বাংলা একাডেমি

৩

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

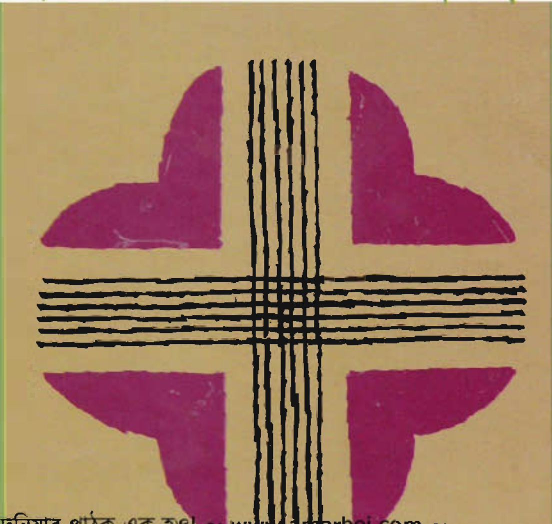

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- বাংলা ভাষার সব শব্দ একই সময়ে জন্ম নেয়নি অথবা একই সময়ে সেসব শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হয়নি। কোন শব্দ প্রথম কখন ব্যবহৃত হলো, এবং তারপর ধীরে ধীরে তার অর্থ কিভাবে বদলে গেলো, এ অভিধানে প্রধানত তা-ই দেখা যাবে। কেবল অর্থের বিবর্তন নয়, শব্দের বানান কিভাবে বদলে গেলো, সে ইতিহাসও জানা যাবে এই অভিধান থেকে।
- এই অভিধানে ভুক্তি অর্থাৎ মূলশব্দ আছে প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার। আর, এসব মূলশব্দের রূপান্তরগুলো হিসেব করলে মূলশব্দের সংখ্যা হবে প্রায় দেড় লাখ। এ ছাড়া, অর্থান্তর বোঝানোর জন্যে প্রয়োগবাক্য আছে এক লাখ ষাট হাজারের বেশি।
- আনুমানিক ১২০০ সাল থেকে শুরু করে মোটামুটি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত রচিত নানা ধরনের পুথি, দলিল-দস্তাবেজ, বই, পত্র-পত্রিকা, নথিপত্র ইত্যাদি থেকে এই অভিধানে শব্দ গৃহীত হয়েছে।
- শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই অভিধানে যেসব প্রয়োগবাক্য দেওয়া হয়েছে, তার অনেকগুলোর কালই আনুমানিক। তবে ১৭৪৩ সালের পর থেকে বেশির ভাগ প্রয়োগবাক্যের সময় সুনির্দিষ্ট।
- প্রতিটি মূলশব্দের অর্থ এবং অর্থান্তর নির্ণয় করা হয়েছে প্রয়োগবাক্য থেকে।
- প্রয়োগবাক্যগুলোর উৎস নির্দেশ করা হয়েছে কখনো গ্রন্থ, কখনো লেখক, কখনো পত্রিকা, এমনকি কখনো দপ্তরের নাম দিয়ে। এসব নামের শব্দসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে বাঁকা হরফে।
- সাধারণভাবে ক্রিয়াপদের রূপান্তর এই অভিধানে নেই। তবে আঠারো শতকের আগেকার ক্রিয়াপদের রূপান্তরের কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি মূলশব্দের পাশে সে শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে, তা বন্ধনী [ ] চিহ্নের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো শব্দের বেলায় তা আনুমানিক। আর, আদৌ জানা না-গেলে, সেসব শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়নি। যেসব শব্দের শেষে [স] লেখা আছে, সেসব শব্দ যে সবই সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ছিলো, তা নয়। বরং সেগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণ-সিদ্ধ বলে [স] লেখা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- শব্দের অর্থ যদ্দুরসম্ভব সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।

বাংলা একাডেমির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

- প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
- প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
- ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
- বাংলা উচ্চারণ অভিধান
- বাংলা বানান-অভিধান
- ছোটদের অভিধান
- সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
- আরবি-বাংলা অভিধান
- চরিতাভিধান (তৃতীয় সংস্করণ)
- বিজ্ঞান বিশ্বকোষ
- শাহনামা
- English-Bangla Dictionary
- Bengali-English Dictionary

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
তৃতীয় খণ্ড (ভ–হ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা একাডেমি

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

তৃতীয় খণ্ড (ভ-হ)

সম্পাদক
গোলাম মুরশিদ

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার

বাংলা একাডেমি ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান কর্মসূচি
জুলাই ২০১০ – ডিসেম্বর ২০১৩
সংশোধিত: জুলাই ২০১০ – জুন ২০১৪

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২১ / মে ২০১৪

বাএ ৫১৫৫

মুদ্রণসংখ্যা
৬০০০ কপি

প্রকাশক
শাহিদা খাতুন
পরিচালক
প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
এক হাজার টাকা মাত্র

BIBARTANMULAK BANGLA ABHIDHAN, TRITIYA KHANDA [A Diachronic Dictionary of Bangla Language, Third Volume]. Editor: Ghulam Murshid. Associate Editor: Swarochish Sarker. Publisher: Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition: May 2014. Price: Taka 1000.00 only, US $ 100.00

ISBN 984-07-5174-3

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবায়ক
শামসুজ্জামান খান

কর্মসূচি পরিচালক
শাহিদা খাতুন

সমন্বয়কারী
মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম

সংকলক

আসিফ আজিজ	**কল্পনা ভৌমিক**
জামাল উদ্দিন জাহেদি	**ফারহান ইশরাক**
মতিন রায়হান	**মাহফুজা হিলালী**
মোঃ আমিরুল ইসলাম	**মোঃ মাইনুল ইসলাম**
রাজীব কুমার সাহা	**শামস্ নূর**

প্রকাশনা সহযোগী
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দসংক্ষেপ

অ	অসমিয়া
অক্ষয়	অক্ষয়কুমার দত্ত
অচিন্ত্য	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অতুল	অতুলপ্রসাদ সেন
অন্নদা	অন্নদাশঙ্কর রায়
অবন	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবোধবন্ধু	অবোধবন্ধু পত্রিকা
অমিয়	অমিয় চক্রবর্তী
অমৃত	অমৃতলাল বসু
অমৃতবাজার	অমৃতবাজার পত্রিকা
অযোধ্যা	অযোধ্যানাথ পাকড়াশি
অশ্বিনী	অশ্বিনীকুমার দত্ত
আ	আরবি
আইয়ুব	আবু সয়ীদ আইয়ুব
আকরম	মোহাম্মদ আকরম খাঁ
আখবার	মহাম্মদি আখবার পত্রিকা
আজাদ	আজাদ পত্রিকা
আনটুনি	হেন্‌সম্যান আনটুনি
আনিস	আনিসুজ্জামান
আনোয়ার	আলী আনোয়ার
আন্তোনিয়ো	দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো
আলাউদ্দিন	আলাউদ্দিন আল আজাদ
আলাওল	সৈয়দ আলাওল
আহমদী	আহমদী পত্রিকা
ই	ইংরেজি
ইংলিশম্যান	ইংলিশম্যান পত্রিকা
ইছলাম	নেদায়ে-ইছলাম পত্রিকা
ইব্রাহীম	ইব্রাহীম খাঁ
ইমদাদুল	কাজী ইমদাদুল হক
ইমান	নূর-অল-ইমান পত্রিকা
ইমাম	ইমাম পত্রিকা
ইলিয়াস	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
ইসলামিয়া	আখবারে ইসলামিয়া পত্রিকা
ইসলাহ	আল-ইসলাহ পত্রিকা
ইসহাক	আবু ইসহাক
ঈশান	ঈশানচন্দ্র ঘোষ
উপ	উপসর্গ
উমর	বদরুদ্দীন উমর
উমেশ	উমেশচন্দ্র মিত্র
একব	একবচন
একাডেমি	বাংলা একাডেমির নথি
এডমন	নীল এডমনস্টোন
এডুকেশন	এডুকেশন গেজেট
এনামুল	মুহম্মদ এনামুল হক
এসলাম	শরিয়তে-এসলাম পত্রিকা
ও	ওড়িয়া
ওদুদ	কাজী আবদুল ওদুদ
ওবায়দুল্লাহ	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
ওয়াজেদ	এস ওয়াজেদ আলি
ওয়ালী	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
ওরাঁও	ওরাঁও
ওল	ওলন্দাজ
ওসাঁ	অগুস্তাঁ ওসাঁ
কবীন্দ্র	কবীন্দ্র পরমেশ্বর
কমলাকান্ত	গোবিন্দ অধিকারী
কায়সার	শহীদুল্লা কায়সার
কালান্তর	কালান্তর পত্রিকা
কালীপ্র	কালীপ্রসন্ন সিংহ
কাশীরাম	কাশীরাম দাস
কৃত্তিবাস	কৃত্তিবাস ওঝা
কৃষ্ণকমল	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
কৃষ্ণচন্দ্র	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
কৃষ্ণদাস	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
কৃষ্ণভাবিনী	কৃষ্ণভাবিনী দাস
কৃষ্ণরাম	কৃষ্ণরাম দাস
কেতকা	কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ
কেরি	উইলিয়ম কেরি
কৈলাস	কৈলাসবাসিনী দেবী
কোহিনুর	কোহিনুর পত্রিকা
কৌমুদী	সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা
ক্যালগে	ক্যালকাটা গেজেট
ক্রি	ক্রিয়া
ক্রিবিণ	ক্রিয়াবিশেষণ
ক্ষীরোদপ্রসাদ	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
গণবাণী	গণবাণী পত্রিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরীব	ফকির গরীবুল্লাহ
গিরিশ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
গুপ্ত	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গুলিস্তাঁ	গুলিস্তাঁ পত্রিকা
গোপাল	গোপাল হালদার
গোবিন্দ	গোবিন্দদাস
গোরেসিও	গাসপেল গোরেসিও
গোলক	গোলকচরণ শর্মা
গৌর	গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার
গ্রামবার্ত্তা	গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা পত্রিকা
গ্রী	গ্রীক
ঘনরাম	ঘনরাম চক্রবর্ত্তী
চণ্ডী	চণ্ডীদাস
চণ্ডীচরণ	চণ্ডীচরণ মুনশী
চন্দ্রিকা	সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকা
চর্যা	চর্যাপদ
চাষী	চাষী পত্রিকা
চিঠিপত্রে	চিঠিপত্রে সমাজচিত্র
চী	চীনা
চেরী	জর্জ্জ ফ্রেডারিক চেরী
ছায়াবীথি	ছায়াবীথি পত্রিকা
ছোলতান	ছোলতান পত্রিকা
জ	জর্মন
জগদীশ	জগদীশচন্দ্র বসু
জয়তী	জয়তী পত্রিকা
জয়বাংলা	জয়বাংলা পত্রিকা
জয়ানন্দ	জয়ানন্দ
জসীম	জসীমউদ্‌দীন
জহির	জহির রায়হান
জা	জাপানি
জামায়াত	ছুন্নত অল-জামায়াত পত্রিকা
জিল্লুর	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
জীবন	জীবনানন্দ দাশ
জ্ঞান	জ্ঞানদাস
জ্ঞানান্বেষণ	জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা
জ্ঞানারুণোদয়	জ্ঞানারুণোদয় পত্রিকা
জ্যোতিরিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডানকান	জোনাথান ডানকান
ঢাকাপ্রকাশ	ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকা
তবলীগ	তবলীগ পত্রিকা
তমোলুক	তমোলুক পত্রিকা
তা	তামিল
তাঁতি	তাঁতিদের চিঠিপত্র
তারকচন্দ্র	তারকচন্দ্র সরকার
তারা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তারিণী	তারিণীচরণ মিত্র
তু	তুরকি
দক্ষিণা	দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
দর্পণ	সমাচার দর্পণ পত্রিকা
দর্শন	ইসলাম দর্শন পত্রিকা
দাশরথি	দাশরথি রায়
দিক্‌প্রকাশ	দিক্‌প্রকাশ পত্রিকা
দীচণ্ডী	দীন চণ্ডীদাস
দীনবন্ধু	দীনবন্ধু মিত্র
দীপিকা	দীপিকা পত্রিকা
দ্বিচণ্ডী	দ্বিজ চণ্ডীদাস
দ্বিজেন্দ্র	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
ধূমকেতু	ধূমকেতু পত্রিকা
ধূর্জটি	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ধ্বন্যা	ধ্বন্যাত্মক
নওরোজ	নওরোজ পত্রিকা
নজরুল	কাজী নজরুল ইসলাম
নজিবর	মোহাম্মদ নজিবর রহমান
নবনূর	নবনূর পত্রিকা
নবযুগ	নবযুগ পত্রিকা
নরেন্দ্র	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
নীরেন	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
প	পর্তুগিজ
পরশু	রাজশেখর বসু
পা	পালি
পাশা	আনোয়ার পাশা
পূর্ণচন্দ্র	সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকা
পূর্ণিমা	পূর্ণিমা পত্রিকা
প্যারী	প্যারীচাঁদ মিত্র
প্রচারক	প্রচারক পত্রিকা
প্রভাকর	সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা
প্রভাত	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রমথ	প্রমথ চৌধুরী
প্রা	প্রাকৃত
প্রেমেন্দ্র	প্রেমেন্দ্র মিত্র
ফ	ফরাসি
ফজলল	শেখ ফজলল করিম
ফয়জুন্নেছা	ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী
ফয়জুল্লাহ	মীর ফয়জুল্লাহ
ফররুখ	ফররুখ আহমদ
ফরস্টার	হেনরি পিটস ফরস্টার
ফা	ফারসি
ফোর্ট	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ
বঙ্কিম	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গদর্শন	বঙ্গদর্শন পত্রিকা
বঙ্গদূত	বঙ্গদূত পত্রিকা
বঙ্গনূর	বঙ্গনূর পত্রিকা
বঙ্গীয়	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়ু	বড়ু চণ্ডীদাস
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
বন্দে	বন্দে আলী মিয়া
বল্লভ	কবি বল্লভ
বাংলার মুখ	বাংলার মুখ পত্রিকা
বান্ধব	বান্ধব পত্রিকা
বামাবোধিনী	বামাবোধিনী পত্রিকা
বাসনা	বাসনা পত্রিকা
বাহরাম	দৌলত উজির বাহরাম খান
বি	বিশেষ্য
বিজয়	বিজয় গুপ্ত
বিণ	বিশেষণ
বিদ্যা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বিদ্যাপতি	বিদ্যাপতি
বিনোদিনী	বিনোদিনী পত্রিকা
বিপ্লবী বাংলাদেশ	বিপ্লবী বাংলাদেশ পত্রিকা
বিভূতি	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিমল	বিমল মিত্র
বিষ্ণু	বিষ্ণু দে
বীরেন্দ্র	বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বুদ্ধ	বুদ্ধদেব বসু
বুলবুল	বুলবুল পত্রিকা
বৃন্দা	বৃন্দাবন দাস
বেগম	বেগম পত্রিকা
বেনজীর	বেনজীর আহমদ
বোগল	জর্জ বোগল
ব্র	ব্রজবুলি
ভবানন্দ	ভবানন্দ
ভবানী	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
ভারত সংস্কারক	ভারত সংস্কারক পত্রিকা
ভেরলি	জঁ ভেরলি
মণীশ	মণীশ ঘটক
মদনমোহন	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
মধু	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়
মধ্যস্থ	মধ্যস্থ পত্রিকা
মনসুর	আবুল মনসুর আহমদ
মনোজ	মনোজ বসু
মশাররফ	মীর মশাররফ হোসেন
মহাশ্বেতা	মহাশ্বেতা দেবী
মা	মারাঠি
মাইকেল	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মানিক	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মানিকরাম	মানিকরাম গাঙ্গুলি
মানোএল	মানোএল দা আসসুম্পসাঁও
মান্নান	সৈয়দ আবদুল মান্নান
মালাধর	মালাধর বসু

মাহমুদ	আল মাহমুদ
মাহেনও	মাহেনও পত্রিকা
মিত্রপ্রকাশ	মিত্রপ্রকাশ পত্রিকা
মিলার	জন মিলার
মিহির	মিহির পত্রিকা
মু	মুণ্ডারি, অস্ট্রিক
মুকুন্দ	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
মুক্তিযুদ্ধ	মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকা
মুখলেস	মুখলেসুর রহমান
মুজতবা	সৈয়দ মুজতবা আলী
মুজিব	শেখ মুজিবুর রহমান
মুনীর	মুনীর চৌধুরী
মুরশিদ	গোলাম মুরশিদ
মুরারী	মুরারী গুপ্ত
মুসলমান	মুসলমান পত্রিকা
মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
মেয়র	জর্জ মেয়র
মেয়র্স	মেয়র্স কোর্ট
মোজাম্মেল	মোজাম্মেল হোসেন
মোতাহার	কাজী মোতাহার হোসেন
মোতাহের	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
মোয়াজ্জিন	মোয়াজ্জিন পত্রিকা
মোসলেম	মোসলেম ভারত পত্রিকা
মোস্তফা	গোলাম মোস্তফা
মোহাম্মদী	মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা
মোহিত	মোহিতলাল মজুমদার
যোগীন্দ্র	যোগীন্দ্রনাথ সরকার
রওশন	রওশন হেদায়েৎ পত্রিকা
রঙ্গ	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রমেন্দ্র	রমেন্দ্রনাথ ঘোষ
রশীদ	রশীদ করীম
রসরাজ	সম্বাদ রসরাজ পত্রিকা
রাজ	রাজনারায়ণ বসু
রাজীব	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
রামনারায়ণ	রামনারায়ণ তর্করত্ন
রামপ্রসাদ	রামপ্রসাদ সেন
রামমোহন	রামমোহন রায়
রামরাম	রামরাম বসু
রামাই	রামাই পণ্ডিত
রূপরাম	রূপরাম চক্রবর্তী
রোকেয়া	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
লালন	লালন শাহ্
শওকত	শওকত ওসমান
শক্তি	শক্তি চট্টোপাধ্যায়
শঙ্খ	শঙ্খ ঘোষ
শরৎ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরিয়ত	শরিয়ত পত্রিকা
শরীফ	আহমদ শরীফ
শহীদুল্লাহ	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
শামসুদ্দীন	শামসুদ্দীন আবুল কালাম
শামসুর	শামসুর রাহমান
শামসুল	সৈয়দ শামসুল হক
শাহাদাত	শাহাদাত হোসেন
শিখা	শিখা পত্রিকা
শিব	শিবনারায়ণ রায়
শিবরাম	শিবরাম চক্রবর্তী
শেখর	রায় শেখর/কবি শেখর
শৌভে	জন লুই শৌভে
শ্যামল	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
স	সংস্কৃত
সওগাত	সওগাত পত্রিকা
সংগ্রহ	বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা
সংবিধান	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
সখা	সখা পত্রিকা
সত্যার্ণব	সত্যার্ণব পত্রিকা
সত্যেন্দ্র	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সৎসঙ্গ	সৎসঙ্গ পত্রিকা
সনৎ	সনৎকুমার সাহা
সবুজ	সবুজপত্র পত্রিকা
সম্বো	সম্বোধন
সাঁ	সাঁওতালি, অস্ট্রিক
সাদত	সাদত আলী আখন্দ
সাধনা	সাধনা পত্রিকা
সাধারণী	সাধারণী পত্রিকা
সাপ্তাহিক বাংলা	সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
সাম্যবাদী	সাম্যবাদী পত্রিকা
সাহিত্যিক	সাহিত্যিক পত্রিকা
সিকান্দার	সিকান্দার আবু জাফর
সিরাজী	ইসমাইল হোসেন সিরাজী
সুকান্ত	সুকান্ত ভট্টাচার্য
সুকুমার	সুকুমার রায়
সুধাকর	মিহির ও সুধাকর পত্রিকা
সুধাবর্ষণ	সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রিকা
সুধীন্দ্র	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
সুনীল	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সুনীলমুখো	সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
সুবল	সুবলচন্দ্র মিত্র
সুভাষ	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সুলতান	সৈয়দ সুলতান
সুলভ	সুলভ সমাচার পত্রিকা
সেবধি	শিশুসেবধি পত্রিকা
সোমপ্রকাশ	সোমপ্রকাশ পত্রিকা
স্ত্রী	স্ত্রীলিঙ্গ
স্ত্রীশিক্ষা	স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক পত্রিকা
স্বরো	স্বরোদয় পত্রিকা
হরপ্রসাদ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
হরপ্রসাদ রায়	হরপ্রসাদ রায়
হাই	মুহম্মদ আবদুল হাই
হাকিম	আবদুল হাকিম
হানাফী	হানাফী পত্রিকা
হাফিজুর	হাসান হাফিজুর রহমান
হাফেজ	হাফেজ পত্রিকা
হাবীব	আহসান হাবীব
হামজা	সৈয়দ হামজা
হালিসহর	হালিসহর পত্রিকা
হাসান	হাসান আজিজুল হক
হি	হিন্দি
হিতৈষী	হিতৈষী পত্রিকা
হিস্পা	হিস্পানি
হুতোম	কালীপ্রসন্ন সিংহ
হুমায়ুন	হুমায়ুন আহমেদ
হেদায়াত	হেদায়াত পত্রিকা
হেম	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হেয়াত	হেয়াত মামুদ
হোসেন	আবুল হোসেন
হ্যালহেড	ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ

ভঅ *দ্র* **ভয়**

ভওয়া [স ভূ>] *ক্রি* হওয়া। **ভৰ্আঁ** *ক্রি* হয়ে। 'কি না ভৰ্আঁ গেল মোর মথুরাক জাইতেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভইঅ** *ক্রি* হলো। 'মাঅ মারিআ কাহ্নু ভইঅ কবালী।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **ভইআ** *ক্রি* হলো। 'বাতাবর্ত্তে সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইষ।' *চর্যা* ৪১, ১২০০। **ভইল** *ক্রি* হলো। 'ভইল নহলী যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভইলা** *ক্রি* হলো। 'তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০। **ভইলী** *ক্রি* হলো। 'অজ্জি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। **ভইলেঁ** *ক্রি* হলে। 'রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। **ভইলেসি** *ক্রি* হলো। 'জাণ জৌবণ মোর ভইলেসি পূরা।' *চর্যা* ২০, ১২০০। **ভইলোঁ** *ক্রি* হলাম। 'মতি হারাইলোঁ/ বুলিতেঁ না জাণো ভইলোঁ ভোর সরলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভইলা** *ক্রি* হলো। 'হের সে শবরো গিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০। **ভয়িঞাঁ** *ক্রি* হয়ে। 'মোরে কি না ভয়িঞাঁ গেল বড়ায়ি নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভয়িলা** *ক্রি* হলো। 'আজি হৈতেঁ বড়ায়ি দেব বনমালী তোহ্মার ভয়িলা দাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভয়িলোঁ** *ক্রি* হলো। 'কথাহো না পারিলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভহ** *ক্রি* হয়ে। 'জুবতী ভহ জনমএ জনি কোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভেলো** *ক্রি* হলো। 'তনুবন জ্বলে গেলো, দিন দিন ক্ষীণ ভেলো ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

ভএ *দ্র* **ভয়**

ভঁউহ [স ভ্রূ] *বি* ভ্রু। 'ভঁউহ ধনুষি গুণ কাজর রেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভঁড়ার [স ভাণ্ডাগার] *বি* ভাণ্ডার। 'বিদ্যাপতি কহ কী কহব আর। সুন করলি বিহি মদন ভঁড়ার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভঁয়সা ঘি *বি* মহিষের দুধ থেকে তৈরি ঘি। 'একসের আন্দাজ ভঁয়সা ঘি।' *অন্নদা*, ১৯৭৪।

ভকত [স ভক্ত] *বি* ভক্ত। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। *দ্র* **ভক্ত**

ভকতবচ্ছল [স ভক্তবৎসল] *বিণ* ভক্তবৎসল। 'ভকতবচ্ছল তুমি ভুবনের গুরু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভকতবৎসল [স ভক্তবৎসল] *বিণ* ভক্তের প্রতি স্নেহশীল। 'মহা দয়াময় প্রভু ভকতবৎসল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভকত-সমাজ [স ভক্তসমাজ] *বি* ভক্তগণ। 'ভকত-সমাজে নিজ নামরসে খেলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভকতা [স ভক্ত] *বি* ভক্ত। 'সঙ্গে লবে সজ্ঞান ভকতা বার ব্যক্তি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভকতি, ভকতী [স ভক্তি] *বি* শ্রদ্ধা। 'আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভকতীদাসি [স ভক্তিদাসী] *বি* অনুরক্ত আশ্রিতা। 'ভকতীদাসিক তেজহ কেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভকভক [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত দুর্গন্ধ বের হওয়ার ভাব। 'প্যাঁজের গন্ধ ভকভক করে বেরোয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভকিত্যা [স ভক্তা] *বি স্ত্রী* সেবাদাসী বা ব্রতী। 'উচৈচঃস্বরে হরি বোলে আমিনি ভকিত্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভকীল [আ ওয়াকীল] *বি* উকিল। 'তাঁর ভকীলকে আমার প্রভুর কাছে পাঠিয়ে নারী ও শিশুদের রাজপ্রাসাদে চলে আসতে বললেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভক্ত [স] *বি* অনুসারী। 'উদ্দেসে তোমার গুন ভক্ত সব গাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যাহারা জড়ের উপাসনা করে তাহারাই আমাদের ভক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভক্তগৃহ [স] *বি* ভক্তের ঘর। 'ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তগোষ্ঠী [স] *বি* ভক্তের দল। 'ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তচিত [স ভক্তচিত্ত] *বি* ভক্তের হৃদয়। 'লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভক্তজন [স] *বি* অনুগত ব্যক্তি। 'ভক্তি মুক্তি দেহ ভক্তজনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভক্ততত্ত্ব [স] *বি* ভক্তের স্বরূপ। 'চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধ্য করি জানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তদত্ত [স] *বি* ভক্তের অর্ঘ্য। 'দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তদাসীসম [স] *বিণ* ভক্তদাসীর মতো। 'ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভক্তদ্বেষী [স] *বিণ* ভক্তকে হিংসা করে এমন। 'আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তদ্রোহী [স] *বিণ* ভক্তের অনিষ্টকারী। 'মুঞি সে বধিনু মোর ভক্তদ্রোহী কংস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তবৎসল [স] *বিণ* ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণ। 'ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তবৎসলতা [স] *বি* ভক্তের প্রতি ভালোবাসা। 'সেই ভাবটি ভক্তবৎসলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভক্তবৎসলা [স] *বিণ স্ত্রী* ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণ। 'হে ভগবতি তুমি ভক্তবৎসলা।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

ভক্তবন্ধু [স] *বি* ভক্তি করে এমন বন্ধু। 'ইনি আমার পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভক্তবাৎসল্য [স] *বি* ভক্তের প্রতি স্নেহবৎসলতা। 'ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইল গৌরভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভক্তবিটল [স ভক্ত+স বিট>] *বিণ* ভণ্ড ভক্ত। *সেবধি*, ১৮৩৯।

ভক্তভাব [স] *বি* ভক্তের সাথে প্রণয়। 'আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তরূপী [স] *বিণ* ভক্তের রূপধারী। 'ভক্তরূপী ভক্তবৎসল ভগবান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভক্তশ্রম [স] *বি* বৌদ্ধ ভিক্ষু। 'চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তশ্রেষ্ঠ [স] *বি* উত্তম ভক্ত। 'শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ/

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তা [স] *বি স্ত্রী* ভক্তি বা অনুরাগ আছে যার। 'ষোল শত ভক্তা হৈল আদ্যের গাজনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভক্তাগ্রগণ্য [স] *বিণ* প্রধান ভক্ত। 'আমার চিন্তানুরক্ত ভক্তাগ্রগণ্য অমূল্যচরণের হৃদয়ের রেশমাত্র বিকার জন্মিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভক্তাধীন [স] *বিণ* ভক্তের বশীভূত। 'ভক্ত-গর্ভে অঙ্গ ধারণ, ভক্তাধীন নারায়ণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ভক্তি [স] *বি* শ্রদ্ধা; অনুরাগ। 'ভক্তি পাএ লোক জাহার ভাবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভক্তিকল্পতরু [স] *বি* ভক্তিরূপ কল্পতরু। 'ভক্তিকল্পতরু হইল সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তিকুসুমকলি [স] *বি* ভক্তির ফুলকলি। 'অনুরাগের থালায় দেব ভক্তিকুসুমকলি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভক্তিগন্ধ [স] ভক্তির ভাব। 'ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তিজাল [স] *বি* শ্রদ্ধার বন্ধন। 'সরল ভক্তিজাল ছিন্ন করিয়া পরদিন বৈকালে আবদুল্লাহ একবালপুরে পৌঁছিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ভক্তিটক্তি *বি* শ্রদ্ধাভক্তি। 'একটু ভক্তিটক্তি দেখাই।' *অবন*, ১৯৪১।

ভক্তিডোর *বি* ভক্তির বাঁধন। '(তাই) শক্তিসাধক রাখে তোরে/ ভক্তিডোরে বেঁধে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভক্তিতত্ত্ব [স] *বি* ভক্তিবিষয়ক শাস্ত্র। 'ভক্তিতত্ত্বে যে গভীরতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভক্তিধর্ম [স] *বি* ভক্তিতত্ত্ব। 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারের হাতে ভক্তিধর্ম নবতর ব্যাখ্যা লাভ করে।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভক্তিধারা [স] *বি* ভক্তির প্রবাহ। 'শক্তিময়ী শুকিয়ে গেল ভক্তিধারা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভক্তিনম্র [স] *বিণ* শ্রদ্ধায় অবনত। 'যোগ্যতার নিকট ভক্তিনম্র হইতে উপদেশ দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভক্তিনিষ্ঠা [স] *বি* দৃঢ় অনুরাগ। 'ধর্মের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠা, সাধুতা-দয়াশীলতা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভক্তিপাত্র [স] *বি* ভক্তির যোগ্য যে। 'ভক্তিপাত্রকেও উচ্চ হইতে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভক্তিপাবন [স] *বি* ভক্তিরূপ আগুন। 'করি নিবেদন আজি ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভক্তিপিপাসু [স] *বিণ* আরাধ্যকে ভক্তি করতে আগ্রহী। 'ভক্তিপিপাসু নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভক্তিপ্রবণ [স] *বিণ* ভক্তির প্রবৃত্তি আছে এমন। 'আমরা ভক্তিপ্রবণ জাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভক্তিপ্লুত [স] *বিণ* শ্রদ্ধায় নম্র। 'চতুর গোবেচারা, অভিনিবিষ্ট, ভক্তিপ্লুত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভক্তিবর্ণালি [স] *বি* ভক্তিরাগ। 'ভক্তিবর্ণালির সব-ক'টি বর্ণ ... পাওয়া যাবে রবীন্দ্র-কাব্যে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভক্তিবল [স] *বি* ভক্তির শক্তি। 'ভক্তিবল সবে মোর আছয়ে উপায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তিবাদ [স] *বি* দার্শনিক মতবাদবিশেষ। 'দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভক্তিবান [স] ১ *বিণ* প্রীতিযুক্ত। 'শুয়ার বচনে ব্যাধ হইআ ভক্তিবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ভক্তিযুক্ত। 'ভক্ত ছিল অজামীল ভক্তিবান বটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভক্তিবারি [স] *বি* ভক্তিরূপ জল। 'ভক্তিবারি তায় সেচ না।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভক্তিবৃক্ষ [স] *বি* ভক্তিরূপ বৃক্ষ। 'এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তিবৃত্তি [স] *বি* ভক্তি প্রবণতা। 'তাহার ভক্তিবৃত্তি যদি চরিতার্থতা চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভক্তিভরে *ক্রিবিণ* শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে। 'সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভক্তিভাজন [স] *বিণ* ভক্তির পাত্র; ভক্তি করা যায় এমন। 'আমরা যে পরমারাধ্য ভক্তিভাজন জনক-জননী হইতে জীবন প্রাপ্ত হই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভক্তিভালবাসা *বি* শ্রদ্ধা ও প্রীতি। 'এই কি আপনের ভক্তিভালবাসা?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ভক্তিমণ্ডিত [স] *বিণ* শ্রদ্ধাপূর্ণ। 'ভক্তিমণ্ডিত তাঁহার মুখের সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভক্তিমতি, ভক্তিমতী [স] *বিণ স্ত্রী* ভক্তি আছে এমন। 'উভয়ের প্রতি একরূপ ভক্তিমতী ও স্নেহশালিনী ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'ভক্তিমতি বিহঙ্গিনী স্বনাথ সহিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ভক্তিমন্ত [স] *বিণ* ভক্তি আছে এমন। 'আর্য্যগণ উপরি কথিত নিয়ম ক্রমেই রাজার প্রতি ভক্তিমন্ত আছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভক্তিময়ী [স] *বিণ* পূজনীয়। 'তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তিমান [স] *বিণ* ভক্তির উদ্রেক হয়েছে এমন; ভক্তিভাজন। 'রাজা ... গো-ব্রাহ্মণে সাতিশয় ভক্তিমান ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'পরমেশ্বর-পরায়ণ ভক্তিমান ব্যক্তি সকল স্থানেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভক্তিমার্গ [স] *বি* সাধনার পন্থাবিশেষ। 'যিনি ভক্তিমার্গের পথিক তিনি গীতাকে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ভক্তিমিশ্রিত [স] *বিণ* ভক্তিপূর্ণ। 'মনের মধ্যে ভক্তিমিশ্রিত গর্ব অনুভব করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভক্তিমূলক [স] *বিণ* ভক্তিবাদী। 'তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ভক্তিযোগ [স] *বি* ভক্তির দ্বারা আরাধনা। 'ভক্তিযোগে থাকে তবে সকল কুশল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তিযোগী [স] *বি* ভক্তির দ্বারা আরাধনা করে এমন। 'অপর দিকে এ দেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ভক্তিয়া [স ভক্তি>] *বি* জীবিকার্থে ভক্ত সাজে যারা। 'ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্তক অনেক।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভক্তিরব [স] *বি* শ্রদ্ধা-ভক্তি। 'সুলতানুল আজমের প্রতি সকলেরই ভক্তিরব উছলিয়া উঠিল।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

AMARBOI.COM

ভক্তিরস [স] *বি* ভক্তিরূপ রস। 'দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তিরসাত্মক [স] *বিণ* ভক্তিরস-ভিত্তিক। 'সব ভক্তিরসাত্মক গান।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ভক্তিরসাপ্লুত [স] *বিণ* ভক্তিরসে সিক্ত। 'ভক্তিরসাপ্লুত কীর্তনগানের সাথে সাথে ... নৃত্য শুরু করে দিয়েচে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভক্তিরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* ভক্তিস্বরূপা। 'ভক্তিরূপা মাতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভক্তিশতদল [স] *বি* ভক্তিরূপ পদ্ম। 'এক হাতে মোর পূজার থালা ভক্তিশতদল।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভক্তিশেল [স] *বি* ভক্তিরূপ শেল। 'শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভক্তিশ্রদ্ধা [স] *বি* ভক্তি ও শ্রদ্ধা। 'অবনত মস্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিশ্রদ্ধা সম্বলিত প্রণিপাত সহকারে পয়সা কড়ি অর্পণ পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভক্তিসঙ্গীত [স] *বি* আরাধনামূলক গান। 'বাংলায় ভক্তিসঙ্গীতের মধ্যে মায়ের নামের সঙ্গীত অর্থাৎ শ্যামাসঙ্গীতই বোধ হয় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভক্তিহীন [স] *বিণ* ভক্তিশূন্য। 'ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তিহীনতা [স] *বি* অশ্রদ্ধা। 'মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভক্ষ [স] **১** *বি* খাদ্য। 'এক সন্ধ্যা ভক্ষ যদি থাকে তার ঘরে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* ভোজন। 'ভক্ষ শেষে সুগন্ধি ছিটিএ বস্ত্রে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভক্ষক [স] *বি* খাদক। 'ভক্ষক হইতে পুনি না হএ উচিত।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভক্ষদ্রব্য [স] *বি* ভোজনসামগ্রী। 'ভক্ষদ্রব্য খাইয়া কৃষ্ণ রজনি বঞ্চিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভক্ষণ [স] **১** *বি* খাদ্যগ্রহণ। 'লোক যত করে ভক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আকাশ পৃথিবী মধ্যে আছে যথ জন/ এক ফল তার যদি সকলে ভক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* খাদ্য। 'বরাটা চুচুড়া মুথা আমার ভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* দখল। 'অনেক গোরা বাড়ুই মিস্ত্রী হইয়া ঐ ব্যবসায় ভক্ষণ করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভক্ষণীয় [স] **১** *বিণ* খাওয়া যায় এমন। 'ভালুক বৎসেরা ক্ষুধিত হইয়া সেই দামন আর আস্তিন হইতে ভক্ষণীয় বস্তু লইয়া ভোজন করিত।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *বি* খাদ্যবস্তু; খাবার। 'তাঁহার ভৃত্যেরা অহরহর্ভক্ষণীয় [অহরহ+ভক্ষণীয়] প্রস্তুত করে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বিণ* খাওয়ার উপযোগী। 'তিনি যে সকল ভক্ষণীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া যান।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ভক্ষণেচ্ছু [স] *বিণ* খেতে আগ্রহী। 'ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য অংসল বৃষ-মাংস-ভক্ষণেচ্ছু হইয়াছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভক্ষন [স ভক্ষণ] *বি* ভোজন। 'না করিব আমি এই বালক ভক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভখন [স ভক্ষণ] *বি* ভক্ষণ। 'কর্প্পুর তাম্বুল ধর্ম্ম করিলা ভখন।' *রামাই*, ১৭১০।

ভখোন [স ভক্ষণ] *বি* ভক্ষণ। 'তবে কেন তোমার শাস্ত্রে পাপের শাস্তি লিখে? গোবধ ... গোমেন্‌চো ভখোনের ... ইত্যাদি যতো?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ভক্ষা [স ভক্ষণ>] *ক্রি* ভক্ষণ করা। **ভক্ষি** *ক্রি* ভক্ষণ করি। 'এমত কুৎসিত মুর্ত্তি নহি আক্ষি ভক্ষি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভক্ষিআ** *ক্রি* ভক্ষণ ক'রে। 'হাছন শহীদ হৈব ভক্ষিআ গরল।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভক্ষিতেঁ** *ক্রি* ভোগ করতে। 'দেখিতেঁ সি পাইএ কাহ্নাঞিঁ ভক্ষিতেঁ না পাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভক্ষিবারে** *ক্রি* ভক্ষণ করতে। 'অন্ন ভক্ষিবারে তার হৈল সংশএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভক্ষিমু** *ক্রি* ভক্ষণ করবো। 'গরল ভক্ষিমু কিবা পশিমু পাতাল।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভক্ষিয়া** *ক্রি* ভক্ষণ ক'রে। 'গরল ভক্ষিয়া মুঞি তেজিমু শরীর।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভক্ষিলা** *ক্রি* ভক্ষণ করলে। 'যাহারে রক্ষক দিনু তাহাই ভক্ষিলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভক্ষিত [স] *বিণ* খেয়ে ফেলেছে এমন। 'ভক্ষিত পতঙ্গাদি সজীব অবস্থাতেই উদরস্থ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ভক্ষ্য [স] **১** *বিণ* আহার্য। 'কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ ইহারে লইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ভোজনযোগ্য। 'উত্তম ভক্ষ্য দ্রব্য আনিয়া, আহার করিতে দিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভক্ষ্যদ্রব্য [স] *বি* খাবার জিনিস। 'ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হইতে আনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্ষ্যবস্তু [স] *বি* খাবার জিনিস। 'অনেকে ... পৃথক পৃথক ভক্ষ্যবস্তু গ্রহণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভক্ষ্যাভাব [স] *বি* খাদ্যের অভাব। 'স্বর্ণকারেরদিগের প্রায় ভক্ষ্যাভাব হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভখা [স ভক্ষণ>; পা ভক্খ>] *ক্রি* ভক্ষণ করা। **ভখঅ** *বিণ* ভক্ষণ করে। 'অমিয় ভখঅ মুসা করঅ আহারা।' *চর্যা* ২১, ১২০০। **ভখএ** *ক্রি* খেয়ে ফেলে; ভোজন করে। 'যথা নাগ পায় তথা ভখএ আমারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভখিতেঁ** *ক্রি* খেতে। 'দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভখিমু** *ক্রি* ভক্ষণ করবো। 'নিশ্চয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৭০। **ভখিয়া** *ক্রি* ভক্ষণ ক'রে। 'গরল ভখিয়া পাগল কে হল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। **ভখিল** *ক্রি* ভোজন করলো; খেয়ে ফেললো। 'জেমন প্রকারে কৃষ্ণ দাবাগ্নি ভখিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভখে** *ক্রি* খায়। 'নানা তরুয়র/ যে ফল ফলে/ আপণে তাক না ভখে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভগণ [স] *বি* আকাশের বারো রাশিকে বা সূর্যকে গ্রহের পরিভ্রমণ। **ভগণকাল** [স] *বি* কোনো গ্রহের সূর্যকে একবার পরিক্রমণের সময়কাল। 'যত কালে কোন গ্রহ বা ধূমকেতু সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহার নাম ভগণকাল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভগতি [স ভক্তি] *বি* ভক্তি। 'রাম ভগতি অছু লাভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভগন [স ভগ্ন] *বি* ভঙ্গ। 'আমার তপিসসা ভগন কৈল কুন জন।' *রামাই*, ১৭১০।

ভগন্দর [স] *বি* মলদ্বার বা গুহ্যদ্বারের নালি ঘা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভগবৎ [স] *বি* ঈশ্বর। **ভগবৎ-সেবা** [স] *বি* ঈশ্বরের পূজা। 'যেমন ভগবৎ-সেবা, স্নানিকৃত, মহাপূজা ইত্যাদি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

ভগবৎপ্রেম [স] *বি* অপার্থিব প্রেম। 'আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধুলায় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ভগবতি, ভগবতী [স ভগবতী, সম্বো] **১** *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'আমি আইলাঙ ভগবতী তোমারে দিব বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি*

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরমেশ্বরী। 'যখন যে অনুমতি, কর তুমি ভগবতি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ভগবতী, প্রকৃতির স্তব এবং তোমাদের স্তবে বড়ো একটা প্রভেদ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভগবত্তা [স] পরমেশ্বরশক্তি। 'কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভগবদ্গীতা, ভগবদ্‌গীতা [স] *বি* হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ গীতা। 'পৌরাণিক ধর্মের দর্শন ভগবদ্গীতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভগবদ্দত্ত [স] *বিণ* ঈশ্বর-প্রদত্ত। 'কথকতা করবার জন্য ভগবদ্দত্ত গলা থাকা চাই।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ভগবদ্বাক্য [স] *বি* ঐশী বাণী। 'ভগবদ্বাক্য কোথায় মা, এখন?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ভগবন [স] *বি* ভগবান; সৃষ্টিকর্তা। 'হে ভগবন! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ভগবান [স] **১** *বিণ* পূজনীয়। 'জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'স্বয়ং-ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হয়্যা অবনির রাজা করিল লোকের পূজা আপনি হইআ ভগবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* প্রভু। 'নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল ভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভগবান-প্রাপ্তি [স] *বি* ঈশ্বরপ্রাপ্তি। 'ভগবান-প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভগিনা [স ভাগিনেয়] *বি* ভাগ্নে। 'খরশান কাতি দিল ভগিনার গলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভগিনী [স] *বি* বোন। 'তাঁর ভগিনী দয়মন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'একে ২ ভগিনী চিনাইল সম্প্রতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভগিনি, ভগীনি [স ভগিনী] *বি* বোন। 'ভগিনি আনিয়া ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জোগ্যবরে ভগীনি দিয়া করিব কার পূজা।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভগিনীকুল [স] *বিণ* বোনেরা। 'এসো নন্দিনী সুরবন্দিনী ভগিনীকুল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভগিনীপতি [স] *বি* বোনের স্বামী। 'রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভগ্ন [স] **১** *বিণ* ভঙ্গ। 'তাহাতে এতদ্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* খণ্ডিত। 'সমুদ্রমধ্যে বহুদূর যাইয়া নৌকা ভগ্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* ভঙ্গুর। 'লালন বলে আমার ভগ্নদশা ভারি।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* বিপর্যস্ত। 'এমন শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মতো হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভগ্নকণ্ঠ [স] *বিণ* বিকৃতস্বর। 'রাইচরণ ... ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভগ্ন করা *ক্রি* ভাঙ্গা। 'ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ভগ্নকরুণ [স] *বিণ* বিষণ্ণতায় ভরা। 'এ কী ভগ্নকরুণ অবনত দয়িত আমার।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

ভগ্নক্ষম [স] *বিণ* ভাঙতে পারে এমন ক্ষমতাবিশিষ্ট। 'কূর্ম্মপৃষ্ঠাস্থি ভগ্নক্ষম এমত অশ্বখুরের কোটি ২ আঘাতে পৃথিবী কুণ্ঠিতা করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

ভগ্নঘট [স] *বি* ভাঙ্গা পাত্র। 'শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মতো শূন্য বোধ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভগ্নচিত্ত [স] *বিণ* মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। 'নিতান্ত আশাভরসাবিহীন হইয়া ও ভগ্নচিত্ত হইয়াছিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

ভগ্নচিহ্ন [স] *বি* ভগ্নাবশেষ। 'প্রাচীন রাজপথ ও দুর্গাদির ভগ্নচিহ্ন অদ্যাপি প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভগ্নচূড়া [স] *বিণ* শীর্ষদেশ ভেঙে পড়েছে এমন। 'জীর্ণ বাড়ি ঘর – ভাঙা দালান, ভগ্নচূড়া দেউলের সারি।' *তারা*, ১৯৪০।

ভগ্নতরী [স] *বি* ভাঙা নৌকা। 'তলায় গেল ভগ্নতরী কূলে এলেম ভেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভগ্নদশনা [স] *বিণ* দাঁত ভেঙে গেছে এমন। 'পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংস গলিত যৌবনা ভগ্নদশনা ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভগ্নদশা [স] **১** *বি* দুরবস্থা। 'লালন বলে আমার ভগ্নদশা ভারি।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* সংকটজনক অবস্থা। 'সমাজের এই ভগ্নদশায় এ দেশের নারী সমাজের অবস্থাটা কিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ভগ্নদীর্ণ [স] *বিণ* ভাঙাচোরা। 'স্খলন খণ্ডতা ক্ষতি ভগ্নদীর্ণ জীর্ণতার 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভগ্নদূত [স] *বি* যে দূত যুদ্ধে ব্যর্থতা বা পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে আসে। 'কর জোড় করি, দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভগ্নদেহ [স] *বি* ভগ্নস্বাস্থ্য। 'বাঙ্গালি পল্লীর সর্ব্বস্থানে ভগ্নদেহ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভগ্ননিদ্র [স] *বিণ* নিদ্রা ভেঙে গেছে এমন। 'লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভগ্ননীড় [স] *বি* ভাঙা ঘর। 'অতীতের ভগ্ননীড় এইবার সুপুষ্ট সন্ধ্যায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভগ্নপক্ষ [স] *বিণ* ডানাভাঙা। 'উড়ে এসেছিনু ভগ্নপক্ষ চক্রবাক।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ভগ্ন পাইক [স ভগ্ন+ফা পাইক] *বি* দুঃসংবাদ বহনকারী পাইক। 'সন্ধের সময় সাহেবের ভগ্ন পাইক এসে খবর দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভগ্নপোত [স] *বি* নৌযান বিধ্বস্ত এমন। 'এই প্রতিকূল বাত্যায় ভগ্নপোত হইয়া অপার সমুদ্রে ভাসিবেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভগ্নপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় ভেঙে গেছে এমন। 'কাঠের ভগ্নপ্রায় গেটটি খুলে অনাথ বাগানে প্রবেশ করল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ভগ্নবীণা [স] *বি* ভাঙা বীণা। 'ভেসে আসে কার ভগ্নবীণার চূর্ণ বিলাপ-গান?' *নজরুল*, ১৯২২।

ভগ্ন ভাষা [স] *বি* অসম্পূর্ণ ভাষা। 'পৃথিবীর মানুষের ভগ্ন ভাষা হে কবি, তোমার আলো দিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

ভগ্নভিত্তি [স] *বি* দেয়াল বা প্রাচীরের ভাঙা নিম্ন ভাগ। 'রাজীব ... মন্দিরের ভগ্নভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভগ্নমনোরথে [স] *বি* হতাশাজনক অবস্থা। 'পঞ্চালাধিপতির দূতকে ভগ্নমনোরথে ফিরে যেতে হবে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ভগ্নমূল [স] *বিণ* ধ্বংসপ্রায়। 'রাজশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ভগ্নরণ [স] *বি* পরাজিত যুদ্ধ। 'ছুটল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী/ ভগ্নরণে ছিন্নকেতুর প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভগ্নশেষ [স] *বি* ভেঙে যাওয়ার পরে অবশিষ্ট আছে এমন। 'কীর্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ ধূলিস্তূপের মধ্যে মিশিয়ে আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভগ্নশ্রী [স] *বিণ* সৌন্দর্য হারিয়েছে এমন। 'ভগ্নশ্রী ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভগ্নস্তূপ [স] *বি* স্তূপাকার ধ্বংসাবশেষ। 'বড় বড় অট্টালিকা গৃহাদির ভগ্নস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

ভগ্নস্বাস্থ্য [স] *বিণ* স্বাস্থ্যহীন। 'ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিণীর ক্লিন্ন অন্তকালে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভগ্ন হওয়া *ক্রি* ভেঙে যাওয়া। 'পড়িয়া তাঁহার পদ ভগ্ন হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* খণ্ডিত। 'শ্রীফল ভূপতির করতল হইতে ভূতলে পতিত ও ভগ্না হওয়াতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভগ্নাংশ [স] **১** *বি* অতি ক্ষুদ্র অংশ। 'পথিস্থ বালুকার এক এক কণা, অনন্তরত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* ভাঙা জিনিসের টুকরা। 'সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া ... জ্বাল দিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* কোনো সংখ্যা অথবা পরিমাণের অংশবিশেষ; গণিতের পদ্ধতিবিশেষ। 'পরিশ্রম করিচি মশাই ওকে ভগ্নাংশটা শেখাতে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভগ্নাংশবিকীর্ণ [স] *বিণ* ভাঙা অংশ পড়ে আছে এমন। 'যুগান্তরের ভগ্নাংশবিকীর্ণ দুর্গম পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভগ্নাবশেষ [স] *বি* কোনোকিছু ধ্বংসের পরে যা অবশিষ্ট থাকে। 'ভিনিস ও রোমের ভগ্নাবশেষ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

ভগ্নাশ [স] *বিণ* হতাশ। 'শ্রীভোজরাজ ভগ্নাশ হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ভগ্নোৎসাহ [স] **১** *বিণ* হতাশ। 'ক্ষোভ পাইলেন বটে, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* নিরুৎসাহ। 'ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

ভগ্নোদ্যম [স] **১** *বিণ* ভগ্নোৎসাহ। 'ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বিণ* হতাশ। 'সেই সকল যুবক ... ভগ্নোদ্যম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ভগ্নি, ভগ্নী [স ভগিনী] *বি* বোন। 'চল ঘর জাহ ভগ্নি হরসিত মনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'না পারিলা রাখিতে আপনা ভগ্নীরে।' *সুলতান*, ১৭০০। *দ্র* **ভগিনী**

ভগ্নিপতি, ভগ্নীপতি [স ভগিনীপতি] *বি* বোনের স্বামী। 'ভগ্নিপতি মহাশয় মহোয়েষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯; 'ভগ্নীপতির কান মলব না তো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'পন্নর ভগ্নিপতি লাটের টুর ক্লার্ক।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ভগ্নিপো [স ভগিনীপুত্র] *বি* বোনের ছেলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভগ্নীসুত [স ভগিনীসুত] *বি* বোনের ছেলে। 'ভগ্নীসুত কিবা সুত করিলে কোরবান।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভঙ্গ [স] **১** *বি* ভাঙা। 'দধি খায় ভাণ্ড ভঙ্গ কর দুগ্ধন্দনা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* গাত্রোত্থান করা। 'আরে নাচা নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* ভঙ্গিমা। 'দিব্য রঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গে নয়নে তরঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বি* অস্বীকার। 'তোর সনে কুমারী করিল সত্য ভঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৭০০। **৫** *বি* ক্ষান্ত। 'ভঙ্গ দিয়া পালাইতে নারি।' *গরীব*, ১৭৫০। **৬** *বি* বিভক্ত। 'আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৭** *বিণ* শেষ। 'হেলাফেলার পালা তোমার এই বেলা হ'ক ভঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০।

ভঙ্গ করা **১** *ক্রি* ভেঙে ফেলা। 'দধি খায় ভাণ্ড ভঙ্গ কর দুগ্ধন্দনা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* সমাপ্ত করা। 'সভা ভঙ্গ করি সকলেই গেল চলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভঙ্গকুলজ [স] *বিণ* কৌলীন্য চলে গেছে এমন। 'এককালে ওরা ছিল ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভঙ্গ দেওয়া **১** *ক্রি* ক্ষান্ত দেওয়া। 'ভঙ্গ দিল পশুগণ সিংহ প্রবেশিল রণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* আপত্তি করা। 'ভঙ্গ দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *ক্রি* পালিয়ে যাওয়া। 'বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভঙ্গপ্রবণ [স] *বিণ* সহজে ভেঙে যায় এমন। 'কাচ ভঙ্গুর নহে, ঠুনকোও নহে, উহা ভঙ্গপ্রবণ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভঙ্গপ্রায়া [স] *বি স্ত্রী* শিগগিরই ভেঙে যাবে এমন। 'গোপীনাথ ঠাকুরের বাটী ভাগীরথীর কূলভঙ্গেতে ভঙ্গপ্রায়া হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভঙ্গবৎ [স] *বিণ* ভেঙেছে এমন। 'এক কালে দুই বাহু হএ ভঙ্গবৎ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভঙ্গি, ভঙ্গী [স] **১** *বি* চাতুরী। 'প্রভুকে কহেন এই ভঙ্গী যে তোমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সংকেত। 'ইঙ্গিত ভঙ্গিএ দুহুঁ সব কহই।' *শেখর*, ১৬০০। **৩** *বি* ধরন। 'বাঙ্গলা ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাণি জর্মাণি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **৪** *বি* ঢং। 'ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'এই জন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গি, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৫** *বি* ভাব। 'বিস্ময়ের ভঙ্গী ধারণ করে আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভঙ্গিওয়ালা *বিণ* ভাবনির্দেশক। 'বাংলাভাষাটা ভঙ্গিওয়ালা ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভঙ্গি করা *ক্রি* অঙ্গভঙ্গি করা। 'ডেকে বলে, হেঁকে বলে, ভঙ্গি করে বেঁকে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ভঙ্গিসংগীত [স] *বি* দৈহিক ভঙ্গিমাযুক্ত সংগীত। 'কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গিসংগীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভঙ্গীসর্বস্ব [স] *বিণ* প্রকরণনির্ভর। 'কল্পনা ক্রমেই ভঙ্গীসর্বস্ব হয়ে উঠল।' *শিব*, ১৯৭৩।

ভঙ্গিম [স ভঙ্গিমা] *বি* ভঙ্গিমা। 'ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু/ কাজরে সাজল মদন ধনু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভঙ্গিমা [স] **১** *বি* ভঙ্গি। 'ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তাতি রহয়ে মদন জিতি।' *দ্বিজশ্রী*, ১৫৭০। **২** *বি* মুদ্রা। 'জাগে ... নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভঙ্গিমে [স ভঙ্গিমা] *বি* ঢঙ। 'নিমাই নামটি কেমন বেশ সাদাসিধে, কোনো দেমাক নেই, ভঙ্গিমে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভঙ্গুর [স] **১** *বিণ* বাঁকা। 'যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সহজেই ভেঙে যায় এমন। 'বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, ... গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'কাচ ভঙ্গুর নহে, ঠুনকোও নহে, উহা ভঙ্গপ্রবণ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* ঠুনকো। 'এ ভঙ্গুর পাত্রখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'ভঙ্গুর অনেক চিন্তা গড়িয়াছে আমাদের মন।' *আহসান*, ১৯৪৪।

AMARBOI.COM

ভঙ্গুরতা [স] *বি* ভঙ্গপ্রবণতা। 'ভঙ্গুরতাকে চাপ-প্রয়োগে দৃঢ়তা দান করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

ভজকট *বি* ঝামেলা। 'সেরেস্তাদার ভজকট দেখিয়া ভাবিতেছে পাছে টাকা উপরিয়া দিতে হয় ...।' *প্যারী,* ১৮৫৮।

ভজন [স] ১ *বি* আরাধনা। 'জীবের স্বভাব ধর্ম ঈশ্বরভজন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। ২ *বি* সম্ভোগ। 'জরুর ভজনে বৈ চান্দা নাহি হইবে দরদ।' *গরীব,* ১৭৫০। ৩ *বি* তপস্যা। 'বাউলদের ন্যায় ন্যাড়া সম্প্রদায়েরও প্রকৃতি-সাধনই প্রধান ভজন।' *অক্ষয়,* ১৮৫০। ৪ *বি* গুণকীর্তন; গুনগান। 'যেখানে সেখানে দেখি তিসির ভজন।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮। ৫ *বি* প্রার্থনামূলক সংগীত। 'হাড়িরা ... ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা ... ভজন গাইতে গাইতে চলেচে।' *হুতোম,* ১৮৬১।

ভজনগান [স] *বি* প্রার্থনামূলক গান। 'কেহ ভজনগান করিতেছে।' *নজরুল,* ১৯৩১।

ভজন-সংগীত [স] *বি* প্রার্থনামূলক হিন্দি সংগীত। 'ভজন-সংগীতের কথা যদি ছেড়ে দিই।' *রবীন্দ্র,* ১৯২১।

ভজন-সাধন [স] *বি* আরাধনা। 'আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন খসে গেল ভজন সাধন।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০।

ভজনা [স ভজন] ১ *বি* প্রার্থনা। 'এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গে যাইবার।' *মানোএল,* ১৭৪৩। ২ *বি* উপাসনা। 'প্রত্যাগমন নিমিত্ত কোয়ানশিইন দেবের ভজনা করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫০; 'রাক্ষস আমাদের কেবলই বলছে, আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৬।

ভজনাগান [স] *বি* ভক্তিগীতি। 'তাহার কাছ হইতে ভজনাগান শুনিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২।

ভজনালয় [স] ১ *বি* গীর্জা। 'অনেক ভালো লোকের মুখে শুনিয়াছি, ভজনালয়ে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২। ২ *বি* প্রার্থনার স্থান। 'ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার।' *নজরুল,* ১৯২৬; 'কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা।' *নজরুল,* ১৯৩০।

ভজমান [স] *বিণ* উপাসনারত। 'নিত্য বিধি-লক্ষ্যে ভজমান।' *আলাওল,* ১৬৮০।

ভজা [স ভজ্>] ১ *ক্রি* পূজা করা। 'কোন লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *ক্রি* সেবা করা। 'কেহ২ গোপনে উপপতি ভজিত।' *দর্পণ,* ১৮২৯। **ভজ** *ক্রি* পূজা করো। 'কোন লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **ভজহ** *ক্রি* প্রার্থনা করো। 'মনে বুদ্ধি জুড়িয়া ভজহ শ্রীহরি।' *মালাধর,* ১৫০০। **ভজি** *ক্রি* ভজনা করি। *হ্যালহেড,* ১৭৭৮। **ভজিআঁ** *ক্রি* ভজন ক'রে; অনুনয়-বিনয় ক'রে। 'বারে বারে মোএঁ বুইলোঁ ভজিআঁ।' *বড়ু,* ১৪৫০। **ভজিবে** *ক্রি* ভজন করবে। 'জনক না জানে তবু যাচিয়া ভজিবে।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০। **ভজিয়া** *ক্রি* আরাধনা ক'রে। 'তোমাকে ভজিয়া মনে তেজিব পরানি।' *মালাধর,* ১৫০০। **ভজিয়াছি** *ক্রি* আরাধনা করেছি। 'ভজিয়াছি যেই দিন সেই গুণমণি।' *উমেশ,* ১৮৫৭। **ভজিল** *ক্রি* ভজন করলো। 'পরিচয় পাইয়া কৈন্যা ভজিল আপনে।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **ভজিলুঁ** *ক্রি* ভজনা করলাম। 'কায়মনে ভজিলুঁ তোম্বা-রাঙ্গা পাএ।' *বাহরাম,* ১৭০০। **ভজিলেঁ** *ক্রি* ভজনা করলে। 'আহ্মাতে ভজিলেঁ তোর কাখো নাহিঁ ডর।' *বড়ু,* ১৪৫০। **ভজিলোঁ** *ক্রি* ভজনা করলাম। 'দৈব দোষে কাহ্ন তোহ্মাত ভজিলোঁ।' *বড়ু,* ১৪৫০। **ভজে** *ক্রি* ভজন করে। 'সঙ্কীর্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **ভজোঁ** *ক্রি* ভজন করো। 'যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাহার চরণে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

ভজানো [স ভজ্>] *ক্রি* পরামর্শ দিয়ে স্বমতে আনা। 'যুক্তির দ্বারা ... অপরকে ভজাতে চান না।' *প্রমথ,* ১৯০৫; 'আনন্দময়ীকে খৃস্টানি ভজাইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

ভজোনা [স ভজনা] *বি* ভজনা। 'তোমোরা বরো উতম ভজোনা ভজো।' *আন্তোনিয়ো,* ১৭৪৩।

ভজ্জিত [স ভর্জন>] *বিণ* ভাজা। 'কদলক চিপিটক ভজ্জিত তণ্ডুল।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

ভঞ্জ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ধরণী ভঞ্জ।' *সেবধি,* ১৮৪০।

ভঞ্জন [স] ১ *বি* দূর করা; সমাধান। *ওগাঁ,* ১৭৮২; 'অজ্ঞ লোকের সন্দেহ ভঞ্জন অবশ্যই করিবেন।' *ভবানী,* ১৮২৩। ২ *বি* নিরসন। 'আমার সন্দেহ ভঞ্জনকরণে বাধিত করিবেন।' *দর্পণ,* ১৮৩০। ৩ *বি* ভাঙা। 'তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি-সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ স্রোত প্রবল করিলেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

ভঞ্জিত [স] *বিণ* খুচরা করা হয়েছে এমন। 'ভঞ্জিত করিলা টাকা সুবলবাজারে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

ভঞ্জিত করা [স] *ক্রি* ভাঙানো; খুচরা করা। 'ভঞ্জিত করিলা টাকা সুবলবাজারে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

ভটচাজ্জি [স ভট্টাচার্য] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'টুলো পুজুরি ভটচাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে।' *হুতোম,* ১৮৬১।

ভটাভট [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* ভটভট শব্দ ক'রে। 'বাজবে পেটে তাল ভটাভট।' *নজরুল,* ১৯২৬।

ভট্ট [স] ১ *বি* স্তুতিপাঠক; ভাট। 'হাথ তুলি ভট্টগন পড়ে কায়বার।' *মালাধর,* ১৫০০। ২ *বি* বেদ জানা পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। 'রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২।

ভট্টশালী *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'গোরাচাঁদ ভট্টশালী।' *সেবধি,* ১৮৪০।

ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য্য [স] ১ *বি* পণ্ডিত। 'এক ভট্টাচার্য বলে কি পড় ছাওয়াল।' *বৃন্দা,* ১৫৮০; 'ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বি* হিন্দু ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'গৌরকিশোর ভট্টাচার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইয়া ...।' *দর্পণ,* ১৮২২। ৩ *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি,* ১৮৪০।

ভড়[১] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ভুবনমোহন ভড়।' *সেবধি,* ১৮৪০।

ভড়[২] *বি* মালবাহী বড়ো নৌকাবিশেষ। *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'হাঁড়ি-কলসী বোঝাই ভড় যশাইকাঠির ঘাটে বাঁধা।' *বিভূতি,* ১৯৩১।

ভড়ং [স ডম্বর] ১ *বি* বাইরের আড়ম্বর। 'তিনি একথা লইয়া অন্যের কাছে কখনই ভড়ং করেন না।' *প্যারী,* ১৮৫৮। ২ *বি* বুজরুকি। 'বাস্তবিক সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো।' *হুতোম,* ১৮৬১।

ভড়ঙ্গ [স ডম্বর] *বি* বাইরের আড়ম্বর। *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'আত্মত্যাগের ভড়ঙে মূঢ়লোক ভুলাইবার চেষ্টা।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

ভড়কানো, ভড়কান [স ভ্রষ্ট>] ১ *ক্রি* ভয় পাওয়া। 'সমূহ শিকারী কুকুরের শব্দে ভড়কিল।' *তারিণী,* ১৮০৩; *বিদ্যা,* ১৮৯১। ২ *ক্রি* ঘাবড়ে যাওয়া। 'দাবি শুনিয়া সে ভড়কাইয়া গেল।' *মানিক,* ১৯৩৬।

ভড়কে যাওয়া *ক্রি* ঘাবড়ে যাওয়া। 'মোরা তখন ভড়কে গেলাম।' *জসীম,* ১৯৩৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভড়ভড়, ভড়র ভড়র [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অবিরাম ভড় বা ভড়র শব্দে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বাবুরামবাবু হুঁকা সম্মুখে পাইয়া ... ভড়র ভড়র টানছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভড়া *ক্রি* তৃপ্ত হওয়া। **ভড়ে** *ক্রি* তৃপ্ত হয়। 'রাজ্জরোগ হইলে জেন চক্ষু নহি ভড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভড়ুঙ্গে [স ভঙ্গুর] *বিণ* যেনতেন। 'এক্ষণে সরকারী স্কুলে যেরূপ ভড়ুঙ্গে রকম শিক্ষা হইয়া থাকে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভড়ুয়া [স ভীরু] *বিণ* ভীরু। 'যত সব ভড়ুয়া বাঙ্গালে কচুকে মান গোঁসাই বলে।' *লালন*, ১৮৯০।

ভণা [স ভণ্>] *ক্রি* বর্ণনা করা। **ভণ** *ক্রি* বলো। 'ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাঅ।' *চর্যা ৪০*, ১২০০। **ভণই** *ক্রি* বর্ণনা করে। 'লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।' *চর্যা ১*, ১২০০। **ভণথি** *ক্রি* বলে। 'ভণথি কুক্কুরিপা এ ভব থিরা।' *চর্যা ২০*, ১২০০। **ভণন্তি** *ক্রি* বলে। 'ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল।' *চর্যা ৩*, ১২০০। **ভণি** *ক্রি* বলে। 'কাহেরে কিষভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।' *চর্যা ২৯*, ১২০০। **ভণিআ** *ক্রি* বলে। 'রাবুলেঁ দিল মোহ কখু ভণিআ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০। **ভণিতে** *ক্রি* পাঠ করতে। 'ভণিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **ভণে** *ক্রি* বলে। 'দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৭০।

ভণিতা [স] **১** *বি* কবিতা বা গানের যে অংশে রচয়িতা নিজের নাম ও পরিচয় প্রদান করেন। 'দীনেন্দ্রবাবু যতগুলি ভণিতা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন প্রায় তাহার সবগুলিতেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* বৈশিষ্ট্য। 'পিকরবে যবে সাড়া দেয় পিকবনিতা/ ভাষায় সে যে চায় তারই ভণিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৩** *বি* অতিরিক্ত কথা। 'ভাগ্যিস আজ আমি বাজারে গেছলাম তাই না হলে তো আলোর ভণিতা শুরু হয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভণিতাপর্ব [স] *বি* সূচনাপর্ব। 'এইরূপ ভনিতাপর্বের পর অতি দ্রুত পুরোহিত মনোহরের উস্কখুস্ক জটিল চুলভর্তি বৃহৎ মাথাটিকে ...।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভণিতাসহকারে [স] *ক্রিবিণ* আড়ম্বরপূর্ণভাবে। 'দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভণিতাসহকারে বর্ণনা করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভণ্ড [স] **১** *বি* কপট। 'ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* শেষ। 'যেই মতে পারহ মারিয়া কর ভণ্ড।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভণ্ডজ্ঞানী [স] *বিণ* জ্ঞানের ভান করে এমন। 'তুরকেরা মূর্খ এবং ভণ্ডজ্ঞানী, কিন্তু সৎ।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ভণ্ড ডাকা *ক্রি* ভান ক'রে অনুকরণ করা। 'প্রথমে ভণ্ড ডাকিলেক এবং বিস্তর অনুরাগ, ধন্য ধন্য ধ্বনি পাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ভণ্ডতপস্বী [স] *বি* ছদ্মধার্মিক। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'অলস, পাপিষ্ঠ, প্রতিহিংস্রক এবং ভণ্ডতপস্বী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ভণ্ডাগার [স] *বি* প্রতারক, প্রবঞ্চকদের আখড়া। 'হাঁকিছে নকিব, হে মহারুদ্র, চূর্ণ করো এ ভণ্ডাগার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভণ্ডামি, ভণ্ডামী [স ভণ্ড>] *বি* ছল; কপটতা। 'বাচালতা, মিথ্যাবাদিতা, ভণ্ডামী ... প্রভৃতি দোষগুলি আমাদের পক্ষে অবশ্যই বর্জ্জনীয়।' *প্রচারক*, ১৯০৬; 'ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভণ্ডা [স ভণ্ড] *ক্রি* ভুল বোঝানো। **ভণ্ডসি** *ক্রি* ভুল বোঝাও। 'আন্ধারে ভণ্ডসি তুস্কি কপট করিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভণ্ডার [স ভাণ্ডাগার] *বি* ভাণ্ডার। 'চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

ভণ্ডুল [স] *বিণ* নষ্ট। 'তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভণ্ডুলতা [স] *বি* ব্যর্থতা। 'যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভতারে [স ভর্তা] *বি* স্বামী। 'হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে।' *চর্যা ২০*, ১২০০।

ভদ্দর [স ভদ্র] *বিণ* শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। 'যাদের আমরা "ভদ্দর লোক" বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'নাগরিক "ভদ্দর" শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। দ্র ভদ্র

ভদ্দরনুক [স ভদ্রলোক] *বি* ভদ্রলোক। 'একটি খাসা ভদ্দরনুক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভদ্দরনোকি *বি* ভদ্রলোকের ভাব। 'ভদ্দরনোকি করতে হলে তার ঠাঁই আলাদা।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ভদ্দরপানা *বিণ* ভদ্রলোক বলে মনে হয় এমন। 'ভদ্দরপানা যার সঙ্গে বিয়ে হল মতির।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভদ্দরলোক **১** *বি* শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। 'ভদ্দরলোকের ভাষায় ব্ল্যাক মার্কেট।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **২** *বি* ভদ্রলোক। 'এই ভদ্দরলোকের ছেলের কাজ?' *মানিক*, ১৯৩৬; 'তোমরা ভদ্দরলোক কিনা।' *মানিক*, ১৯৪০।

ভদ্র [স] **১** *বি* স্বস্তি। 'যে জনরব উত্থিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুত রামমোহন রায় ভদ্রবোধ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* উত্তম। 'আমরাও কহি যে এই বিবেচনা ভদ্র বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* সভ্য। '...যা হউক ভাই! তুমি বড় ভদ্র।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৪** *বিণ* রুচিসম্মত; আনুষ্ঠানিক। 'ভালোবাসে ভদ্রসভায় ভদ্র পোশাক পরতে অঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভদ্রকালী [স] *বি* হিন্দুদেবী কালির রূপবিশেষ। 'ভদ্রকালী ভূতমতী ভ্রমরী ভীষণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভদ্রকুল [স] *বি* সম্ভ্রান্ত বংশ। 'ভদ্রকুলে জন্ম লই ভদ্র নই নিজে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভদ্রকুলবধূ [স] *বি* উচ্চবংশের বধূ। 'মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভদ্রঘর [স ভদ্র+ঘর] *বি* সম্ভ্রান্ত পরিবার। 'অগ্রে ভদ্রঘর খোঁজা উচিত, তারপর ভালো মেয়ে খোঁজা কর্তব্য।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভদ্রতর [স ভদ্রেতর] *বি* জনসাধারণ। 'ভদ্রতর লোকেরা যাঁহাকে পক্ষপাতশূন্য অথচ সর্ব্বত্র মান্য গুণিগণাগ্রগণ্য বিবেচনা করেন ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ভদ্রতা [স] **১** *বি* ন্যায়পরায়ণতা। 'গবর্ণমেন্টের ভদ্রতার দ্বারাই প্রজাগণ বদ্ধ থাকেন ঐ ভদ্রতা যথার্থবিচার ও দয়াপ্রকাশমূলকই হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* ইতিবাচক প্রভাব। 'তাঁহারদিগকে নিযুক্তকরণ অনাবশ্যক এই এক যে মূল বিধান ইহা অবলম্বনপূর্ব্বক গবর্ণমেন্টের ক্রমে২ কার্য্য করিলে ভদ্রতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বি* শিষ্টতা। 'অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ভদ্রলোকের ভদ্রতা-গুণের ব্যতিক্রম হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভদ্রতাজ্ঞান [স] *বি* শিষ্টাচারবোধ। 'বিনয়ের ভদ্রতাজ্ঞান আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভদ্রতাপালন [স] *বি* ভদ্রতা রক্ষা। 'সমাজপালনটা তা হলে কি কেবলমাত্র ভদ্রতাপালন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রতাবোধ [স] *বি* ভদ্রসমাজে করণীয় সম্পর্কে জ্ঞান। '... অনেক বেশী সভ্য মানুষের ভদ্রতাবোধ।' *সনৎ*, ১৯৭০।

ভদ্রতাহীন [স] *বিণ* শিষ্টাচারহীন। 'মহত্ত্বহীন, ভদ্রতাহীন জাতীয়তা একটা অভিজাত বংশের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভদ্রত্ব [স] **১** *বি* ভদ্রতা। 'ভদ্রলোকের ভদ্রত্ব কি প্রকারে থাকিতে পারে।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বিণ* পর্যাপ্ত। 'সাহেবের স্বাভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহার বিষয়ে আমার যেমন ভদ্রত্ব জ্ঞান আছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ভদ্রদর্শন [স] *বিণ* মার্জিত; সুদর্শন। 'আর বাইরে বেরোবার জন্যে ভদ্রদর্শন সাদা পাঞ্জাবি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

ভদ্রনাম [স] *বি* ভালো নাম। 'যা হোক ভদ্রনাম ধারণ করে অসহায়কে অপমান করতে যার সংকোচ বোধ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভদ্রনামধারী [স] *বিণ* বাহ্যত ভদ্র বলে পরিচিত। 'ভদ্রনামধারী ব্যক্তিবর্গের সর্বগ্রাসী মানসিকতার ফলে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

ভদ্রনীতি [স] *বি* শিষ্ট রীতিনীতি। 'ভদ্রনীতিকে উপেক্ষা করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'চিরদুর্ভিক্ষকে ভদ্র আকার দান করাই যে যথার্থ ভদ্রনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভদ্রপল্লী [স] *বি* অভিজাত পাড়া। 'ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'সেটি একটি বিশিষ্ট ভদ্রপল্লী।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

ভদ্রপাড়া *বি* অভিজাত এলাকা। 'কোথায় যাও প্রভু, ও দিকে তো নেই ভদ্রপাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভদ্র-প্রকৃতি [স] *বিণ* মার্জিত স্বভাববিশিষ্ট। 'যথার্থ ভদ্র-প্রকৃতি সুশীল ব্যক্তির পক্ষে কঠিন কর্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভদ্রবংশীয় [স] *বিণ* অভিজাতবংশীয়। 'যদি কোনোদিন সন্দিগ্ধ সংসারে ভদ্রবংশীয় বলে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন ঘটে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'ইহাদের ভদ্রবংশীয় মুসলমানেরা আতরাফ বলে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভদ্রবেশ [স] *বি* পরিচ্ছন্ন অবস্থা। 'মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভদ্রবেশী [স] *বিণ* ভদ্র বেশ ধারণকারী। 'ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভদ্রভাবে *ক্রিবিণ* শিষ্টভাবে। 'তখন ভারতবর্ষীয়দের বেশ ভদ্রভাবে কথা কয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভদ্রমত [স] *ক্রিবিণ* ভালোরকম। 'কলিকাতাস্থ ছাত্রেরদের ভদ্রমতেই তুলনা হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ভদ্রমহিলা [স] *বি* সভ্য ও অভিজাত নারী। 'আমার নির্জন গ্রহে আসিয়া সেই অতিশয় ভদ্রমহিলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভদ্রমহোদয় [স] **১** *বি* ভদ্রলোক। 'ভদ্র মহোদয়গণের ছেলেপেলে শিক্ষা লাভ করিয়া ...।' *ইসলামিয়া*, ১৮৯৫। **২** *বি* সুশীলসমাজের মানুষ। 'ইংরেজি কায়দা এ পাড়ার ভদ্রমহোদয়দের জন্যই তুলে রাখুন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ভদ্রয়ানা [স ভদ্র+ফা আনা] *বি* ভদ্রতা। 'ভদ্রয়ানা আড়ালে রেখেই হও একরোখা শোকের শরিক।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ভদ্ররূপ [স] *ক্রিবিণ* ভালোরকম। 'এমত প্রস্তাব কদাচ হয় নাই ইহা আমি ভদ্ররূপ জানি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ভদ্রলোক [স] **১** *বি* সজ্জন ব্যক্তি। 'কোন কিন্তু ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। 'ভদ্র লোকের সহিত তাহারদিগের চলন নাই।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ। 'এজন্য ভদ্র লোক ঐ স্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **৪** *বি* মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক। 'নীচ জাতীয় লোকেরা ... ভদ্র লোকদের নিকট টাকা ধার করে।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫। **৫** *বি* শহুরে শিক্ষিত লোক। 'তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৬** *বি* আচারব্যবহারে সভ্য লোক। 'ভদ্রলোক একবার আমার দিকে ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ভদ্রলোকগোষ্ঠী [স] *বি* উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে উদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। 'উনিশ শতকে বাংলার শহরে মফস্বলে ... বাবু বা ভদ্রলোকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠালাভ করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভদ্রলোকের পাড়া *বি* ভদ্রলোকেরা বাস করে যে এলাকায়। 'বেশ ভাল ও ভদ্রলোকের পাড়াতে দোতালার উপর দুটা সাজান ঘর পাইবে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভদ্রসংযত [স] *বিণ* শিষ্ট এবং বিনীত। 'কী বিনয়নম্র ভদ্রসংযত ব্যবহার।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ভদ্রসদ্র *বিণ* ভদ্রস্বভাবসম্পন্ন। 'ভদ্রসদ্র মেয়েদের মধ্যে ঢের ভদ্র।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভদ্রসন্তান [স] **১** *বি* সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। 'ভদ্রসন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* শহরের ছেলে। 'আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভদ্রসভা [স] *বি* সুধীসমাজ। 'ভালোবাসে ভদ্রসভায় ভদ্র পোশাক পরতে অঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভদ্রসমাজ [স] **১** *বি* সভ্য সমাজ। 'এক্ষণে তাহা ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিয়াছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। **২** *বি* শিক্ষিত সমাজ। 'তখনকার ভদ্রসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভদ্র-সম্প্রদায় [স] **১** *বি* শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। 'ভদ্র-সম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ থেকে সমআন লন কিন্তু জনসাধারণকে আশ্রয় দেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'শাসন এবং শোষণের যন্ত্রস্বরূপে ভদ্র-সম্প্রদায় আত্মবিক্রয় করে শহরে উঠে এসেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *বি* শিক্ষিত শ্রেণী। 'আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক এ অবস্থা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভদ্রস্ত্রী [স] *বি* ভদ্রমহিলা। 'একজন ইটালীয় ভদ্রস্ত্রী সমস্ত বৎসরে যত স্থান চলিয়া বেড়ায় ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভদ্রস্থতা [স] **১** *বি* মঙ্গল। 'মনস্বী, আর এখানে থাকায় ভদ্রস্থতা নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* প্রচলিত মূল্যবোধ। 'স্ত্রীলোকেরা এইরূপ প্রবলা ও উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া উঠিলে সমাজের আর ভদ্রস্থতা নাই।' *প্রভাত*, ১৮৯৭। **৩** *বি* সৌজন্য; ভদ্র অবস্থা। 'বন্ধুত্বের আর ভদ্রস্থতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *বি* আদব-কায়দা। 'আমি যেটুকু বিলিতি ভদ্রস্থতা শিখেছি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভদ্রস্থান [স] *বি* জনসমাবেশ-স্থল। 'তাহারদিগকে ভদ্র স্থানে প্রশ্ন করিলে তাহারা কোন অংশে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিত না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ভদ্রাভদ্র [স] **১** *বি* সাধু ও অসাধু। 'ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাকৃতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ভালোমন্দ। 'ইহার বিষয়ে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করা।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৩ *বি* ভদ্র ও অভদ্র। 'ভদ্রাভদ্র, অধন, সধন সর্ব্বসাধারণ প্রজা।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর। 'পোষাক দেখিয়া ভদ্রাভদ্র ঠিক করা ভার।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভদ্রাভদ্রি [স ভদ্রাভদ্র>] *বি* অমঙ্গল বা মৃত্যু। 'আমি সঙ্কটাপন্ন অসুস্থ কি জানি কোন ভদ্রাভদ্রি হয়।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

ভদ্রে [স ভদ্রা, সম্বোধন] *বি* ভদ্রমহিলাকে সম্বোধনসূচক শব্দ। 'ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চনা কচ্চো।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ভদ্রেতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাবান। 'এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভদ্রোচিত [স] *বিণ* ভদ্রজনের উপযুক্ত। 'ভদ্রলোকের হাতে এতপ্রকার ভদ্রোচিত অস্ত্র আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভদ্র[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামগোপাল ভদ্র।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভদ্রকলা [স] *বি* একটি ফুলের নাম। 'অপমার্গ বাঘনলা সাগ্রী তোলে ভদ্রকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভদ্রনট [স] *বি* নর্তকবিশেষ। 'ভদ্রনট আনহ সত্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভদ্রবন [স] *বি* দেবদারু গাছ। 'বিল্ববন-ভদ্রবন-ভাণ্ডীর-কানন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভদ্রা [স] *বি* নদীর নামবিশেষ। 'ভদ্রা নদী এড়াইল দক্ষিণে টানে পানি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ভদ্রাসন [স] ১ *বি* সিংহাসন। 'বিক্রমাদিত্য ভদ্রাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* বসতবাড়ি। 'দুই ভায়ের নামে কওয়ালা লিখিয়া লইয়া পরিবারের সহিত পৈতৃক ভদ্রাসনে গেলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভদ্রাসন বাটি [স] *বি* বসতবাড়ি। 'ভদ্রাসন বাটি ও বাটির পশ্চীম বাগান।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

ভদ্রোচিত দ্র ভদ্র[1]

ভনভন [ধ্বন্যা] *বি* মাছি ওড়ার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মাছি ভন ভন করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভনভনা [ধ্বন্যা] *ক্রি* ভনভন করা। 'মশা মাছি ভনভনাস্তি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভনভনানি [ধ্বন্যা] *বি* মাছি ওড়ার শব্দ। 'মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ভনভনি [ধ্বন্যা] *বি* ভনভন শব্দ। 'কটু গন্ধ সদাই মাছির ভনভনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভনা [স ভন্>] *ক্রি* বলা। **ভনিলেন** *ক্রি* রচনা করলেন; প্রচার করলেন। 'ভনিলেন খাঁন গুনরাজে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভনে** ১ *ক্রি* প্রচার করে। 'তার সমুক্ষয় জাউক জে সুনে জে ভনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* বলে। 'দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দূর কর দ্বন্দ্ব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভন্তি [স ভ্রান্তি] *বি* ভ্রান্তি। 'অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুছসি নাহা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

ভব [স] *বি* পৃথিবী। 'ভণথি কুক্কুরিপা এ ভব থিরা।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

ভবকারাগার [স] ১ *বি* পৃথিবীরূপ বন্দীশালা। 'মোহ – কুসুমডোর, কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার, দৃঢ়তর।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* সংসাররূপ কারাগার। 'এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও ... একটা স্ফূর্তি লেগে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভবকূপ [স] *বি* জগৎরূপ কুয়ো। 'তারিলেন যতেক পতিত ভবকূপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভবকূল [স] *বি* সংসাররূপ তীর। 'ভবকূল হতে ছিঁড়িয়া শিকল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভবকোলাহল [স] *বি* সংসারের কোলাহল। 'ভবকোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

ভবক্লেষ [স ভবক্লেশ] *বি* জীবন-যন্ত্রণা। 'কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভবগতাআত [স ভব+স গত-আগত] *বি* জন্মজন্মান্তর। 'হৈল বড় পরমাদ/ জীবনে নাহিক সাদ/ দূর কর ভবগতাআত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভবঘুরে ১ *বি* উদ্দেশ্যহীন বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায় যারা; ঘরহীন ভ্রাম্যমাণ মানুষ। 'ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* যাযাবর; ভ্রমণশীল। 'আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ন বেলায়।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *বিণ* বাউন্ডুলে। 'তৎসঙ্গে ভবঘুরে দলেরও ...।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪। ৪ *বি* পর্যটক; বাউন্ডুলে। 'আধুনিক কালের ভবঘুরে যারা এখানে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভবঘোর [স] *বি* জগতের মোহ। 'ভবঘোর ভবে কর পার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভবজলধি [স] *বি* সংসাররূপ সমুদ্র। 'পতিত দেখিয়া যদি, না তার ভবজলধি।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

ভবতরঙ্গ [স] *বি* সংসাররূপ তরঙ্গ। 'ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভবতরী [স] *বি* সংসাররূপ নৌকা। '... বিনিদ্র বাসরে ধূমপান চলে: তবে ভবতরী তাস।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভবতারন [স ভবতারণ] *বি* পৃথিবী থেকে উদ্ধারকর্তা। 'আদি অনাদি নাথ কহায়সি ভবতারন ভার তোহারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভবদারা [স] *বি* ভবানী। 'রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভবনই [স ভবনদী] *বি* পৃথিবী রূপ নদী। 'ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

ভবনদী [স] *বি* ভবরূপ নদী। 'দুকূল আকুল ভবনদী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভবনির্বাণ, ভব নির্ব্বাণ [স] *বি* নির্বাণ। 'ভব নির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।' *চর্যা ১৯*, ১২০০।

ভবপার [স] *বি* সংসার রূপ সমুদ্রের অপর তীর। 'ভবপারে যাবার লা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভবপারাবার [স] *বি* ভবসমুদ্র। 'আনন্দে চলেছি ভবপারাবার-পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভববন্ধ [স] *বি* সংসার রূপ বন্ধন। 'যাঁহার স্মরণে ভববন্ধ হয় নাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভববন্ধন [স] *বি* সংসারের বাঁধন। 'এ ভববন্ধন, কর বিমোচন মা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনে তারিণী কার দিব ভার।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভববল [স] *বি* বস্তুজগতের আকর্ষণ। 'অবস করিআ ভববল জিতা।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

ভব-বিজয়িনী [স] *বি স্ত্রী* বিশ্ববিজয়ী। 'দিব সেনা ভব-বিজয়িনী।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ভব-ভবন [স] *বি* জগৎ-সংসার। 'কাতর যে মনঃ পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবন।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভবভয়হরা [স] *বিণ* সংসারের ভয় করে না এমন। 'কলি ঘোর ভবভয়হরা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভবভূমি [স] *বি* পৃথিবী। 'এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভবমণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। 'কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে অতুল ভবমণ্ডলে?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভবমত্তা [স] *বিণ* সংসারে মত্ত। 'মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

ভবমরুদেশ [স] *বি* পৃথিবীরূপ মরুভূমি। 'যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা, ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভবমায়াজাল [স] *বি* ইহলোকের স্নেহের বন্ধন। 'ভবমায়াজালে আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভব মোহা [স ভবমোহ] *বি* পৃথিবীর মায়া। 'অদঅভুত্র ভব মোহা রে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

ভবযন্ত্রণা [স] ১ *বি* জীবনধারণের দুঃখকষ্ট। 'মুহূর্ত মধ্যেই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বি* জাগতিক দুঃখ। 'তাহাতে ... ভবযন্ত্রণার উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'অনেকেরই ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছ তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভবরঙ্গ [স] *বি* বাহিরের চাকচিক্য। 'ভবরঙ্গে থাকি মজে তাব দাঁড়ায় না হৃদয় মাঝে।' *লালন*, ১৮৯০।

ভবরোগ [স] *বি* পৃথিবীর দুঃখকষ্ট। 'ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভব-ললাট [স] *বি* আকাশ। 'ত্রিদিবের শোভা, ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা আভাময়ী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভবলীলা সাঙ্গ করা *ক্রি* মারা যাওয়া। '৪৮ বৎসর বয়সে ভবলীলা সাঙ্গ করেন।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া *ক্রি* মারা যাওয়া। 'সেই সঙ্গে ভবলীলাও স্বল্প দিনেই সাঙ্গ হয়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ভবশরণ [স] *বি* জগতের আশ্রয়। 'ঐ ভবশরণ, প্রভু, অভয় পদ তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ভবসংসার [স] *বি.* সংসার। 'ভবসংসার ভিতরে/ ভব ভবানী বিহরে/ ভূতময় দেহ/ নবদ্বার গেহ/ নরনারীকলেবর।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভবসমুদ্র [স] *বি* সংসাররূপ সমুদ্র। 'আমি তো তাই ভবসমুদ্রের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভবসাগর [স] *বি* সংসাররূপ সাগর। 'তনুতরি ভাসিল আমার ভব-সাগরে।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

ভবসিন্ধু [স] *বি* সংসাররূপ সমুদ্র। 'ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভবার্ণব [স] *বি* সংসারসমুদ্র। 'ভবার্ণব অন্ধকার দেখে নিরখিরে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ভবের হাট *বি* বাস্তব জগৎ। 'ভবের হাটে ওজন অনুসারেই বস্তুর মূল্য নির্ণয় হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ভবদীয় [স] *বিণ* আপনার। 'আমি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ভবন [স] *বি* ঘর। 'উথা দন্তবক্র গিয়া আপন ভবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভবনতল [স] *বি* ঘরের মধ্যে। 'তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভবনশিখী [স] *বি* পোষা ময়ূর। 'পুচ্ছ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্বভরে নাচিবে ভবনশিখী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভবা [স ভাবি>] *ক্রি* ভাবা। **ভবিয়া** *ক্রি* ভেবে। 'সত্তর হাজার অব্দ প্রভুক ভবিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভবানি, ভবানী [স ভবানী, সম্বো ভবানি] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'সুন দেবি ভবানি শ্রীষ্ঠী স্থিতি কারনি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভবিক *বিণ* উপযুক্ত। 'ভেবে এত ইন্দ্রে কন ভবিক ভারতী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভবিত *বিণ* চিন্তিত। 'দাই শুনিয়া ভবিত হইলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

ভবিতব্য [স] *বি* অদৃষ্টের লিখন। 'তবে প্রাণ রহে তার ভবিতব্য কাজে।' *বুঁজী*, ১৫৮০।

ভবিতব্যতা [স] ১ *বি* অদৃষ্ট। 'ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* সম্ভাব্যতা। 'দিগন্তরালে কোন ভবিতব্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভবিষ্য [স] *বিণ* ভবিষ্যৎ। 'মহাজন ইতিহাষে কহিছে ভবিষ্য।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'নির্মম ভবিষ্য, জানি, অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে কীর্তির সঞ্চয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভবিষ্যচিত্রণ [স] *বি* ভবিষ্যতের চিত্র। 'বহু প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যচিত্রণ হয়েছে সেই ফেভারিট কেবিনে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভবিষ্যমুখী [স] *বিণ* ভবিষ্যতে উন্নত হবে এমন। 'শিক্ষাগত আদর্শ হচ্ছে আধুনিক যুগের এবং ভবিষ্যমুখী।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভবিষ্যস্রষ্টা [স] *বিণ* ভবিষ্যৎ-নির্মাতা। 'আদর্শের সাধনাতে আত্মনিয়োগ করাই হ'ল ভবিষ্যস্রষ্টা বাঙালীর জীবন-সাধনার প্রকৃষ্টতম পথ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩ ।।জটজশহ্টে

ভবিষ্যৎ [স] *বি* আগামী সময়। 'ভবিষ্যৎ বহু বিড়ম্বন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভবিষ্যৎকালীন [স] *বিণ* ভবিষ্যৎকালের। 'ভবিষ্যৎকালীন বিশুদ্ধবুদ্ধি বিদ্বানলোকের শিক্ষাদানের উপযোগী হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভবিষ্যজ্জীবন [স] *বি* আগামীর জীবন। 'রঙিন ভবিষ্যজ্জীবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকী পথটুকু কাটিয়া যায়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভবিষ্যৎ-জ্ঞানী [স] *বিণ* ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানে এমন। 'পীর-পয়গম্বরকে ভবিষ্যৎ-জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করা।' *হেদায়াত*, ১৯৩৬।

ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা [স] *বিণ* ভবিষ্যৎ দেখতে পায় এমন। 'আমি অনেকটা ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হয়ে পড়েছি।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ [স] *বি* আগামী প্রজন্ম। 'ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ এতন্নিবন্ধন ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

ভবিষ্যদ্বাদী [স] *বিণ* বর্তমানেই ভবিষ্যতের বীজ নিহিত আছে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতবাদ; বর্তমানে পরিবর্তন এনে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে এই মতবাদ। 'আমাদের ভাববাদীদের, আমাদের আদর্শবাদীদের সত্যই এখন ভবিষ্যৎবাদী (Futurist) হ'তে হবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভবিষ্যৎ-ভাবনা [স] *বি* ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। 'বহুবিধ পরামর্শ উপায়চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ-ভাবনায় বেশ একরকম ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভবিষ্যন্মুখিনতা [স] *বি* ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি। 'নবোদ্ভূত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে এদের ভবিষ্যন্মুখিনতা ও আশাবাদ ...।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

ভবিষ্যন্মুখী [স] *বিণ* ভবিষ্যতের অপেক্ষা করে এমন। 'তবে এ sentimentalism অতীতমুখী, ভবিষ্যন্মুখী নয়।' *প্রমথ*, ১৯২১।

ভবিষ্যৎহীন [স] *বিণ* পরিণামহীন। 'গোলকধাঁধায় ঘুরি অবিরাম ভবিষ্যৎহীন।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ভবিষ্যদ্ [স] *বি* ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যদ্দৃষ্টি [স] *বি* দূরদৃষ্টি। 'আমার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি নেই।' *প্রমথ*, ১৯২১।

ভবিষ্যদ্বক্তা, ভবিষ্যদ্‌বক্তা [স] ১ *বি* ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলতে পারে যে ব্যক্তি। 'ভবিষ্যদ্বক্তা।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *বিণ* ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলে দিতে পারে এমন। 'ভবিষ্যদ্‌বক্তা কবি সতত এ তবে, এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভবিষ্যদ্বাক্য [স] *বি* ভবিষ্যতে কী হবে তা আগেই বলা। 'সকল ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ভবিষ্যদ্বাণী, ভবিষ্যদ্‌বাণী [স] *বি* ভবিষ্যতে কী ঘটবে আগেই তা বলা। 'হিন্দুশাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পাদন ও অলৌকিক ঐশ্বরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ বিষয়ে যে সমস্ত বর্ণনা আছে, তাহা প্রামাণিক নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর-কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভবী[1] *বি* ভবিষ্যৎ। 'ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভবী[2] *বি* নাছোড়বান্দা। 'ভবী কখনো ভোলে?/ না।' *অন্নদা*, ১৯৭৩।

ভব্য [স] ১ *বিণ* সত্য। 'ভব্য চারিজনে ধরি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* শান্ত। 'ভাবি ভব্য ভাবনাতৎপর মহানুভব ব্যক্তি কৃত সাহায্যাবলম্বনে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ভব্যজন [স] *বি* মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'ভব্যজন নগরের শোভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভব্যতা [স] ১ *বি* ভদ্রতা। 'যৎকালীন লোকের সভ্যতা ও ভব্যতার বৃদ্ধি হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* শিষ্টাচার। 'ভব্যতার গণ্ডিমাঝে শান্তি নাহি মানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভব্যরতি [স] *বিণ* ভদ্রভাবযুক্ত। 'ভব্যরতি ভূপতি ভক্তির নাই লেখা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভব্যলোক [স] *বি* শান্ত প্রকৃতির লোক। 'ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভব্যা [স] *বি স্ত্রী* ভদ্র। 'ভূদেবভামিনী ভব্যা ভূপবাসে এসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভভম্ভম ভভম্ভম [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অবিরাম ভভম্ভব শব্দ ক'রে। 'ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভম [স ভ্রম] *বি* ভুল। 'এমত ভম কথা আর না কহিও।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'সংগ্রামের শব্দ শুন্যা শেষ পাল্য ভম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **ভ্রম**

ভমি [স ভ্রম] *বি* ভুল। 'হে সাজনি জনু লেহে ভমিকরি নামে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভমর [স ভ্রমর>] *বি* ভ্রমর। 'ভৌঁহ ভমর নাসাপুট সুন্দর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। দ্র **ভ্রমর**

ভমা [স ভ্রমণ>] *ক্রি* ভ্রমণ করা। **ভমন্তি** *ক্রি* ভ্রমণ করে। 'জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **ভমিআ** *ক্রি* ভ্রমণ ক'রে বা ঘুরে। 'একা উপদ্বীপ সাত ভমিআ খুজিব তাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভয় [স] *বি* ভীতি। 'ভয় ঘিণ দুর নিবারিউ।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

ভঅ [স ভয়] *বি* ভয়। 'বাটঅ ভঅ খাণ্ট বি বলআ।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

ভএ [স ভয়] *বি* ভয়। 'এবেঁ পরিহর তোক্ষে ভএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভএঁ [স ভয়] *বি* ভয়। 'একশরী বনের ভিতরে ভএঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভয়-আঁটা *বিণ* ভয়ার্ত। 'ভয়-আঁটা চোখ অনেকের মুখে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ভয়ংকরতা [স] *বি* ভীতিজনকতা; ভীতিকর অবস্থা। 'সেই আদিম ভয়ংকরতার শক্তি লয়ে ওরা আছড়ে পড়ে তটের বুকে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ভয়কাতর [স] *বিণ* ভীত-বিহ্বল। 'উগ্র ভয়কাতর উপলব্ধিগুলির মধ্যে ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ভয়কাতুরে *বিণ* ভিতু। 'এত ভয়কাতুরে যদি তুই ... একা থাকিস কি করে শুনি?' *মানিক*, ১৯৩৯।

ভয়কুণ্ঠ [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'ভয়কুণ্ঠ উৎকণ্ঠিত সুখে – বলে, 'বৃন্তবন্ধহারা যাব উদ্দামের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ভয় খাওয়া *ক্রি* ভীত হওয়া। 'জাহাঙ্গীর একেবারে ভয় খাইয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভয়গ্রহণ [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'চারদিকে ভয়গ্রহণ পরিবেশ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভয়ঙ্কর, ভয়ংকর [স] *বিণ* ভীতিকর। 'তা সুনি মার ভয়ংকর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০; 'মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভয়ঙ্করা [স] *বিণ* ভীতিকর। 'ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরবী ভাবিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভয়ঙ্করি [স ভয়ঙ্করী] *বিণ স্ত্রী* ভয়ঙ্কর। 'গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভয়ঙ্করী, ভয়ংকরী [স] ১ *বি* ভীষণা। 'মহাভীমা ভয়ঙ্করী বিশ্বরূপা খড়্গেশ্বরী দুর্গতিনাশিনী হরজায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ স্ত্রী* ভয়জনক। 'কত দূরে যমপুরী ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভয়চকিত [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'বন্দীগণ তদ্রূপ প্রতি পদক্ষেপে ভয়চকিত।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

ভয়চিত্ত [স] *বিণ* ভয় পায় এমন মনবিশিষ্ট। 'জাহাঙ্গীর অহেতুক ভয়চিত্ত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়জনক [স] *বিণ* ভীতিকর। 'কিম্বা ভয়জনক বাক্য কহেন তবে কর্ত্তা মহাশয় রুষ্ট।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভয়জাত [স] *বিণ* ভীতিজনিত। 'ভয়জাত আকস্মিক দুর্বলতার কথাও গ্রহণযোগ্য।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভয়জয় [স] *বিণ* ভয়কে জয় করেছে এমন। 'আমরা যৌবনের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে ভয়জয় হবো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ভয়ডর *বি* ভয়-ভাবনা। 'জ্যাঠাইমার কাছে আসবার সময় ভয়ডর থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভয়তরাসে [স ভয়+স ত্রাস>] *বিণ* সহজেই ভয় পায় এমন। 'তুই এমন ভয়তরাসে কেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'মলিনা! অ খুকুনি! মা গো! কী ধুকপুকুনি হাড়-গুগুনি ভয়-তরাসে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভয়ত্রাতা [স] *বি* শঙ্কা দূরকারী। 'সঙ্কটে শঙ্কর বিনা কেবা ভয়ত্রাতা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভয়দ [স] *বিণ* ভীতিপ্রদ। 'জলদকাতি ভয়দভাতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভয়-দানব [স] *বি* ভয়রূপ দানব। 'লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভয়-দেখানো *বিণ* ভীতিকর। 'এরকম ভয়-দেখানো চিঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভয়-পাওয়া *বিণ* ভীত। 'কেঁপে ওঠে গৃহস্থালি ভয়-পাওয়া পায়রার মতো।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ভয়-বাধা [স] *বি* ভয়-বিঘ্ন ইত্যাদি। 'ভয়-বাধা সব অভয় মূর্তি ধরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভয়বাসা [স ভয়+বাসা] *ক্রি* ভয় পাওয়া। 'ঘোররূপা রাক্ষসি দেখিয়াত ভয়বাসি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বলতে বোঝাত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভয়বিনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ভয় দূরকারী। 'ভাঁড়ারগড়ে ভাঁড়ারচণ্ডী ভয়বিনাশিনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভয়বিভলা [স ভয়বিহ্বলা] *বিণ স্ত্রী* ভয়ে বিহ্বল। 'ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়বিভলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

ভয়বিহ্বল [স] *বিণ* ভয়ে বিবশ। 'ভয়বিহ্বল মনের সমস্ত কপাট বন্ধ।' *নীরেন*, ১৯৪৮।

ভয়-ভক্তি [স] **১** *বি* সমীহ। 'তারাও এখন তোকে রীতিমতো ভয়-ভক্তি করে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* শ্রদ্ধা ও ভয়। 'গুরুমশাইকে ভক্তি করার মতো আমাকে ভয়-ভক্তি করে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভয়ভঞ্জন [স] *বি* ভয় নিরসন। 'অগ্রে উঁহার ভয়ভঞ্জন করিয়া দেওয়া উচিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভয় ভয় ক'রে *ক্রিবিণ* ত্রস্তভাবে। 'তা আমায় সকল কথা ভয় ভয় করে বলো?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ভয় ভাঙা, ভয় ভাঙা *ক্রি* ভীতি দূর করা। 'ভয় ভেঙ্গে যাবে এখন।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভয়ভাবনা [স] **১** *বি* ভয়-ভীতি। 'ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **২** *বি* দুশ্চিন্তা। 'প্রতিদিনের ভয়ভাবনা-কৃপণতায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ভয়ভার *বি* ভয়ের বোঝা। 'ত্যজো রে ভয়ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভয়ভীত [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'আমি ক্ষত্রকুলজাত; ভয়ভীত দুর্বলের ভয়হারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভয়ভীতি [স] *বি* আতঙ্ক; ত্রাস। 'সমস্ত বাজে বন্ধনের ভয়ভীতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভয়-ভীরুতা [স] *বি* ভীতি ও কাপুরুষতা। 'ভয়-ভীরুতা থাকতে দেশের প্রেম ফলাবে ঘণ্টা ফল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভয়ভীষণ [স] *বিণ* অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। 'ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভয়মনী [স ভয়মনা] *বিণ* ত্রস্তমনা। 'পবনে চলিল গাছের পাত তাত ভয়মনী হলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভয়মুক্ত [স] *বিণ* ভয়হীন; আশঙ্কামুক্ত। 'বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনেক ভয়মুক্ত করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ভয়মৈত্র [স] *বি* ভীতি ও প্রীতি। 'তাঁহারা ভয়মৈত্র প্রদর্শন পূর্বক ...।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

ভয়মৈত্রতা [স] *বি* ভীতি ও প্রীতির ভাব। 'সারজন আপনি আড়ার নিকট যাইয়া ভয়মৈত্রতা প্রদর্শমপূর্বক পালকি আনিয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভয়যুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* ভীত। 'দারী গারী ইত্যাদি শব্দ শুনিয়া ভয়যুক্তা হইয়া কর্মকার্য্যের আশয় জানাইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভয় ত্রাখন *বি* ভয় করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভয়লজ্জা [স] *বি* ভীতি ও লজ্জা। 'সংসারের সমস্ত দাবি সমস্ত ভয়লজ্জা এই বেগের কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভয়লেশহীন [স] *বিণ* নির্ভীক। 'ভয়লেশহীন ক্রূরমুখে মানুষগুলো তড়পাতে থাকে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ভয়সঞ্চার [স] *বি* ভয়ের উদ্রেক। 'এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয়সঞ্চার হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভয়সনে *ক্রিবিণ* ভয়ে ভয়ে। 'কাটাগুনা কাল মিথ্যা ভয়সনে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভয়সূচক [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর; ভীষণ। 'তখন তাঁহার ভয়সূচক একটি শারীরিক ক্রিয়া হইত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ভয়হর [স] *বিণ* ভয় হরণকারী। 'কভু বিরাজ ভয়হর শান্তি সুধাকর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভয়হরা *বিণ স্ত্রী* ভয় হরণকারী। 'ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরবী ভাবিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভয়হর্তা [স] *বিণ* ভয় হরণকারী। 'ভুবন পালনকর্তা ভবসিন্ধু ভয়হর্তা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভয়হারা *বিণ* নির্ভীক। 'কহিল আমার সজ্ঞ-সুহৃদ ভয়হারা হাসি হেসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

ভয়হারী [স] *বি* ভীতি দূরকারী। 'আমি ক্ষত্রকুলজাত; ভয়ভীত দুর্বলের ভয়হারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভয়াকুল [স] *বিণ* ভয়ে অস্থির। 'ভয়াকুল দেখিয়া লাগিল কহিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভয়াতুর [স] **১** *বিণ* ভয়ে কাতর। 'নিয়ম-লঙ্ঘন-দোষে কোন প্রকার অমঙ্গল ভয়েও কোন পক্ষকে ভয়াতুর হইতে হয় না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* ভয়াবহ। 'ভয়াতুর মসৃণ অন্ধকার জমিয়া উঠিতেছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়াধিক্য [স] *বি* অত্যন্ত ভয়। 'ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভয়ানক [স] **১** *বিণ* ভয়াবহ; ভীতিপ্রদ। 'এই কলি সঙ্গ ভয়ানক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* কঠিন। 'কেহ এমন ভয়ানক কপাল পরীক্ষার ঝুঁকি লইলেক না।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৪** *বিণ* বিপজ্জনক। 'দ্বিতীয় চার্লস নামক রাজার রাজত্বকালে লণ্ডন নগরে ভয়ানক মারী উপস্থিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বিণ* সহিংস। 'হরিদ্বারে তীর্থস্নান উপলক্ষে শিখ, সন্ন্যাসী, বৈরাগী এই তিন সম্প্রদায়ে একটি ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বিণ* প্রচণ্ড। 'তাহাদের কর্ণ কুহরে গোমস্তা ও নায়েব শব্দ বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৭** *বিণ* কঠোর। 'মন্দ আচরণ করিলে সেই পুরুষের ভয়ানক শাস্তি হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৮** *বিণ* পীড়নমূলক। 'তাকে চুমো খেয়ে তার চুল ধরে টেনে তাকে মেরে তার প্রতি ভয়ানক সোহাগের ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৯** *বিণ* নিরেট। 'মানুষ ভয়ানক পরাধীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **১০** *বি* রুদ্র। 'ভয়ানককে মেনে নিতে অসংজ্ঞাত প্রতিরোধ রয়ে গেল নাটকের শেষ পাতা পর্যন্ত।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভয়ান্বিত [স] *বিণ* ভীত। 'ধাররাজ ... ভাবী দৌহিত্রের পৃথিবীর একচ্ছত্রাকরণ শ্রবণে ভয়ান্বিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভয়াবহ [স] *বিণ* ভীতিকর। 'হিংস্র জন্তুপূর্ণ ভয়াবহ অরণ্য, নদ-নদী ও দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করিয়া ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভয়াবহতা [স] *বি* ভয়ঙ্করতা। 'দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা হল।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ভয়াভিভূত [স] *বিণ* সন্ত্রস্ত; ভয়ে ম্রিয়মাণ। 'তারা কি সুখ-সম্ভোগপরিত্যক্ত হয়ে ভয়াভিভূত হয় না?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ভয়ার্ণব [স] *বি* ভয়রূপ সাগর। 'ধাররাজ ... একবার শোকার্ণবে ও একবার ভয়ার্ণবে মুহুর্মুহু মজ্জমানমনা হইয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভয়ার্ত [স] *বিণ* ভয়ে কাতর। 'ভয়ার্ত ভূধর ভূমে, খেচর অম্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভয়াল [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভয়ে-কাঁপা *বিণ* ভয়ে কাঁপছে এমন। 'ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলদ-টানা রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভয়ে ভয়ে *ক্রিবিণ* ভীত হয়ে। 'ভয়ে ভয়ে ঢেউগুলি/ নিয়ে যায় পদধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভয়রোঁ *বি.* ভৈরবী। 'ভোরাও ওক্তে ভয়রোঁ রাগিণীতে অনেক বাড়ীতে বিজয়া গাওনা হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভয়সা *বিণ* ভইষ বা মহিষের দুধ থেকে তৈরি। 'মহিষের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভয়সা ঘি বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'টাটকা ভয়সা ঘি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভর[1] [স ভৃ>] *ক্রিবিণ* ব্যাপী। 'অধরাতি ভর কমল বিকসউ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

ভর[2] [স ভার] **১** *বি* ভার; চাপ। 'আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বিণ* পূর্ণ। 'ভর দুই প্রহর বেলায় মুঞি হৈলুঁ রাণ্ডি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* অবলম্বন; নির্ভর। 'বানরে ভর করি তরিল সাগর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* আবির্ভাব। 'আপনি আসরে কর ভর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভর করা **১** *ক্রি* নির্ভর করা। 'সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *ক্রি* অবস্থান। 'একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে ভর করেছিল সাতটি কথার অমরাবতী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। **৩** *ক্রি* আছর করা। 'ডাইনি ভর করেছে বলে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হত।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভরদুপুর **১** *বি* ঠিক দুপুর। 'ভর দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই।' *জসীম*, ১৯২৭; 'তখন ভরদুপুর।' *নজরুল*, ১৯৩০। **২** *ক্রিবিণ* জনসম্মুখে। 'সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পীর ডাকা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভর দেওয়া **১** *ক্রি* আস্থা রাখা। 'ঈশ্বর সত্য এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *ক্রি* ওজন রাখা। 'বুকে ভর দিয়ে বসেছিল সমস্ত আকাশের সঙ্গহীনতা। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৩** *ক্রি* নির্ভর করা। 'তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভরন্ত *বিণ* ভরপুর। 'ঘটি বাটি থালা ভাঙ্গে ভরন্ত কলসি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভর পান্তরে *ক্রিবিণ* মাঝ পথে। 'ভর পান্তরে তিরী বধ করে কাঙ্খলী চিরিল টানে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভরপুর *বিণ* পরিপূর্ণ। 'মুরারি আনন্দে ভরপুর।' *মুরারি*, ১৫৭০; 'মাঝখান দিয়ে একটা নিদ্রাহীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপুর বেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভরপেট *বিণ* সারা বছর পেট ভরে খাওয়া যায় এমন। 'ভরপেট রেশনের দাবীতে ২৯ জানুয়ারি ... এক মিছিল।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভরভর *বিণ* ভরপুর। 'আউশের ক্ষেত জলে ভরভর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভরভরাট *বিণ* পরিপূর্ণ। 'আড্ডা জমজমাট ভরভরাট।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ভর যুবতী [ভর+স যুবতী] *বিণ* পূর্ণ যুবতী। 'গোআল জাতী তোঁ ভর যুবতী।' বড়ু, ১৪৫০।

ভরশূন্য [ভর+স শূন্য] *বিণ* হালকা। 'থর থর করে কাঁপে ভরশূন্য দুর্বল হাত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভরসন্ধে [স] *বি* পুরোপুরি সন্ধ্যা। 'তুমি যে এই ভরসন্ধের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেছ!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'ভরসন্ধেয় বা ভোরে মাথার চুল খুলে রাস্তায় বেরুলে ... ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ভরসাঁঝ *বি* পুরোপুরি সন্ধ্যা। 'ভরসাঁঝে এ-রকম একা-একটা ছাদে বসে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভরকাল [স ডম্বর] *বিণ* জমকালো। 'আজ কাল পাতা কচান লতার মত একটু একটু ভরকাল হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভরছন [স ভর্ৎসন] *বি* ভর্ৎসনা। 'পয়োধি ভরছন লাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভরছা [স ভর্ৎসন>] *ক্রি* ভর্ৎসনা করা। **ভরছিআঁ** *ক্রি* ভর্ৎসনা ক'রে। 'হেন বোল তা সমাক কিছু ভরছিআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **ভরছিলেঁ** *ক্রি* ভর্ৎসনা করলে। 'তাক ভরছিলেঁ বহু ঝি দহী বিকণে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভরণ [স] **১** *বি* পূর্ণকরণ। 'ছত্রে গিয়া যথালাভ উদর-ভরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রতিপালন। 'তুক্ষি বিনে কে করিব দারিদ্র ভরণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* আহরণ; কোনো পাত্রে ভরা। 'মেয়েদের জল-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরণে যে ঢেউ জলে ভাঙে।' *জসীম*, ১৯৩১।

ভরণপোষণ [স] *বি* খাদ্যবস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে প্রতিপালন। 'ভরণ পোষণ উপযুক্ত ভূমি মহাত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'সেই সকল কার্য্যদ্বারা দীনদিগের ভরণপোষণ হউক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

ভরন পোশন [স ভরণপোষণ] *বি* ভরণ-পোষণ; খাদ্যবস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে প্রতিপালন। 'আর পিতা মাতার সেবা ও ভরন পোশন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

ভরণী [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ভরত[১] [স] *বি* রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের ছোটো ভাই। 'যেই রূপ লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভরত[২] *বি* পাখিবিশেষ। 'তোমার উদয়ে ভরত পাখির মতো গেয়েছিনু স্তব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভরত নাট্যম [স] *বি* দক্ষিণ ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যশৈলীবিশেষ। 'উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যম ও মালাবারের কথাকলি।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ভরতি ১ *বি* ভর্তি; লেখাপড়ার জন্য প্রবেশ। 'স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভরতি হন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ২ *বি* পূরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভরন[১] [স বর্তক] *বি* তামা দস্তা এবং রাং মিশ্রিত নিকৃষ্ট কাঁসা; ব্রোঞ্জ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভরন[২] *বি* উপাচারবিশেষ। 'মা কালীর থানে ভরনে দাঁড় করাবে আজ ঠাকুরঝিকে।' *তারা*, ১৯৪২।

ভরপুর *দ্র* **ভর**[২]

ভরপেট *দ্র* **ভর**[২]

ভর ভর [ধ্বন্যা] *বি* কফ ঝাড়ার শব্দ। 'ভর ভর করে খানিকটা কফ ঝেড়ে নিলে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভরম[১] *বি* সম্ভ্রম। 'নাসা খগপতিচঞ্চু ভরম ভয়ে কুচগিরি সান্ধি নিবাসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'বললো সে ম্লান শব্দে সুন্দর উদর থেকে সরিয়ে ভরম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভরম[২] [স ভ্রম] ১ *বি* ভুল। 'পূরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* অসাবধান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভরমন [স ভ্রমণ] *বি* ভ্রমণ। 'দুই জনে ভরমন করি কিসের কারন।' *রামাই*, ১৭১০। *দ্র* **ভ্রমণ**

ভরম্ভর [স] *বি* পারস্পরিক নির্ভরতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভরস [হি ভরোসা] *বি* সাহস; ভরসা। 'হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভরসন্ধ্যা *দ্র* **ভর**[২]

ভরসা, ভরশা, ভর্সা [হি ভরোসা] ১ *বি* নির্ভর। 'এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বিশ্বাস। 'এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ইহাতে ভর্সা হয় না।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* আশা। 'নির্বিষের ভরসাএ না খাএ গরল।' *বাহরাম*, ১৭০০। ৪ *বি* আশ্রয়। 'ডানি বামে পালি গায় ভরসা তোমার পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৫ *বি* আশাবাদ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'আমাদিগের আশা কত দীর্ঘ হইতেছে - আমাদিগের ভরসা কত বৃদ্ধি হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৬ *বি* অবলম্বন। 'খুড়ার নিকট মাস মাস যে টাকা পাইতেন তাহাই কেবল ভরসা ছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৭ *বি* সাহস। 'জুতো জোড়াটি খুলে খেতে বসতে ভরশা হয় না।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আমি ভরসা দিই।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ৮ *বি* নির্ভরতা। 'ভগিনীপতি শশধরের পরেই তোমার ভরসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৯ *বি* বিশ্বাস। 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভরসা করন *ক্রি* আস্থা রাখা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ভরসাজনক [ভরসা+স জনক] *বিণ* আশাব্যঞ্জক। 'কথাগুলো মোটেও ভরসাজনক নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভরসাজনিকা *বিণ* আশ্বাসদায়ক। 'কিয়ৎ ভরসাজনিকা কথা সুব্যক্ত পূর্ব্বক কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

ভরসান্বিত [ভরসা+স অন্বিত] *বিণ* আশাবাদী। 'ইহারা উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভরসান্বিত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ভরসাপ্রদ [ভরসা+স প্রদ] *বিণ* ভরসা দেয় এমন। 'দু-একটা ভরসাপ্রদ বন্ধু আসে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভরসাশূন্য [ভরসা+স শূন্য] *বিণ* হতাশ। 'অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ-বীজাভাবে ভরসাশূন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভরসাস্থল [ভরসা+স স্থল] *বি* আশ্রয়স্থল। 'এরূপ নিয়মের ভরসাস্থল ধান্যভূমি।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩; *বি* আশ্রয়। 'আমাদের ভরসাস্থল কী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভরসা-হারা *বিণ* আশাহীন। 'ভরসা-হারা চাহনি বড় ঘা দিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'পথের কোণে ভরসাহারা পড়েছিলাম সারাটা দিন।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

ভরসাহীনা [ভরসা+স হীনা] *বিণ স্ত্রী* আস্থাহীন। 'সেই সনাতন ভরসাহীনা অশ্রুহীনা/ তুমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না?' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

ভরোসা [হি] *বি* আস্থা। 'এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ভরা[১] [স ভৃ>] ১ *বিণ* পূর্ণ। 'ক্ষাটই হরিহর বাক্ষ ভরা।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০; 'পার করে নিই ভরা তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ২ *বি* বোঝা; ভার। 'পাঞ্চ পাটের নাঅ গাতর ভরা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* প্রবল। 'এভরা বাদর মাহ ভাদর।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০। ৪ *বি* নৌবাণিজ্য থেকে প্রাপ্য পণ্য। 'সাধু নহব ঢঙ্গ বেটা মিছা তোর ভরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* পণ্যের ভার। 'চলিল সিংহল দেশে ভরা দিআ সাত তরিবরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বি* প্রাচুর্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৭ *ক্রিবিণ* জুড়ে। 'সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'করো ত্বরা কাজ আছে মাঠ ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৮ *ক্রিবিণ* জোর গলায়। 'পাগল যে তুই, কণ্ঠভরে জানিয়ে দে তুই সাহস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৯ *বি* নৌকাবিশেষ। 'আপনার ভরা ডুবিয়াছে সে যে অথই গভীর কূলহীন দরিয়াতে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ভরা কলসী *বি* পরিপূর্ণ কলসি। 'ভরা কলসীর মতো সন্ধেবেলায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভরাগাং *বি* পূর্ণ যৌবন। 'তানু বিবির মতো জোয়ারলাগা ভরাগাং না হলেও একেবারে টসকানো নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভরা-ডুবি ১ *বি* সর্বনাশ। 'বিপাকে উহারে আজি ভরা ডুবি করি।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'একেবারে ঠন করে উঠল পাথরটা, ভরাডুবি হল এক মুহূর্তেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* ধ্বংস। 'আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভরানদী [ভরা+স নদী] *বি* প্লাবিত নদী। 'ভরা-নদী ক্ষুরধারা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খরপরশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বর্ষার সময় ভরানদীর খেয়া ঘাটেই ... ।' *তারা*, ১৯৪২।

ভরা-পালে *ক্রিবিণ* পালে বাতাস ধ'রে। 'ভরা-পালে চলে যায়,/ কোনো দিকে নাহি চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভরাবক্ষ [ভরা+স বক্ষ] *বি* ভরা বুক; পরিপূর্ণ সংসার। 'গাঁয়ের ভরাবক্ষে শুধু একটা খাঁ খাঁ মহাশূন্যতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভরাভরতি *বি* পূর্ণতা। 'সত্যেনকে না হলে যেন ভরাভরতি হত না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভরা মন [ভরা+স মন] *বি* প্রশান্ত মন। 'যবে বসে আছি ভরা মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভরাযৌবন [ভরা+স যৌবন] ১ *বি* সমৃদ্ধ কাল। 'এ দেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল তখন এমন-সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্বদা মিলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* প্রজননক্ষম যৌবন। 'ভরা যৌবন কথাটায় কেমন একটা অশ্লীলতার ছোঁয়া আছে।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

ভরা সাঁঝ *বি* পুরোপুরি সন্ধ্যা। 'যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেণুবন মাঝে, আলো যেথা রোজ জ্বালে জোনাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে সে দিন ভরা সাঁঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভরে ওঠা ১ *ক্রি* পূর্ণ হওয়া। 'পরান ভরি উঠে শোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *ক্রি* পরিপূর্ণ হওয়া। 'তোমার সমস্ত জীবনের দ্বারা তোমার কথাগুলি ভরিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভরে দেওয়া *ক্রি* প্রবেশ করানো। 'দেহের মধ্যে রুহটি ভরিয়া দাও।' *মনসুর*, ১৯৫০।

ভরে যাওয়া *ক্রি* পূর্ণ হওয়া। 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভরে রাখা *ক্রি* পূর্ণ করে রাখা। 'তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভরা[২] [স ভৃ>] ১ *ক্রি* ভরে যাওয়া। 'সোণে ভরিলী করুণা নাবী।' *চর্যা* ৮, ১২০০। ২ *ক্রি* পূর্ণ করা। 'লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* ব্যাপ্ত হওয়া। 'আরল বীখ ভরল সব অঙ্গে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৪ *ক্রি* পূর্ণ হওয়া। 'কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণডালি ছেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৫ *ক্রি* তৃপ্ত হওয়া। 'তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন – কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভরে, ভরে না তায় মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। ৬ *ক্রি* জুড়ে। 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **ভরই** *ক্রি* ভরে যায়। 'যাহাঁ দরশনে তনু পুলকহি ভরই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **ভরঈ** *ক্রি* ভরে যায়। 'খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ। খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভরএ** *ক্রি* পূর্ণ হয়। 'তিল পরিমাণ খাইলে উদর ভরএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভরল** ১ *ক্রি* ব্যাপ্ত হলো। 'আরল বীখ ভরল সব অঙ্গে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* পূর্ণ হলো। 'রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **ভরাআঁ** *ক্রি* পূর্ণ ক'রে। 'লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।' বড়ু, ১৪৫০। **ভরায়িআঁ** *ক্রি* ভরে নিয়ে। 'সব সখীগণে/ পাণী ভরায়িআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **ভরায়িলি** *ক্রি* ভরেছিস; পূর্ণ করলি। 'সংসার ভরায়িলি তোঁ আন্ধার খাঁখারে।' বড়ু, ১৪৫০। **ভরি** ১ *ক্রিবিণ* পূর্ণ ক'রে। 'ফুলে তাম্বুলে ভরি লআঁ যাহা ডালী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* জুড়ে। 'উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *ক্রিবিণ* ব্যাপ্ত হয়ে। 'ত্রিভুবন ভরি তান কৃত্তির বাখান।' *বাহরাম*, ১৭০০। ৪ *ক্রি* পূর্ণ করি। 'গলাগলা পেট যদি ভরি মাংস খাইয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৫ *ক্রিবিণ* পূর্ণভাবে। 'যত গোপনে ভালোবাসি পরান ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **ভরিএ** *ক্রি* ভরে; জুড়ে। 'জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ভরিব** ১ *ক্রি* ভরবো; পূর্ণ করবো। 'কি খাইয়া বনবাসে ভরিব উদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রি* রটিবে; পূর্ণ করবো। 'কলঙ্ক ভরিব মোর আরব সমাজ।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভরিবারে** *ক্রি* পূর্ণ করতে। 'জল ভরিবারে যায়।' *মুরারি*, ১৫৭০। **ভরিয়া** ১ *ক্রি* পূর্ণ ক'রে। 'দধি দুগ্ধ ঘ্রত ঘোল সকটে সকটে ভরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* জুড়ে। 'রহিবে তোহ্মার যশ ভুবন ভরিয়া।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভরিয়ে** *ক্রি* পূর্ণ ক'রে।'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **ভরিলী** *ক্রি* ভরলি। 'সোণে ভরিলী করুণা নাবী।' *চর্যা* ৮, ১২০০। **ভরিলুম** *ক্রি* ভরলাম; ভর্তি করলাম। 'ভরিলুম একাদস কুণ্ড ক্ষত্রির রুধিরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভরু** *ক্রি* ভরে যায়। 'জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু দেখিও নি ভেল পহু তোরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভরে** ১ *ক্রিবিণ* পূর্ণ হয়ে। 'খিতি ভরে একাকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* পূর্ণ করে। 'কত পুষ্প সাজি ভরে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *ক্রি* তৃপ্ত হয়। 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **ভর্যা** *ক্রি* ভরে। 'বাটি ভর্যা তৈল নিল খুরি ভর্যা চুয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভরা[৩] [স ভৃ>] *বি* পানি রাখার পাত্রবিশেষ। 'সৈন্য সবে ঘটি ভরা সকল ভরিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভরাট [স ভরাবৃত্ত>] ১ *বিণ* পূর্ণ। 'মৃত্তিকাতে ভরাট হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বিণ* সমৃদ্ধ। 'নানা হাতে একটা কাব্য ভরাট হইয়া উঠিতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভরাভর [স ভরান্তর] *বি* মত। 'বিজয় যদি এখানে ভরাভর দেয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ভরার ১ *বি* ভাঁড়ার; ভাণ্ডার। 'সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মন্দের বেহার।' *সুলতান*, ১৭৫০। ২ *বিণ* নৌকায় বসবাসকারী। 'ঐ সব পুরুষ মানুষের ভরার মেয়ে বিয়ে করা উচিত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভরি[১] *দ্র* **ভরা**[২]

ভরি[২] [স ভৃ>] *বি* সোনা-রুপা ইত্যাদি মাপার একক; এক তোলা; দশ গ্রামের কাছাকাছি ওজন। 'গহনা একখান পঞ্চাষ ভরি।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

ভরিটাক *বিণ* কমবেশি এক ভরি পরিমাণ। 'কি করি। ভরিটাক আফিঙ্গ গলদেশের ... প্রেরণ করিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভরিপুর [স ভৃ>] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'মিত্তিকার ঘট পরিপুর সুধারসে।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভরিল [স ভৃ>] *বিণ* ভরা। 'ভরিল যমুনাত কেমনে হইব পার।' বড়ু, ১৪৫০।

ভরু[১] [স ভ্রূ] *বি* ভ্রূ। 'ভরুযুগ টান কামের কামান/ কটাক্ষে মরমে হানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভরুযুগ [স ভ্রূযুগ] *বি* ভ্রূজোড়া। 'ভরুযুগ টান কামের কামান/ কটাক্ষে মরমে হানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভরু[২] [স ভৃ>] *বি* গর্ত। 'উরু ভেদি ভরু হৈল নাহিক চেতন।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভর্চ্চন, ভর্চ্চিন [স ভর্ৎসনা] *বি* তিরস্কার। 'এতেক কৃষ্ণের নিন্দা ভর্চ্চন সুনিএগ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভরতরূপে করে কেহো মাএর ভর্চ্চিন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভর্ছা, ভর্চ্ছা [স ভর্ৎসনা>] *ক্রি* ভর্ৎসনা করা। **ভর্চ্ছে** *ক্রি* ভর্ৎসনা করে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কার্য বুঝ্যা লহনারে ভর্চ্ছে সদাগর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভর্ছিয়া** *ক্রি* ভর্ৎসনা ক'রে। 'লহনা ভর্ছিয়া কিছু বলেন পার্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভর্ছিল** *ক্রি* ভর্ৎসনা করলো। 'হিনজন ভর্ছিল কীবা।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভর্জন, ভর্জ্জন [স] *বি* ভাজা। 'তাহাদিগকে ভর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভর্জিত, ভর্জ্জিত [স] *বিণ* ভাজা হয়েছে এমন। 'সূর্য্যাতপে ভর্জ্জিত হইয়া অচেতন হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'ভর্জিত মৎস্যাহারের নিমন্ত্রণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ভর্তা¹, ভর্ত্তা [স] *বি* স্বামী। 'তোমা সাবাকার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভর্তাবধ, ভর্ত্তাবধ [স] *বি* স্বামীহত্যা। 'ভাবে বুঝি ভর্ত্তাবধে ভয় নাহি বাস।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী *বি* ভাতারখাকি গালির সংস্কৃত রূপ। 'কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভর্তা² *বি* আলু, বেগুন ইত্যাদি সবজি সিদ্ধ করে গলিয়ে তৈরি খাবার। 'তুমি কিনা আমার শরীরটা ভর্তা বানাইয়া দিলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬০।

ভর্তি, ভর্ত্তি ১ *বিণ* পরিপূর্ণ। 'সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ভর্ত্তি রাখিবার জন্যে অনেক সেনাপতি ... নিযুক্ত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বি* শিক্ষার জন্য প্রবেশ। 'আমরাও স্কুলে ভর্ত্তি হলেম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভর্তৃ, ভর্ত্তৃ [স] *বি* স্বামী। 'ভর্ত্তৃকুলকামিনীগণ।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩; 'আমি দাসীবেশে রাজভবন হইতে নিজ ভর্ত্তৃভবনে আসিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ভর্তৃকুল, ভর্ত্তৃকুল [স] *বি* স্বামীর বংশ। **ভর্তৃকুলকামিনী, ভর্ত্তৃকুলকামিনী** [স] *বি* স্বামীর বংশের নারীগণ। 'ভর্ত্তৃকুলকামিনীগণ এবং শ্বশুর ভাসুর দেবর ও স্বামী প্রভৃতির সহিত যে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভর্তৃপ্রসাদন [স] *বি* স্বামীপূজা। 'ভর্তৃপ্রসাদন ব্রতে যা দিয়ে গাঁথিতে মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভর্তৃভবন [স] *বি* স্বামীর বাড়ি। 'আমি দাসীবেশে রাজভবন হইতে নিজ ভর্ত্তৃভবনে আসিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ভর্তৃহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীহীন। 'জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভর্ৎসন [স] *বি* ভর্ৎসনা। 'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভর্ৎসনা [স] *বি* তিরস্কার। 'এই প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া দিলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভর্ৎসনাবাক্য [স] ১ *বি* নিন্দাবাক্য। 'কবীর নিজ গ্রন্থে নাগাদির প্রতি ... ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* তিরস্কারসূচক কথা। 'বালকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভর্ৎসনাবাক্য রসনা হইতে নির্গত হইতে চাহে না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভর্ৎসা [স ভর্ৎসন>] *ক্রি* ভর্ৎসনা করা। **ভর্ৎসিআ** *ক্রি* ভর্ৎসনা ক'রে। 'লহনা ভর্ৎসিআ কিছু বলে ধনপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভর্ৎসিনু** *ক্রি* তিরস্কার করলো। 'ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ভর্ৎসিলা** *ক্রি* ভর্ৎসনা করলো। 'দেখিয়া গোবিন্দ আস্তে-ব্যস্তে সেই স্ত্রীকে ভর্ৎসিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভল *বিণ* ভালো। 'পঁউআ নাল অইপন ভল ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভল মন্দ *বিণ* ভালো ও খারাপ। 'ভল মন্দ জানি করিঅ পরিণাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভলক্যানো [ই] *বি* আগ্নেয়গিরি। 'শিলঙ পাহাড়টাকে ভলক্যানো বানিয়ে তুলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভলান্টিয়ার, ভলন্টিয়র [ই volunteer] *বি* স্বেচ্ছাসেবক। 'ক্রেপ ও নেটের চাদরেরা ভলন্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আমরা কংগ্রেস কমিটির ভলান্টিয়ার।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'এক দল ছেলে ভলান্টিয়ার হইয়া কাজ করিতেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভলান্টিয়ারি, ভলানটিয়ারি [ই] *বি* স্বেচ্ছাসেবকের কাজ। 'সম্মিলনীতে ভলানটিয়ারি করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'তোমরা জানই তো যত রকমের ভলান্টিয়ারি করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভলি [স ভদ্র] *বিণ* ভালো। 'ভণই কাহ্নু আম্হে ভলি দাহ দেহুঁ।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

ভল্যুম [ই] *বি* শক্তি; জোর। 'এ গলার ভল্যুম পেলে ইতালির শ্রেষ্ঠতম অপেরা-গাইয়ে জীবন ধন্য মনে করেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ভল্ট, ভলট [ই] *বি* ব্যাংকের বিশেষ সুরক্ষিত স্থান। 'গয়না যদি পরতে ইচ্ছা হয়, বল ভল্ট থেকে সব নিয়ে আসি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫; 'ভাগলপুরে ব্যাঙ্কে ভলটের ব্যবস্থা ছিল না।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ভল্টেজ [ই] *বি* বিদ্যুতের শক্তি। 'নিচু ভল্টেজে আলো জ্বলিতেছে।' *মুক্তিযুদ্ধ*, ১৯৭১।

AMARBOI.COM

ভল্যুম [ই] *বি* খণ্ড। 'শেলি ... সহস্র প্রয়াসে দুটি ভল্যুম জীবনচরিত গড়েছেন মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভল্ল [স] *বি* যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'কত ঝল্ল, বীর মল্ল, হাতে ভল্ল, ভাঁজে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

ভল্লু [স ভল্ল] *বি* যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'মজ্জাএ প্রবেশি ভল্লু ভেদি শির টোপ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভল্লুক [স] *বি* প্রাণীবিশেষ; ভালুক। 'পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভলুক [স ভল্লুক] *বি* ভল্লুক। 'সুনিএগ ভলুক বোল দয়া উপজিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভলুকরাজ [স ভল্লুকরাজ] *বি* ভালুকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'উঠিল ভলুকরাজ সম্বিত পাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভশ্চা [স ভর্ৎসন>] *ক্রি* ভর্ৎসনা করা। **ভশ্চিতে** *ক্রি* ভর্ৎসনা করতে। 'গালি দিয়া ভশ্চিতে লাগিলা পুনি পুনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভষল *বি* ভ্রমর। 'তাত সুললিত রঅ নূপুর ভষল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভস [স ভস্ম] *বিণ* ভস্মীভূত। 'মদিনার নাম যশ সকল হইল ভস।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভসকা [স ভস্ম] *বিণ* পানসে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভসভস [ধ্বন্যা] *বি* বালি বা মাটির ধসে পড়ার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বেলো করলে পেছন দিয়ে ভসভস আওয়াজ হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

ভসভসে *বিণ* জমাটবদ্ধ নয় এমন। 'মাথার ভসভসে ঘিলুতে তুরপুন সিঁধোলো?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভসম [স ভস্ম] *বি* ছাই। 'কোন মতে সেই অঙ্গে সহিবা ভসম।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'দেখলে আমার নবির সুরত/ যোগীন হত ভসম মেখে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভস্ত্রা [স] *বি* জাঁতা। 'সেই নাসা ভস্ত্রার সমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভস্ম [স] *বি* ছাই। 'প্রেমেতে না হও ভস্ম লহে মোর লাজ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভস্ম-আচ্ছাদিত [স] *বিণ* ছাই-ঢাকা। 'ভস্ম-আচ্ছাদিত কর হেম কলেবর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভস্ম-কণিকা [স] *বি* ছাইয়ের গুঁড়া। 'এ ভস্ম-কণিকা দিও করিতে ধারণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভস্ম করা *ক্রি* পুড়িয়ে ছাই করা। 'হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্তেই প্যারিশংকরকে ব্রহ্মতেজে ভস্ম করিয়া দিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভস্মগ্রাস [স] *বি* পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া। 'বন্ধুত্ববহ্নিকে ভস্মগ্রাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভস্মটিকা [স] *বি* ছাইয়ের গাদা; ভস্মস্তূপ। 'এই গলিত আর্ত সৃষ্টির প্রলয়-ভস্মটিকা পরে নবীন বেশে এসে দেখা দাও!' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভস্মধারণ [স] *বি* ভস্মলেপন। 'স্নানান্তে স্বচ্ছ চন্দেরী পরে তিনি ভস্মধারণ করতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভস্মধূম [স] *বি* ছাই ও ধোঁয়া। 'বসুমতীর বুক ফেটে নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্রাব আর ভস্মধূম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভস্মবিভূতি [স] *বি* ছাই। 'সারা গায়ে ভস্মবিভূতি মাখা জটাজূটধারী এক … সন্ন্যাসী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভস্মভার [স] *বি* ছাইয়ের আধিক্য। 'বাতাসে কত সহে দহনজ্বালা ভস্মভার …?' *শক্তি*, ১৯৬১।

ভস্মভূষিত [স] *বিণ* ছাই-ঢাকা। 'উজ্জ্বল রজতগিরির ন্যায় কলেবর … সর্বাঙ্গ ভস্মভূষিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভস্মময় [স] *বিণ* ভস্মীভূত। 'যেখানে ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে বহিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভস্মমলিন [স] *বিণ* ছাইয়ের মতো মলিন। 'তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন তাপসমূর্তি ধরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভস্মমসি [স] *বি* ছাইয়ের কালি। 'তবে ভস্মমসিপাতে স্বাক্ষরিত কর্ সর্বনাশ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভস্মমিসি [স ভস্ম+ফা মিসি] *বি* ছাইগুঁড়া। 'দশন মদন ভস্মমিসি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভস্মমুক্ত [স] *বিণ* ভস্ম থেকে মুক্ত। 'যদি তাহাকে ভস্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংসারের কার্যরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভস্মরাশি [স] *বি* ছাইয়ের গাদা। 'পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভস্মরেখা [স] *বি* পুড়ে যাওয়ার চিহ্ন। 'কোন চিতোরের চিতার ভস্মরেখা?' *নজরুল*, ১৯২২।

ভস্মলেপন [স] *বি* ভস্ম গায়ে মাখা। 'মদারি-সম্প্রদায়ী লোকে জটাধারণ, ভস্মলেপন, অগ্নিসেবন ও প্রচুর পরিমাণে সম্বিদা সেবন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভস্মলোচন [স] *বি* যা-কিছু দেখে সব ভস্ম হয়ে যায়, রামায়ণে উল্লিখিত এমন এক রাক্ষস-চরিত্র; সর্ববিনাশী চরিত্র। 'রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে ভস্মলোচন।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

ভস্মশেষ [স] *বিণ* পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এমন। 'হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভস্মসাৎ [স] *বিণ* আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে এমন; ভস্মীভূত 'তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভস্মসার [স] *বি* ছাই। 'বিগত বৎসর করি ভস্মসার।' *রবীন্দ্র* ১৯০০।

ভস্মাকার [স] *বিণ* ভস্মীভূত। 'সিদ্ধ হৈব আনলেত না হৈব ভস্মাকার।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভস্মাচ্ছন্ন [স] *বিণ* ছাই-চাপা। 'অবশেষে প্রবল খোঁচা দিয়া আপন ভস্মাচ্ছন্ন অহংকারকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভস্মাচ্ছাদিত [স] *বিণ* ছাইচাপা। 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি।' *শরৎ* ১৯১৭।

ভস্মান্ত [স] *বিণ* ভস্মে পরিণত। 'দানবিক আত্মারে যে-অনির্বাণ রাবণের চিতা, ভস্মান্ত না করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভস্মাবশেষ [স] *বি* ছাই। 'নিরপরাধ কাসীকেরা স্তম্ভে বদ্ধ থাকিয়া ভস্মাবশেষ হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভস্মাবৃত [স] *বিণ* ছাই মাখা হয়েছে এমন। 'তিনি তথায় ভস্মাবৃত কলেবর পাশুপত … অন্যান্য শৈবসম্প্রদায় দৃষ্টি করেন।' *অক্ষয়* ১৮৫০।

ভস্মাসন [স] *বি* ছাইয়ের আসন। 'নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভস্মীভূত [স] **১** *বিণ* সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে এমন। 'অগ্নিদাহেতে নগর ভস্মীভূত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* ছাইয়ে পরিণত 'বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'অগ্নি জ্বালি চূর্ণ করি জনপদ অটবী পর্বত/ নিক্ষেপিছ প্রজ্জ্বালীন নয়নেতে ভস্মীভূত ধূলি।' *হোসেন*, ১৯৪০।

ভাঅ [স ভয়] *ক্রি* ভয় পায়। 'দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।' *চর্যা* ২ ১২০০।

ভাই [স ভ্রাতা] **১** *বি* ভ্রাতা। 'সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুঈ ভাই।' *বড়ু* ১৪৫০। **২** *বি* ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তিকে সম্বোধন। 'পড়িতে না পাই ভাই ব্যর্থ যায় কাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* জনসাধারণ। 'কিম্বা তোমাদেরই ভাই অপরাধ কি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি। 'আর ভাই প্রাণে কেবল বেঁচে আছি।' *উমেশ* ১৮৫৭। **ভায়ে** *সর্ব* ভাইতে। 'ভায়ে ভায়ে এক হয়ে যাক।' *দ্বিজেন্দ্র* ১৯১২। **ভায়ের** *সর্ব* ভাইয়ের। 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

ভাইখাকী [ভাই+খা>] *বি* গালিবিশেষ। 'তোর যে বড় পলা ভাইখাকী।' *কেরি*, ১৮০২।

ভাইজ [হি ভাওয়জ] *বি* ভাইয়ের স্ত্রী। 'কী প্রকারে ইতর লোকের কন্যাকে ভাইজ বলিবেন এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

ভাইজী, ভাইজি [ভাই+ঝি] *বি* ভাইয়ের মেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাইজী [ভাই+জী] **১** *বি* সম্বোধনবিশেষ। 'অতএব ভাইজী তাহারদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* ভাইয়ের প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধন। 'নূরু ভাইজির সাথে তোর বিয়ে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভাইঝি [ভাই+ঝি] *বি* ভাইয়ের মেয়ে। 'মোর ভাইঝির বাড়ী যাত্রা আজি হবে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইঝি-জামাই *বি* ভাইয়ের মেয়ের স্বামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ভাইঝি-জামাই, ভাগ্নিজামাই, নাতজামাই সেই ঘরে থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভাইপুত [ভাই+পুত] *বি* ভাইয়ের ছেলে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাইপো [ভাই+পো] *বি* ভাইয়ের ছেলে। 'মৈল হয় ভাইপো তারে বড় মায় মো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাইফোঁটা [ভাই+ফোঁটা] *বি* (হিন্দু আচার) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় বোন কর্তৃক ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দানের অনুষ্ঠান। 'কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাই-বেরাদর [ভাই+ফা বিরাদর] *বি* আত্মীয়-স্বজন; আপনজন। 'ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভাই-বেরাদার [ভাই+ফা বিরাদর] *বি* আত্মীয়-স্বজন। 'আর সব ভাই-বেরাদাররা কোথায়?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভাইবোন [ভাই+বোন] *বি* মায়ের গর্ভে জাত পুত্র ও কন্যা। 'প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাই-ব্রাদারি [ভাই+ফা বিরাদর>] **১** *বি* ভাই-বেরাদর। 'সে আর তার ভাই-ব্রাদারিতে মিলে রাত্রিতে ঝাঁপান খেলা খেলবে।' *প্রমথ*, ১৯৩১। **২** *বি* ভ্রাতৃত্ব। 'আপনি যা বলছেন বেশ একটা ভ্রাতৃপ্রেম – ভগ্নীপ্রেম – ভাইব্রাদারি – কিন্তু ওদের তো ঢের খারাপ রোগ আছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভাই ভাই *বিণ* ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ। 'এ কাজেতে ভাই ভাই আমরা সকলে।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

ভাইয়া [হি] *বি* ভাই। 'ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে।' *মুরারি*, ১৫৭০।

ভাইলোক [ভাই+হি লোক] *বি* ভাইয়েরা। 'এমত যেন ভাইলোকেরা মনে করেন না।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

ভাইশ্বশুর [ভাই+শ্বশুর] *বি* ভাশুর। 'মোর ভাইশ্বশুরের সুত মারে কি কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভাইসব *বিণ* ভ্রাতৃসকল। 'সত্য কহি ভাইসব তোমা সবা স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাইওলেট [ই] *বি* বেগুনি রং। 'আলোকরেখাগুলি একটু ভাইওলেটের দিকে এবং ব্যবধান বাড়িতে থাকিলে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভাইতে *ক্রি* খাতির করতে। 'ভাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাইভা [ই] *বিণ* মৌখিক। 'অধ্যাপক ছাত্রদের মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষা নেওয়ার পর ...।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ভাইস [ই] *বিণ* (কোনো প্রতিষ্ঠানের পদ) সহকারী। 'ভাইস চানসেলার সাহেব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ভাইস চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলার, ভাইস চান্সেলার [ই] *বি* উপাচার্য। 'কন্‌ভোকেশন-কালীন বক্তৃতায় ভাইস চান্সেলার সাহেব তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতি করেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ভাইস প্রিন্সিপাল [ই] *বি* উপাধ্যক্ষ। 'ইনি বেথুন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল পদেও অধিষ্ঠিতা আছেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ভাইসরয় [ই] *বি* ব্রিটিশ ভারতের সর্বোচ্চ শাসক [আগেকার গভর্নর জেনারেল]। 'গবর্নর ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভাইসা *ক্রি* ভাসা। **ভাইসিতে ভাইসিতে** *ক্রিবিণ* ভাসতে ভাসতে। 'ভাইসিতে ভাইসিতে পরভু গেলা তার কাছে।' *রামাই*, ১৭১০।

ভাউচার [ই] *বি* টাকার হিসাব। 'রসিদ ভাউচার তৈরি করবার বহুৎ টাইম পেয়ে গেছেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ভাউজ [হি ভাওয়জ] *বি* বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'অসহায় বোবা চাউনিতে কি কইলো ভাউজ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

ভাউলে [স বহল] *বি* কাঠের তৈরি ছোটো নৌকাবিশেষ। 'যত দ্রব্য চলে নায় বাইচ ভাউলে যায় রায় বিনা বর দেয় কেবা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভাউক *বি* একটি পাখির নাম। 'গুড়ুর ভারই ভাউক লিখিল বক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাএ *ক্রিবিণ* ভাবে। 'নিন্দন পুরুসে যেন কামিনি না ভাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাও [ফা] **১** *বি* অবস্থা। 'বুঝিতে না পারি আজি শরীরের ভাও।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* ভাব। 'বুঝিয়া কার্য্যের ভাও জাগিয়া না কর রাও।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* রীতি। 'আমরা না জানি হেন মতে খেলা ভাও।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বি* পরিস্থিতি। 'ভাও বুঝি ধরে মাত্র দেশের কুকুরে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৫** *বি* মূল্য। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পয়সার ভাও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান থাকে না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৬** *বি* বাজার দর। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'যে ভাও ধান বিকায় তাহাহইতে দুই কাঠা ফি টাকায় ধরতা দিব।' *কেরি*, ১৮০২।

ভাও করা *ক্রি* সাজা। 'আপনে ভাও করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাওতা *বি* ফাঁকি। 'বুঝেছি সব ভাওতা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩। *দ্র* ভাঁওতা

ভাওতাবাজি [ভাওতা+ফা বাজি] *বি* ফাঁকিবাজি। 'সম্ভব কি তবে ভাওতাবাজি?' *আজাদ*, ১৯৬৩।

ভাওয়া **১** *ক্রি* ভাবা। 'লুই ভণই ভাইব কীষ।' *চর্যা ২৯*, ১২০০। **২** *ক্রি* মনে হওয়া। 'কাহ্ন বিণি মোর এবেঁ এক খন এক কুল যুগ ভাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* ভালো লাগা। 'তাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *ক্রি* শোভা পাওয়া। 'শচীর নামেতে ভায় বিবাহ করিয়া তায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'নব নব কিরণ-ভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৫** *ক্রি* প্রকাশ পাওয়া। 'করিয়ে খণ্ড দিক দিগন্ত ঘোর দম্ভ ভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ভাওরি [স ভ্রামরী>] *বি* ভ্রামরী; ঘুরপাক। 'ধরিয়া বুলাএ পাক চাক ভাওরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাং [স ভঙ্গা] *বি* মাদকদ্রব্য বিশেষ। 'ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত/ কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভাং-খাওয়া *বিণ* সিদ্ধিখোর। 'চাই নাকো ওই ভাং-খাওয়া শিব।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভাংচি *বি* বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়ার জন্য দোষের কথা বানিয়ে বলা; ভাঙানি। 'বিয়ের আগে বুড়ো বর বলে ভাংচি পড়েছিল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ভাংতি [স ভ্রান্তি] *বি* ভ্রান্তি। 'আইএ অণুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো পতিহাই।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

ভাঁওতা **১** *বি* ফাঁকি। 'ভাঁওতা দেবার কোনো সাধ অজিতের ছিল না।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* ধোঁকা। 'নকল সাজগোজ নিয়ে এ ওর কাছে ভাঁওতা দিয়ে বেড়ায়।' *মনোজ*, ১৯৬১। **৩** *বি* ফন্দি। 'কী করে বলা

AMARBOI.COM

যায় তারই ভাঁওতা হয়তো আমার মনে ভাঁজছিলাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ভাঁওতামাত্র *বিণ* নিছক ধাপ্পা। 'সৈয়দের জীবিত থাকার কথাটা যে একটা ভাঁওতামাত্র।' *আনিস*, ১৯৬৪।

ভাঁওর *বি* ঘূর্ণি। 'নাভি কুণ্ড উদধি ভাঁওর জলাকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাঁওরা *বি* বুনো ফুলবিশেষ। 'বুনো-ভাঁওরা, নটকান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভাঁগ *ক্রি* ভাগ করো। 'মাহাদানে কিকে ভাঁগ আহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাঁগা [স ভঙ্গ>] *ক্রি* ভেঙে যাওয়া। **ভাঁগই** *ক্রি* ভেঙে যায়। 'লাগল দুহুঁক ন ভাঁগই জোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাঁগল** *ক্রি* ভাঙলো। 'সাধন বিনহি ভাঁগল মঝু মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাঁগসি** *ক্রি* ছিঁড়েছিস। 'কাঞ্চুলী ভাঁগসি মোর ছিণ্ডসি হার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগি ১** *ক্রি* ভেঙে। 'তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ভেঙে যায়। 'ভাঁগি জাইতি মনসিজে ধরি রাখলি ত্রিবলি লতা অরুঝাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাঁগিআঁ** *ক্রি* ভেঙে; ছিঁড়ে। 'কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ তন বিগুতিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিতে** *ক্রি* ভাঙতে; ছিঁড়তে। 'কাঞ্চলী ভাঁগিতে চাহে বলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিবেক** *ক্রি* ভেঙে। 'দধি দুধ খাইবেক ভাঁগিবেক ভাণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিবোঁ** *ক্রি* ভেঙে ফেলবো। 'ভাণ্ড ভাঁগিবোঁ রাধা খাইবোঁ দধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিল** *ক্রি* ভাঙলো। 'ভাঁগিল বলয় তোর নাহিক বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিলি** *ক্রি* ভেঙে ফেললি। 'দধি দুধ ঘৃত খাইলি ভাঁগিলি ভাণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিলেক** *ক্রি* ভেঙে ফেললো। 'বাহু মোর মোড়িআঁ বলয় সব ভাঁগিলেক।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগু** *ক্রি* ভাঙলো। 'বাহুক বলআ ভাঁগু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাঁগে** *ক্রি* ভঙ্গ করে। 'দেবাসুর নর ঈশর কাহ্নের না ভাঁগে আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাঁজ [স ভন্‌জ্>] **১** *বি* চিহ্ন। 'বাড়ীতে ছেলের ভাঁজ নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। **২** *বি* পাট। 'যদি নিজেকে তিন চার ভাঁজ করে মুড়ে রাখবার কোনো উপায় থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বি* খাঁজ। 'সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বি* ভাব। 'বড় লোকেরা বলতো ওটা শীতেলের একটা আলগা ভাঁজ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভাঁজে ভাঁজে *ক্রিবিণ* পরতে পরতে। 'সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাঁজা১ [স ভন্‌জ্>] **১** *ক্রি* অনুশীলন করা। 'বেচারামবাবু তুক্কর সুর দেদার রকমে ভাঁজিতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *ক্রি* তাসের বিন্যাস নষ্ট করা। 'মলিন তাস সজোরে ভেঁজে খেলিতে হবে কষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভাঁজা২ *ক্রি* ভাঁজ করা। **ভাঁজিয়া** *ক্রি* ভাঁজ ক'রে। 'আনিতেছে দাসী কাপড় ভাঁজিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

ভাঁটগাছ *বি* ঘেঁটুফুল গাছ। 'এইরকম ভাঁটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে ... এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভাঁটফুল *বি* ঘেঁটুফুল। 'ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ভাঁটশেওড়া, ভাঁটশ্যাওড়া *বি* গাছবিশেষ। 'সবুজ সমুদ্রের মত ভাঁটশেওড়া গাছের মাথাগুলো।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'নদীর ওপরের ভাঁটশ্যাওড়া।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভাঁটা১ **১** *বি* চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে জোয়ারের সময়ে পানি বৃদ্ধির পর নদী বা সাগরের পানি পুনরায় কমে যাওয়া। 'যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাঁটা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বি* ঘাটতি; হ্রাস। 'আজ যখন সৌন্দর্যে ভাঁটা পড়ল।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ভাঁটানো *ক্রি* নিম্নগামী হওয়া। 'অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভাঁটা পড়া *ক্রি* কমে যাওয়া। 'ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াসায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ভাঁটার গাঙ *বি* ভাঁটি লেগেছে যে নদীতে। 'অকূলের পানে দিব তা ভাসায়ে ভাঁটার গাঙের ভেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাঁটার সমুদ্র *বি* ভাঁটা লেগেছে এমন সময়কার সমুদ্র। 'মনটা যেন ভাঁটার সমুদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাঁটিয়ে যাওয়া *ক্রি* প্রৌঢ় অবস্থায় উপনীত হওয়া। 'এ দিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভাঁটাচোখো *বিণ* ভাটা মাছের মতো চোখ বাইরে এমন। 'ভাঁটাচোখো বেঁটেখাটো লাইব্রেরীয়ান বললেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ভাঁটা২ [স বীটা] *বি* বাটুল; ডাণ্ডাগুলির গুলি। 'যে ছেলে ভাঁটা মারে তার নাটা হেন চক্ষু।' *গৌর*, ১৮২২; 'সোনার ভাঁটার মত ভাইটা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভাঁটা৩ **১** *বি* কুণ্ড। 'তার চোখ জ্বলে যেন দুটো আগুনের ভাঁটা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **২** *বি* ইট চুন ইত্যাদি পোড়ানোর চুলা। 'চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভাঁটি১ [স ভাণ্ডীর] *বি* ভাঁটফুল; ঘেঁটুফুল। 'ভাঁটি ঘাটাপারলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাঁটিগাছ *বি* ভাঁটফুল বা ঘেঁটুফুল ও তার গাছ। 'ভাঁটিগাছে হয়েছে জঙ্গল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভাঁটি২ [স ভাণ্ড>] *বি* মদ চোলাই করার পাত্রবিশেষ। 'বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ভাঁটিখানা *বি* মদ চোলাই করা হয় যেখানে। 'ভাঁটিখানার সন্ধান পেতে পারিনে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভাঁটিশালা *বি* চোলাই মদের কারখানা। 'মাতালদের ওই ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভাঁড়১ [স ভণ্ড] **১** *বি* বিদূষক। 'ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্তক অনেক।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* নাটকে রঙ্গ-রসাত্মক অভিনয় করে যে। 'ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৩** *বিণ* রঙ্গময়। 'ভাঁড়-নাচের দল আছে তার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভাঁড়২ [স ভাণ্ড] **১** *বি* মাটির ছোট ভাণ্ড। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'তোরা খাস ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* পাত্র। 'এক ভাঁড় হস্তে লইয়া টাটিতে যান।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* ভাণ্ডার। 'জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাঁড়ে মা ভবানী – শূন্য ভাণ্ডার। 'জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাঁড়া [স ভাণ্ড] *বি* সম্বল। 'নফরের হাথে খাঁড়া বহুড়িজনের ভাঁড়া পরিণামে দেই মহাদুঃখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাঁড়ানো, ভাড়ানো [স ভণ্ড>] **১** *ক্রি* প্রতারণা করা। 'ধর ধর কোথা কাজি ভাঁড়িয়া পলায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রি* ভোলানো। 'আজ না হয় কাল, কদ্দিন ভাঁড়াবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঁড়াইয়া *ক্রি* ভাঁড়িয়ে; বদলে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **ভাঁড়ালে** *ক্রি* প্রতারণা করার ইচ্ছায় গোপন করলে। 'চিনেছ আমারে তুমি ভাঁড়ালে কি হবে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **ভাঁড়িমু** *ক্রি* ভুলাবো। 'আজু কালু করি মন কতেক ভাঁড়িমু।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **ভাঁড়িয়া** *ক্রিবিণ* চোখফাঁকি দিয়ে। 'ধর ধর কোথা কাজি ভাঁড়িয়া পলায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাঁড়াভাঁড়ি [স ভণ্ড>] *বি* প্রতারণা। 'ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে আমার লোক আসিয়া বাড়ী খুঁড়িয়া দেখিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ভাঁড়াম [স ভণ্ড>] *বি* ভাঁড়ের আচরণ। 'নাচ ও গান ও বাদ্য ও ভাঁড়াম ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভাঁড়ামি, ভাঁড়ামী, ভাড়ামি [স ভণ্ড>] ১ *বি* ঠগবাজি। 'অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* ভাঁড়ামি; স্থূল রসিকতা। 'চুরি জুয়াচুরি পরদারী ভাঁড়ামী ঠকামী বদনামী কোটনামীতে অদ্বিতীয়।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'ভাঁড়ামি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাঁড়ামিপনা *বি* স্থূল রসিকতা। 'এ ভাঁড়ামিপনা অর্থহীন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভাঁড়ামো [স ভণ্ড>] *বি* স্থূল রসিকতা। 'ভাঁড়ামো করে বড় মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কত্তো।' *হুতোম*, ১৮৬২।

ভাঁড়ার [স ভাণ্ডাগার>] ১ *বি* চুঙ্গিখানা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ভাণ্ডার। 'তোমরা অন্ধকার ভাঁড়ারে ... নানা দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ফেলিয়াছ।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ভাঁড়ার ঘর ১ *বি* খাদ্য ও দ্রব্যাদি সঞ্চয়ের জায়গা; ভাণ্ডার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মহাপ্রভুর ভাঁড়ার ঘরের হিসাব লেখে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বি* গোলাঘর। 'যখনই ভাঁড়ারঘরে পদার্পণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভাঁড়ারি, ভাঁড়ারী [স অভাগার>] *বি* ভাঞারের দায়িত্বে থাকে যে। 'কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী।' *ভারত*, ১৭৬০; *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দারোয়ান সত্যনারায়ণ ছিল বেতের ভাঁড়ারি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ভাঁড়ারের দেশ *বি* (ব্যঙ্গার্থে) সমৃদ্ধ দেশ। 'পেঁচা আর ইঁদুরের দ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

ভাঁড়ি [স ভাণ্ডি] *বি* নাপিতের ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি রাখার বাক্স। 'হস্তেতে ক্ষুরের ভাঁড়ি খেরুয়া কাপড় মোড়া আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ভাঁড়ুই [স ভরদ্বাজ] *বি* পাখিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাঁতি [স ভাতি] ১ *বি* দীপ্তি। 'তাহি নব পল্লব অরুনক ভাঁতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* শোভা। 'আয়ত অরুণ দুই লোচনের ভাঁতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাঁনা [স ভগ্ন>] *ক্রি* ধান থেকে চাল আলাদা করা। **ভাঁনিঞা** *ক্রি* ভেনে। 'পরের ভাঁনিঞা ধান দু সতিনে রাখি প্রাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাঁপওড়া *বিণ* বাষ্প উঠছে এমন। 'ভাঁপওড়া গরম ভাত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ভাঁ ভোঁ [ধ্বন্যা] *বি* জনহীনতার ভাব। 'ভাঁ ভোঁ কেউ কোথাও নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভাঁর [স ভাণ্ড] *বি* ভাঁড়; মাটির ছোটো পাত্র। 'অমুক আমার খেজুরগাছে ভাঁর বাঁধিয়া রস চুরি করিয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। *দ্র* ভাঁড়[২]

ভাক্ত [স] *বিণ* কপট; ভণ্ড। 'সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভাক্ত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাক্তজ্ঞানী [স] *বিণ* জ্ঞানপাপী। 'তিনি ছিলেন একজন ভাক্তজ্ঞানী।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ভাক্ততা [স] *বি* কপটতা। 'ভাক্ততার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ভাগ[১] [স ভগ্ন] *বিণ* ভগ্ন। 'ভাগতরঙ্গ কি সোষই সারঅর।' *চর্যা ৪২*, ১২০০।

ভাগ[২] [স ভাগ্য] *বি* ভাগ্য; সৌভাগ্য। 'এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাগে *ক্রিবিণ* ভাগ্যবশে। 'মোর ভাগে দৈব কৈল তোহ্মা একসরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাগ[৩] [স] ১ *বিণ* খণ্ডিত। 'ভাগ চন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অংশ। 'পাইল রাজ্যের ভাগ পাণ্ডব নন্দনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* দণ্ড। 'আমি চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করিয়া পিতা দত্ত ভাগ উপভোগ করিব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* (গণিত) বিভাজন। 'রক্তের শত ভাগের ১৭ ভাগ নাইট্রোজেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ *বি* অঞ্চল; প্রদেশ। 'শক, জাট, হূণ প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়েরা ... সিন্ধুনদের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ *বি* সময়। 'বিষয়ী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেবল বিষয়কার্য্যেই ক্ষেপণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৭ *বি* বণ্টন। 'ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৮ *বিণ* শ্রেণীভুক্ত। 'মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাগচাষ *বি* জমির মালিককে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট ভাগ দেওয়ার শর্তে জমিচাষ। 'এখানের ভাগচাষ – শহরের হুণ্ডি – ঠিকাদার ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

ভাগচাষী [স ভাগ+চাষী] *বি* বর্গাচাষী। 'কারিগরদের মধ্যে তো নয়ই, ভাগচাষী ও চাষীদের মধ্যেও নয়।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

ভাগজোত [স ভাগ+আ জোত] *বি* বর্গাচাষ। 'জমি খাশ করিয়া পতিত ফেলিয়া রাখিয়াছেন ভাগজোতে দিবার জন্য।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ভাগজোতক [স ভাগ+আ জোত>] *বি* বর্গাচাষ। 'ভাগজোতকের বিষয় কৃষকের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ভাগদ্বয় [স] *বি* দুটি অংশ। 'নর নারী উভয়ে এক দেহের ভাগদ্বয়।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

ভাগ-বখরা [স ভাগ+ফা বখরা] *বি* ভাগের অংশ। 'অধিকারের ভাগ-বখরা নিয়ে হট্টগোল জেগেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভাগবাটোয়ারা, ভাগবাঁটোয়ারা [স ভাগ+স বণ্টন>] *বি* বিভিন্ন অংশে ভাগ করে বণ্টন। 'তার মনগড়া ভাগবাটোয়ারা করি।' *প্রমথ*, ১৯১৭; 'হিসাব বুঝে তার ভাগবাঁটোয়ারা করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ভাগে *অব্য* প্রতি। 'ধর্ম অবতার গরিবের ভাগে হক ইনসাপ করিবেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভাগের *বিণ* অংশীদারিত্বের। 'ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজখবর লইত না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না – ভাগাভাগির কাজ ঠিকমতো হয় না। 'প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভাগগি [স ভাগ্য] *বি* ভাগ্য। 'আবার পোড়া ভাগগি, সকল মাগগি, উপবাসে উপবাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাগগিস [স ভাগ্য] *ক্রিবিণ* ভাগ্য ভালো তাই। 'ভাগগিস বে টা হলো, তাই তোর সঙ্গে দেখাটাই হলো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগড়া [স ভগ্ন>] *বিণ* পলায়িত। *ভবানী*, ১৮২৩।

ভাগনি, ভাগনী [স ভাগিনেয়ী] *বি* বোনের মেয়ে। 'ভাইঝি ভাগনে ভাগনির দল।' *মানিক*, ১৯৪০; 'বেশ ভাগনী!' *জসীম*, ১৯৬০

ভাগনে [স ভাগিনেয়] *বি* বোনের ছেলে। 'তোমার ভাগনেকে শিখিয়ে রেখো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'একমাত্র ভাগনে সে পীতমের।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভাগবত [স] **১** *বি* হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্র-বিশেষ। 'ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* বৈষ্ণব। 'শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাগবতকার [স] *বি* ভাগবত রচয়িতা। 'ভাগবতকার বলেছেন তা অমৃত।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ভাগবতসভা [স] *বি* হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থ ভাগবত পাঠ করা হয় যেখানে। 'ভাগবতসভা কম করিয়া সাজাইল না।' *জসীম*, ১৯৬০।

ভাগবতী [স] *বি* কীর্তন। 'সভার জিহ্বায় সেই ভাগবতী গায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাগলপুরে গাই – অতিশয় নাদুসনুদুস (গালিবিশেষ)। 'ওলো আগ-ধুমসি (রাগধুমসি)! ওলো ভাগলপুরে গাই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভাগা[1] **১** *ক্রি* চলে যাওয়া। 'পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০। **২** *ক্রি* পলায়ন করা। 'পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা মহাভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লাজভয় কি করব ভাগল দুই একসঙ্গে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *ক্রি* দূর হওয়া। 'জগতের ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **ভাগল** *ক্রি* পলায়ন করলো। 'লাজভয় কি করব ভাগল দুই একসঙ্গে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ভাগিতে** *ক্রি* পলায়ন করতে। 'দিনার ভাগিতে ছিল পড়িলেক ধরা।' *গরীব*, ১৭৫০। **ভাগিল** *ক্রি* পালালো। 'কহিল ভাগিল সেথা রুম শাহাবার।' *গরীব*, ১৭৫০। **ভাগে** *ক্রি* চলে যায়। 'ভাগে নেওয়াতীর থানা ধমকে অমনি ভূত ভাগে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৬০। **ভাগেল** *ক্রি* চলে গেলো। 'পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

ভাগা[2] [স ভাগ>] *বি* পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করা। 'জেলের মেয়ে মাছের ভাগা দিয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভাগাভাগি [স ভাগ>] *বি* একাধিকজনের মধ্যে বণ্টন। 'ভাগাভাগিতে আমি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভাগারা [স ভাগ>] *বিণ* ভাগীদার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাগাড় **১** *বি* পতিত জমি। 'উত্তর নদির ধার পশ্চীম দিগে ভাগাড়।' *ভেরেলি*, ১৭৮৩। **২** *বি* মৃত গরু-মহিষাদি ফেলার নির্দিষ্ট স্থান। 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজ্জা খেতাপ ... রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভাগান [স ভগ্ন>] *ক্রি* তাড়িয়ে দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাগি[1] [স ভাগ্য>] *বি* ভাগ্য। 'তনু সুখ বসন হিরদয় লাগি। জে পুরুখ দেখব তেকর ভাগি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভাগি[2] [স ভাগ>] *বি* অংশীদার। 'পুর্ব্বেহ পাণ্ডব ভাগি অর্দ্ধ রাজ্জ তার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ভাগী; অংশীদার। 'আমি রাজকন্যা কখনও দুঃখের লেশ জানি নাই, এককালে এত দুঃখভাগিনী করিলে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভাগিন [স ভাগিনেয়ী] *বি* ভাগ্নি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাগিনজামাই *বি* ভাগ্নির স্বামী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাগিনবৌ *বি* ভাগ্নের স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাগিনা [স ভাগিনেয়] *বি* ভাগ্নে। 'মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাগিনে [স ভাগিনেয়>] *বি* বোনের ছেলে। 'ভাগিনে, জামাই ও পিস্তুত ভেয়েরা গোকুলের শাঁড়ের মত চুল ফিরিয়ে বুক ফুলিয়ে ব্যাড়াচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভাগিনেয় [স] *বি* বোনের ছেলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'বাসাতে ভাইপো ভাগিনেয়কে রাখেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভাগিনি [স ভাগিনেয়ী] *বি* বোনের মেয়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাগিনী *দ্র* ভাগি[2]

ভাগিনেয়ী [স] *বি* বোনের মেয়ে। 'স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় বহুতর ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভাগী [স] *বিণ* অংশীদার। 'বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাগীদার [স ভাগী+ফা দার] *বিণ* অংশীদার। 'তাদের সুখ দুঃখের ভাগীদার হয় নাই।' *বেগম*, ১৯৫১।

ভাগীরথী [স] *বি* গঙ্গা নদী। 'তর্বেসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথীকূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাগ্নি [স ভাগিনেয়ী] *বি* বোনের মেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভাগ্নিজামাই [স ভাগিনেয়ী>] *বি* বোনের মেয়ের স্বামী। 'ভাইঝি-জামাই, ভাগ্নিজামাই, নাতজামাই, জামায়ের জামাই, সব সেই ঘরে থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভাগ্নিজামাতা *বি* ভাগ্নির স্বামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভাগ্নী [স ভাগিনেয়ী] *বি* বোনের মেয়ে। 'অসিতের বোনেরা, ভাগ্নী, ভাইঝিরা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ভাগ্নে [স ভাগিনেয়] *বি* বোনের ছেলে। 'আমার একটা বওয়াটে ভাগ্নে পশ্চিমে ছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ভাগ্য [স] **১** *বি* অদৃষ্ট। 'কোন ভাগ্যে তোমার চরন আইল মোর ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সৌভাগ্য। 'তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* পরিণতি। 'তাহাতে আমার ভাগ্য জে হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৪** *বি* সমৃদ্ধি। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'তাহাতেই ইহারদের ভাগ্য উদয়ের আরম্ভ।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভাগ্যঅংশু [স] *বি* ভাগ্যরূপ সূর্য। 'এই ভাগ্যঅংশু উদয় হল নবরাত্র মজলিসের প্রতিপোষণে।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাগ্যক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সৌভাগ্যবশত। 'কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহাতে কাহারো হানি হইল না।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভাগ্যগুণ [স] **১** *বি* সৌভাগ্যের ফল। 'ভাগ্যগুণে স্বপনে কে না দেখে তাহায় লো।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বি* পুণ্যবশত সৌভাগ্য 'আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দবনের ইন্দ্রাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভাগ্যগুণে [স] *ক্রিবিণ* সৌভাগ্যক্রমে। 'ভাগ্যগুণে স্বপনে কে না দেখে তাহায় লো।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

ভাগ্যতরী [স] *বি* সৌভাগ্যরূপ তরী। 'ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরী ভাসিবে অনেকদিন জননীর বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভাগ্যদেবতা [স] *বি* অদৃষ্টের নিয়ন্তা। 'ভাগ্যদেবতা তাহা জানিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগ্যদেবী [স] *বি স্ত্রী* ভাগ্যের নিয়ন্তা। 'ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিটল আমার আশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভাগ্যদোষ [স] *বি* দুর্ভাগ্যের ফল। 'যে প্রেমাঙ্কুর ভাগ্যদোষে এদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ভাগ্যদোষে *ক্রিবিণ* দুর্ভাগ্যবশত। 'আমার ভাগ্যদোষে, রাজা, বিষয়সম্ভোগে আসক্ত হইয়া ... বহির্গত হইলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভাগ্যধর [স] *বিণ* ভাগ্যবান। 'তুহ্মি ভাগ্যধর আহ্মি নহি অভাজন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাগ্যনায়ক [স] *বিণ* ভাগ্যনিয়ন্তা। 'যে ইংরেজ আমাদের ভাগ্যনায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ভাগ্যনিয়ন্তা [স] *বিণ* ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী। 'তারা ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ভাগ্যনির্দিষ্ট [স] *বিণ* ভাগ্য দ্বারা নির্ধারিত। 'শূন্য আকাশে একলা বসে ভাগ্যনির্দিষ্ট কাজ করে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভাগ্যনির্ভর [স] *বিণ* অদৃষ্টবাদী। 'এখানকার সমাজজীবনে প্রাগৌপনিবেশিক কালের ... ভাগ্যনির্ভর প্রতিন্যাস ... প্রবল থেকে গেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভাগ্যপরীক্ষা [স] *বি* ভাগ্য ভালো কি মন্দ তার পরীক্ষা। 'সনাতন দত্তের বংশে কুষ্ঠি মিলাইয়া ভাগ্যপরীক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'তাঁকে দিয়ে একবার ভাগ্যপরীক্ষা করাতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাগ্যপরীক্ষে [স ভাগ্যপরীক্ষা] *বি* ভাগ্য ভালো কি মন্দ তার পরীক্ষা। 'ক'টা টাকা হলে দু'জনেরই ভাগ্যপরীক্ষে হয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভাগ্যফল [স] *বি* ভবিষ্যতের শুভাশুভ। 'আমাদের ভাগ্যফল নিয়ে আসছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভাগ্যফলক [স] *বি* অদৃষ্টের লিখন। 'ভাগ্যফলকে কাহার কিরূপ লিখিত আছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

ভাগ্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সৌভাগ্যবান। 'যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কহে এক সতী সেই ভাগ্যবতী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভাগ্যবন্ত [স] *বি* ভাগ্যবান ব্যক্তি। 'চতুর্দিগে মহা ভাগ্যবন্ত বর্গ সাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাগ্যবল [স] ১ *বি* ভাগ্যের জোর। 'তার তপস্যার ফল দেখ ইহার ভাগ্যবল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সৌভাগ্য। 'অনেক ভাগ্যবলে সকালে উঠে সূর্যের মুখ দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাগ্যবশত [স] *ক্রিবিণ* ভাগ্যক্রমে। 'ভাগ্যবশত সেবার মুহাম্মদ মুস্তফাকে পড়াশুনা বন্ধ করতে হয়নি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

ভাগ্যবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* ভাগ্যের ফেরে। 'তাহারদিগের ভাগ্যবশতঃ ... সেই বাবু কুচরিত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

ভাগ্যবশে [স] *ক্রিবিণ* ভাগ্যক্রমে। 'ভাগ্যবশে কভু পায় অভাগ্যে কভু না পায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাগ্যবাদ [স] *বি* ভাগ্যে আছে যা, তাই হবে – এই মতবাদ। 'আজন্ম ভাগ্যবাদে বিশ্বাসী লক্ষ্মীবাই সেইদিন থেকে ভাগ্যের সঙ্গে বাজি ফেললেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভাগ্যবান [স] ১ *বিণ* সৌভাগ্যশালী। 'সেই হৈতে ভাগ্যবান রাজার নন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বীর কত ভাগ্যবান তথা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সম্ভ্রান্ত। 'অনেক ভাগ্যবান ইংলণ্ডীয় ও হিন্দু ও মুসলমানেরা।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৩ *বিণ* ধনী। 'ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ভাগ্যবিড়ম্বিত [স] *বিণ* ভাগ্যের ফেরে দুঃখপ্রাপ্ত। 'পাশাপাশি বিতাড়িত ও ভাগ্যবিড়ম্বিত ভারতীয় মুছলমানদের অবস্থা দেখিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ভাগ্যবিধাতা [স] ১ *বি* ঈশ্বর। 'ভাগ্যবিধাতাই নিশ্চিতরূপে জানিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ভাগ্যবিপর্যয়, ভাগ্যবিপর্য্যয় [স] *বি* দুঃখময় পরিণতি। 'যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্যবিপর্য্যয় না ঘটিত।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ভাগ্যবিমান [স] *বি* ভাগ্যাকাশ। 'আজ এজিদের ভাগ্যবিমান হইতে কালমেঘ সরিয়া সৌভাগ্য-শশীর উদয় হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

ভাগ্যবুদ্ধি [স] *বি* ভাগ্য এবং জ্ঞান। 'ভাগ্যবুদ্ধি সুমিশ্রিত কার্য চারুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাগ্যভেলা *বি* ভাগ্যরূপ ভেলা। 'পুতুল-ভাসান চলল বেগে ভাগ্যভেলাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভাগ্যমণি [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান। 'যে পিতা জন্ম দিলা সেই ভাগ্যমণি।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভাগ্যমতী [স] *বি* ভাগ্যবতী। 'সুতীর্থে তপ কৈল ভাগ্যমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাগ্যমন্ত [স] *বিণ* ভাগ্যবান। 'ভাগ্যমন্ত জন পায় এমন নন্দন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভাগ্যমান [স ভাগ্যবান] *বি* ভাগ্যবান ব্যক্তি। 'ভাগ্যমান বৈসে এই স্থলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাগ্যরচনা [স] *বি* ভাগ্য নির্মাণ। 'নিজের ভাগ্যরচনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবার প্রত্যয় আজও তারা অর্জন করেনি।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভাগ্য-রবি [স] *বি* ভাগ্যরূপ সূর্য। 'ঘুরে আসল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাটল দুখের রাত্রি ঘোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভাগ্যরাত [স ভাগ্যরাত্রি] *বি* সৌভাগ্যের রাত। 'হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভাগ্যরেখা [স] *বি* অদৃষ্টের লিখন। 'ভূমিতে সেই চাষও না/ যা দিয়ে যায় ভাগ্যরেখা নাড়ানো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভাগ্যলক্ষ্মী [স] *বি* ভাগ্যরূপ লক্ষ্মী। 'গোরক্ষ-সৈন্যের ভাগ্যলক্ষ্মী এখন লুপ্তপ্রায়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫; 'ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভাগ্যলিখন [স] *বি* অদৃষ্টের লিখন। 'কি জানি কেমন ভাগ্যলিখন আছে রে তোর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

ভাগ্যলিপি [স] *বি* অদৃষ্টের লিখন। 'তুমি সাত গ্রাম বেড় দিয়া ভাগ্যলিপি – অদৃষ্ট মন্দ, এই সকল খামখেয়ালী কথা তুলিয়া বসিলে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ভাগ্যলেখা [স] *বি* বিধির লিখন। 'করল আড়াল তোমার থেকে যেদিন আমার ভাগ্যলেখা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগ্যাংশঃ [স] *বি* সৌভাগ্যের বিষয়। 'ভাগ্যাংশঃ ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ভাগ্য-সরোবর [স] *বি* ভাগ্যরূপ সরোবর। 'কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভাগ্যসীমারেখা [স] *বি* অদৃষ্টের সীমানা; অদৃষ্টের উন্নতির সীমানা। 'তিনটে ছেলের ভাগ্যসীমারেখা গোমস্তগিরি পর্যন্তই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাগ্যহত [স] *বিণ* হতভাগ্য। 'এতবড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো নাই কোনোখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো এমন ভাগ্যহত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

ভাগ্যহতা [স] *বিণ স্ত্রী* ভাগ্যহীন। 'ভাগ্যহতা বালিকার জন্য দাও মিলন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভাগ্যহীন [স] **১** *বি* দুর্ভাগ্য। 'মুঞি ভাগ্যহীন লাগি আসিছ হাঁটিয়া।' *বাহরাম*, ১৭০০। **২** *বিণ* হতভাগ্য। 'সে ভাগ্যহীন ব্যক্তি ধনাভাবে স্বভাবতই কাতর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভাগ্যহীনতা [স] *বি* ভাগ্য প্রসন্ন নয় এমন অবস্থা। 'সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মতো ভাগ্যহীনতা মানুষের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভাগ্যহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* ভাগ্য ভালো নয় এমন। 'স্ত্রীসকল আপনারদিগকে স্বভাবতই ভাগ্যহীনা রূপে দৃষ্টি করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভাগ্যাকাশ [স] *বি* ভাগ্যরূপ আকাশ। 'মোছলেম বাঙ্গলার ভাগ্যাকাশ চিরতরে অন্ধকার হইয়া যাইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৬; 'ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের অভ্যুদয় হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভাগ্যাধিকার [স] *বি* ভাগ্যের উপর অধিকার; ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ। 'চিরদৈন্যও তাহাদের ভাগ্যাধিকার করে।' *দিকপ্রকাশ*, ১৮৬৯।

ভাগ্যান্বেষী [স] *বিণ* সৌভাগ্য বা ধন-সম্পদের অনুসন্ধানকারী। 'নিতান্ত মূর্খ, ভাগ্যান্বেষী, ভবঘুরে নয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ভাগ্যিমন্ত *বিণ* ভাগ্যবান। 'বড়োলোক তুমি ভাগ্যিমন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভাগ্যের লিখন *বি* ভাগ্যলিপি। 'অবশ্য ফলিবে যদি ভাগ্যের লিখন!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাগ্যোদয় [স] *বি* সৌভাগ্যের উদয়। 'বড়গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাগ্যোন্নয়ন [স] *বি* অবস্থার উন্নতি। 'সাংবাদিকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিবেন।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

ভাগ্যিশ, ভাগ্যিস [স ভাগ্য>] *ক্রিবিণ* সৌভাগ্যক্রমে। 'ভাগ্যিশ হারিশ ডাক্তার ছিল তাই রক্ষে হোলো!' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'আমার উপরে ওর নেকনজর আছে কী ভাগ্যিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভাঙ[1] [স ভ্রূ] *বি* ভ্রু। 'ভাঙ ধনু ঠাম নয়নের বাণ।' *বিচিত্রী*, ১৬০০।

ভাঙ[2] [স ভঙ্গা] *বি* সিদ্ধি গাছের পাতা দিয়ে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য বিশেষ। 'আজ রাত্রে মদটা ভাঙটা খাবো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ভাঙড় ভোলা *বিণ* সিদ্ধিপানে বিহ্বল। 'প্রাণ খোলা সে ভাঙড় ভোলা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ভাঙচুর [স ভঙ্গ-চূর্ণ>] *বি* ভাঙা এবং চূর্ণ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভাঙন[1] [স ভঙ্গান] *বি* এক ধরনের মাছ। 'ভেটকী ভাঙন বাটা পারিসার ঝাঁক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাঙন[2] **১** *বি* ধস। 'ভাঙন ধরিলে পাড়ে রাখে সাধ্য কার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'তার শূন্য মনের বাঁধের প্রথম ভাঙন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩। **২** *বি* পতন। 'ধিক রে ভাঙনলাগা মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বি* ধ্বংস। 'তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ভাঙন-গড়ন *বি* উত্থান-পতন। 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাঙন-গড়নের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ভাঙন-ধরা **১** *বিণ* ভাঙন ধরেছে এমন। 'ভাঙন-ধরা আঁধার-করা পিছন-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বিণ* বিশ্লিষ্ট হচ্ছে এমন। 'এই ভাঙন-ধরা পরমাণু থেকে নিঃসৃত আলফারশ্মিতে সে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভাঙন-ব্রতী *বিণ* পরিবর্তন আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'রাঙা পথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল!' *নজরুল*, ১৯২৯।

ভাঙন-ভরা *বিণ* ভাঙনপূর্ণ। 'ভাঙন-ভরা আগুনে তোর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভাঙনলাগা *বিণ* ভেঙে যাচ্ছে এমন। 'ধিক রে ভাঙনলাগা মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভাঙনোন্মুখ [ভাঙন+স উন্মুখ] *বিণ* ভাঙতে শুরু করেছে এমন। '... এই ভাঙনোন্মুখ পরিবর্তমান সমাজকে রক্ষা করার জন্যে সংস্কার প্রয়োজন ...।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

ভাঙন্ত *বিণ* ভেঙে পড়ছে এমন। 'সর্বোপরি আদর্শভ্রষ্ট ভাঙন্ত মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভাঙা[1] [স ভঙ্গ>] **১** *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'ভাঙামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* ভেঙে গেছে এমন। 'পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* রুগ্ন। 'ভাঙা শরীর লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৪** *বি* মেলা শেষ হওয়া। 'ভাঙা মেলার লোকেরা কাল রাতে বলেছিল, গোটাকতক কাঠকুটা লতাপাতা পেলে বেঁচে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৫** *বিণ* খণ্ডিত। 'ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত।' *নজরুল*, ১৯২২। **৬** *বিণ* অস্ফুট। 'কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের খসে-পড়া ভাঙা ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **৭** *বিণ* অবসিত। 'প্রাণের পসরা ফেরি করে আর ফিরিব না ভাঙা হাটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০। **৮** *বিণ* অপূর্ণ। 'চেয়ে আছে ভাঙা চাঁদ মলিন আননে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। **৯** *ক্রি* খুলে বলা। 'কোন দাগ কিনবে সেটুকু আর ভাঙেনি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ভাঙাগড়া *বি* ভাঙা ও গড়া। 'যে-সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভাঙা গলা *বি* বিকৃত স্বর। 'তার বেসুর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধরলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভাঙা ঘর *বি* (বিনয় প্রকাশে) দরিদ্রের ঘর। 'আমাদের ভাঙা ঘরে সত্যিকারের চাঁদের আলো।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভাঙাচুরা **১** *ক্রি* ভেঙে চূর্ণ হওয়া। 'পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙেচুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বিণ* ভাঙা ও চূর্ণ। 'সবি যেন ভাঙাচুরা পরস্পর রয়েছে অমিল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভাঙাচুরো *বিণ* অত্যন্ত জীর্ণ। 'সব ভূমিসাৎ হয়েছে, না হয় তো ভাঙাচুরো অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙাচোরা [স ভঙ্গ>+স চূর্ণ>] ১ *বিণ* জরা-জীর্ণ। 'তারা সব ভাসিয়া বেড়ায় যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে ভাঙাচোরা জগতের প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* বিনষ্ট। 'ভাঙাচোরা পথের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* স্থানে স্থানে ক্ষয়ে গেছে এমন। 'ভাঙাচোরা জমি ঢালু হয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* অগোছালো; এলোমেলো। 'আমরা ভাঙাচোরা করিয়া কথা বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বিণ* দুঃস্থ; বিপন্ন। 'যেখানে যত ভাঙাচোরা মানুষ পায় কুড়াইয়া নিয়া ... দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিতেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৬ *বিণ* ক্ষয়িষ্ণু। 'ভাঙাচোরা চাঁদ এসেছে ফিরে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

ভাঙানি ১ *বি* কুমন্ত্রণা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* ভাংতি টাকা। 'টিফিন কেনার ভাঙানির ঝামেলা।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ভাঙানিয়া *বি* ভাঙায় যে। 'আমায় জাগিয়ে রাখো, ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ভাঙা বুক *বি* ভগ্নহৃদয়। 'হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভাঙা-ভাঙটা *বিণ* ভেঙে পড়বে এমন। 'কুঠিরও তখন ভাঙা-ভাঙটা অবস্থা।' *তারা*, ১৯৪৬।

ভাঙা ভাঙা ১ *বিণ* মৃদু। 'চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুমঘোরে "যাবে তবে? যাবে?" সেই ভাঙা ভাঙা স্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* আধো আধো; অসম্পূর্ণ। 'মাঝিরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি কয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাঙামেজাজি [স ভঙ্গ>+আ মিজাজ] *বিণ* ক্ষিপ্ত মানসিকতাসম্পন্ন। 'ভাঙামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

ভাঙার গান *বি* ভেঙে ফেলার আনন্দে গাওয়া গান। 'খেলা শেষ হলে সেগুলোকে পা দিয়ে ভেঙে দিতুম, আর সমস্বরে ভাঙার গান গাইতুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভাঙিয়া কওয়া *ক্রি* খুলে বলা। 'আজকে তাহার কপালের কি আছে, কে তাহা ভাঙিয়া কয়।' *জসীম*, ১৯২৯।

ভাঙিয়া চূর্ণিয়া *ক্রি* ভেঙেচুরে। 'বিস্মৃতির বাঁধগুলি ভাঙিয়া চূর্ণিয়া ফেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাঙিয়ে খাওয়া *ক্রি* স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করা। 'ওর নির্বুদ্ধিতা যে ভাঙিয়ে খাওয়া উচিত নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভাঙিয়ে দেওয়া *ক্রি* পরামর্শ দিয়ে বিতাড়িত করা। 'যে পাত্রই জোটে তাকে ভাঙিয়ে দেয় গ্রামের লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভাঙিয়ে নেওয়া *ক্রি* লোভ দেখিয়ে সরিয়ে নেওয়া। 'ছেলেটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভেঙে খাওয়া *ক্রি* বিক্রি করে চলা। 'সম্পত্তি ভেঙে খেতে হচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভেঙে দেওয়া ১ *ক্রি* ছিন্ন করা। 'সেই ঐক্য ভেঙে দেয় তাই তাকে আঘাত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* নষ্ট করা। 'আমার সহজ অংশ যা প্রতিজ্ঞা করে আমার পাগল তা রক্ষা করে না, ভেঙে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *ক্রি* অপসারণ করা। 'বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভেঙে পড়া ১ *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'একটা উদার করুণা ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* হতাশ হওয়া। 'উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* ভেঙে পড়েছে এমন। 'তার খানিকটা বাসযোগ্য, খানিকটা ভেঙে-পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'ভেঙেপড়া সিঁড়ি ঘরের মধ্যে বেচারির চকচকে পালক।' *হাসান*, ১৯৬৬। ৪ *ক্রি* দুর্বল হওয়া; রুগ্ন হওয়া। 'শরীর ভেঙে পড়বে।' *মানিক*, ১৯৪০। ৫ *ক্রি* তীরে ঢেউয়ের আছড়ে পড়া। 'সৈকতে যে নীলজল ক্ষীণ হয়ে ভেঙে পড়ছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩। ৬ *ক্রি* ভিড় জমানো; সমবেত হওয়া। 'এই বাইছ খেলা দেখিবার জন্য চারিদিককার লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ভেঙে ফেলা *ক্রি* বিচূর্ণ করা। 'আলো বাহির করিবার জন্য তাহার চেহারা ভাঙিয়া ফেলিতে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'কারার ঐ লৌহ কবাট, ভেঙে ফেল কর রে লোপাট।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভেঙে ভেঙে *ক্রিবিণ* বারবার ভেঙে। 'সাধ যেতেছে কাঠবিড়ালি তুলে নিয়ে বুকে, ভেঙে ভেঙে টুকুটুকু খাবার দেবে মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'খেলাঘর ভেঙে বাঁধ খেলাঘর, খেল ভেঙে ভেঙে খেলেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভেঙে যাওয়া ১ *ক্রি* প্রবল আঘাত পাওয়া। 'বুক শুধু ভেঙে গেল, দলে গেল গো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রি* শেষ হয়ে যাওয়া। 'যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন খেলারই মতন ভেঙে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *ক্রি* ছুটি হওয়া। 'অন্য সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *ক্রি* চূর্ণ হওয়া। 'পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৫ *ক্রি* আশাহত হওয়া। 'স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৬ *ক্রি* চৈতন্য উদয় হওয়া। 'যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ভাঙা[illegible], ভাঙানো [স ভঙ্গ] ১ *ক্রি* দূর করা। 'ঘুমের ঘোর ভাঙায়ে দিব উষারে জাগায়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* অতিক্রম করা। 'একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *ক্রি* শেষ হয়ে যাওয়া। 'যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন খেলারই মতন ভেঙে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৪ *ক্রি* কুমন্ত্রণা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও?' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৫ *ক্রি* ছুটি হওয়া। 'অন্য সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৬ *ক্রি* শেষ হওয়া। 'খেলা ভাঙিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৭ *ক্রি* ছিন্ন করা। 'কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৮ *ক্রি* সৃষ্টি হওয়া। 'মেয়েদের জল-ভরণে যে ঢেউ জলে ভাঙে।' *জসীম*, ১৯৩১। ৯ *ক্রি* বাঁকানো। 'ঠোঁট ভেঙে হাসছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮। ১০ *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'ভাঙলে পিঠে কালো চুলের ঢেউ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ১১ *ক্রি* ঘুচানো। 'ভাঙো না কেন ভাঙতে পারো যদি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ১২ *ক্রি* ভেঙে গুঁড়া করা। 'গম ভাঙানোর কল।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ভাঙু [স ভ্রু] *বি* ভ্রু। 'যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

ভাঙুর [স ভঙ্গা>] *বিণ* নেশা। 'মানস মোহিত হেরে রূপের ভাঙুর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাঙ্গ [স ভঙ্গা] *বি* সিদ্ধি। 'অনুদিন কত না কিনিএগ দিব ভাঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **ভাঙ**

ভাঙ্গড়, ভাঙ্গড়া [স ভঙ্গা>] ১ *বিণ* সিদ্ধিখোর। 'ভাঙ্গড়া শিবাইরে লইয়া যাইব কথায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* সিদ্ধিখোর। 'গরল খাইল তবু না মরিল ভাঙ্গড়ের নাহি যম।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভাঙ্গন *বি* লোনা পানির সুস্বাদু মাছ। 'গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভাঙ্গর *বিণ* ভাঙ্গা পা-ওয়ালা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

AMARBOI.COM

ভাঙ্গা[1] [ভগ্ন] ১ *বিণ* ভগ্ন; ভাঙা। 'তবেঁ সুখেঁ পার হৈবেঁ এহি ভাঙ্গা নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* মন্দ। 'মোর যে ভাঙ্গা কপাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভাঙ্গাইয়া লওয়া *ক্রি* দলে টানা। 'মুছলমানভোট ভাঙ্গাইয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

ভাঙ্গা কপাল *বি* মন্দ ভাগ্য; পোড়া কপাল। 'যদি এ সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।' *গৌর*, ১৮২২।

ভাঙ্গাগড়া *বি* উত্থানপতন। 'নতুন পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় জীবনের ভাঙ্গাগড়ার মুখে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ভাঙ্গা চুরা[1] *ক্রি* ভাঙা ও চুরমার হওয়া। 'শরীরের ঘর্ষণে গাছ পালা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

ভাঙ্গাচুরা[2] *বিণ* জীর্ণ ও পুরাতন। 'ভাঙ্গাচুরা বাড়ী ... অন্ততঃ করাচীতে নেই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভাঙ্গাচোরা *বিণ* ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে এমন। 'ভাঙ্গাচোরা প্রাণের বাঁশী লুটায় ধরণী পর।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯০০।

ভাঙ্গা টাকা *বি* খুচরা পয়সা। 'এক টাকার নূন্য কিম্বা ভাঙ্গা টাকা রাখা যাইবে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ভাঙ্গা মাস *বি* এক মাসের কম সময়। 'ভাঙ্গা মাসের সুদ দেওয়া যাইবে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ভাঙ্গি দেওয়া *ক্রি* প্রকাশ করা। 'মোহোর মনের কথা ভাঙ্গি দেও তুঙ্কি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভাঙ্গ্যা *বিণ* ভাঙা। 'ভাঙ্গ্যা কুড়া ঘরখান করে [illegible]।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেঙ্গে চুরে [স ভঙ্গ-চূর্ণ>] *ক্রিবিণ* খোলাখুলি; অকপটে। 'তারপর সব কথা কৈনু ভেঙ্গে চুরে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভাঙ্গা[2] [স ভঙ্গ>] ১ *ক্রি* ভাঙা। 'ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মিটে যাওয়া। 'তবে সন্তানের মধ্যে কলহ ভাঙ্গিব।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *ক্রি* ঘুচানো। 'উইলের বদল ভাঙ্গিবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৪ *ক্রি* ছোটো করা। 'শাহানা নামটা কি সুন্দর করে ভেঙ্গে শানু ডাকছেন বাবা।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২। **ভাঙ্গএ** *ক্রি* ভেঙে ফেলে। 'সেই সে সকল গঠে সকল ভাঙ্গএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভাঙ্গম** *ক্রি* ভাঙবো। 'চোপাড়ে চাপড়ে ভাঙ্গম গাল।' *বিজয়*, ১৬৫০। **ভাঙ্গলো** *ক্রি* ভেঙে গেলো। 'রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভুর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ভাঙ্গসি** *ক্রি* ভাঙছো। 'দূতার বোলে ভাঙ্গসি বৃন্দাবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গাওঁ** *ক্রি* ভঙ্গ করো। 'সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গায়্যা** *ক্রি* ভাঙিয়ে। 'দূর কর লোকশঙ্কা ভাণ্ডারে ভাঙ্গায়্যা তঙ্কা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভাঙ্গাসি** *ক্রি* ভাঙছো। 'মোর মাহাদান ভাঙ্গাসি কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গি** *ক্রি* ভেঙে। 'বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ভাঙ্গিআঁ** *ক্রি* ভেঙে। 'দান ভাঙ্গিআঁ মোর নিতেই পালাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গিব ১** *ক্রি* ভাঙবো। 'আচম্বিতে রথধ্বজ ভাঙ্গিব জখন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* মিটে যাবে। 'তবে সন্তানের মধ্যে কলহ ভাঙ্গিব।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভাঙ্গিবা** *ক্রি* ভেঙে ফেলবে। 'ওরে না চিনিল জ্যেঠা মূলা খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ভাঙ্গিমু** *ক্রি* ভাঙবো। 'মাথা ভাঙ্গিমু মার‍্যা পাউড়ির বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভাঙ্গিয়া ১** *ক্রি* ভেঙে। 'ভাঙ্গিয়া কাজির ঘর কাজির দুয়ার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* বাজিয়ে। 'কীর্ত্তন করিলু মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ভাঙ্গিল ১** *ক্রি* শোভিত হলো। 'শেত চামর সম কেশে কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ভাঙলো। 'ভাঙ্গিল সকটখান সব্ব গেল দুর।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাঙ্গিলা** *ক্রি* ভেঙে গেলো। 'ভাঙ্গিলা সে ডাকে ঘাট ডুব দিল জলে।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভাঙ্গিলি** *ক্রি* ভঙ্গ করলি। 'তপস্যা ভাঙ্গিলি বেটা কিসের লাগিয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ভাঙ্গিলেক** *ক্রি* ভেঙে ফেললেন। 'ভাঙ্গিলেক মোর জজ্ঞ পর্ব্বত পুজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাঙ্গিহ** *ক্রি* ভেঙো। 'গাছ না ভাঙ্গিহ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গী ১** *ক্রি* ভেঙে। 'ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ফাঁকি দিয়ে। 'বারেঁ বারেঁ ভাঙ্গী রাধা গেলা মোর দাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গীল** *ক্রি* ভেঙে ফেললো। 'একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গীলেক** *ক্রি* ভেঙে ফেললো। 'দুই মত্ত হস্তী জেন পর্ব্বত ভাঙ্গীলেক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভাঙ্গে** *ক্রি* ভাঙে। 'দধি খায়া ভাণ্ড ভাঙ্গে দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাঙ্গানো [স ভঙ্গ>] ১ *ক্রি* দলে আনা। 'এতেক কহিয়া দুই ভগ্নি ভাঙ্গাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* খুচরা করা; ভাংতি করা। 'আপনি ভাঙ্গায় তঙ্কা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাচা [স ভৃতি>] *বি* ধান ভেনে চাল করার কাজ। 'ভানিত আমার ভাচা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাজ[1] [হি ভাওয়জ] ১ *বি* ভাইয়ের স্ত্রী; ভাবি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫: 'যেমন আমার মেজ ভাজ।' *প্যারী*, ১৮৬০। ২ *বি* ভাশুরের বউ; জা। 'চারুর ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিয়া কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভাজ[2] [স ভন্‌জ>] *বিণ* মিশ্রিত। *ভবানী*, ১৮২৩।

ভাজই [স ভজ্যাতে] *ক্রি* ভেগে গেল। 'তা সুনি মার ভয়ংকর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

ভাজন [স] ১ *বি* মৃৎপাত্র। 'দুই হাথ জোড়া দীপে তৈলের ভাজনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রাপক। 'সত্যরাজ-আদি তাঁর কৃপার ভাজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* যোগ্যপাত্র। 'আহ্মি সভ না হৈল রাজ্জের ভাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* পাত্র। 'তুমি নহে শান্তির ভাজন।' *বিজয়*, ১৬৫০: 'শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বি* ফলভোগী। 'অধিক দ্বারি নিযুক্ত না থাকিলে বিশেষ যাতনার ভাজন হইতে হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৬ *বি* লক্ষ্য। 'আমি তার ক্রোধের ভাজন হয়েছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৭ *বি* ভাই। 'গর্জ্জি উঠে গদাই ভূঞা, মোহন ভূঞার ভাজন বেটা।' *জসীম*, ১৯২৯।

ভাজনি, ভাজনী [স ভাজনী] *বি* শ্রদ্ধেয় জন। 'সবার ভাজনি করি রাখিমু তোমারে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'প্রভু যারে করে কৃপা সভার ভাজনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাজনেষু [স] *বি* প্রীতিসূচক সম্বোধন। 'সম্বন্ধি এবং সালা মহাশয় ভাজনেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

ভাজা[1] [স ভর্জন>] ১ *বিণ* ভাজা হয়েছে এমন। 'ভাজা ডিম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* ভাজা শুকনা খাবার। 'দেশীয় মদ অর্থাৎ ধেনো মদ এবং ভাজাও কিছু ক্রয় করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভাজা ডিম *বি* অমলেট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাজাভুজি *বি* ভাজা ও ভুনা খাদ্য। 'ছোকা কিম্বা ভাজাভুজির উপলক্ষ মাত্র ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না – অতি সরল ব্যক্তি। 'ইস! যেন ভাজা মাচটা উলটে খেতে জানেন না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ভাজা[2] [স ভর্জন>] *ক্রি* গরম তেল বা ঘি দিয়ে রান্না করা। **ভাজাইতে**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রি ভাজাতে। *ওসাঁ, ১৭৮২*। **ভাজিল** *ক্রি* ভাজলো। 'ঘৃত দিআ ভাজিল উত্তম পলাকড়ি।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **ভাজিলোঁ** *ক্রি* ভাজলাম। 'ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ।' *বড়ু, ১৪৫০*। **ভাজ্যা** *ক্রি* ভেজে। 'ঘৃতে ভাজ্যা ফেলিবে খণ্ডেতে ফুলবড়ি।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

ভাজা[3] *বিণ* অকালপক্ব। 'হাসুবৌ কহিল, চাচীর মেয়ে একখানা, বড় ভাজা।' *শওকত, ১৯৫৮*।

ভাজি [স ভর্জন>] *বি* ভাজা তরকারি। *বিদ্যা, ১৮৯১*; 'ডালভাত, মাছতরকারি, দুতিন রকমের ভাজি।' *ওয়ালী, ১৯৬৪*।

ভাঙীঅ [স ভগ্ন] *ক্রি* ভেঙে। 'সরবর ভাঙীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।' *চর্যা ১০, ১২০০*।

ভাট[1] [স ভট্ট] **১** *বি* স্তুতি বা বন্দনাকারী। 'নর্ত্তক বাদক ভাট নবদ্বীপ যার নাট।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*; 'ব্রাহ্মণে দিলেন দান ভাটেরে দিলেন গজ ঘোড়া।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **২** *বি* দস্তুরি। 'মাগ্যা লয় তার কিছু ভাট।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **৩** *বি* ঘটক। 'হীরামণি আগে হৈল ভাটের বচন।' *আলাওল, ১৬৮০*।

ভাট[2] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'ভাট ৭৬৩২।' *দর্পণ, ১৮১৯*।

ভাটক [স] *বি* ভাড়া। 'যে গৃহে তাঁহার বিপণি ছিল, তাহার ভাটকদানে অসমর্থ হওয়াতে।' *বিদ্যা, ১৮৬৩*।

ভাটশালিক *বি* এক জাতীয় শালিক। 'ভাটশালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১৬*।

ভাটা[1] [অ ভাটি] **১** *বিণ* পতনের দিকে গতি এমন। 'তাওকি এখন পারি বয়সেতে ভাটা।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*। **২** *বি* জোয়ারের পর পুনরায় জলের উচ্চতা হ্রাস পাওয়া; নদী ইত্যাদির স্ফীত জলরাশি হ্রাস পাওয়া। *ওসাঁ, ১৭৮২*।

ভাটা[2] *বি* ভাঁটা; বাটুল। 'সে লাড্ডু আকারে ভাটার মতো।' *প্রমথ, ১৯২৩*।

ভাটা[3] *বি* এক প্রজাতির মাছের নাম। 'রুহিত লাফায়, চিতল ফালায়, ভাটা মাছ সারি সারি।' *জসীম, ১৯৫১*।

ভাটা[4] *বি* ইট, চুন ইত্যাদি পোড়ানোর চুলা। 'ভাটার মত চোখ দুইটা হইতে আগুনের গোলা ঠিকরাইয়া পড়িয়া ...।' *মনসুর, ১৯৫৫*।

ভাটি, ভাটী[1] **১** *বিণ* স্বল্প আঁচের। 'খিরী-রান্ধে জাল কারি ভাটি।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **২** *বি* নদী প্রভৃতির ক্ষয়িষ্ণু জলের স্রোতের নিম্নগতি। 'ভাটীর নদীগণ ধাইল একমন নাকে জেন দিআছে সূত্র।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **৩** *বি* বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল। 'এখানে দক্ষিণরায় সব ভাটী অধিকার।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*; 'তোমার ভাসানে শোবে দেবদ্রোহী ভাটির কুমার।' *মাহমুদ, ১৯৬৬*।

ভাটিয়া *বিণ* ভাটি অঞ্চলে বাস করে এমন। 'আপনাকে ওরা বলবে ভাটির মানুষ –ভাটিয়া।' *শামসুল, ১৯৬২*।

ভাটী গাঁ *বি* নিম্নাঞ্চলের গ্রাম। 'তাহার পরাণ টানে সুদূর ভাটী গাঁয়।' *জসীম, ১৯২৭*।

ভাটীর সুর *বি* ভাটিয়ালি সুর। 'এগাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান।' *জসীম, ১৯২৯*।

ভাটি, ভাটী[2] [স ভাণ্ড>] *বি* মদ চোয়ানোর জায়গা। 'তাহার সন্নিকটের মদিরা আদি মাদক সামগ্রীর এক ২ ভাটী।' *ফরস্টার, ১৭৯৩*।

ভাটিখানা [ভাটি+ফা খানা] *বি* মদ প্রস্তুত করার ঘর বা স্থান। 'বাঁ হাতে ভাটিখানার পথ।' *শ্যামল, ১৯৬৭*।

ভাটিআরাখানা *বি* সরাইখানা। *বিদ্যা, ১৮৯১*।

ভাটিয়া[1] *বি* ভারতের রাজস্থান ও পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাড়োয়ারি ভাটিয়া পার্সী ইংরাজ ইত্যাদির প্রতিযোগিতা প্রবল না হলে বাঙালির মতো অবলা জাতি বাংলার বাণিজ্যে সর্বেসর্বা হবে।' *অন্নদা, ১৯৪০*।

ভাটিয়া[2] *দ্র* ভাটি

ভাটিয়ারা [স ভাণ্ড>] *বি* সরাইখানাওয়ালা। *মানোএল, ১৭৪৩*।

ভাটিয়ারি *বি* সুরবিশেষ। 'দক্ষিণ হাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৬*।

ভাটিয়াল, ভাটীয়াল[1]**, ভাটিয়ালি, ভাটিয়ালী** **১** *বি* মারোয়া ঠাট অথবা খাম্বাজ ঠাটের একটি রাগ। 'ভাটিয়ালি রাগ।' *মালাধর, ১৫০০*; 'রাগ ভাটিয়াল।' *আলাওল, ১৬৮০*। **২** *বি* দক্ষিণবঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুরবিশেষ। 'কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালি সুর।' *নজরুল, ১৯২৮*; 'তাহার পরিচয় ... ভাটিয়ালী রচনার ভিতর পাই।' *আজাদ, ১৯৪১*। **৩** *বিণ* দক্ষিণদেশীয়। 'আর কতদূরে ভাসাইয়া নিবে ভাটীয়াল নদী ধরি।' *জসীম, ১৯৩৩*।

ভাঠিআলী, ভাঠিয়ালী *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'ভাঠিয়ালীরাগঃ।' *বড়ু, ১৪৫০*; 'ভাঠিআলীরাগঃ।' *বড়ু, ১৪৫০*।

ভাটিয়াল, ভাটীয়াল[2] *বিণ* জোয়ারের বিপরীতমুখী। 'ভাটীয়াল সোঁতে পাল তুলে দিয়ে।' *জসীম, ১৯৩৩*।

ভাট্যারি [ভাটিয়ারি] *বি* ভাটিয়ালি গান। 'গাবর ভাট্যারি গায়।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

ভাড় [ভাণ্ড] *বি* মাটির পাত্রবিশেষ। 'দরগাতলা দুগ্ধে ভাসে, সিন্নী আসে ভাড়ে।' *জসীম, ১৯২৯*।

ভাড়সি *ক্রি* ছলনা করা। 'বর্ন্ন চুরি করি তুব্দি ভাড়সি বর্ব্বর।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*।

ভাড়া [স ভাটক] **১** *বি* নির্দিষ্ট সময় ধরে কোনো জিনিস ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ। 'আমার বাটীর ভাড়া নাই।' *মেয়র্স, ১৭৫৭*; 'পাল্কি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্দ্ধেক।' *চন্দ্রিকা, ১৮৩২*। **২** *বি* অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে কোনো জিনিস ব্যবহার করার চুক্তি। 'পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী ... ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন।' *দর্পণ, ১৮২১*।

ভাড়াওয়ালা *বিণ* ভাড়া দিয়ে থাকতে হয় এমন। 'তিরিশ টাকা ভাড়াওয়ালা দুটো স্যাঁতস্যাঁতে কামরার বাড়ীতে সে থাকে।' *মাহেনও, ১৯৪৯*।

ভাড়া খাটা *বি* মজুরি নিয়ে অন্যের কাজ করা। 'ওটা ঠিকা ভাড়া খাটার গোছ হবে।' *উমেশ, ১৮৫৭*।

ভাড়াটিয়া [স ভাটক>] **১** *বিণ* ভাড়া দেওয়া হয় এমন। '... সাহেবেরা বাঙ্গালিদিগের ভাড়াটিয়া ভবনে বাস করে নবাবি করেন।' *প্রভাকর, ১৮৫১*। **২** *বিণ* ভাড়ায় খাটে এমন; ভাড়াটে। 'সৈনিক, বেশ্যা, কলাবিৎ, ভাড়াটিয়া গুণ্ডা, কারিগর।' *নীরেন, ১৯৬১*।

ভাড়াটে [স ভাটক>] **১** *বিণ* ভাড়া করা বা দেওয়া যায় এমন। 'ভাড়াটে ঘোড়া।' *ওসাঁ, ১৭৮৫*। **২** *বি* ভাড়া ঘরে বাসকারী লোক। 'অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা চাকরানী রাখে।' *রবীন্দ্র, ১৮৮১*।

ভাড়াটে ভাঁড় *বি* ভাড়া করা বিদূষক। 'সাথে সে ভাড়াটে ভাঁড় ... নিয়ে যেতেও ভোলে না।' *নজরুল, ১৯২৭*।

ভাড়াট্যা [ভাড়াটিয়া] *বি* ভাড়াটে। *ভবানী, ১৮২৩*।

AMARBOI.COM

ভাড়াদায়ক [স ভাটক+স দায়ক] *বিণ* ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত। 'নৌকাদির ভাড়াদায়ক ও ঘাটমাঝি প্রভৃতির কর্ম্মও কাড়িয়া লইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভাড়া দেওন *বি* মাশুল পরিশোধ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাড়া দেওয়া *ক্রি* অর্থের বিনিময়ে কোনো কিছু ব্যবহার করতে দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাড়াবাড়ি *বি* নির্ধারিত হারে টাকা প্রদান করে থাকার বাড়ি। 'তাঁরাও বাস করেন একালের ভাড়াবাড়িতে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ভাড়ার গাড়ি *বি* নির্ধারিত হারে টাকা পরিশোধ করতে হয় এমন গাড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাড়ার টাকা *বি* গাড়িভাড়া। 'ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা ... ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভাণ [স] **১** *বি* বাণী। 'বেদবিধি রসভার অপরূপ ভাণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* ভণ্ডামি। 'সম্পূর্ণ ধার্মিকের ভাণ করিয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **৩** *বিণ* তুল্য। 'ধর্ম্ম-যাজকতার ভাণ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৪** *বি* ছলনা। 'মূঢ়ের মত ইহা দেখিয়াও না দেখিবার ভাণ করা বৃথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গি নিয়ে নির্বিকার অবিচলতার ভাণ করে থাকেন, কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাণ্টি [স ভাণ্ডীর] *বি* ভাঁটি ফুল; ঘণ্টাকর্ণ। 'রবি লোধ ছাতীঅন ভাণ্টি দুধিআকন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাণ্ড [স] **১** *বি* পাত্র। 'ভাণ্ড মাথে ঘোল পন কড়াহো নাহি টুটে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'খাজা মণ্ডা মনোহরা দিলেন ভাণ্ড ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* বাদ্যযন্ত্রাদি। 'নৃত্যগীত বাদ্য ভাণ্ড আনন্দ বিসেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভাণ্ডা [স ভণ্ড>] *ক্রি* বঞ্চনা করা। **ভাণ্ডহ** *ক্রি* বঞ্চনা করছো। 'বচন আক্ষারে দিআঁ ভাণ্ডহ কেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডাআঁ** *ক্রি* ভাঁড়িয়ে। 'মিছেঁ ছাঁচে কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ডাআঁ যাই ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডাইয়া** *ক্রি* ভাঁড়িয়ে; ফাঁকি দিয়ে। 'বহু ধন পায়্যাছ রাধে দানী ভাণ্ডাইয়া।' *বড়ু*, ১৫৭০। **ভাণ্ডাব** *ক্রি* ঠকাবো। 'সাধু জিজ্ঞাসিলে তোরে কি বলে ভাণ্ডাব তারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভাণ্ডায়িলি** *ক্রি* প্রতারিত করলি। 'তোর বোলে ভাণ্ডায়িলি নহে চন্দ্রাবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডি** *ক্রি* প্রবঞ্চনা ক'রে। 'স্নান করিতে গেলা প্রভু দৈবে মোরে ভাণ্ডি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাণ্ডিতে** *ক্রি* বোকা বানাতে। 'আক্ষারারে ভাণ্ডিতে কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভাণ্ডিতেঁ** *ক্রি* ঠকাতে। 'মিছা কাজে মোকে ভাণ্ডিতেঁ চাহ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডিবারেঁ** *ক্রি* ভাঁড়াতে। 'তিরীকলা পাতী ভাণ্ডিবারেঁ চাহ কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডিবি** *ক্রি* ভাঁড়াবি; ঠকাবি। 'যবেঁ বা না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আক্ষারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডিয়া** *ক্রি* প্রতারণা ক'রে। 'সেইখানে ভ্রমে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ভাণ্ডিল** *ক্রি* ছলনা করলো। 'যসোদার কণ্যা আনি ভাণ্ডিল রাজারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাণ্ডিলে** *ক্রি* ছলনা করলে। 'স্ত্রীগা হইয়া আসি ভাণ্ডিলে কেসরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাণ্ডী** *ক্রি* প্রতারিত ক'রে। 'আক্ষা ভাণ্ডী লআঁ যাহ আমুল ভাণ্ডার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডেন** *ক্রি* প্রতারণা করেন; ঠকান। 'আমা সবা ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যাবাণী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাণ্ডাকি *বি* ঢেড়শ। 'ভাণ্ডাকি সহিত ভেজে কটু কটিব্বক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাণ্ডার [স ভাণ্ডাগার] **১** *বি* ধনাগার। 'প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আধার। 'তাঁর আগে যদ্যপি লীলার ভাণ্ডার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শ্রীমুরারী গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* তূণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বি* গুদাম; যেখানে মালামাল জমা করে রাখা হয়। 'ভাণ্ডারের নিয়োজিত লোককে কহ ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৫** *বি* খাবার রাখার স্থান। 'ভাণ্ডারের চাবী আপনি রাখিতেন।' *প্যারী*, ১৮৬০। **৬** *বি* অধিকারী। 'ইংরেজি বিদ্যার ভাণ্ডার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৭** *বি* সংগ্রহশালা। 'হস্তলিখিত পুঁথির একটা ভাণ্ডার।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভাণ্ডারখানা [ভাণ্ডার+ফা খানাহ্] *বি* ঘরের জিনিসপত্র রাখা হয় যেখানে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাণ্ডার-গৃহ [ভাণ্ডার+স গৃহ] *বি* ভাঁড়ার ঘর। 'রাজপ্রাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, শিশুশালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভাণ্ডারঘর [ভাণ্ডার+ঘর] *বি* ধনাগার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ভাণ্ডারঘরের প্রাচীর খুলবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভাণ্ডাররক্ষক [ভাণ্ডার+স রক্ষক] *বি* ভাণ্ডারের রক্ষাকর্তা। 'মদের ভাণ্ডাররক্ষক বা বাটলারের বেতন ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভাণ্ডারা [ভাণ্ডার>] *বি* ভাঁড়ার। 'সিদা দেওনের ভাণ্ডারা ও কাঙগালি লোককে মাস২ খয়রাত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভাণ্ডারি, ভাণ্ডারী [ভাণ্ডার>] **১** *বি* ধনরক্ষক। 'ভাণ্ডারি হইলা জজ্ঞে রাজা দুর্য্যোধন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ভৃত্য। 'তদনুসারে ভাণ্ডারী, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতিগোচরে আসিয়া নিবেদন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৩** *বি* জ্ঞানী লোক। 'এসো ... কাব্য-পুরন্দর ভূ-বিবরণ ভাণ্ডারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'গানের ভাণ্ডারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভাণ্ডারকর [ভাণ্ডার>] *বি* বংশনাম-বিশেষ। 'তাহা ভাণ্ডারকর-মহাশয়ের সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভাণ্ডারী[1] *দ্র* ভাণ্ডার

ভাণ্ডারী[2] *বি* ফুলবিশেষ। 'ভাণ্ডারী ফুলের একেবারে জঙ্গল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভাণ্ডির *বি* বটগাছ। 'ভাণ্ডির নিকটে গিয়া রহে নারায়নে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাত[1] [স ভক্ত] *বি* অন্ন; খাদ্য। 'হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

ভাত-কাঙালের দেশ *বি* যে দেশের মানুষ ভাতের জন্যে কাঙাল; অন্নাভাবে কাতর দেশ। 'হায় রে বাংলা, ভাত-কাঙালের দেশ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ভাতকাপড় *বি* অন্নবস্ত্র। 'সে তো তাকে ভাতকাপড় দিয়া পুষিতেছে না।' *মানিক*, ১৯৪০।

ভাত খাওয়ানি *বি* মুখেভাতের অনুষ্ঠান। 'ছেলের ভাত খাওয়ানি, মেয়ের বিবাহ।' *জসীম*, ১৯৬৪।

ভাত-খেকো *বিণ* ভাত খেতে ভালোবাসে এমন। 'আমি ভাত-খেকো নেটিব।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ভাতঘুম *বি* আহারের পর যে ঘুমের ভাব। 'কাইরো শহর রাত বারোটার ভাতঘুমে অচেতন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ভাত-চাপা *বিণ* ভাতের নীচে থাকে এমন। 'সমস্ত যেন ভাত-চাপা পড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাতানি [স ভক্ত>] *বি* ভাত রান্নার পানি। 'নারিকেল জল দিয়া দিলেক ভাতানি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ভাতুড়িআ [স ভক্ত>] *বি* শুধু ভাতের বিনিময়ে কাজ করে যে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্নদাস। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাতুড়ে [স ভক্ত>] *বি* শুধু ভাতের বিনিময়ে কাজ করে যে; অন্নদাস। 'তুমি ভাতুড়ে বই তো নয় – ছোট মুখে বড় কথা কেন?' *প্যারী*, ১৮৫৯।

ভাতে ভাত *বি* ভাত ও তার সাথে সিদ্ধ করা সবজি। 'ফ্রেস-ফিস ভরা ডিস মধ্যে ভাতে ভাত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ভাতে ভাত খাইয়া দিন চলে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভাতে মরা *ক্রি* জীবিকার উপায় বন্ধ হওয়ায় বিপন্ন অবস্থায় পড়া। 'মুছলমান আজ ভাতে মরার পথে বসিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ভাত[2] [স] *ক্রি* আবির্ভূত। 'পহেলার বাত করি হইল যেয়ছা ভাত।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভাতশালিক [স ভক্ত>] *বি* এক রকমের শালিক; ভাটশালিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাতসোলা *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'মাথা উঁচু করে রয়েছে দীর্ঘধারালো ছন ও ভাতসোলা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ভাতা[1] [স ভাতি>] **১** *ক্রি* আলোকিত হওয়া। 'নবীন আলোকে ভাতিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রি* আলো ছড়ানো। 'যাঁর তরে ভাতিছে তপন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৩** *ক্রি* স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়া। 'ভাতিল দৈনিক দৈন্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভাতা[2] [স ভৃতি] *বি* মাসোহারা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাতানি *দ্র* ভাত[1]

ভাতার [স ভর্তৃ>] *বি* স্বামী। 'খাট ভাতার ঢেঙ্গা মাগু দেখ্যা লোক গঞ্জে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাতারকামড়া *বিণ* স্বামীকে আঁকড়ে ধরে রাখে এমন। 'তুই যে ভাতারকামড়া তুই আবার অন্য নোককে দিবি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ভাতারখাইকা *বি* গালিবিশেষ (ভাতারের মৃত্যুর জন্যে দায়ী)। 'ওরে ভাতারখাইকা আরুণি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভাতারখাকী *বি* গালিবিশেষ। *কেরি*, ১৮০২।

ভাতারখাগি *বি* গালিবিশেষ; যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। 'তোরে বারণ কচ্চি – ভাতারখাগি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভাতার-নড় *বিণ* যে স্ত্রী এক স্বামী রেখে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। 'তবু আমি তাদের মত ভাতার-নড় নই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাতারপুতখাগি *বি* গালিবিশেষ। 'হ্যাঁ লা ভাতারপুতখাগি! তিন বেটাখাগি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভাতার ভুলানি *বি* স্বামীকে ভুলিয়ে রাখে যে স্ত্রী। 'ভাতার ভুলানি, এত মান ভাল নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ভাতি[1] [স] **১** *বি* দীপ্তি; উজ্জ্বলতা। 'দেখ গোরাচাঁদের কত ভাতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* আলো। 'তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

ভাতি ভাতি *বিণ* উজ্জ্বলতর। 'ভাতি ভাতি বহুরূপী আইসে সাজি সাজি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাতি[2] *ক্রিবিণ* প্রকারে। 'নানা ভাতি স্মরে লোকে সেকান্দরী নাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাতিজা [স ভ্রাতৃজ] *বি* ভাইয়ের ছেলে। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যতগুলি বেটা ভাই ভাতিজা তাহার।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভাতিজি, ভাতিজী *বি* ভাইয়ের মেয়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমার ভাতিজীর দুধের লোভে নাকি মাস্টারি ছাইড়া দেওয়া হৈছে?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ভাতি ভাতি *দ্র* ভাতি[1]

ভাতৃভক্তি [স ভ্রাতৃভক্তি] *বি* ভাইয়ের প্রতি ভক্তি। 'তারিণীচরণ ভাতৃভক্তির যেরূপ নমুনা দেখাইতে লাগিলেন তাহাই বাঘার পক্ষে যথেষ্ট।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভাতে মরা *দ্র* ভাত[1]

ভাদড় *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'নবকৃষ্ণ ভাদড়।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভাদর [স ভাদ্র] *বি* বাংলা বছরের পঞ্চম মাস। 'বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাদালী [স ভদ্রগন্ধা] *বি* গন্ধভাদাল গাছ। 'আটিসর কাটসর কাটিল নাটা/ ভাদালী ভাষনা চোরপালীটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাদুই [স ভদ্র>] *বিণ* ভদ্রমাসী। '... তবে ভাদুই ধান্য ও নীল পাট বুনি।' *কেরি*, ১৮০২।

ভাদুড়ি *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'ব্রজমোহন ভাদুড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভাদুপূজা *বি* হিন্দুদের পূজাবিশেষ। 'তবুও চড়কপূজা, ভাদুপূজা ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

ভাদুরিআ [স ভদ্র>] *বিণ* ভদ্র মাসে উৎপন্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাদুরে [স ভদ্র>] *বিণ* ভদ্র মাসের। 'তুলছে মুলো ভাদুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভাদুলি *বি* হিন্দুদের ব্রতবিশেষ। 'আমাদের দেশের একটি ব্রত ভাদুলি।' *অবন*, ১৯১৯।

ভাদোয়া [স ভাদ্র>] *বি* বর্ষাকে আহ্বান জানিয়ে যে গান গাওয়া হয়। 'জল চেয়ে কিষানি বৌ-মেয়েরা ডালা মাথায় ভাদোয়া গেয়ে বৃথাই ফিরত।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভাদ্দর, ভাদ্দোর [স ভাদ্র] *বি* বঙ্গাব্দের মাসবিশেষ; ভাদ্র। 'সাবন গেলে ভাদ্দর মাস সিংহ রাসি।' *রামাই*, ১৭১০; 'এটা হলো ভাদ্দোর মাস।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ভাদ্র [স] *বি* বাংলা বছরের মাসবিশেষ। 'হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাদ্রপদ [স] *বি* ভাদ্রমাস। 'ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাদ্রবধু [স ভ্রাতৃবধূ] *বি* ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভাদ্দর বউ [স ভ্রাতৃবধূ] *বি* ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'ভাদ্দর বউকে ভাসুর সেবা করতে এলে ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভাদ্রবৌ [স ভ্রাতৃবধূ] *বি* ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'ভাসুর পীড়িত হয়ে অতএব ভাদ্রবৌকে দেখে বকে।' *জীবন*, ১৯৩০।

ভান[1] [স] *বি* জ্ঞান। 'না কর মনে আন ভানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভান[2] *বি* ছল। 'এইরূপ ভান করিয়া, কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিল এবং হায় কি হইল বলিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ভানভণিতা [ভান+স ভণিতা] *বি* কথার ছলাকলা। 'এরকম অবস্থায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ ভানভণিতাও করতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ভানা[1] [স ভগ্ন>] *বি* ধান থেকে চাল তৈরির কাজ। 'ধান ভানা যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ভানাকুটা [স ভগ্ন>] *বি* ধান থেকে চাল তৈরির কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভানানি [স ভগ্ন>] *বি* ধান থেকে চাল তৈরির কাজ করে যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যেমন আসে ধান-ভানানি হাসুনির মা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভানা[2] *ক্রি* ধান ছাঁটাই করা। 'পরের ভানা ভানতে ভানতে নিজের ঘরে নাই খুরাকি।' *লালন*, ১৮৯০।

ভানু [স] *বি* সূর্য। 'উদিত হইল ভানু জেন প্রাতকালে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

ভানুমন্ডল [স] *বি* সূর্য। 'উড়িআ গগনতলে পড়ে ভানুমণ্ডলে তার পাখা পোড়ে রবিকরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভানূদয় [স] *বি* সূর্যোদয়। 'দুর্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে; ভানূদয় হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ভান্তি, ভান্তী [স ভ্রান্তি] *বি* ভ্রান্তি। 'সহজ পিথক জোই ভান্তি মাহো বাস।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০; 'জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

ভান্তো [স ভ্রান্ত] *বিণ* ভ্রান্ত। 'এ বণ ছাড়ী হোহু ভান্তো।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

ভাপ [স বাষ্প>] *বি* উত্তাপ। 'একটা গরম ভাপ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভাপঅলা *বিণ* ভাপযুক্ত। 'গরম ভাপঅলা রোদের দিকে চেয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

ভাপসা [স বাষ্প>] **১** *বিণ* গুমট; বাতাস চলাচল নেই এমন। 'অন্ধকার একতলার ভাপসা ঘর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* বাতাস চলাচল বন্ধ হলে যেমন ভাব হয় তেমন। 'ভাপসা গন্ধ, আবছা কুয়াশা।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'ঘেমো ভাপসা চাদরটা।' *জীবন*, ১৯৪০।

ভাপসা গন্ধ *বি* বাতাস চলাচল করতে না পারায় সৃষ্ট দুর্গন্ধ। 'মনে রবে সেই ভাপসা গন্ধ অন্ধ গলির মাঝে।' *জসীম*, ১৯৫১।

ভাপা [স বাষ্প>] **১** *বিণ* উত্তাপে সিদ্ধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* জমাটবদ্ধ; ভাপিয়ে জমাটবদ্ধ-করা। 'ভাপা দই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাপানো [স বাষ্প>] *ক্রি* উত্তাপে সিদ্ধ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাপ্পি *বি* বার্মায় তৈরি খাবারবিশেষ। 'মালাই কারি আর বর্মাই ভাপ্পি যতই খান না কেন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ভাব [স] **১** *বি* অস্তিত্ব। 'ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।' *চর্যা* ২৯, ১২০০। **২** *বি* মাধুর্য। 'ভাবের উপরে ভাবের বসতি তাহার উপর লাভ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৭০। **৩** *বি* প্রকাশ। 'গুপ্তদেহে হৈল মহা বৈনতেয়-ভাব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* ভক্তি। 'এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বি* প্রেম। 'লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৬** *বি* প্রেমাবেগ। 'ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৭** *বি* ধ্যান। 'ভুবন ভুলিল রূপে ভাবে ব্রহ্মতনু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৮** *বি* অর্থ। 'ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের যেরূপ নিগূঢ় ভাব ও তাহার রচনা যেরূপ অস্পষ্ট ও অবিশদ, তাহা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৯** *বি* ধারণা। 'কুশ্রাব্য শব্দ দ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণেরও ভগ্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **১০** *বি* সম্পর্ক। 'স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বয়স্য-ভাব থাকা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **১১** *বি* পরিচয়। 'তিনি এই সুখময় স্বদেশের সুরম্য ভাব অবগত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **১২** *বি* ভক্তি। 'ভাব দিয়ে খোল ভাবের তালা দেখবি সেই অটলের খেলা।' *লালন*, ১৮৯০। **১৩** *বি* নিকট। 'মানুষের সহিত পশুর একটি ভাবের সম্পর্ক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **১৪** *বি* রূপ। 'প্রকৃতির হাসাহাসিময় ভাব দেখিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **১৫** *বি* বন্ধুত্ব। 'কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি!' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভাব-আবিষ্ট [স] *বিণ* ভাবে বিহ্বল। 'এসব জিনিস ভাব-আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভাব-উচ্ছ্বাস [স] *বি* ভাবের জোয়ার। 'শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস/ কলাপের মতো করেছে বিকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভাবকর্ম [স] *বি* চিন্তা ও কাজ। 'ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ভাবকূপ [স] *বি* অন্তর। 'উথলয় ভাবুক জনের ভাবকূপ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

ভাবখানা *বি* আচরণ। 'ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভাবগঙ্গোত্তরী [স ভাবগঙ্গোত্রী] *বি* ভাবরূপ গঙ্গা। 'ভারতের ভাবগঙ্গোত্তরী।' *জীবন*, ১৯২৭।

ভাবগত [স] *বিণ* ধারণাগত। 'তাহা স্বামী-নামক ভাবগত অস্তিত্বের প্রতি ভক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ভাবগতি [স] *বি* মতিগতি। 'কাম্বেল সাহেবের ভাবগতি ...।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

ভাবগতিক [স] **১** *বি* চাল-চলন। 'রাজার ভাবগতিক দেখে সকলেই হাহাকার কচ্চে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। **২** *বি* প্রবণতা। 'মনের ভাবগতিক বড় ভয়ানক!' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৩** *বি* প্রতিক্রিয়া। 'যখনই জগা মালীকে দেখি তাহার মুখে যেন কী-যেন কী দেখিতে পাই এবং সেও আমার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া আমারও মুখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৪** *বি* পরিস্থিতি। 'ভাবগতিক দেখে এলা নিজের চারিদিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ভাবগর্ভ [স] *বিণ* গভীর অর্থপূর্ণ। 'বঙ্কিমবাবু মহাভারত হইতে কৃষ্ণের যে উক্তি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা সুগভীর ভাবগর্ভ উপদেশ পূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভাবগুহা [স] *বি* ভাবরূপ গুহা। 'ভাবগুহায় প্রবেশ করিয়া এই জ্ঞানলাভ করিল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ভাবগোচর [স] *বিণ* ভাব দিয়ে নাগাল পাওয়া যায় এমন। 'কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবগ্রহ [স] *বি* তাৎপর্য গ্রহণ। 'তাঁহারা শুনিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাবগ্রহ করিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভাবগ্রাহিতা [স] *বি* ভাবালুতা। 'মনের ছেলেমানুষি ও ভাবগ্রাহিতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভাব-গ্রাহী [স] **১** *বিণ* মর্মজ্ঞ; অন্তরের গূঢ় ভাব গ্রহণ করে এমন। 'ভাব-গ্রাহী অনুরতজনেরা ভারতচন্দ্রের প্রণীত রসভেদের কবিতা পাঠে ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* ভাবের অনুরাগী। 'তোমরা মনীষী ভাবগ্রাহী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ভাবচিন্তা [স] *বি* ভাবকল্পনা। 'তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'আবার ভাববিবর্তনে অর্থাৎ নতুন ভাবচিন্তার অনুপ্রবেশের সাথে সাথে বাকভঙ্গিও বদলায়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভাবচ্ছবি [স] *বি* ভাবের ছবি। 'অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সতি রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাবচ্ছায়া [স] *বি* মানসিকতার ছাপ। 'আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবজ [স] *বিণ* ভাব থেকে জাত। 'কবি নিজের রচনার রূপজ ভাবজ নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ …।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

ভাবজগৎ [স] *বি* ভাবনার বা চিন্তার জগৎ; কল্পলোক। 'তাই যদি না দেখাত তা হলে নিত্যসৌন্দর্যের জগৎ, ভাবজগৎ, আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'পাইয়াছিলেন ঐ ভাবজগতের একটা বিশেষ উপলব্ধি।' *সবুজ*, ১৯২০।

ভাব দেখানো *ক্রি* বড়াই করা। 'ভাব দেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভাব-দৈন্য [স] *বি* ভাবের অভাব। 'নব্য সাহিত্যে ভাব-দৈন্য যে বিলক্ষণ রয়েছে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

ভাবদ্বৈধ [স] *বি* ভাবের সংশয়; একাধিক ভাব। 'ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভাবদ্যোতক [স] *বিণ* ভাবপ্রকাশক। 'অদ্বৈত ভাবদ্যোতক অনুপম সৃষ্টি এই পদটি।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাব-ধন [স] *বি* ভাবরূপ ধন। 'ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভাবধারা [স] **১** *বি* ভাবরূপ স্রোত। 'এই উভয় ভাবধারা যেন মিলিত গঙ্গাযমুনার মতো আর-কোনোদিন বিচ্ছিন্ন না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* ঐতিহ্যের পরম্পরা। 'হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।' *নজরুল*, ১৯২৭। **৩** *বি* ভাবদর্শন। 'দেশের আন্তর্ভৌম প্রাণধারা ভাবধারা অকস্মাৎ একটা কোনো ফাটল দিয়ে একটি কোনো উৎসের মুখেই বেরিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বি* মতামত ও রীতি। 'ইসলামবিরোধী ভাবধারা প্রতিরোধকল্পে দেশব্যাপী অভিযান।' *বেগম*, ১৯৪৮। **৫** *বি* প্রথা, আচরণ ইত্যাদি। 'পল্লীর যে কোন ভাবধারাকেই কুসংস্কার বলে ধরে নেওয়া …।' *বেগম*, ১৯৪৯। **৬** *বি* মূলভাব। 'কাব্যগুলোকেও বিষয়বস্তু বা ভাবধারার দিক দিয়ে নির্বিচারে ইসলামী বলা চলে না।' *আনিস*, ১৯৬৪।

ভাবধারাসম্পন্ন [স] *বিণ* ঐতিহ্য অনুসারী। 'জাতীয় ভাবধারাসম্পন্ন কবি ও সাহিত্যিকদের স্বভাবতঃই মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিবে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ভাবধৃত [স] *বিণ* ভাবাশ্রিত। '… ইন্দ্রিয়জাত আবেগকে ভাবধৃত আবেগে রূপান্তরিত করে।' *শিব*, ১৯৭৩।

ভাবনৈতিক [স] *বিণ* আদর্শবাদী। 'ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের দিকে তখনো চোখ পড়েনি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভাব-পট [স] *বি* ভাবরূপ পট। 'ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভাব-পাগলা [স ভাব-পাগল] *বিণ* ভাবে মাতোয়ারা। 'আমাদের এই ভাব-পাগলা দেশে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভাবপুষ্প [স] *বি* ভাবের ফুল। 'ভাবপুষ্প-দ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিজের ভাবপুষ্পগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবপূর্ণ [স] *বিণ* ভাবগর্ভ। 'তাঁহার কথা অস্পষ্ট কিন্তু মহান ভাবপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ভাবপূর্ণ ব্যাকুলতা-সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভাবপ্রকাশ [স] *বি* ভাবনার প্রকাশ। 'আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে – কথা ও সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'ভাবপ্রকাশই কী আর বিষয়কর্মই কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবপ্রতিমা [স] *বি* কল্পমূর্তি। 'তাঁর চোখের সামনে চিরদুঃখিনী, অবমানিতা বঙ্গনারীরই যেন ভাব-প্রতিমা।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

ভাবপ্রধান [স] **১** *বিণ* ভাবনাই প্রধান এমন। 'এমন ভাবপ্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *বিণ* কল্পনাবিলাসী। 'তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবপ্রবণ [স] *বিণ* ভাবযুক্ত; আবেগযুক্ত। 'অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণ ও কলুষিত হইয়া পড়ে।' *এসলাম*, ১৯২০; 'তুর্কিরা … ইরানির মতো ভাবপ্রবণ নয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভাবপ্রবণতা [স] *বি* ভাবাবেগ। 'এই ধরণের সাধারণ ভাবপ্রবণতা চন্দ্রকান্তমণির মতো চাঁদ উঠতেই ভিজে ওঠে।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবপ্রবণা [স] *বি* আবেগপ্রবণ নারী। 'ভাব-প্রবণা : স্বামী তাকে মোটেই ভালোবাসে না – এই ধরনের অভিযোগ …।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভাববর্জিত [স] *বিণ* ভাবশূন্য। 'বিদেশী এবং বিজাতীয় ভাববর্জিত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ভাববর্ণালি [স] *বি* ভাবের বিচ্ছুরণ। 'এই গানটিও রবীন্দ্রনাথের দুঃখকে ভাববর্ণালির সেই প্রান্তরেখায় নিয়ে যায়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভাববস্তু [স] *বি* ভাবরূপ বস্তু। 'নিজের ভাববস্তুকে এমন দিব্যরত্ন মনে করবেন না।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ভাববাচক [স] *বিণ* অর্থসূচক। 'কতকগুলি জাতিবাচক সম্বন্ধবাচক এবং ভাববাচক শব্দ সংগ্রহ করি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ভাববাদ [স] *বি* আদর্শবাদ। 'তখনও পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যসাধনা ভাববাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।' *শিব*, ১৯৫০।

ভাববাদপুষ্ট [স] *বিণ* আদর্শবাদ-প্রধান। 'না পারার একটি প্রধান কারণ হল তাঁর ভাববাদপুষ্ট রুচি।' *শিব*, ১৯৫০।

ভাববাদিতা [স] *বি* ভাববাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। 'ভাববাদিতার ফলে দ্বন্দ্ববাদকে তিনি … যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হননি।' *উমর*, ১৯৬৮।

ভাববাদী [স] *বি* ভাবই জগতের মূল চালিকা শক্তি – এই দার্শনিক মতের অনুসারী। 'আমাদের ভাববাদীদের, আমাদের আদর্শবাদিদের সত্যই এখন ভবিষ্যৎবাদী (Futurist) হতে হবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভাববাহী [স] *বিণ* ভাবপূর্ণ। 'প্রয়োজনে উদ্দিষ্ট ভাববাহী শব্দ অপর ভাষা থেকে ধার নিতে হয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভাববিনিময় [স] *বি* ভাবের আদান-প্রদান। 'আমাদেরো ততদূর ভাববিনিময়।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ভাববিপ্লব [স] *বি* ভাবগত সংস্কার। 'ভারতবর্ষে ইসলাম অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজ কোনও শক্তিই ... ভাববিপ্লবের সহায়ক হয়নি।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভাববিবর্তন [স] *বি* কল্পনার রূপান্তর। 'আবার ভাববিবর্তনে অর্থাৎ নতুন ভাবচিন্তার অনুপ্রবেশের সাথে সাথে বাকভঙ্গিও বদলায়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভাববিলাস [স] *বি* আবেগসর্বস্বতা। 'যদি তিনি ... ভাববিলাসের (sentimentalism) দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকিয়া না পড়েন।' *ওদুদ*, ১৯২০; 'দেখিছ কঠোর বর্তমান/ নয় তোমার ভাব-বিলাস।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ভাববিলাসী [স] *বিণ* কল্পনাপ্রিয়। 'আমরা ভাববিলাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভাববিশেষ [স] *বি* বিশেষ কোনো চিন্তা। 'ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাববৃত্ত [স] *বি* চিন্তাক্ষেত্র। 'তিনি কখনই প্রায় এক ভাববৃত্তে অবস্থান করেননি।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

ভাববৈচিত্র্য [স] *বি* ভাবের বিচিত্রতা। 'বিশেষ-শ্রেণীর ভাববৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাবব্যক্তি [স] *বি* ভাবপ্রকাশ। 'তাহার অনায়াসবোধগম্যতা এবং ভাবব্যক্তি গুণ থাকিলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভাবব্যঞ্জক [স] *বিণ* ভাবপ্রকাশক। 'আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাবব্যঞ্জনা [স] *বি* ভাবের ব্যঞ্জনা। 'এক-একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভাবভক্তি [স] *বি* অভিপ্রায়। 'তাঁহারা আমারদিগের ভাবভক্তি, সুখ-দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট সমুদায় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভাবভঙ্গি, ভাবভঙ্গী [স] **১** *বি* চালচলন ও মনোভাব। 'প্রভূতমাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী।' *বিদ্যা*, ১৮৯২। **২** *বি* চতুরতা। 'বেশ একটা ভাবভঙ্গি করিয়া কেমন একটি খেলা খেলিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* অভিব্যক্তি। 'তার ভাবভঙ্গি চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাবভঙ্গিগত [স] *বিণ* অভিব্যক্তিগত। 'মানুষটি বসে আছে যেন সিংহ কী গরুড় পক্ষী – এ হল ভাবভঙ্গিগত সাদৃশ্যের কোঠায়।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবভঙ্গিমা [স] *বি* পদ্ধতি। 'দুইজনে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন দুই ভাবভঙ্গিমায়।' *সবুজ*, ১৯২০।

ভাবমন্থর [স] *বিণ* আবেগাপ্লুত। 'সাধারণ মানুষও সেখানে ভাবমন্থর হয়ে ওঠে।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাবময় [স] *বিণ* ভাবপূর্ণ। 'অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার এমন একটা সংগীতময় ভাবময় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* ভাব দ্বারা আচ্ছন্ন। 'কবিতাগুলি বড়ই সুমিষ্ট, বড়ই ভাবময়ী।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

ভাবমূর্তি, ভাবমূর্ত্তি [স] *বি* অন্তরের রূপ। 'রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর/ সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবমোহিত [স] *বিণ* ভাবে আবিষ্ট। 'সব পাখি, গাচ্ছে গীত ভাবমোহিত।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভাবযজ্ঞ [স] *বি* ভাবরূপ যজ্ঞ। 'যেন কোন্ ভাবযজ্ঞ বহু আয়োজ চলিতেছে অন্তরের সুদূর সদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ভাবয়িত্রী [স] *বিণ* ভাবস্পৃহা জাগায় এমন। 'সুগন্ধ আসে, জাগি তোলে আমাদের ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী শক্তিগুলিকে।' *আইয়ু* ১৯৭৩।

ভাবরচনা [স] *বি* ভাবের সৃষ্টি। 'মানুষ আপনার কর্মরচনায় এ ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবরস [স] **১** *বি*. আবেগ। 'গভীর ভাবরসে দেখিতে দেখি পরিপ্লুত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* ভাবরূপ রস 'সকলকে ভাবরসে সরস করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবরাজত্ব [স] *বি* ভাবের রাজ্য। 'ভাবরাজত্বে যখন পৌঁছে গে রূপ।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবরাজ্য [স] *বি* ভাবের রাজ্য। 'সেই ভাবরাজ্যে আমি সমস্ত মনু আমি রবি-নামক ব্যক্তিবিশেষ নই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভাবরাশি [স] *বি* ভাবসমূহ। 'ছন্দের ফাঁকে বাঁধিয়া ফেলেছি ভাবরা চঞ্চল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

ভাবলাবণ্য [স] *বি* কল্পনার সৌন্দর্য। "ভাবলাবণ্য যোজনং" চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১ 'রূপ-ভেদ প্রমাণ ভাবলাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ কারিগরি নৈপু সবই প্রয়োগ হল ওখানে।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবলীলা [স] *বি* ইহজাগতিক কর্মকাণ্ড। 'সমগ্রজাতির শুধু ভাবলী নয়, সেই সঙ্গে ভবলীলাও স্বল্প দিনেই সাঙ্গ হয়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ভাবলেশহীনতা [স] *বি* অন্যমনস্কতা। 'শান্ত ঠাণ্ডা ভাবলেশহীনত উৎপলা বললে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভাবলোক [স] *বি* মনোলোক। 'চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙ্গা পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল।' *রবীন্* ১৮৯২।

ভাবশরীরী [স] *বিণ* ভাবমূর্তিসম্পন্ন। 'একটি অমূর্ত ভাবশরী শেক্‌সপীয়রকে পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবশাসিত [স] *বিণ* ভাবতাড়িত। 'ভাবুক ও সন্ন্যাসীপ্রাবি বাংলাদেশের নরম কোমল ভাবশাসিত জীবনের যথার্থ রূপ।' *হা* ১৯৫৪।

ভাব-শিকারী [স ভাব+ফা শিকারি] *বি* ভাবজগতের পথিক। 'পশ্চ পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া শেষ পর্যন্ত ভাব-শিকারীর চিরাভ্যস্ত কাজ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবশিল্পী [স] *বি* ভাবাবেগের স্রষ্টা। 'গান্ধীর মতো ভাবশিল্পী জাতির মনের স্তন্যে পুষ্ট ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ভাবশিষ্যত্ব [স] *বি* ভাব দিয়ে প্রভাবিত হওয়া। 'গোবিন্দদাস প্র কবি তাঁহার ভাবশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাব-সংযম [স] *বি* ভাবের নিয়ন্ত্রণ। 'ভাব-সংযম ইত্যাদি যে বি সংযম আছে, সে সমুদয়ই আয়ত্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভাবসন্ধি [স] *বি* ভাবের মিলন। 'ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাব-সাবল্য *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবসমুদ্র [স] *বি* ভাবরূপ সমুদ্র। 'লালন কয় মন পাবি ত ভাবসমুদ্রে থাই।' *লালন*, ১৮৯০।

ভাবসম্পদ [স] *বি* ভাবের উৎকর্ষ। 'বাঙ্গালা ভাষার শব্দসম্পদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য ... ।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

ভাবসম্মিলন [স] *বি* ভক্তি সংযোগ। 'প্রেমঅভিসার, মিলনবিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাবসাগর [স] *বি* ভাবরূপ সাগর। 'খেলকা ছিল মায়ের উদরে নেংটা এলাম ভাবসাগরে।' *লালন*, ১৮৯০।

ভাবসাজুয্য [স] *বি* মানসিক ঐক্য। 'উভয় অংশে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ভাবসাজুয্য ঘটিবে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

ভাবসাদৃশ্য [স] *বি* ভাবের একরূপতা। 'তিনেরই মধ্যে ব্যাঙ চমৎকার ভাবসাদৃশ্য পেয়ে বসেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবসাধনা [স] **১** *বি* ভাবের আরাধনা। 'কর্মে শক্তি আনিবার জন্য ভাব-সাধনা কর।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* পরম তত্ত্বের সাধনা। 'তিনি লালনের ভাবসাধনার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাবসাব **১** *বি* ভাবভঙ্গি। 'ভাবসাব দেখে আমার সব সময় মনে হয়েছে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* ঘনিষ্ঠতা। 'মেয়েদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ভাবসিন্ধু [স] *বি* ভাবের সাগর। 'জন্মিছে প্রেমের মুক্তা ভাব সিন্ধু যথা।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভাবসূত্র [স] *বি* ভাবরূপ সূত্র; কল্পনা। 'কতরূপ ভাবসূত্র মানবের মনে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাবসৃষ্টি [স] *বি* মানসিক সৃজনশীলতা। 'নিজের ভাবসৃষ্টিদ্বারা নিজের এই-যে বিস্তার রচনা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবসৈন্য [স] *বি* ভাবরূপ সৈন্য। 'প্রভুর শরীরে যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবসৌন্দর্য [স] *বি* কল্পনার সৌন্দর্য। 'ভাবসৌন্দর্যও গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া আপনাকে বিকশিত করিবার অবসর পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবস্রোত [স] *বি* আবেগের ধারা। 'উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবহারানিয়া [স ভাব+স হারী] *বিণ* ভাবুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাবহিল্লোল [স] *বি* ভাবতরঙ্গ; ভাবের উচ্ছ্বাস। 'মানবপ্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবাকাশ [স] *বি* ভাবরূপ আকাশ। 'একটা মহানির্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবাকুল [স] *বিণ* আবেগপ্রবণ। 'কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'কবি ভাবাকুল হয়ে রয়েছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভাবাকুললোচনা [স] *বিণ স্ত্রী* ভাবাচ্ছন্ন চোখবিশিষ্ট। 'কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবাগ্নি [স ভাব-অগ্নি] *বি* ভাবরূপ অগ্নি। 'ভাবাগ্নি স্ফুলিঙ্গ শিখা উঠিয়া প্রবল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাবাচিন্তা [ভাবা+স চিন্তা] *বি* চিন্তা-ভাবনা। 'আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভাবাড়ম্বর [স] *বি* আবেগের ঘনঘটা। 'আধুনিক কোনো লেখকের ভাবাড়ম্বরে পূর্ণ গদ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভাবাত্মক [স] *বিণ* ভাবময়। 'অন্তঃকরণের কোনো ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবাদর্শ [স] *বি* মতবাদ। 'ইসলামী ভাবাদর্শ সম্বলিত মুসলিম ইতিহাসের ছোটোখাটো ঘটনাকে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাবানুগত [স] *বিণ* ভাবানুসারী। 'যত্রতত্র সুপ্রচুর গমক ও মীড়ের স্থলে ভাবানুগত বাক্যভঙ্গী ও সুরভঙ্গী দ্বারা গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভাবানুবাদ [স] *বি* ভাবগত অনুবাদ। 'কয়েকটা আয়াতের ভাবানুবাদ দেওয়া হল।' *বেগম*, ১৯৫২।

ভাবানুরূপ [স] *বিণ* ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবানুশীলন [স] *বি* ভাবের অনুশীলন। 'সেই সব রচনাকে নিছক ভাবানুশীলনের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া যায় না।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভাবান্তর [স ভাব-অন্তর] *বি* মানসিক অবস্থার পরিবর্তন। 'প্রভুর হৈল ভাবান্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ব্রহ্মাতে কহিল গীয়া এহী ভাবান্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভাবান্তরি [স ভাবান্তর>] *বি* মনের অবস্থার পরিবর্তন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাবান্দোলন [স] **১** *বি* চিন্তার আলোড়ন। 'সহসা যে ভাবান্দোলনে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* ভাববাদী আন্দোলন। 'প্রায় অর্ধশতাব্দিকাল ধরে সে দেশে যে নবীন ভাবান্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

ভাবান্বিত [স] *বিণ* চিন্তিত। 'তাঁরা ভাবান্বিত হবেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ভাবাপন্ন [স] *বিণ* ভাবযুক্ত। 'বালক সকল নানা বিদ্যার অভ্যাস ও আলোচনা দ্বারা মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ভাবাপ্লুত [স] *বিণ* ভাবোন্মত্ত। 'ভাবাপ্লুত হয়ে সজ্ঞানে প্রার্থনা করেও সে মনে কোনো শান্তি পাচ্ছে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভাবাবলম্বন [স] *বি* মূল বিষয়বস্তু অনুসরণ। 'অনুবাদ বা ভাবাবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

ভাবাবিষ্ট [স] *বিণ* ভাবে আবিষ্ট। 'সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ভাবাবেগ [স] *বি* ভাবোচ্ছ্বাস। 'ভাবাবেগে প্রভু তাঁহা করিল পয়ান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবাবেশ [স ভাব-আবেশ] *বি* ভাবের বিহ্বলতা। 'নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাবাভাব [স ভাব-অভাব] *বি* ভাব ও অভাব। 'ভাবাভাব বলাগ ন হুধ।' *চর্যা ৯*, ১২০০।

ভাবাভাবি *বি* চিন্তা-ভাবনা। 'এ সব ভাবাভাবির পূর্বেই আরেকখানা সরেস গোল হয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ভাবামৃত [স] *বি* ভাবের অমৃত। 'আপন ভাবামৃতের অবারিত সদাব্রতে আকর্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবার্থ [স] **১** *বি* নিগূঢ় অর্থ। 'তাহার ভাবার্থই বুঝা যায় না।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* মূল অর্থ। 'নিজেকে আসীন করাই উপাসনা শব্দের উৎপত্তিমূলক ভাবার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৩** *বি* অভিপ্রায়। 'আমার ভাবার্থ শুনে পতিতের চোখ ওর হাঁ-কে ছাড়িয়ে গেল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবাশ্রয়ী [স] *বিণ* কল্পনাপ্রবণ। 'এই আদর্শবাদী, ভাবাশ্রয়ী ... আলোচনার বিপদ এইখানেই।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ভাবে-ভরা *বিণ* আকুলতাপূর্ণ; আবেগময়। 'যাহা মুখে আসে অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভাবে-ভোলা *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'এই ভাবে-ভোলা তাপস!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভাবের ঘোর *বি* ভাববিহ্বলতা। 'প্রেমিকের দু-নয়নে লাগিবে ভাবের ঘোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভাবের চিহ্ন *বি* ধারণার প্রতীক। 'কথা ভাবের চিহ্ন (signs of Ideas), আর ধরন অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাবের জ্যোতি *বি* ভাবনার আলোকশিখা। 'আমার কাছে সে একটি অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবের দৃষ্টি *বি* উপলব্ধি। 'তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ভাবের সম্পর্ক *বি* মানসিক সম্বন্ধ। 'মানুষ আপনার হীনতাদুঃখ দূর করিবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবোচ্ছ্বাস [স] *বি* ভাবের প্রবল আবেগ। 'আমরা যদি এই মূর্তিটির সমালোচনার চেষ্টা করি তবে কিয়ৎপরিমাণে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ হইবে মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'হৃদয় যখন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য ভাবোচ্ছ্বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভাবোত্তপ্ত [স] বিণ ভাবে উচ্ছ্বসিত। 'অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভাবোদগম, ভাবোদ্গম [স] *বি* ভাবের উদয়। 'নানা ভাবোদগম দেহে অদ্ভুত নর্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বলিতে হৈল অতি ভাবোদ্গম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবোদয় [স] *বি* ভাবের উদ্ভব। 'যদ্যপি কাহার মমতা বহু জনে হয়/ প্রীতি-স্বভাবে কাহাকে কোন ভাবোদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবোদ্রেক [স] বি ভাবের উদয়। 'আমার মনে অনির্বচনীয় ভাবোদ্রেক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবোন্মত্ত [স] বিণ ভাববিহ্বল। 'কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভাবোন্মাদ [স] বি ভাববিহ্বলতা। 'ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভাবক [স] ১ *বি* ধ্যান। 'অজ্ঞ রক্ষা হৃসি রক্ষা কৃষ্ণের ভাবক।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ভক্ত। 'ভাবক সবে সঙ্গে লৈয়া কর সঙ্কীর্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অতএব পদাতিক সকল ভাবক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* উপাসক। 'প্রেমকবি আলাওল প্রভুর ভাবক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাবকজন [স] *বি* প্রেমিক জন। 'ভাবকজনের সব নিয়ম প্রধান।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভাবন[1] [ভাবনা] *বি* চিন্তা। 'দাপ নির্ত্তা করোঁ ভাবন চুর।' বড়ু, ১৪৫০।

ভাবন[2] [ভবন] *বি* বাড়ি। 'আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভাবনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবনা [স] ১ *বি* চিন্তা। 'উদ্দেসে ভাবনা করি মনে করে ক্ষেম।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ধ্যান। 'খুল্লনা চণ্ডীর পদ করিআ ভাবনা সম্মুখ-দুয়ারে বহ্নি দিলেন খুল্লনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* উদ্বেগ। 'সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বি* দুশ্চিন্তা। 'না, না গো না, কোরো না ভাবনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৫ *বি* চেতনা। 'ভাবনার সুগভরি তলে ভাবনার অতীত যে-ভাষা করিয়াছে বাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভাবনা করা *ক্রি* চিন্তা করা। 'এতাদৃশ দাস্য-ভাব ভাবনা করিলে কোন সদয় ব্যক্তির হৃদয় ব্যাকুল না হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ভাবনা-চিন্তা [স] ১ *বি* বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ও বিবেচনা। 'আমাদের নতুন ভাব কার্যে পরিণত করতে হলে ভাবনা-চিন্তা চাই।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বি* বিচার-বিশ্লেষণ। 'প্রতিটি পাতাই অনেক ভাবনাচিন্তা করে পড়ে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভাবনাচ্ছন্ন [স] *বিণ* চিন্তাগ্রস্ত। 'তাঁর মুখ ভাবনাচ্ছন্ন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভাবনানল [স] *বি* দুর্ভাবনা। 'করুণাময় আমার এই ভাবনানল উত্তর জলে নিবারণ করিতে হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ভাবনা-ফাঁদ [স ভাবনা+ফা ফন্দ] *বি* চিন্তার ফাঁদ। 'মিথ্যা দিয়ে জাল বুনি ভাবনা-ফাঁদের।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভাবনাভাবাতুর [স] *বিণ* চিন্তামগ্ন। 'আমি ফের বিষণ্ণ, গম্ভীর, ভাবনাভাবাতুর হয়ে উঠি।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

ভাবনামগ্নতা [স] *বি* চিন্তামগ্নতা। 'সে-সবের আসা-যাওয়ার মত একটা ঠাণ্ডা নিঃশব্দ ভাবনামগ্নতা ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভাবনামুক্ত [স] *বিণ* চিন্তাহীন। 'অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা, শুন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ভাবনামূলক [স] *বিণ* চিন্তামূলক। 'উচ্চ স্তরে উঠে পেলেম আর্টের মধ্যে ভাবনামূলক সাদৃশ্য।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবনার প্রাঙ্গণ *বি* কল্পনার জগৎ। 'ভাবনার প্রাঙ্গণে খনে খনে আলিপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাবনারাজ্য [স] *বি* কল্পনার জগৎ। 'ভাবনারাজ্যে এই চেষ্টার আর বিরাম নাই।' *রবীন্দ্রনাথ*, ১৯০৭।

ভাবনালোকিত [স] *বিণ* ভাবনার আলোয় আলোকিত। 'ভাবনালোকিত সব মানুষের ক্রম।' *জীবন*, ১৯৪০।

ভাবনাহীন [স] *বিণ* দুশ্চিন্তামুক্ত। 'চিত্ত ভাবনাহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভাবনি [স ভাবন>] *বি* অতিরিক্ত সাজসজ্জায় অনুরাগী নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাবনিয়া [স ভাবন>] *বি* কল্পনাশীল ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাবরা [স বাষ্প] *বি* তপ্ত জলীয় বাষ্প। 'বাবা নীলের গুদাম ভাবরার ঘর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভাবা, ভাবানো [স ভাব্>] ১ *ক্রি* চিন্তা করা। 'সব ধীর নহে মনে ভাব গোআলী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* দুশ্চিন্তা করা। 'ওগো তোমরা মিছে ভাব/ আমি যাবই যাবই যাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **ভাব** *ক্রি* চিন্তা করো। 'সব ধীর নহে মনে ভাব গোআলী।' বড়ু, ১৪৫০। **ভাবএ** *ক্রি* চিন্তা করে। 'সংসার অসার জানি মনেত ভাবএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভাবচি** *ক্রি* ভাবছি। 'আমি ভাবচি দেখতে পেলেই তাড়াবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **ভাবছিলুম** *ক্রি* ভাবছিলাম। 'চিঠিটা পড়ে আমি ভাবছিলুম যে, এটা সত্যি বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **ভাবত** *ক্রি* চিন্তা করে। 'উজির দৌলত ভাবত সতত পুরিতে মনের চাহা।' *বাহরাম*, ১৭০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতুম *ক্রি* ভাবতাম। 'তখন ভাবতুম এখানে যদি মদন থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **ভাবয়** *ক্রি* চিন্তা করে। 'এক চিত্তে যেই জনে যাহাকে ভাবয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভাবলেম** *ক্রি* চিন্তা করলাম। 'তার পর ভাবলেম, তাই বা কেমন করে হবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **ভাবহ** *ক্রি* পাও। 'কেহ্নে দুখ ভাবহ মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাবাইত** *ক্রি* চিন্তা করতে। 'আন ভাবাইত বিহি আন ফল দেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাবি** *ক্রি* চিন্তা করি। 'বৃক্ষমূলে বসিএ বিজোগ ভাবি একা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ভাবিঅ** *ক্রি* মনে করবে। 'মোহোরে তোক্কার মনে না ভাবিঅ ভিন।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভাবিআ** *ক্রি* ভেবে। 'এমন বিচার বীর মনেত ভাবিআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভাবিআঁ** *ক্রি* ভেবে। 'আপণে ভাবিআঁ দেখ থীর করী মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাবিবে** *ক্রি* চিন্তা করবে। 'মনে না ভাবিবে বাবু।' *ভবানী*, ১৮২৫। **ভাবিয়া** *ক্রি* ভেবে। 'ভাবিয়া কহেন মহাশয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ভাবিলে** *ক্রি* ভাবলে। 'হেরম্ব ভাবিলে মনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ভাবিহ** *ক্রি* ভেবো। 'তোহ্মে দুখ না ভাবিহ মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাবী** *ক্রি* ভেবে। 'বুঝ ভাবী আপণ আন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাবোঁ** *ক্রি* ভাবো; স্মরণ করো। 'যথা থাকোঁ সদাএ ভাবোঁ সেই ঈশ্বর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভাব্য ১** *ক্রি* ভাববো। 'প্রচার যেমন কাব্য শুনয়ে তেমন ভাব্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* ভেবো। 'ভাব্য নাই ভয় তেজ ভবনে যায় ঝট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাবি ভাবি *ক্রিবিণ* নিরন্তর চিন্তা ক'রে। 'অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভেবেচিন্তে *ক্রিবিণ* বিচার-বিবেচনা ক'রে। 'আমি তো অনেক ভেবেচিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভেবে দেখা *ক্রি* বিবেচনা ক'রে দেখা। 'ভেবে দেখা ফলিয়ে বলা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কমিয়ে-বাড়িয়ে বলার অবসর নেই।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবানুবাদ *দ্র* ভাব

ভাবান্তর *দ্র* ভাব

ভাবার্থ *দ্র* ভাব

ভাবালু [স] **১** *বিণ* ভাবপ্রবণ। 'ভাবালু সংগীতে পুন পরান্তের দুর্জ্ঞেয় বিজয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭। **২** *বিণ* কল্পনাবিলাসী। 'আমরা সবাই ... ভাবালু আত্মকরুণায় আছি মগ্ন।' *বুদ্ধ*, ১৯৪২।

ভাবালুতা [স] *বি* ভাবপ্রবণতা। 'বাঙালিস্বভাবের ভাবালুতা সকলেই স্বীকার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'পশ্চিমবঙ্গের শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় আর্দ্রচিত্ত নই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাবি[1] [স ভাবী] *বিণ* ভবিষ্যতে হবে এমন। 'কুমারীর এই বাক্য শুনিয়া ভাবি বর ইঙ্গিতজ্ঞ পণ্ডিতের যথাপ্রদর্শিত অভিনয় দ্বারা উত্তর করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। *দ্র* **ভাবী**[1]

ভাবি[2] [স ভাব>] *বি* ভাবুক। 'ভাবের ভাবি থাকলে সদাই গুপ্ত-ব্যক্ত নীলা সব জানা যাবে।' *লালন*, ১৮৯০।

ভাবি[3] *দ্র* **ভাবী**[2]

ভাবিক [স] *বি* প্রেমিক। 'নানাভাব থাকে যার সে নহে ভাবিক।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ভাবিত [স] **১** *বিণ* চিন্তিত। 'কোনহ সম্বাদ নাপাইয়া ভাবিত আছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'আমি একটু ভাবিত হইয়া বলিলাম ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮। **৩** *বি* চিন্তালব্ধ বিষয়। 'মুখ খুললে শুধু ভাবিতের প্রকাশ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ভাবিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* চিন্তাগ্রস্তভাবে। 'কয়েক মুহূর্ত ভাবিতভাবে নীরব থাকেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভাবিত হওন *বি* চিন্তাযুক্ত হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* চিন্তিত। 'ও কন্যা তোমাকে কেন ভাবিতা দেখিতেছি।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ভাবিনি, ভাবিনী[1] [স ভামিনী] *বি* প্রেমিকা। 'রাইকো পেখি উপেখি জগ ভাবিনী ভাবি রহই হৃদিমাঝ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তবে কথোকালে দৈবকী ভাবিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাবিনীবর *বি* প্রেমিকা। 'পরম ভাবিনীবর বিরহ-তাপিনী।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভাবিনী[2] [স ভাবী] *বিণ স্ত্রী* ভাবী; ভবিষ্যতের। 'আমার ভাবিনী বধূর পাণিগ্রহণে সাতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

ভাবী[1] [স] *বিণ* ভবিষ্যৎ। 'রাজাদের মধ্যে দুই গত, এক বর্ত্তমান, তিন ভাবী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভাবীকাল [স] *বি* আগামী দিন। 'ভাবীকালের দিগন্ত উঠল নবজীবনের প্রভাত-আভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভাবীকালগান [স] *বি* আগামীকালের সংগীত; ভবিষ্যতের গান। 'নয়ন মুদিয়া ভাবীকালগানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভাবীকালবাসী [স] *বি* ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। 'ভাবীকালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভাবীকেলে [স ভাবীকাল>] *বিণ* ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন। 'দিলেম ফেলে ভাবীকেলে কীর্তিকলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভাবীফল [স] *বি* ভবিষ্যৎ পরিণাম। 'ইহার ভাবীফল সর্ব্বাংশে শুভই হইবে।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

ভাবীলোক [স] *বি* ভবিষ্যৎ জীবন। 'মন তখন ছিল অদৃষ্টনিরূপিত তার ভাবীলোকের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাবী[2] [হি] *বি* বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। **ভাবী-সাব** [হি ভাবী+আ সাহিব] *বি* (সম্মানার্থে) বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী; ভাবী সাহেব। 'এ কথা লইয়া ভাবী-সাব মোরে তামাশা করিত শত।' *জসীম*, ১৯২৭।

ভাবিজি [হি ভাবী-জী] *বি* (সম্মানার্থে) ভাইয়ের বউ। 'ভাবিজির কাছ হতে দু-চারটে বই আর মাসিকপত্র সঙ্গে এনেচি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভাবুক [স] **১** *বি* সাধক। 'ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* চিন্তাশীল। 'কাউকে কাউকে ভাবুক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* ভাবপ্রবণ; চিন্তাশীল। 'আমার প্রকৃতি ... সৌন্দর্য চায়, ভাবুক মানুষের সঙ্গ চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বি* দার্শনিক। 'প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবুকতা [স] *বি* ভাবের আচ্ছন্নতা। 'সেই ভাবুকতা দেশের সমস্ত লোকের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবুকতাপূর্ণ [স] *বিণ* ভাববিহ্বল। 'তাহার মুখমণ্ডল বেশ ভাবুকতাপূর্ণ।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ভাবুকতা-প্রকৃতিস্থ *বিণ* ভাবের দিক দিয়ে প্রকৃতস্থ; বাস্তববাদী। 'এ হল সেন্টিমেন্ট, ভাবুকতা-প্রকৃতস্থ কাজের লোকের মতো কথা ইহাকে বলা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভাবুকসভা [স] *বি* ভাবুকদের মিলনক্ষেত্র। 'পূর্বে কেবল ভাবুকসভার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য পদ্য ছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

ভাবুটি [স ভাব>] *বি* কপটতা। 'ভাবুটি করিয়া কিছু কয় কুমন্ত্রণা করে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

ভাবুনি *বি* ভাবনা। 'হাজা ও শুকার ভাবুনি যাদের।' *অন্নদা,* ১৯৫৫।

ভাবুনে [স ভাব>] *বি* চিন্তাশীল ব্যক্তি। 'তোর মতো এমন ভাবুনে দেখিনি।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৫।

ভাবুয়া [স ভাব>] ১ *বিণ* কাল্পনিক। 'ভাবুয়া বস্তু।' *মানোএল,* ১৭৪৩। ২ *বিণ* বেশ্যাসক্ত। *মানোএল,* ১৭৪৩।

ভাবুয়া পুত্র *বি* জারজ পুত্র। *মানোএল,* ১৭৪৩।

ভাবুয়া হওয়া *ক্রি* প্রেমে পড়া। *মানোএল,* ১৭৪৩।

ভাবের ঘোর *দ্র* ভাব

ভাবৈক *বিণ* ভাবুক। 'হিন্দু ভক্তিদর্শনের ভাবৈকরসের সন্ধান দিয়েছেন।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

ভাবোদয় *দ্র* ভাব

ভাবোন্মত্ত *দ্র* ভাব

ভাব্য [স] *বিণ* ভবিতব্য। 'ভাব্য ভাবনাতে কভু খণ্ডান না যাবে।' *ফয়জুন্নেসা,* ১৮৭৬।

ভাভরিআলী *বি* ছেনালি। 'কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।' *চর্যা ১৮,* ১২০০।

ভাম[1] [স ভ্রান্ত] *বিণ* ভ্রান্ত। *মানোএল,* ১৭৪৩।

ভাম[2] [স] *বি* ক্রোধ। 'মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে, পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে।' *মাইকেল,* ১৮৬৬।

ভাম[3] *বি* খাটাশজাতীয় জন্তু। 'ভাম, শৃগাল, বনবিড়াল প্রভৃতি।' *বিভূতি,* ১৯৩৮।

ভামবিড়াল *বি* এক ধরনের বনবিড়াল। 'এখন সেটা ... ভামবিড়ালের আস্তানা!' *সুনীল,* ১৯৭০।

ভামিনী [স] ১ *বি* নারী। 'সামান্য বংশস্থ ভামিনীগণাপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।' *কৈলাসবাসিনী,* ১৮৬৩। ২ *বি* প্রেমিকা। 'আনমনা আমারি মতন/ আমার ভামিনী।' *অন্নদা,* ১৯২৭।

ভায়[1] [স ভাব] ১ *বি* রীতি; ভাব। 'না জাণো শিশুমতী সুরতির ভায়।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *বি* ভালোবাসা। 'তথাপিহ ভায় নাই তাতারের সনে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

ভায়-ভারিক্কি *বিণ* গম্ভীর। 'তারপর তার-ভারিক্কি মুখের তোয়াজটা অপ্রশস্ত হাসির আকারে মেলে ধরে।' *কায়সার,* ১৯৬৫।

ভায়[2] *দ্র* ভাওয়া

ভায়রা-ভাই [স ভ্রাতৃ>] ১ *বি* স্ত্রীর বোনের স্বামী। *ওর্সা,* ১৭৮২; 'স্বীয় ভায়রাভাইয়ের সহিত বিবাদ করিয়াছেন।' *রোকেয়া,* ১৯০৪। ২ *বিণ* সমগুণসম্পন্ন। 'এই গুর্খা আর তাদের ভায়রা-ভাই 'গাড়োয়াল'।' *নজরুল,* ১৯২২।

ভায়া [স ভ্রাতা] *বি* ভাই; ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 'পশ্চাত জানিব ভায়া চতুর কেমন।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

ভায়াজী *বি* ভাইসদৃশ ব্যক্তি। 'মযুমদার ভায়াজীর রাজলক্ষ্মী ...।' *ওর্সা,* ১৭৮২।

ভায়াদ [স ভ্রাতৃ>] *বি* জ্ঞাতি-ভাই, যারা অভিন্ন সম্পদের উত্তরাধিকারী। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

ভায়াদগিরি *বি* জ্ঞাতিত্ব। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

ভায়াদি *বি* জ্ঞাতিত্ব। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

ভায়ি [স ভ্রাতৃ] *বি* ভাই। 'মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

ভায়োলিন [ই] *বি* বেহালা। 'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন নাকি আমি বিপ্লবী-মনতুষি!' *নজরুল,* ১৯২৬।

ভায়োলেট, ভায়লেট [ই] ১ *বি* বেগুনি রং। 'শুভ্র বস্ত্রের উপর ধরিলে, লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল, ও ভায়লেট এই সাতটি বর্ণ পরে পরে দেখিতে পাওয়া যায়।' *বিদ্যা,* ১৮৫১। ২ *বি* বেগুনি রঙের ফুলবিশেষ। 'লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেট আমাদের নিকট নামমাত্র।' *প্রমথ,* ১৯১৪।

ভায়োলেন্স [ই] *বি* সহিংসতা। 'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন নাকি আমি বিপ্লবী-মনতুষি!' *নজরুল,* ১৯২৬।

ভায্যা [স ভ্রাতৃ] *বি* ভাই। 'ধর্মকেতু ভায্যা সনে কইনু লেনা দেনা তাহা হইতে ভাইপো হইআছ অধিক সেয়ানা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ভার [স] ১ *বি* বাঁক; ভারযষ্টি। 'ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহি টলে।' *বড়ু,* ১৪৫০; 'সুচাঁছে চাঁচিল ভার দুঈ মুঠী।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *বি* বোঝা। 'ভার বহোঁ সুখেঁ যবেঁ দেহ রতি আশে।' *বড়ু,* ১৪৫০। ৩ *বি* দায়িত্ব। 'নিতায় সকল অগ্নি তোমারে ভার দিল।' *মালাধর,* ১৫০০; 'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬। ৪ *বিণ* ভারী; বেশি ওজনবিশিষ্ট। 'বালা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ৫ *বি* অসন্তুষ্টি প্রকাশ। 'আমাপ্রতি মহাশয় মনের মর্ধে ভার করিয়াছেন।' *ওর্সা,* ১৭৮২। ৬ *বিণ* দুঃসাধ্য। 'ইহার পর গৌনে ছে কাপড় আসিবেক তাহা বিক্রী হওয়া ভার হবেক।' *চিঠিপত্রে,* ১৭৯১। ৭ *বি* ওজন। 'তাহার ভার ব্যামহদায়ক হয়।' *তারিণী,* ১৮০৩। ৮ *বিণ* কঠিন। 'প্রেক্ষক জনের জনতা কুতূহল স্থানে সমাবেশ হওয়া ভার হইল।' *তারিণী,* ১৮০৩। ৯ *বি* আবেগ। 'হৃদয়ের ভার বহিতে পার না, আছ মাথা নত করে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৩। ১০ *বিণ* সংকটজনক। 'এখন আমার প্রাণে বাঁচা ভার করি কি উপায়।' *লালন,* ১৮৯০। ১১ *বি* আবর্জনা। 'আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলি হয়েছে বোঝা।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬। ১২ *বি* দায়। 'তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

ভারঅবনত [স] *বিণ* ভারে অবনত। 'সেই দিন ভারঅবনত।' *ফররুখ,* ১৯৬৩।

ভারকেন্দ্র [স] *বি* বস্তুর ভারের মধ্যবিন্দু। '... সেই অতি সূক্ষ্ম বিন্দুমাত্র স্থানকে ভারকেন্দ্র কহে।' *অক্ষয়,* ১৮৫৬; 'ভারকেন্দ্র বলে কোনো জিনিস বেশির ভাগ হাঁড়ি-কলসীতে নেই।' *মুক্তচিন্তা,* ১৯৫২।

ভারক্লান্ত [স] *বিণ* ভার বহনে পরিশ্রান্ত। 'ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

ভারগ্রস্ত [স] ১ *বিণ* দায়বদ্ধ। 'কন্যা ভগিনী ইত্যাদি বিবাহের ভারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগ্যে কেন যাতায়াত করান।' *ভবানী,* ১৮২৩। ২ *বিণ* ভারাক্রান্ত। 'বোঝাধারা ভারগ্রস্ত ও ক্লান্ত হইয়া ...।' *দর্পণ,* ১৮৩৬।

ভারচালন [স] *বি* বোঝা চালানো। 'ভার একটা ভারবহনের এবং ভারচালনের শক্তি আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

ভারত্ব [স] *বি* ওজনের অবস্থা। 'ভারত্ব, কাল, গতি প্রভৃতির কল্পনা ...।' *মোতাহার,* ১৯৩৭।

ভার পড়া *ক্রি* দায়িত্ব আরোপিত হওয়া। 'আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

ভারপ্রাপ্ত [স] *বিণ* সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'সম্মেলনের ভারপ্রাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভানেত্রী বেগম আখতার।' *বেগম*, ১৯৬২।

ভার বওয়া, *ক্রি* দায়িত্ব পালন করা। 'রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভারবৎ [স] *বিণ* ভারী। 'পোতস্থ ভারবৎ বস্তু সকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভারবস্তু [স] *বি* ওজন। 'তাঁহার শরীরের আকার, স্থূলতা, ভারবস্তু যেরূপ, তিনি তৎপরিমাণে ঐ সকল বিষয় প্রাপ্ত হয়েন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভারবহ [স] *বিণ* মালামাল বহনকারী। 'একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের স্বরূপ দেখিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভারবহন [স] *বি* বোঝা বয়ে নেওয়া। 'তার একটা ভারবহনের এবং ভারচালনের শক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভারবান [স] *বিণ* ভার আছে এমন। 'অতি সারবান ভারবান নিশ্চল ধুলোমাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভারবাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ভার বহনকারী। 'সর্বজনের ভারবাহিনী করুণমন্থর গোরুর গাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ভারবাহী [স] *বিণ* মালামাল বহন করে এমন; ভার বহনকারী। 'পতাকাবাহী, ভারবাহী, প্রহরী আর জনকয়েকমাত্র সৈন্য উপস্থিত ছিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

ভার-ভার ১ *বিণ* গম্ভীর। 'হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* রাশি রাশি। 'ভারভার ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠাণ্ডা রাখে।' *অবন*, ১৮৯৬।

ভারমুক্ত [স] **১** *বিণ* দায়মুক্ত। 'বিমাতার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া ভারমুক্ত মাতা শান্তি লাভ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* নিরুদ্বিগ্ন। 'স্মৃতিভাবে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'নিজেকে হঠাৎ ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল।' *মানিক*, ১৯৩৫। **৩** *বিণ* ভারহীন। 'সে এখন ভারমুক্ত, আশ্বিনের সাদা মেঘের মতো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ভারমোচন [স] *বি* দুঃখ থেকে মুক্তিদান। 'পরমেশ্বর নরলোকের ভারমোচন এবং ... মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভার লওয়া *ক্রি* দায়িত্ব গ্রহণ করা। 'আমি তাহার ভার লইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভারলাঘব [স] *বি* বোঝা হ্রাস। 'আমাদের ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র সমাজ সেই রকম ভারলাঘবের উপায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভারসহিষ্ণুতা [স] *বি* ভার সহ্য করার ক্ষমতা। 'ধরণী সদৃশ ভারসহিষ্ণুতা প্রাপ্ত হইবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভারসামঞ্জস্য [স] *বি* ভারসাম্যবিধান। 'নিজের ভারসামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভারসাম্য [স] *বি* সামঞ্জস্য। 'শরীর পাৎলা বলিয়া কথার ভারসাম্য রক্ষার জন্য তার পায়ে চাঞ্চল্য।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভারসাম্যকামী [স] *বি* ভারসাম্য প্রত্যাশা করে এমন। 'ট্রাজিক নায়কের রূপান্তর ঘটেছে ... ভারসাম্যকামী অথচ গতিশীল ... এবং হিসেবি নায়কে।' *শিব*, ১৯৬০।

ভারসাম্য দৌড় *বি* মুখে কিংবা মাথায় কোনোকিছু রেখে যে দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। 'ভারসাম্য দৌড়।' *বেগম*, ১৯৭০।

ভারসাম্যহীন [স] *বিণ* অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'নিতান্ত শ্রীবর্জিত, অবিন্যস্ত ও ভারসাম্যহীন বাঙলা গদ্য ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

ভারস্বরূপ [স] **১** *বিণ* ভারগ্রস্ত। 'শরীর কেবল দুর্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **২** *বিণ* বোঝার মতো। 'মদ্রাসার ছাত্রেরা সমাজের পক্ষে ভারস্বরূপ।' *সওগাত*, ১৯২৯।

ভার হওয়া *ক্রি* বিষণ্ণ হওয়া। 'শুনিয়া মামার মন ভার হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'মনটা কেমন ভার হয়ে আসে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

ভারহীন [স] **১** *বিণ* ভারমুক্ত; দায়মুক্ত। 'একঘেয়ে ভারহীন অনুভূতিহীন প্রেমহীন।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* হালকা; নির্ভার। 'বর্তমানটা এমনি ভারহীন।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভারাকর্ষণ [স] **১** *বি* ভরকেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ। 'এই সমস্ত দ্বৈতের মধ্যে ভারাকর্ষণের এক নিয়মের কোথাও বিচ্ছেদ দেখি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* দায়িত্ব নেওয়ার ঝোঁক। 'বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভারাকীর্ণ [স] *বিণ* ভারপূর্ণ। 'খণ্ড খণ্ড দণ্ডে পলে ভারাকীর্ণ চিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভারাক্রান্ত [স] **১** *বিণ* ভারী। 'অধিক মৃত্তিকা পাত্রের বোঝাতে ভারাক্রান্ত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* পূর্ণ। 'সহস্র২ গ্রন্থেতে ঐ ভাণ্ডার ভারাক্রান্ত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৩** *বিণ* সংযুক্ত। 'অক্ষম পুত্র আপনাকে স্ত্রীভারাক্রান্ত দেখিয়া নতশির হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৪** *বিণ* ভারবিশিষ্ট। 'নেত্রদ্বয় ক্রমে ক্রমে ভারাক্রান্ত ও নিমীলিত হইয়া অল্পে অল্পে নিদ্রাকর্ষণ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বিণ* দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'যে ব্যক্তির পারগতা আছে তাঁহাকে তদ্বিষয়ের ভারাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **৬** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'সুগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **৭** *বিণ* দুঃখে কাতর। 'মনটা আমার হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৩৯।

ভারাতুর [স] **১** *বি* ভারাক্রান্ত জন। 'জরা-ভারাতুরে নবীন করো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* ভারাক্রান্ত। 'তাঁহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভারাবর্তন [স] *বি* মাধ্যাকর্ষণ। 'যাকে গ্রাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না ব'লে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভারার্পণ [স] *বি* ভার বা দায়িত্ব দান। 'মাজিস্ত্রেটসাহবেদিগের উপর ভারার্পণ করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ভারে ভার *ক্রিবিণ* রাশি রাশি। 'চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভারে ভারে ১ *ক্রিবিণ* থোকায় থোকায়। 'পথপাশে দুই ধারে বেলফুল ভারে ভারে ফুটে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রিবিণ* রাশি রাশি। 'মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ভেরে ওঠা [স ভার>] *ক্রি* ভারী হয়ে ওঠা। 'মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভেরে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ভেরে যাওয়া *ক্রি* ক্লান্ত হওয়া। 'হাত ভেরে গেলে চিত হ'য়ে থাকলেই হ'ল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভারই [স ভরদ্বাজ] *বি* পাখিবিশেষ। 'গুড়গুড় ভারই ঘটা টুনটুনি তালচটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারকুন্দা *বি* ব্যাঙের ছাতা; মাশরুম। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ভারত[১] [স] **১** *বি* মহাভারত। 'দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ-ভারতে।' *বৃন্দা*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫৮০। ২ *বি* ভারতবর্ষ। 'জগৎ-ধনাগার ভারত এক্ষণে ধনশূন্য ও অপর্য্যাপ্ত ঋণগ্রস্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভারত-ইতিহাস [স] *বি* ভারতবর্ষের ইতিহাস। 'ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভারত-ঈশ্বর [স] *বি* ভারতের অধিপতি; ভারত-সম্রাট। 'এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভারতচিত্র [স] *বি* ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থা। 'সে সময়ের ভারতচিত্র মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারত-জাগানো *বিণ* ভারতকে উদ্বোধিত করে এমন। 'এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যে যে-সকল ভারত-জাগানো গানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভারতজাত [স] *বিণ* ভারতে উৎপন্ন। 'সমগ্র সভ্যজগৎ ভারতজাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারতজীবী [স] *বিণ* ভারত-কেন্দ্রিক। 'ভারতজীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভারততনয় [স] *বি* ভারতবাসী। 'ভারততনয় কুণ্ঠিত সতত দীনি আমাসবে স্বাধীন জীবন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভারতদ্বেষ্টা [স] *বিণ* ভারত-বিদ্বেষী। 'এঁরা কি ভারতদ্বেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভারতদ্রোহী [স] *বিণ* ভারতবিরোধী। 'ইংরাজ যদি ক্রমশই ভারতদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভারত-পরিক্রমা [স] *বি* ভারতভ্রমণ। 'কৃচ্ছ্রসাধন করে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হক তা সুগভীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভারতবন্ধু [স] *বি* ভারতের বন্ধু। 'সবিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক ঐ মহানুভব ভারতবন্ধুর সবিস্তার জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে যত্নবান রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৭০।

ভারতবর্ষ [স] *বি* অবিভক্ত ভারত – বর্তমান ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটান সম্মিলিত অঞ্চল। 'হিমাদ্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে ভারতবর্ষের এই নিশ্চয় প্রামাণ্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভারতবর্ষস্থ [স] *বিণ* ভারতবর্ষে বসবাস করে এমন। 'তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকের চিত্ত হইতে অন্তর্ধান হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারতবর্ষি [স ভারতবর্ষীয়] *বিণ* ভারতবর্ষের। 'ভারতবর্ষি জাত বলতে এ দুটোর কোনটা বলা শক্ত।' *অবন*, ১৯২৫।

ভারতবর্ষীয় [স] ১ *বিণ* ভারতবর্ষে বসবাস করে এমন। 'ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের যেমত অনুরোধ রাখে।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বিণ* ভারতবর্ষের। 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় যে তর্জমা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভারতবর্ষীয়া [স] *বি স্ত্রী* ভারতবর্ষের অধিবাসী। 'কোনো কোনো ভারতবর্ষীয়া যখন স্মার্ট দেখাবার লোভে চিবুকের সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ভারত-বাণিজ্য [স] *বি* ভারতে আমদানি ও রপ্তানি। 'প্রতিপক্ষশূন্য হইয়া ভারত-বাণিজ্য স্বহস্তে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভারতবাসী [স] *বি* ভারতের অধিবাসী। 'ইহা ভারতবাসীর অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভারত-বিধাতা [স] *বি* ভারতের প্রভু; ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা। 'সাধে ভারত-বিধাতা কি চোখ বেঁধে ঐ মুখ লুকান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভারতভাগ্য-বিধাতা [স] *বি* ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা। 'জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্যবিধাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ভারত-ভুবন [স] *বি* ভারতরূপ জগৎ। 'ওরে শশী কী দেখিস আর এ ভারত-ভুবনে।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

ভারতভূম [স] *বি* সমগ্র ভারতবর্ষ। 'সিংহলিআ দুয়াচার/ ভারতভূমের পার/ চারি মাস দ্রঢ় কর হিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারতভূমি [স] *বি* সমগ্র ভারতবর্ষ। 'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভারত-মন্ত্রিসভা [স] *বি* ভারতবর্ষের মন্ত্রীসভা। 'ভারত-মন্ত্রিসভায় ল্যান্সাশিয়ারকে ছাড়িয়া দিয়াই একটা আইন পাস করিয়া দিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভারতমহাসাগর [স] *বি* ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত মহাসাগর। 'ভারতমহাসাগর মধ্যবর্ত্তী ... দ্বীপই ইহাদের আবাসভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'ভারতমহাসাগরের মত কেবল চারিদিকে নীল জল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভারতমহিলা [স] *বি* ভারতবর্ষের স্ত্রীলোক। 'ভারতমহিলারা স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা, বিনয়, দয়ামায়া, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি কোমল গুণে অলঙ্কৃতা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভারতমাতঃ [স] *বি* মাতারূপ ভারত। 'ভারতমাতঃ! তোমার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ হইলে অন্তঃকরণ ... পুলকিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারতমাতা [স] *বি* মাতৃরূপী ভারতবর্ষ। 'ভারতমাতা কাঁদিলেন, কিন্তু সন্তানেরা বুঝিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারতলক্ষ্মী [স] *বি* ভারতের কল্পিত সৌভাগ্যের দেবী। 'ভারতলক্ষ্মী পূর্ব্বধাম ত্যাগ করিয়া এক্ষণে পশ্চিমপ্রান্তে অধিষ্ঠান করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারত-সন্তান [স] *বি* ভারতের অধিবাসী; স্বদেশবাসী। 'এমন ভারত-সন্তান আমার জানা আছে যে নীলনেত্রের কাছেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভারতসমুদ্র [স] *বি* ভারত মহাসাগর। **ভারতসমুদ্রবর্তী, ভারতসমুদ্রবর্ত্তী** [স] *বিণ* ভারত মহাসাগর অঞ্চলের। 'অদ্যাপি ভারতসমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ নিবাসী হিন্দু বণিকেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারত-সাগর [স] *বি* ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র। 'সেই আমি, ডুবি পূর্বে ভারত-সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভারতসাম্রাজ্য [স] *বি* ভারতবর্ষ নামক বিশাল ভূখণ্ড। 'আমরাই ভারতসাম্রাজ্যের শিখরচূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভারতসিন্ধু [স] *বি* ভারত মহাসাগর। 'ভারতসিন্ধু গর্জ্জি উঠিল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভারতাভিমুখ [স] *বিণ* ভারতের উদ্দেশ্যে গমনোদ্যত। 'একটি আরবাভিমুখ, অপরটি ভারতাভিমুখ।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ভারতী [স ভারতীয়] *বিণ* ভারতীয়। 'কোথাকার মহিলা সে ... ভারতী নর্তকি?' *জীবন*, ১৯৪০।

ভারতীয় [স] *বিণ* ভারতবর্ষীয়। 'ভারতীয় রাজ্যসংস্থান ফিউডাল নিয়মেই সংস্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয়ত্ব [স] *বি* ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। 'যখন তত্ত্বজ্ঞানী এসে বলেন, সাত্ত্বিকতা হল ভারতীয়ত্ব, রাজসিকতা হল য়ুরোপীয়ত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে ... আছে মার্কিনত্ব, চৈনিকত্ব, ইহুদীত্ব।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ভারতেশ্বরী [স] *বি স্ত্রী* ভারতের অধিপতি। 'এই উপদেশটি ভারতেশ্বরী ও তাঁহার ... প্রতিনিধিগণের হৃদয়ে জাগরূক করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভারতৈশ্বর্য, ভারতৈশ্বর্য্য [স] *বি* ভারতের সম্পদ। 'বাণিজ্যই ভারতৈশ্বর্য্যের একটি প্রধান মূলীভূত কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারথ [স ভারত] *বি* মহাভারত। 'বিশাই কাঁচলি লেখে ভারথপুরাণ দেখে লেখে নানা পুরাণের সার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারত² [স ভরদ্বাজ] *বি* ভারুই পাখি। **ভারতপাখী** *বি* ভারুই পাখি। 'ভারত বাহিরে যাইবার সময় ছানারদিগকে পূর্ব্বমত কহিয়া গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'এক ভারতপাখী এক ক্ষেতে বাসা করিয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ভারতদ্রোহী *দ্র* ভারত¹

ভারতমহাসাগর *দ্র* ভারত¹

ভারতলক্ষ্মী *দ্র* ভারত¹

ভারতি¹ [স ভারতী] *বি* কথা; কাহিনি। 'এমন সুনিঞা রাজা চণ্ডীর ভারতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারতি² [স ভারতী, সম্বো ভারতি] *বি* সরস্বতী। 'যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভারতী¹ [স] ১ *বি* বাণী। 'এমন সময় হইল আকাশে ভারতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ২ *বি* কাহিনি। 'পরম হরিষে কহে মধুর ভারতী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী সরস্বতী। 'কমলা ভারতী বন্দো বিজয়া নগরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভারতী-পদ [স] *বি* সরস্বতী দেবীর স্থান। 'ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভারথি [স ভারতী] *বি* কথা। 'এমন শুনিঞা মাতা পদ্মার ভারথি কপটে হইলা দেবী খুল্লনা যুবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারতী² *বি* পাখিবিশেষ। 'মণিকণ্ঠী, চন্দনা, ভারতী, দোয়েল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভারতী³ *দ্র* ভারত¹

ভারতেশ্বরী *দ্র* ভারত¹

ভারত্ব *দ্র* ভার

ভারদ্বাজি [স ভারদ্বাজী] *বি* বুনো কার্পাস গাছ। 'পেটারিআ পুরল্যা ভারদ্বাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারবাহী *দ্র* ভার

ভারমুখ [ই] *বি* কড়া মদবিশেষ। 'আমার জন্য পেগ নয় ভারমুখ।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ভারসা [হি ভরোসা] *বি* ভরসা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভারা [স ভার>] ১ *বি* কাজ করার জন্যে বাঁশের তৈরি উঁচু মঞ্চ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ভারার বাঁশ দেওয়ালের গায়ে অমনি লাগান আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* কলা গাছের ভেলা। 'বেয়ে যাও ত্বরায়, তোমার সুধারায় যেন ভারা না ডোবে।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* স্তূপ। 'একে যাই ধেপো বিলি তাতে বই ঠেলা জ্বালি ওঠে শামুকের ভারা।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* বোঝা। 'রাশি রাশি ভারা ভারা/ ধান কাটা হল সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভারা ভারা *বিণ* বোঝা বোঝা। 'রাশি রাশি ভারা ভারা/ ধান কাটা হল সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভারাক্রান্ত *দ্র* ভার

ভারানি [স ভৃজ্>] *বি* ধান থেকে চাল তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভারার্পণ *দ্র* ভার

ভারি [স ভারী] ১ *বি* মোট বহনকারী। 'নিয়োজিল ধনপতি ভারি দশ জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* বেশি। 'তবু শিবের মাইনে ভারি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বিণ* বিশাল। 'ঐ ভারি বিদ্যালয় স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে হইতে পারে না। *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৪ *বিণ* অত্যন্ত। 'আজ সহরের গাজোন তলায় ভারি ধূম।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৫ *বিণ* ভারসম্পন্ন। 'দশ আউন্স ওজনে ভারি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৬ *বিণ* বেশি মূল্যমানের। 'ভারি নোট ভাঙ্গাতে হেঙ্গাম।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ৭ *বিণ* ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। 'ভারি মনে হচ্ছে নিজেকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ভারিকণ্ঠ [স] *বি* গম্ভীর কণ্ঠ। 'কে যেন চাপা ভারিকণ্ঠে কথা বলছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

ভারি কথা [স ভারী-কথা] *বি* গুরুত্বপূর্ণ কথা। 'ইটালিক বর্ণ লিখনের দ্বারা ... বিশেষ ভারি কথা প্রকাশ করিবার অধিক সুগম আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ভারিত্ব [স] ১ *বি* ব্যক্তিত্ব। 'ভারী মনে হচ্ছে নিজেকে এবং ভারিত্ব দামের।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫। ২ *বি* গুরুত্ব। 'সারেঙ্গও অনুভব করে কর্তৃত্বের ভারিত্ব।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫। ৩ *বি* প্রভাব। 'তারই ভারিত্বে হয়তো চিন্তাক্ত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভারি ব্যাপার [স ভারী-ব্যাপার] *বি* বিশাল বস্তু। 'শুনিলাম, মনুমেন্ট বড় ভারি ব্যাপার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভারিক্কি, ভারিক্কী [স ভারিক] ১ *বিণ* বেশি বয়স্ক। 'একটু ভারিক্কি হলে তোর ভাতারকে তুই ভালবাসবি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ২ *বিণ* গম্ভীর। 'বুলু ভারিক্কি গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২। ৩ *বিণ* স্থূলাকার। 'লেডীজ সীটগুলি ছেড়ে ভারিক্কী ভারিক্কী সব পুরুষেরা উঠে দাঁড়ায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮। ৪ *বিণ* গাম্ভীর্যপূর্ণ। 'যেমন ভারিক্কি তেমনি আবার সেকেলে!' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ভারিক্কিপনা *বি* গাম্ভীর্যের ভাব। 'চাদর-জড়ানো বুড়োটে ভারিক্কিপনা থেকে ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভারিক্কীচাল *বি* গুরুগম্ভীর কায়দা। 'কথাগুলি স্ত্রীকে বেশ ভারিক্কীচালে শুনাইয়া দিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভারিক্কে *বিণ* মোটাসোটা। 'টুকরো হতে হতে সেই ভারিক্কে ইঁদুর।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ভারিভুরি [স ভারী>] ১ *বি* চালাকি। 'আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* জুয়াচুরি। 'ভূপতিকে বলিস করিয়া ভারি ভুরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভারী [স] ১ *বিণ* ভারবাহী। 'হেন ভারী দেখি লাগে ডর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* ওজনদার। 'বায়ু বাষ্পাদি অপেক্ষা ভারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। ৩ *বি* মোট বহনকারী। 'ভারী, দোকানদার, উড়েবেহারা, রেও ও

গুলিখোরেরা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ভারীরা ভার নামাইয়া ঘাম মুছিতে লাগিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮। **৪** *বিণ* বড়ো অঙ্কের। 'পাঁচ জায়গা থেকে ভারী ভারী চাঁদা আদায় হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বি* ভারী মনে হওয়া। 'দাঁড়িয়ে যদি থাকতে পারি, চলতে ফিরতে বেজায় ভারী।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। **৬** *ক্রিবিণ* খুব বেশি পরিমাণে। 'আজহার ভারী তামাক খায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভারী ভারী [স] *বিণ* বেশ ভারযুক্ত। 'কিরূপে মনুষ্যাদি ভারী ভারী সামগ্রী সংবলিত উর্দ্ধপথে উত্থিত হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভারুই *বি* ভরত পাখি। 'ভারুই পাখির মতো ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

ভারুয়া [স ভাণ্ড] *বি* ভাঁড়। 'ভারুয়া নাটুক লোক খেলুক আসিয়া।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভারুয়া লোহা *বি* ভার হিসেবে ব্যবহারের জন্য লোহা। 'ভারুয়া লোহা গুলা ভার পাইলে হালে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ভার্গ [স ভাগ্য] *বি* ভাগ্য। 'গরিব ইজার্দ্দারের ভার্গে বিহিত।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভার্যা, ভার্য্যা [স] *বি* স্ত্রী; পত্নী। 'অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা জগৎপূজিতা আর্য্যা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিজ ভার্যা তেজে নৃপমণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাল[1] [স ভদ্র>; হি ভলা] **১** *বিণ* ভালো। 'মরে ভাল জীএ ভাল জাণাইলোঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণভাবে। 'অদ্বৈতচরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* বেশ। 'শুনিয়া পাগল হইল ভাল তোমার দাস।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *বি* সুস্থ। 'কহিবা তুমি বাটীর সকলকে ভাল করহ বিদাই পশ্চাত দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৫** *বিণ* উন্নত মানের। 'ইউরোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে, তাহা রাম অপেক্ষা ভাল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বিণ* সুপ্রসন্ন। 'ইহার মধ্যে কাহার ভাগ্য ভাল, তাহা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্যে জানে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৭** *বি* উন্নত মানের জিনিস। 'ভাল অনুকরণ না করিলে লোকের বা দেশের উন্নতি হয় না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভালই *বি* ভালো হওয়ার গুণ; গুণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাল কথা *বি* স্নেহপূর্ণ কথা। 'আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভালকর্ম, ভালকর্ম্ম *বি* উত্তম কাজ। 'ভালকর্ম্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভালত্ব *বি* ভালো বৈশিষ্ট্য। 'চিঠির ভালত্ব বিচার করা কঠিন হয়ে পড়বে।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

ভালবাক্য [ভালো+স বাক্য] *বি* ভালো কথা। 'ভালবাক্য কহিয়াছ রাধার তনয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভালভাবে *ক্রিবিণ* প্রকৃষ্ট উপায়ে। 'সন্তান সবচেয়ে ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভাল ভাল *বিণ* অতি উত্তম। 'সেহো ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভালমণে *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'খণ্ডায়িবোঁ আজি ভালমণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভালমতে, ভালমতেঁ **১** *ক্রিবিণ* ভালো ক'রে। 'তবেঁ ভালমতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বসুদেব যজ্ঞ কথা কহিব ভালমতে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* ইচ্ছামতো। 'মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণভাবে। 'প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভালমনস্য [ভালো+স মনুষ্য] *বি* ভালো মানুষ; মান্যগণ্য মানুষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভালমনে *ক্রিবিণ* ভালোমতো। 'ভালমনে পৃথক না দেখে নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভালমন্দ [ভালো+স মন্দ] **১** *বি* সুখ-দুঃখ। 'ঘরে গেলেঁ ভাল মন্দ কিছু না কহিব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* শুভাশুভ। 'ভালমন্দ জ্ঞান নাহি পাইলে সংহারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভালমানুষ [ভালো+স মানুষ] **১** *বি* সৎ ও নিরীহ লোক। 'এমত লোকের কাছে ভালমানুষে যাইবেক না তাহা কথিত আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* ভদ্রলোক। 'ভালমানুষের কুলের কুলবালা।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বিণ* অপদার্থ। 'হরি নিতান্ত ভাল মানুষ। অর্থ – হরি নিতান্ত অপদার্থ!' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৪** *বি* ভীরু-স্বভাবের লোক। 'এ দেশীয় ভাষায়, ভাল মানুষ শব্দের অর্থ ভীরু-স্বভাবের লোক – অকর্ম্মা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভালয় ভালয় *ক্রিবিণ* নিরাপদে। 'আশীর্ব্বাদ করিবেন জেন ভালয় ভালয় দেশে আশীয়া পৌছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভালরূপ [ভালো+স রূপ] *ক্রিবিণ* উত্তমরূপে। 'পাঠশালা স্থাপনের তাৎপর্য্য এই যে ... ভালরূপ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় তরবিয়তকরণের জন্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ভাললাগা *ক্রি* পছন্দ হওয়া। 'ভাললাগার কারণ, ভাল লাগা, প্রাণের টান, যাহার হৃদয় যেখানে মজে।' *সবুজ*, ১৯২১।

ভালে *ক্রিবিণ* ভালোভাবে; উত্তমরূপে। 'তোহ্মে ভালে জাণো আহ্মে আইহনের রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাল[2] [স] **১** *বি* কপাল। 'অলকা তিলক কিবা ভালের উপারে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* অদৃষ্ট; ভাগ্য। 'অহঙ্কার করি লোকে ভালে মূর্খ হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণ স্মিতি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ভালখাগি *বি স্ত্রী* গালিবিশেষ। 'দূর আবাগি ভালখাগি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভালগার, ভালগর [ই] **১** *বিণ* অমার্জিত। 'যাকে তুমি সর্বদাই বল, ভালগার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বিণ* কুরুচিপূর্ণ। 'পজিটিভলি ভালগর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৩** *বিণ* ইতর। 'যতো সব ভালগার লোকজন!' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ভালবাসা[1] [ভালো+স বাস্>] *বি* প্রেম। 'যদি সেই জন এই অলঙ্কারেতে লোভ করিয়া তোমাতে যে প্রীতি আর ভালবাসা আছে তাহা ত্যাগ করে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ভালবাসাবাসি [ভালো+স বাস্>] *বি* ভালোবাসার আদান-প্রদান। 'সমাজ-উচ্ছেদকারী, শাসন-বিরহিত আড়ম্বরময় ভালোবাসাবাসি কি আমাদের এই নিরীহ দেশ-প্রসূত ভাব?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'এই পথে গৃহে কত আনাগোনা, কত ভালোবাসাবাসি, সংসারসুখ কাছে কাছে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তোরে শিখাই আদরে ভালবাসাবাসি খেলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

ভালবাসা[2] [ভালো+স বাস্>] *ক্রি* পছন্দ করা। **ভালবাসি, ভালবাসী** *ক্রি* পছন্দ করি। 'শিশুকাল হইতে আমি কাপড় কাচিতে ভালবাসি।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'ভালবাসী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভালা[1] [স ভল্লাতক] *বি* ভেলা গাছ। 'সরল ভালা ভিলোল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালা[2] [স ভদ্র>; হি ভলা] *বিণ* ভালো। 'সুগন্ধ তাম্বুল ভালা চম্পক চৌহর মালা।' *দৌলত*, ১৬৩৮।

ভালাই *বি* কল্যাণ। 'সর্বাংশে তোহ্মার ভালাই চিন্তি আহ্মি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভালাবুরা [হি ভলাবুরা] *বি* ভালোমন্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এয়ছাই রাসুল রহে ভালাবুরা নাহি কহে।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভালায় *বি* ভালো। 'তাতে কি হবে ভালায় মস্তকের জল শুষ্ক হলে।' *লালন*, ১৮৯০।

ভালা[3] [স ভল্ল] *বি* বর্শা। 'ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুঠিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভালাদার [ভালা+ফা দার] *বি* বল্লমধারী। 'দুইজন ভালাদার রুপার ভালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকত।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভালি, ভালী ১ *বিণ* ভালো। 'সেহি সে নাগরী ভালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'জগতের ভালী রাধাক এখনে মৈলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *অব্য* বেশ। 'বৃষভবাহনে শিব বলে ভালি ভালি।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০।

ভালু *বি* ভালুক। 'শের হতে পারে – নয় তো ভালু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভালুই *বিণ* ভালোই। 'সে ভালুই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভালুক [স ভল্লুক] *বি* লোমশ হিংস্র পশুবিশেষ। 'বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভালুকনাচ নাচানো *ক্রি* অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কাজ করতে বাধ্য করানো। 'একদিন ওদের ভালুকনাচ নাচাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভালুকী [স ভল্লুক>] *বিণ* ভালুকের মতো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভালুকা বাঁশ [স ভল্লুক>] *বি* একজাতীয় বাঁশ। 'মুগর তরলা ভালুকা বাঁশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভালেন্টাইন [ই] *বি* বিশেষ দিনের প্রেমপত্র। 'সামান্য এই ক'টি লাইন/ আমার প্রীতির ভালেন্টাইন।' *অন্নদা*, ১৯৬৩।

ভালো ১ *অব্য* আচ্ছা। 'ভালো এহা তো উচ্ছেদ করিলা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *ক্রিবিণ* উত্তম ক'রে। 'একটু পিয়ানো বাজানো, ভালো করে নাচা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বিণ* বেশ। 'ভালো বিপদেই পড়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। *দ্র* **ভাল**[1]

ভালো ওজোর *বি* ভালো অজুহাত। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভালো গন্ধ *বি* সুবাস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভালোবুরা [ভালো+হি বুরা] *বি* ভালোমন্দ। 'ইহার ভালোবুরা জানি নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

ভালোমন্দ ১ *বি* ভালো এবং মন্দ। 'জমী ১ এক বিঘা উনিষ কাঠা মায় আমলা যুদ্ধা ভালো-মন্দ ...।' *মেয়র্স*, ১৭৭২। ২ *বি* শুভাশুভ। 'ভালোমন্দ, অভ্যাসপ্রথা দেশাচার লোকাচার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* সুখ-দুঃখ। 'ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভালোমন্দময় *বিণ* ভালো ও মন্দে পরিপূর্ণ। 'দীর্ঘপথ ভালোমন্দময় বিকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভালো মানুষ ১ *বি* বিশ্বাসযোগ্য মানুষ; নির্ভরযোগ্য মানুষ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* ভদ্রলোক। 'ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান হইয়া ভালো মানুষ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ *বি* সরলমতি লোক। 'নিতান্ত বেচারা ভালোমানুষ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বি* নির্বিবাদে সবকিছু সহ্য করে এমন মানুষ। 'ভালোমানুষের মতো মাথা হেট করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভালোমানুষি, ভালোমানুষী *বিণ* নিরীহ মানুষের মতো; সরলতাপূর্ণ। 'তার মুখে আমাদের বাঙালি মেয়েদের ভালোমানুষি নম্রভাব মাখানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সেই মিষ্টি কথা, সেই ভালোমানুষি হালচাল।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

ভালোয় *বি* কল্যাণে। 'আমার ভালোয় কাজ নেই। পৃথিবীতে ভালো দু-চারজন যদি থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভালোয় ভালোয় *ক্রিবিণ* নিরাপদে। 'তারা ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'ভালোয় ভালোয় ওকে নিয়ে ফিরে এসো।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

ভালোয় মন্দে *ক্রিবিণ* ভালো ও মন্দে মিশিয়ে। 'ভালোয় মন্দে আলোয় আঁধারে গিয়েছে মিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভালোরকম [ভালো+আ রকম] *ক্রিবিণ* উত্তমরূপে। 'মাথা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালোরকম বনে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভালোরূপ [ভালো+স রূপ] *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'উভয়ের মধ্যে ভালোরূপ প্রণয় হইতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভালো সময় *বি* অনুকূল সময়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভালোবাসা[1] ১ *ক্রি* প্রেম করা। 'ভালোবাসতে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *ক্রি* নম্রতা প্রকাশ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *ক্রি* প্রসন্ন হওয়া। 'অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর ভালোবাসি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৪ *ক্রি* বাৎসল্যপ্রবণ হওয়া; স্নেহশীল হওয়া। 'সে যখনই ভালোবাসিতে আরম্ভ করে তখনই তাহার কর্তব্য আরম্ভ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভালোবাসা[2] ১ *বি* প্রণয়। 'ভালোবাসা কারে কয়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* প্রেম। 'কেন চায়, কেন কাঁদে সবে, কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* ভালো-লাগা। 'তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর *বিণ* ভালোবাসার জন্য ক্ষুধার্ত। 'ফিরে ফিরে চায় মোর ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর মন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ভালোবাসাবাসি *বি* প্রেম-বিনিময়। 'এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালাবাসা-বাসি চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'কত জন্মের ভালোবাসাবাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভালোবাসা-ভাগ্য *বি* ভালোবাসা জোটে যে ভাগ্যে। 'ভালোবাসা-ভাগ্য নিয়া যারা ফেরে এ দুনিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

ভাল্যা *বিণ* ভালো। 'ভাল্যার কারণ।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাল্লুক [স ভল্লুক] *বি* ভালুক। 'সিংহ ভাল্লুক আর মহিষ সুকর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভাল্লুক-জ্বর *বি* ক্ষণস্থায়ী কম্পজ্বর। 'ভালবাসাও কি ভাল্লুক-জ্বর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ভাল্লুকঝোড় *বি* ঘন ঝোপ। 'বড় বড় ভাল্লুকঝোড়ে ভর্তি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভাশুর, ভাসুর [স ভ্রাতৃশ্বশুর] *বি* স্বামীর বড়ো ভাই। 'সশুর সাশুড়ি মৈল দেওর ভাসুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভাশুরপত্নী [ভাশুর+স পত্নী] *বি* স্বামীর বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী; জা। 'ভাশুর পত্নী ও দেবর পত্নীগণের পরস্পর ব্যবহার।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভাশুরপো, ভাষুরপো, ভাসুরপো *বি* ভাশুরের ছেলে। 'ভাষুরপো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসাঁ, ১৭৮২; 'আমার ভাসুরপো চাপকান পরে অফিসে গেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'ভাশুরপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভাসুর [স ভ্রাতৃশ্বশুর] *বি* স্বামীর বড়ো ভাই; ভাশুর। 'ভর্ত্তৃকুলকামিনীগণ এবং শ্বশুর ভাসুর দেবর ও স্বামী প্রভৃতির সহিত যে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভাষ[1] [স ভাস] **১** *বি* ধারা; শৃঙ্খলা। 'এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বুঝিল তোমার কাজে নাহি কিছু ভাষ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আভাস। 'মুখে ভাষ মন্দ হাস সুন্দরের মাসি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* চিহ্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাষ[2] [স ভাষ্‌>] **১** *বি* আস্থা; শ্রদ্ধা। 'সত্যে ভাষা নাহি তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বচন; উক্তি। 'জব পিয় ধরি বলে লেঅব পাস/ নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'দেবগণে নিবেদিল গদগদ ভাষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ভাষা। 'সে দেশে সে ভাষে কৈলুঁ রসুল প্রকাশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভাষমাণা *বিণ* ব্যবহারের উপযোগী। 'লিখন পঠনের দ্বারা ঐ ভাষা অত্যন্ত ভাষমাণা ও সংস্কারবতী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ভাষণ [স] **১** *বি* ভাষা। 'ভীষণ ভাষণে কিছু বলেন বচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* কথন। 'শৈশব কালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* কথা। 'বসন্ত রায়ের কানে কানে সীতারামের ভাষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৪** *বি* বক্তৃতা। 'ভাষণঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভাষণকার [স] *বি* ভাষ্যকার। 'প্রবন্ধলেখক ও ভাষণকার রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-বেদনা ঠিক একই ছাঁচে ঢালাই করা নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভাষা[1] [স ভাস্‌>] *ক্রি* পানির উপরে ভর করে থাকা। **ভাষিয়া** *ক্রি* ভেসে। 'চলিলা আচার্যগৃহে গঙ্গায়ে ভাষিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ভাষে** *ক্রি* ভাসে। 'নাজ ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **ভাসা**

ভাষা[2] [স] **১** *বি* ভাষ্য; বিশ্লেষণ। 'ইঁহা শ্লোক দুই চারি তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বক্তব্য। 'জদি মিথ্যা হয় ভাষা কাটিহ আমার নাসা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* বাংলা ভাষা। 'চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *বি* ভাবপ্রকাশের বাহন। 'কিল চাপড় মারে এই তার ভাষা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৫** *বি* নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ভাবপ্রকাশক ধ্বনিসমষ্টি। 'তুমি কোন২ ভাষা জানহ।' *কেরি*, ১৮০২। **৬** *বি* দেশীয় ভাষা। 'পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয় এবং ভাষাতে ছাপাইলে ইতর লোকেরাও জানিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৭** *বি* অনুধাবন। 'রামায়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারাংশ আছে তাহা ভাষা করিয়া ভাষাতে প্রকাশ করিতে কদাচ পারেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৮** *বি* প্রকাশের ধরন। 'সব কথারই ভাষা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৯** *বি* কিরণ। 'তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **১০** *বি* সংকেত। 'শুনি চরণধ্বনির ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

ভাষা অধ্যয়ন [স] *বি* ভাষা শিক্ষা; ভাষা চর্চা। 'পরজাতীয় লোকেরা ... আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষা অভ্যাস [স] *বি* ভাষা অনুশীলন। 'তাবৎ জ্ঞানবিশিষ্ট ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস কর।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ভাষা আন্দোলন [স] *বি* বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ১৯৫২ সালে ঢাকায় সংঘটিত সরকার-বিরোধী আন্দোলন। 'ভাষা আন্দোলন ... আপাতঃ স্তব্ধ হয়ে গেলেও প্রদেশের জনসাধারণ তাকে ভোলেনি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ভাষাকর্তা, ভাষাকর্ত্তা [স] *বি* লেখক। 'গ্রাহকের অভাবে ভাষাকর্ত্তা ছাপাইতে পারেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ভাষাক্ষর [স] *বি* ভাষার লেখা। 'বাদি প্রতিবাদির স্বজাতীয় ভাষাক্ষরে বিষয়াদির অনবধানের কোন প্রকারেই সম্ভাবনা নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ভাষাগত [স] *বিণ* ভাষা সংক্রান্ত। 'ভাষাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভিন্নভাষীদিগের একজাতিত্ব স্থির হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভাষাগ্রন্থ [স] *বি* দেশীয় ভাষায় রচিত বই। 'ইহারদের দুই ধর্ম্মগ্রন্থ আছে এক গোরক্ষবোধ নামে ভাষাগ্রন্থ অন্য গোরক্ষশতক নামে সংস্কৃত গ্রন্থ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভাষা ছুটানো *ক্রি* বক্তৃতা করা। ''ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা' ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভাষাজল [স] *বি* ভাষারূপ জল। 'রাঘববোয়াল কাব্য এখনি ভাষাজলে দিবে ঘাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ভাষাজ্ঞ [স] *বি* ভাষা বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি। 'দোষশূন্য ও বিশিষ্ট এবং ভাষাজ্ঞমাত্রেই জুরি হইবার যোগ্য।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

ভাষাজ্ঞতা [স] *বি* ভাষা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা। 'ইংরাজী ভাষাজ্ঞতা জানাইবার জন্য তাঁহারা ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ভাষাজ্ঞান [স] **১** *বি* ভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা। 'মাতৃভাষার সাহায্যেই আমরা যথার্থ ভাষাজ্ঞান লাভ করি।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বি* ভাষা বিষয়ক দক্ষতা। 'ভাষাজ্ঞানও থাকা চাই দ্রষ্টার।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাষাতত্ত্ব [স] *বি* ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। 'তাহা ছাড়া ভাষাতত্ত্ব হইতে তিনি একটা বিরোধী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভাষাতত্ত্বজ্ঞ [স] *বি* ভাষাতাত্ত্বিক। 'এই প্রশ্নে ভাষাতত্ত্বজ্ঞ কোন আপত্তি করিতে পারেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভাষাতত্ত্ববিৎ [স] *বিণ* ভাষাবিজ্ঞানী। 'ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ মাক্ষমূলার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভাষাতাত্ত্বিক [স] **১** *বি* ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত। 'বাংলা ভাষাকে যে হরিজন পঙ্‌ক্তিতে বসানো চলে না তার প্রমাণ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক কুলজির থেকেই আহরণ করা যথেষ্ট হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **২** *বি* ভাষাবিজ্ঞানী। 'আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভাষাতীত [স] *বিণ* ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না এমন; অবর্ণনীয়। 'নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভাষাদরদী [স ভাষা+ফা দরদী] *বিণ* ভাষার প্রতি অনুরাগপরায়ণ। 'বাঙলা ভাষাদরদী এ মহানুভব বাদশাহ।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাষাদৃষ্টি [স] *বি* ভাষা বোঝার অভিজ্ঞতা। 'ধ্বনিসংকেতের আত্মীয়তা ধরা পড়ে তাঁদের কাছে, ভাষাদৃষ্টির অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভাষাদ্বীপ [স] *বি* ভাষার জগৎ। 'আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাষাদ্বীপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষাধৃত [স] *বিণ* ভাষায় ধারণকৃত। 'বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কৃতির সঙ্গে ... ইংরেজি ভাষাধৃত উদ্দীপকসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনস্বীকার্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভাষানভিজ্ঞ [স] *বিণ* ভাষায় অনভিজ্ঞ। 'যদ্যপিও বিষয়ী অর্থাৎ তদ্ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপকার আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

ভাষানুবাদ [স] *বি* ভাষায় অনুবাদ। 'বঙ্গভাষানুবাদের নীচেও অন্বসহিত স্বামিকৃত টীকা দিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ভাষানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* ভাষা অনুসারে। 'তাহাদিগের ভাষার অনেক অংশ যদিও উৎকল ভাষানুযায়ী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষানুশীলন [স] *বি* ভাষার চর্চা। 'ভারতবর্ষীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলনের বিষয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষান্তর [স] *বি* অনুবাদ। 'বঙ্গভাষাও এইরূপে ভাষান্তর সংসৃষ্ট থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভাষান্তরকরণ [স] *বি* অনুবাদ করা। 'জ্যোতিষ, ভাষান্তরকরণ ও রচনাকরণ ইত্যাদি বিষয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ভাষান্তরিত [স] *বিণ* অনূদিত। 'বৈদ্যকগ্রন্থ বাঙ্গালাতে ভাষান্তরিত করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ভাষান্তরীকৃত [স] *বিণ* অনুবাদ করা হয়েছে এমন। 'ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরীকৃত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ভাষান্তরে *ক্রিবিণ* অন্য কথায়। 'এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভাষাপরিপূর্ণ [স] *বিণ* বাকপটু। 'ভাষাপরিপূর্ণ বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্য লোকালয়েই অত্যন্ত উপাদেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাষাপ্রণালী *বি* ভাষারীতি; ভাষার ধরন। 'তাহাদিগের ভাষাপ্রণালী ত্রৈলিঙ্গ ভাষার ন্যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষাপ্রণেতা [স] *বিণ* ভাষা প্রণয়নকারী। 'তাঁহাকে অন্ততঃ ভাষাপ্রণেতা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিতে হইবেক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভাষাপ্রয়োগ [স] *বি* ভাষা ব্যবহার। 'তিনি ... ভাষাপ্রয়োগে নিপুণতা অর্জনের মধ্যেই সাহিত্যিক চরিতার্থতা সন্ধান করবেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

ভাষাপ্রীতি [স] *বি* ভাষার প্রতি ভালোবাসা। 'ইহা আমাদিগের ভাষাপ্রীতির নিদর্শন নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভাষাপ্রেমিক [স] *বিণ* ভাষার প্রতি অনুরাগ আছে এমন। 'আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমাদিগকেও গণ্য করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষা ফোটা *ক্রি* বাক্য স্ফুরণ হওয়া। 'তাহাও প্রকাশ করিবার ভাষা ফোটে না।' *পত্রিকা*, ১৯১৯।

ভাষাবৎ [স] *ক্রিবিণ* ভাষার মতো। 'তত্তদ্ভাষায় স্বীয় ভাষাবৎ তাঁহার উত্তম নৈপুণ্য হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ভাষাবাধাহীন [স] *বিণ* ভাষার বাধা নেই এমন। 'বলো তব জীবনের অসমাপ্ত কথা ভাষাবাধাহীন বাক্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভাষাবিজ্ঞান [স] *বি* ভাষাতত্ত্ব। 'আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিকে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'উপমহাদেশেই এ বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ [স] *বি* ভাষাতত্ত্ববিদ। 'ভবিষ্যৎ ভাষাবিজ্ঞানবিৎ লিখিবেন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভাষাবিজ্ঞানী [স] *বি* ভাষাতত্ত্ববিদ। 'ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার করে ভাষার জাত নির্ণয় করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভাষাবিৎ [স] *বি* ভাষাজ্ঞানী। 'কোন কোন ভাষাবিৎ বলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভাষাবিদ [স] *বি* ভাষাজ্ঞানী। 'বহুসংখ্যক আরবী ভাষাবিদ।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

ভাষা বিদ্রোহ [স] *বি* ভাষা আন্দোলন; ভাষার দাবিতে বিদ্রোহ। 'ভাষা বিদ্রোহে যোগ দিতে মেয়ে চলে গেল রেল স্টেশনে।' *মণীশ*, ১৯৬১।

ভাষাবিবরণ [স] *বি* ভাষার ব্যাখ্যা। 'যথাসাধ্য তাহার ভাষাবিবরণ করিয়া তাহার সংমুখে রাখে।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

ভাষাবিশ্লেষণ [স] *বি* ভাষার ব্যবচ্ছেদ। 'সংস্কৃত ভাষাবিশ্লেষণের সূত্রাদিতে ভরা।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাষাবিহীন [স] *বিণ* কথাহীন। 'ভাষাবিহীন অজানিতের গানে/ সকাল-সাঁঝে পরান মম টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভাষাবিহীনা [স] *বি স্ত্রী* ভাষাহীন যে। 'নীপবন হতে সৌরভে আনে ভাষাবিহীনার ভাষ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাষাভরা *বিণ* বক্তব্যপূর্ণ। 'মেয়ে শুধু দুটি ভাষাভরা আঁখি ফিরাল মায়ের পানে।' *জসীম*, ১৯২৯।

ভাষাভাষী [স] *বিণ* ভাষা ব্যবহারকারী। 'বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমান।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

ভাষাভিজ্ঞ [স] *বিণ* ভাষার জ্ঞান আছে এমন। ' আমাদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষাভেদ [স] *বি* ভাষার ভিন্নতা। 'শত দেশভেদ এবং সহস্র ভাষাভেদ সত্ত্বেও।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ভাষাভোলা *বিণ* ভাষাকে ভুলিয়ে দেয় এমন। 'যে সুরে ভরিলে ভাষাভোলা গীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

ভাষাভ্যাস [স] *বি* ভাষা অনুশীলন। 'তৎকালে যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাস করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভাষাভ্যাসার্থ [স] *ক্রিবিণ* ভাষা অনুশীলনের জন্যে। 'বঙ্গ ভাষাভ্যাসার্থ যে নূতন পাঠশালা স্থাপিত হওনের কল্প হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

ভাষামার্গ [স] *বি* ভাষার ব্যবহার। 'ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

ভাষামূলক [স] *বিণ* ভাষাভিত্তিক। 'আমাদের চলিত ভাষামূলক আধুনিক সাহিত্য ভাষার আদর্শ এখনো পাকা হয়নি বলে লেখকদের রুচি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'কৃষ্টিগত ঐক্য; ভাষামূলক ঐক্য; স্বার্থসম্বন্ধীয় ঐক্য; এবং আদর্শমূলক ঐক্য।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভাষার ইট *বি* ভাষার প্রধান উপাদান। 'ধ্বনি নিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভাষা রচনা [স] *বি* বাক্য রচনা। 'যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষারচিত [স] *বিণ* ভাষা দ্বারা নির্মিত। 'সাহিত্যকে মানুষের চারিদিকে ভাষারচিত প্রকাশমণ্ডলীরূপে একবার দেখো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাষার জাত *বি* ভাষার স্বরূপ; ভাষাগোষ্ঠী। 'ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার করে ভাষার জাত নির্ণয় করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভাষার পুথি *বি* অভিধান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাষারহস্য [স] *বি* ভাষার গূঢ় তাৎপর্য। 'ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভাষার্থ [স] *বি* বাক্যের অর্থ। 'ভাষার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভাষাশিক্ষা *বি* ভাষার অনুশীলন। 'অনেকে ভাষাশিক্ষাকেই প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা বোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষাশিল্পী [স] *বি* সাহিত্যিক। 'রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো ভাষাশিল্পী সমগ্র বাংলা ভাষাতে তো নয়ই ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাষাশূন্য [স] *বিণ* নির্বাক। 'এলোমেলো থামগুলি সব/ ভাষাশূন্য চেয়ে ছিল উদাসীন অব্যক্ত, নীরব।' *হোসেন*, ১৯৪০।

ভাষা-সাঙ্কর্য [স] *বি* ভাষার মিশ্রণ। 'বাঙালীর রক্ত-সাঙ্কর্যের ন্যায় ভাষা-সাঙ্কর্যও একটি বৈশিষ্ট্য।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

ভাষাসূত্রে [স] *ক্রিবিণ* ভাষার সম্পর্ক ধ'রে। 'তা ফরাসি মনীষীদের কাছে ধরা পড়ে এবং তাও এক হিসেবে ভাষাসূত্রে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ভাষাসৃষ্টি [স] *বি* ভাষা গড়ে তোলা। 'ভাষার অন্তরে একটি প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে, সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধ শক্তি, ভাষাসৃষ্টি-কার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ভাষাসৌধ [স] *বি* ভাষারূপ সৌধ। 'অপূর্ব্ব ভাষাসৌধ নির্ম্মিত হইবে।' *বাসনা*, ১৯০৯।

ভাষাসৌষ্ঠব [স] *বি* ভাষার সৌন্দর্য। 'আর ভাষাসৌষ্ঠব ও রুচিসৌষ্ঠবের দিক দিয়েও অনেক উন্নতি হ'য়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভাষাহরা [স] *বিণ* ভাষা অর্থাৎ কথা কেড়ে নিয়েছে এমন; বাক্য হরণকারী। 'প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভাষাহারা *বিণ* ভাষা হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায় পরান কেঁদে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করেছে আকুতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভাষাহীন [স] ১ *বিণ* নির্বাক। 'আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* ভাষা নেই এমন। 'ভাষাহীন মনোহীন প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট সুন্দর শিশুটি আমার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাষাহীন কাকলি [স] *বি* নির্বাক অভিব্যক্তি। 'মন-উদাসীন ওই আশাহীন/ ওই ভাষাহীন কাকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভাষোৎপন্ন [স] *বিণ* ভাষা থেকে উৎপন্ন। 'জর্ম্মাণ ভাষোৎপন্ন শব্দ ব্যবহার।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ভাষা[২] *ক্রি* বলা। **ভাষে** *ক্রি* বলে। 'দ্বিজ শ্রীমানিক ভাষে অভয় চরণ-আশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাষিত [স] ১ *বিণ* লিখিত। 'উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* রচিত। 'পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে ভাষিত করিয়া প্রকাশ করণেচ্ছু হইয়াছি ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ৩ *বিণ* অনুবাদিত; তরজমাকৃত। 'আবুল মালের ভাষিত গ্রন্থ কলিলহদমনঃ নামে খ্যাত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষ্য [স] ১ *বি* বক্তব্য; টীকা। 'সূত্রের যে অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমাদের জ্ঞান আপ্তবাণীর ভাষ্যে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯। ২ *বি* ব্যাখ্যা; শাস্ত্রের সহজ আলোচনা। 'ব্রাহ্মধর্ম্মের বাঙ্গলা ভাষ্য প্রস্তুত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভাষ্যকার [স] *বি* ব্যাখ্যাকারী। 'এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাষ্যমেঘ [স] *বি* ভাষ্যরূপ মেঘ। 'স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাষ্যাদি [স] *বিণ* ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থাদি। 'তাঁহার আজ্ঞানুসারে মত প্রকাশ জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থসমূহ রচনা করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভাষ্যানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* ব্যাখ্যা অনুসারে। 'শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ী বেদান্তচর্চা ও বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান সাধনই তাঁহাদের মুখ্য ধর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভাস[১] [স] ১ *বি* দীপ্তি। 'সিন্দূর তিলক তরনি সম ভাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* আভাস; চিহ্ন। 'বৈরাগী হইয়া এত খায় বৈরাগ্যে নাহি ভাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাস[২] [ই] *বি* ফুলদানি। 'আপনারা যে রকম মিঙ বংশের ভাস নিয়ে মাতামাতি করেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভাসন [স] *বি* ভাসা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ভাসন্ত [স] *বিণ* ভাসছে এমন। 'মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ভাসমান [স] ১ *বিণ* দীপ্তিমান। 'তাহা ইঙ্গরেজী ও পারস্য ভাষায় ভাসমান হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* ভেসে থাকে এমন। 'স্রোতোবেগচালিত ভাসমান শুভ্রতুষারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভাসত্র পত্র *বি* আইনের তদন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাসা[১] [স ভাস্>] ১ *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। 'বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস। লখএ কোকিল গাএ সহাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* জলের উপর ভর করে থাকা। 'স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়েছি।' *মুরারি*, ১৫৭০; 'পইরন কাপড় তার ভাসাইয়া নিল সোতে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *ক্রি* উৎফুল্ল হওয়া। 'শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *ক্রি* ওড়া। 'হৃদয় মোর মেঘের মতো/ আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ *ক্রি* দূর হওয়া। 'অসার ধর্ম্ম আরবদেশ হইতে একেবারে ভাসিয়া যাইবে।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ৬ *ক্রি* মিলিয়ে যাওয়া। 'যে সুর উষার বাণী বয়ে আকাশে যায় ভেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। ৭ *ক্রি* প্লাবিত হওয়া। 'মাঠ ভেসে যায় জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **ভাসত** *ক্রি* ভেসে থাকে। 'তরঙ্গে ভাসত গোপি ইসিদা লিলাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাসলি** *ক্রি* ভেসে গেলো। 'তনুক পসেসে পসাহনি ভাসলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাসাইনু** *ক্রি* ভাসালাম। 'কুলশীল সব ভাসাইনু জলে।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **ভাসায়্যা** *ক্রি* ভাসিয়ে। 'কে ভরে জলসে ভাসায়্যা কলসে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ভাসাল** *ক্রি* ভাসিয়ে দিলো। 'ভাসাল ঘোষণা-পোতে, এই কথা।' *মাইকেল*, ১৮৬৫। **ভাসি** *ক্রি* ভাসে। 'রসের সাগরে জেন সব গোপি ভাসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাসিআ** *ক্রি* ভেসে। 'বসিআ তরুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তলে ভাসিআ লোচন জলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভাসিএ** *ক্রি* ভাসিয়ে। 'ভকতবৎসল যান ভুবনে ভাসিএ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ভাসিও** *ক্রি* ভাসিয়ে দিও। 'পুরান পিরীতিখানি না ভাসিও দূর।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভাসিয়া** *ক্রি* ভেসে। 'ভাসিয়া বেড়ায় লোক গোকুলে জত বৈসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাসে** *ক্রি* ভেসে থাকে। 'রসোমোহদধি মাঝে বৃজাঙ্গনা ভাসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাস্যা** *ক্রি* ভেসে। 'ভাস্যা গেল ডাঁটি-পাতা কোথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভেসে** *ক্রি* ভাসমান হয়ে। 'উঠিস না রে ভেসে পেয়ে যন্ত্রণা।' *লালন*, ১৮৯০। **ভেস্যা** *ক্রি* ভেসে। 'তদন্তিকে ভগবান গেলা ভেস্যা ভেস্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাসা[১] ১ *বিণ* কোটরাগত নয় এমন। 'বর্ণ বেশ শ্যাম, বেশ ভাসা চোখ।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বিণ* ভাসমান। 'ভোলা মনের স্রোতে ভাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ভাসা পত্র *বি* লিখিত দলিল। 'এই করারে ভাসা পত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ভাসা ভাসা ১ *বিণ* অগভীর। 'মাসিক পত্রিকা পড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই-চারটি করে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* অস্পষ্ট। 'সব ভাসাভাসা।' *ফজলুল*, ১৯১৩; 'ভাসাভাসা কয়েকটি ছবি আমার মনে উদয় হয়।' *জসীম*, ১৯৬৪।

ভেসে আসা ১ *ক্রি* ভাসমান হয়ে আসা। 'আকাশ হইতে ভাসিয়া আইল রে!।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই এমন। 'পূর্ব বাংলার ভেসে-আসা লোক, এদের পাড়া-প্রতিবেশী কম।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

ভেসে ওঠা *ক্রি* মনে পড়া। 'সে তো ভেসে ওঠা ম্লান আমার মায়ের মুখ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভেসে যাওয়া ১ *ক্রি* প্লাবিত হওয়া। 'বৃষ্টির জলে আপনারা ভাসিয়া যায়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *ক্রি* ভাসমান হওয়া। 'প্রাণের বাসনা আকুল হইয়া কোথায় যাইবে ভাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* উচ্ছন্নে যায় এমন। 'প্রাত্যহিকতার স্রোতে ভেসেযাওয়া জীবনের পথ নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভাসান ১ *বি* জলে বিসর্জন। 'প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোল।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* ভাসমান অবস্থা। 'এ একরকম আনন্দের ভাসান।' *অবন*, ১৯২৫। ৩ *বি* লোকগীতিকাবিশেষ। 'মনসার ভাসান শুনিতে গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভাসান-খেলা *বি* ভাসিয়ে দেওয়ার খেলা। 'মোরে কি করিবে সখী প্রলয়ের ভাসান-খেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ভাসান-জাহাজ [ভাসান+আ জাহাজ] *বি* জলের উপর ভেসে চলে যে জাহাজ। 'যুদ্ধের জন্য ভাসান-জাহাজ, ডুব-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, এ-সমস্ত তৈরি করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভাসান যাত্রা [ভাসান+স যাত্রা] *বি* লোকগীতিকা বিষয়ক যাত্রাপালা। 'বাজারে আজ ভাসান যাত্রা হইতেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভাসানের গান *বি* ভাসান যাত্রার পালা। 'ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভাসানো *ক্রি* ছড়িয়ে দেওয়া। 'তুমি স্বপ্ন ভাসাও দূর আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাসেরভিটা *বি* বসতবাড়ি; বসতবাড়ির ভিত্তি। *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ভাস্কর [স] ১ *বি* সূর্য। 'ভাস্কর দায়ক কি স্থির আকলএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* কাঠ, ধাতু, পাথর প্রভৃতি দিয়ে মূর্তিনির্মাণ করে যে। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'শোভান্বিত চক চিনার ভাস্করেরা তাহার চুনকামকারক।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভাস্করশিল্প [স] *বি* ভাস্কর্য শিল্প। 'তাজমহল ভাস্করশিল্পের মুকুটমণিস্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভাস্কর-শিল্পী [স] *বি* ভাস্কর্য নির্মাণ করে যে। 'পাথর কাটাবার স্বতন্ত্র ক্রিয়া ধরে একদল হল ভাস্কর-শিল্পী।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাস্করশ্রেষ্ঠ [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-নির্মাতা। 'বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাস্করশ্রেষ্ঠের বাটালীর অপেক্ষায় আছে।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

ভাস্কর্য, ভাস্কর্য্য [স] ১ *বি* মূর্তি। **ভাস্কর্যশিল্প, ভাস্কর্য্যশিল্প** [স] *বি* ভাস্কর্য বিষয়ক শিল্প। 'ভারতের আগ্রানগরস্থ, ভাস্কর্য্যশিল্পের মুকুটমণিস্বরূপ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* মূর্তিবিষয়ক বিদ্যা। 'চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভাস্কর্যকলা [স] *বি* ভাস্কর্য শিল্প। 'চিত্রকলা সংগীতকলা ভাস্কর্যকলা মাথা তুলতে পারলে না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ভাস্কর্য-নৈপুণ্য [স] *বি* ভাস্কর্য নির্মাণকৌশল। 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লোকদের ভাস্কর্য-নৈপুণ্য ইহাকে চিরস্থায়িত্ব দান করেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভাস্কর্যপটু [স] *বিণ* ভাস্কর্য তৈরিতে দক্ষ। 'সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভাস্বতী [স] *বিণ স্ত্রী* উজ্জ্বল। 'গোবিন্দদাসের কবিতায় এ ভাস্বতী কিরণমালা বিকীর্ণ করিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভাস্বর[১] [স ভ্রাতৃশ্বশুর] *বি* স্বামীর বড়ো ভাই। 'কিছু না বলিল দেবি ভাস্বর দেখিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাস্বর[২] [স] *বিণ* উজ্জ্বল। 'কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে অসিবর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভাহে [স ভাব্>] *ক্রি* ভাবে। 'ক্ষণেক বঙ্কিমে চাহে মনে আন নাহি ভাহে সমদৃষ্টে ক্ষেণে নিরীক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভিক, ভীক [স ভিক্ষা] *বি* ভিক্ষা। 'আইনু ভিক্কের আশে নাগ্রি দিলি ভিক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ভীক।' *ওর্সা*, ১৭৮২। *দ্র* **ভিখ**

ভিকারী *বি* প্রার্থী। 'নাগর সকল হয়ে মদন ভিকারী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ভিকিরি [স ভিক্ষা>] *বি* ভিক্ষুক। 'অগ্‌গরদানি ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভিক্টোরিয়া-ক্রস [ই] *বি* ইংরেজ শাসনামলে যুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতার সৈন্যদের প্রদত্ত সর্বোচ্চ পদক। 'কাপুরুষতার জন্য কেবল প্রকাশ্যে ভিক্টোরিয়া-ক্রস দেওয়া হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভিক্টোরিয়া রিজিয়া [ই] *বি* বড়ো আয়তনের জলজ ফুলবিশেষ। 'বড় বড় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ফুটিয়া আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভিক্টোরীয় [ই] ১ *বিণ* রানী ভিক্টোরিয়ার যুগ সম্পর্কিত। 'তাহাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ বিষয়বস্তু বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন। 'ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুবকেরা হাসাহাসি করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভিক্ষা [স] ১ *বি* দাতার অনুগ্রহ বা দান। 'ভিক্ষা মাঙ্গহ ঘরে ঘরে।' *বড়ু*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ ৫৪৮ ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

১৪৫০। ২ *বি* ভিক্ষা প্রার্থনার কাজ। 'তার ভরে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* বর। 'চণ্ডিকা বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধুপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* প্রার্থনা। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৫ *বি* জমিদার কর্তৃক প্রজার কাছ থেকে নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত বা অন্যায়ভাবে গৃহীত অর্থ। 'তিনি (জমিদার) মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্ব্বক অপহরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৬ *বি* জমিদারের পিতা-মাতার মৃত্যুতে প্রজাদের প্রদেয় কর। 'জমিদারের পিতা মাতা মরিয়াছেন, ভিক্ষা দিয়া তাঁহার মান বাঁচাইতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ৭ *বি* চাঁদা আদায়। 'চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভিক্ষাচর্য [স] *বি* ভিক্ষুকের পেশা। 'বিবসন নির্ভূষণ ভিক্ষাচর্যের গৌরব ভারতবর্ষেরই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভিক্ষাজীবিতা [স] *বি* ভিক্ষাবৃত্তি দিয়ে জীবিকা। 'ভিক্ষাজীবিতায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভিক্ষাজীবি [স ভিক্ষাজীবী] *বি* ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে। 'ভিক্ষাজীবি হব সর্বলোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভিক্ষাজীবী [স] *বিণ* অন্যের দানে জীবিকানির্বাহকারী। 'আমি একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

ভিক্ষাঝুলি [স ভিক্ষা+মু ঝোলা] *বি* ভিক্ষদ্রব্য রাখার থলে। 'করি করজোড় ভরি ভিক্ষাঝুলি!' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভিক্ষাটন [স ভিক্ষা>] *বি* ভিক্ষাবৃত্তি। 'ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিয়ে করি ভিক্ষাটন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভিক্ষাধর্ম [স] *বি* ভিক্ষা করার কাজ। 'ভিক্ষাধর্মও যথানিয়মে পালিত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভিক্ষানির্বাহণ, ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ [স] *বি* ভিক্ষা গ্রহণ। 'তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভিক্ষান্ন [স] *বি* ভিক্ষালব্ধ অন্ন। 'আসিয়াছি এক-মুঠা ভিক্ষান্নের তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভিক্ষাপাত্র [স] *বি* ভিক্ষার পাত্র। 'দাঁড়িয়ে হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়া?' *নজরুল*, ১৯২২।

ভিক্ষাপুত্র [স] *বি* উপনয়নকালে কোনো নারীকে মা ডেকে ভিক্ষাগ্রহণকারী ব্রাহ্মণকুমার। 'ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিত অর্থসঙ্গতি করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'সরস্বতীর বরপুত্র বা ভিক্ষাপুত্র বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা বড়োই প্রবল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভিক্ষাপূর্ণ [স] *বিণ* প্রার্থনাপূর্ণ। 'ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ!' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভিক্ষাবৃত্তি [স] *বি* ভিক্ষুকের পেশা। 'মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভিক্ষাবৈরাগ্য [স] *বি* ভিক্ষার প্রতি উদাসীনতা। 'এই ভিক্ষাবৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভিক্ষাভরা *বিণ* অনুগ্রহপূর্ণ। 'বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভিক্ষাভাণ্ড [স] *বি* ভিক্ষদ্রব্য রাখার পাত্র। 'গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভিক্ষা মাগা *ক্রি* ভিক্ষা চাওয়া। 'ভিক্ষা মাগে পঞ্চভাই নগরে নগরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভিক্ষামুঠি [স ভিক্ষামুষ্টি] *বি* ভিক্ষার মুষ্টি। 'মাগিছ ভিক্ষামুঠিরে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভিক্ষামুষ্টি [স] *বি* প্রতিগৃহ বা জনের কাছ থেকে এক মুঠা পরিমাণ দ্রব্য ভিক্ষা; এক মুঠি ভিক্ষা। 'আমাদের মনের অর্ঘ – ভিক্ষার অঞ্জলি, জগতের অর্ঘ – ভিক্ষামুষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ভিক্ষার ঝুলি *বি* ভিক্ষা রাখার থলে। 'ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া তোমার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভিক্ষারূপে *ক্রিবিণ* ভিক্ষা হিসেবে। 'যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভিক্ষার্থ [স] *ক্রিবিণ* ভিক্ষার জন্য। 'বাম হস্তে ঝুলী ও খর্পর ও দক্ষিণ হস্তে চিমটা লইয়া ... ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভিক্ষার্থী [স] *বি* ভিক্ষা প্রত্যাশী ব্যক্তি। 'যখন কোন ধনহীন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ভিক্ষালব্ধ [স] *বিণ* ভিক্ষা করে পাওয়া গেছে এমন। 'উঞ্ছবৃত্ত দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভিক্ষে [স ভিক্ষা] *বি* ভিক্ষা; দান। 'প্রাণ ধরে দিতে পারবি ভিক্ষে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া – ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্যের মান বিচার অনর্থক। 'ভিক্ষের চাল কাঁড়াই হোক আর আকাঁড়া – তাই ঝোলায় ভর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভিক্ষেশিক্ষে [স ভিক্ষাশিক্ষা] *বি* ভিক্ষা বা অন্য কোনো প্রার্থনা। 'ও ভিক্ষেশিক্ষের কথা আমি হুজুরে কিছু বলিতে পারিব না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ভিক্ষোপজীবি [স ভিক্ষোপজীবী, সমাসে -জীবি] *বিণ* ভিখারি। 'ইহারা ভিক্ষোপজীবিসম্প্রদায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভিক্ষোপজীবিকা [স ভিক্ষা-উপজীবিকা] *বি* ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করা। *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভিক্ষোপজীবী [স] *বিণ* ভিক্ষুক। 'গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

ভিক্ষু [স] ১ *বি* ভিক্ষুক। 'আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ২ *বি* বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। 'মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভিক্ষুওয়ালা [স ভিক্ষু+হি ওয়ালা] *বিণ* ভিক্ষাজীবী। 'অশিক্ষিত ও ভিক্ষুওয়ালা জাতিতে পরিণত।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

ভিক্ষুকন্যা [স] *বি* বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মেয়ে। 'ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভিক্ষুণী [স] *বিণ স্ত্রী* সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। 'ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভিক্ষু ধর্ম [স] *বি* ধর্মের কাঙাল। 'আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু ধর্ম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভিক্ষুশালা [স] *বি* আশ্রয়। 'ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভিক্ষুক [স] ১ *বি* ভিখারি। 'তবে যত নট ভাট ভিক্ষুক সবারে।' *বৃন্দা*,

AMARBOI.COM

১৫৮০। ২ *বিণ* প্রার্থনাকারী। 'ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ। 'ধর্ম্মবেত্ত ও ভিক্ষুকদিগকে বিস্তর সমাদর করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভিক্ষুকজাতি [স] *বি* পরনির্ভরশীল জাতি। 'বর্ত্তমান ভিক্ষুকজাতির ভবিষ্যতে যে কি দশা ঘটিবে ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৭০।

ভিক্ষুকতা [স] *বি* ভিক্ষাবৃত্তি। 'ভিক্ষুকতা যতদূর পর্যন্ত উদ্ধত স্পর্ধার আকার ধারণ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভিক্ষুকবচন [স] *বি* ভিক্ষুকের কথা। 'প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুকবচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভিক্ষুকবিদায় [স] *বি* ভিক্ষাদান। 'বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদায় করিবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভিক্ষুকবেশী [স] *বিণ* ভিক্ষুকের বেশধারী। 'অশিক্ষিত অনাহারক্লিষ্ট ভিক্ষুকবেশী মুসলমান।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৪।

ভিক্ষু ধর্ম দ্র **ভিক্ষু**

ভিক্ষুশালা দ্র **ভিক্ষু**

ভিখ, ভীখ [স ভিক্ষা] *বি* ভিক্ষা। 'হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী।' বড়ু, ১৪৫০; 'সাস বচন হম ভীখ লই গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভিখ মাগা *ক্রি* ভিক্ষা চাওয়া। 'আমি কহিলাম, শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভিখ-মাঙ্গা *বিণ* ভিক্ষা মাগে এমন। 'মুসলমান আজ ভিখ-মাঙ্গা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভিখারি, ভিখারী [স ভিক্ষাকারী>] ১ *বি* ভিক্ষুক। 'পরধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী।' বড়ু, ১৪৫০; 'পতি মোর জনম-ভিখারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ভিখারির মতো দুর্বল। 'সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী বধিল সম্মুখ রণে?' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* লোলুপ। 'সে রাজ্যধনের ভিখারী নহে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৪ *বিণ* সর্বস্বহীন। 'এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভিখারিনী, ভিখারিণী [স ভিক্ষাকারিণী>] *বি স্ত্রী* ভিক্ষুক। 'রাজরাণী, ভিখারিণী, ধনীর সহধর্ম্মিণী ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনী জীর্ণ বস্ত্র পাতি ঘুমায়ে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভিখারী-দশা [স ভিক্ষাকারিণী-দশা] *বি* ভিক্ষুকের মতো পরনির্ভরশীল অবস্থা। 'এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভিখিরি, ভিখিরী [স ভিক্ষাকারী] *বি* ভিক্ষুক। 'কাঙাল ভিখিরি কলু মালী চাষি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'উদ্‌ভ্রান্ত ভিখিরী হয়ে ঘোরে মনীষার মন্বন্তরে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ভিখিরিনী, ভিখিরিণী [স ভিক্ষাকারিণী] *বি স্ত্রী* ভিক্ষা করে যে। 'তবু এ ভিখিরিনী তিনজন বৌড়া, খুড়ো, বেয়াইয়ের টানে –।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'রাতের আঁধারে ফুটপাতে আসে/ ভিখিরিণী তার নি-ছাদ ঘরে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ভিজার *বিণ* উর্বর। 'হানি বরষা সহসা "মিকাইল" করে উষর আরবে ভিজার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভিজুর [স ভৃঙ্গরোল] *বি* ভিমরুল। 'ভিজুরের কামড়ে জর্জ্জর সর্ব্বজন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ভিজা[১] *ক্রি* ভিজে যাওয়া। 'কাঞ্চুলী ভিজিআঁ গেল ঘামে।' বড়ু, ১৪৫০। **ভিজয়** *ক্রি* ভিজে। 'না ভিজয় জলেত অগ্নিত না পোড়য়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভিজিআঁ** *ক্রি* ভিজে। 'কাঞ্চুলী ভিজিআঁ গেল ঘামে।' বড়ু, ১৪৫০। **ভিজিল** *ক্রি* সিক্ত হলো। 'ইন্দ্রের আখির জলে বয়ান ভিজিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভিজা[২], **ভিজে** *বিণ* শুকনা নয় এমন; সিক্ত। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'সে সমুদয় ভিজা তৃণ বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, লইয়া চলিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ভিজামাটি *বি* সিক্তমাটি। 'ভিজামাটির গন্ধে মানুষ হইয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভিজায়ে রাখা *ক্রি* সিক্ত ক'রে রাখা। 'তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।' *জসীম*, ১৯২১।

ভিজে-বেড়াল *বিণ* দেখতে নিরীহ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দুষ্ট। 'এই রকম ভিজে-বেড়াল গোছ লোকগুলোকে আদতে চিনিতে পারা যায় না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভিজে হাওয়া *বি* জলে ভেজা বাতাস। 'বাদলার ভিজে হাওয়া দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভিজানো *ক্রি* সিক্ত করা। 'পাষাণ-বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভিজিট [ই] ১ *বি* পরিদর্শন। 'দিসি বিলিতি যমেরা অবস্থা ও রেস্ত মত পাড়ি পাল্কি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাওয়া। 'ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রত্যর্পণ করতে যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* চিকিৎসককে প্রদেয় দর্শনী। 'ডাক্তার অসম্ভব ভিজিট বাড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'বাড়ি ফিরে মামাকে বল, মোটা রকম ভিজিট পাঠিয়ে দিতে আমায়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভিজিটওয়ালা [ই ভিজিট+হি ওয়ালা] *বিণ* দর্শনী দিতে হয় এমন। 'ষোল টাকা ভিজিটওয়ালা ডাক্তারের দামী ঔষধ সমস্তটা ফেলিয়া দিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভিজিট প্রত্যর্পণ করা *ক্রি* কেউ বেড়াতে এলে তার বাড়িতেও বেড়াতে যাওয়া। 'ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রত্যর্পণ করতে যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভিজিটিং আওয়ার্স, ভিজিটিং আওয়ারস [ই] *বি* সাক্ষাতের সময়। 'কখন ভিজিটিং আওয়ারস?' *শিবরাম*, ১৯৭০; 'এখন ভিজিটিং আওয়ার্স নয়।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ভিজিটিং কার্ড [ই] *বি* নিজের পরিচয়-সংবলিত ছোটো কার্ড। 'গোকুলের পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বেরুল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভিজিটিং স্লিপ [ই] *বি* কার্যালয়ের তথ্য সংবলিত ছোটো কার্ড। 'একবার তাকিয়ে দেখলাম, অফিসেরই ছোট্ট ভিজিটিং স্লিপ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ভিজিটর, ভিজিটার [ই] *বি* অতিথি; দর্শনার্থী। 'এখানকার মতো ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রত্যর্পণ করতে যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'মেয়েরা পিয়ানো বাজায় ... ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভিটরে *বিণ* দুষ্ট। 'দেখি এক ভিটরে শেয়াল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভিটা, ভিটে [স ভিত্তি] ১ *বি* ঘরের ভিত। 'কোদালে কাটিয়া ফালায় ঘর ভিটার মাটী।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'কস্তুরী অম্বর ভিটা অতি দিব্যস্থান।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* পৈতৃক বাস্তুভূমি। 'হাপন ভিটায় আসিয়া বসতি করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'বাপধন বাছা মোর ছেড় নারে ভিটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* বসত ঘর। 'যখন ভিটেয় হও বসতি/ দিয়েছিলে খোশ-কবলিতি।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* হৃদয়। 'মার চোখে শিশির-ভোর/ স্নেহের রোদে ভিটে ভরেছে।' *ওবায়দুল্লাহ*,

১৯৭৪।

ভিটাছাড়া *বিণ* বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদকৃত। 'আপন নামে খারিজ করিয়া লইয়া উহাকে ভিটাছাড়া করেন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

ভিটাবাড়ি, ভিটেবাড়ি ১ *বি* স্থায়ী বসতবাড়ি। 'বাপদাদার ভিটাবাড়ি।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* বসবাসের বাড়ি ও বাড়ি-সংলগ্ন জায়গা। 'ঐখানেই রাজাবাহাদুরের পূর্বপুরুষের ভিটেবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'মহাজন দেনায় দিয়েছে ক্রোক ভিটেবাড়িখানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভিটামাটি, ভিটেমাটি *বি* বাস্তুভিটা। 'আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচজাতির ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিয়া দিই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'সুদের সুদটি শুষে নিয়ে বেচে ভিটেমাটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'দরিদ্র আরবদের জমিজমা ভিটামাটি উচ্চ মূল্যে নিলামে বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে।' *চাষী*, ১৯৩৬।

ভিটায় ঘুঘু চরানো, ভিটেয় ঘুঘু চরানো ১ *ক্রি* উচ্ছেদ বা সর্বনাশ করা। 'অনেক লোকের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়াছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* সর্বস্বান্ত করা। 'তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভিটিভুটি *বি* বসতভিটা ও এর চারপাশের ভূমি। 'গাছপাছড়া ভিটিভুটি সমান করে ফেলি।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ভিটামিন, ভিটেমিন [ই] *বি* খাদ্যের জীবনীশক্তিবর্ধক উপাদান; খাদ্যপ্রাণ। 'বিড়ির পাতায় ভিটামিন পাওয়া গেছে না কি?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'বাঙালির খাদ্যে ভিটেমিনের প্রভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভিড়, ভীড় [হি ভীড়] ১ *বি* বহুলোকের একত্র সমাবেশ। 'ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বহু ব্যাপারের এক সাথে সমাবেশ। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'কর্ম্মের ভিড়ের সীমা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* অনেক মানুষের উপস্থিতি। 'পথিকের ভিড় দেখে বুঝতে পারলুম পুরী খুব কাছে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভিড়ন *বি* দল; সঙ্ঘ। 'জাহার ভিড়নে রয় সোল শয় তাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভিড়যুক্ত [ভিড়+স যুক্ত] *বিণ* ঘনবিন্যস্ত। 'বস্তি এলাকা ও ভিড়যুক্ত আবাসগৃহ ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

ভিড়ের লোক *বি* আর দশজনের মতো সাধারণ মানুষ। 'আমাকে তুমি মনে কোরো না ভিড়ের লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভীড় করে দাঁড়ানো *ক্রিবিণ* এক সঙ্গে দাঁড়ানো। 'শীলু আর তার মা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলেন।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

ভিড়া [স বেষ্টন] ১ *ক্রি* ঘেঁষা। 'সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।' *চর্যা* ১, ১২০০। ২ *ক্রি* জলযানের তীরসংলগ্ন হওয়া। 'বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **ভিড়ি** ১ *ক্রি* ঘেঁষে। 'সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।' *চর্যা* ১, ১২০০। ২ *ক্রি* বেষ্টন ক'রে। 'বুঝিল কাহ্নের মন ভিড়ি চাহে আলিঙ্গন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভিড়িআঁ** *ক্রি* বেষ্টন ক'রে। 'লঙ্গ মালতীএঁ খোপা ভরাআঁ ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভিড়ে** *ক্রি* কাছে আসে; ঘেঁষে। 'প্রমত্ত কুঞ্জর জেন ভিড়ে দন্তে দন্তে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভিড়ানো *ক্রি* মেলানো। 'এক-আধজনের সঙ্গে নিজেকে ভিড়িয়ে ফেলবার জন্য।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ভিণ্ডি *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'মারিল মুকুটি ভিণ্ডি আপনা শকতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভিত১, ভিৎ [স ভিত্তি] ১ *বি* দিক। 'তোহ্মে এক ভিতে হৈবেঁ আহ্মা লআঁ দোষ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ফাঁক। 'বাঁশী নির্লে কোণ ভিতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* ভিত্তি। 'সেই জলে উর্দ্ধে শোধি ভিত প্রক্ষালিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *ক্রিবিণ* পরিবর্তে। 'এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ভিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৫ *বি* তীর। 'উঠিতে নারিনু ভিতে।' *দ্বীচণ্ডী*, ১৬০০। ৬ *বি* ধার। 'এক ভিতে বসিল মারাটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৭ *বি* স্থান। 'সিংহলের গণে গুলি নিল নিজ ভিতে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৮ *বি* দেহ। 'দেখিতে তোমার ভিতে দহে মোর প্রাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৯ *বি* পাশ। 'সতেক দূরে গাড়ে ঘরের চারি ভিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ১০ *বি* উঁচু জায়গা। 'এক ভিতেতে পসারির দোকান।' *রামরাম*, ১৮০১। ১১ *বি* ভিত্তি; দেয়ালের যে অংশ মাটির নীচে থাকে। 'পোড়ো বাড়ির ভাঙা ভিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ১২ *বি* সূচনা; শুরু। 'আমাদের স্বজাতিকে তার ভিৎ থেকেই গড়ে তুলতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯২০। ১৩ *বি* বসতবাড়ি। 'পাঁচকুড় গ্রামে ছিল তার ভিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভিতপত্তন *বি* সূচনা। 'আমাদের দেশে স্বরাজের ভিতপত্তন করতে হলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ভিত-ভুঁইছাড়া *বিণ* ভিটেমাটিহীন। 'গঞ্জে আলীর লাহান ভিত-ভুঁইছাড়া মানুষের পক্ষে রাজি না হইয়া উপায়ই বা কী ছিলো?' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ভিত২ [স ভীত] *বিণ* ভীত। 'ঔষধ করিল জত তত রূপে হৈনু ভিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভিতর, ভীতর ১ *বি* অভ্যন্তর। 'স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'আমি তো ছ-মাসের ভিতর একটি রুগীর মুখ দেখলেম না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ভিতরকার ১ *বিণ* অভ্যন্তরীণ; ভিতরের। 'সমাজের ভিতরকার কাজ করাকে কত তুচ্ছ জ্ঞান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* হৃদয়গত। 'এ হচ্ছে ভিতরকার জিনিস।' *অবন*, ১৯৪১।

ভিতর ঘর *বি* অন্তঃপুর। 'দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভিতর জাওন *বি* প্রবেশ করা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

ভিতরতলা *বি* অন্তস্তল। 'মনের ভিতরতলায় যে মন আছে সেখানে দুরাকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিব না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভিতর-বাড়ি, ভিতর বাড়ী *বি* অন্দরমহল। 'আমাদের দেশের মত এখানে বাহির বাড়ী ও ভিতর বাড়ী নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'ভিতর-বাড়ি থেকে যাচ্ছে শোনা ধমক-ধামক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভিতরে ভিতরে *ক্রিবিণ* গোপনে গোপনে। 'অথচ ভিতরে ভিতরে হৃদয় গলিয়া ক্রমে ক্রমে আর-একরূপ হইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভিতরের কথা *বি* গোপন বিষয়। 'দেশবরেণ্য নেতার ভিতরের কথা ফাঁক করে দেবার হুমকী দিয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভিতরের দিক *বি* মনোলোক। 'জীবনের ... ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভিতু [স ভীত>] *বিণ* ভয় পেয়েছে এমন। 'মহাশএর আশীর্ব্বাদপত্র পাইয়া এ খরিদানফর বড়ই ভিতু হইল।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

ভিত্তি [স] ১ *বি* দেয়াল। 'উর্দ্ধ অধঃ ভিত্তি গৃহ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* নিম্নতম কাঠামো। 'গঙ্গাতীরে রাস্তার ধারে জলের ভিতর ভিত্তি।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ৩ *বি* মূল। 'একতাই জাতীয় শক্তির ভিত্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৪ *বি* গ্রহণযোগ্যতা। 'আইন বিধিবদ্ধ হইলে ইংরাজদিগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৫** *বি* উৎস-উপকরণ। 'মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভিত্তিগাত্র [স] *বি* দেয়ালের নিম্নাংশের গা। 'সেই ছবির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের দুইধারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভিত্তিচিত্র [স] *বি* মূল নকশা বা পরিকল্পনা। 'এসব হচ্ছে ... ভিতরের কথা, ভিত্তিচিত্রের কথা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভিত্তিপত্তন [স] *বি* বুনিয়াদ। 'যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভিত্তিপ্রস্তর [স] *বি* ভিত্তি স্থাপনের স্মারক পাথরের ফলক। 'একটি মোহাজের কলোনীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ভিত্তিশূন্য [স] *বিণ* প্রমাণহীন। 'তাঁহাদের এ বিশ্বাসটি ভিত্তিশূন্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ভিত্তিশূন্য গল্পকে হাদিস বলিয়া ...।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

ভিত্তিস্থাপন [স] **১** *বি* দৃঢ় অবস্থান তৈরি; ভিত প্রতিষ্ঠা। 'সংসারের মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* ভবন ইত্যাদি নির্মাণের আনুষ্ঠানিক সূচনা উপলক্ষে প্রথম ইট স্থাপন। 'বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন-অনুষ্ঠান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভিত্তিহীন [স] **১** *বিণ* অমূলক। 'আমাদের শিক্ষাপ্রণালী মনকে অত্যাবশ্যক বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে এ কথা ভিত্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এ আশা ভিত্তিহীন নয়।' *প্রমথ*, ১৯২০। **২** *বিণ* অবাস্তব। 'ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'ভিত্তিহীন যে বাসা আমার সেখানেই পলাতকরা আসা-যাওয়া করে বার-বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ভিন, ভীন [স ভিন্ন] *বিণ* পৃথক; ভিন্ন। 'ভিন কি দিবোঁর এ বাট বহী বড়ু, ১৪৫০; 'ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কানা গরুর ভিন বাথান।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'তখন সে দূরে ভিন গাঁয়ের দিকে কল্কি আর সূতা হাতে চলিয়া যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভিন-গাঁ *বি* অন্য গ্রাম। 'ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভিনদেশ *বি* অন্য দেশ। 'অজানা ভিন দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভিনদেশী *বি* ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ; বিদেশি। 'ভিন-দেশী বড় আসা যাওয়া করে।' *জসীম*, ১৯৩১।

ভিননারী *বি* অন্য অঞ্চলের নারী। 'বিগানা দেশের বাদিয়ার লাগি এতটুকু দয়া কর তুমি ভিননারী।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ভিনত্রিঃ [স ভিন্ন] *বিণ* স্বতন্ত্র। 'সাধুর অক্ষর ভিনত্রিঃ ছন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভিন ভিন [ধ্বন্যা] *বি* মৌমাছির শব্দ। 'কী মৌমাছি রে বাবা। ভিন ভিন করছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ভিনাস [ই] *বি* (পাশ্চাত্য পুরাণ) সৌন্দর্যের দেবী। 'কারণ ভিনাস, তুমি একদিন ছিলে তার কাছে!' *জীবন*, ১৯৩০।

ভিনিগার [ই] *বি* সিরকা। 'হৈল ভিনিগার বোতলে শ্যাম্পেন ঈর্ষ্যাবশে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ভিনু [স ভিন্ন] *বিণ* পৃথক; আলাদা। 'আপনা হইতে কাহ ভিনু না ভাবিহ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভিন্দিপাল [স] *বি* প্রাচীন ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। 'তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল সেল সাঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভিন্ন [স] **১** *অব্য* ছাড়া। 'অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* আলাদা। 'কপটে জিজ্ঞাসে বাপে পুত্র ভিন্ন নয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* বিদীর্ণ। 'আমি খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!' *নজরুল*, ১৯২২।

ভিন্নতর [স] *বিণ* আলাদা। 'তোমারে ভূমিকা সর্বদা ছিল ভিন্নতর।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ভিন্নতল [স] *বি* আলাদা মর্যাদাস্তর। 'প্রতিভাবান শিল্পী এবং সাধারণ শিল্পরসিক ভিন্নতলের বাসিন্দা।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভিন্নতা [স] *বি* পার্থক্য। 'তাঁহাদের শারীরিক প্রকৃতিও ভিন্নতা প্রাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'এই দুইপ্রস্থ ব্রতের গঠনের ভিন্নতা বেশ স্পষ্ট।' *অবন*, ১৯১৯।

ভিন্নদর্শী [স] *বিণ* অন্যভাবে দেখে এমন। 'সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী ভিন্নদর্শী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভিন্নদেশ [স] *বি* অন্যদেশ; বিদেশ। 'অতঃপর ভিন্নদেশে গমন করাই স্থির হইল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ভিন্নদেশী [স ভিন্নদেশীয়] *বিণ* বিদেশি। 'আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভিন্নদেশীয় [স] *বি* বিদেশি। 'চিহ্নভিন্ন পাঠে ভিন্নদেশীয়দিগের যে প্রকার ব্যাঘাত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ভিন্নধর্মী, ভিন্নধর্ম্মী [স] *বিণ* ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। 'আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভিন্নপর [স] *বিণ* অনাত্মীয়। 'ভিন্নপর নহ তুমি খুড়তা বহিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভিন্নপ্রকৃতি [স] *বিণ* আলাদা। 'তোমরা আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভিন্ন প্রান্তবাসী [স] *বি* ভিন্ন দেশের অধিবাসী। 'পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভিন্নভাষী [স] *বিণ* আলাদা ভাষায় কথা বলে এমন। 'আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভিন্নমুখী [স] *বিণ* অন্য অভিমুখী। 'সুপ্রিয়ার চিত্তকে ভিন্নমুখী করার চেষ্টায় ...।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ভিন্নরাজ [স] *ক্রিবিণ* অন্য রাজ্যে। 'যার স্বামী গৃহবন্দী আছে ভিন্নরাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভিন্নস্থানবাসী [স] *বিণ* অন্য স্থানে বসবাস করে এমন। 'স্বল্পবেতনভোগী, ভিন্নস্থানবাসী রেকর্ডকারী কর্ম্মচারিগণ সামান্য সামান্য লোভের বশীভূত হইয়া।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

ভিন্নিত *বিণ* পৃথক-করা। 'ক্যাবিন সারি সারি নম্বরে চিহ্নিত, একই রকম খোপ সেগুলোর দেয়ালে ভিন্নিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ভিন্ব [স ভিন্ন] *বিণ* পৃথক। 'তোমাএ আমাএ ভিন্ব নাহি এক কলেবর।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভিন্য [স ভিন্ন] *বিণ* ভিন্ন। 'যাহার প্রজারে আসি লংঘে ভিন্য জন। *আলাওল*, ১৬৮০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিমরুল, ভীমরুল [স ভৃঙ্গরোল] *বি* বোলতা অপেক্ষা বড়ো পীতবর্ণের এক ধরনের বিষধর পতঙ্গ। 'ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ভিমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভিয়ান, ভিয়েন ১ *বি* পাক; রন্ধন। 'তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাইব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মিষ্টান্নাদি পাক। 'ময়রা যেমন করছে ভিয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'ময়রাদের বলে দিচ্ছি রসগোল্লার ভিয়েন বসিয়ে দিতে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভিয়েনঘর *বি* মিষ্টান্নাদি রান্নার ঘর। 'বাগানে ভিয়েনঘরের জন্যে চালা বাঁধবার জায়গা ঠিক করতে গিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভিয়োলা [প] *বি* বেহালা। 'ভিয়োলার শব্দস্রোত কেঁপে গেল স্থির মৌন ঘরে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

ভিরকুটি, ভিরকুটী [স ভ্রূকুটি] **১** *বি* ভ্রূকুটি। 'আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এতো ভিরকুটি কল্লে কেন?' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বি* ভড়ং। 'কবিরাজ দেখিয়েছিল, ভিরকুটী কত!' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ভিরমি, ভির্মি [স ভ্রমি] *বি* মূর্ছা। 'বেচারা রাস্তায় ভিরমি গেল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'বরযাত্রের দাপাদাপিতে কন্যাকর্তার ভির্মি লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯: 'দুই জনেরই ভিরমি লাগবার মতো হল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভিরমি খাওয়া *ক্রি* জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। 'ছেলেরা ওদের জুজুবুড়ি বলে ভিরমি খায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভির্মি যাওয়া *ক্রি* মূর্ছা যাওয়া। 'শুধু এই ভরসা রাখিস/ মরিসনি, ভির্মি গেছিস।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভির্মি লাগা *ক্রি* মূর্ছা যাওয়া। 'বরযাত্রের দাপাদাপিতে কন্যাকর্তার ভির্মি লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভিলোল [স] *বি* লোধ্রবৃক্ষ। 'সরল তালা ভিলোল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভিষক [স] *বি* বৈদ্য; চিকিৎসক। 'সব দেশে সব শাস্ত্রে ভিষক নিপুণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভিষগ্ [স] *বি* চিকিৎসক। 'কেহ কেহ ভিষগ্ বেশে আগমন পূর্ব্বক ঔষধ প্রদান করে, কিন্তু সে অতি ভয়ঙ্কর ঔষধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভিস্তি, ভিস্তী [ফা বিহিশ্‌তি] **১** *বি* চামড়ার থলেতে করে পানি সরবরাহকারী। 'সাহেব লোকের ভিস্তী মসালচী বেহারা ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* পানিবহনের জন্য চামড়ানির্মিত থলি। 'ভিস্তীর বন্দোবস্ত করা হউক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভিস্তিওয়ালা [ফা বিহিশ্‌তি+হি ওয়ালা] *বি* চামড়ার থলেতে করে পানি সরবরাহকারী। 'ভিস্তিওয়ালার রাজত্ব ভাই।' *নজরুল*, ১৯৪১; 'এ যে একেবারে ভিস্তিওয়ালার বাদশাহি পাওয়ার ব্যাপার!' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ভীত[১] [ভিত্তি] *বি* দিক। 'চারী ভীত চাহী রাধা বুইল বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভীত[২] [স] **১** *বিণ* শঙ্কিত। 'গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ভীত হই না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* কাপুরুষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বাঙ্গালিরা শিষ্ট, বুদ্ধিমান, অধীনতা বুদ্ধিবিশিষ্ট, অলস, ভীত, ঐক্যহীন।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ভীতচকিত [স] *বিণ* ভীতবিহ্বল। 'আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজকে ভীতচকিত ও দলিতমথিত করিয়া ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ভীতচিত্ত [স] *বি* সভয়চিত্ত; ভয়যুক্ত চিত্ত। 'আমরা অতিশয় ভীতচিত্তে অগ্রসর হইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

ভীতত্রস্ত [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'মেয়েটি ভীতত্রস্ত হইয়া কাঁদো কাঁদো মুখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভীতবিহ্বল [স] *বিণ* ভয়ে মুহ্যমান। 'ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভীতসন্ত্রস্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত শঙ্কিত। 'সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত বিহ্বল ও উত্তেজিত করিয়া রাখিয়া ইন্দু চোখ মেলে তাকাইল।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ভীতস্বর [স] *বি* শঙ্কিতকণ্ঠ। 'তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী বধূ অব্যক্ত ভীত স্বরে চমকিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভীতা [স] *বিণ স্ত্রী* ভয় পেয়েছে এমন; ভয়ার্ত। 'ভয়ে ভীতা বিনোদিনী চলে সখী সঙ্গে।' *দ্বিজঙ্গী*, ১৬০০; 'স্ত্রী লোক ব্যাঘ্রের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভীতার্ত [স] *বিণ* ভয়ে কাতর; ভীত। 'আমার বধূকে ভীতার্ত করে না।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ভীতি [স] *বি* ভয়। 'যাহার মহা গ্যান পরমেশর পরাচএ ভেদ থাকে; সেই সে পারিবে ভীতি মুতির নিরোপণ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ভীতিকম্পন [স] *বি* ভয়জনিত শিহরণ। 'থামাও আল্লার আরশের ভীতিকম্পন।' *ধূমকেতু*, ১৯২২; 'ওই রূপের ফাঁদে ধরা পড়বার ভীতি-কম্পন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভীতিকর [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'জীবিতাবস্থায় সে প্রিয়তম ছিল, মরিয়া সে ভীতিকর হইয়া উঠিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভীতিগ্রস্ত [স] *বিণ* ভীতবিহ্বল। 'যে সমস্ত নর-নারী ভীতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিয়াছে।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'সে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভীতিচিহ্ন [স] *বি* ভয়ের চিহ্ন। 'ভীতিচিহ্নগুলি মুছে যাচ্ছে একে একে সুমসৃণ।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

ভীতিজনক [স] *বিণ* ভীতিকর। 'আমাদের উপস্থিতি মত্ত মাতঙ্গের মতোই ভীতিজনক।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

ভীতিজরা [স] *বি* ভয়জনিত দুর্বলতা। 'কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতিজরা।' *নজরুল*, ১৯৪২।

ভীতিপূর্ণ [স] *বিণ* ভয়ানক। 'কণ্টক-আগার ভীতিপূর্ণ চিরদিন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভীতিপ্রদ [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'ভীতিপ্রদ অতল সিন্ধু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভীতিবিধায়ক [স] *বিণ* ভয় সংঘটনকারী। 'পথিকের ভীতিবিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভীতিবিহ্বল [স] *বিণ* ভয়ে কম্পমান। 'সমুদ্রের গর্জন শুনি ভীতিবিহ্বল চিত্তে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

ভীতিবিহ্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* ভয়ে কাতর। 'আমরা ভীতিবিহ্বলা হই।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

ভীতিব্যঞ্জক [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'সুমার্জিত হাসি এবং কখনো ভীতিব্যঞ্জক চাহনি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীতিশব্দ [স] *বি* ভয় জাগায় এমন শব্দ। 'ভীতিশব্দ ... এসে আরও ঢের পটভূমিকার দিকে।' *জীবন*, ১৯৪০।

ভীতু [স ভীত] *বিণ* ভীরু; ভয়ার্ত। 'ইহাতে ক্ষীণ ও ভীতু বেঙেরদিগকে বড় দুঃখ।' *তারিণী*, ১৮০৩। দ্র **ভিতু**

ভীতো [স ভীত] *বিণ* শঙ্কিত। 'সমস্ত বনের পশু আমার নামে ভীতো।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভীম [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'রজনী ভীম আন্ধিয়ারি।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভীম আনন্দ [স] *বি* অতিশয় আনন্দ। 'এসেছে প্রভাত এসেছে ... যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে ভীম আনন্দে ভেসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ভীম উৎসাহ [স] *বি* প্রবল উৎসাহ। 'গোঁড়ামি যখন সত্যেরে চাহে যত্নে রাখিতে ধরি, মুঠির চাপনে ভীম উৎসাহে সত্য সে যায় মরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভীমকান্ত [স] *বিণ* একই সঙ্গে ভয় ও আকর্ষণের আবহ সৃষ্টিকারী। 'তিনি ধীরে-ধীরে পর্যায়ক্রমে তাঁর সমস্ত ভীমকান্ত রূপটা সুদর্শনার চোখে উন্মুক্ত করবেন।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভীমকায় [স] *বিণ* বিশাল শরীরের অধিকারী। 'ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভীম কারা [স] *বি* ভয়ঙ্কর কারাগার। 'দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভীমখড়্গ [স] *বিণ* ভীষণ খাঁড়া। 'ভীমখড়্গ হাতে, ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

ভীম গরজন [স ভীমগর্জন] *বি* প্রচণ্ড গর্জন। 'উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভীম চাবুক [স ভীম+ফা চাবুক] *বি* ভয়ানক শাস্তি। 'তাহাদের তরে প্রিয়ার বুক আমাদের তরে ভীম চাবুক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভীমতেজ [স] *বি* ভীষণ তেজ। 'সমস্ত রক্ত উষ্ণ হয়ে ভীমতেজে নেচে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভীমদর্শন [স] *বিণ* দেখতে ভয়ানক। 'পর্বত ও অরণ্য ... ভীমদর্শন ও গম্ভীর হয়ে উঠল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭; 'ভীমদর্শন পুরোহিত মহোদয় বিশাল খাঁড়াটি হাতে তুলে নেয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভীমনাদ [স] *বি* প্রচণ্ড গর্জন। 'প্রভঞ্জনসম ভীমপরাক্রম হনু, গর্জি ভীমনাদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভীম-নিনাদিনী [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর শব্দকারী। 'ভীম-নিনাদিনী কলুষ-হরা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ভীম-প্রহরণ [স] *বি* ভীষণ অস্ত্র। 'ভীম-প্রহরণ-ধারী – মত্ত বীরমদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভীমবল [স] *বি* ভয়ঙ্কর শক্তি। 'প্রভাঞ্জন ভীম-বল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪; 'বাজায়ে অরণ্যবীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভীমমল্ল [স] *বি* শক্তিশালী যোদ্ধা। 'ভীমরথ ভীমমল্ল আর সেনাপতি শব্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভীমা [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি ভীমা স্রোতস্বতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

ভীমাকার [স] *বিণ* বিশাল। 'ভীমাকার পর্ব্বতগুহা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভীমাঘাত [স] *বি* প্রচণ্ড আঘাত। 'সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে বালিবন্ধ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভীমকালি *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'কাশীনাথ ভীমকালি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভীমপলশ্রী [স] *বি* (সঙ্গীত) অপরাহ্ণে গেয় একটি রাগিণী। 'ভীমপলশ্রী কাহারবা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ভীমপলাশি, ভীমপলাশী [স ভীমপলশ্রী] *বি* (সঙ্গীত) একটি রাগিণী। 'রাগিণী ভীমপলাশী।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'ছায়ানটের পরে ভীমপলাশি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভীমরতি, ভীমরতী [স ভীমরথী] *বি* বার্ধক্যজনিত বুদ্ধি-ভ্রংশতা। 'ড্যাকরার ভীমরতি হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'বুড়ো হ'লে ভীমরতী হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ভীরু [স] ১ *বিণ* সহজে ভয় পায় এমন। 'আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐক্যশূন্য ভীরুস্বভাব ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* বিশ্বাস রাখতে পারছে না এমন। 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না, হায় ভীরু প্রেম হায় রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* ভরসা হয় না এমন। 'মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে, যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৪ *বিণ* কম্পমান। 'হাতে ভীরু দীপ, পথে উন্মাদ হাওয়া।' *নীরেন*, ১৯৫৫।

ভীরুজন [স] *বি* কাপুরুষ। 'ভীরুজন মরে দুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভীরুতা [স] ১ *বি* ভয়। 'রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা ... কপটতা, ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা, অশ্লীলতা ... দমন করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বি* কাপুরুষতা। 'বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'ভীরুতার জন্ম-ইতিহাস ক্রমে ক্রমে তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে যায়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ভীরুত্ব [স] *বি* ভীরুতা। 'জড়তা বা ভীরুত্ব-বশত যে কাজ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভীরুর দীন বাস *বি* ভীরুর বেশ। 'বল কোথা যাস ছি ছি পরিয়া ভীরুর দীন বাস?' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভীরুস্বভাব [স] ১ *বি* ভীরুতা। 'বাঙ্গালিদের অনৈক্য ও ভীরুস্বভাব কাহার না বিদিত আছে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* ভিতু। 'কল্পনা-জীবটি হরিণীর মতো ভীরুস্বভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভীল *বি* ভারতের আদিম জাতিবিশেষ। 'কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি বন ও পর্ব্বতনিবাসী লোক প্রথম সম্প্রদায়-ভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভীষকর [স ভীষাকর] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'হইল ভীষকর নদ নদী একাকার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভীষণ [স] ১ *বিণ* বিশাল। 'শঙ্খের কুণ্ডল কানে ভীষণ আকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* প্রবল। 'কেহ কেহ ভীষণ জঠরানল শান্ত করিবার নিমিত্ত যে কোনপ্রকার দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* ভয়ংকর। 'ইহার ভীষণমূর্ত্তি দর্শনমাত্র ভয়ে বিহ্বল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ ক্ষণে ক্ষণে আজিও তা মানে মোর মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *বিণ* প্রচণ্ড। 'ইহারা সেই প্রাণীকে ... সবেগে উত্থাপিত করিয়া ভীষণবলে পৃথিবীপৃষ্ঠে পাতিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৫ *বিণ* ভয়ানক। 'তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৬ *বিণ* রূঢ়। 'ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভীষণতর [স] *বিণ* আরও ভয়ঙ্কর। 'পারস্যের অবস্থা ত দিন দিন ...

AMARBOI.COM

ভীষণতর হইয়া চলিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

ভীষণতা [স] ১ *বি* প্রচণ্ডতা। 'ইচ্ছাময়ী শক্তিকে ভীষণতার মধ্যে সর্বান্তঃকরণে অনুভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* ভয়ঙ্করতা। 'এরা প্রকৃতির দুর্যোগের ভীষণতাও উপভোগ করে।' *হাই*, ১৯৫৮।

ভীষণত্ব [স] ১ *বি* ভয়ংকরতা। 'শিবের এই ভীষণত্ব কালক্রমে চণ্ডীর মধ্যে বিভক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* ভয়াবহতা। 'প্রকৃতির ভীষণত্ব, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, সে তো বর্ণনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভীষণদন্ত [স] *বিণ* বিকট দাঁতবিশিষ্ট। 'ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বসুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ করে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ভীষণদর্শন [স] ১ *বি* ভয়ঙ্কর দৃশ্য। 'যে ভীষণদর্শন দর্শন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ২ *বিণ* বৃহদাকার। 'নানাপ্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভীষণবল [স] *বি* প্রচণ্ড শক্তি। 'সেই প্রাণীকে ... সবেগে উত্থাপিত করিয়া ভীষণবলে পৃথিবীপৃষ্ঠে পাতিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভীষণমূর্তি, ভীষণমূর্ত্তি [স] *বি* ভয়ানক আকৃতি। 'ইহার ভীষণমূর্তি দর্শনমাত্র ভয়ে বিহ্বল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভীষণরবা [স] *বিণ* ভয়ানক শব্দবিশিষ্ট। 'মসানে ভীষণরবা ঘোর্ঘো ঘোর্ঘো ডাকে শিবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভীষণা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* ভয়ানক। 'ভীষণা শাস্তি রক্তনয়নে বসিয়া শোণিত-পঙ্কশয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ স্ত্রী* অতিশয়। 'নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভীষণাকার [স] *বি* ভয়ানক বা বড়ো আকৃতিবিশিষ্ট। 'সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর কাছে গেলে বোধ হয় এখনই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভীষণাকৃতি [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর আকারসম্পন্ন। 'ভীষণাকৃতি কোন সরীসৃপের রক্ত চক্ষুর বর্ণ ধারণ করিয়াছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভীষণান্ধকার [স] *বি* ভীষণ অন্ধকার। 'স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভীষণী [স] *বিণ স্ত্রী* ভয়ঙ্করী। 'ভদ্রকালী ভূতমতী ভ্রমরী ভীষণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভীষণোজ্জ্বল [স] *বিণ* ভয়ানক দীপ্তিমান। 'সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভীষ্মতা [স] *বি* ভীষণতা। 'তাহার ভীষ্মতাই জাগাইয়া তুলিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভুওয়া *বিণ* অন্তঃসারশূন্য। 'বাহিরে শেক্সপীয়র, মিল্টন ... ভিতরে সব ভুওয়া।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ভুঁ *বি* ভূমি। 'সে-নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ভুঁই[১], **ভুই** [স ভূমি] ১ *বি* ভূমি; মাটি। 'চন্দ্রমণি সূর্যমণি গঠ ভুই বাট।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ভুঁই ফুঁড়ে পুঁইগাছ হইয়াছে খাড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* জমি। 'শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভুঁই-খেলা *বি* বাস্তব জগতের খেলা। 'আমার ভিতর লুকিয়ে আছে দুই রকমের খেলা, একটি সে ঐ আকাশে-ওড়া, আরেকটি এই ভুঁই-খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ভুঁইচাল [স ভূমি+চাল] *বি* ভূমিকম্প। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভুঁইফোঁড়, ভুইফোঁড় [স ভূমি+স স্ফোটন] ১ *বি* কেঁচো। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* অজ্ঞাত-পরিচয় আবির্ভূত ব্যক্তি। 'তা না তো কি আমি ভুঁইফোড়।' *গিরিশ*, ১৮৯৬। ৩ *বিণ* আভিজাত্যহীন। 'ভুঁইফোঁড় শহরে ... স্বদেশী ভাব রক্ষা করাটা সহজ নয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* হঠাৎ হয়েছে এমন। 'ভুইফোঁড় অভিজাতরা যে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬২; 'এসব ভুঁইফোড় ধনী আভিজাত্য-লোভে ...।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভুঁইফোঁড়া [স ভূমি+স স্ফোটন] *বিণ* ভিত্তিহীন। 'ভুইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভুঁইমালি, ভুঁইমালী ১ *বি* মাটি খননকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মালী। 'ভুঁইচাঁপার মালা-পড়া ভুঁইমালীর মেয়ের মতো।' *নজরুল*, ১৯২৮। ৩ *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'ছিলে ভুঁইমালিদের তুমি ঝিয়ারি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভুঁই[২] *বি* ভুঁইচাঁপা; ফুলবিশেষ। 'বকুলশাখা ব্যাকুল হতো, টলমলাতো ভুঁই।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভুঁইকুমড়ো *বি* এক রকমের কুমড়া। 'ভুঁইকুমড়োর ডাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভুঁইচম্পা *বি* ভুঁইচাঁপা; ফুলবিশেষ। 'ভুঁইমালিদের ঘরে ভুঁইচম্পার কলি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভুঁইচাঁপা [স ভূমি-চম্পা] *বি* এক প্রকার সুগন্ধি ফুল। 'নির্মল ভুঁইচাঁপা ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; '(তুমি) আসছ পথে ভুঁইচাঁপাতে/ ভুবন সাজায়ে!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ভুঁজ [স ভুঙ্ক্ষ] *ক্রি* ভোগ করো। 'আপনে না ভুঁজ পরাক না কর দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুঁটকো *বিণ* গোলগাল। 'পেট যেন ঠিক ভুঁটকো কাছিম।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভুঁড়ি [স ভূরি] *বি* বড়োপেট। 'দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভুঁড়িঅয়লা *বিণ* স্থূল পেটযুক্ত। 'ধানের ভাগ লিবি লিকি বে ভুঁড়িঅয়লা মাহাজোন?' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভুঁড়িঅলা *বিণ* স্থূল পেটযুক্ত। 'মিষ্টির দোকানের ভুঁড়িঅলা ময়রা।' *হাসান*, ১৯৭৩।

ভুঁড়িওয়ালা *বিণ* ভুঁড়িযুক্ত; পেটমোটা। 'অধিকারী কালো রং-এর ভুঁড়িওয়ালা লোক।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভুঁড়ি দাস *বি* যে খায় বেশি। 'ভুঁড়ি দাস আর নুড়ি দাস যত মুড়ি খায় আর চলে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ভুঁড়ে *বি* ভুঁড়িওয়ালা। 'বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুঁড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভুঁড়েল *বিণ* ভুঁড়িওয়ালা। 'ভুঁড়েল ময়রাগুলি কি দোষ বাবু এই বলে হাসিটি মুখে সেঁটে রেখে দেয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভুঁড়ো *বিণ* ভুঁড়িওয়ালা। 'ও ভাই মোদের পুণ্যে শূন্যে ওড়ে ওই ভুঁড়োদের উড়োকল!' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভুঁয়েস [স ভূমিশয়] *বি* মাটির গুহায় বাস করে এমন জীবজন্তু। 'ভুঁয়েসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভুক [স বুভুক্ষা] ১ *বি* ক্ষুধা। 'খাইব আমার বড় লাগিয়াছে ভুক।' *গরীব*, ১৭৫০। ২ *বিণ* অভুক্ত। 'সব দুনিয়ার খোরাক জোগাও নিজেই থেকে ভুক।' *জসীম*, ১৯২৭। দ্র **ভুখ**

ভুকা[1] [স বুভুক্ষা>] *ক্রি* খাওয়া। **ভুকিব** *ক্রি* খাবো। 'কুচি কুচি করিয়া ভুকিব এক সাথে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভুকা[2] [স বুভুক্ষা>] *বিণ* ক্ষুধার্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। দ্র **ভুখা**

ভুক্ত[1] [স] ১ *বিণ* অন্তর্গত। 'সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে কৌন্সেলভুক্ত হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ২ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'আপনাদিগের বাস্তুভূমিতে পরিণত ও রাজ্যমধ্যে ভুক্ত করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* ভোগী। 'অল্পবেতনভুক্ত এদেশীয় কর্মচারীদিগকে সততই অসুস্থ দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

ভুক্ত[2] [স] *বিণ* খাওয়া হয়েছে এমন। 'পূর্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

ভুক্তদ্রব্য [স] *বি* খাওয়া হয়েছে এমন খাবার। 'জীবদেহ কেমন করিয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

ভুক্ত ভোগ [স] *বি* আগের কোনো বিষয়ের জন্য কষ্ট পাওয়া। 'হিন্দুলোকেরা এখন ভুক্ত ভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ভুক্তভোগী [স] ১ *বিণ* পূর্বে কোনো বিষয় ভোগ করেছে এমন। '... ঐ বাটীতে থাকিয়া ঐ হাজরার দেনা পাওনা দিয়া লইয়া ঐ স্থাবরাদি ধনে ভুক্তভোগী ছিলেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯। ২ *বি* পূর্বে কোনো বিষয় ভোগ করেছে এবং সেজন্য কষ্ট পেয়েছে যে। 'আমি কহিলাম – যে ভুক্তভোগী সেই জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম।' *মুজতবা*, ১৯৫৯। ৩ *বিণ* ভোগকারী। 'মার্কিন চালে সমানে শোণিত, টাকা; ধনিক যুগের প্রধান ভুক্তভোগী ইংলণ্ডেই সমাজতন্ত্র পাকা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

ভুক্তাবশিষ্ট [স] *বি* উচ্ছিষ্ট। 'ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিয়া তত্রাগত হইল।' *কেরি*, ১৮১২।

ভুক্তা *ক্রি* খাওয়া। **ভুক্তে** *ক্রি* খায়। 'ফাঁকী দিয়া চাকি ভুক্তে পায় করে ফিরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভুক্তি [স] *বি* ভোগ। 'ভুক্তি শব্দে কহে ভোগ অনন্ত প্রকারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভুখ [স বুভুক্ষা] *বি* ক্ষুধা। 'খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

ভুখল *বিণ* ক্ষুধার্ত। 'তহিক লাগি ফুল্লল অরবিন্দ। ভুখল ভমরা পিব মকরন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভুখা *বিণ* ক্ষুধার্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সভায় কোনো ভুখা ভিখারি যেতে পারল না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ভুখা-ফাঁকা *বিণ* অভুক্ত; ক্ষুধার্ত। 'ভুখা-ফাঁকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভুখা মিছিল *বি* ক্ষুধার্ত জনগণের খাদ্যাভাব পূরণের দাবিতে মিছিল। 'তারা ভুখা মিছিল বাহির করিবে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ভুখারিনি *বিণ স্ত্রী* ক্ষুধাতুর। 'সেই ভুখারিনির কাঁদন লক্ষ করে ঝড়ের বেগে ছুটল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভুখারী, ভুখারি ১ *বি* ক্ষুধাতুর ব্যক্তি। 'সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *বিণ* ক্ষুধার্ত। 'ভুখারী দীনতা নির্ভরহৃতা গমনচোর – জ্বেলে দিবে সহমরণের চিতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

ভুখিল *বিণ* ক্ষুধার্ত। 'আধিক পীড়এ যবে ভুখিল তবলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভুখিল বাঘের হাথে জেমন হরিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুগজুগুনি *বি* ক্রোধের আগুন। 'তার চোখে সত্য সত্যই ভুগজুগুনি জ্বলে উঠেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভুগান্তি *বি* দুর্ভোগ। 'আমাদের ভুগান্তি অনেকটা গরীব চাষীর ম্যালেরিয়ায় ভোগার মত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভুগা *ক্রি* ভোগা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **ভুগেছিনু** *ক্রি* ভুগেছিলাম। 'তার জন্মের পরে বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভুগান *ক্রি* ভোগানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুগ্ন [স] *বিণ* ভগ্নস্বাস্থ্য। 'কোন, ব্যক্তি রুগ্ন; ভুগ্ন, অন্ধ, বধির হইয়াও ধনগৌরবে কোন সুরূপা কামিনীর কর গ্রহণ পূর্বক ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ভুঞ্জানো [স ভুঞ্জ>] *ক্রি* খাওয়ানো। 'তার বোলে দুবল্য ভুঞ্জায় বন্ধুগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুজ [স] *বি* বাহু। 'ঘন কৃষ্ণ আঁখিতারা, সুগোল মৃণাল ভুজ নাই তাই বোধ করি ইহার কবি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে অপরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ভুজদণ্ড [স] *বি* পুরুষের শক্ত সুদৃঢ় বাহু। 'আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুজপাশ [স] *বি* বাহুবন্ধন। 'ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাই তোলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভুজ-পাশ-বদ্ধ *বিণ* বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ। 'ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভুজবন্ধ [স] *বি* বাহুর বন্ধন। 'বাঁধ মোরে ছন্দে গো/ বাঁধ ভুজবন্ধে গো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

ভুজবন্ধন [স] *বি* আলিঙ্গন। 'তাঁহার ভুজবন্ধনের অপনয়ন করিতে পারিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভুজবল [স] *বি* বাহুর বল। 'ভুজবলে পর্বত উপাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুজবলএ [স ভুজবলয়] *বি* বাহুর অলঙ্কার। 'সিসের সিন্দুর ভুজবলএ উজলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুজবল্লী [স] *বি* বাহুরূপ লতা। 'সুকোমল ভুজবল্লী গোলালো গঠন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ভুজমালিকা [স] *বি* বাহুর বন্ধন। 'কণ্ঠে মম জড়ায়ে আছে তোমার ভুজমালিকা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভুজমৃণাল [স] *বি* পদ্মের ডাঁটার মতো বাহু। 'নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভুজযুগ [স] *বি* হাত দুটি; দু-হাত। 'ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুজলতা [স] *বি* লতার মতো বাহু। 'তার ভুজলতা দিয়ে বড়ো কষ্টে সে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভুজস্তম্ভ [স] *বি* বাহুর নিশ্চলতা। 'ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল।' *ভারত*, ১৭৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুজস্থ [স] *বিণ* বাহুতে আছে এমন। 'ভুজস্থ মাংস পেশি সকল যদি সেই প্রকার স্বভাবযুক্ত না হইত।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮।

ভুজাস্ত্র [স] *বি* হাত কাটারি। 'ভুজাস্ত্রে যেমন কাটে ভেটের ছাগল।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

ভুজকুয়ারা [স ভূমি-কুষ্মাণ্ড] *বি* ভুঁইকুমড়া। 'চেংড়ার সুমার বুদ্ধি তোমার ভুজ কুয়ারা জানালে।' *লালন,* ১৮৯০।

ভুজগ [স] *বি* সাপ। 'বলে আর জন ভুজগ ভূষণ।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

ভুজগগুরু [স] *বি* সাপুড়ে। 'কর কঙ্কণ পণ/ ফণি মুখ বন্ধন/ শিখই ভুজগগুরু পাশে।' *গোবিন্দ,* ১৬০০।

ভুজঙ্গ [স] *বি* সাপ (এখানে প্রেমিক)। 'সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।' *চর্যা ২৮,* ১২০০।

ভুজঙ্গনা [স ভুজঙ্গম] *বি* সাপ। 'শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে দেখতে যেমন ভুজঙ্গনা।' *লালন,* ১৮৯০।

ভুজঙ্গম [স] *বি* সাপ। 'আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম।' *বড়ু,* ১৪৫০।

ভুজঙ্গমালা [স] *বি* সাপের মালা। 'ভুজঙ্গমালা, গলে বিলম্বিত।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

ভুজঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* সাপ। 'এই সমস্যা শেত ভুজঙ্গিনী জাত চলিয়েছে।' *রামরাম,* ১৮০১।

ভুজঙ্গী [স] *বি* সাপ। 'ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৮।

ভুজঙ্গকেসর [স ভুজঙ্গকেশর] *বি* ফুলবিশেষ। 'ভুজঙ্গকেসর রাখিল জবা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ভুজঙ্গপ্রয়াত [স] *বি* ছন্দবিশেষ। 'ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।' *ভারত,* ১৭৬০।

ভুজঙ্গয়া *বি* ছন্দের নাম। *আলাওল,* ১৬৮০।

ভুজন [স ভোজন] *বি* আহার। 'ভুজন সমএ রাজা গোরস না পাইব।' *মালাধর,* ১৫০০। দ্র **ভোজন**

ভুজা [স ভুজ্>] *ক্রি* ভোগ করা। **ভুজথু** *ক্রি* ভোগ করুক। 'সে সুখে ভুজথু রাজে।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **ভুজিবি** *ক্রি* ভোগ করবে। 'ভুজিবি তোঁ লিখিত ফল।' *বড়ু,* ১৪৫০।

ভুজালি *বি* ছোটো বাঁকা ছুরিবিশেষ। 'ভুজালি নিয়ে একান্ত মনোযোগের ভান করে মাটি খোঁচাতে লাগলুম।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

ভুজ্য [স] *বি* (হিন্দু আচার) পরলোকগত ব্যক্তির উদ্দেশে নিবেদিত অন্নাদি। 'শ্রাদ্ধে খোলা, ডোঙ্গা বা ভুজ্যের প্রয়োজন নাই।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

ভুঞ [স ভূমি>] *বি* ভূমি; মাটি। 'গণ্ডাচারি লাথি চড় পড়া গেল ভুঞে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

ভুঞা [স ভূমি>] *বি* আদি বাসিন্দা। 'শুনি কথা অদ্ভুত ধায় ভুঞা রাজার দূত।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ভুঞ্জন [স] *বি* উপভোগ। 'শুধু নীরবে ভুঞ্জন এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

ভুঞ্জা [স ভুঞ্জ্>] *ক্রি* ভোগ করা। **ভুঞ্জ** *ক্রি* ভোগ করো। 'নহে তোর পতি যোগ/ আহ্মা সমে ভুঞ্জ ভোগ।' *বড়ু,* ১৪৫০। **ভুঞ্জই** *ক্রি* ভোগ করে। 'দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দিজানী।' *চর্যা ৩৪,* ১২০০। **ভুঞ্জএ** *ক্রি* ভোগ করে। 'সৃজিলেক নৃপতি ভুঞ্জএ সুখে রাজ্য।' *আলাওল,* ১৬৮০। **ভুঞ্জহ** *ক্রি* ভোগ করো। 'আন জন সঙ্গে তুমি ভুঞ্জহ শৃঙ্গার।' *বাহরাম,* ১৭০০। **ভুঞ্জায়ি** *ক্রি* খাওয়াদাওয়া করিয়ে। 'ভুঞ্জায়ি মৎস্যের ঝোলে শয়ন করাই কোলে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **ভুঞ্জি** **১** *ক্রি* ভোগ করি। 'পতি সনে ভুঞ্জি রতি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **২** *ক্রি* ভোজন করি। 'হরিদ্রারঞ্জিত কাঞ্জি উদর পুরিয়া ভুঞ্জি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **ভুঞ্জিআ** *ক্রি* ভোজন ক'রে। 'ভুঞ্জিআ কাপড়ে মুছে হাথ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **ভুঞ্জিতে** *ক্রি* ভোগ করতে। 'নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **ভুঞ্জিবেক** *ক্রি* ভোগ করবে। 'রাজ্জ পুনি ভুঞ্জিবেক পাণ্ডব নন্দন।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **ভুঞ্জিমু** *ক্রি* উপভোগ করবো। 'কিরূপে ভুঞ্জিমু মুই পরদার রতি।' *সুলতান,* ১৭০০। **ভুঞ্জিল** *ক্রি* উপভোগ করলো। 'রতি ভুঞ্জিল মুরারী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **ভুঞ্জিলেন্ত** *ক্রি* উপভোগ করলো। 'আমিনার সনে রতি ভুঞ্জিলেন্ত মহামতি।' *সুলতান,* ১৭০০। **ভুঞ্জু** *ক্রি* উপভোগ করুক। 'কৃষ্ণ ভুঞ্জু কথোকাল।' *বড়ু,* ১৪৫০। **ভুঞ্জে** *ক্রি* উপভোগ করে। 'হরিএঁ ভুঞ্জে কমল।' *বড়ু,* ১৪৫০। **ভুঞ্জোঁ** *ক্রি* ভোগ করি। 'ফল ভুঞ্জোঁ মোএঁ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

ভুঞ্জানো [স ভুঞ্জ্>] *ক্রি* খাওয়ানো। 'শালি-অন্ন মধু খণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ভুট *বিণ* লোপাট। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

ভুটিয়া¹ **১** *বিণ* ভুটানের। 'এ হিন্দুর দেশ নহে – ভুটিয়া লেপচাগণ ম্লেচ্ছ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৮। **২** *বি* ভুটানের অধিবাসী। 'নেপালি, না ভুটিয়া, না দোহাতী?' *শিবরাম,* ১৯৭০।

ভুটিয়া² *বি* ঘোড়ার জাতবিশেষ। 'পগেয়া ভুটিয়া তাজি আরবি ইত্যাদি।' *প্রমথ,* ১৯১৫।

ভুট্টা [স বৃত্তক] *বি* মকাই; এক প্রকার খাদ্যশস্য। 'ছাতু খায় চানা খায় ভুট্টা খায় যারা।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

ভুট্টাখোর [ভুট্টা+ফা খোর] *বিণ* অধিক ভুট্টা খায় এমন। 'ভুট্টা খুঁটে নিসনে ওরে ভুট্টাখোর।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯০৮।

ভুড়ভুড় [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত বুদ্বুদ ওঠার শব্দ। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

ভুড়ভুড়ানি [ধ্বন্যা] **১** *বি* ক্রমাগত বুদ্বুদ ওঠার ভাব। *বিদ্যা,* ১৮৯১। **২** *বি* বুদ্বুদ; জলবিম্ব। 'বানের জলের মতো দুটো চারটে দিন ভুড়ভুড়ানি কেটে কোন দিকে ভেসে চলে গেল।' *মনোজ,* ১৯৬১।

ভুড়ভুড়ি [ধ্বন্যা] *বি* বুদ্বুদ। 'ছাড়ে গিয়া দূরে গিয়া ছাড়ে ভুড়ভুড়ি।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

ভুরভুরি [ধ্বন্যা] *বি* জলের বুদ্বুদ। 'শব্দহীন ভুরভুরির গতি হয়ে যায় আনন্দের ফুল।' *মাহমুদ,* ১৯৬৬।

ভুড়ুক ভুড়ুক [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত হুঁকা টানার আওয়াজ। 'খানিক ভুড়ুক ভুড়ুক করে হুঁকো টানতে লাগলো।' *বিমল,* ১৯৫৩।

ভুণ্ড *বি* পেট। 'মুণ্ডাইল ভাঁড়ুর মুণ্ডে অভক্ষ ভরিআ ভুণ্ডে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ভুতভবিষ্যত [স ভূতভবিষ্যৎ] *বি* পূর্বাপর। 'ভুতভবিষ্যত তুমি জান বর্তমান।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ভুতা *বিণ* ভোঁতা। 'ওদের থুতা মুখ একেবারে ভুতা করিয়া দিব।' *মনসুর,* ১৯৫৩।

ভুতুড়ি *বি* কাঁঠালের ভিতরের বর্জ্য অংশ। 'কতগুলি কেবল ভুতুড়িসার।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৪।

ভুতুড়ে [স ভূত>] **১** *বিণ* (লোকবিশ্বাস) ভূতের মতো। 'অরণ্যের যত প্রেতাত্মাগুলো হঠাৎ জেগে উঠে ভুতুড়ে নাচন নাচতে আরম্ভ করে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* ভূতের মতো আতঙ্ক সৃষ্টিকারী। 'ভুতুড়ে জেলখানার দারোগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ভুন *বি* এক প্রকার বস্ত্র। 'এত শুনি রাজা সবে ভুনে চুম দিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভুনা [স ভর্জন>] ১ *বিণ* ভাজা হয়েছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *ক্রি* ভাজা। 'কলিজা কাবাব সম ভুনে মরু-রোদ্দুর।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভুনানো *ক্রি* ভাজি করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুনো [স ভর্জন>] *বি* ভাজি। 'এ কি ভুনোর দোকান?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ভুনি, ভুনী ১ *বি* হিন্দু বিধবাদের পরিধেয় পাড়হীন মোটা শাড়ি। 'চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ভুনী পোতা পট্ট পাড়ি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সূক্ষ্ম রেশমি কাপড়বিশেষ। 'শত শত এক জায় গুজরাটে তন্তুবায় ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুনিখিচুড়ি *বি* যে খিচুড়ি শুকনো, প্রায় ভাজার মতো। 'বাদল দিনে ভুনিখিচুড়ি ও কোর্মার সারবত্তা ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভুবন [স] ১ *বি* স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। 'এ তীন ভুবনে রাধা তোহ্মা কৈলোঁ সার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আবাস। 'নিবর্ত্তিয়া গেল রাজা আপনা ভুবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* বিশ্ববাসী। 'ওই যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভুবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বি* সর্বস্ব। 'আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভুঅণ [স ভুবন] *বি* ভুবন। 'তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।' *চর্যা ১৮*, ১২০০।

ভুবণ [স ভুবন] *বি* জগৎ। 'কৃষ্ণপরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভুবন ঈশ্বরী [স] *বি* ভুবনেশ্বরী। 'ভকতিবৎসলা তুমি ভুবন ঈশ্বরী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভুবনকম্প [স ভুবনকম্প] *বি* ভূমিকম্প। 'যার অংশ নাড়িতে ভুবনকম্প হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভুবনজোড়া *বিণ* ভুবনজুড়ে বিস্তৃত। 'তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ভুবনতরণী [স] *বি* জগৎরূপ তরণী। 'বিপুল ভুবনতরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভুবন তিন *বি* (বৈষ্ণব) ব্রজ, গোলক ও দ্বারকা অথবা ভাব, কান্তি ও বিলাস। 'চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।' *চণ্ডী*, ১৫৭০।

ভুবননাট [স] *বি* জগতের নাট্যশালা। 'তোমার ভুবননাটে নেচে বেড়াই ভুলে শরম ভরম লাজ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভুবনপ্রথিতযশাঃ [স] *বিণ* পৃথিবী বিখ্যাত। 'ভুবনপ্রথিতযশাঃ বিক্রমাদিত্যের ... কবিকুলশিরোমণি কালিদাস।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভুবনপ্লাবন [স] *বিণ* ভুবন প্লাবিত করে এমন। 'রাত থেকে ভুবনপ্লাবন বর্ষা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভুবনবন্দন [স] *বিণ* জগৎপূজ্য। 'নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুবনবিখ্যাত [স] *বি* জগৎখ্যাত। 'ভুবনবিখ্যাত নাম সুধন্য নদীয়া গ্রাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুবনবিজই [স ভুবনবিজয়ী] *বিণ* বিশ্বজয়ী। 'ভুবনবিজই নাম লাউসেন বালা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভুবনবিজয়ী [স] *বিণ* বিশ্বজয়ী। 'সুন্দ উপসুন্দ – এবে ভুবন-বিজয়ী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভুবনবিদিত [স] *বিণ* জগৎময় পরিচিত। 'ভুবনবিদিত অতি গুণের নিধান।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভুবনভরা ১ *বিণ* জগৎময়। 'আলো আমার আলো, ওগো আলো, ভুবনভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ২ *বিণ* জগৎ আলোকিত করে এমন। 'মা তোর ভুবন-ভরা রূপ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভুবন-ভাসানো *বিণ* ভুবন ভাসায় এমন। 'স্মৃতির ভিতরে ভুবন-ভাসানো একটা নদী ছিল।' *নীরেন*, ১৯৬৪।

ভুবন-ভুলানা *বিণ স্ত্রী* জগৎ ভুলানো। 'ভুবন-ভুলানা রূপ।' *নজরুল*, ১৯১৯।

ভুবন-ভুলানী *বি* ভুবনকে ভুলিয়ে রাখে যে। 'ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে ভুবন-ভুলানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ভুবন-ভুলানো *বিণ* সর্বজন মুগ্ধকর। 'ভুবন-ভুলানো হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভুবন-ভোলা ১ *বিণ* সমস্ত মানুষকে মুগ্ধ করে এমন। 'ভুবন-ভোলা নয়ন দুটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* সবকিছু ভুলিয়ে দেয় এমন। 'একি ভুবনভোলা/ রসাবেশের দোলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ভুবনময় [স] *ক্রিবিণ* পৃথিবী জুড়ে। 'চুম্বনেরি চমক লাগে আকুল ভুবনময়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

ভুবন মহিনি [স ভুবনমোহিনী] *বিণ স্ত্রী* ভুবনমোহিনী। 'ভুবন মহিনি রূপ যেহেন পদ্মিনী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভুবনমাঝার *বি* পৃথিবীর অভ্যন্তর; জগতের ভিতর। 'ভুবনমাঝারে হোক উদয়/ নূতন জেরুজিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'ওগো প্রিয়, তবু থাক কিছুকাল ভুবনমাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভুবন-মাঝে ১ *ক্রিবিণ* জগদ্ব্যাপী। 'ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে ভুবন-ভুলানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ২ *ক্রিবিণ* আয়ত্তের মধ্যে। 'তার আপন সুরের ভুবন-মাঝে তারে থাকতে দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ভুবনমোহন [স] ১ *বিণ* সর্বজনমুগ্ধকর। 'শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে।' *মুরারি*, ১৫৭০; 'ভুবনমোহন লোত্তা ষোল চান্দ মুখশোভা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* ভুবন-ভোলানো। 'পুব সাগরের পার হতে কোন পথিক তুমি উঠলে হেসে/ তিমির ভেদি ভুবন-মোহন আলোর বেশে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভুবন-মোহিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সর্বজনমুগ্ধকর। 'অনুপমারূপে বামা – ভুবন-মোহিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ স্ত্রী* ভুবন মোহিত করে এমন। 'অলকা তিলকা রম্ভা ভুবন-মোহিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

ভুবনরঞ্জন [স] *বিণ* পৃথিবীখ্যাত। 'মদনগঞ্জন রূপ ভুবনরঞ্জন দিনে দিনে অনাবেশ সাধুর নন্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুবনলক্ষ্মী [স] *বি* জগতের লক্ষ্মী। 'শতদলদলে ভুবনলক্ষ্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভুবনলোভন [স] *বিণ* ভুবনকে প্রলুব্ধ করে এমন। 'গরবী গোলাপ আমি ভুবনলোভন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

ভুবনেশ্বর [স] *বি* ভুবনের ঈশ্বর। 'বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ভুবনেশ্বরী [স] *বি স্ত্রী* পৃথিবীর প্রধান। 'মঙ্গল কামনা করি, মঙ্গলা ভুবনেশ্বরী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ভুবনোজ্জ্বল [স] *বিণ* জগৎ আলোকিত। 'মনোমোহন দেবতার ভুবনোজ্জ্বল অশ্বারূঢ় মূর্তি।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ভুবর্লোক [স] ১ *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত সপ্তস্বর্গের অন্যতম। 'ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ২ *বি* আকাশ। 'শক্তিরূপ হেরো তাঁর, আনন্দিত, অতন্দ্রিত, ভূর্লোকে ভুবর্লোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

ভুবীশ্বর [স] *বি* পৃথিবীপতি। 'এতেক ভারতী শুনে ভুবীশ্বর ভাষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভুম [স ভূমি] *বি* ভূমি। 'ভুম যেমত সকোল পাপী মুনিষ্যের।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ভুমি [স ভূমি] *বি* মাটি। 'ভুমিত বসিয়া রাজা এড়ন্তি নিশ্বাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'বিস্য দ্রোনাচার্জ্জ হৈল সোকে ভুমিগত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'দ্রোন্ন অস্ত্র সান্ধিল আবরিল ভুমিতল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **ভূমি**

ভুয়া [প্রা বৃহ] ১ *বিণ* অন্তঃসারশূন্য; মেকি। 'মনে হয়, ও জিনিসটা কেবল ভুয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'এই নিতান্ত ভুয়া দরবারের আড়ম্বর দেখিয়া ভীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* মিথ্যা ভিত্তি। 'সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভুয়া দেওয়া *ক্রি* ধোঁকা দেওয়া। 'অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভুয়ো [প্রা বৃহ] ১ *বিণ* অন্তঃসারশূন্য। 'তেমনি আমার সকল কর্ম ভুয়ো।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* অবাস্তব। 'এ সমস্তই ভুয়ো, বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো সেই ওই কবিকঙ্কণ চণ্ডী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ *বিণ* অকর্মণ্য। 'ওই ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও।' *নজরুল*, ১৯২২। ৪ *বিণ* মিথ্যা। 'অজানা জিনিসের ভয় জানলে দেখা যায় ভুয়ো।' *প্রমথ*, ১৯২৭। ৫ *বিণ* মেকি। 'ওর প্রতিভাও ভুয়ো।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভুয়োবাজী [ভুয়ো+ফা বাজী] *বি* ভাঁওতাবাজি; ফাঁকিবাজি। 'এসব ভুয়োবাজী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভুয়ো[১] *দ্র* **ভুয়া**

ভুয়ো[২] *বিণ* অধিক। 'কখনও নদীর ভুয়ো জলে নিরন্ন বছর নামে।' *জীবন*, ১৯৩০।

ভুর [স ভ্রম] ১ *বি* ভুল। 'আগে শুনি বড় ভুর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* ছল। 'নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভুর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভুরকুণ্ডা *বি* ভুরুণ্ডি ফুল; পিটুলি। 'শ্রীমন্তের অঙ্গে একে একে ভঙ্গে জ্রেন আসাড়িআ ভুরকুণ্ডা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুর ভুর [ধ্বন্যা] *বি* গন্ধে পূর্ণ বা আমোদিত হওয়ার ভাব। 'ভুর ভুর করে পদ্মগন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'সুগন্ধ বনের ছায়ায় ভুরভুর করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভুরভুরে [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* ভরপুর। 'ভুরভুরে ফুল যেথায় বারমাস।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'একটা ভুরভুরে গন্ধ আসছে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

ভুরা [ফা বুরহ] *বি* ভেলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুরি ভুরি [স ভূরি ভূরি] *বিণ* প্রচুর। 'শ্রোতৃবর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ভুরু, ভুরূ [স ভ্রূ] *বি* ভ্রূ। 'ভুরু কামধনু রূপ মদনমোহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কি ভুরুভঙ্গিমা দিঠী সুরঙ্গিমা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। *দ্র* **ভ্রু, ভ্রূ**

ভুরুকুটি, ভুরকুট্টি [স ভ্রুকুটি] *বি* ভ্রুকুটি; বিরক্তি প্রকাশের জন্য ভ্রুকুঞ্চন। 'কেহ হাসে কেহ করে ভুরুকুটি, কেহ রহে নতশিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'জল দাও ভগোমানড় অমন ভুরকুট্টি করতে নেগো না।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভুরু-গাঁথা *বিণ* একদেশদর্শী। 'যা জানলে ভুরু-গাঁথা বিচারক সবচেয়ে ক্লিন্ন মানুষের প্রতিনিধি – তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেবেন।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

ভুরুধনু [স ভ্রূধনু] *বি* ভ্রূরূপ ধনু। 'চপল নয়ন ছলে ভুরুধনু লয়ে। ছাড়িল কটাক্ষ বাণ দয়াশূন্য হয়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভুরুপাখি *বি* ভ্রূরূপ পাখি। 'তাহারই লোভে যেন উড়িছে ভুরুপাখি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ভুরুভঙ্গ [স ভ্রূভঙ্গ] *বি* ক্রোধ, বিরক্তি প্রভৃতি প্রকাশক ভ্রূ কুঞ্চিতকরণ। 'ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভুরুভঙ্গিমা [স ভ্রূভঙ্গিমা] *বি* ভ্রূ সংকোচন বা প্রসারণ। 'কি ভুরুভঙ্গিমা দিঠী সুরঙ্গিমা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভুরুযুগ [স ভ্রূযুগ] *বি* ভুরু যুগল। 'কামের কামান যিনি ভুরুযুগ টান।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভুরুহী [স ভ্রু>] *বি* ভ্রূ। 'কাল ভুরুহী শোভে বদনকমলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুরেণ্ডি *বি* ফুলবিশেষ। 'পড়াসি পুন্যাজ্ঞি কাটিল ভুরেণ্ডি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুল *দ্র* **ভুলা**

ভুল[১], **ভুল** ১ *বি* বিস্মৃতি। 'ও লেকেন ভুল গিয়া সব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* ভ্রান্তি; ভ্রম। 'শ্রীরাম প্রসাদে বলে, কেন মন এত ভুল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; *ওগাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* অশুদ্ধ; ঠিক নয়। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

ভুলগ্রস্ত [ভুল+স গ্রস্ত] *বিণ* ভুল করে ফেলেছে এমন। 'এসো হিসাবপত্তরত্রস্ত তহবিলমিলভুলগ্রস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

ভুলচুক *বি* ভুলভ্রান্তি। 'সাধারণ মানুষের ভুলচুক-ত্রুটি পরিমাণে বেশি হইয়াই থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভুল তান [ভুল+স তান] *বি* ভুল সুর। 'বরকন্দাজ বাঁশিতে লাগায় ভুল তান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ভুলত্ব [ভুল+স ত্ব] *বি* ত্রুটিপূর্ণতা। 'তাহাতে ভুলের ভুলত্ব যায় না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ভুলত্রুটি [ভুল+স ত্রুটি] *বি* নানা প্রকার ভুল। 'অনেক ভুলত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভুলন *বি* ভুলে যাওয়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

ভুলনি *বি* প্রবঞ্চক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুল বোঝা *ক্রি* মিথ্যা ধারণা পোষণ করা। 'ভুল বুঝে কত দিন কেটে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

ভুল-বোঝাবুঝি *বি* পারস্পরিক ভুল ধারণা। 'এই কারণে কিছু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে, সেটা পরিষ্কার করা ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভুলভরা *বিণ* ভ্রান্তিপূর্ণ। 'স্বপনের ভুল মোরা/ ভুলভরা ভূলোকে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

ভুল ভাঙা *ক্রি* ভুল বুঝতে পারা। 'ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলভাষী [ভুল+স ভাষী] *বিণ* ভুল কথা বলে এমন। 'অবিশ্বাসীরাই শয়তানী চেলা ভ্রান্ত দ্রষ্টা ভুলভাষী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ভুল-ভ্রান্তি [ভুল+স ভ্রান্তি] **১** *বি* ভুল-ক্রটি। 'ভুল-ভ্রান্তি অসম্পূর্ণতা সমস্তর ভিতর দিয়ে নবযুগবিধাতার ডাক শুনে চলতে থাকব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'মানুষ মাত্রেরই নানান ভুল-ভ্রান্তি আছে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* নানা প্রকার ভুল। 'জীবনের শুরুতেই মানুষের ভুলভ্রান্তি অপচার – ব্যভিচারের কথা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভুলেও *ক্রিবিণ* ভুল করে হলেও। 'আমি কি ভুলেও কোনোদিন এসে দাঁড়ায়েছি তব দ্বারে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভুলে-ভরা *বিণ* ক্রটিতে পরিপূর্ণ; ক্রটিপূর্ণ। 'এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভুলে-যাওয়া[1] *বিণ* ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে-যাওয়া কত রাশি রাশি লাভক্ষতি কান্না হাসি – এক তীর গড়ি তোলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভুলে যাওয়া[2] *ক্রি* মনে না থাকা। 'ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই ভুলে যাবি তোর গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভুলা[1] **১** *ক্রি* ভোলা। 'কেন ধনি ভুল তুমি তোমা লাগ্যা দানী আমি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* মোহিত হওয়া। 'আনন্দোমত্ত কাক এই অনুনয় কথাতে ভুলিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **ভুল** *ক্রি* ভুলে যাও। 'কেন ধনি ভুল তুমি তোমা লাগ্যা দানী আমি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **ভুলাইতুম** *ক্রি* ভুলিয়ে রাখতাম। 'দাউদ নহে নারী দেখাই ভুলাইতুম।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভুলাইতে** *ক্রি* ভুলিয়ে রাখতে। 'মানবীর মন ভুলাইতে কথক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভুলাব** *ক্রি* বিস্মৃত করাবো। 'ইউছফে ভুলাব মোরা ধূলাখেলা দিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ভুলি** *ক্রি* বিস্মৃত হই। 'নিকাশী কাশ বাধবে গলে জেনে শুনে কেন ভুলি।' *লালন*, ১৮৯০। **ভুলিল** *ক্রি* ভুললো। 'ভুবন ভুলিল রূপে ভাবে ব্রহ্মতনু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ভুল্লে** *ক্রি* ভুলে গেলে। 'ভুল্লে ক্ষতি নাই, রিফরমেশনে নামও বদলায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ভুলানো *ক্রি* ভুলিয়ে দেওয়া। 'আমি তা'কে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ভুলা[2] *বিণ* ভুলো। 'না বুঝে মন হলি ভুলা মানুষ বিবাদী।' *লালন*, ১৮৯০।

ভুলানী *বি* ভোলায় যে। 'ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে ভুবন-ভুলানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ভুলিয়ে-ভালিয়ে *ক্রিবিণ* মিথ্যা আশ্বাসাদি দিয়ে। 'সন্ধ্যের আগে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি ডেকে আনিস।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভুলিয়ে রাখা *ক্রি* অন্য দিকে মন আকৃষ্ট করে শান্ত করা। 'নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভুলুআ *বিণ* সব কিছু ভুলে যায় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুলুনি *বি* ভোলায় যে। 'চুপ কর, ও পাগলি, ও ভুলুনি, ছেলে ধরতে এসেছ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভুলুয়া [স ভ্রম>] *বি* যাত্রার সঙ। 'যাত্রার ভুলুয়া এবং মটরু এই সকল শ্রেণীর রসিকদিগের আদর্শ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভুলুয়া-গিরি *বি* সঙের কাজ। 'যে সকল লেখক এরূপ ভুলুয়া-গিরিতে প্রবৃত্ত ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভুলোক [স] *বি* পৃথিবী। 'ভুলোক আদি সপ্তলোক করিলা সৃজন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **ভূলোক**

ভুশ [ধ্বন্যা] *বি* পানি, কাদা প্রভৃতি ভেদ করে ওঠা বা পড়ার শব্দ। 'নিমকের বস্তার মত ভুশ করে পড়ে এক-একটা সাঁতারু ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভুশুরপো [ভাশুর>] *বি* ভাশুরপো; স্বামীর বড়ো ভাইয়ের ছেলে। 'জাতি কুলের দায়ে ভুশুরপোকে দায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ভুষা [স ভূষণ>] *বি* আভরণ। 'প্রতি জনে ভুষা দিল বস্ত্র অলঙ্কার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভুষুণ্ডি, ভুসণ্ডি *বি* পাথর ছোড়ার জন্য চামড়ার তৈরি যন্ত্রবিশেষ। 'পরিঘ ভুষুণ্ডি ধরিআ চণ্ডী বাড়িআ ভাঙ্গিল দন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গায়ে আরোপিল রাঙ্গি ভুসণ্ডি ডাবুস টাঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুষ্টিনাশ [স গোষ্ঠীনাশ] *বি* ধ্বংস; সর্বনাশ। 'করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভুস [ধ্বন্যা] *বি* পাখি উড়ে যাওয়ার শব্দ। 'ভুস করে সবুজ বনের সমুদ্রের ভেতর ঢুকে পড়ল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভুসা [স ভস্ম>] **১** *বি* কাজল। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* বাতির শিখায় তৈরি কালি। 'হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভুসো *বি* প্রদীপের শিখায় তৈরি কালি বা কাজল। 'চৌকিতে লাগিয়ে রেখেছিল ভুসো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভুসো কালি *বি* ভুসা থেকে তৈরি কালি। 'মুখে ভুসোর কালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভুষোকালি *বি* ভুসা থেকে তৈরি কালি। 'অদূর তুলসীমঞ্চ, ভুষোকালি লেগেছে দেয়ালে।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

ভুষো জিনিষ *বি* পোড়ানো জিনিস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভুসি *বি* ধান, ডাল ইত্যাদির খোসা; খুদ-কুড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব, ঘুসি খেলে বাঁচব না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভুষি *বি* গোখাদ্য। 'গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুনপানি মেশানো ভুষি গোলায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভুষিমাল *বি* কলাই প্রভৃতি শস্য। 'ভুষিমালের আড়ত, মশলাপাতির আড়ত।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ভুসুণ্ডি [স ভূষণ>] *বিণ* দীর্ঘজীবী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভূ [স] **১** *বি* মাটি। 'তুলিআ আছাড়ে ভূত্রে শোণিত নিকলে মুখ্রে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পৃথিবী। 'ঘোড়ার ব্যবহার ভূমণ্ডলে প্রচরদ্রূপ হইবার পূর্বে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* ভূমি। 'দেশের ভূসংস্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভূকন্দর [স] *বি* ভূমিস্থ পর্বত-গহ্বর। 'পাতা পাথর মৃত্যু কাজের ভূকন্দরের থেকে আমি শুনি।' *জীবন*, ১৯৪০।

ভূকম্পন [স] *বি* ভূমিকম্প। 'অনেক ভূয়োদর্শনাভিজ্ঞ জ্ঞানী মনীষী ভূমিকম্পনকে ... অকল্যাণময় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূখণ্ড [স] **১** *বি* দেশ; রাষ্ট্র। 'ধনরত্নপূর্ণ ভূখণ্ড করায়ত্ত করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* জগৎ। 'বাহিরের ভূখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তঃকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই নিয়ত-জাগ্রত চেষ্টা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৩** *বি* অঞ্চল। 'এডেনের চতুর্দিকে বিস্তৃত ভূখণ্ড ইংরাজের আশ্রয় স্বীকার করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভূগঠন [স] *বি* ভূভাগ সৃষ্টি। 'এই পৃথিবীর ভূগঠনের সময়ের মধ্যে নক্ষত্রবিশ্ব আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ ফেঁপে গিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভূগর্ভ [স] *বি* মাটির তলার অংশ। 'তৎসংক্রান্ত ভূগর্ভ-বিনির্গত গভীর গর্জন শ্রবণ করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ভূগর্ভ হইতে ধাতুখনন ও তদ্দ্বারা গৃহসামগ্রী নির্ম্মাণ, বিনা, শ্রম সম্পন্ন হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ভূগর্ভস্থ [স] *বিণ* মাটির অভ্যন্তরে অবস্থিত। 'ভূগর্ভস্থ হ্রদ ও অন্ধ মৎস্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূগর্ভস্থিত [স] *বিণ* মাটির তলায় আছে এমন। 'তাহারা ঐ জলপথে অর্থাৎ ভূগর্ভস্থিত নদী বিশেষে একখানি সামান্য নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক দীপ জ্বালাইয়া গেল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূগোল [স] *বি* পৃথিবী ও তার উপরিস্থ বিভিন্ন দেশের বিবরণ। 'ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভূগোলক [স] *বি* পৃথিবী। 'এই বাষ্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভূগোলখণ্ড [স] *বি* ভৌগোলিক সীমা। 'সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভূগোলচিত্র [স] *বি* মানচিত্র। 'একদা কোনও মুদ্রাযন্ত্রালয়ের গবাক্ষের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে, তন্মধ্যে এক ভূগোলচিত্র দেখিতে পাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ভূগোল-ছাড়া *বিণ* সীমানা অতিক্রমী। 'সকল-উদ্দেশ-হারা/ সকল-ভূগোল-ছাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ভূগোলবিজ্ঞান [স] *বি* ভূগোলশাস্ত্র। 'রেনেসাঁসের যুগে নতুন করে ভূগোলবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভূগোলবিদ্যা [স] *বি* পৃথিবী ও তার উপরিস্থ বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত বিদ্যা। 'বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ... ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রস্তুত প্রত্যক্ষমূলক ভূগোলবিদ্যা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ভূগোলবৃত্তান্ত [স] *বি* ভূ-বিজ্ঞান; দেশসমূহের অবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান। 'ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের মনঃকল্পিত ভূগোলবৃত্তান্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ভূগোলস্মৃতি [স] *বি* ভৌগোলিক ইতিহাস। 'ভারতের ভূগোলস্মৃতি সম্বন্ধে একটা কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভূগোলীয় [স] *বিণ* ভূগোল সম্বন্ধীয়। 'খগোল ও ভূগোলীয় এক প্রতিবিম্ব দান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ভূচর [স] **১** *বি* স্থলচর প্রাণী; মাটিতে চরে যে প্রাণী। 'খেচর ভূচর গণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* মাটিতে চরে বেড়ায় এমন। 'যাবতীয় ভূচর ও খেচর জন্তু ঐ বায়ু-সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূচালা [স ভূ-চলন] *বি* ভূমিকম্প। 'ভূচালার মত চালা কোটা সব লড়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভূচিত্র [স] *বি* মানচিত্র। 'তিনি ... তদ্দ্বারা কেবল পুস্তক ও ভূচিত্র ক্রয় করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ভূ-চুম্বন [স] *বি* মাটিতে গড়াগড়ি। 'মস্তক যুবকের অসি-প্রহারে ভূ-চুম্বন করিতেছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ভূচ্ছায়া [স] *বি* গ্রহণের সময়ে চাঁদে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে। 'ভূচ্ছায়া প্রবেশ দ্বারা চন্দ্র গ্রহণের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভূতত্ত্ব [স] *বি* পৃথিবীর উৎপত্তি, পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞানশাস্ত্র। 'প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি স্বদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ভূতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূতত্ত্ববিৎ, ভূতত্ত্ববিদ [স] **১** *বিণ* ভূবিদ্যাবিশারদ। 'ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **২** *বি* ভূবিদ্যাবিশারদ। 'ভূতত্ত্ববিদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভূতত্ত্ববিদ্যা [স] *বি* ভূবিদ্যা। 'আমরা ইতিপূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি শুনিয়াও সচকিত হই নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ভূতত্ত্ববেত্তা [স] *বি* ভূ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে আদৌ অবনীমণ্ডল অত্যুষ্ণ দ্রবীভূত পদার্থময় ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভূতত্ত্বানুসন্ধিৎসু [স] *বিণ* পৃথিবী বিষয়ক তত্ত্বের অনুসন্ধানে আগ্রহী। 'ভূতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূতল [স] **১** *বি* ভূমিতল। 'না পাইলে কান্দিয়া ভূতলে গড়ি যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'পয়দল কলবল ভূতল টলমল।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* পাতাল। 'সৃষ্টির প্রথম যুগে যেসব ভূমিকম্পের মহিষ তার শিঙের আক্ষেপে ভূতল থেকে তপ্তপঙ্ক উৎক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ভূতলজঠর [স] *বি* ভূগর্ভ। 'ভূতলজঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভূতলবর্তী, ভূতলবর্ত্তী [স] *বিণ* ভূমিতে আছে এমন। 'ভূতলবর্ত্তী নিশ্চল বা সচল পদার্থ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূতলশয়ন [স] *বিণ* মাটিতে শুয়ে আছে এমন। 'দীন নারী এক ভূতলশয়ন না ছিল তাহার অশন ভূষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভূতলশায়ী [স] **১** *বিণ* ধরাশায়ী। 'সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া ভূতলশায়ী হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বিণ* পরাজিত। 'জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভূতলশায়ী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভূতলস্থ [স] *বিণ* পৃথিবীর উপরিভাগের। 'ভূতলস্থ কোন স্থানের সহসা ভূগর্ভে নিমজ্জন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূতলস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* ভূতলস্থ। 'সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম, আর মূর্চ্ছিতা, ভূতলস্থা শ্রী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ভূধর [স] *বি* পর্বত। 'রজত ভূধর শোভা ভক্তজন মনোলোভা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'থর থর করি কাঁপিছে ভূধর, শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভূধরেশ্বর [স] *বি* হিমালয়। 'যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি ধবল, ভূধরেশ্বর!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভূনত [স] *বিণ* অবনত। 'এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

ভূ-পতন [স] *বি* ভূমিতে পতিত হওয়া। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর ভূ-পতন-রহস্য নির্ণীত হয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভূপতিত [স] **১** *বিণ* মাটির উপরে পড়েছে এমন। 'ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ* অস্পৃশ্য। 'রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূপতিতা [স] *বিণ স্ত্রী* মাটিতে পতিত। 'ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভূপর্যটক [স] *বিণ* পৃথিবী পরিভ্রমণকারী। 'প্রসিদ্ধ জার্মান ভূপর্যটক।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ভূপাতিত [স] *বিণ* মাটির উপর পড়ে আছে এমন। 'আর-একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভূপৃষ্ঠ [স] *বি* পৃথিবীর উপরিতল। 'সমুদ্রতরঙ্গবৎ তরঙ্গায়িতভাবে ভূপৃষ্ঠের কিয়ৎ লক্ষিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূপ্রদক্ষিণ [স] *বি* পৃথিবী পরিক্রম। 'আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ভূ-বিবরণ [স] *বি* ভূগোল শাস্ত্র। 'এসো ... কাব্য-পুরন্দর ভূ-বিবরণ ভাণ্ডারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

ভূবিস্তৃত [স] *বিণ* ভূমি পর্যন্ত প্রসারিত। 'সুখের মতো ভূবিস্তৃত, উরুদ্বয়ে শোকের মতো।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

ভূবৃত্তান্ত [স] *বি* পৃথিবী সংক্রান্ত তথ্যাদি। 'দুনিয়ার ভূবৃত্তান্তে কোনো-একটা জায়গায় আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভূভাগ [স] **১** *বি* পৃথিবীর স্থলভাগের নির্দিষ্ট অংশবিশেষ। 'পর্বতের ব্যবধানও এক ভূভাগকে অপর ভূভাগ থেকে পৃথক করে রাখে।' *প্রমথ*, ১৯২৫। **২** *বি* পৃথিবী। 'ভূভাগের লোকের মনে অনেক দিন থেকে দিব্যি বসে গিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ভূভার [স] *বি* পৃথিবীর ভার। 'ভূভার খণ্ডনে কৈলে আপুনি প্রকাশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূভারখণ্ডন [স] *বি* পৃথিবীর ভারস্বরূপ পাপ নাশ করা। 'নানামতে করিলেন ভূভারখণ্ডন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভূভারত [স] **১** *বি* সমগ্র ভারত। 'যবে ভূভারতে বিসর্জিবে ভূভারত।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **২** *বি* সমগ্র জগৎ। 'এমন মানুষ ভূভারতে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভূমণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। 'ঘোড়ার ব্যবহার ভূমণ্ডলে প্রচুররূপ হইবার পূর্বে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ভূমূর্তি [স] *বি* ভূমিরূপ দেশ। 'আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভূলুণ্ঠিত [স] **১** *বিণ* মাটিতে লুটানো। 'নিজের ভূলুণ্ঠিত পোশাকের প্রান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* ধরাশায়ী। 'সমাজধর্মের দুরহংকারে উচ্চশির ভূলুণ্ঠিত হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভূলুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা, হে বৎসে আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভূলোক [স] *বি* পৃথিবী। 'জীবলোকেদের ভূলোকাদি সত্যলোকপর্য্যন্ত – পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভূলোকস্বর্গ [স] *বি* পৃথিবীর স্বর্গ। 'ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ভূসংস্থান [স] **১** *বি* ভূমি ব্যবস্থা। 'দেশের ভূসংস্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* স্থাননির্দেশ। 'ভূ-প্রকৃতি অনেক অঞ্চলের সীমারেখা নানা সূত্রে নির্ধারণ করে দেয় ... আবহমণ্ডল, ভূমিবৃত্তি, ভূসংস্থান ইত্যাদি সূত্রে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভূসম্পত্তিবান [স] *বি* জমির মালিক। 'ভূসম্পত্তিবান দুষ্ট ভদ্রলোক ... ইহাদের প্রবর্ত্তক।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

ভূসম্পন্ন [স] *বিণ* ভূসম্পত্তির মালিক। 'ভূসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

ভূস্তর [স] *বি* মাটির স্তর। 'ভূস্তরপর্যায়ে ভূমিকম্প অগ্নি-উচ্ছ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভূস্বত্ব [স] *বি* জমিজমা। 'নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভূস্বর্গ [স] *বি* পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট স্থান। 'ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে ভূস্বর্গ বলিয়া খ্যাতি বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূস্বামী *বি* জমিদার; জমির মালিক। 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভুঁ [স ভূ] *বি* ভুঁই; চাষের জমি। 'ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভুঁই[১]**, ভুই** [স ভূমি] *বি* জমি। 'নিম্পি ভুঁই রূপিয়াছি।' *কেরি*, ১৮০২; 'ছয় হলেতে তোমার সকল ভুইর চাস উঠে।' *কেরি*, ১৮০২।

ভুঁই[২] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীনিবাস ভুঁই।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভুঁয়া *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

ভুঁইচাঁপা *বি* এক প্রকার সুগন্ধি ফুল। 'কে পূজিল তোমা ভুঁই-চাঁপা ফুল দিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্মল, যেমন নির্মল ভুঁইচাঁপা ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'ভুঁইচাঁপারি সই স্যাঙাতি জাফরানে নীল ফুল ফোটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ভুঁইয়া [স ভৌমিক] *বি* জমিদারপ; সামন্তরাজ। 'আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া এ একাদশ ভুঁইয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভুঁড়ো [স ভূরি>] *বিণ* বিশাল ভুঁড়িওয়ালা। 'ভুঁড়ো পেট কুঁকড়ে গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভুঁতুড়ি *বি* কাঁঠালের ভিতরের অখাদ্য অংশ, যা কোষের সঙ্গে জড়িত থাকে। 'কোথাও একটা কাঁটালের ভুঁতুড়ির উপর মাচি ভ্যান ভ্যান কচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভুখন [স ভূষণ] *বি* ভূষণ। 'গগন মড়ল দুহুক ভুখন একসর উগ চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভুখারী *বি* ক্ষুধার্ত ব্যক্তি। 'ভূখারীর দানা কেড়ে বড় যারা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভুগর্ভস্থ দ্র ভূ

ভুগোল দ্র ভূ

ভুচর দ্র ভূ

ভুজ [স ভুজা] *বি* বাহু। 'কণ্ঠে সূর্য্য বিষ্ণু ভুজে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **ভুজ**

ভুজঙ্গ [স ভুজঙ্গ] *বি* ভুজঙ্গ; সাপ। 'বসন ছিড়িয়া মারে ভুজঙ্গ অসীম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। দ্র **ভুজঙ্গ**

ভুজঙ্গম [স ভুজঙ্গম] *বি* সাপ। 'যুবতীধরম ধৈর্যভুজঙ্গম দমন করিবার তরে।' *দ্বিজ*, ১৫৭০।

ভুজালি *বি* এক প্রকার ছোটো তরবারি। 'ভুজালি নিয়ে একান্ত মনোযোগের ভান করে মাটি খোঁচাতে লাগলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভুমিকম্প, ভুমিকম্প [স ভূমিকম্প] *বি* ভূ-পৃষ্ঠের আন্দোলন।

AMARBOI.COM

'ভূঞিকম্প হএ তবে দ্বারিকা নগর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ক্ষেনে ক্ষেনে ভূঞিকম্ফ কুক্কুর ক্রন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **ভূমিকম্প**

ভুঞ্জানো [স ভুঞ্জ্>] *ক্রি* খাওয়ানো। **ভুঞ্জাইয়া** *ক্রি* খাবার খাইয়ে। 'ভুঞ্জাইয়া শ্রম তার ঘুচাল্য সকল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জাইল** *ক্রি* খাওয়ালো। 'মিষ্ট অন্নপান দিয়া ভুঞ্জাইল তারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জাএ** *ক্রি* ভোগ করায়। 'অন্য জন হৈলে তারে নরক ভুঞ্জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জি** *ক্রি* ভোগ করি। 'বিরহসাগরে দুঃখ ভুঞ্জি অবিস্রাম।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জিবে** *ক্রি* খাবে। 'ভুঞ্জিবেত কোন ভোগ কহ সত্য করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জিয়া** *ক্রি* ভোগ ক'রে। 'সেই পাপ ভুঞ্জিয়া এবে তোমারে দেখিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জিল** *ক্রি* ভোগ করলো। 'পর্ব্বত রূপধরি কৃষ্ণ সকল ভুঞ্জিল।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **ভুঞ্জা**

ভূত[1] [স] ১ *বি* প্রেত। 'কিবা কার বিভা কিবা ভূতের কীর্তন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অতীতের বিষয়। 'ভূত ভবিষ্যত যথ সকল জানিল।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* যম। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ৪ *বি* ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মূল উপাদান। 'আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি, এই পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীর আটা আনা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৫ *বি* অবস্থা। 'তার চেয়ে ভালো আজি তব রসায়নে আদি ভূতে ফিরে যাওয়া।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভূত কাল [স] *বি* অতীতকাল। 'কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভূতগত [স] ১ *বিণ* নিরর্থক। 'আপিসের এই ভূতগত খাটুনি।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বিণ* পুরনো। 'বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভূতগ্রস্ত [স] *বিণ* ভূত দ্বারা আক্রান্ত। 'এই কন্যা ভূতগ্রস্ত।' *প্রভাত*, ১৮৯৫; 'আমি ভূতগ্রস্ত লিখে যাই আজো।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

ভূতচালা [স ভূতচালক] *বি* (লোকবিশ্বাস) ভূতের চালক বা ওঝা। 'ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আসবার প্রোগ্রাম স্থির হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভূত ছাড়া করা *ক্রি* অসৎ প্রভাব থেকে মুক্ত করা। 'মা দেখতে পেলে এখুনি গাল দিয়ে ভূত ছাড়া করবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ভূত ছাড়ানো *ক্রি* অসৎ প্রভাব থেকে মুক্ত করা। 'ছোটোদের মারিয়া গাল দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দেওয়া।' *মানিক*, ১৯৪০।

ভূত ঝাড়ানো *ক্রি* বল প্রয়োগে কাউকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া। 'আজকে শালার ভূত ঝাড়াব।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ভূত টুত *বি* ভূত প্রেত। 'এই ভূত টুত যেমন তেমনি নাকি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ভূত তাড়া করা *ক্রি* কোনো অশুভ শক্তির প্রভাব বিস্তার করা। 'তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভূতত্ব নিবন্ধন – ভূতের কারণে। 'ভূতত্ব নিবন্ধন ঘাড় তাঙ্গবার ভয় পর্য্যন্ত দ্যাখাতে ক্রটি করেন নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভূতনাথ [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'ভূতনাথ সঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভূতনো *বিণ* ভূতের মতো। **ভূতনো ন্যাকা** *বিণ* ভূতের মতো নাকবিশিষ্ট। 'রগটিলে, হুঁ ভূতনো ন্যাকা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভূতপূর্ব, ভূতপূর্ব্ব [স] *বিণ* প্রাক্তন। 'ভূতপূর্ব ডেপুটিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ভূতপূর্ব্ব নবনূর সম্পাদক।' *সওগাত*, ১৯১৯।

ভূতপেরেত [স ভূতপ্রেত] *বি* কল্পিত অশরীরী সত্তা। 'দেবদেবী ও ভূতপেরেতের নামে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

ভূতপ্রেত [স] *বি* কল্পিত অশরীরী সত্তা। 'যদি ভূতপ্রেত হৈত কদাচিত না যাইত।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভূতভবিষ্য [স] *বি* অতীত ও ভবিষ্যৎ। 'সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য সব দেখে যেন ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ভূত ভবিষ্যৎ [স] *বি* অতীত ও ভবিষ্যৎ। 'ভূত ভবিষ্যৎ জানহ বিভ্রান্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'ভূত ভবিষ্যৎ সব মুনির বিদ্যমান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভূতভাবন [স] *বি* প্রাণীদের পালনকর্তা। 'সেই ত্রিলোকীনাথ, বৈকুণ্ঠস্বামী, ভূতভাবন ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভূতভূত *বিণ* ভুতুড়ে। 'ভূতভূত প্রান্তরের রক্তহিম কুকুরের ডাক।' *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

ভূতযোনি [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত মানুষের আত্মা। 'অশিক্ষিত সামান্য লোকদিগের এইরূপ কুসংস্কার আছে যে, আলেয়া একপ্রকার ভূতযোনি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূতশুদ্ধি [স] *বি* পূজার আরম্ভে পূজারী কর্তৃক দ্রব্যাদির অপবিত্রতা দূরীকরণ ক্রিয়া। 'ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস শরীর শোধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূতসাধনী [স] *বি* ভূত ঝাড়ানো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভূতা [স] *বি* প্রেতিনী। 'ওঝা রোঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।' *দ্বিজ*, ১৫৭০।

ভূতাত্ম [স] *বি* ভৌতিক উপদ্রব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভূতান্তর মন্ত্র [স] *বি* (লোকবিশ্বাস) ভূতের প্রভাবমুক্ত করার মন্ত্র। 'ভূতান্তর মন্ত্র পড়ি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ভূতাবিষ্ট [স] *বিণ* ভূত দ্বারা আবিষ্ট। 'অবসন্ন গমনে ভূতাবিষ্ট গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভূতুড়ে [স ভূত>] *বিণ* ভৌতিক। 'এই ভূতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভূতে-খাওয়া *বিণ* অপশক্তি-কবলিত। 'ওরে জীবন-হারা, ভূতে-খাওয়া/ ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভূতে-পাওয়া ১ *বিণ* কল্পিত প্রেতাত্মা দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। 'যেমনি সমুখে চাওয়া অমনি সে ভূতে-পাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* উদ্ভট খেয়াল মাথায় এসেছে যার। 'নেচে বেড়াচ্ছে ভূতে-পাওয়ার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভূতের বেগার খাটা *ক্রি* অনর্থক পরিশ্রম করা। 'আবার ভূতের বেগার মর খেটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভূতের বোঝা ১ *বি* অর্থহীন বোঝা। 'কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১; 'একেই বলে ভূতের বোঝা বওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বি* পণ্ডশ্রম। 'কর্তব্য না ভূতের বোঝা।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

ভূতো *বিণ* ভূতের মতো। 'তোর মতো ভূতো মারহাট্টা ছেলেদেরই এসব কোস্তাকুস্তি সাজে!' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভূতোমি *বি* ভুতুরে আচরণ। 'সেদিন কোথায় থাকবে এর এই ভূতোমি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূত[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামরত্ন ভূত।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভূতচতুর্দশী, ভূত চতুর্দ্দশী [স] *বি* (হিন্দুদের) ব্রতবিশেষ; কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথি। 'অনেক ব্রাহ্মর বাড়িতে ভূত চতুর্দ্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায়!' *হুতোম*, ১৮৬১; 'অক্ষয়তৃতীয়া, অঘোরচতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী, নৃসিংহচতুর্দশী ... ব্রত তিথিমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য।' *অবন*, ১৯১৯।

ভূতত্ত্ব দ্র ভূ

ভূতত্ত্ববিদ দ্র ভূ

ভূতলস্থ দ্র ভূ

ভূতি *বি* কাঁঠালের মাঝখানের দণ্ডাকৃতির অখাদ্য অংশ, যাতে কোষ জড়ানো থাকে। 'কাঁঠালের ভূতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভূতিভোগী *বিণ* বেতনভুক্ত। 'ভূতিভোগী যত ছিল, ডেকে সবে আজ্ঞা দিল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ভূপ [স] *বি* নরপতি; রাজা। 'প্রথমে সুক্তা ঝোল ঘন্ট সাক সূপ/ মীন মাংস ভোজনে আপনা বাসে ভূপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূপতি [স] *বি* রাজা। 'প্রভাতে ভূপতি দিল মন্দিরা চামর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভূপাল [স] *বি* রাজা। 'অবিচারে যদি বধ করয়ে ভূপাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভূপালি, ভূপালী *বি* (সঙ্গীত) একটি রাগিণীর নাম। 'কেহ কোড়া ভূপালী চাহিব রাত্রি শেষে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালি মূলতানি সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভূপালী গিঞ্জ *বি* সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৭০০।

ভূম [স ভূমি] ১ *বি* মাটি। 'মূরছি পড়িয়া ধরি কান্দে ভূম খান্ধে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৭০। ২ *বি* জমি। 'তালুক ভূম বিক্রয় খরখতি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভূমবিক্রয় *বি* জমি বিক্রয়। 'শ্রীরামদুলাল দত্ত কষ্য তালুক ভূমবিক্রয়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভূমণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। 'ঈদৃশ অঘটন-ঘটনা ভূমণ্ডলে অতীব বিরল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভূমধ্যসাগর [স] *বি* ইউরোপের দক্ষিণে এবং আফ্রিকার উত্তরে অবস্থিত সাগরবিশেষ। 'ভূমধ্যসাগর কূলস্থ সীরিয়া ও পালেসটাইনের কতিপয় স্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'স্টীমারে চড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালিতে পৌঁছতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভূমধ্যস্থ সমুদ্র [স] *বি* ভূমধ্যসাগর। 'ভূমধ্যস্থ (Mediterranean) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভূমধ্যস্থ সাগর [স] *বি* ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী ভূমধ্য সাগর। 'উঠিয়া দেখি আমরা ভূমধ্যস্থ সাগরের উপর ভাসিতেছি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভূমা [স] ১ *বিণ* বিপুল। 'এই ভূমা-ঐক্যের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্র মানবের সহিত মিলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* বিপুলতা। 'প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* সর্বব্যাপী অস্তিত্ব; পরমপুরুষ। 'ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভূমানন্দ [স] *বি* পূর্ণ আনন্দ। 'এক-প্লেট গোলাপফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভূমাপতি [স] *বি* জগতের পালনকর্তা। 'নরপতি ভূমাপতি হে দেব দেব বন্দ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভূমাপ্রীতি [স] *বি* মানবিক জগতের প্রতি অনুরাগ। 'ভূমাপ্রীতি তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য কেবল খণ্ডজ্ঞানে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করে তোলা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ভূমাস্পদ [স] *বি* পরম আশ্রয়। 'বন্দন করে বিশ্ব শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভূমি [স] ১ *বি* ভূ-পৃষ্ঠ; মাটি। 'খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভূমি-উপর বসি নিজ-নখে ভূমি লিখে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* জায়গা; অঞ্চল। 'তিলমাত্র অনাচার হেন ভূমি নাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* চাষ। 'সম্পদ বিপদ তুমি দারু দুর্বা করহ ভূমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* স্থলভাগ। 'যে মহাসাগর বা সাগরের অংশ ভূমির মধ্যে অধিক দূরে প্রবেশ করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৫ *বি* জমি। 'অনেক সাহেব ... শস্যশালী ধান্যের ভূমি লইয়া নিজ যোতে ধান্য উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভূমিক [স] *বি* ভূসম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি। 'অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সমুহের ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ভূমিকম্প [স] ১ *বি* ভূপৃষ্ঠের কম্পন। 'প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কেশরী বীরেতে রণ চমকিত দেবগুণ ভূমিকম্প দুহাঁর গর্জনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আন্দোলন। 'উহার চলৎশক্তিহীন মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভূমিকর [স] *বি* জমি বাবদ দেওয়া হয় এমন কর। 'ভূমিকর, ষ্টাম্পের কর, আদালতের খরচা, লবণের কর, আফিমের কর, বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা যে বিপুলার্থ উপার্জ্জন হইয়া থাকে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

ভূমিকর্ষক [স] *বি* চাষী। 'সেবক, বাহক, খাদ্য, ভূমিকর্ষক প্রভৃতি রূপেই সৃষ্ট হয়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভূমিকর্ষণ [স] ১ *বি* জমিচাষ। 'তাহাদিগকে ভূমিকর্ষণ, জলসেচন ও তৃণাদি ... আয়াস পাইতে হয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭২। ২ *বি* অনুশীলন। 'কৃষিক্ষেত্রে যেমন, কৃষ্টিক্ষেত্রেও তেমনি কঠিন নিয়মিত ভূমিকর্ষণ অত্যাবশ্যক।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভূমিগত [স] *বিণ* ভূমিলগ্ন। 'ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য হৈল শোকে ভূমিগত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভূমিগর্ভ [স] *বি* ভূ-অভ্যন্তর। 'ভূমিগর্ভের রাতে/ ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভূমিজীবী [স] *বিণ* কৃষির উপর নির্ভরশীল; কৃষিজীবী। 'বাণিজ্যজীবী দেশের সহিত কোনো ভূমিজীবী দেশ সমকক্ষতা রাখিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভূমিতল [স] *বি* পৃথিবীর পৃষ্ঠ। 'চুলে ধরি মঞ্চে হৈতে ভূমিতলে পাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দ্রোণ অস্ত্র সান্ধিল আবরিল ভূমিতল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভূমিতলে পাড়া *ক্রি* মাটিতে ফেলা। 'চুলে ধরি মঞ্চে হৈতে ভূমিতলে

AMARBOI.COM

পাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভূমিদান [স] *বি* জমি দান। 'জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূমিদাস [স] *বি* অন্যের জমিতে বাধ্য হয়ে যে শ্রমিক বেগার খাটে। 'অধমস্থানীয় ছিলেন ভূমিদাসেরা।' *উমর*, ১৯৬৮।

ভূমিধস [স] *বি* স্থলভাগের ভাঙন। 'ঢাকগুলি নদীতে ভূমিধসের বিকট আওয়াজ করে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি [স] *বিণ* মাটির দিকে চেয়ে আছে এমন। 'বৃদ্ধ আশ্রমমৃগ চিত্রক ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নব-দূর্বাদল-ভোজনে ব্যাপৃত ছিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভূমিনির্ভর [স] *বিণ* কৃষিনির্ভর। 'মধ্যযুগীয় জীবন ব্যবস্থা ছিলো ভূমিনির্ভর।' *উমর*, ১৯৬৮।

ভূমিপত্তন [স] *বি* ভিত্তিস্থাপন। 'গদ্যসাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভূমিপিণ্ড [স] *বি* ভূমণ্ডল। 'সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষাতে ও নক্ষত্র-মণ্ডল কক্ষাতে উপরিভাগে আবৃত পাঞ্চভৌতিক এই ভূমিপিণ্ড।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভূমিবন্ধক [স] *বি* ভূমির মালিকানা সাময়িকভাবে অন্যকে দিয়ে টাকা ধার করা। 'ভূমিবন্ধকের নিয়ম এই স্বর্ণদ্রব্যের মাসে টাকায় এক পয়সা।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

ভূমি-বন্ধকী [স] *বিণ* জমি বন্ধক রাখে এমন। 'ভূমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

ভূমি বিদ্যা [স] *বি* ভূমি বিষয়ক বিদ্যা। 'ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ্বিদ্যা ও ভূমি বিদ্যার অনেক সুগম পথ প্রকাশ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ভূমিবৃত্তি [স] *বি* ভূমিব্যবস্থা। 'ভূ-প্রকৃতি অনেক অঞ্চলের সীমারেখা নানা সূত্রে নির্ধারণ করে দেয় ... ভূমিবৃত্তি, ভূসংস্থান ইত্যাদি সূত্রে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভূমিব্যবস্থা [স] *বি* কৃষিজমির ব্যবহার, বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। 'ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং কৃষিতে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৫; 'ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে বহুদিন আলোচনা ও চিন্তার ফলে আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

ভূমিময় [স] *ক্রিবিণ* সমগ্র ভূমি জুড়ে। 'ভূমিময় ... শাখাপল্লব পুষ্প ফল বিস্তার করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ভূমিমাতা [স] *বি* ভূমিরূপ মাতা। 'ভূমিমাতার নিমন্ত্রণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভূমিমালী [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গোপাল ভূমিমালী।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভূমিয়াবৎ *বি* জমির স্বত্বাধিকার নিয়ে লড়াই। 'রাজপুত সর্দাররা ভূমিয়াবৎ জাহির করলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভূমিরক্ষী [স] *বি* ভূমির পাহারাদার বাহিনী। 'ভূমিরক্ষীদের সহযোগিতায় সশস্ত্র পুলিশ ... ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

ভূমিরাজস্ব [স] *বি* জমি ভোগের জন্য প্রদেয় কর। 'কয়রা জেলায় ভূমিরাজস্ব মওকুফ করা সম্বন্ধে সরকার বিবেচনা করিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

ভূমিলক্ষ্মী [স] *বি* ভূমিরূপ লক্ষ্মী। 'আজকালকার দিনে ভূমিলক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ভূমিলগ্ন [স] *বিণ* ভূমির সঙ্গে মিলেছে এমন। 'অলক্ষিতে ভূমিলগ্ন আকাশ কুসুম ঝরে যায় অস্পষ্ট হাসিতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভূমিলাভ [স] *বি* মাটির স্পর্শ। 'তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভূমিলুণ্ঠ্যমান [স] *বিণ* মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদরে অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভূমিশয্যা [স] **১** *বি* মাটিতে পতন। 'খড়্গা ভাঙিলেই, ভূমিশয্যা।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বি* মাটিতে শয়ন। 'মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* মাটির বিছানা। 'নিজের ঘরে গিয়া শীতল ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভূমিশায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* মাটিতে পড়ে আছে এমন। 'হে ভূমিশায়িনী শিউলি!' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

ভূমিশায়ী [স] *বিণ* ভূপতিত। 'বিছানায় পড়িয়া আছেন ভূমিশায়ী জীর্ণ জয়স্তম্ভের মত।' *তারা*, ১৯৪০; 'প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে।' *তারা*, ১৯৪২।

ভূমিশূন্য [স] **১** *বিণ* রাজ্যহারা। 'আর তুমি সেই ভূমিশূন্য রাজার ভগ্নদূত।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **২** *বিণ* ভূমিহীন। 'বাংলার কৃষক ভূমিশূন্য হয়ে পড়বে।' *প্রমথ*, ১৯১৯। **৩** *বিণ* মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন। 'বায়ুভুক আমাদের ভূমিশূন্য বাড়িতে কায়ক্লেশেই থাকতে হত।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

ভূমিসংস্কার [স] *বি* ভূমির বিন্যাস সাধন। 'কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূমিসংস্কার প্রভৃতির উদ্দেশ্য।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

ভূমিসাৎ [স] *বিণ* মাটিতে পতিত। 'শত বরষের শাল যেমন সবলে এক দিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ভূমিস্বত্ব [স] *বি* ভূমির অধিকার। 'কর্মসংকল্পের ভিতর ভূমিস্বত্বের বিষয়ে কথা নাই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভূমিহীন [স] *বিণ* নিজস্ব জমি নেই এমন। 'গৃহহীন ভূমিহীন লক্ষ লোক সমাজের অভিশাপ।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'ভূমিহীন ও গৃহহীন অবস্থায়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভূমিকা [স] **১** *বি* মুখবন্ধ। 'তাহাতে দশ পৃষ্ঠা পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন।' *রামমোহন*, ১৮২৩। **২** *বি* গুরুত্ব। 'প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ ছি-ছির ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৩** *বি* অবস্থান। 'তার রাত্রের স্বপ্নের 'পরে আপন ভূমিকা রচনা করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বি* দূরবর্তী ধ্বনি। 'পাতায় পাতায় বেজে ওঠে ধারাপতনের ভূমিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৫** *বি* দায়িত্ব। 'নারীসমাজ ... কার্যকরী ভূমিকা অবলম্বন করিতে পারেন।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভূমিচম্পক [স] *বি* ভুঁইচাঁপা; ফুলগাছবিশেষ। 'আস্রই আসাঢ়িআ ভূমিচম্পক চম্পক।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভূমিচাঁপা [স ভূমিচম্পক] *বি* ভুঁইচাঁপা; ফুলবিশেষ। 'ভূমিচাঁপা আশোক গাঁথিল করবীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভূমিচাম্পা *বি* ভুঁইচাঁপা ফুল। 'ভূমিচাম্পা তুলিল সপ্তদলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূমিজ [স] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভূমিধস দ্র ভূমি

AMARBOI.COM

ভূমিশয্যা *দ্র* **ভূমি**

ভূমিষ্ট [স ভূমিষ্ঠ] *বিণ* প্রসব হয়েছে এমন। 'ভূমিষ্ট হইল পুত্র দেখিল ব্রাহ্মন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভূমিষ্ঠ [স] **১** *বিণ* প্রসূত। 'তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ভূমিষ্ঠ হইল গোরা উত্তম দিবসে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বিণ* মাটিতে উপুড় হয়ে শায়িত। 'গলায় কাপড় দিএ ভূমিষ্ঠ হইএ প্রণাম করিল সদাপর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভূমিষ্ঠকাল [স] *বি* জন্মের সময়। 'ভূমিষ্ঠকাল থেকে যত ধুলো মেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভূমিসটি [স ভূমিষ্ঠ] *বিণ* ভূমিষ্ঠ। 'ভূমিসটি হইআ তিনি তপিস্স্যাত্র গেল।' *রামাই*, ১৭১০।

ভূমিসাৎ *দ্র* **ভূমি**

ভূম্য [স ভূমি] *বি* মাটি। 'ভূম্যে লোটাইয়া জসোদা কান্দেন তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভূম্যধিকারী, ভূম্যধিকারি [স ভূম্যধিকারী] **১** *বি* জমির মালিক। 'জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীর ভূমির উপর উপরের প্রস্তাবিত সকল আইনের মতে ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫। **২** *বি* জমিদার। 'অন্য ব্যক্তিরদিগকে ভূম্যধিকারী করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'তথাকার ভূম্যধিকারিরা যে প্রকার এতদ্দেশীয় জমীদারসকল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ভূম্যর্থে [স] *ক্রিবিণ* মাটির জন্য। 'ভূম্যর্থে কি প্রকার সার ভাল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

ভূম্যে পাড়া *ক্রি* আছাড় মারা। 'মঞ্চ হইতে ভূম্যে পাড়ি কংস রাজায় মারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভূয্য [স ভোজ্য] *বি* ভোজনযোগ্য খাবার। 'ইহারদের ভক্ষ্য ভূয্য আয়োজন।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভূয়সী [স] *বিণ স্ত্রী* অনেক; প্রচুর। 'তাহাতে তিনি, এই নূতন মতের ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ভূয়সী প্রশংসা [স] *বি* অনেক প্রশংসা। 'তাঁহার সমকালবর্ত্তী পণ্ডিতেরা এই বিষয় অবগত হইয়া, বিস্ময়াপন্ন-হৃদয়ে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভূয়িষ্ঠ [স] *বিণ* প্রভূত; বহুল। 'বিদ্যানুশীলনের সহিত বিষয়কার্যের ভূয়িষ্ঠ সম্বন্ধ প্রায় ঘটিয়া উঠে না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ভূয়োদর্শন [স] *বি* প্রচুর দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। 'অনেক ভূয়োদর্শনাভিজ্ঞ জ্ঞানী মনীষী ভূমিকম্পনকে ... অকল্যাণময় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূয়োবাজি [স ভূয়ঃ] *বি* ফাঁকিবাজি। 'সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক – খালি ভূয়োবাজি।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

ভূয়োভূয়, ভূয়োভূয়ঃ [স] *ক্রিবিণ* বারবার। 'ইহা কি ভূয়োভূয় শ্রবণ করা যায় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অল্পবয়সে ও বৃদ্ধকালে বিবাহ করা উচিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভূর [স ভ্রম] *বি* অহংকার। 'ভাঙ্গা গেল যত ভূর চাতুরী হইল চূর ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভূরি [স] *বিণ* অনেক; প্রচুর। 'এই ব্যাপার ভূরি স্থানে পুলিসের সংক্রান্ত আমলা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'বণিক, ভূরি পরিমাণে বারুদ লইয়া ... ব্যবসায় করিতে গেলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভূরি কথা *বি* অনেক কথা। 'ভুলাইতে ভূরি কথা ভাষে ভাব করে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভূরিগুণে *বিণ* অনেক বেশি। 'তাঁহার অপেক্ষা ভূরিগুণে বিদ্যান্ শ্রীযুক্ত কোলব্রুক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভূরিতা [স] *বি* প্রাচুর্য। 'যে সংসার তার অহং – এর ক্ষেত্র সে দিকে তার অহংকার ভূরিতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভূরিপরিমাণ [স] *বিণ* প্রচুর পরিমাণ। 'সাধারণ মানুষের মধ্যে ভূরিপরিমাণ মূঢ়তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভূরিপরিমিত [স] *বিণ* বহুল; অত্যধিক। 'ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে জানা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভূরিব্যয় [স] *বি* অনেক খরচ। 'জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভূরি ভূরি [স] *বিণ* অসংখ্য; প্রচুর। 'তন্মধ্যে ভূরি ভূরি বাক্য পরস্পর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; '... এজন্য সর্ব্বদাই ভূরি ভূরি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ভূরিভোজ [স] *বি* প্রচুর আহার। 'যা যথেষ্ট সেটাই ভূরিভোজের সমান-দরের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'শ্রাবণভাদ্রের ভূরিভোজের অবসানে তাদের ভাবখানা অতি মন্থর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভূরিভোজনান্তে [স] *ক্রিবিণ* অত্যধিক আহারের শেষে। 'ভূরিভোজনান্তে একটি কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া সেই কোণটি আশ্রয় করিয়াছি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভূরিভোজী [স] *বি* প্রচুর আহার করে যে। 'ভূমিগর্ভের রাতে – / ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভূরিলোক [স] *বি* অনেক লোক। 'ভূরিলোক আইলে কি হইবে তাহা কি এই দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভূরুহ [স] *বি* বৃক্ষ। 'অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভূর্জ্য, ভূর্জ্জ [স ভোজ্য] *বি* খাওয়া যায় এমন বস্তু। 'নানা দ্রব্য ভক্ষ ভূর্জ্জ দিল মোহাসয়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভূর্জ [স] *বি* ভূর্জ গাছ। 'চিত্তা উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভূর্জপত্র [স] *বি* ভূর্জ গাছের পাতা। 'উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'ভূর্জপত্রের পত্রগুলি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভূর্জপাতা [স ভূর্জপত্র] *বি* ভূর্জ গাছের পাতা। 'ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভূর্লোক [স] *বি* পৃথিবী। 'আনন্দিত, অতন্দ্রিত, ভূর্লোকে ভুবর্লোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

ভূলা [স ভ্রম] *ক্রি* ভুলে যাওয়া। **ভূলহ** *ক্রি* ভুলো। 'বাল তিল একু বাক্ক ণ ভূলহ রাজপথ কণ্ঢারা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

ভূশণ্ডি *বি* (হিন্দুপুরাণ) ত্রিযুগদর্শী কাক। **ভূষণ্ডির মাঠ** *বি* অন্তহীন প্রান্তর। 'নাতি সব সুপ্পনখার নাকি কথার ভূশণ্ডি মাঠ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভূশণ্ডী কাক *বি* (হিন্দুপুরাণ) ত্রিযুগদর্শী কাক। 'যা-দেখে শিউরে ওঠে দূরে ভূশণ্ডীর কাক।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ভূষণ [স] **১** *বি* শোভা। 'তোক্ষে সে মোহোর রতন ভূষণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অলংকার। 'কনকের প্রায় দ্যুতি কনকভূষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বি সাজ-সজ্জা। 'ধবল আসন ধবল ভূষণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভূষণভার [স] *বি* অলঙ্কারের ভার। 'ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভূষণশূন্য [স] *বিণ* অলংকারহীন। 'সকল ভূষণশূন্য কৈলে দুই হাথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূষণোপাধি [স] *বি* গৌরবময় উপাধি। 'ঐ শ্লোক শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারগতার প্রমাণ ভূষণোপাধি স্বরূপ।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ভূসন [স ভূষণ] *বি* সাজ-সজ্জা। 'নানা অভরন দিয়া করিল ভূসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভূষণা [স ভস্ম] *বিণ* পাংশু বর্ণের। 'ভূষণা বস্ত্র।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভূষা [স ভূষণ] **১** *বি* সাজ-সজ্জা। 'অলঙ্কার বস্ত্র ভূষা পড়ে চারিভিতে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'শ্বেত ভূষা শোভে কলেবর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* অলঙ্কার। 'কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভূষি [স ভস্ম] *বি* ভুসি; শস্যের খোসা, যা গবাদি পশুর খাদ্য। *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* **ভুসি**

ভূষিত [স] **১** *বিণ* অলঙ্কৃত। 'কিনে দোলা রত্নে ভূষিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সজ্জিত। 'মণি রত্ন ভূষিত বিচিত্র কলেবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভুষিত [স ভূষিত] *বিণ* সজ্জিত। 'মণি রত্ন ভুষিত বিচিত্র কলেবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভূষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সজ্জিত। 'খোজেস্তা বিত্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ভূষিতে *ক্রিবিণ স্ত্রী* অলঙ্কৃত করতে। 'মনিমুক্তাযুতা, গলে হারলতা, উচ্চকুচ ভূষিতে হাসিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভুসণ্ডি *বি* নিক্ষেপক অস্ত্রবিশেষ। 'তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল সেল সাঙ্গি ভুসণ্ডি ডাবুষ খরসান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূস্বর্গ *দ্র* **ভূ**

ভূস্বামী *দ্র* **ভূ**

ভৃকুটি [স ভ্রূকুটি] *বি* বিরক্তি বা রাগ প্রকাশের জন্য ভ্রূ সংকোচন। 'স্মরহর নিঠুর ভৃকুটি ভীম মুখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটি**

ভৃগদেশ *বি* পর্বতের উপরিভাগ। 'পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগদেশ পর্যন্ত উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ভৃগুপদ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ভৃগুমুনির পদাঘাতের চিহ্ন। 'ছাই ভৃগুপদ, যাও হে দেখে কি কৌস্তুভ এ হিয়ার রাজে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ভৃগুসাধন [স] *বি* ভৃগুমুনির পদাঘাত। 'সার্থক হল আজিকে ভৃগু-সাধন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভৃগুপাত [স] *বি* পর্বত থেকে পতন। 'গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভৃগুবর [স] *বি* শুক্রগ্রহ। 'চাপ লগ্নে শনৈশ্চর তুলালগ্নে ভৃগুবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভৃঙ্গ [স] *বি* ভ্রমর। 'লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভৃঙ্গপ্রায় [স] *বিণ* ভ্রমরের মতো। 'এই মত গৌরহরি/ মন গন্ধে কৈল চুরি/ ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভৃঙ্গ-রব [স] *বি* ভ্রমরের গুঞ্জন। 'নাহি গন্ধ মকরন্দ নাহি ভৃঙ্গ-রব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভৃঙ্গার [স] *বি* জলের পাত্রবিশেষ। 'ভৃঙ্গারের জল/ মুখে দিআঁ বড়ায়ি রাধার কইল চেতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভৃতি [স] *বি* নিটোলতা। 'উত্তম মিহি কাপড় পরিধান করিবা তাহাতে যে গাঁয়ের লোমাদি এবং নিতম্বের প্রতি ভৃতি দেখা যায়।' *ভবানী* ১৮২৮।

ভৃত্য [স] **১** *বি* সেবক। 'ইহাতে সে প্রভু ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।' *বৃন্দা* ১৫৮০। **২** *বি* কর্মচারী। 'প্রধান২ ভৃত্যেরা সদা সাবধানে আছে *রাজীব*, ১৮০৫। **৩** *বি* চাকর। 'বাবুর ভৃত্য ঐ বৈদ্যনাথ জ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ভৃত্যত্ব [স] *বি* দাসত্ব। 'বাঙ্গালিরা লক্ষ টাকা প্রদানপূর্ব্বক সাহে বিশেষের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে পারেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

ভৃত্যবর্গ [স] *বি* কাজের লোকজন। 'কোন২ জমীদারের নিয় চতুর্দিগস্থ বুভুক্ষু ভৃত্যবর্গ।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ভৃত্যশালা [স] *বি* গারদখানা। 'জড়কেই ক্রীতদাস করি ভৃত্যশালায় পুষিয়া রাখিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভৃত্যাশ্রিত [স] *বিণ* দাস ও পোষ্য। 'প্রভুর সঙ্গে যত মহা ভৃত্যাশ্রিত জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভৃমা [স ভ্রমি>] *ক্রি* ঘোরা। **ভৃমিতে ভৃমিতে** *ক্রিবিণ* ঘুরতে ঘুরতে 'ভৃমিতে ভৃমিতে গেলা দ্বারিকা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভৃশবার [স ভৃশ>] *বি* অতিবৃষ্টি। 'ভৃশবার একাকার নদ নদী খাত *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভেউ [স ভেদ] *বি* ভেদ। 'জিম জলে পানিআ টলিআ ভেউ ন জাঅ।' *চ* ৪৩, ১২০০।

ভেউ ভেউ [ধ্বন্যা] **১** *বি* অর্থহীন শব্দ। 'তার্কিক শৃগাল সম ভেউ ভে করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* আকুল ক্রন্দনধ্বনি। 'ভেউ ভে করে কাঁদচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ভেউর[১] [ধ্বন্যা] *বি* ফেউ। 'আমি তোরে দিল ভার ভেউর হবে রায়বার *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেউর[২] [ধ্বন্যা] *বি* এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'ভেউর কর্ণাল সাজে *আলাওল*, ১৬৮০।

ভেঁওরি [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজে দামা জগঝম্প ভেঁও বিশান।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভেউর[৩] *বি* দ্বার। 'ভেউর ফিরাইছ দেখি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভেংড়ো *বি* বিকৃত মুখভঙ্গি। 'ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে।' *নজরুল* ১৯৩১।

ভেঁগ্যা [স ভঙ্গ] *ক্রি* ভেঙে। 'সভা ভেঁগ্যা শান্তমনে তবে সমাদরে *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভেঁটা [স বৃত্ত] *বি* শিশুদের খেলায় ব্যবহৃত কাঠের গোলাকৃতি খণ্ড। 'খে টিকা কোট ভেঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেঁপু [ধ্বন্যা] *বি* বাঁশি। 'আজ সব ভেঁপু বাজায়ে গড়ের মাঠ দিয়ে হু ক'রে যাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ভেক[১] [স] *বি* ব্যাঙ। 'নাচএ নারদ ভেকের গতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভেককণ্ঠ [স] *বি* ব্যাঙের গান। 'বায়সকণ্ঠ বাসতকণ্ঠ ভেককণ্ঠ প্রভৃ বলিয়া ... বিরূপ মনোভাব অনেক সময় প্রকাশ করি।' *আজাদ*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৫৫।

ভেক-কোলাহল [স] *বি* অন্তঃসারশূন্য তর্কবিতর্ক। 'তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভেক[2] [স বেশ] ১ *বি* পোশাক। 'ত্যাজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেখ।' *রামাই*, ১৭১০। ২ *বি* বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর বেশ। 'পরে ইলামবাজার মোকামে থাকীআ ভেক লইআ বৈষ্ণব হইআছী।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪২; 'আমরা দেশসুদ্ধ সকলেই বৈরাগ্যের "ভেক" ধারণ করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভেকধারী [ভেক+স ধারী] *বি* ছদ্মবেশী। 'পায়ে গোদ, অতি চমৎকার ভেকধারী ভেকের ন্যায় স্বরবান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভেকাশ্রয় [ভেক+স আশ্রয়] *বি* সন্ন্যাসব্রত। 'যদ্যপি তুমি ভেকাশ্রয় করহ তবে ইহকালে বৈষ্ণব লইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন হইবে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভেকভেকানি [ধ্বন্যা] *বি* বকবক করা। 'কেবল ভেকভেকানি সার হয়েছে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভেকসিনেশন [ই] *বি* রোগ-প্রতিরোধক টিকা বিশেষ। 'ইউরোপ খণ্ডে ভেকসিনেশন আরম্ভ দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভেকাপানা [স ভেক>] *বি* হতভম্ব ভাব। 'একটু ভেকাপানা দেখিয়া আমি বলিলাম ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভেকার *বি* ভোগান্তি। 'দৈবে ভেকার আছে বক্তে এক টিমা।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভেকুআ [স ভেক>] *বি* হতবুদ্ধি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেকুট [স বেকট] *বি* ভেটকি; মাছবিশেষ। 'চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভেকুয়া [স ভেক>] *বি* ব্যাঙ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভেকো [স ভেক>] *বিণ* হতভম্ব। 'ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হইনু ভেকো।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভেগা [ই] *বি* একটি নক্ষত্রের নাম। 'বর্তমানে যেখানে ভেগা নক্ষত্র আছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভেঙচানি *বি* উপহাস, বিরক্তি ইত্যাদি ভাবসূচক বিকৃত মুখভঙ্গি। 'এক কথায় sentimentality হচ্ছে emotion-এর ভেঙচানি।' *প্রমথ*, ১৯২১।

ভেঙচানো [স ব্যঙ্গ>] *ক্রি* মুখ বিকৃত করে বিদ্রূপ করা। 'পেট ভরিয়া খাও না আমাকে মুখ ভেঙচাও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ভেঙানি [স ব্যঙ্গ>] *বি* বিকৃত মুখভঙ্গি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেঙানো, ভেঙ্গানো [স ব্যঙ্গ>] ১ *ক্রি* ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা। 'কোকিলেরে ভেঙ্গায় বায়সে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* ভেংচি কাটা। 'মোনায়েমকে সে ভেঙাল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ভেজ [হি ভাওয়জ] *বি* ভ্রাতৃবধূ; ভাইয়ের স্ত্রী। 'ভেজেরা গঞ্জনা দেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভেজা[1] *ক্রি* দেওয়া। **ভেজাই** ১ *ক্রি* দেই। 'আনল ভেজাই ঘরে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৭০। ২ *ক্রি* বাধাই। 'দুইজন মধ্যে নিত্য কোন্দল ভেজাই।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভেজাইলাম** *ক্রি* লাগালাম। 'জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাইলাম আগুনি।' *জ্ঞান*, ১৬০০। **ভেজায়** *ক্রি* লাগায়; শুরু করে। 'দড়বড় আসিয়া ভেজায় গণ্ডগোল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ভেজায়্যা** *ক্রি* বন্ধ করে। 'দুয়ারে ভেজায়্যা অগ্নি প্রবেশিল ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেজা[2] [হি ভেজনা>] *ক্রি* পাঠানো। 'ভেজিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **ভেজ** *ক্রি* পাঠাও। 'আপন পিয়ারে নবি পার ভেজ মুদাম।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ভেজানো** *ক্রি* পাঠানো। 'ভেজিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **ভেজিল** ১ *ক্রি* শরণাপন্ন হলো। 'খোদায় ভেজিল দুনু করিতে খেদমত।' *গরীব*, ১৭৫০। ২ *ক্রি* পাঠিয়ে দিলো। 'এলাহী ভেজিল মোরে শুন নবী হয়ে একদিল।' *গরীব*, ১৭৫০। **ভেজিলেন** *ক্রি* প্রবর্তন করলেন। 'আইন ভেজিলেন রাসুলউল্লা।' *লালন*, ১৮৯০। **ভেজে** *ক্রি* পাঠায়। 'লঙ্কা পাঠাইতে দুতে ভেজে বানররাজ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভেজা[3] *ক্রি* জল ইত্যাদিতে সিক্ত হওয়া। 'ডালে বসে ভেজে একটি পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'পূরবৈয়া ভেজা ভেজা হাওয়া।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভেজাবিড়াল *বি* দেখতে ভালো মনে হলেও হিংস্র প্রকৃতির লোক। 'যেন কিচ্ছুটি জানে না, ভেজাবিড়াল নম্বর ওয়ান।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ভেজানো [হি ভেজনা>] ১ *ক্রি* নিবিষ্ট করা। 'মতিলালের মতো ছেলের মন কৌশলের দ্বারা পড়াশুনায় ভেজাইতে পারেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* খিল না দিয়ে বন্ধ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ও তো বন্ধ নেই, কেবল ভেজানো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভেজাল ১ *বিণ* খাঁটি নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণ। 'রসদের মধ্যে রাশি রাশি ভেজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বি* অবিশুদ্ধতা। 'ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। ৪ *বি* বিশুদ্ধ ও খাঁটি নয় এমন খাদ্যদ্রব্য। 'শহরের ভেজালে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভ্যাজাল *বি* ঝামেলা। 'জাল নোটের ভেজাল নয়তো?' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভেজিটেরিয়ান, ভেজিটেরিয়ন [ই] ১ *বিণ* নিরামিষাশী। 'আমি ষোল আনা ভেজিটেরিয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* নিরামিষভোজী ব্যক্তি। 'ভেজিটেরিয়ানদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিংবা চীজ-মটর কারি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভেট[1] [হি ভেটনা] *বি* উপঢৌকন; উপহার। 'সেই মৎস ধরিয়া রাজাকে ভেট দিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভেটি *বি* ভেট; উপঢৌকন। 'জমিদারের পুত্র ও কন্যার বিবাহ জন্য ভেটি দিতে হয়।' *সাধারণী*, ১৮৭৪।

ভেট[2] *দ্র* **ভেটা**[1]

ভেটকি [স বেকট] *বি* এক প্রকার মাছ। 'ভেটকি কমলা আদি মিছিরি বাদাম/ ভাল দেখে কিনে লয় দিয়ে ভাল দাম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভেটকি-লোচন *বি* ভেটকি মাছের মতো চোখ যার। 'তোমার তাতে কি ভেটকি-লোচন?' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ভেটা[1] *ক্রি* মিলিত হওয়া। **ভেট** *ক্রি* মিলিত হলো। 'বালা সৈসব তারুন ভেট।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভেটল** *ক্রি* সাক্ষাৎ পেলাম। 'ঘাটহি ভেটল করত সিনান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভেটিতে** *ক্রি* সাক্ষাৎ করতে। 'ভেটিতে চলিল কান্ত রূপউপায়ন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ভেটিব** ১ *ক্রি* দেখবো। 'কোন লাজে ভেটিব রাবন মহারাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* মিলিত হবো। 'বিপিনে ভেটিব যেয়া শ্যাম জলধরে।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০। **ভেটিবারে** *ক্রি* সাক্ষাৎ করতে। 'বুঝি পারা জাবে বাসঘরে ভেটিবারে কান্ত সদাগরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভেটিল** *ক্রি* দেখলো; মিললো। 'ঘাটত ভেটিল নান্দের পো।' *বড়ু*,

১৪৫০। **ভেটিলাম** *ক্রি* সাক্ষাৎ করলাম। 'গুরু ভেটিলাম গুরু না জানাইল মোরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভেটা[1] [স বৃত্ত] *বি* শিশুদের খেলায় ব্যবহৃত কাঠের গোলাকৃতি খণ্ড। 'কোন পিশাচের বেটা অণ্ডকোষে খেলে ভেটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেটিয়ারনি ১ *বি স্ত্রী* ভাড়াবাড়ির মালিকানি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* সরাইয়ের কর্ত্রী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভেটিয়ারা [হি] ১ *বি* ভাড়াবাড়ির মালিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* সরাইয়ের মালিক; বাড়ির মালিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভেটীয়ার খানা [হি ভাটিয়ারা+ফা খানা] ১ *বি* হট্টগোলের জায়গা। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* সরাইখানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভেটেরাখানা [হি ভাটিয়ারা+ফা খানা>] *বি* সরাইখানা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেটেল [অ ভাটী>] ১ *বিণ* ভাটার মুখে যায় এমন। 'ভেটেল পান্‌সী হইলে অল্প ভাড়ায় হইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* ভাটি অঞ্চলের। 'ভেটেল ধানের চালির ভাত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভেটো[1] [হি ভেটনা] *বিণ* ভেট দিয়ে চাকরি জোগাড় করে এমন। 'ব্যাঙ্কের ভেটো কেরানীরে ছুটি পেয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভেটো[2] *বিণ* ভুটানি। 'অ্যাক প্রিয়শিষ্য অ্যাকটা ভেটো ঘোড়ার নাথিতে অসময়ে প্রাণত্যাগ করে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভেটো[3] [ই ভিটো] *বি* অমতসূচক ভোট। 'ভোট, ভেটো, নির্বাচনী, ইলেকটোরেট ... নিত্য শুনে থাকি।' *হাই*, ১৯৫৮।

ভেঠা *বি* পাখিবিশেষ। 'পায়রা কপোত লিখি লিখে গাঙচিল কুলিঙ্গ সালিকা ভেঠা টেঁঠারি কোকিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেড়া[1] [স ভীরু>] ১ *বি* মেষ। 'রাজভেট নির্লজ্জ সাধু সফরিআ ভেড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আজ্ঞাবহ। 'ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভেড়া বানানো *ক্রি* সম্পূর্ণ বশে রাখা। 'একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভেড়ার বাচ্চা *বি* ভেড়ার ছানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভেড়ী *বি স্ত্রী* মাদি ভেড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভেড়ীওয়ালী [ভেড়া+হি ওয়ালী] *বি* ভেড়া রাখে যে। 'আমাকে কি হিন্দুস্থানী ভেড়ীওয়ালী পাইলে?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ভ্যাড়া *বি* মেষ। 'মটনের কথা মনে পড়তেই তার পূর্বপুরুষ ভ্যাড়ার কথাটা মনে পড়ে গেল তক্ষুনি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভ্যাড়াকান্ত *বিণ* নির্বোধ। 'ভ্যাড়াকান্ত, ভ্রান্তকান্ত বন্য বরাহবৎ বন বিচরণে ক্ষান্ত হলেন না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ভেড়া[2] [হি ভিড়না] *ক্রি* অন্তর্ভুক্ত হওয়া; মেশা। 'শিব আর্যসমাজে ভিড়িয়া যে ভীষণতা যে শক্তির চাঞ্চল্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **ভেড্যা** *ক্রি* ভাঁড়িয়ে; ঠকিয়ে। 'ভারিভুরি করিয়া নগর ভেড্যা খাসু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভেড়ি[1] [স বেষ্টন] *ক্রি* বেষ্টন ক'রে। 'দিবোঁ কুচ ভেড়ি কোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভেড়ি[2] *বি* জলরোধের জন্য মাটির তৈরি বাঁধ বিশেষ। 'হাজার বিঘের লোনা ভেড়ি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ভেড়ুয়া [স ভীরু>] *বি* বাইজি দলের বাদ্যকর। 'লক্ষ্ণৌ ফ্যাসানে (বাইরের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমত পোসাক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভেড়ে *বিণ* বোকা। **ভেড়ের ভেড়ে** *বিণ* অতিশয় অপদার্থ। 'কোথা হতে কাল এলি তুই ভেড়ের ভেড়ে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ভেড়ো ১ *বিণ* ভক্ত; বশীভূত। 'সমভাবে সকলেই কলাইয়ের ভেড়ো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* বোকা। 'লালন ভেড়ো তাই না বুঝে হয় দোটানা।' *লালন*, ১৮৯০।

ভেণ্ডারি [ই ভেন্ডার>] *বি* বিক্রেতার কাজ। 'আরবিতে অনার্স নিয়ে যে রশিদ গাঁজার ভেণ্ডারি করেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ভেতর [স অভ্যন্তর] *ক্রিবিণ* অভ্যন্তরে; মধ্যে। 'ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল আছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। *দ্র* **ভিতর**

ভেতরকার *বিণ* অভ্যন্তরস্থ। 'আমাদের ভেতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভেতর-গোঁজা *বিণ* অন্তর্মুখী। 'মনের পোড়ানি কখনো কখনো মানুষকে ভেতর-গোঁজা ভাব থেকে বেরিয়ে আসতে সহযোগিতা করে।' *শওকত*, ১৯৭২।

ভেতরবাড়ি *বি* অন্দরমহল। 'এদিকে ভেতরবাড়ি থেকে প্রসাদ আনানো হয়েছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ভেতরমহল [ভেতর+আ মহল] *বি* অন্তঃপুর। 'বাড়ির ভেতরমহলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভ্যাতর *বি* অভ্যন্তর। 'আমাকে কবরের ভ্যাতরে লিয়ে যাবে অরা!' *হাসান*, ১৯৬২।

ভেতো [স ভক্ত>] *বিণ* ভাত খেতে ভালোবাসে এমন। 'ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো বাঙ্গালী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভেদ[1] [স] ১ *বি* পার্থক্য। 'চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিদারণ। 'শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড।' *চন্ডী*, ১৫৫০। ৩ *বিণ* পৃথক। 'মতি অনুরূপ ভেদ দরশন পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* বিরোধ। 'সর্ব্বথাএ আপনে না কর জুদ্ধ ভেদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বি* গোপন রহস্য। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যে কিছু তেদের বাত কহিতে লাগিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৬ *বি* রূপ। 'কে জানে তোমার ভেদ ব্রহ্ম সনাতন বেদ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৭ *বি* শত্রু বশীকরণ উপায় বিশেষ; রাজনীতির প্রাচীন চার নীতির একটি। 'ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৮ *বি* বিদীর্ণ করা। 'সপ্ততালা ভেদ করিলে হাওয়ার ঘরে যাওয়া যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

ভেদকথা [স] *বি* গোপন রহস্য। 'চক্রব্যূহ ভেদকথা কহত আক্ষাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভেদ করা *ক্রি* ছিন্ন করা। 'সংসারের কোলাহল ভেদ করি অবিরল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ভেদচিহ্ন [স] ১ *বি* জড় ও জন্তুর ভিন্নতাসূচক চিহ্ন। 'জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়, মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *বি* পৃথক করা যায় যে চিহ্ন দিয়ে। 'কর্তৃকারকে একবচন বহুবচনের ভেদচিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বি* জাতিভেদের চিহ্ন। 'তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে নানা জাতি বাস করিতেছে বহু রক্তপাতেও তাহাদের ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেদচিহ্নহীন [স] *বিণ* প্রভেদ নেই এমন। 'আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভেদজ্ঞান [স] **১** *বি* তারতম্য বিচার। 'নর-নারী ভেদজ্ঞান রহিবে না আর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বি* পার্থক্যবোধ। 'সে ভেদজ্ঞানও এঁদের নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ভেদদৃষ্টি [স] *বি* পার্থক্যবোধ। 'বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার যে ভেদদৃষ্টি তাহাই সেদিন সে ভুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভেদনীতি [স] *বি* বৈষম্য সৃষ্টির নীতি। 'দণ্ডনীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি কত শত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভেদ-বিচ্ছেদ [স] *বি* বিভেদ। 'কোথাও ভেদ-বিচ্ছেদ রইল না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভেদ-বিষাদ [স] *বি* বৈষম্যের দুঃখ। 'ভেদ-বিষাদের মীমাংসা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভেদবিহীন [স] *বিণ* বিভাজন নেই এমন। 'সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভেদবুদ্ধি [স] *বি* বিরোধমূলক মনোভাব। 'ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করো সকলকে ব্রহ্মময় দেখ ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

ভেদ-বৈষম্য [স] *বি* বিরোধ ও বৈষম্য। 'মোহাজের ও স্থানীয়দের মধ্যে ভেদ-বৈষম্যের সীমারেখা পুরাপুরি দূর হইতে কিছুটা সময় লাগিবে।' *আজাদ*, ১৯৫৪।

ভেদরক্ষা [স] *ক্রি* পার্থক্য বজায় রাখা। 'ভেদরক্ষায় হারানবাবুর অপেক্ষা কোনো অংশে কম উৎসাহী নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভেদরেখা [স] *বি* বৈষম্য। 'সতী ও অসতীর মধ্যে ব্যক্তিগত উনিশ বিশ আছে, শ্রেণীগত ভেদরেখা নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ভেদসীমা [স] *বি* সীমানা। 'এই তার অন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভেদাভেদ [স] **১** *বি* বৈষম্য ও সাম্য। 'তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* পার্থক্য। 'কিষাণ মজদুর যদি একজোট হয় তবে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ থাকবে না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ভেদাভেদবাদ [স] *বি* অসমদর্শন তত্ত্ব। 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভেদ[২] [স] *বি* উদরাময়। **ভেদকর** [স] *বি* উদরাময় করে যাতে। 'ভেদকর কফকর হিম কিছু বটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভেদ বমি [স] *বি* উদরাময় ও বমি; কলেরা। 'তাহারদের ভেদ বমি তৎক্ষণাৎ বন্দ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭; 'আমার ভেদবমি আরম্ভ হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভেদন [স] *বি* ভেদকরণ। 'তবে হএ অক্ষয় তার কপাট ভেদন।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভেদা[১] [স ভদ্র] *বি* মাছবিশেষ; রয়না মাছ। 'গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভেদা[২] [স ভেদ>] *ক্রি* ভেদ করা। 'সন্তুতাল পর্ব্বত ভেদিল রঘুবিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভেদি** *ক্রি* ভেদ ক'রে। 'উরু ভেদি উঠিলেক এক সাল তরু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভেদিতে** *ক্রি* ভেদ করতে। 'ভেদিতে এহারে আক্ষি কহিমু কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভেদিব** *ক্রি* ভেদ করবো। 'দেখিবা অর্জ্জুনে চক্র ভেদিব অখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভেদিয়া** *ক্রি* ছেদন ক'রে। 'তাহে নীল সাড়ী ভেদিয়া উঠিল রূপ অনুপম ছায়া।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **ভেদিল** *ক্রি* ভেদ করলো। 'সন্তুতাল পর্ব্বত ভেদিল রঘুবিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভেদিলে** *ক্রি* ভেদ করলে। 'এক গাছি ভেদিলে হএ শরীর শীতল।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভেদাভেদ দ্র **ভেদ**[১]

ভেনভেন [ধ্বন্যা] *বি* মশা-মাছির বিরক্তিকর গুঞ্জন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেনভেনানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* মশা-মাছির বিরক্তিকর গুঞ্জন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেনভেনানি [ধ্বন্যা] *বি* মশা-মাছির বিরক্তিকর গুঞ্জন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেপু [হি ভোম্পু] *বি* ভেরী। *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র **ভেঁপু**

ভেব্‌কো [স বাষ্প>] *বিণ* ভ্যাপসা; গুমট। 'ধু'লে কি ও ভেব্‌কো গন্ধ যাবে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভেবউ [স ভেদ] *বি* রহস্য। 'জো তরু ছেব ভেবউ ন জাইণ।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

ভেবড়ে *ক্রিবি* হতবাক হয়ে। 'যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেবড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভেবড়ে যাওয়া *ক্রি* হতভম্ব হওয়া। 'ব্যাপার দেখে এতটা ভেবড়ে গিয়েছিলুম যে তাঁর অভ্যর্থনা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ভেবাচেকা [স বিভ্রান্ত>] *বিণ* হতবুদ্ধি। 'প্রেম তরঙ্গে মগ্ন করিবা যাহাতে বাবু হাবুডুবু খাইয়া ভেবাচেকা হইয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভেবাচেকা খাওয়া *ক্রি* হতবাক হওয়া। 'আজাজিল ভেবাচেকা খাইয়া গেল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

ভেভাচাকা [স বিভ্রান্ত>] *বি* হতভম্ব অবস্থা। 'ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হইনু ভেকো।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভে ভে [ধ্বন্যা] *বি* ভেড়ার ডাক। 'ভেড়া হইয়া ভে ভে করে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ভেমো [স ভাম>] *বিণ* বোকা। 'তুই গুণ্ডা বড় ভেমো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভেয়ে [স ভ্রাতা>] *বি* ভাই। 'অনেক হোমরা চোমরা বাবু ভেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ভেরাণ্ডা [স এরণ্ড] *বি* এরণ্ড ফল; ভেন্না। 'ভেরাণ্ডার গাছ কাটি পেলায়েন জলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভেরেণ্ডা [স এরণ্ড] *বি* ভেন্না। 'নূতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা ধুতুরা প্রভৃতি গোটাকতক কদর্য ফুল বাকি আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভেরি, ভেরী [স] *বি* ঢাক; পটহ। 'বরঙ্গ ভেরি দোসরি মোহরি ঘন বাজে বিরকালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাড়া পোড়া তুরী ভেরী বাজে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভেরীনির্ঘোষ [স] *বি* ঢাকের প্রচণ্ড আওয়াজ। 'রাজা কাশীশ্বর ভেরীনির্ঘোষ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

ভেরীধ্বাঁ *বি* প্রাণীবিশেষ। 'এক ভেরীধ্বাঁ কোন শূন্য মধ্যে দৈবাৎ ধরা পড়িল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেরু [স ভেরি] *বি* ভেরী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভেরুয়া [স ভেল>] *বি* ভেলা। 'শীঘ্র গতি বাহিয়া ভেরুয়া বান্ধি কূলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভেল[১] *দ্র* **ভেলা**[১]

ভেল[২] *বি* ভান; ছল। 'নাপিত ব্রাহ্মণের ভেল ধরিয়া ...।' *জসীম*, ১৯৬০।

ভেলকি, ভেলকী, ভেল্কি [স ভ্রমকৃতি] **১** *বি* ধাঁধা। 'কোটালে ভাঁড়ুর বোলে লাগিল ভেলকী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ভোজবাজি; জাদু। 'তার হাড়ে ভেল্কি হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বি* ফাঁকি। 'কোন সময় কোন ভেলকি মেরে চুরি করে কোন ঘড়ি।' *লালন*, ১৮৯০; 'যায় আসে পাখি কোন পথে চোখে দিয়ে রে ভেল্কি।' *লালন*, ১৮৯০।

ভেলকি খেলা *ক্রি* জাদু দেখানো। 'পুলিসেও যেন ভেলকি খেলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভেলকিবাজি, ভেলকিবাজী [ভেলকি+ফা বাজি] *বি* ম্যাজিক; জাদুটোনা। 'কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক কার্য্য ও ভেলকিবাজী।' *প্রচারক*, ১৮৯১; 'এক নীলের ভিন্ন ভিন্ন আভাস দিয়ে অপূর্ব এক ভেলকিবাজি দেখাচ্ছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভেল্কিবাজ [ভেলকি+ফা বাজ] *বি* জাদুকর। 'ও কারা কৌতুকে ঠোঁট চেপে সায়াহ্নের সংবৃত আবেগে দ্যাখে ভেল্কিবাজের চাতুরি।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

ভেলভেট [ই] *বি* খুব কোমল সুতায় বোনা মোটা কাপড়বিশেষ। 'তেপয়ের ওপর ভেলভেটের গদিতে পাখিটাকে রেখে ...।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ভেল ভেল *ক্রিবিণ* বিস্ময় বা বিমূঢ় দৃষ্টিতে; ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। 'শ্রীমন্তের অঙ্গে একে একে ভঙ্গে বীরগণ চাহে ভেল ভেল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেলসা [স মেল>] *বি* তামাকের শ্রেণীবিশেষ। 'আদি হুকা পানদান গুল টীকা তামাকু ভেলসা অম্বুরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভেলা[১] [স ভূ>] *ক্রি* হওয়া। 'জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণঅণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **ভেল** *ক্রি* হলো। 'আদিত্ত উদয় ভেল আখি মেলি চাঅ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভেলি** *ক্রি* হলো। 'জব গোধূলি সময় বেলি/ ধনি মন্দির বাহির ভেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভেলা[২] [স ভেলক] **১** *বি* কলাগাছ, কাঠ ইত্যাদি একত্রে বেঁধে প্রস্তুত জলযান বিশেষ। 'দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি তোহ্মেসি আহ্মার ভেলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বাহন। 'তোমারি সোনা বোঝাই হল, আমি তো তার ভেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভেলাভাসান *বি* পর্ববিশেষ। 'বাঙ্গলার নবাব ভেলাভাসান পরবের সময় ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ভেলা[৩] *বিণ* ভালো। 'ও নহি ভেলাহে চিহ্নী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভেলিক *বি* ইন্দ্রজাল; ভেলকি। 'তিনি তন্ত্রমন্ত্র ... জাদু, ভেলিক ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভালো জানেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভেলিকি *বি* ভোজবাজি। 'ভেলিকি ভোজের বিদ্যা লাগিল দরবারে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভেলি গুড়, ভেলীগুড় *বি* মিছরির মতো পিণ্ডাকার গুড়। 'ভেলি গুড় দিয়ে তৈরি এক হাতা যা চা পাই।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'সেই সময় ছাতু কাঁচালঙ্কা আর ভেলীগুড় পেটের ভেতর পোরে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ভেল্কিবাজ *দ্র* **ভেলকি**

ভেশ, ভেষ, ভেস [স বেশ] *বি* পোশাক। 'আর জে মন্দিরে গেল নান ভেষ ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'তপস্যির ভেস ধরি করিল গমন। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'তোহ্মা সনে আরবের ভেশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভেশত [ফা বিহিশ্‌ত] *বি* (ইসলাম) বেহেশত; স্বর্গ। 'দোজখে ভেশতে ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ভেষ[১] *দ্র* ভেশ

ভেষ[২] *বি* লিঙ্গ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভেষজ [স] *বি* উদ্ভিজ্জ ওষুধ। 'কিছু উপাচার মান নহি আন। তাহি বেআধি ভেষজ পঁচবান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'রোগিদিগকে ঐ ভেষজদানদ্বারা আরোগ্য করিয়া দিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

ভেষজনিদান [স] *বি* ভেষজ চিকিৎসা। 'ব্যর্থ করে বৈদ্যের বিধান ভেষজনিদান চলে যবে গেল অষ্টসন্তানের মাতা যমপুরে।' *বিষ্ণু* ১৯৪১।

ভেস *দ্র* **ভেশ**

ভেসাল *বি* এক প্রকার জাল। 'ভেসাল মেলে জেলের ছেলে ঢুলছে মোহে হায়।' *জসীম*, ১৯৩১।

ভেস্ট [ই] *বি* গেঞ্জি। 'ভেস্ট বোনা শেষ হয়ে এসেছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভেস্ত [ফা বিহিশ্‌ত] *বি* (ইসলাম) স্বর্গ। 'আমার দাদীর তরেতে যেনগো ভেস্ত নাজেল হয়।' *জসীম*, ১৯২৭।

ভেস্তখানা [ফা বিহিশ্‌ত-খানা] *বি* (ইসলাম) স্বর্গ। 'কেউ বলে পড়লে কালাম পায় সে আরাম ভেস্তখানা।' *লালন*, ১৮৯০।

ভেস্তি [ফা বিহিশ্‌তি] *বি* জলবাহক। 'সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কয় জন ... মসালচি বাবুরচি আবদর ভেস্তি মেহতর ...।' *কেরি*, ১৮০২।

ভেস্তে যাওয়া *ক্রি* পণ্ড হওয়া। 'আমরা এত দিন জটা রাখলেম – ভেস্তে গেলেম?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভেঁরো [স ভৈরব>] *বি* (সংগীত) প্রভাতী রাগবিশেষ; ভৈরব। 'ভেঁরো আলাপ করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভৈঁস [স মহিষ] *বি* ভইষ; মহিষ। 'উল্লুক ভল্লুক মেড়া সেয়াগোস ভৈঁস গড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভৈগেল *ক্রি* চলে গেল। 'মহাদাণী ভৈগেল গোকূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভৈন [স ভগিনী] *বি* বোন। *মানোএল*, ১৭৪৩। *দ্র* **বোন**

ভৈরব [স] **১** *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াহবি গিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'জয় ভৈরব জয় শঙ্কর!' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* রাগের নাম; ভেঁরো। 'ভৈরব রাগ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বিণ* উচ্চকণ্ঠের। 'তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের সংগীত ভৈরব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বিণ* প্রচণ্ড। 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৫** *বি* ভয়ংকর। 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৬** *বি* শিবের রুদ্রমূর্তি। 'তুই ভৈরব-ভয় ধূমকেতু।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভৈরব নদ [স] *বি* বাংলাদেশের নদীবিশেষ। 'তৃতীয়তঃ শহর ঘাটির প্রদেশে ... ভৈরব নদের উপর আশী হাত এক সেতু।' *দর্পণ* ১৮২৫।

ভৈরবপন্থী [স ভৈরব+হি পন্থী] **১** *বি* শিবের অনুসারী। 'রক্ত-মশাল করে ভৈরবপন্থীর কণ্ঠ শোনা গেল।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* শিবের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাসক। 'কে আছ ভৈরব-পন্থী নর-নারী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভৈরবভেরী [স] *বি* ভয়ানক ঢাকের শব্দ। 'ভৈরবভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি!' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভৈরব সঙ্গীত [স] *বি* রুদ্রসংগীত। 'ভৈরব সঙ্গীত, ভূধর বিকম্পিত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভৈরবারব [স] *বি* ভৈরব গর্জন। 'শুনি সে ভৈরবারব দিম্বারণ যত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভৈরবী [স] ১ *বি* রাগিণীবিশেষ। 'রাগ ভৈরবী।' *চর্যা* ১২, ১২০০; 'ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকষা ॥' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* প্রচণ্ড। 'ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরবী ভাবিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* শৈব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী। 'এ প্রকার অভিষিক্তা ভৈরবী, এবং রসোন্মত্তা বৈষ্ণবী অতি অল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

ভৈরবি [স ভৈরবী] *বি* রাগিণীবিশেষ। 'ভৈরবি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভৈরবী-আলাপ [স] *বি* ভৈরবী রাগিণীর সুর। 'এই ছবি ভৈরবী-আলাপে দোলে মোর কম্পিত বক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভৈরবীগান [স] *বি* ভৈরবী রাগিণীর সুরে গান। 'মুক্ত নীলাম্বরে অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে যে ভৈরবীগান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভৈরবীচক্র [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) তান্ত্রিক সাধকদের একত্র হয়ে মদ, মাংস, মৈথুন ইত্যাদি ভোগ করার আচার। 'ভৈরবীচক্রে জাতিবিচার নাই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভৈরোঁ [স ভৈরবী] *বি* প্রভাতে গেয় রাগ; ভৈরব। 'পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈঁরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'তালে তালে একটা ভৈরোঁ কী টোড়ি রাগিণী ভাঁজি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভৈলা *ক্রি* হলো। 'এবেঁ তোক্ষে আসি ভৈলা এ ভর যুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভৈল *ক্রি* হলো। 'কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভৈষ [স মহিষ] *বি* বড়ো মহিষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভৈসা [স মহিষ] *বিণ* মহিষের দুধ থেকে উৎপন্ন। 'ভৈসা ঘৃত ১ মোন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভো [স] *অব্য* হে। 'আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী।' *চর্যা* ২, ১২০০।

ভোঁ[1] *বিণ* বিহ্বল। 'জ্ঞানশূন্য হইয়া ভোঁ অথবা টুপভুজঙ্গরূপে থাকিলে কি ফল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

ভোঁ কথা *বি* বিভ্রান্ত হওয়ার মতো কথা। 'ও কথা শুনলেম না, আমি কালও দেখেছি, ওসব ভোঁ কথা!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ভোঁ[2] [ধ্বন্যা] *বি* যান্ত্রিক বাঁশির শব্দ। 'জাহাজ ছাড়িবার ভোঁ বাজিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'কানের মধ্যে ভোঁ করে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভোঁ দৌড় *বি* দ্রুতবেগে পালানো। 'বটু তুই জোর দে ভোঁ দৌড়।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'দোর খুলে লেজ তুলে ভোঁ-দৌড় না দেয় তো বলব সাবাস।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ভোঁক [স বুভুক্ষা] *বি* ক্ষুধা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। দ্র **ভুখ**

ভোঁখ [স বুভুক্ষা] *বি* ক্ষুধা। 'ভোঁখে ভাত দিবোঁ তোরে পিআসত পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভোঁওরা-বাত [স ভ্রমর>] *বি* শরীর কাঁপা বাতরোগ। 'ভোঁওরা-বাতে শির জাহার অস্থির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভোঁতা [স ব্যাহত] ১ *বিণ* ধার নেই এমন। 'ভোঁতা আল লইয়া কলম করিতাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বিণ* স্থূল; সূক্ষ্ম নয় এমন। 'বুদ্ধি বেজায় তার ভোঁতা।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* নির্বোধ। 'বনবিহারীকে তার মনে হয় একটু ভোঁতা, একটু নিস্তেজ।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৪ *বিণ* অসাড়। 'ইচ্ছে নেই, সব ভোঁতা হয়ে গেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভোথা *বিণ* ভোঁতা। 'আমার থোথা মুখ ভোথা করিয়া দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ভোঁদড় [স উদ্র] *বি* জলচর প্রাণীবিশেষ; উদ্বিড়াল। 'ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে ...।' *অবন*, ১৮৯৬; 'ভোঁদড় চরাই ভেড়ার বদল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

ভোঁদর *বি* উদ্‌বিড়াল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভোঁদা ১ *বি* নির্বোধ নির্দেশক নাম। 'গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* বোকা। 'ভোঁদা খোকার নামটি ভুঁদো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভোঁভোঁ [ধ্বন্যা] ১ *বি* নির্জনতা প্রকাশক শব্দ। 'জিনিস না, পত্তর না – সব ভোঁভোঁ করছে।' *তারা*, ১৯৪০। ২ *বিণ* শূন্য। 'টিন তখন ভোঁভোঁ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

AMARBOI.COM

ভোঁয়া [স ভ্রূ] *বি* ভ্রূ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভোঁস ভোঁস [ধ্বন্যা] *বি* ঘুমের সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের উচ্চ শব্দ। 'সবাই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভোকা *বি* চতুরতা। 'ফেয়ো ফেপী ফ্যাকসা যারা ভাকা ভোকায় ভোলে তারা।' *লালন*, ১৮৯০।

ভোক্তব্য [স] *বি* ভক্ষণীয় যা। 'ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যেদিনে লিখন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভোক্তা [স] ১ *বি* ভোগকারী। 'দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* ভক্ত। 'সাংসুর ভোক্তা আমনি।' *রামাই*, ১৭১০। ৩ *বি* ভক্ষক। 'ভোক্তা শ্রেষ্ঠ না ভোজ্য শ্রেষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভোখ [স বুভুক্ষা] ১ *বি* ক্ষুধা। 'ভাতের ভোখ কাহাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* গ্রাস। 'রাহুর ভোখের বেলা জেন নব শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **ভুখ**

ভোক-শোষ [স বুভুক্ষা>] *বি* ক্ষুধা-তৃষ্ণা। 'তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক-শোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভোগ [স] ১ *বি* ইন্দ্রিয়সেবা। 'ভোগ পরিহরি আপণে আপণা বঞ্চে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রতিক্রীড়া। 'নহে তোর পতি যোগ আস্কা সমে ভুঞ্জ ভোগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* সাধনা। 'তুমি জোগ তুমি ভোগ পরম গিয়ান।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *বি* ক্ষুধা। 'সেই স্থানে ভোগে লাগে আছয়ে নিয়ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বি* ভোগ্য বস্তু। 'রথযাত্রা হবেক জানিয়া, সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সিংহলের ভোগ জত করাইব সুবিদিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বি* ভোজন। 'দুঁহে প্রবেশিয়া ঘরে মীনমাংস ভোগ করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৭ *বি* সুখ-দুঃখ। 'সিংহলের ভোগ জত বিশেষ কহিব কত উপভোগ কর‍্যাছ মসানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৮ *বি* নৈবেদ্য। 'অন্ন আদি নানাবিধ দিয়াছে ভোগত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯ *বি* দুর্ভোগ। 'ভোগ না ভুগিলে পুন না জাএ এড়ান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **১০** *বি* উপভোগ। 'পরম ষুকে বসতি করিয়া ভোগ করহ।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪; 'আমার মুনাফা দিয়া আমল আবাদ করিয়া পরম ষুখে ভোগ করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **১১** *বি* শাসন। 'সহস্রনীক ৮৮/২ মাস রাজ্যভোগ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **১২** *বি* পরিণাম সহ্যকরণ। 'তোমাকেও তাহা অবশ্য ভোগ করিতে হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **১৩** *বি* শাস্তি। 'দেখ এ পাপের ভোগ বটে কি না।' *ভবানী*, ১৮২৫। **১৪** *বি* গ্রহণ। 'পেন্স্যনের হুকুম দেন ... হুকুমানুসারে দশ বৎসর স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক ভোগ করিয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **১৫** *বি* সহ্য। 'চিরজীবন যৎপরোনাস্তি ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১৬** *বি* অতিক্রম। 'সূর্য্য ক্রমে ক্রমে আর একবার দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **১৭** *বি* ব্যবহার। 'তাহার উৎপন্ন বস্তু তাহাদের ভোগে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

ভোগচিহ্ন [স] *বি* যৌনসঙ্গম করা হয়েছে বোঝা যায়, এমন শারীরিক চিহ্নাদি। 'কৃষ্ণ নিজের ভোগচিহ্নসকল শরীরে ধারণ করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

ভোগতৃষ্ণা [স] *বি* ক্ষুধা ও পিপাসা। 'লোকের ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভোগদখল [স ভোগ+আ দখল] *বি* দখলসূত্রে উপভোগ। 'নিষ্করে অস্থমি ভোগ দখল করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'পিতৃব্যের সহিত ভোগদখল করিয়া আপন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ভোগদখলী [স ভোগ+আ দখল>] *বিণ* দখলিসূত্রে ভোগ করা হয় এমন। 'যদি কেহ কাহারো ভোগদখলী কোনো সবিরোধ ভূমি ...' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

ভোগবাঞ্ছা [স] *বি* ভোগের বাসনা। 'ভোগবাঞ্ছাবশেই তারা বিয়ে করে।' *শরীফ*, ১৯৭০।

ভোগবান [স] *বিণ* ভোগপরায়ণ। 'পশ্চিমাঞ্চলের ঐশ্বর্য্যশালী ও ভোগবান্ গৃহস্থেরা প্রায়ই রাধাকৃষ্ণের উপাসক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভোগবিতরণ [স] *বি* বিলি-বণ্টন। 'মার্বলগুলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভোগবিলাস [স] *বি* বস্তুগত সুখ ও ধন-সম্পদ ভোগ। 'ভোগবিলাস ও প্রয়োজনোপযোগী নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভোগবিলাসিতা [স] *বি* বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ডুবে থাকা। 'ভোগবিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভোগবিলাসী [স] **১** *বিণ* ভোগে আসক্ত। 'ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত ভোগবিলাসী ব্যক্তিরা তদনুরূপ সুখাস্বাদনে সমর্থ নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* সুখ ও ঐশ্বর্য্যভোগী। 'তাহা ঐ ভোগবিলাসী রাজার পুত্র ও পশুসকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভোগবৃত্ত [স] *বিণ* ভোগের পরিসরভুক্ত। 'বাবু বা ভদ্রলোকের মতো এঁরা ইতিহাসের ভোগবৃত্ত উপাদান নন।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভোগমণ্ডপ [স] *বি* দেবতার ভোগ রান্না করার ঘর। 'ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভোগ মারা যাওয়া *ক্রি* নৈবেদ্য নষ্ট হওয়া। 'যদি ভোগ মারা যায় তবে পূজারী পাণ্ডাকে উঠাইয়া আনে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ভোগরাক্ষস [স] *বি* শোষক। 'যারা এই দূরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগ বেড়েই চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভোগ লাগা *ক্রি* ভোগের ইচ্ছা জাগা। 'মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে সম্বরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভোগলালসা [স] *বি* সম্ভোগের ইচ্ছা। 'নিজের ভোগলালসা তৃপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভোগলিপ্সু [স] *বিণ* ভোগের জন্য লোলুপ; কাম-লোলুপ। 'তৃষ্ণার্ত ভোগলিপ্সু পুরুষ, যৌবনের দেবতা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভোগলোলুপতা [স] *বি* ভোগের লোভ। 'পরিবারের স্বাভাবিক ভোগলোলুপতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভোগশক্তি [স] *বি* ভোগ করার ক্ষমতা। 'শরীরে ভোগশক্তির বিকাশকে সচেতনভাবে অনুভব করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভোগসমর্থ [স] *বিণ* ভোগ করার ক্ষমতা আছে এমন। 'ভোগসমর্থ সবলেন্দ্রিয় যুবক সম্প্রদায়কে সুখ সম্ভোগার্থে স্থান দান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভোগসাধনা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) ভোগের সাধনা। 'তন্ত্রের ভোগসাধনার কবিও যথেষ্ট আছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

ভোগসামগ্রী [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দেবতাকে ভোগ দেওয়ার খাদ্যদ্রব্য। 'ভোগ-সামগ্রী আইলা সন্দেশাদি কতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভোগসামর্থ্য [স] *বি* ভোগ করার ক্ষমতা। 'তিনি যদি ... অনুশীলনহীন ভোগসামর্থ্যের স্তরে নেমে এসে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

ভোগসুখ [স] *বি* উপভোগজনিত সুখ। 'ঘেরি তোরে ভোগসুখ ঢালি নব নব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ভোগস্পৃহা [স] *বি* ভোগ করার ইচ্ছা। 'কেবল যে তাহাদের ভোগস্পৃহা বাড়িয়াছে তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভোগস্বত্ব [স] *বি* ভোগের অধিকার। 'কেবল ভোগস্বত্ব এবং জীবনস্বত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভোগাতিশয় [স] *বি* ভোগের আতিশয্য। 'ইতর বৃত্তির অনুচিত ভোগাতিশয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভোগাভাব [স] *বি* ভোগের অভাব। 'কেচিন্মতে ভোগাভাব এ ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভোগাভিলাষ [স] *বি* ভোগের বাসনা। 'ভোগাভিলাষ পূর্ব অপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভোগাভিলাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ভোগ-বাসনায় ব্যাকুল। 'ভোগাভিলাষিণী পত্নী পরম শোভাকর বেশভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুল থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভোগাভিলাষী [স] *বিণ* ভোগ করতে ইচ্ছুক। 'তিনি বিলাসী ও ভোগাভিলাষী ছিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভোগাভোগ [স] *বি* চূড়ান্ত পরিণতি। 'আখের মরিয়া বৈকুণ্ঠে ভোগাভোগ পাইল।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পাপ পুণ্যো অনুসারে ভোগাভোগ দিবেন অনন্তো সংক্যা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ভোগা-ভোগা *বিণ* নাদুস-নুদুস। 'সুন্দর ভোগা-ভোগা শরীরও চাই – আবার রান্নাবাড়িও চাই।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভোগাসক্ত [স] *বিণ* ভোগের নেশাগ্রস্ত। 'ভোগাসক্ত ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া শান্তিসমুদায় প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভোগাসক্তি [স] *বি* ভোগ-বিলাসের প্রতি আসক্তি। 'ভোগাসক্তির অধীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোগে আসা *ক্রি* উপভোগ হওয়া। 'সকল মানুষের যেটুকু ভালো সেটুকু ওঁর ভোগে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভোগেচ্ছা [স] *বি* ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা। 'ভোগেচ্ছা পরিপূর্তিই আমাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভোগেচ্ছু [স] *বিণ* ভোগ করতে ইচ্ছুক। 'আজকাল মানুষ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত – ভোগী ও ভোগেচ্ছু।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভোগের দালান *বি* হিন্দুদের দেবতার উদ্দেশে ভোগ দেওয়ার ঘর। 'সুমুখে নাটমন্দির, আর তিন পাশে প্রশস্ত ভোগের দালান।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

ভোগবতী [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) পাতালে প্রবাহিত গঙ্গা নদী। 'পাতাল ভেদিআ তোলে ভোগবতীর জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ভোগবতী ধারার আশ্লেষে।' *জীবন*, ১৯২৭।

ভোগা[1] [স ভোগ>] *বি* ধোঁকা। 'কবিরাজের মতো ভোগা দিয়া কতকগুলি টাকা লইয়া যাইব।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভোগা[2] [স ভোগ>] *ক্রি* কষ্ট পাওয়া। 'তার জন্মের পরে বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভোগানো [স ভোগ>] *ক্রি* দুরবস্থার মধ্যে ফেলানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভোগান্তি *বি* কষ্টকর অবস্থা। 'এমন ভোগান্তি জানলে কোন শালা –।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ভোগায়তন [স] *বি* সুখদুঃখাদি ভোগের আধার। 'ভগবানের যে ভোগায়তন দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আবশ্যকতা ছিল না।' *প্রমথ*, ১৯১২।

ভোগী [স] ১ *বি* উপভোগকারী। 'পরম জ্ঞানের নিধি প্রেমরস ভোগী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* ভোগ-বিলাসে মগ্ন। 'বোধমন্ত্র রাজা বড় ভোগী ছিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* খাদক। 'সেটা যে একটা বাস্তব জন্তু ব্রিটিশ ভোগী তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভোগোল *বি* বোকা। 'গুয়োড়া নন্দর বংশ ভোগোলের শেষ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভোগ্য [স] *বিণ* ভোগের উপযুক্ত; খাদ্য হিসেবে গ্রহণের উপযুক্ত। 'অমৃত, যব, ব্রীহি, তৃণাদিরূপ তাবদ্ভোগ্য বস্তু।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভোগ্যদ্রব্য [স] *বি* ভোগের উপযোগী দ্রব্য। 'ভোগ্যদ্রব্যসমূহের অকিঞ্চিৎকরতা … আলোচিত প্রত্যালোচিত করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভোগ্যপণ্য [স] *বি* ভোগের উপযুক্ত দ্রব্য। '…উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের উপযোগী বিরাট বাজার।' *সনৎ*, ১৯৭০।

ভোগ্যপদার্থ [স] *বি* ভোগ করার পদার্থ। 'মানুষেরা ভোগ্য পদার্থকে প্রাণপণে স্পর্শ করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভোগ্যবস্তু [স] *বি* ভোগ করার বস্তু। 'বঙ্গদর্শন হইতে আমরা বিষবৃক্ষ … কমলাকান্তের দপ্তর এবং বিবিধ ভোগ্যবস্তু পাইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভোগ্যসামগ্রী [স] *বি* ভোগের বস্তু। 'শুধু নিজের ভোজ্য নয় সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ভোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* ভোগের উপযুক্ত। 'এই যে সুন্দরীগণ তোমার প্রলোভনের জন্য আসিয়াছিল, উহারা আমার ভোগ্যা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভোজ [স] ১ *বি* ভোজন। 'ভোজ করিল সাধু খিরখণ্ড ঝোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আহারের অনুষ্ঠান। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বি* উপভোগ। 'জীবনের বিচিত্র ভোজে যাদের নিমন্ত্রণ নেই, তাদের যে এ দশা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ভোজদার [স ভোজ+ফা দার] *বি* (ইসলাম) রোজা রাখেনি এমন ব্যক্তি। 'সকালে উঠেই আমরা ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে প্রশ্ন করতাম: রোজদার না ভোজদার?' *রশীদ*, ১৯৬৩।

ভোজপত্র [স] *বি* খাবারের থালা। 'ফুলদানী ভোজপত্র টেবিল প্রভৃতি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভোজভাণ্ড [স] *বি* খাবারের পাত্র। 'এই দিকে এস তবে লয়ে ভোজভাণ্ড।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ভোজসভা [স] *বি* খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান। 'এক ভোজসভায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণর …।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ভোজের বাজী *বি* জাদুর খেলা। 'সকলের ভোজের বাজী ইহা নাহি জানে।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভোজবাজি, ভোজ বাজী [স ভোজ+ফা বাজি] ১ *বি* জাদুর খেলা। 'দেখলাম এ সংসার ভোজবাজি প্রকার।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* প্রতারণা। 'শহরের ভোজবাজিতে এক মিনিটের মধ্যেই সেই টাকাটা কোথায় উড়িয়া গেল।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ভোজন [স] ১ *বি* আহার। 'আমুবতির ঘরে ভোজন করিল শ্রীপতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* রাতের খাবার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* আত্মসাৎ; গিলে ফেলা হয়েছে এমন। 'বিশ্বসংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভোজন করা *ক্রি* খাওয়া-দাওয়া করা। 'মদ্য মাংস প্রভৃতি নানাদ্রব্য ভোজন করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভোজন করানো *ক্রি* খাওয়ানো। 'ঋষির তপোবনে অতিথি হইলে তাঁহারা যোগবলে মদ্যমাংসের সৃষ্টি করিয়া রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভোজন-কামরা [স ভোজন+প কামরা] *বি* খাওয়ার ঘর। 'পশ্চিমাদেশের একটা পরিচয় পেলেম ভোজন-কামরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভোজনপটু [স] *বিণ* অধিক ভোজনে সমর্থ। 'ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভোজনপটুতা [স] *বি* অতিভোজন। 'অরুণির ভোজনপটুতা, ক্রীড়াপ্রবণতা, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ-অনিচ্ছা, পাঠে অমনোযোগ প্রভৃতি অসদ্গুণাবলীই …।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভোজনপাত্র [স] *বি* খাবার পাত্র। 'তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভোজনপ্রিয় [স] *বিণ* খেতে পছন্দ করে এমন। 'মানুষ যে ভোজনপ্রিয় তাহা সত্য বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভোজনবিলাস [স] *বি* রসনা বিলাস। 'ভোজনবিলাসের ফলে দেহের পেশীকে মেদে পরিণত করে।' *তারা*, ১৯৪৩।

ভোজন-বিলাসী [স] *বিণ* খাওয়ার ব্যাপারে শৌখিন; পেটুক। 'তন্মধ্যে একজন ভোজন-বিলাসী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'এইরকম সব ভোজনবিলাসী শয়নবিলাসী নানা রকমের লোক ছিল।' *অবন*, ১৯৪১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোজনমন্দির [স] *বি* খাবার ঘর। 'ভোজনমন্দিরে সাধু তুল্যা দিল গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভোজন-মার্গ [স] *বি* খাওয়া-দাওয়ার বিষয়। 'ভোজন-মার্গে যাঁরা মন্ত্রসিদ্ধ তাঁরাই শুধু এ-বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভোজনযজ্ঞ [স] *বি* খাওয়ার আয়োজন। 'মেরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভোজনযজ্ঞে লাগিয়ে দেয়।' *তারা*, ১৯৪৬।

ভোজনরত [স] *বিণ* খাচ্ছে এমন। 'ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভোজনরস [স] *বি* খাদ্যগ্রহণের রস। 'ভোজনরস যদিচ পৃথিবীতে ছোটো ছেলে হইতে বুড়া পর্যন্ত সকলেরই কাছে সুপরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভোজনরসিক [স] *বি* খাদ্যরসিক ব্যক্তি। 'ভোজনরসিক মাত্রেই জানেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভোজনরাজ [স] *বিণ* ভোজন বিষয়ে সেরা। 'ভোজনরাজ ফরাসীও এর নামে অজ্ঞান।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভোজনলীলা [স] *বি* ভোজনবিলাস। 'যে পরিবেশ আর যে আসবাব সমন্বয়ে আর অনিবার্যভাবে ভোজনলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

ভোজনশালা [স] **১** *বি* খাওয়ার ঘর। 'ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* খাবারের দোকান; রেস্টুরেন্ট। 'লন্ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ্জ ভোজনের ভোজনশালা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভোজনাগার [স] *বি* খাওয়ার ঘর। 'শয়নাগার, ভোজনাগার, অন্দর, সদর।' *মধু*, ১৮৫৭।

ভোজনানন্দ [স] *বিণ* ভোজনে আনন্দ পায় এমন। 'সবাই তো আর তোমার মত ভোজনানন্দ স্বামী নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ভোজনান্তে [স] *বি* খাওয়ার শেষ। 'ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভোজনাবশেষ [স] *বিণ* এঁটো। 'নরগণের ভোজনাবশেষ পাত্রাবশিষ্ট বৎসামান্য।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

ভোজনার্থ [স] *ক্রিবিণ* খাওয়ার জন্যে। 'কর্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ভোজনালয় [স] *বি* খাবার ঘর। 'ভোজনালয় ... অতি পরিপাটীরূপে রচিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ভোজনীয় [স] *বিণ* খাওয়ার উপযুক্ত। 'কিছু ভোজনীয় দ্রব্য দিয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভোজপাত [স ভূর্জপত্র] *বি* ভোজপাতা। 'তেজপাত ভোজপাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভোজপুরি **১** *বিণ* ভোজপুর থেকে আগত। 'ভোজপুরি দারোয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* ভোজপুরের অধিবাসী। 'একদিকে বিরাটদেহ ভোজপুরি, অন্যদিকে বিপুলকায় বড়বাজারের ষাঁড়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভোজালি, ভোজালী *বি* এক প্রকার ছোটো তরবারি। 'আমি ভোজালি হাতে করিয়া যাইব।' *প্রভাত*, ১৮৯৭; 'মনে হয় যেন ভোজালী হাতে কোনো মারাঠা ডাকাত সড়াৎ করে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।' *মুনীর*, ১৯৬১।

ভোজ্য [স] **১** *বিণ* খাওয়ার যোগ্য। 'কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* আহার্য বস্তু। 'ব্রাহ্মণেরা নিষ্কর্মে বসিয়া২ দান ভোজ্যাদি খান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বি* হিন্দুসমাজে মৃত পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য প্রদেয় অন্নাদি, যা ভোজন করা হয়। 'ঝুড়ি ভ'রে জমা হল ভোজ্য অগুন্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভোজ্যদ্রব্য [স] *বি* খাদ্যবস্তু। 'প্রচুর ভোজ্যদ্রব্যের ব্যবহার হচ্ছিল।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভোজ্যবস্তু [স] *বি* খাদ্যবস্তু। 'এরূপ সত্বরে ভোজ্য বস্তু গ্রাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'গুরুদেব ভোজ্যবস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভোজ্যসামগ্রী [স] *বি* খাদ্যদ্রব্য। 'কিঞ্চিৎ ভোজ্যসামগ্রী আমাকে দান করুন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভোজ্যাদি [স] *বি* হিন্দুসমাজে পিতৃপুরুষের তৃপ্তি কামনা করে দেয় অন্নাদি। 'নিষ্কর্মে বসিয়া২ দান ভোজ্যাদি খান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ভোজ্যান্নতা [স] *বি* ভোজন ও অন্যান্য পানাহার। 'এইক্ষণে পরস্পর ভোজ্যান্নতা এবং বিবাহাদি ক্রিয়ার চলন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভোট[১] [স ভূতস্থান] **১** *বি* পাহাড়ী দেশের কম্বল। 'চামর্যা পামরি ভোট সকল্লাথ গজঘোট একখানি নাহিক ভাণ্ডারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ভোট, লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভোটকম্বল [ভোট+স কম্বল] *বি* ভুটানি কম্বল। 'যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভোটদেশ [ভোট+স দেশ] *বি* ভুটান দেশ। 'তাহাদিগেরই বংশ অদ্যাপি ভোটদেশের নিকট দৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভোট[২] [ই] *বি* কোনো বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মতামত প্রকাশ। 'এক সময় লোকে মনে করিয়া ছিল আপামর সাধারণকে ভোট দিতে দিলেই পৃথিবীর অধিকাংশ অমঙ্গল দূর হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভোটদাতা [ই ভোট+স দাতা] *বি* ভোট দেয় যে। 'হিন্দু মুসলমান সভ্যপদ প্রার্থী হিন্দু মুসলমান ভোটদাতাদের নিকট যেতে বাধ্য হবেন।' *শিখা*, ১৯৩১।

ভোটদান [ই ভোট+স দান] *বি* ভোটাধিকার প্রয়োগ। 'ভোটদানের অধিকারকে ইহার মধ্যে আমরা সর্বোচ্চ স্থান দিয়া থাকি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ভোটদানকারী [ই ভোট+স দানকারী] *বিণ* ভোট দেয় এমন। 'উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের ...।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

ভোটপ্রথা [ই ভোট+স প্রথা] *বি* ভোট দেওয়ার রীতি। 'ভোটপ্রথা, ধাত্রীবিদ্যা, নার্সিং প্রভৃতি কার্যকরী ট্রেনিং।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ভোট-ভিক্ষুক [ই ভোট+স ভিক্ষুক] *বি* ভোটপ্রার্থী। 'শক্তি ভিক্ষা করিবে যাহারা ভোট-ভিক্ষুক তারা।' *নজরুল*, ১৯৪২।

ভোটযুদ্ধ [ই ভোট+স যুদ্ধ] *বি* নির্বাচন। 'ভোটযুদ্ধে জিতবার কৌশল হিসাবে পুরুষেরাও তা মেনে নিচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ভোটাধিকার [ই ভোট+স অধিকার] *বি* ভোটদানের অধিকার। 'তুর্কী রমণীদের ভোটাধিকার।' *এসলাম* ১৯৩৪।

ভোটাধিকারী [ই ভোট+স অধিকারী] *বি* ভোটের অধিকারী। 'কোম্পানির স্টক যাঁদের আছে, তাঁরাই হচ্ছেন ভোটাধিকারী।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভোটাধিক্য [ই ভোট+স আধিক্য] *বি* ভোটের আধিক্য। 'তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত ...।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোটাভুটি *বি* নির্বাচন। 'ভোটাভুটিতে একথা আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪২।

ভোটার [ই] *বি* ভোটদাতা। 'কংগ্রেসের মত ভাড়াটে ভোটারের সাহায্যে রিজলিউসন পাস করে ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ভোটার তালিকা [ই ভোটার+স তালিকা] *বি* ভোট প্রদানে যোগ্যদের তালিকা। 'ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ভোড়াং [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; তুরী। 'চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি বাইটেক্ ঢাক্ মায় রোশোনচৌকী ... শানাই ভোড়াং ও ভেঁপু।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভোম [স ভ্রম] *বিণ* মাতোয়ারা। 'রোদে ঘুরে ঘুরে গাঁজা খেয়ে ভোম হয়ে আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভোমর[1] [স ভ্রমর] *বি* ভ্রমর; মৌমাছি। 'বিরহ ভোমরে ভেদি মরম তাহার।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভোমর চোর *বি* ভোমররূপ চোর। 'তুমি যেন হও কুমড়ার ফুল আমি ত ভোমর চোর।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ভোমরা [স ভ্রমর] *বি* মৌমাছি; ভ্রমর। 'বেলা উদয়নে মুখ দরশনে ভোমরা দংশনে মৈলুঁ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভোমরাপেড়ে *বিণ* ভ্রমরের মতো কালো পাড়বিশিষ্ট। 'ভোমরাপেড়ে, কোকিলপেড়ে, দাঁতে মেশী পেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভোমর[2] [স ভ্রমরক>] *বি* ছুতারের কাঠ ছিদ্র করার যন্ত্রবিশেষ। 'শেল, শক্তি, জাটি, তোমর, ভোমর, নারাচ, কৌন্ত – শোভে দন্তরূপে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভোমরা লতা *বি* ভোমরা লতা ও তার ফুলবিশেষ। 'ভোমরা লতার নৈশপুষ্পের মৃদু সুবাস।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভোমা [স ভব] *বিণ* বোকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভোম্বল [স ভব>] *বিণ* বোকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভোর[1] [স বিহ্বল] *বিণ* বিহ্বল। 'খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'দেখি সর্ব লোক আনন্দে হইল ভোর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভোরণি [স বিহ্বল>] *বিণ* বিহ্বল। 'ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি মত্ত মধুকর ভোরণি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

ভোর[2] [হি] ১ *বি* প্রত্যূষ। *ভবানী*, ১৮২৩; 'ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বি* অবসান। 'এক নিমিষেই রাত্রি হলো ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ভোরবেলা *বি* সকালবেলা। 'উৎসবের হাসি-কোলাহল শুনিতে পেয়েছে ভোরবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ভোর-সমীর *বি* ভোরের বাতাস। 'ওই অথির ভোর-সমীর।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভোরের ফুল *বি* প্রভাতের ফুল। 'দেহ ভরি যেন এনেছে ভোরের ফুল।' *জসীম*, ১৯২৯।

ভোরঙ্গ *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ভোঁর্ভো ভোরঙ্গ বাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভোরা [স ভৃ>] *বিণ* বিহ্বল। 'ভয়েতে হইল ভোরা।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০।

ভোরাই [হি ভোর>] *বিণ* প্রভাতী। 'নহবৎখানায় ভোরাই সুর বাজছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভোরাও ওক্ত [হি ভোর+আ ওয়াক্ত] *বি* ভোরবেলা। 'ভোরাও ওক্তে ভয়রোঁ রাগিণীতে অনেক বাড়ীতে বিজয়া গাওনা হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভোর্জ্য [স ভক্ষ্য] *বিণ* ভক্ষণীয়। 'ভোর্জ্য ভোর্য্য পান জার জত অভিলাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভোল [স বিহ্বল] ১ *বি* আবেশ। 'নিন্দ ভোলেঁ যশোদাএঁ তাক না জানিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মোহ। 'নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* মোহিত। 'আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* ভুল। 'রাজভোগে পড়িয়াছ ভোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* বিভোর। 'কামেতে হইল ভোল।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৬ *বি* দিক। 'গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

ভোলচেঙ্গা *বি* মাছবিশেষ। 'ওতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভোলা[1] ১ *ক্রি* ভুলে যাওয়া। 'অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। ২ *ক্রি* মুগ্ধ হওয়া। 'প্রাচ্য হৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **ভোল** *ক্রি* ভুলে। 'অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। **ভোলক** *ক্রি* ভোলে। 'বুদ্ধিজন না ভোলক শত্রুর আশ্বাসে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভোলাই** *ক্রি* ভুলিয়ে। 'ভোলাই রাখিছে পাপী ইব্লিস দুর্মতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভোলাইমু** *ক্রি* ভুলিয়ে রাখবো। 'আছউক ভোলাইমু উম্মত তাহান।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভোলালি** *ক্রি* বশীভূত করলি। 'তুই রাজা ভোলালি, ছেলের কি কর্ব্বি?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **ভোলী** *ক্রি* ভুলে। 'এত বড় নিন্দে ভোলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভোলা[2] [স বিহ্বল] ১ *বিণ* বিচলিত। 'মুনিমন হএ ভোলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আত্মবিস্মৃত; বিভোর। 'হংসিরে ধরিতে চাহে হইয়া চিত্ত ভোলা।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'সে রূপ হেরিয়ে সদা যে অজ্ঞান লালন বলে সে তো প্রেমের ভোলা।' *লালন*, ১৮৯০; 'ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভোলানাথ [ভোলা+স নাথ] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ভোলামন [ভোলা+স মন] *বিণ* সহজে বিস্মৃত হয় এমন। 'এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলামন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ভোলা[3] *বি* লোনা পানির মাছবিশেষ। 'ওতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভৌঁ [স ভ্রূ] *বি* ভ্রূ। 'ভৌঁহি কাল সাপ যুগল তাহাতে শোভএ নিচল হই।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভৌঁহ ভমর নাসাপুট সুন্দর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভৌগোলিক [স] ১ *বিণ* ভূগোল সম্বন্ধীয়। 'ভৌগোলিকতত্ত্ব রসে আপনি সুরসিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* ভূগোল বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি। 'আরব ভৌগোলিকেরা ক ব্যবহার করেছেন।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

ভৌগোলিকতা [স] *বি* ভূগোলের সীমারেখা। 'গোয়েটের মতো রবীন্দ্রনাথও আমাদের শিক্ষিত সমাজকে ভৌগোলিকতার সংকীর্ণ সংস্কার থেকে মুক্ত করে বৈশ্বিকতার বোধে উদ্বুদ্ধ করলেন।' *শিব*, ১৯৫০।

ভৌত [স] *বিণ* পদার্থে গঠিত। 'আমাদের ভৌত দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভৌতিক [স] ১ *বিণ* শারীরিক। 'যে জন কাম পীড়িত থাকে, তাহারে জনেকে ভৌতিকে বিচার করে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* জড়পদার্থ-বিষয়ক। 'যে নিয়মে তৎসমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম ভৌতিক নিয়ম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* ভুতুড়ে; রহস্যময়। 'ভৌতিক ব্যাপারের এইরূপে পর্যবসান হওয়াতে ... হাস্য করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৪ *বিণ* জাগতিক। 'ভৌতিক সম্বন্ধ যত করি পরিহার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভৌতিক তাপ [স] *বি* শারীরিক উত্তাপ। 'জীবদেহের ভৌতিক তাপের আত্যন্তিক প্রলয়দশা ঘটতে দেয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভৌম [স] ১ *বি* পৃথিবী। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ২ *বি* জমি। 'ভৌম মাফিক তপশীল জয়েল কিম্বা তাহার মধ্যে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ৩ *বিণ* ভূমি সংক্রান্ত। *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ভৌমিক [স] ১ *বি* নাগরিক। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* জমির স্বত্বাধিকারী। 'কোন প্রকারের ভৌমিক ও ইজারাদার ও তালুকদার ও আহদেদার।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৩ *বিণ* ভূমি সম্পর্কিত। 'দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভ্যা, ভ্যাঁ [ধ্বন্যা] *বি* ভেড়ার ডাক। 'ভেড়ার ভ্যাঁ ডাক শুনেছিলুম তোফা।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'তবু ভ্যা ভ্যা ভ্যাবানিতে অতিষ্ঠ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভ্যাঁ ভ্যাঁ, ভ্যা ভ্যা [ধ্বন্যা] ১ *বি* ছাগলের ডাক। 'রামছাগলের ভারী গলায় ভ্যাভ্যা রবের ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ২ *বি* কান্নার শব্দ। 'সাহেবও কাঁদে তাও এমন ডুকরে ডুকরে ... ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ভ্যাবানি *বি* চিৎকার। 'তবু ভ্যা ভ্যা ভ্যাবানিতে অতিষ্ঠ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভ্যাবানো *ক্রি* উচ্চস্বরে কান্না করা। 'আমাদের শালা মেজো কেউ ছোঁবে না – বউও দূরে বসে ভ্যাবাবে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভ্যাবিয়ে ওঠা *ক্রি* ভ্যা করে কাঁদা। 'ছিঁচকাঁদুনে ভ্যাবিয়ে ওঠেন একটু ছুঁতেই না ছুঁতে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভ্যাংচানি ১ *বি* ভেংচি। 'খোনা কথার ভ্যাংচানি।' *শরৎ*, ১৯১২। ২ *বি* উপহাসসূচক কণ্ঠধ্বনি। 'বেড়ার ওপাশ থেকে একটি বালিকাকণ্ঠের ভ্যাংচানি শোনা গেল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

ভ্যাংচানো *ক্রি* উপহাস প্রকাশে মুখ বিকৃত করা। 'বাঁদরা-মুখোর ভ্যাংচিয়ে মুখ।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'তাদেরকে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভ্যাকা ভ্যাকা *বিণ* বোকা বোকা। 'ভ্যাকা ভ্যাকা মুখে তাকিয়ে থাকল।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ভ্যাকুয়ম পম্প [ই] *বি* বায়ুশোষক যন্ত্র। 'ঐ দেখ্ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প্।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভ্যাকেশন [ই] *বি* অবকাশ। 'সামার-ভ্যাকেশনের ছুটি হয়ে গেল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ভ্যাগাবন্ড [ই] *বি* ভবঘুরে। 'কোথায় থাকে – ভ্যাগাবন্ড এক নম্বর।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভ্যাঙানো *ক্রি* মুখ বাঁকিয়ে উপহাস করা। 'কে মুখ ভ্যাঙাইল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভ্যাচর ভ্যাচর [ধ্বন্যা] *বি* বকবকানি। 'পাঠকরা আমার ভ্যাচর ভ্যাচর কিঞ্চিৎ বরদাস্ত করে নেবেন বইকি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভ্যাজর ভ্যাজর [ধ্বন্যা] ১ *বি* বিরক্তিকর কথাবার্তা। 'আমার ভ্যাজর ভ্যাজর কান পেতে শুনলো।' *মুজতবা*, ১৯৫২। ২ *বি* বিরক্তিকর লেখা। 'ভ্যাজর ভ্যাজর করে পাতার পর পাতা ভর্তি না করে আমরা সামান্যতম বক্তব্য নিবেদন করতে পারি।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ভ্যানর ভ্যানর [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তিকর কথাবার্তা। 'ভ্যানর ভ্যানর করে পরচে পাড়তে লাগল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ভ্যানিটি ব্যাগ [ই] *বি* মেয়েদের প্রসাধনী ব্যাগ; মেয়েদের হাতব্যাগ। 'বালা, ব্রেসলেট, অঙ্গুরি, জুতো, ভ্যানিটি ব্যাগ।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভ্যাপসা [স বাষ্প] *বিণ* বায়ু চলাচলের অভাবে সৃষ্ট। 'রোদের সময় ভ্যাপসা গাঢ় গুমোটে ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ভেবসে ওঠা *ক্রি* গুমোট হওয়া। 'বাংলার আবহাওয়া বড্ড বেশি ভেবসে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভ্যাবা *বিণ* বোকা। **ভ্যাবাকান্ত** *বিণ* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যাবাকান্ত আর নেই।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভ্যাবাগঙ্গারাম ১ *বি* নির্বোধ ব্যক্তি। 'চাইনে হতে ভ্যাবাগঙ্গারাম।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* নির্বোধ। 'তুমি একেবারেই ভ্যাবাগঙ্গারাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

ভ্যাবাচেকা খাওয়া *ক্রি* হতভম্ব হওয়া। 'পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভ্যাবাচ্যাকা, ভ্যাবাচাকা ১ *বিণ* হতবুদ্ধি। 'ভ্যাবচ্যাকা খোকামনির চমকে গেল পিলে।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* হতবুদ্ধি বা বিহ্বল অবস্থা। 'তাঁকে দেখে আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম।' *প্রমথ*, ১৯২৯। *দ্র* ভেবাচেকা

ভ্যাবাচ্যাকা লাগা *ক্রি* কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা হওয়া। 'হোঁচট খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভ্যাবানি, ভ্যাবানো *দ্র* ভ্যা

ভ্যারাইটি [ই] *বি* বৈচিত্র্য। 'কি রকমের ভ্যারাইটি কে জানে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ভ্যালভ্যাল *ক্রিবিণ* উদাস-অসহায়ভাবে। 'সকলে ভ্যালভ্যাল তাকায়-মাত্র।' *শওকত*, ১৯৭২।

ভ্যালসা [স ভেল>] *বি* তামাকের প্রকারবিশেষ। 'মিঠে, কড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি ও ইরানী তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভ্যালা [স ভদ্র] ১ *বিণ* দারুন। 'বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *অব্য* সাবাস। 'ভ্যালা মোর দাদা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* (ব্যঙ্গ) ভালো। 'ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

ভ্যালুজ [ই] *বি* মূল্যবোধ। 'রাসেলেরও ঐ মত। ভ্যালুজ নিয়ে নাকি তর্ক হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভ্রঙ্গ [স ভৃঙ্গ] *বি* ভ্রমর। 'সব ভ্রঙ্গ জাএ মাত্র এক ভ্রঙ্গ রহে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভ্রম [স] ১ *বি* ভুল। 'সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'বৃন্দাবন ভ্রমে যাহাঁ করিল প্রবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পানির পাক। 'যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* ভ্রষ্ট। 'তবে কি সে সব লোক ভ্রম হই অতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভ্রমক্রমে [স] *ক্রিবিণ* ভুলবশত। 'কখন নিজ ভবনে ভ্রমক্রমে উপস্থিত হইলে ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভ্রমজ্ঞান [স] *বি* ভুল ধারণা। 'তাহা ভ্রমজ্ঞান।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্রমত্রুটি [স] *বি* ভুলত্রুটি। 'ভ্রমত্রুটি বহুবার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।' *দর্শন*, ১৯২১।

ভ্রম-নিবারণ [স] *বি* ভুল সংশোধন। 'লোকের ভ্রম-নিবারণ, চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রমপূর্ণ [স] *বিণ* ভুলে ভরা। 'সে সকল আধুনিক তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণের ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভ্রমপ্রমাদহীন [স] *বিণ* ভুলত্রুটিমুক্ত। 'একান্ত ভ্রমপ্রমাদহীন সম্পূর্ণ ট্যাকসই বেড়া-দেওয়া।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ভ্রমবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* ভুল ক'রে। 'এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

ভ্রমবিশ্বাস [স] *বি* ভুল ধারণা। 'অলস বলিয়া ভাবিতাম, কিন্তু এখানে আদ্যোপান্ত সব দেখিয়া আমার সে ভ্রমবিশ্বাস একেবারে দূর হইয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভ্রম ভাঙা *ক্রি* ভুল ভাঙা। 'তার চোখের দিকে তাকালেই নিমেষে ভ্রম ভাঙে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

ভ্রম-ভ্রান্তি [স] *বি* ভুল-বিচ্যুতি; ভুলচুক। 'কোনো অধীরতা, বিশৃঙ্খলতা, ভ্রম-ভ্রান্তি নাই।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভ্রমময় [স] *বিণ* ভ্রান্তিপূর্ণ। 'শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ উন্মাদ ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভ্রমমূলক [স] *বিণ* ভ্রান্তিপূর্ণ। 'কত দিনে আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া এই ভ্রমমূলক কার্য্য সমূহকে নষ্ট করিবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভ্রমশিক্ষা [স] *বি* ভুল শিক্ষা। 'স্বদেশীয় লোকদিগকে ... অদ্যাবধিও ভ্রমশিক্ষা প্রদান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভ্রমশূন্য [স] *বিণ* নির্ভুল। 'কেহই ভ্রমশূন্য প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভ্রমসংকুল, ভ্রমসঙ্কুল [স] *বিণ* ভ্রান্তিপূর্ণ; বিভ্রান্তিকর। 'এরূপ ধারণা একান্ত ভ্রমসঙ্কুল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'এই ভ্রমসংকুল সাধের মানবজন্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভ্রমসংশোধন [স] *বি* ভুল বা ভ্রান্তি দূরীকরণ। 'এই নব অপরাধিনীর ভ্রমসংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভ্রমাত্মক [স] *বিণ* ভুলে ভরা। 'ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানি করিয়া মানেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভ্রমান্ধ [স] *বিণ* ভুলে অন্ধ। 'ভ্রমান্ধ যে সে কেবল আতুর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভ্রমান্ধকার [স] *বি* ভুলের জন্য দৃষ্টির আচ্ছন্নতা। 'কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ভ্রমেও *ক্রিবিণ* ভুল করেও। 'ভ্রমেও না বোলে আর কৃষ্ণ বিতিরেকে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভ্রমোপশম [স] *বি* ভুল সংশোধন। 'তৎপাঠে তাবতের ভ্রমোপশম হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ভ্রমণ [স] **১** *বি* বেড়ানো। 'আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ।' *চণ্ডী*, ১৫৭০। **২** *বি* পায়চারি। 'হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনভ্রমণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* অবস্থান। 'রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* অতিক্রমণ। 'ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণ বশতঃ বর্ত্তমান শ্বেতবারাহ-কল্প যাইতেছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভ্রমণ করা *ক্রি* ঘোরাঘুরি করা। 'কতস্থানে ভ্রমণ করিলাম তাহা কি কহিব কেহ দিতে চাহে না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভ্রমণকারী [স] *বি* পর্যটক। 'কোনো ইংরাজ ভ্রমণকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভ্রমণকাহিনী [স] *বি* ভ্রমণবৃত্তান্ত। 'আগুনের দিকে পিঠ ক'রে ব'সে বিচিত্রার জন্যে ভ্রমণকাহিনী লিখতুম না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ভ্রমণ-প্রশস্তি [স] *বি* ভ্রমণস্তুতি। 'তাঁর ভ্রমণ-প্রশস্তি হিন্দু গৃহিণীর ভিন্ন হেঁশেলে মুর্গী রান্না করার মতো।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভ্রমণ-বাণী [স] *বি* পর্যটন-কাহিনি। 'সারা দিনের ভ্রমণ-বাণী লিখল সোনার লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভ্রমণবিলাসী [স] *বি* ভ্রমণ উপভোগকারী। 'অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি ভ্রমণবিলাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভ্রমণবৃত্তান্ত [স] *বি* ভ্রমণ-কাহিনি। 'এই মহোদয়া স্ত্রী নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভ্রমণেচ্ছু [স] *বি* ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি। 'হাজার হাজার ভ্রমণেচ্ছু আপিসে নাম রেজিস্ট্রি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভ্রমর [স] **১** *বি* ভিমরুল। 'ভ্রমর সঙ্গম পাইলেঁ শোভএ যেহ্ন বিকসিত মালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মৌমাছি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভ্রমর-কুন্তলা [স] *বিণ* ভ্রমরের মতো কালো ও মসৃণ চুলের অধিকারী। 'ভ্রমর-কুন্তলা কিশোরী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভ্রমরগুঞ্জ [স] *বি* ভ্রমরের গুঞ্জন। 'কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভ্রমরি [স ভ্রমরী] *বি স্ত্রী* ভ্রমর। 'ভ্রমরা ভ্রমরি ঝঙ্কার দিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভ্রমরী [স] *বি স্ত্রী* ভ্রমর। 'ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভ্রমরষট্‌পদী [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী সুই। ভ্রমরষট্‌পদী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

ভ্রমরা *বি* নদীবিশেষ। 'আরোপী হেমঘটে ভ্রমরা নদ তটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভ্রমশূন্য *দ্র* ভ্রম

ভ্রমসংকুল *দ্র* ভ্রম

ভ্রমা[১] [স ভ্রমণ>] *ক্রি* ভ্রমণ করা; ঘোরা। 'চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত আকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ভ্রমএ** *ক্রি* ভ্রমণ করে। 'সেই সঙ্গ লইয়া ভ্রমএ বসুমতী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভ্রমন্ত** *ক্রি* ভ্রমণ করলেন। 'মৎস্য দেস আদি করি যকল ভ্রমন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভ্রময়ে** *ক্রি* ঘুরে বেড়ায়। 'ভ্রময়ে করবী বেড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভ্রমসী** *ক্রি* ভ্রমণ করছিস। 'পুত্র তোর ঘরে ভ্রমসী নগরে যৌবন করিআ ডালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভ্রমহ** *ক্রি* ভ্রমণ করো। 'কি হেতু তুমি ভ্রমহ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ভ্রমাই** *ক্রি* ঘোরাই। 'ভ্রমাই আকাশ পথে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ভ্রমাইল** *ক্রি* ভ্রমণ করলো। 'চক্রবাক হইয়া দুই ভ্রমাইল রথ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভ্রমায়** *ক্রি* ভ্রমণ করে। 'সুখের সময় মাত্র সেই সে ভ্রমায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভ্রমি** **১** *ক্রি* ভ্রমণ ক'রে।

AMARBOI.COM

'নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ভ্রমণ করি। 'অর্জ্জুন সহিত রথে ভ্রমি বনে বন।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভ্রমিছ** *ক্রি* ভ্রমণ করছো। 'হেন পাদপদ্ম প্রভু ভ্রমিছ কাননে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভ্রমিএগ্রা** *ক্রি* ভ্রমণ ক'রে। 'সকল অরন্য ভ্রমিএগ্রা না পাইল জল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভ্রমিতে** *ক্রি* ভ্রমণ করতে। 'ভ্রমিতে ভ্রমিতে সন্তে কাজী দ্বারে গেলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নগর ভ্রমিতে গেলা অতি শীঘ্রগতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভ্রমিতেছ** *ক্রি* ভ্রমণ করছো। 'যে তোমার সব নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন, ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **ভ্রমিতেছি** *ক্রি* ভ্রমণ করছি। 'দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি, মন নাহি মোর কিছুতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **ভ্রমিতেছিনু** *ক্রি* ভ্রমণ করছিলাম। 'ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে তোমারি সন্ধানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **ভ্রমিতেছে** *ক্রি* ঘুরছে। 'ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **ভ্রমিব** *ক্রি* ভ্রমণ করবো। 'এই রসে আনন্দে ভ্রমিব নানা দেশ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ভ্রমিবারে** *ক্রি* ভ্রমণ করতে। 'ভ্রমিবারে লাগিলেন্ত সকল ভুবন।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভ্রমিবোঁ** *ক্রি* ভ্রমণ করবো। 'ভ্রমিবোঁ সকল দেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভ্রমিয়া** *ক্রি* ভ্রমণ ক'রে। 'তিন দিগে ভ্রমিয়া দক্ষিনে না জাইবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভ্রমিল** *ক্রি* ভ্রমণ করলো। 'ঘরে ঘরে মধুপুরি ভ্রমিল যেমতে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভ্রমিলে** *ক্রি* ভ্রমণ করলে। 'শূন্যে করি ভর ভ্রমিলে ভুবন লক্ষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ভ্রমিহ** *ক্রি* ভ্রমণ কোরো। 'কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভ্রমে** *ক্রি* ঘুরে বেড়ায়। 'তিরে উঠি ক্ষেনে রহি ভ্রমে ধিরে ধিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভ্রমেন** *বি* ভ্রমণ করেন। 'ভ্রমেন উজানি ভাটি চৌদিকে কোঁচের বাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভ্রমা[2] [স ভ্রম>] *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া; ভুল করা। **ভ্রমাইএগ্রা** *ক্রি* ফাঁকি দিয়ে। 'চোর ভ্রমাইএগ্রা পুনঃ আইলেন ঘরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভ্রমাত্মক *দ্র* ভ্রম

ভ্রমান্ধকার *দ্র* ভ্রম

ভ্রমি [স] *বি* ভিরমি। 'রাজসভার শোভা দেখে ভ্রমি গিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ভ্রমিভ্রান্ত [স] *বিণ* ভ্রমান্ধ; ভুলে আচ্ছন্ন। 'দেখিতেছি ভ্রমিভ্রান্ত চোখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভ্রষ্ট [স] **১** *বিণ* বিপথগামী। 'নিজ কুল এড়িয়া ভ্রষ্ট কেনে হৈলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* নষ্ট। 'শ্রীফল উত্তম ব্যবহারে থাকে আর ফল ভ্রষ্ট অর্থাৎ নষ্ট হইলে পতি থাকিলেও বিধবা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **৩** *বিণ* বিচ্যুত। 'সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বিণ* বঞ্চিত। 'এই অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভ্রষ্টচরিত্র [স] *বিণ* দুশ্চরিত্র। 'সে ভ্রষ্টচরিত্র। আর মেয়ে লোকটা নষ্টা।' *হাসান*, ১৯৬০।

ভ্রষ্টচারিতা [স] *বি* বিভ্রান্তিকর আচরণ। 'ইহাদের ভ্রষ্টচারিতা ও ভণ্ডামী অতীব ভয়াবহ।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

ভ্রষ্টতা [স] *বি* পাপাচার। 'কিছু-না-কিছু ভ্রষ্টতা আসিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভ্রষ্টনীড় [স] *বি* বসবাসের অযোগ্য নীড়। 'জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভ্রষ্টপাল [স] *বিণ* দলছুট। 'অতিক্রান্ত সন্ধিলগ্ন, ভ্রষ্টপাল কামধেনু যেন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

ভ্রষ্টলক্ষ্য [স] *বিণ* লক্ষ্যচ্যুত। 'তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদ[য়] বিদীর্ণ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভ্রষ্ট হওয়া *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'এখানে কোনো জিনিস সহজে ভ্রষ্ট হ[য়ে] যেতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভ্রষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যভিচারী। 'রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া মনে বিবেচ[না] করিলেন বুঝি এ স্ত্রী ভ্রষ্টা হবে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ভ্রষ্টাচার [স] *বি* অধার্মিকতা। 'জানিস কাহারে বলে পতি! নষ্টমতি ভ্রষ্টাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভ্রাত, ভ্রাতঃ [স] *বি* ভাই। 'হে ভ্রাত এক্ষণে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'ভ্রাতঃ জগতে কাহার বিচার কে কবে আদর করিয়াছে?' *মশাররফ*, ১৮৮৯

ভ্রাতষপুত্র [স ভ্রাতুষ্পুত্র] *বি* ভ্রাতুষ্পুত্র; ভাইয়ের ছেলে। 'রামহ[রি] ঘোষজা ভ্রাতষপুত্র।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

ভ্রাতস্পুত্র, ভ্রাতস্পুত্র [স ভ্রাতুষ্পুত্র] *বি* ভাইয়ের ছেলে। 'কহিলে[ন] তোমার ভ্রাতস্পুত্র ইহা মারিয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভ্রাতসপুত্র [স ভ্রাতুষ্পুত্র] *বি* ভাইয়ের পুত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভ্রাতা [স] *বি* ভাই। 'সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভ্রাতাগণ [স] *বি* (সম্বোধনে) ভাইসব। 'হে ভারতবাসী ভ্রাতাগণ' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভ্রাতি [স ভ্রাতা] *বি* ভাই। 'ভোগ করি ভ্রাতি বধূ জন্মাইব সন্ততি' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভ্রাতুষ্কন্যা [স] *বি* ভাইয়ের মেয়ে। 'স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় বহুত[র] ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভ্রাতুষ্পুত্র [স] *বি* ভাইপো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রামনারায়ণ রায়ে[র] ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভ্রাতুষ্পুত্রী [স] *বি স্ত্রী* ভাইয়ের মেয়ে। 'পিতৃহীনা এক ভ্রাতুষ্পুত্রী' *মশাররফ*, ১৮৯০।

ভ্রাতৃ [স] *বি* ভাই। 'তুম্বি মোর ভ্রাতৃসুত প্রচার কুমতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভ্রাতৃকন্যা [স] *বি* ভাইয়ের মেয়ে। 'অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী [ও] ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভ্রাতৃজায়া [স] *বি* ভাইয়ের স্ত্রী। 'তার বিধবা ভ্রাতৃজায়াদের বোঝ[া] বইবার ...।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভ্রাতৃতুল্য [স] *বিণ* ভাইয়ের মতো। 'তাহাদিগকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞা[ন] করা উচিত।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ভ্রাতৃত্ব [স] *বি* ভাইসুলভ সম্পর্ক। 'কোন ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি – এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি।' *মাইকেল* ১৮৬১।

ভ্রাতৃত্ববন্ধন [স] *বি* ভাইসুলভ সম্পর্ক। 'প্রাচীন আর্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে একটি মহৎ মর্যাদা অনুভব করিতে পারিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১ 'সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ভ্রাতৃত্ববাদী [স] *বিণ* ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। 'ভ্রাতৃত্ববাদী মুসলমান' *সাম্যবাদী*, ১৯২৩।

ভ্রাতৃত্ববোধ [স] *বি* পরস্পরকে ভাইয়ের মতো বিবেচনা করা

AMARBOI.COM

'তাতে একান্তভাবেই আমাদের স্বদেশপ্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের দৈন্য ফুটে উঠেছে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ভ্রাতৃধনাপহরণ [স] *বি* ভাইয়ের ধনসম্পত্তি অপহরণ। 'ভ্রাতৃধনা-পহরণ পর্য্যন্তও ঘটনা হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভ্রাতৃপুত্র [স] *বি* ভাইয়ের ছেলে। 'পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্র ইহারা লেখাপড়া শিখিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভ্রাতৃপ্রেম [স] *বি* ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের প্রীতি। 'গৃহ মাঝারে, জননীস্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভ্রাতৃবর্গ [স] *বি* ভাই বলে গণ্য এমন ব্যক্তি। 'অবশিষ্ট সময়ে অপর ভ্রাতৃবর্গের গৃহ প্রস্তুতকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ভ্রাতৃবিক্রম [স] *বি* ভাইয়ের প্রতাপ। 'ভ্রাতৃবিক্রমে আমজাদ গৌরবান্বিত ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভ্রাতৃবিদ্রোহ [স] *বি* ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের বিরোধ। 'নিজেদের মধ্যেই সন্দেহ বিশ্বাসঘাতকতা ভ্রাতৃবিদ্রোহের বীজ বপন করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভ্রাতৃবিরোধ [স] *বি* ভাইদের মধ্যে ঝগড়া। 'উত্তর কালে বিষয়বিভাগ উপলক্ষে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভ্রাতৃভক্তি [স] *বি* ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা। 'তোমার ভ্রাতৃভক্তির ঠ্যালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ভ্রাতৃভাব [স] *বি* ভ্রাতৃত্ববোধ; ভাইয়ের মতো সৌহার্দ্য। 'আমরা পরস্পর সকলকে ভ্রাতৃভাবে প্রণয় করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪; 'ভ্রাতৃভাবের পক্ষে ..।' *এসলাম*, ১৯১৮।

ভ্রাতৃভার্যা [স] *বি* ভাইয়ের স্ত্রী। 'তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভ্রাতৃভেদ [স] *বি* ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ। 'ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভ্রাতৃশোক [স] *বি* ভাইয়ের বিয়োগজনিত শোক। 'পুত্রেরাও মাতৃশোকে ও ভ্রাতৃশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভ্রাতৃসত্য [স] *বি* ভাইয়ের প্রতিশ্রুতি। 'তিনি ভ্রাতৃসত্য রক্ষা করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভ্রাতৃ-সমান [স] *বিণ* ভ্রাতৃতুল্য। 'যাবতীয় মনুষ্য আমাদের ভ্রাতৃ-সমান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রাতৃসম্বন্ধ [স] *বি* ভাইসুলভ সম্পর্ক। 'মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ভ্রাতৃসুত [স] *বি* ভাইয়ের ছেলে। 'তুস্কি মোর ভ্রাতৃসুত প্রচার কুমতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভ্রাতৃস্বরূপ [স] *বি* ভাইয়ের সমতুল্য। 'ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা ভ্রাতৃস্বরূপ স্বজাতীয় লোকের উচ্ছেদ সাধন কর্ম্মে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভ্রাতৃস্নেহ [স] *বি* ভাইয়ের আদর। 'জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য দর্শনে, নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া ... প্রতিগমন করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভ্রাতৃহত্যা [স] *বি* ভাইকে হত্যা। 'ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভ্রাতৃহনন [স] *বি* ভাইকে হত্যা। 'যে-স্মৃতি ভ্রাতৃহননে প্ররোচিত করে বারবার প্রেতায়িত মন্ত্রণায়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ভ্রাত্রালয় [স] *বি* ভাইয়ের বাড়ি। 'সে ভ্রাত্রালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নদী পারে গিয়া বসতি করিল।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভ্রান্ত[1] [স] *বিণ* ভাবাবিষ্ট। 'নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভ্রান্ত[2] [স] ১ *বিণ* ত্রুটিপূর্ণ। 'ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* ভ্রমযুক্ত। 'আপনি নিতান্ত ভ্রান্ত।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ভ্রান্তচিত্ত [স] *বিণ* বিভ্রান্ত। 'কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ভ্রান্ত দ্রষ্টা [স] *বিণ* ভুল দেখে এমন। 'অবিশ্বাসীরাই শয়তানী চেলা ভ্রান্ত দ্রষ্টা ভুলভাষী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ভ্রান্তবিশ্বাস [স] *বি* ভুল ধারণা। 'কুসংস্কার এবং ভ্রান্তবিশ্বাস এখনো লক্ষিত হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ভ্রান্তি [স] *বি* বিভ্রান্তি; ভুল। 'ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভ্রান্তিক্রমে [স] *ক্রিবিণ* ভুলবশত। 'ফরিয়াদি যদি ভ্রান্তিক্রমে আপন ফরিয়াদের প্রবল ও বিশ্বস্ত কথা ...।' *জ্ঞানকান*, ১৭৮৪।

ভ্রান্তিপাশ [স] *বি* ভুলের বন্ধন। 'মানববর্গ সহস্র সহস্র বৎসর অবধি যে দুর্বিগাহ ভ্রান্তিপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রান্তিপ্রমাদ [স] *বি* ভুল ও অনবধানতা। 'অনেকে বায়বল শাস্ত্রের ভ্রান্তিপ্রমাদ অঙ্গীকার করিয়া বিশুদ্ধ ধর্মের তত্ত্বান্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রান্তিবর্জিত, ভ্রান্তিবর্জ্জিত [স] *বিণ* নির্ভুল; ত্রুটিমুক্ত। 'কোন শাস্ত্র ও কোন ধর্ম অধুনাতন প্রধান পণ্ডিতদিগের বিশুদ্ধ ও ভ্রান্তিবর্জ্জিত বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রান্তিবিলাস [স] ১ *বি* অসঙ্গতি নিয়ে কৌতুক। *বিদ্যা*, ১৮৬৯; 'ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪। ২ *বি* ত্রুটিবিচ্যুতি। 'জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে – / ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে?' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভ্রান্তিবিহীন [স] *বিণ* নির্ভুল। 'দুর্গম পথে যাত্রী সওয়ার ভ্রান্তিবিহীন/ ফুরিয়ে এসেছে তন্দ্রানিঝুম ঘুমন্ত দিন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভ্রান্তিমৎ [স] *বিণ* ভ্রমাত্মক। 'পুনরাবৃত্তি এবং ভ্রান্তিমৎ দোষে দুষ্ট।' *ভবন*, ১৯২৫।

ভ্রান্তিমদ [স] *বি* মিথ্যা বিহ্বলতা। 'ভ্রান্তিমদে মাতি, অচলা চপলা তারে ভাবি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভ্রান্তিমূলক [স] *বিণ* বিভ্রান্তিভিত্তিক। 'সকলই ভ্রান্তিমূলক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভ্রান্তিমোচন [স] *বি* ভুল সংশোধন। 'ভ্রান্তিমোচনের কাহিনী নিয়ে নাটকের প্লট তৈরি হয়েছে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভ্রান্তিশূন্য [স] *বিণ* ভুল করে না এমন। 'অসামান্য ধী-শক্তিসম্পন্ন তর্কদর্শী পণ্ডিতদিগকেও ভ্রান্তিশূন্য আপ্তভাষী বলিয়া বিশ্বাস করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রান্তিসংকুল, ভ্রান্তিসঙ্কুল [স] *বিণ* ভুলে ভরা; বিভ্রান্তিকর। 'জ্যোতির্বিদ্যা ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'মানবজীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসংকুল বলিয়া বোধ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভ্রাম্যমাণ [স] *বিণ* চলমান; ভ্রমণশীল। 'উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভ্রু, ভ্রূ [স] *বি* চোখের উপরে এবং কপালের নীচের ঘন লোমসমূহ। 'ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভ্রুকুটি করিয়া বোলে প্রভুর চরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভ্রু/ভ্রূ কুঁচকানো *বি* ভ্রুকুঞ্চন। 'ভ্রূ কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভ্রুকুঞ্চন, ভ্রূকুঞ্চন [স] *বি* বিরক্তি প্রকাশে ভ্রু কুঁচকানো। 'চলিয়াছে চার্ব্বাক কিশোর, ভ্রূকুঞ্চিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটি [স] **১** *বি* ভ্রু বাঁকানো। 'ভ্রুকুটি করিয়া বোলে প্রভুর চরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ভ্রূকুটি করেন চেয়ে তা সবার পানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* বিরক্তি প্রকাশ। 'দড় ভ্রূকুটি করে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* অবজ্ঞা। 'ইংরাজ কি সেই চিরজাগ্রত প্রজাপালকের বিশ্বনিয়মের প্রতিও প্রভুত্বমদোদ্ধত ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বি* ক্রোধযুক্ত ভ্রুকুঞ্চন। 'নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভ্রুকুটিকুটিল, ভ্রূকুটিকুটিল [স] **১** *বিণ* তাচ্ছিল্যতাপূর্ণ। 'তোমাদের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল/ নয়ন আলোকহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* রুষ্ট অভিব্যক্তিযুক্ত। 'পিতামহ প্রজাপতি যে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে পায়ের খড়ম খুলিতে লাগিলেন ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভ্রুকুটিচ্ছায়া, ভ্রূকুটিচ্ছায়া [স] *বি* বিরক্তিসূচক দৃষ্টিক্ষেপ। 'লোকালয়ের উপর রুদ্রের ভ্রূকুটিচ্ছায়া।' *রবীন্দ্র*, [illegible]।

ভ্রুকুটিভঙ্গি, ভ্রূকুটিভঙ্গী [স] *বি* ভ্রু কুঁচকে ভর্ৎসনার ভাব। 'ইন্দু। (জনান্তিকে ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া) সুনন্দা! তোর কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই?' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গি করি অবহেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভ্রুকুটিমিশ্রিত [স] *বিণ* রাগযুক্ত। 'দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভ্রুকুটি/ভ্রূকুটি-শাসন [স] *বি* ভ্রুভঙ্গিতে শাসন করা। 'মিথ্যাচারীর ভ্রূকুটি-শাসন নিষেধ রক্ত-আঁখি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ভ্রুক্ষেপ, ভ্রূক্ষেপ [স] **১** *বি* খেয়াল। 'এঁদের প্রসাদে রাস্তায় লোকের চলা ভার, লাটকেও ভ্রূক্ষেপ নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'প্রকৃতির তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই।' *সাধারণী*, ১৮৭৫। **২** *বি* গ্রাহ্য। 'সে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ঠিক বরকন্যার সম্মুখে বসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বি* দৃষ্টিপাত; দৃষ্টি নিক্ষেপ। 'শত্রুর তীর বুকে এসে বেঁধে ভ্রূক্ষেপ অসাবধানী।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ভ্রুচাপ, ভ্রূচাপ [স] *বি* ভ্রুরূপ ধনুক। 'কোনও নায়িকা ভ্রূচাপ দ্বারা কটাক্ষবাণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভ্রুধনুর্নর্তন, ভ্রূধনু-নর্তন [স] *বি* ভ্রু নাচানো। 'তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভ্রুবল্লি, ভ্রূবল্লী [স] *বি* ভ্রুলতা। 'কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বৌষ্ঠ, সরসীরুহলোচন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভ্রু বাঁকানো *ক্রি* ভ্রু কুঁচকানো। 'আমাদের উপর ভ্রু বাঁকাইবেন।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

ভ্রুবিকার, ভ্রূবিকার [স] *বি* ভ্রু কুঁচকানো। 'জনপদবধূদিগের প্রীতিস্নিগ্ধলোচন ভ্রূবিকার শিখে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভ্রুবিলাস, ভ্রূবিলাস [স] *বি* নাগরিকাসুলভ ভ্রুভঙ্গি। 'ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভ্রুভঙ্গ, ভ্রূভঙ্গ [স] *বি* ভ্রু কুঁচকানো। 'যবন-তাড়নে যার নহিল ভ্রূভঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চৌদিকে দল্যা বুলে না করে ভ্রূভঙ্গ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভ্রুভঙ্গি, ভ্রূভঙ্গী [স] *বি* ভ্রুকুটি। 'দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রূভঙ্গী করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'অঙ্গুলি-হেলন, ভ্রূভঙ্গি, কটাক্ষপাত, প্রণতি, আরতি ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভ্রুভঙ্গিত, ভ্রূভঙ্গিত [স] *বিণ* ক্রোধে কুঞ্চিত ভ্রুবিশিষ্ট। 'ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভ্রুভঙ্গিমা, ভ্রূভঙ্গিমা [স] *বি* ভ্রুক্ষেপ। 'রক্ত রবি ভ্রূভঙ্গিমায় হরে যাহার ইন্দ্রজাল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

ভ্রূযুগপত্তন [স] *বি* কান পর্যন্ত বিস্তৃত ভ্রু। 'শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগপত্তন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভ্রুলতা, ভ্রূলতা [স] *বি* লতার মতো বাঁকা ও সুন্দর ভ্রু। 'শিবনেত্রে উমার ভ্রূলতা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

ভ্রূহি [স ভ্রু>] *বি* ভ্রু। **ভ্রূহিযুগল** [স ভ্রূযুগল] *বি* ভ্রুদ্বয়। 'কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভ্রূণ [স] *বি* মাতৃগর্ভে অজাত শিশু। 'যদি প্রাণত্যাগ করি তাহলে এককালে আত্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যা এই দুই মহাপাপ হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভ্রূণঘাতী [স] *বিণ* ভ্রূণ হত্যাকারী। 'ভ্রূণঘাতী না হইতে হয় এ বিবেচনা করিয়া কয় ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভ্রূণবিদ্যা [স] *বি* গর্ভস্থ সন্তানবিষয়ক বিদ্যা। 'ভ্রূণবিদ্যা বা এম্ব্রিওলজি ইভলিউশন থিওরীর একটা বড় পোষক প্রমাণ।' *সবুজ*, ১৯২১।

ভ্রূণমুক্ত [স] *বিণ* জন্মপ্রাপ্ত। 'ভ্রূণমুক্ত হয়ে তারা বাহিরে তাকায়ে দেখে রঙিন সকাল।' *আহসান*, ১৯৪৪।

ভ্রূণরূপে [স] *ক্রিবিণ* ভ্রূণাকারে। '... জ্যোতির্কণা ও জড়কণার মধ্যে নিহিত ছিল সম্ভাবনারূপে, ভ্রূণরূপে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভ্রূণহত্যা [স] *বি* গর্ভপাত। 'যদি প্রাণত্যাগ করি তাহলে এককালে আত্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যা এই দুই মহাপাপ হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম

-ম[1] – বর্তমানকালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তিবিশেষ। 'জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস।' *চর্যা ২৯, ১২০০।*

-ম[2] – ষষ্ঠী বিভক্তি = -র/ -এর। 'মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

ম[3] [স মা] *ক্রিবিণ* না। 'নিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী।' *চর্যা ৫, ১২০০।*

ম[4] [পা ম (পা মং=আমাকে)] *সর্ব* আমি। 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।' *চর্যা ১০, ১২০০।*

মঅগল [স মদকল] *বি* মদগল; গলিত মদ। 'তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ।' *চর্যা ৯, ১২০০।*

মঅন *দ্র* **মদন**

মই[1] [স ময়া] *সর্ব* আমি। 'ভূসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেং।' *চর্যা ২৭, ১২০০।*

মইআই *সর্ব* আমার। 'সাধিতে আপন মান আগে চলে মইআই কোঙর।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

মই[2] [স মদী] **১** *বি* বাঁশ বা কাঠের তৈরি সিঁড়ি। 'মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৮।* **২** *বি* চষা জমিতে মাটি সমান করার যন্ত্র। 'মই দিয়ে কষে ঘষতেছিলেন।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৯।*

মইমারণ হইমারণ – যখন তখন মৃত্যুর মতো কিছু ঘটতে পারে এমন অবস্থা। 'এরকম মইমারণ হইমারণ ব্যাপার।' *জীবন, ১৯৪৮।*

মইয়া [স মাতৃকা] *বি* মেয়ে। 'চল রে মইয়া পুত্র উদ্দিশ করিতে।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

মইষ *দ্র* **মহিষ**

মইসুদ *বি* সাহসের কাজ। *মানোএল, ১৭৪৩।*

মউ [স মধু] *বি* মধু। 'কল্পনা বচন বলে মুখে মাখা মউ।' *রূপরাম, ১৭৫০।*

মউচাক [স মধুচক্র] *বি* মৌমাছি যেখানে মধু সঞ্চয় করে। 'বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৯।*

মউ চুষকি *বি* মধু পান করে এমন পাখিবিশেষ। 'মউল ফুলের বারতা এসেছে মউ চুষকির মুখে!' *সত্যেন্দ্র, ১৯১১।*

মউটুসি *বি* ফুলবিশেষ। 'মউটুসি মউ-মদের মিঠায়।' *নজরুল, ১৯৩০;* 'মউটুসির মউ ফেলে তোমরা রয় তাকিয়ে।' *নজরুল, ১৯৩৫।*

মউ-বিলাসী [স মধুবিলাসী] *বিণ* মধুলোভী। 'আমাদেরই মতো মউ-বিলাসী গো কত প্রজাপতি কত বঁধু।' *নজরুল, ১৯২৮।*

মউমক্ষী *বি* মৌমাছি। 'কবি এবং মউমক্ষী।' *নজরুল, ১৯২৭।*

মউ-মদ *বি* মধু। 'মউ টুসি মউ-মদের মিঠায়।' *নজরুল, ১৯৩০।*

মউমাছি *বি* মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ। 'মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা।' *রবীন্দ্র, ১৯৩১।*

মউ-লোভী *বিণ* মধুলোভী। 'মউ-লোভী যত মৌলবি আর মোল-লারা কন হাত নেড়ে।' *নজরুল, ১৯২৬।*

মউল্যা *বি* মধু সংগ্রহকারী। *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।*

মউআ [স মধুক] *বি* মহুয়া। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

মউজ [আ] **১** *বি* নেশাগ্রস্ত অবস্থা। 'মউজে বা নাই মানে ভালমতে সে যে জানে।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।* **২** *বিণ* আনন্দপূর্ণ। 'তোমরা তখন কাটাও মউজ রাতি।' *বেনজীর, ১৯৪৫।*

মউড় [স মুকুট] *বি* বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার মুকুট। 'মালী বৈসে গুজরাটে ... মালা মউড় গড়ে ফুলঘর।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

মউত, মওত [আ মওত] *বি* মৃত্যু। 'ইমামের মউত হবে আলবত জানিবে।' *গরীব, ১৭৬৫;* 'মওতের দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরি ঘুম?' *নজরুল, ১৯২৮।*

মওতা *বি* মৃত। 'মওতার কবর করিব জেআরত।' *আলাওল, ১৬৮০।*

মওতের দেশ *বি* মৃত্যুর দেশ; মৃত্যুপুরী। 'মওতের দেশে খুলবে আবার জিন্দিগানীর সিংহ-দ্বার।' *ফররুখ, ১৯৪৬।*

মউর[1] [স ময়ূর] *বি* ময়ূর। 'মেঘের সব্দ সুনি মউর নৃত্য করে।' *মালাধর, ১৫০০।* *দ্র* **ময়ূর**

মউরপুচ্ছ [স ময়ূরপুচ্ছ] *বি* ময়ূরপুচ্ছ। 'গীরিদা হেলান গা মউরপুচ্ছের বা।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।*

মউরবাহন [স ময়ূরবাহন] *বি* হিন্দুদেবতা কার্তিকের বাহন। 'মউরবাহন পুজিল ষড়ানন পুজিল লক্ষ্মী সরস্বতী।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

মউরি [স ময়ূরী] *বি* ময়ূরী। 'সারি সুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে।' *মালাধর, ১৫০০।*

মউর[2] *বি* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম, ১৬৫০।*

মউরলা, মউরলা মাছ *বি* এক জাতীয় ছোটো মাছ; মৌরলা মাছ। 'মউরলা মাছ যেন খেলে বেড়ায়।' *নজরুল, ১৯৩৫;* 'কালো বউ-এর চোখ যেন, দেখ/ মউরলা মাছ ভাসে।' *নজরুল, ১৯৩৫।*

মউরি [স মধুরিকা] *বি* মসলারূপে ব্যবহৃত একপ্রকার শস্য। 'মউরির মৃদু গন্ধে ভরে রবে – কিশোরীর স্তন।' *জীবন, ১৯৩২।*

মউল[1] [স মুকুল] *বি* মুকুল। 'আমাদের আমলকী মউল ও শালের ডাল হইতে খস খস করিয়া কেবলই পাতা খসিয়া পড়িতেছিল।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

মউল[2] *বি* মহুয়া। 'মউল ফুলের বারতা এসেছে।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১১।*

মউলবি [আ মওলবী] *বি* ইসলাম ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত, এখানে যে নিজ স্বার্থে ধর্মকে কাজে লাগায়। 'কাঠমোল্লার মউলবির যুজদানে ইসলাম কয়েদ।' *নজরুল, ১৯২৯;* 'মোল্লা-মউলবিরা তা কখনও হতে দেবে না।' *নজরুল, ১৯৩১।* *দ্র* **মৌলবি**

মওলবী [আ] *বি* সম্মানার্থক মুসলমান পদবিবিশেষ। 'মওলবী এ কে ফজলুল হক ছাহেবের নাম কাটিয়া দিয়াছেন।' *আজাদ, ১৯৩৬।*

মউলুদ, মওলুদ [আ মওলুদ] *বি* (ইসলাম) মিলাদ। 'প্যাকালেদের বাড়ি মউলুদের ও তৎসঙ্গে বেইমান নাসারাদের ...।' *নজরুল, ১৯৩০;* 'মীলাদ-মওলুদ, ওয়াজ নসীহত ... পুরোদস্তুর বজায়।' *মাহেনও, ১৯৪৯।*

মউরা [স ময়ূর] *বি* ময়ূর। 'পেখম ধরিয়া নাচে মউরা মউরী।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* *দ্র* **ময়ূর**

মউরী [স ময়ূরী] *বি স্ত্রী* ময়ূর। 'পেখম ধরিয়া নাচে মউরা মউরী।'

AMARBOI.COM

মুকুন্দ, ১৬০০।

মএ, ময়, মায় [আ মঅ'] *অব্য* সঙ্গে; একত্রে। 'কাপড় পাঠাইতে সঙ্গতি হইছিল না অদ্য কাপড় মএ জাবার ফর্দ্দ সম্মলিত পাঠাই।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মওকা [আ] *বি* সুযোগ। '... তর্ক-বিতর্ক করিবার আর মওকা রাখেন নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মওকুফ, মওকুপ [আ মৌকুফ] *বিণ* মকুব; বন্ধ। 'বাঙ্গালার আষরফি জরর টাকসালে মওকুপ হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'বকর-ঈদে হাঙ্গামা হুজ্জতের হুমকীতেও গো-কোরবাণী মওকুফ হয়ে যায়নি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। *দ্র* **মকুব**

মওকুব [আ মৌকুফ] *বি* মাফ। 'যতদিন না শাস্তি মওকুব করে দেন ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মওছুম [আ মৌসিম] *বি* মৌসুম; সময়। 'আমন ধানের মওছুম না আসা পর্য্যন্ত সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত চাউল যথেষ্ট কিনা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৫। *দ্র* **মৌসুম**

মওজুদ, মওজুত [আ] **১** *বিণ* উপস্থিত। 'শুনিয়া জাফর আসি মওজুদ হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* সঞ্চিত। 'গুদামে মওজুদ থাকিতেও মাল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয় কিনা।' *আজাদ*, ১৯৪২; 'ঘরের মওজুত পাট যাতে সরকার ... উচিৎ মূল্যে খরিদ করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মওজুদকারী [আ মওজুদ+স কারী] *বি* মজুদ করে রাখে যে। 'পুঁজিবাদী মজুদকারীদের দ্বারা সরকারী আদেশ কিভাবে রক্ষিত ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছে ...।' *জামায়াত*, ১৯৪৩।

মওজুদদার [আ মওজুদ+ফা দার] *বি* আড়তদার। 'মওজুদদার বদমায়েশ লোগ।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মওয়া [স মরণ>] *ক্রি* মারা যাওয়া। **মঅলেঁ** *ক্রি* মরলে। 'জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **মইল** *ক্রি* মরলো। 'রক্ত উঠি মইল হাসে সকল ছাওয়ালে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মইলা** *ক্রি* মরলো। 'পার্ব্বতীর কারণে দুই জন মইলা।' *বড়ু*, ১৫৭০। **মইলুম** *ক্রি* মরলাম। 'ক্ষেপে ক্ষেপে বোলে মইলুম মইলুম প্রাণ হইল শেষ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **মইলেঁ** *ক্রি* মরলে। 'জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। **মএল** *ক্রি* মরে গেলো। 'জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণঅণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **ময়িলা** *ক্রি* মরলা। 'তিলোত্তমা হেতু দুই ময়িলা এক ঠাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ময়িলোঁ** *ক্রি* মরলো। 'ভাগে পরাণে না ময়িলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাওয়া *ক্রি* মারা। **মাইল** *ক্রি* মারলো। 'এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাইলাঙ** *ক্রি* মারলাম। 'লঙ্কা পোড়াইয়া মাইলাঙ জত রাক্ষসগন।' *মালাধর*, ১৫০০। **মাইলেঁ** *ক্রি* মারলে। 'আজ্ঞা মাইলেঁ তোর পাপেঁ নাহিক মুকুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাইলোঁ** *ক্রি* মেরেছিলাম; মারলাম। 'পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাইলেন্ত** *ক্রি* মারলো। 'ডুবাআঁ মাইলেন্ত কাহ্নাঞিঁ জলের ভিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মায়িল** *ক্রি* মারলো। 'কৌয়ল কাহ্নাঞিঁ কেহে বিষজালেঁ মায়িল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মওয়াজী [মু'আজ্জিল>] *বিণ* মোট। 'মওয়াজী ৩৩০০ তেত্রিষ হাজার মোন চাউল বাবুদী।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

মওয়াফেক [আ মুআফিক] *ক্রিবিণ* মাফিক; অনুসারে। '২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

মওলবী *দ্র* **মউলবি**

মওলা [ফা] *বি* প্রভু। 'মওলা বলে ডাক রসনা/ গেল দিন ছাড় বিষয় বাসনা।' *লালন*, ১৮৯০।

মওলানা [আ] *বি* (ইসলাম) সৃষ্টিকর্তা; ধর্মগুরু। 'তিনি তাঁর আল্লাহকে তাঁর মওলানাকে স্মরণ করছেন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

মলনা [আ মওলানা] *বি* (ইসলাম) মৌলানা। 'যতেক মলনা কাজী সব তোর আন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মওসুফ [আ মাওসুফ] *বিণ* পূর্বোক্ত। 'মওসুফ বিলাত যাওন কালে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

মওসুমী [আ মৌসিম>] *বিণ* বিশেষ ঋতুতে উৎপন্ন হয় এমন। 'মওসুমী ফুলের বাগান।' *মনসুর*, ১৯৫৫। *দ্র* **মৌসুমি**

মং [আ মাকাম শব্দের শব্দসংক্ষেপ] *বি* মোকাম। 'আমি তোমার নিকট হইতে মং কৃষ্ণনগর আসিয়া পৌছিয়াছি।' *ভেরলি*, ১৮০০।

মকতব [আ] *বি* মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'তাহার সহিত এক মকতবে পড়েন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মকতবখানা [আ মকতব+ফা খানাহ্] *বি* (ইসলাম) ছেলে-মেয়েদের জন্য স্থাপিত মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'গ্রামে২ চৌবাড়ী ও পাঠসালা ও মকতবখানা।' *রামরাম*, ১৮০১।

মকদুর [আ] *বি* দুঃসাহস। 'বেটার এত বড় মকদুর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মকদূর [আ] *বি* ক্ষমতা; শক্তি। 'আর আপন আপন মকদূর মত তাহাদের খবর লহ।' *আখবার*, ১৮৭৭।

মকদ্দমা [আ মুকদ্দামাহ্] *বি* মামলা। 'নালিষ করিয়া তোমাকে আনিয়াছিল তাহার মকদ্দমা রফা হইল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মকর্দমা [আ মুকদ্দামাহ্] *বি* মামলা। 'সময় নেই, জরুরি মকর্দমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মকর্দ্দমা [আ মুকদ্দামাহ্] *বি* মামলা। 'ইহাদিগের মকর্দ্দমা রফা করিয়া দেও।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'আকিরের মকর্দ্দমা দুই এক রোজের মর্দ্ধে হইবেক।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯।

মকোর্দ্দমা [আ মুকদ্দামাহ্] *বি* মামলা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মকবুল [আ] *বিণ* প্রিয়। 'তান পদ সেবিলে সে হৈবা মকবুল।' *সুলতান*, ১৭০০।

মকমকি [ধ্বন্যা] *বি* ব্যাঙের ডাকের শব্দ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'ভেকের মকমকি তাকে মনোমতো করে দিতে হলে যে সদৃশকরণের কৌশল।' *অবন*, ১৯২৫।

মকমল, মখমল [ফা মখমল] **১** *বি* কোমল ও মিহি কাপড়। 'যোগাইল চরণে উত্তম মখমল।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বণিকেরা ঢাকার মকমলের নিমিত্ত যে দাদনি দিতেন সে পঁচিশ লক্ষেরো উর্দ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'চমৎকার কাজ করা মকমলের টুটি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা।' *সুকুমার*, ১৯১৮। **২** *বিণ* উজ্জ্বল। 'কেটেছে রঙিন মখমল দিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মকমল ডিক্রি [ফা মখমল+ই ডিক্রি] *বি* মখমল কাপড়ে লেখা আদালতের আদেশ। 'সাক্ষাৎ যমদূতের ফরমান, মকমল ডিক্রি, কিস্তি বরখেলাপের কথাই ওঠে না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মকমলে [ফা মখমল] *বি* কোমল ও মিহি কাপড়। '... তন্মারা শাটিন ও মকমলে প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য মনোহর দ্রব্য প্রস্তুত করেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

মকর [স] **১** *বি* কুমিরের মতো জলজন্তু; ঘড়িয়াল। 'মকরে মানুষ কাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অগাধ জলের মকর যেমন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বি মকরাকৃতি কুণ্ডল। 'কুন্তীনন্দন মূলে মকর উজোর।' *শেখর*, ১৬০০। ৩ *বি* (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের একটি রাশি। 'ধনু আর মকর বিশুদ্ধ চক্রেত বৈসএ।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* হিন্দুমতে প্রেমের দেবতা মদন; মকরকেতু। 'মকরের কেতন ওড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মকরকুণ্ডল [স] *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'মকর কুণ্ডল কর্ন্নে হৃদে বনমালা।' *মালাধর*, ১৫০০।

মকরকেতন [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে কামদেব। 'মকরকেতন-কেলি-চারু-নিকেতন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মকরকেতু [স] *বি* হিন্দুমতে প্রেমের দেবতা – কন্দর্প। 'কুমার সম্ভোগ হেতু বাড়িল মকরকেতু।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বিষম মকরকেতু তাহে বলবান।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মকরক্রান্তি [স] *বি* বিষুবরেখার সাড়ে ২৩ ডিগ্রি দক্ষিণের অক্ষাংশ রেখা; উত্তর গোলার্ধের শীতকালে সর্বদক্ষিণে সূর্যের অবস্থান। 'আকাশের উত্তলে হেলান দেয় উত্তরের দিকে মুখ করে মকরক্রান্তির সূর্য।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

মকরধ্বজ [স] *বি* কামদেব। 'মকরধ্বজ মজাইলে কামরসে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মকরবাহনা [স, সম্বে -নে] *বি স্ত্রী* মকর বা ঘড়িয়াল যার বাহন। 'মকরবাহনে বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মকরবাহিনী [স] *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত গঙ্গা দেবী। 'কোথায় কী বাধা লুকিয়ে ছিল মকরবাহিনী নিজেও তা জানত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মকরমণ্ডল [স] *বি* বিষুব রেখা থেকে সাড়ে ২৩ ডিগ্রি দক্ষিণে অবস্থিত মণ্ডল। 'বিষুব রেখা হইতে সাড়ে ২৩ অংশ দক্ষিণে যে ক্ষুদ্র মণ্ডল ভূগোল বেষ্টন করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যাপ্ত আছে তাহার নাম মকর মণ্ডল।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মকরমুখা [স মকরমুখ>] *বিণ* জলজন্তু ঘড়িয়ালের মুখের মতো। 'মকরমুখা মোটা একখানা বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মকর রাসি [স মকর রাশি] *বি* (জ্যোতিষ) বারোটি রাশির অন্যতম। 'পৌস গেলে মাঘ মাস মকর রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

মকরস্নান [স] *বি* মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গায় স্নান। 'দশদিন ত্রিবেণীতে মকরস্নান কৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মকরালয় [স] *বি* কুমিরের আবাসস্থল। 'দেখিলেন দূরে সাগর – মকরালয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মকরধ্বজ[১] *দ্র* মকর

মকরধ্বজ[২] [স] *বি* কবিরাজি ঔষধবিশেষ। 'মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মকরন্দ [স] *বি* মধু। 'ভুখল ভমরা পিব মকরন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মকরর [আ] *বিণ* নিযুক্ত। 'তাঁতিলোকের আসানের কারণ আহকাম মকরর।' *মেয়ার*, ১৭৮৭; 'দস্তুরমতে ঠীকা ওগয়রহ মকরর করিয়া লইতে পারিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'হেষ্টিংস সাহেবের নিকট মুন্সীগিরি কর্ম্মে মকরর হয়েন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

মকররি [আ মকরর] *বি* নিয়োগ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মকররা *বি* কথাবার্তা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মকরা [আ] *বি* বন্দোবস্ত। 'হিরণ্যদাস মুলুক নিল মকরা করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মকরুহ, মকরূহ [আ] *বিণ* (ইসলাম) অপছন্দনীয় বা পরিহার্য। 'অব মাসে মকরূহ ভক্ষ্য অনুচিত।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'মাঝামাঝি একটা নাম আছে (মকরুহ)।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মকশো, মকশ [আ মশ্‌ক] ১ *বি* অনুকরণ। 'ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মকশো-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* অনুশীলন। 'ওই বিদ্যা চর্চা করিবার মকশো করিতেছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'সকলেই হাত সাফাইর কাজ মকশ করিয়া আসিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মক্স [আ মশ্‌ক] *বি* অনুশীলন। **মক্স করা** *ক্রি* অনুশীলন করা। 'মক্স করলে সব জিনিসই রপ্ত হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মকাই [হি] *বি* ভুট্টা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মকাইয়ের ছাতু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মক্কা *বি* ভুট্টা। 'মক্কাক্ষেতের ভিতর দিয়ে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মকান [আ মাকান] *বি* বাড়ি। 'মুনশিজী নয়া মকানে উঠে গেলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

মকার [স ম-কার] *বি* মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন – এই পঞ্চ মকার। 'তদানীন্তন আরবে বিলাসিতার ও অন্যান্য মকারাদি কুক্রিয়ার অন্ত ছিল না।' *রোকেয়া*, ১৯২২। *দ্র* ভৈরবীচক্র

মকুঁ [পা ম] *সর্ব* আমার। 'এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ পঠা।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

মকুব [আ মওকুফ] *বিণ* বাতিল। 'দেয়েশি পরার আইন মকুব হয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মকুফ [আ মওকুফ] *বি* মুক্তি। 'মকুফের নাকারা বাজিল এখাতিরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মকুট [স মুকুট] *বি* মুকুট; মাথার ভূষণ। 'হিরামন মানিক মকুট সোভে সিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মকেদি [আ কয়ীদ?] *বি* কয়েদ; চাপ প্রয়োগ। 'বাকি উষুল করিবার জন্যে তুমি খুব মকেদী করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মক্কর [আ] *বি* লীলা। 'আলার মক্কর যত বুঝতে পারিব কত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মক্কা[১] [আ] *বি* মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র তীর্থস্থান। 'তক্ত রব্বুল-আলমীন মক্কার গঠনা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মক্কাদেশ [আ মক্কা+স দেশ] *বি* মক্কা। 'মক্কাদেশে চর সব আসিয়া মিলিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

মক্কা-মদিনা [আ] *বি* মুসলমানদের পবিত্র তীর্থভূমি (আরবের দুটি প্রধান শহর)। 'ইয়োরোপের উত্তম ভোজনের মক্কা-মদীনা যে রকম প্যারিস, এশিয়া আফ্রিকায় সেই রকম তুর্কী।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মক্কী *বিণ* মক্কা সংক্রান্ত। 'সৈয়দে মক্কী মদনী/ আমার নবি মোহাম্মদ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মক্কা[২] *দ্র* মকাই

মক্কেল [আ মুআক্কিল] *বি* প্রার্থী; উকিলের সাহায্য গ্রহণকারী। 'আমার ওখানে তো তোমার কোনো মক্কেল নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'মক্কেল যদি তার দেয় ফি'র দুটি পয়সা কম দেয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মক্কেলশূন্য [আ মুআক্কিল+স শূন্য] *বিণ* মক্কেল নেই এমন। 'তিনি কর্মশূন্য উমেদার ও মক্কেলশূন্য আইনজীবী নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মক্তব [আ মকতব] *বি* ইসলামি মতে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়। 'নৈশ ও দিবা-মক্তব ও দোকানের সৃষ্টি করুন।' *এসলাম*, ১৯২০; 'অধিক সংখ্যক ছাত্র খারেজী মক্তব মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মখ্‌তব [আ মকতব] *বি* মক্তব। 'মখ্‌তব হইতে এইমাত্র সে ছুটি পাইয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মক্তার [আ মুখতার] *বি* প্রতিনিধি; মোক্তার। 'এ কাযে আর২ চাকরেরা মক্তার।' *কেরি*, ১৮০২।

মক্তারকার [আ মুখতার+ফা কার] *বি* কর্তৃপক্ষ; প্রতিনিধি। *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

মক্ষিকা [স] **১** *বি* মাছি। 'মক্ষিকা রূপধর প্রবেশে নীলাম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মৌমাছি। 'পুষ্পে জন্মাইলা মধু গোপত আকার। সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল্যা তাহার প্রচার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মক্ষিকাবৃত্তি [স] *বি* চাটুকারিতা। 'গালাগালি, মক্ষিকাবৃত্তি, প্রোপাগাণ্ডা প্রভৃতি প্রতিপক্ষের উপর ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

মক্ষী [স] *বি* মৌমাছি। 'মক্ষী নাহি পড়ে মোর মধুর উপর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মক্ষীরানী [স মক্ষী+রানী] *বি* রানী মৌমাছি। 'মক্ষীরানী, তোমার মৌচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জনগান করে নেওয়া যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মখ [স] *বি* যজ্ঞ। 'মোর মখভঙ্গকালে আকুল করিলে জলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মখদ্দম [আ মখাদিম] *বি* শিক্ষক। 'মখদ্দম পড়ায়ে পড়ানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মখলুকাত [আ] *বি* সমগ্র সৃষ্টিজগৎ। 'তার বুক ভরা মখলুকাতের অনন্ত কল্যাণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মগ[1] [ই মাগ] *বি* পানীয় রাখার পাত্র; বড়ো পেয়ালা। *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'এটি টিনের মগ।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'চায়ের মগটি হাতে করিয়া ...।' *তারা*, ১৯৪২।

মগ[2] [বর্মি মগু>] *বি* আরাকানের একটি জনগোষ্ঠী। 'নয় মগ ফিরিঙ্গী, বিষম খিঙ্গী ভিতর বাহির যায় না জানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মগের মুলুক, মগের মুল্লুক *বি* যে স্থানে যথেচ্ছাচার হয়। 'মগের মুলুক আর কি! – ইংরেজদের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'উঃ মগের মুলুক আর কি?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মগজ [ফা] **১** *বি* মাথার খুলি। 'খান দাউড়া বলে আগে মোর মুখে কিবা লাগে হাতির মগজে জলপান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* মস্তিষ্ক। 'কিবা কহে বিজি বিজি কত বুঝি নাও বুঝি বিষম মগজ সদা টেরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বি* বিচার-বুদ্ধি। 'মগজ বিকিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত পণ্ডিত সমাজ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মগজওয়ালা [ফা মগজ+হি ওয়ালা] *বিণ* প্রতিভাবান। 'বলতেই হয় তারা বুদ্ধিমান, মগজওয়ালা দামী মানুষ।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

মগজমহল [ফা মগজ+আ মহল] *বি* মাথার ভিতর। 'মগজমহলে মাকোষা ঢুকিলে বেরুবেই টিকি-ঝুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

মগডাল *বি* সবচেয়ে উঁচু ডাল। 'মেঘপুঞ্জ গাছপালার মগডালে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

মগদ [স মুগ্ধ] *বিণ* বোকা। 'পৃথিবীতে মোর সম নাহিক মগদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মগধ [স] **১** *বিণ* প্রাচীন ভারতের মগধ দেশ ও সেই দেশের তৈরি। 'সুন্দর মগধ পাগ মস্তকে বেষ্টিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* প্রাচীন ভারতের রাজ্যবিশেষ – আধুনিক ভারতের দক্ষিণ বিহার অঞ্চল নিয়ে এটি গঠিত ছিল। 'পূর্ব্ব-দক্ষিণে মগধ ও কামরূপ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিবার আখ্যান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মগধি [স মগধ>] *বিণ* মগধ দেশের। 'মগধি শোয়ার যারা, বিষম কাটোয়া তারা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মগধ লাড়ু *বি* মুগ ডালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি লাড়ুবিশেষ। 'মুগের মগধ লাড়ু মেঠাইয়ের রাজা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মগন [স মগ্ন] *বিণ* বিভোর; মগ্ন। 'আনন্দ মগন মুখে হরি হরি বোলে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **মগ্ন**

মগন-মনা *বিণ* উদাসী। 'আকাশপানে মগন-মনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মগনা [স মগ্ন>] *বিণ স্ত্রী* মগ্ন। 'কুসুমশয়নে আধেক মগনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মগর[1] [স মকর] *বি* পায়ের অলঙ্কারবিশেষ। 'পএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মগর[2] [স মকর] *বি* ঘড়িয়াল। 'আপণা মগর ভোজ দিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নদি মদ্ধে গঙ্গা আমি মৎসতে মগর।' *মালাধর*, ১৫০০।

মগরা [স মকর>] **১** *বি* বৃহৎ জলাশয়। 'নদী খালে বৃষ্টি জলে উথলে মগরা কূল জুড়্যা বহে জল একাকার ধারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গঙ্গার মোহনা। 'এক বৎসর বই পার হইবে মগরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* গোলা। 'টিন আর বেড়ার ঘর মগরার পর মগরা ধানে ভরে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মগরিব [আ] *বি* সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে মুসলমানগণ যে প্রার্থনা করেন। 'নামাজ মগরিব এশা কৈলা একস্তর।' *সুলতান*, ১৭০০।

মগরেব [আ] *বি* সন্ধ্যা। 'মগরেবের আজ নামাজ পড়িব।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'মগরেবের নামাজের পর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মগরেবী [আ] *বিণ* সন্ধ্যার নামাজের সময় উদিত হয় এমন। 'তোমারে দেখিয়া হাঁকি সালাত/ ওগো মগরেবী ঈদের চাঁদ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মগল [ফা মুগল] *বি* মোগল। 'ষোল ধার বৈসে হিন্দু মগল পাঠান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মগাই [বর্মি মগু>] *বিণ* মগ সম্প্রদায় সম্পর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মগ্ন [স] **১** *বিণ* বিভোর। 'কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রীতিরসে মগ্ন হৈয়া প্রভু নৈরাকার নূর মুহম্মদক লাগিলা দর্শিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* নিমজ্জিত। 'যৌবন-জলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত মধু গজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* আটক। 'সুপ্রিমকোর্টের মধ্যে আসিয়া মগ্ন হইল ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মগ্নচৈতন্য [স] *বি* অবচেতনা। 'তাঁদের মগ্নচৈতন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেননি।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

মগ্নতরী [স] *বি* নিমজ্জিত নৌযান। 'অকূল পাথারে তাই মগ্নতরী আমার যৌবন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

মগ্নতা [স] *বি* মগ্ন অবস্থা। 'সন্ধ্যার কণায় ফিরে-আসা/ মগ্নতার স্তরে।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

মগ্নবাণ [স] *বি* ভিতরে গেঁথে আছে এমন তীর। 'যবনরাজ মল্লদেবের শরীরে অতিশয় মগ্নবাণ সকল উদ্ধার করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মগ্নভাবে [স] *ক্রিবিণ* নিমজ্জিত আছে এমন ভাবে। 'সুখে মগ্নভাবে জীবন কাটাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মগ্ন হওয়া *ক্রি* মোহিত হওয়া। 'বাবু আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* নিমজ্জিত। 'রায়ের গৃহিণী ... বিপদ সাগরে মগ্না খিদ্যমানা রোদনপরা শোকাকুলা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

মগ্নাধীন [স] *বিণ* নিমজ্জিত। 'আপন কোন সন্তানকে ... নদীতে মগ্ন করে কিম্বা করায় ও সেই মগ্নাধীন ... সন্তানাদি প্রাণে মরে।' *ফরস্টার*, ১৮০১।

মগ্নোৎসব [স] *বি* মগ্ন হওয়ার মতো উৎসব। 'জনপুরী যবে খল-কোলাহলে মগ্নোৎসব রাজসভাতলে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মঘ [বর্মি মঙ>] *বি* সাবেক ব্রহ্মদেশ বা আরাকানের বাসিন্দা। 'মঘ দেশীয়েরদিগকে বসতি করাইয়াছে যেহেতুক মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২০। *দ্র* **মগ**

মঘবান [স] *বি* ইন্দ্র; দেবতাদের রাজা। 'মনে জানি মঘবান মহেশের লীলা/ মহীতলে মাঘ শেষে মেঘরস দিলা।' *শিবায়ন*, ১৭৫০; 'মঘবান! এবার দয়া করো, বৃষ্টি দাও বৃষ্টি দাও।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

মঘা [স] *বি* (জ্যোতিষ) অশুভ নক্ষত্রবিশেষ; অশুভ সময়। 'অশ্লেষা মঘা পূর্বফাল্গুনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মঙ্গল[১] [স] *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'রাগিণী মঙ্গল ॥ কুন্দশেখর ॥' *বড়ু*, ১৪৫০।

মঙ্গল গুঞ্জরি *বি* কাফি ঠাটের রাগিণীবিশেষ। 'মঙ্গল গুঞ্জরি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মঙ্গল[২] [স] ১ *বি* কল্যাণ; শুভ। 'মঙ্গল করিব সব দেবের সমাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* মাহাত্ম্য বিষয়ক গান। 'প্রভু বোলে গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মঙ্গল আচরণ [স] *বি* শুভানুষ্ঠান। 'দূর্বা ধান্য প্রদীপ মঙ্গল আচরণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মঙ্গল-আলয় [স] *বি* কল্যাণের স্থান। 'মঙ্গল-আলয় সেই বিভু সনাতন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মঙ্গল-উপচার [স] *বি* মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত পূজার সামগ্রী। 'গেল নারীদল মাথায় কক্ষে মঙ্গল-উপচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মঙ্গলকর [স] *বিণ* হিতকর। 'সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মঙ্গলকর্ম [স] *বি* শুভকাজ। 'লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মঙ্গলকলস [স] *বি* মঙ্গলকামনায় স্থাপিত ভাব, আমের পাতা প্রভৃতিতে শোভিত জলপূর্ণ কলসি। 'তবে মিছে সহকার-শাখা, তবে মিছে মঙ্গল-কলস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'একটি মঙ্গলকলসের আম্রপল্লব কাল বোধহয় ছাগলেই অর্ধেক খাইয়া ফেলিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মঙ্গলকাব্য [স] *বি* হিন্দু-দেবদেবীর মহিমাজ্ঞাপক গীতিকাব্য; মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ধারাবিশেষ। 'চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বিষয়টা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মঙ্গলকামী [স] *বিণ* শুভার্থী; হিতাকাঙ্ক্ষী। 'যাঁহারা সমাজের মঙ্গলকামী।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৯।

মঙ্গলকুলো *বি* বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মঙ্গলের প্রতীকসূচক সাজানো কুলা। 'মঙ্গলকুলোয় ধান্য ধরে আছে সারা গ্রামবাসী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মঙ্গলগীত [স] *বি* হিন্দু-দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনমূলক পালাগান। 'গায়নে মঙ্গলগীত হায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মঙ্গলঘট [স] *বি* হিন্দুদের কল্যাণসূচক পূর্ণঘট। 'স্তুতি করি করপুটে উরহ মঙ্গলঘটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মঙ্গলচণ্ডী [স] *বি* হিন্দু-দেবীবিশেষ; ভগবতী। 'মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী করি জাগরণ তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'একটা সৎ কর্মে বাগড়া দিয়ে ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী হওয়া ভদ্রলোকের কর্তব্য নয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মঙ্গলচিন্তা [স] *বি* শুভচিন্তা। 'তাঁহাদিগের মঙ্গলচিন্তা ... আমাদিগের প্রধান কর্ম।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মঙ্গলজনক [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'দেশের মঙ্গলজনক বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

মঙ্গলঝারি *বি* মাঙ্গলিক জলসেচনের পাত্র। 'আশিস-বারির মঙ্গলঝারি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মঙ্গলডোর *বি* কল্যাণের বন্ধন। 'মঙ্গলডোরে বাঁধি এক করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মঙ্গলতর [স] *বিণ* অধিক মঙ্গলময়। 'জীবনটাকে মঙ্গলতর, মধুরতর সুন্দরতর করতে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

মঙ্গলদায়ক [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মঙ্গলদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* কল্যাণকারী। 'প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গলদায়িনী মঙ্গলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মঙ্গলদিনকর [স] *বি* মঙ্গলের বার্তা নিয়ে-আসা সূর্য। 'একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মঙ্গলদীপ [স] *বি* কল্যাণ-প্রদীপ। 'যে-আলোক লভি দেউলে দেউলে মঙ্গল-দীপ জ্বলে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মঙ্গলধ্বনি [স] *বি* আনন্দধ্বনি। 'আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি/ উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দিক ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শঙ্খ বাজে জোড়া সানি চৌদিগে মঙ্গলধ্বনি জলখেলা করে রামাগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মঙ্গলনিষ্ঠা [স] *বি* কল্যাণপরায়ণতা। 'ত্যাগপরতা সংযম মঙ্গলনিষ্ঠা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের উচ্চতর গুণে ভূষিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মঙ্গলপথ [স] *বি* কল্যাণের পথ। 'জাগো জাগো মঙ্গলপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মঙ্গলপূর্ণ [স] *বিণ* মঙ্গলময়। 'জীবনকে মঙ্গলপূর্ণ স্নেহের দ্বারা গড়িতে গড়িতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মঙ্গলপ্রদ [স] *বিণ* হিতকর। 'সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মঙ্গলপ্রসূ [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'এই মঙ্গলপ্রসূ মানসিকতার সৃষ্টি ক'রে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মঙ্গলপ্রসূত [স] *বিণ* মঙ্গলদায়ক। 'জেনারেল রায়ের এই উপদেশ যথার্থ মঙ্গলপ্রসূত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মঙ্গলবন্ধন [স] *বি* কল্যাণকর সম্পর্কের বাঁধন। 'দেখিব তোমারে ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত সহস্র মঙ্গলবন্ধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মঙ্গল বাজনা [স মঙ্গল+স বাদন>] *বি* শুভসূচক বাজনা। 'মঙ্গল বাজনা বাজে প্রতি ঘরে ঘরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মঙ্গলবাদ্য [স] *বি* মঙ্গলের কামনাসূচক বাদ্য। 'বুলিল মঙ্গলবাদ্য বাজাত্র বিশেষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মঙ্গলবার্তা [স] *বি* শুভ সংবাদ। 'দূতমুখে মিত্রের মঙ্গলবার্তা প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মঙ্গলবিধান [স] *বি* কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। 'এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মঙ্গলবিশেশ [স মঙ্গলবিশেষ] *বিণ* বিশেষ মঙ্গলজনক। 'এ ছাওয়ালের প্রাণগতিক মঙ্গলবিশেশ।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

মঙ্গলমন্ত্র [স] *বি* কল্যাণবাণী। 'সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গলমন্ত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মঙ্গলময় [স] *বিণ* কল্যাণময়। 'ঈশ্বর মঙ্গলময় রহে মা স্মরণে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মঙ্গলমুখ [স] *বি* কল্যাণকর মুখ। 'মাতার মঙ্গলমুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মঙ্গলমুরতি [স কল্যাণমূর্তি] *বি* কল্যাণরূপ প্রতিমা। 'মঙ্গলমুরতি সেই চিরপরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মঙ্গল লোক [স] *বি* মঙ্গলময় ভুবন। 'জাগো মঙ্গল লোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মঙ্গলশঙ্খ [স] *বি* কল্যাণসূচক শঙ্খ। 'কৈলা আশীর্বাদ, লইয়া মঙ্গলশঙ্খ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মঙ্গলসংবাদ [স] *বি* শুভ সংবাদ। 'আমার কুশলসংবাদ দিয়া, ত্বরায় তাঁহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসংবাদ লইয়া আইস।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মঙ্গলসাধন [স] *বি* উপকার করা। 'শৈলবালা কী করে মঙ্গল-সাধন করেছেন সে রহস্য আমাদের অগোচর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'পরস্পরের মঙ্গলসাধনের জন্য, পরস্পরকে সাহায্যদানের জন্য ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মঙ্গলসাধনা [স] *বি* কল্যাণচেষ্টা। 'এ আদর্শ মানুষের সর্ববিধ মঙ্গলসাধনাকে ব্যাপক এবং বৃহত্তর মঙ্গলের সাধনায় নিয়োজিত ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মঙ্গলসাধিকা [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গল সাধন কারী। 'মঙ্গলসাধিকারূপে পবিত্র ইসলাম ও খেলাফতের সেবা।' *সওগাত*, ১৮২৬।

মঙ্গল-সিন্দুর [স] *বি* সিঁথিতে ধারণকৃত মঙ্গলসূচক সিঁদুর। 'তুমি ... সীমন্তে মঙ্গল-সিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মঙ্গলসুধা [স] *বি* অমৃত। 'মঙ্গলসুধার মতো অজস্রধারায় নামবে বৃষ্টি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

মঙ্গলসূচক [স] *বিণ* মঙ্গল-নির্দেশক। 'লক্ষ্মীটেরা সে মঙ্গলসূচক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মঙ্গলসূত্র [স] *বি* এক ধরনের স্মারক সুতা। 'মঙ্গলসূত্র বান্ধে করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মঙ্গলা [স] **১** *বি* শুভময়ী। 'শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা আইলা রাইয়ের পাশে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা [স] *বি* কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা। 'নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে একটা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ... কাজ করে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি [স মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী] *বিণ* শুভাকাঙ্ক্ষী। 'পাঠশালার নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী [স] *বি স্ত্রী* মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে এমন। 'এই সর্বমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীর মুখের দিকে চাহিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৩।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* শুভ কামনা করে এমন। 'যেরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহা পশ্চাতে লিখনের দ্বারা সকলে অবগত হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মঙ্গলাচরণ [স মঙ্গল-আচরণ] **১** *বি* কোনো কাজের শুরুতে পালিত মঙ্গল অনুষ্ঠান। 'গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শুভ অনুষ্ঠান। 'অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াগোপন দিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মঙ্গলাচার [স] *বি* শুভানুষ্ঠান। 'মঙ্গলাচার অনুষ্ঠিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মঙ্গলাদী [স মঙ্গলাদি] *বি* শুভাশুভ খবর। 'মঙ্গলাদী লিখিবে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

মঙ্গলাবহ [স] *বিণ* মঙ্গল বয়ে আনে এমন। 'বোধাতীত মহিমাময়ের প্রত্যেক কার্য্যকেই মঙ্গলাবহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মঙ্গলামঙ্গল [স] *বি* কল্যাণ ও অকল্যাণ। 'গ্রন্থসকল সংশোধন করিয়া মুদ্রাঙ্কিতকরণেতে দেশীয় মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

মঙ্গলার্থ [স] *ক্রিবিণ* মঙ্গলের জন্য। 'বিবাহকর্মে মঙ্গলার্থ শঙ্খধ্বনি করিতে হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মঙ্গলালয় [স] *বিণ* মঙ্গলাধার। 'স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় মেস্ত মাট সাহেব।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭; 'ইয়াদীকির্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীলালবেহারী দাস।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মঙ্গলালোক [স] *বি* কল্যাণকর আলো। 'আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মঙ্গলেচ্ছা [স] *বি* মঙ্গল করার ইচ্ছা। 'একান্ত মঙ্গলেচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মঙ্গলেচ্ছুক [স] *বিণ* কল্যাণকামী। 'ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গলেচ্ছুক ব্যক্তিরা এমত নিষ্ঠুর কর্ম্মে কেহ২ স্বপক্ষ হইয়া বলেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

মঙ্গলের চিহ্ন *বি* শুভ লক্ষণ। 'এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মঙ্গলোন্নতিবিধায়ক [স] *বিণ* মঙ্গল এবং উন্নতির বিধানকারী। 'মঙ্গলোন্নতিবিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত হর্ষান্বিত ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মঙ্গল[২] [স] **১** *বি* সপ্তাহের অন্যতম দিন। 'শনি মঙ্গলবার জাগাবে নিশাবাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গ্রহের নাম। 'মঙ্গল আসিয়া তবে চরণ বন্দিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

মঙ্গলকক্ষ [স] *বি* মঙ্গল গ্রহের পরিভ্রমণ পথ। '... ক্রমে মঙ্গলকক্ষ, ক্রমে বৃহস্পতিকক্ষ, ক্রমে সমস্তগ্রহকক্ষ অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মঙ্গলবার [স] *বি* সপ্তাহের অন্যতম দিন। 'শনি মঙ্গলবার জাগাবে নিশাবাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঙ্গলবাসরীয় [স] *বিণ* মঙ্গলবারের। 'আমরা গত ১৩ ফাল্গুন মঙ্গলবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছিলাম... ।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

মঙ্গলনাথ [স] *বি* গোরক্ষনাথ যোগীর মতবিশেষ। 'আইপন্থ ও লহরিপা ও কনিপা ও রূপটনাথ ও মঙ্গলনাথ ও হগুনাথ ইত্যাদি দ্বাদশ মত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মঙ্গল-পড়া *বি* মঙ্গলধ্বনি। 'বাজে মঙ্গল-পড়া দ্বিজ বান্ধে গ্রন্থচূড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মঙ্গোল *বি* মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীদের ভাষা। 'পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন ... তারপর জগাইতুর্কী, মঙ্গোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মঙ্গোলিয়ান *বি* চীনের উত্তরে অবস্থিত মঙ্গোলিয়া নামক দেশের অধিবাসী। 'আমাদের অধিকাংশ লোকের চেহারায় মঙ্গোলিয়ানের রঙের বেশ-একটু আমেজ আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মঙ্গোলীয় [মঙ্গোল+স ঈয়] *বিণ* মঙ্গোলদের অনুরূপ। 'তার মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মচকানো *ক্রি* আঘাত পেয়ে স্থানচ্যুত হওয়া বা বেঁকে যাওয়া। 'হাতটা সত্য সত্যই মচকাইয়া গিয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মচকাফুল *বি* এক প্রকার লাল ফুল। 'নদীর জল মচকাফুলের মতো লাল।' *জীবন*, ১৯৪২।

মচমচ [ধ্বন্যা] *বি* হাঁটার সময়ে জুতার ক্রমাগত শব্দ। 'অধরবাবু মচমচ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'মচ মচ-শব্দে দুর্বল কণ্ঠের আর্তস্বর নিমগ্ন করিয়া দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মচমচানি *বি* মচমচ শব্দ। 'ডালপাতার মচমচানি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মচরমচর [ধ্বন্যা] *বি* জুতা পায়ে হাঁটার শব্দ। 'গার্ডদের মচরমচর শব্দ।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মচ্ছ [স মৎস্য] *বি* মাছ। 'মঞ্চে বস্যা মচ্ছ ধরে কে রে বেটা কে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মচ্ছড় [হি মচ্ছর] *বি* মশা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মচ্ছব [স মহোৎসব] *বি* বড়ো উৎসব। 'এত মচ্ছব কিসের?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মচ্ছরাঙ্গা [স মৎস্যরঙ্গ] *বি* মাছরাঙা; মৎস্যভুক এক জাতীয় সুদর্শন পাখি। 'মচ্ছরাঙ্গা সদা উড়ে মুখে যার মাছ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। *দ্র* **মাছরাঙা**

মছলন্দ [আ মসনদ] *বি* আসনের উন্নত মানের আস্তরণ। 'মকমলনির্ম্মিত চমৎকৃত মছলন্দ।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

মছলন্দী [আ মসনদ>] *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'মছলন্দী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মছলম *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। '২ দফা আফিম মছলম সিন্দুকে বিক্রী হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

মছলমান *দ্র* **মুসলমান**

মছলা [আ মসলিহ্] *বি* (ইসলাম) জীবনযাপনের নিয়মকানুন। 'পুঁথিসাহিত্যে একদিকে যেমন মছলাদির বিস্তৃত বিবরণ ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।' *এসলাম*, ১৯২০।

মছলি [হি] *বি* মাছ। 'এমন সরেস মছলি, রাজা, জালে না পড়ে ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মছল্লা [আ মুসল্লা] *বি* মুসলমানদের উপাসনার কাজে ব্যবহৃত আস্তরণবিশেষ; জায়নামাজ। 'আমি বড় চাষা গগনে আমার বাসা শূন্য পরে মছল্লাত বসি।' *সুলতান*, ১৭৫০।

মছিবত, মছিবৎ [আ মুসীবত] *বি* বিপদ। 'কয় তাইলে মছিবৎ হইব।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮; 'ব্যবসায় আমার বেলায় নিয়ে এল কেবল মছিবত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মছ্য [স মৎস্য] *বি* মাছ। 'এ বিচার পশু পখি ও মছ্যের।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মজকুর [আ মাজকুর] ১ *বিণ* পূর্বোক্ত। 'বটীয়ামারি মৌজে মজকুর আমার ইজারা ... ।' *বোগল*, ১৭৭০; 'আড়ঙ্গ মজকুরে ইমসন ফরমাইষ বমলগে ৪৭৯৫ থান দাম।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'বাবু ধিনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুর শম্যক্ প্রতীয়মাণ হইয়া জানিয়াছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মজ্কুর [আ মাজকুর] *বিণ* পূর্বোক্ত। 'সেখমজ্কুরের জাবত খেদমত করিব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মজগুল [আ মশগুল] *বিণ* বিহ্বল। 'সুরার ঝাঁঝের মতন ক'রে দেয় মজগুল।' *জীবন*, ১৯২৭।

মজনা *বিণ* নিমজ্জিত। 'নিঃসুর-রসাতল-তলায় মজনা আমরা কজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মজনু [আ মজনুন] *বিণ* পাগল। 'মজনু বোলএ তারে আরব সকল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মজবুত [আ] ১ *বিণ* শক্তিশালী। 'ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* দৃঢ়। 'ঠুকিয়া লোহার সোটা মজবুত করিয়া ... ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* শক্ত; টেকসই। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৪ *বিণ* সুগঠিত। 'যেমন শরীরের সকল অঙ্গকে মজবুত করিলে শরীরটি নিরেট হয় ... ।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৫ *বিণ* টেকসই। 'তাকে খুব মজবুত কাপড়ের বড়ো বড়ো পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মজপুত [আ মজবুত] *বিণ* শক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মজবুতিতে [আ মজবুত>] *ক্রিবিণ* দৃঢ়তার সাথে। 'থানাজাতে সৈন্য মুরচাবন্দি করিয়া মজবুতিতে আপন মুলুকে কর্ত্তৃত্ব করিব।' *রামরাম*, ১৮০১।

মজবুদ [আ মজবুত] *বিণ* পটু। 'কেবল বড়াই করে বাড়ীর ভেতরে মেয়েদের সামনে অপরের নিন্দা কর্ত্তে মজবুদ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মজবুল [আ] *বি* (ইসলাম) প্রেরিত প্রিয় বান্দা। 'আল্লার মজবুল ছিল নবী মোহাম্মদ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মজমুন [আ] *বি* তাৎপর্য; মূল বিষয়। 'যে আজ্ঞা হইয়াছে ... তাহার মজমুন পারশী ও বাঙ্গলা শব্দে তরজমা।' *ডানকান*, ১৭৮৪; *ক্যালগে*, ১৭৯২।

মজলিন [আ মওসিল] *বি* মসলিন; রেশম। 'কেহ২ বিলাতী বক মজলিন ও মলমল এবং পেয়াজি, ধনি, আবি বসন্তি, ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মজলিস, মজলিশ, মজলিষ, [আ মজলিস] ১ *বি* সভা। 'মজলিসে তুমি আর বসিছ কি কারণ।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* আড্ডা। 'মজলিশ করিয়া আছেন ইয়ারের সাথে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* আসর। 'বর যাইয়া মজলিসে বসিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'গল্পের মজলিস জোটে দৈবাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৪ *বি* সমিতি। '... এই মজলিসের অন্যতম উদ্দেশ্য।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মজলিশ-মুজরো *বি* সভায় নাচগান। 'তুমি মজলিশ-মুজরো করে ... সব ফুঁকে দিতে পারতে না?' *জীবন*, ১৯৩২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজলিশি, মজলিশী [আ মজলিস>] ১ *বিণ* মজলিসে কথাবার্তা বা গান বাজনার সাহায্যে আনন্দ দিতে পারে এমন। 'মেজাজ ছিল মজলিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* আড্ডা দিতে পছন্দ করে এমন। 'মজলিশি বা জুয়াড়ি মানুষ নয়।' *জীবন*, ১৯৩২। ৩ *বিণ* মজলিসের। 'কতক পাকা খামখেয়ালি তারাই হল মজলিশি সভ্য।' *অবন*, ১৯৪১।

মজলিসখানা [আ মজলিস+ফা খানাহ্] *বি* বৈঠকখানা। 'আমি নাচের ঘর, মজলিসখানা ... আন্দাজ করলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মজলিসি [আ মজলিস>] *বিণ* মজলিসের উপযুক্ত। 'সুরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠকি নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মজলুম [আ] *বি* অত্যাচারিত যে; উৎপীড়িত জন। 'মজলুমের ফরিয়াদে আকাশের সারা গায়ে আজ জ্বালা।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'জাগে পরাধীন জাগে মজলুম বদ-নসিব!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মজহর [আ] *বি* তদন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মজহাব, মযহাব [আ] *বি* (ইসলাম) শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিভক্ত চার সম্প্রদায়; জীবনাচরণের পদ্ধতি। 'সুন্নত জমায়েতের একতা বিশিষ্ট মজহাব চতুষ্টয়।' *প্রচারক*, ১৮৯৯; 'এখানে মজহাবের সওয়াল তোলা ছাড়া উপায় নাই।' *মনসুর*, ১৯৩৫;।

মজহাবী [আ মজহাব>] *বিণ* মজহাব সংক্রান্ত; সম্প্রদায়ভিত্তিক। 'মজহাবী সভা-সমিতি করিয়া ইসলামের শক্তিকে শতধা বিভক্ত ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মজা[1] [স মজ্জ>] ১ *ক্রি* মগ্ন হওয়া। 'ভাবে মজিলা দেবরাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* নিমজ্জিত করা। 'তিরীবধপাপেঁ আপণা মজায়িলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* মুগ্ধ হওয়া। 'দিঠী দিঠী চিত্ত মজিআঁ গেল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* জুড়ানো। 'অন্যে অন্যে দেখাদেখি মজিল দোহান আঁখি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৫ *ক্রি* ধ্বংস করা। 'মক্কা তাইফা দেশ ফেলিত মজাই।' *সুলতান*, ১৭০০। ৬ *ক্রি* মত্ত হওয়া। 'মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৭ *ক্রি* অনুরক্ত হওয়া। 'যাহারে হেরিবি তাহারে হেরিয়া মজিয়া রহিবে প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **মজাই** *ক্রি* ধ্বংস ক'রে। 'মক্কা তাইফা দেশ ফেলিত মজাই।' *সুলতান*, ১৭০০। **মজাইআ** *ক্রি* ডুবিয়ে। 'জলে মজাইআ সভ অর্দ্ধ মড়া করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মজাইআঁ** *ক্রি* মগ্ন করে। 'পুণ্য থুইআঁ এক ভিতে পাপে মজাইআঁ চিত্তে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজাইতে** *ক্রি* নষ্ট করতে। 'এবেটা হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **মজাইল** *ক্রি* আসক্ত হলো। 'নানা পাকে তোকে তার মন মজাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **মজাইলা** *ক্রি* আসক্ত করলে। 'ধনে জনে মজাইলা গআলের মাইআ।' *মালাধর*, ১৫০০। **মজাইলুঁ** *ক্রি* ডুবালাম। 'মজাইলুঁরে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **মজায়িব** *ক্রি* পাপে মগ্ন করবো। 'আপণা মজায়িব ব্রত লংঘিআঁ সতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজায়িলেঁ** *ক্রি* নিমজ্জিত করলে। 'তিরীবধপাপেঁ আপণা মজায়িলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজালে** *ক্রি* নষ্ট করলে। 'আনন্দ আর মন মিলে কুল মজালে এই দুজনে।' *লালন*, ১৮৯০। **মজি** *ক্রি* আসক্ত হয়ে। 'দেখি মোর মজি গেল মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজিআ** *ক্রি* আসক্ত হয়ে। 'মজিআ ডুবিলে মাত্র পাএ ভাগ্যবলে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মজিআঁ** *ক্রি* মুগ্ধ হয়ে। 'দিঠী দিঠী চিত্ত মজিআঁ গেল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজিব** *ক্রি* নিমজ্জিত হবে। 'কৃষ্ণে ভার বহিলেঁ মজিব ত্রিভুবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজিবে** *ক্রি* আসক্ত হবে। 'রমণীমণির মন তোমায় মজিবে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মজিয়া** ১ *ক্রি* ডুবে। 'সকলে রহিছি আম্মি পাপেত মজিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০; 'পাপী যেমন পাপেতে মজিয়া যায় মন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* মুগ্ধ হয়ে। 'মজিয়া বিদ্যার র[...] লিখ্যা পড়্যা নানা দেশে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **মজিয়াছি** *ক্রি* মজে গিয়েছি। 'মজিয়াছি সেই দিন ধরিয়াছি ফণী।' *উমেশ*, ১৮৫[...] **মজিল** ১ *ক্রি* মজে গেলো; মুগ্ধ হলো। 'তোহ্মাতে মজিল চি[...] ধরিতেঁ না পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* নষ্ট হলো। 'ত্রাসে ব[...] লোকসব গোকুল মজিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অকালে প্রলয় সৃ[...] মজিল সকল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *ক্রি* মশগুল হলো। 'তোমা[...] ঝি হইতে মোর মজিল গারয়াল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রি* জুড়ালো 'অন্যে অন্যে দেখাদেখি মজিল দোহান আঁখি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। [...] *ক্রি* অনুরক্ত বা আসক্ত হলো। 'তোহ্মাতে মজিল মন আন নাহি মন। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মজিলা** ১ *ক্রি* মগ্ন হলো। 'ভাবে মজিল[...] দেবরাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ধ্বংস হলো। 'তেঁহ্ সে মজিল[...] মায়াসীতার কারণে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **মজিলাঙ** *ক্রি* ধ্বংস হলাম 'সবংশে মজিলাঙ মাতা তোমার আশ্বাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০ **মজিলাম** *ক্রি* মত্ত হলাম। 'হায়! কেন মজিলাম কপট বিনয়ে। *গিরিশ*, ১৮৮৭। **মজিলি** *ক্রি* আসক্ত হলি। 'মজিলি পাষাণ-প্রা[...] যোগীর প্রণয়ে!' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **মজুক** *ক্রি* মগ্ন হোক। 'অভয়া[...] চরণে মজুক নিজ চিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মজে** ১ *ক্রি* আসক্ত হয় 'তবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মু[...] হয়। 'তোর রূপে মোর মন মজে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ *ক্রি* অনুরক্ত ব[...] আসক্ত হয়। 'পুত্র অভিলাসে রাজা জাহ্নবীতে মজে।' *কবীন্দ্র* ১৬৮৯। ৪ *ক্রি* বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 'না জানে ইহার হাতে মজে ব[...] জাহান।' *গরীব*, ১৭৬৫। **মজো** *ক্রি* মশগুল হও। 'আগে সন্ধি বোঝ[...] প্রেমে মজো।' *লালন*, ১৮৯০।

মজানো [স মজ্জ>] ১ *ক্রি* ডুবানো। 'জলে মজাইআ সভ অর্দ্ধ মড়[...] করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রি* কলঙ্কযুক্ত করা। 'হারামজাদা লোকে[...] জাতি মজাইতে আসিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *ক্রি* ডুবানো; ভয়াব[...] বিপদে ফেলে সর্বনাশ করা। 'তুই অবাগী কোন দিন মজাবি দেকচি। *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'নিজেও মরতে, আর আমাকেও মজিয়ে যেতে। *শিবরাম*, ১৯৫০।

মজা[2] [স মজ্জ>] *বিণ* বিনষ্ট। **মজা যাওয়া** *ক্রি* বিনষ্ট হওয়া। 'নতুব[...] ইহার পাপে সপরিবারে সমস্ত মজা যাবে।' *রামরাম*, ১৮০১।

মজা[3] [ফা মজহ্] ১ *বি* আনন্দ। 'হদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহা[...] স্থানে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* মজাদার; সুস্বাদু। 'ত্রিভুবনে তো[...] কাছে কিছু নাই মজা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* তামাশা। 'এক জনে[...] পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্চে, হাজার লোক মজা দেকচেন!' *হুতোম* ১৮৬১। ৪ *বি* রসিকতা। 'তামাসা ঠাট্টা ইয়ারকি রং মজা ইত্যাদি[...] বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে একাধিপত্য করিতেছে।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭২। ৫ *বি* কৌতুককর আনন্দ। 'রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদে[...] মুখ দেখতে মজা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বি* লাঞ্ছনা। '[...] বাসনে সগড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো?' *গিরিশ*, ১৮৮৯

মজাক [ফা] ১ *বি* শ্লেষ। *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* রসিকতা। 'খানকি[...] পুতেরা কি মজাক করতাছে রাইত একটার সময়?' *ইলিয়াস*, ১৯৭২

মজাগি [ফা মজাক] *বি* কৌতুক; তামাশা; রঙ্গ। 'বসিয়া মজাগি ক[...] কখন না খাটি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মজাড়িআ [ফা মজহ্>] *বি* তামাশাপ্রিয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মজাদার [ফা] ১ *বিণ* আনন্দপ্রিয়। 'বলিবে অমুক মজাদার লোক[...] *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* আনন্দদায়ক। 'আপনাদের গল্পের চেয়ে[...] মজাদার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মজাদারী [ফা মজাদার>] *বিণ* বিনোদনমূলক। 'দুই মজাদারী গী[...]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা করাইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মজা ভঙ্গ *বিণ* আনন্দ বিনষ্ট। 'ততদিবস টাকার নিমিত্ত মজা ভঙ্গ হইবে না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মজামারা *ক্রি* আনন্দ-আমোদ ভোগ করা। 'দেখা-শোনা মজামারা হয়ে গেল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মজার কথা *বি* আনন্দদায়ক কথা। 'মজার কথা যদি শুনতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মজার বাজার *বি* আনন্দের নগর। 'বাবুজী এই সংসার মজার বাজার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মজার মানুষ *বি* হাসি-আনন্দ দেয়, অদ্ভুত আচরণ করে এমন মানুষ। 'এই আমাদের মজার মানুষ দাদাঠাকুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মজা লাগা *ক্রি* ভালো লাগা। 'ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে যে, ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মজা লোটা *ক্রি* ফূর্তিবাজি করা। 'বাবু সন্তুষ্ট হইয়া মজা লুটিয়া বেড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মজাসে *ক্রিবিণ* মজা ক'রে। 'নিজেরা 'মজাসে' আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে থাকিয়া ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

মজা হওয়া *ক্রি* তামাশা হওয়া। 'আজ একটা মজা হয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মজা[৪] *বিণ* বুজে গেছে এমন। 'মজা খালের একটি ধারে কতকগুলি চিলের পালক কুড়াইয়া ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মজাদিঘি *বি* বুজে যাওয়া পুকুর। 'তালগাছ বসানো সেই পাড়ির পরে মজাদিঘি।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মজাপুকুর *বি* জলহীন ও কাদাময় পুকুর। 'আমাদের জীবনটি স্রোত না মজাপুকুরের শেওলা-ধরা জল?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মজাক দ্র **মজা**[৩]

মজাকিয়া [ফা মজা>] *ক্রিবিণ* সানন্দে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মজামি *বি* মোম। 'চতুর্দিকে মজামির দেউটি জ্বালিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

মজাহিমত [আ মুজাহিমত] *বি* প্রতিবন্ধক। 'নোকসান ও মজাহিমত উঠাইবার জন্যে সরকারের মরজিমত ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মজিদ, মজীদ দ্র **মসজিদ**

মজুত, মজুদ [আ মওজুদ] ১ *বিণ* সঞ্চিত। 'আসামিওার নামনবিসি ও মজুত তহবিল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বিণ* স্বীকৃত। 'জরিপানা যে করিতে চাহেন তাহা দিতে মজুত আছি।' *দর্পণ*, ১৮২২। দ্র **মওজুদ**

মজুতদার, মজুদদার [আ মওজুদ+ফা দার] *বি* খাদ্যশস্য মজুতকারী। 'ভেড়োরাম ভাণ্ডারওয়ালা চালের বড় মজুদদার।' *মনসুর*, ১৯৪৫; 'শোন রে মালিক, শোন রে মজুতদার।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মজুতদারি *বি* মজুতদারের কাজ। 'নোংরামি মজুতদারি চোরাকারবার এ সমস্তের কী ...।' *মানিক*, ১৯৪৭।

মজুমদার [আ মজমুআহ্+ফা দার] ১ *বি* ভূস্বামী। 'হিরণ্য গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'তারাচাঁদ মজুমদার।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মজুর [ফা মজদুর] *বি* শ্রমিক। 'মজুরের কথা বার্ত্তা।' *কেরি*, ১৮০২।

মজুরদার [ফা মজদুর-দার] *বিণ* শ্রমজীবী। 'শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিলে মজুরদার লোকের কি দুরবস্থা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

মজুরনী *বি* নারী শ্রমিকের কাজ। 'সেখানে বাবুদের ইমারতে মজুরনী খাটিবে।' *তারা*, ১৯৪৬।

মজুরবস্তি *বি* শ্রমিকপল্লী। 'পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঝুঁকে থাকা মজুরবস্তি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

মজুরা *বি* পেশাগত কাজ। 'মাহুত মজুরা করে গজপৃষ্ঠে চড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মজুরানী *বি স্ত্রী* মজুর। 'ছাপ্রা মুঙ্গেরের কুলি আর মজুরানীরা খাটছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

মজুরি, মজুরী [ফা মজদুরী] ১ *বি* পারিশ্রমিক। 'মজুরি সহিআঁ তোক আণিলোঁ মো ভারী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভার বহিলেঁ নেহ মজুরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মজুরের কাজ। 'যাহারা মজুরী করিয়া দিনপাত করে।' *প্যারী*, ১৮৬০।

মজুরিআ, মজুরিয়া [ফা মজদুর] *বি* মজুর; শ্রমিকজন। 'এক মজুরিআ আন বহু দধিভার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মজুরিয়া হয়্যা কেন এত বড় রঙ্গ।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মজুরিগিরি, মজুরীগিরি [ফা মজদুরী-গিরি] ১ *বি* শ্রমিকের কাজ। 'অধিকাংশ লোকের জীবিকার উপায় হচ্ছে ... অফিসে হাতে বা কলমে মজুরীগিরি করা।' *সবুজ*, ১৯২০। ২ *বি* দিনমজুরের কাজ। 'কিন্তু দরকার পড়লে জমিতে মজুরিগিরি করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

মজুয়াদার *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মজোরি [স মঞ্জরী] *বি* মঞ্জরী। 'শ্রীফল ফলিনী কনক মজোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মজ্জন [স] *বি* স্নান। 'তবে একবার প্রভু করয়ে মজ্জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মজ্জবি [আ মজ্জুব] *বিণ* প্রেমে দিশেহারা। 'সালেকের রাহাপনা, মজ্জবি হয় আশেক দেওয়ানা।' *লালন*, ১৮৯০।

মজ্জমান [স] *বিণ* ডুবন্ত। 'কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মজ্জমানমনা [স] *বিণ* দুঃখভারাক্রান্ত। 'ধাররাজ ... একবার শোকার্ণবে ও একবার ভয়ার্ণবে মুহুর্মুহু মজ্জমানমনা হইয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মজ্জমানা [স] *বিণ স্ত্রী* ডুবে যাচ্ছে এমন; ডুবন্ত। 'স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মজ্জা[১] [স মজ্জন>] *ক্রি* ডোবা। **মজ্জি** *ক্রি* ডুবে। 'সরোবর মজ্জি সমীরন বিথরও।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মজ্জিত** *ক্রি* ডুবতো। 'তবেত তাহান ডিঙ্গা জলেত মজ্জিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **মজ্জিবেক** *ক্রি* নিমজ্জিত হবে। 'মজ্জিবেক সেই দোষে নরক কুণ্ডলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

মজ্জা[২] [স] ১ *বি* হাড়ের ভিতর চর্বিজাতীয় পদার্থ। 'মজ্জা, অস্থি তিন মাসেত সঞ্চরএ।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* অন্তর। 'চির-বিচ্ছেদ-জর্জর মজ্জা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'কে জানবে হাওয়ার থেকে ওর মজ্জায় কেমন করে কী বেদনা আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মজ্জাগত [স] ১ *বিণ* সহজাত। 'সেই মজ্জাগত প্রীতিবশতই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যপরিষৎ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বিণ* অস্থি-মজ্জার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। 'সর্বদা মাতিয়ে রাখে স্ফূর্তি মজ্জাগত।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মজ্জাদোষ [স] *বি* সংশোধন সম্ভব নয় এমন দোষ। 'রাজার

AMARBOI.COM

মজ্জাদোষে, কি মন্ত্রণার অভাবে রাজ্যশাসনে অকৃতকার্য্য হইলেও আশা থাকে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মজ্জামত্তিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অপ্রতিভ; সংকোচগ্রস্ত। 'মজ্জামত্তিতা রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মজ্জাহীন [স] *বিণ* সারশূন্য। 'শোকের আতসগড়া তুমি কী সুন্দর মজ্জাহীন।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

মজ্জিত[1] *দ্র* **মজ্জা**[1]

মজ্জিত[2] [স] *বিণ* ডুবে আছে এমন। 'ভারত লজ্জিত হে/ হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মজ্ঝা *বি* শ্রম; যত্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মজ্ঝা করা *ক্রি* কোনো কাজ যত্নসহকারে সম্পন্ন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মঝ [স মধ্য, পা মজ্ঝ] *বিণ* মধ্য। 'মঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

মঝু *সর্ব* আমার। 'মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব মদন মূরছা পায়।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

মঞে *সর্ব* আমি। 'অরে কৈসে জীউব মঞেরে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মঞ্চ [স] **১** *বি* উঁচু স্থান। 'মঞ্চ হইতে ভূম্যে পাড়ি কংস রাজায় মারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বেদী। 'অতি উচ্চ করি মঞ্চ বান্ধিতে সত্বর।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* বই রাখার তাক। 'মেহগনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মঞ্চস্থ [স] *বিণ* মঞ্চে অভিনীত। 'একাংকিকা মঞ্চস্থ করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৭।

মঞ্চায়ন [স] *বি* মঞ্চে অভিনয় বা উপস্থাপন। 'একটি নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম মহিলা সমিতি এই অর্থ সংগ্রহ করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

মঞ্চ্যো [স মর্ত্য] *বি* মর্ত্য। 'পরমেশর সর্গো, মঞ্চ্যো, পাতাল সৃষ্টি করিয়াছেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মঞ্জন [স] *বি* মাজন; যা দিয়ে দাঁত মাজা হয়। 'মঞ্জনে মর্জ্জিত দন্ত দামিনী খসিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মঞ্জর [স মঞ্জরী] *বি* মুকুট। 'নাগরাজ দিয়া বান্ধে মাথার মঞ্জর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মঞ্জরা [স মঞ্জর>] *ক্রি* মুকুলিত হওয়া। **মঞ্জরে** *ক্রি* মুকুলিত হয়। 'মঞ্জরে সুখান কাঠে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মঞ্জরিত [স] *বিণ* মুকুলিত। 'দক্ষিণের বাতায়নতলে মঞ্জরিত-ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মঞ্জরী [স] *বি* শিষ। 'নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মঞ্জি *বি* মঞ্জরী। 'নির্ভয়ে ঘাসের মঞ্জি এগিয়ে এসেছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মঞ্জির, মঞ্জীর [স মঞ্জীর] *বি* নূপুর। 'তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।' *বড়ু*, ১৫০০; 'তরুণারুণ থল কমলদলারুণ মঞ্জির রঞ্জিত চরণা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মঞ্জিরবেষ্টিত [স] *বিণ* নূপুর পরিহিত। 'অনুভব করলাম কোন কৌতুকময়ীর মঞ্জিরবেষ্টিত চরণে তা অধিকৃত।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

মঞ্জিল [ফা মনজিল] **১** *বি* লক্ষ্য। 'শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত এ চারি মঞ্জিলেত করএ এবাদত।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* বিশ্রামের স্থান বা ঘর। 'গঙ্গা হইয়া শালিখাতে প্রথম মঞ্জিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'প্রাণে-প্রাণে, মঞ্জিলে-মঞ্জিলে – দিলে ডাক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মঞ্জেল [ফা মনজিল] *বি* প্রাসাদ। 'মঞ্জেল মঞ্জেল যায় দেলে ভাবাগোণা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মঞ্জিষ্ঠা [স] *বি* রক্তবর্ণ লতা বা ফুলবিশেষ। 'লাহা, নীল কিরিঞ্চী মঞ্জিষ্ঠা কুসুম কুঙ্কুম হরিদ্রা প্রভৃতি পুষ্পের কস।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মঞ্জু [স] **১** *বিণ* সুদর্শন। 'মরকত মঞ্জুমুকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলিসুতা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* মনোহর। 'বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে সমদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

মঞ্জুকেশি [স মঞ্জুকেশী, সম্বো মঞ্জুকেশি] *বি স্ত্রী* সুন্দর চুল যার। 'মঞ্জুকেশি! স্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মঞ্জুধ্বনি [স] *বি* মধুর ধ্বনি। 'শ্রবে মঞ্জুধ্বনি, নাসিকা দেখিয়া ... তিলপুষ্প গেল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মঞ্জুনাশিনী [স] *বিণ* সুন্দরীকুলের গর্ব হরণকারী। 'তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মঞ্জুবনশ্রী [স] *বি* মনোহর বনশ্রেণী। 'সহসা নন্দনের মঞ্জুবনশ্রী দেখতে পেলাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মঞ্জুভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর কথা বলে এমন। 'শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী/ বীণাগঞ্জিতমঞ্জুভাষিণী/ কমলকুঞ্জাসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মঞ্জুলীলা [স] *বি* মধুর ভাবভঙ্গি। 'চাহিয়া মুখপানে মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে চ'লে গেল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মঞ্জুর[1] [স মঞ্জরী] *বি* মুকুল। 'বসন্ত সময় হৈল প্রচুর মঞ্জুর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মঞ্জুর[2] [আ মনজুর] **১** *বি* (ইসলাম) গ্রহণ। 'রাছুল উপরে দাদ করিতে মঞ্জুর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* স্বীকার। *ভবানী*, ১৮২৩। **৩** *বিণ* অনুমোদিত; গৃহীত। 'সভায় তাহা আনিলেন ও তাহা মঞ্জুর হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

মঞ্জুরি, মঞ্জুরী [আ মনজুর>] *বি* অনুমতি; অনুমোদন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পরিকল্পনাটির মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই শ্রীহস্তে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মঞ্জুরীকৃত [আ মনজুর>+স কৃত] **১** *বিণ* অনুমোদন করা হয়েছে এমন। 'বন্যার্ত জনগণের সাহায্যের জন্যে মঞ্জুরীকৃত তিন হাজার টাকা।' *বেগম*, ১৯৭০। **২** *বিণ* বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এমন। 'রাস্তার জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ রাস্তা উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৭১।

মঞ্জুরী[1] [স মঞ্জরী] *বি* নতুন পাতা। 'মঞ্জুরী মঞ্জুর ভ্রমর গুঞ্জর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মঞ্জুরী[2] *দ্র* **মঞ্জুর**[2]

মঞ্জুল [স] **১** *বিণ* সুন্দর। 'মঞ্জুল বঞ্জুলবনে মত্ত অলিকুল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* কুঞ্জবন। 'কেন না নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে।' *মাইকেল*, ১৮৬২। **৩** *বিণ* মনোজ্ঞ। 'মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে কত মঞ্জুল রাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মঞ্জুলা [স] *বিণ স্ত্রী* মনোহর। 'স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মঞ্জুষা [স] **১** *বি* ঝাঁপি; পেটরা। 'ভাণ্ডারে মণি রেখেছি মঞ্জুষায়।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। **২** *বি* স্থান। 'তার মনের গোপন মঞ্জুষার কুঞ্জিকাটি।' *নজরুল*, ১৯২২।

মঞ্জেল দ্র **মঞ্জিল**

মট [স মঠ] *বি* মঠ। 'নানা চিত্র ইট কাটে দেউল হুদুরা মটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মটকা[1] [স মটক] **১** *বি* ঘুমের ভান। 'আমাদেরও ঝোপ বুঝে কোপ, মটকা মেরে বসে থাকি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* ঘরের চালের উচ্চতম স্থানের জোড়া। 'মটকা থেকে/ চাষার ছেলে/ দেখছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'গাছের আগা, ঘরের মটকা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মটকা মারা *ক্রি* ঘুমের ভান করা। 'আমাদেরও ঝোপ বুঝে কোপ, মটকা মেরে বসে থাকি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মটকা[2] [স মৃত্তিকা>] *বি* বড়ো কলসির মতো মাটির তৈরি পাত্র। 'কাহারো মটকার উপর লাফায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মটকি *বি* বড়ো কলসির মতো মাটির তৈরি পাত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মটকিতে ঘি এনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মটকা[3] [হি মোটকা] *বি* রেশমের মোটা কাপড়বিশেষ। 'একখানি তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম খোলা চাপকান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মটকানো *ক্রি* মট করে শব্দ হয় এমনভাবে মোচড়ানো। 'আঙুল মটকাতে মটকাতে খবরের কাগজটা ধরল।' *জীবন*, ১৯৩২।

মটকু *বিণ* মোটাসোটা। 'একটা মটকু বানর দিব্যি মাচায় বসে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মটন [ই mutton] *বি* ভেড়ার মাংস। 'বিলেত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে খেতে দেখলে বলতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মটন কারি [ই] *বি* ঝাল দিয়ে রান্না-করা ভেড়ার মাংসের তরকারি। 'ডিশের পরে ডিশ, শুধু মটন কারি ফিশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'চিকেন কারি, মটন কারি ইত্যাদি ত রয়েছেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মটনকিমা [ই মটন+ফা কিমা] *বি* ভেড়ার মাংস কুচিকুচি করে তৈরি খাদ্য উপকরণবিশেষ। 'আলুর চপের মটনকিমা সরষে সংযোগে খেতে খেতে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মটন চপ, মটন চাপ [ই] *বি* ছাগল বা ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি খাবারবিশেষ। 'তাঁহারা দুর্গার্চন বাটীতে বিফষ্টেক ও মটন চপ ... মদিরা আনয়ন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মটন-চপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ করে হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মতো চকচকে করে রেখে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মট মট [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত মট শব্দ। 'একখানা হাড় মট মট করে ভেঙ্গে গিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মটমটী [ধ্বন্যা] *বি* মটমট শব্দ। 'দধি খায় ফেনি তার করে মটমটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মটর [হি] *বি* কলাইজাতীয় শস্য। 'মূর্তিমন্ত ব্যাধি যত বেচে কেনে শত শত মসুর মটর ছালা ছালা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মটর-কড়াই *বি* মটর ও কড়াইয়ের ডাল। 'কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য না ক'রে পড়ি গেল শ্লোক বিকট হাঁ ক'রে, মটর-কড়াই মিশায়ে কাঁকরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মটর-ভাজা *বি* মটর-ডাল ভাজা। 'মাঝের থেকে মটর-ভাজা খাওয়ায় পড়ল বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মটরশাক [হি মটর+স শাক] *বি* মটরশুঁটির শাক। 'মটরশাকের স্নিগ্ধ সুগন্ধে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মটরশুঁটি, মটরসুঁটি *বি* কড়াই শুঁটি; ডালবিশেষ। 'কত হোমানটি মটরসুঁটির কথা বলছিলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'ঘাসের ফুলে মটরশুঁটি খেতে ...।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মটরযান [ই+স] *বি* মোটরচালিত যানবাহন। 'মটরযানের উপর ধার্য্য করে কর্পোরেশনের অংশ বৃদ্ধি।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মটরমালা *বি* গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'সোনার মটরমালা পরে এসেছেন গলায়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মটরাদার *বি* একপ্রকার শাড়ি। 'চেলী ও মটরাদার শাড়ী।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মটরূ *বি* যাত্রার ভাঁড় শ্রেণীর চরিত্রবিশেষ। 'যাত্রার ভুলুয়া এবং মটরূ এই সকল শ্রেণীর রসিকদিগের আদর্শ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মটুক [স মুকুট] *বি* মুকুট। 'তাহারা ফুলের মটুক মাথায় করিয়া মালা জপিতেন।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মঠ [স] **১** *বি* (হিন্দুধর্ম) আশ্রম। 'একদিন প্রভু পুরী গোসাঞির মঠে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* মন্দির। 'যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলি করি হঠ।' *ভারত*, ১৭৬০।

মঠকার [স] *বি* মঠ নির্মাণকারী শ্রমিক। 'চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক্ত হইয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মঠপতি [স] *বি* মঠের প্রধান। 'গুজুরাট এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বৈসে বর্ণবিপ্রগণ মঠপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মঠাধ্যক্ষ [স] *বি* মঠের অধ্যক্ষ। 'মঠাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্তবোধ ... হইলে বরাবর রাখিয়া দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মডারেট [ই] *বি* মধ্যপন্থী দল বা ব্যক্তি। 'অতি বড় মডারেটরাও আজ তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন।' *দর্শন*, ১৯২০।

মডার্ন [ই] *বিণ* আধুনিক। 'প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে ... শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'বিংশ শতাব্দীর কবিও বুঝি মডার্ন হতে পারেন না।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'মিথ্যে বকছি, মডার্ন কালটাই খেলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মডার্নী [ই মডার্ন>] *বি* সাম্প্রতিক কালের চালচলনে অভ্যস্ত মেয়ে; আধুনিকা। 'তখনও এদেশে 'পেট-কাটা' 'নখরাঙানো' মডার্নীদের আবির্ভাব হয়নি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মডেল, মডল [ই model] **১** *বিণ* আদর্শ। 'উতরপাড়া মডেল জমিদারের নর্ম্যাল ইস্কুল।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* মডেল; প্রতিরূপ। 'শ্রী গাডগিল মূর্তিটির মডল দেখে উল্লাহ্ন হয়ে নৃত্য করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **৩** *বি* পণ্য বিপণনের জন্য ক্রেতা আকর্ষণ বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি। '১৩ জন মডেল এই ফ্যাশান শো-তে অংশগ্রহণ করেন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

মডেল স্কুল [ই] *বি* আদর্শ স্কুল। 'মডেল স্কুলের হেডমাষ্টারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কি?' *নজরুল*, ১৯৩৬।

মড়ক [স মরক] **১** *বি* মহামারী; ব্যাপক হারে মৃত্যু। *ওঁসা*, ১৭৮৫; 'মড়কের দুর্দ্ধর্ষ প্রকোপে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* মৃত্যুর প্রতীক। 'মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই রচিলি নিজের কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মড়কচণ্ডি [স মরক-চণ্ডী] *বি* মহামারী। 'এবার মড়কচণ্ডি হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

AMARBOI.COM

মরক [স] *বি* মহামারী। 'দুঃসহ প্রাণঘাতক বাষ্প নির্যাত হইয়া চতুর্দ্দিকে মরক বিস্তার করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মড়মড় [ধ্বন্যা] ১ *বি* গাছপালা ইত্যাদি ভাঙার শব্দ। 'কেশুদের ডালপালা করে মড়মড়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বাগানে মড় মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* শক্ত জিনিস ভাঙার শব্দবিশেষ। 'মড়মড় করিয়া খুড়র ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

মড়মড়ানি [ধ্বন্যা] *বি* মড়মড় করে ভাঙার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মড়মড়ি [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* মড়মড় শব্দ ক'রে। 'টানিল উদুখল সুনি মড়মড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মড়মড়ে [ধ্বন্যা] *বিণ* কড়কড়ে। 'হীরেদাদার মড়মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মড়ল [স মণ্ডল] *বি* মণ্ডল। 'গগন মড়ল দুহুক তুখন একসর উগ চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মড়া [স মৃত] ১ *বি* মৃতদেহ। 'উপবাসী আছি খাইআ আঠাসি কোটি মড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* মৃত। 'ধন্ধ হৈয়া মোহন রহিল মড়া প্রায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* মৃতের মতো অক্ষম। 'কইনে কিছু মড়ার লাথি খেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মড়া আগলা *বি* মৃতদেহ পাহারা দেওয়া। 'তাকে মড়া আগলা করে আগলাব।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মড়াকাটা *বিণ* লাশকাটা হয় এমন। 'মড়াকাটা ঘর পার হয়ে এসে ...।' *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

মড়াকাঠ *বি* শবদেহ পোড়ানোর কাজে ব্যবহৃত কাঠের চেলা। 'এই অবেলায় মড়াকাঠ কাঁধের উপর!' *শওকত*, ১৯৫৮।

মড়াকান্না *বি* মৃত ব্যক্তির জন্য চিৎকার ক'রে কান্না। 'কান্না ব্যাপারটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা রোলকান্না, মড়াকান্না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মড়া টড়া *বি* মৃতদেহ। 'অবশ্যই মড়া টড়া আসচে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মড়াফেলা *বিণ* মৃতদেহ বহন করা হয় এমন। 'একটি মড়াফেলা খাটিয়ার উপর ... শুয়ে কিম্বা বসে ডাবা হুঁকোয় কষে দম মারছেন।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

মড়ামুখ *বি* মৃত মানুষের মুখ। 'মড়ামুখ দেখে আমাদের গৃহত্যাগ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা – দুর্বলের উপর প্রচণ্ড আঘাত। 'রসবতি, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিসনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মড়িপোড়ানী [স মৃত>] *বি স্ত্রী* যে শব পোড়ায়। 'মড়িপোড়ানীর জামাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মড়াঞ্চে *বিণ* নিষ্ফল। 'মড়াঞ্চে প্রেম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

মড়াত [ধ্বন্যা] *বি* গাছের ডাল ভাঙার শব্দ। 'মড়াত করে পড়েছি সড়াত করে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মড়ানো *ক্রি* মোড়ানো। **মড়ায়িবোঁ** *ক্রি* মোড়াবো। 'আল সুবর্ণে মড়ায়িবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মণ[1] [স মন] *বি* মন। 'মণ পবণ বেণি করণ্ড কসালা।' *চর্যা* ১৯, ১২০০; 'এ বোল বুলিআঁ কাহাঞিঁ মণের উল্লাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মণগোএর [মনগোচর] *বি* মনগোচর। 'জো মণগোএর আলাজালা।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

মণতরু [মন+তরু] *বি* মনরূপ বৃক্ষ। 'মণতরু পাঞ্চইন্দি তসু সাহা ...' *চর্যা* ৪৫, ১২০০।

মণরঅণা [মনোরত্ন] *বি* মনরত্ন। 'তিম মণরঅণা রে সমরসে গঅ... সমাজ।' *চর্যা* ৪৩, ১২০০।

মণ[2] [আ মন] *বি* ৪০ সের ওজন (প্রায় ৩৮ কিলোগ্রাম)। 'আশী ম... লোহার গুর্জ হাতে করি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মণকরা *ক্রিবিণ* মণপ্রতি। 'পাটের উপর মণকরা এক আনা কমিশ... পায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মণত *ক্রিবিণ* এক মন ওজনের মধ্যে। 'সিক্কা সিক্কা কাটিল মণ... বাট্টা কমি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মণপ্রতি *বিণ* প্রতি মনে। 'পাটের মণপ্রতি দাম হ্রাস পায়।' *আজাদ* ১৯৪০।

মণি [স] ১ *বি* মূল্যবান রত্ন। 'নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।' *বড়ু* ১৪৫০। ২ *বি* মধ্যভাগ। 'রুটির মণি।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* মস্তিষ্ক; সার। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* মণির মতো গুরুত্বপূর্ণ... 'রাজকুলমণি নৈকষেয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মণিকর্ণপুর [স] *বি* মণিখচিত কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'মার্জন করিত... পরে মণিকর্ণপুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মণিকা [স] *বি* মূল্যবান রত্ন। 'কোন মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন...' *নজরুল*, ১৯২৮।

মণিকাঞ্চন [স] *বি* সোনা ও মাণিক্য। 'আপনার মনিকাঞ্চন গ্রহ... করুন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মণিকাঞ্চনযোগ [স] *বি* শুভ যোগাযোগ। 'তোমাতে ... মণিকাঞ্চনযোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মণিকাঞ্চনীযোগ [স] *বি* ষোলো আনা মিল; অপূর্ব মিল। 'মণিকাঞ্চ... যোগ উপস্থিত হইয়াছে।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

মণিকার [স] *বি* জহুরি; মণি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। 'এ... মণিকারকে ডাকাইয়া ঐ সমস্ত রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দি... কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মণিকিরণ [স] *বি* মূল্যবান রত্নের রশ্মি। 'মণিকিরণ উজলে আঙ্গ... ভুজযুগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মণিকুণ্ডল [স] *বি* মণিময় কানের অলঙ্কার। 'লোল কপোল ললি... মণিকুণ্ডল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মণিকুণ্ডলা [স] *বিণ স্ত্রী* মণিময় কর্ণাভরণযুক্তা। 'তুই ... মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণিকুণ্ডলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মণিকুন্তলা [স] *বিণ স্ত্রী* মণি মাথায় এমন। 'ফণিনী মণিকুন্তল... বিষাকর ফণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মণিকোঠা *বি* মণি দ্বারা তৈরি ঘর। 'শুচি হয়্যা কর ফোঁটা প্রদক্ষি... মণিকোঠা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মণিদাম [স] *বি* মণিহার। 'শোভে অনুপাম কণ্ঠে মণিদাম তা... মরকত তায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মণিদীপ [স] *বি* মণিময় প্রদীপ; মূল্যবান পাথরে তৈরি বাতি... 'অরণ্যের শামাদানে প্রতীক্ষার মণিদীপ জ্বেলে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মণিদীপ্ত [স] *বিণ* রত্নের আভায় উজ্জ্বল। 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষে... দেশে/ জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

WWW.AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণিনীপ [স] *বি* মণিময় কদমফুল। 'ফুটাও আঁধার-কদম-ঘুমশাখে মোর স্বপন মণিনীপ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মণিনূপুর [স] *বি* মণি দিয়ে তৈরি পায়ের অলঙ্কার। 'যাহাঁ মণিনূপুর তরলিত কলই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মণিভূষণ [স] *বি* মণি দিয়ে তৈরি অলঙ্কার। 'বিশ্বজগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মণি-মঞ্জীর [স] *বি* মণির তৈরি নূপুর। 'মণি-মঞ্জীর বাজে অরুণিত চরণে সখী।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মণিমঞ্জুষা [স] *বি* মণির মালা। 'মণিমঞ্জুষা হীরে-মাণিকের দুল।' *জীবন*, ১৯২৭।

মণিমন্ত [স] *বিণ* মণি আছে এমন। 'অর্জ্জুন দেখিয়া তবে মণিমন্ত নাগে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মণিময় [স] *বিণ* রত্নখচিত। 'শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মণিময় হার গলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'হে দানবপতি ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা স্বহস্তে গড়িলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মণিমাণিক্য [স] *বি* মূল্যবান রত্নরাজি। 'মণি মাণিক্য হিরা দেখী বিস্ময় অতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মণিমালা [স] *বি* মণি দিয়ে তৈরি হার। 'দেখাইনে মুখ মণিমালার লাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

মণিমুক্তা [স] *বি* নানা প্রকার মূল্যবান পাথর ও রত্ন। 'মণি মুক্তা লাগিয়াছে বিচিত্র নির্ম্মাণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মণিমুক্তাযুতা [স] *বিণ* মূল্যবান রত্নখচিত। 'মণিমুক্তাযুতা, গলে হারলতা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মণিযোনি [স] *বি* মণির উৎপত্তিস্থল। 'মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মণিরুর *বি* মণিহার। 'মুকুতা পড়িল যদি মণিরুর ঠাঁই।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মণিসম্ভার [স] *বি* রত্নরাজি। 'অঞ্জলি দেহ রাজা! মণিসম্ভার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মণিহর্ম, মণিহর্ম্ম [স] *বি* মণিমুক্তা খচিত অট্টালিকা। 'মণিহর্ম্মে অসীম সম্পদে নিমগনা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মণিহর্ম্য [স] *বি* মণিময় প্রাসাদ। 'মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মণিহার [স] ১ *বি* মণিযুক্ত গলার হার। 'শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সম্মান। 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৩ *বি* আলো। 'প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মণিহারা *বিণ* মাথার মণি হারিয়েছে এমন। 'মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।' *মাইকেল*, ১৮৭২; 'মণিহারা ফণিনীর ন্যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মণিহারা ফণিনী *বি স্ত্রী* অতিপ্রিয় ব্যক্তিকে হারানোর ফলে অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি। 'মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মণিহারা ফণী *বি* মাথার মণি হারানোর ফলে অস্থিরচিত্ত সাপ। 'দুলিছে বাসুকি মণিহারা ফণী।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'মণিহারা ফণী যাকে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মণী [স মণি] *বি* মূল্যবান রত্ন। 'খিখিল মাণিকে হিরা মণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মণিকণ্ঠ [স] *বি* পাখিবিশেষ। 'বাসনার মণিকণ্ঠ পাখিডাকা চরে ...।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মণিকণ্ঠী [স] *বি* পাখিবিশেষ। 'মণিকণ্ঠী, চন্দনা, ভারতী, দোয়েল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মণিকুল *বি* নাভিমূল (মণিপুর)। 'মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সগাত্র।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

মণিপুর [স] *বি* (তন্ত্র) ষট্‌চক্রের অন্যতম চক্র, যার স্থান বক্ষে। 'তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মণিপুরী [স] *বি* মণিপুরের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরী, কৌপয়ী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মণিবন্ধ [স] ১ *বি* মণিবন্ধ; হাতের কবজি। 'মণিবন্ধ হইতে পায়ের গুলখা পর্য্যন্ত।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বি* ঘড়ির বেল্ট। 'সোনার মণিবন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মণিয়া [স মন>] *বি* মুনিয়া পাখি। 'চড়ই মণিয়া পাবদুয়া টুনটুনি।' *ভারত*, ১৭৬০।

মণ্টব [স মণ্ডপ] *বি* মণ্ডপ; ছাদযুক্ত বড়ো চত্বর। 'বসিবার বল মণ্টব ঘরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মণ্ড [স] ১ *বি* কাই, ক্বাথ। 'অতিথিকে সজীব করিবার জন্যে এক পাত্রে তপ্ত মণ্ড প্রস্তুত করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* নরম দলা। 'মাংসের মণ্ডের মতো লোভ এসে ছিটকে পড়তো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মণ্ড ভাওয়া *ক্রি* জাঁতায় ভাঙা। 'মণ্ড ভাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মণ্ডন [স] ১ *বি* ভূষণ; অলঙ্কার। 'মাথার মণ্ডন মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সাজসজ্জা। 'সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মণ্ডনশিল্প [স] *বি* সাজসজ্জা। 'ব্রতে এই-সবই রয়েছে – কবিতা চিত্র উপাখ্যান গদ্য পদ্য এবং মণ্ডনশিল্প।' *অবন*, ১৯১৯।

মণ্ডপ [স] ১ *বি* ঘর। 'মাণিকের ঘটা কিরণের ছটা এমতি মণ্ডপ ঘর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* হিন্দুদের পূজার ঘর। 'মধুকর ডিঙ্গা আন মণ্ডপ ভিতর।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বি* ছাদযুক্ত বড়ো প্রাঙ্গণ। 'একটা দোতলা মণ্ডপ (pavillion) আছে ক্লাবের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মণ্ডল[1] [স] ১ *বি* পুঞ্জ। 'নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিমণ্ডল।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। ২ *বি* গোলক। 'রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* দল। 'লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* ভুবন। 'এ মহী মণ্ডল মধ্যে আরব দুর্লভ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৫ *বি* মহল। 'খেলএ বসন্ত ক্রীড়া যুবতী মণ্ডলে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৬ *বিণ* গোলাকার। 'মণ্ডল কাঁটাল ভায়া পেয়েছেন বড় পায়া হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মণ্ডলাকার [স] *বিণ* গোলাকার। 'অখণ্ড মণ্ডলাকারে খণ্ডিতে ইচ্ছিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

মণ্ডল[2] [স] ১ *বি* মুখ্য প্রজা। 'আর জত পশুগণ সভে হব প্রজাজন মণ্ডল হইবে কালসার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গ্রাম-প্রধান; মোড়ল। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'গ্রামের মণ্ডল বলিতে পারেন।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মণ্ডলত্ব [স] *বি* মাতব্বরি। 'হরিশ মণ্ডলের গ্রামের মণ্ডলত্ব দাবিকে সে স্বীকার করিতে চায় না।' *তারা*, ১৯৪২।

মণ্ডলাধ্যক্ষ [স] *বি* মণ্ডলদের প্রধান। 'মণ্ডলাধ্যক্ষ এবং জনপদাধ্যক্ষ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং গ্রামাধ্যক্ষ ইত্যাদি ইহারদের শীল প্রজাগণকে দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চয় করে।' *রামরাম*, ১৮০২।

মণ্ডলেশ্বর [স] *বি* সুবিশাল রাজ্যের অধিকারী। 'দুই বংশের রাজাদের মধ্যে একতর সম্রাট হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মণ্ডলী [স] **১** *বি* বৃত্ত। 'পরস্পর করে ধরি হইলা মণ্ডলী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বৃত্তাকারে দলবদ্ধ। 'মণ্ডলী হইয়া করে লোক-নিবারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* সমূহ। 'ব্রহ্মাণী প্রভৃতি জ্ঞান মাত্রিকা মণ্ডলী সভারে জুঝিতে আজ্ঞা দিল ভদ্রকালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* চক্রাকার। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৫** *বিণ* সাময়িক। 'বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত রবিবার দিবসে হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। **৬** *বি* জায়গা; অবস্থান। 'সে তাহার নিজের মণ্ডলীতে স্বাধীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মণ্ডলি [স মণ্ডলী] *বিণ* গোল। 'কৃষ্ণ বেড়ি দাণ্ডাইল মণ্ডলি করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

মণ্ডলী-রচন [স] *ক্রিবিণ* গোলাকার হয়ে। 'বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-রচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মণ্ডা[১] [স মণ্ড>] *বি* ছানার তৈরি সন্দেশজাতীয় মিষ্টিবিশেষ। 'বেতণ্ডা তেজিত্রা পণ্ডা কিনিল অমৃত মণ্ডা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মণ্ডামিঠাই *বি* ছানার তৈরি গুটি আকৃতির মিঠাইবিশেষ। 'মদ্যমাংস মণ্ডামিঠাই মতিচুর খাজা সরভাজা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মণ্ডা[২] [স মণ্ড>] *ক্রি* সজ্জিত করা। 'মণ্ডিয়া আপন সৈন্য ভঙ্গ দিয়া যায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মণ্ডিত [স] **১** *বিণ* ভূষিত। 'কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* আবৃত। 'রেণুএ মণ্ডিত উজ্জ্বল কারণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* উজ্জ্বল। 'একটি শান্ত লাবণ্যে মুখখানি মণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মণ্ডুক, মণ্ডূক [স] *বি* ব্যাঙ। 'জনমিআ মণ্ডুক জলে লাফালাফি জাএ।' *রামাই*, ১৭১০; 'বিজুলী জলের ছাট ... মণ্ডূকের কৌতুক দুঃসহ হে।' *ভারত*, ১৭৬০।

মৎ[১] [হি মত] *ক্রিবিণ* না। 'শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৎ[২] [স] *সর্ব* আমার। 'কি প্রকারে চাঁপা মৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মত[১] [স] *বি* মন্ত্র। 'কেও বোল মতেঁ কান তর জোলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মত[২] [স মন্ত>] *বিণ* রকমের। 'প্রকির্ত্তি আস্ত্রিয়া তেন মত মোর মায়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'এ বিপ্রপুত্রের সেই মত ব্যবসায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **মতো**

মতে [স মন্ত>] **১** *ক্রিবিণ* ভাবে। 'এই মতে নিতি জাহ মথুরার হাটে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'গোমান মতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *ক্রিবিণ* প্রকারে। 'মায়ের নামেতে নাম হয় কোন মতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *ক্রিবিণ* রূপে। 'তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মত[৩] [স] **১** *বি* উপায়। 'নানা মতে কৈল তার গর্ব্ব খণ্ডন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ধারণা; অভিমত। 'দুই মতে যুদ্ধে আছে পদ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* রীতি। 'বিবি ফাতেমার বিহা হইল যে মতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *বি* সিদ্ধান্ত। 'বিশৃঙ্খল সাক্ষ্যের মধ্যে থেকে একটা সুসংগত ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৫** *বি* সম্মতি। 'বাবার মত করতে পারব নিশ্চিত ছিল মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মত ঐক্য [স মত-ঐক্য] *বি* মতের মিল। 'ভদ্র মান্য হিন্দুদিগের মত ঐক্য কারণ প্রেরণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মত করা *ক্রি* সম্মতি দেওয়া। 'বাবা কি এতে মত করবেন মা।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মতগুরু [স মত-গুরু] *বি* আদর্শ। 'তাঁদের যে মতগুরু মাত্র ১৮টি হাদিসের উপর তাঁর সমস্ত বিধি বিধান ...।' *সওগাত*, ১৯২৮।

মতদ্বৈত [স] *বি* মতের অমিল; দ্বিমত। 'এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈত থাকা উচিত নহে।' *এসলাম*, ১৯১৮।

মতদ্বৈধ [স] *বি* মতানৈক্য। 'ইহারাও যে আমাদের নিকটে রাজবৎ সমাদরণীয়, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'এই আইন বাতিল ও রক্ষার প্রশ্নে নানা জটিলতা ও মতদ্বৈধের উদ্ভব হয়।' *বেগম*, ১৯৬৫।

মতধারিক [স] *বিণ* মতাবলম্বী। 'মতধারিক ভাবে কাজ করে-করে চলল পুরুষানুক্রমে।' *অবন*, ১৯২৫।

মতপাশ [স] *বি* অভিমতরূপ ফাঁদ। 'দুটি-চারটি সুসংলগ্ন মতপাশ দিয়ে বদ্ধ করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মত প্রদান করা *ক্রি* মতামত দেওয়া। 'মত প্রদান করিতে অনুমতি করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মতবাদ [স] **১** *বি* দার্শনিক তত্ত্ব। 'আর্যসাহিত্যের ধর্মপ্রাণতা সম্বন্ধে যিনি যেমন মতবাদ প্রচার করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* মতামত। 'জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

মতবাদগত [স] *বিণ* মতাদর্শিক। 'খ্রিস্টানরা এমন এক অদম্য এবং অসহিষ্ণু মতবাদগত নিশ্চয়তা অর্জন করেছিল ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

মতবাদী [স] **১** *বিণ* মতবাদের অনুসারী; সম্প্রদায়ভুক্ত। 'তাঁর সহধর্ম্মিণী হলেন মেথডিষ্ট (Methodist) মতবাদী।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। **২** *বি* নির্দিষ্ট মতবাদে অন্ধবিশ্বাসী। 'সত্যিকার সংস্কৃতিকামীরা কখনো মতবাদী হতে চায় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মতবিচ্যুতি [স] *বি* মতের পরিবর্তন। 'এ প্রশ্নটার উত্তরে তাদের মতবিচ্যুতি দেখা গেল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মতবিরুদ্ধ [স] *বিণ* প্রচলিত মতের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে এমন। 'তার মুখে কালির মতো লেগে আছে এই মতবিরুদ্ধ যাকিছু তা।' *অবন*, ১৯২৫।

মতবিরোধ [স] *বি* মতপার্থক্য। 'কোন মতবিরোধ আছে এমন কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মতবৈচিত্র্য [স] *বি* নানা মতের সমাহার। 'মতবৈচিত্র্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মতবৈষম্য [স] *বি* মতভেদ। 'যদিচ ব্যক্তিগত মতবৈষম্যের অপ্রতুলতা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মতভেদ [স] *বি* মতের অমিল। 'এই জন্য এই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভূরি ভূরি পাঠভেদ ও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মতভ্রষ্ট [স] *বিণ* মত থেকে বিচ্যুত। 'অনেকাংশে মতভ্রষ্ট হইয়াছে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষয়, ১৮৫০।

মতস্থ [স] *বিণ* মতে স্থিত। 'তাঁহার মতস্থ হইলেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

মতস্বাতন্ত্র্য [স] ১ *বি* মতপার্থক্য। 'গর্বমেন্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মতস্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ *বি* মতপোষণে নিজস্বতা। 'রিফর্মেশন-যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন-যুগে য়ুরোপে যে মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মতাধিক্য [স] *বি* বেশির ভাগের সমর্থন। 'সভ্যদিগের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় পরে মেজরাটী অর্থাৎ মতাধিক্যবিনা নিযুক্ত হইতে পারেন না।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

মতানুবর্তী [স] *বি* মতের অনুসরণকারী। 'হাঁচেন তাহার মতানুবর্তী হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মতানুযায়ি [স মতানুযায়ী] *ক্রিবিণ* মতামত অনুসারে। 'উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মতানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* মতামত অনুসারে। 'তাহার দুই পুত্র হাসেন হোসেনের মতানুযায়ী ... ।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মতানুসারে [স] ১ *ক্রিবিণ* মতবাদ অনুযায়ী। 'সেটি বাউল মতানুসারে দূষ্য ও নিন্দনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *ক্রিবিণ* ধারণার ভিত্তিতে। 'মহাশয়ের মতানুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্ত্তব্য।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

মতানৈক্য [স] *বি* মতের অমিল। 'ভীষণ মতানৈক্য দলাদলি।' *মোসলেম*, ১৯২৭; 'আমার মতানৈক্য আছে।' *জসীম*, ১৯৬১।

মতানৈক্যহীনতা [স] *বি* মতান্তর না থাকার ভাব। 'সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধতা ও দেশীয় ভারতের সাথে তার মতানৈক্যহীনতা।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মতান্তর [স] ১ *বি* ভিন্ন মত পোষণ। 'যেং রূপ মতান্তর করিবে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে ক্ষম বটেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* মতপার্থক্য। 'এ বিষয়ে মতান্তর নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মতান্তরে *ক্রিবিণ* ভিন্নমতে। 'মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মতাবলম্বি [স মতাবলম্বী] *বি* মতের অনুসরণকারী। 'মুসলমান মতাবলম্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মতাবলম্বী [স] *বিণ* মতের অনুসরণকারী। 'তুমিও যদি আমার মতাবলম্বী হও।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মতামত [স] ১ *বি* সম্মতি ও অসম্মতি; অভিমত। 'সভার তদ্বিষয় উত্থাপন করিলে সভ্যদিগের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ২ *বি* মতবাদ; তত্ত্ব। 'এ যুগে ক্রমাগতই নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান মতামত স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মতওয়াল্লি, মতওল্লি [আ মুতাওয়াল্লী] *বি* ধর্মীয় অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক। 'দুই অংশ দুই মতওল্লিকে দেওয়া হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মতওয়াল্লিরা টাকা ভেঙ্গে আত্মসাৎ করেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

মতোওয়াল্লী [আ মুতাওয়াল্লী] *বি* নাবালেগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক; অভিভাবক। 'সর্ত্ত ও পরবর্ত্তী মতোওয়াল্লীরা পালন করেন না।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩৩।

মতন [স মন্ত>] *বিণ* অনুরূপ; মতো। 'মন হ'ল না মনের মতন।' *লালন*, ১৮৯০।

মতলব [আ] ১ *বি* অভিসন্ধি। 'মালুম করিলে সব এজিদের মতলব।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* অভিপ্রায়; উদ্দেশ্য। *ভবানী*, ১৮২৩; 'ওদের মতলব বুঝেছি।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ৩ *বি* ফন্দি। 'আমি চিরকালটা জুয়াচুরি ও ফেরেবি মতলবে কেন ফিরলাম।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মতলববাজ [আ মতলব+ফা বাজ] ১ *বিণ* ফন্দিবাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* উদ্দেশ্য হাসিলকারী। 'একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জগৎ এবং একটি মতলববাজ ভগবান মানতে হয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* অভিসন্ধিপ্রবণ। 'একদল মতলববাজ লোক দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করিয়া হিন্দু জনসাধারণকে বুঝাইয়া ... ।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মতলববাজি [আ মতলব+ফা বাজি] *বি* ফন্দিবাজি। 'তাঁহাকেও ভুট্টোবাদের মতলববাজি ধরিয়া ফিরিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

মতলবমত [আ মতলব+স মত] *বিণ* পছন্দসই। 'আমার খবরের কাগজে আমার মতলবমত প্রবন্ধ জোগান।' *সবুজ*, ১৯২০।

মতলবি, মতলবী [আ মতলব>] *বিণ* *স্ত্রী* স্বার্থপর; ফন্দিবাজ। 'এতবড়ো মতলবী লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মৎলব [আ মতলব] *বি* ইচ্ছা। 'আমার মৎলব এই, খুড় ... ভাইপোর সঙ্গে রফা করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

মৎলববাজ [আ মতলব+ফা বাজ] *বিণ* ফন্দিবাজ। 'মৎলববাজ কংগ্রেসী-পক্ষের দুরভিসন্ধিরূপে অশনিপাতে তাহা সমূলে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে।' *এসলাম*, ১৯৩০।

মতাইন [আ মুতাআইন] *বিণ* মোতায়েন; নিযুক্ত। 'লোক সংগ্রহ জন্য লোক মতাইন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মতাবক [আ মুতাবিক] *ক্রিবিণ* মোতাবেক; অনুসারে। 'ওগয়রহ মতাবকে তপসিল জয়েল জদি ইঙ্গরেজি সন ... ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

মতারকার [আ মদদ+ফা গার>] *বি* কর্তৃপক্ষ। 'জেমত ঐ কাজের মতারকারেরা দাড়া করিয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

মতালক [আ মুতা'আলিক] *বি* সংলগ্নতা। 'খালিসা সরিফা মতালকে চাকলে হুগলি মৌজে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মতালকান [আ মুতা'আলিক] *ক্রিবিণ* বিষয়ে; সম্পর্কে। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মতালকে *বিণ* লাগোয়া। 'তারিখ ১৮ আগস্ত মায় আমলা কিতা জমী মতালকে।' *ক্যালগে*, ১৭৯২।

মতালাক *বিণ* সংলগ্ন। 'হাডবার কুঠীর মতালাক মহিষনগরের মোকর্দ্দমা কলিকাতায় কোন আফিস বড় সাহেব করিয়াছিলাম।' *ডেরলি*, ১৭৯৭।

মতি[1] [স মন্ত্রী] *বি* মন্ত্রী। 'মতিএঁ ঠাকুরক পরিণিবিত্তা।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

মতি[2] [স] ১ *বি* মন। 'মতি হারাইলোঁ বুলিতেঁ না জাণো।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বুদ্ধি। 'অব নিত মতি জদি হরলহি মোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* অনুরাগ। 'আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শ্রীকৃষ্ণ চরণে রাখ চিরকাল মতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৪ *বি* ইচ্ছা। 'মতি অনুরূপ ভেদ দরশন পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৫ *বি* আগ্রহ। 'হেন গৌরচন্দ্র যশে যার নহে মতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৬ *বি* মনোভাব। 'বুঝিল তোমার মতি কেবল কপট ভক্তি তুহুঁ লোভি ধনের কিঙ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৭ *বিণ* অনুগত। 'যে জন আমারে না হইবেক মতি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতিখাঞাঁ [স মতি>] *ক্রিবিণ* ছন্নমতি হয়ে। 'মতি খাঞাঁ মোরে তোঞঁ করসি ধামালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতিগতি [স] *বি* মনোভাব। 'মতিগতি মনসার ঘা মারিয়া পদের সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মতিচ্ছন্ন [স] *বিণ* দুর্মতি। 'মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মতিচ্ছন্নতা [স] *বি* দুর্মতি; মতিবিভ্রম। 'মরার আগে মতিচ্ছন্নতার দরুন ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মতিবল [স] *বি* মনোবল। 'তুহ্মি প্রসন্ন হৈলে তাঙ্গে মতিবল।' *সুলতান*, ১৭০০।

মতিবিকার [স] *বি* মনের অস্বাভাবিক পরিবর্তন। 'স্বাক্ষরকারী একাদশ সদস্যের এই মতবিকার সম্ভব হইতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মতিবিভ্রম [স] *বি* বুদ্ধিনাশ। 'মুনিদিগেরও মতিবিভ্রম ঘটিয়া থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মতিবুদ্ধি [স] ১ *বি* বুদ্ধি-পরামর্শ। 'এ মতিবুদ্ধি কে দিল তাকে?' *শরৎ*, ১৯১৪। ২ *বিণ* দুর্মতি। 'কখনো এ-সব মতি-বুদ্ধি করিস নে।' *শরৎ*, ১৯২৬।

মতিভোলেঁ [স মতি>] *ক্রিবিণ* চিত্তের বিহ্বলতাবশত। 'মতিভোলেঁ রাধিকার দশনবসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতিভ্রংশতা [স] *বি* বুদ্ধিনাশ। 'ছেলের মতিভ্রংশতার জন্য শ্যামলাল যে কতকটা দায়ী।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

মতিভ্রম [স] ১ *বি* বুদ্ধিনাশ। 'বিদ্বান, সমাজ শুনিয়া হাসিলেন, শুনিয়া স্থির করিলেন, গ্যালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* স্মৃতি লোপ পাওয়া। 'যদি কভু হয় মতিভ্রম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *বি* কাণ্ডজ্ঞান লোপ। 'এবার দাদা স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মতিভ্রান্ত [স] *বিণ* বুদ্ধিতে বিভ্রম দেখা দিয়েছে এমন। 'গ্যালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত স্থান করেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মতিমান [স] *বিণ* বুদ্ধিমান। 'অবুঝ ন বুঝএ বুঝএ মতিমান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় মতিমান ব্যক্তি ... শাস্ত্র প্রকাশ করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মতিমোষেঁ [স মতি>] *ক্রিবিণ* বুদ্ধির দোষে। 'উপেখিল মতিমোষেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতিমোহে [স মতি+স মোহ>] *ক্রিবিণ* মনোভ্রান্তি হেতু। 'অবুধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতিরস্তু – মতি হোক। 'কৃষ্ণে মতিরস্তু বলি গোসাঞি কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মতিস্থির [স] *বি* সংকল্পের দৃঢ়তা। 'মতিস্থির নয় আমার এই সদাভয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মতিস্থৈর্য [স] *বি* স্থিরতা। 'মতিস্থৈর্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মতিহীন [স] ১ *বিণ* আস্থাহীন। 'পরক বচনে কুঞ ধস দেঅ তৈসন কে মতিহীন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'অধিবাসীরাও ধর্মে মতিহীন।' *শওকত*, ১৯৪৬। ২ *বিণ* স্মৃতিহীন। 'মহারাজ, ক্ষমা কর; আমি মতিহীন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মতিহীনী [স] *বিণ* মতিহীনা। 'দোসরে সহজ মতিহীনী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মতি[৩] [স মৌক্তিক] *বি* মুক্তা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মতির মালা পরিয়া আসিতেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মতিয়া [স মৌক্তিক] *বি* মুক্তা। 'আছে কি জগতে বেল মতিয়ার তুলনা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মতিহার [স মৌক্তিক+স হার] *বি* মতি-মুক্তাখচিত হার। 'বাহুযুগে বলয়াদি দিল অলঙ্কার/ কুচ রাজচক্রবর্ত্তী তারে মতিহার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মতিচুর, মতিচুর [স মৌক্তিক-চূর্ণ] *বি* মতির মতো মিহি দানাযুক্ত মিঠাইবিশেষ। 'অপূর্ব্ব ঘৃতপক্ক মিঠাই মতিচুর জিলাপী পোলাও পানতুয়া প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই গড়ালেন।' *অবন*, ১৮৯৬; 'মতিচুর।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

মতিফ [ই মোটিফ] *বি* নকশা। 'বর্ডারে আবার সেই লতা আর পাখির মতিফ।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মতিলাল *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'রামপ্রসাদ মতিলাল।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মতী [স মতি] ১ *বি* জ্ঞান; বুদ্ধি। 'বিকৃত বদন উমত মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মতি; ইচ্ছা। 'তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **মতি**[২]

মতীএঁ গহন *বি* গভীর বুদ্ধি। 'আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতীএঁ থীর *বিণ* স্থিরবুদ্ধি। 'আছিদর নহোঁ রাধা এ মতীএঁ থীর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতুয়া [স মত্ত] *বি* হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) প্রবর্তিত ধর্মমত। 'ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান।' *তারকচন্দ্র সরকার*, ১৯১৭।

মতো *বিণ* অনুরূপ। 'তাঁহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মতো টুকটুকে হউক আর ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'তাঁহারা তোমাদের মতোই টলমল করিয়া দুলিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। দ্র **মত**[২]

মৎকুণ [স] *বি* ছারপোকা। 'শেষনাগ শিথিলকুণ্ডলী, মৎকুণের উপজীব্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

মত্ত [স] ১ *বিণ* চলচঞ্চল। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে মত্ত রাজহংসে জিণী চলএ বিলম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* উন্মত্ত। 'বরিসা পরবেস পিয়া গেল দূরদেস রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*; ১৪৬০। ৩ *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'শত শত মত্ত হাথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* মশগুল। 'আমি সে অজ্ঞানে মত্ত না জানি তোমার তত্ত্ব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৫ *বিণ* উত্তেজনাপূর্ণ। 'কী আছে ভাবার আর ... তীব্র, তেতো, মত্ত স্মৃতি ছাড়া?' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

মত্তকরী [স] *বি* ক্ষিপ্ত হাতি। 'যেহেন গর্জ্জিতে আছে মত্তকরী গণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মত্তকরীসম [স] *বিণ* উন্মত্ত হাতিতুল্য। 'পদ্মবনে মত্তকরীসম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মত্তগজ [স] *বি* পাগল হাতি। 'মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়ান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মত্তজ্ঞান [স] ১ *বিণ* মাতাল। 'সারস সারসী নাচে দোঁহে মত্তজ্ঞান।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* মাতালতা। 'যাঁহারা এই জঘন্য তাড়ি পান করেন, তাঁহাদের মত্তজ্ঞানই বা কত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মত্ততা [স] **১** *বি* আসক্তি। 'ধন মদে মত্ততা।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫। **২** *বি* দাপাদাপি। 'শালতরুশ্রেণীতে বসন্তবাতাসের মত্ততা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মত্ততাকামী [স] *বিণ* উন্মত্ততার নেশা জাগায় এমন। 'তেঁতুলে বাগদীদের দলটির মত্ততাকামী রক্তে এমন একটি জ্বালা ধরিয়ে দেয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মত্ততাগ্নি [স] *বি* নেশার আগুন। 'উন্মত্তের মত্ততাগ্নিতে আর ইন্ধন দিয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মত্ততাময় [স] *বিণ* উন্মাদনাপূর্ণ। 'নিঃশব্দ দিনের সেই ভীরু অন্তঃশীল মত্ততাময় পদক্ষেপ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মত্ত-বোল [স মত্ত+প্রা বোল্ল] *বি* মত্ততা সৃষ্টিকারী শব্দ। 'বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী মত্ত-বোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মত্তমদির [স] *বিণ* উন্মত্ত; দ্রুতগতিতে প্রবাহিত। 'ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে শতেক যুগের গীতিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মত্তসিংহ [স] *বি* ক্রোধে উন্মত্ত সিংহ। 'রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মত্তো [স মত্ত] *বিণ* মত্ত; মাতাল। 'মত্তো হইয়া তুহ্মি আহ্মারে না চিনস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মত্তোজনোচিত [স] *বিণ* উন্মত্তজনের মতো। 'এই মত্তোজনোচিত কার্যের পশ্চাতে একটা ইতিহাস আছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মত্থ [স মত্ত] *বিণ* আত্মহারা। 'মত্থ হৈয়া বস্ত্র নাহি পরি দুই জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মত্তমান [বর্মি মার্তাবান] *বি* এক জাতের কলা। 'ভার দশ দধি কলা চাঁপা মত্তমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৎসর [স] **১** *বি* পরশ্রীকাতর ব্যক্তি। 'লোকে কেন খায় কেন সুখে কালযাপন করে ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়।' *রামমোহন*, ১৮২৩। **২** *বি* ঈর্ষা। 'বিগত সে-দিন, সে-মৎসর অহংকার চিহ্নহীন অক্ষম ধিক্কারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'অন্তরে থামে না বৃষ্টিধারা : আর্দ্র, ধূসর, বিদেহ নগর, মৎসর প্রেত-পারা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৎসরতা [স] *বি* পরশ্রীকাতরতা। 'মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

মৎস্য [স] **১** *বি* মাছ। 'মৎস্য খাও মাংস খাও কেমন সন্ন্যাসী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* হিন্দু অবতারবিশেষ। 'মৎস্য কূর্ম নরসিংহ বরাহ বামন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মৎস [স মৎস্য] *বি* মাছ। 'সেই মৎস মৎসজিবি বন্দি সে করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৎসজিবি [স মৎস্যজীবী] *বি* মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে যে; জেলে। 'সেই মৎস মৎসজিবি বন্দি সে করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৎস্যাদি [স মৎস্যাদি] *বি* মাছ ও অন্যান্য। 'তাহার উপর গমন করিয়া মৎস্যাদি জলজন্তুসকল ধরিয়া আনে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মৎসিনী [স মৎস্যিনী] *বি* স্ত্রী মাছ। 'কে মৎসিনী দীপ্ত হয়ে ওঠো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মৎস্যকাব্য [স] *বি* মাছ বিষয়ক কবিতা। 'এ যে রীতিমত এক মৎস্যকাব্য।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

মৎস্য কুমারী [স] *বি* (কাল্পনিক) যার দেহের উপরের অংশ মানুষের মতো নীচের অংশ মাছের মতো। 'কত মৎস্য কুমারীরা নিত্য তোমা যাচে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মৎস্যধারক [স] *বি* মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী। 'বর্ষা গত হইলে মৎস্যধারকেরা স্থানে২ বাঁশ পোতে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মৎস্যনারী [স] *বি* রূপকথার নারী, যার শরীরের উপরের অংশ মানুষের মতো আর নীচের অংশ মাছের মতো। 'দেখতে পাই মৎস্যনারীর উপাখ্যান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মৎস্যপুচ্ছ [স] *বি* মাছের লেজ। 'মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মৎস্যপুরাণ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মৎস্য-অবতারের কাহিনি সংবলিত পুরাণ। 'কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত, বায়ু পুরাণ, এবং মৎস্য পুরাণে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মৎস্য বিক্রেতা [স] *বি* মাছ বিক্রয়কারী। 'মৎস্য বিক্রেতা, আয়কর কর্ম্মচারী, গবর্ণমেন্ট ট্রেজারি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

মৎস্যব্যবসায়ী [স] *বিণ* মাছের ব্যবসাদার। 'তাহারা মৎস্যব্যবসায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৎস্যশিশু [স] *বি* মাছের পোনা। 'মৎস্যশিশুকে, চড়ুই পাখীকে।' *আহসান*, ১৯৫৯।

মৎস্যাকার [স] *বিণ* মাছের মতো আকারবিশিষ্ট। 'মৎস্যাকার বেলুন কল্পনা করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মৎস্যাশী [স] *বিণ* মাছ খায় এমন। 'মৎস্যাশী বাঙালিকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মৎস্যদেশ [স] *বি* প্রাচীন ভারতের একটি রাজ্য। 'মৎস্য দেশ আদি করি ষকল ভ্রমন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'মৎস্যদেশ বর্ত্তমান জয়পুর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মৎস্যরঙ্ক [স] *বি* মাছরাঙা পাখি। 'হেরি যেথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে পড়ে মৎস্যরঙ্ক।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মৎস্যরাঙ্গা [স মৎস্যরঙ্গ] *বি* মাছরাঙা। 'উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মৎস্যরাঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মথন [স] **১** *বি* মন্থন। 'অমৃত মথনে যেন বিষ উপজিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'আঁধার মথন করি যবে লও তুলি গ্রহতারাগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **২** *বি* পীড়ন। 'বালকদিগকে কেবল মথন পড়াইতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মথা [স মথন>] *ক্রি* মন্থন করা। **মথএ** *ক্রি* মন্থন করে। 'আপনি মথএ দধি করি উচ্যস্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মথিবারে** *ক্রি* মন্থন করতে। 'বন্ধনে থাকহ জাই দধি মথিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মথিয়া** *ক্রি* মন্থন ক'রে। 'সমুদ্র মথিয়া অমৃতে তুষ্ট কৈল সুরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মথিল** *ক্রি* মন্থন করলো। 'দেবাসুরে মহোদধি মথিল তোহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মথিলেন** *ক্রি* মন্থন করলেন। 'মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিৎ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মথান [স মন্থন] *বি* মন্থন। 'পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মথিত [স মন্থিত] **১** *বিণ* মন্থিত। 'রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* আন্দোলিত। 'মথিত সাগর।' *বঙ্কিম*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৭৯।

মথুর *বি* ওষধি গাছ। 'ধুথুর মথুর সিন্ধুবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মথুরা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) উত্তর ভারতের একটি নগরী। 'মথুরা নগর যাইতেঁ দিলান্ত মেলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মথুরা মণ্ডল [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মথুরা অঞ্চল। 'যাও সহচরি মথুরা মণ্ডলে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মথুরাজীব *বি* সঙ্গীতবিশেষ। 'মথুরাজীব, চৌপদী, রসকদমী; এই তিন রকম গান শিকিচি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মথ্যমান [স] *বিণ* মথিত হচ্ছে এমন। 'এই মথ্যমান সংসারসমুদ্রের মধ্যে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মদ [স] ১ *বি* গর্ব; অহংকার। 'বিসয় মদে মত্ত হৈয়া তোমা পাসরিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'হিংসামদ দেহে তার না থাকয়ে আর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* মত্ততা। 'বড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদমাৎসর্য্য দম্ভ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৩ *বি* মাদক দ্রব্যবিশেষ; শ্বেতসার অথবা শর্করা জাতীয় বস্তু পচিয়ে চোলাই করে তৈরি তরল পদার্থ। 'মদ আন মদ আন বলি প্রভু ডাকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* হালকা সুরা; ওয়াইন। *ওর্সাঁ*, ১৭৮৫। ৫ *বি* তাড়ি। 'তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মদওয়ালা [স মদ+হি ওয়ালা] *বি* মদ বিক্রেতা। 'মদওয়ালা যে বাইশ গ্লাসের দাম নিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মদকল [স] ১ *বিণ* মত্ততার জন্য মধুর শব্দ উচ্চারণকারী। 'মদকল কোকিল কলরব সংকুল রঞ্জিত বাদন তানে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* মত্ত। 'মদকল করী যথা পশে নলবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মদকলউন্মত্ততা [স] *বি* মত্ততাজাত ধ্বনির নেশা। 'নিজের প্রেম ঐশ্বর্যহীন জীবনের কাছে, এই মদকল, মদকলউন্মত্ততাও।' *জীবন*, ১৯৩২।

মদকলমত্ত [স] *বিণ* মত্ততাজাত ধ্বনিতে উন্মত্ত। 'এই হাতি কেমন খানিকটা মদকলমত্ত।' *জীবন*, ১৯৩২।

মদ খাওনিয়া *বিণ* মাতাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মদগর্ব, মদগর্ব্ব [স] *বি* দাম্ভিকতা। 'ধনবলে বাহুবলে মদগর্ব্ব অতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'দুরাপের মদগর্ব খর্ব করো পরশে নিষ্ক্রিয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মদগর্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অহংকারে উন্মাদ। 'মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মদঘর [স মদ+ঘর] *বি* শুঁড়িশালা; যেখানে মদ বিক্রি ও পান করা হয়। *ওর্সাঁ*, ১৭৮৫।

মদ টানা *ক্রি* মদ পান করা। 'হাতেম বখশের গুষ্টিশুদ্ধ শহরে মদ টানে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মদপায়ী [স] *বিণ* মদ্যপ। 'মদপায়ী হয়, মৌচাকে এত মধু থাকিতেও।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মদবিহ্বল [স] ১ *বিণ* আনন্দের মত্ততায় আবিষ্ট। 'সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল মদবিহ্বল শোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* উন্মত্ত। 'তরুরাজি সদা পুষ্পফুল্ল – মদবিহ্বল অলি।' *জীবন*, ১৯৩০।

মদমত্ত [স] ১ *বিণ* উল্লসিত। 'নবজলমদ-মত্ত ডাকএ দাদুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* মাতাল। 'একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মদমত্ততা [স] *বি* দর্প। 'ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা … নিরাপদ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মদমন্থর [স] *বিণ* ধীর। 'মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়ান।' *কৃষ্ণদাস* ১৫৮০।

মদমাতা [স মদমত্ত] *বিণ* আচ্ছন্ন। 'পিউ পিয়াসী ধেয়ানে মদমাতা।' *সুলতান*, ১৭৫০।

মদমারা [স মদ>] *বি* মদ খাওয়া; মদ্যপান। 'এইবার বাগানে মদমারা বার করছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মদস্রাবী [স] *বিণ* (হাতি) গণ্ডদেশ থেকে এক ধরনের রস নিঃসরণকারী। 'মদস্রাবী, ঈর্ষাপর, সর্বনাশা কুঞ্জরে।' *সুধীন্দ্র* ১৯৩২।

মদান্ধ [স] *বিণ* অহঙ্কারে অন্ধ। 'মদান্ধ স্বার্থান্ধ মানুষ চিরমানবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মদাপ্লুতা [স] *বি স্ত্রী* অতিরিক্ত মদ খেয়েছে যে। 'মদাপ্লুতা, হারানো সম্বিত।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

মদালস [স] ১ *বি* আবেশ-বিহ্বল ভাব। 'আমাদের মঞ্জীর মদালসে গুঞ্জে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* আবেশে বিহ্বল। 'মরাল মদালস নাচে আনন্দে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মদালসা [স] *বিণ স্ত্রী* আবেশে বিহ্বলকারী। 'আজি এই মদালস ফাগুন-নিশীথে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মদোদ্ধত [স] *বিণ* অহংকারে মত্ত। 'মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মদোন্মত্ত [স] *বিণ* মদের নেশায় মাতাল। 'নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদোন্মত্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মদোন্মত্ততা [স] *বি* মদ্যপানের ফলে অস্বাভাবিক আচরণ মাতলামো। 'চারিদিকে এই সমস্ত কদর্য মদোন্মত্ততা।' *শরৎ*, ১৯১৭

মদক [স মোদক] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; ময়রা। 'মদক ১৭৬০৪ জন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মদকালয় [স মোদকালয়] *বি* মিষ্টির দোকান। 'আমি মদকালয়ে বিনা মূল্যে মিষ্টি ভক্ষণ করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মদত, মদৎ, মদদ [আ মদদ] ১ *বি* সহায়তা। 'তোম্মার মদতে মোর দীন প্রবল হৈল।' *সুলতান*, ১৭০০; 'মদদ ইহার পরে কেবল আপনে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আপন আপন সরহদ্দের বাহিরে হুকুম জারি করিতে গেলে তথাকার আদালতের মদৎ আবশ্যক হইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* সমর্থন। 'তোমার মদদ আছে আপনি ইলাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মদন[১] [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব। 'মদনে বেধিল আন্তর।' *বড়ু* ১৪৫০। ২ *বি* কামনা। 'পরসি বিকল ভৈল দুসহ মদন্যে।' *বড়ু* ১৪৫০। ৩ *বি* সম্ভোগ-লালসা। 'সে জন যখন মাতি মদনে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'ঘাড়ে আর নাহি লয় মদনের ঝুঁকি।' *গুপ্ত* ১৮৫৮।

মঅন [স মদন] *বি* মদন। 'লুবুধ মানস চালক মঅন।' *বিদ্যাপতি* ১৪৬০।

মদনগঞ্জন [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) মদনের রূপকে গঞ্জনা দেয় এমন 'মদনগঞ্জন রূপ ভুবনরঞ্জন দিনে দিনে অনাবেশ সাধুর নন্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মদনজ্বালা [স] *বি* কামযাতনা। 'নিবারিয়ে মদনজ্বালা ওহিমুণ্ডে কর গা খেলা।' *লালন*, ১৮৯০।

মদনতরাসে [স মদন+স ত্রাস>] *ক্রিবিণ* কামের জ্বালায়। 'দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মদনদহন [স] *বি* প্রেম-যন্ত্রণা। 'যার লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মদনপীড়া [স] *বি* কামযন্ত্রণা। 'তার সেই পীড়াকে মদনপীড়া বলে সাব্যস্ত করছেন রাজা দুষ্মন্ত।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

মদনবাণ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামবাণ; কামবাসনা। 'পাছেত মদনবাণে হাণিআঁ তাক পরাণে রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মদনবিকার [স] *বি* কামপীড়ায় দেহ ও মনের পরিবর্তন। 'আতিশয় বাঢ়ে মোর মনদবিকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মদন বেগ [স] *বি* কামাবেগ। 'দ্বিগুণ মদন বেগে করে নিধুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মদনমঙ্গল [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব মদনের মাহাত্ম্যকীর্তন। 'দেখিআ জলের ক্রীড়া কুলবধূজন বুড়া মদনমঙ্গল গীত গায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মদন-মদ [স] *বি* কামজনিত মত্ততা। 'মাতিল মদন-মদে পুরুষ কামিনী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মদনমোহন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদনকে মোহিতকারী অর্থাৎ কৃষ্ণ। 'হাসিল সেদিন মোর মুখে ভগবান মদনমোহন-রূপে!' *নজরুল*, ১৯২৫।

মদনরস [স] *বি* প্রেমানন্দ। 'সখীর সহিত তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া, অননুভূতপূর্ব, চিরাকাঙ্ক্ষিত মদনরসের আস্বাদন দ্বারা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মদন রাজা [স] *বি* কাম রিপু। 'মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি সুধাংশু।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'আমার হল কামলোভী মন হলাম মদন রাজার গাঁঠরি টানা। *লালন*, ১৮৯০।

মদনশর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামবাণ। 'দুর্ব্বার মদনশর সহিতেঁ না পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মদনশরজ [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) মদনের শরজাত। 'চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্যকবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মদন-শাসন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিব ঠাকুর। 'নম নম মদন-শাসন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মদন সদন [স] *বি* যৌনাঙ্গ। 'বসন কসন ছলে বসন খসন তাহাতেই দৃশ্য হবে মদন সদন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মদনা [স মদন] ১ *বি* মদন। 'কত ন বেদন মোহি দেসি মদনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'লালন তেমনি মদনা কানা ঘুমের ঘোরে দেয় বাহার।' *লালন*, ১৮৯০।

মদন[2] *বি* ফুলবিশেষ। 'আওলা কুড়চি কিআ মদন বাকস জয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মদনা[1] *দ্র* মদন[1]

মদনা[2] *বি* শালিক পাখি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নানা রঙ্গে পক্ষী নানা ময়না মদনা কাকাতুয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মদনী [আ মদিনা>] *বিণ* (ইসলাম) মদিনা সংক্রান্ত। 'সৈয়দে মক্কী মদনী/ আমার নবি মোহাম্মদ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মদন্তী *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'মদন্তী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মদা *বি* পুরুষ। 'মেদী না মদা বলতে পারলে বলি হ্যাঁ!' *হাসান*, ১৯৬০।

মদার *বি* তার; কর্ম; আদেশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মদারী *বিণ* মাদার ফকিরের অনুসারী। 'মদারী সম্প্রদায়ী লোকে জটাধারণ, ভস্মলেপন, অগ্নিসেবন ও প্রচুর পরিমাণে সম্বিদা সেবন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মদিনা [আ] *বি* মুসলমানদের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। 'মদিনাতে যেইক্ষণে আছিল ইমাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মদিনাবাসী [আ মদিনা+স বাসী] *বি* মদিনার অধিবাসী। 'নিরপরাধে গোপনে গুপ্তহন্তা দ্বারা ডাকাতের মত মদিনাবাসীদিগকে হত্যা করিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মদির [স] *বিণ* মোহাবিষ্ট; মোহময়। 'আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্ত সমীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মদির আঁখি *বি* নেশাগ্রস্ত চোখ। 'মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মদিরতা [স] ১ *বি* আকর্ষণীয়তা। 'তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীয় সৌরভ বেরিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* মোহ। 'মদিরতাময় তোমরা কাহার নারী?' *আহসান*, ১৯৫০।

মদিরতাপূর্ণ [স] *বিণ* আকর্ষণীয়। 'তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীয় সৌরভ বেরিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মদিরেক্ষণ [স] *বিণ* মত্ত অবস্থায় চোখের ঢুলু ঢুলু ভাবযুক্ত। 'নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

মদিরা [স] *বি* মদ। 'যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মদিরাপাত্র [স] *বি* মদ খাওয়ার পেয়ালা। 'মদিরাপাত্র শুষ্ক যখন উৎসবহীন রাতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মদিরাপান [স] *বি* সুরাপান; মদ্যপান। 'মুসলমান-শাস্ত্রে শরাব বা মদিরাপান হারাম।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মদিরাভরা *বিণ* নেশাপূর্ণ। 'দুটি টানা চোখের মদিরাভরা শিথিল চাউনির আবেশের ক্ষুধায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মদিরামত্ত [স] *বিণ* মাদকাসক্ত। 'বিদ্যা শিখিলে মদিরামত্ত লম্পট ও পাপাসক্ত হয়, ইহা বলিতেও লজ্জা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মদিরালয় [স] *বি* মদের দোকান। 'তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা মদিরালয় সংস্থাপনে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

মদিরিকা [স] *বি* মদ। 'অনেকানেক ব্যক্তি মদিরিকা পানে আসক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মদীনা [আ] *বি* আরবের শহর। 'বয়তল-মকদ্দশ আর লিখিল মদীনা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মদীয় [স] *বিণ* আমার। 'সংপ্রতি মদীয় অবস্থা অবগত করাই তাহাতেই অনেক সপ্রমাণ হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

মদুবানা *বি* বাদ্যযন্ত্র। 'ঢোল দগর সানাই মদুবানা তার আসোয়ারি হয় সাদিয়ানা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

AMARBOI.COM

মদ্দ [ফা মরদ] ১ *বি* মর্দ; ব্যাটাছেলে। 'স্থলে উঠে দেখি চেয়ে, কত মদ্দ কত মেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* পারঙ্গম; দক্ষ। 'ডানপিটেরা ঝুলঝাপপুর গুলি-ডাণ্ডায় মদ্দ খুব।' *নজরুল*, ১৯২৬। দ্র **মর্দ**

মদ্দা [ফা মরদ>] *বিণ* পুরুষজাতীয়। 'এই মদ্দা টেঁটি ছুঁড়ি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে ...।' *গৌর*, ১৮২২।

মদ্দা-মেয়ে *বি* পুরুষ স্বভাবের নারী। 'মদ্দা-মেয়ে পুরুষের বাবা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মদ্দি [স মধ্য] *ক্রিবিণ* মধ্যে; ভিতরে। 'পাছ দুয়র দিয়ে বাড়ীত মদ্দিও আসে, বেটার চালচলন বড় খারাপ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মদ্ধ [স মধ্য] *বি* ভিতর; মাঝখান। *মেয়র্স*, ১৭৭০। দ্র **মধ্য**

মদ্ধে [স মধ্যে] *ক্রিবিণ* ভিতরে। 'বিষ্ণুসভা মদ্ধে বস্যাছেন দেব শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মদ্য [স] ১ *বি* মদ। 'মদ্যগন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* উচ্ছ্বাস। 'চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

মদ্যগন্ধ [স] *বি* মদের গন্ধ। 'মদ্যগন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মদ্যপ [স] *বি* মদখোর। 'স্ত্রৈণ মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মদ্যপান [স] *বি* মদ পান। 'মদ্যপান সর্ব্বথা নিষেধ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মদ্যপানাভিভূত [স] *বিণ* মাতাল। 'কোন ব্যক্তি মদ্যপানাভিভূত ধূল্যাবলুণ্ঠিত থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মদ্যপায়ী, মদ্যপায়ি [স মদ্যপায়ী] ১ *বি* মদ খায় যে। 'এক জন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বিণ* মাতাল। 'মদ্যপায়ী ব্যক্তিরা সেরূপ কখনই পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মদ্যভাণ্ড [স] *বি* মদের পাত্র। 'মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘরে গেলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মদ্যমাংস [স] *বি* মদ ও মাংস। 'মদ্যমাংস মণ্ডামিঠাই মতিচুর খাজা সরভাজা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মদ্যানুরাগী [স] *বিণ* মদ্যপানে আসক্ত। 'রাজপথের দ্বিতীয় যামের মদ্যানুরাগী সখা কন্দ্রপ সঙ্গীতস্তনিত গণিকাবল্লভ সকলেই ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মদ্যালয় [স] *বি* পানশালা। 'ইয়োরোপে গুণীজ্ঞানী থেকে চোরচোট্টা সবাই মদ্যালয়ে বসে বিশ্রম্ভালাপ করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মদ্যাসক্তি [স] *বি* মদের প্রতি অনুরাগ। 'বাবুদের মদ্যাসক্তি এবং বেশ্যাসক্তি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মদ্যদেস [স মধ্যদেশ] *বিণ* মাঝখানে। 'কর্ত্তবাটে এড়ে অস্ত্র অঙ্গুলি মদ্যদেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মধু [স] ১ *বি* ফুলের মিষ্ট রস। 'কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ তাত মধুকর মধু পীএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মাধুর্য। 'মধু ক্ষরে গণ্ডস্থলে ব্যালোল মধুপকুলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বিণ* মধুর। 'মৃদু মৃদু মধু উঠে গীতসুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৪ *বি* অমৃত। 'জীবনপদ্মে সংগোপনে রবে নামের মধু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৫ *বিণ* আনন্দময়। 'তোমার সখা-সখীর মধু-চিন্তায় বাধা পাবে?' *নজরুল*, ১৯২৭।

মধু-উৎসব [স] *বি* বসন্ত উৎসব। 'মধু-উৎসবে উঠিত মেতে।' *জীবন*, ১৯২৭।

মধু ঋতু [স] *বি* বসন্তকাল। 'অবহু মধু ঋতু সকল গুভ হেতু দখিনে উয়ল দ্বিজরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুকণ্ঠ [স] *বিণ* মিষ্টভাষী। 'আনি মধুকণ্ঠ উদ্বর্তন ঝাট মর্দন করয়ে অঙ্গে।' *শেখর*, ১৬০০।

মধু-কথা [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ কথা। 'এমনই সে কত মধু-কথা/ ভরিত আমার বদ্ধ বিজন ঘরের নীরবতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মধুকর [স] *বি* ভোমরা, মৌমাছি প্রভৃতি মধুপায়ী পতঙ্গ। 'তাত মধুকর মধু পীএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মধুকরডম্বর [স] *বি* মৌমাছির ঝাঁক। 'কুটিল কটাখ লাট পড়ি গেল। মধুকরডম্বর অম্বরে ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুকরী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* মধুর। 'তুমিও আইস দেবি, তুমি মধুকরী কল্পনা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* মৌমাছি। 'এ তোমার দুখ দেখি সখী মধুকরী/ উড়ি পড়ে তব গলে যবে লো সে কাঁপে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মধুকরীশ্বরী [স] *বি* মৌমাছিদের রানী। 'মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মধু-কল্পনা [স] *বি* মধুর ভাবনা। 'এই মধু-কল্পনার স্নিগ্ধকারুণ্য আমার বুকে কেমন...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মধুকাল [স] *বি* বসন্ত ঋতু। 'মদন-স্যন্দন যেমনি অপরাজিতা কাননে চলে মধুকালে মন্দগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'মধুময় মধুকাল সর্বত্র জগতে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মধুকুলকুলি, মধুকুলকুলি পাখি *বি* পাখিবিশেষ। 'পল্লবদলের মধ্যে অসংখ্য মধুকুলকুলির বাসা।' *তারা*, ১৯২৯; 'মধুকুলকুলি পাখিগুলি নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে।' *তারা*, ১৯৪২।

মধুকোষ [স] *বি* মৌচাক। 'উড়ো ভ্রমরটা ... মধুকোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মধুক্রম [স] *বি* মৌচাক। 'মধুমক্ষিকার মধুক্রম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মধুক্ষরা [স] *বিণ* মিষ্ট স্বরযুক্ত। 'তরুণ কণ্ঠটি ছিল তাহার ...বাঁশির মত সুডৌল, মধুক্ষরা।' *তারা*, ১৯২৯।

মধুগন্ধ [স] *বি* সুগন্ধ; মিষ্টি গন্ধ। 'মধুগন্ধে লুব্ধ হয়ে তায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মধুগন্ধী [স] *বিণ* মিষ্টি গন্ধযুক্ত। 'ওই সব মধুগন্ধী গাছের গোড়ায় বাসা বাঁধিয়াছে কত বিষধর –!' *তারা*, ১৯৪০।

মধুগীতি [স] *বি* মধুর সংগীত। 'কী মধুগীতি তুলিলে নদী-কল্লোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মধুঘন [স] *বিণ* মধুময়। 'মধুঘন রাত, স্বপ্ন চোয়ানে শান্ত মুগ্ধ রাত।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মধুচক্র [স] *বি* মৌচাক। 'মধুমক্ষিকাদির মধ্যে কতকগুলি ... মধুচক্র নির্মাণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মধুচাক [স মধুচক্র] *বি* মৌচাক। 'সঞ্চিত সে থাকে ভ্রমরের এক মধুচাকে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মধুচিন্তা [স] *বি* প্রণয়চিন্তা। 'তোমার সখাসখীর মধুচিন্তায় বাধা পাবে?' *নজরুল*, ১৯২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধুচ্ছন্দ [স] ১ *বি* সুললিত ছন্দ। 'নবীন উৎসাহ ভরা মধুচ্ছন্দ।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* মধুরধ্বনি। 'অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মধুচ্ছন্দা [স] *বিণ স্ত্রী* সুমধুর ছন্দ তোলে এমন। 'মিলালে আনি অনাদি বাণী নবীন মধুচ্ছন্দা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মধু জামিনি [স মধুযামিনী] *বি* মধুময় রাত; বসন্তকালের রাত। 'তীতি হোইতি মধু জামিনি রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধু জীব [স] *বি* মৌমাছি। 'পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুজীবী [স] ১ *বি* ভ্রমর; মৌমাছি। 'ও মধুজীবী তোঁহী মধুরাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে মধুজীবী।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* মধুসংগ্রহ করে জীবনধারণ করে যে। 'মধুজীবীর প্রবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মধুদূত [স] *বিণ* বসন্তের বার্তা বহনকারী। 'কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল দিতে নিজ মধু-রব।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মধুদ্রুম [স] *বি* মধু দেয় এমন গাছ; মহুয়াগাছ। 'মৌল – মধুদ্রুম, শোভাঞ্জন জটাধর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মধুধার [স] *বি* মধুধারা। 'হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

মধু নির্বাস, মধু নির্য্যাস [স] *বি* মিষ্টি রস। 'তৃণ সকল হইতে মধু নির্য্যাস করিবার নৈপুণ্য।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মধুনিশি [স] *বি* বসন্তকালের রাত্রি। 'সেদিনও তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মধুপ [স] *বি* ভ্রমর। 'মধু ক্ষরে গণ্ডস্থলে ব্যালোল মধুপকুলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মধুপর্ক [স মধুপর্ক] *বি* (হিন্দু আচার) মধু, ঘি, দই ও নারকেল জলের মিশ্রণে তৈরি মধুপর্ক, যা পূজার উপচার। 'কাঁসারির দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটী চুমকী ঘটী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মধুপগুঞ্জ [স] *বি* মৌমাছির মৃদুধ্বনি। 'মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

মধু-পবন [স] *বি* বসন্ত বাতাস। 'সহসা তাহা শুনিব মধু-পবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মধুপর্ক [স] *বি* (হিন্দু আচার) মধু, ঘি, দই, চিনি ও নারকেল জলের মিশ্রণে তৈরি পূজার উপচার। 'মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মধুপাত্র [স] *বি* মধু রাখার পাত্র। 'মধুপাত্রে হতপ্রাণ পিপীলির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মধুপান [স] ১ *বি* চুম্বন। 'সব কলা সংপুনী তোঁ দেহ মধুপান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্বার্থসিদ্ধি। 'মধুপান সদা করেন, কৌতুকে কাল হরেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মধুপানমত্ত [স] *বিণ* মধুপানে মত্ত আছে এমন। 'দ্বিরেফ শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরেই মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মধুপানরত [স] *বিণ* মধু পান করছে এমন। 'পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরগণ আহ্লাদে মধুপানরত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

মধু-পিয়াসী [স মধু+পিয়াসী] *বিণ* মধুর জন্যে তৃষ্ণার্ত। 'কুসুমকান্তি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মধুপ্রিয় [স] *বি* মধুরূপ প্রিয়। 'অঞ্জন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন অলি মধুপ্রিয় পানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মধুফুল [স] *বি* বোঁটার কাছে মধু থাকে এমন ফুলবিশেষ। 'পুকুর পাড় থেকে মধুফুল তুলে খেলো।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

মধুবর্ষণ [স] *বি* মধুরূপ বর্ষণ; পুলক সঞ্চার করা। 'ভোরের আলো তাহার চক্ষে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মধুবায় [স] *বি* নির্মল বাতাস; মধুর বাতাস। 'সুখছায়ে মধুবায়ে এসো এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মধুবিলাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বসন্তকালের প্রিয়। 'এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি/ তবু তুমি মধুবিলাসিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মধুভাণ্ড [স] *বি* মধুর পাত্র। 'মধুভাণ্ড লইয়া ... ঠাকুরপো মধু পাঠাইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মধুভাণ্ডার [স মধুভাণ্ডাগার] *বি* রসের ভাণ্ডার। 'সেখানেও সম্প্রতি ক্ষীণ মধুভাণ্ডার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মধুভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মধুর কথা বলে এমন। 'মধুভাষিণী, সুচারুহাসিনী, সে মায়া-হরিণী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মধুভুক [স] *বি* মৌমাছি। 'দিনরাত্তির মধুভুক সেজে পদ্য বানায়, ওহো, কী রাবিশ!' *শামসুর*, ১৯৫৯।

মধুমক্ষিকা [স] *বি* মৌমাছি। 'এক প্রবীণ প্রাচীন মধুমক্ষিকা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মধুমক্ষী [স] *বি* মৌমাছি। 'শূন্যে ছড়ায়ে ঊর্ণাজাল, মধুমক্ষীরে উপহাসে ঘিরে জাগ্রত মহাকাল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মধুমখিকা [স মধুমক্ষিকা] *বি* মৌমাছি। 'সৈন সাজল মধুমখিকা কুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুমতি [স মধুমতী] *বিণ* মধু নিঃসরণকারী। '... এহো রস জানএ মধুমতি দেবি সুরুক্তা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুমতী-পুরী [স] *বি* মৌচাক। 'শিলীমুখবৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী-পুরী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মধুমত্ত [স] *বিণ* মধু খেয়ে মত্ত। 'মধুমত্ত মধুকর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মধুমদমোদিত [স] *বিণ* মধুরূপ মদে বিমোহিত। 'মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে রে সব প্রাণ উচ্ছ্বসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মধুমদিরা [স] *বি* সুস্বাদু মদ। 'যে যৌবনখানি/ একদিন পথে যেতে বল্লভেরে দিয়েছিল আনি/ মধুমদিরার রসে বেদনার নেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মধুময় [স] ১ *বিণ* মাধুর্যপূর্ণ। 'মধুময় মধুকাল সর্বত্র জগতে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* আনন্দময়। 'এ দ্যুলোক মধুময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* মিষ্টভাষাপূর্ণ। 'তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মধুময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সুমধুর। 'যেন তারা মধুময়ী দুরাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মধুমাখা [স মধু+মাখা] ১ *বিণ* মিষ্টি। 'মধুমাখা কথা কয়ে মোরে কিনে নিলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* মধুময়। 'তনুঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* আপাতদৃষ্টিতে মধুর। 'অধর্মের মধুমাখা বিষফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মধুমাছি [স মধু+মাছি] *বি* মৌমাছি। 'তাদের বনের অনেক

AMARBOI.COM

মধুমাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মধুমাধুরী [স] *বি* মাধুর্যময় সৌন্দর্য। 'বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী, আহা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মধুমান [স] *বিণ* মনোহর। 'মধুমান সূর্য সোম ঢালিয়াছে জ্যোতি।' *জীবন*, ১৯৩০।

মধুমিলন [স] *বি* আনন্দপূর্ণ মিলন। 'কী মধুমিলন হইল!' *নজরুল*, ১৯৩১।

মধুমুখ [স] *বি* লাবণ্যময় মুখ। 'ওই-সব মধুমুখ অমৃত-সদন না জানি রে আর কারা করিবে চুম্বন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মধুযামিনী [স] **১** *বি* বসন্তের রাত। 'দুজনে দেখা হলো মধুযামিনী রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'ফিরে ফিরে গেল কেঁদে মধুযামিনী।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* আনন্দময় সময়। 'আমাদের ধনকুবেরেরা ... মধুযামিনী যাপন করবেন চন্দ্রপৃষ্ঠেই।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মধুরজনী [স] *বি* আনন্দের রাত। 'মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া মোহের মদির জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মধু-রব [স] *বি* মিষ্ট কণ্ঠস্বর। 'কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল দিতে নিজ মধু-রব।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'পাখি গাইছে মধুরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মধুরস [স] *বিণ* সুমধুর। 'অনন্ত অপূর্ব কথা মধুরস বাণী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মধুরাজ [স] *বি* বসন্তকাল। 'মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা/ কহে মধু সহ, ব্রজের বালা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মধুরাত [স মধুরাত্রি] *বি* বসন্তের রাত। 'বিরহ মধুর হলো আজি মধুরাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'মধুরাত নাই হতে – ইস্, মাধবীর কুঞ্জে হাজির।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মধুরাম্ল [স] *বিণ* অম্লমধুর; টকমিষ্টি। 'মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মধুরিতু [স মধুঋতু] *বিণ* মধুঋতু। 'কুসুমিত কানন বসন্ত মধুরিতু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মধুলুব্ধ [স] *বিণ* মধুলোভী। 'ধর্ম্ম পদরজে মধুলুব্ধ বারমতি।' *রামাই*, ১৭১০।

মধুলোভ [স] *বিণ* মধুর প্রতি আকর্ষণ। 'মধুলোভে মধুকর করে নানা খেলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

মধুলোভী [স] *বিণ* মধুর প্রতি আকর্ষণ আছে এমন। 'মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মধুসখা [স] *বি* বসন্তকালের সখা; কোকিল। 'গাইছে জাগিয়া তরুশাখে মধুসখা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মধুসমীরণ [স] *বি* বসন্তের বাতাস। 'ওগো তাই ফুলবনে মধুসমীরণে ফুটে ফুল কত শোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মধুস্বপ্ন [স] *বি* মধুর স্বপ্ন; কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। 'যে আমার মধুস্বপ্ন একান্ত হৃদয়ে।' *সিকান্দার*, ১৯৫৬।

মধুস্বর [স] *বি* সুমধুর স্বর। 'পিক যথা গায় মধুস্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'পরস্পরে, মধুস্বরে, মনের কথা কয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মধুস্বরা [স] *বিণ স্ত্রী* মিষ্ট কণ্ঠ এমন। 'মধুস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মধু-স্মৃতি [স] *বি* সুখস্মৃতি। 'আঁকড়ে ধরে থাকা মধু-স্মৃতিটুকু বিসর্জন দিতে পারিনি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মধুহাস [স মধুহাস্য] *বি* মধুময় হাসি। 'তিমির উজ্জ্বল হৈল মুখ মধুহাসে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মধুহীন [স] *বিণ* মধুশূন্য। 'মধুহীন কর না গো তব মনঃকোকনদে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মধুক [স] *বি* অশোক ফুল। 'আধর বন্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মধুকর[১] *দ্র* মধু

মধুকর[২] [স] *বি* প্রাচীন বাংলার নৌকাবিশেষ। 'মধুকর ডিঙা থেকে না জানি।' *জীবন*, ১৯৩২।

মধুকূপী **১** *বি* পোকাবিশেষ। 'মধুকূপী আর পরথুপী আর কানসোনা, নীলমাছি!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বি* ঘাসবিশেষ। 'নীল হয়ে বিছায়েছে পৃথিবীর মধুকূপী ঘাস।' *জীবন*, ১৯৩০; 'বাদামী পাতার ঘ্রাণ – মধুকূপী ঘাস।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মধুটগর *বি* ফুলবিশেষ। 'অশোক কিংশুক মধুটগর।' *ভারত*, ১৭৬০।

মধুবন [স] *বি* বৃন্দাবনে অবস্থিত বনবিশেষ। 'শ্রীমধুবন-গোবর্ধন-সঙ্কেতবট।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মধুবীজ [স] *বি* ডালিম ফল। 'মধুবীজ সুফল রোচন কুচফল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মধুমঞ্জরী [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন করে/ মধুমঞ্জরীলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মধুমতী [স] *বিণ স্ত্রী* মধুসমৃদ্ধ। 'নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মধুমরিচ [স মধু+মরিচ] *বি* মশলাবিশেষ। 'হইল মধুমরিচ রোসনকোশা তাহে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মধুমল্লিকা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মধুমল্লিকা।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

মধুমাত *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'মধুমাত – কাফি ঠাটের ওড়ব জাতীয় রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মধুমালতী [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'অলি কি মধুমালতীর অঘ্রাণে পলায়ন করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মধুমাস [স] *বি* চৈত্রমাস। 'মধুমাস অপায় মাধব পরবেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মধুয়া ঘাগড়া *বি* এক ধরনের বড়ো ঘাস। 'মধুয়া ঘাগড়ার তলে এসে বসে থাকে বেলে মাছ।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

মধুর [স] **১** *বিণ* প্রীতিকর। 'ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি মধুর বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* মিষ্ট। 'মধুর মধুর হাসে জিনি সর্বকলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ/ চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* আরামদায়ক। 'চারদিকে মধুর রোদ্দুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বিণ* বিমুগ্ধ। 'আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৫** *বিণ* আনন্দময়। 'এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৬** *বিণ* মৃদুমন্দ। 'সুন্দর সকাল বেলায় মধুর বাতাসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৭** *ক্রিবিণ* মনোহর স্বরে। 'হৃদয় মাঝে মধুর বাজে কী উৎসবের শাঁখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৮** *বি* সুন্দর। 'রুদ্র বসি তাই শোনে, মধুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মধুরকণ্ঠ [স] *বিণ* মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী। 'কখন কখন মধুরকণ্ঠ অপ্সরীগণের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মধুর গত [স মধুর+গৎ] *বি* মিষ্টি সুর। 'বেণু-বীণার মধুর গত।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

মধুরতম [স] *বিণ* অতিশয় মধুর। 'তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থ সকলের উদয় হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম জীবন্ত সম্বন্ধসকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মধুরতর [স] *বিণ* আরও মিষ্ট। 'শ্রুত সংগীত মধুর, অশ্রুত সংগীত মধুরতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মধুরতা [স] *বি* মাধুর্য। 'আমি আপন মধুরতা আপনি জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মধুরনাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুমধুর শব্দ করে এমন। 'মধুরনাদিনী নির্ঝরিণীর সুরে সুর মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিতেছে।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

মধুরভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সুমধুর কথা বলে এমন। 'স্থূল নিতম্বিনী মধুরভাষিণী গজেন্দ্রগামিনী ... ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মধুরভাষী [স] *বিণ স্ত্রী* মিষ্টভাষী। 'যিনি শান্ত, সদয়, ক্ষমাবান, ধৈর্য্যবান, মধুরভাষী ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মধুরস্ফীত [স] *বিণ* মধুময়; মধুতে উপচে পড়ে এমন। 'সাদি মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মধুর-স্বভাবা [স] *বিণ স্ত্রী* শান্ত স্বভাববিশিষ্ট। 'মেয়েরা প্রায় সবাই রূপবতী ... মধুর-স্বভাবা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মধুরস্বরা [স] *বিণ স্ত্রী* মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী। 'আহা। মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হলো।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মধুরহাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর হাসে এমন। 'সুখঘুমঘোরে মধুরহাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মধুরা [স] *বিণ স্ত্রী* মনোহর। 'আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মধুরি[1], **মধুরি ফুল** *বি* মহুয়া ফুল। 'অধর মধুরি ফুল পিয়া মধুকর তুল বিনু মধু কত খন জীবে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুরি[2] [স মধু>] *বিণ* মধুর। 'মধুরি মদন শর রঙ্গ।' *আলাওল*, ১৭৫০।

মধুরিম [স মধুরিমা] *বিণ* মধুর। 'নাগর মধুরিম ভাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুরিমা [স] ১ *বি* সৌন্দর্য। 'কেহ হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ কি?' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বি* মাধুর্য। 'নিত্য জাগে সরস সংগীত মধুরিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মধুরিমাময় [স] *বিণ* মাধুর্যপূর্ণ। 'সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরিমাময় দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মধুরেণ সমাপয়েৎ [স] – মিষ্টি তথা উত্তম কিছু দিয়ে শেষ করা। 'রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মধূখ [স] *বি* মোম। 'মধুমক্ষিকাদির মধ্যে কতকগুলি মধূখ আহরণ করে ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মধে *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'আমাপুতি মহাশয় মনের মধে ভার করিয়াছেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মধ্য [স] *বিণ* মাঝখানে। 'দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মধ্য-এশিয়া [স মধ্য+ই এশিয়া] *বি* এশিয়ার মধ্যভাগ। 'মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মধ্যগগন [স] *বি* মধ্যাকাশ। 'অবশেষে সূর্য যখন মধ্যগগনে অধিরোহণ করিবে, যখন অন্তঃকরণ অমৃতসরোবরে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মধ্যগত [স] ১ *বিণ* অন্তর্গত। 'ইহার মধ্যগত কোন২ কথার তাৎপর্য গ্রহ হইল না।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বিণ* মধ্যবর্তী। 'তাহারা ... পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মধ্যগ্রন্থি [স] *বি* মূল বৈশিষ্ট্য। 'দ্রৌপদী চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ত্ব ... ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মধ্যজল [স] *বি* নদীর মধ্যবর্তী স্থান। 'মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙ্গিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মধ্যদিন [স] ১ *বি* মধ্যাহ্ন। 'প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি গেছে মধ্যদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'মধ্যদিনে মৌমাছিরা বেড়াক মৃদু গুঞ্জরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* মোক্ষম সময়। 'অধরের অধীর চুম্বনে সান্নিধ্যের মধ্যদিনে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মধ্যদিনের ভোজন *বি* দুপুরের খাবার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মধ্যদেশ, মদ্যদেস [স] ১ *বি* কোমর। 'সিংহ জিনি মধ্যদেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মধ্যস্থান। 'কর্ত্তবাটে এড়ে অস্ত্র অঙ্গুলি মদ্য দেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মধ্যপথ [স] ১ *বি* মাঝ পথ; পথের মাঝখান। 'সেনা লইয়া নিশ্চল হইয়া মধ্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮; 'মধ্যপথে নরনারী অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* মাঝামাঝি পন্থা। 'তিনি নূতন ও পুরাতনের মধ্যে একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মধ্যপন্থা [স] *বি* মাঝামাঝি উপায়। 'পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্যপন্থা বাহির করিয়া লহে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মধ্যপন্থী [স মধ্য+হি পন্থী] *বিণ* উদার মতাবলম্বী। 'ইঁহাদিগকে মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মধ্যপর্ব [স] *বি* মধ্যযুগ। 'মধ্যপর্বে মোসলেম শাসন অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন আনে না।' *সনৎ*, ১৯৭০।

মধ্য প্রদেশ [স] *বি* কেন্দ্রস্থল। 'মধ্য প্রদেশ বেড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মধ্যপ্রাচ্য [স] *বি* এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশসমূহ। 'মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানের ... ।' *উমর*, ১৯৬৮।

মধ্যবয়সী [স] *বিণ* বয়সের মধ্যপর্বে পৌঁছে গেছে এমন। 'বাড়িওয়ালির মধ্যবয়সী মেয়েকে সে ভালোবেসেছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মধ্যবর্তি, মধ্যবর্ত্তি [স মধ্যবর্তী] ১ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত; আওতাধীন। 'ঐ জিলার মধ্যবর্ত্তি শত্রজিৎ গ্রামে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'দীন দরিদ্র কি মধ্যবর্ত্তি লোকেরদিগের উপর অত্যন্ত বল প্রকাশপূর্ব্বক ইংরাজরা দৌরাত্ম্য করিবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবর্তিতা, মধ্যবর্ত্তিতা [স] *বি* মধ্যস্থতা। 'গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীর মধ্যবর্ত্তিতায় সকল শেষ হইবে।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩; 'এদের মধ্যবর্তিতায় দেশের লোকে তাঁকে কিছু কিছু বুঝতে পারবে।' *মোতাহের*, ১৯৩৭।

মধ্যবর্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। 'পৃথিবী সূর্য্য এবং চন্দ্রের মধ্যবর্তিনী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মধ্যবর্তী, মধ্যবর্ত্তী [স] ১ *ক্রিবিণ* মাঝামাঝি স্থানে। 'যদি মধ্যবর্ত্তী ক্রেয়া করিবার উপায় থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'জমিদার ও মধ্যবর্ত্তী লোকের ত কষ্টের সীমা নাই।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ* অভ্যন্তরস্থ। 'তমস্তূপের মধ্যবর্ত্তী একটি সামান্য মৃত্তিকাময় কুটীরে।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

মধ্যবিৎ [স] *বিণ* মাঝামাঝি স্থানে স্থিত। 'মধ্যবিৎ ভাবে কিছুকাল স্থায়ী হন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মধ্যবিত্ত [স] *বিণ* ধনীও নয়, গরিবও নয় এমন। 'মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'উত্তর-পশ্চিম বিভাগে প্রায় মধ্যবিত্ত লোকেরাই বাস করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'আমার বোধ হয় বড়োমানুষের ঘরে বাল্যবিবাহ যতটা আছে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক [স] *বিণ* অর্থনৈতিকভাবে মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছে এমন জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন। 'অন্যান্য দেশের মতো তাই ভারতেও জাতীয় আন্দোলন মোটামুটি মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক।' *উমর*, ১৯৬৬।

মধ্যবিত্ততা [স] *বি* মধ্যবিত্ত অবস্থা। 'আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পাননি ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মধ্যবিত্তশ্রেণী [স] *বি* ধনী ও দরিদ্রের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা জনগোষ্ঠী। 'ইউরোপের মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষই আত্মবিত্তের জানেন।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'মধ্যবিত্তশ্রেণী ও জাতীয়তাবাদের উত্থানের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার উত্থান।' *উমর*, ১৯৬৬।

মধ্য-বিদ্যালয় [স] *বি* মাধ্যমিক বিদ্যালয়। 'শিক্ষকদের যথাসম্ভব নতুন প্রণালীর মধ্য-বিদ্যালয়ে স্থান করবেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মধ্যবিধ [স] *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'সামান্য ও মধ্যবিধ গৃহস্থগণ এক বধূ দ্বারা প্রায় সকল কর্ম্মই নিষ্পন্ন করেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মধ্যভাগ [স] *বি* মাঝখানের অংশ। 'নয় ভাগের মধ্যভাগে যে যে দেশ সকল তাহাদের নাম ... ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মধ্যমণি [স] ১ *বিণ* মাঝখানকার। 'সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বি* হারের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ রত্ন। 'দুলিছ মধ্যমণি সুরমার কণ্ঠহারে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মধ্যমণিস্বরূপ [স] *বিণ* প্রধান ব্যক্তির মতো। 'বস্তুত তিনি উক্ত গ্রামের মধ্যমণিস্বরূপ ছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মধ্যমধ্যশ্রেণী [স] *বি* মধ্যম মানের মধ্যবিত্ত। 'মাল্যবান কি নিম্নমধ্যশ্রেণীর – না, মধ্যমধ্যশ্রেণীর?' *জীবন*, ১৯৪৮।

মধ্যযাম [স] *বি* মধ্যরাত। 'মধ্যযামে সাহিত্যের কত না কবিতা।' *আহসান*, ১৯৫৯।

মধ্যযামিনী [স] *বি স্ত্রী* মাঝরাত। 'মধ্যযামিনীর স্পন্দে শব্দহীন হলো, তখনও সে।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

মধ্যযুগ [স] ১ *বি* ইউরোপের রেনেসাঁসের (চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতাব্দীতে সূচনা) আগের যুগ। 'মধ্যযুগের য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীতে এইরূপ কূটতর্কের চুষি চিবানোর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'কামালপাশা বললেন, মধ্যযুগের অচলায়তন থেকে তুরস্ককে মুক্তি নিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'মধ্যযুগের অবসান স্থির করে দিতে গিয়ে ইয়োরোপ গ্রীস হতেছে উজ্জ্বল খৃষ্টান।' *জীবন*, ১৯৪২। ৩ *বি* ইংরেজ আমলের পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দী। 'ভারতীয় মধ্যযুগের কবিস্মৃতিভাণ্ডার সুহৃদ্ ক্ষিতিমোহনের ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মধ্যযুগী [স মধ্যযুগীয়] ১ *বিণ* অত্যন্ত পুরাতন। 'মধ্যযুগী অশ্বত্থের নীচে হেঁটে যেতে।' *শামসুর*, ১৯৫৯। ২ *বিণ* মধ্যযুগের ধ্যান-ধারণা লালনকারী। 'মধ্যযুগী এক যুবক গোস্বামী দেহেই পেতে চায় পথের নির্দেশ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৩ *বিণ* মধ্যযুগের। 'হাড্ডিসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক, মধ্যযুগী বিবর্ণ পটের মতো ধূ-ধূ।' *শামসুর*, ১৯৭০।

মধ্যযুগীয় [স] ১ *বিণ* মধ্যযুগের। 'তিনি তুরস্ককে মধ্যযুগীয় আবহাওয়া মুক্ত করেছেন।' *সওগাত*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* মধ্যযুগের মতো অনগ্রসর। 'সমাজ প্রায় মধ্যযুগীয় স্তরেই পড়িয়া আছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মধ্যরুশিয়া [স মধ্য+ই রুশিয়া] *বি* রাশিয়ার মধ্যভাগ। 'তুর্কমেনি যুবকদের মধ্যরুশিয়ার বড়ো বড়ো কারখানায় শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মধ্য স্তর [স] *বি* মাধ্যমিক স্তর। 'মধ্য স্তরে সাধারণ ছাত্রসংখ্যা... ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

মধ্যস্থ [স] ১ *বিণ* অভ্যন্তরস্থ। 'মধ্যস্থ মুদ্দাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* শালিস; দুপক্ষের মাঝখানে থাকে যে। *ডানকান*, ১৭৮৫; *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'ন্যায়দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের কোটি করিয়া বাবুকে মধ্যস্থ মানেন।' *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বিণ* মধ্যস্থতাকারী। 'কিন্তু উভয় পক্ষীয় মধ্যস্থ সাহেবেরা অসম্মত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৪ *বিণ* মাঝখানকার। 'দুটি চরণ পাশাপাশি না মিলে মধ্যস্থ একটি কিংবা দুটি চরণ ডিঙিয়ে মেলে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মধ্যস্থতা [স] ১ *বি* মীমাংসাকারী। 'বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থতা মানেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সহযোগিতা। 'দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বি* মাধ্যম। 'মাতৃভাষার মধ্যস্থতায় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত।' *ইসলাহ*, ১৯৩২। ৪ *বি* মীমাংসা। 'ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হয়।' *তারা*, ১৯৫৩।

মধ্যস্থল [স] *বি* মধ্যভাগ। 'কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মধ্যস্থা [স] ১ *বি স্ত্রী* মীমাংসাকারী। 'লীলাবতী উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বিণ* মধ্যবর্ত্তী। 'তাহার মধ্যস্থা ঐ উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী ছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

মধ্যস্থিত [স] *বিণ* মধ্যবর্ত্তী। 'পৃথিবী স্থির ও অন্তরীক্ষবিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যস্থিত ... ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

মধ্যস্বত্বভোগী [স] *বিণ* দুটি শ্রেণীর মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে সুবিধা ভোগকারী। 'কৃষককুল ও রাজশক্তির মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী কোন জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি।' *সনৎ*, ১৯৭০।

মধ্যা [স] *বিণ* মধ্যস্থ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মধ্যাকাশ [স] *বি* মাথার উপরের আকাশ। 'মধ্যাকাশে শোভিল তপন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যাবস্থ [স] *বি* মধ্যবিত্ত। 'কলকেতার কি বড় মানুষ কি মধ্যাবস্থ এক একজন এক একটি রত্ন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মধ্যাবস্থাপন্ন [স] *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'মধ্যাবস্থাপন্ন-গৃহের বধূ অথবা কন্যা হন তাহা হইলে প্রাতে উঠিলেন।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

মধ্যে ১ *ক্রিবিণ* ভিতরে। 'মধ্যে কিঞ্চক জ্যোতি তপ্ত হেমমএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* অন্যদের বা অনেকের সঙ্গে। 'প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মধ্যে মধ্যে ১ *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ পর পর। 'মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* কখনো কখনো। 'কর্ত্তব্য কাজ এই মধ্যে২ তাঁত নজর করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'পানের বাটা থাকেন, মধ্যে মধ্যে বামহস্তে দুই একটা মসলা বদনে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মধ্যেস্থিত [স মধ্যস্থিত] *বিণ* মাঝখানে অবস্থিত। 'মধ্যেস্থিত সুষমণা সদা প্রবল বহে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মধ্যম[1] [স] ১ *বিণ* মাঝারি ধরনের। 'মধ্যম ভাগবত বলি এই রূপ হয়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ভালোও নয় মন্দও নয় এই রকমের যে। 'উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* দ্বিতীয়; মেজো। 'মধ্যমের নাম গুণানন্দ।' *রামরাম*, ১৮০১; 'মধ্যম রামকৃষ্ণ কনিষ্ঠ রামজীবন।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৪ *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'এই মহানগরে ... ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মধ্যমপুত্র [স] *বি* মেজো ছেলে। 'গিন্নির মধ্যমপুত্র শনির দশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মধ্যমবাবু [স মধ্যম+ফা বাবু] *বি* মেজো বাবু। 'তৎপরে মধ্যমবাবু ঐ প্রকার শ্রীরাদাবল্লদ অর্থাৎ শ্রীরাধাবল্লভ নাম হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মধ্যম লোক [স] *বি* মধ্যবিত্ত। 'ঐ গ্রন্থ সকলের গ্রাহ্য বিশেষতঃ মধ্যম লোক এবং দোকানদার লোকের মধ্যে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মধ্যম শ্রেণী [স] *বি* মধ্যবিত্ত। 'মধ্যম শ্রেণীর লোকেরাও।' *এসলাম*, ১৮১৯।

মধ্যমা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* মেজো। 'মধ্যমা কন্যার যুতবিভাহ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* হাতের তর্জনী ও অনামিকার মাঝখানের আঙুল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণজনিত বায়ব তাপের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মধ্যম[2] [স] *বি* সংগীতে স্বরসপ্তকের চতুর্থ স্বর – মা। 'যদি স্থলবিশেষে মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মধ্যমান [স] *বি* গানের তালবিশেষ। 'মধ্যমান রূপক প্রভৃতি তাল যত।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'এ প্রবাহিণীর সুর ললিত, তাল মধ্যমান।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'ভীমপলশ্রী মধ্যমান।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মধ্যসাগর [স] *বি* ভূমধ্যসাগর। 'মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মধ্যা[1] দ্র মধ্য

মধ্যা[2] [স] *বি* বৈষ্ণবশাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তাহার ভেদ তিন।' *ভারত*, ১৭৬০।

মধ্যাকর্ষণ [স] *বি* যে বলের দ্বারা কোনো বস্তু অন্য বস্তুকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে। 'যেমন জ্যোতিষ্ক সকল মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মধ্যাহ্ন [স] ১ *বি* দুপুরবেলা। 'মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কৈল শ্রীমুখদরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মধ্যাহ্ন দিনকৃতি করিআ ধনপতি শুনে সাধু আগম পুরাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* দুপুরের আহার। 'মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* তুঙ্গ স্থান। 'জীবনের যথার্থ সমাধা যৌবনমধ্যাহ্নে আজি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

মধ্যাহ্ন-আকাশ [স] *বি* দুপুরের আকাশ। 'পশ্চাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মধ্যাহ্নকাল [স] *বি* দুপুরবেলা। 'বামন, ভ্রমণ করিতে করিতে, মধ্যাহ্নকালে, এক ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মধ্যাহ্নগগন [স] *বি* তুঙ্গ অবস্থা। 'ফরাসী দাড়ি তার গৌরবের মধ্যাহ্নগগনেও সর্দারজীর দাড়িকে যখন হার মানাতে পারেনি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মধ্যাহ্নতন্দ্রা [স] *বি* দুপুরের ঘুম। 'নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মধ্যাহ্নভোজ [স] *বি* দুপুরের আহার। 'মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষপতি গৃহস্বামী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মধ্যাহ্নভোজন [স] *বি* দুপুরের খাবার। 'যত্ন করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মধ্যাহ্নমার্তণ্ড [স] *বি* দুপুরের সূর্য। 'এই এহেন রবি আজ মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের মতো অগ্নিচক্র হয়ে উঠেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মধ্যাহ্নলগ্ন [স] *বি* তুঙ্গ দশা। 'উনিশ শতকের নবজাগরণের মধ্যাহ্নলগ্নে শাস্ত্রাচার ও দেশাচারের শাসরুদ্ধকারী অশুভ প্রভাবে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মধ্যাহ্নস্বপ্ন [স] *বি* দিবাস্বপ্ন। 'মধ্যাহ্নস্বপ্ন বলিয়াই স্থির জানিও।' *কোহিনুর*, ১৯২৪।

মধ্যাহ্নিক [স] *বিণ* দুপুরের। 'বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্নিক স্নানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মধ্যাহ্নিক রেখা [স] *বি* এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত দ্রাঘিমাংশ। 'যে সকল দ্রাঘিমা পরিমাপক রেখা এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে, তাহারদিগের নাম মধ্যাহ্নিক রেখা।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মন[1] [স মনঃ] ১ *বি* মেজাজ। 'মনত হরিষ কর ঈষত হাসিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* হৃদয়। 'নিরন্তর গুন কহি হরুক তার মন।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* চিন্তা। 'ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* ইচ্ছা। 'শেষলীলা শুনিতে সবার হৈল মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বি* মনের কথা। 'মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিলা তারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৬ *বি* মতের মিল। 'না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৭ *বি* মনোযোগ। 'মন দিয়া শুন তাই নগরকীর্ত্তন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৮ *বি* প্রসন্নতা। 'হোরির বকসিস দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী রাখী পূর্ণিমার প্রণামি দিয়েও মন পাওয়া ভার।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৯ *বি* অভিমত। 'কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মনটা কি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

মন-আগুন *বি* মনের যন্ত্রণা। 'আমিই পুড়ি মন-আগুনে।' *তারা*, ১৯৪২।

মন উঠা *ক্রি* ইচ্ছা হওয়া। 'স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন উড়া *ক্রি* মন উদাস হওয়া। 'মন উড়েছে উড়ুক না রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মন-উপবন [স] *বি* মনরূপ বাগান। 'মম মন-উপবনে ঝরে বারিধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মন ওঠা *ক্রি* মন তুষ্ট হওয়া। 'বাছা-বাছা ভাষ্যকার তার দিয়েছেন যে-ব্যাখ্যা তাতেও কখনো ওঠেনি মন।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মনকথা *বি* মনের কথা। 'তোমার বিপ্রিয় বোল সুনি মনকথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

মন করা *ক্রি* স্থির করা। 'পতিসহ যাব স্বর্গপানে করিয়াছি মন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মনকলা খাওয়া *ক্রি* কল্পনায় বাঞ্ছিত বস্তু উপভোগ করা। 'সবে এই মনকলা খায়েন প্রচুর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মন-কষাকষি *বি* মনোমালিন্য। 'একটা মন-কষাকষি চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'কথাকাটাকাটি এবং মনকষাকষি।' *শরৎ*, ১৯১৬।

মন কষাকষি করা *ক্রি* মনোমালিন্য করা। 'আমার সঙ্গে মন কষাকষি করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মনকসা *ক্রি* মন পরীক্ষা করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মন কাড়া *ক্রি* মন ভুলানো; মুগ্ধ করা। 'আমাদের মন কাড়িয়া লইলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মনকুঠো *বি* মনের কুঠুরি। 'মন-আগুন কে দেখে মনকুঠো ফেঁসে।' *লালন*, ১৮৯০।

মন কেমন করা *ক্রি* ব্যাকুল হওয়া। 'আমার মন কেমন করে – কে জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মন কেমন কেমন করা *ক্রি* ব্যাকুল হওয়া। 'আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মন খাটানো *ক্রি* চিন্তাশক্তি কাজে লাগিয়ে। 'আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে-জ্ঞান উপার্জন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মন খোলসা করা *ক্রি* মনের কথা অকপটে খুলে বলা। 'তা যাও, মনটা খোলসা করে এসো গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মন খোলা ১ *ক্রি* মনের কথা অকপটে বলা। 'কি রূপে আছি, তা তাই যদি মন খুলে ... দেখাতেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* উদার। 'মনখোলা ও অমায়িক ধরনের লোক।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মনগঙ্গা *বি* মনরূপ গঙ্গা। 'দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মন-গড়া ১ *বিণ* বানানো। 'এটি আপনারই মনগড়া কথা।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* মনের মতো; পছন্দের। 'মন-গড়া নাম চাই যে দিতে তারে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মন গলা *ক্রি* হৃদয় বিগলিত হওয়া। 'আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মন-গুমরানি *বি* মনে চাপা বেদনার কাতরানি। 'আমার এ মন-গুমরানি শেষে যখন অসহ্য হয়ে দাঁড়াল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মনগোপনে *ক্রিবিণ* একান্ত গোপনে। 'ডাকছি তারে মনগোপনে মনের কামনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মন-গোলাপ *বি* মনরূপ গোলাপ। 'মন-গোলাপের পাপড়ি কাঁপে কেন গো।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মন-ঘুড়ি *বি* মনরূপ ঘুড়ি। 'সুতোর গুঁতো শ্রান্ত-শিথিল টানতে ও মন-ঘুড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মন ঘুলিয়ে যাওয়া *ক্রি* চিন্তায় তালগোল পাকানো। 'ও সব ভাবনা ভাবতে গেলে মানুষের দার্শনিক মন ঘুলিয়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মনচক্ষু [স মনশ্চক্ষু] *বি* অন্তর্দৃষ্টি। 'দেখি, মনচক্ষু দিয়ে লোকে কিনা দেখতে পায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মন-চলাচল *বি* মনের ভাব আদান-প্রদান। 'মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মনচিত্র [স] *বি* মনরূপ চিত্র। 'মানচিত্রের সঙ্গে মনচিত্রের কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মন চুরি *বি* হৃদয়হরণ। 'আমি হয়তো একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মনচোর [স] *বি* মন চুরি করে যে। 'কোথা হতে মনচোর পশিল আমার বক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনচোরা ১ *বি* প্রণয়পাত্র। 'মনচোরার অনুসন্ধানে বৃন্দাবনে এলেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'মন-চোরা সে কোন জনা?' *নজরুল*, ১৯৩৯। **২** *বি* অচিন মানুষ। 'পাছবাড়ি আটেলা কর মনচোরা রে চিনে ধর।' *লালন*, ১৮৯০।

মন ছটফট করা *ক্রি* মন চঞ্চল হওয়া। 'কাল রাত হইতে তাহার মন ছটফট করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনছলা [স মন+স ছলনা>] *বিণ* মন মজায় এমন। 'আপনি এই কপট ভোলা ত্রিজগতের মনছলা।' *লালন*, ১৮৯০।

মন-জানাজানি *বি* মানসিক ঘনিষ্ঠতা। 'ক্লাসিক এবং রোমান্টিকদের মধ্যে মন-জানাজানির অবকাশ কুচিৎ।' *শিব*, ১৯৫০।

মনজিৎ [স] *বিণ* মনজয়ী। 'রণজিৎ অনেকেই হতে পারে, কিন্তু মনজিৎ কজন হয়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মন জোগানো *ক্রি* তোশামোদ করা। 'পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মন টানা *ক্রি* মনে আকর্ষণ বোধ করা। 'আমার নিতান্ত মন টানিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

মন টানাটানি *বি* মন-কষাকষি। 'চন্দর কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে মন টানাটানি লইয়া আর এদিক মাড়ায় না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মন টিকা *ক্রি* মন স্থির থাকা। 'আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে মন টিকিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'তোমার বুঝি এদেশে মন টিকছে না?' *নজরুল*, ১৯৩১।

মনটুসি *বি* অল্পেই মন তুষ্ট হয় যার। 'আদর করে মা তারে তাই নাম দিয়েছেন মনটুসি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মন ঠাণ্ডা করা *ক্রি* হৃদয় শান্ত করা। 'ভেবে আমি মন ঠাণ্ডা করেছি।' *মানিক*, ১৯৪০।

মনতরী [স] *বি* মনরূপ নৌকা। 'মনতরী পাবে কূল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মনতুষি *বিণ* মন তুষ্টকারী। 'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন নাকি আমি বিপ্লবী-মনতুষি!' *নজরুল*, ১৯২৬।

মনতুষ্ট [স] *বিণ* মনের সন্তুষ্টি হয়েছে এমন। 'দুষ্টমতি এজিদের মনতুষ্ট হৈল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনতুষ্টি [স] *বি* মনের তৃপ্তি। 'লেখকের মনতুষ্টি হতে পারে না।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মনতোষ [স মন-তোষণ] *বি* চিত্তের সন্তুষ্টি। 'মনতোষ ভৈল কাহ্নাঞিঁ ছাড়ে ঘন শাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনতোষিণী [স মন-তোষিণী] *বিণ স্ত্রী* মন তৃপ্ত করে এমন। 'এজিদ আজ মনের মত মনতোষিণী সুরা পান করিয়া বসিয়া আছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মন-দরিয়া [স মন+ফা দরিয়া] *বি* মনরূপ সমুদ্র। 'মাঝি ... মন-দরিয়ায় কূল-কিনারা পেলে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মন দিয়া *ক্রিবিণ* মনোযোগ সহকারে। 'মন দিয়া সুন সভে স্যাামদাসের বানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মন দেওয়া ১ *ক্রি* প্রেম নিবেদন করা। 'মন দিতে এসেছি যারে ভালোবেসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *ক্রি* মনোযোগী হওয়া। 'অবস্থা এমনি হয়েছে কিছুতেই একজামিনের পড়ায় মন দিতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মন দেওয়া-নেওয়া *বি* মন বা ভালোবাসার আদানপ্রদান। 'মন দে'য়া নে'য়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মনধন্ধ [স মন-দ্বন্দ্ব>] *বি* মনের কষ্ট। 'তবে সে বুঝিতে তুমি মোর মন ধন্ধ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মনধান্ধা [স মন-দ্বন্দ্ব>] *বি* সংশয়। 'দূর হৈব মন ধান্ধা জন্মিব শুদ্ধ জ্ঞান।' *সুলতান*, ১৭০০।

মন-নদী [স] *বি* মনরূপ নদী। 'মন-নদী ছুটছে ওই।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মন না উঠা *ক্রি* সন্তুষ্ট না হওয়া। 'এত ঘুস পেয়ে যদি বা তাহার মন না উঠিতে চায়।' *জসীম*, ১৯৩১।

মন না থাকা *ক্রি* আগ্রহ হারানো। 'ইহাতে আর আমার মন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

মন-না-মতি – মানব মনের নিশ্চয়তা বিষয়ে সন্দেহ। 'বেরিয়ে গেল কথায় কথায় – কথায় বলে মন-না-মতি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মন না লাগা *ক্রি* ভালো না লাগা। 'আমার লাগল না মন লাগল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মন-নিকষ [স মন-নিকষ] *বি* মনের কষ্টি। 'যেমনি ফোটে মন-নিকষে পিয়ার ফাগুন-স্মৃতির দাগ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মন পড়া *ক্রি* লোভ থাকা। 'সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মন পড়ে থাকা *ক্রি* অন্তরের টান থাকা। 'ঐ দিকে যে মন পড়ে রয় মন লাগে না কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

মনপবন [স] *বি* মনরূপ বায়ু। 'মনপবনে দুলাইছে দিবসরজনী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মন পাওয়া *ক্রি* হৃদয় জয় করা। 'কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মন পাখি *বি* মনরূপ পাখি। 'উদাস মোর মন পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মন পাতা *ক্রি* আশা করে অপেক্ষা করা। 'আমি মন পেতে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মনপুরী [স] *বি* মনরূপ পুরী। 'সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মনপ্রাণহৃদয় [স] *বি* অন্তর। 'মানুষ তার সমস্ত মনপ্রাণহৃদয় লইয়া মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মনপ্রিয় [স] *বিণ* মনের মতো। 'বাদ সাধন কেমনি মনপ্রিয় হউক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মনফান্দ [স মন+ফা ফন্দ] *বি* মনের ফাঁদ। 'রূপ কামিনী জনের মনফান্দ।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

মন ফেরা *ক্রি* সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসা। 'মন ফিরি যায় তার না পারে মারিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মন ফেরানো *ক্রি* নিবৃত্ত হওয়া। 'তুমি এমত কার্য্য করিও না ইহা হইতে মন ফিরাও।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

মন-বধূ [স] *বি* মনরূপ বধূ। 'যত মন-বধূ ধায় বনে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মনবন্দী [স] *বিণ* মনের ভিতরে জমা। 'কস্তুরীসুবাসে অলকের ফাঁসে মনবন্দী হয় কাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মন-বন্ধ [স] *বিণ* মন-বন্দী। 'যদি প্রেম ফান্দে তুক্ষি হৈতা মন-বন্ধ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মন বসন [স] *বি* মনরূপ বসন। 'মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্বকথাই সাবান।' *সুকুমার*, ১৯২০।

মন বসা ১ *ক্রি* মন টেকা; ভালো লাগা। 'এই ঘরে যে এমন করে বিনয়ের মন বসেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *ক্রি* মনোযোগী হওয়া। 'মন বসতে সাহায্য হবে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মন বাঁধা *ক্রি* মনস্থির করা; একাগ্রচিত্ত হওয়া। 'হঠাৎ মনকে বেঁধে তোলা কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মনবিনিময় [স মন-বিনিময়] *বি* মন দেওয়া-নেওয়া। 'মনবিনিময় এবং নতুন জননীতিকের কথা।' *জীবন*, ১৯৪০।

মনবুদ্ধি [স] *বি* মনের ভাবনা। 'মনবুদ্ধি এককরি ভজ নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মনবেড়ী *বি* মনের বাঁধন। 'ধরতে পারলে মনবেড়ী দিতাম তাহার পায়।' *লালন*, ১৮৯০।

মনব্যেথা [স মন-ব্যথা] *বি* মনোবেদনা। 'মনের ঘুচুক মনব্যেথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন-ভাঙা *বিণ* হৃদয় ভাঙা। 'মন-ভাঙা দুখ মোর কণ্ঠেতে পুরে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

মন ভাঙাভাঙি *বি* মানসিক দ্বন্দ্ব। 'তখন আমাদের এ মন ভাঙাভাঙিও হয়নি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মন-ভার [স মন-ভার] *বি* বিরক্তি; অপ্রসন্নতা। 'কোনোখানে মন-ভার, মুখ-ভার দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মন ভার করা *ক্রি* মন খারাপ করা। 'তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মন-ভিখারী *বি* মনের কাঙাল। 'মন-ভিখারী মীন-শিকারী মুখের পানে চায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মন ভিজে যাওয়া *ক্রি* সদয় হওয়া। 'ভিজে গেল মন, তবু দ্বিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

AMARBOI.COM

মনভীষ্ট [স মন-অভীষ্ট] *বি* মনোবাসনা। 'এই নিবেদন মোর মনভীষ্ট সিদ্ধ কর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মন-ভোমরা *বি* মনরূপ ভ্রমর। 'মন-ভোমরা বেড়ায় গাহি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মনভোলানো *বিণ* মন হরণ করে এমন। 'কত মন-ভোলানো ভঙ্গিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'ইতরের মনভোলানো অতিপ্রাচুর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মনমজান *বিণ* মনোমুগ্ধকর। 'আর কোন ভাষায় কল্পনাসুন্দরী তাহার মনমজান ভাবের ছবি আঁকে?' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মনমতো *বিণ* পছন্দমতো। 'চাটুকু মনমতো না হলে কেমন যেন তৃপ্তি হয় না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মন-মধুপ [স] *বি* মনরূপ ভ্রমর। 'তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

মনময় [স মন-ময়] *ক্রিবিণ* মনের মতো। 'মনময় করিল বালক বৎসগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন-ময়ূর [স] *বি* মনরূপ ময়ূর। 'প্রলাপ বকে গো কলাপ মেলিয়া মন-ময়ূর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মনমরা [স মন+মরা] *বিণ* বিমর্ষ। 'মনমরা তাহাকেই বুঝায়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মনমাতানো *বিণ* মনকে মত্ত করে এমন। 'চীনসমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মনমাতানো কালবৈশাখী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মন-মৃগ [স মন-মৃগ] *বি* মনরূপ মৃগ। 'তোমার কর্ণিকা ফান্দে মোর মন-মৃগ বান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনমোহিনী [স মনোমোহিনী; স মন-মোহিনী] *বি* মন মুগ্ধ করে যে রমণী। 'মন-মোহিনীর মনহরা দেখিনি কোথা সে গোরা।' *লালন*, ১৮৯০।

মন-মৌমাছি *বি* মনরূপ মৌমাছি। 'আমার এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মনযোগান গোছ *বিণ* মনের সন্তুষ্টি প্রকাশক; মনের মতো। 'মনযোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মনরক্ষা [স মন-রক্ষা] **১** *বি* কোনোরূপে মনঃক্ষুণ্ন না হয় সে-চেষ্টা করা। 'চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **২** *বি* আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা; খুশি করা। 'ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যত সময় ব্যয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনরম্য [স মন-রম্য] *বি* মনোরঞ্জন। 'সদ্বক্তৃতায় সকলের মনরম্য করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মনরসনা [স মন-রসনা] *বি* মনরূপ জিভ। 'কোনো কিছুরই স্বাদ পায় না মনরসনা।' *অবন*, ১৯২৫।

মন রহা *ক্রি* মন স্থির থাকা। 'রহে না আবাসে মন হায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মন রাখা **১** *বিণ* মন রক্ষা করে এমন। 'তোমার মনরাখা কাজ করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *ক্রি* পছন্দমতো কাজ করা। 'যারা নিজের মন রেখে চলে, ফ্যাশন তাদেরই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনরায় [স মন+ফা রায়] *বি* মনের রাজা। 'একদিন ভাবিলে না অবোধ মনরায়।' *লালন*, ১৮৯০।

মন লাগা *ক্রি* মনোযোগ দিতে পারা। 'ওই দিকে যে মন পড়ে রয়, মন লাগে না কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩; 'কিছুতে কেন যে মন লাগে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মনলোভা [স মন+স লোভ>] *বিণ* মনকে লুব্ধ করে এমন। 'কি কহিব সোভা রতি মনলোভা মদন মুহিত লাজে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মন-সওয়ারি [স মন+ফা সওয়ারি] *বি* মনরূপ সওয়ারি। 'মন-সওয়ারি হয়ে এক লহমায় যেখানে খুশি চলে যায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

মন সরা *ক্রি* ইচ্ছা হওয়া। 'সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মনসাপেক্ষ [স] *বিণ* মনের উপর নির্ভরশীল। 'ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মনসারী [স] *বি* মনরূপ শালিক। 'মনসারীর মুখে বাক ফুটালে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মনসুখ [স মন-সুখ] *বি* মনের আনন্দ বা ইচ্ছা। 'মনসুখ ভৈলেঁ বোল ধরিবোঁ তোহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনস্থ [স মন-স্থ] *বিণ* মনে স্থিত; সংকল্পিত। 'তত্রাপি একবার দৃঢ় মনস্থ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মনস্থির [স মন-স্থির] **১** *বি* সিদ্ধান্ত। 'মা যখন মনস্থির করেছেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* প্রতিজ্ঞা। 'নিষ্ঠুর কীর্তির কথা প্রকাশ করবে বলে সে মনস্থির করেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মনস্ফুলিঙ্গ [স মন-স্ফুলিঙ্গ] *বি* মনের আগুন। 'ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ-নিবৃত্তি করিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মন হওয়া *ক্রি* মনোযোগ হওয়া। 'আজকাল খুব মন হয়েছে লেখাপড়ায়।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

মন হরণ করা *ক্রি* মন ভোলানো; চিত্ত মুগ্ধ করা। 'শুক্লপঞ্চমীতে, বাপীতটে, যে রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়াছিলে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মনহরা [স মন+স হরণ>] *বিণ* মন হরণকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মনহরিষ [স মন+স হর্ষ>] *বি* মনের আনন্দ। 'হাসছলেঁ কৈল মনহরিষ বিকাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনহারি [স মনোহারী] *বিণ* মন হরণ করে নেয় এমন। 'নাতিনের বেটীর বিভা মোর মনহারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন হালকা হওয়া *ক্রি* দুশ্চিন্তা দূর হওয়া। 'মনটা তাঁর যথেষ্ট হালকা হইয়া গেল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মনহি *ক্রিবিণ* মনে। 'কণতি পরভৃত, মনহি কৃতহুত উয়ল নিরমল ছন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মনহিত [স মন-হিত] *বিণ* মনে সুখ আনে এমন। 'মদনা এতেক শুনে মনহিত ভাবে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মনহৃদি [স মন-হৃদয়>] *বি* হৃদয়-মন। 'সুনি ধনি মনহৃদি ঝুর। তবহি মনহি মনপুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মনা [স মন>] **১** *বি* মন। 'ভাল জল-ছেঁচা কল পেয়েছ মনা।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* অনুসারী; মনোভাবাপন্ন। 'কর্ম্মতৎপর লীগমনা জনসাধারণ।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

মনাকাশ [স] *বি* মনের আকাশ। 'তুলাসম মেঘখণ্ডের মতো মনাকাশে দেখা দিয়ে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনাগুন [স মন+আগুন] *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'মনাগুন রূপে পরিণত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মনাগ্নি [স] *বি* মনকে দগ্ধ করছে এমন আগুন। 'এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লহু-স্রোতে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মনাগ্রি [স মন>] *বিণ* মনোজ্ঞ। 'জনুরবাজন জেমন বাজে মনাগ্রি কন্নিকা কঙ্কণ গাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনানন্দ [স] *বি* মনের আনন্দ। 'মনানন্দে চলিলা দুজনে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মনানল [স] *বি* মনের আগুন। 'এ মনানলে ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মনানিধি *বি* অমূল্য সম্পদ। 'আঁচল ভরিয়া যদি মনানিধি পাও।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মনাভিষ্ট [স] *বি* মনের কামনা। 'মনাভিষ্ট সিদ্ধি বিনু সব অন্ধকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মনে আঁটা *ক্রি* মন স্থির করা। 'তিনি অনেকদিন থেকে মনে এঁটে রেখেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মনে আনা *ক্রি* মনে পড়ানো। 'মাধবীর মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে বরণের মালা গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

মনে করন *বি* মনে করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মনে করা ১ *ক্রি* ধারণা করা। 'সূত্রধর চমৎকৃত হইয়া মনে করিল যে স্বর্ণকার এইমত ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *ক্রি* স্মরণ করা। 'যদি সহজে না মনে পড়ে, তবে এই চিহ্ন দেখে মনে করো।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *ক্রি* দোষ ধরা। 'পরের বাড়ী, কে কি মনে করবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৪** *ক্রি* ইচ্ছা করা। 'মনে করি ত মণিপুর ছারখার করে চলে যেতে পারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মনে-টানা *ক্রি* মনে লাগা। 'মনে-ধরা এবং মনে-টানার দিক থেকে সুন্দর অসুন্দরের ভেদ করি কেমন করে।' *অবন*, ১৯২৫।

মনে থাকা *ক্রি* স্মরণে থাকা। 'তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মনে ধরা *ক্রি* পছন্দসই হওয়া। 'বিয়ের দুদিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মনে পড়া *ক্রি* স্মরণে আসা। 'আমার মনে পড়ে হিসার বাকী কিছু টাকা দেনা হবেক। *মেয়ার্স*, ১৭৫৭।

মনে-প্রাণে *ক্রিবিণ* সর্বান্তঃকরণে। 'এ কী সুধারস আনে আজি মম মনে-প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মনে মনে *ক্রিবিণ* আপন মনে। 'রাধিকা গুণিআঁ মনে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনের মতো *বিণ* পছন্দসই। 'আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই মনের মতো করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মনের মানুষ ১ *বি* প্রেমাস্পদ; প্রিয়জন। 'মনের মানুষ যদি না পাইলা খোঁজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* বাউল ও সহজিয়াদের আরাধ্যজন। 'আছে যার মনের মানুষ মনে সেকি জপে মালা।' *লালন*, ১৮৯০; ' তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মনে রাখা *ক্রি* স্মরণে রাখা। 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'কেন মনে রাখ তারে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মনে লাগা *ক্রি* পছন্দ হওয়া। 'যা একবার আমার মনে লেগেছে তা চিরকালই আমার মনে লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মন[২] [আ] *বি* ওজনের একক; ৪০ সের (এক সের এক কিলোগ্রামের চেয়ে একটু কম)। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মন[৩] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নীলকণ্ঠ মন।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মনঃ [স] *বি* মন। **মনস্কথা** [স] *বি* অন্তরের কথা। 'সব মনঃকথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মরমে পরম ব্যেথা তবে ঘুচে মনঃকথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনঃকল্পিত [স] *বিণ* কাল্পনিক; কল্পনাপ্রসূত। 'মনঃকল্পিত ব্যবস্থা কদাচ তাহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মনস্কষ্ট [স] *বি* মনের দুঃখ। 'শত্রুর মনঃকষ্ট দিতে আজ আর কাহারও বাধা মানিব না।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

মনঃকোকনদ [স] *বি* মনরূপ রক্তপদ্ম। 'মধুহীন কর না গো তব মনঃকোকনদে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মনস্ক্লেশ [স] *বি* মনের কষ্ট। 'গরল পান করাইয়াও ইহারা বিন্দুমাত্র মনঃক্লেশ পায় না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মনঃক্ষুণ্ণ [স] *বিণ* দুঃখিত। 'অস্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মনঃক্ষোভ [স] *বি* মনের জ্বালা। 'অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতেই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মনঃপীড়া [স] *বি* মনের বেদনা। 'মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

মনঃপূত [স] *বিণ* পছন্দমতো। 'পণ্ডিতদিগের সর্বতোভাবে মনঃপূত হইবার সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আখনজীর মনঃপূত হইত না।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মনঃপূতা [স] *বিণ স্ত্রী* পছন্দসই। 'বউদির মনোনীতারা আমার মনঃপূতা হয়নি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মনঃপ্রকাশ [স] *বি* মনোবাঞ্ছা পূরণ। 'গ্রাম ও পরগনায়২ গতায়াত করিয়া দেখান যে স্থানে তাহাদের মনঃপ্রকাশ হয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

মনঃপ্রকৃতি [স] *বি* মনের স্বভাব। 'এদের মনঃপ্রকৃতি দুইরকম ছাঁদের ভেদবুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মনঃপ্রশস্ত [স] *বিণ* মনঃপূত। 'এক্ষণে দশ মুদ্রার বস্ত্রেও মনঃপ্রশস্ত হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মনঃপ্রীতি [স] *বি* মনের সন্তোষ। 'উভয়ের মনঃপ্রীতি করিতে সে পারে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনঃশরীর [স] *বি* মানসিক গঠন। 'সমস্ত জাতির মনঃশরীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মনঃসংন্যাসপ্রাপ্ত [স] *বিণ* কল্পিত। 'কিছু প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবীদের মনঃসংন্যাসপ্রাপ্ত আকস্মিক ফলাফল নয়।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

মনঃসংযম [স] *বি* ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ। 'মনঃসংযম কিরূপে হইতে পারে?' *প্যারী*, ১৮৬০।

মনঃসংযোগ [স] *বি* মনোনিবেশ। 'আদ্যরত্নে মনঃসংযোগ হওয়া দুর্ঘট।' *কেরি*, ১৮১২।

মনঃসঞ্চার [স] *ক্রি* মনোনিবেশ করা। 'পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা তৃণগুল্মের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনঃসন্তুষ্ট [স] *বিণ* খুশি। 'এতদ্ব্যয়েও মনঃসন্তুষ্ট হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মনঃস্থ [স] *বিণ* মনঃস্থিত। 'এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মনঃস্থির [স] *বি* সংকল্প। 'পূজাদি বিষয়ে মনঃস্থির কদাপি হয় না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

মনঃস্ফুলিঙ্গ [স] *বি* মনের আগুন। 'ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ-নিবৃত্তি করিবার জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনক্কা [আ মুনক্কী] ১ *বি* কিশমিশ; কৃষ্ণকায়া দাসী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* শুকনা আঙুরবিশেষ। 'একটা কাঁচা মনক্কার থোকা।' *নজরুল*, ১৯২২।

মনজির [স মঞ্জীর] *বি* নূপুর। 'রহি রহি মনজির ভান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মনজিল [আ] *বি* বাড়ি। 'মনজিলে মনজিলে যায় রাহা গুজারিয়া।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মনজুর [আ] *বি* অনুমোদন। 'আমার নিকট মনজুর আমানতে খেয়ানত করহ নিসা করীবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'যাহা২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

মনজুর করা *ক্রি* অনুমোদন করা। 'অফিসের বড়-কর্তা ... ছুটি মনজুর করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মনন [স] ১ *বি* ধ্যান। 'তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* মনস্থির। 'বয়ু ভায়া নিকঠ জাইরেন এমত মনন করিয়াছেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৫; 'তিনি যে কোন বিষয়ে মনন করিতেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* ইচ্ছা। 'যদ্যপি আমারদিগের খবরের কাগজ করিবার মনন থাকিত তবে অবশ্যই একটা সাপ্তাহিক কিম্বা ...।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

মননজাত [স] *বিণ* চিন্তাশীলতা থেকে সৃষ্ট। 'ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মনন-মন্দির [স] *বি* বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার অনুশীলন হয় যেখানে। 'মনন-মন্দির/ যাকে বলে প্রাথমিক স্কুল, লতা-ওঠা।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মননশক্তি [স] *বি* মানসিক শক্তি। 'ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মননশীল [স] *বিণ* মনস্বী; ভাবুক। 'যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মননশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* চিন্তাশক্তিসম্পন্ন। 'আধুনিক মননশীলা ও প্রগতিশীলা মুসলিম নারী।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মনন-সাহিত্য [স] *বি* যে-সাহিত্যে মননশীলতা-প্রধান। 'মনন-সাহিত্যের একটা হিসাব-নিকাশ এই জুবিলী ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

মননিত [স মনোনীত] *বিণ* মনোনীত। *এডমন*, ১৭৯০।

মনপলি, মনাপলী [ই] *বি* একচেটিয়া অধিকার। 'মনাপলী অর্থাৎ লবণ ব্যবসায়ের একাধিপত্য সংজ্ঞা সকলেরি অপ্রিয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'স্বর্গ ও বেহেশ্‌তের মনপলি প্রতিষ্ঠা করেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মনফুক *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। 'তফসিল মনফুক এই সকল ... জায়গায়২ মোকরর হইয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মন রওানি *বি* বাতিবিশেষ। 'মন রওানি রৌশনী হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মনশ্চক্ষু [স] *বি* মানস-চোখ; অন্তর্দৃষ্টি। 'আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে ধরিয়া দিলে আমাদের আনন্দ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মনশ্চাঞ্চল্য [স] *বি* মানসিক অস্থিরতা। 'ততটুকু মনশ্চাঞ্চল্য তাহার জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনসবদার, মনছবদার [আ মনসব+ফা দার] *বি* জায়গিরপ্রাপ্ত সেনাপতির উপাধিবিশেষ। 'ফরমানী মহারাজ মনসবদার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'বাঙ্গালার এক মনছবদার যাইয়া যশহর ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'পাঁচহাজারী মনসবদারের মধ্যে স্থান।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মনসা [স] *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী সাপের দেবীবিশেষ। 'চম্পক নগরে ঘর চাঁদ সদাগর মনসা সহিত বাদ করে নিরন্তর।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মনসাকে ধুনার গন্ধ – বদমেজাজিকে উসকানি দেওয়া। 'একে মনসার ফোঁস ফুসুনি ধুনার গন্ধ তায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মনসাপেড়ে *বিণ* সাপ-অঙ্কিত পাড় আছে এমন। 'বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মনসার কাল *বি* (হিন্দুপুরাণ) মনসা দেবীর অভিশাপ। 'অঘোর ঘুমের মধ্যে ছুঁয়ে গেছে মনসার কাল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মনসাসিজ *বি* গাছবিশেষ। 'ভদ্রাসনবাটীর মনসাসিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মনসিজ [স] *বি* হিন্দুমতে প্রেমের দেবতা; কামদেব। 'করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনসিজবাণ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব মদনের বাণ। 'আকুল করিল চিত্ত মনসিজবাণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনসিজশর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব মদনের বাণ। 'করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনসুন [আ মাওসুম] ১ *বি* মৌসুমি বায়ু। 'যে বায়ুকে আমরা মনসুন নামে আখ্যাত করি।' *প্রমথ*, ১৯২৫। ২ *বি* বৃষ্টি। 'বকুনির মনসুন নেমেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনসুবা *বি* দৃষ্টি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মনসোব [আ মনসব] *বি* মুন্সেফ; নিম্নতম ম্যাজিস্ট্রেট। 'আমিন ও মনসোব রাখিয়া সামান্য মোকদ্দমা সকল সম্পন্ন করান।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মনস্‌ [স] *বি* মন।

মনস্ক [স] *বিণ* মনোযোগী। 'ক্রমে অধিক মনস্ক হইতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

মনস্কাম [স] *বি* মনের বাসনা। 'বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মনস্কামনা [স] *বি* মনের ইচ্ছা। 'সুবচনী পূজা করি মনস্কামনা সিদ্ধি করিলে।' *কেরি*, ১৮০২।

মনস্কার [স] *বি* মনোনিবেশ। 'হরিদাসের মহিমা কহে করি মনস্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মনস্তত্ত্ব [স] ১ *বি* মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। 'আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকার মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* মনোবিজ্ঞান। 'মনস্তত্ত্বকেও যে তিনি কোনো-একদিন ইহাদের এক কোঠায় আনিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনস্তত্ত্ববিদ [স] *বি* মানবমনের ক্রিয়া ও গতিপ্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকার মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মনস্তত্ত্ববিদ্যা [স] *বি* মনোবিজ্ঞান। 'উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কী মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

মনস্তাত্ত্বিক [স] *বি* মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। 'এ জন্য অপরাধতত্ত্ববিদ, মনস্তাত্ত্বিক, আইনজ্ঞ, ডাক্তার ...' *আজাদ*, ১৯৫৫।

মনস্তাপ [স] *বি* মানসিক কষ্ট। 'মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মনস্তুষ্টি [স] *বি* মনের তৃপ্তি। 'স্থল বিশেষে কুকর্ম্মির মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কুকর্ম্মও করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মনস্থ [স মনঃস্থ] **১** *বিণ* মনঃপূত। 'আমার মনস্থ দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* সংকল্পিত। *ওগাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বি* ইচ্ছা। 'তাহার এ কার্য্যের সরবরাহ দেওয়ার মনস্থ থাকে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মনস্বী [স] **১** *বি* বিজ্ঞজন। 'যে মনস্বী হিতাহিত জ্ঞানের অনুদেশক্রমে যুক্তির লণ্ঠন হাতে লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বিণ* মহাত্মা। 'মনস্বী সার উইলিয়ম হাণ্টার সাহেব লিখিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মনস্বিতা [স] **১** *বি* স্থিরচিত্ততা। 'তিনিই মনস্বিতালাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন।' *প্রমথ*, ১৯১৩। **২** *বি* মননধর্মিতা। 'যদি তাঁর মনস্বিতা সম্বন্ধে কারো মনে সন্দেহ জাগে' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মনস্বিতাসম্পন্ন [স] *বিণ* উদার মানসিকতা সম্পন্ন। 'অসাধারণ মনস্বিতাসম্পন্ন এই মানুষটিকে খাটো করে দেখাবার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

মনস্বিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মানসিক। 'আমার এ শাদা শাটিনের শেমিজ পেতেছে সেই মনস্বিনী শৃঙ্খলাকে টের ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

মনস্বীজন [স] *বি* চিন্তাশীল ব্যক্তি। 'এইসব বাধার অপসারণে আত্মনিয়োগ মনস্বীজনের অবশ্যকর্তব্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

মনস্য [স মনুষ্য] **১** *বি* মানুষ। 'কোন মনস্য এক কিম্বা দুই থাকী না থাকে?' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'এ দেসস্ত মনস্য স্ত্রি ও পুরুষ ও ছোকরা এবং জোয়ান।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **২** *বি* কর্মচারী। *বোগল*, ১৭৭০; 'সঙ্গে একজোন মনস্য লইলেন না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। *দ্র* **মনুষ্য**

মনহুশ [আ মনহুস] *বি* হতভাগা। 'না শিখে আদব এলি বেহেশতে/ কোন বন হতে রে মনহুশ?' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মনহুসী [আ মনহুস>] *বিণ* অমঙ্গলজনক। 'খয়রাতী বা ধারের জামাজোড়ায় বিয়ে করাটা মনহুসী – অপয়া।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মনাজাত [আ মুনাজাত] *বি* প্রার্থনা। 'দরগায় মনাজাত করিতেছি।' *ডেরলি*, ১৭৯৭।

মনান্তর [স] **১** *বি* মনোমালিন্য। 'তাঁহাদের সহিত কথান্তর উপস্থিত হইয়া ... মনান্তর ঘটিয়া উঠিল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* মতপার্থক্য। 'লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনান্তরি [স মনান্তর>] *বি* মনোমালিন্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মনাফা [আ মুনাফি] *বি* মুনাফা; লাভ। 'তখন মুসলমান "মনাফা" লাভ এমন কি "ফাও" সহ আসল আদায় করিয়া লয়।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মনাসিব [আ মুনাসিব] *বি* ইচ্ছা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মনাসেব [আ মুনাসিব] *বি* ইচ্ছা। 'মনাসেব নহে এয়ছা করিতে খোদাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মনাস্টারি [ই] *বি* ধর্মাশ্রম। 'বিভিন্ন মনাস্টারিতে কিছু কিছু জ্ঞানের চর্চা শুরু হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

মনি[1] [স মণি] *বি* মূল্যবান রত্ন; মণি। 'মনি পায়্যা আসে সত্রাজিত নৃপবর।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **মণি**

মনিহার [স মণিহার] *বি* মণিহার; মণিময় মালা। 'নহ ফনিরাজ উরে মনিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মনি[2] [ই] *বি* টাকা। **মনিব্যাগ** [ই] *বি* টাকা রাখার থলে। 'আমিই আবার কুড়িয়ে পেলাম মনিব্যাগটা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মনি অর্ডার [ই] *বি* ডাকযোগে টাকা পাঠানো। 'দু'পাঁচ টাকা বুড়ীর নামে মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মনিটর, মনিটার [ই] **১** *বি* ক্যাপ্টেন। 'ক্লাসের মনিটর দাঁড়িয়ে বলল।' *শামসুল*, ১৯৫৭। **২** *বি* পর্যবেক্ষক; তত্ত্বাবধায়ক। 'হোস্টেলের মনিটরের মুখে খবরটা এল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মনিব [আ মুনিব] **১** *বি* মালিক। 'মনিবে মারিতে চলে বিবির লাগিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'অনেকের মনিবের কাছে কাজের গাফিলতী অপরাধে মায়িনে কাটা।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* কর্ত্রী। 'তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে। মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* চাকরি-ক্ষেত্রে উপরওয়ালা। 'প্রহরীর কাজ আমার নয়, আমাকে আমার মনিব প্রহরে প্রহরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মনিবহারা [আ মুনিব+হারা] *বিণ* মালিক হারিয়েছে এমন; আশ্রয়হীন। 'কুকুর মনিবহারা যেমন করুণ চোখে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মনিবানা [আ মুনিব>] *বি* মালিকের মতো আচরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মনিবি [আ মুনিব>] *বি* মালিকের মতো আচরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মনিমেন্ট [ই] *বি* কীর্তিস্তম্ভ। 'আড়ডাটি উঠিয়ে দেছেন কেবল তার মনিমেন্টের মত রুইনমাত্র পড়ে আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মনিয়া *বি* মুনিয়া পাখি। 'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনিলা *বিণ* ম্যানিলার। 'মনিলা ও মেলাই এ সকল জাতিয় কথক লোক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মনিষ্য [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'মনিষ্যের প্রাণ নাহি ধরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মনিষ্যি [স মনুষ্য] *বি* মানব। 'মনিষ্যি জন্মের সাধ যার কিছুই হলো না তার।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মনিষ্যো [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'সেই মনিষ্যো জর্মিবে অধোম, অগ্যানে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মনিস্য [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'মর্ত্ত্য লোকে চল তুম্মি মনিস্য রূপ ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মনিহারি, মনিহারী [স মণিকার>] **১** *বি* কাগজ-কলম, খেলনা, প্রসাধনী প্রভৃতি সামগ্রী। 'আমার এ মনিহারীর দোকান সাজাইল কে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* খেলনা, প্রসাধনী প্রভৃতি সামগ্রীতে সাজানো হয়েছে এমন। 'মনিহারি দোকানটি বন্ধ করা হয়।' *মানিক*, ১৯৩৬;

'মনিহারি দোকানের আরও অনেক বিক্রেয় পদার্থের সমাবেশে তাকগুলি ঠাসা।' *মানিক, ১৯৪০।*

মণিহারী *বি* খেলনা, শৌখিনদ্রব্য প্রভৃতির ব্যবসায়ী। 'কখন তামুলী তাঁতী মণিহারী।' *ভারত, ১৭৬০।*

মনীষা [স] *বি* বুদ্ধিমত্তা। 'আমাদের মনের মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি।' *রবীন্দ্র, ১৯২১।*

মনীষাসম্পন্ন [স] *বিণ* মননশীলতা আছে এমন। 'ইহার সম্পাদক মনীষাসম্পন্ন কালীপ্রসন্ন ...।' *হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।*

মনীষী [স] *বি* অসাধারণ প্রতিভা ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। 'মনীষীগণ রিপুবৎ অনিষ্টকারী ষটপ্রবৃত্তিকে ষড়রিপু নামে আখ্যাত করিয়াছেন।' *অক্ষয়, ১৮৫৪;* 'ফরাসি মনীষী গিজো য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য।' *রবীন্দ্র, ১৯০১।*

মনীষীসমাজ [স] *বি* মননশীল ব্যক্তিদের সমাজ। 'সাহিত্যিক বা মনীষীসমাজ যে উপরোক্ত প্রবণতা অথবা মতবাদকে স্বাগত করবেন না, এটাই প্রত্যাশিত।' *শিব, ১৯৫০।*

মনীসত্ত [স মনুষ্যত্ব] *বি* যেসব গুণ থাকলে সত্যিকার মানুষ হয়। 'লিখনপড়ন সিখীবা জেমন তোমার মনীসত্ত হয়।' *ওসাঁ, ১৭৮২।* *দ্র* **মনুষ্যত্ব**

মনু [স] *বি* হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী আদি পুরুষ। 'পুরুষ হইল স্বয়ম্ভুব নামে মনু।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

মনুজ [স] *বি* মানুষ; মন থেকে জাত যে। 'সুখর খড়গ মনুজ মুণ্ড।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।*

মনুরাএ [স মনু+ফা রায়] *বি* মানুষ। 'পাপ পুণ্য সকল ভোগএ মনুরাএ।' *বাহরাম, ১৬৫০।*

মনুমেন্ট, মনুমেন্ট্ [ই] **১** *বি* কীর্তিস্তম্ভ। 'ঠিক কলিকাতার মনুমেন্টের সিঁড়ির মত।' *কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।* **২** *বি* স্মারক মিনার; স্মৃতিসৌধ। 'মনে মনে মনুমেন্টকে বিবাহ করিলাম।' *বঙ্কিম, ১৮৭৪;* 'আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেন্ট।' *জীবন, ১৯৩২।*

মনুয়া *বি* পাখিবিশেষ। 'মনুয়া পাখি বসে বসে দোলা খায়।' *রবীন্দ্র, ১৯১১।*

মনুরথ [স মনোরথ] *বি* বাসনা। 'মনুরথ পুরাইব করি সর্বথাএ।' *সুলতান, ১৭০০।*

মনুষ্য [স] *বি* মানুষ। 'কেহ বলে যে সে হউ মনুষ্য নহেন।' *বৃন্দা, ১৫৮০।*

মনুষ্যকন্যা [স] *বি* মানবকন্যা। 'এই মনুষ্যকন্যার সন্ধান করিয়া, যদি তাহাকে আমার কাছে আনিতে পার।' *প্রভাত, ১৮৯৫।*

মনুষ্যকল্পিত [স] *বিণ* মানুষ কল্পনা করেছে এমন। 'নগর, গ্রাম, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির স্বভাবসিদ্ধ ও মনুষ্যকল্পিত চতুঃসীমা অবগত হওয়া উচিত।' *অক্ষয়, ১৮৪৮।*

মনুষ্যকৃত [স] *বিণ* মানুষের তৈরি। 'মনুষ্যকৃত কোন বস্তুর সহিত উপমাযোগ্য হয় না।' *অক্ষয়, ১৮৪৩।*

মনুষ্যক্ষমতা [স] *বি* মানুষের ক্ষমতা। 'আন্তরিক বিদ্বেষ লইয়া কর্তব্যপালন করা মনুষ্যক্ষমতার অতীত।' *রবীন্দ্র, ১৯০৮।*

মনুষ্যচরিত্র [স] *বি* মানব প্রকৃতি। 'মনুষ্যচরিত্র বড়ো সিধা জিনিস নহে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭।*

মনুষ্যচিত্ত [স] *বি* মানুষের মন। 'যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়াছিল – সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী সন্দেহ নাই।' *বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।*

মনুষ্যজন্ম [স] *বি* মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ। 'তখনই তাঁহার মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়।' *অক্ষয়, ১৮৫৫।*

মনুষ্যজাতি [স] *বি* মানবজাতি। 'মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কিসে হয়?' *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

মনুষ্যত্ব [স] *বি* মানবতা; মানুষের মধ্যে আছে এমন সম্ভাব্য গুণের সমষ্টি। 'যে ব্যক্তি মনুষ্যত্বের ভাবনা রাখে না, সে জ্ঞানোপদেশ কুচিৎ মানে।' *তারিণী, ১৮০৩।*

মনুষ্যত্বজ্ঞান [স] *বি* মানবতাবোধ। 'মনুষ্যত্বজ্ঞানকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারি না।' *নজরুল, ১৯২২।*

মনুষ্যত্বপ্রীতি [স] *বি* মানবধর্মের প্রতি অনুরাগ। 'তাদের কাছে সাধারণতঃ বড় হয়ে ওঠে আল্লার হুকুম আর অহমিকাস্ফীতি, সত্যকার মনুষ্যত্বপ্রীতি নয়।' *মোতাহের, ১৯৫০।*

মনুষ্যত্ববিরোধী [স] *বিণ* মানবতাবিরোধী। 'জ্ঞান ও মনুষ্যত্ববিরোধী এবং দেশের অহিতকর ...।' *অক্ষয়, ১৮৪৮।*

মনুষ্যত্ববিশিষ্ট [স] *বিণ* মানুষের থাকা উচিত এমন সদ্‌গুণসম্পন্ন। 'যদি কাহাকেও তাঁহাদের মহৎ বলিয়া, কিংবা উচ্চ মনুষ্যত্ববিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়।' *প্রমথ, ১৯২০।*

মনুষ্যত্ববোধ [স] *বি* মানবতাবোধ। 'যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা ... পরিচালিত হয়েছে ঐ সুউচ্চ মনুষ্যত্ববোধ-প্রসূত সার্বিক কল্যাণকামনা দ্বারা।' *সুনীলমুখো, ১৯৭০।*

মনুষ্যত্বহীন [স] *বিণ* মানুষের গুণবর্জিত। 'মনুষ্যত্বহীন এই সব মানুষেরই মাঝে ...।' *নজরুল, ১৯২৮।*

মনুষ্যত্বহীনতা [স] *বিণ* মানবীয় বৈশিষ্ট্যহীনতা। 'তিনি ক্ষণে ক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনুষ্যত্বহীনতায় ব্যথিত হয়ে ব্যর্থকৌতুকে ফেটে পড়েছেন।' *সুনীলমুখো, ১৯৭০।*

মনুষ্যধর্ম [স] *বি* মানবপ্রকৃতি। 'যতদিন না মানবজাতি অথবা মনুষ্যধর্ম এ জগৎ থেকে লোপ পাচ্ছে ...।' *শিব, ১৯৫০;* 'বিপ্লবে বিপ্লবে বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর।' *সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।*

মনুষ্যধারণ [স] *বি* জনসংস্থান। 'তিলধারণের স্থান হয়তো আছে, মনুষ্যধারণের সত্যই স্থানাভাব।' *বনফুল, ১৯৩৬।*

মনুষ্যপ্রকৃতি [স] *বি* স্বভাব। 'অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩।*

মনুষ্যবসতি [স] *বি* মানুষের বাস। 'মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুশি হইল।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

মনুষ্যবাহ্যযান [স] *বি* পালকি; মানুষবাহী যান। 'সখীগণ ... মনুষ্যবাহ্যযানে আরোহণ করাইয়া, তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে গৃহে লইয়া গেল।' *বিদ্যা, ১৮৪৭।*

মনুষ্যভাষা [স] *বি* মানুষের ব্যবহৃত ভাষা। 'মনুষ্যভাষাতে তেমন কথা নাই।' *বঙ্কিম, ১৮৭৪।*

মনুষ্যমন [স] *বি* মানুষের মন। 'সাহিত্য মনুষ্যমনেরই সন্তান।' *শরীফ, ১৯৬৮।*

মনুষ্যমর্যাদা [স] *বি* মানুষ হিসেবে সম্মান। 'মনুষ্যমর্যাদাগর্বে প্রত্যেকটি মানুষ গর্বিত।' *অন্নদা, ১৯২৯।*

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনুষ্যরক্ত [স] *বি* মানুষের শরীরের রক্ত। 'পৃথিবী আর মনুষ্যরক্তে দূষিত হয় না।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

মনুষ্যরূপী [স] *বিণ* মানুষের রূপধারী। 'বাহির হইতে দেখিতে তাহাকে মনুষ্যরূপী ঝুনা নারিকেল বলিয়া মনে হয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মনুষ্যলোক [স] *বি* পৃথিবী। 'এইরূপে তুমি কিছুদিন মনুষ্যলোকে থাকিবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'যারা বিধাতার সৃষ্ট মনুষ্যলোক লইয়া কারবার করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মনুষ্যশক্তি [স] *বি* মানুষের শক্তি। 'এই অবধূতের মনুষ্যশক্তি নহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মনুষ্যসত্ত্ব [স] *বি* মানব সম্প্রদায়। 'একটা বিশেষ ছাঁদের মনুষ্যসত্ত্ব তৈরি হয়ে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মনুষ্যসন্দর্শনরহিত [স] *বিণ* মানুষের দেখা পাওয়া যায় না এমন। 'নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্যসন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট, ক্ষুধাপীড়িত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মনুষ্যসমাজ [স] *বি* মানব সমাজ। 'মনুষ্যসমাজের বন্ধন এইরূপ।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

মনুষ্যহত্যা [স] *বি* মানুষকে হত্যা। 'কোন বিপ্র মনুষ্যহত্যা করিলেও শাস্ত্রানুসারে প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইতে পারেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মনুষ্যালয় [স] *বি* মানুষ বাস করে যে এলাকায়। 'বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মনুষ্যোচিত [স] *বিণ* মানবোচিত। 'মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মনুষ্যোন্নতি [স] *বি* মানবজাতির উন্নতি। 'এইরূপে সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আত্মোন্নতি সমাজোন্নতি মনুষ্যোন্নতি সাধনার্থ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মনুসসি [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মনুস্য [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'কৃসি বানিজ্জের হেতু রাখিল মনুস্য।' *মালাধর*, ১৫০০।

মনুহর [স মনোহর] *বিণ* অত্যন্ত সুন্দর। 'কেহ বোলে চুড়া টালনি মনুহর।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **মনোহর**

মনুহারি [স মনোহারী] *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'নাসায় মাণিক্য মনুহারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনো [স মনঃ>মনো] *বি* মন। 'শাপিব তোমার মুঞি পাঞা মনোদুঃখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যোগিজন-মনো হরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মনোআশা [স মনো+স আশা] *বি* মনোবাসনা। 'বৃথা মনোআশা এত ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মনোকষ্ট [স মনঃকষ্ট] *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'উক্ত ঘটনা তাঁদের অতি মনোকষ্টের কারণ হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মনোক্ষুণ্ণ [স মনঃক্ষুণ্ণ] *বি* মনে কষ্ট পাওয়া। 'এ প্রকার নানাবিধ চিন্তায় মনোক্ষুণ্ণ হইবেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মনোগত [স] ১ *বিণ* অন্তরের। 'আপনকার মনোগত সকল বৃত্তান্ত জানিলাম।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *বিণ* মনের অধিকারগত। 'আমারদের মনোগত বিষয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৩ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* মনোভাব। লোকের নিকট সুখ্যাতিবাদ শ্রবণপূর্ব্বক আত্মসন্তোষ লাভই আমাদিগের মনোগত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'তথায় আপন মনোগত ব্যক্ত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

মনোগৃহ [স] *বি* মনরূপ গৃহ। 'তোমার মনোগৃহের কোনো দাও গো চাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মনোচোর [স] *বি* মন চুরি করে যে। 'ভালো না বাসিতে চাস/ হায় মনোচোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'জানি, জানো, হে মনোচোর।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'পথহারা সেই পথিক বেশে এল মনোচোর।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মনোচোরা [স] *বি* মন চুরি করে যে। 'ঘুরে ফিরে মনোচোরা লুটিয়ে পড়ে পায়।' *অমৃত*, ১৯০০।

মনোজ [স] ১ *বি* কাম। 'ঘর দেখ্যা মনে মনে মাতিল মনোজ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* হিন্দুমতে কামদেবতা। 'হৃদয় সরোজ পূজিতে মনোজ।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বিণ* মনে জন্মায় এমন। 'মনুষ্য মাত্রেই মনোজ, বাক্যজ ও কর্মজ পাপ করিয়া থাকে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মনোজগৎ [স] *বি* ভাবজগৎ। 'আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য উদয়োন্মুখ তার সহস্র ... ।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মনোজব [স] *বি* মনের মতো শীঘ্রগতি। 'কেহ মনোজবে, কেহ বায়ু-অশ্বে, কেহ যোগবলে বিশ্বামিত্র সমীপে উপস্থিত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মনোজীবন [স] *বি* মানসিক অবস্থা। 'মানবের মনোজীবনের এই শ্রান্তিও মনুষ্যজাতির একটা বড় সঙ্কট।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মনোজোগ [স মনোযোগ] *বি* মনোনিবেশ। 'মনোজোগ।' *ক্যালগে*, ১৭৯২।

মনোজ্ঞ [স] ১ *বি* মনের কথা বুঝতে পারে যে। 'বুঝ মর্ম্ম হে মনোজ্ঞ, বিভূতিভূষণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'প্রকাশ তার স্নিগ্ধতম ও মনোজ্ঞ।' *হাই*, ১৯৪৬; 'এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৭।

মনোজ্ঞা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর। 'ভাবিলি মনোজ্ঞা বলে যে অচেনা অবগুণ্ঠিতারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনোজ্বালা [স] *বি* মনোবেদনা; মনের যন্ত্রণা। 'প্রাণপণ গোপন, করয়ে মনোজ্বালা।' *মদনমোহন*, ১৮৩৬।

মনোতরী [স] *বি* মনরূপ নৌকা। 'ছিল ঠেকে মনোতরীখান, – চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মনোতোষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মনকে তুষ্ট করে এমন। 'তার কবিতা হয়তো জনতোষিণী নয়, কিন্তু মনোতোষিণী।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মনোদর্পণ [স] *বি* মনরূপ দর্পণ। 'সে সময়ের ভারত-চিত্র মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মনোদুঃখ [স] ১ *বি* মনের ব্যথা। 'শাপিব তোমায় মুঞি পাঞা মনোদুঃখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মনোদুঃখে নিবেদএ বচন করুণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* শোক। *সেবধি*, ১৮৩৯।

মনোদুঃখী [স] *বিণ* মনে কষ্ট আছে এমন। 'যে বনে রহিছে মজনু মনোদুঃখী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মনোদ্যান [স] *বি* মনরূপ উদ্যান। 'মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মনোধর্ম [স] *বি* মানসিকতা। 'সমগ্র অভিজাত মনোধর্মের বিরাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমন্বয়ে চেতনার ...।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মনোনয়ন [স] **১** *বি* স্বাভাবিক নির্বাচন। 'লেখক মহাশয় natural selection-কে বাংলা নৈসর্গিক মনোনয়ন বলিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* বাছাই। 'মনোনয়ন কথাটার মধ্যে ইচ্ছা-অভিরুচির ভাব আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৩** *বি* অনুমোদন। 'কমিটিতে মনোনয়ন করবার ভার আমার উপরই থাকবে তো?' *মনসুর*, ১৯৩৫। **৪** *বিণ* নির্ধারিত। 'পাঠ্যপুস্তকের মনোনয়ন কমিটির উপরও হইয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৩। **৫** *বি* নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুমোদন। 'যে আটজন সদস্যের মনোনয়ন ... অবশিষ্ট আছে।' *বেগম*, ১৯৫৫।

মনোনয়নপত্র [স] *বি* নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমোদনপত্র। 'অন্য কোন প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেননি।' *বেগম*, ১৯৬৩।

মনোনিবেশ [স] *বি* মনসংযোগ। 'ক্ষণমাত্রও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মনোনীত [স] **১** *বিণ* নির্ধারিত। 'মনোনীত পূজা করে ভক্তিযুক্ত হইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *ক্রিবিণ* চাহিদামতো। 'রঘু রামরায় অনাহূত যে সকল লোক আসিয়াছিল তাহারদিগকে মনোনীত ধন দিয়া বিদায় করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৩** *বিণ* নির্বাচিত। 'নূতন ত্রষ্টি মনোনীত করণার্থে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৪** *বিণ* মনোনয়নপ্রাপ্ত। 'পাঠশালার শিক্ষকতা পদে মনোনীত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মনোনীতা [স] *বিণ স্ত্রী* মনোনীত করা হয়েছে এমন। 'মনোনীতা নার্সদের নামের তালিকা দেওয়া গেল।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মনোনেত্র [স] *বি* মনের চোখ। 'হেরি মনোনেত্রে প্রতিমূর্তি তাঁর।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মনোপূর্ন্ন [স মনঃপূর্ণ] *বি* মনের আশা পূরণ। 'কুম্ভির মনোপূর্ন্ন কৈল গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মনোপ্রয়োগ [স মনঃপ্রয়োগ] *বি* মনোযোগ। 'অধীর কোনো বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোপ্রয়োগ করাটা বুদ্ধিবৃত্তির বাজে খরচ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মনোবন *বি* মনরূপ বন। 'মনোবনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো উহারি পরশ-রস মাগে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

মনোবল [স] *বি* সাহস। 'শুভযাত্রা করি রাধা কর মনোবল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনোবশ [স] *বি* মন জয়। 'সুশিক্ষা দ্বারা ছাত্রদিগের মনোবশ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

মনোবাঞ্ছা [স] *বি* মনের বাসনা। 'মনোবাঞ্ছা তোমার পূরিবে অচিরাত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মনোবাদ [স] *বি* মনোমালিন্য। 'কেবল মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত হয়েছে!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মনোবাসনা [স] *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'প্রাণের প্রথম প্রেতি তার মনোবাসনার ছবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনোবিকলন [স] *বি* মনস্তত্ত্ব। 'মনোবিকলন শাস্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ করে ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'মনোবিকলনের আঁকাবাঁকা পথেই ...।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মনোবিকার [স] *বি* মানসিক বৈকল্য। 'এ এক উৎকট মনোবিকার জন্য উন্মাদ বিশেষ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মনোবিচ্ছেদ [স] *বি* ঝগড়া; মনোমালিন্য। 'দুই সখীর মধ্যে একটু মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনোবিজ্ঞান [স] *বি* মনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা। 'মনোবিজ্ঞান বিশারদ লাক সাহেব যে প্রকার প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রমে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মনোবিজ্ঞানী [স] *বি* মনোবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'এ কথা মনোবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মনোবিদ্যা [স] *বি* মনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা। 'মনোবিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি, এই দুই বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে ... কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মনোবিবর্তন [স] *বি* মানসিক বিকাশের ধারা। 'মানুষের এ মনোবিবর্তনের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মনোবিমোহন [স] *বিণ* মনোমুগ্ধকর। 'মরি কি মূরতি মনোবিমোহন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

মনোবিষয়ক [স] *বিণ* মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত। 'মনোবিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মনোবিহীন [স] *বিণ* মন নেই এমন। 'এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোবিহীনতা [স] *বি* বিবেচনাহীনতা। 'মনোবিহীনতাকেই আমরা উদারতা বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোবীজ [স] *বি* মনের বীজ; স্বপ্ন। 'পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়ায়েছি মনোবীজ।' *জীবন*, ১৯৩০; 'লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে মনোবীজ দাও।' *জীবন*, ১৯৪৪।

মনোবীণ [স] *বি* মনরূপ বীণা। 'সুর দিয়ে রঙ-করা মনো-বীণে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মনোবীণা [স] *বি* মনরূপ বীণা। 'কবিরা নিজেদের পরের মনোবীণার বাদক হিসেবে দেখতে শিখবেন।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মনোবুদ্ধি [স] *বি* মানসিক বুদ্ধি। 'হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মনোবৃক্ষ [স] *বি* মনরূপ বৃক্ষ। 'মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মনোবৃত্তি [স] **১** *বি* মনের ভাব। 'আমার শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'আমাদের হৃদয়ে বিস্ফারক মনোবৃত্তি সকল যেমন হীনপ্রভ, সংকোচক মনোবৃত্তি সকল তেমনি স্ফূর্তিবান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে ... অঙ্কিত হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* মানসিকতা। 'এরা কতকগুলি জঘন্য মনোবৃত্তির দাস।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মনোবৃত্তিসম্পন্ন [স] *বিণ* মনোভাব বিশিষ্ট। 'সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সাহিত্যের প্রভাব।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মনোবেগ [স] *বি* মনের মতো দ্রুত গতি। 'কাঁহা গেলা প্রভু চমকিত হঞা/ মনোবেগে গেলা প্রভু দেখিতে নারিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মনোবেদনা [স] *বি* মনের কষ্ট। 'আমার এ মনোবেদনা দূর হইবেক না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মনোব্যথা [স] *বি* মনের কষ্ট। 'মন চাহে মনোব্যথা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মনোব্রহ্মাণ্ড [স] *বি* মনোজগৎ। 'মনোব্রহ্মাণ্ড করতলস্থ করিবার ইচ্ছা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোভঙ্গ [স] *বি* মনে আঘাত দেওয়া। 'তোহ্মরার মনোভঙ্গ করি থাকি যবে।' *সুলতান*, ১৭০০।

মনোভঙ্গি, মনোভঙ্গী [স] *বি* মনোভাব। 'তাঁদের মনোভঙ্গী যে ভাবধারায় গড়িয়া উঠিয়াছে ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫; 'বক্তা বা লেখকের মনোভঙ্গির অনুগ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মনোভঙ্গে *ক্রিবিণ* মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায়। 'এ দারুণ মনোভঙ্গে যে প্রাণ থাকে, এমন আমি বুঝি না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মনোভব [স] *বি* মানস জগৎ। 'ভব মধ্যে অভব ভাবেত মনোভব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মনোভাণ্ডার [স মনোভাণ্ডাগার] *বি* মনরূপ ধনাগার। 'তাহারদিগের মনোভাণ্ডারে জ্ঞানরত্ন স্থান প্রাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মনোভাব [স] *বি* মনের গতি। 'তত্র মনোভাব আবির্ভাব অনুক্ষণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মনোভাবসম্পন্ন [স] *বিণ* মানসিকতাপূর্ণ। 'সরকার অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবসম্পন্ন।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

মনোভাবাপন্ন [স] *বিণ* মানসিকতাসম্পন্ন। 'দুদু মিয়া অধিকতর রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন।' *আনিস*, ১৯৬৪; 'বর্ত্তমান সরকার অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবাপন্ন বলিয়া দাবী করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

মনোভার [স] *বি* মনের বেদনা। 'নামাতে পারি যদি মনোভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মনোভিনিবেশ [স] *বি* মনোযোগ। 'শাস্ত্রির প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মনোভিলষিত [স] *বিণ* মন থেকে প্রার্থিত। 'আরও মনোভিলষিত স্বামির নিকটে লিখিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মনোভিলাষ [স] *বি* মনের বাসনা। 'আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

মনোভীষ্ট [স] *বিণ* মনে চায় এমন। 'মনোভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতে ব্যাকুল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মনোভূম [স] *বি* মানস জগৎ। 'নতুন ভাবচিন্তার বীজ উপ্ত হয় যখন বক্তার মনোভূমে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মনোভূমি [স] *বি* মনোজগৎ। 'কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মনোভেদ [স] *বি* বিষাদ। 'নবযুবতীর মনোভেদ জন্মাইয়া সংসারের প্রতি কি প্রকারে বিচ্ছেদ জন্মান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মনোভ্রম [স] *বি* মনের ভুল। 'এসেছি হে মনোভ্রমে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনোমত [স] *ক্রিবিণ* মনের মতো। 'মনোমত ধন দিব আর কিনে নেও।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনোমতো *ক্রিবিণ* ইচ্ছেমতো। 'যে পারে সে ভেসে চলে মনোমতো।' *অবন*, ১৯২৫।

মনোময় [স] ১ *বিণ* মনপ্রধান। 'সাহিত্যের মনোময় প্রাণময় ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *ক্রিবিণ* মন জুড়ে। 'যদি তার দেহময় ব্যাধি মনোময় পাপ ... থাকে।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ৩ *বিণ* মন তৃপ্ত করে এমন। 'মনোময় চাউনি দিয়ে মন ভুলাবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মনোময় কোষ [স] *বি* (হিন্দুশাস্ত্র) আত্মার তৃতীয় আবরণ। 'যথা, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মনোময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* মনঃস্বরূপা। 'তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে মনোময়ী হয়ে নাচ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মনোমাঝ *বি* মনের ভিতর। 'আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মনোমালিন্য [স] ১ *বি* মনের কষ্ট। 'উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* বিবাদ। 'পরস্পরের মনোমালিন্য ও রাজবিদ্রোহ দেশমধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'যাহাতে মনোমালিন্যের তিরোধান হয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭৮।

মনোমাহাত্ম্য [স] *বি* মনের মহিমা। 'হৃদয় মাহাত্ম্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমাহাত্ম্যে তো তোমরা বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোমিল [স] *বি* মনের মিল। 'যদিও প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহ হইবে না, তথাপি মনোমিল না হইবার সম্ভাবনা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মনোমিলন [স] *বি* মনের মিলন। 'উভয়ের মনোমিলন হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'মিত্রের সহিত মিত্রের মনোমিলনের নাম মিত্রতা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মনোমীন [স] *বি* মনরূপ মাছ। 'বাবুগণের মনোমীন ধরিবার নিমিত্তে হাত হইতে টোপ ফেলিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মনোমুগ্ধকর [স] *বিণ* মনকে মুগ্ধ করে এমন। 'গগনস্পর্শী চূড়াসমন্বিত মনোমুগ্ধকর অট্টালিকাশ্রেণী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মনোমৃগ [স] *বি* মনরূপ মৃগ। 'মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মনোমোহন [স] *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'নানাদিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মনোমোহিনী [স] ১ *বিণ* মনকে মুগ্ধ করে এমন। 'এই প্রদেশের অদূরস্থ ... কুঞ্জবনও প্রাণমনোমোহিনী শোভার চিরনিকেতন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি স্ত্রী* হৃদয়-মোহিতকারী ব্যক্তি। 'আমার মনোমোহিনী এসেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোযন্ত্র [স] *বি* হৃদয়। 'মনোযন্ত্রের সমস্ত তারগুলা ঝংকৃত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মনোযোগ [স] ১ *বি* মনোনিবেশ; নিবিষ্ট মন। *ক্যালগে*, ১৭৯২; 'চৌকিরদিগে কাহারু মনোযোগ রহিল না।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* গুরুত্ব প্রদান। 'তাঁহারা ভূমি উৎকৃষ্টা করণ বিষয়েও মনোযোগ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মনোযোগ করা *ক্রি* জানা। 'নির্ণীত দিবসে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া আহ্বানের কারণ মনোযোগ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মনোযোগপূর্বক, মনোযোগপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* মনোযোগ সহকারে। 'বিচক্ষণ বাস্তবিক বাবু মশায়েরা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনোযোগসহকারে [স] *ক্রিবিণ* মনোযোগের সঙ্গে। 'অত্যন্ত মনোযোগসহকারে "ট্রু লাভ স্টোরি" নামক ইংরেজী পত্রিকা হইতে সচিত্র একটি প্রণয়-কাহিনী পাঠ করিতেছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মনোযোগহন্ত্রী [স] *বি* মনোযোগ ধ্বংসকারী। 'মনোযোগহন্ত্রীর বেড়ি আর খড়ির খংকার পড়ে মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মনোযোগাধিক্য [স] *বি* অতিরিক্ত মনোযোগ। 'তাহার মূল্যাধিক্যে যদি মনোযোগাধিক্য করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

AMARBOI.COM

মনোযোগিতা [স] *বি* একান্ত আগ্রহ। 'বাহাদুরের মনোযোগিতায় এতদ্দেশীয় বাঙ্গলা ভাষা সাধারণের সুশিক্ষা হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মনোযোগী [স] **১** *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'ঐ ভাষা অভ্যাসার্থ বিলক্ষণ মনোযোগী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* আগ্রহী। 'গভর্নমেন্ট যদবধি না মনোযোগী হইবেন, তদবধি আমাদিগের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মনোরক্ষা [স] *বি* মনের সন্তুষ্টি। 'অগ্রে তাঁহারদিগের মনোরক্ষা করিয়া নব বিবির বাটীতে উপস্থিত হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মনোরঙ্গ [স] *বি* মনের আনন্দ। 'শচীর দুলাল মনোরঙ্গে ...।' *মুরারি*, ১৫৭০।

মনোরঞ্জক [স] *বিণ* মনোরঞ্জন করে এমন। 'বহুজন মনোরঞ্জক ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মনোরঞ্জন [স] **১** *বি* মনের আনন্দ। 'বৈর সাধন কেমনি মনোরঞ্জন হউক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* মনের আনন্দদানকারী ঈশ্বর। 'পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো, এসো মনোরঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মনোরঞ্জনার্থ [স] *ক্রিবিণ* মনের আনন্দের উদ্দেশ্যে। 'তবে লোকের মনোরঞ্জনার্থ কিছু সমাচার থাকে মাত্র।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

মনোরঞ্জনী [স] *বিণ* মনোহর। 'নিম্বতলার ঘাটে সকল মনোরঞ্জনীসোপান শ্রেণী শিল্পিতমকর্ত্তৃক ইষ্টকাদিদ্বারা অপূর্ব্ব ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

মনোরঞ্জনী বিদ্যা [স] *বি* মনে আনন্দ দান করে এমন জ্ঞান। 'অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনোরঞ্জনীয় [স] *বিণ* মনোরঞ্জন করা হয় এমন। 'রাজকুমারের মনোরঞ্জনীয় হইলেই মহারাজ ও রাজমহিষী এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ সকলেরই মন আনন্দিত হইবে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মনোরত্ন [স] *বি* মনরূপ রত্ন। 'আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি করে পালাচ্যে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মনোরথ [স] *বি* মনের বাসনা। 'চিরকাল ছিল যত মনোরথবন্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনোরথগতি [স] *ক্রিবিণ* মনের যথেচ্ছ গতিতে। 'চলিলেন মনোরথগতি দুই জন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মনোরম [স] **১** *বিণ* রমণীয়। 'মনোহর মনোরম কনক প্রাচীর।' *বাহ্‌রাম*, ১৬৫০। **২** *বি* পছন্দ। 'যাহাকে বাদসাহর মনোরম হইত তাহারি সহিত অভিশেক হইলে তিনি হইতেন খাশ বেগম।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* চমৎকার। '৬৮৪ সংখ্যক দর্পণে অতিমনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মনোরমণ [স] *বি* মন ভালো করা। 'আপন রমণীর মনোরমণার্থে বহুবিধ হাঁকডাক এবং দম্ভ প্রকাশ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মনোরমা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* রমণীয়। 'ত্রিলোক্য সোন্দরী কৈন্যা রূপে মনোরমা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ স্ত্রী* চিত্তাকর্ষক। 'মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। **৩** *বি* পত্নী। 'তাহার মনোরমা নৌকা হইতে নামিয়া ... গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৪** *বি স্ত্রী* মনকে আনন্দ দান করে যে। 'প্রিয়া মনোরমা! ধরিতে গিয়াছি – তুমি মিলায়েছ দূর দিগ্বলয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

মনোরম্য [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'অনেকানেক বিচক্ষণ পাঠকগণের বিলক্ষণ মনোরম্য হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মনোরস [স] *বি* আবেগানুভূতি। 'মনস্তাত্ত্বিক না হলে এ মনোরসের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মনোরসনা [স] *বি* মনের বাসনা। 'মনোরসনার সাহায্যে আপনার মধ্যে সুন্দরের জন্য যে প্রকাণ্ড পিপাসা।' *অবন*, ১৯২৫।

মনোরাজ্য [স] *বি* মনের জগৎ। 'মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মনোরিত [স মনোরথ] *বি* ইচ্ছা; অভিলাষ। 'হেন রিতে সভাকার মনোরিত সাধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মনোরুদ্ধ [স] *বিণ* অপ্রকাশিত; মনের মধ্যে রুদ্ধ। 'মনোরুদ্ধ ভাব ক্রমশ বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনোরূপ [স] *বিণ* মনের সঙ্গে তুলনীয়। 'আমাদের মনোরূপ রত্নখনিতে যে সকল জ্ঞানরত্ন ও সুখরত্ন নিহিত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মনোর্পণ [স] *বি* মনোনিবেশ। 'ঈশ্বরে মনোর্পণ করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

মনোলোক [স] *বি* মনোজগৎ। 'গোপনে থেকো না মনোলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনোলোভা [স] *বিণ* মন কেড়ে নেয় এমন। 'করয়ে উজ্জ্বল মহেশের মনোলোভা।' *ভারত*, ১৭৬০; 'কোটি গন্ধ কুসুম ফোটে বনে মনোলোভা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মনোসংযোগ [স মনঃসংযোগ] *বি* মনোনিবেশ। 'কথার ভেতর বেশ গভীরভাবে মনোসংযোগ করতে পারে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মনোসাধ [স মনঃসাধ] *বি* মনের সাধ। 'এক বার রাধে রাধে ডাক বাঁশি, মনোসাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মনোস্থির [স মনস্থির] *বি* মনের স্থিরতা। 'মনোস্থির রবে কি তোমার?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মনোহংস [স] *বি* মনরূপ হংস। 'মনোহংস চরাহ তাহাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মনোহর [স] **১** *বিণ* সুন্দর। 'কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'কটীদেশে তরোয়ার বড় মনোহরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* মন ভোলায় এমন। 'মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোহরণ [স] **১** *বি* মনোমুগ্ধ অবস্থা। 'কোন শ্রোতা ব্যক্তির মনোহরণ না হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বিণ* মোহিত। 'নৃপ-দুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য আমার মনোহরণ করিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **৩** *বি* মনকে জয় করা। 'প্রকৃতিও মনোহরণের জন্য আপনার নিগূঢ় সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বি* আকর্ষণ। 'জলে স্থলে ফুলে ফলে কেমন ক'রে মনোহরণ ছড়ালে মন মোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৫** *বি* মন হরণ করেছে যে। 'বুঝি আমার মনোহরণ আসে গোপনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

মনোহরণ করা *ক্রি* আকৃষ্ট করা। 'এই পার্থক্যটুকু তার মনোহরণ করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোহরণকার্য [স] *বি* চিত্তবিনোদনমূলক কাজ; সৃষ্টিশীল কাজ। 'নিরুৎসাহ মনোহরণকার্যের একটি প্রধান অন্তরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোহরণশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* মনোমুগ্ধকর। 'আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্ব সাধারণ মনোহরণশীলা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মনোহররূপে [স] *ক্রিবিণ* সুন্দরভাবে। 'তবে সেটা বেশ স্বাভাবিক এবং মনোহররূপে সম্পন্ন হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোহরশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* মনকে হরণ করতে পারে এমন। 'ঐঁহার কথকতা সর্ব্বসাধারণ মনোহরশীলা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মনোহরা [স] *বিণ স্ত্রী* মন কেড়ে নেয় এমন। 'বঁদে মোহনভোগ মনোহরা অনুত্তম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনোহারি [স] *বিণ* শৌখিন। 'ফলের, খাবারের, মনোহারি জিনিসের।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

মনোহারিকা [স] *বিণ স্ত্রী* চিত্তাকর্ষক। 'আনো বীণা মনোহারিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোহারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মনকে হরণ করে এমন। 'অতিশয় মনোহারিণী হয়।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

মনোহারিতা [স] ১ *বি* মন হরণের গুণ। 'উহার মনোহারিতা অধিকতর বর্দ্ধিত করিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তাঁহার মনোহারিতা মানুষকে কত কাব্য কত চিত্র-রচনায় লাগাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* সৌন্দর্য। 'পুরাতন মুখশ্রী আমার কাছে একটি নবীন মনোহারিতা আনয়ন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনোহারিত্ব [স] *বি* সৌন্দর্য। 'শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মনোহারী [স] *বিণ* অত্যন্ত সুন্দর; রমণীয়। 'মনোহারী সামগ্রী এসিয়া খণ্ডের নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মনোহিত [স] *বি* মনের কল্যাণ। 'সরূপে বলহ মোরে করো মনোহিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

মনোহীন [স] *বিণ* ভাবনার ক্ষমতা হয়নি এমন। 'ভাষাহীন মনোহীন প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট সুন্দর শিশুটি আমার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মনোগ্রাম [ই] *বি* প্রতীকী নকশা। 'আমি তাঁহার 'মনোগ্রাম' হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর সব চিনি।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'এবার যে মনোগ্রাম দেওয়া হইয়াছে।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

মনোগ্রামধারী [ই মনোগ্রাম+স ধারী] *বিণ* মনোগ্রামযুক্ত। 'এই মনোগ্রামধারী পতাকার অভিবাদন।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

মনোটনি [ই] *বি* একঘেয়েমি। 'মাস্টারীর মনোটনির তুলনায় সব কাজই বোধ হয় ভালো।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মনোপলি [ই] *বি* একচ্ছত্র অধিকার। 'মনোপলি।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

মনোয়ার *বি* পালতোলা যুদ্ধজাহাজ। *ওর্সী*, ১৭৮৫।

মনোহরা [স] *বি* চিনির আবরণযুক্ত এক প্রকার মিষ্টদ্রব্য। 'মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'খাজা মজা মনোহরা দিলেন ভাণ্ড ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মনোহারী [স মণিকার>] *বিণ* কাগজ-কলম; খেলনা, প্রসাধনী, শৌখিন জিনিসপত্র বিক্রি হয় এমন। 'হাবিব ছুটলো গোকুলের মনোহারী দোকানে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মন্টেশ্বর *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'গোপীনাথ মন্টেশ্বর।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মন্তর [স মন্ত্র] *বি* মন্ত্র। 'আন্ধারে আন্তরে কোণ মন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **মন্ত্র**

মন্তর-তন্তর [স মন্ত্রতন্ত্র] *বি* মন্ত্র-তন্ত্র; নানারকম ঝাড়ফুঁক। 'ওর সব মন্তর-তন্তর ঠিক যে মানি তাও নয়, আবার না মনবার মতো বুকের পাটাও নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০; 'এরা ভাবলে যে আমি কোনো মন্তর-তন্তর শিখেছি।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

মন্তর নেওয়া *ক্রি* দীক্ষা গ্রহণ করা। 'এবার আমরা বাড়ীসুদ্ধ মন্তর নেবো ভাবচি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মন্তেক [আ মনতিক] *বি* তর্কশাস্ত্র। 'বিচার কার্যের জন্য ফেকাহ ও মন্তেক বিশেষ দরকারী।' *সওগাত*, ১৯২৮।

মন্ত্র [স] ১ *বি* ত্রাণকারী পবিত্র শব্দ। 'দুজবর কোকিল মন্ত্র পড়াব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হেন ভক্তি না মানিমো এই মন্ত্র সার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* যুক্তি। 'আর নাহি কোন মন্ত্র।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* মন্ত্রণা। 'কি না মন্ত্র দিল তোমায় হইয়ে নিষ্ঠুর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৪ *বি* বেদের অংশবিশেষ। 'বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত – ছন্দ-মন্ত্র-ব্রাহ্মণ এবং সূত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৫ *বি* মূলনীতি। 'শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মন্ত্র-ঋষি [স] *বি* সত্যদ্রষ্টা। 'জানিয়ে দে তুই মন্ত্র-ঋষি, ভাঙ রে তাদের ভুল!' *নজরুল*, ১৯২৯।

মন্ত্রকুহক [স] *বি* মন্ত্রের মায়া। 'কী মন্ত্রকুহকে কুমার আবার এল বালক হইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মন্ত্রগম্ভীর [স] *বিণ* মন্ত্রের মতো গুরুগম্ভীর। 'তার মন্ত্রগম্ভীর ধ্বনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবচেতনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মন্ত্রগুণ [স] *বি* মন্ত্রের প্রভাব। 'ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মন্ত্রগুপ্তি [স] *বি* যুক্তি-পরামর্শের গোপনীয়তা। 'শিখরীর মন্ত্রগুপ্তি পঙ্গু করে মৃগতৃষ্ণিকাকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'অনেক মন্ত্রগুপ্তি রয়েছে যার।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মন্ত্রগুরু [স] *বি* মন্ত্রের দীক্ষাদাতা। 'মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মন্ত্রগৃহ [স] *বি* গোপন পরামর্শের স্থান। 'দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মন্ত্রগ্রহণ [স] *বি* দীক্ষা গ্রহণ। 'কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশকে আনাইয়া মন্ত্রগ্রহণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মন্ত্রতন্ত্র [স] *বি* নানা ধরনের মন্ত্র। 'কিরূপে মন্ত্রতন্ত্রার্থ পাঠজ্ঞা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মন্ত্রদাতা [স] ১ *বি* পরামর্শদাতা। 'ভয়ই তো শয়তান ... পাপের মন্ত্রদাতা।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ২ *বি* গুরু। 'বর্ত্তমানকালের অযৌক্তিকতাবাদের মন্ত্রদাতা তিনি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মন্ত্রদানি [স মন্ত্রদান>] *বি* (বাউল) দীক্ষা। 'কর্নে দেয় তার মন্ত্রদানি।' *লালন*, ১৮৯০।

মন্ত্রপড়া [স মন্ত্রপাঠ>] ১ *বিণ* মন্ত্র পাঠকারী। 'মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদমন্ত্রর বলে জানত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* মন্ত্র পড়ে গ্রহণ করা হয়েছে এমন। 'ওরা ছিলেন মন্ত্রপড়া স্ত্রী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

মন্ত্রপাশ [স] *বি* মন্ত্ররূপ বন্ধন। 'কোন দরবেশ তোর কানে কানে খুলিল মন্ত্রপাশ।' *জসীম*, ১৯৩১।

AMARBOI.COM

মন্ত্রপূত [স] *বিণ* মন্ত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃত। 'সাধকদিগের তাহা মন্ত্রপূত করিয়া ধ্যান ও স্তুতিপূর্ব্বক পুলকিতচিত্তে পান করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'স্বয়ং স্বহস্তে উপবীত লইয়া মন্ত্রপূত করত বিশ্বামিত্রের গলে দিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মন্ত্রবল [স] *বি* মন্ত্রের শক্তি। 'ফকির বলিয়াছেন, আমি মন্ত্রবলে গুলি গোলা জল করিয়া দিব।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

মন্ত্রবাণী [স] *বি* মূল মন্ত্র। 'গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মন্ত্রভবন [স] *বি* রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘরবিশেষ। 'অপরাহ্নে মন্ত্রভবনে পদার্পণ করলে, এ বিষয়ের কর্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করা যাবে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মন্ত্র-মার *বি* মন্ত্রের মাধ্যমে যে আঘাত করা হয়। 'আমি যেন সাপুড়িয়া মারি মন্ত্র-মার –।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মন্ত্রমুখো *বিণ* গুরুগম্ভীর। 'চাঁদ উঠলে তো নিশীথিনীর মুখ অমন মন্ত্রমুখো হয়ে থাকে না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মন্ত্রমুগ্ধ [স] *বিণ* মন্ত্র দিয়ে বশীভূত। 'তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায়।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

মন্ত্রমূর্তি [স] *বি* মন্ত্র উচ্চারণের উদ্দেশ্যে তৈরি দেবতার কল্পিত প্রতিমা। 'কোথাও কোথাও এইসব দেবতার মন্ত্রমূর্তি গড়ে তোলারও লক্ষণ দেখি।' *অবন*, ১৯২৫।

মন্ত্রমোহিত [স] *বি* মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে যে। 'মন্ত্রমোহিতের মত বালকটি দরিয়াবিবির বাহুবেষ্টনে থাকিয়া হাঁটিতে লাগিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মন্ত্রলিপি [স] *বি* প্রকাশচিহ্ন। 'ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মন্ত্রশক্তি [স] **১** *বি* বুদ্ধিবল; মন্ত্রণা-শক্তি। 'জর্মানির যন্ত্রশক্তির নিকট ফ্রান্সের মন্ত্রশক্তি যদি পরাভূত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৬। **২** *বি* ঐন্দ্রজালিক শক্তি। 'তাঁরা মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করতেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মন্ত্র-শিখা [স] *বি* মন্ত্রের অগ্নিশিখা। 'আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ঐ মন্ত্র-শিখার পরশ পাইয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

মন্ত্রশিষ্য [স] *বি* মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষিত শিষ্য। 'সন্ন্যাসীদের মধ্যে দীক্ষাগুরু ও মন্ত্রশিষ্য ... বিদ্যমান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মন্ত্রসম্মোহিত [স] *বিণ* মন্ত্রমুগ্ধ। 'জাদুকরের মন্ত্রসম্মোহিত পরীর দল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মন্ত্রসাধন [স] *বি* মন্ত্রের সাহায্যে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা। 'আপনকার আদেশানুরূপ মন্ত্রসাধন করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মন্ত্রসিদ্ধ [স] *বিণ* মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত। 'ভাবলে লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মন্ত্রহত [স] *বিণ* মন্ত্রের মাধ্যমে বশীভূত। 'মন্ত্রহত সাপিনির মতো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মন্ত্রাত্মক [স] *বিণ* মন্ত্রনির্ভর। 'মন্ত্রাত্মক যাগাদি নানাবিধ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মন্ত্রী [স] *বিণ* মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ। 'গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী।' *লালন*, ১৮৯০।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন – করো অথবা মরো। *উমেশ*, ১৮৫৭; 'গগনতলে দাঁড়াইয়া বলিতে চাই মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মন্ত্রোচ্চারণ [স] *বি* মন্ত্র আবৃত্তি। 'পুরোহিত ছেলেটাকে মন্ত্রোচ্চারণ দিয়ে বোঝাতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মন্ত্রৌষধি [স] *বি* মন্ত্রপূত অলৌকিক ঔষধ। 'রোগ সারাবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রৌষধির প্রয়োগ।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'এই দুটো নামের মন্ত্রৌষধিই তো ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষার রক্ষা কবচ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মন্ত্রণা [স] *বি* গোপন পরামর্শ। 'মন্ত্রণা শুনিয়াছিল আবু জেহেলের।' *সুলতান*, ১৭০০।

মন্ত্রণাগৃহ [স] *বি* মন্ত্রণা করার জায়গা। 'তার মন্ত্রণাগৃহে ইহাদের আসন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মন্ত্রণাঘর [স মন্ত্রণা+ঘর] *বি* যে ঘরে সবাই মিলে মন্ত্রণা করে। 'ইহার ভিতরে রাজমন্ত্রীদের মন্ত্রণাঘর।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মন্ত্রণাদাতা [স] *বিণ* পরামর্শদাতা। 'গৃহাভ্যন্তরে মন্ত্রণাদাতা মারওয়ানসহ এজিদ জাগরিত।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মন্ত্রণা পরিষদ [স] *বি* মন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত পরিষদ। 'মন্ত্রণা পরিষদ, আপার হাউস, লোয়ার হাউস, স্পীকার, প্রেসিডেন্ট।' *হাই*, ১৯৫৮।

মন্ত্রণাবল [স] *বি* বুদ্ধিবল। 'বণিকেরা মন্ত্রণাবলে ধনরত্নপূর্ণ ভূখণ্ড করায়ত্ত করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মন্ত্রণালয় [স] *বি* রাষ্ট্র শাসনের বিভাগবিশেষ। 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।' *আজাদ*, ১৯৫১।

মন্ত্রণাসভা [স] *বি* মন্ত্রীসভা। 'ঐ দেখো, মন্ত্রণাসভা থেকে অর্থসচিব এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'যখন-তখন মন্ত্রণাসভায় যোগদানের ডাক পড়বে না।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

মন্ত্রনা [স মন্ত্রণা] *বি* গোপন পরামর্শ। 'মন্ত্রনা করিল তবে সকল অসুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মন্ত্রী[1] *দ্র* মন্ত্রণা

মন্ত্রী[2] [স] **১** *বি* রাজার বা সরকারের পরামর্শদাতা। 'আর আর মন্ত্রী লোকেরদিগকে সাতে করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'এক মাস মন্ত্রী থাকিয়া নিজের তোড়জোড় সব ঠিক করিয়া লইয়া নূতন নির্ব্বাচনের জন্য সদস্যপদে এস্তেফা দেন।' *আজাদ*, ১৯৩৭। **২** *বি* দাবার ঘুঁটি। 'তার পর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বোসো।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মন্ত্রিকুমার [স] *বি* মন্ত্রীর ছেলে। 'রাজকুমার সুকুমার ও মন্ত্রিকুমার সুমন্তের মিত্রতা তাহারই প্রমাণ দিয়াছিল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মন্ত্রিচক্র [স] *বি* মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ। 'কেবল মন্ত্রিচক্রের ওলটপালটে চলবে না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মন্ত্রিত্ব [স] **১** *বি* মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। 'ধন্য আপনার প্রধানমন্ত্রিত্ব!' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* মন্ত্রীর পদ। 'কাম্বেল সাহেব আত্মানুরূপ ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মন্ত্রিপদ [স] *বি* মন্ত্রিত্বের পদ। 'একটী পৃথক মন্ত্রিপদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মন্ত্রিপাত্র [স] *বি* পরামর্শদাতাবর্গ। 'হেন সব গুণী কংস হৈল সচকীত সব মন্ত্রি পাত্র লঞা চিন্তিল হীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মন্ত্রিপুত্র [স] *বি* মন্ত্রীর ছেলে। 'গুজরাট নগরের রাজপুত্রের সহিত সেই রাজ্যের মন্ত্রিপুত্রের অভেদ্য প্রণয় ছিল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মন্ত্রিবর [স] *বি* প্রধান অমাত্য। 'দক্ষিণে পণ্ডিতঘটা বামে মন্ত্রিবর।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপরাম, ১৭৫০।

মন্ত্রিমণ্ডল [স] *বি* মন্ত্রীসভা। 'কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল নূতন ব্যবস্থা পরিষদগুলির উদ্বোধন করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

মন্ত্রিমিশন [স মন্ত্রী+ই মিশন] *বি* মন্ত্রী সমন্বয়ে গঠিত কমিটিবিশেষ। 'মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা যারা সত্যিকারভাবে মানিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মন্ত্রীগিরি [স মন্ত্রী+ফা গিরি] *বি* মন্ত্রিত্ব; মন্ত্রীর দায়িত্ব। 'কিন্তু ছাড়তেন না তিনি মন্ত্রীগিরি।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মন্ত্রী-টন্ত্রী *বি* মন্ত্রী বা এ ধরনের ক্ষমতাবান ব্যক্তি। 'মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে গেলে নাকি অনেক রকম সুখ-সুবিধা আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মন্ত্রীসভা, মন্ত্রিসভা [স] *বি* মন্ত্রী পরিষদ। 'মন্ত্রীর সাহায্যে মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' *ছোলতান*, ১৯২৩; 'শ্বেতাঙ্গ-চরণাশ্রয়ী মন্ত্রিসভার পক্ষে কিরূপে সম্ভব।' *সওগাত*, ১৯৪৩।

মন্থ [স মন্থন] *বি* ঘোটানোর কাজ। 'ওরে ঐ-যে দধি-মন্থ-ধ্বনি উঠল ঘরে ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মন্থন [স] **১** *বি* মথিতকরণ। 'জসোদা হইয়া কেহো করে দর মন্থন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* আলোড়ন। 'জর্মনিতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মন্থনকর্তা, মন্থনকর্ত্তা [স] *বি* মন্থনকারী। 'মথিত সাগরের একজন মন্থনকর্ত্তা ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মন্থন-বিষ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সমুদ্রমন্থনের বিষ। 'আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।' *নজরুল*, ১৯২২।

মন্থনযষ্টি [স] *বি* যে দণ্ডের সাহায্যে মন্থনকার্য সম্পাদিত হয়। 'স্থাপিল মন্থনযষ্টি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন্থিত [স] *বিণ* মথিত। 'আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মন্থর [স] **১** *বিণ* ধীর। 'চরণ থলকমল মন্থর গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* কোমল। 'তব অন্তর কত মন্থর আগে সে তো ...।' *অতুল*, ১৯৩৪।

মন্থরগতি [স] **১** *বি* ধীরগতি। 'নৌকা অগ্রসর হয় মন্থরগতিতে।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *ক্রিবিণ* ধীরে। 'অলস শয্যার পাশে জীবন মন্থরগতি চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মন্থরতা [স] **১** *বি* ধীরগামিতা। 'আষাঢ় মাসে মেঘের মতন মন্থরতায় ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* স্থিরতা। 'চঞ্চলা দেহে এখন মন্থরতা।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

মন্থরে *ক্রিবিণ* ধীর গতিতে। 'সখীগণ সঙ্গ তেজি গমন মন্থরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মন্থা [স মন্থন>] *ক্রি* আলোড়িত করা। 'পাঞ্চ পাটের নাত মন্থায়িল বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মন্দ [স] **১** *বিণ* মৃদু। 'কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বিমুখ। 'এহা বুঝী না কর রাধা তোঁ মন মন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* খারাপ। 'ঘরে গেলেঁ ভাল মন্দ কিছু না কহিব।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মন্দ নহে বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৪** *ক্রিবিণ* মৃদু গতিতে। 'ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে মন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বিণ* অসৎ। *ওর্সা*, ১৭৮২। **৬** *বিণ* দূষিত। 'মন্দ বায়ুতে এ রোগ জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৭** *বিণ* ক্ষীণ। 'সূর্যের তেজ মন্দ হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মন্দগতি [স] *বিণ* ধীরগতিসম্পন্ন। 'খেনে খেনে মন্দগতি চলন ঠমক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মন্দগমন [স] *বি* ধীরগতি। 'গাছের ছায়ায় খচিত নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে আমরা দুই পথিক নিঃশব্দে মন্দগমনে চলতে লাগলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মন্দতম [স] *বিণ* সবচেয়ে খারাপ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মন্দতর [স] **১** *বিণ* অপেক্ষাকৃত খারাপ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **২** *বিণ* অতি ক্ষীণ। 'কণ্ঠস্বর তাহার মন্দ হইতে মন্দতর।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মন্দ নৈক্ষত্র [স মন্দ-নক্ষত্র] *বি* কুগ্রহ; খারাপ সময়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মন্দপদ [স] *বি* ধীর পা। 'মৃদু মন্দপদে; করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর তা সবারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মন্দফল [স] *বি* খারাপ পরিণতি। 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসে বরং মন্দফল জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মন্দবাক্য [স] *বি* মন্দ বা খারাপ কথা। 'খাত্যে শুত্যে মন্দবাক্য বলে নিরন্তর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মন্দবায়ু [স] *বি* মৃদু হাওয়া। 'মন্দবায়ে অন্ধকারে দুলবে তোমার পথের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

মন্দভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* খারাপ ভাগ্যের অধিকারী। 'এই কন্যা অতিশয় মন্দভাগিনী।' *প্রভাত*, ১৮৯৫; 'তুমিহ লহ এই মন্দভাগিনী পল্লী-বজার, জীবনের শেষ ফুল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মন্দভাগ্য [স] *বি* দুর্ভাগ্য। 'আমাদের মন্দভাগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মন্দভালো *বি* মন্দ ও ভালো। 'শত্রুমিত্র মন্দভালোর যায়নি আজও ভেদ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মন্দভাষ [স] *বি* খারাপ খবর। 'নাহি জিজ্ঞাসিতে বার্তা কহে মন্দভাষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন্দমতি [স] **১** *বিণ* নির্বোধ। 'কি কহিব দ্যুতি, আমি মন্দমতি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* ভাগ্যহীন। 'কোথা আমি মন্দমতি অকিঞ্চন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মন্দমধুর [স] **১** *বিণ* মৃদু ও মনোহর। 'নিরুপামা পরকাশে মন্দ মধুর হাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* মৃদুমন্দ। 'মন্দমধুর সুখে শোভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মন্দ মন্দ [স] *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'মন্দ মন্দ বলি রাজা সান্ধাইল ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে কুসুম পড়এ বনে অঞ্চলেতে ধরেন খুল্লনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন্দস্রোতা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণ স্রোত বয় এমন। 'নীচে মন্দস্রোতা ভাগীরথী।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'মন্দস্রোতা মন্দাকিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মন্দ হওয়া *ক্রি* মন্থর হওয়া। 'কুত্রাপি স্রোত মন্দ হইলে, তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নে পতিত হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মন্দাগ্নি [স মন্দ-অগ্নি] *বি* ক্ষুধা না পাওয়া; অগ্নিমান্দ্য। 'ছেলের মন্দাগ্নি হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মন্দাগ্নিগ্রস্ত [স] *বিণ* জানার আগ্রহ কমে গেছে এমন। 'আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মন্দাদর [স] *বিণ* অনাদর। 'বেস্যা পাইয়া দ্রৌপদিক করিব মন্দাদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্দাভিপ্রায় [স] *বি* খারাপ উদ্দেশ্য। 'এই কথার কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মন্দামন্দ [স] *বিণ* ভালোমন্দ। 'মন্দামন্দ বোলএ সবে কোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মন্দের ভালো *বিণ* মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মন্দ। 'অতএব উপস্থিতমত যেটা মন্দের ভালো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মন্দর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সমুদ্রমন্থনের কাজে ব্যবহৃত পর্বতবিশেষ। 'বিপ্লবের মন্দর দিয়ে মথন ক'রেও নারীর নারীত্বকে নড়ানো যায় না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মন্দা[1] [স মন্দ>] ১ *বিণ* মন্দ; খারাপ। 'ন মোয়ঁ কবহু তুঅ অনুগতি চুকলিহু বচন ন বোলল মন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় হ্রাস। 'বেলা হলে আবার সূতা বিকাবে না। একেতো মন্দা।' *কেরি*, ১৮০২।

মন্দা[2] *বি* (সঙ্গীত) একটি শ্রুতি। 'মন্দা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মন্দাকিনী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের নদীবিশেষ। 'তবে মন্দাকিনী জল আনি দেবগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মন্দাক্রান্তা [স] *বি* সতেরো মাত্রার ধীরগতি সংস্কৃত ছন্দবিশেষ; মেঘদূতের ছন্দ। 'জীবনতরী বহে যেত মন্দাক্রান্তা তালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মন্দার[1] [স] ১ *বি* মাদার গাছ। 'কাঞ্চন বন্ধুলী মন্দারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গীয় বৃক্ষবিশেষ বা তার ফুল। 'উর্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মন্দারদাম [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গীয় মন্দার ফুলের মালা। 'মন্দারদাম – তারাময় মালা!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মন্দার-মালা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গীয় মন্দার ফুলের মালা। 'দেবতারা দিল মন্দার-মালা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মন্দারমাল্য [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গীয় মন্দার ফুলের মালা। 'আমাকে ... অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মন্দারসার [স] *বি* মন্দার গাছের নির্যাস। 'স্তিমিত অঙ্গে মন্দারসার বপন করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

মন্দার[2] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মন্দার রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মন্দির [স] ১ *বি* বাড়ি; গৃহ। 'অকামিক মন্দির ভেলি বহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'আছএত মনিরত্ন আমার মন্দিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* হিন্দুদের উপাসনালয়। 'তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জনা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পুর মধ্যে দেই নর শিবের মন্দির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* (জ্যোতিষ শাস্ত্র) রাশি। 'গড়িলা তেমতি দ্বাদশ মন্দির বিধি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মন্দিরগেহ [স মন্দিরগৃহ] *বি* মন্দিররূপ ঘর। 'আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর অন্তরে মন্দিরগেহ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মন্দিরচূড়া [স] *বি* মন্দিরের শীর্ষদেশ। 'অট্টালিকার ছাদ, নৌকার গুণবৃক্ষ, রথশৃঙ্গ, মন্দিরচূড়া ও বৃক্ষশাখা হইতে পতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মন্দিরা *বি* কাঁসা বা পিতলের তৈরি করতাল জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মন্দিরে *বি* মন্দিরা। 'মের্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মন্দীভূত [স] ১ *বিণ* মৃদু হয়ে আসছে এমন। 'সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* ধীরগতি। 'আন্দোলনের বেগ একেবারে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

মন্দুরা [স] ১ *বি* ঘোড়া রক্ষণাবেক্ষণ। 'জেন্কিন্স ... কখনও মন্দুরার কর্ম করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* আস্তাবল। 'মন্দুরা ত্যজিয়া বাজীরাজি, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে মুখস্।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মন্দরা [স মন্দুরা] *বি* অশ্বশালা। 'নেয় গিয়্যা মন্দরায় মনমত ঘোড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মন্দোদরী [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাবণের স্ত্রী। 'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার? সুধিবে যবে রাণী মন্দোদরী ...।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* সুন্দরী; প্রিয়া। 'তোমার মন্দোদরী আমার ভাগে পড়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মন্দ্র [স] *বি* গম্ভীর ধ্বনি। 'ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল ক্ষণপ্রভা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মন্দ্রগম্ভীর [স] *বিণ* গুরুগম্ভীর। 'আমার চেতনা এক অজ্ঞাতপূর্ব মন্দ্রগম্ভীর অনুভূতিতে প্লাবিত হয়ে গেল।' *শিব*, ১৯৫৬।

মন্দ্রভাষী [স] ১ *বিণ* উচ্চ কলধ্বনিযুক্ত; উচ্চ নিনাদী। 'চিরস্রোতা তটিনীর/ মন্দ্রভাষী জলধির/ শুনি গান নিত্য মনোরম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* গুরুগম্ভীর ভাষায় কথা বলে এমন। 'মোর তরে মন্দ্রভাষী তুমি এনেছ সমাচার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

মন্দ্ররব [স] *বি* গম্ভীর ধ্বনি। 'ক্ষুব্ধ বনের মন্দ্ররবে গেল হারায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মন্দ্রসুর [স] *বি* গুরুগম্ভীর সুর। 'মন্দ্রসুরের মন্ত্র শুনাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মন্দ্রস্বর [স] *বি* গুরুগম্ভীর কণ্ঠ। 'মন্দ্রস্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া সে কথা কহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মন্দ্রা [স মন্দ্র>] ১ *ক্রি* গর্জন করা। 'যে মেঘবৃন্দ মন্দ্রিলে অম্বরে ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *ক্রি* ধ্বনিত হওয়া। 'ভৈরবের মহাসংগীতের মতো সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত ভবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মন্দ্রি ওঠা *ক্রি* বেজে ওঠা। 'অন্ধকারের বিপুল গানে মন্দ্রি ওঠে সারা আকাশ কী আহ্বানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মন্দ্রিত [স] *বিণ* গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত। 'তাহার সঙ্গে এক সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'মন্দ্রিত হোক বন্দীশালার দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মন্নত করা [স মনস্থ>] *ক্রি* মনে করা। 'তাহাকে ইহা মন্নত করিলেক, যে কোন জীব কাহারও এত খাট নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মন্বন্তর [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) যুগাবসান। 'যবে হৈল মন্বন্তর দেবতার লাগে ডর বলবান হইল অসুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* (হিন্দুপুরাণ) ১৪ জন মনুর মধ্যে একেকজন মনুর অধিকার-কাল। 'কল্প, মন্বন্তর যুগাদিরূপ কালবিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* ব্যাপক দুর্ভিক্ষ। 'ছিয়াত্তুরে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) মন্বন্তর।' *জনশ্রুতি*, অষ্টাদশ শতক; 'মন্বন্তর-অন্তে কে দিল ধরণিরে ধন-ধান্য ঢের?' *নজরুল*, ১৯২৮।

মন্বন্তরাদি [স] *বি* নানা প্রকার দৈব-দুর্বিপাক। 'অস্বাধ্যায় দিনে পাঠ নাই এতদ্ভিন্ন মন্বন্তরাদি ও পর্ব্বাহেতেও পাঠ বাদ হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্মথ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদন। 'মনোরথ, যদি রথ, সে মন্মথ, না দিত।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

মনমথ [স মন্মথ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদন। 'মনমথ বসে রাধা তেজিল লাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মন্মথ-উন্মাদ [স] *বিণ* কামে উন্মত্ত। 'মন্মথ-উন্মাদ আঁখি রাগরক্ত ঘোর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মন্মথ-মোহিনী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদনপত্নী; রতিদেবী। 'মন্মথ-মোহিনী বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারেতিছিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মন্যুমেন্ট [ই] *বি* কীর্তিস্তম্ভ। 'অভ্রভেদী মন্যুমেন্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মফস্বল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* শহর বহির্ভূত স্থান। 'মফস্বলস্থ যে সকল পাঠশালার অভাব ছিল তাহা এই পুস্তক দ্বারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মপস্বল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* রাজধানী বা সদর থেকে দূরবর্তী স্থান। 'মপস্বল কুটীর আমলা লোক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মপসল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* রাজধানী বা সদর থেকে দূরবর্তী স্থান। *মেয়র্স*, ১৭৭৪; *ডানকান*, ১৭৮৪।

মপস্বল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* রাজধানীর বাইরের স্থান। 'নিবেদনমিতি সন ১১৮০ সাল সদর সন ১১৮১ মপস্বল তেরিখ ১৩ কার্তিক।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪; 'মপস্বল গোমস্তা লোক নিলাম বেসি করিতে উদ্দত হইয়াছিল।' *ভেরলি*, ১৭৯১।

মপোস্বাল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* মফস্বল; শহরের বাইরের স্থান। 'মপোস্বাল হতে শামলা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য্য জানয়ার এসেচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মফঃসল [আ মুফাস্‌সাল] **১** *বি* জমিদারের সদর কাছারির অন্তর্গত মৌজা। 'মফঃসল সরবরা কেমন না জানে।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* রাজধানী বা সদর থেকে দূরবর্তী স্থান। 'মফঃসলে বিচিকিৎসা অর্থাৎ হিন্দুর দেবতা বিষহরী পূজা করিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মফঃসলবাসি [আ মুফাস্‌সাল+স বাসী] *বিণ* গ্রামে বাস করেন এমন। 'মফঃসলবাসি জনগণ মূর্খ ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

মফঃস্বল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* শহরের বাইরের স্থান। 'মফঃস্বল মহলে বসিয়া পাটরাণী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মফঃস্বলবাসী [আ মুফাস্‌সাল+স বাসী] *বিণ* শহরের বাইরের অধিবাসী। 'মফঃস্বলবাসী মুসলমান ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

মফসল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* শহর বহির্ভূত স্থান; গ্রাম। 'মফসল হইতে উহার তাকিদ প্রযুক্ত অধিক আমদানি হয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

মফস্বলি [আ মুফাস্‌সাল>] *বিণ* শহরের বাইরের। 'অন্যান্য মফস্বলী চাকরি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মফস্‌সল [আ মুফাস্‌সাল] *বিণ* গোপন। 'মফস্‌সল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মফেল [আ মহফিল] *বি* মাহফিল; ইসলামি সমাবেশ। 'মুন্সীসাহেবের মফেলে আজ নতুন জামা সবার গায়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

মবলক, মবলগ [আ মব্‌লগ] **১** *বিণ* নগদ। 'মবলকে আড়কাট ১৫১৩ ৮০ পোনর সও তেরো বারো আনা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'মবলগ ২০ কুড়ি তঙ্কা সিক্কা।' *বোগল*, ১৭৭০। **২** *বিণ* সর্বমোট। 'তাহার দাম মবলগে সীক্কা ২৮০০ আটাইষ সত।' *ভেরলি*, ১৭৯৪।

মম *বিণ* আমার। 'ফাল্গুনে ফুটিল নাথ মম উপবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মমছি *বি* ঘোড়ার প্রজাতি। 'পঞ্চমাল আনচাল মমছি চৌধর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মমজমা [ফা মোম-জামাহ্‌] *বি* মোমের প্রলেপ দেওয়া কাপড়বিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মমতা [স] **১** *বি* মমত্ববোধ। 'যদ্যপি কাহার মমতা বহু জনে হয়/ প্রীতি-স্বভাবে কাহাকে কোন ভাবোদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বি* দয়া। 'মমতা না করো মোরে যদি মহামায়া ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মমতা-জননী [স] *বি* মমতাময়ী মা। 'মমতা-জননী/ দাহে মোর পড়িল মুরছি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মমতাপন্ন [স] *বিণ* মায়াময়। 'বাঘিনী মাতৃস্নেহে মমতাপন্ন হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

মমতাপরবশ [স] *বিণ* দয়ার বশীভূত। 'নিতান্ত মমতাপরবশ হয়ে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মমতাপূর্ণ [স] *বিণ* হৃদয়স্পর্শী। 'অনুভূতিকে কণ্ঠস্বরের দরদে ও শব্দের মমতাপূর্ণ উচ্চারণে ফুটিয়ে তুলতে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মমতাবন্ধন [স] *বি* মায়ার বাঁধন। 'স্বজাতীয়ত্বের মমতাবন্ধন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মমতাবশত [স] *ক্রিবিণ* মায়ার বশে। 'জঠর সন্তানের প্রতি মমতাবশতই বোধহয় দরিয়াবিবি সন্তর্পণে পা ফেলিতেছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মমতাবিমুখতা [স] *বি* মায়াহীনতা। 'স্ত্রীর মমতাবিমুখতার ঢের ওপরে চলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মমতাভরা *বিণ* স্নেহময়। 'আন্তরিক মমতাভরা কথাগুলি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

মমতামধুর [স] *বিণ* মায়াপূর্ণ। 'একটা সহানুভূতিশীল মমতামধুর স্নিগ্ধ জীবন চলত।' *জীবন*, ১৯৩২।

মমতাময় [স] *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'ললনা তখন ধীরে চাহিয়া কবির মুখে কহিল মমতাময় করুণ কথায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'ওর ক্ষমতাময় মমতাময় প্রত্যুত্তর আসবে জানে।' *জীবন*, ১৯৩১।

মমতামুগ্ধ [স] *বিণ* মায়াময় আচরণে বিমোহিত। 'এক অনাত্মীয় নারীর মমতামুগ্ধ বিদ্যাসাগর বাল্যেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেন।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মমতাসিক্ত [স] *বিণ* দরদপূর্ণ; দরদি। 'মমতাসিক্ত চেনা স্বর শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মমতাহীন [স] *বিণ* মমতা নেই এমন; নির্দয়। 'নিষ্ঠুর মমতাহীন জড়প্রকৃতির এই রকমই ত নিয়ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'তা যেমন বিরামহীন তেমনি মমতাহীন।' *সবুজ*, ১৯১৭।

মমত্ব [স] **১** *বি* মমতা; মায়া। 'মমত্ব ত্যাজিলা সেন মাসির বচনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* টান। 'নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মমত্ববোধ [স] *বি* মমতা; টান। 'রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহার প্রত্যক্ষ করি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে দীর্ঘকালের মমত্ববোধ ওর হৃদয়কে অধিকার করে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মমলেট [ই] *বি* বিশেষ ধরনের ডিম ভাজা; অমলেট। 'পছন্দমাফিক মমলেট কটলেট খাচ্ছো।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'সকালবেলাকার মমলেটের আশাটা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করাই ভাল।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। *দ্র* **মামলেট, অমলেট**

মমি [ই] *বি* পচনরোধক ভেষজে রক্ষিত প্রাচীন মিশরের রাজাদের মৃতদেহ। 'যে-সমস্ত "মমি" মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ময়ুকুর [আ মজকুরা] *বিণ* উক্ত। 'ঞখন সরকার ময়ুকুর তলব করিবেন তখন মুদ সমেত টাকা বেওজরে দেয়া জাইবেক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

ময়ুদ [আ মৌজুদ] *বিণ* জমা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কাপড় ১৪৮ থান ময়ুদ আছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ময়ুমুন [আ মাজমুন] *বি* বিষয়। 'জে সকল দরখাস্ত সদরের লেখা ময়ুমুনে একরার লেখা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

ময়ুরা [ফা মজদুর>] *বি* পারিশ্রমিক। 'টাকা শেষ কিস্তিতে ময়ুরা পাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

-ময় *প্রত্যয়* -ব্যাপী; -পরিপূর্ণ। 'কহিব শমস্ত ময় অশুরের জত ভয়।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কৃপাময় কল্পতরু কল্যাণদায়ক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ময়ঙ্ক [স মৃগাঙ্ক] *বি* চাঁদ। 'কেমতে বুলিমু ভাল তুলনা ময়ঙ্ক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ময়দা [ফা] *বি* গমের খুব মিহি গুঁড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দশ মোন ময়দা ধরিয়াছি চিনি চারি মোন।' *কেরি*, ১৮০২।

ময়দাওয়ালা [ফা ময়দা+হি ওয়ালা] *বি* জাঁতায় পিষে ময়দা প্রস্তুত করে যে। 'ময়দাওয়ালা কত ছিল এক্ষণে ময়দার কল হওয়া অবধি কত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ময়দা করা *ক্রি* জাঁতা পেষা। 'ময়দা করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ময়দার ফুল *বি* উৎকৃষ্ট ময়দা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ময়দান [আ] ১ *বি* মুক্ত প্রান্তর। 'ময়দানে রহিয়া আছে মুমীন।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* মাঠ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এরোড্রামে গিয়া দেখি, একেবারে মুক্ত ময়দান।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

ময়দান ফেরা *ক্রি* বাহ্য ত্যাগ করা। 'ময়দান ফিরিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ময়দানব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাক্ষসবিশেষ। 'আসছে ভারত-তীর্থ লাগি শ্বেত-দ্বীপের ময়দানব।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ময়না [স মদনিকা] *বি* পাখিবিশেষ। 'শালিক লইল শুয়া পোষানিয়া পাখী ময়না দোয়েল বাজ ভাল ভাল দেখি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ময়না-কাঁটা *বি* কাঁটাযুক্ত গাছবিশেষ। 'ময়না-কাঁটা ঝাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ময়নাগুড়ি *বি* শিশুদের একপ্রকার খেলা। 'খেলায় ময়নাগুড়ি ফিরে বনিকের বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ময়না-তদন্ত [আ মুয়ায়িনা+স তদন্ত] ১ *বি* মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য শব-ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে পরীক্ষা। 'করোনার ... মৃত্যু সম্বন্ধে ময়না তদন্তে ব্যাপৃত আছেন।' *আনন্দবাজার*, ১৯৩৩। ২ *বি* নিবিড় অনুসন্ধান। 'তিনি তার বিষয়ে ময়না-তদন্ত করতে চেয়েছিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ময়মত [স মদমত্ত] *বিণ* মদমত্ত। 'এ নব যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ময়মত্ত-তূণ [স মদমত্ত-তূণ] *বি* বলশালী বাণ রাখার পাত্র। 'ময়মত্ত-তূণ অপাঙ্গবাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ময়মুরুব্বি, ময়মুরব্বি [আ মুরব্বী>] *বি* বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি; গুরুজন। 'সাজুর মা কয় তোমরা আছ ময়মুরব্বি ভাই।' *জসীম*, ১৯২৯; 'পিরমুশ্বি, ময়মুরুব্বি, আল্লাহ রসুলেও অগো ইমান আছে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

ময়রা [স মোদক] *বি* মিষ্টি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। 'ময়রা মুড়কি দেই সূত্রধরে দেই খই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ময়রাণী *বি স্ত্রী* মিষ্টি প্রস্তুতকারী। 'মুড়ি ভাজে ময়রাণী দেখে আবছায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ময়লা [স মল>] ১ *বি* বিষ্ঠা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* নোংরা; মলিন। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ময়লা ঢিলা কাপড় পরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* কুটিলতা। 'কাহারও মনে কিছু ময়লা নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ৪ *বিণ* খারাপ। 'ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ময়লা করন *বি* অপরিষ্কার করা; নোংরা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ময়লা কাপড় *বি* অপরিষ্কার কাপড়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ময়লা গাড়ি *বি* ময়লা আবর্জনা স্থানান্তরে ব্যবহৃত গাড়ি। 'টক্কর খেয়ে উলটে পড়ে ময়লা গাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ময়া *বি* একপ্রকার ছোটো মাছ। 'শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ময়াল[1] [আ মহাল] *বি* ভূ-ভাগ; রাজ্য। 'বামভাগে দেখে সাধু লঙ্কার ময়াল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ময়াল[2] [স মহাকাল] *বি* বড়ো আকারের সাপবিশেষ; অজগর। 'কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।' *ভারত*, ১৭৬০।

ময়ূখ [স] *বি* কিরণ; রশ্মি। 'ময়ূরের বর্হ সম ময়ূখের মালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ময়ূর[1] [স] *বি* বিচিত্র রঙের নৃত্যপরায়ণ পাখিবিশেষ। 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ময়ূর আসন [স] *বি* ময়ূর সিংহাসন। 'ঝরে গেছে মোগলের আফিমের ফুল/ মণিময় ময়ূরআসন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ময়ূরকণ্ঠী [স] *বিণ* ময়ূরের কণ্ঠের মতো বিচিত্র বর্ণের। 'ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি/ দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ময়ূরকণ্ঠী রঙ *বি* ময়ূরের কণ্ঠের মতো বিচিত্র রঙ। 'ময়ূরকণ্ঠী রঙের সুটে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ময়ূরত্ব [স] *বি* ময়ূরের রূপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। 'ময়ূরকে দেখা যায় গর্ব করতে আপন ময়ূরত্ব নিয়েই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ময়ূরপংখি, ময়ূরপংক্ষী [স ময়ূর+স পক্ষী] ১ *বি* ময়ূরের আকৃতিবিশিষ্ট নৌকা। 'বরের সমভিব্যাহারে কৃত্রিম পর্ব্বত ও ময়ূরপংক্ষী ... নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'ময়ূরপংখিও বইতে হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* ময়ূরের আকৃতিবিশিষ্ট পালকি। 'ময়ূরপংখিতে একটি চন্দনচর্চিত অজাতশ্মশ্রু নববর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ময়ূরপঙ্খি, ময়ূরপঙ্খী [স ময়ূর+স পক্ষী] *বি* ময়ূরপঙ্খী নামাঙ্কিত যান। 'রেলওয়ে ইষ্টিম ফেরী ময়ূরপঙ্খীর ছাড়বার সঙ্কেত ঘণ্টা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজচে।' হুতোম, ১৮৬১; 'সারে সারে ময়ূরপঙ্খি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ময়ূরপঙ্খী ভোর বি ময়ূর-ডাকা ভোর। 'যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের সিন্ধুর মেঘে হয়েছে অবাক।' জীবন, ১৯৩২।

ময়ূরপুচ্ছ [স] বি ময়ূরের পুচ্ছ বা পাখনা। 'দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

ময়ূর-বীণা [স] বি ময়ূরের আকৃতিবিশিষ্ট বীণা। 'মদালস ময়ূর-বীণা কার বাজে।' নজরুল, ১৯৪১।

ময়ূরশয্যা [স] বি ময়ূরচিহ্নিত শয্যা। 'দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার কথা ভুলে।' জীবন, ১৯৪২।

ময়ূরী [স] বি স্ত্রী নীল-সবুজ মেশানো বিচিত্র রঙের নৃত্যপরায়ণ পাখিবিশেষ। 'অম্বরপথে গম্ভীরে যেমতি গরজে জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

ময়ূর[2] [স] বি (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। বাহরাম, ১৬৫০।

ময়ূরাক্ষী [স] বি নদীবিশেষ। 'ছল-ছল ময়ূরাক্ষীর নির্মল ধারা ... বয়ে যাচ্ছিল।' নজরুল, ১৯২২।

মর [স] ১ বি মরণশীল প্রাণী – মানুষ। 'শোন রে মর, শোন অমর।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ মরণশীল। 'আমি মর, কিন্তু আমার বিধাতা অমর।' নজরুল, ১৯২৩।

মর-কবি [স] বি মরণশীল কবি। 'আমি মর-কবি – গাহি সেই বেদে-বেদুইনদের গান।' নজরুল, ১৯২৯।

মরজগৎ [স] বি নশ্বর পৃথিবী। 'তাঁর মতো স্বামীসুখাভিলাষিণী ... মরজগতে নিতান্তই দুর্লভ রে।' নজরুল, ১৯২৭।

মরজাগতিক [স] বিণ মরণশীল জগতের জন্য মানানসই। 'তার গুণ্ডটি মরজাগতিক আগ্রহে বৃংহিত সহকারে পুনঃপুনঃ শূন্যে আন্দোলিত ...।' হাসান, ১৯৬৭।

মরজীবন [স] বি মরণশীল জীবন। 'মরজীবনের শেষ স্বাদ তারা উপলব্ধি করে যাচ্ছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মরধাম [স] বি মর্ত্য; পৃথিবী। 'ঝিল্লীর ডাকে মরধামে নামে উর্বশী।' সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

মর-ভবন [স] বি অনিত্য সংসার। 'কি শকতি তোর এ মর-ভবনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মরলোক [স] বি মৃত্যু-পরবর্তী জগৎ। 'মনে ভাবছি মরলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের আচার্য হয়ে জন্মাতে পারি তা হলে অন্তত কোনো এক চৌমাথায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মরম্মত [আ মরম্মত] বি মেরামত। ক্যালগে, ১৭৯৪।

মরকত [স] বি সবুজ বর্ণের মূল্যবান মণি; পান্না। 'হিরা নিলা মরকতে নির্মাইল চূড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মরকতদ্যুতি [স] বি মরকত পাথরের দীপ্তি। 'তার মরকতদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল।' প্রমথ, ১৯১৪।

মরকতপাট [স] বি মণি দিয়ে তৈরি ফলক। 'মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।' বড়ু, ১৪৫০।

মরকতময় [স] বিণ মরকত মণিতে খচিত। 'তাহে মরকতময় পাতা, ফুল রত্নমালা।' মাইকেল, ১৮৬০।

মরখুটে বিণ মরকুটে; মরণাপন্ন; রোগা। 'হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া বুঝি।' জীবন, ১৯৪৪।

মরচে, মরচা [ফা মুরচহ্] ১ বি ক্ষত বা মলিনতার দাগ। 'মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনোপ্রকার মরচে না পড়লেই হল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি জং। 'মরচে-পড়া গরাদে ওই, ভাঙা জানলাখানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৮; 'লাঙল জোয়াল ধূলায় লুটায় মরচা ধরে ফালে।' জসীম, ১৯২৯।

মরচে-ধরা বিণ জং ধরেছে এমন। 'মরচে-ধরা চরকায় কোনোরূপ তৈল প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন।' প্রমথ, ১৯১৪।

মরচে-পড়া বিণ বিবর্ণ। 'জল! জল! মরচে-পড়া চুল উড়ছে।' নীরেন, ১৯৪৪।

মরজি, মরজী [আ মর্জি] ১ বি ইচ্ছা। 'ভালা নহে বিবি জীউ মরজি এলাহির।' গরীব, ১৭৬৫; 'আগে খোদার মরজী।' রোকেয়া, ১৯৩১। ২ বি সম্মতি। ওসাঁ, ১৭৮২। ৩ বিণ মনস্থ। 'মরজী।' ভবানী, ১৮২৩।

মরজিমত ক্রিবিণ সম্মতি অথবা ইচ্ছা অনুসারে। 'সরকারের মরজিমত ...।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

মরজীয় বি মুসলিম যুক্তিবাদী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মরজীয়, মোতাজেলা, রাফেজী, খারেজী প্রভৃতি।' বঙ্গনূর, ১৯২২।

মরণ [স] বি মৃত্যু। 'জাম মরণ ভব কইসণ হোই।' চর্যা ২২, ১২০০।

মরণ-আঘাত [স] বি প্রাণঘাতী আঘাত। 'জীবনকে তোর ভরে নিতে/ মরণ-আঘাত খেতেই হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মরণকাঠি বি রূপকথায় বর্ণিত যে কাঠির স্পর্শে মৃত্যু হয়। 'তোমার ফসল, তোমার মাটি/ তাদের জীয়ন ও মরণকাঠি।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মরণ-কামড় বি সর্বশেষ ও কঠিনতম আঘাত। 'যে নিষ্ঠুরতা মরে যাচ্ছিল আজ তা মরণ-কামড় দিতে চায়।' মানিক, ১৯৩৫।

মরণকাল [স] বি মৃত্যুকাল। 'সামীর মরণকাল জাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

মরণকূপ [স] বি মৃত্যুকূপ। 'সবার সামনে বলবে ডেকে, এসো/ মরণকূপে ঝাঁপাও?' শঙ্খ, ১৯৭১।

মরণ-ক্ষণ [স] বি মৃত্যুর সময়। 'তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে তোমারি নাম বঁধু।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

মরণখেলা [স মরণ+খেলা] বি যে খেলায় মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। 'পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'নেচে ফিরি রুধিরাক্ত মরণখেলায়।' নজরুল, ১৯২৩।

মরণ-গাথা [স] বি মৃত্যুর কাহিনী। 'তাদের হৃদয়-ব্যথা তাদের মরণ-গাথা কে গাইছে একত্র করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মরণগামিনী [স] বি স্ত্রী মৃত্যুর দিকে গমনরত যে; মৃত্যুপথযাত্রী। 'মলিন হেসে চড়ল ভেলায় মরণগামিনী।' নজরুল, ১৯২৫।

মরণঘুম [স মরণ+ঘুম] বি মৃত্যুরূপ ঘুম। 'একেবারে মরণঘুম এলেও তো বাঁচি!' নজরুল, ১৯২৭।

মরণ-চাঁদ [স মরণ+চাঁদ] বি ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ। 'পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো/ দিগন্ত-ফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

মরণজয়ী [স] বিণ মরণকে জয় করেছে এমন। 'তোমাদের মরণজয়ী পণ আর একবার শক্তিপীঠ বাংলাকে পবিত্র করুক।' নজরুল, ১৯২৬।

মরণ-টান বি মৃত্যুর আকর্ষণ। 'মরণ-টানে টেনে আমায় করিয়ে দেবে পার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মরণ-দশা [স] বি মৃত্যু হওয়ার মতো অবস্থা। 'এলোকেশীর মরণ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশা ধরেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মরণদেশ [স] *বি* যমালয়; মৃত্যুপুরী। 'আকাশ পাতাল পেরিয়ে সে ধায় মরণদেশের পার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মরণ-দোল *বি* মৃত্যুর দোলা। 'দূর সিন্ধুর লাগি তোর বুকে জাগুক মরণ-দোল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মরণদোলা *বি* মৃত্যুরূপ দোলন। 'মরণদোলায় ধরি রশিগাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মরণধর্ম [স] *বি* মরণশীলতা। 'আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মরণধর্মশীল, মরণধর্ম্মশীল [স] *বিণ* মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এমন। 'সৃজনকর্ত্তা মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যের সৃজনকালে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মরণধারা [স] *বি* মৃত্যুস্রোত। 'যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মরণ নাচ [স মরণ+নাচ] *বি* প্রলয়-নৃত্য। 'জানি না কি মরণ নাচে/ নাচে গো ওই চরণ-মূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরণপণ [স] *বি* মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার। 'চলো চলো, বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দুজনে মিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'সাধারণ মানুষ-কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা মরণপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছেন।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

মরণ-পথ [স] *বি* মৃত্যুর পথ। 'থাকবে সবাই থাকবে না এই মরণ-পথের যাত্রীই!' *নজরুল*, ১৯২৩।

মরণপয়োধি [স] *বি* মৃত্যুর সাগর। 'এই সে সমুদ্র দানবো, যার নাম মরণপয়োধি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মরণপ্রিয় [স] *বি* মৃত্যুকে ভালোবাসে এমন ব্যক্তি। 'মরণপ্রিয় – যেতেই হবে জনুত্ববে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

মরণ-বঁধু [স মরণ-বন্ধু] *বি* মরণরূপ বন্ধু বা প্রণয়ী। 'মানুষটা রক্ত-সূত্র দিয়ে দিনের পর দিন মরণ-বঁধুর ডান হাতে রাখী বেঁধেই চলেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মরণ-বাঁচন *বি* জীবন-মরণ। 'ডাক দিল শোন মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'পাটের উপর চাষির অনিশ্চিত মরণ-বাঁচন।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মরণ-বাঁশি [স মরণ+বাঁশি] *বি* যে বাঁশি মৃত্যুর কারণ। 'রাখাল ছেলে খেলবে না আর মরণ-বাঁশির খেলা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মরণবিষ [স] *বি* মৃত্যুরূপ বিষ। 'অভাগিনী আপনী পরিল মরণবিষের তাজ।' *জসীম*, ১৯২৭।

মরণবীণ [স] *বি* মৃত্যুরূপ বীণা। 'কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণবীণ।' *জসীম*, ১৯২৭।

মরণ বীণা [স] *বি* মৃত্যুরূপ বীণা। 'মরণ বীণায় কী সুর বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মরণবৃত্তান্ত [স] *বি* মৃত্যুর ঘটনা। 'তোমার পূর্ব্বরমণীর মরণবৃত্তান্ত এক বার স্মরণপথে আনয়ন কর দেখি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মরণবেলা [স] *বি* মৃত্যুকাল। 'কী মহা খেলায় মরণবেলায়/ তরঙ্গ তার টুটিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মরণব্যথা [স] *বি* মৃত্যুকালের ব্যথা। 'কি জানি আশিষ করে গেল তোরে মরণব্যথার ছলে।' *জসীম*, ১৯২৭।

মরণব্যবসায় [স] *বি* নির্বিচারে প্রাণনাশ। 'রাজাকে মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মরণব্রত [স] *বি* মৃত্যুই পরিণতি এমন সাধনা। 'পলে পলে আপনার মরণব্রত উদ্‌যাপন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মরণভয় [স] *বি* মৃত্যু ভয়। 'পশে না এদেশে মরণভয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'মরণ-ভয়কে ভয় কি তখন জড়িয়ে কণ্ঠ থাকবে হাত!' *নজরুল*, ১৯২৩।

মরণভীতি [স] *বি* মৃত্যুর ভয়। 'চোখে মরণভীতির মতো গাঢ় ছায়া।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মরণভীতু, মরণভিতু [স মরণ+ভীত>] ১ *বি* মৃত্যুকে ভয় করে যে। 'মরার মতন মরতে, ওরে মরণভিতু! ক-জন পায়।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* মৃত্যুকে ভয় পায় এমন। 'আরাম-বিলাসী মরণভীতু মানুষের বুকে ত্রাস সঞ্চার কর।' *ওয়ালী*, ১৯৪৬।

মরণভীরু [স] *বি* মৃত্যুকে ভয় পায় যে। 'মরণভীরু, এ কথা বুঝিবি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মরণমগ্ন [স] *বিণ* মৃত্যু ধ্যানে বিভোর। 'এই মোহসুপ্ত মরণমগ্ন জাতির বুকের উপরে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মরণময় [স] *বিণ* মৃত্যুপূর্ণ। 'জীবন মরণময়।' *জীবন*, ১৯২৭।

মরণ-মায়া [স] *বি* মরণরূপ মায়া। 'কালের বিরাট অট্টহাসির ছায়া/ ঢেকে দিল ঢেকে তোমারও মরণ-মায়া।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭; 'মরণ-মায়ায় কতকাল রবে ঘিরে?' *মণীশ*, ১৯৩৯।

মরণযাত্রা [স] *বি* মৃত্যুর দিকে যাওয়া। 'তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মরণ-রাহু [স] *বি* মরণরূপ রাহু। 'বাড়ায়ে বাহু মরণ-রাহু চাহিছে পেতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মরণ-রূপী [স] *বিণ* মৃত্যুতুল্য। 'সে-যে ঐ বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে বহিল মরণ-রূপী জীবনস্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরণ-লীলা [স] *বি* মৃত্যু-খেলা। 'যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠছে দুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরণলোভী [স] *বি* মৃত্যুকে আহ্বান করে যে। 'ছাড়বে নাকো আর হায় রে মরণলোভী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মরণলোলুপ [স] *বিণ* হত্যা করতে উন্মুখ। 'মরণলোলুপ কারবাইন গচ্ছিত সবার কাঁধে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মরণশঙ্কিল [স] *বিণ* মরণ-ভয়ে পূর্ণ। 'যাঁরা যাত্রা করেছেন মরণশঙ্কিল পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মরণশীর্ণ [স] *বিণ* মৃতের মতো শুকিয়ে-যাওয়া। 'বেচারীদিগের মরণশীর্ণ ক্ষীণদেহে নিত্যনতুন বন্ধন সৃষ্টি করিয়া ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

মরণশীল [স] *বি* মৃত্যুর অধীন যে। 'মৃত্যুহীনকেই তিনি কামনা করেছিলেন, মরণশীলকে নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মরণশোক [স] *বি* মৃত্যুর বিলাপ। 'মুছে দাও মানবের আঁখি, ঘুচাও মরণশোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মরণশৌচ [স মরণ-অশৌচ] *বি* হিন্দুসমাজে প্রচলিত মৃত্যুকালীন অশৌচ সংস্কার। 'মনরে ওরে জনম মরণশৌচ সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মরণ-সংকুল [স] *বিণ* মরণের ভয় আছে এমন। 'মরণ-সংকুল মাঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্ন দেখে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মরণসংগীত [স] *বি* মৃত্যুর গান। 'গাও দেব মরণসংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মরণ-সত্র [স] *বি* মৃত্যুব্রত। 'গাঁথিবে কি মালা মরণ-সত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মরণসম্ভবা [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'হবিষ্যান্নপুষ্ট দেহ তবিষ্যের তারে হলো মরণসম্ভবা।' *সুনীল*, ১৯৬১।

মরণসাগর [স] *বি* মরণরূপ সাগর। 'রজনীর অন্ধকারে/ মরণসাগরপারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'মরণ-সাগরপানে ভাসে মোর জীবন-ভেলা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মরণসায়ক [স] *বি* মৃত্যুর শর। 'দিলি মা হয়ে তুই শিশুর বুকে/ নিঠুর মরণসায়ক বিঁধি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মরণ-সাহারা [স মরণ+সাহারা] *বি* মৃত্যুরূপ সাহারা মরুভূমি। 'মরণ-সাহারা আসি নিতে চায় তারে গ্রাসি।' *জীবন*, ১৯২৭।

মরণসুধা [স] *বি* মৃত্যুরূপ সুধা। 'আমি এই চলেছি মরণসুধা নিতে পরান পুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মরণ-সুতো [স মরণসূত্র] *বি* মৃত্যুরূপ সুতা। 'মরণ-সুতোয় গাঁথল কে মোর বরণমালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মরণস্নান [স] *বি* মৃত্যুরূপ স্নান। 'ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি ঘুচেছে মরণস্নানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরণ-হরণ [স] *বিণ* মৃত্যুনাশী। 'ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মরণ হানা *বিণ* মৃত্যু আনে এমন। 'মরণ হানা অশনির আলোতে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মরণহীন [স] *বিণ* মরণশীল নয় এমন। 'অমর হইতে চাই যদি, জেনো প্রেম সে মরণহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মরণাঘাত [স] *বি* মৃত্যুর আঘাত। 'এবার প্রলয় মরণাঘাত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মরণাধিক [স] *বিণ* মৃত্যুর চেয়ে বেশি। 'মরণাধিক কষ্ট সয়ে তার মূল্য দেয়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মরণাধিপতি [স] *বিণ* মৃত্যু সংঘটনের অধিপতি। 'মরণাধিপতি যমরাজ, ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মরণান্তিক [স] *বিণ* মারাত্মক; নিদারুণ; মরণের চেয়েও বেশি। 'মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মরণাপন্ন [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'সে মরণাপন্ন ব্যক্তি কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মরণাবর্ত [স] *বি* মরণের চক্র। 'মরণাবর্তে যারা ডুবে মরছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মরণাভিভূত [স] *বিণ* মৃত্যুচিন্তায় বিহ্বল। 'মরণাভিভূত দার্শনিক বুদ্ধি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মরণাহত [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'মরণাহত মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের সৌন্দর্য যেন এ পৃথিবীর নয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মরণোত্তর [স] *ক্রিবিণ* মৃত্যুর পরে। 'তাঁহার মরণোত্তর জিলার কালেক্টর ... রেজিষ্টারী করাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মরণোৎপত্তিশীল [স] *বিণ* জন্মমৃত্যুময়। 'তাঁহার প্রকৃতি মরণোৎপত্তিশীল ভূলোকেরই উপযুক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মরণোন্মুখ [স] **১** *বিণ* শীঘ্রই মারা যাবে এমন। 'এ হচ্ছে মরণোন্মুখ চলার উন্মত্ত প্রলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* ধ্বংসের সম্মুখীন। 'মরণোন্মুখ জাতির মুখে নবজীবনের গান ধ্বনিয়া তুলিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

মরণোন্মুখী [স] *বি* মৃত্যু পথযাত্রী। 'মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মরন [স মরণ] *বি* মরণ; মৃত্যু। 'মোর হাথে তোর আবসি মরনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মরত [স মর্ত] *বি* পৃথিবী। **মরতপুরী** *বি* পৃথিবী। 'দেবরূপ পরিহরি জাইব মরতপুরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মরতবা [আ মরতবাহ্] *বি* মর্যাদা। 'থাককে আতশের উপর মরতবা দিতে পারি না।' *মনসুর*, ১৯৫০।

মরদ [ফা] **১** *বি* বীরপুরুষ। 'এমন মরদ কেহ নাহি দুনিয়ায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* পুরুষ মানুষ। 'তোর মত পাড়া২ মরদের কাছে আমি যাই না।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বি* শক্তিশালী ব্যক্তি। 'মরদের কামই দরবার করা।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* লোক। 'মরদ মানুষদের আপনারা ঐ রকম ভাবেন।' *শওকত*, ১৯৫৮। **৫** *বি* স্বামী। 'সুকণ্ঠি কবুল করো, এ অধমই তোমার মরদ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মরদানা [ফা] **১** *বি* জওয়ান। 'জোরে জোরওয়ার হইল বড়ই মরদানা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* পুরুষ। 'হেঁ মরদানা! হাম্ মরদানা হায়?' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

মরদানিস্তান [ফা] *বি* পুরুষদের বসবাসের এলাকা। 'আমার দেশকে মরদানিস্তান ও জানানিস্তান এই দুই ভাগে ভাগ কৈরা ...।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মরদামী [ফা] *বি* বীরত্ব। 'মরদামী দেখিয়া তার আলী খুশি হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মরধ [ফা মরদ] *বি* পুরুষ। 'আউরথ মরধ এক সাথ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মরদা [আ মর্দন>] *ক্রি* মথিত করা। **মরদিআঁ** *ক্রি* মথিত করে। 'গাঢ় রমিল কাহ্নে মরদিআঁ তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরদিল** *ক্রি* মথিত করলো। 'ঘন তন জঘন মরদিল করে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মরদানা[1] *দ্র* **মরদ**

মরদানা[2] *বি* হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'রুলি মরদানা মুড়কিমাদুলি বাজু তাবিজ বাজুবন্ধ ...।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

মরদানি *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'ধানি মুড়কি মরদানি পৈছে আছে হাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মরন্ত *বিণ* মরছে এমন। 'কেনে মরন্ত পোলাও।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মরম [স মর্ম] **১** *বি* হৃদয়। 'আঙ্গে বড়ায়ি তোর মরমের হীত।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মরমে যাহা গোপন আছে গোলাপে তাহা বলিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **২** *বি* তাৎপর্য। 'বুঝিতে মরম তান অধিক দুষ্কর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মরম-কথা [স মর্মকথা] *বি* মনের কথা। 'ওই যে শুকনো ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে উহার মরম-কথা বুঝিতে নারিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মরমজীনা [স মর্ম+স জিন্>] *বি* সহমর্মী। 'মা পাই মরমজীনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কহিতে মরম।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মরমতল [স মর্মতল] *বি* মর্মস্থান। 'বিরহবিলাপগানে ছাইবে মরমতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মরমবারতা [স মর্মবার্তা] *বি* হৃদয়ের কথা। 'পরশে বহিয়া আনে মরমবারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মরম-বীণা [স মর্মবীণা] *বি* হৃদয়বীণা। 'পুরাণো মোর মরম-বীণায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

মরমবেদনা [স মর্মবেদনা] *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'স্বপ্নসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা/ চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মরম-ব্যথা [স মর্মব্যথা] *বি* মনের বেদনা। 'মরম-ব্যথায় দিবে প্রাণ বিসর্জ্জন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মরমস্থল [স মর্মস্থল] *বি* হৃদয়ের কোমলতম স্থান। 'বসিয়া মরমস্থলে কহিছ চোখের জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মরমের হীত *বি* অত্যন্ত প্রিয়জন। 'আম্ভে বড়ায়ি তোর মরমের হীত।' বড়ু, ১৪৫০।

মরমর[1] [ধ্বন্যা] *বি* শুকনা পাতার শব্দ। 'বায়ুর হিল্লোল ধরিবে পল্লব মরমর মৃদু তান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মরমরানি [ধ্বন্যা মরমর>] *বি* মর্মর-ধ্বনি। 'বনের প্রাণে মরমরানির ঢেউ উঠালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মরমর[2] [স মর>] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'শোনা গেল সে মর-মর।' *শরৎ*, ১৯১৮; 'শীর্ণ স্রোত মরমর নদীর হৃদয়।' *হোসেন*, ১৯৪০।

মরমী [স মর্মী] ১ *বি* দরদি ব্যক্তি; সহানুভূতিসম্পন্ন যে। 'মরমী কেউ নাই রে ধরায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। ২ *বিণ* উদাস। 'দক্ষিণের বাতাস মরমী বয়ে যায়।' *হোসেন*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে বিশ্বাসী। 'বাউলেরা হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে মরমী।' *হাই*, ১৯৫৪।

মরশুম [আ মওসিম] ১ *বি* ঋতু; কাল। 'ফুলের মরশুমে ভাই শরাব খাঁটি।' *নজরুল*, ১৯৩০। ২ *বি* প্রচলন। 'গোলাকার হাত-ঘড়ির মরশুম এখন।' *শিবরাম*, ১৯৭০। *দ্র* **মৌসুম**

মরশুমি [আ মওসিম>] *বিণ* বিশেষ ঋতুর। 'মরশুমি ফুলের বাহার।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মরসুম [আ মওসিম] *বি* প্রবণতা। 'সেইজন্যেই পাঠক সমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক-একটা বিশেষ মরসুম দেখা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মরসুমি [আ মওসিম>] *বিণ* বিশেষ মৌসুমে কাজ করে এমন। 'মাদাগাস্কারের মরসুমি মজুর।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মরষা, মরসা [স মর্ষ>] *ক্রি* ক্ষমা করা। **মরষিআঁ** *ক্রি* ক্ষমা ক'রে। 'সব মরষিআঁ তাক জিআ বনমালী।' বড়ু, ১৪৫০। **মরষিল, মরসিল** *ক্রি* ক্ষমা করলাম। 'সব মরষিল রাধা জিঅ একবার।' বড়ু, ১৪৫০; 'সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী।' বড়ু, ১৪৫০। **মরসিব** *ক্রি* ক্ষমা করবে। 'তার বোল না ধরিলেঁ মরসিব কেহ্নে।' বড়ু, ১৪৫০। **মরিষহ** *ক্রি* ক্ষমা করছো। 'কিকে মরিষহ দাণে।' বড়ু, ১৪৫০।

মরসিয়া [আ] *বি* শোকসংগীত। 'দাড়িতে পাক ধরলে মরসিয়া-জারী গানে বার্ধক্যকে বেইজ্জৎ করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মরহুম [আ] *বিণ* মৃত। 'মওলানা রহমতুল্লা মরহুম।' *সুধাকর*, ১৮৯৩; 'আমার শ্বশুর সাহেব মরহুম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মরা[1] ১ *বিণ* মৃত। 'মরা গাছে কিসের গৌরব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* জটিল। 'মরা গিরা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৪ *বি* অসুস্থতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৫ *বিণ* স্রোতহীন। 'মরা গাঙে বান এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৬ *বিণ* শুকনা। 'মরা কাঠের আগুন ফুঁকিয়া/ কি সুখেতে বল হাসে তব অন্তর।' *জসীম*, ১৯৩৩। ৭ *বিণ* শুকিয়ে যাওয়া; মজে যাওয়া। 'মরা নদ-নদীর সংস্কার কার্য্যও একটা প্ল্যান করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৩৭। ৮ *বিণ* অচল। 'একটি ঘষা মরা-সোনার আংটি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মরাকান্না *বি* বাড়িতে কেউ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজন যেরূপ উচ্চরোলে কাঁদে সে রকম কান্না। 'যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মরা গাঙ *বি* মজা নদী। 'মরা গাঙে ডাকবে বান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মরা গিরা *বি* জটিল গ্রন্থি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মরা মরা *বিণ* দুর্বল; পীড়িত। 'আরও মরা মরা দেখাইতে লাগিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

মরামাস *বি* খুশকি; মরা চামড়া। 'পরিত্যক্ত মিঠে আলু, মরামাস, ইঁদুরের শবের ভিতরে।' *জীবন*, ১৯৩০।

মরা-সোনা *বি* অচল সোনা। 'একটি ঘষা মরা-সোনার আংটি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মরা-হাজা *বিণ* শীর্ণ; রোগা-পটকা। 'একটা মরা-হাজা ছেলে ছিল তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মরি-বাঁচি করে খাটা – প্রাণপণ পরিশ্রম করা। 'মরি-বাঁচি করে না খাটলে নৌকো একেবারে অচল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মরি-বাঁচি পণ – প্রাণপণ শপথ। 'মরি-বাঁচি পণ করিয়া টানিতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মরে বাঁচা *ক্রি* মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া। 'যারা মরিয়া বাঁচিয়াছে, তাদের একটা হিল্লা হইয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মরো মরো *বিণ* মুমূর্ষু। 'মাতৃভাষা না খেতে পেরে মরো মরো হয়েছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মরা[2] ১ *ক্রি* মারা যাওয়া; মৃত্যু হওয়া। 'সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই।' *চর্যা* ১, ১২০০; 'মরিলে শহীদ হয় জিনিলে সুকীর্তি হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* মিশে যাওয়া। 'অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *ক্রি* ঘুরপাক খাওয়া। 'ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে, দখিন বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৪ *ক্রি* ফুরিয়ে যাওয়া। 'জীবনে এমন ভালবাসা যেন এত তাড়াতাড়ি মরে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২। ৫ *ক্রি* তেজ কমে যাওয়া। 'রোদ মরে যাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'রৌদ্র মরিয়া গিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮। ৬ *ক্রি* কাতর হওয়া। 'ছেলেমানুষ বৌটা তেমনি হয়েছে, ভয়েই মরে।' *শওকত*, ১৯৫৮। **মরএ** *ক্রি* মরে। 'কী পাকে মরএ কৃষ্ণ চিন্তিল নৃপবরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মরতুম** *ক্রি* মরতাম। 'আমি মরতুম পেটের জ্বালায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **মরি** *ক্রি* দেহত্যাগ ক'রে। 'মরি জিল নন্দঘোস সুনি ব্রজবাসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **মরিআই** *ক্রি* মারা প'ড়ে। 'সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই।' *চর্যা* ১, ১২০০। **মরিআঁ** *ক্রি* ম'রে। 'শুণিলেঁ কংস মরিআঁ জাইবি।' বড়ু, ১৪৫০। **মরিতাহোঁ** *ক্রি* মরতাম। 'ভাগে পুণী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ।' বড়ু, ১৪৫০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিনু *ক্রি* মরলাম। 'চোরবাদ হবে মোর না মরিনু কেন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **মরিবারে** *ক্রি* মরতে। 'মরিবারে চাহে তনুরত্ন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মরিবে** *ক্রি* মারা যাবে। 'যবেঁ না মরিবে রাধা রস গিরকারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরিবেক** *ক্রি* মরবে। 'অগ্নি খাইয়া মরিবেক তোহ্মা না দেখিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মরিবোঁ** *ক্রি* মরবো। 'ধরিবি বলে মরিবোঁ হেলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরিমু** *ক্রি* মরে যাবো। 'তোহ্মার বিরহে মুঞি মরিমু নিশ্চএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মরিয়া** *ক্রি* মরে। 'সকল মরিয়া আছে মালঞ্চ তাহার কাছে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মরিল** *ক্রি* মরলো। 'অনাহারে পিতামাতা তাহার মরিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **মরী** *ক্রি* মরি। 'এক বার ছাড়ী দুই বার নাহিঁ মরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরুক** *ক্রি* বাদ থাকুক। 'মরুক মরুক জল ভরা।' *মুরারি*, ১৫৭০। **মরে ১** *ক্রি* মারা যায়। 'মরে ভাল জীএ ভাল জাগাইলোঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বিনাশ হয়। 'বল তার ধনবংশ তবে কেনে মরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মরোঁ** *ক্রি* মরি; মরে যাচ্ছি। 'মরোঁ হের রাধার বিরহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মর্‌য়া** *ক্রি* ম'রে। 'মর্‌য়া জাকু সারিগুয়া তোমার বালাই লইআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মর্‌য়্যাছিল** *ক্রি* মরেছিলো। 'দংশিল কপালে যদি মর্‌য়্যাছিলে ভাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **মর্‌য়্যাছে** *ক্রি* মরেছে। 'পুত্রহেতু সুন্দরী মর্‌য়্যাছে এই দুখে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **মর্ব্বো** *ক্রি* আত্মহত্যা করা। 'যদি বড় পেড়াপেড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব্বো!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মরাই[১] [স মরার] *বি* ধানের গোলা। 'ধনে মানে কুলে শীলে সাত মরাই টাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মরা *বি* ধানের গোলা। 'মরায়ের পাশে চড়ুই শালিক নাচে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মরাই[২] [স বড়>] *বি* বড়াই; ঐশ্বর্য; অহঙ্কার। 'প্রাণধন তুমি মোর প্রেমের মরাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মরাঠি [স মহারাষ্ট্র] *বিণ* মারাঠি। 'মরাঠি মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে শাড়ি পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মরাড়া *ক্রি* মোচড়ানো। **মরাডিইউ** *ক্রি* মোচড়ানো হলো। 'পহিলেঁ তোড়িয়া বড়িআ মরাডিইউ।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

মরাল[১] [স] *বি* রাজহাঁস। 'গমনে যেমন গজ মরালের ঈশ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'মরালের স্বরে নতুন স্পন্দন পায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

মরালগতি [স] *বি* রাজহাঁসের মতো মনোহর ও মন্থর গতি। 'মরালগতি ও গজেন্দ্রগমন দেখবার জন্য মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানায় যেতে আরম্ভ করলাম।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মরাল-গমন [স] *বি* ধীরে চলন। 'মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে চ'লে গেল মরাল-গমনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মরালগমনা [স] *বিণ স্ত্রী* রাজহংসীর মত মন্থর গতিযুক্ত। 'মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মরালগামিনী [স] *বি স্ত্রী* রাজহংসীর মতো মন্থর গতিযুক্ত যে। 'মরালগামিনী কিবা ঐরাবত যায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মরালতরী [স] *বি* মরালরূপ তরী। 'ঢেউয়ের দোলায় মরালতরী নাচবে না আনমনে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মরালবাহন [স] *বি* মরাল যার বাহন। 'চতুর্মুখ ব্রহ্মা বন্দো মরালবাহন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মরাল-যূথ [স] *বি* রাজহাঁসের পাল। 'ক্রীড়ারত মরাল-যূথের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

মরালী [স] *বি* রাজহংসী। 'বিপুল কুসুম বেড়ে মরালী মণ্ডলী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মরাল[২] [ই] **১** *বি* নীতি-উপদেশ। 'হতে পারে কোন মরাল আছে। নীতিকথা মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* নীতিগত। 'ডাকাতিতে আমার মরাল অবজেকশন নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মরি *অব্য* বিস্ময়সূচক শব্দ। 'রঙ্গে সঙ্গে আনি কাকলী লহরী, মরি।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'মরি হায়, হায় রে ও মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়নজলে ভাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।' *অতুল*, ১৯১২।

মরি মরি ১ *অব্য* এক প্রকার বিস্ময়সূচক ধ্বনি। 'আহা মরি মরি, নখশোভা হেরি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'বাতাস বহে মরি মরি আর বেঁধে রেখো না তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'অমনি মরি মরি রাহু-লাগার বেদন লাগে পূর্ণিমা চাঁদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মরি হায় *অব্য* বিস্ময় বা আনন্দসূচক ধ্বনিবিশেষ। 'মরি হায় কী নীলে কলিকালে/ বেদবিধি চমৎকারা।' *লালন*, ১৮৯০; 'মরি হায়, হায় রে ও মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়নজলে ভাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মরিচ [স] **১** *বি* গোলমরিচ। 'দিবে তায় মরিচের ঝাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* লঙ্কামরিচ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মরিচপেড়ে *বিণ* লঙ্কামরিচের মতো লাল পাড়বিশিষ্ট। 'বিবিধ প্রকার পাড়িদার অর্থাৎ তাবিজপেড়ে, মরিচপেড়ে, কস্তাপেড়ে ... পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মরিচ-পোড়া *বি* পোড়ানো মরিচ (ভাতের সঙ্গে খাবার জন্যে)। 'কয়েকটা মরিচ-পোড়া আনিয়া তাহার সামনে ধরিল।' *জসীম*, ১৯৬৪।

মরিচালাড়ু *বি* মরিচের গুঁড়া মিশানো লাড়ু। 'ডালিমা মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মরীচি *বি* গোলমরিচ। 'মরীচি পিপলী পান আছএ তথাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মরিচা [ফা মুরচহ্‌] *বি* আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে লোহায় লাল রঙের যে আচ্ছাদন পড়ে; অব্যবহারজনিত জং (আয়রন অক্সাইড)। 'তলোয়ারে মরিচা মুখেতেই রাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মরীচাগ্রস্ত [ফা মুরচহ্‌+স গ্রস্ত] *বিণ* অকেজো। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল অসম্পূর্ণ ও মরীচাগ্রস্ত হইয়াছে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

মরিজ্জাদা [স মর্যাদা] *বি* সম্মান। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মরিয়া, মরীয়া [স মৃ>] **১** *বিণ* মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। 'সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুড়ে এক বারে মরিয়া হয়ে নাস্তে নাস্তে কালীঘাট থেকে আসতে লেগেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* বেপরোয়া। 'আশা মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'মরীয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরিআ [স মৃ>] *বিণ* মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মরীচশালী *বি* একপ্রকার ধান। 'বাজাল মরীচশালী তুরা বেনাফুল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মরীচি [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) ব্রহ্মার মানসপুত্র। 'বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মরীচিকা। 'মরুর মরীচি বিস্তারে শুধু মায়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বি* রশ্মি। 'বাতাসে কত সহে দহনভার ভস্মভার মরীচিভার মালা?' *শক্তি*, ১৯৬১।

মরীচি-মায়া [স] *বি* মরীচিকার মায়া। 'মরীচি-মায়া মরুতে ছড়ালে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মরীচিকা [স] ১ *বি* মরুভূমিতে সূর্যের আলোককে জলের মতো মনে হওয়া। 'যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা!' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* মায়া। 'দিবস রজনী মরীচিকা সুরা কেবলি করিস পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বি* রহস্য। 'আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা বিকারের মরীচিকা-জালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মরীচিকাবৎ [স] *বিণ* মরীচিকার মতো। 'গোল হয়ে ঘুরে যাওয়া মরীচিকাবৎ চোখে চোখে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মরীচিকারাজ্য [স] *বি* মোহময় জগৎ। 'সুদূরবিস্তৃত মায়াময়ী মরীচিকারাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মরীচিকালুব্ধ [স] *বিণ* মিথ্যা মায়ার পিছনে ছুটে বেড়ায় এমন। 'ওরে মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মরীচিকালোক [স] *বি* ধরা যায় না এমন মায়ার জগৎ। 'রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মরু [স] *বি* মরুভূমি। 'চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মরুকঠিন [স] *বিণ* মরুভূমির ভীষণ উত্তপ্ত। 'মরুকঠিন হাওয়া কী ব্যথা হানে জানে না কেউ।' *নীরেন*, ১৯৪৮।

মরু-কানন [স] *বি* মরূদ্যান। 'মাগিত সন্ধি খেজুর শাখার হাত উঠাইয়া মরু-কানন।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মরুক্ষেত্র [স] *বি* মরুভূমি। 'ক্যালডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপাল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মরুচক্ষু [স] *বি* দুঃখ দেখে জল আসে না এমন চোখ। 'দরিদ্রদিগের কঙ্কালাবশিষ্ট মূর্ত্তি দেখিলে ... মরুচক্ষেও জলোচ্ছাস হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মরুচাকচিক্য [স] *বি* মরীচিকা। 'যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মরুচারিণী [স] *বি স্ত্রী* মরুভূমিতে বিচরণকারী। 'এ সেই রহস্যময়ী মরুচারিণী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মরুচারী [স] *বি* মরুভূমিতে বিচরণকারী। 'স্ত্রী হবে জানিয়া কেন পথে পথে মরুচারী ফেরে কাঁদি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মরুচাষী [মরু+চাষী] *বি* মরু অঞ্চলের কৃষক। 'কাফেলার পথে যত মরুচাষীরা স্মরণ করিত তব হাসি মুখখানি।' *জসীম*, ১৯৫১।

মরুচ্ছায়া [স] *বি* মরূদ্যান। 'ধূলিদাপটের মরুচ্ছায়ায় ঘনায় নীল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মরুজগৎ [স] *বি* মরুময় পৃথিবী। 'এই মরুজগৎ তোমার কাছে তো আবার নন্দনকানন হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মরুজীবন [স] *বি* কঠিন জীবন। 'সামনে প্রসারিত নিরবকাশ কর্তব্যকঠোর মরুজীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মরুঝঞ্ঝা [স] *বি* মরুভূমির ঘূর্ণিঝড়। 'সে মরুঝঞ্ঝার মতো পর্বতে প্রান্তরে নৃত্য করে ফেরে।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'খরস্রোতা স্রোতস্বতী কিংবা মরুঝঞ্ঝা-প্রায়।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

মরুঞ্চে *বিণ* মৃতবৎ। 'একটা মরুঞ্চে শ্যাওড়াগাছের মত বাতাসের ঝাপটায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মরুতট [স] *বি* মরুময় বা বিস্তীর্ণ বালুকাময় স্থান। 'এই মৃত মরুতটে যদি তুমি দাঁড়াও সন্ধানী।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মরুতৃষা [স] *বি* মরুভূমিতে যেমন প্রবল তৃষ্ণা পায়, তেমন তৃষ্ণা। 'পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে, নারী জোগায়েছে মধু।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মরুদৈত্য [স] *বি* মরুভূমির দৈত্য। 'মরুদৈত্য কোন মায়াবলে তোমারে করেছে বন্দী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মরুদ্বীপ [স] *বি* মরুভূমিময় দ্বীপ। 'মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মরু-নটী [স] *বি* মরুভূমির নর্তকী। 'মরু-নটী তার সোনার ঘুঙুর ছুঁড়িয়া ফেলেছে কাঁদি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মরুনির্জনতা [স] *বি* মরুভূমির মতো নির্জনতা। 'চারি দিকে সুকঠিন তৃণতরুহীন/ মরুনির্জনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মরু-নির্ঝর [স] *বি* মরুভূমির ঝরনা। 'আমি মরু-নির্ঝর ঝর ঝর।' *নজরুল*, ১৯২২।

মরুনীরস [স] *বিণ* মরুভূমির মতো শুষ্ক। 'মরুনীরস কালো মর্তের অভিশাপের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মরুপথ [স] ১ *বি* দুর্গম পথ। 'এই সুদীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে কখন সেখানকার জীবন-উৎসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব, এই কথাই কেবল ভাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* মরুভূমির শুষ্ক পথ। 'যে-নদী মরুপথে হারাল ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মরুপথযাত্রী [স] *বি* মরুভূমির দুর্গম পথে যায় যে। 'তৃষ্ণার্ত মরুপথযাত্রী যেমন ঝলমল বালির উপরে আশপাশের ঢিবিগুলির ছায় দেখতে পেয়ে ভাবে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মরুপোত [স] *বি* মরুভূমির যান। 'আজকে এখানে মৃত মরুভূমি অচল এ মরুপোত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মরুপ্রদেশ [স] *বি* মরু অঞ্চল। 'এমন-সকল মরুপ্রদেশ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মরুপ্রান্তর [স] *বি* মরুময় প্রান্তর বা খোলা জায়গা। 'মরুপ্রান্তরের মধ্যে বুনো গাছ থেকে বুনো ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মরু-বকৌলি [স মরু+ফা বকৌলি] *বি* মরুভূমির সৌন্দর্য। 'দু-তীরে ললাট হানি ছুটিয়া চলিছে মরু-বকৌলি নীল দরিয়ার পানি!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মরু-বাগ [স মরু+ফা বাগ] *বি* মরূদ্যান। 'হে ত্যাগী সাধক মরু-ভাস্কর আরবের মরু-বাগে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মরুবালু [স মরুবালুকা] *বি* মরুভূমির বালি। 'মরুবালুর সমুদ্রে নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মরুবালুকা [স] *বি* মরুভূমির বালি। 'মরুবালুকার স্ফুলিঙ্গ ওঠে নির্ঘোষে মিলায় দূরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মরুবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* মরুতে বাস করে যে। 'কোন্ গৃহহীন মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মরুবাসী [স] *বিণ* মরুভূমিতে বাস করে এমন। 'সংসার মরুবাসী পিয়াসার তরে/ আনিল যে কওসর সাহারা নিঙাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মরু-বেদুইন [স মরু+আ বেদুঈন] *বি* মরুভূমির যাযাবর জাতি। 'এমনি চলিতে পথে মরু-বেদুইন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মরুভূ [স] *বি* মরুভূমি। 'অগ্নি-গিরি এসে যেন মরুভূর কাছে হায়

AMARBOI.COM

জল-ধারা যাচে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মরুভূম [স] *বি* মরুভূমি। '*কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে মরুভূমে?*' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মরুভূমি [স] *বি* গাছপালাহীন বিস্তীর্ণ বালুকাময় স্থান। 'মুরশিদাবাদ পূর্ব্বে অতিমনোহর স্থান ছিল পরে ক্রমে২ ভগ্ন হওয়াতে মরুভূমিতুল্য হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

মরুভূমিবাসী [স] *বি* মরু অঞ্চলে বসবাসকারী। 'মরভূমিবাসী তারা, দশ লক্ষ মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মরুময় [স] ১ *বিণ* গাছপালাশূন্য ও বালুকাময়। 'অসংখ্য প্রাণীসমেত সমস্ত বন একদিনে মরুময় হইয়া উঠিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বিণ* মরুভূমির মতো রুক্ষ। 'হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়, সব মরুময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মরুময়তা [স] *বি* জল, উদ্ভিদ, জীবশূন্য বালুকাময় অবস্থা। 'ভারতবর্ষের অপরিসীম মরুময়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মরুমরীচি [স] *বি* মরুভূমির মরীচিকা। 'মরুমরীচি গইরী দাপতিবিষু জইসা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

মরুমাটি *বি* মরুভূমির বালি। 'শুষ্ক উৎস খুঁজে মরুমাটি খোঁড়াটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মরুযাত্রী [স] *বি* মরুভূমিতে চলাচলকারী লোক। 'মরুযাত্রীদের উটের সারি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মরুশয়ান [স] *বি* নির্জন মরুভূমির মতো শয্যা। 'আমি চিরদিন থাকি এ মরুশয়ানে সঙ্গীহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মরুশ্মশান [স] *বি* মরুভূমিতুল্য শ্মশান। 'মরুশ্মশান সঞ্চর শঙ্কর শঙ্কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মরু-সঞ্চর [স] *বিণ* মরুচারী। 'মোরা মরু-সঞ্চর বেদুইন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মরুসমুদ্র [স] *বি* মরুরূপ সমুদ্র। 'যে চোখে আমরা পর্বতকানন নদনদী মরুসমুদ্রকে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মরু-সাগর [স] *বি* মরুরূপ সাগর। 'মিলিয়াছে মরা মরু-সাগরে রে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মরুসাহারা *বি* সাহারা নামক মরুভূমি। 'সকল দুয়ার খুলে দে রে তোর, ভাসা এ মরু-সাহারা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মরুসেনা [স] *বি* মরুচারী সৈন্য। 'চলেছে আমার অজেয় মরুসেনা নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মরুস্থল [স] *বি* মরুভূমি। 'সাগরের তরঙ্গে সঞ্চিত সিকতোচ্চয়দ্বারা মরুস্থল হইয়া আছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মরুস্থলী [স] *বি* মরুময় স্থান। 'অগাধ জলধি রূপান্তরিত হইয়া মরুস্থলী রূপ ধারণ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মরূদ্যান [স] *বি* মরুভূমিতে জল ও বৃক্ষাদি পূর্ণ স্থান। 'সুরধুনী বইয়ে প্রীতির মরূদ্যান রচনা করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মরুজ [স] *বি* মুরজ; একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'রবাব মরুজ ডম্ফ করএ বাজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মরুত, মরুৎ [স] *বি* বাতাস। 'পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মরুৎকর্ম, মরুৎকর্ম্ম [স] *বি* অধোবায়ু ত্যাগ। 'কাশিয়া এক মরুৎকর্ম্ম করিয়া চাষার চক্ষু ধূলিতে সম্পূর্ণ করিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মরুব্বি [আ মুরব্বী] *বি* বয়স্ক লোক। 'ছেলে-পিলের দলে কী আর আমাদের মতো সেকেলে মরুব্বিদের বসে থাকা মানায়?' *নজরুল*, ১৯২৭।

মরুয়া, মরুআ [স মরুবক] *বি* গন্ধতুলসী গাছ। 'দমা মরুআ ভাঙ্গিলে দুগালের ডাল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দামিনী মরুয়া ফুলে ফুটে জাতি জুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মরে [পা ম] *সর্ব* আমাকে। 'ঘারেঁ পারেঁ কা বুজ্ঝিলে মরে।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

মরেপিটে [স মৃ>] *ক্রিবিণ* কমপক্ষে। 'কালীঘাটে কোন বাবুকে লইয়া যাইতে হইলে মরেপিটে এক ঘন্টার মধ্যে যাওয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মরেসা *বি* পোশাকবিশেষ। 'জরির টুপি, মরেসা ... চায়না কোটে বানরকুল ঝলমল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মর‍্যালিটী [ই] *বি* মূল্যবোধ। 'ইংরেজ যাহাকে মর‍্যারলিটী বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম্ম বলি, যথা অমুক কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'ওসব মর‍্যালিটি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মর্কট [স] ১ *বি* ছোটো আকৃতির বানর। 'কোথাহ মর্কট সিসু লাফ দেই রঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* মাকড়সা। 'মর্কটের সূত্র জেন মত্ত গজ বান্ধে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মর্কটচূড়ামণি [স] *বি* সেরা বাঁদর। 'ইনি একটি হস্তীমূর্খ না মর্কটচূড়ামণি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মর্কট-বৈরাগ্য [স] *বি* লোক দেখানো বৈরাগ্য। 'মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মর্কটি [স মর্কটী] *বি* মাকড়সা। 'জেন ধরে মর্কটি মক্ষিকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মর্কটী [স] *বি* ছোটো আকারের বানর। 'আমাদের বাংলা ভাষাটি চিত্রিতা মর্কটী হয়ে যাবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মর্গ [ই morgue] *বি* মৃতদেহ রাখা হয় যে ঘরে; শবাগার। 'মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো।' *জীবন*, ১৯৪৪; 'ডাক্তারি পরীক্ষার জন্যে মর্গে ...।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

মর্চে, মর্চ্চে [ফা মুরচহ্] ১ *বি* মরিচা; জং। 'তার হাতুড়ির ঘায়ে পড়ছে ঝরে মর্চ্চে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'ভাঙা তম্বুরা রয়েছে মর্চে ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বি* জীর্ণতা। 'ব্যর্থ আত্মতুষ্টির ওপর বসায় মর্চের দাগ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। দ্র **মরিচা**

মর্চে-পড়া *বিণ* জংধরা। 'মর্চে-পড়া তালা।' *শামসুর*, ১৯৭০।

মর্জি [আ মরজী] ১ *বি* ইচ্ছা। 'খোদাতালার মর্জ্জি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'এখন তোমার মর্জ্জি হলেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* খেয়াল। 'হঠাৎ কি যে মর্জ্জি হ'ল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। দ্র **মরজি**

মর্জি-মাফিক *ক্রিবিণ* ইচ্ছামতো। 'মর্জি-মাফিক মা সবার চিকিৎসা করতেন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মর্জিত, মর্জ্জিত [স] *বিণ* মার্জন করা হয়েছে এমন। 'মঞ্জনে মর্জ্জিত দন্ত দামিনী খসিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মর্টগেজ, মর্গেজ [ই] *বি* বন্ধক। 'আমি কম সুদে মর্টগেজ করিয়ে দেব।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্টার [ই] *বি* যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ; গোলা বর্ষণ করা হয় যা দিয়ে। 'মর্টারও ছিল কিছু কিছু।' *পাশা*, ১৯৭১।

মর্ত, মর্ত্ত, মর্ত্য, মর্ত্ত্য [স] *বি* ইহলোক। 'স্বর্গে রাখু মর্ত্তে রাখু তলে পাঁছ শুধি।' বড়ু, ১৫৭০; 'হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এক লক্ষ সংহিতা মর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন চারি দিকে মর্তের প্রবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মর্তকায়া [স] *বি* পার্থিব দেহ। 'যখন রব না আমি মর্তকায়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মর্তজন্মশিখা [স] *বি* জীবনপ্রদীপ। 'পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ মর্তজন্মশিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্তদেহ [স] *বি* মানব শরীর। 'সঙ্গিনী হয়ে এসেছে তার মর্তদেহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মর্তধাম [স] *বি* পৃথিবী। 'নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্তধামে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মর্তপ্রতিমা [স] *বি* পার্থিব মূর্তি। 'অমরাবতীর মর্তপ্রতিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মর্তবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পৃথিবীতে বাস করে এমন। 'মর্তবাসিনী দেবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মর্তভূমি, মর্ত্তভূমি [স] *বি* পৃথিবী। 'কর মর্ত্তভূমি জগতে উজ্জ্বালা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'উন্নত সতীর স্তন স্বরগপ্রভায় মানবের মর্তভূমি করেছে উজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মর্তমানুষ [স] *বি* পৃথিবীর মানুষ। 'আমরা মাধ্যাকর্ষণ কৈশিকাকর্ষণ এবং বহুবিধ আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্তমানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মর্তলোক, মর্ত্তলোক, মর্ত্যলোক, মর্ত্ত্যলোক [স] *বি* মনুষ্যলোক; ইহলোক; পৃথিবী। 'দেবলোকে মর্ত্তলোকে করে জয় জয়।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তুই স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে গর্দ্দভরূপে থাক্।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'এ বিষয় সাধারণ রাজা মর্ত্ত্যলোকে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'মর্ত্যে দানব মানব-পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোড়া।' *নজরুল*, ১৯২২; 'মর্তলোকের বহু যুগের বহু দুঃখের আর্তকোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মর্তের প্রবাস *বি* ফেলে আসা পৃথিবী। 'খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন চারি দিকে মর্তের প্রবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মর্ত্যচর [স] *বি* মানুষ; পৃথিবীর বাসিন্দা। 'তোমার উরসস্বর্গে বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

মর্ত্যজীবন, মর্ত্ত্যজীবন [স] *বি* পার্থিব জীবন। 'ফুরিয়ে গেছে মর্ত্ত্যজীবন, নাইক তাহার প্রতীকার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'ভগবানের লীলাখেলাকে মর্ত্যজীবনের সঙ্গে মিলাইয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

মর্ত্যজীবী [স] *বি* মানুষ। 'ধূর্ত মর্ত্যজীবীদের করুণা কুড়াই অহর্নিশ।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মর্ত্যতল [স] *বি* পৃথিবীপৃষ্ঠ। 'রহিল আঁকড়ি মর্ত্যতল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মর্ত্যপ্রবাস [স] *বি* ইহকালীন জীবনযাত্রা। 'কল্পবিহারী মন মর্ত্যপ্রবাস শুরু করল বটে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মর্ত্যভুবন, মর্ত্ত্যভুবন [স] *বি* মর্ত্যলোক। 'মর্ত্ত্যভুবনে এস স্বাধীনতা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মর্ত্যমানুষ [স] *বি* পৃথিবীর মানুষ। 'দেখিনি অপার দ্বৈপসাগরে মর্ত্যমানুষ একা বাস করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মর্ত্যরজ [স] *বি* পৃথিবীর ধুলা। 'এক উর্বশী ... পড়েছিল খসি অধরার মূক বার্তা মর্ত্যরজে করিতে সঞ্চার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মর্ত্যলীলা, মর্ত্ত্যলীলা [স] *বি* মানবজীবনের কার্যকলাপ। 'যে দিন ইমাম হাসান মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মর্ত্যলোক, মর্ত্ত্যলোক [স] *বি* মনুষ্যলোক; ইহলোক। 'মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে ওই নারীমূর্তি ধরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'আমার যেন মনে পড়ছে স্বর্গে আমি ছিলুম পঞ্চস্বর, শিবের অভিশাপে এসেছি মর্ত্যলোকে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মর্ত, মর্ত্ত [স মত্ত] *বিণ* মত্ত। 'মর্ত্তমহিষ বাহিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মর্তবা [আ মরতবাহ] *বি* মাহাত্ম্য। 'দোহার মর্তবা কহি শুন কুতূহলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মর্তমান, মর্ত্তমান [বর্মি মার্তাবান>] *বি* এক জাতীয় বিচিশূন্য কলা। 'ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্তমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গাছপাকা মর্ত্তমান বর্ত্তমান চোকে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মর্তুকাম [স] *বি* মরতে ইচ্ছুক। 'আত্মবঞ্চক ও মর্তুকাম এদের নায়ক-নায়িকারা অস্তিত্বের মধ্যে শুধু জরা আর মৃত্যুকেই সত্য বলে জানে।' *শিব*, ১৯৬০।

মর্দ, মর্দ্দ [ফা মরদ] **১** *বিণ* বীর। 'যথেক আরবে মিলি লই শাহা মর্দ আলি/ গন্ত ফিরাই আনিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* পুরুষ। 'আজার জ্বলনে মর্দ্দ যায় গড়া গড়ি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মর্দআদমী [ফা মরদ+আ আদমি] *বি* সাহসী পুরুষ। 'তামাশগির মর্দআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মর্দমি, মর্দমী [ফা] *বি* পুরুষত্ব। 'বীর-প্রসূ দেশ হরো বরেণ্য মরিয়া মরণ মর্দমির!' *নজরুল*, ১৯২২; 'মানুষের এরকম মাদিয়ানা চাল দেখে মর্দমী আজকাল বাস্তবিকই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মর্দানা, মর্দ্দানা [ফা] **১** *বিণ* সাহসী। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* পুরুষোচিত। 'বালককালাবধি মর্দানা কসরৎ না করিলে সাহস হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বিণ* পুরুষসুলভ। 'পুরুষের মেয়েলি গলা আর স্ত্রীলোকের মর্দ্দানা আওয়াজ।' *প্রমথ*, ১৯১৭। **৪** *বি* পুরুষ মানুষ। 'দুটি লাইন হলো মর্দ্দানা ও জানানাদের জন্য।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মর্দানি [ফা] **১** *বি* পুরুষোচিত ভাব। 'সয় না মেয়ের মর্দানি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বি* পৌরুষদৃপ্ত নারী। 'মর্দানিই পর্দা নেই।' *নজরুল*, ১৯২২।

মর্দামি [ফা] *বি* বাহাদুরি। 'নিজের মর্দামির কথা ঘোষিল শহরে।' *মনসুর*, ১৯৪৩; 'সিপাহীদের এই মর্দামিও আমাদের গ্রহণ করা উচিত!' *সওগাত*, ১৯৪৫।

মর্দন, মর্দ্দন [স] **১** *বি* মালিশ। 'মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'খেউর করাই অঙ্গ মর্দন করিলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* দলন; টেপা। 'যুবতী স্ত্রীর আপন স্তন মর্দ্দন আপনি করিলে কিছু সুখ নাহি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮০২। **৩** *বি* চিবানো। 'মেষগণ স্বেচ্ছানুসারে নবীন নবীন তৃণ দন্ত দ্বারা মর্দ্দন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্দি [স মর্দন>] *বিণ* দমনকারী। 'নিস্তার অধীনে, মহিষমর্দিনি, মর্দি দুর্মদ রাক্ষসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মর্দিনি [স মর্দন>] *বি সম্বো স্ত্রী* দমনকারী। 'মহিষমর্দিনি, মর্দি দুর্মদ রাক্ষসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মর্দিত [স] *বিণ* দলিত। 'শরীর রীতিমত মার্জিত ও মর্দিত হইলে, অশ্বগণ বিলক্ষণ বলবান হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মর্দুদ [আ] *বি* দুর্বৃত্ত। 'অযোগ্য বচন কহে মর্দুদ বিরাগ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মর্দ্ধে [স মধ্যে] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'আকিরের মকর্দ্দমা দুই এক রোজের মর্দ্ধে হইবেক।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯।

মর্ধ [স মধ্য] *বি* মধ্য। *ওর্স্যা*, ১৭৮২।

মর্নিং ওয়াক [ই] *বি* সকালে হাঁটা। 'আদ্দবুড়ো বেতোরা মর্নিং ওয়াকে বেরুচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মর্নিংগৌন [ই] *বি* প্রভাতে পরিধেয় বিশেষ পোশাক। 'সাহেব, তখন চটিজুতা ও মর্নিংগৌন পরিয়া লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মর্নিংসুট [ই] *বি* সকালবেলা পরার পোশাকবিশেষ। 'গাঁয়ের লোককে শহরে ডেকে এনে মর্নিংসুট পরাবার বিড়ম্বনা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মর্ম, মর্ম্ম [স] ১ *বি* তাৎপর্য। 'যুদ্ধের জানিআ মর্ম অভেদ্য কিনিল বর্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হৃদয়; মন। 'কর্ণের জন্মের কথা সুন দিয়া মর্ম্ম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* তথ্য। 'জয়মুনি কহেন রাজা সুন কহি মর্ম্ম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* সারাংশ। 'অনেক লিখনপঠন হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৫ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'কেরি সাহেব বেরূপ ভাষার মর্ম্ম জানিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৬ *বি* সমাদর। 'তিনিই স্বদেশের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বি* নিগূঢ় অর্থ। 'সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পারেন না।' *হুতোম*, ১৮৬৮। ৮ *বি* গভীরতা। 'বনের মর্মর বনের মর্মের মাঝে মিলাইল ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৯ *বি* কেন্দ্র। 'মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মর্ম-অর্থ [স] *বি* মর্মার্থ; গূঢ় অর্থ। 'মর্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মর্মকথা [স] ১ *বি* মূল বক্তব্য। 'ইহাই নবহিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* নিগূঢ় অর্থ। 'জীবনের মর্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মর্মকন্দর [স] *বি* মনের অভ্যন্তর। 'মর্মকন্দরের আকাশ-বাতাস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মর্মকুহর [স] *বি* অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠ। 'বিশ্বের মর্মকুহর হতে উত্থিত ওঙ্কারধ্বনিরই সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মর্মকেন্দ্র [স] *বি* অন্তঃস্থল। 'আমরা সমস্ত মানবসমাজের সেই মর্মকেন্দ্রে বিরাজ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মর্মকোষ [স] *বি* অন্তস্তল। 'আমার মনটিকে তার নিভৃত মর্মকোষের মধ্যে আকর্ষণ করে নিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্মগত, মর্ম্মগত [স] ১ *বিণ* হৃদয়গত। 'আমাদের যেগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত মর্মগত সুখ দুঃখ বাসনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* চেতনাগত। 'মর্ম্মগত, আত্মগত ... মনোমালিন্য।' *কোহিনুর*, ১৮৯৮। ৩ *বিণ* অন্তর্নিহিত। 'এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মর্মগাথা, মর্ম্মগাথা [স] *বি* নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ কাহিনী। 'কত মর্ম্মগাথা বাংলায় প্রচার করিল।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মর্মগ্রন্থি, মর্ম্মগ্রন্থি [স] ১ *বি* হৃদয়। 'তাহাদের মর্ম্মগ্রন্থিতে দারুণ প্রহার করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* হৃদয়ের বাঁধন। 'আমাকে দেখাও মর্মগ্রন্থি/ নিজের দুহাতে খুলে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

মর্ম্মগ্রহ [স] *বি* মূলভাব উপলব্ধি। 'বয়স্য! মর্ম্মগ্রহ না করিয়া, অকারণে এত ব্যাকুল হও কেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মর্মগ্রহণ, মর্ম্মগ্রহণ [স] *বি* গুরুত্ব বুঝতে পারা। 'রোমীয় সম্রাটরাও শেষোক্ত স্থানটির মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মর্মগ্রাহী, মর্ম্মগ্রাহী [স] *বিণ* মর্মগ্রহণকারী। 'সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহী ... নানা ভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মর্মঘাত [স] *বি* নিদারুণ আঘাত। 'তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মর্মঘাতী, মর্ম্মঘাতী [স] *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'কি মর্ম্মঘাতী দৃশ্য!' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'মর্মঘাতী দুঃখ আমাদের।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯;।

মর্মচ্ছেদ [স] *বি* হৃদয় ছেদন। 'তীক্ষ্ণ কথায় মর্মচ্ছেদ করবার অভ্যাস অবলার পক্ষে অনেক সময়েই কাজে লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মর্মচ্ছেদী, মর্ম্মচ্ছেদী [স] *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'সীতাবিসর্জনরূপ মর্ম্মচ্ছেদী কার্য্য করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'একটি মর্মচ্ছেদী দৃশ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মর্মজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ [স] *বিণ* নিগূঢ় অর্থ নির্ণয়ে সমর্থ। 'গ্রন্থের প্রথম কাণ্ড তদ্রূপ মর্ম্মজ্ঞ হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'তাদের সঙ্গে আলাপ করাতে দারুণ উৎসাহ, বিশেষত সে যদি মর্মজ্ঞ হয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মর্মজ্বালা [স] *বি* মনের যন্ত্রণা। 'কিছু নাই পোড়া ধরণীমাঝারে/ বোঝাতে মর্মজ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মতন্ত্র [স] *বি* হৃদয়ের তার। 'ময়নকোণের চাহনি-ছুরিতে মর্মতন্ত্র টুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মতল [স] *বি* গভীরতম স্থান। 'অহর্নিশি হেলার হাসি তীব্র অপমান, মর্মতল বিদ্ধ করি বজ্রসম বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'নীরবের মর্মতলে গোপনে উঠুক ফলে হৃদয়ের নূতন বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

মর্মদাহ, মর্ম্মদাহ [স] *বি* মনের জ্বালা। 'অপরে লইলে উভয়ের মর্ম্মদাহ উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মর্মদুঃখ, মর্ম্মদুঃখ [স] *বি* মনের কষ্ট। 'তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্মদুঃখ পাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মর্মন্তুদ [স] ১ *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'সৈনিকদের কান্না যে কত মর্মন্তুদ, তা বোঝাবার ভাবা নেই।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* অত্যন্ত কষ্টকর। 'আমার এই ব্যথাটাই সবচেয়ে মর্মন্তুদ।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বিণ* মর্মস্পর্শী। 'এমনই মর্মন্তুদ!' *নজরুল*, ১৯৩৬।

মর্মপথ [স] *বি* হৃদয়। 'তোমার সুধারসের ধারা মর্মপথে এসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মর্মপাথর [স] *বি* হৃদয় রূপ পাথর। 'এমনি টুটিয়া মর্মপাথর ছুটিবে আবার অশ্রুনিঝর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্মপীড়া [স] *বি* হৃদয়বেদনা। 'আপন মর্মপীড়ার পরিচয় দিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্মপীড়িত, মর্ম্মপীড়িত [স] *বিণ* বেদনার্ত। 'রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীড়িত হইতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মর্মবস্তু [স] *বি* সারবস্তু। 'সকলে যদি ব্রহ্মচর্যের মর্মবস্তুটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয় ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মর্মবিদারক [স] *বিণ* মর্মকে বিদারণ করে এমন। 'সমস্তই আজ মর্মবিদারক ব্যর্থ বিড়ম্বনায় পরিণত ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

মর্মবিদারী [স] *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'অভাগী মাতার মর্মবিদারী কাৎরানি।' *নজরুল*, ১৯২২।

মর্মবিহারী [স] *বিণ* হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে এমন। 'মর্মবিহারী সুরের আবেগে পূর্ণ রেখা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

মর্মবীণ [স মর্মবীণা] *বি* মনের বীণা। 'শ্বসিয়া শ্বসিয়া উঠিছে গো আজি, কাঁপিছে মর্মবীণ!' *নজরুল*, ১৯২২।

মর্মবেদন [স] *বি* হৃদয়ের ব্যথা। 'মর্মবেদন আপন আবেগে/ স্বর হয়ে কেন ফোটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মবেদনা, মর্ম্মবেদনা [স] *বি* অন্তরের দুঃখ। 'আমাদের মর্ম্মবেদনা আপনি যদি না জানিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মর্মব্যথা [স] *বি* মানসিক কষ্ট বা যন্ত্রণা। 'সুখ নাই, সুখ নাই, শুধু মর্মব্যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মর্মব্যাকুলতা [স] *বি* হৃদয়ের আকুলতা। 'অরণ্যমর্মরসম মর্মব্যাকুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মভেদ, মর্ম্মভেদ [স] **১** *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'নতুবা বিষম খেদ, সদা হবে মর্ম্মভেদ।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* রহস্য উন্মোচন। 'এ রাজ্যচক্র, ইহার মর্ম্মভেদ করা বড়ই কঠিন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মর্মভেদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয়বিদারক। 'খনে খনে যত মর্মভেদিনী/ বেদনা পেয়েছে মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মর্মভেদী, মর্ম্মভেদী [স] **১** *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'স্ত্রীবিসর্জ্জনমাত্রই ক্লেশকর – মর্ম্মভেদী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'মিসেস তাঁর দিকে নিরুপায় মর্মভেদী কটাক্ষপাত করলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* নিদারুণ। 'মর্মভেদী যন্ত্রণা বিষম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মমাঝার [স মর্ম+স মধ্য>] *বি* মনের মধ্যস্থল। 'কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে মর্মমাঝারে শল্য বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মর্মমূল [স] *বি* মর্মস্থল। 'বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে কলুষের বেদনার শূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মর্মযন্ত্রণা [স] *বি* মানসিক কষ্ট। 'তাহার মর্মযন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মর্মযাতনা [স] *বি* মানসিক কষ্ট। 'জ্বালাময় মর্মযাতনা তাদের তিলে-তিলে ধ্বংস করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

মর্মস্থল [স] *বি* কেন্দ্র। 'সমাজতন্ত্রের মর্মস্থলে তাঁহাদের জীবনশক্তি তাঁহাদের চিৎশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্মস্থান, মর্ম্মস্থান [স] **১** *বি* হৃদয়ের কোমলতম এবং নিগূঢ়তম স্থান। 'বেড়িয়া কামড় খাএ কৃষ্ণের মর্ম্মস্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অভ্যন্তরভাগ। 'মর্মস্থানটুকু অতিক্ষুদ্র এবং নিভৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মর্মস্নায়ু [স] *বি* হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্থান। 'হাহাকার বিঁধছে মাল্যবানের মর্মস্নায়ুতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মর্মস্পর্শী [স] **১** *বিণ* মনকে নাড়া দেয় এমন। 'চিরবিদায়ের দিনে ওই গানটা বড্ড মর্মস্পর্শী।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'উহা সত্যই খুব মর্মস্পর্শী।' *সওগাত*, ১৯৩৯। **২** *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'আরও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মর্মস্বরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাণস্বরূপ। 'অয়ি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের মর্মস্বরূপিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মর্ম-হর্ম্য [স] *বি* হৃদয়রূপ প্রাসাদ। 'সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হর্ম্যমূলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মর্মাঘাত, মর্ম্মাঘাত [স] *বি* অন্তরে আঘাত। 'প্রজারা মর্মাঘাত অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়াছে।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩; 'হিন্দু ভ্রাতাগণের মর্ম্মাঘাতের কথা স্মরণ করিয়া গোবধ যেন বন্ধ করিলাম।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মর্মাণুসারে, মর্ম্মাণুসারে [স মর্মানুসারে] *ক্রিবিণ* মর্ম অনুযায়ী। *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

মর্মানুবাদ, মর্ম্মানুবাদ [স] *বি* মূল-ভাবানুবাদ। 'কয়েক পংক্তির মর্ম্মানুবাদ করিতেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মর্মান্ত [স] *বিণ* চরম; তীব্র। 'রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মর্মান্তক [স] *বিণ* হৃদয় বিদারক। 'মর্মান্তক সেই দিনগুলির কথা অনেকের মুখেই শুনেছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মর্মান্তিক, মর্ম্মান্তিক [স] **১** *বি* মারাত্মক অবস্থা। 'পতনের শব্দে কিন্তু মর্ম্মান্তিক হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* মর্মকে স্পর্শ করে এমন; নিদারুণ। 'কি দারুণ মর্ম্মান্তিক ক্ষোভেই তিনি সন্তপ্ত!' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'এমন দুঃখের সময়ে, আমায় মর্মান্তিক যাতনা দিলে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৩** *বি* মনোদুঃখ। 'যাতে বিদ্যাসাগরের মর্মান্তিক হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

মর্মান্তিকতা [স] *বি* বিষাদময়তা। 'সে গানের মর্মান্তিকতায় গৃহলক্ষ্মীরা ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মর্মাবগত, মর্ম্মাবগত [স] *বিণ* তাৎপর্য বা মর্ম জেনেছে এমন। 'বিজ্ঞ মহাশয়েরাও তাহার মর্ম্মাবগত ছিলেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মর্মার্থ, মর্ম্মার্থ [স] **১** *বি* প্রকৃত তত্ত্ব। 'ঐ সকল শ্লোকের মর্ম্মার্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* অন্তর্নিহিত ভাব। 'তাহার মর্মার্থ এই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মর্মাহত, মর্ম্মাহত [স] **১** *বিণ* মনে দারুণ আঘাত দেয় এমন। 'কাযেই তাঁহাদের মনে হিন্দু মোসলমানের মর্ম্মাহত কোন বিষয় ধারণা নাও হইতে পারে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* অন্তরে আঘাতপ্রাপ্ত। 'আমি সেই ঘটনায় ভয়ানক মর্মাহত হয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মর্মে-মরা [স মর্ম>] *বিণ* মর্মাহত। 'বিরহিণী মর্মে-মরা মেঘমন্দ্র স্বরে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মোক্তি, মর্ম্মোক্তি [স] *বি* মনের কথা। 'তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মর্মোদ্ঘাটন, মর্ম্মোদ্ঘাটন [স] *বি* স্বরূপ আবিষ্কার। 'ভগবানের বিচিত্র লীলারহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনে ... অসমর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মর্মোদ্ঘাটিত [স] *বিণ* রহস্যভেদী। 'মর্মোদ্ঘাটিত হাসি।' *জীবন*, ১৯৩১।

মর্মোদ্ভেদ [স] *বি* তাৎপর্য নিরূপণ; রহস্যভেদ। 'তিনিই তোমার সমস্ত সঙ্কেতের মর্মোদ্ভেদ করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্মর[1], **মর্ম্মর** [ফা] ১ *বি* মারবেল পাথর। 'মর্মর।' *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'চূণের সঙ্গে অম্লজান ... মর্ম্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* বেলেপাথরের তৈরি। 'মিউনিসিপ্যালিটির বড় রাস্তার কোণে লর্ড ইয়াকুবের মর্মর মূর্তি।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মর্মরখচিত [ফা মর্মর+স খচিত] *বিণ* পাথর দ্বারা খোদাইকৃত। 'গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্মরপ্রস্তর [ফা মর্মর+স প্রস্তর] *বি* মার্বেল পাথর। 'মর্মরপ্রস্তর সকল কে হর্ম্যতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মর্মরপ্রাচীর [ফা মর্মর+স প্রাচীর] *বি* মার্বেল পাথরের তৈরি পাঁচিল। 'সে পুরীর মর্মরপ্রাচীর মণিময় তোরণ রজতসৌধ ও কনকচূড়ায় ... ।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মর্মরফল [ফা মর্মর+স ফল] *বি* মার্বেল পাথরে তৈরি ফল; অবাস্তব জিনিস। 'কবিতা, মর্মরফল, শূন্যতার নীলিমার দ্যুতি।' *শক্তি*, ১৯৬১।

মর্মরময়ী [ধ্বন্যা মর্মর+স ময়ী] *বিণ স্ত্রী* মর্মরে নির্মিত। 'যে আশা মর্মে হল মর্মরময়ী।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

মর্মরমূর্তি [ফা মর্মর+স মূর্তি] *বি* পাথরের প্রতিমা। 'এই স্তব্ধ গম্ভীর মর্মরমূর্তির সামনে ব'সে প্রশান্ত মাধুর্যে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

মর্মর[2] [ধ্বন্যা] *বি* পাতা ঝরা বা শুকনা পাতা নড়ার শব্দ। 'গোটাকতক শুষ্ক পত্রের মধ্যে সে শব্দ মর্মর করিয়া উঠে মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মর্মরতান [ধ্বন্যা মর্মর+স তান] *বি* পাতা ঝরার শব্দরূপ গান। 'উঠিছে ঝিল্লির গান, তরুর মর্মর তান, নদীকলস্বর – প্রহরের আনাগোনা যেমন রাত্রে যায় শোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্মরধ্বনি [ধ্বন্যা মর্মর+স ধ্বনি] *বি* শুকনা পাতার ধ্বনি। 'মর্মরধ্বনিতে দুখানি সুকোমল করতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মর্মরনিশ্বাস [ধ্বন্যা মর্মর+স নিশ্বাস] *বি* শুকনা পাতার শব্দরূপ নিশ্বাস। 'সারাদিন অশান্ত বাতাস ফেলিতেছে মর্মরনিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মর্মর-মুখরিত *বিণ* পাতার শব্দে ধ্বনিত। 'থরথর-কম্পিত, মর্মর-মুখরিত, নব-পল্লব-পুলকিত ... সুখছায়ে মধুবায়ে এস এস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মর্মরস্বর [ধ্বন্যা মর্মর+স স্বর] *বি* পাতার মর্মরধ্বনি। 'বনে বনে গাছে মর্মরস্বরে নবীন পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মর্মরিত, মর্ম্মরিত [স] ১ *বিণ* মর্মর করছে এমন। 'দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* গুঞ্জরিত। 'মেঘে বাতাসে মর্ম্মরিত আনন্দসূর্য।' *জীবন*, ১৯৩২।

মর্মায়মাণ [ধ্বন্যা মর্মর+স মান] *বিণ* গাছের পাতার শব্দ হচ্ছে এমন। 'আমাদের মর্মায়মাণ বেণুকুঞ্জে ... দেবায়তন উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মর্মরা [ধ্বন্যা] *ক্রি* শুকনা পাতার শব্দ হওয়া। 'বহিছে মলয়ানিল, মর্মরিছে পাতা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **মর্মরি** *ক্রিবিণ* মরমর শব্দে। 'তমাল বন মর্মরি পবন চলে হাঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

মর্মী, মর্ম্মী [স] *বিণ* গূঢ় রহস্য উপলব্ধিকারী। 'অতিশয় ধর্মতৎপর ও ধর্মকর্মের মর্ম্মী।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

মর্যাদক, মর্য্যাদক [স] *বিণ* সম্মানিত। 'বিবেচক মর্য্যাদক লোক দলপতি হইয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মর্যাদা, মর্য্যাদা [স] ১ *বি* সম্মান। 'তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদারক্ষণ/ মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* গৌরব; গরিমা। 'মর্য্যাদা না জানি বাপে ব্রাহ্মণ নিন্দিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* কদর। 'এক শত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্যাদাও ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৪ *বি* সমীহ। 'সাধারণ লোকেরা ইঁহাদের ভক্তি ও মর্য্যাদা করিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মজ্জেদা [স মর্যাদা] *বি* মর্যাদা। 'ভগ্নি দিয়ে ভালরূপে রেখেচে মজ্জেদা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মজ্যাদা [স মর্যাদা] *বি* গৌরব। 'কন্যার বাপের কুল মজ্যাদা বড়।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

মর্যাদানুসারে, মর্য্যাদানুসারে [স] *ক্রিবিণ* সম্মান অনুসারে। 'ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে ... উপবিষ্ট ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মর্যাদাপন্ন [স] *বিণ* মর্যাদাসম্পন্ন। 'পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগে মর্যাদাপন্ন এবং বাচালতায় সমৃদ্ধিশালী।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

মর্যাদাবন্ত, মর্য্যাদাবন্ত [স] *বিণ* সম্মানিত। 'সকল মর্য্যাদাবন্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালিকে উপযুক্ত সম্ভাষা ও সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মর্যাদাবোধ, মর্য্যাদাবোধ [স] *বি* সম্মানের অনুভূতি। 'মানুষের ইজ্জত-হুরমতের প্রতি মর্য্যাদাবোধ।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মর্যাদাবোধশূন্য [স] *বিণ* সম্মানবোধ নেই এমন। 'সে মর্যাদাবোধশূন্য পরান্নভোজীর মতই বিনা অধিকারে এটা করিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মর্যাদাভেদ [স] *বি* গুরুত্বের তারতম্য। 'কথাটার মধ্যেই কুৎপিপাসার স্বীকৃতি আছে, তবে মর্যাদাভেদ আছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মর্যাদাভ্রষ্ট [স] *বিণ* মর্যাদাচ্যুত। 'সাহিত্যের রীতিনীতিও মর্যাদাভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

মর্যাদাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* মর্যাদাসম্পন্ন। 'ভদ্র পরিবারের মর্যাদাময়ী বধূর আসন পেয়ে ওর জীবন সার্থক হয়ে উঠুক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

মর্যাদারক্ষণ, মর্য্যাদারক্ষণ [স] *বি* সম্মান অটুট রাখা। 'তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদারক্ষণ/ মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মর্যাদারক্ষা [স] *বি* সম্মান রাখা। 'টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্যাদারক্ষার কথা বিস্মৃত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মর্যাদা-লঙ্ঘন, মর্য্যাদা-লঙ্ঘন [স] *বি* অসম্মান। 'মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মর্যাদাহানি [স] *বি* অসম্মান। 'মর্যাদাহানিতে বাড়িতে আসিয়া পরিতাপ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মর্যাদাহানিকর [স] *বিণ* অসম্মানজনক। 'স্ত্রীর চাকরি করা সে মর্যাদাহানিকরও মনে করে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মর্শীদ [আ মুরশিদ] *বি* মুর্শিদ; ধর্মগুরু। 'মর্শীদ-মুরুব্বীর মারাত্মক অভিসম্পাত লাগবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মর্সিয়া, মর্শিয়া [আ মর্সিয়া] *বি* শোকসঙ্গীত। 'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া – ক্রন্দন চাহি না।' *নজরুল*, ১৯২২; 'প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি শব্দহীন মর্শিয়ায় মর্শিয়ায় কেমন শীতল।' *শামসুর*, ১৯৭২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্সিয়া-খান *বি* মর্সিয়া অর্থাৎ শোকগীতির গায়ক। 'মর্সিয়া-খান। গাস নে অকালে মর্সিয়া শোকগীতি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মর্সুম [আ মারসুম] *বি* মৌসুম। 'উদাসীন উদ্বায়ী মর্সুমে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মল[1] [স বলয়] *বি* পায়ের অলঙ্কার; নূপুর। 'রজতের মল বঙ্ক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মল, ঘুঙুর, পরিছম, পা-জেব ইত্যাদি ঝুমুর ঝুমুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাত্রী চলিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

মলবাঁকি [স বলয়>] *বি* পায়ের অলঙ্কার। 'মলবাঁকি পদযুগে করে ঝলমলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মল[2] [স] *বি* বিষ্ঠা। 'জলের সহিত মল সকল পড়িব।' *সুলতান*, ১৭০০।

মলজ [স] *বিণ* মল থেকে উৎপন্ন। 'যে সকল জীব পূর্ব্বে স্বেদজ অথবা মলজ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মলত্যাগ [স] *বি* বিষ্ঠাত্যাগ। 'ঐ গ্রামে, লোকে মলত্যাগ করিত।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মলদ্বার [স] *বি* পায়ু। 'মাংসপেশী, মুখ ও মলদ্বার, চক্ষু ও দন্তাবলী..।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

মলময় [স] *বিণ* নোংরা। 'যত পারি দূরে রাখি অনুশোচনার মলময় কীটের স্বৈরিতা!' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মলমূত্র [স] *বি* পায়খানা ও প্রস্রাব। 'হামি হাঁচি মলমূত্র এক কালে বএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মলাধার [স] *বি* পেটে মল থাকে অন্ত্রের যে অংশে। 'মলাধারে, হার গাঁথা এক প্রকার কৃমি, কোন্ মাংসে জন্মিয়া থাকে?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মলাধারী [স মল>] *বিণ* ময়লাযুক্ত। 'কুজন বেয়াতি মলাধারী তাহার মলাতে সে কুজন জর্মে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মলামাটি *বি* মলযুক্ত মাটি। 'ঢের আছে মলামাটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

মলাহীন [স মল>] *বিণ* পবিত্র। 'সতেজ-স্বভাব সতী মলাহীন মন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মলঙ্গি, মলঙ্গী [ফা] *বি* লবণ প্রস্তুতকারী। 'মলঙ্গী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'মলঙ্গি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মলঙ্গীয়ান [ফা] *বি* লবণ প্রস্তুতকারীগণ। 'বেপারিয়ান ও মলঙ্গীয়ান।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মলন [প্রা মল>] *বি* মাড়াই; মর্দন। **মলন মলা** *ক্রি* মাড়াই করা। 'অর্ধেক রাত উঠানেতে হয় ধানের মলন মলা।' *জসীম*, ১৯২৯।

মলন দেওয়া *ক্রি* ধান মাড়াই করা। 'বাহিরবাড়ির উঠানে মলন দেওয়া হইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মলম *বি* লেপে প্রয়োগ করার ওষুধ। 'একটা মলম দিলে হয় না?' *জীবন*, ১৯৩৩; 'মলম দিবার বেলাতেই সেটা সত্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মলমপট্টি [আ মহরম্+স পট্ট>] *বি* আহত স্থানে দেওয়া মলমযুক্ত কাপড়ের টুকরা। 'প্রয়োজন হলে মলমপট্টি বদলে দিতেন নিজ-হাতে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মলমল [ফা] **১** *বি* কোমল ও মিহি কাপড়বিশেষ; মখমল। 'খেনে কিরমিজি খেনে পৈরে মলমল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* এক ধরনের মিহি কাপড়; মসলিন। *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'পরিল মলমল ঠেটি গলে দিল হার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মলমলখাস [ফা] *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'চারখানা, জামদানী এবং মলমলখাস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মলমলি [ফা] *বিণ* মিহি সুতার তৈরি। 'কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর।' *অবন*, ১৮৯৬।

মলমাস [স] *বি* অধিমাস; যে সৌর মাসে দুবার অমাবস্যা হয়। 'মলমাসে এই; বর্ষগতিতে এই রূপ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মলম্বা [আ মলম্মা] *বি* সোনার পাত্র দিয়ে মোড়া গিলটি। 'মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মলয় [স] *বি* দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু। 'মলয় শিয়ল বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মলয়-অচল [স] *বি* দক্ষিণ ভারতের মলয় পর্বত। 'কি ভাব উদয় হইল অন্তরে, দেখিয়া মলয়-অচল রেখা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মলয়-অনিল [স] *বি* দক্ষিণা বাতাস। 'চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মলয়গিরি [স] *বি* দক্ষিণ ভারতের মলয় পর্বত। 'সেওল মলয়গিরি ছাহে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মলয়জ [স] *বি* চন্দন। 'অনিল অনল বম মলয়জ বীখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

মলয়জ-চন্দন [স] *বি* চন্দনবিশেষ। 'মলয়জ-চন্দন লেপ তবে সে গুড়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মলয়জপঙ্ক [স] *বি* চন্দনের ক্বাথ। 'অঙ্গে ভসম নহ মলয়জপঙ্ক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০

মলয়জশীতলা [স] *বিণ স্ত্রী* মলয় বায়ুর স্পর্শে স্নিগ্ধ। 'এই সুকোমলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলাদেশের রূপ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মলয়পবন [স] *বি* দক্ষিণের বাতাস। 'মলয় পবন ধীরে বহে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মলয়পবন সহ ভেল অনুরাগ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মলয়বায় [স মলয়বায়ু] *বি* দখিনা বাতাস। 'দেখ মন্দ মন্দ তায়, বহিছে মলয়বায়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

মলয়-বীজন [স] *বি* দখিনা বাতাস। 'মলয়-বীজন, ভ্রমর-গুঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মলয়মারুত [স] *বি* দখিনা বাতাস। 'মধুমাসে মলয়মারুত মন্দ মন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মলয়-শীতলা [স] *বিণ* দখিনা বাতাসে শীতল। 'মলয়-শীতলা সুজলা এ দেশে – আশিস করিও খালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মলয়শ্বাস [স] *বি* দখিনা বাতাস। 'ফাগুনে নব মলয়শ্বাসে/ শ্রাবণে নব নীপের বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মলয়-সমীর [স] *বি* দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বাতাস। 'মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মলয় হাওয়া [স মলয়+আ হাওয়া] *বি* দখিনা বাতাস; সুখের বাতাস। 'মোটরে চড়ে দাড়িতে মলয় হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মলয়-হিল্লোল [স] *বি* মলয় পর্বত থেকে আগত বাতাসের তরঙ্গ। 'নাচে সে কনকদাম মলয়-হিল্লোলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মলয়া [স] **১** *বিণ* দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে আসা। 'দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মলয়া সমীর ধীর বহএ সঘন।' *বাহরাম*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬৫০। ২ *বি* দক্ষিণ দিকের বাতাস। 'মলয়া মিনতি করে/ তবু কুসুম শুকায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মলয়াচল [স] *বি* দক্ষিণ ভারতের মলয় পর্বত। 'মলয়াচল আত্মসমীপস্থ বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মলয়ানিল [স] *বি* দখিনা বাতাস। 'মলয়ানিল হিমসিখরে সিধারল পিয়া নিজ দেস ন আওই রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মলয়াল *বিণ* দক্ষিণ ভারতের মলয়ালমের। 'মলয়াল ভাষা সংস্কৃত হইতে সম্যক ভিন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মলয়ালী *বি* মালাবার দেশের। 'তারপর এখানে বাদামী মলয়ালী সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মলা¹ [স মল>] ১ *বি* পাপ বা হিংসা দ্বেষাদি; মানসিক মলিনতা। 'আপনি না মরে পুন মলা করে ক্ষয়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ময়লা। 'জে জে অঙ্গের অলঙ্কার/ নির্মাণ করিল সার/ নাগ্রি মলা শির নিরমিতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তৈল মাখাইয়া তোলে শরীরের মলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* দোষ। 'নির্মল কোন দিন মলা উদ্ভব না হএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মলা² [স মৃ>] *ক্রি* মারা যাওয়া। **মলি** *ক্রি* মরলি; মারা গেলি। 'হইয়া কেন নাহি মলি জিয়া কোন সুখ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মলে** *ক্রি* মরলে। 'মলে মাটী দিবে।' *মেয়ার্স*, ১৭৬২। **মলেই** *ক্রি* মরলেই। 'বাঁচিবার সাধ নাই মলেই খালাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **মলেন** *ক্রি* মরলেন। 'যখন মলেন, তখনও বজ্জাতি ছাড়লেন না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **মলেম** *ক্রি* মরলাম। 'মলেম ভূতের বেগার খেটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'নেপথ্যে – উচ্চস্বরে – ছোট বিবি মলেম।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **মল্য** *ক্রি* মরলো; মারা গেলো। 'জায়া পুত্রাদি মল্য সব দেখে শূন্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মলা³, **মলানো** [স মর্দন>] ১ *ক্রি* খোসা ছাড়ানো। 'মলিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মলানো।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* মাড়াই-করা। 'মন আমার কুসর মলা মাঠ হল রে।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* দলন করা; ডলা। 'পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'যখন চাষার হাতে লাঞ্ছনা খেতে হয় তখন মলাটা আমার উপর দিয়েই যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মলানো *বি* মাড়াই করা। 'ধান মলানোর মাঠ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মলাট [স মলপট্ট] *বি* বইয়ের উপরের আবরণ। 'রঙকরা পাড়ওয়ালা মলাটের ঘোমটা দিয়া মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢলঢল করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'একখানা ছোট্ট বই ছিল লালরঙের মলাট।' *অবন*, ১৯৪১।

মলাটওয়ালা *বিণ* মলাটবিশিষ্ট। 'কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মলাটওলা *বিণ* মলাটবিশিষ্ট। 'গাদা গাদা হলদে আর সাদা মলাটওলা এন্তার ফরাসি বই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মলি [স মল>] *বি* দেহের ময়লা। 'জয়া বিজয়া মেলি গৌরীর তুলিল মলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মলিদা [ফা মলীদহ] *বি* পাতলা ও নরম পশমি কাপড়ের তৈরি চাদর। 'বড় পীরের মলিদা, মুস্কিল আসানের রোজা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মলিন [স] ১ *বিণ* ম্লান। 'কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* ময়লাযুক্ত। 'বসন মলিন হৈল নয়ানের জলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* ফর্সা নয় এমন। 'তারি মাঝে মলিন মেয়েটি/ কে যেন রে এঁকে রেখেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বিণ* নোংরা; ময়লাযুক্ত। 'মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায় ধরণীমাঝে চরণ-ফেলা মাত্র?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ *বিণ* সাধারণ। 'তুমি মলিন বাসে থাক যখন, সবার চেয়ে মানায়!' *নজরুল*, ১৯২৩। ৬ *বিণ* অস্পষ্ট। 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৭ *বিণ* পুরানো ও বিবর্ণ। 'বই ছেঁড়া মলিন খাতায়।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মলিনতম [স] ১ *বিণ* অতি দরিদ্র। 'জীর্ণতম কুটীরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* অতিশয় ম্লান। 'গভীরতম ক্ষতের চিহ্ন মলিনতম হয়ে এলো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

মলিনতা [স] ১ *বি* অপরিচ্ছন্নতা। 'একটা সত্যিকার ছেলের মলিনতা কুশ্রীতা কাঁদুনিতা দেখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* বিষণ্ণতা। 'আপনার কার্যকুশল সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মলিনত্ব [স] *বি* অনুজ্জ্বলতা। 'তাহার মলিনত্ব দূর হইয়া থাকে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মলিনবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* বিষণ্ন মুখবিশিষ্ট। 'সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মলিনবয়ান [স মলিন+স বদন] *বি* ম্লানমুখ। 'আহা, কে গো তুমি মলিনবয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মলিনবসনা [স] ১ *বিণ* জীর্ণবসনা। 'যেহেতু অতি প্রাচীনা ... গলিতদশনা মলিনবসনা হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ স্ত্রী* মলিন কাপড় পরিহিত। 'মলিনবসনা, বিকটদশনা, তীব্ররসনা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মলিনবস্ত্র [স] *বি* মলিন পোশাক। *সেবধি*, ১৮৩৯।

মলিনমুখ [স] *বি* বিষণ্ন মুখ। *সেবধি*, ১৮৩৯।

মলিনমুখী [স] *বিণ* ম্লানমুখী। 'মলিনমুখী শরদের শশী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'জাএদা মলিনমুখী হইয়া উঠিয়া গেলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মলিনমূর্তি [স] *বি* বিষণ্নরূপ। 'মায়ের মলিনমূর্তি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মলিনা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* ম্লান। 'মলিনা মসির প্রায় যত চাঁদমুখী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* ম্লান হওয়া। 'মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন দিবাভাগে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মলিনিমা [স] *বি* মলিনতা। 'নাহি তাহে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মলিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মলিন; ম্লান। 'নলিনী মলিনী হয়ে লুকাইল মুখ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মলুদ [আ মওলুদ] *বি* মিলাদ। 'মুন্সীসাহেব মলুদ পড়ে পুল-ছেরাতের পুলের সেতু।' *জসীম*, ১৯৩১; 'মফেল জুড়ে মলুদ পড়ে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মল্বার [স মল্লার] *বি* কাফি ঠাটের রাগবিশেষ। 'মল্বার রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মল্লিকা [স মল্লিকা] *বি* সাদা রঙের ফুলবিশেষ। 'সেহ সুতি রহিল গিয়া মল্লিকা উপরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মল্ল¹ [স] *বি* কুস্তিগির। 'মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুআন।' *বৃন্দা*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫৮০।

মল্ল জুদ্ধ, মল্লজুদ্ধ [স মল্লযুদ্ধ] *বি* কুস্তি। 'মল্লজুদ্ধ করে দুহেঁ অতি ঘোরতর।' *মালাধর,* ১৫০০; 'দুই বিরে মল্ল জুদ্ধ করিল অনেক।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

মল্ল-বীর [স] ১ *বি* কুস্তিগির। 'মল্লভূমির মল্ল-বীর আয়রে।' *নজরুল,* ১৯২৬। ২ *বি* মল্লযোদ্ধা। 'তিন নম্বরের মল্লবীর বঙ্কিম।' *মুজতবা,* ১৯৫৮।

মল্লভূম [স মল্লভূমি] *বি* মল্লযুদ্ধ করার জায়গা। 'মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

মল্লভূমি [স] *বি* যেখানে কুস্তিখেলা হয়। 'মল্লভূমির মল্ল-বীর আয়রে।' *নজরুল,* ১৯২৬।

মল্লযুদ্ধ [স] *বি* কুস্তি। 'রাজা বলে মল্লযুদ্ধ শিখাবারে চাই।' *রূপরাম,* ১৭৫০।

মল্লশাল [স মল্লশালা] *বি* কুস্তিগিরদের থাকার ঘর। 'মল্লশালে মল্ল জাগি ফুলায় পুন ছাতি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

মল্লশালা [স] *বি* যেখানে কুস্তিখেলা হয়। 'মল্লশালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজাভরণে ভূষিত …।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২।

মল্ল[2] [স বলয়>] *বি* মল; পায়ের অলঙ্কার। 'চরণ কমলে মল্ল তাড়ল সুন্দর যাবক রেখা।' *চণ্ডী,* ১৫৫০।

মল্লতোর [স বলয়>] *বি* তোড়ামল; পায়ের অলঙ্কারবিশেষ। 'কনক মল্লতোর আর পাসলী নিকর।' *বড়ু,* ১৪৫০।

মল্লার [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মল্লাররাগঃ।' *বড়ু,* ১৪৫০; 'সেতারে আলাপ করেছে শুরু সুরট-মল্লার।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

মল্লারী [স] *বি* রাগবিশেষ। 'রাগ মল্লারী।' *চর্যা ৩০,* ১২০০।

মল্লি [স মল্লিকা] *বি* মল্লিকা ফুল। 'বিকচ মল্লিমাল্যে তোমারে স্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডালা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৯।

মল্লিক, মল্লীক [আ মলিক] ১ *বি* উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। 'সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান।' *ভারত,* ১৭৬০। ২ *বি* বংশনাম-বিশেষ। 'রামরত্ন মল্লিক।' *দর্পণ,* ১৮২০।

মল্লিকা [স] *বি* সাদা রঙের ফুলবিশেষ। 'চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

মল্লিকাধর [স] *বি* মল্লিকা ফুলের মতো ঠোঁট। 'বিরহ-তপ্ত অপাণ্ডুর ক্লান্ত ভালে তাঁর ঈষতার্দ্র মল্লিকাধর স্পর্শ করে …।' *মুজতবা,* ১৯৬০।

মল্লিকামাল্য [স] *বি* মল্লিকা ফুলের মালা। 'মল্লিকামাল্য পরাইবে পরান-বল্লভে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৬।

মল্লিকাসন্নিভ [স] *বিণ* মল্লিকা ফুলের মতো। 'ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্ল-মল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন।' *বঙ্কিম,* ১৮৮৪।

মল্লুক [আ মূলক] *বি* রাজ্য। 'ডাহিনে রহিল পুরী আম্মুয়া মল্লুক।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

মশক[1] [স] *বি* মশা। 'এতেক সাজনি কিচ্ছার মানুষের রণে গরুড় সাজএ কিবা মশকের সণে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

মশকদংশন [স] *বি* মশার কামড়। 'কোটি কোটি মশকদংশন।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

মশক[2] [ফা মশ্‌ক্] ১ *বি* জল বহনের এক প্রকার চামড়ার থলি। 'চর্মের মশকে জল ভরিয়া রাখিলা।' *সুলতান,* ১৭০০। ২ *বি* ভিস্তিওয়ালা। 'একজন মুসলমান মশক আছে তায়।' *গরীব,* ১৭৬৫।

মশকরা, মসকরা [আ মসখরাহ] ১ *বি* তামাশা। 'কেহ বা দুই একটি খোশ গল্প ও হাসি মসকরার কথা কহিতেছেন।' *প্যারী,* ১৮৫৮; 'ফানার ফিকির না জানিলে/ ভস্মমাখা হয় মশকরা।' *লালন,* ১৮৯০। ২ *বি* পরিহাস। 'কেউ মাতাল বলে জেলেকে ঠাট্টা মসকরা কত্তে লাগলো।' *হুতোম,* ১৮৬১।

মশকরা করন *বি* ঠাট্টা করা। *ওসাঁ,* ১৭৮৫।

মসকরামো [আ মসখরাহ>] *বি* ভাঁড়ামি। 'মসকরামো দ্যাখাবার জন্য এক জন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন।' *হুতোম,* ১৮৬২।

মশগুল, মসগুল [আ] ১ *বিণ* মগ্ন। 'কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ লইয়া ধ্রুপদ, ধরু, খেয়াল চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী,* ১৮৫৮; 'দেখ মশগুল আজি শিস্তান বোস্তান।' *নজরুল,* ১৯২৪। ২ *বিণ* আনন্দময়। 'মরা মাচানের দেশ করে তোলো মশগুল।' *নজরুল,* ১৯২৬।

মশমশে [ধ্বন্যা] *বিণ* মশমশ ধ্বনি করে এমন। 'মশমশে জুতোর আওয়াজ শুনে অর্জুন মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো।' *সুনীল,* ১৯৭০।

মশলা, মশল্লা [আ মসালিহ] *বি* মসলা; ব্যঞ্জনাদি মুখরোচক করার উপকরণ। 'বিবিধ মশলা রসেতে মিশায় রসিক বলি যে তারে।' *চণ্ডী,* ১৫৫০; 'মশল্লা আনিনু আগুনে চড়ানু বিছুরিনু আপন ভার।' *চণ্ডী,* ১৫৫০। দ্র **মসলা**

মশলাওয়ালা [আ মসালিহ+হি ওয়ালা] *বিণ* মসলাযুক্ত। 'মশলাওয়ালা পানগুলোর প্রতি, নিজের প্রতি।' *জীবন,* ১৯৩২।

মশলাদরাজ [আ মসালিহ+ফা দরাজ] *বিণ* উর্বর। 'মশলাদরাজ এই মাটিটার …।' *জীবন,* ১৯২৭।

মশলাদার [আ মসালিহ+ফা দার] *বিণ* মসলা প্রস্তুতকারী। 'যুগ যুগ ধরি অপরূপ সুরা গড়িছে মশলাদার।' *জীবন,* ১৯২৭।

মশলাপাতি [আ মসালিহ+পাতি] *বি* বিভিন্ন ধরনের মসলা। 'চিনি, মশলাপাতি এক একবার এক একরকম বোঝাই নিয়া … যাতায়াত করে।' *মানিক,* ১৯৩৬।

মশহুর, মশুর [আ মশহুর] *বিণ* বিখ্যাত; নামজাদা। 'এমন একটা ব্যক্তি যে সারা দুনিয়ার মশহুর একজন লোক হবেন।' *নজরুল,* ১৯২৩; 'মশহুর নাচনেওয়ালী জানকী বাঈ।' *মুজতবা,* ১৯৪৯।

মশা [স মশক] *বি* দংশন করে রক্তশোষণ করে এমন এক ধরনের ক্ষুদ্র পতঙ্গ। *মানোএল,* ১৭৪৩; 'মশাতে চাসাকে শিক্ষা দিল বিলক্ষণ।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪।

মশা মারতে কামান দাগা – ছোটো কাজে বিশাল আয়োজন। 'মশা মারিতে কামান দাগা হইত।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

মসা [স মশক] *বি* মশা। 'সসা জেন মসাগুলা জলৌকা কুঞ্জরগুণ্ডাকার।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

মশান [স শ্মশান] ১ *বি* শ্মশান। 'লৈআ জায় দক্ষিণ মশানে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* যুদ্ধের প্রান্তর। 'দক্ষিণ মশানে গিআ দিল দরশন মসান বেড়িআ ধায় রাজ-সেনাগণ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ৩ *বি* মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার স্থান। 'ব্যাটাকে মশানে নিয়ে কেটে ফেল্।' *দীনবন্ধু,* ১৮৭৩।

মসান [স শ্মশান] *বি* মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার স্থান। 'মসানে কোটাল দিআ বধিব জীবন।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মশাফির [আ মুসাফির] *বি* পথিক; সফরকারী। 'মশাফিরসকল নিরুদ্বেগে গমনাগমন ও প্রজালোকসকল সুখে কালযাপন করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। দ্র **মুসাফির**

মশাফিরখানা [আ মুসাফির+ফা খানাহ্] *বি* পান্থশালা। 'এক মশাফিরখানা তৈয়ার করিয়া দিবাতে ... নানাপ্রকার খাদ্য সমগ্রী দিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মশায় [স মহাশয়] *বি* মশাই। 'বড় মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কত্তো।' *হুতোম*, ১৮৬২।

মশারি, মশারী [স মশকারি] *বি* মশার কামড় থেকে পরিত্রাণের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত বস্ত্রাবরণী বিশেষ। 'মশারি টানাইয়ারে ফুক দিয়া বিষ ঝাড়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'চন্দ্রাণী মশারী ফেলি আপনার হাতে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মসারি, মসারী [স মশকারি] *বি* মশার কামড় থেকে পরিত্রাণের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত বস্ত্রাবরণী বিশেষ। 'পাটের মসারি বেড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খাটায়্যা মসারী জালি শয়ন করিল শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মশাল, মসাল [আ মশ্‌আল] *বি* ছোটো লাঠি বা দণ্ডের মাথায় তেল-মাখানো ন্যাকড়া চট প্রভৃতি জড়িয়ে জ্বালানো আগুনবিশেষ। 'কটকের আগে যায়ে জালিয়া মশাল।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'রতন মসাল জ্বলিছে উজাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'কখন কখন সহসা অন্তর্হিত হইয়া মশালের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মশালচি, মশালচী, মসালচি, মসালচী [আ মশ্‌আল+তু চি] *বি* মশালবাহক ব্যক্তি। 'সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কয় জন ... মসালচি বাবুরচি আবদর ভেস্তি মেহতর ...।' *কেরি*, ১৮০২; 'যে কালীন ডাকবেহারা মায় বাহাঙ্গী ও মশালচিগির বশান যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'মসালচী বেহারা ইত্যাদি আর পোলীসের আনীত লোকের চিকিৎসা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'পাল্কীর সঙ্গে দুইজন মশালচী।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

মশালবর্দার [আ মশ্‌আল+ফা বরদার] *বি* মশালবাহী ব্যক্তি। 'তোমরা অনাগত যুগের মশালবর্দার।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

মশালবাহী ১ *বিণ* মশাল বহন করে এমন। 'মশালবাহী বিশাল পুরুষ। কোথায় তুমি আজ?' *নজরুল*, ১৯২৯। ২ *বিণ* নেতৃত্ব দানকারী। 'তমদ্দুনের মশালবাহী সুধী সমাজকে আজ অবহিত হইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

মষানি [স মহিষাণী] *বি* মাদি মহিষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মষি [স মহিষ] *বি* মহিষ। 'মষি গোরু দিব সভে শূকর বদলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মষিলোট *বি* একপ্রকার ধান ও তার চাল। 'মাকু মেটে মষিলোট শিবজটা পরে।' *ভারত*, ১৭৬০।

মষুরা *বি* বিবরণ। 'তোমার হিসাবে মষুরা দেয়া গেল।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭।

মষে [ফ মসিউ] *বি* ইংরেজি মিস্টার শব্দের অনুরূপ। 'শ্রীযুত মষে বেরালা সাহেব বরাবরেষু।' *ভেরলি*, ১৭৯৪।

মসজিদ, মসজীদ [আ] *বি* মুসলমানদের প্রার্থনা গৃহ। 'মসজিদে গিয়া প্রবেশিলা।' *সুলতান*, ১৭০০; 'চীৎকার শুনিয়া মসজীদের নিকট আসিয়াছি।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মজিদ, মজীদ [আ মসজিদ] *বি* মসজিদ। 'মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর।' *জসীম*, ১৯২৭; 'মজিদ ঘরে মুসলমানেরা মিলিয়াছে আসি।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'এক হৃদয়ের সমান নহে লক্ষ মজিদ আর কাবা।' *নজরুল*, ১৯৪২।

মসজিদওয়ালা *বিণ* মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। 'মসজিদওয়ালা আড়তদারের মত ভাবো, জাল-জোচ্চোরি শেখো, কপাল খুলবে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মসিদ [আ মসজিদ] *বি* মসজিদ। 'পশ্চিমে যবনালয় তুলিলেন সএ সএ দলিজ মসিদ নানা ছান্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মসজিয়া [আ মর্সিয়া] *বি* শোকগীতি। 'সুর করে সংস্কৃত মসজিয়া পড়তে দেখতে পাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মসতান [ফা মস্তান] *বি* ঐশীপ্রেমে পাগল। 'মসতান ব্যস্ থাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মসনদ [আ] *বি* সিংহাসন; আসনের আস্তরণ; আসন। 'মছলন্দী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; '"জরির মসনদ" তাকিয়া বা দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কুসুম-কোমল "শাহানা বিছানা" নাই।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

মসনে-পড়া *বিণ* তামাটে ভাববিশিষ্ট। 'সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই – কেমন ছাতা-ধরা, মসনে-পড়া ছাবড়া ছাবড়া।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মসমস [ধ্বন্যা] *বি* জুতা পায়ে হাঁটার সময়ে সৃষ্ট শব্দবিশেষ। 'যখন হাঁটে ইঙ্গরেজদের মত মস২ করিয়া দ্রুত চলে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

মসমসা *ক্রি* মচমচ শব্দ করে হাঁটা। 'চাপরাসির দল বিলিতি জুতো মসমসিয়ে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মসলত [আ মুসলিহাত] *বি* পরামর্শ। 'এনার মসলতে কাম করলে মোদের দফা রফা হইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মসলা [আ মসালিহ্] ১ *বি* রান্না সুস্বাদু অথবা সুগন্ধি করার উপকরণ। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'এ যে চাটনীর মসলা –।' *রোকেয়া*, ১৯২২। ২ *বি* উপকরণ। 'কী কী মসলার সংযোগে বাঙালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে ইঙ্গবঙ্গ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* ইট জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহৃত বালু, সিমেন্ট ইত্যাদির মিশ্রণ। 'শুধু ইটের পর ইট ... ভেতরে কোন মসলা নেই।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মসলাদার [আ মসালিহ+ফা দার] *বিণ* বেশি মসলা ব্যবহার করা হয়েছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মসালা [আ মসালিহ্] ১ *বি* রান্নার স্বাদবৃদ্ধির জন্যে ব্যবহৃত দ্রব্য। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'রসুন তৈল ও কৃষ্ণ বর্ণদ ধূম ও উষ্ণ মসালা ... আমারদিগের শরীরের হিতকারক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ২ *বি* উপকরণ। 'চন্দন কাষ্ঠ ও ধুনা ও আর২ সুগন্ধি মসালাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মসলামাসায়েল [আ] *বি* ইসলামধর্মীয় আদেশ বিধি-বিধান। 'মসলামাসায়েল শিক্ষা দেওয়া উচিত।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

মসলিন [ফা] *বি* এক প্রকার সূক্ষ্ম কাপড়। 'খেনে মসলিন খেনে ঝিলমিল তাস।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মসল্লা *বি* সিংহাসন। 'শুন্য পরে মসল্লাত বসি।' *সুলতান*, ১৭৫০।

মসহরা [স মুশাহারা] *বি* মাসিক পারিশ্রমিক; বেতন। 'অনেক লোক মসহরা পাইত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মসাহেরা [আ মুশাআরা] *বি* মাসিক বেতন। 'মসাহেরার তঙ্কা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মসহাত *বি* জরিপ। 'মসহাত করিল রাজা দিআ খাটদড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মসার *বি* পান্না। 'ভাণ্ডারে নাহিক নীলা মসার নিকষশিলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মসাহেব [আ মুসাহিব] *বি* সঙ্গী। 'মীর সাহেবও সেতার, তবলা এবং প্রিয় মসাহেব বসীরুদ্দীনকে লইয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মসি, মসী [স] ১ *বি* লেখার কালি। 'মৃগমদ মসি নখ কাপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হাথে লইল পত্র মসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* কালো। 'দীঘি পুষ্করিণী কূপ মসী হয় যদি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মসিজীবী, মসীজীবী [স] *বি* লিখে জীবিকা উপার্জন করে যে। 'জমীদারের আমলা মসীজীবী গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী অন্নধারণে অপারগ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'কোনো ভদ্রসন্তান মসিজীবী হলেও যে কথা নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'ছুটি পাওয়া মসিজীবী দল বেঁধে করে কোলাহল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মসিপত্র, মসীপত্র [স] *বি* লেখার পাতা। 'মসিপত্রে লিখন করিল সভাজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মসীপত্রে সদাগর করিল লিখনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মসিযুদ্ধ, মসীযুদ্ধ [স] *বি* লেখালেখির মাধ্যমে বাদ-প্রতিবাদ। 'মসিযুদ্ধই সমীচীন।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'মসীযুদ্ধে বাঙালির পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্যসম্পদ আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মসিলিপ্ত, মসীলিপ্ত [স] ১ *বিণ* লিপিবদ্ধ। 'পূর্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* কালিতে পরিপূর্ণ। 'অতিনিকট হতে কোনো মসীলিপ্ত লেখনীর সূচ্যগ্রভাগ যে তাদের প্রতি তীক্ষ লক্ষ স্থাপন করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* কলমে লিখিত। 'অসিমুক্ত মসিলিপ্ত হস্তে সদর্পে তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'এখন গ্রীবায় ছিন্ন ইতিহাস, ওষ্ঠে, চোখে মসীলিপ্ত পুঁথির বয়স।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

মসীকৃষ্ণ [স] *বিণ* ঘোর কালো রঙের। 'অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মসীচিহ্নিত [স] *বিণ* কালিতে লিখিত। 'তোমার এই শুভ্র শিশুপত্রগুলি সেই চিরদিনের মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মসীধূমকেতন [স] *বিণ* কালো ধোঁয়ার পুচ্ছ উড়ছে এমন। 'বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানাঘরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মসীপাতন [স] *বি* কালি ফেলে দেওয়া। 'অপরাধী হয়েছিলাম মসীপাতন-পাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মসীপাত্র [স] *বি* লেখার কালি রাখার পাত্র; দোয়াত। 'পাশে লয়ে মসীপাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মসীপুঞ্জ [স] *বিণ* কালো। 'আকাশের ঈশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মসীবর্ণ [স] *বিণ* কৃষ্ণাঙ্গ। 'মসীবর্ণ অনার্য্যেরা একত্র বাস করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মসীবিচিত্র [স] *বিণ* কালিতে অঙ্কিত। 'তাহার ছিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মসীবিন্দু [স] *বি* কালির দাগ। 'শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মসীময় [স] *বিণ* কৃষ্ণবর্ণ। 'মসীময় অন্ধকার।' *নজরুল*, ১৯২২।

মসীময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'ধরণী মসীময়ী – আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মসীমাখা *বিণ* কালি মাখা। 'পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসীমাখা/ গ্রামখানি মেঘে ঢাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মসীযোদ্ধা [স] *বি* লেখক বা সমালোচক। 'তিনিও মসীযোদ্ধা হিসেবে নাম কিনে যেতে পারতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মসীলিপ্তিমাঝে [স] *ক্রিবিণ* ঘোর অন্ধকারে। 'রজনীর মসীলিপ্তিমাঝে/ লুপ্তরেখা সংসারের ছবি –।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মসীশ্বর [স] *বি* পরীক্ষক। 'পরীক্ষাতে মার্কা যে তাই কাটেন মসীশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মসিনা, মসীনা [স মসৃণ] *বি* তেলবীজবিশেষ; তিসি। 'প্রধান শস্য ছোলা, তিল, সর্ষপ, মসীনা, রেসম, নীল প্রভৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'মসিনার ক্ষুদ্রবীজে যে দিয়েছে রস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মসিয়ু [ফ মসিউ] *বি* মিস্টার; ফরাসি চাকুরে। 'সুশোভিত দুই-একজন 'মসিয়ু' আলো-হস্তে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মসুর [স মসূর] *বি* ডালবিশেষ। 'মূর্তিমন্ত ব্যাধি যত বেচে কেনে শত শত মসুর মটর ছালা ছালা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মসূর [স] *বি* এক প্রকার কলাই বা ডাল। 'ছোলা, মটর, অরহর, মুগ, মসূর, মাষ প্রভৃতি কলায় হইতে ডাইল হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মসৃণ [স] ১ *বিণ* তেলতেলে। 'ঐ ছালের উপর মসৃণ চিক্কণ শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* কোমল। 'পুষি বেড়ালের মসৃণ শরীরে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মসৃণতা [স] *বি* কোমলতা। 'অশ্লীল দিক রুচিকর ভাষাছন্দে মানুষেরই কাছে প্রতিভাত হলো সুন্দর মসৃণতায়।' *হাই*, ১৯৪৭।

মস্করা [আ মসখরাহ] ১ *বি* ঠাট্টা; তামাশা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ভাঁড়। *ভবানী*, ১৮২৩। *দ্র* **মশকরা**

মস্করা করন *বি* রসিকতা করা। *ওগঁ*, ১৭৮৫।

মস্করি *বি* ঠাট্টা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মস্ত [ফা] ১ *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'আফিঙ্গে হামেশা মস্ত, হুসিয়ার দরবস্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* উচ্চ। 'যেন মস্ত পদের মানুষ হয়ে, হ্যালিডের পদ নাহি টলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* নামকরা। 'একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির নাম ঠাওরাইতে পার।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৪ *বিণ* বড়ো। 'সে কেবল মস্ত চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৫ *বিণ* বিরাট। 'জীবনটাকে একটা মস্ত ছি ছি ছি ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৬ *বিণ* বড্ড। 'মস্ত পাগল পিনাকপাণি।' *নজরুল*, ১৯২২। ৭ *বিণ* মহৎ। 'উনি কত মস্ত মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মস্তপানা *বিণ* বিশাল আকৃতির। 'খেয়ো না মস্তপানা ওই সে পাকাটাও।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মস্তবড়ো, মস্তবড় ১ *বিণ* উদার। 'সেই মস্তবড়ো সম্বন্ধটা যে কতবড়ো সত্য জিনিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* বিশাল। 'মস্তবড় এস্টেট ওদের।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মস্তহাল [ফা মস্ত+আ হাল] *বি* মহাপ্রতাপ। 'মস্তহালে চলে সবে তলওয়ার মারিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মস্তক [স] ১ *বি* মাথা; শির। 'কালির মস্তকে নিত্য করি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* চূড়া। 'মাটিয়া পোত্তার মস্তক পর্যন্ত ...।' *রামরাম*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮০১।

মস্তকচ্ছেদন [স] *বি* শিরশ্ছেদ। 'তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া মুণ্ড বাণ্ডার উপরি ভাগে টাঙ্গাইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'সেই কাফররাজের মস্তকচ্ছেদন করিয়া যবনেশ্বরের নিকট আনিয়া দিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

মস্তক-ভূষণ [স] *বি* মাথার অলঙ্কার। 'ধূলি করি মস্তক-ভূষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মস্তকমুণ্ডন [স] *বি* মাথা মুড়ানো। 'জয়শ্রীর মস্তকমুণ্ডন ও তাহাতে তক্রসেচন ... করাইয়া, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মস্তকহীন [স] *বি* নির্বোধ। 'উহারাও মস্তকহীনের ন্যায় আচরণ করে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মস্তকাঘ্রাণ [স] *বি* মাথার চুলের গন্ধ নেওয়া। 'আমার কাঁধে রেখে মস্তকাঘ্রাণ করল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মস্তকাবরণ [স] *বি* শির-বসন। 'সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের পরিহিত পাখার আকৃতির মস্তকাবরণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মস্তকের জল *বি* মগজ। 'তাতে কি হবে তালায় মস্তকের জল শুষ্ক হলে।' *লালন*, ১৮৯০।

মস্তানা [ফা] *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'মাটির সোরাহি মস্তানা হলো আঙ্গুরি খুনে তিতি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মস্তানি, মস্তানী [ফা মস্তান>] ১ *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* গুণ্ডাগিরি। 'চক্ষু ঠেরে দেখায় মস্তানী।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* মাতব্বরি। 'ইব্রাহিমের এই মস্তানি করা নিয়ে খিজির মিস্ত্রী ঠাট্টা করতো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মস্তি [ফা] *বি* আন্তরিকতা। 'কেউ বা জমায় দোস্তি নিবিড় মস্তিতে ভ্রাতৃঘাতকের সাথে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মস্তিষ্ক [স] *বি* মগজ। 'আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মস্তিষ্কজাত [স] *বিণ* চিন্তাপ্রসূত। 'ওই জাতীয় বিচিত্র কল্পনা মানুষেরই মস্তিষ্কজাত।' *শিব*, ১৯৫৬।

মস্তিষ্কপ্রসূত [স] *বিণ* মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত। 'জয়দেবের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো চিন্তা ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই।' *প্রমথ*, ১৮৯০; 'লোকদিগের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কোন স্বার্থসিদ্ধির মতলব ইহার পিছনে যে প্রেরণা যোগাইতেছে ...।' *এসলাম*, ১৯৩৭।

মস্তিষ্ক-বিকার [স] *বি* মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক কল্পনা। 'স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্ক-বিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মস্তিষ্ক-বিকৃতি [স] *বি* অপ্রকৃতস্থতা। 'মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটলে এমন সুর করে চ্যাচাতে পারে।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'মস্তিষ্কবিকৃতি এবং দৃষ্টি রুগ্ণ হওয়ার পর ...।' *তারা*, ১৯৪০।

মস্তিষ্কবিভ্রান্তি [স] *বি* মনোবিকার। 'হঠাৎ তার মস্তিষ্কবিভ্রান্তি ঘটে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মস্য [স মহিষ] *বি* মহিষ। 'পশুর হাজরা মস্য খাইবে প্রজার শস্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মস্যা [স মহিষ>] *বিণ* মহিষের দুগ্ধজাত। 'নিধানি করিআ খই তথি দিআ মস্যা দই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মস্যাধার [স] *বি* কালির দোয়াত। 'লুকাইলা লেখনি ভাঙ্গিলা মস্যাধারে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহকুপ [আ মওকুফ] ১ *বি* মার্জনা। 'লোকের হাত হইতে এক কলম মহকুপ করিলেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* পরিত্যক্ত। 'সে রাস্তা এইক্ষণে মহকুপ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহকুফ [আ মওকুফ] *বি* মার্জনা। 'তাহার কএক খানের মহকুফ হইয়াছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মহকুম [আ] *বি* বিচার। 'না পচন্দকাজের মহকুম হামেস গির জন্যে লিখিতেছি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মহকুমা [আ] *বি* জেলার প্রশাসনিক অংশ। 'এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্য্যন্ত-আইন আদালতের খবর রাখে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মহঘ, মহঘি [স মহার্ঘ] *বিণ* মহার্ঘ। 'মানিনি মান মহঘ ধন তোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মহজ্জন [স] *বি* মহৎ ব্যক্তি। 'মহা চিন্তাশীল মহজ্জনের মস্তিষ্কও এ চিন্তায় ঘুরিয়া যায়।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মহজ্জীবন [স] *বি* মহিমান্বিত জীবন। 'তাঁহাদের মহজ্জীবনের পুণ্যপ্রভা।' *ফজলল*, ১৯১৩।

মহড়া [আ মুহরিরাহ] ১ *বি* কড়ি ঘষে মসৃণ ও উজ্জ্বল করণ। 'মহড়ায় মারি করে হীরার বদল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* অভিনয়াদির অনুশীলন; রিহার্সাল। 'কবির সুর মহড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মওড়া [আ মুহাওরাহ্] *বি* অভিনয়াদির অনুশীলন; মহড়া। 'ও রূপনদীর তীর ঘাটে যে বসেছে মওড়া এঁটে।' *লালন*, ১৮৯০।

মহৎ [স] ১ *বিণ* অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পন্ন। 'মহাভক্ত মহৎ ভাবক মহাযোগী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* সৎ। 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* উদার। 'তিনি জ্ঞান ও ধর্ম দ্বারা যথার্থ মহৎ হইতে পারেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৪ *বিণ* বড়ো রকমের। 'অপব্যয়িতা এবং মদ্যপান ইংরাজদের আর দুইটী মহৎ দোষ।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তবে সেটা শোনা একটা মহৎ লোকশান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মহৎকর্তব্য [স] *বি* গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। 'বিবাহরূপ তাহার মহৎকর্তব্য স্বীকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মহৎচরিত্র [স] *বি* উদার চরিত্র। 'এই মহৎচরিত্রে আনন্দবোধ করাতে আমরা নিজেকেই আবিষ্কার করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মহৎচরিত্রা [স] *বিণ স্ত্রী* উত্তম চরিত্রের অধিকারী। 'সেই নিরপরাধিনী মহৎচরিত্রা মহিলা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মহৎজন [স মহৎ+স জন] *বি* মহাজন। 'যত মানবের গুরু মহৎজনের/ চরণচিহ্ন ধরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মহৎবাণী [স] *বি* মূল্যবান কথা। 'এখন আমরা ইসলামের মহৎবাণীগুলি নিয়ে বড়াই করি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মহৎমনা [স] *বি* উদার হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তি। 'ভাণ্ডার ভরা সব সম্পদ বিলালে ব্যথিত মহৎমনা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মহৎ মহৎ [স] *বিণ* বড়ো বড়ো। 'উত্তরোত্তর মহৎ মহৎ জন্তুর উৎপত্তির প্রমাণ বিষয়ে ... কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহৎসংকল্প [স] *বি* মহান প্রতিজ্ঞা। 'তাঁহার মহৎসংকল্পের অনুবর্তী হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহত [স মহৎ] *বিণ* প্রবল। 'যদি মহত ভয় উপস্থিত হয়।' *রামরাম*, ১৮০২।

মহতী [স] **১** *বিণ* বিরাট। 'পৌত্রোৎসবে মহতী ঘটা করিয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বিণ* বিষম। 'অতএব মহতী বিপৎ উপস্থিত।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৩** *বিণ* উদার। 'খ্রীষ্টের উচ্চারিত মহতী বাণী...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মহত্তম [স] **১** *বিণ* অতিশয় মহৎ। 'মহা মহত্তম অতি কৃপাল দয়াল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। 'জাগাতে চাও মহত্তম সত্য সংবাদে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মহত্তর [স] *বিণ* অধিকতর উন্নত। 'কেহ কেহ মহত্তর ধর্ম্ম, ... প্রতাপে জম্বুদ্বীপ মাত্রের অধিকার করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মহত্ত্ব [স মহত্ত্ব] *বি* মহৎ গুণ। 'তোমার মহত্ত্ব সুনিঞা।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহত্ত্ব [স] **১** *বি* গুণ। 'নাম প্রেমদান আদি বর্ণের মহত্ত্ব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মহৎ গুণ। 'আপনি করিলে দূর আপন মহত্ত্ব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহন্ত [স মহত্ত্ব] *বিণ* বড়ো। 'আমার এক নিজ বসতবাটী মৌজে ডিহি কলিকাতা গ্রামের মধ্যে মহন্ত।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

মহত্ত্বগুণ [স] *বি* উদারতা। 'আপনারা মহত্ত্বগুণে আমার এই প্রগলভ বাক্য প্রয়োগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া ...।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মহত্ত্বতা [স] *বি* মহৎ বৈশিষ্ট্য; মহৎ গুণ। 'ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা মহত্ত্বতা ক্রমে অন্য কোন দুর্ব্বাক্য দ্বারা অপবাদি না করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

মহত্ত্বপূর্ণ [স] *বিণ* মহৎ গুণসম্পন্ন। 'খুব যে উঁচুদরের বীরত্বময় মহত্ত্বপূর্ণ তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মহত্ত্ববিদ্বেষী [স] *বিণ* মহৎগুণের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। 'তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মহত্ত্ববোধ [স] *বি* মহৎ উপলব্ধি। 'এই গভীর মহত্ত্ববোধ যদি দেশের লোক অনুভব করিবার উৎসাহ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মহত্ত্বশিখা [স] *বি* মহত্ত্বের অগ্নি। 'ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের মহত্ত্বশিখার মধ্যে আত্মঘাতী হইয়া ঝাঁপ দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহত্ত্বশূন্য [স] *বিণ* উদারতাবিহীন। 'ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্ত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মহত্ত্বহীন [স] **১** *বিণ* মহৎ গুণবর্জিত। 'মহত্ত্বহীন, ভদ্রতাহীন জাতীয়তা একটা অভিজাত বংশের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। **২** *বিণ* মাহাত্ম্যহীন। 'আল্লা বেদনাহীন তথা মহত্ত্বহীন জীবন পছন্দ করেন না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মহদন্তঃকরণ [স] *বিণ* বড়ো মনের। 'এই সকল মহদন্তঃকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদের স্মৃতিক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিবেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মহদয়েসু [স মহোদয়েষু] *বি* মহাশয়; সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্বোধন-বিশেষ। 'মজুমদার দেওয়ানজী মহাসয় মহদয়েসু।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

মহদাদি [স] *বি* মহৎ বিষয়সমূহ। 'তাহাতে মহদাদির কোন উল্লেখ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মহদাশয় [স] *বিণ* উন্নতমনা; মহাশয়। 'মহদাশয় হইলেও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মহদুপকার [স] *বি* মহা উপকার। 'এইরূপে ইংলণ্ডের মহদুপকার হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মহদ্‌গুণ [স] *বি* উৎকৃষ্ট গুণ। 'বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মহদ্দোষ [স] *বি* মস্ত দোষ। 'বক্তৃতার মহদ্দোষ এই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মহদ্ধর্ম, মহদ্ধর্ম্ম [স] *বি* মহৎ ধর্ম। 'প্রজারঞ্জন তাহাদিগের একটি মহদ্ধর্ম্ম।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মহদ্বংশ [স] *বি* মহৎ বংশ। 'যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহনীয় *বিণ* মহৎ। 'অদূর ভবিষ্যতে সেই মহনীয় আদর্শ, সেই পরিপূর্ণ পরিকল্পনা ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মহন্ত [স] **১** *বি* সাধু। 'প্রথমে সিদ্দিক পীর মহন্ত গেআন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মহন্ত ৫০৪।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহফিল [আ মাহফিল] *বি* আসর। 'লোকের মজলিসে মহফিলে যদি ওই একই তীব্র-মধুর সম্বন্ধটা বারবার শতেকবার জানিয়ে দেওয়া হয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মহফেল [আ মাহফিল] *বি* আসর। 'মহফেলের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে ... ভাসিয়া বেড়াইতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মহবুব [আ মাহবুব] *বি* প্রিয়তম। 'আমার মহবুবে নেকা কৈল কি কারণ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মহব্বত, মহব্বৎ [আ মুহব্বত] *বি* প্রেম; ভালোবাসা। 'মহব্বতের বয়েত বাৎলে নিতে দে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫; 'আপনার তাতে মহব্বৎ নাও থাকতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মহব্বতি [আ মুহব্বত>] *বি* আন্তরিক সম্পর্ক। 'এতদিনের মহব্বতিতে লাথি মারলো কাসেম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহমেল *বি* ধারালো অস্ত্রবিশেষ। 'কাটিল কতেক লোক মহমেল দিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মহম্মদিয়ান [আ মহম্মদ>] *বিণ* ইসলামি। 'অপিচ হিন্দু ও মহম্মদিয়ান এবং ইংরেজী ব্যবস্থা পুস্তকে এমত লিখিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মহম্মদী *বিণ* ইসলামি। 'এক মহম্মদী মাদরাসা অর্থাৎ পাঠশালার মূলপ্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মহম্মদী পাঠশালা *বি* মাদ্রাসা; ইসলামি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। 'কোম্পানি বাহাদুর কর্ত্তৃক মহম্মদী পাঠশালা স্থাপিতা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মহম্মদীয় *বি* ইসলাম ধর্মের অনুসারী। 'কএক জন মহম্মদীয়েরদিগকে দেখিয়া তাহারদের গাত্রও ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

মহর [ফা মুহর] *বি* মোহর; সীল। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'দরখাস্ত খামের মধ্যে মহর করিয়া ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মহরৎ [আ মহারত] *বি* নতুন সূচনা; আরম্ভ। 'আজ খাতা মহরৎ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহরম [আ মুহররম] **১** *বি* প্রধানত শিয়া মুসলমানদের পালনীয় শোকপর্ববিশেষ। 'তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮২০। **২** *বি* হিজরি সনের প্রথম মাস। 'মহরম মাস আসিল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহররম [আ] *বি* হিজরি সনের প্রথম মাস। 'দোস্তের কাছ থেকে মহররমের দশটা দিন চাহিয়া লইয়াছেন যে তাউই সাব।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

মহররমী *বিণ* শোকবিহ্বল। 'ঘুরে ঘুরে মহররমী প্রহর ছড়িয়ে দিতো মধ্যরাতে।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

মহরানা [ফা মোহর>] *বি* বিবাহের সময় স্ত্রীকে দেয় যৌতুক। 'মহরানা প্রবর্তন করে বিয়ের প্রচলন করেছেন।' *বেগম*, ১৯৫২।

মহরি [স মধুরিকা] *বি* মৌরি; মসলাবিশেষ। 'নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস চঞ্চি মেথি জোহানি মহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহরিয়া *বি* পাখিবিশেষ। 'কাদখোঁচা মহরিয়া সালিক ডাহুক তামচূড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহরুম [আ] *বিণ* বঞ্চিত। 'তাকেই আমরা রেখেছি ... সকল আনন্দ, খুশির হিস্সায় মহরুম করে।' *নজরুল*, ১৯৪২।

মহর্ষি [স] *বি* বড়ো ঋষি। 'রাজরিসি মহর্ষি জত মুনিগন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহর্ষিকুল [স] *বি* ঋষিশ্রেষ্ঠকুল। 'এই জন্যেই পূর্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করে্য, বনবাসী হতেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহর্ষিভার্যা [স] *বি* মহর্ষির স্ত্রী। 'শিখা দ্বারা তিনি মহর্ষিভার্যাগণকে স্পর্শ করিতেছেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মহল¹ [আ মহলা] *বি* সৈন্যদের কুচকাওয়াজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মহল² [আ] **১** *বি* বাসস্থান; প্রাসাদ। *ভেরলি*, ১৭৮৩। **২** *বি* জমি। 'এ সকল মহল পত্তন নহিলে রাজস্বের হানি।' *রামরাম*, ১৮০২। **৩** *বি* গৃহ। 'মতিলাল দলবল সহিত মহলে আসিয়া অবস্থিতি করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* জমিদারির অংশ। 'জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ ... মহলে মাঙ্গন চড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মহলকারণী [আ মহল+কার>] *বি স্ত্রী* গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে যে। 'মহলকারণীরা মার্জনা করে ধুয়ে দিয়েছে দরবার গৃহের অঙ্গন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মহলগিরি [আ মহল+ফা গিরি] *বি* তালুকদারি। 'সম্রাটের প্রতিনিধির সাহায্যার্থে মহলগিরি, পিয়ারা আর ডিঙ্গির বাহিনী সাজিয়ে ...' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহলদারী [আ মহাল+ফা দারি] *বি* মহলে প্রহরার কাজ। 'মহলদারী ... ও আর২ সব রকম তাবেদারী ও ফরমাবরদারী কিয়াথা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মহল³ [আ] *বি* শ্রেণী; সমাজ। 'কবিকুলগুরু বলে খ্যাত আছে পণ্ডিত মহলে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'সিসি-লিসি-মহলে কৌতুকে কৌতূহলে জড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মহলা¹ [আ মুহাওরাহ] **১** *বি* মহড়া; সেনাদলের অনুশীলন। 'পঞ্চার নিকটে করে আপন মহলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* প্রস্তুতি। 'তার জন্যে নানান রকম মহলা দিতে হয় মনে মনে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মহলা² [আ মহল] *বিণ* মহল বা চত্বরবিশিষ্ট। 'সাত মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মহলাল *বি* গাছবিশেষ। 'সেতু চোপ অর্থাৎ মহলাল নামে বৃক্ষের ছালেতে নির্ম্মিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মহলুল [আ মহল] *বি* রাজস্ব এলাকা। 'সাবেক মহলুল।' *ক্যালগে*, ১৭৯২।

মহল্লা [আ মহল্লাহ্] *বি* পাড়া; এলাকা। 'উভয়স্থানে মহল্লা অর্থাৎ পারা ৩৯০।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহল্লোক [স] **১** *বি* মহৎ মানুষ। 'আপনি অতি মহল্লোক।' *মধু*, ১৮৫৭। **২** *বি* উন্নত হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তি। 'এই মহৎকার্য্যে মহল্লোকের কৃপাবর্ত্মে না দণ্ডায়মান হইলে কোন ক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

মহশীল [আ মাহ্সুল] *বি* মাশুল; কর। 'আদেশিল নরনাথে শতেক সোয়ার সাথে কোটালের মহশীল জানি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহসুল [আ মাহ্সুল] *বি* নিয়োগ। 'খাজনার জন্যে পেয়াদা মহসুল দিতে হইবেক ...।' *কেরি*, ১৮০২।

মহসুল [আ মাহ্সুল] *বি* রাজস্ব; শুল্ক। *চেরী*, ১৭৮৮।

মহসিল [আ মাহ্সুল] *বি* কর; মাশুল। 'মহসিল ও তলপচিঠী।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

মহসিনীপনা *বি* হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মতো বদান্যতা দেখানোর আচরণ। 'সেও এই মহসিনীপনা ভাল চোখে দেখিতেছিল না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মহা¹ [স মোহ>] *ক্রি* মোহিত করা। **মহিয়া** *ক্রি* মোহিত ক'রে। 'অসুর মহিয়া তথা রহে নটগনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মহিল** *ক্রি* মুগ্ধ করলো। 'ত্রয়োদসে স্ত্রীরূপে মহিল অসুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহা² [স] **১** *বিণ* প্রচণ্ড। 'ব্রাহ্মণ লংঘিতে আইসেন মহা কোপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বড়ো। 'মহা মহা যোগী যত।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'যোগক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তপী মহা যপী।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* বিপুল। 'তিন সুবার কর্ত্তা হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যমন্ত হইয়াছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

মহাঅগ্নিকুণ্ড [স] *বি* ভয়ানক আগুন জ্বালাবার স্থান। 'মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মহা-অন্তরাল *বি* দুর্ভেদ্য আড়াল। 'করিল ভেদন, নাস্তিক্যের মহা-অন্তরাল, পরশিল মোর ভাল, চুপে চুপে অর্ধস্ফুট স্বপ্নরূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাঅন্ধ [স] *বিণ* পুরোপুরি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহাঅন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহা-অন্ধকার [স] *বি* সুগভীর ও বিস্তীর্ণ অন্ধকার। 'ওহে মহা-অন্ধকার, ওহে মহাজ্যোতি, অপ্রকাশ, চির-স্বপ্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মহা-অপরাধী [স] *বি* অতিশয় অপরাধ করেছে এমন। 'যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে, মহা-অপরাধী হবে তুমি তার কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মহা-অবসান [স] *বি* শেষ পরিণাম। 'দৈন্যের তুমি মহা-অবসান, সব সাধনার তুমি শেষ পরিণাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মহা-অভিসার [স] *বি* পরম পুরুষের উদ্দেশে অভিসার। 'তারই লাগি বিশ্বভোলা মহা-অভিসার হয়েছে দুর্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহা-আমি *বি* পরমাত্মা। 'আমার আমি সেই একমাত্র মহা-আমিতেই সার্থক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মহাআরাম [স মহা+ফা আরাম] *বি* অতিশয় সুখ। 'তোমরা তো মহাআরামে আছো ভাই।' *বিমল*, ১৯৫৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহা-আহ্বান [স] *বি* উদাত্ত আহ্বান। 'কোনো একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মহাউৎসাহ [স] *বি* গভীর উৎসাহ। 'মহা উৎসাহে কবিতা শুনাইতে লইয়া গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'খুড়ো পাড়ার একদল ছেলের সহিত মহাউৎসাহে গুলি খেলিতেছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মহাউদ্বোধন [স] *বি* ঘটা করে শুরু করা। 'মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহা-উদ্বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাঋষি [স] *বিণ* মহর্ষি; মহাত্মা। 'পরদিন মহাঋষি এবরাহিম পুনঃরায় শত উঁট বলি দিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মহাঋসি [মহাঋষি] *বি* সেরা ঋষি। 'আর জত মহাঋসি সিস্যগন সঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহা-এক [স] *বি* এক ঈশ্বর। 'যে-পরম এক তুমি, সেই মহা-এক তুমি, আমার মধ্যে আমার হও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মহাকড়া [স মহা+স কলায়>] *বি* গাছবিশেষ। 'মহাকড়া কাল্যাকড়া উলু বেনা বন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাকবি [স] **১** *বি* শ্রেষ্ঠ কবি। 'তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মহাকাব্য রচয়িতা। 'হোমর ও বর্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহাকবিতা [স] *বি* শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'সেই আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে, রচেছিল মহাকবিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহাকর্ষ [স] *বি* জড়বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ। 'যাকে গ্রাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না ব'লে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মহাকলরব [স] *বি* খুব কোলাহল। 'মহাকলরবে গালি দেই যবে "পাজি হতভাগা গাধা।"' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মহাকল্যাণ [স] *বি* অতিশয় মঙ্গল। 'নৈতিক ও মানসিক চেতনার সঞ্চার ক'রে মহাকল্যাণ সাধন করছেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মহাকল্লোল [স] **১** *বি* উচ্চ ধ্বনি। 'হর্ষ-বাণীর মহাকল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* প্রচণ্ড ধ্বনিময় ঢেউ। 'আমি বারিধির মহাকল্লোল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাকাএ [স মহাকায়] *বিণ* মহাকায়। 'দেখিলত কেঁকলাস অতি মহাকাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাকাব্য [স] *বি* পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত বৃহৎ আকারের কাব্য। 'ভারতবর্ষীয় মহাকাব্যকেও হোমরের অনুকরণ বা অনুবাদ বলিয়া কীর্তন করিয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মহাকাম [স] *বি* তীব্র কাম। 'গন্ধ আর ঘামের পরিণামে ঢালুন তারা ক্লান্ত মহাকাম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মহাকায় [স] **১** *বিণ* অতি বড় দেহবিশিষ্ট। 'মহাকায় সর্প উঠিয়া চলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* দীর্ঘ পরিসরবিশিষ্ট। 'যে কাব্য মহাকায় তাই হচ্ছে মহাকাব্য।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মহাকায়া [স] *বিণ স্ত্রী* বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট। 'মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মহাকাল [স] **১** *বি* অনন্তকাল। 'পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** (হিন্দুপুরাণ) *বি* রুদ্রমূর্তি শিব। 'আমি উত্তাল, আমি তুঙ্গ ভয়াল মহাকাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাকালী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মহাকালের যাত্রী; দুর্গাদেবী। 'মহাকালের কোলে এসে/ গৌরী হল মহাকালী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাকাশ [স] *বি* অসীম আকাশ। 'অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মাহাকালমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাকাশচারী [স] *বি* নভোচারী। 'মহাশূন্যে বানিয়ে ঘাঁটি/ বাইরে করে হাঁটাহাঁটি/ মাটি বিনাই মহাকাশচারী।' *অন্নদা*, ১৯৭৩।

মহাকীর্তন, মহাকীর্ত্তন [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) হরিনাম সংকীর্তন। 'ঘরে ঘরে মহাকীর্ত্তন করিতে লাগিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাকীর্তি, মহাকীর্ত্তি [স] *বি* মহৎকাজ। 'এই মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মহাকুতূহল [স] *বি* অতিশয় আনন্দ। 'নাচিলা চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাকুল [স] *বি* অভিজাত বংশ। 'মহাকুল বান্যার প্রধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাকুলশীল [স] *বিণ* অভিজাত বংশীয়। 'মহাকুলশীল অতি এক মহামতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাকুলোৎপন্ন [স] *বিণ* অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণকারী। 'আপনি মহারাজ এবং মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত পাশক্রীড়াতে অত্যন্তাবিষ্টচিত্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মহাকৃপা [স] *বি* অতিশয় অনুগ্রহ। 'পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মাতৃপ্রতিম ভারতেশ্বরী মহারাণীর মহাকৃপায়।' *প্রচারক*, ১৯০০।

মহাকৃপাপাত্র [স] *বি* অতিশয় দয়াপ্রাপ্ত ভক্ত। 'মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাকৃষ্ণ [স] *বিণ* অত্যন্ত কালো। 'মুক্ত করে দাও গাঢ় মহাকৃষ্ণ কান্তির ছলনা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মহাকোরান [স মহা+আ কুরআন] (ইসলামধর্ম) *বি* ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্মগ্রন্থ। 'মহাকোরানের বিমলালোকে আজ ভূমণ্ডল আলোকময়।' *সুধাকর*, ১৮৯৩।

মহাকোষ [স] *বি* বৃহৎ অভিধান। 'সংস্কৃত প্রভৃতি নানা শব্দ সংগ্রহ ও ইঙ্গরেজীতে তদর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক এক মহাকোষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মহাক্রুদ্ধ [স] *বিণ* ভীষণ রাগান্বিত। 'এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হইল পএগাম্বর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাক্রোদ [স মহাক্রোধ] *বি* ভীষণ রাগ। 'জরাসিন্ধ মহাক্রোদে রুসিল তখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাক্রোধ [স] **১** *বি* ভীষণ রাগ। 'মহাক্রোধবন্ত হইয়া লইয়া কৃপাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। 'অগ্নিবাণ এড়িলেন মহাক্রোধ পীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহাক্রোধবন্ত [স] *বিণ* ভীষণ রাগান্বিত। 'মহাক্রোধবন্ত হইয়া লইয়া কৃপাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাক্রোশে [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত ক্রোধে। 'নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহা ক্লেশ [স] *বি* অপার দুঃখ। 'কর্জের সুদ সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন ... এবং তাহাতে অহিতাচার ও মহা ক্লেশ উভয়ই জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহাক্ষণ [স] *বি* শুভযোগ। 'হয়তো আসবে মিলনের মহাক্ষণ।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মহাক্ষেত্র [স] *বি* মহাশূন্য। 'আকাশের মহাক্ষেত্রে/ শৈশব-উচ্ছ্বাস বেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মহাক্ষেম [স] *বি* অশেষ কল্যাণ। 'মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাখর [স] *বিণ* অত্যন্ত ধারালো। 'তূণে মহাখর শর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহা-খরচা [স মহা+আ খরজ] *বি* প্রচুর ব্যয়। 'মানবজাতি বর্তমানের এই অনিষ্টকারী কয়লার মহা-খরচা ছাড়িয়া দেয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাখিতি [স মহাক্ষীতি] *বি* মহাবিশ্ব। 'এ বুবনে করি মহাখিতি, স্বর্গো, মধ্যো, পাতাল তাহান রাখিয়াছেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মহাখেদ [স] *বি* অতিশয় দুঃখ। 'আমরা মহাখেদে ও মনস্তাপে তাপিত ও ভাবিত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মহা-খেলাঘর *বি* মহাবিশ্ব। 'একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেই মহা-খেলাঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মহাখ্যাত [স] *বিণ* অত্যন্ত বিখ্যাত। 'তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য পৌরাণিকস্বরূপে মহাখ্যাত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মহাখ্যাতি [স] *বি* খুব ভালো পরিচিতি। 'ভারতবর্ষে তাঁহার মহাখ্যাতি।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মহাগগনতল [স] *বি* মহাকাশের নীচ। 'মহাগগনতলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাগজ [স] *বি* বিরাট হাতি। 'মহাগজ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাগহ্বর [স] *বি* প্রকাণ্ড গর্ত। 'সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মহা-গান [স] **১** *বি* মহাসংগীত। 'ওঠে ঐ কোন মহা-গান।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* মহৎ সংগীত। 'ভেবেছি সহজে বিশ্বের মহাগান।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

মহাগিরি [স] *বি* বিশাল পর্বত। 'মহাগিরি সিন্ধু আছএ মন্দারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাগীত [স] *বি* আখ্যানকাব্যবিশেষ; মহাকাব্য। 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'গাইলা যে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মহাগুরু [স] *বি* শ্রেষ্ঠ গুরু। 'ব্যাস আদি বন্দিব বৈষ্ণব মহাগুরু।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাগুরুতর [স] *বিণ* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'ঐ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকর্ম্মতা এবং বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহাগুরুতর ব্যাপারে খাটান যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মহাগুরুত্বপূর্ণ [স] *বিণ* অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'ইতিহাসে একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মহাগোধূলি [স] *বি* সর্বব্যাপ্ত গোধূলি। 'রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়-গ্রাসী নিঃশব্দ মহাগোধূলিরাশির মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহাগোলমাল [স মহা+হি গোলমাল] *বি* চরম বিশৃঙ্খলা। 'ইহাতে মহাগোলমাল হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহাগোলযোগ [স] *বি* তুমুল গণ্ডগোল। 'একটা মহাগোলযোগ বাধিয়া গেল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মহাগৌরব [স] *বি* অত্যন্ত সমাদর। 'বসাইলা কাছে মহাগৌরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মহাগ্রন্থ [স] *বি* অসামান্য গ্রন্থ। 'লীলাবতী ... রচিত মহাগ্রন্থের মধ্যে যত প্রশ্ন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মহাগ্রহ [স] *বি* বড়ো আকারের গ্রহ। 'অষ্টশশিসমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মহাঘটা [স মহা+ঘটা] *বি* আড়ম্বর। 'মহাঘটা হইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মহাঘাত [স] *বি* প্রবল আঘাত। 'মহাঘাতে মড়মড়ি রসাল ভূতলে পড়ি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মহাঘোরতর [স] *বিণ* অতি ভয়ানক। 'পরম জ্যোতিসপুরি মহাঘোরতর।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাঙ্গন [স] *বি* বিশাল অঙ্গন। 'ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মহাচীন [স] *বি* বৃহত্তর চীন। 'মহাচীন শব্দেতেই প্রকাশ পাইতেছে যে অগ্রে দেশবিশেষ চীন নামে জ্ঞাত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'মহাচীনের অসামান্য কাব্যসম্পদের সঙ্গে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাজন[1] [স] **১** *বিণ* মহাত্মা। 'দান দিতে নিজোজিল কর্ন্ন মহাজন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বিশিষ্ট ব্যক্তি। 'ভোগিবা অনেক দুঃখ দুই মহাজন।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* জমিদার। 'কি জানি কোন্ উগ্রমূর্ত্তি মহাজনের সহিত সাক্ষাৎকার হয় এই আশঙ্কায় সদাই অস্থির।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৪** *বি* (বাউল) সাঁইজি। 'মহাজনের ধন এনে ছড়ালি তুই উলুবনে।' *লালন*, ১৮৯০। **৫** *বি* অনুসরণীয় ব্যক্তি। 'অপুও মহাজনদের পথ ধরিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাজন[2] [স] **১** *বি* সুদ নিয়ে ঋণ দেয় যে। 'অপুত্রক ব্যক্তির মহাজন ধনাদী কারির স্থানে আপন পাওনা লইতে পানে।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪; 'রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারের হাতে, যারা এদের জুতো-পেটা করত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বি* বড়ো ব্যবসায়ী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মহাজনেরা কেহ কেহ বলতেছে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বি* বেপারি। 'তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশিকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মহাজনতন্ত্র [স] *বি* পুঁজিবাদ। 'চতুর্থ বর্ণ বৈশ্যের শুশ্রূষা, এরি নাম ক্যাপিটালিজম বা মহাজনতন্ত্র।' *সবুজ*, ১৯২০।

মহাজনতা [স] *বি* অনেক মানুষ। 'আগত বিদেশি ব্যক্তিকে দিদৃক্ষু মহাজনতা উপস্থিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মহাজনসভা [স] *বি* বিশাল সমাবেশ; বড়োলোকদের সমিতি। 'স্থানীয় ন্যাশনাল সভাকে মহাজনসভা ... নাম দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মহাজনি, মহাজনী [স মহাজন>] **১** *বি* ব্যবসা। 'সাহেব খতের মহাজনি করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। **২** *বিণ* মহাজনের কাজ করে

এমন। *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৩ *বিণ* ব্যবসা সংক্রান্ত। 'চাসকর্ম্মের আধিক্যে মহাজনী দ্রব্যাদি অনেক জন্মে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৪ *বি* মহাজনগিরি। 'যে অর্থশাস্ত্র অনবগত, সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৫ *বিণ* ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত। 'ও পারে সার-বাঁধা মহাজনি নৌকায় আলো জ্বলে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৬ *বি* টাকা লেনদেনের ব্যবসা; তেজারতি। 'অর্থাৎ দালালি ও মহাজনি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মহাজনীয় [স] *বিণ* সুদ নিয়ে ঋণ দেওয়া হয় এমন। 'আমি মহাজনীয় ব্যবসা করি।' *রাজীব*, ১৮০৫।

মহা-জয় [স] *বি* বিশাল জয়। 'এসো সংগ্রাম, এসো মহা-জয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মহাজলধি [স] *বি* মহাসাগর। 'জ্বলে – জ্বলে জ্বালা মহাজলধির।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মহাজাগতিক রশ্মি [স] *বি* মহাজগতের বস্তুপুঞ্জ থেকে বিচ্ছুরিত দৃশ্য-অদৃশ্য নানা ধরনের রশ্মি। 'তার বিকিরণকে নাম দেওয়া হল মহাজাগতিক রশ্মি; কসমিক রশ্মি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মহাজাগরণ [স] *বি* বিশাল জাগরণ। 'মহাজাগরণের দিন।' *নজরুল*, ১৯২২; 'বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাজাতক [স] *বি* মহাপুরুষ। 'এই পৃথিবীর মৃত মহাজাতকের মুখচ্ছবির মতো।' *জীবন*, ১৯৪০।

মহাজাতি [স] ১ *বি* সম্মিলিত জাতিসত্তা। 'মহাজাতি ও উপজাতি নাম দেওয়া যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'আমরা ভারতবাসী আমরা একই মহাজাতির অন্তর্গত।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ২ *বি* বড়ো জাতি। 'কোনো মহাজাতি কী করে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাজাল [স] *বি* সীমাহীন আকর্ষণজাল। 'এক বাঁকা-টানের মহাজালে বহুকোটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগৎটা লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মহাজীবন [স] *বি* মৃত্যুহীন জীবন। 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়/ এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মহাজুদ্ধ [স মহাযুদ্ধ] *বি* মহাযুদ্ধ। 'জরাসিন্ধ মহাজুদ্ধ করিল নিপুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাজুয়া [স মহাদ্যূত] *বি* প্রচণ্ড উদ্দীপনাময় জুয়া খেলা। 'এইপর্য্যন্ত যে মহাজুয়া চলিতেছিল তাহাতেই ঐ উৎসব অপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

মহাজ্ঞান [স] *বি* পরম জ্ঞান। 'মহাজ্ঞান হরিলাম ছুয়ে পুত্র বধিল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মহাজ্ঞানমণি [স] *বি* পরম জ্ঞানরূপ মূল্যবান রত্ন। 'আমিত্বের জন্য যে মহাজ্ঞানমণি তিনি রেখে গেলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহাজ্ঞানী [স] *বিণ* পরম জ্ঞানবান। 'তারে ধ্যান করে যেই সেই মহাজ্ঞানী বুলি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মহাজ্যোতি [স] ১ *বি* সূর্য। 'দিবসের কর্ত্তৃত্বকারী মহাজ্যোতি।' *কেরি*, ১৮০১। ২ *বি* অনন্ত আলোর উৎস – ঈশ্বর। 'হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাজ্যোতিষ্ক [স] *বি* সূর্য। 'সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ঐ মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মহাঝড় [স মহা+ঝড়] *বি* প্রচণ্ড ঝড়। 'দুয়ারে উঠল মহাঝড় *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মহাট্টালিকা [স] *বি* বিশাল দালান। 'সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষণা মহাট্টালিকা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মহাঠাট [স মহা+ঠাট] *বি* অসংখ্য সৈন্যের সমাগম। 'সৈন্যের সহিতে সৈন্য হৈল মহাঠাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাতঙ্ক [স] *বি* মহাত্রাস। 'মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল মন্দগতি *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহাতত্ত্ব [স] *বি* মহাজ্ঞান। 'এই মহাতত্ত্বের স্বপ্নময়ী কাহিনী আলোচনায়।' *ফজলল*, ১৯১৩।

মহাতপ [স] *বি* অনেক সাধনা। 'পূর্বজন্মে মহাতপ কৈলু।' *আলাওল* ১৬৮০।

মহাতপশালী [স] *বিণ* খুব কঠোর তপস্বী। 'মহাতপশালী কৈল আরাধে সঙ্কর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাতপস্বী [স] *বি* শ্রেষ্ঠ তাপস; কঠোর তপস্যা করে যে। 'অসী আকাশে মহাতপস্বী/ মহাকাল আছে জাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহাতমো [স মহাতম] *বিণ* চরম অজ্ঞানতা। 'তাহার কল্মষ নাশ সে মহাতমো।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাতরী [স] *বি* বিশাল নৌকা। 'কোন মহাতরী হঠাৎ ডুবল ধূস সমুদ্র তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহাতরু [স] *বি* বড়ো গাছ। 'সহজ মহাতরু ফরিঅ এ তৈলোএ *চর্যা* ৪৩, ১২০০।

মহাতান [স] *বি* উচ্চ সুরেলা ধ্বনি। 'বিশ্বে আর শব্দ নাই/ কেবা সিন্ধুর মহাতান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মহাতীর্থ [স] *বি* পুণ্যময় স্থান; প্রধান তীর্থ। 'মহাতীর্থ মহীতলে দেখিল সকল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাতুফান [স মহা+আ তুফান] *বি* প্রবল ঝড়। 'পুল্লীজোড় মহাতুফান, তবু দোলায়নি তো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহাতুষ্ট [স] *বিণ* অত্যন্ত সন্তুষ্ট। 'মহাজন আপনলিষ্টিতে এই স অবগত হইয়া মহাতুষ্ট হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মহাতেজ [স] *বিণ* অতিশয় দীপ্তিশালী। 'মহাতেজ ধরি বেশ অলক্ষ লক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মহাতেজবন্ত [স] *বিণ* মহা পরাক্রমশালী। 'মহা তেজবন্ত বির অতি দুষ্করিষ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাতেজস্বী [স] *বিণ* অত্যন্ত শক্তিশালী। 'এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী একবার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

মহাতেজা [স] *বিণ* অত্যন্ত পরাক্রমশালী। 'অক্ষীণ গোত্রের রাজ পিতা মোর মহাতেজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাতেজোময় [স] *বিণ* অতিশয় তেজপূর্ণ। 'মহাতেজোময় ব কোটি সূর্যাভাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাত্ম [স] *বি* মহানুভবতা। 'পূর্ব্ব চারিবর্গ দন্তার্থকে বুঝায় উত্ত চারিবর্গ মহাত্মকে বুঝায়।' *রামরাম*, ১৮০২।

মহাত্মা [স] ১ *বিণ* মহৎ। 'সুমেরু-পর্ব্বত যদি চলে তথাপি মহাত্ম জনের বাক্য চলিত হয় না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* মহৎ জন 'স্বাধীনবৃত্তি মহাত্মারা বিন্ধ্য সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ...।' *অক্ষয়*

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৪৭। ৩ *বি* অখণ্ড আত্মা। 'একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশে বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাত্রাণ [স] *বি* কায়স্থকে প্রদত্ত রাজস্বমুক্ত জমি। 'মহাত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মহাত্রাস [স] *বি* ভীষণ ভয়। 'মহাত্রাস পাই ধাএ এজিদ নৃপতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাত্রাসযুক্ত [স] *বিণ* অত্যধিক ভীতিগ্রস্ত। 'মহাত্রাসযুক্ত হইয়া কাতর জীবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাদক্ষ [স] *বি* (ব্যঙ্গার্থে) খুব দক্ষ লোক। 'সেই সব মহাদক্ষ ধাএগ্রা পলাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহা দন্ধ [স] *বি* অশুভ দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মহাদম্ভ [স] *বি* অতি অহংকার। 'রাজসেনা বেগে ধায় করি মহাদম্ভ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাদস্যু [স] *বি* দুর্ধর্ষ ডাকাত। 'মহাদস্যু সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের সময়ে তিনি এসে কিছুকাল বাস করেন পাঞ্জাবে।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাদাণী [স মহাদান>] *বি* প্রধান শুল্ক সংগ্রাহক। 'রতি পতিআশে ভৈল পথে মহাদাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাদাতা [স] *বি* বড়ো দাতা। 'কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কহে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মহাদান [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। 'রক্তের প্রতি কণা চায় মহাদান।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মহাদায় [স] *বি* অনেক বড়ো দায়িত্ব। 'এ দেশে কন্যাদায় মহাদায়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মহা-দীক্ষা [স] *বি* মহৎ শিক্ষা। 'দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে তাঁহায়।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মহাদীপ্তি [স] *বিণ* অতিশয় দীপ্তিশালী। 'ফিরএ আকাশ পরে মহাদীপ্তি কর।' *সুলতান*, ১৭০০।

মহাদুঃখ [স] *বি* অত্যন্ত কষ্ট। 'চতুর্দিগে বিশ্বরূপ পায় মহাদুঃখ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাদুঃখিত [স] *বিণ* অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ। 'প্রকাশক দেখিতে না পাইয়া মহাদুঃখিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মহাদুখ [স মহাদুঃখ] *বি* অতিশয় মর্মপীড়া। 'অব শুন্যার রোগ বিউগ মহাদুখ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাদুর্গ [স] *বি* অতি বড়ো গড়। 'মহাদুর্গ পুরি হৈল আরাবতি নাম।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাদুশ্চিন্তাগ্রস্ত [স] *বিণ* অতিশয় দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন। 'মহাদুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাদূরত্ব [স] *বি* অসীম দূরত্ব। 'যে মহাদূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মহাদেই [মহাদেবী] *বি* পাটরানি; রাজার প্রধান মহিষী। 'দেখিয়াত মহাদেই তারে বলিল সত্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাদেব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিব। 'কষ্ট মনে মহাদেব বলিল পশ্চাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাদেশ [স] ১ *বি* বিশাল স্থলভাগ। 'একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর রচিছে বিশাল মহাদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* এক অভিন্ন ভূমিখণ্ড। 'এক কালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বি* বহু দেশের সমষ্টিতে গঠিত এক বিশাল ভৌগোলিক বিভাগ। 'য়ুরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া – তিন মহাদেশ এই বহন পোষণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ভারতবর্ষ একটি ছোটো দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বি* জগৎ। আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাদেশবাসী [স] *বিণ* মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বাসকারী। 'দ্বীপবাসী ইংরাজের সহিত মহাদেশবাসী য়ুরোপীয়ের স্বল্পই প্রভেদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মহাদোষ [স] *বি* বড়ো দোষ। 'মতির চরিত্র মহাদোষ কলুষিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

মহাদ্বন্দ্ব [স] *বি* ভয়ানক যুদ্ধ; অতিশয় বিবাদ। 'দুইজনে মহাদ্বন্দ্ব প্রমাদ পাঁচালি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাদ্বীপ [স] *বি* দ্বীপের চেয়ে বড়ো ভূভাগ। 'অতি বৃহৎ ভূমিখণ্ডকে মহাদ্বীপ কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মহাদ্যুতিমান [স] *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বলতাবিশিষ্ট। 'মহাদ্যুতিমান সূর্য প্রহার করে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মহাদ্রি [স] *বি* বিশালকায় পর্বত। 'জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মহাধন [স] *বি* অমূল্য সম্পদ। 'পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এই তত্ত্ব ভাণ্ডারে বচন মহাধন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাধনবান [স] *বিণ* অনেক ধনসম্পত্তি আছে এমন। 'নগেন্দ্রনাথ মহাধনবান ব্যক্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মহাধনী [স] *বিণ* অনেক ধনসম্পত্তি আছে এমন। 'ফলতঃ নিতান্ত দরিদ্র অথবা মহাধনী না হইলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মহাধনুর্ধর [স] *বি* পরাক্রমশালী যোদ্ধা। 'অগ্রে মহাধনুর্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাধন্য [স] *বিণ* অত্যন্ত কৃতার্থ। 'পুরী সহ সর্ব্বলোকে হৈল মহাধন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাধর্ম [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ধর্ম। 'আত্মরক্ষা মহাধর্ম কর সুখ ভোগ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাধার্মিক [স] *বিণ* অতিশয় ধর্মপরায়ণ। 'আমি একজন মহাধার্মিক।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মহাধুম [স মহা+ধ্বন্যা ধুম] *বি* মহা সমারোহ। 'পাজা গুলি চরসের ধূম একেবারে একত্র হওয়াতে মহাধুম হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মহাধুমধাম *বি* মহাসমারোহ। 'মহাধুমধামে বড়োদীতে বীরসিংহ দেবের রাজতিলক হল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মহাধ্বংস [স] *বি* মহাপ্রলয়। 'আমাদের পৃথিবীতে ... মহাধ্বংস অতি আসন্ন।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাধ্বান্ত [স] *বি* ঘোর অন্ধকার। 'নন্দন আনন্দে তুমি গ্রাসিলে মহাধ্বান্ত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মহাধ্যান [স] *বি* গভীর চিন্তা। 'যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগিবর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিরিশ, ১৮৮৭।

মহাধ্যানী [স] *বিণ* গভীর ধ্যানমগ্ন। 'মহামৌনী মহাধ্যানী ইসরাফিলের ধ্যান ভেঙে গেল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মহানগর [স] *বি* অতি বৃহৎ নগর। 'কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মহানগরস্থ [স] *বিণ* অতি বৃহৎ নগরে অবস্থিত। 'তাহা দিল্লী মহানগরস্থ ইঙ্গরেজী কালেজে প্রদত্ত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মহানগরী [স] *বি স্ত্রী* অতি বড়ো নগরী। 'মহানগরী কলিকাতা এই পাপের আকর স্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মহানদ [স] *বি* বিশাল নদ। 'মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মহানদী [স] *বি* বিশলাকায় নদী। 'ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহানন্দ [স] *বি* সীমাহীন আনন্দ। 'হরি বলি সর্বলোক মহানন্দে ভাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহানবমী [স] *বি* শারদীয় শুক্লা নবমী তিথি, হিন্দুমতে যেদিন দুর্গাপূজার শেষ দিন। 'যথা মহানবমীর দিনে, শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহানভ [স] *বি* মহাকাশ। 'আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ অঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মহানরক [স] *বি* (খৃস্টানধর্ম) নরকবিশেষ। 'মহানরকে কে যায়।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মহানস [স] **১** *বি* রন্ধনশালা। 'শুনে তায় মদনা মহিষী মহানসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* চুল্লি। 'চন্দ্রভানুর মৃতদেহ সন্নিহিত জ্বলন্ত মহানসের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মহানাগ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বৃহৎ সাপ। 'নিত্যানন্দ শিরে দেখে মহানাগ-ফণা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহানাটক [স] *বি* বৃহৎ পরিসরে লেখা বীরোচিত নাটক। 'আগে আসে চুটকি তার পর আসে মহাকাব্য এবং মহানাটক।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মহানাদ [স] *বি* প্রচণ্ড শব্দ। 'মহানাদে রোদন করয়ে সৈন্যগন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মহানিদ্রা [স] *বি* অনন্ত ঘুম; মৃত্যু। 'কী গভীর মহানিদ্রা সে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহানিধন [স] *বি* হত্যা। 'নারীরা জানিত, এমনি ছেলেরা সাজিবে যুদ্ধ সাজে/ নারী-নির্যাতনকারীদের মহানিধনের কাজে।' *জসীম*, ১৯৫১।

মহানিধি [স] *বি* মহাসম্পদ। 'পুত্র হেন মহানিধি বিধি বিড়ম্বিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহানিম [স] *বি* এক প্রজাতির নিম গাছ। 'বাগানের পশ্চিমধারে প্রাচীন মহানিম গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মহানির্জন [স] *বি* গভীর নির্জন স্থান। 'একটা মহানির্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহানিশা [স] *বি* গভীর রাত। 'এক রাত্রিতে মহানিশা সময়ে সকল গৃহস্থ এবং রাজপুরস্থ লোকেরা নিদ্রিত হইলে ...' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

মহানিশি [স মহানিশা] *বি* গভীর রাত। 'যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি আরতির ধোঁয়া।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

মহানিষ্ট [স] *বি* বড়ো রকমের ক্ষতি। 'জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদে মহানিষ্ট সম্ভাবনা।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

মহানিসি [মহানিশা] *বি* গভীর রাত। 'ঘোরতর মহানিসি অন্ধকার হৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহানীরবতা [স] *বি* চির নিস্তব্ধতা। 'ধীরে ধীরে ভেসে গেল কোন মহানীরবতা স্রোতে।' *জসীম*, ১৯৫১।

মহানুগ্রহ [স] *বি* উদার অনুগ্রহ। 'চিরকাল তাই তারে এত মহানুগ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহানুভব [স] **১** *বি* উদারচিত্তের অধিকারী যে। 'মহানুভবের এইমত স্বভাব হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উদারচিত্ত। 'মহানুভব মহাশয়েরা কতই মহৎকর্ম্ম করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মহানুভবতা [স] *বি* উদারতা। 'মহানুভবতা, প্রীতি ঔদার্য বিবেক সবি নিয়েছে বিদায়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

মহানুভাবেষু [স] *বিণ* (সম্বোধনে) উদারচিত্ত। 'গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাসয় মহানুভাবেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৭১।

মহানৃপ [স] *বি* মহারাজ। 'মহানৃপ দারা হস্তে নৈলা তক্ত তাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মহানেহ [মহাস্নেহ] *বি* পরম স্নেহ। 'মিত্র পরিবারে মহানেহে থাকিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

মহানৈবেদ্য [স] *বি* দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ভোগ। 'মন্দিরের জন্য নন্দাদীপ, পূজা, মহানৈবেদ্য, চৌঘড়া (নহবৎ) ...' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মহান্ধকার [স] *বি* ভীষণ অন্ধকার। 'মহান্ধকারময় পর্ব্বত গুহা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মহাপঙ্ক [স] *বি* গভীর কাদা। 'স্নান করিতে নামিলে মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০২।

মহাপণ্ডিত [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত জ্ঞানী। 'তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত জীব গোস্বামী নাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পণ্ডিতজন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* সর্বশাস্ত্র বিশারদ। 'তদনুযায়ী মহাপণ্ডিতকৃত নান সংগ্রহ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহাপতন [স] *বি* বড়ো ধরনের পতন। 'উচ্চস্থানে ওঠবার চেষ্টাটাই মহাপতনের কারণ হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মহাপথিক [স] *বি* মহান পর্যটক। 'প্রাগাধুনিক ইতিহাসের এব একজন মহাপথিক ছিলেন হুয়েনৎসাঙ, আলবেরুনি, মার্কোপোলো ইবনবতুতা।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাপদ [স] *বি* উত্তম পদ; সম্মানজনক পদ। 'উৎকোচ প্রদানেতে ঐ মহাপদপ্রাপ্ত হন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহাপরাক্রান্ত [স] *বিণ* অতিশয় শক্তিমান। 'তাঁহারা সেই ... মহাপরাক্রান্ত, বিশ্বধন্য, আরব তুর্কী ও পাঠানদিগের বংশধর।' *এসলাম*, ১৯১৭।

মহাপরিকল্পনা [স] *বি* সুবিশাল উদ্যোগ। 'সংখ্যালঘুকে নির্মূল করার মহাপরিকল্পনা অতি চমৎকারভাবে কার্যকরী করা হইতেছে।' *আজাদ* ১৯৬৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাপরিচালক [স] *বি স্ত্রী* কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী। 'বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক।' *বেগম*, ১৯৭২।

মহাপা [স] *বি* আসনবিশেষ। 'উৎকৃষ্ট ঘোটকদ্বয়যুক্ত গাড়ী ও উত্তম মহাপা প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণগণকে আরোহন করাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মহাপাগ [স মহা+হি পাগ] *বি* লম্বা পাগড়ি। 'মহাপাগ শিরে শোভে ধটী পরিধান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাপাতক [স] *বি* মহাপাপ। 'মোর মহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাপাতকী [স] *বিণ স্ত্রী* মহাপাপী। 'সুরাপান করিয়া ... তাঁহারা মহাপাতকী হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মহাপাতাল [স] *বি* ভূগর্ভের অত্যন্ত গভীর তলদেশ। 'গূঢ় পাতাল, মহাপাতাল, নমো নমো নমো।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

মহাপাত্র [স] ১ *বি* প্রধানমন্ত্রী বা অমাত্য। 'কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মহাজন; সুদখোর। 'তাঁহারাও মহাপাত্র, তাহাদিগের শরীরে দয়া ধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

মহাপাদুক [স] *বিণ* বড়ো জুতা পরিহিত। 'রঞ্জিতকুণ্ডল এবং মহাপাদুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মহাপাপ [স] *বি* ঘোর পাপ। 'আর কীবা মহাপাপ অৰ্জ্জন করিলে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তাকে চায়্যা মহাপাপ দেখিলে ইহায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাপাপিনী [স] *বি স্ত্রী* অতি জঘন্য পাপী। 'নরকেও জাএদার ন্যায় মহাপাপিনীর স্থান নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মহাপাপিষ্ঠ [স] *বিণ* ঘোরতর পাপে আচ্ছন্ন। 'হয়ত মহাপাপিষ্ঠ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মহাপাপী [স] *বিণ* গুরুতর পাপকারী। 'জগাই মাধাই তারা মহাপাপী ছিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাপারাবার [স] *বি* মহাসমুদ্র। 'দেয় যথা মহাপারাবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মহাপীড়া [স] ১ *বি* কঠিন রোগ। 'ইহার বাপ-জেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া/ সুখ করি মানে বিষম বিষয়-মহাপীড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিয়োগী জনার চিত্তে জন্মে মহাপীড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* বড়ো দুর্যোগ। 'মন্বন্তর এক মহাপীড়া বলিয়া বিখ্যাত থাকিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মহাপুণ্য [স] *বি* বড়ো রকমের পুণ্য। 'আইবড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মহাপুরাণ [স] *বি* বিশিষ্ট পুরাণ। 'সংপ্রতি শ্রীমদ্ভাগবতনামক মহাপুরাণ চন্দ্রিকাসম্পাদকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহাপুরুষ [স] ১ *বি* অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। 'অগ্নিবেতাল হইতে যখন রক্ষা পাইয়াছেন অতএব কোনহ মহাপুরুষ হইবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* মহৎ গুণসম্পন্ন পুরুষ। 'মহাপুরুষ প্রণীত নানাগ্রন্থ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৩ *বি* পরমপুরুষ; পরমাত্মা। 'মানুষ বলে, জানি, আমরা পারি না – মহাপুরুষ বলেন, জানি, তোমরা পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মহাপুরুষত্ব [স] *বি* অলৌকিকত্ব। 'তার মহাপুরুষত্ব ভুর ভেঙে গ্যাছে!' *হুতোম*, ১৮৬১।

মহাপুস্তকালয় [স] *বি* বড়ো গ্রন্থাগার। 'এক মহাপুস্তকালয় হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহাপূজা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহাপেট্রিয়ট [স মহা+ই পেট্রিয়ট] *বি* মহান দেশপ্রেমিক। 'আমি একজন মহাধার্মিক উপরন্তু মহাপেট্রিয়ট।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মহা-পৌরুষ [স] *বিণ* মহাশক্তিধর। 'মহা-পৌরুষ সমস্ত মানুষ।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মহাপ্রতিভাধর [স] *বিণ* অসাধারণ সৃষ্টিক্ষমতাসম্পন্ন। 'ইতালির সেই ... পতনের কালেও মহাপ্রতিভাধর মিকেলাঞ্জেলো নিত্যনতুন সৃজনকর্মে ব্যাপৃত ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাপ্রতিভাবান [স] *বিণ* অত্যন্ত প্রতিভাধর। 'মহাপ্রতিভাবান লেখক শূন্যতাবোধকেও হয়তো কল্পনার সামর্থ্যে ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পারেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

মহাপ্রদীপ [স] *বি* প্রদীপবিশেষ। 'বড় দেউলের ধ্বজ রাখে ও মহাপ্রদীপ উঠায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মহাপ্রয়াণ [স] ১ *বি* মৃত্যু। 'একটি বিরাট গানে, বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ, সফল আশার বিষাদ মহান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তার জন্য অপেক্ষা করলে ফল ... পিতৃলোকে মহাপ্রয়াণই হবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বি* ধ্বংস। 'এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহাভারতের মহাপ্রয়াণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহাপ্রয়াস [স] *বি* ব্যাপক কর্মোদ্যোগ। 'চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা; আসুরিক সে মহাপ্রয়াস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মহাপ্রলয় [স] ১ *বি* পৃথিবীধ্বংস। 'লোকেরা সে সময়কে মহাপ্রলয় কাল জ্ঞান করেছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* তুমুল ঝগড়া। 'কয়েক মুহূর্ত মহাপ্রলয় বন্ধ রহিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মহাপ্রসাদ [স] *বি* গুরুজনকে নিবেদিত উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য। 'এই মহাপ্রসাদ অন্ন করে আস্বাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিধিমত মহাপ্রসাদ আনিল কিনিএগ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাপ্রস্থান [স] *বি* মৃত্যু। 'মহাভারতের সমস্ত কর্ম যেন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মহাপ্রাণ [স] ১ *বি* হৃৎপিণ্ড। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* উদারহৃদয় ব্যক্তি। 'মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) বড়ো পরিসরের। 'বৃত্রসংহার মহাপ্রাণ হলেও মহাকাব্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ৪ *বিণ* অধিক প্রাণ বা বায়ুর সাথে উচ্চারিত ধ্বনি (যেমন খ ঘ ছ ঝ ফ ভ)। 'ভারতবর্ষের বাইরে মহাপ্রাণ বর্ণ নেই বললেও চলে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মহাপ্রাণতা [স] *বি* মহানুভবতা। 'প্রকারান্তরে তাঁদের মহাপ্রাণতা অস্বীকার করা হয়।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা-প্রণোদিত হয়ে।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাপ্রাণী [স] ১ *বিণ* শ্রেষ্ঠপ্রাণী। 'এ কোন ধর্ম্ম আত্মসুখার্থ মহাপ্রাণী মনুষ্য বলি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* ঈশ্বর। 'আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতিগোপন নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহাপ্রান্তর [স] *বি* বিস্তীর্ণ মাঠ। 'সীমাহীন কত শস্য-হরিৎ মহাপ্রান্তর পাড়ি।' *জসীম*, ১৯৫১।

মহাপ্রামাণিক [স] *বি* মহাপণ্ডিত। 'মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ে ব্যবস্থা দিতেছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মহাপ্রেম [স] *বি* অনন্ত প্রেম। 'মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাপ্লাবন [স] **১** *বি* খুব বিশৃঙ্খলা। 'তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *বি* প্রলয়ংকরী বন্যা। 'আমাদের পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাপ্লাবন ... অতি আসন্ন।' *নজরুল*, ১৯২২; 'কত ডুবে গেল কালের মহাপ্লাবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহাপ্লাবী [স] *বিণ* প্রবল প্লাবনকারী। 'সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মহাফলা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রচুর গুণসম্পন্ন। 'মহাফলা তুম্বী এই যদি হয় কচি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মহাফিজখানা [আ মুহাফিজ+ফা খানাহ্] *বি* দলিলপত্র সংরক্ষণ করে রাখার স্থান। 'দিল্লীর মহাফিজখানাতে আমার দোস্ত ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মহাফেজখানা [আ মুহাফিজ+ফা খানাহ্] *বি* দলিলপত্র সংরক্ষণ করে রাখার ঘর; আর্কাইভস। 'মহাফেজখানা যেন মেছোহাটা সদৃশ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

মহাবংশ [স] **১** *বি* মর্যাদাসম্পন্ন বংশ। 'মহাবংশ অবতংস ধীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* সিংহলের ধারাবাহিক ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিবৃত্তমূলক পালিগ্রন্থ। 'মহাবংশে লিখিত আছে, ইনি তিন বৎসর কাল যাবৎ হিন্দুধর্মে প্রবল বিশ্বাস অনুসারে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মহাবন [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) বৃন্দাবনে অবস্থিত চুরাশিটি বনের একটি। 'মহাবন-কাম্যবন আর তালবন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* বিশাল ও ঘন জঙ্গল। 'চতুর্দিকে মহাবনে বেষ্টিত মহাপুষ্পোদ্যান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহাবন্যা [স] *বি* প্রবল বন্যা। 'ঐ বহু যন্ত্রণারূপ মহাবন্যা হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মহাবল [স] *বিণ* মহাবলবন্ত; অধিক শক্তিসম্পন্ন। 'অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাবলপরাক্রম [স] *বিণ* প্রবল প্রতাপশালী। 'মহাবলপরাক্রম ওলাউঠারোগ স্ববাহুবলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মহাবলপরাক্রান্ত [স] *বিণ* অতিশয় বলশালী। 'যাঁহারা মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মহাবলবন্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত বলশালী। 'পিতামহ সত্ত মোর মহাবলবন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাবলবান [স] *বিণ* অতীব শক্তিমান। 'পৃথিবী পূজিত শাহা মহাবলবান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাবলী [স] *বি* প্রবল শক্তিশালী। 'প্রেমে মত্ত মহাবলী চলে দশ দিগ দলি।' *মুরারি*, ১৫৭০।

মহাবাও [স মহাবায়ু] *বি* প্রবল বাতাস। 'হরের আজ্ঞায় পবন মহাবাও করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাবাক্য [স] **১** *বি* মহাপুরুষের জ্ঞানগর্ভ বাণী বা বাক্য। 'প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* আপ্তবাক্য; অসাধারণ বাক্য। 'ইংরেজিতে একটা মহাবাক্য আছে।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

মহাবাক্যাড়ম্বর [স] *বি* কথার অস্বাভাবিক ঘটা। 'এ চেষ্টা বাংলায় ইতিপূর্বে একবার মহাবাক্যাড়ম্বরের সঙ্গে হয়ে গেছে।' *প্রমথ*, ১৯২২।

মহাবাণী [স] *বি* অলৌকিক আহ্বান। 'সংগীততানে শূন্যে উথলে অপূর্ব মহাবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'কেন আমায় আনলি মাগো মহাবাণীর সিন্ধুকূলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাবাদ্য [স] *বি* তীব্র বাদ্যধ্বনি। 'সাঁওতালগণের এই জাতীয় মহাবাদ্য তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

মহাবাবু [স মহা+ফা বাবু] *বিণ* অতি সম্মানিত। 'ইনি অতি বড় সুখী মহাবাবু হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহাবায় [স মহাবায়ু] *বি* প্রবল বাতাস। 'ঝড় – ঝড় – উড়ে চলি ঝড় মহাবায় – পক্ষিরাজে চড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহাবায়ু [স] *বি* খুব বড়ো ঝড়; সাইক্লোনবিশেষ। 'ত্রয়োদশ রাত্রি গতে এই মহাবায়ু নিবৃত্ত হইলে পর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মহাবারাড়ি *বি* (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'মহাবারাড়ি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাবাসর [স] *বি* মহা মিলনমেলা। 'আজিকার এই ধূলিময় মহাবাসরে/ তোমারে জানাই প্রণতি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মহাবাহিনী [স] *বি* বিশাল বাহিনী। 'সেই মহাবাহিনীর মতো হতে হবে?' *জীবন*, ১৯৪০।

মহাবাহু [স] *বিণ* মহাবলশালী। 'মহাবাহু মহাপুরুষ অগ্রজের মৃত্যু।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাবিক্রম [স] *বি* প্রবল শক্তি। 'মহাবীর অলীদও আজ মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মহাবিক্ষোভ [স] *বি* প্রচণ্ড আন্দোলন। 'আওয়াজটা যখন পাশ দিয়ে শব্দতরঙ্গে মহাবিক্ষোভ সৃষ্টি করে চলে যায় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহাবিচারক [স] *বিণ* যার উপরে আর কোনো বিচারক নেই এমন। 'মহাবিচারক খোদাতাআলা।' *ইসলাম*, ১৯০৭।

মহাবিচিত্র [স] *বিণ* অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'এই মহাবিচিত্র উপমহাদেশের রূপবত্তায় আমি ... মুগ্ধ।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাবিজ্ঞ [স] *বিণ* অত্যন্ত জ্ঞানবান। 'অল্পদিনে মহাবিজ্ঞ হইল তনয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মহাবিত্ত [স] *বি* বিপুল সম্পদ। 'অপহরি মহাবিত্ত আনিয়াছি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মহাবিদ্যা [স] **১** *বি* ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান; পরাবিদ্যা। 'এত বলি মহাবিদ্যা দিল মোর কানে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* (হিন্দুধর্ম) তান্ত্রিক আচারবিশেষ। 'কুলাচারপরায়ণ দণ্ডী ও পরমহংসেরা যেরূপ চক্র করিয়া সুরাপানাদি করেন, তাহার নাম মহাবিদ্যা।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বি* (ব্যঙ্গ) চুরিবিদ্যা। 'হয়তো মহাবিদ্যার অপবাদটা অনেকখানি লঘু হত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

মহাবিদ্যাগার [স] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়। 'মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহাবিদ্যালয় [স] *বি* কলেজ। 'বিদ্যা শিক্ষার কারণ এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাবিদ্যালয় করিতে স্থির করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহাবিদ্রোহিণী [স] *বিণ স্ত্রী* চরম বিরোধিতাকারী। 'অধীর ছন্দে ওগো মহাবিদ্রোহিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহাবিদ্রোহী [স] *বিণ* চরম বিরোধিতাকারী। 'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত।' *নজরুল*, ১৯২২; 'হে মহাপুরুষ, মহাবিদ্রোহী, হে ঋষি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মহা বিপদ [স] *বি* গুরুতর সমস্যা। 'সেগুলি নিয়ে মহা বিপদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মহাবিপ্লব [স] *বি* ব্যাপক বিদ্রোহ; ফরাসি বিপ্লব। 'ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয় ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মহাবিবাদ [স] *বি* প্রচণ্ড ঝগড়া। 'ধেনু লইয়া মহাবিবাদ বাধিয়া উঠিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মহাবিভ্রাট [স] *বি* মহা সঙ্কট। 'রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বন করিয়া ... জীবন চরিত অবগত হইবার চেষ্টা করিলে মহাবিভ্রাট উপস্থিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মহাবির [স মহাবীর] *বি* অত্যন্ত শক্তিশালী যোদ্ধা। 'এক২ মহাবির বিক্রমে অপার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাবিরক্ত [স] *বিণ* অতিশয় অসন্তুষ্ট। 'এই কান্না দেখিয়া মহাবিরক্ত।' *শরৎ*, ১৯১৬।

মহাবিরক্তি [স] *বি* প্রচণ্ড বিরক্ত হওয়ার ভাব। 'আমি মহাবিরক্তির সঙ্গে বললুম, থ্যাঙ্ক ইউ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মহাবিশ্ব [স] *বি* সৌরজগৎ এবং আরো সীমাহীন মহাকাশের অংশ। 'আইস, মহাবিশ্ব দেখিবে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫; 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ছাড়ি ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাবিষুব [স] *বি* দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য সমমাপের হওয়ার সময়; চৈত্রসংক্রান্তি। 'মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এক স্বামীসোহাগিনী সধবা স্ত্রীকে যত্নপূর্বক নিজগৃহে ডাকিয়া ...।' *অবন*, ১৯১৯।

মহাবিস্তীর্ণ [স] *বিণ* অতি প্রশস্ত। 'এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশভাষা হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহাবিস্ময়কর [স] *বিণ* অত্যন্ত বিস্ময়কর। 'এমনি একটা মহাবিস্ময়কর বিপ্লবই সংঘটিত হয়েছিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

মহাবীর [স] *বিণ* অত্যন্ত বিক্রমশালী। 'নারদের মুখে শুনী কংস মহাবীর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাবীর্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রবল পরাক্রমশালী। 'মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা, বিপরীত তুমি ললিতে কঠোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহাবুভুক্ষা [স] *বি* প্রচণ্ড ক্ষুধা। 'মহাবুভুক্ষা নিয়ে সে মরেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মহাবৃষ্টী [মহাবৃষ্টি] *বি* অতিবৃষ্টি। 'হেন বেলায় মহাবৃষ্টী হইল আসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাবেগ [স] *বি* অতি দ্রুত গতি। 'উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান মহাবেগে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহাবেরা [আ মহবরা] *বি* অনুশীলন। 'বদখত কোনো জিনিস তাদের মহাবেরা করতে হবে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মহাবৈপ্লবিক [স] *বিণ* প্রচণ্ড বিপ্লবসৃষ্টিকারী। 'এও এক মহাবৈপ্লবিক সুদূরপ্রসারী স্বর্ণ-স্বাক্ষর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহাবৈয়াকরণ [স] *বি* ব্যাকরণশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান আছে যার; বড়ো ব্যাকরণবিদ। 'এক মহাবৈয়াকরণ ও দুই স্মার্ত্ত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মহাব্যয়কুণ্ঠ [স] *বিণ* অতিশয় কৃপণ; ব্যয় করার ব্যাপারে অত্যন্ত কুণ্ঠিত। 'ইহারা মহাব্যয়কুণ্ঠ মানুষ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহাব্যস্ত [স] *বিণ* খুব ব্যতিব্যস্ত। 'রাজা মানসিংহের সঙ্গে নবলক্ষ সৈন্য খাদ্য সামগ্রীর কারণ মহাব্যস্ত।' *রাজীব*, ১৮০৫।

মহাব্যস্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* খুব ব্যস্ততাসহকারে। 'চড়ুই পাখি ... কিচ্‌মিচ্ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহাব্যাঘ্র [স] *বি* বড়ো বাঘ। 'মহাগজ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাব্যাধি [স] *বি* কুষ্ঠ ও অন্যান্য দুরারোগ্য রোগ। 'অনন্যগতিক অনাথ নির্ধন মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকের আহার প্রদান।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

মহাব্যাপার [স] *বি* মহৎ কাজ। 'ভারতবর্ষের উত্তরকালীন মহাব্যাপার বিষয়ক আন্দোলন হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মহাব্যোম [স] *বি* মহাকাশ। 'মহাব্যোম জুড়ে উড়িয়া বেড়ায় আশ্রয়হারা পাখি।' *নজরুল*, ১৯৪২।

মহাব্রত [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দ্বাদশ বর্ষসাধ্য ব্রতবিশেষ। 'যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি ধবল, ভূধরেশ্বর!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহাব্রহ্মাণ্ড [স] *বি* মহাবিশ্ব। 'ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ডের অগ্রগণ্য সমাবেশ।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

মহাভক্ত [স] **১** *বিণ* ভক্তশ্রেষ্ঠ। 'মহাভক্ত মহৎ ভাবক মহাযোগী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* অতিশয় অনুরক্ত। 'দারোগা সয়েব ঠাকুরদার মহাভক্ত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মহাভয় [স] *বি* প্রচণ্ড ভীতি। 'ভূত-প্রেত জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাভয়ঙ্কর [স] *বিণ* অত্যন্ত ভয়ানক। 'দিবানিশি যার চারিপাশে ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহাভর [স] *বি* অতিরিক্ত বোঝা। 'এড়িলেন জসোদা পাইয়া মহাভরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাভাগ [স] *বিণ* অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। 'তৎক্ষনে হাসিল অর্জ্জুন মহাভাগ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'অবগাহি পূত স্রোতে দেহ মহাভাগ, তুমি শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা তর্পণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহাভাণ্ডার [স মহা+স ভাণ্ডাগার] *বি* অন্তহীন ভাণ্ডার। 'তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মহাভাবিত [স] *বিণ* খুব উদ্বিগ্ন। 'ভট্টাচার্য মহাভাবিত হইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহাভাবুক [স] *বিণ* বড়ো চিন্তক। 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুই কালের দুই মহাভাবুক।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

মহাভারত [স] **১** *বি* বেদব্যাস রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য; সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা ভাবানুবাদ। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান/ কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।' *কাশীরাম*, ১৬৫০; 'মহাভারতের কথা নিবেদন করি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* ভারতবর্ষ। 'এপারে

দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা ভারতের মহাপ্রয়াণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহাভারতকার [স] *বি* মহাভারতের লেখক। 'মহাভারতকারের কল্পনায় স্থান পাইতে পারে তাহা পূর্ববর্তী অতগুলো পর্বের মধ্যে কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মহাভারতীয় [স] *বিণ* মহাভারত সংক্রান্ত। 'তাহাতে কেবল মহাভারতীয় ... শ্লোক স্মরণ হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহাভারি [স মহাভারী] *বিণ* প্রচণ্ড ভারযুক্ত। 'মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে উঠাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাভাষা [স] *বি*, *বিণ* মহান ভাষা। 'অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দ রত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সাধকের ভক্তির পিপাসা রচিল আপন মহাভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাভাষ্যকার [স] *বি* উপাধিবিশেষ; মহাভাষ্যরচয়িতা। 'অধিকাংশ বার্ত্তিকই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কৃত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মহাভিক্ষু [স] **১** *বি* বুদ্ধদেব। 'মহভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **২** *বি* মহাবোধি। 'সেই, মাতৃনামের মহাভিক্ষু তোর মায়াতে নাহি ভুলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাভিড় *বি* বহুলোকের সমাগম। 'মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাভিনিষ্ক্রমণ [স] *বি* চিরবিদায়। 'আবদুলের মহাভিনিষ্ক্রমণের পরে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাভিমানী [স] *বিণ* দাম্ভিক। 'বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহাভীমা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) অতি ভয়ঙ্কর। 'মহাভীমা ভয়ঙ্করী বিশ্বরূপা খড়্গেশ্বরী দুর্গতিনাশিনী হরজায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাভীষণ [স] *বি* অতি ভয়ঙ্কর। 'সভয়ে শুধাই আজি, হে মহাভীষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মহাভূপ [স] *বি* মহারাজা। 'হইয়া বামনরূপ ছলি বলি মহাভূপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহাভৈরবী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবী চণ্ডীর রূপবিশেষ। 'শ্মশানে মহাভৈরবী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ... বিচরণ করেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মহাভোজ [স] *বি* বড়ো ধরনের ভোজন-অনুষ্ঠান। 'রামমোহন রায়ের নিমিত্ত সম্ভ্রমসূচক এক মহাভোজ প্রস্তুত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মহাভ্রম [স] *বি* বড়ো রকমের ভুল। 'পৃথিবীতে অপরাধ স্বীকার করা মহাভ্রম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহাভ্রান্তি [স] *বি* বড়ো রকমের ভুল। 'প্রজার মনের ভাব জানিবার উপায় বন্ধ করা রাজনৈতিক মহাভ্রান্তি।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

মহাভ্রামণিক [স] *বি* দীর্ঘপথ ভ্রমণকারী। 'কোনও বাধাই এই মহাভ্রামণিকদের দমাতে পারেনি।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহামঞ্চ [স] **১** *বি* পুণ্যস্থান। 'পরম পরিশুদ্ধ সত্য ধর্মরূপ মহামঞ্চে সমারোহণের সোপান স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* বিশাল মঞ্চ। 'হৃদয়ের মহামঞ্চ ভেঙে ফেলে গ্রীষ্মের আঘাত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মহামণি [স] *বি* অমূল্য সম্পদ। 'ছায়াহীন এক মহামণি বলবো কি করে তার করণি।' *লালন*, ১৮৯০।

মহামণ্ডল [স] *বি* মাতব্বর। 'আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহামতি [স] *বিণ* মহৎ মতি যার; উদারহৃদয়। 'কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহামত্ত [স] *বিণ* অতিশয় উন্মত্ত। 'পুনঃ পুনঃ পীয়াইয়া হয় মহামত্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাজার বচনে গজ আনে মহামত্ত।' *মুকুন্দ* ১৬০০।

মহামনি [মহামুনি] *বি* শ্রেষ্ঠ মুনি। 'চিত হৈয়া পড়ে জরাসন্ধ মহামনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহামনীষী [স] *বিণ* মহাপণ্ডিত। 'মহামনীষী এমেরি সাহেব .. উপনিবেশ দিবেন ওয়াদা করিয়াছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৪০।

মহামন্ত্র [স] **১** *বি* (হিন্দুধর্ম) গুরুমন্ত্র। 'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রে এইত স্বভাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মহা রহস্য। 'সেই ঘর্মে মহামন্ত্র যথেক জন্মিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* উদার মন্ত্র। 'সেই মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজের মধ্যেই পাওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহামন্দ্র [স] *বি* কল্পিত ধ্বনিসমষ্টি। 'যেথা বিশ্বের মহামন্দ্র অর্পিত সেথা মোর বীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মহামন্বন্তর [স] *বি* ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। '১৩৫০ সালের মহামন্বন্তরের সময়ে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'মহামন্বন্তরের হাস্য/ এখানেও শেষে হল প্রকাশ্য?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মহামরণ [স] *বি* মৃত্যু। 'সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ।' *রবীন্দ্র* ১৯২৬।

মহামরু [স] *বি* বহুবিস্তৃত মরুভূমি। 'জন্ম তোমার আরবের মহামরুতে।' *সাধনা*, ১৯২১।

মহামরুভূমি [স] *বি* বহুবিস্তৃত মরুভূমি; দুর্গম পথ। 'সে যে যে মহামরুভূমি, কী জানি কী যে পাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মহামল্ল [স মহা+মল্ল] *বি* মহাপালোয়ান। 'সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহামহা [স] **১** *বিণ* বড়ো বড়ো। 'মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মহা মহা বীরের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* (হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী) অত্যন্ত পবিত্র। 'গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বিণ* নামকরা। 'নগর বিশেষে যেরূপ মহ মহা বিদ্যাগার বর্ত্তমান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহামহিম [স] **১** *বিণ* অসামান্য মহিমা আছে যার। 'মহামহিম শ্রীযুত মেং ডাগলিষ সাহেব ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬। **২** *বিণ* প্রতাপশালী। 'অনেক মহামহিম লোক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

মহামহিমবর [স] *বি* অতিশয় সম্মানিত। 'মহামহিমবর শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মহামহিমময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত সম্মানিত। 'মহামহিমময়ী স্ত্রীর সমীপে কিছু ভীত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

মহামহিমমহীমাসাগর [স মহামহিম-মহিমা-সাগর] *বিণ* অতিশয় মহিমার সাগরের মতো। 'মহামহিমমহীমাসাগর শ্রীযুত রামনিধি দত্তজা।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মহামহিমা [স] *বি* অতিশয় মহান কীর্ত্তি। 'সে মহামহিমা নয়ন ভরিয়া চাহিয়া দেখিল কবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহামহিমান্বিত [স] *বিণ* অতিশয় গৌরবান্বিত। 'কৌন্সলের মেম্বর মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত হারিংটন সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মহামহিমার্ণব [স] *বিণ* সমুদ্রের মতো অসামান্য মহিমা ও অসীম গৌরবযুক্ত। 'শুনা গেল মহামহিমার্ণব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সংস্কৃত পাঠশালা।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহামহিমাসাগর [স] *বিণ* মহামহিমারূপ সাগর। 'মহামহিমাসাগর রাজাধিরাজ মহারাজ শ্রীযুক্ত ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মহামহীম [স মহামহিম] *বিণ* খুব সম্মানিত। 'তষ্যপর মহামহীম মাতুল মহাসয়েরা ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

মহামহীরুহ [স] *বি* বিশাল বৃক্ষ। 'উভয়েরই দূরারোহিণী আশালতা মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মহামহোন্নতি [স] *বি* অতিশয় উন্নতি। 'মহাসএর মহামহোন্নতি শ্রীশ্রী ৺ঈশ্বরায় নিয়তো বাঞ্ছা করি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মহামহোপাধ্যায় [স] **১** *বিণ* পণ্ডিত। 'এই যে রাজপুত্র ... সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। 'প্রধান উপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগকে আনাইয়া কহিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মহামাই, মহামাএ, মহামায় [স মহামায়া] *বি* হিন্দু দেবী দুর্গা। 'শৃগালির রূপে দেবি আগে মহামাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'এ মহামাই দেখহ সবাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সকলি করেন মহামায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহামাতা [স] *বি* (হিন্দুদেবী) দুর্গা। 'মহামাতা ওই সিংহবাহিনী জানায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহামাদক [স] *বিণ* অতিশয় মাতাল করে এমন। 'মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহামানব [স] **১** *বি* সমষ্টি-মানুষ। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'মানুষের দায় মহামানবের দায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* মহাপুরুষ। 'আসিল কি ফিরে এতদিনে/ সেই মসিহ মহামানব?' *নজরুল*, ১৯৪১।

মহামানবতা [স] *বি* বিশ্বমানবতা। 'আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহামানবিক [স] *বিণ* অতিমানবীয়। 'তবুও মনকে ঘিরে মহামানবিক আলোড়ন।' *জীবন*, ১৯৪০।

মহামানী [স] *বিণ* অতি অভিমানী। 'অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ রাবণ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহামানুষ [স] **১** *বি* শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'কামাল আতাতুর্ক এমনই একজন মহামানুষ।' *বুলবুল*, ১৯৩৭। **২** *বি* চিরন্তন মানবসত্তা। 'সেই সত্তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে মহামানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহামান্য [স] *বিণ* অতিশয় মাননীয়। 'মহামান্য ইংগ্লণ্ডীয় কোন মহাজনের দ্বারা কোন দেশীয় মহাজনের ক্ষতি হইত না।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

মহামায়া [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) দেবীবিশেষ; দুর্গাদেবী। 'মহামায়া বন্দনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহামার [স] **১** *বি* মহা দৌরাত্ম্য। 'একা কালকেতু পশুবধ হেতু নিত্য পাড়ে মহামার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুর্যোগ। 'কহিতে না পারি যাহা হইল মহামার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মহামারণ [স] *বি* মারাত্মক হত্যাযজ্ঞ। 'মহামারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মহামারি [স মহামারী] *বি* মড়ক; সংক্রামক ব্যাধিতে ব্যাপক মৃত্যু। 'আপনি আপনি হইল মহামারির আরম্ভ।' *রামরাম*, ১৮০১।

মহামারী [স] **১** *বি* সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ায় ব্যাপক মৃত্যু; মড়ক। 'যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোনো বৃহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে, হে মহামারী, তুমি আমাদের বান্ধব – হে দুর্ভিক্ষ তুমি আমাদের সহায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'এত মহামারীর পরও যদি কেউ বলেন,'আমরা এই মরে মরেই বাঁচছি।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* প্রাচুর্য। 'জনসাধারণের মধ্যে ভোগের আদর্শকে বাড়াইয়া তুলিয়া চতুর্দিকে বিলাসের মহামারী সৃষ্টি করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৩** *বি* ছড়াছড়ি। 'তখনো আমাদের সঙ্গীতরাজ্যে বক্স হারমোনিয়ামের মহামারী কলুষিত করেনি হাওয়াকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মহামিলন [স] *বি* মহৎ মিলন। 'এই যুগ-বাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহামুদ [মহামুদ্রা] *বি* মহামুদ্রা। 'তা মহামুদেরি তুটি গেলি কংখা।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

মহামুনি [স] *বি* শ্রেষ্ঠ মুনি। 'পণ্ডিত পুরান লিখে মহামুনিগণ দেখে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহামূর্তি [স] *বি* বিরাট শরীর। 'মহেশজ মহামূর্তি মূষিকবাহন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মহামূল্য [স] *বিণ* অত্যন্ত মূল্যবান। 'সকল মহামূল্য বস্তু আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মহামূল্যবান [স] *বিণ* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'মহামূল্যবান সরকারী সব ফাইল এ-দফতর থেকে ও দফতর করতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মহামৃত্যু [স] *বি* মহান মৃত্যু। 'এমনি প্রার্থিত মহামৃত্যু যেন ... প্রত্যেকেরই হয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহামেঘবরণা [স মহামেঘবর্ণা] *বিণ* মেঘের মতো কালো বর্ণবিশিষ্ট। 'মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

মহামেলা [স] *বি* বিশাল মিলনভূমি। 'যুগযুগান্তরের মহামেলায় লক্ষকোটি লোকের ভিড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মহামোক্ষধাম [স] *বি* মহা মুক্তির স্থান। 'মুমুক্ষু কুলের ধ্যেয় – মহামোক্ষধাম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহামোদ [স] *বি* মহা আনন্দ। 'একটা মহামোদের ব্যাপার আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

মহামৌন [স] *বিণ* অত্যন্ত নীরব। 'হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা, হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'মহামৌন পারাবারে প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহামৌনী [স] *বি* গভীর নিমগ্ন যে। 'এই মহামৌনীর আঁখির প্রসাদে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মহাম্বুধি [স] *বি* মহাসাগর। 'মহাম্বুধি যেইমত ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে বাঁধিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মহাযাত্রা [স] **১** *বি* মিছিল। 'এই মহাযাত্রা আলিপুরের জেহলখানা অবধি।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *বি* দীর্ঘ সময়-যাপন। 'অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* মৃত্যু। 'পরেছে আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাযাত্রার সাজ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

মহাযান [স] *বি* নাগার্জুন প্রচলিত বৌদ্ধদর্শন। 'মহাযানের ভাষা সংস্কৃত।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মহাযুগ [স] *বি* অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন যুগ। 'আমরা কী এবং কোন জিনিসটা আমাদের – চারিদিকের বিপুল বিশ্লিষ্টতার ভিতর হইতে এইটেকেই উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাযুদ্ধ [স] ১ *বি* তুমুল সংগ্রাম। 'এ দেশে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন, কত মহাযুদ্ধ ঘটেছে, কত মহাবাক্য এইখান থেকে বলা হয়েছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বি* বিশ্বযুদ্ধ; বহু দেশ জড়িয়ে পড়ে যে যুদ্ধে। 'বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে, গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'য়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, সেটা ধনিকের যুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'ইউরোপের মহাযুদ্ধ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

মহাযোগ [স] ১ *বি* যোগসাধনা। 'যে দুর্লভ লোক লভিবারে যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* (বাউল) সাধিকার ঋতুমতী হওয়ার সময়। 'মাস অন্তে মহাযোগ হয় নীরস হইতে রস ভেসে যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

মহাযোগিনী [স] *বি স্ত্রী* শ্রেষ্ঠ যোগী। 'নিজ করোপর রাখিয়া কপোল, মহাযোগিনীর পারা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মহাযোগী [স] *বি* শ্রেষ্ঠ যোগী। 'আছে হরী আছে হর আছে মহাযোগী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাযোগীশ্বর [স] *বি* মহাযোগী যে ঈশ্বর। 'নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মহারঙ্গ [স] *বি* মহা আনন্দ। 'এই মত চিন্তিয়া অদ্বৈত মহারঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহারণ [স] *বি* ভয়ানক যুদ্ধ। 'ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহারণ্য [স] *বি* বিরাট বনভূমি। 'দুর্গম মহারণ্য ... পার্ব্বতীয় লোকের বাসভূমি বলিয়া উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহারত্ন [স] *বিণ* রত্নের মতো অতি মূল্যবান। 'আচারব্যবহার প্রকাশক অবিনশ্বর কীর্ত্তিপতাকা মহারত্ন বেদ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহারথি [স মহারথী] *বিণ* বীর যোদ্ধা। 'মহারথি মহানুভব মহাশয়েরা কতই মহৎকর্ম্ম করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মহারথী [স] *বি* বীর যোদ্ধা। 'দণ্ডধর মহারথী – তপন-তনয় –।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহারন [মহারণ] *বি* ভয়ানক যুদ্ধ। 'ঠাঠ্রি ঠাঠ্রি মহারন করিল হয়জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহারব [স] *বি* প্রচণ্ড শব্দ। 'মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্বপুরে – অশ্রুজল মুছে ফেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মহারস [স] *বি* সহজ আনন্দ। 'মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅণ সএল উএখী।' *চর্যা* ১৬, ১২০০; 'অস্থি চর্ম মর্মজল তাতে মহারসের কল।' *লালন*, ১৮৯০।

মহারহস্য [স] *বি* অতি নিগূঢ় তত্ত্ব। 'তার দ্বারাই সম্ভব মহারহস্যকে ভেদ করা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মহারাগ [স] *বি* প্রচণ্ড ক্রোধ। 'মহারাগে ধাতু জ্বলে অগ্নিসম তেজ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহারাগতো [স মহারাগতঃ] *বিণ* অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। 'মহারাগতো হইয়া কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহারাজ [স] *বি* প্রধান রাজা। 'বিক্রমাদিত্য ধাররাজের বাক্য শুনিয়া ... নিবেদন করিলেন, হে মহারাজ!' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মহারাজকুমার [স] *বি* মহারাজার পুত্র। 'ত্রিপুরার মহারাজকুমারকে ১৩০৮ সালের একটি চিঠিতে লিখেছেন ...।' *শিব*, ১৯৫০।

মহারাজা [স] ১ *বি* রাজার রাজা। 'তুমি মহারাজা মহারাজার কুমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বড়ো জমিদারের উপাধিবিশেষ। 'কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজা গোপীমোহন বাবু ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বি* বিশ্বপিতা; প্রভু। 'ওগো মহারাজা বড়ো ভয়ে ভয়ে দিন শেষে এল তোমারি আলয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মহারাজাধিরাজ [স] ১ *বি* অনেক দেশ ও বহু রাজার পরিচালক। 'মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরদেবের শকেরও নিবৃত্তি হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* সম্রাটের উপাধিবিশেষ। 'দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মহারাজ্ঞী, মহারাজ্ঞি [স মহারাজ্ঞী] ১ *বি* রাজার প্রধান স্ত্রী; রাজমহিষী। '... রাজমহিষীর নিকটে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, হে মহারাজ্ঞি ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* মহারানী। 'মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মহারাজ্য [স] *বি* বিশাল সাম্রাজ্য। 'এই অতিশয় মহারাজ্য ভারতবর্ষ।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মহারাণী [স মহারাজ্ঞী] *বি* মহারানী। 'ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো।' *ভারত*, ১৭৬০।

মহারাণীর খানা *বি* সরকারি নর্দমা। 'শেষে পচে গেলে মহারাণীর খানায় ফেলে দেওয়া হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মহারানী, মহারানি [স মহারাজ্ঞী] *বি* মহারাজার স্ত্রী। 'তা দেখী মহারানি হাসিল কটাক্ষে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'সোনার পালঙ্কে মহারানী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মহারাষ্ট্র [স] *বি* বৃহৎ দেশ। 'ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড মহারাষ্ট্ররূপেই দেখতে এবং ভাবতে হবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মহারুদ্র [স] ১ *বি* প্রলয় মূর্তি। 'মহারুদ্র রূপে সৃষ্টি করিবে সংহার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* প্রচণ্ড। 'কভু মোহ-বিনাশ মহারুদ্রজ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহারুষ্ট [স] *বিণ* অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। 'সাধুসকল তুষ্ট না হইয়া মহারুষ্টপূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মহারূপবতী [স] *বিণ* অত্যন্ত রূপসী। 'প্রভা আভাময়ী, – মহারূপবতী সতী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহার্ঘ, মহার্ঘ্য [স] *বিণ* অত্যন্ত দামি। 'মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।' *ভারত*, ১৭৬০; 'এক্ষণে দুগ্ধ মহার্ঘ্য হওয়াতে সেরূপ পায় না।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মহার্ঘতা, মহার্ঘ্যতা [স] *বি* দুর্মূল্যতা। 'স্বাস্থ্যনাশক শিক্ষাপদ্ধতি এবং মহার্ঘতা প্রযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'কিন্তু তার মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মহার্ণব [স] *বি* মহাসাগর। 'রবির পথ অরুণ-যান কিরণ-পথ ডুবায় মেঘ মহার্ণব।' *নজরুল*, ১৯২৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহার্ঘ [স] *বিণ* অত্যন্ত মূল্যবান। 'লোকের সর্বদা যাতায়াত দ্বারা তাঁহার মহার্ঘ সময়ের অপক্ষয় হইত ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

মহালগন [স মহালগ্ন] *বি* অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ। 'দেখা হয়েছিল ... মহালগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মহালয়া [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজার ঠিক আগের অমাবস্যার তিথি। 'ওরে আলয়ে আজ মহালয়া, মা এসেছে ঘর।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাশক্তি [স] **১** *বি* একটি ভীষণ অস্ত্র। 'স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে মহাশক্তি।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* যে শক্তিতে মহাজগৎ চলছে। 'মহাশক্তি অনন্ত চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। **৩** *বি* প্রবল শক্তি। 'আমাকে যে মহাশক্তি আহ্বান করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মহাশক্তিশালী [স] *বি* অত্যন্ত প্রতাপশালী ব্যক্তি। 'তোড়ের মুখে পড়িলে মহাশক্তিশালীও কাবু হইয়া যায়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মহাশঙ্কা [স] *বি* আতঙ্ক। 'পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং বিকিরণের মহাশঙ্কা প্রাজাতিক ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলেছিল।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাশঙ্খ [স] **১** *বি* মড়ার মাথার খুলি। 'শঙ্খ বাদ্য যেথা খাটে তথা মহাশঙ্খ ফাটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ। 'আমি চক্র ও মহাশঙ্খ।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাশত্রু [স] *বি* পরম শত্রু। 'রাজা একেশ্বর, সমকক্ষ তার মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'বাপ-মা সেদিন বেগানা হইবে মহাশত্রুর চেয়ে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মহাশব্দ [স] *বি* বিকট আওয়াজ। 'হেন কালে আচম্বিতে মহাশব্দ করি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মহাশহর [স মহা+ফা শহর] *বি* মহানগর; বড়ো নগর। 'সমুদ্র তীরস্থ পুরীবন্দর নামে মহাশহর।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহাশান্তি [স] **১** *বি* প্রশান্তি। 'বিষাদের মহাশান্তি, ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে সান্ত্বনা পরশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* অনন্ত শান্তি। 'মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মহাশাস্তি [স] *বি* মহাদণ্ড; কঠোর সাজা। 'অপরাধের মহাশাস্তি হইতে তোমার রক্ষা নাই।' *নজরুল*, ১৯২২; 'মহাশাস্তির ভীষণতা আজো কি তোমার চক্ষে ... পড়ে নাই?' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাশিক্ষা [স] *বি* মহৎ শিক্ষা। 'তরুণের বুকে এই মহাশিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাশিল্পী [স] **১** *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'পৃথিবীতে এমন অনেকে আছে এবং গেছে যাদের নাম জানিনে, মহাশিল্পীর শিল্পে চিরকালের জন্যে তারা কিছু রঙ লাগিয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'এতই সহজে মহাশিল্পীর আপনার এত ক্ষতি কেমন করিয়া সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বি* বড়ো মাপের শিল্পী। 'লেওনার্দোকে যদি ইতালীয় রেনেসাঁসের মহাশিল্পী বলা হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথকে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাশিশু [স] **১** *বি* চিরকালের সম্ভাবনাময় প্রতীকী শিশু। 'জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *বি* সকল শিশু। 'সেই যেখানে মহাশিশুর আদিম খেলাঘর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহাশিষ্ট [স] *বিণ* অতিশয় বিনীত। 'ধার্মিক ও মহাশিষ্ট এবং বিজ্ঞতাপন্ন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

মহাশূন্য [স] *বি* মহাকাশ। 'দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-'পরি/ চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মহাশূন্যতা [স] **১** *বি* মহৎ উদ্যোগের অভাব। 'ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রবেশের অনতিপূর্বে খৃস্টশতাব্দীর আরম্ভকালে ভারত-ইতিহাসে একটা রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা দেখা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বি* অসীম জনহীনতা; ভয়ংকর নির্জনতা। 'গাঁয়ের ভরাবক্ষে শুধু একটা খাঁ খাঁ মহাশূন্যতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহাসূন্য [স মহাশূন্য] *বি* মহাশূন্য। 'মহাসূন্য মধ্যে পরভুর জনমিল পবন।' *রামাই*, ১৭১০।

মহাশোক [স] *বি* গভীর দুঃখ। 'মহাশোকে চক্রবাকী অবাক হইয়া, আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহাশোল [স মহা+শোল] *বি* একপ্রকার সুস্বাদু মাছ। 'মনে হয় ঘাই মারে মহাশোল।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

মহাশ্চর্য [স] *বিণ* অতি আশ্চর্যজনক। 'সৃষ্টিরও সেইরূপ প্রথম পদক্ষেপটাই মহাশ্চর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মহাশ্বর [স মহা+আ হাশর] *বি* শেষ বিচারের দিন। 'ফের দেখা হবে রোজ মহাশ্বর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মহাশ্বাস [স] *বি* দীর্ঘশ্বাস। 'এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাশ্বেত [স] *বিণ* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'তিথিতে আর তিথির বাইরে তার মহাশ্বেত ঘোষণালিপির শমন পৌঁছয়।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মহাশ্মশান [স] **১** *বি* বিশাল মৃত্যুপুরী। 'মহাশ্মশান কাব্য।' *কায়কোবাদ*, ১৯০৪; 'নবনবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান, আমরা দানিব নতুন প্রাণ বাহুতে নবীন বল।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত বিশাল শ্মশান। 'আজ রাত্রে মহাশ্মশানে যাওয়া।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'চারিধারের মহাশ্মশানের উপর ধূসর ছায়া ফেলিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাষ্টমী [স] *বি* হিন্দুদের দুর্গোৎসবের অষ্টমী তিথি। 'সে মহাষ্টমী কখন আসবে দিদি!' *নজরুল*, ১৯৩১।

মহাসংক্রমণ [স] *বি* মহাগমন। 'আজ মহাসংক্রমণের দিন।' *জগদীশ*, ১৮৯৪।

মহাসংক্রামক [স] *বিণ* অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এমন। 'এই মহাসংক্রামক ব্যাধি হইতে মুসলমানদিগকে রক্ষা করুন।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

মহাসংগীত [স] *বি* উচ্চমানের সংগীত। 'বিশৃঙ্খল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহাসংগীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহাসক্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত শক্তিশালী। 'মহাসক্ত বক বির বিদিত সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসঙ্গম [স] *বি* মহামিলন। 'পশ্চিমে পুবে আজি একাকার/ মহাসঙ্গমে শত স্রোতোধার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহাসতী [স] *বিণ স্ত্রী* পরম সাধ্বী। 'অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাসত্য [স] *বি* চিরসত্য। 'ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনে ব্যবহারের পথ হইতে তফাত করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'মহাত্মা গান্ধীজী ধরিয়াছেন এই মহাসত্যকে।' *নজরুল*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২২; 'এ মহাসত্য দুনিয়ার মুসলমানের মনে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বিরাজ করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মহাসন [স] ১ *বি* উচ্চ আসন। 'যিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'গগনে মহাসনে বিরাজ করে বিশ্বরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বি* উদার আসন। 'তোমার মহাসন আলোতে-ঢাকা সে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মহাসন্তুষ্ট [স] *বিণ* অত্যন্ত পরিতৃপ্ত। 'এক খণ্ড জ্বালানি কাঠ পাইলেই মহাসন্তুষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মহাসন্ধিক্ষণ [স] *বি* খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল। 'মুছলমানের জীবন আজ মহাসন্ধিক্ষণে উপস্থিত।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

মহাসন্য [মহাসৈন্য] *বি* অতিশয় বিক্রমশালী সৈন্য। 'অবোধিয়া জরাসন্ধ মহাসন্য লইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসভা [স] ১ *বি* আইনসভা; পার্লামেন্ট। 'ইংগ্লণ্ডীয় মহাসভা বুঝিলেন যে ইহাতে পৃথিবীর লোকের অতিশয় উপকার।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* বিশাল সমাবেশ। 'অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে এক মহা সভা করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মহাসভাপন্থী [স] *বিণ* হিন্দু মহাসভা নামক রাজনৈতিক দলের অনুসারী। 'মহাসভাপন্থী মুখার্জী সাহেবদের।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

মহাসমগ্র [স] *বি* মহাবিশ্ব। 'মৃত্যু যদি শূন্য হত, যদি হত মহাসমগ্রের রূঢ় প্রতিবাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাসমর [স] *বি* মহাযুদ্ধ। 'বিগত ইউরোপীয় মহাসমরকালে ... যুধ্যমান শক্তিপুঞ্জের মহোপকার সংসাধন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মহাসমস্যা [স] *বি* বৃহৎ সংকট। 'দু'টো মহাসমস্যার মীমাংসা দু'টো দিনেই করতুম।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মহাসমাদৃত [স] *বিণ* অতিশয় আদৃত। 'এতন্নগরমধ্যে ঐ কাগজ মহাসমাদৃত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মহাসমারোহ [স] ১ *বি* আড়ম্বর; ব্যাপক আয়োজন। 'তখন তিনি ... মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* ঘনঘটা। 'সেই বর্ষার দিনে প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া ... তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা-বাদ্য লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মহাসমিতি [স] *বি* বড়ো সমবায়। 'একটি জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা প্রধানতম উপায়।' *হাফেজ*, ১৮৯৭।

মহাসমুদ্র [স] *বি* মহাসাগর। 'সচরাচর শীতপ্রধান উত্তর মহাসমুদ্রে বাস করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মহাসমৃদ্ধ [স] *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'মহাসমৃদ্ধ শ্রাদ্ধ বিবাহাদিতে অনেক বিতরণ করিলে কিরূপ যশ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মহাসম্ভ্রম [স] *বি* অত্যন্ত শ্রদ্ধা। 'মহারাষ্ট্রের মেয়েদের দেখে মোটের ওপর মহাসম্ভ্রম জাগে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মহাসম্মেলন [স] *বি* বৃহত্তর সমাবেশ। 'মস্কোতে মহিলা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৩।

মহাসর্প [স] *বি* অত্যন্ত বড়ো সাপ। 'আচম্বিতে মহাসর্প সেই বৃন্দাবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসাগর [স] *বি* সাগরের চেয়ে বড়ো জলভাগ; সমুদ্র। 'অতি বৃহৎ জলখণ্ডকে মহাসাগর কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মহাসাগরস্রোত [স] *বি* মহাসমুদ্রের স্রোত। 'আজকে মহা-সাগরস্রোতে/ চলেছি দূর পারের পথে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাসাত্ত্বিক [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ সাধু। 'মহাসাত্ত্বিক পরম ধার্মিক তুমি কে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মহাসাধ [স] *বি* প্রবল ইচ্ছা। 'সুপুরুষ হইতে মহাসাধ।' *দর্পণ* ১৮২১।

মহাসাধক [স] *বি* মহান তপস্বী। 'অন্তরের সম্বন্ধ যেখানে নিবিড় বিশুদ্ধ, সেখানেই এমন কথা বলতে পারা যায়, সেখানেই মহাসাধক বলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মহাসাম্রাজ্য [স] *বি* বৃহৎ রাজ্য। 'অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ...।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

মহাসাহসিক [স] *বিণ* অত্যন্ত সাহসী। 'এই সকল মহাসাহসিক হিন্দু বণিকেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মহাসাহসী [স] *বিণ* অত্যন্ত নির্ভীক। 'সে সহস্র মত্তহস্তীর তুল্য বলবান্‌ ও ... মহাসাহসী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মহাসিধী [স মহাসিদ্ধি] *বি* অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশায়িত্ব – এই আট ধরনের সিদ্ধি। 'কাহাবে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাসিন্ধু [স] *বি* মহাসাগর। 'যে দুর্গম মহাসিন্ধু গর্ভে অবনীর অর্দ্ধভাগ নিমগ্ন রহিয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১; 'ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাসুখ [স] *বি* খুব আরাম। 'বৃক্ষাদির ছায়াতে লোকেরদিগের যানবাহনাদি দ্বারা এবং পদব্রজে গমনাগমনের মহাসুখ জন্মিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহাসুন্দর [স] *বি* অত্যন্ত সুন্দর। 'মহাসুন্দর একটি নিমেষ ফুটেছে কাননশেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মহাসুর [স] *বি* মহৎ বীরপুরুষ। 'রাজার আদেসে তৃনাবর্ত্ত মহাসুরে। *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসুহ [মহাসুখ] *বি* পরম সুখ। 'অলক্ষ লখ চিত্তা মহাসুহেঁ।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০; 'বাটত মিলিল মহাসুহ সুঙ্গা।' *চর্যা* ৮ ১২০০।

মহাসুহলীণ [মহাসুখলীন] *বি* মহাসুখলীন। 'অপইঠান মহাসুহ লীণে দুলখ পরম নিবাণেঁ।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০।

মহাসৃষ্টি [স] ১ *বি* মহান সৃষ্টি। 'তিনি বললেন, কেবল সকলে মিলে সুতো কাটো ... এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক।' *রবীন্দ্র* ১৯২১। ২ *বি* মহাবিশ্ব। 'সভ্যতার অন্ধকারে। মহাসৃষ্টি, তুমি উদাসীন।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মহাসৌভাগ্য [স] *বি* শুভ ভাগ্য। 'আমাদের মহাসৌভাগ্য এই যে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মহাস্তব্ধ [স] *বিণ* অতিমাত্রায় হতভম্ব। 'দাণ্ডাইআ নিরীক্ষএ হৈঅ মহাস্তব্ধ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাস্ত্র [স] ১ *বি* মোক্ষম অস্ত্র। 'উপনিষদে যে মহাস্ত্র ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া ... উপাসনার দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বি* ভয়ানক অস্ত্র। 'খোন্তা হল তার পক্ষে মহাস্ত্র।' *অবন*, ১৯২৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাস্থির [স] *বিণ* অতিশয় দৃঢ়। 'ততবান কাটে সাম্মু রনে মহাস্থির।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাহব [স] *বি* মহাযুদ্ধ। 'সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব মহাহবে আমি তব।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহাহর্ষ [স] *বি* অতি আনন্দ। 'সভ্যগণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহাহর্ষযুক্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত আনন্দিত। 'সভ্যগণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ করত ঐ গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহাহিত [স] *বি* পরম কল্যাণ। 'এইমত বঙ্গের লোকের কৈল মহাহিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাহৃষ্ট [স] *বিণ* অত্যন্ত আনন্দিত। 'নানা ব্যাপারেতে আমরা মহাহৃষ্ট আছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

মহাহৃষ্টমতি [স] *বিণ* মহা আনন্দিত। 'ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহৈশ্বর্যময় [স] *বিণ* অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী। 'চিত্রকলার মহৈশ্বর্যময় যুগে রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা ও আর্থিক অবক্ষয়ের উদাহরণ আমরা দেখেছি।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহোচ্চ [স] ১ *বিণ* অতি উচ্চ। 'মহোচ্চ এক রাস্তা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বিণ* অতি উন্নত। 'আমরা সকলেই এক মহোচ্চ লক্ষ্য সাধন জন্য একত্র হইয়াছি।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

মহোচ্ছব [স মহোৎসব] *বি* মহোৎসব। 'মঙ্গল বাজনা বাজে মহা মহোচ্ছব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মহোজ্জ্বল [স] *বিণ* অতি আলোকিত। 'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মহোৎকর্ষ [স] *বি* চরম উন্নতি। 'এই মহোৎকর্ষ আনেন লেওনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল, তিশিয়ান প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহোত্তম [স] *বিণ* সর্বশ্রেষ্ঠ। 'শ্রীগদাধরপণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহোৎপাত [স] *বি* মহা উপদ্রব। 'মহোৎপাত করিয়া বহু লোককে কাতর করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মহোৎসব [স] ১ *বি* হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান। 'কাত্যায়নী মহোৎসব।' *মালাধর*, ১৫০০; 'নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব কৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব। 'ধাররাজ ... রাজপথে নানাপ্রকার রচনা করাইয়া নৃত্যগীতবাদ্যাদি মহোৎসবে দিবাভাগে .... উপস্থিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* মহাসম্মিলন। 'জাগবে জ্যোতির মহোৎসবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মহোৎসবা [স] *বিণ* মহোৎসব-মুখর। 'সফল করো হে প্রভু আজি সভা, এ রজনী হোক মহোৎসবা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মহোৎসাহী [স] *বিণ* মহা উৎসাহী। 'মহোৎসাহী সুদক্ষ শিল্পকারেরা ... কর্ম্ম সাধনে ব্যস্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহোদধি [স] *বি* মহাসাগর। 'দেবাসুরে মহোদধি মথিল তোক্ষারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহোদয় [স] *বি* মহাশয়। 'শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ... মহোদয়দ্বারা প্রস্তাবিত পাঠশালার নিয়মচয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মহোদ্বেগ [স] *বি* খুব দুশ্চিন্তা। 'তাবৎ দপ্তরখানাতে মহোদ্বেগ জন্মিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মহোদ্যম [স] *বি* বিশাল প্রয়াস। 'সাজানো-গোজানোর মহোদ্যমে দুই-দুইজন বেহারা হাঁপিয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহোদ্যোগ [স] ১ *বি* গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। 'যাহারা জন্মকালাবধি বোবা ও বধির তাহারদিগকে বিদ্যাভ্যাসকরণার্থে ইংগ্লণ্ডদেশে ও ফ্রান্সদেশে মহোদ্যোগ হইতেছে। *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* মহৎ প্রয়াস। 'বিচক্ষণ মহাশয়ের মহোদ্যোগেতে এতদ্দেশীয় লোকের যে উপকার হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মহোদ্যোগী [স] *বিণ* অত্যন্ত যত্নশীল। 'খ্রীষ্টান ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে মহোদ্যোগী হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

মহোন্নতি [স] *বি* খুব উন্নতি। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এই দেশের মহোন্নতির ঐ উপায় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

মহোপকার [স] ১ *বি* অতিশয় উপকার। 'রোগগ্রস্ত লোকেরদের মহোপকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বি* বড়ো রকমের সহায়তা। 'ঐ জাহাজের দ্বারা বর্ম্মার যুদ্ধে মহোপকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মহোপকারক [স] *বিণ* অত্যন্ত উপকারী। 'এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের মহোপকারক হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

মহোপকারী [স] *বি* মহা উপকারকারী। 'তুমি আমারদের মহোপকারী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মহোপকার্য [স] *বি* মহা উপকার। 'ঐ যন্ত্রের দ্বারা যে অস্মদাদির মহোপকার্য হইতেছে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

মহোরগ [স] *বি* বৃহৎ সাপ; অজগর। 'পালাইলা পাশী দেখি পাশে ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন!' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'বীর-বীর্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা মহোরগ!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহোল্লাস [স] *বি* অতিশয় আনন্দ। 'আমার ভাবি সুভাদৃষ্ট দৃষ্টি করিয়া মহোল্লাসে নব পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মহৌষধ [স] *বি* অব্যর্থ ঔষধ। 'সে স্থলে রোগ প্রতিকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুই মহৌষধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মহৌষধাগার [স] *বি* মহৌষধ রাখার স্থান। 'এ নগরে নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজঙ্গ মহৌষধাগারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহৌষধি [স] *বি* উত্তম ভেষজগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ। 'মৃতসঞ্জীবনী আদি আন দিব্য মহৌষধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁ [স মহা>] *বিণ* বড়ো। **মহাঁঘোর** [স মহা>+স ঘোর] *বিণ* ভীষণ খারাপ। 'মহাঁঘোর কলিকাল নিচ হব মহীপাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁজন [স মহা>+স জন] *বি* পণ্ডিত ব্যক্তি। 'জত দেখ মহাঁজন সভাকার প্রয়োজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁজসা [স মহা>+স জ্যোতিষী>] *বি* বড়ো জ্যোতিষী। 'কয়্যা প্রিয়ে সত্যভাষা ঘর জায় মহাঁজসা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁজসি [স মহাজ্যোতিষী] *বি* বড়োমাপের জ্যোতিষী। 'হাটমাঝে পরবেশি আসি হরি মহাঁজসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁমায়া [স মহামায়া] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'বিশ্বকর্মে মহাঁমায়া কৈল স্মঙরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁসয় [স মহাশয়] *বি* মহাশয়। 'উচিত কহিল আমি শুন মহাঁসয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহান [স] ১ *বিণ* খুব বড়ো। 'জার্ম্মান দেশীয় মহান বিদ্বান শ্রীযুক্ত লাসেন সাহেব স্থাপিত করিয়াছেন যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ*

AMARBOI.COM

বিরাট। 'মহান্ ললাটে তার অযুত তড়িতস্ফূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মহানচেতা [স] *বিণ* মহৎ চেতনাসম্পন্ন। 'মহানচেতা নেতার দলে তোল রে তরুণ তোদের নায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহান্ত [স] ১ *বি* (হিন্দুধর্ম) সাধু। 'ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কৃষ্ণভক্ত। 'জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহারাষ্ট্র[1] *দ্র* মহা

মহারাষ্ট্র[2] [স] *বিণ* ভারতের প্রদেশবিশেষ। **মহারাষ্ট্রপেড়ে** [স মহারাষ্ট্র>] *বিণ* মহারাষ্ট্রে প্রচলিত পাড়বিশিষ্ট। 'হাতিপেড়ে, মহারাষ্ট্রপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মহারাষ্ট্রা [স মহারাষ্ট্র>] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা, উদীচী, মহারাষ্ট্রা ... এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহারাষ্ট্রী [স মহারাষ্ট্র>] *বি* মারাঠি। 'শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করহে চিন্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহারাষ্ট্রীয় [স মহারাষ্ট্র>] *বিণ* ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগরিক। 'মহারাষ্ট্রীয় অতিউমরাও লোকেও।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মহাল[1] [আ] ১ *বি* জমিদারি। 'কার্য্যের সর্ব্বাধিক্য ইঁহারদিগকেই করিয়া মহালের বন্দোবস্ত প্রযুক্ত ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* জমিদারির অংশ। 'সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়া আসি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মহালাত [আ মহল>] *বি* মহলসমূহ। *ডানকান*, ১৭৮৬।

মহাল[2] [আ] *বি* মহল্লা; পাড়া। 'তন্দ্রা ফেরে মহালে মহালে, ঘরে ঘরে ভেজানো দুয়ার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মহাশয় [স] ১ *বিণ* উদারহৃদয়। 'কাকু করি বোলে যে মুকুন্দ মহাশয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* উদারমনা ব্যক্তি। 'মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম্ম আমারদিগকে উপদেশ ...।' *রামমোহন*, ১৮২৩। ৩ *বি* সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী সত্তা। 'মন যা বলে শুনতে হবে – মনের নাম যে মহাশয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মশয় [স মহাশয়] *বি* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 'কাজ অইলে মশয়রে কিছু পান খাতি দিয়ে যাইব।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মহাশএ, মহাসএ [স মহাশয়] *বি* মহাশয়। 'ভএ চমকীত বসুদেব মহাসএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অস্ত্রে শস্ত্রে সুপারগ্য হইল মহাশএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাশয়েষু [স] *বি* শ্রদ্ধাজ্ঞাপক সম্বোধনবিশেষ। 'শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মহাসয় [স মহাশয়] *বি* মহাশয়। 'অনেক দীবস হইল মহাসয়ের সেবাটীর কোন সমাচার পাই নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

মহাসয়ষু [স মহাশয়েষু] *ক্রিবিণ* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে সম্বোধন। 'শ্রীযুত কালিকাপ্রসাদ দাষ মহাসয়ষু।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মহাসয়সদাসএষু [স মহাশয়সদাশয়েষু] *বি* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে সম্বোধন। 'পরম পোষ্টাবর শ্রীযুত রাজীবলোচন ... এবং সালা মহাসয়সদাসএষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

মহাসিবা *বি* হিসাব বুঝিয়ে বা চুকিয়ে দেওয়া; খরচের হিসাব। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মহি [স মহী] *বি* পৃথিবী। 'রূপা থোই মহিকে ঠাবী।' *চর্যা ৮*, ১২০০।

মহিতল [স] *বি* ভূতল; পৃথিবী। 'সকল দেবতা জন্ম কৈল মহিতলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহিতা [স মোহিতা] *বিণ স্ত্রী* সম্মানিত; পূজিত। 'বিভা কৈল পশুপতি সুরলোকে হইলাঙ মহিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহিনি [স মোহিনী] *বিণ স্ত্রী* মোহিত করে এমন। 'ত্রিলোক্য মহিনি কৈন্যা পরিমল বাসে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহিম[1] [আ] *বি* যুদ্ধ। 'তোমার ইয়ার আইল মহিম করিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মহিম[2] [স] *বি স্ত্রী* মহিমা। ; 'প্রভুর মহিম ছলকে পারে বুঝিতে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মহিমময় [স] ১ *বিণ* আভিজাত্যপূর্ণ। 'সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* সম্মানিত। 'মহিমময় সম্রাট।' *নজরুল*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* মহিমাপূর্ণ। 'ইহার চেয়ে উজ্জ্বলতর এবং মহিমময় নক্ষত্র থাকিতে পারে না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মহিমময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* গৌরববিশিষ্ট। 'মহিমময়ী রানীর মতোই চলে গেল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহিমরশ্মি [স] *বি* মহিমাযুক্ত কিরণ। 'জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মহিমা [স] ১ *বি* মর্যাদা। 'মহিমা ছাড়ি পলাএল লাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* মাহাত্ম্য; গৌরব। 'অনেক মহিমা তোমার ঘুসিব সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহিমা-কথন [স] *বি* মাহাত্ম্যের বর্ণনা। 'হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমা-কথন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহিমাকীর্তন, মহিমাকীর্ত্তন [স] *বি* গুণকীর্তন। 'উচ্চৈঃস্বরে শ্রদ্ধাসহকারে যাঁহার গুণবর্ণন ও মহিমাকীর্ত্তন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মহিমাগম্ভীর [স] *বিণ* আভিজাত্যপূর্ণ; মহিমান্বিত। 'আমার আদেশই করেছেন – রাণীর মতো মহিমাগম্ভীর কণ্ঠে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

মহিমাগান [স] *বি* প্রশংসাকীর্তন। 'দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মহিমাগুণ [স] ১ *বি* মাহাত্ম্য। 'বিশেষ মহিমাগুণ কি বলিতে পারি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* মহত্ত্ব। 'খাঁ পিতার এই মহিমা-গুণ কিছুই পায় নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মহিমাচ্ছটা [স] *বি* মহত্ত্বের কিরণ। 'আপন মহিমাচ্ছটায় কাশ্মীরের দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মহিমাজ্যোতি [স] *বি* মহত্ত্বের আলো। 'তোমার মহিমাজ্যোতি তব মূর্তি হতে আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মহিমাধর [স] *বিণ* মাহাত্ম্যযুক্ত; মহৎ। 'অসীম মহিমাধর তুমি কে না তোমা পূজে চরাচরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহিমান্বিত [স] *বিণ* গৌরবান্বিত। 'মহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'শিল্পসৃষ্টিমহিমায় সে-সকল দেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহিমান্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* মহিমাযুক্ত। 'স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই, কেবল স্বামীকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহারা স্বর্গে মহিমান্বিতা হন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'এত মহিমান্বিতা মাতৃশ্রী-মণ্ডিতা যে ধর্মের নারী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিমাভিষিক্ত [স] *বিণ* মহিমান্বিত। 'যুগকে স্বীকার করেও যুগাতীত মহিমাভিষিক্ত হন কবি।' *হাই*, ১৯৪৯।

মহিমাময় [স] *বিণ* মহিমান্বিত। 'তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মহিমাময়ী [স] *বিণ* মাহাত্ম্যপূর্ণ। 'কমলার চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার, সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট। হে মহিমাময়ী, মোরে করেছ সম্রাট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহিমার্ণব [স] *বিণ* সাগরতুল্য মহত্ত্ব আছে এমন। 'মহামহিম মহিমার্ণব অমনি অবহেলে গুড়াগুড়ি হইতে ধূমাকর্ষণপূর্বক অকাতরে বলিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারি চৌধুরী – শিরোনামাসম্বলিত বহু আবেদন নিত্য তাহার দরবারে পৌঁছিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মহিম্নস্তব [স] *বি* হিন্দু দেববন্দনামূলক শ্লোকবিশেষ। 'ভুলেছি মহিম্নস্তব, শিখেছি গাহিতে নারীর মহিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মহিরুহ [স মহীরুহ] *বি* বড়ো গাছ। 'ভকতবৎসল তুমি ভবমহিরুহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মহিলা [স] **১** *বি* পত্নী। 'পঞ্চরত্ন দিল হাতে রাজার মহিলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* নারী। 'অর্থ প্রত্যাশায় নির্দোষ মহিলাদিগের উচ্ছেদ সাধন নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে নষ্ট করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মহিলা-পূজা [স] *বি* দেবপূজা। 'আমাদের ক্ষাত্রধর্মে মহিলা-পূজা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মহিলা-প্রণীত [স] *বিণ* মহিলা-রচিত। 'মহিলা-প্রণীত গ্রন্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মহিলামহল [স মহিলা+আ মহল] *বি* নারীসমাজ। 'এ সম্বন্ধে মহিলামহল থেকে রীতিমত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মহিলাশালা [স] *বি* নারীদের থাকার ঘর। 'মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র মহিলাশালা আছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মহিলাসমাজ [স] *বি* নারী সম্প্রদায়। 'দেশের মহিলাসমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ...।' *বেগম*, ১৯৬২।

মহিষ, মহীষ [স] *বি* গো-জাতীয় পশুবিশেষ। 'সিংহ ভালুক আর মহিষ সুকর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'মহীষ খাদ্য, তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মইষ, মইস, মঈষ [স মহিষ] *বি* মহিষ। 'ছাগ মেষ মইষ বলি দিলেক ইছাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বনে মঈষ ভল্লুক শার্দূল গণ্ডাচয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'মইস।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

মহিষচরি *বি* মহিষ চরানো। 'মহিষচরির খাজনা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মহিষ-চামা *বিণ* মহিষের চামড়ার মতো। 'হল শরীর আমার ফেটে মহিষ-চামা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মহিষমর্দিনী, মহিষমর্দ্দিনী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'সিংহপৃষ্ঠে দুর্গা বন্দো মহিষমর্দিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'জয়নগরশ্যামপুর গ্রামে এক বারএয়ারি মহিমর্দ্দিনী পূজা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহিষা [স মহিষ>] **১** *বিণ* মহিষের চামড়া দ্বারা নির্মিত। 'কিনিল মহিষা ঢাল তাড়িপত্র তরোয়াল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* মহিষদুগ্ধজাত। 'কিনিল মহিষা দই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহিষাসুর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মহিষরূপী অসুরবিশেষ। 'মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ দারুণ দম্ভ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহিষি [স মহিষ>] *বিণ* মহিষের মতো। **মহিষি-চলন** *বি* মহিষের মতো চলন। 'একেবারে ছাড়িয়াছি মহিষি-চলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মহিস [স মহিষ] *বি* গো-জাতীয় পশু। 'গণ্ডা মহিস পোড়ে পোড়এ কটাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহিসা [স মহিষ>] *বিণ* মহিষের চামড়া দ্বারা নির্মিত। 'উড়িয়া মহিসা ঢালে সিংহের হানিল ভালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহীষিআ [স মহিষ>] *বিণ* মহিষের চামড়া দ্বারা নির্মিত। 'সেতাই নেতাই ... পড়ে মহীষিআ ঢালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহিষি[1] *দ্র* **মহিষ**

মহিষি[2] [স মহিষী, সম্বো ই-কার] *বি* মহিষী; সম্রাজ্ঞী। 'মহিষি, মার্জ্জনা কর ধরি হে চরণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। *দ্র* **মহিষী**

মহিষী [স] *বি* রাজার স্ত্রী; রানী। 'পাণ্ডব মহিষী নারী যার পাতিব্রতা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'কর্ণাট রাজার মহিষী এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিয়াছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

মহিষীগরব [স মহিষী+স গর্ব] *বি* রানীর অহংকার। 'ছাই এ কপাল! ছাই মহিষীগৌরব!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মহিষী-বিবাহ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দ্বারকায় কৃষ্ণের পত্নীগ্রহণ। 'মহিষী-বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহী[1] [স] *বি* পৃথিবী। 'বরাহ রূপে দান্তের আগে তোলী ধরিলোঁ মহী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'উর্ব্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মহীতল [স] *বি* মাটি। 'মূর্চ্ছিতা পড়িল মহীতলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহীদেব [স] *বি* ভূস্বামী। 'মহীদেব সকল বন্দিনু একমনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহীধর [স] *বি* পর্বত। 'যবে দেবকুলপতি রুষি মহীধর।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'মহীধর পরে শোভে কমলার তরু।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মহীপ [স] *বি* রাজা। **মহীপললনা** [স] *বি* রাজকন্যা। 'মহীপললনা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মহীপতি [স] *বি* রাজা। 'সত্যপ্রকাশের বর্ণনানুরূপ ভূরুহ মহীপতির নয়নগোচর হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মহীপর [স] *বি* ভূতল। 'কিছু কাল মূর্চ্ছিত ছিলেন মহীপর।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

মহীপাল [স] *বি* রাজা। 'শুনহ কলিঙ্গ মহীপাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহীমণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। 'মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহীমাঝ [স মহী+স মধ্য>] *ক্রিবিণ* পৃথিবীর মাঝে। 'জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ/ উয়ল চারু ধরাধররাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মহীরুহ [স] **১** *বি* বৃহৎ বৃক্ষ। 'ঐ অদ্ভুত মহীরুহ প্রবাহগর্ভে বিলীন হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'উপাদি অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে ঝড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* মহাজ্ঞানী। 'জন্ম নেন শত মহীরুহ, জ্ঞানের প্রকোষ্ঠে দেখো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মহীরুহব্যূহ [স] *বি* সারি সারি বৃক্ষ। 'মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে

নিশীথে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহীলতা [স] *বি* কেঁচো। 'মহীলতা মহী যেন ঐমনি লোটায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'মহীলতা প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহে একটি লম্বমান প্রত্যঙ্গ আছে।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

মহী² *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'তীনি ভুবন মহী অইসন দোসর নহী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মহীয়সী [স] *বিণ স্ত্রী* সুমহান। 'অপরিসীম বিশ্বকার্য্যে যাঁহার অচিন্ত্যজ্ঞান, মহীয়সী শক্তি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মহীয়ান [স] **১** *বিণ* সুমহান। 'কবিতাগুলিও মহীয়ান চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬; 'বাহিরকে মহীয়ান করিয়া তুলি না কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* খুব সম্মানিত। 'মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মহুকুত [স মধু>] *বি* মিষ্ট রসে ভরা ফলবিশেষ। 'খিরী খাজুর বনকেন্দু মহুকুত আর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহকুমা [আ মহকমাহ্] *বি* জেলার প্রশাসনিক অঞ্চল। 'টাঙ্গাইল মহকুমার হিন্দু ভ্রাতাগণ!' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মহুয়া [স মধুক] *বি* এক প্রকার গাছ। 'মহুয়া বৃক্ষের ফুল ও ফল ইহারা অতি উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মহুআ [স মধুক] *বি* মহুয়া। 'জামির তুরঙ্গ দ্রাক্ষা মহুআ বাদাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মহুয়াবীজ *বি* মহুয়া ফুলের বীজ যা থেকে তেল হয়। 'মহুয়াবীজ ভাঙিয়া তৈল ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মহুয়া-মাতাল *বিণ* মহুয়া ফুলের মধু অথবা সেই মধু দিয়ে তৈরি মদ খেয়ে মত্ত। 'মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহুরি¹, মহুরী *বি* সুগন্ধি মসলাবিশেষ; মৌরি। 'সাঁতলিল মহুরির বাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মহুরী মরিচ লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা।' *ভারত*, ১৭৬০।

মহুরি² [আ মুহাররির] *বি* কেরানি। **মহুরিগিরি** [আ মুহাররির+ফা গিরি] *বি* কেরানির কাজ। 'মুনসীগিরি ও মহুরিগিরি কিম্বা কেরাণিগিরি ইহা কিছুই করিতে হইবেক না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মহুল [স মধুক] *বি* মহুয়া গাছ। 'বহুল মহুল সেআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহেন্দ্র [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবরাজ ইন্দ্র। 'জয় বেদধর্ম বিপ্র-ন্যাসির মহেন্দ্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহেন্দ্রক্ষণ [স] *বি* শুভ সময়। 'যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যূষবেলায় প্রথম শুনালো মোরে নিশান্তের বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মহেশ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মহাদেব। 'মল্লিকার্জ্জুনতীর্থে যাই মহেশ দেখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহেশজ [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) শিবের ঔরসজাত। 'মহেশজ মহামূর্তি মূষিকবাহন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মহেশ্বর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিব। 'প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'একবার অপরাধ ক্ষেম মহেশ্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহেস্বর [স মহেশ্বর] *বি* (হিন্দুদেবতা) শিব। 'ব্রহ্মা মহেস্বর বন্দো স্থিতি সংহার।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহেষ্বাস [স] *বিণ* মহাধনুর্ধর। 'পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মহোত্রাণ [স] *বি* কায়স্থদের রাজস্বমুক্ত জমি। 'দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্রাণ ও আয়মা ও লাখরাজ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মহোপাধ্যায় [স] *বি* বিশেষ জ্ঞানী। 'তিনি আরব দেশে মহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মহোল [আ মহল] *বি* শহরের অংশ বা রাস্তা বা পাড়া। 'মোকাম কলিকাতায় হাট ঘাট সয়ের মহোল ইজারা করিয়াছীলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মহ্লার [স মল্লারী] *বি* মল্লার; (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মহ্লার হইতে মিঞা মহ্লার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মা¹ [স] *ক্রিবিণ* না। 'সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

মা² [স মাতা] **১** *বি* গর্ভধারিণী; জননী। 'ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।' *চর্যা ২০*, ১২০০; 'বড়ায়ি বুইল হেন আইহনের মাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মাঞ্চ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দেশমাতা। 'মা আমাদের গুণগ্রাহী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* মাতৃস্থানীয়া নারী মনে ক'রে সম্বোধন। 'কুইন মা, মা, মাগো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৪** *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবী। 'মার কাছে কী করেছি দোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৫** *বি* কন্যাস্থানীয়া নারীকে সম্বোধনবিশেষ। 'মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাকাঙালি *বিণ* মায়ের জন্য আকুল। 'হয়তো এই মাকাঙালি "মেয়ে"।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মা-কালী *বি* (হিন্দুপুরাণ) রুদ্রমূর্তিধারিণী দেবী। 'তোর দিদিমা মা-কালী হয়ে গিয়েছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মাখেকো *বিণ* মায়ের মৃত্যুর কারণ হয় এমন। 'গণ্ডযোগে জন্ম হলে সে হয় মাখেকো ছেলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মা-গিরি *বি* মায়ের স্বভাব। 'মজা লাগছে আয়েষার মা-গিরি দেখে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

মাগোঁসাই *বি* গুরুপত্নী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মা ঠাকরুণ, মাঠাকরুন *বি স্ত্রী* গুরুজনস্থানীয় হিন্দু মহিলা (বিশেষ করে সম্বোধনে)। 'সে বড় কৌতুকের বে মা ঠাকরুণ।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'মাঠাকরুন খবর নিতে পাঠিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাঠাকুরানি *বি* মা; মাতা; মায়ের মতো নারী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাঠাকুরণ *বি* মাতা। 'মাঠাকুরণ পরণাম করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মা-নেওটা *বিণ* মায়ের অনুরক্ত। 'আজিজ আমার জনম-পাগলা মা-নেওটা ছেলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মা ভাষা *বি* মায়ের ভাষা; মাতৃভাষা। 'বাঙ্গলা ভাষাতো আমারদের মা ভাষা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

মা-মরা, মা-মড়া *বিণ* মা মরে গেছে এমন। 'বাপ-মা-মরা অলক্ষণা কন্যার সহিত আমার এক ছেলের বিবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'অমন মা থাকতে তুই গো, থাকবো কি মা-মড়া।' *অশ্বিনী*, ১৯২০; 'মা-মরা কচি বাচ্চাটাকে বেঘোরে ফেলে রেখে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মায়ে-খেদানো *বিণ* মা তাড়িয়ে দিয়েছে এমন। 'বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো গরীব বালক।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মায়ে পোয়ে *ক্রিবিণ* মাতা-পুত্রে। 'মায়ে পোয়ে পূজার প্রকাশ কর মোর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মায়ের পেটের ভাই *বি* সহোদর ভাই। 'বুঝলি না হায় নাড়ি-ছেঁড়া

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের পেটের ভায়ের টান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মা-হারা *বিণ* মা নেই এমন। 'মা-হারা শাবক, জানে না সে আপন মায়েরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'ওর মা-হারা সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মাঅ¹ *দ্র* মাআ

মাঅ² [স মাতা] *বি* মা। 'তার মাঅ ননন্দ আব্দার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাআ [স মায়া] *বি* মায়া। 'পুন অন্ত্র আৎসাদিল আকাস মাআএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাত্র [স মায়া] *বি* মায়া। 'মাত্র মারিআ কাহ্নু ভইঅ কবালী।' *চর্যা* ১১, ১২০০; 'তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

মাআজাল [স মায়াজাল] *বি* মায়াজাল। 'বাহত্ত কাত্র কাহ্নিল মাআজাল।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

মাআধর *বি* মায়ার আধার। 'কি লাগিআ আন্ধারে ডাকিলা মাআধর।' *রামাই*, ১৭১০।

মাআমোহা [স মায়ামোহ] *বি* মায়া ও মোহ। 'মাআমোহা সমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাহা।' *চর্যা* ১৫, ১২০০।

মাআহরিণী [স মায়াহরিণী] *বি* মায়াহরিণী। 'মাআজাল পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণী।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

মাআরফতি [আ মারিফত] *বিণ* (ইসলাম ধর্ম) আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কিত। 'পুছিবে মাআরফতি খবর।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মাই¹ [স মাতা] *বি* মা। 'চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাই² [স মাতৃ>] ১ *বি* চুচুক; স্তনের বোঁটা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* স্তন। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* স্তনের দুধ; স্তন্য। 'শিশুকে তার মা মাই দিচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাই³ [ই মে] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার পঞ্চম মাস। 'মাহ মাই ১৭৫৬ সালে গোপাল হালদার আমাকে কহিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

মাই⁴ [স মন্থন>] *বি* মথিতকরণ। 'কুলীরা বঁঠে হস্তে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া তালে তালে নীল পচা জল মাই করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মাইআ [স মাতৃকা] *বি* মেয়ে। 'ধনে জনে মজাইলা গআলের মাইআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাইকা [ই] *বি* বৈদ্যুতিক কাজে লাগে এমন ধাতব পদার্থবিশেষ; অভ্র। 'কাকার তোর অত বড় মাইকার কারবার।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাইকেলী, মাইকেলি [ই মাইকেল>] ১ *বিণ* মাইকেল মধুসূদন দত্ত উদ্ভাবিত। 'এঁরা মাইকেলি ছন্দ আওড়ান।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ* মাইকেল মধুসূদন দত্তের পঙ্‌ক্তির মতো। 'তৃতীয় লাইন মাইকেলী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মাইকেলী-যুগ *বি* কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সময়। 'এই মাইকেলী-যুগে মুসলমান কাব্যরচয়িতাদের মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।' *সওগাত*, ১৯২৬।

মাইক্রোফোন [ই] *বি* মাইক; ধ্বনি বাড়ায় এমন যন্ত্রবিশেষ। 'উষালোকে মাইক্রোফোনের মতো রবে।' *জীবন*, ১৯৩০।

মাইক্রোস্কোপ, মাইক্রসকোপ [ই] *বি* অণুর মতো খুব ক্ষুদ্র জিনিস দেখার যন্ত্র; অণুবীক্ষণ যন্ত্র। 'অত্যদ্ভুত মাইক্রসকোপ।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ দুইয়েরই প্রয়োজন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মাইজভাণ্ডারী *বি* চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারকেন্দ্রিক মুসলমান সূফী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাইজভাণ্ডারী, সুরেশ্বরী, হালিম চান ... দলগুলি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

মাইঠ [স মৃত্তিকা] *বি* বড়ো কলসি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাইতি *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শোনলো মাইতির মেয়ে।' *অমৃত*, ১৯০০; 'অফিসের মাইতি-দে-গড়াগড়ি-গুঁইবাবুদের মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মাইন [ই] *বি* জাহাজবিধ্বংসী বোমা। 'আমি ভীম ভাসমান মাইন।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাইনর [ই] ১ *বিণ* গৌণ। 'সঙ্গীতপ্রণালীর মেজর ও মাইনর দুইটি মাত্র শাখা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* নিম্ন-মাধ্যমিক। 'মাইনর এবং এনট্রেন্স স্কুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মাইনরিটি [ই] *বি* সংখ্যালঘু। 'তাহা মাইনরিটির কাছে আপত্তিকর।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

মাইনা [ফা মহীনা] *বি* বেতন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'চাকরীয়াদের যতটা মাইনা বাড়িয়াছে তাহা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তুলনায় অতি সামান্য।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাইনাপত্র [ফা মহীনা+স পত্র] *বি* বেতনাদি। 'মাইনাপত্র যোগাইবার সাহস আছে তার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাইনে *বি* বেতন। 'তবু শিবের মাইনে তারি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মাইনে-করা *বিণ* বেতনে নিযুক্ত। 'মাইনে-করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে বসে ... ফরমাশ খাটত সে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মাইনে-খাওয়া *বিণ* বেতনভোগী। 'মোল্লা সাহেবের মাইনে-খাওয়া যে দুটো লোক ট্রাক্টা বোঝাই করছিল ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাইনে-পত্র *বি* বেতনাদি। 'ঠিকমত মাইনে-পত্র পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মাইন্দার [ফা মাহীনাদার] *বি* মাসিক বেতনভুক শ্রমিক। 'তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাইয্য [স মধ্য] *বিণ* মধ্যমা। 'মাইয্য আঙ্গুল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাইয়া [স মাতৃকা] *বি* স্ত্রীলোক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাইয়াপোলা *বি* স্ত্রীলোক। 'আমরা মাইয়াপোলা কি করতা পারি?' *শওকত*, ১৯৭২।

মাইয়ালোক *বি* স্ত্রীলোক। 'ধন দৌলত, মাইয়ালোক, যা চাও সব পাবি।' *হাসান*, ১৯৬৪।

মাইরপিট *বি* মারা ও পিটানো। 'গিরিধর রায়ের সরকারকে মাইরপিট করাতে ...।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

মাইরি [প মেরী] *অব্য* (খ্রিস্টান) মা মেরীর নামে শপথ করতে ব্যবহৃত শব্দ। 'দিদি আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করিনি – মাইরি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাইল [ই] *বি* দূরত্বের পরিমাপবিশেষ; ১৭৬০ গজ পরিমাণ দূরত্ব। 'পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মাইলটাক [ই মাইল+টাক] *বি* মাইলখানেক দূরত্ব। 'আর মাইলটাক আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

মাইল পোস্ট [ই] *বি* সড়কে মাইলের দূরত্ব চিহ্নিত ফলক; মাইল-ফলক। 'মাইল পোস্ট না ফেরার পথের ওপর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইল স্টোন [ই] *বি* মাইল-ফলক। 'উহার নাম মাইল স্টোন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাইলের পর মাইল *ক্রিবিণ* সুদীর্ঘ পথ জুড়ে। 'দেবদারু পামের নিবিড় মাথা – মাইলের পর মাইল।' *জীবন*, ১৯৪২।

মাইশর, মাইসর [স মৃগশিরা] *বি* অগ্রহায়ণ মাস। 'মাঁস মধ্যে মাইশর আপনে ভগবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০

মাইস [স মহিষ] *বি* মহিষ। 'ছাগল মাইস মেষ অনেক পরিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মাউ [স মাতৃ>] *বি* মা। 'রামকৃষ্ণ গেলা বাপ মাউ দেখিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাউই-মা *বি* ভাই বা বোনের শাশুড়ি। 'তোমার মাউই-মা যখন বেঁচেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মাউগ *বি* স্ত্রী; মাগী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাউন্টেন [ই] *বি* পাহাড়-পর্বত। 'আমি মাউন্টেন লঙ্ঘন করতে পারি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

মাউত [স মহামাত্র] *বি* মাহুত। 'মাউতের হাতে লোহার ডাঙশ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মাউর *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'মাউর রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাউলানী *বি* মাতুলানি; মামী। 'তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাউসী [স মাতৃস্বসা] *বি* মাসি। 'মামী মাউসী তার ঠাঁয়ি নাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাএ [আ মা'অ] *বিণ* মায়; সমস্ত; পুরো। 'চতুর্দ্দিমা বসুন্দ মাএ আমলা সমেত তোমার স্থানে ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

মাও [স মাতৃ>] *বি* মা। 'আমারত মাও দেবি আমারে বলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাওরি *বি* নিউজিল্যান্ডের আদি অধিবাসী। 'মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মাওলা [ফা] *বি* প্রভু। 'সাঁই, এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

মাওয়া *দ্র* মওয়া

মাংনা *ক্রিবিণ* বিনা পয়সায়। 'বাবা ডাক মাংনা হয় না।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মাংশপেশীবহুল [স] *বিণ* সুগঠিত মাংসপেশীপূর্ণ। 'তার মাংশপেশীবহুল, সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহ বাঙালী বৈদেশিকের বিস্ময় উৎপাদন ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মাংষ [স মাংস] *বি* মাংস। 'তাহার মাংষ খাইলেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মাংস [স] *বি* প্রাণীদেহের হাড় ও চামড়ার মধ্যবর্তী কোমল বস্তু। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

মাংসওয়ালা [স মাংস+হি ওয়ালা] *বি* মাংসবিক্রেতা। 'রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালা কয়লাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকেরেই নিজস্ব "চি-চিং ফাক" আছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মাংসপিণ্ড [স] *বি* মাংসের দলা। 'সিঞ্চিয়া সিতল জল মাংসপিণ্ড কৈল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাংসপুত্তলী [স] *বি* মাংসের তৈরি পুতুল। 'আমি প্রাণহীনা মস্তিগঠিতা মাংসপুত্তলী।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মাংসপেশি, মাংসপেশী [স] *বি* হাড়ের উপরকার দেহের সঞ্চালনকারী কোমল বস্তু। 'অস্থি, মাংসপেশি, মস্তিষ্ক, নাড়ি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'তাহারদের এক মাংসপেশী জানুর উপর দিয়া পদতল পর্য্যন্ত গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মাংসপেশীহীন [স] *বিণ* দুর্বল। 'সে বর্ত্তমানের ক্ষীণকায়, মাংসপেশীহীন, রোগ-বিশীর্ণ, অনশন-ক্লিষ্ট ... বাঙালী নারী নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মাংসপ্রীতি [স] *বি* মাংসের প্রতি আসক্তি। 'এ শিকারের নেশা ... এ নিশ্চয় মাংসপ্রীতি নয়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

মাংসবিরল [স] *বিণ* কঙ্কালসার। 'মাংসবিরল দেহের ভঙ্গিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাংসব্রণ [স] *বি* ফোড়া। 'মাংসব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাংসভুক [স] *বিণ* মাংসভোজী। 'দ্রাক্ষারস ও মাংসভুক শরীরে ঐ সকল উষ্ণদ্রব্যের অভাব হইলে হানি নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মাংসভোজী [স] *বিণ* মাংস ভোজনকারী। 'মাংসভোজী ও উদ্ভিদভোজী জন্তুদিগের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মাংসল [স] **১** *বিণ* মাংসবহুল। 'এই অঙ্গুলিসকল মাংসল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* স্থূল; চওড়া। 'মাংসল পথ।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাংসাভিলাসী [স] *বিণ* মাংস খাওয়ার বাসনা পোষণ করে এমন। 'আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাসী ব্যাঘ্রকুলতিলক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মাংসাশী [স] *বিণ* মাংসখাদক; মাংসাহারী। 'তৃণাহারী হরিণ সমস্ত মাংসাশী পশু অপেক্ষায় দ্রুতগামী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মাংসাহারী [স] *বিণ* মাংসখাদক। 'মাংস তোর মাংসাহারী জীবে দিব এবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মাঁগা [স মার্গণ>] *ক্রি* চাওয়া; যাচনা করা। **মাঁগ** *ক্রি* চাও। 'বিরহী জুবতি মাঁগ দরসন দান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মাঁগব** *ক্রি* চাইবো। 'হীরা মনি মানিক একো নহি মাঁগব ফেরি মাঁগব পহু তোরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মাঁগী** *ক্রি* চাই। 'কর যোড় করি রতি ভিক্ষ্যা তোক মাঁগী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাঁগে** *ক্রি* যাচনা করে। 'ভাগিনা সুরতি মাঁগে দানের ছলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাঁটা [স গ্রন্থি] *বিণ* আঁটা। 'আমার অধর হীরাকষ দ্বারা মাঁটা থাকিবে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মাঁফা *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'মাঁফিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাঁস[১] [স মাংস] *বি* মাংস। 'হণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

মাঁস[২] [স মাস] *বি* মাস। 'মাঁস মধ্যে মাইসর আপনে ভগবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাকড়[১] [স মর্কট] **১** *বি* বানর। 'বামন শরীর মাকড় বেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মাকড়সা। 'মাকড়ের সুত।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাকড়জীবী [স মর্কটজীবী] *বি* যারা পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে। 'মাকড়জীবী ঐ যে ফেরে গড় করি তায় অনেক তফাৎ থেকে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

মাকড় মরে গেলে ধোকড় হয় – পক্ষপাতমূলক আচরণ। *অবন*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২৭।

মাকড় মারলে ধোকড় হয় – পক্ষপাতমূলক আচরণ। 'এই মাকড় মারলে ধোকড় হয় নীতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাকড়সা [স মর্কট] *বি* সূক্ষ্ম জাল-রচনাকারী অষ্টপদী কীটবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'মৌমাছী ও মাকড়সার মধ্যে অতিবাদ বিবাদ হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মাকড়সাজাল [স মর্কটজাল] *বিণ* মাকড়সার জালের মতো বুননবিশিষ্ট। 'কেউ-বা আনল মাকড়সাজাল শাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মাকড়সার জাল *বি* মাকড়সার বোনানো জাল। 'রেলপথ আঁকা মানচিত্র দেখিলে বোধ হয় লণ্ডন যেন মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মাকড়া [স মর্কট] *বি* মাকড়সা। 'মাকড়ার আশে বন্দী সে জল।' *লালন*, ১৮৯০।

মাকড়ের সুতা *বি* মাকড়সার জাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাকসা *বি* মাকড়সা। 'মাকসার জালে মাতঙ্গ বাধিলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মাকোষা *বি* মাকড়সা। 'মগজ মহলে মাকোষা ঢুকিলে বেরুবেই টিকি-ঝুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

মাকড়[২] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'হলধর মাকড়।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মাকড়ি, মাকড়ী [স মকর] *বি* কানের অলংকার। 'রজত মাকড়ি কর্ণে ঘন ঘন দোলে।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ী ও হাতের বালা খুলিয়া ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মাকন্দ [স] *বি* চন্দন। 'আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব হরিতাল বদলে হিরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাকান [আ মুকাম] *বি* বাড়ি। 'বড় রাস্তা হতে ২/৩ শত হাত গলির ভিতর দু-মনজেলা মাকান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাকাল[১] [স মহাকাল] *বি* বাইরে থেকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু অখাদ্য ফলবিশেষ। 'মাকাল ফলটি রাঙাচোঙা/ তাই দেখে মন হলি ঘোঙা।' *লালন*, ১৮৯০।

মাকাললতা *বি* মাকাল গাছের লতা। 'শুকনো মাকাললতা।' *জীবন*, ১৯৩১।

মাকাল[২] [স মহাকাল>] *বি* (হিন্দুধর্ম) লোকদেবতাবিশেষ। 'মাকালপূজা করিয়া বেড়াইতে হয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মাকু [ফা] ১ *বি* একপ্রকার ধান ও তার চাল। 'মাকু মেটে মধিলোট শিবজটা পরে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* তাঁত বোনার কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার যন্ত্র, যা দিয়ে সুতো আড়াআড়িভাবে বোনানো হয়। 'এই হাতে দিলুম মাকু, ভ্যা কর তো বাপু।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মাকুবাজি করা *ক্রি* বৈঠা বাওয়া। 'সারাদিন এপার-ওপার মাকুবাজি করে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

মাকু মারা *ক্রি* তাঁত বোনার কাজ করা। 'এই একটানা আগুনের ভিতর পেশাওয়ার কাবুলে মাকু মারা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'রামদয়াল তাঁতে বসিয়া খটাখট মাকু মারিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মাকুন্দ [স মৎকুণ] *বি* যে বয়স্ক পুরুষের গোঁফ-দাড়ি ওঠেনি। 'মাকুন্দ হত যদি কুন্দ-বালা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মাকুন্দা *বিণ* শ্মশ্রুহীন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাকুন্দিআ *বিণ* শ্মশ্রুহীন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাকুল [আ] ১ *বিণ* দক্ষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বিণ* ন্যায়সঙ্গত। 'বড়ই মাকুল দেখ মোহাম্মদী দীন।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *বিণ* উপযুক্ত। 'এক জন মাকুল লোক মুনসি চাকর রাখিতে হবেক।' *কেরি*, ১৮০২। ৫ *বিণ* সুন্দর। 'চান্দেরে জিনিয়া তার ছুরত মাকুল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মাক্ষণ [স ম্রক্ষণ] *বি* মাখন। 'মাক্ষণ ও লবনি ঘির ও সর ছানা দোকানেং প্রস্তুত।' *রামরাম*, ১৮০১। দ্র মাখন

মাক্ষি [স মক্ষিকা] *বি* মাছি। 'মাক্ষি অঙ্গের পরে পড়িতে নাহি পারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

মাখন [স ম্রক্ষণ] *বি* দুধ থেকে প্রস্তুত স্নেহ পদার্থবিশেষ; ননি। 'খানসামা আজিকার মাখন বড় মন্দ।' *কেরি*, ১৮০২।

মাখনচোর *বি* কৃষ্ণ। 'ধরো ধরো শ্রীদাম, আমি তোর করে/ সঁপে দিলাম মাখনচোরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মাখন-রোদ *বি* মাখনের মতো কোমল রোদ। 'সকালের টাটকা মাখন-রোদে জেগে ওঠা।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মাখনি *বি* মাখন; ননি। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মাখনি সর *বি* মাখনের সর। 'পায়স মাখনি সর পাশে ধরে আনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাখা[১] [স ম্রক্ষ>] ১ *বিণ* মেখে রাখা। 'গায় মাখা রাঙ্গা ধুলা বিক্রমের কত গর্ব কথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* লিপ্ত। 'স্মৃতি-আশা-মাখা মৃদু সুখে দুখে/ পুলকিয়া উঠে কায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মাখাজোখা *বিণ* মিশ্রিত; মেলানো-মেশানো। 'বিষামৃত আছে রে মাখাজোখা।' *লালন*, ১৮৯০।

মাখামাখি ১ *বি* একাত্মতা। 'ভক্তিতে প্রেমেতে পরস্পর মাখামাখি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* অবিরাম মাথার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বি* ঘনিষ্ঠতা। 'তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখীত্ব করে আবার চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মাখা[২]**, মাখানো**[১] [স ম্রক্ষ>] ১ *ক্রি* মেখে রাখা। 'কাঠ কঠিন মোদক উপরে মাখিয়া গুড়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* প্রয়োগ করা। 'সাঁচানি খাসীর মাংসে বিষ মাখিয়াছ।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *ক্রি* লেপন করা। 'বদনে বিভূতি মেখে পরে বাঘছালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৪ *ক্রি* আবেশ সৃষ্টি করা। 'চোখের উপরে কে যেন স্বপ্ন মাখিয়ে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *ক্রি* ভাতের সঙ্গে তরকারি মিশানো। 'আনু ফুঁ দিয়ে দিয়ে মাখাতে লাগল।' *শামসুল*, ১৯৫৭। **মাখলে** *ক্রি* মাখালে। 'ভাত তো মাখলে এখন মুখে তোল।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **মাখিতে** *ক্রি* মাখতে। *ওর্সা*, ১৭৮২। **মাখিয়া** *ক্রি* মেখে। 'কাঠ কঠিন মোদক উপরে মাখিয়া গুড়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মাখিয়াছ** *ক্রি* প্রয়োগ করেছো। 'সাঁচানি খাসীর মাংসে বিষ মাখিয়াছ।' *সুলতান*, ১৭০০। **মেখে** *ক্রি* লেপন করে। 'বদনে বিভূতি মেখে পরে বাঘছালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মাখাচুকা *ক্রি* মাখিয়ে ফেলা। 'হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মাখানো[২] [স ম্রক্ষ>] *বিণ* লেপন করা হয়েছে এমন। 'হৃদয় ছিল গো কবিতা মাখানো, প্রকৃতি আছিল কবিতাময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'দেহে এলোথেলো বাস, নয়নে মমতা, অধরে মাখানো কোমল সরস হাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'গল্পে-গুজবে কালিদাসের চরিত্র কলঙ্কে মাখানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাগ[1] [স মার্গ] ১ *বি* মার্গ্গ। 'চালিউঅ ষষহর মাগে অবধূই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। ২ *বি* পথ। 'বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই বাহ তু ছন্দা।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

মাগ[2] *দ্র* মাগা[2]

মাগ[3] [মাগী] *বি* পত্নী। 'আমাদের দোকান পাট বন্ধ হইল, মাগ ছেলেও শুকিয়ে মরল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মাগখেগো *বিণ* স্ত্রী হত্যাকারী। 'কামিনী মাগখেগো ভাতারের হাত হতে রক্ষা পায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মাগগি [স মহার্ঘ] ১ *বি* চড়া দামের। 'মাগ্‌গির বাজার।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ *বিণ* (ঠাট্টা) অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে দাম বাড়িয়ে দেওয়া। 'পদ্মমুখি, মিসি মাগগি কর্য়ো তুল্যে যে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাগগি দর *বি* খুব বেশি মূল্য। 'মাগগি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মাগগী ভাতা *বি* জিনিসের দাম বাড়ার কারণে কর্মচারীদের বেতন ছাড়াও প্রদত্ত বাড়তি অর্থ। 'তাহাদিগকে পূর্ণহারে মাগগী ভাতা দিতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মাগজিন [ই ম্যাগাজিন] *বি* সাময়িকপত্র। 'কালিডস্কোপ মাগজিন নং ১/৫ পর্য্যন্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মাগতিয়া [স মার্গণ>] *বি* ভিখারি। 'মক্কার মাগতিয়ার রণে এথেক কান্দন।' *সুলতান*, ১৭০০।

মাগধ [স] *বিণ* মগধদেশীয়। 'আর্য্যক্ষেত্রে সূত, মগধ, বন্দর...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মাগধী [স মাগধীয়] *বি* প্রাচীন পূর্বভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা উদীচী মহারাষ্ট্রী মাগধী ... এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মাগধী প্রাকৃত *বি* পূর্ব ভারতের মগধ অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষা। 'বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল পালিতে এবং জৈনধর্ম মাগধী প্রাকৃতে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মাগন [স মার্গণ>] *বি* ভিক্ষা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাগনা *বিণ* বিনা দামে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মাগনা তো নয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মাগফেরাত, মাগফেরাৎ [আ মাগফিরাত] *বি* (ইসলামমতে) মৃতব্যক্তির আত্মার শান্তি ও পাপমোচনের জন্যে প্রার্থনা। 'মাগফেরাৎ কামনা করি তাঁর মহান আত্মার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'মোনাজাত করি মরহুমের মাগফেরাত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাগরিব [আ] *বি* (ইসলামমতে) সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে যে নামাজ পড়া হয়। 'আসরেত আসসুরা ও বেজা মাগরিবে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মাগা[1] [স মার্গ>] *বি* মার্গ্গ। 'বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা।' *চর্যা* ৮, ১২০০।

মাগা[2] [স মার্গণ>] ১ *ক্রি* চাওয়া। 'গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনা সেবা মাগি নিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ভেক স্থানে কুম্ভীরে না মাগে অব্যাহতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* প্রার্থনা করা। 'পঞ্চগুণে পঞ্চবার মাগ স্বামী বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মাগ** *ক্রি* প্রার্থনা করো। 'পঞ্চগুণে পঞ্চবার মাগ স্বামী বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মাগঅ** *ক্রি* ভিক্ষা করে। 'কানেট চোরে নিল কাগই মাগঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। **মাগএ** ১ *ক্রি* কামনা করে। 'মাগএ সুরতি দান সান দেই মাথে।' বড়ু, ১৫৭০। ২ *ক্রি* প্রার্থনা করে। 'রত্নদান করএ মাগএ পুত্র দান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মাগওঁ** *ক্রি* প্রার্থনা করি। 'সুরপতি পাএ লোচন মাগওঁ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মাগম** *ক্রি* প্রার্থনা করবো। 'পদযুগ কমলে মাগম পরিহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মাগহ** *ক্রি* চেয়ে নাও। 'প্রভু বোলে আচার্য মাগহ নিজ কার্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মাগাএ** *ক্রি* প্রার্থনা করে। 'রাজাএ মাগাএ ভিক্ষা রাজ্যপাট হরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মাগি** ১ *ক্রি* প্রার্থনা করি। 'এক বস্ত্র মাগি দেহ প্রসন্ন হইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* ভিক্ষা ক'রে। 'এমন সময় হর ভিক্ষা মাগি আইলা ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* চেয়ে। 'তুষ্ট হইয়া বোলে হর মাগি লয় বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মাগিএ** *ক্রি* প্রার্থনা করে। 'তে কারণে প্রভুপদে মাগিএ খণ্ডাইতে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মাগিনু** *ক্রি* প্রার্থনা করলাম। 'শুনহে কোটাল ভাই মাগিনু তোমার ঠাঁই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মাগিব** *ক্রি* প্রার্থনা করবো। 'গোবিন্দ মাগিব মনি হেনঞি না জানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **মাগিম** *ক্রি* ভিক্ষা করবো। 'খণ্ডাও বিষম সাপ মাগিম প্রশাদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মাগিয়া** *ক্রি* চেয়ে। 'আমার নাম করিয়া অর্ন্ন আনহ মাগিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **মাগিল** *ক্রি* চাইলো। 'মাগিল রাজারে মুনি উদ্ধব পাঠাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **মাগিলা** *ক্রি* প্রার্থনা করলো। 'দেখিবারে সেই নূর প্রভুতি মাগিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **মাগিলে** *ক্রি* চাইলে। 'না মাগিলে মুক্তি পদ আমার মায়াএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **মাগিলেন্ত** *ক্রি* প্রার্থনা করলো। 'দিলে মুখে মাগিলেন্ত আল্লার গোচর।' *সুলতান*, ১৭০০। **মাগীতে** *ক্রি* মাগতে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **মাগে** ১ *ক্রি* চায়। 'মানুস হইয়া পারিজাত মাগে গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* যাচনা করে। 'ভিক্ষা মাগে পঞ্চভাই নগরে নগরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মাগেন** *ক্রি* প্রার্থনা করেন; ইচ্ছা করেন। 'রদ্রিগিউস সাহেব হুকুম মাগেন সহরের সাহেব লোককে ও দরবস্ত বসত্যা দিগকে প্রচার করিত।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **মাগ্যা** *ক্রি* প্রার্থনা ক'রে। 'তোরে দিতে বর মাগ্যা ধনপতি বন্দি নাগ্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মাগ্যা নিল** *ক্রি* চেয়ে নিলো। 'হইআ রাজার সবিনয় মাগ্যা নিল পরাজয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাগাজিন [ই ম্যাগাজিন] *বি* সাময়িক পত্রিকা। '... চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মাগি, মাগী [পা মাতুগামা] ১ *বি* (তুচ্ছার্থে) স্ত্রীলোক। 'মুনিস্যা মাথায় তৈল মাগীটির পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'অভাগা মাগীগুলা কতই কয়; এত কি প্রাণে সয়।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'মাগীদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ *বি* লাস্যময়ী নারী। 'একা মাগী লাগায়েছে হাট।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ৩ *বি* বেশ্যা। 'বোধ করি ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৪ *বি* (আদরে) মেয়ে। 'আমি আদর করিয়া, তোমায় মাগী বলিয়া আহ্বান ও সম্ভাষণ করিতাম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪। ৫ *বি* (তুচ্ছার্থে গালিবিশেষ) নারী। 'এই মাগি, তু কে লা?' *মণীশ*, ১৯৫৭।

মাগীখোর [মাগী+ফা খোর] *বিণ* কামুক। 'শালা ঢ্যামনা, মাগীখোর তুর যে নিদেন কাল হেঁকেছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মাগীপট্টি [মাগী+স পট্ট>] *বি* বেশ্যাপাড়া। 'রাস্তাটা পার হইলেই তো তোমার বাদামতলীর মাগীপট্টি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মাগী বৈষ্ণবী [মাগী+স বৈষ্ণবী] *বি* স্ত্রী বৈষ্ণব। 'এক মাগী বৈষ্ণবী আপনার কাছে আসতে চায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মাগু [পা মাতুগাম] *বি* স্ত্রী। 'কালি গুরি দুটী মাগু দেশেতে রহিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাগু কিল *বি* স্ত্রীলোকের মুষ্টি প্রহার। 'মাগু কিলেঁ কিলাওঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে।' বড়ু, ১৪৫০।

মাগু ছেল্যা *বি* পত্নী-পুত্র। 'মাগু ছেল্যা বিকাবেক চৈতন্যের হাটে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকরাম, ১৭৮১।

মাগুরাঁড়িয়া *বি* (গালি) বেশ্যা মাগী। 'বেটা মাগুরাঁড়িয়া গুষ্টিখেগো আমাকে যাহা খুশি তাহাই বলে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মাগুর [স মদ্গুর] *বি* জিওল মাছবিশেষ। 'মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।' *ভারত*, ১৭৬০।

মাঘ [স] *বি* বাংলা দশম মাসবিশেষ। 'চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাঘমণ্ডল [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘ সংক্রান্তি পর্যন্ত চলা। 'এইবার মাঘমণ্ডল ব্রতটি কেমন তা দেখি।' *অবন*, ১৯১৯।

মাঘমণ্ডল ব্রত [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘ সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে এমন ব্রতবিশেষ। 'এইবার মাঘমণ্ডল ব্রতটি কেমন তা দেখি।' *অবন*, ১৯১৯।

মাঘমাস্যা [স মাঘমাস>] *বিণ* মাঘ মাসের। 'মাঘমাস্যা যেন মূলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাঘ সংক্রান্তি [স] *বি* মাঘ মাসের শেষ দিন। 'এক মাঘ সংক্রান্তিতে উত্তম আসন।' *সুলতান*, ১৭০০।

মাঘীপূর্ণিমা *বি* মাঘ মাসের পূর্ণিমা। 'সেদিন মাঘীপূর্ণিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাঙন [স মার্গণ] *বি* ভিক্ষা মাগা। 'বাড়ি বাড়ি চলল তারা মাঙন হাঁকি হাঁকি।' *জসীম*, ১৯২৯।

মাঙনা *ক্রিবিণ* বিনামূল্যে। 'মাঙনা দিবি অত বড় কুমড়াটা।' *জসীম*, ১৯৬৪।

মাঙা *ক্রি* প্রার্থনা করা। **মেঙে** *ক্রি* ভিক্ষা করে। 'কাঙাল হব মেঙে খাব রাজরাজ্যের আর কার্য নাই।' *লালন*, ১৮৯০।

মাঙ্গ [স মার্গণ>] *বি* মাঙ্গল। 'মাঙ্গত চতুহিলে চউদিস চাহঅ।' *চর্যা*, ১২০০।

মাঙ্গন [স মার্গণ>] *বি* ভিক্ষা। 'তিনি মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্ব্বক অপহরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'চাঁদা, ভিক্ষা বা মাঙ্গন – জমিদারের ঋণ পরিশোধার্থ টাকা সংগৃহীত হয়।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

মাঙ্গনিয়া *বিণ* ভিক্ষুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাঙ্গলিক [স] **১** *বিণ* (প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী) সংসারের ভালো হয় এমন। 'বাটীতে টিকটিকির নাচ ... মাঙ্গলিক কর্ম্ম করাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। 'হিন্দু-মুসলমানের সব মাঙ্গলিকেই সুপারির প্রয়োজন হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মাঙ্গল্য [স] **১** *বিণ* (প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী) মঙ্গলসূচক। 'তাহাতে আলিপনা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের অবস্থান করে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **২** *বি* মঙ্গলাচারের দ্রব্য। 'মাঙ্গল্য রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাঙ্গল্যমন্ত্র [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) মঙ্গলসূচক স্তোত্র। 'মাঙ্গল্যমন্ত্রপাঠ চলছিল রাজবাড়িতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাঙ্গা[1] [স মার্গ>] *ক্রি* ভিক্ষা করা। **মাঙ্গসি** *ক্রি* ভিক্ষা করো। 'আবুধ ছাওয়াল কাহ্নাঞি মাঙ্গসি দান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাঙ্গহ** *ক্রি* প্রার্থনা করো; ভিক্ষা করো। 'ভিক্ষা মাঙ্গহ ঘরে ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাঙ্গাইয়া** *ক্রি* প্রার্থনা ক'রে। 'এক রোজ মাবিয়া এজিদে মাঙ্গাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **মাঙ্গিল** *ক্রি* চাইলো। 'বুঝিআঁ রাধাক বাঁশী মাঙ্গিল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাঙ্গে** *ক্রি* প্রার্থনা করে। 'কাহ্নু মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেঙ্গে** *ক্রি* চেয়ে। 'দেশে দেশে মেঙ্গে খাব ভিখ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাঙ্গা[2] [স মহার্ঘ] *বিণ* মহার্ঘ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাচ [স মৎস্য] *বি* মাছ। 'অদ্য বাজারে ভাল মাচ নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১। দ্র **মাছ**

মাচভাত *বি* মাছভাত। 'মাচভাত খেয়ে বালির পিণ্ডি দিলে উদ্ধার হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মাচা [স মঞ্চ] **১** *বি* বাঁশ-কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি উঁচু স্থান। 'ওরে ঐ কদ্দুর ডগাটা মাচার উপর তুলে দে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* বাঁশের তৈরি শব বহনের আধার। 'মাচাটা তাহারা কাঁধে তুলিয়া লইল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাচাঙ [স মঞ্চ] *বি* মাচা; মঞ্চ। 'মধ্যিখানে মাচাঙ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মাচান [স মঞ্চ] **১** *বি* মাচা। 'অজয়া নদীর কুলে বান্ধিয়া মাচান।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* লতা জাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য বাঁশ-কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি উঁচু মঞ্চবিশেষ; মাঁচা। 'মরা মাচানের দেশ করে তোলো মশগুল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মাচেরটক [ই ম্যাজিস্ট্রেট] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট। 'তাতে না কি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিতে পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাছ [স মৎস্য] *বি* মৎস্য। 'জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাছওয়ালা, মাছওলা [মাছ+হি ওয়ালা] *বি* মাছবিক্রেতা; মাছ বিক্রি করে যে। 'তপসি-মাছওয়ালা আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বকুনি খেয়েছে যেই মাছওলা মিনসের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মাছতরকারি *বি* মাছ দিয়ে রান্না করা তরকারি; মাছ তরকারি ইত্যাদির ব্যঞ্জন। 'ডালভাত, মাছতরকারি, দুতিন রকমের ভাজি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মাছ ধরা *ক্রি* জলাশয় থেকে মাছ মারা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মাছধরা খেলা *বি* মাছ ধরার অনুকরণ করে খেলা। 'ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাছপাতরি *বিণ* পাতা দিয়ে মুড়ে রান্না করা মাছের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি মাছপাতরি হয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মাছভাত *বি* মাছভাতের মতো প্রাত্যহিক ব্যাপার। 'কুরুক্ষেত্র ওখানকার নিত্যঘটনা – একেবারে মাছভাত।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মাছমারা *বিণ* মাছ ধরা হয় যা দিয়ে। 'মাছমারা বঁড়শীর ছিপ দিয়ে ... বেদম মারত গঙ্গাচরণ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

মাছহীন *বিণ* মাছছাড়া। 'আমি মাছহীন ভাতের থালার সামনে বসেছি।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

মাছের তেলে মাছ ভাজা – কোনো কাজের লাভ থেকে সে কাজ চালানো; আয় থেকেই ব্যয় করা। 'তারা বললে, এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মাছরাঙা, মাছরাঙ্গা [স মৎস্যরঙ্গ] *বি* মাছখেকো এক জাতীয় সুদর্শন পাখি। 'চাতক তিথির ফিঙ্গা টেঁষকানা মাছরাঙ্গা নাবক সারস

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঙ্গটিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বাঁশের উপর মাছরাঙা পাখি ছবির মতো স্থির হয়ে বসে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মাছি^{1}, মাছী [স মক্ষিকা] *বি* পতঙ্গবিশেষ। 'তাহাতে পাকিলে গোদ ভেন ভেন করে মাছি।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'একবার এক পিপড়িয়া আর মাছী ...।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'রেতে মশা দিনে মাছি, এই তাড়য়ে কলকেতায় আছি।' **গুপ্ত**, ১৮৫৮।

মাছিত্ব [মাছি+স ত্ব] *বি* মাছির ভাব; মাছির স্বভাব। 'লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ব, ভুলে যায় মাছিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মাছিমশা [মাছি+স মশক>] *বি* মাছি ও মশা। 'ধুলোকাদা, মাছিমশা, এ-সকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাছি মারা ১ *ক্রি* কোনো কাজ না করা। 'সকলেই তো দেখি, বসিয়া বসিয়া মাছি মারিতেছেন।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* অন্ধভাবে অনুকরণকারী। 'একদিন বোকার মতো করছিলুম মাছি-মারা নকল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মাছিমারা কেরানি, মাছি-মারা-কেরানী *বি* বুদ্ধি-বিচারহীন নকলনবিস। 'পূর্বকালের মাছিমারা কেরানিদিগের মতো ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মাছি মেরে হাত কাল করা – ছোটো ভুলে বড়ো কিছুর মাহাত্ম্য নষ্ট করা। 'হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাছি^{2} *বি* বন্দুকের নলের উপরে থাকা নিশানা-নির্দেশক চিহ্ন। 'বন্দুকের নলের মাছিটা।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

মাছুয়া [স মৎস্য>] *বি* মৎস্যজীবী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাছুআ *বি* মৎস্যজীবী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাছুআনি *বি স্ত্রী* মৎস্যজীবী নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাছৈ *বি* ঝুলানো বাতিদান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাছ্যাতা [স মেচক] *বি* মেছতা; মুখমণ্ডলে কালো রঙের ছোপ। 'মাছ্যাতা দেখিআ মুখে দর্পণে চাপড় বাছিআ পরএ মেঘডম্বুর কাপড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাজ [স মধ্য] *ক্রিবিণ* মাঝে; মধ্যে। 'সজল নয়নে রাজা গেল পুরি মাজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাজ রাত্তির *বি* মধ্যরাত। 'মাজ রাত্তিরে মূল সন্ন্যাসী ঘটে করে জল আনলে সেই জলে লীলাবতীর ঘট স্থাপন হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাজকুড়া *বি* বর্মবিশেষ। 'মাজকুড়া হিরায় জড়িত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাজন [স মজ্জন] *বি* বারবার ঘষা; ঘষামাজা। 'বাবকের রসে করে অধর মাজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাজমের বরপী *বি* এক রকমের মাদকপূর্ণ চৌকো করে কাটা মিঠাই। 'চরসটা, মাজমের বরপীখানা, সিদ্ধিটে আসটাও চলতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাজহাব [আ] *বি* (ইসলামমতে) বিশেষ মত ও পথ অবলম্বনকারী সম্প্রদায়। 'হানাফী, হাম্বালী, শাফেয়ী ও মালেকী এই চার মাজহাবের অভ্যুত্থান।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৫।

মাজহাবি, মাজহাবী [আ মাজহাব>] *বিণ* মজহাবসংক্রান্ত। 'মাজহাবী ব্যাপারে শরিয়ত-বিরোধী আইন পাশ হওয়ায় ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৬; 'এবাদতে এবং মাজহাবি কাজে সম্পূর্ণভাবে মনঃপ্রাণ ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মাজা^{1} [স মজ্জন>] **১** *ক্রি* ঘষা। 'মাজি ধয়ল জনু কনয় মুকুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *বি* সিক্ত করা। 'শিশিরে মুখানি মাজি সখী, লোহিত বসনে সাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **৪** *ক্রি* পরিমার্জন করা। 'পত্তিতে দেয় নাই মেজে – প্রাণের ভাষাই এর খনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **মাজি** *ক্রি* মেজে; পরিষ্কার ক'রে। 'মাজি ধয়ল জনু কনয় মুকুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মাজিতে** *ক্রি* মাজতে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **মাজিয়া** *ক্রি* ঘষে। 'মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান।' *ভারত*, ১৭৬০। **মেজে** *ক্রি* ঘষে। 'মেজে কৈল কাঁচটাল।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মাজা-গলা *বি* রেওয়াজ-করা কণ্ঠ। 'মাজা-গলা চাঁচা সুর আহ্লাদে ভরপুর।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

মাজা ঘষা ১ *বিণ* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 'মাজাঘষা কতকগুলি পিতল-কাঁসার বাসন।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* যত্ন-নেওয়া। 'বড়বৌয়ের বেশ মোটাসোটা মাজা-ঘষা দেহ।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৩** *বি* খুব ভালো করে ঘষামাজার কাজ। 'চাকরের উপরে মাজাঘষার ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৪** *বিণ* মার্জিত। 'মুখের ভাবে মাজাঘষা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মাজানো *বিণ* পরিমার্জন করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাজা-মাজা *বিণ* ঘষে উজ্জ্বল করা হয়েছে এমন। 'ওর স্বাস্থ্য ভাল, মাজা-মাজা গায়ের রং।' *সুনীল*, ১৯৭০।

মেজে ঘষে, মাজিয়া ঘষিয়া ১ *ক্রিবিণ* গুছিয়ে; পরিশীলিতভাবে। 'তিনি কখনো বিবেচনা করে, মেজে ঘষে কথা কন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'হ্রস্বদীর্ঘাদি প্রভেদজনিত বক্রতা ভাঙিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া এমন মসৃণ করিয়াছেন যে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০। **২** *ক্রিবিণ* পরিপাটি করে। 'তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাজা^{2} [স মধ্য>] *বি* কোমর। 'লাঠী পিঠে পড়িতেছে, মাজা দমিয়া যাইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মাজাভাঙা *বিণ* দুর্বল। 'মাজাভাঙা রগটিলে তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মাজাকসা *বিণ* নির্ভুল। 'চারিধানে তেরতি হয় আট রতিতে মাসা/ দশ মাসায় তোলা হয় অঙ্ক মাজাকসা।' *ওর্সা*, ১৭৮৪।

মাজার^1 [স মধ্য>] *বি* অভ্যন্তর। 'আর কোন কর্ম্ম করে ক্ষত্রিয় মাজারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাজার^2 [আ] *বি* কবর; সমাধি। 'মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মাজার শরীফ [আ] *বি* পবিত্র সমাধিক্ষেত্র। 'তারপর দরগা শরীফ, মাজার শরীফ ... প্রভৃতির কথা।' *সওগাত*, ১৯৩০।

মাজি, মাজী [মু মাঝি] *বি* মাঝি; নৌকার চালক। 'শ্রীভাগবত মাজী।' *বোগল*, ১৭৭০; 'আমরা দুই জন মাজি লইয়া নৌকারোহণ করাই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মাজিস্ট্রেট, মাজিষ্টার, মাজিস্ত্রিট, মাজিস্ত্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট [ই ম্যাজিস্ট্রেট] **১** *বি* জেলাপ্রশাসক। 'কলিকাতাস্থ মাজিস্ত্রিট সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৭; 'সক্ষম মাজিস্ট্রেট সাহেবের আশঙ্কায় পুলিশের এতদ্দেশীয় আমলারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত আর সি হলকট।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'তথাপি মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচারক। 'ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নালিশ শুনিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া খাতির করিয়া

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কহিলেন ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রভৃতি প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মাজু [ফা] *বি* ফলবিশেষ। 'মাজুফল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মাজুম [আ মাজুন] *বি* নেশাদ্রব্যবিশেষ। 'আফিম সবজী পত্তি মাজুম আর গাঞ্জা গুলি চরসের ধূম।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মাজুর *বি* মাদুর। 'মাজুরটো কাচা হয় নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাজুরি *বি* মাদুর। 'মাজুরি পাতিআ দিল বসিতে কিঙ্করী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাজুল [আ মা'আজুল] *বিণ* কর্মচ্যুত; বরখাস্ত। 'চৌগ্রামের মাজুল নাএব গৌরিকান্তের জিম্মে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮।

মাজুষ, মাজুস [স মঞ্জুষা] *বি* ভেলা। 'মাজুষ গড়িতে যায়ে মালির তনয়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'কলার মাজুস করি সন্কুরে ভাসাইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাজেজা [আ মুজিজাহ্] *বি* অলৌকিক ঘটনা। 'বিভূতি, মাজেজা যাহা পায় সব প্রভু আল্লার রাহে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মাজেরা [ফা মাজরা] ১ *বি* ঘটনা। '৫ জন বরকন্দাজ সহ মাজেরার স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বি* মহিমা। 'খোদারে দে প্রাণের পিয়, শোন এ ঈদের মাজেরা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মাজো [স মধ্য>] *বিণ* মাঝখানের। **মাজো আঙুল** *বি* মধ্যমা আঙুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাজ্যা [স মধ্য>] *বি* গৃহতল। 'মাজ্যা পিড়া খোপনা বান্ধে দিআ শিলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাঝ[1] [স মধ্য>] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'মাঝ নিরোহেঁ অণুত্তর বোহী।' *চর্যা* ৪৪, ১২০০; 'এখনো কি হয়নি জ্বালা গোষ্ঠগৃহের মাঝ?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'এস তেজঃসূর্য উজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর মাঝ হে, বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয় রাজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাঝ-আকাশ *বি* মধ্য গগন। 'এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মাঝ-কিনারা [মাঝ+ফা কিনারাহ্] *বি* মাঝখানের সীমারেখা। 'দিবস-রাত্রির মাঝ-কিনারায় ধূসর আলোর অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মাঝখান [স মধ্যস্থান] *বি* মধ্যস্থল। 'দোসর বস্ত্র গায় দিবে চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মাঝখানকার *বিণ* সংযোগ রক্ষাকারী। 'সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মাঝ-গগন *বি* মধ্য আকাশ। 'সূর্য তখন মাঝ-গগনে, রৌদ্র খরতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মাঝ-দরিয়া [মাঝ+ফা দরিয়া] ১ *বি* চূড়ান্ত অবস্থা। 'সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* গভীর সমুদ্র; মধ্যসমুদ্র। 'তুই মাঝদরিয়ায় ভেসে চলিস/ ভাসিয়ে তরী তাই।' *নজরুল*, ১৯২৯; 'জাল ফেলেছি মাঝদরিয়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মাঝদীঘি *বি* দিঘির উপরিতলে মাঝখানের স্থান। 'ভেলাটাকে মাঝদীঘিতে টানাটানি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মাঝ-নদী [মাঝ+স নদী] *বি* নদীর মাঝখান। 'মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মাঝ-বয়স *বি* মধ্য বয়স; প্রৌঢ়ত্ব। 'মানুষের মাঝ বয়স যখন পেরিয়ে গেছে তখনো যারা তার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মাঝবয়সী [মাঝ+স বয়সী] *বিণ* মধ্যবয়স্ক। 'দুটি মাঝবয়সী রমণী।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাঝবয়েসী [মাঝ+স বয়সী] *বিণ* মধ্যবয়স্ক। 'দামী স্যুটপরা এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

মাঝ মাঠে শুকানো – পরিণত হওয়ার আগেই নষ্ট হওয়া। 'এমন দু তরফা ভালোবাসাকে মাঝ মাঠে শুকোতে দেওয়া ... একরকম পাপ কি না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাঝরাত [স মধ্যরাত্রি] *বি* রাতের মধ্যভাগ। 'এসেছে চাঁদ মাঝরাতে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মাঝরাত্তি [স মধ্যরাত্রি] *বি* মধ্যরাত। 'তখন মাঝরাত্তির।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মাঝরাত্রি [স মধ্যরাত্রি] *বি* মধ্যরাত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাঝ-সমুদ্র *বি* সমুদ্রের মধ্যখান। 'এক ডাঙা থেকে দিলেম পাড়ি, তরী ডুবল মাঝ সমুদ্রে, ভেসে উঠলাম আর-এক ডাঙায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মাঝামাঝি [স মধ্য>] ১ *ক্রিবিণ* মাঝখানে। 'দুই বন্দিদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখাসমুখি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* মধ্যবর্তী। 'এটাই মাঝামাঝি এবং সম্ভাব্য ব্যবস্থা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মাঝার *বিণ* মধ্যবর্তী। 'মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাঝিয়া [স মধ্য] *বিণ* মেজো। 'মাঝিয়া বিবি গরি পারে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাঝে, মাঝেঁ *ক্রিবিণ* ভিতরে। 'বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দুধ মাঝেঁ লড় ণচ্ছন্তে দেখই।' *চর্যা* ৪২, ১২০০।

মাঝে মাঝে ১ *ক্রিবিণ* কিছু সময় পর পর। 'খসি, মাঝেমাঝে পড়ে। যথা পড়ে তথা পচে, নাহি আর নড়ে।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫; 'মাঝে মাঝে হাসি টিটকারি ইত্যাদি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *ক্রিবিণ* ফাঁকে ফাঁকে। 'আলো-আঁধারের মাঝে মাঝে, ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *ক্রিবিণ* কখনো কখনো। 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'হয়তো আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *ক্রিবিণ* স্থানে স্থানে। 'মাঠের মাঝে মাঝে সবুজ ধানের ক্ষেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মাঝের থেকে *ক্রিবিণ* মাঝখান থেকে। 'মাঝের থেকে আমার খুব নাম রটে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাঝ[2] [স মধ্য>] *বি* মাজা। 'গুরু নিতম্ব ভরে চলএ ন পারএ মাঝ খীনিম নিমাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মাঝদেশ [স মধ্যদেশ] *বি* শরীরের মাঝখানের অংশ; কটিদেশ। 'মাঝদেশ দেখি সিংহমাঝার আকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাঝহিঁ [স মধ্য>] *বি* কটি। 'কেসরি জিনিয়া মাঝহিঁ খীন দুলহ লোচন কোনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মাঝা [স মধ্য] *বি* কটিদেশ; মাজা। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাঝারি, মাঝারী [স মধ্য>] ১ *বিণ* মধ্যম। '২০/২৫ টাকা মাসে দিলে

একজন মাঝারি গোছের লোক পাওয়া যায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* বড়োও না ছোটোও না এমন। 'কেবলি বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি, হাল্কা এবং ভারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'মাঝারি জীবনের এ উদ্দেশ্য।' *জীবন*, ১৯৪৮। ৪ *বি* মধ্যম মানের ব্যক্তি। 'হিন্দু-সমাজে নীতিধর্মী মাঝারির রাজত্ব স্থাপিত হল এবং অনীতিধর্মী মহত্তেরা অন্তর্ধান করলে।' *মোতাহের*, ১৯৫০। ৫ *বিণ* তারুণ্য ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি। 'মাঝারী ধরনের লোকটি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩। ৬ *বিণ* মধ্যমানের। 'আগে মাঝারী আয়ের লোকের পক্ষে ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

মাঝারীবয়সী *বি* তারুণ্য ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি বয়সের ব্যক্তি। 'সুতরাং যে মাঝারীবয়সীকে চায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

মাঝি[১] [মু] ১ *বি* নৌকা চালনা যার পেশা। 'চৌদুলি চুনারি মাঝি কোরঙ্গা দেখায় বাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* নৌকার চালক। *মেয়ার*, ১৭৮৯; 'যত ঘাটের দাঁড়ী মাঝি, কামে নহে রাজি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* হাল ধরে যে। 'তারে হালের মাঝি করি চালাই তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মাঝিগিরি [মু মাঝি+ফা গিরি] *বি* মাঝির কাজ; নৌকা চালানো। 'মাঝিগিরির উমেদার হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মাঝিত্ব [মু মাঝি+স ত্ব] *বি* মাঝির ভাব। 'মেজোবাবুর চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করিয়াও যার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাঝির পথে *ক্রিবিণ* নৌকাপথে। *মেয়ার*, ১৭৮৯।

মাঝিহারা *বিণ* মাঝিহীন। 'সেই দিল-মাতানো স্মৃতিটি মাঝিহারা ডিঙির মতো আমার হিয়ার যমুনায় বারেবারে ভেসে উঠছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাঝি[২] [মু] ১ *বি* সাঁওতাল পল্লীর প্রধান ব্যক্তি বা মোড়ল। 'মাঝি আপন ভাষায় ব্যস্তভাবে আদেশ করিল।' *তারা*, ১৯৪০; 'হাঁড়িয়া খাইছিল সব বড় বড় মাঝিরা।' *তারা*, ১৯৪০। ২ *বি* সাঁওতাল সম্প্রদায়। 'গাঁয়ের লোক তো জানলে, ওখানে মাঝি বসেছে।' *তারা*, ১৯৪০।

মাঝিন *বি* সাঁওতাল নারী। 'বেনার ঝোপ থেকে মাঝিনদের দল বেরিয়েছে।' *তারা*, ১৯৪০।

মাঝ্য [স মধ্য] *বিণ* মেজো। 'কচকচি লাগালে মাঝ্য বিটি তাহা কি বলিব।' *কেরি*, ১৮০২।

মাঞা [স মায়া] *বি* মায়া; কুহক। 'মাঞা করি ধরিব তোমা ডোমনির রূপে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাঞাজাল *বি* মায়াজাল। 'ইন্দ্র মাঞাজাল করি কংসেরে মারিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাঞ্জুস [স মঞ্জুষা] *বি* কলা গাছের ভেলা। 'মহা এক মাঞ্জুস লইলা নায়ে তুলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মাজা [স মার্জি>] ১ *ক্রি* আঁচড়ানো। 'দুবলা মাজএ কেশ লয়্যা প্রসাধনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সুতা শক্ত ও ধারালো করার জন্য মাড়, কাচচূর্ণ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি আঠা। 'তাসের সুতোর জন্য যে চাই শীতল মাজা।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

মাট [মাটি] ১ *বি* খোলা জায়গা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মাঠ; প্রান্তর। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'রাখাল ছোক্রারা প্রত্যহ ঐ মাটে ... ঐখানে খেলায়।' *রামরাম*, ১৮০১; 'এই কথা হাটে, বাজারে, ঘাটে মাটে হইতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* কম। 'মাট হারে বিলি হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* মাটির তৈরি। 'দোতলা মাটকোঠা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মাটকড়াই *বি* চিনাবাদাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাটকোঠা *বি* মাটির তৈরি ঘর। 'দোতলা মাটকোঠা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মাটনচাপ [ই] *বি* খাসির মাংসের চপ। 'মাটনচাপের হাড়গুলো হয়েছিল হাতির দাঁতের চুষিকাঠি।' *অবন*, ১৯৪১।

মাট মাট *বিণ* সুগঠিত। 'গড়নপিটন বেশ মাট মাট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মাটা [মাটি] *ক্রি* সম্পত্তি বিপন্ন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাটাম [ও] *বি* সমকোণ মাপার ত্রিকোণাকার হাতিয়ারবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাটি, মাটী [স মৃত্তিকা] ১ *বি* মৃত্তিকা। 'মাটি খাএ গোবিন্দাই জসোদা কেবলি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মাটী কাড়ি লঞা কহে মাটী কেনে খাও।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সমাধি। 'মাটী দিলে পরলোকে হইবেক ভাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* নোংরা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৪ *বিণ* ব্যর্থ। 'একেবারে হলেম মাটী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৫ *বি* চাষাবাদের জমি। 'এখানকার মাটী অতি উর্ব্বরা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৬ *বিণ* পণ্ড। 'ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৭ *বিণ* ধ্বংস। 'গোরের মাটি করবে মাটি এ মুখ কেমন করে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৮ *বি* অধোগতি। 'ইমারতের আকাশ হইতে ... আজ খড়োঘরের মাটিতে নামিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাটিআ [স মৃত্তিকা] *বিণ* মাটির তৈরি। 'সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাটি করা *ক্রি* ব্যর্থ করা। 'আমার সকালবেলাটা মাটি করে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাটি-কাটা ১ *বি* মাটি কেটে স্থানান্তর করার কাজ। 'উঠানে মাটি-কাটা আরম্ভ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* খননকৃত। 'সদ্য-মাটি-কাটা পুকুরের/ পাড়ি-ধারে বাসা বাঁধা মজুরের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মাটি কামড়ে পড়ে থাকা – নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকা। 'দেশের মাটি ভালোবাসি বলে ... মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মাটিগত *বিণ* দেশভিত্তিক। 'আমাদের কল্পনা আশা আকাঙ্ক্ষা কতটা মাটিগত, অর্থাৎ আমরা মনে-প্রাণে কতটা জিয়োগ্রাফির অধীন।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

মাটি-গোলা *বিণ* মাটিমিশ্রিত। 'মাটি-গোলা ঘোলা জলে ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাটিচাপা *বিণ* গোপন করা হয়েছে এমন। 'সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া থাকিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মাটি ছাড়া *বিণ* জমির উচ্চতা ছাড়িয়েছে এমন। 'শণের গাছ মাটি ছাড়া হইয়া উঠিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মাটি ছাড়া করা – বসত ভূমি থেকে উৎখাত করা। 'তাহারা পরাণকে মাটি ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মাটিছোঁয়ানো *বিণ* মাটি ছুঁয়েছে এমন। 'মাটিছোঁয়ানো একচালা ঘরের মধ্যে দিয়ে সুদৃশ্য জমকালো তোরণ ছিলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাটিতে পা না পড়া – অত্যন্ত গর্বিত হওয়া। 'আজ তোমার মাটিতে পা পড়ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটি তৈরী হওয়া *ক্রি* মাটি চাষের উপযোগী হওয়া। 'মাটি তৈরী না হলে ভাল বীজেও গাছ হয় শীর্ণ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মাটি দেওয়া, মাটী দেওয়া *ক্রি* কবর দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'জানাজা পড়িয়া যে রাছুলে দিল মাটি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাটি-পৃথিবী *বি* মাটির পৃথিবী; ইহজগৎ। 'মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি।' *জীবন*, ১৯৪২।

মাটিভাঙা *বিণ* অতিশয় শ্রমসাধ্য। 'প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাটি-মা *বি* মায়ের মতো যে মাটি। 'ভালোবাসি মাটি-মায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মাটিমাখা *বিণ* গায়ে কাদা মাখা। 'রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন ভাইরা মোর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মাটির ঘর *বি* কবর। 'আমাদেরও অমনি মাটির ঘর তৈরি করে দেবে গাঁয়ের লোক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মাটির নীচের কলের গাড়ী *বি* পাতাল রেল। 'লণ্ডনে একটা আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ে অর্থাৎ মাটির নীচের কলের গাড়ী আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মাটির প্রদীপ *বি* মাটির তৈরি প্রদীপ। 'কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মাটির মানুষ *বি* নিরীহ লোক। 'নিতান্তই চুপিচাপি মাটির মানুষ। *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাটির যোগাযোগ *বি* দেশের যোগাযোগ। 'যা কিছুর সাথে মাটির যোগাযোগ এবং সংস্পর্শ আছে।' *উমর*, ১৯৬৭।

মাটির হাকিম *বি* জমিদার। 'মাটির হাকিমের কুনজরে পলে কি আর বাঁচা যায়?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মাটি-রাজত্ব *বি* পৃথিবী। 'আমি মাটি-রাজত্বের দূত ... এসেছি মাটির দেনা আদায় করতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাটি লওয়া *ক্রি* সমাধিস্থ হওয়া। 'মাটি লৈল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাটিলেপা *বিণ* মাটি দিয়ে লেপন করা হয়েছে এমন। 'শয়নঘরের মাটিলেপা চাঁচের বেড়ার দেয়াল।' *মানিক*, ১৯৪০।

মাটি হওয়া, মাটী হওয়া ১ *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'ফল প্রসব না ক'রেই ঝ'রে প'ড়ে মাটি হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রি* মিশে যাওয়া। 'আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *ক্রি* ভেঙে পড়া। 'পরিশ্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটী হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২১। **৪** *ক্রি* নিরর্থক হওয়া। 'মাঝখান থেকে আমার বাঁচাটাই মাটি হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

মাটী-পিণ্ড *বি* মাটির দলা। 'মাটী-পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাটিয়া, মাটীয়া [স মৃত্তিকা] **১** *বি* জাতিবিশেষ। 'মাটীয়া নিবসে পরে জাল বুনে মাছ ধরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মাটির জলপাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* যকৃৎ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বিণ* মেটে; মাটিযুক্ত। *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মাট্রিকুলেশন [ই] *বিণ* মাধ্যমিক। 'এখানকার বিদ্যালয়টি মাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'মাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা থেকে ইতিহাস বরখাস্ত হওয়ার পূর্ব্বে ...।' *সবুজ*, ১৯২১।

মাঠ ১ *বি* খোলা জমি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* গবাদি পশুর চরবার ভূমি। 'শ্রীবাঞ্ছারাম বাগ্দীর গরু মাঠে চরিতে গীয়াছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৭৬; 'অবারিত মাঠ ভুবনললাট চুমে তব পদধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি* উন্মুক্ত প্রান্তর। 'হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো ষোলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'এলেম যেন জোড়া দিঘির মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মাঠকোঠা [মাঠ+স কোষ্ঠ>] *বি* মাটির বাড়ি। 'দোতলা মাঠকোঠা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মাঠক্ষেত [মাঠ+স ক্ষেত্র>] *বি* মাঠের জমি। 'স্রোতোহীনপ্রায় সে-খাল মাঠক্ষেত।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

মাঠঘাট *বি* মাঠ ও ঘাট। 'মরি আমি এই মাঠঘাটের ভিতর।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাঠপ্রান্তর [মাঠ+স প্রান্তর] *বি* বিশাল খোলা মাঠ। 'হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধানক্ষেত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মাঠফাটা ডাক *বি* উচ্চকণ্ঠের ডাক। 'পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোল্লা মাঠফাটা ডাক ছাড়ি।' *জসীম*, ১৯২৯।

মাঠ-বাটা *বি* মাঠ ও পথ। 'কাঠফাটা রোদ মাঠ-বাটা বাট আগুন হয়ে ধায়।' *জসীম*, ১৯২৯।

মাঠময় [মাঠ+স ময়] *ক্রিবিণ* মাঠজুড়ে। 'এমনি করিয়া জনহীন মধ্যাহ্নে সমস্ত মাঠময় নাচিয়া বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মাঠাইল *বি* মাঠে কাজ করে যে। 'গাভুর-চাষা মাঠাইলরা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মাঠালী *বিণ* মেঠো। 'শেয়াল কিংবা মাঠালী ইঁদুর।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মাঠে মাঠে *ক্রিবিণ* এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে। 'মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মাঠে মারা যাওয়া ১ *ক্রি* সর্বনাশ হওয়া। 'স্বামীর গোত্রটা মাঠে মারা যাবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রি* হেলায় নষ্ট হওয়া। 'এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাঠের কাব্য *বি* ফসল তোলার উৎসব। 'আজিকে তাহার মাঠের কাব্য হইয়াছে বুঝি সারা।' *জসীম*, ১৯২৯।

মাঠের গান *বি* রাখালিয়া সুরের গান। 'এই মাঠে বাঁশের বাঁশীতে বাজে যে মাঠের গান।' *জসীম*, ১৯৩১।

মাঠা [স মৃষ্ট] *বি* ঘোল। 'পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাঠাম *বি* একজাতীয় গাছ। 'সে তখন বড়ো মাঠাম গাছটায় শিং চুলকোচ্ছিল।' *হাসান*, ১৯৬৯।

মাঠো *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'যদিও – মানি – একটু ঈষৎ মাঠো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মাডগার্ড [ই] *বি* পথের কাদা, মাটি ইত্যাদি ঠেকানোর জন্য গাড়ির চাকার উপরের উপবৃত্তাকার ঢাকনি। 'হ্যাভিম্যান সেইটে নিয়ে একটা মাডগার্ডের উপর বসল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মাড়[1] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শান্তিরাম মাড়।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মাড়[2] [স মণ্ড] *বি* ভাতের ফেন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

AMARBOI.COM

মাড়ভাত *বি* মাড়-মেশানো ভাত; ফেনাভাত। 'দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পায় না।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাড়ওয়ারী *বি* মাড়ওয়ার বা রাজপুতনার অধিবাসী। 'মাড়ওয়ারী ও সাহেব কোম্পানিরা সবাই একযোগে কাজ করবেন?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মাড়কশ [স মর্কট] *বি* মাকড়শা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাড়চা [স মণ্ডপ>] *বি* বিয়ের উপর নির্ধারিত খাজনা। 'মাড়চা – প্রজাদের বিবাহোপলক্ষে কর।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

মাড়ন [স মৃষ্ট>] *বিণ* মাড়াইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন। 'মাড়নের গরুর ঘাস খাওয়ার মত ...।' *গৌর*, ১৮২২।

মাড়া [স মৃষ্ট>] ১ *ক্রি* পা দিয়ে দলিত করা; মাড়ানো। 'এ কি ছাগলের পায় জব মাড়া।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *ক্রি* পেষণ করা। 'ঔষধ মাড়িয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **মাড়িয়া** *ক্রি* মাড়াই করে। 'মাড়িয়া ধান্যের গাছ রেখে যায় খড়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মাড়ামাড়ি [স মৃষ্ট>] *ক্রি* পরস্পর মাড়ানো বা দলিত করা। 'কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

মাড়াই [স মৃষ্ট>] *বি* মাড়ানোর কাজ। 'প্রথম কর্ষণ, কারকিত, মাড়াই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মাড়ানো [স মৃষ্ট>] ১ *ক্রি* পা দিয়ে দলিত করা। 'সে আপন প্রভুর গুড়ারি মাড়াইয়া ... লাফাইতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *ক্রি* পদার্পণ করা। 'কখনও সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *ক্রি* আসা। 'চন্দ্র কোটাল বহুদিন এদিকে মাড়ায় নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাড়ি [স মাঢ়ি] *বি* দাঁতের মূল; মুখের যে হাড়ের সঙ্গে দাঁত লাগানো থাকে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হাঁসলে দাতের মাড়ি বেরিয়ে পড়ে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মাড়ুয়া[1] [হি মারওয়ার>] *বিণ* ভারতের মাড়ওয়ার বা রাজপুতনা অঞ্চলের অধিবাসীরা পরে এমন। 'জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাড়ুয়া[2], **মাড়ুয়্যা** [হি মুড়ুয়া] *বি* ছোটো ছোলার মতো কলাই। 'মাস মসুরি তণ্ডুল বরবটি যব গোম মাড়ুয়া ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গোধূম খুড়্যা মুগ মাষ মাড়ুয়্যা তিল যব আন্যাছি ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাড়ুলী *বি* মাড়ুয়া; জৈ-জাতীয় শস্যবিশেষ। 'প্রতি প্রভাতে একটি করিয়া মাড়ুলী দিয়া যায়।' *তারা*, ১৯৪২।

মাড়োয়ার *বিণ* মাড়ওয়ারের। 'নাচে মাড়োয়ার লালা নাচে তাকিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মাড়োয়ারি, মাড়োয়ারী ১ *বিণ* ভারতের যোধপুর (রাজস্থান প্রদেশের) অঞ্চলের ব্যবসায়ী। 'বড়বাজারের এক মাড়োয়ারি মহাজন ছিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬। ২ *বি* মাড়ওয়ার অঞ্চলের লোক। 'মাড়োয়ারিরা বলছে ... কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'মাড়োয়ারীদের ভিড়।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* মাড়োয়ারের। 'সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোক।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মাঢ় *বি* রাতের দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া হয় এমন রাগ। 'মাঢ় কাহারবা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মাঢ়া [হি মাঠ্‌ঠা] *বি* মাঠা; ঘোল। 'মাঢ়া, দই, চিনি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মাণবক [স] *বি* বালক। 'এই অজ্ঞাত মাণবকের নিকট হইতে এইপ্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাণা[1] [স মন] *বি* মন। 'মোহ বিমুক্কা জই মাণা।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

মাণা[2] [স মান্>] *ক্রি* মান্য করা। **মাণই** *ক্রি* মানে। 'সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০। **মাণিআঁ** *ক্রি* মেনে। 'সুরতি মাণিআঁ মোক বহায়িলেঁ ভার।' বড়ু, ১৪৫০।

মাণিক [স মাণিক্য] *বি* মানিক। 'মাণিক জিণিআঁ তোর দশনের পাঁতী।' বড়ু, ১৪৫০।

মাণিকরচিত [স মাণিক্য-রচিত] *বিণ* মানিকখচিত। 'মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।' বড়ু, ১৪৫০।

মাণিকজোড় ১ *বি* বকজাতীয় পাখি। 'খেঁকশিয়ালী ... প্রতিবাসী মাণিকজোড়ের সহিত পরিহাস করে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু। 'মিলমাফিক লোক পাইলে মাণিকজোড় হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মাণিকপাখী *বি* বড়ো আকৃতির পাখিবিশেষ। 'রাঙা হাঁস, মাণিকপাখী, ডাক প্রভৃতি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মাণিক্য [স] *বি* মূল্যবান রত্নবিশেষ। 'রজনী সময় হইলে মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে অপরূপ পুরীর অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মাণ্ড [স মণ্ড] *বি* মাড়। 'মাণ্ড বস্ত্র স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মাণ্ডুয়া [স মণ্ড>] *বিণ* মাড়-দেওয়া। 'রাজাও মাণ্ডুয়া বস্ত্র দেন নিজ শিরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মাণ্ডুড়ি *বি* গাছবিশেষ। 'মাণ্ডুড়ি পাণ্ডুরি কাটে শতমূলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাত, মাৎ [আ] ১ *বিণ* পরাজিত; পর্যুদস্ত। 'ওরে অতঃপরে কোণার পাশে/ পীলের কিস্তি মাত হল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'তাতেই খুড় মাৎ হয়েছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* মাতোয়ারা; মুগ্ধ। 'মহুয়া-বন মাৎ করে ওই মৌমাছিদের পাল।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২; সবার স্টেজ মাৎ করে দিয়েছিল।' *অবন*, ১৯৪১। ৩ *বিণ* তোলপাড়। 'চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* **মাতা**[1]

মাতওয়ারা [হি মতওয়ার] *বিণ* বিভোর। 'ব্রাণ্ডি পানিতে মাতওয়ারা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মাতওয়াল [হি মতওয়ালা] *বিণ* মাতাল। 'সত্তুর হাজার হাতি আছে মাতওয়াল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাতওয়ালা [হি মতওয়ালা] *বি* মাতাল। 'মাতওয়ালার হাতে যেন তলওয়ার থাকে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাতঃ, মাত [স] *বি* মাতৃ-শব্দের সম্বোধনের রূপ। 'তখন পুত্র কহিল, মাতঃ!' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'মাতঃ বঙ্গভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'এই লহ মাত, এ চিরজীবন সঁপিনু তোমারি তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'হেরিনু শারদ প্রভাতে! হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ, ঝলিছে অমল শোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মাতঙ্গ [স] *বি* হাতি। 'মাতঙ্গ পড়িল ভূম্যে মাহুত লোটাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাতঙ্গিনী [স মাতঙ্গী] *বি স্ত্রী* হাতি। 'মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত যেমতি মাতঙ্গ যুঝয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মাতঙ্গি[1] [স মাতঙ্গী] *বি* ডোমনি। 'তহিঁ চুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতঙ্গি[1] [স মাতঙ্গী, সম্বো] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'অপাঙ্গে করুণা করো, ওগো মাতঃ মাতঙ্গি!' *আনটুনি*, ১৮০০।

মাতঙ্গী [স] *বি* (হিন্দুমতে) দশ মহাবিদ্যার মধ্যে নবম মহাবিদ্যা; দেবী দুর্গা। 'অন্নদা ভুবনা বলা মাতঙ্গী কমলা দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো।' *ভারত*, ১৭৬০।

মাতঙ্গী পূজা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'বৈদ্যবাটীর বারএয়ারি মাতঙ্গী পূজা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মাতন[1] [স মত্ত>] ১ *বি* উৎসাহের সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া। 'মহরমে দুই প্রহরে মাতনের পর দিন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* আনন্দঘনতা। 'মনের মাতন এখনো যে থামতে চাইছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৩ *বি* মত্ততা। 'নতুন সাধন, গানের মাতন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মাতন[2] [আ মাতম] *বি* শোকবশত বিলাপ। 'মাতন নেই নবিতুনের।' *কায়সার*, ১৯৬২। দ্র **মাতম**

মাতবর, মাতব্বর [আ মুতা'বার] ১ *বি* সর্দার। 'বাদশাই হুকুম দেলে জানো মাতব্বর।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য। 'এইমত মাতবর জামিন না দিলে ... আসামীকে কয়েদ থাকিতে হবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৪; 'মাতবর কেতাব।' *ফরস্টার*, ১৮০১। ৩ *বিণ* ধনী। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ৪ *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'অনেক মাতবর কারণের দৃষ্টে সকলের ভালাই ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। ৫ *বি* নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি। 'এমত দুইজন মাতবর কার্জ্জ লাইক লোককে ডিহিদার মকরর করিয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ৬ *বিণ* কার্যকর। 'অনুমান হয় মাতব্বর মাতব্বর ঔষধ পড়িলে আরাম হইলেও হইতে পারে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মাতবরি, মাতব্বরি [আ মুতা'বার>] *বি* কর্তৃত্ব। 'এই কএকজন ফলানা সেখানকার নিকটাবর্ত্তি ও মাতবরিও আছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'মাতব্বরি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাতম [আ] *বি* শোকাহত বিলাপ। 'করেন মাতম জারি বুকে মারে ঘা।' *গরীব*, ১৭৬৫। দ্র **মাতন**[2]

মাতমজারি [আ মাতম+ফা জারি] *বি* শোক। 'অনেক মাতমজারি করহ আখেরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাতমি-লেবাস [আ মাতম+আ লিবাস>] *বি* শোকের পোশাক। 'মাতমি-লেবাস ফেলে আজ পরো মাল্লার নীল সাজ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মাতরিশ্বা [স] *বি* বাতাস। 'বায়ু উত্তর দিলেন যে আমার নাম বায়ু হয় আমার নাম মাতরিশ্বা হয়।' *রামমোহন*, ১৮১৬; 'হে মাতরিশ্বা, মহাশূন্যের সুখে তুড়ি দিয়ে যাই তোমারও প্রবল মুখে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

মাতল [স মত্ত>] *বিণ* মাতাল। 'প্রেম-রস পান করি হইল মাতল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মাতলা [স মত্ত>] *বিণ* উন্মত্ত; খেপা। 'মনস্বরূপ মাতলা হস্তিকে জ্ঞান রূপ ডাঙ্গশ দিয়া নিবারণ করিয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২।

মাতলামি, মাতলামী [স মত্ত>] ১ *বি* মাদক দ্রব্য সেবনের দরুন মত্ত অবস্থা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* মাতালের আচরণ। 'ক্যান্টনমেন্ট কোর্ট, রেলওয়ে এষ্টেসন ও অকসনে মদ খেয়ে মাতলামী করে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* উচ্ছলতা। 'বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *বি* জ্বালাতন। 'খাওয়া নিয়ে বড়ই মাতলামি করছিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

মাতলামো [স মত্ত>] *বি* মাতালের মতো আচরণ। 'মনে কচ্ছো, মাতলামো কচ্ছি?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মাতা[1] [স মত্ত>] ১ *ক্রি* মত্ত হওয়া। 'মধু মাতল কিএ উড়ই না পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* পুষ্ট হওয়া। 'সাপ দুধে মাতে পাপী কলি-পথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* নিয়োজিত হওয়া। 'মহা ঘোর যুদ্ধে মুসল্মান মাতে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। ৪ *ক্রি* বিহ্বল হওয়া। 'আপনাতে আপনি আছে মেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **মাত্** *ক্রি* মত্ত হ। 'ওরে আয় রে তবে, মাত্ রে সবে আনন্দে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **মাতল** ১ *ক্রি* মত্ত হয়েছে। 'মধু মাতল কিএ উড়ই না পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* মত্ত হলো। 'মধু পিয়া মাতল ভ্রমএ অলিকূল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মাতলা** *ক্রি* মত্ত হলো। 'রণমদ মাতলা কাল বেতালা খাইতে ধায় মেলিআ দাঁড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মাতায়** *ক্রি* মাতিয়ে তোলে; উৎসাহিত করে। 'বাতাস বেয়ে সুবাস তারি দূরের থেকে মাতায় মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **মাতি** *ক্রি* মত্ত হয়। 'সে জন যখন মাতি মদনে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **মাতিব** *ক্রি* মত্ত হবো। 'শুনিতে পাতালবার্তা না মাতিব তবে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মাতিয়া** *ক্রি* বিভোর হয়ে। 'ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **মাতিয়ে** *ক্রি* মেতে। 'তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **মাতিল** *ক্রি* মত্ত হলো। 'মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **মাতেলা** *ক্রি* মাতলো। 'কঙ্গুরিনা পাকেলা রে শবরা শবরি মাতেলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

মাতানো ১ *ক্রি* মোহিত করা। 'জিনিয়া তমাল-দ্যুতি ইন্দ্রনীলসম কান্তি/ সে কান্তিতে জগৎ মাতায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* মুগ্ধ বা বিভোর করে এমন। 'জগৎ-মাতানো সংগীততানে/ কে দিবে এদের নাচায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রি* বিভোর করা। 'হাওয়া তারে মাতায়েছে চূত-রেণু-মাখা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৪ *বিণ* মাতিয়ে তোলে এমন। 'তারপর প্রাণ-মাতানো হাসি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাতিয়ে তোলা ১ *ক্রি* মোহিত করা। 'হৃদয় মাতাইয়া তুলিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *ক্রি* মাতানো। 'দমকা হাওয়ায় তাকে মাতিয়ে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মাতিয়ে দেওয়া *ক্রি* মত্ত করে দেওয়া। 'হাঁক দিয়ে তাঁর ভারী গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মেতে থাকা *ক্রি* মগ্ন থাকা। 'মেতে আছে ও যেন কী গানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাতা[2] [স] *বি* মা। 'কহি আমি সুন মাতা একমন করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাতাপিতা [স] *বি* মা-বাবা। 'দেখিয়া ত মাতাপিতার আনন্দিত মর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাতামহ [স] *বি* মায়ের পিতা। 'কহ মাতামহ তার কুল বটে কী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাতামহী [স] *বি* মায়ের মা। 'উহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মাতামোহ [স মাতামহ] *বি* মাতামহ; মায়ের পিতা। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

মাতার মাতা *বিণ* মায়ের চেয়ে বড়ো। 'তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মাতা[3] [স মস্তক] *বি* মাথা। 'অবনত করি মাতা কমণ্ডলু দিল ধাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাতামুণ্ডু *বি* অর্থ। 'চীৎকার করিতেছে তাহার মাতামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারি না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com ~

মাতা[4] [স মত্ত>] ১ *বিণ* মত্ত। 'মন মাতা হাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* চুরি-ডাকাতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাতামাতি [স মত্ত>] ১ *বি* বাড়াবাড়ি। 'বাবু হয়ে রাতারাতি, মাতামাতি করে কতরূপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* দুরন্তপনা। 'দুষ্ট ছেলেগুলি খানিক ক্ষণ মাতামাতি করিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* দাপাদাপি। 'ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুঁড়ে মাতামাতি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাতাবক [আ মুতাবিক] *বি* মোতাবেক। 'ইঙ্গরেজি মাতাবকে ১০ চৈত্র সন ১১৯০ বাঙ্গলা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। *দ্র* **মোতাবেক**

মাতাল [স মত্ত>] ১ *বিণ* মদ্যপ। 'জেনাকার হারামজাদ এজিদা মাতাল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'দেখতে পাচ্চ না যে লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে?' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* বিভোর। 'ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মাতালমিছিল [মাতাল+আ মিছল] *বি* উত্তেজনাপূর্ণ মিছিল। 'বিবাহবাসরে গড়াগড়ি যায় মাতালমিছিল।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

মাতালিয়া [স মত্ত>] *বি* মাতাল ব্যক্তি। 'অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বোলে মাতালিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মাতালো [স মত্ত>] *বিণ* সেরা। 'পাচ্চু বাবু প্রতিমে ও মাতালো মাতালো সংএদের ভক্তি ভরে প্রণাম কল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাতুনি [স মত্ত>] *বি* উন্মত্ততা। 'এরকম ভাঙনের উৎসাহে ... পড়লে মানুষ তার মাতুনির আর অন্ত পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মাতুয়ারা [স মত্ত>] *বিণ* মাতোয়ারা; বিহ্বল। 'প্রেমিক-প্রাণ প্রেমে মাতুয়ারা।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

মাতুয়াল, মাতুয়ালা [হি মতওয়ালা] *বিণ* মাতাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাতুল [স মাতৃকুল] *বি* মামা। 'গ্রাম সম্বন্ধেতে আমি তোমার মাতুল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাতুলকুল [মাতুল+স কুল] *বি* মামার বংশ। 'তদীয় মাতুলকুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাতুলগৃহ *বি* মামাবাড়ি। 'তাহারা মাতুলগৃহে অতি কষ্টে ... প্রতিপালিত হইয়া থাকেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মাতুলনন্দন [মাতুল+স নন্দন] *বি* মামার ছেলে; মামাতো ভাই। 'মাতুলনন্দন যারা, ধনের কুবের তারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মাতুল সেলামী [মাতুল+আ সালাম>] *বি* কন্যাপক্ষকে বরপক্ষের প্রদেয় পণবাচক অর্থবিশেষ। 'টাকা পয়সা ধয়োস্তলী, সিন্নানী, দেয়াগিরী, মাতুল সেলামী গ্রহণ।' *রওশন*, ১৯২৫।

মাতুলানী [স মাতুল>] *বি স্ত্রী* মামী। 'মাতুল ও মাতুলানী প্রভৃতির প্রতি ভক্তি-সহকৃত সদয় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মাতুলালয় [মাতুল+স আলয়] *বি* মামার বাড়ি। 'ভগবতীদেবী, শৈশবকালে, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাতুলালয়বাসিনী [মাতুল+স আলয়বাসিনী] *বিণ স্ত্রী* মামার বাড়িতে বাস করে এমন। 'মাহবুবা বিবি বর্তমানে মাতুলালয়বাসিনী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাতুলী [স মাতুল>] *বি স্ত্রী* মামী। 'কারে কব দুঃখ কথা পিসি মাসি বহিনী মাতুলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাতৃ [স] *বি* মাতা। 'বালকরূপে পিতৃ মাতৃ দু'হা সম্ভাসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাতৃ-অংশ *বি* মাতৃত্বের অংশ। 'ঈশ্বর আপনারই পিতৃ-অংশ এব মাতৃ-অংশকে স্ত্রীপুরুষরূপে পৃথিবীতে ভাগ করিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মাতৃ-অঙ্ক [স] *বি* মায়ের কোল। 'সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অ মম/ লহ আপনার স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'যাঁহারা মাতৃঅঙ্ক হইতে বাঙ্গালা কথা শুনিয়া আসিয়াছেন।' *এসলাম*, ১৯১৯।

মাতৃ-অঙ্ক-কামী [স] *বিণ* মায়ের কোলে যেতে চায় এমন। 'মাতৃ অঙ্ক-কামী শিশুর মতো ...। *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মাতৃ-অহংকার [স] *বি* মাকে নিয়ে অহংকার। 'মাতৃ-অহংকার যা চূর্ণ হয় সন্তানের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাতৃ-আজ্ঞা [স] *বি* মায়ের আদেশ। 'মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূ মামা উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মাতৃ-আলয় [স] *বি* মায়ের বাড়ি। 'তাহাকে মাতৃ-আলয়ে পাঠাই ভাবিয়াছিল যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

মাতৃ-আশীর্ভাষণ [স] *বি* মায়ের আশীর্বাদ। 'এস বজ্রমহাসনে মাতৃ আশীর্ভাষণে, সকল সাধক এস হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাতৃঋণ [স] *বি* মায়ের ঋণ। 'তোর মাতৃঋণ শোধ হবে, এই কথা রাখ।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মাতৃকক্ষ [স] *বি* মায়ের গর্ভ। 'জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাতৃকাগতি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ষোড়শ মাতৃকা। 'রাখিলত স্ত্রীপা রাখিলি মাতৃকাগতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাতৃকুল [স] *বি* মায়ের বংশ। 'পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাতৃকৃত্য [স] *বি* মায়ের শ্রাদ্ধ। 'মাতৃকৃত্য উপলক্ষে বহুতর ধন ব্য ও বাক্যব্যয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মাতৃকোল [স মাতৃক্রোড়] *বি* মায়ের কোল। 'এই ক্ষীণপ্রাণ জীব যেন ধীরে ধীরে চলিয়াছে আর এক মাতৃকোলের দিকে।' *সবুজ* ১৯২১।

মাতৃ-কোষ [স] *বি* মাতার ধনাগার। 'ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনে রাজি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মাতৃক্রোড় [স] *বি* মায়ের কোল। 'আমি মাতৃক্রোড়ে শয়ন করি রহিয়াছি।' *রামরাম*, ১৮০১।

মাতৃগর্ব [স] *বি* মায়ের গৌরব। 'শিল্পকাজ দেখাইয়া ... মাতৃগ প্রকাশ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মাতৃগর্ভ [স] *বি* মায়ের গর্ভ। 'যীশুখ্রীষ্ট মাতৃগর্ভে জন্মিয়াও ঈশ্বর *প্রচারক*, ১৮৯৯।

মাতৃগোষ্ঠী [স] *বি* মাতৃতন্ত্র। 'আদিম জগতে ছিল মাতৃগোষ্ঠী প্রতাপ।' *বেগম*, ১৯৬৬।

মাতৃচিতানল [স] *বি* মায়ের মৃতদেহ পোড়ানোর আগুন। 'সহিতে পারি, দিবস যামিনী ভারত বৈধব্য – মাতৃচিতানল।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭৪।

মাতৃজাতি [স] *বি* নারীজাতি। 'কে নেবে মন্দারের মালা মাতৃজাতি আশীর্ব্বাদ?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতৃতা-তৃষ্ণা [স] *বি* মাতৃত্বের প্রবল ইচ্ছা। 'এ কি মাতৃতা-তৃষ্ণা তাহার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

মাতৃত্ব [স] **১** *বি* (হিন্দুধর্ম) কালীর মাতৃরূপ। 'গুরুদেব আজ কেন তাঁহার মাতৃত্ব অপহরণ করিলেন, কেন তাঁহাকে হৃদয়হীন শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বি* মাতার বৈশিষ্ট্য। 'মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে ... জল মায়ের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৩** *বি* সন্তান ধারণের প্রক্রিয়া। 'মাতৃত্ব লাভের অভিনবত্ব আসিল কমিয়া।' *মানিক*, ১৯৪০। **৪** *বি* মা হওয়া। 'প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মাতৃত্ব।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মাতৃত্বলোক [স] *বি* মাতৃত্বের পর্যায়। 'নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধনী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাতৃদত্ত [স] *বিণ* মায়ের দেওয়া। 'তাহার মাতৃদত্ত উপদেশ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মাতৃদিব্য [স] *বি* মায়ের নামে শপথ। 'মনে মনে মাতৃদিব্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাতৃদুগ্ধ [স] *বি* মায়ের স্তনের দুধ। 'শিশুর রসনা মাতৃদুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষায় অনুশীলন করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মাতৃদুগ্ধসম [স] *বিণ* মায়ের দুধের মতো। 'নারিকেল, যার স্তনচয় মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মাতৃদৃষ্টি [স] *বি* মাতৃরূপে দর্শন। 'শাস্ত্রকারেরা পরস্ত্রীকে মাতৃদৃষ্টি করিতে কহিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মাতৃদেবী [স] *বি* মাতৃরূপ দেবী। 'তিনি, মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া ... প্রস্থান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাতৃধন [স] *বি* মায়ের সম্পত্তি। 'মাতৃধন সন্তানের প্রাপ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মাতৃনাম [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কালীমাতার নাম। 'মাতৃনামের হোমের শিখা/ আমার বুকে কে জ্বালাল।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মাতৃনেত্রহীন [স] *বিণ* মায়ের দৃষ্টিবর্জিত। 'কেন তবে আমারে ... কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মাতৃপাণি [স] *বি* মায়ের হাত। 'স্নিগ্ধ মাতৃপাণি চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাতৃপিতৃ [স] *বি* মাতাপিতা। 'তুমি হও মাতৃ পিতৃ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মাতৃপ্রতিম [স] *বিণ* মাতৃতুল্য। 'মাতৃপ্রতিম ভারতেশ্বরী মহারাণীরি মহাকৃপায়।' *প্রচারক*, ১৯০০।

মাতৃপ্রধান [স] *বিণ* মাতৃতান্ত্রিক। 'এরা মাতৃপ্রধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

মাতৃবক্ষ [স] *বি* মায়ের বুক। 'পিতৃক্রোড়ে কোন্ মাতৃবক্ষে আকর্ষণ করিয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মাতৃবৎ [স] *বিণ* মায়ের মতো। 'পরদারেতে মাতৃবৎ ও পরের দ্রব্যে বিষ্ঠাবৎ দেখে।' *রামরাম*, ১৮০২।

মাতৃবৎসল [স] *বিণ* মায়ের ভক্ত। 'বড় পুত্রটি অতিশয় মাতৃবৎসল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মাতৃবদ [স মাতৃবধ] *বি* মাতৃহত্যা। 'মোর মাতৃবদ কৈল তোর দুষ্ট সরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাতৃবন্ধু [স] *বি* মায়ের বন্ধু। 'মাতামহীর ভাগিনেয়, মাতার পিতৃস্বসার পুত্র, মাতার মাতুল-পুত্র এই তিনজনকে মাতৃবন্ধু বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মাতৃবিচ্ছেদ-ক্ষত [স] *বি* মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকার কষ্ট। 'আমার মাতৃবিচ্ছেদ-ক্ষতটা নতুন করে জেগে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাতৃবিয়োগ [স] *বি* মায়ের মৃত্যু। 'অপুর মাতৃবিয়োগের পর ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মাতৃবেশ [স] *বি* মায়ের মতো স্নেহপরবশ। 'মাতৃবেশে কেহ কোলে করিল কৌতুকে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাতৃব্যূহ [স] *বি* মায়ের নিয়ন্ত্রণ। 'মাতৃব্যূহ ভেদ করে নিয়ে যাও মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মাতৃভক্ত [স] *বিণ* মায়ের ভক্ত। 'তুমি যথার্থ মাতৃভক্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মাতৃভক্তি [স] *বি* মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা। 'মাতৃভক্তি প্রলাপন/ ভিত্যে মুখ ঘর্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাতৃভবন [স] *বি* মায়ের বাড়ি। 'এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাতৃভাব [স] *বি* মাতৃস্নেহ। 'মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মাতৃভাষা [স] *বি* স্বদেশের ভাষা; মায়ের মুখ থেকে শেখা ভাষা। 'স্বাধীনতা-শূন্যতা আমাদিগের মাতৃভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'কিন্তু অগ্রে মাতৃভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিক্ষা কোনও মতে উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'মাতৃভাষা লহরিয়া সপ্তধারায় উথলি ধায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মাতৃভাষাদ্বেষী [স] *বিণ* মাতৃভাষা ঘৃণা করে এমন। 'মাতৃভাষাদ্বেষী বাঙালির ছেলেকে আমরা দোষ দিতে চাহি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাতৃভাষানুশীলন [স] *বি* নিজ ভাষার চর্চা। 'ক্ষণকালও মাতৃভাষানুশীলনে ও চর্চায় ক্ষেপণ করিবেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মাতৃভাষাবিদ্বেষী [স] *বিণ* মায়ের ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন। 'মাতৃভাষাবিদ্বেষী বাঙালির ছেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাতৃভীতি [স] *বি* মায়ের প্রতি ভয়। 'মেয়ের মাতৃভীতির বহর দেখে মনে-মনে বুঝি খুশি হয়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মাতৃভূমি [স] *বি* জন্মভূমি। 'স্বকীয় মাতৃভূমির প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া, ... অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি, দেবশিশু মানবের ওই মাতৃভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'ছেড়ে দিবে তুমি আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাতৃমঙ্গল [স] *বি* প্রসূতি মায়ের সেবা-সংক্রান্ত বিদ্যা; প্রসূতিসেবা। 'ধাত্রীবিদ্যা, শিশু পালন, মাতৃমঙ্গল প্রভৃতি শিক্ষা।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'মাতৃমঙ্গল ও শিশুপালন সম্বন্ধেই বিশেষভাবে পাঠ দেওয়া উচিত।' *বেগম*, ১৯৫০।

মাতৃমন [স] *বি* মায়ের মন। 'জীবপ্রাণের দাবি স্পন্দমান ... মাতৃমনের স্নেহরসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মাতৃমন্ত্র [স] *বি* স্বদেশী আন্দোলনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'জাহাঙ্গীরকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া লইয়া একটু চড়া রকমেরই প্রতিবাদ করিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

AMARBOI.COM

মাতৃমন্ত্রী [স] *বিণ* দেশমাতাকে মন্ত্রণা দেয় যারা; নেতৃবৃন্দ। 'তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রিরা সাবধান!' *নজরুল*, ১৯২৬।

মাতৃমন্দির [স] *বি* দেবীর মন্দির। 'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাতৃমুক্তিপণ [স] *বি* মায়ের মুক্তির লক্ষ্যে সংকল্প। 'কাণ্ডারি! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মাতৃমুখনিঃসৃত [স] *বিণ* মায়ের মুখে উচ্চারিত। 'মরাইয়ের পিছনে বসিয়া মাতৃমুখনিঃসৃত এই মিথ্যা ভাষণটি কালো পরিতৃপ্তির সহিত উপভোগ করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাতৃরক্ত [স] *বি* মায়ের রক্ত। 'মাতৃরক্তের দ্বারা পরিপোষিত হইয়া কালে ভূমিষ্ঠ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

মাতৃরস [স] *বি* মাতৃস্তন্য। 'স্নিগ্ধ মাতৃরস।' *যুক্তবা*, ১৯৪৯।

মাতৃরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* মায়ের মতো। 'মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি, পয়স্বিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'নব উদ্বোধন করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শকতির।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মাতৃরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মায়ের মতো। 'শ্যামলা শস্যশালিনী কোমলা মাতৃরূপিণী হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাতৃলালিত [স] *বিণ* মায়ের স্নেহে লালিত। 'আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মাতৃলোক [স] *বি* মা। 'পিতৃলোক মাতৃলোক মিলে জন্ম তো দিলেন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মাতৃশোক [স] *বি* মায়ের বিয়োগজনিত শোক। 'পুত্রেরাও মাতৃশোকে ও ভ্রাতৃশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মাতৃশ্রাদ্ধ [স] *বি* মায়ের শ্রাদ্ধ। 'শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধব নিমন্ত্রণ করেছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাতৃস্বসা [স] ১ *বি* মায়ের বোন; খালা; মাসি। 'আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জ্জন স্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* নিকট-প্রজাতি। 'শার্দূলের লুব্ধ মাতৃস্বসার মতো আর নড়তেই চান না, তিনি তো স-তিথি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাতৃসদন [স] *বি* প্রসূতি মায়ের চিকিৎসাকেন্দ্র। 'মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্রের ৩৬ জন শিক্ষার্থিনী।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'ঢাকায় উল্লেখযোগ্য কোন মাতৃসদন নেই।' *বেগম*, ১৯৫১।

মাতৃসম [স] *বিণ* মায়ের সমান। 'মাতৃসম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মাতৃসমা [স] *বিণ* মায়ের সমতুল্য। 'মাতৃসমা বড় মামীমা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মাতৃস্তনাভিমুখী [স] *বিণ* মায়ের স্তনের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'আর একজন মাতৃস্তনাভিমুখী বাছুরটাকে প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া আছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাতৃস্তন্য [স] *বি* মায়ের স্তননিঃসৃত দুধ। 'শিশুর রসনা মাতৃস্তন্য পানের সহিত যে ভাষায় অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বকালেই ... কণ্ঠাগত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মাতৃস্তন্যহীন [স] *বিণ* মায়ের দুধবিহীন। 'রাজপথে কচি-কচি এই সব শিশুর কঙ্কালমাতৃস্তন্যহীন ...।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

মাতৃস্থানীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* মাতৃতুল্য। 'তাহার একমাত্র মাতৃস্থানীয়া অন্নপূর্ণার কাছে আসিতেছে বলিয়া ... ভয় সংশয় দূর হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাতৃস্নেহ [স] *বি* মায়ের স্নেহ। 'বাঘিনী মাতৃস্নেহে মমতাপন্ন হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৮; 'তুই চিরকাল যে দুলালি মোর/ মাতৃস্নেহে বন্দিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মাতৃস্নেহাপেক্ষী [স] *বিণ* মায়ের স্নেহপ্রত্যাশী। 'একান্ত মাতৃস্নেহাপেক্ষী বয়স্ক সন্তানটিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাতৃস্বরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মাতৃতুল্য। 'মাতৃস্বরূপিণী মহারাণী ভারতেশ্বরীর আধিপত্যকালে ...।' *প্রচারক*, ১৯০০।

মাতৃস্বর্গ [স] *বি* মাতৃত্বের সুখ। 'করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাতৃহত্যা [স] *বি* মাকে হত্যা। 'কৃষকদের কাছে জর্ম্মাণদের কর্ত্তৃক গ্রাস অধিকার মাতৃহত্যারই তুল্য।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মাতৃহন্তা [স] *বিণ* মায়ের হত্যাকারী। 'শুনতে পেয়েও শুনলিনে তা মাতৃহন্তা কুসন্তান।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'হে দেশদ্রোহী মাতৃহন্তা বিভীষণের দল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাতৃহারা [স] *বিণ* মা-হারা। 'মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মাতৃহীন [স] *বিণ* মা-হারা। 'ভারতমণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মাতৃহীনা [স] *বিণ* মা নেই এমন। 'শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাতৃহৃদয় [স] *বি* মায়ের (স্নেহপূর্ণ) মন। 'যখন ... মাতৃস্থানীয়া বলিয়া উল্লেখ করিল, তখন রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয় অকস্মাৎ স্পর্শ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠল ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাতৃহৃদয়শালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মায়ের মতো স্নেহদায়িনী। 'বিহারী মাতৃহৃদয়শালিনী রাজলক্ষ্মীর স্নেহ কাড়িয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাতৃক *বিণ* মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত। 'তাহাদের সন্তানেরাও পৈতৃক ও মাতৃক দোষের অধিকারী হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মাতেল *বিণ* মাতাল। 'মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

মাতোয়ার, মাতোয়াল, মাতোয়ালা [হি মতওয়ালা] ১ *বিণ* মাতাল। 'কি ছার কুঞ্জর মাতোয়ার।' *মুরারি*, ১৫৭০; 'কামমদে মাতোয়ালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মাতাল ব্যক্তি। 'একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মাতোয়ারা [হি মতওয়ালা] ১ *বিণ* বিভ্রান্ত। 'বাহকেরা সকল মাতোয়ারা হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* আত্মহারা। 'সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাই তো কাছে ছুটে আসি।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১। ৩ *বিণ* উন্মত্ত। 'রণরঙ্গে মাতোয়ারা বীর সকল একথা অনেকেই শুনেন নাই।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ৪ *বিণ* মাতাল। 'মধু-মদ-গন্ধে মাতোয়ারা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

মাত্তর [স মাত্র] *বিণ* শুধু। 'মাত্তর আড়াইটি কাঠি আছে।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'নামটা সত্য – সত্য শুধু তারিখটা মাত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'মাত্তর কাল রাত্তিরে এই যোগ-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি ভায়া।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মাত্তা [আ] *বি* সম্পদ। 'মাত্তার ধনী।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'হোরেরা বলিল মোরে মাত্তা বেতমার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্র [স] ১ *অব্য* কেবল। 'সার মাত্র নারায়ন প্রভু করতার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্গে সঙ্গে। 'আমি জিজ্ঞাসীবা মাত্রে ইহারা দুই জনে কহিলেন ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাত্রা[1] [স] *বি* বর্ণের মাথার দিককার সরল রেখাংশ। 'ইংরাজির ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মাত্রাব্যতিরিক্ত [স] *বিণ* মাত্রাবিহীন। 'বাঙ্গালা ও পারস্য ও মাত্রাব্যতিরিক্ত নাগর অক্ষরে মুদ্রিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাত্রাযুক্ত [স] *বিণ* মাত্রা আছে এমন। 'ত্রিশূলি পয়সার ন্যায়ই মাত্রাযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাত্রারহিত [স] *বিণ* মাত্রাবিহীন। 'তাহা মাত্রারহিত বাঙ্গালা ও পারস্য ও নাগর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাত্রাশূন্য [স] *বিণ* মাত্রাহীন। 'তাহা মাত্রাশূন্য নাগর ও পারস্যাক্ষরে মুদ্রিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাত্রাহীন [স] *বিণ* মাত্রা নেই এমন। 'যাহাতে মাত্রাহীন দেবনাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাত্রা[2] [স] ১ *বি* পরিমাণ। 'গেলাস দেবেন্দ্রের পূর্ণ মাত্রা হইল – দুই একবার ঢুলিয়া – দেবেন্দ্র শুইয়া পড়িলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'ভয়ে আফিঙ্গের মাত্রা কমাইয়া দিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৩। ২ *বি* সীমা 'ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাত্রাতিরিক্ত [স] *বিণ* পরিমাণের অধিক। 'তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মাত্রাতিরিক্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* অধিক পরিমাণে। 'অজ্ঞদের ঔৎসুক্য মাত্রাতিরিক্তভাবে শাণিত করে তোলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

মাত্রাধিক্য [স] *বি* স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। 'অনেক স্থলে বিলাসিতার মাত্রাধিক্য দেখা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।' *জগদীশ*, ১৯১৬; 'তা সে আঙ্গিকের মাত্রাধিক্যেই হোক অথবা অন্য যে-কোন বস্তুই হোক।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মাত্রারিক্ত [স] *বিণ* মাত্রাজ্ঞানহীন। 'পদক্ষেপে মাত্রারিক্ত, বহুভুজিতার/ মুদ্রা দোল উচ্ছ্বাসের বেগে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

মাত্রারেখা [স] *বি* পরিমাণ। 'হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে বেতনের মাত্রারেখা ওঠানামা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাত্রা[3] [স] *বি* তাল ও ছন্দের একক। 'মাত্রা সুরের কারণ। দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই সুর জন্মে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'ছন্দের মাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মাত্রাবৃত্ত [স] *বি* যে ছন্দে শব্দের আদি যুক্তাক্ষর ছাড়া পরবর্তী যুক্তাক্ষরগুলি দু মাত্রা হয়। 'এই শ্রেণীর যতিবহুল ছন্দই মাত্রাবৃত্ত অথবা ধ্বনিপ্রধান-নামে পরিচিত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মাত্রালয় [স] *বি* মাতার বাড়ি। 'হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

মাত্রিকা [স মাতৃকা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মাতৃকা; চণ্ডীর সহচরী দেবীবৃন্দ। 'ব্রহ্মাণী প্রভৃতি জান মাত্রিকা মণ্ডলী/ সভারে জুঝিতে আজ্ঞা দিল ভদ্রকালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাৎলামি [স মত্ত>] *বি* মাতালের আচরণ। 'বেল্লিক পুরাণে মাৎলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মাৎসর্য, মাৎসর্য্য [স] ১ *বি* পরশ্রীকাতরতা। 'বড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদমাৎসর্য্য দম্ভ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* হিংসা। 'ঐ বঞ্চক মাৎসর্য্যদোষে দুষ্টচিত্ত হইয়া চিন্তা করিল ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মাৎস্যন্যায় [স] *বি* হত্যা ও অরাজকতা। 'কেবল আদিম জাড্য প্রাথমিক মাৎস্যন্যায়ে মিলে সমষ্টির অতিসন্ধি নিঃসহায় ব্যষ্টিরে সংহারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মাথট [স মস্তক] *বি* মাথাপিছু নির্ধারিত কর বা চাঁদা। 'গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া লয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মাথলা [মাথা] *বি* রোদবৃষ্টিনিবারক টুপির মতো উপকরণ; টোকা। 'চালডাল আনবার জন্য মাথলা মাথায় সে দোকানের দিকে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩; 'মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো।' *শামসুর*, ১৯৭০।

মাথা [স মস্তক] ১ *বি* মস্তক। 'ভাও মাথে ষোল পন কড়াহো নাহি টুটে।' বড়ু, ১৪৫০; 'পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* বস্তুর এক প্রান্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এক মাথা হইতে আর-এক মাথায় ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া চালান করিয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বি* উপর। 'উনি ঐ আলমারির মাথায় তুলে রাখবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বি* অহংকার। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৫ *বি* প্রধান ব্যক্তি। 'তুমি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৬ *বি* শিখর; শীর্ষদেশ। 'দেবদারু গামের নিবিড় মাথা।' *জীবন*, ১৯৪২। ৭ *বি* মস্তিষ্ক; মেধা। 'আমার পড়াশুনোয় মাথা আছে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

মাথা উঁচু রাখা *ক্রি* মর্যাদা বজায় রাখা। 'সে ঘরের মাথা উঁচু রাখতে তুমি সব দিক দিয়ে বাধ্য।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাথা ও মুণ্ডু *বি* আবোলতাবোল। 'কী যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মাথাওয়ালা *বিণ* বুদ্ধিমান। 'আইনের বড়ো বড়ো মাথাওয়ালা লোক মামলাকে জটিলতরো করিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মাথা কাটা যাওয়া *ক্রি* সম্মান নষ্ট হওয়া। 'আমার মাথা কাটা গেছে, আমার কুওয় ডুবতে মন হচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মাথা কুটা *ক্রি* আহাজারি করা। 'তখন মাথা কুটে চাচী মরে।' *মিত্রপ্রকাশ*, ১৮৭১।

মাথা কুটাকুটি করা *ক্রি* ক্রমাগত চিন্তা করা। 'জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মাথা কুটে মরা *ক্রি* তীব্র দুঃখে বার বার মাথা ঠুকে অবসন্ন হওয়া। 'মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মাথা কোটা ১ *ক্রি* অসহায়াবস্থা বা দুঃখ-কষ্টে মাটি বা দেয়ালে মাথা ঠোকা। 'ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *ক্রি* কোনো কিছুর উপর আছড়ে পড়া। 'তটের পায়ে মাথা কুটে তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাথা-কোটাকুটি *বি* তীব্র আকাঙ্ক্ষা। 'খাল বলে, মোর লাগি মাথা-কোটাকুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মাথা খাওয়া ১ *ক্রি* বিরক্ত করা। 'তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা খায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* সর্বনাশ করা। 'খাও ভ্রমরীর মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* নিঃশেষিত করা। 'যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৪ *ক্রি* দিব্যি দেওয়া। 'দাঁড়াও, মাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাও, যেয়ো না সখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে, মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৫** *ক্রি* নষ্ট করা; বিগড়ে দেওয়া। 'এমনি করে ওর মাথা খেতে বসেছ বুঝি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাথা খাটানো *ক্রি* বুদ্ধি চালনা করা। 'সব সময়ই যদি এ রকম মাথা খাটাতে হয়?' *জীবন*, ১৯৩২।

মাথা খারাপ হওয়া ১ *ক্রি* পাগল হওয়া। 'আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'তোমার সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৩। **২** *ক্রি* দুশ্চিন্তার কারণে অস্থির হওয়া। 'নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মাথা খুঁড়ে মরা *ক্রি* ক্ষোভে-দুঃখে মাটিতে মাথা ঠুকে হয়রান হওয়া। 'তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাথা খোঁড়া *ক্রি* অসহ্য দুঃখে মাথা ঠোকা। 'সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি *বি* মাথা ঠোকার কাজ। 'সেই দিন হতে মোর মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করা *ক্রি* অনুনয় বিনয় করা। 'বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথাখোলা *বিণ* বুদ্ধিমান। 'মাথাখোলা বাঙ্গালিরা এক আকৃতিরই হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মাথা গরম *বি* রাগী স্বভাব; বদমেজাজ। 'এ-লোকটার মাথা গরম।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাথা গরম হওয়া *ক্রি* মেজাজ খারাপ হওয়া। 'ভাবিতে ভাবিতে ধবলগিরির মাথা গরম হইয়া উঠিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

মাথা গলানো *ক্রি* বুদ্ধি খাটানো; চিন্তা করা। 'যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথা গুঁজে চলা *ক্রি* মাথা নিচু ক'রে চলা। 'মুখে কথা নেই, মাথা গুঁজে চলছে ত চলছেই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাথা-গুনতি *বি* সংখ্যা দিয়ে বিচার। 'হাটের পাবলিককে মাথা-গুনতির জোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাথা গোঁজা, মাথা গোজা ১ *ক্রি* মনোযোগ দেওয়া। 'বই খাতা ট্রাঙ্কের থেকে বের করে তার উপরে মাথা গুঁজে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *ক্রি* আশ্রয় নেওয়া। 'তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৩** *ক্রি* মুখ লুকানো। 'বালিশে মাথা গুজে ঘুমের জন্যে প্রাণপণে আমার সমস্ত ভাবনা গুলিয়ে ফেলতে চাইলাম।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

মাথাঘষা *বি* চুলে মাখার সুগন্ধি তেল। 'তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথাঘসা ১ *ক্রি* মাথা ধোওয়া। 'কাঁচাগোল্লা দিয়া মাথা ঘসাইয়া দিলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* মাথায় ব্যবহার্য। 'মাথায় মাথাঘসা সোন্ধা দিয়া আতর গোলাব লাগাইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মাথা ঘামানো ১ *ক্রি* চিন্তাভাবনা করা। 'জাতি গঠনের নিমিত্তে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করে না।' *সওগাত*, ১৯২৭। **২** *ক্রি* বৃথা বুদ্ধি চালনা। 'ওসব লইয়া মাথা ঘামাবার অবসর আছে কোথা কার কতটুকু।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মাথা ঘোরা ১ *ক্রি* দিশাহারা হওয়া। 'প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল, দয়াল সিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বিণ* মাথা ঝিম ঝিম করে এমন। 'উঁচুতে চড়িয়ো না, আমার মাথা ঘোরা ব্যামো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাথাচাড়া দেওয়া ১ *ক্রি* প্রবল হওয়া। 'এই যে বিদ্রোহের চিহ্ন দিকে দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'কন্যাদায় ক্রমান্বয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।' *বেগম*, ১৯৪৮। **২** *ক্রি* সক্রিয় হওয়া। 'ষড়যন্ত্রীরা নূতন করিয়া মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪৯। **৩** *ক্রি* বাধা সত্ত্বেও উন্নতি করা। 'তুমি তো সেই থেকে মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছ।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাথা চাপড়ানো *ক্রি* হতাশ হয়ে মাথায় আঘাত করা। '(মাথা চাপড়াইয়া) clear head নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'ভট্টাচার্য মাথা চাপড়াইয়া উকিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মাথা চুলকানো *ক্রি* উত্তর দিতে দ্বিধা করে মাথার আঙুল চালানো। '(মাথা চুলকাইয়া) পরিষ্কার হবে কিনা বলতে পারিনে, তবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'মাথা চুলকাইয়া হাসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাথাঝাড়া দিয়ে উঠা *ক্রি* জেগে ওঠা। 'মরা আশা চক্ষের পলকে মাথাঝাড়া দিয়া উঠিল।' *শরৎ*, ১৯১৬; 'তাঁহারাও কি অসত্যের জঞ্জাল হইতে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবেন না?' *নজরুল*, ১৯২২।

মাথা ঝাড়া দেওয়া *ক্রি* জাগ্রত হওয়া। 'বিনয় সজোরে মাথা ঝাড়া দিয়া কহিল, আমি খাব না, তোরা খা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মাথা-ঠাণ্ডা *বিণ* স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। 'ঝগড়ুর ওই গুণটা আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'সভাপতি দিগিন্দ্র সোম মাথা-ঠাণ্ডা লোক।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাথা ঠাণ্ডা করা *ক্রি* উত্তেজনা দূর করে শান্ত হওয়া। 'এখন স্নান করতে যাও, মাথা ঠাণ্ডা করে এসোগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করে নিতে পারবে?' *জীবন*, ১৯৩২।

মাথা ঠাণ্ডা রাখা *ক্রি* উত্তেজিত না হওয়া। 'বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারী দরকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া ধৈর্যের সহিত জনসাধারণের কাজ করা উচিত।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মাথা ঠিক গিয়ে পড়া *ক্রি* মন নিবিষ্ট হওয়া। 'আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মাথা ঠেকানো *ক্রি* গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা। 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মাথা-ঠোকাঠুকি চলা *বি* ধাক্কাধাক্কি হওয়া। 'উচ্ছৃঙ্খল ভাঙা পরমাণুর মধ্যে মাথা-ঠোকাঠুকি চলতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মাথা তোলা ১ *ক্রি* গর্ব করা। 'মাতা পিতা আর মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারেন না।' *সুলভ*, ১৮৭১। **২** *ক্রি* উন্নতি করা। 'এ দেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুলতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *ক্রি* সুস্থ হয়ে বিছানা থেকে ওঠা। 'সেই যে বিছানায় পড়লেম, ছ-দিন আর এক মুহূর্তের জন্যও মাথা তুলিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *ক্রি* জেগে ওঠা। 'শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৫** *ক্রি* নিজেকে প্রকাশ করা। 'ঠাকুরঝি সেখানেও মাথা তুলিতে পারিবে না।' *তারা*, ১৯৪২।

মাথা তোলা দেওয়া *ক্রি* উদ্ধত হওয়া। 'এক দল লোক মাথা তোলা দিয়াছেন।' *কোহিনূর*, ১৮৯৮।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা দপ দপ করা *ক্রি* মাথা ব্যথা হওয়া। 'কোনো কথা পাড়তে গেলেই তোমার ভাইসাহেবের ভয়ানক মাথা দপ দপ করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাথা দেওয়া *ক্রি* লুকানো। 'যাহারা প্রাণভয়ে পালাইয়া পাহাড়ে জঙ্গলে মাথা দিয়াছিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মাথা দোলানো *ক্রি* মাথা দুলিয়ে অভিনন্দন জানানো। 'হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে নামেতে কী হবে, আর কিছু নয়, হাসিতে তোমার পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মাথাধরা ১ *বি* দুশ্চিন্তার বিষয়। 'দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* মাথায় যন্ত্রণা বোধ করা। 'মহেন্দ্র অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, ভারি মাথা ধরিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বি* মাথার যন্ত্রণা। 'মাথা-ধরার বেদনার মতো দব দব করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাথা নত করা ১ *ক্রি* সম্মান দেখিয়ে মাথা নোয়ানো। 'বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *ক্রি* অহংকার দূর করা। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধুলার তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

মাথা নাড়া ১ *ক্রি* আপত্তি জানানো। 'প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সরোদনে কহিল, না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* মাথা ঝুঁকিয়ে তাল দেওয়া। 'সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনবার সময় সমে মাথা নাড়ায় ভুল করেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৩** *বি* মাথাচাড়া। 'থেকে-থেকে মাথানাড়া দিয়ে উঠছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মাথা নিচু করা *ক্রি* পরাজয় স্বীকার করা। 'মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেননি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাথানেড়া *বিণ* মাথায় চুল নেই এমন। 'বিনয়ের কালো মাথানেড়া রোগা বছর তিনেকের ছেলেটি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

মাথা নোয়ানো *ক্রি* সম্মান ক্ষুণ্ন করা। 'তিনি সদর্পে মাথা তুলিয়া বলিলেন ... কোনো মানুষের কাছে মাথা নোয়াই নাই কখনো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মাথাপাকা *বিণ* বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। 'আমি তো মাথাপাকা মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মাথাপাগল *বিণ* পাগলাটে; উন্মাদ প্রকৃতির। 'মাথাপাগল মেয়ে আমার।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাথাপাগলা *বিণ* উন্মাদ হয়ে গেছে এমন। 'কত জোরে ছুটেছে এই খামখেয়ালি মাথাপাগলা রাক্ষসটা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মাথা পাড়া *ক্রি* মস্তকচ্যুত করা। 'কেমন করিয়া বীর ক্রমোয়েল পাড়িল রাজার মাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাথা-পিছু *ক্রিবিণ* জনপ্রতি। 'আপাতত মাথা-পিছু পাঁচ রুবল করে শিক্ষার খরচ পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'ভাড়া মাথাপিছু তিন আনা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাথা পেছু *ক্রিবিণ* মাথাপিছু; জনপ্রতি। 'পূর্ব বাংলার জনগণ মাথা পেছু পেলো ৯০ টাকা।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

মাথা-ফাটাফাটি *বি* তুমুল ঝগড়া। 'বঙ্কিমের চেয়ে তুমি বড়ো, তাই নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাথা ফেলা *ক্রি* মস্তকচ্যুত করা। 'কেহ মাথা ফেলে ধর্মের তরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাথা বকানো *ক্রি* অযথা চিন্তা করা। 'যাঁরা পূর্ব-পশ্চিমের ভেদাভেদ নিয়ে মাথা বকান।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মাথা বাঁধা *ক্রি* চুল বাঁধা। 'আমি মাথা বাঁধা ছেড়ে দেব।' *শরৎ*, ১৯১৩।

মাথা বিকানো *ক্রি* সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করা। 'অধিকাংশ শিক্ষিতলোক যে গবর্মেন্টের চাকরিতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মাথা বিগড়ানো *ক্রি* কুপথগামী করা। 'মেজোবউ ওর মাথা বিগড়োতে বসেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাথাব্যথা ১ *বি* মাথার যন্ত্রণা। 'মাথা ব্যথা করে মোর গায়ে না বাসি ভাল।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* দুশ্চিন্তা। 'আধমরা হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে কারও কানাকড়ির মাথাব্যথা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* দায়-দায়িত্ব। 'আমার বাবার নয় – তোর মা'র মাথাব্যথা।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মাথা ভাঙাভাঙি করা *ক্রি* সাধ্য-সাধনা করা। 'কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙাভাঙি করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথা মাথা *বিণ* প্রধান প্রধান। 'মাথা মাথা লোকদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

মাথা মুড়া *ক্রি* মাথা নেড়ে করে দেওয়া। 'আজ্ঞা দিল কান কাট আর মাথা মুড়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা *ক্রি* চরম অপমান করা। 'কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মাথামুণ্ড *বি* বোধগম্য বিষয়। 'পদ্ধতি অনুসারে চলিলে মাথামুণ্ড কিছুই বর্ণনা করা যায় না।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

মাথামুণ্ডু ১ *বিণ* আজে-বাজে; যা তা। 'ঘুরিতেছে মাথা মুণ্ডু মাথামুণ্ডু লিখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* সারবত্তাহীন। 'পাঁড়েজি পড়েন সুর করে গীতার মাথামুণ্ডু ব্যাখ্যা।' *অবন*, ১৯২৫। **৩** *বি* বিষয়বস্তু। 'তাঁদের কথার মাথা-মুণ্ডু সেদিন কিছুই বুঝতে পারিনি।' *হাই*, ১৯৫৮।

মাথামোটা *বিণ* স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সরকার বাহাদুর বেছে-বেছে কয়টি মাথামোটা লোক যোগাড় করলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মাথা রাখা ১ *ক্রি* মস্তকচ্যুত হওয়া। 'রণভূমে কেহ মাথা রেখে মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *ক্রি* আশ্রয় নেওয়া। 'মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়া *ক্রি* চরম বিপদে পড়া। 'আমার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মাথায় করা ১ *ক্রি* স্বীকার করা। 'কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *ক্রি* অতিশয় সম্মান করা। 'আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথায় কাঁঠাল ভাঙা – অন্যকে ব্যবহার করে সুবিধা নেওয়া। 'বসে বসে মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে পারবে।' *পাশা*, ১৯৭১।

মাথায় কাপড় উঠানো/দেওয়া *ক্রি* ঘোমটা দেওয়া। 'মাথায় কাপড় উঠাইয়া দাঁড়াইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনোরূপ সংকোচ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথায় ঘোল ঢালা *ক্রি* অপদস্থ করা। 'তার গালে চূণ কালি দিয়ে,

মাথায় ঘোল ঢেলে গঙ্গা পার করে দেই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মাথায় চড়া ১ *ক্রি* চেপে বসা। 'ধন বোঝা হয়ে মাথায় চড়েনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *ক্রি* মনে আসা। 'মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মাথায় চাপা *ক্রি* অধিকার করা; আচ্ছন্ন করা। 'এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাথায় জোগানো *ক্রি* মাথায় আসা। 'দুর্বুদ্ধি যার মাথায় জোগাতে পারে সে বুদ্ধির ফলটা কী হবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মাথায় তোলা ১ *ক্রি* সম্মান দেখিয়ে গ্রহণ করা। 'তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রি* স্বীকার করে নেওয়া। 'হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মাথায় মাথায় *ক্রিবিণ* কানায় কানায়। 'তীর এবং জল মাথায় মাথায় সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাথায় রক্ত চড়া *ক্রি* অতিশয় রাগান্বিত হওয়া। 'ঝাঁ করে মাথায় রক্ত গেল চড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাথায় লওয়া *ক্রি* সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা। 'তোমার ইচ্ছা মাথায় লব মানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাথায় হাঁটা *ক্রি* চিন্তা বা কল্পনায় বিচরণ করা। 'আবু নওয়াস সব সময় মাথায় হাঁটে।' *শওকত*, ১৯৬২।

মাথায় হাত দেওয়া *ক্রি* দিব্যি করা। 'এ আমি কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাথায় হাত বুলানো *ক্রি* সান্ত্বনা দেওয়া। 'আশার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'বললেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাথার উপরে *ক্রিবিণ* পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। 'মাথার উপরে রয়েছেন কালী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মাথার কাঁটা *বি* চুলের কাঁটা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মাথার কাপড় *বি* ঘোমটা। 'মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাথার কিরে, মাথার কীরে *বি* মাথার দিব্যি। 'বলি পায়ে ধরে মাথার কীরে, আর সয় না খোয়ার।' *অমৃত*, ১৯০০; 'আর মানুষ গেলে ফিরে না কি দিলে মাথার কিরে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলা *ক্রি* কঠোর পরিশ্রম করা। 'দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস – কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'তোমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে।' *প্রচারক*, ১৯০২; 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাথার দিব্যি ১ *বি* কঠিন পণ। 'কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রেখেছে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *বি* দোহাই। 'মাথার দিব্যি দিলে ভাই?' *শরৎ*, ১৯১৭।

মাথা হালকা হওয়া *ক্রি* চিন্তামুক্ত হওয়া। 'ভূপতির ভারী মাথা হালকা হইয়া গেল।' *মানিক*, ১৯৪০।

মাথা হেঁট করা ১ *ক্রি* লজ্জায় মাথা নত করা। 'মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *ক্রি* সম্মান বিসর্জন করা। 'একদিন যখন সে মাথা হেঁট করিয়া আওড়াইয়াছে যে, পৃথিবীতে আর সকলেরই দেশ আছে, কেবল আমাদেরই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

মাথানি [মন্থনী] *বি* মন্থনদণ্ড। 'ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাথামউড়ি [স মস্তক+স মুকুট>] *বিণ* সদ্যবিবাহিতা মুকুট-পরা। 'কালি আইল বেটী মাথামউড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাথাল [স মস্তক>] *বি* মাথায় পরার জন্য রোদবৃষ্টিনিবারক টুপিবিশেষ; টোকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'স্বামীর মাথার মাথাল খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।' *জসীম*, ১৯২৭।

মাথালো [স মস্তক>] *বিণ* সেরা। 'আকাশের তারার মত মাথালো মাথালো বড় মানুষ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাথি [স মস্তক>] *বি* নারকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছের মাথার কচি অংশ। 'গুয়া নারিকেলের তবে কাটিলেন মাথি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাথুর[1] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বৈদ্যনাথ মাথুর।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মাথুর[2] [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণের মথুরা সংক্রান্ত লীলা। 'মাথুরের পালা বেঁধে কত বার।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* বিরহ। 'তবু তুলনার ধন্ধ জাগায় মাথুরই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মাথুরী জমা *বি* নাপিত কর। 'মাথুরী জমা – নাপিত ব্যবসায়ীর উপর।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

মাদক [স] *বিণ* মত্ততা সৃষ্টি হয় এমন। 'সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাদকতন্দ্রা [স] *বি* ঢুলুনি। 'প্রকৃতির উপর ছড়িয়া যায় মাদকতন্দ্রার আবেশ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাদকতা [স] **১** *বিণ* নেশা জন্মায় এমন। 'মাদকতা শক্তি নাই পেট ভরে খেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* নেশা। 'রক্তের মধ্যে একটা সংগীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মাদকতাপূর্ণ [স] *বিণ* নেশাপূর্ণ। 'আপনার দেহসংযুক্ত ফুলের গন্ধ অত্যন্ত মাদকতাপূর্ণ।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

মাদকতাময় [স] *বিণ* নেশাপূর্ণ। 'মাদকতাময় সোনালি গন্ধে মগ্ন হয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাদকদ্রব্য [স] *বি* নেশা সৃষ্টি করে এমন বস্তু। 'সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মাদকদ্রব্যের ব্যবহার কমিতেছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

মাদকবেষ্টন [স] *বি* নেশা-ভরা বাঁধন। 'তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মাদকরস [স] *বি* মাদকতাপূর্ণ রস। 'অমর সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মাদন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদন দেবের বাণবিশেষ। 'মদন মাদন শোষন যথা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মাদমোয়াজেল [ফ] *বি* মিস; কমবয়সী মেয়েদের সম্বোধন করার শব্দ 'মাদমোয়াজেল, উপরের হাওয়াটা কি ঠাণ্ডা?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মাদল, মাদলা [স মর্দল] *বি* মৃদঙ্গের মতো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।' *চর্যা* ১৯, ১২০০; 'ঘরদল পরদল বাজায় মাদল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাদলধারী *বি* মাদলওয়ালা। 'একটু ইতস্তত করিয়া মাদলধারী বসিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাদলিয়া *বি* মাদল বাজায় যে। 'মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ ওঠে দুলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মাদোল *বি* মাদল; ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র। 'ঢাক কাঁড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মাদা [ফা মরদ] **১** *বিণ* পুরুষ। 'মাদা হরিণ থাকে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **২** *বিণ* দুর্বল। 'শরীরটে ছিল মাদা।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

মাদাম [ই] *বি* ভদ্র মহিলা। 'মাদাম পোম্পাদুর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মাদার[১] [স মন্দার] *বি* কাঁটাবিশিষ্ট গাছ। 'মাদারে মালতী লতা উঠিবে আদরে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মাদারকাঁটা *বি* মাদার গাছের কাঁটা। 'উড়তে উড়তে মাদারকাঁটায় গিয়ে ঠেকেছি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মাদার[২] [আ মদার] *বি* মুসলমান সুফী সাধক শাহ মাদারের নামে প্রচলিত গানের দল। 'পালতে মাদার সেরেস্তাদার/ ফুটছে নতুন চিঁড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মাদারি [মাদার] *বি* শাহ মাদার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় সংক্রান্ত। **মাদারির খেল** *বি* ভেলকিবাজি। 'মুখ্যুসুখ্যুদের জন্য আরো যে অনেক মাদারির খেল জমা ছিল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মাদারীয়াপন্থী [মাদার] *বি* শাহ মাদারের অনুসারী। 'ফকীরদের মধ্যে মাদারীয়াপন্থীদের সংখ্যাই ছিল অধিক।' *আনিস*, ১৯৬৪।

মাদারি[১] [আ মদার] *বি* ভারবহনকারী; বেহারা। 'আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে সুতরাং মাদারির মৃত্যু।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মাদারি[২] *দ্র* মাদার[২]

মাদি, মাদী [ফা মাদাহ্] *বিণ* স্ত্রী বা স্ত্রী-জাতীয়। 'মাদি বাচ্চা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫; 'ও কালোবাস জাতীয় মাদী বানর।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

মাদিপনামো *বি* মেয়েলিপনা। 'এইবার মেয়েলি ঢং মাদিপনামো ছেড়ে ব্যাটাছেলে হও।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মাদি বাচ্ছা *বি* মেয়ে বাচ্চা। 'একটা বড় সুবুদ্ধী সিংহির মাদি বাচ্ছা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

মাদিয়ানা *বিণ* মেয়েলি ঢঙের। 'মানুষের এরকম মাদিয়ানা চাল দেখে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাদুর *বি* তৃণের তৈরি একপ্রকার পাটি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মাদুর পাতিয়া তাঁহাকে, শয়ন করাইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মাদুরি *বি* তৃণের তৈরি একপ্রকার পাটি। 'মাদুরির উপর গিয়া সুড় সুড় করিয়া শুইয়া পড়িলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মাদুলি, মাদুলী [স মর্দল>] *বি* কণ্ঠভূষণবিশেষ। 'চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদুলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'সিন্দুর মিশি মল মাদুলী কিছুই নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মাদৃশ [স] *বিণ* আমার মতো। 'সংসারাশ্রম মাদৃশ ব্যক্তির কেবল অবিশ্রাম দুঃখেরি স্থান।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মা দেসি [স মর্দয়সি] *ক্রি* মাত করো। 'ফীটউ দুআ মা দেসি রে ঠাকুর।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

মাদ্দা **১** *বি* মামলা। 'বড়বাবু একবার ডাকাতি মাদ্দা হইতে বাঁচাইয়াছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* বিষয়। 'হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ।' *দর্শন*, ১৯২২।

মাদ্রাজি, মাদ্রাজী *বি* মদ্রাজের অধিবাসী। 'মাদ্রাজি ৫৫।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'ইহুদি, পার্শি, মোগল, চীনেম্যান, মাদ্রাজী, সব জাত এক সঙ্গে গান বাজনা আহারাদি করবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মাদ্রাসা, মাদ্রাছা [আ মাদ্‌রাসাহ্] *বি* ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। 'কতকগুলি মাদ্রাছার যে এক নূতন সংস্কার।' *এসলাম*, ১৯১৯।

মদরসা [আ] *বি* মাদ্রাসা। 'কোম্পানির মদরসার নিকটে কোম্পানির এক গ্রিজা ঘর হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মাদ্রাসাপন্থী [আ মাদ্‌রাসাহ্+হি পন্থী] *বিণ* আরবি-ফারসিবহুল। 'মাদ্রাসাপন্থী বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে ...।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৪।

মাধব[১] [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মালব মাধব কামোদ আইসে চলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মাধব[২] [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ; বিষ্ণু। 'মাধব তুঁয়া অভিসারক লাগি দুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে ...।' *গোবিন্দ*, ১৬০০; 'পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল।' *তারা*, ১৯৪০।

মাধবী[১] [স] *বি স্ত্রী* এক জাতীয় চিরসবুজ লতা ও তার ফুল। 'মালতী মাধবী লতা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাধবি [স মাধবী] *বি স্ত্রী* চিরহরিৎ লতাবিশেষ; মাধবী। 'কড়িলু মাধবি লতা।' *আলাধর*, ১৫০০।

মাধবিকা [স] *বি স্ত্রী* চিরহরিৎ লতাবিশেষ; মাধবী। 'মাধবিকা – যার পরিমল-মধু-আশে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মাধবীকুঞ্জ [স] *বি* মাধবীলতার কুঞ্জ। 'মাধবীকুঞ্জ বারবার করি বনলক্ষ্মীর ডালা দেয় ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মাধবীবাসর [স] *বি* মাধবী লতায় আচ্ছাদিত বাসর। 'আজি মাধবীবাসর জাগরণ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মাধবীমঞ্জরী [স] *বি* মাধবী লতার মুকুল। 'যে-বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মাধবীলতা [স] *বি* চিরহরিৎ লতাবিশেষ। 'তাই রে মাধবীলতা মাথা তুলেছিল হোথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মাধবী[২] [স] *বিণ* বসন্তকালীন। 'তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মাধাই [স মাধব] *বি* কৃষ্ণ। 'শুন শুন নিঠুর মাধাই।' *মুরারি*, ১৫৭০।

মাধানিয়া [স মধ্যাহ্ন] *বি* মধ্যাহ্নের আহার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাধুকরী [স] *বি* মধুকরের মতো দ্বারে দ্বারে গিয়ে অল্প অল্প ভিক্ষা। 'সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাধুয্য [স মাধুর্য] *বি* রসিকতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাধুরী [স] **১** *বি* মাধুর্য। 'এরূপ মাধুরী যাহার মনে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* মাধুর্যমণ্ডিত। 'আছে সে নিখিলের মাধুরী রুচিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

মাধুরীচ্ছবি [স] *বি* মাধুর্যপূর্ণ চিত্র। 'পার্ব্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাধুরীময় [স] **১** *বিণ* মাধুর্যপূর্ণ। 'প্রেমের পিরীতি মাধুরীময়।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যাই-যাই করেও না যেতে পারার মাধুরীময় সলজ্জ কুণ্ঠা।'

AMARBOI.COM

নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'তাই বোধ হয় এ মসজিদটি এতো মাধুরীময়।' হাই, ১৯৫৮।

মাধুরীময়ী [স] বি স্ত্রী রূপবতী। 'কোথায় সেই মাধুরীময়ীকে পাবে।' জীবন, ১৯৩২।

মাধুরীরহস্যমায়া [স] বি সৌন্দর্যের রহস্যময় বিভ্রম। 'মাধুরীরহস্য-মায়ায় চেনা তোমারে না চিনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

মাধুরীসরোবর [স] বি অমৃতের সরোবর। 'ওই মাধুরীসরোবরের নাই যে কোথাও তল।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

মাধুর্য, মাধুর্য্য [স] ১ বি মধুরতা। 'শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর/ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ মনোহর। 'নির্লজ্জ সুসজ্জ মাধুর্য্য বেশ ধারণ করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৮। ৩ বি সৌন্দর্য। 'চিনিলে তবে লণ্ডনের মাধুর্য বোঝা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মাধুর্যবিকাশ [স] বি মাধুর্যের প্রকাশ। 'বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী ... আপনার মাধুর্যবিকাশের চেষ্টা করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মাধুর্যমণ্ডিত [স] বিণ মাধুর্যপূর্ণ। 'নিজের সমস্ত অহংকার, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্যমণ্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মাধুর্যময়, মাধুর্য্যময় [স] ১ বিণ মাধুর্যপূর্ণ; সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'সেই যে ভালবাসা, সমুদ্রতুল্য ... মাধুর্য্যময়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বিণ মনোহারী। 'তার চরিত্র তত ঐশ্বর্যময়, তত মাধুর্যময়।' অন্নদা, ১৯২৮। ৩ বিণ দৃষ্টিশোভন। 'না-কামানো দাড়ি-গোঁফের সহযোগে যে চিত্রটি করিয়াছে তাহা মাধুর্যময় নহে।' বনফুল, ১৯৩৬।

মাধুর্যময়ী [স] বিণ স্ত্রী লাবণ্যময়। 'তাহার বিশাল নেত্রের মাধুর্যময়ী উজ্জ্বল দৃষ্টিতে।' সিরাজী, ১৯১৮।

মাধুর্য-মাঝারে ক্রিবিণ মাধুর্যের মধ্যে। 'শুধু মাধুর্য-মাঝারে চাহিনা নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

মাধুর্যরস, মাধুর্য্যরস [স] বি সৌন্দর্যরস। 'প্রৌঢ় নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদ-করণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাধুর্যসুধা [স] ১ বি সৌন্দর্যরূপ সুধা। 'তাই তোমার মাধুর্যসুধা/ ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বি আনন্দ। 'প্রবাসের দিনগুলি মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী, মাধুর্যসুধায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মাধুর্যসুষমা [স] বি মধুময় সৌন্দর্য। 'কোমলতা আর মাধুর্যসুষমা দিয়ে গড়া নারী।' নজরুল, ১৯২৭।

মাধুর্যহীন [স] বিণ মধুরতা নেই এমন। 'বিগতযৌবনা মেয়েটির মাধুর্যহীন অনাকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের চিৎকারে ...।' কায়সার, ১৯৬২।

মাধুর্যামৃত, মাধুর্য্যামৃত [স] বি সৌন্দর্যরূপ সুধা। 'এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাধ্যমচর্চা [স] বি শিল্পের মাধ্যম সম্পর্কে অনুশীলন। 'সাহিত্যিকের আত্মপ্রস্তুতির জন্য তাই মাধ্যমচর্চা একান্ত প্রয়োজন।' শিব, ১৯৫০।

মাধ্যমিক [স] ১ বি বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ। 'যবন ... মাধ্যমিকদিগকে অবরোধ করিয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যম স্তর সংক্রান্ত। 'তাঁদের থেকে নির্বাচিত করতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষার ডিস্ট্রিক্ট ইনসপেক্টর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মাধ্যস্থ [স] বি মধ্যস্থতা। 'তাঁহাদের মাধ্যস্থ স্বীকার করিয়া মীডিয়ার রাজাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

মাধ্যাকর্ষণ [স] বি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে বস্তুর আকর্ষণ। 'নিউটন মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক অপূর্ব্ব নিয়ম নিরূপণ করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব [স] বি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে বস্তুর আকর্ষণ বিষয়ক তত্ত্ব। 'মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আমার কাছে একরূপ, অন্যের কাছে অন্যরূপ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মাধ্যাকর্ষণিক [স] বিণ মাধ্যাকর্ষণকালীন। 'মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

মাধ্যাহ্নিক [স] ১ বি দুপুরের খাবার। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ মধ্যাহ্নকালের। 'অয়নাংশ মতে আষাঢ়মাসান্ত দিনে মাধ্যাহ্নিক ছায়ার শূন্যত্বহেতুক ছায়া পাদতলে আসিয়া থাকে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া [স] বি দুপুরের আহার। 'মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

মান[১] [স] ১ বি সম্মান। 'ঘর জাহা নিজ মানে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সম্ভ্রম। 'রাধে তেজ ভয় মান রাগে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি সমাদর। 'যৌবনে নারীর মান উদকে নৌকার যান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি মর্যাদা। 'চণ্ডী দিল বরদান লহনা সাধিল মান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি অঙ্গীকার। 'নৃপতি করিল মান নিজ কন্যা দিব দান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি স্বীকৃতি। 'এ বরন গান নাহি পেলে মান মরিব লাজে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মান-অপমান [স] বি সম্মান ও সম্মানহানি। 'আমার মান-অপমান সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।' নজরুল, ১৯২১।

মান-ইজ্জত, মানইজ্জৎ [স মান+আ ইজ্জত] বি সম্মান; সম্ভ্রম। 'আমাদের আর মান-ইজ্জত রইলো না।' নজরুল, ১৯২৬; 'নেটিভরা এসে এদেশের মানইজ্জৎ নষ্ট করে ফেললো।' মুজতবা, ১৯৫২।

মানখাতির [স মান+আ খাতির] বি মর্যাদা ও সমাদর। 'পাকা চাকরী মানখাতিরও যথেষ্ট।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মানচ্যুত [স] বিণ অপমানিত। 'মানী বাবাজী মানচ্যুত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

মানত্রুটি [স] বি অসম্মান। 'তাহারদিগের কোন অংশে মানত্রুটি কিম্বা অপযশ হয় নাই।' দর্পণ, ১৮২২।

মানদ [স] বিণ সম্মানদাতা। 'মিতভুক অপ্রমত্ত মানদ অমানী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মানদাতা [স] বি সম্মানদাতা। 'মানদাতা যদি দলপতির মান প্রদান না করেন তবে তাঁহার ...।' ভবানী, ১৮২৩।

মাননা [স] বি সম্মান। 'বার্তা জিজ্ঞাসিআ তার করিল মাননা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'নিজেরে নিরুক্ত রেখে সঙ্কোচ-বিহ্বল-চিত্ত আত্মার মাননা তুমি চাহ নাই কভু।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মাননীয় [স] ১ বিণ সম্মানের যোগ্য। 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মাননীয় বৈশ্য এবং শূদ্র সকলকে নিয়ন্ত্রণ করিবে।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'কারণ, তাহা হইলেই, তিনি, সকলের নিকট, বিদ্বান বলিয়া গণনীয় ও মাননীয় হইবেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বিণ গ্রহণযোগ্য। 'আমরা বাদসার জাত বাদসাই দারু, বাদসাই মতের গ্রন্থেই মাননীয়।' মশাররফ, ১৮৮৯।

মাননীয়া [স] বিণ স্ত্রী সম্মানের যোগ্য। 'মাননীয়া বিবি সালেমার হোজরা সমীপে গমন করিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানপত্র [স] ১ *বি* মর্যাদাসূচক পত্র। 'আমিও আমার সোহাগকে দেব মর্যাদা, শিল্পে-সাজিয়ে-তোলা মানপত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ২ *বি* শ্রদ্ধাজ্ঞাপক অভিনন্দন-পত্র। 'নেলী সেনগুপ্তার উদ্দেশে মানপত্র পঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মানপূর্বক, মানপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* সম্মানপূর্বক। 'মানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মানবিভ্রম [স] *বি* মান বজায় না-থাকা। 'অতটা শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও রাশিয়ায় সাহিত্যিক মানবিভ্রম ঘটল কেন মনে হয়?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মানভিক্ষা চাওয়া *ক্রি* সম্মান প্রার্থনা করা। 'আমি বড়, তাই আমি মানভিক্ষা চাহিয়া লইলাম।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মানভ্রষ্ট [স] *বিণ* সম্মানহীন। 'অনাথ কৃষাণেরা অহরহ নিষ্পীড়িত, তর্জ্জিত, মানভ্রষ্ট ও শরীরে আহত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মানমদ [স] *বি* মর্যাদার অহংকার। 'মানমদে বিবি সব হইলেন ক্রেস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মানমর্যাদা, মানমর্য্যাদা [স] *বি* মানসম্মান। 'ইহাতে লোকের মান-মর্য্যাদা ... রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬; 'মুসলমান সমাজের মানমর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইবে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

মানমাত্তা [স মান+আ মাত্তা] *বি* ধনমান। 'ধনকড়ি মানমাত্তা ডুবে গেল জলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মান রক্ষা [স] *বি* সম্মান রক্ষা। 'স্বজাতির মানরক্ষার্থে অনায়াসে পক্ষপাত করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩; 'যাতে মান রক্ষা হয় তার চেষ্টা কর।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মানসম্ভ্রম [স] *বি* সুনাম ও সম্মান। 'বিষয়ার্থী ব্যক্তি তরুণ বয়স অবধিই ধনসঞ্চয় ও মানসম্ভ্রম উপার্জ্জন নিমিত্ত একাগ্র-চিত্ত হইয়া সমস্ত কাল হরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মানহানি [স] *বি* অসম্মান। 'বিদ্যাশিক্ষাতে তাহাদের কোন রূপে মানহানি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই।' *গৌর*, ১৮২২।

মানহানিকর [স] *বিণ* অসম্মানজনক। 'স্ত্রীমহলে অসম্ভব মানহানিকর কাণ্ড করিয়াছে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

মানহানিজনক [স] *বিণ* অসম্মানজনক। 'সকলই অসুবিধা এবং মানহানিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মানহানির মামলা [স মানহানি + আ মুআমিলাহ্] *বি* মর্যাদাহানির অভিযোগে যে মামলা করা হয়। 'যদি মানহানির মামলায় পড়ে যাই।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

মানহীন [স] *বি* মান নেই এমন ব্যক্তি। 'মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানাপমান [স] *বি* মান ও অপমান। 'আমি এই কন্যার লজ্জা সম্ভ্রম মানাপমান গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করিব।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

মানাশঙ্কা [স] *বি* মর্যাদাহানির ভয়। 'কেহ মানাশঙ্কায় বিচারপতির নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৪৪।

মান[2] দ্র **মানা**[1]

মান[3] [স] ১ *বি* অভিমান। 'হৃদএ মান করি জুড়ি দুই হাত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণকর্তৃক রাধার মানভঞ্জন বিষয়ক পালা। 'তিনি ক্রমে ক্রমে মান, মাথুর, অক্রূর-সংবাদ ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পালা রচনা করেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মান-অভিমান [স] *বি* ভালোবাসার আঘাত ও দুঃখ। 'মান-অভিমান এমনি খেলা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মান করা *ক্রি* অভিমান করা। 'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন ...।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মানভঙ্গ [স] *বি* অভিমান ভাঙানো। 'মানভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মান ভঙ্গ করা *ক্রি* অভিমান ভাঙানো। 'আজ বুঝি মান ভঙ্গ করতে হলো, দেখি লঘু মান কি গুরু মান।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মানভঞ্জন [স] *বি* মান ভাঙানো। 'প্রতিকূল প্রণয়িনীর মানভঞ্জনের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মানময়ি, মানময়ী [স মানময়ী] *বি স্ত্রী* অভিমানী নারী। 'বুঝি কএক দিন আসি নাই মানময়ীর অভিমান হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'মানময়ি ... এত মান ভাল নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মান[4] [স] *বি* মানকচু। 'পটোল বার্তাকু থোড় আলু শাক মান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মানকচু [স] *বি* মাটির নীচে জন্মে এমন এক প্রকার কন্দ। 'আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মানচাকি *বি* মানকচুর চাকতি। 'পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মান[5] [স] ১ *বি* পরিমাপের একক। 'পথের সম্বল দিল চাল দুই মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সংগীতে তালের বিরাম বা মাত্রা। 'নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক রাগ তাল মান লয়।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* শ্রেণী। 'তৃতীয় মান হইতে আরবী এবং পঞ্চম মান হইতে দ্বিতীয় ভাষা আরম্ভ হইবে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মানচিত্র [স] *বি* অঞ্চল, দেশ প্রভৃতির ভৌগোলিক নকশা। 'বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মানচিত্রকার [স] *বি* মানচিত্র তৈরি করে যারা। 'কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মানচিত্রকাররা লোহিত-সমুদ্রকে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

মানচিত্রিত [স] *বিণ* অঙ্কিত; প্রদর্শিত। 'অস্তিত্বের যে সামান্য অংশ যুক্তি এবং সামাজিক ঔচিত্যবোধের ছকের মধ্যে মানচিত্রিত হয়েছে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

মানদণ্ড [স] *বি* বিচারের মাপকাঠি। 'মানদণ্ডের একটা পাল্লায় বিশ পঁচিশ মণ বাটখারা চাপানো দোষের নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানমন্দির [স] *বি* গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ কক্ষ। 'প্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের ডিরেক্টর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানরজ্জু [স] *বি* পরিমাপ করার রশি। 'কেহ ১৯,৪০০ হাত দীর্ঘ মানরজ্জু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মানওয়ারী *বি* যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এমন। 'ওঁর পেট অজুহাতের মানওয়ারী জাহাজ নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মানকাট [মালকাট] *বি* মল্লযুদ্ধের প্রণালীবিশেষ। 'মানকাট ধরিতে শিখিল সর্বশেষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মানগড্যা *বি* গাছবিশেষ। 'মানগড্যা বাকুচি কুচাইলতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মানত, মানৎ [আ মন্নত] *বি* মনোবাসনা সিদ্ধির জন্য কোথাও কোনো কিছু দেওয়ার অঙ্গীকার। 'মহাশয় আমি কারে মানত দিব।' *কেরি*, ১৮০২; 'চৌকি দিয়ে মানৎ মেনে কাটিয়ে দেব রাত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানন [স] *বি* (লোকবিশ্বাস) মানসিক; মানত। 'শিলবিষ্টি বাজ পড়ে সাধু জদি মরে ঝড়ে দুর হব আমার মানন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাননা *বি* মানত; মানসিক। 'মাননা করেছে পুত্রে বলি দিব বলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মানব [স] *বি* মানুষ। 'মানব হইআ জন্ম চল বসুমতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মানব-অভ্যুদয় [স] *বি* মহামানবের আবির্ভাব। 'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয় মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মানব-ইতিহাস [স] *বি* মানুষের ইতিহাস। 'আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দীচিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মানব-উন্নতি [স] *বি* মানুষের মেধা ও মননের উন্নতি। 'যদি মানব-উন্নতি কেবলমাত্র বাহ্য প্রকৃতি সাপেক্ষ হইত ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মানবকল্পনা [স] *বি* মানবকৃত কল্পনা। 'মানবকল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে ধাতার বৈভব।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মানবকল্যাণকর [স] *বিণ* মানুষের মঙ্গলসাধক। 'নানাবিধ মানবকল্যাণকর কাজ ও সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানবকুল [স] *বি* মানবজাতি। 'আজ মানবকুলের কালি মেখে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মানবকেন্দ্রিক [স] *বিণ* মানবতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'সার্বিক বিরুদ্ধতা মানবকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার জগৎ থেকে বিদ্যাসাগরকে নিঃসন্দেহে টেনে নিয়ে যেত।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানবগৃহ [স] *বি* মানুষের বাড়ি। 'ইহারা যখন মানবগৃহে প্রতিপালিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মানব-চরিত্র [স] *বি* মানুষের স্বভাব। 'ইহাতে যে মানব-চরিত্র কলুষিত হইয়া পাপের স্রোত প্রবাহিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'জীবনশিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগবগ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানবচরিত্রবিদ্যা [স] *বি* মনস্তত্ত্ব। 'বেঙ্কটস্বামী মানবচরিত্রবিদ্যার চর্চা করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানবচিত্ত [স] *বি* মানুষের মন। 'তিনি কি মানবচিত্তের অন্তরতর বিধাতা নন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মানবচিত্তবৃত্তি [স] *বি* মানুষের মনের ভাব। 'মানবচিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানবচিন্তা [স] *বি* মানুষকেন্দ্রিক চিন্তা। 'মানবচিন্তার এই আদর্শকেই বলে হিউম্যানিজম।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানবচৈতন্য [স] *বি* মানুষের চেতনা। 'মানবচৈতন্যের রহস্য-কথনে নেমে হেগেল এক আর বহুর মধ্যে প্রভেদ করেননি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানবজনম [স] *বি* মানুষরূপে জন্মগ্রহণ। 'আপনাকে মা বলে মানবজনম সফল কত্তে এসেচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মানবজন্ম [স] *বি* মানব জীবন। 'পাইয়া মানবজন্ম যে না শুনে গৌর-গুণ হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এই মানবজন্মে কতটুকুই বা পেতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মানবজন্মতরী [স] *বি* মানবজীবনরূপ তরী। 'ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মানব-জমিন [স মানব+ফা জমীন] *বি* মানবরূপ জমিন। 'এমন মানব-জমিন রৈল পতিত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মানবজাতি [স] *বি* মনুষ্য জাতি। 'মানবজাতির প্রধান গুণ বিচারশক্তি, মদ্যপান দ্বারা তাহার হ্রাস ব্যতিরেকে কখনই বৃদ্ধি হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মানব-জাতীয়তা [স] *বি* মানবতা ধর্ম। 'মানব-জাতীয়তার চেয়ে তাকে বড়ো বলে জেনেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানবজীবন [স] *বি* মনুষ্যজীবন। 'মানবজীবনটা অত্যন্ত শীর্ণ শূন্য শ্রীহীন রূপে চক্ষে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানবতত্ত্ব [স] **১** *বি* মানুষ ও তার ক্রিয়াকর্ম বিষয়ক তত্ত্ব। 'ফরাসি সাহিত্যিকরাও সেই ভাবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানবতত্ত্ব নির্ণয় করেন।' *প্রমথ*, ১৯১৬। **২** *বি* মানুষের স্বরূপ। 'এই বাহিরে-বাহিরে ভিন্নতা এটা কী মানবতত্ত্বের কী মানবের শিল্পতত্ত্বের চরম কথা নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

মানবতন্ত্রী [স] *বি* মানবতাবাদী ব্যক্তি। 'সাহিত্যিক শাস্ত্রপ্রণেতা নন তিনি মানবতন্ত্রী।' *শিব*, ১৯৫০।

মানবতন্ময়তা [স] *বি* মানবমুখী একাগ্রচিত্ততা। 'হিউম্যানিজম হচ্ছে মানবতন্ময়তা, মানবমুখিনতা।' *বিনয় ঘোষ*, ১৯৫৭।

মানবতা [স] **১** *বি* মনুষ্যত্ব। 'দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'সঙ্গ দিলে আজ ওড়ে না নিশান মানবতার।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। **২** *বি* মানুষ। 'নিপীড়িত মানবতার নিকট ইসলাম হইয়াছিল বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ।' *হাই*, ১৯৫৪।

মানবতাবিরোধী [স] *বিণ* মানববিদ্বেষী। 'মানবতাবিরোধী এই আইনের উপযুক্ত পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবে দাবি করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭২।

মানবতাব্রতী [স] *বিণ* মানবতার পূজারী। 'দুইজনই ছিলেন জীবনবাদী মানবতাব্রতী মুক্তপুরুষ।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মানবত্ব [স] **১** *বি* মনুষ্য ধর্ম। 'এই অহিফেনসুখ কে চায় ইহাকে মানবত্ব এ নয় এ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* মানবিক বোধ। 'সুচরিতার স্বাভাবিক মানবত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মানবত্ববোধ [স] *বি* নিজ এবং অন্যকে মানুষ হিসেবে গণ্য করার বোধ। 'মানবত্ববোধ আজও প্রবল হয়ে ওঠেনি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মানবদরদী [স মানব+ফা দরদ>] *বিণ* মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। 'বেগম রোকেয়া একাধারে মানবদরদী, সমাজদরদী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন।' *বেগম*, ১৯৭০।

মানব-দেবতা *বি* মানুষরূপ দেবতা; দেবতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ। 'তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মানবদেহ [স] *বি* মানুষের শরীর। 'জ্বররোগ কোথা হইতে আসিয়া প্রায় সর্ব্ব মানবদেহে ভোগ করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মানবধর্ম, মানবধর্ম্ম [স] *বি* মানবপ্রকৃতি। 'তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ ন্যায়বান হয়েন – রাগ দ্বেষ লোভ পক্ষপাতাদি মানবধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিবর্জ্জিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'মানুষকে কত ক্ষুদ্র করে তার মানবধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মানব-ধাম [স] *বি* পৃথিবী। 'ত্রিলোক উজ্জ্বল মানব-ধাম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মানবনন্দিনী [স] *বি* নারী। 'চলেছে মানব, মানবনন্দিনী।' *বঙ্গদর্শন*

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৭২।

মানবপদবাচ্য [স] *বিণ* মানুষ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। 'সেই জ্ঞানস্তরসমারূঢ় মানবকে মানবপদবাচ্য বলিয়াই বোধ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মানবপীড়ন [স] *বি* মানুষের উপর অত্যাচার। 'মানবপীড়নের মহামারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মানবপ্রকৃতি [স] *বি* মানুষের শারীরিক ও মানসিক ধর্ম। 'মানবপ্রকৃতির সহিত জগতের সমুদায় নিয়মের ঐক্য আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মানবপ্রধান [স] *বিণ* মানবমুখী। 'উভয়ের চিন্তন প্রক্রিয়া ছিল মানবপ্রধান।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

মানবপ্রবাহ [স] *বি* মানুষের যাতায়াত। 'দিনান্তের মানবপ্রবাহ উদ্দামগতিতে বয়ে চলেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

মানবপ্রীতি [স] *বি* মানুষের প্রতি ভালোবাসা; মানবপ্রেম। 'তাঁর অপূর্ব সত্যপ্রীতি, মানবপ্রীতি, জীবপ্রীতি তাঁর অনুরাগীদের অনুধাবনের বিষয় হলো না।' *ওদুদ*, ১৯৪৯; 'এ ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রত্যয় ও মানবপ্রীতির সন্তান।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মানবপ্রেম [স] *বি* মানবের প্রতি প্রেম। 'মানবপ্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানবপ্রেমিক [স] *বি* মানুষের কল্যাণকামী ব্যক্তি। 'ধর্মযাজকেরা মানবপ্রেমিকের খোলস পরে ...।' *শওকত*, ১৯৪৬।

মানবপ্রেমী [স] *বিণ* মানুষের প্রতি প্রেম আছে এমন। 'রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের ক্ষেত্রে মানবপ্রেমী হয়েও জীবনের ক্ষেত্রে বন্দী রইলেন আভিজাত্যের দুর্গে।' *শিব*, ১৯৫০।

মানব-ফসিল [স মানব+ই ফসিল] *বি* মানুষের জীবাশ্ম। 'হাড্ডি মানুষ, মানব-ফসিল, ক্রমোন্নতির আলো।' *জীবন*, ১৯৪০।

মানব-বন্ধু [স] *বি* মানবজাতির মিত্র। 'দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব-বন্ধু তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মানববর্গ [স] *বি* মানব সমাজ। 'ভূমণ্ডল ... মানববর্গের বাসোপযোগী হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মানববাদ [স] *বি* ঈশ্বর নয়, মানুষই প্রধান – এমন মতবাদ। 'তাঁর মানববাদেরও উৎস ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ জীবন-চেতনা।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মানব-বিজ্ঞান [স] *বি* মানব সম্পর্কিত বিজ্ঞান; নৃতত্ত্ব। 'ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আজ কাল অসম্ভব যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা ... মানব-বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মানববিদ্বেষী [স] *বিণ* মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এমন। 'মানববিদ্বেষী সেই রোগকে আরো গভীর করে দিলেন।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

মানববিমূঢ়তা [স] *বি* মানুষের অজ্ঞানতা। 'মানববিমূঢ়তাকে লাল দেশলাইতে জ্বেলে ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

মানববিরহিত [স] *বিণ* মানুষবর্জিত। 'মানববিরহিত প্রকৃতি যেন অর্থহীন অনাবশ্যক।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মানববিশ্ব [স] *বি* সমগ্র মানবসমাজ। 'মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মানববুদ্ধি [স] *বি* মানুষের বুদ্ধি। 'তাহা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মানববৃত্তি [স] *বি* মানব প্রবৃত্তি। 'অন্যথাবৃত্তি হচ্ছে মানববৃত্তির গণ্ডির বাইরের বৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মানববেদনা [স] *বি* মানুষের কষ্ট দেখে মানুষের যে সহানুভূতিবোধ। 'বড় সাহিত্যের প্রেরণা মূলে এই মানববেদনা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মানবব্রহ্ম [স] *বি* মানুষই ব্রহ্ম। 'তার অর্থ এই যে, মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মানব-ব্রহ্মাণ্ড [স] *বি* মানবজগৎ। 'মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানবভবন [স] *বি* মানবদেহ। 'আসুক বিমল উষা মানবভবনে, লাজহীনা পবিত্রতা – শুভ্র বিবসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মানবভাগ্য [স] *বি* মানুষের অদৃষ্ট। 'শুনতে পেলাম মানবভাগ্যের শাশ্বত সত্য কাহিনী।' *হাই*, ১৯৪৯।

মানবভাবে [স] *ক্রিবিণ* মানবিক বিবেচনা অনুসারে। 'সামান্য মানবভাবে স্ত্রীর নিকট সম্মান প্রত্যাশা করিতে পারে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানবভাষা [স] *বি* মানুষের ভাষা। 'হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি আমার মানবভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানবভোজী [স] *বিণ* মানুষখেকো। 'তাহারা, বোধ হয়, এইরূপ মানবভোজী ছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মানব-মণ্ডল [স] *বি* মানব-সমাজ। 'উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মানব-মণ্ডলী *বি* মানব-সমাজ। 'মানব-মণ্ডলী ছেড়ে যাব যাব, বিরাগে কেবল, ঘৃণাতে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

মানব-মন [স] *বি* মানুষের মন। 'সৃষ্টিপ্রারম্ভে মানব-মন যে জ্ঞানস্তরে সন্নিবিষ্ট ছিল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মানবমহিমা [স] *বি* মানুষের গৌরব। '...স্বকীয় মানবমহিমার প্রদীপ বেশি লোকের হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মানব-মানস *বি* মানুষের মনন। 'মহান মানব-মানস সদা উঠে পড়ে তারি শাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানবমিতা [স মানবমিত্র] *বি* মানুষের বন্ধু। 'খোদার হাবিব এসেছে আজিকে হইয়া মানব-মিতা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মানবমুক্তি [স] *বিণ* মানুষের মুক্তি আনতে পারে এমন। 'মানবমুক্তি পণ নিয়ে তুমি ওঠো দুর্গম শিলা শিখরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মানবমুখিতা [স] *বি* মানবকে প্রাধান্য দান। 'পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রভাব, মানবমুখিতা, সমাজসচেতনতা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

মানবমুখিন [স] *বিণ* মানুষকেন্দ্রিক। 'যুক্তির আলোকে তাকে মানবমুখিন বা মানবকেন্দ্রিক (anthropo-centric) এবং সাধারণের বোধগম্য করে তোলেন।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

মানবমুখিনতা [স] *বি* মানুষকেন্দ্রিকতা। 'হিউম্যানিজম হলো মানবতন্ময়তা, মানবমুখিনতা।' *বিনয় ঘোষ*, ১৯৫৭।

মানবমুখী [স] *বিণ* সমস্ত কর্ম ও ভাবনার কেন্দ্রে আছে মানুষ এমন। 'যে মানবমুখী কর্মাদর্শের প্রেরণায় বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও সমাজসংস্কারমূলক নানা জনহিতকর কাজে ...।' *সুনীলমুখো*,

১৯৭০।

মানবমূর্তি [স] *বি* মানুষের প্রতিকৃতি। 'হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মানবমৃগয়া [স] *বি* মানুষ-শিকার। 'ভালোবাসি আমি এই ব্যগ্র ঊর্ধ্বশ্বাস মানবমৃগয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মানবমৈত্রী [স] *বি* মানুষে মানুষে মিত্রতা। 'মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মানবরস [স] *বি* মানবিক রস। 'ভাষা যেন তাহার মধ্যে একটা মানবরস মিশাইয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানবলীলা [স] *বি* মানবজীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ। 'মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকুলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মানবলোক [স] *বি* মনুষ্যজগৎ। 'এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মানবশত্রু [স] *বি* মানবতার শত্রু। 'এই মানবশত্রুদিগের কঠোর হস্তে পতিত হইলে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; '(তোরা) মানবশত্রু, তোদেরই হায়/ ফুটল না সেই জ্ঞানের চোখ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মানব শাস্ত্র [স] *বি* মানুষের রচিত শাস্ত্র। 'মানব শাস্ত্রে এই সমস্ত দেশ যজ্ঞের উপযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মানবশিল্প [স] *বি* মানুষের তৈরি শিল্প। 'দেবশিল্প (নেচার) ও মানবশিল্প (আর্ট) দুই নয়, এক।' *অবন*, ১৯২৫।

মানব-শিল্পকলা [স] *বি* মানুষের শৈল্পিক সৃষ্টি। 'বেড়ে যাচ্ছে মানব-শিল্পকলার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য।' *অবন*, ১৯২৫।

মানবশিশু [স] *বি* মানব-সন্তান। 'ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানব-শোভা [স] *বি* মানুষের সৌন্দর্য। 'তাহাদের মুখের সহজ মানব-শোভা লোপ করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মানবসংসার [স] *বি* মানুষের জগৎ। 'মানবসংসারের মধ্যে প্রতিদিবসের রোগশোক ক্ষুধাশ্রান্তি কত বৃহৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানবসকল [স] *বি* মানবজাতি। 'আমি কর্মেই ব্যাপৃত আছি ... মানবসকলের দৃষ্টান্ত হইবার জন্য।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মানবসঙ্গবিরল [স] *বিণ* মানুষের সঙ্গবঞ্চিত। 'এমন রস তাহার মানবসঙ্গবিরল জীবনে আর কখনো পায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মানবসত্তা [স] *বি* মানুষের সত্তা। 'তীব্র মানবসত্তার নবজীবনের কান্না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানবসত্য [স] *বি* মানুষের সত্য। 'এটা মানবসত্যের অবসাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানবসভ্যতা [স] *বি* মানুষের রচিত সভ্যতা। '... মানবসভ্যতার সিংহাসনে রাজা করিয়া বসানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানব-সমাজ *বি* মানবজাতি। 'মানবসমাজ যতই উৎকর্ষ লাভ করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ত্যেজিয়ে মানব-সমাজ, গগনের ছাদ ভেদ করি আজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

মানব-সম্প্রদায় [স] *বি* মনুষ্যসমাজ। 'আধুনিক সভ্যতাভিমানী মানব-সম্প্রদায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মানবসম্বন্ধ [স] **১** *বি* মানবিক সম্পর্ক। 'সেটা ছিল মানবসম্বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বি* মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক। 'বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মানবসর্বস্ব [স] *বিণ* একমাত্র মানুষই বিবেচ্য এমন। 'সেই সমাজের মানসপটে বিদ্যাসাগরের মতন এক মানব-সর্বস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানবসাধারণ [স] *বি* জনসাধারণ। 'সোশ্যালিজম ধনীর কর্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'সাহিত্য সমস্ত মানবসাধারণের জন্যেই ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানবসাহিত্য [স] *বি* মানুষের রচিত সাহিত্য। 'মানবসাহিত্যে কয়েক জায়গায় অতি আশ্চর্য বিকাশ লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানবসুলভ [স] *বিণ* মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এমন। 'আমাদের কৈফিয়ৎ আমাদের মানবসুলভ ভুলভ্রান্তি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

মানবস্বভাব [স] *বি* মানব-প্রকৃতি। 'তাহার মরণ-ধর্মশীল মানবস্বভাব অতিক্রম করিয়া অমরভাব প্রাপ্ত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তর্নিহিত নিগূঢ় নিয়ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মানবহিতকর [স] *বিণ* মানুষের কল্যাণ সাধন করে এমন। 'মানবহিতকর বিচিত্র কর্মযজ্ঞে গোটা জীবনটাকেই যেন আহুতি দিয়েছিলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানবহিতবাদী [স] *বিণ* সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের উপকার সাধন করে – এমন মতবাদের অনুসারী। 'বিদ্যাসাগরের মতো মানবহিতবাদী নাস্তিক সংগ্রামী পুরুষ একজনও জন্মাননি।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মানবহিতৈষী [স] *বিণ* মানুষের মঙ্গল করতে ইচ্ছুক। 'মানবহিতৈষী ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মানব-হিয়া *বি* মানুষের হৃদয়। 'দুর্বল মানব-হিয়া বিদীর্ণ যেথায় মর্মভেদী যন্ত্রণা বিষম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানবহৃদয় [স] *বি* মনুষ্যত্বপূর্ণ মন। 'এ কাহার মায়া। মানবহৃদ নিয়ে এত অবহেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মানবহৃদয়নীড় [স] *বি* মানুষের মনরূপ বাসা। 'স্বর্গের দিকে নয়ে মানবহৃদয়নীড়ের দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মানবাকৃতি [স] *বি* মানুষের অবয়ব। 'সাধারণ মানববুদ্ধিতে মানবাকৃতি দিয়া মর্ত্যজীবনের মাধুরী পান।' *হাই*, ১৯৫৪।

মানবাঙ্কুর [স] *বি* মানব-শিশু। 'সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শে করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানবাচার [স] *বি* মানুষের আচরণ। 'আদিম মানবাচার ও পশ্বাচারে কি কোন প্রভেদ ছিল না?' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মানবাত্মা [স] **১** *বি* মানবসত্তা। 'এইরূপ উন্নত হইলে মানবাত নিত্য নির্মল সুখ, শান্তি, আনন্দের উপভোগে সমর্থ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* মানুষের হৃদয়। 'সেই প্রেমে যেন মানবাত্মা অন্তর্নিহিত গভীর অমরতা হইতে এক অপূর্ব রাগিণীময় গান ... *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'মানবাত্মা যে সময় ফরিয়াদ করছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মানবাধিকার [স] *বি* মানুষের প্রাপ্য অধিকার। 'গণতন্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবাধিকার।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

মানবারণ্য [স] *বিণ* জনাকীর্ণ। 'ধূমঘাট পঞ্চক্রোশি মানবারণ্য হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

মানবিক [স] *বিণ* মনুষ্যসুলভ। 'মানবিক বুদ্ধিবলে ক্রমাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মানবিকতা [স] *বি* মানুষের গুণ বা ধর্ম; মনুষ্যত্ব। 'এই সব প্রশ্ন তবু নয় আর মানবিকতার।' *জীবন*, ১৯৩০।

মানবিনী [স] *বি* নারী। 'সারি সারি বসি – পরী, দেবী, মানবিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মানবী [স] *বি* নারী। 'মানবীর মন হরে তপসীর জ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মানবীগর্ভজাত [স] *বিণ* মনুষ্য গর্ভে জাত। 'দুটি কন্যাই মানবীগর্ভজাত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানবীয় [স] *বিণ* মানুষের উপযুক্ত। 'মানুষ পাবে তার মানবীয় সর্ব প্রয়োজনের সম-অধিকার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মানবেতিহাস [স] *বি* মানুষের ইতিহাস। 'মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

মানবোচিত [স] *বিণ* মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। 'মানবোচিত সহানুভূতি।' *জীবন*, ১৯৩২।

মানবক [স] *বি* মানবশিশু। 'মানবকটিকে এক মুহূর্তের জন্যও স্নেহবাহুদ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মানস[1] [স] ১ *বি* মন। 'লুবুধ মানস চালক মতন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* অভিলষিত। 'মনের মানস কথা মন তাহে সাখি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* মনোবাসনা। 'লক্ষপতি বলে মোর সফল মানস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* আকাঙ্ক্ষা; কামনা। 'আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ *বিণ* মনোগত। 'ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'আপন-মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানসউদ্যান [স] *বি* মনরূপ বাগান। 'মানসউদ্যানের চির আকাশকুসুম।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মানস-ঐশ্বর্য [স] *বি* মানসিক শক্তি। 'যাঁর মানস-ঐশ্বর্যের কাছে হার মেনেছিল রাজ-সম্পদ।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মানসকন্যা [স] *বি* ভালোবাসার পাত্রী। 'জোরে তার মানসকন্যাকে পালকিতে করে দুলকি চালে নিজের বাড়ি নিয়ে যাবে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

মানসকমল [স] *বি* মনরূপ পদ্ম। 'কবির মানসকমল থেকে খসে-পড়া সুর-বোঝাই পাপড়িগুলি।' *অবন*, ১৯২৫।

মানস-কল্পনা [স] *বি* মনের কল্পনা। 'এই হল প্রথম শিল্পীর মানস-কল্পনা।' *অবন*, ১৯২৫।

মানসক্ষেত্র [স] *বি* মনরূপ ক্ষেত্র। 'সমুদয় বিদ্যারই বীজ আমাদের মানসক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ইংরেজের প্রভাব তখন বাঙালীর জীবনে এবং মানসক্ষেত্রে অপ্রতিহত।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মানসখাদ্য [স] *বি* মনের খোরাক। 'আমরা প্রতিমুহূর্তে য়ুরোপ থেকে মানসখাদ্য গ্রহণ করছি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মানসগঠন [স] *বি* মনোলোক। 'মানসগঠনে সামগ্রিকভাবে হিন্দু কলেজের প্রভাবও কম ছিলো না।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

মানস চক্ষে *ক্রিবিণ* কল্পনার চোখে। 'কেবল মানস চক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মানস-ছবি *বি* কল্পনার ছবি। 'আপন-মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানসজগৎ [স] *বি* মনোজগৎ। 'মানসজগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানস-জাত [স] *বিণ* চিত্ত-উদ্ভূত। 'বাহ্যবস্তুর মাপজোখের সঙ্গে আমাদের মানস-জাত বস্তুর মাপজোখ হুবহু মিলে যেতেই হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মানসজীবন [স] *বি* মনোজীবন। 'বিশ শতকের প্রথমভাগে বঙ্গদেশের মানসজীবনে যা ঘটেছিল ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

মানসডোঙা *বি* মনরূপ নৌকা। 'কাদার নোঙরভাঙা মানসডোঙার ধ'রে হাল ...।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মানসতনয়া [স] *বি* মানসকন্যা; মন বা কল্পনা থেকে জাত কন্যা। 'সে চায় তোমাকে, মাইকেল এঞ্জেলোর মানসতনয়া।' *সবুজ*, ১৯২১।

মানস-ধারা [স] *বি* চিন্তা-প্রবাহ। 'কাজের ধারার পাশ দিয়ে আর-একটা উল্টো মানস-ধারা খুলে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানস-নয়ন [স] *বি* মনের চোখ। 'দেখিবারে পায় মোর মানস-নয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মানস নেত্র [স] *বি* মনের চোখ। 'তিনি আপনার মানসনেত্রে এককালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যবলোকন করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'আজও দেখছি আমার মানস নেত্রে ...।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'মেলে দেখি মানসনেত্র।' *অন্নদা*, ১৯৭৩।

মানসপট [স] *বি* মনরূপ পট। 'মানসপটে পরিশ্রমপটু, সংসার-অভিজ্ঞ, সুঠাম-তনু দরিয়াবিবির কোন ছায়া ভাসিয়া উঠে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মানসপর্যটন, মানসপর্য্যটন [স] *বি* কল্পনায় ভ্রমণ। 'অতীতে মানসপর্য্যটন প্রয়োজনীয় ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মানসপুত্র [স] *বি* আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তি। 'ব্রহ্মার মানসপুত্র তুমি মহাশয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মানসপুর [স] *বি* মনোজগৎ। 'আমাদের মানসপুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানসপ্রকৃতি [স] *বি* মনের স্বভাব। 'নানা জাতীয় মতের মূলে আছে একটি বিশেষ মানসপ্রকৃতি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মানস-প্রজাপতি *বি* মনরূপ প্রজাপতি। 'ওই যে তোমার মানস-প্রজাপতি, ঘরছাড়া সব ভবনা যত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মানস-প্রতিমা [স] *বি* কাল্পনিক প্রতিমূর্তি। 'মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সংবাদ পেলো তার মানসপ্রতিমা বদিউজ্জামালের।' *হাই*, ১৯৪৯।

মানসপ্রধান [স] *বিণ* কল্পনাপ্রধান। 'যে কয়েকখানি উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছ সকলগুলিই মানসপ্রধান, কার্যপ্রধান নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানসপ্রসূত [স] *বিণ* মনের মধ্যে কল্পিত। 'একটি মানসপ্রসূত দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মানসপ্রাণ [স] *বি* মননশক্তি। 'আমাদের মানসপ্রাণ যতই সজীব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়া উঠিতেছে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানসপ্রিয়া [স] *বি* কাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমা। 'সয়ফুলের জীবনে মানসপ্রিয়ার অতর্কিত আবির্ভাবে ... ।' *হাই*, ১৯৪৯; 'মানসপ্রিয়া বিয়াত্রিচের বেলা কাঁদাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মানস বচন [স] *বি* মনের কথা। 'নরবর মৃদুস্বরে/ জিজ্ঞাসিল মানস বচন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মানস-বন [স] *বি* মনরূপ বনভূমি। 'মানস-বনের পদ্মখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মানসবলাকা [স] *বি* কল্পনার বলাকা। 'পাখা ঝাড়ে শত-শত মানসবলাকা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

মানসবাণিজ্য [স] *বি* মননশীলতার ব্যবসা। 'এ বেনেযুগে মানসবাণিজ্যে পিছিয়ে পড়লে কিংবা তাল ঠুকে চলতে না জানলে ... ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মানসভাণ্ডার [স>] *বি* মানস জগৎ। 'মানসভাণ্ডার পূর্ণ করে দেওয়ার দিকে ঝোঁক নেই বলে অধুনা মানুষের অন্তর জীবনটা ফাঁকা ও ফাঁপা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মানস-ভুবন [স] *বি* চিন্তার জগৎ। 'প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'কোথা তব মানসভুবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানসভূমি [স] *বি* মনোজগৎ। 'আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট নবাবিষ্কৃত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মানসমরাল [স] *বি* মনরূপ বলাকা। 'হেমন্তের হাহাকারে পলাতক মানসমরাল।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১; 'নীলিমায় দিই মেলে মানসমরাল।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মানসমাণিক [স মানসমাণিক্য] *বি* কল্পনারূপ মাণিক্য। 'সাতশো রাজার ধন মানসমাণিক।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মানসমুকুর [স] *বি* মনের আয়না। 'ভেসে ওঠে মানসমুকুরে/ উত্তরকালের আর্তনাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মানসমুকুল [স] *বি* মনের কলি। 'যে মানসমুকুলের বিকাশ সাধনাসাপেক্ষ, দশের সামনে অগ্নিপরীক্ষার পর তার পরিণত সত্যকে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মানসমুরতি [স মানসমূর্তি] *বি* কল্পনায় গঠিত মূর্তি। 'মানসমুরতি খানি আকুল আমায় বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানস-রঙ্গিণী [স] *বি স্ত্রী* মনকে রাঙায় যে। 'হে আমার মানস-রঙ্গিণী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মানসরাজ্য [স] **১** *বি* কল্পনার জগৎ। 'বৃন্দাবন-নামক বিরহমিলনের একটা মানসরাজ্য দেখতে পাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* মনোজগৎ। 'লিখতে গিয়ে আপনার নিগূঢ় মানসরাজ্যের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশলাভ হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মানসরূপ [স] *বি* ভাবমূর্তি; মানসিক রূপ। 'অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আপনিই একটি মানসরূপ ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানসলীনা [স] *বিণ* হৃদয়ে স্থিত। 'মানস-লীনা বাজে যে বীণা শিখিবে তারি মূর্চ্ছনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মানসলোক [স] *বি* মনোজগৎ। 'আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মানসশিষ্য [স] *বি* ভাবশিষ্য। 'তাঁহার মানস শিষ্যেরা তাহা চূর্ণীকৃত করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মানসসন্তান [স] *বি* মানসজগতের সঙ্গে মিল আছে সন্তানতুল্য এমন কেউ। 'শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে যেন বিদ্যাসাগরেরই মানসসন্তান।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মানস-সমৃদ্ধি [স] *বি* মানসিক ঐশ্বর্য। 'ভাষায়-সাহিত্যে তার মানস-সমৃদ্ধির যে পরিচয় দেদীপ্যমান।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানসসম্পদ [স] *বি* মানসিক সমৃদ্ধি। 'রেনেসাঁসের মানসসম্পদ রচনায় বণিক ব্যবসায়ীদের ভূমিকা নিতান্তই অনুল্লেখ্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

মানস-সাথী [স মানস+সাথী] *বি* অন্তরের বন্ধু। 'বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মানসসায়র [স মানস-সাগর] *বি* মনরূপ সাগর। 'মানসসায়রে মরালেরই প্রায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মানস-সার্কাস [স মানব+ই সার্কাস] *বি* মানসিক দ্বন্দ্বের জগৎ। 'যাকে বলে রীজন, সে মানস-সার্কাসের ডিগবাজি-খেলোয়াড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মানসসিদ্ধি [স] *বি* ইচ্ছা পূরণ। 'এ অষ্ট রত্নের গুণ এই একেতে মানসসিদ্ধি হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

মানসসুন্দরী [স] *বি* কল্পনালোকের সুন্দরী। 'বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানসসুন্দরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানসহর [স] *বিণ* মনোহরণকারী। 'স্বয়ম্ভু মানসহর নিরমর নীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মানসাকাশ [স] *বি* মনরূপ আকাশ। 'মানসাকাশে আজো হাসে প্রণয়ের শশী।' *আহসান*, ১৯৪৪।

মানসাঙ্ক [স] *বি* না লিখে মনে-মনে কষতে হয় এমন অঙ্ক। 'মানসাঙ্কে ও খুব চটপটে।' *মণীশ*, ১৯৬৩; 'মানসাঙ্ক ক'ষে হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছো?' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মানসাবাস [স] *বি* মনে আছে এমন স্থান। 'বিদগ্ধব্যক্তিদের মানসাবাসে বিবিধবিষয়বিষয়ক প্রবোধ প্রকাশ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মানসাম্বর [স] *বি* মনরূপ আকাশ। 'অন্ধকার নাশ করিতে তাহারদিগের মানসাম্বরে দেদীপ্যমান না থাকাতে ... ।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

মানসী [স] *বিণ স্ত্রী* মনঃকল্পিত। 'জগতে আপন মানসী মূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মানসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য [স] *বিণ* মন দিয়ে গ্রহণযোগ্য। '... প্রথমাংশ মানসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য; দ্বিতীয়াংশ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

মানসোল্লাস [স] *বি* মনের আনন্দ। 'মানুষের মানসোল্লাস আজ গ্রহে গ্রহে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মানস[২] *বি* হিমালয়ে অবস্থিত মানস-সরোবর। 'ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে নির্গন্ধে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মানসযাত্রী [স] *বিণ* মানস সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করেছে এমন। 'হংস যেমন মানসযাত্রী/ তেমনি সারা দিবসরাত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মানসসরস [স] *বি* মানস সরোবর। 'উষার অপূর্ব্ব শোভা মানসসরসে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানসসরসবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মানস সরোবরে বাসকারী। 'বিমল মানসসরসবাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানসসরসী [স] *বি* হিমালয় পর্বতে অবস্থিত হ্রদ। 'মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানসসরসীতীর [স] *বি* মানস-সরোবরের তীর। 'সশরীরে কোন নর গেছে সেইখানে মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানস-সরোবর, মান-সরোবর [স] *বি* হিমালয়ে অবস্থিত সরোবরবিশেষ। 'মানস-সরোবর একটি হ্রদ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মানসোৎক [স] *বিণ* মানস সরোবরগামী। 'মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানসিক [স] ১ *বিণ* মনের। 'কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* মানত। 'অন্তবায় কৃতাঞ্জলিপুটে মানসিক করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'রোগপীড়া বিপদআপদের জন্য মানসিক করে।' *মনোজ*, ১৯৬১। ৩ *বিণ* বুদ্ধিবৃত্তিক। 'কায়িক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান লাভ ও সুখ সম্ভোগ করিব ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* কাল্পনিক। 'আমার নবাবী মানসিক নবাবী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মানসিক অন্তরাল [স] *বি* মনের আড়াল। 'লীলায়িত কম্পমান মানসিক অন্তরাল আপনি বিরচিত হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানসিক অবরোধ [স] *বি* মানসিক প্রতিবন্ধক। 'এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মানসিকতা [স] ১ *বি* কাল্পনিকতা। 'সেখানে বাস্তবিকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* মনোভাব। 'মানসিকতার দিক থেকে শিক্ষিত পরিবার অর্থশালীদের চেয়ে অনেক উন্নত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মানসিক দারিদ্র্য [স] *বি* মনের দৈন্য। 'মানসিক দারিদ্র্য ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মানসিক পরিবৃদ্ধি [স] *বি* মানসিক উন্নতি। 'খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানসিক পরিমণ্ডল [স] *বি* মনোজগৎ। 'সমগ্র মানসিক পরিমণ্ডলকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।' *উমর*, ১৯৬৮।

মানসিক বিদ্যা [স] *বি* মনোবিজ্ঞান। 'সম্যকরূপে ইহার সমাধান জন্য শারীরিক বিদ্যা, মানসিক বিদ্যা ... ভূতত্ত্ব প্রভৃতি স্বদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মানসিক ভ্রূণ [স] *বি* মানস গঠনের প্রথম পর্যায়। 'ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ অবস্থা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

মানসিক রাজ্য [স] *বি* মনোভূমি। 'উহার চলৎশক্তিহীন মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানসিক শক্তি [স] *বি* মনের জোর। 'মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্ছ্বাস।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

মানসিক সংস্পর্শ *বি* মনের মধ্যে স্পর্শের অনুভূতি। 'তাহার কণ্ঠদেশে একটা যেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মানা[1] [স মান্>] ১ *ক্রি* মেনে নেওয়া। 'সরস বচন করি মান শৃঙ্গার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* স্বীকার করা। 'তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করা। 'এ গানের বেদনাতে আঁখি তব ছলছল এই বহু মানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **মান** *ক্রি* মেনে নাও। 'সরস বচন করি মান শৃঙ্গার।' বড়ু, ১৪৫০। **মানএ** *ক্রি* মানে। 'কেও ন মানএ জয় অবসাদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মানন্ত** *ক্রি* স্বীকার করে। 'সুখ ভোগ বিলাস মানন্ত জনে জনে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মানবি** *ক্রি* মনে হবে। 'সুনইত মানবি সপন সরূপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মানসি** *ক্রি* মানছো। 'না মানসি কংস রাত্র পাটে।' বড়ু, ১৪৫০। **মানসী** *ক্রি* মানিস। 'মিছাএঁ দোষসি বুঢ়ী হৃদয়ত ভয় না মানসী।' বড়ু, ১৪৫০। **মানহ** *ক্রি* মনে করবে। 'দুখ না মানহ যদি করি নিবেদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **মানাআঁ** *ক্রি* সম্মত করে। 'রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে।' বড়ু, ১৪৫০। **মানাইল** *ক্রি* রাজি করালো। 'স্তুতি করি বর মাগি দেবে মানাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **মানায়িবোঁ** *ক্রি* সম্মত করবো। 'আয়র মানায়িবোঁ করী আশেষ যুগতী।' বড়ু, ১৪৫০। **মানায়িলোঁ** *ক্রি* সম্মত করলাম। 'এহা বুঝি কাহ্নু তোরে মানায়িলোঁ যতনে।' বড়ু, ১৪৫০। **মানি** ১ *ক্রি* মনে করি। 'কি দেখিলে কি দেখিলে সপ্নহেন মানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* মেনে নিয়ে। 'দুহুঁ সোহাঁ মিলন দুহুঁ মন মানি।' *শেখর*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* অনুভব করি। 'পিতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম মনে মানি বাপের খেতাব দিলা মোরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মানিআ** *ক্রি* মান্য ক'রে। 'রাজাকে মানিআ দিব শতেক খামার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মানিআঁ** *ক্রি* মনে করে। 'পাপ পুন্য রাধা দুই না মানিআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **মানিছি** *ক্রি* মেনে নিয়েছি। 'মানিছি আল্লার আজ্ঞা না করিব ভঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মানিএ্রা** *ক্রি* মেনে। 'বসন্ত মানিএ্রা বসি সব সিসুগনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মানিনেক** *ক্রি* মানি না। 'দেশী কৃষ্ণ মানিনেক ঋষিকৃষ্ণ জয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **মানিব** *ক্রি* মান্য করবে। 'সবে তারা না মানিব আমার চরিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মানিবে** *ক্রি* মান্য করবে। 'যথা প্রজাগণ মম মানিবে বচন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **মানিবেন্ত** *ক্রি* মান্য করবে। 'মানিবেন্ত নর সবে তাহার বচন।' *সুলতান*, ১৭০০। **মানিবোঁ** *ক্রি* স্বীকার করবো। 'কতোঁ না মানিবোঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **মানিমো** *ক্রি* মানবো। 'হেন ভক্তি না মানিমো এই মন্ত্র সার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মানিয়া** ১ *ক্রি* মেনে। 'জনম সফল মানিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* স্বীকার করে। 'রাজা ... লৌহময় গড় দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিয়া ... নিশ্চয় করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **মানিয়ে** *ক্রি* মেনে নিয়ে। 'এ সখি মানিয়ে হরি সঞে মেলি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **মানিল** ১ *ক্রি* মানলো। 'লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মেনে নিলো। 'সদয় হৃদয় কৃষ্ণ বান্ধন মানিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* হলো। 'শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **মানিলুঁ** *ক্রি* মেনে নিলাম। 'তুক্ষিত রসুল হেন মনেত মানিলুঁ।' *সুলতান*, ১৭০০। **মানিলেন** *ক্রি* রাজি হলেন। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **মানিলেন্ত** *ক্রি* মেনে নিলো। 'কাএ মনে মানিলেন্ত রসুল আল্লার।' *সুলতান*, ১৭০০। **মানু** *ক্রি* সম্মত হোক। 'বোল রাধারে মানু সুরতী।' বড়ু, ১৪৫০। **মানে** ১ *ক্রি* মান্য করে; গ্রাহ্য করে। 'সম্বন্ধ না মানে কাহ্নাঞিঁ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মনে করে। 'কিছু কর্ম্মের দ্বারা কেহ আপনাকে উপদ্রুত মানে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

মানিয়ে নেওয়া *ক্রি* খাপ খাওয়ানো। 'বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মানে না ১ *ক্রি* মান্য করে না; মেনে নেয় না। *ওগাঁ*, ১৭৮২। ২ *ক্রি* সান্ত্বনা পায় না। 'আমার মন মানে না দিনরজনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *ক্রি* গ্রাহ্য করে না। 'ও যে মানে না মানা, আঁখি ফিরাইলে বলে, না না না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com ~

মানা[2] [আ মন্নত>] *ক্রি* মানত করা; মানসিক করা। 'যমুনাক মান রাধা ফুল সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কালীঘাটে পূজা মানে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মানা[3] [আ মনহ্] *বি* নিষেধ। 'মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মানা করন *বি* নিষেধ করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মানা করা *ক্রি* নিষেধ করা। 'দেখোঁ কোন কাজী আসি মোরে মানা করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মানাই *বি* ওষুধ বা সুগন্ধিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মানাকারী *বি* মানা করে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মানা-টানা *ক্রি* গ্রাহ্য করা। 'আমাকে মানে-টানে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মানান[1] [স মানন] *বি* মানত; মানসিক। 'কোলে বংশ হইলে মানান দিবে কি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মানান[2] *ক্রি* খাপ খাওয়া। **মানানসই** [স মান্>+আ সওয়া] *বিণ* ঠিকমতো; উপযুক্ত। 'কখনো দিশি কখনো বিলিতি হইলে কোনোটাই মানানসই হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মানানো ১ *ক্রি* দেখতে সুন্দর লাগা। 'যাহার যেটী মানাবে সে সেই পোষাকটী পরে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তোমারে এমন মানায়েছে আজ।' *জসীম*, ১৯৩৩। ২ *ক্রি* সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। 'বলাবলি করিতেন, আহা দুটিতে বেশ মানায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *ক্রি* শোভন হওয়া। 'তাদের মুখে মানায় নাকো চেঁচিয়ে কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। ৪ *ক্রি* সমন্বয় করা। 'মিলিয়ে কথা রঙে রঙে হয় মানাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মানা-মান্যতা [মানা+স মান্যতা] *বি* শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের মানসিকতা। 'আজকাল মেয়েটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, একটু মানা-মান্যতা নাই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মানি [স মানী] *বিণ* সম্মানিত। 'মানি ব্যক্তির মানই প্রাণ।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

মানিক [স মাণিক্য>] *বি* মূল্যবান পাথর; রত্ন। 'হিরামন মানিক মকুট সোভে সিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মানিক-অঙ্গুরি *বি* মানিকখচিত আংটি। 'পত্র নিদর্শন এই মানিক-অঙ্গুরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মানিক-গাঁথা *বিণ* মানিক-গ্রথিত। 'মানিক-গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মানিকজোড় ১ *বি* একরকম দুইজন। 'মিল মাফিক লোক পাইলে মানিকজোড় হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'মানিক জোড়ের মতন দিন-রাত্তির এক জায়গায় থাকতিস কিনা।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বি* বকজাতীয় পাখি। 'তারি ধারে ঘন হয়ে জন্মেছে সব শর/ মানিক-জোড়ের ঘর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মানিনী, মানিনি [স মানিনী] ১ *বিণ* অভিমানিনী। 'মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* অভিমানিনী। 'মানিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। ৩ *বি স্ত্রী* মর্যাদাবান ব্যক্তি। 'গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৪ *বিণ স্ত্রী* অহঙ্কারী। 'বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া মরণ-ঘোমটা টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মানিনী-ভামিনী *বি* অভিমানিনী রমণী। 'মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মানেনী [স মানিনী] *বি* অভিমানী। 'মিছা কেন ধরিয়াছ মানেনীর বেশ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মানিব্যাগ [ই] *বি* পকেটে রাখা যায় এমন টাকার ছোটো থলি। 'মানিব্যাগটা পাটির উপর পড়িয়া গিয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মানী[1] [স] *বিণ* অভিমানী। 'মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞি শেষ রজনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মানী[2] [স] ১ *বি* সম্মানিত ব্যক্তি। 'মান যাবে নিয়া মানীর নিকট।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* সম্মানিত। 'আমি কি বলিব বাণী প্রাচীনা সভার মানী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মানীজন [স] *বি* সম্মানিত ব্যক্তি। 'মানীজনকে সম্মান দেওয়া।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

মানীজ্ঞানী [স] *বিণ* মর্যাদাবান ও জ্ঞানশীল। 'সাধারণ লোকই তাহার নায়ক ... মানীজ্ঞানী সাধক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানীসত্ত [স মনুষ্যত্ব] *বি* দয়া। 'জেমন তোমার মানীসত্ত হয় ইহা জদি তুমি ...।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

মানুষ [স] ১ *বি* লোক। 'মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আমি ছোর ছ্যাঁচড় নই, মেয়ে মানুষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪। ২ *বি* মনের মানুষ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য।' *চণ্ডী*, ১৬৫০। ৩ *বি* আত্মা। 'মানুষ পলাইবে দেহ ছেড়ে পড়ে রবে শুধু ঘর।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* সহৃদয় ব্যক্তি। 'দার্জিলিঙে জনতা আছে, মানুষ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মানুষ করা *ক্রি* লালন-পালন করা। 'একজন নার্স আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মানুষখেকো *বিণ* মানুষ খায় এমন। 'মানুষখেকো বাঘ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মানুষজন্ম [স] *বি* মানবজীবন। 'মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি।' *জীবন*, ১৯৪২।

মানুষজাতি [স] *বি* মানবজাতি। 'যতদিন না মানুষজাতি অথবা মনুষ্যধর্ম এ জগৎ থেকে লোপ পাচ্ছে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

মানুষজানোয়ার [স মানুষ+ফা জানোয়ার] *বি* মানুষরূপ জন্তু। 'জীর্ণশীর্ণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষজানোয়ারদের ভিতর ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

মানুষ-দেশ [স] *বি* মনুষ্য সমাজ। 'ও ভাই ডাঙার বাঘ ওই মানুষ-দেশে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মানুষপনা *বি* মানুষের আচরণ। 'মানুষপনা, এ-যে অনাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মানুষ-পশু [স] *বি* মানুষরূপী পশু। 'রসাতলে পশবে মানুষ-পশুর ভয়ে তারা?' *নজরুল*, ১৯২৯।

মানুষপুতুল [স মানুষ+পুতুল] *বি* মানুষরূপ পুতুল। 'যখন বড়ো হইল তখন মানুষপুতুল লইয়া এমনিভাবে পূজা করিতে লাগিল যে তাহার দেবত্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানুষ-পূজা [স] *বি* নির্দিষ্ট মানুষকে করা পূজা। 'মানুষ-পূজা মেয়েদের মধ্যে খুব চলছে দেখে পূজারী ব্রাহ্মণদের লোভ হলো।' *অবন*, ১৯১৯।

মানুষ-পেষা *বিণ* মানুষকে পিষ্ট করে এমন। 'মানুষ-পেষা জাঁতাকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি কল হিসাবে কারও চেয়ে খাটো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানুষ-পেষানো *বিণ* মানুষকে পিষ্ট-করা। 'দিব্যি পেতেছে খল কলওয়ালা মানুষ-পেষানো কল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মানুষপ্রমাণ [স] *বিণ* মানুষের সমান। 'মানুষপ্রমাণ লম্বা ঘাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানুষ বড় মান/ তার ছেঁড়া দুইটা কান – নির্লজ্জ ব্যক্তি। 'মানুষ বড় মান তার ছেঁড়া দুইটা কান।' *গৌর*, ১৮২২।

মানুষবেশী *বিণ* মানুষরূপী। 'চিৎকার করে উঠল মানুষবেশী জানোয়ারটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মানুষ-মারা বিদ্যা *বি* মানুষ হত্যা করার বিদ্যা। 'এই মানুষ-মারা বিদ্যে ... কাঠখোট্টা লোকেরই মনের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

মানুষ-মুখো *বিণ* মানুষের মতো চেহারাবিশিষ্ট। 'মানুষ-মুখো হয়েছে রে সভ্যসাজে সাজি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মানুষ রতন [স মানুষ+স রত্ন] *বি* মনের মানুষ। 'এই মানুষে আছে রে মন/ যারে বলি মানুষ রতন।' *লালন*, ১৮৯০।

মানুষশরীর [স] *বিণ* মানবদেহধারী। 'ইনি রাত্রি হইলে গর্দ্দভশরীর ত্যাগ করিয়া মানুষশরীর হন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মানুষশিকার [স মানুষ+ফা শিকার] *বি* মানুষ হত্যা। 'ব্যবসা যে তাঁর মানুষশিকার নাহি জানে কোনো নর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানুষ হওয়া ১ *ক্রি* মানবিক গুণে বিকশিত হওয়া। 'প্রথমে মানুষ হওয়া আবশ্যক, তাহার পরে কেরানী হওয়া বা জজ হওয়া বা আর কিছু হওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'আবার তোরা মানুষ হ'।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। **২** *ক্রি* প্রতিষ্ঠিত হওয়া। 'পুরুষেরাই মানুষ হয়ে দুনিয়ার কাজ করছে।' *বেগম*, ১৯৫২।

মানুষ হয়ে ওঠা *ক্রি* মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়া। 'অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মানুষাকার [স] *বিণ* মানুষের মতো আকারবিশিষ্ট। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মানুষাদি [স] *বি* মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী। 'আমি স্ব বাহুবলেতে বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ গো মৃগ মহিষ মানুষাদি মারিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মানুষিক [স] **১** *বিণ* মানুষ সম্বন্ধীয়। 'কবি মানুষিক বলবুদ্ধি-সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* মানুষের মতো। 'মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি।' *জীবন*, ১৯৪২।

মানুষী [স] **১** *বি* নারী। 'দেবাসুর মানুষ মানুষী গীত গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* মানুষসুলভ। 'সেই শক্তিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৩** *বি* প্রণয়ী। 'তারে আমি পাই নাই; কোনো এক মানুষীর মনে/ কোনো এক মানুষের তরে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

মানুষ্য [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'হায়ওয়ান আলী অতি দুষ্ট স্বভাবের মানুষ্য বিশেষ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মানুষ্যতা [স মনুষ্যত্ব] *বি* ভালোমানুষি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মানুস [স মনুষ্য] *বি* মানব। 'মানুস সরির ধরি গর্ভবাস করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মানে [আ মানা] *বি* অর্থ। 'যে শব্দটা দেখলুম তার কোনো মানে ভেবে পাচ্ছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মানেওয়ালা *বিণ* অর্থপূর্ণ। 'মানেওয়ালা কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মানে মানে ১ *ক্রিবিণ* মান থাকতে থাকতে। 'এই বেলা মানে মানে কুটি চল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *ক্রিবিণ* কোনো রকমে। 'মানে মানে সুয়েজ শহরে গিয়ে তো পৌঁছলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মানে-মোদ্দার *বি* অর্থ ও তাৎপর্য। 'যদি দেখে কথা তার/ কোনো মানে-মোদ্দার/ হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মানেসত্ত [স মনুষ্যত্ব] *বি* মঙ্গল। 'জাহাতেই আমার মানেসত্ত জয় তাহা করিতেছেন।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

মানোয়ারি *বিণ* নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। 'মানোয়ারি গোরার দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মান্দ [স] *বিণ* ধীরগতিসম্পন্ন। 'বেহাগ মান্দ কাহারবা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মান্দা [স মন্দ] *বিণ* ধীরগতি। 'শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দা ত্রিবিধ পবন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মান্দার [স মন্দার] *বি* কাঁটাযুক্ত গাছবিশেষ। 'আর আনিব মান্দারের ফুল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মান্দারি [স মন্দার>] *বি* মাদার গাছ। 'চেঙ্গা বহু বাঁস কাটিল মান্দারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মান্দারিন *বিণ* চীনের প্রামাণ্য কথ্যভাষাভাষী। 'একে এক সময় ধর্ষিতা উন্মত্ত মান্দারিন মহীয়সী বলে মনে হয়।' *জীবন*, ১৯৩৩।

মান্দাস [স মঞ্জুষা] *বি* ভেলা। 'কলার মান্দাস গড়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মান্দ্য [স] *বি* ঘাটতি। 'ইহাতে কর্ম্মের সূক্ষ্ম না হইয়া বরং মান্দ্য হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মান্দ্রাজি *বিণ* মাদ্রাজের অধিবাসী। 'মান্দ্রাজি কেরানি গাছতলায় বসে বই পড়ে।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

মান্ধাতা [স] *বি* পৌরাণিক রাজাবিশেষ। 'অযোধ্যা নগরে আছে নৃপতি মান্ধাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মান্ধাতার আমল *বি* অতি প্রাচীনকাল। 'মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্যন্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মান্না *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'রাধাকৃসণ মান্না।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মান্নি [স মান্য] *বি* গালিবিশেষ। 'এ মান্নির ভাইরি আনেচে ক্যান?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মান্য [স] **১** *বি* শ্রদ্ধা। 'দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* সম্মানী। 'কর্পূর তাম্বুল মান্য দিলা জনে জনে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বিণ* মাননীয়। 'হিন্দুর নিকটে প্রাণনাথ নামে মান্য হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৪** *বিণ* সমাদৃত। 'বড় লোকের সন্তান বলিয়া অনেক স্থানে মান্য।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **৫** *বি* সম্মান। 'মান্যের সহিত বরণীয় হইয়া শত্রুসংহারে কৃতনিশ্চয় হইলেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মান্যগণ্য [স] *বিণ* সম্মানিত। 'মান্যগণ্য বয়স্ক তিনজন ভদ্রলোক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মান্যজন [স] *বি* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 'মান্যজন দেখী কর্ণ নমস্কার করিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মান্যতা [স] *বি* পালন; মেনে চলা। 'এতদ্বিষয়ে আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক মান্যতা করি।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

মান্যবর [স] *বিণ* শ্রদ্ধাভাজন। 'মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

মান্যবান [স] *বিণ* শ্রদ্ধেয়। 'বিদ্বান ও মান্যবান।' *ইসলাম*, ১৯০৭।

মান্যবৃদ্ধি [স] *বি* মর্যাদা বৃদ্ধি। 'চাঁদ শ্রীহর্ষের মান্যবৃদ্ধি জন্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মান্যমান [স] *বিণ* সম্মানিত; সম্ভ্রান্ত। 'মান্যমান লোক দলপতি হয়েন এমত নহে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মান্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথভাবে। 'বহুকালাবধি সরকার সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত কার্য্যে মান্যরূপে নিযুক্তপ্রযুক্ত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

মান্যলোক [স] *বি* সম্মানিত ব্যক্তি; ভদ্রলোক। 'ইতরলোক অপেক্ষা মান্যলোকের কথা প্রায় সর্ব্বত্রই অধিক মান্য।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

মান্যা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সম্মানিত। 'সর্ব শাস্ত্র জ্ঞান তুমি সংসারের মান্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* সম্মানের পাত্রী। 'ঠকচাচী পাড়ার মেয়ে মহলে বড়ো মান্যা ছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মান্যামান্য [স] *বিণ* মান্য ও অমান্য। 'পরিধেয় বস্ত্রের উত্তমাধম বিবেচনা না করিয়া পুরুষের উৎকর্ষাপকর্ষে লোকে পুরুষ মান্যামান্য হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মাপ[1] [স] ১ *বি* পরিমাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ওজন দেওয়ার উপকরণবিশেষ; পাল্লা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মাপকাঠি, মাপকাটি [স মাপ+স কাষ্ঠিকা>] ১ *বি* মানদণ্ড। 'ভরসা করি, মাপকাটি ছোট পড়িবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'সাহিত্যের মাপকাঠিটা বড়ো বেশি বেড়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* মাপার কাঠি। 'মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাপজুপ [স মাপ+মু জোকা] *বি* পরিমাপ ওজন ইত্যাদি নির্ণয়। 'গ্রীক ভাস্কর শাস্ত্র মিলিয়ে মেপেজুপে প্রত্যেকটি অঙ্গ নির্মাণ করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মাপজোখ *বি* পরিমাণ, ওজন ইত্যাদি নির্ণয়। 'বাহ্যবস্তুর মাপজোখের সঙ্গে ...' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মাপজোখ-করা *বিণ* নির্ধারিত। 'সুদও দিয়েছে মাপজোখ-করা হিসেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাপদণ্ড [স] *বি* মাপের কাঠি। 'যে স্থানে যে মাপদণ্ড প্রচলিত আছে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

মাপসই [স মাপ+আ সওয়া] *বিণ* মাপমতো; ছোটোও নয় বড়োও নয়। 'ইংরেজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মাপের রসি *বি* জমি মাপার শিকল। 'জমিদারের মাপের রসি ঠিক নহে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

মাপের হাত *বি* এক হাতের পরিমাপ; এক গজের অর্ধেক। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাপ[2] [আ মু'আফ] *বি* ক্ষমা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তুমি আমায় মাপ কর, আমি নীচে যাইতে পারিব না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মাপ করন *বি* মাফ করা; ক্ষমা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মাপ করা *ক্রি* ক্ষমা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তুমি আমায় মাপ কর।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মাপ মাঙ্গিতে *ক্রি* ক্ষমা ভিক্ষা করতে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মাপ[3] [ই map] *বি* মানচিত্র। 'সমুদয় পৃথিবী বা তাহার কোন খণ্ডের চিত্রকে মাপ কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মাপা [স মাপ>] ১ *ক্রি* পরিমাপ করা। 'মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* ওজন করা। 'আপনার টাকার ধান খামারে মাপিয়া দিয়া যাহা পাই তাহা লইয়া যাব।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *ক্রি* জরিপ করা। 'পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল এই জিলা মাপা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **মাপ্যা** *ক্রি* মেপে। 'খন্যে হইতে হারে মাপ্যা দিল তাঁরে টাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাপা জোকা [স মাপ+মু জোকা] *ক্রি* ভালোমন্দ বিচার করা। 'তিনি ... মেপে জুকে হাসেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মেপে চলা *ক্রি* খুব সাবধানে ধীরে চলাচল করা। 'চলিসনে পথ মেপে মেপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাপান [স মাপ>] *বি* পরিমাপ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাফ[1] [আ মু'আফ] *বি* ক্ষমা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাফ মাঙ্গা *ক্রি* ক্ষমা চাওয়া। 'মাফ মাঙ্গিতে।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মাফ[2] [স মাপ>] *বি* পরিমাপ। 'মাফার কর্ম্ম করিয়া দিবো।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাফলার [ই] *বি* ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে গলায় পেঁচিয়ে পড়া হয় এমন পুরু কাপড়ের ফালি; গলাবন্ধ। 'মোজার ওপরে স্পাট, টাই-কলারের ওপরে মাফলার।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'সিন্দুরসিক্ত মুখটা ... মাফলারে চেপে ভুজঙ্গবাবু একটা চুমো খাচ্ছেন।' *জীবন*, ১৯৩১।

মাফিক [আ মাওয়াফিক] ১ *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। 'আমী হুকুম মাফিক দিয়াছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তাহা তোমাকে ইজারা দিলাম মাফিক পরগনা মালগুজারি করিয়া আমার মুনাফা দিয়া ... ভোগ করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'আইন মাফিক নিরিখ দে না তাতে কেন তোর ইতরপনা।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* পরিমিত। 'মাফিক বরওয়ার্দ্দ খোরাক পায় না।' *কেরি*, ১৮০২।

মাফিন [ই] *বি* শুকনা মিষ্টি খাবারবিশেষ। 'মাফিন নামক আমাদের দেশের সিদ্ধ পিঠার মত ...' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মাবুদ [আ] *বি* উপাস্য। 'আল্লাহ বিনে মাবুদ নাহি এই মোদের ঈমান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মা ভৈ, মাভৈঃ [স] ১ (অভয়সূচক বাক্যাংশ) ভয় কোরো না। 'মা ভৈ – মা ভৈ গভীর উচ্ছ্বাসে স্বজাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'মাভৈ মাভৈ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* ভয় নেই এমন। 'তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মামড়ি *বি* ক্ষতের উপরে চামড়ার শুষ্ক আবরণ। 'শুকনো ঘায়ের মামড়ি তুলে ফেললে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মামদো *বি* (গালি) হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী মুসলমান ভূত, এখানে ইংরেজ ভূত। 'ওডা বড়নোকের ছাবাল, নীল মামদোর বাড়ী যাবে ক্যান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মামদোবাজি *বি* মিথ্যা ভয় দেখানো। 'সাহেব বললে সবুর করো মামদোবাজি আমার কাছে?' *সুকুমার*, ১৯২০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামদোভূত *বি* (অপকর্ষমূলক) হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী মুসলমান ভূত। 'আল্লারাখা না হয়ে যদি মামদোভূত হত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মামলা [আ মুয়ামিলাহ্] ১ *বি* মকদ্দমা। 'যেন রাজা আমলা, তুলে মামলা, গামলা ভাঙ্গে না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* বিষয়। 'হাতের কাছে মামলা থুয়ে কেন ঘুরে বেড়াও ভেয়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

মামলাবাজ [আ মুয়ামিলাহ্+ফা বাজ] *বিণ* মকদ্দমা করতে পছন্দ করে। 'বাঞ্চৎ বড়া মামলাবাজ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মামলা-মকদ্দমা, মামলা মোকদ্দমা *বি* প্রতিকারের জন্যে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ। 'যে পৃথিবী কেনাবেচা বাদানুবাদ মামলা-মকদ্দমা এবং আত্মগরিমার বিজ্ঞাপন প্রচার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'মনটি তাহার উধাও কোন মামলা মোকদ্দমার কথায়।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মামলিয়ত, মামলিয়াত *বি* মামলাসমূহ। 'মামলিয়াত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'আপন ২ মামলিয়তের কাগচ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

মামলেট [ই অমলেট] *বি* ভাজা ডিম। 'রুটি, মাখন, মামলেট ... নিত্যিকার চেহারা নিয়ে উপস্থিত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মামা[1] [স মামক] ১ *বি* মায়ের ভাই। 'মোর মামা কংসাসুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* (ব্যঙ্গার্থে) ইংরেজ। 'মামারা দেবে ওদের লেলিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মামাতুয়া *বিণ* মামা বা মামা-শ্বশুরের সন্তান এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মামাতো, মামাত *বিণ* মামার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'উভয়ে মামাতো পিসতুতো ভাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মামাতো ভগ্নী *বি* মাতুলের কন্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মামাতো ভাই *বি* মাতুলের পুত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এখানকার সবাদার আমার মামাতো ভাই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মামানি, মামানী *বি* মামী। 'আমার তিনটি মামানি তিন কেসেমের।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'মামানী গো, অ মামানী, দ্যাহ কি সোন্দর আণ্ডা।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

মামাবাড়ি *বি* মামার বাড়ি। 'সেই একবার সোজন কেবল গিয়াছিল মামাবাড়ি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মামাশ্বশুর [মামা+স শ্বশুর] *বি* শাশুড়ির ভাই। 'মামাশ্বশুর কত বলেচেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মামাসসুর [মামা+স শ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর মামা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মামি, মামী [স মামক>] *বি* মামার স্ত্রী। 'মদনবাণে চিত্ত বেআকুল কিবা যোসসি মামী মামী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মামি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মামিমা *বি* মামার স্ত্রী। 'মামিমা আসলে এ ঘর মোদেরও করবে আদর?' *নজরুল*, ১৯২৬।

মামিশাশুড়ি [মামা+স শ্বশ্রূ>] *বি* শাশুড়ির ভাইয়ের স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মামীঠাকুরানি *বি স্ত্রী* মামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মামী সাশুড়ী [মামা>+স শ্বশ্রূ>] *বি স্ত্রী* স্বামী বা স্ত্রীর মামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মামা[2] [ফা মামা] *বি* ঝি; চাকরানি। 'ছুতোর ধোবা মামা যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মামি[1] *দ্র* মামা[1]

মামি[2] [ই] *বি* পচনরোধক ঔষধে রক্ষিত শব; মমি। 'পিরামিড বানিয়ে ওদের মামি করে রেখে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* মমি

মামিলা [আ মুয়ামিলাহ্] *বি* মামলা। 'দরবারে জখোন জে মামিলাত রফা করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মামিলাত *বি* মামলাসমূহ। 'দরবারে জখোন জে মামিলাত রফা করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মামু [স মামক] *বি* মামা। 'বিলম্ব না কর মামু কর মোরে বধ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মামুজি, মামুজী [মামু+হি জী] *বি* 'মামা'র সম্মানসূচক সম্বোধন। 'মামুজী ও খালুজী ও ফুপুজী।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৪; 'মামুজি করবে বিয়ে।' *অমৃত*, ১৯০০; 'মামুজিরা আমায় খুব স্নেহ করেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মামুর [আ] *বিণ* লোকজনে পূর্ণ। 'মামুর হইল মোর বাবরুচিখানা।' *ভারত*, ১৭৬০।

মামুল [আ মা'আমুল] *বি* প্রচলিত রীতি; নিয়ম। 'মামুল মাফিক কসম করিয়া কৌসলে বসিলেন।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

মামুলি, মামুলী [আ মা'আমুলী] ১ *বিণ* অতি সাধারণ। 'এই সমস্ত বহু-ব্যবহৃত মামুলি বাক্যরাশি।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'এমনি নির্লজ্জের মতো এসে এই আঁধার-পথের মামুলি মিলনে আমার প্রিয়ার অবমাননা করি।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* তুচ্ছ; গুরুত্বহীন। 'মামুলী প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* সাধারণ। 'মহেশডাঙার মামুলী চাষী।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মায় [আ মাআ] ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে; সহ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আর এক পাকা বাড়ি মায়সরঞ্জাম ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* পুরো। 'জমির কাত জমা মায় একুন মুদ্দা সাতটী তঙ্কা ডেড় আনা মালগুজারি করিবে।' *ডেরেলি*, ১৭৮৩। ৩ *বিণ* তাবৎ। 'সাবেক ঘর মায় জিনিষ ও নওয়াজিমা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ৪ *ক্রিবিণ* এমনকি। 'যে কালীন ডাকবেহারা মায় বাহাঙ্গী ও মশালচিদীগর বশান যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৫ *ক্রিবিণ* পর্যন্ত। 'নীলের কুঠী মায় ১৬ যোড়া হৌজ ও জলের হৌজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

মায় আমলা [আ মাআ-আমলা] *বিণ* দখল-সহ। *মেয়র্স*, ১৭৭০।

মায়-মুরুব্বী [আ মাআ-মুরব্বী] *বি* অভিভাবকবৃন্দ। 'মায়-মুরুব্বী, ইয়ার-দোস্ত এবং আরও পাঁচজনের ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মায়না [ফা মাহানহ্] *বি* মাসিক বেতন বা পারিশ্রমিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এখন প্রায় পাঁচ শ টাকা মায়না পাও।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মায়া[1] [স] ১ *বি* মোহ। 'গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ইন্দ্রজাল। 'তোক্ষে ত না জাণ রাধা আক্ষার মায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* ছলনা। 'মিছা মায়া করি আমি ভাণ্ডিল তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *বি* ছদ্মবেশ। 'মায়াপাতি আৎসাদিল দেব চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৫ *বি* স্নেহ; মমতা। 'অঙ্গুলি নির্লোম হইল গঙ্গাএ কৈল মায়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৬ *বি* ভালোবাসা। 'একেবারে না ছাড়ো মায়া।' *সুলতান*, ১৭৫০। ৭ *বি* রহস্য। 'দুর্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৮ *বি* টান; লোভ। বাবুরামবাবুর টাকাতে অতিশয় মায়া।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'এখন সে টাকার মায়া তাঁহাকে ছাড়িতে বলা অন্যায়।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

মায়া আঁখি *বি* মায়া-ভরা চোখ। 'অশ্রু-ঘন মায়া আঁখি, বিরহ-অথির।' *নজরুল*, ১৯২৬।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়া-আবরণ [স] *বি* মোহের আবরণ। 'আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মায়া করা *ক্রি* ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করা। 'জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মায়া কাটানো *ক্রি* মায়ার বাঁধন ছিন্ন করা। 'আল্লার নাম নিয়ে দুনিয়ার মায়া কাটাতে চাচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মায়াকাঠি *বি* জাদুর কাঠি। 'যাদুকর ও তাহার মায়াকাঠি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মায়াকান্না [স মায়াক্রন্দন] *বি* লোক দেখানো কান্না। 'রাখ তোর মায়া কান্না।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২।

মায়াকায়া [স] *বি* মায়াবী দেহ। 'প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে মনোহর মায়াকায়া ধরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মায়াকারা [স] *বি* মায়ারূপ কারাগার। 'মায়াকারায় বিভোর প্রায় সকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মায়াকুহেলিকা [স] *বি* মায়ারূপ কুয়াশা। 'যখন মিলায়ে যায় মায়াকুহেলিকা কেন কাঁদি সুখ নেই ব'লে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মায়া-কুহেলী [স] *বি* মায়াময় কুয়াশা। 'এসো এসো কুসুম-সুকুমার শীতের মায়া-কুহেলী অবহেলি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মায়াগন্ধ [স] *বি* মায়ারূপ গন্ধ। 'স্বরূপ ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মায়াঘোর [স] *বি* ঐন্দ্রজালিক মোহ। 'সহসা পড়িল চোখে এ কী মায়াঘোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মায়াচ্ছন্ন [স] *বিণ* মায়ায় আচ্ছন্ন। 'সংসারের তাবৎ বস্তুকে মায়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিলে মুক্তিলাভেচ্ছাকেও ভ্রম বলিতে হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মায়াচ্ছায়া [স] *বি* মায়ার আচ্ছন্নতা। 'নব নব মায়াচ্ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মায়া ছাড়া *ক্রি* স্নেহের বন্ধন ত্যাগ করা। 'খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মায়াজগৎ [স] *বি* কল্পনার ভুবন। 'রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মায়াজাল [স] **১** *বি* মায়ার বাঁধন। 'মায়া জাল কাটিল বর্জিল ক্রোধ কাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* রহস্যের জাল। 'আমার তপস্যাভ্রংশের নিমিত্ত এই দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তারিত করিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৩** *বি* মোহনীয় দৃশ্য। 'বনের পথে কী মায়াজাল হয় যে বোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মায়াঞ্জন [স] *বি* মায়ার কাজল। 'অর্থবিজ্ঞানের নিয়ম ধরেই তাতে মায়াঞ্জন লাগিয়ে তিনি তার দিক নির্ণয় করেছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

মায়াতরু [স] *বি* মায়ারূপ বৃক্ষ। 'মায়াতরুর বাঁধন টুটে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মায়া-তান [স] *বি* আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ধ্বনি। 'মৃগীকে মায়া-তানে বনের বাহির করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মায়াতীত [স] *বিণ* মায়ার অতীত। 'তব সুন্দর ছায়া মায়া রচে, মায়াতীত হয়ে তাহাতে।' *নজরুল*, ১৯৪২।

মায়া-তুলি [স] *বি* সৌন্দর্যের তুলি। 'নব নব ঋতুর মায়া-তুলি সাজায় তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মায়াতৃষ্ণা [স] *বি* মায়ার তৃষ্ণা। 'সে পথ ভুলিয়া আসিলাম মায়াতৃষ্ণার মরুভূমি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মায়াদণ্ডস্পর্শ [স] *বি* জাদুর কাঠির ছোঁয়া। 'রবীন্দ্র প্রতিভার মায়াদণ্ডস্পর্শে তার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মায়াদয়া [স] *বি* সহমর্মিতা। 'কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল ... মায়াদয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'একটু মায়াদয়া রেখে গেয়ো।' *অবন*, ১৯৪১।

মায়াদ্বীপ [স] *বি* মায়ায় আচ্ছন্ন দ্বীপ। 'একলা কোথায় ঘুরে বেড়ায় মায়াদ্বীপে গিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মায়াধর [স] *বিণ* কপট। 'মায়াকরে মায়াধর মৃত দেহ হএ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মায়াধরি [স মায়াধারী] *বিণ স্ত্রী* কপট। 'কত মায়া জান আগ মায়াধরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মায়াধীশ [স] *বি* মায়ার অধীশ্বর। 'মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মায়ানিদ্রা [স] *বি* মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে নিদ্রা। 'রূপার কাঠির মায়ানিদ্রা যাবে টুটে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মায়ানিশ্বাস [স] *বি* মায়াভরা দীর্ঘশ্বাস। 'বসন্তবায়ু মায়ানিশ্বাসে/ বিরহ জ্বালাবে হিয়ে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মায়াপরী [স] *বি* কল্পিত অলৌকিক নারী। 'রাত্রিতে যেখানে মায়াপরীরা নামিত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মায়াপাশ [স] *বি* মোহের বন্ধন। 'নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মায়াপুরী [স] *বি* স্বপ্নরাজ্য। 'কোন মায়াপুরী পানে ধাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'সেই মায়াপুরীর মাঝখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মায়াফাঁদ [স মায়া+ফা ফন্দ] *বি* জাদুজাল। 'অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মায়াফাঁস [স মায়াপাশ] *বি* মায়ারূপ ফাঁসি। 'লালন কয় ভাবছ কেন পড়ে মায়াফাঁস।' *লালন*, ১৮৯০।

মায়াফান্দ [স মায়া+ফা ফন্দ] *বি* মায়াজাল। 'কেহ করে করুণা পড়িয়া মায়াফান্দে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মায়া-বঁধু [স মায়াবন্ধু] *বি* পরমপ্রিয় বন্ধু। 'এল তব মায়া-বঁধু ব্যথা-জাগানিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মায়াবন [স] *বি* মোহাচ্ছন্ন বনভূমি। 'শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে; বিরচিল হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।' *রবীন্দ্র উদ্ধৃতি*, ১৮৮০।

মায়াবন-বিহারিণী [স] *বিণ* মায়াবনে বিহার করে এমন। 'মায়াবন-বিহারিণী হরিণী, গহন স্বপন সঞ্চারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মায়াবদ্ধ [স মায়াবদ্ধ] *বিণ* স্নেহমমতায় আসক্ত। 'কী করিব ঘরদ্বার সব মায়াবদ্ধ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মায়াবন্ধন [স] *বি* স্নেহের আকর্ষণ। 'সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মায়াবল [স] *বি* জাদুর শক্তি। 'অপরূপ মায়াবলে তব হাসি-গান বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মায়াবহ্নি [স] *বি* মায়ারূপ আগুন। 'যে মায়াবহ্নি কল্পনা মোর রাঙাইছে কৌতুকে।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়াবাজি [স মায়া+ফা বাজি] *বি* জাদু। 'সেইরূপ এক কায়/ মৃত্তিকায় শোভা পায়/ ঈশ্বরের কথা মায়াবাজি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মায়াবাদ [স] *বি* (হিন্দুদর্শন) জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য – এই মতবাদ। 'মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মায়াবাদী [স] *বিণ* মায়াবাদে বিশ্বাসী। 'মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মায়া-বায়ু [স] *বি* মায়ারূপ বাতাস। 'মদ – পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু/ ফাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ রোগীর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মায়াবিণী [স মায়াবিনী] *বিণ স্ত্রী* মায়াযুক্ত। 'মায়াবিণী এই নিশি আসলো ঘুম পড়ানি মাসি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মায়াবিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* কপটী; কুহকিনী। 'দৈত্যদেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'আশা পরম মায়াবিনী!' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। 'মায়াবিনী বালিকা ... সুপক্ব কালোজাম নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ স্ত্রী* রহস্যময়ী। 'কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী জাগাও গভীর সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মায়াবিষ্ট [স] *বিণ* মায়াময়। 'মায়াবিষ্ট নিবিড় সেই স্তব্ধ ক্ষণে তার নাম করব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মায়াবী [স] ১ *বিণ* মায়াজাল বিস্তারকারী। 'এ যোগী অত্যন্ত মায়াবী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'মায়াবীকর্ত্তব্য ছিল মিছে ধান্দাকার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'ঋণ মায়াবী রাক্ষসের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিতায়ন।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮। ২ *বিণ* মোহযুক্ত। 'মৌন মায়াবী পুরে।' *জীবন*, ১৯২৭।

মায়াবীজ [স] *বি* মায়ারূপ বীজ। 'মনে মায়াবীজ বপন করেছে, সখী সে কি যাদুকর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

মায়াভরা *বিণ* মমতায় পরিপূর্ণ। 'আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়া-ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মায়ামঞ্চ [স] *বি* জাদু প্রদর্শনের মঞ্চ। 'মায়ামঞ্চে কেউ বা সম্রাট হয়, কেউ মন্ত্রী।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

মায়া-মণিকা [স] *বি* কাল্পনিক রত্ন। 'কোন মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন?' *নজরুল*, ১৯২৮।

মায়ামণ্ডিত [স] *বিণ* মায়াময়। 'এই মায়ামণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মায়ামদ [স] *বি* মায়ারূপ নেশা। 'মায়ামদ খেয়ে মনা দিবানিশি ঝোঁক ছোটে না।' *লালন*, ১৮৯০।

মায়ামন্ত্র [স] *বি* জাদুর মন্ত্র। 'চারি দিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি মায়ামন্ত্র-ঘের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মায়ামন্ত্রজাল [স] *বি* মোহাবেশরূপ বন্ধন। 'সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখতে পারবে কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মায়ামন্ত্রবল [স] *বি* জাদুশক্তি। 'যেন মায়ামন্ত্রবলে প্রায় ডুবেছে অথই লাল জলে।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

মায়া-মমতা [স] *বি* স্নেহ-ভালোবাসার টান। 'সংসার ত্যাগ করিয়া সমস্ত মায়ামমতা বিসর্জন দিয়া তবে কিয়ৎ পরিমাণে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'স্বজনের মায়া-মমতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

মায়ামমতাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* মায়া-মমতা সম্পন্ন। 'মায়ামমতাময়ী বধূ হত যদি সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মায়ামমতাশূন্য [স] *বিণ* দয়ামায়াহীন। 'মানুষ মায়ামমতাশূন্য নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মায়ামমতাহীন [স] *বিণ* নির্দয়; নিষ্ঠুর। 'গুরুপদ মায়ামমতাহীন।' *মানিক*, ১৯৪০।

মায়াময় [স] ১ *বিণ* মোহ সৃষ্টিকারী। 'দরসনে সুখ দেই মায়াময় নারি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* মায়াচ্ছন্ন। 'মায়াময় হইল হ্রদ তথি বহে কালিহ্রদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* জাদু-আচ্ছন্ন। 'দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মায়াময়ী, মায়াময়ি [স] ১ *বি স্ত্রী* ছলনাময়ী। 'তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) মায়াময়। 'তুমি সমরকেতুর মায়াময়ী কন্যা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ স্ত্রী* ছলনাপূর্ণ। 'মায়াময়ী নিশা পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিবার জন্যই বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ৪ *বিণ স্ত্রী* মোহাচ্ছন্ন। 'সুদূরবিস্তৃত মায়াময়ী মরীচিকারাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মায়া-মরীচিকা [স] ১ *বি* মায়ার ফাঁদ। 'নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* অস্তিত্বহীন বিভ্রান্তিকর আলো। 'একমুহূর্তে মায়ামরীচিকার মতো শূন্য হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মায়ামাখা *বিণ* মায়াময়। 'সবকিছুর ওপরই মায়ামাখা বিষাদযুক্ত বিবশ জ্যোৎস্না।' *জীবন*, ১৯৩২।

মায়ামুকুর [স] *বি* জাদুকরী আয়না। 'মাটি তো নয় – মায়ামুকুর – এক পিঠে তার লীলার খেল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মায়ামুক্ত [স] *বিণ* মায়ার বন্ধন কাটিয়ে উঠেছে এমন। 'লোকান্তরে যদি তার দিব্য আঁখি মায়ামুক্ত হয় অকস্মাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মায়ামুগ্ধ [স] *বিণ* মোহাবিষ্ট। 'একশো বৎসরের জন্য একেবারে অভিভূত ও মায়ামুগ্ধ করে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মায়ামুণ্ড [স] *বি* (লোককাহিনী) রহস্যময় মাথাবিশিষ্ট দক্ষিণরায়। 'মায়ামুণ্ড এইরূপ দক্ষিণ দেশের ভূপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মায়ামুরতি [স মায়ামূর্তি] *বি* রহস্যময় মূর্তি। 'সে মায়ামুরতি কী কহিছে বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মায়ামূর্তি, মায়ামূর্ত্তি [স] *বিণ* ছলনাময়ী। 'মায়ামূর্ত্তি রাক্ষসীএ নানা মায়া জানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মায়ামূলক [স] *বিণ* রহস্যময়। 'অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়ামূলক ...।' *অবন*, ১৯২৫।

মায়ামৃগ [স] *বি* জাদুবলে সৃষ্ট হরিণ; মায়াহরিণ। 'অদ্ভুত মায়ামৃগ দেখি মহাবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সৌন্দর্যের মায়ামৃগকে আমাদের সম্মুখে দৌড় করাইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মায়ামৃগী [স] *বি স্ত্রী* জাদুবলে সৃষ্ট হরিণ। 'মায়ামৃগী রূপে ততক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মায়ামোহ [স] *বি* মায়ার বন্ধন। 'চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মায়াযষ্টি [স] *বি* জাদুর কাঠি। 'মায়াবীর মায়াযষ্টিস্পর্শে মোহনিদ্রায়

AMARBOI.COM

বিভোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মায়ারঙ্গ [স] *বি* মোহযুক্ত আনন্দ। 'তবু আজীবন জীবনের সাথে, মৃত্যুর সাথে/ সকালের সাথে, রাত্রির সাথে/ যে-মায়ারঙ্গে মেতেছিলে তুমি।' *নীরেন*, ১৯৫০।

মায়ার জাল *বি* মমতার বন্ধন। 'মায়ার জাল কাটিয়া প্রেমের জাল পাতিয়া মৃগবৎ কামুক পুরুষকে ধরিতে উপক্রম করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মায়ার ঠুলি *বি* মায়ার আবরণ। 'পরিয়ে চোখে মায়ার ঠুলি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মায়ারথ [স] *বি* জাদুময় আকাশযান। 'স্বচ্ছ শুভ্র ছায়াপথে মায়ারথে ভ্রমি।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

মায়ারাজ্য [স] *বি* কল্পনার রাজ্য; মায়াপুরী। 'শরতের আলোতে এক অপরূপ মায়ারাজ্যের মতো দেখাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মায়ারূপী [স] *বিণ* মায়াবেশ ধারণকারী। 'মায়ারূপী সৎমা এসে/ ছয় রিপুতে দেখায় মা ভয়।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মায়ালোক [স] *বি* কল্পজগৎ। 'ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আয়ার্লণ্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃষ্টি করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'কোন মায়ালোকে ছায়াপথ-পারে।' *জসীম*, ১৯৩১।

মায়ালোকবাসী [স] *বি* কল্পলোকের বাসিন্দা। 'লোকটি এক রহস্যময় মায়ালোকবাসী।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মায়াশক্তি [স] *বি* রহস্যময় শক্তি। 'কলকাতার আবিলতার মধ্যে সেই মায়াশক্তি কোথায় অন্তর্ধান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মায়াশঙ্খ [স] *বি* মায়াময় শঙ্খ। 'চাঁদ বাজাইল মায়াশঙ্খ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মায়া-সরসী [স] *বি* মায়ারূপ জলাশয়। 'যেন কোন মায়া-সরসী ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১।

মায়াসীতা [স] *বি* মায়াবিদ্যার মাধ্যমে প্রদর্শিত সীতার প্রতিমূর্তি। 'তেঁহ সে মজিলা মায়াসীতার কারণে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মায়াসেবিকা [স] *বি* মায়ারূপ সেবিকা। 'অনেকগুলি ছায়াময়ী মায়াসেবিকা-পরিবৃত হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মায়াস্ত্রি [স মায়াস্ত্রী] *বি* মায়াবিনী নারী। 'মায়াস্ত্রি লোতে সেই অরন্যে বন্দি হৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মায়াস্পর্শ [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ স্পর্শ। 'একদা তোমার মায়াস্পর্শে আমার প্রাক্তন মন।' *শামসুর*, ১৯৫৯; 'মায়াস্পর্শে আবার এসেছি ফিরে পৃথিবীর রোদে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

মায়া-হরিণী [স] *বিণ স্ত্রী* রহস্যময় হরিণীর মতো। 'মধুভাষিণী, সুচারুহাসিনী, সে মায়া-হরিণী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মায়াহীন [স] *বিণ* মমতাহীন। 'জবরদস্ত খিটমিটে দয়াহীন-মায়াহীন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মায়া[২] [স মধ্য] *বি* কোমর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মায়া[৩] [ই] *বি* মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতা। 'বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মায়িক [স] *বিণ* মোহযুক্ত। 'কাণ্ডার বাঙ্গাল ছিল মায়িক শয়নে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মায়িনে [ফা মাহানহ্] *বি* মাসিক বেতন। 'অনেকের মনিবের কাছে কাজের গাফিলতী অপরাধে মায়িনে কাটা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মায়িল *দ্র* মওয়া

মায়ূরী [স] *বি* সংগীতের একটি রাগিণীর নাম। 'পুরবী বড়ারি পাছে সারাঙ্গ মায়ূরী দেশকারী, মালশী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মায়ে [স মাতৃকা] *বি* মেয়ে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মায়ে মানুষ *বি* স্ত্রীলোক। 'এক মায়ে মানুষ জল আনিতে আসিয়াছীল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মায়েলী *বিণ* মাতৃধর্মী। 'সারা নিশি জাগি বিলাইছে তার মায়েলী বুকের স্নেহ।' *জসীম*, ১৯৫১।

মায়্যা [স মাতৃকা] *বি* মেয়ে। 'তো বড়ি নিঠুর মায়্যা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মার[১] [পা] *বি* অপদেবতা। 'তা সুনি মার ভয়ংকর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

মার[২] [স মারি>] *বি* মারা। 'মোএঁ আপোণ্ডষ হৈবো তোহ্মে জাইবেঁ মার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মারকাট *বি* মারামারি কাটাকাটি; বিরোধ। 'তাই নিয়ে তারা মারকাট করতে ছোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মার-খানেওয়ালা *বি* শাস্তি যার প্রাপ্য। 'তাতে আসল মার-খানেওয়ালার সুবিধা হইতেছে বটে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মারগুতোন *বি* প্রহার। 'ধরে ফেললে মারগুতোন কি কম করে দিত পাবলিক?' *মনোজ*, ১৯৬১।

মারধর, মারধোর *বি* প্রহার। 'মারধোর করে হিন্দুধর্ম/ রক্ষা করিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'যাবার সময় আর মারধর করিস নে।' *শরৎ*, ১৯১৩।

মারনেওয়ালা *বি* যে মারে। 'মারনেওয়ালার খুবই অসুবিধা হইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মারপিট, মারপীট ১ *বি* প্রহার। 'প্রজালোককে মারপিট হেঙ্গাম করিতেছে।' *ক্যালেণ্ডে*, ১৭৮৫। ২ *বি* শারীরিক শাস্তি প্রদান। 'মারপীট করিলে মেজাজ খারাপ হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* মারামারি। 'স্যার বেঞ্চের উপর বসিয়া কয়েকটা মারপিটের মকদ্দমা ফয়সালা করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'উভয় দলের মধ্যে একটা সামান্য ভাবে মারপীট ও দাঙ্গা হইয়া গেল।' *এডুকেশন*, ১৮৮৫।

মারমার, মার্-মার্ ১ *বিণ* অব্যাহতভাবে 'মার' ধ্বনিযুক্ত। 'পিছনে মহা ধর্-ধর্ মার্-মার্ রব উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে 'মার মার।'' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* ধ্বংসের শব্দ। 'অসংখ্য ঢেউ মার মার করে ছুটে আসছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মারমার কাটকাট *বিণ* অত্যন্ত কোলাহলপূর্ণ। 'মারমার কাটকাট কাণ্ড।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মার মার না পগার পার – রুখে দাঁড়ানো অথবা পালানো। *নজরুল*, ১৯৩০।

মারমুখী *বিণ* আক্রমণাত্মক। 'হরি সরকার মারমুখী হয়ে বক্তৃতা করছেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

মারমুখো *বিণ* আক্রমণাত্মক। 'সাহিত্যকে মুক্ত করবার প্রস্তাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেই সকলে মারমুখো হয়ে ওঠে।' *প্রমথ*, ১৯১২।

মারমূর্তি ১ *বি* ভয়ংকর মূর্তি। 'একবার যখন মারমূর্তি ধরিয়া ছোটে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯৮। ২ *বিণ* ধ্বংসাত্মক মূর্তিধারী। 'আমার উপর মারমূর্তি হয়ে উঠবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মারহাট্টা *বিণ* মারামারিতে দক্ষ। 'তোমার এই মারহাট্টা হাতের দুষ্টু আঙুলগুলোকে একেবারে ভেঙে নুলো করে দিতে হয়!' *নজরুল*, ১৯২২।

মারিপিটি, মারিপীট [স মারি>] *বি* প্রহার। 'মারিপিটি করিয়া বিদায় করিল।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'তাহারদিগের মারিপীট করিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মারিপিটি করা *ক্রি* প্রহার করা। 'ঐ সকল লোক অতি নির্দয়তা রূপে তাঁহাকে মারিপিটি করিয়া লইয়া যাই।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

মেরেকুটে *ক্রিবিণ* মারধর করে। 'এ দিকে মেরেকুটে সর্ব্বনাশ।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মার[3] *বি* মৃত্যু। 'যতদিন বাংলাভাষা থাকিবে, ততদিন উহাদের মার নাই।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

মারওয়ারি *বি* মাড়ওয়ারের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। 'ইহারাই ... আর্য্যাবর্ত্তে আগরওয়ালা বা মারওয়ারি বা কাঁইয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মারক [স] *বি* মড়ক। 'জন্মিল মারক তার দুর্গন্ধ প্রভাবে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

মারকণ্ঠ [স মর্কট] *বি* মাকড়শা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মারকা [প marca] *বি* চিহ্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মারকামারা *বিণ* চিহ্নিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মারকিন [ই] *বিণ* আমেরিকা সম্পর্কিত; আমেরিকান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মারকুলি *বি* কবিরাজি ওষুধবিশেষ। 'সালসা তোপচিনি মারকুলি প্রভৃতি খাইয়া আরাম হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মারগেজ [ই মর্টগেজ] *বি* বন্ধক। 'আপনি মারগেজি কাগজগুলা দিউন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মারচ [ই] *বি* মার্চ মাস। '৩০ মারচের তোমার পত্র।' *তাঁতি*, ১৭৯২। দ্র **মার্চ**

মারণ [স] ১ *বি* প্রহার। 'খুল্লনা মরিল মারণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হত্যা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মারণ খেলা *বি* মৃত্যুর খেলা। 'লোকটা কী মারণ খেলা খেলেছে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

মারণমন্ত্র [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) কারো মৃত্যুর জন্য তন্ত্রোক্ত অভিচার। 'গুহা-মুখে বসি ডাকিছে সাপুড়ে মারণমন্ত্র সুরে!' *নজরুল*, ১৯২৫।

মারণযজ্ঞ [স] *বি* হত্যাযজ্ঞ। 'এইসব মারণযজ্ঞের বলি যেমন অগণিত মানুষ, এদের হোতা যজ্ঞাংশভুক উপদেবতারা তেমনি মানুষ।' *শিব*, ১৯৫৬।

মারণাস্ত্র [স] *বি* ধ্বংসাত্মক অস্ত্র; সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে যে অস্ত্র। 'এ্যাটম শক্তিকে মানুষ ভয়াবহ মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে লাগাইয়াছে।' *সওগাত*, ১৯৪৫; 'রাতের অন্ধকারে টিক্কা তার মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

মারপ্যাঁচ [স মারি>] *বি* কূটকৌশল। 'হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মারপ্যাঁচ বোঝে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'খাটবে না জারি জুরি আঁটবে না মারপ্যাঁচ।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

মারফত[1], **মারফৎ** [আ মারিফত] *বি* (ইসলামমতে) সৃষ্টিকর্তাকে সম্যকভাবে জানার সাধন-পন্থাবিশেষ। 'শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত এ চারি মঞ্জিলেত করএ এবাদত।' *সুলতান*, ১৭০০।

মারফতি, মারফতী [আ মারিফত>] ১ *বি* মরমি সাধনা। 'মারফতি সেই প্রকারে/ চুয়া মালের মহরতি।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কীয়। 'মুছলমানের লোকসাহিত্য ও মারফতী সাহিত্য অন্তর্দৃষ্টি ও গভীরতার দিক দিয়া কোনো অংশেই ন্যূন নহে।' *আজাদ*, ১৯৪২। ৩ *বি* মরমি গান। 'বাউল গান, ভাটিয়ালী, মারফতি, গাজীর গান, মুরশিদী গান, আর পল্লীগীতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মারফৎপন্থী [আ মারিফত+হি পন্থী] *বিণ* সুফি সাধনার অনুসারী। 'কবি মারফৎপন্থী ছিলেন।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

মারেফতি [আ মারিফত>] *বি* মরমি সাধনা। 'তাহারা ফকিরি মারেফতি দাবী করিয়া থাকে।' *হেদায়াত*, ১৯৩৬।

মারফত[2], **মারফৎ** [আ মারিফত] ১ *ক্রিবিণ* মাধ্যমে। 'দালালের মারফত বাকী তিন সনের টাকা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'আপনি ইচ্ছা করিলে ইহা ডাকঘরের মারফৎ পাঠাইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১। ২ *বি* মাধ্যম। 'মুই বুক ঠুকে বলছি যেতনা মামলা মোর মারফতে হচ্ছে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'প্রত্যেক বাড়ী হইতে চাকরাণীর মারফতে ফরিয়াদ আসিয়াছিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

মারবাড়ি *বি* মাড়োয়ারি। 'বাঙ্গালি কি মারবাড়ি কি অন্যদেশীয় যে ক্ষুদ্র তাহারি ক্ষুদ্রস্বভাব।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মারবেল [ই] ১ *বি* শ্বেত পাথর; মর্মর। 'সীসা রূপা সোনা সুরমা এবং মারবেল।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বি* পাথর, কাচ প্রভৃতি দিয়ে তৈরি খেলার গুটিকা। 'মারবেল আর পেন্সিল দুটো, কখানা টুকরা কাচ।' *জসীম*, ১৯৫১।

মারহাট্টা[1] দ্র **মার**[2]

মারহাট্টা[2] [স মহারাষ্ট্র] ১ *বি* ভারতের মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। 'মারহাট্টারা গাইতেন আভঙ্গ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। ২ *বিণ* মহারাষ্ট্রের। 'মারহাট্টা ডিচের তীর।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মারহাট্টি *বিণ* ভারতের মহারাষ্ট্রে তৈরি। 'মারহাট্টি চটি কি মান্দ্রাজী চাপলি।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

মারহাবা [আ] *বি* ধন্য। 'ওয়ে মারহাবা ওয়ে এয় সরওয়ারে কায়েনাত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মারা [স মারয়>] ১ *ক্রি* হত্যা করা। 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। ২ *ক্রি* প্রহার করা। 'বুকেতে মারিয়া দিবে জমিনে ডারিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'যেরূপ ক্ষুদ্রলোকের সন্তানদিগকে মারিয়া থাক।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *ক্রি* সেলাই করা। 'লাল সালু কুঞ্চিত করিয়া মারিয়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৪ *ক্রি* আঘাত দেওয়া। 'বাঁচাও তাহারে মারিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *ক্রি* আত্মসাৎ করা। 'ব্যবসায় তো কাঁচাটাকা মেরে ভূত করছে।' *জীবন*, ১৯৩২। ৬ *ক্রি* লুট করা; ডাকাতি করা। 'আমাদের নৌকা মারবে, জোরে জোরে বেয়ে আসছে।' *মনোজ*, ১৯৬১। ৭ *ক্রি* ছাপযুক্ত হওয়া। 'পায়ের গোড়ালিও কালটি মেরে যাচ্ছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। **মার** *ক্রি* মারো। 'মার রে জোইআ মুসা পবণা।' *চর্যা* ২১, ১২০০। **মারউক** *ক্রি* প্রহার করুক। 'দূতসবে না মারউক পাপের কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **মারএ** *ক্রি* মারে। 'মারএ পিড়ার বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মারতি** *ক্রি* মারতে। 'মারতি রহত পোখ অবসেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মারন্ত** *ক্রি* প্রহার করলো। 'ফিরিস্তা সকল মিলি মারন্ত বহুত।' *সুলতান*, ১৭০০। **মারম** *ক্রি* মারবো। 'ধরিয়া মারম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিল কুড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **মারমি** *ক্রি* মারি। 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **মারয়** *ক্রি* মারে। 'গুরু সে মারয় আমা গুরু সে জীয়ায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মারসি ১** *ক্রি* মেরেছি। 'বলিলা আমার মৃগ পরাণে মারসি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রি* প্রহার করছো। 'মারসি মোহোর নারী তোর নাই লাজ।' *সুলতান*, ১৭০০। **মারহ** *ক্রি* মারো। 'না মারহ বিরহ আনলে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **মারি ১** *ক্রি* মেরে। 'কেহ্নে আহ্মা মারি যাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* মরে। 'কোন অপরাধে মোর পুত্রে মারি গেল।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৩** *ক্রি* আঘাত করি। 'উচ্চৈঃস্বরে কান্দিএ কপালে মারি ঘা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **মারিআ** *ক্রি* মেরে। 'মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **মারিআঁ** *ক্রি* মেরে; আঘাত করে। 'দূতী মারিআঁ কমণ কাজ সাধীল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিচ** *ক্রি* মেরেছো। 'ছয় পুত্র মোর মারিচ আপনি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **মারিঞাঁ** *ক্রি* মেরে। 'অসুর মারিঞাঁ/ ধরণী পাতিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিতুম** *ক্রি* মারতাম। 'জেস্ট ভাই না হৈতা জবে আজ্ঞী মারিতুম তবে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারিতে** *ক্রি* হত্যা করতে। 'পুনরপি কৃষ্ণ মারিতে করহ সাজন।' *মালাধর*, ১৫০০। **মারিব** *ক্রি* হত্যা করবো। 'পাপ দুষ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিবাক** *ক্রি* মারবার। 'মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিবার** *ক্রি* হত্যা করার। 'গোসাঞের আজ্ঞা হৈল্‌ তোমা মারিবার তরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মারিবারে** *ক্রি* মেরে ফেলতে। 'তোহ্মারি সে রূপেঁ মোরে মারিবারে পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিবোঁ** *ক্রি* মারবো। 'মারিবোঁ পরাণে তোকে জাণাআঁ গোআল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিয়া** *ক্রি* মেরে। 'ধেনুক মারিয়া কৈল্ল তাল ভক্ষণ।' *মালাধর*, ১৫০০। **মারিল** *ক্রি* মারলো। 'মারিল ভবমত্তা রে দহ দিহে দিধলি বলী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০। **মারিলু** *ক্রি* মারলাম। 'লঙ্কা পুড়িয়া জে মারিলু নিসাচর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারিলে** *ক্রি* মারলে। 'মারিলে ধেনুক বনে তাল খাইলে দুইজনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মারিহ** *ক্রি* মেরো। 'জই তুম্হে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহ সি পঞ্চজণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **মারিহে** *ক্রি* মারবে। 'যবেঁ তোরে মারিহে পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারী** *ক্রি* মেরে। 'বাহুছাট মারী ভিমে ফালাইল দুরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারীবাক** *ক্রি* মারতে। 'উর্দ্ধ বাহু করি জাএ ভিম মারীবাক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারীলেক** *ক্রি* মারলেন। 'প্রসবিয়া মারীলেক গলা চাপি ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারুক** *ক্রি* প্রহার করুক। 'প্রকারে মারুক গীয়া পাণ্ডব নন্দন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারুক** *ক্রি* হত্যা করুক। 'বিসস্তনে মারুক গিয়া সিসু করি কোলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মারে ১** *ক্রি* হত্যা করে। 'হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* আঘাত করে। 'বন্দুকের হুড়া মারে কেহ ছোঁড়ে তীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মার‍্যা** *ক্রি* মেরে। 'মাথা ভাঙ্গিমু মার‍্যা পাউড়ির বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মার‍্যাছিল** *ক্রি* মেরেছিলো। 'কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষে যেবা মার‍্যাছিল লাথি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **মার্ত্তে, মার্ত্তে** *ক্রি* মারতে। 'আপনি রাজা; জানজাহানের মালিক; মাল্লেও মার্ত্তে পারেন; রাখলেও রাখতে পারেন!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **মাল্যে** *ক্রি* মারলে। 'প্রাণ জেন ফাটি জাএ বুকে মাল্যে তীর।' *বড়ু*, ১৫৭০। **মাল্লে** *ক্রি* মারলে। 'টুস্কি মাল্লে রক্ত বেরোয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মারস্তা *বি* মারতে উদ্যত যে। 'মারস্তাক যে না মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মারা পড়া ১ *ক্রি* ডুবে যাওয়া। 'সে নৌকা পথে মারা পড়িয়াছে তিনখান বাচীয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **২** *ক্রি* প্রাণ হারানো। 'পরস্পর কাটাকাটি করিয়া উভয়ের হাতে উভয় মারা পড়িয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৩** *ক্রি* মৃত্যু ঘটা। 'হঠাৎ গাড়ী আসিয়া মারা পড়িবার সম্ভাবনা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মারামারি, মারামারী [স মারয়>] *বি* পরস্পর মারা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তিন জন মারামারি করিতে২ জলে পড়িল।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'রাত্রে লাঠালাঠী, মারামারী করা বুদ্ধির কার্য্য নহে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মারামারি করন *বি* একে অন্যকে মারা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মারা যাওয়া ১ *ক্রি* ডুবে যাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'অল্পক্ষণের মধ্যে দুই তিনখানা নৌকা মারা গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *ক্রি* প্রাণত্যাগ করা। 'আমাদের দেশে বড়ো বড়ো লোকেরা প্রায় অল্প বয়সেই মারা যান, ইঁহারা নিজের শরীরকে উপেক্ষা করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৩** *ক্রি* বন্ধ হওয়া। 'যাঁরা সমাজের রক্ষক তাঁদের খানাপিনা মারা যায়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মারি ফেলন *বি* মেরে ফেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মারাঠা [স মহারাষ্ট্র>] *বি* ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের অধিবাসী। 'মারাঠারা যখন গুজরাত সুবা দখল করে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মারাঠি, মারাঠী [স মহারাষ্ট্রীয়>] **১** *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'পাহিড়া মারাঠি পাছে কর্ণাটের ঘর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* ভারতের মহারাষ্ট্রে বসবাসকারী। 'এক বিখ্যাত মারাঠী গণৎকার আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মারাত্মক [স] **১** *বিণ* ভয়ানক। 'স্ত্রীগরিলারা ... অতি দুর্দ্ধান্ত-স্বভাব বা মারাত্মকপ্রকৃতির নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* গুরুতর। 'কথাটা তাদৃশ মারাত্মক নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **৩** *বিণ* প্রাণহানিকর। 'কিরূপ মারাত্মক হলাহলে পূর্ণ ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

মারাত্মকতা [স] *বি* সাংঘাতিকতা। 'মারাত্মকতার দিক দিয়া সেগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে তিনটি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৭।

মারান [স মারি>] *বি* মারানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মারি[১] *দ্র* মারী

মারি[২] *বি* প্রহার। 'রাস্তায় মারি খাইয়া বস্ত্রাদি ত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৬।

মারিক *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ভোলানাথ মারিক।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মারিপোসা লিলি [ই] *বি* এক প্রকার ফুল। 'ঝাড়ে ঝাড়ে মারিপোসা লিলি।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

মারী [স] *বি* সংক্রামক রোগ বিস্তার; মড়ক। 'কেম্ব্রিজ নগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

মারি [স মারী] *বি* সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব। 'আচানক মারি পড়নেতে অনেক২ মারা গেল।' *রামরাম*, ১৮০১।

মারিবিষ [স] *বি* যে বিষ মহামারী ডেকে আনে। 'চাই এত জ্বালাময় হলাহল, এমনই মারিভয়-হানা মারিবিষ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মারিভয় *বি* মহামারীর ভয়। 'চাই এত জ্বালাময় হলাহল, এমনই মারিভয়-হানা মারিবিষ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মারীগুটিকা [স] *বি* গুটিবসন্ত। 'নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মারীগ্রস্ত [স] *বিণ* সংক্রামক রোগে আক্রান্ত; মড়ক লেগেছে এমন। 'মারীগ্রস্ত পুনা যখন গোরা সৈন্যের আতঙ্কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মারী-ধ্বংস-স্তূপ [স] *বি* মহামারীতে ধ্বংস হয়ে গেছে এমন স্থান। 'গ্রীষ্মদগ্ধ তাপশুষ্ক মারী-ধ্বংস-স্তূপে নেচে নেচে গাই।' *নজরুল*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২৫।

মারীপীড়িত [স] *বিণ* মহামারী-আক্রান্ত। 'মারীপীড়িত দুর্ভাগাগণের অন্তিম অনুনয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মারীভয় [স] *বি* মড়কের আশঙ্কা। 'কেম্ব্রিজ নগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

মারীমড়ক [স মারী-মরক] *বি* মারী ও মড়ক। 'যার বংশের বাতি/ নিভে গেছে মারীমড়কের হাওয়া লেগে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

মারীমত্ত [স] *বিণ* মড়কে উন্মত্ত। 'কার্তিকের রাত্তিরের পোকা, মারীমত্ত মাছি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৪।

মারী-মরু [স] *বি* মৃত্যুময় মরুভূমি। 'আমি চলি প্রলয়-পথিক – দিকে দিকে মারী-মরু রচি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মারুত [স মরুৎ] *বি* বাতাস। 'সঙ্গে নিল সহচর বসন্তমারুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মারুনি ভাল কি কাটুনি ভাল – যে কোনো শাস্তি দেওয়া হোক না কেন। 'এই কয় দিন মাফ করিতে হবে এখন মারুনি ভাল কি কাটুনি ভাল।' *কেরি*, ১৮০২।

মারুয়া [স মণ্ড] *বি* সুসজ্জিত বেদী। 'চারিদিকে মারুয়ার অন্তস্পট শোভাকার।' *সুলতান*, ১৭০০।

মারেকিন [ই আমেরিকান] *বিণ* মার্কিন। 'মারেকিন জাহাজ দুইখান।' *দর্পণ*, ১৮২০। দ্র **মার্কিন**

মারোয়াড়ি, মারোয়াড়ী *বি* ভারতের মাড়ওয়ার বা রাজপুতনার অধিবাসী। 'মারোয়াড়ী দুটি তো ... বকুনি শুরু করিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মারোয়ারিগিরি *বি* বণিকবৃত্তি। 'মারোয়ারিগিরি হচ্ছে ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের কবন্ধ।' *সবুজ*, ১৯২০।

মার্ক [ই mark] **১** *বি* চিহ্ন। 'আপনি নিজে গিয়া ভাল২ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* পরীক্ষায় কৃতকার্যতার জন্য প্রদেয় নম্বর। 'গুণগান করলেই পাস-মার্ক পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মার্ক করা *ক্রি* মনোযোগ সহকারে লক্ষ করা। 'আমি অনেকক্ষণ থেকে মার্ক করছি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মার্ক পাওয়া *ক্রি* পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া; গণ্য হওয়া। 'বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মার্করি [ই] *বি* বুধ গ্রহ। 'মার্করি সূর্যের কাছ থেকে যতটুকু দূরে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মার্কস-পড়া [মার্কস+পড়া] *বিণ* কার্ল মার্কসের মতবাদ অধ্যয়ন করেছে এমন। 'আজকের দিনের মার্কসপড়া পাঠকেরা বলতে শিখেছি যে দারিদ্র্য দৈবকৃত ব্যাপার নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মার্কসপন্থা [মার্কস+স পন্থা] *বি* মার্কস-নির্দেশিত পথ। 'তিনিও জেলে বসে মার্কসপন্থা, ইতিহাস, দর্শন ... ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর ভাবেন ও লেখেন।' *শিব*, ১৯৫৬।

মার্কসপন্থী [মার্কস+হি পন্থী] *বি* মার্কসবাদী। 'বিশের দশকে তিনি ছিলেন কায়মনোবাক্যে মার্কসপন্থী।' *শিব*, ১৯৫৬।

মার্কসীয় [মার্কস+স ঈয়] *বিণ* কার্ল মার্কসের তত্ত্ব সম্পর্কিত। 'রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মার্কা[1] [প মার্কা] *বি* চিহ্ন। 'মার্কা দিবার কালি দিয়া তাহাতে অক্ষর মুদ্রিত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মার্কামারা [প মার্কা+মারা] **১** *বিণ* চিহ্নযুক্ত। 'মার্কামারা শিশিতে ... অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* সবাই চেনে এমন। 'আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা ছেলে।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **৩** *বিণ* ছাপমারা। 'কোম্পানিবাহাদুরের মার্কামারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মার্কা[2] [ই মাক] *বি* পরীক্ষায় উত্তর লেখার মান নির্ধারণের জন্যে দেওয়া নম্বর। 'পরীক্ষার সময় বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'অঙ্কে দিদি এবার একশোর মধ্যে তেরো মার্কা পেয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মার্কা-মারা **১** *বিণ* উত্তীর্ণ। 'তখন বাহ্যিক ফললাভের চিন্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা করে দেবার ব্যস্ততা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। **২** *বি* মূল্যায়ন। 'তাদের বিদ্যার কী মার্কা মারা হল এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **৩** *বিণ* ছাপ-দেওয়া। 'যথেষ্ট পরিমাণ টুলচৌকরি অসম্ভাব পূরণ করেছে দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবাক্স।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৪** *বিণ* বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'আজকাল কত ডুবে গেল কালের মহাপ্লাবনে মোটাদামের মার্কা-মারা পসরা নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মার্কাশূন্য [প মার্কা+স শূন্য] *বিণ* নম্বর পাওয়ার দরকার নেই এমন। 'আমি কোন মার্কাশূন্য পরীক্ষায় পাস করে চলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মার্কিন [ই আমেরিকান] **১** *বিণ* যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত। 'আমিরিকান রম (মার্কিন আনীস) নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। 'তাহা ছাড়া খাঁটি মার্কিন, বিশ্রাম কাহাকে বলে জানে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'কোথাকার মহিলা সে ... মশ্লিস মার্কিন?' *জীবন*, ১৯৪০।

মার্কিনত্ব [মার্কিন+স ত্ব] *বি* আমেরিকানদের বৈশিষ্ট্য। 'এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে ... আছে মার্কিনত্ব, চৈনিকত্ব, ইহুদীত্ব।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

মার্কিন দেশ [মার্কিন+স দেশ] *বি* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 'ইহার দৃষ্টান্ত ... কি চীন, কি মার্কিন দেশ কুত্রাপি কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মার্কিনায়ন [মার্কিন+স আয়ন] *বি* আমেরিকার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। 'বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক মার্কিনায়নের প্রবণতা গত এক দশকে প্রবলতর হয়েছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

মার্কিনী *বিণ* মার্কিন দেশীয়। 'দূষিত মার্কিনী প্রভাবের রাজত্ব।' *উমর*, ১৯৬৮।

মার্কেট [ই] *বি* বাজার। 'ডাল মার্কেট।' *জীবন*, ১৯৩১।

মার্কেটিং [ই] *বি* কেনা-কাটা। 'বাজারে মার্কেটিং করতে যায়।' *বেগম*, ১৯৫২।

মার্গ [স] **১** *বি* পন্থা। 'রাগানুগা-মার্গে তারে ভজে যেই জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* নিতম্ব। 'পাতা ছিড়িয়া সবে মার্গেত মুছিলে।' *বিজয়*, ১৬৫০; *মানোএল*, ১৭৪৩; 'অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অল্পে২ ব্যাঘ্রের মার্গেতে ধরিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* পথ। 'আকাশ মার্গে উত্থিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মার্গসংগীত [স] *বি* সুবদ্ধ সংগীত। 'অন্যধারে যবনের স্পর্শে মার্গসংগীত একেবারে জগন্নাথের ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'প্রায় সব মার্গসংগীতে কথা এমন সোচ্চারভাবে অকিঞ্চিৎকর যে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

AMARBOI.COM

মার্গান্তর [স] *বি* অন্য মার্গ। 'রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনা ... মার্গ থেকে মার্গান্তরে চলে গেছে একাধিকবার।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মার্গ[২] [ই মার্ক] *বিণ* চিহ্নিত। 'সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে অ্যাসে দেঁড়ুয়ে থেকে জমিডেয় মার্গ মারালে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মার্গশীর্ষ [স] *বি* যে মাসের পূর্ণিমায় চাঁদের অবস্থান মৃগশিরা নক্ষত্রে; অগ্রহায়ণ মাস। 'মার্গশীর্ষ শুদ্ধ একাদশী তিথিতে রানির একটি পুত্র-সন্তান হল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মার্চ[১], **মার্চ্চ** [স] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার তৃতীয় মাস। 'বিসা মাহ মার্চ সন ১৭৮৪।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'মাণ্টা, ১৯ মার্চ্চ ইং ১৮৪২।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মার্চ[২] [ই] *বি* সৈন্যদের তালে তালে হাঁটা। 'ট্রেঞ্চের ভিতর একটা ব্যাটালিয়ান 'মার্চ' হচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'আধুনিক সৈন্যবাহিনীর মতো মার্চ করে যাচ্ছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মার্চেন্ট [ই] *বি* ব্যবসায়ী। 'বিরাট মার্চেন্ট! পৃথিবীর বড় বড় শহরে তার কারবার।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মার্জন, মার্জ্জন [স] **১** *বি* পরিষ্কারকরণ। 'স্নান করাইয়া অঙ্গ করেন মার্জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* অপসারণ। 'উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদসংবাহন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* ক্ষমা। 'সম্পাদক মহাশয় তাহা মার্জন করিয়া আমারদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'তাঁহারদের দোষের কোন মার্জ্জন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মার্জনা, মার্জ্জনা [স] **১** *বি* পরিষ্কারকরণ। 'কেশের মার্জনা বেশ করিল আপনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* ক্ষমা। 'তাহারো দোষ মার্জ্জনা করিবেন।' *রামমোহন*, ১৮১৫। **৩** *বি* সংস্কার। 'যাঁহারা বুদ্ধির মার্জ্জনা দ্বারা পৌত্তলিক ধর্মকে কাল্পনিক জানিয়াছেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

মার্জনাতীত, মার্জ্জনাতীত [স] *বিণ* ক্ষমার অযোগ্য। 'একটি গুরুতর, এবং মার্জ্জনাতীত রুচির দোষ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মার্জনী, মার্জ্জনী [স] *বি* পরিষ্কার করার উপকরণবিশেষ; ঝাঁটা, ঝাড়ু ইত্যাদি। 'সবারে দিল একেক মার্জ্জনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মার্জনীয়, মার্জ্জনীয় [স] *বিণ* ক্ষমা করা যায় এমন। 'অপরাধ মার্জনীয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; ' ... কাব্যে যতটুকু মার্জ্জনীয়।' *সওগাত*, ১৯১৯।

মার্জনী[১] *দ্র* **মার্জন**

মার্জনী[২] *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'মার্জনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মার্জা *ক্রি* মার্জনা করা; দূর করা। 'মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মার্জার, মার্জ্জার [স] *বি* বিড়াল। 'মূষকের রঙ্গেতে মার্জার রয় আড়ে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'তাঁহারদিগের প্রতি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র ও মার্জ্জার তপস্বীর দৃষ্টান্ত উচিত হয়।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

মার্জার তপস্বী, মার্জ্জার তপস্বি [স মার্জার তপস্বী] *বি* ভণ্ড তপস্বী। 'বৃদ্ধব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বির ন্যায় বিশ্বাসকারণ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মার্জারী [স] *বি স্ত্রী* বিড়াল। 'মার্জারী আসিয়া কোলে আচড়িল পয়োধরযুগে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মার্জিত, মার্জ্জিত [স] **১** *বিণ* পরিচ্ছন্ন। 'প্রত্যহ প্রাতে উবটান বৈকালে সাবান দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* পরিশীলিত। 'বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* পরিষ্কৃত। 'রীতিমত আহার পাইলে, এবং শরীর রীতিমত মার্জিত ও মর্দিত হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৪** *বি*[...] বিদগ্ধ। 'সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে হৃদয়ের বৃত্তিসকল যে ক্রমশ মার্জি[...] ও সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মার্জিতবুদ্ধি, মার্জ্জিতবুদ্ধি [স] *বি* পরিশীলিত বুদ্ধি। 'ধনী হই[...] পক্ষপাতশূন্য ও মার্জিতবুদ্ধি হয় এমত নহে।' *দর্পণ*, ১৮২[...] 'মার্জ্জিতবুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত না হইলে বহুতর অমঙ্গল ঘটন[...] সম্ভাবনা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মার্জিতমন [স মার্জিতমন] *বি* পরিশীলিত-মন। 'ইংরেজি সাহিত্য[...] জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয়[...]' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মার্জিতরুচি [স] **১** *বিণ* সুরুচিসম্পন্ন। 'মার্জিতরুচি নবীন পাঠ[...] এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বিণ* সভ[...] 'মার্জিতরুচি জনপদে ... ভেসে যাব একা একা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মার্জিত হওয়া *ক্রি* সেরে ওঠা। 'কবরেজের তেল মালিশ ক[...] মার্জিত হলাম, ভালো হলাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মার্জিন [ই] **১** *বি* প্রান্তভাগ। 'লাইনগুলি সমান, দুই ধারে মার্জিন, উপ[...] পাতার সংখ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* ফাঁকা জায়গা। 'কারও জ[...] কোনো মার্জিন না রেখে সম্পূর্ণ নিজের রচনা বিস্তার করতে থাকে[...]' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বি* পার্থক্য; সীমানা। 'সরকারী দলের [...] বিঘোষিত সংখ্যাগুরুত্বের মার্জিন যদি কার্য্যক্ষেত্রে এই হয় ...' *আজাদ*, ১৯৬৪।

মার্তণ্ড, মার্ত্তণ্ড [স] *বি* সূর্য। 'একত্রে মার্তণ্ড শশী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মার্তণ্ডকর, মার্ত্তণ্ড-কর [স] *বি* সূর্যের আলো। 'প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কর ত[...] লাগে তারে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মার্থিয়ো [স মাৎসর্য] *বি* মাৎসর্য। 'লোভ মোহা মদো মার্থিয়ো আলিক[...] এহার কিছুই নাহি?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মার্দানা [ফা] *বি* পুরুষ। 'দলে দলে জানানা-মার্দানা চলেছে।' *মাহেন*[...] ১৯৪৯।

মার্ফিয়া [ই] *বি* মরফিন নামক ব্যথানাশক মাদকবিশেষ। 'তীব্র শির[...] তন্দ্রিল মার্ফিয়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

মার্বল [ই] *বি* শ্বেতপাথর; মর্মর। 'টেনিস আছে, মার্বলের টেবিল আ[...] ড্রয়িংরুমে গান-বাজনার আড্ডা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। *দ্র* **মার্বেল**

মার্বলগুলিকা [ই মার্বেল+স গুটিকা] *বি* খেলার জন্য তৈরি পাথ[...] কাচ প্রভৃতির ছোটো গুটিকা। 'মার্বলগুলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণে[...] দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মার্বল পাথর [ই মার্বেল+পাথর] *বি* পাথরবিশেষ। 'প্রকাণ্ড সরোব[...] মার্বল পাথরের সিঁড়ি তলা পর্যন্ত মার্বল পাথরে বাঁধানো।' *হরপ্রসা*[...] ১৮৮১।

মার্বার [ফা মর্মর] *বি* মর্মর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মার্বেল [ই] *বি* পাথর, কাচ প্রভৃতির তৈরি খেলার ছোটো গুটিকা। '[...] মার্বেল, ছিল যাকে বলে ব্যাটবল – ক্রিকেটের অত্যন্ত দূর কুটুম্ব[...]' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'মুখে মার্বেলের গুলি রাখার প্রাকটিস ক[...] তোতলামি সারিয়ে ফেললেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০। *দ্র* **মার্বল**

মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত *বিণ* সাধারণত বই বাঁধাইয়ের কাজে ব্যবহ[...] মার্বেল পাথরের মতো চিত্রিত কাগজ। সেই কাগজ দিয়ে মোড়ানে[...] 'মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি[...]' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

AMARBOI.COM

মার্মালেড [ই] *বি* কমলালেবু ও তার খোসা মেশানো জ্যাম; মিষ্টি মণ্ড জাতীয় খাবার। 'যদি পনির, বিস্কিট, মার্মালেড ও দুধের মোরব্বা না খাও তবে উপবাসে মর।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মার্যন, মার্য্যন [স মার্জন] *বি* প্রক্ষালন; পরিষ্কারকরণ। 'দন্তধাবন কৈল জলেত মার্য্যন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মার্শাল ল [ই] *বি* সামরিক শাসন। 'মৌলিক গণতন্ত্রী নির্ব্বাচন মার্শাল ল'র জামানায়ও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

মার্সাল লা [ই] *বি* সামরিক আইন। 'মার্সাল লা জারি হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মার্সিএল লা [ই মার্শাল ল] *বি* সামরিক আইন। 'তিনি কাহার উপর মার্সিএল লা চাপাইবেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৬।

মার্সিয়া [আ] *বি* মহররমের শোকগান। 'রুবাইয়াত, মাসনবী, কাসিদা এবং মার্সিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মার্হাট্টা [স মহারাষ্ট্র] *বিণ* মারাঠি; ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে বসবাসকারী। 'মার্হাট্টা দস্যু ও শিখ দানবদিগের হস্তে ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

মাল[1] [স মাল্য] *বি* মালা। 'করঙ্করুবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাল[2] [স মল্ল] *বি* মল্লযোদ্ধা; পালোয়ান। 'মালে মালে রণ করে দুহাঁ বিন্ধাবিন্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পণ্ডিতে পণ্ডিতে কক্ষা মালের মালম শিক্ষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মালকাছা *বি* দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে গোঁজা ধুতি লুঙ্গি প্রভৃতির কোঁচা। 'পরনের তহবন্দটা মালকাছা মারিয়া ... তাদের কাঁধে উঠেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মালকাছামারা *বিণ* মালকোঁচা ধারণ করেছে এমন। 'বিশ-ত্রিশ জন মালকাছামারা বলিষ্ঠ যুবক।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মালকোঁচা, মালকোচা *বি* দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে গোঁজা ধুতি লুঙ্গি প্রভৃতির কোঁচা। 'সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় মালকোঁচা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মালকোচ্চা *বি* দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে গোঁজা ধুতি লুঙ্গি প্রভৃতির কোঁচা। 'মালকোচ্চা মারা পালোয়ানদের বুকে একটুকরো জামার উপর ময়লা নীল কাপড় ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মালকোছা *বি* মালকোঁচা; দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে ধুতি লুঙ্গি প্রভৃতির কোঁচা। 'আসল হেঁকে গাঁয়ের মোড়ল মালকোছাতে কাপড় পরি।' *জসীম*, ১৯২৯।

মালশাট, মালসাট [স মল্ল+স শাট] ১ *বি* মালকোঁচা। 'মালসাট মারিয়াত দেব শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আস্ফালন। 'হুহুঙ্কার মালসাটে কেশরীর রব ছুটে।' *মুরারি*, ১৫৭০। ৩ *বি* হুঙ্কার। 'পেলি অস্ত্র লোফে বীর মারে মালশাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাল[3] [স মল্ল] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাল বৈসে পুরের বাহিরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাল[4] [আ] ১ *বি* ধন-সম্পদ। 'মদিনার অর্ধ মাল দিবারে তাহারে।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* পণ্যদ্রব্য। 'মাল বিক্রি হইলে টাকা দিব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'ইহার মধ্যে ১৪৫৭ চৌদ্দ শত সাতান্ন টিকীট মাল।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বি* রাজস্ব; খাজনা। 'কলিকাতার মাল, আদালত ও ফৌজদারী এই তিন কর্মনির্বাহের ভার একজন সাহেবের উপর ছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বি* কাঙ্ক্ষিত বস্তু। 'ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মালওলা [আ মাল+হি ওয়ালা] *বি* সম্পদশালী ব্যক্তি। 'নামজাদা মালওলা গায় মাখা রাঙ্গা ধুলা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মালকোরক [আ মাল+আ করক] *বি* মাল আটক। 'সে লোক দিগকে কয়েদ করিয়া কিম্বা মালকোরক রাখিয়া ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মালখাউদ [আ মাল+ফা খাউদ] *বি* যে দানপত্র করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাল-খাজানা [আ মাল+আ খাজানাহ্] *বি* রাজস্ব। 'মাল-খাজানা চিরদিনের মতো নির্ধারিত ও স্থায়ী করে দেওয়া হবে কি না?' *প্রমথ*, ১৯১৯।

মালখানা [আ মাল+ফা খানাহ্] *বি* মূল্যবান ধনসম্পদ রাখার কক্ষ; ধনাগার। 'ডঙ্কা দিয়া দপ্তর ও মালখানা সমস্ত বন্ধ করিলেক।' *রামরাম*, ১৮০১; 'মালখানার দ্বারে দরোয়ানগিরি করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মালগাড়ি *বি* মাল বহনকারী রেলগাড়িবিশেষ। 'একখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মালগুজারি, মালগুজারী [আ মাল+ফা গুজার] *বি* খাজনা; রাজস্ব দেওয়া। 'মালগুজারি করিয়া জে বাকী ছিলা ...।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭; 'তাহা তোমাকে ইজারা দিলাম মাফিক পরগনা মালগুজারি করিয়া আমার মুনাফা দিয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'আমার মালগুজারি নিজ জোতে সাড়ে তিন সও টাকা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আপনারদের মালগুজারী দিল্লিতে সদর তাহত সে স্থানে লোক পাঠাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মাল-গুদাম [আ মাল+প গুদাওঁ] *বি* যে ঘরে নানাবিধ মালপত্র রাখা হয়; ভাঁড়ার। 'এরা যেন মৃত্যুর মাল-গুদাম।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'হোসেন রেলের মালগুদামে গেল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাল-চালান [আ মাল+ফা চালান] *বি* মালামাল রপ্তানি। 'মাল-চালানের পথও ছিল সংকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মালজামিন [আ মাল+ফা জামিন] *বি* সম্পত্তির বিনিময়ে জামিন। 'মালজামিন মাতবর দিতে হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মালজাহাজ [আ মাল+আ জাহাজ] *বি* মালবাহী জাহাজ। 'মালজাহাজ লাদাই করা যে অফিসারের কর্ম ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মালটাল [আ মাল>] *বি* টাকা-পয়সা। 'কিছু মালটাল আনতে পার কি না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মালদার [আ মাল+ফা দার] *বিণ* সম্পদশালী; ধনবান। 'কারুন নামজাদা মালদার।' *মনসুর*, ১৯৫০।

মালপত্তর [আ মাল+স পত্র>] *বি* জিনিসপত্র। 'মালপত্তর তুলিয়া সুভদ্রা আবদলের রিকশায় উঠিয়া বসে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মালপত্র [আ মাল+স পত্র] ১ *বি* জিনিসপত্র। 'মালপত্র রওনা করব বলে গোরুর গাড়ি ডাকতে বলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* পণ্যসামগ্রী। 'দোকানের মজুত মালপত্র।' *মানিক*, ১৯৪০।

মালপানি [আ মাল+হি পানি] *বি* টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ। 'মালপানি তো বহুত বানাইয়া রাখছে আগেই।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মালবাহী [আ মাল+স বাহী] *বিণ* মাল বহন করে এমন। 'মালবাহী স্টিমারের বো-সান পর্যন্ত সে হইয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মালমশলা [আ মাল+আ মসালিহ্] ১ *বি* কোনো দ্রব্য তৈরির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনীয় উপাদান। 'উভয়ের উপকরণ মালমশলা একই রকম হইতে পারে।' *সবুজ*, ১৯২০। ২ *বি* তথ্য ইত্যাদি উপকরণ। 'পাণ্ডুলিপির মাল-মশলা সংগ্রহ করে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৭।

মাল মশালা *বি* উপকরণ। 'তাঁহারা মাল মশালা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাঁথে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মালমসলা ১ *বি* উপকরণ। 'শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণে ... কী পরিমাণে মালমসলা দিয়া থাকেন তাহাই দেখিব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮। ২ *বি* বিষয়। 'অনেক বাজে মাল-মসলা আসিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মালমাত্তা [আ মাল+আ মাত্তা] ১ *বি* ধন-সম্পদ। 'পরিবার মারিব লুটিব মালমাত্তা।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বহু মাল-মাত্তা লইয়া মিসরে রওয়ানা হইলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০। ২ *বি* জিনিসপত্র। 'দরকারী মালমাত্তা সিলেট শহরে নেমে সংগ্রহ করেছেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

মাল[৫] [আ মাল] *বি* (অশ্লীল ইঙ্গিত অনুযায়ী) যৌন-আবেদনপূর্ণ নারী। 'যে নৌকো খানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরামিষ্যি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাল[৬] [আ মাল] *বি* মদ। 'ল্যাকপ্যাক করছিস যে মাল খেয়ে নেমেছিস নাকি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মাল টানা *ক্রি* মদ খাওয়া। 'মাল টানবে একটু?' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

মাল-টাল *বি* মদ ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য। 'গান-বাজনা নিয়ে থাকে, আর একটু একটু মাল-টাল খায়।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মাল দেওন *বি* মাল দেওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মালপানি [আ মাল+হি পানি] *বি* মদ জাতীয় পানীয়। 'এই নাও মিষ্টি ও কিছু মালপানি আনাও।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মালকিন [আ মালিক>] *বি* শাসনকর্ত্রী। 'আমার পত্নীকে এই রাজ্যের রানি এবং মালকিন (শাসনকর্ত্রী) বলে সরকার অনুমোদন করেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মালকোশ, মালকোষ *বি* (সঙ্গীত) একটি রাগ। 'মালকোষ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঝিঁঝিট-খাম্বাজে কেহ, কেহ মালকোশে/ হিন্দোলে হুংকারে কেহ ওস্তাদি আক্রোশে।' *নজরুল*, ১৯২৯; 'কানাড়া আড়ানা মালকোষ দরবারী তোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মালক্কা *বি* বড়ো আকারের কিশমিশ। 'মালক্কাই নিতে হল বেশী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মালখাম্বা [আ মাল+খাম্বা] *বি* মোটা থাম। 'তিনি নিজে নিয়মিত মেয়েদের নিয়ে মালখাম্বা, নারিকেলে সাদা দাগ দিয়ে ... ।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মালঞ্চ [স] *বি* ফুলবাগান। 'প্রবেশিলা নীলাম্বর মালঞ্চ ভিতরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মালতী [স] *বি* এক প্রকার ফুল। 'মালতীমল্লিকাকলিকাত নাহি গন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মালতি [স মালতী] *বি* এক প্রকার ফুল। 'তুলসি মালতি জাতি অমলকী কুন্দ জুতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মালতিমালা *বি* মালতী ফুলের মালা। 'বিপথে পরল জৈছে মালতিমালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মালতীবালা [স] *বি* মালতীকলি; মালতী ফুল। 'বিজন বনে মালতীবালা আছিস কেন ফুটিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মালতীমালা [স] *বি* মালতী ফুলের মালা। 'গুলাল মালতীমালে করিল বিলাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মালতীমুকুল [স] *বি* চামেলি ফুলের কুঁড়ি। 'মালতীমুকুলে বায়ু করে যায় অনুনয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মালতীলতা [স] *বি* মালতী ফুলের গাছ। 'একটি পূর্ণপুষ্পিতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোজ্জ্বল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মালথসি [ই ম্যালথাস>] *বিণ* অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাসের তত্ত্ব সম্বন্ধীয়। 'এ রকম কঠিনহৃদয় মালথসি বুলি রাখিয়া দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মালদই [মালদহ>] *বিণ* মালদহের। 'মালদই নলাটী চিকণ সরবন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মালদহিয়া [মালদহ>] *বিণ* মালদহ অঞ্চলের তৈরি। 'পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া পৃথক২ আড়ঙ্গের রেসমি বস্ত্র তরোবতরো।' *রামরাম*, ১৮০১।

মালপো, মালপোয়া *বি* ময়দা বা চালের গুঁড়ায় তৈরি ঘিয়ে বা তেলেভাজা লুচিজাতীয় মিষ্ট খাবারবিশেষ। 'যারা ময়দা পেয়ে মালপো বিলোয়।' *নজরুল*, ১৯৩২; 'দই, লাড্ডু, মালপোয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩৮

মালব [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মালবরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মালবশ্রী [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মালবশ্রীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মালবিকা [স] *বি* প্রাচীন মালব (ভারতের রাজস্থান) দেশের নারী। 'বন্দী হতেম না জানি কোন মালবিকার জালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মালম [স মল্ল] *বি* মল্লবিদ্যা। 'পণ্ডিতে পণ্ডিতে কক্ষা মালের মালম শিক্ষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মালয় *বি* দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া সংলগ্ন সাগর। 'নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মালয়ালী *বিণ* দক্ষিণ ভারতের মালয়ালম দেশ সংক্রান্ত। 'জ্যোৎস্নায় মালয়ালী-নারিকেল, ফুল সোনা সৌন্দর্য।' *জীবন*, ১৯৪০।

মালশা *বি* হাঁড়িজাতীয় মাটির পাত্রবিশেষ। 'মা এখানেই আমাদের জন্য মালশায় করে তাতে-ভাত ফুটিয়ে দিয়েছিলেন।' *সুনীল*, ১৯৭০। *দ্র* মালসা

মালশী, মালসি, মালসী [স মালবশ্রী] ১ *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'রাগ মালশী।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০; 'মালসি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মালব রাগের সার ছয় প্রিয়া বন্দো তার ধানসী মালসী দুইজনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* গানবিশেষ। 'নানা বাদ্য বাজে আর মঙ্গল মালসি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মালসী গবুড়া [মালবশ্রী গৌড়া] *বি* রাগবিশেষ। 'রাগ মালসী গবুড়া।' *চর্যা ৪০*, ১২০০।

মালসা [স মল্লক>] *বি* তুষের আগুন রাখার পাত্র। 'বিধবা বৌটি মালসায় আগুন আনিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মালসা-খ্যাংরা *বি* সানকি ও ঝাঁটা। 'তোর মালসা-খ্যাংরা নিয়ে বস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মালসাভোগ *বি* বৈষ্ণবদের মহোৎসবে মালসায়-করা এক প্রকার ভোগ। 'কোথা যাও মনোহর মালসাভোগ ফেলে?' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মালসাটা [স মল্লক>] *ক্রি* হুঙ্কার দেওয়া। 'সম্বল কিছুই নাই মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালসাটি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মালা[1] [স] ১ *বি* জপমালা। 'আগম পোথী ইষ্টামালা।' *চর্যা ৪০*, ১২০০; 'কেউ মালা কেউ তসবি গলে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* ফুলের মালা। 'খদিরকুসুমমালা আউলাইল চিকুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মালাকর [স] ১ *বি* মালী। 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* ফুলের মালা তৈরি করে যে। 'ছুঁচ নিয়ে মালাকর দুবেলা ফোটায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মালাকার [স] *বি* ফুলবাগানের পরিচর্যাকারী। 'প্রভু বোলে ভাল মালা দেহ মালাকার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মালাকারধর্ম, মালাকার-ধর্ম্ম [স] *বি* মালীর কাজ। 'এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মালা-খসা *বিণ* মালা থেকে খসে-পড়া। 'উল্কা আমাদের মালা-খসা ফুল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মালাগাছ [স মালা+গাছ] *বি* সুতায় গাঁথা ফুলের একটি মালা। 'কুঁদফুলের মালাগাছটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মালাগাছি [স মালা+গাছ] *বি* সুতায় গাঁথা ফুলের একটি মালা। 'গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মালাচন্দন [স] *বি* শ্রদ্ধা অথবা পূজার জন্যে ব্যবহৃত ফুলের মালা ও চন্দন। 'মালাচন্দন দিলে অজায়গায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মালাছড়া *বি* ফুলের মালা। 'দেখুন, আমি মনের সাধে এই মালাছড়াটি গেঁথেছি।' *মন্মাররক*, ১৮৬৯।

মালা জপা *ক্রি* আরাধ্যকে বারে বারে স্মরণ করা। 'কেহ কহিবে আমি মালা জপি না।' *মালোএল*, ১৭৪৩।

মালাবদল [স মালা+আ বদল] ১ *বি* পরস্পরের গলার মালা বিনিময়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অন্ধকারে মালা-বদল কে করে' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন। 'কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালা-বদল হয়ে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মালা[2] [স মল্ল] ১ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মোহনলাল মালা।' *সেবধি*, ১৮৪০। ২ *বি* মালো; হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'থেকে নদীনদে, ঝিলবিলহ্রদে, মাছ ধ'রে খায় মালা জেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মালা[3] [স মল্লক] *বি* নারিকেলের ভিতরের শক্ত খোল; আঁচা। 'নারিকেলের চারটি সামগ্রী – জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'এক মালা জল ছেঁচতে গেলে তিন মালা যোগায় তলায়।' *লালন*, ১৮৯০।

-মালা [স] বহুবচনসূচক প্রত্যয়। 'স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মালাই [ফা বালাই] *বি* দুধের সর। 'বেল ফুল! বরফ! মালাই! চীৎকার শুনা যাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মালাইকারি [ফা বালাই+তা কারি] *বি* দুধ ও চিনি সহযোগে রান্না করা চিংড়ি। 'মালাইকারি আর বর্মাই ভাপ্পি যতই খান না কেন ...।' *জীবন*, ১৯৩৩; 'মালাইকারি আমাকে লালায়িত করেছে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মালাই-চিংড়ি [ফা বালাই+চিংড়ি] *বি* দুধ ও চিনি সহযোগে রান্না করা চিংড়ি। 'বাঙালীর সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালী বিধবার নিরামিষ ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মালাইচাকি [স মালাচক্র] *বি* হাঁটুর গোলাকার অস্থি। 'মড়ার মালাই চাকি রঘু বোয়াল গিলে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মালাউন [আ] ১ *বিণ* অভিশপ্ত। 'সেই পিথি নামাকুল হবে মালাউন।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে মুসলমানদের-দেওয়া গালিবিশেষ। 'যে কাজ মালাউন শয়তানে করিতে ভয় করে।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

মালাকার[1] *দ্র* **মালা**[1]

মালাকার[2] [স] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মালাকার ২৫৫৬০ জন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মালাগু *বি* ভারতের মালাবারের অধিবাসী। 'গোয়ানি বাঙালি মালাগু যাই হোক না কেন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

মালাবার *বিণ* দক্ষিণ ভারতের মালাবার প্রদেশে প্রচলিত। 'পাশ্চাত্য ও মালাবার স্ত্রীপরিচ্ছদের বিভিন্নতাও প্রায় তদনুরূপ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মালাম [স মল্ল>] *বি* মল্লযুদ্ধ। 'মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

মালি [স মালা>] ১ *বি* মালা। 'আওলা বকুল মালি মধুকর করে কেলি।' *মালাধর*, ৪৫৫০। ২ *বি* বাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'একদীন এক মালির মায়ে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'সরকার ও মালি দৌবারিক প্রভৃতির বেতন ন্যূন সংখ্যায় ৭০ টাকা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। *দ্র* **মালী**

মালিনি [স মালিনী] *বি* স্ত্রী বাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'সেই মালিনি এক ঔসধ সওদাগরের গায়ে ফেলিয়া মারিলেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মালিনী [স] ১ *বি* স্ত্রী বাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'মালিনী বিমলা নামে গিয়াছে বিদ্যার ধামে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* মালায় সজ্জিত। 'মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মালিক[1] [আ] ১ *বি* মনিব। 'যতনে আনিলা তবে মালিক গোচর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* অংশীদার। 'অভাগীর পতি বাজেজমার মালিক।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* স্বত্বাধিকারী। 'আমার ছাওয়াল আমার দৌলতের মালিক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৪ *বি* নিয়ন্ত্রণকারী। 'মহাশয় আমার অহিক পার্ত্রিকের মালিক।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ৫ *বি* প্রভু। 'এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৬ *বি* জমিদার। 'চর যে-গাঁয়ের লাগাড় হয়ে উঠবে, সেই গাঁয়ের মালিক পাবে।' *তারা*, ১৯৪০। ৭ *বিণ* অধিকারপ্রাপ্ত। 'ছয় আনার ট্যাক্স দেনেওয়ালারা এই প্রথম ভোট দিবার মালিক হয়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

মালিকত্ব [আ মালিক+স ত্ব] *বি* মালিকানা। 'অবশেষে কোলিয়ারি মালিকত্বে পৌঁছেছিল গিয়ে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মালিক-মোখতার [আ মালিক+আ মুখতার] *বি* প্রতিনিধি। 'তাঁর দলইতো কেন্দ্রের মালিক-মোখতার।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

মালিকহীন [আ মালিক+স হীন] *বিণ* বেওয়ারিশ; দাবিদার নেই এমন। 'মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই।' *মানিক*, ১৯৪০।

মালিকান [আ মালিক>] *বি* মালিক। 'তাই ছেড়ে দেয় সার্ধ লোকালয় আদি মালিকানদের।' *শক্তি*, ১৯৭০।

মালিকানা [আ মালিক>] *বি* স্বত্বাধিকার। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালিকানা অনেক দিন গেছে।' *তারা*, ১৯৪৩।

মালিকিয়ত [আ মালিক>] *বি* মালিকানা। 'মালিকিয়তের সাবুদ তলব করেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মালিকীস্বত্ব [আ মালিক>+স স্বত্ব] *বি* মালিকের অধিকার। 'জমির উপর কোনোরূপ মালিকীস্বত্ব নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

মালিক২ [আ] *বি* বংশনাম-বিশেষ। 'বৃন্দাবন চন্দ্র মালিক।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মালিকা [স] *বি* মালা। 'সবে তবে ছিলে লো বালিকা, যথা মুদিতা মালিকা।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

মালিকাগাছি *বি* ছোটো মালাটি। 'পূর্ণ মালিকাগাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মালিনী১ *দ্র* **মালি**

মালিনী২ *বি* একটি নদীর নাম। 'ছোটো নদী মালিনী।' *অবন*, ১৮৯৬।

মালিনী৩ [স] *বি* ছন্দবিশেষ। 'রিক্তা (মালিনী ছন্দের অনুকরণে)।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মালিন্য [স] ১ *বি* মলিনতা; আনন্দহীনতা। 'মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* প্রীতির অভাব। 'মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মালিয়ানী [স মালিনী] *বি* মালিনী। 'মালিয়ানী বলে শুন পুরুষ রতন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মালিশ [ফা মালিশ] ১ *বি* ঘষা। 'নিজের কোমরে গরম সর্ষের তেল মালিশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান-হাত হরতাল করে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বি* মালিশ করার দ্রব্য; মলম। 'খানিকটা মালিশ নিয়ে মালিশ করে দিতে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মালিশ করা *ক্রি* চামড়ার উপরে ধীরে ধীরে ঘষা। 'খানিকটা মালিশ নিয়ে মালিশ করে দিতে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মালিস [ফা মালিশ] *বি* মর্দন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মালিসি [ফা মালিশ>] *বি* মর্দন করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মালী [স] ১ *বি* মালা। 'মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। ২ *বি* বাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'বিলাই চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মালীবউ *বি* মালিনী। 'মালীবউ যেন ছিঁড়িয়া লয় না, বারণ করিও তারে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মালুম [আ] ১ *বি* বিবেচনা। 'দেখিয়া তামাম লোকে মালুম করিয়া ...।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'তাহার আনগুান নসিয়ত মত লিখি ইহাতে মালুম করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* অনুমান; আন্দাজ। 'মালুম তাতি কিস্তাঁত দুই থানের জেয়াদা কাপড় দাখিল করিতে পারে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *বি* ধারণা; উপলব্ধি। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'মোর মালুম হয় ওনা দেওয়ানা হয়েছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বিশ* অবগত; জ্ঞাত। 'গবনর জানেরেল কৌঘলেতে মালুম হইল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'তাহার দিগের বয়ানে মালুম হইয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মালুম হওয়া *ক্রি* বোধগম্য হওয়া। 'তাহার দিগের বয়ানে মালুম হইয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মালুম কাঠ, মালুম-কাট [আ মালুম+স কাষ্ঠ] *বি* নৌযানে দিশারির দাঁড়াবার স্থান; মাস্তুল। 'দিসারু বসিতে পাট উপরে মালুম-কাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; *মানোএল*, ১৭৪৩।

মালুয়া [স মল্ল] *বি* মল্ল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মালেক [আ মালিক] ১ *বি* প্রভু। 'এবার কে তোর মালেক চিনলে না তারে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিশ* অধিকারী। 'মাটির মালেক যদি হয় ভূপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মালেকা [আ] *বিশ* অধিকারিণী। 'মালেকা সুরাইয়ার জন্য চক্ষু অশ্রুসজল।' *রোকেয়া*, ১৯২৯।

মালো [স মল্ল] *বি* মল্ল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বাঙ্গালার মধ্যে মাল এবং মালো বলিয়া দুইটি জাতি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মালোয়ার *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

মালোয়ারি [ই ম্যালেরিয়া] *বি* (ব্যঙ্গ) ম্যালেরিয়া। 'পাইব গান দোল পূর্ণিমাতে/ মালোয়ারি জ্বর আসলে রাতে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মাল্য [স] *বি* মালা। 'রাঙ্গা মাল্য রাঙ্গা বস্ত্র পরিয়া মুরতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাল্যগাছি *বি* মালাটি। 'শুভ্র মাল্যগাছি গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মাল্যগ্রহণ [স] *বি* অর্ঘ্য হিসেবে মালা গ্রহণ। 'তারপরে স্টেশনে মাল্যগ্রহণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাল্যচন্দন [স] *বি* ফুলের মালা ও চন্দন। 'সবাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্যচন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সেদিনকার মাল্যচন্দন, নববস্ত্র ও হোম-ধূমের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাল্যবদল [স মাল্য+আ বদল] *বি* মাল্য বিনিময় করে সম্পর্ক স্থাপন। 'রত্নমালা আনবি যবে মাল্যবদল তখন হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মাল্যভূষিত [স] *বিণ* মালায় শোভিত। 'তাঁকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭৩।

মাল্যমোদক [স] *বি* নৈবেদ্য। 'ধর্ম্মশীল লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণাদান ও মাল্যমোদক প্রস্তুত করিতে সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মাল্যানী [স মালিনী] *বি* মালীর স্ত্রী। 'মাল্যানী জুড়িয়া কর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মাল্লা [আ মল্লাহ] *বি* নৌযান চালকের সহযোগী। 'কোন জাহাজে মাল্লারা সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিমোত্তর ভাগে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মাশ [স মাংস] *বি* মাংস। 'হিরা নিদয়ার কাছে মাশের পশার বেচে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাশরুম [ই] *বি* এক ধরনের ছত্রাকজাতীয় সবজি। 'বাড়ী যদি বীরভূম/ খাবেন ছাতু মাশরুম।' *অন্নদা*, ১৯৫৪; 'ব্যাঙের ছাতা, ইংরেজিতে যাকে বলে মাশরুম।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মা শা আল্লা – (আশীর্বাদ প্রকাশে) আল্লাহ রক্ষা করুন। 'মা শা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেগী দরাজ করুন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মাশুক [আ] *বি* প্রেমিকা। 'মাশুকের যে হয় আশেকি/ খুলে যায় তার দিব্য আঁখি।' *লালন*, ১৮৯০; 'মাশুককে আদর করা হয় নাই, কেন?' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

মাশুল [আ মাহসূল] ১ *বি* শুল্ক। 'কলিকাতার এক আনা মাশুলের ডাকঘর।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* ডাক খরচ। 'পার্শেল পোস্টে পাঠাতে মাশুল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি*

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বখশিশ। 'পেয়াদার মাশুল জোগাইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মাশুলঘর [আ মাহসূল+ঘর] *বি* শুল্ক আদায়ের স্থান। 'মাশুলঘরের নিকুচি।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

মাশুলবাবু [আ মাহসুল+বাবু] *বি* শুল্ক আদায়কারী। 'মাশুলবাবু ড্যাকরা।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

মাষ[১] [স মাস] *বি* মাস। 'কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাষ[২] [স মাষক] *বি* মাষকলাই; ডালবিশেষ। 'তায় ফলে মাষ সরিসা তিল কাবাস ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাষবড়া *বি* মাষকলাইয়ের বড়া। 'মুদগ বড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাষা *বি* সোনা ওজনের এককবিশেষ; এক তোলার আট বা দশ ভাগের এক ভাগ। 'এক মাষা সোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মাষ্টর [ই] ১ *বি* শিক্ষক। 'পাঠশালার অন্য পড়ুয়া এবং মাষ্টরের নিকট জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ২ *বি* তত্ত্বাবধারক। 'শীঘ্র রিপোর্ট করিতে কোর্টের মাষ্টরকে ভার হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মাষ্টার [ই] ১ *বি* গৃহশিক্ষক। 'অল্প-স্বল্প মাহিনাতে একজন মাষ্টার দিতে পারো?' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* শিক্ষক। 'স্কুল যমালয় হতেও ভয়ানক – পণ্ডিত ও মাষ্টার যেন বাগ বিবেচনা হচ্চে!' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের অধ্যক্ষ। 'প্রত্যেক কলেজের এক একটি অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহাকে সচরাচর মাষ্টার বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। *দ্র* মাস্টার

মাষ্টারগিরি [ই মাস্টার+ফা গিরি] *বি* শিক্ষকতা। 'পরে রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই স্কুল-মাষ্টারগিরি করিয়াছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মাষ্টার বাবু [ই মাস্টার+ফা বাবু] *বি* শিক্ষক। 'মাষ্টার বাবু … এলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাষ্টার মশাই [ই মাস্টার+স মহাশয়] *বি* শিক্ষক। 'মাষ্টার মশাই তামাক খাবার ঘরে জল খেতে গ্যাচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মাষ্টারমশাই হাইবেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাষ্টারি, মাষ্টারী *বি* শিক্ষকতা। 'সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারী কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'গ্রামের স্কুলে যে মাষ্টারিটি জুটিয়াছিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

মাষ্টারী-ভাব *বি* শিক্ষকের হাবভাব। 'যেন মাষ্টারী-ভাব ধরা না পড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

মাস[১] [স] *বি* বছরের বারো ভাগের এক ভাগ। 'ক্রমে দৈবকীর গর্ব্ভ হৈল দশ মাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাসঅন্তে *ক্রিবিণ* মাসের শেষে। 'তাছাড়া মাসঅন্তে গোটা পঞ্চাশেক টাকাও তো আসবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মাসকাবার [স মাস+প acabar] *বি* মাসের শেষ। 'তোর মাসকাবারের টাকা ও এনাম দুই তঙ্কা পাবি।' *কেরি*, ১৮০২।

মাসকাবারি, মাসকাবারী [স মাস+প acabar>] ১ *বিণ* মাসের শেষে প্রদেয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* মাসিক বরাদ্দ। 'মনিবের মাসকাবারীর টাকাটাও লইয়া যাইবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাসখানেক *বি* প্রায় একমাস। 'ইংলণ্ড ছাড়িয়া মাসখানেক পরে জাভাদ্বীপের বন্দরে কয়লা তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'মাসখানেক পরে হঠাৎ বিভাবতী একদিন রাতে বলিল …।' *বনফুল*, ১৯৩৬; 'মাসখানেকের মধ্যে বাড়িময় এমন ঘোরতর পরিবর্তন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মাসচতুষ্টয় [স] *বি* চার মাস সময়। 'মাসচতুষ্টয়ে মাসপঞ্চকে বা লেখন দ্বারা …।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মাসপঞ্চক [স] *বি* পাঁচ মাস। 'মাসচতুষ্টয়ে মাসপঞ্চকে বা লেখন দ্বারা …।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মাসপয়লা [স মাস+পয়লা] ১ *বিণ* মাসের শুরুতে বের হয় এমন। 'মাসপয়লা কাগজে কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রথম হওয়া।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২। ২ *ক্রিবিণ* মাসের শুরুতে। 'তাঁর মাসপয়লা বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

মাসব্যবস্থা [স] *বি* মাসিক বেতন। 'মাসব্যবস্থায় কাজ দিলে সৎপথে চলবার উপায় করে দেওয়া হবে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

মাস মাস *ক্রিবিণ* প্রতি মাসে। 'খোরাকাদির জন্য মাস২ ছয় টাকা পান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মাসে মাসে *ক্রিবিণ* প্রতি মাসে। 'কিস্তির দাওয়া চন্দ্রের ন্যায় অবিরত মাসে২ পরিবর্ত্তন ক্রমে আসিয়া পড়ে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাসমাহিনা *বি* মাসিক বেতন। 'মাসমাহিনার খাতাটারে নিয়ে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাসাধিক [স] *বিণ* এক মাসের কিছু বেশি। 'আমার বিলম্ব প্রায় মাসাধিক হইবেক।' *কেরি*, ১৮১২।

মাসান্তে [স] *ক্রিবিণ* মাসের শেষে। 'মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎবৃত্তি পাঠাইলেন …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাসাবধি [স] *ক্রিবিণ* মাস পর্যন্ত। 'কএক মাসাবধি তৎপ্রদেশে কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মাসামাসি *ক্রিবিণ* পুরো মাস নাগাদ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মাসীয় [স] *বিণ* মাসের। 'শ্রাবণ মাসীয় চন্দ্রিকা।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মাসেক [স] *বি* প্রায় এক মাস। 'মাসেক আগে গেছে চলে দার্জিলিঙে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মাস[২] [স মাংস] *বি* মাংস। 'গৃধ শৃগাল স্বপ্নে গায়ের মাস খাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মাস এডুকেশন [ই] *বি* সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা; গণশিক্ষা। 'জমিদারেরা মাস এডুকেশনের জন্য 'কর' দিতে চাহেন না।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০।

মার্সে [স মধ্য] *ক্রিবিণ* মাঝে। 'মার্সে থাকী সঅল বিহণ।' *চর্যা* ৪৪, ১২০০।

মাসকাপড় *বি* নারীদের মাসিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাসচটক *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'রামজয় মাসচটক।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মাসতুত, মাসতত [স মাতৃষ্বসৃ>] *বিণ* মায়ের বোনের সঙ্গে সম্পর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মাসতুত ভাই।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মাসতুতা *বিণ* মাসি বা মাসি শাশুড়ির সন্তান এমন। *ওর্সা*, ১৭৮২।

মাসতুতো ভাই [স মাতৃষ্বসৃ>] *বি* মায়ের বোনের ছেলে। 'তোমার মাসতুতো ভাইকে … ভদ্র সমাজে গালাগালি দিলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসুতুতা ভাই *বি* মাসির পুত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাসুতুতা সোনা *বি* মাসির কন্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাসহারা [আ মুসাহিরাহ] *বি* মাসোয়ারা; হাতখরচা। 'বাবা নিশ্চয় আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মাসয়ারা *বি* প্রতি মাসে যে ভাতা বা বৃত্তি দেওয়া হয়। 'বেটি তিন-শ টাকা মাসয়ারা চায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মাসরা *বি* প্রতি মাসে যে ভাতা দেওয়া হয়। 'কোথাহ মাসরা কড়ি কেহ দেই ডালি বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাসহরা *বি* প্রতি মাসে দেওয়া ভাতা। 'স্ত্রীর মাসহরা খাইব না কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মাসোহারা *বি* প্রতি মাসে দেওয়া ভাতা। 'নীহার ধনী মেয়ের কাছ থেকে মাসোহারা নিত, তাতে ছেলেরা কেউ কেউ ঈর্ষা ক'রে ও কেউ কেউ ঘৃণা ক'রে নীহারকে বলত ঘরজামাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মাসা[১] [স মাষক] *বি* পরিমাণবিশেষ; মাষা। 'কেহ পাইল তোলা পল কেহ পাইল মাসা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাসা[২] [স মাস] *বি* মাস। 'দিবস দিবস করি মাসা/ মাস মাস করি বরস গোঁয়ায়লুঁ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* মাস[২]

মাসাস [স মাতৃস্বসৃ>] *বি* মাসিশাশুড়ি। 'মর লো নির্লজ্জ আই তুই তো মাসাস।' *ভারত*, ১৭৬০।

মাসি, মাসী [স মাতৃস্বসৃ] *বি* মায়ের বোন। 'কারে কব দুঃখ কথা পিসি মাসি বহিনী মাতুলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আজি হইতে তুমি মোর মাসী।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মাসিত্ব [মাসি+স ত্ব] *বি* মাসির স্নেহময় আচরণ। 'মাসিত্ব পরিহার করে বললেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মাসিমা [মাসি+স মাতা] *বি* মায়ের বোন। 'মাসিমা, তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাসীসশুর [মাসি+স শ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর মেসো। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাসীসাশুড়ী [মাসি+স শ্বশ্রূ>] *বি স্ত্রী* স্বামী বা স্ত্রীর মাসি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাসিক [স] ১ *বিণ* প্রতি মাসে দেওয়া হয় এমন। 'ইহারদের মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৬০ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* মাসিক বৃত্তি। 'ইহারা মাসিক পাইবেন না।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মাসিকপত্র [স] *বি* মাসে মাসে প্রকাশিত হয় এমন পত্রিকা। 'একটা মাসিক পত্রের নির্ভুল প্রবন্ধ-আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮

মাসিক পত্রিকা [স] *বি* প্রতি মাসে একবার প্রকাশিত পত্রিকা। 'বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মাসিক বেতন [স] *বি* প্রতি মাসে প্রদেয় বেতন। 'ইহারদের মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৬০ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মাসিয়া *বি* বসার আসন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাসুম [আ] *বি* নিষ্পাপ ব্যক্তি। 'বন্দিনু ইমাম বার চৌদ্দ মাসুমে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাসুর [আ মশহুর] *বিণ* প্রসিদ্ধ। 'মাসুর হলো তিন সহর।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মাসুল [আ মাহসূল] ১ *বি* জিনিস পাঠাতে যে খরচ আদায় করা হয়। 'এখন জিনিসের মাসুলে কোম্পানির অনেক টাকা আদায় হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* কর বা শুল্ক। 'বাণিজ্যদ্রব্যের মাসুল বিষয়ে নূতন আইন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'ভূমিকর, ষ্টাম্পের কর ... বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল ইত্যাদি ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫০। ৩ *বি* ডাকমাসুল। 'পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ভিন্ন প্রদেশে পুস্তক প্রেরণের মাসুল গ্রহণ করা যাইবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫১। ৪ *বি* ঝামেলা। 'বোঝামাত্রেরই যে বহনের দায় ও মাসুল আছে সে কথা তখন বুঝিতাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মাসুলঘর [আ মাহসূল+ঘর] *বি* যে দপ্তরে মাসুল বা কর আদায় করা হয়। 'গবর্ণমেন্টের মাসুলঘর হইতে দুই তিনজন লোক আসিয়া .... সকলের বাক্স পেঁটরাদি দেখিতে লাগিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মাসুলরহিত [আ মাহসূল+স রহিত] *বিণ* করবর্জিত। 'তাহা মাসুলরহিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মাসোহারা *দ্র* **মাসহারা**

মাস্কারা [ই] *বি* চোখের পাপড়ির প্রসাধনীবিশেষ। 'কবরী, পাউডার, মাস্কারা, চোখের পালিস, রুজ, নখ-পালিস।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মাস্টার [ই] ১ *বি* শিক্ষক। 'এখানকার মাস্টাররা আমাকে পাকড়াও করতে এসেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* প্রশিক্ষক। 'জিমন্যাস্টিক আখড়ার মাস্টার।' *শরৎ*, ১৯১৭। *দ্র* **মাষ্টার**

মাস্টারনিগিরি, মাস্টারনীগিরি [ই মাস্টার>+ফা গিরি] *বি স্ত্রী* শিক্ষকতা; মাস্টারের কাজ। 'মাস্টারনিগিরি করতে যাবেন কেন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪; 'শুনলুম মাস্টারনীগিরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মাস্টারনী [ই মাস্টার>] *বি স্ত্রী* শিক্ষক। 'যে মাস্টারনী এখানে বসে পড়াচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মাস্টারমশাই [ই মাস্টার+স মহাশয়] *বি* শিক্ষক। 'মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল সে বড়ো হইলে মাস্টারমশাই হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই গোরু সম্বন্ধে রচনা লিখতে হুকুম দিতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মাস্টারমশায় [ই মাস্টার+স মহাশয়] *বি* শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক। 'বই খুলিয়া মাস্টারমশায় চৌকিতে বসিয়া আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'মাস্টারমশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাস্টারি [ই মাস্টার>] ১ *বিণ* শিক্ষকসুলভ। 'আজ পর্যন্ত মাস্টারি মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়া আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'মনের মাস্টারি শুরু হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বি* শিক্ষকের আচরণ। 'গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি কর না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মাস্তর [ই মাস্টার] *বি* মাস্টার; শিক্ষক। 'ইস্কুল মাস্তর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মাস্টারপিস, মাস্টারপীস [ই] *বি* মহৎ রচনা বা ধ্রুপদী শিল্পকর্ম। 'ফরাসি সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস বলে গণ্য হত।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'গোটাকতক মাস্টারপিস প্রডিউস করো।' *অবন*, ১৯৪১; 'মাস্টারপীস নয় প্রস্তুতিই এখনকার কাজ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মাস্তুল [প mastro] ১ *বি* উচ্চ দণ্ডবিশেষ। 'মাস্তুলের নিশান অর্দ্ধ মাস্তুল পর্যন্ত সকল দিন টানান ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* নৌকা বা জাহাজের পাল টানানোর মূল খুঁটি। 'তাহা হইলে প্রথমে তাহার মাস্তুলের অগ্রভাগ দৃষ্টি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'উচ্চতটে অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীতপালের কিয়দংশ দেখা

AMARBOI.COM

যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মাস্তুল-ভাঙা *বিণ* মাস্তুল ভেঙেছে এমন। 'যেন মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাহ [ফা] *বি* মাস। **মাহে রমজান** [ফা মাহে+আ রমজান] *বি* রমজান মাস। 'তিরিশ রোজা রাখিবেক মাহে রমজান।' *সুলতান*, ১৭০০; 'মাহে রমজান এসেছে যখন, আসিবে শবে কদর।' *নজরুল*, ১৯৪২। *দ্র* **মাহা**[2]

মাহগির [ফা মাহীগীর] *বি* জেলে। 'মাহগির বুঝি দজলার বুকে ফেলে জ্যোৎস্নার জাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মাহঙ্গা [স মহার্ঘ] *বিণ* খুব দামি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাহাগ্য [স মহার্ঘ] *বিণ* দামি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাহাঙ্গা [স মহার্ঘ] *বিণ* উচ্চমূল্যসম্পন্ন। 'বাজারটাও যা মাহাঙ্গা নিজেদেরই খরচ কুলান দায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাহন্ত [স মহন্ত] *বি* সন্ন্যাসী। 'মাহন্তের নিকট ব্যারামের ঔষধ আনিতে গিয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

মাহফিক [আ মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* অনুসারে। 'করার মাহফিক কাপড় আদায় করিয়া লইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মাহফিল [আ মহফিল] *বি* ধর্মীয় অনুষ্ঠান। 'সভা শেষে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মাহলী [স মল্লিকা] *বি* সাদা ফুলবিশেষ। 'আঅর গাস্থিআঁ নৈল মাহলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহা[1] [স মহা] **১** *বিণ* বিশাল। 'মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* মহা। 'মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহা[2], **মাহো** [ফা মাহ্] *বি* মাস। 'দুই মাহা বাদে সুদ সহিত তাম্বা বিক্রি করিয়া দিব।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৬; 'হাল ফরমাইসের কিস্তিবন্দি বিমরজীম নাগাএদ যুন মাহা ২৯৪৪ থান কাপড় তলব।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মাহাকাল ফল [স মহাকাল+স ফল] *বি* মাকাল ফল। 'মাহাকাল ফল আক্ষার তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাকোল *বি* বরাহ। 'মাহাকোল রূপেঁ দন্তে মেদনী তুলিলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাজন [স মহাজন] **১** *বি* শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা জন; মহৎ ব্যক্তি। 'আগ পাছ করি কাজ কর মাহাজন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* জমিদার। 'কলিকাতার মাহাজন চারল ডগলিষ সাহেব।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭।

মাহাজোন *বি* মহাজন; সুদের বিনিময়ে অর্থাদি ধার দেয় যে। 'মাহমদের এস্থানে আস্তো বিক্রী হইয়া লইয়া মাহাজোনের কর্জ্জ আদায় করিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মাহাতি *বি* বাঙালি হিন্দুর বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মাহাতো *বি* বাঙালি হিন্দুর বংশনাম-বিশেষ। 'গনু মাহাতো, জাতি গাঙোতা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মাহাত্ম্য [স] **১** *বি* মহত্ত্ব। 'সর্ব্ব লোকে গীত গাহে না বোঝে মাহাত্ম্য।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* মহিমা। 'আমার চালচলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাহাত্ম্যখর্ব [স] *বি* অসম্মান। 'গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্যখর্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাহাত্ম্য-গুণ [স] *বি* মহিমা। 'অন্য কোন মাহাত্ম্য-গুণ নাই, যার জন্য শতজনের মধ্যে সে কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাহাত্ম্যপ্রচার [স] *বি* মহিমা প্রচার। 'আল্লাহর গরিমা ও ফকীরীর মাহাত্ম্যপ্রচার কবির উদ্দেশ্য।' *আনিস*, ১৯৬৪।

মাহাত্ম্যবোধ [স] *বি* মহিমা-জ্ঞান। 'আপন মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌচেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মাহাদাণী [স মহাদানী] *বি* প্রধান শুল্ক সংগ্রাহক। 'মাহাদাণী হআঁ আছে রহি গিআঁ বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাদান [স মহাদান] *বি* বিশেষ বা বেশি পরিমাণের শুল্ক। 'খনে চাহে মোরে মাহাদানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহানিন্দ [স মহানিদ্রা] *বি* গভীর ঘুম। 'মাহানিন্দ যাসি কেহ্নে সুণ হে গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাফন [স মহাফণা] *বি* মহাফণা। 'কালীয়নাগের মাহাফনে দামোদর জুড়িল নাচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাফিক, মাহাফীক [আ মওয়াফিক] **১** *ক্রিবিণ* অনুসারে। 'ইহার হুকুম মাহাফিক কার্জ্য করিবা।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **২** *ক্রিবিণ* মাফিক; অনুযায়ী। 'ইহাতে তাতি লোক মাহাফীক কিস্তিবন্দি কাপড় আদায় না করে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মাহাবংকরা *ক্রি* গালি দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাহাবীর [স মহাবীর] *বিণ* অতিশয় বিক্রমশালী। 'হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহামুনী [স মহামুনি] *বি* মহর্ষি। 'রাধার বচন শুণী মাহামুনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাম্মদি [আ মুহম্মদ>] *বিণ* ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত। 'মাহাম্মদি দিন পরে প্রকাশ সবার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মাহারঠা [স মহারাষ্ট্র>] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মাহারঠারাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহারন [স মহারণ] *বি* মহাযুদ্ধ। 'তোক্ষার পুত্রের সমে করে মাহারন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাহারোল [স মহারোল] *বি* মহারোল; উচ্চ শব্দ। 'মাহারোল ক্রন্দন উঠিল অন্তপুরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাহালাত [ফা] *বি* মহলসমূহ। 'মাহালাত মজকুর ... নিলামে বিক্রয় হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

মাহাসিধি [স মহাসিদ্ধি] *বি* মহামোক্ষ; মহামুক্তি। 'মৈলাক মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাসুন্ধী [স মহা+সুন্দি] *বি* পদ্ম ফুলবিশেষ। 'আকরোল জিঙ্গালরু ... মাহাসুন্ধী বাজবারণে।' *বড়ু*, ১৫০০।

মাহিত্ব [স মাহাত্ম্য] *বি* মাহাত্ম্য। 'কালের মাহিত্বে যদি দুগ্ধের উপকারিতা অস্বীকার করি ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মাহিনা [ফা মাহিয়ানা] **১** *বি* মাসিক বেতন। 'মাহিনা বিহনে নিত্য নটীর নফর।' *ঘনরাম*, ১৭১১। **২** *বি* মজুরি। 'মাহিনা যে হয় তার যেবা করো পুরস্কার এখন আমরা নাই চাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মাহিআনা [ফা মাহিয়ানা] *বি* মাসিক বেতন। 'তুমি ১০ টাকা হিসাবে মাহিআনা পাইবা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহিনা-করা *বিণ* বেতনভোগী। 'মাহিনা-করা কয়েকজন চাকর।' *মানিক*, ১৯৪০।

মাহিনাদার [ফা মাহিয়ানা+ফা দার] *বি* মাসিক বেতনভুক্ত কর্মচারী। *ওর্সা*, ১৭৮২।

মাহিনাদারান [ফা মাহিয়ানা+ফা দারান] *বি* যারা মাসিক বেতন পায়; চাকুরেরা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মাহিনাপত্র [ফা মাহিয়ানা+স পত্র] *বি* বেতনাদি। 'মাহিনাপত্র পেনশন ... শৈলবিহার প্রভৃতিতে অনেকটা শুষিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাহিয়ানা [ফা] *বি* বেতন। 'মাহিয়ানা ও পার্ব্বনি সন২ জাহা পাই জোর কিছু পাই নাই।' *ভেরেলি*, ১৭৯৭; 'তাহারাও কিছু২ মাহিয়ানা দিবে।' *গৌর*, ১৮২২।

মাহীনা ১ *বি* বেতন। 'এক বৎসরের মাহীনা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'আর বেসি মুহরির নাং অন্তবর দোমাহা মাহীনা ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বি* মাস। 'মহীনা সাতেক হইল।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

মাহিনী [ফা মাহ্>] *বি* মাস। 'আমি গোজারিলে তুমি ছ মাহিনী পিছে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাহিন্দারী [ফা মাহিনাদার>] *বিণ* মাসিক বেতন দেওয়া হয় এমন। 'মাহিন্দারী চাকুরিতে বাহাল হইল।' *তারা*, ১৯৪২।

মাহিষ্য *বি* হিন্দুদের একটি সম্প্রদায়। 'বাংলার প্রায় দেড় কোটি মাহিষ্য, বাগদি, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি অস্পৃশ্য ও দুর্ব্বল হিন্দুগণও ...।' *দর্পণ*, ১৯২৮।

মাহী-সওয়ার [ফা মাহী+আ সওয়ার] *বিণ* মাছের পিঠে আরোহণকারী। 'কে জানে কি এনেছিল সে মাহী-সওয়ার দরবেশ?' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মাহুত [স] *বি* হাতির চালক। 'মাতঙ্গ পড়িল ভূমী মাহুত লোটাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাহুর [হি] *বি* বিষধর সাপ। 'গাঁঠেতে মাহুর বিষ খাইলে সে মরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাহেন্দ্র [স] *বি* অন্যতম শুভযোগ। 'হেনই সমএ কেন মাহেন্দ্র হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাহেন্দ্রক্ষণ [স] *বি* শুভযোগ বিশেষ। 'আনন্দময় হয়ে যাওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'উষার মাহেন্দ্রক্ষণে, পৌত্তলিক প্রথম ফাল্গুনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মাহেন্দ্র যোগ [স] *বি* শুভযোগ বিশেষ। 'শুভক্ষণে মাহেন্দ্র যোগে যশহরে উপস্থিত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'যুদ্ধের পরবর্তী কালই ত বিপ্লবের মাহেন্দ্রযোগ।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মাহেন্দ্রসময় [স] *বি* শুভযোগ বিশেষ; শুভ সময়। 'হৃদয় পরমানন্দ মাহেন্দ্রসময়ে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মাহেশ্বরী [স মহেশ্বরী] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'আইলা দেবী চন্দ্রচূড়া মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাহো [স মা>] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'সহজ পিথক জোই ভান্তি মাহো বাস।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

মাল্লী [স মল্লিকা] *বি* মল্লিকা। 'ফুটিল গুলাল মাল্লী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মিঅলী [স মিত>?] *বি* মিত্রতা; মিতালি। 'কমল কুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০।

মিআ [ফা মিয়াঁ] *বি* মুসলমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মিআঁউ [ধ্বন্যা] *বি* বিড়ালের ডাক। 'মিআঁউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মিআদ [আ মীআদ] *বি* নির্দিষ্ট সময়। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **মিয়াদ, মেয়াদ**

মিআদি [আ মীআদ>] *বিণ* নির্দিষ্ট কালের। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মিইয়ে আসা [স ম্রিয়মান>] ১ *ক্রি* কমে আসা। 'পায়রাদের বকুবকম মিইয়ে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ *ক্রি* অবসাদগ্রস্ত হওয়া। 'মিইয়ে আসে মন।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

মিইয়ে-পড়া, মিঁইয়ে-পড়া ১ *বিণ* ঝিমিয়ে পড়েছে এমন। 'মিঁইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* ম্লান। 'কৃষ্ণসপ্তমীর মিইয়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মিইয়ে যাওয়া *ক্রি* ম্রিয়মাণ হওয়া। 'কালে-কালে সত্যি মিইয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

মিউজ [ই] *বি* (গ্রীক কিংবদন্তী) সাহিত্য-শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী নয়জন দেবী; শিল্পীদের বিশেষ করে কবিদের সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করে যে-শক্তি। 'মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মিউজিক্যাল চেয়ার [ই] *বি* বাজনার সঙ্গে মিলিয়ে আসন গ্রহণের প্রতিযোগিতা। 'মিউজিক্যাল চেয়ার শুধু মেয়েদের জন্য নির্ধারিত ছিল।' *বেগম*, ১৯৬৫।

মিউজিয়ম [ই] *বি* জাদুঘর। 'ইণ্ডিয়েন মিউজিয়মের দক্ষিণ দিকের নিম্নতলস্থ গৃহে দেখিতে পাইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'মিউজিয়মে এবং ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক আলো দেখিতে পাওয়া যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মিউসিয়াম [ই] *বি* জাদুঘর। 'জিহ্বাটি কেটে নিয়ে এসিয়াটিক মিউসিয়ামে রেখে দেব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মিউটিনি [ই] *বি* (১৮৫৭ সালের) সিপাহি-বিপ্লব। 'নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে দাদন, পাদন ও শামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মিউনিসিপাল, মিউনিসিপ্যাল [ই] ১ *বিণ* পৌরসভার। 'আড্ডাটি মিউনিসিপাল কমিসনরেরা উঠিয়ে দেছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* পৌর। 'কালই মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে পছন্দ করে কিনে এনেছি।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* নগরের রক্ষণাবেক্ষণ-সংক্রান্ত। 'জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মিউনিসিপালিটি [ই] *বি* পৌরসভা। 'অদ্ভুত অসুস্থ মিউনিসিপালিটির জন্মেছিল কয়েকটি ধূসর দেয়াল।' *জীবন*, ১৯৩০।

মিউনিসিপ্যালিটি, মিউনিসিপ্যালিটী [ই] ১ *বি* পৌর কর্তৃপক্ষ। 'গবর্ণমেন্ট বা মিউনিসিপ্যালিটি সে ভার গ্রহণ করিয়া জমিদারদিগকে দায়মুক্ত করিয়াছেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪। ২ *বি* পৌর কর্পোরেশন। 'উক্ত মিউনিসিপ্যালিটি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই দুর্লভ দান গ্রহণ করেছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'মিউনিসিপ্যালিটির বড় রাস্তার কোণে লর্ড ইয়াকুবের মর্মর মূর্তি।' *মনসুর*, ১৯৪৩; 'মিউনিসিপ্যালিটীর রেট অনুযায়ী ... গাড়ির ভাড়া ১২ বারো টাকা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিকড়ে [মেকুড়>] *বিণ* বিড়ালের মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'কোথাকার একটা মিকড়ে হারামজাদা ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মিকশ্চার, মিকচার [ই] ১ *বি* বিভিন্ন ভেষজের মিশ্রণ। 'ঔষধের মিকচার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(mixture) প্রস্তুত করিতেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪। ২ *বি* মিশ্রণ। 'যতদূর সম্ভব কণ্ঠকে কোমল করলাম এবং সেই দেবদুর্লভ হাসির সঙ্গে মিকশ্চার করে নিয়ে সামান্য একটু তাড়া দিলাম।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মিকাইল *বি* (ইসলাম) ফেরেশতার নাম (ইংরেজি রূপ মাইকেল)। 'হইলেন্ত মিকাইল উকিল নিশ্চএ।' *সুলতান*, ১৭০০; 'হানি বরষা সহসা 'মিকাইল' করে উষর আরবে ভিস্তার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মিকাডো [জা] *বি* জাপান সম্রাটের উপাধি। 'তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত ... সম্বন্ধবিশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মিকানিক্স [ই মেকানিক্স] *বি* বলবিদ্যা; বল ও গতিসংক্রান্ত বিদ্যা। 'পটারের মিকানিক্স।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মিকির *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মিচকি *বিণ* ধূর্ত। 'বড় মেয়েটা মিচকি শয়তান।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মিচকে *বিণ* বাইরে ভালো কিন্তু ভিতরে দুষ্ট। 'ছিঁচ কাঁদনে মিচকে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

মিচকেমারা ১ *বি* বাইরে ভালো কিন্তু ভিতরে দুষ্ট এমন লোক। 'মিচকে-মারা কয় না কথা।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বিণ* বাইরে ভালো কিন্তু ভিতরে দুষ্ট এমন। 'একটা বুড়োটে ধরনের মিচকেমারা গম্ভীর হয়ে পড়তে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মিচে [স মিথ্যা] *বিণ* মিথ্যা। 'গাঁযুলি মশাই ত মিচে কথা কবার লোক নন!' *হুতোম*, ১৮৬১।

মিছমার [আ মিছমার] *বিণ* চূর্ণবিচূর্ণ। 'আল্লাহর ঘরখানিকে মিছমার করিয়া দেয়।' *জামায়াত*, ১৯৩৫; 'আণবিক বোমার আঘাতেই মিছমার হলো মোনাফেকীর হিরোসিমু।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিছরি, মিছরী [আ মিসরি] *বি* স্ফটিকের মতো জমাট-বাঁধা চিনি। *ওগুস্*, ১৭৮৫; 'চীনদেশে কর্পূর, কাগচ, চীনের বাসন, চা, রেশম, মিছরি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'ভিয়ানে সিদ্ধি ফলে, অমৃত মিছরি উলা।' *লালন*, ১৮৯০।

মিচরি [আ মিসরি] *বি* স্ফটিকের মতো দানা বাঁধা চিনি। 'বস মশার কাছে মিচরি নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মিছরির ছুরি *বি* মিষ্টি করে বলা নির্মম কথা। 'মিষ্টি ধারালো মিছরির ছুরি মিশরি মেয়ের হাসি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মিছরির পানা *বি* মিছরির শরবত। 'এ যেন মিছরির পানা।' *তারা*, ১৯৪২।

মিছরির বাতাসা *বি* মিছরি দিয়ে তৈরি বাতাসা। 'উভয় ধর্মাবলম্বীদিগেরই প্রদত্ত বাতাসা, কদমা, রেউড়ি, মিছরির বাতাসা প্রভৃতি ... সামগ্রীতে সেই পীর সাহেবের বহুবিস্তৃত আস্তানা-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মিছরীমাখা *বিণ* বাহ্যত মিষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে কষ্টদায়ক। 'তোর ও মিছরীমাখা কথা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মিছারি *বি* মিছরি; দানা বাঁধা চিনির খণ্ড। '১ শের মিছারি পাঠাইবেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩১।

মিছিরি *বি* স্ফটিকের মতো দানা বাঁধা চিনি। 'চিনি মধু মিছিরি সন্দেশ তৈল আর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মিছ্রি *বি* মিছরি। 'কোন স্থানে চিনি ও মিছ্রির কারখানা।' *রামরাম*, ১৮০১।

মিছা [স মিথ্যা] ১ *বিণ* মিথ্যা। 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিছা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০। ২ *ক্রিবিণ* বৃথা। 'মিছা নঠ করে কাহ্ন মোর ঘৃত ঘোল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মিছাই আণিলেঁ বড়ায়ি তার ফুল পানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মিছাএ *বি* মিথ্যা কথা। 'আহ্মার আগুত রাধা না বোল মিছাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মিছা কথা *বি* অবান্তর কথা। 'ছেলে গুলা আজি একটা মিছা কথা লয়ে মহা গোল করতেছিল।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মিছাখোর *বি* মিথ্যাবাদী। 'কও মিছাখোর?' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মিছা দেবতা *বি* মিথ্যা যে দেবতা। 'যদি পূজা করি মিছা দেবতার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মিছামিছি, মিছিমিছি [স মিথ্যা>] ১ *ক্রিবিণ* অকারণে। 'মিছামিছি বকাবকি না করিয়া লিখা পড়াই করিব।' *গৌর*, ১৮২২; 'আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে মিছিমিছি একটা রটনা কচ্ছে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ২ *বিণ* নিষ্ফল। 'মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হরা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মিছে, মিছেঁ [স মিথ্যা] ১ *ক্রিবিণ* বৃথা। 'মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা।' *চর্যা* ২২, ১২০০। ২ *বিণ* মিথ্যা। 'এ প্রশ্ন কোটিবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মিছেমিছি [স মিথ্যা>] ১ *বিণ* লোক-দেখানো। 'মিছেমিছি রাজি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ২ *ক্রিবিণ* অকারণে। 'ওই মেয়েটি মিছেমিছি এমনি হাসে।' *জসীম*, ১৯২৭।

মিছে মিছে *ক্রিবিণ* অকারণে। 'ছুটব পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মিছিল [আ মিছল] ১ *বি* শোভাযাত্রা। 'সকল রেসালা মিছিল অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক গমন করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বি* নথিপত্র। 'হুজুর মিছিল গুজুর করিতে পারে না।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

মিছিলকারী *বিণ* মিছিল করেছে এমন। 'মিছিলকারী মেয়েদের দাবী দাওয়া যদি অযৌক্তিক হয় ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মিছোআক [আ] *বি* দাঁতন। 'মিছোআক অজুত করিব অবিরত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মিজাজ [আ] *বি* মনের অবস্থা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মিঝাএল *ক্রি* নিভলো। 'দুহুক আসা দীপ মিঝাএল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মিঞা [ফা মিয়াঁ>] ১ *বি* মুসলমান ব্যক্তি। 'বসিল অনেক মিঞা আপন টবর নিঞা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'পটলডাঙায় চক্ষু রাঙায়/ মুর্গিহাটার মিঞা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মিঞা মল্লার [ফা মিয়াঁ>] *বি* তানসেন-উদ্ভাবিত ও বৈশিষ্ট্য-আরোপিত মল্লার রাগিণীবিশেষ। 'মল্লার হইতে মিঞা মল্লার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মিটন [স মিত্র] *বি* খণ্ডন। 'যার হাতে যে মরিব না যাএ মিটন।' *সুলতান*, ১৭০০।

মিটমাট [স মিত্র>] ১ *বি* মিল। 'মনের মোকর্দ্দমার শালিসী নিস্পত্তি হইয়া মিটমাট হইয়া গিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বি* মীমাংসা। 'হিন্দুর দেবতায় একটা মিটমাটের চেষ্টা।' *অবন*, ১৯১৯; 'পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় মিটমাট হয়ে গিয়েছিল।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিটমিট [ধ্বন্যা] ১ *বি* আধবোজা চোখের চাহনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'নিদ্রাতুর চোখ মিটমিট করিতে করিতে গণেশ কুবেরের বাড়ি আসিল।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বি* ক্ষীণ আলোক বিচ্ছুরণের ভাব। 'একটি দীপ মিটমিট করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মিটমিট করে *ক্রিবিণ* মিটিমিটি। 'একটা কুপি জ্বলছে মিট মিট করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিটমিটিয়ে *ক্রিবিণ* মিটমিট ক'রে। 'পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে ছিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মিটমিটে [ধ্বন্যা মিটমিট>] ১ *বিণ* ক্ষীণ। 'মিটমিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'মিটমিটে তেলের প্রদীপ।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বিণ* নিরীহ ভালো মানুষের ভান করে এমন। 'রাস্কেল সে, পাজির অধম, শয়তান মিটমিটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মিটিমিটি [ধ্বন্যা] ১ *বি* আধবোজা চোখের চাহনি নির্দেশক শব্দ। 'কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রিবিণ* মিটমিট ক'রে। 'অন্ধকারে মিটিমিটি তারা-দীপ জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* ক্ষীণ আলোক বিচ্ছুরণের ভাবসূচক শব্দ। 'আকাশের তারা মিটি-মিটি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৪ *বিণ* মৃদু। 'শুনে মা কি হাসেন মিটি মিটি?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মিটা, মিটানো [স মিত্র>] ১ *ক্রি* রহিত করা। 'মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রি* মীমাংসা হওয়া। 'তাহারদের সকল ওজর মিটিয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৩ *ক্রি* মীমাংসা করানো। 'এক্ষণে তাঁহারা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ৪ *ক্রি* দূর করা। 'মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এর ক্ষুধা মিটাইব আমি এমন ক্ষমতা নাই স্বামী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৫ *ক্রি* প্রশমিত হওয়া। 'তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি, তবে আমার দুঃখ মেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। মিটিবে *ক্রি* থামবে। 'মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয়।' *ভারত*, ১৭৬০। **মিটিল** *ক্রি* ভাঙলো। 'তবু না মিটিল তুয়া মান।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **মিটুক** *ক্রি* মীমাংসা হোক। 'এখনো বামণে মান মিটুক জঞ্জাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মিটিয়ে দেওয়া *ক্রি* অবসান করা। 'মিটিয়ে দেব সকল খোঁজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

মিটে যাওয়া *ক্রি* মুছে যাওয়া। 'এই পাপে দেখ মিটে গেছে কত জাতির নাম-নিশান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'এক সপ্তাহে আসেকজানের নাম মিটিয়া গেল এই বাড়িতে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মিটার [ই] ১ *বি* পরিমাপক যন্ত্র। 'গ্যাসের মিটারটি মামার ভারী প্রিয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *বি* গাড়ির গতিবেগনির্দেশক যন্ত্র। 'চোখজোড়া জ্বলে উঠলো মিটারের আভায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

মিটার গেজ [ই] *বিণ* রেল লাইনের দুটি লাইন এক মিটার দূরত্বে থাকে এমন। 'তিস্তা থেকে মিটার গেজ লাইন বেরিয়ে গেছে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

মিটিং, মিটীং, মীটিং [ই] *বি* সভা। 'স্কুলসোসৈয়িটীর মিটিং অর্থাৎ সভা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'পবলিক মিটীং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'বীডন কুঞ্জে মীটিং হলে আমি হতেম বক্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মিটিঙ, মীটিঙ [ই] *বি* সভা। 'টৌনহল-মীটিঙে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'সদরে বাজেটের মিটিঙে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মিটিমিটি *দ্র* **মিটমিট**

মিটেকড়া [স মিষ্ট>] *বিণ* মধুর অথচ ঝাঁজালো। 'মিটেকড়া তামাক ও আর আর জিনিষপত্র সংগ্রহ করে রাখলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মিঠ [স মিষ্ট] *বিণ* মিষ্টি; প্রীতিদায়ক। 'দেখা দেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মিঠল *বিণ* মিষ্ট। 'দুর্জন প্রেম রহত কাল সাপ উপর মিঠল লাগে বড়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মিঠা [স মিষ্ট] ১ *বিণ* মিষ্ট। 'নায়ে তুল্যা সদাগর নিল মিঠা পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গুড়। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বিণ* আরামদায়ক। 'দখিন হতে বাতাসটুকু তেমনি লাগে মিঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিঠানি [স মিষ্ট] *বি* মিষ্টত্ব। 'টিটেন টিটানি, খেতের মিঠানি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মিঠা-মিঠা *বিণ* মধুর। 'দিনে-দিনে যে শরবতের মতো মিঠা-মিঠা হয়ে উঠেছিস।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মিঠি *বিণ* মিষ্ট স্বাদযুক্ত। 'ঠোঁটে ঠোঁটে আজ মিঠি শরবত ঢাল উপুড়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মিঠি মিঠি [স মিষ্ট>] *বিণ* কোমল-মধুর। 'কর্ণপাতি সুনে কার মিঠি মিঠি বাত।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিঠাই [স মিষ্ট>] ১ *বি* গুড়। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মিষ্ট খাবার; মিষ্টান্ন। 'নানা প্রকার মিঠাই পাক করা।' *গৌর*, ১৮২২।

মিঠাইওয়ালা *বি* মিষ্টি প্রস্তুতকারী। 'মিঠাইওয়ালাদের মিঠাই।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

মিঠে [স মিষ্ট>] ১ *বিণ* মিষ্টস্বাদযুক্ত; সুস্বাদু। 'হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* মধুর। 'ঈষৎ মিঠে এই আমাদের অনেক দিনের ওগো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* আরামদায়ক। 'মিঠে রোদের ভিতরে ... বসেছিল।' *জীবন*, ১৯৩২। ৪ *বিণ* হালকা ও আরামদায়ক। 'মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খাদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মিঠে আলু *বি* মিষ্টস্বাদযুক্ত এক প্রকার আলু। 'পরিত্যক্ত মিঠে আলু।' *জীবন*, ১৯৩০; 'মিঠে আলু দেখো সোজনের খেতে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মিঠেকড়া, মিঠে-করা ১ *বি* তামাকের শ্রেণীবিশেষ। 'ভেলসা, অম্বুরী, কড়া, মিঠেকড়া সাজিয়া আলবোলাগুড়গুড়ি হুকা ... যোগাইতে থাকিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* মধুর অথচ ঝাঁজালো। 'রং-বেরঙের গলায় মিঠেকড়া প্রতিবাদ ঝংকার দিয়ে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'কোয়াটার ডজনের মত মিঠে-করা রকমের ধমকানি খেত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিঠে জল *বি* স্বাদু জল। 'হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মিঠেন [স মিষ্ট>] *বিণ* মিঠে; মিষ্টস্বাদযুক্ত। 'উত্তরে মিঠেন জলে বসতির স্থান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মিঠেমিঠে ১ *ক্রিবিণ* মিষ্টি সুরে। 'হাত বুলাইয়া পিঠে/ কথা বলে মিঠে মিঠে/ শাবাশ শাবাশ বলে কেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* মধুর। 'আধো আধো মিঠেমিঠে বোলিতে গুন-গুন গান গেয়ে তাঁর হাতে কুঙ্কুমের সুহাগকমল আঁকবে না কাশী ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মিঠে রকম *ক্রিবিণ* আরামে। 'আফিমের নেশায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিঠেল *বিণ* মিষ্টি। 'সারাদিনের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।' *জসীম*, ১৯২৭।

মিঠে-সুরি *বিণ* মিষ্টি সুরের। 'মিঠে-সুরি গান কাঁপিয়া রঙিন ঠোঁটের বাঁধন ছেড়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

মিডল [ই] *বিণ* মধ্যবর্তী। 'বিদ্যালয়ের মিডল পরীক্ষায় পাশ করা যাইয়া।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

মিডিকেল [ই] *বিণ* চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক লেখাপড়া হয় এমন। 'মিডিকেল কালেজের প্রধান ছাত্রেরা অতি পরিশ্রম দ্বারা যে সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

মিডিয়ম [ই] *বিণ* ক্রিকেট খেলায় মাঝারি গতিতে বল করে এমন। 'ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মিডিল [ই] *বি* উৎকর্ষের চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত ধাতব পদকবিশেষ। 'এক স্বর্ণের মিডিল রাজার জামার উপরিভাগে দোদুল্যমান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মিড়, মীড় [স মিল] **১** *বি* (সংগীত) এক স্বর থেকে অন্য স্বরে গড়িয়ে যাওয়া। 'মীড় দিয়েছে কোন বীণাতে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'তার মিহি তারে মিড় লাগাতে থাকো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* সুরের সূক্ষ্ম কাজ। 'মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মিড় টানা *ক্রি* (সংগীত) এক স্বর থেকে অন্য স্বরে গড়িয়ে যাওয়া। 'ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ের একটা টান পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মিত১ [স মিত্র] *বি* মিতা; বন্ধু। 'সে কালা মো পরাণের মিত।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

মিতবর [স মিত্র>] *বি* বিয়ের সময়ে বরের সহযাত্রী হয় এবং পাশে থাকে এমন বালক। 'বরের কোলে মিতবর ছিল না বলে মুরারিদকেশী বড় দুঃখ করেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মিত২ [স] **১** *বিণ* পরিমিত। 'যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করে ও মিতব্যয়ী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* নির্ণীত। 'অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বারা মিত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মিতপায়ী [স] *বিণ* পরিমিত মাত্রায় মদ্যপান করে এমন। 'তাঁহারা অধিক দিন মিতপায়ী থাকিতে পারেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মিতবাক [স] *বিণ* স্বল্পভাষী। 'মিতবাক বাবা এক দোকানে ম্যানেজারির চাকরী নিলেন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'আবিদ আর কথা বাড়ালো না ... এরপরে আরো মিতবাক।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

মিতব্যয়িতা [স] *বি* আয় বুঝে ব্যয় করার স্বভাব। 'মিতব্যয়িতা সহকারে ব্যয় করাতে অনেক বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মিতব্যয়ী [স] *বি* আয় অনুযায়ী ব্যয়কারী। 'যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করে ও মিতব্যয়ী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মিতভাষণ [স] *বি* সংযত কথা; বিনম্র বক্তব্য। *জীবন*, ১৯৪২।

মিতভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* কম কথা বলে এমন। 'বউদিও অত্যন্ত মিতভাষিণী হয়ে গেলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মিতভাষী [স] *বিণ* কম কথা বলে এমন। 'যারা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'তিনি সময় বুঝে মিতভাষী বা বহুভাষী হতেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মিতভুক [স] *বিণ* পরিমিতভোজী। 'মিতভুক অপ্রমত্ত মানদ অমানী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মিতসংযত [স] *বিণ* যথেষ্ট বিনীত। 'আমরা সেই শুচিশুভ্র, সেই মিতসংযত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মিতাচারী [স] *বি* সংযমী ব্যক্তি। 'যার ভার মিতাচারী ভিন্ন অপরের দুর্বহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

মিতাহার [স] *বি* পরিমিত আহার। 'মিতাহার ও পান।' *প্যারী*, ১৮৬০।

মিতা [স মিত্র] **১** *বি* বন্ধু। 'দুই মিতায় তাই হৈল দেখা।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বি* প্রেমিকা। 'কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি, জানো, ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মিতালি, মিতালী [স মিত্র>] **১** *বি* বন্ধুত্ব। 'মিতালি করিল রাম তারে কোল দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যাঁদের সহিত মিতালী করা দরকার।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মিতিনী [স মিত্র>] *বি* সখী। 'ঠাকুরাণী ঠাকুরঝি নাতিনী মিতিনী।' *ভারত*, ১৭৬০।

মিতে [স মিত্র] *বি* বন্ধু; সখা। 'হাঁ মিতে, ও কি দাড়ি গোঁপ কামিয়েছ?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মিতাক্ষরা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা – শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। 'মনুর মতেও তাই, মিতাক্ষরা মতেও তাই।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

মিত্তিকা [স মৃত্তিকা] *বি* মাটি। 'মিত্তিকার ঘট মধ্যে শ্রীগোলার হাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মিত্তির [স মিত্র] *বি* বংশনামবিশেষ; মিত্র। 'নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার জো রহিল না।' *শরৎ*, ১৯১৮।

মিত্তু [স মৃত্যু] *বি* মৃত্যু। 'আউ মিত্তু নহি ছিল জমের তাড়ন।' *রামাই*, ১৭১০।

মিত্ত্যুভাব [স মিত্রভাব] *বি* বন্ধুসুলভ আচরণ। 'মিত্ত্যুভাব করিলে ঝাঁট মিত্র নয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিত্র১ [স] **১** *বি* বন্ধু। 'ইষ্ট মিত্র কাহো নাহিঁ চিহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* প্রধান। 'তান চারি মিত্র গুণ পুস্তক মাঝার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মিত্রতা [স] *বি* বন্ধুত্ব। 'কুবের দেবতার সহিত মিত্রতা হইলে প্রচুর ধন মিলিতে পারে।' *কেরি*, ১৮১২।

মিত্রতাদ্যোতক [স] *বিণ* বন্ধুত্বসূচক। 'এই মিত্রতাদ্যোতক ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মিত্রতাপাশে *ক্রিবিণ* বন্ধুত্বের বাঁধনে। 'তোমার সহিত চিরদিনের জন্য মিত্রতাপাশে বদ্ধ থাকিব।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

মিত্রতা বশতঃ [স] *ক্রিবিণ* বন্ধুত্বের জন্য। 'এই মিত্রতা বশতঃ একের বিপদ উপস্থিত হইলে অন্যে সহায়তা করিত।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মিত্রদ্রোহ [স] *বি* বন্ধুর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক চিন্তা। 'বুদ্ধি দস্যুবৃত্তি, মিত্রদ্রোহ, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নরবধ সম্পাদনের উপায় চিন্তা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মিত্রপক্ষ [স] *বি* স্বপক্ষ। 'মিত্রপক্ষ বলিল, লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মিত্রবধূ [স] *বি* বন্ধুর স্ত্রী। 'উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

মিত্রবর [স] *বিণ* বন্ধুশ্রেষ্ঠ। 'লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু, মিত্রবর বিভীষণ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মিত্রময় [স] *বিণ* বন্ধুপূর্ণ। 'তোমার মৃত্যু-শ্মশান আজিকে মিত্রময়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মিত্রসুলভ [স] *বিণ* বন্ধুর মতো। 'ভূপালের বেগমসাহেবা মিত্রসুলভ আদরযত্নে পথশ্রান্তি দূর করলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মিত্রহিতাশক [স] *বিণ* মিত্রের হিতসাধনকারী। 'অভয় শত্রুবিনাশক, মিত্রহিতাশক।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মিত্র[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বসু মিত্র কুলের প্রধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিত্রজোড়া [স মিত্র+জোড়া] *বি* মিত্রাক্ষর ছন্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিত্রাক্ষর [স] *বি* অন্ত্যমিল থাকে যে ছন্দে। 'গড়িল যে আগে মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মিথা [স মিথ্যা] *বিণ* মিথ্যা; অসত্য। 'এহা যে না জানে সেই কহে ... এ কথা মিথা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মিথিলা, মিথিলাপুরী *বি* মিথি রাজার রাজ্য; বর্তমান ত্রিহুত। 'মিথিরই অন্য এক নাম জনক, এবং তিনিই মিথিলাপুরী প্রতিষ্ঠা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মিথুন [স] *বি* (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি। 'মিথুন রাশির অধিষ্ঠানের ভিতরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

মিথ্যা [স] ১ *বিণ* অনর্থক। 'মিথ্যা দুঃখ দিল তোমায় সুন্দ উহাসএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* অমূলক; ভিত্তিহীন। 'যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অসত্য। 'এক যদি মিথ্যা হয় তবে কর প্রাণবধ দণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রিবিণ* অকারণে। 'অলসভাবে বসিয়া মিথ্যা সময় নষ্ট করে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মিথ্যাকথন [স] *বি* মিথ্যা কথা। 'মিথ্যাকথনে তাঁহার সহিত বিরোধের সম্ভাবনা।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

মিথ্যাকলঙ্ক [স] *বি* আরোপিত দুর্নাম। 'তোদের কী কী দেব জানিস – মিথ্যাকলঙ্ক, মনোভঙ্গ ও মৃত্যু।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মিথ্যাকার [স] *বি* অসত্য; অবাস্তবতা। 'কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে জানি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মিথ্যাচরণ [স] *বি* কপটতা। 'জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মিথ্যাচার [স] ১ *বি* মিথ্যা আচরণ। 'রাজকার্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মিথ্যাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* ভান; ছল। 'এমনতরো মিথ্যাচার মানুষকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বি* মিথ্যা বলা। 'এই মিথ্যাচারে ওদের লাভ?' *পাশা*, ১৯৭১।

মিথ্যাচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* কপট। 'ভালোবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মিথ্যাচারী [স] *বি* মিথ্যা কথা বলে যে। 'মিথ্যাচারীর ভ্রূকুটি-শাসন নিষেধ রক্ত-আঁখি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মিথ্যা-জোঁক *বি* মিথ্যারূপ জোঁক। '(আর) প্রাণের ভিতর পাপ যদি রয়/ চুষবে রক্ত মিথ্যা-জোঁক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মিথ্যা দিব্যি *বি* মিথ্যা শপথ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মিথ্যাদ্বেষী [স] *বিণ* মিথ্যা বিদ্বেষী। 'আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেষী যথার্থালাপী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

মিথ্যা নিদ্রা [স] *বি* ঘুমের ভান। 'তুমি মিথ্যা নিদ্রা যাইয়া তাহাকে সকল কথা যথার্থ কহিও।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

মিথ্যাপবাদ [স] ১ *বি* মিথ্যা দোষারোপ। 'সেই এক্ষণে অনায়াসে, মুক্তকণ্ঠে, মিথ্যাপবাদ দিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* মিথ্যা কথা। 'মিথ্যাপবাদ প্রচার দ্বারা অপরাপর লোকদিগকে তাঁহার বিপক্ষ করিয়া তুলিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মিথ্যাপুরী [স] *বি* মিথ্যার জগৎ। 'হান তোর পরশু-ত্রিশূল। ধ্বংস কর এই মিথ্যাপুরী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মিথ্যাপ্রপঞ্চ [স] *বি* মিথ্যাচার। 'সংসারে মিথ্যাপ্রপঞ্চ প্রবল হইয়া উঠিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মিথ্যাবচন [স] *বি* অসত্য কথা। 'অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাঁড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মিথ্যাবাদ [স] *বি* অপবাদ। 'মিথ্যাবাদ হৈল মোর সুন বন্ধুজন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'এক পাপী আমারে দিল মিথ্যাবাদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মিথ্যাবাদিতা [স] *বি* মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস। 'বাচালতা, মিথ্যাবাদিতা, ভণ্ডামী ... প্রভৃতি দোষগুলি আমাদের পক্ষে অবশ্যই বর্জনীয়।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

মিথ্যাবাদিত্ব [স] *বি* মিথ্যাবাদীর বদনাম। 'আমারে আরোপ করা মিথ্যাবাদিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মিথ্যাবাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মিথ্যা কথা বলে এমন। 'নারীও অতিশয় চপলা, কুটিলা, মিথ্যাবাদিনী ও পুরুষঘাতিনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মিথ্যাবাদী [স] *বিণ* মিথ্যা কথা বলে এমন। 'কেহ ধীর কেহ চাষা মিথ্যাবাদী সত্যভাষা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মিথ্যাবিবৃতি [স] *বি* অসত্য বক্তব্য। 'মিথ্যাবিবৃতি যখন ধরা পড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মিথ্যাবোল [স মিথ্যা+বোল] *বি* অসত্য কথা। 'মিথ্যাবোল বলে সাধু রাজার সভায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিথ্যাভাষণ [স] *বি* অসত্য কথন। 'মিথ্যাভাষণের পাপ তাহাতে হইবে না বটে।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'প্রেম নাকি মোর মিথ্যাভাষণ!' *নজরুল*, ১৯৩০।

মিথ্যাভাষী [স] *বি* মিথ্যাবাদী। 'ধিক মিথ্যাভাষী!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মিথ্যাভিমান [স] *বি* অলীক অভিমান। 'মিথ্যাভিমান প্রকাশেই আমার সমস্ত আয়ু গত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মিথ্যাভিযোগ [স] *বি* মিথ্যা অভিযোগ। 'মিথ্যাবাদ উত্থাপনে দণ্ড থাকা হেতু প্রায় কেহই মিথ্যাভিযোগ করিত না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মিথ্যা-ভূষা [স] *বি* নকল অলংকার। 'মিথ্যা-ভূষায় কী সাজ তুমি সাজো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মিথ্যাময় [স] *বিণ* মিথ্যাসর্বস্ব। 'জীবন অসৎ এবং মিথ্যাময় হতে বাধ্য।' *উমর*, ১৯৬৮।

মিথ্যাময়ী [স] *বি স্ত্রী* মিথ্যায় পরিপূর্ণ যে। 'আপনার জালে আপনি মরিল মিথ্যাময়ী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মিথ্যামিথ্যি [স মিথ্যা>] *ক্রিবিণ* অকারণে। 'কয় কি তারা মিথ্যামিথ্যি?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিথ্যারস [স] *বি* মিথ্যাচারভিত্তিক রস। 'মিথ্যারস ও আজগুবি রসের অভাব থাকাতে আমরা একে উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করতে পারলাম না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মিথ্যার্ণব [স] *বি* চরম মিথ্যুক; মিথ্যার সাগর। 'চোর বাটপাড় মিথ্যার্ণব পরিহিংসক।' *রামরাম*, ১৮০২।

মিথ্যালোক [স] *বি* মিথ্যার আলোক। 'জ্বালো তবে ভালো করে জ্বালো মিথ্যালোক।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মিথ্যাশঙ্কা [স] *বি* মিথ্যা ভয়। 'মিথ্যাশঙ্কা-নাগপাশ ঘুচাও ঘুচাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মিথ্যাসূদন [স] *বিণ* মিথ্যা বিনাশকারী; অশুভকে দূরকারী। 'এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মিথ্যুক [স] *বিণ* মিথ্যাবাদী। 'বড়ো বড়ো লোককে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, সত্যগোপনকারী বলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'ভারতজীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মিথ্যে [স মিথ্যা] *বিণ* মিথ্যা। **মিথ্যেবাদী** [স মিথ্যাবাদী] *বিণ* মিথ্যা কথা বলে এমন। 'সকলেই মিথ্যেবাদী ও জালবাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১। 'আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদীর কোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মিথ্যেমিথ্যি [স মিথ্যা>] *ক্রিবিণ* বিনা কারণে; অনর্থক। 'করবেই তারা দস্যুবৃত্তি, মাইনেটা দেওয়া মিথ্যেমিথ্যি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মিথ্যোক্তি [স] *বি* মিথ্যা কথা। 'বিলাতে বিজ্ঞাপনের অত্যুক্তি ও মিথ্যোক্তি নানা বর্ণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মিদি *বি* জাতিবিশেষ। 'আসুরীয়, মিদি প্রভৃতি কোন জাতিই ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মিদির মিদির *বি* মিটমিট। 'আশার একটি ক্ষীণ প্রদীপ মিদির মিদির করছে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মিন [স মীন] *বি* মাছ। 'বল বিনে কর্ম্ম জেন জল বিনে মিন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিনজিরি *বি* চিরসবুজ গাছবিশেষ। 'মিনজিরি গাছ বাসের গায়ে ডানা ঝটপট করে গেল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মিনত *বি* মিনতি। 'অনেক মিনত স্তুতি।' *আহসান*, ১৯৪৪।

মিনতি, মিনতী [আ মিন্নত] ১ *বি* অনুরোধ। 'নানাবিধ কথা কহিআঁ বড়ায়ি রাধারে করহ মিনতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিনীত প্রার্থনা। 'রসুলের পদ স্মরি ভক্তি মিনতি করি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* প্রার্থনা। 'যার যে মিনতি আছে কে করে ওদুল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মিনতি করন *বি* দয়া ভিক্ষা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মিনতিপূর্ণ *বিণ* অনুনয়পূর্ণ। 'মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

মিনতি-বেদনা-আঁকা *বিণ* অনুনয়পূর্ণ বেদনায় অঙ্কিত। 'অধর করুণামাখা মিনতি-বেদনা-আঁকা নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়খনে হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিনতি-বোল *বি* প্রার্থনা-বাক্য। 'মিনতি-বোল বলতে গেলাম দৈত্যপতিরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

মিনতিভরা *বিণ* অনুনয়পূর্ণ। 'ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া চলিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মিনতিমাখা *বিণ* অনুনয়-ভরা। 'বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি "এসো এসো" সুরে করুণ মিনতি-মাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিনিতি *বি* মিনতি; প্রার্থনা। 'নঈমার সুরে আবেগ-ভরা মিনিতি ফুটিয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মিনমিনিয়ে *ক্রিবিণ* মিন মিন ক'রে; মৃদু স্বরে। 'দর্শকদের একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মিনমিনে ১ *বিণ* অস্পষ্টভাবে কথা বলে এমন। 'মিনমিনে ধরনের নয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বিণ* ক্ষীণ স্বরবিশিষ্ট। 'বড় মিনমিনে ভূতনাথবাবু।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মিনসা [স মনুষ্য] ১ *বি* লোক। 'খোলাবেচা মিনসাও হইল বৈষ্ণব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* স্বামী। 'ওরে মিনসা দৌড়িয়া আয় ধানের গাদায় আগুন লাগিয়া সকল পুড়িয়া ছাই হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মিনষে [স মনুষ্য>] *বি* বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ। 'আমাদের হেথা আর একটা মিনষে আছে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মিনসে [স মনুষ্য] ১ *বি* বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ। 'আহাহা, মিনসের রকম দেখ না – যেন তুলসীবনের বাঘ।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* স্বামী। 'বোজা যায়, মিনসে সহজে ছাড়বে না।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

মিন্সে [স মনুষ্য] ১ *বি* স্বামী। 'তবু সে বেহায়া মিন্সে কহিতে লাগিল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* সাবালক পুরুষ। 'তাহারা বলিল, কে জানে এ মিন্সের কেমন আক্কেল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মিনা [ফা মীনা] *বি* ধাতুর উপর মসৃণ পদার্থের প্রলেপ। 'তাহাতে রকমে২ মিনার কারখানা।' *রামরাম*, ১৮০১।

মিনাকারি [ফা মীনা+স কারী] *বি* ধাতুর উজ্জ্বলতা আনে এমন মসৃণ পদার্থবিশেষ; এনামেল। 'সোনা আর মিনাকারি দিয়ে এমন অভ্রান্ত আকৃতি দিলে স্বর্ণকার সোনার প্রজাপতিকে।' *অবন*, ১৯২৫; 'তাতে সবজে আর শাদা মিনাকারি দিয়ে নকশা-করা।' *অবন*, ১৯২৭।

মিনে-করা ১ *বিণ* ধাতুর উজ্জ্বলতা সাধক প্রলেপযুক্ত। 'গেরুয়া রঙের মিনে-করা।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ২ *বিণ* কলাই-করা; খচিত। 'সেই সুর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মিনার [আ] ১ *বি* চূড়া; স্তম্ভাকৃতির উঁচু চূড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দেশবন্ধুর মিনার দেখলে উৎসাহই পাই বরং।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ২ *বি* গম্বুজ। 'মছজিদের মিনারগুলিকে আবার আল্লার নামে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

মিনারা [আ মিনার] *বি* গম্বুজ। 'উত্তরে মসজিদ যার মিনারা বিরচিত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মিনি [বিনে] *বিণ* খুবই কম। 'সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারী কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মিনিট [ই] *বি* সময়ের এককবিশেষ; ৬০ সেকেন্ড সময়। 'ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'বাতাস না পেলে ৩ মিনিটের অধিকক্ষণ বাঁচতে পারে না।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মিনিটে মিনিটে *ক্রিবিণ* প্রতি মুহূর্তে। 'মিনিটে মিনিটে বিড়ি খাওয়ার মতোই সে যেন বড়োলোক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মিনিমুখো *বিণ* বিড়ালের মতো মুখবিশিষ্ট। 'ওই যে সেকান্দর মিনিমুখো ... শয়তানের আলি খুঁটা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

মিনিয়েচার [ই] *বি* অনুচিত্র। 'তা মিনিয়েচারে এ সমাজ সবই মেলে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মিনিস্টার [ই] *বি* মন্ত্রী। 'যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মিনিস্ট্রি [ই] *বি* মন্ত্রণালয়। 'হামার মিনিস্ট্রি ইজ্ য়্যাট স্টেক।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মিম [আ] *বি* আরবি বর্ণমালার ২৪তম বর্ণ। 'বারে বারে টুটে কলম তোমার না লিখিতে শুধু মিম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মিমাংসে [স মীমাংসা] *বি* জৈমিনি-রচিত দর্শন শাস্ত্র। 'বেদান্ত মিমাংসে সংক্ষা বেদে বিচারিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিম্বর [আ মিন্‌বর] *বি* ইমামের বেদী। 'মিম্বর উপরে উঠি খোতবা পড়এ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মিয়া [ফা মিয়াঁ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মিয়া-বিবি *বি* স্বামী ও স্ত্রী। 'মিয়া-বিবিরার মিলন না হৈলে খিলকাতের কাজ বন্ধ হৈয়া যাবে না?' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মিয়ারাজ [ফা মিয়াঁ] *বি* প্রভু। 'মিয়ারাজের কথা শুধাই কারে।' *লালন*, ১৮৯০।

মীএগ্রা [ফা মিয়াঁ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'আইল দফর মীএগ্রা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিয়াঁও [ধ্বন্যা] *বি* বিড়ালের ডাক। 'কেঁদে মিয়াঁও মিয়াঁও বলে বিবি বেড়ালি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মিয়োঁ [ধ্বন্যা] *বি* বিড়ালের ডাক। 'ও কেবল করে মিয়োঁ মিয়োঁ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মিয়াদ [আ] ১ *বি* চুক্তির সময়সীমা। 'এক বৎসর মিয়াদে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। ২ *বি* কারাদণ্ড। 'তাহাদিগের ঐ স্থানে মিয়াদ খাটিতে নয়তো হরিং বাটীতে সুরকি কুটিতে হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মিয়াদী *বিণ* নির্দিষ্ট মেয়াদবিশিষ্ট। 'চলে গেলে ... মিয়াদী প্রদীপ জ্বেলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মিয়ান *বি* তরবারির কোষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিয়োনো *বিণ* নেতানো; নরম। 'অশত্থ পাতা ... শুকনো মিয়োনো ছেঁড়া।' *জীবন*, ১৯৪২।

মিরগা [স মৃগ] *বি* মৃগেল; মাছবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মিরগেল *বি* মৃগেল মাছ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মিরগি [স মৃগী] *বি* মৃগীরোগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিরতু [স মৃত্যু] *বি* মৃত্যু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিরথিকা [স মৃত্তিকা] *বি* মৃত্তিকা; মাটি। 'অগ্নি, জল, বায়ু, মিরথিকা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মিরবহরী [ফা মিরবহর] *বি* নৌ-কর্মকর্তার কাজ। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

মিরাকল, মির‍্যাকল [ই] *বি* অভাবনীয় ব্যাপার; অত্যাশ্চর্য ঘটনা। 'এটাকে অবৈজ্ঞানিক ভাষায় মিরাকল বলা যেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'ভেবেছিলুম একটা মির‍্যাকল ঘটবে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

মিরাশ, মিরাস [আ মিরাছ] ১ *বি* সম্পত্তির উত্তরাধিকার। 'দামিন্যায় চাষ চষি মিরাস পুরুষ ছয় সাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। 'আমার মিরাশে কেনে ভূতের প্রচার।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। 'পৈতৃক ভূসম্পত্তি ... কবালা, পত্তনী এবং মিরাস স্বত্বে দলীল লিখাইয়া লইতে লাগিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মিরাসদার [আ মিরাছ+ফা দার] *বিণ* উত্তরাধিকারী। 'মিরাসদার মধ্যবিত্ত চৌধুরী গোষ্ঠী ...।' *ইসলাম*, ১৯৪৫।

মিরি *বি* আসামের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা কুকী ... ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মির্ত্তু, মির্তু [স মৃত্যু] *বি* মরণ; প্রাণ না থাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* **মৃত্যু**

মির্ত্তুকাল [স মৃত্যুকাল] *বি* মরণের সময়। 'মির্ত্তুকালে জারে দেখি সেই রূপ হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মির্ত্তিকা [স মৃত্তিকা] *বি* মাটি। 'মির্ত্তিকার নেস নাঞি সব রত্নময়।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **মৃত্তিকা**

মির্ধা [ফা মিরদা] *বি* লাঠিয়াল। 'মির্ধা দিয়া পরে দুখ হইল আপনার সুখ অপরাধ বিনে হয় বৈরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মির্ধা [ফা মিরদা] *বি* মিরধা; দশজন সৈন্যের অধিনায়ক। *ডানকান*, ১৭৮৪।

মির্মির [স] ১ *বি* দৃষ্টি। 'ওষ্ঠে অনিশ্চিত হাসি, আঁখিকোণে সন্দিগ্ধ মির্মির।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ *বি* অপলক দৃষ্টি। 'সুচির ধ্রুবতারকার মির্মিরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

মিল[1] [স] *বি* মিশ্রণ। 'ঘৃত দধি দুধে সাজিআঁ মিলচুকা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মিল খাওয়া *ক্রি* সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। 'মিল খেয়েছে রাজযোটক।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মিল খাওয়ানো *ক্রি* সঙ্গতি করা। 'কিছুতেই মিল খাওয়াতে পারি না।' *সওগাত*, ১৯২৯।

মিলচুকা *বি* মিশ্রিত হয়েছে এমন অবস্থা। 'ঘৃত দধি দুধে সাজিআঁ মিলচুকা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মিলজুক *বি* মিল। 'আসুন মিলজুক করে ফেলি।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

মিলমিশ ১ *বি* শান্তিতে সহাবস্থান। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* একমত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বি* বনিবনা। 'দু'দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

মিল[2] [ই] ১ *বি* কঠিন দ্রব্য চূর্ণ করার যন্ত্র। 'ঐ বাটীতে একটি মিল ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বি* কারখানা। 'মিলের ধোঁওয়ায় ঢাকা শরতের নীল মণ্ডল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* কলকারখানা রয়েছে এমন। 'কলিকাতা, ২৪ পরগনা, হাওড়া ... ও অন্যান্য মিল এলাকার ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মিলওয়ালা [ই মিল+হি ওয়ালা] *বি* মিল-মালিক। 'মিলওয়ালা, এজেন্ট, আড়তদার, ফড়িয়া বা ব্যাপারী ইত্যাদির মুনাফার ঘাটতি না পড়িলেও ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

মিলঘর [ই মিল+ঘর] *বি* মিল বসানো থাকে যে ঘরে। 'সকলে, মিলঘরে প্রবেশ করিয়া, যন্ত্রের গতি স্থগিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মিল[3] [ই] *বি* আহার। 'আপনারা যে খানা খাবেন, তার দাম মিল প্রতি দশ টাকা।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মিলন [স] ১ *বি* সংযোগ। 'উত্তম অধমে নহ বিভার মিলন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সাক্ষাৎ। 'সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* আয়ব্যয়ের সঙ্গতি। 'তুমি জদি তহবিল মিলন না করিতে পারহ ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৪ *বি* আলিঙ্গন। *ওসাঁ*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

১৭৮৫। ৫ *বি* যোগাযোগ। 'মাগুম খাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিত।' *রামরাম,* ১৮০১। ৬ *বি* শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন। 'প্রথম মিলনভীতি ভেঙেছে বধূর।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৬।

মিলনআশা *বি* মিলনের আকাঙ্ক্ষা। 'প্রিয়, মিলনআশায় ছিনু সুখে।' *নজরুল,* ১৯২৯।

মিলনকরণ [স] *বি* মিলিয়ে দেখা। *ডানকান,* ১৭৮৪।

মিলন করা *ক্রি* যোগাযোগ করা। 'মাগুম খাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিত।' *রামরাম,* ১৮০১।

মিলনকেন্দ্র [স] *বি* মিলন-স্থান। 'সংহত হয়ে কোথাও মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

মিলনক্ষেত্র [স] *বি* মিলনস্থল। 'পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে।' *প্রমথ,* ১৯১৪।

মিলনগীতিস্বর [স] *বি* মিলনসঙ্গীতের ধ্বনি। 'যুগান্তরের মিলনগীতিস্বর।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

মিলনগৃহ [স] *বি* মিলনের স্থান। 'নির্দোষ আমোদের মিলনগৃহ।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

মিলনগ্রন্থি [স] *বি* মিলনের বন্ধন; গাঁটছড়া। 'তাদের মিলনগ্রন্থি হয়েছিল বাঁধা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৫।

মিলন-ঘন [স] *বিণ* মিলনের আনন্দে পূর্ণ। 'মিলন-ঘন-মেঘলোকে আজি মিটিবে মরু-তৃষা।' *নজরুল,* ১৯৩৩।

মিলনচেষ্টা [স] *বি* একত্র হওয়ার চেষ্টা। 'আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

মিলন-ছোঁওয়া *বিণ* মিলনের সঙ্গে মিশে আছে এমন। 'মিলন-ছোঁওয়া বিচ্ছেদেরি অন্তবিহীন ফেরাফেরি।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৬।

মিলনতত্ত্ব [স] *বি* মিলনের স্বরূপ। 'দেশকালের মিলনতত্ত্ব তুমি ব্যাখ্যা করবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

মিলনতীর্থ [স] *বি* ঐক্য স্থাপিত হয় এমন পুণ্যস্থান। 'বাঙালির এই হৃদয়সঙ্গমস্থলই বাঙালির সর্বপ্রধান মিলনতীর্থ।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫; 'এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২১; 'হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ/ শান্তির বাঁধ বেঁধে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

মিলনদীপ [স] *বি* মিলনরূপ প্রদীপ। 'তোমার মিলনদীপ অকম্পিত যেথায় বিরাজে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

মিলনধর্মী, মিলনধর্মী *বিণ* মিলিত হতে চায় এমন স্বভাববিশিষ্ট। 'মিলনধর্মী মানুষ মিলিবে, এ নহে স্বপ্নকথা।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১২।

মিলননীতি [স] *বি* পরস্পর সাহচর্যের রীতি। 'স্ত্রীপুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৫।

মিলনপন্থী [স মিলন+হি পন্থী] *বিণ* ঐক্যের পক্ষের। 'মিলনপন্থী হইয়াও আমি।' *এসলাম,* ১৯১৫।

মিলন-পালা [স মিলন+পালা] *বি* মিলনের পালা; মিলনরূপ গানের পালা। 'মিলন-পালা সাঙ্গ হলে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৫।

মিলনপ্রয়াসী [স] *বি* মিলন চায় এমন ব্যক্তি। 'কাছে আয় মিলনপ্রয়াসী।' *শক্তি,* ১৯৬৫।

মিলনবিরহ [স] *বি* মিলন ও বিচ্ছেদ। 'হাসি কান্না, মিলন বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এই-সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১; 'তারা মন্দ-মধুর দোলায়, শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে, বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৮; 'প্রেমঅভিসার, মিলনবিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি।' *হাই,* ১৯৫৪।

মিলনবিহীন [স] *বিণ* মিলিত হতে পারে না এমন। 'কেঁদে ফেরে হিয়া মিলনবিহীন।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

মিলন বেলা [স] *বি* মিলনের সময়। 'পাছে বিনা গানেই মিলন বেলা ক্ষয় হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৯২১।

মিলনমন্দির [স] *বি* মিলনকেন্দ্র। 'এস জরদ্গবরতী, এই মিলনমন্দিরে এক মন প্রাণ হয়ে মুক্তি সাধনা করি।' *শহীদুল্লাহ,* ১৯৩১।

মিলনমালা [স] *বি* মিলনের সময়কার মালা। 'মিলনমালায় যুগল গলায় রইবে গাঁথা।' *রবীন্দ্র,* ১৯২২।

মিলনমূলক [স] *বিণ* সম্প্রীতিময়। 'আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চা করিতে দেয় নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

মিলনযজ্ঞ [স] *বি* একত্র হওয়ার আয়োজন। 'অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

মিলন-রাখী [স মিলন+রাখী] *বি* প্রীতিবন্ধন। 'কে তুমি ওগো মিলন-রাখী বাঁধিলে হাতে?' *সুকান্ত,* ১৯৪৮।

মিলন-লতা [স] *বি* মেলবন্ধন। 'কবির প্রথম জীবনের কাহিনীর ভিতর দিয়া সেদিন যে মিলন-লতা রচিত হইল ...।' *জসীম,* ১৯৬১।

মিলনশক্তি [স] *বি* ঐক্যশক্তি। 'যে মিলনশক্তির উদ্ভব হইল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

মিলনসংগীত [স] *বি* প্রীতিমূলক গান। 'জীবনে মিলনসংগীতের ধুয়োই হচ্ছে এইখানে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৫।

মিলনসাধন [স] *বি* মনোমালিন্যের পর সন্ধি স্থাপন। 'দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

মিলন-সুখ [স] *বি* মিলনের আনন্দ। 'কেন হে মিলন-সুখে রহিব বঞ্চিত?' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

মিলন-সুখালস [স] *বিণ* মিলনের আনন্দে বিভোর। 'এসো মিলন-সুখালস নয়নে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৭।

মিলনস্থল [স] *বি* যেখানে মিলন হয়। 'পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্থানের মিলনস্থল।' *প্রমথ,* ১৯২৫।

মিলনাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* মিলনে ইচ্ছুক। 'হিন্দু-মুসলমানে মিলনাকাঙ্ক্ষী বড়ো বড়ো রথীরাও এইটা ধরতে পারেননি।' *নজরুল,* ১৯২৭।

মিলনানন্দ [স] *বি* মিলনের আনন্দ। 'তাঁহার মিলনানন্দ দেখিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াক।' *হাই,* ১৯৫৪।

মিলনান্ত [স] *বিণ* উপসংহারে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটে এমন। 'কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত, নয় বিয়োগান্ত।' *প্রমথ,* ১৯১৮।

মিলনান্তক [স] *বিণ* মিলনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এমন। 'বিরহান্তক নাটক কেন মিলনান্তক নাটকের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৮।

মিলনাবেগ [স] *বি* মিলনের ব্যাকুলতা। 'আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

মিলনায়তন [স] *বি* দর্শক-শ্রোতাদের বসা ও অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য নির্মিত বিশেষ ভবন বা ভবনের অংশ। 'কলেজ মিলনায়তনে জাতীয় সাক্ষরতা দিবস অনুষ্ঠানে ...।' *বেগম,* ১৯৬৭।

AMARBOI.COM

মিলনার্ত [স] *বিণ* মিলনের জন্য কাতর; মিলনে উৎসুক। 'মিলনার্ত বসন্তপ্রদোষে তোমার চরণতলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

মিলনিয়া [স মিলন] *বিণ* শান্তিকামী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিলনোচ্ছ্বাস [স] *বি* মিলনের ভাবাবেগ। 'প্রাথমিক মিলনোচ্ছ্বাস কমিয়া আসিলে ...।' *মানিক*, ১৯৪০।

মিলনোন্মত্ত [স] *বিণ* মিলনের জন্য অতি ব্যাকুল। 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো।' *জীবন*, ১৯৪২।

মিলনোন্মুখ [স] *বিণ* মিলনের জন্য ব্যাকুল। 'কিয়ৎ পরিমাণে আত্মপর ভুলে, মিলনোন্মুখ প্রশান্ত মন নিয়ে সমবেত হয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মীলন [স মিলন] *বি* মিলন; একাত্ম হওন। 'তোর মোর শোভএ মীলনে।' বড়ু, ১৪৫০।

মিলা[1]**, মিলানো** [স মিল্>] ১ *ক্রি* মিলিত হওয়া। 'লজ্জা পাআঁ কাহ্নাঞি ভার এড়িআঁ মিল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* হারিয়ে যাওয়া। 'কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *ক্রি* বিলীন হওয়া। 'কখন উঠিলি আর কখন মিলালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *ক্রি* নিঃশেষ হওয়া। 'দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে, মিলায়ে আসে আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৫ *ক্রি* একীভূত করা। 'জীবনকেও তাহার সহিত মিলাইয়া আপনার অনুবর্তী করিতে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **মিল** *ক্রি* মিলিত হলো। 'লজ্জা পাআঁ কাহ্নাঞি ভার এড়িআঁ মিল।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলএ** *ক্রি* মিশ্রিত হয়। 'গোরস সহিতে যেন না মিলএ তেল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মিলয়** *ক্রি* মেলে। 'তুমি হেন পণ্ডিত মিলয় ভাগ্য বশে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মিলল** *ক্রি* প্রাপ্ত হলে। 'মিলল রতন ফিরে পুন বিঘটাওয়ে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মিললা** *ক্রি* মিলিত হলো। 'একে একে মিললা প্রভু হইলা ভক্তগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **মিলহ** *ক্রি* মিল করো। *ক্যালগে*, ১৭৯৬। **মিলাঅল** *ক্রি* মিলালো; মিলিত করলো। 'জানি বিধি আনি নিধি মিলাঅল সঙ্গ।' বড়ু, ১৫৭০। **মিলাইল** *ক্রি* জোটালো। 'বিধি গুণনিধি মিলাইল তোমা হেন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **মিলাএ** *ক্রি* মিশ্রিত হয়। 'ক্ষীরভর ঘট হোয়ত বনট গোচন গন্ধ ন মিলাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মিলাওঁ** *ক্রি* মিলিয়ে যাও; গলে যাও। 'রৌদ্রে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলাওব** *ক্রি* মিলে যাও। 'নাগর অতি নব তুরিতে মিলাওব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মিলাওসি** *ক্রি* মিশ্রিত করো। 'বিষ মিলাওসি মধু খিলাওসি মোর জীউ বধ লাগি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মিলাতে** *ক্রি* মিল দিতে। 'না লইবে দোষ যদি মিলাতে না জানি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **মিলায়ব** *ক্রি* মিলিয়ে দেবো। 'বিদ্যাপতি ভন এই নিবেদন আনি মিলায়ব মোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মিলায়ে** *ক্রি* মিলিয়ে; বিলীন হয়ে। 'জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **মিলাসয়** *ক্রি* মিলে যায়। 'নদ নদী আসি পুনি সমুদ্রে মিলাসয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মিলি** ১ *ক্রি* মিলিয়ে। 'বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা।' *চর্যা ৮*, ১২০০। ২ *ক্রি* মিলে। 'নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলিআ** *ক্রি* মিলিত হয়ে। 'সুনে সুন মিলিআ জবেঁ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০। **মিলিআঁ** *ক্রি* মিলিত হয়ে; একত্র হয়ে। 'সকল গোপীগণে মিলিআঁ বুইল গিআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলিন** *ক্রি* মিললো। 'বাটত মিলিন মহাসুহ সুঙ্গা।' *চর্যা ৮*, ১২০০। **মিলিব** *ক্রি* মিলবে; পাবে। 'অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণপ্রেমধন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মিলিল** ১ *ক্রি* পাওয়া গেলো। 'কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* উপস্থিত হলো। 'মিলিল কুদিন আসি বিধি হৈল বাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *ক্রি* মিলিত হলো। 'হেন কালে শৃঙ্গমুনি মিলিল তথাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মিলিলা** ১ *ক্রি* মিলিত হলে। 'আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* মিলিত হলো। 'একগুণ দুঃখ লই আসিয়া মিলিলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মিলিলেক** *ক্রি* পৌঁছালো। 'তিন দিনে সামদেশে মিলিলেক গিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **মিলিহে** *ক্রি* মিলে; মিলিত হয়। 'যবেঁ কাহ্নু না মিলিহে করমের ফলে।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলী** *ক্রি* মিলিত হয়ে; একত্রে। 'ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলে** *ক্রি* একসঙ্গে। 'সাহেব মুনসি এইখানে মিলে আপনি হুকুম করিলে।' *কেরি*, ১৮০২।

মিলিয়া থাকা *ক্রি* মিলেমিশে থাকা। 'বৃষ্টির জলে আপনারা ভাসিয়া যায় অতএব মিলিয়া থাকা ভাল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মিলিয়ে নেওয়া *ক্রি* খাপ খাওয়ানো; আকার ধারণ করা। 'প্রত্যেক পাত্রেই অল্প কালের মধ্যেই সে আপনাকে মাপে মিলিয়ে নিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মিলিয়ে যাওয়া *ক্রি* অদৃশ্য হওয়া। 'চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মিলেজুলে *ক্রিবিণ* একত্র হয়ে। 'যা, তোরা সকলে মিলেজুলে জলসেতে যা দেখি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মিলে মিশে ১ *ক্রিবিণ* মানিয়ে; খাপ খাইয়ে। 'আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *ক্রিবিণ* একত্র হয়ে। 'পাখির সঙ্গে মিলে-মিশে ছিল চুপে-চাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মিলা[2] [স মিল্>] *বি* মিলিত হওয়া। 'মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।' *চণ্ডী*, ১৬০০।

মিলাদ, মিলাদ শরীফ, মিলাদ মহফিল [আ] *বি* (ইসলাম) ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিশেষ। 'মুসলমান ভগিনীগণ "মিলাদ শরীফ" পাঠ ও শ্রবণ করিবেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'মিলাদ মহফিলে যে গান গাওয়া লইয়া ...।' *সওগাত*, ১৯২৮।

মিলিক [স মিল্>] *বিণ* সমপরিমাণ। 'তাহার মিলিক ভূমি দিবেক তোমারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মিলিটারি, মিলিটারী, মিলিটরি [ই] ১ *বি* সেনাবাহিনী। 'কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল কিম্বা মিলিটরি চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'মিলিটারি সিবিল বণিক আদি যত/ ছুটী পেয়ে ছুটাছুটি আস্ফালন কত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ইউরোপীয় সিভিল ও মিলিটারী টীমগুলিই লীগ-বিজয়ের গৌরব লাভ করিয়া আসিতেছিল।' *সওগাত*, ১৯৩৬। ২ *বিণ* সামরিকবাহিনী সংক্রান্ত। 'ইনডিভিজুয়ালিজমের পরিণতি হল অ্যানার্কিতে এবং স্টেট মিলিটারি সোশ্যালিজমে গিয়ে দাঁড়ালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৩ *বিণ* মিলিটারির মতো; উগ্র। 'ওনাদের মেজাজ আমাদের দ্যাশে এলে একটুখানি মিলিটারি হয়ে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মিলিটরি চাকর [ই মিলিটারি+ফা চাকর] *বি* সেনা-কর্মকর্তা। 'কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল কিম্বা মিলিটরি চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মিলিটারিজম [ই] *বি* সমরবাদ। 'মিলিটারিজম ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার অনুবাদ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মিলিটারি ট্রাক [ই] *বি* সেনাবাহিনীর গাড়ি। 'লক্ষ্যহীন যুদ্ধহীন মিলিটারি ট্রাক।' *জীবন*, ১৯৩২।

মিলিটারিত্ব [স মিলিটারি+স ত্ব] *বি* সামরিক কর্মকাণ্ড। 'মিলিটারিত্বের রক্তিমায় য়ুরোপের গণ্ডস্থল যে টকটকে হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মিলিটারি লাইন [ই] *বি* সামরিক ধারা। 'এ-মিলিটারি লাইনের ঐ-টুকুই সৌন্দর্য।' *নজরুল*, ১৯২২।

মিলিটারি স্টাইল [ই] *বি* মিলিটারি রীতি। 'মিলিটারি স্টাইলে এত জোরে – এতটা পথ হাঁটিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মিলিটারী লরি [ই] *বি* সেনাবাহিনীর মালবাহী গাড়ি। 'সারবন্দী চলেছে মিলিটারী লরী।' *তারা*, ১৯৪৩।

মিলিত [স] *বিণ* মিশ্রিত। 'জোগায় গুয়া পান মিলিত করে ঘনসার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* যুক্ত; মিশ্রিত। 'ইদানিং নানাদেশীয় কথা বাঙ্গলা ভাষাতে মিলিতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মিলিশিয়া, মিলিসিয়া [ই] *বি* স্থায়ী সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন রণদক্ষ নাগরিক দল। 'একদল মিলিসিয়া সৈন্য বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়।' *বান্ধব*, ১৮৮১; 'স্থানীয় মিলিশিয়া ও বর্ডার পুলিশের পরিবর্তে এক্ষণে নাকি রাজপুত ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

মিল্ক [ই] *বি* দুধ। 'হরলিকস মিল্ক তৈরি করে আনুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মিল্ক পাউডার [ই] *বি* গুঁড়া দুধ। 'মিল্ক পাউডার দিয়ে চা খেতে খেতে সকাল ... একেবারেই বিস্বাদ হয়ে আসে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

মিশ[১] [স মিশ্র] *বি* মিল। 'সেই জগৎ বিধাতার জগতের সঙ্গে মিশ খাইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মিশ খাওয়া *ক্রি* খাপ খাওয়া বা মেলা। 'মেয়েতে জলেতে বেশ মিশ খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মিশ[২] [আ মিসি] *বিণ* ঘোর; গাঢ়। 'শাড়ির চওড়া পাড়, শাদা শাড়ি, মিশকালো পাড়।' *বুদ্ধ*, ১৯৩৭।

মিশকালো *বিণ* ঘোর কালো; মিসির মতো কালো। 'মিশকালো রঙ চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মিশ মিশ *বিণ* ঘন কালো। 'বোল তার ফিস ফিস/ চুল তার মিশ মিশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মিশমিশে ১ *বিণ* ঘোর কালো রংবিশিষ্ট। 'গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা।' *সুকুমার*, ১৯১৮। ২ *বিণ* খুব গাঢ়; ঘোর। 'কালো মিশমিশে সরু দেহ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

মিশন [ই] ১ *বি* লক্ষ্য। 'ওর কি আর কোন মিশন আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* ব্রত। 'পুরাতন দেবতাকে আধুনিক করে তোলাই আমার মিশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ *বি* ধর্মপ্রচার-সঙ্ঘ বা সমিতি। 'স্কুলে যাওয়ার চেয়ে মিশন, সেবাশ্রম প্রভৃতিতেই ঘুরে বেড়াত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মিশনরি, মিশনরী [ই] ১ *বি* খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। 'মিশনরি রাঙ্গা নাপ দংশে ভাই যারে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* খ্রিস্টধর্ম প্রচারে নিযুক্ত। 'কতিপয় মিশনরী রমণী গল্প ও হাস্য পরিহার করিতেছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মিশন হাউস [ই] *বি* খ্রিস্টানদের ধর্মপ্রচার কেন্দ্র। 'ইনি মিশন হাউসে আদর্শ রমণী।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মিশনারি, মিশনারী [ই] ১ *বিণ* খ্রিস্ট ধর্মপ্রচার সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত। 'মিশনারি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদিগকে সাধুবাদ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। 'মিশনারিরা যে অত্যল্পমাত্র বৃত্তি দিতেন ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮; 'সকল বিধি-ব্যবস্থা কার্য্যে করণার্থ ... উপযুক্ত মিশনারী প্রস্তুত করার আবশ্যক।' *সওগাত*, ১৯২৯।

মিশনারি-বিদ্যালয় [ই মিশনারি+স বিদ্যালয়] *বি* মিশনারিদের পরিচালিত বিদ্যালয়। 'মিশনারি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদিগকে সাধুবাদ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মিশমি *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই খামটি, সিংফো, মিশমি, চুলকাটা মিশমি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা কুকী ... ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মিশর [আ] *বি* আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পুবে অবস্থিত দেশবিশেষ। 'বেবিলন এসিরিয়া মিশর দুর্ব্বল ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। দ্র মিসর

মিশরী *বিণ* মিশরদেশীয়। 'মিশরী মুসলিমে ও বাঙালি মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মিশরীয় [আ মিসর+স ঈয়] *বিণ* মিশরদেশীয়। 'মিশরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মিশোরি *বিণ* মিশরের বংশজাত। 'এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মিশল দ্র মিশেল

মিশাওন *বি* মেশানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মিশানো, মিশান[১] [স মিশ্র>] ১ *ক্রি* মিশ্রিত করা। 'সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* মিলিত করা। 'সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **মিশায়** *ক্রি* মিশ্রণ করে। 'সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মিশায়ে** *ক্রি* মিশিয়ে; মিশ্রিত ক'রে। 'সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **মিশায়্যা** *ক্রি* মিশিয়ে। 'চালু গুড় মিশায়্যা তুলিয়া রাখে তালে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মিশে যাওয়া *ক্রি* মিলিয়ে যাওয়া। 'বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মিশান[২] *বিণ* মিশ্রিত। 'তাহাতে আরবী পারসী শব্দ মিশান থাকে।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮।

মিশামিশি [স মিশ্র>] ১ *বি* ধস্তাধস্তি। 'খেচাখেচি মিশামিশি করএ অবিশ্রাম।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* একটির সঙ্গে আরেকটির মিশে থাকা। 'পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্যাম রূপের রাশি রাশি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৩ *বি* মেলামেশা। 'স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে এত মিশামিশি হয় যে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মিষামিষি [স মিশ্র>] *বি* মেশামেশি। 'দুই হস্তী মিষামিষি দন্তে দন্তে কথাকথি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মিসামিসী [স মিশ্র>] *বি* ঘনিষ্ঠতা। 'আজ বড়ই মিসামিসী ঘেঁসাঘেসী।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মিশাল [স মিশ্র>] *বিণ* মিশ্রিত। 'তিন চারি সালের লবণ মিশাল থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মিসাল [স মিশ্র] *বি* মিশ্রিত দ্রব্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মিশি, মিশী [আ মিসি] *বি* তামাকের গুঁড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি দাঁতের মাজন। 'মিশী দাঁতে ঘষা মাথা, গোট কোমরে হাতে বেয়ালা।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'শরীর ডিগডিকে, পইতে গোচ্ছা করে গলায়, দাঁতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশি।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **মিসি**

মিশিকালো *বিণ* মিশির মতো কালো; ঘন কালো। 'মিশিকালো মোষেকালো নিকষ কালো চিকন কালো আলাদা আলাদা রং।' *অবন*, ১৯২৫।

মিষি [আ মিসি] *বি* মিসি; তামাকের গুঁড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি দাঁতের মাজন। 'দাঁত গেল মিষি কি ঘষিব দন্তমূলে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মিশুক [স মিশ্র>] *বিণ* মিশতে পটু; স্বভাবত মিশতে পছন্দ করে এমন। 'অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক লোক নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মিশুকে *বিণ* মিশুক। 'তারা অনেক বেশি মিশুকে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মিশেল, মিশল [স মিশ্র>] *বি* মিশ্রণ। 'বাঙালির মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেছে, এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'মানুষের মধ্যে মিশেল চলছে, বনমানুষের মধ্যে মিশেল নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মিশোল ১ *বি* মিশেল; মিশ্রণ। 'ছোটো এবং কত বড়োর মিশোল আলাদা করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* মিশ্রিত। 'পাটল রঙের গাই গোরুটি আর মিশোল রঙের বাছুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মিশ্র[1] [স] ১ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* চিকিৎসক; মীমাংসক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিশ্র[2] [স] ১ *বিণ* একীভূত। 'মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি নিগড়।' *মাইকেল*, ১৮৬২। ২ *বিণ* সংকর। 'মিশ্রজাতীয় নেপালী ... সকলে আপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* মিশ্রণজাত। 'বাংলার মতো মিশ্রভাষা এক উর্দু বাদ দিলে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই।' *প্রমথ*, ১৯২২।

মিশ্রকেশী *বিণ* জটাধারী। 'মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি নিগড়।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মিশ্রজাতীয় [স] *বিণ* সংকর জাতীয়। 'মিশ্রজাতীয় নেপালী ... সকলে আপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মিশ্রভাষা *বি* বহু ভাষার মিশ্রণজাত ভাষা। 'বাংলার মতো মিশ্রভাষা এক উর্দু বাদ দিলে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই।' *প্রমথ*, ১৯২২।

মিশ্রার্দ্ধমাগধী [স মিশ্র-অর্ধ-মাগধী] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... মিশ্রার্দ্ধমাগধী শকা আভীরী শ্রবন্তী দ্রাবিড়ী ঔড্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহ্লিক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মিশ্রিত [স] ১ *বিণ* মিশানো। 'স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'স্রোতজলে যে সমস্ত কর্দমাদি মিশ্রিত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'এ সমুদয় ঘোল আনাতে মিশ্রিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মিশ্রিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* মিলিতভাবে। 'এই ত্রিমূর্ত্তি মিশ্রিতভাবে জাত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মিশ্রিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সংযুক্ত। 'গৌর নদী কাটাইয়া আপন গঙ্গের নিকটবর্ত্তি বক্রেশ্বরী নদীতে মিশ্রিতা করাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

মিশ্রিসাঁচ *বি* শুকনা মিষ্টি খাবারবিশেষ। 'মিশ্রিসাঁচ চিনির ফেনি ক্ষীর তক্তি সরে চিনির ফেনা এলাচদানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মিশ্রী [আ মিসর>] *বি* স্ফটিকের মতো দানাবাঁধা চিনি। 'চানাচুর চাটনি কি মিশ্রী।' *অন্নদা*, ১৯৪৩। *দ্র* **মিছরি**

মিষ্ট [স] ১ *বিণ* মিষ্টি স্বাদের। 'ভাল মিষ্টপ্রসাদ লইয়া প্রভুকে নিবেদন করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মিষ্টান্ন। 'মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* প্রীতিদায়ক। 'নামটি বড়ো মিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* কোমল। 'দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী দ্রুতভাষিণী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরঝি।' *তারা*, ১৯৪২। *দ্র* **মিষ্টি**

মিষ্ট অন্ন [স] *বি* পায়েস। 'ঘৃতে পুরি খুরি/ মিষ্ট অন্ন বন্ধুজনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিষ্টঅন্ন [স মিষ্ট+স অন্ন] *বি* মিষ্টান্ন। 'মিষ্টঅন্ন পানে তারে করাল্য ভোজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিষ্টক [স] *বিণ* মিষ্ট। 'অখণ্ডক পিষ্টক খেতে অতি মিষ্টক।' *অন্নদা*, ১৯৪৬।

মিষ্ট জল [স] *বি* পানীয় জল। 'সেখানে লবণাম্বু ব্যতিরেক মিষ্ট জল দুর্লভ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মিষ্টতম [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট। 'শুনিতেছি বাণী – মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

মিষ্টতা [স] *বি* মধুরতা। 'মিষ্টতা আধার হেতু আরো মনোহর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মিষ্টত্ব [স] *বি* মধুরতা। 'মধুর মিষ্টত্ব ও উৎকৃষ্টতা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মিষ্টপ্রয়োগ [স] *বি* নির্ভুল প্রয়োগ। 'সংস্কৃত শব্দের মিষ্টপ্রয়োগ না হলেও দুষ্টপ্রয়োগ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মিষ্টবচন [স] *বি* মিষ্টি কথা। 'তুষ্ট করেন মিষ্ট বচনেতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মিষ্টবাক্য [স] *বি* মধুর কথা। 'প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ/ চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অনুবর্তী গণের এই মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিষ্টভাষ [স] *বি* মধুর কথা; সুখকর কথা। 'টান যখন মরণ-ফাঁসি বল নাকো মিষ্টভাষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিষ্টভাষিণী [স] *বি স্ত্রী* মিষ্টি কথা বলে যে। 'শান্ত শিষ্ট মিষ্টভাষিণী।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

মিষ্টভাষিতা [স] *বি* সুন্দর কথা বলার গুণ। 'মহারাজের ... কি অমায়িকতা! কি মিষ্টভাষিতা!' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মিষ্টভাষী [স] *বি* মুখের ভাষা মিষ্টি যার। 'বিশেষতো মিষ্টভাষী ও উদ্দম দাতা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মিষ্টমুখ [স] ১ *বি* মিষ্টান্ন ভোজন। 'একটু মিষ্টমুখ করিয়া আপনাকে যাইতেই হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষা। 'বাড়িতে গিয়া মিষ্টমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মিষ্টমুখো *বিণ* মধুরভাষী। 'অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মিষ্টস্বাদ [স] *বি* মিষ্টির মতো লাগে এমন বোধ। 'লবণ বা চিনি মিশ্রিত করিলে, সমুদায় জল, লবণ বা মিষ্টস্বাদ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মিষ্টাই [স মিষ্ট>] *বি* মিঠাই। 'দধি দুগ্ধ মিষ্টাই জতেক প্রকার।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

মিষ্টান্ন [স মিষ্ট>] ১ *বিণ* মিষ্ট স্বাদযুক্ত। 'কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পায়েস। 'মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া থাকেন।' *কেরী*, ১৮০১। ৩ *বি* মিষ্ট দ্রব্য। 'হালইকরেরা মিষ্টান্ন পর্কান্ন বেচিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

মিষ্টার্ন্ন [স মিষ্ট>] *বি* পায়েস; মিষ্টান্ন। 'মিষ্টার্ন্ন দধি লৈয়া জমুনার তিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিষ্টালাপ [স] *বি* মধুর আলাপ। 'তাহারদিগের সহিত মিষ্টালাপ ও প্রলাপ আদি নানা আলাপ বিলাপ করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মিষ্টার [ই] *বি* নামের আগে সম্মানসূচক উপাধি। 'আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলেন মিষ্টার ভাল্‌ডিস্‌!' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মিষ্টি [স মিষ্ট>] ১ *বিণ* মিষ্টত্ব আছে এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* মিষ্টি খাদ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* অমায়িক; বিনয়ী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৪ *বিণ* সুমধুর। 'ছেলেটির কথাগুলি যে মিষ্টি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৫ *বিণ* আরামদায়ক। 'শীতকালের দুপুরবেলাকার বাতাসের মতো বেশ একটি মিষ্টি হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বিণ* আদরের যোগ্য। 'সে পাগলি, সে এমন মিষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৭ *বি* মাধুর্য। 'মনে ঠিক জেনো আসল মিষ্টি –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৮ *বিণ* প্রীতিদায়ক। 'কথার মধ্যে মিষ্টি অংশ অনেকখানিই হবেক ধ্বংস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৯ *বিণ* তৃপ্তিকর। 'গভীর তৃষ্ণার পর এই এক চুমুক জল, সে কত মিষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২২। *দ্র* **মিষ্ট**

মিষ্টি আলু *বি* মিষ্টি স্বাদযুক্ত এক প্রকার আলু। 'বনের কাঁকরোল কি মিষ্টি আলু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মিষ্টিমধুর [স>] *বিণ* সুমধুর। 'মিষ্টিমধুর আশার কথার জন্য খাখা করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মিষ্টি মিষ্টি ১ *বিণ* আকর্ষণীয়। 'খুব মিষ্টি মিষ্টি করেই বলব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল ও কোমল। 'সেই যে বাবরী-চুলওয়ালা, মিষ্টি মিষ্টি মুখ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মিষ্টিমুখ [স মিষ্টমুখ] *বি* মিষ্টান্ন ভোজন। 'এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মিষ্টিমুখী [স মিষ্টমুখী] *বিণ* মধুর ভাষায় কথা বলে এমন। 'তোমাদের ঐ মিষ্টিমুখী সুন্দরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মিষ্টিরোদ *বি* উপভোগ্য রোদ। 'শীতের মিষ্টিরোদ ইস্কুলের নেড়ে প্রাঙ্গণেও।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মিষ্টি লাগা *ক্রি* ভালো লাগা। 'তার মোটা মোটা ফুলো হাতটা গায়ের উপর এমনি মিষ্টি লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মিষ্টিলোভী *বিণ* মিষ্টির জন্য লোলুপ। 'সেই রসের ফোঁটার সঙ্গে একদল মিষ্টিলোভী পিঁপড়া ...।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

মিষ্টিক [ই] *বি* অতীন্দ্রিয়তা; রহস্যময়তা। 'এইখানে মিষ্টিক আসে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মিস[১] [স মিশ্র>] *বি* মিল। 'রাজার পাইকে সাধুর পাইকে হইল মিস।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মিস[২] [ই] *বি* অবিবাহিতা মেয়ের আখ্যা। 'একটা ঈভনিং পার্টিতে মিস– আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মিসি বাবা [ই মিস+বাবা] *বি* অবিবাহিতা প্রভুকন্যা। 'গান গাহে মিসি বাবা শুনিয়া শুধায় হাবা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মিস[৩] [আ মিসি] *বিণ* ঘোর মিসির মতো। 'টাকপড়া, মিসকালো এবং বিপুল শরীর তাঁর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মিসকালো [আ মিসি+কালো] *বিণ* মিসির মতো কালো; গাঢ় কালো। 'টাকপড়া, মিসকালো এবং বিপুল শরীর তাঁর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মিস করা [ই মিস+করা] *ক্রি* আরোহণে ব্যর্থ হওয়া। 'লন্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস করেছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মিসকিন [আ] ১ *বি* নিঃস্ব ব্যক্তি। 'হজরতের নাম তসবি করে/ যাব রে মিসকিন বেশে।' *নজরুল*, ১৯৩২। ২ *বিণ* নিঃস্ব। 'আমরা গরিব, ভিক্ষুক, মিসকিন।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মিসকিনী [আ মিসকিন] *বি* দুঃখযাতনা; দুরবস্থা। 'মুফলেসী আর মিসকিনী কি মুসলিমের কিসমতী?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিসতিরি [প] *বি* মিস্ত্রি; কারিগর। 'একজন মিসতিরি অস্ত্র তৈরি করত।' *নজরুল*, ১৯২৭। *দ্র* **মিস্ত্রি**

মিসনরি, মিসনরী [ই] *বি* খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। 'মিসনরি প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'পালে পালে মিসনরীগণ দেশ দেশান্তর বহির্গত হইয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। *দ্র* **মিশন**

মিসিনরি [ই] *বি* খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। 'মিসিনরিদের পাঠশালায় ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

মিস্যনরি [ই] *বিণ* ভারতবর্ষে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারক। 'মিস্যনরি সাহেবেরদের রচিত গ্রন্থের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মিসফর্চুন [ই] *বি* দুর্ঘটনা। 'একটা মিসফর্চুন না হয়ে যায় আজ!' *নজরুল*, ১৯৩০।

মিসমার [আ মিসমার] *বি* ধ্বংস। 'মিসমার হল তোমার ইরাক শাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মিসমিসে [স মসী] *বিণ* গাঢ়। 'একটি মিসমিসে কালো গাউনের উপর একটি ডগডগে হলদে জ্যাকেট।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মিসর [আ] *বি* আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত দেশবিশেষ। 'মিসর দেশীয়েরা এমনি বা অসিরিসকে, ... অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। *দ্র* **মিশর**

মিসরতত্ত্বজ্ঞ [আ মিসর+স তত্ত্বজ্ঞ] *বি* মিশর দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'মিসরতত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মিসরী [আ] ১ *বি* মিশর দেশের অধিবাসী। 'আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* মিশরদেশীয়। 'স্মৃতির মিসরী বীজ মন্বন্তরে যথারীতি মজে ... ফোটাবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মিসরী শব [আ মিসর+স শব] *বি* মমি। 'সমাধিতে ছিল সংগোপন যে মিসরী শব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মিসরি [আ মিসর>] *বি* জমাট বাঁধা চিনি। *মানোএল*, ১৭৪৩। *দ্র* **মিছরি**

মিসল [আ মিছল] *বি* মিছিল। 'মিসল মাফিক ঐ রাজবাটীর দ্বার আর কোম্পানীর কুটীর সম্মুখ রাস্তা দিয়া কালিকাপুর হইয়া ঐ দুই ক্রোশ ফিরিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মিসানো [স মিশ্র>] *ক্রি* মিশ্রিত করা। 'খণ্ডে মিসাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **মিশানো**

মিসি [আ] *বি* তামাকের গুঁড়া ইত্যাদির তৈরি দাঁতের মাজনবিশেষ। 'গোঁপ ছাটিয়া দাঁতে মিসি দিয়া ... বেড়াইতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মিসিএছ [ই মেসার্স] *বি* মিস্টারের বহুবচন। 'মিসিএছ ফেরলি এন কো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যালগে, ১৭৯১।

মিসিল[1] [আ মিছ্‌ল] *বি* সভা। '১১ আকটোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মিসিল[2], **মিসাইল** [ই] *বি* ক্ষেপণাস্ত্র। 'এয়ার-টু-এয়ার মিসিল পাওয়ারও প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

মিসেস [ই] *বি* বিবাহিত নারীর উপাধি বিশেষ। 'মিস অথবা মিসেস অমুককে নিশিভোজনে নিয়ে যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মিসিস [ই mistress, Mrs] *বি* বেগম; শ্রীমতী। 'মিসিস এনি বেশান্তের 'ইসলাম' শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিলে বাস্তবিক মোহিত হইতে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মিস্টার, মিসটার [ই Mister, Mr] *বি* ভদ্রলোকের পদবি; ভদ্রলোকের নামের আগে ব্যবহৃত সম্মানসূচক ইংরেজি শব্দ। 'মিস্টার নন্দীর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'গুডবাই মিসটারস এবং থ্যাঙ্কস।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মিস্টিক [ই] ১ *বিণ* রহস্যময়। 'পাইতেছি সেই একই অধ্যাত্ম জগৎ, রহস্যালোক মিস্টিক আবহাওয়া।' *সবুজ*, ১৯২১; 'পুরুষ একদিন ছিল মিস্টিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বিণ* অতীন্দ্রিয়বাদী। 'তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা ঈশার শবোথান।' *জীবন*, ১৯৪৪।

মিস্টিরিয়স [ই] *বিণ* রহস্যজনক। 'কবিত্বশক্তি অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ মিস্টিরিয়স।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মিস্টিসিজম [ই] *বি* অতীন্দ্রিয়বাদ। 'এ সকল কথা মিস্টিসিজম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মিস্ত্রি[1] [পা] *বি* বংশনাম-বিশেষ। *মেয়র্স*, ১৭৬৮।

মিস্ত্রি[2], **মিস্ত্রী**, **মিস্তিরি** [প] ১ *বি* কারিগর। 'অনেক গোরা বাড়ুই মিস্ত্রী হইয়া ঐ ব্যবসায় ভক্ষণ।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'রাজমিস্ত্রির বেশপরিগ্রহ ও কর্ণিক ধারণ পূর্বক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* রাজমিস্ত্রি। 'মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি হলুদবাড়ি।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

মিস্ত্রিগিরি, মিস্ত্রীগিরি [প মিস্ত্রি+ফা গিরি] *বি* মিস্ত্রির কাজ। 'বার্ন কোম্পানির কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'মনে আছে দাদার মিস্ত্রীগিরির কথা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মিহরাব [আ] *বি* মসজিদের কাবামুখী কুলুঙ্গি। 'পশ্চিম দেওয়ালে মিহরাব তোলা হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিহি, মীহি [ফা মিহিন] ১ *বিণ* সূক্ষ্ম। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* পাতলা। 'মিহি সোমুরা তিন হাজার থান নয়ানযুক কাপড় সাত সওখান গুড়াচুন ছয় নৌকা।' *ওর্সা*, ১৭৮২; 'উত্তম মিহি কাপড় পরিধান করিবা তাহাতে যেন গাঁয়ের লোমাদি এবং নিতম্বের প্রতি তৃতি দেখা যায়।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'মীহি মলমল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* নরম; মসৃণ। *ওর্সা*, ১৭৮২। ৪ *বিণ* সরু। 'মিহি কোমর বাঁধো কষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বিণ* কোমল; মৃদু। 'গলা বেশ-একটু মিহি হয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মিহিদানা [মিহি+ফা দানহ্] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মিহিসুন্দর [মিহি+স সুন্দর] *বিণ* মৃদু স্বরযুক্ত। 'মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহিসুন্দর হাসির ঝঙ্কার।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মিহিসুর [মিহি+স সুর] *বি* কোমল সুর। 'মিহিসুরের মহাকবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মিহিসুরী [মিহি+স সুর>] *বিণ* কোমল সুরবিশিষ্ট। 'জেলে বো'র মন মিহিসুরী গানে উজানীর বাঁকে ধায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

মিহিন [ফা মিহিন] *বিণ* স্নিগ্ধ। 'ওরে দে এই মিহিন হাওয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

মিহির [ফা] *বি* সূর্য। 'মিহির প্রভাবে যেন নিশাকর প্রভা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মিহির-কিরণ [স] *বি* সূর্যের আলো। 'মিহির-কিরণে ওগো শুষিল শিশির।' *নজরুল*, ১৯২২।

মীটিস [ই] *বি* একটি গ্রহাণুর নাম। 'প্রধান নব গ্রহ ব্যতিরিক্ত ফোরা, বিক্টোরিয়া, বেষ্টা, আইরিস, মীটিস ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মীঠ [স মিষ্ট] *বিণ* মিষ্ট। 'হম না বুঝিএ রস তীত কি মীঠ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মীথলজি [ই] *বি* পুরাণ। 'আদিম মীথলজি ছাড়া ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বপ্রকৃতিও আধুনিক কবিদের মনে সার্থক প্রতীকের বহু উপাদান যুগিয়েছে।' *শিব*, ১৯৭৩।

মীন [স] ১ *বি* মাছ; মৎস্য। 'বেদ উদ্ধারিতেঁ কৈলোঁ মীন অবতার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রাশিচক্রের একটি রাশি। 'কুম্ভ মীন আদ্য চক্র মধ্যে স্থিতি হএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মীনকন্যা [স] *বি* মৎস্যকন্যা। 'জলমাঝে মীনকন্যা করিলা গমন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মীনরাজ [স] *বি* মাছের রাজা। 'মীনরাজ রোহিত অহিতকর নয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মীন-শিকারী [স মীন+ফা শিকারী] *বি* বড়শি দিয়ে মাছ ধরে যে। 'মন-ভিখারী মীন-শিকারী মুখের পানে চায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মীনাবাজার [ফা] *বি* প্রদর্শনী বাজার। 'সহকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মীনাবাজারটি সাফল্য লাভ করে।' *বেগম*, ১৯৬৮; 'মীনাবাজারের কোলে গভীর হ্যাজাক।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

মীমাংসক [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) মীমাংসাদর্শন শাস্ত্রী। 'তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মীমাংসনীয় [স] *বিণ* মীমাংসা করা যায় এমন। 'সন্দেহ ঘটলে তোমার দিদির কাছে মীমাংসনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মীমাংসা [স] ১ *বি* দর্শন বিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'ব্যাকরণ দুই সংপ্রদায় ও ন্যায় এক। ও মীমাংসা এক।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সিদ্ধান্ত। 'রিপোর্ট এবং তৃতীয় সতীর বিষয়ে যে সকল মীমাংসা হইয়াছে তাহার চুম্বক ইঙ্গরেজী ভাষাতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র এক পুস্তক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* সমস্যা সমাধান। 'কোন স্ত্রীকে এক প্রহেলিকার প্রশ্ন করিলে তাহার মীমাংসা জন্য তিনি দিবানিশি উৎকণ্ঠিতা রহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মীর [ফা] *বিণ* প্রধান। 'বিচারাধ্যক্ষের মীর মুন্সী অর্থাৎ কর্মকর্ত্তা হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মীরমুন্সী [ফা] *বি* প্রধান কেরানি। 'যদি সিরিশ্‌তাদার মীরমুন্সী পেস্কার নাজীর ইত্যাদির কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

মীরজাফর [ফা] *বি* বিশ্বাসঘাতক। 'নেপথ্যে মীরজাফর বঙ্কিম গোঁফের নিচে মুচকি হাসেন।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মিরজাফরী *বিণ* বিশ্বাসঘাতের মতো। 'অন্যান্য কর্মচারীরাও যেন মিরজাফরী ভাব নিলো।' *বাংলার মুখ*, ১৯৭১।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীলা[1] [স মিল্>] *ক্রি* মিলিত হওয়া। **মীলব** *ক্রি* মিলবে। 'কত কত জনমক পুন ফলে মীলব সে হেন গুণবতী রাধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মীলল** *ক্রি* মিলিত হলো। 'সহচরি সনে ধনি মীলল তাহি।' *শেখর*, ১৬০০।

মীলা[2] *ক্রি* উন্মীলিত করা। 'দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মীলিত [স] *বিণ* বোজা। 'দিনের চোখ মীলিত।' *নীরেন*, ১৯৫৬।

মু [স মুখ] *বি* মুখ। 'কর্পূর তাম্বুল বিনা সুখাইল মু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মু-শশী [স মুখশশী] *বি* মুখরূপ শশী; চাঁদমুখ। 'ভরেছে বে-দাগ মু-শশী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মুআজ্জিন [আ] *বি* (ইসলাম) আজান দেয় যে। 'তোমার ডাকে জমালো জামাত মুআজ্জিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মুই *সর্ব* আমি। 'মুই কৃষ্ণ কোলে বসি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুঃখ [স মূর্খ] *বিণ* মূর্খ। 'নই নিতান্ত মুঃখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুক [স মুখ] *বি* মুখ। 'কাপড়ে চাপিয়া মুক ঢাকে কলেবরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **মুখ**

মুক করা *ক্রি* গালাগাল করা। 'কত্তা মুক করেছেন?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মুকের অমৃত *বি* থুতু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুকত [স মুক্ত] *বিণ* খোলা। 'মুকত মাথার চুল রাশি সব ব্যাকুল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুকতি, মুকতী [স মুক্তি] **১** *বি* পরিত্রাণ। 'যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হএ মুকতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* মুক্ত। 'কেমন উপাএ হৈব মজনু মুকতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মুকুতি [স মুক্তি] *বি* মুক্তি; পরিত্রাণ। 'মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুকল [স মুক্ত] *বিণ* মুক্ত। 'চিঅরাঅ সহাবে মুকল।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

মুকলিত [স মুক্ত] *বিণ* মুক্ত। 'মুকলিত দ্বার অভ্যন্তরে অনুসারী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুকাই *বি* ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। 'হেন কালে আসিল তথা মুকাই ব্রাহ্মণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মুকানো [স মুক্ত] *ক্রি* মুক্ত করা। **মুকাইতে** *ক্রি* প্রকাশ করতে। 'মুকাইতে না পারে মুনাফেকে চরিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **মুকাইয়া** *ক্রি* মুক্ত ক'রে। 'সিকা মুকাইয়া ভাত খাই জমুনার তিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মুকাইল** *ক্রি* মুক্ত করলো; খুলে দিলো। 'দ্রৌপদি মুকাইল কেস পন কৈল বিসেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুকাম [আ মাকাম] *বি* সদর। 'যথায় আলিফ মুকাম বাড়ি সফিউল্লা তাহার সিঁড়ি।' *লালন*, ১৮৯০।

মুকি [স মুখী] *বি* কন্দবিশেষ। 'উভয় চরণ যেন মুকি ভরা ওল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মুকুজ্জেমশাই *বি* মুখোপাধ্যায় মহাশয়। 'টিপ্পনি কেটে হাসলেন মুকুজ্জেমশাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুকুট [স] **১** *বি* শিরোভূষণ। 'মুকুট ভাঁগিআঁ সব পেলাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সেরা অলংকার। 'তব ধৈর্য দৈববীর্য। নম্রতা তোমার সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মুকুটচূড়া [স] *বি* শীর্ষচূড়া। 'আমার শ্যামের মুকুটচূড়া শিখী/ নেচে ফেরে বন-ভবনে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মুকুট-পরা *বিণ* মুকুট পরে আছে এমন। 'চাঁদের মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মুকুটমণি [স] **১** *বি* মুকুটের মণি। 'ভারতের আগ্রানগরস্থ, ভাস্করশিল্পের মুকুটমণিস্বরূপ, সম্রাট সাজাহানের অতুলকীর্তি তাজমহল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* পরম মূল্যবান বস্তু। 'এই যে আমার ব্যথার খনি জোগাবে ওই মুকুট-মণি - মরণদুখে জাগাবে মোর জীবনল্লভে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুকুটমণ্ডল [স] *বি* মুকুট-চূড়া। 'পদ্মনিধি মুকুটমণ্ডলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুকুট-মাথে *ক্রিবিণ* মুকুট মাথায় দেওয়া অবস্থায়। 'মুকুট-মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুকুটিত [স] *বিণ* মুকুটের মতো শোভমান। 'তাঁহার চরিতগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মুকুটি [স মুষ্টি] *বি* মুষ্টি। 'মারিল মুকুটি ভিণ্ডি আপনা শকতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুকুত [স মুক্ত] *বিণ* খোলা। 'গোপ্তবেশ মুকুত কেশ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মুকুতা [স মুক্তা] *বি* মুক্তা। 'গিএ তোর/ মুকুতার হার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুকুর [স] *বি* আয়না। 'মুকুর লই অব করই সিঙ্গার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মুকুল[1] [স] **১** *বি* অর্ধবিকশিত ফুলের কলি। 'আম্বার মুকুলে নাহি পাএ মধুভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পুষ্পমঞ্জরি। 'চুত মুকুল কুল সঙ্কুলদলিকুল গুন গুন রঞ্জন গানে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মুকুলি [স মুকুল>] *বিণ* ফুলের মতো। 'সুখে ডগমগ মুকুলি মন!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মুকুলিকা [স] *বি* ছোটো কুঁড়ি। 'পীত তড়িত বর্ণে হেম-মুকুলিকা কর্ণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুকুলিত [স] **১** *বিণ* অর্ধ-প্রস্ফুটিত। 'মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বিকশিত। 'কুচযুগল মুকুলিত না হইতে হইতেই বিবাহ দিবে, এই বিধি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মুকুল[2] [স মুক্ত] *বিণ* মুক্ত। 'পিঞ্জর হইতে পক্ষী হইল মুকুল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুকুলা [স মুকুল>] *ক্রি* মুকুল ধারণ করা। **মুকুলিল** *ক্রি* মুকুল ধারণ করলো। 'আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুকোস [স মুখ-কোষ] *বি* মুখোশ। 'পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **মুখোশ**

মুক্ত [স] **১** *বিণ* নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত। 'সাঁপে মুক্ত কৈল দুই কুবের নন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* অবারিত। 'মুক্ত সব লীলা তত্ত্ব করি কৃষ্ণ ভজে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* চালু। 'সাহেবের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র মুক্ত হওনোপকার চিরস্মরণার্থ যে অট্টালিকা নির্মাণকরণের কল্প হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **৪** *বিণ* খোলা। 'পাঠশালা রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন ... মুক্ত থাকিয়া ... বিদ্যা শিক্ষা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৫** *বিণ* অব্যাহতিপ্রাপ্ত। 'শ্রীযুত আদাম সাহেব ষ্টৈসিনরি কমিটির ক্লেশকর কর্ম্মহইতে মুক্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৬** *বিণ* অবাধ; উদার। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৭** *বিণ* স্বাধীন। 'তা হলে আমি মুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৮** *বিণ* দূরীভূত। 'মুক্ত করো ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৯** *বিণ* বিযুক্ত। 'কমিউনিজমের দূষিত আবহাওয়া থেকে ... সমাজকে মুক্ত রাখতে

AMARBOI.COM

অনুরোধ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মুক্ত-ইচ্ছা [স] *বিণ* স্বাধীন। 'বিত্তশালীও মুক্ত-ইচ্ছা নয়।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

মুক্তকচ্ছ [স] **১** *বিণ* কাছাখোলা। 'মুক্তকচ্ছ হইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* হন্তদন্ত; অতি ব্যস্ত ও ব্যাকুল। 'মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলামখানার দিকে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মুক্তকণ্ঠ [স] *বি* উচ্চকণ্ঠ। 'আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'ডুগুড সাহেবকে মুক্তকণ্ঠে শত শত ধন্যবাদ।' *সুধ্যবর্ষণ*, ১৮৫৫।

মুক্তকৃপাণ [স] *বি* কোষমুক্ত তরবারি। 'মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মুক্তকেশ [স] *বিণ* চুল খোলা আছে এমন। 'চতুর্ভুজ মুক্তকেশ করেতে খর্পর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'মুক্তকেশে, ম্লান বেশে, সজল নয়নে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মুক্তকেশা [স] *বিণ স্ত্রী* চুল খোলা এমন। 'বিস্রস্ত আকুল দেহে মেঘপ্রায় তুমি মুক্তকেশা।' *আহসান*, ১৯৫৯।

মুক্তকেশী [স] *বিণ স্ত্রী* চুল খোলা আছে এমন। 'মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তরা।' *ভারত*, ১৭৬০; 'একটী মুক্তকেশী স্ত্রীকে বসাইয়া দিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মুক্তচিত্ত [স] *বিণ* উদারমনা। 'মুক্তচিত্ত দ্রোহী ও নাস্তিক মানববাদীর অনুপস্থিতি ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মুক্তজীবন [স] *বি* বন্ধনহীন জীবন। 'মানুষের মুক্তজীবনের প্রবাহ চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মুক্তজ্যোতি [স] *বি* উদার দৃষ্টি। 'তাহাদের নয়নে আজ মুক্তজ্যোতি বিস্ফারিত।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্ততা [স] *বি* স্বাধীনতা। 'শ্রমের দ্বারা যে মুক্ততা প্রাপ্তি হয় তাহা দাসত্বের অত্যন্ত উজ্জ্বলাবস্থা হইতে ভাল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মুক্তদৃষ্টি [স] *বি* বাধাহীনভাবে দেখার ক্ষমতা। 'একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মুক্তদ্বার [স] *বি* খোলা দরজা। 'এবে মুক্তদ্বার তোমার আমার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মুক্তধর্ম, মুক্তধর্ম্ম *বি* সামাজিক বন্ধন নেই এমন ধর্ম। 'অনাচারের সহায়ে মুক্তধর্ম্ম, ঘোর তমিস্রের সহায়ে দিব্যজ্যোতি, নরকের সহায়ে স্বর্গলাভ করাই তান্ত্রিক সাধনা।' *সবুজ*, ১৯২১।

মুক্তধারা [স] **১** *বিণ* অবাধ প্রবাহযুক্ত। 'মুক্তধারা ঝরনাকে বেঁধেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বি* গঙ্গা নদীর উৎস। 'মোরা মুক্ত-ধারার ঝরা-জল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মুক্তপক্ষ [স] **১** *বিণ* প্রসারিত পাখাবিশিষ্ট। 'মুক্তপক্ষ অগ্নি-জিব্রাইল!' *নজরুল*, ১৯২৪; 'মোরা মুক্ত-পক্ষ নভ-চর।' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *বি* মুক্ত পাখি। 'অতএব আমি মুক্তপক্ষ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুক্তপথ [স] *বি* বাধাহীন পথ। 'আমরা সাহিত্যকে সেই মুক্তপথ অবলম্বন করতে বলি।' *প্রমথ*, ১৯১২।

মুক্তপাট [স] *বিণ* দরজা খোলা আছে এমন। 'নগরীর মুক্তপাট গ্রন্থের দোকানে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

মুক্ত-পিঞ্জর [স] *বিণ* খাঁচা থেকে মুক্ত। 'বাহিরিনু মুক্ত-পিঞ্জর বুনো পাখি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্ত পুরুষ [স] **১** *বি* স্বাধীন পুরুষ। 'মুক্ত পুরুষ পুরাণপুরুষ সময় পুরুষ।' *জীবন*, ১৯৪০। **২** *বি* উদার মনের মানুষ। 'দুইজনই ছিলেন জীবনবাদী মানবতব্রতী মুক্তপুরুষ।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মুক্তবন্ধ [স] *বিণ* বন্ধনমুক্ত। 'এস দুর্জয় শক্তি-সম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মুক্তবন্ধন [স] *বিণ* বন্ধন থেকে মুক্ত। 'মুক্তবন্ধন সপ্তসুর তব করুক বিশ্ববিহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মুক্ত-বিথার [স মুক্ত-বিস্তার] *বিণ* মুক্ত ও বিস্তৃত। 'জাগো বেদন নিয়ে, পল্লি-শিশুর মুক্ত-বিথার প্রাণ নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তবিলাস [স] *বি* উচ্ছ্বাস। 'নরককে নরক জানে বলিয়াই নরকের মধ্যে যাহার প্রাণের আনন্দ ও মুক্তবিলাস।' *সবুজ*, ১৯২০।

মুক্তবুদ্ধ [স] *বিণ* মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন। 'নজরুল-সাহিত্য মুক্তবুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি নহে।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

মুক্তবুদ্ধি [স] **১** *বি* উদার বুদ্ধি। 'ধর্মপালনের মূলে যে-একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীনতা তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বিণ* উদার বুদ্ধিসম্পন্ন। 'মুসলিম এবং মুক্তবুদ্ধি হিন্দু সাহিত্যিক সমাজের কর্তব্য।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

মুক্তবেণী [স] **১** *বি* উন্মুক্ত স্রোত। 'মুক্তবেণী এ ত্রিধারা। যুক্ত-বেণী-পারে তারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* খোলা চুল। 'মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বিণ* খোলা চুলওয়ালা। 'আজ মুক্ত-বেণী মেয়ে একাকী চলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তব্যাধি [স] *বিণ* রোগমুক্ত। 'বেঁচে আছি, মুক্তব্যাধি হবোই কোনদিন।' *সিকান্দার*, ১৯৬০।

মুক্তরূপ [স] *বি* কুণ্ঠাহীন ভাব। 'সুধাটুকু পিয়ো আপন মনে মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মুক্তরোধ [স] *বিণ* বাধাহীন। 'শক, হূণ, মোগল, পাঠান কত শত আসিয়াছে মুক্তরোধ বন্যা সম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মুক্তলজ্জা [স] *বিণ* লজ্জামুক্ত। 'ফিরিছেন মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুক্তস্রোত [স] *বিণ* বাধাহীন স্রোতযুক্ত। 'মুক্তস্রোত গিরিনির্ঝরের তলে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মুক্তহস্ত [স] **১** *বি* দরাজ হাত। 'যাহা পায় মুক্তহস্তে তৎক্ষণাৎ ব্যয় করিয়া বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ততা। 'মুক্তহস্তে লিখতে পারি নে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মুক্তহস্ততা [স] *বি* দানশীলতা। 'দরিদ্রতা দূরকরণার্থ মুক্তহস্ততা প্রকাশকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মুক্তহস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* অকৃপণ। 'দানে মুক্তহস্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মুক্তহৃদয় [স] *বিণ* উদারচিত্ত। 'আমাদের মুক্তহৃদয় পিতামহগণ ধ্যান করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* মুক্ত; উদ্ধার। 'এ সঙ্কট হইতে মুক্তা করিতে পারি।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুক্তাঞ্চল [স] *বি* শত্রুসৈন্যমুক্ত অঞ্চল। 'সিলেটের মুক্তাঞ্চলের কোন এক স্থানে ৪০ শয্যাবিশিষ্ট একটি দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে।' *সাপ্তাহিক বাংলা*, ১৯৭১।

মুক্তাত্মা [স] *বি* মুক্ত আত্মা। 'তাহা হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তাবগুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অবগুণ্ঠনমুক্ত। 'মুক্তাবগুণ্ঠিতা মেজোবুকে প্রথম চোখ মেলে চেয়ে দেখল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মুক্তা[১] [স] *বি* ঝিনুকের ভিতরে জন্মে এমন মণিবিশেষ। 'সুরঙ্গ অধর মুক্তা জিনিয়া দশন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুক্তাকণা [স] *বি* মুক্তার কণিকা; ক্ষুদ্র মুক্তা। 'এসো মুক্তাকণায় তুমি মুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মুক্তাপাঁতি [স মুক্তাপঙ্ক্তি] *বি* মুক্তার সারি। 'মুক্তাপাঁতি জিনিঞা দশন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুক্তাফল [স] *বি* মুক্তারূপ ফল। 'মাণিক কুড়ায়ে পেয়েছি গো আমি বিঁধেছি মুক্তাফল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

মুক্তামণি [স] *বিণ* মূল্যবান রত্নের মতো। 'তিল ফুল জিনি নাসা পীযূষ জিনিঞা ভাষা মুক্তামণি দশনের পাঁতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুক্তাময় [স] *বিণ* মুক্তা দিয়ে অলঙ্কৃত। 'মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মুক্তামানিক [স মুক্তা-মাণিক্য] *বি* মূল্যবান রত্নাদি। 'মোর ভিক্ষা ঝুলি হতে মায়ার/ মুক্তামানিক নে মা তুলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মুক্তামালা [স] *বি* মুক্তার মালা। 'পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বকপাঁতি/ নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুক্তামুষ্টি [স] *বি* মুক্তারাশি। 'সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মুক্তালচ্ছা [স মুক্তা>] *বি* মুক্তার অলংকারবিশেষ। 'মুক্তালচ্ছা গলদেশে সাজে শাতনরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুক্তাহার [স] *বি* মুক্তার মালা। 'মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুক্তা[২] *দ্র* মুক্ত

মুক্তাঝুরি [স মুক্তা+মু ঝোলা] ১ *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'মুক্তাঝুরি পাটখোপ পিঠেতে দুলিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'গলায় তোমার সাতনরি হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মুক্তার [আ মুখতার] *বি* মোক্তার; মকদ্দমাদি চালানোর জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি। 'আমি আপন সর্যুর্গথায় খোদ মুক্তারে হরেক চাকুরি করিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

মুক্তাশালী [স] *বি* এক জাতের ধান। 'মুক্তাশালী সীথায় সিন্দুর শোভা পায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মুক্তি [স] ১ *বি* পরিত্রাণ। 'মুক্তি দায়ক করনি কৃষ্ণের চরিত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আটক অবস্থা থেকে ছাড়া পাওয়া। 'সাধিতে মুক্তির পন্থা নাহী কইল জীব হিংসা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* পরম শান্তি। 'আর্য্যেরা এত দিন অপবর্গ, মোক্ষ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি জন্য গভীর কাননে সমাধি করিতেছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৪ *বি* মুক্তির পথ। 'প্রার্থনাকে একমাত্র মুক্তি বলিয়া স্বীকার করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৫ *বি* প্রস্ফুটন। 'তব সুর-সঞ্জীবনে ফুলকলি-দল মুক্তি লাগি, মেলিবে পল্লব।' *আহসান*, ১৯৪৪। ৬ *বি* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তি সৈনিকরা সে কথা টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ জেলের তালা খুলে ...।' *কালান্তর*, ১৯৭১। ৭ *বি* প্রশান্তি। 'লেখার মধ্যেই তাঁর মুক্তি।' *শিব*, ১৯৭৩।

মুক্তি-আন্দোলন [স] *বি* মুক্তির জন্য যে আন্দোলন। 'তারা মুক্তি-আন্দোলনের স্বীকৃতি বা সহায়তা পাচ্ছে না।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মুক্তি-কল্লোল [স] *বি* মুক্তির কলধ্বনি। 'সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তি-কল্লোল শুনিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তি-কাঙাল [স মুক্তি+কাঙাল] *বিণ* মুক্তির জন্যে কাঙাল। 'তাঁহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তিকামী [স] ১ *বিণ* স্বাধীনতা-প্রত্যাশী। 'এই মুক্তিকামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া ...।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* পরিত্রাণ-প্রত্যাশী। 'মুক্তিকামী খলিফা সে, মৃত্যুকামী নহে সে ভ্রাতার।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মুক্তি-ছোঁয়া *বি* মুক্তির স্পর্শ। 'পথচলা পা-র মুক্তি-ছোঁয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তি-জাগরণ [স] *বি* মুক্তির জন্য জেগে ওঠা। 'চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুক্তিতত্ত্ব [স] ১ *বি* মুক্তির মন্ত্র বা সূত্র। 'না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* আত্মার মুক্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব। 'মনে পড়ল পতিসরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রাপালা শুনেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মুক্তিতৃষ্ণা [স] *বি* মুক্তির আকুতি। 'সর্বত্রই ব্যক্তিসত্তার মুক্তিতৃষ্ণা প্রবল প্রাচুর্যে প্রকাশ পেয়েছে।' *শিব*, ১৯৫০।

মুক্তি-তোরণ [স] *বি* মুক্তির দুয়ার। 'ওই খোলে রে মুক্তি-তোরণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তিদাতক [স মুক্তিদায়ক] *বি* মুক্তিদাতা। 'সৃজক পালক নাশক মুক্তি দাতক।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মুক্তিদাতা [স] *বি* ত্রাণকর্তা। 'নতুন মুক্তিদাতার উদ্ভব ঘটেছে।' *আহসান*, ১৯৪৪; 'মুসলমানদিগকে যুগ-যুগান্তের ধর্মীয় ও সামাজিক অত্যাচার-অবিচার হইতে মুক্তিদাতা বলিয়া ভাবিতে লাগিল।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

মুক্তিদাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* লালনপালনকারী। 'তিনি আমার মুক্তিদাত্রী মাতা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মুক্তিদান [স] ১ *বি* বিসর্জন দেওয়া। 'ভগবানের ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে মুক্তিদানই মুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* মুক্তকরণ। 'এখানে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া মুক্তিদান করিলেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মুক্তিদায়ক [স] *বিণ* ত্রাণকর্তা। 'মুক্তিদায়ক প্রভু দেব শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুক্তিদিবস [স] *বি* স্বাধীনতা দিবস। 'মুক্তিদিবস পালনের নির্দেশ দিয়া মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্না ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

মুক্তিদূত [স] *বিণ* মুক্তির বার্তাবাহী। 'হয়তো এখনি কোনো মুক্তিদূত দুরন্ত রাখাল/ মুক্তির অবাধ মাঠে নিয়ে যাবে জনতার পাল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মুক্তি দেওয়া *ক্রি* অব্যাহতি দেওয়া। 'অনেকেরই ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছ তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তি-দোর [স মুক্তি-দ্বার] *বি* মুক্তির দুয়ার। 'তখন আনলে অন্ন পুণ্য-সুধা, খুললে স্বর্গ মুক্তি-দোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তি নেশা [স] *বি* মুক্তির নেশা। 'নারী সমাজচ্যুত হয়েছে মুক্তি নেশায় ছুটতে যেয়ে।' *বেগম*, ১৯৭৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিপণ [স] *বি* মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞা বা সংকল্প। 'রক্ত বিনিময়ে তুমি মানুষের দিলে মুক্তিপণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মুক্তিপত্র [স] *বি* মুক্তির আদেশসূচক পত্র। 'স্বাক্ষর-করা মুক্তিপত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুক্তিপথ [স] *বি* মুক্তির উপায়। 'স্বার্থের বৈরাগ্য আমার মুক্তিপথ নয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুক্তিপদ [স] *বি* পরম শান্তি। 'মুক্তিপদ পাবে সুন হৈয়্যা এক মতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুক্তিপদার্থ [স] *বি* পরম শান্তি। 'অরণ্যে গিয়া ... চরমে চরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মুক্তি-পাগল [স] **১** *বিণ* মুক্তির জন্যে পাগল এমন। 'ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* মুক্তির জন্যে অত্যুৎসাহী। 'মুক্তিপাগল মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তিপাগলামি [স মুক্তি+পাগলামি] *বি* মুক্তির উন্মাদনা। 'বেদুইনদের দুরন্ত মুক্তিপাগলামি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুক্তি-পুলক [স] *বি* মুক্তির আনন্দ। 'তার নতুন-পাওয়া মুক্তি-পুলক অবুঝ!' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মুক্তিপ্রিয় [স] *বি* মুক্তিকামী। 'ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের কূজনে দুজনে তৃপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মুক্তি-প্রেম [স] *বি* মুক্তির জন্য আগ্রহ। 'আর্ত-মানব-হৃদি-প্রহ্লাদ, পাগল মুক্তি-প্রেমে!' *নজরুল*, ১৯২৫।

মুক্তিপ্রেরণা [স] *বি* স্বাধীনতার প্রতি অনুপ্রাণনা। 'মুক্তিপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তিফৌজ [স মুক্তি+ফা ফৌজ] *বি* মুক্তিবাহিনী। 'সে মুক্তিফৌজের গুপ্তচর।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১; 'মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছে নিশ্চয়ই।' *শওকত*, ১৯৭২; 'খোঁজে রাইফেল, গ্রেনেড, মেশিনগান, মুক্তিফৌজ, বিদ্রোহী তরুণ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মুক্তিবাণী [স] *বি* মুক্তির বার্তা। 'ঐক্য, মৈত্রী, একত্ববাদ সত্য মুক্তিবাণী/ ত্যাগের মন্ত্র হে মহামানব, ওস্মতে দিলে আনি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুক্তিবাদ [স] *বি* মুক্তিবিষয়ক তাত্ত্বিক বিতর্ক। 'বাইরে চলুক অযথা অধীর মুক্তিবাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মুক্তিবারতা [স মুক্তিবার্তা] *বি* মুক্তির খবর। 'শুনেছিলে যে-মুক্তিবারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুক্তিবাহিনী [স] *বি* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে সর্বস্তরের সামরিক ও বেসামরিক জনগণের সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা যোদ্ধাদল। 'বর্ষাকালে মুক্তিবাহিনীর হাতে পাক হানাদারদের মার খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।' *জয়বাংলা*, ৯ জুন ১৯৭১; 'এদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে।' *পাশা*, ১৯৭১।

মুক্তি-বিষাণ [স] *বি* মুক্তি ঘোষণাকারী বাদ্য। 'ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তিভাব [স] *বি* অবারিত অবস্থা। 'মুক্তিভাব এড়ি কিবা পুত্রভাব করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুক্তিভাষণ [স] *বি* মুক্তির বাণী। 'শৃঙ্খলে তাঁর মুক্তিভাষণ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মুক্তিমণ্ডপ [স] *বি* আখড়া। 'মুক্তিমণ্ডপস্থ ব্রাহ্মণেরদিগের থালী খেচরী দেয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মুক্তিমন্ত্র [স] *বি* মুক্তির মন্ত্র। 'আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুক্তি-মাগা *বিণ* মুক্তি-প্রার্থী। 'মুক্তি-মাগা ক্রন্দন-আভাস।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তি-মাল্য [স] *বি* মুক্তির মালা। 'পরাধীন ভারতের কণ্ঠে স্বাধীনতার মুক্তি-মাল্য অর্পণ করিবার জন্য ...।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৮।

মুক্তিযুদ্ধ [স] *বি* ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। 'বাংলাদেশের সশস্ত্র বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধের বয়স মাত্র তিন মাস এবং ...।' *কালান্তর*, ১৯৭১।

মুক্তিযোদ্ধা [স] **১** *বি* বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে যারা। 'পল্লির প্রান্তর-থেকেই জন্ম নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১। **২** *বিণ* বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে এমন। 'মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রদের বাবা এপারে মা ওপারে ...।' *কালান্তর*, ১৯৭১।

মুক্তিরণ [স] *বি* মুক্তির জন্যে যুদ্ধ। 'ছন্দ নাচিল ... মুক্তিরণের যোদ্ধবীরের ভ্রূভঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মুক্তিলাভ [স] **১** *বি* পরিত্রাণ পাওয়া। 'তাহাতেই মুক্তিলাভ যুক্তি নাই আর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* মুক্ত হওয়া। 'প্রথমে পারিবারিক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **৩** *বি* বৃহত্তর পরিধিতে আত্মপ্রকাশ। 'ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৪** *বি* অদৃশ্য হওয়া। 'দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৫** *বিণ* প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত। 'কোন কোন চিত্র এখনও মুক্তিলাভ করেনি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মুক্তিলাভেচ্ছা [স] *বি* মুক্তিলাভের ইচ্ছা। 'সংসারের তাবৎ বস্তুকে মায়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিলে মুক্তিলাভেচ্ছাকেও ভ্রম বলিতে হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মুক্তি-লিপ্সা [স] *বি* মুক্ত হওয়ার বাসনা। 'আর্ত-নিখিলের বন্ধন-কাতরতা আর মুক্তি-লিপ্সা মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তি-শঙ্খ [স] *বি* মুক্তি ঘোষণাকারী শঙ্খ। 'শিকল-দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তিসংগ্রাম [স] *বি* স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম। 'মুক্তিসংগ্রামের জন্য শক্তির প্রয়োজন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তিসংগ্রামী [স] **১** *বি* মুক্তিযোদ্ধা। 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের হাতে আজও বাঙালী কুইসলিংরা মরবে।' *কালান্তর*, ১৯৭১। **২** *বিণ* স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধকারী; মুক্তিযোদ্ধা। 'সেই মুক্তিসংগ্রামী বোনদের সংঘাতময় স্মৃতিকাহিনী তুলে ধরতে চাই।' *বেগম*, ১৯৭২।

মুক্তিসন্ধী [স] *বিণ* স্বাধীনতা-সন্ধানী। 'মুক্তিসন্ধী জীবনের অর্জিত সম্ভার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুক্তিসাগর [স] *বি* মুক্তিরূপ সাগর। 'ও মা তোর মুক্তিসাগর কূলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মুক্তিসাধন [স] *বি* পরিত্রাণ লাভ। 'পলায়ন-পূর্বক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিসাধনা [স] *বি* মোক্ষলাভের চেষ্টা। 'বিদ্যাসাগরকে নিঃসন্দেহে টেনে নিয়ে যেত ধর্মীয় মুক্তিসাধনার আত্মিক জগতে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মুক্তি-সেনা [স] ১ *বি* মুক্তিকামী সৈনিক। 'তরুণ চাহে যুদ্ধ-হুকুম/ মুক্তি-সেনা চায় হুকুম!' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বি* মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তিসেনারা গ্রামবাঙলা থেকে হানাদার পাকবাহিনীকে ঝেঁটিয়ে দূর করতে পারবে।' *জয়বাংলা*, ৯ জুন ১৯৭১।

মুক্তি সেনানী *বি* মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তি সেনানীদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষের ফলে ...।' *কালান্তর*, ১৯৭১।

মুক্তিসেবক [স] *বিণ* দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে এমন। 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তি সৈনিক *বি* মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তি সৈনিকরা সে কথা টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ জেলের তালা খুলে ...।' *কালান্তর*, ১৯৭১।

মুক্তিসৌধ [স] *বি* মুক্তিস্মারক স্তম্ভ। 'সারা বিশ্বের মুক্তিসৌধ গড়তে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মুক্তিস্নান [স] *বি* চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ-মুক্তি উপলক্ষে হিন্দুদের স্নান। 'ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান, ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মুক্তিস্পৃহা [স] ১ *বি* মোক্ষলাভের প্রতি আগ্রহ। 'মুক্তিস্পৃহাশূন্য নাই সাধন ভজন।' *তারকচন্দ্র সরকার*, ১৯১৭। ২ *বি* মুক্তচিন্তার প্রতি আগ্রহ। 'তাদের দর্শনে হয় যুক্তিবুদ্ধি নয় মুক্তিস্পৃহা অবহেলিত হয়।' *শিব*, ১৯৫০।

মুক্তিয়ার [আ মুখতার] *বি* মোক্তার; আইনজীবী। 'বিচার প্রার্থনার্থ আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মুক্তিয়ারকার [আ মুখতার+ফা কার] *বি* আদালতের কর্মকর্তাবিশেষ। *মেয়ার*, ১৭৮৯।

মুক্ষ [স মুখ্য] *বিণ* মুখ্য। 'সেই কৈন্যা না করিয় মুক্ষ পাটেশ্বরি ...।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুক্ষি[1] *বি* কবুতরের জাতবিশেষ। 'লক্কা, সিরাজী, মুক্ষি কত কী নামের আর চেহারার পায়রা।' *অবন*, ১৯২৭; 'মাল্যবান তার স্ত্রীর মুক্ষি-ওড়ানোর মত হাততালি দিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মুক্ষ্য [স মুখ্য] *বিণ* প্রধান। 'শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্ব্বাধক্ষ্য মুক্ষ্য পাত্র ... করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুক্ষ্য পাত্র *বি* প্রধান ব্যক্তি। 'শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্ব্বাধক্ষ্য মুক্ষ্য পাত্র ... করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুখ [স] ১ *বি* মুখমণ্ডল। 'কোণ সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অভিমুখ। 'কান্দে করি অসুরা মথুরা মুখে লড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* মুখগহ্বর। 'শুন দ্বিজ বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* মোহনা। 'খালের মুখ কুড়ি হাত চৌড়া।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৫ *বি* আরম্ভ। 'মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি প্রভৃতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৬ *বি* গালমন্দ। 'সে দিন আমায় যত মুখ করেছিলে, এত বোধ হয়, – এ বয়সে কর নাই।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৭ *বি* আত্মসম্মান। 'আমাদের বলিবার মুখ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৮ *বি* মাধ্যম। 'পাখির মুখে এই যে খবর পেনু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৯ *বি* দেখা দেওয়া। 'নইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দায় হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ১০ *বি* গতিপথ। 'কিশতীর মুখ ঘোরাও এবার শুনব না আর মানা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মুখ-অভ্যন্তর [স] *বি* মুখগহ্বর। 'মুখ অভ্যন্তরে গেলে সে ধরিয়াত খাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুখ-আলো [স] *বি* মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের আভা। 'যদি না পড়িত মনে তব মুখ-আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মুখ উজ্জ্বল করা *ক্রি* গৌরবান্বিত করা; সম্মান বৃদ্ধি করা। 'বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

মুখকমল [স] *বি* কমল বা পদ্মের মতো সুন্দর মুখ। 'মুখকমল আতি শোভা করে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুখ করা ১ *ক্রি* হাবভাব করা। 'কর্তাব্যক্তির মতো মুখ ক'রে মনে করছি আমি একজন আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* মুখ ফেরানো। 'অন্য দিকে মুখ করে বললে, তুমি আমাকে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মুখ কান লাল হওয়া *ক্রি* লজ্জায় রক্ত জমে মুখমণ্ডল রঙিন হওয়া; লজ্জিত বা বিব্রত হওয়া। 'গান যখন সাঙ্গ হল তখন আমার মুখ কান লাল হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মুখ কুঁচকানো *ক্রি* মুখ বিকৃত করা। 'নাক সিঁটকে মুখ কুঁচকে বলে উঠলেন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মুখ খাওয়া ১ *ক্রি* গালাগালি সহ্য করা। 'মাকে বলিগে, তা না হলে আমি কি শেষে মুখ খেয়ে মরবো?' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *ক্রি* তিরস্কৃত হওয়া। 'ফেল করে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

মুখ খিস্তি করা *ক্রি* অমার্জিত ভাষায় গালাগালি করা। 'একজন হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ... থামছে আর মুখ খিস্তি করছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মুখ খোলা *ক্রি* কথা বলা। 'সম্বন্ধ স্থাপন করতে গেলেই মানুষ মাত্রকেই মুখ খুলতে হয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

মুখগহ্বর [স] *বি* মুখে খাদ্যাদির প্রবেশপথ। 'হাঁ-করা তার মুখগহ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুখ গুঁজে *ক্রিবিণ* মুখ ঢেকে। 'লেজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মুখ গুঁজে পড়ে থাকা *ক্রি* বিষণ্নমুখে থাকা; সহ্য করা। 'সেই স্তূপীকৃত বেদনার ... মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মুখচন্দ্র [স] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'অতি অনির্বচনীয় দেখি মুখচন্দ্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে করলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মুখচন্দ্রমা [স] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'স্থির নেত্রে মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মুখচন্দ্রিমা [স] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'এজিদের নয়ন-চকোর জয়নাবের মুখচন্দ্রিমার পরিমল-সুধা পান করিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মুখ-চলতি *বিণ* মুখে মুখে প্রচলিত। 'ইস্কুলের ছাত্রদের মুখ-চলতি নাম রণেন পণ্ডিত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মুখ চলা *ক্রি* উপযুক্ত কথা বলা। 'হাত চলে, কিন্তু মুখ চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মুখ চাওয়া ১ *ক্রি* ভাব বুঝতে চেষ্টা করা। 'মগ-সৈন্যগণ আশ্চর্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রি* মুখাপেক্ষী হওয়া। 'আপনার টাকায় কেন পরের মুখ চাওয়া?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মুখ-চাওয়া-চাউয়ি *বি* পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো। 'চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মুখ চাওয়া চাওয়ি *বি* পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো। 'পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'কথা কওয়ার জন্য মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'ঘরের মধ্যে ভাইবোন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।' *মানিক*, ১৯৪০।

মুখচাঁদ [স মুখচন্দ্র] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'তাকায় তাই বোবার মতো/ মায়ের মুখচাঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মুখচান্দ [স মুখচন্দ্র] *বি* চাঁদমুখ। 'দেখিআঁ তোহ্মার মুখচান্দে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুখ চুন করা *ক্রি* বিষণ্ণ হওয়া। 'মুখ চুন করে আছিস কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মুখ চুন হওয়া *ক্রি* ভয়ে মুখ ম্লান হওয়া। 'দফাদারের নাম করবা-মাত্র তাদের মুখ চুন হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মুখচুম্বন [স] *বি* মুখে চুমু খাওয়া। 'গোপালকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন বাছা গোপাল!' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'বারংবার তাঁহার মুখচুম্বন করত স্বদেশে গমন করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

মুখচেনা *বি* পরিচয়। 'মানুষের কাছে নিজের মুখচেনা অব্দি হতে পারা যায় না।' *জীবন*, ১৯৩২।

মুখচোরা [স মুখ+স চোর>] ১ *বিণ* লাজুক। *ওর্সা*, ১৭৮১। 'আমি তো আর মুখচোরা নই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বিণ* গোপন। 'সময়েই যত মুখচোরা রোগ আসিয়া জোটে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মুখচ্ছদ [স] *বি* মুখাবরণ। 'নাকি উদাসীনতা তীব্রতার মুখচ্ছদ মাত্র।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

মুখচ্ছবি [স] *বি* মুখের রূপ; মুখের ছবি। 'একটি গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মুখচ্ছায়া [স] *বি* মুখের অবয়ব। 'কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখছবি [স] *বি* মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য। 'প্রকাশো, জননী, নয়নসমুখে প্রসন্ন মুখছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মুখ ছুটানো *ক্রি* কথা শুরু করা। 'মুখ ছুটাইলে রথাখে আর না দেখি আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মুখছোপ *বি* ধমক। 'এক দলের লোক আমাদের মুখছোপ দিয়ে বলেন ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মুখঝামটা [স মুখ+ঝামটা] *বি* মুখবিকৃতিসহ গঞ্জনা। 'ঠকচাচাকে মধ্যে মধ্যে দুই একবার মুখঝামটা খাইতে হইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মুখ ঝামটা দেওয়া *ক্রি* মুখবিকৃতি সহ তিরস্কার করা। 'যে মুখ ঝামটা দিলে তাতেই ঢের হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মুখ টিপে টিপে হাসা *ক্রি* মুখ না-খুলে হাসতে থাকা। 'বসে বসে দেখছিল আর মজা করে মুখ টিপে টিপে হাসছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখ টিপে হাসা *ক্রি* মুখ বুঁজে হাসা; লুকিয়ে হাসা। 'আমি তাদের এই চোরের মতো সন্ত্রস্তভাব দেখে মুখ টিপে হাসতাম।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'যাঁরা প্রতিনিধি তাঁরা মুখ টিপে হাসছেন, আমরাও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুখটেপা *বি* রহস্যজনকভাবে হাসা। 'ঝিদের আনাগোনা চোখমারা মুখটেপার ভেতর চান করতে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মুখটেপা হাসি *বি* রহস্যময় মুচকি হাসি। 'দেখি সেই মুখটেপা হাসি তার মুখে লেগেই রয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মুখঠুলি *বি* মুখ ঢেকে রাখার খাঁচাবিশেষ। 'পুরাতন বলে সেটাকে বিস্মৃতির মুখঠুলি চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মুখ-ডোবানো *বিণ* মুখ ঢেকে যায় এমন। 'কী জানি, মুখ-ডোবানো রসালো ঘাসেই তাদের তৃপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুখঢাকা ১ *বি* পলায়ন। 'বেচারা গতিক দেখে দিল মুখ ঢাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* গম্ভীর। 'গিরিরাজের মুখ ঢাকা কোন সুগম্ভীরের রূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* মুখ আবৃত। 'শাশুড়ি মুখঢাকা বুর্খায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মুখ তুলে তাকানো *ক্রি* মুখ দেখানো। 'স্বামীর কাছে মুখ তুলে তাকানোর সাহস তো সব সৈন্যরা কেড়ে নিয়েছে।' *শওকত*, ১৯৭২।

মুখ তোলা *ক্রি* ইতিবাচকভাবে তাকানো। 'মুখ তোলো হে দেখনহাসি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মুখ থুবড়ে পড়া *ক্রি* হুমড়ি খেয়ে পড়া। 'পথের ধুলোর উপর মুখ থুবড়ে পড়তে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মুখ থুবড়ে ফেলা *ক্রি* উপুড় করে ফেলা। 'সেটা ছাড়াতে গিয়ে বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলবার চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখথোবড়ানো *বিণ* মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এমন। 'ঘরে হা-শূন্য মুখথোবড়ানো নিরাশা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মুখদর্শন [স] *বি* মুখ দেখা। 'মুখদর্শন তাঁহার অসহনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মুখ-দূষী [স মুখ+স দূষ্>] *বিণ* দুর্মুখ। 'যোগিনী ডাকিনী বন্দি মুখ-দূষী তথা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুখ দেওয়া *ক্রি* মুখ লাগানো। 'শিশু যেন মায়ের কোলে মুখ দেয় দুধে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুখ দেখাতে না পারা *ক্রি* লজ্জায় সংকুচিত হওয়া। 'ওদের সামনে মুখ দেখাতে পারব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মুখ-দেখানি *বি* কারও মুখ দেখে দেওয়া বখশিশ। 'ছেলের মুখ-দেখানি দিলেন কই?' *মনোজ*, ১৯৬১।

মুখদেশ [স] *বি* মুখমণ্ডল। 'কেশরী যেন শোভা করে নিয়া মুখদেশ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুখদোষ [স] *বি* কটুভাষা। 'তোর বাপ রাজ্যে খ্যাত নাম উজ্জাড়দত্ত মুখদোষে শ্রবণবর্জ্জিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুখনল [স] *বি* ধূমপানের পাইপ। 'মুখনল একমুখ হাসিয়া উত্তর করিল – বৃথা এতকাল তোমায় ধূমপান করাইয়াছি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখনাড়া *বি* গঞ্জনা। 'মেয়ে নিয়ে রাত-দিন ঘরে-বাইরে মুখনাড়া হাতনাড়া সহ্য করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুখনিঃসৃত [স] *বিণ* মুখ থেকে নির্গত। 'কবির মুখনিঃসৃত এই শব্দাখ্য-জ্যোতি মনের নানাদেশে সঞ্চারিত।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মুখপাট্টা [স মুখপট্ট] *বি* মুখাবরণ। 'কমরবান্ধা, মুখপাট্টা বান্ধা ... অগণ্য লাঠীয়াল ... অগ্রসর হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মুখপাত [স মুখপাত্র] *বি* মুখপাত্র। 'কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত!' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুখপানে [স মুখ+স প্রবণ>] *ক্রিবিণ* মুখের দিকে। 'তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মুখপার্শ্ব [স] *বি* মুখের দুই ধার। 'পূর্ণবয়স্ক পুরুষহস্তীর মুখপার্শ্ব হইতে ... দন্ত বহির্গত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মুখপুড়ি, মুখপুড়ী *বি স্ত্রী* কুৎসিত নির্দেশক গালিবিশেষ। 'কোনো মুখপুড়ি যদি কুলে কালি দিয়ে ভেসে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'চল তবে মুখপুড়ী, বেড়েছিস বড় বাড়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মুখপুণ্ডরীক [স] *বি* মুখপদ্ম। 'তাহাদিগের মুখপুণ্ডরীকের মনোহর প্রভা মলিন হইতে থাকে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মুখপোড়া [স মুখ+পোড়া] *বি* হনুমান। 'লোকে অবশ্যই মুখপোড়া কহিবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

মুখপ্রিয় [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট স্বাদযুক্ত। 'মারগুল একটুও মুখপ্রিয় নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মুখপ্রিয়া [স] *বিণ* মুখরোচক; সুস্বাদু। 'ভাতে খাও ভেজে খাও হবে মুখপ্রিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মুখপ্রেক্ষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নির্ভরশীল। 'মুখ প্রেক্ষিণী হইয়া থাকিবার ...।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

মুখ ফিরানো ১ *ক্রি* অসহযোগিতা করা। 'কর্তব্য কঠিন হয় তোমরা ফিরালে মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *ক্রি* অনাগ্রহে মুখ ঘুরিয়ে রাখা। 'শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন, অপরাধ হয়েছে আমার তাই আছে মুখ ফিরিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুখ ফিরিয়ে থাকা *ক্রি* অনাগ্রহী হওয়া। 'যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মুখ ফুটে বলা *ক্রি* স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা। 'তবে পরান খুলে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা, একলা বলো রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মুখফোড়, মুখফোঁড় [স মুখ+স স্ফুট>] ১ *বিণ* দুর্মুখ। 'একজন মুখফোড় কয়েদী বলিয়া উঠিল ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* স্পষ্টভাষী। 'শ্রীনাথ আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে কিছু মুখফোঁড়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মুখবন্ধ করা *ক্রি* চুপচাপ থাকা। 'এই মুখবন্ধ করাটা কি যুক্তিসঙ্গত?' *নজরুল*, ১৯২২।

মুখবাঁধা *বিণ* মুখে বেঁধে রাখা হয়েছে এমন। 'একটি মুখবাঁধা স্ত্রীলোকের অবয়ব হঠাৎ দেখে ফেলল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

মুখবাদ্য [স] *বি* ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে উৎপন্ন সুরেলা ধ্বনি; শিসধ্বনি। 'ত্রিভুবন গদ্যপদ্যে সঘন মুখবাদ্যে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুখবাস [স] *বি* মুখ সুগন্ধিকারক মসলা। 'তুলসীমঞ্জরী সহ দিল মুখবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুখবিকার [স] *বি* বিকৃত মুখভঙ্গি। 'মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ-প্রকাশের অন্য উপায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মুখবিকৃতি [স] *বি* বিকৃত মুখভঙ্গি। 'মুখবিকৃতি সহকারে পুনরায় বসিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুখবিনির্গত [স] *বিণ* মুখনিঃসৃত। 'সূত্রধর মুখবিনির্গত একটী শ্লোকের কথায় কথায় মিল আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মুখবিবর *বি* মুখগহ্বর। 'মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটোখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মুখ বুজিয়া থাকা *ক্রি* নীরবতা পালন করা। 'মুখ বুজিয়া থাকিয়া যে কি সুখ পায়, তাহা বুঝিতে পারি না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মুখ-বুজে-থাকা *বিণ* নির্বাক। 'মুখ-বুজে-থাকা সহধর্মিণীর শাদা শাড়ির আঁচলে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মুখবেগ [স] *বি* তর্ক; বাচালতা। 'অনেক সময় দুটি কথায়, এমন-কি নীরবে অতি বড়ো প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মুখ ব্যাঁকানি *বি* ভেংচি। 'রাক্ষুসি বলে কুৎসা, ঘেন্না, মুখ ব্যাঁকানি, চোখ রাঙানি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুখব্যাদান [স] ১ *বি* মুখখোলা। 'তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখব্যাদান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মুখভঙ্গি। 'সামান্য মুখব্যাদান করে নিরস্ত হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মুখব্যাদান করা *ক্রি* মুখ হা করা। 'ভীমাকার পর্বতগুহা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মুখভঙ্গি [স] *বি* মুখের অভিব্যক্তি। 'মুখভঙ্গি দেখতে আমার বড়ো ভালো লাগে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মুখ-ভাতি *বি* মুখের দীপ্তি। 'তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মুখভাব [স] *বি* মুখের অভিব্যক্তি। 'লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, অজাতশত্রু ছিল তিনজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তাঁর মুখভাব লক্ষ করে সমাকুল আনোয়ারা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মুখ-ভার [স] ১ *বি* মুখের গম্ভীরতা। 'কোনোখানে মন-ভার মুখ-ভার দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* অভিমান। 'বলি এত মুখভার কিসের।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুখ ভার করা *ক্রি* মুখ গম্ভীর করা। 'যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মুখ ভেঙানো *ক্রি* মুখ বিকৃত করে ভেংচানো। 'তাঁহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া ... পলাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মুখ ভ্যাঙচানো *ক্রি* উপহাসসূচক মুখভঙ্গি করা। 'কি বিশ্রী ভাবেই না মুখ ভ্যাঙচানো হইল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুখমণ্ডল [স] *বি* কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখ। 'মরকত মঞ্জুমুকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলিসুতা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মুখমদ [স] *বি* চুম্বন। 'যদিও সে পায় না নারীর মুখমদের ছিটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মুখমদ্য [স] *বি* চুম্বন। 'মুখমদ্য তার তুল্য নয়।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

মুখমধু পান করা [স] *ক্রি* চুম্বন করা। 'তুমি তার মুখমধু করিলে হে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পান।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

মুখমিষ্টি *বিণ* মিষ্টভাষী। 'বিশ্বাস করো না এই-সব মুখমিষ্টি লোককে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মুখরক্ষা [স] *বি* সম্মান রক্ষাকরণ। 'আপাতত বঙ্গ সাহিত্যের মুখরক্ষা হয়।' *প্রমথ*, ১৯১২।

মুখরক্ষা করা *ক্রি* সম্মান রাখা। 'তুমি না হলে আমাদের মুখরক্ষা করত কে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মুখরক্ষা হওয়া *ক্রি* মর্যাদা বজায় থাকা। 'আপাতত বঙ্গ সাহিত্যের মুখরক্ষা হয়।' *প্রমথ*, ১৯১২।

মুখরজ্জু [স] *বি* লাগাম। 'অশ্বের মুখরজ্জু ধরিয়া, গমন করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মুখরশ্মি [স] *বি* লাগাম। 'অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মুখরুচি [স] *বি* মুখের সৌন্দর্য। 'মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ। ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মুখরোগ [স] *বি* অন্যের সম্বন্ধে আজেবাজে মন্তব্য করা বা কথা বলার অভ্যাস। 'জজের মুখরোগের চিকিৎসা করবার জন্যে সভা করা হবে!' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুখরোচক [স] **১** *বিণ* উপভোগ্য। 'তোমরা, যাঁদের বাক্য হয় না আমার পক্ষে মুখরোচক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ* সুস্বাদু। 'মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বিণ* মুখের রুচি বৃদ্ধি করে এমন। 'ছোটপাতে মুখরোচক আচার – চাটনিও কয়েক পদের।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মুখ-লাগা *বিণ* স্পর্শ-লাগা। 'আজ আনন্দের মুখ-লাগা চাঁদের আলোয় তারা দৃশ্যমান।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মুখ লাল হওয়া *ক্রি* লজ্জা পাওয়া। 'বিহারীর মুখ লাল হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মুখ লুকানো **১** *ক্রি* হাত দিয়ে মুখ ঢাকা। 'কেবল দুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *ক্রি* নিজেকে আড়াল করা। 'উপচানো চোখ নিয়ে আমি লজ্জায় মুখ লুকাতাম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মুখশশি [স মুখশশী] *বি* চাঁদের মতো মুখ। 'চাহ মোরে মুখশশি তুলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুখশশী [স] *বি* চাঁদের মতো মুখ। 'দেখিব মায়ের মুখশশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুখ শুকানো *ক্রি* ভয়ে মুখ ম্লান হওয়া। 'আহা! বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মুখশুদ্ধি [স] *বি* খাওয়ার পর চিবানোর জন্য স্বাদযুক্ত মসলা। 'ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুখশোভা [স] **১** *বি* চেহারা। 'কোটি চান্দ মুখশোভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মুখের সৌন্দর্য। 'বসিয়ে বিরলে, মুখশোভা জিত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুখশ্রী [স] **১** *বি* মুখের শোভা। 'লোকের মুখশ্রী ভ্রষ্ট হইয়া অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, বাত ও জ্বর রোগের স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* (ব্যঙ্গ) মুখ। 'তার মুখশ্রী যেন সর্বদা অপরাধ করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুখসন্দর্শন [স] *বি* সাক্ষাৎ। 'অদ্যাপি আপন স্ত্রীর মুখসন্দর্শন করি নাই ইহাতে আমার কি পাপ হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুখ-সরোজ *বি* মুখরূপ পদ্ম। 'কোন খাতুনের মুখ-সরোজ তোর হিয়ার সরসীতে এমন চিরন্তনী হয়ে ফুটেচে?' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুখ সিটকানো *ক্রি* বিতৃষ্ণায় মুখ বিকৃত করা। 'এখন বুঝি কেবল মুখ সিটকে চিরেতা খাচ্ছিস?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখসুদ্ধি *বি* খাওয়ার পর চিবানোর জন্য স্বাদযুক্ত মসলা। 'খাবার দিলে, আর মুখসুদ্ধি দিলে না।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মুখসোভ [স মুখশোভা] *বি* মুখশোভা। 'সব রাখএ পহিলহি মুখসোভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মুখ হাসানো *ক্রি* হাসির পাত্র করা। 'এতবড় বংশের মুখ হাসাতে পারবেন না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মুখাগ্র [স] *বি* মুখের অগ্রভাগ; জিভ। 'স্বভাবতই মুখাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়।' *প্রমথ*, ১৮৯০; 'মুখাগ্রে যার বাধে না কিছুই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মুখাচ্ছাদন [স] *বি* মুখাবরণী। 'অকারণে কেউ ন্যায়বানের মুখাচ্ছাদন পরে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মুখাজ্জ [স] *বি* পদ্মতুল্য সুন্দর মুখ। 'তার ভয়ে নারে ভিজ্যে মুখাজ্জ ঘষিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুখাদি [স] *বি* মুখমণ্ডল। 'মুখাদি চুম্বন করিয়া সকল দুঃখ দূর করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

মুখান [স মুখ+খানা>] *বি* মুখখানি। 'দুই উষ্ট এক করি মুখান বুজিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুখানি [স মুখ+খানি>] *বি* মুখখানি। 'নিলমনি জিনি তাঁর মুখানি অনুপাম।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুখান্তরে *ক্রিবিণ* অন্য মুখে। 'তার বিভ্রান্ত দৃষ্টি ... জনতার মুখ হইতে মুখান্তরে মাথা কুটিয়া ফিরিতে থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মুখাবয়ব [স] *বি* চেহারা। 'রাণীর মুখাবয়ব এমনই।' *জীবন*, ১৯৩২।

মুখাবলোকন [স] *বি* মুখ দেখাদেখি; মুখ চাওয়াচাওয়ি। 'কেহ কেহ রাজার অনুরোধে কহিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মুখামৃত [স] *বি* থুতু। 'হএ কৃপাযুত দিএ মুখামৃত উলুকে করিলে ত্রাণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুখাম্বুজ [স] *বি* মুখরূপ পদ্ম। 'মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুখারবিন্দ [স] *বি* মুখরূপ পদ্ম। 'শিশু সন্তানদিগের অনতিবিকসিত মুখারবিন্দ বারবার অবলোকন ... করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মুখে আগুন *বি* ধ্বংস হওয়ার ইচ্ছা জানিয়ে তিরস্কার। 'অমন দেশাচারের মুখে আগুন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মুখে আসা *ক্রি* বলার ইচ্ছা হওয়া। 'লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মুখে কথা ফোটা *ক্রি* প্রগলভভাবে কথা বলা। 'এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখে কালি চুন পড়া – কলঙ্ক হওয়া। 'তোমার মুখে কালি চুন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়িবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মুখে খই ফুটা *ক্রি* অনর্গলভাবে কথা বলা। 'মুখে ফুটছে খই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মুখে চাবি আঁটা – মুখ বন্ধ করে থাকা। 'হক ছাহেব মুখে চাবি আঁটিয়া কোনক্রমে দুইকূল রক্ষার অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় আছেন।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মুখে চুন কালি দেওয়া – কলঙ্ক আরোপ করা। 'আমাদের মুখে চুন কালি দিয়ে?' *শামসুল*, ১৯৫৬।

মুখে দেওয়া *ক্রি* খাওয়া। 'নয়টার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মুখে পোরা *ক্রি* মুখে ঢুকানো। 'মুঠি মুঠি ধুলা তুলিয়া লইয়া কেবলি পুরিস মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মুখে ফুলচন্দন পড়া ১ *ক্রি* সাফল্য কামনা করা। 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক চক্রবর্তীমশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'তাঁর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক!' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *ক্রি* খ্যাতিমান হওয়া। 'ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুখে ফেলা *ক্রি* খাওয়া। 'কেনী সামান্য কিছু মুখে ফেলিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মুখে বসানো *ক্রি* সংলাপ রূপে প্রকাশ করা। 'ভালো ভালো পাকা কথাগুলি যদি অনায়াস-ভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মুখে বাধা *ক্রি* মুখে আটকে যাওয়া। 'মিথ্যে আমার মুখে বাধত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখে ভাষা দেওয়া *ক্রি* সরব করা। 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মুখে ভাষা ফোটানো *ক্রি* উদ্বুদ্ধ করা। 'এদের মুখে ভাষা ফোটাতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মুখে মুখে ১ *ক্রিবিণ* প্রতি মুখে। 'মুখে মুখে পান করে কত সুধানিধি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *ক্রিবিণ* কথায় কথায়। 'মুখে মুখে ফাসফুস একি প্রেম ঈষ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *ক্রিবিণ* অলিখিতভাবে। 'মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *ক্রিবিণ* গভীর চিন্তা না করে। 'অদল-বদল যদি দরকার হত, গোকুল বলে দিত মুখে-মুখে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মুখে মুখে ফেরা *ক্রি* অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় হওয়া। 'তোমাদের নাম যে এককালে সকলের মুখে মুখে ফিরিত।' *সবুজ*, ১৯২১।

মুখে-মুখের *বিণ* মুখে উচ্চারিত। 'ফুল-শেষে সেই মুখে-মুখের "ওগো"।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মুখে মেঘ নামা *ক্রি* মুখে অসন্তোষ প্রকাশ পাওয়া। 'মুখে মেঘ নামিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মুখে মৌ বর্ষেণ হৃদয়ে পিপুল ঘষেণ – মুখে মধু অন্তরে বিষ; অন্তরে এক বাইরে অন্যরকম। 'ঠাকুরাণী মুখে মৌ বর্ষেণ হৃদয়ে পিপুল ঘষেণ।' *গৌর*, ১৮২২।

মুখের আলাপী *বিণ* অল্প পরিচিত। 'মুখের আলাপী দু'চারজন বন্ধু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মুখের কথা *বি* বক্তব্য। 'বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মুখের জোর *বি* কথার শক্তি। 'শুধু মুখের জোরে গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুখের ভাব *বি* চেহারায় প্রকাশিত মানসিক অবস্থা। 'মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুখোজ্জ্বল করা [স মুখোজ্জ্বল+করা] ১ *ক্রি* সম্মানিত করা। 'কতকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *ক্রি* গৌরবমণ্ডিত করা। 'সম্পাদকতা করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

মুখোজ্জ্বলকারী [স] *বিণ* মুখ উজ্জ্বল করে এমন। 'তোমাদিগকে বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান হইতে হইবে।' *এসলাম*, ১৯১৯।

মুখোদ্গত [স] *বিণ* মুখ থেকে নির্গত। 'মুখোদ্গত বিষাক্ত ফেনের মত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মুখখি *বি* এক ধরনের কবুতর। 'গেরোবাজ লোটন লক্কা সিরাজু মুখখি ইত্যাদি হরেকরকম পায়রা।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

মুখখী [স মুখ্য] *বিণ* মুখ্য। 'হরিভদ্দর খুড়ো কায়স্থ মুখখী কুলীন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুখখু [স মূর্খ] *বি* অজ্ঞ। 'হলেমই বা মুখখু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মুখটি [স মুখপট্টি] *বি* কোন বস্তুর মুখের ঢাকনা বা ছিপি। 'মুখটির ঘাএ তার ভাঙ্গিলেন সির।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুখটী [স মুখ>] *বি* মুখোপাধ্যায় বংশ। 'মুখটী অনন্তরাম চট্ট বলরাম।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুখপত্র [স] ১ *বি* ভূমিকা। 'তাঁর গ্রন্থের মুখপত্রে রামমোহন রায় সম্বন্ধে নীরব থাকবার কারণ উল্লেখ করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বি* সম্পাদকীয় অংশ। 'সদ্যপ্রকাশিত মাসিকপত্র মোসলেম ভারত-এর মুখপত্রে সম্পাদক মহাশয় ... বলেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২০। ৩ *বি* দল বা জনগোষ্ঠীর আদর্শজ্ঞাপক প্রচারপত্রিকা। 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের মুখপত্র।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মুখপাত্র [স] *বি* প্রতিনিধি। 'যে হুজুগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনো মনোভাব নেই।' *প্রমথ*, ১৯১২।

মুখবন্ধ[1] [স] *বি* ভূমিকা। 'দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সাধারণের বিদিতার্থে গো-জীবনের মুখবন্ধ স্বরূপ অবিকল প্রকাশ করা হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মুখবন্ধ[2] [স] *বি* মুখবন্ধ করার মন্ত্র। 'করিআ কপট ধন্দ সাপে দিলে মুখবন্ধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুখ বন্ধ করা দ্র **মুখ**

মুখয্যা [স মুখ>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ; মুখোপাধ্যায়। 'মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুখর [স] ১ *বিণ* কোলাহলপূর্ণ; ধ্বনিবহুল। 'তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* বাচাল। 'এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'মুখর মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া হেসে হয় কুটি কুটি।' *জসীম*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* ধ্বনিত। 'মুখর হবে সকল আকাশ আনন্দময় গানের রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৪ *বিণ* সপ্রতিভ; উজ্জ্বল। 'তাঁর সেই মুখর চোখ মাংসের মধ্যে ডুবে গেল।' *প্রমথ*, ১৯২২। ৫ *বিণ* ধ্বনিময়। 'আজি অকারণ মুখর বাতাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মুখরতা [স] ১ *বি* ধ্বনিবহুলতা। 'এই চারি দিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* বাচালতা। 'মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার উপকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* কোলাহল। 'আজকালের মুখরতায় তাদের অটুট বিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুখরা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বাচাল। 'এ অতি মুখরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বি স্ত্রী* কটুভাষী। 'হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বিণ স্ত্রী* মুখরিত। 'কাকলী কূজনে হয়েছে মুখরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মুখরিত [স] ১ *বিণ* ধ্বনিত। 'মরকত মঞ্জুমুকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলিসুতা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সরগরম। 'টিন্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব ... বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুখলুকাত [আ] *বি* সৃষ্টিজগৎ। 'আল্লার মুখলুকাত ধ্বংস হৈয়া যাব না?' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মুখস [স মুখ-কোষ] *বি* ঘোড়ার লাগাম সংলগ্ন লোহার খণ্ড বিশেষ। 'মন্দুরা ত্যাজিয়া বাজীরাজি, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে মুখস।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মুখস্থ [স] *বিণ* কণ্ঠস্থ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ তাঁহার তাবৎ মুখস্থ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মুখস্থ করন *বি* মুখস্থ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মুখস্থ পড়ন *বি* স্মৃতি থেকে পড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মুখস্থবাগীশ [স] ১ *বি* চিন্তাহীন বাকপটু। 'দেশের যত মুখস্থবাগীশ, ও-সকল সভার তাঁরাই হচ্ছেন যুগপৎ নায়ক ও গায়ক।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বিণ* মুখস্থবিদ্যায় দক্ষ। 'সে চীনদেশের পাস-করা মুখস্থবাগীশ ম্যাণ্ডারীনদের মতো স্থূলদেহ ও স্থূলবুদ্ধির লোক নয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

মুখস্থবিদ্যা [স] *বি* আত্মস্থ হয়নি এমন মুখস্থ করা বিদ্যা। 'সে পরিমাণ মুখস্থবিদ্যা যদি হাইকোর্টের সকল জজের থাকত।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

মুখা [স মুখ>] *ক্রিবিণ* দিকে। 'রবি শশী রয় সে মুখা/ মাস অন্তে হয় একদিন দেখা।' *লালন*, ১৮৯০।

মুখামুখি [স মুখ>] *ক্রিবিণ* সামনা সামনি। 'নদীর দুই কূলে খাট রাখি মুখামুখি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'দুই দলে মুখামুখি দাঁড়াইল রণে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুখাগ্নি [স] *বি* হিন্দু শাস্ত্রবিধি অনুসারে মৃতদেহের শিরঃস্থানে আগুনের স্পর্শ। 'দেখিব মুখাগ্নি কে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মুখাপেক্ষা [স] *বি* কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীলতা। 'যতই বয়স বাড়ছে অন্য লোকের মতামতের মুখাপেক্ষা ততই কমে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মুখাপেক্ষী [স] *বিণ* নির্ভরশীল। 'ভ্রাতা-ভগ্নিগণ তোমারই মুখাপেক্ষী হইয়া রহিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মুখী [স মুখ>] *ক্রিবিণ* মুখে; দিকে। 'রসুলে বুলিলা দেখি চাহিয়াছে মোর মুখী।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুখীবাগীচা [স মুখ>] *বি* আতশবাজিবিশেষ। 'আবরক ও মুখীবাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মুখুজ্যে [স মুখ>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ; মুখোপাধ্যায়। 'মুখুজ্যেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখুটি [স মুখ>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বাপেরা কুলে মুখুটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুখুয্যে [স মুখ>] *বি* হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'গোপাল মুখুয্যে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মুখুর্জ্জে [স মুখ>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মুখুর্জ্জে কুলেতে জন্মে নাম চন্দ্রভান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুখোট *বি* মুখোশ। 'মন্দিরের গায়ে নানা মুখোট।' *অবন*, ১৯২৫।

মুখোড় [স মুখর] *বিণ* মুখর। 'মুখোড় গোছের কায়স্থ মোসাহেব ছিলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুখোপাধ্যায় [স] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়' *দর্পণ*, ১৮২২।

মুখোমুখি, মুখোমুখী [স মুখ>] ১ *বি* তর্ক-বিতর্ক। 'মায়ে-ঝিয়ে মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ। 'এই-সব মুখোমুখি এই-সব দেখাশোনা ক্ষণিকের মেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রিবিণ* সামনা-সামনি। 'সুপারি গাছ ক'টা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনতার জীবন গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মুখোশ [স মুখ-কোষ>] *বি* মুখের আবরণ; মুখ ঢাকার আবরণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মুখোশ ও মুখে পর/ পৃষ্ঠে চর্মাসন ধর।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'কতমত পরিয়া মুখোশ/ মাগিছ সবার পরিতোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মুখোশধারী [মুখোশ+স ধারী] *বিণ* কপট। 'সযত্ন মুখোশধারী ধনিকেরও বন্ধ আস্ফালন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮; 'মুখোশধারী ইয়াহিয়া প্রথম দিকে অভিনয় ভালোই করেছিল।' *পাশা*, ১৯৭১।

মুখোশপরা *বিণ* সত্যিকার মুখ বা স্বরূপ ঢেকে রেখেছে এমন। 'মুখোশপরা এই বহুরূপী বনমানুষগুলোর সবাইকে মন্দিরে মসজিদে, বক্তৃতামঞ্চে ... বহুবার দেখেছি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মুখোশমালা [মুখোশ+স মালা] *বি* ছদ্মবেশধারী। 'ছলছলানে মুখোশমালা সেকথা তুই ভালোই জানিস।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

মুখোস *বি* মুখোশ; নকল মুখ। 'মুখোস দেখে যাচ্ছে ঠকে' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মুখোসপরা *বিণ* ছদ্মনাম ধারণকারী। 'সুশোভিত করার দায়িত্ব মুখোসপরা সাহিত্য সেবক ও সেবিকাগণের ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুখ্য [স] ১ *বিণ* সুন্দরী। 'আইয় মুখ্য শত শত আনিলা ডাকিয়া' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* প্রধান। 'আচার্য্যগোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মুখ্য গৃহিনী ঘরে হবে পুত্রবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* নেতৃস্থানীয়। 'স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুইজন' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* সরদার। 'আম্মারা সবের মুখ্য আ... সুফিয়ান।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুখ্যত [স] *ক্রিবিণ* প্রধানত। 'মুখ্যত রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'মুখ্যত ছবির গুণ হচ্ছে দৃশ্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুখ্যবীজ [স] *বি* প্রধান কারণ। 'অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুখ্যভয় [স] *বি* প্রধান ভীতি। 'মানুষের মুখ্যভয় মৃত্যুভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মুখ্যমন্ত্রী [স] *বি* প্রধান মন্ত্রী। 'দৈত্যরাজকুমার মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ্যাভিপ্রায় [স] *বি* মূল উদ্দেশ্য। 'মুখ্যাভিপ্রায় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

মুখ্যামাত্য [স] *বি* প্রধান অমাত্য। 'অখনে হইল মহাদেবী মুখ্যামাত্য।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুখ্যার্থ [স] *বি* প্রধান অর্থ। 'মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্রসকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুখ্যসুখ্য [স মূর্খ>] *বি* অশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তি। 'বাকুলিয়ার মুখ্যসুখ্যরা দেখল কোন লুপ্ত গহ্বর থেকে উঠে এসেছে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মুখ্যি [স মুখ্য>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কায়স্থ কুলীন মৌলিক সন্মৌলিক মুখ্যি বেড়ে প্রভৃতি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

মুখ্যু [স মূর্খ] *বিণ* মূর্খ। 'ছেলেটাকে তো মুখ্যু করলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মুগ [স মুদ্গ] *বি* এক প্রকার ডাল। 'গুড় তিল মুগ বরবটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগ-সাগুলি [মুগ>] *বি* ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কলা-বড়া মুগ-সাগুলি খিরোসা খিরের পুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগসুপ [স মুদ্গসূপ] *বি* রান্না মুগের ডাল। 'মুগসুপে ইক্ষুরস কই ভাজে গণ্ডা দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগদি [স মুগ্ধ>] *বিণ স্ত্রী* বোকা। 'মুগদি মোর মায় বিশেষ কহিয়ে তায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগধ [স মুগ্ধ] *বিণ* মূর্খ। 'কমণ মুগধে বাটে দানী কৈলে তোকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুগধা [স মুগ্ধ>] *ক্রি* মুগ্ধ হওয়া। **মুগধল** *ক্রি* মুগ্ধ হলো। 'গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মুগধিনি [স মুগ্ধ>] *বিণ* মুগ্ধা। 'তুহু রস সাগর মুগধিনি নারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মুগধী, মুগঁধী [স মুগ্ধ>] *বিণ* বিমুগ্ধা; মোহিতা। 'তাহাতে মুগধী রাধা না পাতিল কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রাধা তোঞ্জ মুগঁধী আবালী গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুগর *বি* মূর্গা ঘাস। 'মুগর তরলা তালুকা বাঁশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগরি *বি* মুসলমান পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'বলদে বহিয়া ধান বলাইল মুগরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগা ১ *বি* রেশমের তৈরি কাপড়। 'চওড়া মুগার পাড়গুলো।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* একপ্রকার রেশম কীট। 'তারপর মুগার ছিলে-লাগানো ধনুকের সাহায্যে তুলো ধুনতে হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুগি, মুগী [স মুদ্গ>] *বি* ডালবিশেষ। 'মুগী ১ মোন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'মুগি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুগুধ-অন্তর [স মুগ্ধ-অন্তর] *বি* বিভোর মন। 'তোমারে হেরিয়া যেন মুগুধ-অন্তর মানুষে মানুষে বাসে ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মুগুর [স মুদ্গর] ১ *বি* লোহার তৈরি অস্ত্রবিশেষ। 'লোহার মুগুর গুণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কাঠের তৈরি হাতুড়িবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুগুরবাজি [মুগুর+ফা বাজি] *বি* মুগুরের সাহায্যে মারামারি। 'আবার মুগুরবাজি চলিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মুগ্ধ [স] ১ *বিণ* বিহ্বল। 'সর্ব্বদাই মুগ্ধ থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

মুগ্ধকারী [স] *বিণ* মুগ্ধ করে এমন। 'ভালোবাসা পেলে আমি পায়ের মুগ্ধকারী আবরণ খুলে ফেলে দৌড়-ঝাঁপ করবো কড়া রোদে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

মুগ্ধচিত [স] *বি* সম্মোহিত মন। 'তুমি মুগ্ধচিতে মগ্ন আছো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুগ্ধছবি [স] *বি* বিমোহিত রূপ। 'কিশোর কবি মুগ্ধছবি বসিয়া তব সোপানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মুগ্ধনেত্র [স] *বি* বিহ্বল দৃষ্টি। 'রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রের কটাক্ষপাত করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'মুগ্ধনেত্রে চন্দ্রবাবু চাহিয়া রহিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুগ্ধপ্রায় [স] *বিণ* বিহ্বল; অভিভূত। 'তোমার লোকাতীত রূপলাবণ্য নিরীক্ষণেই মুগ্ধপ্রায় ছিলেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মুগ্ধভাব [স] *বি* বিভোর অবস্থা। 'তাদের দৃষ্টিতে কোনোপ্রকার মুগ্ধভাব থাকত এ কথাও বলা যায় না।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

মুগ্ধমতি [স] *বি* বিমুগ্ধ মন। 'মুগ্ধমতি – হেরে তনয়ায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মুগ্ধমুখ [স] *বি* বিমোহিত মুখমণ্ডল। 'স্মিতস্নিগ্ধমুগ্ধমুখে এ চিত্তের নিভৃত আলোতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুগ্ধমুখী [স] *বিণ স্ত্রী* মুখে বিমোহিত ভাব আছে এমন; বিমোহিত মুখবিশিষ্ট। 'তুমি আজি মুগ্ধমুখী আমারে ভুলালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মুগ্ধা [স মুগ্ধ>] ১ *বি স্ত্রী* বৈষ্ণবশাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তাহার ভেদ তিন।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ স্ত্রী* বিহ্বল। 'সকল দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বিণ স্ত্রী* অচেতন। 'বিছানার মৃতপ্রায় মুগ্ধা অন্তঃসত্ত্বার মতন।' *জীবন*, ১৯৪০।

মুগ্ধবোধ [স] *বি* বোপদেব-রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বেঙ্কটস্বামী মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুঙ্গা *বি* প্রবাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুঙ্গেরী *বিণ* ভারতের বিহার রাজ্যের মুঙ্গের অঞ্চলে প্রস্তুত। 'গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মুচকা [স মুখকুঞ্চন>] ১ *ক্রি* মুচকি হাসা। 'ফিরিয়া মুখ মুচকিয়া কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *ক্রি* বাঁকানো। 'মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **মুচকিয়া** *ক্রি* মুচকি হেসে। 'ফিরিয়া মুখ মুচকিয়া কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মুচকি [স মুখকুঞ্চন] *বিণ* ঠোঁট বন্ধ করে মৃদু। 'সমুখে মদন হাতে শরাসন মুচকি মুচকি হাসে।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুচকিয়া হাসা *ক্রি* মুখ টিপে হাসা। 'লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে/ মারে আবির পিচকারি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মুচকে *বিণ* মৃদু; ঈষৎ। 'একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মুচকে হাসি *বি* মুচকি হাসি; স্মিতহাসি। 'সোনার রেখায় রেখায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌতুকের মুচকে-হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুচকুন্দ [স] *বি* এক ধরনের চাঁপা ফুল। 'কিংশুক ধাতকী ঝিণ্টী তোলে মুচকুন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মুচঙ্গ *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মধুর মৃদঙ্গ বাজে মুচঙ্গ রসাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুচড়া [স মুচুটী>] **১** *ক্রি* মোচড় দেওয়া। 'ঘাড় মুচড়িয়া শিশু পেলিল কুয়ায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *ক্রি* ঘোরানো। 'তম্বুরার কাণ মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *ক্রি* নিংড়ানো। 'মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **মুচড়এ** *ক্রি* মোচড়ায়। 'যেন পানে চেয়ে পুন মুচড়এ দাড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **মুচড়িয়া** *ক্রি* মোচড় দিয়ে। 'ঘাড় মুচড়িয়া শিশু পেলিল কুয়ায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুচড়ে *ক্রিবিণ* বিকৃত ক'রে। 'একটা ঘটনা একটু মুচড়ে ইতস্তত একটু ছেঁটে-ছুঁটে দিলে শ্রোতাদের মনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

মুচড়ে ওঠা *ক্রি* মোচড় দিয়ে ওঠা। 'মাঝরাতে পায়ের ব্যথাটা হঠাৎ মুচড়ে ওঠে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

মুচড়ে দেওয়া *ক্রি* শান্তিভঙ্গ করা। 'চাকার ক্রিষ্টশব্দে মুচড়ে দিচ্ছিল বাতাসকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মুচড়ে মুচড়ে [স মুচুটী>] *ক্রিবিণ* সর্বশেষ চেষ্টা অবধি। 'মুচড়ে মুচড়ে নিংড়ে নিংড়ে কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে সুর বের করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুচলেকা [তু মুচলিকা] *বি* শর্তযুক্ত অঙ্গীকারনামা। 'মুচলেকা ও ফেয়ালজামিনী গ্রহণ করেন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

মুচলকা [তু মুচলিকা] *বি* মুচলেকা; অঙ্গীকার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুচলখা [তু মুচলিকা] *বি* মুচলেকা; অঙ্গীকার। 'শ্রীজানকীরাম হালদার কষ্য মুচলখা পত্রমিদং।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এক এক মুচলখা লিখিয়া লওয়া যাইবেক।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

মুচলখাপত্র [তু মুচলিকা+স পত্র] *বি* অঙ্গীকারপত্র। 'ওহার দাওয়ার নিষা করিব এতদর্থে মুচলখাপত্র লিখিয়া দিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মুচা *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'মুখের ঘাম মুচিয়া পুনর্ব্বার ঘড়ী দেখিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

মুচি[1], মুচী [আ মুজী] **১** *বি* চর্মকার। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'মুচী অর্থাৎ যারা গ্রাম্য পদ্ধতিতে হাটে-বাজারে জুতো তৈরি করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পরাণ মুচি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মুচিপাড়া *বি* চর্মকারদের পাড়া। 'বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে – মুচিপাড়ার লোকেরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মুচে [আ মুজী] *বি* চর্মকার। 'ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

মুচি[2] **১** *বি* ছোটো সরা; ঢাকনা। 'ছ্যাক্ ছ্যাক শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* ধাতু গলাবার জন্য ব্যবহৃত পাত্র। 'মুচির আগুনে প্রাণপণে ফুঁ পাড়ছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মুচুকি [স মুখকুঞ্চন] **১** *বিণ* মৃদু। 'হাসিতে মুচুকি হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রিবিণ* মৃদুভাবে। 'তুমি হাস বসে মুচুকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুচুকে [স মুখকুঞ্চন] *বিণ* মুচকি। 'উচিতেঁ গরুঅ মনে তোঅঁ মুচু হাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুচুকুন্দ [স] *বি* স্বর্ণচাঁপা ফুল। 'মুচুকুন্দফুলের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুচুকুন্দ-চাঁপা *বি* স্বর্ণচাঁপা। 'একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়া আনে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মুচুড়া [স মুচুটী] *ক্রি* মোচড়ানো। 'মুচুড়িয়া গোফ দুটা বান্ধে নি ঘাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুচ্ছদ্দি, মুচ্ছদ্দী [আ মুতসদ্দী] *বি* কেরানি। *ভবানী*, ১৮২৩; 'সু কোর্টে সরিফ দপ্তরে মুচ্ছদ্দি পদে অভিষিক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'অ রেস্তহীন মুচ্ছদ্দী চার বার ইন্সালভেন্ট, এখন দালালী ধরেছে *হুতোম*, ১৮৬১।

মুচ্ছদ্দিগিরি [আ মুতসদ্দী+ফা গিরি] *বি* কেরানিগিরি। 'দেওয়ানি মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মুচ্ছুদ্দি, মুচ্ছুদ্দী *বি* কেরানি। 'তাঁহারা সাহেবের মুচ্ছুদ্দি হয়ে *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০; 'শেষে এক সদয় হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হা একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুচ্ছুদ্দিগিরি *বি* প্রধান কেরানির কাজ। 'একটা বড়ো হৌ মুচ্ছুদ্দিগিরি পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মুচ্ছা [স মূর্ছা] *বিণ* মূর্ছাগত। 'কেহো মুচ্ছা হইআ পড়ে কদলী ঝড়ে কেহ বীরে নিবেদে অঞ্জলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুচ্ছো *বি* মূর্ছা। 'নিন্দে করলে যাব না মুচ্ছো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মুছলমান *দ্র* মুসলমান

মুছল্লি, মুছল্লী *দ্র* মুসল্লি

মুছা [আ মাছাহ্>] *ক্রি* পরিষ্কার করা; মোছা। **মুছিআঁ** *ক্রি* মুছে। 'মুছিআঁ কাহ্ন আপণ বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুছিবোঁ** *ক্রি* ফেলবো। 'সিন্দুর মুছিবোঁ মাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুছিলান্ত** মুছলো। 'দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুছি** *ক্রি* মুছে ফেললে। 'গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুছে দেওয়া *ক্রি* নিশ্চিহ্ন করা। 'নাম তার যাক মুছে দিয়ে।' *রবী* ১৮৮৬।

মুছে ফেলা **১** *ক্রি* নিশ্চিহ্ন করা। 'মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টি হতে এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* করে দেওয়া। 'বঙ্গাগমন আশা চিরকালের জন্য হৃদয় হইতে মু ফেল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মুছে যাওয়া **১** *ক্রি* নিশ্চিহ্ন হওয়া। 'তাদের কাছে বাইরের মুছে গেছে।' *মানিক*, ১৯৩৫। **২** *ক্রি* হারিয়ে যাওয়া। 'আনন্দের তার চোখের সামনে থেকে মুছে যায়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মুছানো [আ মাছাহ্>] *ক্রি* মুছিয়ে দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুছাপ [আ মুশাফ] *বি* (ইসলাম) কোরানের বাণী। 'মুছাপের দোহাই সাতবার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মুছি [স মুষা] *বি* কাঁঠাল, কলা ইত্যাদির নবজাত ফল। 'খেসারির ডা রান্ধে কাঁঠালের মুছি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মুজরা, মুজরো [আ] *বি* (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) নাচ-গান ক 'মুজরো খাটতে হয় প্রায়ই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'ঘরে বসিয়া মু দেওয়ার পথে কোনও বাধা তাহাদের নাই।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

মুজা [ফা মুজাহ্] *বি* পায়ের পাতায় পরার পোশাক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে থেকেই কেনীর পায়ে মুজা চড়াইয়াছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মুজা খোলন *বি* মোজা খোলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মুজাদ্দিদ [আ] *বি* ধর্মসংস্কারক। 'একজন ... 'মুজাদ্দিদ' বা সংস্কারক।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুজাহিদ [আ] *বিণ* জেহাদকারী। 'দেখ দলে-দলে মুজাহিদ-সেনা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মুজাহেদিন [আ] *বি* জেহাদকারী। 'যে সমস্ত মুজাহেদিন ইসলামের জন্য জেহাদ করিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মুজাহিম [আ] *বি* বাধা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মুজুরা [আ মুজরা] ১ *বি* সম্মান প্রদর্শন। 'মুজুরা জানাইয়া কহিল মহারাজার সহিত বিরলে কিছু নিবেদন আছে।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* প্রাপ্য টাকার ছাড়। 'শ্রাদ্ধে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা সাবুদ হইলে মুজুরা পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মুঝে [হি] *সর্ব* আমাকে। 'মুঝে নাহি ছোড়ে নন্দলাল কোন পাকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অধম গরীব কহে মুঝে দিকে ক্ষমা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুঞি[1] [স মুখ] *বি* মুখ। 'তুলিআ আছাড়ে ভূঞে শোণিত নিকলে মুঞে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খুজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুঞের সরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুঞি[2] *সর্ব* আমি। 'পুত্র দারা সঙ্গে মুঞি হৈলুঁ পরবশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুঞ্চি *সর্ব* আমি। 'আইলু মুঞ্চি বড় আশে না করহ নৈরাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুঞ্জরা [স মঞ্জর>] *ক্রি* মুকুলিত হওয়া। 'মৃত তরু মুঞ্জরিল ময়না নগরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।' ১৮৮৬। **মুঞ্জরিল** *ক্রি* মুকুলিত হলো। 'মৃত তরু মুঞ্জরিল ময়না নগরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুঞ্জরিত *বিণ* প্রাণবন্ত; পুষ্পিত; মুকুলিত। 'কেন আমার শুষ্ক প্রাণকে মুঞ্জরিত করে তুলছ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুঞ্জরী [স মঞ্জরী] *বি* নবপল্লব। 'মনে অনুগত মুঞ্জরী সহিত ভাবিয়া দেখহ মনে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মুট[1] [স মুষ্টি] *বি* দৈর্ঘ্য মাপার একক; এক মুঠার সমান; কমবেশি পাঁচ ইঞ্চি। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মুট[2] *বি* প্যান্টের চেইন ও বোতাম ইত্যাদি দ্বারা যে অংশ কোমরের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা থাকে। 'পেন্টুলানের মুট চাপিয়া ধরিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মুটকি[1] [স মুষ্টি] ১ *বি* মুঠ; মুষ্টি। 'বসিয়া গঙ্গার জলে যুগ মুটকি হৃদে হানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ঘুষি। 'মুটকি খাইআ বাঘা পুনুরুপি ধায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুটকি[2] *বি* স্থূলকায় নারী। 'একবার হুকুম শোন মুটকির।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মুটকী [মাটি] *বি* মাটির কলস। 'মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুটমুট [ধ্বন্য] *বি* হালকা কিছু ভাঙার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুটা [স মুষ্টি] *বি* মুঠ; মুষ্টি। 'এক মুটা অন্ন মেনে দিও।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুটাম [স মুষ্টি] *বিণ* মুষ্টিবদ্ধ হাত পরিমাণ; কমবেশি ১৫ ইঞ্চি। 'বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মলসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মুটুম হাত *বি* মুষ্টিবদ্ধ হাত; কমবেশি ১৫ ইঞ্চি। 'বড় জোর মুটুম হাত পরিমাণ অগ্রসর হইয়া বসিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

মুটিয়া [তা মুটে] *বি* মুটে; কুলি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মুটিয়া, মজুর ... খেদমৎকারের জাতিতে পরিণত।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

মুটিয়ে যাওয়া *ক্রি* মোটা হওয়া। 'এতে শরীর আরো মুটিয়ে যাবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মুটে [তা মুটে] *বি* কুলি। 'নিজে হই সরকারী মুটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'চাকরকে বলেন বেহারা, আর মুটেকে বলেন কুলী।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

মুটেমজুর [তা মুটে>+ফা মজদুর] *বি* সাধারণ শ্রমজীবী। 'কতকগুলি মুটে মজুর পোদ বাগ্দীর ছেল্যেরা ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২; 'হে আমার মুটে-মজুর ভাইরা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুটের বোঝা *বি* সমষ্টিগত ভার। 'কাপড়চোপড় বাসস্থান আহার প্রভৃতি তার সমস্ত জিনিস শত শত মুটের বোঝা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুটের সরদারি *বি* শ্রমিকদের দালালি। 'খাতাবাটিতে মুটের সরদারি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুঠ [স মুষ্টি] *বি* মুঠা। 'মুঠ নিঙ্গাড়িআ তাহে দিল আদার রস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুটো *বি* হাতের মুষ্টি। 'এক পণ ছুট করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মুঠা *বি* মুষ্টি। 'এক মুঠা চাউল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মুঠা মুঠা *বিণ* রাশি রাশি। 'মুঠা মুঠা আশরাফী রাস্তার দুদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মুঠার মানিক *বি* নিজের অধিকারভুক্ত মূল্যবান বস্তু। 'মুঠার মানিক ঠেলে পায়ে এলেম তোমার কুটির ছায়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মুঠ্যে *ক্রিবিণ* মুঠায়। 'মুঠ্যে নিঙ্গড়িআ তথি দিল আদারস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুঠকা [স মুষ্টি] *বি* কিল। 'পাএপাএ জুদ্ধ করি মুঠকা মুঠকী।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুঠকামুঠকি, মুঠকা মুঠকী ১ *বি* কিল-ঘুষি। 'পাএপাএ জুদ্ধ করি মুঠকা মুঠকী।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ঘুষাঘুষি। 'মুঠকামুঠকি দুই দলে কাটাকাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুঠকী *বি* ঘুষি। 'কাহারে মুঠকী কারে চাপড়ে মারিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুঠি, মুঠী ১ *বি* মুষ্টি। 'মুঠি এক মাঝা বাএ হালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মুঠা দিয়ে ধরার স্থান। 'সুচাঁছে চাঁচিল তার দুঈ মুঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* মুষ্টাঘাত। 'ছেল্যানের শিরে দুই মারিলেক মুঠি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *বি* সঞ্চয়। 'ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া আর কিছু নাহি জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৫ *বি* মুষ্টি পরিমিত চাল, মুড়ি ইত্যাদি। 'টিন খুলে দু'মুঠ মুঠি বের করল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মুঠিতল [স মুষ্টিতল] *বি* হাতের মুঠা; অধীনস্থ। 'মুঠিতলে পিষবার আদেশ যে শাস্ত্রকার দিয়েছিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুঠিবদ্ধ [স মুষ্টিবদ্ধ] *বিণ* তেজোদীপ্ত। 'জাগে প্রাণ, দ্বীপে-দ্বীপে মুঠিবদ্ধ আহ্বান পাঠায়।' *নীরেন*, ১৯৪৭।

মুঠিয়ান *বি* বাজপাখি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুঠো [স মুষ্টি] **১** *বি* হাতল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* মুষ্টিবদ্ধ হাত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুঠোভর্তি *বিণ* মুষ্টিপূর্ণ। 'মুঠোভর্তি সিঁদুর মনোহরের কপালে লেপন করে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মুড [ই] **১** *বি* ভাব। 'চিঠিটাই এমন তাচ্ছিল্য ও তামাসার মুডে লেখা।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *বি* মানসিক অবস্থা। 'আজ বই কেনার মুড নেই তার।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

মুড়াল্যা *বি* নৌযানের শীর্ষ। 'ডিঙ্গাশিরে বাঁন্ধিল মুড়াল্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুড়[1] [স মুণ্ড] *বি* মাথা। 'পরের বচনে চাকিনু বদনে খাইনু আপন মুড়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মুড় দেওয়া *ক্রি* ধার সেলাই করা। 'মুড় দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুড়[2] [স মূঢ়] *বিণ* মূঢ়। 'এহিত আপনে মুড় মাতুলেত কঁহে দঢ়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুড়মতি *বিণ* মূঢ়মতি; অবিবেচক। 'কি বুঝিয়া মুড়মতি আজ্ঞা কর দণ্ড।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুড়কি, মুড়কী [ধ্বন্যা] *বি* গুড় বা চিনির রসে ভেজানো মুড়ি বা খই। 'ময়রা মুড়কী দেই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'দু পয়সায় মুড়কি কিনে খাই।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মুড়কিমুখী *বিণ* মিষ্টভাষী। 'মুড়কিমুখী ময়রা দিদি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মুড়কি মাদুলি *বি* এক রকমের অলংকার। 'মুড়কি মাদুলি, ধানি মাদুলি, সোনালি, পৈচে, তাবিজ, বাজু, স্বর্ণ, পঞ্চনরি, পাঁসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মুড়মুড় [ধ্বন্যা] *বি* মৃদু মড়মড় শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মুড়মুড় করে গুঁড়িয়ে গেল চালগুলো।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

মুড়মুড়ে *বিণ* মচমচে। 'মুড়মুড়ে দুটি টোস্টের ফাঁকে/ নিবিড় হলুদ সোনালি ডিম।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মুড়া[1] [স মুণ্ড] **১** *বি* আঁচল ছেঁড়া কাপড়; কাপড়ের টুকরা। 'ছয় মাস খুঞা বাস হয়্যা গেল গুড়া/ লহনা প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অগ্রভাগ। 'বাম পদ মুড়া নিয়া দিব গুহ্যদ্বারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* শেষ প্রান্ত। 'চকের মুড়া পর্য্যন্ত দোকাতারি আসাবরদার ... ঢালিয়াত সিপাহীরা সমস্ত ডাণ্ডাইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বি* মাছের মাথা। 'সদাই মাথা মুড়া খাওয়া আছেই।' *কেরি*, ১৮০২।

মুড়া[2] *ক্রি* বন্ধ করা। **মুড়িতে** *ক্রি* বন্ধ করতে। 'মুড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুড়া[3] [স মুণ্ড>] *ক্রি* মুণ্ডন করা; কামানো। 'বসন না রাখিমু অঙ্গে মুড়াইমু কেশ।' *মর্ত্তুজা*, ১৭৫০। **মুড়াই** *ক্রি* মুণ্ডন করি। 'মন মুড়াই আজ সেথায়।' *লালন*, ১৮৯০। **মুড়াইমু** *ক্রি* মুণ্ডিত করবো। 'বসন না রাখিমু অঙ্গে মুড়াইমু কেশ।' *মর্ত্তুজা*, ১৭৫০। **মুড়াইয়া** *ক্রি* ন্যাড়া ক'রে। 'মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মুড়ায়** *ক্রি* মুণ্ডন করে। 'ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্যে মুড়ায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মুড়ালি** *ক্রি* মুণ্ডন করলি। 'কী দেখে মুড়ালি মাথা।' *লালন*, ১৮৯০। **মুড়ুলুম** *ক্রি* মুড়ালাম। 'আমি তাইতে ত জটা মুড়ুলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মুড়া[4] *বিণ* ক্ষয়প্রাপ্ত। 'গোঁপ জোড়াটি খ্যাঙ্গরার মুড়া।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

মুড়াই *বি* একটি নদীর নাম। 'বাহিয়া মুড়াই নদী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুড়ান [স মুণ্ড>] **১** *ক্রি* ভাঁজ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *ক্রি* বন্ধ করা; মুণ্ডন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুড়ানিয়া [স মুণ্ডন>] *বিণ* মুণ্ডিত; কামানো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুড়ানো *ক্রি* কামানো। 'সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মুড়ালী [স মুণ্ড>] *বি* স্থাপনার সৌধ। 'মুড়ালী রচিআ তথি আরোপিল কাট/ চারি হালা খড়ে বিশাই ছাইল চারি পাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুড়ি[1] [স মুণ্ড] **১** *বি* মাথা। 'দক্ষিণরায়ের বাঘে মুড়ি লয় কাড়্যা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* খাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুড়িঘন্ট *বি* মাছের মাথা ও ডাল দিয়ে রান্না করা খাবারবিশেষ। 'যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাফের মুড়িঘন্ট খাইয়েছ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মুড়িটী নিয়ে পরে কোপ – স্বার্থ রক্ষা করে চলা। 'আগে মুড়িটী নিয়ে পরে কোপ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মুড়ি[2] [ধ্বন্যা] *বি* বিশেষভাবে ভাজা চাল। 'মুড়কি সন্দেশ মুড়ি তায় ওষধের গুঁড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুড়িওয়ালা *বি* মুড়ি-বিক্রেতা। 'রুদ্রনগরে এক মুড়িওয়ালা ওঠে রোজ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মুড়ি-টুড়ি *বি* মুড়ি ইত্যাদি। 'মুড়িটুড়ি পাওয়া যায় না?' *শরৎ*, ১৯১৭।

মুড়িমুড়কি [ধ্বন্যা] **১** *বি* মুড়ির সঙ্গে মিশ্রিত মুড়কি; খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। 'শেষে মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* হালকা খাদ্যদ্রব্য। 'তোমাদের মুড়ি-মুড়কির ভোগ তৈরি করে রেখো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মুড়ির টিন *বি* মুড়ি রাখার টিনের কৌটা। 'মাটির ভাঁড় আর একটা মুড়ির টিন।' *জহির*, ১৯৬৪।

মুড়ি[3] [স মুণ্ড] *বি* চাদর কাঁথা বা লেপ দিয়ে মাথা-সহ গা ঢাকা। 'বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'লোকে দরজা জানালা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুড়ি দেওয়া **১** *ক্রি* আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করা। 'বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *ক্রি* জড়িয়ে নেওয়া। 'চাষারা মাথায় টোকা প'রে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুড়িসুড়ি দেওয়া *ক্রি* কাঁথা বা লেপ দিয়ে গা জড়ানো। 'লোকে দরজা জানালা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুড়ি[4] *বি* পাজামা ইত্যাদির ভাঁজ বা সেলাই করা প্রান্তভাগ। 'মুড়ির ভিতরে লাল সুতোর গোলাপী আভা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মুড়ি মারা *ক্রি* প্রান্ত সেলাই করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুড়ে রাখা *ক্রি* ভাঁজ দিয়ে রাখা। 'একটু পরে ছোট্ট হাই তুলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠ্যবই মুড়ে রাখলো।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

মুড়ো[১] [স মুণ্ড] **১** *বি* মাথা। 'এ পাড়ার কর্ত্তা বুড়ো, নিত্তি মারেন পাঁটার মুড়ো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* শেষ সীমা। 'চুল পেকে হলো হুড়ো না পেলে পথের মুড়ো।' *লালন*, ১৮৯০।

মুড়োঘন্ট *বি* মাছের মাথা দিয়ে তৈরি তরকারিবিশেষ। 'মুড়োঘন্ট রাঁধবার ইচ্ছে তাঁর।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মুড়ো[২] **১** *বিণ* ভাঙা শলাকাযুক্ত; মুণ্ডিত। 'আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ* নেড়া; পাতাহীন। 'মুড়োগাছও গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মুড়ো খেংরো *বি* অধিক ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত ঝাঁটা। 'চাকরদের কাছে তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে দু বার নিকেশ নেওয়া হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুড়ো খেঙ্গরা *বি* ভাঙা শলাকাযুক্ত তীক্ষ্ণধার ঝাঁটা। 'আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মুড়ো খ্যাংরা *বি* ক্ষয় হওয়া ঝাড়ু। 'মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে আমার বিষ ঝেড়ে দিয়ে যাস।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুড়োগাছ *বি* নেড়া গাছ; পাতাহীন গাছ। 'মুড়োগাছও গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মুড়ো ঝাঁটা *বি* অধিক ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত ঝাঁটা। 'এই মুড়ো ঝাঁটা মুখে মারবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মুড়ো ঝ্যাঁটা *বি* অধিক ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত ঝাঁটা। 'পাশের ঘরে মুড়ো ঝ্যাঁটাহস্তে দুটো ঝি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুড়্যাতি *বি* শাকবিশেষ। 'রান্ধিবে মুড়্যাতি সাক হাঁড়ী দুই তিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুড়্যালা [স মুণ্ড>] *বি* বরের টোপর বা মুকুট। 'দ্বিজ সুতা বান্ধে হাথে মুড়্যালা বাঁধিল মাথে আইয় দেই জয় চারিভিতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুণী [আ মন>] *বিণ* মন পরিমাণ ওজনের। 'একটা দশ মুণী তেলের কূপো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুণেআ *ক্রি* অনুভব করলাম। 'আলি কালি বেণি সারি মুণেআ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

মুণ্ড[১] [স] **১** *বি* মাথা। 'মোর মহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দানববিশেষ। 'চণ্ড মুণ্ড আদি বীর রণে কেহ নহে স্থির।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুণ্ডচ্ছেদ [স] *বি* মাথা কেটে দেহ থেকে আলাদা। 'দলপতি কৃষ্ণদেব রায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইত।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

মুণ্ডচ্ছেদন [স] *বি* মাথা কর্তন। 'শ্রীনাথের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আইস।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

মুণ্ডচ্যুত [স] *বিণ* মাথাহীন। 'মুণ্ডচ্যুত বীরের মার মার ধ্বনি উচ্চারণ।' *আনিস*, ১৯৬৪।

মুণ্ডপাত [স] **১** *বি* সর্বনাশ। 'তোমার মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* শিরশ্ছেদ। 'বিধর্মীর মুণ্ডপাত করিতে সেই অস্ত্র কি নিষ্কোষিত হইয়া কাফেরের রক্তে রঞ্জিত হইবে না?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মুণ্ডমালা [স] *বি* কাটা মাথা বা মাথার খুলি দিয়ে তৈরি মালা। 'গলে মুণ্ডমালা শোভে বিকটদশনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুণ্ডমালি [স মুণ্ডমালী] *বি* (হিন্দুপুরাণ) নরমুণ্ডের মালা। 'শঙ্করী শূলিনী কালী গলে দোলে মুণ্ডমালি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুণ্ডমালিনী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কাটা মাথা দিয়ে তৈরি মালা ধারণ করে যে। 'বন্দি সর্ম্মিষ্ঠীর গ্রামে নৃমুণ্ডমালিনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুণ্ডমালী [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) নরমুণ্ডের মালা ধারণকারী। 'এই মুণ্ডমালী প্রেতেশ্বর ভীষণ দেবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মুণ্ডরাশি [স] *বি* কাটা মাথার স্তূপ। 'করে অসুর মুণ্ডরাশি/ অধরে না ধরে হাসি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মুণ্ডহীন [স] *বিণ* মাথাহীন। 'চিঠি লিখবো কোথায়, কোন মুণ্ডহীন নারীর কাছে? *সুনীল*, ১৯৬৬।

মুণ্ড[২] [হি মুণ্ডা] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোড়োয়া, ওঁরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতি বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মুণ্ডা *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'বাঙ্গালার প্রান্তবাসী কোল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সেই সাঁওতাল কোল ওরাওঁ মুণ্ডারাও, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপটি পর্যন্ত যাবে।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

মুণ্ডন [স] *বি* চুল কামিয়ে ফেলা। 'বিধিমতে কর তার মস্তক মুণ্ডন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুণ্ডা[১] [স মুণ্ডন>] *ক্রি* চুল ন্যাড়া করা। **মুণ্ডাইয়া** *ক্রি* ন্যাড়া ক'রে। 'সির দাড়ি মুণ্ডাইয়া রুক্কিরে এড়ি দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **মুণ্ডাএ** *ক্রি* মুড়ায়। 'দাড়ি নখ কেশ তার মুণ্ডাএ নাপিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মুণ্ডাব** *ক্রি* মুড়িয়ে দেবো। 'নাহী সত্য পালিবে মুণ্ডাব তোর মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মুণ্ডায়িবোঁ** *ক্রি* মুণ্ডিত করবো। 'কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুণ্ডিআঁ** *ক্রি* মুণ্ডন ক'রে; চেঁছে ফেলে। 'মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুণ্ডিলেক** *ক্রি* মুণ্ডিত করলো; সর্বনাশ সাধন করলো। 'তার গোত মুণ্ডিলেক আক্ষার যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুণ্ডা[২] *দ্র* **মুণ্ড**[২]

মুণ্ডা[৩] *বি* মুণ্ড; মাথা। 'তুই এক গুণ্ডা নেব তোর মুণ্ডা।' *অন্নদা*, ১৯৪৬।

মুণ্ডাস্থিমালা [স] *বি* মাথার খুলি দিয়ে তৈরি মালা। 'নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুণ্ডারী *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'মুণ্ডারীরা চুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মুণ্ডি [স] *বি* মণ্ডাজাতীয় মিষ্টান্নবিশেষ। 'জনায়ের রসকরা মুড়কি খাকড়ার অতি অনুপম মুণ্ডি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'ময়রার দোকানের মুণ্ডি সন্দেশ।' *অবন*, ১৯২৫।

মুণ্ডিত [স] **১** *বিণ* মুণ্ডন করা হয়েছে এমন। 'ভবিষ্যৎ সুখ ভোগের নিমিত্তে মুণ্ডিত হন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* বৈরাগী। 'হরিদ্বারে মুণ্ডিতদের সহিত সন্ন্যাসীদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মুণ্ডিতমস্তক [স] *বি* নেড়া-মাথা। 'যে শিক্ষকের ঝুঁটি ধরিয়া মারা অভ্যাস সহসা ছাত্রের মুণ্ডিত মস্তক তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত শোকের কারণ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'গৈরিক বসন ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তকে ঝুলি-স্কন্ধে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মুণ্ডিতমুখ [স] *বি* দাড়ি (গোঁফ) কামানো হয়েছে এমন মুখ। 'একটি পৌঢ়বয়স্ক মুণ্ডিতমুখ শান্তমূর্তি ব্রাহ্মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মুণ্ডু [স মুণ্ড] *বি* মাথা। 'করকুচগু মনুজ মুণ্ডু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মুণ্ডুপাত [স মুণ্ডপাত] *বি* সর্বনাশ। 'যখন তখন ফ্যাসীবাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিসমূহের মুণ্ডপাত করিতেছি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুত [স মূত্র] *বি* প্রস্রাব। 'ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ইতস্তত শ্বেতরোগ, শোথ হতে চুয়ায় অশ্লীল দেহের বিহ্বল মুত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

মুতফরক্কা, মুতফ্ফারাক্কা [আ মুতাফারিরকা] ১ *বিণ* অতি সামান্য। 'মুতফরক্কা।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমাদের মুতফরাক্কা মজলিস।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। ২ *বিণ* অগোছালো। 'আচ্ছাই এক মেরুদণ্ডহীন মুতফারাক্কা ছেলে!' *রশীদ*, ১৯৬৩।

মুতসুদ্দি, মুৎষুদ্দি [আ মুতসাদ্দি] *বি* সচিব; হিসাবরক্ষক; প্রধান কেরানি। 'মহারাজার সরকারের চাকর মুতসুদ্দি শ্রীবলরাম সরকার।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। দ্র **মুৎসুদ্দি**

মুৎছুদ্দী [আ মুতসাদ্দি] *বি* কর্মচারী; হিসাবরক্ষক। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মুৎষুদ্দী [আ মুতসাদ্দি] *বি* মুৎসুদ্দি; প্রধান কেরানি। 'দরবারের মুৎষুদ্দী লোক গলতা করিয়া মোকাবিলায় অবধি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মুৎসুদ্দি, মুৎসুদ্দী [আ] *বি* কেরানি। 'রাজসংক্রান্ত দেওয়ান মুৎসুদ্দী উকীল ইত্যাদি ...।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'একজন সাহেবের মুৎসুদ্দি না হইলে আমার কর্ম কাজ জমকাবে না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মুতা [স মূত্র>] *ক্রি* প্রস্রাব করা। **মুতিয়া** *ক্রি* প্রস্রাব ক'রে। 'ধাইল লাঙ্গটা মুতিয়া ভরিল কুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুতানো [স মূত্র>] *ক্রি* প্রস্রাব করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুতি [স মুক্তা] *বি* মুক্তা; মোতি। 'মানিক বিদ্রুম মুতিপলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুতিআর [স মুক্তাহার] *বি* মুক্তার হার। 'নম্রমান মুতিআর অঙ্গদ কঙ্কণ হার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুতিজোত [স মুক্তাজ্যোতি] *বি* মুক্তার জ্যোতি। 'যৈছন মুতিজোত চমকে বিদ্যুত।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুতীম [স মুক্তা>] *বিণ* মুক্তার তৈরি। 'দানের আন্তরে কাহাঞিঁ নেহ মুতীম হার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুত্তিহার [স মুক্তাহার] *বি* মুক্তার হার। 'পরম মোখ লবএ মুত্তিহার।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

মুত্রপুরিস [স মূত্র+পুরীষ] *বি* প্রস্রাব ও বিষ্ঠা। 'মাংস পিণ্ড লোভে মুত্রপুরিস ভোজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুথা [স মুস্ত] *বি* ঘাসবিশেষ; গন্ধশিকড়বিশিষ্ট তৃণ। 'বরাটা চুচুড়া মুথা আমার ভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সত্য নয় শিশু, নয় রাজনীতি, নয় মুথা ঘাস!' *শক্তি*, ১৯৭০।

মুদগর [স মুদ্গর] *বি* লোহার তৈরি বৃহদাকার হাতুড়ি; মুগুর। 'লোহার মুদগর বারি মুণ্ডে মারিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুদগুর [স মুদ্গর] *বি* মুগুর। 'মুদগুরের ঘাএ তুমি জাবে জম ঠাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুদড়ী, মুদরী [স মুদ্রিকা] *বি* আংটি। 'রতন মুদড়ী পিন্ধ হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বাম অঙ্গুলিতে মুদরী সহিতে কনক কটোরি হাতে।' *দ্বিজ*, ১৬০০।

মুদন *বি* বন্ধ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মুদা[1] [স মুদ্রিত>] *ক্রি* চোখের পাতা বন্ধ করা। 'মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুদ** *ক্রি* বন্ধ করো। 'মোর হস্তে ধরি আঁখি মুদ তুরমান।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মুদয়ে** *ক্রি* মুদ্রিত করে। 'মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুদি** *ক্রি* মুদ্রিত ক'রে। 'আঁখি মুদি পড়ে কেহো হাত আছাড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। **মুদিয়া** *ক্রি* মুদ্রিত ক'রে। 'দেখ সখি আলো আঁখি মুদিয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'এত বলি ধর্ম জপে মুদিয়া নয়ান।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **মুদিল** *ক্রি* বুজলো। 'লজ্জাএ সোন্দরী কৈন্যা মুদিল নয়ন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুদা[2] *বিণ* বাকি। 'নতুবা মুদা থাকিলে সদর চুক্তির লেখা পড়াতে বহুত তজদি জানিবা।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মুদা[3] *বিণ* মুদিত। 'আধোমুদা আঁখি দুটি মৃদু আলসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

মুদাম *ক্রিবিণ* নিরন্তর। 'আপন পিয়ারে নবি পার ভেজ মুদাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুদারা *বি* (সঙ্গীত) তিনটি সপ্তকের মধ্যমটি। 'স্ত্রী ও পুরুষ গায়কেরা উদারা, মুদারা ও তারা সুরের কণ্ঠ অনুসারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'নিম্নসপ্তক থেকে উচ্চসপ্তক পর্যন্ত উদারা মুদারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মুদালয় [আ মুদ্দালেহ্] *বিণ* অভিযুক্ত; আসামি। 'মুদেই শ্রীসেক নিজাম মুদালয় শ্রীসেক হেদোতুল্লা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মুদি, মুদী [হি মোদী>] *বি* চাল, ডাল, তেল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পণ্য বিক্রি করে যে দোকানি। 'সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মুদীর দোকান হইতে লণ্ঠন জ্বালাইয়া লইয়া গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মুদিওয়ালা *বি* চাল, ডাল, তেল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পণ্য বিক্রি করে যে দোকানি। 'মুদিওয়ালার তাতে লাভ কতটুকু জানিনে।' *নজরুল*, ১৮২৭।

মুদিখানা, মুদীখানা *বি* মুদির দোকান। 'কোন২ পটিতে কেবল মুদিখানা দোকান।' *রামরাম*, ১৮০১; 'মুদীখানার দোকান করিয়া কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মুদিঘর *বি* মুদি দোকান। 'সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুদি দোকান *বি* তেল, ডাল প্রভৃতি বিক্রয়ের বিপণি। 'থাকিবা মুদি দোকানে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুদির দোকান *বি* চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি বিক্রি হয় যে দোকানে। 'মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মুদিত [স মুদ্রিত] ১ *বিণ* বোজা অবস্থায় আছে এমন; বদ্ধ। 'প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যদিও তাহার চর্ম্ম চক্ষু সর্ব্বদাই প্রায় মুদিত থাকিত।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ২ *বিণ* নিদ্রিত। 'দিনমণি অস্তগতে নলিনী মুদিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মুদিতনয়ন [স মুদ্রিতনয়ন] *বিণ* চোখ বুজে আছে এমন। 'আর একটু দূরে মুদিতনয়ন একটি মার্জার।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুদিতনেত্র [স মুদ্রিতনেত্র] *বি* বুজে আছে এমন চোখ। 'মুদিতনেত্রের সম্মুখে রুদ্ধশ্বাসে আমার ছাত্রের পূর্বজন্মের মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুদিতা [স মুদ্রিতা] *বিণ স্ত্রী* লুকায়িত; চোখ বন্ধ করে আছে এমন। 'সবে তবে ছিলে লো বালিকা, যথা মুদিতা মালিকা।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

মুদিতমনা *বি* এক প্রকার ফুল। 'করঞ্জা যুগল গণা দাড়িম্ব মুদিতমনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

AMARBOI.COM

মুদেই [আ মুদ্দাই] *বিণ* অভিযোগকারী; বাদী। 'মুদেই শ্রীসেক নিজাম মুদালয় শ্রীসেক হেদাতুল্লা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মুদো [স মুষ্টি] *বি* পুঁটলি। 'গিন্নি শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁদেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুদ্গা, মুদ্গ [স মুদ্গ] *বি* মুগডাল। 'চালু কলা মুদ্গা দধি একত্র করিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুদ্গাবড়া, মুদ্গবড়া [স মুদ্গ+স বটক>] *বি* মুগ ডালের বড়া। 'মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুদ্গাসূপ [স] *বি* মুগ ডাল। 'চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদ্গাসূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুদ্গাঙ্কুর [স] *বি* ভিজানো গোটা মুগ। 'সলবন মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুদ্গার, মুদ্গর [স] *বি* মুগুর। 'অজেয় অচ্ছেদ অস্ত্র সেইত মুদ্গার।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুদ্দই, মুদ্দাই [আ মুদ্দাই] **১** *বি* বাদী; অভিযোগকারী। 'মুদ্দাইর ফন্দি নহে মরণ খেচেছে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'মুদ্দই।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* শত্রু। 'পেট বড় মুদ্দই এবং পেটের জন্যই ইহারা এমন করিয়া আত্মহত্যা করে!' *নজরুল*, ১৯২২।

মুদ্দত, মুদ্দতি [আ মুদ্দত>] *বি* মেয়াদ। 'মুদ্দতি পুরা হয়ে নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

মুদ্দফরাশ, মুদ্দফরাস [ফা মুর্দাফরোশ] *বি* মৃতদেহ বহন বা পোড়ানোর কাজে নিয়োজিত লোক। 'রামা মুদ্দফরাস, কেষ্ট বাগদি ... সহরের প্রধান হয়ে উঠলো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'পথে পড়ে মরে থাকবো, মুদ্দফরাশে টেনে ফেলে দেবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মুদ্দাফরাস [ফা মুর্দাফরোশ] *বি* যে মৃতদেহ সৎকারের কাজ করে। 'ঘি কিনেছিল কোন মুদ্দাফরাসের দোকান থেকে?' *জীবন*, ১৯৩২।

মুদ্দারফরাস [ফা মুর্দাফরোশ] *বি* যে মৃতদেহ বহন করে বা পোড়ায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুদ্দোফরাস [ফা মুর্দাফরোশ] *বি* যে মৃতদেহ সৎকারের কাজ করে। 'নই তো আমি মুদ্দোফরাস। জীবন থেকে সোনার মেডেল।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

মুদ্দ্যা [স মুদ্গ] *বি* এক প্রকার শস্যদানা। 'প্রধান শস্য যব, গোধুম, মুদ্দ্যা, ইক্ষু, নীল প্রভৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মুদ্রণ [স] *বি* ছাপানো। **মুদ্রণ যন্ত্র** [স] *বি* ছাপানোর কাজ করা যায় এমন যন্ত্র। 'কোনিগ সাহেব ... আর এক বাষ্পীয় মুদ্রণ যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মুদ্রণকার্য, মুদ্রণকার্য্য [স] *বি* ছাপার কাজ। 'উল্লিখিতরূপ মুদ্রণকার্য্যে অনেক ব্যয় ও বিস্তর সময় আবশ্যক করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মুদ্রা[1] [স] **১** *বি* মোহর। 'যুক্তি করি শতমুদ্রা সোনা তোলা সাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অলঙ্কার বিশেষ। 'মহাপুরুষ তাহারদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মুদ্রা অর্থাৎ কুণ্ডল দিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* টাকা-পয়সা প্রভৃতি। 'জানিয়াও কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা প্রদান করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

মুদ্রাজল [স] *বি* জলরূপ মুদ্রা। 'বৃহৎ কর্ম্মকালে মুদ্রাজল নির্গত হইয়া নানাদিগদেশগামি হইতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মুদ্রাধার [স] *বি* মুদ্রা রাখার পাত্র। 'পিতার নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা একটি মুদ্রাধারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মুদ্রানদী [স] *বি* নদীরূপ মুদ্রা। 'নানাবিধা মুদ্রানদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মুদ্রানীতি [স] *বি* মুদ্রার ব্যবহার, বিনিময় ইত্যাদি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা। 'আমাদের মুদ্রানীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, খনিজ সম্পদ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪১; 'পররাষ্ট্র সম্বন্ধ, শুল্ক ও মুদ্রানীতি।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মুদ্রামান [স] *বি* অর্থের মূল্য। 'মুদ্রামানের উচ্চ হারের দরুণ মুনাফার অধিকাংশ ...।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

মুদ্রামূল্য [স] *বি* বাজার অনুসারে মুদ্রার দাম। 'প্রত্যেকে ঝাঁসির মুদ্রামূল্যে কুড়ি হাজার সিক্কা টাকা হিসাবে দামোদরকে দেবে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মুদ্রাশালা [স] *বি* কোষাগার। 'চকচকে ধাতুখণ্ড মুদ্রাশালা থেকে/ জ্যাজের ভনৎকারে যখন বেরুতো।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

মুদ্রাস্ফীতি [স] *বি* মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাস। 'দেশে যে বিরাট মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

মুদ্রা[2] [স] *বি* অঙ্গভঙ্গি। 'অখনে কহিমু মহা মুদ্রার লক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুদ্রাদোষ [স] **১** *বি* কোনো অঙ্গভঙ্গি বার বার করার অথবা কথা বলার অভ্যাস। 'ওটা মুদ্রাদোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'মনের মুদ্রাদোষ কিছুতেই ছাড়াতে পার না।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* নেতিবাচক স্বভাব। 'মনের মুদ্রাদোষে নষ্ট হয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৪২।

মুদ্রা[3] [স] *বি* মুদ্রণ। 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল।' *গৌর*, ১৮২২।

মুদ্রাকর [স] *বি* মুদ্রণকারী। 'তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মুদ্রাক্ষর [স] *বি* সিসা দিয়ে নির্মিত ছাপার অক্ষর। 'মুদ্রাক্ষরে বহু গ্রন্থ প্রকাশ হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুদ্রাগৃহ [স] *বি* ছাপাখানা। 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল।' *গৌর*, ১৮২২।

মুদ্রাঙ্কন [স] *বি* মুদ্রণ। 'ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা মুদ্রাঙ্কন সম্পাদক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মুদ্রাঙ্কিত [স] **১** *বিণ* মুদ্রিত। 'এ সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ সবিক্রিপ্সিয়ান না।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বিণ* মুদ্রাঙ্কন করা হয়েছে এমন। 'কোন বিষয় মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহা কাষ্ঠফলকে খুদিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মুদ্রাঙ্কিতকরণ [স] *বি* ছাপানোর কাজ। 'দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতকরণের দুই কারণ দর্শান।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা [স] *ক্রিবিণ* ছাপানোর চেয়ে। 'সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় হরপ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মুদ্রাঙ্কিতোত্তর [স] *ক্রিবিণ* ছাপানোর পরে। 'বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেলদবন্দি হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মুদ্রাবিদ্যা [স] *বি* মুদ্রণবিষয়ক বিদ্যা। 'এই দুই ব্যক্তি স্বতন্ত্র মুদ্রাবিদ্যার উদ্ভাবন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মুদ্রাযন্ত্র [স] *বি* মুদ্রণযন্ত্র; ছাপাখানা। 'এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র একবারে

AMARBOI.COM

মুক্ত করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুদ্রাযন্ত্রালয় [স] *বি* ছাপাখানা। 'অবিলম্বে কোন ইঙ্গরেজী মুদ্রাযন্ত্রালয়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুদ্রালয় [স] *বি* ছাপাখানা। 'সংস্কৃত ব্যাকরণ সংপ্রতি রোমনগরে প্রপাগাণ্ডা মুদ্রালয়ে প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মুদ্রিত[১] [স] ১ *বিণ* ছাপা। 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ *বিণ* ছাপযুক্ত। 'বাঙ্গালা ও পারস্য ও মাত্রাব্যতিরিক্ত নাগর অক্ষরে মুদ্রিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৪ *বিণ* গ্রথিত। 'তাহা তাহার মনে মুদ্রিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মুদ্রিতকরণ [স] *বি* ছাপানো। 'তুলাত কাগজেতে পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথম সৃষ্টি এই।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মুদ্রিত[২] [স] ১ *বিণ* বন্ধ। 'যদ্যপি মুদ্রিত হয় পদ্ম।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* নিমীলিত। 'কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের দ্বারা কল্পনা করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মুদ্রিতনয়ন [স] *বিণ* চোখ বন্ধ এমন। 'মুদ্রিতনয়ন হয়ে আপন ইষ্টদেবকে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মুদ্রিতনেত্র [স] *বি* চোখ বোজা আছে এমন অবস্থা। 'শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মুদ্রিত[৩] [স] *বিণ* ভঙ্গিবিশিষ্ট। 'মুদ্রিত আঙুলে তোলো যে ইঙ্গিত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মুনজির [স মঞ্জীর] *বি* নূপুর। 'কিঙ্কিণী মুখর নাদ কর মুনজির।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মুনফা [আ মুনাফি] *বি* লাভ। 'তাহাতে অনেক মুনফা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুনশি, মুনশী [আ] ১ *বি* লিপিকর; লেখক। 'আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর/ মুনশী বখশী বৈদ্য কানগোই কাজি।' *ভারত*, ১৭৬০; 'রাজা ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্ম্মের দ্বারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* কাজী। 'একজন মুনশি আনিয়া কলেমা পড়াইয়া দিবি।' *নজরুল*, ১৯৩১। দ্র **মুন্সী**

মুনশিগিরি [আ মুনশী+ফা গিরি] *বি* মুনশির কাজ। 'রাজা ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্ম্মের দ্বারা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মুনশিয়ানা [আ মুনশী+ফা আনা] *বি* দক্ষতা। 'মুনশিয়ানার সঙ্গে জটিল জীবনকে ঠিকমতো বুনিয়া চলিবার শিক্ষা।' *মানিক*, ১৯৪০; 'নিজের মুনশিয়ানা না দেখিয়েই?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মুনসি, মুনসী [আ] ১ *বি* লিপিকর; লেখক। 'মুনসি ও মহরির সকল কচহরিতে ব্যবস্থাপকগণের সাক্ষাৎ।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* পারসি ভাষার শিক্ষক। 'সাহেব আমি মুনসি আমি এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা করাই।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* কেরানি। 'মুনসী অথবা কেরাণী গিরি করিব না।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'এক উপযুক্ত মুনসী তিনি বোট আপিসের মাঝি ছিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* গৃহশিক্ষক। 'আর কেরাণি ও মুনসি ইহাদিগের জবাব দেও।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুনসিআনা [আ মুনশী+ফা আনা] *বি* নৈপুণ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুনসিগিরি, মুনসীগিরি [আ মুনশী+ফা গিরি] ১ *বি* গৃহশিক্ষকের কাজ। 'মুনসীগিরি ও মহুরিগিরি কিম্বা কেরাণিগিরি।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* লিপিকরের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুনশীব, মুনসীব [আ মুনাসিব] ১ *বি* সম্মত। 'মুনশীব রাধা তায়/ তুমি মোহ পাও যায়/ ভারত কি কবে সেই ঠাটে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* কাজের কর্তা। 'জুড়িআ কোশেক বাট/ বসিল প্রেতের হাট/ মুনসীব সর্বমঙ্গলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুনসেফ, মুনশেফ [আ মুনসিফ] *বি* নিম্ন দেওয়ানি আদালতের বিচারক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ছোকরা মুনশেফ হরেন্দ্র আছে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'মুনসেফ, উকিল, প্রফেসারদের পরে আমারও পালা এল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

মুনসিফ [আ] *বি* নিম্ন দেওয়ানি আদালতের বিচারক। 'পেস্কার ও মৌলবি ও পণ্ডিত ও আমিন ও মুনসিফ ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

মুনসেফি, মুনসেফী [আ মুনসিফ] *বি* মুনসেফের পেশা। 'পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী।' *দর্পণ*, ১৮৪০; 'কিন্তু এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি মুনসেফি পদে অভিষিক্ত হইয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

মুনাই [স মন>] *বি* মনের মানুষ। 'মন কি মুনাই হাতে পেলাম না।' *লালন*, ১৮৯০।

মুনাজাত [আ] *বি* আরাধ্যের নিকট প্রার্থনা। 'খোদার কাছে মুনাজাত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুনাফা [আ মুনাফি] ১ *বি* লাভ। 'আমার মুনাফা দিয়া আমল আবাদ করিয়া পরম সুখে ভোগ করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'এখানেও বিক্রী হইয়া মুনাফা পাওয়া জায় তবেই বরাবর কাজ চলে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯১। ২ *বি* আয়। 'অমুক তালুকের মুনাফা কত?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মুনাফাওয়ালা [মুনাফা+হি ওয়ালা] *বি* মুনাফাখোর; লভ্যাংশভোগী। 'বড়ো বড়ো মুনাফাওয়ালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুনাফাখোর [মুনাফা+ফা খোর] *বি* লাভ করার নেশায় মত্ত। 'চোরাবাজারের মুনাফাখোরদের প্রশ্রয়দান।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

মুনাফাখোরি [মুনাফা+ফা খোরি] *বি* মুনাফাখোরের কাজ। 'মুনাফাখোরি, কালোবাজারি ও গুণ্ডামির বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।' *বেগম*, ১৯৭১।

মুনাফাভোগী [মুনাফা+স ভোগী] *বিণ* লভ্যাংশ ভোগকারী। 'অতিরিক্ত মুনাফাভোগী ব্যবসাদার ও মৌজুদকারীদের জন্য ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মুনাফা সুদ্ধা [মুনাফা+স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* লাভসমেত। 'মুনাফা সুদ্ধা টাকা বেবাক দিব।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

মুনাফিক, মুনাফেক [আ মুনাফিক] *বি* কপট; ভণ্ড। 'মুনাফিক হই পাপী জন্মিল ধরা ধাম।' *সুলতান*, ১৭০০; 'তবে এক মুনাফেক হাতে খর্গ করি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুনাফেকি [আ মুনাফিক>] *বি* প্রতারণা। 'ভণ্ডামি মুনাফেকিটা কিছু না?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মুনাম *বি* খাদ্যবিশেষ। 'নাড়ু মুড়ি মুড়িকি চিড়া মুনাম মিসালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

AMARBOI.COM

মুনাল [স মৃণাল] *বি* মৃণাল। 'কর কমল/ বাহু মুনাল।' বড়ু, ১৫৭০।

মুনি, মুনী [স] ১ *বি* ঋষি; যোগী। 'তথা চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে।' বড়ু, ১৪৫০; 'পরদারে পাপ নাহি মুনীর সমত।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* ভবিষ্যদ্বক্তা। *ফরস্টার*, ১৭৯৯।

মুনিবর [স] *বি* ঋষি। 'সর্ব্বশেষ মুনিবরে কহিছে কর্ণগত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুনিবেশ [স] *বি* মুনির বেশ বা সজ্জা; মুনির রূপ। 'পাছেত মদনবাণে হানিআঁ তাক পরাণে রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।' বড়ু, ১৪৫০।

মুনিমনমোহিনী [স] *বিণ* মুনির মন মোহিত করে এমন। 'মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।' বড়ু, ১৪৫০।

মুনিমনোহর [স] *বিণ* মুনির মন হরণ করে এমন। 'আমার কামিনীরও মুনিমনোহর রূপ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মুনিষট *বি* জ্ঞানী বা মুনির ভান। 'তিরীত উপর এবেঁ তোর মুনিষট।' বড়ু, ১৪৫০।

মুনিআ [স মন্>] *ক্রি* মনে করলাম। 'মন্ধ বেণী তরঙ্গম মুনিআ।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

মুনিব, মুনীব [আ] *বি* মনিব; কর্তা। 'তাহার মুনীবেরা সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নয়।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'মুনিব যা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মুনিয়া *বি* পাখিবিশেষ। 'একটা মুনিয়ার বা মেঠো ইঁদুরের মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মুনিলোভা [স] *বিণ স্ত্রী* মুনির মনোলোভা। 'ধবল ভূষণ শোভা অনুপাম মুনিলোভ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুনিষ [স মানুষ] *বি* মানুষ। 'মুনিষে, যে অধম।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মুনিষ্য [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'তথাচ অনেক মুনিষ্যে কহিবেক।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুনিষ্যো [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'যে জন মুনিষ্যো সুলভ হৈবে তাহার উচিত উত্তম গিয়ান।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মুনিস্যা [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'মুনিস্যা মাথায় তৈল মাগীটির পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুনিস, মুনীষ [স মনুষ্য] *বি* দিনমজুর। 'পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পাই ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'একজন মুনীষকে খড়ম দিয়া পিটাইয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মুন্দা [স মুদ্রিত>] *ক্রি* বন্ধ করা। **মুন্দি** *ক্রি* বন্ধ করে। 'করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি তিমির পয়ানক আশে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মুন্দুই [আ মুদ্দাই] *বি.* বাদী। 'দাই মুন্দুই রাজি কি করবে কাজী।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মুন্ধরদেওর পূজা *বি* (হিন্দুধর্ম) পূজাবিশেষ। 'তাহারা মুন্ধরদেওর পূজা করে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মুন্সী[1] [আ মুনশী] ১ *বি* কেরানি। 'দপ্তরের প্রধান মুন্সী ছিলেন তিনি ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* পণ্ডিত ব্যক্তি। 'বছির মিঞা – মুন্সী যদি খেতাব তাহার।' *জসীম*, ১৯৩১। *দ্র* **মুনশি**

মুন্সীআনা [আ মুনশী+ফা আনা] *বি* পাণ্ডিত্য। 'তাহাতে মুন্সীআনা ... কোন কথার প্রকাশ পায় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুন্সীগিরি, মুন্সীগিরী [আ মুনশী+ফা গিরি] ১ *বি* কেরানিগিরি। 'হেষ্টিংস সাহেবের নিকট মুন্সীগিরি কর্ম্মে মকরর হয়েন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বি* পাণ্ডিত্য। 'বকিংহেম সাহেব আপন মুন্সীগিরী অনেক প্রচার করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুন্সীয়ানা, মুন্সিয়ানা [আ মুনশী+ফা আনা] ১ *বি* পাণ্ডিত্য। 'আবার মুন্সিয়ানা করে একটা লম্বা চিঠি পাঠিয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯। ২ *বি* দক্ষতা। 'বিদ্যাসাগর যে অপূর্ব মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

মুন্সী[2] [আ মুনশী] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মুন্সেফ [আ মুনসিফ] *বি* নিম্ন আদালতের বিচারক। 'তিনি মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হয়ে ...।' *গৌর*, ১৮২২; 'ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রভৃতি প্রতিদিন ৭ ঘন্টা কাজ করিয়া থাকেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মুন্সেফী [আ মুনসিফ>] *বি* নিম্ন দেওয়ানি আদালত। 'কালেক্টরী মুন্সেফী সকলি আছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মুফত, মুফৎ [ফা মুফত] ১ *ক্রিবিণ* বিনামূল্যে। 'নিয়ে যাব আবার নিয়ে আসব একদম মুফৎ।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *বিণ* বিনা পয়সায় পাওয়া যায় এমন; মাগনা। 'এই মুফত লাভের ব্যবসা হইতে ...।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

মুফতে *ক্রিবিণ* বিনামূল্যে; টাকা দিতে হবে না এমন শর্তে। 'পারি নে আর ওমন মুফতে পরামর্শ দিতে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মুফতি [আ] *বি* যিনি ফতোয়া (ধর্মীয় অনুশাসন) দেন। 'হে শহরের মুফতি!' *নজরুল*, ১৯৫৯।

মুবারকবাদ [আ মুবারক+ফা বাদ] *বি* অভিনন্দন। 'মুবারকবাদ জানাচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মুভমেন্ট [ই] *বি* আন্দোলন। 'নূতন হিউম্যানিজমের রিলিজ্যাস মুভমেন্ট হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

মুমিন, মুমীন [আ] *বি* ইমানদার। 'মুমিন 'খালেক' পাশে 'খলকে' কাফির।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'জগতে জন্মিল সেই মুমীন উপায়।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুমুক্ষা *বি* মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা। 'ধর্ম অনুসারে শিল্পরীতি বাক ও মুমুক্ষা।' *শক্তি*, ১৯৭০।

মুমুক্ষু [স] *বিণ* মুক্তিকামী। 'মুমুক্ষু জগতে অনেক সংসারী জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুমূর্ষা [স] *বি* মৃত্যুর ইচ্ছা। 'নিক্বণে মুমূর্ষার প্ররোচনা অসংবদ্ধ প্রাণের গহনে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুমূর্ষু [স] ১ *বিণ* মরণাপন্ন। 'মুমূর্ষু ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থান।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* হারিয়ে যাচ্ছে এমন। 'এ মুমূর্ষু রূপ মোর, শেষ রজনীতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুমূর্ষুবৎ [স] *ক্রিবিণ* মুমূর্ষের মতো। 'হরকুমার গৃহে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুবৎ পড়িয়া রহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুযার্সি *বি* কোলবংশীয় নৃগোষ্ঠীবিশেষ। '(১) সাঁওতাল ... (৭) কুর বা কূর্কু বা মুযার্সি, (৮) খাড়িয়া, (৯) জুয়াং, এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের শাসন-অধীনে পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মুয়ানো [স মুখ] *ক্রি* মুখ-করা। 'দিন দেখে আর হাটপানে মুয়াতে ইচ্ছা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে না।' *কেরি*, ১৮০২।

মুয়াজ্জিন [আ] *বি* নামাজের আজান দেন যিনি। 'মুয়াজ্জিনের হোঁশ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হৃদে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুয়াজ্জিনগিরি [আ মুয়াজ্জিন+ফা গিরি] *বি* মুয়াজ্জিনের কাজ। 'আজকাল আবার মসজিদের মুয়াজ্জিনগিরি করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মুয়াড় [স মুণ্ড] *বি* মুখ। 'বিপাকে পড়েচে এসে বাঘের মুয়াড়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুরগ [ফা মুর্‌গ] *বি* গৃহপালিত পাখিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুরগমনোহর [ফা মুর্‌গ+স মনোহর] *বি* পাখিবিশেষ। 'মুরগমনোহর নামক পক্ষিবিশেষ।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মুরগা *বি* মোরগ। 'ঝোল রেঁধেছি মুরগার।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মুরগি, মুরগী [ফা মুর্‌গ] ১ *বি* গৃহপালিত পাখিবিশেষ। 'করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মাদি মুরগি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুরগী-মুসল্লম [ফা মুর্‌গ+আ মুসাল্লাম] *বি* মুরগির মাংসের মসলাযুক্ত মুখরোচক খাদ্যবিশেষ। 'ঢাকাই পরোটা, মুরগী-মুসল্লম, আলু-গোস্ত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মুরচা [ফা] *বি* দুর্গপ্রাচীর। 'চৌদিকে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জনা মুরচা বুরুজ শিলাময়।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুরচাবন্দি [ফা] *বিণ* পরিখায় ঘেরা। 'পাঁচ হাত দেয়াল উচ্চই হইয়া সেই স্থানে মুরচাবন্দি ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুরচা ভঙ্গ [ফা মুরচা+স ভঙ্গ] *বি* ব্যূহবেষ্টনী ভেদ। 'বাদশাহী সামন্ত উহার মুরচা ভঙ্গ করিয়া পার হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুরছা [স মূর্ছা>] *ক্রি* আছড়ে পড়া। 'হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে মুরছি পড়িতে চায় তোমার অধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মুরছিত [স মূর্ছিত] *বিণ* মূর্ছিত; মূর্ছাগত। 'অন্তরে প্রেমের ঘায় হৈয়া মুরছিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুরছিতা *বিণ স্ত্রী* মূর্ছাগত। 'ও বুঝি মিশর-বিজয়লক্ষ্মী মুরছিতা তাঞ্জামে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মুরজ [স] *বি* এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'দুলে শির মুখ সঙ্গে মুরজ ডম্বুরু।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুরজমন্দ্র [স] *বি* মৃদঙ্গ অথবা পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর শব্দ। 'উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাইকণ্ঠে মধুর তান।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

মুরত [স মূর্তি] *বি* মূর্তি। 'মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরত।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুরতি[1] [স মূর্তি] ১ *বি* আকৃতি; মূর্তি। 'সুবর্ন্নের পাক সব সুন্দর মুরতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রাঙ্গা মাল্য রাঙ্গা বস্ত্র পরিয়া মুরতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* প্রতিচ্ছবি। 'দুহার মুরতি দুহ রিদএত জাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুরতি[2] *বি* প্রান্ত। **মুরতি মারা** *ক্রি* প্রান্ত সেলাই করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুরতেদ [আ মুরতিদ] *বিণ* স্বধর্মত্যাগী। 'মুসলিম সমাজ আজ মুরতেদ হইয়া যাইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মুরদ[1] [আ মুরুয়াত] ১ *বি* ক্ষমতা। 'তোর দেওয়ানের মুরদ বড়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বি* মূর্তিমান পৌরুষ। 'ঘাড়ে-গর্দানে একটা একরাশ মুরদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মুরুদ [আ মুরুয়াত] *বি* ক্ষমতা। 'ছাত্রাবাসে স্বাধীনভাবে থাকবার মুরুদ নেই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

মুরোদ [আ মুরুয়াত] *বি* ক্ষমতা। 'আহা পুরুষের কি মুরোদ গো।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মুরদ[2] [স মূর্তি] ১ *বি* মূর্তি। 'তাহাতে কত রকম মুরদ আঁকা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বি* ঘড়ির ঘণ্টা বাজানোর সহায়ক দণ্ডবিশেষ। 'ঘড়ির মুরদ, বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আবার কলে মিশিয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মুরফা *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢোল ডফ তাসা মুরফা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মুরব্বি [আ] ১ *বিণ* গুরুজন স্থানীয়। 'আমার মালিক মুরব্বি মহাশএ তাহা লিখিয়া কি জানাইব।' *বোগল*, ১৭৭০। ২ *বি* প্রধান ব্যক্তি; পৃষ্ঠপোষক। 'পশ্চাচারি মতের মুরব্বি প্রভাকরসম্পাদক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মুরব্বিআনা [আ মুরব্বী+ফা আনা] *বি* খবরদারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুরব্বিগিরি [আ মুরব্বী+ফা গিরি] *বি* খবরদারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুরুব্বি, মুরুব্বী [আ মুরব্বী] ১ *বি* পৃষ্ঠপোষক। 'ডাক্তার সাহেব ভবানীবাবুর পিতার মুরুব্বি ছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ২ *বি* অভিভাবক। 'এমন কেহ মুরুব্বীও ছিল না।' *প্যারী*, ১৮৬০। ৩ *বি* শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি; নেতা। 'খৃষ্টানদিগের তর্কবাগীশ মুরুব্বী ফাণ্ডার সাহেব।' *সুধাকর*, ১৮৯৩। ৪ *বি* রক্ষণশীল ব্যক্তি। 'যত মোল্লা মুরুব্বির দল একযোগে চটিয়া উঠিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৭। ৫ *বি* ক্ষমতাবান ঘনিষ্ঠ লোক। 'কোয়ার্টার কেরানীও পায় – যাদের সত্যকার মুরুব্বীর জোর আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মুরুব্বিগিরি *বি* যে মুরব্বি অর্থাৎ গুরুজনের কাজ করে। *ওসা*, ১৭৮৫।

মুরুব্বিয়ানা *বি* গুরুগিরি। 'স্বদেশের আলোচনায় কিছু-না-কিছু মুরুব্বিয়ানা ফলাইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'কোনো ডিগ্রীধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মুরমুরে [ধ্বন্যা] *বিণ* মচমচে। 'মুরমুরে রুটি আর শিশির-ভেজা মাখনের গুলি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মুরলা *বি* নর্মদা নদী। 'আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'তমসা ও মুরলা নাম্নী দুটি নদী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মুরলী, মুরলি[1] [স মুরলী] *বি* বাঁশি। 'কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি/ জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দারুণ মুরলী স্বর।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

মুরলিযন্ত্র [স] *বি* বাঁশের পিচকারি। 'কুলবধু কামতন্ত্র বেজক মুরলিযন্ত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুরলিসুতা *বি* বাঁশির সুর। 'মরকত মঞ্জুমুকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলিসুতা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মুরলীধর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ; বাঁশি বাজায় যে। 'হেরিতে মুরলীধর – রূপে যিনি শশধর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মুরলীধারী, মুরলিধারী [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'মাধব মনোমোহন, মোহন, মুরলিধারী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩; 'যাই যমুনায় হেরিতে মুরলীধারী।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ* বাঁশিওয়ালা। 'এসো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুরলীধারী বৃন্দাবনচারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মুরলীধ্বনি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বাঁশির সুর। 'কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি/ জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুরলি[1] *বি* মাছবিশেষ। 'পুরী থেকে মুরলি মাছের লেজের শাসন এনে দিয়েছিলো।' *শক্তি*, ১৯৭০।

মুরশিদ, মুরশীদ, মুরসীদ [আ মুরশিদ] **১** *বি* আধ্যাত্মিক গুরু। 'মুরশীদ ভজিলুঁ একজনা।' *সুলতান*, ১৭৫০; 'পিরমুরসীদ প্রভৃতি না কহিয়া গুরু গোসাঞি ইত্যাদি উচ্চারণ করে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* পথপ্রদর্শক। 'সাকি বলতে বোঝেন মুরশিদকে, গুরুকে।' *নজরুল*, ১৯২৭। *দ্র* **মুর্শিদ**

মুরশিদী গান *বি* মুরশিদের ভজনামূলক গান; সুফি মতাদর্শের লোকগীতি। 'বাউল গান, ভাটিয়ালী, মারফতি, গাজীর গান, মুরশিদী গান, আর পল্লীগীতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুরা *বি* কিনারা। 'গাদি করবেন না এক মুরায়।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

মুরাত [আ মুরুয়াত] *বি* শক্তি। 'ত্রিভুবন জিনে দেখি রূপের মুরাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুরাদ [আ মুরুয়াত] *বি* সামর্থ্য। 'তুমি তারে সুখে রাখ পুরায়ে মুরাদ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুরারি, মুরারী[1] [স মুরারি] *বি* কৃষ্ণ (মুর নামের দৈত্যের অরি বা শত্রু, তাই মুরারি)। 'তোহ্মার জীবন তবেঁ নাহিক মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোঁহে দেব মুরারি মোহে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মুরারী[2] [স মুরলী] *বি* বাঁশি। 'যার হাতে রস মুরারী, মুখে রসেশ্বরী।' *লালন*, ১৮৯০।

মুরি [স মুণ্ড] *বি* মাথা। 'ছোট্ট ছোট্ট নালি মৎস্যের ফালাইয়া মুরি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মুরিদ [আ] *বি* (ইসলাম) শিষ্য। 'মুরিদ হইব আমি কলেমা পড়িয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুরিদান [আ] *বি* (ইসলাম) পিরের শিষ্য। 'বহুগ্রামে ইহাদের মুরিদান ছিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'ইহারা স্বীয় মুরিদানকে ... উদ্ভাসিত রাখার শিক্ষা দেয়।' *সওগাত*, ১৯৩০।

মুরিদী [আ] (ইসলাম) *বি* শিষ্যত্ব। 'পীর মুরিদীর নামে অসংখ্য ভণ্ড ও অনৈসলামিক ফেরকার সৃষ্টি।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

মুরুক্ষু [স মূর্খ] *বি* অশিক্ষিত ব্যক্তি। 'তাছাড়া আমিও মুরুক্ষুর মেয়ে নই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুরুখ [স মূর্খ] *বিণ* মূর্খ; নির্বোধ। 'ইথে যেবা চিন্তা করে সে বড় মুরুখ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুরুছা [স মূর্ছা] *বি* অজ্ঞান। 'এহ্য বুলী মুরুছা গেলী মনমথবাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুরুতী [স মূর্তি] *বি* মূর্তি। 'অশেষ মুরুতী ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুরুব্বা [আ মুরব্বা] *বি* চিনির রস দিয়ে রান্না করা ফল বা মূল। 'মুরুব্বা, মিষ্টান্ন, বাস্তব, উত্তম উত্তম প্রকারের নানা সামগ্রী সেখানে ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মুরুছএ [স মূর্ছা>] *ক্রি* মূর্ছা যায়। 'তোহি বিনু পুনু পুনু মুরুছএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মুরেঠা [হি] *বি* পাগড়ি। 'রঙিন মুরেঠা বেঁধে বাজীওয়ালা মুরগির আর ভেড়ার লড়াই লাগিয়ে দিল পথের ধারে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মুরোদ[1] [স মূর্তি] *বি* মূর্তি। 'কাঠের মুরোদ বনি হাটে গেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মুরোদ[2] *দ্র* **মুরদ**[1]

মুর্ত্তী [স মূর্তি] *বি* মূর্তি। 'দেখিতে দেবের সৃষ্টি মুর্ত্তী পড়িল দৃষ্টি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুর্খ [স মূর্খ] *বিণ* অভিজ্ঞতাহীন। 'তোমারেত সভার হইল মুর্খ জ্ঞান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুর্খু [স মূর্খ] *বিণ* মূর্খ; অজ্ঞ। 'মুর্খু যারা তাদেরই তো সমস্তখন ছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'পড়াশুনো হল মাটি। মুর্খু মেয়ের বোঝা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুর্গাগুণ [স মূর্বা-গুণ] *বি* মুর্গা ঘাসের ছিলা। 'মুর্গাগুণ অঙ্গুলির তান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুর্গি [ফা মুরগ্] *বি* মুরগি। 'আর দিকে মোল্লা ব'সে মুর্গি মাস নিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মুর্গিহাটা *বি* মুরগি বিক্রির বাজার। 'পটলডাঙায় চক্ষু রাঙায়/ মুর্গিহাটার মিঞা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মুর্ছাপন্ন, মুর্ছিত, মুর্ছাতুর *দ্র* **মূর্ছা**

মুর্তি *দ্র* **মূর্তি**

মুর্দফরাশ [ফা মুর্দাফরোশ] *বি* মৃতদেহ বহনকারী বা সৎকার-কারী। 'জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মুর্দফরাশি [ফা মুর্দাফরোশ>] *বি* মৃতদেহ বহন বা সৎকার করার পেশা। 'পাড়ার চামারগুলোর মুর্দফরাশির কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুর্দা [ফা] *বি* মৃতদেহ। 'ওরা কাফন ও মুর্দার খাট নিয়ে এসেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মুর্দাবাদ [ফা] *বি* নিপাত যাক। 'শত শত ব্যক্তি এক ইউনিট মুর্দাবাদ, সোহরাওয়ার্দী মুর্দাবাদ ধ্বনি তুলিতে থাকে।' *হাই*, ১৯৫৮।

মুর্দ্দত *বি* সময়। 'ইহার মুর্দ্দত দস রোজের মধ্যে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

মুর্দ্দাই [আ মুদ্দাই] *বিণ* বিবাদী। 'শ্রীকাসিনাথ রায়ের মুর্দ্দাই কৃষ্ণরাম দত্ত।' *ওসাঁ*, ১৭৮১।

মুর্দ্দাফরাশ [ফা] *বি* ডোম। 'মেথর মুর্দ্দাফরাশেরও অর্থ থাকে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মুর্দ্দরফরাস [ফা] *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'রামচন্দ্র মুর্দ্দরফরাস।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মুর্বা [স মূর্বা] *বি* লম্বা ঘাস বিশেষ। 'বনকরবীর মুর্বা অতসী সিউলি পারিজাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুর্শিদ [আ] *বি* আধ্যাত্মিক গুরু। 'মুর্শিদরূপী দূতীর হাতে যে পড়ে তাহার কি আর রক্ষা আছে!' *হাই*, ১৯৫৪। *দ্র* **মুরশিদ**

মুর্শিদা গান, মুর্শীদা গান *বি* সূফী সংগীত। 'মুর্শীদা গান।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'মুর্শিদা গানে হেঁয়ালীপূর্ণ কথায় ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষণীয়।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

মুর্শিদী *বি* সূফী সংগীত। 'এর মধ্যে একজন আবার মুর্শিদী ধরেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুর্শিদাবাদী *বিণ* মুর্শিদাবাদে তৈরি। 'গায়ে ধুপছায়ারঙের মুর্শিদাবাদী বালাপোষ।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

AMARBOI.COM

মুল [স মূল্য>] *বি* দাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুলকি [আ মুল্‌কী] *বিণ* মুলুকের। 'ইংরেজ কিম্বা মুলকি লোক আপন হকের দস্তাবেজ ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মুলতবি, মুলতবী [আ মুলতবী] *বিণ* স্থগিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভবিষ্যতের কথা এখন মুলতবি থাক।' *প্রমথ*, ১৯২৭; '১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে পরিকল্পিত নিখিল-ভারত যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনা মুলতবী রাখার কথা ঘোষণা করেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মুলতুবি, মুলতুবী [আ মুলতবী] *বিণ* নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থগিত; ক্ষান্ত। 'কিছু দিনের জন্য, আড়াআড়ি মুলতুবি রাখিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'সমস্ত প্রশ্নটাই আমূল মুলতুবি করে যান।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'বন্ধুর ফাঁসিটাকে মুলতুবী করাতে পারলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মুলতান *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'মুলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুলতানি, মুলতানী *বি* (সংগীত) একটি রাগিণী। 'মুলতানী, দীপক রাগের সহধর্মিণী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'মুলতানি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুলমন্ত্র [স মূলমন্ত্র] *বি* আদিমন্ত্র। 'নির্ল্লেপ নির্গুন আমি কহিল মুলমন্ত্র।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুলা [স মূলক] *বি* সবজিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সমস্ত ফুলবাগান তাহার মুলার খেত হইল না কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মুলা-বিনিন্দিত [স মূলাবিনিন্দিত] *বিণ* মুলার মতো। 'মুলা-বিনিন্দিত বড়ো বড়ো দন্তের পূর্ণ বিকাশ আর খিঁচুনি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুলি *বি* মুলা; সবজিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুলো *বি* মুলা; মাটির নীচে জন্মে এমন এক ধরনের সবজি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; '... বেগুন, মুলো ইত্যাদি।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

মুলাকাত, মুলাকাৎ [আ] *বি* সাক্ষাৎ। 'ইতি আল্লার সনে মুলাকাত সমাপ্ত।' *সুলতান*, ১৭০০; 'সকালে এলে সাহেবের সঙ্গে মুলাকাৎ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মুলান [স মৃণাল] *বি* পদ্মের ডাঁটা। 'পদ্মের মুলান জিনে প্রবেষ্টির প্রভা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুলানো [স মূল্য>] *ক্রি* দর করা। **মুলাইয়া** *ক্রি* দর ক'রে। 'চুবড়ি মুলাইয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা কৃষাণ জেন হাটে দেই মুলার পশারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুলাম [আ মুলায়িম] *বিণ* মোলায়েম; কোমল। 'সুতা তেমন মুলাম হইত না।' *জসীম*, ১৯৬০।

মুলুক [আ মুল্‌ক] ১ *বি* রাজ্য। 'আপনে জিজ্ঞাসে তানে মুলুকের পতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অঞ্চল। *ক্যালগে*, ১৭৯৫। ৩ *বি* বৃহত্তর এলাকা। 'দালালির পন্থা ধরিয়া তালুক মুলুক করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'মুলুক আসাম।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মুলুকজোড়া *বিণ* রাজ্যময়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুল্লুক, মল্লুক [আ মুল্‌ক] ১ *বি* বৃহৎ এলাকা। 'এইমতে সপ্তগ্রামে আমুয়া মল্লুকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দেশ। 'বাঙ্গলা মুল্লুকে নাকি প্রায় পৌণে তিন কোটি মুসলমানের বাস।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

মুল্ল [স মূল্য] *বি* দাম। 'কানু বোলে ঘুল মুল্ল কহি জতুচিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুশকিল [আ] ১ *বি* বিপদ। 'কতদিন পরে এয়ছা হইবে মুশকিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* জটিলতা; ঝামেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বি* সমস্যা। 'গোঁয়ার্তুমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মুশকিল-আসান, মুষ্কিল আসান [আ মুশকিল+ফা আসান] ১ *বি* বিপদ মোচন। 'মুষ্কিল আসানের রোজা।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বিণ* বিপদ থেকে উদ্ধারকর্তা। 'আমি কি তোর মুশকিল-আসান নাকি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মুশতারি [আ] *বি* বৃহস্পতি। 'জেগে আছে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে মুশতারি তারার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মুশরিক [আ] *বিণ* অংশীদারি। 'এই পূজারিকে বলবে মুশরিক।' *ইমাম*, ১৯৪৬।

মুশরেকী [আ] *বিণ* আল্লাহর অংশী আছে এমন বিশ্বাসসম্পন্ন। 'পড়িয়া আছি দুখে/ মুশরেকী এই মল্লুকে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মুশলমান [ফা মুসলমান] *বি* ইসলাম ধর্মাবলম্বী। 'কি হিন্দু, কি মুশলমান, কাহাকেও তাঁহার আধিপত্যে ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। দ্র **মুসলমান**

মুশাইরা [ফা মুশায়রা] *বি* স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করার আসর। 'এক গাদা সঙ্গীত সম্মেলন, কবিসঙ্গম, মুশাইরা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মুশায়েরা *বি* স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করার আসর। 'হারাম তারা এ-মুশায়েরায়!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মুশাবিদা [আ মুসাবিদা] *বি* খসড়া। 'স্বহস্তে মুশাবিদা করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মুশাহেব [আ মুসাহিব] *বি* মোসাহেব; চাটুকার। 'মুশাহেব বসিয়া সকল বরাবর।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুশাহেরা [আ মুশায়ারা] *বি* মাসিক অর্থ সাহায্য। 'এই সকল কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ এক সিরিশ্‌তা এতদ্ভিন্ন তাঁহার দানপত্র ক্রমে অনেক মুশাহেরা দেওয়া যাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুশে [ফ মসিউ] *বি* ইংরেজি মিস্টার শব্দের অনুরূপ নামের পূর্বে ব্যবহৃত উপাধি। 'মুশে ইস্তাদার সাহেব বরাবরেষু।' *তেরলি*, ১৭৮৯।

মুশোরি [স মশক>] *বি* মশারি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুশ্‌রেক [আ মুশরিক] *বিণ* বহু দেবতায় বিশ্বাসী। 'গোপতে মুশ্‌রেক সেই জানিঅ নিশ্চয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুষড়ানো [স মর্ষণ>] ১ *ক্রি* দমে যাওয়া। 'আমি নিতান্ত মুষড়ে বসে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *ক্রি* হতাশ হওয়া। 'আশা বিনোদিনীর আপত্তিতে ভারি মুষড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *ক্রি* বিষণ্ন হওয়া। 'অত্যন্ত মুষড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মুষড়ে-পড়া ১ *বিণ* বিষণ্ন; মনমরা। 'মুষড়ে-পড়া নিঝুম নিরানন্দ পড়ত ঝরে।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *ক্রি* ভেঙে পড়া। 'যরিনা একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

মুষল [স] *বি* মুগুর। 'স্বর্ণ মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুষলচালনা *বি* হামানদিস্তা দিয়ে পেষা। 'তিনি অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করত উদূখলে মুষলচালনা করিতে লাগিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুষলধার [স মুষলধারা] *ক্রিবিণ* মুষলধারায়। 'বৃষ্টি যত কেন মুষলধার হউক না ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মুষলধারা [স] *ক্রিবিণ* প্রবল ধারায়। 'বরিষে মুষল ধারা পাথী পাথর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুষলধারায় *ক্রিবিণ* প্রবল ধারায়। 'তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মুষলধারে *ক্রিণ* প্রবল ধারায় বর্ষিত হচ্ছে এমন। 'হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মুষলের ধার *বিণ* প্রবল ধারাবিশিষ্ট। 'কখনও মুষলের ধার, কখনও ইলসে গুড়ুনি ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মুষল্যা [স মুষল>] *বি* মুগুর; মুদ্গর। 'মুষল্যার ঘায়ে কার মাথা গেল উড়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুষা [স মূষক] *বি* ইঁদুর। 'কলা মুষা উহ ণ বাণ।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

মুষ্ট [স মুষ্টি] ১ *বি* মুঠি পরিমাণ। 'মুষ্টে অন্য খাএ না করে তরাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* মুঠি। 'আরবের অভ্যাস হাঁটিতে দুই কর/ মুষ্ট বান্ধিয়া রাখে পৃষ্ঠের উপর।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুষ্টামুষ্টি *বি* ঘুষাঘুষি। 'বাম দিক হইতে অত্যুচ্চ কটুকাটব্য, এবং মুষ্টামুষ্টি ও দণ্ডাদণ্ডির ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মুষ্টি [স] ১ *বি* ঘুষি। 'ধরিতে যে জায় মারে মুষ্টি তায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হাতের আঙুলের বন্ধন। 'তবু তো রে শিথিল হল না মুষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি, আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৩ *বি* কিল। 'পিঠের উপর মায়ের মুষ্টির শিলাবৃষ্টির কথা ভাবতেই শিউরে ওঠে কুলসুম।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

মুষ্টিকণা [স] *বি* মুঠাভর্তি কণিকা। 'ধূলি মুষ্টিকণা মোর লভিয়াছে সমগ্র আকাশ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মুষ্টিকান্ন [স] *বি* এক মুঠা পরিমাণ চাল ভিক্ষা। 'এইরূপ দ্বারে ভ্রমণপূর্ব্বক মুষ্টিকান্ন লইয়া কালযাপন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মুষ্টিগত [স] *বিণ* আয়ত্তাধীন। 'সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মুষ্টিপরিমাণ [স] *বিণ* সামান্য পরিমাণ। 'আকাশের একটি কোণেও মুষ্টিপরিমাণ মেঘ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মুষ্টিবদ্ধ [স] *বিণ* মুঠাবাঁধা। 'ভীষণ ক্রোধের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মুষ্টিবন্ধন [স] *বি* ঘুষি; মুষ্ট্যাঘাত। 'মুষ্টিবন্ধন ও অস্ত্রসঞ্চালনপূর্ব্বক ঐ বিচারাগার আক্রমণ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মুষ্টিভিক্ষা [স] *বি* এক মুঠা পরিমাণ ভিক্ষা। 'দূর হতে দেয় তাই মুষ্টিভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মুষ্টিমেয় [স] ১ *বিণ* সামান্য; একরত্তি। 'এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* অল্পসংখ্যক। 'মুষ্টিমেয় মোসলমান উর্দ্দুভাষা বলিয়া থাকেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

মুষ্টিযোগ [স] ১ *বি* কিল; ঘুষি। 'ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বি* টোটকা ওষুধ। 'সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মুষ্ট্যাঘাত [স মুষ্টি-আঘাত] *বি* ঘুষি দ্বারা প্রহার। 'মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বধিনু মৈষাসুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুষ্ট্যেক [স মুষ্টি-এক] *বিণ* একমুঠি। 'দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে যে পাইলে মুষ্ট্যেক অন্ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুষ্ঠি [স মুষ্টি] *বি* মুঠি। 'এত লিখি জাতিফুল মুষ্ঠি ভরি লৈয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুসব্বর [আ] *বি* গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 'এলাচি গোলমরিচ মুসব্বর চিনি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মুসরি [স মশক+স অরি>] *বি* মশারি; মশার কামড় থেকে পরিত্রাণের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত বস্ত্রাবরণী বিশেষ। 'প্রথমে বিছায় খাট তুলি মুসরি সেজি ঝাঁপা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুসল [স মুষল] *বি* মুগুর। 'বলিতে পড়িল ভূম্যে লোহার মুসল।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **মুষল**

মুসলধারা [স মুষলধারা] *বি* প্রবল ধারা। 'মুসলধারাএ বৃষ্টি অনেক হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুসলের ধার *বি* প্রবল ধারা। 'মুসলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুসলমান [ফা] *বি* ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। 'বীরের পাইআ পান বৈসে যত মুসলমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মছলমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান। 'পশ্চিমে রহমত মছলমানের বাটী।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

মুছলমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলিম। 'মুছলমান ফিরিঙ্গী ইংরাজ ফরাসীয় নানা জাতির সহিত বিহার করিয়া মজা করিয়াছ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মুছলমানী [ফা মুসলমান] ১ *বিণ* মুসলমানসুলভ। 'সাহিত্যের এই মুছলমানী দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপই হইতেছে নজরুল-প্রতিভার বিশিষ্ট দান।' *আজাদ*, ১৯৪২। ২ *বিণ* মুসলমান সংক্রান্ত। 'সাবেক বাংলায় যে মুছলমানী ধারা ছিল।' *আজাদ*, ১৯৬২।

মুছলিম জামাত [আ মুসলিম-জমাত] *বি* মুসলিম সমাজ। 'মুছলিম জামাতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ থাকবে না।' *জামায়াত*, ১৯৪১।

মুসলমানত্ব [ফা মুসলমান+স ত্ব] ১ *বি* মুসলমান-পরিচয়। 'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য।' *গণবাণী*, ১৯২৬। ২ *বি* মুসলিম ধর্মবোধ। 'আওরংজেবের মুসলমানত্ব মুসলমানকেই আঘাত করল।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

মুসলমান বাঙালী *বি* ধর্মে মুসলমান তবে মূল পরিচয় বাঙালী। 'ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্ব প্রথম বাঙালী মুসলমান "মুসলমান বাঙালীতে" রূপান্তরিত হতে শুরু করলো।' *উমর*, ১৯৬৮।

মুসলমানবিদ্বেষী [ফা মুসলমান+স বিদ্বেষী] *বিণ* মুসলমানদের সম্পর্কে বিদ্বেষপরায়ণ। 'মুসলমানবিদ্বেষী শিক্ষকদের নিকট।' *এসলাম*, ১৯১৬।

মুসলমানি [ফা মুসলমান>] ১ *বি* মুসলমানত্ব। 'সব দীন হৈল ফানী সর্বসার মুসলমানি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* ইসলাম ধর্মীয়। 'প্রচারিতে চাহসি আচার মুসলমানি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বিণ* মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত। 'মুসলমানি লক্কৌ টুপি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মুসলমানিনী [ফা মুসলমান+স ইনী] *বি* মুসলিম নারী। 'একজন মুসলমানিনী সেজেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুসলমানী ১ *বিণ* মুসলমানদের; মুসলমান-সম্পর্কিত। 'যাহাদের মুসলমানী ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ*

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামি উপাদান মিশ্রিত। 'এক প্রকার মুসলমানী বাঙ্গালা।' *প্রচারক*, ১৯০১। ৩ *বি* মুসলিম নারী। 'তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৪ *বি স্ত্রী* (তুচ্ছার্থে) মুসলমান নারী। 'এই মুহূর্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্ধচন্দ্র।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ৫ *বি* মুসলমানের আচরণ। 'এই চেহারার সঙ্গে চলে খাঁটি পাকা মুসলমানী।' *জসীম*, ১৯৩১। ৬ *বি* মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস। 'হিন্দুয়ানিও থাকিবে মুসলমানীও থাকিবে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মুসলমানী শব্দ *বি* শুধু মুসলমানরা ব্যবহার করে এমন শব্দ। 'সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুসলিম [আ] *বি* মুসলমান। 'সেই নিখিল মুসলিমের ক্রন্দন কাৎরানির দিন।' *ধূমকেতু*, ১৯২২।

মুসলিম বঙ্গ [আ মুসলিম+স বঙ্গ] *বি* মুসলমান অধ্যুষিত বাংলা অঞ্চল। 'সমস্ত মুসলিম বঙ্গ মৃত বা মৃতপ্রায়।' *সওগাত*, ১৯২৯।

মুসলিম বাংলা *বি* মুসলিম অধ্যুষিত বাংলা অঞ্চল। 'মুসলিম বাংলায় আজ নারী-জাগরণও বেশ খানিকটা মাথা জাগিয়ে উঠেছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মুসলেম [আ মুসলিম] *বিণ* মুসলমান সম্প্রদায়ের। 'জাগ হে জাগ হে তবে মুসলেম নন্দন।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

মুসলেমিন [আ] *বি* মুসলমানগণ। 'আসিছে কাবুলি মুসলেমিন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মুসল্মান [ফা] *বি* মুসলিম। 'মুসল্মান, বেগবান, হয় যান, চাপে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

মোচলমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান। 'অনেক মোচলমান আছে তো সেখানে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মোছনমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান। 'মাতাল কেউ বসবেন, তা স্থির কত্তে না পেরে মোছনমানদের গাজীমিয়ার বস্তার মত অ্যাকবার এ পাশ অ্যাকবার ওপাশ কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মোছলমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান। 'হেন না দেখে বেটা যত মোছলমান।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মোছলেম [আ মুসলিম] *বিণ* মুসলমান ধর্মাবলম্বী। 'মোছলেম ললনাগণকে শিক্ষিত করিতে।' *এসলাম*, ১৯১৯।

মোছলেম জাহান [আ মুসলিম+ফা জাহান] *বি* মুসলমানরাই যেসব দেশে সংখ্যাগুরু। 'যুদ্ধ-সংকটের দরুণ মোছলেম-জাহানে যে বিপদের কালো মেঘ সঞ্চারিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মোছলেম বাঙ্গলা *বি* সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত বাংলা প্রদেশ। 'মোছলেম বাঙ্গলা আর কাগুজে প্রস্তাব চায় না।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মোছলেমীকরণ [আ মুসলিম+স ঈ-করণ] *বি* ইসলামীকরণ। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলদারীতে বাঙ্গলা ভাষার মোছলেমীকরণ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

মোছোলমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান; ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। 'এরা না হিঁদু, না মোছোলমান, ধর্ম্মধনের ধার ধারে না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মোসলমান, মোসল্মান [ফা মুসলমান] ১ *বি* মুসলিম জাতি। 'বহু বহু মোসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'হিন্দু মোসল্মান উভয় সম্প্রদায় সমীপে –।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বি* ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। 'একজন (মোসলমান) বন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৬।

মোসলমানী [ফা মুসলমান>] *বি* মুসলমানিত্ব; মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস। 'গোমাংস না খাইলে মোসলমানী থাকিবে না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মোসলিম [আ মুসলিম] *বি* মুসলিম। 'ই-কারের বিকারে মোসলেম প্রথমতঃ মোসলিমে পরিণত হন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

মোসলেম [আ মুসলিম] ১ *বি* মুসলিম। 'মোসলেম হইল আসি অতি উল্লসিত।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* ইসলাম ধর্মাবলম্বী। 'সমুদয় মোসলেম সমাজের সম্মিলনের দিন।' *রোকেয়া*, ১৯০৫।

মোস্লেম *বি* মুসলমান। 'ভারতে মোস্লেমগণ হও সচেতন।' *প্রচারক*, ১৯০০।

মুসল্লম [আ মুসাল্লাম] *বি* মাংসের তৈরি মসলাযুক্ত মুখরোচক খাদ্যবিশেষ। 'নিজে গণ্ডারগ্রাসে খাবে বিরয়ানি, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম!' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মুসল্লা [আ] *বি* জায়নামাজ। 'ওই পীর মুসল্লায় কর শরাব-রঙ্গিন।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মুসল্লি, মুসল্লী [আ] ১ *বিণ* (ইসলাম) নিয়মিত উপাসনা করে এমন; নামাজি। 'ভার্য্যার হাতে প'ড়ে শুধরে গিয়ে চমৎকার পাকা মুসল্লী হয়েছেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। ২ *বি* (ইসলাম) নিয়মিত উপাসনাকারী। 'মুসল্লিদের মধ্যে কেউ কেউ আলোচনা করিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

মুছল্লি, মুছল্লী [আ] *বি* নামাজ পড়ে যে; ধর্মবিশ্বাসী। 'মুছল্লিরা যায় চলে যায়।' *জসীম*, ১৯৩১; 'খতিব ও সমস্ত মুছল্লী-মোল্লাদিগকে জমিয়তে ওলামার অন্তর্ভুক্ত।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

মুসহাত [আ মুহাসবা] *বি* গণনা। 'তোমা সনে কিবা দায় মুসহাতে জত হয় সদরে গনিঞা দিব কড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুসা [স মূষক] *বি* ইঁদুর। 'নিসিত্র অন্ধারী মুসা চটারা।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

মুসামাটী *বি* ইঁদুরের মাটি। 'মুসামাটী গায় দেই আন্ধারিআ কোণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুসাফির [আ] *বি* ভ্রমণকারী; পথিক। 'পঞ্চ রাত তিন দিন রহ মুসাফির।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'এমন কোনো নেই মুসাফির ও-পথ বেয়ে চলবে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মুসাফিরখানা [আ মুসাফির+ফা খানা] *বি* পথিকদের বিশ্রামাগার। 'ডাকে সুদূর পথের বাঁশি/ ছাড় মুসাফিরখানা তোর।' *নজরুল*, ১৯৩৩; 'দুনিয়াটা মুসাফিরখানা বই ত নয়।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মুসাফিরি, মুসাফিরী ১ *বিণ* সফরকারীর মতো। 'মুসাফিরি হালে চলাফেরা।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বি* পথে ভ্রমণ। 'একটানা মুসাফিরির ধাক্কায় মন তখন এমনি বিকল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'যে মুসাফিরীতে (ভ্রমণে) তকলীফ হয় আল্লাতাল্লা সেইটের কথাই বলেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মুসাবিদা [আ] *বি* খসড়া। 'তাহার মুসাবিদা প্রথমতঃ এদেশে প্রকাশ হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

মুসাবিদে [আ মুসাবিদা] *বি* খসড়া। 'তখনি চাকরির দরখাস্তের মুসাবিদে করে ফেলল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মুসাহেব [আ মুসাহিব] *বি* সঙ্গী। 'তাঁহার মুসাহেবেরা ঐ দালানে প্রবিষ্ট হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মুসিছিত [স মূর্ছিত] *বিণ* মূর্ছাগত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুসিবত, মুসীবত [আ] *বি* বিপদ। 'এ চীজ যার ঘরে থাকে তার যত মুসীবত সব কেটে যায়।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'সকলের রুহের উপরও

AMARBOI.COM

বহুত মুসিবত পড়িবে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মুসুর [স মসূর] *বি* ডালবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুসুরি [স মসূর] *বি* ডালবিশেষ। 'রান্ধিবে মুসুরি সুপ দিআ টাবাজল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুসেঁ, মুশে, মুষে [ফ মসিউ] *বি* ইংরেজি মিস্টার শব্দের অনুরূপ নামের পূর্বে ব্যবহৃত উপাধি। *ভেরলি*, ১৭৭৬; 'শ্রীযুত মুসেঁ মনিব সাহেব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; *ভেরলি*, ১৭৮৯।

মুস্কিল, মুস্কীল [আ মুশকিল] ১ *বি* সংকট। 'না জানি কি হইল মুস্কিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* অসুবিধাজনক। 'কিস্তিবন্দীর মেয়াদ মধ্যে সরবরাহ হওন মুস্কীল বুঝিয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ৩ *বিণ* কষ্টকর। 'ষাঁড় ভাঁড় চাকর এয়ার ইহারদিগের ক্ষান্ত করা মুস্কিল হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* অসুবিধা। 'মুস্কিল হলো, আমাদের কিছু অংশ ওরা মধ্যিখান থেকে ভেঙ্গে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মুস্কিলআসান [আ মুশকিল+ফা আসান] *বি* বিপদ নিবারণকারী উপায়। 'এই একটা মুস্কিলআসান আসছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মুস্কিলাসান *বিণ* বিপদ থেকে মুক্তি দানকারী। 'চারি কোণে সাধু পীর চারিজন মুস্কিলাসান চেরাগ জ্বালি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মুস্তফি [আ] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মুহ [স মুখ] *বি* মুখ। 'তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

মুহরি[1] [আ মুরী>] *বি* এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'দণ্ডি মুহরি ভেরি নানা যন্ত্র বায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুহরি[2]**, মুহরী** [আ মুহাররির] *বি* কেরানি। 'অভাগীর পতি হিসাবের মুহরী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'কাননগো দপ্তরে মুহরি ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুহরিগিরি [আ মুহাররির+ফা গিরি] *বি* কেরানির কাজ। 'ঐ দপ্তরে তিনিও মুহরিগিরি কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুহরির *বি* কেরানি। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

মুহরি[3] [ফা] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মুহা [স মুহ্>] *ক্রি* মোহিত করা। **মুহিব** *ক্রি* মোহিত করবো। 'শিরে হাথ দিআ চণ্ডী করিল আশ্বাস/ উজানি মুহিব তোর সন্তলনের বাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুহাজিরিন [আ] *বি* উদ্বাস্তু; দেশত্যাগী। 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' *নজরুল*, ১৯২২।

মুহান [আ মাহানা] *বি* মোহানা। 'মুহান বাহিআ সাধু করি ত্বরাত্বরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুহাফিজখানা [আ মুহাফিজ+ফা খানা] *বি* দলিলপত্র সংরক্ষিত রাখার সরকারি বিভাগ বা কক্ষ; আর্কাইভস। 'মুহাফিজখানার তাবৎ কাগজপত্র বাড়ি নিয়ে গিয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মুহিত [স মোহিত] *বিণ* মোহিত। 'শ্রীকৃষ্ণের মায়াএ মুহিত তৃভুবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুহু, মুহুঃ [স] *ক্রিবিণ* ঘন ঘন। 'ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে রতনসম্ভবা বিভা।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ূর কেকা রব করে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মুহু-মুহু ১ *ক্রিবিণ* বার বার; পুনঃপুন। 'মম প্রাণরঙ্গে মাতি নিখিলের শিখী-প্রাণ মুহু-মুহু মাতে।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'নিঃশ্বাস ফেলে মুহু মুহু হায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ২ *ক্রিবিণ* অবিরাম। 'কোয়েলিয়া কুহুকুহু/ গাহে গজল মুহুমুহু।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মুহুর্মুহু, মুহুরমুহু, মুহুর্ম্মুহু, মুহুর্মুহুঃ [স] *ক্রিবিণ* পুনঃপুন; ঘনঘন। 'গন্ধর্ব্বসেন ... এক অপূর্ব্বসুন্দরী অপ্সরাকে দেখিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইয়া মুহুর্ম্মুহু অবলোকন করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'মুহুর্মুহুঃ মৃত ব্যাঘ্রের মার্গ আঘ্রাণ করিয়া সংশয় ত্যাগ করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'গুপ্তচরী দাসীগণ লাম্পট্যের সংবাদ মুহুর্মুহু বহন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৩৬; 'রৌদ্রের মুহুরমুহু নতুন খেলা চলছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুহুরি, মুহুরী [আ মুহাররির] ১ *বি* কেরানি। 'সরকার ও মুহুরি প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* জমিদারের হিসাব রাখার লোক। 'এক পাশে মুহুরীরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* উকিল প্রভৃতির কাজের সহায়ক লেখক। 'মুহুরি রুবকারী লিখিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। *দ্র* **মুহরি**

মুহুরিগিরি *বি* কেরানির পেশা। 'পাটোয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মুহুরী[1] [আ মুরী>] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মৃদঙ্গ মুহুরী শঙ্খ দুন্দুভি কাহাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুহুরী[2] *দ্র* **মুহুরি**

মুহুরী[3] [হি মোহরী] *বি* মুখে আঁটবার ধাতব দ্রব্য। 'চড়কতলায় তলতাবাঁশের টিনের মুহুরী দেওয়া বাঁশী ... বিক্রি কত্তে বসেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুহূর্ত [স] ১ *বি* সময়ের পরিমাপবিশেষ। 'দুই ঘটিকাতে এক মুহূর্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* অতি অল্প সময়। 'যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *ক্রিবিণ* সর্বক্ষণ। 'প্রতি মুহূর্তের বোঝা পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মুহূর্তক, মুহূর্ত্তক [স মুহূর্তেক] *বি* অতি অল্প সময়। 'মুহূর্ত্তকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুহূর্তকামী, মুহূর্ত্তকামী [স] *বি* অদূরদর্শী; হাতের কাছে যা আছে তাই নিয়ে তৃপ্ত যারা। 'মুহূর্ত্তকামীরা বললে তাহলে বিদায়, এক্সপেরিমেন্টের ক্ষুধা আমার রক্তে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মুহূর্তকাল [স] *বি* কিছুকাল। 'সেই ভক্তজন মুহূর্তকাল আনন্দরসে পুলকিত।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'মুহূর্তকাল অনিমেষ চেয়ে রইলে যেন সবুজ জন্ডিস জন্মায়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মুহূর্তধারা [স] *বি* মুহূর্তের প্রবাহ। 'সে-মুহূর্তধারা ক্রমে আজ হল হারা সুদূরের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুহূর্তবিম্ব [স] *বি* মুহূর্তের ছায়া। 'দেখি মুহূর্তবিম্বে চিরন্তনেরই ছবি।' *বিষ্ণু*, ১৯৩২।

মুহূর্তমধ্যে, মুহূর্ত্তমধ্যে [স] *ক্রিবিণ* অল্প সময়ের মধ্যে। 'মুহূর্ত্তমধ্যে ... ডাক ছাড়িতে থাকে।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩।

মুহূর্তমাত্র, মুহূর্ত্তমাত্র [স] ১ *বিণ* অতি অল্প সময়ের। 'যাহার মুহূর্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* এক মুহূর্ত কাল। 'কাজেই আর মুহূর্ত্তমাত্র নষ্ট হইতে না দিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

মুহূর্তমুকুর [স] *বি* মুহূর্তরূপ আয়না। 'নিজেকে বিম্বিত দেখি যেন সেই মুহূর্তমুকুরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তিক *বিণ* মুহূর্তকাল স্থায়ী। 'পৃথিবীতে এই এক মুহূর্তিক সত্য মাত্র জীবিত।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মুহূর্তেকে, মুহুর্ত্তেকে [স মুহূর্ত>] *ক্রিবিণ* এক মুহূর্তের মধ্যে। 'মুহুর্ত্তেকে ইহাকে নিপাত করিবে।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুহূর্তে মুহূর্তে *ক্রিবিণ* ক্ষণে ক্ষণে; প্রতি মুহূর্তে। 'সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মুহুশ্চিত [স মুহূর্তেক] *ক্রিবিণ* ক্ষণেক মাত্র। 'মুহুশ্চিত প্রেমবতী দেখএ স্বপন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মুহ্যমান [স] **১** *বিণ* অভিভূত। 'একটি বেদনাস্তম্ভিত মুহ্যমান হৃদয় অত্যন্ত বিসদৃশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বিণ* ম্লান। 'বাণীর ক্ষীণতা মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মুহ্যমানতা [স] *বি* দুঃখ বা শোকে কাতরতা। 'বিরহিণীর মতো বাড়িটার এক অপূর্ব মুহ্যমানতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

মুহ্যমানা [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখ বা শোকে কাতর। 'একত্র থাকাও মুহ্যমানা মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব।' *মানিক*, ১৯৪০।

মূক [স] **১** *বি* কথা বলতে পারে না এমন ব্যক্তি। 'মূক কবিত্ব করে যে সবের স্মরণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বাকশক্তিহীন। 'ভয়ে মূক কাঁপে বুক ...।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* নিজেদের কথা বলতে পারে না এমন। 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'কনফুশিয়সের মতো আমাদেরও প্রাণ মূক করে রাখে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মূক অভিনেত্রী [স] *বি স্ত্রী* কোনো কথা না বলে অভিনয় করে যে। 'গানের বিষয়বস্তু অনুসরণ করিয়া মূক অভিনেত্রীরা মঞ্চের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।' *জসীম*, ১৯৬১।

মূকতা [স] *বি* মৌনতা; কোনো কথা না বলে থাকা। 'এ প্রকার মূকতা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'হৃদয় ফাটে, তবু না মূকতা কাটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

মূকত্ব [স] *বি* কথা বলার অক্ষমতা; বাকশক্তিহীনতা। 'সেই মূক তোমার বাণীর উপর কি চাপা দেবে চিরমূকত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মূকভাবে [স] *ক্রিবিণ* নীরবে। 'দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্যসহকারে মূকভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মূকাভিনয় [স] *বি* কথা না বলে শুধু অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে করা অভিনয়। 'কবিতার মূকাভিনয় করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭০।

মূখ্খু [স মূর্খ] *বিণ* মূর্খ। 'একটি কাশ্মীরী মূখ্খু বড় মানুষ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মূচি [আ মুজী] *বি* মুচি; চর্মকার। 'বে অরুচির রুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মূচিকেও করি শুচি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মূছা [স মুঞ্ছন] *ক্রি* পরিষ্কার করা। **মূছিবার** *ক্রি* মুছতে। 'লাগিলেন্ত নয়ানের জল মূছিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

মূটে [তা মুট্টৈ] *বি* মোট বহনকারী; কুলি। 'খাতাবাটীতে মূটের সরদারি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মূড় [স মূঢ়] *বিণ* নির্বোধ। 'মূড় সাপ জলের ভিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মূড়া [স মুণ্ড] *বি* চূড়া। 'মূড়ার উপর বুড়া্য টঙ্গিঘর।' *সুলতান*, ১৭৫০।

মূঢ় [স] **১** *বিণ* মূর্খ। 'সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০। **২** *বিণ* নির্বোধ। 'আরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কুপিল কুবুদ্ধি পাইল সদাগর মূঢ়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বিণ* অশিক্ষিত। 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মূঢ়ংমতি [স] *বি* নির্বুদ্ধিতা। 'পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূঢ়ংমতি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মূঢ়জন [স] *বি* মূর্খ ব্যক্তি। 'অবশ্য এ ভণ্ড যোগী, কোন মূঢ়জন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মূঢ়তা [স] **১** *বি* অজ্ঞানতা। 'মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* বোকামি। 'সেখানে তাহা আশা করিতে যাওয়া মূঢ়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূঢ়তাপ্রসূত [স] *বিণ* নির্বুদ্ধিতাজাত। 'চালু করার প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং মূঢ়তাপ্রসূত।' *উমর*, ১৯৬৮।

মূঢ়ভ্রমর [স] *বি* নির্বোধ মৌমাছি। 'পুষ্পিত লতাবিতান, শকুন্তলার অধরলোভী মূঢ়ভ্রমর, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয় সঞ্চার ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

মূঢ়মতি [স] **১** *বিণ* জ্ঞানহীন। 'কোপে কল্প-কলেবর ডাকিআ বলেন হর মূঢ়মতি শুন মালাধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* বোকা। 'যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যোতষ্ঠাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মূঢ়সম [স] *বিণ* মোহগ্রস্তের ন্যায়। 'ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল মূঢ়সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মূঢ়া [স মূঢ়] *বিণ* মূর্খ। 'ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ পইসই।' *চর্যা ৬*, ১২০০; 'কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

মূঢ়াধমজন [স] *বি* মূর্খের চেয়ে অধম ব্যক্তি। 'মূঢ়াধমজনের তেঁহো করিলা নিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূণ্ডি [স মণ্ড>] *বি* মণ্ডা; মিঠাইবিশেষ। 'জনায়ের রসকরা মুড়কি খাকড়ার অতি অনুপম মূণ্ডি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মূতিব *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'অন্ধ্র, পুলিন্দ, সবর, মূতিব ইত্যাদি আর্য্যজাতির নাম পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মূত্র [স] *বি* প্রস্রাব। 'রক্ত ... মূত্র ... লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধি ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মূত্রপুরীষ [স] *বি* প্রাণীর ত্যাগ-করা বর্জ্য; মলমূত্র। 'মূত্রপুরীষের মধ্যে শূকরের আনন্দ।' *সবুজ*, ১৯২১।

মূদা [স মুদ্রিত>] *ক্রি* মুদা; বুজে থাকা। 'বাবুজী চক্ষু মূদিয়া দেখ, কে কাহার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুফতি [আ] *বি* মুফতি; মুসলিম আইন ব্যাখ্যাকারী। 'অনেক দিবস পর্য্যন্ত সদরদেওয়ানি আদালতের মূফতি ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মূর [স মুণ্ড] *বি* মস্তক। 'অপন মূর অপনে হম চাঁছল দোখ দিব গএ কাহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মূরছা [স মূর্ছা>] *ক্রি* মূর্ছা যাওয়া। **মূরছি** *ক্রি* মূর্ছা গিয়ে। 'মূরছি পড়িয়া ধরি কান্দে ভূম খানে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

মূরতি [স মূর্তি] **১** *বি* প্রতিমূর্তি। 'শৃঙ্গার রসের মূরতি হন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* আকার। 'মনোহর মনোরম মোহন মূরতি।' *বাহরাম*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬৫০।

মূরতিধর [স মূর্তিধর] *বিণ* মূর্তিবিশিষ্ট। 'ভীষণ মূরতিধর – রুষি হুঙ্কারিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মূর্খ [স] ১ *বিণ* অজ্ঞ; নির্বোধ। 'মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* নির্বোধ ব্যক্তি। 'পণ্ডিত বলিতে পারে দুই চারি দিসে/ মূর্খ বলিতে নারে বৎসর চল্লিশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* অশিক্ষিত। 'সমস্ত মূর্খ লোক বিদ্যান্ত হইলেক।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বিণ* সরল; অনাবিল। 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব।' *জীবন*, ১৯৪২।

মূর্খতা [স] *বি* অজ্ঞতা। 'এই আমাদিগের মূর্খতা যে রাজ্য রক্ষণের নিমিত্তে আমাদিগের ধনাংশে আটক করি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মূর্খতাবন্ধন [স] *বি* অজ্ঞতারূপ বন্ধন। 'ভারতবাসীরদিগের মূর্খতাবন্ধন আরও আঁটিয়া বাঁধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মূর্খপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় অশিক্ষিত; প্রায় অজ্ঞ। 'যে ছাত্র পারে তা গ্রহণ করে নতুবা মূর্খপ্রায় থেকে যায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মূর্খা *বিণ স্ত্রী* অশিক্ষিত। 'স্ত্রী যদ্যপি মূর্খা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মূর্খামি *বি* বোকামি। 'স্থির করলেন, এ মূর্খামি দু-বার করবেন না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মূর্খোচিত [স] *বিণ* অশিক্ষিতের মতো। 'মূর্খোচিত দাম্ভিকতা সর্বজ্ঞতা অনবস্থিতচিত্ততা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

মূর্ছনা [স] *বি* সুরের সুমধুর কম্পন। 'এত রাগিণী এত মূর্ছনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মূর্ছা, মূর্চ্ছা [স] ১ *বিণ* অজ্ঞান। 'ততক্ষণে প্রেমে মূর্ছা হইলা নিস্পন্দ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অচেতন হওয়া। 'তুমি মূর্চ্ছাছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'স্বেদ, কম্প, মূর্চ্ছা, রোমাঞ্চ, শীৎকার প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের প্রধান লক্ষণগুলি সব মানুষের শরীরে দেখা দেয়!' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মূর্ছাপন্ন, মূর্চ্ছাপন্ন [স মূর্ছাপন্ন] *বিণ* মূর্ছাগত; মূর্ছিতের মতো অচেতন। 'কিঞ্চিত পরে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মূর্ছিত, মূর্চ্ছিত [স মূর্ছিত] *বিণ* অচেতন। 'মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা ছাড়এ নিশ্বাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

মূর্ছিতা [স মূর্ছিতা] *বিণ স্ত্রী* অচেতন। 'মূর্ছিতা হৈয়া রামা হরিলা চেতন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মূর্ছো [স মূর্ছা] *বি* মূর্ছা। 'সাধে সেদিন মূর্ছো গিয়েছিল?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মূর্ছাগত, মূর্চ্ছাগত [স] ১ *বিণ* মূর্ছিত। 'রজনী মূর্ছাগত বিদ্যুৎ-ঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* ঝিমিয়ে পড়েছে এমন; মূর্ছিতের মতো নিস্পন্দ। 'বৈশাখের খরতাপে মূর্চ্ছাগত গ্রাম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মূর্ছাতুর [স] ১ *বিণ* মূর্ছিতের মতো। 'অস্তমান রবি, ম্লান মূর্ছাতুর আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* জ্ঞানহারা। 'ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মূর্ছাতুরা [স] *বি স্ত্রী* মোহগ্রস্ত। 'মূর্ছাতুরার মতো সে আমার হাতটা নিয়ে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

মূর্ছান্বিত [স] *বিণ* মূর্ছিতের মতো নিঃসাড়। 'মূর্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মূর্ছাপগম [স] *বি* জ্ঞান ফিরে পাওয়া। 'মূর্ছাপগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূর্ছাপন্ন, মূর্চ্ছাপন্ন [স] ১ *বিণ* মূর্ছিতের মতো। 'হুহু করে হেসে হেসে হল মূর্ছাপন্ন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* অচেতন। 'জমীদার মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মূর্ছাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* অজ্ঞান। 'ইংরাজীতে ইগ্নোরেন্ট বলিলে মূর্ছাপ্রাপ্ত হন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মূর্ছাপ্রায়, মূর্চ্ছাপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় অচেতন। 'মূর্চ্ছাপ্রায় – কর শুশ্রূষা ইহার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মূর্ছারোগ, মূর্চ্ছারোগ [স] *বি* হঠাৎ মূর্ছিত হওয়ার রোগবিশেষ; মৃগীরোগ। 'মহিষী কয়েক দিন পীড়িতা – মূর্চ্ছারোগের লক্ষণ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মূর্ছাহত [স] *বিণ* বিহ্বল। 'মূর্ছাহত হৃদয়ের 'পরে চিরাগত প্রেয়সীর প্রায় আয়, নিদ্রা আয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মূর্ছিত, মূর্চ্ছিত [স] ১ *বিণ* সংজ্ঞাহীন। 'মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মূর্ছিত নরসিংহদেবকে দেখিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। ২ *ক্রিবিণ* অচেতনভাবে। 'শূন্য দেখি নিজ ধাম মূর্ছিত পড়িল মহিতলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* আচ্ছন্ন। 'দুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরূপ শূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বিণ* সাড়াহীন। 'মূর্ছিত স্টেশন থেকে ফুটপাথে চাইনে কারো এই যে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মূর্ছিতপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় অচেতন। 'অশিক্ষিত ধাইয়ের উপর নির্ভর করে প্রসব বেদনায় মূর্ছিতপ্রায়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মূর্ছিতা, মূর্চ্ছিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অচেতন। 'ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিতা হইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চৌকাঠে বাধিয়া পড়িয়া মূর্ছিতা হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মূর্ছানো *ক্রি* মূর্ছা যাওয়া। 'মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মূর্চ্ছিন্ন [স মূর্ছা>] *বিণ* মূর্ছিতের ন্যায় নিঃসাড়। 'এই খবরে দাউদ মূর্চ্ছিন্ন হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

মূর্ত [স] *বিণ* সাকার। 'ভাষায় মূর্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মূর্ত-বিজ্ঞান [স] *বি* প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান। 'কি মূর্ত-বিজ্ঞান, কি অমূর্ত-বিজ্ঞান ... আত্মসাৎ করতে পারেনি।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মূর্তমান [স] *বিণ* বাস্তবায়িত। 'পরিকল্পনাটির মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই শ্রীহস্তে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মূর্তি, মূর্ত্তি [স] ১ *বি* অবয়ব। 'দেখিয়া প্রভুর মূর্তি চিন্তিত অন্তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রতিমা। 'নিজ মূর্তি শিলা সব করি নিজ কোলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* অবস্থান। 'তাহার মূর্ত্তির সন্ধান লইয়া তদুপলক্ষে মিয়া টিপুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৪ *বি* রূপ। 'বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মুর্তি, মুর্ত্তি [স মূর্তি] *বি* অবয়ব; আকৃতি। 'যুদ্ধ স্থানে গিয়া কৃষ্ণ অদ্ভুত মূর্ত্তি কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূর্তিমন্ত, মূর্ত্তিমন্ত [স মূর্তিমন্ত] *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'মূর্ত্তিমন্ত দেখে ব্রহ্মা পারিসদগণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মূর্তিমান, মূর্ত্তিমান [স মূর্তিমান] ১ *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'মূর্ত্তিমান পর্ব্বত দেখিল সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* প্রধান। 'বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য।' *হুতোম*, ১৮৬২।

মূর্তিকর [স] *বি* প্রস্তরাদি থেকে মূর্তি তৈরি করে যে: ভাস্কর। 'গ্রীস দেশের কোন্ মূর্তিকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মূর্তিকার [স] *বি* মূর্তি গড়ে যে। 'মূর্তিকার দেখলে এরূপ উপমা দিলে তার গড়া মূর্তি পাথর চাপা পড়ে মারা যায়।' *অবন*, ১৯২৫।

মূর্তিত [স] *বিণ* মূর্তি রূপ ধারণ করেছে এমন। 'যারে নিয়ে এল সে-যে ব্যথায় মূর্তিত মোর প্রিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মূর্তিধর, মূর্ত্তিধর [স] *বিণ* শরীরধারক। 'শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূর্তিধ্যান [স] *বি* আকৃতি কল্পনা। 'তাঁর আস্তানায় মানত, তাঁর মূর্তিধ্যান, জীবিত ও মৃত পীরের নিকটে ইচ্ছাপূরণের প্রার্থনা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

মূর্তিপূজা [স] ১ *বি* মূর্তিকে পূজা করা। 'এককালে ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* কারো ছবি টানিয়ে তার কথা ভাবা। 'লাবণ্য জানতেই পারেনি ... অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মূর্তিবৎ [স] *বিণ* প্রতিমারূপ। 'আমি জানিতাম, ইহারা এক একটা মূর্তিবৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মূর্তিভেদ [স] *বি* পৃথক মূর্তি। 'স্থানে স্থানে মূর্তিভেদে মহিমা বিস্তার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মূর্তিমতী, মূর্ত্তিমতী [স] ১ *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'তুমি সে কেবল মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* প্রধান। 'অদ্যকার সভার অসারতা স্বীকার করিবার দুইটি মূর্তিমতী বাধা বর্ত্তমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* দৃশ্যমান। 'সে যেন মূর্তিমতী পূর্ণিমা।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মূর্তিমন্ত, মূর্ত্তিমন্ত [স] ১ *বিণ* সমতুল্য; সাক্ষাৎ। 'দুই মহাবীর যেন মূর্তিমন্ত যম।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* যথাযথ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'এককালে মূর্ত্তিমন্ত ছয় ঋতু যথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বি* পারদর্শী। 'পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মূর্ত্তিমন্ত।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বিণ* চূড়ান্ত। 'বেশ্যাভবনে অগম্য গমনে অপেয় পানে মূর্ত্তিমন্ত এক অধর্ম্ম।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৫ *বিণ* দেহধারী। 'মূর্ত্তিমন্ত মরণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মূর্তিমান [স] ১ *বিণ* সাকার। 'মূর্তিমান হৈলা দেবী ফাটিয়া পাষাণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* বর্ত্তমান। 'বয়স নয় সাল তার শিশু মূর্তিমান।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* স্পষ্ট। 'যখনি তাহাদিগকে ভালোরূপে মূর্তিমান করিয়া প্রকাশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বিণ* দৃশ্যমান। 'মূর্তিমান করিয়া তুলিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূর্তিমান করা *ক্রি* প্রকাশ করা। 'তাবার দ্বারা বারম্বার স্থায়ীভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মূর্তিশিল্প [স] *বি* ভাস্কর শিল্প; প্রতিমার নির্মাণকলা। 'আমাদের এক শ্রেণীর মূর্তিশিল্প অনেকটা এই শক্ত করে বাঁধা পাথর।' *অবন*, ১৯২৫; 'মানুষের মূর্তি-শিল্প যেখানে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা পেয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

মূর্তিশিল্পী [স] *বি* মূর্তি রচনা করে যে। 'জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মূর্তিহীন [স] *বিণ* নিরাকার। 'হারানো সে চিহ্নহীন যুগগুলি, মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলনে তুলি, হানিছে তরঙ্গ তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মূর্ধন্য [স] *বিণ* দন্তমূলের পিছনে উত্তল অংশের মাথা বা মূর্ধা থেকে উৎপন্ন। *ডানকান*, ১৭৮৪।

মূর্ধা, মূর্দ্ধা [স] *বি* দন্তমূলের পিছনে উত্তল অংশের মাথা। 'হরিবংশে আছে ... জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মূর্দ্ধা হইতে অথর্ব্বের সৃজন হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মূল[1] [স] ১ *বিণ* আদি। 'মূল ণখলি বাপ সংঘারা।' *চর্যা* ২০, ১২০০। ২ *বি* মূলধন; পুঁজি। 'পাইলেঁ মূল আকারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* গোড়া। 'কংসনদীর কূলে তমালতরুর মূলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* সর্বস্ব। 'বিনাশ করিলে মোর মূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* উৎস। 'এই মতের মূল জলশরাব নামে বেদভাগে আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৬ *বি* সারাংশ। 'আমার যে আবশ্যক কথ্য তাহার মূল আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৭ *বি* ভিত্তি। 'আপনি কেটেছে আপনার মূল, না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মূলকাঠি *বি* মূল চাবিকাঠি। 'এবার ত ক্ষমতার মূলকাঠি হাতে পেয়েছ।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মূলগত [স] ১ *বিণ* মূলের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* মৌলিক। 'আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মূলগামী [স] *বিণ* মূলানুগ। 'জীবনযাত্রাসম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মূল-গায়েন *বি* প্রধান গায়ক। 'আসরের মূল-গায়েন করবেন, এ দুরাশা সেকালে আমার মনে স্থান পায়নি।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'মাঝে মাঝে মূলগায়েনের দোয়ারকি করার মতো ... টিপ্পনী কাটছিল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মূলঘেঁষা *বিণ* মূল রচনার সাথে মিশে যায় এমন। 'স্থানে স্থানে মূলঘেঁষা অনুবাদ যেমন আছে।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

মূলচ্ছেদন [স] *বি* সম্পূর্ণ বিনাশ। 'আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূলচ্ছেদনের কাজে লাগাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মূলজ্ঞান [স] *বি* মৌলিক ধারণা। 'বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতিরিক্ত হলেও ঐ মূলজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মূলতত্ত্ব [স] *বি* মৌলিক তত্ত্ব। 'ঘরে বসিয়া অনেক মূলতত্ত্ব পড়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মূলতম [স] *বিণ* সূক্ষ্মতম। 'বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মূলদ্বার [স] *বি* প্রধান প্রবেশপথ। 'মূলদ্বারে আকর্ষিয়া/ কেনে পিয়ে বুঝিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূলধারা [স] *বি* মূলপ্রবাহ। 'নারীর জীবনের মূলধারা চলেছে এক প্রশস্ত পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মূলনীতি [স] *বি* প্রধান আদর্শ। 'ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'মূল নীতিটাকেই নস্যাৎ করিতে চাহিতেছেন।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূলপত্তন [স] *বি* প্রধান ভিত। 'ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূলপত্তন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূলপ্রবাহ [স] *বি* প্রধান ধারা। 'নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনতন্ত্রের দিকে ... যাইতে না দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মূলপ্রস্তর [স] *বি* ভিত্তিপ্রস্তর। 'এক মহম্মদী মাদরাসা অর্থাৎ পাঠশালার মূলপ্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মূলবদ্ধ [স] *বি* দৃঢ়মূল। 'এতদ্রূপ ব্যবহার দেশের মধ্যে ঈদৃশ মূলবদ্ধ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মূলবাঞ্ছা *বি* আসল বাসনা। 'মূলবাঞ্ছা ফণী কৃতি পিলএ সহিতে মৃতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মূলভাব [স] *বি* সারবস্তু। 'দ্বন্দ্ববিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্টের মূলভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মূলমন্ত্র [স] **১** *বি* মৌলিক আদর্শ। 'এই মিলনের মূলমন্ত্র আনন্দেরই মন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'ইসলামেরই মূলমন্ত্র আত্মসাৎ করিয়া সবার উপরে মানুষ সত্য।' *হাই*, ১৯৫৪। **২** *বি* মূলনীতি। 'আজহার এই মূলমন্ত্রটি সহজে বিস্মৃত হইত না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মূলশক্তি [স] *বি* প্রধানশক্তি। 'আমাদের জাতির মূলশক্তি উদ্বোধিত হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মূলশাখা [স] *বি* প্রধান শাখা। 'মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূলতদ্ধ [স] *ক্রিবিণ* ভিতসহ। 'পশ্চিমী সভ্যতার ঝড় নাকি আমাদের মূলতদ্ধ উপরে টেনে তুলেছে।' *হাসান*, ১৯৬৩।

মূলসংস্থাপক [স] *বি* প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। 'বঙ্গভাষার মূলসংস্থাপক একপ্রকার তাঁহাকে বলা যায় যেহেতুক তিনি বঙ্গভাষার এক ব্যাকরণ সৃষ্টি করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মূলসুর [স] *বি* প্রধান সুর। 'সমগ্র বিশ্বের যেটি মূলসুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মূলসূত্র [স] **১** *বি* প্রধান বিধি। 'তদীয় ধর্মের মূলসূত্র এই, সকল মানুষই ঈশ্বর-সৃষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* প্রধান উৎস। 'জাতিগত জীবনের মূলসূত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূলস্পর্শী [স] *বিণ* মূলকে স্পর্শ করে এমন। 'তাহা মূলস্পর্শী না হইলেও চলে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

মূলহারা *বিণ* মূল গাছ থেকে ছিন্ন বা ঝরা। 'মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

মূলানুগামিতা [স] *বি* মূলের অনুসরণ। 'কোথায়ও মূলানুগামিতা আবার কোথায়ও স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

মূলাশ্রয় [স] *বি* প্রধান আশ্রয়। 'নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয় সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূলাশ্রয়ী [স] *বিণ* মূলকে ভিত্তি করে রচিত। 'ভ্রান্তি বিলাসের কাহিনী মূলাশ্রয়ী।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

মূলোচ্ছেদ [স] *বি* সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। 'এই সকল ঘটনার মূলোচ্ছেদ করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'বিদ্যার মূলোচ্ছেদ করিতে পারি, কিন্তু সরস্বতীর কিছুই করিতে পারি না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মূলোচ্ছেদন [স] *বি* মূল উৎপাটন। 'এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদন করা হয়।' *এসলাম*, ১৯১৬।

মূলোৎপাটন [স] *বি* সমূলে বিনাশ। 'তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চন্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১; 'গোড়াতেই আমার মূলোৎপাটন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মূল[২] [স মূল্য] **১** *বি* মূল্য। 'আমার ব্যজনীখানি লক্ষ টাকা মূল।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বিণ* মূল্যবান। 'সৃজিলেক ছিপি মুতি রত্ন বহুমূল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মূল[৩] [স মূলক] *বি* কন্দজাতীয় সবজি। 'কত শস্য কত মূল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মূলক [স] *বি* মুলা। 'মূলক মূলক বটে অমূলক নয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মূলতান *বি* একটি রাগিণীর নাম। 'দূরে লাগে মূলতানে তান,/ পড়ে আসে বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মূলতানী *বি* মূলতান দেশের অধিবাসী। 'লাহোরী মূলতানী হিন্দি কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মূলধন [স] *বি* পুঁজি। 'ইংলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্য্যতা হেতু যে ধনাঢ্যতা ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

মূলধনহীন [স] *বিণ* পুঁজিহীন। 'মূলধনহীন কোন ব্যবসা আরম্ভ করা যায় কিনা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মূলধনাধিকারী [স] *বিণ* পুঁজি বিনিয়োগকারী। 'শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী, এবং কর্ম্মনিপুণদিগের মধ্যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মূলধনী *বিণ* পুঁজি আছে এমন। 'মালের রাশিকে দেশ বিদেশে কাটাতে হলে চাই বড় মূলধনী ব্যবসায়ী।' *সবুজ*, ১৯২০।

মূলা[১] [স মূলক] *বি* মুলা; মাটির নীচে জন্মে এমন এক রকমের সবজি। 'অমাবস্যা যেন মূলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মূলা[২] [স মুণ্ড] *বি* মাথা। 'দুহাথে আঁচড়ে মাটি দশনের পরিপাটি মকরের মূলার সমান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মূলা[৩] [স] *বি* ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী নক্ষত্রবিশেষের নাম। 'ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা/ খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মূলা[৪] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রবিদাস মূলা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মূলাই *বি* হিন্দু লৌকিক ব্রতবিশেষ। 'কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত – ... শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মূলাই।' *অবন*, ১৯১৯।

মূলাকাত [আ] *বি* সাক্ষাৎ। 'আমার সেই ভূতপূর্ব বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেই পুরোনো দারোয়ানের সাথে মূলাকাত।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মূলাধার [স] **১** *বি* আসল হোতা। 'তাঁহারাই কুরীতির মূলাধার।' *সুধাকর*, ১৮৩১। **২** *বি* উৎস। 'সূর্য্য যিনি সকলের মূলাধার।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৩** *বি* প্রধান আশ্রয়। 'তুমি এ সম্বন্ধের মূলাধার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **৪** *বি* শরীরস্থ কল্পিত কেন্দ্র। 'মূলাধারের মূল সেহি নূর নূরের ভেদ অকূল সমুদুর।' *লালন*, ১৮৯০।

মূলীভূত [স] **১** *বিণ* ভিত্তিস্বরূপ। 'এক চিকিৎসালয় হইয়াছে তাহার মূলীভূত ইনি ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বিণ* প্রধান। 'পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *বি* মূল কারণ। 'বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর-বিশেষই শ্রেণীভেদের মূলীভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মূলো [স মূলক] *বি* মুলা নামের সবজি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মূলে তার মূল নাই নাম ধরে মূলো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মূল্য [স] **১** *বি* দাম। 'মূল্য দিআ পণ দশ জিয়ন্ত কিনিল ঝষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মান। 'যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে সেকি ভুলে পেয়ে

কাঁচ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বিণ* দামি। 'বক্রি যে কিছু ধন গৌড়ে ছিল বেশ মূল্য প্রস্তর।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* বেতন। 'চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৫ *বি* গ্রহণযোগ্যতা; গুরুত্ব। 'আমি যতই ভদ্রলোক এবং সম্ভ্রান্ত লোক হই-না কেন, ওদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মূল্যতালিকা [স] *বি* দামের তালিকা। 'মূল্যতালিকার সমান আদর প্রাপ্ত হয়।' *ফজ্‌লল*, ১৯১৩।

মূল্যদান [স] *বি* বিক্রয়মূল্য। 'এক বারে অত্যন্ত অধিক মূল্যদান প্রস্তাব করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মূল্যনিয়ন্ত্রণ [স] *বি* জিনিসপত্রের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা। 'নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহের প্রকৃত মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহের প্রতিশ্রুতি।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মূল্য-নিরূপয়িতা [স] *বি* মূল্য নির্ধারণকারী। 'সেই ফলের পরিচয় এই নূতন মূল্য-নিরূপয়িতাদের অনুকূলে নয়।' *ওদুদ*, ১৯৪৯।

মূল্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* অন্যে মূল্য দেয় এমন। 'গায়ের রঙের জন্য সে একটু মূল্যবতী।' *মানিক*, ১৯৪০।

মূল্যবান [স] ১ *বিণ* দামি। 'কানস্তান্‌সিয়া নামক মদ্য অতি মূল্যবান।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ২ *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস ভাদুড়ির দয়া অনেক মূল্যবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মূল্যবৃদ্ধি *বি* মূল্যের বৃদ্ধি। '... ধান-চাউলের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি শুরু হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

মূল্যভেদ [স] ১ *বি* মর্যাদার পার্থক্য। 'মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* তাৎপর্যের তারতম্য। 'প্রয়োগভেদে বুদ্ধির মূল্যভেদ হয়ে থাকে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মূল্য-মর্যাদা, মূল্য-মর্য্যাদা [স] *বি* মানসম্মান। 'তাহার মূল্য-মর্য্যাদা কিছুই থাকিবে না।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

মূল্যমান [স] *বি* মূল্যের ওঠা-নামা। 'নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও খাদ্যশস্যের মূল্যমানের গতি লক্ষ্য করা।' *আজাদ*, ১৯৬২।

মূল্য হাঁকা *ক্রি* দাম চাওয়া। 'অধিক মূল্য হাঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূল্যহারা *বিণ* মূল্য হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'এই মূল্যহারা মম শুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মূল্যহীন [স] ১ *বিণ* অকার্যকর। 'এরূপ মূল্যহীন শিক্ষাপদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে হইবে।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪। ২ *বিণ* অর্থমূল্যে কেনা যায় না এমন। 'ভরা থাক্ একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু – দুর্লভ, মূল্যহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মূল্যহীনতা [স] *বি* হেয়তা। 'ব্যর্থতা মূল্যহীনতা সম্বন্ধে আমার যেন অকস্মাৎ নতুন জ্ঞান হল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

মূল্যহ্রাস [স] *বি* দাম কমানো। 'মূল্যহ্রাস সর্বত্র সর্বথা আবশ্যিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

মূল্যাধিক্য [স] *বি* অধিক মূল্য। 'তাহার মূল্যাধিক্যে যদি মনোযোগাধিক্য করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মূল্যাবধারণ [স] *বি* মূল্যায়ন। 'একতার মূল্যাবধারণ করিয়া ... সভ্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মূল্যবোধ [স] ১ *বি* নীতিনিষ্ঠ মনোভাব। 'মানুষের জানমালের প্রতি মূল্যবোধ।' *আজাদ*, ১৯৪৬। ২ *বি* নৈতিকতাবোধ। 'মূল্যবোধ নামক বৃক্ষের প্রাচীন শিকড় যায় ছিঁড়ে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মূল্যবোধসম্পন্ন [স] *বিণ* মূল্যবোধ আছে এমন। 'সূক্ষ্মকে বা দেওয়া মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের মনঃপূত নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মূল্যবোধস্নিগ্ধ [স] *বিণ* উন্নত মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। 'যুক্তিবিচারদৃ মূল্যবোধ ও মূল্যবোধস্নিগ্ধ যুক্তিবিচার – প্রতি সভ্যতায়ই এই দু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মূল্যবোধহীন [স] *বিণ* নৈতিকতাবর্জ্জিত। 'মূল্যবোধহীন সমাজ চেতনাবাদীদের রচনার চেয়ে যে তা বেশী মূল্যবান তাতে কোনে সন্দেহই নেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মূল্যায়ন [স] *বি* গুরুত্ব প্রদান। 'মূল্যায়নে পাবো সুখ দেখবো নেড়েচেে ...।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মূষক [স] *বি* ইঁদুর। 'মূষক উড়িতে নারে একমনে স্তব করে।' *রূপরাম* ১৭৫০।

মূষল [স মুষল] *বি* গদা; প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ। 'কেহ বা দেখিল হল-মূষ প্রত্যক্ষ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মূষিক [স] *বি* ইঁদুর। 'বুঝি মূষিকের গাতে রহিছে ছাপাই।' *সুলতান* ১৭০০।

মূষিকবাহন [স] *বি* ইঁদুর বাহন যার। 'মহেশজ মহামূ মূষিকবাহন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মূষিকশাবক [স] *বি* ইঁদুর-ছানা। 'মৃত মূষিকশাবক প্রেরিত হয়েছে *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মূষিকা [স] *বি স্ত্রী* ইঁদুর। 'বর্জ্জি জেন ধরএ মূষিকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০

মূহ [স মুখ] *বি* মুখ। 'জইও জকর মূহ পেচ সন দৃসএ চাহএ আন *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মৃগ [স] ১ *বি* পশু। 'সুণে মৃগকুল বসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* হরিণ 'কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার/ নহ ফনিরাজ উরে মনিহার।' *বিদ্যাপতি* ১৪৬০।

মৃগচন্দন [স] *বি* হরিণের কস্তূরী। 'বুকের উপর মৃগচন্দন লেপিে তার মনোমুগ্ধকর গন্ধে বুকের শোভা আপনি বাড়িয়া উঠে।' *হা* ১৯৫৪।

মৃগচর্ম, মৃগচর্ম্ম [স] *বি* হরিণের চামড়া। 'সাহেব বাড়ী থেকে মৃগচর্ম্মের জুতা ক'রে নাও না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'মৃগচর্মের উপ বসিয়া পাঠ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মৃগচর্মাম্বর, মৃগচর্ম্মাম্বর [স] *বি* হরিণের চামড়ার পোশাক। 'ব্রহ্মান পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৃগতৃষ্ণা [স] *বি* মরীচিকা। 'মৃগতৃষ্ণা সমতৃষ্ণা প্রতি জনে জনে *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মৃগতৃষ্ণিকা [স] *বি* মরীচিকা। 'টাকা রোজগারের মৃগতৃষ্ণিকায় লু জীবননদীর স্তব্ধ, সহজ সাবলীল ধারা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মৃগনয়না [স] *বি স্ত্রী* হরিণের মতো সুন্দর চোখ যার। 'অন্ত মৃগনয়না সতত মননে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মৃগনাভি, মৃগনাভী [স] *বি* কস্তূরী। 'মদিরা মৃগনাভি বের শুক্ষফল।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'মৃগনাভি জায়ফল অগুরা প্রভৃতি গন্ধ দ্রব এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মৃগপতি [স] *বি* সিংহ। 'বুদ্ধিতে সমর্থ হও যেন মৃগপতি।' *আলাও* ১৬৮০।

মৃগপিপাসা [স] *বি* হরিণের ন্যায় পিপাসা। 'এই মৃগপিপাসায় তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষই হতে চায়।' *জীবন*, ১৯৪০।

মৃগফাঁদ [স মৃগ+ফা ফন্দ] *বি* পশু ধরার ফাঁদ। 'তোমার বদনচাঁন্দ মোর মন-মৃগফাঁদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃগবর [স] *বি* হরিণশ্রেষ্ঠ। 'নিজশৃঙ্গে মৃগবর করিয়াছে ছায়া।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মৃগমদ [স] *বি* কস্তুরী। 'মৃগমদ পরে কেহো কপালে সিন্দুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৃগমদসার [স] *বি* কস্তুরীর নির্যাস। 'কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার। নহ ফনিরাজ উরে মনিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মৃগয়া [স] *বি* শিকার। 'কদাচীত রথে চড়ি না জাইয় মৃগয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মৃগয়াবেশ [স] *বি* শিকারের পোশাক। 'মৃগয়াবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মৃগয়াবেশী [স] *বিণ* শিকারের পোশাকধারী। 'ঐ মৃগয়াবেশী যে কে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মৃগয়ালব্ধ [স] *বিণ* শিকার থেকে প্রাপ্ত। 'মৃগয়ালব্ধ মাংস।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মৃগয়াসক্ত [স] *বিণ* শিকারে আসক্ত। 'মহারাজ একে ত মৃগয়াসক্ত।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মৃগয়াস্থান [স] *বি* যেখানে বন্য পশুপাখি শিকার করা হয়। 'এই বিপুলা পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মৃগয়ী *বি স্ত্রী* হরিণ। 'মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

মৃগরাজ [স] *বি* সিংহ। 'তার অতি খিন মাঝ জেন দেখি মৃগরাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃগশিশু [স] *বি* হরিণের বাচ্চা। 'ব্যাঘ্রের মুখ হইতে মৃগশিশু ... যেমন সভয়চিত্তে পলায়ন করে।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

মৃগাক্ষ [স] *বিণ* হরিণনয়না। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মৃগাক্ষি, মৃগাক্ষী [স] ১ *বি* হরিণের মতো সুন্দর চোখ যার। 'অয়ি মৃগাক্ষি, তুমি একটি গান কর।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। ২ *বিণ* হরিণের মতো সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'পুলোম-দুহিতা-মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৩ *বি* হরিণের চোখের মতো সুন্দর চোখ। 'কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে হলি, ঝলে অশ্রুধারা।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মৃগাঞ্জন [স] *বি* হরিণের চোখ। 'নয়ানে ভুরুর টান জিনি ধনুর্গুণ বাণ মৃগাঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন।' *সুলতান*, ১৬৫০।

মৃগান্তক [স] *বিণ* পশুবধকারী। 'খগান্তক মৃগান্তক দুই ভাই যমান্তক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃগী [স] ১ *বি স্ত্রী* হরিণ। 'গোর শরীর মৃগী সম দুয়ি আখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি স্ত্রী* পশু। 'অরণ্যে সামাইল মৃগী আনিবেক কেনে।' *সুলতান*, ১৬৫০।

মৃগশিরা [স] *বি* একটি নক্ষত্রের নাম। 'শুভযোগ মৃগশিরা মেরুশৃঙ্গে জেন হিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বলা যেত ওই বৃষ – ওই মৃগশিরা।' *জীবন*, ১৯৩০।

মৃগাঙ্ক [স] *বি* চাঁদ। 'মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মৃগাঙ্কমুখী [স] *বি* চন্দ্রমুখী। 'লিখনে এতেক লিখি কানড়া মৃগাঙ্কমুখী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মৃগী[১] *দ্র* মৃগ

মৃগী[২] [স] *বি* রোগবিশেষ। **মৃগীরোগ** [স] *বি* মূর্ছারোগ; যে রোগ হলে রোগী হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে অচেতন হয়ে পড়ে। 'তাঁহার অপস্মার রোগ অর্থাৎ মৃগী রোগ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'তার আবার মৃগীরোগ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মৃগেন্দ্র [স] *বি* পশুদের রাজা; সিংহ। 'মৃগেন্দ্র চলিল যেন গজেন্দ্র বধিতে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মৃগেল *বি* এক ধরনের মাছ। 'কাতলা মৃগেল আদি বড় মাছ যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মৃগাল *বি* মাছবিশেষ। 'চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মৃণাল [স] ১ *বি* পদ্মের নাল বা ডাঁটা। 'বাহু মৃণাল কমল করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* (তন্ত্র) ধারক। 'ষট চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৩ *বি* পদ্মফুল। 'শশীর উদয় মৃণাল না রয় মোর মনে রহিল সাক্ষী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃণালকাঁটা *বি* পদ্মফুলের কাঁটা। 'পাতা ঝরার দিকে চেয়ে অগণ্য দিন – কীটে মৃণালকাঁটায় অনিকেত।' *জীবন*, ১৯৪০।

মৃণালবলয় [স] *বি* পদ্ম-ডাঁটার তৈরি বালা। 'শকুন্তলার হাতে রাজার মৃণালবলয় পরিয়ে দেওয়া ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

মৃণালভুজ [স] *বি* পদ্মের ডাঁটার মতো সুন্দর বাহু। 'মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি চন্দ্রাননা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মৃৎ [স] *বি* মাটি। **মৃৎপাত্র** [স] *বি* মাটির তৈরি পাত্র। 'দ্বাদশ মৃৎ পাত্র ভরি অমৃত সমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৃৎকলস [স] *বি* মাটির তৈরি কলস। 'মৃৎকলসের উপর তদীয় শিরোভূষণ স্বরূপ পিত্তল-ঘটি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মৃৎ-কাফন [স মৃত+আ কাফন] *বি* মাটিরূপ কাফন। 'জানি জানি ঐ রণাঙ্গন হবে যবে মোর মৃৎ-কাফন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মৃৎকুটির [স] *বি* মাটির তৈরি ঘর। 'নদীর নিকট একটি ক্ষুদ্র মৃৎকুটির।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

মৃৎকুণ্ডিকা [স] *বি* মাটির পাত্রবিশেষ। 'সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৃৎকুম্ভ [স] *বি* মাটির কলস। 'আমাদের গৌড়ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মৃৎপট [স] *বি* মাটির চিত্রপট। 'মদির চিত্র মৃৎপটে লিখে নিয়ে যাও।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মৃৎপাত্রনির্মাতা [স] *বি* মাটির পাত্র প্রস্তুতকারক। 'তাম্র যুগের মৃৎপাত্রনির্মাতা অথবা অজন্তার গুহাশিল্পের শিল্পীবৃন্দ ... আজও আমাদের বিস্ময়।' *শিব*, ১৯৫৬।

মৃৎ-পাত্র-সুধা [স] *বি* মাটির পাত্রের মধু। 'না ফুরাতে ধরণীর মৃৎ-পাত্র-সুধা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মৃৎপিণ্ড [স] *বি* মাটির ঢেলা। 'মৃৎপিণ্ড বা ইষ্টক খণ্ড ক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে ত্রুটি করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃৎপুত্তল [স] *বি* মাটির পুতুল। 'সুতরাং, স্ত্রী তাঁহার নিকট মৃৎপুত্তল।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

মৃৎপ্রদীপ [স] *বি* মাটির প্রদীপ। 'আমাদের এই ভালোবাসা মৃৎপ্রদীপের আলো?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'মৃৎ-প্রদীপ জ্বালি আমি দেউলে তার।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মৃৎপ্রস্তর [স] *বি* মাটিরূপ পাথর। 'বাহিরে মৃৎপ্রস্তরাদি অসংখ্য দ্রব্য ... বিস্তৃত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মৃৎশয্যা [স] *বি* মাটির শয্যা। 'ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মৃৎশিল্প [স] *বি* মাটির তৈরি নকশাযুক্ত পণ্য। 'নিজস্ব সেলাই ও মৃৎশিল্পের স্টলও ছিল।' *বেগম*, ১৯৬০।

মৃৎ-সমাধি [স] *বি* মাটিতে পুঁতে রাখা। 'ইহাকেই মৃৎ-সমাধি ও জল-সমাধি বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মৃত [স] **১** *বিণ* প্রাণহীন। 'পৃস্নিরূপা দেবি তুমি মৃত প্রজাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* প্রয়াত। 'মৃত সর ডেবিড অক্তোরলিন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **৩** *বিণ* বিস্মৃত। 'জগতের মৃত গানগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বিণ* নির্জীব। 'উদ্দাম শৃঙ্গারযুদ্ধে গণিকারা অনুজ্জ্বল, মৃত।' *শক্তি*, ১৯৬১। **৫** *বিণ* অকেজো। 'মৃত দর্শন হাতড়ে মরেছি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

মৃতক [স] *বি* মৃতদেহ। 'মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৃতকল্প [স] *বিণ* মরে যাচ্ছে এমন। 'ভয়ে মৃতকল্প।' *শরৎ*, ১৯১৬।

মৃতকল্পা [স] *বিণ স্ত্রী* মরণাপন্ন। 'তাহার মৃতকল্পা জননীর পার্শ্বদেশে রাখিয়া দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মৃতকায় [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'মৃতকায় হএ গায় ঠেকিলেন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মৃতজন [স] *বি* মৃত যে জন। 'মৃতজনে দেহো প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মৃততেজা [স] *বিণ* দুর্বল। 'যখন পৃথিবী কাঁপে মৃততেজা মুঠোতে আমার।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মৃতদার [স] *বিণ* বিপত্নীক। 'ইতস্তত তারাগুলো চেয়ে থাকে মৃতদার সারসের মতন একাকী।' *জীবন*, ১৯৩০।

মৃতদেহ [স] *বি* নিষ্প্রাণ দেহ। 'মৃতদেহ ধরে ধর্ম পচা গন্ধ গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মৃতপিতৃক [স] *বিণ* পিতার মৃত্যু হয়েছে এমন। 'তাঁহাকে মৃতপিতৃক শিশুজনের যাবদীয় বিষয়, মান, জাতি সম্ভ্রম, আচার ব্যবহার, বিদ্যাশিক্ষা, প্রভৃতি তাবদ্বিষয়ের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মৃতপুত্রা [স] *বিণ স্ত্রী* পুত্র মারা গেছে এমন। 'জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মৃতপ্রজা [স] *বিণ স্ত্রী* সন্তান বাঁচে না এমন। 'যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মৃতপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'তার রচনা ধূসর অনুর্বরতার চোরাবালিতে মৃতপ্রাণ হতে বাধ্য।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

মৃতপ্রায় [স] **১** *বিণ* মারা যাচ্ছে এমন। 'মরমেতে মৃতপ্রায় হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে এমন। 'মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মৃতবৎ [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'মৃতবৎ কায়া যেন লভিল জীবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মৃতবৎস [স] *বিণ* মৃত সন্তান প্রসব করে এমন। 'মৃতবৎস রোগ সন্তানগণের দুর্ব্বলতা ও অল্পায়ুর প্রধান কারণ।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

মৃতবৎসা [স] **১** *বি* যে নারীর সন্তান বাঁচে না। 'তাহাকে মৃতবৎসা বলিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বিণ স্ত্রী* নিষ্ফলা। 'কেননা এ মৃতবৎসা দেশে আগুনের ফুলকিগুলি শ্মশানের বাহবা বাড়ায়।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৭২।

মৃতবাদ্য [স] *বি* শোকের বাজনা। 'নেপথ্যে মৃতবাদ্য।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

মৃতভর্তৃকা [স] *বিণ* বিধবা। 'মৃতভর্তৃকা নারী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মৃতভার্য্যা [স] *বিণ* বিপত্নীক। 'মৃতভার্য্যা পুরুষ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মৃতভাষা [স] *বি* অপ্রচলিত ভাষা। 'সংস্কৃত মৃতভাষা।' *প্রমথ*, ১৯০২; 'মৃতভাষার প্রভাব ও প্রভুত্ব যে কতটা দুরপনেয়, তারই প্রমাণস্বরূপ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মৃতশরীর [স] *বি* মৃতদেহ। 'গর্দ্দভশরীর মৃতশরীরের ন্যায় রাত্রিতে পড়িয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মৃতশোচি [স মৃতশোকী] *বি* মৃত্যুর শোক। 'মৃতশোচি সহিতে তোহ্মার প্রেম-তাপে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মৃতসঞ্জীবন [স] *বিণ* মৃতকে পুনরায় জীবনদান করে এমন। 'সুশীলা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জানেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মৃতসঞ্জীবনী [স] *বি* মৃতকে পুনরায় জীবনদান করে যা। 'মৃতসঞ্জীবনী আদি আন দিব্য মহৌষধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃতসঞ্জীবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* মৃত থেকে পুনর্জীবিত হয়েছে এমন। 'মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মৃতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* মৃত্যু হয়েছে এমন। 'সে মৃতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি স্ত্রী* মারা গিয়েছে যে। 'কোনো মৃতার প্রতি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৪।

মৃতারণ্য [স] *বি* ধ্বংস হয়ে গেছে যে বন। 'ঝড় উঠেছিল যাতে মৃতারণ্যে, নির্জিত কান্তারে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মৃতাশৌচ [স] *বি* মৃত্যুর পর যে অশৌচ পালন করা হয়। 'তাঁর শ্রাদ্ধ, মৃতাশৌচ, তর্পণ ইত্যাদিতে দামোদরের পূর্ণাধিকার আছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মৃতের খানা *বি* (ইসলাম) মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে ভোজন-অনুষ্ঠান। 'তা'মদারী কিংবা মৃতের খানা প্রভৃতি করিবার জন্য লোকে দেনা করে।' *এসলাম*, ১৯৩১।

মৃত্তিকা [স] *বি* মাটি। 'মৃত্তিকা পৃতিমা করি দেই পুষ্পপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৃত্তিকাজাত [স] *বিণ* মাটি থেকে উৎপন্ন। 'মৃত্তিকাজাত, তবু আসমানের সঙ্গী।' *শওকত*, ১৯৬২।

মৃত্তিকাতল [স] *বি* মাটির তলা। 'মৃত্তিকাতল দিয়া আবর্জ্জনাপ্রবাহ এই জলের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মৃত্তিকাতলবর্তী [স] *বিণ* মাটির নীচে অবস্থিত। 'মৃত্তিকাতলবর্তী বিবরের অভিমুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্তিকাবরণ [স] *বি* মাটির আবরণ। 'আমার দেহের মৃত্তিকাবরণ সিক্ত হইতেছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

মৃত্তিকাভক্ষণ [স] *বি* মাটি ভক্ষণ। 'চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকাভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্তিকাময় [স] *বিণ* মাটির তৈরি। 'তথায় মৃত্তিকাময় প্রাকারে পরিবেষ্টিত এক বৃহৎ কুণ্ড আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মৃত্তিকালেপ [স] *বি* মাটি দিয়ে লেপা। 'নূতন মৃত্তিকালেপ ও নূতন ইষ্টকপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মৃত্তিকা-শঙ্কর [স] *বি* মাটির গড়া শিবলিঙ্গ। 'পূজা করি একচিত্তে বংশে বংশে মৃত্তিকা-শঙ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্তিকাসংলগ্ন [স] *বিণ* মাটিঘেঁষা। 'এখানকার মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবনগুলি তখন সংগ্রাম-শৌর্যে ভরপুর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মৃত্তিকাস্তূপ [স] *বি* মাটির ঢিবি। 'কত শত গ্রাম নগর প্রোথিত বা মৃত্তিকাস্তূপ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মৃত্তিকাস্থ [স] *বিণ* সমাধিস্থ। 'তাঁহাকে মৃত্তিকাস্থ করণের জন্য একখণ্ড নিষ্করভূমি ক্রীত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মৃত্যু [স] *বি* মরণ। 'কালকূট পান করি মৃত্যু কৈল জয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্যু-অধিপতি [স] *বি* মৃত্যুদূত। 'জিবরিল সঙ্গে ছিল মৃত্যু অধিপতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মৃত্যু-অমৃত [স] *বি* মৃত্যুরূপ অমৃত। 'তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব মৃত্যু-অমৃত করে দান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মৃত্যুকবলিত [স] *বিণ* মৃত্যু কর্তৃক অধিকৃত। 'সামনে মৃত্যুকবলিত দ্বার/ থাক অরণ্য, থাক না পাহাড়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুকল্প [স] *বিণ* ভয়ে আধমরা; মৃতপ্রায়। 'বিড়ালের শব্দে সশঙ্কিত হইয়া মৃত্যুকল্প হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মৃত্যুকাঁপানো *বিণ* মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত করে এমন। 'আকাশের কোণে বিদ্যুৎ হেনে তুলে দিয়ে গেল/ মৃত্যুকাঁপানো ঝড়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুকামী [স] *বিণ* মৃত্যু কামনা করে এমন। 'মুক্তিকামী খলিফা সে, মৃত্যুকামী নহে সে ভ্রাতার।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মৃত্যুকারা [স] *বি* মৃত্যুরূপ কারাগার। 'দুকূল প্লাবিয়া আয় আয় ছুটে ভাঙ এ মৃত্যুকারা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মৃত্যুকাল [স] *বি* মৃত্যুর সময়। 'যম নিয়মিত মৃত্যুকাল পাইয়া ... বিবেচনা কিছুই করেন না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মৃত্যু-কালো *বি* মৃত্যুরূপ কালো। 'সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-কালো পাহাড়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুকীর্ণ [স] *বিণ* মৃত্যুতে পরিপূর্ণ। 'কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরলো পঞ্চাশ সাল?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যু-কুম্ভ [স] *বি* মৃত্যুরূপ কলস। 'ভূভারতে শ্মশান-বিলাসে;/ বৎসরে বৎসরে/মৃত্যু-কুম্ভ পূর্ণ ক'রে।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

মৃত্যুক্লেশ [স] *বি* মৃত্যুর যন্ত্রণা। 'এ যে কেবল দন্ধে মারা যাপ্য করা মৃত্যুক্লেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মৃত্যুক্ষুধা [স] **১** *বি* মৃত্যুরূপ ক্ষুধা। 'নিঠুর তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'গ্রাসিতেছে মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া ধরণিরে তিলে তিলে।' *নজরুল*, ১৯২৮। **২** *বি* মৃত্যুর বাসনা। 'সবারে বিলিয়ে সুধা, সে নিল মৃত্যুক্ষুধা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মৃত্যুগন্ধী [স] *বিণ* মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয় এমন। 'কখনো-বা মৃত্যুগন্ধী কাব্যের স্পন্দন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

মৃত্যুগরল [স] *বি* মৃত্যুরূপ বিষ। 'ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের মৃত্যুগরল পিয়া!' *নজরুল*, ১৯২৫।

মৃত্যু-গহন [স] *বি* মৃত্যুর গহ্বর। 'মৃত্যু-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মৃত্যুগ্রস্ত [স] *বিণ* মৃত্যু হয়েছে এমন। 'বিফলতার দুঃখে ল্যাঙলি ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

মৃত্যুগ্রাস [স] *বি* মৃত্যুমুখ। 'এ.সভাটি না হলে অসংখ্য যুবক ... মৃত্যুগ্রাসে পতিত হতো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মৃত্যুঘুম *বি* মৃত্যুরূপ ঘুম। 'সে সত্য-সাধক বীর ঢলিয়া পড়িল মৃত্যুঘুমে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মৃত্যুচিন্তা [স] *বি* মরণের ভাবনা। 'তীব্র মৃত্যুচিন্তা ছাড়া আর কিছু মাথায় আসে না।' *হাসান*, ১৯৬২।

মৃত্যুচিহ্নিত [স] *বিণ* মৃত্যু নির্দেশক। 'এমন একটা ফাঁপা মৃত্যুচিহ্নিত শব্দ বেরিয়ে এল।' *হাসান*, ১৯৬২।

মৃত্যুচেতনা [স] *বি* মৃত্যুবিষয়ক উপলব্ধি। 'আধুনিক কবিতার মৃত্যুচেতনা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি না।' *হাসান*, ১৯৬৫।

মৃত্যুচ্ছবি [স] *বি* মৃত্যুদৃশ্য। 'রোগ-শয্যায় শৈরমীর দীন-মৃত্যুচ্ছবি দরিয়াবিবির মানসপটে ফুটিয়া উঠিত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মৃত্যুজয়কারী [স] *বিণ* মৃত্যুকে জয় করেছে এমন; মৃত্যুঞ্জয়। 'সে মৃত্যুজয়কারী ভীষণ তপস্যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মৃত্যুজয়ী [স] *বিণ* মৃত্যুকে জয় করেছে এমন। 'সতী মহিমার গীতা, মৃত্যুজয়ী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মৃত্যুজিৎ [স] *বিণ* মৃত্যুকে জয় করে এমন। 'মৃত্যুজিৎ বাণী বরাভয়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

মৃত্যুজিত [স] *বি* মৃত্যুকে জয় করেছে যে। 'মৃত্যুজিতের যন্ত্রণা নিবারিতে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

মৃত্যুঞ্জয় [স] **১** *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয় মোর যেতে আছে ঠাঁই।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* মৃত্যুকে জয় করেছে এমন; অমর। 'হইল সে তোমার প্রসাদে মৃত্যুঞ্জয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৩** *বি* মৃত্যুহীনতা। 'অমরত্ব মিথ্যে কথা, মৃত্যুঞ্জয় বিত্তের বড়াই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

মৃত্যু-ঠেকানো *বিণ* মৃত্যু রোধ করতে পারে এমন। 'কি করে খুলবে মৃত্যু-ঠেকানো দ্বার।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুতাড়িত [স] *বিণ* মৃত্যু তাড়না করছে এমন। 'আজো বেঁচে আছি মৃত্যুতাড়িত আজো বেঁচে আছি ঠিক।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুতিক্ত [স] *বিণ* মৃত্যুর মতো কষ্টদায়ক। 'মাটির ধুলার মত মাটির জীবন/ ফেরে শুধু মৃত্যুতিক্ত গ্লানি বয়ে বয়ে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৩; 'সাপের ফণার নীচে মৃত্যুতিক্ত এই শর্বরীতে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মৃত্যুতীর [স] *বি* যে তিরের আঘাতে মৃত্যু ঘটে। 'বদর-ওহোদ, মরুপ্রান্তরে ঘিরে যবে হানে মৃত্যুতীর।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মৃত্যুতুহিন [স] *বিণ* মৃত্যুরূপ শীতল। 'চন্দ্রলোকের মৃত্যুতুহিন মহিমা।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

মৃত্যুতোরণ [স] *বি* মৃত্যুর দরজা। 'মৃত্যুতোরণ তরণ চরণ চারিণী, চিরদিন অভিসারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুদণ্ড [স] *বি* প্রাণদণ্ড; শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুর আদেশ। 'মৃত্যুদণ্ড হলে তো সব ল্যাঠা চুকেই গেল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা [স] *বি* মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। 'রহস্যময় প্রহরীযুগল তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা তামিল করার আগেই ...।' *শিব*, ১৯৫০।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ [স] *বি* প্রাণদণ্ডের হুকুম। 'তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মৃত্যুদিন [স] *বি* মৃত্যু দিবস। 'পিতার মৃত্যুদিনের বার্ষিক উপাসনা উপলক্ষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মৃত্যুদূত [স] *বি* মরণের দূত। 'হ্যাঁ, তারাই ছুটল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মৃত্যুদ্বার [স] *বি* মৃত্যুর দরজা। 'সে কি গো মৃত্যুদ্বার খুলে ... গিয়াছে অমৃতের কূলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মৃত্যুনদী [স] *বি* মৃত্যুরূপ নদী। 'মৃত্যুনদীর দুই পারে দুইজনের বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মৃত্যুনাট [স] *বি* মরণের নাটক। 'সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মৃত্যুনিকেতন [স] *বি* মৃত্যুরূপ গৃহ। 'এই সংসারই মৃত্যুনিকেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৃত্যু-পণ [স] *বি* জীবন দেওয়ার শপথ। 'শহিদানের মৃত্যু-পণ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মৃত্যুপতি [স] *বি* মৃত্যুদূত। 'এথ শুনি পয়গাম্বরে মৃত্যু পতি স্থানে।' *সুলতান*, ১৭০০।

মৃত্যুপথযাত্রী [স] *বিণ* মৃত্যুমুখে পতিত। 'মৃত্যুপথযাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে গলায় পরিছে ফাঁসি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মৃত্যুপদ পাওয়া [স মৃত্যুপদ+পাওয়া] *ক্রি* মৃত্যুবরণ করা। 'জননী আমিনা সতী মৃত্যুপদ পাইল।' *সুলতান*, ১৭০০।

মৃত্যুপম [স] *বিণ* মৃত্যুতুল্য। 'মোদের বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুপম ব্যবধি দুস্তর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মৃত্যুপরম্পরা [স] *বি* মৃত্যুর ধারাবাহিকতা। 'যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিল ইতিহাসে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মৃত্যুপল [স] *বি* মৃত্যুর ক্ষণ। 'গনিতেছে মৃত্যুপল এক দুই তিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মৃত্যুপাক [স] *বি* মৃত্যুচক্র। 'কোন ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুপাকে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মৃত্যু-পাথার [স] *বি* মৃত্যুরূপ সমুদ্র। 'ছুটিছে মৃত্যু-পাথারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৃত্যুপার [স] **১** *বি* মৃত্যুর নিকট। 'ছুটেছিল সিয়া জিন্দিগী নিয়ে যে পশু মৃত্যুপারে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। **২** *বি* মৃত্যুপরবর্তী জীবন। 'পুরনো পৃথিবী জেগেছে আবার মৃত্যুপারে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুপীড়া [স] *বি* মৃত্যুরূপ পীড়া। 'অভাব-বেদনা-মৃত্যুপীড়া-অপমানের পঙ্কিল স্রোতে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মৃত্যুপুর [স] *বি* মৃত্যুর পুরী। 'ক্রীতদাস মানবের মৃত্যুপুর হতে ... আনিয়াছি স্বেদ এ শোণিত।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

মৃত্যুপ্রলয় [স] *বি* মৃত্যুর ধ্বংসযজ্ঞ। 'মৃত্যুপ্রলয় তাদের লাগি/ নয় যারা তোর অনুরাগী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মৃত্যুফুল [স] *বি* মৃত্যুরূপ ফুল। 'মৃত্যুফুলে বেদনার প্রাণদাহী ফুলে ফুলে হে আমার উদাসীন মালা।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মৃত্যু-ফেনা *বি* মৃত্যুর সময় মুখ থেকে বের হওয়া ফেনা। 'ক্লেদ ক্ষুব্ধ এ জনতার মুখে উঠিছে মৃত্যু-ফেনা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মৃত্যুবৎ [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'শীতে জরা হইয়া প্রায় মৃত্যুবৎ হইয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মৃত্যুবন্দী [স] *বিণ* মৃত্যুর বেষ্টনে আবদ্ধ। 'নিয়ে গেল তোমা-কাছে মৃত্যুবন্দী প্রেতের আহ্বান –।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৃত্যুবহ [স] *বিণ* মৃত্যুর বার্তা বহনকারী। 'মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন বর্বর রাক্ষস হাঁকে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪২।

মৃত্যুবাঁশি *বি* মরণের বাঁশি। 'মৃত্যুবাঁশির বেলাশেষের তান।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মৃত্যুবাণ [স] *বি* মৃত্যু ঘটাবার মোক্ষম অস্ত্র। 'তাহাকে মৃত্যুবাণ মারিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মৃত্যুবাধা *বি* মৃত্যুরূপ প্রতিবন্ধকতা। 'আসুক দুখ পাষাণ বুক মৃত্যুবাধা: ঝড় বাদল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মৃত্যু-বারতা [স মৃত্যুবার্তা] *বি* মৃত্যুসংবাদ; মৃত্যুর খবর। 'অনাগত শিশু আসিছে তাহার মৃত্যু-বারতা নিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মৃত্যুবার্ষিকী [স] **১** *বি* মৃত্যুর বর্ষপূর্তি। 'পহেলা মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* মৃত্যুর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। '৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।' *বেগম*, ১৯৫২।

মৃত্যুবাহ [স] *বি* মৃত্যু বয়ে আনে এমন। 'মৃত্যুবাহ দুর্ভিক্ষ ও মড়কের ...।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

মৃত্যুবিজয়ী [স] *বি* মৃত্যুকে জয় করে যে। 'মৃত্যুবিজয়ীর জটা হতে/ অক্ষয় অমৃতস্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৃত্যুবোধ [স] *বি* মৃত্যুচেতনা। 'মৃত্যুবোধে আক্রান্ত লেখকের বাহ্যিক কোন লক্ষণ।' *হাসান*, ১৯৬৫।

মৃত্যুভয় [স] *বি* মরণের ভয়। 'মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৃত্যুভয়হীন [স] *বিণ* নির্ভীক; মৃত্যুর ভয় নেই এমন। 'যাহারা এক কালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৃত্যুভাটা *বি* মৃত্যুরূপ ভাটির স্রোত। 'জীবন-তরী মৃত্যুভাটায় কোথায় করো পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মৃত্যুমথিত [স] *বিণ* হত্যাকৃত। 'মৃত্যুমথিত কাহার রমণী এই।' *আহসান*, ১৯৫০।

মৃত্যুমনোরথ [স] *বি* মরণের শপথ। 'ভুলে যা তুই ভুলে যা তোর মৃত্যুমনোরথ।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মৃত্যুময় [স] *বিণ* মৃত্যুর শঙ্কাপূর্ণ। 'এদিকে জ্বালিয়ে মরে মৃত্যুময় দিন।' *আহসান*, ১৯৪৪।

মৃত্যু-মাধুরী [স] *বি* মৃত্যুর মাধুর্য। 'কি ভীষণ সুন্দর এই তরুণের মৃত্যু-মাধুরী।' *নজরুল*, ১৯২২।

মৃত্যুমুখিন [স] *বিণ* মরণাপন্ন। 'মৃত্যুমুখিন নিখিলকে মরতে রেখে যেত।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

মৃত্যুমুখী [স] *বিণ* মরণাপন্ন। 'কোলে মৃত্যুমুখী খোকা কাতরায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুযন্ত্রণা [স] *বি* মরণ যাতনা। 'ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মৃত্যুযন্ত্রণাখিন্ন [স] *বিণ* মৃত্যুর যন্ত্রণাক্লিষ্ট। 'মৃত্যুযন্ত্রণাখিন্ন হতবাক সেই মুখের ওপর।' *হাসান*, ১৯৬৪।

মৃত্যু-রাখাল [স] *বি* মৃত্যুরূপ রাখাল। 'আমি মৃত্যু-রাখাল সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মৃত্যুরাজা [স] *বি* মৃত্যুরূপ রাজা। 'আমরা ধরি মৃত্যুরাজার যজ্ঞঘোড়ার রাশ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মৃত্যুরেখা [স] *বি* মৃত্যুর ছায়া। 'মৃত্যুরেখা কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মৃত্যুশঙ্কা [স] *বি* মরণের ভয়। 'আপনি মৃত্যুশঙ্কার কথা বলিয়াছিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

মৃত্যুশয্যা [স] *বি* যে বিছানায় মৃত্যু হয়। 'মৃত্যুশয্যা হইল ধুলা সহচরি চুলচুল্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্যু-শর [স] *বি* প্রাণঘাতী তির। 'সবার নীচে ধুলার 'পরে/ ফেল যারে মৃত্যু-শরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মৃত্যু-শায়ক [স] *বি* মৃত্যুবাণ। 'মৃত্যু-শায়ক লইয়া এসেছে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মৃত্যুশালা [স] *বি* মৃত্যুর স্থান। 'জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাশ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মৃত্যুশীতল [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'নিজেকে সে দেখিতে পাইল এই ঘরের মৃত্যুশীতল আবহাওয়ায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

মৃত্যুশেল [স] *বি* মৃত্যুরূপ শেল। 'ভারতের অজ্ঞতা-অশিক্ষার মধ্যেই এতবড়ো মৃত্যুশেল নিহিত হয়ে এতদিন রক্তপাত করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মৃত্যুশোক [স] *বি* মৃত্যুর দুঃখ। 'সেই জন্যেই মৃত্যুযন্ত্রণা, মৃত্যুশোক –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৃত্যু-শ্মশান [স] *বি* মৃত্যুরূপ শ্মশান। 'তোমার মৃত্যু-শ্মশান আজিকে মিত্রময়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মৃত্যুসংখ্যা [স] *বি* মৃত মানুষের সংখ্যা। 'মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মৃত্যুসংবাদ [স] *বি* মারা যাওয়ার খবর। 'চোরের মৃত্যুসংবাদ পাইবা মাত্র ... বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মৃত্যুসখা [স] *বি* মৃত্যুরূপ সখা। 'দুঃখী লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুসখার আশ্রয় লইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মৃত্যুসম [স] *বিণ* মরণতুল্য। 'চক্ষু তব মৃত্যুসম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মৃত্যু-সমারোহ [স] *বি* মৃত্যুর আয়োজন। 'অমরত্ব-লোভী কোনো ফারাও-এর মৃত্যু-সমারোহ।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

মৃত্যুসম্ভব [স] *বি* মৃত্যু নিকটবর্তী যার; মুমূর্ষু ব্যক্তি। 'মৃত্যুসম্ভবদের সৎ ও অসৎ কার্যের স্ট্যাটিস্টিক্স সংগ্রহ করিবে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

মৃত্যুসাঁঝ *বি* মৃত্যুরূপ সন্ধ্যা। 'চিত্ত-কুঁড়ি-হাসনাহেনা মৃত্যু-সাঁঝে ফুটল গো।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মৃত্যুসাগর [স] *বি* মৃত্যুরূপ সাগর। 'মৃত্যুসাগর মন্থন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মৃত্যুসাজ [স] *বি* মরণের বেশ। 'দৈত্য সেথা নৃত্য করে মৃত্যুসাজে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মৃত্যুসিন্ধু [স] *বি* মৃত্যুরূপ সাগর। 'মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর, শঙ্কর শঙ্কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মৃত্যুসিন্ধুপার [স] *বি* মৃত্যুরূপ সাগরের তীর। 'একি বাজে মৃত্যুসিন্ধুপারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মৃত্যু-সুগভীর [স] *বিণ* মরণসম গভীরতাপূর্ণ। 'সামুদ্রিক অতলতা হতে মৃত্যু-সুগভীর ডাক উঠে আসে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মৃত্যুসেনা [স] *বি* মৃত সৈন্য। 'জিয়ে মৃত্যুসেনা সব জলের পরসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্যুস্তব্ধ [স] *বিণ* মৃত্যুর মতো নিস্পন্দ। 'অথচ এখানে এই মৃত্যুস্তব্ধ রাত্রির ছায়ায়।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মৃত্যুস্রোত [স] *বি* মৃত্যুরূপ প্রবাহ। 'উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মৃত্যু-হতাশ [স] *বিণ* মৃত্যুরূপ হতাশ। 'ভীষণ চাহিয়া আছে মৃত্যু-হতাশ আঁখি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

মৃত্যুহরা [স] *বিণ* মৃত্যু হরণকারী। 'জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা জয়ন্তি জননি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্যুহস্তি [স মৃত্যুহস্তী] *বি* মৃত হাতি। 'জিআ উঠে মৃত্যুহস্তি মুদগর লয়্যা হাতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্যুহিম [স] *বিণ* মৃত্যুর ন্যায় শীতল। 'তুষারকঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মৃত্যুহীন [স] **১** *বিণ* অবিনশ্বর। 'একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* অমর। 'সেই দিকে সে মৃত্যুহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৩** *বি* মৃত্যু অতিক্রমকারী সত্তা। 'মৃত্যুহীনকেই তিনি কামনা করেছিলেন, মরণশীলকে নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মৃত্যুহীনতা [স] *বি* মৃত্যু না থাকা। 'মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মৃদঙ্গ [স] *বি* খোল; তালযন্ত্রবিশেষ। 'খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মৃদং *বি* খোল; এক প্রকার তালযন্ত্র। 'মরুর শিয়রে বাজে রে ওই/ জলধারার মেঘ-মৃদং।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মৃদঙ্গ *বি* মৃদঙ্গ; তাল দেওয়ার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজ্‌ রে মৃদঙ্গ বাজ্‌।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

মৃদঙ্গের বোল *বি* মৃদঙ্গে বিভিন্ন তাল বাজানোর বোল। 'কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মৃদু [স] **১** *বিণ* অল্প। 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অনুচ্চ। 'মৃদু মৃদু ভাষে সম্বাহহ বরতনু।' *মুরারি*, ১৫৭০। **৩** *বিণ* কিছু। 'বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ গুণীল স্নিগ্ধ করুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বিণ* চুপিচুপি। 'কৌতুকে বসিয়া দুঁহে কহে মৃদু বাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বিণ* মিষ্ট। 'তাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃদু বচনে কহাই শ্রেয়স্কর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মৃদুকণ্ঠ [স] *বিণ* অনুচ্চ শব্দবিশিষ্ট। 'দেখি মৃদুকণ্ঠ তরঙ্গমালায় নৌকার লণ্ঠন থেকে আলো পড়ে।' *নীরেন*, ১৯৫৮।

মৃদুগতি [স] **১** *বিণ* ধীরগতিসম্পন্ন। 'তাহে অতি, সে যুবতি, মৃদুগতি চলনা।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *ক্রিবিণ* ধীর গতিতে। 'মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী মুহুর্মুহু চাহি চারি দিকে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মৃদুগামিনী [স] *বিণ* স্ত্রী ধীরে চলে এমন। 'সেই মৃদুগামিনী রজনী।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কিম, ১৮৭৪।

মৃদুগামী [স] *বিণ* ধীরে চলে এমন। 'অনতিদ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ অতি মৃদুগামী বলিয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মৃদুগুঞ্জিত [স] *বিণ* ঈষৎ ঝঙ্কৃত। 'মনের মধ্যে মৃদুগুঞ্জিত সেই কীর্তনের গানের সহিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৃদুতর [স] *বিণ* অতি ক্ষীণ। 'মৃদু হতে আরো মৃদুতর হল কোলাহল ঘুম ঢুলি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মৃদুতা [স] ১ *বি* শান্ত আচরণ। 'মৃদুতা অপেক্ষা প্রবল শাসন ভালোবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* কোমলতা। 'মৃদুতার এমন একটি সামঞ্জস্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মৃদু তাল [স] *বি* ধীর গতি। 'মৃদু তালে তালে নিশ্বাস লয়, শুনে মুখে মুখ ধরি।' *জসীম*, ১৯২৯।

মৃদুনাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মৃদু ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মৃদুনিনাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অস্পষ্ট মধুর শব্দকারী। 'মৃদুনিনাদিনী কুরঙ্গ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মৃদুপদ [স] *বি* ধীর গতি। 'মৃদুপদে যেতেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মৃদুবায় [স মৃদু-বায়ু] *বি* হালকা বাতাস। 'শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদুবায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মৃদুভাব [স] *বি* কোমল আচরণ। 'গৃহের পুরুষেরাও শুনিয়া মৃদুভাব ত্যাগ করিয়া পরুষ ভাব দেখায়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মৃদু-ভাষ [স] *বি* কোমল স্বর। 'মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মৃদুভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নিম্নকণ্ঠ। 'তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন আর একজন – মৃদুহাসিনী, মৃদুভাষিণী মিস মিত্র।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মৃদুভাষিতা [স] *বি* অনুচ্চকিত ভাষাবৈশিষ্ট্য। 'রবীন্দ্রনাথের সুরের চাহিদা এবং তাগিদ এই মৃদুভাষিতা।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মৃদুমধু [স] *বিণ* কোমল। 'কত প্রিয় নাম মৃদুমধু ভাষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মৃদুমধুর [স] *বিণ* কোমল ও মধুর। 'রাজনন্দন সুকুমার মৃদুমধুর সম্বোধনে প্রাণাধিক মিত্র মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন, সখে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মৃদুমন [স মৃদুমন্দ] *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'সভে মৃদুমন করিল ভোজন/ শ্রীকবিকঙ্কন ভনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃদুমন্দ [স] ১ *বিণ* স্নিগ্ধ। 'তোর মুখশশী মৃদুমন্দ হাসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অনুচ্চ। 'বলেন করুণাময়ী মৃদুমন্দ স্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* ধীরগতিসম্পন্ন। 'নানান লোক মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *ক্রিবিণ* আবছা আবছা। 'তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ আমি তো পাই মৃদুমন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'শুনাও শুধু মৃদুমন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মৃদুমন্দগমন [স] *বি* মন্থর গতি। 'দুই-এক গ্রাস ঘাস পাতা ছিঁড়ে নিয়ে অব্যাকুলচিত্তে মৃদুমন্দগমনে খানিকটা দূরে সরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৃদুমাদকতা [স] *বি* স্বল্প আসক্তি। 'দেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মৃদুমিষ্ট [স] *বিণ* লঘু ও ধীর। 'মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৃদু মৃদু ১ *বিণ* মৃদুমন্দ। 'মৃদু মৃদু বিজইত ঘুমল হাম। ভনই বিদ্যাপতি রস অনুপাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রিবিণ* আস্তে আস্তে। 'বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মতো মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *ক্রিবিণ* অনুজ্জ্বলভাবে। 'লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মতো মৃদু-মৃদু জ্বলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মৃদুশব্দ [স] *বি* অনুচ্চ শব্দ। 'মুসাফির জনতার মৃদুশব্দ নিম্নমুখ নীল পেয়ালায়।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মৃদুশীতল [স] *বিণ* হালকা ঠাণ্ডা। 'শরৎকালের মৃদুশীতল বাতাসের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মৃদুস্বভাব [স] *বিণ* কোমল স্বভাবের। 'ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে তেমনি মৃদুস্বভাব পাইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

মৃদুস্বর [স] ১ *বি* কোমল স্বর। 'কহে মৃদুস্বরে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* নিচু বা চাপা ধ্বনি। 'তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মৃদুস্বরে ১ *ক্রিবিণ* নিচু গলায়। 'স্রোতস্বিনী মৃদুস্বরে কহিলেন – কী দোষ, শুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *ক্রিবিণ* চুপিসারে। 'তাহাকে মৃদুস্বরে কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মৃদুস্মিত [স] *বি* অল্প নীরব হাসি। 'কখনো বা মৃদুস্মিত কভু উচ্চহাসে হেসে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৃদুহাসিনী [স মৃদুহাসিনী, সম্বো -সিনি] *বিণ স্ত্রী* মৃদু হাসে এমন। 'হে মৃদুহাসিনি। ঘোর-নিনাদিনি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৬; 'তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন আর একজন – মৃদুহাসিনী, মৃদুভাষিণী মিস মিত্র।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মৃদুহাস্যযুতা [স] *বিণ* হালকা হাসিযুক্ত। 'দশন মুকুতা মৃদুহাস্যযুতা/ অমিয়াজড়িত ভাষা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মৃদুহাস্যমুখ [স] *বি* হালকা হাসিমাখা মুখ। 'মৃদুহাস্যমুখে, যদি যোগী দেখে, পরে কামজালে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মৃদুল [স] ১ *বিণ* কোমল। 'সুশোভিত ভুজযুগ মৃদুল মৃণাল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* মৃদু। 'সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* ধীর। 'মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'আজ ধীরে সে যায় যেন শীতের মৃদুল তটিনী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মৃদুলতা [স] *বি* স্নিগ্ধতা। 'মন্থর মৃদুলতা ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের জীবনের চারপাশে।' *হাই*, ১৯৪৬।

মৃদে *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'চেয়ে দেখ চলিতেছেন মৃদে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মৃত্তাজন [স] *বি* মাটির পাত্রবিশেষ। 'কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃত্তাজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৃধা [ফা মিরদা] ১ *বি* মীরধা; দশজনের অধিক সৈনিকের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী। *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মৃন্ময় [স] ১ *বিণ* মাটির তৈরি। 'মৃন্ময় ও হিরণ্ময় পাত্রে বিশেষ নাই।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'এক মৃন্ময় পাত্র ও এক কাংস্য পাত্র নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বিণ* মাটিঘেঁষা। 'গাছের মতোই এই রৌদ্রজলে মৃন্ময়, তন্ময়।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃন্ময়ী [সং] **১** *বি* পৃথিবী। 'ওগো মা মৃন্ময়ী, তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ স্ত্রী* মাটির তৈরি জিনিসের মতো ভঙ্গুর। 'সে যে অনামিকা অনিত্যা মৃন্ময়ী অল্পা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

মৃর্ত্তু, মূর্ত্তু [স মৃত্যু] *বি* মরণ। 'আর জন হৈলে মৃর্ত্তু ততক্ষনে পাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মূর্ত্তুরূপ [স মৃত্যুরূপ] *ক্রিবিণ* মৃত্যুরূপে। 'মূর্ত্তুরূপ উপজিব তোথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৃর্ত্ত [স মৃত্যু] *বি* মরণ। 'রোগ সোক জ্বরা মৃর্ত্ত না হৈল প্রজারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মে[1] [হি] *সর্ব* আমি। 'রচনা মে রোঅন সাজনা রে বারিস ন তেজিঅ দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মে[2] [ই] *বি* খ্রিস্টীয় বছরের পঞ্চম মাস। 'সন হালের ১ মে তারিখ হইতে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মে'জ ব্লসম [ই] *বি* মে মাসে [বসন্তকালে] ফুটে এমন ফুল ফোটার মরসুম। 'মে'জ ব্লসম মে মাসের খাস ফুল।' *হাই*, ১৯৫৮।

মেই[1] [ফা মাদহ] *বি* মাদি বিড়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেই[2] [স মেধি] *বি* খামারে খালের মাঝে পোতা কাঠের স্তম্ভ। 'খামারে গিয়া খোলায় আমাড়া ধানের গাদির আড়ে মেইর নিকটে লুকাইয়া থাকিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মেইন [ই] *বি* বিদ্যুতের মূল লাইন থেকে ভবনের সঙ্গে সংযোগকারী লাইন। 'তোমার মেইনে কোন গোলমাল আছে নাকি?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মেইনে [ফা মাহানহ্] *বি* মাইনে; পারিশ্রমিক। 'মুনিব ঝা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মেইন্দার [হি মহীনাদার] *বি* মাসিক বেতনভুক শ্রমিক। 'নিজি না চস্‌তি পারিস মেইন্দার রাখ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মেওয়া [ফা] *বি* ফল। 'বেহেস্তের মেওয়া যে দুনিয়ায় বসে খায়।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'বেহেশ্‌তে না যাব মোরা, মেওয়া না খাইব।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

মেওয়াওয়ালা [ফা মেওয়া+হি ওয়ালা] *বি* ফলবিক্রেতা। 'কাবুলি মেওয়াওলারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেওয়া বাগান *বি* ফলের বাগান। *ওর্স্যা*, ১৭৮৫।

মেং[1] [ই মিস্টার] *বি* নামের পূর্বে ব্যবহৃত পদবি। 'মেং ডগলিষ সাহেব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

মেং[2] [ই মে] *বি* ইংরেজি মাসের নাম; মে। 'ইং ১৮৫০ সালের ১লা আপ্রিল অবধি ৫১ সালের ৩০ মেং পর্য্যন্ত ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

মেক *বি* পেরেক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেকআপ [ই] *বি* পূরণ। 'এখন থাইকা মনোযোগ দিয়া লোকসানটা মেকআপ কর।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মেকাপম্যান [ই] *বি* রূপসজ্জাকর; সাজিয়ে দেয় যে। 'মেকাপম্যান কামাল তার মুখে রং লাগাতে লাগাতে বলছিল।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

মেকজিন *দ্র* মেগেজিন

মেকদার [ফা] **১** *বি* পরিমাপ। 'মোন হইতে কম মেকদার করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *বিণ* পরিমিতি; মাত্রা। 'তারিফ করবার জিনিস তাঁর গল্প করা এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে যাওয়ার মেকদার জ্ঞান।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **৩** *বি* বিচারবুদ্ধি। 'ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক মেকদারে যাচাই করতে পারেননি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মেকরাস *বি* কাঁচি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেকলা [স মেখলা] *বি* বেষ্টনী। 'সুবর্ন্ন বেদিকার মেকলা আরোপণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মেকলি *বি* মহিলাদের পোশাকবিশেষ। 'স্ত্রীলোকের পরিধেয় মেকলি।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মেকানিক [ই] *বি* কারিগর; মিস্ত্রি। 'মেকানিক ও ড্রাইভারসহ আমরা ছয়জন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মেকানিকস [ই] *বিণ* কারিগরি। 'গত বুধবার মেকানিকস ইনিষ্টিটিউসনের ষাণ্মাসিক সভা হইয়াছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

মেকামেকি [আ মক্‌র>] *বি* সত্যমিথ্যা। 'আঁকন্দলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি।' *ভারত*, ১৭৬০।

মেকার [ই] *বি* নির্মাতা। 'তারপরে ছাপাখানা, কাগজওয়ালা, দপ্তরী, ডিজাইনার, ব্লক-মেকার, এরাও সব এক একটা ঘাট বইকি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মেকি, মেকী [আ মক্‌র] **১** *বিণ* নকল। 'ছটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* কৃত্রিমতা। 'আমার কাছে মেকি চলে না তার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। **৩** *বিণ* বানোয়াট। 'ইহা মেকি স্তবস্তুতি, খাঁটি নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মেকুর *বি* বিড়াল। 'মেকুরের ছাও মজা যায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মেকর *বি* বিড়াল। 'বাঁসাড়েরা খুসি হয়ে তারে 'মেকর' খেতাব দ্যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেকুড় *বি* বিড়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেখল [স মেখলা] *বি* মেখলা। 'মুখর মেখল করে নিবারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মেখলা [স] *বি* কোমরে পরার গয়না। 'কটি সুত্রে মেখলা ললিত কটি দেসে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মেখলা কিঙ্কিণী তায় নুপুর সুন্দর পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মেখলি [স মেখলা] *বি* কটিবন্ধন। 'মেখলি ধান্ধারি রুদ্রাক্ষের জপমালা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মেগ[1] [স মেঘ] *বি* মেঘ। 'এবোল বলিতে মেগ হইল আকাসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মেগ[2] [মাগী] *বি* স্ত্রী। 'তু শালাও কি আমার মতুন চিৎপটাং শুয়ে মেগের ভাত গিলচিস?' *হাসান*, ১৯৬৭।

মেগনা কার্টা [ই] *বি* (১২১৫ সালে ইংল্যান্ডে স্বাক্ষরিত প্রজাদের স্বাধীনতা সংক্রান্ত চুক্তি) মানবাধিকারের যুগান্তকারী দলিল। 'এই প্রজাস্বত্ব আইন বাঙ্গলার কৃষক-প্রজার স্বাধিকারের মেগনা কার্টা।' *এসলাম*, ১৯৩৮।

মেগে [স মাতৃগ্রাম>] *বিণ* মেয়েলি। 'তাহাদিগকে 'মেগে' বলিয়া উপহাস করেন।' *অমৃতবাজার*, ১৮৬৯।

মেগেজিন [ই] *বি* সাময়িক পত্রিকা। 'ইংলণ্ডে প্রচারিত নানাবিধ মেগেজিন এতন্নগরে দুষ্প্রাপ্য।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

মেকজিন [ই ম্যাগাজিন] *বি* সাময়িক পত্রিকা। 'ব্রাহ্মণীকেল

AMARBOI.COM

মেকজিন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মেঘ[1] [স] *বি* আকাশে ভাসমান জলীয় বাষ্পপুঞ্জ। 'কাল মেঘের ছায়া নাহি জাও।' বড়ু, ১৪৫০।

মেঘ ওঠা *ক্রি* আকাশে মেঘ জমা। 'আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেঘকজ্জল [স] *বিণ* মেঘের কারণে অন্ধকার। 'স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মেঘ-কন্যা [স] *বি* মেঘরূপ কন্যা। 'যাহারা চপলা মেঘ-কন্যাকে করিয়াছে কিংকরী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মেঘ করা *ক্রি* আকাশে মেঘ জমা। 'সারাটা দিন মেঘ করে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মেঘকুঞ্জ [স] *বি* মেঘরাশি। 'কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-আশ্লেষ-ধন্য মেঘকুঞ্জ কথার প্রণয়ী।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মেঘ কেটে যাওয়া *ক্রি* বিষণ্ণতা দূর হওয়া। 'এসো, এসো, একবার অশ্রুজল ফেলি বন্ধুর হৃদয়ে। মেঘ কেটে যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মেঘখণ্ড [স] *বি* আংশিক মেঘ। 'মেঘখণ্ড থরে থরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মেঘখেলা *বি* বৃষ্টির কামনায় পালিত লোকাচার বিশেষ। 'কুলোয় কোলাব্যাঙ আর বিষকাটালির গাছ রেখে ... মেঘখেলা খেলল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

মেঘগরজনি [স মেঘগর্জ্জন>] *বি* মেঘের গর্জন। 'এ ঘোর রজনী মেঘগরজনি কেমনে আওব পিয়া।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

মেঘ-গরুড় [স] *বি* মেঘরূপ গরুড়। 'কোন সাগরে ঝড় উঠেছে মেঘ-গরুড়ে আকাশ আড়াল করে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

মেঘগর্জন, মেঘগর্জ্জন [স] *বি* মেঘের ডাক। 'সর্ব্বদা অতিশয় বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জন হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'মেঘগর্জ্জন অনুভব হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মেঘগুণ্ঠন [স] *বি* মেঘের আড়াল। 'নীলিম আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেঘগুণ্ঠন ফেলে ...।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মেঘগ্রাম [স] *বি* মেঘের সমারোহ। 'পোড়ে মেঘের অরণ্য মেঘগ্রাম।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫১।

মেঘঘন [স] *বিণ* মেঘের মতো কালো। 'মেঘঘন আঁধারের উদ্দাম জোয়ারে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১; 'মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

মেঘচয় [স] *বি* মেঘরাশি। 'চলিল হস্তীর ঠাট যেন মেঘচয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মেঘচেরা *বিণ* মেঘ ফুঁড়ে বের হয়েছে এমন। 'মেঘচেরা রোদে বাতাসে নড়ছে গাছের ডালটা।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মেঘ-চোয়ানো *বিণ* মেঘ ভেদ করে প্রকাশিত। 'এই মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর একটি অপরূপ সৌন্দর্য ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মেঘছায়াচ্ছন্ন [স] *বি* মেঘের ছায়ায় ঢাকা। 'মেঘছায়াচ্ছন্ন বৃন্দাবনের জনশূন্য পথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মেঘজটাজুট [স] *বি* মেঘরূপ জটার গুচ্ছ। 'মেঘবরন তুঝ, মেঘজটাজুট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মেঘ-জননী [স] *বি* মেঘরূপ জননী। 'মেঘ-জননীর অশ্রুধারা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মেঘজাল [স] *বি* মেঘরাশি। 'বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মেঘডম্বর [স মেঘ>] *বি* শাড়ির প্রকারভেদ। 'শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর।' *ভারত*, ১৭৬০।

মেঘডম্বরী [স] *বি* মেঘের বরন। 'মেঘডম্বরী রঙের তাঁবু (ধারা) জলের ঝিলমিল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মেঘডম্বরু [স] *বি* মেঘরূপ ডমরুর বাদ্য। 'প্রথম শরতে অম্বরে যবে মেঘ-ডম্বরু বাজে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মেঘডম্বুর [স] *বিণ* মেঘের মতো রংবিশিষ্ট; নীলাম্বরী। 'মাছ্যাতা দেখিআ মুখে দর্পণে চাপড় বান্ধিআ পরএ মেঘডম্বুর কাপড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেঘ ডাকা *ক্রি* মেঘ গর্জন করা। 'আকাশে মেঘ ডাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেঘডুমুর শাড়ি *বি* মেঘবর্ণ বা নীলাম্বরী শাড়ি। 'মেঘ-ডম্বুর সাথে মেঘডুমুর শাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মেঘ-ডুমুর শাড়ি *বি* মেঘবর্ণ বা নীলাম্বরী শাড়ি। 'আনছি কন্যা মেঘ-ডুমুর শাড়ি।' *জসীম*, ১৯২৭।

মেঘদল [স] *বি* মেঘপুঞ্জ। 'এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেঘধূম্রস্তূপ [স] *বি* ধোঁয়ার মতো স্তূপাকৃতি মেঘরাশি। 'শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বসিছে মেঘধূম্রস্তূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মেঘ-নাগ [স] *বি* মেঘরূপ সাপ। 'মেঘ-নাগেরা ক্ষিপ্ত হয়ে দলে দলে/ বজ্র-বাজার বিষম রোলে।' *জসীম*, ১৯৫১।

মেঘনাদ [স] *বি* মেঘের গর্জন। 'মেঘনাদ অন্ধকার দৃষ্টিহীন তায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মেঘনির্ঘোষ [স] *বি* মেঘের গর্জন। 'গম্ভীর মেঘনির্ঘোষে ও চপলাবিকাশে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

মেঘনির্মুক্ত [স] *বিণ* মেঘশূন্য। 'মেঘনির্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরের অর্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেঘনীল [স] *বিণ* মেঘের মতো গাঢ় নীল। 'পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মেঘনীলাম্বর [স] *বি* মেঘের মতো নীল বসন। 'শাখাপল্লবে ছায়াচ্ছন্ন কখনো উন্মুক্ত স্থানে মেঘনীলাম্বর।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

মেঘ-পরী *বি* মেঘরূপ পরী। 'চাঁদের ভেলায় মেঘ-পরী যায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মেঘপাখনা *বিণ* মেঘের মতো পাখনাবিশিষ্ট। 'চমৎকার উপমা দিয়ে বললে তারা – মেঘপাখনা অপ্সরা।' *অবন*, ১৯২৫।

মেঘপুঞ্জ [স] *বি* মেঘরাশি। 'মেঘপুঞ্জ – ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেঘপ্রায় [স] *বিণ* মেঘের মতো। 'বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে ছিনয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মেঘ-ফণী [স] *বি* মেঘরূপ সাপ। 'মেঘ-ফণীদের মাথার মণি – বিজলী মণি।' *জসীম*, ১৯৫১।

মেঘবর [স] *বি* মেঘ। 'বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে চপলা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইকেল, ১৮৬০।

মেঘবরন [স মেঘবর্ণ] ১ *বিণ* মেঘের মতো রংবিশিষ্ট। 'মেঘবরন তুঝ, মেঘজটাজূট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ঘনকালো। 'কুঁচবরন কন্যা রে তার মেঘবরন কেশ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মেঘবর্ণ [স] *বিণ* মেঘের রংবিশিষ্ট। 'মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

মেঘবলাকা [স] *বি* মেঘরূপ বলাকা। 'কনকতপন রজত মেঘবলাকা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মেঘবারি [স] *বি* বৃষ্টির জল। 'আশিস-মেঘবারি সদা তার পড়ে ঝরি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মেঘবালা [স] *বি* মেঘ বালিকা। 'জল ছুঁড়ে মারে মেঘবালাদল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মেঘবিচ্যুত [স] *বিণ* মেঘ থেকে খসে পড়েছে এমন। 'মেঘবিচ্যুত আন্তরীক্ষ তড়িৎ যখন বজ্ররূপে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মেঘ-বিছানো *বিণ* মেঘে ঢাকা। 'মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মেঘ-বিনিন্দিত [স] *বিণ* মেঘের ধ্বনিকে হার মানায় এমন। 'মেঘ-বিনিন্দিত স্বরে –/ কে তুমি আমাদের ডাকিলে শ্রাবণ বাতাসে?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মেঘবিম্ব [স] *বি* মেঘের ছায়া। 'মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মেঘবৃষ্টি [স] *বি* মেঘ ও বৃষ্টি; বাদলা। 'মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে কাল থেকে নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর শরৎকালের ভাব দেখা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেঘভব [স] *বি* (মেঘ থেকে জাত) জল। 'মেঘভব করে রুব সুখোচিত চিতং।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মেঘভরা *বিণ* মেঘপূর্ণ। 'একদিনের মেঘভরা বৈকালে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মেঘ ভাঙা ১ *বিণ* মেঘ ফাঁক দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এমন। 'পহেলী উষার নরা মেঘ ভাঙা সিঁদুর গুঁড়ার রাশি।' *জসীম*, ১৯৩১। ২ *বিণ* মেঘহীন। 'মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় দুজনে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। 'মেঘ-ভাঙা রোদের মতো তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, তাঁর চিন্তার দ্যুতি ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মেঘভার [স] ১ *বি* মেঘের ঘনঘটা। 'রৌদ্রের ঝলকে ঝলকে যেন বেদনার মেঘভার কেটে গেছে!' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫। ২ *বি* মেঘের মতো গাম্ভীর্য। 'নিমেষে বেরিয়ে এসেছে কালো মেঘভার!' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মেঘভারনত [স] *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'মেঘভারনত শাওন রাতের আকাশ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

মেঘমন্ডল [স] *বি* মেঘপুঞ্জ। 'সমুদায় পর্ব্বত-প্রমাণ রাশীকৃত হইয়া মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মেঘমন্দ্র [স] *বিণ* মেঘের গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত। 'মেঘমন্দ্র শ্লোক বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মেঘমন্দ্রিত [স] *বিণ* মেঘের গম্ভীর ধ্বনি-বিশিষ্ট। 'বর্ষণ-গীত হোলো মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মেঘময় [স] ১ *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'পর্ব্বতে সান্দ্রিল অভ্র হইল মেঘময়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'অমনি! চলিল রথ মেঘময় পথে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* বিষাদপূর্ণ। 'মেঘময় ঠোঁট নেমে আসে/ তোমার চোখের জলে আজও।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

মেঘমরীচিকা [স] *বি* মেঘরূপ মরীচিকা। 'ওই যে পুরবে হেরি অরুণকিরণে সাজে/ মেঘমরীচিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মেঘ-মাখানো *বিণ* মেঘলা। 'মেঘ-মাখানো আকাশ ভাল।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

মেঘমায়া [স] ১ *বি* মেঘাচ্ছন্নতা। 'গগন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'সংসার-মরু মাঝে তুমি মেঘমায়া।' *নজরুল*, ১৯৩২। ২ *বি* মেঘের ছায়া; বৃষ্টি। 'আনো পিপাসিত চোখে মেঘমায়া।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মেঘমাল [স মেঘমালা] *বি* মেঘের দল। 'শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মেঘমালা [স] ১ *বি* মেঘের দল। 'এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* মেঘের মতো। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা আমার সাধের সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মেঘমুক্ত [স] ১ *বিণ* মেঘহীন। 'ক্রমে ক্রমে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া আসিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* স্বচ্ছ। 'সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো পরিষ্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মেঘ-মৃদং *বি* মেঘগর্জনরূপ মৃদঙ্গ। 'মরুর শিয়রে বাজে রে ওই/ জলধারার মেঘ-মৃদং!' *নজরুল*, ১৯৪১।

মেঘমৃদঙ্গ [স] *বি* মেঘগর্জনরূপ মৃদঙ্গ। 'গুরুগুরু বাজে তাল মেঘমৃদঙ্গে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মেঘমেদুর [স] ১ *বিণ* মেঘস্নিগ্ধ। 'মেঘমেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎচমক।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'মেঘমেদুর বরষায় কোথা তুমি।' *নজরুল*, ১৯৩৪। ২ *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'তাঁর বজ্রমন্দ্রিত গাম্ভীর্য মেঘমেদুরে অম্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মেঘম্লান [স] *বিণ* মেঘে ঢাকার ফলে অস্পষ্ট। 'মেঘম্লান চন্দ্রালোকে ক'জন বামন শুদ্ধাচারী ...।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মেঘরং *বি* মেঘের মতো রংবিশিষ্ট। 'ধানিরং ঘাঘরি, মেঘরং ওড়না।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মেঘরঙা *বিণ* মেঘের মতো রংবিশিষ্ট। 'মেঘরঙা বীরটিকে পগারের ঢালু গায়ে দেখা গেল।' *হাসান*, ১৯৬৯।

মেঘরজনী [স] *বি* মেঘাচ্ছন্ন রাত। 'বেলাভূমি স্তব্ধ মেঘরজনীর দুর্দম শৃঙ্গারে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

মেঘরব [স] *বি* মেঘের শব্দ। 'ঘোর মেঘরব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মেঘরাজ *বি* মেঘের রাজা। 'ইন্দ্রচাপ রূপ ধরি/ মেঘরাজ ধ্বজোপরি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মেঘরাজি [স] *বি* মেঘের রাশি বা স্তূপ। 'দিগন্তের শ্যামপ্রান্তে শান্ত মেঘরাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মেঘরাজ্য [স] ১ *বি* মেঘবৃষ্টি। 'আর তো নাই রে ছুটি, মেঘরাজ্য গেছে টুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বি* মেঘপুঞ্জ। 'সেখানে কোনো আইন কানুন নেই – মেঘরাজ্যের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মেঘলা [স মেঘ>] ১ *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'এতদিন মেঘলা দিনগুলো যেন কালো ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিণ সজল। 'তার মেঘলা-দৃষ্টিখানি আমার মুখের উপর তুলে ধরেছে।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বিণ* মেঘের মতো শ্যামলা। 'কারে দেখি মেঘলা আকাশ না ওই মেঘলা মেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। **৪** *বিণ* বিষণ্ণ। 'মেয়ের অপরিবর্তিত মেঘলা মুখ দেখে সোলায়মান আলীর মুখটাও করুণ হয়ে যায়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মেঘলাটোপর *বিণ* মেঘেঢাকা। 'মেঘলাটোপর সন্ধ্যাকে ভালোবাসব প্রিয়ার মতো।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মেঘলামতী *বি স্ত্রী* মেঘাচ্ছন্ন। 'সিন্ধুনদীতে ভেসে, এলে মেঘলামতীর দেশে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মেঘলামদির *বিণ* মত্ততা জাগায় এমন মেঘাচ্ছন্ন। 'ক্ষণিক আবেশ – মেঘলামদির দুপুরবেলায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

মেঘলা-মেঘলা *বিণ* অনেকটা মেঘাচ্ছন্ন। 'সারা দিনটাই ছিল মেঘলা-মেঘলা।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

মেঘলাসবুজ হাওয়া *বি* মেঘলা দিনে সবুজ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে বয়ে চলা বাতাস। 'চুমো খায় চোখে মেঘলাসবুজ হাওয়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

মেঘলীয়া *বিণ* মেঘের মতো গাঢ়। 'আসমানী নীল মেঘলীয়া নীল।' *জসীম*, ১৯৩১।

মেঘলেশ [স] *বিণ* মেঘের কণা। 'যেখানে মেঘলেশ নেই সেখানে বৃষ্টি এনেছেন তিনি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মেঘলোক [স] *বি* মেঘের রাজ্য। 'মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'পাখি উড়ে যায় যেন কোন মেঘ-লোক হতে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মেঘশাবক [স] *বি* মেঘরূপ শাবক। 'হেমন্তকালের আকাশ জুড়ে গাভীর মতো চরে বেড়ায় মেঘশাবকের দল।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মেঘশূন্য [স] *বিণ* মেঘমুক্ত। 'গগনমণ্ডল মেঘশূন্য হইয়া পরিষ্কৃত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মেঘস্তনিত [স] *বি* মেঘের গর্জন। 'বিপুল হাস্যধ্বনি সজলগম্ভীর মেঘস্তনিতের মতো ভাঙিয়া পড়িল।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

মেঘস্তর [স] *বি* মেঘরাশি; মেঘপুঞ্জ। 'রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মেঘস্তূপ [স] *বি* মেঘপুঞ্জ। 'আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘস্তূপ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মেঘস্নিগ্ধ [স] *বিণ* মেঘমেদুর; মেঘে আবৃত হওয়ার ফলে স্নিগ্ধ। 'আহা কি চিক্কণ কান্তি মেঘস্নিগ্ধ হলুদে-সবুজে!' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

মেঘস্বপন [স মেঘস্বপ্ন] *বি* মেঘরূপ স্বপ্ন। 'আপন-মনে মেঘস্বপন আপনি রচ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মেঘস্বর [স] *বি* মেঘের গুরুগুরু গর্জন। 'এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে/ তপনহীন ঘন তমসায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মেঘস্বরূপ [স] *বিণ* মেঘের অনুরূপ। 'তাহা বাষ্পময় মেঘস্বরূপ হইয়া ঊর্দ্ধদিকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মেঘা [স মেঘ] **১** *বি* মেঘ। 'গগন গরজ মেঘা শিখর ময়ূর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কাজলা মেঘা নামবে ঢলি ঢলি।' *জসীম*, ১৯২৭। **২** *বিণ* মেঘলা। 'মেঘা দিন।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেঘাকার [স] *বি* মেঘের আকার। 'হস্তী, মেঘাকার সবে, – যে সকল মেঘ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেঘাচ্ছন্ন [স] *বিণ* মেঘে ঢাকা। 'মেঘাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'শাস্ত্রে বলে মেঘাচ্ছন্ন দিন যে দুর্দ্দিন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মেঘাচ্ছাদিত [স] *বিণ* মেঘে ঢাকা। 'ভেবেছিল মেঘাচ্ছাদিত কালো আকাশ দেখবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মেঘাড়ম্বর [স] **১** *বি* মেঘের ঘনঘটা; মেঘের সমারোহ। 'এক দিবস অতিশয় মেঘাড়ম্বর হইয়া নিরন্তর জলের ধারা পড়িতেছে।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* ঘনঘটা। 'হৃদবিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মেঘাধিষ্ঠাত্রী [স] *বিণ* বৃষ্টি দেন এমন। 'মেঘাধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মেঘান্ত [স] *বি* শরৎ। 'মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেঘান্ধ [স] *বিণ* মেঘে ঢাকা। 'মেঘান্ধ অম্বরে আজি তারি যেন মূর্তিমতি মায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মেঘান্ধকার [স] *বিণ* মেঘবশত অন্ধকার। 'একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেঘাবনত [স] *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন হয়ে নুয়ে পড়েছে এমন। 'সায়াহ্ন মেঘাবনত পশ্চিম গগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মেঘাবরণ [স] *বি* মেঘের আবরণ। 'এই কালে তনু মেঘাবরণদ্বারা শশী অপাবৃত হইলেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮; 'বাইরে তার সজল মেঘাবরণ।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

মেঘাবলী [স] *বি* মেঘমালা। 'নভোমণ্ডলস্থ মেঘাবলী ... পরম রমণীয় ছাদ স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মেঘাবৃত [স] *বিণ* মেঘে-ঢাকা। 'কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া ... উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন।।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন মেঘাবৃত আকাশে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেঘাভ্যন্তর [স] *বি* মেঘের ভিতর। 'সেই মহামহিমান্বিত পুরুষ মেঘাভ্যন্তর হইতে কহিতে লাগিলেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মেঘায়িত [স] *বিণ* মেঘে-ঢাকা। 'অচরিতার্থ সাধনা বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মেঘারণ্য [স] *বি* মেঘরূপ অরণ্য। 'কোথা শশী কোথা তারা/ মেঘারণ্যে পথহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মেঘারুদ্ধ [স] *বিণ* মেঘলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেঘাসন [স] *বি* মেঘের তৈরি আসন। 'মেঘাসনে বসি ওগো কোন সতী ওই?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেঘেডোবা *বিণ* মেঘে-ঢাকা। 'মেঘেডোবা আকাশের ব্যথা ওরা ছাড়া আর কে-ইবা বোঝে এমন করে?' *কায়সার*, ১৯৬২।

মেঘেঢাকা *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'মেঘেঢাকা এই ভরা দুপুরের কাছে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

মেঘে-মাখা *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'মাথার উপর চাঁদ মেঘে-মাখা।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

মেঘের পর্দা *বি* মেঘের আবরণ। 'চতুর্দিকের আকাশমণ্ডপে কালো মেঘের পর্দা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মেঘের পাড়া *বি* মেঘের দেশ। 'তবে আমি পালিয়ে যাব বাদলা মেঘের পাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মেঘের বেলুন *বি* মেঘরূপ বেলুন। 'উড়ে চলে মেঘের বেলুন।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল, ১৯২৮।

মেঘের ভেলা *বি* মেঘরূপ ভেলা। 'নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মেঘোৎপত্তি [স] *বি* মেঘের সৃষ্টি। 'ভারতবর্ষের উত্তর দিকে মেঘোৎপত্তির উপায় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

মেঘোৎসব [স] *বি* বর্ষার আগমন। 'প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মেঘ২ *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'মেঘ, তেতালা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মেঘমঞ্জরী *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মেঘমঞ্জরী শুনেছেন?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মেঘমল্লার [স মেঘ>] *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'মেঘমল্লার রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মেঘমল্লার [স মেঘ>] *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'তুমি মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মেঘনা *বি* বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত নদী। 'মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

মেঘহাসা *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

মেঙুদি *বি* বেড়া ও রঙের জন্যে ব্যবহৃত মেহেদি গাছ। 'করঞ্জি মেঙুদি কাটে আসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেচলা *বি* ময়ূরের পেখম। 'আসগাড়ু পাসগাড়ু সিয়রে মেচলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেচি [ফা মাদ্‌হ্] *বি* মাদি বিড়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেচেতা *বি* মুখমণ্ডলের কালো ছাপবিশেষ। 'সুন্দরীর মুখে মেচেতা পড়েছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মেছ *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'মেছ গারো কোচ লেপ্‌চা প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মেছুনী, মেছুনি [স মৎস্য>] *বি স্ত্রী* মাছবিক্রেতা; জেলেনি। 'মেছুনীর কাছে গিয়া কিনি বাজে মাছ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'শাকওয়ালী, মেছুনী, ধোপা ও যমের মার দ্বারা তাহার চতুস্পার্শ্ব সুসজ্জিত করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মেচুনি [স মৎস্য>] *বি স্ত্রী* মাছবিক্রেতা সম্প্রদায়ের নারী; জেলেনি। 'মাচের ভারিরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে ... মেচুনিরা ঝকড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেছনী, মেছনি [স মৎস্য>] *বি স্ত্রী* মাছবিক্রেতা নারী। 'মেছনীরা ডাকিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'মেছনি তার সাতগুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মেছুয়া [স মৎস্য>] *বি* জেলে। 'অনেক মেছুয়ার অন্ন যাইবেক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মেছুয়াবাজারী *বিশ* মেছুয়াবাজার থেকে প্রকাশিত। 'সত্যই মেছুয়াবাজারী এই কাগজখানির বেতমিজীর তুলনা হয় না।' *আজাদ*, ১৯৪৪।

মেছেল [আ মিছ্‌ল] *বি* মিল; সামঞ্জস্য। 'মেছেল নাহিক হয় জইফ ও জওয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেছো [স মৎস্য>] *বি* যারা মাছ ধরে; জেলে। 'মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে ঘুরিয়াছি।' *জীবন*, ১৯৩৬।

মেছোনি *বি স্ত্রী* মাছবিক্রেতা; জেলে-বউ। 'মেছোনিকে পিন্নি বলেন, ঝুড়ির ঢাকা খুলো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মেছোপট্টি *বি* মাছবাজার। 'বাজারে ঢুকে মেছোপট্টির পাশে বসল।' *হাসান*, ১৯৬৬।

মেছোবাজার *বি* মাছেরবাজার। *ওস্যাঁ*, ১৭৮৫; 'মেছোবাজারের ভাষায় গালির বোমা ও গুলি বর্ষণ করতে আরম্ভ করেছেন।' *সওগত*, ১৯২৮।

মেছো-হাট *বি* মাছের বাজার। 'দুইজনে মিলে ঘরটাকে যেন মেছো-হাট করে রাখত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মেছোহাটা *বি* মাছবাজার। 'মহাফেজখানা যেন মেছোহাটা সদৃশ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

মেছোয়াক [আ মিসওয়াক] *বি* দাঁতন। 'নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মেজ১ [স মধ্য>] *বিশ* মধ্যম। 'বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

মেজগিন্নী *বি* মেজকর্তার স্ত্রী। 'মেজগিন্নীর কাছে এ এতটুকু অন্যায়ও নয় অপমানও নয়।' *তারা*, ১৯৪৩।

মেজদা *বি* দ্বিতীয় বড়ো ভাই। 'মেজদা, আমার ক্রমে চক্ষু খুলছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মেজদাদা *বি* দ্বিতীয় বড়ো ভাই। 'মেজদাদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমী কর্ব্বো না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মেজদিদি *বি* দ্বিতীয় বড়ো বোন। 'ও মেজদিদি! দেখিচি, দেখিচি, দেখিচি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মেজবৌদি *বি* দ্বিতীয় বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'দীনেশের এই মুক্ত দ্বার আর মেজবৌদির এক মুক্ত দাক্ষিণ্য।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মেজলা *বিশ* মেজো; মধ্যম। 'আহা আসে নাই কত দিন হল মেজলা জামাই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মেজ২ [প] *বি* টেবিল। *ওস্যাঁ*, ১৭৮২; 'সাহেব তবে বড় দালানে মেজ লাগাই।' *কেরি*, ১৮০২; 'তিনি কাপ্তানসাহেবের মেজের উপর ভোজন করেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মেজ৩ [স মধ্য] *বি* মেঝে। 'দামা, মেজটা সাফ কর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মেজবান [ফা] *বি* ভোজ। 'সে মেজবানে গ্রামেরও অধিকাংশ লোক শরীক হইল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মেজবানখানা [ফা] *বি* অতিথির ভোজের ব্যবস্থা করা হয় যেখানে। 'মেজবানখানায় মেহমানের ভিড়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

মেজবানী [ফা] *বি* ভোজ। 'মেজবানী দাও বলে তারে ধরবে চীনেজোঁকে।' *জসীম*, ১৯২৯; 'মেজবানী দেয় ছেলে বুড়োয় করিয়ে কলরব।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মেজমানি [ফা মেজবানি] *বি* ভোজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেজর [ই] *বি* সেনাবাহিনীর পদবিশেষ। *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'মেজর সক সাহেব ঐ খালের এক নক্সা করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মেজরাটী [ই] *বিশ* সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'সভ্যদিগের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় পরে মেজরাটী অর্থাৎ মতাধিক্যবিনা নিযুক্ত হইতে পারেন না।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

মেজরাপ, মেজরাফ [আ মিজরাব] *বি* সেতার বাজানোর সময় ডান হাতের তর্জনীর মাথায় পরিধেয় তারের বেষ্টনীবিশেষ। 'কেহ সেতারার মেজরাপ হাতে দেয় ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'আঙ্গুলে মেজরাফ পরিয়া সেতারের তারে হস্ত স্পর্শ করে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

মেজষ্টর [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট। 'মেজষ্টর সাহেবেরদিগের গোচরার্থে সম্বাদপত্র পাঠাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মেজষ্টরি [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেজা[১] [স মধ্য] *বি* কোমর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেজা[২] [প মেজ] *বি* টেবিল। 'মেজা ২।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

মেজাজ [আ মিজাজ] **১** *বি* মানসিক অবস্থা। 'নতুবা মারপীট করিলে মেজাজ খারাপ হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* প্রকৃতি। 'বাবুর মেজাজ গরিব। সৌখীনের রাজা!' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* রাগ। 'কেবল মেজাজ। কেবল গরগরানি।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

মেজাজি, মেজাজী [আ মিজাজ>] **১** *বিণ* আবেগপ্রবণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* উগ্র প্রকৃতিযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গরম মেজাজি কেউ থাকলেই ...।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'মেজাজী মেয়ে যমুনার পাতলা ঠোঁটদুটো চুলবুল করছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

মেজিয়া [স মধ্য>] *বি* মেঝে। 'তাহাদের ঘরের মেজিয়া খুঁড়িয়া দেখ অনেক বালিকার মাতা বাহির হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭১।

মেজিশিয়ান [ই] *বি* জাদুপ্রদর্শনকারী। 'মেজিশিয়ানরা দেখেছি মাথার উপরে হাত তুলে এক প্যাক তাস ছেড়ে দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মেজিষ্ট্রেট [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট; ফৌজদারি আদালতের প্রধান বিচারক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেজিস্ত্রিড [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট। 'শ্রীযুত মেজিস্ত্রিড সাহেব সেখানে অধিষ্ঠিত হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মেজেষ্টর [ই] *বি* ফৌজদারি আদালতের প্রধান বিচারক। 'নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে দাদান, গাদন ও শ্যামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেজেষ্টরী [ই] *বি* ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ। 'ছেলেপুলের আসেসরী ও ডেপুটী মেজেষ্টরীর জন্য স'দা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেজেষ্ট্রেট [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট। 'মেজেষ্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্তাবিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মেজেস্ত্রিড [ই] *বিণ* ম্যাজিস্ট্রেট। 'মেজেস্ত্রিড সাহেবেরদের প্রতি আজ্ঞা ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মেজে [স মধ্য>] *বি* ঘরের ভেতরকার সমতল অংশ; মেঝে; ভূমিতল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* মেঝে

মেজো [স মধ্য>] *বিণ* মধ্যম; দ্বিতীয়। 'ধানের ভুঁয়ে নীল করেনি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটাই মেরেছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মেজো-কর্তা *বি* প্রধান কর্মকর্তার পরের কর্মকর্তা। 'কেউ বা বড়ো-কর্তা, কেউ বা মেজো-কর্তা, কেউ বা ছোটো-কর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মেজোবউ *বি* বাড়ির দ্বিতীয় ছেলের স্ত্রী। 'মেজোবউ কোথা, ডেকে দাও তারে/ কোথা ছোকা, কোথা খুচি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মেজোয়ানী [ফা মেজবানি] *বি* মেহমানদারি। 'মেজোয়ানী করিলেন্ত এবাজ সমান।' *সুলতান*, ১৭০০।

মেঝে [স মধ্য>] *বি* ঘরের তলদেশ; ফ্লোর; মেজে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'উলটে পড়ল মেঝেয়!' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মেঝেময় *ক্রিবিণ* সমস্ত মেঝে জুড়ে। 'কালির মেঝেময় ছড়াছড়িটা দেখবার মতো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মেট [ই] *বি* কয়েদি-সর্দার। 'কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মেট মিস্তিরি [ই মেট+প মিস্ত্রি] *বি* মিস্ত্রির সহকারী। 'গুরুদাস গুঁই, সেরুড কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্তিরি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেটা [স মিত্র>] **১** *ক্রি* বন্ধ করা। 'মেটিবারে সে আচার চাহসি এখন।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *ক্রি* পূর্ণ হওয়া; সফল হওয়া। 'মাটি, তোমায় নমি, আমার মিটুক সর্ব সাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **মেটিবারে** *ক্রি* বন্ধ করতে। 'মেটিবারে সে আচার চাহসি এখন।' *সুলতান*, ১৭০০।

মেটাফিজিক্স [ই] *বি* অধিবিদ্যা; সত্তার প্রকৃতি ও জ্ঞানসংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র। 'ফিজিক্স কিংবা মেটাফিজিক্স-এর তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মেটামরফোসিস [ই] *বি* রূপান্তর। 'আবার মিনিটে মিনিটে না ফিজিকেল মেটামরফোসিসের প্রি নিতে হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মেটি [স মৃত্তিকা>] **১** *বি* মাটি। 'মেটি বা দেওয়ালের খাপরেল ঘর।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *বি* কবর। 'এনার বাত মাফিক কাম করলে মোদের মেটির ভিতর জলদি যেতে হবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মেটিয়্যা *ক্রি* লাগিয়ে। 'বাড়িময় দিলেক মেটিয়্যা বীতহোত্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মেটিরিয়ালিজম [ই] *বি* বস্তুবাদ; জড়বাদ। 'ইউরোপে ঘোর মেটিরিয়ালিজমের যুগে ঐ উপমাটি জড়জগৎ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মেটুলি *বি* গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ ইত্যাদির কলিজা। 'ঝাল মেটুলির চাঁট আর এক নম্বর বাংলায় সন্ধ্যেটা বেশ গুলজার হয়।' *সুনীল*, ১৯৭০।

মেটে[১] [মাটি] **১** *বিণ* মাটির মতো। 'মেটে আর পচা গন্ধ দূর হবে তায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* মাটির তৈরি। 'মনপাত্র হলে মেটে, কী করবি কেঁদে কেটে।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* মাটিরঙা। 'আর-একজন তাহাকে মেটে বলিলেও বাঁচিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মেটে আলু *বি* অনেকটা মানকচুর মতো দেখতে এমন বড়ো আকৃতির আলুবিশেষ। 'চাল ও মেটে আলু আনিয়া দিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মেটেকলসি *বি* মাটির তৈরি কলস। 'এঁটোকাঁটা নিয়ে আমি তো মেটেকলসি ছুঁতে পারব না।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মেটে ঘর *বি* মাটির তৈরি ঘর। 'একতলা মেটে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেটেচিল [মেটে+স চিল] *বি* পাখিবিশেষ। 'শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মেটে রাস্তা *বি* মাটি দিয়ে তৈরি রাস্তা। 'সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মেটে[২] *বি* মেটুলি; কলিজা। 'টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মেটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেটো *বি* খাবারবিশেষ। 'তেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘন্টো ও আটা নেবড়ান লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট হয়ে বসে আচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেট্যা তৈল [স মৃত্তিকা>+স তৈল] *বি* গাঢ় খনিজ তেলবিশেষ। 'মেট্যা তৈল ডামর সাপনকাষ্ঠ মধু মোম।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মেটিরিয়ল [ই] *বিণ* বস্তুগত। 'এই মেটিরিয়ল পৃথিবীতে কেবলমাত্র কামনার দ্বারা কারও দুঃখ দূর করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেট্রন [ই] *বি* ছাত্রীনিবাসের মহিলা তত্ত্বাবধায়ক। 'মেট্রনের সুনজরের শুভ্রতা বোধ করে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মেট্রিয়ার্কি [ই] *বি* মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। 'তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বল সে রাজ্যের ও ঘোর আনাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেট্রেস [ই] *বি* জাজিম; তোশক। 'মেট্রেসের ওপর বর্ডার সেলাই করা ধবধবে চাদর।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

মেঠাই [স মিষ্ট>] *বি* মিঠাই; মিষ্টি দ্রব্য। 'মেঠাই যত বরফী বুন্দে খৈচুর সেউ জিলাপী মতিচুর লুচি কচুরি ছানাবড়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মেঠো [স বর্ত্ম>] **১** *বিণ* মাঠের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এমন। 'তালবনের কাছে একটি মেঠো ঝর্নার মতো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* মাঠের। 'মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থজন আসিছে গ্রামের হাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* মাঠ আছে এমন। 'মেঠো দেশের মিঠে হাওয়ায় গা মেলিতে চাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বিণ* মাঠের উপযুক্ত। 'সাময়িকপত্র, সাহিত্যিক ভাষণ এবং মেঠো বক্তৃতায়।' *উমর*, ১৯৬৮।

মেঠো গান *বি* মাঠের উপযোগী গান। 'এই পল্লিমাঠের পথের পাশে মেঠো গান।' *নজরুল*, ১৯২২।

মেঠো ফুল *বি* মাঠে ফুটে থাকে এমন ফুল। 'বিজন ভুঁয়ে মেঠো ফুলের পাশাপাশি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

মেঠো বাঁশী *বি* মাঠের মধ্যে বাজানো হয় এমন বাঁশি। 'চলে মেঠো বাঁশী দুটি ঠোঁট ছুয়ে কলমী ফুলের বুকে।' *জসীম*, ১৯২৯।

মেঠো-মেঠো *বিণ* মাঠের মতো। 'একরকম মেঠো-মেঠো ঘেসো-ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মেঠো-রাগিণী *বি* মেঠোসুর; গেঁয়োসুর। 'অত্যন্ত বেসুরে একটা মেঠো-রাগিণীর আরম্ভ-অংশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মেঠো সুর *বি* মাঠের উপযোগী সুর। 'একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মেড-ইজি [ই] *বি* সহজপাঠ। 'পরীক্ষায় পাশের ব্যাপারে মেড-ইজির কাজ করবে ভেবে আমি একটু নরম হই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মেডাল [ই] *বি* বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ ধাতব পদকবিশেষ। 'তিনি সোনার মেডাল ... পুরস্কার পাইতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'সেলাই করে মেডাল পাইছে?' *রোকেয়া*, ১৯৩০। *দ্র* **মেডেল**

মেডালিস্ট [ই] *বি* পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'তিনি গণিতে ফর্স্টক্লাস মেডালিস্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেডিকেল [ই] *বিণ* চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত। 'গত বৃহস্পতিবারে নূতন মেডিকেল কালেজ খোলা গিয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬; 'এঁরা কলকেতা মেডিকেল কলেজের এজুকেটেড ভূত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেডিকল সায়ান্স [ই] *বি* চিকিৎসাবিজ্ঞান। 'প্রতীকার কর মেডিকল সায়ান্স হয়েছে কি জন্যে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মেডিকাল বোর্ড [ই] *বি* চিকিৎসাবিদ্যা পদ্ধতির নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ। 'এই পুস্তক মেডিকাল বোর্ডে অর্পিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কালেজ [ই] *বি* চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। 'গত বৃহস্পতিবারে নূতন মেডিকেল কালেজ খোলা গিয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬; 'এঁরা কলকেতা মেডিকেল কলেজের এজুকেটেড ভূত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেডিকেল টেস্ট [ই] *বি* ডাক্তারি পরীক্ষা। 'মেডিকেল টেস্টে ঠেকবে না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মেডেন-হেয়ার [ই] **১** *বি* ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ। 'মেডেন-হেয়ার পাতার সঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* নকল চুল। 'ডেস্কে ছিল মেডেন-হেয়ার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেডেল [ই] *বি* পদক। 'ডিগ্রী, মেডেল ও সারটফিকেটওয়ালা বড় বড় বাইয়েরা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'কত গণ্ডা মেডেলই পেয়েছি প্রাইজ।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মেডেলওয়ালা *বিণ* মেডেল বা পদকপ্রাপ্ত। 'একজন সঙ্গীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মেড়া [স মেঢ্র] *বি* মেষ। 'কুকুর বদলে মেড়া লইয়া বড় খোস।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'মাগিদের স্বাধীন করে/ এখন যেন মেড়া লড়ে।' *অমৃত*, ১৯০০।

মেড়ী *বি* ভেড়ি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

মেড়ুয়া *বিণ* মাড়োয়ারি। 'মেড়ুয়া বা মুসলমান ছোকড়াকে ধমকায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

মেড়ুয়াবাদী *বি* মাড়োয়ারি বা হিন্দুস্তানি। 'যা বেটা মেড়ুয়াবাদী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মেড়ো [হি মাড়োয়ার>] *বি* মাড়োয়ারি। 'যত উড়ে মেড়ো খোট্টা বাঙ্গাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মেঢ়ে [স মণ্ড] *বি* মণ্ডপ; পীঠ। 'তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মেণ [স মান্>] *অব্য* কিন্তু। 'মোরে বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মেণ্ডু [স মণ্ডূক] *বি* ব্যাঙ। 'এক সাপে কি করিবে বহুত মেণ্ডুকে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেথডিস্ট [ই] *বিণ* একটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্পর্কিত। 'তাঁর সহধর্মিণী হলেন মেথডিস্ট (Methodist) মতবাদী।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মেথর [ফা মিহতর] *বি* ময়লা সাফ করে যে; ঝাড়ুদার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেথরগিরি *বি* ঝাড়ুদারের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেথরাণী *বি* মেথরানি; ঝাড়ুদারনি। 'মেথরাণী-গর্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠকারণ নিযুক্ত করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মেথরাণীগর্ভজাত [মেথরাণী+স গর্ভজাত] *বিণ* মেথরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'মেথরাণীগর্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠকারণ নিযুক্ত করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মেথরানী, মেথরানি *বি স্ত্রী* ময়লা পরিষ্কারের কাজ করে যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মেথরানিটা বললে, 'বাবু, জাত জানো কি তোমার মায়ের?' *নজরুল*, ১৯৩৩; 'মেথরানীর নিতম্ব কখনো যৎসামান্য ভুলচুক ...।' *শামসুর*, ১৯৭০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেথি [স মেথী] *বি* মসলা হিসেবে ব্যবহৃত একপ্রকার গন্ধবীজ। 'নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস চক্রি মেথি জোহানি মহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেতিতেল [স মেথী>] *বি* মেথি থেকে উৎপাদিত তেল। 'মেতিতেল দিয়া মাতা আঁচড়িয়া বাঁদে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মেথেমেটিক্স [ই] *বি* অঙ্ক শাস্ত্র। 'ফিলাসফি মেথেমেটিক্স এও আলজেবৃরী ... ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপে শিক্ষার্থে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

মেদ [স] *বি* চর্বি। 'দুই মাসেত আর মেদ জনমএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মেদবহুল [স] *বিণ* মেদময়। 'মিসেস বোস মেদবহুল চিবুকটা কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহ করিলেন ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬; 'মেদবহুল দেহ, বধির, শুচিবাইগ্রস্ত।' *তারা*, ১৯৪৩।

মেদভার [স] *বি* মেদবাহুল্য। 'বন্ধ্যা আত্মতৃপ্তির মেদভারে সত্তার বিকাশ তখন স্তব্ধ।' *শিব*, ১৯৫০।

মেদমজ্জা [স] *বি* চর্বি ও অস্থিমজ্জা। 'যে ভালোবাসা মেদেমজ্জায় অস্থিমাংসে আত্মা পরাত্মায় জটিল নয়।' *জীবন*, ১৯৩১।

মেদশৈথিল্য [স] *বি* মেদবশত শরীরের শিথিলতা। 'কিন্তু স্থূল নয়, একবিন্দু মেদশৈথিল্য নাই।' *তারা*, ১৯৪২।

মেদস্ফীতি [স] *বি* চর্বিজনিত স্থূলতা। 'ন্যাশনালত্বের ব্যাধি অতিমেদস্ফীতির ন্যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মেদগন্ধধূম [স] *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) যজ্ঞের আগুন। 'মেদগন্ধধূম করিয়া আঘ্রাণ মহিষীরা হইবেন শতপুত্রবতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মেদা [ফা মাদাহ্] *বিণ* তেজহীন; পৌরুষহীন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেদামারা *বিণ* পৌরুষশূন্য; নির্জীব। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মেদা মারা ছেলের চেয়ে সে হিসাবে ডানপিটে ছেলে বরং অনেক ভালো।' *নজরুল*, ১৯২২।

মেদারা [প ম্যাডিয়ারা] *বি* অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ম্যাডিয়ারা দ্বীপে তৈরি মদ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

মেদিনী, মেদিনি [স] *বি* পৃথিবী। 'ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি মেদিনি মদন সমানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মেদনি, মেদনী [স মেদিনী] *বি* পৃথিবী। 'মেদনি যোড়িলো হালে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মেদিপাতা *বি* মেহেদি পাতা। 'মেদিপাতা দিছি পদ্ম করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মেদী [ফা মাদ্দহ্] *বি* মেয়ে। 'মেদী না মদা বলতে পারলে বলি হ্যাঁ!' *হাসান*, ১৯৬০।

মেদুর [স] ১ *বিণ* শ্যামল। 'শ্যামছোয়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* কোমল। 'আনত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বিণ* মধুর। 'মৌনের নির্ঝর মেদুর সুরাসার সিঞ্চে গগনের পাত্রে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

মেদেরা সরাপ *বি* মেডিয়ারা দ্বীপে উৎপন্ন কড়া মদবিশেষ। 'মেদেরা সরাপ বাতাবি বেক সরাপ বিলিগির মোমবাতি লবন ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

মেধ [স] *বি* যজ্ঞ। 'মানব-মেধের যজ্ঞধূম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মেধা[১] [স] ১ *বি* ধীশক্তি। 'অত্যন্ত মেধা থাকাতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* জ্ঞান। 'যতদিন মেধা থাকিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

মেধাবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন। 'প্রফুল্ল মেধাবিনী ...' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

মেধাবী [স] ১ *বিণ* বুদ্ধিমান; ধীমান। 'মেধাবী বরুণ ... নৌকা আরোহণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* গভীর। 'নিশীথে ছায়া যেন মেধাবী প্রশান্তি এক রেখে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩০। ৩ *বি* গাঢ়। 'ওই পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা।' *জীবন*, ১৯৪২।

মেধাশক্তি [স] *বি* ধীশক্তি। 'অতুলন মেধাশক্তি যে অকালে ন হইয়াছে।' *সওগাত*, ১৯৩০।

মেধাসম্পন্ন [স] *বিণ* মেধাবী। 'উপযুক্ত যোগ্যতা ও মেধাসম্প মোহাজের ছাত্রকেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষায়তনে ভর্তি করা হইতেছে না *আজাদ*, ১৯৬৪।

মেধাসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* মেধাবী। 'প্রবেশিকা শ্রেণীর মেধাসম্প একজন ছাত্রীকে ...।' *বেগম*, ১৯৬০।

মেধা[২] [ফা মিরধা] *বি* গ্রামের প্রধান; মীরধা। 'নীলকণ্ঠ বারতান বারসিং ঢোলকান পাঁজা মেধা কারফরমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেধ্য [স] *বিণ* পবিত্র। 'রাজা হিন্দু জবনের অমেধ্য তাবৎকে মেধ্য জ্ঞা ভক্ষণ করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মেনওয়ারী *বি* যুদ্ধজাহাজ। 'বিপক্ষ দলের মেনওয়ারী অর্থাৎ যুদ্ধের জাহাজ বালেশ্বরের পথে ... ভ্রমিয়া বেড়ায়।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

মেনথল, মেন্থল [ই] *বি* কর্পূরের মতো পদার্থবিশেষ। 'এক শি মেন্থল।' *জীবন*, ১৯৩২; 'স্মেলিং সল্ট আর মেনথল রয়েছে *জীবন*, ১৯৪৮।

মেন পাওয়ার [ই] *বি* জনবল। 'মেন পাওয়ার কম বলে, কয়েকটা রা ফোলো অপ করতে পারবে না।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মেন-লাইন [ই] *বি* প্রধান রাস্তা। 'খানিক দূরে মেন লাইন।' *মানিক* ১৯৩৬।

মেনি, মেনী [ধ্বন্যা] *বি* মাদি বিড়াল। 'পুষি মেনিটিরে ফেলিয়া এস ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'মেনী বিড়ালের ছানাগুলো।' *বিভূতি*, ১৯২ 'হুলো আর মেনির এই অত্যদ্ভুত রক্তোচ্ছ্বাস।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মেনিমুখো *বিণ* লাজুক। 'এমন পয়লানম্বরী তলওয়ারবাজ হয়ে গে মেনিমুখো মেস্টার – মেলের একজন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মেনী বিড়াল *বি* মাদি বিড়াল। 'মেনী বিড়ালের ছানাগুলো।' *বিভূতি* ১৯২৯।

মেনু [ই মেনিয়ু] *বি* খাদ্য তালিকা। 'দেখি তোমাদের মেনু।' *শিবরা* ১৯৭০।

মেনেজিং [ই ম্যানেজিং] *বিণ* পরিচালনকারী। 'পাঠশালার মেনেজি কমেটি।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মেন্দি [আ মুহন্নি] *বি* মেহেদি। 'মেন্দির দাগ ত গেল না।' *জসীম* ১৯৩৩।

মেপ [ই ম্যাপ] *বি* মানচিত্র। 'ঐ মেপের উপর এমত লিখিত আছে *দর্পণ*, ১৮২৫।

মেম [ই] ১ *বি* ইংরেজ নারী। 'মেম সঙ্গে নানা রঙ্গে গরিমা প্রকাশ।' গু ১৮৫৮; 'মেম সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই।' *বঙ্কিম* ১৮৭৫। ২ *বি* সম্ভ্রান্ত মহিলা। 'মেম সাহেবাকে তাহারা রাখি কোথায়?' *রোকেয়া*, ১৯২২। ৩ *বি* ইংরেজিভাষী নারী। 'এ আমেরিকান মেমসায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুজতবা, ১৯৫২।

মেমলোক [ই মেম+স লোক] *বি* ইংরেজ নারী। *দর্পণ*, ১৮২৮।

মেমসায়েব [ই মেম+আ সাহিব] *বি* ইংরেজিভাষী নারী। 'এক আমেরিকান মেমসায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মেমসাহেব [ই মেম+আ সাহিব] ১ *বি* ইউরোপীয় প্রভুপত্নী। 'যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বি* ইউরোপীয় মহিলা। 'আত্মীয়রা দেখিলে "মেম সাহেব" বলিয়া ঠাট্টা করিবেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেমসাহেবি, মেমসাহেবী [ই মেম+আ সাহিব>] *বিণ* ইউরোপীয় নারীসুলভ। 'গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'শ্বেতভুজার অপূর্ব কীর্তি, মেমসাহেবী সৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেমদো *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) মুসলমান ভূত। 'নীলকুটির নীল মেমদো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মেমরি [ই] *বি* স্মৃতিশক্তি। 'তায়ার কি চমৎকার মেমরি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেমারি [ই] *বি* স্মৃতিশক্তি। 'ছাড়পোকার মতো এমন মস্তিষ্কের উপকারী মেমারি বাড়ানোর মহৌষধি আর নেই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মেমোরিয়াল [ই] *বিণ* কোনো ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত। 'যাদব মেমোরিয়াল হস্পিটাল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মেমান [ধ্বন্যা] *বি* গো-মেষাদির আর্তনাদ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেমানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* গাধার মতো ডাক দেওয়া। 'মেমাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেম্বার, মেম্বর [ই] *বি* সদস্য। 'কৌন্সলের মেম্বর মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত হারিংটন সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'ক্লাবের মেম্বার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মেম্বরশিপ [ই] *বি* সদস্যপদ। 'লাইফ মেম্বরশিপ ছশো টাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেম্বারগিরি [ই মেম্বর+ফা গিরি] *বি* মেম্বারের কাজ। 'বছর পাঁচেক ধরে আইনসভার মেম্বারগিরি করছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মেয়র [ই] *বি* নগরের পৌরসংস্থার প্রধান। 'শহরে মেয়রের চেয়ে কিছু বড়ো ওরা হয়তো বা।' *জীবন*, ১৯৩০।

মেয়া [ফা মেওয়াহ্] *বি* মেওয়া; বেদানা, ডালিম, আঙ্গুর, বাদাম প্রভৃতি ফল। 'সকলের সার মেয়া ফল প্রতি খাসা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মেয়াদ [আ মিয়াদ] ১ *বি* নির্দিষ্ট সময়। 'এই সদর লিখার মেয়াদের মধ্যে না দিলে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬; 'জিউয়ের দিনে অর্থাৎ খতের মেয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা না পাও আমরা দিব।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* কারাভোগের সাজা বা দণ্ড। 'তা'র কি মেয়াদ টেয়াদ হয়েছে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মেয়াদ উত্তীর্ণ [আ মিয়াদ+স উত্তীর্ণ] *বিণ* নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। 'মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই তাহা ছাড়াইয়া লওয়া হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মেয়াদি, মেয়াদী [আ মিয়াদ] ১ *বিণ* নির্দিষ্ট সময়ের। 'মেয়াদী কাগজ ও কেতাবের ছাপা ও প্রকাশ হওন বিনা ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'সে বন্দোবস্ত মেয়াদি না মৌরসী করা হবে?' *প্রমথ*, ১৯১৯। ২ *বিণ* সময়বিশিষ্ট। 'এক বছর মেয়াদী কোর্সে শিক্ষা দেয়া হয়।' *বেগম*, ১৯৬৯।

মেয়াদী কাগজ [আ মিয়াদ>+আ কাগজ] *বি* নির্দিষ্ট সময়নির্দেশক দলিল। 'মেয়াদী কাগজ ও কেতাবের ছাপা ও প্রকাশ হওন বিনা লাইসেন্সে কাগজাদি ছাপাদি হওনের ন্যায় বোধ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মেয়ান [ফা মিয়ান] *বি* তলোয়ারের খাপ। 'মেয়ানে থাকিয়া খসাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেয়ে [স মাতৃকা] ১ *বি* নারী। 'কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ২ *বি* কিশোরী বা তার থেকে একটু বয়সী কন্যা। 'এত বড় ধাড়ী মেয়ে লোকের বাড়ী যাইতে ...।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *বি* কন্যাশিশু। 'এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৪ *বি* কন্যা। 'তাঁর মেয়ে আর বৌ লুকয়ে এসে, সমস্ত রাত কত আমোদ করলে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৫ *বি* বালিকা। 'অপূর্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃণ্ময়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৬ *বি* কনে; পাত্রী হিসেবে কন্যা দান। 'কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ছেলের কাছে মেয়ে দেবে তারা।' *জীবন*, ১৯৩২।

মেয়ে-ইস্কুল [মেয়ে+ই ইস্কুল] *বি* বালিকা বিদ্যালয়; শুধু মেয়েদের স্কুল। 'তেমন মেয়ে-স্কুল কোথায়?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মেয়ে ওয়ার্ড [মেয়ে+ই ওয়ার্ড] *বি* হাসপাতালের মহিলাবিভাগ। 'গোপিকে মেয়ে ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মেয়েছেলে ১ *বি* স্ত্রী। 'ভালমানুষের মেয়েছেলে রাত্রে এ বাড়ী ও বাড়ী কি গা?' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪। ২ *বি* স্ত্রীলোক। 'বাহকদিগের সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়েছেলে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মেয়েজন্ম [মেয়ে+স জন্ম] *বি* মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ। 'না ভাই মেয়েজন্ম নিয়ে আর নয়!' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মেয়েজ্যাটা *বি* ভর্ৎসনা করে অথবা কর্তৃত্ব ফলায় যে নারী। 'মেয়েজ্যাটা বড় বালাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মেয়ে ডাক্তার *বি* মহিলা চিকিৎসক। 'মেয়ে ডাক্তারের অভাব আমাদের দেশে খুবই বেশী।' *বেগম*, ১৯৫৯।

মেয়ে দেখা *বি* বিয়ের উদ্দেশ্যে মেয়েকে পাত্রপক্ষের লোকের দেখা। 'ইসলামে মেয়ে দেখবার বিধান আছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মেয়েনাতি [মেয়ে+লাথি] *বি* স্ত্রীলোকের পদাঘাত। 'বিটী সাহেবের নোক, তা নইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মেয়ে-ন্যাকড়া *বিণ* মেয়েদের পিছু ছাড়ে না এমন। 'অ্যাত মেয়ে-ন্যাকড়া হওয়া ভাল?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মেয়েপক্ষ [মেয়ে+স পক্ষ] *বি* কন্যার তরফ। 'বিস্ময়ের পাত্র দাদাসাহেবের মেয়েপক্ষের নাতি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মেয়ে পটানো *ক্রি* ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়েদের বশে আনা। 'তুমি তো বরাবরই মেয়ে পটকে এসেছ।' *জীবন*, ১৯৩২।

মেয়েপনা *বি* মেয়েদের আচরণ। 'তখন হাসি পেত আজকে দিনের কচিমেয়েপনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েপুরুষ *বি* নারী ও পুরুষ। 'অনেক মেয়েপুরুষ মন্দিরপ্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মেয়ে-বিদ্যালয় *বি* মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মেয়েমদ্দ [মেয়ে+ফা মর্‌দ] *বি* নারী-পুরুষ। 'পেল্লাই পার্টি, মেয়েমদ্দে গিসগিস করছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মেয়েমহল [মেয়ে>+আ মহল] ১ *বি* নারীসম্প্রদায়। 'যাহারা সার্থক হইতে পারে তাহাদের তুলনা তোমাদের মেয়েমহলে মিলিবে কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* অন্দরমহল। 'মেয়ে-মহলের দোতলার বারান্দায়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মেয়েমানুষ [মেয়ে+স মানুষ] ১ *বি* নারী। 'পাড়াপেঁয়ে মেয়েমানুষ শুনিবামাত্রে আঁও মাঁও করিয়া উঠল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* স্বল্প জ্ঞানের মানুষ। 'তুমি মেয়েমানুষ, এ-সমস্ত কথা বোঝো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* যৌনতা। 'তিনি ... মদ-মাংস মেয়েমানুষ-মোটর-মামলা এই পঞ্চ-মকারের সাধনায় নিযুক্ত আছেন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মেয়েমানুষি [মেয়ে+স মানুষ>] *বি* নারীসুলভ আচরণ। 'মেয়েমানুষিতে হায় উহাদের জব্দ করিয়াছে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

মেয়েমুখো [মেয়ে+স মুখ>] *বিণ* মেয়েদের প্রতি অতি উৎসাহী। 'তোর বাপ যেমন মেয়েমুখো তুই তেমনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মেয়েলি [মেয়ে>] ১ *বিণ* মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। 'মেয়েলি শ্লোক স্মরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* নারীসুলভ। 'তার মেয়েলি prying instinct প্রবেশ করবার জো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মেয়েলিগোছ *বি* নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। 'এঁর চেহারাটা যে একটু মেয়েলিগোছের।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

মেয়েলি ছড়া *বি* মেয়েদের মুখে মুখে রচিত ছড়া। 'এবারকার 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটাতে কতকটা বলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মেয়েলি ঢং *বি* নারীসুলভ আচরণ। 'এইবার মেয়েলি ঢং মাদ্দিপনামো ছেড়ে ব্যাটাছেলে হও।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মেয়েলিপনা *বি* নারীসুলভ আচরণ। 'কাল-ভোলা মেয়েলিপনা আর আখুটে অভিমান আমায় জোড়া হাতেই বেঁধেছে আজ।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

মেয়েলিবুদ্ধি *বি* (অবজ্ঞার্থে) নারীসুলভ বিচার-বিবেচনা। 'এখানেই মেয়েলিবুদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেয়েলি ব্রত *বি* মেয়েদের পালনীয় লৌকিক অনুষ্ঠান বিশেষ। 'মেয়েলি ব্রতেরও দুটো ভাগ।' *অবন*, ১৯১৯।

মেয়েলি রূপকথা *বিণ* মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত রূপকথা। 'বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মেয়েলি শ্লোক *বি* মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ছড়া। 'মেয়েলি শ্লোক স্মরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মেয়ে স্কুল *বি* বালিকা বিদ্যালয়। 'শ্যামবাজারে ডাক্তারবাবুর জানা মেয়ে স্কুল আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

মেয়্যা ১ *বি* নারী। 'দুধের আঙ্গুল মেয়্যা পাড়িল প্রমাদ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* বালিকা। 'ষষ্ঠীপূজা করিতে চলিল যত মেয়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* কনে। *ওর্সা*, ১৭৮২।

মেয়্যা মানুষ *বি* মেয়ে মানুষ; স্ত্রীলোক। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মেরজাই [ফা মির্‌জাই] *বি* ফতুয়াজাতীয় জামাবিশেষ। 'শান্তিপুরের ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদর ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেরবানি [ফা মেহেরবানি] *বি* মেহেরবানি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেরাপ [আ মিহ্‌রাব] ১ *বি* মাদুর ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত অস্থায়ী ছাদ। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ২ *বি* অস্থায়ী মণ্ডপবিশেষ। 'পশ্চিম দিকে তরুলতার মেরাপ ছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মেরামত, মেরামৎ [আ মরামত] ১ *বি* সারানো; নষ্ট কোনো জিনিস ঠিক করা। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'সেই ঘর মেরামত করিবার কারণ কন্ত্রাক্ত করিয়া দেওয়া জাইবেক।' *ক্যাল্গে*, ১৭৮৭। ২ *বি* বন্দোবস্ত। 'উকিলেরা পূর্ব্বে সমাচার পাইয়া দিব্য এক অট্টালিকা মেরামত করিয়া রাখিয়াছিল।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* সংস্কারকাজ। '... মেরামৎ হইতেছে অতএব গাড়ির পথ বন্ধ।' *কেরি*, ১৮০২; 'ইহার বার্ষিক মেরামত আগামি ১৫ দিসেম্বর পর্য্যন্ত সাঙ্গ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মেরামতি [আ মরামত>] ১ *বিণ* মেরামতের; মেরামত সম্পর্কিত। 'মেরামতি জে খরচ হইবেক তাহা।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ২ *বিণ* মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয়। 'পাঠশালার নিমিত্ত ... সকলেই যৎকিঞ্চিৎ মেরামতি খরচ দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মেরি *সর্ব* আমার। 'হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

মেরিট [ই] *বি* গুণাগুণ; মেধা। 'মেরিটের ওপর বিশেষ কিছু নির্ভর করে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

মেরিপুত্র [ই মেরি+স পুত্র] *বি* মেরির পুত্র (যিশু খ্রিস্ট)। 'মেরিপুত্র যিশুখ্রীষ্টের জন্য মরণ ... বৃত্তান্তে বিশ্বাস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

মেরীগোল্ড [ই] *বি* গাঁদা ফুল। 'ম্যাগনোলিয়া! না মেরীগোল্ড। তা হবে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

মেরু [স] ১ *বি* পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ প্রান্ত। 'মেরু শিখর লই গঅণ পইসই।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০। ২ *বি* মানুষের কোমর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেরুচারিণী [স] *বি* মেরু এলাকায় বিচরণকারী। 'হে মেরুচারিণী, তোমার চোখের নীল ইস্পাতে আজ ঝলসি উঠুক ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

মেরুজ্যোতি [স] *বি* মেরু অঞ্চলে আকাশে দৃষ্ট আলোকবিশেষ; অরোরা (aurora)। 'রামায়ণ মহাকাব্যের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে এই মেরুজ্যোতি বিষয়ক উল্লেখ স্পষ্টই দৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মেরুদণ্ড [স] ১ *বি* শিরদাঁড়া। 'ষট চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* প্রধান অঙ্গ। 'শিশুরা জাতির মেরুদণ্ড।' *বেগম*, ১৯৫২।

মেরুদণ্ডস্বরূপ [স] *বিণ* প্রধান। 'টুকুই দলের মেরুদণ্ডস্বরূপ।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মেরুদণ্ডহীন [স] *বিণ* দৃঢ়তাশূন্য। 'এবার দিয়েছি জলাঞ্জলি মেরুদণ্ডহীন ক্লীব আশাকে তোমার।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মেরুদাঁড়া [স মেরুদণ্ড] *বি* শিরদাঁড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেরুদুর্গম [স] *বিণ* মেরু অঞ্চলের মতো দুর্গম। 'এইবার করো মেরুদুর্গম পরিখা খনন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরুনিশীথ [স] *বি* মেরু অঞ্চলের রাত। 'তারপর হ'য়ে গেছ মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মেরুবর্জিত [স] *বিণ* মেরুর সঙ্গে যোগ নেই এমন। 'আফিঙের ঘোর মেরুবর্জিত শীতে/ বিষাক্ত আর শিথিল আবেষ্টনে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মেরুবিপর্যয় [স] *বি* দুই মেরুতুল্য বৈপরীত্য। 'সুন্দর-কুৎসিত এবং সে নিত্যবিপরীত দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয় বিকল্পস্বভাব ক্ষেত্রে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেরুমজ্জা [স] *বি* মেরুদণ্ড ও মেরুদণ্ডের ভিতরকার বস্তু। 'দারিদ্র্য তার মেরুমজ্জা ভাঙিয়া দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

মেরুশিখর [স] *বি* পাহাড়চূড়া। 'কি মেরুশিখর কিবা বিধুবর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মেরুশৃঙ্গ [স] *বি* পর্বতচূড়া। 'শুভযোগ মৃগশিরা মেরুশৃঙ্গে জেন হিরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেরুসমুদ্র *বি* উত্তর বা দক্ষিণ মহাসাগর। 'মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে।' *জীবন*, ১৯৪০।

মেরুন *বিণ* খয়েরি-লাল। 'মেরুন রঙের গাছের মর্মরে।' *জীবন*, ১৯৪০।

মেরোয়া *বিণ* বেপরোয়া। 'এমনি মেরোয়া হইয়া উঠেন যে বোধ হয় যেন ইংরাজের কেল্লা গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

মের্দোম [স মৃদঙ্গ] *বি* মৃদঙ্গ। 'মের্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেল¹ [স মেল] ১ *বি* সভা। 'কৌতুকে খেলায় কৃষ্ণ ছাওয়ালের মেলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* মিলন। 'কএস লায়লী মেল/ শুভ দরশন ভেল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মেলবন্ধ [স] *বি* কৌলীন্য। 'মেলবন্ধ থাকাতে অনেক কুলীনকন্যা জন্যাবচ্ছিন্ন অদত্তাই থাকিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মেলবন্ধন [স] ১ *বি* কৌলীন্য অর্জন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* মিলন। 'গৌড়ীয় ভাষা নাম দিয়ে তাদের মেলবন্ধন করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মেল মজলিশ [স মেল+আ মজলিস] *বি* সভাসমাবেশ। 'একটু যে মেল মজলিশ আর বাজারে যেতে শুরু করেছিল ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মেল² [ই] *বি* মেল ট্রেন; সব স্টেশনে থামে না এমন গাড়ি। 'মেল ছেড়ে প্যাসেঞ্জার ধরবার একটু কারণ ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মেলগাড়ি [ই মেইল+গাড়ি] *বি* ডাক ও যাত্রীবহনকারী দ্রুতগামী রেলগাড়ি। 'মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩' 'পারতপক্ষে মেল-গাড়িতে যান না, প্যাসেঞ্জারগাড়ি পেলে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মেলট্রেন [ই] *বি* ডাকবাহী রেল গাড়ি। 'অদ্য রাত্রে মেলট্রেনে গমন করিব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মেল³ [স] *বি* ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বংশগত ঐক্য। 'প্রত্যেকে দেখিয়েছিল এতকাল গায়ত্রী, গোত্র, মেল।' *নীরেন*, ১৯৬১।

মেলঈ [স মেল] *ক্রি* ছাড়ে। 'বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ণ মেলঈ।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

মেলন [স মিল্>] *বি* খুলে ফেলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেলা¹ [স মিল্>] ১ *ক্রি* মিলিত হওয়া। 'মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আর্নে।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০। ২ *ক্রি* খোলা। 'কখনো ফুল দুটো আঁখিপুট মেলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *ক্রি* পাওয়া। 'কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *ক্রি* লীন হওয়া। 'দিবসের শেষ আলোক মিলালো নগরসৌধ-'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৫ *ক্রি* উদিত হওয়া; চোখ খোলা। 'সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৬ *ক্রি* দূর হওয়া। 'আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৭ *ক্রি* শুকোতে দেওয়া। 'কাপড়গুলি ... কেউ দেয় না মেলে ছাদে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৮ *ক্রি* সামঞ্জস্য বিধান করা। 'তোমার সুরে সুর মেলাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৯ *ক্রি* বিকশিত হওয়া। 'পাতাগুলি মেলে বলেছে এই তো এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **মেল** *ক্রি* মিলিত হও। 'শত পল সোনা বড়ায়ি লর্আ মেল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলহ** *ক্রি* যোগ দাও। 'মেলহ আমায় নহে হবে পেরেশান।' *গরীব*, ১৭৬৫। **মেলাইবোঁ** *ক্রি* একত্র করবো; সমাবেশ করবো। 'সকল গোঠ মেলাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলাইল** *ক্রি* মিলিয়ে দিলো। 'বিধাতা আনিএগ রত্ন মোরে মেলাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **মেলাইলো** *ক্রি* মিলিয়ে দিলাম। 'আণিঞাঁ মেলাইলো তোর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলি** ১ *ক্রি* ছেড়ে। 'কাহেরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।' *চর্যা* ৬, ১২০০। ২ *ক্রি* একত্র হয়ে। 'সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* ধরে। 'পথ মেলি জাএ রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* মেতেছি। 'জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবিলুঁ জুবতী মতিময় মেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৫ *ক্রি* খুলে। 'মায়াপাতি মুখ মেলি কমললোচন।' *মালাধর*, ১৫০০। ৬ *বি* সঙ্গ। 'ইহা যেই শুনে সেহো পায় সেই মেলি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মেলিআ** *ক্রি* মিলে। 'প্রেত ভূত পিশাচ মেলিআ তার সঙ্গ অনুদিন কত না কিনিএগ দিব তাঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মেলিআঁ** *ক্রি* মিলে। 'তোর মোর মেলিআঁ করিব তার ফল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলিতে** *ক্রি* খুলে ধরতে। 'মেলিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **মেলিব** *ক্রি* মিলিত হবে। 'নিকট মেলিব তোর প্রিয় বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলিবেক** *ক্রি* মিলবে; পাবে। 'তবেঁ মেলিবেক বাঁশী তোহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলিয়া** ১ *ক্রি* তাড়িয়ে। 'পাই নাহি দুইতে বৎস মেলিয়া পাঠায়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* মিলে। 'এতেকে তোমরা সবে আপনে মেলিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মেলিলা** *ক্রি* উপস্থিত হলো। 'মেলিলাত গিয়া দিব্য দ্বারিকা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মেলিলি** *ক্রি* মেললি। 'খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী।' *চর্যা* ৮, ১২০০। **মেলিলী** *ক্রি* মিলিত হলো, দেখা করলো। 'হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলিলুম** *ক্রি* পার হলাম। 'অকান্ঠ কান্ঠের নৌকা মুঞি পাণী মেলিলুম খেবা।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **মেলিলেক** *ক্রি* মিলালো। 'ঘোল দধি দুধ মোর মেলিলেক পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলী** *ক্রি* একত্র হয়ে। 'মেলী করিউ যুগতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলে** ১ *ক্রি* প্রদর্শিত হয়। 'মেলে ঘন ঘন জীহের আগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মিলেমিশে। 'রসে বসে আনি থাকিব মেলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *ক্রি* পাওয়া যায়। 'ফকির লালন বলে, তা কি মুখের কথায় মেলে।' *লালন*, ১৮৯০। **মেলেং** *ক্রি* মিলে। 'তূসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেং।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। **মেল্যা** *ক্রি* মিলে। 'সত্তে মেল্যা সদাগরের বস্ত্র কাড়্যা লেই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মেল্যাছে** *ক্রি* মিলেছে। 'কি জানি তপের ফলে হর মেল্যাছে বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেলিয়া মারা *ক্রি* ছুড়ে মারা। 'মাথার টুপিটা চৌকির উপর মেলিয়া মারিয়া ইজিচেয়ারে লম্বা হইয়া পড়িলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

মেলে দেওয়া *ক্রি* অবাধে তুলে ধরা। 'চাবার আগে আপনি আমায় দেব মেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মেলে ধরা *ক্রি* খুলে ধরা; ছড়িয়ে দেওয়া। 'একটা শাড়ী আমাদের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে মেলে ধরলো।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

মেলা[2] [স মিল্>] ১ *বি* (প্রেমের) খেলা; মিলন। 'সব জন জানিলেক তোর মোর মেলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* উৎসব। 'সুরতসুখ অমিয় মেলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* উপস্থিতি। 'চারিদিকে বান্ধবের মেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* উন্মুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *বি* কোনো উপলক্ষে আয়োজিত নানা দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও প্রদর্শনী বিশেষ। 'প্রতি বৎসর পৌষ মাসে তথায় জয়দেব স্মরণার্থ একটি মেলা হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৬ *বি* সমাবেশ; ভিড়। 'বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'পথের উপর নিরন্ন মানুষের মেলা।' *তারা*, ১৯৪৩। ৭ *বি* সন্নিবেশ। 'পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কমল, জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মেলামিশা *বি* সংসর্গ; সঙ্গ। 'ইসলাম নরনারীর অবাধ মেলামিশা নিষিদ্ধ করেছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মেলামেলি *বি* মিলন। 'নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মেলামেশা ১ *বি* পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ। 'মেলামেশা বারো মাস নদীর শ্যামল তীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বি* পরস্পর ভাবের আদানপ্রদান। 'স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মেলাস্থল *বি* মেলাপ্রান্তর। 'অবশ্য মেলাস্থল বড়ো জমজমাট।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মেলা[3] *বিণ* অনেক। 'চৌদিগে বান্ধব মেলা গলায় তুলসীমালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মেলা বক বক কচ্ছো কেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মেলাহি *বিণ* মেলা; অনেক। 'যক্ষ রাক্ষস দেবীয়ে মেলাহি তও।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মেলা[4] *বি* যাত্রা। 'লখা, চণ্ডী, ল মেলা করি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মেলা দেওয়া *ক্রি* যাত্রা করা। 'সেটা পাইচার মধ্যে নিয়ে আরম্ভের উদ্দেশ্যে মেলা দিয়ে ... ছাউনির দিকে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

মেলাই *বিণ* মালয়ের। 'মনিলা ও মেলাই এ সকল জাতিয় কথক লোক।' *ক্যাননেস*, ১৭৮৭।

মেলাণী, মেলানি, মেলানী [স মেলন>] ১ *বি* বিদায়। 'এবেঁ মেলাণী দেহ আম্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তখনে রাধাক দিল মেলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মেলানি দেহ রাজা জাই গোকুল নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ভেট। 'মেলানি পাইয়া সবে নিজ ঘরে গেলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মেলি [স মিল্>] *বি* মিলন। 'মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আনেঁ।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

মেলিনা [ই] *বি* বিদেশি ফুলবিশেষ। 'কোন ফুল বলো তো, রেবতী বললে, মেলিনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেলেচ্ছো [স ম্লেচ্ছ] *বিণ* ম্লেচ্ছ। 'মেলেচ্ছো বেটি আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মেলেরিয়া [ই] *বি* ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত; অস্বাস্থ্যকর। 'ঐ সকল স্থান মেলেরিয়া অর্থাৎ দূষিত বাষ্পনিবন্ধন অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মেলেরে *বি* ম্যালেরিয়া জ্বর। 'বীরভূমের একচেটে করে-নেওয়া মেলেরে জ্বর ... হু-হু করে আসে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মেশক [আ মিশক] *বি* মৃগনাভি; কস্তুরি। **মেশক-বু** [আ মিশক+ফা বু] *বি* মৃগনাভির ঘ্রাণ। 'পথে রেখে যায় মৃগীরা মেশক-বু!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মেশা [স মিশ্র>] ১ *ক্রি* এক হয়ে যাওয়া। 'ছায়া ছায়া গাছপালাগুলি/ মেশে মেশে মেঘের কোলেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* একত্রে ওঠাবসা করা; একত্রে চলাফেরা করা। 'তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মেশান *বিণ* মিশ্রণ। 'একটুখানি রঙ চড়ালে বা রসের মেশান দেওয়ার জন্য সেখানে পাঠকের সমর্থন পেতে অসুবিধা নেই।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

মেশানো *ক্রি* একই সমতল করা। 'মিশিয়ে দিয়ে উঁচু নিচু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মেশামেশি *বিণ* পারস্পরিক সম্প্রীতি। 'দুই দলে মেশামেশি।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'বড়ো যে মেশামেশি হাসিখুশি তা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মেশিন, মেসিন [ই] *বি* যন্ত্র। 'মস্তিষ্ক মনের কাজ করবার মেসিন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মেশিনগান, মেসিনগান [ই] *বি* যন্ত্রচালিত কামান বা বন্দুক। 'পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে রাইফেল আর মেশিনগানের গুলি।' *নজরুল*, ১৯২২; 'তখন কপ্‌নিপরা ফৌজ মেশিন-গান বের করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'মেসিনগানের গুলি আর সামনে পিছনে বোমা ফাটার শব্দ।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

মেশিনম্যান [ই] *বি* যন্ত্রচালক। 'দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার মেশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মেশিনিজম [ই] *বি* যন্ত্রকৌশল। 'সেই মোটর টায়ার ও মেশিনিজমের বিশেষজ্ঞতা কাজে খাটাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

মেশী [ফা মিশি] *বি* মিসি; তামাক ও সুগন্ধি মসলায় তৈরি দাঁতে লাগানোর মাজনবিশেষ। 'মেশী দাঁতে দিয়া দোক্তের করিয়া কাপড় পরিয়া পাছার বাহার দেখান।' *ভবানী*, ১৮২৮। দ্র **মিসি**

মেশো [স মাসি>] *বি* মায়ের বোনের স্বামী; খালু। 'মেশোমশায়কে তোমার মনে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। দ্র **মেসো**

মেষ [স] ১ *বি* ভেড়া। 'মহিষ ছাগ মেষ রোহিত রাজহংসে শতেক দিল বলিদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের প্রথম রাশি। 'মেষ বৃষ দুই স্থান বৈসে মূলাধারে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* আত্মসম্মানহীন পশু (ভেড়া) অর্থে ব্যবহৃত গালিবিশেষ। 'মানুষ আমরা, নহি ত মেষ।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২; 'মেষ রে মেষ, তুই আছিস বেশ।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মেষপাল [স] *বি* ভেড়ার দল। 'ক্যালডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপাল পুরুষ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মেষপালক [স] *বি* ভেড়া পালন করে যে। 'মেষপালক তোমায় উপহার দিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মেষশাবক [স] *বি* ভেড়ার বাচ্চা। 'কিছু দূরে, নীচের দিকে, এক মেষশাবক জলপান করিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মেষশিশু [স] *বি* ভেড়ার বাচ্চা। 'মেষশিশুর কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মেষসম [স] *বিণ* ভেড়ার মতো। 'মেষসম পতি করি সাধ?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মেষ স্বভাব [স] *বি* ভেড়ার মতো স্বভাব; নিস্তেজ ভাব। 'বাঙালির

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেষ স্বভাবের উপর ভয়ঙ্কর চটিয়া গেলাম।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মেষা ভেড়া *বি* ছিন্নমুষ্ক মেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেষুয়া [স মাতৃষ্বসা>] *বি* মায়ের বোনের স্বামী। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

মেষ্টর [ই] *বি* মিস্টার; সাধারণভাবে নামের আগে ব্যবহৃত সম্বোধনসূচক উপাধিবিশেষ। 'মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মেস[1] [স মেষ] *বি* (জ্যোতিষ) রাশিবিশেষ। 'বৈশাখ মাস মেস রাসি।' *রামাই*, ১৭১০। *দ্র* মেষ

মেস[2] [ই] *বি* বিভিন্ন ব্যক্তি চাঁদা দিয়ে যেখানে একত্র বাস ও আহার করে। 'হাবসী বাগান লেনের মেসটি ছোট কিন্তু বেশ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মেসবাড়ি [ই মেস+বাড়ি] *বি* বিভিন্ন ব্যক্তি চাঁদা দিয়ে যেখানে একসঙ্গে বাস ও আহার করে। 'একটি মেসবাড়ি – দি গ্রাণ্ড প্যারাডাইস লজ।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মেস বাহিনী [ই মেস+বাহিনী] *বি* মেসে থাকে যে সব লোক। 'মেস বাহিনী পাকড়াও করিয়া বসিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মেসক [ফা মশ্‌ক] *বি* চামড়ার তৈরি থলে বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেসতা *বি* পাটের মতো একধরনের গুল্ম যার আঁশ থেকে দড়ি প্রস্তুত হয়। 'থাইল্যান্ড মেসতার উৎপাদক।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

মেসনরি [ই] *বি* খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। *দর্পণ*, ১৮২৮।

মেসো [স মাতৃষ্বসৃ>] *বি* মাসির স্বামী; খালু। 'মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ, জুজু ভূত ছুঁচো সাপ, হুল, জল, আকাশ, অনল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মেসোপটেমিয়া, মেসোপোটেমিয়া [ই] *বি* ইরাকের দজলা ও ফোরাত নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতা। 'আরব সাগর পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'বংশ রয়েছে চাপা, মেসোপোটেমিয়ারই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মেসোপোটিয়ম [ই] *বি* ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী তীরের প্রাচীন সভ্যতা। 'মেসোপোটিয়মের সহিত ইউফ্রেটিস নদী তীরস্থ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মেস্ক [আ মিশ্‌ক] *বি* মৃগনাভি; কস্তুরি। 'মেস্কের পিচকারী ভরি ছাড়ে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেস্ত[1] *বি* সোজা লাইন টানার জন্যে ব্যবহৃত দণ্ডবিশেষ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

মেস্ত[2] [ই মিস্টার] *বি* পুরুষের নামের আগে ব্যবহৃত সম্মানসূচক সম্বোধন। 'মেস্ত নেম ডগলিষ সাহেবের ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মেস্তর [ই মিস্টার] *বি* মিস্টার। 'গবনর জানরেল মেস্তর হিষ্টিন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

মেস্ত্র [ই মিস্টার] *বি* মিস্টার। *বোগল*, ১৭৭০।

মেস্ত্র [স মৃত্যু] *বি*, *বিণ* উইল। 'মেস্ত্র কাগজ।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

মেস্ত্রি, মেস্ত্রী [প মিস্ত্রি] *বি* মিস্ত্রি। 'শ্রী সেকরমজানি মেস্ত্রি কস্য ঘরবাটী বন্দকপত্রমিদং।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মেহ[1] [স মেঘ] *বি* মেঘ। 'করুণ মেহ নিরন্তর ফরিআ।' *চর্যা* ৩০, ১২০০; 'গগনে অব ঘন মেহ দারুণ।' *শেখর*, ১৬০০; 'ঘন ঘন গর্জিত মেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

মেহ[2] [স] *বি* বহুমূত্র। 'মেহ-পিত্ত-কফ হরে মধুর শীতল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মেহগনি [ই] *বি* মেহগনি গাছের কাঠ। 'মেহগনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মেহগ্নি [ই] *বি* দামি কাঠবিশেষ। 'টেবিলের চকচকে মেহগ্নিতে এক ফোঁটা পাউডারও পড়েনি।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

মেহাগনি [ই] *বি* মেহগনি গাছ। 'মেহাগনির ছায়ায় যেথা ফুলের মাছি জুটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মেহতর [ফা মিহ্‌তর] *বি* মেথর। 'সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কয় জন ... মসালচি বাবুরচি আবদর ভেস্তি মেহতর ...।' *কেরি*, ১৮০২।

মেহতের [ফা মিহ্‌তর] *বিণ* প্রবীণ। 'মেহতের জিবরিল বলে রাছুলের পাও তলে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেহদি, মেহদী *বি* মেহেদি; একপ্রকার ছোটো গাছ যা দিয়ে বেড়া দেওয়া যায় এবং যার পাতা থেকে রঙ তৈরি করা যায়। 'মেহদি পাতার রস দিয়ে যেন ডানা দুটি লাল করে নিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২। *দ্র* মেহেদি

মেহনত, মেহনৎ [আ মিহ্‌নাত] *বি* পরিশ্রম। 'তোমাকে জেয়াদা মেহনত আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'মেহনৎ ও বুদ্ধি খরচ করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

মেহনত-পেটা [আ মিহ্‌নাত>] *বিণ* পরিশ্রমের ফলে সুগঠিত। 'রশীদা বিবির মেহনত-পেটা শরীর।' *শওকত*, ১৯৭২।

মেহনতা [আ মিহ্‌নাত>] *বি* পারিশ্রমিক। 'উৎপাদনের মজুরী, মেহনতা বা মূল্যস্বরূপ উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক পাইবে।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

মেহনতানা [আ মিহ্‌নাত+ফা আনা] *বি* পারিশ্রমিক। 'তাহার মেহনতানা দুই চারি হাজার ধরিয়া দিলেই হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মেহনতি, মেহনতী [আ মিহ্‌নাত] ১ *বি* পরিশ্রম। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* পরিশ্রমী। 'যেন মেহনতী বুভুক্ষুর ভাগ্যে ভরপেট আহার জুটেছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মেহন্নত, মেহন্নৎ [আ মিহ্‌নাত] *বি* পরিশ্রম। 'আপন মেহন্নতের দাম কড়ায়২ আদায় করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'হাড়ভাঙা মেহন্নৎ হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মেহানত [আ মিহ্‌নাত] *বি* পরিশ্রম। 'মাজুর বাপ সারাদিন মেহানত করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মেহমান [ফা] *বি* অতিথি। 'মেহমান পেয়ে আফিয়ার আনন্দ হল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭; 'অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মেহমানদারি, মেহমানদারী [ফা] *বি* আতিথেয়তা। 'মেহমানদারী বাবদে সে ত্রুটি ষোল আনা সংশোধন করিয়া লইতে চেষ্টা করিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'কি দিয়ে মেহমানদারি করবে, সে ঠাহর করতে পারল না।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪; 'তার আবার মেহমানদারি কি?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মেহমানি *বি* অতিথি আপ্যায়ন। 'সেখানে আজি মেহমানি যজ্ঞ হইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৭।

মেহরাব [আ মিহ্‌রাব] *বি* মসজিদে নামাজ পড়ার সময়ে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান। 'তাহার মিম্বর ও মেহরাব আজ নীরব নিস্তব্ধ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

মেহেদি, মেহেদী [আ মুহান্নী] *বি* এক প্রকার চির সবুজ ছোটো গাছের পাতা, যা থেকে রং পাওয়া যায়। 'দশ নখে শোভে যেন মেহেদীর রঙ্গ।' *সুলতান*, ১৭০০; 'মেহেদী কি অন্য কোনো প্রকারে ... শরীরে লেপন, যাহাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'খানিকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ... বাগান বানাইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মেহেদি-ছোপানো *বিণ* মেহেদিরঞ্জিত। 'তার মেহেদি-ছোপানো হাতের চেয়েও লাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মেহেন্দী [আ মুহান্নী] *বি* মেহেদি। 'যাবত মেহেন্দী সম পিষণ না যাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মেহের [ফা] *বি* দয়া। 'মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেহেরবাণী [ফা মিহ্‌রবান] *বি* অনুগ্রহ। 'মৌলবীর মেহেরবাণীতে কুটিওয়ালাদের চাকা মারার কসলত তামাম হবে!' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেহেরবান [ফা মিহ্‌রবান] ১ *বিণ* দয়ালু। 'মেহেরবান নাই বাপের সমান।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* দয়া। 'মেহেরবান করায়া ঘড়ী পঠাইবেন।' *বোগল*, ১৭৭০।

মেহেরবানগি, মেহেরবানগী [ফা মিহ্‌রবান>] *বি* দয়া। 'মেহেরবানগি করিয়া আমার হিসাবি বাকী ১৪২৫ তঙ্কা আড়কাট ব্যাজ মুদ্ধা দেওয়াইয়া দেও।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭; 'তুমি মেহেরবানগী করিয়া আমার সঙ্গে একবার ফলানা জায়গার ফলানী বিবির বাটীতে আইসহ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মেহেরবানি, মেহেরবানী [ফা মিহ্‌রবান>] *বি* দয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'টাকা চাই না কি? ... মেহেরবানি আপকা।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'মেহেরবানী করিয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন।' *সওগাত*, ১৯২৮।

মেহেরবানি করন [ফা মিহ্‌রবান>] *বি* দয়া করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মেহ [স মেঘ] *বি* মেঘ। 'মেহ বিজুলীর বৃষ্টি বরিষার চিন।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আজ্ঞা দিলা বরিখিতে মেহ বরিষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মেহেরী [আ] *বি* নারী। 'ত্রিশ বরছের যেন হইল মেহেরী।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেহেলী [স মহিলা] *বি* মহিলা। 'নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেলী।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

মৈ [স মদী] *বি* বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরি সিঁড়ি। 'মৈয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মৈতালি *বি* মিতালি। 'কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৈত্র[1] [স] *বি* সখা। 'তুমি ইষ্ট তুমি মৈত্র দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৈত্রতা [স] *বি* বন্ধুত্ব। 'মৈত্রতা করিল রঘুপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৈত্রী [স] ১ *বি* বন্ধুতা। 'মৈত্রী লাভ হইলে আমারদিগের অনেকানেক স্থূল প্রবৃত্তিও সাতিশয় চরিতার্থ হইয়া পরম সুখ প্রদান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* সৌহার্দ্য। 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সংকোচ অনুভব করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৈত্রীত্ব [স] *বি* বন্ধুত্ব। 'উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে হলে এদের মৈত্রীত্ব রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।' *বেগম*, ১৯৫১।

মৈত্রীধর্ম [স] *বি* বন্ধুতা বা সৌহার্দ্যের ধর্ম। 'দয়াধর্ম ত্যাগধর্ম মৈত্রীধর্মের মহতী বাণীর দ্বারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মৈত্রীবন্ধন [স] *বি* বন্ধুত্ব। 'প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের নোতুন মৈত্রীবন্ধন।' *উমর*, ১৯৬৮।

মৈত্রীভাবনা [স] *বি* বন্ধুসুলভ চিন্তা। 'বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মৈত্রীমন্ত্র [স] *বি* বন্ধুতার বাণী। 'বুদ্ধদেব সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীমন্ত্র নিজের সত্যসাধনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মৈত্রীমুখর [স] *বিণ* বন্ধুত্বপূর্ণ। 'মৈত্রীমুখর তোমরা যে মহাকাল।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

মৈত্র[2] [স] *বি* হিন্দু ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীযুত নবীনচন্দ্র মৈত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

মৈথিল [স মিথিলা>] *বিণ* মিথিলার অধিবাসী। 'তাহাতে মৈথিল রাজার বংশকীর্তনে মিথির পিতা নিমি হইতে তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'উড়িষ্যা দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে; মিথিলার নিবাসীদিগকে মৈথিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মৈথিলি, মৈথিলী [স মিথিলা>] ১ *বি* মিথিলায় বসবাসকারী সম্প্রদায়। 'মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* মিথিলায় বাস করে এমন। 'জনৈক মৈথিলি ব্রাহ্মণ, ইহার অর্থকথা পালিভাষায় ... প্রস্তুত করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* মিথিলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'মৈথিলী ব্রাহ্মণ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মৈথুন [স] *বি* যৌনসঙ্গম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মৈদ্ধে [স মধ্য>] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'মনে ভাবে রথ মৈদ্ধে করি আরোহণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মৈধে [স মধ্য] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'কালিনাগের লেজ সভা মৈধে এড়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মৈধ্যে [স মধ্য] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'এহার মধ্যে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মৈনাক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পর্বতবিশেষ। 'শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা অতলজলধিতলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মৈর্জাদা, মৈর্জ্জাদা [স মর্যাদা] *বি* মর্যাদা। 'মৈর্জ্জাদা না জানি বাপে ব্রাহ্মণ নিন্দিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মৈল[1] *দ্র* মৈলা[2]

মৈল[2] [স মল>] *বিণ* মলযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মৈলা[1] [স মৃ>] *বিণ* মৃত। 'মৈলাক মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মৈলা[2] [স মৃ>] *ক্রি* মারা যাওয়া। **মৈল** *ক্রি* মরলো। 'মাএর সহিত পুড়িয়া মৈল পাণ্ডব পঞ্চজন।' *মালাধর*, ১৫০০। **মৈলা** *ক্রি* মরলো। 'পার্ব্বতীর কারণে দুই জন মৈলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মৈলিসি** *ক্রি* মরলি। 'কেমণে মৈলিসি গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মৈলুঁ** *ক্রি* মরলাম। 'মৈলুঁ লাজে মিছা কাজে দগদগি হইলুঁ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **মৈলুম** *ক্রি* মরলাম। 'কেহ বলে মৈলুম মৈলুম কেহ বলে আহা।' *বিজয়*, ১৬৫০। **মৈলে** *ক্রি* মরে গেলে। 'মৈলে জীবনান্ত যার অন্তে রহে নাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মৈলেহ** *ক্রি* মরলেও। 'মৈলেহ এড়ান নাহি অবশ্য সংশএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মৈলোঁ** *ক্রি* মরলো। 'তে কারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মৈলা[3] [স মল>] *বিণ* মলযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মৈলান [স মল>] *ক্রি* মলিন হলো। 'কাঞ্চন শিরিষ কুসুম জনু তনুরুচি দিনকর কিরণে মৈলান।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মৈষ [স মহিষ] *বি* মহিষ। 'ছাগল মৈষ মেষ লইয়া চলিল।' *বিজয়*,

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬৫০।

মৈষাসুর [স মহিষাসুর] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মহিষরূপধারী অসুরবিশেষ। 'রক্তবীজ মৈষাসুর সমরে করিল চুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মো[১] [স ময়া] ১ *সর্ব* আমি। 'সত্যেঁ সত্যেঁ করিবোঁ মো তোহ্মার বচন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *সর্ব* আমার। 'সে কালা মো পরাণের মিত।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০। **মোএ** *সর্ব* আমি। 'তোহোর অন্তরে মোএ ঘালিলি হাড়েরি মালী।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **মোঁই** *সর্ব* আমি। 'কহিলোঁ মোঁই সকল তোহ্মার ঠাএ।' বড়ু, ১৪৫০। **মোএঁ** ১ *সর্ব* আমি। 'প্রাণে মারিবোঁ কংসাসুর মোএঁ হেলে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *সর্ব* আমি। 'মোএঁ আপোণ্ডষ হৈবোঁ তোহ্মে জাইবেঁ মার।' বড়ু, ১৪৫০। **মোক** *সর্ব* আমাকে। 'নিমাথি দেখিআঁ মোক বল করে কাহ্নে।' বড়ু, ১৪৫০। **মোকে** *সর্ব* আমাকে। 'মোকে বোলে হেন বাণী।' বড়ু, ১৪৫০। **মোগদ** *সর্ব* আমাদের। 'তাহার কারনে লজ্জা দিলেক মোগদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মোঞ** *সর্ব* আমাকে। 'তাক মোঞ না করিবোঁ আনে।' বড়ু, ১৪৫০। **মোঞি** *সর্ব* আমি। 'মোঞি সে জাণো।' বড়ু, ১৪৫০। **মোতে** ১ *ক্রিবিণ* আমার মাঝে। 'মোতে বৈসে তোমার চিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* আমার প্রতি। 'পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *সর্ব* আমাকে। 'জন্মেজয় কহে মুনি কহ মোতে সার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মোতেঁ** *সর্ব* আমার। 'মোতেঁ লাগি বড়ায়ি তার না লৈলেক লাগ।' বড়ু, ১৪৫০। **মোয়** *সর্ব* আমার। 'কভোঁ না লজ্জিহ মোয় বচন।' বড়ু, ১৪৫০। **মোয়ে** *সর্ব* আমাকে। 'কপট কহেসি, বিচেড়ু বয়েসি কাহে নিকরুণ মোয়ে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **মোর** ১ *সর্ব* আমার। 'পহিল বিআণ মোর বাসনপূড়।' *চর্যা* ২০, ১২০০। ২ *সর্ব* আমাকে। 'কে দিআঁ পাঠাইলে মোর।' বড়ু, ১৪৫০। **মোরা** *সর্ব* আমার। 'আবে মোরা মরম লাগল পাঁচবানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মোরি** *সর্ব* আমাকে। 'পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাদে।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। **মোরে** ১ *সর্ব* মোর; আমার। 'কাল হৈল মোরে নয়ানের নীরে।' বড়ু, ১৫৭০। ২ *সর্ব* আমারে। 'কিছু নাহি বুঝোঁ সত্য কহ দেখি মোরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মোহর** *সর্ব* মোর। 'দাস হইলেও সে মোহর প্রিয় রহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মোহাতে** *সর্ব* আমাকে। 'সেই কথা মোহাতে কহত মহাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মোহার** *সর্ব* আমার। 'যদি সে ভুঞ্জিলা রতি মোহার সহিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **মোহি** *সর্ব* আমাকে। 'হঠ ন করিঅ কহু কর মোহি পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মোহে** *সর্ব* আমাকে। 'হায় হায় মুহম্মদ ছাড়ি যাইবা মোহে।' *সুলতান*, ১৭০০। **মোহোঁ** *সর্ব* আমিও। 'মোহোঁ আইহনরাণী।' বড়ু, ১৪৫০। **মোহোত** *সর্ব* আমাকে। 'তোহ্মার সুগন্ধি হৈব মোহোত বেষ্টিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **মোহোর** *সর্ব* আমার। 'মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।' *চর্যা* ২০, ১২০০; 'তোহ্মে জাণহ বড়ায়ি মোহোর বেভার।' বড়ু, ১৪৫০।

মো[২] [স মোহ] *বি* মোহ। 'মৈল ছয় ভাই-পো তারে বড় মায়া মো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোই [স মদী] *বি* মই। 'তবে খামাস্তে মোইখান আনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মোউর [স ময়ূর] *বি* ময়ূর। 'মোউর ছাইল ভাণ্ডার ঘর।' *রামাই*, ১৭১০।

মোউল [স মধুক] *বি* মহুয়া গাছ। 'অসসথ বেল পলাস মোউলর পাত।' *রামাই*, ১৭১০।

মোওয়া [স মোদক] *বি* মিষ্টি দেওয়া মুড়ি বা খইয়ের দলা। 'আপন হাতের খইয়ের মোওয়া দিল তাদের খেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মোওাফীক [আ মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* মাফিক। 'এক কাঠা এগার কড়া মোওাফীক তপসিল তোমাকে পুষ্করিণী খনন করন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

মোং [ফা মুকান] *বি* মোকাম; স্থান; আবাসস্থল। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'মোং কলিকাতাতে ধর্ম্মতলা হইতে বহুবাজারে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মোকট [স মৃত্তিকা>] *বি* কলস। 'নিছড়িআঁ চাহোঁ পাণি লইছে মোকটে।' বড়ু, ১৪৫০।

মোকদ্দমা [আ মুকদ্দামাহ] *বি* মামলা। 'তাতি তাতিতে মোকদ্দমা হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'জটিল মোকদ্দমা চলিতেছে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মোকদ্দমাকরণ [আ মুকদ্দামাহ+স করণ] *বি* মামলায় জড়ানো। 'মোকদ্দমাকরণের দ্বারা ... অত্যন্ত দুঃখী হইয়া বেড়াইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মোকদ্দমাবাজী [আ মুকদ্দামাহ+ফা বাজি] *বি* পরস্পরকে মামলা দিয়ে হয়রান করা। 'মাথা-ফাটাফাটি ও মোকাদ্দমাবাজীও চলিতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

মোকর্দমা, মোকর্দ্দমা [আ মুকদ্দামাহ] ১ *বি* মামলা। 'মহিষনগরের মোকর্দ্দমা কলিকাতায় কোন আফিস বড় সাহেব করিয়াছিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৯৭। ২ *বি* বিবাদ। 'মনের মোকর্দ্দমার শালিসী নিষ্পত্তি হইয়া মিটিমাট হইয়া গিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মোকরর [আ মকররার] ১ *বিণ* নিযুক্ত। 'সে আড়ঙ্গের দালালসকল কএক সন হইতে মোকরর আছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'দুই কমিস্যনর মোকরর হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলীকৃত জমি। 'উকিলিতে মোকরর করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮১। ৩ *বি* নিয়োগ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মোকররি, মোকররী [আ মকররার>] ১ *বি* নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলীকৃত জমি। 'লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মোকররী বন্দোবস্ত করিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বিণ* নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলীকৃত। 'তার জোত মৌরসী ও মোকররি।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

মোকররোর [আ মকররার>] *বিণ* নিযুক্ত। 'জীলার আদালতে জওয়াল সওয়াল কারণ উকিলিতে মোকররোর হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮১।

মোকর্দক *বি* মিছরি। 'মোক্তনাডু পাপর মোকর্দক গঙ্গাজল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোকল [স মুক্ত] *বিণ* উন্মুক্ত। 'মোকল কমল পন্থ শিশির কাটিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোকা[১] [স মুক্ত] *বিণ* মুখকাটা। 'মোকা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোকা[২] [আ মওকা] *বি* সুযোগ। 'তিনি যদি প্লেনে চাপবার মোকা পান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'ইংরেজ মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মোকা বেমোকার [আ মওকা+ফা বে+মওকা] *ক্রিবিণ* সুযোগে-কুযোগে। 'এরা মোকা বেমোকায় বলতো।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মোকামাফিক [আ মওকা-মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* সুযোগমতো। 'সেসব রসিকতা একদিন মোকামাফিক ছাড়িবার বাসনা আমার আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মোকাদিমা [আ মুকাদ্দম] *বি* গ্রামাধ্যক্ষ। 'মোল্লা মোকাদিমা কাজি আফিল এসাফ রাজি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মোকাদ্দমা [আ মুকদ্দামাহ] *বি* মূল বিষয়বস্তু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোকাবিলা, মোকাবেলা [আ মুকাবলা] ১ *বি* সাক্ষাৎ; উপস্থিতি। 'সদর আড়ঙ্গ দ্বারহাটায় তুমি আপন দস্তে ... গোমাস্তার মোকাবিলায় তাহিকে দাদনি করিবা।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩। ২ *বি* বিরুদ্ধাচারণ। 'তুমি মোকাবিলায় চোকাতে চাও।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭। ৩ *বি* সামনাসামনি বোঝাপড়া। 'পূর্বদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণ্য নারাজ।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮। ৪ *বি* নিষ্পত্তি। 'পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।' *বেগম,* ১৯৪৮; 'সাময়িক সমস্যাসমূহের মোকাবেলা করা।' *বেগম,* ১৯৪৮।

মোকাম [আ মাকাম] ১ *বি* বাসস্থান। 'পিরের মোকামে দেই সাঁজ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* ঠিকানা। 'বড়খাঁ গাজির নামে যেখানে মোকাম।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০। ৩ *বি* বন্দর। 'শুভে বাঙ্গালার কলিকাতা মোকামে পাঠাইয়া ছিলেন।' *বোগল,* ১৭৭০; 'কলিকাতা মোকাম হইতে আনাইয়া তাহার দোকান করাইয়াছেন।' *দর্পণ,* ১৮১৯।

মোকামি [আ মাকাম>] *বিণ* মোকামের। 'মোকামি গোমাস্তা ও দালালরা কি ধারায় কাজ করে ...।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩।

মোকুপ [আ মৌকুফ] *বি* ক্ষমা; ছাড়। 'বিসা তারিখ অবধি মোকুপ হইবেক।' *ক্যালগে,* ১৭৮৯। দ্র **মকুব**

মোকুফ [আ মৌকুফ] *বি* মাফ। *মানোএল,* ১৭৪৩।

মোক্তনাড়ু *বি* মোতিচুর; মিষ্টান্নবিশেষ। 'মোক্তনাড়ু পাপর মোকর্দক গঙ্গাজল।' *আলাওল,* ১৬৮০।

মোক্তার [আ মুখতার] ১ *বি* কর্মকর্তা; বিচারক। 'মোক্তার তজবিজ করিয়া দেখিবেক।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩। ২ *বি* উকিল। 'আদালতহইতে কখন কি আদেশ প্রকাশ হয় তাহা জ্ঞাত নিমিত্ত এক জন মোক্তার নিয়ত নিযুক্ত করিতে হয়।' *দর্পণ,* ১৮৩০।

মোক্তারকার [আ মুখতার+ফা কার] ১ *বি* বিচারক; কর্মকর্তা। 'মোক্তারকারকে খবর লিখিবা।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩। ২ *বি* কর্তৃপক্ষ। 'মাষ কাবার কাগজ ... কলিকাতায় মোক্তারকারের নিকট পাঠাইবা।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩।

মোক্তারনামা [আ মুখতার+ফা নামাহ্] *বি* মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য ক্ষমতাদানের দলিল। 'হেজর সাহেবকে কএক মোক্তারনামা দেন।' *দর্পণ,* ১৮৩৮।

মোক্তারি, মোক্তারী [আ মুখতার>] *বি* মোক্তারের কাজ। 'দোকান তুলে দিয়ে এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও।' *গিরিশ,* ১৮৮৯; 'মোক্তারি।' *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'নিকটবর্তী শহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

মোক্তিয়ার [আ মুখতার] *বি* মোক্তার। 'সে মোকদ্দমারও মোক্তিয়ার ঐ তিন জন।' *দর্পণ,* ১৮২০।

মোক্ষ[1] [স মুখ্য] *বিণ* প্রধান; শ্রেষ্ঠ। 'ডাক দিয়া মোক্ষ মোক্ষ গোআলাকে আনি।' *মালাধর,* ১৫০০।

মোক্ষ[2] [স] ১ *বি* মুক্তি। 'সুদ্ধ মোক্ষদাতা তুমিত শ্রীহরি।' *মালাধর,* ১৫০০। ২ *বি* সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি। 'ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

মোক্ষতীর্থ [স] *বি* বড়ো হওয়ার পথ বা লক্ষ্য। 'ভদ্রলোকদের যে-কয়টা মোক্ষতীর্থ।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

মোক্ষদাতা [স] *বিণ* মুক্তিদাতা। 'সুদ্ধ মোক্ষদাতা তুমিত শ্রীহরি।' *মালাধর,* ১৫০০।

মোক্ষধাম [স] *বি* মুক্তির স্থান। 'অন্তে দিলে মোক্ষধাম তারক রামের নাম।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

মোক্ষপদ [স] *বি* মুক্ত অবস্থা। 'বিদ্যাশিক্ষাজন্য জ্ঞানোৎপত্তি এবং তদ্ধেতু লোকের মোক্ষপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে।' *কৌমুদী,* ১৮৩০।

মোক্ষপ্রতিপাদক [স] *বিণ* মুক্তিদাতা। 'এই স্থির করিয়া মোক্ষপ্রতিপাদক শুদ্ধধর্মের বীজরূপ আত্মজ্ঞানের আরোপণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০।

মোক্ষবাঞ্ছা [স] *বি* মুক্তি লাভের ইচ্ছা। 'তার মধ্য মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

মোক্ষলাভ [স] *বি* মুক্তি অর্জন। 'উপমার লেসবুনুনি দিয়ে মানুষের মোক্ষলাভ হবে না।' *নজরুল,* ১৯৩১।

মোক্ষশাস্ত্র [স] *বি* মুক্তিবিষয়ক শাস্ত্র। 'যাকে আমরা মোক্ষশাস্ত্র বলি।' *প্রমথ,* ১৯২০।

মোক্ষস্থান [স] *বি* গন্তব্য। 'মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

মোক্ষাভিলাষী [স] *বিণ* নির্বাণ আকাঙ্ক্ষী। 'এই চারিপ্রকার সন্ন্যাসী মোক্ষাভিলাষী।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

মোক্ষম [স] *বিণ* সাংঘাতিক। 'সেই মোক্ষম প্ল্যান।' *শিবরাম,* ১৯৫০।

মোখ[1] [স মোক্ষ] *বি* মোক্ষ। 'পরম মোখ লবএ মুত্তিহার।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

মোখ[2] [স মুখ] *বি* মুখ। 'শেষব রহস্য কথা মোখেত বন্দিয়া।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

মোখতসর [আ মুখতসর] *বিণ* সংক্ষিপ্ত। 'আজিকে আলাপ মোখতসর।' *নজরুল,* ১৯২৮।

মোখতাসার [আ মুখতসর] *বিণ* সংক্ষিপ্ত। 'বাংলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখতাসার ভাবে উল্লেখ করেছিলাম।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

মোখফি [আ মুকাবা] *বিণ* নিম্নমানের। 'তুমি একজন মোখফি কবি।' *নজরুল,* ১৯২৭।

মোখাদিম [আ মুকদ্দম] *বি* দলনেতা। 'মোখাদিম মণ্ডল মজুত আশপাশে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

মোগর *সর্ব* আমাদের। 'এই গরুখোর বেটারগো দৌলতেই মোগর পোঁচঘর এত ফেঁপে ওচ্‌তেচে।' *মাইকেল,* ১৮৬০।

মোগল [তু মোঘল] ১ *বি* মধ্য এশিয়ার নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'খোরসানী মোগল পাঠান।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* সম্রাট আকবরের বংশনাম; মুঘল। 'দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।' *ভারত,* ১৭৬০।

মোগলঘটা [তু মোঘল+স ঘটা] *বিণ* মোগলদের বেশধারী। 'তুরাণি মোগলঘটা চাঁপ দাড়ি মেতীকটা।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০।

মোগলরাজ [তু মোঘল+স রাজ] *বি* মোগল সম্রাট। 'কী মমতা হে মোগলরাজ!' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৬।

মোগলাই [তু মোঘল>] ১ *বিণ* মোগলদের মধ্যে প্রচলিত। 'মরেশা, মোগলাই, আমামা।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২। ২ *বিণ* মোগল আমলের। 'দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরঙ ... মোগলাই, রাবীন্দ্রিক ...।' *বুলবুল,* ১৯৩৬।

মোগলাই খানা [তু মোঘল>+হি খানা] *বি* মোগলদের নামে প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত খাদ্যাদি। 'আমার পাচকটিকে ডাকিয়া ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রীতিমত মোগলাই খানা হুকুম করিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মোগলাই পরোটা [তু মোঘল+হি পরেঠা] *বি* মোগলদের রীতিতে তৈরি পরোটা। '... সঙ্গে ছন্দ রেখে মোগলাই পরোটা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মোগলীয় [তু মোঘল+স ঈয়] *বিণ* মোগলদের মধ্যে প্রচলিত। 'মোগলীয় হুঁকোর নল হাতে চেয়ারে বসা আতরের খোশবু ছড়ানো ...।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

মোঙ্গল [স মঙ্গল] ১ *বি* মঙ্গল; শুভ। 'মোঙ্গল করিল কার্জ্জ লগ্ন স্থির করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য বা পালা গান। 'নানা বাদ্য মোঙ্গল সুনিতে সুললীত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোঙ্গলীয় [ই মঙ্গোল+স ঈয়] *বিণ* মঙ্গোলীয় জাতির মতো। 'তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মোচ ১ *বি* সরু আগা। 'চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* গোঁফ। 'স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মোচঙ্গ [স মুখচঙ্গ] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'অঙ্গুলে ঘুঙ্গুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।' *ভারত*, ১৭৬০।

মোচড় ১ *বি* সূক্ষ্ম পরিবর্তন। 'সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* পাক। 'ওর কানে একটু মোচড় দিলেই অমনি তোমার প্রাণে দ্বিগুণ বেজে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* তীব্র বেদনার অনুভূতি। 'মোচড় যেন দিত বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোচড় দেওয়া *ক্রি* তীব্র বেদনার অনুভূতি হওয়া। 'বক্ষে তাদের মোচড় দিত ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মোচড়া-মুচড়ি *বি* গড়াগড়ি। 'রাস্তায় শুয়ে পড়ে মোচড়া-মুচড়ি দিচ্ছে একটি আহত ছেলে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

মোচড়া, মোচলা *ক্রি* বার বার পাকানো। **মোচড়িয়া** ১ *ক্রি* মোচড় দিয়ে। 'ভূমিতে পেলিল সব ঘাড় মোচড়িয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* পাকিয়ে। 'মোচড়িয়া লীলায় গরবে কাঁপে অঙ্গ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মোচড়ে** *ক্রি* পাকায়। 'সঘনে মোচড়ে দাড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মোচলায়** *ক্রি* মোচড়ায়; পাকায়। 'নাক মোচলায় তার উপাড়িল দাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোচড়ানো *ক্রি* ঘুড়ানো। 'পুঁচকে, বছর ছয়েকের হবে, বসে হালের কান মোচড়াচ্ছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

মোচন [স] ১ *বি* মুক্ত করা। 'আপনার কর পাপ সাগরে মোচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পরিত্রাণ। 'ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* সৃষ্টি। 'প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* মোছা। 'মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৫ *বি* দূরীকরণ। 'জননীর অশ্রুপাত কর রে মোচন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মোচন করা *বি* খোলা; উন্মোচন করা। 'উঠহ পূজারী দ্বার করহ মোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মোচলমান *দ্র* **মুসলমান**

মোচা¹ [স মোচক] *বি* কলার মঞ্জরী। 'প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চুপড়ি ভরিয়া দিল কদলির মোচা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোচাঘণ্ট *বি* মোচার তরকারি। 'মোচাঘণ্ট দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মোচাছেঁচকি *বি* তরকারিবিশেষ; কলার মোচার ব্যঞ্জনবিশেষ। 'আজ যা করেন মা মোচাছেঁচকি/ বাবুর কপালে নেই কালিয়ে।' *অমৃত*, ১৯০০

মোচার খোল *বি* কলার মঞ্জরীর লম্বাটে গোলাকৃতির আবরণ। 'চিঠিটি মোচার খোলের মতো আমার বুকের ওপর আছাড় খেতে লাগল।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

মোচার খোলা *বি* কলার মঞ্জরীর লম্বাটে গোলাকৃতির আবরণ। 'ক্ষুদ্র তরীখানি ... ছোট্ট মোচার খোলা যেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মোচার ঘণ্ট *বি* কলার মোচার এক রকমের রান্না-করা তরকারি। 'মোচার ঘণ্ট বানাতে সে/ সবার চেয়ে কেজো বউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মোচা² *বি* গলদা চিংড়ি। 'গলদা চিঙড়ি মাছ নাম যার মোচা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মোচোং [ও মুচঙ্গ] *বি* এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'ঢোল, বেহালা, ফুলুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সং বাজলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মোচ্ছব [স মহোৎসব] *বি* মহোৎসব। 'তোমার আশ্রমে আজ মোচ্ছব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মোছন [স মোচন] *বি* মোছা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মোছলমান *দ্র* **মুসলমান**

মোছলা *বি* গালিবিশেষ। 'মোছলা, ম্লেচ্ছ, যবন, নেড়ে, মামা প্রভৃতি।' *এসলাম*, ১৯১৯।

মোছলেকা [তু মুচলকা] *বি* শর্ত মানার এবং না মানলে আইনগতভাবে দণ্ডভোগ করার লিখিত অঙ্গীকারপত্র। 'পুলিসেও দুই এক মোছলেকা হয়ে গিয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **মুচলেকা**

মোছলেম *দ্র* **মুসলিম**

মোছা [আ মাসাহ] ১ *ক্রি* মুছে ফেলা। 'কত কান্দ নেতে মোছ লোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'সেটিও সেই সর্ব-পাবক-আঁচল দিয়ে মোছা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *ক্রি* শুকানো। 'তাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *ক্রি* ভুলে যাওয়া। 'যন্ত্রের সমিল শব্দে তোমাকে মুছেছি, প্রিয়তমা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩। **মোছ** *ক্রি* মুছে ফেলো। 'কত কান্দ নেতে মোছ লোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোছল** *ক্রি* মুছলো। 'বদন মোছল পরচুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মোছাহেব [আ মুসাহিব] *বি* মোসাহেব; তোশামুদে লোক। 'মোছাহেবদিগকে বাগানে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মোজরা [আ মুজরা] *বি* নৃত্যগীতের আসর। 'প্রেমের পাপীর এ-মোজরায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মোজহাব [ফা] *বি* ধর্মীয় পথ। 'নবীর মোজহাবে যেই হইছে হালাল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোজা [ফা] ১ বি গোড় তোলা জুতা। 'মোজা পানথ্রি জিন নিরমায়ে অনুদিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পায়ের পাতা ঢাকার আবরণ। 'মোজা কশা পরিলে জরদ অতি ভালা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

AMARBOI.COM

মোজার কাঁটা *বি* ঘোড়সওয়ারের জুতার কাঁটা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মোজাইক, মোজায়িক [ই] *বি* বিচিত্র রঙের পাথরের টুকরা জোড়া দিয়ে তৈরি ঘরের মেঝের সুদৃশ্য আস্তরণ। 'ব্রহ্মাণ্ডের গোল কারুকার্য আজ রুপালি, সোনালি মোজায়িক।' *জীবন*, ১৯৩০।

মোজাদ্দেদ [আ মুজাদ্দিদ] *বি* কুসংস্কারকে সরিয়ে ধর্মকে আধুনিক করে যে। 'আজও ইসলাম আছে বেঁচে তোমাদেরই বরে, মোজাদ্দেদ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মোজাহিম, মুজাহিম [আ] *বি* বাধাপ্রদানকারী। 'জদি কলিকাতা জাইতে উদ্যতো হয় তবে খুব মোজাহেম হইবা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মোজাহেদ [আ মুজাহিদ] *বি* বীর সৈনিক। 'মোছলেম মোজাহেদের কাজ হইতেছে ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মোজেজা [আ মুজিজাহ] *বি* অলৌকিক ঘটনা। 'মোজেজা কি বুঝেন আপনারা?' *পাশা*, ১৯৭১।

মোট[১] [হি] *বি* বোঝা। 'আয়েশার মন্দিরে শিলার দিব্য মোট।' *সুলতান*, ১৭০০।

মোটঘাট *বি* পোঁটলা-পুঁটলি। 'মোটঘাট লইয়া ... রেল স্টেশনের দিকে চলিয়া যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'ভারী মোটঘাট নাড়াচাড়া।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মোটবওয়া *বিণ* মোট বহন করে এমন। 'স্বার্থের মোটবওয়া গোলামবুদ্ধি, মুক্ত নিরঞ্জন প্রভুবুদ্ধি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মোটবন্দি [হি মোট+ফা বন্দি] *বিণ* পোটলাভর্তি। 'মোটবন্দি জিরে মরিচ সুপারি ... ইত্যাদি এ সকল দ্রব্যের মাসুল আমদানি কালে মহাজনেরা দিয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

মোটবহর *বি* অনেক দ্রব্যের একত্র সমাবেশ। 'গয়না কই, কাপড় কই, মোটবহর কই?' *মানিক*, ১৯৩৬।

মোটবাহী *বিণ* ভারবাহী। 'মোটবাহী ও যাত্রীবাহী অসংখ্য ছোটোবড়ো নৌকা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মোট[২] [স সমষ্টি>] ১ *বি* সমষ্টি। 'এখানি মোটের উপরে তারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* আসল। 'মোট কথা এইটুকু জানা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মোটকথা [মোট+স কথা] *বি* সার কথা। 'মোটকথা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মোটমাট ১ *বি* সারকথা। 'পুলিসে পাঠাতে চার গুন মোটমাট।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *ক্রিবিণ* মোটামুটি; প্রায়। 'গোছগাছ মোটমাট খোপখাপ খোলাখালা জোগাড়-জাগাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৩ *ক্রিবিণ* সর্বসাকুল্যে। 'মোটমাট সব কিছুতে মিলে সারা বছরের খোরাক আর নুন কাপড়ের খরচটাই হবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোটসত্য [মোট+স সত্য] *বি* প্রকৃত সত্য। 'খণ্ডসত্যের উপর যদি এক মোটসত্যের প্রতিষ্ঠা না করা যায়, তা হলে বহু খণ্ড মিথ্যার উপর ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মোটে ১ *ক্রিবিণ* আদৌ; একটুও। 'ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'তোমরা বোধহয় বিশ্বাস এটা করছ নাকো মোটেই।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *ক্রিবিণ* সবেমাত্র। 'রাত মোটে দশটা।' *জীবন*, ১৯৩২।

মোটের উপর ১ *ক্রিবিণ* সব মিলে। 'এখানি মোটের উপরে তারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *ক্রিবিণ* সবমিলিয়ে। 'মোটের ওপর হয়ে উঠল না।' *জীবন*, ১৯৩৩।

মোটকা *বি* মোটা লোক। 'যত মোটকা মিলে বাগাও দেখি পটকা পিলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মোটর[১] [হি মটর] *বি* ডালবিশেষ। 'বাজা মোটর?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মোটর[২] [ই] ১ *বি* মোটর গাড়ি; যন্ত্রচালিত গাড়ি। 'বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'মোটর গাড়ীতে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরোবে।' *রোকেয়া*, ১৯২২। ২ *বি* এঞ্জিন; বিদ্যুৎ অথবা জ্বালানী-চালিত যন্ত্র যা দিয়ে অন্য কোনো বড়ো যন্ত্র চালনা করা হয়। 'তার এরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* মোটরচালিত। 'মোটর বাস ভর্তি করে চলেছে সব ছুটিসম্ভোগীর দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোটরকার [ই] *বি* মোটর গাড়ি। 'আমাদের মোটরকার আছে।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'মোটরকার ধাক্কা মারিয়া অন্ধে যায়।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মোটরগাড়ি, মটরগাড়ী [ই মোটর+গাড়ি] *বি* মোটর ইঞ্জিন চালিত গাড়ি। 'এই শক্তির বলে ট্রাম-গাড়ী, মোটর-গাড়ী প্রভৃতি স্থলযান ... পরিচালিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আর ভালো নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'ওর মোটরগাড়ির সঙ্গে আর-কার গাড়ির ধাক্কা লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোটরচাকা [ই মোটর+চাকা] *বি* মোটর গাড়ির চাকা। 'পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মোটরজ্ঞান [ই মোটর+স জ্ঞান] *বি* মোটরগাড়ি চলাচলের নিয়মকানুন। 'ছিল না তার মোটরজ্ঞান।' *অন্নদা*, ১৯৭১।

মোটরবাস [ই] *বি* যন্ত্রচালিত বাস। 'মোটরবাস ধরিয়া গয়ায় আসিব।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মোটরবিহারী [ই মোটর+স বিহারী] *বিণ* মোটরগাড়িতে চলাফেরা করে এমন। 'মোটরবিহারী দিল্লীওয়ালা কি শিল্প কি সওদাগরী কোনও ইস্কুলেই কোনও দিন পড়েনি।' *সবুজ*, ১৯২০।

মোটরলঞ্চ [ই] *বি* যন্ত্রচালিত জলযান। 'মোটরলঞ্চে করিয়া জলে ভাসমান ভেলায় ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মোটর লরী [ই] *বি* মোটর ট্রাক। 'রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টীমার, এরোপ্লেন, মোটর লরী ...।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

মোটর-সাইকেল [ই] *বি* ইঞ্জিন-চালিত দুই চাকার গাড়িবিশেষ। 'বাইরে শোনা গেল মোটর-সাইকেলের আওয়াজ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোটরি *বি* অলঙ্কার বিশেষ। 'এই মোটরি বা গোলাপের আন্তরিক অর্থটি যখন দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মোটা ১ *বিণ* বড়ো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বৈজ্ঞানিক এর হয়তো একটা মোটা কৈফিয়ত দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বিণ* মাংসল। *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'পেট মোটা তারা ভারবাহী জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৩ *বিণ* ভোঁতা। 'বুদ্ধি মোটা, টিকি কাঁটা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৪ *বিণ* অনাড়ম্বর। 'পূর্ব্বে মোটা চালচলন সাধারণ ছিল।' *রাজ*, ১৮৭৪। ৫ *বিণ* স্থুল। 'যেটা যে পরিমাণে মোটা সেটা সেই পরিমাণে সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ *বি* স্থুলতা। 'যদি মোটা করিয়া বলি যে, এক এক লাইনে চোদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৭ *বিণ* সর্বস্বীকৃত। 'সেগুলি এত জাজ্বল্যমান মোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য কথা যে ...।' *সওগাত*, ১৯২৮। ৮ *বিণ* ভারী। 'মকরমুখো মোটা দুই বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৯ *বিণ* পরিমাণে বেশি। 'যাঁর মাথা যত মোটা হবে, তার বেতনও অনুপাতে তত মোটা হবে।' *মনসুর*, ১৯৩৫। ১০ *বিণ* উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। 'একটা মোটা চাকুরীর ব্যবস্থা ...।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

মোটাকথা *বি* অতিব্যবহৃত কথা। 'একটা হাতের কাছের মোটাকথা চোখ এড়িয়ে গেছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

মোটা-কারবার *বি* বড়ো ব্যবসা। 'হাটে বাজারে মোটা-কারবার করিতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

মোটাগোছের *বিণ* বড়ো ধরনের। 'তবু মোটাগোছের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থূলদৃষ্টি এড়ায় না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মোটাগোটা *বিণ* মোটাসোটা; হৃষ্টপুষ্ট। 'দিব্বি মোটাগোটা চর্ব্বিদার জিনিস বানাইয়া, কোরমা, কালিয়া, কবাবে পেট পুরিয়া থাকি।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মোটাতাজা *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'মোটাতাজা লোক।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মোটা-বুদ্ধি [মোটা+স বুদ্ধি] *বিণ* স্থূল বা ভোঁতা বুদ্ধিসম্পন্ন। 'ছাত্রটি কিছু মোটাবুদ্ধি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মোটাবুদ্ধিসম্পন্ন *বিণ* ভোঁতাবুদ্ধিবিশিষ্ট। 'এই কথাটা ... মোটাবুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বুঝিতে পারেন।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

মোটা মাহিনা *বি* বড়ো অঙ্কের বেতন। 'মোটা মাহিনা বা জোর কলমের কোনো ধার ধারিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মোটামুটি, মোটামুটী ১ *ক্রিবিণ* স্থূল হিসেবে। 'এই হেতু মোটামুটি গুণ যাই গেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'যে রকম ভাগে তাকে ভাগ করি মোটামুটী তাহার উপরেই ...।' *সবুজ*, ১৯১৭। ২ *বিণ* কমবেশি। 'তা প্রায় আধাআধি, মোটামুটি গোঁজামিলন-দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রিবিণ* এক কথায়। মোটামুটি – আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মোটামুটিভাবে *ক্রিবিণ* সাধারণভাবে। 'লোকের মধ্যে মোটামুটিভাবে এমন একটা কুলগত ঐক্য আছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মোটা মোটা *বিণ* স্থূল। 'বড় বড় কথার মোটা মোটা ভাবের কবিতা লেখা সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'বড়ো বড়ো গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক ফাঁসিয়ে দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মোটারকম [হি মোটা+আ রকম] *বিণ* পরিমাণে বেশি। 'একটু মোটারকম পথখরচ দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মোটাসোটা [হি মোটা>] *বিণ* স্থূলকায়। 'দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মোটা হাত *বি* অদক্ষ হাত। 'গড়ন-পিটনটা কেমন যেন মোটা হাতের।' *তারা*, ১৯৪৬।

মোটা-হিসাব [হি মোটা+আ হিসাব] *বি* স্থূল চিন্তা। 'তাহারা মোটা-হিসাবের লোকদিগকে অবজ্ঞা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মোটানো *ক্রি* মোটা হয়ে ওঠা। 'উদরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পা ও মাথা মোটাইয়া কুলাইয়া উঠিতেছে না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মোটুকু [স মুকুট] *বি* মুকুট। 'সোনার মোটুকু দিল শোভন মাথায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মোড্ডিউ [স মর্দিত] *ক্রি* মর্দন করি। 'এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

মোড় [স মুণ্ড] *বি* বাঁক। 'রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার মোড়োলগিরী কচ্চি।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'গলির মোড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মোড়ওয়ালা *বিণ* বাঁকযুক্ত। 'অজস্র মোড়ওয়ালা প্যাঁচালো কোনো রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

মোড় নেওয়া *ক্রি* বাঁক ঘোরা। 'সে-গলিতেই মোড় নিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

মোড় পরিবর্তন *বি* পরিস্থিতির পরিবর্তন। 'ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনের পালা চলছে।' *পাশা*, ১৯৭১।

মোড় ফেরা *ক্রি* পরিবর্তন হওয়া। 'সৈন্যগণ ডান দিকে মোড় ফিরিল।' *নজরুল*, ১৯২২; 'আমাদের সাহিত্যের গতি মোড় ফিরতে বাধ্য।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোড়ক *বি* পুরিয়া; প্যাকেট। 'পঁচিশ মোহর ভাল মোড়ক করিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মোড়চা *বি* বিয়ে বাবদ শুল্ক। 'ডেলা সেলামী ও মোড়চা ৫০ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মোড়ল [স মণ্ডল] ১ *বি* গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। 'ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বি* নেতা। 'সে লোকটা নিকারিদের মোড়ল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

মোড়লগিরি, মোড়োলগিরী [স মোড়ল+ফা গিরি] *বি* অবাঞ্ছিত কর্তৃত্ব। 'রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার মোড়োলগিরী কচ্চি।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'তোমরাত পাড়ায় পাড়ার মোড়লগিরি করে বেড়াও।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোড়লনি *বিণ স্ত্রী* গোত্রের প্রধান। 'খেঁদি মোড়লনির নাম শুনিসনি?' *মণীশ*, ১৯৫৭।

মোড়লি, মোড়লী ১ *বি* মোড়লগিরি। 'গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি স্ত্রী* অনাবশ্যক বা অবাঞ্ছিত কর্তৃত্ব। 'স্কুল-কলেজের মোড়লী করা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

মোড়া[১] [স মর্দিত>] *ক্রি* মোচড় দেওয়া; ফেরানো। **মোড়বি** *ক্রি* ফিরাবে। 'লহ লহ হসি হসি মুহু মুখ মোড়বি দসন দেখাওব হাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মোড়াইআ** *ক্রি* মুড়িয়ে; ঢেকে। 'বিদ মোড়াইআ গো রাখিবে বামহাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মোড়িঅ** *ক্রি* ভাঙা হলো। 'পাপ পুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **মোড়িআঁ** *ক্রি* মর্দিত ক'রে। 'বাহু মোর মোড়িআঁ বলয় সব ভাঁগিলেক।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোড়িএ** *ক্রি* মোচড় দেয়। 'গাত্র মোড়িএ কাহ্নাঞি আলস্য কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মোড়া[২] [স মুণ্ডন>] ১ *বি* মোচড়। 'গাওখানি মোড়া দিয়া উঠে রাধে চান্দমুখ চাই।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। ২ *বিণ* মোড়ানো। 'চারি কোনা ঢাকুনির কিনারা পিতল দিয়া মোড়া।' *ক্যালগে*, ১৮০০; 'হস্তেতে ক্ষুরের ভাঁড়ি খেরুয়া কাপড় মোড়া আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বিণ* আবৃত। 'মেজের সর্বাঙ্গ কার্পেট দিয়ে মোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মোড়া ঘরি *বি* মোড়ামুড়ি। 'লড়িতে না পারে নাগে মোড়া ঘরি খায়।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মোড়ামুড়ি *বি* ঘুমন্ত অবস্থায় এদিক-সেদিক করা। *মানোএল*,

১৭৪৩।

মোড়ামোড়ি *বি* কচলানো। 'হাত মোড়ামোড়ি সার।' *সুলতান*, ১৭৫০।

মোড়া[২] [স মুণ্ড>] *বি* বাঁশ, বেত ও দড়ি দিয়ে তৈরি টুলজাতীয় আসনবিশেষ। 'তাহাকে দরজার মোড়ার উপরে বসাইয়া ত্বরায় বিবির মাতাকে সমাচার দিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'একটি ছোট বেতের মোড়ার উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মোড়ান [স মর্দিত>] *বি* মোচড় দেওয়া; ফেরানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মোড়াসা [হি মোড়>] *বি* পাগড়িবিশেষ। 'চাপকান পাজামা, পাপোষ, পাগড়ী আমামা, লাড়ুদার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মোণ্ডা [স মণ্ড] *বি* ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ; মণ্ডা। 'যথা, মোণ্ডা মুণ্ডি মনোহরা রসকরা ক্ষীরপুলি ক্ষীরপোরা বাদামতক্তী বাদাম দেওয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মোত [স মত>] *ক্রিবিণ* অনুযায়ী; মতো। 'তজবিজমোত ৫ পাছ টাকা তোমার পর হইল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মোতাওয়াল্লি [আ] *বিণ* ধর্মীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। 'মোতাওয়াল্লি সওদাগর হাজি সাহেবকে যদি খোদা এক-দিনের জন্যও এ দেশের বাদশা বানাইয়া দিতেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মোতাওয়াল্লী [আ] *বি* দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক। 'অধিকাংশ আয় মোতাওয়াল্লী পরিবারের বিলাস-ব্যসনে ... অপব্যয়িত হইয়া যায়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

মোতাজেলা [আ মুতাজিলা] *বি* মুসলিম যুক্তিবাদী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মরজীয়, মোতাজেলা, রাফেজী, খারেজী প্রভৃতি।' *বঙ্গনূর*, ১৯২২।

মোতাবেক [আ] *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। 'মোতাবেক ৩রা রবিওল আওয়াল ... সভার দিন স্থির হয়।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

মোতায়েন [আ মুতাআয়্যিন] ১ *বিণ* পাহারারত। 'দারোগা ... বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* নিযুক্ত। 'লাঠিয়াল মোতায়েন করে আসে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮; 'অন্ততর তাদের জন্যে স্টেশনে মোতায়েন রাখা হবে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মোতাইন [আ মুতাআয়্যিন] *বিণ* মোতায়েন; নিযুক্ত। 'দুই থানার দারগা মোতাইন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মোতালক [আ মুত'আলিক] ১ *বি* সংলগ্ন। 'জমিদারির মোতালক মৃজাপুর মোকাম।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। ২ *বিণ* সম্বন্ধীয়। 'ফৌজদারী মোতালকের মাজীর।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

মোতি, মোতী [স মৌক্তিক] *বি* মুক্তা। 'শুক চঞ্চু জিৎ নাসিকা লালিত ঝলকে বেসর মোতি।' *আলাওল*, ১৬৮০; *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'মাইসোরের গহনা হিরাতে মোতিতে পান্নাতে চুনিতে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

মোতিমবন্ধ *বি* মুক্তাগুচ্ছ। 'মোতিমবন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মোতিমহল [মোতি+আ মহল] *বি* মুক্তাখোচিত মহল। 'মোতিমহলের বাঁদী।' *জীবন*, ১৯২৭।

মোতিহার, মোতীহার [মোতি+স হার] *বি* মুক্তার মালা। *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'মোতিহার সম হাথিয়ার দোলে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মোতিচুর [স মৌক্তিক-চূর্ণ] *বি* মুক্তার ন্যায় দানাবিশিষ্ট মিষ্টান্নবিশেষ। 'প্রত্যহ মোতিচুর পক্কান্ন এবং বিবিধ সুখাদ্য সেখানে দেওয়া হতো।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬। দ্র মতিচুর

মোতিয়া *বি* বেল ফুল জাতীয় ফুল। 'পাপিয়া সে গাঁথে মোতিয়ার কুঁড়ি সনে মোতি!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

মোতিয়াবেল *বি* বেল ফুলশ্রেণীর ফুল। 'সন্ধ্যায় মোতিয়াবেল, জুঁই ও চামেলির মালা হাতে, গন্ধদ্রব্য কিনে প্রসাধন করা রেওয়াজ।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মোত্তাকী [আ মুত্তাকী] *বি* ধার্মিক। 'জায়নামাজের মাদুরে তোমার মধু ঝরে মোত্তাকী।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মোথড়া [হি ভোঁথরা] *বি* জোয়ালের গুঞ্জিকাঠ। 'গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়া পিরি করিলোঁ গোবালী মোথড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মোদক [স] ১ *বি* মোয়া। 'কাঠ কঠিন মোদক উপরে মাখিয়া গুড়। কলরাকলস বিখে পুরাইয়া উপরে দুধক পূর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* ময়রা। 'মোদক প্রধান রামা করে চিনি কারখানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোদা *ক্রি* আমোদিত হওয়া। 'প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মোদাম [আ] *বিণ* সর্বদা। 'আবু তালেবের সাথে ঝগড়া মোদাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মোদাররেছ [আ] *বি* শিক্ষার্থী। '... মদ্রাছার কোন মোদাররেছের মৃত্যু হয়।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

মোদিত [স] ১ *বিণ* আনন্দিত। 'কুলিশ কতশত পাত মোদিত মৌর নাচত মাতিয়া।' *শেখর*, ১৬০০। ২ *বিণ* সুরভিত। 'ফিরে এসো বন-মোদিত ফুলবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মদুক [স মুদ্>] *বিণ* তন্দ্রালু। 'জেগেছিল মুখ তুলি মদুক নয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মোদো [স মদ>] *বিণ* মদের মতো; নেশা-লাগা। 'আমার মোদো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মোদ্দা [আ মুদ্দাআ] *বি* তাৎপর্য। 'যদি দেখ কথা তার/ কোনো মানে-মোদ্দার/ হয়তো ধারে না ধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মোদ্দা কথা [আ মুদ্দাআ+স কথা] *বি* আসল কথা। 'যা হোক, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মোন, মোণ [আ মন] *বি* ৪০ সের ওজন। 'এক মোন চাউল আনিয়াছেন যতনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'এক খান দশ বার মোণ পাথর পড়ে ছিলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মোনজোগ [স মনোযোগ] *বি* অভিনিবেশ। 'তজবিজ তনাখত হামেসা মোনজোগ করিয়া করিব।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

মোনস্ত [স মনস্থ] *বিণ* মনস্থ; সংকল্পিত। 'মহাশয়ের ইহাই কত্যব্য ঘোষজা মযুকুরের একান্ত মোনস্ত আছে।' *ওগাঁ*, ১৭৭৯।

মোনা [স মথন] *বি* ঢেঁকিতে সংলগ্ন মুষল। 'আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি।' *ভারত*, ১৭৬০।

মোনাজাত [আ মুনাজাত] *বি* প্রার্থনা। 'মোনাজাত পড়ে শিশু সারিয়া নামাজ।' গরীব, ১৭৬৫; 'দরগায় মোনাজাত করিতেছি।' *ভেরলি*, ১৭৮০।

মোনাফেক [আ মুনাফিক] ১ *বিণ* ভণ্ড; কথা ও কাজে সঙ্গতি নেই এমন। 'মোনাফেক তুমি সেরা বে-দীন।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বি* ভণ্ডলোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মোনাফেকের স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকট হইয়া উঠিল।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মোনাফেকি, মোনাফেকী [আ মুনাফিক>] *বি* প্রতারণা; মুখে এক কথা বলা আর কাজে অন্য রকম করা। 'এই ভণ্ডামি আর মোনাফেকিই তো সর্বনাশের মূল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মোনাসব [আ মুনাসিব] *বি* রীতি। *ভবানী*, ১৮২৩।

মোনাসিব [আ মুনাসিব] **১** *বি* ইচ্ছা। 'তাঁহারদিগের মোনাসিব দমন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বিণ* উপযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মোনাসেফ [আ মুনাসিব] *বি* পছন্দ। 'গিধ্বড়কি শালা, তোমরা মোনাসেফ না হোয় কাম ছোড় দেও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মোন্তাজর [আ মুন্তাজির] *বি* প্রতীক্ষা; প্রত্যাশা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মোন্সব [আ মুনসিব] *বি* মুন্সেফ; নিম্ন আদালতের বিচারক। 'আমাগোর মোন্সব বাবুর এক সুমুন্দি সাবডেপুটী হয়ে আইছেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

মোফত [ফা মুফ্‌ত] *ক্রিবিণ* বিনামূল্যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মোবাইল [ই] *বিণ* অস্থায়ী; ভ্রাম্যমাণ। 'মাঝে মাঝে মোবাইল চেক বসে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মোবারক [আ মুবারক] *বি* শুভ। 'হেথা এস বোছা দেই মোবারক করে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মোবারকবাদ [আ মুবারক+ফা বাদ] **১** *বি* সাধুবাদ; অভিনন্দন। 'উচ্চশিক্ষার চরমে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মোবারকবাদ দিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'হুর পরি সব গায় নাচে আজ/ দেয় মোবারক বাদ আলম।' *নজরুল*, ১৯৩২। **২** *বি* কল্যাণ-প্রশস্তি। 'গায় মোবারকবাদ কোয়েলা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মোবারকবাদী [আ মুবারক+ফা বাদ>] *বি* শুভকর্মের সূচনালগ্নে গাওয়া গান। 'কেউ ধরছে খেয়াল, কেউ ভজন, কেউ মোবারকবাদী।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

মোম [ফা] **১** *বি* প্যারাফিন, চর্বি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি পদার্থবিশেষ, যা সামান্য উষ্ণতায় গলে যায়। 'মোম-তূ অধিক সেহ হইল কোমল।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* মোমের বাতি। 'মাঝরাতে মোম যারা জ্বালে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

মোমজামা [ফা মোম-জামাহ্‌] *বি* মোমের প্রলেপ দেওয়া জলনিবারক বস্ত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অভিসারিকাদের চামড়া মোমজামা হতে পারে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মোমদানি [ফা মোম-দানি] *বি* মোম জ্বালানোর পাত্রবিশেষ। 'ঘরের এক কোণে মোমদানিতে একটা মোম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

মোমবাতি, মোমবাতী [ফা মোম+বাতি] *বি* মোমের তৈরি বাতি। 'মেদেরা সরাপ বাতাবি বেক সরাপ বিনিগর মোমবাতি লবন ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাগীচা গেলাসী ঝাড়।' *দর্পণ*, ১৮১৯; '১৬০টা মোমবাতী রাখা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মোমবাতিকর [ফা মোম+বাতিকর] *বি* মোমবাতি তৈরি করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মোমের বাতি *বি* মোমবাতি। 'যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি।' *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার*, ১৯০৭।

মোমের ভাণ্ডার *বি* মৌচাক। 'ক মোরে, কি সাদে মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস গোপনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মোমছাল *বি* আর্সেনিক সালফাইড; রেড আর্সেনিক। 'বন্ধ কারায় গন্ধক ধোঁয়া, অ্যাসিড, পটাস, মোমছাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মোমিন, মোমীন [আ মুমিন] *বি* প্রকৃত বিশ্বাসী; ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। 'শাফায়েত পাইবেন যতেক মোমীন।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'মোমিনগণে সেদিন তাহার পড়বে না ভুল।' *জসীম*, ১৯৩১।

মোমেন [আ মুমিন] **১** *বিণ* ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। 'তাহাতে মোমেন লোকে যাইয়া ছাপিল।' *গরীব*, ১৭৫০। **২** *বি* ইসলাম ধর্মমতে প্রকৃত বিশ্বাসী। 'মোমেন সবাই ভাই বেয়াদর কোরান কয়।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

মোয়া [স মোদক] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'কেহ দেই মোয়া জম্বু কর্কটিকা ফল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মোয়াক্কেল [আ মুওয়াক্কিল] *বি* মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে উকিলের সাহায্যগ্রহণকারী। 'উকিল অবতারে বদ্ধ মোয়াক্কেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মোয়াজন [স মহাজন] *বি* মহাজন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মোয়াজ্জিন [আ মুয়াজ্জিন] *বি* (ইসলামমতে) প্রার্থনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান ঘোষণাকারী। 'প্রভাতী আজান দিতেছে নবীন মোয়াজ্জিন।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'এখন সুবেহ্ সাদেক – মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

মোয়াফেল [আ মহ্‌ফিল] *বি* নৃত্যগীতসভা। 'আমোদ প্রমোদ, মোয়াফেল – স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মোর [স ময়ূর] *বি* ময়ূর। 'রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মোরছল [স ময়ূরপুচ্ছ] *বি* ময়ূরের পালকের তৈরি পাখা। 'ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মোরছা [স ময়ূরপুচ্ছ] *বি* ময়ূরপুচ্ছ। 'ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মোরছাল [হি] *বি* ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন মাথায় ধারণকারী রাজা। 'কেহবা হইল নবী কেহবা মোরছাল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মোরগ [ফা মুর্‌গ] *বি* গৃহপালিত অথবা বন্য বড়ো পাখিবিশেষ; পুরুষ কুক্কুট। 'হালআল মোরগ জবাই করে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মোরগঝুঁটি *বি* মোরগের ঝুঁটির মতো ঘোর লাল রঙের ফুল; মোরগফুল। 'প্রাসাদ-চূড়ে মোরগঝুঁটি দুলছে পবনবেগে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

মোরগ পোলাও *বি* মোরগের মাংস সহযোগে তৈরি একপ্রকার পোলাও। 'মোরগ পোলাও, বিরইয়ানি, কোরমা-কবাব, কোফত-কালিয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৮।

মোরগফুল *বি* মোরগের ঝুঁটির মতো এক প্রকার লাল রঙের ফুল। 'মোরগফুলের মতো লাল আগুন।' *জীবন*, ১৯৪২।

মোরগবলী *বি* মোরগের ঝুঁটির মতো লাল রঙের ফুল। 'বাড়িতে ঢুকবার পথে এক ঝাড় মোরগবলী গাছ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

মোরগলড়াই *বি* মোরগের সঙ্গে মোরগের অসংযত লড়াই। 'ঝগড়া তো নয় মোরগলড়াই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মোরগা মুরগি *বি* মোরগ-মুরগি। 'বকরি ও ভেড়া ও মোরগা

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুরগী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

মোরোগ *বি* মোরগ। 'বাবাজীরা চাটগা ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরোগের মত থার্ড ক্লাস বন্ধ হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ কত্তে চল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মোরঙ্গি [স ময়ূরাঙ্গিক] *বি* ময়ূর-অঙ্গ। 'মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

মোরচা [ফা] *বি* সরঞ্জাম। 'মোরচা বান্ধিয়া লাকড়ি আন এই কালে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মোরতাদ [আ মুরতাদ] *বি* (ইসলাম) ধর্ম ত্যাগ করেছে যে। 'কাফের বা মোরতাদ হইবেন না।' *ইসলাম*, ১৯৩৩।

মোরদা [ফা মুর্দহ্] *বি* মৃতদেহ; মৃত মানুষ। 'রোজ হাসরের ময়দানেতে মোরদারা সব জীবন পাবে।' *জসীম*, ১৯৩১; 'গোরস্তানে মোরদা আনিয়া নামানো হইল।' *জসীম*, ১৯৬০।

মোর্দা [ফা মুর্দহ্] *বি* মৃতদেহ। 'মোর্দা দিয়া কোনো কাজই হয় নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

মোরব্বা [আ মুরব্বাহ্] *বি* চিনির রসে জারিত ফল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'নিদেন এই কয়খানা মোরব্বা আর এই হালুয়াটুকু খান।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'চচ্চরিতে মোরব্বাতে একাত্মবাদ অত্যাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মোরলা *বি* একজাতীয় ছোটো মাছ; মৌরলা। 'কখন গলা ভাত কখন মোরলা মাছের ঝোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মোরশেদ [আ মুরশিদ] *বি* (ইসলাম) পীর; পথপ্রদর্শক। 'কোরানে বলেছে খাঁটি ওলিয়েম মোরশেদ নামটি।' *লালন*, ১৮৯০।

মোরাকাবা [আ মুরাকাবাহ্] *বি* (ইসলাম) ধ্যান; গভীর চিন্তা। 'হেরার গুহায় মোরাকাবা-লীন/ খোঁজে সে সত্য প্রেম-রঙিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মোরাদাবাদি *বি* মুরাদাবাদে তৈরি। 'একটি মোরাদাবাদি খুঞ্চের উপর থালায় ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মোর্তজা [আ মুরতজা] *বি* মনোনীত ব্যক্তি; নির্বাচিত ব্যক্তি। 'এল কি আরব-আহবে আবার মূর্ত মর্দ-মোর্তজা?' *নজরুল*, ১৯২৮।

মোর্সম [আ মাওসুম] *বি* মৌসুম। 'পূজোর মোর্সমে বিয়ের কনের মত কেঁপে উঠচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মোলনা [আ মওলানা] *বি* ইসলাম ধর্মে বিশেষজ্ঞ। 'আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোলনা কাজী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোলা[1] [স মৃ>] *ক্রি* মরা। **মোলে** *ক্রি* মরলে। 'রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে ডাকবো সর্ব্বনাশী বলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **মোলেম** *ক্রি* মরলাম। 'রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয় মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘোঁটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মোলা[2] *বি* ঢেঁকির মুষল। 'ইস্পাতের খাড়ু পড়া মোলাটার দ্রুত উঠতি-পড়তির মুখে সাবধানে রাখে হাতখানি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মোলাকাত, মোলাকাৎ [আ মুলাকাত] *বি* সাক্ষাৎ। 'বড়খান গাজী যারে দিল মোলাকাত।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সাহেবের সাথে এই আমার পহেলা মোলাকাৎ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোলাকাতী [আ মুলাকাত>] *বি* সাক্ষাৎকারী। 'মোলাকাতীদের নিকট এই সব কথা বলিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মোলাণ [স মৃণাল] *বি* পদ্মের ডাঁটা। 'সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

মোলায়েম [আ মুলায়িম] **১** *বিণ* কোমল; নরম। 'মোলায়েম কাপড় পরিয়া পালঙ্কে শয়ন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **২** *বিণ* মধুর। 'কারো কাছে সে এমন মোলায়েম আদর পায় নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৩** *ক্রিবিণ* স্নিগ্ধভাবে। 'মিষ্টি মোলায়েম হাসিয়া বলিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **৪** *বিণ* বিনীত। 'সদয় ও মোলায়েম ব্যবহার।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **৫** *বিণ* মৃদু। 'বক্রেশ্বর মোলায়েম হাসি হাসেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

মোলাম [আ মুলায়িম] *বিণ* নরম; পাকা। 'তেল মাখা মটর ভাজা মোলাম বেদানা।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মোলাহিজা [আ মুলাহিজাহ্] *বি* মনোযোগের সঙ্গে দেখা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মোল্ড [ই mould] *ক্রি* ছাঁচ। 'তৈরি করার ইংরিজি মোল্ড।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

মোল্লা [আ মুল্লা] **১** *বি* (ইসলাম) ধর্ম-ব্যবসায়ী। 'মোল্লা পড়াইয়া নিকা/ দান পায় সিকা সিকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এখন আবার মোল্লাদের মৌচাকে ঢিল ছুড়িও না!' *রোকেয়া*, ১৯০৫। **২** *বি* খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। 'ধরতে আসেন তুর্কি তাজি, মর্দ গাজি মোল্লা।' *নজরুল*, ১৯২২।

মোল্‌লা [আ মুল্লা] *বি* মুসলমান ধর্মব্যবসায়ী। 'মোল্‌লারা কন হাত নেড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মোল্লাকি [আ মুল্লা>] *বিণ* মোল্লার কাজ সংক্রান্ত। 'মোল্লাকি ব্যবসা।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মোল্লাজি, মোল্লাজী [আ মুল্লা+হি জি] *বি* মোল্লা সাহেব। 'লোকে জানুক মোল্লাজী বড় বুজরুক।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'চলবে নাকো মেকি টাকার কারবার আর, মোল্লাজি!' *নজরুল*, ১৯৪২।

মোল্লাত্ব [আ মুল্লা+স ত্ব] *বি* মোল্লার রক্ষণশীলতা। 'দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব।' *গণবাণী*, ১৯২৬।

মোল্লা দোপেঁয়াজা *বিণ* অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। 'আমাদিগকে যে লোক "মোল্লা দোপেঁয়াজা" বলে ঠাট্টা করত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মোল্লার দৌড় মসজিদ তক – নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকা। 'আমরা বিলক্ষণ জানতুম তাঁর দৌড়, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত – নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ থাকা। 'মোল্লার দৌড় ধরণে তোমার মসজিদ পর্যন্ত কি না!' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

মোশরেক [আ মুশরিক] *বিণ* ইসলাম ধর্মমতে আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাসী। 'হানাফি মজহাবাবলম্বিগণকে মোশরেক, বেদয়াতি ও দোজখী বলিয়া ...।' *শরিয়ত*, ১৯২৫।

মোশানমাস্টার [ই] *বি* যাত্রাদলের প্রশিক্ষক। 'যাত্রার দল খুলবে তার সখী চাই – কত মোশানমাস্টার চাই।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মোষ [স মহিষ] *বি* গোরুর মতো দেখতে গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ; মহিষ। *ওঙ্গা*, ১৭৮৫; 'যমের মোষের মতো কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মোষ-কালো *বিণ* মহিষের মতো কালো। 'মোষ-কালো চামড়ার মোষোকটা ঘাড় তুলে হাঁ করে জল খায়।' *অবন*, ১৯২৭।

মোষেকালো *বিণ* মহিষের মতো কালো। 'মিশিকালো মোষেকালো নিকষ কালো চিকন কালো আলাদা আলাদা রং।' *অবন*, ১৯২৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোষক [ফা মশ্‌ক] *বি* চামড়ার জলপাত্র। 'জলের মোষক খুলি অতি তুরমান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোষোক [ফা মশ্‌ক] *বি* চামড়ার জলপাত্র। 'মোষ-কালো চামড়ার মোষোকটা ঘাড় তুলে হাঁ করে জল খায়।' *অবন*, ১৯২৭।

মোষণ *বি* লুণ্ঠন। 'পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ/ পরম যতনে রাখো রে প্রহরী।' *অযোধ্যা*, ১৮৭০।

মোসন [ই মোশন] *বি* প্রস্তাব। 'স্রষ্টার ওপর সেনসার মোসন আন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মোসলমান, মোসল্মান *দ্র* **মুসলমান**

মোসলিম *দ্র* **মুসলিম**

মোসলেম *দ্র* **মুসলিম**

মোসলেম-বঙ্গ *বি* মুসলমান অধ্যুষিত বঙ্গভূমি; বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল। 'মোসলেম-বঙ্গের নির্বাচন-প্রার্থীরা ইতিমধ্যে নিজ নিজ কেন্দ্রে উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

মোসাফির [আ মুসাফির] *বি* পথিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মোসাফের [আ মুসাফির] *বি* ভ্রমণকারী। 'নানা জাতের নানা দেশের মোসাফেরদের তীর্থস্থল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মোসায়েব [আ মুসাহিব] *বি* চাটুকার; চামচা। 'ইনি কি তোমার মোসায়েব?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। *দ্র* **মোসাহেব**

মোসালচি [আ মশাল+তু চি] *বি* মশাল বহনকারী। 'মধ্যে মধ্যে চলিয়াছে মোসালচি সকল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মোসাহেব [আ মুসাহিব] **১** *বি* তোশামোদকারী। 'ইহারা অমুক অমুক বাবুর মোসাহেব।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* সঙ্গী। 'মোসাহেব ও বেশ্যা লইয়া বাগানে যাইব।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মোসাহেবি, মোসাহেবী [আ মুসাহিব>] *বি* চাটুকারিতা। 'মোসাহেবী পেসা উঠে গেলেই বারোইয়ারি খেমটা ... লাঘব হবে সন্দেহ নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মোসাহেবি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বুড়ো বয়সে তো আর ঘর ঝাঁট দেওয়া কাপড় কুঁচানো কি মোসাহেবি করা পোষাবে না।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মোস্ক [ফা মুশ্‌ক] *বি* কস্তুরী। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

মোহ [স] **১** *বি* মায়া। 'রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরো বাধা।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০। **২** *বি* ভালোবাসা। 'নাতিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিবে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* মিলিত। 'কার সঙ্গে মোহ হই রে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বিণ* অভিভূত। 'দেখিয়া বিচিত্র লঙ্কা মোহ ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বিণ* সংজ্ঞাহীন। 'মৃত নহে মোহ হৈয়া রহিছে পয়গাম্বর।' *সুলতান*, ১৭০০। **৬** *বি* ভ্রান্তি; মূঢ়তা। 'এ বঙ্গভূমিতে মোহ জয় করিতে বিদ্যারও সামর্থ্য নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৭** *বিণ* আকর্ষণ। 'এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মোহকর [স] *বিণ* মোহের সৃষ্টি করে এমন। 'কি মোহহর! কি মোহকর!' *রাজ*, ১৮৭৪।

মোহকরী [স] *বিণ* মোহ সৃষ্টি করে এমন। 'প্রথম মোহকরী আনন্দের আভাস মিশিলে যেমন শোনায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

মোহ-কারা [স] *বি* মোহরূপ কারাগার। 'মৃত্যু-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মোহকারাগার [স] *বি* মোহরূপ কারাগার। 'জেগেছিলে তুমি মোহকারাগার ভেঙে।' *জীবন*, ১৯৩০।

মোহকূপ [স] *বি* মোহরূপ কূপ। 'মোহকূপে পতিত হইয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মোহগর্ত [স] *বি* মায়ারূপ গর্ত (এখানে সংসারকে বোঝানো হয়েছে)। 'মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মোহগ্রস্ত [স] *বিণ* মায়াচ্ছন্ন। 'অসংখ্য উদাসীন মণ্ডলীর অন্ন জুটিয়েছে তারা যারা এদের মতে মোহগ্রস্ত সংসারাসক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, প্রজ্ঞা অপূর্ণ এবং অভিজ্ঞতা সংকীর্ণ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মোহঘোর [স] *বি* মোহজনিত ভ্রান্তি। 'একি স্বপ্ন? এ কি মোহঘোর?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মোহ ছোটা *ক্রি* মায়া কাটা। 'মোহ ছুটিবে রে নয়নেতে তোর, যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মোহজাল [স] *বি* মোহরূপ জাল। 'মোহজাল ততই দুশ্ছেদ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মোহডোর [স মোহ+স দোর>] *বি* মায়ার বাঁধন। 'ছিঁড়িতে পারি নে মোহডোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মোহতন্ত্র [স] *বি* মোহরূপ তন্ত্রী। 'তার শত মোহতন্ত্রে করিয়া আঘাত/ বিচিত্র সংগীত তব জাগাও হে নাথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মোহতরু [স] *বি* মোহরূপ গাছ। 'ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

মোহনিদ্রা [স] *বি* মোহরূপ নিদ্রা। 'এজিদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

মোহপরশ [স মোহস্পর্শ] *বি* মায়ার ছোঁয়া। 'দিগঙ্গনা কী জপ জাপে, হাওয়ায় লাগে মোহপরশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মোহপাপ [স] *বি* মোহহেতু পাপ। 'না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মোহ-পাশ [স] *বি* মোহের বন্ধন। 'অপরাধ কত করেছি নাথ, মোহ-পাশে প'ড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মোহবন্ধ [স] *বি* মোহের বন্ধন। 'মোহবন্ধ ছিন্ন করো কঠিন আঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মোহভণ্ডার [স মোহ+স ভাণ্ডাগার] *বি* মোহরূপ ভাণ্ডার। 'মোহভণ্ডার লই সঅলা অহারী।' *চর্যা ৩৬*, ১২০০।

মোহভরা *বিণ* মায়াপূর্ণ। 'মোহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছি শুধু।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মোহমন্ত্র [স] **১** *বি* মোহ জাগায় এমন মন্ত্রণা বা পরামর্শ। 'মায়মুনার মোহমন্ত্রে জাএদা যেন উন্মাদিনী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* মোহময় আকর্ষণ। 'বৈষ্ণবপদগুলির মোহমন্ত্রটি যে কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মোহময় [স] *বিণ* মায়া-ভরা। 'তোরি মোহময় গান/ শুনিতেছি অবিরত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মোহমলিন [স] *বিণ* মোহবশত ম্লান। 'মোহমলিন অতি দুর্দিন শঙ্কিত চিত-পান্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোহমাদকতা [স] *বি* মুগ্ধতার নেশা। 'কোনো আকারে মোহমাদকতা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহমায়া [স] ১ *বি* মোহরূপ মায়া। 'একি মোহমায়া আজকের তারকায়?' *হোসেন*, ১৯৪০। ২ *বিণ* মোহাচ্ছন্নতা। 'যে স্বপ্ন বিভ্রান্ত মনে মোহমায়া আনে নিরন্তর।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মোহমার্গ [স] *বি* ভ্রান্ত পথ। 'পারলৌকিক চরমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনি এক মোহমার্গ সাধনা করিতেছেন?' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

মোহমুক্ত [স] *বিণ* মায়া থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এমন। 'বাতাসটা এইবার মোহমুক্ত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মোহমুক্তি [স] *বি* অজ্ঞতা থেকে পরিত্রাণ। 'শিক্ষাই যে মোহমুক্তির ও অন্ধতা বিনাশের একমাত্র ঋজু উপায়।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মোহমুদ্গর [স] *বি* মায়া বা অজ্ঞানতা দূর করতে উপযুক্ত মুগুর। 'এল নির্মম – মোহমুদ্গর ভাঙনের গদা লয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মোহরস [স] *বি* মোহরূপ রস। 'তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মোহশূন্য [স] *বিণ* নিরাসক্ত; আসক্তিহীন। 'মোহশূন্য হইয়া বেদভাবকে আলোচনা করিলে তন্মধ্যে যুক্তিসাধ্য ...। *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মোহসুপ্ত [স] *বিণ* মোহাবিষ্ট। 'এই মোহসুপ্ত মরণমগ্ন জাতির বুকের উপরে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মোহহর [স] *বিণ* মোহনাশক। 'কি মোহহর! কি মোহকর!' *রাজ*, ১৮৭৪।

মোহ-হ্রদ [স] *বি* মোহরূপ হ্রদ: মোহের গহ্বর। 'তাঁহাদের মোহ-হ্রদ হইতে উত্থান করিবার আর সামর্থ্য নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মোহাগ্নি [স] *বি* মোহের আগুন। 'জঘন্য মোহাগ্নিতে আহুতি দান করিতেছে।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৪।

মোহাচ্ছন্ন [স] *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'মদিরা পানে ... আসক্ত হইয়া এককালে মোহাচ্ছন্ন এবং হতজ্ঞান হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মোহাতুর [স] *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'সভায় করতালি মোহাতুর লীগপন্থী।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মোহান্ধ [স] *বিণ* মোহাচ্ছন্ন। 'যে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিম্বা তারি করিবে উদ্যোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মোহান্ধকার [স] *বি* মোহজনিত ভ্রান্তি। 'সহসা বোধসুধাকরের উদয় হওয়াতে, সন্ন্যাসীর মোহান্ধকার অপসারিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মোহাবিষ্ট [স] *বিণ* মায়া দ্বারা প্রভাবিত। 'চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় ... চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'অতিবিপুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাস্ত হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মোহাবেশ [স মোহ-আবেশ] *বিণ* মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন; মোহাবিষ্ট। 'সুগন্ধি তিমির কেশ রহিয়াছে মোহাবেশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মোহাভিভূত [স] *বিণ* মোহাচ্ছন্ন। 'যে মোহাভিভূত সেই তো চিরপ্রবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোহো [স মোহ] *বি* মোহ। 'তাক সুণী মোহো পাএ এ তীন ভুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মোহকখু [স মোক্ষ, পা মোকখ] *বি* মোক্ষ। 'রাবুলেঁ দিল মোহকখু ভণিআ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

মোহড়া [হি মুহড়া] *বি* গানের তুকবিশেষ। 'গানের মোহড়াটি গাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মোহত্ত্ব [স মহত্ত্ব] *বি* মহৎ গুণ। 'কৃষ্ণের মোহত্ত্ব দেখি সকল গোওাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহৎসব [স মহোৎসব] *বি* জাঁকজমকপূর্ণ আনন্দ উৎসব। 'নানা বাদ্য নিত্যগিত মোহৎসব করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহন [স] ১ *বিণ* সুন্দর; মনোহর। 'কে না নিল মোহন বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পঞ্চ বাণের অন্যতম। 'স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* সম্মোহন। 'বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ মোহন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মোহনকারী *বিণ* মোহিত করে এমন। 'সুনীল শাড়ি মোহনকারী উছলিতে দেখি পাশ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

মোহনচূড়া [স] *বি* মনোমুগ্ধকর টোপরবিশেষ। 'পরণে ছিল পীতধড়া মাথায় ছিল মোহনচূড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

মোহন প্রবন্ধ [স] *বি* মনোমুগ্ধকর কৌশল। 'না লাগিল সুশীলার মোহন প্রবন্ধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোহন ফাঁদ [স মোহন+ফা ফন্দ] *বি* আকর্ষণীয় ফাঁদ। 'যৌবন মোহন ফাঁদ ঔষধ বালির বাঁধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোহনবসন [স] *বি* মুগ্ধকর পোশাক। 'আমার মোহনবসন, মোহনভূষণ, মোহণভাষিণী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

মোহন বাঁশি *বি* বাঁশির মনোমুগ্ধকর সুর। 'বজাও রে মোহন বাঁশী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'পথে কে বাজাল মোহন বাঁশি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মোহন বেণু [স] *বি* মনোহর সুর ছড়ায় এমন বাঁশি। 'হাতে দিয়ো মোহন বেণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মোহনবেশ [স] *বি* মনোহারী সাজ। 'ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় 'দার-উল-ফানুনকে' আমূল পরিবর্তিত করিয়া নূতন মোহনবেশে সাজানো হইয়াছে।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৩।

মোহনবেস [স মোহনবেশ] *বি* মুগ্ধকর সাজ। 'করিয়া মোহনবেস পরম সুন্দরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহনভাসিণী [স মোহনভাষিণী] *বি* স্ত্রী সুন্দর কথা বলে যে। 'আমার মোহনবসন, মোহনভূষণ, মোহণভাষিণী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

মোহনভূষণ [স] *বি* মুগ্ধকর অলঙ্কার। 'আমার মোহনবসন, মোহনভূষণ, মোহণভাষিণী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

মোহন-মন্ত্র [স] *বি* সম্মোহনী মন্ত্র। 'তা'রে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মোহনমালা [স] *বি* সোনার হারবিশেষ। 'এ দেয় জ্বালা ও দেয় মোহনমালা।' *জবন*, ১৯২৫।

মোহন মুরলী [স] *বি* চিত্তাকর্ষক বাঁশি। 'আর হুইপ সেই মোহন মুরলী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মোহনমূর্তি [স] *বি* সুন্দর অবয়ব। 'সেই মোহনমূর্তি অদ্যাপি আমার হৃদপদ্মে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মোহনীয়তা [স] *বি* মুগ্ধতা। 'কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মোহনীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* মনোহর। 'রাইনল্যান্ডের শ্যামালিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মোহনভোগ [স] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'বঁদে মোহনভোগ মনোহরা অনুত্তম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহনা [হি মুহানা] *বি* নদীর যে অংশ অন্য নদীতে বা সমুদ্রে মিলিত হয়; নদীর মুখ। 'পদ্মার মোহনা।' *রামরাম*, ১৮০১।

মোহনিয়া [স মোহন>] *বিণ* মনোহর। 'ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফান্দে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মোহনী *বিণ* মোহিনী। 'সই চাহনী মোহনী থোর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

মোহন্ত [স] *বি* সন্ন্যাসী। 'পছস্রমে পিয়ে আসি মোহন্ত সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোহমদ [স] *বি* অজ্ঞানতা থেকে জাত অহঙ্কার। 'মুগ্ধ জীব যার মোহমদে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মোহর [ফা] **১** *বি* স্বর্ণমুদ্রা। 'এত বলি পান দিল পঞ্চাশ মোহর।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'সাহেব মোহর ১ খান আমাকে দিতে সাহেবকে চিটী লিখিয়াছেন।' *তেরালি*, ১৮০০। **২** *বি* চিহ্ন। 'পিঠের উপর ছিল আল্লার মোহর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* ছাপ; সিল। *বোগল*, ১৭৭০।

মোহর করন *বি* সিল দিয়ে ছাপ দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মোহরচান্দি [ফা মোহর+হি চান্দি] *বি* সোনারুপা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মোহরাঙ্কিত [ফা মোহর+স অঙ্কিত] *বিণ* খোদাইকৃত। 'মোহরাঙ্কিত অক্ষর গুলো দেখছি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোহররম [আ মুহররম] *বি* হিজরি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস; এই মাসে পালনীয় শিয়া মুসলমানদের শোক-উৎসব। 'ফিরে এসেছে আজ সেই মোহররম।' *নজরুল*, ১৯২৭। *দ্র* **মুহররম**

মোহরমি [আ মুহররম>] *বিণ* মোহরমের। 'হাবু সে দেখায় জুজুৎসু প্যাঁচ, আবু মোহরমি ছন্দ।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মোহাররাম [আ মুহররম] *বি* হিজরী বছরের প্রথম মাস। 'আয়েশী-রাতের বাঁকা রেখা নয়/ উঠেছে মোহাররামের চাঁদ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মোহরানা [ফা মোহর+ফা আনা] *বি* মুসলিম বিবাহে স্বামী-কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় অর্থসম্পদ। 'দুহিতার ভবিষ্যৎ হিতকামনায় আমরা ক্রমে মোহরানার সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি করিতেছি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মোহরি [ফা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বরঙ্গ ভেরি সোসরি মোহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোহরির [আ] *বি* কেরানি; মুনশি। 'এক সাহেবের বাটীর কারবারের তহবিলদার মোহরির করিয়া রাখাইয়া দিয়াছী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মোহোরির *বি* মুহরি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মোহস্চিত [স মূর্চ্ছিত] *বিণ* মূর্চ্ছাগত। 'রহিলা শিকল ধরি মোহস্চিত হৈয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোহা[1] [স মোহন>] *ক্রি* মুগ্ধ করা। **মোহি** *ক্রি* মুগ্ধ করি। 'নানা বিধি পরকারে কন্যার মন মোহি।' *মালাধর*, ১৫০০। **মোহিবার** *ক্রি* মুগ্ধ করার। 'বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোহিবে** *ক্রি* মোহগ্রস্ত করবে। 'সে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন শক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মোহিয়া** *ক্রি* মুগ্ধ ক'রে। 'মোহিয়া অসুর মার মানুস সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মোহিল ১** *ক্রি* মুগ্ধ হলো। 'তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* মুগ্ধ করলো। 'হেন মতে ব্রহ্মা মোহিল দামোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মোহিলা** *ক্রি* মোহিত করলে। 'বিধাতারে মোহিলা মায়ায়।' *ভারত*, ১৭৬০। **মোহিলী** *ক্রি* মুগ্ধ করলে। 'সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি রাধা মোহিলী মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোহে** *ক্রি* মুগ্ধ হয়। 'সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোঁহে দেব মুরারি মোহে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মোহা[2] [স মহা] *বিণ* মহা; প্রকাণ্ড। 'শ্রুতিকির্ত্তি নাম তার মোহাজুদ্ধপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাকায় [স মহাকায়] *বিণ* বিশালদেহী। 'মোহাকায় ভিমসেন ক্ষত্রি অবতার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাজোগি [স মহা+যোগী] *বি* শ্রেষ্ঠ যোগী। 'দত্তাত্রেয় মোহাজোগি সষ্ট রূপ ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাদানবন্ত [স মহাদানবন্ত] *বিণ* অত্যন্ত দানশীল। 'দানে মোহাদানবন্ত অতুল মহিমা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাদুখ [স মহাদুঃখ] *বি* গভীর দুঃখ। 'হসির সাঁপে দুইজন পাএ মোহাদুখ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাদেই [স মহাদেবী] *বি* পাটরানি। 'ক্রন্দন সম্বলি সত্যভামা মোহাদেই।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাদেব [স মহাদেব] *বি* মহাদেব। 'মোহাদেব বচন সুরভি দেব মাতা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাবন [স মহাবন] *বি* মহাবন; বিশাল অরণ্য। 'মোহাবন খাণ্ডব করিয়া ছারখার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাবল [স মহাবল] *বি* মহাবল। 'প্রদীপের শিখা যেন তপে মোহাবল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাভূমি [স মহাভূমি] *বি* মহাভূমি। 'জার নামে বোলয়ে ভারথ মোহাভূমি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহামত্ত [স মহামত্ত] *বিণ* মহামত্ত; ভীষণ উন্মত্ত। 'মোহামত্ত গজ জেন উঠিল গর্জ্জিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহামুনি [স মহামুনি] *বি* বড়ো মাপের ঋষি। 'একদিন মোহামুনি বালখিল্য নাম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাযুদ্ধাপতি [স মহাযোদ্ধাপতি] *বি* শ্রেষ্ঠ বীর; শক্তিশালী রাজা। 'আমিসব মোহারাজা মোহাযুদ্ধপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহারাজ [স মহারাজা] *বি* শক্তিশালী রাজা। 'আমিসব মোহারাজা মোহাযুদ্ধপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহারাজা [স মহারাজা] *বি* মহারাজ। 'কুরুবংসে মোহারাজা বিদিত সংসার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহারোল [স মহারোল] *বি* খুব উচ্চ শব্দ। 'মাথে হাত দিয়া কান্দে করি মোহারোল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাসএ [স মহাশয়] *বিণ* মহাত্মা; উদারহৃদয়। 'উসার বোল সুনি অনিরুদ্ধ মোহাসএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাসয় [স মহাশয়] *বিণ* মহাত্মা। 'পদ্যুম্ন লড়িলা আর বলদেব মোহাসয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাসতি [স মহাসতী] *বিণ* মহাসতী। 'পুত্র সমে আইল তথা কুন্তি মোহাসতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাসুখ [স মহাসুখ] *বি* অতিশয় আনন্দ। 'এত বলি জসোদা জায় মোহাসুখে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাজের [আ মুহাজির] **১** *বি* উদ্বাস্তু। 'এই মজলুম মোহাজেরদের আর ফরিয়াদ করতে দেব না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* শরণার্থী। 'একটি মোহাজের কলোনীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাজেরীন [আ মুহাজির>] *বি* শরণার্থী। 'সর্বতোভাবে রিক্ত পঁচাত্তর লক্ষ মোহাজেরীনের প্রবাহ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোহানা [হি] *বি* মিলনস্থান। 'দুই মহাদ্বীপের বা উপদ্বীপের মধ্য হইয়া সাগর বা মহাসাগরের সহিত যে জলের যোগ হয় তাহাকে মোহানা কহা যায়।' *অক্ষয়* ১৮৪১; 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে/ তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহানার ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মোহানামুখ [মোহানা+স মুখ] *বি* নদীর যে অংশ সমুদ্রে পড়ে। 'ইরাবতীর মোহানামুখ কেন আপন-ভোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোহান্ত [স] *বি* মন্দিরের পরিচালক। 'মোহান্তের মহৎ ... হওয়ার প্রয়োজন হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মোহাম্মদী ১ *বিণ* হজরত মুহম্মদ প্রবর্তিত। 'বড়ই মাকুল দেখ মোহাম্মদী দীন।' *গরীব*, ১৭৫০। ২ *বি* মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষ; আহলে হাদিস; লা-মজহাবি। 'বঙ্গদেশে হানিফী ও মোহাম্মদীর মধ্যে ... বিবাদ বিসম্বাদ ছিল।' *হোলতান*, ১৮৯৩।

মোহাম্মাদান [আ] *বিণ* মোহাম্মদী। 'মোহাম্মাদান ইউনিয়ন সভার পক্ষ হইতে ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

মোহাসিবা [আ] *বি* হিসাব বুঝিয়ে বা চুকিয়ে দেওয়া; খরচের হিসাব। 'চালু ওজন এবং নওয়াজীমা কাগজপত্র হিসাব কিতাব মোহাসিবা দিয়া ফরসা হইয়াছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মোহিত [স] *বিণ* মুগ্ধ। 'তোর রূপ যৌবনে মোহিত জগজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুনিঞা বংসির নাদ জুবতি মোহিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আসক্ত। 'তিনি ডাকওয়ালার প্রেমে এ প্রকার মোহিতা হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মোহিনী [স] ১ *বিণ* মুগ্ধকারিণী; মোহকারিণী। 'তীনভুবনজনমোহিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মুগ্ধকরণ বা সম্মোহন বিদ্যা। 'কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান/ অবলার প্রাণ নিতে নাই তোমা হেন।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৩ *বি* মাহাত্ম্য। 'দিল্লির বাদশাহের নামের মোহিনী আছে, সম্ভ্রম আছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

মোহিনি [স মোহিনী] *বিণ* পরমা সুন্দরী। 'পুর্ন্নিমার চন্দ্র জিনি সুভদ্রা মোহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহিনী আট্যম *বি* নাচের প্রকারবিশেষ। 'উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যম ও মালাবারের কথাকলি ও মোহিনী আট্যম।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মোহিনীময় [স] *বিণ* সম্মোহনপূর্ণ। 'চাঁদ মোহিনীময়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মোহিনীমূর্ত্তি, মোহিনীমূর্তি [স] *বিণ* মোহ জাগায় এমন অবয়ব। 'জয়নাবের মোহিনীমূর্ত্তি এজিদের চক্ষে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মোহিনীশক্তি [স] *বি* মুগ্ধ করার ক্ষমতা। 'তাহাতে পাপের মোহিনীশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মোহোদধি [স মহোদধি] *বি* মহাসাগর। 'সরজালে মোহোদধি করিমু বন্ধন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহ্যমান [স মুহ্যমান] *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'আমি মোহ্যমান, কম্প্রবক্ষ, বেপথুমান।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মৌ [স মধু] *বি* মৌমাছি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মৌকা [আ মওকা] *বি* মওকা; সুযোগ। 'তাঁর দিন চলে গিয়েছে, মৌকা আর নেই।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মৌকুপ [আ মওকুফ] *বি* স্থগিত। 'পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের সুরথাল করা মৌকুপ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মৌক্তিক [স] *বি* মুক্তা। 'গজে গজে মৌক্তিক নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মৌখিক [স] ১ *বি* মুখের কথা। 'তিনি মৌখিকে জ্ঞাপন করিতে স্বীকৃত না হইয়া লিখিতে প্রস্তুত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বিণ* বাচনিক। 'সে উৎসাহ কেবল মৌখিক উৎসাহ মাত্র হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৩ *ক্রিবিণ* কথাপ্রসঙ্গে। 'যাঁহারা মৌখিক বলেন যে দেশ ভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বিণ* অলিখিত। 'মৌখিক একটি বন্দোবস্ত থাকে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

মৌখিকতা [স] *বি* মুখের কথা। 'ওর সঙ্গে কিছু মৌখিকতার খাদ মিশিয়ে দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মৌখিক পরীক্ষা [স] *বি* মুখে মুখে প্রশ্ন-উত্তরের পরীক্ষা। 'অধ্যাপক ছাত্রদের মৌখিক (ভাইবা) পরীক্ষা নেওয়ার পর ...।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মৌখিক সম্ভাব [স] *বি* উপরে উপরে ভালো সম্পর্ক। 'মৌখিক সম্ভাব রেখে ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট করতে লাগল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মৌচাক [স মধুচক্র] *বি* মৌমাছি মোমের তৈরি যে বাসায় মধু সঞ্চয় করে; মধুচক্র। 'এক ঝাঁক বোলতা মৌচাকের দাওয়া করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মৌচাকী *বিণ* উর্বরা। 'নির্ভয়ে বাঁচতে হবে মাটির মৌচাকী বুকের সোনায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মৌচুষকি *বি* মধু চুষে খায় এমন পাখিবিশেষ। 'মৌচুষকির সনে তারা বনে লুটে খায় কমলার মধু!' *জীবন*, ১৯৩০; 'মৌমাছি শামকল মৌচুষকি জোনাকির কথা মনেও পড়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মৌচুফ [আ মাওসুফ] *বিণ* পূর্বোক্ত। 'হুকুম হইয়াছে সাহেব মৌচুফ সুন্দরবন আবাদ কারণ ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

মৌজ[1] [আ মওজ] *বি* ঢেউ; তরঙ্গ। 'ফোরাতের মৌজ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো আমার চোখে!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মৌজ[2] [আ মওজ] *বি* উল্লাস। 'সবাই তখন এমনই মৌজে যে আমাদের ... সবাই অভিনন্দন জানাল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মৌজদার [আ মওজ] *বিণ* নেশাগ্রস্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মৌজা[1] [ম মধ্য] *বি* নিশানের দণ্ড। 'মন্দা মন্দা বাতাসে মৌজা হেলিছে তাহার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মৌজা[2] [আ মওজা] ১ *বি* পরগনার বিভাগ। 'ছাব্বিশ মৌজায় যে এক তালুক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বি* গ্রাম। 'বিনা বায়ে ধামাল উঠে মৌজা ভেসে যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

মৌজা[3] [আ মওজ] *বি* ঢেউ। 'বিনে হাওয়ার মৌজা খেলে ত্রিখণ্ড হয় তৃণ পলে।' *লালন*, ১৮৯০।

মৌজুদ [আ] *বিণ* জমা; সঞ্চিত। 'তাকিদ মৌজুদ হইল ময়দান উপর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মৌজুদকারী [আ মওজুদ+স কারী] *বি* অতিরিক্ত লাভের উদ্দেশ্যে মালামাল সঞ্চিত করে রাখে যে। 'অতিরিক্ত মুনাফাভোগী ব্যবসাদার

AMARBOI.COM

ও মৌজুদকারীদের জন্য ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মৌজে [আ মৌজা] *বি* মৌজা; রাজস্বের জন্যে বিভক্ত ছোটো এলাকা। 'আমার এক নিজ বসতবাটী মৌজে ডিহি কলিকাতা গ্রামের মধ্যে মহন্ত।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'সাকীমে পরগনে চুনাখালি মৌজে গোয়ালটুলি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মৌঞ্জীমেখলা [স] *বি* মুঞ্জ নামক তৃণ দিয়ে তৈরি মেখলা। 'মৌঞ্জীমেখলা-দ্বারা অঙ্গে বল্কল বাঁধিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মৌটুসকি *বি* এক প্রকার পাখি। 'আবার কোথায় মৌটুসকি টুসকি মারে ফুলে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

মৌটুসি *বি* মিষ্টভাষী নারী। 'ইহারাই টসটসে-রস মৌটুসি কি?' *নজরুল*, ১৯৪১।

মৌত [আ মওত] *বি* মৃত্যু। 'মোদের মৌতের বাকি কি?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মৌতা [আ মওত>] *বিণ* মৃত। 'তাহার পলাতকা মৌতা বাদে বাকী তোমার হিসাবে মযুরা দেয়া গেল।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'তাহার মৌতা ভাই মেং রিচার্ডসন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

মৌতাত, মৌতাৎ [আ মুতাত] **১** *বি* নির্দিষ্ট সময়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণ; নেশা। 'জৈত্রপুরের দোকানে বসে আমি মৌতাৎ কচ্ছিলাম ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* নির্দিষ্ট সময়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রবল নেশা। 'মৌতাতের টানাটানীর জ্বালায় বিব্রত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মৌতাতি [আ মুতাত>] *বিণ* নির্দিষ্ট সময়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে এমন। 'মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জমচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মৌদ্রিক [স] *বিণ* অর্থ দ্বারা সম্পাদিত। 'তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মৌন [স] **১** *বিণ* নীরব। 'মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি এক পাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* নীরবতা। 'সম্পাদকগণ একেবারেই মৌন অবলম্বন করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বি* ভূমিকা অংশ। 'এক উপবাসী কবি নাটকীয় উনিশ শতকে অপণ্য গ্রন্থের মৌনে বলেছিল, সাক্ষী অন্তর্যামী – রাজন্যের কেলিকুঞ্জে শিল্পজাত উৎস নই আমি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

মৌনকর্মী [স] *বি* নীরব কর্মী; নীরবে কাজ করে যে। 'এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌনকর্মী ... কী করে জন্মাল!' *নজরুল*, ১৯২৬।

মৌনতা [স] *বি* নীরবতা। 'মৌনতাকে ধরিয়া বুঝিও কার্য মর্ম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মৌন থাকা *ক্রি* নীরব থাকা। 'মৌন থাকার কঠোর দণ্ড অন্যায় এ যে অতি।' *জসীম*, ১৯২৯।

মৌনপারাবার [স] *বি* শান্ত-সমুদ্র। 'মৌনপারাবারের তলে হারিয়ে-যাওয়া কথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মৌনপ্রেম [স] *বি* নীরব ভালোবাসা। 'পাঠাইছ তব চিত্তখানি/ মৌনপ্রেমে সজলকোমল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মৌনবতী [স] *বিণ স্ত্রী* নীরব। 'পোড়ারমুখে বাক্যি হরে গিয়েছে, মৌনবতী হয়েছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মৌনবাণী [স] *বি* শব্দহীন কথা। 'লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌনবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৌনবিদ্রোহ [স] *বি* নীরব বিদ্রোহ। 'অস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌনবিদ্রোহ হয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মৌনবীণা [স] *বি* নীরব বীণা। 'তুমি ইন্দ্রসভার মৌনবীণা, নীরব নূপুর।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মৌনব্রত [স] *বিণ* মৌনরূপ ব্রত; নীরব থাকার সংকল্প। 'মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবানী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'যাঁহারা ... যথাবিধানে মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে মৌনী বা মৌনব্রতী বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মৌনব্রতা [স] *বিণ স্ত্রী* মৌন থাকার ব্রতধারী। 'কোথাও বা বসে আছ চির-একাকিনী, চিরমৌনব্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মৌনব্রতী [স] *বি* মৌনব্রত পালনকারী। 'যাঁহারা পরমার্থ সাধনোদ্দেশে ... যথাবিধানে মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে মৌনী বা মৌনব্রতী বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মৌনভাব [স] *বি* নীরবতা। 'কামিনীর মৌনভাব, লজ্জা, নম্রমুখ ... সকল পরিচয় দিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মৌন ভাষা [স] *বি* নীরব ভাষা। 'তাই তব চির-মৌন ভাষা।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'চকিত চাওয়া, মৌনভাষা যেন কেঁদে কেঁদে বলে গেল ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মৌন মিছিল [স মৌন+আ মিছ্‌ল] *বি* শব্দহীন মিছিল; নীরব শোভাযাত্রা। 'সম্প্রতি একটি মৌন মিছিল বের করেন।' *বেগম*, ১৯৬৯; 'ভোরবেলার কাগজে দেখব বলে মৌনমিছিলের ছবি।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৭১।

মৌনমূক [স] *বিণ* শব্দহীন; বোবা। 'হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৌনা [স] *বিণ স্ত্রী* নীরব থাকে এমন। 'নীরব গোপন তুমি মৌনা তাপসিনী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মৌনাবলম্বন [স] *বি* নীরবতা পালন। 'সর্বাধিকারিপুত্র, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মৌনি [স মৌনী] *বিণ* নির্বাক। 'কোকিল বিকল/ মৌনি ভিবি পায়ল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মৌনিতা [স] *বি* নীরবতা। 'মদনধনুর শেষ টংকার জীবনবীণায় দিল ঝংকার, মৌনিতা মুখরিল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

মৌনী [স] *বিণ* নিশ্চুপ; নির্বাক। 'পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৌমাছি, মৌমাছী [স মধুমক্ষিকা] *বি* মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ; মধুমক্ষিকা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মৌমাছী ও মাকড়সার মধ্যে অতিবাদ বিবাদ হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মৌর [স ময়ূর] *বি* ময়ূর। 'মৌর মূষায় দ্বন্দ্ব সদাই কন্দল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৌরলা [স মুরলা] *বি* এক ধরনের ছোটো মাছ। 'টেঙরা মৌরলা পুঁটি বেলে আর চাঁদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মৌরশী [আ মওরুসী] *বিণ* উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখলকৃত। 'কায়েমী মৌরশী চিরপত্তনিদার হিন্দুকে ...।' *দর্শন*, ১৯২৪।

মৌরস [আ মওরুসী] *বিণ* উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'প্রজাগণের মৌরস স্বত্ব বিলোপ।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

মৌরস স্বত্ব [আ মওরুসী+স স্বত্ব] *বি* উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করার অধিকার। 'প্রজাগণের মৌরস স্বত্ব বিলোপ।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

মৌরসি পাট্টা, মৌরসী পাট্টা *বি* খাজনার বিনিময়ে পুরুষানুক্রমে

AMARBOI.COM

জমি ভোগ করার বন্দোবস্ত। 'সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা লওয়া কর্তব্য।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'জমিদারকে যদি মৌরসীপাট্টা দেওয়া হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

মৌরসি স্বত্ব *বি* উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার। 'সেটাতে ... ওর মৌরসি স্বত্ব জন্মেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মৌরসী *বিণ* উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'তার জোত মৌরসী ও মোকররি।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

মৌরুসী *বিণ* উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'তাহাতে মৌরুসী পাট্টাদারেরই স্বত্ব।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

মৌরা [স মুচুটী] *ক্রি* মোচড় দেওয়া। **মৌরবি** *ক্রি* মোচড় দেবে। 'পিয় পরিরম্ভনে মৌরবি অঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মৌরি, মৌরী[1] [স মধুরিকা] ১ *বি* জিরার মতো মশলাবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* ধান জাতীয় শস্য। 'খই আর মৌরির ধান।' *জীবন*, ১৯৩২।

মৌরী[2] *বিণ* মুচকি। 'আমার চীনা বন্ধুটি আদত-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মৌর্খ্যবহু [স] *বি* মূর্খতা। 'মূর্খদিগের মৌর্খ্যবহু হইতে বিমুক্তকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মৌর্যবংশ [স] *বি* চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভারতের রাজবংশ। 'মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মৌল[1] [স] *বি* মহুয়া ফুল। 'স্যামলতা ঘাটুফুল কাল্যাকড়া তোলে মৌল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৌল[2] [স মুকুল] *বি* আমের মঞ্জরী; ফুলের কলি। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মৌল[3] [স] ১ *বিণ* ঘন। 'মৌন, বিজন, মৌল নিশার নিলাজ দ্বিপ্রহরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* অখণ্ড; নিখাদ। 'সম্মুখে নিখিল নাস্তি; পৃষ্ঠদেশে মৌল নীরবতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মৌলবি, মৌলবী [আ মওলবী] ১ *বি* আদালতে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞ কর্মচারী। 'পেস্কার ও মৌলবি ও পণ্ডিত ও আমিন ও মুনসিফ ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* শিক্ষিত মুসলমানদের সম্মানসূচক পদবি বিশেষ। 'মৌলবি আবদুল কাদের খাঁ।' *ক্যালগে*, ১৭৯২। ৩ *বি* ইসলাম ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত। 'সকল মৌলবীর মধ্যে প্রধান শ্রীযুত শাহ আযমল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৪ *বি* আরবি-ফারসি ও ইসলামি বিদ্যার শিক্ষক। 'ইংরাজী শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হইতে পারিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মৌলবি-মৌলানা [আ মওলবী-মওলানা] *বিণ* ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'আমার বাপজি ... মৌলবি-মৌলানা লোক ছিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মৌলভী *বি* ইসলামি ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। 'নেকাহ তালাকের সাক্ষী গোপাল মৌলভী সুলতান আহাম্মদ সাহেব।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মৌলা [স মুকুল>] *ক্রি* মুকুলিত হওয়া। **মৌলিল** [স মুকুল>] *ক্রি* মুকুলিত হলো। 'ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

মৌলানা [আ মওলানা] *বি* ইসলাম ধর্মে বিশেষজ্ঞ। 'আইলা মৌলানা বেশে হাতে দণ্ড বারি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মৌলি [স] ১ *বি* মুকুট। 'মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* খোপা। 'মোতিমবন্ধ মৌলি মহ ইন্দু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* মাথা। 'মণিময় টোপর কিরণ করে মৌলি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মৌলিক [স] ১ *বিণ* সম্ভ্রান্ত বংশে জাত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* অকুলীন। 'মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বিণ* মূল। 'দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* প্রথম উদ্ভাবিত। 'যুগান্তকারী মৌলিক গবেষণাসমূহ তাঁহাদের মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯২৬। ৫ *বিণ* অত্যাবশ্যক; মৌল। 'প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে এরূপ বিধান থাকিবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১; 'জনগণের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধার।' *বেগম*, ১৯৬২।

মৌলিকতা [স] *বি* স্বকীয়তা। 'কাব্য রচনায় মৌলিকতার গৌরব দাবী করতে পারেন।' *সওগাত*, ১৯১৯।

মৌলিকত্ব [স] *বি* মৌলিকতা। 'নিজের মৌলিকত্ব কই?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মৌলিকত্বনির্ভর [স] *বিণ* মৌলিকত্বের উপরে নির্ভর করে এমন। 'সমাজে ব্যক্তির নেতৃত্ব কি তবে মৌলিত্বনির্ভর?' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

মৌলিক পার্থক্য [স] *বি* মূলগত প্রভেদ। 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যদি মৌলিক পার্থক্য নাই থাকবে ...।' *উমর*, ১৯৬৮।

মৌলিকবর্গ [স] *বি* অকুলীন হিন্দু সম্প্রদায়সমূহ। 'এদেশীয় মৌলিকবর্গ পণ অর্থাৎ মূল্যদ্বারা কুলীনের পুত্র কন্যাকে ক্রয় করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মৌলুদ [আ] *বি* (ইসলাম) ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিশেষ। 'দিবানিশি মৌলুদ শরিফ ... বিরাজমান।' *প্রচারক*, ১৯০৩; 'মৌলুদের মাহফিলে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

মৌলুবি [আ মওলবী] *বি* ইসলামি আইন-জানা কর্মচারীবিশেষ। 'দারোগা ও পেস্কার ও মৌলুবি।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

মৌশল [স] *বি* মুষল; মুগুর। 'স্পর্শ করে না তারে শত্রুর মৌশল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৌসুম [আ মৌসিম] *বি* অনুকূল সময়। 'অসহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও।' *নজরুল*, ১৯২২।

মৌশুম *বি* মৌসুম। 'বাকি দালালের জিম্মে আখেরি মৌশুমে হইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মৌসুমী *বিণ* বর্ষাকালীন। 'ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো।' *জীবন*, ১৯৪২।

মৌসুমী-হাওয়া *বি* মৌসুমি বায়ু। 'মৌসুমী-হাওয়া পাল ভরে ওঠে বাজি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মৌহারী [ফা মুহরা] *বি* মধুঝরা বাঁশি। 'কোণ দিগে মোহারী বাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ম্যামি [ই] *বি* মমি; পচনরোধক ভেষজে রক্ষিত প্রাচীন মিশরের রাজাদের মৃতদেহ। 'বহিনে জড়ানো মিশরের ম্যামি কালো বিড়ালকে বলে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ম্যাও [ধ্বন্যা] *বি* বিড়ালের আক্রমণ থেকে রক্ষা। 'কিন্তু ম্যাও ধরবে কে?' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ম্যাঁ ম্যাঁ [ধ্বন্যা] *বি* ছাগলের ডাক। 'ছাগল ম্যাঁ ম্যাঁ করিয়া ডাকিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ম্যাগ [স মেঘ] *বি* বৃষ্টি। 'হ্যাঁ ম্যাগ পড়িছে এখন কি জালে যাবাড় সময়।' *কেরি*, ১৮০২।

ম্যাগনাকার্টা [ই] *বি* (১২১৫ সালে ইংল্যান্ডে স্বাক্ষরিত প্রজাদের অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি) মানবাধিকারের যুগান্তকারী দলিল। 'একুশ দফা আওয়ামী লীগের এই ম্যাগনাকার্টা।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ম্যাগনিফায়িং গ্লাস [ই] *বি* ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় দেখা যায় যে কাঁচের মধ্য দিয়ে। 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে পরীক্ষা করতে শুরু করল।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'সমালোচকেরা দেখেছেন ... চোখে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস লাগিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

ম্যাগনেট [ই] *বি* চুম্বক। 'মুণ্ডুতে ম্যাগনেট ফেলে, বাঁশ দিয়ে রিফ্লেক্ট্‌ করে ...।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ম্যাগনেটিক [ই] *বিণ* চুম্বকযুক্ত; চৌম্বক। 'ম্যাগনেটিক অ্যামপ্লিফায়ার যন্ত্রের দ্বারা এই প্রসারণ-সঙ্কোচনকে এক কোটিগুণ বাড়াইতে হইয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯২৫।

ম্যাগনেটিজম [ই] ১ *বি* সম্মোহনী শক্তি। 'অপূর্ব ম্যাগনেটিজম অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* চৌম্বকত্ব; আকর্ষণ। 'যৌবনের গোড়ার দিকে নারীপ্রভাবের ম্যাগনেটিজমে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ম্যাগনোলিয়া [ই] *বি* একপ্রকার বিদেশি ফুল। 'ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কারনেশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'ম্যাগনোলিয়ার উপরে মালাই বরফ।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ম্যাগাজিন[1] [ই] *বি* সাময়িক পত্রিকা; সাময়িকপত্র। 'নানাবিধ প্যাম্ফলেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ম্যাগাজিন[2] [ই] *বি* আগ্নেয়াস্ত্রে সংযুক্ত গুলি রাখার খাপ বিশেষ। 'বন্দুকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কার্ট্রিজ ভরা থাকে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ম্যাঘ [স মেঘ] *বি* মেঘ। 'ম্যাঘ আলচে খোদা, পানি হবে ইবার।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ম্যাঙ্গানিজ [ই] *বি* শক্ত ধূসর রঙের মৌলবিশেষ। 'এক জায়গায় ম্যাঙ্গানিজের লক্ষণ যেন ধরা পড়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ম্যাচ[1] [ই] *বি* প্রতিযোগিতামূলক খেলা। 'ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ম্যাচ[2] [ই] *বি* মানানসই। 'সবাই বলে দুজনের মধ্যে রঙের সঙ্গে আমাকেই বেশি ম্যাচ করেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ম্যাচম্যাচ [ধ্বন্যা] *বি* অসুস্থতার ভাব। 'গাটা ম্যাচম্যাচ করছে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

ম্যাচিওর [ই] *বিণ* পূর্ণকালপ্রাপ্ত। 'টাকা ম্যাচিওর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ম্যাচিঙ [ই] *বি* সামঞ্জস্য করা। 'শাড়ি ব্লাউজের কন্ট্রাস্ট ম্যাচিঙের দিন গেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ম্যাজম্যাজ [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* অসুস্থতার ভাবযুক্ত। 'রোজ ভোরে উঠেই শরীর ম্যাজম্যাজ।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বিণ* জড়তাযুক্ত। 'মদ না পেলে বোধ করে তার গা হাত ম্যাজম্যাজ করছে।' *নজরুল*, ১৯৪১। ৩ *বি* আলস্য বা জড়তার ভাব। 'এ মজা না পেলে মন ম্যাজম্যাজ করে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ম্যাজমেজে *বিণ* অলস। 'ভাতের আমানিতে ম্যাজমেজে ভাবে অলসতার নেশায় গা ঢেলে দিয়েছে।' *হাই*, ১৯৪৬।

ম্যাজিক [ই] ১ *বি* জাদুর খেলা। 'ম্যাজিকের তাঁবুতে ঢুকিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* জাদু। 'আমি ম্যাজিক শিখব।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ম্যাজিকঅলা [ই ম্যাজিক+হি ওয়ালা] *বি* জাদুকর। 'ম্যাজিকঅলার কাছে যেমন মনের মানুষ ...।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

ম্যাজিকওয়ালা *বি* জাদু দেখায় যে; জাদুকর। 'আমরা ম্যাজিকওয়ালা হরীশ হালদারকে পেয়ে বসেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ম্যাজিকওলা *বিণ* জাদুকরী। 'ম্যাজিকওলা খ্যাপা পদ্যের দোকানেতে তাই এত জোটে খদ্দের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ম্যাজিকবিদ্যা *বি* জাদুবিদ্যা। 'ম্যাজিকবিদ্যা সম্বন্ধে তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ম্যাজিক লণ্ঠন [ই ম্যাজিক+ই ল্যানটার্ন] *বি* বায়োস্কোপ। 'জীবনে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি দেখা মস্ত আকর্ষণের ব্যাপার।' *জসীম*, ১৯৬১।

ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রর [ই] *বি* নিম্ন আদালতের বিচারক। 'জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরেরা আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা।' *পূর্ণিমা*, ১৮৫৬; 'সে জজ ম্যাজিষ্টরের ম্যায়া।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

ম্যাজিস্ট্রেসি [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেটের পদ। 'ম্যাজিস্ট্রেসিকে শাসন ও বিচার এই দুইভাগে ভাগ করার ... সম্ভাবনা গড়িয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

ম্যাজিস্টর [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট। 'বাপ! ম্যাজিস্টরের মেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ম্যাজিস্ট্রেট [ই] *বি* ফৌজদারি মামলার বিচারক। 'ম্যাজিস্ট্রেট অনেক সওয়াল করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ম্যাজেস্টরি [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়। 'সব হাঙ্গামা চুকে গেলে ম্যাজেস্টরিতে খবর দেওয়া উচিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ম্যাজেস্ট্রেটি [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ। 'সে ছাপরায় অ্যাসিটেন্ট ম্যাজেস্ট্রেটি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ম্যাজ্জত *বি* মাজন। 'চুল ফুলাইয়া মেশী মজন দন্ত ম্যাজ্জত করিয়া এই প্রকার অলঙ্কার পরিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ম্যাটমেটে *বি* ছাই রং। 'ম্যাটমেটে রং আকাশটার।' *হাসান*, ১৯৬৪।

ম্যাটার [ই] *বি* বিষয়। 'এবার সিভিল ম্যাটার, ইনসলভেন্সি নিলেই হাঙ্গাম চুকে যাবে এখন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ম্যাটিনি, ম্যাটিনী [ই] *বি* সিনেমার বৈকালিক প্রদর্শনী। 'থিয়েটার ম্যাটিনীর সময় হলো।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'ম্যাটিনির সময়ে আদ্ধেক দামে পেলে।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'আজ হঠাৎ ম্যাটিনির খান-দুই পাশ পেয়ে কাকা আর কাকি সিনেমায় চলে গেছেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ম্যাটিনি শো, ম্যাটানি শো [ই] *বি* সিনেমার বৈকালিক প্রদর্শনী। 'আর দুটো দেখে লুকিয়ে, ম্যাটিনি শো'তে পাড়ার অন্য দু একটি মেয়ের সঙ্গে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮; 'ম্যাটানি শো-র দুখানা টিকিট কাটতে গেলাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ম্যাট্রন [ই] *বি* হাসপাতালের প্রধান সেবিকা। 'আমি ম্যাট্রনরে লইয়া আহি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ম্যাট্রিক[1] [ই] ১ *বি* মাধ্যমিক স্কুলের শেষ শ্রেণী। 'ম্যাট্রিক ও তার নীচের তিনটি ক্লাসে এই নিয়মে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'আই.এ. এবং ম্যাট্রিক ক্লাসের পুরস্কার বিতরণের উৎসব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ২ *বিণ*

AMARBOI.COM

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাস করেছে এমন। 'তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'নাইন্টিন থার্টিফোরের ম্যাট্রিক।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ম্যাট্রিকুলেট [ই] *বি* প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছে যে। 'সে-সব ম্যাট্রিকুলেট আর কোথাও স্থান পাবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ম্যাট্রিকুলেশন [ই] *বি* মাধ্যমিক শ্রেণী; বর্তমান দশম শ্রেণী। 'এই উপাদেয় গ্রন্থখানা ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছেন।' *ছোলতান*, ১৯২৩; 'ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ম্যাট্রিক² [ই] *বি* অবস্থানের শর্তাদি। 'গানে গানে জাল বোনা হয় ম্যাট্রিকের এই বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

ম্যাডাম [ই] *বি* ভদ্রমহিলাদের সম্বোধনসূচক শব্দ। 'ডিয়ার ম্যাডাম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ম্যাডিক্যাল সায়েন্স [ই] *বি* চিকিৎসাবিজ্ঞান। 'হুজুর ম্যাডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ম্যাড়মেড়ে [স মেদ্র>] *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'মাছের চোখের মতো ম্যাড়মেড়ে চোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'পৃথিবীর সমস্ত রং রস ... ম্যাড়মেড়ে হয়ে যেত।' *জীবন*, ১৯৩১।

ম্যাড়া [স মেদ্র>] *বিণ* ভেড়ার মতো। 'তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালিই আছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ম্যাণ্ডারীন [প ম্যান্ডারিম] *বি* চীন সম্রাটের অধীনস্থ উচ্চপদস্থ কর্মচারীবিশেষ। 'সে চীনদেশের পাস-করা মুখস্থবাগীশ ম্যাণ্ডারীনদের মতো স্থূলদেহ ও স্থূলবুদ্ধির লোক নয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

ম্যাণ্ডোলীন [ই] *বি* গিটারের মতো ইতালীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'হাওয়ার অশ্রান্ত ম্যাণ্ডোলীন শুনে বেঞ্চটাকে মনে হবে সাধের গণ্ডোলা।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ম্যাতা *বি* শক্ত তলানি। 'বঁড়শিতে টোপের মতো গেঁথে দেয় কলা এবং পচুই মদের ম্যাতা।' *তারা*, ১৯৪৬।

ম্যাথাম্যাটিকস [ই] *বি* গণিত; অঙ্কশাস্ত্র। 'অমরবাবুর কাছে আমি ম্যাথাম্যাটিকস শিখছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ম্যাদ [আ মীয়াদ] *বি* কারাদণ্ড। 'তাতে না কি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিতে পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ম্যাদা *বিণ* তেজোহীন; অকর্মা। 'ম্যাদা দল আর উদো দল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'তুমি তেজি আমি ম্যাদা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ম্যাদামারা *বিণ* পৌরুষশূন্য। 'অমন ম্যাদামারা হয়ে যাচ্ছিস ক্যানে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ম্যানহোল [ই] *বি* পয়ঃপ্রণালী, বয়লার, ট্যাংক ইত্যাদিতে মানুষ নামার উপযোগী মুখ বা প্রবেশদ্বার। 'একটু বাঁদিকে ঘেঁষে জল উপচে পড়া খোলা ম্যানহোল।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২; 'নেমে যাওয়া ভাঙা বর্ষার প্লাবনশেষে ম্যানহোল থেকে তোলা অন্ত্রময়।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

ম্যানার্স [ই] *বি* আদব-কায়দা। 'ম্যানার্স শেখেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ম্যানিফেস্টো [ই] *বি* লিখিত ঘোষণা; ইশতেহার। 'নির্ব্বাচনী ম্যানিফেস্টো পুনঃ পুনঃ প্রচার করিলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ম্যানিয়া [ই] *বি* বাতিক; মানসিক উত্তেজনা। 'আমার রোগের চেয়ে ওর ম্যানিয়া বড়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

ম্যানিয়াক [ই] *বিণ* বিকারগ্রস্ত। 'বড্ড ম্যানিয়াক হয় মেয়েরা।' *হাসান*, ১৯৬৫।

ম্যানীকিন [ই] *বি* পোশাকের দোকানে পোশাক প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত মানুষের মডেল। 'ডাক পড়ে আপিসের পোশাক ডিজাইনারকে এবং পোশাক-বিক্রেতার দোকানের ম্যানীকিনদের।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ম্যানুফ্যাকচার [ই] *বি* উৎপাদন। 'নিজের রুচি পরের কাছে বন্ধক রাখা ও শতসংখ্যকের জন্যে লার্জ স্কেলে সৌন্দর্য ম্যানুফ্যাকচার করা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ম্যানুয়েল [ই] *বি* কোনো বিষয়ের বিবরণ সংবলিত পুস্তিকা। 'বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষার ম্যানুয়েলের ৭ নং বাধ্যতামূলক আইন শীর্ষক ধারায় লেখা আছে।' *বেগম*, ১৯৫৬।

ম্যানেজ [ই] *বি* অভীষ্ট পথে চালনা। 'তাদের ম্যানেজ করা আপনার মত শান্তশিষ্ট মেয়ের কাজ নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

ম্যানেজার [ই] **১** *বি* প্রধান কর্মচারী। 'কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* ব্যবস্থাপক। 'নবীন ছিল বাড়ির ম্যানেজার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'রবারের কুঠির মেজো ম্যানেজার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ম্যানেজারবাবু [ই ম্যানেজার+ফা বাবু] *বি* ব্যবস্থাপক মহাশয়। 'ম্যানেজারবাবু চলে গেলে তিনি তাঁর প্রিয় বরকন্দাজ শঙ্কর সিংহকে ডেকে পাঠালেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ম্যানেজারি, ম্যানেজারী [ই ম্যানেজার>] *বি* ব্যবস্থাপকের কাজ। 'তুমি ওঁর কারবারের ম্যানেজারি করতে এসেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারী করি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ম্যাণ্ডেট [ই] *বি* ভোটার কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রদত্ত ক্ষমতা; সম্মতি। 'নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া জনসাধারণের ম্যাণ্ডেট আদায় করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

ম্যাণ্ডোলিন [ই] *বি* গীটার জাতীয় ইটালিয়ান বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'হার্প বেয়ালা ম্যাণ্ডোলিন নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গানবাজনা জুড়ে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ম্যাপ [ই] *বি* মানচিত্র; নির্দিষ্ট এলাকার সীমানা চিহ্নিত ভূমি নকশা। 'ঐ এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'সরকারী দলিল ম্যাপ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ম্যামথ [ই] *বি* বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বড়ো আকারের লোমশ হাতিবিশেষ। 'ম্যামথ ম্যাস্টডন প্রভৃতি বিপুলাকায় প্রাণীর প্রাদুর্ভাব ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ম্যামাল [ই] *বি* স্তন্যপায়ী প্রাণী। 'বহন করে ম্যামথ ম্যামাল কালক্রমে মানুষ বানাল।' *জীবন*, ১৯৪০।

ম্যা ম্যা [ধ্বন্যা] *বি* কান্নার ধ্বনি। 'কোন দুঃখে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবেন ম্যা ম্যা মা মা করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ম্যারাথন [ই] *বি* দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়। 'ম্যারাথন আর থর্মপলিতে কী যে হয়েছিল বলিতে বলিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ম্যারাপ *বি* মাদুর ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত অস্থায়ী ছাদ। 'উত্তরে ম্যারাপ বেঁধে ধর্মসভা বসিয়াছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ম্যারিগোল্ড [ই] *বি* গাঁদা ফুল। 'বাগানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, ফুশিয়া, এসেছে ম্যারিগোল্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার [ই] *বি* বিবাহ নিবন্ধক। 'হঠাৎ কোন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ...।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাল [ই মল] *বি* বিপণিকেন্দ্র; শপিংমল। 'আজকে না-হয় ম্যালেই চলো।' বুদ্ধ, ১৯৪৩।

ম্যালামারি *বিণ* অনেক। 'ম্যালামারি বকাস না।' *হাসান*, ১৯৬২।

ম্যালিগনান্ট [ই] *বিণ* মারাত্মক; দূষিত। 'তিন দিনের ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ম্যালেরিয়া [ই] *বি* অ্যানোফিলিস মশার কামড়ে সৃষ্ট জ্বরবিশেষ। 'ম্যালেরিয়া ... প্রকোপে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অস্থিকঙ্কাল কাঁপিয়ে তোলে তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে রৌদ্রে পড়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট [ই ম্যালেরিয়া+স ক্লিষ্ট] *বিণ* ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত। 'তিন প্রাচীন ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট সদ্ব্রাহ্মণের জলযোগ।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ম্যালোয়ারী *বি* ম্যালেরিয়া। 'ভয় যা তা ঐ ম্যালোয়ারীর।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ম্যাসকুলিন [ই] *বিণ* পুরুষজাতীয়। 'ম্যাসকুলিন, ফেমিনিন, আর আর আর।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ম্যাসেজ[1] [ই] *বি* বাণী। 'সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ম্যাসেজ কী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ম্যাসেজ[2] [ই মাসাঝ] *বি* মালিশ। 'মুখের সৌন্দর্য্য ম্যাসেজে যে রকম বাড়ে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ম্যুজিয়ম [ই] *বি* জাদুঘর। 'যাবি বোন, ম্যুজিয়ম দেখতে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ম্যুটিনি [ই] *বি* বিদ্রোহ; সিপাহী বিদ্রোহ। 'ম্যুটিনির উট্রাম প্রভৃতি যোদ্ধাদের কাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ম্যুনিসিপ্যালিটি [ই] *বি* পৌরসভা। 'ম্যুনিসিপ্যালিটি শকট কলিকাতার আবর্জনা বহন করিয়া, অত্যন্ত মন্থর হইয়া চলিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ম্যেজ [স মধ্য] *বিণ* মেজো। 'ম্যেজ বধু, ম্যেজ ভাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ম্যেজ্যে [স মধ্য] *বি* মেঝে। 'চাকোর দরজার খিল দিয়ে ঘরের ম্যেজ্যেয় শুয়ে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ম্রক্ষণ [স] *বি* মিশ্রণ। 'তার ম্রক্ষণ করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ম্রজাই [ফা মিরজাই] **১** *বিণ* মিরজা বা সম্ভ্রান্ত লোক সংক্রান্ত। 'চৌগোঁফা ম্রজাই দাড়ি ঝুলিয়াছে ভাল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* ফতুয়া জাতীয় জামাবিশেষ। 'অঙ্গে সুশোভিত নিনুর ম্রজাই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ম্রণালদণ্ড [স মৃণাল+দণ্ড] *বি* পদ্মডাঁটা। 'ভূজিয়া ম্রণালদণ্ড করে নানা খেলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

ম্রিয়মাণ [স] **১** *বিণ* মরণাপন্ন। 'রূপবান পুরুষ আসিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়া ... দেখ আমার কি হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বিণ* নিষ্প্রভ; ম্লান। 'এক২ বিদ্যালয় ও টোল কোন২ স্থলে আছে তাহাও অতি ম্রিয়মাণ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪। **৩** *বিণ* নির্জীব। 'কালে জীর্ণ হইয়া ম্রিয়মাণ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'হেমন্তের ম্রিয়মাণ গাছপালা পাতা ঘাস।' *জীবন*, ১৯৩২। **৪** *বিণ* হতাশ। 'বিলম্ব হইলেও ম্রিয়মাণ হওয়া উচিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৫** *বিণ* নিস্তেজ। 'তোমার বিরহে অহরহ ম্রিয়মাণ যে এই শরীর ইহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৬** *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি বৈশ্বানর। দূরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৭** *বিণ* ক্ষয়িষ্ণু। 'ম্রিয়মাণ শতাব্দীকে ফেলে ঢেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ম্রিয়মাণভাবে [স] *ক্রিবিণ* নিশ্চলভাবে। 'জড়বৎ নিস্পন্দ হইয়া ম্রিয়মাণভাবে অবস্থান করি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ম্রিয়মাণা [স] *বিণ স্ত্রী* বিষণ্ণ। 'দিন দিন ম্রিয়মাণা দুঃখের কারণে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'চাঁদ যেথা দিগন্তে বিলীন ম্রিয়মাণা।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

ম্রো *বি* বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ম্রো মেয়েদের বিশেষ কাজ হচ্ছে ...।' *বেগম*, ১৯৭৩।

ম্লান [স] **১** *বিণ* মলিন। 'এ বিষয়ে আত্যন্তিক ম্লান আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বিণ* বিষণ্ণ। 'দেশীয় লোকের এবম্প্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত ... নিরাশয় ম্লান ও অবসন্ন না হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* তেজ কমে এসেছে এমন। '... পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বিণ* নিষ্প্রভ। 'সেই গল্পের তেপান্তরের মাঠ এবং সাত সমুদ্র তেরো নদী ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ম্লানতা [স] **১** *বি* মলিনতা। 'নিজের চারপাশের ম্লানতা হইতে যেন ফুঁড়িয়া উঠিয়া আমাদিগকে হাঁক দিয়া ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* ব্যর্থতা। 'দিনের তাপের রৌদ্রজ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়, সেই ম্লানতা ক্ষমা করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ম্লানদীপ্তি [স] *বিণ* নিষ্প্রভ। 'সায়াহ্নের ম্লানদীপ্তি সে করুণচ্ছবি ধরিল কল্যাণরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ম্লানভাতি [স] *বি* মলিন প্রভা। 'নীরব আঁধার রাতি, তারকার ম্লানভাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ম্লানমধুর [স] *বিণ* দুঃখের এবং আনন্দের। 'হাসি-কান্নার ম্লানমধুর স্মৃতিতে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ম্লানমুখ [স] **১** *বি* বিষণ্ণ বদন। 'ফেলিয়া অশ্রুর নীরে, ম্লানমুখে করিয়াছে মান।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫; 'দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া ম্লানমুখ বিষাদে বিরস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* নতমুখ। 'দূতবর ম্লানমুখে অতি দুঃখিত ভাবে অবিকল নিবেদন করিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

ম্লানমুখী [স] *বিণ স্ত্রী* মুখ মলিন হয়েছে এমন। 'বিবি ... লজ্জায় ম্লানমুখী বিনয়ে বিদায় হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ম্লানস্পর্শ [স] *বি* মলিন পরশ। 'তার ভাবা হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লানস্পর্শ লেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ম্লানায়মান [স] *বিণ* ম্লান হয়ে যাচ্ছে এমন। 'ম্লানায়মান নিভৃত সন্ধ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ম্লানি [স] *বি* মলিনতা। 'কোনোখানে কিছু ম্লানি নাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ম্লানিমা [স] *বি* মলিনতা। 'ভোরবেলাকার আবহাওয়া আর সাঁঝের ম্লানিমায়।' *নজরুল*, ১৯২২; 'আমার দুচোখ পুরে বেদনার ম্লানিমা ঘনায়।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ম্লানিহীন [স] *বিণ* মলিন হয় না এমন। 'ম্লানিহীন অন্ধকারে জেগে ওঠে বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ম্লায়মান [স] *বিণ* ম্লান বা নিষ্প্রভ হচ্ছে এমন। 'যে পথিক অস্তসূর্যের ম্লায়মান আলোর পথ নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ম্লেচ্ছ [স] **১** *বি* অব্রাহ্মণ জাতিবিশেষ। 'ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম্ম পালিব।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মুসলিম ব্যক্তি। 'ম্লেচ্ছ বলে আজি হইতে তুমি মোর পুত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* গালিবিশেষ। 'ম্লেচ্ছ ... আশীর্ব্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' *অক্ষয়*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৪৬। **৪** *বিণ* অচ্ছুত। 'সেটা যে শুনেচি একেবারে ম্লেচ্ছ দেশ।' *শরৎ*, ১৯২৬।

ম্লেচ্ছত্ব [স] *বি* ম্লেচ্ছসুলভ আচরণ। 'দেশের ম্লেচ্ছত্বদোষ কিংবা আর্যত্বগুণ নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ম্লেচ্ছদেশ [স] *বি* ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ স্থান। 'ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি অপার। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ম্লেচ্ছ ভাষা [স] *বি* ম্লেচ্ছদের মুখের ভাষা। 'ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করিও না।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ম্লেচ্ছভূমি [স] *বি* অহিন্দুদের আবাসভূমি। 'পূর্ব্বতন হিন্দুরা জাহাজারোহণ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছভূমি প্রভৃতি নানা দেশে বাণিজ্য ও যুদ্ধোপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

ম্লেচ্ছসংসর্গ [স] *বি* অহিন্দুর সঙ্গে মেলামেশা। 'ম্লেচ্ছসংসর্গ ও সমুদ্র পার হওয়া কিছুই নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ম্লেচ্ছাচারী [স] *বিণ স্ত্রী* ম্লেচ্ছের মতো আচরণকারী। 'যে ম্লেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য

য [পা যত্তক] *বিণ* যতো। 'তিনি য বার পা ফেলচেন তবারি যেন আতঙ্কে সাপে কামড়ালে বোধ হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

যওয়াব [স জওয়াব] *বি* জবাব; উত্তর। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সলিসিটর জেনরল সর ... দ্বারা শুনানী হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যঃ পলায়তি স জীবতি [স] – যে পালায় সে বেঁচে যায়। 'বাবা, যঃ পলায়তি স জীবতি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

যকি *বি* ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার চালক। 'ঘোড়াদের পদকোষ্ঠী, যকিদের জানে ডাক-নামে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

যকৃৎ [স] **১** *বি* হজমরস নিঃসারক মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রত্যঙ্গবিশেষ। 'যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রকে বিকল করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'তাঁহার যকৃৎ স্ফীত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বি* যে রোগ পিত্তাশয় বৃদ্ধি করে। 'শুধু লজ্জা নয়, শুনলুম তার যকৃৎও ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

যক্ষ [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) ধনের রক্ষণাবেক্ষণ যার কাজ। 'পশ্চিমে খুদিবে তাহাঁ যক্ষ এক হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* যক। 'ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

যক্ষনারী [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) এক প্রকার দেবযোনি। 'যক্ষনারী বলে উঠেছে, মা গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

যক্ষপতি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ধনের দেবতা কুবের। 'নাম মকরাক্ষ বলে যক্ষপতি সম।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যক্ষবধূ [স] *বি* বিরহিণী। 'যক্ষবধূ গৃহকোণে ফুল নিয়ে দিন গনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যক্ষশিশু [স] *বি* যক্ষের সন্তান। 'যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর অট্টরোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যক্ষিণী [স] *বি* যক্ষনারী। 'দেবতা অসুর কিবা যক্ষিণী কিন্নর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যক্ষেন্দ্র [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে ধনের দেবতা কুবের। 'স্বর্ণসৌধে সুধধিরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

যক্ষেশ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ধনদেবতা কুবের। 'নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

যক্ষ্মা [স] *বি* যক্ষ্মারোগ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এই প্রযুক্ত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালে পরলোক গত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যক্ষ্মা ওয়ার্ড [স যক্ষ্মা+ই ওয়ার্ড] *বি* হাসপাতালে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার বিভাগ। '৫০ বেডের একটা যক্ষ্মা ওয়ার্ড তৈরির আয়োজন প্রায় শেষ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যক্ষ্মাকাস, যক্ষাকাস [স যক্ষ্মা-কাশ] *বি* ক্ষয়কাশ। 'অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ আর যক্ষাকাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যক্ষ্মাক্রান্ত [স] *বিণ* যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। 'আমার বাবা ঋণগ্রস্ত ও যক্ষ্মাক্রান্ত হৈয়া পড়েছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যক্ষ্মা ক্লিনিক [স যক্ষ্মা+ই ক্লিনিক] *বি* যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসালয়। 'আমরা এগারোটি যক্ষ্মা ক্লিনিক তৈরি করেছি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যক্ষ্মাগ্রস্ত [স] *বিণ* যক্ষ্মায় আক্রান্ত। 'সে একটা যক্ষ্মাগ্রস্ত মেয়েকে বিয়ে করে তার গর্ভে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে উৎপাদন করেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

যক্ষ্মা-দেবী [স] *বি* যক্ষ্মা রোগ দেয় কল্পিত যে দেবী। 'সাক্ষী ক'রে যক্ষ্মা-দেবী সঁপো।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

যক্ষ্মাবসাদ [স] *বি* ক্ষয়রোগের কারণে সৃষ্ট অবসন্নতা। 'পার হয়ে এই যক্ষ্মাবসাদ শ্রান্ত ব্যাধিতে ঘেরা।' *করুণ*, ১৯৪৩।

যক্ষ্মাবিরোধী [স] *বিণ* যক্ষ্মা নিবারণকারী। 'যক্ষ্মাবিরোধী টিকাকে বলা হয় বি,সি,জি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যক্ষ্মারোগিণী [স] *বি স্ত্রী* যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত যে। 'আমাকে জোর করে বসিয়ে দিলেন সেই যক্ষ্মারোগিণী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

যক্ষ্মারোগী [স] *বিণ* যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত। 'যক্ষ্মারোগী বাবার চিকিৎসার পয়সা জুটে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যখ [স যক্ষ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) যক্ষ। 'যখ কাকে বলে, জান?' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

যখ দেওয়া *ক্রি* (হিন্দুসংস্কার) জীবিত বালককে মাটির নীচে সঞ্চিত ধনরাশির সঙ্গে পুঁতে রাখা। 'তা মা, জ্যান্ত ছেলেকেও যখ দেওয়া যায় না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

যখের ধন *বি* অতিশয় কৃপণ লোকের ধন। 'আমি আর যখের ধন আগলাতে পারিনে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

যখন [স যৎক্ষণ] **১** *ক্রিবিণ* যে সময়ে। 'আচার্য চরণধূলি লইল যখনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* যেহেতু। 'ডাক্তার যখন কদমপুরে সবাই চেনে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

যখন-তখন *ক্রিবিণ* যেকোনো সময়ে। 'যখন-তখন উনপঞ্চাশ বায়ু-বেগে চতুর্দিকে উড়ু-উড়ু করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

যজন [স] *বি* যজ্ঞ। 'তাঁহারদের যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান।' *দর্পণ*, ১৮২১।

যজনযাজন [স] *বি* (হিন্দুসমাজে প্রচলিত) পুরোহিতের কাজ; পৌরোহিত্য। 'আমার বাবা করতেন যজনযাজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যজনা [স] *বি* পূজা। 'সুরদলনীর করি এ নিয়ে যজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

যজমান [স] **১** *বি* যজ্ঞকারক। 'এই পট্টডোর তুমি হও যজমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়ে পূজা করায়। 'যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

যজমানি, যজমানী [স যজমান>] **১** *বি* পৌরোহিত্য। 'সেকেণ্ড পণ্ডিত শ্রীবিলাস চক্রবর্তীর যজমানী আর গুরুগিরি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯। **২** *বি* কর্তৃত্ব। 'কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলে পাবে পুরুষানুক্রম যজমানি।' *শক্তি*, ১৯৭০।

যজা [স যজন>] *ক্রি* সাধনা করা। **যজে** *ক্রি* সাধনা করে। 'যে-জন পঞ্চতত্ত্ব যজে লীলারূপে মজে সেহি জানে রসিক রাগের ধারা।' *লালন*, ১৮৯০।

যজিয়া [স যজন>] *ক্রি* উপাসনা ক'রে। 'যোগেশ্বরে যজিয়া যোগীর বেশ ধরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যজু [স যজুঃ] *বি* যজুর্বেদ; চতুর্বেদের অন্যতম। 'ঋগ যজু সাম অথর্ব্ব/ চারী বেদ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যজ্ঞ [স] **১** *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী দেবতার অনুগ্রহ লাভের অনুষ্ঠানবিশেষ। 'না দেখিয়া যজ্ঞে দেবী শিবের পূজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* যাবতীয় কর্তব্য। 'সেই যজ্ঞ-সমাধার ভার গুরুদক্ষিণার স্বরূপ চারুলতা গ্রহণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

যজ্ঞকুণ্ড [স] *বি* যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ড। 'বাল্মীকি দৌড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

যজ্ঞক্ষেত্র [স] *বি* পূজার স্থান। 'যজ্ঞক্ষেত্র থেকে লোকারণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যজ্ঞঘোড়া [স যজ্ঞঘোটক] *বি* যজ্ঞের ঘোড়া। 'আমরা ধরি মৃত্যুরাজার যজ্ঞঘোড়ার রাশ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যজ্ঞডুমুর *বি* এক জাতীয় ডুমুর। 'ভোর নাগাদ বট আর যজ্ঞডুমুর মাটিতে পড়ে ফেটে যাচ্ছিল।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

যজ্ঞধূম [স] *বি* যজ্ঞের বা হোমাগ্নির ধোঁয়া। 'নহে যজ্ঞধূম ও-ফলক সারি সারি সুবর্ণমণ্ডিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'মানব-মেধের যজ্ঞধূম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

যজ্ঞপত্নি [স যজ্ঞ+স পত্নী] *বি* যজমানপত্নী। 'যজ্ঞপত্নির স্থানে অন্ন মাগিয়া খাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

যজ্ঞবেদী [স] *বি* যজ্ঞের মঞ্চ; যজ্ঞ পালনের বেদী। 'অপবিত্র যজ্ঞবেদীর উপরে নবাগত দেবতার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর নিত্য বলিদান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যজ্ঞভঙ্গকারী [স] *বিণ* যজ্ঞ ভঙ্গ করে এমন। 'যজ্ঞভঙ্গকারী নিশাচরের মতন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

যজ্ঞভাগ [স] *বি* যজ্ঞের অংশ। 'দেয় গো বাঁটি নিখিল মাঝে আনন্দেরি যজ্ঞভাগ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

যজ্ঞভূম [স] *বি* যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'দুরাচর রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করাতে বুঝি ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

যজ্ঞভূমি [স] *বি* যেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

যজ্ঞ-যাগ [স] *বি* যজ্ঞ এবং আনুষঙ্গিক কর্ম। 'এ-সব আনিতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ-যাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যজ্ঞশালা [স] **১** *বি* যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* কর্মস্থল। 'বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

যজ্ঞশীল [স] *বিণ* যজ্ঞপালনকারী। 'বিজ্ঞবর যজ্ঞশীল মহারাজ আদিশূরের আজ্ঞানুসারে এই গৌড়ভূমিতে বসতি করিয়াছিলেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যজ্ঞস্থল [স] *বি* যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'পুষ্পমধু যজ্ঞস্থলে আনীত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যজ্ঞহুতাশন [স] *বি* যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অগ্নি। 'এই যজ্ঞহুতাশন কি নিবিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যজ্ঞাংশভুক [স] *বিণ* যজ্ঞের অংশ ভোগকারী। 'এইসব মারণযজ্ঞের বলি যেমন অগণিত মানুষ, এদের হোতা যজ্ঞাংশভুক উপদেবতারাও তেমনি মানুষ।' *শিব*, ১৯৫৬।

যজ্ঞাঙ্গ [স] *বিণ* যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ। 'বিবাহের পূর্ব্বে গুরুর নিকট পাঠ সমাপ্তির বিদায় গ্রহণ স্বরূপ যজ্ঞাঙ্গ স্নান বিধিকে সমাবর্ত্তন কহা যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

যজ্ঞাদি [স] *বি* যজ্ঞ ইত্যাদি। 'যজ্ঞাদি উৎসব-কার্য্যে সমাদরপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যজ্ঞানল [স] *বি* যজ্ঞের আগুন; হোমানল। 'ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যজ্ঞানুষ্ঠান [স] *বি* বেদবিহিত অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সন্তানোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে নরকগামী হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যজ্ঞিবাড়ি *বি* যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়; যজ্ঞশালা। 'বাঙালি যজ্ঞিবাড়িকে চিৎকারে গ্রীকরা হার মানায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

যজ্ঞির বিড়াল *বি* সুবিধাবাদী। 'তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম। না আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল?' *হুতোম*, ১৮৬১।

যজ্ঞির যজমান *বি* যজ্ঞকর্তা। 'যজ্ঞির যজমানরা আমার আসল মতলব ধরতে না পেরে সভাস্থলে বসিয়ে দিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

যজ্ঞোপবীত [স] *বি* ব্রাহ্মণের পৈতা পরার অনুষ্ঠান। 'মনোযোগ না করিয়া যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত মাতামহ গৃহে বাস করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

যটি *বিণ* যে কয়টি। 'যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা।' *ভারত*, ১৭৬০।

যৎ[১] [স] *বিণ* যে। 'শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

যৎকালীন [স] *ক্রিবিণ* যে সময়ে। 'যৎকালীন হিন্দুদিগের দুরদৃষ্ট হইল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

যৎকালে [স] *ক্রিবিণ* যখন। 'শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

যৎকিঞ্চিৎ [স] *বিণ* সামান্য। 'যৎকিঞ্চিৎ মুনাফা হইয়াছিল।' *কেরি*, ১৮০২।

যৎকুৎসিত [স] *বিণ* অতিশয় নোংরা। 'যৎকুৎসিত সম্পর্কবিরুদ্ধ গালাগালি দিলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

যৎপরোনাস্তি [স] *বিণ* যারপরনাই; অত্যন্ত। 'নগরমধ্যে সুনির্ম্মল স্বাস্থ্যকর জলাভাবে যৎপরোনাস্তি অকল্যাণ ঘটিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পেয়েছি যাতে মূল ভাব ও চিত্রকল্প ... অপরিবর্তিত থাকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

যৎসামান্য [স] *বিণ* খুব অল্প। 'ঐ সকল মলপূর্ণ দুর্জ্ঞেয় জলপ্রণালী কদাপি যৎসামান্য রূপেও পরিষ্কৃত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'যৎসামান্য সেই দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

যৎ[২] *বি* (সঙ্গীত) তালবিশেষ। 'সিন্ধুকাফি যৎ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

যত, যতো [পা যত্তো; স যতি] **১** *বিণ* যে-সংখ্যক। 'এবে হতেঁ দৈবকীর যত গবর্ভ হও।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* যাবতীয়। 'যত নানা ফুল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যত অমঙ্গল সকল যাউক দূরে।' *চণ্ডী*, ১৫৭০; 'যত প্রবোধ কৈল কিছু না শুনিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *ক্রিবিণ* যে পরিমাণ। 'আর আর যুগেতে অর্থব্যয় যতঃ করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *ক্রিবিণ* যে পরিমাণে। 'পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরি যত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

AMARBOI.COM

যতই *ক্রিবিণ* যতোটা। 'তোমার বিলাতীয় বেশ-ভূষাদি ভৌতিক বিষয় মাত্রের অনুকরণ করিতে যতই সমর্থ হও ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

যতক্ষণ *ক্রিবিণ* যে সময় পর্যন্ত। 'যতক্ষণ রাগের প্রাদুর্ভাব থাকে জ্ঞানের কথা প্রায় অনবধান করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ – যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ আশা আছে। 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

যতখন *ক্রিবিণ* যে সময় পর্যন্ত। 'যতখন ওটি নাহি পড়ে ঝরে, ততখনো যদি মনে রাখ মোরে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'চলে যায় দিন যতখন আছি ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

যতটুকু *ক্রিবিণ* যে অংশটুকু। 'তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যতদূর *ক্রিবিণ* যে পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। 'যতদূর চেয়ে দেখি আমার পায়ের আর অন্ত দেখি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

যত দোষ এই নন্দ ঘোষ – যে যেই অপরাধই করুক না কেন, তার দায়ভার কেবল একজনের উপরই বর্তালে এমন বাক্য ব্যবহৃত হয়। 'যত দোষ এই নন্দ ঘোষের ঘাড়েই হুড়মুড় করে পড়ল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

যতবড়ো-না-মুখ-ততবড়ো-কথা – ছোটো মুখে বড়ো বড়ো কথা। 'যতোবড়ো-না-মুখ-ততোবড়-কথার দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

যতবড়ো মুখ তত বড়ো কথা – অনুচিত কথা। 'পাষণ্ড যত বড়ো মুখ তত বড়ো কথা, আমায় বল কিনা বুঝিয়ে চলো।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

যতবড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা – অত্যধিক স্পর্ধিত উক্তি। *সুবল*, ১৯০৬।

যত যত *বিণ* যেসকল। 'শহরের মধ্যে যেখানে যত২ পাঠশালা আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

যতয় *বিণ* যে-পরিমাণ। 'শঙ্খ সিন্দুর আদি যতয় কঙ্কন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যত সব *ক্রিবিণ* যতোখানি। 'যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্না – আগে যত হাসবে শেষে তত কাঁদতে হবে। 'যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যতা [স যতি] *বিণ স্ত্রী* যত। 'গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

যতেক ১ *বিণ* যত। 'যতেক যতেক তার আছিল মনের সন্তাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* যাবতীয়। 'যতেক প্রবন্ধ সব জানাহ আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* যে পরিমাণ। 'যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যতোদূর *বিণ* যে পরিমাণ। 'ইসলাম নারীকে যতোদূর অধিকার দিয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

যতন [স যত্ন] **১** *বি* যত্ন। 'সাজাইল অনেক যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আত গেলি সত্বর গমনে বড়ায়িক না করি যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অধ্যবসায়। 'এ কাজ সাধিব আহ্মে করিআঁ যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* প্রযত্ন। 'দান লৈতেঁ নাহি মল কিসকে যতন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বি* চেষ্টা। 'পাইল আলিঙ্গম কাহাঞি বিনি যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৫** *বি* আদর। 'তোমাকে কহিনু এত করিয়া যতন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

যতনভরে *ক্রিবিণ* যত্ন ক'রে। 'দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে গোপন ঘরে/ যতনভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যতনে ১ *ক্রিবিণ* উৎসাহের সঙ্গে। 'বিবাহ করিলা আসি বহুল যতনে।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *ক্রিবিণ* যত্নসহকারে। 'তুমি আজীবন যতনে লালিত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যতনেতে *ক্রিবিণ* আগ্রহের সঙ্গে। 'বেশ্যাকুচ বিমর্দন, যতনেতে আলিঙ্গন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যতি[1] [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'যতিঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যতি[2]**, যতী** [স] *বি* সন্ন্যাসী। 'কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মানুষকে যাঁরা গ্রীন হাউসে পূরে সতী বা যতি বানাতে চান ... ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যতিধর্ম, যতিধর্ম্ম [স] *বি* শাস্ত্র অনুসারে সন্ন্যাসীর কাজ; সন্ন্যাসব্রত। 'পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শুধু যতিধর্মের নয়, সতীধর্মেরও এই লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যতি[3] [স] *বিণ* যতো। **যতি খনে** *বিণ* যতক্ষণে। 'যতি খনে দ্বিজকুল মঙ্গল না পঢ়ই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

যতি[4] [স] *বি* পাঠের সুবিধা এবং অর্থ পরিষ্কার করার জন্যে ব্যবহৃত বিরাম চিহ্ন। 'সন্ধি ও সঙ্গতি, ছন্দোবিধি, লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং (৬) যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি।' *হাই*, ১৯৫৪।

যতিচ্ছেদ [স] *বি* বিরাম চিহ্ন। 'সন্ধি ও সঙ্গতি, ছন্দোবিধি, লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং (৬) যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি।' *হাই*, ১৯৫৪।

যতিবিরল [স] *বিণ* যতি কম এমন। 'ফলে বাঙালী যতিবিরল ছন্দে হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্বরান্ত, হলন্ত ইত্যাদি... ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যতিহীন [স] *বিণ* অবিরাম। 'মানিনা আত্মার আয়ু যতিহীন, স্বর্গ-নরকের।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

যতির্ব্বা [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যত্তন [স যত্ন] *বি* আদর। 'পূর্ব্বে নিবেদিল তোরে করিয়া যত্তন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যত্ন [স] **১** *বি* চেষ্টা। 'নারী মনে পশি যায়/ যত্নে নাহি বাহিরায়/ সেয়াকুলের কাঁটা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পরিচর্যা। 'আজ্ঞা শব্দে ব্রহ্ম দেহ মন যত্ন ধৃতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* আন্তরিকতা। 'কোন কথা পার যদি যত্নে রাখিবারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* আদর আপ্যায়ন। 'গোপ-রাজ গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে মহা যত্নে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

যত্ন-অভ্যর্থনা [স] *বি* যত্নআত্তি; সমাদর। 'এত যত্ন-অভ্যর্থনা অনেক দিন করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যত্ন-আত্তি *বি* পরিচর্যা। 'ছেলেমেয়েদের যত্ন-আত্তি করবে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

যত্ন-আত্মীয়তা [স] *বি* আদর যত্ন। 'এমন ভাল ছেলে, এমন দয়ামায়া – কি জ্ঞান, একটু যত্ন-আত্মীয়তা – পার্বতী হাসি চাপিয়া বলিত ... ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

যত্নকর্তা, যত্নকর্ত্তা [স] *বি* যত্ন নের যে। 'কার্য্য সিদ্ধি না হইলে যত্নকর্ত্তার দোষাভাব।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

যত্ন-চেষ্টা [স] *বি* আন্তরিক চেষ্টা। 'তবে যত্ন-চেষ্টার ফলে এর

AMARBOI.COM

উৎপাদন অবশ্য বাড়ান যায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যত্ননে *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে; সযত্নে। 'আর এক বর দিব পালিয় যত্ননে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যত্নপালিত [স] *বিণ* সযত্নে লালিত। 'যত্নপালিত খাসী-মুরগীর মায়া গৃহাগত মুরশিদের সেবায় উৎসর্গ করিয়া ...।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

যত্নপূর্বক, যত্নপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে। 'রায়ের গৃহিণীকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যত্নবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সচেষ্ট। 'জ্ঞানরত্ন দ্বারা তাহার চিত্তকে অলঙ্কৃত করিতে যত্নবতী হয়েন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'সাধ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গপরিত্যাগ যত্নবতী থাকিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যত্নবন্ত [স] *বিণ* যত্নবান। 'জ্ঞান প্রচারের নিমিত্ত যত্নবন্ত হও।' *অক্ষয়* ১৮৪৩।

যত্নবান [স] ১ *বিণ* উদ্যোগী। 'মস্তকে ধরিআ আনে হইয়া যত্নবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সচেষ্ট। 'দশ পাঁচ ঘর প্রজা ঐ স্থানে বসাইতে পারহ তাহার চেষ্টা নিতান্ত যত্নবান হইয়া করিবা।' *রামরাম*, ১৮০২; 'দেশীয় লোকদিগকে উন্নত করিতে যত্নবান হও।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

যত্নবাহুল্য [স] *বি* যত্নের বাড়াবাড়ি। 'এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যত্নভরে *ক্রিবিণ* সযত্নে। 'তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যত্নশীল [স] *বিণ* মনোযোগী। 'গবর্ণমেন্ট যদি আন্তরিক যত্নশীল হন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৭।

যত্নসহকারে [স] *ক্রিবিণ* মনোযোগের সঙ্গে। 'সেই সমস্ত ধর্মশাস্ত্র যত্নসহকারে মন্থন করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যত্নাভ্যাস [স] *বি* চর্চা; অনুশীলন। 'পুরুষ জাতির যেরূপ যত্নাভ্যাসে বিদ্যা জন্মে স্ত্রীজাতিরও সেইরূপ।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

যত্নেক [স] *ক্রিবিণ* যত্নসহকারে। 'মায় সমে যত্নেক খাএ চারি সহোদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যত্নে-ধরা *বিণ* সযতনে মনে গেঁথে আছে এমন। 'বিশ্বের জিনিসের যত্নে-ধরা স্মৃতির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল সে।' *অবন*, ১৯২৫।

যত্র [স] *ক্রিবিণ* যেখানে। **যত্রতত্র** [স] *ক্রিবিণ* যেখানে সেখানে। 'প্রাণ লইয়া যত্রতত্র পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'যত্রতত্র কারণে-অকারণে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

যত্র আয় তত্র ব্যয় – যতো আয় ততো ব্যয়। 'আমাদের ছিল যত্র আয় তত্র ব্যয়ের পরিবার।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

যথ [পা যতো] ১ *ক্রিবিণ* যত। 'আর যথ দিআছেন্ত রত্ন অমূলিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* সকল। 'তেকারণে প্রণামিল যথ ফিরিস্তাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

যথকর্ম [পা যতো+স কর্ম] *বি* অনুরূপ কাজ। 'এহি রূপে যেই অঙ্গ যে সবে দেখিল পৃথিবীতে যথকর্ম করিতে শিখিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

যথা, যথাঁ [স যথা, যত্র] ১ *ক্রিবিণ* যেখানে। 'যথাঁ দূতা মোর জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দেব হরি আছে যথা।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* যেমন। 'কেহো শিষ্য কেহো পত্নী যার যথা রতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রিবিণ* যেরূপ। 'তপস্থানে ব্রহ্মা যথা করেন তপস্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যথাএ *ক্রিবিণ* যেখানে। 'যথাএ চলি যাও তুহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যথাকথঞ্চিৎ [স] *ক্রিবিণ* কষ্টেসৃষ্টে। 'তৎপরে যথাকথঞ্চিৎ স্বহস্তেই সামান্যরূপ কিঞ্চিৎ আহার প্রস্তুত করিয়া লইতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

যথাকর্তব্য [স] *বি* যা করা উচিত তা। 'তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়া যথাকর্তব্য করেন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

যথাকার [স] *বিণ* যেখানকার। 'যথাকার যে বার্তা কহেন আসি সব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যথাকাল [স] *বি* ঠিক সময়। 'যথাকালে সেই পত্র পাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

যথাকালে [স] *ক্রিবিণ* যখন পাওয়ার কথা তখন। 'যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হপ্তাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওয়ানা হইয়া পড়িলাম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

যথাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* ক্রমানুসারে। 'নামাভ্যাস হইলে যথাক্রমে অক্ষাক্ষর ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যথাজ্ঞান [স] *ক্রিবিণ* জ্ঞান অনুযায়ী। 'তাঁকে শাস্ত্র বিষয়ে যথাজ্ঞান সংবাদ দিতে পারবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যথাতথা [স] *ক্রিবিণ* যেখানে সেখানে। 'যথাতথা যাও আমি যাই সংহতি।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথা।' *অবন*, ১৯২৫।

যথানিয়ম [স] *ক্রিবিণ* নিয়মমাফিক; যথাবিধি। 'যথানিয়মে চিতা প্রস্তুত হইলে ... তাহারে লইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যথানির্দিষ্ট [স] *বিণ* যেমন স্থিরীকৃত। 'যথানির্দিষ্টমতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যথাপরিমাণে [স] *ক্রিবিণ* যথোপযুক্তভাবে। 'চিন্তার মধ্যে আমরা যথাপরিমাণে আনিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যথাপরিমিত [স] *ক্রিবিণ* প্রয়োজনমতো। 'জিনিসপত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যথাপূর্ব [স] *ক্রিবিণ* আগের মতো। 'দুর্ভিক্ষ, বন্যার চক্রে যথাপূর্ব চলি।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

যথাবৎ [স] *ক্রিবিণ* নিয়ম অনুসারে। 'পূজার অন্যান্য অঙ্গ যথাবৎ সমাপ্ত করিয়া, রাজাকে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যথাবিধানে [স] *ক্রিবিণ* পরম্পরা অনুসারে। 'প্রতিদিন যথাবিধানে, পূজা করিতে আরম্ভ করুন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যাঁহারা ... যথাবিধানে মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে মৌনী বা মৌনব্রতী বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যথাবিধি [স] *ক্রিবিণ* নিয়মমাফিক। 'রামায়ণ ভারথ পড়িল যথাবিধি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যথাবিহিত [স] *বিণ* উপযুক্ত। 'যথাবিহিত কারণ অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের সাধন করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'এই-সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যথাভিরুচি [স] *বিণ* যেমন রুচি। 'যথাভিরুচি রূপ দেখিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে খেলুড়ির মতো খেলা শেষে।' *অবন*, ১৯২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথামত [স] *ক্রিবিণ* যথোচিত। 'যার যথামত পার বরাদ্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যথাযথ [স] *বিণ* উপযুক্ত। '... তাহাতে যথাযথরূপে সংগঠিত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

যথাযথভাবে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথ উপায়ে। 'সুরসম্পদ যথাযথ ভাবে বাড়ালে তাতে করে গানের রস নিবিড়তরই হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

যথাযথরূপে [স] *ক্রিবিণ* ঠিকভাবে। 'তাহাতে যথাযথরূপে সংগঠিত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

যথা যথা [স] ১ *ক্রিবিণ* যথাযথ। 'আর কত আছে যে যে কৈল যথা যথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* যথার্থ। 'উহাদের ঘরে স্নেহ ও আদর পাইয়াছি যথা যথা।' *জসীম*, ১৯২৭।

যথাযোগ্য [স] ১ *বিণ* যথোপযুক্ত। 'সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্বাভাবিক। 'পূর্ব্বপ্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যথাযোগ্যতা [স] *বি* উপযুক্ততা। 'জন্তুর উত্তর পাওয়া যায় তার দৈহিক ব্যবস্থার যথাযোগ্যতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যথাযোগ্যভাবে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথ উপায়ে। 'সুরসম্পদ যথাযথ ভাবে বাড়ালে তাতে করে গানের রস নিবিড়তরই হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'শিশুকে যথাযোগ্যভাবে গড়ে তুলতে হলে চাই যে আবেষ্টন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

যথায় [স যথা>] *ক্রিবিণ* যেখানে। 'রসুলক যথায় ছাপাই থুইছে নারী।' *সুলতান*, ১৭০০।

যথারীতি [স] *ক্রিবিণ* নিয়মমতো। 'যথারীতি রাজা প্রভৃতিরদের মদ্যপানাদি হইলে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যথারুচি [স] *ক্রিবিণ* ইচ্ছামতো। 'যথারুচি অপচয় করিব সে-ধন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

যথালাভ [স] *বি* যৎসামান্য। 'ছত্রে গিয়া যথালাভ উদর-ভরণ/ মনঃকথা নাহি সুখে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ক্ষুদ্র সন্তোষ এবং নির্জীব শান্তিই আমাদের যথালাভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যথাশক্তি [স] *ক্রিবিণ* প্রাণপণে। 'যথাশক্তি তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

যথাশাস্ত্র [স] *ক্রিবিণ* শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী। 'যাবদীয় দৈব ব্যাপার যথা শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

যথাশীঘ্র [স] *ক্রিবিণ* যতদূর সম্ভব দ্রুত। 'যথাশীঘ্র সে ফিরিয়া আসিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

যথাশ্রুত [স] *ক্রিবিণ* যেভাবে শোনা হয়েছে তেমনভাবে। 'যথাশ্রুত কহিবেক ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

যথাসংখ্যক [স] *বিণ* উপযুক্ত সংখ্যাবিশিষ্ট। 'মহিলাদের যথাসংখ্যক আসন যাতে নির্ধারিত থাকে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

যথাসংগতি [স] *ক্রিবিণ* সামর্থ্য অনুসারে। 'তখন আত্মাদের সহিত যথাসংগতি কিছু যৌতুক দিতে ইচ্ছা করে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

যথাসময়ে [স] *ক্রিবিণ* ঠিক সময়ে। 'প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যথাসম্ভব [স] *ক্রিবিণ* যতটা সম্ভব। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ করেন।' *এডুকেশন গেজেট*, ১৮৭২।

যথাসর্বস্ব [স] *বি* সবকিছু; সমস্ত সম্পদ। 'পরদিন তাহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করাইয়া শ্রাদ্ধ করাইল।' *কেরি*, ১৮১২।

যথাসাধ্য [স] *ক্রিবিণ* সাধ্যমতো। 'তাঁহারা পত্রাবলোকনে যথাসাধ্য সভাপ্রতি জ্ঞাপন করেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

যথাসাধ্যক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সাধ্যানুযায়ী। 'মহাশয়ের ভরণপোষণ যথাসাধ্যক্রমে করিতে হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

যথাসাধ্যি *ক্রিবিণ* যতদূর সম্ভব। 'ইহার সকল কারণ বাহির করার যথাসাধ্যি চেষ্টা চালাইবার জন্য।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

যথাসুখ [স] *বি* প্রকৃত সুখ। 'বাস্তবজগৎ থেকে ছাড়া পেয়ে কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথা।' *অবন*, ১৯২৫।

যথাস্থান [স] *বি* নির্দিষ্ট জায়গা। 'ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

যথি তথি [স যত্র] *ক্রিবিণ* যেখানে-সেখানে। 'মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি যাও যথি তথি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যথার্থ [স] ১ *বিণ* সঠিক। 'যার যার যথার্থ না জানিলাম ধাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রিবিণ* সবিস্তারে। 'তুমি মিথ্যা নিদ্রা যাইয়া তাঁহাকে সকল কথা যথার্থ কহিও।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৩ *বিণ* সত্য। 'যাহা যথার্থ তাহা কন্যার মুখ হইতে বাহির হইবেক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৪ *বিণ* সত্যিকার। 'আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

যথার্থত *বিণ* সত্যিকার। 'একটা ছবি আঁকিতে হইলে, যথার্থত যে-দ্রব্য যেরূপ, ঠিক সেরূপ আঁকা উচিত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

যথার্থতঃ [স] *বিণ* প্রকৃত। 'আমারদিগের ভাষার এত আলোচনা কদাচ থাকিত না যথার্থতঃ বিবেচনায় আমরা নিশ্চয় করিয়াছি যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

যথার্থ তত্ত্ব [স] *বি* প্রকৃত অবস্থা। 'এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যথার্থ তত্ত্ব ... অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

যথার্থতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত নির্ভুল। 'সেই বিকাশসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করে যথার্থতর জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে।' *শিব*, ১৯৫০।

যথার্থতা [স] *বি* সঠিকতা। 'তাহার যথার্থতা বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'নিষেধাজ্ঞার যথার্থতা বিচার করার ক্ষমতা তার নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

যথার্থবাদিন [স] *বিণ স্ত্রী* সত্যবাদী। 'চন্দ্রিকায় প্রকাশিত যথার্থবাদিন ইতি স্বাক্ষরিত এক প্রেরিত পত্রে দেখিলাম।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

যথার্থবাদী [স] *বিণ* সত্যবাদী। 'যথার্থবাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইঁহাকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে আমোদ করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'চোরকে যথার্থবাদী ও শ্রীদত্তকে নিরপরাধ স্থির করিয়া ... উভয়কে বিদায় দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যথার্থবিচার [স] *বি* ন্যায়বিচার। 'গবর্ণমেন্টের ভদ্রতার দ্বারাই প্রজাগণ বদ্ধ থাকেন ঐ ভদ্রতা যথার্থবিচার ও দয়াপ্রকাশমূলকই হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

যথার্থভাবে [স] *ক্রিবিণ* সত্যিকারভাবে। 'আমরা ত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

যথার্থরূপে [স] *ক্রিবিণ* সত্যিকার অর্থে। 'বিবাহার্থে উপস্থিত হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামরাম চক্রবর্ত্তী যথার্থরূপে বিবাহ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

যথার্থস্বরূপ [স] *বি* আসল রূপ। 'তাঁরা বিদ্যাসাগরকে দেখতে পেতেন তাঁর যথার্থস্বরূপে।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

যথার্থাপলাপ [স] *বি* সত্যিকারের অপলাপ। 'যথার্থাপলাপ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন পাণ্ডিত্য নয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যথার্থালাপী [স] *বিণ* যথার্থ মিতুক। 'আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেষী যথার্থালাপী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

যথেক [স] *বিণ* যতসব। 'যথেক আকার ছিল নৈরাকার লীন।' *সুলতান*, ১৭০০।

যথেচ্ছ [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছানুসারে। 'আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, যথেচ্ছ বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার সর্বনাশ করিয়াছ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

যথেচ্ছা [স] *ক্রিবিণ* ইচ্ছামতো। 'আপনারা যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

যথেচ্ছাচরণ [স] *বি* খুশিমতো ব্যবহার। 'স্বপ্নাবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

যথেচ্ছাচার [স] *বি* স্বেচ্ছাচার। 'পুরুষের ন্যায় ইচ্ছামত আহার বিহার পূর্ব্বক যথেচ্ছাচার করিতে পারে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যথেচ্ছাচারিতা [স] *বি* যেমন খুশি তেমন আচরণ। 'আর্টে অবশ্য যথেচ্ছাচারিতার কোনো অবসর নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

যথেচ্ছাচারী [স] *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'কার্যে যথেচ্ছাচারী হয়ে এরা যে নিজেদের ... পুরুষশার্দূল বলে প্রমাণ করে।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'ইসলাম-নির্দ্দেশিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইতেছে।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

যথেষ্ট [স যথেষ্ট] ১ *বিণ* বিবিধ। 'যথেষ্ট কমলে যেন ভ্রমর কৌতুকে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* অনেক; ঢের। 'আমার পরে ইহারদের মধ্যে আত্মকলহ যথেষ্ট হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

যথেষ্টাচারী [স] *বিণ* ইচ্ছামত চলে এমন; স্বেচ্ছাচারী। 'লোকে সমুদায় নিরঙ্কুশ হইয়া যথেষ্ট চারী বিহারী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

যথোক্ত [স] *বিণ* যেরূপ বলা হয়েছে এমন। 'যথোক্ত প্রকারে পূর্বনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

যথোক্তবাদী [স] *বিণ* যথাযথ কথা বলে এমন। 'যাহারা জনপদবাসী বিদ্বান অনুকূল প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

যথোচিত [স] ১ *বিণ* যথাযোগ্য। যথোচিত ক্রিয়া করি করি গঙ্গাস্নান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* যথাযোগ্যভাবে। 'সম্বর্ত করহ হিত কর গিয়া যথোচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যথোচিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথরূপে। 'গবর্ণমেন্ট শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথোচিতভাবে অর্থ ব্যয় করেন না।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

যথোপযুক্ত [স] *বিণ* যথাযথ। 'ধাররাজযথোপযুক্ত স্থানে সভা সংস্থাপন বিশেষ-রূপে রচনা করাইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যথোপযুক্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* প্রয়োজন অনুসারে। 'আয়ের সীমা যথোপযুক্তভাবে বাড়াইতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৬২।

যথোপযুক্তরূপে *ক্রিবিণ* যেমন উপযুক্ত তেমনভাবে। 'আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এতদিনে যথোপযুক্ত রূপে আরম্ভ হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যদবধি [স] *ক্রিবিণ* যে সময় থেকে। 'যদবধি গেছ বাপু আমারে ছাড়িয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

যদর্থ [স] *ক্রিবিণ* যেজন্য। 'যে যদর্থ প্রাণত্যাগ করে তাহার সহিত প্রীতির আত্যন্তিকতা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যদর্থে *ক্রিবিণ* যে উদ্দেশ্যে। 'মহাশয়েরদিগের যদর্থে আহ্বান করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

যদি, যদী [স] ১ *অব্য* যেহেতু। 'এহা পথে যদি কাহ্নাঞিঁ লৈল মাহাদাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *অব্য* সংশয়জ্ঞাপক শব্দবিশেষ। 'যদি গাঙ্গ উজান বহে।' *বড়ু*, ১৪৫০; *চৈত্রী*, ১৭৮৮। ৩ *অব্য* যখন। 'অন্তঃপুর হতে যদি নিকল রাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যদিও [স যদি>] *অব্য* যেহেতু। 'যদিও আমরা কখন সভাতে উপস্থিত হইতে সাবকাশবিশিষ্ট হই নাই।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

যদিচ [স] *অব্য* যদিও। 'যদিচ এতৎ কবিতা সকলের অনেকাংশ ভুবনাতংস্ ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যদিত [স যদি>] *অব্য* যদি। 'যদিত আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একট বিলি বন্দান না করিয়া দেই।' *রামরাম*, ১৮০১।

যদি বা *অব্য* যদিও। 'যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

যদিসাৎ [স যদিস্যাৎ] *অব্য* যদিও। 'তবে যদিসাৎ মরে লাউসেন ভাগিনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যদিস্যাৎ [স] *অব্য* যদিও। 'যদিস্যাৎ বেদপাঠানন্তর গান উপলক্ষে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

যদিন *ক্রিবিণ* যতদিন। 'আছে গোটাকতক বুড়ো যদিন তদিন কিছু রক্ষা পাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যদিপি [স যদ্যপি] *অব্য* যদিও। 'ধন লয়ে স্বেচ্ছায় যদিপি কেহ বেচে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যদৃচ্ছ [স] *বিণ* খেয়াল-খুশিমতো। 'চারিধারে যদৃচ্ছ-বিচরণশীল মেঘদল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

যদৃচ্ছা [স] *বিণ* ইচ্ছামতো। 'প্রথমে লোকে যদৃচ্ছা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'যাকে-তাকে যদৃচ্ছা পক্ষবিস্তার করার স্বাধীনতা দিলে তাতে সুফলের পরিবর্তে অপফলটাই ফলবে বেশি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

যদৃচ্ছাকারী [স] *বিণ* যা ইচ্ছা তাই করে এমন। 'যদৃচ্ছাকারী উচ্ছৃঙ্খল যুবক সম্রাট ইলাগবেলসের সময়ে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

যদৃচ্ছাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'যদৃচ্ছাক্রমে যাহা কিছু পায় তাহাই ভক্ষণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'আমি, যদৃচ্ছাক্রমে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে ... তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি।' *বিদ্যা* ১৮৪৭।

যদৃচ্ছালব্ধ [স] *বিণ* অনায়াসলব্ধ। 'যে দেশের লোক শ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল অথবা মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদরপূর্তি করে তাহারা অসভ্য।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

যদ্দ্বারা [স] *ক্রিবিণ* যা দ্বারা। 'যদ্দ্বারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার ... দোষ বিবেচনা করা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

যদ্যপি [স] ১ *অব্য* যদিও। 'যদ্যপি আপনে হয়েন প্রভু বলরাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* যতক্ষণ পর্যন্ত। 'যদ্যপি নয়ান ধার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থগিত রহিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *ক্রিবিণ* যেদিকে। 'হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

যদ্যপিও *অব্য* যদিও। 'যদ্যপিও নিরন্তর বাখানেন ফাকি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যদ্যপিস্যাৎ [স] *অব্য* যদি। 'যদ্যপিস্যাৎ এমত২ রচনা গড়না হইত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

যদ্যপিহ *অব্য* যদিও। 'যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর/ নানা ভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যদ্রূপ [স] *ক্রিবিণ* যেরকম। 'যদ্রূপ হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমারদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যন্তনা [স যন্ত্রণা] *বি* দুঃখকষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

যন্তন্না [স যন্ত্রণা] *বি* বেদনা; দুঃখ। 'আর কত যন্তন্না সইবো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যন্তর [স যন্ত্র] *বি* দেহের ভিতরের ক্রিয়াসাধক অঙ্গ। 'যন্তর পড়িয়ে অন্তর রয় যদি লক্ষ বৎসর।' *লালন*, ১৮৯০।

যন্তরিয়া [স যন্ত্র] *বি* যন্ত্র নির্মাণ করে ও চালায় যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

যন্ত্র [স] **১** *বি* দেহের প্রত্যঙ্গ। 'নাসিকা নালিক যন্ত্র সমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ফাঁদ। 'যন্ত্র আড়ি বাঘ মারি ছড়্যা লয় ছাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* বাদ্যযন্ত্র। 'নানা যন্ত্র বাদ্যলীলা আলাপে দরবে শিলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *বি* ইঞ্জিন। 'বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৫** *বি* ছাপাখানা। 'চতুর্থোক্ত পত্র বারাণসী নিবাসি পাদরি মেথর সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া স্কুলবুক সোসাইটি যন্ত্রে প্রকাশ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৬** *বি* কল। 'পূর্ব্বে চরকা প্রভৃতি সামান্য যন্ত্র দ্বারা তুলা হইতে সূত্রাদি প্রস্তুত হওয়াতে তাহা অতিশয় দুর্ম্মূল্য ছিল ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

যন্ত্রকৌশল [স] *বি* যান্ত্রিক কলাকৌশল। 'দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যন্ত্রগরুড়রথ [স] *বি* বিমান; উড়োজাহাজ। 'সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে/ দিকে দিকে যন্ত্রগরুড়রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

যন্ত্রচালনক্ষম [স] *বিণ* যন্ত্র চালনায় সক্ষম। 'যন্ত্রচালনক্ষম শ্রমিক চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যন্ত্রচালিত [স] **১** *বি* যন্ত্রের সাহায্যে চালিত যে। 'আজও সে যন্ত্রচালিতের মতো সকলের পশ্চাতে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* বৈচিত্র্যহীন কাজ করে যে। 'প্রতিদিন যন্ত্রচালিতের মতো টাইটা বাঁধি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যন্ত্রচালিতবৎ [স] *ক্রিবিণ* যন্ত্রচালিতের মতো। 'যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

যন্ত্রতত্ত্ববিৎ [স] *বি* ইঞ্জিনিয়ার; প্রকৌশলী। 'যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যন্ত্রতন্ত্র [স] *বি* যন্ত্রপাতি; গবেষণাগারের সরঞ্জাম। 'শিল্পকর যন্ত্রতন্ত্র মাথায় করিয়া পলাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'পরীক্ষাশালায় যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যন্ত্রদল [স] *বি* অস্ত্রধারীর দল। 'শর, মুদ্গর, পরশু, স্থানে স্থানে ... পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যন্ত্রদানব [স] *বি* যন্ত্ররূপ (বিশাল) দানব। 'যন্ত্রদানবটি দেখে উত্তেজনায় সম্বিৎ হারিয়ে কী করেছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

যন্ত্রদৈত্য [স] *বি* যন্ত্ররূপ দৈত্য। 'যন্ত্রদৈত্যের সম্বন্ধে চটকদার বিবরণ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

যন্ত্রধ্বনি [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। 'নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

যন্ত্রনির্মাণ [স] *বি* যন্ত্র তৈরিকরণ। 'যন্ত্রনির্মাণের মালমসলা জোগাড় করার বিদ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যন্ত্রনির্মিত [স] *বিণ* যন্ত্র দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এমন। '... নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত-রুটিন-চালিত যন্ত্রনির্মিতবৎ দেখাতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

যন্ত্রপক্ষীরাজ [স] *বি* উড়োজাহাজ। 'যন্ত্রপক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

যন্ত্রপাতি **১** *বি* বিজ্ঞানাগারের নানা সরঞ্জাম। 'বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, গণিত, পরীক্ষা এই গুলিই সেই কৌশল।' *সবুজ*, ১৯১৭। **২** *বি* কলকারখানার বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র। 'হাতুড়ি পিটিয়া কঠিন লৌহদণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছামত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে পারেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১। **৩** *বি* নানা ধরনের উপকরণ। 'নিচের তাকে চকচকে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

যন্ত্রবৎ [স] *বিণ* যন্ত্রের মতো। 'যন্ত্রচালিত বড়ো বড়ো কারখানায় মানুষকে পীড়িত করে যন্ত্রবৎ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যন্ত্রবদ্ধ [স] *বিণ* যন্ত্রে বাঁধা। 'নিয়মবদ্ধ জীবন যন্ত্রবদ্ধ জীবের ন্যায়।' *হাই*, ১৯৫৪।

যন্ত্রবল [স] *বি* যন্ত্রশক্তি। 'ঐ লাঙল-অস্ত্রটা হল মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যন্ত্রবাদ্য [স] *বি* যন্ত্রের বাজনা। 'যথা তথা যন্ত্রবাদ্য রাগ গীত নাট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যন্ত্রবিদ্যা [স] *বি* যন্ত্র নির্মাণের বিদ্যা। 'সেখানে শিল্প অথবা যন্ত্রবিদ্যা শিখিতে যান।' *রাজ*, ১৮৭৪।

যন্ত্রবিন্যাস [স] *বি* যন্ত্রসজ্জা। 'স্থির হয়ে থাকে দিকমান যন্ত্রের কাঁটায়, ইঞ্জিনের বিচিত্র যন্ত্রবিন্যাসে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

যন্ত্রযুগ [স] *বি* যে যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় যন্ত্র বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে; ১৮৮৯ সালে ইংল্যান্ডে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবের পরে যে যুগের সূচনা। 'ইউরোপের নবযুগ অবশ্য এক হিসাবে যন্ত্রযুগ।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'এমন অবস্থায় যন্ত্রযুগ এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যন্ত্ররব [স] *বি* যন্ত্রের আওয়াজ। 'উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে উপরের দিকে সে গম্ভীর যন্ত্ররব।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

যন্ত্ররাজ [স] *বি* যন্ত্র তৈরির শ্রেষ্ঠ কারিগর। 'যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে যেটা তৈরি করছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

যন্ত্র-শকট [স] *বি* যান্ত্রিক যানবাহন। 'লোকালয় পার হয়ে এলো যন্ত্র-শকট।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

যন্ত্রশক্তি [স] *বি* অস্ত্রের ক্ষমতা। 'জর্মানির যন্ত্রশক্তির নিকট ফ্রান্সের মন্ত্রশক্তি যদি পরাভূত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

যন্ত্রশাল [স] *বি* যন্ত্রাগার; অত্যাচারের যন্ত্রঘর। 'পীড়নের যন্ত্রশালে চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যন্ত্রশিক্ষা [স] *বি* কারিগরি শিক্ষা। 'সেগুলোর মধ্যে বুককিপিং, টাইপ রাইটিং, শর্টহ্যান্ড, যন্ত্রশিক্ষা ...।' *বেগম*, ১৯৫৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রশিল্প [স] *বি* যন্ত্রের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া। 'যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসার।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

যন্ত্রশিল্পী [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রবাদক। 'মেয়েদের মধ্যে যারা গায়িকা বা যন্ত্রশিল্পী।' *বেগম*, ১৯৪৯।

যন্ত্র-শ্যেন [স] *বি* বিমান; জঙ্গিবিমান। 'আকাশচারী যন্ত্র-শ্যেনকে দেখা গেল না।' *তারা*, ১৯৪৩।

যন্ত্রসংগীত, যন্ত্রসঙ্গীত [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রে বাজানো সংগীত। 'গড়ের বাদ্যের বীভৎস ব্যঙ্গরূপে বাংলাদেশে কন্সর্ট নামক যে যন্ত্রসংগীতের উৎপত্তি হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'যন্ত্রসঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর আলাপ ও গৎ শ্রোতার মনে যে ভাবোদ্রেক করে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

যন্ত্র-সঙ্কুল [স] *বিণ* যান্ত্রিক। 'আধুনিক যন্ত্র-সঙ্কুল সভ্যতার দিনে ... কারো মুখাপেক্ষী আমাদেরকে হতে হবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যন্ত্রসভ্যতা [স] *বি* শিল্পসভ্যতা। 'যন্ত্রসভ্যতা জ্ঞান বৃদ্ধির হেতু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

যন্ত্রসাধ্য [স] *বিণ* যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'তাহার প্রায়শ্চিত্তও যন্ত্রসাধ্য বলিয়া মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যন্ত্রস্তনিত [স] *বিণ* যন্ত্রের ধ্বনিময়। 'যন্ত্রস্তনিত ধূম্রপুচ্ছ এই স্বতশ্চল-শকট।' *মুক্তধবা*, ১৯৪৯।

যন্ত্রাধিকারী [স] *বিণ* যন্ত্রবিশারদ। 'বাঁশকে বাঁশি করে তুলেছেন 'বাণী' যন্ত্র দিয়ে ঐ যন্ত্রাধিকারী বিখ্যাত ... পাঁচু-দা।' *সঙ্কর্ষণ*, ১৯২৪।

যন্ত্রায়িত [স] *বিণ* যন্ত্রে রূপান্তরিত। 'যন্ত্রায়িত দিনের চাকা ঘোরে শুধু।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যন্ত্রারূঢ় [স] *ক্রিবিণ* যন্ত্রের চালকরূপে। 'তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যন্ত্রালয় [স] ১ *বি* ছাপাখানা। 'শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে তাহার প্রথম কাণ্ড দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* কারখানা। 'কলিকাতানগরে ভূরি২ ঐ যন্ত্রালয় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

যন্ত্রিত [স যন্ত্র>] *বিণ* মুদ্রিত। 'উত্তম মসীদ্বারা চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইয়া চর্ম্মাদি সহ বদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

যন্ত্রিদল, যন্ত্রীদল [স] ১ *বি* অস্ত্রধারীর দল। 'শর, মুদ্গার, পরশু, স্থানে স্থানে ... পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* যন্ত্র দিয়ে কাজ করে এমন মানুষের দল। 'খুদতে খুদতে দুই যন্ত্রিদল ... সমুখাসমুখি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যন্ত্রী [স] ১ *বি* বাদ্যযন্ত্রবাদক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাদ্যোদ্যম করিবেক।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বিণ* যন্ত্রের নিয়ন্ত্রক। 'গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* যন্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি; যন্ত্রবিশারদ; প্রকৌশলী। 'যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

যন্ত্রণা [স] ১ *বি* কষ্ট। 'বিধি দিল বিষম যন্ত্রণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ব্যথা। 'যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

যন্ত্রণাকর [স] *বিণ* কষ্টদায়ক। 'সে বৈকুণ্ঠ নরকের চেয়েও যন্ত্রণাকর।' *বিমল*, ১৯৫৩।

যন্ত্রণাকাতর [স] *বিণ* যন্ত্রণাক্লিষ্ট। 'একটা ভীষণ যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

যন্ত্রণাকুল [স] *বিণ* যন্ত্রণায় অস্থির। 'যন্ত্রণাকুল ইমাম ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

যন্ত্রণাজর্জর [স] *বিণ* যন্ত্রণায় কাতর। 'জিজ্ঞেস করুন, যন্ত্রণাজর্জর ঐ বাণীহীন বিমর্ষ কবিকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

যন্ত্রণাজাল [স] *বি* যন্ত্রণারূপ জাল। 'তাহাকে নানা প্রকার যন্ত্রণাজালে জড়িত হইতে হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

যন্ত্রণাদায়ক [স] *বিণ* যন্ত্রণা দেয় এমন; পীড়াদায়ক। 'পরাধীনতা ... যন্ত্রণাদায়ক ও লাঘবজনক।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যন্ত্রণাবিদ্ধ [স] *বিণ* যন্ত্রণাকাতর। 'যন্ত্রণাবিদ্ধ হাত অস্থির, অস্থির ও অনুসন্ধিৎসু, কম্পমান ও অস্থির।' *হাসান*, ১৯৬০।

যন্ত্রণাভোগ [স] *বি* কষ্টভোগ। 'আর কতকাল যন্ত্রণাভোগ করিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যন্ত্রণাহত [স] *বিণ* যন্ত্রণাবিদ্ধ; যন্ত্রণাকাতর। 'যন্ত্রণাহত যৌবনের রমণীয় প্রতিচ্ছবি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০; 'হালিমের যন্ত্রণাহত বিদ্রোহী আত্মা আহত অবস্থায়ও শত্রুকে আঘাত করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যন্ত্রিত [স যন্ত্রণা>] *বিণ* যন্ত্রণাগ্রস্ত। 'মন্ত্রণা করেন তত্র যন্ত্রণাযন্ত্রিত।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

যন্ত্রিত[১] *দ্র* **যন্ত্র**

যন্ত্রিত[২] *দ্র* **যন্ত্রণা**

যপতপ [স] *বি* বারবার আবৃত্তি ও উপাসনা। 'শিয়ালি যপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

যপী [স জপ>] *বিণ* জপকারী। 'যোগক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তপী মহা যপী।' *রামরাম*, ১৮০১।

য ফলা *বি* '্য'; য বর্ণের ফলা, যা অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। 'আমি 'ব' ফলা পড়ি।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'ইহার নাম য ফলা।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

যব[১] [স] *বি* গম জাতীয় শস্যবিশেষ। 'মাস মসুরি তণ্ডুল বরবটি যব গোম মাড়ুয়া ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যব-ছোলা *বি* পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত যব ও ছোলা। 'দেখি প্রাণ, তখন কার দাঁড়ে গিয়ে যব-ছোলা খাও।' *নজরুল*, ১৯৩১।

যবোদর [স] *বি* এক যবের প্রস্থ প্রমাণ মাপ; ১/৮ ইঞ্চি। 'যবোদর শব্দে যবের মধ্য ভাগ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

যব[২] *বি* ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত প্রধান দ্বীপ; জাভা। **যবদ্বীপ** *বি* জাভা উপদ্বীপ। 'যবদ্বীপের ভাষায় বিভক্তি-শূন্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া কবি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যবক্ষার[১] [স] ১ *বি* ক্ষারজাতীয় রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। 'যবক্ষার অর্থাৎ সোরার বায়বীয় অবস্থাবিশিষ্ট আদি কারণ বিশেষ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* তীব্র। 'এই যবক্ষার শীতে বেচারিদের কী কষ্ট।' *জীবন*, ১৯৪৮।

যবক্ষারজান [স] *বি* নাইট্রোজেন। 'অম্লজানে যবক্ষারজানে নাইট্রিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'যবক্ষারজানের উৎপত্তি আরও বিস্ময়কর।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

যবন [স] ১ *বি* বিধর্মের অনুসারী। 'চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মুসলমান। 'পশ্চিমে যবনালয় তুলিলেন সএ সএ দলিজ মসিদ নানা ছান্দে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি গ্রীক জাতি; পশ্চিম দেশাগত অহিন্দু জাতি। 'ইউরোপীয় গ্রীকলোক যাহারা ... তাহাদিগকেই সংস্কৃত শাস্ত্রে যবন নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

যবনকরকবলিত [স] বিণ মুসলমানের হাতে বন্দী। 'যবনকরকবলিত হিন্দুর জীবনের কোন আশা নাই।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

যবনকরণক [স] বি মুসলমান বাদ্যকর। 'যবনকরণক বাদ্যোদ্যমে যে দোষানুভব করিয়াছেন ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

যবনকরপক্ক [স] বিণ মুসলমানের হাতে রান্না হয়েছে এমন। 'জয়কালীর একটি যবনকরপক্ক, কুক্কুটমাংস-লোলুপ ভগিনীপতি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

যবনপুরী [স] বি যবনদের বাসস্থান। 'এই বাবুয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ভাসাইয়া দিব।' আজাদ, ১৯৩৬।

যবনবাহিনী [স] বি আক্রমণকারী দল। 'আজি যদি বসন্তের যবনবাহিনী লণ্ড ভণ্ড করে থাকে প্রস্তরিত সে পুরাকাহিনী।' সুধীন্দ্র, ১৯৩১।

যবনভীতি [স] বি মুসলমানদের প্রতি ভয়। 'এই সময়ে এ দেশে যবনভীতি পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত হইয়াছিল।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

যবনশাস্ত্র [স] বি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত শাস্ত্র। 'যবন শাস্ত্রের অধ্যাপক।' দর্পণ, ১৮২৪।

যবনাক্ষর [স] বি যবনদের অক্ষর; আরবি/ফারসি হরফ। 'যবন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও যবনাক্ষরের লেখক ও পুস্তকশোধকেরা ...।' দর্পণ, ১৮২৪।

যবনাধম [স] বিণ মুসলমানের মধ্যে নিকৃষ্টতম। 'তোমার উপ-পতিদেবতাও যবনাধম যবন।' মুনীর, ১৯৬১।

যবনান্ন [স] বি মুসলমানের তৈরি খাবার। 'অখাদ্য ও যবনান্ন খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

যবনালয় [স] বি যবনদের বাসস্থান। 'পশ্চিমে যবনালয় তুলিলেন সএ সএ দলিজ মসিদ নানা ছান্দে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যবনী [স] বি মুসলমান নারী। 'মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'যাঁহারা যবনীগমনে ও বেশ্যাসেবনে সর্ব্বদা রত ...।' রামমোহন, ১৮২৩।

যবনীবারাঙ্গনা [স] বি স্ত্রী মুসলমান যৌনকর্মী। 'যবনী বারাঙ্গনাদিগের বাই বলিয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৫।

যবনিকা [স] বি পর্দা। 'যবনিকা পতন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

যবনিকাপতন [স] বিণ সমাপ্ত। 'যবনিকা পতন।' মশাররফ, ১৮৬৯; 'এইমাত্র পঞ্চমাঙ্কের যবনিকাপতন হয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

যবনিকাপাত [স] বি নাটকের সমাপ্তি। 'তবু যবনিকাপাত দেবে গ্লান পরাজয় ঢেকে।' সুধীন্দ্র, ১৯৪১।

যবান [ফা] বি ভাষা। 'আমাদের কওমী যবান – আরবী।' মাহেনও, ১৯৪৯।

যবিষ্ঠ [স] বিণ শক্তিশালী। 'কলি অত্যন্ত যবিষ্ঠ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

যবে, যবেঁ ১ ক্রিবিণ যখন। 'উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আক্ষে।' বড়ু, ১৪৫০; 'কালাবরণ হিরণ পিন্ধন যবে পড়ে মনে।' দ্বিজবংশী, ১৬০০। ২ অব্য যদি। 'বোলা এক বোলোঁ তোকে যবেঁ ধর মনে।' বড়ু, ১৪৫০।

যবেঁহ ক্রিবিণ যখন। 'বদনকমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ।' বড়ু, ১৪৫০।

যব্দ [আ জব্দ] বিণ নিরস্ত; নিবৃত্ত। 'জমিদারগণ যত শীঘ্র যব্দ হয়েন তত দেশের পক্ষে ভাল।' অমৃতবাজার, ১৮৬৯।

যম [স] ১ বিণ হত্যাকারী। 'অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মৃত্যুদূত। 'এখনি পাঠাব তুঝে যমের দুয়ার।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি ভূত; শয়তান। ওর্সা, ১৭৮৫। ৪ বি মৃত্যু। 'যম আসিয়া সকল অধিকার করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

যম অবতার [স] বি মৃত্যুদূত। 'ষোল শত অশ্ববার যেন যম অবতার।' সুলতান, ১৭০০।

যমকাল [স] বি সাক্ষাৎ মৃত্যু। 'রণস্থলে দাঁড়াইল যমকাল জেন।' বাহরাম, ১৬৫০।

যমকিঙ্কর [স] বি যমদূত। সেবধি, ১৮৩৯।

যমঘর [স যম+ঘর] বি যমের বাড়ি। 'মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর।' বড়ু, ১৪৫০।

যমচক্ররূপী [স] বিণ যমচক্রের মতো। 'যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে।' মাইকেল, ১৮৬১।

যমচাপ [স] বি মেরে ফেলার মতো চাপ। 'শর মত আঙুল ওর গলায় বসিয়ে দিয়ে যমচাপ দেবে।' হাসান, ১৯৬২।

যমতা [স যম>] বি মৃত্যু। 'যদি কর মমতা হত হয় যমতা।' ভারত, ১৭৫০।

যমতাড়না [স] বি মৃত্যুযন্ত্রণা। 'অনন্ত দুখ যমতাড়না শঙ্কা অগ্নির মধ্যে।' মানোএল, ১৭৪৩।

যমদণ্ড [স] বি যমের অস্ত্র। 'যমের হাত থেকে যমদণ্ড কেড়ে নিয়ে আজ কেবল একটিমাত্র জলসা হবে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

যমদণ্ডী [স] বি পাপের দণ্ডদাতা। 'অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যমদূত [স] বি মৃত্যুদূত। 'কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত।' বড়ু, ১৪৫০।

যমদূত মানুষ [স] বি হন্তা। 'অমনি যমদূত মানুষ ক্যাঁক করে তার গলা টিপে ধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

যমদৌতিক [স] বি যমদূত। 'গলায় যমদৌতিকের দড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

যমদ্বার [স] বি যমের প্রবেশপথ। 'যমদ্বার হইল আজি কাহার মুখল।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

যমধার [স] বি দুই দিকে ধারালো তলোয়ার বিশেষ। 'কেহ যমধার নিয়া ধাইল তুরিতে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

যমপত্নী [স] বি যমের স্ত্রী। 'যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন।' মুজতবা, ১৯৫২।

যমপথ [স] বি মৃত্যুপথ। 'ঠেলাঠেলি পড়ে কেহ জায় যমপথে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যমপুর [স] বি মৃত্যুপুরী। 'তাহারো পরাণ লআঁ নিলোঁ যমপুর।' বড়ু, ১৪৫০; 'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি বীরবাহু, চলি যবে গেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যমপুরে অকালে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যমপুরী [স] *বি* মৃত্যুপুরী। 'বিদেশকে তাঁহারা যমপুরীর মতো ভয় করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যমব্রত [স] *বি* রাজধর্মবিশেষ; যম যেমন মৃত্যুর নির্দেশ পেয়ে তা পালন করে, রাজাও তেমনি প্রিয়-অপ্রিয় বিবেচনা না করে অপরাধীকে যথাযথ শাস্তি দেবেন – এই হলো যমব্রত। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, ... যমব্রত, ... পৃথিবীব্রত; এই সপ্ত ব্রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যমযন্ত্রণা [স] *বি* খুব কষ্ট। 'কাজেই বসে থাকার যমযন্ত্রণা ভোগ করার চাইতে ...।' *হাসান*, ১৯৬৩।

যমযাতনা [স] *বি* মৃত্যুযন্ত্রণা। 'পড়শি যদি আমায় ছুঁতো যমযাতনা সকল যেত, দূরে।' *লালন*, ১৮৯০; 'সইত কভু যম-যাতনা?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

যমরাজ [স] *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর দেবতা যম। 'মরণাধিপতি যমরাজ, ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে ...।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

যমলোক [স] *বি* মৃত্যুপুরী। 'খুঁজে যমলোক তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

যমস্বরূপ [স] *বিণ* যমের মতো (ভীতিকর)। 'তাহারা শিক্ষা গুরুকে যমস্বরূপ দেখে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যমান্তক [স] *বিণ* অতিভীষণ। 'খগান্তক মৃগান্তক দুই ভাই যমান্তক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যমালয় [স] ১ *বি* মৃত্যুপুরী। 'দুই গোটা চাপড়ে পাঠাব যমালয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* ভয়ংকর স্থান। 'বিদ্যালয়কে যমালয় জ্ঞান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যমে মানুষে টানাটানি – মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। 'সে কী যমে মানুষে টানাটানি।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

যমের দুয়ার *বি* মৃত্যুপুরী। 'এখনি পাঠাব তুঝে যমের দুয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

যমের যন্ত্রণা *বি* ভীষণ যন্ত্রণা। 'কেবল যমের যন্ত্রণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যমক[১] [স] ১ *বিণ* একই গর্ভ থেকে একই সময়ে জাত; যমজ। *মানোএল*, ১৭৪৩; *ওর্সা*, ১৭৮৫। ২ *বি* একই শব্দের ভিন্ন অর্থে পুনরাবৃত্তি। '... যমক ও শ্লেষ ও বক্রোক্তি ও উপমা ও রূপক ও নিদর্শন প্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ধার করা অসাধ্য হইবেক না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

যমক[২] [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী পাহিড়া। যমক।' *বড়ু*, ১৫৭০।

যমজ [স] ১ *বিণ* জোড়া; যুগ্ম। 'ওঠ আধর যেহ্ন যমজ পৌআর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* একই গর্ভ থেকে একই সময়ে জাত। 'মিলিত ও একাঙ্গীভূত দুটি জমজ চতুষ্পদীর সমষ্টি।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

যমরা [স যমক>] *বি* সঙ্গী। 'অভাগী খোঁয়ারি লাগি না আইল যমরা।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

যমলজ্জা [স] *বি* অত্যন্ত লজ্জা। 'ঠকচাচা কথাই কন না, কাগজ উল্টে পাল্টে দেখিতেছেন – এদিকে যমলজ্জা উপস্থিত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

যমাধার [স] *বি* ছোরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

যমুনা [স] *বি* একটি নদীর নাম। 'কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যরম [স জন্ম] *বি* জন্ম। 'ছার তিরী যরম শিরীষ কুসুম মন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যর্দন *বি* জেরুজালেমের নিকটবর্তী জর্দান নদী। 'করি স্নান যর্দনের নীরে।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

যশ[১], **যশঃ** [স] *বি* সুখ্যাতি। 'বাড়িবে তোমার যশ ভুবন করাব বশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'যশঃ সুশিক্ষিতের মুখে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যশস্কীর্তি [স] *বি* সুখ্যাতিজনক কাজ। 'দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, সুনাম, যশঃকীর্তি, পরদুঃখকাতরতা ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

যশঃসুধা [স] *বি* প্রশংসারূপ অমৃত। 'দ্বৈপায়ন চিরজীবী যশঃসুধা পানে, কহেন মধুর স্বরে ... মহাভারতের কথা!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

যশঃসূর্য [স] *বি* যশরূপ সূর্য। 'আমার যশঃসূর্য পশ্চাতে অস্তোন্মুখ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

যশস্পৃহা [স] *বি* খ্যাতির জন্যে আকাঙ্ক্ষা। 'ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ্য থাকাতে উভয়েরই আত্মাভিমান রক্ষা পায়, ও যশঃস্পৃহাও পূর্ণ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যশগরিমা [স] *বি* খ্যাতির গৌরব। 'তাঁর অমর কীর্তি আর যশগরিমা পিছনে রাখিয়া।' *আজাদ*, ১৯৬২।

যশসৌরভ [স] *বি* প্রসিদ্ধি। 'পালমিরার যশসৌরভ ও ধন সম্পত্তির অবধি ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

যশস্কর [স] *বিণ* কীর্তিজনক। 'যশস্কর কার্য্য দ্বারা লোকের মঙ্গলোন্নতি হওয়া সম্যক্ রূপে সম্ভাবিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যশস্কারক [স] *বিণ* সুখ্যাতিসম্পন্ন। 'এই কর্ম্মনাশার বন্ধনকর্ম্ম অতিহিত ও যশস্কারক।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যশস্বিতা [স] *বি* পাণ্ডিত্য। 'তাহাতে গ্রন্থ কর্ত্তারদের যথোচিত যশস্বিতা প্রকাশ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যশস্বী [স] *বিণ* খ্যাতিমান। 'আজন্ম কাশীতে বাস সভেই যশস্বী।' *কৃষ্ণা*, ১৫৮০; 'বড়ই যশস্বী সাধু।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

যশোকীর্তন [স] *বি* গৌরব প্রচার। 'উভয়ে ধরাধামের যশোকীর্তন করিয়া পুষ্টকলেবরে বিচরণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যশোগরিমা [স] *বি* খ্যাতির গৌরব। 'কবি ইকবালের যশোগরিমা কেবল ভারতেই যে সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নহে।' *ইসলাহ*, ১৯৩৮।

যশোগাথা [স] ১ *বি* সুখ্যাতি। 'লোক লোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ২ *বি* গৌরবগাথা। 'আজও ঐ নাম মানওয়ার খানের বলবিক্রমের যশোগাথা নীরবে ঘোষণা করছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যশোগান [স] *বি* কীর্তিগাথা। 'তোমার যশোগাম করিতেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

যশোবর্ণন [স] *বি* খ্যাতি বর্ণনা। 'নানা প্রকার যশোবর্ণন করিয়া কহিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যশোবর্ণনা [স] *বি* সুখ্যাতি বা কীর্তি প্রচার। 'আমার এই ধর্ম্ম যে বীরেরদিগের যশোবর্ণনা করি।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

যশোবৃদ্ধি [স] *বি* খ্যাতিবৃদ্ধি। 'অপযশ হয় নাই বরং যশোবৃদ্ধি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যশোবৈজয়ন্তী [স] *বি* খ্যাতির পতাকা। 'তাহার সুরেশ ব্রাজিল দেশে যশোবৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছেন।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

যশোভাজন [স] **১** *বিণ* খ্যাতিমান; বিখ্যাত। 'ভাস্কডিগামার ন্যায় অতুল যশোভাজন হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* মর্যাদার অধিকারী। 'সম্পাদকের এই অতি কর্ত্তব্য কার্য্যসাধন করিয়া যশোভাজন হইবেন।' *প্রভাকর*, ১৮৬০।

যশোভিলাষ [স যশ-অভিলাশ] *বি* যশের জন্য আকাঙ্ক্ষা। 'আমরা যশোভিলাষ-পরবশ হইয়া কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যশোভোগী [স] *বিণ* যশ ভোগকারী। 'তত্তদ্বিষয় সম্পাদনদ্বারা অনায়াসে পুণ্য যশোভোগী হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যশোরাশি [স] *বি* বহুখ্যাতি। 'যিনি অসামান্য দাক্ষিণ্য ও পরগুণগ্রহণনাদিরূপ বিবিধ গুণে জগতে যশোরাশি সমুপার্জ্জন করিয়াছেন ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যশোলাভ [স] *বি* খ্যাতি অর্জন। 'আত্মলাভ, দম্ভ, খাদ্যসুখ, যশোলাভ প্রভৃতিকে ইহার মূলকারণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

যশোলিপ্সা [স] *বি* খ্যাতির প্রতি লোভ। 'রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

যশোলিপ্সু [স] *বিণ* খ্যাতি-লোভী। 'যশোলিপ্সু ব্যবস্থাপকেরা ... সেইটি বর্জ্জনীয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

যশোলোভ [স] *বি* খ্যাতির প্রতি লোভ। 'যে সকল যশস্কর বিষয় সাধনের ক্ষমতা নাই, যশোলোভবশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভগ্নাশ ও ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যশোলোভী [স] *বিণ* যশের জন্য লোভ আছে এমন। 'যদি কাহারও হিত করিতে গেলে তাহার অনুরাগের ত্রুটি সম্ভাবনা হয়, তবে যশোলোভী ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যশোহীন [স] *বিণ* অখ্যাত। 'মানসিংহ রায় তো একজন যশোহীন পুরুষ নন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যশ[২] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'বনমালি যশ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

যশস্বীণা [স] *বি* (তন্ত্র) দেহের দশটি নাড়ির মধ্যে একটি। 'গান্ধারী পুষ্যা হস্তী জিহ্বা যশস্বীণা অলম্বুষা কুণ্ডলিনী আর শঙ্খিনী এই দশ নাড়ী হোন্তে প্রধান দুই পুনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

যশম [ফা জওশন] *বি* বাহুতে পরার অলঙ্কারবিশেষ। 'মধুর বুড়ি দিদিমা পদক-যশম দিয়ে নাতির ছেলের মুখ দেখেছেন।' *মনোজ*, ১৯৬১।

যষ্টি [স] *বি* লাঠি। 'রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যষ্টিধারী [স] *বিণ* লাঠিয়াল। 'তিনি যষ্টিধারী লোক প্রেরণ করিয়া বল দ্বারা সেই কন্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'তাঁহারদিগের অধীনে যে সকল যষ্টিধারী লোক আছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৯।

যষ্টিপাত [স] *বি* লাঠির আঘাত। 'পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

যষ্টিপ্রহার [স] *বি* লাঠির আঘাত। 'আমাকে এক অন্ধকূপে ফেলিয়া দিয়া ... যষ্টিপ্রহার করিতে করিতে, কহিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যষ্টিমধু [স] *বি* গাছবিশেষের মিষ্ট স্বাদযুক্ত শিকড়। 'ওরে আমার হামান ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টিরে।' *সুকুমার*, ১৯১৮; 'যষ্টিমধু, খেয়ে দ্যাখ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

যসি *বি* বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান। 'বিধবা ব্রাহ্মণী ভ্রষ্টা হইলে তাহার গর্ভে যে সন্তান হয় তাহারা যসি নামে খ্যাত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

যস্মিন দেশে যদাচার [স] – এক-এক দেশের আচার-আচরণ এক-এক রকম। 'যস্মিন দেশে যদাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

যা[১], **যাঁ** [পা য] **১** *সর্ব* যাকে। 'যা লঞা সুখরতি ভুঁজয়ে মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *সর্ব* যাঁদের। 'যাঁ সবা লঞা করেন কীর্ত্তন প্রচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *সর্ব* যে কোনো কিছু। 'বিনয় যা খুশি করুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **যাক** *সর্ব* যাকে। 'যাক উপভোগে নিজ পতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাক তাক** *সর্ব* সকল অজানা ব্যক্তিকে। 'যাক তাক জিজ্ঞাসএ পুত্রের কথন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **যাকর** *সর্ব* যার। 'ভানু কি মান টুটায়ল যাকর ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **যাকে** *সর্ব* যারে; যে ব্যক্তিকে। 'যাকে তাকে ধরে প্রেমভাবে কৈলে কোলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **যাত ১** *ক্রিবিণ* যাতে; যে পথে। 'সে পথে না জায়িব যাত দাণী কাহাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *সর্ব* যার। 'যাত খিধা বসে/ নাগরি রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাতে** *ক্রিবিণ* যে উপায়ে। 'যাতে অপমৃত্যু ঘটে তাই সদাই করে।' *লালন*, ১৮৯০। **যার** *সর্ব* যে ব্যক্তির। 'দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যারে ১** *সর্ব* যাকে। 'ওলি নবীগণে যারে সদাএ ধেয়াএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *সর্ব* যার উপরে। 'তোমার মমতা যারে বাগীশ জিনিতে পারে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **যাহাঁ** *ক্রিবিণ* যেখানে। 'যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **যাহান** *সর্ব* যার। 'যাহান যেমত রূপ দেখিবে তেমন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **যাহার** *সর্ব* যার। 'পর পুরুষের নেহাএ যাহার বিষ্ণুপুরে [হএ] স্থিতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাহারা** *সর্ব* যারা। 'যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যাকে তাকে *সর্ব* যে কাউকে; অনির্দিষ্ট কাউকে। 'যাকে তাকে ধরে প্রেমভাবে কৈলে কোলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যা খুশি করা – নিজের ইচ্ছামতো কাজ করা। 'বিনয় যা খুশি করুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যা তা ১ *সর্ব* যা কিছু। 'তারি সনে ভাবনা যত ফেরে যা-তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **২** *বি* নানা রকমের খারাপ জিনিসপত্র। 'এখান-ওখান থেকে যা-তা কিনছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৩** *বিণ* যথেচ্ছ। 'মুখে যা-তা কথা আনিসনে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

যা-তা করা *ক্রি* বিবেচনাহীন আচরণ করা। 'ভয়ের চোটে যখন তখন যা-তা করিয়া বসিতেছেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর – কাউকে অন্যায়ভাবে উপকার করতে গিয়ে উপকারকারীর দ্বারাই নিন্দিত হওয়া। 'একি কালের ধর্ম্ম? যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যার পর নাই *বিণ* অত্যন্ত। 'তোমায় যার পর নাই অসুখী করিচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই – অপ্রয়োজনে অতি উৎসাহ দেখানো। *নজরুল*, ১৯৩০।

যার বে তার মনে নেই পাড়া পড়সীর ঘুম নেই – অপ্রয়োজনে অতি উৎসাহ দেখানো। 'যার বে তার মনে নেই পাড়া পড়সীর ঘুম নেই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত – নিজ প্রয়োজনের দিকে অধিক মনোযোগ। 'যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।' *দীনবন্ধু*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৬০।

যার লাগি চুরি সেই বলে চোর – কাউকে অন্যায়ভাবে উপকার করতে গিয়ে উপকারকারীর দ্বারাই নিন্দিত হওয়া। 'অদৃষ্টে শেষে এই ছিল মোর – যার লাগি চুরি সেই বলে চোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

যা-হয়-একটা *বিণ* কোনো একটা। 'যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যা[2] [স যাতৃ] *বি* স্ত্রী; স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী। 'আমার আর তিন যা আছে।' *কেরি*, ১৮০২।

যাতা [স] *বি* স্ত্রী। 'বধূগণ সকলেই শ্বশ্রূ অথবা জ্যেষ্ঠ যাতাকে ভয় করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যাই যাই *বিণ* যে-কোনো মুহূর্তে যাবে এমন। 'যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

যাওন [স গম্>] **১** *বি* প্রস্থান। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* যাওয়া। 'যাওনের রাস্তা নাই রাস্তা বন্ধ হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

যাওয়া [স গম্>] **১** *ক্রি* গমন করা। 'যায়িতেঁ না দিব ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* শুনতে পাওয়া। 'যায় যেন মোর সকল গভীর আশা, প্রভু, তোমার কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *ক্রি* মারা যাওয়া। 'আছে না গেছে তাও জানি না।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৪** *ক্রি* গত হওয়া। 'অবশিষ্ট পাঁচদিন যাইবে ... নিমিত্ত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

যা *ক্রি* যাও। 'রাধাএ বুলিল কাহ্ন ঝাট বাহি যা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাঅ** *ক্রি* যাও। 'যদি বা দক্ষিণে যাঅ এক পুরী পাইবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যাই ১** *ক্রি* যায়। 'ছুই ছোই যাই সো বাহ্মণ নাড়িআ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **২** *ক্রি* গমন করি। 'আইস রাধা/ যাই বৃন্দাবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* গিয়ে। 'আন গিয়া যথেক ফিরিস্তা গণে যাই।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *ক্রি* আসি। 'যাই মা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **যাইউ** *ক্রি* যাই। 'চল রাধা পথ এড়ি যাইউ বনে বন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইছে** *ক্রি* যাচ্ছে। 'ঢালিয়া শতধা পীযূষ-প্রবাহ তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি মা।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। **যাইতোঁ** *ক্রি* যেতাম। 'নাহি যাইতোঁ দধি দুধ বিকণিতেঁ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইব** *ক্রি* যাবো। 'কালি যাইব আহ্মে বড়ায়ি বিহাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইবা** *ক্রি* যাবে। 'তিন দিগে ভ্রমিয়া দক্ষিণে না যাইবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যাইবাক** *ক্রি* যাবে। 'মথুরা যাইবাক রাধা কি তোর আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইবানি** *ক্রি* যাবে নাকি। 'যাইবানি রে মন সাঁচানি রে মন যাইবানি নিরঞ্জনপুর।' *সুলতান*, ১৭৫০। **যাইবার** *ক্রি* যেতে। 'রাখি দান চাহে না দেয় যাইবার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **যাইবি** *ক্রি* যাবে। 'আঁচলে ধরিলোঁ হের যাইবি কেনমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইবে** *ক্রি* যাবে। 'বালি যাইবে ল আহ্মা উপেখিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইবেঁ** *ক্রি* যাবে। 'কংশে শুনিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইবেক** *ক্রি* যাবে; দূর হবে। 'চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **যাইবোঁ** *ক্রি* যাবো। 'বলে রাধাক ধরিআঁ লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইয়** *ক্রি* যেয়ো। 'কদাচিৎ রথে চড়ি না যাইয় মৃগয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যাইয়া** *ক্রি* গিয়ে। 'যাইয়া যে ঘুচাই জঞ্জাল।' *গরীব*, ১৭৫০। **যাউ** *ক্রি* যাও। 'তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছারখার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যাউক** *ক্রি* যাক। 'ছারেঁ খারেঁ এবে যাউক যৌবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাএ** *ক্রি* যায়। 'ফনাছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছু যাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **যাও** *ক্রি* গমন করো। 'স্নানে যাও মাথা খাও শুকায়েছে মুখ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **যাওঁ** *ক্রি* যাও। 'যথাতথা যাওঁ গুণ গাওঁ নিরন্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **যাকু** *ক্রি* যাক। 'চল যাওয়া যাকু, যাওয়াটা ভাল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **যাগু** *ক্রি* যাক; যাউক। 'আশিস করিলা শক্র যাগু বলিপুর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **যাঙ** *ক্রি* যাই। 'যেন ইচ্ছা তেন কর মুঞি যাঙ চলিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **যাচ্চিস** *ক্রি* যাচ্ছিস। 'তুই যে কর্ম্মে যাচ্চিস সেই কর্ম্মে যা।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **যাচ্চে** *ক্রি* যাচ্ছে। 'বাজনা শোনা যাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **যাচ্ছিলুম** *ক্রি* যাচ্ছিলাম। 'আমি বলতে যাচ্ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **যাঞা** *ক্রি* গিয়ে। 'ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যাএঁা** *ক্রি* যাই। 'এড় ঘর যাএঁা মোঞে শকতি না কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাত্যে** *ক্রি* যেতে। 'পথে যাত্যে সঙ্গে মোর নাই কিছু ধন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **যান** *ক্রি* গমন করেন। 'সে কিবা জানেন প্রভু না যান কারো ঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যান্ত** *ক্রি* যান। 'বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যাব** *ক্রি* যাবো। 'তবেঁ কাহ্ন লআঁ যাব ধরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাবগ** *ক্রি* যাবো। 'তোমারে আমি কারে দিয়া যাবগ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **যাবা** *ক্রি* যাবে। 'পুরী মধ্যে যাবা যদি পাইবা এক কন্যা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যাবি** *ক্রি* যাবে। 'তোহ্মে বড়ায়ি বোলে চালে হআঁ যাবি পার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাবে** *ক্রি* মধ্যম পুরুষে যাওয়া ক্রিয়ার সাধারণ ভবিষ্যৎ রূপ। 'আমার প্রসাদে যাবে বৈকুণ্ঠপুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **যাবেক** *ক্রি* যাবে। 'নূতন গোয়ালা আনা যাবেক।' *কেরি*, ১৮০২। **যাম** *ক্রি* যাবো। 'কিবা আমা সঙ্গে লও হৈয়া যাম দাসী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **যায় ১** *ক্রি* গমন করে। 'সাজন করিআ নায় নানা সফর যায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* যাওয়া হয় (নাম পুরুষ)। 'আপদ দূরেতে যায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *ক্রি* অতিবাহিত হয়। 'অল্প কঅক বৎসর যায়।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *ক্রি* বিলীন হয়। 'এই সংসার আপনি হয়, কালক্রমে আপনি যায়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **যায়ন্ত ১** *ক্রি* যাচ্ছেন। 'মাও প্রণমিয়া মুনি চলিয়া যায়ন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* যাই। 'যে দিকে যায়ন্ত জিজ্ঞাসে নরগণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **যায়ব** *ক্রি* যাবো। 'হাম নাহি যায়ব সো পিয়াঠাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **যায়িতেঁ** *ক্রি* যেতে। 'যায়িতেঁ না দিব ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যায়ে** *ক্রি* যায়। 'কেহ বলে ধর ধর এই চোরা যায়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **যায়েন** *ক্রি* যান। 'গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেমরসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **যাসি** *ক্রি* যাও; যাচ্ছ। 'কথা না যাসি বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাসী** *ক্রি* যাস। 'ঘৃত দুধ লআঁ তোএঁ যাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাহ** *ক্রি* যাও। 'আহ্মা ভাণ্ডী লআঁ যাহ আমূল ভাণ্ডার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাহা** *ক্রি* যাও; গমন করো। 'আপণাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। 'ফুলে তাম্বূলে ভরি লআঁ যাহা ডালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যেতে** *ক্রি* চলে যেতে। 'আগুলিলা পথ না পারি যেতে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **যেতেছে** *ক্রি* যাচ্ছে। 'আকাশশেষে যেতেছে দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **যেতে যেতে** *ক্রি* একটানা যাওয়ার সময়ে। 'যেতে যেতে আমরা ... সুরঙ্গ দেখলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **যেত্যে** *ক্রি* যেতে। 'মায় পরিহরি বলে যেত্যে চান রাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **যেয়া** *ক্রি* গিয়ে। 'বিপিনে ভেটিব যেয়া শ্যাম জলধরে।' *দ্বীচণ্ডী*, ১৬০০। **যেয়ে** *ক্রি* গিয়ে। 'শ্রীরাসমণ্ডলে যেয়ে দেন গড়াগড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গই *ক্রি* গিয়ে। 'ণ জাণমি অপা কঁহি গই পইঠা।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। **গঞা** *ক্রি* যাওয়া। 'ফিরিয়া না চাএ কেহ গঞিলে যৌবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গঞি ১** *ক্রি* গিয়ে। 'কতদিন কাল গঞি সে বিষ জড়িল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রি* চ'লে। 'সুধর্মার শেষে তিন নৃপ গঞি গেল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **গঞিল** *ক্রি* অতিবাহিত হলো। 'এই মতে বহুদিন গঞিল বিশেষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গঞিলে** *ক্রি* গেলে। 'ফিরিয়া না চাএ কেহ গঞিলে যৌবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গিআ** *ক্রি* গিয়ে। 'সপত পাতাল গিআ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গিআঁ** *ক্রি* গিয়ে। 'আপণে রহিলা রোহিণী গবর্ভ গিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গিআছিলা**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রি গিয়েছিলাম। 'কালি গিআছিলাঙ তোমার বাপের ভবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গিআছিলাম** *ক্রি* গমন করেছিলাম। 'গিআছিলাম ফাতেমার ঘরে এহিক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গিএ** *ক্রি* গিয়ে। 'পাড়ে গিএ দেখিনু পীযূষ তুল্য জল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **গিছলুম** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'আমি তোমার ভিন্ন কি আর কারর কর্ম্মে গিছলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **গিঞা** *ক্রি* গিয়ে। 'তেকারণে আহ্মে গিঞা তাক না চাহিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গিয়া ১** *ক্রি* গমন ক'রে; গিয়ে। 'সুতিয়া রহিলা সভে জমুনা কুলে গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* যাওয়া। 'ওজ্জা রোঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **গিয়াছিনু** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'গিয়াছিনু কলিকাতা, যা দেখিনু গিয়া তথা।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬। **গিয়াছিল** *ক্রি* গিয়েছিলো। 'সুরপুরি গিয়াছিল ইন্দ্রের ভুবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **গিয়াছিলা** *ক্রি* গিয়েছিলে। 'আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গিয়াছিলাঙ** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'রাত্রে গিয়াছিলাঙ দিবসে লাগে দিশা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **গিয়াছিলাম** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'সবে বোলে গিয়াছিলাম রসুলের স্থান।' *সুলতান*, ১৭০০। **গিয়াছো** *ক্রি* চলে গেছো। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **গিয়ে** *ক্রি* উপস্থিত হয়ে। 'তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো-না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **গীয়া** *ক্রি* গিয়ে। 'অবনী মণ্ডলে গীয়া নিজ নিজ অংশ হয়্যা।' *মালাধর*, ১৫০০। **গেছলাম** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'ব'লে গেছলাম কাচা গলায় উঠবে, আমিও প্যামেন্ট করবো।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **গেছলি** *ক্রি* গিয়েছিলে। 'রসবতি, তুই কাল সুলোচনার কাছে গেছলি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **গেছলেম** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'আমি কেন মত্তে মন্মথের কাছে গেছলেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **গেছিল** *ক্রি* গিয়েছিলো। 'ময়না গেছিল তথা শুন্যা এল্য ইহার বিশেষ এই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **গেছিলুম** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'একদিন আমি ভিক্ষা কর্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **গেছে** *ক্রি* মরে গেছে। 'কি হে রেজিষ্ট্রার, নন্দী বুড়ো গেছে না আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **গেনু** *ক্রি* গেলাম। 'নিকা করিবারে গেনু যারে ভালবাসি।' *গরীব*, ১৭৫০। **গেনুঁ** *ক্রি* গেলাম। 'নিত্যানন্দে বোলে আমি গেনুঁ দশবার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গেয়** *ক্রি* গিয়েছে। 'কবরীভয়ে শিখী গেয় গিরিকন্দরে মুখভয়ে চান্দ অকাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গেল ১** *ক্রি* যাওয়া ক্রিয়ার সাধারণ অতীত রূপ; গেলো। 'সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। **২** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'দেবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলা ১** *ক্রি* গেলো। 'চেঅণ ণ বেঅন ভর নিদ গেলা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। **২** *ক্রি* গিয়েছো। 'গেলা গেলা অরে শ্যাম না গেলা বোলাই।' *মর্ত্তুজা*, ১৭৫০। **৩** *ক্রি* দূর হলো। 'রাজার যে দ্বেষভাব হইয়াছিল তাহা সে বালকের মুখাবলোকনমাত্র গেল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **গেলাও** *ক্রি* গেলাম। 'বাছুর রাখিতে গেলাও জমুনার তিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **গেলাঙ** *ক্রি* গেলাম। 'কংস ভএ নাগ্রি গেলাঙ গোবিন্দের ঠাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **গেলান্ত** *ক্রি* গেলেন; গেলো। 'এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলান্তি** *ক্রি* গেলেন। 'ব্রহ্মা সব দেব লঞা গেলান্তি সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলাম** *ক্রি* গমন করলাম। 'তথায়ে গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **গেলাহা** *ক্রি* গিয়েছো। 'গেলাহা মোক দুখ দিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলি** *ক্রি* গেলো। 'আগু গেলি সত্বর গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলির** *ক্রি* গেলো। 'গরু রাখি তোর কাহ্ন গেলির অরমে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলিহুঁ** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'বিকে গেলিহুঁ মাধুর মধুরিপু ভেটল সাথে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গেলী** *ক্রি* চলে গেলো। 'পাছে রাধিকা লঞা বড়ায়ি গেলী ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলে** *ক্রি* প্রবেশ করলে। 'মুখ অভ্যন্তরে গেলে সে ধরিয়াত খাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **গেলেঁ** *ক্রি* গেলে। 'তথাঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলেক ১** *ক্রি* হলো। 'তঔক্ষনে দুই পুত্র গেলেক জন্মাই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* গেলো। 'আবু জেহেলের আগে গেলেক চলিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **গেলেম** *ক্রি* গেলাম। 'ভুড়াড়ি গেলেম তর্ক পড়িবার আশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **গেলো** *ক্রি* যাওয়া ক্রিয়ার অতীত রূপ। 'কালি গেলো।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **গেলোঁ** *ক্রি* গেলাম। 'আনেক জনের কাজেঁ গেলোঁ নানা থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গোই** *ক্রি* গেলাম। 'নীল তিমিরে চলু গোই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **গ্যে** *ক্রি* গিয়ে। 'একখুনি গ্যে এই ছোরাটা কলজেতে তার বসাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

যাই যাই করা *ক্রি* চলে যাওয়ার কথা বলা; যাওয়ার ব্যাপারে ঔৎসুক্য দেখানো। 'যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'কেবলই অমন যাই-যাই করতে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

যাই যাই যাই *বি* চলে যাওয়ার ব্যস্ততা। 'ক্ষণেক এসে বোলো না গো "যাই যাই যাই"।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

যাওয়া-আসা *বি* যাতায়াত। 'শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা, শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'জান কি কেউ কোথা হতে যে/ করে সে যাওয়া-আসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

যাবার বেলা *ক্রিবিণ* বিদায়-বেলায়। 'যাবার বেলা দুটি কথা ব'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

যায় যায় *বিণ* শেষ বা বের হয়ে যাচ্ছে এমন। 'তোমার জন্যেতে হলো প্রাণ যায় যায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যেতে ভয় বাসা – যেতে ভয় করা। 'অতেব ভারত ভূমে যেতে বাসি ভয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যেতে যেতে *ক্রিবিণ* যাওয়ার সময়ে। 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

যাঁতা [স যন্ত্র] *বি* ডাল, গম ইত্যাদি গুঁড়া করার যন্ত্র। 'সিন্দুকের উপর যাঁতার ন্যায় দুই চক্ষু বিশিষ্ট একটা কুকুর বসিয়া আছে।' *মধু*, ১৮৫৭। *দ্র* **জাঁতা**

যাঁতাকল [স যন্ত্র+স কল] *বি* ধান থেকে চাল তৈরি করার যন্ত্র। 'তণ্ডুলনিষ্পাদক একপ্রকার যন্ত্র অর্থাৎ যাঁতাকল সকলে দর্শন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

যাঁহা *ক্রিবিণ* যেখানে। 'নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যাঁহার *সর্ব* যাঁর। **যাঁহারদিগের** *সর্ব* যাঁদের। 'যাঁহারদিগের বুদ্ধি ও চেষ্টা আছে তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

যাঁহারা *সর্ব* যাঁরা। 'যাঁহারা বিদ্যাবিতরণ নিমিত্তে কাজ করিয়াছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

যাকাত [আ] *বি* (ইসলামমতে) সঞ্চিত অর্থের নির্দিষ্ট অংশ দান করার বিধান। 'সপ্তম বাব: যাকাতের কথা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যাগ [স যজ্ঞ] *বি* (হিন্দু ধর্ম) যজ্ঞ। 'তপ জপ যজ্ঞ যাগে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যাগজজ্ঞ [স যাগযজ্ঞ] *বি* (হিন্দুধর্ম) দেবতার অনুগ্রহ লাভের বৈদিক অনুষ্ঠান। 'যাগজজ্ঞ পূজা ইত্যাদির সম্রাটের আরম্ভ।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাগযজ্ঞ [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দেবতার অনুগ্রহ লাভের বৈদিক অনুষ্ঠান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সমস্ত যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা ... আঁট বেঁধে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যাগাদি [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) যাগযজ্ঞ। 'যাগাদি কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা শূদ্রাতুল্যা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

যাগা [স জাগর্>] *ক্রি* সজাগ থাকা। **যাগিঞা** *ক্রি* জাগরিত হয়ে। 'যাগিঞা চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যাগাবলম্বন [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) ব্রত পালন। 'নিজ জনকের দুর্দশাকর্ণনানন্তর হতাশ হইয়া অনশন যাগালম্বন করে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

যাচক [স] *বিণ* যাচনাকারী; প্রার্থী। 'যাচক জনের কাহ্ন করহ তোষণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যাচকা [স] *বিণ স্ত্রী* যেচে আসে এমন। 'যাচকা যুবতী ছাড়া অর্ধম বিস্তর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যাচন [স] *বি* যাচাই করার কাজ। **যাচনদার** [স যাচন+ফা দার] *বি* যাচাই করে দেখে যে। 'যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যাচনা [স] *বি* ভিক্ষা। 'তারস্বরে তার যাচনার নামতা পড়ে যাচ্ছে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

যাচমান [স] *বিণ* প্রার্থনাকারী। 'পিতার নিকট যাচমান হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

যাচয়মান [স] *বিণ* অধিক আগ্রহী; উপযাচক। 'গোপগণেরা কোন দিগে দধি দুগ্ধ যাচয়মান হইয়া বেচিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাচা[1] [স যাচ্>] ১ *ক্রি* সাধা। 'উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* চাওয়া। 'প্রদানিলা তুমি তাঁরে যা কিছু যাচিল।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ৩ *ক্রি* ভিক্ষা চাওয়া। 'তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **যাচায়** *ক্রি* যেচে দেয়। 'কুলবতী কুল নাশে আপনার যৌবন যাচায়।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **যাচিঞা** *ক্রি* উপযাচক হয়ে। 'যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে।' *মুরারি*, ১৫৭০। **যাচিয়া** *ক্রি* উপযাচক হয়ে। 'জনক না জানে তবু যাচিয়া ভজিবে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **যাচিলাম** *ক্রি* সাধলাম। 'যাচিলাম পায় ধরি কাম-তৃপ্তি হেতু।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **যাচু** *ক্রি* যাচনা করুক। 'উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাচে** *ক্রি* যাচঞা করে। 'তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **যেচে** *ক্রি* সাধাসাধি ক'রে। 'যেচে মান কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যাচিঙ্গা [স যাচঞা] *বি* প্রার্থনা। 'কাকের যে অন্যের পালক যাচিঙ্গা করিয়া লইয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যাচিঞা [স যাচঞা] *বি* যাচনা; প্রার্থনা। 'এক কাঙ্গালিনী আসিয়া কিছু যাচিঞা করিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাচা[2] *ক্রি* পরীক্ষা করা; যাচাই করা। 'দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সেটা এখন যাচিয়ে দেখা দরকার।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

যাচাই বাছাই *বি* পরীক্ষা-নিরীক্ষা। 'যাচাই বাছাই করে প্ল্যান ঠিক করা চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যাচিত [স] *বিণ* প্রার্থিত; আকাঙ্ক্ষিত। 'এই যাচিত বেশে স্বজাতি ত্যাগ করিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যাচ্ছেতাই [যা+ইচ্ছা+তাই] *বিণ* শোচনীয়। 'কাছারির তাঁবুও ভিজে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যাচঞা [স] ১ *বি* চাওয়া। 'আমি যাচঞা মাত্র উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সার্দ্ধ লক্ষ সুবর্ণ দিব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮০২। ২ *বি* প্রার্থনা। 'যে লোক যাচঞা করিতে উপস্থিত হয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যাজক [স] *বি* পুরোহিত। 'যাজক জনের কাহ্ন করহ তোষণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যাজকতা [স] *বি* যাজকের কাজ। 'ওবর্লিন ... গ্রাম্য যাজকতাপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যাজকতাপদ [স] *বি* পুরোহিতের দায়িত্ব। 'ওবর্লিন ... গ্রাম্য যাজকতাপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যাজন [স] ১ *বি* পৌরোহিত্য। 'সহজ ভজন করহ যাজন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* যজ্ঞ সম্পাদন। 'করিয়া গ্রহণ না করে যাজন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৩ *বি* খিলাফত। 'নূর নবি চারকে দিলেন চার যাজন।' *লালন*, ১৮৯০।

যাজনা [স যাচঞা] *বি* প্রার্থনা। 'আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

যাজ্ঞিক [স] *বি* পুরোহিত। 'যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যাজ্ঞিকী [স] *বিণ* যজ্ঞাদি। 'শ্রৌতস্মার্ত্ত যাজ্ঞিকী ক্রিয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যাণানো *ক্রি* জানানো; জ্ঞাত করা। **যাণাইবোঁ** *ক্রি* জানাবো। 'যাণাইবোঁ কংস যেন করএ বিচার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যাতন [স যন্ত্রণা] *বি* যাতনা; যন্ত্রণা। 'দশন ঘাতন অধিক যাতন অধর কমল বাধুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যাতনা [স যন্ত্রণা] *বি* দুঃখ। 'বাপ জ্যেঠা আন নহে পাইবে যাতনা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কত না যাতনা দিনু।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

যাতনাভোগ [স যন্ত্রণাভোগ] *বি* যন্ত্রণাভোগ। 'আমায় কত যাতনাভোগ করিতে হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যাতায়াত [স] *বি* যাওয়া-আসা। 'ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত।' *ভারত*, ১৭৬০।

যাতায়াতী *বিণ* যাওয়া-আসা সংক্রান্ত। 'কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্যে পাঁচটি টাকা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৬।

যাতি [স জাতি] *বি* চামেলি বা মালতী ফুল। 'যাতি আজি নষ্ট ভৈল আঅর সেয়তী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যাত্নিক [স] *বিণ* যত্নশীল। 'তাহার কারণানুসন্ধান করা ও তন্নিবারণে যাত্নিক হওয়া।' *মিহির*, ১৮৯৯।

যাত্রা[1] [স] ১ *বি* হিন্দু পর্ববিশেষ; রথযাত্রা। 'আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র-ওড়ন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* যাওয়া। 'যাত্রার সময় দেখিয়াছি তোর মুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* দফা; বার। 'এ যাত্রা এই ভাবেই গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

যাত্রাকারি [স যাত্রাকারী] *বি* গমনকারী। 'তদ্দ্বারা যাত্রাকারির কোন উপকার নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যাত্রাকাল [স] *বি* বিদায়বেলা। 'পরিত্যক্ত ভিটার জঞ্জালে পুরস্ত্রীর প্রসাধনী ফেলে গেছে কারা যাত্রাকালে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যাত্রাপথ [স] *বি* চলার পথ। 'আমাদের যাত্রাপথের দিক্‌পরিবর্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যাত্রাবসান [স] *বি* চলার শেষ। 'হয়ে আসে যবে যাত্রাবসান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

যাত্রারম্ভ [স] *বি* যাত্রা শুরু। 'পূর্বদিগন্তে যাত্রারম্ভ করিবার সময় অমনি পথের মধ্যে কৌতুকপ্রফুল্লপূর্ণ ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'স্বভাবতই কবি রবীন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ নারীপ্রেম থেকে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

যাত্রাসঙ্গী [স] *বি* সহযাত্রী। 'অনেক দেরীতে পেয়েছে যাত্রাসঙ্গী সেতারা চন্দ্রলেখা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

যাত্রাসিদ্ধি [স] *বি* সফল গমন। 'শালেপুরে যাত্রাসিদ্ধি বন্দিব সাদরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যাত্রা[2] [স] *বি* গীত ও অভিনয় মিশ্রিত লোকনাটক। 'কলিকাতাতে এক নূতন যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'তাঁবুর মধ্যে পৌরাণিক যাত্রার অভিনয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যাত্রাওয়ালা [স যাত্রা+হি ওয়ালা] ১ *বি* যাত্রাগানের দল। 'কালীয়দমন যাত্রাওয়ালা পাথুরে ঘাটা দিয়া খেয়া পার হইতেছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বি* যাত্রাপালা করা যাদের পেশা। 'তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

যাত্রা-কথকতা [স] *বি* লোকনাট্য ও কথকতা। 'যাত্রা-কথকতার যোগে সাংখ্য যোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যাত্রাকমিক [স যাত্রা+ই কমিক] *বি* হাস্যরসাত্মক নাটক। 'যাত্রাকমিক দেখবি চল!' *নজরুল*, ১৯৩১।

যাত্রাকর [স] *বিণ* যাত্রা করে এমন। 'যাত্রাকর সাহেব সেই সকল ছবি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

যাত্রাগান [স] *বি* উন্মুক্ত মঞ্চে নাট্যগীতি। 'যাত্রাগানের খবর পাইলেই বাড়ি হইতে পালাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

যাত্রাঘর [স যাত্রা+ঘর] *বি* জলসাঘর। 'যাত্রাঘরের প্রায়-নিবন্ত হুঁকোটাতে টানও দিয়েছিল ভূতনাথ।' *বিমল*, ১৯৫৩।

যাত্রাদল [স] *বি* যাত্রাপালার সংগঠন। 'যাত্রা-দলের গন্ধ ওতে ভারি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

যাত্রানির্বাহক, যাত্রানির্ব্বাহক [স] *বি* যাত্রা পরিচালনা করে যে। 'সকের যাত্রানির্ব্বাহক ইহারা সকলেই আমার কাছে তালিম লইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যাত্রানুষ্ঠায়িক [স] *বি* যাত্রা উৎসবের আয়োজনকারী। 'যাত্রানুষ্ঠায়িককর্তৃক উচ্চারিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যাত্রাবাঁশি *বি* যাত্রার সূচনায় বাঁশির শব্দ। 'সুদূর কুসুমগন্ধে তার যাত্রাবাঁশি বেজে ওঠে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

যাত্রার দল *বি* যাত্রাপালার দল। 'যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যাত্রাশাল [স] *বি* যাত্রার আসর। 'সে গঞ্জের যাত্রাশালে সারারাত্রি কাটাইয়া দিত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

যাত্রাসংগীত [স] *বি* যাত্রা অভিনয়ের সময় গীত গান। 'বাংলা কথা বসিয়ে ব্রহ্মসংগীত ও যাত্রাসংগীত গাওয়া হতো।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

যাত্রী [স] ১ *বি* তীর্থযাত্রী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* গমনকারী। 'বিদেশযাত্রী ও পর্যটকেরদের বিবরণপুস্তক পাঠ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

যাত্রি [স যাত্রী] *বি* যাতায়াতকারী লোক। 'একরাত্রি পথে থাকে বহু যাত্রি সাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যাত্রিক [স] ১ *বি* তীর্থযাত্রী। 'নানাদেশের যাত্রিক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* তীর্থ ভ্রমণকারী। 'জটজুতবতী জে যাত্রিক-শিরোমুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* শুভযাত্রা লক্ষণ। 'সৌভাগ্য যাত্রিক অতি বাণিজ্যকরণ তিথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* পথযাত্রায় সঙ্গে থাকে এমন। 'যাত্রিক দ্রব্য সকল সম্মুখে রাখিয়া গ্রামের মনুষ্যেরা মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যাত্রিণী [স] *বিণ স্ত্রী* গমনকারী। 'কোথায় যাবে যাত্রীদল, যাত্রিণীদল, চকমকের যাত্রিণীদল?' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

যাত্রিদল [স] *বি* অভিযাত্রীর দল। 'লহ জ্যোতি-দীক্ষা, যাত্রিদল সব সাজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

যাত্রিনী [স] *বি স্ত্রী* আরোহী। 'যাত্রিনী দুজনের একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছেন।' *সুনীল*, ১৯৭০।

যাত্রিলোক [স] *বি* যাত্রাকারী লোক। 'যাত্রিলোক নীলাচলবাসী যত জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যাত্রী-বোঝাই *বিণ* যাত্রীপূর্ণ। 'যাত্রী-বোঝাই দিনের নৌকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

যাত্রীশালা [স] *বি* স্টেশনে যাত্রীদের বিশ্রামের স্থান; বিশ্রামাগার। 'যাত্রীশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

যাত্রীসঙ্ঘ [স] *বি* ভ্রমণপিপাসুদের সঙ্ঘ। 'এই যাত্রীসঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যাথাতথ্য [স] *বি* প্রকৃত তত্ত্ব। 'সত্যের যাথাতথ্য ও পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যাথাযথ্য [স] *বি* যাথার্থ্য; ঠিক অবস্থা। 'সেটাকে প্রকাশ করবার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যাথার্থিক [স] *বিণ* আদর্শস্থানীয়; যথার্থ। 'আত্মস্বার্থরহিত ও যাথার্থিক ও রাজকর্ম্ম সম্পাদনে পরমধার্ম্মিক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

যাথার্থ্য [স] *বি* যথার্থতা; সত্যতা। 'উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষা হয় না।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

যাদঃপতি [স] *বি* জলের অধিপতি; সমুদ্র। 'যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যাদু[1] [ফা জাদু] ১ *বি* প্রিয় মানুষকে সম্বোধন করার শব্দবিশেষ। 'তবুত না আইসে যাদু দিনান্ত উপাসী।' *সুলতান*, ১৭৫০। ২ *বি* পুত্র। 'বিলাতের ব্রহ্ম যদি মেরিমার যাদু/ এ দেশের ব্রহ্ম তবে যশোদার যাদু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যাদু[2] [ফা জাদু] *বি* মন্ত্রশক্তিতে মোহিতকরণ। 'ওরাই তো তোরে যাদু করিয়াছে।' *জসীম*, ১৯৩১।

যাদুকর [ফা জাদুগর] ১ *বি* ঐন্দ্রজালিক। 'অধম ভালুকে শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* পারদর্শী ব্যক্তি। 'সত্যেন দত্ত অনুবাদের যাদুকর।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

যাদুকরী [ফা জাদুগরী] ১ *বি স্ত্রী* জাদুকর। 'কে একজন যাদুকরী তার কোমল হস্তে আমার দুই চক্ষে একটি অমৃতময় মোহ মাখিয়ে দিয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* রহস্যময়। 'স্বপ্নের জরির

পাড়ে সবি যাদুকরী ফাঁদ।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

যাদুঘর [ফা জাদু+ঘর] *বি* জাদুঘর। 'মিউজিয়ম শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে ... উহাকে যাদুঘর বলে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

যাদুদণ্ড [ফা জাদু+স দণ্ড] *বি* জাদুকরের জাদু দেখাতে ব্যবহৃত ছড়ি। 'বিদেশী। তোদের যাদুদণ্ডকে এবার নেবই কেড়ে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮; 'যে যাদুদণ্ডের স্পর্শে সত্য ও সৌন্দর্য এক হয়ে যায় তা তাঁর ছিল।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যাদুর ফান *বি* যাদুর ফাঁদ। 'দুখানি আয়না ধরিয়া পেতেছে যাদুর ফান।' *জসীম*, ১৯২৭।

যাদৃগ [স যাদৃক] *বিণ* যেমন। 'বিদ্যা দান বিষয়ে ইহারা যাদৃগ যত্নবান তাদৃগ পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান রাজারদিগের অধিকারে ছিল না।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

যাদৃশ [স] *বিণ* যেরূপ। 'যাদৃশ তাহারদের সাধ্য।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

যাদৃশী [স] *বিণ স্ত্রী* যেরূপ। 'স্বদেশে যাদৃশী মর্য্যাদা পরদেশে তাদৃশী নয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যান [স] **১** *বি* বাহন। 'যৌবনে নারীর মান উদকে নৌকার যান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান। 'সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয় রাজগুণে ... অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* গাড়ি। 'যানে কিম্বা বহনে আরোহণ করিয়া ...' *ভবানী*, ১৮২৫।

যানপূর্ণ [স] *বিণ* যানবাহনে পরিপূর্ণ। 'নানা যানপূর্ণ সুবিস্তৃত রাজমার্গ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যানবাহন [স] *বি* যাতায়াতে ব্যবহৃত বাহন। 'যানবাহনাদি দ্বারা এবং পদব্রজে গমনাগমনের মহাসুখ জন্মিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

যানস্রোত [স] *বি* স্রোতের মতো চলমান যানবাহন। 'রাস্তায় বেরোলে দেখি শুধু জন আর যানস্রোত চলছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

যানান্তর [স] *বি* ভিন্ন বাহন। 'যানান্তর ইহার দ্বারা সূচিত হইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

যানারূঢ় [স] *বিণ* গাড়িতে আসন নিয়েছে এমন। 'যে দিবস বাবুরা নিমন্ত্রণে যানারূঢ় হইয়া গমন করিবেন সঙ্গে যাইবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যানানো [স জ্ঞা>] *ক্রি* জানানো; জ্ঞাপন করা। **যানাইল** *ক্রি* জানালো। 'আনাইআঁ যানাইল সব গোআলিনী সহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যানি** *ক্রি* জেনে। 'এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যান্ত্রিক [স] **১** *বি* বাদ্যকর। 'যান্ত্রিক বিহনে ... বাজিতে পারে।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* যন্ত্র সম্বন্ধীয়। 'তার পর যান্ত্রিক সম্পৎ-প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে ... শহর তৈরি করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৩** *বিণ* যন্ত্রের মতো ছক-বাঁধা। 'যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা মানুষের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনা থাকত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

যান্ত্রিকতা [স] *বি* যন্ত্রের মতো আচরণ। 'কম্পোজিটর কি কখনো চমকে ওঠে নিখুঁত যান্ত্রিকতার কোনো ফাঁকে?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

যান্ত্রিকবাহিনী [স] *বি* যন্ত্রযানচালিত বাহিনী। 'এই দ্রুত ধাবমান যান্ত্রিকবাহিনীর মাঝখান দিয়ে ...' *তারা*, ১৯৪৩।

যান্ত্রিকীকরণ [স] *বি* যন্ত্রের প্রচলন। 'কৃষি ব্যবস্থাকে যান্ত্রিকীকরণের কথা কল্পনাও করিতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

যাপন [স] **১** *বি* অবস্থান। 'সেই দেশে কিছুকাল কর হে যাপন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বি* অতিবাহন; সময় কাটানো। 'গৃ কতকগুলি উদাসীনের সহিত ... মহাসুখে কাল যাপন করিতেছিলাম *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

যাপনা [স যাপন>] *ক্রি* কাটানো। 'মিছে কাজে নিশি যাপনা *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'নিবায়ে দীপ জীবননিশি যাপনা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যাপ্য [স] *বি* যাপন। 'এ যে কেবল দন্ধে মারা যাপ্য করা মৃত্যুক্লেশ *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

যাবক[1] [স] *বি* আলতা। 'যাবকের রসে করে অধর মাজন।' *মুকুন্দ* ১৬০০।

যাবক[2] *বিণ* যাবৎ। 'জিনিল যাবক বিদ্যা দশন বসনে।' *কৃষ্ণরাম* ১৭২০।

যাবজ্জীবন [স] **১** *ক্রিবিণ* সারাজীবনের জন্য। 'উপকারে উত্তম লো যাবজ্জীবন বদ্ধ হইয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'উঁহাকে যাবজ্জীব বনবাসে পাঠানো, সেও বড়ো কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* আমরণ। 'যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁসি দুই-ই মিলিয়ে নেওয়া চলে *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যাবৎ [স] **১** *বিণ* যতটুকু। 'যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।' *বৃন্দা* ১৫৮০; 'যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। *ক্রিবিণ* যতক্ষণ। 'যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্যকাম *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কুন্তী বোলে যাবৎ থাকএ দিবাকর।' *কবীন্দ্র* ১৬৮৯। **৩** *বিণ* সমস্ত। 'যাবৎ অঙ্গের রক্ত হইল বাহির।' *বাহরাম* ১৬৫০।

যাবত [স যাবৎ] **১** *ক্রিবিণ* যতদিন। 'যাবত যৌবনে রাধা নাহি লা ঘুণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যাবত তোমার চাচা নাহি আসে দেশে।' *গরী* ১৭৬৫। **২** *ক্রিবিণ* যতক্ষণ ধরে। 'যাবত রসুল যান্ত সাধকের ঘরে *সুলতান*, ১৭০০।

যাবতীয় [স] *বিণ* সমস্ত। 'যাবতীয় পরিবর্তনের ...।' *রবীন্দ্র* ১৯০৭।

যাবতে *ক্রিবিণ* যতক্ষণ। 'যাবতে না করে যোগী আপনা বিনাশ *আলাওল*, ১৬৮০।

যাবৎকাল [স] *ক্রিবিণ* যতক্ষণ পর্যন্ত। 'যাবৎকাল দর্শন ক গরুড়ের পাছে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যাবৎ শ্বাস তাবৎ আস – সর্বাধিক প্রচেষ্টা। 'যাবৎ শ্বাস তাবৎ আ বাদসাহ এখানে আসিবেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাবদীয় [স] *বিণ* সমস্ত। 'সহরবাসী লোকের ধান্য চাল অবা যাবদীয় সামিগ্রি।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাবদ্দিগ্বিদিকস্থ [স] *বিণ* সব দিকের। 'যাবদ্দিগ্বিদিকস্থ রাজারদিগ জয় করিয়া সর্ব্বরাজমণ্ডলীমুকুটমণি মণ্ডিতচরণারবিন্দ হইয়া সাম্রাজ্য করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যাবদ্দেশীয় [স] *বিণ* বহু দেশ থেকে আসা। 'যাবদ্দেশী পণ্ডিতদিগকে বহুবিধ ধন দিয়া বিদায় করিয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যাবনিক [স] *বিণ* মুসলমানি। 'তাই তুমি যাবনিক ভাষার নিকটে ভি চাচ্চো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

যাবনিকতা [স] *বি* যবনের আচরণ। 'হীনতম যাবনিকতা *সাম্যবাদী*, ১৯২৪।

যাবনিক ভাষা *বি* আরবি-ফারসি ভাষা। 'তুমি যাবনিক ভাষা নিকটে ভিক্ষা চাচ্চো?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবন্ত[1] [স জীবন্ত] *বিণ* জীবন্ত। 'যাবন্ত ফকির কাটি খায়াইব বাঘে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যাবন্ত[2] [স যাবৎ] ১ *ক্রিবিণ* যে পরিমাণ। 'আমার দুঃখের কথা নিবেদি যাবন্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* যাবতীয়। 'কর সম্পর্কীয় যাবন্ত ভূমির স্থির রাজস্ব।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

যাব যাব *বিণ* যাই যাই করছে এমন। 'মেঘ বলেছে যাব যাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

যাবল্লোক [স] *বি* সব লোক। 'যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য মানিয়া উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যাবা *বি* ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত প্রধান দ্বীপ। 'সুমাত্রা, যাবা (বা যব) প্রভৃতি দ্বীপ ইহাদের স্বাভাবিক আবাসস্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যাম [স] *বি* এক প্রহর। 'দিবস পূর্ব যাম বগীশ পায় সাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যামিনী [স] *বি* রাত। 'কৈসে গোঁওব যামিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যামিনীকর [স] *বি* চাঁদ। 'প্রতাপে তিমিরহর যশের যামিনীকর শুদ্ধমতি কাশীশ্বর রায় ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যামিনী-শান্তি [স] *বি* রাতের শান্তি। 'কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

যামুন [স যমুনা] *বি* যমুনা। 'কৈসনে জাওব যামুন তীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

যাম্বিল *বি* খেজুর পাতার তৈরি ছোটো থলে। 'রাস্তায় খাইবার জন্য যাম্বিলে কিছু শুটকি মাছ ভরিয়া লইলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

যাম্য [স] *বি* দক্ষিণ দিক। 'পূর্ব যাম্য পশ্চিম উত্তরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যাম্য বক্ত্র [স] *বি* দক্ষিণ মুখ। 'যাম্য বক্ত্রে বসিয়া মাথায় জল ঢালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যাযাবর [স] *বিণ* ভবঘুরে; নির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপন করে না এমন। 'পূর্ব্বে আরবেরা অসভ্য, ভ্রষ্ট ও যাযাবর ছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যাযাবরবৃত্তি [স] *বি* যাযাবরের পেশা। 'দীর্ঘকাল যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করে ...।' *শরৎ*, ১৯৩১।

যায় [ফা জায়] *বি* ফর্দ; তালিকা। 'পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামগ্রীর যায় করিয়া নিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যায়গা [ফা জায়গাহ্] *বি* জমি। 'কিন্তু যায়গা বেচিয়াই হউক, আর জিনিস বেচিয়াই হউক ...।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

যারবা [স জারজ] *বিণ* অবৈধ। 'কেউ এল মা ওই কসবির যারবা সন্তানকে ভূমিষ্ট করতে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

যাষ্টীক [স] *বি* লাঠিয়াল। 'মৃত্যুবৎ করিয়া রাখিবার নিমিত্তে তূরি তূরি যাষ্টীক নিযুক্ত রাখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যাহা [স যৎ] *সর্ব* যা কিছু। 'যাহা২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাহা তাহা *সর্ব* এটা ওটা। 'রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা – এমন কেন সত্য হয় না আহা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

যাহাতে *ক্রিবিণ* যাতে ক'রে। 'ভূমিতে বার২ ফসল যাহাতে উৎপন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

যাহারা *সর্ব* যারা। 'দাউদের এই দুর্নিতি দেখিয়া পরিবার লোক যাহারা২ সাতে ছিল ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাহা হউক *ক্রিবিণ* যা হওয়ার হোক; যাই হোক না কেন। 'সে যাহা হউক কিন্তু তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় সাবধান থাকিও।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যাহাঁপনা [ফা জহানপনাহ্] *বি* সম্মানসূচক সম্বোধনবিশেষ। 'যাহাঁপনা গোলামের নাম প্রত্যাপাদিত্য।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাহান্নম [আ] *বি* অধঃপাত। 'সেসব কল্পনা যাহান্নমে গিয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

যাহে *ক্রিবিণ* যেখানে। 'রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দ করিবে পান।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যিগর [ফা] *বি* হৃদয়। 'এ কোন যিগর-পস্তানি সুর।' *নজরুল*, ১৯২৭।

যিনাকার [আ জিনা+ফা কার] *বিণ* অবৈধ যৌন সঙ্গমকারী। 'আমি যিনাকার।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যিনি *সর্ব* যে ব্যক্তি। 'ঘনচয় অহর্নিশি যিনি তমোহিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ক্ষমাগুণে সমা নন যিনি সর্ব্বসহা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যিশবীয় [প জেস্ত] *বিণ* খ্রিস্টীয়। 'তাহাদের বিবরণ ১৮০০ যিশবীয় সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যিশু মন্ত্র [প জেস্ত+স মন্ত্র] *বি* যিশুর বাণী। 'যীশু মন্ত্র গ্রহণপূর্বক খৃষ্টীয়ানদের দলপুষ্টি করিতেছিলেন।' *প্রচারক*, ১৯০১।

যুঁই [স যূথী] *বি* একপ্রকার ফুলের নাম। 'এক ছড়া যুঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

যুকত [স যুক্ত] *বিণ* যুক্ত; সংলগ্ন। 'স্বামীর আদেশ মাত্র করিব যুকত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যুকতি [স যুক্তি] *বি* যুক্তি; বিচার। 'আথির ঠানে দেখাইল সেই সে যুকতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

যুকুতি [স যুক্তি] *বি* যুক্তি। 'একত্তরে চৌদ্দ যম যুকুতি করিয়া ... আনে ডাক দিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

যুক্ত [স] ১ *বি* উপযুক্ত; যথোপযোগী। 'কেহ বলে যুক্ত নহে এমন করিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* স্থির। 'শান্তনুরে রাজ্য দিতে মনে যুক্তি করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* ব্যাপৃত। 'কেমতে আপদ যায় গুনিতে যুক্ত হও।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বিণ* বিশিষ্ট। 'এই পাঠশালা অষ্ট সম্প্রদায় যুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৫ *বিণ* সংযুক্ত। 'কোন জন্তুর জঙ্ঘা ভঙ্গ হইলে তদীয় অস্থি ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যুক্ত-অক্ষর [স] *বি* যুক্তবর্ণ; যুক্তবর্ণ পড়তে পারে এমন। 'অচিরেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যুক্তকর [স] *বি* জোড় করা হাত। 'অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

যুক্তফ্রন্ট [স যুক্ত+ই ফ্রন্ট] *বি* একাধিক দলের জোট। 'যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা জনাব এইচ এস সোহরাওয়ার্দী ...।' *আজাদ*, ১৯৫৪।

যুক্ত-বেণী [স] *বি* নদীর মিলিত ধারা। 'মুক্তবেণী এ ত্রিধারা। যুক্ত-বেণী-পারে তারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যুক্তরাষ্ট্র [স] *বি* অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সম্বদ্ধ রাষ্ট্রজোট। 'যুক্তরাষ্ট্র যে এদেশে চলিতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৪১।

যুক্তরাষ্ট্রীয় [স] *বিণ* অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সম্বদ্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রের জোটসংক্রান্ত; ফেডারেল। 'ভারতের নয় কোটি মুছলমান কোনরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সম্মত হইবে না।' *আজাদ*, ১৯৪১।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তস্বর [স] *বি* যৌগিক স্বরধ্বনি। 'যুক্তস্বরের প্রয়োগ ঘটিয়ে কবি ওয়াইন্ডিং রোডের ছবিটিকে ধ্বনির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তাক্ষর [স] *বি* একাধিক বর্ণ মিলিত হয়ে তৈরি হয়েছে এমন বর্ণ। 'তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জনপ্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

যুক্তাক্ষরবহুল [স] *বিণ* যুক্তাক্ষরের বাহুল্য আছে এমন। 'কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যুক্তিযুক্ত [স] *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'অনুকরণ করিলেই যে দোষ হয় তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

যুক্ত্যভুর [স যুক্তভ্রূ] *বি* যুক্তভ্রূ; জোড়া লাগানো ভুরু। 'যুক্ত্যভুর ধনুকের নেয়ায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

যুক্তি [স] ১ *বি* পরামর্শ। 'যুক্তি করে দেব প্রজাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জগদানন্দ পণ্ডিতে আসি যুক্তি পুছিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কারণ। 'যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সব ভক্তগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* উপায়। 'কেহ বলে ভাই সব এক যুক্তি আছে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* কুমন্ত্রণা। 'ফুল দিয়া বিদ্যারে আপনি যুক্তি দিলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৫ *বি* কূটবুদ্ধি। 'ভালা যুক্তি করেছ ইমাম বাহাদুর।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৬ *বি* বিচার। 'শাস্ত্র যুক্তি অনুভব বিরুদ্ধ কুবিচার করিতেছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৭ *বি* বক্তব্য। '৬৮৪ সংখ্যক দর্পণে অতিমনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৮ *বি* বক্তব্যের সপক্ষে কারণ। 'বক্তৃতা শুনে বা কোনোপ্রকার যুক্তি শুনে যে কারও মত স্থির হয়, তা তো বোধ হল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যুক্তি-অস্ত্র [স] *বি* যুক্তিরূপ অস্ত্র। 'ঈশ্বরের অস্তিত্ববিশ্বাসকে যুক্তি-অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

যুক্তিকৌশল [স] *বি* যুক্তি প্রদানের চাতুর্য। 'যুক্তিকৌশল দিয়ে এতদিন আমাদের সমাজের প্রচলিত ধর্মকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যুক্তি-খণ্ডন [স] *বি* যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে অসার প্রমাণ করা। 'আইনের কূটমর্ম-উদ্ভাবন, বিপক্ষ পক্ষের যুক্তি-খণ্ডন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

যুক্তিগম্য [স] *বিণ* যুক্তি দ্বারা বোঝা যায় এমন। 'যা যুক্তিগম্য তাকে প্রমাণ করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

যুক্তিজাল [স] *বি* যুক্তির বিস্তার। 'তত্ত্বদর্শনের পরিক্ষিপ্ত যুক্তিজাল বাঁধিবারে পারে না আমায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

যুক্তিতর্ক [স] *বি* যুক্তিভিত্তিক বিতর্ক। 'ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়, নিছক ক্ষিপ্তভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যুক্তিধারা [স] *বি* যুক্তিসমূহ। 'তাঁর যুক্তিধারা থেকে পদে পদে প্রমাণ হল ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

যুক্তিনির্ভর [স] *বিণ* যুক্তির উপর নির্ভরশীল। 'এ আহ্বান যে অত্যন্ত সময়োচিত এবং যুক্তিনির্ভর, তাতে কোন সন্দেহ নাই।' *বেগম*, ১৯৫৩।

যুক্তিপরামর্শ [স] *বি* আলাপ-আলোচনা। 'তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে যুক্তিপরামর্শ করে তিনি স্থির করলেন ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

যুক্তিপূর্ণ [স] *বিণ* অনেক যুক্তি আছে এমন। 'যুক্তিপূর্ণ একটি থিসিস লিখে ফেলেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

যুক্তিপ্রণালী [স] *বি* যুক্তির কৌশল। 'আমার যুক্তিপ্রণালী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

যুক্তিপ্রাণতা [স] *বি* যুক্তিশীল মানসিকতা। '... মানুষের শুভবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রাণতায় এদের বিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

যুক্তিফল [স] *বি* যুক্তি নিষ্পন্ন ফল। 'উহা যুক্তিফল সম্ভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যুক্তিবল [স] *বি* যুক্তির শক্তি। 'তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

যুক্তিবাদী [স] *বিণ* যুক্তি মেনে চলে এমন। 'এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ফলাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যুক্তিবিচার [স] *বি* যুক্তি দিয়ে বিবেচনা। 'যুক্তিবিচারদৃঢ় মূল্যবোধ ও মূল্যবোধস্নিগ্ধ যুক্তিবিচার – প্রতি সভ্যতায়ই এই দুই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যুক্তিবিচারদৃঢ় [স] *বিণ* যুক্তি দিয়ে দৃঢ়ভাবে বিচারকৃত। 'যুক্তিবিচারদৃঢ় মূল্যবোধ ও মূল্যবোধস্নিগ্ধ যুক্তিবিচার – প্রতি সভ্যতায়ই এই দুই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যুক্তিবিরুদ্ধ [স] *বিণ* যুক্তির বিরুদ্ধে যায় এমন। 'ইহা স্বীকার করা কি যুক্তিবিরুদ্ধ?' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'দলবদ্ধ হইতে দেওয়া কেবল যুক্তিবিরুদ্ধ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

যুক্তিবিরোধী [স] *বিণ* যুক্তিসঙ্গত নয় এমন। 'সে ক্ষমতা অনতিক্রমণীয়ভাবে যুক্তিবিরোধী এবং সে কারণে তার নিয়ন্ত্রণ একবারেই অসম্ভব।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিবুদ্ধি [স] *বি* যুক্তিবাদী চিন্তা। 'তাদের দর্শনে হয় যুক্তিবুদ্ধি নয় যুক্তিস্পৃহা অবহেলিত হয়।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিবৃত্তি [স] *বি* যুক্তি খাটানোর ক্ষমতা; যুক্তিপ্রবণ মনোভাব। 'সাধারণ মানুষের মনেও তাদের সহজাত যুক্তিবৃত্তি নতুন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাড়নায় সক্রিয় হয়ে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিভীরু [স] *বিণ* যুক্তির প্রতি দুর্বল। 'বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন নেতিপন্থী মার্ক আর যুক্তিভীরু যাকোবির সঙ্গে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিমন্ত্র [স] *বি* যুক্তিরূপ মন্ত্র। 'পুরুষ যুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

যুক্তিমার্গ [স] *বি* যুক্তির পথ। 'কোন ব্যক্তি, যুক্তিমার্গ অনুসারে, ত্রিভুবনসুন্দরীর পতি হইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যে দিন হইতে আর্য্যজাতি যুক্তিমার্গ পরিভ্রষ্ট হইলেন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'যাঁহারা যুক্তিমার্গে বিচরণ করেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

যুক্তিযুক্ত [স] *বিণ* যুক্তিসঙ্গত। 'অস্মদাদির যুক্তিযুক্ত যাহা তাহা লিখি।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'মৈত্রতায় তন্মত স্থির রাখণে অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬; 'অতএব এস্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'বেতন প্রদান বন্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না।' *বেগম*, ১৯৪৮।

যুক্তিরাজ্য [স] *বি* যুক্তির জগৎ। 'হৃদয়েরও তো আপন নিজস্ব যুক্তিরাজ্য আছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

যুক্তিরূপী [স] *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'অভিজ্ঞতার আবর্জনা হইতে যুক্তিরূপী প্রয়োজনীয় টুকরাগুলিকে শুধু বাছিয়া নেওয়ার এমন একটা প্রক্রিয়া চলিতে পারে।' *মানিক*, ১৯৪০।

যুক্তিলগ্ন *বিণ* যুক্তিযুক্ত। 'ইহা স্বীকার করিলেও সর্ব্বাংশে যুক্তিলগ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

যুক্তিশক্তি [স] *বি* যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা। 'কুশুমশায়ের কী অসাধারণ যুক্তিশক্তি ও জ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যুক্তিশাস্ত্র [স] *বি* তর্কবিদ্যা। 'যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'যুক্তিশাস্ত্রে বলে, পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যুক্তিশীলতা [স] *বি* যুক্তিবাদিতা। 'এই যুক্তিশীলতার জোরেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন, মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিশীলতারূপে [স] *ক্রিবিণ* যুক্তিপ্রবণতা হিসেবে। 'মানুষের মধ্যে যা যুক্তিশীলতারূপে বিদ্যমান তা আসলে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলারই একটি দিক।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিসংবলিত [স] *বিণ* যুক্তিসমন্বিত। 'উপর্য্যুক্ত মনীষীগণের ... অকাট্যযুক্তিসংবলিত প্রমাণপ্রয়োগের উপরি প্রতিষ্ঠিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যুক্তিসঙ্গত [স] *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'প্রাণরক্ষার্থে ইহার কোন সদুপায় অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

যুক্তিসঙ্গতভাবে [স] *ক্রিবিণ* যৌক্তিক উপায়ে। 'কমিশন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬০।

যুক্তিসম্বন্ধ [স] *বি* যুক্তির ধারাবাহিকতা। 'গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্তমধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যুক্তিসম্মত [স] *বিণ* যুক্তি দিয়ে স্বীকৃত। 'নরমাংস, আমমাংস ও মৃত্তিকা ভোজন করা কি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ও যুক্তিসম্মত বলিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যুক্তিসহ [স] *বিণ* যৌক্তিক। 'এই কথাও যুক্তিসহ নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় যুক্তিসহ যে এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই ...।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিসিদ্ধ [স] **১** *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'এইমত গ্রন্থকরা যুক্তিসিদ্ধ বটে।' *ভবানী*, ১৮২৫; **২** *বি* ন্যায়সঙ্গত। 'ইহা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যুক্তিস্বীকারকারী [স] *বিণ* যুক্তি মেনে নেয় এমন। 'যুক্তিস্বীকারকারী বুদ্ধি মানুষের মনে যত সুনিশ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যুক্তিহীন [স] *বিণ* যুক্তি নেই এমন। 'তেমনি সঙ্গতিহীন যুক্তিহীন সামান্য সাধারণ।' *জীবন*, ১৯৩২।

যুক্তো [স যৌক্তিক] *বিণ* যৌক্তিক। 'সে সকোল কার্য্যো যুক্তো কি অযুক্তো তাহা কহো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

যুগতি, যুগতী [স যুক্তি] *বি* যুক্তি; শলা-পরামর্শ। 'যুগতি করিল লঁআ সব গোপীগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আয়র মানায়িবোঁ করী আশেষ যুগতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যুগ [স] **১** *বিণ* জোড়া। 'মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ১২ বছর সময়। 'চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* যুক্ত; যুগ্ম। 'কাকুতি মিনতি করি বলে যুগ পাণি জুড়ি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যুগকাল [স] *বি* যুগবৈশিষ্ট্যপূর্ণ সময়। 'তিনি কল্পনা করে নেন এমন যুগকাল যখন তাঁর লেখার যথার্থ্য ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

যুগচেতনা [স] *বি* যুগ সম্পর্কে সচেতনতা। 'তবু উপযুক্ত যুগচেতনার অভাব ও পরিবেশের ঠাণ্ডা বিরূপতাহেতু নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা ক্রমপরিশীলিত না হওয়ায় ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

যুগজীর্ণ [স] *বিণ* কালের প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত। 'তার অভিঘাতে যুগজীর্ণ সমাজ ক্ষয়ে যেতে শুরু করে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

যুগঝঞ্ঝা [স] *বি* যুগরূপ ঝড়। 'যুগঝঞ্ঝার ফুৎকারে কখন বা তা নিভে যায় তার ঠিক নাই।' *শরীফ*, ১৯৭০।

যুগদেবতা [স] *বি* যুগের উপযোগী দেবতা। 'দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যুগধর্ম, যুগধর্ম্ম [স] **১** *বি* কোনো নির্দিষ্ট যুগের বৈশিষ্ট্য। 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন চারিভাবে ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাঁরা দুজনে একমনে এ কালের যুগধর্ম প্রচার করবেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **২** *বি* কালের প্রবণতা। 'এ যুগধর্ম্মের অনুসরণ করা ছাড়া উন্নতির এবং সার্থকতার অন্য কোন পথ নাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

যুগধর্মপ্রবর্তন, যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন [স] *বি* যুগোচিত ধর্মের প্রচলন। 'যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজে প্রেম দিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যুগন্ধর [স] *বিণ* অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর। 'জন্ম নিয়েছে যুগন্ধর মহামানব।' *হাই*, ১৯৪৬।

যুগপতি [স] *বি* ধর্মদেব। 'আনিলেন যোগেতে বসিয়া যুগপতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যুগপুরুষ [স] *বি* যুগের প্রতিনিধিত্ব করে এমন পুরুষ। 'বিদ্যাসাগরের মতো যুগপুরুষের আবির্ভাব।' *আনিস*, ১৯৬৪।

যুগপ্রবর্তক, যুগপ্রবর্ত্তক [স] *বিণ* নতুন যুগের প্রবর্তনকারী। 'দর্শনের ক্ষেত্রে বের্গসঁ যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'তিনি একজন যুগপ্রবর্তক নেতা।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৩।

যুগপ্রভাব [স] *বি* কালের প্রভাব। 'যুগপ্রভাবের বশে বাহ্যতঃ তিনি নিজের দেশের বর্ণনা করেছেন।' *হাই*, ১৯৪৯।

যুগ-বাঞ্ছিত [স] *বিণ* যুগের কাম্য। 'এই যুগ-বাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক।' *নজরুল*, ১৯২২; 'যুগবাঞ্ছিত গৌরবের সার্থকতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

যুগবিপ্লবী [স] *বিণ* যুগের উপযোগী বিপ্লবী। 'দিশাহীন ঝড়ে, জানি, তুমি যুগবিপ্লবী মেঘ।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

যুগবিভাগ [স] *বি* কালানুক্রমিক বিভাজন। 'সাহিত্যরচয়িতার পক্ষে এ ধরনের যুগবিভাগ করা অত্যাবশ্যক।' *আনিস*, ১৯৬৪।

যুগ-বিহঙ্গ [স] *বি* কালের পাখি। 'আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

যুগমানব [স] *বি* কোনো যুগকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন ব্যক্তি। 'যুগমানবের আহ্বান এলো।' *হাই*, ১৯৪৬।

যুগ-যন্ত্রণা [স] *বি* সমকালের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। 'এক কথায়, একই যুগ-যন্ত্রণা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

যুগ-যুগ [স] *ক্রিবিণ* বহুযুগ ধরে। 'চিরদিন ধ'রে এমনি চলিছে, যুগ-যুগ গেছে চ'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যুগ-যুগান্ত [স] *ক্রিবিণ* এক যুগ থেকে অন্য যুগের শেষ পর্যন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩; 'যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যুগযুগান্তর [স] **১** *ক্রিবিণ* বহুযুগ ধ'রে। 'যুগ যুগান্তর নহি নিবএ আনল।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *ক্রিবিণ* যুগের পর যুগ। 'তদ্বিদ্যার আকর যুগযুগান্তরাবধি অপ্রকাশ রহিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'শত সুখ দুঃখ দ'লে কালচক্র যায় চলে রেখা পড়ে যুগ-যুগান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যুগযুগান্তরবাহিত [স] *বিণ* যুগের পর যুগ ধরে বয়ে-আসা। 'যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

যুগশত [স] *বি* শত সংখ্যক যুগ। 'তরঙ্গরাজি ... পুনরায় যুগশত সম্মিলিত জলরাশিতে মিলিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

যুগসঞ্চিত [স] *বিণ* যুগব্যাপী জমা হয়েছে এমন। 'তাহাদের যুগসঞ্চিত অনাচার তাহাদেরই স্কন্ধে মৃত্যু বজ্ররূপে পতিত হইবার জন্য পুঞ্জীভূত হইতেছে।' *সওগাত*, ১৯২৮; 'আমাদের যাহা যুগসঞ্চিত অপরাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যুগসন্ধি [স] *বি* এক যুগের শেষ ও অন্য যুগের শুরু। 'দেখে শুনে মনে হয় আমাদের সাহিত্যে একটা যুগান্ত বা যুগসন্ধিকাল এসে পড়েছে!' *প্রমথ*, ১৯১৭।

যুগসন্ধিকাল [স] *বি* এক যুগের শেষ ও অন্য যুগের সূচনাকাল। 'দেখে শুনে মনে হয় আমাদের সাহিত্যে একটা যুগান্ত বা যুগসন্ধিকাল এসে পড়েছে!' *প্রমথ*, ১৯১৭; 'হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা/ আজকে শক্তি দাও ...' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

যুগসন্ধিক্ষণ [স] *বি* এক যুগের শেষ ও অন্য যুগের সূচনাকাল। 'বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে তাঁহার উপর যে গুরু দায়িত্বভার চাপিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

যুগসন্ধ্যা [স] **১** *বি* জীবনসন্ধ্যা। 'যুগসন্ধ্যা কবে এলো তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **২** *বি* যুগের অন্ত। 'তীব্র আবর্তের মুখে যেতে চায় এ যুগসন্ধ্যায়।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

যুগ-সারথি [স] *বি* যুগের সেনাপতি। 'এসো যুগ-সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যুগ-সেনানায়ক [স] *বি* সময়ের সেনাপতি। 'বেদনা-বিমোচন যুগ-সেনানায়ক! জাগো জ্যোতির্ময়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যুগ-সেনাপতি [স] *বি* যুগের সেনানায়ক। 'এস বীর! এস যুগ-সেনাপতি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

যুগস্পন্দন [স] *বি* যুগের আন্দোলন। 'তাঁরা যুগস্পন্দন ও যুগের মর্মবাণীর সঙ্গে অধঃপতিত ভারতীয় মুসলমানকে পরিচিত করতে চাইলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যুগস্রষ্টা [স] *বি* যুগের প্রবর্তক। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি একজন পথিকৃৎই ছিলেন না, একজন যুগস্রষ্টাও ছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

যুগাতীত [স] *বিণ* কালের অতীত। 'যুগকে স্বীকার করেও যুগাতীত মহিমাভিষিক্ত হন কবি।' *হাই*, ১৯৪৯।

যুগান্ত [স] **১** *বি* যুগের শেষ। 'তারা সব ভাসিয়া বেড়ায় যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* ভিন্ন যুগ। 'স্বদেশে বিদেশে যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৩** *ক্রিবিণ* অন্য যুগ পর্যন্ত। 'যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে।' *জীবন*, ১৯৩২।

যুগান্তকারী [স] *বিণ* নতুন যুগের সৃষ্টিকারী। 'যুগান্তকারী মৌলি[ক] গবেষণাসমূহ তাঁহাদের মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরি[ত] করিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯২৬; 'আজ পৃথিবীতে সে যুগান্তকারী দ্বন্দ্বে[র] সূচনা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যুগান্ত-ঝড় [স] *বি* প্রলয়ঙ্করী ঝড়। 'বাসি য়ুরোপী ঢঙে গোধূ[লি] লুটোনো ধুলো খেলা খেলে যুগান্ত-ঝড়ে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

যুগান্তর [স] **১** *বি* যুগের পরিবর্তন। 'যুগান্তরে পৃথিবীস্থ প্রায় যাবদী[য়] রাজার বংশাবলী ও চরিত্র পুরাণ ইতিহাস বর্ণনদ্বারা প্রকাশ আছে[।]' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* নতুন যুগ। 'পৃথিবীতে জ্ঞান ও ধর্ম প্রচা[র] বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যুগান্তরসাধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* যুগান্তর সৃষ্টি করে এমন। '[...] যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে ... চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত করব।' *রবী[ন্দ্র]*, ১৯৪০।

যুগান্তসঞ্চারী [স] *বিণ* যুগ থেকে যুগে সঞ্চারিত হয় এমন। 'বই[...] নারী ঘ্রাণ কমনীয় যুগান্তসঞ্চারী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

যুগাবতার [স] **১** *বি* যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'যুগাবতারের কাঙ[াল] বেশে করুণ নয়নপাতে ...।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* যুগের মূর্তিম[ান] রূপ। 'তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার।' *নজরু[ল]*, ১৯২৫।

যুগে যুগে *ক্রিবিণ* যুগের পর যুগ ধরে। 'তোমারেই [...] ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার, জনমে জনমে, যুগে যু[গে] অনিবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যুগোপযোগী [স] *বিণ* যুগের উপযুক্ত। 'বর্তমান শ্রম-বিভাগের আ[...] সংস্কার সাধন করে একে যুগোপযোগী করা দরকার।' *বেগ[ম]*, ১৯৪৯।

যুগত [স যুক্ত] *বিণ* ন্যায়সঙ্গত। 'এ দেহ রাখিতে মোর নহেত যুগত[...]' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যুগপৎ [স] *ক্রিবিণ* একই সঙ্গে। 'ডুবালকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগ[পৎ] কারুণ্য ও বিস্ময় রসের উদয় হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

যুগপল [স যুগপৎ] *বিণ* যুগপৎ। 'এক নাম কোন দেব যুগ[পল] স্মরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যুগল[১] [স] **১** *বিণ* যুগ্ম। 'দ্রুহি কাল শাপ যুগল তাহাত।' *বড়ু*, ১৪৫[০]; 'আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুর[ু]' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* প্রেমিকযুগল। 'যুগল মুরতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮[...]; 'যুগলরূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। [...] *বিণ* দুজনের। 'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি, যুগল প্রে[ম] স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যুগলচলন [স] *বি* একসঙ্গে চলা; এক সঙ্গে সময়যাপন। 'আমা[...] শুরু হল যুগলচলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

যুগলজীবন [স] *বি* বিবাহিত জীবন। 'তাদের যুগলজীবনে অশা[ন্তির] ছায়া ঘনিয়ে আসে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

যুগলতত্ত্ব [স] *বি* রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব। 'রাধাকৃষ্ণের যুগলত[ত্ত্বের] মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

যুগলমূর্তি [স] *বি* জোড়ায় জোড়ায় নারীপুরুষ। 'এক-একটা [...] এমন সত্তর আশি জন যুগলমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যুগলযাত্রা [স] *বি* জোড়বেঁধে চলা। 'এই দুই অংশ দুই নক্ষত্র [...]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগলযাত্রায় চলা শুরু করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যুগলা [স] *বিণ* জোড়া। 'কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা।' বড়ু, ১৪৫০।

যুগল[২] *বি* একটি ফুলের নাম। 'করঞ্জা যুগল গণা দাড়িম মুদিতমনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যুগস্তনী [স যুগ্মস্তনী] *বি* স্তনযুগল। 'হস্তিনী আকার যুগস্তনী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যুগি, যুগী [স যোগী] **১** *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক।' *ভারত*, ১৭৬০; 'হাড়ি মুচি যুগী জোলা, কত বা সেখের পোলা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* হিন্দু তাঁতি। 'যুগীর বানানো মোটা শাড়িখানাও ধরে রাখতে পারে না ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

যুগিনী [স যোগিনী] **১** *বি* তপস্বিনী। 'যুগিনী হইয়া পাছু লাগি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষের স্ত্রীলোক। 'বেদিনী, যুগিনী, চাড়ালনী, কলুনী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

যুগ্যি [স যোগ্য] *বিণ* উপযুক্ত। 'তুমি কি ঠাট্টার যুগ্যি মানুষ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যুগ্ম [স] **১** *বিণ* জোড়া। 'মৃদু যুগ্ম করে, পলা হেম পরে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* যৌথ। 'প্রতিজ্ঞার বহুলতা, আশ্লেষের যুগ্ম প্রবর্তনা?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* সহযোগী। 'আনোয়ারা যুগ্ম সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।' *বেগম*, ১৯৪৭।

যুগ্মতা [স] *বি* জোড়া। 'যুগ্মতায় জ্বলে চাওয়া-পাওয়ায়।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

যুগ্যি [স যোগ্য] *বিণ* উপযুক্ত। 'একাধিক বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ও তাঁদের জননী।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

যুজদান [ফা] *বি* গ্রন্থাদি জড়িয়ে রাখার কাপড়। 'কাঠমোল্লার মউলুদির যুজদানে ইসলাম কয়েদ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

যুঝা [স যুদ্ধ>] **১** *ক্রি* যুদ্ধ করা। 'সাজিয়া আসিল যুঝিবার।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* বাধাবিঘ্নের মোকাবেলা করা। 'যুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **যুঝএ** *ক্রি* যুদ্ধ করে। 'অগ্রগণ্য সঙ্গে হিন্দু যুঝএ একান্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **যুঝার** *ক্রি* যুদ্ধ করার। 'ত্রিভুবনে নাহি তান সমান যুঝার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **যুঝিতে** *ক্রি* যুদ্ধ করতে। 'হেন বীর সনে রাজা কে যুঝিতে পারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যুঝিবার** *ক্রি* যুদ্ধ করতে। 'সাজিয়া আসিল যুঝিবার।' *বিজয়*, ১৬৫০। **যুঝিল** *ক্রি* যুদ্ধ করলো। 'ত্রয়োদশ দিবস যুঝিল এহি মতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যুঝে** *ক্রি* যুদ্ধ করে। 'তারকের গুণনাশে সুলোচনা যুঝে রোষে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যুঝাযুঝি *বি* পরস্পর লড়াই। 'মুক্তি আর বন্ধনের যুঝাযুঝির মাঝে পড়ে সে কাহিল হয়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২২।

যুঝুয়া [স যুদ্ধ>] *বিণ* যুদ্ধবাজ। 'সৈন্যের নাহিক অন্ত যুঝুয়া সকল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যুটানো [স যূথ] *ক্রি* জোগাড় করা। 'আমি পুরাণ হয়েছি, বুঝি নূতন যুটয়ে দিছিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যুড়া[১] [স যুগ্ম>] *ক্রি* যুক্ত হওয়া। **যুড়ি** *ক্রি* যুক্ত ক'রে। 'ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যুড়িয়া** **১** *ক্রি* জুড়ে। 'আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *ক্রি* যুক্ত করে। 'দুইখানি ডিঙ্গী নৌকা যুড়িয়া।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। **যুড়িল** **১** *ক্রি* জুড়লো। 'আস্তে বেস্তে পদ্মাবতী যুড়িল ধ্যান।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* ব্যাপ্ত হলো। 'গগন জুড়িল গন্ধবাসে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **যুড়ী** *ক্রি* যুক্ত ক'রে। 'যুড়ী রসনে রসনে।' বড়ু, ১৪৫০। **যুড়ীবাক** *ক্রি* জোড়া দিতে। 'ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।' বড়ু, ১৪৫০।

যুড়া[২], **যুড়ানো** **১** *ক্রি* ঠাণ্ডা হওয়া। 'শীতল বাতাস বয় যুড়ায় শরীর।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *ক্রি* স্বস্তি পাওয়া। 'শরীর যুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যুত [স যুক্ত] **১** *বিণ* যুক্ত। 'দেউল অচম্বিত কাঞ্চন কলসি/ যুত হইল সঙে সবিস্ময়মতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অনেক। 'বিবিধ বিধানে যুত রূপ নিয়োজিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* অধিকারী। 'হারিস নবীর খুড়া সর্বগুণ যুত।' *সুলতান*, ১৭০০।

যুতা *বিণ* যুক্তা। 'নাগমতী দুঃখ যুতা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যুতবেধ [স] *বি* জ্যোতিষশাস্ত্রমতে লগ্নের সপ্তম স্থানে প্রতিকূল গ্রহস্থিতি। 'কল্য যুতবেধ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যুতি[১], **যুতী**[১] [স জ্যোতি] *বি* জ্যোতি। 'মুকুতাসদৃশ তোর দসনের যুতী।' বড়ু, ১৪৫০; 'নয়নের যুতি হৈল নষ্ট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যুতি[২] [স যুক্ত] *বিণ* যৌথ। 'এক যুতি হিসাবি বহি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

যুতী[১] *দ্র* যুতি[১]

যুতী[২] [স যূথী] *বি* জুঁই ফুল। 'মালতী মল্লিকা যুতী চম্পকের মালা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যুৎসই *বিণ* উপযুক্ত; সবল। 'দুর্বল শরীরটা ঠিক যুৎসই হয়নি তখনও।' *বিমল*, ১৯৫৩।

যুথি, যুথী [স যূথী] *বি* জুঁই ফুল। 'শেবতী কনক যুথী সুথী কনক কেতকী।' বড়ু, ১৪৫০; 'জাতী যুথি আর মল্লিকা সুন্দর অলি পিয়ে মকরন্দ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যুথিকা [স যূথিকা] *বি* জুঁই ফুল। 'কনক যুথিকা।' বড়ু, ১৪৫০।

যুদ্ধ [স] *বি* সমর। 'যুদ্ধ স্থানে গিয়া কৃষ্ণ অদ্ভুত মূর্ত্তি কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

যুদ্ধ-অপরাধ [স] *বি* যুদ্ধের সময়ে সংঘটিত হত্যা-নির্যাতনসহ নানা ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধ। 'নরপশুদের হাজির করা হবে বাংলাদেশের গণআদালতে তাদের যুদ্ধ-অপরাধের জন্য শাস্তি গ্রহণ করতে।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

যুদ্ধ-আস্ফালন [স] *বি* যুদ্ধের তোড়জোড়। 'নাই কোনো যুদ্ধ-আস্ফালন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

যুদ্ধংদেহি, যুদ্ধংদেহী [স] **১** *বি* লড়াইয়ের আহ্বান। 'এক মুহূর্তেই 'যুদ্ধং দেহী' বলিয়া যে পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* যুদ্ধ করতে চায় এমন; যুদ্ধের উপক্রমকারী। 'যুদ্ধং দেহি বলিয়া সমরাহ্বান।' *মোসলেম*, ১৯২৭। **৩** *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'ডাক্তার সাহেবের এই যুদ্ধংদেহি সুরে হালিম খুবই নরম হইয়া বলে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যুদ্ধকলা [স] *বি* রণবিদ্যা। 'বিচিত্র পামরি গায় পারিজাতমালা/ বৈরিবেশে ধায় পাইক জানে যুদ্ধকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যুদ্ধকাণ্ড [স] *বি* যুদ্ধের ঘটনা। 'যুদ্ধকাণ্ড বড়ই কঠিন!' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত ছয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধকাব্য [স] *বি* যুদ্ধের কাহিনীনির্ভর কাব্য। 'যুদ্ধকাব্য হলেও সেকান্দারনামা রোমান্সের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত থাকেনি।' *হাই*, ১৯৫৪।

যুদ্ধকাল [স] *বি* যুদ্ধের সময়। 'যুদ্ধকালেও হস্তী লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেন।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

যুদ্ধকালীন [স] *বিণ* যুদ্ধ চলার সময়ে সংঘটিত। 'যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির কথা প্রসঙ্গে দুইটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যুদ্ধকুশল [স] *বিণ* রণদক্ষ। 'উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সেইসব দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধকুশল জাতিকে স্থাপিত করেছেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

যুদ্ধকুশলতা [স] *বি* রণদক্ষতা। 'রাষ্ট্রজীবনের আলোচনায় কেবল দুর্ভেদ্য সীমান্ত আর তার যুদ্ধকুশলতার কথা ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

যুদ্ধকৌশল [স] *বি* যুদ্ধের কৌশল। 'সৈন্যদিগের যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্রচালনা দেখিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

যুদ্ধক্রিয়া [স] *বি* যুদ্ধকর্ম। 'তাঁদের মনন একটা যুদ্ধক্রিয়া।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যুদ্ধক্ষেত্র [স] *বি* যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে। 'যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যুদ্ধগামী [স] *বিণ* যুদ্ধবাজ। 'মুসোলিনী যুদ্ধগামী বর্বরের মতো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

যুদ্ধজয়ী [স] *বিণ* যুদ্ধে জয়ী হয়েছে এমন; রণজয়ী। 'যুদ্ধজয়ী শৈব সন্ন্যাসীরা ১৮০০০ বৈরাগীকে রণভূমিতে নিপাত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যুদ্ধজাহাজ [স যুদ্ধ+আ জাহাজ] *বি* যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত জাহাজ; রণতরী। 'যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন ... জাহাজ ডোবানোই বড় ব্যবসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'একটা যুদ্ধজাহাজ।' *অবন*, ১৯২৫।

যুদ্ধজীবী [স] *বিণ* যোদ্ধা; যুদ্ধ করে জীবনধারণ করে এমন। 'যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন হৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যুদ্ধজ্ঞান [স] *বি* যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। 'তাঁহার যুদ্ধজ্ঞান কিছুই ছিল না।' *সংসঙ্গ*, ১৮৯৮।

যুদ্ধদীক্ষা [স] *বি* যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষা অর্জন। 'অর্জুনের যুদ্ধদীক্ষা তেমনি কৃষ্ণের কাছে থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যুদ্ধনিরত [স] *বিণ* যুদ্ধে ব্যাপৃত। 'বর্তমান যুদ্ধনিরত, উন্মাদগ্রস্ত ইউরোপের কথা বলছি না।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

যুদ্ধনীতি [স] *বি* যুদ্ধের আইন-কানুন। 'ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

যুদ্ধনীতিজ্ঞ [স] *বিণ* যুদ্ধের নিয়মনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। 'যুদ্ধ নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা সম্মত নহে।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

যুদ্ধপরামর্শদাতা [স] *বি* যুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা। 'তিনি জর্মনদের যুদ্ধপরামর্শদাতা ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

যুদ্ধপার্বণ [স] *বি* যুদ্ধরূপ উৎসব। 'সে যুগে যুদ্ধপার্বণ বারো মাসে তেরো বার হত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

যুদ্ধপ্রচেষ্টা [স] *বি* যুদ্ধের আয়োজন। 'যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

যুদ্ধপ্রবৃত্তি [স] *বি* যুদ্ধ করার স্পৃহা। 'তা যদি হয় ত যুদ্ধপ্রবৃত্তির মূল, মানুষের super nature-ও পাওয়া যাবে না।' *প্রমথ*, ১৯২১।

যুদ্ধপ্রীতি [স] *বি* যুদ্ধের প্রতি অনুরক্তি। 'যুদ্ধপ্রীতি ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের নয়।' *প্রমথ*, ১৯২১।

যুদ্ধফেরত [স যুদ্ধ+ফেরত] *বিণ* যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে এমন। 'হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল/ যুদ্ধফেরত এক কনভয় –।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

যুদ্ধবন্দিনী [স] *বি* যুদ্ধে অবরুদ্ধ নারী। 'যুদ্ধের পর মাল ভাগ হোত। যুদ্ধবন্দিনীরাও মাল।' *শওকত*, ১৯৭২।

যুদ্ধবাজ [স যুদ্ধ+ফা বাজ] **১** *বিণ* যুদ্ধ পছন্দ করে এমন। 'যুদ্ধবাজ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ... পাকভূমিতে আক্রমণ চালাইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩। **২** *বি* যুদ্ধ করা যার স্বভাবজাত ব্যাপার। 'ভারতীয় যুদ্ধবাজদের উপযুক্ত শিক্ষা।' *বেগম*, ১৯৬৫। **৩** *বিণ* যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত। 'যুদ্ধবাজ সাইরেনে উচ্চকিত কৈশোর আমার গলির বিধ্বস্ত ঘরে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

যুদ্ধবিগ্রহ [স] *বি* যুদ্ধ বিবাদ। 'যুদ্ধবিগ্রহাদি সম্পর্কীয় নানা আখ্যায়িকা হইতেই ইতিহাসের সূত্রপাত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যুদ্ধবিদ্যা [স] *বি* যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্যা। 'যুদ্ধবিদ্যার অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকাতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

যুদ্ধবিধ্বস্ত [স] *বিণ* যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত। 'মনোহরদী থানার যুদ্ধবিধ্বস্ত ও বন্যাদুর্গত অঞ্চল সফর করেন।' *বেগম*, ১৯৭২।

যুদ্ধবিভাগীয় [স] *বিণ* যুদ্ধনীতি নির্ধারক বিভাগের। 'যুদ্ধবিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণ সংগ্রামপরিচালনকার্য্যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যুদ্ধবিরতি [স] *বি* যুদ্ধের সাময়িক স্থগিত অবস্থা। 'যুদ্ধবিরতি ... সীমানার অপর পার হইতে যে খবরটুকু এখানে আসিতে পারিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

যুদ্ধবিরোধ [স] *বি* যুদ্ধ ও প্রতিকূলতা। 'অনেক যুদ্ধবিরোধের পরে হিন্দুসভ্যতা যাহাদিগকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যুদ্ধবিশারদ [স] *বিণ* যুদ্ধ বিষয়ে পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'যাঁহারা মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

যুদ্ধবীর [স] **১** *বিণ* রণনিপুণ। 'অর্জুন যুদ্ধবীর।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। **২** *বি* বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে। 'রুদ্র-প্রতাপ হে যুদ্ধ-বীর, আজি প্রবুদ্ধ নব তলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

যুদ্ধব্যবসায়ি [স যুদ্ধব্যবসায়ী] *বি* যুদ্ধবাজ লোক। 'এতদ্বিষয়ে ইউরোপের যুদ্ধব্যবসায়িদিগের এক মহৎগুণ আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যুদ্ধ-ভূম [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'তরুণ চাহে যুদ্ধ-ভূম।/ মুক্তি-সেনা চায় হুকুম!' *নজরুল*, ১৯২৪।

যুদ্ধভূমি [স] *বি* রণক্ষেত্র। 'যুদ্ধভূমিতে মুসলিম নারী পুরুষের সহগমন করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

যুদ্ধযাত্রা [স] *বি* যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গমন। 'বহু সম্মানিত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধযাত্রা করেননি?' *বেগম*, ১৯৪৯; 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

যুদ্ধযাত্রী [স] *বি* যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে যে। 'জীবিতেশ্বরী! আমি যুদ্ধযাত্রী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধরঙ্গ [স] *বি* রণলীলা। 'নানা ভাবে-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যুদ্ধরত [স] *বিণ* যুদ্ধ করছে এমন। 'যুদ্ধরত তুরস্কের জন্য চাঁদা আদায়।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

যুদ্ধরীতি [স] *বি* কৌশল। 'বিবাহে তাঁদের যুদ্ধরীতি ভিন্ন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

যুদ্ধশিক্ষক [স] *বি* সমরবিদ্যার শিক্ষক। 'যুদ্ধ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা দর্শনার্থ তাঁহারদের সঙ্গে তথায় গমন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যুদ্ধশিবির [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপিত অস্থায়ী সেনানিবাস। 'তোমরা কি যুদ্ধশিবিরের রীতি জান না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

যুদ্ধশীল [স] *বিণ* যুদ্ধবাজ। 'যুদ্ধশীল সেনাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যুদ্ধসজ্জা [স] *বি* যুদ্ধের বেশধারণ। 'আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যুদ্ধসজ্জা করা *ক্রি* যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। 'সংবাদ রুমদেশের ভূপতি পাইয়া আপনিও যুদ্ধ সজ্জা করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

যুদ্ধ-সভা [স] *বি* যুদ্ধ সংক্রান্ত সভা। 'এই কর্তারা নিত্য-সভা, নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা প্রভৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যুদ্ধসাজ [স] *বি* আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি। 'গোরার আজিকার এই-যে সাজ ইহা যুদ্ধসাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যুদ্ধ-সাধ [স] *বি* যুদ্ধ করার বাসনা। 'তুমি সভ্যতা-গর্বীদের মিটাওনি শুধু যুদ্ধ-সাধ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

যুদ্ধস্থান [স] *বি* যুদ্ধের মাঠ। 'এক সিপাহী যুদ্ধস্থান হইতে প্রত্যাগমন কালীন রাজপথ দিয়া গৃহে যাইতেছিল।' *মধু*, ১৮৫৭।

যুদ্ধহীন [স] *বিণ* যুদ্ধশূন্য। 'লক্ষ্যহীন যুদ্ধহীন মিলিটারি ট্রাক।' *জীবন*, ১৯৩২।

যুদ্ধাধিকারান্তে [স] *ক্রিবিণ* যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকৃত করার পরে। 'যুদ্ধাধিকারান্তে, বিগ্রহলব্ধ বস্তুর বিভাগে বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ড লাভ করিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭৪।

যুদ্ধান্ত [স] *বি* যুদ্ধ শেষ। 'বৃত্তিগুলো কি সেই যুদ্ধান্তের সন্ধিশর্ত নয়?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

যুদ্ধায়োজন [স] *বি* যুদ্ধের প্রস্তুতি। 'মজিদের দল আর যুদ্ধায়োজনে বাধা দিবে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যুদ্ধারম্ভ [স] *বি* যুদ্ধের শুরু। 'বর্ম্মার যুদ্ধারম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যুদ্ধার্থী [স] *বিণ* যুদ্ধ করতে চায় এমন। 'চিতোর রাজার দূত অথবা যুদ্ধার্থী মল্লদেব।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

যুদ্ধাস্ত্র [স] *বি* যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় যে অস্ত্র। 'যুদ্ধাস্ত্র ধনুর্ব্বাণ ও টাঙ্গী ইহাতে তাহারা অতিপারগ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

যুদ্ধোত্তর [স] *বিণ* যুদ্ধ-পরবর্তী। 'যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় দারিদ্র্যপীড়িত মুছলমান।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

যুদ্ধোৎসাহ [স] *বি* যুদ্ধ করার আগ্রহ। 'এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অস্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

যুদ্ধোদ্যতা [স] *বিণ স্ত্রী* যুদ্ধ করতে উদ্যত এমন। 'তখন তাহাদিগকে যুদ্ধোদ্যতা চামুণ্ডা বলিয়া বোধ হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

যুদ্ধোদ্যম [স] *বি* লড়াই করার উৎসাহ। 'কয়েকটি মাত্র গুলি চালাবার পরই তাঁর যুদ্ধোদ্যম ক্ষান্ত হয়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

যুধ্যমান [স] *বিণ* যুদ্ধরত। 'এই যন্ত্রদ্বয় যুধ্যমান শক্তিপুঞ্জের মহোপকার সংসোধন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আমার সেই সময়ের আন্তরিক কষ্ট যুধ্যমান মহাভূতদিগের প্রচণ্ডতাকে আঘাত করিয়াছিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

যুন [ই জুন] *বি* জুন মাস। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'হাল করমাইসের কিস্তিবন্দি বিমরজীম নাগাএদ যুন মাহা ২৯৪৪ থান কাপড় তলব।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

যুনেদ [ই জুলাই] *বি* জুলাই মাস। '১৬ই যুনেদ বাঙ্গালা সন ১১৭৬।' *ওর্সা*, ১৭৭০।

যুব [স] ১ *বিণ* যুবক বয়সী। 'আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* তরুণ। 'সুশিক্ষিত সাহসিক যুবগণ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

যুবজন [স] *বি* যুবক। 'আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যুবজানি [স] *বি* যুবতী স্ত্রীর স্বামী। 'পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব জানি।' *ভারত*, ১৭৬০।

যুবত্ব [স] *বিণ* যৌবনপ্রাপ্ত। 'দেখিতে দেখিতে হল্য যুবত্ব শরীর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যুবশক্তি [স] *বি* যুবসমাজরূপ শক্তি। 'সরলা দেবীও বহু পথে বহুরূপে দেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

যুবো [স যুব] *বি* যুবক। 'যত কালের যুবো, যেন সুবো, ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যুবক [স] ১ *বিণ* তরুণ; প্রাপ্তযৌবন। 'যুবক কাহ্নের বারেক রাখহ পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। 'প্রমোদপুরের যুবক-যুবতীদের নবীন হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বিণ* কমবয়সী। 'মুনশী সাহেবের যুবক-পুত্র শফিউদ্দিন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

যুবকত্ব [স] *বি* তারুণ্য; যুবকের বৈশিষ্ট্য। 'অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জ্জলা যৌবনের জোরেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

যুবকবর [স] *বি* যুবকশ্রেষ্ঠ। 'মিলাইব সুন্দর যুবকবর সঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যুবকী [স] *বি* যৌবন। 'যুবকী বিহনে নারী যুবাজন রঙ্গ হেরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যুবতা [স] *বি* যুবক। 'তথাচ যৌবনে মান্যা হইবে যুবতা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যুবতি, যুবতী [স] *বি স্ত্রী* যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে যে। 'সহজে রূপসী নব যুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হীরামণি দেখি উঠি বসিলা যুবতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যুবতিযৌবন, যুবতীযৌবন [স] *বি* যুবতীর যৌবন। 'ফুল্লকুল - চক্ষু-বিনোদন, যুবতীযৌবন যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যুবতিসমাজ, যুবতীসমাজ [স] *বি* যুবতীর দল; যুবতীরা। 'হরষিত ভৈল সব যুবতীসমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

AMARBOI.COM

যুবন [স] *বি* তরুণ প্রজন্ম। 'পৌত্র প্রপৌত্র ইত্যাদিকে যুবন বলা যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যুবরাজ [স] *বি* রাজার পুত্র। 'চলিলা জে যুবরাজ রাজার আরতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যুবরাজমহিষী [স] *বি* যুবরাজের স্ত্রী; যুবরাজ্ঞী। 'মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যুবরাণী [স যুব+স রাজ্ঞী] *বি* রাজকন্যা। 'যুবরাণীকে কলিকাতার নির্ম্মিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

যুবা [স] **১** *বি* যুবক। 'তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বালবৃদ্ধ যুবা কিবা এই রসে রাত্রদিবা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* তরুণ। 'তিনজন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ি যুবা।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

যুবা কাল [স] *বি* যৌবনাবস্থা। 'জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবা কালে হরিনাম লওয়াইল প্রভু নানা ছলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যুবাচ্ছাত্র [স যুবাছাত্র] *বি* তরুণ ছাত্র। *দর্পণ*, ১৮৩০।

যুবাজন [স] *বি* যুবক। 'যুবকী বিহনে নারী যুবাজন রঙ্গ হেরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যুবাদল [স] *বি* যুবকের দল। 'অগ্র-পথিক রে যুবাদল।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'মোরা যুবাদল, সকল আগল/ ভাঙিতে চলেছি ছুটি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

যুবাপুরুষ [স] *বি* যুবক। 'কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লান বদনে করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'কুমারসেন উদ্ধত যুবাপুরুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

যুবাবয়স [স] *বি* যৌবনকাল। 'তখন তাঁহার যুবাবয়স ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

যুবা-বয়সী [স] *বিণ* তরুণ বয়সের। 'সহচরদের মধ্যে সকলেই ছিল শহরের যুবা-বয়সী ধনী সন্তান।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

যুযু [স জু] *বি* জুজু; ভয় দেখানোর জন্য কল্পিত অশরীরী সত্তা। 'আমাদের দেশের মেয়েরা কোলের বাচ্চাদের শাসন করতে আর কান্না থামাতে যুযুর ভয় দেখিয়ে থাকেন।' *হাই*, ১৯৫৮।

যুযুৎসু [জা জুজুৎসু] **১** *বি* জাপানি কুস্তিপদ্ধতি বিশেষ। 'স্ত্রীরা সব যুযুৎসু জানেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। **২** *বি* যুদ্ধবাজ ব্যক্তি। 'যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও অপরের অপঘাত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

যুযুৎসুবিদ *বি* জাপানি কুস্তিবিদ্যা জুজুৎসু জানে যে। 'তাদের অনেকে আবার ডনগির কুস্তিগির ও যুযুৎসুবিদ।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

যুযুধান [স] *বিণ* যুদ্ধময়। 'যুযুধান রাত্রি আর দিনের বন্ধুর পথ পিছে ফেলে নিয়ে যাও ত্রিকালের শান্ত সমতলে।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৮।

যুয়ালো *ক্রি* যোগ্য হওয়া। 'তোমার ঐছে করিতে না যুয়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যুয়ায়** *ক্রি* যোগ্য হয়। 'অবিরত রস নিদ্রা তাহার যুয়ায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যুলাই [ই] *বি* জুলাই মাস। 'ইতি সন ১১৯৯ ইং ১৭৯২ তাং ১ যুলাই ২০ আসাড়।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

যুলুম [আ] *বি* অত্যাচার। *ক্যালগে*, ১৭৮৯। *দ্র* **জুলুম**

যুহুদ [আ য়হূদী] *বি* ধর্মীয় সম্প্রদায়বিশেষ। 'যুহুদের হাতে মুঞি যুহুদ কাটাইলুঁ।' *সুলতান*, ১৭০০।

যুই [স যূথী] *বি* জুঁই ফুল। 'যুই, কন্যের সই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

যূথ [স] *বি* দল। 'জল নিতে যূথে যূথে যুবতীর মেলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যূথচারী [স] *বি* যে জন্তু বা পাখি দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। 'টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

যূথনাথ [স] **১** *বি* দলপতি; দলের সর্দার। 'কত যে যূথনাথ গদাঘাতে নাশিলা অলকানাথ।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* বন্য হাতিসমূহের দলপ্রধান। 'কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ – কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

যূথপতি [স] *বিণ* বন্য হাতিসমূহের দলপ্রধান। 'যূথপতি হস্তী কিংবা খাণ্ডার গণ্ডার।' *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

যূথবদ্ধ [স] *বিণ* দলবদ্ধ। 'তাঁরা যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

যূথভ্রষ্ট [স] *বিণ* দলছুট; দল থেকে বিচ্ছিন্ন। 'হঠাৎ উঠেছে এক-একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

যূথভ্রষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* দলছাড়া। 'পদ্মাবতী ... যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, বিষণ্ণবদনে রোদন করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যূথসত্তা [স] *বি* সমষ্টি সত্তা। 'ব্যক্তিসত্তা যেন যূথসত্তার মধ্যে বিলুপ্ত না হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

যূথহারা [স] *বিণ* দলছুট। 'কুলকামিনী যূথহারা কুরঙ্গিণীর ন্যায় অচিরাৎ ধরাশায়িনী হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

যূথী, যূথি [স] *বি* জুঁই ফুল। 'শ্বেত কনক যূথী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যূথি গন্ধরাজ ফুল, নাগকেশর বকুল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যূথিকা [স] *বি* জুঁই ফুল। 'আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

যূথীবন [স] *বি* জুঁই ফুলের বন। 'যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

যূপ [স] *বি* বলির পশুকে যে কাঠের খণ্ডে বাঁধা হয়; হাঁড়িকাঠ। 'এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যূপকাঠ [স যূপকাষ্ঠ] *বি* যে দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে পশু বলি দেওয়া হয়। 'সেই যূপকাঠে নিজেই বলির পশু।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

যূপকাষ্ঠ [স] *বি* যে দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে পশু বলি দেওয়া হয়। 'সামাজিক যূপকাষ্ঠে কন্যা-দুটিকে বলি।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'যথা প্রাণ দেয় বলির নারীরা যূপকাষ্ঠের ফাঁসে –।' *নজরুল*, ১৯২৯।

যূষ [স] **১** *বি* ঝোল; সুরুয়া। 'যূষের গুণেতে হয় মেহের সংহার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* রস। 'মৃত্তিকা নিজের যূষ টের পায়।' *জীবন*, ১৯৪০।

যূষ্য [স যূষ] *বি* যূষ; ঝোল। 'ছাগল গাড়র কভু নাহি খাই যূষ্য।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যে [পা] **১** *সর্ব* নির্দিষ্ট ব্যক্তি। 'যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *সর্ব* যা। 'যে কহিলুঁ কে কহিল তোহ্মার বিদিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *অব্য* যে (সংশয়-প্রকাশে)। 'অজ্ঞান কুমতি কি জানি যে স্তুতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৪** *বিণ* যেমন। 'যে রূপ গুণবান ছিলেন তাহা কহি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যেঅবধি *ক্রিবিণ* যতদিন থেকে। 'কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রহিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেই ১ *বি* যা। 'তাহার চিত্তে যেই ছিল তেমনি দেখিল।' *মালাধর,* ১৫০০। **২** *সর্ব* যে। 'নুরনবী কাণ্ডারী আছএ যেই নাএ।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

যেখন [পা যে+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* যখন। 'ইব্রাহিম পয়গাম্বর আছিল যেখন।' *সুলতান,* ১৭০০।

যেখনে *ক্রিবিণ* যে সময়ে। 'যেখনে শরীরে প্রাণ হইছে সঞ্চার।' *সুলতান,* ১৭০০।

যেখানে [পা যে+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* যে জায়গায়। 'যেখানে ২ দেখ আছয়ে বিশাল।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

যেখানে-খুশি *ক্রিবিণ* পছন্দমতো জায়গায়। 'যেখানে-খুশি অকস্মাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়ে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৭।

যেখানে সেখানে *ক্রিবিণ* সবখানে; সর্বত্র। 'যেখানে সেখানে দেখি তিসির ভজন।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮; 'যেখানে-সেখানে, পথে-ঘাটে, ফুল মাড়িয়ে চলতে হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮০।

যে জন *সর্ব* যে ব্যক্তি। 'এ লোক ও লোক যে জন খাএ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

যেজনা *সর্ব* যাকে। 'বৃদ্ধের বাসনা হয় যেজনা দেখিয়া।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

যেটা *সর্ব* যা। 'যেটা ভাল বলিয়া জানিলাম সেটা ভাল রকম হইয়া উঠে না।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৫; 'যার যেটা নিকটবর্তী, যার যেটা সহজসাধ্য ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

যেটুকু *বিণ* অল্প যে পরিমাণ। 'আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবিবার যেটুকু সময় পাইয়াছি, একজন আসিয়া ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৭৮; 'সকল মানুষের যেটুকু ভালো সেটুকু ওঁর ভোগে আসে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯; 'খাও একা পাও যেথায় যেটুক।' *নজরুল,* ১৯২৬।

যে দিকে জল পড়বে সে দিকেই ছাতি ধরবে – অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা। 'শেষে যে দিকে জল পড়বে সে দিকেই ছাতি ধরবে।' *উমেশ,* ১৮৫৭।

যে পাতে খায়, সেই পাতে হাগে – যে উপকার করে, তারই ক্ষতি করে। 'আজকালের মানুষের ধর্মই হইল, যে-পাতে খায় সেই পাতে হাগে।' *মনসুর,* ১৯৫৩।

যেবা ১ *ক্রিবিণ* যা-ই। 'সে করিহ তবেঁ যেবা থাকে তোর মণে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *সর্ব* যে-কেউ। 'তাহে গড়াগড়ি দেয় যেবা প্রেমে নৃত্য করে।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

যে বিয়ের যে মন্তর – পরিস্থিতি অনুসারে কাজ। 'যে বিয়ের যে মন্তর।' *তারা,* ১৯৪২।

যে যারে দেখতে নারে, সে তারে হাঁটনায় খোঁড়ে – যার যে বিষয় অপছন্দ, সে সেই বিষয়ের ত্রুটি অন্বেষণ করে। 'যে যারে দেখতে নারে, সে তারে হাঁটনায় খোঁড়ে।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬৩।

যেরকম [যে+আ রকম] *বিণ* যেমন। 'যেরকম অনুর্বর মরুভূমি মনে করে রেখেছিলুম।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

যে রক্ষক সেই ভক্ষক – যে দায়িত্বপালনকারী সেই অনিষ্টকারী। 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক – এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূস্বামীদিগের ব্যবহারদৃষ্টেই সৃচিত হইয়া থাকিবে।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

যে রাধে সে কি চুল বাঁধে না? – বড় বড় কাজের মধ্যে ছোট ছোট কাজও করা সম্ভব। 'ওলো যে রাধে সে কি চুল বাঁধে না?' *গৌর,* ১৮২২।

যেরূপ *ক্রিবিণ* যেমন। 'ক্রিয়া কর্ম্ম এইক্ষণে যেরূপ করিতেছ তাহা নিন্দিত।' *কেরি,* ১৮০২।

যেরূপে *ক্রিবিণ* যে প্রকারে। 'মূর্তি মুখে তোম্মারে যেরূপে নিন্দা করে।' *সুলতান,* ১৭০০।

যে সকল ১ *বিণ* যেই সকল। 'যে সকল নারী কান্দি আছে কুঁই কাড়ি।' *সুলতান,* ১৬৫০। **২** *বিণ* যেই সব। 'যে সকল মুলুকের তোফাজাত ও নজর নেবার বারণ মানা লিখিয়াছে।' *ক্যালগে,* ১৭৮৫।

যে সে ১ *সর্ব* যে-কেউ। 'কেহো বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন/ কেহ বলে যে সে হউ মনুষ্য নহেন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **২** *সর্ব* নগণ্য কেউ। 'ভাষা শুনেই বোঝা গেল লোকটি যে-সে নন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

যেওর [ফা জীওয়ার] *বি* সাজপোশাক। 'নানা প্রকার যেওর-অলংকার।' *মনসুর,* ১৯৫০; 'যোলেখাকে অনেক যেওর-গহনা ও যৌতুক দিয়া ... বিবাহ করিয়াছিলেন।' *মনসুর,* ১৯৫০।

যেচে [স যাচনা>] *ক্রিবিণ* স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। 'হরিনাম যেচে দিলে অধম চণ্ডালে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

যেচে মান কেঁদে সোহাগ নেওয়া – সাধাসাধি করে কিছু আদায় করা। 'যেচে মান কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই?' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

যেদ্দ [আ জিদ্দ] *বি* জিদ। 'ব্রাহ্মণের নিতান্ত যেদ্দেতে এই মত হইল।' *রামরাম,* ১৮০১।

যেহনা *ক্রিবিণ* যেমন। 'যেহনা মুদ্দার সেঁইয়া জ্বালা।' *গিরিশ,* ১৮৮৬।

যেথা [স যত্র>] *ক্রিবিণ* যেখানে। 'চূড়া বেন্ধে যাব চল যেথা কমল-আঁখি।' *দীনচণ্ডী,* ১৬০০।

যেথায় *ক্রিবিণ* যেখানে। 'যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চিরকুমারী।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

যেথায় সেথায় *ক্রিবিণ* যেখানে সেখানে। 'তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

যেথা সেথা *ক্রিবিণ* যেখানে সেখানে। 'যেথা সেথা ঠাঁই সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।' *ভারত,* ১৭৬০।

যেন [স] **১** *ক্রিবিণ* যেরূপ। 'রাস্ত কাড়ে যেন বোকা ছাগ।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *অব্য* অনুমান প্রকাশক শব্দ। 'নদী যেন সমুদ্র মিলিল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **৩** *অব্য* উপমা-জ্ঞাপক শব্দ। 'পীযূষ প্রকাশে যেন পদের গাঁথুনি।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

যেন তেন প্রকারেণ [স] – যেকোনো উপায়ে। 'যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

যেনমণে *ক্রিবিণ* যেমন ইচ্ছা। 'ফুল তুলী লআঁ যাহ যাহার যেনমণে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

যেনমতি *ক্রিবিণ* যেরূপে। 'যেনমতি লয়াও যাহার।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

যেনমতে *ক্রিবিণ* কোনো একপ্রকারে। 'আত্মতন্ত্রে যেনমতে বৈসেন পাতাল।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

যেনমনে *ক্রিবিণ* যে প্রকারে। 'প্রদ্যুম্ন যুদ্ধ কৈল যেনমনে।' *মালাধর,* ১৫০০।

যেনা [আ জিনা] *বি* বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসঙ্গম। 'যেনা করলে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছুড়ে মার।' *কায়সার,* ১৯৬৫।

যেনাকার *বি* ব্যভিচারকারী। 'পাথর ঢেলাতে থাক যতক্ষণ না

যেনাকার বা জেনাকারিণীর মৃত্যু হয়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

যেনি *সর্ব* যিনি। 'মপসল আদালতের কর্ত্তা যেনি ছিলেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

যেমত [স যৎ+মত] ১ *বিণ* যে প্রকার। 'যেমত ব্যবহার য়াছে পালে জন্তু করি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* যেমন। 'পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যেমতি ১ *বিণ* যেরূপ। 'ভবমায়াজালে আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'যেমতি নবীন শিশু জননীর কোলে ... সুষুপ্ত অঘোর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *ক্রিবিণ* যেভাবে। 'যেমতি মাতঃ বসিলা আসিয়া বাল্মীকির রসনায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *ক্রিবিণ* যেমন। 'বিলম্বে যেমতি তুই হারালি বিশ্বাস।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যেমতে *ক্রিবিণ* যে প্রকারে। 'ঘরে ঘরে মধুপুরি ভ্রমিল যেমতে।' *মালাধর*, ১৫০০।

যেমন [স যস্মিন] ১ *ক্রিবিণ* যেভাবে। 'অন্তঃপুরে থাকিবা যেমন করি স্থির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *অব্য* যেরূপ। 'বাঙ্গলাদেশের লোক এই ত্রিবিধ শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ বিষয়ের যেমন উদাহরণস্থল এমত আর দ্বিতীয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *ক্রিবিণ* যেইমাত্র। 'যেমন বেরবে, অমনি খাঁচার ভিতরে যাবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

যেমন উনুন মুখো দেবতা, তেমনই ছাই-পাঁশ নৈবিদ্যি – একই স্বভাবের। 'বনে উঠল, যেমন উনুন মুখো দেবতা, তেমনই ছাই-পাঁশ নৈবিদ্যি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

যেমন কর্ম/কর্ম্ম তেমন ফল – কাজ অনুযায়ী ফল। 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল পাইয়াছি।' *রামরাম*, ১৮০২।

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর – উপযুক্ত সাজা প্রদান। 'স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাস রে মান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

যেমন-কে-তেমন – যে-রকম ছিলো ঠিক সে-রকম। 'সারা রাত্রে দেওয়ালটি ঠিক যেমন-কে-তেমন পুরু হইয়া থাকিবে।' *মনসুর*, ১৯৫০।

যেমন-খুশি *বি* যা ইচ্ছে তেমন। 'তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে ছিল বালগোপালের লীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

যেমনতরো *বিণ* যেরকম। 'মত হিসাবে একটা কথা যেমনতরো শুনিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যেমন তেমন ১ *বিণ* যে কোনো প্রকার। 'ব্যাপার করা যেমন তেমন আসলে খাঁ'দ মিশালি।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* অতি সাধারণ। 'যেমনতেমন একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হইয়া যাওয়াই ভালো।' *মানিক*, ১৯৪০।

যেমন-তেমন করে *ক্রিবিণ* অগোছালোভাবে; কোনোরকমে। 'জিনিসপত্র যেমন-তেমন করে চর্মপেটকের মধ্যে প্রবিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যেমন তেমনি ভাবে *ক্রিবিণ* কোনোরকমে। 'জীবন আমার চলছে যেমন তেমনি ভাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

যেমন দান তেমন দক্ষিণা – যেমন পারিশ্রমিক তেমন কাজ। 'চৌকি পাহারাও সেই প্রকার – যেমন দান তেমন দক্ষিণা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

যেমন দেবা তেমনি দেবী – নারী-পুরুষ দুজনই অভিন্ন প্রকৃতির। 'এই যেমন দেবা তেমনি দেবী মিলেচে ভাল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যেমনধারা *ক্রিবিণ* যেরকম। 'বর যেমনধারা করে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

যেমন-যেমন *বিণ* যখন যতোটুকু। 'নানা কৌশল যেমন-যেমন অধিকৃত হতে থাকল তেমনি-তেমনি পার্থিব জীবনে তার ভোগ ...।' *অবন*, ১৯২৫।

যেমনে *ক্রিবিণ* যেমনি। 'যেমনে পাএ তেমনে খাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যেম্নি [স যস্মিন] *বিণ* যেমনি; ঠিক যেরূপ। 'তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যেহি ১ *ক্রিবিণ* যেমন। 'এহা জানি যেহি যোগ্য সেহি ধীর কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* যে। 'যেহি মুরশিদ সেই তো রাসুল।' *লালন*, ১৮৯০।

যেহেতু [স] *ক্রিবিণ* যে কারণে। 'যেহেতু এ সমাজে কেবল বিদ্যাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচনা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

যেহেতুক [স] *ক্রিবিণ* যে কারণে। 'তুমি পরম ধার্ম্মিক বটে, যেহেতুক রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠাতেই থাকিলে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যেহেন ১ *ক্রিবিণ* যেমন। 'যেহেন চরিত দেখিলোঁ তারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* যেন। 'কাক কেহ যেহেন না পারে লঙ্ঘিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

যেহ্ন *ক্রিবিণ* যেন। 'ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যেহ্নে *ক্রিবিণ* যেমন। 'চান্দের পীযুষধারা রাহুগ্রাঁ যেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যৈছন [হি জৈছন] *ক্রিবিণ* যেমন। 'প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যৈছে, যৈসে [হি জৈছন] ১ *অব্য* যেন। 'কালিন্দী পুজল যৈছে চম্পকমালা।' *শেখর*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* যেমন। 'পিউ বিনে চিত্ত অথির/ জীউ বিনে যৈসে শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যো[1] [স যঃ] ১ *সর্ব* যে। 'কত কত নাগরী গৌরী আরাধই যো পদ করইতে লাভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *অব্য* যেমন। 'যো নব জলধর সো হম ভঙ্গবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যো[2] [স যোগ] ১ *বি* সুযোগ। 'তবে শেষে যোএ হয়ে সবে জয়যাত্রী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* জো; আয়োজন। 'পূজোর যো করিবে কি ... তারা যে ব্যস্ত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বি* উপায়। 'আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৪ *বি* দশা; উপক্রম। 'এইমাত্র প্রাণটা যাবার যো হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যোআল [স যুগল] *বি* জোয়াল। 'কৈলোঁ ব্রহ্মার দণ্ড যোআলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোইণী [স যোগিনী] *বি* যোগিনী। 'বত্তিস যোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ।' *চর্যা ২৭*, ১২০০।

যোক্ত [স যুক্ত] *বিণ* যুক্ত। 'যোক্ত নহে আর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যোখ [মু জোখ] *বি* আন্দাজ। 'চারি পাট চিরী নাত্র দিল যোখ মাপে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোগ [স] ১ *বি* সাধনা। 'যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* যোগ্য। 'তার যোগ কাম করী তখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* মিলন। 'আজ্ঞা সমে যোগ সত্তে সুরপুর জাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বিণ* মিলিত; একত্র। 'তিন দেবে তিন শক্তি তবে যোগ হল্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৫ *বি* যোগাযোগ। 'ধাররাজের সহিত আমার কিরূপে যোগ হয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৬ *বি* সময়। 'প্রতিদিন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত্রিযোগে যোগের ও ভোগের অভিলাষে অন্যবাসে প্রবাস করিলে।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৭** *বি* অর্জন। 'বেদপাঠ করিয়া যে স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩। **৮** *বি* ধ্যান। 'তাহারা যোগ বলে একেবারে আসন ছাড়া হইয়া শূন্যমার্গে উড়িতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **৯** *বি* তন্ত্র। 'আমি যোগ বুঝি নে ঝিম চিনি নে আন্দাজি হই চাপমারা।' *লালন*, ১৮৯০। **১০** *বি* সম্পর্ক; সম্বন্ধ। 'এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **১১** *বি* উৎসব; পর্ব। 'আগামী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণে গঙ্গাস্নানের যোগ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যোগ-অভ্যাস [স] *বি* যোগসাধনা। 'তিনি করেন যোগ-অভ্যাস আর সংগীতচর্চা।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

যোগ করা *ক্রি* সমন্বিত করা। 'এই জন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গি, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

যোগক্রিয়া [স] *বি* যোগসাধনা। 'যোগক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তপী মহা যপী।' *রামরাম*, ১৮০১।

যোগজ্ঞান [স] *বি* যোগশাস্ত্রের তত্ত্ব। 'যোগজ্ঞানের কহিলে উপায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যোগতত্ত্ব [স] *বি* যোগজ্ঞান। 'সমস্তটা যোগতত্ত্বের উপদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যোগদান [স] **১** *বি* সহযোগিতা। 'তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* অংশগ্রহণ। 'আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণে সামাজিকতায় যোগদান করিতে বাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যোগদান করা *ক্রি* যোগ দেওয়া। 'শুভ মিলনের নিমন্ত্রণে প্রসন্নমুখে যোগদান করিয়া ইহাকে সুসম্পন্ন করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

যোগদানকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অংশগ্রহণ করেছে এমন। 'সভায় যোগদানকারিণী মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ অধঃপতিতা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

যোগদানেচ্ছু [স] *বিণ* যোগদান করতে ইচ্ছুক। 'সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু মহিলাদের ...।' *বেগম*, ১৯৬৬।

যোগ দেওয়া *ক্রি* সম্পর্ক স্থাপন করা। 'সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যোগধর্ম, যোগধর্ম্ম [স] **১** *বি* যোগসাধনা। 'সৃষ্টি সৃজন কর ছাড় যোগধর্ম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* সন্ন্যাসধর্ম। 'যোগধর্ম্ম প্রচার কারণ ...।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যোগধ্যান [স] *বি* তপস্যা। 'আনন্দনির্ঝর পাশে যোগধ্যানে বসিব।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

যোগনিদ্রা [স] *বি* যোগরূপ নিদ্রা। 'যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যোগনিধি [স] *বি* (জ্যোতিষ) শুভ সময়। 'বার তিথি করণ বিয়োগ যোগনিধি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যোগনিমগ্ন [স] *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'সে যোগনিমগ্ন রুদ্রের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যোগপট্ট [স] *বি* যোগে ব্যবহৃত হয় এমন উত্তরীয়বিশেষ। 'কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যোগপন্থ [স যোগ+স পন্থা] *বি* প্রার্থনা করার নিয়মকানুন। 'যোগপন্থ জানাইলা জন্মাইলা জ্ঞান।' *সুলতান*, ১৭০০।

যোগপাটা [স যোগপট্ট] *বি* যজ্ঞসূত্র; উপবীত। 'যোগপাটা হৃদয়ে ভূষিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যোগপাদুকা [স] *বি* দৈব পাদুকাবিশেষ। 'যোগপাদুকা আরোহণ করিয়া চলিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যোগফল [স] *বি* একাধিক জিনিস অথবা সংখ্যা যোগ ক'রে পাওয়া ফল। 'ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমন নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যোগবন্ধন [স] *বি* সংযোগ। 'আমাদের ... যোগবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যোগবল [স] *বি* যোগের প্রভাব। 'যোগবল কিরণ তপন যেন অনু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যোগবাট [স যোগবর্ত্ম] *বি* যোগমার্গ। 'এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোগবিচ্ছিন্ন [স] *বিণ* যোগসূত্রহীন। 'আমাদের সেই সাহিত্যের সঙ্গে আজ যোগবিচ্ছিন্ন।' *হাই*, ১৯৫০।

যোগবিয়োগ [স] *বি* হিসাব-নিকাশ। 'মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

যোগভূমি *বি* তপস্যাস্থল। 'বিরাট নৈস্তব্ধ্যের যোগভূমি পুনরায় নিরঙ্কুশ করে দেবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

যোগভ্রষ্ট [স] *বি* সাধনা থেকে বিচ্যুত। 'যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগী সাংসারিক সুখ সিদ্ধির নিমিত্তে রাজার নিকট আইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যোগমগ্ন [স] *বিণ* ধ্যানরত। 'যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবন-দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যোগমর্ম, যোগমর্ম্ম [স] *বি* যোগের মাহাত্ম্য। 'ধরামাঝে যোগধর্ম্ম করিতে প্রচার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যোগমায়া [স] *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বরের লীলাপ্রকাশকারী শক্তি। 'যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যোগযাগ [স যোগ+যাগ] *বি* প্রস্তুতি। 'যোগেযাগে যোগযাগ করিতে লাগিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যোগযুক্ত [স] *বিণ* যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এমন; মিলিত। 'তাঁহাদের সেই চিত্তের সহিত যোগযুক্ত না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'সমুদ্রের সঙ্গে যোগযুক্ত না হলে সে বাঁচবে কী উপায়ে?' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যোগরূঢ় [স] *বিণ* যোগ সাধনায় মগ্ন। 'ফল ভক্ষণ করিয়া যোগরূঢ় হইয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যোগরূঢ়ার্থ [স] *বি* একাধিক শব্দযোগে গঠিত শব্দ, যা ভিন্ন কোনো অর্থ প্রকাশ করে। 'যোগরূঢ়ার্থে 'নীলকণ্ঠ' শিব এ-কথা ভাগনার জানতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

যোগরূপ [স] *বি* যোগমায়ার রূপ। 'যোগরূপে জন্মিলা আপনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যোগলব্ধ [স] *বিণ* সাধনা দিয়ে পাওয়া। 'এ হচ্ছে যোগলব্ধ ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যোগশূন্য [স] *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ-সংযোগ [স] *বি* যোগাযোগ। 'আমার সঙ্গে যোগ-সংযোগ করিতেছে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

যোগসাজশ [স যোগ+ফা সাজিশ] *বি* অন্যায় কাজে গোপন সহযোগ ও ষড়যন্ত্র। 'এই যোগসাজশটি তাহার শাশুড়ির।' *তারা*, ১৯৪২।

যোগসাজশকারী [স যোগ+ফা সাজিশ+স কারী] *বি* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তাকারী। '১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

যোগ-সাজস [স যোগ+ফা সাজিশ] *বি* অন্যায় কাজে গোপন সহযোগ। 'শম্ভুনাথ সিংহের সঙ্গে যোগ-সাজসের ফলে তাহারা ... বঞ্চিত হইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

যোগসাধন [স] **১** *বি* যোগাভ্যাস; ধ্যান। 'একাকী অরণ্যে গিয়া, যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* সম্পর্ক। 'তখন জগতের সঙ্গে সুগভীর যোগসাধন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* যোগাযোগ ঘটানো। 'এক দেশের সহিত আর-এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যোগসাধনা [স] *বি* ধ্যানমগ্নতা। 'আমার মন্ত্র যোগসাধনা/ ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

যোগসিদ্ধ [স] *বিণ* যোগে সিদ্ধি লাভ করেছে এমন। 'যোগসিদ্ধ যোগিগণে আছে যোগাসনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যোগসূত্র [স] **১** *বি* ঐক্যসূত্র। 'একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* সম্পর্ক। 'প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ভারতের যোগসূত্র যেমন অবিচ্ছিন্ন।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

যোগসেতু [স] *বি* সম্পর্কের বন্ধন। 'জগৎটার সঙ্গে যোগ-সেতু প্রথম স্থাপিত হয় তার বাল্যে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

যোগস্থাপন [স] *বি* সম্পর্ক স্থাপন। 'আর্যে অনার্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগ স্থাপন হইতেছে তখন অনার্যদের ধর্মের সঙ্গেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

যোগাচার [স] *বি* যোগানুষ্ঠান; যোগসাধনা। 'সার করি যোগাচার/ শিব নাকি আছেন শ্মশানে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যোগাচারী [স] *বি* যোগসাধনা করে যে। 'যোগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ করে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যোগাচার্য [স] *বি* যোগসাধনার গুরু। 'তিনি যোগাচার্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

যোগানুভব [স] *বি* সম্পর্ক বিষয়ে উপলব্ধি। 'বিশ্বের সহিত নিবিড় যোগানুভব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণাবলীরও পরিচয় দেয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

যোগাভ্যাস [স] *বি* যোগসাধনা। 'এক সন্ন্যাসী, শ্মশানে উপবেশন করিয়া, যোগাভ্যাস, করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যোগাযোগ *বি* সংস্রব। 'জহরীলালের সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের কোনো আলাপ-পরিচয় যোগাযোগ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

যোগার্থ [স] *বি* সংযুক্ত অর্থ। 'কলিকাতা কমলালয় শব্দের যোগার্থ রহিল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

যোগাসন [স] **১** *বি* যোগ সাধনার আসন। 'চিবুক কণ্ঠেত দিয়া যোগাসনে বসি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* বৈরাগ্য। 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

যোগেন্দ্র [স যোগ-ইন্দ্র] *বিণ* মহাযোগী। 'জয় জয় জয় জগদীশ যোগেন্দ্র পুরুষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যোগেশ্বর [স] *বি* মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ। 'নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যোগৈশ্বর্য [স] *বি* সাধনসিদ্ধ ঐশ্বর্য। 'সুফি বা সাধক যে যোগৈশ্বর্য পান।' *নজরুল*, ১৯৪১।

যোগাড় [স যোগ>] **১** *বি* ব্যবস্থা। 'রাজা, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের যোগাড় করিয়া দেন; নিযুক্ত ভৃত্যেরা তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* আয়োজন। '... আমরা অতি নির্বোধ, সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া, এবং নিতান্ত নির্জীব হইয়া, এক ধূর্তের আহারের যোগাড় করিয়া দিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৩** *বি* উপক্রম। 'এও পালাবার যোগাড়ে আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'মাথার চাঁদি ফাটবার যোগাড়।' *মণীশ*, ১৯৫৭। **৪** *বি* সংগ্রহ। 'যদি আর কোন সিংগির যোগাড় কত্তে পার।' *হুতোম*, ১৮৬১।

যোগাড় করা *ক্রি* আয়োজন করা। 'সে বাড়ীর দিকে যাইবার যোগাড় করে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

যোগাড়যন্ত্র *বি* আয়োজনাদি। 'তাহার প্রাণ সংহারের যোগাড়যন্ত্র করা গিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮; 'কোনরূপ যোগাড়যন্ত্র বা সোপারিশের জোরে ...।' *এসলাম*, ১৯৩০।

যোগাড়-সোগাড় *বি* আয়োজনাদি। 'আশীর্বাদে যোগাড়-সোগাড়।' *শরৎ*, ১৯১৬।

যোগাড়ে *বি* নির্মাণ কাজের সহযোগী। 'যেমন রাজমিস্ত্রি চাই, তেমনি যোগাড়েও চাই।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

যোগান **১** *বি* সরবরাহ। 'সে কেমনে রহে অ যোগানে।' *মুরারি*, ১৫৭০। **২** *বি* আয়োজন। 'সকল যোগান করি সাধন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যোগানদার **১** *বি* সরবরাহকারী। 'আর শেষ পর্যন্ত এদেশ হবে কাঁচা মালের যোগানদার।' *অন্নদা*, ১৯৩৭। **২** *বি* সাহায্যকারী। 'রাজমিস্ত্রী বাপের সঙ্গে যোগানদার হয়ে রইলো কিছুদিন।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

যোগানো [স যোগ>] *ক্রি* সরবরাহ করা। **যোগাইবোঁ** *ক্রি* জোগান দেবো; সরবরাহ করবো। 'সকল গোঠ মেলাইবোঁ বড়ায়িক থীর যোগাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যোগাইয়া** *ক্রি* সরবরাহ ক'রে। 'লাগিল এ সবে জল যোগাইয়া দিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **যোগাইলা** **১** *ক্রি* জোগাড় করলে। 'কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুষ্পদী যোগাইলা সভান আহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* উপস্থিত করলো। 'বোরাক আনিয়া যোগাইলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **যোগাওঁ** *ক্রি* জোগাই; সরবরাহ করি। 'জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যোগায়** *ক্রি* সরবরাহ করে। 'বামদিগে গদাধর তাম্বুল যোগায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যোগাযোগ [স] *বি* সংস্রব; সংসর্গ। 'পালেসটাইনের কতিপয় স্থানের পরস্পর যোগাযোগ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'দিশি সহ বিলাতীর যোগাযোগ নানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যোগালে [স যোগ>] *বিণ* সাহায্যকারী। 'আমি তোমারে তার যোগালে আসামি করুম।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যোগিনী[1] [স] **১** *বি* তপস্বিনী। 'যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* (হিন্দুপুরাণ) দুর্গার সখী। 'সঙ্গে দানা চৌষট্টি যোগিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যোগিনী[2] [স] *বি* জাদুবিদ্যায় দক্ষ নারী। 'ডাকিনী না হলেও যোগিনী যে, তা আমি বিলক্ষণ টের পাই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

AMARBOI.COM

যোগিনীচক্র [স] *বি* জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহৃত নকশাবিশেষ। 'হস্তরেখার প্রকাণ্ড ম্যাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র, পাতাকীচক্র, যোগিনীচক্রের ছবি।' *মানিক*, ১৯৩৮।

যোগিয়া *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'যোগিয়া মিশ্র কাহারবা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

যোগী [স, সমাসে যোগি-] ১ *বি* সন্ন্যাসী। 'কানে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হঞা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'যোগিজন মনো হরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* ধ্যানী। 'ওরে নিরঞ্জন জ্যোতে দরবেশ জ্ঞানে পরম যোগী।' *সুলতান*, ১৭৫০। ৩ *বি* সম্প্রদায়বিশেষ। 'তাহার পর সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপাল পর্য্যন্ত ... জন যোগীতে ৬৪১/৩ মাস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যোগিন [স] *বি* সন্ন্যাসী। 'দেখলে আমার নবির সুরত/ যোগিন হত ভসম মেখে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

যোগিবর, যোগীবর [স] *বি* তন্ত্রসাধক। 'নজদ বনেত আছে এক যোগীবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'কহিলেন যোগিবর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যোগিরাজ [স] *বি* সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ। 'যোগিরাজ পূজা না লইল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যোগীন্দ্র [স] *বি* শ্রেষ্ঠ সাধক। 'যে দুর্লভ লোক লভিবারে যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

যোগীবেশ [স] *বি* যোগীর সাজ। 'যোগীবেশে তিনি সিংহলের পথে বেড়িয়ে পড়লেন।' *হাই*, ১৯৪৯।

যোগীশ্বর [স] *বিণ* যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'যোগীশ্বর শঙ্করের কৃপা তোর পরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যোগে [স যোগ>] *ক্রিবিণ* সহায়তায়। 'প্রধান২ লোকেরদিগকে বাকলাদিগের স্থানে২ নৌকাযোগে ... পাঠাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

যোগ্য [স] ১ *বিণ* উপযুক্ত। 'মাকড়ের যোগ্য কণ্ঠে নহে গজমুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সমর্থ। 'হেন প্রভু হেন ভক্তি যোগ্য হেন দাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যোগ্যতম [স] *বিণ* সবচেয়ে উপযুক্ত। 'দেশের যোগ্যতম শিক্ষিতসম্প্রদায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যোগ্যতর [স] *বিণ* অধিক যোগ্য। 'সাহিত্যজগৎও যোগ্যতরের উদ্বর্তনের নিয়মের অধীন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

যোগ্যপাত্র [স] *বি* উপযুক্ত ব্যক্তি। 'রাজাই দুর্ব্বল-রক্ষণের সেই যোগ্যপাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যোগ্যস্থান [স] *বি* উপযুক্ত স্থান। 'তার যোগ্যস্থান দেওয়ার মতো জায়গা ...।' *নজরুল*, ১৯৩০।

যোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* যোগ্য; উপযুক্ত। 'নারীমধ্যে তুমি তার যোগ্যা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যোগ্যতা [স] ১ *বি* ক্ষমতা। 'গউড়ের কর লবে কাহার যোগ্যতা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* উপযুক্ততা। 'তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরব্বির যোগ্যতা।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

যোগ্যতামন্ত [স] *বিণ* ক্ষমতাবান। 'অত্যন্ত যোগ্যতামন্ত সহায়ীর ভাগী হওন সর্ব্বদা নির্ব্বুদ্ধিতা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যোগ্যতাসম্পন্ন [স] *বিণ* যোগ্যতা আছে এমন। 'যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলার অভাব নেই।' *বেগম*, ১৯৫৫।

যোজক [স] *বিণ* সংযোগ স্থাপনকারী। 'মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক পদার্থ ছিল না বললেও হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যোজন [স] ১ *বি* চার ক্রোশ পরিমাণ। 'দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* যুক্তকরণ। 'ভাগ চন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* দীর্ঘপথ। 'যুগযুগান্তর ধরি যোজন যোজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

যোজনকর্তা, যোজনকর্ত্তা [স] *বিণ* সংঘটনকারী। 'এই সকল কথার যোজনকর্ত্তা আমি।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যোজনজোড়া *বিণ* বৃহৎ আয়তনবিশিষ্ট। 'লণ্ডনের যোজনযোড়া জটায় জাহ্নবীর মতো এঁকে বেঁকে নির্গমের পথ খুঁজছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যোজনপ্রমাণ [স] *বিণ* যোজন অর্থাৎ চার ক্রোশের মতো; সীমাহীন। 'জৌগৃহে বাড়ে বহ্নি যোজনপ্রমাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যোজনবিস্তৃত [স] *বিণ* দূরবিস্তৃত। 'এ দেশ অসংখ্যযোজনবিস্তৃত হলেও সমতল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

যোজনা [স] ১ *বি* যুক্ত করা। 'সুবর্ণ সিথি শিরে অঙ্গুরি দিআ করে আশীষ করিল যোজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ব্যবস্থা। 'তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্য্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বি* সংস্থাপন। 'যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৪ *বি* সংযোজন। 'সাহিত্যে গৌরবময় নতুন অধ্যায় যোজনা করবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

যোজনাপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* যোগ ক'রে; জুড়ে দিয়ে। 'দুই-চারিটা নতুন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যোজিত [স] *বিণ* সংযুক্ত। 'একের মস্তক অন্যের শরীরে যোজিত করিয়া দিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যোঝা *বি* যুদ্ধ। 'জানিনি তখনও কত নিষ্ফল ছায়ার সঙ্গে যোঝা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যোঝাযুঝি [স যুদ্ধ>] ১ *বি* দ্বন্দ্বে পরস্পরকে হারাবার চেষ্টা। 'মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে-সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* বোঝাপড়া। 'মনের সঙ্গে যোঝাযুঝির ক্ষেত্রে কতবার পরাস্ত ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

যোটক[1] [স] *বিণ* ঘটক। 'তাঁহারা ... দশজন চেটক ও যোটক ইয়ারলোক লইয়া গাঁজা চরস খান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যোটক[2] [স] *বি* রাশি-গ্রহ বিচার ক'রে শুভ বিধায়ক মিল। 'নিজে যোটক বিচার করে সে রেবতীকে বিয়ে করেছে।' *মানিক*, ১৯৩৮।

যোটকতা [স] *বি* কুটনির কাজ। 'যোটকতা ব্যবসায় স্বাভাবিক চাতুর্য্যতায় যুবতীর যৌবন ধন লুটাইবার নিমিত্ত ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যোটা [স যূথ] ১ *ক্রি* জোগাড় করা। 'নাপতেনী যে কি খেয়ে খবর যোটায়।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *ক্রি* জোটা; মিলিত হওয়া। 'যুটলো অলিকুল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যোটাযোট [স যূথ>] *বি* জোগাড়যন্ত্র। 'বেটা এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে তার কিছুই বুঝিতে পারি না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

যোড় [স যুগ্ম] *বিণ* দুইটি; জোড়া। 'কুচযুগ রাধা যোড় শ্রীফলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বহুমূল্য প্রস্তর যুক্ত স্বর্ণের এক যোড় বাটা দিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

AMARBOI.COM

যোড়ন *বি* যুক্তকরণ। 'আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোড় বাটা *বি* এক জোড়া থালা। 'বহুমূল্য প্রস্তর যুক্ত স্বর্ণের এক যোড় বাটা দিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

যোড়হস্তে *বি* জোড়হাত। 'যোড়হস্তে সবে রহিলেন চারিভিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যোড়হাত *বি* দুই হাত একত্র অবস্থা। 'যোড়হাত করী তাক বুলিহ বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোড়া[1] [স যুগ্ম>] ১ *ক্রি* যুক্ত করা। 'ভাঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বাঁধা। 'চারি ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়া যোড়।' *কেরি*, ১৮০২। **যোড়াইতেঁ** *ক্রি* যোজনা করতে; যুক্ত করতে। 'ভাঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যোড়িআঁ** *ক্রি* যোজিত করে। 'বাঁহক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যোড়িল, যোড়িলো** *ক্রি* মিলিত করলাম; যুক্ত করলাম। 'মেদনি যোড়িলো হালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যোড়ী** *ক্রি* যুক্ত করে। 'তাত গুড়া যোড়ী দিল তৌলঝাঁপে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোড়া[2] [স যুগ্ম] ১ *বিণ* একত্র। 'পরাণে পরাণ যোড়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* যুক্ত। 'দুইখানা লাঙ্গল রেখেছে, তা প্রায়ই নীলের জমিতে যোড়া থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

যোড়া শাল *বি* দোশাল। 'যোড়া শাল ও স্বর্ণের বাজু।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

যোত [ফা জইয়াত] *বি* চাষের জমি; ফসল ফলানো যায় এমন উপযোগী জমি। 'ধান্যের ভূমি লইয়া নিজ যোতে ধান্য উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

যোতদার, যোৎদার [ফা জইয়াত+দার] *বি* জমিদারের অধীনস্থ আবাদি জমি ভোগকারী প্রজা। 'জমীদার, ইজারাদার, যোৎদার, প্রভৃতির দ্বার হইতে যুক্ত হইলে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

যোত্র [স] ১ *বি* জোগাড়। 'খাজনার টাকার যোত্র করিতে পারি না।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* সম্পত্তি। 'তোর শ্বশুরের খুব যোত্র আছে।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* উপায়। 'যাহার স্বাদ লওনের যোত্র তাহার ছিল না।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যোত্রহীন [স] *বিণ* সঙ্গতিহীন। 'যোত্রহীন সম্পর্কীয় কার্য্য যে করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

যোত্রাপন্ন [স] *বিণ* অবস্থাপন্ন। 'এতদ্দেশীয় লোক মোং কানপুরে কিঞ্চিৎ যোত্রাপন্ন রূপে আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

যোদ্ধা [স] *বি* রণকুশলী। 'ইঙ্গরাজেরা বড় যোদ্ধা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যোদ্ধাখ্যাতি [স] *বি* যোদ্ধা হিসেবে বিশেষ পরিচিতি। 'হামজার যোদ্ধাখ্যাতিকে কেন্দ্র করে কবিকল্পনা ... বিকশিত হয়।' *আনিস*, ১৯৬৪।

যোদ্ধাধম [স] *বি* অধম যোদ্ধা। 'ওরে বর্ব্বর যোদ্ধাধম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

যোদ্ধাপতি [স] *বি* যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয় যে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

যোদ্ধা সাহেব [স যোদ্ধা+আ সাহিব] *বি* সেনাপতি। 'যোদ্ধা সাহেবের দিগকে কার্য্যের চলনের জন্যে ...।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

যোদ্ধৃ [স] ১ *বি* যোদ্ধা। 'নরপতি পুরুর যোদ্ধৃবৃন্দমধ্যে নিষাদী সৈন্যদল বর্ত্তমান ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* যুদ্ধ সংক্রান্ত। 'যুনানীদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যোদ্ধৃগণ [স] *বি* যোদ্ধাসকল। 'প্রাচীন যোদ্ধৃগণ শীতের রাত্রিতে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

যোদ্ধৃত্ব [স] *বি* যোদ্ধার পদ। 'মোগল সম্রাটের আজ্ঞাকারী রাজপুতসেনা-মধ্যে যোদ্ধৃত্বে বৃত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

যোদ্ধৃধর্ম [স] *বি* যোদ্ধার বৈশিষ্ট্য। 'প্যাট্রিয়টিক খুনাখুনি অথবা যোদ্ধৃধর্ম এইরূপের একটা বাঁধি বোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যোদ্ধৃপরিচ্ছদ [স] *বি* যোদ্ধার পোশাক। 'যোদ্ধৃপরিচ্ছদধারণপূর্ব্বক স্বীয় মোছাহেব ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

যোদ্ধৃবীর [স] *বি* বীর যোদ্ধা। 'ছন্দ নাচিল ... মুক্তিরণের যোদ্ধৃবীরের ভ্রূভঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

যোদ্ধৃবৃন্দ [স] *বি* যোদ্ধাগণ। 'নরপতি পুরুর যোদ্ধৃবৃন্দমধ্যে নিষাদী সৈন্যদল বর্ত্তমান ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যোদ্ধৃবেশ [স] *বি* যোদ্ধার সাজ; যুদ্ধকারীর পোশাক। 'যোদ্ধৃবেশ, অথচ নিরস্ত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'কখনো আবার মেঘের বাহিনী ধরে গো যোদ্ধৃবেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

যোধ [স] *বি* যোদ্ধা। 'কথোপকথনে রত যোধ শত শত।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'যোধ শত শত ভাসিল রণসাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যোধদল [স] *বি* যোদ্ধাদল। 'প্রতি অস্ত্র আপনার যোধদলের রক্তস্রোতে স্নিত হবে।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

যোধপতি [স] *বি* যুদ্ধের অধিনায়ক। 'কুরুরাজে বধিলা যেমতি ভীম যোধপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

যোনা [স যবন] *বি* যুনানি; যবন জাতি। 'পারসীক, যোনা, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যোনি [স] ১ *বি* স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়। 'সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'প্রথমে যাহার বীর্য যোনি দ্বারে মিলে।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* গর্ভ। 'মনুষ্য যোনিতে জন্ম লভ দুইজন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

যোয়ান [ফা জওয়ান] *বি* জোয়ান; প্রাপ্তবয়স্ক লোক। 'বাড়ির ছেলেমেয়ে, যোয়ান-বুড়ো।' *জসীম*, ১৯৬০।

যোয়াল [স যুগল] *বি* জোয়াল; লাঙলের সঙ্গে পশু জোড়বার কাঠামোবিশেষ। 'হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

যোষা [স] *বি* পত্নী। 'যোষায় তুষিল যীর সুগন্ধি চন্দনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যোষিৎ [স] *বি* নারী। 'পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যোষিতের যথা ক্রিয়া যে যেমন জানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যৌক্তিকতা [স] *বি* যুক্তিযুক্ততা। 'ইহার যৌক্তিকতা সতীশ বুঝিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যৌগিক [স] ১ *বি* যৌগিক শব্দ। 'চলিত এবং কতিপয় ব্যবহারোপযোগী প্রচলিত যাবনিক শব্দের রূঢ়ি যৌগিক বিশেষে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বিণ* মিশ্র। 'রূঢ়িক ও যৌগিক দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌগিক আকর্ষণ [স] *বি* একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত পদার্থের আকর্ষণ। 'যৌগিক আকর্ষণের বলে ... পৃথগ্‌ভূত হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

যৌতুক [স] ১ *বি* উপহার; ভেট। 'ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী নানাদ্রব্য থালি ভরি আইলা সবে যৌতুক লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যৌতুক দেওনের ছলায় সম্ভাষা করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* পণ। 'কৌতুক করিয়া দিল যৌতুক বিধানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যৌথ [স] ১ *বিণ* সম্মিলিত; সমবায়ী। 'ইংলান্ডের যৌথ কারবার আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার করবে বলে আমাকে খুব বড়ো শেয়ার কেনাতে এসেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বিণ* দুইজনের। 'নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক যৌথ জতুঘরে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

যৌথনৃত্য [স] *বি* দুইজনের সম্মিলিত নাচ। 'যে সব সমাজে উৎসব তিথিতে স্ত্রীপুরুষের যৌথনৃত্য প্রচলিত রয়েছে ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যৌন [স] *বিণ* নরনারীর শারীরিক মিলন সম্পর্কিত। 'যৌনসম্ভোগ মানুষ করবেই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

যৌন আগুন [স যৌন+আগুন] *বি* মিলনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। 'জীবনের যৌনঋতুর যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্যে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

যৌন আবেদনপূর্ণ [স] *বিণ* যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগায় এমন। 'যৌন আবেদনপূর্ণ নাচ-গান, জুয়া, মদ্যপান প্রভৃতি।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

যৌনঋতু [স] *বি* যৌবনকাল। 'জীবনের যৌনঋতুর যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্যে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

যৌন-ক্ষেত্র [স] *বি* যোনি। 'পুছেছে উগ্র অলক্তক, টানো মোরে যৌন-ক্ষেত্রে, মূলে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

যৌনবোধ [স] *বি* যৌন অনুভূতি। 'স্থূল ক্ষুন্নিবৃত্তি ও যৌনবোধ ছাড়া মানুষের আর কিছুই ছিল না।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

যৌনব্যভিচার [স] *বি* বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার। 'যৌনব্যভিচারের দ্বারা লোকটি নিজেকে ও সমাজকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে কিনা সেদিকে তার নজর নেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যৌনব্যভিচারী [স] *বি* বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচারে অভ্যস্ত ব্যক্তি। 'যৌনব্যভিচারী যেমন সমাজের চক্ষুশূল, উৎকোচগ্রহণকারী বা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার তেমনটি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যৌনব্যাধি [স] *বি* জনন অঙ্গের রোগ। 'ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, যৌনব্যাধি, শিশু, মাতৃমঙ্গল, খাদ্যপুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিবেশ, এসব স্থান পেয়েছে সম্মিলনের কার্যসূচীতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যৌন শিক্ষা [স] *বি* প্রজনন সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান। 'যৌন শিক্ষাকে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।' *বেগম*, ১৯৬৬।

যৌনসঙ্গম [স] *বি* যৌনমিলন। 'পুরুষ কুকুর ও ১টি মহিলা কুকুর যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

যৌনসম্ভোগ [স] *বি* যৌনমিলন। 'যৌনসম্ভোগ মানুষ করবেই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

যৌনসম্মিলন [স] *বি* যৌনমিলন। 'যৌনসম্মিলন বন্ধ হবার কথা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

যৌনাতীত [স] *বিণ* যৌনতার ঊর্ধ্বে; যৌনতাবর্জিত। 'যৌন আকর্ষণ বা যৌনাতীত গভীর ভালবাসা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

যৌনাধিকার [স] *বি* যৌনমিলনের অধিকার। 'স্ত্রীকে সে তার ন্যায্য যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।' *মুক্তভব্য*, ১৯৫৯।

যৌবন [স] ১ *বি* যৌবনপ্রাপ্ত দেহ। 'তার পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* যুবাবস্থা। 'এ রূপ যৌবন সব থীর নহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* স্তন। 'আঙ্গে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* তারুণ্য। 'নবীনা সভ্যতা যেন এক বৃদ্ধ পতিকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু যৌবন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

যৌবন-আশা *বি* যৌবনরূপ আশা। 'যৌবন-আশার সম ফুল্ল রূপ তার।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫।

যৌবনকণ্টক [স] *বি* বয়স ফোঁড়া। 'সে মুখে হয়তো যৌবনকণ্টক জন্মেছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

যৌবনকাতর [স] *বিণ* যৌবনের উন্মাদনায় ব্যাকুল। 'কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত, কম্পিত পুলকভরে, যৌবনকাতর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

যৌবনকাল [স] *বি* যুবতী অবস্থা। 'যৌবনকালে স্বামী রক্ষক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যৌবন-কুসুম [স] *বি* যৌবনরূপ কুসুম। 'যৌবন-কুসুম-ভাতি কত দিন রবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'যৌবনকুসুম প্রাণে বিকশিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

যৌবনক্ষুব্ধ [স] *বিণ* যৌবনসুলভ দ্রোহসম্পন্ন। 'দুরন্ত যৌবনক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

যৌবনগরব [স] *বি* যৌবনগর্ব। 'যৌবনগরবে রাধা না চিহ্নসি মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যৌবনগর্বিণী [স] *বিণ স্ত্রী* যৌবন নিয়ে গর্ব করে এমন। 'ওরে দেববিজয়িনী যৌবনগর্বিণী কন্যা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

যৌবনগীতি [স] *বি* যৌবনের গান। 'আনো গো যৌবনগীতি, দূরে চলে যাক নীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

যৌবনঘন [স] *বিণ* যৌবনের শক্তিতে পূর্ণ। 'তুমি সুন্দর যৌবনঘন রসময় তব মূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যৌবনচর্চা [স] *বি* যৌবন ধরে রাখার চেষ্টা। 'কী অমিতোদ্যম, স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা!' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যৌবনজড়িমা [স] *বি* যৌবনের আড়ষ্টতা। 'সে-মৃত্যু যখনই নামে বিদ্যুৎবিদীর্ণ ঘন মেঘে বৃষ্টির ধারায়, তুচ্ছ যৌবনজড়িমা লজ্জা সব।' *নীরেন*, ১৯৫১।

যৌবন-জল [স] *বি* যৌবনরূপ জল। 'জলজ্বলে দু'টি স্বর্ণ কুম্ভ/ কানায় কানায় যৌবন-জলে ভরা।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

যৌবনজলতরঙ্গ [স] *বি* যৌবনরূপ জলের ঢেউ। 'এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'নব-যৌবনজলতরঙ্গ জোয়ারে কি দুলিবি না?' *নজরুল*, ১৯৩০।

যৌবন জলধি [স] *বি* যৌবনরূপ সাগর। 'যৌবন জলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত মধু গন্ধ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যৌবনজ্বালা [স] *বি* যৌবনের যন্ত্রণা। 'কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালার-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

যৌবনডালা [স যৌবন+মু ডালা] *বি* বিকশিত যৌবন। 'সারা বিভাবরী কার পূজা করি যৌবনডালা সাজায়ে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

AMARBOI.COM

যৌবনতরঙ্গ [স] *বি* যৌবনরূপ ঢেউ। 'দুরন্ত যৌবনতরঙ্গরাশির মতো আলোতে ছায়াতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যৌবনতেজোদীপ্ত [স] *বিণ* যৌবনের শক্তিতে উদ্দীপ্ত। 'যৌবনতেজোদীপ্ত গোরার সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনা করিয়াই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যৌবনদীপ্ত [স] *বিণ* তারুণ্যে উজ্জ্বল। 'যুবতী নারীর যৌবনদীপ্ত মুখে এখনো কৈশোরের সজীবতা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

যৌবনধন [স] *বি* যৌবনরূপ ধন। 'অমূল্য যৌবনধন পরে হবে বিতরণ পর নিয়া থাকা চির দিন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যৌবনধর্মী [স] *বিণ* যৌবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'চরিত্র যৌবনধর্মী, তাকে বাঁচাতে ব্যস্ত হলেই বাঁচানো শক্ত হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

যৌবননদী [স] *বি* যৌবনরূপ নদী। 'যৌবননদী করিবে সন্তরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যৌবন-পরিপূর্ণ *বিণ* তারুণ্যে পরিপূর্ণ; ভরা যৌবনের। 'রোহিণীর যৌবন-পরিপূর্ণ রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

যৌবনপুষ্ট [স] *বিণ* যৌবনের সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। 'শকুন্তলার যৌবনপুষ্ট দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

যৌবনপুষ্পিত [স] *বিণ* যৌবনপূর্ণ; যৌবনবিকশিত। 'আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

যৌবনপ্রতিমা [স] *বি* যৌবনের মূর্তি। 'মৃতা নয় – যৌবনপ্রতিমা নারী হৃদয়প্লাবিনী।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

যৌবনপ্রাপ্ত [স] *বিণ* যৌবনে পদার্পণ করেছে এমন। 'সিংহের সন্তান পাঁচ ছয় বৎসরের হইলেই যৌবনপ্রাপ্ত হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

যৌবন-প্রাপ্তি *বি* যৌবনে উপনীত হওয়া। 'যৌবন-প্রাপ্তির পর আমার এই প্রথম ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

যৌবনবতী [স] *বিণ স্ত্রী* যৌবনপ্রাপ্ত। 'এমন নিষ্ঠুর ক্ষমায় বিঁধো না আমায় যৌবনবতী।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

যৌবনবন [স] *বি* যৌবনরূপ বন। 'যৌবনবনে উড়াই কুসুমধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

যৌবন-বনমালা [স] *বি* যৌবনরূপ বনফুলের মালা। 'যৌবন-বনমালা কারে দিব।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

যৌবন-বর্ষা [স] *বি* যৌবনরূপ বর্ষণ। 'সবে মাত্র যৌবন-বর্ষায় রূপের নদী পুরিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

যৌবন-বসন্ত [স] *বি* যৌবনরূপ বসন্ত ঋতু। 'মানবের যৌবন-বসন্ত। ফুটায়ে প্রণয় ফুলে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫।

যৌবন-বাগান [স যৌবন+বাগান] *বি* যৌবনরূপ বাগান। 'আমার যৌবন-বাগানে হাওয়া লেগেছে ফুল জাগানে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

যৌবন-বেগ [স] *বি* যৌবনের তেজ। 'তবুও থামে না যৌবন-বেগ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

যৌবনভার [স] *বি* পূর্ণবিকশিত যৌবনের গৌরব। 'কাল হৈআঁ গেল মোরে যৌবনভার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যৌবনমঞ্জরিত [স] *বিণ* যৌবনমণ্ডিত। 'আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গিতে নত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যৌবনমতী [স] *বি* যুবতী। 'দু-চোখ দিয়ে গিলে যাচ্ছে যৌবনমতীকে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

যৌবনমদ [স] *বি* যৌবনরূপ মদ। 'যৌবনমদেতে মন প্রমত্ত বারণ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যৌবনমদগর্বিত [স] *বিণ* যৌবন-তেজে দীপ্ত। 'তা ছিল দুর্বার, যৌবনমদগর্বিত।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

যৌবনমধু [স] *বি* যৌবনের আনন্দ। 'শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির/ করি যৌবনমধু!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যৌবন-মধ্যাহ্ন *বি* যৌবনের তুঙ্গ অবস্থা; ভরা যৌবন। 'তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে, তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

যৌবনময় [স] *বিণ* যৌবনসম্পন্ন। 'পুন দুর্জয় যৌবনময় হোক।' *নজরুল*, ১৯৪১।

যৌবনমূর্তি [স] *বি* পূর্ণ বিকশিত যৌবনসুলভ অবয়ব। 'কি লালিত্যময় যৌবনমূর্তি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

যৌবনযাতনা [স] *বি* যৌবনের যন্ত্রণা বা জ্বালা। '... দুঃসহ যৌবনযাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই হিতাহিত বিবেচনাহীনা হইয়া স্ব স্ব সমীহিত-সাধনে যত্নবতী হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যৌবনরস [স] *বি* যৌবনরূপ রস। 'আত্মা থেকে যৌবনরস উৎসারিত করতে হবে।' *অন্নদা*, ১৯২৮; 'যৌবনরস রিক্ত করিনু বিরহবেদনপাত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'যৌবন-রসে উচ্ছল প্রাণধারা।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

যৌবনরাজ্য [স] *বি* যৌবনরূপ রাজ্য। 'যৌবনরাজ্যের অভিষেক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

যৌবনলীলা [স] *বি* প্রেম ও মিলন। 'সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাধাকৃষ্ণের যৌবনলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

যৌবনশোভা [স] *বি* যৌবনের সৌন্দর্য। 'ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

যৌবনশ্রী [স] ১ *বি* যৌবনসুলভ শারীরিক পরিবর্তন। 'যৌবনশ্রী সামান্য উদ্‌ভিন্ন হইবার সঙ্গেই ...।' *এসলাম*, ১৮১৭। ২ *বি* যৌবনের সৌন্দর্য। 'একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুলপরিমাণে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে সহাস্যমুখে আহার এবং আলাপে নিযুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যৌবনসরসী [স] *বি* যৌবনরূপ সরোবর। 'যৌবনসরসীনীরে মিলন শতদল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যৌবনসাগর [স] *বি* যৌবনরূপ সাগর। 'যৌবনসাগরে তোর কাহ্নাঞিঁ ভেলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যৌবন-সাথি [স যৌবন+সাথি] *বি* যৌবনকালের সঙ্গী। 'এসো এসো যৌবন-সাথি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

যৌবনসীমা [স] *বি* যৌবনকাল। 'কালক্রমে, কন্যা যৌবনসীমায় উপনীত হইলে ... বিবেচনা করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যৌবন-সুন্দর [স] *বিণ* তারুণ্যের সৌন্দর্যে পূর্ণ। 'যৌবন-সুন্দর নোটন কবুতর নাচিছে মরু-নটী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

যৌবনসুলভ [স] *বিণ* যৌবনোচিত। 'কখনো যৌবনসুলভ পুষ্পোদ্‌গম হয় নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌবনসেনাদল [স] *বি* যৌবনরূপ সেনাদল। 'যৌবনসেনাদল তব সখা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

যৌবনস্বপ্ন [স] *বি* যুবাকালের চিন্তা ও কল্পনা। 'আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

যৌবনহারা [স] *বিণ* ম্লান। 'জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা জীবনহত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যৌবনা [স] *বিণ* যৌবনবিশিষ্ট। 'পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংসে পলিত যৌবনা ভগ্নদশনা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যৌবনাগম [স] *বি* যৌবনের আবির্ভাব। 'যৌবনাগমের পূর্ব হতেই যৌবনকে শায়েস্তা রাখবার জন্যে ... দুটি উপায় করেছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

যৌবনান্ত [স] *বিণ* যৌবনের অবসান এমন। 'খেদে যৌবনান্ত, হইনু বুড়ী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

যৌবনান্তিম [স] *বিণ* যৌবনের সমাপ্তি ঘটায় এমন। 'সে তো যৌবনান্তিম জরা নয়, যৌবনায়মান প্রাণ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

যৌবনাবস্থ [স যৌবনাবস্থা] *বিণ* যৌবনকালের। 'সে ব্যক্তি যৌবনাবস্থ যুদ্ধেতে আঘাতী হইয়া খোঁড়া হইয়া আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যৌবনাবস্থা [স] *বি* যৌবনকাল। 'যৌবনাবস্থা থাকিতে২ আপন শেষ দশার আশা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যৌবনায়মান [স] *বিণ* ক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হচ্ছে এমন। 'সে তো যৌবনান্তিম জরা নয়, যৌবনায়মান প্রাণ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

যৌবনারম্ভ [স] *বি* তারুণ্যের প্রাথমিক অবস্থা। 'হঠাৎ একদিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

যৌবনী [স যৌবন>] ১ *বিণ স্ত্রী* যৌবনপ্রাপ্ত। 'আজ্ঞি বিদ্যা শশীমুখী নহলি যৌবনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* যৌবন সংক্রান্ত। 'নির্জনতার পাশে শুধু যৌবনী স্বপ্ন রচনা করার আকুতি।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

যৌবনীবর [স যৌবন>] *বিণ* যৌবনপ্রাপ্ত। 'প্রথম যৌবনীবর হইছে যুবতী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যৌবনোচিত [স] *বিণ* যৌবনসুলভ। 'বলি যৌবনোচিত চাঞ্চল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যৌবনোচ্ছলা [স] *বিণ স্ত্রী* যৌবন-চঞ্চল। 'সেই যৌবনোচ্ছলা সপ্তদশী মল্লিকা আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪২।

যৌবনোল্লাস [স] *বি* যৌবনের স্ফূর্তি। 'জাতির জীবনে তেমনি কোনো এক তন্ত্রের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা যৌবনোল্লাসের অভাব পূরণ করে না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

যৌবরাজ্য [স] ১ *বি* যুবরাজের পদ। 'প্রজাগণ ব্যগ্র অতি যৌবরাজ্য-অভিষেক-তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* যুবরাজের দায়িত্ব। 'এই যৌবরাজ্য যেন পরম শত্রুর ভাগ্যেও না পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

যৌবশক্তি [স] *বি* তারুণ্যের শক্তি। 'জাতির সমস্ত যৌবশক্তি এই সাহিত্য জোঁকের মত নিঃসাড়ে চুষে নিচ্ছে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১

যৌষ্ট [স জ্যৈষ্ঠ] *বি* বাংলা মাসবিশেষ। 'বড় খরা লাগে গাএ যৌষ্টের তপনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

য্যামন [স যদ্বিম] *বিণ* যেমন। 'সহরে য্যামন কতকগুলি পাওয়া যায়।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

য্যোতি [স জ্যোতিঃ] *বি* আলোক। 'বিদ্যুতের য্যোতি জিনি গোপিনি সুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০।

য্যোতির্ময়, য্যোতির্ম্ময় [স জ্যোতির্ময়] *বি* দিব্যজ্যোতি। 'ইশ্বরে প্রেবেস কৈল য্যোতির্ম্ময় হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

AMARBOI.COM

য়

-য় ১ *সপ্তমী বিভক্তি*। 'মাহাবীর পরাক্রম রহিল বনয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *প্রথমা বিভক্তি*। 'কেমতে আপদ মায় সুনিতে যুক্ত হএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

য়নেক *বিণ* অনেক। 'য়নেক সালটীশ্বর।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। *দ্র* **অনেক**

য়ন্যাসন [স অন্বেষণ] *বি* অনুসন্ধান; তালাশ। 'ব্রহ্মাএ না পারে জারে য়ন্যাসন করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

য়র্দ্দেক [স অর্ধেক] *বিণ* অর্ধেক। 'কিস্মতের য়র্দ্দেক টাকা খরিদারানকে নগদ দিতে হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

য়াগলি [স অগ্র>] *বিণ* প্রধান। 'সোয়াগে য়াগলি হৈল দেবি সত্যভামা।' *মালাধর*, ১৫০০।

য়াছে *ক্রি* আছে। 'যেমত ব্যবহার য়াছে পালে জত্ন করি।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **আছা**

য়াডি [ই] *বি* কারখানা। 'খিদিরপুরে জাহাজের য়াডি অবধি ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

য়ানাহী [স অন্য] *অব্য* অন্য। 'যা য়ানাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

য়াপুনি [স আত্মন্] *সর্ব* আপনি। 'য়াপুনি একবার খারা খারা বাটি য়াসিবেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৮।

য়ামাল [আ আমল] *বি* যত্ন। 'নিজের য়ামলে রাখিতে হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

য়িহুদা [আ য়হূদ] *বি* হিব্রু জাতি। 'য়িহুদার বিধি আছে বলিয়া ইংরেজদিগের এ সংস্কার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

য়িহুদি, য়ীহুদী [আ য়হূদী] *বি* পশ্চিম এশিয়ার ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। 'আরব ও য়িহুদিদিগেরও পুরাবৃত্ত দর্শনে নির্ধারিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'য়িহুদি স্ত্রীলোকদিগকে পোশাক দিব্য সাজে। *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। 'য়িহুদি, ভারতবর্ষীয়, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি নানাজাতির লোক।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'যখন হিন্দু মুসলমানে, পারসী-খ্রীষ্টানে, জৈন-য়ীহুদীতে এবং বৌদ্ধ-শিখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আলিঙ্গন হইবে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

য়ীহুদা [আ য়হূদী] *বি* ইহুদি। 'য়ীহুদাবংশীয় যীশু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

য়ুকলিপটাস, য়ুকালিপটাস, য়ুক্যালিপটাস [ই] *বি* লম্বা চিক্কন পাতাবিশিষ্ট দীর্ঘ বৃক্ষবিশেষ। 'চলে এল য়ুক্যালিপ্‌টাস-তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'সেই ঋজুতা য়ুকালিপটাস গাছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'একটি সুদীর্ঘ য়ুকলিপটাস খাড়া উঠেছে ঊর্ধ্বে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

য়ুনানী, য়ুনানি [আ উওনান] **১** *বিণ* ইউনানি; গ্রীসদেশীয়। 'তাহাও রোম ও য়ুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* য়ুনান দেশের অধিবাসী। 'য়ুনানী, মিসরী, আরবী, কেনানী।' *নজরুল*, ১৯২২।

য়ুনিফর্ম [ই] *বি* উর্দি। 'এদের য়ুনিফর্ম ছেঁড়ে সরকারী ফাইল এ-ঘর থেকে ও-ঘর নিয়ে যাবার সময় নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

য়ুনিভারসিটি, য়ুনিভার্সিটি [ই] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়। 'অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি বড়ো ভালো বিদ্যালয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'গত জেনেরেশনের কেমব্রিজ য়ুনিভারসিটির পি.এইচ.ডি. দলের একজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

য়ুরূপা [ই] *বি* ইউরোপ-দেবী। 'মোদের পুণ্যে জোহরার মতো সুরূপা য়ুরূপা দীপ্যমান।' *নজরুল*, ১৯২৮।

য়ুরেনাস [ই] *বি* সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ। 'য়ুরেনাস-নামক এক নতুন-খবর-পাওয়া গ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

য়ুরেনিয়াম [ই] *বি* তেজস্ক্রিয় ভারী মৌলবিশেষ। 'খনিজ পদার্থ থেকে য়ুরেনিয়াম ছিনিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

য়ুরোপ [ই] *বি* ইউরোপ মহাদেশ। 'এশিয়াকে য়ুরোপ কেবলমাত্র পৃথক বলিয়া জ্ঞান করে না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

য়ুরোপীয় [ই ইউরোপ+স ঈয়] **১** *বিণ* ইউরোপে বসবাসকারী। 'এইরূপ ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বিণ* ইউরোপ সম্পর্কিত। 'আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী কালে, কি এশিয়ায় কি অন্যত্র ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

য়ুরোপ [ই] *বি* ইউরোপ মহাদেশ। 'য়ুরোপ দেশেতে যাইরে যথায়, দেখি নারীগণ পুরুষের প্রায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

য়োরোপীয় [ই ইউরোপ+স ঈয়] *বি* ইউরোপের অধিবাসী। 'য়োরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরী-দুর্গে আশ্রয় লইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

-য়ে *সপ্তমী বিভক্তি*। 'চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা।' *চর্যা ৩*, ১২০০।

য়েকে একে [স এক>] *ক্রিবিণ* এক এক করে; একের পর এক। 'দেবকী উদরে লিএগ য়েকে একে জন্ম দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

য়েগায় *ক্রি* অগ্রসর হয়। 'আপনি য়েগায় আমি যাই পাছু পাছু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

য়েতেকে *ক্রিবিণ* এতেকে; এতেই। 'য়েতেকে যাণিল নারী যেহেন শরীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

য়েথাই *ক্রিবিণ* এ স্থানে। 'কন্যা সনে সাম্ভু বিরে আনিএ য়েথাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

য়েবার *ক্রিবিণ* এইবার। 'য়েবার আনিঞা দিলে কাহ্ন মোর ঠায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

য়্যাকট্রেস [ই] *বি স্ত্রী* অভিনেত্রী। 'অমুক য়্যাকট্রেস তারাবাঈ-এর ভূমিকায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

য়্যাটম [ই] *বি* অ্যাটম বোমা; পারমাণবিক বোমা। 'বজ্র বাঁটুল তোমার আছে/ য়্যাটম! য়্যাটম!' *অন্নদা*, ১৯৪৬।

য়্যাডভেঞ্চার [ই] *বি* দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর অভিযান। 'পালিয়ে এসেছে য়্যাডভেঞ্চারের নেশায়।' *বিভূতি*, ১৯৩৭; 'য়্যাডভেঞ্চারের বইয়ে কতই তো এমন পড়া যায়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

য়্যা-নফছি [আ] – হায়, আমার কী হবে, এই বলে বিলাপ। 'কাঁদবে সেদিন য়্যা-নফছি য়্যা-নফছি বলে।' *জসীম*, ১৯৩১।

য়্যানাটমি [ই] *বি* দেহসংস্থান। 'একেবারে সটান তাঁর হৃদয়ে তাঁর য়্যানাটমির সব চেয়ে দুর্বল জায়গায়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

য়্যাপ্রুভ [ই] *বি* সমর্থন। 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আমি য়্যাপ্রুভ করি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

য়্যাব্বড়ো *বিণ* অনেক বড়ো; ইয়া বড়ো। 'য়্যাব্বড়ো কাস্তে নিয়ে ...।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল, ১৯২৬।

ম্যামন [স যস্মিন] *বিণ* এমন। 'ম্যামন কিছু কাজ হয়নি যা দেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* এমন

ম্যালসেশিয়ান [ই] *বি* নেকড়ের মতো দেখতে এক জাতের বড়ো কুকুর; অ্যালসেশিয়ান। 'নয়কো এটা টেরিয়ার/ নয়কো ম্যালসেশিয়ান।' *অন্নদা*, ১৯৫১।

ম্যালোপ্যাথিক [ই] *বি* অ্যালোপ্যাথিক; চিকিৎসা পদ্ধতিবিশেষ। 'শীত হলো ম্যালোপ্যাথিক ডোজের শীতলতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

র

র [স] *বি* অন্তঃস্থ ব্যঞ্জনবর্ণবিশেষ। 'র-কারে হলবর্ণ যোগ করিতে হইলে, র্ এইরূপ হইয়া সেই সেই বর্ণের মাথায় যায়, ইহাকে রেফ বলে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

–র *ষষ্ঠী বিভক্তি*। 'তরঙ্গতেঁ হরিণার খুর ন দীসঅ।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

রঅণ [স রত্ন] *বি* রত্ন। 'রঅণহু ষহজে কহেই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

রঅনি [স রজনী] *বি* রজনী। 'রঅনী ছোটি হো দিবস বাঢ়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রআনী [স রজনী] *বি* রজনী; রাত। 'দিবস রআনী এথাঁ একোহি না জাগী/ নাহি লাগে রবির কিরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রইনি [স রজনী] *বি* রজনী। 'তরুন তরুনি সঙ্গে/ রইনি খেপবি রঙ্গে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রএণি [স রজনী] *বি* রাত। 'জোইণিজালে রএণি পোহাঅ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

রইঘর [স রতি+ঘর] *বি* নৌকার ছই। 'প্রথমে তুলিলা ডিঙ্গা নামে মধুকর/ সুদুই সুবর্ণে জাহার রইঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রইয়ে সইয়ে *ক্রিবিণ* ধীরেসুস্থে। 'এখন ছেলেকে রইয়ে সইয়ে জানতে দিতে হবে অনেক কিছু।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

রইরই কাণ্ড *বি* হৈচৈ সৃষ্টি করার মতো ঘটনা। 'হইহই ব্যাপার! রইরই কাণ্ড!!' *নজরুল*, ১৯২৭।

রইস [আ] *বি* ধনী লোক। 'মার্কামারা রইস যত ...।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রওকা *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রওকা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রওগন, রওগান [ফা] *বি* জ্বালানি তেল। 'অশান্তির রওগন বা স্নেহপদার্থ এই প্রদীপকে জ্বালিয়ে রেখেচে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'তার মগজ আমাদের প্রদীপের রওগান।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রওজা [আ] *বি* মাজার; সমাধিপ্রাঙ্গণ। 'তাহার রওজায় আমি রহিব মোদাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রওনা [ফা রওয়ানা] *বি* যাত্রা। 'জেহাজ রওনার চিটী মেং এঙ্গ সাহেবের হস্তে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

রওয়ানা [ফা] *বি* যাত্রা। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

রওয়ানা হওয়া *ক্রি* যাত্রা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'জখন হালসালের আফিম রওয়ানা হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

রওয়া[1] [স রব>] *ক্রি* রব বা শব্দ করা। **রএ** *ক্রি* রব করছে। 'রএ আর নানা পক্ষিগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রওয়া[2] *ক্রি* থাকা। 'হংস রএ সরোঅরে গুআহো পাঞ্জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রই** *ক্রি* থাকি। 'ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক হয়ে রই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **রউক** *ক্রি* থাক। 'ক্রোধটি তোমার রউক যে হবার হইল।' *ভারত*, ১৭৬০। **রএ** *ক্রি* থাকে; অবস্থান করে। 'হংস রএ সরোঅরে গুআহো পাঞ্জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রতল** *ক্রি* থাকে। 'জকর হৃদয় জতহি রতল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রন** *ক্রি* থাকেন। 'আর ধন রাখিআ চণ্ডী রন তরুতলে/ ফুল্লরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রবে** *ক্রি* থাকবে। 'তাহে কি দেবীর দয়া রবে।' *ভারত*, ১৭৬০। **রবেক** *ক্রি* থাকবে। 'অনেক সঙ্কটে তোমার রবেক জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রয়** *ক্রি* থাকে। 'কৃপা কর প্রভু যেন তোতে মন রয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **রয়ো** *ক্রি* থেকো। 'কহ কথা, রয়ো না নীরব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **রয়্যাছি** *ক্রি* রয়েছি। 'অধিক ধিক বলে ছোট হয়্যা/ গুনিস দুবলা রয়্যাছি সয়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রয়্যাছে** *ক্রি* রয়েছে। 'বিশাশয় পড়ুয়া রয়্যাছে মুখ চায়্যা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **রলো** *ক্রি* রইলো। 'যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **রহ** *ক্রি* থাকো; অবস্থান করো। 'সুন ভিমার্জ্জুন তুমি স্থির হৈয়া রহ।' *মালাধর*, ১৫০০। **রহই** *ক্রি* থাকে। 'বালা সঞে জব রহই/ তরুনি পাই পরিহাস তঁহি করই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রহউক** *ক্রি* থাকুক। 'অপবিত্র না রহউক নিমেষ প্রমাণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **রহএ** *ক্রি* রয়। 'যে জন পরের হয় না রহএ এথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রহত** *ক্রি* থাকে। 'মারতি রহত পোখ অবসেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রহব** *ক্রি* রবে; থাকবে। 'অপযশ পাওব মান ন রহব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রহয়ে** *ক্রি* থাকে। 'কৃষ্ণ হরি নাম শুনি রহয়ে রোদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **রহল** *ক্রি* রইলো। 'উচিতহু ন রহল তহিক বিবেক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রহলি** *ক্রি* রইলো; থাকলো। 'সুতি রহলি রাগি সয়নক ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রহিত** *ক্রি* থাকতো। 'যদ্যপিস্যাৎ এমত২ রচনা গড়না হইত তবে কি সে লোক না পাঠাইয়া রহিত।' *রামরাম*, ১৮০১। **রৈও** *ক্রি* দেরি কোরো। 'কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০। **রৈছে** *ক্রি* রয়েছে। 'সঞ্জীবন কায়া যেন রৈছে দাণ্ডাইয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রৈয়া** *ক্রি* থেকে। 'মুররী বাজায় বন্ধু কদম তলে রৈয়া।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৭৫০। **রৈয়াছে** *ক্রি* রয়েছে। 'কাঠের পুত্তলী রৈয়াছে চাই।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **রৈল** *ক্রি* রইলো। 'এ বুলিআ সেই বিপ্র রৈল মৌন ধরি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রৈলো** *ক্রি* রইলো। 'ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে/ ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রওয়ন *বি* থাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রয়ে বসে *ক্রিবিণ* ধীরেসুস্থে। 'পুরুষমানুষ রয়ে বসে অনেক ঠেকে অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভালোবাসতে শেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রয়ে রয়ে *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'রয়ে রয়ে সয়ে সয়ে অনুবন্ধ করে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রয়ে সয়ে *ক্রিবিণ* ধীরেসুস্থে; সময় নিয়ে। 'আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে সয়ে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রওয়াদার [ফা] *বিণ* ন্যায়পরায়ণ। 'এই ফরিয়াদ বাবা হও রওয়াদার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রওয়ায়েত [আ রিয়ায়াত] *বি* শ্রদ্ধাজ্ঞাপক বাণী। 'রওয়ায়েতের পর রওয়ায়েত আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

রওয়াশ [আ রইস>] *বি* আতশবাজি। 'কলিকাতার কারিগর নানাবিধ ছবি নির্মাণ করিয়া রওয়াশ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

রওয়াএশখানা [আ রইস>+ফা খানাহ্] *বি* আতশবাজি রাখার জায়গা। 'সেট সাহেব রওয়াএশখানা নির্মিত স্থানে গমন করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

রওশন [ফা] *বিণ* উজ্জ্বল। 'সেই ফুলেরই রওশনিতে/ আরশ কুরসি রওশন।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রওশনি, রওশনী [ফা] *বি* দীপ্তি। 'সেই ফুলেরই রওশনিতে/ আরশ কুরসি রওশন।' *নজরুল*, ১৯৩২; 'পীরের দামন না ধরিয়া কেহ জমিরের রওশনী ও রুহের তরক্কি ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

রং [ফা, তুল স রঙ্গ] **১** *বি* বর্ণ। 'কেশনের রং।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফূর্তি। 'আমরা এখন রং চাই – মজা চাই – আয়েস চাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* তাসখেলায় যে চিহ্নযুক্ত কার্ড যেসময় প্রাধান্য পায়। 'আমার কাছে সবগুলোই রং ছিল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭। ৪ *বি* বাহ্যিক সৌন্দর্য। 'কিন্তু এখন ভাবতেই দেখি ছুটে গেছে রং।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

রং-ওঠা *বিণ* বিবর্ণ। 'একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রংচং *বিণ* রঙিন। 'সুন্দর রংচং সুন্দর ছন্দোবদ্ধ এমনি নানা সরঞ্জাম।' *অবন*, ১৯২৫।

রং-চং করা *বিণ* নানা রঙে চিত্রিত। 'একটা বড় রং-চং করা কাচবসানো টিনের বাক্স।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রংচটা *বিণ* রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এমন। 'রংচটা সুতো-ওঠা নীল প্যান্ট।' *মানিক*, ১৯৪৭।

রংছুট ১ *বিণ* নির্দিষ্ট রঙে আঁকা নেই এমন। 'রংছুট বর্ণ পরিচয় দিয়ে আমাদের ছেলেদের শিক্ষা শুরু করতে বলেছে।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বিণ* ম্রিয়মান। 'রংছুট হয়ে গেছে তার।' *জীবন*, ১৯৩২।

রংঢং *বি* রঙের প্রলেপ। 'একটু রংঢং দেওয়া গেল ছবিতে – শৃগাল যেন ছলছল নেত্রে বলছে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

রং ঢং সং *বি* আমোদ-প্রমোদ। 'গাওনা বাজনা ও খানা খেলানা রং ঢং সং ইহারি বরাহর্দ্দ ভারি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রং ধসে যাওয়া *ক্রি* বিবর্ণ হওয়া। 'মাটির দেওয়ালে চুন-বালি ছোপানো কোথাও রং ধসিয়া গিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রং বাজানো *বি* বাজনা শ্রুতিমধুর করার জন্য গতের মধ্যে ছোট ছোট বোল বাজানো। 'সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক ড্যানাক করে রং বাজাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রংবাজি [ফা] *বি* ত্রাসসৃষ্টি করা। 'কতো রকম রংবাজি, ঠকবাজির আমদানি সেখানে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

রংবাতি [ফা রং+বাতি] *বি* বিভিন্ন রঙের বাতি। 'ওপরে সৌখিন রংবাতির ঝাড়।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

রংবাহার [ফা] *বি* রঙের ছড়াছড়ি। 'আজকে দ্যাখোনা আকাশে রংবাহার জীবনে নওবাহার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রঙ-বেরঙ [ফা] *বিণ* নানা বর্ণের। 'কুড়িটি বেল লাণ্ঠন (রং বেরং – সাদা, গ্রিন, লাল) টাঙ্গান হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'রংবেরং-এর শাঁখের হাড়ে ভরা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রংমশাল [ফা রং+আ মশআল] *বি* আগুনের রঙিন ফুলকিযুক্ত আতশবাজিবিশেষ। 'রংমশাল লইয়া কাহারো গা পোড়াইয়া দিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রংমহল [ফা রং+আ মহল] *বি* আনন্দ নিকেতন। 'দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম।' *নজরুল*, ১৯২২।

রংমহলা [ফা রং+আ মহল] *বি* আনন্দ-নিকেতন। 'পলাশের গেলাস-দোলা কাননের রংমহলা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রংরেজ [ফা] ১ *বি* শিল্পী। 'গানে হয়তো রূপ-রঙ ফুটে ওঠেনি আমি ভালো রংরেজ নই বলে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বি* কাপড়ে রং করে যে; বস্ত্ররঞ্জক। 'রংরেজ যেন শমশের যত লালফেজ-শিরে তুর্কিদের।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রংরেজিনী [ফা] *বি স্ত্রী* কাপড়ে রং করে যে। 'প্রকৃতি-মায়াবিনী তার উপরেও রংরেজিনীর কাজ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রং-রেজী [ফা] *বি* কাপড়ে রং করে যে। 'রং-রেজীর কাপড়ে রং না ধরলে এইভাবে ভাগ্য প্রসন্ন করে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রং-লেপা *বিণ* রঙ লাগানো। 'আর্টস্টুডিয়োর রঙ-লেপা ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রংগ [স রঙ্গ] *বি* রং। 'পায়ে উল্টা ক্রোম লেদারের খয়েরি রংগের জুতা।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

রংরুট [ই রিক্রুট] *বি* সামরিক ইত্যাদি বাহিনীতে নবাগত সৈনিক। 'নতুন রংরুটদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে করাচিতেই থাকতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রোঁ-অলা [স রোম+হি ওয়ালা] *বিণ* লোমযুক্ত। 'রোঁ-অলা রাঘববোয়ালের মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রদ্দি [আ রদ্দী] *বিণ* নিকৃষ্ট; খারাপ। 'কাঞ্চন পণে তুমি কেন একা লবে হে পণ্য রদ্দি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

রক [আ রিওয়াক] *বি* পাকা বাঁধানো স্থান। 'রান্নাঘরের রকে উঠতে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

রকত [স রক্ত] *বিণ* লালবর্ণ। 'রকত চন্দন বন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রকতি [স রক্তিম] *বিণ* রক্তিম। 'শতেক বরগ কৃষ্ণকেলি রকতি বদনি শ্যামি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রকম [আ] *বি* ধরন; প্রকার। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'কাপড়ের রকম বুনিবার সময় তজবিজ করিয়া দেখিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

রকমওয়ারি, রকমওআরি, রকমওারি [আ রকম+ফা ওয়ারী] ১ *বিণ* নানা রকমের। 'রকমওয়ারি ও মোট দাম ওয়াসিল বাকীর ফর্দ্দ জাইতেছে ওয়াকীব হইবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'ইমসনের ফরমাইষের রকমওারি ও নাগাএদ সেতম্বর ওয়াসীল বাকীর ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *ক্রিবিণ* প্রকার অনুযায়ী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রকমফের [আ রকম] *বি* ভিন্নরূপ। 'একই ওস্তাদির রকমফের কেবল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রকম-বেরকম [আ রকম+ফা বে+আ রকম] ১ *বিণ* স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক। 'ততদিন কত রকম বেরকম কথাই যে শুনতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* নানা রকম। 'রকম-বেরকমের গোঙানি দিতে দিতে হাওয়াগাড়ি ছুটছে দশদিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রকম-রকম *বিণ* নানা ধরনের। 'চাল-চলনের দিক দিয়েও রকম-রকম সাদৃশ্য আর উপমার আবির্ভাব হচ্ছে।' *অবন*, ১৯২৫।

রকম সকম [আ রকম>] ১ *বি* ভাবভঙ্গি। 'আরও কোন রকম সকম আছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'জীবন্ত নির্জীবতার পরম গম্ভীর রকমসকম দেখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* চালচলন। 'তোমাদের কথাবার্তা রকমসকম আমার ভালোরূপ ধারণা হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রকম-সকমে *ক্রিবিণ* চালচলনে। 'তখন ওর রকম-সকমে সেগুলো গভীর হয়ে উঠেছে গৌরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রকমারি, রকমারী [আ রকম>] *বিণ* বিভিন্ন ধরনের। 'এ দিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্ছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'প্রায় দুই শত রকমারী চটী বই ছাপান।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

রকার [স] *বি* র বর্ণ। 'রকারে হলবর্ণ যোগ করিতে হইলে, র´ এইরূপ

AMARBOI.COM

হইয়া সেই সেই বর্ণের মাথায় যায়, ইহাকে রেফ বলে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

রক্ত [স] ১ *বি* শরীরের লাল রঙের তরল। 'রক্ত উঠি যইল হাসে সকল ছাওয়াল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* লাল। 'কোন স্থান ধূসর, কোন স্থান হরিৎ, কোন কোন স্থান বা রক্ত বর্ণ প্রতীয়মান হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* বংশধারা। 'রাজবংশের রক্ত আমাদের সম্বন্ধে পরের রক্ত নয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'আলী আজহার খাঁর রক্তে পূর্ব পুরুষদের যাযাবর নেশা আছে যেন।' *শওকত*, ১৯৫৮। ৪ *বিণ* রক্তাক্ত। 'বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'শক্ত মাটির ঘায়ে হউক রক্ত পদতল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্ত অতিসার [স] *বি* রক্তক্ষরণ হয় যে উদরাময়ে। *ওর্সা*, ১৭৮২।

রক্তঅনল [স] *বি* লাল আগুনের শিখা। 'জাগো রুদ্রের ললাটের রক্তঅনল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্ত-অশ্ব [স] *বি* রক্তবর্ণ অশ্ব। 'হুঙ্কারিয়া চলিলাম বিদ্রোহের রক্ত-অশ্বে চড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রক্ত-আঁখি ১ *বি* রোষদৃষ্টি। 'তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজ-দণ্ড নিরোধ করতে পারে না।' *নজরুল*, ১৯২৩। ২ *বি* ক্রোধে লাল চোখ। 'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রক্ত-আকাশ [স] *বি* রক্তবর্ণের আকাশ। 'সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রক্তআমেশা [স রক্ত-আমাশয়] *বি* যে পেটের অসুখে মলের সঙ্গে রক্ত পড়ে; রক্তাতিসার। 'ওরই ভাবনায় বাবা ধরেছে রক্তআমেশা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্ত-আলো *বি* রক্তের মতো লাল আলো। 'গোধূলি সে রক্ত-আলোয় জ্বালে আপন চিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রক্ত-ইট *বি* রক্তরূপ ইট। 'রাজার প্রাসাদ উঠিছে উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইটে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রক্ত-উৎপল [স] *বি* রক্তপদ্ম। 'অপমার্গ বাঘনলা সাএগ্রী তোলে ভদ্রকলা রক্ত-উৎপল অবদাত ' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রক্ত-উষা [স] *বি* রক্তাভ ভোর; ঝলমলে সকাল। 'রক্ত-উষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'সুবে সাদিকের বন্দরে ভেসে আসিছে রক্ত-উষা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রক্তকণা [স] *বি* রক্তবিন্দু। 'একটি অনুরণনে প্রতি রক্তকণা হয় নক্ষত্র-চেতন?' *শামসুর*, ১৯৫৯।

রক্ত-কণিকা [স] *বি* দেহের শিরা ও ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের কণিকাবিশেষ। 'ধমনীর প্রতি রক্ত-কণিকা।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'মেরুদণ্ড আর রক্তকণিকায় খেলে বেড়াচ্ছে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

রক্তকপোল [স] *বি* রক্তিম গাল। 'বিবির স্বভাবত-রক্তকপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রক্তকমল [স] *বি* লালপদ্ম। 'বঙ্গহৃদয় উন্মীলি যেন/ রক্তকমল ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রক্তকম্বল [স] ১ *বি* লাল কম্বল। *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'রক্ত কম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রক্তকরবী [স] *বি* লাল রঙের করবী ফুল। 'তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

রক্তকলঙ্কিত [স] *বিণ* রক্ত দ্বারা কলঙ্কিত। 'রক্ত কলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রক্তকলুষ [স] *বিণ* রক্ত ঝরে কলুষিত। 'দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

রক্ত-কাপালিক [স] *বি* রক্তপিপাসু বামাচারী তান্ত্রিক। 'হরিত বনের বুক চিরে বেরিয়ে এল রক্ত-কাপালিক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তকিঙ্কিণী [স] *বিণ* রক্তাক্ত। 'রক্তকিঙ্কিণী করে দিয়েছে যে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

রক্ত-কুসুম [স] *বি* রক্ত-রাঙা ফুল। 'ক্রমশ এদেশে গুচ্ছবদ্ধ রক্ত-কুসুম/ ছড়ায় শত্রু-শবের গন্ধ, ভাঙে ভীত ঘুম।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তকৃষ্ণ [স] *বিণ* রক্ত নীলবর্ণ হয়ে আছে এমন। 'বন্ধনের রক্তকৃষ্ণ রেখা বিনাশিয়া অরুণিমা দিয়ে গেছ দেখা।' *জীবন*, ১৯৩০।

রক্তকেতন [স] *বি* রক্তে অঙ্কিত পতাকা। 'ইসলামের রক্তকেতন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তক্রিমি [স] *বি* এক ধরনের কৃমি। 'নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্তক্রিমি শূল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রক্তক্লান্ত [স] *বিণ* কঠোর পরিশ্রমসাধ্য। 'চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।' *জীবন*, ১৯৪২।

রক্তক্ষয় [স] *বি* রক্তপাত। 'মুক্তির বদলে কিনলে মৃত্যু/ রক্তক্ষয়ের বদলে পেলে প্রবঞ্চনা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তক্ষয়ী [স] *বিণ* রক্তপাত ঘটায় এমন। 'ভারতের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রক্তক্ষরণ [স] *বি* রক্তপাত। 'শুধু মুখে রক্তক্ষরণ বা অনলবর্ষণ করিলে অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করা হবে না।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

রক্তক্ষরা [স] *বিণ* রক্তক্ষরণ হয় এমন। 'পাখির মত এ হৃদয় রক্তক্ষরা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রক্ত-ক্ষীর [স] *বি* জমাটবদ্ধ রক্ত। 'বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর। রক্ত-ক্ষীর।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তখেকো *বিণ* রক্ত পান করে এমন। 'অকস্মাৎ আমার গলায় তার রক্তখেকো দাঁত বসে যায়।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

রক্তগঙ্গা [স] *বি* রক্তরূপ গঙ্গা। 'মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।' *শরৎ*, ১৯১৩; 'গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তগত [স] *বিণ* রক্তে প্রবাহিত। 'আমাদের রক্তগত, সমাজগত অকর্মণ্যতারই দরুণ ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

রক্ত গরম হওয়া *ক্রি* উত্তেজিত হওয়া। 'তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রক্ত গরম হয়ে ওঠা *ক্রি* উত্তেজিত হওয়া। 'তাহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল।' *নজরুল*, ১৯২২; 'বাদশাহি মাত্রায় রক্ত গরম হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রক্তচক্ষু [স] ১ *বিণ* আগ্রাসী। 'য়ুরোপীয় সভ্যতার রক্তচক্ষু এঞ্জিনটা সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* নেশাগ্রস্ত লাল চোখ। 'আমি মাতালের রক্তচক্ষু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। ৩ *বিণ* লাল চোখবিশিষ্ট। 'রক্তচক্ষু বিরক্ত কোকিল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৪ *বি* কড়া নজরদারি। 'সরকারী রক্তচক্ষুর নীচে বসেও এ উৎসব উদ্‌যাপিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

রক্তচন্দন [স] *বি* লাল রঙের চন্দন কাঠ। 'হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রক্ত চন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রক্তচাপ [স] *বি* রক্তের চাপের তারতম্যজনিত রোগবিশেষ। 'এমনিতে রক্তচাপের রোগী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬; 'যতই ভুগি না কেন বাতে, রক্তচাপে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রক্তচিহ্ন [স] *বি* রক্তিম আভা। 'সমস্ত আকাশে কোথাও একবিন্দু রক্তচিহ্ন নেই।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

রক্তচেলি ১ *বি* লাল রঙের রেশমি কাপড়বিশেষ। 'বউ এল ওই সন্ধ্যা মেয়ে রক্তচেলি পরে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* লাল ফুল। 'রক্ত-চেলি করেছে বন উজ্জ্বালা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রক্তচ্ছটা [স] *বি* লাল আভা। 'সে মুখে আজ চিত্তজ্বালার রক্তচ্ছটা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রক্তছাপ [স রক্ত+প ছাপ] *বি* রক্তের চিহ্ন। 'মোদের বুকের রক্তছাপ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্তছাব [স রক্ত+প ছাপ] *বি* রক্তের ছাপ। 'সাজাইব গৌড়াগণে দিয়া রক্তছাব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রক্তজন্মগত [স] *বিণ* উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'এটা তার রক্তজন্মগত অভ্যাস নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

রক্তজবা [স] *বি* জবাফুলের প্রজাতিবিশেষ; লাল জবা। 'শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'গাঁথব রক্তজবার মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রক্ত-জমাট [স রক্ত+আ জমা>] *বিণ* রক্ত জমাট-বাঁধা। 'রক্ত-জমাট শিকল-পূজোর পাষাণ-বেদী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্ত জল করা *ক্রি* কঠোর পরিশ্রম করা। 'বাংলার চাষী পাট উৎপাদন করতে রক্ত জল করে মরছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

রক্ত জল হওয়া ১ *ক্রি* উৎসাহে ভাটা পড়া। 'তখন বোধ করি উৎসাহের রক্ত জল হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **২** *ক্রি* অত্যন্ত ভয় পাওয়া। 'প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

রক্তজ্বালা [স] *বি* ভীষণ যন্ত্রণা। 'রক্তজ্বালা বক্ষে নিয়া কাঁদিতেছে নিরন্ন নগর।' *আহসান*, ১৯৪৪।

রক্ত ঝরন *বি* রক্ত ঝরা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রক্তঝরা ১ *বিণ* রক্ত ঝরছে এমন। 'নৈরাশ্যের নখর হতে, রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* রক্তক্ষরণ। 'রক্তঝরার ঘড়ঘড় শব্দ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

রক্তঝর্না [স রক্ত-নির্ঝরিণী] *বি* রক্তের ঝরনা। 'মৃত্যু, প্রেম; রক্তঝর্না।' *জীবন*, ১৯৪০।

রক্তঝলক [স রক্ত+মু ঝলক] *বি* রক্তের ঝলকানি। 'আপন বুকের রক্তঝলকে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্ত-টকটক [স রক্ত+ধ্বন্যা টকটক] *বিণ* রক্তের মতো উজ্জ্বল লাল। 'কি ভাবছে ফেলু মিঞা অমন রক্ত-টকটক মুখে?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রক্তটিকা [স] *বি* রক্তের ফোঁটা বা তিলক। 'জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্তটিপ [স রক্ত+টিপ] *বি* রক্তের ছাপ। 'অদৃশ্য গ্রহের হাতে লাগে রক্তটিপ।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫১।

রক্ততরঙ্গিণী [স] *বি স্ত্রী* রক্তের নদী। 'বক্ষে তোমার আঘাত করে উত্তাল নর্তনে রক্ততরঙ্গিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

রক্ত-তিলক [স] *বি* রক্ত দিয়ে আঁকা তিলক। 'ভালে তার কাপালিকের আঁকা রক্ত-তিলক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্ততীর্ণ [স] *বিণ* রক্তাক্ত। 'দুর্বল সঙ্কল্প আর রক্ততীর্ণ অশ্রুর পাথেয়/ এই শুধু সঙ্গে নিয়ে পথ চলি দুর্গম অজ্ঞেয়।' *সিকান্দার*, ১৯৪৮।

রক্ততৃষা [স] *বি* রক্তের জন্য তৃষ্ণা। 'তুর্কিদের রক্ততৃষা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রক্ত থালি *বি* থালার মতো লাল সূর্য। 'তোমার সকাল রয়েছে পূবালী আকাশে রক্ত থালি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

রক্তদশনা [স] *বিণ স্ত্রী* দাঁত রক্তে রঞ্জিত এমন। 'ধিয়া তাধিয়া নরমালী/ ঘোরাননা রক্তদশনা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

রক্তদান [স] *বি* নিজের শরীরের রক্ত দেওয়া। 'লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ বিদীর্ণ করেও দেবপূজায় রক্তদান করে থাকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রক্তদীপ্তি [স] *বি* রক্তের মতো ঔজ্জ্বল্য। 'যৌবন আসে অগ্নিশিখার মতো রক্তদীপ্তি নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্ত-দেউল [স রক্ত+দেউল] *বি* রক্তমন্দির। 'রক্ত-মজ্জা-অস্থি দিয়ে গড়া রক্ত-দেউল তাসের ঘরের মতো টুটে পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তধার [স] *বি* রক্তের ধারা। 'সর্ব্বাঙ্গে হৈল কুষ্ঠ বহে রক্তধার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ব্যথায় যে তোর ঝরিছে নিতুই রক্তধার।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রক্তধারা [স] *বি* রক্তের প্রবাহ। 'লোল জিহ্বা রক্তধারা দুখের দু পাশে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'রক্তধারার ছন্দে আমার দেহবীণার তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

রক্তধূলি [স] *বি* লাল বর্ণের ধুলা। 'ছুটছিল বীর মত্ত অধীর, রক্তধূলির পথ-বিপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রক্তধ্বজা [স] *বি* রক্তের নিশান। 'ইহার বিরুদ্ধে রক্তধ্বজা আন্দোলন করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রক্তনদী [স] *বি* রক্তের নদী। 'যুদ্ধ চলিতে লাগিল ... ক্রমে রক্তনদী বহিতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'নতুন করিয়া তোর বুকে মোরা বহাব রক্ত-নদী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রক্তনয়ন [স] *বি* রক্তবর্ণ চোখ। 'ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে রাজসভায় গিয়ে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

রক্তনিশান [স রক্ত+ফা নিশানাহ্] *বি* রক্তের পতাকা; রক্তদানের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ পতাকা। 'রক্তনিশান লইয়া আজ আমাদের নূতন করিয়া যাত্রা শুরু।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তনেত্র [স] *বি* রক্তবর্ণ চোখ। 'চারু রক্তনেত্রে রক্তিমমুখে বেশ করছি খুব করছি বলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রক্তনেত্রে [স] *ক্রিবিণ* ক্রুদ্ধ চোখে। 'সূর্য রক্তনেত্রে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রক্তনেশা [স] *বি* তারুণ্যময় উন্মাদনা। 'সঙ্গীবিহীন দুর্জয় এই পরিভ্রমণ/ রক্তনেশায় এনেছে কেবলই সুখাস্বাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তপতাকা [স] *বি* রক্তচিহ্নিত পতাকা। 'তোমার সেই রক্তপতাকা যাহা বিশ্বের সিংহদ্বারে উড়িয়াছিল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

AMARBOI.COM

রক্ত-পথ [স] ১ *বি* বিপ্লবের পথ। 'ওরে রক্ত-পথের পথিক।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* রক্তাক্ত পথ। 'পৃথিবীর রাজপথে – রক্তপথে।' *জীবন*, ১৯৪২।

রক্ত-পথিক [স] *বি* বিপ্লবী। 'এ রক্ত-পথিকের দল, নবকুমারের দল নয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তপদচিহ্ন [স] *বি* রক্তাক্ত পায়ের ছাপ। 'দেবী মিবারলক্ষ্মীর অলক্ত-রক্তপদচিহ্ন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রক্ত পদতল [স] *বি* রক্তাক্ত পায়ের তলা। 'শক্ত মাটির ঘায়ে হউক রক্ত পদতল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তপলাশ [স] *বি* রক্তের মতো লাল রঙের পলাশ ফুল। 'নবপুষ্পিত রক্তপলাশের বনে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রক্ত-পাগল [স রক্ত+পাগল] *বিণ* খুনের নেশায় উন্মত্ত। 'যুদ্ধক্ষেত্রে ... আমি রক্ত-পাগল সেনানী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্ত-পাগলি [স রক্ত+পাগল>] *বি স্ত্রী* রক্তের জন্য উন্মাদ। 'রক্ত-পাগলি বেটির পায়ের চাপে শিব আর্তনাদ করে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তপাত [স] ১ *বি* শরীরের কোনো অংশ কেটে বা ছিঁড়ে রক্ত বের হওয়া; রক্তক্ষরণ। 'গাইটির গুহ্যজিহ্বারে ঠুকরিয়া রক্তপাত করিআছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৭। ২ *বি* রক্তাক্ত সংঘাত। 'তাহারই জন্য কারবালায় রক্তপাত।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

রক্ত পানি করা পরিশ্রম – কঠোর পরিশ্রম। 'সাধারণ মানুষের রক্ত পানি করা পরিশ্রম লব্ধ এই কয়েক কোটি টাকা।' *বেগম*, ১৯৫১।

রক্তপায়ী [স, সমাসে রক্তপায়ি-] ১ *বিণ* রক্তপানকারী। 'রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে সুন্দরেরে বিদ্ধ করে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪২। ২ *বি* রক্ত পান করে যে। 'রক্তপায়িদের কাছে সব মানুষই সমান।' *পাশা*, ১৯৭১।

রক্তপিঙ্গল [স] *বি* মুছে যাওয়া রক্তের হলুদ রং। 'আয়র্লন্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রক্তপিত্ত [স] *বি* পিত্তবৃদ্ধির কারণে রক্তদূষণ। 'রক্তপিত্ত রোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রক্তপিপাসু [স] *বিণ* রক্ত পান করতে ইচ্ছুক। 'সাঁওতালদিগকে বনের ব্যাঘ্র, রক্তপিপাসু বর্বর প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রক্তপিয়াসী [স রক্তপিপাসী] *বিণ* রক্তপিপাসু। 'রক্তপিয়াসী অচঞ্চল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রক্ত-পূজা [স] *বি* রক্ত দিয়ে করা যজ্ঞ। 'অদূরে কাপালিকের রক্ত-পূজার মন্দির।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তপূত [স] *বিণ* রক্ত মেখে পবিত্র হয়েছে এমন। 'নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তপ্রণাম [স] *বি* বিপ্লবী অভিবাদন। 'তোমায় আমি আমার রক্তপ্রণাম জানাচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্তপ্রবণতা [স] *বি* যন্ত্রণাময়তা। 'নিঃসঙ্গতা নির্জন রক্তপ্রবণতার মধ্যে বন্ধুই শুধু নয়।' *জীবন*, ১৯৩১।

রক্ত-প্রবাল [স] *বি* সামুদ্রিক কীটজাত লালরঙের রত্নবিশেষ। 'লালে লাল করে কৃষ্ণসাগর রক্ত-প্রবাল চূর্ণি ফের।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রক্তপ্রবাহ [স] *বি* রক্তের ধারা। 'এই উষ্ণ রক্তপ্রবাহ না হলে যৌবন বাঁচে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

রক্তপ্রস্তর [স] *বি* লাল রঙের পাথর। 'উহা আগাগোড়া রক্তপ্রস্তরে নির্মিত।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

রক্তপ্রাচুর্য [স] *বি* রক্তের আধিক্য। 'শিরা-প্রশিরার তলে তলে এমন একটি রক্তপ্রাচুর্য আছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

রক্তপ্লাবন [স] *বি* রক্তের বন্যা। 'রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে বিদ্বেষে বিচ্ছেদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রক্তপ্লুত [স] *বিণ* রক্তে ভেজা। 'অন্ধকারে স্তিমিত আভায়/ পরিপূর্ণ জীবনের রক্তপ্লুত বিচ্ছিন্ন নিশান।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

রক্ত ফোটা *ক্রি* রাগে উত্তেজিত হওয়া। 'আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রক্তবৎ [স] *বিণ* রক্তের মতো। 'ঈষৎ দিনের দীপ্তি রক্তবৎ রেখা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রক্তবমন [স] *বি* রক্তবমি। 'মুখে রক্তবমন হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রক্তবমি [স রক্তবমন] *বি* অসুস্থতার কারণে রক্তসহ পেটের হজম না-হওয়া খাবার বের হয়ে আসা। 'রক্তবমির মতো উগড়ে উঠলো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

রক্তবরণ [স রক্তবর্ণ] *বিণ* লাল। 'রক্তবরণ লোচন।' *জসীম*, ১৯৩৩।

রক্তবর্ণ [স] ১ *বিণ* লাল রঙের। 'উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'চক্ষুদুটো রক্তবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* লাল। 'পূর্বাকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রক্তবর্ণা *বিণ* রক্তের মতো লাল রঙের। 'রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।' *ভারত*, ১৭৬০।

রক্তবর্ষণ [স] *বি* রক্তপাত; রক্তারক্তি। 'রক্তবর্ষণ নিবারণ করিতে ... বারুদ পুরিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে আদেশ করেন।' *বান্ধব*, ১৮৮১।

রক্তবসন [স] *বি* রক্তমাখা কাপড়। 'রক্তবসন পরাইয়া নাচ করাইতে পারিলেই পথ পরিষ্কার।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

রক্ত-বস্ত্র [স] *বি* লালরঙা পোশাক। 'রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রক্তবস্ত্র পরিধান স্ত্রী কৃষ্ণবরণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

রক্ত-বান [স] *বি* রক্তের বন্যা। 'চরণ-আঘাতে উদ্গারে যেন আহত বিশ্ব রক্ত-বান।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তবাস [স] *বি* লাল পোশাক। 'রক্তবাসে আয় রে সেজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রক্তবাহী [স] *বিণ* রক্ত বহন করে এমন। 'স্ফীত হয়ে ওঠে রক্তবাহী প্রতিটি ধমনী।' *সিকান্দার*, ১৯৪৪; 'রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলোতে যেন কিসের তড়িৎ-গতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রক্তবিটাল [স রক্ত>] *বি* কুষ্ঠ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রক্তবিন্দু [স] *বি* রক্তের ফোঁটা। 'দিয়া নিজ হৃদি বিদলিয়া, হৃদয়ের রক্তবিন্দু গোন্ দিনরাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'প্রতি রক্তবিন্দু মোর কাঁপিছে শিরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সংসারের জন্যে সে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিচ্ছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২; 'তিল তিল করে তাতে যেন রক্তবিন্দু জমেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রক্তবিরল [স] *বিণ* ফ্যাকাশে; বিবর্ণ। 'যারা এই দূরস্থিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগ বেড়েই চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রক্তবীজ [স] *বি* হিন্দু পুরাণোক্ত অসুরবিশেষ, যার রক্তবিন্দু মাটিতে স্পর্শ করলেই একই আকৃতির নতুন অসুরের সৃষ্টি হয়। 'রক্তবীজ মৈষাসুর সমরে করিল চুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রক্তবৃষ্টি [স] *বি* লাল রঙের বৃষ্টি। 'রক্তবৃষ্টি ধুমকেতু অরিষ্ট লক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রক্তবেগ [স] *বি* রক্তপ্রবাহ। 'সঞ্চারিত রক্তবেগ পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে/ অবসন্ন বিলাসের সঙ্কুচিত প্রাণ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্ত-ব্যথা [স] *বি* রক্তাক্ত যন্ত্রণা। 'হল ছিন্ন প্রাণ! বন্ধু, সেই রক্ত-ব্যথা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তভরা *বিণ* রক্তিম। 'রক্তভরা আঁখিতে ব্যাকুল বেদনায় চেয়েছিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তভ্রূণ [স] *বি* রক্তাক্ত ভ্রূণ। 'প্রান্তরে জরায়ু-ভাঙা রক্তভ্রূণ।' *নীরেন*, ১৯৪৪।

রক্তমণি [স] **১** *বি* লাল মণি। 'রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* লাল মণিযুক্ত। 'শেষপ্রান্তে একটি করে রক্তমণি রুবি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রক্ত-মদ [স] *বি* রক্তরূপ মদ। 'রক্ত-মদের বিষ পান করি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তময় [স] *বিণ* রক্তমিশ্রিত; রক্তাক্ত। 'আহা, যত নদ নদী প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল!' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'হৃদয়ের রক্তপাতে বিশ্ব রক্তময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

রক্ত-মশাল [স রক্ত+আ মশআল] *বি* রক্তরূপ মশাল। 'রক্ত-মশাল করে ভৈরবপন্থীর কণ্ঠ শোনা গেল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তমসী [স] *বি* রক্তরূপ মসী। 'রক্তমসী-কলঙ্কিত, যন্ত্র-জর্জরিত তব কর দুটি জুড়ি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২; 'তাদের রক্তমসী দিয়ে আপনারা লিখুন রক্তশপথ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রক্তমাংস [স] *বি* রক্ত ও মাংস। 'সেই রক্তমাংস-পুতিগন্ধশালিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রক্তমাংসময় [স] **১** *বিণ* রক্ত ও মাংসের সমন্বয়ে গঠিত। 'তোর শরীর যেমন রক্তমাংসময়, সবারই তেমনি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *ক্রিবিণ* সশরীরে। 'তোমারে আমরা চাই, রক্তমাংসময়!' *নজরুল*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* বাস্তবসম্মত। 'অপূর্ণ দুর্দান্ত ইচ্ছাকে রক্তমাংসময় কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করা।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

রক্তমাংসের বন্ধন *বি* ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক। 'মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রক্ত-মাংসের মানুষ *বি* বাস্তব মানুষ। 'ইংরাজেরা রক্তমাংসের মানুষ নহেন, তাঁহারা দেবতা – সেই দেবত্ব হইতে তাঁহাদের তিলমাত্র স্খলন না হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'রক্ত-মাংসের মানুষেরই ক্ষুধা পরিতৃপ্তির সমাপ্তি আছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্তমাখা [স রক্ত+মাখা] **১** *বিণ* খুনের বিনিময়ে পাওয়া যায় এমন। 'তুমি রক্তমাখা মোহরের জন্য এত লালায়িত কেন?' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* রক্তাক্ত। 'কাঁটা-বেঁধা রক্ত-মাখা প্রাণ নিয়া এনু তব পুরে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রক্তমাটি *বি* লালমাটি। 'রুক্ষ কঠিন রক্তমাটি ঢেউ খেলিয়ে মিলিয়ে গেছে দূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রক্ত-মাতাল *বিণ* অতি নির্মম। 'আজ রক্ত-মাতাল উল্লাসে মাতি রে।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তমিশ্রণ [স] *বি* বৈবাহিক সম্বন্ধ। 'রক্তমিশ্রণের রাস্তা দিয়ে সে দূর দূরান্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রক্তমুখো *বিণ* রক্তে মুখ লাল হয়েছে এমন। 'আমি তখন রক্তমুখো হয়ে উঠেছি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তমূল্য [স] *বি* রক্তের বিনিময়। 'রক্তমূল্যে তারা কিনে নিয়ে গেল তাদের মুক্তি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তমেঘ [স] *বি* রক্তের মতো লাল মেঘ। 'সেই রক্তমেঘের ঝড় পশ্চিম থেকে ভিন্ন ভিন্ন দমকায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রক্তমোক্ষণ [স] *বি* শরীর থেকে অধিক রক্তপাত; রক্তস্রাব। 'প্রভু যীশু সর্বযুগের বিশ্বমানবের সর্বপাপ স্কন্ধে নিয়ে কণ্টক-মুকুটশিরে আপন রক্তমোক্ষণ নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রক্ত-যজ্ঞ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতার প্রসন্নতার জন্য রক্ত দিয়ে করা যজ্ঞ। 'ওরে আমার রক্ত-যজ্ঞের পূজারি ভায়েরা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তযুত [স] *বিণ* লাল রঙের। 'রক্তযুত তন্তুগুচ্ছ রঞ্জিত মালার পুচ্ছ নামের সম্পর্ক নাই তাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রক্তযুদ্ধ [স] *বি* বহু লোকের রক্তপাত ঘটায় এমন যুদ্ধ। 'আসলে সেটি রক্তযুদ্ধ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

রক্তরং [স রক্ত+ফা রং] *বি* রক্তের মতো রংবিশিষ্ট। 'শূন্যে ও কে দিয়েছে উড়িয়ে রক্তরং সতরঞ্জখানি।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

রক্ত-রঙিন *বিণ* রক্তের মতো লাল। 'রক্তে-রঙিন গোলাপ হয়ে ফুটে আছে সেথা।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

রক্তরঞ্জিত *বিণ* রক্তমাখা। 'ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তলিত।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রক্তরবি [স] *বি* লাল সূর্য। 'পশ্চিমের তীরে ধান্যক্ষেত্রে রক্তরবি অস্ত গেল ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

রক্তরশ্মি [স] *বি* রক্তের মতো উজ্জ্বল রশ্মি। 'বাতায়নে পরিতাপসম রক্তরশ্মি প্রভাতের আঘাত নির্মম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

রক্তরাখি *বি* রক্তিম প্রীতিবন্ধন। 'পুবের সীমানায় রক্তরাখিতে গড়ে উঠেছিল যে মিতালি সে রাখির সুতোটা যেন আচমকাই ছিঁড়ে গেল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রক্তরাগ [স] **১** *বি* আন্তরিকতা। 'রক্তরাগে তাহার সহিত আলাপ করিও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* রক্তিম আভা। 'আজিকার কোনো রক্তরাগ অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে তোমাদের করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রক্তরাঙা *বিণ* রক্তে লাল। 'রক্তরাঙা রাস্তা ধরে ফিরে এলাম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'রক্তরাঙা হল হৃদয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্ত-রাঙানো *বিণ* রক্ত দিয়ে লাল করা হয়েছে এমন। 'রক্ত-রাঙানো পথে দু পাশে ছেলের মেলা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তরুচি [স] *বিণ* রক্তিম দীপ্তিতে উজ্জ্বল। 'অলকে তার একটি গুছি করবীফুল রক্তরুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

রক্তরেখা [স] *বি* লাল দাগ। 'রক্তরেখা এঁকে গায়ে রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

AMARBOI.COM

রক্ত-রোগ [স] *বি* রক্তকে আক্রমণকারী ব্যাধি। ‘সংক্রামিত রক্ত-রোগ পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে।’ *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তলহরী [স] *বি* রক্তরূপ তরঙ্গ। ‘তরুণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রক্তলাগা *বিণ* রক্তমাখা। ‘মানুষের রক্তলাগা, হাজার ছাত্রের খুনে লাল।’ *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৭।

রক্তলাঞ্ছিত [স] *বিণ* রক্তচিহ্নিত। ‘রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহের ছাপ লেপে দিয়ে যায় তার দ্বারফলকে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রক্তলাল [স রক্ত+ফা লাল] *বিণ* রক্তের মতো লাল বর্ণবিশিষ্ট। ‘আধফুটন্ত রক্তলাল ফুলের সমারোহ নিয়ে ... মাটিতে এসে নামলো।’ *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রক্তলিখা [স রক্ত+লিখা] *বি* রক্তের দাগ। ‘সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে পড়িল রক্তলিখা।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রক্তলিপ্ত [স] *বিণ* এখনো রক্তের উন্মাদনা আছে এমন; দুর্দমনীয়। ‘রক্তলিপ্ত যৌবনের অন্তিম পিপাসা।’ *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্ত-লুব্ধ [স] *বিণ* রক্তপিপাসু। ‘ডরতা নেই আজ খুন-খারাবিতে রক্ত-লুব্ধ মন!’ *নজরুল*, ১৯২২।

রক্ত-লেখা *বি* রক্তের অক্ষর। ‘তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা।’ *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তলোভী [স] *বিণ* রক্তলোলুপ। ‘পরিপূর্ণ সভ্যতা সঞ্চয়ে আজ যারা/ রক্তলোভী বর্ধিত প্রলয় অন্বেষণে।’ *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তলোলুপ [স] *বিণ* রক্তলোভী; পিশাচ। ‘মৃত্যু-করাল রক্তলোলুপ দুর্নিবার অধর্ম বিদ্বেষ।’ *নজরুল*, ১৯২৭।

রক্তলোলুপতা [স] *বি* রক্তের লোভ। ‘সৃষ্টি বিদারণ করে চলে রক্তলোলুপতার অভিযানে।’ *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

রক্তশতদল [স] *বি* লালপদ্ম। ‘রক্তশতদলের সাজি/ সাজিয়ে কেন রাখিস আজি?’ *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রক্তশপথ [স] *বি* রক্ত দিয়ে হলেও রক্ষা করা হবে এমন প্রতিজ্ঞা। ‘তাদের রক্তমসী দিয়ে আপনারা লিখুন রক্তশপথ।’ *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রক্তশিখা [স] *বি* রক্তিম শিখা। ‘জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা অনন্ত পাবক।’ *নজরুল*, ১৯২৩।

রক্তশীর্ষ [স] *বিণ* অগ্রভাগ রক্তের মতো। ‘গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে।’ *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রক্তশূন্য [স] ১ *বিণ* রক্তহীন। ‘রক্তশূন্য চোখ দুটি।’ *শরৎ*, ১৯১৬। ২ *বিণ* বিবর্ণ। ‘পিতাদের মুখ রক্তশূন্য হয়ে আসছে।’ *বেগম*, ১৯৪৮।

রক্তশূন্যতা [স] *বি* রক্তে লোহিত কণিকার অভাববশত রোগবিশেষ। ‘মুখের ফ্যাকাসে রক্তশূন্যতা চোখে পড়ত।’ *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

রক্তশোষা *বি* রক্ত চুষে নেয় এমন প্রাণী। ‘রক্তশোষার মতো তাকে আকর্ষণ করে।’ *জীবন*, ১৯৩২।

রক্তশোষী [স] *বিণ* রক্ত শোষণ করে এমন। ‘রক্তশোষী কীটদের দলন করিয়া ফেল চরণের তলে।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রক্ত-সঙ্কর [স] *বিণ* বিভিন্ন জাতির রক্তের মিশ্রণে সৃষ্ট। ‘বাঙালী একটি রক্ত-সঙ্কর জনসমষ্টি।’ *এনামুল*, ১৯৫৫।

রক্তসঞ্চালন [স] *বি* রক্তের চলাচল। ‘অম্লজান বাষ্প রক্তসঞ্চালন ... শারীরিক কর্মপটুতা বৃদ্ধি করে।’ *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তসম [স] *বিণ* রক্তের সমান। ‘বুকের রক্তসম টাকার আড়ি হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দেন।’ *নজরুল*, ১৯২২।

রক্ত-সমুৎসারণ [স] *বি* রক্তশূন্যতা ঘটা। ‘তাকালে মুখে রোগীর বুকে/ রক্ত-সমুৎসারণ।’ *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

রক্তসমুদ্র [স] ১ *বি* (এখানে) চরম বাধা। ‘সত্যকে হয়তো রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* রক্তের সমুদ্র। ‘চতুষ্পার্শে রক্ত-সমুদ্রের ন্যায় ঘোর লালবর্ণ অগ্নি-সমুদ্র দেখিতাম।’ *মোতাহার*, ১৯৩৭।

রক্তসম্পর্ক [স] *বি* রক্তসূত্রে আত্মীয়তা। ‘এমন সময় ছিল যখন লোক রক্তসম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্কের কথা ভাবিত না।’ *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

রক্তসম্পর্কীয় [স] *বি* যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে। ‘প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য তাহার রক্তসম্পর্কীয়ের প্রতি অগ্রে।’ *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

রক্তসাগর [স] *বি* রক্তরূপ সমুদ্র। ‘রক্তসাগর সাঁতরে এসে দখল পেল পদ্মটির।’ *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; ‘আমারো বুকের রক্তসাগরে ডাকে তুফান।’ *জসীম*, ১৯৩৩।

রক্ত-সাঙ্কর্য [স] *বি* রক্তের মিশ্রণ। ‘বাঙালীর রক্ত-সাঙ্কর্যের ন্যায় ভাষা-সাঙ্কর্যও একটি বৈশিষ্ট্য।’ *এনামুল*, ১৯৫৫।

রক্তসিক্ত [স] *বিণ* রক্তে ভিজা। ‘রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর/ একদিন হবে ঢিলা।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রক্তসূত্র [স] *বি* লাল সুতো। ‘ছাঁদনা তলায় কন্যা বাঁধা পড়ে বরের সঙ্গে একগাছি রক্তসূত্রে।’ *অবন*, ১৯২৫; ‘মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রক্ত-সেনা *বি* আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত সৈন্য। ‘মা গো, তোমার রথ-আনা ওই/ রক্ত-সেনার রথে।’ *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তসোপান [স] *বি* রক্তাক্ত সিঁড়ি। ‘ওই সে রক্তসোপানে আরোহী।’ *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্তস্নাত [স] *বিণ* রক্তে রঞ্জিত। ‘ঢাকার রাজপথ আবার রক্তস্নাত হইয়াছে।’ *আজাদ*, ১৯৬৮।

রক্তস্নান [স] *বি* রক্তে ভিজে যাওয়া। ‘কোন দিন রক্তস্নান শেষ হলে ফেরেনাকো আর?’ *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

রক্তস্ফীত [স] *বিণ* রক্ত চুষে ফুলে ওঠে এমন। ‘ক্ষুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তস্ফীত জোঁকের মতো।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রক্তস্রাব [স] *বি* রক্তক্ষরণ। ‘তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল।’ *শরৎ*, ১৯১৭।

রক্তস্রোত, রক্তস্রোতঃ [স] *বি* রক্তের প্রবাহ। ‘এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতেই নির্বাণ হবে।’ *মাইকেল*, ১৮৬১; ‘সকলেই জানে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিলেই রক্তস্রোত চলিতে আরম্ভ করিবে।’ *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রক্তহিম [স] *বিণ* (আতঙ্কে) রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে এমন। ‘ভূতভূত প্রান্তরের রক্তহিম কুকুরের ডাক।’ *সিকান্‌দার*, ১৯৬৩।

রক্ত হিল্লোল [স] *বি* রক্তের ঢেউ। ‘যৌবনের রক্ত হিল্লোল বা খুন-জোশি।’ *নজরুল*, ১৯২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্তহীন |স| **১** *বিণ* রক্তশূন্য। 'তোমার মেহদিপরা হাত আমার রক্তহীন দেহ আঁকড়ে ধরে রেখেছে।' *মুনীর*, ১৯৬১। **২** *বিণ* ফ্যাকাশে। 'যুবক শিক্ষকের রক্তহীন মুখে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রক্তাংশুক [স] *বি* লালরঙা কাপড়। 'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি, প্রাতঃসূর্যরুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রক্তাকার [স রক্ত-আকার] *বিণ* রক্তের মতো। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

রক্তাক্ত [স] **১** *বিণ* রক্তে মাখা। 'নখ অসিসম; রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বিণ* রক্তে রঞ্জিত। 'পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত বিক্ষোভের উর্ধ্বে অবিচলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রক্তাক্ততা [স] **১** *বি* আঘাত। 'জীবনের নানা রুক্ষতা ও রক্তাক্ততার ওপর উপশমের মত।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *বি* লাল রং। 'স্বপ্নে যেই রক্তাক্ততা আছে।' *জীবন*, ১৯৩২। **৩** *বি* রক্তারক্তি; খুনাখুনি। 'বিদ্বেষ ও রক্তাক্ততা যেন এখানে মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

রক্তাতিপাত [স] *বি* রক্তপাত। 'রক্তাতিপাতের দেশে ব'সেও তাদের সেই প্রাঞ্জলতায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রক্তাতিসার [স] *বি* রক্ত আমাশয়। 'আমি রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'শোথ, রক্তাতিসার, গলক্ষত আর কামলা।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রক্তাপ্লুত [স] *বিণ* রক্তাক্ত। 'রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রক্তাভ [স] *বিণ* লাল আভাযুক্ত। 'তাহার মুখ ঈষৎ রক্তাভ।' *শরৎ*, ১৯১৪।

রক্তাভা [স] *বি* লাল আভা। 'আকাশে আলো ফুটেছে, কিন্তু সে-আলোতে রক্তাভা নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৪২; 'ভোরের সোনালী রঙ, সন্ধ্যার রক্তাভা মুছে যায়।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রক্তাভিষিক্ত |স| *বিণ* রক্তপাতের মাধ্যমে অভিষিক্ত হয়েছে এমন। 'হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করে রক্তাভিষিক্ত দেবপূজা প্রচার করেননি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রক্তাম্বর [স] *বি* লাল রঙের বস্ত্র। 'পরিলাম রক্তাম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'রক্তাম্বর পরো মা এবার।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তাম্বরধারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* লাল শাড়ি পরে আছে এমন। 'রক্তাম্বরধারিণী মা।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তাম্বরা [স] *বিণ স্ত্রী* লাল শাড়ি পরিহিত। 'মজ্জামণ্ডিতা রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রক্তারক্তি [স] **১** *বি* পরস্পর রক্তপাত। 'এমন রক্তারক্তি, আর হঠতার লড়াই।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* যুদ্ধ। 'রাজায় রাজায় সীমান্ত নিয়ে রক্তারক্তি বাধত।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

রক্তারুণ [স] *বি* রক্তরঙা সূর্য। 'ডাকছে খুন রক্তারুণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রক্তাল্পতা [স] *বি* রক্তের স্বল্পতা। 'গত মহাযুদ্ধের অকল্পনীয় রক্তক্ষয়ের পরেও ইউরোপের রক্তাল্পতা ঘটলো না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

রক্তিম |স| *বিণ* রক্তবর্ণবিশিষ্ট। 'কে দেখে তার হাত-পা নাড়া, চক্ষু দুটোর রক্তিমে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

রক্তিমতা [স] *বি* রক্তের মতো রং। 'পাঠিয়ে দিল বহ্নিহীন সংযত আগুনের রক্তিমতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

রক্তিমরাগ [স] *বি* লাল রং। 'বিরহ-বেদনা রাঙালো কিংশুক-রক্তিমরাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রক্তিমা [স] *বি* লাল আভা। 'রক্তিমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

রক্তিমাবর্ণ [স] *বি* লাল আভা। 'দিবাকর পশ্চিম দিক রক্তিমাবর্ণ করিয়া ক্রমশঃ অস্তাচলে গমনোদ্যোগী হইতেছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রক্তিমাভ [স] *বিণ* লাল আভাযুক্ত। 'রক্তিমাভ গণ্ডদেশে টোল পড়েছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

রক্তিমাভা [স] *বি* লালচে আলোর ছটা বা কিরণ। 'উষার রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিতেছে।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'মায়ের মুখ সন্তানগৌরবে রক্তিমাভা লাভ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রক্তিমালাঞ্ছিত [স] *বিণ* রক্তবর্ণে রঞ্জিত। 'আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্ছিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রক্তেভাসা *বিণ* রক্তস্নাত। 'এই বলে সে চলে গেল, রক্তে-ভাসা বুকের মণি তার।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬০।

রক্তে রক্তে *ক্রিবিণ* রক্তের কণায় কণায়। 'যার রক্তে রক্তে এত শিক্ষক-ভীতি, ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রক্তের টান *বি* রক্তের সম্পর্ক থাকার জন্য পরস্পরের প্রতি মায়া। 'রক্তের টান অস্বীকার করা যায় না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

রক্তো [স রক্ত] *বি* রক্ত। 'দৌউত্র হয়েলো, রক্তোর দলা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

রক্তোচ্ছ্বাস [স] **১** *বি* রক্তের আকস্মিক প্রবল প্রবাহ। 'রায়ের মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হইয়া উঠিল।' *তারা*, ১৯৪০। **২** *বি* টগবগে ভাব। 'হুলো আর মেনির এই অত্যদ্ভুত রক্তোচ্ছ্বাস।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রক্তোজ্জ্বল [স] *বিণ* টকটকে লাল। 'সায়াহ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রক্তোৎপল [স রক্ত-উৎপল] *বি* লালপদ্ম। 'রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে।' *চণ্ডী*, ১৬০০।

রক্তোদাম, রক্তোদ্‌গম [স] *বি* রক্তের প্রকাশ। 'সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রক্তোন্মত্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত রাগান্বিত। 'লোকটি ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের ক্রটি দেখিলে এইরূপ রক্তোন্মত্ত হইয়া যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রক্তোন্মত্তা |স| *বিণ* উন্মাদ। 'এ তো নয় মাতা রক্তোন্মত্তা ভীমা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তিকা *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রক্তিকা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রক্ষ, রক্ষঃ [স] *বি* রাক্ষস। 'জক্ষ রক্ষ সর্ব্ব জনে করিয়া বিনএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রক্ষঃকুল [স] *বি* রাক্ষস জাতি। 'সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রক্ষঃকুলনিধি [স] *বি* রাক্ষসকুলের আধার। 'পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

AMARBOI.COM

রক্ষকুলবধূ [স] *বি* রামায়ণোক্ত রাক্ষস বংশের কোনো সদস্যের স্ত্রী। 'রক্ষকুলবধূ প্রমীলার মতো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্ষেন্দ্র [স] *বি* রাক্ষস-রাজ। 'দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক – রক্ষেন্দ্র-নন্দনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রক্ষক [স] **১** *বি* প্রহরী। 'রক্ষকেরে ডাক দিয়া বলে গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* রক্ষাকর্তা। 'মন তার বাহন রক্ষক মদন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *বি* তত্ত্বাবধানকারী। 'তোমা বিনা তাহাকে রক্ষক নাহি আন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। 'রক্ষকের অসাবধানতাহেতুক উক্ত পত্র প্রাপ্তহওয়া যাইতেছে না।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৫** *বি* অভিভাবক। 'ঐ ছাত্রদিগের পিতা ও রক্ষকেরা …।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রক্ষক হইয়া ভক্ষক – যিনি রক্ষা করেন তিনিই গ্রাস করেন এমন। 'রক্ষক হইয়া ভক্ষক।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রক্ষণ [স] **১** *বি* রক্ষা। 'সেই উপদেশে হয়িব সকল রক্ষণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* রক্ষক। 'যোধ যত – রাক্ষস-কুল-রক্ষণ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রক্ষণপটু [স] *বিণ* রক্ষণাবেক্ষণে পারদর্শী। 'দেশ রক্ষণপটু স্নেহশীল নারীদের নিকট কৃতজ্ঞ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রক্ষণপালন [স] *বি* রক্ষা ও পালন; রক্ষণাবেক্ষণ। 'রক্ষণপালনের শক্তি স্ত্রীলোকের অন্তরতম শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রক্ষণভার [স] *বি* রক্ষার দায়িত্ব। 'পরমধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রক্ষণশীল [স] **১** *বিণ* পরিবর্তন চায় না এমন। 'রক্ষণশীল-দলভুক্ত হইয়াও উৎপাটনশীলদের সাহায্য করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* গোঁড়া; পরিবর্তনবিরোধী। 'মানুষ খাদ্য পেয় সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু রক্ষণশীল।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'আমরা স্থিতির পক্ষপাতী, আমরা রক্ষণশীল, সেই জন্যই তো প্রেরণা।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

রক্ষণশীলতা [স] *বি* গোঁড়ামি। 'য়ুরোপের অর্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণশীলতা, পূর্বদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্যকরী বুদ্ধি …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮; 'সমাজ বর্ধনশীলতাকে ছেড়ে রক্ষণশীলতাকে ঠাওরেছে ধর্ম।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

রক্ষণশীলত্ব [স] *বি* রক্ষণশীলতা। 'সমাজের রক্ষণশীলত্বের বন্ধন আপনা আপনি শিথিল হইয়া আসিবে।' *নবনূর*, ১৯০৫।

রক্ষণাগারিক [স] *বি* পাহারাদার। 'তোমার বাণীর আমি রক্ষণাগারিক।' *অন্নদা*, ১৯৪২।

রক্ষণাবেক্ষক [স] *বিণ* দেখাশোনার দায়িত্ব পালনকারী। 'পাঠশালা … রক্ষণাবেক্ষক কমিটি।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

রক্ষণাবেক্ষণ [স] *বি* যত্নের সঙ্গে তত্ত্বাবধান। 'একটি উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণরূপ তুষ্টিকর কার্য্যে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রক্ষণীয় [স] *বিণ* রক্ষা করা যায় এমন। 'অপরিমিতসংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রক্ষন [স রক্ষণ] *বি* তত্ত্বাবধান। 'তাহার রক্ষন হেতু করহ পালন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রক্ষা[1] [স] **১** *বি* উদ্ধার। 'মোক রক্ষা করু বিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* রক্ষাকবচ। 'রক্ষা বান্ধে দিয়া গঙ্গাজলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* সংরক্ষণ। 'দৈবে মৎস্য উদরেত রক্ষা পাইল ঋতু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* তত্ত্বাবধান। 'অনন্তর বরজিতের পুত্রমাস রাজ্য রক্ষা করে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৫** *বি* পরিত্রাণ। 'এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রক্ষাকবচ [স] **১** *বি* বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধারণ করা কবচ। 'যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলায় একটি রক্ষকবচ ঝুলাইয়া দিলেন …।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'আমার শরীরে এমন একটি রক্ষাকবচ ধারণ করতুম যার …।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **২** *বি* টিকে থাকার নিশ্চয়তা। 'সেকালের রক্ষাকবচ একালের জীবন-সংগ্রামে তো কাজের হবে না।' *ঐবন*, ১৯২৫।

রক্ষা করা **১** *ক্রি* বাঁচানো। 'তুমি রক্ষা করিলে আর কেহ মারিতে পারে না।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *ক্রি* হেলান দেওয়া। 'পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, সটকায় তামাক টানিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রক্ষাকর্তা, রক্ষাকর্ত্তা [স] *বিণ* বিপদ থেকে রক্ষাকারী। 'ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি সমস্ত জীবের আহার-দাতা ও রক্ষাকর্তা।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা ঘটে সর্ব্বনাশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'তুমিই সহায়, তুমিই রক্ষাকর্ত্তা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রক্ষাকর্ত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* রক্ষাকারী। 'তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্রী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রক্ষাকার্য [স] *বি* দেখাশোনা করার কাজ; ঘরকন্না। 'প্রতি গৃহের রক্ষাকার্য কত অসীমপ্রীতিসাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রক্ষাকালী [স] *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) রোগ মহামারী থেকে পরিত্রাণকারী দেবী। 'রক্ষাকালী পূজা হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রক্ষাজোট [স] *বি* প্রতিরক্ষা জোট। 'রক্ষাজোট, সামরিক চুক্তি, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি।' *আজাদ*, ১৯৬২।

রক্ষাব্যবস্থা [স] *বি* প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। 'রক্ষাব্যবস্থার অর্থ এককে দেশের পক্ষে এককে প্রকার হইতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৬২।

রক্ষাব্যূহ [স] *বি* প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। 'মাইন সুইপার, ডেস্ট্রয়ার, জঙ্গি জাহাজের রক্ষাব্যূহ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রক্ষামন্ত্র [স] *বি* রক্ষা করার মন্ত্র। 'রক্ষামন্ত্র যার শ্যামা তোর নাম।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রক্ষিণী [স] *বিণ* রক্ষাকারিণী। 'রণাঙ্গণে হইলে রঘুনাথের রক্ষিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রক্ষা[2] [স রক্ষণ>] *ক্রি* রক্ষা করা। **রক্ষ** *ক্রি* রক্ষা করো। 'রক্ষ মাতা ভবানী বারেক কর দয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রক্ষিনু** *ক্রি* রক্ষা করেছি। 'জতু গৃহে মুঞি পঞ্চ পাণ্ডবে রক্ষিনু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **রক্ষীআছে** *ক্রি* রক্ষা করেছে। 'রসুলে বুলিলা রক্ষীআছে করতার।' *সুলতান*, ১৭০০।

রক্ষিত[1] [স] **১** *বিণ* নিরাপদ। 'দেশের তাবৎ প্রজা রাজশাসনকর্তৃক দস্যু ও তস্করাদি অন্য২ উপদ্রবে তুল্যরূপে রক্ষিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বিণ* নির্ধারিত। 'ইস্কুলের নাম আব্দুল একেডিমি রক্ষিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* রক্ষা করা হয় এমন। 'শিক্ষিত সমাজে নারীর মর্যাদা রক্ষিত হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

রক্ষিতা [স] **১** *বিণ* রক্ষক। 'শৈশবে রক্ষিতা তাত যৌবনে পরাণনাথ বৃদ্ধকালে তনয় রক্ষিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* উপপত্নী। 'আপনার রক্ষিতা গণিকালয়ে স্বীয় বালক পুত্রাদি তাঁহার সাক্ষাতে …।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৩** *বিণ স্ত্রী* আবদ্ধ। 'ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে পিঞ্জর রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

রক্ষিত[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'দীননাথ রক্ষিত।' *সেবধি*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৪০।

রক্ষী, রক্ষি [স] ১ *বি* প্রহরী। 'কোথাও ডাকাত রক্ষী কাটিতেছে, কোথাও রক্ষী ডাকাত কাটিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বিণ* রক্ষক। 'রাজারা সম্রাটের সহায় ছিলেন, রক্ষী ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রক্ষিবর্গ [স] *বি* রক্ষাকারী বাহিনী। 'নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল ... ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রক্ষীঘেরা *বিণ* প্রহরী কর্তৃক বেষ্টিত। 'বুঝি নাই রক্ষীঘেরা রাক্ষস-দেউলে/ এল কবে মরু-মায়াবিনী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্ষীবাহিনী [স] *বি* আক্রমণাদি থেকে রক্ষা করে যে সৈন্যদল। 'একটি রক্ষীবাহিনী নিযুক্ত করে এই শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও করেছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রগ [ফা] ১ *বি* শরীরস্থ শিরা। 'রগ বাঁচে কি কে জানে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বি* কপালের পার্শ্বদেশ। 'কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রগওঠা *বিণ* শিরা জেগে উঠেছে এমন। 'রুগ্ন বৃদ্ধ ভিখারীর রগওঠা হাতের মতন।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রগঢিলে ১ *বিণ* তেজহীন। 'মাজাভাঙা রগঢিলে তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *বিণ* অলস। 'রগঢিলে, হুঁ ভূতনো ন্যাকা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রগড়[1] [স রঙ্গ?] ১ *বি* রং-তামাশা। 'হাসি, তামাসা, রসিকতা রগড়ের কথা আর কাহারও মুখে নাই।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বি* রঙ্গ। 'বিখ্যাত রগড়।' *জীবন*, ১৯৪০।

রগড়[2] *বি* ঢাকে কাঠির আঘাত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রগড়ানি [হি রগড়ানা] *বি* মর্দন করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রগড়ারগড়ি [হি রগড়ানা] *বি* অবিরত রগড়ানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রগড়ানো *ক্রি* ডলা দেওয়া। 'ভিখু শুনে কেঁদে চোখ রগড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রগরগে ১ *বিণ* উত্তেজনাপূর্ণ। 'রগরগে উপন্যাসের গোয়েন্দা শত বিপদেও মরে না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* উত্তেজক। 'সরেস রগরগে বয়ান ছাড়লে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রঘু [স] ১ *বি* হিন্দু অবতার রামচন্দ্র। 'যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বৃহদাকার। 'মড়ার মালাই চাকি রঘু বোয়াল গিলে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

রঘুচূড়া [স] *বি* হিন্দু অবতার রাম। 'জুড়াবে হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রঘুনাথ [স] *বি* হিন্দু অবতার রাম। 'যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রঘুপতি [স] *বি* হিন্দু অবতার রাম। 'বলে আর সতী নহে রঘুপতি।' *কৃত্তিবাস*, ১৭২০।

রঘুবংশ [স] *বি* হিন্দু অবতার রামের বংশ। 'রঘুবংশ পরধান আছে শ্রীরাম নাম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রঙ[1] [ফা রঙ্গ, স রঙ্গ] *বি* (তাস খেলা) তুরুপ। 'তিনি এমন সময় ত্রাই ভেজেও রঙ খেলিবেন কেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'রঙের গোলামও – বল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রঙ[2] [ফা রঙ্গ, স রঙ্গ] ১ *বি* রং। 'দেখ, যদি রঙটঙগুলো বেড়িয়ে পড়ে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বি* মতিগতি। 'ফিরিঙ্গীর বাচ্চা – কখন রঙ বদলায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রঙ করা *ক্রি* সাজানো; সাজসজ্জা করা। 'মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রঙ করিয়া ... উপস্থিত করা হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রঙকানা [রঙ+স কাণ] *বিণ* রং বুঝতে পারে না এমন। 'আমার মতো সুবিখ্যাত রঙকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করতে বসা ধৃষ্টতা মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'কেউ যেমন রঙ-কানা থাকে, আমি তেমনি তারিখ-কানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রঙচঙ ১ *বি* অতিরঞ্জন। 'রঙচঙগুলো ধুয়ে মুছে না ফেললে মনের ভ্রান্তি আর যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* সাজসজ্জা। 'নটনটীদের মুখের রঙচঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* নানারকম রঙের আঁচড়। 'একটা পটের উপরে খুব খানিকটা রঙচঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রঙচঙা *বিণ* নানা বর্ণবিশিষ্ট। 'একটা রঙচঙা পাখি।' *জীবন*, ১৯৩৩।

রঙচঙে *বিণ* নানা রঙের। 'সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত রঙচঙে পুতুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রঙচটা *বিণ* বিবর্ণ। 'জীবনের রঙচটা হেমন্তের শীত ও স্থিরতায় পৌঁছুতে এখনো তার কত দেরি।' *জীবন*, ১৯৩২।

রঙ চড়ানো ১ *ক্রি* অতিরঞ্জিত করা। 'কথা আমি অভ্যেস করেছি, ... সংক্ষিপ্ত করে ফলাও করে নয়, সাদাভাবে রঙ চড়িয়ে নয়।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *ক্রি* প্রসাধন ব্যবহার করা। 'যাকে যেরকম রূপ দিয়েছেন তার উপর রঙ চড়ানো অসভ্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রঙ-ছুট ১ *বিণ* সাদামাটা। 'আমরা আপাদমস্তক রঙ-ছুট বলেই অপর-কারো নয়নাভিরাম নই।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ২ *বিণ* বৈচিত্র্যহীন। 'দেখি, ছুঁই যত হাত, রঙছুট জীবনের যত ...' *শামসুর*, ১৯৫৯।

রঙ জ্বলিয়া যাওয়া *ক্রি* বিবর্ণ হওয়া। 'কাহারও পা ভাঙিয়াছে, রঙ জ্বলিয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

রঙটঙ *বি* রং দিয়ে সাজসজ্জা। 'দেখ, যদি রঙটঙগুলো বেড়িয়ে পড়ে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রঙদার *বিণ* রঙিন। 'বৈঠকখানা সজ্জিত ছিল মুসলিপট্টমের রঙদার কাপড়ে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রঙ ফলানো *ক্রি* অতিরঞ্জিত করা। 'সে চিত্রের জন্য বহু যত্নে রঙ ফলাইয়া, বহু যত্নে তাহাতে তুলি ঘসিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'সাহেবের সাথে তাঁর মোলাকাতটাতে অনেক রঙ ফলান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রঙ-বেরঙ [রঙ+ফা বে+রঙ] ১ *বিণ* নানা রকম। 'রঙ-বেরঙের নিন্দায় পাড়া ছাইয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* নানা রঙ। 'পার্টিতে যদি রঙবেরঙের শাড়ির ব্যবহারই না থাকল তবে সে-পার্টি অতি নিরামিষ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রঙমাতাল *বিণ* রঙের মাদকতায় মাতাল হতে হয় এমন। 'পলাশবনের রঙমাতাল ছায়াপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রঙরাজ [ফা রঙরেজ] *বি* কাপড়ে রঙ করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রঙরেজি [ফা রঙরেজি] *বি* রং দিয়ে রাঙানোর কাজ করে যে; রঙকারক। 'পাগড়ি তাঁর মলিন। গেলেন রঙরেজির ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রঙরেজিনী [ফা রঙরেজি>] *বি স্ত্রী* রং দিয়ে রাঙানোর কাজ করে যে; রংকারক। 'রঙরেজিনী দেখল তারি কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রঙ-লেখা *বি* রঙের চিত্রণ। 'তোর পূবালীর ঠোঁটে রঙ-লেখা মুছে

AMARBOI.COM

নাই।' *জসীম*, ১৯৩১।

রঙশূন্য [রঙ+স শূন্য] *বিণ* সাদামাটা। 'চওড়া ও রঙশূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহিমা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রঙিন, রঙীন ১ *বিণ* রঙবিশিষ্ট। 'রঙিন দেখে পাগড়ি পরে মাথে, সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'রামধনুকের রঙীন মায়া ছড়ায় বিমানে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* রঞ্জিত। 'কারবালা ময়দানের মতো খুনখারাবির রঙে রঙিন।' *নজরুল*, ১৯২২।

রঙিলা *বিণ* রঙিন। 'তৃষ্ণা-ক্ষুধায় সেই কৃষ্ণেরই লীলা/ হাসে শ্যাম শস্যে কুসুমে রঙিলা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

রঙীয়ান *বিণ* রঙিন। 'কমলালেবুর মতো রঙীয়ান মেঘে ডুবে গেলে।' *জীবন*, ১৯৩০।

রঙ[3] [ফা] ১ *বি* প্রমোদ; তামাশা। 'জানে না কান্‌চির খবর রঙমহলের নিকাশ নিচ্ছে।' *লালন*, ১৮৯০; 'আজি সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ২ *বি* ভাব। 'তোমার তেজ তেমনি সুখদুঃখের কত রঙ লাগিয়ে দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ *বি* নেশা। 'একমাত্র ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রঙ এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৪ *বি* সৌন্দর্য। 'কবিত্বের রঙ লাগিয়ে দিচ্ছে কবিকণ্ঠ থেকে তোমার বাহুতে?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রঙতামাশা [ফা রঙ+আ তামাশা] *বি* হাসি-মশকরা। 'বরযাত্রীদের মধ্যে কী যে রঙতামাশা করেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রঙবাজি [ফা] *বি* তামাশা। 'তুমি হালায় খানকির বাচ্চা এহেনে রঙবাজি করো?' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

রঙমহল [ফা] *বি* প্রমোদগৃহ। 'জানে না কান্‌চির খবর রঙমহলের নিকাশ নিচ্ছে।' *লালন*, ১৮৯০।

রঙ[4] [ফা] *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'এগুলোর নাম হচ্ছে ঝুণা, রঙ, সরকারে আলী, খাসা, সবনাম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রঙন [স রঙ্গন] *বি* ফুলবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'রাঙা হ'ল রঙন ফুল!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১; 'আগুনে রঙন হাসে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রঙা, রঙানো *ক্রি* রঙিন হওয়া। 'রঙে রঙে রঙিল আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রঙ্ক[1] [স] ১ *বিণ* দরিদ্র। 'রঙ্ক হইআ আছিলাঙ রঙ্গবধে রত/ রত্ন দিআ রঙ্গরস করাইলে হত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অভাব। 'মণিমুক্তা প্রবাল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ/ চামর চন্দন হিরা মানিকের রঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রঙ্ক[2] [স] *বি* মাছরাঙা। 'রঙ্ক জল পেয়ে যেন বঞ্চিয়ে আনন্দ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রঙ্কিনী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবী চণ্ডীর নামভেদ। 'নীলপুরে তুমি নীলা পুরী কৈলে ঘাটশিলা রঙ্কিনী শূলিনী ঘাটশিলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রঙ্গ[1] [ফা রঙ্গ; স রঙ্গ] ১ *বি* হাসি-তামাশা। 'খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ/ তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী! তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* আনন্দ। 'ফুল ফল তুলি নৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* লীলা। 'কাহ্ন সমে রঙ্গে কর জীবন সফল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* কৌতূহল। 'একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৫ *বি* নৃত্যগীত। 'ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৬ *বি* ভাঙাগড়ার খেলা। 'একি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ, নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। ৭ *বি* কৌতুক। 'এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রঙ্গচঙ্গ *বি* রঙ্গরসিকতা। 'রঙ্গে চঙ্গে মনয়াকে বলে নরপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রঙ্গঢঙ্গ *বি* হাসি-তামাশা। 'কৌতুকে চালায়া বৎস নানা রঙ্গেঢঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রঙ্গ-তামাশা [রঙ্গ+আ তামাশা] *বি* হাসি-ঠাট্টা। 'এ ভগিনী কিছু রঙ্গ-তামাশা ভালবাসে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রঙ্গতামাসা *বি* হাসি-ঠাট্টা। 'সকলের সঙ্গে রঙ্গতামাসা করলে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রঙ্গদার *বিণ* কৌতুকপ্রিয়। 'অনেক রঙ্গদার লোক জুটিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রঙ্গ ধামালী [রঙ্গ+স ধাম>] *বি* আনন্দ-কৌতুক। 'না বুঝোঁ রঙ্গ ধামালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রঙ্গনাট্য [স] *বি* নাট্যাভিনয়। 'তারুণ্যের এ রঙ্গনাট্যের খেলা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রঙ্গপ্রিয়তা [স] *বি* মজা করতে পছন্দ করা। 'স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রঙ্গবধ [রঙ্গ+স বধ] *বি* শিকারের কাজ। 'রঙ্ক হইআ আছিলাঙ রঙ্গবধে রত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রঙ্গব্যঙ্গ [স] *বি* রঙ্গরসিকতা। 'মধ্যযুগীয় সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গের যে স্বাক্ষর বিধৃত ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

রঙ্গভঙ্গ [রঙ্গ+স ভঙ্গ] *বি* রং-তামাশা। 'তাহার কৌতুক বিশিষ্ট প্রিয় রঙ্গভঙ্গের প্রতিরূপ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রঙ্গভরা [রঙ্গ+ভরা] *বিণ* রং-তামাশায় পূর্ণ। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রঙ্গভরে *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'রঙ্গভরে মনসুখে চুম্বন করএ মুখে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

রঙ্গভাও [রঙ্গ+স ভাব] *বি* রং-তামাশা; রগড়। 'একে অকুমারি রামা না জানে রঙ্গভাও।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রঙ্গভূম [স] *বি* নাট্যশালা। 'আমার নিকট এক প্রকার কৌতুক আছে তাহা অদ্যাবধি কোন রঙ্গভূমে কখন উপস্থিত হয় নাহি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রঙ্গভূমি [স] ১ *বি* ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট স্থান। 'সওয়ারির পশুগণের রঙ্গভূমি অর্দ্ধ ক্রোশ প্রসস্তে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* মঞ্চ। 'পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* নাট্যশালা। 'অদ্য সম্রাট রঙ্গভূমিতে যাইবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

রঙ্গমঞ্চ [স] *বি* যেখানে নাট্যকর্মাদি মঞ্চস্থ হয়। 'রঙ্গমঞ্চ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'টেনিস-কোর্ট নৃত্যশালা শিকার-পার্টি রঙ্গমঞ্চ সংগীতসভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চলা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রঙ্গমঞ্চীয় [স] *বিণ* অভিনয়-মঞ্চ সম্বন্ধীয়। 'দেখা যাবে যে লাইলী রঙ্গমঞ্চীয় প্রসাধন সম্পূর্ণ করে সাবধানে শুয়েছে।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

রঙ্গময় [রঙ্গ+স ময়] *বিণ* চিত্তাকর্ষক; মনোহর। 'অমলা কালিন্দী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙ্গময়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রঙ্গময়ী [স] *বি স্ত্রী* চিত্তাকর্ষক নারী। 'লয়ে যাও সংসারের তীরে হে কল্পনে, রঙ্গময়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রঙ্গরস [রঙ্গ+স রস] ১ *বি* আনন্দ। 'রত্ন দিআ রঙ্গরস করাইলে হত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কৌতুক। 'হংস হংসীসঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রঙ্গরসিক [রঙ্গ+স রসিক] *বি* হাস্যকৌতুককারী। 'অন্ধকারে অধিকারী হাসে; সে রঙ্গরসিক বলে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

রঙ্গরসিকতা [রঙ্গ+স রসিকতা] *বি* হাস্যপরিহাস। 'স্বাতন্ত্র্যের আর একটি চরম প্রকাশ ঘটেছিল, 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' শ্লেষবিদ্রূপ বা রঙ্গরসিকতায়।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

রঙ্গশাল [স] *বি* নাট্যশালা। 'এ তরল রঙ্গশালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রঙ্গশালা *বি* প্রমোদগৃহ। 'অপ্সরীদের রঙ্গশালা উঠে কি ফুটি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রঙ্গস্থল ১ *বি* প্রমোদস্থল। 'রঙ্গস্থলে পোড়া কাঠ দেখা দিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৬। ২ *বি* পূজার স্থান। 'ধূপধুনার ভারি বাতাস ঠেলে সরিয়ে রঙ্গস্থলে হাজির।' *হাসান*, ১৯৬৭।

রঙ্গস্থান [স] ১ *বি* নাট্যশালা। 'ইহাকে হাততালী দিয়া রঙ্গস্থান হইতে বাহির করিয়া দিতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* যৌন আবেদনময় অঙ্গ। 'অঙ্গ ভঙ্গে রঙ্গস্থান ভ্রমে দেখাইবে।' *ভবানী*, ১৮২৮। **রঙ্গাভিনয়** [স] *বি* নাট্যাভিনয়। 'এমনই সমস্ত রঙ্গাভিনয়ের দৃশ্য ও চিত্র দেখান হইতেছে।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৪।

রঙ্গালয় [স] *বি* নাট্যশালা। 'সচিত্র প্রেমপত্র লিখন, রঙ্গালয়ে গমন।' *এসলাম*, ১৯১৯।

রঙ্গিণী [স, সম্বো -ঙ্গিণি] *বিণ স্ত্রী* রঙ্গপ্রিয় নারী। 'রঙ্গিণীর ঘোর ঘটা হেরিয়া রূপের ছটা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'পাপ দম্ভ বিত্ত মত্ত রঙ্গিণি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

রঙ্গিনি, রঙ্গিনী [স রঙ্গিণী] ১ *বি* রঙ্গপ্রিয় নারী। 'রঙ্গিনি গন রস রঙ্গহি নটঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* রঙ্গপ্রিয়। 'কংসদলন নারাএন সুন্দর তসু রঙ্গিনী পএ হোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রঙ্গি-ভঙ্গি [স রঙ্গ>] *বি* রঙ্গ-রসিকতা। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রঙ্গিলা *বিণ* রঙ্গপ্রিয়। 'ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রঙ্গী ১ *বিণ* অনুরাগী। 'চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* রঙ্গপ্রিয়; লীলাময়। 'পরের সঙ্গের সঙ্গী পররঙ্গে সদা রঙ্গী দেখ সখি পরে পরাধীন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* রসিক। 'যাঁর নানা রঙের রঙ্গ মোরা তাঁরি রসের রঙ্গী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রঙ্গের বেলা *বি* যৌবনকাল। 'রঙ্গের বেলা রাগে কড়ি ঐ ত রসের গুড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রঙ্গ[২] [ফা রঙ্; স রঙ্গ] *বি* রং। 'খদির তাম্বুল রঙ্গ ওষ্ঠে নাহি ছাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রঙ্গদার [ফা রঙ্+ফা দার] *বিণ* রঙিন। 'রঙ্গদার কাপড় যে চাহে দুই জোড়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রঙ্গধনুক *বি* রংধনু; মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো যাওয়ার ফলে আকাশে সৃষ্ট ধনুকের মতো সাত রঙের প্রতিবিম্ব। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

রঙ্গরেজ [ফা] *বি* রং করে যে। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'রঙ্গরেজের চোখ রঙ সম্বন্ধে অনেক বেশি পরিমার্জিত।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

রঙ্গিন, রঙ্গীন *বিণ* নানা বর্ণে রঞ্জিত বা শোভিত। 'কেহবা রঙ্গিন থান ... পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'ফুটিল রঙ্গীন কুন্দ মাধবী লতার বৃন্দ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রঙ্গিম *বিণ* লাল। 'আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিম সুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রঙ্গিমা ১ *বিণ* লাল। 'অধর রঙ্গিমা অতি বদন চন্দ্রিমা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* সৌন্দর্য; শোভা। 'শুভ্র শাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রঙ্গিল *বিণ* রঙিন। 'পরিধান বাঘছাল গলাএ রঙ্গিল মাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রঙ্গিলা *বিণ* রঙিন। 'নভে বুলায় তুলি রঙ্গিলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রঙ্গীনাকার *বি* বিচিত্র রূপ। 'যেন সমুদয় মাঠখানা লাল ফুলে রঙ্গীনাকার ধারণ করেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রঙ্গ[৩] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামকান্ত রঙ্গ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রঙ্গ[৪] [স] *বি* রাং ধাতু; টিন। 'স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রঙ্গন [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'রঙ্গন মালতি জাতি সিঅলি অতসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রঙ্গা[১] *ক্রি* রঞ্জিত করা। **রঙ্গিতে** *ক্রি* রঞ্জিত করতে। 'না পারিমু রক্ততে রঙ্গিতে অম্বর।' *সুলতান*, ১৭০০।

রঙ্গান *বিণ* রঞ্জিত। 'কুসুমে রঙ্গান ভাল বড় আঁচলাদার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রঙ্গা[২] [স/ফা রঙ্গ] ১ *বিণ* লাল। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* তামাশা। 'সাপের মুখে নাচায় বেঙ্গা এ বড় আজব রঙ্গা।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* রঙ্গ করে যে। 'ভাব জান না ভাবুক রঙ্গা ভাংলি রে মাটি গুতিয়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

রঙ্গারঙ্গি *বি* রঙিন কাপড়। 'সমুদ্রের তীরে টাঙ্গি নানা বর্ণে রঙ্গারঙ্গি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গড়ের উপরে টঙ্গি নানা মতে রঙ্গারঙ্গি।' *সুলতান*, ১৭০০।

রঙ্গোলি [হি] *বি* আলপনা। 'ভোজনের জায়গাটি রঙ্গোলি (আলপনা) দিয়ে সুন্দর করে দেওয়া প্রথা।' *অবন*, ১৯১৯।

রচক [স] *বি* রচয়িতা; লেখক। 'রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রচন [স রচনা] ১ *বি* তৈরি করা। 'মাথাত কুসুমমাল রচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বর্ণনা। 'কৃষ্ণের চরিত্র কীছু করিয়ে রচন।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* রচনা। 'চৈতন্যমঙ্গল যেঁহো করিলা রচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাহা দেখি কবিতা আমি করিনু রচন।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *বি* রান্না। 'আতব তণ্ডুল আন করিতে রচন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রচনকর্তা, রচনকর্ত্তা [স] *বি* রচয়িতা। 'এতন্নিয়ম যুক্তি সিদ্ধ অপিচ সর্ব্বত্র মন্যত হইয়া প্রচলিত হইলে রচনকর্ত্তার সন্তোষদায়ক হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

রচনলীলা [স] *বি* তৈরির খেলা। 'ক্ষণিকের রূপ-রচনলীলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রচনা [স] ১ *বি* প্রার্থনা। 'রচনা মে রোজন সাজনা রে বারিস ন তেজিঅ দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* সাজসজ্জা। 'চৌদিকে দাসগণ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূজার আয়োজন করএ বিবিধ রচনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* অনুষ্ঠান। 'বিবাহ রচনা কর কন্যা দান দিয়া।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বি* নির্মাণ। 'সেই কালে প্রাপের কেল্লা রচনা যাহা অদ্যাপিও আছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৫** *বি* বিবেচনা। 'এই রচনা করিয়া হুকুম হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৬** *বি* গঠন। 'ধাবনেতে, গড়চক্র-ভেদেতে, ব্যূহরচনাতে ... নিপুণ হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৭** *বি* আয়োজন। 'ধাররাজ ... যথোপযুক্ত স্থানে সভা সংস্থাপন বিশেষ-রূপে রচনা করাইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৮** *বি* লিখিত বিষয় – গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি। 'রাধাকান্ত দেববাহাদুরের রচনা।' *গৌর*, ১৮২২; 'ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যা আয় ব্যয় বিদ্যা ইঙ্গরেজী রচনা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। **৯** *বি* সৃষ্টি। 'হস্ত পদ নখ দন্ত প্রভৃতি বিচিত্র রচনার সম্ভব হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'ভাবি মনে, এ সংসার দৈত্যের রচনা!' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **১০** *বি* প্রবন্ধ লেখা। 'যে ছাত্র আগামী বর্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সর্ব্বোত্তম রচনা করিতে পারিবে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১১** *বি* কল্পনা। 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রচনাকরণ [স] *বি* লেখার কৌশল। 'ভাষান্তরকরণ ও রচনাকরণ ইত্যাদি বিষয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রচনা করা *ক্রি* লেখা। 'কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রচনাকর্তা, রচনাকর্ত্তা [স] **১** *বি* লেখক। 'রচনা কর্ত্তার এপ্রকার সৎ প্রবৃত্তি ও সৎ কীর্ত্তিতে কে না ধন্যবাদ করিবেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'এই জগতের এক রচনাকর্ত্তা আছেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

রচনাকার [স] *বি* লেখক। 'এই পুস্তিকার রচনাকার তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' *গৌর*, ১৮২২।

রচনাকৌশল [স] **১** *বি* গঠনরীতি। 'এ তো শুদ্ধ রামায়ণের রচনাকৌশলনির্ণয় নহে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বি* রচনার দক্ষতা। 'তিনি দেশকালপাত্রের সুসংগতি, রচনাকৌশল ঘটনাসংস্থানের প্রতি দৃকপাত মাত্র করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রচনা গড়না *বি* সমঝোতা। 'যদ্যপিস্যাৎ এমত২ রচনা গড়না হইত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

রচনাচাতুরী [স] *বি* সৃষ্টিচাতুর্য। 'সৃষ্টিশক্তি ভাসমান আবর্জনা নিয়ে সেখানে প্রকাশ করে আপনার রচনাচাতুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রচনাচাতুর্য [স] *বি* নির্মাণকৌশল। 'মাসির রচনাচাতুর্য এতই অপূর্ব।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

রচনাপঠন [স] *বি* রচনা পাঠ করা। 'পাঠকরা জীবনে একটিমাত্র অপকর্ম করে থাকেন, সেটি আমার রচনাপঠন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রচনাপ্রণালী [স] *বি* রচনারীতি। 'প্রথমত রচনাপ্রণালী লইয়া বড়োই গোল বাধে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রচনাবলী [স] *বি* রচনাসংগ্রহ। 'আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রচনাবিধি [স] *বি* রচনারীতি। 'রচনাবিধি লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রচনাভঙ্গি, রচনাভঙ্গী [স] *বি* লেখার রীতি; রচনারীতি। 'তাহাকেই কি ইংরাজিতে ম্যান্যার এবং বাংলায় রচনাভঙ্গি বলে না?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'আমারও এ বিকট রচনাভঙ্গি নিশ্চয়ই অনেকেরই বিরক্তিজনক।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'শকুন্তলার রচনাভঙ্গী বিদ্যাসাগরের নিজস্ব।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

রচনা-মুহূর্ত [স] *বি* কোনো কিছুর সৃষ্টিলগ্ন। 'এ দুয়ের মধ্যে রচনা-মুহূর্তের দুটো আশ্চর্য রহস্য ধরা পড়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

রচনারীতি [স] *বি* রচনার ভঙ্গি। 'রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে বারংবার উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রচনাশক্তি [স] *বি* লেখার ক্ষমতা। 'ইংরেজি রচনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপুষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

রচনাশালা [স] *বি* লেখার ঘর। 'আমার রচনাশালা স্থাপন করেছি একধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রচনাশৈলী [স] *বি* রচনারীতি। 'সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকলে কখনই চমৎকার প্রকাশক্ষম বাক্‌রীতিগত বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ বাংলা রচনাশৈলী আয়ত্তে আসতে পারে না।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রচনাসর্বস্ব [স] *বি* লেখাই একমাত্র কাজ এমন। 'বিংশ শতাব্দীতে আমরা যদি কিছু হই তো রচনাসর্বস্ব।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রচনাসৌন্দর্য [স] *বি* সৃষ্টির নিপুণতা। 'তাহাদের রচনাসৌন্দর্যের সমাদর অর্পণ করিবামাত্র আমরা দেখিতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রচনাস্থান [স] *বি* তৈরির কেন্দ্র। 'অলংকৃত জিনিসের প্রধান রচনাস্থান পুরোনো শহরগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রচনোপযোগী [স] *বিণ* বাঁধার উপযুক্ত। 'কবরী রচনোপযোগী কেশ রজ্জু।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

রচয়িতা [স] **১** *বিণ* প্রণেতা। 'প্রস্তাব-রচয়িতা তাঁহার অসামান্য স্মরণশক্তির এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ প্রাপ্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* প্রতিষ্ঠাতা। 'সেই সাহসীই হল রাজ্যের রচয়িতা বা রাজা।' *অবন*, ১৯২৫। **৩** *বিণ* সৃষ্টি করে এমন। 'এইরকম বয়স্কের মধ্যেও দু-একজন দেখা দেয় রচয়িতা লোক।' *অবন*, ১৯২৫।

রচয়িত্রী [স] *বি স্ত্রী* লেখিকা। 'রচয়িত্রীর পরিচয় ও এই উপাখ্যান লিখিবার উদ্দেশ্য নিবেদন করিতেছি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'মতীচুর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন।' *নবনূর*, ১৯০৫।

রচা [স রচ্‌>] **১** *ক্রি* কল্পনা করা। 'অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **২** *ক্রি* বিন্যাস করা। 'তোহ্মার গতি শক্তিআঁ রচয়ে শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* চিন্তা করা। 'পুনু দরশন লাগি রচহ উপায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৪** *ক্রি* আয়োজন করা। 'বিভাযোগ্য হইল কন্যা রচ সয়ম্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **৫** *ক্রি* নির্মাণ করা। 'গীতের আগে রচিয় গোসাইর পুষ্পবাড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৬** *ক্রি* সজ্জিত করা। 'কেশ কুরাইয়া কুসুম রচিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৭** *ক্রি* রচনা করা। 'হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিআছে পোথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৮** *ক্রি* স্থাপন করা। 'রচিলেক সভাঘর নানা ধিক মনোহর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৯** *ক্রি* সৃষ্টি করা। 'শতকোটি হাহাকার/ কলধ্বনি রচে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **রচ** *ক্রি* রচনা করো। 'বিভাযোগ্য হইল কন্যা রচ সয়ম্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **রচয়ে** *ক্রি* রচনা করছে। 'তোহ্মার গতি শক্তিআঁ রচয়ে শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রচহ** *ক্রি* চিন্তা করো। 'পুনু দরশন লাগি রচহ উপায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রচি** *ক্রি* রচনা করি। 'অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **রচিআছে** *ক্রি* রচনা করেছে। 'হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিআছে পোথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রচিগে** *ক্রি* রচনা করি গিয়ে। 'করিগে চল কুসুম চয়ন রচিগে চল পুষ্পশয়ন।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। **রচিনুঁ** *ক্রি* রচনা করলাম। 'বহু রসগ্রন্থ রচিনুঁ মোহন্ত সব নামে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

AMARBOI.COM

রচিব *ক্রি* রচনা করবো। 'রচিব ধর্মের গীত মনে অভিলাষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রচিবে** *ক্রি* রচনা করবে। 'ইহা দেখে কবিতা রচিবে অবিকল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রচিয়** *ক্রি* রচনা করো। 'গীতের আগে রচিয় গোসাইর পুষ্পবাড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রচিয়া** **১** *ক্রি* আয়োজন ক'রে। 'লক্ষনার দিব বিভা সয়ম্বর রচিয়া ...।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* সজ্জিত ক'রে। 'কেশ কুরাইয়া কুসুম রচিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *ক্রি* রচনা ক'রে। 'কবীন্দ্রে কহিল কথা পাঁচালি রচিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রচিল** *ক্রি* রচনা করলো। 'মহামুনি ব্যাসদেব রচিল ভারথি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রচিলাম** *ক্রি* রচনা করলাম। 'রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্য মতে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **রচিলুঁ** *ক্রি* রচনা করলাম। 'সেই বলে রচিলুঁ পুস্তক পদ্মাবতী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রচিলেক** *ক্রি* রচনা করলেন; স্থাপন করলেন। 'রচিলেক সভাঘর নানা ধিক মনোহর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রচে** *ক্রি* রচনা করে। 'কৃষ্ণলিলা রচে গোপি ধরিয়া তার বেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

রচান [স রচ্>] *বি* রচনা করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রচিত [স] **১** *বিণ* খচিত। 'সুবর্ন্নে জড়িত হিরাঞ্জ রচিত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* নির্মাণ। 'ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* গুঁজে দেওয়া হয়েছে এমন। 'বেণী বিরাজিত কুসুম রচিত লম্বিত মুকুতা ছড়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বিণ* নির্মিত। 'করিল উত্তম ঘর কনকে রচিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বিণ* লিখিত; রচনা করা হয়েছে এমন। 'তাহাদের বিবরণ ... গৌড়ীয়-ভাষাতে রচিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রচিত করা *ক্রি* লিপিবদ্ধ করা। 'কিন্তু যখনই উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রছুল [আ] *বি* দূত; (ইসলামমতে) সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত পুরুষ। 'রছুল বিহনে গতি নাই মুক্ত হতে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'দাঁড়িয়ে আছেন দীনের রছুল।' *জসীম*, ১৯৩১। *দ্র* **রসুল**

রজঃ, রজ [স রজঃ] **১** *বি* হিন্দু দর্শনে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বিতীয়টি। 'সত্ব রজ তম গোসাঞি তিন গুন ধারি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের জননী।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ধূলি। 'চরণ-নিছনি ফুল চরণের রজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* নারীর মাসিক ঋতুস্রাব। 'রজের পুঁজের নদী বহে অনিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বি* ফুলের রেণু। 'কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ-ছটা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রজঃস্বলা [স রজস্বলা] *বিণ* ঋতুমতী। 'এক বস্ত্র রজঃস্বলা দ্রৌপদ নন্দিনী বালা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রজগুণ [স রজোগুণ] *বি* প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের দ্বিতীয়টি, যার প্রভাবে ইচ্ছা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার ইত্যাদি জন্মে। 'রজগুণে কর তুমি সৃষ্টির পালন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রজস্বলা [স] *বিণ* ঋতুমতী। 'রজস্বলা হইয়া পরি দিন দুই তিন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রজো [স রজঃ] *বি* ধূলি। 'শ্রীবৈষ্ণব গোঁসাইর চরণারবিন্দ স্খলিত রজো গ্রহণেই আহ্নিক হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রজো গুণ [স] *বি* প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের দ্বিতীয়টি। 'রজো গুণে ব্রর্মা সৃষ্টি করেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'সৃষ্টিদাতা রজোগুণে রিপুকুলনাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রজোধর্ম, রজোধর্ম্ম [স] *বি* যে গুণের প্রভাবে দ্বেষ, অহঙ্কারাদি জন্মে। 'তমো-রজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে ধর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রজোবির্জ্জ, রজোবির্জ্জে [স রজঃ+স বীর্য] *বি* ঋতু ও শুক্র। 'রজোবির্জ্জে জোগ হএ চুমুদ লক্ষনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রজোযোগ [স] *বি* নারীর মাসিক ঋতুস্রাব বা রক্তস্রাব। 'অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার যতবার রজোযোগ হয় তাহার পিতা মাতা তত প্রাণিহত্যার পাপে পাপী হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রজক [স] *বি* ধোপা। 'সাধহ সতত রজক ঝি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রজকিনি [স রজকিনী] *বি* ধোপানি। 'শুন রজকিনি রামি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

রজকিনী *বি* ধোপানি; চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী বলে কথিত নারী। 'আমি বললুম, রজকিনী চরণ বাংলা সাহিত্যের বুকের উপর।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রজকীয় [স] *বিণ* ধোপার। 'উপাগা রজকীয় গৃহে প্রতিপালিতা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

রজত [স] **১** *বি* রুপা। 'রজত কাঞ্চন জত ঘরের নিলয়।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* শ্বেতশুভ্র। 'রজত ভূধর শোভা ভক্তজন মনোলোভা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রজত-আসন [স] *বি* জ্যোৎস্না। 'তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে/ কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রজত কড়্যালি *বি* রুপার কড়া দেওয়া। 'রজত কড়্যালি রাকা রাখে দুই পাশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রজতগিরি [স] *বি* (শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন বলে) কৈলাস পর্বত। 'উজ্জ্বল রজতগিরির ন্যায় কলেবর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রজতগিরিনিভ [স] *বিণ* শুভ্র পর্বত ম্লান হয় এমন। 'রজতগিরিনিভ গৌর পুষ্ট দেহটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রজত জয়ন্তী [স] *বি* ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'রাজত্বকাল পঁচিশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রৌপ্য জুবিলী বা রজত জয়ন্তী মহোৎসব সুসম্পন্ন হইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

রজত-জুবিলী [স রজত+ই জুবিলী] *বি* ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'মুছলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জুবিলী অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

রজতত্রিশূল [স] *বি* রুপার তৈরি তিন ফলাবিশিষ্ট এক প্রকার অস্ত্র। 'তিনিই আমাকে এই রজতত্রিশূল প্রস্তুত করে দেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

রজতদীপ [স] *বি* রুপার বাতি। 'রজতদীপ, স্ফটিক দীপ, গন্ধদীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

রজতপত্র [স] *বি* রুপার পাত। 'হঠাৎ দেখিলে চাকচিক্যবিশিষ্ট রজতপত্র বলিয়াই ভ্রম জন্মে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রজতমুদ্রা [স] *বি* রুপার পয়সা। 'সুবর্ণের কড়ি-বৌলি রজতমুদ্রা পাশুলি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রজতসৌধ [স] *বি* রুপা নির্মিত প্রাসাদ। 'সে পুরীর মর্মরপ্রাচীর মণিময় তোরণ রজতসৌধ ও কনকচূড়ায় ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রজতরেখা [স] *বি* নদীবিশেষ। 'যে দেশে রজতরেখা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষী আর ...।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রজদ্বীপ [স] *বি* সাদা দ্বীপ। 'কত দূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল, রজদ্বীপ নীলজলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রজন [হি] *বি* তারপিন তেল নিঃসারণের পর পড়ে থাকা কাইট শুকনা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈরি পদার্থ। 'কেহ বেহালায় রজন দিয়া ডাডা ডাডা করে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রজনী [স] *বি* রাত। 'আজি রজনীত বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রজনি [স রজনী] *বি* রাত। 'ধনুক ভাজিয়া তথা রজনি বঞ্চিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

রজনীকান্ত [স] *বিণ* রাতের শোভা বাড়ায় এমন। 'রজনীকান্ত চন্দ্রমা যেন নিজ রমণীকে পরদুঃখে কাতরা দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রজনীধন [স] *বি* রাতের শোভা। 'জগত-জন-রঞ্জন সুধাংশু রজনীধন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রজনীপ্রভাত [স] *বি* ভোরবেলা। 'কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো/ রজনীপ্রভাতে বসে রব কত!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রজনীভোর *বি* ভোরবেলা। 'রজনীভোরে বাসি ফুল পড়িবে ঝরে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রজনীমোহন [স] *বি* চাঁদ। 'পূরি আকাশ সৌরভে রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রজনীযোগে [স] *বি* রাতের বেলা। 'রজনীযোগে রাজকন্যা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া মধুর সম্বোধনে বলিলেন, যুবরাজ!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রজনীগন্ধা [স] *বি* ফুলবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'রজনীগন্ধা-রজনী-কুন্তল-শোভিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'পারুল রজনীগন্ধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রজপুত [স রাজপুত্র] *বি* রাজপুতনার যোদ্ধা। 'অনেক পিয়াদা সাথে রজপুত দুই ভিতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রজব [আ] *বি* হিজরি সপ্তম মাস। 'রজব চান্দের আজি সাতাইশ রাতি।' *সুলতান*, ১৭০০; '১১ই রজবের (দ্বাদশীর) পূর্ণ-প্রায় চন্দ্র।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

রজিল [আ] *বি* সামাজিক মর্যাদাহীন মুসলমান সম্প্রদায়। 'শরিক রজিল বা আশরাফ আতরাফের পার্থক্য।' *এসলাম*, ১৯১৯।

রজু [আ] *বি* দায়ের; দাখিল। 'পুনরায় আপিল রজু করেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রজ্জু [স] *বি* রশি। 'এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করা – নিশ্চল সাপকে দড়ি বলে ভুল করা। 'কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

রজ্জুতা [স] *বি* বন্ধনী। 'কাঞ্চিদাম রজ্জুতায় বুবহ প্রবীণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রজ্জুতে সর্পভ্রম – রশিকে সাপ বলে ভুল করা। 'যেমত রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নাদিতে গন্ধর্ব্বনগরী দর্শন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রজ্জুধর [স] *বি* সারথি। 'অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হৈয়া রজ্জুধর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রজ্জুময় [স] *বিণ* রজ্জুনির্ভর। 'এক নূতন রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

রঞ্জক [স] *বি* শক্ত ব্রাশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রঞ্জণী [স রঞ্জনী] *বি* যা দিয়ে রঙ করা হয়। 'করে নখ-রঞ্জণী, ঢাকয়ে নখের কণি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রঞ্জন[1] [স] ১ *বি* মনোরঞ্জন। 'গুনরাজখান ভনে সুজনের রঞ্জনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আনন্দ। 'রঞ্জন সমএ সুখ মধু সমসর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রঞ্জন[2] [স] ১ *বি* রঙ। 'অঞ্জন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন অলি মধুপ্রিয় পানে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* রক্তচন্দন। 'রঞ্জিত রঞ্জনরাগে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রঞ্জনরশ্মি [ই Röntgen+স রশ্মি] *বি* তেজস্ক্রিয় আলোকরশ্মি যা অভেদ্য বস্তু ভেদ করতে পারে; এক্স-রে। 'শুনেছি রোয়েনটগেনের রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রঞ্জনী *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রঞ্জনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রঞ্জা [স রঞ্জন>] *ক্রি* রং করা। **রঞ্জসি** *ক্রি* রং দিস। 'কি রঞ্জসি মোর মুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রঞ্জিয়া** *ক্রি* রাঙিয়ে। 'অঞ্জন রঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন বসাইল রে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **রঞ্জিল** *ক্রি* রঞ্জিত করলো। 'কাজলে রঞ্জিল দুই আখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রঞ্জিলেঁ** *ক্রি* রাঙালে; বিদ্ধ করলে। 'মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রঞ্জে** *ক্রি* রঞ্জিত করে। 'নানা বোলে সে তিরিক রঞ্জে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রঞ্জিত [স] ১ *বিণ* রাঙানো। 'হরিদ্রায় রঞ্জিত বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* রঙিন। 'নিজ করে লেখনী রঞ্জিত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বিণ* মোহনীয়; মুগ্ধকর। 'মদকল কোকিল কলরব সংকুল রঞ্জিত বাদন তানে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৪ *বিণ* রং দিয়ে চিত্রিত। 'ধৌত বিঘট্টিত লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই চার অবস্থা হল চিত্রের।' *অবন*, ১৯২৫।

রঞ্জিত করা *ক্রি* পরিপাটি বা বিন্যাস করা। 'দাস-দাসী সুবিমল ধৌতবস্ত্র পরিয়া, কেশ রঞ্জিত করিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রটন [স] *বি* প্রচার। 'ফলে তার কাছে ফাঁকি এই সে রটন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রটনা [স রটন>] *বি* প্রচার। 'লোকে অজ্ঞাতবাস রটনা করে দিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

রটনাকৌশলময়ী [স] *বিণ* অপবাদ প্রচারকারী। 'হে রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রটন্তী [স] *বি* মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী। 'রটন্তী পূজার রাত্রিতে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

রটা [স রট্>] *ক্রি* প্রচার হওয়া। 'একবার এমন রব রটিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **রটাইল** *ক্রি* রটনা করলো। 'কে রটাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রটানো *ক্রি* ছড়ানো। 'মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

রটিত [স] *বিণ* কথিত; প্রচারিত। 'কত যে ছন্দে কত সংগীতে রটিত কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রটিয়ে বেড়ানো *ক্রি* প্রচার করা। 'আমাদের নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রটে যাওয়া *ক্রি* প্রচারিত হওয়া। 'আমার বক্তৃতা খুব রটে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রডোড্রেনডন [ই] *বি* লাল, গোলাপী, বেগুনী বা সাদা রঙের বড়ো ফুলওয়ালা ঝোপবিশেষ। 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোড্রেনডন গুচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রড় ১ *বি* দৌড়; ছুট। 'রড় দিয়া ফল খাতে জায় গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* চিৎকার। 'সুগ্রীব প্রভৃতি বীর করি বড় রড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রড়ারড়ি *বি* দৌড়াদৌড়ি। 'দেখিতে আইল রড়ারড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রড়া *বি* ফলবিশেষ। 'শুকনো নাটাফল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রণ[১] [স] ১ *বি* যুদ্ধ। 'মুচকুন্দে তারকে রজনী দিবা রণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* খেলা। 'চিত্তরঙ্গে করি দুই জনে রণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ছোটাছুটি। 'রণকল্যাণীর নবীন বয়স ... রাত দিন রণ করে বেড়ায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

রণংদেহী [স] *বিণ* যুদ্ধংদেহী; আক্রমণাত্মক। 'সে রণংদেহী মূর্তি দেখিয়া বেশ ভয় পাইয়াছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রণকুশলী [স] *বিণ* যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ; যোদ্ধা। 'ভারতবর্ষীয়েরা যে পৃথিবী-মধ্যে রণকুশলী জাতিগণের অগ্রে গণ্য হইতে পারিতেন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রণ-কোলাহল [স] *বি* যুদ্ধকালীন শোরগোল। 'ঐ যে ভীম রণ-কোলাহল।' *নজরুল*, ১৯২২।

রণকৌশল [স] *বি* সমরনীতি। 'যুক্তরাষ্ট্র তাহার রণকৌশল দিক হইতে ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

রণকৌশলী [স] *বিণ* যুদ্ধে পারদর্শী। 'সে অমিততেজা রণকৌশলী কৈ?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রণক্লান্ত [স] *বিণ* যুদ্ধ-পরিশ্রান্ত। 'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত।' *নজরুল*, ১৯২২; 'ঐ বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

রণক্ষত [স রণক্ষেত্র] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রণক্ষতে ভোগ যোগে আইলুঁ এথাত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রণক্ষেত্র [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'শিখ-সম্প্রদায়ীরা ... বহু ব্যক্তিকে রণক্ষেত্রে বিনাশ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'শিমূল – বিশাল বৃক্ষ, ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী শোণিতার্দ্র!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রণখোলা [স রণক্ষেত্র] *বি* রণক্ষেত্র। 'রণখোলাতে গিয়া বীর করএ গর্জন।' *সুলতান*, ১৭০০।

রণগুরু [স] *বি* অস্ত্রচালনা শিক্ষা দেন যিনি। 'অস্ত্রে দীক্ষা দেহো রণগুরু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

রণগৌরব [স] *বি* যুদ্ধজয়। 'নিজেকে রণগৌরব ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রণঘণ্টা [স] *বি* যুদ্ধকালে বীরের কটিদেশে পরিধেয় ঘণ্টাবিশেষ। 'রণসিংহ রণভীম ধায় রণঘণ্টা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণচণ্ডা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) ভয়ঙ্কর যোদ্ধা। 'রণচণ্ডা চণ্ডী মূর্তিমতী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রণচণ্ডী [স] ১ *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) রণমত্তা দেবী চণ্ডীর মতো। 'তোমার রণচণ্ডী মূর্তি দেখলে।' *শরৎ*, ১৯১৩; 'বলতে গেলেই আমি হই পাড়া-কুঁদুলি, রণচণ্ডী, চামুণ্ডা আর আরও কত কী!' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ স্ত্রী* রাগান্বিত। 'মালশ্রী ইতিমধ্যে দেখি রণচণ্ডী হয়ে উঠেছে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

রণচণ্ডী মূর্তি [স] *বি* ভয়ঙ্কর মূর্তি। 'তোমার রণচণ্ডী মূর্তি দেখলে।' *শরৎ*, ১৯১৩।

রণচামুণ্ডা [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গার একটি রূপ; উগ্র নারী। 'অট্টহাসিছে রণচামুণ্ডা।' *নজরুল*, ১৯২২।

রণছোড় *বি* যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা লোক। 'আমি রণছোড়, টিটকারী দেয় পুরুষ যত!' *অন্নদা*, ১৯৪২।

রণজয় *বি* যুদ্ধজয়। 'ঘন বাজে সানি রণজয়-বেনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণজয়-বেনি [স রণজয়+স বেণু] *বি* যুদ্ধ জয়ের পর যে বাঁশি বাজানো হয়। 'ঘন বাজে সানি রণজয়-বেনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণজয়া [স রণজয়>] *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'ডিঙ্গা নামে রণজয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণজয়ী [স] *বিণ* যুদ্ধজয়ী। 'অবশ্যই রণজয়ী হব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

রণজিৎ [স] *বিণ* বিজয়ী। 'ক্রিকেট খেলাতেও নাহয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রণজিতা [স] *বিণ* যুদ্ধজয়ী। 'কালকেতু রণজিতা আনন্দে সরসচিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণ-ডঙ্কা *বি* যুদ্ধের ঢাক। 'ওঠে ওংকার, রণ-ডঙ্কার।' *নজরুল*, ১৯২২; 'রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রণতরী [স] *বি* যুদ্ধজাহাজ। 'এ প্রকার দুঃশাসনীর রাজ্যশাসন ও প্রজাদ্রোহ নিবারণার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য ও রণতরী রক্ষা করিতে হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

রণতূর [স] *বি* সমরবাদ্য। 'দামামা দগড় বাজে, বাজে রণতূর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রণতূর্য [স] *বি* প্রাচীন যুদ্ধবাদ্য; যুদ্ধশিঙ্গা। 'আর হাতে রণতূর্য।' *নজরুল*, ১৯২২।

রণদক্ষ [স] *বিণ* যুদ্ধে পারদর্শী। 'বিংশতি সহস্র রণদক্ষ পদাতিক লয়ে রণস্থলে উপস্থিত হন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

রণদামামা [স রণ+ফা দামামহ্] *বি* ঢাকজাতীয় রণবাদ্য। 'দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'অবিরত রণ-দামামা বাজাইয়া নির্ব্বাচন-কেন্দ্রগুলিকে তাঁহারা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

রণদুন্দুভি [স] *বি* যুদ্ধের ঢাক। 'রণদুন্দুভি রণভেরী বেজে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রণদুর্মদ [স] *বিণ* যুদ্ধে প্রমত্ত। 'তাঁহার নিজের রণদুর্মদ অক্ষৌহিণী সে অজস্রউদ্গমশীল সৈন্যতরঙ্গের সম্মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রণধারা [স] *বি* যুদ্ধরূপ স্রোত। 'রণধারা বাহি জয়গান গাহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রণনাদ [স] *বি* রাগান্বিত স্বর। 'আবদুর রহমানের রণনাদ শুনে পালাল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রণনিপুণ [স] *বিণ* যুদ্ধে পারদর্শী। 'ভারতবর্ষীয়েরা রণনিপুণ বলিয়া ... সুখ্যাত নহেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রণনীতি [স] *বি* যুদ্ধবিষয়ক নীতি। 'রণনীতির নিয়মকানুনে আপনি যতো পারদর্শী ও বিচক্ষণ আমি ততোটা নই।' *মুনীর*, ১৯৬১।

রণনৈতিক [স] *বিণ* যুদ্ধনীতি বিষয়ক। 'যাঁদের রণনৈতিক আদর্শ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

রণপণ্ডিত [স] *বিণ* যুদ্ধকুশল। *সেবধি*, ১৮৩৯।

রণপোত [স] *বি* যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত জাহাজ। 'আর উপকূলবাসী কোনো কোনো দুর্গেশ্বরের রণপোত ছিল।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

রণ-বাজা *বি* রণবাদ্য। 'এ কী রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন।' *নজরুল*, ১৯২২; 'বাজে রণ-বাজা, মাতে দুশমন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রণবাদ্য [স] *বি* যুদ্ধের বাজনা। 'রণবাদ্য, শঙ্খনাদ, ও হুহুঙ্কারধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'বাজাইল রণবাদ্য বাদ্যকর-দল নিক্বণে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রণবিদ্যা [স] *বি* যুদ্ধ সম্পর্কিত জ্ঞান। 'আধুনিক রণবিদ্যা তারাই আমাকে শিখিয়েছে।' *মুনীর*, ১৯৬১।

রণবীর [স] *বি* সেরা যোদ্ধা। 'ধর্ম্মবীর ও রণবীর।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২।

রণবেশ [স] *বি* যুদ্ধের পোশাক। 'রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রণভীম [স] *বি* রণগর্জন। 'রণসিংহ রণভীম ধায় রণঘণ্টা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণভীমা [স] *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'অপরূপ রূপসীমা গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণভূম [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে ... করি জয় স্বর্গে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

রণভূমি [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রণভূমি প্রবেশিল করিতে সমর।' *সুলতান*, ১৭০০।

রণভেরি, রণভেরী [স] *বি* যুদ্ধের দামামা। 'অনিবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে থাকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'দামেস্কনগরে আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রণমত্ত [স] *বিণ* যুদ্ধে মত্ত; যুদ্ধ করতে করতে মেতে উঠেছে এমন। '... বলবীর্য্যশালী রণমত্ত বীরপুরুষেরও সেইরূপ আবশ্যক।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

রণরঙ্গ [স] *বি* যুদ্ধের উন্মাদনা। 'চিরবৈরি হেরি, – সাজিল তরঙ্গদল রণরঙ্গে মাতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'প্রচার করিতে এই রণরঙ্গে মাতিয়াছি।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

রণরঙ্গিণী [স] *বি* রণমত্তা নারী; যুদ্ধপ্রিয় নারী। 'যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮; 'রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রণশৃঙ্গ [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'রণশৃঙ্গ জয়শৃঙ্গ মৃদঙ্গ করতালাদি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রণশ্রান্ত [স] *বিণ* যুদ্ধে ক্লান্ত বা অবসন্ন। 'রণশ্রান্ত সে দেখে পূর্ণ পাশবিকতা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রণসজ্জা [স] *বি* যুদ্ধের বেশ। 'পুরাণ কোঠির গড়ের উপর থরে২ কামান রাখিয়া রণসজ্জা করিয়া সকলে সাবধানে থাকিবেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রণসমুদ্র [স] *বি* যুদ্ধরূপ সমুদ্র। 'তিনি স্বয়ং ভীমা অসি করে ধারণ করিয়া রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রণসাজ [স রণসজ্জা] *বি* যুদ্ধের পোশাক; রণবেশ। 'দেখে বে বুঝলে এও রণসাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রণসাজ-পরা *বিণ* যুদ্ধের সাজপোশাক পরিহিত। 'তোর ও রণসাজ-পরা খেজুর গাছের মতো ফটোটা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রণসাধ [স] *বি* যুদ্ধ করার ইচ্ছা। 'সেনাবাহিনী ভারতীয় ফৌজে রণসাধ চিরতরে মিটাইয়া দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

রণসিঙ্গা [স রণশিঙ্গা] *বি* যুদ্ধের বাদ্য। 'নাকারা রণসিঙ্গা ক বাজিতে লাগিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রণস্থল [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'বীরের দাবড়ে সেনা পড়ে রণস্থল। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণস্থান [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রজনীতে রণস্থান উদ্দেশ করিআ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

রণাঙ্গণ [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রণাঙ্গণে হইলে রঘুনাথের রক্ষিণী। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণাঙ্গন [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রণাঙ্গনে নামবে কে আর?' *নজরুল* ১৯২২।

রণাঙ্গনা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) যুদ্ধময়ী। 'রক্তদশনা রণাঙ্গন করালী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

রণে ভঙ্গ ১ *বি* কাজ শেষ না করেই সমাপ্তি ঘোষণা। 'রণে ভঙ্গ দিয় দানা পলায় সত্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন 'রণে ভঙ্গ দেই সেনা শুনি জার নাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* তর্কে ক্ষান্তি দেওয়া। 'কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বললুম।' *মুজতবা* ১৯৪৯।

রণোৎসাহ [স] *বি* যুদ্ধে উৎসাহী। 'রুষীয় এজেন্ট সন্তালদিগে পৃষ্ঠবল হইয়া রণোৎসাহ দিতেছেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

রণোন্মত্ত [স] *বিণ* যুদ্ধের নেশায় উন্মত্ত। 'ওই যতীন্দ্র রণোন্মত্ত *নজরুল*, ১৯৩০।

রণোন্মাদ [স] *বিণ* যুদ্ধ করতে করতে মেতে উঠেছে এমন; রণমত্ত 'নাচায় প্রাণ রণোন্মাদ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রন [স রণ] *বি* যুদ্ধ। 'সিগ্রগতি পাইল রনস্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০ 'জুজ্ঝষ হউক স্বামী রনে মহাবলী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রনস্থান [স রণস্থান] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'সিগ্রগতি পাইল রনস্থানে *মালাধর*, ১৫০০।

রণ[2] *বি* নদীর নামবিশেষ। 'রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপ তৎসময়ে বরফ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রণঝন [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব অলঙ্কারের শব্দ। 'পঁইচি বাজে রিনিঝি রণঝন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রণৎকার [স] *বি* ঝংকার। 'রণৎকার ধ্বনি তার, শব্দ ঝন ঝন।' *রঙ্গ* ১৮৫৮।

রণন *বি* অনুরণন। 'ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে, গানের বেদনায় যা যে হারায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

রণরণি ১ *বি* মৃদু শব্দ। 'বজ্র ঘোষণা ধায়, কভু মৃদু, – মরি যায়, ক উঠে রণরণি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বি* মিষ্টি শব্দ। 'তন্দ্রা প্রত্যন্তদেশে জাগায়েছে ধ্বনি মৃদু রণরণি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

AMARBOI.COM

রণরণিত *বিণ* ঝংকৃত। 'আজ সেই লয়ের তান রণরণিত হচ্ছে।' *সুকান্ত, ১৯৪৮*।

রণা ১ *ক্রি* যুদ্ধ করা। 'ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা উভয়।' *মাইকেল, ১৮৬০*। ২ *ক্রি* অস্ত্র ঝঙ্কৃত হওয়া। 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।' *নজরুল, ১৯২২*।

রণি [স রণ] *বি* যুদ্ধ। 'পাবক ধরম বিনে কো করব রণি।' *বাহরাম, ১৬৫০*।

রণিত [স] *বিণ* শব্দময়। 'সুরের আবেশে তুলিল রণিত করি।' *সুধীন্দ্র, ১৯৩২*।

রণ্ড [স] *বি* বিধবা। 'জত লোক দণ্ডধারী বৈরী বধূ রণ্ড কারী কর তুলি করে নিসূধন।' *আলাওল, ১৬৮০*।

রণ্ডা [স] *বি* বিধবা। 'তাঁহাদের কুল রণ্ডা দোষে দূষিত হয়।' *কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩*।

রত[1] [স] ১ *বিণ* ব্যাপৃত। 'হরিনামে হবে রত তাহে যাবে তরে।' *মানিকরাম, ১৭৮১*। ২ *বিণ* অনুরক্ত। 'সকল লোক পুণ্যেতে রত।' *মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২*। ৩ *বিণ* লিপ্ত। 'বিদ্যাভ্যাসে রত ছিলেন।' *দর্পণ, ১৮৩০*। ৪ *বিণ* ব্যস্ত। 'ঘরের কাজে হই গো রত।' *রবীন্দ্র, ১৯১৩*।

রত[2] [স রথ] *বি* রথ। 'জরির জামা ও হীরের কণ্ঠী পরে নাচ দেখতে বসুন ... প্রতিমে বিসর্জন ... স্নানযাত্রা ও রতে বাহার দিন।' *হুতোম, ১৮৬১*।

রতন [স রত্ন] ১ *বি* রত্ন। 'তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ।' *বড়ু, ১৪৫০*। ২ *বিণ শ্রেষ্ঠ*। 'মালিয়ানী বলে শুন পুরুষ রতন।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*।

রতন-আসন [স রত্ন-আসন] *বি* রত্নখচিত আসন। 'বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ রতন-আসনে।' *মাইকেল, ১৮৬০*।

রতনচক্র [স রত্নচক্র] *বি* হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'শুধু একজোড়া রতনচক্র।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৯*।

রতনচুর [স রত্নচূর্ণ] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'রিক্ত লতারে পরায়ে দিলে এ রতনচুর!' *সত্যেন্দ্র, ১৯১১*।

রতনজড়িত [স রত্নজড়িত] *বিণ* রত্নজড়ানো; রত্নে মোড়া। 'শোভে রতনজড়িত বাঁশী আন্ধারে।' *বড়ু, ১৪৫০*।

রতনধুলি [স রত্নধূলি] *বি* রতনরূপ ধুলা। 'দেখো কতজন মাগিছে রতনধূলি।' *রবীন্দ্র, ১৯১৪*।

রতননিকর [স রত্ননিকর] *বি* রত্নরাজি। 'প্রতাপে আদিত্য জিনি, রতননিকর।' *মাইকেল, ১৮৬০*।

রতনবিগ্রহ [স রত্নবিগ্রহ] *বি* রত্ননির্মিত দেবমূর্তি। 'রত্নসিংহাসন-'পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ –।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৯*।

রতনভূষণ [স রত্নভূষণ] *বি* রত্নখচিত অলংকার। 'অঙ্গে শোভে রতনভূষণ।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

রতনমণি [স রত্নমণি] *বি শ্রেষ্ঠ* রত্ন। 'দিয়ে তোমার রতনমণি আমায় করলে ধনী – এখন দ্বারে এসে ডাকো, রয়েছি দ্বার এঁটে।' *রবীন্দ্র, ১৯১৩*; 'সাগর যেমন জাগায় ধ্বনি খোঁজে নিজের রতনমণি।' *রবীন্দ্র, ১৯২৬*।

রতনমুদড়ী [স রত্ন>] *বি* রত্নখচিত আংটি। 'রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে।' *বড়ু, ১৪৫০*।

রতনসম্ভবা বিভা [স রত্নসম্ভবাবিভা] *বি* রত্ন থেকে বিকীর্ণ রশ্মি। 'ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে রতনসম্ভবা বিভা – ঝলসি নয়নে!' *মাইকেল, ১৮৬১*।

রতনসিংহাসন [স রত্নসিংহাসন] *বি* রত্নখচিত সিংহাসন। 'অভিন্ন মদন কায়ে কষিলকনক প্রায়ে বসিলা রতনসিংহাসনে।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*।

রতনহার [স রত্নহার] *বি* রত্নের মালা। 'কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫*।

রতনাসন [স রত্নাসন] *বি* রত্নখচিত আসন। 'সে লোকে পুলকে বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন।' *মাইকেল, ১৮৬০*।

রতনাকর [স রত্নাকর] *বি* সমুদ্র। 'যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা।' *মাইকেল, ১৮৬০*।

রতা [স] ১ *বিণ* আসক্তা। 'শাহার সম্ভোগে আক্ষি অতিশয় রতা।' *আলাওল, ১৬৮০*। ২ *বিণ স্ত্রী* নিয়োজিত। 'অজ্ঞানবশতই স্ত্রীগণ অনুক্ষণ দুষ্কর্ম্মে রতা।' *দর্পণ, ১৮৩৮*।

রতি[1], **রতী** [স] ১ *বি* যৌন-সম্ভোগ। 'আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে।' *বড়ু, ১৪৫০*; 'রতি লাগি বল করে নান্দের নন্দন।' *বড়ু, ১৪৫০*। ২ *বি* ইচ্ছা। 'কেহো শিষ্য কেহো পত্নী যার যথা রতি।' *বৃন্দা, ১৫৮০*।

রতিকথা [স] *বি* কামের আলাপ। 'রতিকথা সখিমুখে না শুণীলোঁ কানে।' *বড়ু, ১৪৫০*।

রতিকলা [স] *বি* কামকলা। 'নাহি জান রতিকলা।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

রতিক্রিয়া [স] *বি* যৌনসঙ্গম। 'আড়ভিজীর সহিত বিবির মাতার প্রেমালাপ ও আলিঙ্গনাদি রতিক্রিয়া হইয়া থাকে।' *ভবানী, ১৮২৮*।

রতিক্রীড়াপরায়ণ [স] *বিণ* যৌনাসক্ত। 'রতিক্রীড়াপরায়ণ পুংবকের মাংস ভক্ষণ করিবামাত্র নিষাদের সুপ্ত বুদ্ধি যেন জাগরিত হইয়া উঠিল।' *বনফুল, ১৯৩৬*।

রতিচিহ্ন [স] *বি* যৌনমিলনকালীন সৃষ্ট চিহ্ন। 'পরপতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে যে নারে/ লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে।' *ভারত, ১৭৬০*।

রতিদ্বেষী [স] *বিণ* যৌনসম্ভোগে বিরাগ আছে এমন। 'ঋতু হয়ে রতিদ্বেষী একি ঘোর পাপ।' *গুপ্ত, ১৮৫৮*।

রতিনিন্দিতা [স] *বি* কামদেব মদনের স্ত্রী রতির সৌন্দর্যকেও ম্লান করে এমন সুন্দরী। 'কত রতিনিন্দিতার বক্ষে তুমি বাজাইলে বেদনার কেকা।' *জীবন, ১৯৩০*।

রতিপণ্ডিতা [স] *বিণ* রতি কাজে নিপুণা। 'রতিপণ্ডিতা বহুমানিতা মধুরভাষিণী নিবিড় নিতম্বিনী।' *ভবানী, ১৮২৫*।

রতিপতি [স] *বি* কামদেব। 'অমিঞা সভার চিত্ত কাম রতিপতি।' *মুকুন্দ, ১৬০০*; 'কাহিনী হৃদি রতিপতি জানি।' *বাহরাম, ১৬৫০*।

রতিবিহার [স] *বি* যৌনমিলন। 'লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে মনোবীজ দাও।' *জীবন, ১৯৪৪*।

রতিবিহ্বলা [স] *বিণ* কামাতুর। 'তিনি যেন চতুরা নায়িকা, নায়কদর্শনে রতিবিহ্বলা।' *মুখলেস, ১৯৭০*।

রতিবেআকুল [স রতিব্যাকুল] *বিণ* যৌন মিলনের জন্য ব্যাকুল। 'আতি রতিবেআকুল হঞাঁ।' *বড়ু, ১৪৫০*।

রতিভাবে [স] *ক্রিবিণ* আনন্দিতমনে। 'লাসবেস করী রতিভাবে।' *বড়ু, ১৪৫০*।

AMARBOI.COM

রতিমতি [স] *বি* অনুরাগ। 'চৈতন্যচরণে যার আছে রতি মতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রতিরঙ্ক [স] *বিণ* কামুক। 'দূর করি লজ্জাতঙ্ক তুহু সাধু রতিরঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রতিরঙ্গ [স] *বি* কামস্পৃহা। 'তিল এক মোর মনে নাহিঁ রতিরঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতিরণ [স] *বি* কামকলা; যৌনক্রীড়া। 'রতিরণে জয়ধুনী করঁএ কিঙ্কিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতিরস [স] *বি* রতিক্রিয়া। 'রতিরসেঁ তোষ মোরে পরিহরী লাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতিরসকামদোহিনী *বি* আসক্তি; অনুরাগ। *বড়ু*, ১৪৫০।

রতিরূপতনু [স] *বিণ* যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগায় এমন শরীর। 'ভ্রু কামধনু, রতিরূপতনু, মৃগী দেখি হইল বিমুখী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রতিশ্রম [স] *বি* যৌনমিলনের পরিশ্রম। 'আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতি-সম্মোহন [স] *বি* কামনার মোহ। 'বাতাসে ভাসিছে যেথা জন্মবীজ, রতি-সম্মোহন।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

রতিসুখ [স] *বি* যৌনমিলনের আনন্দ। 'রতিসুখ ভুঞ্জিঞাঁ রাধা গোআলিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতীসিধী *বি* যৌনমিলন। 'কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতি[2] [স রক্তিকা] **১** *বিণ* বিন্দুমাত্র। 'তুমি নিদারুণ অতি মমতা নাস্তিক রতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* অল্প পরিমাণ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমি তোমার নিকট রতি পরিমাণ সোনাও চাহি না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৩** *বি* সোনা-রুপা মাপার একক; এক কুঁচের সমান। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'এক রতি তুলাতে এরূপ কাটা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রতি মাসা *বি* সূক্ষ্ম পরিমাপ বিশেষ। 'লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতিমাসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'যে আসায় এই ভবে আসা হল না তার রতি মাসা।' *লালন*, ১৮৯০।

রত্তি ১ *বি* ওজনের একক বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* মুহূর্ত। 'এক রত্তি।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রত্তন [স রত্ন] *বি* রত্ন। 'অমূর্ল্য রত্তন ছাড়ি কিসের ফুড়ান।' *মালাধর*, ১৫০০।

রত্ন [স] **১** *বি* অমূল্য সম্পদ। 'কড়ছের রত্ন মুঞি হারানু গোপালে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মণি-মুক্তা ইত্যাদি। 'পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* গম্বুজ। 'নানা রত্ন মন্দির কদম্ব।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রত্ন আভরণ [স] *বি* রত্ন অলংকার। 'রত্ন আভরণ শোহন মোহন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রত্নকণা [স] *বি* মূল্যবান মণিকণা। 'চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রত্নকান্তিচ্ছটা [স] *বি* মণিমাণিক্যের দীপ্তি। 'অচপলা যেন রত্নকান্তিচ্ছটা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রত্নকুণ্ডল [স] *বি* রত্ননির্মিত কানের দুল। 'রত্নকুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রত্নখনি [স] *বি* অত্যন্ত মূল্যবান পদার্থের খনি। 'তিনি আমাদের মনোরূপ রত্নখনিতে ... সুখরত্ন নিহিত রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রত্নগর্ভ [স] *বিণ* রত্নপূর্ণ। 'প্রেমে মত্ত রত্নগর্ভ হইলা তখন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রত্নগর্ভা [স] *বিণ স্ত্রী* সুসন্তানের গর্ভধারণকারী। 'স্বর্ণকুক্ষী রত্নগর্ভা জননী তোমার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রত্নগুহা [স] *বি* প্রাচুর্য। 'কাসেম রত্নগুহার মধ্যে আবদ্ধ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রত্নচূড়া [স] *বি* রত্নখচিত মুকুট। 'রত্নচূড়া শিরে পরি/ এস বিশ্ব আলো করি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রত্নছাতি [স রত্নছত্র] *বি* রত্নখচিত ছাতা। 'চারিদিগে ভূঞা রাজা শিরে রত্নছাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রত্নজাত [স] *বি* রত্ন থেকে উৎপন্ন। 'সে সমুদায় মহামূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

রত্নদান [স] *বি* রত্ন উপহার। 'রত্নদান করএ মাগএ পুত্র দান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রত্ন-দুল *বি* মণি-মুক্তাদি বসানো কানের দুল। 'রত্ন-দুল সে রইল পড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রত্নদ্বীপ [স] *বি* রত্নমণ্ডিত দ্বীপ। 'আমি হাসিখুশির খেয়া বেয়ে পৌঁছে গেছি রত্নদ্বীপে কম্পাস বিহনে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রত্নন [স রত্ন] *বি* রত্ন। 'জত আছে মাণিক্য রত্নন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রত্ননিধি [স] *বি* অমূল্য ধন। 'জগত উজ্জ্বল দুই রত্ননিধি সার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রত্নপাত্রী [স] *বি স্ত্রী* প্রেমময় অভিনয়কারী। 'সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

রত্নপূর্ণ [স] *বিণ* রত্নময়; সম্পদশালী। 'গূঢ়াচারী বণিকগণের এক গণ্ডূষেই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রত্নপ্রসবিনী [স] *বিণ* রত্ন জন্ম দেয় এমন। 'অনন্ত রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রত্নপ্রসূ [স] *বিণ* অমূল্য ফলদায়ী। 'তাহা কালে রত্নপ্রসূ হবেই।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

রত্ন-বণিক [স] *বি* মণি-মুক্তার ব্যবসায়ী। 'একজন রত্ন-বণিক লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের বাধা দিলে।' *ওদুদ*, ১৯৩৫।

রত্নবন্ত [স] *বিণ* রত্নে পরিপূর্ণ। 'যবদ্বীপ রত্নবন্ত।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

রত্নবান্ধা [স রত্ন+বান্ধা] *বিণ* রত্নখচিত। 'রত্নবান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রত্নবেদী [স] *বি* রত্ন খচিত বেদী। 'রম্য কদম্বের তরুতলে রত্নবেদী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রত্নবেনে [স রত্নবণিক] *বি* মণিমুক্তার ব্যবসায়ী; জহুরি। 'উহারা রত্নবেনে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রত্নভূষা [স] *বিণ স্ত্রী* রত্নে ভূষিত। 'সর্বাঙ্গে মহামূল্য রত্নভূষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রত্ন মন্দির [স] *বি* গম্বুজবিশিষ্ট মন্দির; রত্নখচিত মন্দির। 'নানা রত্ন মন্দির কদম্ব।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রত্নময় [স] *বিণ* রত্ন দিয়ে তৈরি। 'মির্তিকার নেস নাঞি সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রত্নময়।' *মালাধর*, ১৫০০।

রত্নময়ত্ব [স] *বি* রত্ন ধারণের গুণ। 'তাঁহার রত্নময়ত্ব নিরর্থক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রত্নময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* রত্নপূর্ণ। 'সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর, রত্নময়ী বসুধার বরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রত্নমালা [স] *বি* রত্ন দিয়ে তৈরি মালা। 'সিকীপুংস রত্নমালা দিয়া বান্দে কেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

রত্নরাজি [স] *বি* মণিমুক্তাদি। 'ভূতলে অতুল সভা – স্ফটিকে গঠিত; তাহে শোভে রত্নরাজি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রত্নরাজিময় [স] *বিণ* মণিমুক্তাদিতে পূর্ণ। 'এই অনন্ত সংসার, অসংখ্য রত্নরাজিময়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রত্নসানুগিরি [স] *বি* মেরু পর্বত। 'সৃজিলা পৃথিবী মধ্যে রত্নসানুগিরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রত্ন-সিংহাসন [স] *বি* অমূল্য আসন। 'মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্ন-সিংহাসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রত্নস্বরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* রত্নতুল্য। 'ওস্তাদের কন্যাগুলিও রত্নস্বরূপা; যদিও দুষ্কুলাৎ।' *তারা*, ১৯৪০।

রত্নাকর [স] **১** *বি* রত্নের খনি। 'বর্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* মণিমুক্তার কারবারি। 'রত্নাকরের খবর তা বলে পুছো না ওদের ভুলে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রত্নাকারা [স] *বিণ স্ত্রী* মণি-মুক্তার আকার। 'হেরি রত্নাকারা তারা, – সুখে মন্দগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রত্নাধার [স] *বি* রত্নের আধার। 'নামিয়া আসিছে অলিন্দ হতে বিরাট রত্নাধার।' *আহসান*, ১৯৫০।

রত্নাবলী [স] *বি* রত্নসমূহ। 'সুঅঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রত্নাবাস [স] *বি* অলঙ্কৃত বাড়ি। 'গৃহদ্বার সন্নিকটবর্তী এই রত্নাবাসটি এতদিন পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রত্নাভরণভূষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* রত্নখচিত অলঙ্কারে সজ্জিত। 'দেবী নিজে তেমন রত্নাভরণভূষিতা মহার্ঘবস্ত্রপরিহিতা নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রত্নাসন [স] *বি* মূল্যবান পাথরে খচিত আসন। 'রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রত্নোত্তমা [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ রত্নের মতো। 'যথা ধীরে স্বপ্ন-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি মায়া-নারী-রত্নোত্তমা রূপের সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রত্না [স] *বি* নদীর নামবিশেষ। 'ধাইল তারাজুলি গুপ্তারা কুতূহলী রত্না চলিল রঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রত্নাকর[1] [স] **১** *বি* উপাধিবিশেষ। 'উজানিতে পদবী আচার্য রত্নাকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি। 'রত্নাকরে বচন নাহি ওর অন্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* সমুদ্র। 'রত্নাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রত্নাকর[2] *দ্র* রত্ন

রথ [স] **১** *বি* চাকাওয়ালা প্রাচীন যানবিশেষ। 'জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। **২** *বি* কলের গাড়ি। '৬০/৬৫ বৎসরের রথ প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর যেরূপ উপকার সাধন করিয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৩** *বি* রেলগাড়ি; ট্রেন। 'বাষ্পীয় রথের দুই পথ পরস্পর পাশাপাশি থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৪** *বি* ধর্মীয় উৎসববিশেষ। 'থালখানি রথের সময় কিনেছিলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

রথ-আনা *বিণ* রথ টেনে আনে এমন। 'তোমার রথ-আনা ওই/ রক্ত-সেনার রথে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রথকার [স] *বি* রথনির্মাতা। 'এক রথকার অপূর্ব এক রথ নির্মাণ করিয়া ...।' *কেরি*, ১৮১২।

রথ-ঘর্ঘর *বি* রথের চাকার ঘর্ ঘর শব্দ। 'শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর।' *নজরুল*, ১৯২২।

রথচক্র [স] *বি* রথের চাকা। 'সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রথচক্রতল [স] *বি* রথের চাকার তলা। 'অত্যাচারীর রথচক্রতলে পিষ্ট হইয়া ধুঁকিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

রথধ্বজ [স] *বি* রথের পতাকা। 'আচম্বিতে রথধ্বজ ভাঙ্গিব জখন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রথপার্বণ, রথ পার্বণ [স] *বি* ধর্মীয় উৎসব-বিশেষ। 'সহরে রথ পার্বণে বড় অ্যাকটা ঘটা নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রথযাত্রা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) জগন্নাথের রথে চড়ে ভ্রমণের উৎসব। 'সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ইম্পীরিয়ল রথযাত্রার লম্বা দড়িতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রথশৃঙ্গ [স] *বি* রথের চূড়া। 'রথশৃঙ্গ, মন্দিরচূড়া ও বৃক্ষ শাখা হইতে পতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রথারূঢ় [স] *বিণ* রথে আরোহী। 'রথারূঢ় ব্যক্তিদিগের স্বকীয় দোষে ও অন্যান্য কারণে উৎপাদিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রথারূঢ়া [স] *বিণ* রথে আসীন। 'কাকধ্বজরথারূঢ়া ধুমের বরণ।' *ভারত*, ১৭৬০।

রথারোহণ [স] *বি* রথে চড়া। 'হস্তী, অশ্ব, রথারোহণেতে সুদৃঢ় হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রথারোহী [স] *বি* গাড়িতে আরোহণকারী। 'রথারোহীদিগের মধ্যে যিনি দ্রব্যজাত সঙ্গে লইয়া যাইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

রথাশ্ব [স] *বি* রথ ও ঘোড়া। 'মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে আর না দেখি আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রথাঙ্গপাণি [স] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'প্রথমে লম্বোদর পুজিল দিবাকর রথাঙ্গপাণি উমাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রথী [স] **১** *বি* রথচালক। 'রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* যে ব্যক্তি রথে আরোহণ করে যুদ্ধ করে। 'ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী শোণিতার্দ্র!' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৩** *বি* নেতা। 'হিন্দু-মুসলমানে মিলনাকাঙ্ক্ষী বড়ো বড়ো রথীরাও এইটা ধরতে পারেননি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রথি [স] *বি* রথচালক। 'রথ সনে সাজে রথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রথীন্দ্রদল [স] *বি* রথ আরোহী সৈন্যদল। 'হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে চৌদিকে রথীন্দ্রদল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রথীন্দ্রর্ষভ [স] *বি* শ্রেষ্ঠ রথী। 'সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রথ্যা [স] *বি* রাস্তা। 'প্রস্তরনির্ম্মিত রথ্যা সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রথ্যাকর [স] *বি* রাস্তা সম্বন্ধীয় খাজনা। 'রথ্যাকর সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রচার দ্বারা ...।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

রদ[1] [স] *বি* দাঁত। 'রদে রদে ঠনাঠনি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রদন [স] *বি* দাঁত। 'বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত।' *ভারত*, ১৭৬০।

রদ[2] [আ] **১** *বিণ* বন্ধ। 'কে পারে করিতে রদ আল্লার কলম।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* বাতিল। 'আপনি এক রদ জওয়াব লিখিয়া দিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **৩** *বি* বদল। *ভবানী*, ১৮২৩। **৪** *বি* খণ্ডন; রহিতকরণ। 'ঈশ্বর অদৃষ্টফলকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রদ করিবার কাহারও সাধ্য নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রদবদল [স রদ+আ বদল] **১** *বি* পরিবর্তন। 'জমি সংক্রান্ত আইন রদবদল না হইলে এক বন্দে বেশি জমি না পাওয়া গেলে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৭; 'রেইজম্যান রোয়েদাদের কোন রদবদল হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৫৬। **২** *বি* অদলবদল। 'নূতন কোড দিয়ে রদবদল করার কোনো প্রয়োজন নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রদি দ্র **রদ্দি**

রদ্দা [হি] *বি* হাতের ধার দিয়ে ঘাড়ে আঘাত করা। 'সাবরা মদ খাইয়ে রদ্দা দেয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

রদ্দি [আ] **১** *বিণ* নিকৃষ্ট; নিম্নমানের। 'বুকস্টলের সমস্ত রদ্দি বই।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* বাজে। 'রদ্দি উপন্যাস গাদা গাদা ছাপতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রদ্দিমাল [আ রদ্দি-মাল] *বি* নিকৃষ্ট জিনিস; বাজে জিনিস। 'দালালদের রদ্দিমাল এরপর বাজারের একমাত্র পণ্য হিশেবে বিকোবে।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

রদ্দুর [স রৌদ্র] *বি* রোদ। 'এ রদ্দুরের বেলা মেলা কি বকচো হে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রনরন [ধ্বন্যা] *বি* অলঙ্কারের শব্দ। 'সকল অলঙ্কৃত কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি কিঙ্কিণি রনরন বোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

রনরনরন [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব বাদ্যযন্ত্র বাজার ধ্বনি। 'রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন – ঝন রনরনরন ঝন ঝন।' *নজরুল*, ১৯২২।

রনরনি [ধ্বন্যা] *বি* অলংকারাদির শিঞ্জন। 'রনরনি কঙ্কন কিঙ্কিনি রটই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রনরনা [ধ্বন্যা রনরন>] *ক্রি* বুকের ভিতর কেঁপে ওঠা। 'বক্ষ তোর উঠে রনরনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রন্ধন [স] *বি* রান্না। 'জেখানে রন্ধন করে বিপ্রের নারিগন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রন্ধন-কলাবিদ [স] *বিণ* রন্ধনশিল্পে পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'রন্ধন-কলাবিদ মহিলাদের তত্ত্বাবধানে অন্তঃপুরে বিবিধ সুখাদ্য তৈরি হতো।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রন্ধন ক্লেশ [স] *বি* রান্না করার জন্য যে পরিশ্রম। 'রন্ধন ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে ক্রয় করিয়া ভোজন করিব।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

রন্ধনখাচর *বিণ* রান্নায় অনিপুণ। 'রন্ধনখাচর চাটি আনিব খাঁখার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রন্ধননিপুণা [স] *বিণ* রান্নায় দক্ষ। 'একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ চিত্রবিদ্যাপারদর্শিনী, রন্ধননিপুণা, রূপবতী কিশোরী সেকালে বেশি ছিল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রন্ধন-বিদ্যা [স] *বি* রান্না সংক্রান্ত বিদ্যা বা জ্ঞান। 'রন্ধন-বিদ্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ ... অবশ্য পঠনীয় বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।' *বেগম* ১৯৪৯।

রন্ধনভোজন [স] *বি* রান্না ও খাওয়া। 'রন্ধনভোজন করি কৌতুক জানিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রন্ধনযজ্ঞ [স] *বি* রান্নার বড়ো আয়োজন। 'খবর এসেছে লন্ডনে এক বিরাট রন্ধনযজ্ঞ হবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রন্ধনরত [স] *বিণ* রান্না করছে এমন। 'রন্ধনরত বধূর পিছনে আসিয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রন্ধনরতা [স] *বিণ স্ত্রী* রান্না করছে এমন। 'রন্ধনরতা রসুলের বো নছিবনকে দেখিতে দেখিতে ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

রন্ধনশালা [স] *বি* রান্নাঘর। 'তুলিল রন্ধনশালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রন্ধনাগার [স] *বি* রান্নাঘর। 'তাঁহারা এতকাল ... রন্ধনাগারের কর্ত্রী হইয়া বেড়ীটানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

রন্ধনালয় [স] *বি* রান্নাঘর। 'রন্ধনালয় ... অতি পরিপাটীরূপে রচিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

রন্ধনী *বি স্ত্রী* রাঁধুনি। 'তোমা ধরে রাঁধে না রন্ধনী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

রন্ধ্র [স] **১** *বি* ছিদ্র। 'মৃণালেতে সারি সারি রন্ধ্র বানাইয়া।' *দীনচণ্ডী* ১৬০০। **২** *বি* কোষ। 'কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্রগুলি পূর্ণ হয়ে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বি* ত্রুটি। 'বজেটের খতিয়া কোথা তার আছে রন্ধ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রন্ধ্রপথ [স] *বি* ছিদ্রপথ। 'এহীমতে রন্ধ্রপথে এহী লক্ষ মারী কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রন্ধ্রময় [স] *বিণ* গর্তযুক্ত। 'পলকের ঘাতে স্বর্গ হৈছে রন্ধ্রময় *আলাওল*, ১৬৮০।

রন্ধ্রহীন [স] *বিণ* নিশ্ছিদ্র। 'যতই রন্ধ্রহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বা দিতে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রন্ধ্রে রন্ধ্রে **১** *ক্রিবিণ* সবখানে। 'সীমার বক্ষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেদ করি এই অসীমের অমৃত ফোয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিল, তাহার আর অন্দ দেখি না।' *রবীন্দ্র* ১৯১২। **২** *ক্রিবিণ* ফাঁকে ফাঁকে। 'দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দীপ্ত গগ মাঝে রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৩** *ক্রিবিণ* ছিদ্রে ছিদ্রে। 'এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে, যে বিরাট গূঢ় অনুভবে, রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রপট [হি] *বি* বেগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রপটান *বি* লাফালাফি করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রপটানি [হি রপট] *বি* লাফালাফির কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রপ্টে রপ্টে [ফা রফতহ্-রফতহ্>] *ক্রিবিণ* লাফিয়ে। 'ছেলেরা . ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্টে রপ্টে ব্যাড়াচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রপ্ত[1] [ফা রফতন>] *বি* রপ্তানি। 'ইঙ্গলণ্ড দেশে রপ্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

রপ্তি [ফা রফতন>] *বি* রপ্তানি। 'গঙ্গার আমদ রপ্তিতে।' *ক্যালেন্ডার* ১৭৮৯।

AMARBOI.COM

রফ্‌ত [ফা রফতন>] *বি* রপ্তানি। 'ভারতবর্ষ হইতে যে জিনিস রফ্‌ত হয় তাহা প্রস্তুতকরণে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

রপ্ত² [আ রব্‌ত] *বি* আয়ত্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সংক্ষেপে বলার কায়দা রপ্ত করা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রপ্তানি, রপ্তানী [ফা রফতন>] ১ *বি* বিক্রির জন্য পণ্য বিদেশে প্রেরণ। 'সরাপের রপ্তানি হইলে তাহার হাসিল লাগিবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'এ দেশ হইতে যে এক রপ্তানীর বস্ত্র হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বিণ* বিতাড়িত। 'আমরা কি চিরকালের জন্যে রপ্তানি হয়ে গেলুম?' *নজরুল*, ১৯৩১।

রপ্তানিকারক *বি* বিক্রির জন্য পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করে যে। 'এদের মধ্যে পান বিড়িওয়ালা থেকে আমদানি-রপ্তানিকারক।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

রপ্তানিপ্রযুক্ত [ফা রফতন+স প্রযুক্ত] *ক্রিবিণ* বিদেশে মালামাল রপ্তানির কারণে। 'এতদ্দেশে যে তণ্ডুলাদির দুর্মূল্যতা সে কেবল ইংগ্লণ্ডদেশে রপ্তানিপ্রযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

রফতানি, রফতানী [ফা রফতন>] *বি* পণ্য দ্রব্যাদি অন্যত্র চালান দেওয়া। 'রফতানি।' *ক্যালগে*, ১৭৯১; 'অনেক চামড়া বাইরে রফতানীর জন্য বেঁচে যাবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রফতানীযোগ্য [ফা রফতন>+স যোগ্য] *বিণ* বিক্রির জন্য বিদেশে প্রেরণের উপযোগী। 'মধ্যবিত্তশ্রেণী আমদানী রফতানীযোগ্য পণ্য নহে।' *আজাদ*, ১৯৬২।

রফলা [স] *বি* বর্ণের নীচে যুক্ত হয় এমন চিহ্ন বিশেষ, যার উচ্চারণ 'র'-এর মতো – '্র'। 'যে শ্লোক রচনা করিয়া শোনান তাহাতে উগ্রশব্দ হইতে রফলাটা লোপ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'তাহার দিকে গলা বাড়াইয়া র-ফলা যুক্ত করিয়া ডাকিল –ক্রু – ক্রু – ক্রু।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রফা [আ] ১ *বি* মীমাংসা; নিষ্পত্তি। 'ইহাদিগের মকর্দ্দমা রফা করিয়া দেও।' *মেয়ের্স*, ১৭৫৭; 'তাহার বদলের রফা ও উমুলে অনেক ব্যামোহ হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। ২ *বি* পরিষ্কার। *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বি* মিটমাট। 'যাও বাবুর সহিত রফা কর।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* নিঃশেষ হওয়া। 'মনের দুঃখে বলছে লালন আমার কেবল রফা।' *লালন*, ১৮৯০। ৫ *বি* সমাপ্তি। 'সেদিনকারের গল্প বলার হয়ে গেল রফা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রফা করন *ক্রি* উপসংহারে পৌঁছানো; মীমাংসা করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

রফানামা [আ রফা+ফা নামাহ্‌] *বি* মীমাংসাপত্র। 'যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফানামা দেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রফানিষ্পত্তি [আ রফা+স নিষ্পত্তি] *বি* মিটমাট। 'আধা-আধি রফানিষ্পত্তি করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রফারফি [আ রফা>] *বি* মিটমাট। 'শেষটায় কোন শর্তে রফারফি হল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'গুরুই শেষটায় রফারফি করে দিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রফাহীন [আ রফা+স হীন] *বিণ* অবিতর্কিত; আপসহীন। 'ব্যক্তির রফাহীন অনন্যতার উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়া শুধু কঠিন নয়, বোধ হয় একেবারেই অসম্ভব।' *শিব*, ১৯৫০।

রব [স] ১ *বি* ডাক। 'কাক রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* ধ্বনি। 'মার মার করি রব ধাইল সেনা সব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ঘোষণা। 'এই রব প্রচার হইলে সমস্ত নগরবাসী একত্র হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বি* গুজব। 'একবার এমন রব রটিল যে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রবরবা [স রব>] ১ *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে এমন। 'তখনো বড়ো তরফের খুব রবরবা সময়।' *প্রমথ*, ১৯৩২। ৩ *বি* আড়ম্বর। 'বড় রবরবা ছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। ৪ *বিণ* সরগরম; জমজমাট। 'খন্দের সময় রবরবা হইয়া উঠিত সব।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

রব-রোয়াব *বি* নাম-ডাক। 'কি তাঁর প্রতাপ। কত তাঁর রব-রোয়াব।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রবাহূত [স] ১ *বিণ* সংবাদ শুনে উপস্থিত হয় এমন। 'দশ দিবস পূর্ব্বে রবাহূত ব্রাহ্মণগণ ... আসিতে প্রবর্ত্ত হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* বিনা নিমন্ত্রণে আগত। 'রবাহূত ব্রাহ্মণকে এক টাকা ... দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

রববার [স রবি+ফা বার] *বি* রবিবার। 'রববারে জিনীভার লেকের পাড় আরও চমৎকার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রবা [স রব>] *ক্রি* শব্দ করা। **রবএ** *ক্রি* শব্দ করে। 'শারীশুক কোকিল রবএ সুললিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রবাব [ফা রুবাব] *বি* বীণার মতো এক রকম বাদ্যযন্ত্র। 'রবাব মরুজ ডফ করএ বাজনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রবার [ই] ১ *বি* (দাগ মোছার) রাবার-খণ্ড। 'পাহাড় এঁকে তার পরে রবার দিয়ে ঘষে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* রাবার গাছের রস দিয়ে তৈরি স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থ বিশেষ। 'রবারের নল দিয়ে তারা ডেক ধোয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রবর [ই] *বি* রাবার গাছের রস দিয়ে তৈরি স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থ বিশেষ; রাবার শব্দের বানানভেদ। 'কালির দাগ উঠাইবার জন্য যে রবর ব্যবহৃত হয় ,...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রবারসোল [ই] *বিণ* রাবারের তৈরি তলাবিশিষ্ট। 'রবারসোল জুতা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রবার স্ট্যাম্প [ই] *বি* রাবার দিয়ে তৈরি সীলমোহর। 'চাপরাশিরা কিসে রবার স্ট্যাম্প মারিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

রবি¹ [স] ১ *বি* সূর্য। 'নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিমণ্ডল।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। ২ *বি* লাল আকন্দ। 'রবি লোধ ছাতীঅন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রবিকর [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'পরাণ বিকল হএ রবিকরজালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রবিকরজাল [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'পরাণ বিকল হএ রবিকরজালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রবিকিরণ [স] *বি* সূর্যের রশ্মি। 'নৈদাঘ রবিকিরণ অত্রত্য স্বাভাবিক শীতবায়ুকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আমার বদান্যতা যে বিশ্বজগতে রবিকিরণের মতো বিকীর্ণ হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রবিচ্ছবি [স] *বি* সূর্যের দীপ্তি বা শোভা। 'চাহে যথা সূর্যমুখী রবিচ্ছবি পানে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'তুমি রবিচ্ছবি;– তেজোহীন আমি নয়ন মুদিলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রবিপ্রকাশ [স] *বি* সূর্যোদয়। 'তাহার রবিপ্রকাশের অভাবজনিত কোন অসুবিধা অস্বচ্ছন্দই ভোগ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রবির কর *বি* সূর্যের রশ্মি। 'আজি এ প্রভাতে রবির কর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

রবিরশ্মি [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'ধরণীর অন্তঃপুরে রবিরশ্মি নামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রবিরেখা [স] *বি* সূর্যের আলো। 'পুরব-মেঘমুখে পড়েছে রবিরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

রবিলোক [স] *বি* সৌরজগৎ। 'কত দূরে তিষাম্পতি দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রবিশশী [স] *বি* সূর্য ও চন্দ্র। 'রবিশশী গ্রহতারার ফাঁকে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রবিহীন [স] *বিণ* সূর্যের আলো নেই এমন। 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে জগতের নদী গিরি সকলের শেষে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রবি[2] [আ রবি] *বিণ* বসন্তকালীন। 'রবিশস্য অর্থাৎ মটর, যব, গম প্রভৃতি বর্ষাকালের পরেই বপন করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রবিখন্দ [আ রবি+খন্দ] *বি* রবিশস্য। 'ইতিমধ্যেই রবিখন্দের আয়োজন শুরু হয়েছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রবি-ফসল [আ রবি-ফসল] *বি* বসন্তকালীন শস্য। 'তার গাঁয়ের মাঠে রবি-ফসল ছবির মতন লাগে।' *নজরুল*, ১৯৪২; 'রবিফসলের দেশে রৌদ্রের ভিতরে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রবিশস্য [আ রবি+স শস্য] *বি* বসন্তকালীন ফসল। 'রবিশস্য অর্থাৎ মটর, যব, গম প্রভৃতি বর্ষাকালের পরেই বপন করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রবি[3] *বি* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। **রবিঠাকুরী** *বিণ* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো। 'রবিঠাকুরী বাবরী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রবিয়ানা *বি* রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। 'বাংলাদেশে এক ধরনের কবিয়ানাকে রবিয়ানা বলত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রবিহারা *বিণ* রবীন্দ্রনাথ নেই এমন। 'রবি-হারা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রবিহীন *বিণ* রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যতীত। 'ওদের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ঠিক নীচে এবং রবিহীন বাংলা সাহিত্যের সমকক্ষ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রবীন্দ্রপ্রতিভা *বি* রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি। 'রবীন্দ্রপ্রতিভা হচ্ছে বহুমুখী এবং বহু দেশ ও বহু জাতির জীবনাদর্শ তাঁর প্রতিভায় এসে মিশেছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

রবীন্দ্রসঙ্গীত [স] *বি* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত গান। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত।' *দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ১৯৩৪; 'স্বরের ব্যঞ্জনা থাকাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নির্জীব ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭; 'নজরুলগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী [স] *বিণ* রবীন্দ্রসংগীত ভালোবাসে এমন। 'দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রবিওল আওয়াল, রবিয়ল আউয়াল [আ] *বি* হিজরি মাসবিশেষ। 'চন্দ্রমাস রবিয়ল আউয়ালের প্রথম তারিখ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'মোতাবেক ৩রা রবিওল আওয়াল।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

রবিয়াল আওল [আ] *বি* হিজরি মাসবিশেষ। *ক্যালগে*, ১৭৮৮।

রবিবার [স রবি+ফা বার] *বি* সপ্তাহের একটি দিনের নাম। 'শ্রাবণ মাসে রবিবারে মনসা পঞ্চমী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রবিবাসরিক [স] *বিণ* রবি বার চালু থাকে এমন। 'রবিবাসরিক স্কুলের ব্যবস্থা করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রবিবাসরীয় [স] *বিণ* রবিবারের। 'বড় ফটকে রবিবাসরীয় ভিখারীদের ভিড়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রভস [স] ১ *বি* প্রেমাবেশ। 'ককে ন রভসে হসি কিছু ন উতর দেসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'রহিলাম চিন্তে হয়ে অত্যন্ত রভস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* আবেশ। 'জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রভসময় [স] *বিণ* আবেগময়। 'কহত রভসময় বাত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রভসলালস [স] *বি* সম্ভোগ কামনা। 'দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে রভসলালসে মোর নিদ্রালস তনু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রম [ই rum] *বি* এক ধরনের মদ। 'পিপে শুদ্ধ পার ক'রে শুষে খাই রম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রম-উরস [স] *বি* রমণীয় বক্ষ। 'সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী/ রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস মাধব!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রমজান [আ] ১ *বি* হিজরি পঞ্জিকার মাসবিশেষ। 'রমজান হইল পরে চুন্নত হইল।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'হিজরী ১২০৯ সালের ৫ রমজানে জারী করিলেন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ২ *বি* (ইসলাম) হিজরি বছরের যে মাসে মুসলমানদের সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস থাকার রীতি প্রচলিত আছে। 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রমণ[1] [স] ১ *বি* যৌনক্রিয়া। 'তাহাত তোহ্মা রমণে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* খেলা। 'খাইয়া তা সভার সঙ্গে বিবিধ রমণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রমণ[2] *বি* স্বামী। 'না সো রমণ না হাম রমণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রমণী [স] ১ *বি* নারী। 'মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্ত্রী। 'কাহার নন্দিনী কাহার রমণী গোকুলে এমন কে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

রমণীত্ব [স] *বি* রমণীসুলভ গুণ। 'রমণীর রমণীত্ব রাখে না।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

রমণীদলন [স] *বি* নারী নির্যাতন। 'দেখেছি এতদিন ... রমণীদলন আর কান্তিহীন রক্তাক্ত দস্যুতা তোমাদের।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

রমণী-বিশ্ব [স] *বি* নারীসমাজ। 'রমণী-বিশ্বে সৌন্দর্যের সার।' *নজরুল*, ১৯১৯।

রমণীরত্ন [স] *বি* রমণীরূপ রত্ন। 'বোধ হয়, মনুর অদৃষ্টে রমণীরত্ন সংঘটন হয় নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪; 'স্ত্রীলোকদের মধ্যে এখানে অনেক রমণীরত্ন আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

রমণীসুলভ [স] *বিণ* নারীর মধ্যে পাওয়া যায় এমন। 'ইহাদের অনেকের মুখ ও বর্ণ ভাল হইলেও ... রমণীসুলভ কোমলত্বে বঞ্চিত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'রমণীসুলভ নানা প্রকারে চুলের বাহার।' *এসলাম*, ১৯২০।

রমণীহৃদয় [স] *বি* নারীর মন। 'নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কী অভূতপূর্ব শোভা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রমনি [স রমণী] *বি* নারী। 'দেখ দেখ সখা হের অদ্ভুত রমনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রমনিমণ্ডল [স রমণীমণ্ডল] *বি* নারী সমাজ। 'রমনিমণ্ডল মাঝে দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রমনী [স রমণী] *বি* নারী। 'মাধব তুঅ লাগি ভেটল রমনী/ কো কহে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালা কো কোহে তরুনী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রমণীমেলক [স] *বি* কোনো নারীর সঙ্গে অভিসারের ব্যবস্থা করে দেয় যে। 'নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বড়ামুদে বক্তলে রমণীমেলক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রমণীয় [স] *বিণ* মনোহর। 'রমণীয় পদার্থ দ্বারা সমস্ত সংসারকে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রমণীয়তা [স] **১** *বি* সৌন্দর্য। 'নয়নমনোহর সুরম্য পুষ্পও এই নিসর্গসুন্দর স্থানের রমণীয়তা সম্পাদনে সহায়তা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* রমণীসুলভ মাধুর্য। 'একটি বিরাট রমণীয়তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রমণীয়ত্ব [স] *বি* মনোহারিত্ব। 'দিল্লীর মোগলসম্রাটগণও এই স্থানের পরম রমণীয়ত্বে আকৃষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রমণীয় বেশ [স] *বি* মনোহর রূপ। 'জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রমল [আ] *বি* আরবি কবিতার ছন্দবিশেষ। 'চপল রমল ছন্দ সে।' *নজরুল*, ১৯৩৪।

রমা১ [স রমণ>] **১** *ক্রি* রমণ করা। 'যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* প্রীত করা। 'যে বিদ্যুৎ-ছটা রমে আঁখি।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **রমএ** *ক্রি* রমণ করে। 'যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রমন্তি** *ক্রি* রমণ করেন। 'রম্ভা আদি বেউশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রমিল** *ক্রি* রমণ করলো। 'হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রমিত [স] *বিণ* প্রফুল্ল। 'বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রমা২ [স] *বি* লক্ষ্মী। 'চরণারবিন্দে রমা তুলসীর স্থান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রমারম [স রম্>] **১** *বি* অতিরিক্ত সাফল্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *ক্রিবিণ* প্রচুর পরিমাণে। 'রমারম খরচা করি বাড়ি গিয়ে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

রমোদ্যান [স] *বি* রমণীয় উদ্যান। 'এক দিকে রমোদ্যান, বনবিহার, নৃত্যগীত ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

রম্ভা১ [স] *বি* স্বর্গের নর্তকী। 'রম্ভা আদি বেশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রম্ভা২ *বি* কলা। 'রসাল পনস রম্ভা রূপিল হনুমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রম্ভাতরু [স] *বি* কলাগাছ। 'রম্ভাতরু উরু, অতিশয় গুরু।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রম্ভাপূর্ণ [স] *বিণ* কলাগাছময়। 'রম্ভাপূর্ণ ঘট আম্রসার দীপ জ্বলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রম্ভোরু [স] *বি* কলা গাছের মতো উরু এমন (নারী)। 'হে অন্তঃকরণ! – তুমি সেই রম্ভোরু সম্ভোগে সদা সন্তোষী রহিয়াছ ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রম্য [স] *বিণ* সুন্দর। 'বাসা করি রহিলা নন্দ সেই রম্য স্থান।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রম্য-উপবন [স] *বি* মনোরম বাগান। 'রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রম্য স্থান [স] *বি* সুন্দর জায়গা। 'শরথের কুঞ্জ কুটি সেই রম্য স্থান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রম্যহার [স] *বি* অতি সুন্দর মালা। 'বুঝি মন ততক্ষণ গাঁথে রম্যহার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রম্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর। 'বিশেষ দৃষ্টিতে রম্যা রমণী জানিল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রম্যা১ দ্র **রম্য**

রম্যা২ *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রম্যা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রয়১ *ক্রি* থাকে। 'দেহবন ছেড়ে যাবে/ পরাণ-হরিণী তার বুঝি আর রয় না।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

রয়২ [স] *বি* প্রবাহ। 'পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রয়৩ [ফা রায়] *বি* রায় বংশনামের ইঙ্গবঙ্গ রূপ। 'রায় পদবী "রয়" ও "রে" রূপান্তর যখন ধারণ করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রয়ন [স রজনী] *বি* রজনী। 'গহন রয়নমে না যাও, বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

রয়নি [স রজনী] *বি* রাত। 'জনি রয়নি ভেল চাঁদ উজোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রয়না *বি* ফলবিশেষ; রেড়ি। 'রয়নার ফল পাড়িয়া আনিতাম।' *জসীম*, ১৯৬৪।

রয়াল সীট [ই] *বি* রাজকীয় আসন। 'রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রয়ে বসে দ্র **রওয়া২**

রয়ে রয়ে দ্র **রওয়া২**

রয়ে সয়ে দ্র **রওয়া২**

রয়েল বেঙ্গল টাইগার, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার [ই] *বি* সুন্দরবনের বিখ্যাত বাঘের নাম। 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আকারেও যেমন বৃহৎ, প্রকৃতিতেও সেইরূপ ভীষণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সংক্ষেপে কহিলেন, দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রলরোল [স] *বি* খুব উচ্চ ধ্বনি। 'বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রলা [স নল>] *বি* নলের মতো সরু ও লম্বা কাঠি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রল্লা [হি] *বি* কোলাহল। 'রল্লা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রশদ [ফা রসদ] *বি* খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। *ওর্সা*, ১৭৮৫। 'যেখানে দেখিব ইংরেজের রশদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানে রশদ লুঠ করিব।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রশনা [স] *বি* মেখলা; কোমরের অলঙ্কারবিশেষ। 'নিতম্ব-বিম্বে কৃণিছে রশনা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রশাতল [স রসাতল] *বি* পাতাল। 'প্রবল অসুর বলে জাব আমি রশাতলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রশারশি [আ রিশা>] *বি* ছোটো-বড়ো দড়ি। 'লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রশি [আ রিশা>] **১** *বি* দড়ি। 'মরণদোলায় ধরি রশিগাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* জমি জরিপে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের শিকল বা চেন। 'দু-তিন রশি তফাতে বড়ো রাস্তার ধারে।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

AMARBOI.COM

রশিযুদ্ধ [আ রিশা+স যুদ্ধ] *বি* দু পক্ষের মধ্যে রশি টানাটানি খেলাবিশেষ। 'রশিযুদ্ধে পুরনো ছাত্রী সংসদের সদস্যারা জয়ী হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭০।

রশুন, রষুন *দ্র* **রসুন**

রশুম [আ রুসুম] *বি* শুল্ক। 'লালিসের রশুম প্রভৃতি এইক্ষণে সরকার হইতে দিতে হবেক।' *রামরাম*, ১৮০২।

রশ্মি [স] **১** *বি* কিরণ; প্রভা। 'সেই সকল গহ্বরে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* দ্যুতি। 'রশ্মি মাণিকের দেহে ! আপনি ভারতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৩** *বি* লাগাম। 'বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রশ্মিকণা [স] *বি* আলোকবিন্দু। 'জাগায়েছো এ মাটিতে রশ্মিকণা নবী মুস্তফার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রশ্মিচ্ছটা [স] *বি* আলোকচ্ছটা। 'আপনার রশ্মিচ্ছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫

রশ্মিজাল [স] *বি* রশ্মিরূপ জাল। 'বিচিত্র রশ্মিজালে একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলাম।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

রশ্মিধারা [স] *বি* আলোর ধারা। 'কোথায় খুলবে নওল উষার রশ্মিধারা সফেদ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

রশ্মিপাত [স] *বি* কিরণ নিক্ষেপ। 'দেহের সেই মধ্যবিভাগে আজকাল অতিনীলিম রশ্মিপাত করে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

রশ্মিবিহীন [স] *বিণ* আলোক-দ্যুতি নেই এমন। 'তাহা রশ্মিবিহীন কুজ্ঝটিকায় পরিপূর্ণ।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

রষুম [আ রুসুম] **১** *বি* কর; শুল্ক। 'রষুম কারণ পঞ্চতুরা হিসাবে ১০ দষ টাকা দিলাম।' *ওর্সা*, ১৭৮১। **২** *বি* উপঢৌকন। 'অন্য লোকের স্থানে রষুম ও বেতন লইয়া ... সরবরাহ করিবে না।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

রস [স] **১** *বি* মধু। 'তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।' *চর্যা ৪*, ১২০০। **২** *বি* রঙ্গরস। 'সো করউ রস রসাণেরে কংখা।' *চর্যা ২২*, ১২০০। **৩** *বি* নির্যাস। 'কাটিলি ঘাওত লেম্বুরস দেহ কত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বি* প্রেমকাহিনি। 'বৃন্দাবনদাস রস গায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* আনন্দ। 'কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শ্রীমতী রাধার ভাবে রসের তরঙ্গ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৬** *বি* লাবণ্য; সৌন্দর্য। 'দিনে২ অতি রস হইল বিকাশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৭** *বি* স্বাদ। 'কষায় মধুর লবন কটু তিক্ত অম্ল রূপ ষড়্বিধ রসযুক্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৮** *বি* প্রাণ। 'প্রজাদের শরীরে রস থাকিতে ছাড়ে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৯** *বি* বীর্য। 'কামের ঘরে কপাট মেরে উজান মুখে চালাও রস।' *লালন*, ১৮৯০। **১০** *বি* খেজুর ইত্যাদি গাছ থেকে নিঃসৃত মিষ্ট তরল। 'খানিকক্ষণ রস জ্বাল দেওয়া দেখিবে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **১১** *বি* ঘা থেকে নির্গত তরল বর্জ্য। 'ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

রসকথা [স] *বি* প্রেমকাহিনি। 'সুনইত রসকথা থাপয়ে চীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রসকন্দ [স] *বি* রসের মূল। 'তুহুঁ জৈসে রসবতি কানু রসকন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রসকরা [স রস>] *বি* রসে পাকানো নারকেলের নাড়ু। 'জনায়ের রসকরা মুড়কি খাকড়ার অতি অনুপম মুণ্ডি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রসকল্প [স] *বি* রসভাবনা। 'রূপান্তর ঘটেছে আদর্শে, রূপকল্পে ও রসকল্পে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

রসকষ [স] **১** *বি* সৌন্দর্য। 'অসার কবিতা অনুবাদ করিতে গেলে তাহার আর রসকষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* কোমলতা; রসবোধ। 'রসকষ মানুষটার মধ্যে যথেষ্টই আছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

রসকষশূন্য [স] *বিণ* মাধুর্যবর্জিত। 'রসকষশূন্য হাড়গিলে চেহারা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রসকষহীন [স] *বিণ* বৈচিত্র্যহীন। 'থাক এসব রসকষহীন রাজনীতি চর্চা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রসকস [স রসকষ] *বি* মাধুর্য। 'রসকস কিছু নাহি মুখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রসকুঞ্জ [স] *বি* আনন্দময় কুঞ্জ। 'রসকুঞ্জের পুষ্পিত পল্লবিত তরুলতার ...।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রসকে [স রসিক>] *বিণ* রসিকা। 'রসকে বঁধুর রূপের চোটে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রসকোমল [স] *বিণ* বর্ষাসিক্ত। 'নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রসকোষ [স] *বি* রসের সূক্ষ্মতা। 'এই সঙ্গীদের রসকোষের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রসখাজা *বিণ* রসপূর্ণ। 'দেখতে যেমন বড়, ভিতরের কোয়াগুলি তেমনি রসখাজা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

রসগর্ভ [স] *বিণ* সরস। 'কল্যাণসাধনার একটা রসগর্ভশক্তি জমে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'পাঠকের মুখে জল আসবার মতো রসগর্ভ কাহিনীর সূচনা সেখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রসগান [স] *বি* গুণকীর্তন। 'শুনিলে যাহার গীত আনন্দ পুলক চিত দ্বিজ রূপরাম রসগান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রসগীত [স] *বি* ভক্তিমূলক গান। 'রাত্রিদিনে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসগোল্লা [স রস+ফা গুল্লা] *বি* চিনির রসে পক্ব ছানার তৈরি মিঠাইবিশেষ। 'এক কানা উলামিলা বোবাতে খায় রসগোল্লা।' *লালন*, ১৮৯০।

রসগ্রন্থ [স] *বি* রসসমৃদ্ধ গ্রন্থ। 'বহু রসগ্রন্থ রচিনুঁ মোহন্ত সব নামে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রসগ্রহণ [স] *বি* রস আস্বাদন। 'সে এসবের রস গ্রহণ করিবে কী করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'বলে যান রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রসগ্রাহিতা [স] **১** *বি* রসগ্রহণে পারঙ্গমতা। 'তিনি যেরকম রসগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **২** *বিণ* রস গ্রহণে সক্ষম এমন। 'পাঠক-সাধারণ রসগ্রাহিতার প্রমাণ দিচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রসগ্রাহী [স] *বিণ* সমঝদার। 'রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

রসচর্চা [স] *বি* রস আস্বাদন। 'সেই একমাত্র বস্তু নিয়ে রসিকের রসচর্চা চলে।' *অবন*, ১৯২৫।

রসচিকন [স রসচিক্কণ] *বিণ* রসবতী। 'শরীরটা যেন ঝুলে রয়েছে আড়ার উপর রসচিকন একখানি লতার মতো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রসচেতনা [স] *বি* রসবোধ। 'পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও শিক্ষিত মানুষের

AMARBOI.COM

রসচেতনা উদ্বোধনের জন্যে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রসজবজবে *বিণ* রসপূর্ণ। 'যার শূন্য পেটে রসজবজবে মিঠাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রসজ্ঞ [স] **১** *বিণ* রসগ্রাহী। 'রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* শিল্পরসের সমঝদার। 'আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকেরা নিন্দে করে বলে ঢ্যাঙ্গা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রসজ্ঞতা [স] *বি* রস সম্পর্কিত জ্ঞান। 'ভবভূতি রসজ্ঞতার এই আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রসজ্ঞান [স] *বি* রসবোধ। 'হতভাগাদের যেমন ধর্মজ্ঞান তেমনি রসজ্ঞান।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রসজ্ঞানহীনতা [স] *বি* রসবোধের অভাব। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বুদ্ধিতা, সঙ্কীর্ণতা ও রসজ্ঞানহীনতার কথা।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

রসদাতা [স] *বি* রসের জোগানদার। 'স্থান কাল পাত্র এরা নানা বাধা নিয়ে দাঁড়ায় রসদাতা ও রসপিপাসুর মধ্যে।' *অবন*, ১৯২৫।

রসধারা [স] **১** *বিণ* রসময়। 'মিলি সামি নাগর রসধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* রসের প্রবাহ। 'সুখে দুঃখে জীবনের রসধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রসনিধি [স] *বি* রসের ভাণ্ডার। 'রসনিধি মাঝে জেন রসের হিল্লোল।' *মালাধর*, ১৫০০।

রসনির্যাস, রসনির্য্যাস [স] *বি* রসের সার। 'এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসপটুতা [স] *বি* রসিকতা করার দক্ষতা। 'কুট্টির রসপটুতা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রস-পদার্থ [স] *বি* রসরূপ পদার্থ। 'বস্তু-পদার্থের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায়, কিন্তু রস-পদার্থের করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

রসপরিপুষ্ট [স] *বিণ* রসালো; রসযুক্ত। 'বনে বনে রসপরিপুষ্ট প্রচুর পল্লবের ঘন সবুজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রস পরিহাস [স] *বি* হাসি-তামাশা। 'এক দিনে মনের উল্লাসে সখি সমে রস পরিহাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রসপাত [স] *বি* রসের ক্ষরণ। 'এখানে-ওখানে রসপাত ঘটে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

রসপাত্র [স] *বি* রসের ভাণ্ডার। 'রসপাত্রের জন্য তাকে খুঁজে বেড়াতে হয় না কুমোরটুলি।' *অবন*, ১৯২৫।

রসপানা [স রস+স পানীয়] *বি* রক্ত পানীয়। 'মাংসপীঠা রসপানা কৌতুকে কিনএ দানা ঘটে রক্ত মদের পসারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসপিপাসু [স] *বিণ* রসপান করতে ইচ্ছুক। 'রসপিপাসু হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রস-পিয়াসি *বিণ* রস পানে ইচ্ছুক। 'শৌখিন যে রস-পিয়াসি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রসপূর [স রসপূর্ণ] *বিণ* রসপূর্ণ। 'বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব গোবিন্দদাস রসপূর।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

রসপূর্ণ [স] *বিণ* রসে ভরা; সরস। 'কত কাব্যামৃত রসপূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রসপ্রবণ [স] *বিণ* রসিক; রসপূর্ণ। 'রসপ্রবণ প্রাণ।' *জীবন*, ১৯৩২।

রস প্রমত্ত [স] *বিণ* রসে উদ্বেলিত। 'রস প্রমত্ত অশান্ত চলিতেছিলাম রাজপথে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রসবড়া [স রসবটী] *বি* চিনির রসে পাকানো ডালের বড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রসবতি [স রসবতী] *বিণ স্ত্রী* কামকলায় রসিক। 'তুহুঁ জৈসে রসবতি কানু রসকন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রসবতী [স] **১** *বি* রসিক নারী। 'পঞ্চমে ছেমোর কথা শুন রসবতী।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ স্ত্রী* সুরসিকা। 'রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

রসবন্ত [স] *বিণ স্ত্রী* রসিক। 'বড় পুনে রসবতি মলে রসবন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রসবর্জিত [স] *বিণ* রসহীন। 'সর্বপ্রকার রসবর্জিত বাংলা বর্ণমালার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রসবস্তু [স] *বি* সৌন্দর্য ও ভাব সৃষ্টি করে এমন বস্তু। 'সাহিত্যের মধ্যে কোন বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন সেটা রসবস্তু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'চমক লাগাবার মত রসবস্তু কাবুলে নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রসবহ্নি [স] *বি* রসরূপ বহ্নি। 'যে রূপবহ্নি নয়নে জ্বলিছে যে রসবহ্নি বুকে।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

রসবাদ [স] *বি* রসের কথা। 'না করহ রসবাদে আমার গমন ইথে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

রস-বারি [স] *বি* রসরূপ জল। 'মিটিল তোমার তৃষ্ণা, করিয়া পান কোন রস-বারি?' *নজরুল*, ১৯৪১।

রসবাস *বি* রসযুক্ত ও সুগন্ধি মুখশুদ্ধির মসলা। 'লবঙ্গ এলাচী আর উত্তম রসবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসবিকার [স] *বি* রসবৈগুণ্য। 'তোমার বাক্য সফল হোক, হোক আমার রসবিকার।' *তারা*, ১৯৪০।

রসবিকৃতি [স] *বি* রসভঙ্গ। 'রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রসবিদ্যা [স] *বি* রসজ্ঞান। 'এক ভাঁড় রসবিদ্যায় বিলক্ষণ পটু ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রসবুভুক্ষু [স] *বিণ* রসপিপাসু। 'রসবুভুক্ষু মানুষের গল্পরস-পিপাসা মিটানোর কাজে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রসবেত্তা [স] *বিণ* রসজ্ঞ। 'তার রচয়িতা ইতিহাসবেত্তা নয় রসবেত্তা।' *অবন*, ১৯২৫।

রসবোধ [স] *বি* রস উপভোগের ক্ষমতা। 'কেশ বেঁধে বেশ করলে কী হয় রসবোধ না যদি রয়।' *লালন*, ১৮৯০; 'অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রসব্যঞ্জনা [স] *বি* রসরূপ। 'একটি বিশেষ নারী প্রতিমার মধ্য দিয়াই নির্বিশেষ রসব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়াছেন।' *শ্রীশচন্দ্র দাশ*, ১৯৫৭।

রসভঙ্গ [স] **১** *বি* রস উপভোগে হঠাৎ বাধা। 'প্রথমে রসভঙ্গ ভেলে লোভে মুখ সোভ গেলে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ছন্দপতন। 'কোথাও কিছুমাত্র তাড়াতাড়ি নাই, ভ্রম নাই, ত্রুটি নাই, রসভঙ্গ নাই, প্রতিকূল বিমুখ ভাব নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'ধরা পড়ে রস-ভঙ্গ করে দেয়।' *অবন*, ১৯২৫।

রসভরা [স] **১** *বিণ* রসিকতায় পূর্ণ। 'নানা রাগ-রঙ্গ রসভরা।' *গুপ্ত*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৫৮। ২ *বিণ* রসপূর্ণ। 'গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

রসমন [স] *বি* রসপূর্ণ মন; সন্তুষ্ট চিত্ত। 'এবেঁ রসমনে রাধা কর পরিহাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রসমন্তি [স রস>] *বিণ* রসবতী। 'হোইহ জুবতি জনি হো রসমন্তি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রসময় [স] ১ *বিণ* লাবণ্যমণ্ডিত। 'রসময় সকল শরীর তোর ভইল নহলী যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অতিশয় অনুরাগপূর্ণ যা। 'এই রসময়কেই উপলব্ধি করিয়াছি।' *সবুজ*, ১৯২১।

রসময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* রসময়; রসিক। 'আস্বাদনে রসময়ী হইবে রসনা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রসমাধুর্য [স] *বি* রসের সৌন্দর্য। 'রসমাধুর্য ... একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রসমাহাত্ম্যকীর্তন [স] *বি* রসের গুণবর্ণনা। 'আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্ম্যকীর্তন ও রসতত্ত্ববিচারের বেজায় ধুম পড়ে গিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

রসমুণ্ডি [স রস>] *বি* মিঠাইবিশেষ। 'হা কর, আমি তোর গালে রসমুণ্ডি দিই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

রসমূর্তি [স] *বি* রসপূর্ণ মূর্তি। 'আর্টিস্ট যে রসমূর্তি রচনা করেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

রসরক্তহীন [স] *বিণ* বিবর্ণ ও রক্তহীন। 'সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি ... অবজ্ঞা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রসরঙ্গ [স] *বি* রসকেলি। 'যৌবন থাকিতে ধনি কর রসরঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রস-রচনা [স] *বি* রসাত্মক রচনা। 'উপন্যাস হচ্ছে রসরচনা।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

রসরাজ [স] *বি* রসিকরাজ। 'রসরাজ এ স্থানে ক্ষণকাল বিলম্ব করুন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রসলোলুপ [স] *বিণ* রস আস্বাদনলোভী। 'মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রসশস্যপূর্ণ [স] *বিণ* রসালো। 'গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রসশূন্য [স] *বিণ* রসহীন। 'পৃথিবি কি রে পুনঃ নব রসে রস-শূন্য দেহ তুই।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রসশূন্যস্বাস্থ্য [স] *বি* কঙ্কালসার দেহ। 'রসশূন্যস্বাস্থ্যের জন্যেই তার চোখ কঠিন মনে হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রসশ্রেষ্ঠ [স] *বি* সেরা রস। 'এইজন্যই ত শাস্ত্রে আদিরসকে রসশ্রেষ্ঠ বলেছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

রস-সচেতন [স] *বিণ* রসবোধ সম্পর্কে সতর্ক। 'কবির মন কতখানি রস-সচেতন, তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

রসসঞ্চার [স] *বি* রসের সরবরাহ। 'যে জল তাদের শস্যক্ষেত্রে রসসঞ্চার করে সেই হচ্ছে প্রাণদা।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রস সঞ্চালন [স] *বি* রস চলাচল। 'উদ্ভিদের পত্র রস সঞ্চালনের নির্দেশক।' *জগদীশ*, ১৯২৫।

রসসমন্বয় [স] *বি* রসের মিশ্রণ। 'বিভিন্ন রসসমন্বয়ে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি করা কতকটা দুঃসাধ্য।' *হাই*, ১৯৫৪।

রস-সম্পদ [স] *বি* রসরূপ ঐশ্বর্য। 'দেশীয় ভাষায় তার রস-সম্পদ আস্বাদনের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রসসিক্ত [স] ১ *বিণ* ভিজা। 'যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'গোঁসাইয়ের মনটা যেমন, সর্বদা রসসিক্ত থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রসসিঞ্চন [স] *বি* রস সঞ্চার। 'সর্বপ্রকার অলংকার অর্থে রসসিঞ্চন করে।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

রসসিদ্ধি [স] *বি* সাহিত্যে অধিকার। 'এ পুরুষকে রসসিদ্ধি দেউন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রসস্থ [স] *বিণ* রসপূর্ণ। 'রক্তহীন দেহমন রসস্থ হয়ে উঠতে চাইত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

রসস্রোত [স] *বি* রসরূপ স্রোত। 'এই রসস্রোতে আত্মসমর্পণ করিলে লক্ষ্যপথে আর শীঘ্র ফিরিতে পারিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রসহানি [স] *বি* রসভঙ্গ। 'অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিতে হইল এ জন্য ইহার অত্যন্ত রসহানি করা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রসহীন [স] *বিণ* নীরস। 'ভালো বল দেখি সখি, রসহীন যেই শাখী ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'ছোট ছোট চারাগাছ/ রসহীন খাদ্যহীন কার্নিশের ধারে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রসাক্রান্ত [স] *বিণ* রসপূর্ণ। 'আষাঢ়ের মেঘ প্রতিবৎসর যখনই আসে তখনই তাহার নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রসাঘাত [স] *বি* রস-অনুভব। 'কশাঘাত মনে হত না, মনে হত রসাঘাত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রসাত্ম [স] *বিণ* রসযুক্ত। 'মানুষের আত্মগত ও বিশ্বের অন্তর্নিহিত রসাত্মরচনা।' *অবন*, ১৯২৫।

রসাত্মক [স] *বিণ* রসযুক্ত। 'কবিতাটি মূলতঃ রসাত্মক নয়, ভাবাত্মক।' *শ্রীশচন্দ্র দাশ*, ১৯৫৭; 'আদিরসাত্মক বইয়ের মলাটে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

রসাধিক্য [স] *বি* রসবোধের আধিক্য। 'সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রসানুভূতি [স] *বি* তীব্র কৌতুকবোধ। 'সুখ-দুঃখ এক, রসানুভূতি এক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

রসানুভূতিজনিত [স] *বিণ* রসের অনুভূতি থেকে সৃষ্ট। 'তিনি শেকসপীয়রের রচনার সঙ্গে পরিচয়ের রসানুভূতিজনিত আনন্দকেই তো ব্যক্ত করেছেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রসান্বিত [স] *বিণ* রসযুক্ত। 'ঘন পত্রাবৃত সুমধুর রসান্বিত প্রচুর ফলে ভূষিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

রসান্বেষী [স] *বিণ* রসের সন্ধান করে এমন। 'পতিতে উন্মুখ হলে রসান্বেষী জনসাধারণ।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রসাপ্লুত [স] *বিণ* রসমুগ্ধ। 'ওস্তাদ শ্রোতাকে রসাপ্লুত করতে পারেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রসাবহ [স] *বিণ* রসাত্মক। 'বেঁকিয়ে-চুরিয়ে বললেই তা শুধু অগ্রাম্য নয়, রসাবহ হয়।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসামৃত [স] *বিণ* রসালো মিষ্টান্ন বিশেষ। 'রসামৃত সরভাজা আর সরপুলী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসায়িত [স] ১ *বিণ* রসযুক্ত। 'বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় সে জ্ঞানশক্তি নিত্য রসায়িত।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বিণ* সিক্ত। 'যদি আমাদের রক্ত নিলে কঠিন মৃত্তিকা রসায়িত হয়ে ওঠে।' *আহসান*, ১৯৪৪।

রসালা [স রস>] *বিণ* রসালো। 'রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসালাপ [স] *বি* রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা। 'রসিকজন রসালাপ আস্বাদনে –।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

রসালু [স] *বিণ* সরস। 'নপুংসক গড্ডলিকা আসিয়াছে রসালু আবেশে সচিত্র স্বপ্নের রাজ্যে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

রসালোচনা [স] *বি* রসাত্মক আলোচনা। 'রবীন্দ্রনাথের এই মনোমুগ্ধকর রসালোচনা।' *হাই*, ১৯৫৪।

রসাশ্রয়ী [স] *বিণ* রসকে কেন্দ্র করে রচিত। 'তাহাকে অনায়াসেই রসাশ্রয়ী ধর্মকাহিনী বলা যায়।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

রসাস্বাদন [স] ১ *বি* আনন্দ উপভোগ। 'লোকেরা পুস্তক পাঠের রসাস্বাদন করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বি* স্বাদ গ্রহণ। 'কেহ বা ফলের মধুর রসাস্বাদনে ... অশক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

রসিয়া *ক্রিবিণ* রসযুক্ত ক'রে। 'বুড়ারা সব রসিয়া গল্প করিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রসিয়ে *ক্রি* রসসিক্ত ক'রে। 'রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

রসিয়ে নেওয়া *ক্রি* রসে পূর্ণ করা। 'অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রসিয়ে রসিয়ে *ক্রিবিণ* রসানুভব ক'রে। 'হিন্দি অনুবাদ চোখে পড়লো না, যেটি বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রসে আপ্লুত *বিণ* রসসিক্ত। 'রসে আপ্লুত সেই ভিজে মাটি তখন বীজগ্রহণে এবং গর্ভধারণে প্রস্তুত হয়।' *হাসান*, ১৯৬৪।

রসে-ভরা *বিণ* রসময়। 'এমনিতরো রসে-ভরা আলস্যে এবং অর্থহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রসের দাপনি *বি* উজ্জ্বল পাথরবিশিষ্ট আয়না। 'বেনন পাটর খোপ রসের দাপনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসের পাত্র *বি* রসের আধার। 'রচয়িতা রস বুঝে রসের পাত্র নির্বাচন করে।' *অবন*, ১৯২৫।

রসের বাতি *বি* (বাউল) কামনা। 'নিভে যাবে রসের বাতি ঘুচে যাবে সব ন্যাটা।' *লালন*, ১৮৯০।

রসের বাদল *বি* আবেগের উচ্ছ্বাস। 'রসের বাদল নামিল না কেন তাপের দিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রসোত্তীর্ণ [স] *বিণ* রসসমৃদ্ধ। 'তাতেই এ কাব্য হয়েছে রসোত্তীর্ণ।' *হাই*, ১৯৪৯।

রসইশাল [হি রসোই+স শালা>] *বি* রান্নাঘর। 'খুল্লনা রসইশালে করুক রন্ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসইশালা [হি রসোই+স শালা>] *বি* রান্নাঘর। 'তাহার উত্তর ভাগে রসইশালা।' *রামরাম*, ১৮০১।

রসকদম্বী [স রসকদম্ব>] *বি* সঙ্গীতবিশেষ। 'মধুরাজীব, চৌপদী, রসকদম্বী; এই তিন রকম গান শিকিচি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রসকর্পূর [স] *বি* পারদঘটিত ওষুধ। *সেবধি*, ১৮৩৯।

রসকলি [স] *বি* তিলকবিশেষ। 'নব বিবি নাসিকাগ্রে রসকলি নামে হরিমন্দিরা করিয়া ... হাতে টুকনী লইয়া ভিক্ষাশিক্ষায় বেড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রসকলিকা [স] *বি* কপালে আঁকা ফুলের আকৃতির তিলক। 'রসকলিকা তিলক ও রস নামামৃত সর্ব্বালাঙ্কিত করিয়া শ্রীবৈষ্ণব গোসাইর চরণারবিন্দ স্খলিত রজো্ গ্রহণেই আহ্নিক হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রসনিরকারণ *বি* রতিক্রীড়া। 'যবেঁ না মরিবে রাধা রসনিরকারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রসতাল [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী পটমঞ্জরী। রসতাল (আটতালা)।' *বড়ু*, ১৫৭০।

রসদ [ফা] *বি* সৈন্যগণের আহার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। 'আমরা পাছে থাকিয়া সৈন্যের রসদ যোগাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

রসদ খরচা [ফা রসদ+আ খরজ>] *বি* ব্যয় নির্বাহের কর। 'রসদ খরচা – কোন রাজপুরুষ জমিদারিতে ভ্রমণ করিতে ...।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

রসন[1] [স] *বি* রসগ্রহণ বা আস্বাদন। 'রসন শব্দের অর্থ আস্বাদন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রসন[2] *বি* মেখলা; কোমরে পরার গয়না। 'গলিত বসন হীন রসন জঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রসনচৌকি [ফা রওশন+হি চৌকি] *বি* সানাই, ঢোল ও কাঁসি ইত্যাদি সমন্বিত বাদকদল। 'শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রসনা[1] [স] *বি* জিহ্বা। 'রসনা লীহেন যেন দরশন-পান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রসনা কাটা *ক্রি* লজ্জা বা ক্ষোভে দাঁত দিয়ে জিহ্বা চেপে ধরা। 'যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রসনাসর্বস্ব [স] *বিণ* পেটুক। 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে ... এই অপবাদ ছিল যে, বাঙালি রসনাসর্বস্ব।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রসনেন্দ্রিয় [স] *বি* জিভ: আস্বাদনের অঙ্গ। 'এজন্য জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয় বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রসনা[2] *বি* মেয়েদের কোমরে পরার অলঙ্কার – মেখলা, চন্দ্রহার ইত্যাদি। 'ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রসবাস [স] *বি* গর্ভিণীর সাত মাসের অনুষ্ঠান। 'সাত মাসে রসবাস দিল ধর্মকেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসা [স রস>] *ক্রি* সিক্ত করা। 'রসাতে রসিক মন পান ততঃপর।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রসাঞ্জন [স] *বি* সুরমা: চোখে লাগানোর প্রসাধন। 'এই তোমার টাটকা-ভাঙা রসাঞ্জনের মতো উজ্জ্বল-নীল কান্তি।' *নজরুল*, ১৯২২।

রসাণ [স রসায়ন] *বি* রসায়ন। 'সো করউ রস রসাণেরে কংখা।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

রসাতল [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) পাতাল। 'চলি জাএ গদাধর রসাতল পুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ধ্বংস। 'তিনি এমন নন একেবারে পৃথিবী রসাতল করে ফেলবেন?' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *বি* অধঃপাত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার জন্য যদি আমার ঘরকন্না রসাতলে যায়।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৪** *বি* মাটি। 'পৃথিবীর এই রসাতলেই ফিরে আসতে চাই ফের।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রসাতলগামী [স] *বিণ* রসাতলে গেছে এমন। 'রসাতলগামী দ্রুত আঙ্গিকে ভাষায়/ লিখি তাড়া তাড়া নোট।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

রসাতলপুরি [স রসাতলপুরী] *বি* পাতালপুরী। 'ছলিয়াত বলে নিল রসাতলপুরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রসাতলে তলানো *ক্রি* অধঃপাতে যাওয়া। 'পুরুষমানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রসান [স রস>] **১** *বিণ* উজ্জ্বল। 'গরল না পাই যদি রসান কাটারি দিব গলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* একপ্রকার কঠিন পাথর যার সঙ্গে ঘর্ষণে সোনাও উজ্জ্বল হয়। 'রসানে মার্জিত হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'পূর্ব্বে গড়াপেটা সকলই হইয়া রহিয়াছিল, কেবল উত্তেজনা-রসানের সংযোগটি অপেক্ষামাত্র।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রসান কাটারি *বি* উজ্জ্বল শাণিত অস্ত্র। 'রসান কাটারি নৌকার আগেতে বান্ধিয়া বুদ্ধিবলে গেল সাধু হাদি কাটিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসান দর্পণ *বি* পারার মতো উজ্জ্বল ধাতু লাগানো আয়না। 'রসান দর্পণ লাগে চারিদিকে বেড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসানো [স রস>] *ক্রি* রসযুক্ত করা। 'আমি রসাই ঋষির মন।' *গিরিশ*, ১৮৮৩; 'সেই রকম করে সমস্ত রঙ ফলিয়ে এবং রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রসায়ন [স] **১** *বি* রসায়নশাস্ত্র। *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* আত্মস্থ করা। 'তিনি অন্তরাত্মার কোন তীব্র রসায়নে বিষকে অমৃতে পরিণত করিয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২১। **৩** *বি* রসের মিশ্রণ। 'সংগীতের রসায়নে চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। **৪** *বি* রাসায়নিক দ্রব্য। 'বোতল-রসায়ন পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

রসায়নতত্ত্ব [স] *বি* রসায়নবিজ্ঞান। 'জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

রসায়ন-বিজ্ঞান [স] *বি* পদার্থের উপাদান, সম্বন্ধ, বিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যা। 'রসায়ন-বিজ্ঞান তাকে কাজে লাগাইতে পারে না।' *সবুজ*, ১৯১৭।

রসায়নবিদ্যা [স] *বি* পদার্থের উপাদান, সম্বন্ধ, বিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যা। 'বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

রসায়নশাস্ত্র [স] *বি* রসায়নবিদ্যা। 'রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষা দ্বারা বিদিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রসায়নী [স] *বি* কেমিস্ট; রসায়ন বিষয়ে পণ্ডিত। 'তার পরে এলেন এক জর্মন রসায়নী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রসাল [স রস>] **১** *বি* আম। 'রসাল পনস রম্ভা রূপিল হনুমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বদরি সকুলমীনে রসাল মুসুরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* রসযুক্ত। 'নানা রসাল ফল ধরে সর্ব্বকাল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* আমগাছ। 'রসাল আদি নানাতরু অকালে সকল চারু হয় নানা পক্ষ সুশোভন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রসালা *বি* দই, গুড়, মধু, ঘি, মরিচ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি কর্পূরের সুগন্ধযুক্ত খাদ্য বিশেষ। 'দধিদুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।' *কৃষ্ণদা* ১৫৮০।

রসালো **১** *বিণ* কচি। 'কী জানি, মুখ-ডোবানো রসালো ঘাসেই তা তৃপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বিণ* সরস; রসপূর্ণ। 'রসা ভালোবাসায় স্বামীর মনের স্মৃতিরেখা ...।' *মানিক*, ১৯৪০।

রসি, রসী [আ রিশা] **১** *বি* দড়ি। 'নৌকাতে রসী বান্ধিয়া।' *দর্প* ১৮১৯; 'একগাছি রসি বাঁধিয়া রাখি।' *মধু*, ১৮৫৭। **২** *বি* শিক 'জমিদারের মাপের রসি ঠিক নহে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

রসিক [স] **১** *বিণ* রসজ্ঞ। 'রসিক নাগর কৃষ্ণ রস অনুবন্ধ।' *মালা* ১৫০০। **২** *বিণ* রসপূর্ণ। 'প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয় রসনা রসিক।' *গু* ১৮৫৮।

রসিককুল [স] *বি* রসিক লোকেরা। 'তার উদ্যোক্তা, ধারক এ বাহক হলেন শিল্পী ও রসিককুল।' *শিব*, ১৯৫৬।

রসিকচাঁদ *বি* (বাউল) প্রাণ। 'যেদিন যাবে রসিকচাঁদ সরে/ হাও প্রবেশ হবে না ঘরে।' *লালন*, ১৮৯০।

রসিকজন [স] *বি* রসিকতাপটু ব্যক্তি। 'রসিকজন রসালাপ আস্বাদ –।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

রসিকতা [স] *বি* রঙ্গরস। 'কিবা সুধারা কি রসিকতা এমত প্রায় স হয় না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রসিকতাচ্ছলে *ক্রিবিণ* রসিকতার ছলে। 'দেশের লোক রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা ...।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

রসিকতাপ্রয়াসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* রঙ্গরসপ্রিয়। 'আত্মাবিরোধি রসিকতাপ্রয়াসিনী ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

রসিকতা ব্যবসায়ী [স] *বি* রসিকজন; রসিকতা কাজে লাগায় ('সকল লেখকই রসিকতা ব্যবসায়ী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রসিক মানুষ [স] *বি* রসিক-সত্তা। 'নিজের ভেতরে যে চিরন্তন রসি মানুষটি রয়েছে তাঁর সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রসিকরাজ [স] *বি* সেরা রসিক। 'এই রসিকরাজের নাম হ মৌলবী-দো-পিঁয়াজো।' *প্রমথ*, ১৯২৬; 'ধুচনি মাথায় হাতে ধা দেখে মোদের রসিকরাজ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রসিকশেখর [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ রসজ্ঞ। 'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসিকসভা [স] *বি* রসিকজনদের সমাজ। 'জগতের কো রসিকসভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই।' *রবী* ১৯৩৭।

রসিকা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* রসবোধসম্পন্ন। 'এক রসিকা নব যুব কুলবালা।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* প্রেমময়ী। 'বোধ হয় সেই ন নিতান্ত রসিকা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রসিকোচিত [স] *বিণ* রসিকসুলভ। 'প্রশ্নটা ঠিক রসিকোচিত ন *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

রসিদ, রশিদ, রসীদ [আ রাসিদ] *বি* প্রাপ্তিপত্র। *বোগল*, ১৭৭০; 'স সত টাকা সাহেবকে দিবেন রসিদ লইবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৭১; *বোগ* ১৭৮০।

রসিদবিহীন [আ রাসিদ+স বিহীন] *ক্রিবিণ* প্রাপ্তিস্বীকারপত্র ছাড় 'কলেজের নামে রসিদবিহীন নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় কি থাকে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসীত [আ রাসিদ] *বি* রসিদ। 'এই বাক্সের রসীত লইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

রসুই [হি রসোই] *বি* রন্ধন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রসুইআ [হি রসোই>] *বি* পাচক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রসুই করা *ক্রি* রন্ধন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রসুইঘর *বি* রান্নাঘর। 'দুই আবাগী দুটো রসুইঘর করেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

রসুয়শালা [হি রসোই>] *বি* রান্নাঘর। 'রসুয়শালায় প্রদীপ জ্বালায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

রসুয়া [হি রসোই>] *বি* পাচক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রসুয়্যা [হি রসোই>] *বিণ* পাচক। 'বাটীর রসুয়্যা ব্রাহ্মণ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রসুন [স লশুন] *বি* পেঁয়াজসদৃশ মসলা জাতীয় কন্দবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রসুন ও তিলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চা পান করে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

রশুন [স লশুন] *বি* মসলা হিসেবে ব্যবহৃত সাদা কন্দবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কারণ পলাণ্ড অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রশুন যাহারা আহার করিয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রষুন [স লশুন] *বি* রসুন। 'দস মোন রষুনের ছিলকা দিয়া আজাদ হইব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

রসুনচৌকি [ফা রওশন+হি চৌকি] *বি* বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঐকতান। 'সানাইদার ... রসুনচৌকী বাজাইতে আসিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'সীতানাথ ও-অঞ্চলের বিখ্যাত রসুনচৌকী বাজিয়ে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রসুম [আ রুসুম] *বি* কর; ভাতা। 'আদালতের যে রসুম পাওয়া জায় ও খরচ যে কিছু হয় ...।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

রসুমত [আ রুসুমাত] *বি* বর-কনের প্রথম মিলন। 'বিয়ার রসুমত উপলক্ষে বিরাট খানা-পিনার ব্যবস্থা করিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রসুল [আ] *বি* (ইসলাম) দূত; আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। 'আখের রসুল এহি জান সর্বজন।' *সুলতান*, ১৬৫০।

রসুলি *বি* রসুল। 'নবী আদি আউলিয়া আম্বিয়া রসুলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রসো *ক্রি* থামো। 'রসো দেখচি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রসোত্তম [স] *বি* মুগ ডাল। 'সুপশ্রেষ্ঠ ভুক্তিপ্রদ রসোত্তম আর/ সুফল বলিয়া নাম হয়েছে প্রচার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রহ, রহঃ [স] *বিণ* গোপন। 'যবে তুমি ছিলে রহঃসখী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রহকার্য [স রহঃকার্য] *বি* আন্তরিক আচরণ। 'শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে রহকার্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রহঃসখী *বি* গোপন সঙ্গী। 'যবে তুমি ছিলে রহঃসখী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রহট ঘড়ি *বি* এক প্রকার ঘড়ি। 'রহট ঘড়ির তুল্য সংসার নিশ্চয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রহন *বি* অবস্থান করা। 'পিতৃগৃহে কন্যার রহন দিন চারি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রহন ভিন্ন *বি* বৈরাগ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রহম [আ] *বি* করুণা। 'কদাচিতে আল্লাতালা করেন রহম।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'মায়ের জানে একটু রহম হলো না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রহমত [আ] *বি* দয়া। 'এ নিয়মে পাইবা খোদার রহমত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রহমান [আ] *বিণ* দয়াময়। 'শহীদের শির – সেরা আজি। – রহমান কী রুদ্র নন?' *নজরুল*, ১৯২২।

রহস [স] **১** *বি* সম্বন্ধ। 'জানি আছ সে-রহসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* সংস্রব। 'রুষের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি, হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রটস্কি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

রহস্য [স] **১** *বি* গূঢ়ার্থ; মর্মার্থ। 'শ্রদ্ধা করি শুনয়ে যে জন এ রহস্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* কৌতূহল। 'সুনিয়া রহস্য হইল পাঞ্চালের নাথ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* গোপনীয়। 'শেষব রহস্য কথা মোখেত বন্দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* পরিহাস। 'মাণিকজোড় বুঝিলেক যে খেকশিয়ালী রহস্য করিতেছে।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। **৫** *বি* রসিকতা। 'রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৬** *বি* গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটন সংক্রান্ত গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি রচনা। 'সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও রহস্য প্রকাশিত হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

রহস্যকথা [স] *বি* গুপ্তকথা। 'বিবিধ জটিল তত্ত্ব ও রহস্যকথা কত সাবলীল...' *বাই*, ১৯৫৪।

রহস্যগর্ভ [স] *বি* রহস্যের অতলতা। 'জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিপ্রতিমা উদিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রহস্যঘন [স] *বিণ* রহস্যময়। 'অধ্যাত্মবাদ ও রহস্যঘন প্রেম তত্ত্বকে তাদের পার্থিব প্রেয়সীদের ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রহস্যজগৎ [স] *বি* রহস্যপূর্ণ জগৎ। 'ঘনান্ধকার গুপ্ত রহস্যজগৎ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রহস্যজনক [স] **১** *বিণ* গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। 'দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথা।' *দর্পণ*, ১৮৪০। **২** *বিণ* রহস্যময়। 'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রহস্যজয়ী [স] *বি* রহস্যকে জয় করে যে। 'জীবনের রহস্যজয়ী।' *নজরুল*, ১৯৪২।

রহস্যজাল [স] *বি* দুর্বোধ্যতা। 'অসীম রহস্যজাল কেন না প্রকাশ পায় গুপ্ত স্নেহমুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রহস্যদর্শন [স] *বি* রহস্যের দেখা। 'সে প্রসাদে পাইল এই রহস্যদর্শন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রহস্যনিবিড় [স] *বিণ* দুর্বোধ্যতায় আচ্ছন্ন; রহস্যঘন। 'পরিচয় স্বপ্নের মতো, রহস্যনিবিড় বসন্তের লাবণ্যবিলাসে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

রহস্যনিলয় [স] *বি* রহস্যময় স্থান। 'আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ/ রহস্যনিলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রহস্যপুর [স] *বি* মায়ার আবাস। 'আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ তব রহস্যপুর?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রহস্যপূরিত [স রহস্যপূরিত] *বিণ* রহস্য আছে এমন। 'তাহাদিগের হস্তে রহস্যপূরিত প্রহসন ও নাটকাদি অর্পণ করেন।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

রহস্যপূর্ণ [স] *বিণ* রহস্যময়। 'রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে।'

AMARBOI.COM

রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রহস্যপূর্ণভাবে [স] *ক্রিবিণ* রহস্যময়রূপে। 'অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

রহস্যপ্রিয়তা [স] *বি* পরিহাসপ্রিয়তা। 'আমাকে জিজ্ঞেস করা বাদশার অপরিসীম বদান্যতা বা রহস্যপ্রিয়তার আর একটা প্রকাশ মাত্র।' *মুনীর*, ১৯৬১।

রহস্যবাদ [স] **১** *বি* রহস্যময় মত। 'রহস্যবাদ ও তত্ত্বকথা তাদের ভাব ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর মূলে নিহিত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* মিস্টিসিজম; মরমিবাদ। 'সুফীদের নিষ্ক্রিয় রহস্যবাদ ও অনুরূপ ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রহস্যবাদী [স] *বিণ* মরমি। 'এ সাহিত্যের উজ্জ্বলতম দিনে রহস্যবাদী সুফিকবিরা ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রহস্যভরা ১ *বিণ* রহস্যময়। 'সে সব রহস্যভরা ইতিহাস।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বিণ* হেঁয়ালিপূর্ণ। 'চম্পা রহস্য-ভরা হাসি হাসিয়া বলিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রহস্য-মধুর *বিণ* রহস্যপূর্ণ ও মধুর। 'মৃদু শিহরণে গল্পটি রহস্য-মধুর।' *শ্রীশচন্দ্র দাশ*, ১৯৫৭।

রহস্যময় [স] **১** *বি* যাকে সহজে বোঝা যায় না। 'ফেলিয়া প্রকাণ্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্যময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* দুর্বোধ্য। 'আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* রহস্যপূর্ণ। 'সালুকাপড়ের ঢাকা রহস্যময় ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রহস্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* রহস্যাবৃত। 'অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রহস্যরস [স] *বি* কৌতূহল। 'প্রাণের রহস্যরস নানা দিক হতে শস্যে শস্যে লভিল সঞ্চার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রহস্যরসিক [স] *বিণ* রহস্যময়তা-প্রিয়। 'মানুষ এমন রহস্যরসিক, সুফী ভাবাপন্ন ও নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে।' *হাই*, ১৯৫৪।

রহস্যলিখন [স] *বি* মর্মকথা। 'অন্তর্গূঢ় আহ্বানের বৈদ্যুতিক রহস্যলিখনে উঠেনি উদ্ভাসি তার নয়নের নির্বচন মেঘ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রহস্যলোক [স] *বি* রহস্যময় জগৎ। 'বিচিত্র সুখদুখের দেশে/ রহস্যলোক ঘুরিয়ে শেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রহস্যশালা [স] *বি* রহস্যজগৎ। 'নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রহস্যসখা [স] *বি* বয়স্য; যার সঙ্গে ঠাট্টা-রসিকতার সম্পর্ক। 'আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের রহস্যসখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রহস্যসন্ধানকারী [স] *বিণ* রহস্যের অনুসন্ধান করে এমন। 'রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রহস্যসিরিজ [স রহস্য+ই সিরিজ] *বি* রহস্যের অনুক্রমতা। 'রহস্যসিরিজে ডুবে কাঁটা আর চামচের বিতর্কে উৎসুক।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

রহস্যাকর্ষ [স] *বিণ* মনোযোগ আকৃষ্টকারী। 'সাধারণের রহস্যাকর্ষ হবে না বলেই আমরা তার উল্লেখ করি নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রহস্যাত্মক [স] *বিণ* রহস্যময়। 'রহমান ... রহস্যাত্মক ভঙ্গিতে হাসল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

রহস্যান্ধকার [স] *বি* রহস্যরূপ অন্ধকার। 'কোন্-এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রহস্যালাপ [স] *বি* রসালাপ; রসিকতাপূর্ণ আলাপ। 'রহস্যালাপের আমি প্রিয় ছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রহস্যালোক [স] *বি* রহস্যময় আলো। 'রুদ্রজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদে রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

রহস্যোদ্‌ঘাটন [স] *বি* গূঢ় তাৎপর্য আবিষ্কার। 'অনুসন্ধিৎসা ও পরকীয়-রহস্যোদ্‌ঘাটন প্রচেষ্টা, পাত্রভেদে বা মাত্রাভেদে একই মানব-প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্নপ্রকাশ মাত্র।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

রহস্যোপন্যাস [স] *বি* রহস্য অবলম্বনে লেখা কল্পকাহিনী। 'পুরাণেতিহাসে ঋষিদিগের সম্বন্ধে ভূরি ভূরি রহস্যোপন্যাস আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রহা *ক্রি* থাকা। 'কাজ বিণি কাহ্নাঞি রহাঅসি কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহ** *ক্রি* থাকো। 'পঞ্চভাই রহ গীয়া ব্রাহ্মণের পুরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রহাঅ** *ক্রি* রইলো। 'ঠাকুর উলুকে দুহু উঠিআ রহাঅ।' *রামাই*, ১৭১০। **রহাঅসি** *ক্রি* কাটাচ্ছো; থাকছো। 'কাজ বিণি কাহ্নাঞি রহাঅসি কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহাই** *ক্রি* রাখি। 'আহোনিশি যোগ ধেআই মন পবন গগনে রহাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহাইল** *ক্রি* আটকে রাখলো। 'কাহ্নাঞি রহাইল দানের ছলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহাএ ১** *ক্রি* আটকায়। 'দারুণ করম দোষে আজ্ঞাকে রহাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* থাকে। 'বীর খেত্রি অদ্ভুত দোসর যমের দূত সমরে রহাএ রবিরথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রহাব** *ক্রি* থামাবো। 'তারে কী বলিব আমী কি বলিআ রহাব রোদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রহাবার** *ক্রি* থাকার; অবস্থান করার। 'ভাই বন্ধু নিসেদিল রহাবার তরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **রহায় ১** *ক্রি* থামায়। 'আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* রাখে। 'শোকে ধনপতি দত্ত ঝাঁপ দিতে জায়/ বন্ধু দশ মিলি তারে ধরিআ রহায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রহায়া** *ক্রি* অবস্থান ক'রে; থেকে। 'বিলম্ব করিয়া আছে রহায়া সকটে।' *মালাধর*, ১৫০০। **রহি ১** *ক্রি* থাকি। 'মাহাদাণী হর্আ আক্ষে রহি গিআঁ বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* থেকে। 'সতত সে নৃর্ত্যকলা তাহে চিত্ত রহি গেলা।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* অবস্থান ক'রে। 'তথা রহি কায়মনে প্রভু প্রণামিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **রহিআঁ** *ক্রি* থেকে; অবস্থান ক'রে। 'যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআঁ পথে বিরোধে কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিচ** *ক্রি* রয়েছো; আছো। 'কি সুখে রহিচ দেবী ঘরেত বসিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রহিছন্ত** *ক্রি* রয়েছে। 'রহিছন্ত সতী নারী টঙ্গির ভিতর।' *সুলতান*, ১৭০০। **রহিছে** *ক্রি* রয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া সভ রহিছে সত্তরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রহিতেঁ** *ক্রি* থাকতে। 'রহিতেঁ না পারোঁ বিণি রাধা দরশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিব** *ক্রি* থাকবে। 'কালীয় রহিব চিহ্ন মোর পদঘাতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিবা** *ক্রি* থাকবে। 'রহিবা পরম সুখে টুটিল জঞ্জাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **রহিবে** *ক্রি* থাকবে। 'চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিবোঁ** *ক্রি* রইবো; থাকবো। 'পাছেত মদনবাণে/ হাণিআঁ তাক পরাণে/ রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিল** *ক্রি* থাকলো। 'সুতিয়া রহিল সভে জমুনা কূলে গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **রহিলছে** *ক্রি* রয়েছে। 'দেখিল কোপিল কাহ্নাঞি রহিলছে পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিলা** *ক্রি* রইলো; থাকলো। 'আচেতন হয়িআঁ রহিলা দেব কাহ্নু।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিলে** *ক্রি* রইলে; থাকলে। 'দেব দয়াময় আপনি রহিলে শূন্যে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রহিলেক** *ক্রি* রইলো। 'লজ্জা পাই রহিলেক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরণ যুগ তলে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রহিলেন** *ক্রি* রইলেন; থাকলেন। 'আমিহ এল্যাম তিনি রহিলেন বসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রহিলেন্ত** *ক্রি* রইলো। 'সে বৃক্ষের 'পরে নুর মুহম্মদ গিয়া রহিলেন্ত মউরের আকার ধরিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **রহী** *ক্রি* রই; থাকি। 'হেনমর্তে কতোখন রহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহীয়াছী** *ক্রি* আছি; রয়েছি। 'আমি বিদেসে বেকার বশীয়া রহীয়াছী।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **রহু** *ক্রি* থাকুক। 'দূরে রহু দূরে রহু প্রণাম হামারি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **রহুঁ** *ক্রি* থাকে। 'এ সখি এ সখি জব রহুঁ জীব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রহুক** *ক্রি* থাকুক। 'কৌতুকে রহুক দেবগণ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রহে** *ক্রি* থাকে; অবস্থান করে। 'খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহো** *ক্রি* থাকো। 'কেহ বলে রহো রহো ফিরিয়া ঘরে আও।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রহোত** *ক্রি* থাকো। 'সোনাই বোলে ধনা রহোত ক্ষেনেকে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রহৌক** *ক্রি* থাকুক। 'নিশ্চল রহৌক নাম কীরিতি সম্পদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রহিয়া রহিয়া *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্য-ক্রেঙ্কারধ্বনি উত্থিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রহি রহি *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'রহি রহি মনজির ভান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রহিত [স] ১ *বিণ* রুদ্ধ। 'শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বর্জিত। 'মা বাপে চাহে সদা পাণ্ডবে রহিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* বিরত। 'পাণ্ডুর রাজত্ব হইল, তিনি শাপাভিভূত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগরহিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বিণ* স্থগিত। 'কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রহিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ *বিণ* নিবৃত্ত। 'এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে রহিত করিতে নিয়ম করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

রহিতকরণ [স] *বি* নিবৃত্তি। 'এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

রহীস [আ রইস] *বি* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। 'একজন বিশিষ্ট রহীস ও ধনী ব্যক্তি ছিলাম।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

রা [স রব>] ১ *বি* কথা। 'তার সঙ্গে রা কাড়ে দেব দামোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* শব্দ। 'মুখে না নিশ্বরে রা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাঅ [স রব] *বি* রব; ডাক; শব্দ। 'রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রা কাড়া *ক্রি* কথা বলা। 'তার সঙ্গে রা কাড়ে দেব দামোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাকার *বি* শব্দ। 'নাহি কাড়ে রাকার না সুনে বচন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাঅ[১] [স রাজা] *বি* রাজা। 'আহ্মার বৈরি কংস রাঅ তোক মারিব সম্বন্ধ গুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাআ [স রাজা] *বি* রাজা। 'রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

রাঅ[২] *দ্র* রা

রাই[১] [স রাধিকা] ১ *বি* রাধা। 'সব কলা সম্পূর্ণী তো রাই।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বি* নারী। 'তবে যোগ্য শাস্তি দিহ রসবতী রাই।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাই[২] [স রাজিকা] *বি* সর্ষে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রাই-সরিষা [স রাজিকা+স সর্ষপ] *বি* এক জাতের সরিষা। 'দুই ভাগু ভালো রাই-সরিষার তেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাই সরিসা [স রাজিকা+স সর্ষপ] *বি* সরিষার প্রকারবিশেষ। 'আনিবে রাই সরিসা শুষুকের তৈল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাইসর্ষে [স রাজিকা+স সর্ষপ] *বি* এক ধরনের সর্ষে। 'রাইসর্ষের ক্ষেত।' *জীবন*, ১৯৪০।

রাই[৩] [ই rye] *বি* বার্লির মতো খাদ্যশস্যবিশেষ, পশুদের খাদ্য হিসেবে এবং ময়দা ও হুইস্কি তৈরির কাজে ব্যবহৃত। 'শীতলদেশীয় সামান্য লোকেরা সচরাচর রাই, দুগ্ধ ও পনির ভক্ষণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

রাই[৪] [স রাজা] *বি* রাজা। 'শীকার খেলিতে এ অঞ্চলে রাই হইলেন বুঝিতে পারি।' *রামরাম*, ১৮০২।

রাইঅত [আ রাইয়ত] *বি* প্রজা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাইঅতি *বি* প্রজাস্বত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাইওৎ *বি* রাইয়ত; প্রজা। 'কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রাইট [ই] *বি* অধিকার। 'রেসপনসিবিলিটি উইদাউট রাইট, নিতান্তই অর্থহীন।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

রাইডিং [ই] *বি* ঘোড়ায় চড়া। 'তাছাড়া রাইডিং একটা ভালো ব্যায়ামও।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রাইত [স রাত্রি] *বি* রাত। 'এক রাইতে মৈল মোর সাত শত বধূ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রাইতকাণা *বিণ* রাতকানা; রাতে ভালো দেখতে পায় না এমন। 'এ বেটা রাইতকাণা নাকি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রাইন [ই] *বি* জার্মানির বিখ্যাত নদী। 'রাইনের বিশাল জলপ্রবাহ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

রাইফেল [ই] *বি* শক্তিশালী বন্দুক। 'তৎক্ষণাৎ আটশো-গজি রাইফেল বাগাইয়া কহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে রাইফেল আর মেশিনগানের গুলি।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাইফেলধারী [ই রাইফেল+স ধারী] *বিণ* বন্দুক বহন করছে এমন। 'রাইফেলধারী সৈন্যদের ঘন ঘন পদশব্দ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রাইফেল শুটিং [ই] *বি* রাইফেল দ্বারা গুলি ছোঁড়ার খেলাবিশেষ। 'রাইফেল ক্লাবে রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৫৫।

রাইয়ত [আ] *বি* প্রজা। 'নৃপতি অবধি রাইয়ত পর্য্যন্ত।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

রাইয়তগিরি [আ রাইয়ত+ফা গিরি] *বি* প্রজার কাজ। 'আমি অনেক কালাবধি গ্রামের রাইয়তগিরি করিয়া আসিতেছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

রাইয়তি, রাইয়তী ১ *বি* প্রজাস্বত্ব। 'কীসমতহায়ের মাল ও সায়ের ও রাইয়তি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* প্রজাদের; প্রজা সংক্রান্ত। 'কিছু রাইয়তী জমি ছিল।' *প্যারী*, ১৮৬০।

রাউ[১] [স রব] *বি* শব্দ। 'বিপরিত রাউ কাড়ে সিয়রে দুই কান।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাউ[২] [স রাহু] *বি* রাহু। 'যে আছে কপালের চন্দ্র তারে গিলুক রাউ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রাউটি [হি] *বি* মূল্যবান পাথরবিশেষ। 'সত্যযুগে রাউটি পাথরবান্ধা ঘাট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাউত [প্রা রাজপুত্র] *বি* অশ্বারোহী সৈন্য। 'রথরথি ঘোড়া হাথি রাউত বিস্তর।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাউতু [স রাজপুত্র] *বি* রাজপুত্র। 'রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

রাউন্ড [ই] *বিণ* বৃত্তাকার। 'ঘুরে ঘুরে নাচকে রাউন্ড ডান্স বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রাউল [স রাজা] *বি* রাজা। 'শিরে বন্দো রাউলের বত্তিশ আমিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাএ[1] [স রব] ১ *বি* গুঞ্জন। 'ভ্রমর কাড়এ রাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শব্দ। 'কান্দএ জে দির্ঘ রাএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাএ[2] [স রাজা] ১ *বি* রাজা। 'রাএ সিবসিংঘ সব রসক নিধান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'তুহ্মি মাত্র আহ্মার হইবা প্রভু রাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রাও [স রব] ১ *বি* শব্দ। 'বুঝিয়া কার্য্যের বাও জাগিয়া না কর রাও।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* কথা। 'পাত্র স্থানে জিজ্ঞাসিল না নিঃস্বরে রাও।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাং [স রঙ্গ] ১ *বি* টিন জাতীয় নরম ধাতুবিশেষ। 'সে টাকা ঝাঁকিতে ভরি রাং তামা বারি করি হাটে যায় বেসাতির তরে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* মূল্যহীন দ্রব্য। 'করলি ভালো বেচাকেনা চিনলি না মন রাং কি সোনা।' *লালন*, ১৮৯০।

রাংতা *বি* দস্তা-মেশানো চকচকে ধাতব পাতবিশেষ। 'খোঁপায় রাংতা জড়াইয়া একখানি ....।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাংগ [স রঙ্গ] *বি* রং। 'তাম্বুলরাগে গন্ধ রাংগে রচিল বদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাংচিতা, রাংচিতে *বি* এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ। 'রাংচিতার বেড়া।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'রাংচিতে কি জিকে গাছের ফুল নেই।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

রাঁইচি *বি* শস্যবিশেষ। 'রাঁইচি আর রেড়ির বীজ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রাঁগা ধুলা [স রঙ্গ +স ধূলি] *বি* রাঙ্গা ধুলা। 'গায়ে মাখে রাঁগা ধুলা পরে বীরধটী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাঁড় [স রণ্ডা] ১ *বি* বিধবা। 'খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* হিন্দু বেশ্যা। 'যদি বল যবনী বেশ্যাগমন করিব ...তাহাদের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোন রাঁড়েই পাইবা না।' *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বি* রক্ষিতা। 'এক খানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও ছ ডেঁড়ে এক ভাউলে ব্যাড্যার আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাঁড়মানুষ *বি* বিধবা নারী। 'বই পড়ে সচ্ছন্দে রাঁড়মানুষ বে কত্তে চল্লো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রাঁড়ি, রাঁড়ী *বি* বিধবা। 'ষাঠী আজি রাঁড়ী হৌক বলে বারে বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিত্য তার বহিন রাঁড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাঁঢ় [স রণ্ডা] *বি* রক্ষিতা। 'এক রাঁঢ় আনিয়া রাখ তাহা নিয়া বৈঠকখানায় থাকিবেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাঁড়া [স রণ্ডক] *বিণ* বন্ধ্যা। 'রাঁড়া হ'লে বাড়া সুখ নাহি হয় তত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রাঁদা[1] [ফা রন্দাহ্] *বি* কাঠ মসৃণ করার যন্ত্রবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাঁদা[2] [স রন্ধন>] *বি* রান্না করা। 'যি খানা রাঁদা হচে বাপধন।' *হাসান*, ১৯৬২।

রাঁদাবাড়া *বি* রান্না ও এ সংক্রান্ত কাজ। 'ওদিকে ঘর নিকানো হয়নি, তারপর রাঁদাবাড়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রাঁদুনী *বি স্ত্রী* পাচক। 'বড় মানুষের বাড়ীর রাঁদুনী বামুন ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাঁধা [স রন্ধন>] ১ *ক্রি* রান্না করা। 'রাঁধা বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রান্না। 'রাঁধা বাড়া ছেলেপিলে প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন।' *স্ত্রীশিক্ষা*, ১৮২২। ৩ *বিণ* রান্না করা হয়েছে এমন। 'পরশু দিনকার বাসি রাঁধা মাংস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রাঁধান [স রন্ধন>] *ক্রি* কাউকে দিয়ে রান্না করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাঁধাবাড়া [স রন্ধন>] ১ *বি* শিশুদের খেলাবিশেষ। 'শিশুগণ মেলে রাঁধাবাড়া খেলে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* রান্নাবান্না। 'স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলেপিলে প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন।' *গৌর*, ১৮২২; 'রাঁধাবাড়া হবে সব আমি নেয়ে এলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রেঁধ্যা *ক্রি* রান্না ক'রে। 'শাকাদি ব্যঞ্জন রেঁধ্যা করিল প্রস্তুত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাঁধুনি, রাঁধুনী [স রন্ধন>] *বি* রান্না করে যে নারী। 'রাঁধুনী।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইলে রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাঁধনি [স রন্ধন>] *বি* রান্না করে যে নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাঁধুনিক *বি* পাচক; রাঁধুনি। 'ভেটকিমাছের যারা রাঁধুনিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রাঁধুনিগিরি *বি* রাঁধুনির কাজ। 'তুমি এখানে লোকের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করবে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

রাক [স রক্ষা] *ক্রি* রক্ষা। 'জার বাণে নাহী রাক/ বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাকা[1] [স] *বি* পূর্ণিমা। 'খঞ্জনগঞ্জন আঁখি রাকা সুধাকর মুখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাকাপতি [স] *বি* চাঁদ। 'রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরয়ে বলকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাকা[2] [আ রকাব] *বি* ঘোড়ার দুই পাশে জিন-সংলগ্ন অশ্বারোহীর পা-দান। 'রজত কড়্যালি রাকা রাখে দুই পাশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাকাত [আ রকআত] *বি* (ইসলাম) নামাজের অংশবিশেষ। 'সফরেত ফর্জ চারি রাকাত যথাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাক্কস [স রাক্ষস] *বি* যা পায় তাই গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে এমন প্রাণী। 'ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্কস।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রাক্ষস [স] ১ *বি* পৌরাণিক অপশক্তি। 'রাক্ষসের নাম যেন কহে পুণ্যজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অনার্য জাতিবিশেষ। 'আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্ব্বরজাতিদিগকে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* নরঘাতক। 'প্রাণের ভয়ে কচি ছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রাক্ষস-বিবাহ [স] *বি* কনেকে অপহরণের মাধ্যমে তথা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিবাহ। 'শিল্পের সঙ্গে জাতির বিবাহ রাক্ষসবিবাহ।' *অবন*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২৫।

রাক্ষস-রাজ [স] *বি* রাক্ষসের রাজা। 'কোথায় যাচক যোগী ... আর কোথায় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-রাজ রাবণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রাক্ষসি[1] [স রাক্ষসী] *বি স্ত্রী* রাক্ষস। 'আমাকে মারিতে কংস পাঠাইল রাক্ষসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাক্ষসি[2] [স রাক্ষসী] *বি স্ত্রী* নরঘাতী। 'ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তোর সাধ্য না, রাক্ষসি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রাক্ষসী [স] ১ *বি স্ত্রী* রাক্ষস। 'মায়ামুর্ত্তি রাক্ষসীএ নানা মায়া জানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* গালিবিশেষ। 'শুনিতে পাও তোমরা গো রাক্ষসী খানকির কথা।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বিণ স্ত্রী* অশুভ। 'একাদশী বঙ্গভূমে রাক্ষসী তিথি।' *সাধারণী*, ১৮৮০। ৪ *বিণ স্ত্রী* আগ্রাসী। 'কী কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসী প্রকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৫ *বি স্ত্রী* রাক্ষসের মতো খায় যে। 'সরলা একেবারে লজেনচুস খাওয়ার রাক্ষসী।' *মানিক*, ১৯৪০।

রাক্ষসীবেলা, রাক্ষসিবেলা [স] *বি* দিনের শেষ আড়াই ঘন্টা সময়; সন্ধ্যাকাল। 'রাক্ষসিবেলাতে নন্দ জমুনাতে নাই।' *মালাধর*, ১৫০০; *সেবধি*, ১৮৩৯।

রাক্ষুসি [স রাক্ষসী] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) নরখাদক। 'সত্যিকারের রাক্ষুসিই হয়ে দাঁড়াব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রাক্ষুসে [স রাক্ষস>] *ক্রিবিণ* রাক্ষসের মতো ক'রে। 'রাক্ষুসে ভাত গিলতে পারে বাপ রে, বিড়াল ডিঙ্গতে নারে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রাক্ষা [স রক্ষণ>] *ক্রি* রাখা। **রাক্ষ** *ক্রি* রাখো। 'সাবধান হইয়া রাক্ষ আপন পুন্যবলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাখন [স রক্ষণ] ১ *বিণ* রক্ষাকারী। 'নুরমোহাম্মদ হবে আপনা রাখন।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* রাখা। 'শবের সহিত তাহার শরীর পোড়িয়ে রাখন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

রাখণ [স রক্ষণ>] *বি* রাখা। 'মৈত্রতায় তন্মত স্থির রাখণে অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

রাখনিয়া [স রক্ষণ>] *বিণ* অধিকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাখয়াল [স রক্ষপাল] *বি* রাখাল। 'বসিছে রাখয়াল সব একত্র হইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রাখা[1] [স রক্ষণ>] ১ *ক্রি* রক্ষা করা। 'সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি রাখ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* স্থাপন করা। 'গাড়ি ফিরাইয়া রাখ।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *ক্রি* নিবিষ্ট করা। 'কুসুম শূন্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *ক্রি* ত্যাগ করা। 'এলো কয়, খোঁপা তুমি রাখো বাবুগিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৫ *ক্রি* নিয়োজিত করা। 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৬ *ক্রি* তুষ্ট করা। 'ঘরে আমার রাখতে যে হয় বহু লোকের মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৭ *ক্রি* ক্রয় করা। 'কেন রাখ নাই চুড়ি ও বয়লা আপন মনের মত।' *জসীম*, ১৯৩৩। **রাখ** *ক্রি* রক্ষা করো। 'সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি রাখ।' বড়ু, ১৪৫০। **রাখউক** *ক্রি* রাখুক। 'বৈরী ভাব না রাখউক মনেত তাহার।' *সুলতান*, ১৭০০। **রাখএ** *ক্রি* যাপন করে। 'সে বড় নিলাজ অতি রাখএ জীবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রাখথু** *ক্রি* রাখো। 'রাখথু পর উপহাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রাখন্তি** *ক্রি* রাখে। 'হংসির সম্মাদ হেতু জিবন রাখন্তি।' *মালাধর*, ১৫০০। **রাখলেম** *ক্রি* রাখলাম। 'আমরা এত দিন জটা রাখলেম – ভেস্তে গেলেম?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **রাখহ** *ক্রি* রাখো। 'বারেক রাখহ রাধা কাহ্নের জীবন।' বড়ু, ১৪৫০। **রাখাইল্য** *ক্রি* পালন করালো। 'ছাগল রাখাইল্য তোরে জ্ঞাতিবন্ধু ছলে ধরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রাখি** *ক্রি* রেখে। 'কৌতুকে বাছুর রাখি বুলে নারায়নে।' *মালাধর*, ১৫০০। **রাখিঅ** *ক্রি* রেখো। 'নিকটে তাহানে তুহ্মি রাখিঅ প্রহরী।' *সুলতান*, ১৭০০। **রাখিআ** *ক্রি* রেখে। 'ঘরে জাওআঞি রাখিআ পুষিব কতকাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রাখিআঁ** *ক্রি* রেখে; আশ্রয় দিয়ে। 'ঘরত রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **রাখিআছে** *ক্রি* রেখেছে। 'সহস্রেক রাজা রাখিআছে কারাগারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রাখিছিল** *ক্রি* রেখেছিলো। 'মান্য করি রাখিছিল গৌরব করিআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রাখিছে** *ক্রি* রেখেছে। 'জত২ রাজাগন রাখিছে বান্দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রাখিতা** *ক্রি* রাখতে। 'মিছা করি দান সাধি রাখিতা গোপিনী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **রাখিনু** *ক্রি* রেখেছি। 'বৃকাসুর বধি মুঞি রাখিনু শঙ্কর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **রাখিব** *ক্রি* পালন করবো। 'প্রথমে রাখিব রোজা এহি দশ দিন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রাখিবা** *ক্রি* রাখবে। 'সাবধানে হৈয়া সমে আপনা রাখিবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রাখিবারে** ১ *ক্রিবিণ* রক্ষার্থে। 'তোহ্মা নিয়োজিল সাসুড়ী আহ্মা রাখিবারে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* রেখো। 'কোন কথা পার জদি জত্নে রাখিবারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রাখিবি** *ক্রি* রাখবি। 'নহলী যৌবন রাখিবি কত কাল।' বড়ু, ১৪৫০। **রাখিবে** *ক্রি* রাখবে। 'কাশীনাথ বিশ্বনাথে রাখিবে কল্যাণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রাখিবেক** *ক্রি* রক্ষা করবে। 'আর কনে রাখিবেক আপনা আচার।' *সুলতান*, ১৭০০। **রাখিয়** *ক্রি* রেখো। 'বড়রূপে রাখিয় ইহা করিয়া সঙ্গতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **রাখিয়া** *ক্রি* রেখে। 'তিন সুবা উৎপন্নীয় ধন দিয়া সৈন্য প্রচুর রাখিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **রাখিয়াছী** *ক্রি* রেখেছি। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **রাখিল** ১ *ক্রি* আটক করলো। 'রাধাক রাখিল কাহ্নাঞিঃ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* রাখলো। 'হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঃ।' বড়ু, ১৪৫০। **রাখিলা** *ক্রি* রাখলো। 'যেদেশের যেই নীতি অখণ্ড রাখিলা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রাখিলে** *ক্রি* রক্ষা করলে। 'ত্রিভুবন রাখিলে আপনি অসি ধরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রাখিলেক** *ক্রি* রাখলো। 'এখোহি না রাখিলেক তোর মাঅ বাপ।' বড়ু, ১৪৫০। **রাখিলেন্ত** *ক্রি* রাখলেন। 'রাখিলেন্ত মহাজন অতি মহোৎসবে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রাখিলোঁ** *ক্রি* রাখলো। 'পরাণ রাখিলোঁ দিআঁ শীতল জল।' বড়ু, ১৪৫০। **রাখিহ** *ক্রি* রেখো। 'হৃদয়ে রাখিহ বড়ায়ি আহ্মার বচনে।' বড়ু, ১৪৫০। **রাখী** *ক্রি* রেখে। 'নন্দেরি নন্দন মৈঁ দেখি আবওঁ মন মনোরথ রাখী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রাখীলাম** *ক্রি* রাখলাম। 'অনুগ্রহপাতি মস্তকে রাখীলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **রাখু** *ক্রি* রাখো। 'স্বর্গে রাখু মর্ত্তে রাখু তলে পাঁহু শুধি।' বড়ু, ১৫৭০। **রাখুন** *ক্রি* রাখেন। 'উদর রাখুন দেব ইসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **রাখে** ১ *ক্রি* চরায়। 'নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* স্থাপন বা নিবেশন করে। 'যে জন তোমাতে মতি অনুক্ষণ রাখে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রাখো** *ক্রি* অপেক্ষা করো। 'রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **রাখোঁ** *ক্রি* রক্ষা করি। 'স্বগগে রাখোঁ মর্ত্ত্যে রাখোঁ তলে পাওঁ সুধী।' বড়ু, ১৪৫০। **রাখ্যা** *ক্রি* রেখে। 'বৃদ্ধারূপ হৈলা দেবী রাখ্যা সিংহরথ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **রাখ্যাচ** *ক্রি* রেখেছো। 'পরান বান্ধিয়া মোর রাখ্যাচ অঞ্চলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রেখ** *ক্রি* রেখো। 'নিশ্চএ নিরেখ রেখ অনেক বিভূতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রেখে** *ক্রি* থুয়ে। 'বৃক্ষমূলে বসিলাম রেখে খুঙ্গি পুঁথি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রেখেচি** *ক্রি* রেখেছি। 'চতুর্ভুজ করে তাকে রেখেচি নিকটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাখিয়া-চাখিয়া, রেখেচেখে *ক্রিবিণ* ধীরেসুস্থে। 'নির্জ্জনে বসিয়া অবিরাম রাখিয়া-চাখিয়া উপভোগ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রাখা[2] *বি* ভঙ্গি। 'কথা বাঁকা বাঁকা, বাঁকা মুখের রাখা।' অমৃত, ১৯০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখাল [স রক্ষপাল] *বি* পশুপালক। 'স্ত্রী পুত্র আদি যত অধম রাখাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আচম্বিতে বনে আজ রাখাল আইল।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০।

রাখালবালক [রাখাল+স বালক] *বি* গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু চরায় যে বালক। 'রাখালবালক কী জানি কোথায় সারাদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রাখালরাজ [রাখাল+স রাজ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাখালের রাজা; কৃষ্ণ। 'ওহে রাখালরাজ!' *নজরুল*, ১৯৩১।

রাখাল-রাজা [রাখাল+স রাজা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাখালদের রাজা। 'রাখাল-রাজা এসো।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রাখালশিশু [স] *বি* রাখাল বালক। 'রাখালশিশু বাজায় বেণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রাখালি, রাখালী [স রক্ষপাল>] *বি* রাখালের কাজ। 'রাখালি সাধিত তোর অভাগিনী মা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাখুয়াল [স রক্ষপাল] *বি* রাখাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাখোআল [স রক্ষপাল] *বি* গো-রক্ষক; রাখাল। 'এহা রাখোআল পুছোঁ রাধার উদ্দেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাখোয়ালি *বি* রাখালের কাজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রাখি, রাখী [স রক্ষী] *বি* (হিন্দু-আচার) প্রতি বছর শ্রাবণ-পূর্ণিমা তিথিতে প্রীতিবন্ধনের চিহ্নস্বরূপ হাতে বাঁধা সুতা। 'আমার হাতের রাখীটি – তোমার কনককঙ্কণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রাখিপূর্ণিমা, রাখী পূর্ণিমা [রাখি+স পূর্ণিমা] *বি* শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথি, যখন হিন্দু-আচার অনুযায়ী প্রীতিবন্ধনের চিহ্নস্বরূপ হাতে সুতা বাঁধা হয়। 'হোরির বকসিস দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী রাখী পূর্ণিমার প্রণামি দিয়েও মন পাওয়া ভার।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আকাশের মতো উদার হৃদয় রাখিপূর্ণিমা রাতে।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাখিবন্ধ [রাখি+স বন্ধ] *বিণ* রাখিবন্ধনে আবদ্ধ। '... হচ্ছেন জাহানারার রাখিবন্ধ ভাই।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাখিবন্ধন [রাখি+স বন্ধন] *বি* প্রিয়জনের হাতে রাখি বাঁধা। 'তার সঙ্গে রক্তের রাখিবন্ধন হয়ে গেল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রাগ[1] [স] *বি* ক্রোধ। 'রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

রাগ ঝাড়া *ক্রি* ক্রোধ প্রকাশ করা। 'ঘোড়ার পিঠে ঘন ঘন চাবুক কশিয়া নিজের রাগ ঝাড়িতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

রাগটাগ *বি* রাগ-অভিমান। 'রাগটাগ করিস নে যেন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

রাগত [স রাগতঃ] *বিণ* ক্রোধান্বিত। 'প্রতাপাদিত্য পূর্বে রাগত হইয়া এমত২ করিয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাগদ্বেষ [স] *বি* হিংসা-বিদ্বেষ। 'সেখান হইতে রাগদ্বেষ দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাগদ্বেষবিবর্জিত [স] *বিণ* হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত। 'তাঁরা তো রাগদ্বেষ-বিবর্জিত মহাপুরুষ নন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাগ ধরা *ক্রি* রাগ হওয়া। 'রাখাল ছেলেগুলোর উপর ভারী রাগ ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রাগধুমসি *বি* মোটা, কালো ও স্থূলকায় যে। 'ওলো আগ-ধুমসি (রাগধুমসি)! ওলো ভাগলপুরে গাই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রাগপ্রাপ্ত [স] *বিণ* রাগান্বিত; ক্রুদ্ধ। 'সে রাগপ্রাপ্ত হইয়া জাহাজ খান ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

রাগবিদ্বেষ [স] *বি* রাগ ও বিদ্বেষ। 'যে ভাষায় সচরাচর ভাবে, আলাপ করে, তাদের সুখদুঃখ, রাগবিদ্বেষ প্রকাশ করে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

রাগভরে *ক্রিবিণ* ক্রোধান্বিত হয়ে। 'কর্ত্তা ... রাগভরে মুখখানি গোঁজ করে রইলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রাগভাব [স] *বি* মনের ক্ষুব্ধ অবস্থা। 'একটু একটু করে মনের আকাশ থেকে রাগভাব সরে যাচ্ছিল।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

রাগ যাওয়া *ক্রি* রাগ প্রশমিত হওয়া। 'কাঠ-কুড়োনী বুড়ি বলিলে তবে আমজাদের গায়ের রাগ যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রাগাধিষ্ঠিত [স] *বিণ* ক্রোধান্বিত। 'কেননা তারা বাচাল, কামকারী এবং দৃষ্টি রাগাধিষ্ঠিত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রাগান্ধ [স] *বিণ* ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। 'রাগান্ধ হইয়া লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'একথায় মহারাগান্ধ হইয়া রক্ষীবর্গকে বলিলেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রাগান্নিত [স রাগান্বিত] *বিণ* ক্রুদ্ধ। '(রাগান্নিত হইয়া) কি বল্লে হে তুমি?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রাগান্বিত [স] *বিণ* ক্ষুব্ধ। 'অসৎ ব্যবহারে বিষম রাগান্বিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাগান্বিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* ক্রোধসহকারে; রেগে। 'এমন রাগান্বিতভাবে সে বেরিয়ে আসবেই বা কেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রাগাপন্ন [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'তিনি রাগাপন্ন হইয়া নীচ লোকের ব্যবহারানুসারে কহিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রাগারাগি [স রাগ>] *বি* কলহ; রাগ প্রকাশ। 'বউ রাগারাগি মান-অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়ি-ছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

রাগাসক্ত [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাসক্ত হইয়া কহেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রাগোদয় [স] *বি* রাগের সঞ্চার। 'তাঁহার মনোমধ্যে এমত রাগোদয় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

রাগোন্মত্ত [স] *বিণ* রাগে উন্মত্ত। 'স্ত্রী পুত্রের বসতাপন্ন রাগোন্মত্ত অধার্ম্মিক।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

রাগ[2] [স রন্‌জ্] *বি* রং। 'আধরে বান্ধুলীরাগ শোভএ সুন্দরী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অধরে বিদ্রুম দ্যুতি তাম্বুলের রাগ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাগ-অরুণ [স] *বিণ* অরুণের মতো রক্তিম। 'শুধু জানি, কাঁচা-ঘুমে-জাগা তব রাগ-অরুণ-আঁখি-ছায়া।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাগরক্ত [স] *বিণ* লাল রঙের; রক্তিম। 'রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রাগ-রক্তিমা [স] *বি* রক্তবর্ণতা। 'প্রশান্ত সূর্যাস্ত পরে দিগন্তের যে রাগ-রক্তিমা/ লেগেছে প্রাণের 'পরে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রাগরঙ্গ [স] *বি* নাচগান ও অনুরূপ বিনোদন। 'রাগরঙ্গ উত্তর প্রসঙ্গ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'কেহবা ইতরাঙ্গ রাগরঙ্গের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগ ... করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

রাগরঙ্গিমা [স] *বি* বিনোদনমূলক ভঙ্গিমা। 'তরুণীর রূপভঙ্গিমা রাগরঙ্গিমার সঙ্গে চিনারের দেহসৌষ্ঠবের তুলনা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগ-রাঙা *বিণ* অনুরাগরঞ্জিত। 'কুমারী-বুকের তব সিন্ধ রাগ-রাঙা আলো।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাগ[৩] [স] ১ *বি* প্রেম। 'রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সন্তরণ / পাড়ে দাঁড়াইয়া যত ভক্তগণ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০; 'তোমার রাগে অনুরাগী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বি* প্রীতি। 'সেবা ভোগ রাগ দিয়া ঐ প্রসাদ অন্য২ ভদ্রলোকদিগকে বিতরণ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

রাগমার্গ [স] *বি* প্রেমপূর্ণ ভক্তির পথ। 'রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাগানুগা [স] *বিণ* প্রেমভক্তিযুক্ত। 'রাগানুগা-মার্গে তারে ভজে যেই জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাগি [স রাগী] *বিণ* অনুরাগিণী। 'কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রাগ[৪] [স] *বি* সংগীতের স্বরবিন্যাসের পদ্ধতি। 'কোড়ারাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাগকৌলীন্য [স] *বি* শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিখ্যাত রাগসমূহের আভিজাত্য। 'এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

রাগছয় [স রাগ+ছয়] *বি* সংগীতের স্বরবিন্যাসের ছয়টি মূল পদ্ধতি। 'সৃষ্টি কৈলে রাগছয় রাগিণী ছত্রিশ হয়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাগতত্ত্ব [স] *বি* সুরতত্ত্ব। 'রাগতত্ত্ব লইয়া যে জন ভজে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রাগরাগিণী [স] ১ *বি* গানবাজনা। 'বাজনার টাকার সহিত রাগরাগিণীর কোনো যোগ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* সংগীতের বিভিন্ন সুরবিন্যাস। 'রাগরাগিণীতে আমাদের সঙ্গে কিছুই মেলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাগবী [ই] *বি* হাত ও পা উভয় দিয়ে খেলা হয় এমন বলখেলা। 'ইংরেজদের প্রিয় খেলাগুলো ক্রিকেট, ফুটবল, রাগবী, টেনিস আর নৌকা বাইচ।' *হাই*, ১৯৫৮।

রাগা [স রাগ>] *ক্রি* ক্রুদ্ধ হওয়া। 'ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাগে করে গরজন।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৩।

রেগেমেগে *ক্রিবিণ* ক্রুদ্ধ হয়ে। 'ডেকে এনে পরিহাস রেগেমেগে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'কাক বলে রেগেমেগে বাড়াবাড়ি ঐ ত।' *সুকুমার*, ১৯২০।

রাগিণী [স] ১ *বি* সংগীতে রাগের পত্নী অর্থাৎ শাখা। 'রাগিণী ধানশী ॥ জলদ।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বি* সঙ্গীত। 'তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বি* সুর। 'শুনি তোমার আকাশপারের তারার রাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

রাগিনী [রাগিণী] *বি* রাগিণী। 'রাগিনী ধানশী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

রাগী [স] ১ *বিণ* মেজাজি; অল্পেই রেগে যায় এমন। 'তিনি খুঁতখুঁতে বটে, রাগী নন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ভয় জাগায় এমন। 'এমনতর রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* রাগযুক্ত। 'রহিম শেখ বড়ই রাগী মানুষ।' *জসীম*, ১৯৬৪।

রাগীটরি [ই ইনটেরোগেটরি] *বি* আইনানুগ নালিশকৃত অভিযোগ। 'পৈলা রাগীটরি জবাব না আমী কোনো রেসম খরিদ করি নাই।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭।

রাঘব [স] ১ *বি* হিন্দু অবতার রাম। 'কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী/ কতএ লঙ্কাপুর বাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* অনিমন্ত্রণে আহারোপজীবী ব্রাহ্মণ। 'হয়-দরে আগুয়ান রাঘব ঘোষাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* মস্ত বড়ো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাঘব বোয়াল *বি* মস্তবড়ো বোয়ালমাছ। 'জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রাঘববোল *বি* রাঘব বোয়াল; অন্যকে গ্রাস করে যে। 'ইহাঁরা রাঘববোলের ন্যায় প্রকাণ্ড স্থূলোদর।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

রাঙ [স রঙ্গ] *বি* টিনের মতো একপ্রকার ধাতু। 'রঙ্গ, অর্থাৎ রাঙ শুক্লবর্ণ ও উজ্জ্বল।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রাঙতা [স রঙ্গ>] *বি* দস্তা-মেশানো চকচকে ধাতব পাত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কুমোরটুলিতে স্বদেশের যে সস্তা রাঙতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রাঙচিতা [স রক্তচিত্রক] *বি* গুল্মজাতীয় গাছবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আখড়াটির চারিদিকে রাঙচিতার বেড়া দিয়া ঘেরা।' *তারা*, ১৯২৯।

রাঙা [স রঙ্গ; ফা রঙ্] ১ *বিণ* লাল। 'নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* রঞ্জিত। 'রাঙা হল বসন ভূষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৩ *বিণ* খুশিতে ভরে গেছে এমন। 'রাঙা হলো শয়ন স্বপন, মন হল যে কেমন দেখ রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৪ *বিণ* নবীন ও বৈপ্লবিক। 'ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত।' *নজরুল*, ১৯২২। ৫ *বিণ* উজ্জ্বল। 'কুসুমফুলেতে রাঙা পাও দুটি।' *জসীম*, ১৯২৯। ৬ *বিণ* সুন্দরী; রূপসী। 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে।' *জীবন*, ১৯৪২।

রাঙাকলেবর [রাঙা+স কলেবর] *বিণ* লালচে রঙের শরীরবিশিষ্ট। 'ভাঙামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

রাঙাচরণ [রাঙা+স চরণ] *বি* (বাউল) আশীর্বাদ। 'চরণের যোগ্য মন নয়/ তবু মন ঐ রাঙা চরণ চায়।' *লালন*, ১৮৯০।

রাঙাচেলি [রাঙা+স চেলিকা] *বি* লালরঙা রেশমি কাপড়। 'রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাঙাচোঙা *বিণ* রঙিন। 'মাকাল ফলটি রাঙাচোঙা তাই দেখে মন ছলি ঘোড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

রাঙাজবা [রাঙা+স জবা] *বি* রক্তজবা। 'আমার হৃদয় হবে রাঙাজবা, দেহ বিল্বদল।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রাঙানেত্র [রাঙা+স নেত্র] *বিণ* লাল চোখবিশিষ্ট। 'ভাঙামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

রাঙানো *ক্রি* লাল বর্ণে রঞ্জিত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রাঙাপদপদ্মযুগ [রাঙা+স পদ্মযুগ] *বি* পদ্মফুলের মতো রঙিন দুই পা। 'রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রাঙা-বরন [রাঙা+স বর্ণ] *বিণ* লাল রঙের। 'যেমন রাঙা-বরন তোমার চরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রাঙাভাঙা *বিণ* রক্তিম; রক্তিম আভা ভেঙে পড়েছে এমন। 'বড় ভাল লাগে রাঙাভাঙা মুখখানি।' *জসীম*, ১৯২৭।

রাঙা মাটি *বি* লাল রঙের মাটি। 'গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'ওই সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

AMARBOI.COM

রাঙা মুকুল [রাঙা+স মুকুল] *বি* লাল সূর্য। 'দিন শেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

রাঙামুখ [রাঙা+স মুখ] *বি* ইংরেজ। 'রাঙামুখে বাবা অন্ন দি তুলি নিজে খাই জোলো মাড়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রাঙামুখো *বিণ* লাল মুখবিশিষ্ট। 'রাঙামুখো বাঁদরের নির্বেদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাঙা রোদ *বি* রঙিন রোদ। 'অপরাহ্নে রাঙা রোদ সবুজ আভায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

রাঙা সুতো [রাঙা+স সূত্র] *বি* রঙিন সুতা। 'এক ছোঁড়া কয় 'রাঙা সূতো' নেবে? লাগিবে না কোন দাম।' *জসীম*, ১৯২৯।

রাঙা হাঁস *বি* হাঁসজাতীয় পাখিবিশেষ। 'রাঙা হাঁস, মাণিকপাখী ডাক প্রভৃতি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রাঙিমা *বি* লাল আভা। 'চরণের পরশরাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

রাঙী *বিণ* লাল রঙের। 'ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্কস।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রাঙ্ক [স রঙ্ক] *বি* দরিদ্র। 'রাঙ্কে যেন ভাত পাআঁ না এড়ে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাঙ্গ [স রঙ্গ>] *বি* একপ্রকার ধাতু; টিন। 'রাঙ্গ তামা দস্তা সীসা পিত্তল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

রাঙ্গচিত্র [স রঙ্গ>+স চিত্র] *বি* রাংচিতা; এক প্রকার গাছ। 'রাঙ্গচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আসিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রাঙ্গচুয়া, রাঙ্গচোঙ্গা [স রঙ্গ>] *বি* পাখি বিশেষ। 'বলকা বর্তিকা হংস/ শেন ভাস করে ধ্বংস/ রাঙ্গচোঙ্গা বাবই কোকিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'চাতক চকোর নুরী তুরী রাঙ্গচুয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

রাঙ্গ-তুলসী [স রঙ্গ>+স তুলসী] *বি* একটি ফুলের নাম। 'রাঙ্গ-তুলসী তুলিল বিচারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাঙ্গন, রাঙ্গনাগর [স রঙ্গন] *বি* রঙ্গন। 'সিঅলি কুসুম্ভ ওড় রেবতী রাঙ্গনাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অসোক বাসক কিবা কিসুক রাঙ্গন চুয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাঙ্গব *বিণ* রঙের। 'লামাকে জে জরদ রাঙ্গব বানাত একখান পত্র চিন্ন দিয়া লেখীয়াছেন।' *বোগল*, ১৭৭০।

রাঙ্গা[১] [স রঙ্গ>] ১ *বিণ* লাল। আপন নপুর রাঙ্গা পায়ে পরাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* রঙিন। 'পায় মাখা রাঙ্গা ধুলা বিক্রমের কত কব কথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রাঙ্গা ওষ্ঠ [রাঙ্গা+স ওষ্ঠ] *বি* লাল ঠোঁট। 'রাঙ্গা ওষ্ঠ দুটি, উপমা কি দিব।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাঙ্গাজবা [স রঙ্গ+স জবা] *বি* রক্তজবা ফুল। 'কে বলে রাঙ্গাজবা দিব শ্রীচরণে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাঙ্গাটুনি [রাঙ্গা+ধ্বন্যা টুনি] *বি* পাখিবিশেষ। 'আমি অতিক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাঙ্গাপেড়ে [রাঙ্গা+স পট্টী] *বিণ* লাল পাড়যুক্ত। 'কৃতাভিসারা, তাম্বূলরাগরক্তাধরা, রাঙ্গাপেড়ে সাড়ীপরা, হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে দেখিয়া বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রাঙ্গামুখ [রাঙ্গা+স মুখ] *বি* রক্তিম মুখ। 'রাঙ্গামুখ খান তার অরুন কীরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাঙ্গা[২] [স রঙ্গ>] *ক্রি* লাল করা। 'না দিলে ধমক দেয় দুই চক্ষু রেঙ্গে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রাঙ্গি [স রঙ্গ>] ১ *বিণ* লাল। 'কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিল পার্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রাঙা জামা; আঙিয়া। 'গায় আরোপিল রাঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাছুল [আ] *বি* (ইসলাম) দূত; প্রেরিত পুরুষ। 'একে একে রাছুল বন্দিনু যত পাইনু।' *গরীব*, ১৭৬৫। *দ্র* **রসুল**

রাজ[১] [স রাজা] ১ *বি* রাজা। 'এহি নাএ পার করোঁ সকল রাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রাজত্ব। 'সুখেঁ রাজ করে কংস আক্ষে বহী ভার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* রাজ্য। 'হেন আলাগন কথা শুণী কোণ রাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* ঈশ্বর। 'কিবা বা দিএগ্রা অমিয়া ছানিয়া গড়িল কোন্ বা রাজে।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০।

রাজ-অত্যাচার [স] *বি* রাজনিপীড়ন। 'ভারতবর্ষে রাজ অত্যাচার কখন অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

রাজ-অধিরাজ [স] *বি* পরাক্রমশীল রাজা। 'তুমি বীর, তুমি রাজ-অধিরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজ-অধীশ্বর [স] *বি* বিধাতা। 'রাজঅধীশ্বর তব চিরসম্পদে সব সম্পদ করো হতগরবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

রাজ-অনুবাদক [স] *বি* রাজার নিযুক্ত অনুবাদক। 'রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাজ-অবরোধ [স] *বি* রাজ পরিবারের অন্দরমহল। 'দিবা নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

রাজ-আইন [স রাজ+ফা আইন] *বি* রাজার আইন। 'মোরা জানি নাকো রাজা রাজ-আইন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রাজআজ্ঞা [স] *বি* রাজার আদেশ বা হুকুম। 'নির্ত্যক আনিতে জাই রাজআজ্ঞা পায়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজ-ইষ্টানিষ্ট [স] *বি* রাজার মঙ্গল ও অমঙ্গল। 'রাজ-ইষ্টানিষ্ট কিছু না এড়ায় মোর কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রাজ-ঐশ্বর্য [স] *বি* রাজার ধন সম্পত্তি। 'রাজ-ঐশ্বর্য এই ঘরবাড়ি ধনদৌলত সমস্ত তাহারই।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রাজকন্যা [স] *বি* রাজার কন্যা। 'আপনি করিয়া দয়া রাজকন্যা দিআ বিহা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বল মুনি রাজকন্যার খাট অপরাধ কাহার হইল।' *হ্যালহেড*, ১৮৭৩।

রাজকবি [স] *বি* রাজার মনোনীত কবি। 'বর্ত্তমান রাজকবির নাম লর্ড টেনিসন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রাজ-কয়েদি [স রাজ-+আ কয়ীদ>] *বি* রাজবন্দী। 'আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রাজকর [স] *বি* রাজস্ব; খাজনা। 'রাজকর নাই দেই বৈতরণী ধেনু দেই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজকর্ম [স] ১ *বি* রাজার কাজ। 'রাজকর্মে সমস্তই রাজা বসন্তরায় পূর্ব মত করেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'বিদ্যার্থ রাজা হইয়া ২৫/৫ মাস রাজকর্ম করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* সরকারি চাকরি। 'তোমার পিতা বহুকাল রাজকর্ম করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

রাজকর্মকারি, রাজকর্ম্মকারি [স রাজকর্মচারী] *বি* সরকারি কর্মচারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোন২ রাজকর্ম্মকারি মুৎসুদ্দি মহাশয়েরা সমাচারপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

রাজকর্মচারী, রাজকর্ম্মচারী [স] *বি* সরকারি কর্মচারী। 'যদি বাচ্য হয় ইঙ্গলণ্ডীয়েরা রাজকর্ম্মচারী হইয়া অধিক টাকা বেতন লইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'তিনি যে অতি সুদক্ষ রাজকর্মচারী ছিলেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'রাজকর্মচারীরাই হচ্ছেন বাংলার রায়তের যথার্থ রক্ষক।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

রাজকাজ [স রাজকার্য] *বি* রাজ্যের কাজ। 'রাজ খেম খাও বেটা কর রাজকাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজকায়দা [স রাজা+আ কায়দাহ্] *বি* রাজনিয়ম। 'রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রাজকারা [স] *বি* রাজার কারাগার। 'চারিদিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজকারা প্রতিহারী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রাজকার্য, রাজকার্য্য [স] ১ *বি* রাজ্যের শাসনকার্য। 'হইল অনেক বেলা রাজকার্যে নাহি হেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রাজকার্য্যের চলনের জন্যে ...।' *ডানকান*, ১৭৮৫। ২ *বি* সরকারি কাজ। 'যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্য নির্বাহ কর্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই ভার্যা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রাজকিরীট [স] *বি* রাজমুকুট। 'এমন মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো ...।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজকিয় [স রাজকীয়] *বিণ* রাজা সম্বন্ধীয়; সরকারি। 'রাজকিয় কর্ম্মে।' *ওসা*, ১৭৮২।

রাজকীয় [স] ১ *বিণ* সরকারি। 'নন্দবংশজাত বিশারদ ... তাঁহার মন্ত্রী রাজকীয় যাবৎ লোককে আত্মসাৎ করিয়া ... আপনি রাজা হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* রাজা সম্বন্ধীয়। 'রাজকীয় অধিকার ... খণ্ড২ হইয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বিণ* রাজার মতো তীব্র। 'বেলির প্রতি আপনার রাজকীয় অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* রাজার। 'যেখানে পড়েনি লেখা রাজকীয় স্বাক্ষরের একটিও স্থায়ী রেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রাজকুমার [স] *বি* রাজার ছেলে। 'রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাজকুমারী [স, সম্বো রাজকুমারি] *বি স্ত্রী* রাজকন্যা। 'রাজকুমারীও, বস্ত্রমুকুটে নয়নগোচর করিয়া ... পদ্ম হস্তে লইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'ইন্দু। সখি। ঐ কি সেই মায়াকানন? সুন। হাঁ, রাজকুমারি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রাজকুল [স] *বি* রাজার বংশ। 'রাজকুলমণি নৈকষেয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'এই যুবকটি অবশ্যই কোন রাজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রাজকেয়ারি [স রাজ+কেয়ারি] *বি* রাজার উদ্যান। 'রাজকেয়ারির ভুঁই।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাজকোষ [স] *বি* রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার। 'রাজকোষ পরিপূর্ণ থাকিলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ অনায়াসসাধ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

রাজক্ষমতাধারী [স] *বিণ* শাসক। 'এরূপ রাজক্ষমতাধারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেদ না করিলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রাজখেতাব [স রাজ+আ খিতাব] *বি* রাজাপ্রদত্ত সম্মানজনক উপাধি। 'রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

রাজগদি [স রাজা+হি গদ্দী] *বি* সিংহাসন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কোম্পানি বাহাদুর বাংলার রাজগদি পাননি।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

রাজগী *বি* রাজত্ব। 'রাখালের রাজগী।' *জসীম*, ১৯৩১।

রাজগুণ [স] *বি* রাজার গুণ বা বৈশিষ্ট্য। 'সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয় রাজগুণে ও ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রাজগৃহ [স] ১ *বি* মগধের অন্তর্গত পঞ্চপাহাড় বেষ্টিত জরাসন্ধের প্রাচীন রাজধানী। 'তাঁহার বিশেষ পরিশ্রমের স্থান রাজগৃহ এবং কৌশাম্বী নগর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* রাজার গৃহ। 'দ্রুত রাজগৃহে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাজগোষ্ঠ [স] *বি* রাজার গোয়াল। 'তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গোরুটির মতো দেখিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাজগ্রিহ [স রাজগৃহ] *বি* রাজার বাড়ি। 'রাজগ্রিহে হৈব উপনিতী।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজঘর [স রাজ+ঘর] *বি* রাজসরকার। 'বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাজঘরানা [স রাজ+ঘর] *বি* রাজবংশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাজঘোটক [স] *বি* রাজার ঘোড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাজচক্র [স] *বি* রাজার চিহ্ন; রাজমণ্ডল। 'আসি পুর্ব্বদিগ জাব রাজচক্র লৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজচক্রবর্তী [স] ১ *বিণ* রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'রাজচক্রবর্তী তুমি পৃথিবী মাঝার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* সম্রাট। 'রাজচক্রবর্ত্তীর চন্দ্রবদনা অতি সুন্দরী এক কন্যা আছে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

রাজচটক [স রাজযোটক] *বি* (জ্যোতিষ) বর ও কনের শ্রেষ্ঠ জোড়া হওয়ার যোগ। 'রূপসি, তুমি না এলে রাজচটক হবে না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রাজচর [স] *বি* রাজার অনুচর। 'এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ করে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রাজচর্চা, রাজচর্চ্চা [স] *বি* রাষ্ট্র বা রাজ্য সম্পর্কিত আলোচনা। 'ধর্ম্মচর্চ্চা রাজচর্চ্চা একে একে কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজচিহ্ন [স] ১ *বি* রাজটিকা। 'রাজভক্তি সহকারে সেই সকল রাজচিহ্ন এখনও অঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* রাজকীয় প্রতীক। 'ত্রিপুররাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজচৌকি [স রাজা+স চতুষ্কী] *বি* জমিদারের আসন। 'রাজচৌকিতে এসে ব'সে ভজিয়াকে ডেকে পাঠালুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রাজছত্র [স] *বি* রাজার মাথার উপর প্রসারিত ছাতা। 'কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রাজজামাতা [স] *বি* রাজার জামাই। 'মহারাজ, রাজজামাতা –।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রাজটিকা, রাজটীকা [স রাজতিলক] *বি* পূর্বকালে রাজ্যাভিষেকের সময় নৃপতির ললাটে যে তিলক পরানো হতো; রাজচিহ্ন। 'রাজটিকা পাবে তুমি, নাহিকো সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'তারো ভালে রাজটীকা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রাজ-তকমা [স রাজা+তু তমগা] *বি* রাজকর্মচারীর পরিচয়জ্ঞাপক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক। 'রাজ-তকমা পরা চাপরাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রাজতক্ত [স রাজা+ফা তখ্‌ত] *বি* রাজসিংহাসন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বণিকেরা তাদের কারবারের গদিটার উপর রাজতক্ত চড়িয়ে বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রাজতক্তা [স রাজা+ফা তখ্‌ত] *বি* রাজসিংহাসন। 'সম্পাদকের আসন হইতে ভারতরাজতক্তা পর্যন্ত একটা সমভূমিতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাজতনয় [স] *বি* রাজার পুত্র; রাজপুত্র। 'বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ... প্রস্থান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজতনয়া [স] *বি* রাজকন্যা। 'রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে করলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

রাজতন্ত্র [স] *বি* রাজার শাসনপদ্ধতি। 'পুরোহিততন্ত্র রাজতন্ত্র প্রধানতন্ত্র প্রজাতন্ত্র সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজতি [স রাজত্ব] *বি* রাজত্ব। 'গৌড়ে রাজতি করে কৃষ্ণের কৃপায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাজতিলক [স] *বি* রাজ্যে অভিষেকের সময়ে রাজার কপালে যে তিলক পরানো হয়। 'মহাধুমধামে বড়োনীতে বীরসিংহ দেবের রাজতিলক হল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাজতোরণ [স] *বি* রাজকীয় প্রবেশদ্বার। 'ভিড় করে যেথা জাগছে আকাশে হেরার রাজতোরণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩; 'রাজতোরণে এসেও রাজার দেখা না পেয়ে আমাদের ফিরে যেতে হবে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রাজত্ব [স] **১** *বি* কর্তৃত্ব। 'পাপের রাজত্ব হৈল দূর।' *মুরারি*, ১৫৭০। **২** *বি* রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব। 'চাকলে যশহর ওগয়রহের রাজত্বর বহলি ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* সর্বময় কর্তৃত্ব। 'ব্যনী ইস্রাইল ঈশ্বরের রাজত্বে সর্ব্বদা বিড় বিড় করিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* শাসন। 'রাজত্ব করা, এ কি তামাশা পেয়েছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৫** *বি* ভুবন। 'আমি আপনার রাজত্বে কোনো রকম বাধা রাখতে চাই নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৬** *বি* প্রাধান্য। 'একপাশে বেইড় বাঁশ আর বেত এবং অন্যান্য আগাছার রাজত্ব।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রাজত্বকাল [স] *বি* শাসনকাল। 'সাহেবের রাজত্বকালে ... পক্ষপাতশূন্য হইয়া চলিতে হইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

রাজত্বপদ [স] *বি* রাজ্য শাসনের পদ; রাজ্যপদ। 'জমীদার আপনারদের সৌশীল্য ক্রমে মুসলমান বাদশাহকর্তৃক রাজত্বপদ প্রাপ্ত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রাজদণ্ড [স] **১** *বি* রাজার হুকুম। 'কালিদাস এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল এখানে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* আইন অনুসারে শাস্তি। 'পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* সৌভাগ্য নির্দেশক চিহ্ন। 'এ শিশুর কপালে যে রাজদণ্ড দেখছি এ শিশু নিশ্চয় রাজা হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। **৪** *বি* গুরুতর শাস্তি। 'রাজদণ্ড দিব অতঃপর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রাজদত্ত [স] *বিণ* রাজার দেওয়া। 'সে সকল কেবল রাজদত্ত মর্য্যাদা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রাজদরবার [স রাজা+ফা দরবার] *বি* রাজসভা। 'বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে গৃহীত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রাজদর্শন [স] *বি* রাজার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ। 'সন্ন্যাসী প্রত্যহ রাজদর্শন ও শ্রীফলপ্রদান করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজদল [স] *বি* রাজার দল। 'রাজদলে দিতে হানা ধায় সোল কোটি দানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজদস্যু [স] *বি* ভয়ঙ্কর দস্যু। 'লুকিয়ে কোথায় রাজদস্যুর চর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রাজ-দানি [স রাজদানী] *বি* রাজার দান প্রদানকারী কর্মচারী। 'রাত্রি দিনে দান ধর্ম্ম করে রাজ-দানি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাজদারা [স] *বি* রাজার স্ত্রী; রানী। 'এইরূপে রাজদারা, করেন রোদন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।'

রাজদুআর [স রাজদ্বার] *বি* রাজদ্বার। 'যাইবোঁ রাজদুআরে/ কংসে করিবোঁ গোচরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাজদুহিতা [স] *বি* রাজকন্যা। 'পরে রাজদুহিতা সভায় উপস্থিতা হলে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'নৃপনন্দন উক্ত বিজ্ঞাপনী পাঠ করিয়া এবং অন্য অন্য লোকের নিকট রাজদুহিতার রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রাজদূত [স] *বি* রাজা বা সরকার কর্তৃক প্রেরিত দূত। 'রাজদূত শুন কন্যার গর্ভে এবং কন্যার প্রথম স্বামির ঔরসে আমার জন্ম।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

রাজদূতাবাস [স] *বি* রাষ্ট্রদূতের কার্যালয় ও আবাস। 'রাশান রাজদূতাবাসে রোজই যাই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'দেশ-বিদেশে আমাদের আপন রাজদূতাবাস বসল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রাজদ্বার [স] *বি* রাজার দরবার। 'রাজদ্বারে তিরস্কার ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

রাজদ্বারস্থ [স] *বিণ* সরকারের শরণাপন্ন। 'তাঁহারা রাজদ্বারস্থ ও বিচারপ্রার্থী হইতে বাধিত হইল।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

রাজদ্রোহ [স] **১** *বি* রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহ। '(বালগঙ্গাধর) রাজদ্রোহ অভিযোগে জেলে গিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'তাঁদের অমান্য করাটা একটা ছোটোখাটো রাজদ্রোহ।' *অন্নদা*, ১৯২৮। **২** *বি* রাজার বিরোধিতা। 'কথাবার্তায় রাজদ্রোহের গন্ধ পাচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রাজদ্রোহিতা [স] *বি* প্রকাশ্যভাবে দেশের রাজার ক্ষতি করার চেষ্টা। 'রাজাকে অপ্রিয় কথা শোনানো রাজদ্রোহিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজদ্রোহী [স] *বি* রাজ্যের বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণকারী। 'রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে সাগর অতল জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজধর্ম, রাজধর্ম্ম [স] **১** *বি* রাজার কর্তব্য। 'দুষ্ট যোগী ইহার বধ রাজধর্ম্ম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'ইহাতে তাঁহার রাজধর্মের বিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানজন্য, পাপস্পর্শ হইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* রাজসিক চরিত্র। 'এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

রাজধাম [স] *বি* রাজপুরী। 'সিংহল জাইতে জদি চাষী রাজধাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজনন্দন [স] *বি* রাজপুত্র। 'রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

রাজনন্দিনী [স] *বি* রাজকন্যা। 'রাজা ও মন্ত্রিপুত্র ... নিরপরাধে রাজনন্দিনীর নির্বাসন জন্য দুরদৃষ্টভাগী হইবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজনর্তকী [স] *বি* রাজার মনোরঞ্জনের জন্য নাচে এমন নৃত্যশিল্পী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি রাজনর্তকী।' *মুনীর*, ১৯৬৬; 'এক হাজার বছর আগে জন্মালে ওকে রাজনর্তকীর সাজে চমৎকার মানাতো।' *সুনীল*, ১৯৭০।

রাজনাম [স] *বি* রাজাদের পরিচয়-লিপি। 'রাজনাম লুপ্ত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

রাজনিকেতন [স] *বি* রাজবাড়ি। 'ঐ রাজনিকেতন। আপনি ওখানে ... সমাদৃত ও পূজিত হবেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

রাজনিগ্রহ [স] *বি* রাজার উৎপীড়ন। 'কিন্তু রাজনিগ্রহ থেকেও কারো রক্ষা নেই সেখানে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

রাজনিতি [স রাজনীতি] *বি* রাজ্য পরিচালনার নীতি। 'কদাচীত না করিব রাজনিতি ধর্ম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাজনিত্য [স রাজনৃত্য] *বি* রাজনৃত্য। 'রাজনিত্য জেন হয় দির্ব্য বস্ত্র দিয়া গায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজনিমন্ত্রণ [স] *বি* রাজার নিমন্ত্রণ। 'রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ করিয়াছে অবহেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজনিয়ম [স] **১** *বি* সরকারি আইন। 'ইহারা স্থানে২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বি* রাজ্য পরিচালনার নীতি। 'যে ব্যবস্থাপকেরা ... রাজনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রজাদিগের দুঃসহ দুঃখরাশি দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিত থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

রাজনীত [স রাজনীতি] *বি* রাজ্যশাসন সম্পর্কিত নীতি। 'যত ইতি রাজনীত ধর্ম কর্ম হিতাহিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাজনীতি [স] **১** *বি* রাজ্যশাসন সম্পর্কিত রীতিনীতি। 'রাজনীতি যত কথা কহে সদাগর।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'পূর্ব্বে যেমত২ রাজনীতি ছিল।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'বাংলায় পলিটিক্সের পরিবর্তে রাজনীদি শব্দ প্রচলিত হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* রাজকীয় রীতি। 'রাজনীতি করিয়া প্রণাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাজনীতিক [স] **১** *বিণ* রাজনীতি সংক্রান্ত। 'রাজনীতিক অধিকারে বহু পরিমাণে বঞ্চিত।' *প্রচারক*, ১৯০৪। **২** *বি* রাজনীতিবিদ। 'প্রবীণ রাজনীতিক মওলানা শওকৎ আলী আর ইহজগতে নাই।' *সওগাত*, ১৯৩৮।

রাজনীতিক্ষেত্র [স] *বি* রাজনীতির অঙ্গন। 'ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীই গণতান্ত্রিকতা এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান এবং বিশ্বস্ত সমর্থক।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাজনীতিজ্ঞ [স] **১** *বি* রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা ... এই মতেরই সমর্থনকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* রাজনীতি-সচেতন। 'বিলাতের রাজনীতিজ্ঞ লোকেরা যখন বাহুল্যরূপে আন্দোলন করিতেছেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। **৩** *বিণ* রাজনীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। 'রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রাজনীতিজ্ঞতা [স] *বি* রাজনীতিতে পারদর্শিতা। 'রাজনীতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও উপচিকীর্ষা প্রকাশপূর্ব্বক ... যতদূর সম্ভব কৃতকার্য্য হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'সুতরাং রামের বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতা বিশেষরূপ প্রকাশিত থাকা আবশ্যক।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রাজনীতিবিগর্হিত [স] *বিণ* রাজনীতি বহির্ভূত। 'এমত রাজনীতিবিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

রাজনীতিবিৎ [স] *বিণ* রাজনীতিবিদ। 'কাকের দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিৎ মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

রাজনীতিবিদ [স] *বি* যিনি রাজনীতি করেন। 'সেই রাজনীতিবিদ ... অগ্রসর হইয়া বসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রাজনীতিবিশারদ [স] *বিণ* রাজনীতিজ্ঞ। 'রাজনীতিবিশারদ ইংরাজের চক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

রাজনীতিবেত্তা [স] *বিণ* রাজনীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। 'রাজা রাজনীতিবেত্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রাজনীতিসঙ্গত [স] *বিণ* রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'তাহা রাজনীতিসঙ্গত – ধর্মের সহিত উহার সম্বন্ধ খুব কম।' *দর্শন*, ১৯২১।

রাজনৈতিক [স] **১** *বি* রাজনীতিবিদ। 'তাহা কিন্তু রাজনৈতিকেরা বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* রাজনীতিসংক্রান্ত। 'রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রাজপক্ষ [স] *বি* শাসকদল। 'প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অনুভবযোগ্য করে তোলবার চেষ্টা করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাজপতাকা [স] *বি* রাজ্যশাসন নির্দেশক পতাকা। 'মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রাজপত্নী [স] *বি* রানী। 'রাজপত্নী চাহিয়া হাসিলা মুনিবর।' *কবীন্দ্র*,

রাজপত্র [স] *বি* রাজার চিঠি। 'ভট্টাচার্য্যেরদিগের ... রাজপত্র প্রধান২ পণ্ডিতেরা প্রাপ্ত হইয়া মহা হর্ষে রাজধানী কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাজপদ [স] *বি* রাজার পদ; রাজাসন। 'আন যদি দেখে রাজপদ পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রাজপদাবনত [স] *বিণ* রাজার অনুগত। 'ভারতবর্ষের প্রজারা চিরকালই রাজপদাবনত।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

রাজপদ্মিনী [স] *বি স্ত্রী* বড়ো পদ্ম। 'রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজপরিচারিকা [স] *বি স্ত্রী* রাজার ভৃত্য। 'তুমি সেখানে দাঁড়াইয়া রাজ পরিচারিকা হইবে।' *মধু*, ১৮৫৭।

রাজ-পলিসি [স রাজা+ই পলিসি] *বি* রাজনীতি। 'তাঁহাদের রাজ-পলিসির অনুকূল করিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজপাট [স রাজপট্ট] **১** *বি* রাজসিংহাসন। 'দামেস্ক রাজপাটে জয়নাল আবেদীনকে বসাইয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৭। **২** *বি* রাজ্য। 'চোর আর পকেটমারের রাজপাট।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রাজপাত্র [স] *বি* রাজার প্রতিনিধি। 'ঘাটি দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাজপুত [স রাজপুত্র] *বি* রাজপুত্র; রাজকুমার। 'উজবেগ রোহেল রাজপুত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাজপুত্তুর [স রাজপুত্র] *বি* রাজার ছেলে; রাজপুত্র। 'রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

রাজপুত্র, রাজপুত্র [স] *বি* রাজার ছেলে। 'প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাজপুত্র সনে মোর পুত্র সনে কক্ষ্যা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'যদি রাজপুত্র তোমার প্রীতি ভুলিয়া

AMARBOI.COM

সকল গহনা লয়।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

রাজপুত্রী [স] *বি* রাজকন্যা। 'রাজপুত্রী কহিলেন, সখী!' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজপুর [স] *বি* রাজপ্রাসাদ। 'ঘরদল পরদল নাহি চিনি তোমা/ প্রবেশিআ রাজপুরে কেন বাজায় দামা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজপুরী [স] *বি* রাজবাড়ি। 'তাহারা রাজপুরীর চতুর্দিক নিরুদ্ধ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজ-পুরুষ [স] **১** *বি* রাজা। 'রাজপুরুষ অস্ত্র শস্ত্রাদি সম্বলিত বহুলোক সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* রাজকর্মচারী। 'বোধকরি প্রজাগণের এই দুঃখবিবরণ রাজপুরুষদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইয়া থাকিবেক।' *প্রভাকর*, ১৮৫১। **৩** *বি* শাসক। 'রাজপুরুষেরা ঝটিতি কোন বিশেষ উপায় ...।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

রাজপুরোহিত [স] *বি* রাজকীয় পুরোহিত। 'পীপলাই ফুলেতে জন্ম রাজ পুরোহিত।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'আসে নটভাট রাজপুরোহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাজপূজা [স] *বি* রাজা কর্তৃক আয়োজিত পূজা। 'ইহারা সকল কার্য্যের পূর্ব্বে রাজপূজা করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রাজপুত্র [স রাজপুত্র] *বি* রাজপুত্র; রাজকুমার। 'জে রাজপুত্র জেমন জ্ঞানবান হয় ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

রাজপ্রতাপ [স] **১** *বি* রাজার বীরত্ব। 'রাজপ্রতাপ ও রাজ্যোন্নতি সম্বন্ধে খোদাতালার দরবারে ... প্রার্থনা করিবেন।' *প্রচারক*, ১৯০৭। **২** *বি* ব্যাপক ক্ষমতা। 'অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাজপ্রতাপবিহীন [স] *বিণ* রাজকীয় দাপট নেই এমন। 'ফার্সী আজ রাজপ্রতাপবিহীন।' *এসলাম*, ১৯১৭।

রাজপ্রতিনিধি [স] *বি* রাজার মুখপাত্র। 'রাজপ্রতিনিধি করে অভিনন্দন পত্র দিতেছে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

রাজপ্রসাদ [স] *বি* রাজার দান বা অনুগ্রহ। 'রাজা মানসিংহকে রাজপ্রসাদ দিবেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাজপ্রাসাদ [স] **১** *বি* রাজার বাসভবন। 'রাজপ্রাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, শিশুশালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* রাজকীয় ভবন। 'পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রাজপ্রেয়সী [স] *বি* রাজার প্রিয়তম। 'রাজা ও রাজপ্রেয়সী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজবংশ [স] *বি* রাজার বংশ। 'এই দলের মধ্যে অযোধ্যার ও মিথিলার রাজবংশ প্রধান।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রাজবংশজাতা [স] *বিণ স্ত্রী* রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'শিখণ্ডিবাহন যখন রাজবংশজাতা রাজবালার পাণিগ্রহণে অসম্মত হয়েছেন ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

রাজবধূ [স] *বি* রাজার স্ত্রী। 'আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রাজবন্দী [স রাজ+ফা বন্দী] *বি* রাজনৈতিক কারণে আটক ব্যক্তি। 'রাজবন্দীর চিঠি।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাজবয়স্য [স] *বি* রাজার বন্ধু। 'নায়ক মহারাজ দুষ্মন্ত এবং রাজবয়স্য মাধব্যকে আশ্রয় করে ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

রাজবর্ত্ম [স] *বি* রাজপথ। 'বিমলা এক্ষণে রাজবর্ত্ম ত্যাগ করিয়া রাজপুত্রসঙ্গে এই আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

রাজবস্ত্র [স] *বি* রাজকীয় পোশাক। 'রাজা ধীরসিংহকে হস্তি ঘোটক এবং দ্রব্য রাজবস্ত্র মুক্তার মালা নানাবিধ আভরণ প্রসাদ করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাজবাক্য [স] *বি* রাজার কথা। 'এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজবাগান [স রাজ+বাগান] *বি* রাজার বাগান। 'ওই রাজবাগানের ফুলবালাদের সালাম করো।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাজবাট [স] *বি* রাজপথ। 'শূন্য রাজবাটে চলেছে একাকী ভিখারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রাজবাটি, রাজবাটী [স] *বি* রাজপ্রাসাদ। 'রাজবাটী গমন করিয়া আপন মাতাকে প্রণাম ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'সম্মুখেই রাজবাটির প্রবেশ-দ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রাজবাড়ি, রাজবাড়ী *বি* রাজার বাড়ি; রাজপ্রাসাদ। 'রাজকন্যা বলা যেতো রাজবাড়ী হলে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'রাজবাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে ফুলছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজবালা [স] *বি* রাজকন্যা। 'সখী বলে রাজবালা জ্ঞাপন চৌষট্টি কলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাজবালিকা [স] *বি* রাজকন্যা; রাজার মেয়ে। 'রাজবালিকার সোহাগে লালিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রাজবিচার [স] *বি* রাজার বিচার। 'বিশেষতো রাজবিচার সম্পর্কীয়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

রাজ-বিচারাগার [স] *বি* রাজার বিচারসভা। 'রাজ-বিচারাগারের বা সভা বিশেষে আপনারদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রাজবিদ্রোহ [স] *বি* সরকারের বিরুদ্ধাচরণ। 'এই কথা অত্যন্ত রাজবিদ্রোহ ব্যাপার সূচক বলিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

রাজবিদ্রোহি [স রাজবিদ্রোহী] *বিণ* সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী। '১৮৩৪ সালে এমত রাজবিদ্রোহি কথা এতদ্দেশীয় এক জন মহাশয়ের সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

রাজবিদ্রোহিতা [স] *বি* রাজদ্রোহ; সরকারের বিরুদ্ধাচরণ। 'রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রাজবিদ্রোহী [স] *বি* রাজার বিরুদ্ধাচরণকারী। 'কেউ দেখতে পেলে রাজবিদ্রোহী বলে ধরে দেবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

রাজবিধান [স] *বি* রাজার আইন। 'রাজবিধানের প্রতি আমাদের যে-একটা অটল শ্রদ্ধা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাজবিধি [স] *বি* রাজবিধান; রাজনিয়ম। 'সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রাজবিপ্লব [স] *বি* রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লব। '১৭৮৯ সতর শত উননব্বই খ্রীষ্টাব্দে ফরাশিশ রাজ্যে রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রাজবীর [স] *বি* বীরশ্রেষ্ঠ। 'কহ কোন রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইকেল, ১৮৭২।

রাজবেতনভোগী [স] *বিণ* সরকারি বেতন ভোগকারী। 'রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাজবেশ [স] *বি* রাজ-পোশাক। 'সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাজবেশধারী [স] *বিণ* রাজকীয় পোশাক পরিহিত। 'ননীর পুতুলের মতো রূপবান রাজবেশধারী সুবর্ণ রাজা আসল রাজা নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

রাজবৈদ্য [স] *বি* রাজচিকিৎসক। 'তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আনগে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজবোল [স রাজা+প্রা বোল্ল] *বি* রাজ আজ্ঞা। 'রাজবোলে বিলম্ব করিব দুই মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজভক্ত [স] *বিণ* রাজার অনুগত। 'চীৎকার করিয়া বলিতে হয় – আমরা রাজভক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'স্রষ্টার রাজভক্ত প্রজা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রাজভক্তি [স] *বি* রাজার প্রতি আনুগত্য। 'ভাষা রাজভক্তি সহকারে সেই সকল রাজচিহ্ন এখনও অঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রাজভবন [স] *বি* রাজপ্রাসাদ। 'বৃদ্ধা যষ্টিগ্রহণপূর্বক রাজভবনে গমন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজভয় [স] *বি* রাজার প্রতি ভয়। 'রাজ-বিলাত সাধি খায় নাহি রাজভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাজভাগ [স] *বি* জমিদারের প্রাপ্য অংশ। 'আমাদের সম্পর্ক রাজভাগ ফসলের দামের সঙ্গে।' *তারা*, ১৯৪২।

রাজভাট [স রাজা+স ভট্ট] *বি* রাজার স্তুতিপাঠক। 'আমি তথা রাজভাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজভাণ্ডার [স রাজভাণ্ডাগার] *বি* রাজার ধন-সম্পদ রাখার স্থান। 'চামর চন্দন শঙ্খ আদি ধন নাহিক রাজভাণ্ডারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজভাষা [স] **১** *বি* রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত ভাষা। 'ইংরাজি বিদ্যা বর্ত্তমান রাজভাষা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* রাজার বা শাসক জাতির মাতৃভাষা। 'ইংরেজেরা আমাদের দেশের রাজা ছিল, সুতরাং ইংরেজী আমাদের রাজভাষা ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'রাজভাষা ফার্সী কেহ কেহ শিখিতেন, কিন্তু তাহা আমাদের রাজভাষা শিক্ষার ন্যায় এমন গুরুভার ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাজভূমি [স] *বি* রাজ্যের মাটি। 'শত্রুবলস্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজভৃত্য [স] *বিণ* রাজার অনুগত। 'সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাজভেট [স রাজভট্ট] *বি* রাজার উপহার। 'রাজভেট নিল সাধু সফরিআ ভেড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজভোগ [স] **১** *বি* রাজার ভোগের উপযোগী সামগ্রী। 'রাজভোগে পড়িআছ ভোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* উত্তম খাদ্যদ্রব্য। 'বিক্রমাদিত্য ... রাজভোগে পরিতোষ করিয়া পরম সুখে প্রতিপালন করেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাজভোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* রাজার ভোগের উপযুক্ত। 'রাণী হয়ে হও রাজভোগ্যা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রাজভ্রষ্ট [স] *বিণ* রাজ্যচ্যুত। 'হিন্দু রাজা রাজভ্রষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রাজমন্ত্রী [স] *বি* রাজার মন্ত্রণাদাতা; রাজার বা সরকারের পরামর্শক। 'রাজমন্ত্রী ও পার্লিমেণ্ট এতদ্দেশের তাবদ্বিষয়ক সম্বাদের অনুসন্ধান করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রাজমহল [স রাজ+আ মহল] *বি* ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অঞ্চলবিশেষ। 'অপর পক্ষে রাজমহলের পূর্ব দিয়ে বাংলায় এসে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

রাজমহিমা [স] *বি* রাজকীয় মাহাত্ম্য। 'রাজমহিমারে যে করপরশে তব পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রাজমহিষী [স] *বি* রাজার স্ত্রী; রানী। 'রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তদনন্তর মন্ত্রী বালককে লইয়া অন্তঃপুরে ব্যাকুলা রাজমহিষীর নিকটে সমর্পণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রাজমাতা [স] *বি* রাজার মা। 'স্নেহে তিনি রাজমাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাজমুকুট [স] *বি* রাজার মাথার পরিধেয় অলঙ্কারবিশেষ। 'সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজমুকুট শিরে ধারণ করা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'সে রাজমুকুট ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাজমুদ্রা [স] *বি* রাজকীয় মুদ্রা। 'এই রাজমুদ্রা সৌরাষ্ট্র দেশে ১২১০ সালে জয়শীল শা আলম ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

রাজযোগ্য [স] *বিণ* রাজার উপযুক্ত। 'হরীতকী আমলকী সংগ্রহ করিয়া রাজযোগ্য ভোজের আয়োজন করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রাজরথ [স] *বি* রাজার বাহন বা গাড়ি। 'এমন সময়ে অরুণধূসর পথে তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রাজরাজড়া [স রাজন>] *বি* বিভিন্ন রাজা ও তাঁদের মতো মান্য ব্যক্তি। 'এ সব রাজরাজড়ার কথায় তোমার কাজ কি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজরাজেন্দ্র [স] *বি* রাজ্যপ্রধান। 'আমি রাজকুমারী, – এমনকি, রাজরাজেন্দ্রকুমারী।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রাজ-রাজেন্দ্রাণী [স] *বি* রাজরানী। 'রাজ-রাজেন্দ্রাণী করবার সকল ক্ষমতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাজরাজেশ্বর [স] *বি* সম্রাট। 'জাহাতে হল্য কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজরাজেশ্বরী [স] *বি* সম্রাজ্ঞী; দেবী। 'রাজরাজেশ্বরী মাগো ভুবনে বিখ্যাত ছিলে।' *অশ্বিনী*, ১৯২০; 'আমার মা যে রাজরাজেশ্বরীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রাজরানি, রাজরানী, রাজরাণী [স রাজ+রানী] **১** *বি* রাজার স্ত্রী। 'কার্ণাট দেশের রাজরাণী এমত পণ্ডিতা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'কমলিনী আজ হবেন রাজরানী।' *অশ্বিনী*, ১৯২০। **২** *বি* অতুল ঐশ্বর্যশালিনী। 'যে মেয়ে ... সিঁদুরটিপ কপালে পরবে সে হবে রাজরানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'রাজরানী হয়ে আমাদের ভুলে যাসনে মা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রাজরানিত্ব [স রাজ+রানী+স ত্ব] *বি* রাজার স্ত্রীর সম্মান বা দায়িত্ব। 'রাজরানির মতো সুখ পাইয়াছিল বলিয়াই না তার রাজরানিত্ব খসাইয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজরিশী, রাজরিসি [স] *বি* রাজর্ষি। 'অনন্তরূপিণী রাজরিশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রাজরিসি মহর্ষি জত মুনিগন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাজরোষ [স] *বি* রাজার ক্রোধ। 'রাজরোষ করি হেলা!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রাজর্ষি [স] *বি* যিনি রাজা তিনিই ঋষি। 'দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ-ভারতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রাজলক্ষণ [স] **১** *বি* জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী রাজপুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। 'বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* রাজকীয় অবস্থা। 'রাজলক্ষণ দেখে উদ্যান আপার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজলক্ষি [স রাজলক্ষ্মী] *বি* হিন্দুমতে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'বিজ্ঞ প্রিয়জনঞ্চ আহে রাজ্যোজোগ্যা শ্রীমন্ত বাবাজীর স্থিরতর রাজলক্ষি শ্রীশ্রী ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

রাজলক্ষ্মী [স] *বি* হিন্দুমতে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'রাজলক্ষ্মী সর্ব কাল এক জনের থাকে না।' *রামরাম*, ১৮০১; 'দেশ অরাজক হইল রাজলক্ষ্মী অনাথা হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রাজলাঞ্ছিত [স] *বিণ* ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিগৃহীত। 'মুজফ্ফর রাজলাঞ্ছিত বলে ... নাম পর্যন্ত নিলে না।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রাজলেখা [স] *বি* রাজার আদেশপত্র। 'রাজলেখা করি দিল পুরীগোসাঞির করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাজশক্তি [স] **১** *বি* রাজার শক্তি। 'বণিকদিগের মেরুদণ্ড রাজশক্তিতে শক্তিবান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ফরাসী বিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে এমন স্পর্ধা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল উলটা হইয়াছে – য়ুরোপের রাজশক্তি, প্রজাশক্তি, ধনশক্তি, জনশক্তি ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* রাষ্ট্রীয় শক্তি। 'রাজশক্তি দ্বারা ... নিয়ম সকল ব্যবস্থাপিত হইতে পারে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

রাজশক্তি-মাঝে *ক্রিবিণ* রাজশক্তির মধ্যে। 'পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তি-মাঝে, মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

রাজশাসন [স] *বি* রাজ্যশাসন। 'মহারাণী ভবানী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা চিরকাল রাজশাসন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

রাজশাসনকর্তা, রাজশাসনকর্ত্তা [স] *বি* রাজ্য শাসন করে যে। 'ইংগ্রেণ্ডীয় রাজশাসনকর্ত্তাদের নিকটে ঐ রাজ্যের রাজত্ব বিষয়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রাজশিকারী [স রাজ+ফা শিকারি] *বি* রাজার নিযুক্ত শিকারী। 'রাজশিকারী বাঘগুলোকে আফিম খাইয়ে রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রাজশিল্পী [স] *বি* রাজার নিযুক্ত শিল্পী। 'এক রাজশিল্পীর ময়ুর-সিংহাসন আর তাজের স্বপ্নকে নির্মিতি দেবে বলে।' *অবন*, ১৯২৫।

রাজশ্বশুর [স রাজশ্বশ্রূ] *বি* রাজার শ্বশুর। 'বিদ্যাভূষণের সার্থক জীবন, রাজশ্বশুর হলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

রাজশ্যালক [স] *বি* রাজার শ্যালক। 'রাজশ্যালকটি যতই উপদ্রব করুক-না কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাজশ্রী [স] *বি* স্ত্রী রাজ্যের মঙ্গলকারী দেবী; রাজলক্ষ্মী। 'রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে কাঁদে হাহাকার-রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজসংক্রান্ত [স] *বিণ* রাজনীতিসম্পর্কিত। 'যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

রাজসংসার [স] *বি* রাজার সংসার। 'আমার পুত্র রাজসংসারে কর্ম করে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজসদন [স] *বি* রাজপ্রাসাদ। 'নগরে প্রবেশ করিয়া রাজসদনের সমীপবাসী, স্বর্ণকারের নিকট ... উপস্থিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজসভা [স] *বি* রাজদরবার। 'রাজসভায় সাধু হইল উপনীত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজসভারপুত্তলিকা [স] *বি* রাজসভায় যারা রাজার কথায় ওঠে-বসে। 'পরদত্ত সাজ প'রে রহিবে না বসে রাজসভারপুত্তলিকা হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজসভাসদ [স] *বি* রাজসভার সদস্য। 'রাজসভাসদ সৈন্য পাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাজসমাধি [স] *বি* রাজপরিবারের সমাধি। 'গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রাজ-সমারোহে *ক্রিবিণ* রাজোচিত আড়ম্বরে। 'দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাত, রাজ-সমারোহে এসো!' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রাজসম্পদ [স] *বি* রাজার ধন। 'তোমা বিনা আজে রাজসম্পদ ধনে সুখ বলি অজ গণ্য না করে মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

রাজসম্বন্ধীয় [স] *বিণ* রাজা কর্তৃক পরিচালিত। 'এক রাজসম্বন্ধীয় চতুস্পাঠীতে অধ্যয়ন করি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রাজসম্ভাষণ [স] *বি* রাজার আহ্বান। 'রাজসম্ভাষণে হইল্য শ্রীমন্তের ত্বরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজসম্মান [স] *বি* রাজকীয় মর্যাদা। 'যাঁহারা রাজসম্মান চাহেন না, এমন কি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মতো মানী লোক জগতে সর্বত্রই দুর্লভ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সব যন্ত্রণা লাঘব হল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রাজসরকার [স রাজ+ফা সরকার] **১** *বি* ব্রিটিশ সরকার। 'এ বিষয়ে রাজসরকারে নিয়মিতরূপে দরখাস্ত অদ্যাপি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'রাজ-সরকার রেখেছেন নাম।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* রাজার শাসন। 'ছোটো রাজসরকারটি উঠে যায়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাজসাক্ষাৎ [স] *বি* রাজার সাক্ষাৎ। 'আসিছেন অবিলম্বে রাজসাক্ষাতের তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজসাজ [স রাজসজ্জা] *বি* রাজসজ্জা; রাজপোশাক। 'এ উষ্ণীষ রাজসাজ রাখিনু চরণে তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রাজসিংহ [স] *বি* রাজা। 'অন্যান্য রাজসিংহ যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রাজসিংহাসন [স] *বি* রাজার আসন। 'তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কৃষ্ণভক্তি বিনে কিবা রাজসিংহাসন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাজসিক [স] **১** *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'রাজসিক এই ভোগ দিয়াছেন যিনি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* রাজকীয়। 'রাজসিক আড়ম্বরে চলেছে যে পথ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রাজসিকতা [স] **১** *বি* রাজ-রাজড়াদের মতো গুণাবলী। চাহিয়াছি দেবত্ব, পাইয়াছি পশুত্ব, চাহিয়াছি সাত্ত্বিকতা, পাইয়াছি রাজসিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'রাজসিকতার মাহাত্ম্য তাঁর নিকট অবিদিত ছিল না।' *প্রমথ*, ১৯২০। **২** *বি* রাজকীয়তা; রাজার ঔদ্ধত্য। 'বীর ধর্ম রাজসিকতাকে বিদ্রূপ করে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রাজসুই [স রাজসূয়] *বি* বড়ো ধরনের যজ্ঞবিশেষ। 'রাজসুই জজ্ঞ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জদি পুত্র করে তোথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজসুখ [স] *বি* রাজার যোগ্য সুখ। 'রাজভোগ রাজসুখে যাহারা পরিপোষিত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

রাজসুতা [স] *বি* রাজকন্যা। 'প্রভাবতি নামে আছে দৈত্য রাজসুতা।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজসূয় [স] *বি* প্রাচীন ভারতে রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট হতে হলে যে যজ্ঞ করা হতো। 'এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাজসূয়যজ্ঞ [স] *বি* প্রাচীন ভারতে রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট হতে হলে যে যজ্ঞ করা হতো। 'তাঁদের নর্তনের চোটে দেশের এ নব রাজসূয়যজ্ঞ নব দক্ষযজ্ঞে পরিণত হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

রাজসেনা [স] *বি* রাজার সৈন্য। 'রাজসেনা দেবীসেনা হইল মহারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজসেনানী [স] *বি* রাজার সেনাপতি। 'একজন রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজবিদ্রোহীর সহিত ষড়যন্ত্র করে।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

রাজসেবা [স] *বি* রাজার পরিচর্যা। 'রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাজস্টেট [স রাজ+ই স্টেট] *বি* রাষ্ট্র। 'রাজস্টেট কি খাজনাটা মাফ দেয় আমাকে?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রাজস্বামী [স] *বি* যে রাজা সেই স্বামী। 'মনের মতো রাজস্বামী পেলুম।' *অবন*, ১৮৯৬।

রাজহস্তী, রাজহস্তি [স, সমাসে ই-কার] *বি* রাজা যে হাতিতে আরোহণ করেন; রাজাকে আরোহণকারী হাতি। 'রাজহস্তিগন মধ্যে সিংহ অবতরি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রাজহস্তী চামর ঢোলাতে ঢোলাতে চলল।' *অবন*, ১৮৯৬।

রাজহাট [স রাজা+স হট্ট] *বি* রাজার দেশ। 'ভারতবর্ষ বাহিরের রাজহাট হইতে তাহার সন্তানদের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজহিতৈষী [স] *বিণ* রাজ্যের কল্যাণকামী। 'এ সভায় রাজ মন্ত্রী ... রাজহিতৈষী বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ... সকলেই উপস্থিত আছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রাজ[৩] [স রাজা, সমাসে রাজ-] *বিণ* বড়ো; প্রধান। 'মো জাওঁ রাজপথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাজঢক্কা [স রাজঢক্কা] *বি* বড়ো ঢাক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাজ-দাবাড়ে [স রাজ+দাবাড়ে] *বি* শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু। 'আসমানি সেই রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

রাজধানী [স] **১** *বি* প্রধান নগরী। 'নবদ্বীপ যেহেন মথুরা রাজধানী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* রাষ্ট্রশাসনের কেন্দ্র। 'বিবিধ আনন্দ রঙ্গে নানা রসে নানা ঢঙ্গে হরিষে আইল রাজধানী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* কেন্দ্রস্থল। 'এক কালে সে এই সমস্ত সভ্যতার রাজধানী হইয়া বসিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রাজধ্বনি [স] *বিণ* বিশাল। 'সভা এক করিলেক অতি রাজধ্বনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

রাজপথ [স] **১** *বি* নগরের প্রধান সড়ক। 'মো জাওঁ রাজপথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রশস্ত পথ। 'ঐ শাস্ত্রই মোক্ষমার্গের অতি সরল রাজপথ।' *সবুজ*, ১৯১৭।

রাজপথী কীর্তন [স] *বি* রাজপথে গাওয়া হয় এমন কীর্তন। 'বৈঠকি ধ্রুপদী খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্তন গাহিতে পারিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

রাজপন্থ [স] *বি* নগরের প্রধান সড়ক। 'অন্যে অন্যে দর্শন হইল রাজপন্থে।' *সুলতান*, ১৭০০।

রাজবিরহী [স] *বি* অতি বিরহী। 'বিদীর্ণ হৃদয় হতে বাহিরে আনিল বহি সে-রাজবিরহী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রাজবিহঙ্গ [স] *বি* ঈগল। 'শাদা রাজবিহঙ্গের প্রতিভায় বৈকুণ্ঠের দিকে উড়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩০।

রাজভিখারী [স রাজ-ভিক্ষাকারী] *বি* মহাভিক্ষুক। 'দেহি ভবতি ভিক্ষাম বলি দাঁড়ালে রাজভিখারী।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'কে আর মিটাতে পারে এই রাজভিখারীর দাবি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

রাজভোগ [স] *বি* রাজার উপযুক্ত ভোগ। 'ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

রাজমণি [স] *বি* মণিশ্রেষ্ঠ; রত্নবিশেষ। 'কনকেহ রাজমণি উর মিথুন না দেখএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

রাজমার্গ [স] *বি* রাজপথ। 'নানা যান-সমাকীর্ণ জলসংসিক্ত রাজমার্গ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রাজমাষ [স] *বি* বরবটি। 'রাজমাষ নাম তাঁর বরবটি যিনি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রাজযক্ষ্মা [স] *বি* অত্যন্ত কঠিন ধরনের যক্ষ্মারোগ। 'রাজা অগ্নিবর্ণ প্রভৃতি করেছিলেন রাজযক্ষ্মা।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

রাজযোগ [স] *বি* যোগসাধনের পদ্ধতিবিশেষ। 'কোথাও বা হঠযোগ কোথাও বা রাজযোগ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

রাজযোটক [স] *বি* (জ্যোতিষ) স্বামীস্ত্রীর মধ্যে গ্রহের অত্যন্ত অনুকূল অবস্থান, ফলে দুজনের মধ্যে সামঞ্জস্য। 'ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুজনেই রাজযোটক।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রাজহংস [স] *বি* লম্বা ও উঁচু গলাওয়ালা এবং দীর্ঘদেহী এক জাতীয় হাঁস; রাজহাঁস। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে/ মত্ত রাজহংসে জিণী চলএ বিলম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাজহংসী [স, সমাসে রাজহংসি-] *বি স্ত্রী* লম্বা ও উঁচু গলাওয়ালা এবং দীর্ঘদেহী এক জাতীয় হাঁস; রাজহাঁস। 'রাজহংসিগন করে সলিলে বেহার।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সতী মহিমায় পদ্মের বনে রাজহংসীর মত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

রাজহাঁস [স রাজহংস] *বি* বড়ো আকারের হাঁসবিশেষ। *ওস্সাঁ*, ১৭৮৫; 'সাদা রাজহাঁসের পাখার মতো কোমল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রাজ[৪] [ফা] *বি* রাজমিস্ত্রি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাজমজুর [ফা রাজ-মজদুর] *বি* রাজমিস্ত্রি। 'অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'রাস্তা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজমিস্তিরি [ফা রাজ+প মিস্ত্রি] *বি* পাকা ঘর নির্মাণকারী কারিগর। 'তারই জুড়িদার আরও জন তিন-চার রাজমিস্তিরি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রাজমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রী [ফা রাজ+প মিস্ত্রি] *বি* পাকা ঘর নির্মাণকারী কারিগর। 'রাজধানীতে গোরা রাজমিস্ত্রী ছিল না ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'রাজমিস্ত্রির বেশপরিগ্রহ ও কর্ণিক ধারণ পূর্বক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

AMARBOI.COM

রাজ[4] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'তারাচন্দ্র রাজ।' *সেবধি,* ১৮৪০।

রাজন [স] *বি* রাজা। 'সুখ মর্ম দুঃখী জানে না জানে রাজন।' *আলাওল,* ১৬৮০।

রাজন্য [স] *বি* রাজা। 'নিরন্তর প্রিয়তর রাজন্যের ঠাঁই।' *রঙ্গ,* ১৮৫৮।

রাজন্যবর্গ [স] *বি* সামন্ত রাজাগণ। 'ইংরেজরাও ... রাজন্যবর্গকে সুনজরে দেখলো-না।' *উমর,* ১৯৬৬।

রাজন্নতি [স রাজোন্নতি] *বি* রাজার উন্নতি। 'মহাসএর রাজন্নতি শ্রীশ্রী করিতেছেন।' *মেয়র্স,* ১৭৭১।

রাজপুত[1] দ্র রাজ

রাজপুত[2] **১** *বি* রাজপুতনার অধিবাসী। 'তাহার পর দ্বীপসিংহ অবধি জীবনসিংহ পর্য্যন্ত চোহান রাজপুত জাতি ৬ জনেতে ১৫১ বৎসর।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০। **২** *বি* ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ। 'আপনার দুইজন রাজপুত সেনাপতিকে কহিলেন ...।' *গুপ্ত,* ১৮৫৫।

রাজপুতানি *বি* রাজপুত অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা। 'কেবল রাজপুতানি নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।' *হাই,* ১৯৫৪।

রাজবংশী [স] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী নওয়াতিয়া প্রভৃতি জাতি আছে।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

রাজবন্দ *বিণ* সন্তুষ্ট। *মানোএল,* ১৭৪৩।

রাজভোগ দ্র রাজ[2], রাজ[3]

রাজর্ন্ন [স রাজন্য] *বি* রাজবংশীয় লোক। 'রাজর্ন্ন হউক কিবা হউক ক্লেস।' *মালাধর,* ১৫০০।

রাজসাপ **১** *বি* সাপের রাজা; অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং কং বোড়ো খাই।' *চর্যা ৪১,* ১২০০। **২** *বি* নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'ও রাজবাহাদুর নয় রে, রাজসাপ।' *বিমল,* ১৯৫৩।

রাজস্থান [স] *বি* রাজধানী। 'দ্বারী সম্ভাষিয়া ব্যাধ চলে রাজস্থান।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

রাজস্ব [স] *বি* খাজনা। 'রাজার রাজস্ব দিতেই হবে।' *কেরি,* ১৮০২; 'রাজস্ব নিঃশেষে দিতে পারি।' *রামরাম,* ১৮০২।

রাজস্ব-সচিব [স] *বি* সরকারের কর বিভাগের সচিব। 'রাজস্ব-সচিব কাজী ... পাকিস্তান সমর্থন না করিলেও ...।' *আজাদ,* ১৯৪৭।

রাজস্বোৎপন্ন [স] *বিণ* খাজনা আদায়ে আয়কৃত। 'রাজস্বোৎপন্ন টাকা যে ব্যয় করেন ইহাতে ভিন্ন২ মহাজনেরদের উদ্যোগের ব্যাঘাত হইতেছে।' *বঙ্গদূত,* ১৮২৯।

রাজা[1] [স] **১** *বি* দেশের অধিপতি। 'রাজা কংসাসুর আতি দুরুবার।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *বি* দাবা খেলার প্রধান ঘুঁটি। *ওর্সা,* ১৭৮৫; 'তার পর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বোসো।' *নজরুল,* ১৯৩২। **৩** *বি* নেতা। 'দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ও অসুরদিগের রাজা বিরোচন।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০। **৪** *বিণ* শ্রেষ্ঠ; সর্বাগ্রগণ্য। 'উন্নত বড় ধনি মরারা ঐ অল্প স্থানে রাজা হইবেন।' *দর্পণ,* ১৮২৬। **৫** *বি* রাষ্ট্রের শাসক। 'যাহা হউক রাজা ও ঈশ্বর প্রায় তুল্য।' *দর্পণ,* ১৮৩৮। **৬** *বি* উপাধিবিশেষ। 'বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য রায় এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' *গুপ্ত,* ১৮৫৫। **৭** *বি* জমিদার। 'শুনি রাজা কহে, বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫। **৮** *বি* ঈশ্বর। 'হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬।

রাজা আজ্ঞা [স] *বি* রাজার আদেশ। 'দূত রাজা আজ্ঞা পাইয়া বালককে গোপনে লইয়া ...।' *চণ্ডীচরণ,* ১৮০৫।

রাজাই [স রাজা>] *বি* রাজত্ব। 'তাহারে রাজাই দিতে নাহি মন লয়।' *ভারত,* ১৭৬০।

রাজাকবি [স] *বি* কবিদের রাজা। 'রচিয়াছ রাজাকবি! কাহিনী প্রিয়ার।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৬।

রাজাগিরি [স রাজা+ফা গিরি] *বি* রাজার মতো আচরণ। 'কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১১।

রাজাজ্ঞা [স] *বি* রাজার আদেশ। 'রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ আছে।' *রাজীব,* ১৮০৫।

রাজা-টাজা *বি* বাদশাহ, উজির প্রমুখ; বড়ো কিছু। 'দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়।' *নজরুল,* ১৯২৫।

রাজাদেশ [স] *বি* রাজার আজ্ঞা। 'আগে ভাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

রাজাধিরাজ [স] *বি* রাজাদের রাজা; সম্রাট। 'রাজাধিরাজের যেমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২।

রাজানুগৃহীত [স] *বিণ* রাজার কৃপাপ্রাপ্ত। 'এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাববর্জিত-লোকে গমন করিলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৮।

রাজানুচর [স] *বি* রাজার অনুচর। 'রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

রাজাপ্রজা [স] *বি* রাজা ও প্রজা। 'মহাশয় ... রাজাপ্রজা উভয়ের সুগোচর করাইবেন।' *দর্পণ,* ১৮৩৮।

রাজাবাহাদুর [স রাজা+ফা বহাদর] *বি* ব্রিটিশ আমলের সরকারি খেতাব। 'রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এই২ পাইয়াছেন।' *দর্পণ,* ১৮২৬।

রাজামন্ত্রী [স] *বি* দাবা খেলা। 'তার পর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বোসো।' *নজরুল,* ১৯৩২।

রাজায়২ ঝকড়া হয় উলুখাকড়ায় প্রাণ যায় – দুই ক্ষমতাবান ব্যক্তির বিবাদ হলে তাদের মধ্যে থাকা নিরীহ লোকদের অবস্থা বিপন্ন হয়। 'কথায় বলে রাজায় ২ ঝকড়া হয় উলুখাকড়ায় প্রাণ যায়।' *উমেশ,* ১৮৫৭।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খড়ের প্রাণ যায় *বি* সম্ভ্রান্তের স্বার্থের কারণে তুচ্ছদের ক্ষতি। 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় – উলু খড়ের প্রাণ যায়।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৮।

রাজার কুমার *বি* রাজপুত্র। 'সাজুও দেখিছে কোথাকার যেন রাজার কুমার আজি।' *জসীম,* ১৯২৯।

রাজার কুমারী *বি* রাজকন্যা। 'শিয়রে দেখিছে রাজার কুমারী!' *জসীম,* ১৯২৯।

রাজার ছেলে *বি* রাজপুত্র। 'কোটাল-ছেলের মতো, রাজার ছেলের মতো।' *জীবন,* ১৯৩২।

রাজার জাতি *বি* যে শ্রেণীর মানুষ রাষ্ট্রপরিচালনা করে। 'রাজার জাতি থেকে তারা পরিণত হলো প্রজার জাতিতে।' *উমর,* ১৯৬৮।

রাজার দুলাল *বি* রাজপুত্র। 'রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬।

রাজারাজড়া *বি* রাজা ও রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ। 'রাজারাজড়ার কাণ্ড।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬৩।

AMARBOI.COM

রাজালয় [স] *বি* রাজগৃহ। 'তবে সকলেরি রক্ষা রাজ্য রাজালয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রাজাশ্রয় [স] *বি* রাজার তত্ত্বাবধান। 'তাকে রাজাশ্রয়ে দাও।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাজাসন [স] ১ *বি* সিংহাসন। 'রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বি* রাজকীয় আসন। 'সাহিত্যের শ্রোতৃসভায় আজ সর্বসাধারণই রাজাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজাস্তরণ [স] *বি* রাজবাড়ির গালিচা। 'ধূলি-ভরা দুটি লইয়া চরণ/ চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাজোচিত [স] *বিণ* রাজার পক্ষে উপযুক্ত। 'দুঃসহ দম্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজোচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজোজোগ্যা *বিণ* রাজার যোগ্য। 'বিজ্ঞ প্রিয়জনষু আহে রাজোজোগ্যা শ্রীমন্ত বাবাজীর স্থিরতর রাজলক্ষ্মি শ্রীশ্রী …।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

রাজোপাধি [স] *বি* রাজার উপাধি। 'পিতৃদত্ত রাজোপাধি ভোগ করছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাজোপাধিধারী [স] *বিণ* রাজকীয় খেতাবধারী। 'এখনো রাজোপাধিধারী যে কয়েকজন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজা[২] [স বিরাজ>] *ক্রি* বিরাজ করা। 'আজদেব নিরালে রাজই।' *চর্যা* ৩১, ১২০০; 'তোমারি আসান হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **রাজই** *ক্রি* বিরাজ করে। 'আজদেব নিরালে রাজই।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। **রাজে** *ক্রি* শোভা পায়। 'সুচারু বেসর রাজে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাজাই[১] *দ্র* **রাজা**[১]

রাজাই[২] *বি* লেপ। 'এই বাড়ি-ঘর, এই বিছানা-পত্র, এই রাজাই-মশারি …।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

রাজাকার [আ রেজাকার] *বি* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে সহায়তাকারী স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীবিশেষ। 'রাজাকার মুক্তি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।' *বাংলার মুখ*, ১৯৭১।

রাজাপেড়ে [স রাজা>] *বিণ* বড়ো পাড়বিশিষ্ট। 'রাজা পেড়ে, চেইনপেড়ে … ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রাজাবন্দী [আ+ফা] *ক্রিবিণ* ইচ্ছাধীন। 'জদি হাপন রাজাবন্দীতে জাইতে চাহো তবে …।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

রাজারাঙ [স রাজা+স রঙ্গ>] *বি* রজত; রৌপ্য। 'রাজারাঙ সডে দিয়া রাজাকে জানাএ গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজারাজি [আ রাজী>] *বিণ* সম্মত। 'অনেক দুঃখেতে তবে করি রাজারাজি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাজি, রাজী [আ] *বিণ* সম্মত। 'এতে কেহ নহে রাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আখেরে হইল রাজী আবদুল্লাহ দেওয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রাজিনামা, রাজীনামা *বি* সম্মতিপত্র। 'রাজীনামা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'নয়দারা রাজিনামা দিতে চাইনি বল্যে ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধর্যে নিয়ে গিয়েলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

রাজি হওন *বি* সম্মত হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রাজীনামা পত্র *বি* সম্মতিজ্ঞাপক চিঠি। 'এই করারে রাজীনামা পত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

-রাজি [স] ১ *বি* পাল; দল। 'গজ রাজি সারি২ লক্ষে২ দাম দামী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সারি। 'তরুরাজি ম্লান হয়ে আছে যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রাজিত [স] *বিণ* শোভিত। 'সুন্দর সুন্দর তনু রাজিত চন্দন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাজীব [স] ১ *বিণ* পদ্ম ফুলের মতো সুন্দর। 'মায়ের অঙ্কের নড়ি রাজীবলোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পদ্ম। 'দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব পদতলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রাজীবচরণ [স] *বি* পাদপদ্ম; পদ্মের মতো পা। 'পাই যদি, পূজি দুটি রাজীবচরণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রাজীবলোচন [স] *বি* পদ্মের মতো চোখ; পদ্মলোচন। 'মায়ের অঙ্কের নড়ি রাজীবলোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজীবন্দী [আ রাজী+ফা বন্দী] *বি* সম্মতিপত্র। 'পোনারো বরিষ ওমরে হাপন রাজীবন্দীতে মবলগ পাছ টাকা …।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

রাজেন্দ্র [স] *বি* শ্রেষ্ঠরাজা। 'রাজেন্দ্র, যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে …।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

রাজেন্দ্রনন্দিনী [স] *বি* রাজকন্যা। 'দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী – গন্ধামোদে মোদিয়া কানন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজেন্দ্রবালা [স] *বি* রাজকন্যা। 'আন গৃহে বরি বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

রাজেন্দ্রসঙ্গম [স] *বি* শাহেনশাহদের মিলনস্থল। 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীনও তা হলে তীর্থ দরশনে আসতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রাজেন্দ্রাণী [স] *বিণ* রানীশ্রেষ্ঠ। 'রূপে রাজেন্দ্রাণী। কলায় উর্বশী।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

রাজেশ্বর [স] *বি* রাজ্যেশ্বর; রাজা। 'রমানাথে রক্ষা কর রাজ রাজেশ্বরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাজেশ্বরী [স] *বি স্ত্রী* রানী। 'হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী সন্তানের পূরাও অভিলাষ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রাজেস্বর [স রাজা+ঈশ্বর] *বি* রাজ্যেশ্বর; রাজা। 'নানা দেস হতে আইল রাজ রাজেস্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাজোড়া [স রাজা>] *বিণ* বিপুল ধনবান। 'আমির লোক ও মনছবদার ও রাজোড়া লোক অনেকের সহিত পরিচয় হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাজ্জিপাট [স রাজ্যপাট] *বি* রাজসিংহাসন। 'আমার রাজ্জিপাট বজায় থাকবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

রাজ্ঞী [স] *বি* রাজমহিষী। 'গণিকার সহিত রাজ্ঞীর আত্যন্তিকী প্রীতি …।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রাজ্য [স] ১ *বি* রাজার অধিকৃত ভূমিখণ্ড। 'পুরুবেঁ গুণীএঁ বা রাম রাজ্য।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সর্বজন সুখী/ নাহি রক্ত দুখী/ রাজ্যে নাহি তার ছল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রাজত্ব। 'কাঙ্গালি লোক দুঃখ না পায় এই মত রাজ্য করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* দেশ। 'তবে এই ভারতবর্ষ রাজ্য আরো দেদীপ্যমান হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ৪ *বি* জগৎ; ভুবন। 'ছড়ার একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রাজ্যকামুক [স] *বিণ* রাজ্যলোভী। 'রাজ্যকামুক লর্ড ডেলহৌসী।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

রাজ্যকালীন [স] *বিণ* শাসনকালীন। 'ব্রিটিশ রাজ্যকালীন সর্ব্বসাধারণ উপকারার্থে বিদ্যা বৃদ্ধি নিমিত্ত যেরূপ আয়োজন।'

AMARBOI.COM

কৌমুদী, ১৮৩০।

রাজ্যগৌরব [স] *বি* রাজা হওয়ার সম্মান। 'নিজেকে রণগৌরব ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজ্যগ্রাসনীতি [স] *বি* রাজ্য দখলের আগ্রাসনমূলক মনোভাব। 'কোম্পানির রাজ্যগ্রাসনীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত সামন্তবাদীরা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

রাজ্যচক্র [স] *বি* রাজ্যের চক্রান্ত। 'এ রাজ্যচক্র, ইহার মর্ম্মভেদ করা বড়ই কঠিন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

রাজ্যচালনা [স] *বি* রাজ্য শাসনের কাজ। 'সন্ধিবিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুরুষোচিত কার্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রাজ্যচ্যুত [স] *বিণ* নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত। 'রাজ্যচ্যুত হইয়া পরের বাটীতে থাকিয়া রাণী কি প্রকারে ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাজ্যচ্যুতি [স] *বিণ* রাজ্যপরিচালনার ক্ষমতা থেকে অপসারণ। 'প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজ্যতন্ত্র [স] **১** *বি* রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। 'তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোনো স্বাধীন অধিকার প্রাপ্তির যোগ্য নও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* রাজতন্ত্র। 'রাজ্যতন্ত্রই বলো, সমাজতন্ত্রই বলো আর ধর্মতন্ত্রই বলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রাজ্যধর [স] *বিণ* রাজ্যের ধারক। 'রাজ্যধর বিদ্যাপতি রঙ্গপুরে ধাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাজ্যনাস [স রাজ্যনাশ] *বি* নিজরাজ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। 'রাজ্যনাস বনবাস বিধি হৈল বাম।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজ্যনিয়ম [স] *বি* রাজ্যপরিচালনার বিধান। 'রাজ্যনিয়মের শৃঙ্খলা বন্ধন করাই সংবাদপত্র প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য।' *প্রভাকর*, ১৮৬০।

রাজ্যপতি [স] *বি* রাজ্যের অধিপতি। 'রাজা বসন্তরায়কে পূর্ব্ব দেশের রাজ্যপতি করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাজ্যপরিচালনা [স] *বি* রাজ্যের শাসন কার্যাদি সম্পাদন। 'রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে কিছু কিছু কাজ করতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাজ্যপাট [স রাজ্যপট্ট] *বি* রাজত্ব ও সিংহাসন। 'রাজাএ মাগাএ ভিক্ষা রাজ্যপাট হরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রাজ্যপালন [স] *বি* দেশরক্ষা। 'কিরূপে রাজ্যপালন ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

রাজ্যপালনবিদ্যা [স] *বি* রাজ্য শাসনের জ্ঞান। 'তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রাজ্যপুরী [স] *বি* রাজত্ব। 'এই রাজ্য পুরী তুমি গ্রহণ কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রাজ্যপ্রান্ত [স] *বি* রাজ্যের সীমানা। 'রাজ্যপ্রান্তে মন্ত্রী মম বাঁধিবে শিবির।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রাজ্যবান [স] *বিণ* রাজ্যের অধিকারী। 'রাজ্যবান রাজা হতে পূজ্য যেই জন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রাজ্যবাসী [স] *বিণ* রাজ্যের অধিবাসী। 'রাজ্যবাসী আজ্ঞাধীন প্রজামণ্ডলী তাঁহার অপত্যসদৃশ বাৎসল্য-ভাজন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রাজ্যবিচ্যুত [স] *বিণ* রাজ্যহারা। 'রাজ্যবিচ্যুত, বৃত্তিবঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গেরও অসন্তোষ ছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাজ্যবিস্তার [স] **১** *বি* শাসনভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ। 'পূর্ব্বপুরুষদিগের ... রাজ্যবিস্তারের ক্রম অন্বেষণ করা মহানন্দের বিষয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'রাজারা বিনা প্রয়োজনেই রাজ্যবিস্তার করতে বেরোত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* স্থান দখল। 'সংস্কারগুলি আমাদের মনে রাজ্যবিস্তার করে আমাদের বিশ্লেষণবিমুখতার জন্য।' *উমর*, ১৯৬৬।

রাজ্যভঙ্গ [স] *বি* রাজ্য নাশ। 'তাহাতে রাজ্যভঙ্গের সম্ভাবনা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজ্যভার [স] *বি* রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব। 'মন্ত্রিবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'যদি ... রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার বাসনা হইয়া থাকে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রাজ্যভোগ [স] *বি* রাজত্ব। 'পরম সুখে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'বহুকাল অকন্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজ্যভ্রষ্ট [স] *বিণ* রাজ্যহারা। 'ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যৎকালীন দিল্লীর বাদশাহের সহিত সন্ধিপত্র করেন তখন ঐ বাদশা রাজ্যভ্রষ্ট ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রাজ্যরক্ষা [স] *বি* রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা। 'রাজ্যরক্ষা ... ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যে যাঁহারা ব্যাপৃত থাকিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রাজ্যলাভ [স] *বি* রাজ্যজয়। 'বাণিজ্য করতে এসে পশ্চিমের লোক যেদিন এদেশে রাজ্যলাভ করে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

রাজ্যলোভ [স] *বি* রাজত্বের মোহ। 'রাজ্যলোভের জন্যে নয়, নূতন করে পৌরুষের গৌরব প্রমাণের জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাজ্যলোলুপ [স] *বিণ* রাজ্য দখলের প্রতি লোভাতুর। 'ইউরোপের রাজ্যলোলুপ শক্তিগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইবে ... গড়িয়া তুলিতে হইবে।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

রাজ্যশাসন [স] *বি* রাজ্যপরিচালনা। 'রাজা বিক্রমাদিত্য ... রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজ্যশাসনপ্রণালী [স] *বি* রাজ্যপরিচালনা পদ্ধতি। 'রাজ্যশাসন প্রণালী জটিল ও বিস্তৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজ্যশাসনভার [স] *বি* রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব। 'নির্বাসনকাল যখন শেষ হবে তখন রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করবো কোন ভরসায়?' *মুনীর*, ১৯৬৬।

রাজ্যসংঘটন [স] *বি* রাজ্যপ্রতিষ্ঠা। 'বাহুবলে সে রাজ্যসংঘটন করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাজ্যসংস্থাপন [স] *বি* রাজ্যপ্রতিষ্ঠা। 'রাজ্যসংস্থাপন ভিন্ন আর কিছুকেই তিনি মনে স্থান দিবেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

রাজ্যসময় [স] *বি* রাজত্বকাল। 'পূর্ব্ব২ রাজ্যাধিকারে অর্থাৎ হি হিন্দুরদের রাজ্যসময়ে কি মুসলমানেরদের প্রভুত্বকালে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

রাজ্যসম্ভার [স] *বি* রাজ্যভার। 'রাজ্যসম্ভার ধারণ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রাজ্যসুখ [স] *বি* রাজ্যপরিচালনার সুখ। 'রাজ্যসুখের আনন্দ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রাজ্যস্থাপন [স] *বি* রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। 'অনার্য্য একজাতি এই সময়ে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজ্যহারা [স] *বিণ* নিজরাজ্য থেকে বঞ্চিত। 'অতি অল্প সময় মধ্যেই রাজ্যহারা হইবেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

রাজ্যহীন [স] *বিণ* রাজ্যহারা। 'রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রাজ্যাধিকার [স] *বি* রাজত্ব। 'পূর্ব্বে২ রাজ্যাধিকারে অর্থাৎ কি হিন্দুরদের রাজ্যসময়ে কি মুসলমানেরদের প্রভুত্বকালে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

রাজ্যাধিকারি [স রাজ্যাধিকারী] *বি* রাজা। 'রাজ্যাধিকারির দানশীলতায় এই ব্যাপার।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

রাজ্যাধিকারিত্ব [স] *বি* রাজত্ব। 'হিন্দুরদিগের রাজ্যাধিকারিত্ব ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

রাজ্যাধিকারী [স] *বি* রাজা। 'ধৃতিমান ৬৯/৫ মাস পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী হন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রাজ্যাধিকারোন্মুখ [স] *বিণ* রাজ্য দখলে প্রচেষ্ট। 'শ্বশুর অনেক কৌশল করিয়া রাজ্যাধিকারোন্মুখ হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

রাজ্যাধিরাজ [স] *বি* প্রধান রাজা। 'প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রাজ্যাধ্যক্ষ [স] *বি* শাসনকর্তা। 'অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ত্ব সম্যক বুঝিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রাজ্যাভিলাষ [স] *বি* রাজ্য অধিকারের আকাঙ্ক্ষা। 'ক্ষুদ্র লোকের রাজ্যাভিলাষ অতিশয় হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রাজ্যাভিষিক্ত [স] *বিণ* রাজপদে অভিষিক্ত। 'মহারাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মহানন্দে কাল যাপন করেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাজ্যাভিষেক [স] *বিণ* সিংহাসনে অভিষিক্ত। 'দশরথ রাজা কি নিমিত্তে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাভিষেক না করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

রাজ্যি [স রাজ্য] *বি* রাজ্য। 'আমি ওকে সাতরাজ্যি খুঁজে বেড়াচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজ্যের *বিণ* অসংখ্য। 'আনমনা বসিয়া থাকিলে নানা রাজ্যের চিন্তা আসিয়া ভিড় করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রাজ্যেশ্বর [স] *বি* রাজা। 'জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহারপূর্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজ্যেশ্বরত্ব [স] *বি* রাজত্ব। 'রাজ্যেশ্বরত্ব কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদরূপে ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজ্যেশ্বরী [স] *বি* রাজ মহিষী। 'রাজ্যেশ্বরী হও তুমি রাজারে লইয়া।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রাজ্যোন্নতি [স] *বি* রাজ্যের সমৃদ্ধি। 'রাজপ্রতাপ ও রাজ্যোন্নতি সম্বন্ধে খোদাতালার দরবারে ... প্রার্থনা করিবেন।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

রাডার [ই] *বি* বিমান ইত্যাদি অগ্রসরমান কোনো বস্তুর গতি, দিক ও অবস্থান নির্ধারণের ইলেকট্রিক যন্ত্র। 'এখানকার বিমান বন্দরে রাডারের ব্যবস্থা আছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রাড়[1] [স রূঢ়] *বিণ* বর্বর। 'ব্যাধ হিংসক রাড়/ চৌদিকে পশুর হাড়/ এই ঘর সসান সমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাড়ারাড়ি *বি* ইতরামি। 'কন্দলে হয় রাড়ারাড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

রাড়[2] [স রণ্ডা] *বি* বিধবা। 'কদবানু বিবি তার করে দিব রাড়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রাড়ি *বি* বিধবা। 'এজিদ লান্নতি বলে হইয়াছ রাড়ি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রাঢ় [স] *বি* ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষ। 'রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রাঢ়দেশ [স] *বি* রাঢ়বঙ্গ। 'রাঢ়দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রাঢ়ীয় [স] ১ *বিণ* রাঢ় দেশীয়। 'আম্নীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণীবিশেষ। 'আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি–রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রাণ [ফা রান] *বি* রান; উরু। 'যাহার উদরে মোরগের রাণ গোমাংসের সুরুয়া একবার প্রবেশ করিয়াছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

রাণা[1] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নীলমণি রাণা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রাণা[2] *বি* পুকুরের বাঁধানো পাড়। 'ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। *দ্র* **রানা**[2]

রাণী [স রাজ্ঞী] ১ *বি* স্ত্রী। 'তোক্ষে ভালে জাণো আক্ষে আইহনের রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রাজবধূ। 'হইএ আমি দেবরাজ তুমি মোর রাণী।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ *বি* ব্রিটেনের রানী। 'ঐ সিংহাসন রাণীকে নজর দিলেন সে সিংহাসন রাণীর ঘরে অদ্যাপি আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৪ *বি* কর্ত্রী। 'স্ত্রীই যথার্থ সংসারের রাণী।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৫ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। *দ্র* **রানী**

রাণি [স রাজ্ঞী] ১ *বি* স্ত্রীলোক। 'ভাল বোল বলিলে তো চন্দ্রাবলি রাণি।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রাজবধূ। 'সোলহ সহস গোপি মহ রাণি। পাট মহাদেবি করবি হে আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রাণীগিরি [স রাজ্ঞী+ফা গিরি] *বি* রানির কাজ। 'দেবীর রাণীগিরিতে গুটিকতক চমৎকার গুণ জন্মিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রাণ্ড [স রণ্ডা] *বি* বিধবা। 'রাণ্ড হইআ হরিণী কান্দয়ে উভরায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাণ্ডি [স রণ্ডা] ১ *বি* বিধবা। 'ভর দুইপ্রহর বেলায় মুঞি হৈলুঁ রাণ্ডি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* যৌনকর্মী; দেহকে জীবিকা করে এমন রমণী। 'বাবুরা বীর তাহারা ব্রাণ্ডি না খাইলে রাণ্ডি রাখেন না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রাত [স রাত্রি>] *বি* রাত্রি। 'তোর লো যেমন রাত জাগা অভ্যাস আছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রাতকানা, রাৎকানা [রাত+স কাণ>] ১ *বিণ* রাতের বেলা চোখে দেখে না এমন। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'পুলিসের রাতকানা সার্জ্জন, ঠোঁটকাটা দারোগা ... মহাশয়েরা রোঁদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ঝাঁকা মুটেটি যে রাৎকানা তা পূর্ব্বে বলে নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* বাস্তবতাকে দেখতে পায় না এমন। 'রাত-কানা নও তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রাত-কাপড় [রাত+স কর্পট>] *বি* রাতে ঘুমানোর পোশাক। 'খালিপায়ে রাত-কাপড়-পরা পুরুষগণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাতকে দিন করা *ক্রি* অসম্ভবকে সম্ভব করা। 'বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রাতচরা *বিণ* নিশাচর। 'রাতচরা পাখিরা ঘরে ফিরছিল।' *মণীশ*, ১৯৩৯; 'এ-সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ/ লাফায়ে লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রাতচোর [রাত+স চোর] *বি* রাতে চুরি করে যে। 'কখনো তৈলাক্তদেহ রাতচোরের বেশে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

রাত জাগা ১ *বি* অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা। 'তোর লো যেমন রাত জাগা অভ্যাস আছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'রাতজাগা ধীরাজের অন্ধ হওয়ার আসল কারণ নয়।' *মানিক*, ১৯৪০।। **২** *বিণ* রাতের বেলা জেগে থাকে এমন। 'রাত জাগা মোর গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'রাতজাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাতদিন [রাত+স দিন] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'তুই হাঁ করে রাতদিন ভাবিস কি? *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'রাতদিন মুখ যেন ভার হয়েই আছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রাতদুপুর [স রাত্রি-দ্বিপ্রহর] *বি* মধ্যরাত। 'শুধু রাতদুপুরে/ শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে ঝাউডাঙাটার 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'রাতদুপুর অবধি কপাট খুলে দেবার জন্য দুয়ারগোড়ায় বসে থাকব?' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রাতপাহারা *বি* রাতে পাহারা দেওয়া। 'সমাজমন্দিরে রাতপাহারার কাজ করে কিছু পায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

রাতপোহানি *বিণ* ভোরের আগমন ঘোষণাকারী। 'ওই আছে রাতপোহানি কাউয়া হাতে।' *অবন*, ১৯১৯।

রাত-বরণী *বিণ* কালো রঙের। 'কালোর চেয়ে কালো রাত-বরণী রূপসী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

রাতবিরাত ১ *বি* অনুপযুক্ত সময়। 'এতদিন তোমার সন্ন্যাসীপনার ঘটা দেখে রাতবিরাতে কখনও ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস পাইনি।' *মুনীর*, ১৯৬১। **২** *বি* রাতের বেলা। 'দেখি রাতবিরাতে কোথায় যায় দরবেশ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রাত বিরেত ১ *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'বেড়িয়ে বেড়ায় রাত বিরেত।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* অল্প রাত ও গভীর রাত। '... উৎসবে খুঁজেছি রাতবিরেতের গানে।' *জীবন*, ১৯৩০।

রাত-বুড়ী *বি* রাতরূপ বুড়ি। 'রাত-বুড়ী আসি ফুঁ দিয়া নিবায় সোনালী সাঁঝের আলো।' *জসীম*, ১৯২৭।

রাতবেড়ান *বি* অনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে রাত কাটানো। 'পুরুষদের রাতবেড়ান দোষটা সেরে যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

রাত-ভর *ক্রিবিণ* সারা রাত ধরে। 'ছেলেটা রাতভর শুধু চর্কির মতো ঘোরে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

রাতভোর *ক্রিবিণ* সারা রাত ধ'রে। 'রাতভোর ঘোর ঘোর চোখ মোর।' *জীবন*, ১৯৩০; 'রাত ভোরে বৃষ্টি।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৬২।

রাত ভোর হওয়া *ক্রি* রাত শেষ হওয়া। 'যখন রাত ভোর হবে হবে করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রাতভ্রমণ [রাত+স ভ্রমণ] *বি* রাতে বেড়ানো। 'তাদের রাতভ্রমণের উদ্দেশ্য ভিন্ন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রাতারাতি ১ *ক্রিবিণ* অতি অল্প সময়ের মধ্যে। 'বাবু হয়ে রাতারাতি, মাতামাতি করে কতরূপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা'তো সন্ধান কত্তে পারিনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **২** *ক্রিবিণ* রাতের মধ্যে। 'অরুণলেখা পাবার লাগি রাতারাতি/ স্তব্ধ আকাশ জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

রাতি, রাতী [স রাত্রি] *বি* রাত। 'সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০; 'সুরতী সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাতিকানা *বি* রাতকানা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাতিয়া *বি* রাত। 'কৈছে নিরবহ হরি বিনু ইহ রাতিয়া।' *শেখর*, ১৬০০।

রাতা [স রক্ত>] **১** *বিণ* রাঙা; রক্তিম। 'তোর পাত্র দেখি রাতা উতপল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মোরগফুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাতাফুল *বি* মোরগফুল গাছ ও তার ফুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাতুল [স রক্ততুল্য>] *বিণ* রাঙা; রক্তবর্ণবিশিষ্ট। 'দেখিতে কৌতুক বড় রাতুল চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাতুল চরণ [রাতুল+স চরণ] *বি* রাঙা পা। 'রাতুল চরণ মুছিয়া নিয়া চলে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রাতৃ [স রাত্রি] *বি* রাত। 'তুমি দিবা তুমি রাতৃ তুমি হুতাসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাতৃজোগে *ক্রিবিণ* রাতে; নিশা কালে। 'রাতৃজোগে কামদেব আইলা তথারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাতৃদিনে *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'রাতৃদিনে অনুক্ষন তোমাকে ধেয়ানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাতৃদিবা *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'রাতৃদিবা এই কথা ঘরে ঘরে গান।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাত্তির *বি* রাত। 'রাত্তিরটা ঘুমিয়ে কাটতেও পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রাত্র [স] *বি* রাত। 'রাত্রে নিদ্রা জাই জেন পশুর শয়নে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাত্রদিন [স] *বি* রাতদিন। 'রাত্রদিন এক না জানেন ভক্তগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রাত্রদিবা [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'বালবৃদ্ধ যুবা কিবা, এই রসে রাত্রদিবা রাগরঙ্গা উন্তা প্রসঙ্গা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রাত্র-রাণী *বি* রাতরূপ রাণী। 'রাত্র-রাণীর কালো আঁচলেতে মুছিল দিনের খেলা।' *জসীম*, ১৯২৯।

রাত্র্যন্ধ [স] *বিণ* রাতের বেলা চোখে দেখে না এমন। 'চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রাত্রি [স] **১** *বি* রাত। 'দিবসেরে বোলে রাত্তি রাত্রিরে দিবস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* আঁধার। 'রাত্রিময়ী রহস্যের; ছিন্ন শতদল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রাত্রি-অবসান [স] *বি* প্রভাত। 'আজ রাত্রি-অবসানে তব অঙ্গশোভা ফিরে যাবে বসন্তের অক্ষয় ভাণ্ডারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাত্রিকাল [স] *বি* রাতের বেলা। 'এত কহি রাত্রিকালে করয়ে চিন্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দেখিলাম রাত্রিকালে দুর্ঘট স্বপন।' *মানিকরাম* ১৭৮১।

রাত্রিক্ষেপণ [স] *বি* রাত যাপন। 'দণ্ডায়মান হইয়া তাবৎ রাত্রিক্ষেপণ করিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত্রিগত [স] *বিণ* রাত অতিক্রান্ত। 'সতীর এইরূপ বিলাপে রাত্রিগত হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাত্রিচর [স] *বি* রাতে চলাফেরা করে যে। 'তিনি সেই রাত্রিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

রাত্রিচরা *বিণ* রাতে বিচরণ করে এমন। 'বনানীর নিঃসঙ্গ রাত্রিচরা পাখি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রাত্রিজাগরণ [স] *বি* রাত জাগা। 'অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রিজাগরণে পাগলের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাত্রিতল [স] *বি* রাতের বেলা। 'কী বিচিত্র ঔজ্জ্বল্যে রাঙে নিথর রাত্রিতল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রাত্রিদিন [স] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'রাত্রিদিন চলে সাধু হইআ একবুদ্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাত্রিদিনে [স] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'সেই ভাবে মত্ত প্রভু থাকে রাত্রিদিনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাত্রিদিবস [স] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'রাত্রিদিবস লোকের দেখি কোলাহল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাত্রিদিবসে [স] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'উন্মাদপ্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাত্রিদিবা [স] *ক্রিবিণ* দিনরাত। 'আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে রাত্রিদিবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

রাত্রিনাথ [স] *বি* নিশাচর। 'হলো রাত্রিনাথ, বীণাবাদ্য জিনি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাত্রিপর্যন্ত, রাত্রিপর্য্যন্ত [স] *ক্রিবিণ* রাত পর্যন্ত। 'প্রহরার্দ্ধ রাত্রিপর্য্যন্ত বঙ্গকামিনী দাসীত্ব করিল।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

রাত্রিপাত [স] *বি* রাতযাপন। 'শয্যায় শয়নপূর্ব্বক রাত্রিপাত করিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

রাত্রিবস্ত্র [স] *বি* রাতের পোশাক। 'নীল-লোহিত-রেখাঙ্কিত জিনের রাত্রিবস্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাত্রিবাস [স] **১** *বিণ* রাতে পরা হয় এমন। 'কেহ বা রাত্রিবাস বস্ত্র পরিত্যাগ করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২। **২** *বি* রাতযাপন। 'রাত্রিবাস করিতে রাজী হইয়া গেল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

রাত্রিবেলা [স] *বি* রাতের বেলা। 'রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রাত্রিব্যাপী [স] *বিণ* রাতভর; সারা রাত ধরে চলবে এমন। 'আজ ঝিঁঝিদের রাত্রিব্যাপী পালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রাত্রিভ্রমণ [স] *বি* রাতে ঘুরে বেড়ানো। 'রাত্রিভ্রমণের উদ্দেশ্য যখন সে জানে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রাত্রিময় [স] *বিণ* আঁধার ঘেরা। 'হে আমার মর্মরিত রাত্রিময় মালা।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫; 'রাত্রিময় আকাঙ্ক্ষাগুলো বেড়ে ওঠেনি সজীব গাছের ছন্দে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

রাত্রিময়ী [স] *বিণ* আঁধারপূর্ণ। 'রাত্রিময়ী রহস্যের; ছিন্ন শতদল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রাত্রিমাখা *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'পুরানো বাড়ির রাত্রিমাখা গন্ধে।' *শামসুর*, ১৯৬৩; 'শুনতে কি রাত্রিমাখা অসিত বালিশে।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

রাত্রিমান [স] *বি* সূর্যাস্তকাল থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত সময়। 'দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

রাত্রিযাপন [স] *বি* রাত্রিবাস। 'তখন ভূতলে শয়ন করিয়া, রাত্রিযাপন করিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

রাত্রিযোগে [স] *ক্রিবিণ* রাতের বেলায়। 'রাত্রিযোগে হুড়কা খশাই তয়তয়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাত্রির অঞ্চল *বি* রাত্রিকালীন সময়। 'রাত্রির অঞ্চল সঞ্চালনে/ শান্ততর, স্নিগ্ধতর হয়ে এল বায়ু।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

রাত্রিশেষ [স] *বি* প্রভাত। 'রাত্রিশেষ হৈল বেশ্যা উষিপিষি করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাত্রি-শেষে [স] *ক্রিবিণ* সকালবেলায়। 'স্বপ্নদুঃস্থ দীর্ঘ রাত্রি-শেষে বসন্ত অন্তরে তব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাধনি *বি* রাঁধুনি। 'চাঁদনির রাধনি সে আসে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রাধা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণের প্রেমিকা। 'আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাধা-প্রেম [স] *বি* রাধার প্রেম। 'রাধা-প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাধাবল্লভ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'রাধাবল্লভি লোভে পূজি রাধাবল্লভে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রাধামাধব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'রাধামাধব ঐসন নেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রাধারূপী [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) রাধাস্বরূপা। 'যে রাধারূপী হৃদয় সে আহ্বানে একবার সাড়া দিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

রাধাশ্যাম [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধা ও কৃষ্ণ। 'ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রাধাষ্টমী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধার জন্মতিথি। 'একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোষ ও উত্থান ও শয়নে নির্জ্জলা করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাধিকা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধা। 'রাধিকা গুণিআঁ মনে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাধে [স রাধা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধা। 'রাধে তেজ ত্তয় মান রাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাধাবল্লভী, রাধাবল্লভি [স রাধাবল্লভ] *বি* পুর দেওয়া বড়ো লুচি। 'শানকীতে কেন রাধাবল্লভী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'রাধাবল্লভি লোভে পূজি রাধাবল্লভে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রান [ফা] *বি* হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত পা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বহুত লড়িল মর্দ্দ মস্তফিল রান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রানা[1] *বি* নৃপতি। 'মোদক প্রধান রানা করে চিনি কারখানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রানা[2] *বি* পুকুরের বাঁধানো ঘাটের চাতাল। 'মন্টু পুকুরঘাটের রানায় স্বজনহীন বান্ধবহীন দাঁড়িয়েছিলো।' *মান্নান*, ১৯৬৮; 'সে-রাতে ঝলক-ঝলক বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিল ঘাটের রানা।' *শক্তি*, ১৯৬৯। রাণা[2]

রানার [ই] *বি* ডাকঘর থেকে ডাকঘরে চিঠিপত্র বহন করে নিয়ে যায় যে। 'উর্দ্ধশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

AMARBOI.COM

রানার্স আপ [ই] *বি* প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী। '১৬ পয়েন্ট পেয়ে খালেদা বানু রানার্স আপ হয়েছেন।' *বেগম*, ১৯৬৩।

রানী [স রাজ্ঞী>] ১ *বি* মেয়েদের নামের অলঙ্কার। 'উড়িয়া চলিল যথা পদ্মাবতী রানী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* দাবা খেলার গুরুত্বপূর্ণ ঘুঁটিবিশেষ; কুইন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রানি [স রাজ্ঞী>] *বি* রাজমহিষী। 'সুনহ জসোদা রানি অদ্ভুত কাহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রানিত্ব *বি* রানির ভাব। 'রানিত্ব মানুষের ঠিক কী ধরনের অস্তিত্ব।' *মানিক*, ১৯৪০।

রানিমহাল [রানী+আ মহল] *বি* রানির প্রাসাদ। 'কেল্লার উত্তর-পূর্বে রাজপ্রাসাদ বা রানিমহাল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রান্ধন [স রন্ধন] *বি* রান্না। 'রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রান্ধনি [স রন্ধন>] *বি* নারী বা পুরুষ রান্না করার লোক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বাটীতে পাচক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রান্ধনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রান্ধনিয়া [স রন্ধন>] *বি* পাচক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রান্ধা *ক্রি* রান্না করা। **রান্ধিআ** *ক্রি* রান্না ক'রে। 'সপ্তাহে ব্রতী অন্ন জে রান্ধিআ একস্থানে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রান্ধিব** *ক্রি* রান্না করবো। 'দুর্গার আঁটিআ হাত কেমনে রান্ধিব ভাত।' *রামাই*, ১৭১০। **রান্ধ্যা** *ক্রি* রান্না ক'রে। 'খুল্লনা রূপসী ওথা বসি আছে রান্ধ্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রান্ধ্যাছ** *ক্রি* রান্না করেছো। 'রান্ধ্যাছ পুড়্যাতি গিমা কুমড়া কাঁচড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রান্না [স রন্ধন>] *বি* রন্ধন। 'এখন যাই রান্না বান্নার কিছু হয় নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রান্নাঘর [রান্না+ঘর] *বি* পাকশালা; হেঁশেল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হ'ল রান্নাঘরে কান্নাহাটি, ধন্না পড়ে লাঠালাঠি উদরে অন্ন কার নাই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রান্না চড়ানো *ক্রি* রান্না চাপানো। 'রান্না চড়াইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রান্নাবাড়া *বি* রান্না করা ও পরিবেশন। 'সেদিন আমাদের আর রান্নাবাড়া হল না।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

রান্নাবাড়ি ১ *বি* রান্নাঘর। 'র'ন্না বাড়িতে ... রাঁধুনীদের মধ্যে বচসা চলিতেছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* রান্নাবান্নার কাজ। 'সুন্দর ভোগা-ভোগা শরীরও চাই - আবার রান্নাবাড়িও চাই।' *জীবন*, ১৯৩২।

রান্নাবাড়ি খেলা *ক্রি* ছোটো হাঁড়ি নিয়ে বালকবালিকাদের মিথ্যে রান্না করার খেলা করা। 'কখনো শামুকের ডিম খুঁজতো রান্নাবাড়ি খেলবে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

রান্নাবান্না *বি* রান্না এবং এর আনুষঙ্গিক কাজ। 'এখন যাই রান্না বান্নার কিছু হয় নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'সেই এক রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া।' *জীবন*, ১৯৩২।

রান্নাশাল *বি* রান্নাঘর। 'ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিতেছিল সারা রান্নাশাল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রান্নাশালা *বি* রান্নাঘর। '... গালো রান্নাশালা।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২; 'রান্নাশালার উল্টোদিকে পোড়া একটা ঘর।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

রাপানো *ক্রি* উৎসুক করা। 'দেখিতেঁ রাপায়িল সব গোপীর পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাফ [ই] ১ *বিণ* খসড়া। 'আমি তার রাফ খাতাটা টেনে নিয়ে দেখা সুবিধার জন্য এক পাতা জুড়ে বড়ো বড়ো ছাঁদে লিখলাম।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *ক্রিবিণ* মেরে। 'ওরা নাকি বড্ড রাফ খেলে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রাফেজী [আ] *বি* মুসলিম যুক্তিবাদী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মরজীয়া, মোতাজেলা, রাফেজী, খারেজী প্রভৃতি।' *বঙ্গনূর*, ১৯২২।

রাবড়ি *বি* দুধের ঘন সরে তৈরি এক প্রকার মিষ্টান্ন। 'পায়েস অথবা রাবড়ি ঢালিয়া।' *সুকুমার*, ১৯২০; 'নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'ক্ষীর সর নবনী রাবড়ি পায়েস।' *অন্নদা*, ১৯৪৯।

রাবণ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) লঙ্কার রাজা। 'লঙ্কার রাবণ বীর করিলোঁ চুর' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আমরা কুম্ভকর্ণ হতে পারি, বিভীষণ হতে পারি, হতে পারিনে শুধু রাবণ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রাবণ পুরী [স] *বি* রাবণের আবাসভূমি। 'কনক রাবণ পুরী ত্রিভুবন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাবণের চিতা *বি* সীমাহীন যন্ত্রণা। 'রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্ত র করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

রাবণের চিলু *বি* অন্তহীন মর্মদাহ। 'তাহার কামাই নাই রাবণের চিলুর মত জ্বলিতেছে।' *কেরি*, ১৮০২।

রাবণের চুলো *বি* সবসময়ে জ্বলছে এমন আগুন। 'রাবণের চুলো যদি কোথাও জ্বলে সে এর পেটের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রা-বাক্যি *বি* সাড়াশব্দ। 'এ যে রা-বাক্যি কিছুই নেই।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

রাবার [ই] *বি* রাবার গাছের রস থেকে প্রস্তুত স্থিতিস্থাপক পদার্থ; রাবারের টুকরা যা দিয়ে ধসে কাগজের দাগ তোলা যায়। 'রাবার নষ্ট করে দিলে আমার।' *জীবন*, ১৯৩২।

রাবিবারিক [স রবি+ফা বার+স ইক] *বিণ* রবিবার দিন অনুষ্ঠেয়। 'রাবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোট-যাত্রার উদ্যোগী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রাবিশ, রাবিস [ই] ১ *বি* ভাঙা ইট চূর্ণ; সুরকি। 'ঐ স্থান রাবিস দ্বারা ভরাট করিতে গেলে গঙ্গার কিনারা পোস্তাবন্দী করিতে হয়।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। ২ *বি* আবর্জনা; জঞ্জাল। 'আমাদের মতে উহা রাবিশ বা বিষভাণ্ড বিশেষ।' *দর্শন*, ১৯২০। ৩ *বিণ* অর্থহীন কথায় ভরপুর। 'এমন রাবিশ চিঠি লইয়া কি করিব?' *রোকেয়া*, ১৯২৪। ৪ *বি* জঘন্য; বাজে। 'রাবিশ! বলেন কাকাবাবুঃ বেড়াল মারলে টো হয়!' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রাবীন্দ্রিক [ই] *বিণ* রবীন্দ্র-অনুসারী; রবীন্দ্র-সম্পর্কিত। 'দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরঙ ... মোগলাই, রাবীন্দ্রিক ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

রাবুল [স রাজকুল] *বি* রাজকুল। 'রাবুলেঁ দিল মোহ কখু ভণিআ।' *চ ৩৫*, ১২০০।

রাম[১] [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামচন্দ্র। 'পুরুবেঁ শুণীএঁ বা রাম রাজ্য।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রামকানু [স বলরাম+স কৃষ্ণ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বলরাম ও কৃষ্ণ। 'পেয়েছে পরম ধন রত্ন রামকানু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রামধুন *বি* রামচন্দ্রের গুণকীর্তন বা গুণাবলি অবলম্বনে রচিত গান। 'রোজ সকালে রামধুন শুনছি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামনাম [স] *বি* রাম – এই নামের জপ। 'পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যার গুণে বনের পশু রামনাম গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাম না হতে রামায়ণ – কোনো কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই তার ফল প্রাপ্তি। 'রাম না হতে রামায়ণ। প্রেয়সি, তোমার স্নেহের পরিসীমা নেই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

রামরাজ্য [স] **১** *বি* অতি সুশাসিত দেশ। 'পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* নিরুপদ্রব রাজ্য। 'এখন নিশ্চিন্তি, রামরাজ্য ভোগ করুন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রামলীলা [স] *বি* হিন্দুদেবতা রামচন্দ্রের জীবন-বিষয়ক যাত্রাভিনয়। 'রামলীলা এদেশের পরব্ নয় – এটি প্রলয় খোট্টাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাম-শর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামের বাণ। 'সমরে পড়িল রাম-শরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রামশ্যাম [স] *বি* যে-সে; সাধারণ লোক। 'কীরকম রামশ্যামের মতো জীবনসঙ্গিনী খুঁজিয়া নেয়?' *মানিক*, ১৯৪০।

রাম[2] **১** *বিণ* বড়ো। 'উরু শোভে বিপরীত রামকদলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* নিন্দার ভাবসূচক শব্দ। 'রাম! তুমি ন্যাংটা পুঁটো?' *নজরুল*, ১৯২৬।

রামকদলী [স] *বি* বড়ো কলাগাছ। 'উরু শোভে বিপরীত রামকদলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রামকল [স রামকদলী] *বি* বড়ো কলাগাছ। 'দুই উরু রামকল জিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রামকলা [স রামকদলী] *বি* বড়ো কলা। 'উরুযুগ জিনি রামকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রামকাটারী [স রাম+কাটারী] *বি* বড়ো ধরনের কাটারি; রামদা। 'মাজায় গোঁজা রামকাটারী চকচকাচক ধার।' *জসীম*, ১৯২৯।

রাম কিল [স রাম+কিল] *বি* মুষ্টি দিয়ে বড়ো রকমের আঘাত। 'আমাদের মতো ওরা ছোটদের পিঠে গোটা দু'চার রাম কিল বসিয়ে দেয় না।' *হাই*, ১৯৫৮।

রামখাঁড়া [স রামখড়্গ] *বি* বড়ো খড়্গ। 'আজকে তাহার হাতে পাইয়াছে রামখাঁড়া আর বর্শা তীর।' *জসীম*, ১৯৩৩।

রামগুয়া [স রামগুবাক] *বি* বড়ো সুপারি। 'রামগুয়া দেখিতে সুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০।

রামগোছের [স রাম>] *বিণ* বেশ লম্বা। 'নেমন্তন্নে বামুন বা সরকার রামগোছের এক ফর্দ্দ হাতে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাম-চিমটি *বি* অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক চিমটি। 'চম্পা রাম-চিমটি কাটিয়া বলিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রামছাগল [স] **১** *বি* অত্যন্ত বোকা লোক। 'ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস সব রামছাগল।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* বড়ো জাতের ছাগলবিশেষ। 'আসছে রানী ... রামছাগলে চড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রামছাগী [স] *বি* স্ত্রী আকারে বড়ো জাতের ছাগলবিশেষ। 'রামছাগী গায় চতুররঙ্গ বেড়ার ধারে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রামজামা [স রাম+ফা জামাহ্] *বি* লম্বা ঝুলের ঢিলে জামা। 'লক্ষ্নৌ ফ্যাসানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমত পোসাক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রামটেপা *বি* অত্যন্ত জোরে টিপুনি। 'কবজিটা ধরে রামটেপা দিয়ে বললে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রাম-ঠেলা *বি* জোরে ধাক্কা। 'জাহাঙ্গীরের রাম-ঠেলায় সচকিত হইয়া ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রামতরাই [স রাম+হি তুরঈ] *বি* বড়ো পটল। 'সেং ভূমিতে ... তরমুজ ও রামতরাই প্রভৃতি সুন্দর জন্মিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

রামদা *বি* বড়ো আকারের দা। 'গাছের ছ্যান আর রামদা ঘুরা।' *জসীম*, ১৯২৯; 'রামদাখানি হস্তে লয়ে কালীর নাচন নাচবে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

রাম দাও, রামদাঁও *বি* বড়ো দা। 'হাতে রাম দাও, তীর বল্লম।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'হাজার-হাজার প্রজা লাঠি-সোঁটা রামদাঁও বল্লম লইয়া চৌধুরীবাড়ির আঙ্গিনায় ভিড় জমাইয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রামফল কলা [স] *বি* বড়ো কলা। 'পশ্চিমে কাটিল যত ছিল রামফল কলা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রামভুল *বি* মহা ভুল। 'রামের মতোই রামভুল করে বসেছ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রামরম্ভা [স] *বি* বড়ো কলা। 'ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রামরাজত্ব [স] **১** *বি* রামের রাজত্বের মতো শান্তি। 'তোরা ত রামরাজত্বে বাস করিস।' *শরৎ*, ১৯২৬। **২** *বি* কল্পিত আদর্শ শাসনব্যবস্থা। 'হিন্দু বিপন্নের জিকির এবং কংগ্রেসী রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা।' *আজাদ*, ১৯৩৯। **৩** *বি* যা খুশি করার একচেটিয়া অধিকার। 'পুলিশ বিভাগের প্রত্যেক শাখায় পুরাপুরি রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

রামরোট [স রাম+স রোটিকা] *বি* বড়ো মোটা রুটি। 'চুষী রুটি রামরোট মুগের সামুলী।' *ভারত*, ১৭৬০।

রামশিঙে [স রাম-শিঙ্গা] *বি* বড়ো শিঙ্গা। 'সমস্বরে রামশিঙে ফুঁকতে থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রামশিঙ্গা [স] *বি* ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তূরী ভেরী ঝাঁঝরী রামশিঙ্গা ঢক্কা ঢোল দামামা ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাম[3] [ই rum] *বি* এক প্রকার মদ। 'ইউরোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে, তাহা রাম অপেক্ষা ভাল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'বিয়র ও রামের নেশা।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

রামকান্ত [স] *বি* নীল চাষ করতে অস্বীকারকারীদের প্রহার করতে ব্যবহৃত চাবুকবিশেষ। 'রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

রামকাপাস *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'রামকাপাসের আঁটি বলে মনে হয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রামকিরী [স রামক্রীড়া>] *বি* (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'রামকিরী সিন্ধুছড়া ছত্তিশ রাগিণী চূড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রামকৃ *বি* রাগিণীবিশেষ। 'রামকৃ রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

রামকেলি *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সুহি বেলওয়ার পঞ্চম রামকেলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রামক্রিয়া *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রামক্রিয়া হিল্লোল কানড়া গরা বৈসে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামক্রী *বি* রাগিণীবিশেষ। 'রাগ রামক্রী।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

রামগিরি, রামগিরী *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রামগিরিরাগ।' বড়ু, ১৪৫০; 'রামগিরীরাগঃ।' বড়ু, ১৪৫০।

রামজান [আ রমাজান] *বি* রমজান মাস। 'রামজানের চাঁদ অঠবে কবে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রামদানা [হি] *বি* শস্যদানা-বিশেষ। 'তিলুয়া, রেউড়ি ও রামদানার লাড্ডু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রামধনু [স] *বি* মেঘলা আকাশে ধনুক আকৃতির সাতরঙের প্রতিবিম্ব; রঙধনু। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'লোকে উহাকে রামধনু ও ইন্দ্রধনু উভয়ই বলিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ধনুকের মত নানাবর্ণের অতি সুন্দর যে বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে তাহাকে রামধনু বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রামধনুক [স] *বি* রঙধনু। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আকাশের রামধনুকের মত সমূলে মিলিয়ে যাচ্ছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রামধনুকের হার *বি* রঙধনুরূপ হার। 'রঙ পেলে ভাই গড়তে জানি রামধনুকের হার।' *জসীম*, ১৯২৯।

রামধনুচ্ছটা [স] *বি* রঙধনুর আভা। 'মৌলিক সৃষ্টিকল্পনার রামধনুচ্ছটা তাঁর সীমাবদ্ধ সাহিত্যকর্মে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রামধনু-রাঙা *বিণ* রঙধনুর রঙে রঞ্জিত। 'রামধনু-রাঙা সোনার দেশেতে ডেকে যায় হাত তুলে।' *জসীম*, ১৯৫১।

রামনবমী [স] *বি* চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী। **রামনবমীর দোল** *বি* চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে পালনীয় দোল উৎসব। 'এবার রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিন পরে পরে পড়িল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রামপাখি, রামপাখী *বি* বড়ো পাখি অর্থাৎ মোরগ বা মুরগি। 'মুর্গীর মাথে টিকি আছে বলে রামপাখী তার নাম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'এক হাতে দুইটি রামপাখি – মুরগি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রামপ্রসাদী [রামপ্রসাদ>] *বি* আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে রামপ্রসাদ সেন কর্তৃক প্রবর্তিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগীতবিশেষ অথবা ঐ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগীত। 'রামপ্রসাদী গেয়ে ভিক্ষা করে, আমরা ঢের শুনেছি।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রামবেণী [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বীণা মৃদঙ্গ কাংস্য করতাল রামবেণী প্রভৃতি।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রামভজন [স] *বি* হিন্দুদেবতা রামচন্দ্রের ভজনামূলক গান। 'লালটিম জ্বালিয়ে রামভজন গান করতে লাগল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রামযোনি [স রাম-যোনি] *বি* বেশ্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রামজনী [স রামযোনি>] *বি* বেশ্যা। 'গায়ক নটী রামজনী।' *ভারত*, ১৭৬০।

রামরাত্রি [স] *বি* শুভরাত্রি। 'রাম বলে রামরাত্রি হইল প্রভাত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রামশালিক *বি* পাখিবিশেষ। 'ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে যেন রামশালিকের ছা।' *জসীম*, ১৯২৯।

রামা [স রম্>] *বি* সুন্দরী নারী। 'অমরাপুরত নাহি হএ হেন রামা।' বড়ু, ১৪৫০।

রামাত, রামাৎ [স রাম>] *বি* একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়। 'বিশ হাজার রামাত ও ফকীর আকড়াধারী প্রভৃতি পঞ্চাশ হাজার।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'কত কত দোবেদী, চৌবেদী, রামাৎ, নেমাৎপরমহংস ও ব্রহ্মচারী স্তোত্র পাঠ করিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রামায়েৎ *বি* বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। 'হিন্দুস্থানের রামায়েৎপন্থীরা পঞ্চাইতের অনুবর্তী হইয়া চলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কানফাটা উর্ধ্ববাহু দাদূপন্থী অঘোরপন্থী।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রামায়ণ [স] *বি* বাল্মীকি কর্তৃক রচিত মহাকাব্য। 'ইতিহাস রামায়ণে যবে রাম গেল বনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রামায়ণকার [স] *বি* রামায়ণের রচয়িতা। 'এই করুণ মধুর দৃশ্যটি থেকে রামায়ণকার আমাদের বঞ্চিত করিলেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

রামায়নকথা [স রামায়ণকথা] *বি* রামায়ণের কাহিনি। 'রামায়নকথা রাধা কহিল তোহ্মারে।' বড়ু, ১৪৫০।

রামী [স] *বি* (বিদ্রূপে) সাধারণ নারী। 'যেথা যত আছে রামী ও বামী সকলেরই যেন গোলাম আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রায়[1] [ফা] ১ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বিষাদে হইয়া মগ্ন নিত্যানন্দরায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* রাজা। 'কোন ছার বনভূমি তার তরে রায় তুমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* উপাধিবিশেষ। 'বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য রায় এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

রায় চৌধুরী [ফা রায়+হি চৌধরী] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কালীনাথ রায় চৌধুরী।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রায় বাহাদুর [ফা রায়-বহাদর] *বি* ব্রিটিশ আমলের সরকারি খেতাববিশেষ। 'শ্রীযুত কোণ্ডর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

রায়রায়াঁ [ফা] *বি* মোগল শাসনাধীন হিন্দু কর্মচারীদের সর্বোচ্চ খেতাব। 'দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ।' *ভারত*, ১৭৬০।

রায়রায়ান [ফা] ১ *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০। ২ *বি* রাজাধিরাজ। 'ঘোড়া চ'ড়ে কই যাও হে রায়রায়ান।' *জীবন*, ১৯৩২।

রায়া [ফা রায়] *বি* রায়। 'জয় জয় বৃন্দাবন রায়া রে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রায়[2] [আ] *বি* বিচারকের সিদ্ধান্ত। 'কিছুকাল পরে রায় লিখিতে আরম্ভ এবং কোর্ট ইনস্পেক্টর দ্বারা পাঠ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রায়-ফয়সলা [আ রায়+ফা ফইসালাহ্] *বি* বিচারফল। 'মামলা মোকদ্দমা রায়-ফয়সলা দরখাস্ত আজও মুলতবী হয়ে যায়নি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রায়কত *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পরগণে বৈকুণ্ঠপুরে রাজা শ্রীযুত সর্ব্বদে রায়কত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

রায়গুণাকর [ফা রায়+স গুণাকর] *বি* রাজা কর্তৃক প্রদত্ত কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি। 'রচিত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।' *ভারত*, ১৭৬০।

রায়ট [ই] *বি* দাঙ্গা। 'কম্যুনাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রায়ত [আ রঈয়ৎ] *বি* প্রজা। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'রায়তেরা যে খাজনা দেয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

রায়তি, রায়তী *বিণ* রায়তের প্রাপ্য। 'রায়তী জমি খাস করতে পারতেন না।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'নীলের বন্যায় রায়তি জমি ডুবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাকার হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রায়েত *বি* প্রজা। 'আমি তোমার বটে রায়েত প্রধান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রায়তা [হি] *বি* দইয়ের মধ্যে পাকা কলা, শশা ইত্যাদির টুকরা মিশিয়ে তৈরি করা পশ্চিম ভারতীয় খাবারবিশেষ। 'পাকা শশার রায়তা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রায়বাঁশ [স রাজবংশ] *বি* বর্শা ফলকযুক্ত লাঠিয়ালের লাঠি। 'রায়বাঁশ ধরে খরসান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রায়বাঁশ্যা *বি* লাঠিয়াল। 'রায়বাঁশ্যা তবকী ঢালি ধানুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রায়বেঁশে *বি* লোকনৃত্যবিশেষ। 'রায়বেঁশে ও পল্লীনৃত্য প্রবর্ত্তন না করিবার জন্য।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

রায়বাঘ [ফা রায়+বাঘ] *বি* বড়ো আকৃতির বাঘ। 'রায়বাঘের মত রুখে দাঁড়ালে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রায়বাঘিনী *বি স্ত্রী* উগ্র মেজাজসম্পন্ন নারী। 'হিন্দু প্রজারা তাঁহাকে বলিত রায়বাঘিনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রায়বার [ফা রাহ্‌বর] ১ *বি* রাজার স্তুতি পাঠক। 'ভেউর হবে রায়বার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* দূত; বিয়ের ঘটক। 'মৃত্যুডরে কথা না কহিলে রায়বারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রায়বারি *বি* দৌত্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রায়বেনি *বি* ঘোড়ার পিঠের উপর যে বাদ্য বাজানো হয়। 'রায়বেনি গজবেনি বাজে রুদ্রবীণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রায়াক *বি* মাছবিশেষ। 'যখন ওর চেয়েও বড় দু'চারটা রায়াক মাছ উঠত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

রায়ি *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'কেবলরাম রায়ি।' *সেবাধি*, ১৮৪০।

রার্জ, রার্জ্জ [স রাজ্য] *বি* রাষ্ট্র। 'রার্জ্জ লোভে দুই ভাই করে বিসম্বাদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রার্জ্জ করা *ক্রি* প্রচার করা। 'মত্ত হইয়া রার্জ্জ করে অবোধ যকলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রার্জ্জপাল [স রাজ্যপাল] *বি* রাজ্যপাল; রাজ্যের শাসনকর্তা। 'এথাএ দুর্জ্জোধন হৈর সর্ব্ব রার্জ্জপাল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রার্য্য [স রাজ্য] *বি* রাজত্ব। 'রামে রার্য্য দিতে রাজা উর্য্যগ সে করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাল [ফা রান] *বি* জন্তুর পিছনের পা-দুটি। *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র **রান**

রাশ[1] [স রাশি] ১ *বিণ* অনেক। 'দেল দিয়া শুন আমি বাত কহি রাশ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* গুচ্ছ গুচ্ছ। 'ঘাসের মধ্যে রাশ রাশ ডেজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* রাশি। 'আপন রূপের রাশে/ আপনি লুকায়ে হাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বি* স্তূপ; গাদা। 'আছে ধান গোলাভরা, সেথা খড়গুলা রাশ-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাশকরা *বিণ* স্তূপীকৃত। 'আছে ধান গোলাভরা, সেথা খড়গুলা রাশ-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'ইটগুলো মাঝে-মাঝে খসে গিয়ে পড়ে আছে রাশকরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাশভারী ১ *বিণ* গম্ভীর প্রকৃতির। 'যাঁরা বড়োলোক তাঁরা রাশভারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'ভারী রাশভারী মানুষ নবনী চ্যাটার্জি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* চটুল নয় এমন। 'নেগেটিভ চটুল চঞ্চল, প্রোটন রাশভারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাশ রাশ *বিণ* স্তূপীকৃত। 'এক ধারে রাশ রাশ, অর্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রাশ[2] [স রশ্মি] ১ *বি* ফিতা। 'বাঁধব চুলের রাশ, পরাব চিক্কন বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮। ২ *বি* লাগাম। 'তিনি গাড়ীর কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'রাশ শিথিল করিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'যুবক রাশ ঢিল দিয়ে ঘোড়ার ওপর অন্যমনস্কভাবে বসেছিল।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

রাশান [ই] *বি* রাশিয়ার অধিবাসীদের ভাষা; রুশ ভাষা। 'পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন ... তারপর জগাইতুর্কী, মঙ্গোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রাশিয়ান [ই] *বিণ* রুশ। 'রাশিয়ান কায়দাকে লজ্জা করিবার সংস্কার এখনো তাহাদের আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাশি[1] [স] *বি* (জ্যোতিষ) আকাশের যে অংশ দিয়ে গ্রহগুলিকে পরিক্রমণ করতে দেখা যায়, আকাশের সেই অংশকে ৩০ ডিগ্রি করে বারোটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে এক একটি রাশি বলা হয়। 'এথাত যে বার রাশি হএ সংস্থিতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

রাশি গণনা [স] *বি* (জ্যোতিষ) মানুষের জন্মলগ্নের সময়ে গ্রহসমূহ, সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা। 'মনুষ্য কেবল রাশি গণনা ও রেখা কল্পনা করিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রাশিচক্র [স] *বি* দ্বাদশ রাশি চিহ্নিত বৃত্ত। 'দৈবজ্ঞ পড়েন পাঁজি রাশিচক্র পাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাশী [স রাশি] *বি* ভাগ্য। 'এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা রাখিয়া রাশী কারণে পরমসুখ জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

রাসি [স রাশি] *বি* জ্যোতিষচক্রের দ্বাদশ অংশ। 'কোন মাসে কোন রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

রাশি[2] [স] *বিণ* সুপ্রচুর। 'রাশি রাশি কত বহে ফেনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাশীকৃত [স] ১ *বিণ* স্তূপ করে রাখা হয়েছে এমন। 'ধন আর সারমৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তি।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* জমাটবাঁধা; ঘনীভূত। 'জলীয় বাষ্প অবিলম্বে রাশীকৃত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'দক্ষিণ মহাসমুদ্রে ভূরি ভূরি বরফ একত্র রাশীকৃত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* গুচ্ছবদ্ধ। 'যৌবনের মতো পরিস্ফুট রাশীকৃত শিউলিফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *বিণ* পুঞ্জীভূত। 'মনের ভিতর রাশীকৃত কৌতূহল ছিপি-আটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রাশীভূত [স] *বিণ* রাশি রাশি। 'চারপাশের এই রাশীভূত ফুলের মাঝখানে তার হৃদয়টিও একটি ফুল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রাসি রাসি [স রাশি রাশি] *বিণ* অসংখ্য। 'ঘৃত মধু কইল সর্করা রাসি রাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

-রাশি [স] বহুবচনসূচক প্রত্যয়। 'পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রাষ্ট্র[1] [স] ১ *বিণ* প্রচারিত। 'বহুকালাবধি রাষ্ট্র কথা অজ্ঞ বিজ্ঞ সর্ব্ব সাধারণে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮; 'সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে যে, শাজাহান মৃত্যুশয্যায় শয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* সার্বভৌম দেশ। 'সন্তানেরা স্থির করিয়াছে এইক্ষণে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে পারিবে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। ৩ *বিণ* প্রচলিত। 'লোকমাঝে রাষ্ট্র

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে সেই সব ভাব।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রাষ্ট্র করা *ক্রি* সর্বত্র প্রচার করা। 'তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাষ্ট্র হওয়া *ক্রি* প্রচারিত হওয়া। 'তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্লানি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

রাষ্ট্র[2] [স] *বি* সার্বভৌম দেশ। 'সন্তালেরা স্থির করিয়াছে এইক্ষণে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে পারিবে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

রাষ্ট্রক্ষমতা [স] *বি* রাষ্ট্র পরিচালনার ভার। 'রাষ্ট্রক্ষমতা লীগ নেতাদের হাতে হস্তান্তর।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রাষ্ট্রগঠন [স] *বি* রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। 'রাষ্ট্রগঠনের বেলায় সীমান্ত-রক্ষা-ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা চাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রগত [স] *বিণ* রাষ্ট্রীয়। 'ইংরাজের প্রচেষ্টার মূলে ছিল ব্যক্তিগত নয়, রাষ্ট্রগত স্বার্থ।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাষ্ট্রগুরু [স] *বি* রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। 'স্পার্টার রাষ্ট্রগুরু হ'চ্ছে লাইসারজ্যাস।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রচালনা [স] *বি* রাষ্ট্রের পরিচালনা। 'প্রত্যেক লোকই রাষ্ট্রচালনায় কিছু-না-কিছু অধিকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রজনক [স] *বি* রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। 'গ্রীসের সোলোন, লাইসারজ্যাস প্রভৃতি রাষ্ট্রজনকেরা ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রজাতি [স] *বি* রাষ্ট্রভিত্তিক জাতি। 'আমাদেরও রাষ্ট্রজাতির রথ চলবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রজাতিক [স] *বিণ* রাষ্ট্রভিত্তিক জাতি সম্বন্ধীয়। 'আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা-পরিবর্তনের জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রজাতিগত [স] *বিণ* রাষ্ট্রভিত্তিক জাতিসম্পর্কিত। 'রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রজীবন [স] *বি* রাষ্ট্রীয় জীবন। 'সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্র-জীবনে ... একটা গুরুতর বিপর্য্যয় সম্ভাবনা অতি উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ [স] *বি* রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। 'কোনো কোনো রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ বলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রতন্ত্র [স] *বি* রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি। 'রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানে যে জাতি এক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রতন্ত্রীয় [স] *বিণ* রাজ্যশাসন বিষয়ক। 'রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা আমাদের ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাষ্ট্রতরণী [স] *বি* রাষ্ট্ররূপ তরণী। 'ভাসানীর দলই যখন বর্ত্তমানে রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

রাষ্ট্রতাত্ত্বিক [স] *বি* রাষ্ট্রতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি; রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। 'একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রেসির গুণ বর্ণনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রাষ্ট্রদূত [স] *বি* রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি। 'ইটালীতে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত।' *বেগম*, ১৯৬৩।

রাষ্ট্রদ্রোহকর [স] *বিণ* রাষ্ট্রের বিরোধিতাপূর্ণ। 'ইহা রাষ্ট্রদ্রোহকর উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

রাষ্ট্রদ্রোহী [স] *বি* রাষ্ট্রের শত্রু। 'তাঁরা নাকি পাকিস্তান বিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহী।' *উমর*, ১৯৬৮।

রাষ্ট্রধর্ম, রাষ্ট্রধর্ম্ম [স] *বি* রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ধর্ম। 'রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রধর্ম্ম হচ্ছে মানবধর্ম্মের, মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক সুচারুবিকাশ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রধুরন্ধর [স] *বি* রাষ্ট্রসম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'নেতৃত্বভার যে ভারতের যোগ্যতম রাষ্ট্রধুরন্ধরের হাতে থাকা উচিত।' *আজাদ*, ১৯৪০।

রাষ্ট্রনায়ক [স] *বি* রাষ্ট্রনেতা। 'এমন সময় যত-সব রাজদূত, রাষ্ট্রনায়ক, বণিকসম্রাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রাষ্ট্রনিয়ামক [স] *বি* রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক। 'রাষ্ট্রনিয়ামকগণ এখন হইতেই সচেতন হইবেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রনীতি [স] *বি* রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি; রাজনীতি। 'রাষ্ট্রনীতিতন্ত্রে জাতিবিশুদ্ধির কোনো খোঁজ রাখে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রনীতিক [স] **১** *বিণ* রাজনীতিমূলক। 'রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। 'যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বি* রাষ্ট্রের শাসক; রাজনীতিক। 'রাষ্ট্রনীতিক হিশেবে জিন্নাহ সাহেব অত্যন্ত চতুর ও ফন্দিবাজ ছিলেন।' *শরীফ*, ১৯৭১।

রাষ্ট্রনীতিবিৎ [স] *বি* রাজনীতিবিদ। 'সরকারী চুনকামের যে কী মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিৎ সবাই জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রাষ্ট্রনেতা [স] *বি* রাজনীতিক। 'পাবনা কনফারেন্সের সময় ... একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রাষ্ট্রনৈতিক [স] **১** *বিণ* রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে জড়িত এমন। 'রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিরা অজস্র স্তুতিবাদ করাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* রাজনীতিক। 'ইংলন্ডের মনীষী বা রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রপতি [স] *বি* রাষ্ট্রপ্রধান; প্রেসিডেন্ট। 'তিনি স্বীয় অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা ও সাধনা বলে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি হইতে পারিয়াছিলেন।' *ইস্লাহ*, ১৯৩৮।

রাষ্ট্রপরিচালনা [স] *বি* রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন। 'রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

রাষ্ট্রপাল [স] *বি* রাষ্ট্ররক্ষক; কোতোয়াল। 'রাষ্ট্রপালকে বলো তাঁকে আনুক বন্দী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাষ্ট্রপুঞ্জ [স] *বি* রাষ্ট্রসমূহ। 'পাকিস্তান অটল থাকায় দুনিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জ তাজ্জব বোধ করছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রপ্রণালী [স] *বি* রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি। 'রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা [স] *বি* রাষ্ট্র গড়ে তোলা। 'রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে অনেক সময়ে ব্যর্থ হয় ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান [স] *বি* রাষ্ট্ররূপ প্রতিষ্ঠান। 'প্রাচীন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান যে অনেক সময়ে অন্তর্বিপ্লববশতঃ আপনা থেকেই ভেঙ্গে পড়ে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রপ্রধান [স] *বি* রাষ্ট্রপতি। 'কখনো জমাই পাড়ি জেটে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

রাষ্ট্রবাসী [স] *বি* রাষ্ট্রের অধিবাসী। 'আত্মরক্ষার উপায় হ'ল

AMARBOI.COM

রাষ্ট্রবাসীদের অন্তরের স্নেহ, প্রীতি এবং ভালবাসা।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রবিধাতা [স] *বি* রাষ্ট্রনায়ক। 'গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সাহিত্যিকেরা, কোথাও স্বেচ্ছায়, কোথাও-বা রাষ্ট্রবিধাতাদের আদেশে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

রাষ্ট্রবিপ্লব [স] *বি* রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোগত আমূল পরিবর্তন। 'সন্তানেরা স্থির করিয়াছে এইক্ষণে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে পারিবে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫; 'ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের বান ডেকে যে যুগ অতল ভাবসমুদ্র থেকে কলশব্দে ভেসে এল …।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রাষ্ট্রবিভাগ [স] *বি* দেশভাগ। 'রাষ্ট্রবিভাগের কোন্ নীতি অনুসারে তাঁহারা এ প্রকার দাবী করেন।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

রাষ্ট্রবিরোধিতা [স] *বি* দেশদ্রোহিতা। 'রাষ্ট্রবিরোধিতার কাজে যারা নেমেছে, তাদের মুখোশ যথাসময়ে খুলে না ধরলে …।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রবীর [স] *বি* রাষ্ট্রনায়ক। 'তুরস্কের রাষ্ট্রবীর গাজী মোস্তফা কামাল পাশা।' *ইস্‌লাহ*, ১৯৩৮।

রাষ্ট্রবুদ্ধি [স] *বি* রাষ্ট্রীয় নীতি। 'যে-রাষ্ট্রবুদ্ধি জমিদারকে আশ্রয়-স্তম্ভ ভেবে প্রাণপণে তাকেই বাঁচাবার চেষ্টা করে এসেছে।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রব্যবস্থা [স] *বি* সংগঠিত রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন-নীতি ইত্যাদি। 'রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে স্টেট ও ইনডিভিজুয়ালে বিরোধ বেধেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

রাষ্ট্র-ভাষা [স] *বি* রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা; রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে ব্যবহৃত ভাষা। 'কলিকাতায় পূর্ব্ব-ভারত রাষ্ট্র-ভাষা সম্মেলনের অধিবেশনে …।' *আজাদ*, ১৯৪১; 'ভারতের রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে কংগ্রেসী নীতির এই দুইটি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

রাষ্ট্রভাষাভাষী [স] *বি* নিজের রাষ্ট্রভাষায় কথা বলে যারা। 'যে টেবিল শেষরাতে দোভাষীর – মাঝরাতে রাষ্ট্রভাষাভাষীর দখলে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

রাষ্ট্রভিত্তি [স] *বি* রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। 'পাকিস্তানের কবি ইকবালকে রাষ্ট্রভিত্তি করে তলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রাষ্ট্রভূমি [স] *বি* মাতৃভূমি। 'খলিফার রাষ্ট্রভূমি তুরস্কের শুভাশুভের চিন্তায় অস্থির হইয়া ওঠে।' *সওগাত*, ১৯২৬।

রাষ্ট্রমালিক [স] *বি* রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 'একথা রাষ্ট্রমালিকদের বোঝাতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

রাষ্ট্রযজ্ঞ [স] *বি* রাষ্ট্র পরিচালনা। 'রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্চে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রাষ্ট্ররূপ [স] *বি* রাষ্ট্রীয় কাঠামো। 'ভারতের যে রাষ্ট্ররূপ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাকে স্বায়ত্তশাসন বলা যাইতে পারে না।' *সওগাত*, ১৯৩০।

রাষ্ট্রশক্তি [স] *বি* রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা। 'রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করার পর হইতে …।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

রাষ্ট্রশাসন [স] *বি* রাষ্ট্রপরিচালনা। 'রবীন্দ্রনাথ এবং গোয়েটে উভয়েই … রাষ্ট্রশাসনের চাইতে স্বেচ্ছাবৃত সমবায় পদ্ধতিকে বেশি মূল্যবান বলে জানতেন।' *শিব*, ১৯৫০।

রাষ্ট্রসংগঠন [স] *বি* রাষ্ট্ররূপ সংগঠন। 'ভারতবর্ষে স্থায়ী রাষ্ট্রসংগঠন করতে হ'লে দু'টি জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখা …।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রসংঘ [স] *বি* জাতিসংঘ। 'রাষ্ট্রসংঘ সামাজিক কমিটিতে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে নর-নারীর সমান অধিকার …।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রসংস্কারক [স] *বি* রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কাজ করে যে। 'রাষ্ট্রসংস্কারকদের তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোহিতদের কঠোরভাবে দমন করতে হয়েছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ [স] *বি* দেশসমূহের ঐক্যভিত্তিক সংগঠন। 'সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রাষ্ট্রসভা [স] *বি* রাষ্ট্রসংগঠন। 'রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অধ্রুব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রসৌধ [স] *বি* রাষ্ট্র কাঠামো। 'তারই ফলে রাষ্ট্রসৌধ ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গিয়েছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রহিতৈষা [স] *বি* রাষ্ট্রের মঙ্গল করার ইচ্ছা। 'রাষ্ট্রহিতৈষার চেষ্টাবেগ যতই বাড়িতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রাধিকার [স] *বি* রাষ্ট্রীয় অধিকার। 'গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রাধিকারে নারী স্থান পেয়েছিল।' *বেগম*, ১৯৫৯।

রাষ্ট্রানুগত্য [স] *বি* রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যতা। 'স্বদেশপ্রেম ও রাষ্ট্রানুগত্যের নিষ্ঠা লইয়াই তাহারা তাহাদের পিতৃভূমিতে বাস করিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

রাষ্ট্রায়ত্তকরণ [স] *বি* কোনো সম্পদকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন। 'রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

রাষ্ট্রিক [স] *বিণ* রাষ্ট্রসংক্রান্ত। 'আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাষ্ট্রীয় [স] **১** *বিণ* রাষ্ট্র-সংক্রান্ত। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **২** *বিণ* রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'করিতে হইবে জাতির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মোছলেম লীগকে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

রাষ্ট্রীয় একতা [স] *বি* জাতীয় ঐক্য। 'এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদন করা হয়।' *এসলাম*, ১৯১৬।

রাষ্ট্রীয়জীবন [স] *বি* রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নাগরিক জীবন। 'নৈতিক উৎকর্ষই হ'ল সুদৃঢ় রাষ্ট্রীয়জীবনের ভিত্তি।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাস [স] *বি* গোপীগণের সাথে কৃষ্ণের নৃত্যলীলা স্মরণে উৎসব। 'তার মধ্যে করিল রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাস বৃন্দাবন বন্দো আর রাধা কানু।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাসকূড়া [স রাসক্রীড়া] *বি* রাসলীলা। 'করিব ত রাস কূড়া বৃন্দাবনে গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাসগীতি [স] *বি* রাধা-কৃষ্ণের লীলা বা ভক্তি সম্পর্কিত গান। 'ধর্ম ও রাসগীতি গায়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রাসনৃত্য [স] *বি* কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপনারীদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নাচের উৎসব। 'এস রাসনৃত্যে ফিরে দোলে দুলে ঝুলনায় ঝুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

রাসবিলাস [স] *বি* রাসলীলা। 'কাঁহা নৃত্য-গীত-হাস কাঁহা রাসবিলাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাসমঞ্চ [স] *বি* রাসলীলার মঞ্চ। 'মহাশয়েরা রাসমঞ্চের নর্ত্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রাসমণ্ডপ [স] *বি* রাসনৃত্যের জায়গা। 'কি সুন্দর রাসমণ্ডপ প্রস্তুত করেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

রাসমণ্ডল [স] *বি* রাধা-কৃষ্ণের রাসনৃত্যের জায়গা। 'শ্রীরাসমণ্ডলে যেয়ে দেন গড়াগড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাসমোচ্ছব [স রাসমহোৎসব] *বি* রাস উৎসব। 'রসগোল্লার লাগি আসি রাসমোচ্ছবে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রাসযাত্রা [স] *বি* রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিশেষ উৎসব। 'এই রাসযাত্রা উৎসব ইতস্ততো হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রাসলীলা [স] *বি* হিন্দু ধর্মমতে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের নৃত্যলীলা। 'রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাস লীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

রাসকেল, রাস্কেল [ই] *বি* পাজি; বদমাশ। 'আবার কথায় ২ আমারদিগ্যেই রাস্কেল বলে, ঘুসি মারে, চক্ষুঃ রাঙ্গায়...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭; 'হিন্দুর মন্দিরে ... রাসকেল, মুসলমান ঢুকিয়েছিস!' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'টাকা পাওয়াচ্ছি আমি রাসকেলটাকে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

রাসটিকেট [ই] *বি* শাস্তি হিসেবে কোনো ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সাময়িক বহিষ্কারের আদেশ। 'অন্য কেউ হলে রাসটিকেটের সুপারিশ করত।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

রাসন [স] *বিণ* স্বাদ সম্পর্কিত। **রাসন প্রত্যক্ষ** [স] *বি* স্বাদজনিত বোধ। 'তোমার মগজটা তার রাসন প্রত্যক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রাসভ [স] **১** *বি* গাধা। 'রাসভকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এ দেশে এখনো আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'তুমি দেখাইলে, আজও ধরায়/ শুধু খ্রিস্টের রাসভ নাই।' *নজরুল*, ১৯২৯। **২** *বিণ* গাধার মতো। 'রাসভ গলা ভাঙল তার।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রাসভকুল [স] *বি* গাধা সম্প্রদায়। 'রাসভকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এ দেশে এখনো আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রাসায়নিক [স] *বিণ* রসায়ন ঘটিত। 'জলে জলজান ও অম্লজানের রাসায়নিক যোগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রাসায়নিক পরিভাষা *বি* রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কিত বিশেষ শব্দমালা। 'প্রফুল্লবাবু বিশুদ্ধ বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

রাসায়নিক পরীক্ষাশালা *বি* রসায়নের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি-সংবলিত ঘর। 'সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

রাসায়নিক যন্ত্র *বি* রসায়নের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখার যন্ত্রপাতি। 'এই প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন রাসায়নিক যন্ত্রের বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রাস্তা [ফা] **১** *বি* পথ; সড়ক; পন্থা। 'বড় রাস্তা হইয়া রাহা মযুকুরের বাটীতে আসিয়া ...।' *ওর্সা*, ১৭৮২। **২** *বি* ক্ষেত্র। 'ওরা মরেও আমাদের জন্য খরচের রাস্তা তৈরি করে রাখে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রাস্তাঘাট [ফা রাস্তা+ঘাট] *বি* পথঘাট। 'সেলাম, খোশামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরোবে কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাস্তা দেখানো *ক্রি* পথ চিনিয়ে দেওয়া। 'আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রাস্তাপেড়ে *বিণ* রাস্তাপাড় বিশিষ্ট। 'তাবিজপেড়ে, মরিচপেড়ে কস্তাপেড়ে, রাস্তাপেড়ে ... পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রাস্তাবন্দ *বি* ছিনতাই। 'অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণ সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাস্তামেরামতকারী *বিণ* রাস্তানির্মাণকারী। 'গাড়োয়ান, কৃষাণ রাস্তামেরামতকারী কন্ট্রাক্টর-মিস্ত্রি প্রভৃতি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

রাস্তার মেয়ে *বি* অসৎ স্বভাবের মেয়ে। 'যে রাস্তার মেয়েলোকের মতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬০।

রাস্থা [ফা রাস্তা] *বি* রাস্তা। 'নূতন রাস্থা হওনে অধিক মৃত্তিকা উঠিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

রাহ [ফা রাহ্>] *বি* রাস্তা। '(তার) কোরবানির সামান নিয়ে চল রাহে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রাহজন [ফা রাহ্>] *বি* পথিক। 'জমিদারিতে রাহজনের লুটতরাজ করিয়া থাকে।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

রাহবার [ফা রাহ্‌বর] *বি* পথপ্রদর্শক। 'কে এই ধর্মের রাহে আমাদের রাহবার?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রাহঅ *ক্রি* রয়। 'পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাদে।' *চর্যা ৩৬*, ১২০০।

রাহা[১] [ফা] *বি* রাস্তা। 'হোথায় কুফার রাহা ভুলিয়া হোসেন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রাহাখরচ [ফা রাহা+আ খরজ] *বি* পথের ব্যয়। *এডমন*, ১৭৯০; 'সকলের রাহাখরচের টাকা ... তাহার জিম্মা করিয়া দিয়া গিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

রাহা-খরচা [ফা রাহা+আ খরজ] *বি* পথখরচ; পরিবহন ব্যয়। '... দরে কেনা হয়েছে, রাহা খরচা (ট্রান্সপোর্ট) কত পড়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

রাহাগির, রাহাগিরী [ফা রাহগীর] *বিণ* পথচারী। 'অবশিষ্ট রাহাগির অতিথি।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'রাহাগির।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাহাজান [ফা] *বি* রাজপথে প্রকাশ্যে ছিনতাই করে যে। 'রাহাজানদের দমন করিয়া ... কর্তৃপক্ষকে আগাইয়া আসিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

রাহাজানি [ফা] **১** *বি* ছিনতাই। *মেয়ার*, ১৭৮৭; 'এই রাহাজানি হওয়া অবধি ...।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বি* অনাচার। 'সংসারের রাহাজানির ব্যাপারগুলোকে ভালোবাসতে শেখ।' *মানিক*, ১৯৩৫। **৩** *বি* ডাকাতি। 'কত রাহাজানির সুরাহা হয়ে গেছে জানাজানি হবার আগে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রাহাদার [ফা] *বি* পথের কর আদায়কারী। 'দস্তক বনাম রাহাদার ... মোকাম রায়গঞ্জ জাইতেছে তোমরা কেহ রাহা ঘাটে আটক নাকরিবা।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

রাহাদারান [ফা] *বি* পথে কর আদায়কারীগণ। *ওর্সা*, ১৭৮২।

রাহাদারি [ফা] **১** *বি* পথ ব্যবহার করার কর। 'গবনর জিনরেল স্থানে দস্তক রাহাদারি চাহিবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বি* পথ-কর আদায়ের কাজ। 'আপনার অতিদূরদর্শিতার দ্বারা রাহাদারি মাসুল ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

রাহাপনা [ফা রাহা+পনা] *বি* পথচলা; সাধনা। 'সালেকের রাহাপনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজ্জবি হয় আশেক দেওয়ানা।' *লালন*, ১৮৯০।

রাহাপর [ফা রাহা+পর] *ক্রিবিণ* পথের উপর। 'এতদিনে হানিফা আইল রাহাপর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রাহা[২] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সদারাম রাহা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রাহাক [স রাহা>] *বি* ফলক। 'লোহার রাহাক আনি চক্রক করিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাহি[১], **রাহী** [স রাধিকা] *বি* রাধা। 'তেঁসি সংহতী করি নির্তে চাহোঁ রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রাহি সুচেতনি কাহ্নু সেয়ান।' *শেখর*, ১৬০০।

রাহি[২], **রাহী** [ফা রাহী] **১** *বি* পথিক। 'বাদশা সকল যত হয় বদ রাহী।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আমার তলবে লোক আসিয়াছে আমি অদ্য রাহি হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বিণ* অগ্রগামী। 'বাদসাহ ও আপনি শিকার খেলিবার মতে গৌড়মুখে রাহি হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* প্রেরণ; হস্তান্তর। 'কয়েদী বালক কয় জন আমার মহারাজার নিকট রাহি কর নতুবা তোমাকে নষ্ট করি।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাহি হওন *বি* যাত্রা করা; রাস্তায় বের হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রাহিত্য [স] *বি* অভাব। 'সহচরের সাহিত্য রাহিত্য কদাচ হইবেক না।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

রাহু [স] **১** *বি* (জ্যোতিষ) গ্রহণের সময় সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করে যে। 'চান্দের পীযূষধারা রাহুএঁ যেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ওরে গ্রাস করেছে তাদের ভাই আজ চৌদ্দজনা রাহু।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* লোভ। 'এই রাহুটাই কর্মের পাত্র থেকে তার অমৃত ঢেলে নেবার জন্য লালায়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাহুকবলিত [স] *বিণ* অত্যন্ত বিপন্ন। 'রাহুকবলিত কাবুল ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রাহুগ্রস্ত [স] **১** *বিণ* রাহুতে গ্রাস করেছে এমন; ম্লান। 'উৎসবের যে শোভা হইত তাহা রাহুগ্রস্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* অধিকৃত। 'সমগ্র দেশ যখন ইংরেজ-রাহুগ্রস্ত।' *হাই*, ১৯৫৪।

রাহুগ্রহণ [স] *বি* রাহুগ্রস্ত হওয়া। 'গগনস্থ চন্দ্রের যেরূপ রাহুগ্রহণের শঙ্কা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রাহুগ্রাস [স] **১** *বি* সংকট। 'এ হিন্দুকুলসূর্যকে তুমি এ রাহুগ্রাস হত্যে কবে মুক্ত করবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* গ্রহণের সময়ে চন্দ্র অথবা সূর্যকে গ্রাস করে যে কাল্পনিক গ্রহ। 'আমি মহাপ্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাহুমুক্ত [স] *বিণ* শত্রুমুক্ত। 'বাংলাদেশ আজ রাহুমুক্ত হয়ে এক সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ লাভ করেছে।' *বেগম*, ১৯৭২।

রাহুর গ্রাস *বি* দুর্ভাগ্যগ্রস্ত অবস্থা। 'তাহার মন যেন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রাহুলাগা *বি* রাহু গ্রাস করা। 'রাহুলাগার বেদন লাগে পূর্ণিমা চাঁদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রাহুত[১] [স রাজপুত্র] *বি* ঘোড়সওয়ার। 'রাহুত মাহুত যত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাহুত[২] [স রাজপুত্র] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামগতি রাহুত।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রিং [ই] *বি* চাবি রাখার কড়া। 'আঁচলে একটি রিং।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রিকল [ই] *বি* প্রত্যাহার; ডেকে পাঠানো। 'লর্ড ক্যানিং-এর রিকলের জন্যে পার্লিয়ামেন্টে দরখাস্ত কল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রিকশা, রিক্সা [জা রিকশা] *বি* যাত্রীবাহী তিন চাকার যান। 'এখনও নামেনি সেই নির্জন রিকশাগুলো।' *জীবন*, ১৯৩০; 'গাড়ী বা রিক্সায় যাতায়াত বড় ব্যয়সাধ্য।' *বেগম*, ১৯৫৩।

রিকশাওয়ালা, রিকসাওলা, রিক্সাওলা, রিক্সাওয়ালা [রিকশা+হি ওয়ালা] *বি* রিকশাচালক। 'রিকশাওয়ালার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ানো ... অসহ্য মনে হয়।' *জীবন*, ১৯৩২; 'এর চেয়ে হও গিয়া রিকশাওয়ালা কী কুলি।' *নজরুল*, ১৯৪১; 'এমন সময় এক রিক্সাওলা যাচ্ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'রিকসাওলা জমাদারনী ভয়েই ভাগে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

রিকশাচালক *বি* রিকশাওয়ালা। 'আবদুল রিকশাচালক নয়, তার কাছে আবদুল বড় ভাই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রিকশাসাইকেল *বি* তিন চাকার রিকশার মতো গাড়িবিশেষ। 'খানিক দূর রিকশাসাইকেলে এগোনোর পর ...।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

রিক্সা করা *ক্রি* রিকশা ভাড়া করা। 'এসো রিক্সা করি।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

রিকাবি [ফা রকাবি] *বি* ছোটো থালা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রিকেট [ই] *বি* ভিটামিন ডি-এর অভাবে শিশুহাড়ের অপুষ্টিজনিত রোগবিশেষ। 'ছেলেটার আবার রিকেট।' *জীবন*, ১৯৩২।

রিক্ত [স] *বিণ* খালি; শূন্য। 'মহেন্দ্র রিক্ত হস্তে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'আহমদী সম্পাদক রিক্ত মস্তকে শালগ্রাম প্রস্তরের ন্যায় সভা মধ্যে বসিয়া রহিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯; 'দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রিক্তকণ্ঠ [স] *বি* শূন্য কণ্ঠ। 'বুকে থেকে রিক্তকণ্ঠে কোন রিক্ত অভিমানী কহে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রিক্ত-কর [স] *ক্রিবিণ* শূন্য হাতে। 'রিক্ত-কর আসিয়াছি ফিরে!' *নজরুল*, ১৯২৪।

রিক্ততা [স] *বি* শূন্যতা। 'রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'অন্তরের দৈন্য ও রিক্ততাও ফুটিয়ে তোলে।' *হাই*, ১৯৪৭।

রিক্ত প্রাণ [স] *বি* শূন্য প্রাণ। 'রিক্তপ্রাণ তিক্ত সুখে হুঙ্কারিয়া ওঠে তাই।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রিক্ত বুক [স রিক্তবক্ষ] *বি* নিঃস্ব বুক। 'রিক্ত বুকের দুখ আসে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রিক্তভূষণ [স] *বিণ* অলংকারশূন্য। 'রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রিক্তমেঘ [স] *বি* জলশূন্য মেঘ। 'রিক্তমেঘ দিকপ্রান্তে ভয়ে দেয় উঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রিক্তশস্য [স] *বিণ* ফসলহীন। 'হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রিক্ত শাখা [স] *বি* পাতাহীন ডাল। 'পউষের রিক্ত শাখায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রিক্তস্থালী [স] *বি* শূন্য হাঁড়ি। 'সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তস্থালীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল কী খাইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

রিক্তহস্ত [স] *বি* শূন্যহাত। 'নলিন রিক্তহস্তে বাড়ি আসিয়া ...।'

রবীন্দ্র, ১৯০০।

রিক্ত হস্তে ফেরা *ক্রি* নিরাশ হয়ে ফেরা। 'আমাকেও অনেক দ্বার থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রিক্তা *বিণ স্ত্রী* নিঃস্ব। 'রিক্তা নলী এলায় রে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'আমি আজ রিক্তা সন্ন্যাসিনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রিক্তাকাশ [স] *বি* শূন্য আকাশ। 'ঊর্ধ্ববাহু আজ রিক্তাকাশে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

রিক্রুটমেন্ট [ই] *বি* সংগ্রহ। 'এটা রিক্রুটমেন্টের, কাঁচা সৈনিক-সংগ্রহের যুগ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রিক্রুটিং [ই] *বিণ* সংগ্রহ সংক্রান্ত। 'রিক্রুটিং আপিসের ঠিকানা।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রিগিরি *বি* বিরতিহীনতা। 'কোথা হাল লাঙলের দিনে রিগিরি দিয়ে বিষ্টি হবে, তা নয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

রিগুলেসন [ই] *বি* নিয়ম। 'কালেজের রিগুলেসন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

রিঙ [ই] **১** *বি* আংটি। 'টেবিলে বসিব খেতে হাতে দিয়ে রিঙ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* সার্কাসের খেলা দেখানোর জন্য ঘের। 'সার্কাসের রিঙ মাস্টারের চাবুকের ইশারায় ... বাঘ নুইয়া পড়ে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রিঙ মাস্টার [ই] *বি* ক্রীড়া নির্দেশক। 'সার্কাসের রিঙ মাস্টারের চাবুকের ইশারায় ... বাঘ নুইয়া পড়ে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রিজলিউশান, রিজলিউশ্যন, রিজলিউসন [ই] *বি* প্রস্তাব। 'রিজলিউশ্যন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন – আমি তাহাতে নহি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'এক রিজলিউসনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'মিটিংয়ে যেসব রিজলিউশান পাশ হইয়াছে তার নকল।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

রিজাইন [ই] *বি* কাজে ইস্তফা। 'গ্রান্ট রিজাইন দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রিজার্ভ, রিজাভ [ই] **১** *বিণ* সংরক্ষিত। 'সব গাড়িই যদি রিজার্ভ গাড়ি হইত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* সংরক্ষণ। 'যাবতীয় অভিসম্পাত 'রিজাভ' করিয়া রাখিয়াছি।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

রিজার্ভ করা *ক্রি* (টাকা দিয়ে) আসন নির্ধারিত করে রাখা। 'তাঁদের জন্য টেবিল রিজার্ভ করা ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রিজার্ভ পুলিশ [ই] *বি* বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পুলিশ বাহিনীর সংরক্ষিত সদস্য বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ। 'রিজার্ভ পুলিশের ১৬ জন অফিসার সকলেই হিন্দু।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

রিজার্ভ ফরেস্ট [ই] *বি* সংরক্ষিত বন। 'মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রিজার্ভেশন [ই] *বি* আসন সংরক্ষণ। 'দূরের জার্নি হলে রিজার্ভেশন যেন বাধ্যতামূলক।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

রিজিকদেনেওয়ালা [আ রিজক+হি দেনেওয়ালা] *বি* অন্ন-বস্ত্র দাতা। 'খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রিজিষ্টর [ই রেজিস্টার] *বিণ* নিবন্ধনসংক্রান্ত। 'নিচে লেখামত রিজিষ্টর বহি টেকসালে খোলা থাকিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

রিজু [স ঋজু] *বিণ* সরল। 'ব্যবহারে বড় রিজু নিত্য পড়য়ে যজু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রিঝ *বি* হৃদয়। 'আকুল রাধা, রিঝ অতি জরজর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রিঝায়লি [স হৃদয়>] *ক্রি* রোমাঞ্চিত করলে। 'কি রসে রিঝায়লি সো বর নাগর অনুখন তোহারি ধেয়ান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রিটায়ার [ই] *বি* অবসর গ্রহণ। 'রিটায়ার করবার মুখে কলকাতায় দু-চারটা কাজ সেরে নিচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রিটায়ার করা [ই] *ক্রি* অবসর গ্রহণ করা। 'দাদুর মতন রিটায়ার করেছে এখন ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রিটায়ার্ড [ই] *বিণ* অবসরপ্রাপ্ত। 'বুড়ো রিটায়ার্ড প্রফেসর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রিঠা[১] [স অরিষ্ট] *বি* কাপড় কাচার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের ছোটো ফল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'উপরে রিঠাগাছে থোলো-থোলো ফল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রিঠা[২] *বি* মাছবিশেষ। 'রিঠা মাছ।' *শামসুল*, ১৯৬২।

রিড [ই] *বি* হারমোনিয়ামের চাবি; ঘাট। 'হারমোনিয়ামের রিডের উপর দিয়ে খটাখট খটাখট করে ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রিডাইরেক্টেড [ই] *বিণ* পুনঃনির্দেশিত; নতুন ঠিকানায়-পাঠানো। 'দিলেম সেটা কাঁপা হাতে রিডাইরেক্টেড করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রিণ [স ঋণ] *বি* ধার। 'আসল রিণের সুদ আসল হইতে অধিক হইয়া থাকে।' *ডানকান*, ১৭৮৪। *দ্র* **ঋণ**

রিতু[১] [স ঋতু] *বি* ঋতু। 'উতপতি প্রলয় আমি রিতুতে বসন্ত।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **ঋতু**[১]

রিতু[২] [স ঋতু] *বি* প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মাসিক রক্তক্ষরণ। **রিতুবতী** [স ঋতুমতী] *বিণ* ঋতুমতী। 'রিতুবতী হইআছে রম্ভা বাইনানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **ঋতু**[২]

রিতু রক্ষা [স ঋতুরক্ষা] *বি* ঋতুকালে স্ত্রীসহবাস। 'সুভক্ষনে রিতু রক্ষা কৈল ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রিদয় [স হৃদয়] *বি* হৃদয়; অন্তঃকরণ। 'ভার আমি চিন্তিএ রিদয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

রিদএ [স হৃদয়] *বি* হৃদয়। 'দুহার মুরতি দুহ রিদএত জাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

রিন [স ঋণ] *বি* ঋণ। 'লবণের তরে চারি কড়া কর্য্য রিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **ঋণ**

রিনি [স ঋণী] *বিণ* ঋণী। 'শিবের দুয়ারে জেবা করে শঙ্খধ্বনি অভিমত বরদানে শিব তার রিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রিন রিন [ধ্বন্যা] **১** *বি* চুড়ির শব্দ। 'চুড়ি মাঝে মাঝে রিন রিন করে উঠছে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* বাজনার শব্দ। 'ব্যথায় মোর জাগায়ে নিয়ে তারের রিনরিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রিনরিনে [ধ্বন্যা] *বিণ* অনুরণনযুক্ত। 'সতেজ বাঁশির মতো গলা। রিনরিনে মিষ্টি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রিনিক-ঝিনি [ধ্বন্যা] *বি* নূপুর বাজার শব্দ। 'যদি না বাজে কাঁকন মল রিনিক-ঝিনি –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রিনিকিঝিনি [ধ্বন্যা] *বি* নূপুর বাজার শব্দ। 'নূপুর-রিনিকিঝিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রিনিকি ঝিনিকি [ধ্বন্যা] *বি* নূপুরের শব্দ। 'কনক-নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রিনিঝিনি [ধ্বন্যা] *বি* নূপুর বাজার শব্দ। 'রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

www.amarboi.com

রিনিঠিনি [ধ্বন্যা] **১** *ক্রিবিণ* রিনিঝিনি শব্দে। 'রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* চুড়ি-কাঁকন বাজার শব্দ। 'চুড়ি-কঙ্কণে রিনিঠিনি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রিনরিনানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* শিহরিত হওয়া। 'যে আহ্বানে রিনরিনিয়ে যায় নাবিকের ধমনি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রিনি রিনি [ধ্বন্যা] **১** *বি* সেতারের শব্দ। 'শুনেছিনু যেন মৃদু রিনি রিনি/ ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিংকিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* শিহরণসূচক শব্দ। 'রক্তে যে তার বাজে রিনিরিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **৩** *বি* নূপুরের ধ্বনি। 'নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

রিনেসাঁস [ফ] *বি* নবজাগরণ। 'রিনেসাঁসের ইটালি ও অষ্টাদশ শতকের ফরাসী-দেশ, এই সভ্যতাত্রয়ের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রিপট [ই] *বি* প্রতিবেদন। 'সাতজন দেশী চৌকীদারের হাজিরি করিয়া রিপট দাখীল করিয়াছিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৮০।

রিপাব্লিক [ই] *বি* প্রজাতন্ত্র। 'সোভিয়েট সম্মিলনীর অন্তর্গত কতকগুলি রিপাব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রিপু[1] [স] **১** *বি* শত্রু। 'বড়ই প্রবল রিপু বাড়ে মোর তোথা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* প্রবৃত্তি। 'পার্থিব শোক, তাপ ও রিপুর বশম্বদ।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

রিপুকুল [স] *বি* ষড়রিপু: কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। 'সৃষ্টিদাতা রজোগুণে রিপুকুলনাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রিপুগণ [স] *বি* রিপু সকল। 'রিপুগণ উপহাসে মনে লাগে ভয়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রিপুজয়ী [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে এমন। 'সেই জন রিপুজয়ী সকল ভুবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রিপুদমন [স] *বি* কাম ক্রোধাদি দমন। 'রিপুদমন করে অচঞ্চলমন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রিপুদমি [স রিপুদমী] *বি* শত্রুকে দমন করে যে। 'যাইব তোমার সঙ্গে, চল রিপুদমি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রিপুপরতন্ত্র [স] *বিণ* রিপুর অধীন। 'রিপুপরতন্ত্র হইয়া অল্প বয়সে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রিপুপরবশ [স] *বিণ* প্রবৃত্তির বশবর্তী। 'রিপুপরবশ হ'য়ে চিতোর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রিপু পরিবার [স] *বি* ষড়রিপু। 'রিপু পরিবারে, দুরিত বিস্তারে/ তেঁই মন হল দুরাচার।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

রিপুভস্মকারী [স] *বি* প্রবৃত্তিকে ধ্বংসকারী। 'রথ কোটি কোটি স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রিপুভাব [স] *বি* শত্রুতা। 'তবে আহ্মি রিপুভাব না করিব তানে।' *সুলতান*, ১৭০০।

রিপুর প্রবর্তনা *বি* ইন্দ্রিয়ের তাড়না। 'রিপুর প্রবর্তনায় ... লজ্ঘন করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রিপু-সেবা [স] *বি* ইন্দ্রিয় সম্ভোগ। 'রিপু-সেবায় অনুরক্ত হওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

রিপু[2] [ফা রফূ] *বি* সুচ সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ বুনে মেরামত। 'চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়!' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* রিফু

রিপুকর্ম, রিপুকর্ম্ম [ফা রফূ+স কর্ম] *বি* জামা-কাপড়ের ছেঁড়া অংশ সুচ-সুতা দিয়ে মেরামতের কাজ করে যারা। 'কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুকর্ম্ম বেরুলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রিপোর্ট [ই] **১** *বি* প্রতিবেদন। 'তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* নিয়মিত হাজিরা। 'থানায় কয়েদ হইয়া রিপোর্টে যাইতে হইত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রিপোর্ট করা *ক্রি* অবগত করা; জানানো। 'পুলিসে না রিপোর্ট করে কোথাও যাবার হুকুম নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রিপোর্টার [ই] *বি* প্রতিবেদক। 'এক দিকে দর্শকেরা আর-এক দিকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ উপস্থিত হইয়াছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

রিপ্রীণ্ট [ই] *বি* পুনর্মুদ্রণ। 'তিনি রিপ্রীণ্ট বহীর ... আপনি ছাপিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

রিপ্লাই [ই] *বি* চিঠির উত্তর। 'রিপ্লাই আসিল ওহো, ভীষণ করুণ!' *নজরুল*, ১৯২২।

রিফরমর [ই] *বি* সংস্কারক। 'রিফরমর বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

রিফরমেশন, রিফরমেসন [ই] **১** *বি* সংস্কারসাধন। 'দেশের রিফরমেসনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* রেনেসান্স-পরবর্তী খ্রিস্টধর্ম সংস্কার আন্দোলন। 'এই রিফরমেশনের ফলে ধর্মবুদ্ধি মুক্তিলাভ করলে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

রিফর্ম [ই] *বি* পুনর্গঠন। 'এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রিফর্মেশন [ই] *বি* রেনেসান্স-পরবর্তী খ্রিস্টধর্ম সংস্কার আন্দোলন। 'লুথারের প্রবর্তিত রিফর্মেশনই জর্মানিক ভাষাসমূহকে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭; 'রিফর্মেশন-যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন-যুগে য়ুরোপে যে মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রিফাইনমেন্ট [ই] *বি* পরিশীলন। 'রিফাইনমেন্ট সমজদারিরই দান, ক্রিয়েটিভিটির নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রিফাইন্ড [ই] *বিণ* সভ্য। 'রিফাইন্ড গোছের বড় মানুষীর নজীর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রিফিউজি [ই] *বি* উদ্বাস্তু। 'মাদারিপুর বিহার থেকে আসা যে-সব রিফিউজি বাসা বেঁধেছিলো।' *সুনীল*, ১৯৭১; 'আপনিও রিফিউজি।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

রিফুজি [ই] *বি* শরণার্থী। 'রিফুজিদের দুর্দশার কথা সরবে আলোচনা করে।' *হাসান*, ১৯৬৬।

রিফ্যুজি [ই] *বি* উদ্বাস্তু। 'রিফ্যুজি হয়ে এসেছে।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

রিফু [ফা রফূ] *বি* সুচ সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ বুনে মেরামত। **রিফুকর** [ফা রফূগর] *বি* সুচ-সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ মেরামতের কাজ করেন যিনি। 'রিফুকরসকল শিল্পবিদ্যায় এমত পারদর্শী।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রিফু করা *ক্রি* সুচ সুতা দিয়ে ছিন্ন অংশ বুনে মেরামত করা। 'সাদা তুলার সুতায় রিফু করা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রিফুকর্ম *বি* সুচ-সুতা দিয়ে কাপড়ের ছেঁড়া অংশ মেরামতের কাজ। 'বলছে তোমার কাঁথাটাক রিফুকর্ম করবে কি?' *সুকুমার*, ১৯২০।

AMARBOI.COM

রিফুগর *বি* যিনি সুচ সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ বুনে মেরামত করেন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রিফ্রেশমেন্ট রুম [ই] *বি* হালকা আপ্যায়নের কক্ষ। 'মউলবি সাহেবকে লইয়া রিফ্রেশমেন্ট রুমে ঢুকিয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'জেনেরালসাহেব রিফ্রেশমেন্ট রুমে আহার সমাধা করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রিবন [ই] *বি* ফিতা। 'রিবন, এলোমেলো চিঠি।' *জীবন*, ১৯৩২।

রিবিণ [ই] *বি* রিবন; ফিতা। 'রিবিণ উড়িছে কত ফর ফর করি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রিবিনিউ [ই রেভেনিউ] *বি* রাজস্ব। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

রিবনু [ই রেভিনিউ] *বি* রাজস্ব। *দর্পণ*, ১৮২২।

রিভলবার, রিভলভার [ই] *বি* ছোটো বন্দুক; পিস্তল। 'সার্জেন্ট-দল রিভলবার হাতে লইয়া গাড়িতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'ডান পকেট থেকে তার রিভলভার বার হয়ে এল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রিভলভারধারী [ই রিভলভার+স ধারী] *বিণ* আগ্নেয়াস্ত্রধারী। 'রিভলভারধারী শতশত তাগড়া তাগড়া পুলিশও।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রিভিউ, রিভিয়ু [ই] **১** *বি* (সৈন্যদল, পোত ইত্যাদি ক্ষেত্রে) আনুষ্ঠানিকভাবে পরিদর্শন করা। 'গোঁড়ারা ... রিভিউয়ের সোলজারদের মত দল বেঁধে দু থাক হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* পত্রিকার নামবিশেষ। 'মে মাসের নিয়ু রিভিয়ু পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* সমালোচনা। 'সকালে যদি রিভিউ লিখি বিকালে লিখি কাব্য।' *অন্নদা*, ১৯৪২; 'খবরের কাগজে সে রিভিয়ু লিখেছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

রিভোলিউশন, রিভোলিউসন [ই] *বি* বিপ্লব; সিপাহী বিদ্রোহ। 'নীলকর সায়েবরা দ্বিতীয় রিভোলিউসন হবে বিবেচনা করে ... অবতার হয়ে পড়লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'একেবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রিম, রীম [ই] *বি* কাগজের পরিমাণবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যে কাগজ তিন টাকা রীম দরে ক্রয় করিতাম ...।' *জামায়াত*, ১৯৪২।

রিমওয়ালা [ই রিম+হি ওয়ালা] *বিণ* ধাতু অথবা প্লাস্টিকের ধারযুক্ত। 'খাপ হইতে বেশ পুরু রিমওয়ালা একটা চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রিমঝিম [ধ্বন্যা] **১** *বি* বৃষ্টির পড়ার শব্দ। 'ঘন ঘন রিম ঝিম রিম ঝিম রিম ঝিম বরখত নীরদপুঞ্জ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* ঝিঁঝি ডাকার শব্দ। 'রিমঝিম ঝিঁঝিতে ঝাঁঝরা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

রিম-ঝিম-রিম [ধ্বন্যা] *বি* মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ। 'ঝড়ো হাওয়ার সাথে মেতে আগল-ছাড়া পাগল মেঘের ঐ একরোখা শব্দ, রিম-ঝিম-রিম।' *নজরুল*, ১৯২২।

রিমিক ঝিম [ধ্বন্যা] *বি* নাচের তাল। 'রিমিক ঝিম ঝিমিক ঝিম।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রিমিকি ঝিমিকি [ধ্বন্যা] *বিণ* রিমঝিমি ধ্বনিপূর্ণ। 'রিমিকি ঝিমিকি বরিষন ঝিল্লিঝনক-ঝননন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রিমিঝিমি [ধ্বন্যা] *বিণ* রিমঝিম ধ্বনিযুক্ত। 'রিমিঝিমি-বাদল-বরিষনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রিমিরিমি [ধ্বন্যা] *বি* নূপুরের শব্দ। 'ঝিমঝিম রিমঝিম – রিমিরিমি রিম ঝিম বাজে পাইজোর –।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রিয়লিজম [ই] *বি* বাস্তববাদ। 'তাঁর লেখায় রয়েছে রিয়লিজমের আদর্শবাদিতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রিয়লিস্টিক [ই] *বিণ* বাস্তববাদী। 'রিয়লিস্টিক আধুনিকের এইমতোই ধরম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রিয়া [আ] *বি* কপটতা। 'বানাওট, ভণ্ডামী, প্রতারণা, রিয়া এবং ধর্মের নামে অধর্মের লীলাখেলা।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

রিয়ার্সেল [ই] *বি* মহড়া। 'পরশু আমাদের পুরো রিয়ার্সেল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রিয়াল [ই] *বিণ* বাস্তবসম্মত। 'আমাদের দর্শনচর্চা রিয়ালও নয়, ক্রিটিকালও নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রিয়ালিজম [ই] *বি* বাস্তববাদ। 'ইউরোপীয় সাহিত্যের রিয়ালিজমই নাম ভাঁড়িয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

রিয়ালিটি [ই] *বি* বাস্তবতা। 'আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সত্য মনে করা আমাদের একটা মোহ মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রিয়ালিষ্টিক, রিয়ালিস্টিক [ই] *বিণ* বাস্তববাদী। 'রিয়ালিস্টিক সাহিত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'রিয়ালিস্টিক কবিতা কবিতা বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'স্টেজ-আর্ট যতটুকু রিয়ালিষ্টিক হতে পারে হয়েছিল।' *অবন*, ১৯৪১।

রিয়ালিস্ট [ই] *বি,বিণ* বাস্তববাদী। 'সুন্দরের জ্ঞান হারানোটা রিয়ালিস্টদের তেমনি দোষ।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'বাঁশরি বললে, তোমরা আবার রিয়ালিস্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রিরংসা [স] *বি* যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা। 'দলে দলে করিয়াছে রিরংসার উলঙ্গ চিৎকার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রি রি, রী রী [ধ্বন্যা] *বি* তীব্র অনুভূতি বিশেষ। 'কিছু সুখের জিনিষ মনের ভিতর রী রী করে উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রি রি করা *ক্রি* তীব্র কোনো অনুভূতি সৃষ্টি করা। 'শিরের ভিতর গিয়ে রি রি করে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রিরিরিরি *বিণ* তীব্র যন্ত্রণা ও ক্রোধের অনুভূতি প্রকাশক। 'বিষাক্ত রিরিরিরি-নাদ।' *নজরুল*, ১৯২২।

রিল [ই] *বি* সুতা জড়ানোর নল। 'সুতার রিলে গাঁথা ছুচ।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

রিলিজন [ই] *বি* আনুষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাস। 'য়ুরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রিলিজিয়াস [ই] *বিণ* ধর্মীয়। 'স্বজাতির সিভিল ও রিলিজিয়াস লিবার্টির ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

রিলিজ্যাস [ই] *বিণ* ধর্মীয়। 'নূতন হিউম্যানিজমের রিলিজ্যাস মুভমেন্ট হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

রিলিফ [ই] **১** *বি* আরাম। 'অনুরোধ করি নারকেলমুড়ি ও ঠনঠনের নিমকীটাও ট্রাই করুন! ইমিজিয়েট রিলিফ!' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* সাহায্য; ত্রাণ। 'কখন ভরসা রিলিফ, কখন ভিক্ষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'তবে রিলিফ এসে পৌছবার আগে যে তাকে খতম করতে পারা গেছল সেটাই সুখের বিষয়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রিলিফ ওয়ার্ক [ই] *বি* ত্রাণকার্য। 'রিলিফ ওয়ার্কে এক দল ওয়ার্কার পাঠাবে মেদিনীপুর।' *তারা*, ১৯৪৩।

রিলিফ কমিটি [ই] *বি* ত্রাণ সমিতি। 'রিলিফ কমিটির সভার নিমন্ত্রণ পাইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিলিফ ক্যাম্প [ই] *বি* ত্রাণকেন্দ্র; সাহায্যকেন্দ্র। 'কখনো রিলিফ ক্যাম্পে ভাবো চুপচাপ।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রিলিফ ফাণ্ড [ই] *বি* ত্রাণ তহবিল। 'রিলিফ ফাণ্ডের টাকার চৌদ্দআনা ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'মার্শাল চিয়াং কাইশেক পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন সাইক্লোন রিলিফ ফাণ্ডে।' *তারা*, ১৯৪৩।

রিলিফ সেন্টার [ই] *বি* সাহায্যকেন্দ্র; ত্রাণকেন্দ্র। 'বড় রাস্তার মোড়ে বসেছে রিলিফ সেন্টার।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

রিলিভ [ই] *বি* দুঃখ লাঘব। 'ও বুঝি আমাদের রিলিভ করতে আসছে অন্য পল্টন।' *নজরুল*, ১৯২২।

রিলে [ই] *বি* পুনঃসম্প্রচার। 'দূর দেশের অনেক কিছু রেডিও মারফৎ আমাদের রিলে (Relay) করে শোনান হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রিষ, রীষ [স ঈর্ষা] *বি* ঈর্ষা। 'এহি রিষ বিষে নাশ হৈছে কত জনে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'মনে মনে কত রীষ হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রিশ [স ঈর্ষা] *বি* হিংসা; বিদ্বেষ। 'বুকেতে নাহিকো জোশ তেজ রিশ।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

রিস [স ঈর্ষা] *বি* ঈর্ষা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রিষি [স ঋষি] *বিণ* ঋষি। 'দিশী কৃষ্ণ রিষি কৃষ্ণ এ দেশে ও দেশে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। *দ্র* **ঋষি**

রিষ্টপুষ্ট [স হৃষ্টপুষ্ট] *বিণ* মোটাসোটা। 'মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগুলি কেমন রিষ্টপুষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

রিষ্টি [স] *বি* ফাঁড়া; ঘোর বিপদ। 'ঘুচিবে সকল রিষ্টি, হবে সদা সুখ-বৃষ্টি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রিষ্টিনাশা [স] *বিণ* অকল্যাণ নাশকারী। 'বিশ্ব-ললাট দীপ্ত – কালো রিষ্টিনাশা হোমের টিপে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রিসঅ [স ঈর্ষা>] *ক্রি* প্রেম করে। 'জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ।' *চর্যা ৯*, ১২০০।

রিসারিসি [স ঈর্ষা>] *বি* পারস্পরিক হিংসা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রিসার্চ [ই] *বি* গবেষণা। 'নীরদ রিসার্চের যে কাজ নিয়েছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রিসর্চ [ই] *বি* গবেষণা। 'এই রিসর্চের কাজটা আমাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রিসর্চবিভাগ [ই রিসার্চ+স বিভাগ] *বি* গবেষণা বিভাগ। 'রিসর্চবিভাগে আরো কিছু দান মঞ্জুর করিয়ে নেবার প্রস্তাব ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রিসি [স ঋষি] *বি* ঋষি। 'নাগলোক রিসি আইলা দক্ষের সদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রিসিপুত্র [স ঋষিপুত্র] *বি* ঋষিপুত্র। 'রিসিপুত্র সাপে পাণ্ডব হইল অন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রিসিভ [ই] *বি* বরণ। 'বাবু সকলকে মা গোঁসাইয়ের মত সমাদরে রিসিভ কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রিসিভার [ই] *বি* টেলিফোন-যন্ত্র। 'রিসিভারটা মহাশ্বেতা তাহার হাতে তুলিয়া দিক।' *মানিক*, ১৯৪০।

রিসীডেন্ট [ই রেসিডেন্ট] *বি* সরকারি প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তা। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

রিস্টওয়াচ, রিষ্টওয়াচ [ই] *বি* হাতঘড়ি। 'রিস্টওয়াচ মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'রিষ্টওয়াচ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রিহাই [ফা] *বি* অব্যাহতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রিহার্সাল, রিহর্সল [ই] *বি* মহড়া। 'রিহার্সাল ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে তাহার যোগ ঘনিষ্ঠ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'এটা নারীহরণের রিহর্সলমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রিহার্শাল [ই] *বি* মহড়া। 'কোন দিন বা থিয়েটারের রিহার্শাল দেয়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

রিহার্সাল দেওয়া *ক্রি* মহড়া। 'যেন ওটাকে রিহার্সাল দিয়ে নিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রিহার্সেল [ই] *বি* মহড়া। 'কোথায় তাঁরা রিহার্সেল দিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'অভিনয় না থাকিলে ... রিহার্সেল দিতে যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

রিহার্স্যাল [ই] *বি* মহড়া। 'অনেক রিহার্স্যাল দিলুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রীজন [ই] *বি* যুক্তি। 'যাকে বলে রীজন, সে মানস-সার্কাসের ডিগ্‌বাজি-খেলোয়াড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রীড [ই] *বি* হারমোনিয়ামের ঘাঁট; চাবি। 'কতদিন হার্মনিয়ামের রীডে নিপুণ আঙুল তন্ময় নাচেনি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রীডিং-ল্যাম্প [ই] *বি* লেখাপড়ার জন্য ব্যবহৃত বাতি। 'গ্লোবওয়ালা এক বিরাট রিডিং-ল্যাম্প।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রীণ *বি* নদীর নামবিশেষ। 'রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে উৎসময়ে বরফ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রীত [স রীতি] **১** *বি* আচার। 'অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রকৃতি। 'পূর্ব্বে আমি পরিক্ষিল তার এই রীত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* চরিত্র। 'কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।' *ভারত*, ১৭৬০। **৪** *বি* স্বভাব। 'তোমার রীতের দোষে মারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

রীতকরণ [স] *বি* মার্জিত আচার। 'লজ্জা-শরম, রীতকরণ উহাদের কখনও হইবে না।' *তারা*, ১৯৪২।

রীতকর্ম, রীতকর্ম্ম [স] *বি* রীতিসম্মত কাজ; বাস্তবসম্মত কাজ। 'অসম্ভব আশা উত্থাপন করা রীতকর্ম্মকে হাস্যাস্পদ করা মাত্র।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রীতচরিত্র [স রীতিচরিত্র] *বি* স্বভাব ও আচরণ। 'একটু বাচাল হোগ, রীতচরিত্র ভাই ভাল শুনেছিলেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রীতরক্ষে *বি* প্রথা বজায় রাখা। 'রীতরক্ষে বলেও তো একটা জিনিস আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রীতি [স] **১** *বি* ধরন। 'সুখের পিরীতি আনন্দ যে রীতি দেখিতে সুন্দর হয়।' *চণ্ডী*, ১৫৭০। **২** *বি* স্বরূপ। 'কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* কৌশল। 'সোল্লুণ্ঠ বচন-রীতি মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* স্বভাব। 'বুঝিনু তোহারি রীতি।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০। **৫** *বি* আইন। 'সবে মাত্র খণ্ডাইলা কাফেরের রীতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৬** *বি* নিয়মনীতি। 'যদি জাত্যংশে বড় হও তাহার পূর্ব্বের রীতি মনে কর।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৭** *বি* বিধান। 'বিদ্যাধ্যাপনবিষয়ে গবর্ণমেন্টের এইক্ষণে যে সকল রীতি আছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৮** *বি* সংস্কার। 'উল্লিখিত রীতি বলবতী থাকাতে, অন্য অন্য প্রকার অনিষ্টও উৎপন্ন হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৯** *বি* প্রণালী। 'আরবীদিগেরও পূর্ব্বে হিন্দুদিগের

দশগুণোত্তর সংখ্যার রীতি অবগত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **১০** *বি* ঐতিহ্য; পরম্পরাগতভাবে চলে এসেছে এমন ধারা। 'ইউরোপ খণ্ডে যে পর্য্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **১১** *বি* প্রথা। 'এ বিষয়ে এক পরম শুভকরী রীতি প্রচলিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১২** *বি* পদ্ধতি। 'তিনি গোল-আলু, শণ ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনের রীতি উপদেশ দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **১৩** *বি* কাজের ধারা। 'এ কেমন রীতি তব, বাহ রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রীতিক্রমে [স] *ক্রিবিণ* নিয়মানুযায়ী। 'বিদ্যার্থীরা কি রীতিক্রমে ও কত দিন বিদ্যালয়ে থাকিবে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'এতদ্দেশীয় সমগ্র গৃহই সেই রূপ রীতিক্রমে প্রস্তুত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রীতিচরিত্র [স] *বি* স্বভাব ও আচরণ। 'রাজার রীতিচরিত্র বর্ণনবিষয়ক গ্রন্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

রীতিজ্ঞ [স] *বিণ* রীতি-নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'অদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় চাকুরিয়া।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রীতিধারিক [স] *বিণ* রীতি অবলম্বনকারী। 'রীতিধারিক ভাবে থাকায় পুরুষানুক্রমে দীর্ঘকাল একরূপ কাজ করতে-করতে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

রীতিনীতি [স] **১** *বি* আচার-ব্যবহার। 'তাবৎ হিন্দু মহাশয়েরদিগের রীতি নীতি দর্শন করিয়া ... পরমাপ্যায়িত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* নিয়মকানুন। 'পাঠশালার রীতিনীতি সংবর্দ্ধন ও সংশোধন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রীতিপদ্ধতি [স] *বি* রীতিনীতি ও পদ্ধতি। 'অধ্যাপনার রীতিপদ্ধতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত থাকাতেই, অদ্যাপি মনুষ্যের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'প্রচলিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে যাদের অমানান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রীতিপালন [স] *বি* প্রথা বা ধারা মেনে চলা। 'নানা আয়োজনে, নানা অনুষ্ঠানে, রীতিপালনে, নিয়মরক্ষায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

রীতিপূর্বক, রীতিপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* প্রথা অনুযায়ী। 'তাঁহারা রীতিপূর্ব্বক স্ব২ বেশধারী হইয়া ... আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

রীতিপ্রকরণ [স] *বি* শিল্পের রীতিপদ্ধতি। 'শুধু রীতিপ্রকরণের চর্চাকেই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য করে তুলতে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

রীতিবর্ত্ম [স] **১** *বি* রীতিনীতি। 'এতদ্দেশীয় রীতিবর্ত্ম বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* প্রথা ও আচার। 'সভার রীতিবর্ত্ম ধারা নিয়মাদি ঐ মহাপুরুষকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৬।

রীতিবাদ [স] *বি* শৈলীবাদ। 'ফরাসি সাহিত্যে এই ধরনের জীবনবিমুখ বিশুদ্ধ রীতিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে।' *শিব*, ১৯৭৩।

রীতিবিরুদ্ধ [স] *বিণ* নিয়ম বহির্ভূত। 'হঠাৎ ডাকিয়া পাঠান স্কুলের রীতিবিরুদ্ধ।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

রীতিবৈপরীত্যেন [স] *ক্রিবিণ* রীতিবিরুদ্ধভাবে। 'বাবুসকল রীতি বৈপরীত্যেন অক্ষর লিখিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রীতিভঙ্গ [স] *বি* ছন্দপতন। এতে অন্যদেশীয় অলংকারশাস্ত্রসম্মত রীতিভঙ্গ হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'বেশ খানিকটা রীতিভঙ্গ হয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

রীতিমত, রীতিমতো [স] **১** *ক্রিবিণ* নিয়ম অনুসারে। 'নূতন রীতিমত সুপ্রিমকোর্টের এই মিসিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **২** *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'ঐ সকল মলমূত্র দুরাগ্রেয় জলপ্রণালী রীতিমত পরিষ্কৃত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *ক্রিবিণ* যথারীতি। 'এ বিদ্যালয়ে গণিত, আন্বীক্ষিকী, পদার্থবিদ্যা ... রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'বৃক্ষাদি ঘন করিয়া রোপিলে, উহারা রীতিমত বাড়িতে পারে না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৫** *বিণ* আনুষ্ঠানিক। 'রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মড়মড় করিয়া খুড়র ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **৬** *বিণ* পুরোদস্তুর। 'আপনাকে রীতিমত কবি বলে মনে হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৭** *ক্রিবিণ* যথাযথ। 'এ তর্কের কোনো রীতিমত উত্তর করিতে পারেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'তা রীতিমতোভাবে প্রমাণ করতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রীতিমাফিক [স রীতি+আ মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* নিয়মানুসারে। 'রীতিমাফিক উত্তর-ঘরে কথালাপের জন্যে উপস্থিত হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

রীতিরুচি [স] *বি* আচার-আচরণ ও পছন্দ। 'তারা কাঞ্চনকুলীন তো বটেই, রীতিরুচিতেও অভিজাত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রীতিশুদ্ধ [স] *বিণ* শৈলীসম্মত। 'উহার ভাষা সরল, রীতিশুদ্ধ এবং সমুচিত বিভক্তিবিশিষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রীতে [স রীতি>] *ক্রিবিণ* রীতিমতো। 'ঘুচিল বেদনা রীতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রীত্যনুযায়ি [স রীত্যনুযায়ী] *ক্রিবিণ* রীতি অনুসারে। 'তরজমা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রীত্যনুসারে [স] **১** *ক্রিবিণ* নিয়ম অনুযায়ী। 'শনিবার রীত্যনুসারে ঐ দ্বার খোলা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *ক্রিবিণ* স্বভাব অনুযায়ী। 'হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যনুসারে।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

রীফ [ই] *বি* বালি ও পাথরময় দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত। 'রীফেতে যেদিন সভ্য ভূত/ নাচিতে লাগিল তাথই থই।' *নজরুল*, ১৯২৯।

রীফবাসী [ই রীফ+স বাসী] *বি* রীফের অধিবাসী। 'আশমান হতে রীফবাসীর শিরে ছড়াইল আগুন-খই।' *নজরুল*, ১৯২৯।

রীয়ল [ই] *বিণ* খাঁটি; প্রকৃত। 'আমরা রীয়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রী রী দ্র রি রি

রীল [ই] *বি* ফিতা জড়ানোর চাকতিবিশেষ। 'ঘূর্ণিল ফিল্মের রীল দ্রুত ভরে ওঠে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রীশ *বি* দাড়ি। 'রীশ-ই বুলন্দ, শেরওয়ানি, চোগা।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'মুখেতে কেবল বুলন্দ রীশ।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

রুঅ [স রূপ] *বি* রূপ। 'সোণত রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

রুআ [স রোপণ>] *ক্রি* রোপণ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **রুইতে** *ক্রি* রোপণ করতে। 'ক্ষেতে পাতা রুইতে হবেক।' *কেরি*, ১৮০২।

রুই[1] [স রোহিত] *বি* কাতল-মৃগেল জাতীয় মাছবিশেষ। 'পাড়ে মৎস্য পড়িল চিতল শাল রুই।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রুই-কাতলা **১** *বি* প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। 'বিভিন্ন দলের শুধু রুই-কাতলারাই সদস্য হয়েছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **২** *বি* সমাজের পদস্থ ও উঁচু শ্রেণীর লোক। 'বড় বড় রুই কাতলা ধরলেন টাকার জাল ফেলে।' *বেগম*, ১৯৫২।

রুহিত [স রোহিত] *বি* রুই মাছ। 'সাপের আটুব্বি আনে খুজ্যা বাদ্যাঘরে/ রুহিত মৎস্যের পিত্ত মঙ্গল বাসরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহী [স রোহিত] *বি* রুই মাছ। 'খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুই[2] *বি* বংশনামবিশেষ। 'জগন্নাথ রুই।' *সেবধি*, ১৮৪০; 'দুখিরাম রুই ও ছিদাম রুই দুই ভাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রুই[3] *বি* উইপোকা। 'বহুকালের পুরাতন কোন কাগজপত্র রুইতে খাইয়া একেবারে মাটি করিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

রুইতন, রুইতেন, রুহিতন [ওল] *বি* লাল বরফি আকৃতির ছাপ দেওয়া তাসবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হরতন, রুইতন হচ্ছে খাস-ওলন্দাজি।' *প্রমথ*, ১৯২২; 'হরতেন রুইতেন সায়েব বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান কল্কে পাবে কি?' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'এই হরতন, চিরিতন, রুহিতন, ইশকাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লটকে দিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রুইন [ই] *বি* ধ্বংসাবশেষ। 'আড্ডাটি ... উঠিয়ে দেছেন কেবল তার মনিমেন্টের মত রুইনমাত্র পড়ে আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রুকা *ক্রি* রোধ করা; রোখা। 'ইট-পাথরের দেওয়াল দিয়া ইয়াজুস-মাজুসকে রুকা যাইবে না।' *মনসুর*, ১৯৫০।

রুকু [আ] *বি* অংশবিশেষ। 'সুরা বকরায় অষ্টম রুকুতে তার ইঙ্গিত আছে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রুক্ষ [স] ১ *বিণ* অবিন্যস্ত; এলোমেলো। 'তাহার কেশ রুক্ষ, অবেণীবদ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ২ *বিণ* লাবণ্যবর্জিত। 'মুখ বড় রুক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* কর্কশ। 'ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* উস্কো খুস্কো। 'রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রুক্ষতা [স] ১ *বি* কর্কশতা। 'জীবনের নানা রুক্ষতা ও রক্তাক্ততার ওপর উপশমের মত।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বি* উগ্রতা। 'রুক্ষতার সুতীক্ষ্ণ সংগীনে দুর্বিনীত ইচ্ছার ডানায়।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

রুক্ষবচন [স] *বি* কর্কশ কথা। 'অন্ধকার ঘরে প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রুক্ষমূর্তি [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, 'আর পারি নাকো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রুক্ষস্বভাব [স] *বিণ* বদমেজাজি। 'রুক্ষস্বভাব সাহেবটি মহা ক্ষ্যাপা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রুক্ষস্বর [স] *বি* কর্কশ কণ্ঠ। '(হঠাৎ চমকিত হইয়া রুক্ষস্বরে) কিন্তু ও কী রঙ্গনাথ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রুক্ষি [স রুক্ষ] *বিণ* উগ্র। 'স্বভাব তোমার বড়োই রুক্ষি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রুক্ষু [স রুক্ষ] *বিণ* রুক্ষ। 'চুল রুক্ষু হ'য়ে হাওয়ায় উড়ে যায়।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

রুখ[1] [স বৃক্ষ] *বি* গাছ। 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০।

রুখ[2] [স রুক্ষ] *বিণ* কর্কশ। 'না জাণিআঁ রুখ বুইলোঁ তোহ্মার চরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুখবাণী [স রুক্ষবাণী] *বি* নীরস কথা; রূঢ় বাক্য। 'না বোল না বোল রুখ বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুখসত [আ] *বি* কাজ শেষে বিদায়। 'আমি নিজেই আপনার নিকট রুখসত চাহিব।' *মনসুর*, ১৯৫০।

রুখা [স রুক্ষ] *বিণ* কর্কশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রুখাসুখা *বিণ* নির্মম। 'সে খয়রাতির বরসাত রুখাসুখা জেলগুলোতেও পৌছল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রুখু [স রুক্ষ] ১ *বিণ* শুষ্ক। 'কি কব দুঃখের কথা হের দেখ রুখু মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* রুক্ষ; পত্রপুষ্পহীন। 'রাখিবে না পাংশু ধূসর কিছু রাখিবে না রুখু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রুখু-রুখু *বিণ* রুক্ষপ্রায়। 'কার রুখু-রুখু ম্লান চুলে যেন বিষণ্ন আশা ঝরে পড়েছিল।' *নীরেন*, ১৯৫০।

রুগি, রুগী [স রোগী] ১ *বি* অসুস্থ ব্যক্তি। 'আমি তো ছ-মাসের ভিতর একটি রুগীর মুখ দেখলেম না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আজ তোর রুগি দেখা হল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* রোগাক্রান্ত; অসুস্থ। 'রুগি ছেলে যখন ওষুধ খেতে চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রুগ্ণ, রুগ্ন [স] *বিণ* অসুস্থ। 'কোন, ব্যক্তি রুগ্ন; ভুগ্ন, অন্ধ, বধির হইয়াও ধনগৌরবে কোন সুরূপা কামিনীর কর গ্রহণ ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'সুবোধ বহুকাল হইতে রুগ্ণ মায়ের কাছে মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রুগ্নতা [স] *বি* রুগ্ণতা; অসুস্থতা। 'আরো নানা প্রেম অপমান রুচি, মিথ্যা, রুগ্নতারে ...।' *শক্তি*, ১৯৬১।

রুগ্নদেহা [স] *বিণ স্ত্রী* অসুস্থ শরীরের অধিকারী। '... লজ্জাহীনা, শুষ্কপ্রাণা, রুগ্নদেহা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

রুগ্ননিবাস [স] *বি* রোগ-ব্যাধিতে পূর্ণ আবাস। 'বঙ্গভূমি এক্ষণে একটি সুবিস্তৃত রুগ্ননিবাস হইয়া উঠিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

রুগ্নশয্যা [স] *বি* রোগীর বিছানা। 'সন্ন্যাসীর বিদ্যা পরীক্ষা হইতে রুগ্নশয্যায় রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত লবঙ্গ সকল বলিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রুগ্নশয্যায় শয়ন করা *ক্রি* অত্যন্ত অসুস্থ হওয়া। 'ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রুগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* অসুস্থ। 'দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রুগ্না নাতনীর কাছে বসে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

রুচক [স রুচ্>] *বিণ* রুচিকর; প্রীতিকর। 'অরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুচা [স রুচ্>] ১ *ক্রি* ইচ্ছা হওয়া। 'না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *ক্রি* ভালো লাগা। 'সংগীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ, এ কিছুই রুচছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রুচি [স] ১ *বি* দীপ্তি। 'জঘনে বসে নৃপুর আতিশয় রুচি গুরু।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শোভা। 'মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল নালা বিনা রুচি পাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* অনুরাগ। 'যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* পছন্দ। 'যাহার যাহাতে রুচি, সেই দ্রব্য তারে শুচি।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৫ *বি* প্রবৃত্তি। 'ক্ষেত্রপাল বাবুর রুচির নিন্দা করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ৬ *বি* আগ্রহ। 'সুচরিতার তখন আহারে রুচি চলিয়া গিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রুচিওয়ালী [স রুচি+হি ওয়ালী] *বিণ স্ত্রী* রুচিসম্পন্ন। 'পয়লা নম্বরের রুচিওয়ালী শিক্ষিতা মহিলার রুচির সঙ্গে ...।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

রুচিকর [স] ১ *বিণ* সুস্বাদু। 'মনোহর রুচিকর দ্রব্য এই বটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* প্রীতিকর। 'লেখাটি সভ্যমণ্ডলীর রুচিকর হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* রুচি বাড়ায় এমন। 'রুচিকর হাওয়ায় বাবুর

AMARBOI.COM

ক্ষুধার উদ্রেক হইল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রুচিগর্হিত [স] *বিণ* কুরুচিপূর্ণ। 'আমাদের মতে ইহা রুচিগর্হিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রুচিজনক [স] *বিণ* সুস্বাদু। 'কোন্ খাবারটি একটু রুচিজনক মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রুচিপরিতৃপ্তি [স] *বি* পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ। 'ক্ষুধানিবৃত্তি ও রুচিপরিতৃপ্তির যে সুখ সেটুকুও তাহার চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রুচিপূর্বক, রুচিপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* রুচিসম্মতভাবে; শোভনরূপে। 'অতি অল্পই স্ত্রীলোক রুচিপূর্ব্বক বেশভূষা করিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

রুচিবদল [স রুচি+আ বদল] *বি* পছন্দের পরিবর্তন। 'মুসলমান কবিরা বাংলো সাহিত্যের রুচিবদল করেছিলেন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

রুচিবাগীশ [স] *বিণ* সুরুচি সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন। 'সে অতিমাত্রায় রুচিবাগীশ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রুচিবান [স] *বিণ* রুচিসম্পন্ন। 'সে ভদ্র রুচিবান।' *বেগম*, ১৯৪৭।

রুচি-বিকার [স] *বি* রুচিবিকৃতি। 'যে রুচি-বিকার, বিতৃষ্ণা ও অশ্রদ্ধার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।' *এসলাম*, ১৯২০; 'রুচিবিকারের ভণ্ডামি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রুচিবিকৃতি [স] ১ *বি* রুচির বিকার। 'নবাবি আমলে যে রুচিবিকৃতির সূত্রপাত হয়েছিল।' *আনিস*, ১৯৬৪। ২ *বি* রুচিগত স্থূলতা। 'সাধারণ পাঠকের রুচিবিকৃতিকে সাময়িক সঙ্কট মনে করে তা থেকে উদ্ধারের আশা ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

রুচিবিগর্হিত [স] *বিণ* কুরুচিকর। 'অনেক সময় নারীকে তার রুচিবিগর্হিত কাজে লিপ্ত হতে হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

রুচিবিরুদ্ধ [স] *বিণ* সুরুচির বিরোধী। 'আমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে-বিষয়ে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করা রুচিবিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রুচিভেদ [স] *বি* রুচিবোধের পার্থক্য। 'প্রকৃতিভেদে হাস্যরস সম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রুচিমান [স] *বিণ* রুচিশীল। 'সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান না করলেও রুচিমান করত।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রুচিরোচন [স] *বিণ* রুচিসম্মত। 'তার পরে যা লেখালেখি হবে না সে রুচিরোচন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রুচি-শিবা [স] *বি* রুচিরূপ শিয়াল। 'শাস্ত্র-শকুন নীতি-ন্যাকার/ রুচি-শিবার হট্টরোল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

রুচিশীল [স] *বিণ* রুচিসম্মত। 'তবু ছবিগুলো ঠিক রুচিশীল বলা যায় না।' *বিমল*, ১৯৫৩।

রুচিসঙ্গত [স] *বিণ* রুচিসম্মত। 'বর্ত্তমান সভ্যতামার্জ্জিত সুরুচিসঙ্গত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রুচিসম্মত [স] *বিণ* পছন্দমাফিক। 'সে যাহাতে নিজের রুচিসম্মত হয়, তাহার জন্যই এইরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

রুচিসম্মতভাবে [স] *ক্রিবিণ* পছন্দমতো। 'শ্রোতাদের রুচিসম্মত-ভাবে বেতারের কার্য্যসূচী প্রস্তুতের কাজে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রুচিসৌষ্ঠব [স] *বি* রুচিগত সৌন্দর্য। 'আর ভাষাসৌষ্ঠব ও রুচিসৌষ্ঠবের দিক দিয়েও অনেক উন্নতি হ'য়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

রুচির [স] ১ *বিণ* মনোহর। 'তাহার সভাসদ রুচির চারুপদ রচে মুকুন্দ কবিবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সুললিত। 'দেখিল রুচিরতনু বৎস সহিত ধেনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রুচিরা [স] *বি* সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রুচ্যমান [স] *বিণ* কান্তিমান। 'দেখ নিরখিয়া, এ বরাঙ্গ বররুচি রুচ্যমান এবে মোহান্তে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

রুজ [ই] *বি* মুখের প্রসাধনী বিশেষ; গাল রাঙানোর জন্য মিহি লালচে পাউডারবিশেষ। 'ওগো হয়ো না অবুঝ ধুয়ে গেল রুজ আঁখিজলে গলে রঙ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'কবরী, পাউডার, মাস্কারা, চোখের পালিস, রুজ, নখপালিস।' *বেগম*, ১৯৪৭।

রুজি, রুজী [ফা] *বি* উপার্জন; জীবিকা। 'হালাল রুজী।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৩; 'এই নৌকা ছাড়া তার রুজির আর কোনও পন্থা নাই।' *মনসুর*, ১৯৫০।

রুজিদেনেওয়ালা [ফা রুজি+হি দেনেওয়ালা] *বিণ* খাদ্যদাতা। 'সকলের রুজিদেনেওয়ালা আল্লাহর উপর তার বিশ্বাস কতটুকু?' *শওকত*, ১৯৫৮।

রুজিরোজগার [ফা রুজি-রোজগার] *বি* আয়-উপার্জন। 'রুজি-রোজগারের জন্য চাকরি-বাকরি করিতে ... তাকিদ করিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রুজু [আ] ১ *বিণ* উপস্থিত। 'হামেস রুজু থাকিয়া জওাল সওাল করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮১। ২ *বি* মামলা। 'রুজুর মিছিল গুজুর করিতে পারে না।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। ৩ *বি* দায়ের। 'চুয়াডাঙ্গায় প্রজাদের নামে ফৌজদারি নালিশ রুজু করা হয়।' *সাধারণী*, ১৮৭৪।

রুজু করা *ক্রি* আদালতে মামলা দায়ের করা। 'চুয়াডাঙ্গায় প্রজাদের নামে ফৌজদারি নালিশ রুজু করা হয়।' *সাধারণী*, ১৮৭৪; 'ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নালিশ রুজু করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রুজুরুজু [আ] *বিণ* মুখোমুখি। 'শীতের রুজুরুজু শাল-দোশালায় গা ঢাকবো নাকি।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

রুটমার্চ [ই] *বি* দীর্ঘ পদযাত্রা। 'দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

রুটি, রুটী [স রোটিকা] *বি* আটা ময়দা দিয়ে তৈরি খাদ্যদ্রব্য। 'শুষ্ক রুটী চাবানা চিবায় ভোগ পরিহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রুটি পাকোয়ান যেই সঙ্গেতে আছিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রুটিওয়ালা [রুটি+হি ওয়ালা] *বি* রুটিপ্রস্তুতকারী; রুটিবিক্রেতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালা কয়লাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব 'চি-চিং ফাক' আছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রুটিখণ্ড [রোটি+স খণ্ড] *বি* পাঁউরুটির খণ্ড। 'সশব্দবিগলিত-নবনী-সুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রুটি মারা যাওয়া *ক্রি* উপার্জনের পথ বন্ধ হওয়া। 'তাদের রুটি মারা যাবে যাতে করে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রুটিন [ই] *বি* দৈনন্দিন করণীয় কাজের নির্ধারিত পরম্পরা। '... নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত-রুটিন-চালিত যন্ত্রনির্মিতবৎ দেখাতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুটিনপথ [ই রুটিন+স পথ] *বি* ছকবাঁধা পথ। 'এসো ... রুটিনপথ মরুপরিচারণক্লান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

রুটিন-বাঁধা [ই রুটিন+বাঁধা] *বিণ* ছকবাঁধা। 'প্রতিদিন রাজহাঁস হওয়ার রুটিন-বাঁধা স্বপ্নে মশগুল।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুটিনমাফিক [ই রুটিন+আ মওয়াফিক] *বিণ* রুটিন অনুসারে। 'রুটিনমাফিক কাজ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রুষ্ঠ [স রুষ্ট] *বিণ* রাগান্বিত; ক্রোধযুক্ত। 'আর রুষ্ঠ হৈব তোরে ত্রিদশ সমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুঠা *বিণ* রুষ্ট। 'রূপার মায়ের রুঠা কথায় উঠল বুড়ীর কাশ।' *জসীম*, ১৯২৯।

রুঠাজমি [রুঠা+ফা জমিন] *বি* রুক্ষজমি। 'খাবলা-খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রুণা [স রুণ্ণ] *বি* করুণ। 'সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

রুণুঝুণু [ধ্বন্যা] *বি* নূপুরের ধ্বনি। 'চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝুণু বাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুণু রুণু [ধ্বন্যা] *বি* নূপুরের শব্দ। 'রুণু রুণু নূপুর চরণযুগে ধরেছে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'নূপুর রুণু রুণু বাজে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রুদন্ত *বিণ* কান্নার জলের মতো অবিরাম ঝরছে এমন। 'রুদন্ত বর্ষার ভিজা শীতবায়ু করে শবাহত কৃষ্ণবাস বনানীকে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

রুদিত [স] *বিণ* ক্রন্দনরত। 'চলিল ভিক্ষুক বেশ রুদিত নয়ন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রুদ্দাক্ষি [স রুদ্রাক্ষ] *বি* রুদ্রাক্ষ দিয়ে তৈরি মালা। 'গলায় রুদ্দাক্ষি, এই পৈতে, পরলে লাল কাপড়।' *তারা*, ১৯৪৬।

রুদ্ধ [স] ১ *বিণ* আটক। 'কারাগারে যে সকল অপরাধী রুদ্ধ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* বন্ধ। 'দ্বার রুদ্ধ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বিণ* চাপা। 'গুমরি ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* গতিহীন। 'আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রুদ্ধ-অশ্রুজল *বিণ* অশ্রুজল রুদ্ধ এমন। 'চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল, আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রুদ্ধ-ওষ্ঠাধর *বিণ* ওষ্ঠাধর রুদ্ধ এমন। 'চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব রুদ্ধ-ওষ্ঠাধর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুদ্ধকণ্ঠ [স] ১ *বিণ* নির্বাক। 'বাক্যভারে রুদ্ধকণ্ঠ, রে স্তম্ভিত প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *বিণ* নীরব। 'মুক্তকণ্ঠে না হোক, রুদ্ধকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

রুদ্ধকর্ণে *ক্রিবিণ* কান রুদ্ধ এমনভাবে। 'রুদ্ধকর্ণে আসি নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রুদ্ধক্রোধ [স] *বিণ* রাগ চেপে রেখেছে এমন। 'রুদ্ধক্রোধ অনিরুদ্ধ বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।' *তারা*, ১৯৪২।

রুদ্ধদ্বার [স] ১ *বি* বন্ধ দরজা। 'সঞ্চিত শক্তিবলে রুদ্ধদ্বার ভাঙিয়া যায়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* দরজা খোলা নয় এমন। 'রুদ্ধদ্বার জামাতাগৃহে উৎকণ্ঠিত কর্তাগৃহিণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে [স] *ক্রিবিণ* ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে। 'মেয়েরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে … দুর্গানাম জপিতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রুদ্ধনিশ্বাস [স] *বি* শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। 'ভয়ে ভয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রুদ্ধ-প্রতাপ [স] *বিণ* যে বীরত্ব প্রকাশ করতে পারছে না এমন। 'রুদ্ধ-প্রতাপ হে যুদ্ধ-বীর, আজি প্রবুদ্ধ নব তলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রুদ্ধপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় স্তব্ধ। 'সন্দীপের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্যে থেকে গুমরে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রুদ্ধবক্ষ [স] *বিণ* বক্ষ রুদ্ধ এমন। 'রুদ্ধবক্ষ বাষ্পরথের বাষ্পরুদ্ধ ফোঁস ফোঁস শব্দ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রুদ্ধবাক [স] *বিণ* বাকস্ফুরণ হচ্ছে না এমন। 'যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক, যে যন্ত্রণা সহায়হীনের।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রুদ্ধবাণী [স] *বি* অবরুদ্ধ ভাষা। 'রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রুদ্ধবায়ু [স] *বি* গতিহীন বাতাস। 'কত রুদ্ধবায়ু … পার হইয়া যাইতে লাগিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুদ্ধশ্বাস [স] *বিণ* শ্বাসবায়ু বন্ধ হয়েছে এমন। 'বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহুকষ্টে বলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'আজ যখন পশ্চিম দিগন্ত ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস, যখন গুরুতর থেকে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রুদ্ধস্বর [স] *বি* কান্নায় বাধাপ্রাপ্ত কণ্ঠ। 'বিন্দু রুদ্ধস্বরে বলিল।' *শরৎ*, ১৯১৩।

রুদ্ধস্রোত [স] *বিণ* স্রোত অবরুদ্ধ এমন। 'মনের এ রুদ্ধস্রোত দেহখানি করি বিদারিত, সমস্ত জগৎ যেন চাহে, সখি, করিতে প্লাবিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'উদ্বিগ্ন, নির্বাত, খিন্ন রুদ্ধস্রোত কালের পুলিন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

রুদ্ধ হওয়া *ক্রি* আটকে আসা। 'তার কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং রুদ্ধ হয়ে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রুদ্ধালোক [স] *বি* আলো প্রবেশ করে না এমন অবস্থা। 'আমরা বৃদ্ধবয়সে জীবনের অনেকগুলো বৈরাগ্যের মধ্যে রুদ্ধালোকে বসে বসে ফিলজফি করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রুদ্যমান [স] *বিণ* ক্রন্দনরত। 'দুই চক্ষু আরক্তিমাতে রুদ্যমান।' *রামরাম*, ১৮০১।

রুদ্র[1] [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) মহাদেব। 'সঙ্কর্ষণ-ক্রোধে হয় রুদ্র অবতার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* প্রচণ্ড; ভয়ঙ্কর। 'রায়বেনি গজবেনি বাজে রুদ্রবীণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* তীব্র। 'পিপাসা এর নয়কো রুদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রুদ্রজটা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবের জটা। 'রুদ্রজটা পড়বে ছিঁড়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রুদ্রতপ [স] *বি* কঠিন তপস্যা। 'রুদ্রতপের সিদ্ধি এ কী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

রুদ্রতর [স] *বিণ* অতিশয় উগ্র। 'তুমি ওকে রুদ্রতর করো না।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রুদ্রতা [স] *বি* প্রচণ্ডতা। 'জয় তব ভীষণ কলুষ-নাশন রুদ্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রুদ্রতাপস [স] *বিণ* কঠোর তপস্বী। 'এসো আমার রুদ্রতাপস তরুণের দল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রুদ্রতাল [স] ১ *বি* সংগীতের ষোলো মাত্রার তালবিশেষ। 'রবিবাবুর ব্রহ্মতাল ও রুদ্রতাল জানেন না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। ২ *বি* তাণ্ডব নৃত্যের তাল। 'হে নিঃশঙ্কিতা, আত্মহারানো রুদ্রতালের নূপুর ঝংকৃতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রুদ্রতেজ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) প্রচণ্ড তাপ। 'রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সইতে পারতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রুদ্র-দেবতা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিব; ভয়ঙ্কর দেবতা। 'নাশ করো হে সুন্দর রুদ্র-দেবতা!' *নজরুল*, ১৯২৭।

রুদ্রনিঠুর [স রুদ্র-নিষ্ঠুর] *বিণ* অত্যন্ত নির্মম। 'সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রুদ্রনীতি [স] *বি* উগ্র বিধান। 'যদি বিপদকালে সুনীতিবালার রুদ্রনীতি অবলম্বন করেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রুদ্র-বাণী [স] *বি* উদাত্ত বাণী। 'সে-বীণায় যিনি রুদ্র-বাণী ফোটান।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রুদ্রবীণ [স রুদ্রবীণা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'রবাব দোতারা বীণ কপিনাস রুদ্রবীণ সমগুল বাহে সুললিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রুদ্রবীণা [স] *বি* প্রচণ্ড সুরযুক্ত বীণা। 'রায়বেনি গজবেনি বাজে রুদ্রবীণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রুদ্রমন্ত্র [স] *বি* কঠোর মন্ত্র। 'উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রুদ্রমুখ [স] *বিণ* কঠোর মুখ এমন। 'রুদ্রমুখ কেন তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রুদ্রমূর্তি [স] *বি* ভয়ঙ্কর রূপ। 'বিপ্লবের রুদ্রমূর্তি নিদাঘ কালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় লোকের অসহ্য ও বিপ্রিয় বটে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩; 'তাঁহার রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রুদ্ররথ [স] *বি* তীব্র বেগে ধাবমান রথ। 'ছন্দ ছুটিল প্রলয় পথের রুদ্ররথের চাকাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

রুদ্ররাগ [স] *বি* ভয়ঙ্কর রাগ। 'রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

রুদ্ররূপ [স] *বি* ভয়ঙ্কর রূপ। 'তোমার রুদ্ররূপকে আমি ভয় করি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ [স] *বিণ* প্রচণ্ড উত্তাপ দেয় এমন। 'রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রুদ্রলোক [স] *বি* প্রলয়স্থান। 'দূর রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্ঘরিত ওই শুনা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রুদ্রসাজ [স] *বি* ভয়ঙ্কর রূপ। 'প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রুদ্রাণী [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) শিবের পত্নী। 'অষ্ট নায়িকা সাজে ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী কপালিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রুদ্রানল [স] *বি* ভয়ঙ্কর আগুন। 'তৌহিদের রুদ্রানল প্রজ্জ্বলিত হউক।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

রুদ্র[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ভোলানাথ রুদ্র।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রুদ্রবাকচি *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গিরিধর রুদ্রবাকচি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রুদ্রাক্ষ [স] *বি* যে শুষ্ক ফল দিয়ে হিন্দুদের জপের মালা তৈরি হয়। 'অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মালার মধ্যে ... পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুও বিনিবেশিত করিয়া রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

রুদ্রাক্ষবিভূষিত [স] *বিণ* রুদ্রাক্ষের জপমালা মণ্ডি... 'রুদ্রাক্ষবিভূষিত বিশাল শৈবধর্ম্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।' *অক্ষ*... ১৮৪৯।

রুদ্রাক্ষমালা [স] *বি* রুদ্রাক্ষ ফলের তৈরি জপমালা। 'জরুড় দণ্ডি... করে কুণ্ডল সকল শিরে সদাই রুদ্রাক্ষমালা গলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রুধা [স রুধ্>] ১ *ক্রি* গতি রোধ করা। 'ধরিল না বাহু মোর, রুধিল... দ্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *ক্রি* বন্ধ করা। 'দুয়ার রেখেছি রুধি...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুধির [স] ১ *বি* রক্ত। 'রাউত মাহুত পড়ে কদলী জেমন ঝড়ে খর ব... রুধিরের খানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রুধিরাক্ত [স] *বিণ* রক্তে রঞ্জিত। 'ভস্ম নৃমুণ্ড রুধিরাক্ত হস্তিচর্ম যাঁ... সাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

রুনু ঝুনু [ধ্বন্যা] *অব্য* নূপুর, ঘুঙুর প্রভৃতির শব্দ। 'রুনু ঝুনু ধ্বনি ব... কটিত কিঙ্কিণী।' *সুলতান*, ১৭০০; 'রুনুঝুনু নূপুর বাজে নেচে ... ধীরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

রুনঝুন [ধ্বন্যা] *অব্য* নূপুরের ঝঙ্কার। 'মধুর নিনাদ শুনি বা... রুনঝুন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রুনুরুনু [ধ্বন্যা] ১ *অব্য* নূপুর, ঘুঙুর প্রভৃতির শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯... ২ *ক্রিবিণ* রুনু রুনু শব্দ ক'রে। 'ঝঙ্কারিবে মঞ্জীর রুনু রুনু।' *রবী...* ১৯২৭।

রুন্ধা [স রুধ্>] *ক্রি* রোধ করা। **রুন্ধিআ** *ক্রি* রোধ ক'রে। 'রুন্ধি... মারুত বাট।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রুন্ধেলা** *ক্রি* রোধ করলে... 'অলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০।

রুপ [স রূপ] *বি* রূপ। 'মোর রুপ যৌবনে তোহ্মাতে কী।' *বড়ু*, ১৪৫... দ্র **রূপ**

রুপগুনবতি [স রূপ-গুণবতী] *বি স্ত্রী* যার রূপ-গুণ আ... 'রুপগুনবতিক ইহ বড় কাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রুপস [স রূপস] *বিণ* রূপের। 'সোদর মাউলানীত ভোলে পড়ি... দেখিআঁ রুপস কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুপসী [স রূপসী] *বিণ* সুন্দরী। 'তোহ্মাক দেখিল রাধা মোর আ... রুপসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুপসে [স রূপসী>] *বিণ* খুব সুন্দর। 'এবেঁ তোকে দেখিএ রুপসে... *বড়ু*, ১৪৫০।

রুপদস্তা [মারাঠি রূপজস্তী] *বি* রাং ও দস্তার মিশ্রণে তৈরি পদার্থবিশে... *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রুপা[1] [স রূপ্য] *বি* রৌপ্য। 'সোনার চুপড়ী বড়ায়ি রুপার ঘড়ী।' ... ১৪৫০।

রুপার ছেনি *বি* রুপার তৈরি এক ধরনের ছোটো ছোরা। *ক্যাল...* ১৭৮৪।

রুপালি *বিণ* রুপার মতো সাদা রঙের। 'থরে থরে আখর রুপালি... *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রুপো *বি* রুপা – এক প্রকার মূল্যবান ধাতু। 'লাল বনাতের ... গেলাস ও রুপোর ডাণ্ডিতে রেসমের নিসেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রুপোবাঁধানো *বিণ* রুপা দিয়ে বাঁধাই-করা। 'ক্যান্টনমেন্টের ... রুপোবাঁধানো গলফস্টিকে এখন তিনি গলফ খেলবেন।' *মহাশ্বে...* ১৯৫৬।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুপোলি *বিণ* রুপার মতো বর্ণবিশিষ্ট। 'রুপোলি মাছ।' *জীবন*, ১৯৪০।

রুপা[২] [স রোপি>] *ক্রি* রোপণ করা। 'রুপিল সফল তরু নৃত্ত করে নট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রুপিতে** *ক্রি* রোপণ করতে। 'রুপিতে কারণে যদি কৈলা বীজ দান।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রুপিয়াছে** *ক্রি* রোপণ করেছে। 'নানা পুষ্প রুপিয়াছে করিয়া যতন।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রুপিল** *ক্রি* রোপণ করলো। 'রুপিল সফল তরু নৃত্ত করে নট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রুপিয়া [হি] *বি* রুপার টাকা; টাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রুপিয়া দিয়ে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

রুপেয়া, রূপেয়া [হি] ১ *বি* টাকা। *ভেরলি*, ১৭৭৬; *বোগল*, ১৭৮০। 'রূপেয়া।' *ভেরলি*, ১৭৮৩। ২ *বি* রৌপ্যমুদ্রা। 'মেরা চার হাজার রুপেয়া বরবাদ হুয়া।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

রুপৈয়া [হি] *বি* টাকা। 'জে ফি রুপৈয়া সির্কায় কোন২ নিরিখে সিলহট কিম্বা ঢাকা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

রুপো [হি] *বি* রুপার টাকা; টাকাপয়সা। 'কথার সঙ্গে রুপোর বৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

-রুপে [স রূপ>] *ক্রিবিণ* -ভাবে। 'এই রুপে সান্তনা করেন নারায়ন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

রুবকারী, রূবকারী [ফা রূবকারী] *বি* আদালতের বিচার-বিবরণী। 'তাবৎ রুবকারী স্বহস্তেই লিখিত হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'মুচিরাম ডিপুটি হইয়া প্রথম রূবকারী দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

রুবল [ই] *বি* রাশিয়ার মুদ্রার নাম। 'আপাতত মাথা-পিছু পাঁচ রুবল করে শিক্ষার খরচ পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রুবাই [আ] *বি* আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষায় লেখা চতুষ্পদী কবিতা। 'হাফিজ উমর শিরাজ পালায়ে লেখে রুবাই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রুবাইয়াৎ, রুবাইয়াত [আ] *বি* চতুষ্পদী কবিতাসমূহ। 'আমাকে যাঁরা এই রুবাইয়াৎ অনুবাদে নানারূপে সাহায্য করেছেন।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'রুবাইয়াত, মাসনবী, কাসিদা এবং মার্সিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রুবাঈয়াৎ [আ] *বি* চার পঙ্‌ক্তির কবিতাসমূহ। 'কাজের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি রুবাঈয়াৎ লিখেছেন মাত্র।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রুবাহ [আ রুবাই] *বি* চতুষ্পদী কবিতা। 'আপনা শায়েরে রুবাহের রীতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রুবি [ই] *বি* মূল্যবান পাথরবিশেষ। 'এসেছে বদখশান থেকে লাল রুবি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রুম[১] [তু] *বি* তুরস্কের রুম জনপদের ভাষা। 'রুমী সবে রুম ভাষে কোরানের কথা লোক সবে লিখে লই করেন্ত ব্যবস্থা।' *সুলতান*, ১৭০০।

রুম-বাসী [তু রুম+স বাসী] *বি* রুম অঞ্চলের বাসিন্দা। 'দুম্বা-শির রুম-বাসীর।' *নজরুল*, ১৯২২।

রুমি টুপি [তু রুমি+টুপি] *বি* টুপিবিশেষ। 'মস্ত রুমি টুপিটাও সে মাথায় কেমন কষা হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

রুমী, রূমী [তু] *বি* তুরস্কের প্রাচীন রুম জনপদের অধিবাসী। 'প্রদীপ সমান দাস রুমী একশত।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'রূমী দশ দাসী দিমু হাবসী দশজন।' *সুলতান*, ১৭০০।

রুম[২] [ই] *বি* কক্ষ। 'রিহার্স্যাল রুমে তোমাকে বলেছিলাম।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

রুম-মেট [ই] *বি* একই কক্ষে বাস করে যে। 'রুম-মেট তো নিত্য ধারের জন্য তাগাদা করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রুমানিয়ান [ই] *বি* রুমানিয়ার অধিবাসী। 'বুলগেরিয়ান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জর্মনদের সঙ্গে নিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রুমাল [ফা] *বি* হাত-মুখ মোছার জন্য কাপড়ের ছোটো টুকরা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এফন রুমাল ১৩ তেরো জোড়া।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'কপালের ঘাম রুমালে মুছে ফেলার পরে ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রুমালপেড়ে *বিণ* রুমালপাড়বিশিষ্ট। 'সখীপেড়ে, রুমালপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রুমুঝুমু [ধ্বন্যা] *বি* নূপুরের ধ্বনি। 'জোড়-পায়েলার রুমুঝুমু!' *নজরুল*, ১৯২৫।

রুয়া [স রোপণ>] *ক্রি* রোপণ করা। **রুইএ** *ক্রি* রোপণ করে। 'চারিভিতে রুইএ কলা ভিতর হেমগিরি।' *রামাই*, ১৭১০। **রুইল** *ক্রি* লাগালো; রোপণ করলো। 'গাছ পালা রুইল হৈল বিচিত্র নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **রুইহ** *ক্রি* স্থাপন করো। 'পুরুব কালের পাতে না রুইহ মূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রুয়ে** *ক্রি* রোপণ ক'রে। 'কলা রুয়ে না কেটে পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।' *খনার বচন*, ১৯৩১।

রুরু [স] *বি* একপ্রকার মৃগ। 'শরদ্বারা বিদ্ধ রুরু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রুল [ই] ১ *বি* একপ্রকার দণ্ড। 'একগাছি রুল নিয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* কাঠ। 'বাজীকরের রুলের পুত্তলের মত খটখটে ছটফটে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ৩ *বি* রেখা। 'পেনসিল কাগজ লইয়া রুল কাটিয়া কম্পাস ধরিয়া মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বি* সরলরেখা টানার দণ্ড। 'ইঞ্জিনিয়ার যে রুল কম্পাস দিয়ে রেখা টানছে।' *অবন*, ১৯২৫। ৫ *বি* ধাতব পাত। 'একটা বিশাল লোহার রুল।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ৬ *বি* বিধি। 'ভারত সরকারের ১৯৩৬ সালের (প্রাদেঃ আইনসভা) অর্ডারের ৪র্থ খণ্ডের রুলের সংশোধন করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫৪।

রুল-কাটা [ই রুল+কাটা] *বিণ* রেখা-টানা। 'বড়ো বড়ো রুল-কাটা কাগজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'মাধুরীর রুলকাটা গ্রাফের খাতার মত।' *জীবন*, ১৯৩১।

রুল সই করা *ক্রি* রুল দিয়ে মারা। 'কাঁদে বাড়ি বলরাম বলে গোস্বামীকে রুল সই কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রুলি[১] [হি রোলি] *বি* বালাবিশেষ। 'তোমার হাতে রুলি রয়েছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

রুলি[২] *বি* চুন হলুদ মেশানো লাল তিলক। 'বর আমার ঘোমটা খুলে কপালে রুলির ফোটা দেখে নিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

রুলিং [ই] *বি* সিদ্ধান্ত; রায়। 'এ ব্যাপারে রুলিং এর জন্য সুপ্রিম কোর্টের আশ্রয় লওয়া হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬২।

রুশ, রুষ [ই] ১ *বি* রাশিয়ার অধিবাসী; রাশিয়ান। 'রুষজাতির অধিকাংশ ব্যক্তি অসভ্য কিন্তু ধনি লোকেরা সম্প্রতি সভ্য হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ২ *বি* রাশিয়া। 'রুষ তাতার বেষ্টন করিয়া তথায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভাবিত কি না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুশিয়া [ই] *বি* রাশিয়া। 'রুশিয়ার বলশেভিকচর ও বিপ্লবী-নেতা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রুশিয়ান [ই] *বি* রুশ সৈন্য। 'আমি জানি রুশিয়ান কত দূরে আগুয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুশিয়াবাসী [ই রুশিয়া+স বাসী] *বিণ* রাশিয়ার অধিবাসী। 'রুশিয়াবাসী কিম্বা তাহাদের শাসন-প্রণালীকে আমাদের দেশে ডাকিয়া আনিবার জন্য ...।' *সওগাত*, ১৯২৮।

রুশী [ই] *বিণ* রাশিয়া দেশের। 'এদিকে ইংরেজ দুম্বা, ওদিকে রুশী বকরী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রুশীয় [ই রুশ+স ঈয়] **১** *বি* রুশ ভাষা। 'ফরাসি ভাষা রুশীয় জর্মান প্রভৃতি ভাষার ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭। **২** *বি* রুশ জাতি। 'চীনীয় রুশীয় কোরীয় প্রভৃতি নানা জাতির মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রুশীয়ত্ব [ই রুশ+স ঈয়-ত্ব] *বি* রাশিয়ানদের বৈশিষ্ট্য। 'এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে রুশীয়ত্বও আছে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

রুষিয়া [ই] *বি* রাশিয়া – ইউরোপ মহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ইউরোপের সর্ববৃহৎ দেশ। 'ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ও রুষিয়া প্রভৃতি দেশেতে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

রুষীয়, রুসীয় [ই রুশ+স ঈয়] **১** *বি* রুশ ভাষা। 'আদিলং নামক এক জন শিক্ষক সাহেব সংপ্রতি সংস্কৃত বিষয় রুসীয় ভাষাতে এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯। **২** *বিণ* রাশিয়া সংক্রান্ত। 'বিদ্রোহাচার ক্রমে রুষীয় সমরের ন্যায় দীর্ঘসূত্রী হইয়া উঠিল।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

রুসিয়া [ই] *বি* রাশিয়া। 'আপন বিক্রমে হব রুসিয়ার কিং।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রুষা, রুসা [স রুষ্ট>] *ক্রি* রুষ্ট হওয়া। **রুষিবেহেঁ** *ক্রি* রুষ্ট হবে। 'পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোক্ষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রুষিয়া** *ক্রি* রাগ ক'রে। 'ননদী উঠিয়া রুষিয়া বলিছে।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০। **রুষিল** *ক্রি* ক্রুদ্ধ হলো। 'মহাবীর হামজাএ তখনে রুষিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **রুষিলেক** *ক্রি* রুষ্ট হলেন। 'এত শুনি রুষিলেক বীর বৃকোদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রুষে** *ক্রি* রাগ করে। 'রুষে বলে লাকেশ্বরী দুর্জয় প্রতাপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **রুসিল** *ক্রি* রুষ্ট হলো। 'জরাসিন্ধ মহাক্রোধে রুসিল তখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রুসিলেক** *ক্রি* রুষ্ট হলেন। 'এত সুনি রুসিলেক বির বৃকোদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রুসে** *ক্রি* রোষে। 'ততেক্ষনে গরে রুসে পার্থ ধনুর্দ্ধরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রুষ্ট [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'আহ্মাক রুষ্ট বচনে তোষিহ রাধার মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুষ্টতা [স] *বি* ক্রুদ্ধতা। 'আত: প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুষ্টতা শোনা যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রুষ্টমণ [স রুষ্টমন] *বি* ক্রুদ্ধ মন। 'ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশনদংশনে/ মোর সমুচিত ফল কর রুষ্টমণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুষ্টরুদ্র [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাগান্বিত শিব। 'দেখেছি সেই মহিমা ... রুষ্টরুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রুষ্টস্বর [স] *বি* রাগান্বিত কণ্ঠ। 'রুষ্টস্বরে বলিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রুষ্টি *বি* রুষ্টতা। 'তুষ্টি ও রুষ্টিকে ধূলিমুষ্টির ন্যায়।' *দর্শন*, ১৯২৪।

রুসম [আ রুসূম] *বি* প্রথা। 'হাজার দ্বীপের বদ রুসমের উপরে লানত হানি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

রুসাই ঘর [হি রসোই+ঘর] *বি* রান্নাঘর। 'রূপাই মিয়ার রুসাই ঘ সামনে এলো তারা।' *জসীম*, ১৯২৯।

রুসুন [স লশুন] *বি* রসুন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রুহ [আ] *বি* আত্মা। 'এসমে আজম তাবিজের মতো আজও তব র পাক।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রুহানী [আ] *বিণ* আধ্যাত্মিক। 'তোর রুহানী আয়নাতে দেখরে/ ন নূরী রওশন।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রূক্ষ [স রুক্ষ] *বিণ* খসখসে। 'কষা আর রূক্ষ বটে ফলত মধুর।' গু ১৮৫৮।

রূঢ় [স] **১** *বিণ* কঠোর; অপ্রিয়। 'রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বলিয়া, কাহারও ম বেদনা দেওয়া উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বিণ* চোখ ধাঁধি দেয় এমন। 'স্বপ্ন জড়িমা পলকে ভাঙিল, রূঢ় দীপের আলো লাগিল, ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৩** *বিণ* কদর্য। 'ক রূঢ় রূপের উপর সৌন্দর্যের আব্রু টেনে দিতে ...। *রবীন্দ্র*, ১৯২ **৪** *বিণ* কর্কশ। 'তার উত্তরটা তোমার মুখের উপর রূঢ় শোনাবে *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৫** *বিণ* কড়া; তীব্র তেজবিশিষ্ট। 'অনেক রূঢ় রৌ ঘুরে প্রাণ।' *জীবন*, ১৯৪২।

রূঢ়তম [স] *বিণ* অত্যন্ত কঠোর। 'রূঢ়তম ভাষায় সে উচ্চক বলে।' *তারা*, ১৯৪২।

রূঢ়তা [স] *বি* রুক্ষতা। 'এই অবশ্য রূঢ়তাটুকু যদি একটি সু সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রূঢ়দৃষ্টি [স] *বি* কঠোর দৃষ্টি। 'রূঢ়দৃষ্টিতে চাহিয়া অনিরুদ্ধ বলি *তারা*, ১৯৪২।

রূঢ়ভাবে [স] *ক্রিবিণ* উগ্রভাবে। 'সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভা প্রত্যক্ষগোচর না করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রূঢ়ভাষী [স] *বিণ* রূঢ় ভাষা ব্যবহারকারী। 'রূঢ়ভাষী পুরুষমানু সাধারণত যাহা করে বিপিন তাহাই করিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রূঢ়ি [স] *বিণ* ব্যঞ্জনাগত। 'চলিত এবং কতিপয় ব্যবহারোপযোগী প্রচ যাবনিক শব্দের রূঢ়ি যৌগিক বিশেষে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

রূঢ়িক [স] *বিণ* মৌলিক। 'তিনি ঔষধ বিদ্যায়, চিকিৎসা বিদ্য রূঢ়িক ও যৌগিক দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

রূধির [স রুধির] *বি* শোণিত; রক্ত। 'কিলি কিলি ধ্বনি শুনি রূধির পি সুকিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূন [স রণ] *বি* সংঘর্ষ। 'আকাসেতে ধুমকেতু গ্রহ গ্রহ রূন।' *মালাধ* ১৫০০।

রূপ [স] **১** *বি* আকৃতি। 'রাম রূপে রাবণ বধিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** শারীরিক গঠন; চেহারা। 'কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ।' ব ১৪৫০। **৩** *বি* বেশ। 'যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।' ব ১৪৫০। **৪** *বি* সৌন্দর্য। 'দিনে দিনে বাড়ি গেল দৈবকীর রূপ।' ব ১৪৫০। **৫** *বি* লাবণ্য। 'প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিল *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৬** *বি* শরীর। 'আক্ষার নির্লোম রূপ তু লোমশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৭** *বি* উপায়। 'যে রূপে আদম স হইল উতপন।' *সুলতান*, ১৭০০। **৮** *বিণ* রকম। 'এই উপকারজ্ঞতা যদি তোমার থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রূপওয়ালি, রূপওয়ালী [স রূপ+হি ওয়ালী] *বি* রূপসী; সুন্দ 'নূপুর পায়ে আসল রূপওয়ালী।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'ধেয়ান-কে হতে গো যেন রূপ ধরে এল রূপওয়ালি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপকথা [স] *বি* সৌন্দর্যের বর্ণনা। 'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **রূপকথা**[১]

রূপকর্ম [স] *বি* আকৃতি; আঙ্গিক। 'তখন তার গঠননীতি ও রূপকর্ম থাকবেই না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

রূপকল্প [স] **১** *বি* নির্দিষ্ট নকশা। 'প্রত্যেক ছন্দেরই এমনিতরো একটি রূপকল্প অর্থাৎ প্যাটার্‌ন্‌ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **২** *বি* সৌন্দর্যভাবনা। 'রূপান্তর ঘটেছে আদর্শে, রূপকল্পে ও রসকল্পে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

রূপকল্পনা [স] *বি* আকৃতি অনুমান করা। 'আর্য ও অনার্যব্রতগণের দেবতার রূপকল্পনা ও রূপপ্রদানের মধ্যে একটা চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপকানা [স রূপ-কাণ] *বিণ* সৌন্দর্য বুঝতে পারে না এমন; রুচিহীন। 'অনেকের মন রূপকানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রূপকার [স] **১** *বি* শিল্পী। 'যে বুঝে নিল সৃষ্টির বিচিত্র রূপ ও তার রহস্য সেই হল রূপকার বা রূপশিল্পী।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* রূপদাতা; যিনি অভিনেতাদের সাজসজ্জার কাজ করেন। 'রূপকার রঙ্গমঞ্চের চরিত্রগুলোকে নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে সাজাবে।' *অবন*, ১৯২৫। **৩** *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'হে রূপকার, হে রূপরসিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রূপকারক [স] *বি* সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী। 'তিনি সৌন্দর্যস্রষ্টা – রূপকারক।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রূপকুমার [স] *বি* রূপের কুমার। 'শা-জাদা উজির নওয়াবজাদারা – রূপকুমার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রূপকুমারী [স] **১** *বি* সুন্দরী নারী। 'দেবতার মোহ যেদিন তেপান্তরের রূপকুমারীর ঘুচবে।' *নজরুল*, ১৯২৮। **২** *বি* রূপের রাজকন্যা। 'হয়নিকো সাজ রূপকুমারীর।' *নজরুল*, ১৯২৯।

রূপখ্যাতি [স] *বি* সৌন্দর্যখ্যাতি। 'উচ্চকুটুম্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপখ্যাতির মোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রূপগত [স] *বিণ* (শিল্প-সাহিত্য) আঙ্গিকগত। 'ফলে এদের মধ্যে বিস্তর রূপগত ত্রুটি বিদ্যমান।' *শিব*, ১৯৫০।

রূপগুণ [স] *বি* রূপ ও গুণ। 'কুমারীর রূপগুণ শুনিয়া অনেক ...।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রূপচোর [স] *বি* রূপ বদল করে যে। 'আমার আগের যাত্রী রূপচোর, তাতার দস্যুর মতো বেপরোয়া।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

রূপছিরি [স রূপশ্রী] *বিণ* চেহারা। 'দেখ দেখ চেয়ে দেখ কেমন রূপছিরি।' *লালন*, ১৮৯০।

রূপজ [স] *বিণ* রূপ থেকে জাত। 'রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'রচনার রূপজ ভাবজ নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

রূপজগৎ [স] *বি* রূপের জগৎ। 'অজ্ঞাত রূপের কল্পনা আর জ্ঞাত রূপের স্মৃতি – এই হল দুই পথ রূপজগতের যাত্রী শক্তিমান মানুষের সামনে ধরা।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপজমোহ [স] *বি* রূপের প্রতি মুগ্ধতা। 'সে এই রূপজ মোহমাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

রূপজহুরী [স রূপ+আ জওহরী] *বি* রূপের কারিগর। 'লা-মোকামে সেই যে নূরি আদ্যমাতা রূপজহুরি।' *লালন*, ১৮৯০।

রূপজীবিনী [স] *বি স্ত্রী* নিজের রূপ দিয়ে জীবিকা উপার্জন করে যে নারী; বারাঙ্গনা। 'রূপজীবিনীর কন্যা আমি, ঘৃণ্য, অপবিত্র!' *নজরুল*, ১৯২৪।

রূপজীবী [স] *বিণ* বারাঙ্গনা। 'সহসা হেমন্তসন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রূপজ্ঞ [স] *বিণ* রূপদক্ষ। 'সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

রূপজ্ঞান [স] *বি* সৌন্দর্য বিষয়ক জ্ঞান। 'তোমাদের চাইতে আমার রূপজ্ঞান ঢের বেশি ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রূপজ্ঞানী [স] *বি* সৌন্দর্য বিষয়ে জ্ঞান আছে যার। 'কিন্তু রূপজ্ঞানী নৈব নৈব চ – হারগীজ নিস্ত।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রূপজ্যোতি [স] *বি* রূপের আলো। 'যে রূপজ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রূপটান *বি* মুখের সৌন্দর্যবর্ধনে ব্যবহৃত উপকরণবিশেষ। 'মেয়েরা যাকে বলে রূপটান।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রূপতত্ত্ব [স] *বি* রচনা এবং শব্দের গঠন ও বিন্যাস সংক্রান্ত বিদ্যা। 'এ শাস্ত্রে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি এবং বাগর্থ ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

রূপ-তরঙ্গ [স] *বি* সৌন্দর্যের দোলা। 'বিশ্ব দুলিছে তোমার রূপ-তরঙ্গে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রূপতৃষ্ণা [স] *বি* রূপ সন্ধানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রূপদক্ষ [স] **১** *বিণ* শিল্পে পারদর্শিতা আছে এমন। 'তাই নিয়ে হচ্ছে রূপদক্ষ সকলের কারবার।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* রূপ সৃষ্টিতে পারদর্শী যিনি। 'কথার টান সুরের টান রূপদক্ষের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপদক্ষতা [স] *বি* রূপদানে পারদর্শিতা। 'কিন্তু একে রূপদক্ষতা বলা গেল না।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপদর্শী [স] *বি* রূপদানে দক্ষ শিল্পী। 'এ বাবতে রূপদর্শী আমার চেয়ে ঢের বেশি ওকীব-হাল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রূপদান [স] *বি* বাস্তবায়ন। 'সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনকে রূপদান করিবার কাজে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

রূপদেবতা [স] *বি* রূপের আরাধ্য যে। 'রূপের আদর জানত সেলিম রূপদেবতায় মানত সে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

রূপধারণ [স] বি ছদ্মবেশ। 'মীনরূপধারণ করিয়া, ধর্মমূলক অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রূপধৃত [স] *বিণ* রূপাশ্রিত। 'আমার সত্তার রূপধৃত উন্মোচন যে স্তরে বর্তমান তা থেকে সম্পন্নতর উন্মোচনে উত্তীর্ণ হওয়াতেই আমার সত্তার মুক্তি।' *শিব*, ১৯৫০।

রূপনিধি [স] *বিণ* রূপের আধার; সুরূপ। 'রসময় রূপনিধি সুচারু সুবেশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রূপনির্যাসতত্ত্ব [স] *বি* প্লেটোর সৌন্দর্যতাত্ত্বিক মতবাদ। 'সফিস্টদের প্রাতিস্বিক বহুবাচনিকতার বিরুদ্ধে প্লেটোর রূপনির্যাসতত্ত্ব, স্কোলাস্টিক ব্রহ্মব্যাখ্যানের বিরুদ্ধে রেনেসাঁসের ব্যক্তিবিকাশ সাধনা ...।' *শিব*, ১৯৫০।

রূপ-পাগল [স রূপ+পাগল] *বিণ* রূপের জন্য উন্মাদ। 'শাজাহান হেথা রূপ-পাগল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রূপপিপাসা [স] *বি* রূপের প্রতি বাসনা। 'কেন কামনা ফাঁদে

AMARBOI.COM

রূপপিপাসা কাঁদে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রূপ পিয়াসী ১ *বি* রূপের জন্য পিপাসার্ত যে। 'গাঁয়ে রূপ পিয়াসীর দল।' *জসীম*, ১৯২৭। **২** *বিণ* রূপের জন্য পিপাসার্ত। 'তারা রূপপিয়াসী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রূপপ্রতীক [স] *বি* রূপক চিহ্ন। 'মুসলমান লিখিয়েদের বেইসলামী রূপপ্রতীক ব্যবহারের অনৌচিত্য সম্বন্ধে লেখা একটি প্রবন্ধ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

রূপপ্রভা [স] *বি* সৌন্দর্য। 'রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রূপপ্লাবী [স] *বিণ* রূপের প্লাবন বয়ে যায় এমন। 'আর্থিক ভারসাম্য এবং সচ্ছলতা ইংলণ্ডকে তার রূপপ্লাবী প্রবৃদ্ধ ছন্দ দিয়েছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

রূপ-ফাঁদ *বি* রূপের জাল। 'আমারে বাঁধিতে চাহে রূপ-ফাঁদে যৌবনের বনে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রূপবতি [স রূপবতী] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর। 'আস্রএ না দেখি আসি সিতা রূপবতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূপবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর। 'কাহ্ন রূপবতী রাধা দেখি নিজ পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রূপবত্তা [স] *বি* লাবণ্য। 'এই মহাবিচিত্র উপমহাদেশের রূপবত্তায় আমি ... মুগ্ধ।' *শিব*, ১৯৫৬।

রূপবন্ত [স] *বিণ* সুন্দর। 'রূপবন্ত গুণবন্ত কৃপাবন্ত তনু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রূপবহ্নি [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ আগুন। 'যে রূপবহ্নি নয়নে জ্বলিছে যে রসবহ্নি বুকে।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

রূপবান [স] *বিণ* সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট। 'এই ব্যধি রূপবান বনবাসি জেন রাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রূপ-বিমূঢ় [স] *বিণ* রূপে অভিভূত। 'তোরাও কি আজ সৌন্দর্যাহত রূপ-বিমূঢ় পথহারা পথিকের মতো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রূপবৈভবা [স] *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্য-সম্পদের অধিকারী। 'সহস্র বৎসরের সাধনার ধনের মতই রূপবৈভবা; ঐশ্বর্যভূষিতা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

রূপবোধ [স] *বি* সৌন্দর্যচেতনা। 'মানুষের রূপবোধকে তা ঐশ্বর্যান্বিত ক'রে দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রূপব্যঞ্জনা [স] *বি* রূপের গূঢ়ার্থ। 'এমন বিস্ময়কর রূপব্যঞ্জনার পশ্চাতে মহারহস্যের কিছুই কি ইঙ্গিত নাই?' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রূপভক্ত [স] *বিণ* সৌন্দর্যের অনুরাগী। 'তাঁরা ছিলেন রূপভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রূপভঙ্গিমা [স] *বি* দৈহিক গঠন ও ভঙ্গি। 'তরুণীর রূপভঙ্গিমা রাগরঙ্গিমার সঙ্গে চিনারের দেহসৌষ্ঠবের তুলনা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রূপভেদ [স] *বি* প্রকারভেদ। 'তাছাড়া রূপভেদও আছে।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপ-ভোগী [স] *বিণ* রূপের পূজারী। 'রূপ-ভোগী নর প্রেম চাহিল না।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রূপময় [স] *বিণ* শোভাময়। 'রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রূপময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* রূপের অধিকারী। 'এখানে আমার পৃথিবী অনেক রূপময়ী।' *আহসান*, ১৯৬২।

রূপমাধুরী [স] *বি* সৌন্দর্যের মাধুর্য বা কোমলতা। 'স্বয়ম্বরা-রূপব রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'আহা! অপরূপ রূপমাধুরী!' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রূপমাধুর্য [স] *বি* রূপের মাধুর্য। 'তুর্ক রমণীর রূপমাধুর্য।' *নজরু* ১৯১৯।

রূপমুক্তি [স] *বি* রূপ বা গড়ন থেকে মুক্তি। 'বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপমু নিয়মকে স্বীকার করলে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপমুগ্ধ [স] *বিণ* সৌন্দর্যে বিভোর; রূপের অনুরাগী। 'তোমার ম সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০

রূপমুগ্ধতা [স] *বি* রূপের মোহাচ্ছন্নতা। 'এই জাতীয় কাহিনীর প্র লক্ষণ রূপমুগ্ধতা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

রূপমোহ [স] *বি* রূপের মায়া। 'আত্মসংযমী ইউসুফের প্র রূপমোহের অভিব্যক্তি।' *আনিস*, ১৯৬৪।

রূপযুতা [স রূপযুক্তা] *বিণ স্ত্রী* রূপযুক্ত; রূপসী। 'কিবা বি রাজসুতা রতি জিনি রূপযুতা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রূপযৌবন [স] *বি* সৌন্দর্য ও যৌবনের পূর্ণাবস্থা। 'অলৌকিক প্রভা বৃদ্ধের রূপযৌবন বসনভূষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।' *রবী* ১৮৯৪; 'তার যেটুকু রূপযৌবন ... মানুষ ভোলানোর ক্ষমতা আছে *মানিক*, ১৯৪০।

রূপযৌবনসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* রূপযৌবনের অধিকারী। 'ষোলক বিভূষিতা অপরূপ রূপযৌবনসম্পন্না সাংসারিক নায়িকা।' *হা* ১৯৫৪।

রূপরঙ্গ [স] *বি* রূপের অহঙ্কার। 'রূপরঙ্গ দূরে গেল বদন মলিন *বাহরাম*, ১৬৫০।

রূপরসজ্ঞ [স] *বিণ* সৌন্দর্য রসিক। 'আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকে নিন্দে করে বলে 'ঢ্যাঙ্গা'।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রূপরসধারা [স] *বি* সৌন্দর্য ও রসের প্রবাহ। 'দেহাতী রূপরসধারার দিব্যমূর্তি।' *হাই*, ১৯৫৪।

রূপরসিক [স] **১** *বি* রূপের সমঝদার। 'সে তত বড়ো রূপরসিব *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'হে রূপকার, হে রূপরসিব *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রূপরাশি [স] **১** *বি* রূপ। 'তরুতলে রূপরাশি নিরখে নিকটে আসি *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* সৌন্দর্যরাশি। 'শক্তিরে ঢাকিল রূপরাশি *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

রূপরেখা [স] **১** *বি* যেসব রেখায় রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়। 'রূপরে দিয়ে কেমন করে গড়তে হয়।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* অবয়ব। 'গ শব্দটা একটা সংকেত, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় শব্দটার মধ্যেই নে কিন্তু গাছের রূপরেখা আপন পরিচয় আপনি বহন করে।' *রবী* ১৯২৫। **৩** *বি* প্রতিকৃতি। 'বিদ্যুতের লেখা হেন রূপরেখা চীনে প বন্দিনী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রূপলাবণী *বি* রূপের লাবণ্য। 'খুঁজি তারই রূপলাবণী।' *নজরু* ১৯৩২।

রূপ-লাবণ্য [স] *বি* সৌন্দর্য ও কমনীয়তা। 'কি রূপ-লাবণ্য, পুরুষ ধন্য।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'আমি উপরিস্থা হয়ে অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে এবারে বিমোহিতা হলেম।' *মাইকে* ১৮৫৯।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপলাবন্য [স রূপলাবণ্য] *বি* সৌন্দর্য ও কমনীয়তা। 'শুভধনি কৃষ্ণরূপলাবন্য দেখিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূপলুব্ধ [স] *বিণ* রূপের প্রতি লোভ আছে এমন। 'নদীর ঘাটে ঘাটে ... রূপলুব্ধ পুরুষের ভিড়।' *শরৎ*, ১৯৩১।

রূপলোক [স] ১ *বি* সৌন্দর্যের জগৎ। 'সব নীচে কামলোক, তার উপরে রূপলোক।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ২ *বি* সৃজনশীলতার জগৎ। 'আবার রূপলোকে তাদের স্থান হয়।' *অবন*, ১৯২৫। ৩ *বি* দৃশ্যমান জগৎ। 'এদের সম্মিলনের দ্বারা প্রকাশবান রূপলোক গ্রহনক্ষত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রূপশিখা [স] *বি* রূপের উজ্জ্বলতা। 'চাঁদের লাবণীতে যে বৈচিত্র্যময় রূপশিখার বিকাশ হইয়া থাকে।' *হাই*, ১৯৫৪।

রূপশিল্পী [স] *বি* রূপকে প্রকাশ করে যে শিল্পী। 'যে বুঝে নিল সৃষ্টির বিচিত্র রূপ ও তার রহস্য সেই হল রূপকার বা রূপশিল্পী।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপশ্রী [স] *বি* রূপ-সৌন্দর্য। 'বিশীর্ণ পাণ্ডুরতায় সে রূপশ্রী অনুজ্জ্বল, নিস্তেজ।' *তারা*, ১৯৪৩।

রূপস *বিণ* রূপময়। 'রূপস দেখিএ যর্থা নানা ফুল ফল গড়া সেই কাহ্নাঞ্রির দেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রূপসজ্জা [স] *বি* সৌন্দর্যবর্ধক সাজ। 'আমি যত বলি যে নির্বাসিতার রূপসজ্জার কি আবশ্যক।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

রূপসাগর [স] *বি* সৌন্দর্যের জগৎ। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রূপসাধন [স] *বি* সৌন্দর্যের সাধনা। 'এই হল রূপদক্ষের কথা, রূপসাধনের চরম সিদ্ধি।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপসায়র [স রূপসাগর] *বি* রূপসাগর। 'সে রূপসায়রে নয়ন ডুবিল।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

রূপসিন্ধু [স] *বি* রূপের সাগর। '(মায়ের) অসীম রূপসিন্ধুতে রে/ বিন্দুসম বেড়ায় ঘুরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রূপসি [স রূপসী] *বিণ স্ত্রী* রূপবতী। 'রচিয়া কৃষ্ণের লিলা সকল রূপসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূপসী [স] *বিণ স্ত্রী* রূপবতী। 'আতি রূপসী পদুমিনী জাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রূপ-সুধা [স] *বি* রূপের সুধা। 'অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

রূপস্পৃহা [স] *বি* রূপের প্রতি অনুরাগ। 'পোড়া চামড়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপস্পৃহাটাকে না পুড়িয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

রূপহার [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ অলংকার। 'সকল রূপহার উপহার চরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রূপহীন [স] *বিণ* অসুন্দর। 'বহু আভরণে ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রূপহীনা [স] *বিণ* কুৎসিত। 'হলে রূপহীনা সহিতে হত না বর্বর অভিযান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

রূপাক্ষর [স] *বি* রূপ বা আকারের অনুরূপ অক্ষর। 'ছবির রূপাক্ষর লেখা ভাষাজ্ঞানে অপরিপক্ব।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপাগ্নি [স] *বি* চেহারারূপ অগ্নি। 'তরুণীদের রূপাগ্নি।' *নজরুল*, ১৯১৯।

রূপান্ধ [স] ১ *বিণ* রূপের গৌরবে দিশাহীন। 'রূপান্ধ ভামিনীগণ। তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* রূপ দেখে অভিভূত ব্যক্তি। 'তাই তার সংকুচিত ছায়া রূপান্ধের দৃষ্টিপথে গর্বপুষ্ট মলিনতা ভরি ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

রূপাবয়বাদি [স] *বি* আদল। 'কি প্রকারে এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রূপাভাস [স] ১ *বি* রূপের আভাস। 'পৃথিবীতে রোজ নতুন বোধের গাঢ় রূপাভাস।' *শামসুর*, ১৯৫৯। ২ *বি* চিত্রকল্প। 'প্রাজ্ঞ পদাবলী, প্রতীকের উচ্চারণ, রূপাভাস, গাঁথি মগজের কতো শাণিত ফলকে!' *শামসুর*, ১৯৬৬।

রূপাভিমান [স] *বি* শারীরিক সৌন্দর্যের অহঙ্কার। 'রূপাভিমান সুপ্ত থাকতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রূপাশ্চর্য, রূপাশ্চর্য্য [স] *বিণ* দেখলে অবাক হতে হয় এমন। 'বেলুনারোহণ রূপাশ্চর্য্য ব্যাপারে মুচিখোলাতে যেরূপ জনতা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

রূপিণী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* মূর্তিধারী। 'জন্মিল তাহার সোলো তনয়া রূপিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রূপসী। 'পবিত্রবদনী, যোগ ভঙ্গিনী রূপিণী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

রূপী [স] ১ *বিণ* রূপধারী। 'শূন্যরূপী সদানন্দময়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* দর্শনীয়। 'জোয়ারের এই গতিতে স্রোতও হয় রূপী আর দুইধারেরও রূপ বাড়ায়।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

রূপে ১ *ক্রিবিণ* ভাবে। 'কহিল অনেক রূপে কন্যাক বুঝাই।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রিবিণ* বেশে। 'মীনরূপে প্রথমেতে উদ্ধার করিলে চতুর্বেদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রূপে গুণে *বি* রূপ ও গুণে। 'দেখিতে শুনিতে সকলি ভালো, রূপে গুণে মাখা দেখিনি এমন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রূপের কবি *বি* রূপ নিয়ে কাব্য করে যে। 'রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

রূপের গাঙ *বি* সৌন্দর্যের নদী। 'ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসটিরে।' *জসীম*, ১৯২৭।

রূপের পাগল *বিণ* রূপের অনুরাগী। 'রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

রূপের ফাঁদ *বি* রূপের জাল। 'দারুন রূপের ফাঁদে, রবি শশী পড়ে কাঁদে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রূপের মাতাল *বিণ* রূপের প্রতি মোহগ্রস্ত। 'রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

রূপের হাট *বি* আনন্দের কেন্দ্র। 'তোরা কোন রূপের হাটে চলেছিস ভবের বাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রূপৈশ্বর্য [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ ঐশ্বর্য। 'মুখের ম্লানিমা তার চোখে রূপৈশ্বর্যের মতো লাগে।' *মানিক*, ১৯৪০।

রূপোচ্ছ্বাস [স] *বিণ* উচ্ছ্বসিত শোভা। 'সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রূপোন্মাদ [স] *বি* রূপের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। 'অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রূপোপজীবিনী [স] *বি স্ত্রী* রূপ দিয়ে উপার্জন করে যে; গণিকা। 'রূপোপজীবিনীর কিন্তু অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।' *তারা*, ১৯৪২।

AMARBOI.COM

রূপক[১] [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'কহুগুজ্জরীরাগঃ। রূপকঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তিলক-কামোদ রূপক।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রূপকং [স] *বি* রূপক; সংগীতের তালবিশেষ। 'গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রূপক[২] ১ *বি* উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনা করা হয় যে অর্থালঙ্কারে। 'উপমা ও রূপক ও নিদর্শন প্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ধার করা অসাধ্য হইবেক না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* প্রতীক। 'রূপক অর্থে এ কথা লইতে পারা যায়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

রূপককাহিনী [স রূপক+কাহিনী] *বি* রূপকাশ্রয়ী গল্প। 'ঘরে বাইরে একটি দীর্ঘ রূপককাহিনীর বেশি কিছু হতে পারলো না।' *শিব*, ১৯৫০।

রূপকমূলক [স] *বি* প্রতীকী। 'দুটি বিবাহই রূপকমূলক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রূপকসুন্দরভাবে [স] *ক্রিবিণ* সুন্দরের উপমারূপে। 'সবার কাছে রূপক সুন্দরভাবে কৃষ্ণ এলেন।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপকথা[১] *দ্র* **রূপ**

রূপকথা[২] [স উপকথা] *বি* উপকথা। 'ঠাকুরমা আমাদের ঘুমবার পূর্ব্বে নানা প্রকার রূপকথা কইতেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রূপকষা *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকষা॥' *বড়ু*, ১৪৫০।

রূপশালি, রূপশালী *বি* একপ্রকার ধান। 'দিকে দিকে রূপশালী ধান।' *জীবন*, ১৯৩২; 'রূপশালি ধান ভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।' *জীবন*, ১৯৩৬।

রূপসীমা [স] *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'অপরূপ রূপসীমা গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রূপা[১] [স রূপ্য] *বি* রুপা। 'রূপা থোই মহিকে ঠাবী।' *চর্যা ৮*, ১২০০।

রূপাবাদা *বিণ* রুপা দিয়ে বাঁধানো। 'রূপাবাদা তক্তপোষ ২।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

রূপাবান্ধা *বিণ* রুপা দিয়ে বাঁধানো। 'পিত্তলবান্ধা কেহ বা রূপাবান্ধা, কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রূপার টাকা *বি* সিক্কা। 'তাহাতে ৩০০ তিন সও টাকা আর কিছু গিনি আর রূপার টাকা হরেক রকমের ছিল।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

রূপার থালা *বি* রুপার তৈরি থালা। 'পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে একখানি রূপার থালার ন্যায় দেখায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

রূপার যোড়শ *বি* রুপার যজ্ঞপাত্র। 'কেহ বলে ছয়টি রূপার যোড়শ না করিলে ভালো হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ১০০

রূপালি *বিণ* রুপার মতো সাদাটে। 'ভিতর-রাঙা ঝিনুকটি বাহির তার রূপালি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

রূপো ১ *বি* টাকাকড়ি। 'কেমন গো রূপোর ঘড়া দেবে তো?' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* রুপা। 'দু ভরি রূপো গাঁটকাটায় ক্যেটে নিয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রূপোলি *বিণ* রুপার মতো। 'রূপোলি রঙের সরলপুটি।' *অবন*, ১৮৯৬।

রূপা[২] [স রোপি>] *ক্রি* রোপণ করা। **রূপি** *ক্রি* রোপণ করি। 'আষাঢ় ও শ্রাবণে হেমত ধান্য রূপি।' *কেরি*, ১৮০২। **রূপিল** *ক্রি* রোপণ করলো। 'আনিএগ্রা রূপিল পুষ্প দ্বার সমীপে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূপান্তর [স] ১ *বি* অনুবাদ; ভাষান্তর। 'কবিতাদি তাহাও উক্ত মহারাজ স্বকীয় ইচ্ছায় ইংগ্রেজীয় ভাষায় রূপান্তর করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* অন্য রকম। 'খননকরণেতে জিলার একবারে রূপান্তর হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৩ *বি* এক রূপ থেকে আরেক রূপ। 'উদঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয় শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রূপান্তরহীন [স] *বিণ* পরিবর্তনহীন। 'এ-বিশ্বের স্থবির ঘটনা, রূপান্তরহীন।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

রূপান্তরিত [স] ১ *বিণ* রূপের পরিবর্তন হয়েছে এমন। 'অগাধ জলধি রূপান্তরিত হইয়া মরুস্থলী রূপ ধারণ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'যুগধর্ম্মে অধিকাংশ শব্দই বিলক্ষণ রূপান্তরিত হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* সংস্কারপ্রাপ্ত। 'খ্রিষ্টীয় ধর্মও রূপান্তরিত ও পরিশোধিত হইয়া ক্যাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট ইয়ুনিটেরিয়ান প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রূপায়ণ [স] *বি* রূপ দেওয়া; রূপদান। 'জাতীয় রেনেসাঁসের উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিকদের রূপায়ণ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৪।

রূপায়িত [স] ১ *বিণ* রূপদান করা হয়েছে এমন। 'পরমানন্দলোকের রূপে রূপায়িত ছন্দে গানে সুরে রসায়িত হয়ে উঠবে।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বিণ* বাস্তবায়িত। 'আমাদের আদর্শকে রূপায়িত করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

রূপিণী *দ্র* **রূপ**

রূপিয়া [হি] *বি* রৌপ্যমুদ্রা। 'রূপিয়া, লুকিয়ে রেখেছ কোথা পা।' *গিরিশ*, ১৮৯৬। *দ্র* **রুপিয়া**

রূপেয়া *বি* রুপিয়া; রৌপ্যমুদ্রা; টাকা। 'হাম দেখেগা শালা কেস্তারে রূপেয়া লেয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'রূপা কিনতে হয় রূপেয়া দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রূপী[১] *দ্র* **রূপ**

রূপী[২] [হি] *বি* রুপি; টাকা। 'রূপী বিনা রূপীভাব কথামাত্র নেই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রূপোষ [ফা রুপোশ] *বিণ* পলাতক। 'ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রূপোষ হওয়া *ক্রি* গা ঢাকা দেওয়া। 'ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রূপ্য [স] *বি* রুপা; রৌপ্যমুদ্রা। 'রূপ্য ২১৮২৯৪৫।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রূপ্যময় *বিণ* রুপার তৈরি। 'সাহেবরা রূপ্যময় পাত্রে খীলাত রাখিয়া রাজাকে দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রূব [স রূপ] *বি* রূপ। 'জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী।' *চর্যা ২৯*, ১২০০।

রূবকারী [ফা] *বি* আদালতের বিচার-বিবরণী। 'মুহরি রূবকারী লিখিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

রূমী *দ্র* **রূম**

রূস[১] [স রোষ] *বি* রাগ। 'অকারনে বিনদিনি কেনে কর রূস।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূস[২] [ই] *বিণ* রাশিয়ান। 'সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রূস প্রভৃতি স্লাবনিক ভাষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রূসা [স রুষ্ট>] *ক্রি* রাগ করা। **রূসিয়া** *ক্রি* রাগ ক'রে। 'রূসিয়া ত গদাধর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দসবান এড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূহ [আ] *বি* আত্মা। 'আদমের রূহ সেই/ কিতাবে শুনলাম তাই।' *লালন*, ১৮৯০।

রে[1] *অব্য* (সম্বোধনে) হে। 'সুইপাহথ বিদারম রে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

রে[2] [ফা রায়] *বি* রায় বংশনামের ইঙ্গবঙ্গ রূপ। 'রায় পদবী রয় ও রে রূপান্তর যখন ধারণ করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

-রে – ষষ্ঠী বিভক্তিবিশেষ। 'চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

রেইন্দা *বি* কাঠ মসৃণ করার হাতিয়ারবিশেষ। *ওর্স্যাঁ*, ১৭৮৫।

রেইল [ই] *বি* লোহার লম্বা পাত। 'উচ্চ লোহার রেইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

রেইলওয়ে [ই] *বি* রেলপথ। 'রেইলওয়ে তোমার গমন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রেউড়ি [হি] *বি* মিষ্ট খাবারবিশেষ। 'উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরই প্রদত্ত বাতাসা, কদমা, রেউড়ি, মিছরির বাতাসা প্রভৃতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'তিলুয়া, রেউড়ি ও রামদানার লাড্ডু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রেএটী *বি* রাউটি নামক মূল্যবান পাথর। 'চিরিআ রেএটী পাথর।' *রামাই*, ১৭১০।

রেও [স রব>?] *বি* শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় উপস্থিত হয়ে নানা প্রকার প্রশংসার কথা বলে অর্থাদি আদায় করে যে। 'রেও ও গুলিখোরেরা কাঙ্গালীর দলে মিসতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেওভাট, রেওভাট *বি* শ্রাদ্ধাদির খবর শুনে আসা ভিখারি। 'রবাহূত রেওভাট শত শত জন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'কাঙ্গালী, রেওভাট ও ভিক্ষুকের পূজোবাড়ী ঢোকা দূরে থাকুক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেওয়াজ [আ রিওয়াজ] ১ *বি* চর্চা। 'গজল-গানের রেওয়াজ বুঝি বা বাজে।' *জীবন*, ১৯২৭। ২ *বি* ভঙ্গি। 'নানা ধরনের খোঁপা বাঁধার রেওয়াজ হইয়াছে।' *তারা*, ১৯২৯। ৩ *বি* রীতি। 'আমার ওয়ালেদ ... পর্যন্ত সত্যই আমাদের বাড়ির এই রেওয়াজ ছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

-রেঁ[1] দ্বিতীয়া বিভক্তিবিশেষ; -কে। 'জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

-রেঁ[2] সপ্তমী বিভক্তিবিশেষ; -তে। 'নগর বারিহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

রেঁদা [ফা রন্দাহ] *বি* র‍্যাঁদা; কাঠ মসৃণ করার জন্য ব্যবহৃত ছুতারের হাতিয়ার-বিশেষ। 'রেঁদা ঘষে ছুঁতোর।' *হোসেন*, ১৯৪০; 'কালের রেঁদার টানে সর্বশিল্প করে থর থর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

রেক [স রেখা] ১ *বি* রেখা। 'নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।' *রামাই*, ১৭১০। ২ *বি* শস্য মাপার পাত্র। 'রেকে মেপে তুলব ঘরে কারুর তাতে নাই মানা।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

রেকতা [ফা রেখতা] *বি* পানি দিয়ে চুন-বালির মিশ্রণ; সিমেন্ট। 'মধ্য স্থল সামুদায়িক রেকতায় গ্রন্থিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

রেকমেণ্ড [ই] *বিণ* সুপারিশকৃত। 'উমেদার, বেকার রেকমেণ্ড চিঠীওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেকমেন্ড করা [ই] *ক্রি* সুপারিশ করা। 'নিজের প্রেসক্রিপ্‌সনকেই রেকমেন্ড করেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রেকমেন্ডেশন [ই] *বিণ* সুপারিশকৃত। 'চাকরির জন্য আমি কাউকে রেকমেন্ডেশন লেটার দিই না।' *মানিক*, ১৯৩৭।

রেকমেন্ডেসেন [ই] *বি* পরামর্শ। 'ডাক্তারের রেকমেন্ডেসেন ছাড়া কি মিট, ড্রিঙ্ক লোকে কিছুই ইউজ করে না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

রেকর্ড [ই] ১ *বি* সংগীত, কথা প্রভৃতি বাণীবদ্ধ থাকে প্লাস্টিক জাতীয় যে গোল চাকতিতে; ডিস্ক। 'গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামী গান।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বি* সংরক্ষণ; ধারণ। 'শত শত ইসলামি গান রেকর্ড করে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বি* প্রমাণ। 'বাংলায় রেকর্ড হয়ে রইল আমায় দেওয়া এই গালির স্তূপ।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৪ *বি* প্রকৃত মালিকের নামে সম্পত্তি বন্দোবস্ত করা। 'অধিকাংশ স্থলেই নাকি রেকর্ড প্রস্তুতকারীগণ সরেজমিনে যান নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০। ৫ *বি* সর্বোচ্চ। 'দশ টাকায় চারশো সাতান্ন টাকা একেবারেই রেকর্ড পেমেন্ট!' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রেকর্ডকারী [ই রেকর্ড+স কারী] *বিণ* লিপিবদ্ধকারী। 'স্বল্পবেতনভোগী, ভিন্নস্থানবাসী রেকর্ডকারী কর্ম্মচারিগণ সামান্য সামান্য লোভের বশীভূত হইয়া ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

রেকর্ড ব্রেক করা *ক্রি* আগেকার রেকর্ড ভঙ্গ করা। 'তাকে বলে রেকর্ড ব্রেক করা, দুঃসাধ্যতার পূর্ব-অধ্যবসায় পার হওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রেকর্ডার [ই] *বি* রেকর্ড করার যন্ত্র। 'রেকর্ডারে উর্ধ্বরেখা অধোরেখা হইতে দীর্ঘতর দেখা যায়।' *জগদীশ*, ১৯২৫।

রেকাত [আ রকআত] *বি* (ইসলাম) নামাজের অংশবিশেষ। 'পড়ে শুকরানা আরো রেকাত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রেকাব [আ রিকাব] *বি* ঘোড়ার পিঠে বসার পর জিন সংলগ্ন পা রাখার জায়গা। 'রেকাব বরদার ছিনু ইমামের সাথে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রেকাবদার [আ রিকাব+ফা দার] *বি* সহিস। 'কমবক্ত রেকাবদার বলিছে জাফরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রেকাবি, রেকাবী [আ রিকাব>] *বি* থালা। 'ছোটো রেকাবিতে দুই-একটি মিষ্টান্ন ধরিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'রেকাবীখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রেকেট [ই র‍্যাকেট] *বি* টেনিস ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলার ব্যাট। 'টেনিস কোর্টে রেকেট নিয়ে নামলে শত্রুপক্ষ ... গা ঘেঁষে দাঁড়াত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রেক্তা [ফা রেখতা] *বি* হিন্দুস্তানি গানবিশেষ। 'টপ্পা, নক্সা, জঙ্গলা, গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

রেখ [স] ১ *বি* রেখা। 'ভঁউহ ধনুষি গুণ কাজর রেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* চিহ্ন। 'কিবা রূপ কিবা রেখ কেমন আকার।' *সুলতান*, ১৭০০।

রেখা [স] ১ *বি* চিত্রিত দাগ। 'কাজলের রেখা তোর লক্ষ দান নহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রস্থ ও বেধশূন্য দৈর্ঘ্য। 'যে গোলাকার ক্ষেত্র এক মাত্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৩ *বি* সংকেত। 'তাহাই তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া থাকিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বি* ফোঁটা। 'কপালে শোভিছে ভাল সিন্দুরের রেখা।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৫ *বি* চিহ্ন। 'তার বর্ণে তোমার নামের রেখা গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

রেখাগণিত [স] *বি* জ্যামিতি। 'পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রেখাঙ্কন [স] *বি* রেখা এঁকে চিত্রণ। 'অনেক বর্ণের রেখাঙ্কন।' *আহসান*, ১৯৬২।

রেখাঙ্কিত [স] ১ *বিণ* রেখা আঁকা আছে এমন। 'নীল-লোহিত-

রেখাঙ্কিত জিনের রাত্রিবস্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* বলিরেখাযুক্ত। 'তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধমুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রেখা-জাগা *বিণ* চিহ্ন জেগেছে এমন। 'অনেক পাপ অনেক কুটনামীর রেখা-জাগা লোলচর্ম মুখটাও ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রেখাজ্ঞান [স] *বি* রেখা বিষয়ক জ্ঞান। 'এই রেখাজ্ঞানের রহস্যভেদ করে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

রেখান্বিত [স] *বিণ* রেখাযুক্ত। 'রোগের দৈনিক জোয়ার-ভাঁটার রেখান্বিত করবার ছক কাটা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'রেখান্বিত ভয়াবহ সাপ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

রেখাপাত [স] ১ *বি* দাগ কাটা। 'যাহার মধ্যস্থিত এক বিশেষ বিন্দু হইতে উক্ত সীমা পর্য্যন্ত যত সরল রেখাপাত করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'বৃক্ষে আবার বলসঞ্চার হয় তাহারও রেখাপাত হয়।' *জগদীশ*, ১৯২৬। ২ *বি* মনে প্রভাব বিস্তার; ছাপ ফেলা। 'গভীর রেখাপাত করেনি কোনো স্বপ্ন।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

রেখাবৎ [স] *বিণ* রেখার মতো; সরু। 'রেখাবৎ সিন্দূররঞ্জিত-সীমন্তা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

রেখাবর্ণ [স] *বি* ছবির রেখা-রং। 'এসো চিত্রী ... রেখাবর্ণবিলগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

রেখাবলী [স] *বি* রেখাসমূহ; লম্বা দাগ। 'আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রেখামাত্র [স] *বি* চিহ্নমাত্র। 'তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রেখামূর্তি [স] *বি* ছায়ামূর্তি। 'বেড়ার উপর শুষ্ক কলাপাতার দোদুল রেখামূর্তি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রেখায়িত [স] *বিণ* রেখাযুক্ত। 'তার মুখ শ্রান্তিতে রেখায়িত হয়ে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

রেখারিক্ত [স] *বিণ* রেখাশূন্য। 'রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

রেখা লেখাহীন *বিণ* দিকচিহ্নহীন। 'রেখা লেখাহীন অনামিক পথে হইয়া আপনহারা।' *জসীম*, ১৯৩০।

রেখাসঙ্কুল [স] *বিণ* রেখাপূর্ণ। 'কুঞ্চিত রেখাসঙ্কুল মুখে কেমন একটা ছায়া পড়ল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

রেগা *বি* আঘাত করার অস্ত্রবিশেষ। 'রেগা দিয়া তালেব আলীকে আইসে মারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রেগুলার [ই] *বিণ* নিয়মিত। 'রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্সের প্রাইজ পর-পর তিন বছর একা সমীরই মেরেছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রেগুলেশন [ই] *বি* বিধি; বিধান। 'পুলিশ প্রহরীর রেগুলেশন লাঠির জন্য প্রস্তুত ছিলাম।' *রোকেয়া*, ১৯২৭; 'পুলিশের রেগুলেশন বা নন্-রেগুলেশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রেগ্যুলেশন [ই] *বি* নিয়ম; আইন। 'রেগ্যুলেশনের হস্তে কাহারও রক্ষা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রেগেমেগে দ্র রাগ

রেঙে *ক্রিবিণ* রাঙা হয়ে। 'আমার ভুবন উঠচে রেঙে।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'রেঙে উঠুক রঙিন খাতা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রেঙ্গুনি *বিণ* রেঙ্গুন থেকে আমদানিকৃত। 'আকাঁড়া রেঙ্গুনি চালের সফেন ভাতের মণ্ড।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রেচক [স] *বিণ* যোগশাস্ত্রে প্রাণায়াম কালে প্রাণবায়ু নিঃসরণ। 'অজপ নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রেচন [স] *বি* কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার ওষুধ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সরজ রেচনদ্বারা তিন দিন মধ্যে মহারাজকে সুস্থ করিয়াছেন।' *দর্প* ১৮৩১।

রেজওয়ান [আ] *বি* বেহেস্তের প্রহরী। 'রেজওয়ান গেলমান দরস্ত তুবার . *আলাওল*, ১৬৮০।

রেজকি, রেজকী [ফা রিজ্‌কী] *বি* খুচরা টাকা। 'বহুকালাবধি রেজক অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী আধআনী প্রভৃতি সোণা রূপার চলি ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০; 'রেজকি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেজগি [ফা রিজ্‌গী] *বি* ছোটোবড়ো মুদ্রা; খুচরা মুদ্রাদি। 'দশ টাকা রেজগি।' *জীবন*, ১৯৩২; 'গুনে গুনে রেজগি দিয়ে প্রতিদি অভ্যাসবশত ছুঁয়েছি লাভের বুড়ি।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

রেজলিউশন [ই] *বি* প্রস্তাব। 'প্রতিবাদমূলক রেজলিউশন পাশ করিয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

রেজিলিউশন [ই] *বি* প্রস্তাব। 'একটি রেজিলিউশন পাশ করেন।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

রেজোলিউশন [ই] *বি* প্রস্তাব। 'পণ্ডিতজির রেজোলিউশন পড়ে আমাদের মনে হয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রেজোলিউশান [ই] *বি* সিদ্ধান্ত। 'একটা রেজোলিউশান পাস করিয়ে নিয়ে খেটেখুটে অকাতরে গিয়ে নিদ্রিত হল নিজের কেল্লায়।' *অবন* ১৯২৫।

রেজোল্যুশন [ই] *বি* প্রস্তাব। 'কমিটিতে রেজোল্যুশন পাস করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রেজষ্টরী [ই] *বি* রেজিস্ট্রি; নিবন্ধন। 'আয়িনের রেজষ্টরী হওনের তারি অবধি ...। *দর্পণ*, ১৮২৩।

রেজস্তর [ই রেজিস্ট্রার] *বি* নিবন্ধক। *ডানকান*, ১৭৮৪।

রেজা[1] [ফা] *বি* বর্শাজাতীয় অস্ত্রবিশেষ। 'সমুখে নিশান পাতি কেহ মারে রেজা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রেজা[2] [ফা] *বি* সম্মতি। 'তিনি যদি রেজা দেহ যাই লরিবারে।' *গরীব* ১৭৬৫।

রেজাবন্দি [ফা রেজামন্দী] *বিণ* সম্মতিক্রমে আবদ্ধ; চুক্তিবন্দি *মেয়ার*, ১৭৮৭।

রেজামন্দি, রেজামন্দী [ফা] *বি* সম্মতি। 'তাহার রেজামন্দি ব্যতিরেকে তাহার নাম কদাচ জাহের হইবেক না।' *ক্যালৰে*, ১৭৮৫ 'নিজের রেজামন্দী জানাইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

রেজা[3] *বি* ঝিগিরি। 'চন্দনপুরে রেজা খাটতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।' *তারা*, ১৯৪৬।

রেজাই [আ রজাঈ] *বি* লেপ; বালাপোশ। 'দেখি কে অমুক পথিকের রেজাই তুরা ছাড়াইতে পারে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রেজার [ই] *বি* চুল, দাড়ি প্রভৃতি কামাতে ব্যবহৃত ছোটো ক্ষুরবিশেষ 'কপোল কপাল ঠুকি করে হাহাকার – / 'রে কপটি, রে সেফটি (safety) গিলেট রেজার।' *নজরুল*, ১৯২৯।

রেজিগনেশন [ই] *বি* পদত্যাগ। 'ভোলানাথবাবুর রেজিগনেশনও গৃহীত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল না।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রেজিগনেশন-পত্র [ই রেজিগনেশন+স পত্র] *বি* পদত্যাগপত্র। 'এই নাও চিঠির কাগজ, লেখো রেজিগনেশন-পত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রেজিগনেশন লেটার [ই] *বি* পদত্যাগপত্র। 'রেজিগনেশন লেটার পকেটে করে মিটিঙে যায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

রেজিমেণ্ট, রেজিমেন্ট [ই] **১** *বি* সেনাবাহিনীর ইউনিটবিশেষ। 'অনেক সৈন্য আপনারদের রেজিমেন্টে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* দল; দঙ্গল। 'আমার সঙ্গে যে এক রেজিমেন্ট ভৃত্য এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রেজিস্ট্রার, রেজিষ্ট্রার [ই] *বি* নিবন্ধক। 'কি হে রেজিষ্ট্রার, নন্দী বুড়ো গেছে না আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

রেজিষ্টরি, রেজিষ্টরী *বি* নিবন্ধন। 'বহীর মধ্যে লিখিয়া রেজিষ্টরি করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭; 'তাবদ্বিষয়ের প্রকৃত রেজিষ্টরী রাখা।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

রেজিষ্টারি, রেজিস্টারি *বি* নিবন্ধন। 'সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন – তাহা রেজিষ্টারি হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রেজিস্টারি বই *বি* নিবন্ধন বই। 'আপিসে একটা রেজিস্টারি বই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রেজিস্টার্ড [ই] *বিণ* নিবন্ধিত। 'রেজিস্টার্ড পার্সেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

রেজিস্ট্রি [ই] *বি* সরকারি নিয়মানুসারে নিবন্ধন। 'স্থির হল বিয়ে হবে রেজিস্ট্রি ক'রেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

রেজেষ্টরি, রেজেষ্টরী [ই] *বি* নিবন্ধন। 'কবুলিয়ত রেজেষ্টরি করিতে আসিলে ...।' *সুলভ*, ১৮৭৩; 'বল্লালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলি রেজেষ্টরী হয়ে আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেজেষ্টরী করা *বিণ* সর্বজনস্বীকৃত। 'এটি রেজেষ্টরী করা প্রথা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেজেষ্টারি [ই] *বি* সরকারি নিয়মানুযায়ী নিবন্ধন। 'সইও করেছেন, রেজেষ্টারি করে দিতে নারাজ হচ্ছেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রেজেষ্ট্রার [ই] *বি* রেজিস্ট্রারির কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তা। 'রেজেষ্ট্রারটা ভারি বজ্জাত।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রেজেষ্ট্রী [ই] *বি* সরকারি নিয়মানুযায়ী নিবন্ধন। 'একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্ট্রী করি কি করে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রেজেস্টারি [ই] *বিণ* রেজিস্ট্রি করা হয়েছে এমন। 'ডাকযোগে গৃহিণীকেও একখানা বই রেজেস্টারি করিয়া পাঠাইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রেজেস্টারি করা *ক্রি* দলিল সম্পাদন করা। 'লুকিয়ে রেজেস্টারি করে নিজের জমির সাথে ঢুকিয়ে দিলে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রেজেস্ট্রী [ই] *বি* নিবন্ধন। 'সেইদিনই পঞ্চুর জমি কিনে রেজেস্ট্রী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রেজেস্ট্রী অফিস [ই] *বি* নিবন্ধন কার্যালয়। 'রেজেস্ট্রী অফিসের সামনে দলিল লেখার কাজ করত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

রেজেক [আ রিজক] *বি* জীবিকা। 'হায়াত-মউত-রেজেক-দৌলত সবই আল্লাহর হাতে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

রেঞ্জ [ই] **১** *বি* বনাঞ্চল। 'রিখ্‌টারসভেল্ডের আসল রেঞ্জ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **২** *বি* সীমা। 'শাস্ত্রের গুলি-গোলার রেঞ্জ অতিক্রম করিয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৯; 'তার রিভলভার রেঞ্জের বাইরে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রেট [ই] **১** *বি* দর। 'দর্শনী দুপয়সা রেট হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* হার; গতি। 'আপনার শরীর যে রেটে খারাপ হয়েছে ...।' *মানিক*, ১৯৩৫।

রেটিনা [ই] *বি* অক্ষিপট। 'স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতাবশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রেড ইন্ডিয়ান [ই] *বি* আমেরিকার আদিবাসী। 'রেড ইন্ডিয়ানরা সায়ংসন্ধ্যা বোঝাতে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

রেডক্রস [ই] *বি* আন্তর্জাতিক ত্রাণ ও সেবা সংস্থা। 'রেডক্রস প্রদত্ত সাহায্য দ্রব্যাদি বিতরণ করেন।' *বেগম*, ১৯৭০; 'জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা রেডক্রস প্রভৃতি।' *বেগম*, ১৯৭২।

রেডি [ই] *বিণ* প্রস্তুত। 'ভাত রেডি কৈইরাই তোমারে ডাক দিমু।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রেডিমেড *বিণ* তৈরি। 'রেডিমেড পোশাক।' *বেগম*, ১৯৬৬।

রেডিও [ই] *বি* বেতার-যন্ত্রবিশেষ। 'বেজে চলে রেডিও।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রেডিয়ো [ই] *বি* বিনা তারের যে যন্ত্রের সাহায্যে বার্তা, সংগীত প্রভৃতি শোনা যায়। 'চাষীদের ঘরে ঘরে রেডিয়ো শ্রুতিযন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রেডিয়ো সেট [ই] *বি* বার্তা, সংগীত প্রভৃতি বিনা তারের যে যন্ত্রের সাহায্যে শোনা যায়। 'রেডিয়ো সেট, লাউডস্পিকার, গানের রেকর্ড যা ছিল, এমনকী তার পিনগুলি পর্যন্ত সব হজম।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রেডিয়ো স্টেশন [ই] *বি* রেডিও সম্প্রচার কেন্দ্র। 'সেই রেডিও স্টেশনে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রেডিয়াম, রেডিয়ম [ই] *বি* তেজস্ক্রিয় মৌলিক ধাতব পদার্থবিশেষ। 'এইসব বেদনার কর্কশ-রেডিয়ামে মারে নাকো তাহা।' *জীবন*, ১৯৩০; 'রেডিয়ম দেওয়া আছে।' *তারা*, ১৯৪০।

রেডিয়েটার [ই] *বি* মোটরগাড়ির যে যন্ত্রে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা রাখার জন্য পানি রাখা হয়। 'রেডিয়েটারে জল ঢালার জন্য মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রেড়ি [স এরণ্ড] *বি* ভেন্না বা ভেরেণ্ডা গাছ ও তার ফল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেড়ির তেল *বি* ভেরেণ্ডা বীজ থেকে তৈরি তেল। 'রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রেঢ়ির তেল *বি* ভেরেণ্ডা বীজ থেকে প্রস্তুত তেল। 'সদর গেটের দু'পাশে রেঢ়ির তেলের বাক্স বাতি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

রেড়ো [স রাঢ়>] *বিণ* রাঢ়দেশীয়। 'গঙ্গার পশ্চিম পারে যত সব রেড়ো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রেণু [স] **১** *বি* গুঁড়া। 'তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ধুলা। 'রেণুএ মণ্ডিত হৈল উজ্জ্বল কারণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'নবীর পদের রেণু আনিলা তুলিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* রশ্মি। 'দিবসে দ্বিগুণ দেখে তপনের রেণু।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৪** *বি* পরাগ। 'পরাগকেশরে যেমন রেণু থাকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

রেণুকণা [স] *বি* ধূলিকণা। 'ফুটপাতে শুধু ছড়িয়ে আছে ... রেণুকণা যত।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রেণুকা [স] *বি* পরাগ। 'এরা তোমাদের দেশের হাওয়ায় উড়িয়ে-

দেওয়া রেণুকা।' *নজরুল*, ১৯২২।

রেণুপরমাণু [স] *বি* অণুপরমাণু। 'বাড়ীখানার রেণুপরমাণুর দিকে তাকিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রেণু-পরিমল [স] *বি* পুষ্পরেণুর গন্ধ। 'রেণু-পরিমল পথে পথে খোঁজা ভাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রেণুময় [স] *বিণ* ধূলিময়। 'রেণুময় মেদিনী গগণ পরশিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রেণুমাত্র [স] *বি* বিন্দু পরিমাণ অংশ। 'কোন অলক্ষ্মী-আশ্রিত বালক ইহার রেণুমাত্র নষ্ট না করিতে পারে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রেনু, রেনূ [স রেণু] ১ *বি* ক্বাথ। 'বিভূতি ভূষণ নহি চান্দনক রেনূ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* কণা। 'পৃথুবির রেনু জদি করিএ গনন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রেত[1], রেতঃ [স রেতঃ] *বি* বীর্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রেতঃপাত [স] *বি* বীর্যস্খলন; শুক্রপতন। 'আমি কায়ক্লেশে রেতঃপাত করি।' *শক্তি*, ১৯৭০।

রেতঃসেক [স] *বি* বীর্যপাত। 'পুরুষেরা স্ত্রীতে রেতঃসেক করে ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

রেত[2] [হি রেতী] *বি* লোহার উকো; লোহাদি ঘষে ক্ষয় করার ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'রেতের মত ধারাল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

রেতি [হি রেতী] *বি* লোহাদি ঘষে ক্ষয় বা ধারালো করার হাতিয়ার-বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেত[3] [স রাত্রি] *বি* রাত। 'রেতে চক্ষু বুজি নাই দোহাই গঙ্গার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রেতো *বিণ* রাতের। 'ছোট ছোট রেতো প্রজাপতি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রেত[4] *বি* স্রোত। 'বড় চড়ার বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রেতী *বি* পলি। 'গঙ্গার রেতীতে গ্রাম পত্তন হইয়াছে।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রেনকোট [ই] *বি* বৃষ্টি-রোধক আলখাল্লা জাতীয় পোশাক। 'পথিক ভাবে ভাগ্যে রেনকোটখানা সঙ্গে ছিল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রেনিডে [ই rainy day] *বি* বৃষ্টির দিন; বৃষ্টির দিন উপলক্ষে আকস্মিক ছুটি। 'রেনিডের মতোই হঠাৎ এসে গেল ছুটিটা।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রেনেসাঁস, রেনেসাঁ [ই] *বি* অতীতের ভাষা-সাহিত্য-দর্শনের চর্চা দ্বারা উদ্বুদ্ধ মানবমুখিন নবজাগরণ। 'আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে আসিল?' *বঙ্কিম*, ১৮৮০; 'একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'জাতীয় জীবনে রেনেসাঁ আনয়নে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রেনেসাঁদীপ্ত *বিণ* রেনেসাঁয় আলোকিত। 'আমরা রেনেসাঁদীপ্ত জাগ্রত জাতি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

রেনেসাঁসি *বিণ* রেনেসাঁস-সৃষ্ট। 'গোয়েটে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ে আপন আপন দেশে রেনেসাঁসি ঐতিহ্যের প্রধান উত্তরসাধক।' *শিব*, ১৯৫০।

রেন্দা [ফা রান্দাহ] *বি* কাঠ মসৃণ করার হাতিয়ার-বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

রেপকেস [ই] *বি* ধর্ষণসংক্রান্ত মামলা। 'রেপকেসগুলিন বাবুর একচেটে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

রেপ্রেজেন্টেটিভ [ই] *বিণ* প্রতিনিধিত্বমূলক। 'রেপ্রেজেন্টেটিভ গবর্মেন্ট পাইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রেফ [স] *বি* বর্ণের সঙ্গে র্ যুক্ত হয়ে সেই বর্ণের উপরে যে চিহ্ন (ˊ) রূপে ব্যবহৃত হয়। 'রকারে হলবর্ণ যোগ করিতে হইলে, র্ এইরূপ হইয়া সেই সেই বর্ণের মাথায় যায়, ইহাকে রেফ বলে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'শকারের উপর যে রেফটি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রেফারি [ই] *বি* খেলার পরিচালক। 'রেফারির পক্ষপাতমূলক ব্যবহারে এবং এক শ্রেণীর অমুসলমান ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৬; 'রেফারিকে দেয় কাফেরি ফতোয়া।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রেফারিগিরি *বি* রেফারির কাজ। 'রেফারিগিরি করা ইংরেজের একচেটে ছিল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রেফারেন্ডাম [ই] *বি* গণভোট। 'মৌলিক গণতন্ত্র পর্য্যায়ের নির্ব্বাচনকে রেফারেন্ডাম হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইহাতে অংশগ্রহণ করা উচিত।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

রেফুজী [ই] *বি* উদ্বাস্তু। 'ঘরখানা একজন রেফুজীকে পঁচিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রেফ্রিজারেটর, রেফ্রিজরেটর [ই] *বি* ফ্রিজ; হিমায়নযন্ত্র। 'রেফ্রিজরেটরের দই।' *অমিয়*, ১৯৩৯; 'ওদের ঘরে নেই ... রেফ্রিজারেটর, রেডিওগ্রাম।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

রেবতী[1] [স] *বি* ফুলবিশেষ ও তার গাছ। 'সিঅলি কুসুম্ভ ওড় রেবতী রাঙ্গনাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রেবতী[2] [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'করিহ দোঁহারে বিভা পুর্বের রেবতী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রেবা[1] *ক্রি* দেখা যাওয়া। 'বাম দাহিণ দুই মান ন রেবই বাহ তু ছন্দা।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

রেবা[2] [স] *বি* নর্মদা নদী। 'কোথা বহিয়াছে বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রেভলিউশন [ই] *বি* বিপ্লব। 'মড়া নিয়ে কি রেভলিউশন হয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

রেভিনিউ, রেবিনিউ [ই] *বি* রাজস্ব। 'এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল আদালত রেবিনিউ সম্পর্কীয় কর্ম্ম মুক্ত হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'গভর্ণমেন্টকে রেভিনিউ দিতে হচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রেবিনিউ বোর্ড [ই] *বি* রাজস্ব পরিষদ। 'রেবিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রেয়াত, রেয়াৎ [আ রিআয়ত] ১ *বি* দয়া। 'রেয়াত করিয়া আজি ফিরে যাই ডেরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* ছাড়। 'পতনে পেলে তাঁহার গুরুও কাহাকে রেয়াত করেন না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* পরোয়া। 'আমি কাহাকেও রেয়াত করি না – যখন যাহা মনে উদয় হয় তখন তাহাই মুখে বলি।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বি* খাতির। 'বাবা ছিলেন বলে রেয়াৎ করিছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

রেয়াইত [আ রিআয়ত] *বি* ছাড়। 'চারি টাকা রেয়াইত পাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

রেয়াত করন *বি* মাফ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রেয়ায়ত [আ রিআয়ত] *বি* ছাড়। 'তিন বৎসরের করের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা উহাকে রেয়ায়ত হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

রেয়েত [আ রঈয়ৎ] *বি* রায়ত; প্রজা। 'আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। দ্র **রায়ত**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেয়োত, রেয়োৎ [আ রঈয়ৎ] *বি* প্রজা। 'বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার পড়ে মারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'পাবনা, রাজসাই প্রভৃতি নীলজেলার রেয়োতরা খেপেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেল [ই] **১** *বি* কাঠের ফলকের উপরে সমান্তরালভাবে বসানো লোহার পথ। 'রেলের গাড়ীতে যাব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। **২** *বি* লৌহবেষ্টনী; রেলিং। 'একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রেলওয়ে [ই] *বি* রেলপথ। 'হাওড়া হতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টীমার, এরোপ্লেন, মোটর লরী ...।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

রেলওয়ে ক্রশিং [ই] *বি* সাধারণ পথ ও রেলপথের সংযোগস্থল। 'মিছিলটা শহরের সদর রেলওয়ে ক্রশিংটার কাছাকাছি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রেলওয়ে টরমিনস [ই] *বি* রেললাইনের প্রান্তিক স্টেশন। 'গাড়ি রেলওয়ে টরমিনসে পৌছুলো প্রায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেলওয়ে পুলিশ [ই] *বি* রেলগাড়ির নিরাপত্তা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত বাহিনী। 'রেলওয়ে পুলিশের পাহারাওয়ালা ... গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেলওয়ে লাইন [ই] *বি* রেলগাড়ি চলার উপযোগী কাঠের ফলকের উপরে সমান্তরালভাবে বসানো লোহার পথ। 'শিল্পাঞ্চলে রেলওয়ে লাইন স্থাপিত হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রেলক্রসিং [ই] *বি* সড়কপথ যে স্থানে রেললাইনকে অতিক্রম করে। 'রেলক্রসিং থেকে বলাকা সিনেমা।' *পাশা*, ১৯৭১।

রেলগাড়ি, রেলগাড়ী [ই রেল+গাড়ি] *বি* রেললাইনের উপর দিয়ে চলে যে গাড়ি। 'রেল গাড়িতে চড়ে বারানসী দর্শনে ইচ্ছুক।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চড়ে মার দৌড়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রেল-দারোগা [ই রেল+ফা দারোগা] *বি* রেল পুলিশের কর্মকর্তা। 'ছিলাম রেল-দারোগা চড়তে হত ট্রেইনেতে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

রেলদৌড় [ই রেল+দৌড়] *বি* রেলগাড়ির মতো ছুট। 'এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেলদৌড় দিয়ে সুইস আল্পসের শাখা-শিখরে উঠতে হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রেলপুল *বি* রেলগাড়ি চলতে পারে এমন সেতু। 'উঠতেন নিশ্চয়, কিন্তু রেলপুল তখন হয়নি।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

রেলপুলিশ [ই] *বি* রেলবিভাগে শান্তিরক্ষা কাজে নিয়োজিত বাহিনীর সদস্য। 'প্ল্যাটফরমে রেলপুলিশ তাদের আটকায়।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

রেলবাবু [ই রেল+ফা বাবু] *বি* রেলওয়ে বিভাগে চাকরিরত ব্যক্তি। 'ভেতরে চলে রেলবাবুদের অব্যাহত শান্তিপর্ব।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

রেলব্রিজ [ই] *বি* রেললাইন গেছে যে সেতুর উপর দিয়ে। 'রেলব্রিজ পেরুলেই দেখবেন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

রেলভাড়া [ই রেল+ভাড়া] *বি* রেলগাড়িতে যাতায়াতের জন্যে দেয় যে ভাড়া বা মাশুল। 'রেলভাড়া করে দূরে যেতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রেলযাত্রা [ই রেল+স যাত্রা] *বি* রেলগাড়িতে ভ্রমণ। 'তার পরে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রেলযান [ই রেল+স যান] *বি* রেলগাড়ি। 'রেলযানে ফার্স্টক্লাস গাড়ির মূল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রেলরাস্তা [ই রেল+ফা রাস্তা] *বি* রেললাইন। 'আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে রেলরাস্তায় কন্ট্রাক্টরি কাজে ভর্তি হই।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

রেললাইন [ই] *বি* রেলগাড়ি চলার উপযোগী, কাঠের ফলকের উপরে সমান্তরালভাবে বসানো লোহার পথ। 'রেলের লাইনের দু-ধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রেলষ্টেশন, রেলস্টেশন [ই] *বি* যাত্রীদের ওঠানামার জন্য রেলগাড়ি যেসব নির্ধারিত স্থানে থামে। 'এক গোযানচালক গোশকটে বিস্তর পাটের গাঁইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেলষ্টেশনে যাইতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলস্টেশনের কাছে এসে আমার চোখ দোটানায় পড়েছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রেলসড়ক [ই রেল+আ শড়ক] *বি* রেলগাড়ি চলার পথ। 'রেল সড়কের ছোট খাদ ভরে ডানকিনে মাছ।' *জসীম*, ১৯৩১।

রেলের গাড়ী *বি* রেলগাড়ি। 'এলেন তানসেন কলকাতায় চড়ে রেলের গাড়ী।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

রেলোয়ে [ই] **১** *বি* রেলপথ। 'রেলোয়ে করে যেতে যেতে আমরা ... সুড়ঙ্গ দেখলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* রেলগাড়ি চলে এমন। 'রেলোয়ে পথের দু-ধারে আঙুরের খেত, চমৎকার দেখতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বি* রেল বিভাগ। 'ডক ও রেলোয়ের কর্মিকেরা মাঝে মাঝে হুলস্থুল বাধাইয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রেলোয়ে পথ *বি* রেলগাড়ি চলার পথ; রেললাইন। 'রেলোয়ে পথের দু-ধারে আঙুরের খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রেলোয়ে-সুরঙ্গ [ই+স] *বি* রেলগাড়ি চলার মাটির নীচের পথ। 'বিখ্যাত দীর্ঘ রেলোয়ে-সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রেলা [হি] **১** *বি* পাল। 'কুকুরে ঘিরিল যতো গিধিনির রেলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* দল। 'চৌদিক ঘেরিয়া ঘোরসোয়ারের রেলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* শ্রেণী। 'ক্রোশ যুগ জুড়ে হৈলা নস্করের রেলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রেলিং [ই] *বি* লোহা বা কাঠের শিকের বেড়াবিশেষ। 'রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রেলিঙ [ই] *বি* লোহা বা কাঠের শিকের বেড়াবিশেষ। 'রেলিঙের বাহিরে কার্নিসের উপরে ছোটো ছোটো টবে পাতাবাহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রেলিঙহীন *বিণ* কাঠ বা লৌহবেষ্টনী নেই এমন। 'রেলিঙহীন ছাদে দাঁড়িয়ে থাকাটা কোনোরকমেই নিরাপদ নয়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

রেলেটিভ [ই] *বিণ* আপেক্ষিক। 'তুলনায় দাঁত আর জিভ সবই রেলেটিভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রেলেটিভিটি [ই] *বি* আপেক্ষিকতা। 'গণিতে রেলেটিভিটি প্রমাণের ভাবনায় ... কাটালো সে পাবনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রেশ [স] *বি* অনুরণন। 'বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ, রয়েছে রেশ কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'শেষের গানের রেশ নিয়ে প্রাণে চলে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

রেশন [ই] *বি* কম মূল্যে সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ। 'যুদ্ধকালের জন্য কাপড়, রেশন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৪৫; 'ভরপেট রেশনের দাবীতে ২৯ জানুয়ারি ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

রেশনকার্ড [ই] *বি* রেশন প্রদানের নির্ধারিত তথ্য-সংবলিত কার্ড। 'রেশনকার্ড পিছু সপ্তাহের যোগ্য চাল, ময়দা, আটা দেওয়া হয় বিনা পয়সায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেশনশপ [ই] *বি বি* সরকার থেকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি সরবরাহের দোকান। 'রেশনশপ খোলামাত্রই মেয়ে-মদ্দে যে রকম দোকানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রেশনিং [ই] *বি* সরকারের প্রদেয় খাদ্য-বরাদ্দ। 'প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য রেশনিং প্রথা দ্বারা সরবরাহ করা হইবে।' *জামায়াত*, ১৯৪৩।

রেশম, রেসম [ফা রেশম] *বি* বস্ত্র তৈরির উপযুক্ত প্রাণীজ তন্তুবিশেষ। 'পাকানিয়া রেশম।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'রেসম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

রেশমকীট [ফা রেশম+স কীট] *বি* তুঁত পোকা। 'যাহারা রেশমকীটের চাষ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রেশমদড়ি *বি* রেশমের ফিতা। 'জড়াও রেশমদড়ি কত জরি ছড়াও সুন্দরী।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

রেশমপ্রভু [ফা রেশম+স প্রভু] *বি* রেশম ব্যবসায়ী। 'কুক্কুর-বৃত্তি দাসত্ব করিব, তথাচ রেশমপ্রভুর হস্ত হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রেশমি, রেশমী [ফা রেশম>] **১** *বিণ* রেশমের সুতায় প্রস্তুত। 'রেশমী চাদর উপরে টানাইয়া জুম্মা মসজিদে লইয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* রেশমের সুতায় প্রস্তুত বস্ত্র। 'রেশমি সাজে যুবতীর দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রেশমী পরিচ্ছদ *বি* রেশমের সুতায় প্রস্তুত কাপড়। 'রেশমী পরিচ্ছদ অতি সূক্ষ্ম ও কোমল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

রেশমের মহাজন *বি* রেশমের ব্যবসায়ী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রেসম *বি* রেশমের তৈরি বস্ত্র। 'আমি কোনো রেসম খরিদ করি নাই।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৬।

রেসমকর [ফা রেশম+স কর] *বি* রেশম উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষ। 'নীলকর ও রেসমকর, কুঠিয়াল সাহেবেরাই অত্যন্ত প্রজাদের সর্বনাশ করিতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

রেসমি [ফা রেশম>] *বিণ* রেশম সুতায় তৈরি। 'পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া পৃথক২ আড়ঙ্গের রেসমি বস্ত্র তরোবতরো।' *রামরাম*, ১৮০১।

রেসমীয় [ফা রেশম>] *বিণ* রেশমের সুতায় তৈরি। 'রেসমীয় বস্ত্র ও ঘাঘরা পরিধান করে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

রেশালা [আ রিসালাহ] *বি* শোভাযাত্রা। 'ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চলতী নবত ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেষারেষি, রেষারেষী [স ঈর্ষা>] *বি* পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। 'ভিমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'যেখানে রেষারেষী সূত্রে উভয়পক্ষের দাবীই অসম্ভবরকম বেড়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

রেসারেসি [স ঈর্ষা] *বি* পরস্পর আক্রোশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেষ্ট হাউস [ই] *বি* অতিথিশালা। 'বুড়ি গোয়ালিনী ফরেষ্ট রেষ্ট হাউসে ...।' *বাংলার মুখ*, ১৯৭১।

রেস[1] [ই] *বি* মানবপ্রজাতি; নরগোষ্ঠী। 'রেস শব্দের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রেস[2] [ই] **১** *বি* বাজি ধরে খেলা হয় এমন ঘোড়দৌড়। 'কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বি* দৌড় প্রতিযোগিতা। 'কোন কুকুর কবে কোন রেস জিতেছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

রেসকোর্স [ই] *বি* ঘোড়দৌড়ের মাঠ। 'কিংবা রেসকোর্সে মোটরে
জীবন, ১৯৩২।

রেসপনসিবিলিটি [ই] *বি* দায়িত্ব। 'রেসপনসিবিলিটি উইদাউট রাইট নিতান্তই অর্থহীন।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

রেসবত [আ রিশওয়াত] *বি* ঘুষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেসবতখোর *বিণ* ঘুষখোর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেসয়ত [আ রিশওয়াত] *বি* ঘুষ। 'তোমার নিতান্ত খবরদারি মোকামি গোমাস্তা দিগের স্থানে সেলামি ও রেসয়ত কিছু লইবে না।
হ্যালহেড, ১৭৭৩।

রেসালা [আ রিসালাহ] *বি* অশ্বারোহী সৈন্যদল। 'রেসালা সিপাহি ইঙ্গরাজী।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

রেসালা মিছিল [আ রিসালাহ-মিছল] *বি* শোভাযাত্রা। 'রেসাল মিছিল অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক গমন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

রেসিডেন্ট [ই] *বি* সরকারি প্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকর্তা। 'তথাকা রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার প্রতি অতিসন্তুষ্ট ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রেসিডেনস্যাল [ই] *বিণ* আবাসিক। 'রেসিডেনস্যাল কলেজ স্থাপন
প্রচারক, ১৯০৩।

রেস্ট, রেষ্ট [ই] *বি* বিশ্রাম। 'টেবিলেতে রেষ্ট নিয়া টেষ্ট পান যারা।' গু
১৮৫৮; 'নেই রেস্ট হায়!' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রেস্টোরাঁ [ফ রেস্তোরাঁ] *বি* খাবারের দোকান। 'আজ সান্ধ্যভোজ একট নামজাদা রেস্টোরাঁতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। দ্র **রেস্তোরাঁ**

রেস্ত [প resto] **১** *বি* আর্থিক সামর্থ্য। 'পরিধানের বন্দোবস্ত রেস্ত অভাবে সমস্ত কমাইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* পুঁজি। 'নাইলের জলে আপন রেস্ত ডোবাতে চান না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রেস্তহীন [প resto+স হীন] *বিণ* সম্বলহীন। 'অনেক রেস্তহী মুচ্ছুদ্দী চার বার ইনসালভেন্ট, এখন দালালী ধরেছেন।' *হুতোম*
১৮৬১।

রেস্তা [ফা রিশতাহ] *বি* সম্পর্ক। 'বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তা মুরব্বি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রেস্তাদারী [ফা রিশতাহ্-দারি] *বি* আত্মীয়তা। 'স্বামীর দহলিজনশীন শরীফ খান্দানের সঙ্গে দহরম-রেস্তাদারীর এত চেষ্টা।' *মাহেনও*
১৯৪৯।

রেস্তোরাঁ [ফ] *বি* চা ইত্যাদি হালকা খাবার পাওয়া যায় এমন দোকান। 'রেস্তোরাঁটায় অনবরত লোকজন ঢুকিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রেস্তরাঁ [ফ] *বি* চা ইত্যাদি হালকা খাবার পাওয়া যায় এমন দোকান। 'গোটা দুই মদের দোকান, গোটা দুই রেস্তরাঁ।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'হি হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস-রেস্তরাঁতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রেহ [স রেখা] *বি* রেখা। 'কুসুমবান বিলাস কানন কেস সিন্দুর রেহ
বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রেহা [স রেখা] *বি* রেখা। 'হরি দৃঢ় আলিঙ্গন রাধার দেহা যে নিকষত শোভে কনক রেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রেহাই [ফা রিহাই] **১** *বিণ* মুক্ত। 'ভাইয়ের পথেতে তারে করিল রেহাই
গরীব, ১৭৬৫। **২** *বি* মুক্তি। 'ঝগড়ার হাত থেকে রেহাই নেই
বেগম, ১৯৪৮।

রেহান [আ রহন] *বি* বন্ধক। 'জমি রেহান দিয়া, টাকা আনিয়া দশজনের উদরপূর্ণ করিল।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

AMARBOI.COM

রেহানাবদ্ধ [আ রহন+স বদ্ধ] *বিণ* বন্ধকী সূত্রে আবদ্ধ। 'মহাজন জাতের কাছে আমাদের দেশ রেহানাবদ্ধ হয়ে থাকবে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

রেহানী [আ রহন>] *বিণ* বন্ধকী। 'রেহানী জমি কখনো ফিরে আসে না কৃষকের হাতে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রেহেন [আ রহন] *বি* বন্ধক। 'জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রেহেল [আ রহল] *বি* কাঠের তৈরি কাঠামোবিশেষ, যার উপরে গ্রন্থাদি রেখে পড়া হয়। 'রেহেলের পর কোরান রাখিয়া পড়ে সুরা ফাতেহায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

রৈও *দ্র* **রওয়া**[২]

রৈক্ষ [স রক্ষা] *বি* রক্ষা। 'কে আমা করিবে রৈক্ষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রৈ রৈ [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চ রব বা ধ্বনি। 'চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'তাহাদের রৈ রৈ শব্দ ও হাস্যধ্বনি অনেক দূর হইতে শুনা যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

রৈ-রাই [ধ্বন্যা] *বি* সমস্বরে কান্নার শব্দ। 'স্ত্রীলোকের দল কলস্বরে রৈ-রাই করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রো *বি* সারি। 'আমাকে স্টেজের বাঁ দিকে প্রথম রোতে ...।' *অবন*, ১৯৪১।

রোঅন [স রোদন] *বি* রোদন। 'রচনা মে রোঅন সাজনা রে বারিস ন তেজিঅ দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রোঁ [স রোম] *বি* লোম। 'ভুরুতে রোঁ ভরা ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রো।' *মাইকেল*, ১৮৬০। *দ্র* **রোঁয়া**

রোঁআ [স রোম] *বি* লোম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রোঁওয়া [স রোম] *বি* লোম। 'সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রোঁওয়ার মধ্যে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রোঁদ[১] [ই রাউন্ড] *বি* টহল। 'পুলিসের রাতকানা সার্জ্জন, ঠোঁটকাটা দারোগা, নুলো জমাদার, কুকুণ্ডে পাহারাওয়ালা, গরিবের যম মহাশয়েরা রোঁদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রোঁদগস্তি [ই রাউন্ড+ফা গশ্‌ত] *বি* টহল দিয়ে পাহারা দেয় যে। 'ডাকাইতি রহিতের নিমিত্তে ঘাটী ও রোঁদগস্তি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

রোঁদ ফিরতে *ক্রি* পাহারা দিয়ে পরিক্রমণ করতে। 'এ যে সারজন সাহেব রোঁদ ফিরতে বেরয়েচে দেখচি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রোঁদ মারা *ক্রি* চক্কর দেওয়া। 'কাবুল শহরে এটা রোঁদ মেরে এস।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রোঁদ[২] *বি* প্রস্থ। 'এক রোঁদ কফি?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রোঁয়া [স রোম] *বি* রোম; কেশ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নেকড়িয়া দেখিলেক যে বন্ধুর ঘাড়ের চারিদিকের রোয়াঁ মণ্ডলাকার উঠিয়া গিয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রোঁয়া-ওঠা *বিণ* সুতা উঠে গেছে এমন। 'রৌদ্রের মিছিল এলে রোঁয়া-ওঠা তোয়ালের মতো।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রোঁয়াওয়ালা [স রোম>+হি ওয়ালা] *বিণ* লোমবিশিষ্ট। 'সাদাকালো-রোঁয়াওয়ালা এক ছোটো কুকুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রোক[১] [ফা] *বি* অবিলম্বে পরিশোধযোগ্য অর্থ। 'তাহার নগদ রোক এক হাজার টাকা।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

রোক[২] [স রোষ>] *বি* তেজ; আক্রোশ। 'যে রোক করে মোর দিকে আসচিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

রোক[৩] [ফা রোখ] *বি* সম্মুখ। 'কেবলা রোকে সিজদা-মগন হেজাজ সিপাইগণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রোকড় [হি] **১** *বি* নগদ অর্থ। 'করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* জমা-খরচের হিসাব। 'আমাদের কাজের রোকড় খুব মোটা হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রোকা [স রোষ>] **১** *ক্রি* রোখা; ক্রুদ্ধ হওয়া। 'দেখিলে তাদের ভাব রাগে মন রোকে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *ক্রি* ঠেকানো। 'দেখি কোন বাপ তোর রোকে।' *হাসান*, ১৯৬২।

রোক্কা [আ রুকআহ>] *বি* পত্র। **রোক্কা বরদার** [আ রুকআহ-বরদার] *বি* পত্রবাহক। 'এতেক লিখিয়া এক রোক্কা বরদারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রোখ[১] [স রোষ>] **১** *বি* রাগ। 'তেজহ হৃদয় কো রোখ।' *মুরারি*, ১৫৭০। **২** *বি* গতি। 'লোহার রাস্তার উপর দিয়ে এক রোখে চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৩** *বি* জেদ। 'আমার গুণব্যাখ্যা নিয়ে রীতিমত রোখ চেপে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রোখ[২] [ফা রুখ] **১** *বি* গাল। 'রোখছারের হাড্ডি অর্থাৎ তাঁর চিবুকের অস্থি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভেসে উঠেছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* মুখ; সম্মুখ। 'একঝাঁক যে ওরই দিকে রোখ করছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৫।

রোখশোধ [আ রুখসত] *বি* রোখসত; কর্মবসানে দেনাপাওনা মিটিয়ে বিদায়। 'আচ্ছা – রোখশোধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রোখা [স রোষ>] *ক্রি* ক্রুদ্ধ হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রোখারুখি [স রোষ>] *বি* রেষারেষি; মুখোমুখি। 'কার্যক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রোখারোখি [স রোষ>] *ক্রি* অব্যাহত ক্রুদ্ধ হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রোগ [স] **১** *বি* ব্যাধি; অসুখ। 'দুর্ভিক্ষ রোগ সোক হইল তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* খারাপ অভ্যাস। 'আর সভ রোগ হৈলে তেজ নাহি বাড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* সমস্যা। 'অবশেষে গ্রান্টের রিজাইনমেন্টে রোগ সারতে পারেন?' *হুতোম*, ১৮৬১।

রোগকাতর [স] *বিণ* অসুস্থ। 'ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রোগক্লান্ত [স] *বিণ* রোগে জীর্ণ। 'তাহার উপরে আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রোগক্লিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* রোগের দ্বারা জীর্ণ। 'রোগক্লিষ্ট অবস্থায় তিনি বহু কষ্টে নমাজের নিমিত্ত মসজিদে আনীত হইলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'রোগক্লিষ্টা হতশ্রী বসন্ত সুস্থ হইয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

রোগগ্রস্ত [স] *বিণ* রোগাক্রান্ত। 'নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রোগগ্রস্ত লোকেরদের মহোপকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

রোগজীবাণু [স] *বি* রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু। 'রোগজীবাণুভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্যে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রোগজীর্ণ [স] *বিণ* রোগে জর্জরিত। 'আজ তুমি কৃশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশুদের ক্রীড়াভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

AMARBOI.COM

রোগজ্বারি *বি* জ্বরজারি। 'ওষুধ-বিষুধ আসে, রোগজ্বারি হয়, সব টের পাই আমরা।' *বিমল*, ১৯৫৩।

রোগতত্ত্ব [স] *বি* রোগবিদ্যা। 'রোগতত্ত্বের পারিভাষিক বুঝতে ওর কষ্ট হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রোগতাপ [স] *বি* রোগ ও শোক। 'তাহার রোগতাপ লইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রোগনারা *বি* অসুখবিসুখ। 'বারো মাস রুক্ষু নেয়ে নেয়ে কি একটা রোগনারা করবি?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রোগনাশক [স] *বি* রোগ সারায় এমন। 'ঐ সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান ... কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

রোগনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অসুখবিসুখ সারায় এমন। 'কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হইতে ... রোগনাশিনী মনুষ্যউষা উদয় হইলেন।' *অবন*, ১৯২৫।

রোগপাণ্ডুর [স] *বিণ* রোগের কষ্টে ফ্যাকাসে হয়েছে এমন। 'রোগপাণ্ডুর আঁখি দুটি মেলি চাহিয়া রয়েছে মায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

রোগ-বালাই [স রোগ+আ বালা] *বি* অসুখ-বিসুখ। 'কোনো রোগ-বালাই নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'দুনিয়ার দুঃখকষ্ট রোগবালাই সবকিছুর পিতিকার আমাদেরই করতে হবে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রোগবিশারদ [স] *বি* রোগ-বিশেষজ্ঞ। 'বাধক, তড়কা, অজীর্ণ, আমাশা থেকে শুরু করে পিত্তচাঞ্চল্য এবং বায়ুকোপ পর্যন্ত যাবতীয় বঙ্গীয় রোগবিশারদ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

রোগ-বিশীর্ণ [স] *বিণ* রোগের প্রভাবে শুকিয়েছে এমন। 'সে বর্ত্তমানের ক্ষীণকায়, মাংসপেশীহীন, রোগ-বিশীর্ণ, অনশন-ক্লিষ্ট ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রোগভোগ [স] *বি* অসুখ-বিসুখে কষ্ট পাওয়া। 'মহারাজা বাহাদুর নিয়তই রোগভোগ করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬২।

রোগমুক্ত [স] *বিণ* সুস্থ। 'লোকেরা অসুস্থ হইলে তথা গিয়া রোগমুক্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

রোগমুক্তি [স] *বি* আরোগ্যলাভ। 'ইলা মিত্রের রোগমুক্তি কামনা ও তাঁর উপর থেকে সমস্ত বাধানিষেধ উঠিয়ে ...।' *বেগম*, ১৯৫৪।

রোগযন্ত্রণা [স] *বি* রোগবশত কষ্ট। 'প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রোগশয্যা [স] *বি* রোগীর বিছানা। 'জননীর রোগশয্যায় তাহাকে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

রোগশান্তি [স] *বি* আরোগ্য লাভ। 'রোগশান্তির কারণ চক্ষুরোগ চিকিৎসায় অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত এজের্টন সাহেবকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'পীড়িতের রোগশান্তি, বিপদগ্রস্তের দুঃখ মোচন ... ইত্যাদি তাঁহার চরিত্রের ভূষণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

রোগশায়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* রোগাক্রান্ত হয়ে শুয়ে আছে এমন। 'রোগশায়িতা বহিন!' *নজরুল*, ১৯৩১।

রোগ-শিয়র [স রোগ+শিয়র] *বি* রোগীর শিথান। 'আমার রোগ-শিয়রে এই নিষ্ঠুর প্রশ্ন শুনে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

রোগশীর্ণ [স] *বিণ* রোগে শুকিয়ে গেছে এমন। 'রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড়ো দেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রোগশুষ্কমুখ [স] *বি* রোগের কারণে মলিন মুখ। 'রোগশুষ্কমুখে হাসিরাশি ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

রোগশূন্যতা [স] *বি* নীরোগ অবস্থা। '... শুধু ব্যাধির নিরাময় রোগশূন্যতা নয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রোগ-শোক [স] *বি* অসুখ-বিসুখ। 'রোগ-শোক সব যেত দূরে শী হত মহাপ্রাণী।' *লালন*, ১৮৯০।

রোগহরণ [স] *বিণ* রোগের উপশমকারী। 'নানারকম রোগহরণ ও বানাতে বসে মাঝে মাঝে।' *হাসান*, ১৯৬৯।

রোগা [স রোগ>] *বিণ* দুর্বল; রোগগ্রস্ত। 'ছেলে পিলে বুড়া রে মৈল কত ঠাঁই।' *ভারত*, ১৭৬০।

রোগাক্রমণ [স] *বি* রোগজীবাণুর সংক্রমণ। 'বহু পরিবা রোগাক্রমণ হয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রোগাক্রান্ত [স] *বিণ* রোগে আক্রান্ত হয়েছে এমন। 'রোগাক্রান্ত জরাগ্রস্ত ব্যক্তি বিবাহ করিয়া ক্ষীণজীবী সন্তান উৎপাদন ক *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রোগাটে *বিণ* রোগগ্রস্ত। 'ভাত খাচ্ছে হাড়জিরজিরে রোগ মেয়েটা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রোগাতুর [স] *বিণ* রোগে কাতর। 'ক্ষেমকরাজা সদা রোগা ছিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রোগাদুবলা [স রোগদুর্বল] *বিণ* কৃশ ও দুর্বল। 'অতিথি পাঠা তুলনায় রোগাদুবলা।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

রোগাধিপ [স] *বিণ* রোগের রাজা। 'রোগাধিপ ওলাওঠা তাঁহার চ দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

রোগাধীশ [স] *বিণ* রোগশ্রেষ্ঠ। 'রোগাধীশ ওলাওঠাও স্বীয় প্র কোন২ স্থানে প্রকাশ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

রোগান্বিত [স] *বিণ* রোগগ্রস্ত। 'রোগান্বিত হলো মাতা দেখিবার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রোগাপটকা *বিণ* শীর্ণ ও দুর্বল। 'বলশফের সবচেয়ে দিলী-রোগাপটকা স্লিয়েশকফ।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

রোগাপানা *বিণ* শীর্ণ গড়নবিশিষ্ট। 'রোগাপানা সরু গলার এ নীল কাচের বোতল।' *অবন*, ১৯২৭।

রোগাপ্যাকাটি *বিণ* শীর্ণ ও দুর্বল। 'সঙ্গে আমার সেই ইনস্পে চাচা – রোগাপ্যাকাটি, কিন্তু অসীম সাহস।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

রোগাবিষ্ট [স] *বি* রোগ দ্বারা আক্রান্ত। 'কুষ্ঠরোগ কোন গোষ্ঠির ম প্রবিষ্ট হইলে তৎকুলোদ্ভব তাবতেই সেই রোগাবিষ্ট হয়।' *প্রভা* ১৮৫৩।

রোগা রোগা *বিণ* শীর্ণ ও দুর্বল। 'দেখিতে রোগা রোগা গড় *বিভূতি*, ১৯২৯।

রোগার্ত, রোগার্ত্ত [স] *বিণ* রোগগ্রস্ত। 'এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত রো দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া করিয়া সে ফল দিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১

রোগার্হ [স] *বিণ* রোগযুক্ত। 'রোগার্হ ও নিস্তেজ শরীর প্রাপ্ত হ চিরজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রোগি [স রোগী] *বিণ* রোগাক্রান্ত। 'কুষ্ঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎ এক চিকিৎসালয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

রোগিণী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* রোগগ্রস্ত। 'আমার রোগিণী মাতার লইয়া যাইতে হুকুম পাইয়াছি।' *মধু*, ১৮৫৭। **২** *বি স্ত্রী* অসুস্থ ব্যা 'বেড থেকে উঠে বসেছে রোগী আর রোগিণীরা।' *হাফিজুর*, ১৯৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোগী [স] ১ *বি* অসুস্থ ব্যক্তি। 'মোদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* পীড়িত বা অসুস্থ। 'যোগী ভোগী রোগী রাজা দীন হীন জন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রোগীপত্র [স] *বি* রোগীর উপস্থিতি ও চিকিৎসা। 'কেমন চলছে হাসপাতাল, রোগীপত্র কেমন হচ্ছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

রোগী-পরিচারিকা [স] *বি* রোগীর সেবিকা। 'মেট্রন, নার্স, পাচিকা ও রোগী-পরিচারিকা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রোঙ্গাই [স রুগ্ণ>] *বিণ* দুর্বল। 'বলে রোঙ্গাই ব্রাহ্মণ পন্নারে কর পূজন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রোচক [স] *বিণ* রুচিকর। 'রোচক পাচক হয়ে বাত কফ হরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রোচন [স] ১ *বি* আচরণ। 'দাস্যভাবে যবে প্রভু করয়ে রোচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দীপ্তি। 'তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন নবীন নির্মল বিভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

রোচা [স রুচ্>] ১ *ক্রি* স্বাদু মনে হওয়া। 'অন্নপানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* ভালো লাগা। 'দিনগুলো আর তো মুখে রোচে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রোজ[1] [ফা] ১ *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'ডিহিদার আবুদ খোজ টাকা দিলে নাহি রোজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* উপলক্ষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* দিন। 'এক রোজ মোহাম্মদ নবী পয়গম্বরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *বি* মজুরি। 'কোথা হইতে পেয়াদার রোজ দিব।' *কেরি*, ১৮০২। ৫ *বি* কার্যদিবস। 'মার্চ মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজ পর্যন্ত এই২ দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রোজ করা *ক্রি* দৈনিক সরবরাহ বা জোগানের ব্যবস্থা করা। 'স্বামীর জন্য এক পো দুধ রোজ করে বসল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

রোজকার *বিণ* প্রাত্যহিক। 'এত টাকা লাগে কেন বাজারেতে রোজকার?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রোজকার রোজ *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'তাদের রোজকার রোজ এমনি কাটত।' *মনীশ*, ১৯৫৭।

রোজ কিয়ামত [ফা রোজ+আ কিয়ামত] *বি* ইসলাম ধর্মমতে শেষ বিচারের দিন। 'রোজ কিয়ামতে হব যশ-বদনামি?' *নজরুল*, ১৯২৮।

রোজ কেয়ামত [ফা রোজ+আ কিয়ামত] *বি* ইসলাম ধর্মমতে প্রলয় ও শেষ বিচারের দেন। 'কিন্তু সে তাপ 'রোজ কেয়ামত' (জগতের শেষ দিন) পর্যন্ত মোহাম্মদীয়গণের মনে একই ভাবে জাগরিত থাকিবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।' *জসীম*, ১৯২৭।

রোজকী [ফা রোজ>] *বিণ* দৈনিক। 'এক জালা তাড়ী রোজকী মৌতাতের উটনো বন্দবস্ত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রোজনামচা [ফা] *বি* দিনলিপি। 'কেমন করে অত পাকা কথা লিখতে পেরেছিলাম রোজনামচায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

রোজনামা [ফা] *বি* দিনলিপি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রোজ রোজ [ফা] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'রোজ রোজ দেরি করে আসে, পড়াতে দেয় না ও তো মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

রোজ হাসর [ফা রোজ+আ হাশর] *বি* ইসলামি মতে শেষ বিচারের দিন। 'রোজ হাসরের ময়দানেতে ...।' *জসীম*, ১৯৩১।

রোজা *বি* দৈনিক মজুরি। 'তবে ফিমাহা ৫ পাছ রোজা কাটা জাইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

রোজ[2] [ই] *বি* গোলাপ। 'আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'চাঁপা, ডেইজি, ভায়োলেট? রোজ, টিউলিপ, ড্যাফোডিল?' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রোজকার[1] [ফা রোজগার] *বি* রোজগার; উপার্জন। 'বাবাকে আর এক পয়সা রোজকার করতে হয়নি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

রোজকার[2] *দ্র* রোজ[1]

রোজগার [ফা] *বি* উপার্জন। 'বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'যা রোজগার করত তা সব শুঁড়ির পায়ে ঢেলে আসত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রোজগার-পাতি *বি* আয়-উপার্জন। 'রোজগার-পাতিও মন্দ করে না।' *মানিক*, ১৯৩৬।

রোজগারি ১ *বি* আয়ের অর্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* উপার্জনকারী। 'আর-এক ভাই সংসার পাতলে অফিসে গেল রোজগারি হল।' *অবন*, ১৯২৫।

রোজগারী *বিণ* উপার্জনশীল। 'তোমার অমন রোজগারী পুতের এমন অসুখ দিলে, আল্লা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রোজগেরে *বিণ* উপার্জনকারী। 'সহরের দেবতারা পর্যন্ত রোজগেরে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রোজা[1] [ফা] *বি* ইসলামের ধর্মীয় বিধি অনুসারে সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস। 'রোজা নেমাজ না জানিএগ্রা বোলাইল গোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রোজাদার [ফা] *বি* ইসলাম ধর্মমতে উপবাস পালন করে যে। 'জুম্মা দিনে নৃপতি হইয়া রোজাদার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রোজা-পালিনী [ফা রোজা+স পালিনী] *বিণ স্ত্রী* রোজা পালন করে এমন। 'সুবিনীতা, বশংবদা, রোজা-পালিনী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

রোজা[2] [স উপাধ্যায়] *বি* ভূত-প্রেত ছাড়ানোর মন্ত্র জানে যে; ওঝা। 'বাদ্যা রোজা পড়য়ে ঝাঁপান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রোঝা [স উপাধ্যায়] *বি* ওঝা। 'ওঝা রোঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

রোজারু [প] *বি* এক রকমের অলঙ্কার। 'সোনার রোজারু ১ ছড়া।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

রোএগ্রা [স রোদন>] *ক্রি* কান্না করা; কাঁদা। **রোএগ্রা** *ক্রি* কাঁদি। 'মনে মনে ঝাখএগ্রা রোএগ্রা বদন ঝাঁপাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রোট [হি রোটী] *বি* ঘি আটা ও চিনি মিশ্রিত খাবারবিশেষ। 'এক একদিন অপরাহ্নে ... রোট ভোগ দেওয়া হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

রোটি [স রোটিকা; হি রোটী] *বি* গম অথবা চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি শুকনা খাবার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রোণা [হি রোনা] *বি* রোদন; কান্না। 'শৃঙ্খলে বাজে শোনো রোণা রিণ ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

রোদ [স রৌদ্র] *বি* সূর্যের আলো। 'রোদের ছটা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

রোদ-খাওয়া *বিণ* রোদে ঝলসানো। 'রোদ-খাওয়া সরষের তেলে মজে উঠত ইঁচড়ের আচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রোদদগ্ধ [স রৌদ্রদগ্ধ] *বিণ* রোদে উত্তপ্ত। 'রোদদগ্ধ দিন খরখর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

রোদ-পাকা *বিণ* রোদে পাকা। 'রোদ-পাকা আধ-ভাঁশা ডালিম।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রোদ পোহানো ১ *ক্রি* রোদের তাপ উপভোগ করা। 'রোদ পোহাতে ডাঙায় উঠি, হাওয়াটি খাই চোখ বুজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বিণ* অলস; রোদের উত্তাপ উপভোগে রত। 'রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো ভেসে ভেসে বেড়ালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রোদমাখা *বিণ* রৌদ্র-উজ্জ্বল। 'হঠাৎ ছড়িয়ে দিয়ে রোদমাখা উৎসুক দিগন্ত।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

রোদ-শ্মশান *বি* রোদরূপ শ্মশান। 'ফাঁকির ফানুস ছাই হলো তোর, খুঁজিস এখন রোদ-শ্মশান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রোদ-সোহাগি *বিণ* রোদের উত্তাপের জন্য লোলুপ। 'রোদ-সোহাগি পউষ-প্রাতে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রোদেপোড়া *বিণ* তামাটে। 'রোদেপোড়া আমার রঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রোদেলা *বিণ* রোদ রয়েছে এমন। 'স্বাধীনতা তুমি রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।' *শামসুর*, ১৯৭২।

রোদন [স] *বি* কান্না। 'বিদ্যাপতি কহ নীত অব রোদন নহ সমুচীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তারে কী বলিব আমী কি বলিআ রহাব রোদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তরাসে রোদন করে সাধুর নন্দন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রোদনকারিণী [স] *বি স্ত্রী* কান্নারত নারী। 'রোদনকারিণীকে দেখিতে পাইতেছি না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রোদন-জাগা *বিণ* কান্না জাগায় এমন। 'রোদন-জাগা সেতুহারা অসীম শূন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রোদনধ্বনি [স] *বি* কান্নার সুর। 'রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'রাধার রোদনধ্বনি বহ যথা ব্রজকুলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রোদনপরা [স রোদনপ্রায়] *বিণ স্ত্রী* কাঁদছে এমন। 'রায়ের গৃহিণী ... বিপদ সাগরে মগ্না খিদ্যমানা রোদনপরা শোকাকুলা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রোদনবদন [স] *বি* কান্নাভেজা মুখ। 'শুনি রাজকন্যা বলে রোদনবদনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রোদন-ভরা *বিণ* কান্নাময়। 'রোদন-ভরা এ বসন্ত কখনো আসেনি বুঝি আগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রোদনরব [স] *বি* কান্নার শব্দ। 'কাতর রোদনরবে ফাটে পাষাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রোদনশব্দ [স] *বি* কান্নার আওয়াজ। 'তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অসম্ভাবিত রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রোদনস্ফীত [স] *বিণ* কান্নাজনিত কারণে ফুলেছে এমন। 'অন্নপূর্ণার রোদনস্ফীত চক্ষু দেখিবামাত্র অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

রোদনা *বি* ক্রন্দন; কান্না। 'কোলেতে না রহে পুনি করএ রোদনা।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'ভাষাহারা মম বিজন রোদনা প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রোদনানুকারী [স] *বিণ স্ত্রী* কান্না অনুকরণকারিণী। 'সেইরূপ রোদনানুকারী স্বর শুনিব।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রোদনের বাণী *বি* কান্নার বাণী। 'আকাশে বাতাসে তব নাম লয়ে ওঠে রোদনের বাণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রোদনের সুরধুনী *বি* কান্নার নদী। 'অন্তর শিলাতলে রোদনের সুরধুনী সুর হয়ে বহে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রোদা [স রোদন>] *ক্রি* কান্না করা। **রোদএ** *ক্রি* ক্রন্দন করে। 'উহু উহু বুলি পাপী রোদএ নিরন্তর।' *সুলতান*, ১৭০০। **রোদিতি** *ক্রি* রোদন করে। 'সঘন রোদিতি, বদতি পতি প্রতি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রোদ্দিলা [আ রদ্দী>] *বিণ* বাজে; নিকৃষ্ট। 'ভালো এহাও রোদ্দিলা সার পদার্থো তিনি নহেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

রোদ্দুর, রোদ্‌দুর [স রৌদ্র] *বি* রোদ। 'ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়ক তলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'হেমন্তের সকাল বেলাকার রোদ্‌দুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রোদ্দুরলিপ্ত *বিণ* রোদমাখা। 'এখনো রোদ্দুরলিপ্ত পাতা শিহরিত হয়।' *শামসুর*, ১৯৭২।

রোধ [স রুধ্>] **১** *বি* বন্ধ। 'অতি ঘোর কল্লোল শব্দে কর্ণ রোধ হওনের গোছ।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* অবরোধ। 'শালবাহনের পুরী গৃহ রোধ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৩** *বি* বাধা। 'বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্দ্ধগামী জনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৪** *বি* প্রতিরোধ। 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ।' *বেগম*, ১৯৭২।

রোধঃ [স] *বি* তীর; তট। 'যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রোধা [স রুধ্>] **১** *ক্রি* গতি রোধ করা। 'তোষিহ রাধার মনে আক্ষে যবেঁ রোধিব বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিবারণ করা। 'প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **রোধিব** *ক্রি* বিরত করবো। 'তোষিহ রাধার মনে আক্ষে যবেঁ রোধিব বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রোধিয়াছি** *ক্রি* রোধ বা বন্ধ করেছি। 'মায়াবলে আমি রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রোনা [হি] *বি* রোদন। 'সারা রাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিটনা করি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'আমার সে দেরেগ মাখা রোনা শুনে আর কী হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রোন্ধা [স রুধ্>] *ক্রি* রোধ করা। **রোন্ধসি** *ক্রি* রোধ করছিস। 'জাইবার না দিলি মথুরার হাটে ল দানছলে রোন্ধসি বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রোপণ [স] **১** *বি* চারা মাটিতে পোতা। 'এক পড়ামুনিয়া এক কৃষিকে শণ রোপণ করিতে দেখিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* স্থাপন। 'সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ করিতে চাহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রোপন [স রোপণ] *বি* মাটিতে পোতা; বপন। 'রোপন করিতে গাছ সে হইল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রোপিত [স] *বিণ* প্রোথিত। 'অগ্রে তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজ রোপিত হউক।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

রোপা [স রোপি>] *ক্রি* রোপণ করা। 'রোপলহ পহু লহ লতিকা আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রোপল** *ক্রি* রোপণ করলো। 'আদলি উপরে কেবা কদলী রোপল রে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **রোপলহ** *ক্রি* রোপণ করলে। 'রোপলহ পহু লহ লতিকা আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রোপিল** *ক্রি* রোপণ করলো। 'যে রোপিল প্রেমাঙ্কুর যে সেচিল বারি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **রোপে** *ক্রি* রোপণ করে। 'আঁতরে পাঁতরে রোপে কলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোববার [স রবি+ফা বার] *বি* রবি বার। 'বর্ষশেষ আর দোল ত দেখি রোববারেতেই পড়ল দুটি।' *সুকুমার*, ১৯২০।

রোম¹ *বি* লোম। 'রোমকূপে রক্তোদ্‌গম দন্ত সব হালে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ধবল রোমের নিচে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রোমকূপ [স] *বি* লোমকূপ; লোমের গোড়ার ক্ষুদ্র ছিদ্র। 'রোমকূপে রক্তোদ্‌গম দন্ত সব হালে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মৃত্যুর প্রবেশপথ প্রতি রোমকূপে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

রোমপুট [স] *বি* লোমকূপ। 'মোর ঠোঁটে, রোমপুটে।' *জীবন*, ১৯২৭।

রোমরাজী [স রোমরাজি] *বি* লোমসমূহ। 'রোমরাজী তাত আতয়ীগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রোমশ [স] **১** *বিণ* লোমে আচ্ছন্ন। 'যে সকল জন্তুর শরীরের চর্ম রোমশ, অর্থাৎ রোমে আবৃত ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বিণ* ঝোপাওয়ালা। 'শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে।' *জীবন*, ১৯৪২।

রোমস [স রোমশ] *বিণ* লোমপূর্ণ। 'গান্ধারি মেষের ন্যায় রোমস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রোমহর্ষ [স] **১** *বি* শিহরণ। 'আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। 'তুমি সখী ডুবে যাবে মুহূর্তেই রোমহর্ষে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* রোমাঞ্চ। 'কেবল পিপাসা আছে রোমহর্ষ আছে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

রোমহর্ষক [স] *বিণ* দুর্দান্ত। 'সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম.এ.।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রোমহর্ষণ [স] *বিণ* লোমহর্ষকর; গায়ে কাঁটা দেয় এমন। ' ... কী রকমের একটা রোমহর্ষণ প্রমাদ-প্রহেলিকা উপস্থিত হয়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রোমাবলী [স] *বি* লোমসমূহ। 'রোমাবলী কিরিপানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রোম² [ই] *বি* ইতালির রাজধানী। **রোমক ১** *বিণ* রোম দেশীয়। 'রোমক শাস্ত্রানুসারেও তদ্দেশীয় বীরবিশেষ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'গ্রীক ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* রোম দেশের অধিবাসী। 'প্রাচীন রোমক ও যুনানীদিগের কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা ... অন্যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রোমক দেশীয় *বিণ* রোমদেশের। 'রোমক দেশীয় কোন নীতিপ্রদর্শক নির্দেশ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

রোমবাসী *বি* রোমের অধিবাসী। 'রোমবাসীদিগের উৎকৃষ্ট সমর-কৌশল ও রাজনীতির প্রভাবে ... সীরিয়া অধিকৃত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রোমীয় ১ *বি* রোমান জাতি। 'রোমীয়দিগের বাহুবলে জগৎ কম্পিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* রোমদেশীয়। 'রোমীয়রা প্রায় এক সময়েই সভ্য ছিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'রোমীয় সভ্যতা লোপের পর ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রোমন্থ [স] *বি* রোমন্থন; জাবর কাটা। 'কুররীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে রোমন্থ করিতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রোমন্থক [স] *বিণ* রোমন্থনকারী। 'জাদুঘরে রোমন্থক মহাকাল আপনারে পরিপাক করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

রোমন্থন [স] **১** *বি* জাবর কাটা। 'একটা গাভী শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। **২** *বি* পুনঃপুন স্মরণ বা চর্চা। 'রিয়ালিজমের চর্বিতচর্বণ রোমন্থন করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'কূটতর্কপূর্ণ ন্যায়শাস্ত্রে রোমন্থন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

রোমন্থনরত [স] *বিণ* জাবর কাটছে এমন। 'চোখ বুজিয়া রোমন্থনরত গাভীর মত অতীত-জীবনের জট খোলে সে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রোমাঞ্চ [স] *বি* শিহরণ। 'স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ অশ্রু গদগদ বৈবর্ণ্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রোমাঞ্চ হতেছে মোর খসিছে কাঁচলি ডোর।' *ভারত*, ১৭৬০।

রোমাঞ্চকর [স] *বিণ* শিহরণ জাগায় এমন। 'খৃস্টশতাব্দীর আরম্ভ কালে ভারত-ইতিহাসে একটা রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'উপরে ওঠা নীচে নামা কী রোমাঞ্চকর রোমান্স।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'সত্যিই ভারী রোমাঞ্চকর ঘটনা।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রোমাঞ্চজনক [স] *বিণ* চমক জাগানো। 'কেবলমাত্র রোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খণ্ডনপূর্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রোমাঞ্চন [স] *বিণ* রোমাঞ্চিত। 'শুনি সুরগণ হলে রোমাঞ্চন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রোমাঞ্চময় [স] *বিণ* শিহরণ জাগায় এমন। 'কলকাতার সেই প্রথম দিনের দুপুরটা যেমন রোমাঞ্চময় লেগেছিল।' *বিমল*, ১৯৫৩।

রোমাঞ্চিত [স] *বিণ* পুলকিত। 'সে জনে দেখিবামাত্র রোমাঞ্চিত কায় লো।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রোমাঞ্চিয়া *ক্রিবিণ* রোমাঞ্চিত হয়ে। 'চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া তরঙ্গ সিন্দুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

রোমান [ই] *বিণ* রোম সংক্রান্ত। 'নেবোরের রোমান ইতিহাস ... পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। *দ্র* রোম²

রোমান-কাথলিক [ই] *বি* সবচেয়ে পুরোনো খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায়। 'খৃষ্টধর্ম দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত – রোমানকাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'খ্রীষ্টান – রোমান-কাথলিক, প্রোটেষ্টান্ট, ইত্যাদি।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

রোমান ভাষা *বি* রোমান জাতির ভাষা। 'দুইটিতে রোমান ও ইতালীয় ভাষার প্রচলন।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

রোমান্টিক, রোমাণ্টিক [ই] **১** *বিণ* আবেগধর্মী। 'রিয়ালিস্টিক সাহিত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বিণ* কল্পনাবিলাসী। 'তরুণীরা সবাই রোমান্টিক হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৩** *বি* ভাববিলাসী যে। 'চিরাগত রীতির বাইরেই রোমান্টিকের লীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৪** *বিণ* প্রেমমূলক। 'রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনী রসের জিনিস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৫** *বিণ* আবেগ সৃষ্টিকারী। 'অমানুষিক অত্যাচারের রোমান্টিক কাহিনী।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

রোমান্টিকতা *বি* আবেগময়তা। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অত্যুৎকৃষ্ট রোমান্টিকতার লক্ষণাক্রান্ত।' *হাই*, ১৯৫৪।

রোমান্টিসিজম, রোমানটিসিজম [ই] *বি* কল্পনাবিলাসিতা; ভাবকল্পনার মাধ্যমে অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষাপূরণ সংক্রান্ত সাহিত্যিক মতবাদ; ভাবকল্পনাবাদ। 'ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজম-এর মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'রোমানটিসিজমের হিপনোটিজমে মুগ্ধ আছেন বলেই আপনি বাস্তবকে দেখতে পাচ্ছেন না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

AMARBOI.COM

রোমান্স, রোম্যান্স [ই] ১ *বি* উত্তেজনাকর অ্যাডভেঞ্চার। 'ইংরেজিতে যাহাকে বলে রোম্যান্স। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'রামায়ণ, সেটি হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান রোমান্স।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বি* উত্তেজনা। 'উপরে ওঠা নীচে নামা কী রোমাঞ্চকর রোমান্স।' *মানিক*, ১৯৩৭।

রোমাল [ফা রুমাল] *বি* রুমাল। 'এক এক রোমাল যদি বখ্‌শহ সবারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রোম্যান্টিক *বিণ* ভাববিলাসী। 'আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক, সে কথা মানিয়া লই, রসতীর্থ পথের পথিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

রোয়দাদ, রোয়েদাদ [ফা রয়দাদ] ১ *বি* সিদ্ধান্ত; রায়। 'দালালের সহিত কোন মোকদ্দমা রোয়দাদ হয় ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* ভাগ-বাঁটোয়ারা। 'অনেকমত মনকসা রোয়েদাদ হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

রোয়দাদি [ফা রয়দাদ>] *বিণ* সিদ্ধান্ত মোতাবেক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রোয়া[1] [স রোদন>] *ক্রি* রোদন করা। **রোএ** *ক্রি* কাঁদছে। 'অনু মুখসসি ডরে রোএ অঁধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রোয়া[2] [স রোপি>] *ক্রি* রোপণ করা। 'রুইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **রোএল** *ক্রি* স্থাপন করলো। 'রোএল ঘট উচল কএ ঠাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রোয়ানো *বিণ* রোপণকৃত। 'অযত্নে রোয়ানো ঝোপ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রোয়াক [আ] *বি* ঘরের সামনের খোলা জায়গা বা বারান্দা। 'বেণীবাবু রোয়াকে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। দ্র **রক**

রোরুদ্যমান [স] *বিণ* অবিরাম বা উচ্চকণ্ঠে কান্নারত। 'মৃতপতির কণ্ঠ ধরিয়া রোরুদ্যমানা হইয়া ... বিলাপ করিতে লাগিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'রামচন্দ্র ... কখনো রোরুদ্যমান হইতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া।' *শরৎ*, ১৯১৩।

রোরুদ্যমানা [স] *বিণ স্ত্রী* কান্নারত। 'মৃতপতির কণ্ঠ ধরিয়া রোরুদ্যমানা হইয়া ... বিলাপ করিতে লাগিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

রোল[1] [স রব] ১ *বি* গুঞ্জন। 'হোত সুললিত গুণী ভ্রমরের রোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ধ্বনি। 'জোলাহাটী হইল কান্দনের রোল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রোলকান্না *বি* চিৎকার করে কান্না। 'কান্না ব্যাপারটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা রোলকান্না, মড়াকান্না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

রোল[2] [ই] *বি* নামের ক্রমিক তালিকা। 'রোল কলের অর্থাৎ হাজিরা দেবার সময় হল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রোলকল [ই] *বি* উপস্থিতি পরীক্ষা করতে ক্রমিক নম্বর ধরে ডাকা। 'রোল কলের অর্থাৎ হাজিরা দেবার সময় হল।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'হেডমাস্টার মশাই রোলকল করে চলেছেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রোল[3] [ই] *বি* বেলনাকারে পাকানো কোনো বস্তু। 'বাথরুমের তাকে একটা তুলোর রোল।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

রোলার [ই] *বি* গোলাকার পেষণযন্ত্রবিশেষ। 'শুয়ে পড়ে রোলারের মতো গড়াতে লাগল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রোলারুলি *বি* হুলুস্থুল। 'তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দ্যাখেন, একেবারে রোলারুলি কাণ্ড।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

রোশনচৌকি [ফা] *বি* বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঐকতানবাদ্য। 'অমনি ঢোল, রোশনচৌকি, ইংরাজী বাজনা উঠিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রোশনচৌকিওয়ালা [ফা রোশনচৌকি+হি ওয়ালা] *বি* বাদকদল 'রোশন-চৌকিওয়ালাকে বুঝি একেবারে ফাঁকি দেবার মতলব। *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রোষোনচৌকী, রোসনচৌকী [ফা] *বি* বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সৃ ঐকতান। 'ইঙ্গরাজী বাজা রোসনচৌকী গেলাসের ঝাড়।' *দর্প* ১৮২৫; 'চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি ষাইটেক ঢাক মায় রোষোনচৌ শানাই ভোড়াং ও ভেঁপু।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রোশনাই [ফা রওশনী] ১ *বি* আতশ বাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠান 'রোশনাই করিয়া অনেক টাকা ব্যয় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ আলোর উজ্জ্বলতা। 'উদয় নিশান করি দেহ রোশনাই।' *মাহেন* ১৯৪৯। দ্র **রোসনাই**

রোশনি [ফা রওশন>] ১ *বি* ঔজ্জ্বল্য। 'সূর্য উঠেছে – সাদা বরফে উপর সে রোশনির দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না।' *মুজতব* ১৯৪৯। ২ *বি* আলো। 'রোশনি কোথায়? রোশনি চাই।' *ওয়াল* ১৯৬২।

রোশি শালা [হি রসোই>] *বি* রসুই ঘর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রোষ [স] *বি* ক্রোধ। 'উমত সবরো গরুআ রোষে।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

রোষকটাক্ষপাত [স] *বি* ক্রোধাত্মক দৃষ্টি। 'তাঁহাদের স্থূলগুড়ি রোষকটাক্ষপাত হইতেও আমরা বঞ্চিত।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

রোষকষায়িত [স] *বিণ* রাগে লাল। 'তখন আমার পা রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে চেয়ে ধূম্র উদ্‌গিরণ করতে লাগল *নজরুল*, ১৯২৭; 'তাকালুম রোষ-কষায়িত লোচনে কৃষ্ণার চোখে দিকে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রোষকষায়িতনেত্র [স] *বি* রাগে লাল চোখ। 'রোষকষায়িতনে পুরোহিতকে ধমকানি লাগায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

রোষজুত [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'রোষজুত পুরন্দর দেখি বালা নীলা অঞ্জলি করিয়া নিল পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রোষণা [স রোষ>] *বিণ* রাগান্বিত। 'ক্রোধমতি গুরুবর বিষ রোষণা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রোষদাহ [স] *বি* রাগের আগুন। 'অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখি অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রোষদীপ্ত [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'রোষদীপ্ত দৃষ্টি তব বিঁধে মোর মর্মস্থ সদা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রোষবহ্নি [স] *বি* রোষ বা ক্রোধের আগুন। 'ফেলু মিঞা রোষবহ্নির ভয়?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রোষশান্তি [স] *বি* রাগের প্রশমন। 'চারুর রোষশান্তি ও উৎসাহবিধা করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

রোষস্ফীত [স] *বি* ক্রোধে ফুলে উঠেছে এমন। 'একটা প্রকাণ্ড হিং দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফ-জোড়াটার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রোষাগ্নি [স] *বি* ক্রোধের আগুন। 'কেন নিবাইবে এ রোষা অশ্রুনীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রোষানল [স] *বি* ক্রোধের আগুন। 'সতত বিবাদে মত্ত, পু রোষানলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রোষান্বিত [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'বাদসাহ মহা রোষান্বিত।' *রামরা* ১৮০১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোষাবিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্রুদ্ধ হয়েছে এমন। 'তিনি রোষাবিষ্টা গৃহিণীর মতো ... ছুটে আসবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রোষাভাস [স] *বি* ক্ষোভ প্রকাশ। 'বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈল ভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রোষামর্ষ [স রোষ-অমর্ষ] *বি* রাগ-ক্রোধ। 'ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোষামর্ষ আদি সৈন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রোষায়িত [স] *বিণ* রোষযুক্ত। 'সারেঙ্গের চোখ রোষায়িত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

রোষারোপ [স] *বি* ক্রোধ। 'শোকাবেগের পরিবর্তে রোষারোপ স্থান লাভ করলে।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

রোষে ত্রাসে *ক্রিবিণ* রাগে ও ভয়ে। 'রোষে ত্রাসে, উর্ধ্বশ্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে/ উন্মাদ গর্জনে ফাটিয়া ফুটিয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রোষা [স রোষ] *ক্রি* রাগ হওয়া। **রোষিব** *ক্রি* রাগ হবে। 'সুণী তোক রোষিব কাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রোষিল** *ক্রি* রাগান্বিত হলো। 'শুনিআ এজিদ নাম অধিক রোষিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রোষিলি** *ক্রি* রুষ্ট হয়ে। 'রোষিলি রাধিকা দিল খর বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রোষু** *ক্রি* রুষ্ট হোক; রাগ হোক। 'সঙ্কোঞিঁ চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রোষুম সুরাত [ফা রওশন+আ সুরাত] *বি* সুন্দর চেহারা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

রোষ্ট [ই] *বি* মসলাসহ শুকনা করে ভাজা মাংসের রান্নাবিশেষ। 'রোষ্ট মটন এবং কটলেট নামক সুগন্ধ কুসুমরাশি রাখিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

রোস [স রোষ] *বি* রোষ। 'রোস ছড়াএ বঢ়াওল হাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রোসন [ফা রওশন] *বি* রোশনাই। 'ধরের ভিতর মুদ্রা করিছে রোসন।' *সুলতান*, ১৭৫০।

রোসনকোশা [স লশুন] *বি* রসুন। 'হইল মধুমরিচ রোসনকোশা তাহে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রোসনাই [ফা রওশন>] *বি* রোশনাই; আলোকসজ্জা। 'তাহার রোসনাই কি মত হইয়াছিল।' *কেরি*, ১৮০২। দ্র **রোশনাই**

রোসা *ক্রি* থামা; অপেক্ষা করা। 'রোস খাওয়াচ্ছি।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **রোসো** *ক্রি* অপেক্ষা করো। 'রোসো, একটু ভেবে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

রোসাঙ্গ *বি* বার্মার পূর্ব নাম। 'রোসাঙ্গ ঈশ্বর পূর্বে সুধর্মা নৃপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রোসাঙ্গী *বি* বার্মার রোসাঙ্গ অঞ্চলের অধিবাসী। 'চট্টগ্রামে রোসাঙ্গী, দাঁড়ালিয়া, সরালীয়া।' *এসলাম*, ১৯১৮।

রোসুম [স লশুন] *বি* রসুন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রোস্ট [ই] **১** *বিণ* শুষ্ক। 'রুটি দুটো দেখছি শুকিয়ে দিব্যি রোস্ট হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* মসলাসহ শুকনা করে ভাজা মাংসের রান্নাবিশেষ। 'রোস্ট খেতে খেতে ... একবার তাকাল।' *জীবন*, ১৯৩২; 'ওরা ডিশের পর ডিশ পোলাও আর রোস্ট শেষ করে ...' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রোহিণী [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'শুভ তিথি ত্রিদেসি রোহিণী সহিত শশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রোহিণী গিয়াছে চলি চাঁদ কাঁদে একা একা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রোহিণীরমণ [স] *বি* চাঁদ। 'কিবা হবে রোহিণীরমণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রোহিত[১] [স] *বি* হরিণবিশেষ। 'মহিষ ছাগ মেষ রোহিত রাজহংস শতেক দিল বলিদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রোহিত[২] [স] *বি* রুই মাছ। 'তিনি রোহিত মছ্যো হইয়া ...' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

রোহিত মৎস্য *বি* রুই মাছ। 'এমন কি সফরী অপেক্ষা রোহিত মৎস্যের মূল্য অধিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রোহিত মাছ *বি* রুই মাছ। 'রোহিত মাছের মতোন চল, লাফিয়ে ফাটায় পায়ের মাটি।' *জসীম*, ১৯২৯।

রোহিত-মৃগেল *বি* রুই ও মৃগেল মাছ। 'রোহিত-মৃগেল আনি ছেঁকে রে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রোহিত[৩] [স] *বিণ* লোহিত; রক্তবর্ণ। **রোহিতাক্ষ** [স] *বি* রক্তবর্ণের চোখ। 'রোহিতাক্ষে রম্ভাকে কহেন রুষ্ট হৈয়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রোহেল *বিণ* রোহিলাখণ্ডের অধিবাসী। 'উজবেগ রোহেল রাজপুত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রৌজা [আ রওজা] *বি* সমাধি। 'তাজবিবির রৌজা – পাথরে-গাঁথা মস্ত একটা কবরের ঢাকনা মাত্র।' *অবন*, ১৯২৫।

রৌদ [স রৌদ্র] *বি* রোদ। 'শরত সমএ রৌদ সহিতেঁ না পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রৌদেঁ [স রৌদ্র] *বি* রোদ; সূর্যকিরণ। 'শরতের রৌদেঁ রাধা বড়ায়ি বিকলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রৌদ্র[১] [স] *বি* রোদ। 'রৌদ্রে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাও।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রৌদ্রকঠিন [স] *বিণ* প্রখর রোদে তাতানো। 'কী দেখলে তুমি? রৌদ্রকঠিন হাওয়ার অট্টহাসি।' *নীরেন*, ১৯৫০।

রৌদ্রকণা [স] *বি* সূর্যের আলোকবিন্দু। 'পোকার মতো ঝরে রৌদ্রকণা।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

রৌদ্রকিরণ [স] *বি* সূর্যের আলো। 'বটপত্রের উপরে রৌদ্রকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

রৌদ্রচকিত [স] *বিণ* উজ্জ্বল রোদে কম্পিত। 'রৌদ্রচকিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রৌদ্রছায়া [স] *বি* রোদ এবং ছায়া। 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রৌদ্রজল [স] *বি* রোদ ও জল। 'কোনখানে রৌদ্রজল কোনখানে ছায়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রৌদ্র-ঝলোমল *বিণ* খুব উজ্জ্বল। 'জীবন যখন রৌদ্র-ঝলোমল।' *নীরেন*, ১৯৪৯।

রৌদ্রঢালা *বিণ* রোদে স্নাত। 'রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রৌদ্রতপ্ত [স] **১** *বিণ* উষর। 'রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* রোদের তাপে উত্তপ্ত। 'ফাল্গুনের রৌদ্রতপ্ত তৃষিত মাটিতে সে ঝড় কাঁপন তুলেছিল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রৌদ্রতাপ [স] *বি* রোদের উত্তাপ। 'অসহ্য রৌদ্রতাপে ...' *বিভূতি*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৩১।

রৌদ্রদগ্ধ [স] *বিণ* সূর্যতাপে তপ্ত। 'রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রৌদ্রদাহ [স] *বি* সূর্যের তাপ। 'পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রৌদ্রদীপ্ত [স] *বিণ* রোদ দ্বারা দীপ্তিমান। 'চন্দ্র রৌদ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রৌদ্রনিবারণ [স] *বি* রোদ থেকে রক্ষা। 'রৌদ্রনিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রৌদ্রপাণ্ডু [স] *বিণ* রোদে বিবর্ণ। 'চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রৌদ্রপায়ী [স] *বিণ* রৌদ পান করে এমন; আলোকপিয়াসী। 'মরণ-ভীরু রৌদ্রপায়ী জানি প্রাণের লীলা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

রৌদ্রপীত [স] *বিণ* সূর্যের কিরণে হলুদ। 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রৌদ্র-বসনী [স] *বিণ* রোদের উজ্জ্বল রঙের মতো বস্ত্র-বিশিষ্ট। 'তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে, রৌদ্র-বসনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রৌদ্রবিশুষ্ক [স] *বিণ* রোদে শুকিয়ে গেছে এমন। 'রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রৌদ্রবৃষ্টি [স] *বি* রোদ ও বৃষ্টি। 'রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে চন্দ্রনাথবাবু আমাকে পড়াতে এসেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রৌদ্রময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* আলোকোজ্জ্বল। 'যেন রৌদ্রময়ী রাতি ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রৌদ্রমলিন [স] *বি* রোদে মলিন। 'রৌদ্রমলিন নয়নে ঘুমাও।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রৌদ্র-মাখানো *বিণ* রৌদ্রময়। 'রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রৌদ্র-মাতাল *বিণ* রোদ দেখে আত্মহারা। 'রৌদ্র-মাতাল মৌমাছিগুলা/ মূর্চ্ছি পড়িছে শিরীষ-মূলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

রৌদ্ররঞ্জিত [স] *বিণ* রোদে উজ্জ্বল। 'এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্মৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রৌদ্ররথ [স] *বি* রোদরূপ রথ। 'দিন ছুটেছে রৌদ্ররথে শহরগ্রামে সাগরে-বন্দরে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

রৌদ্ররশ্মি [স] *বি* সূর্যকিরণ। 'জ্ঞানের তীব্র রৌদ্ররশ্মি।' *ফজলল*, ১৯১৩।

রৌদ্ররস [স] *বি* কাব্যের রসবিশেষ। 'ধর রৌদ্ররসকে একটা নবতাল বা দশতাল মূর্তির আধার গড়ে ধরে আনলেন রচয়িতা।' *অবন*, ১৯২৫।

রৌদ্রলাগা *বিণ* রোদযুক্ত। 'গাছের সতেজ পাতায়, রৌদ্রলাগা, বৃষ্টিমোছা দেয়ালে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

রৌদ্রশুভ্র [স] *বিণ* সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল। 'রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রৌদ্র-সেবন [স] *বি* রোদ পোহানো; রৌদ্রস্নান। 'পরে কিয়ৎকাল ভ্রমণ ও রৌদ্র-সেবন করি।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

রৌদ্রস্নাত [স] *বিণ* গায়ে রোদ লাগিয়েছে এমন। 'কেহ বা রৌদ্রস্নাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রৌদ্রস্নান [স] *বি* অনাবৃত দেহে রোদ লাগানো। 'দিনের বেলাটায় প্রয়াগের গঙ্গাস্নানের মেলার মতো ইংরেজদের রৌদ্রস্নানের মেলা বসে।' *হাই*, ১৯৫৮।

রৌদ্রহর [স] *বিণ* রোদ ঢেকে দেয় এমন। 'রৌদ্রহর মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝাকালো করো দিগন্তল।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

রৌদ্রহীন [স] *বিণ* রোদ নেই এমন। 'ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে জীবনের অনন্ত আলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

রৌদ্রাতুর [স] *বিণ* রোদে কাতর। 'রৌদ্রাতুর ক্ষীণাঙ্কুর উপড়ে ফেলতে বেশী টানাহেঁচড়া করতে হল না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রৌদ্রালোক [স] *বি* রোদের কিরণ। 'রাইফেলের সঙ্গীনগুলো চক চক করছে রৌদ্রালোকে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রৌদ্রালোকিত [স] *বিণ* রোদের আলোতে উজ্জ্বল। 'এই রৌদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রৌদ্রোজ্জ্বল [স] *বিণ* রোদের আলোয় দীপ্তিময়। 'এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালবেলাটা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রৌদ্রোত্তপ্ত [স] *বিণ* রোদের তাপে উত্তপ্ত। 'সিমলের সেই রৌদ্রোত্তপ্ত বারান্দা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রৌদ্রোদ্ভাসিত [স] *বিণ* সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত। 'মাথার ওপরে রৌদ্রোদ্ভাসিত নীলাকাশ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

রৌদ্র[2] [স] *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রৌদ্রী *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রৌদ্রী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রৌপ্য [স] **১** *বি* ধাতুবিশেষ। 'বসন ভূষণ সোনা রৌপ্য অলঙ্কার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সাদা। 'নরমেধ প্রলয়ের শিখা প্রতিভাত করি তার রৌপ্য স্তনতটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

রৌপ্যচক্র [স] *বি* রুপার চাকা। 'সে দিনও সর্ব্বসুখময় পরমপবিত্রমূর্ত্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রৌপ্য-চাকা *বি* রুপার চাকা; টাকা। 'বেনের রৌপ্য-চাকায়, কী লাজ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রৌপ্যচূর্ণ [স] *বি* জ্যোৎস্নার রুপালি রঙের আলোক-কণা। 'সে-চন্দ্রের রৌপ্যচূর্ণ আমার জীবনে ছিল পরম নির্ভয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রৌপ্য জুবিলী [স রৌপ্য+ই জুবিলি] *বি* ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'রাজত্বকাল পঁচিশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রৌপ্য জুবিলী বা রজত জয়ন্তী মহোৎসব সুসম্পন্ন হইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

রৌপ্যধারা [স] *বি* রুপার স্রোত। 'গলিত রৌপ্যধারার মত স্বচ্ছ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রৌপ্যপদক [স] *বি* রুপানির্মিত পদক। 'লীগের পক্ষ থেকে রৌপ্যপদক উপহার প্রদান করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭২।

রৌপ্যফলক [স] *বি* রুপা দিয়ে বাঁধানো ফলক। 'বাণের রৌপ্যফলকে বিঁধে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রৌপ্যবিনির্মিত, রৌপ্যবিনির্ম্মিত [স] *বিণ* রুপা দ্বারা তৈরি। 'রৌপ্যবিনির্ম্মিত আলবোলা গুড়গুড়ি আদি হুকা ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রৌপ্যমন্ত্র [স] *বি* টাকার মোহ। 'পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রে সেই পথবর্তী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রৌপ্যময় [স] *বিণ* রুপা দিয়ে তৈরি। 'এক রৌপ্যময় গাড়ু প্রদান করা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

রৌপ্যশক্তি [স] *বি* অর্থবল। 'নগদ অর্থের অধিকারী কোন হিন্দু বেনিয়ার সাথে প্রতিযোগিতার রৌপ্যশক্তি।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রৌমানী *বি* রোম দেশের অধিবাসী। 'এই বসতে আবাদ ছিল রৌমানী-ইউনানী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রৌরব [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) নরকবিশেষ। 'কোটিজন্ম হইবে তোর রৌরবে পতন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* নরক-যন্ত্রণা; অসহনীয় যাতনা। 'শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব/ ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব।' *ভারত*, ১৭৬০।

রৌর্দুর [স রৌদ্র] *বি* রোদ। 'রৌর্দুরেতে মাথা ফাটে/ হাত দিয়ে পাত চাটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রৌশন [ফা রওশন] **১** *বি* আলো। 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন রৌশন করিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* উজ্জ্বল। 'কার হবে আর রৌশন এমন জামাল।' *নজরুল*, ১৯২২। দ্র **রওশন**

রৌশন-রাঙা *বি* উজ্জ্বল লাল। 'রৌশন-রাঙা করিছে কে যেন জ্বালায়ে চাঁদের বাতি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রৌশনি, রৌশনী [ফা রওশন>] **১** *বিণ* আলোকিত। 'মন রওশনি রৌশনী হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* দীপ্তি। 'একটা বস্তুর রৌশনিতে কুয়ার ভিতরটা ঝলমল করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫০।

র‍্যাংরেজ [প ইংরেজ] *বি* ইংরেজ। 'ভাবলাম সউরে বাবুরো র‍্যাংরাজ ঘ্যাঁসা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

র‍্যাঁদা [ফা রন্দাহ] *বি* কাঠ মসৃণ করার কাজে ব্যবহৃত কাঠমিস্ত্রির যন্ত্রবিশেষ। 'গুরুদাস গুঁই গুলদার উড়ুনী পরিহার করে পুনরায় চিরপরিচিত র‍্যাঁদা ও ঘিস্‌কাপ ধল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'একটা কাঠের খুরোয় র‍্যাঁদা বুলোচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

র‍্যাক [ই] *বি* তাক। 'কাঠের র‍্যাকের থেকে ওভারকোটটা তুলে নিয়ে গায় দিলাম।' *জীবন*, ১৯৩৩; 'বন্দুকের র‍্যাকে একটা ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

র‍্যাকেট [ই] **১** *বি* টেনিস, ব্যাডমিন্টান, স্কোয়াশ ইত্যাদি খেলায় বল মারার ব্যাট। 'কারো হাতে টেনিস-র‍্যাকেট।' *প্রমথ*, ১৯৩১। **২** *বি* ব্যাডমিন্টন খেলায় শাটলকক মারার ব্যাট। 'সমীর ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে বাহির হইয়া গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

র‍্যাঙ্ক [ই] *বিণ* ডাহা। 'র‍্যাঙ্ক স্টুপিডিটি দেখলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

র‍্যাপার [ই] *বি* চাদর। 'গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে নিদ্রামগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ল

ল[1] [হি] *বি* আইন। 'যাহারা ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব 'ল' এবং 'অর্ডর'।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ল[2] *ক্রি* 'চলা' ক্রিয়ার সাধারণ কালের তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞার অনুরূপ; চল। 'লখা, চণ্ডী, ল মেলা করি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লইট্টা *বি* একপ্রকার সামুদ্রিক মাছ। 'লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লউসনিয়া [হি] *বি* হালকা নীল রঙের স্ফটিকতুল্য রত্ন। 'সে চোখ দুটি লউসনিয়া দিয়ে গড়া।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

লও [স লোহিত] *বি* রক্ত। 'বান্দীর পুতেরা মাইনষের লওয়ের মতো হাঙ্গামার নিশান উড়ায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লওন *ক্রি* নেওয়া। 'লওনের কতো দিবষ পরে তাহার টাকা নগদ ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'মূল্য ... ৪০ টাকা লওনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

লওয়া [স লভ্>] **১** *ক্রি* নেওয়া। 'চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুনিআ লেই।' *চর্যা* ১২, ১২০০। **২** *ক্রি* অতিক্রম করা। 'মেরুশিখর লই গঅণ পইসই।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০। **৩** *ক্রি* গণ্য করা। 'চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০; 'তার দোষ না লইবা পণ্ডিত জত হয়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৪** *ক্রি* লাভ করা। 'পরম মোখ লবএ মুক্তিহার।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **৫** *ক্রি* হত্যা করা। 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **৬** *ক্রি* হরণ করা। 'ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। **৭** *ক্রি* অবলম্বন করা। 'উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। **৮** *ক্রি* বিবেচনা করা। 'না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহি লঅ গালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৯** *ক্রি* দায়িত্ব পাওয়া। 'পথত লইলি যবেঁ দান আধিকার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **১০** *ক্রি* আঁকা। 'কাল কাজল নয়নে না লওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **১১** *ক্রি* আদায় করা। 'কৃষ্ণ দেখিলেঁ বড়ায়ি লয়িবেক কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **১২** *ক্রি* হওয়া। 'করএো বিনতি জত জত মন লাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **১৩** *ক্রি* রাখা। 'আনি উর লাইঅ রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **১৪** *ক্রি* টেনে নেওয়া। 'জব পিয় ধরি বলে লেঅব পাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **১৫** *ক্রি* আকর্ষণ করা। 'স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **১৬** *ক্রি* নিয়ে আসা। 'লৈবহ কৌন সনেসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **১৭** *ক্রি* উচ্চারণ করা। 'একবার নাম জদি লইএ তোমার।' *মালাধর*, ১৫০০। **১৮** *ক্রি* সম্পন্ন করা। 'লাথি মারি ভৃগু কৃষ্ণে পরিক্ষা লইতে।' *মালাধর*, ১৫০০। **১৯** *ক্রি* শুরু করা। 'ক্রোধে নাগগন সব লইল কামড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২০** *ক্রি* সংগ্রহ করা। 'কন্যা আসি বসেই পুষ্প লইবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২১** *ক্রি* ইচ্ছা করা। 'তোমার মনে লএ তবে চলহ গোপাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২২** *ক্রি* বহন করা। 'কান্দে করি লব উঠ তৈলক্ষ সুন্দরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২৩** *ক্রি* সঞ্চারিত করা। 'দেবকী উদরে লিএগ্রা য়েকে একে জম্ম দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২৪** *ক্রি* হরণ করা। 'ধিরে ধিরে বস্ত্র লিতে করিল গমন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২৫** *ক্রি* নষ্ট করা। 'আর দিন নাগালি পাইলে লৈব জাতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২৬** *ক্রি* জপ করা। 'কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২৭** *ক্রি* গ্রাহ্য হওয়া। 'বলগিতে লাগিলা যার যেই লয় মনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২৮** *ক্রি* উত্তীর্ণ করা। 'জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২৯** *ক্রি* তুলে নেওয়া। 'এ বলিয়া নরপতী গাড়ু লইল হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩০** *ক্রি* অধিকৃত করা। 'মারিয়া আরব সব মক্কা লইবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩১** *ক্রি* বসানো। 'রসুলক লইলেন্ত কোলের উপর।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩২** *ক্রি* আশ্রয় চাওয়া। 'ডাকিনী যোগিনী পায় লইলুঁ শরণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩৩** *ক্রি* অপহরণ করা। 'তস্কর ডাকাত লয়্যাছিল তোর পুত।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লঅ** *ক্রি* বিবেচনা করো। 'না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহি লঅ গালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লআঁ** **১** *ক্রি* সঙ্গী ক'রে। 'ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিলে। 'সঙ্গে কেহে লআঁ বুল নাতিনিখানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লই** **১** *ক্রি* অতিক্রম ক'রে। 'মেরুশিখর লই গঅণ পইসই।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০। **২** *ক্রি* নিয়ে। 'শুধু পাতখানা মাত্র আমি লই যাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লইআ** *ক্রি* গণ্য ক'রে। 'চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। **লইআঁ** *ক্রি* সঙ্গী ক'রে। 'গোআলের বহু ঝি লইআঁ জাইব আক্ষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইউ** *ক্রি* নিই। 'পাছেঁ লইউ আক্ষে ভার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইএ** **১** *ক্রি* উচ্চারণ করি। 'একবার নাম জদি লইএ তোমার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* সঙ্গী ক'রে। 'মা বাপ লইএ ঘর কে কর্যাচে কোথা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লইছে** *ক্রি* নিচ্ছে। 'নিহড়িআঁ চাহোঁ পাণি লইছে মোকটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইতে** *ক্রি* সম্পন্ন করতে। 'লাথি মারি ভৃগু কৃষ্ণে পরিক্ষা লইতে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লইনু** *ক্রি* গ্রহণ করলাম। 'এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লইব** *ক্রি* সংহার করবো। 'টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইবা** *ক্রি* গণ্য করবে। 'তার দোষ না লইবা পণ্ডিত জত হয়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লইবারে** **১** *ক্রি* সংগ্রহ করতে। 'কন্যা আসি বসেই পুষ্প লইবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* অধিকৃত করতে। 'মারিয়া আরব সব মক্কা লইবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **লইবেক** *ক্রি* হরণ করবে। 'ধনবিত্ত লইবেক আর বধিবে জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লইবেন** *ক্রি* গণ্য করবেন; গ্রহণ করবেন। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'পচীষ টাকা খরচ কারন পাঠাই লইবেন।' *ওগাঁ*, ১৭৮২। **লইবোঁ** *ক্রি* সংহার করবো। 'বাহ্নিআঁ তোক্ষার লইবোঁ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইভে** *ক্রি* সংহার করবে। 'মিছাই কাহ্নাঞিঁ মোর লইভেঁ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইমু** *ক্রি* সংহার করবো। 'কেহ বলে স্তন পিয়া লইমু পরান।' *মালাধর*, ১৫০০। **লই যাএ** *ক্রি* নিয়ে যায়। 'মজনুকে লই যাএ তাহান আলএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লইয়** *ক্রি* সংহার করবো। 'খাণ্ডএ কাটিয়া তার লইয় জিবন।' *মালাধর*, ১৫০০। **লইয়া** *ক্রি* সঙ্গী ক'রে। 'পুত্র পৌউত্র লইয়া কৃষ্ণ সুখে করে কেলি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লইল** **১** *ক্রি* শুরু করলো। 'ক্রোধে নাগগন সব লইল কামড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* তুলে নেওয়া। 'এ বলিয়া নরপতী গাড়ু লইল হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লইলও** *ক্রি* প্রার্থনা করলাম। 'কৃপা কর রাধানাথ লইলাও সরন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **লইলাঙ** *ক্রি* নিলাম। 'গ্রাম্য বিসএ জম্ম লইলাঙ আমি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লইলি** *ক্রি* দায়িত্ব পেয়েছো। 'পথত লইলি যবেঁ দান আধিকার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইলুঁ** *ক্রি* নিলো। 'ডাকিনী যোগিনী পায় লইলুঁ শরণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লইলে** *ক্রি* জপ করলে। 'কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লইলেক** *ক্রি* নিলো। 'ক্রোদে গদা লইলেক হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লইলেন্ত** *ক্রি* বসালেন। 'রসুলক লইলেন্ত কোলের উপর।' *সুলতান*, ১৭০০। **লইষ** *ক্রি* নিস। 'মাগিআ লইষ বুড়ি জে বা তোর মনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লইহ** *ক্রি* নিয়ো। 'না লইহ দধির ভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লঈ** *ক্রি* নিয়ে। 'হেরইত প্রাণ হরি লঈ গেল মোর।' *বিদ্যাপতি*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪৬০। **লউ** *ক্রি* গ্রহণ করুক। 'দুঈ ভাগ করি লউ আম্মার পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লউক** *ক্রি* নিক। 'নতুবা লউক শমন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **লএ ১** *ক্রি* সংহার করে। 'হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিয়ে। 'লএ উঠ তোরিএ নাএঞা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *ক্রি* ইচ্ছা করে। 'তোমার মনে লএ তবে চলহ গোপাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *ক্রি* মনে হয়। 'মোহোর মনেত কাটা গেল হেন লএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **লএন** *ক্রি* গ্রহণ করেন। 'তিনিইবা কিমার্থে আমার কাছে কর লএন।' *রামরাম*, ১৮০১। **লও** *ক্রি* গ্রহণ করো। 'যত নারিকেল ছোলিয়া লও সমান।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'রাজকার্য্য প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ কেবল খাও লও দেও।' *রামরাম*, ১৮০১। **লওঁ** *ক্রি* আঁকি। 'কাল কাজল নয়নে না লওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লওবা** *ক্রি* নিবে। 'দধি লওবা দধি লওবা বলে গোয়ালিনী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লণ্ড** *ক্রি* নিক। 'রাজ্যে ঘর রাজা বরং ঘর দ্বার লণ্ড।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লএঞা, লএঞাঁ** *ক্রি* নিয়ে। 'রাধা লএঞা ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভাল বলিতেই লোক ঠেঙ্গা লএঞা ধায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লতেছে** *ক্রি* গ্রহণ করছে। 'অনেকেই এইমত লতেছে বিধান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **লব** *ক্রি* বহন করবো। 'কান্দে করি লব উঠ তৈলক্ষ সুন্দরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লবএ** *ক্রি* লাভ করবো। 'পরম মোখ লবএ মুত্তিহার।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **লবা** নিবে। 'গীতের যত দোষ না লবা আমার।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লবে** *ক্রি* নেবে। 'ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **লবেন** *ক্রি* গ্রহণ করবেন। 'আর সামগ্রীর দফা দষ টাকা পাঠাই লবেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **লয় ১** *ক্রি* সায় দেয়। 'নাহি মরে তোমার পুত্র লয় মোর মনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* নেয়। 'বুকের উপরে লয় তুলি।' *মুরারি*, ১৫৭০। **৩** *ক্রি* নাও। 'সঙ্গে আসিবে জবে লয় দধিভারে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৪** *ক্রি* গ্রাহ্য হয়। 'বলগিতে লাগিলা যার যেই লয় মনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *ক্রি* হয়। 'হেন মোর মনে লয় গোপথে আইসে যায় ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'হেন লয় মতি, বুঝি এ যুবতি, শশধরভাতি চুরি করিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **লয়া** *ক্রি* নিয়ে। 'বুদ্ধ লয়া গেলা বিপ্র দ্বারিকা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লয়াও** *ক্রি* নেওয়াও। 'যেনমতি লয়াও যাহার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **লয়াছে** *ক্রি* নিয়েছে। 'কহিবে লয়্যাছে মাতা গহনা কাড়িয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮। **লয়িআঁ** *ক্রি* নিয়ে। 'লয়িআঁ চল বড়ায়ি নিজ মোর দেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লয়িবেক** *ক্রি* ধারণ করবে। 'কৃষ্ণ দেখিলেঁ বড়ায়ি লয়িবেক কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লয়িবোঁ** *ক্রি* সঙ্গী হবো। 'তবেঁ লয়িবোঁ পিআঁ কাহ্নের সঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লয়িল** *ক্রি* সঙ্গী হলো। 'রাধিকা লয়িল সঙ্গে সব সখীজন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লয়ে** *ক্রি* নিয়ে। 'কেহ পীত ধটী কেহ লয়ে লাঠি গর্জন শব্দে ধায়।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০; 'ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে লয়ে বিহার বিভোলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ল'য়ে** *ক্রি* নিয়ে। 'ল'য়ে যাও সন্ন্যাসীরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **লয়েছি** *ক্রি* গ্রহণ করেছি। 'চরণরাজবিরাজে লয়েছি আশ্রয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **লয়েন** *ক্রি* গ্রহণ করেন। 'বড়২ সাহেবেরা আসিয়া তাহার পরীক্ষা লয়েন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **লয়্যা** *ক্রি* নিয়ে। 'তবে কানু লয়্যা জাব ধরি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **লয়্যাছিল** *ক্রি* অপহরণ করেছিলো। 'তস্কর ডাকাত লয়্যাছিল তোর পুত।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লস** *ক্রি* নিস; গ্রহণ করিস। 'স্নেহাশিস এক বস্তা পাঠাই, তোরা লস তা।' *নজরুল*, ১৯২৬। **লহ** *ক্রি* নাও। 'সন্ধাক এড়িআঁ আম্মার লহ পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লহিয়া** *ক্রি* নিয়ে। 'তার যন্ত্র লহিয়া গন্ধর্ব গাহে গীত।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লহিল** *ক্রি* সংহার করলো। 'হেনরূপ পুত্র মোর লহিল কি কারন।' *মালাধর*, ১৫০০। **লহে ১** *ক্রি* লাভ করে। 'নানা উপভোগে লহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নেয়। 'হেনকে হোছাল মারে লহেত পরাণ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **লাআতে** *ক্রি* নিতে। 'ঘট লাআতে পড়িত আদেস।' *রামাই*, ১৭১০। **লাই** *ক্রি* হয়। 'করএঞা বিনতি জত জত মন লাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লাইঅ ১** *ক্রি* নিলাম। 'রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **২** *ক্রি* রাখবো। 'আনি উর লাইঅ রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লাওল** *ক্রি* নিলো। 'হুহি সএঞা পেম হঠহি হমে লাওল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লিএজা** *ক্রি* নিয়ে যাও। 'তাহার স্থানে লিএজা।' *দর্পণ*, ১৮২১। **লিএঞা** *ক্রি* সঞ্চারিত করে। 'দেবকী উদরে লিএঞা য়েকে একে জন্ম দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিতে** *ক্রি* হরণ করতে। 'ধিরে ধিরে বস্ত্র লিতে করিল গমন।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিব** *ক্রি* নেবো। 'একাকি মারিব তারে না লিব স্বহায়।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিবেক** *ক্রি* গ্রহণ করবে। 'না লিবেক তোমার জ্ঞাতি বন্ধু জন।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিয়া** *ক্রি* নিয়ে। 'দণ্ডক অরন্যে গুহা থুইলেক লিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিল** *ক্রি* হলো। 'জত বর মনে লিল দিলেন তাহাত।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিলে** *ক্রি* নিলে। 'তুমি প্রান লিলে গোসাঞি বলিব কাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিলেক** *ক্রি* নিলো। 'ভাএরে ঘুচায়্যা লিলেক ভাএর নারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেঅব** *ক্রি* টেনে নেবে। 'জব পিয় ধরি বলে লেঅব পাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লেই** *ক্রি* গ্রহণ করি। 'কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।' *চর্যা* ১৪, ১২০০। **লেউন** *ক্রি* নিন। 'দুষ্ট মারি আমারে লেউন গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেন** *ক্রি* নেন। 'আসিয়া আমারে ঝাঁট লেন গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেবে** *বি* নেবে। 'তোর রাজা বাপের নাক কেটে লেবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **লেমি** *ক্রি* হত্যা করি। 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **লেল** *ক্রি* আকর্ষণ করলো। 'স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লেলা** *ক্রি* গ্রহণ করলাম। 'হিত উপদেস ন লেলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লেলী** *ক্রি* সঙ্গিনী করলাম। 'পিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। **লেলু** *ক্রি* নিলো। 'তথা হৈতে হরি আমা লেলু গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেহ** *ক্রি* নাও। 'কুলে উঠি বস্ত্র লেহ করি নমস্কার।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেহু** *ক্রি* অবলম্বন করো। 'উজুরে উজাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। **লেহুঁ** *ক্রি* নিই। 'চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুনিআ লেহুঁ।' *চর্যা* ১২, ১২০০। **লৈ** *ক্রি* নিয়ে। 'লাগিল আনল বনে লৈ জাএ দহিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লৈআ** *ক্রি* নিয়ে। 'এহী পুত্রে পুত্রি তুহ্মি লৈআ জাও ঘর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লৈতে** *ক্রি* উত্তীর্ণ করতে। 'জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **লৈতেঁ** *ক্রি* গ্রহণ করতে। 'দান লৈতেঁ নাহিঁ মণ কিসকে যতন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লৈব ১** *ক্রি* সংহার করবে। 'যবেঁ তোর পরাণ না লৈব চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নষ্ট করবো। 'আর দিন নাগালি পাইলে লৈব জাতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লৈবহ** *ক্রি* নিয়ে আসবে। 'লৈবহ কৌন সনেসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লৈবি** *ক্রি* মনে করবি। 'না লৈবি বেদে বিরস।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **লৈবেক** *ক্রি* সংহার করবে। 'হাণিআঁ লৈবেক রাধা তোহ্মার পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লৈবোঁ** *ক্রি* নেবো। 'কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লৈয়া** *ক্রি* নিয়ে। 'জরাসিন্ধু মহারাজা রাজচক্র লৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **লৈল** *ক্রি* নিলো। 'চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লৈলা** *ক্রি* করলো। 'অঞ্জলি করিআ পান লৈলা প্রবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লৈলুঁ** *ক্রি* নিলো। 'পিরীতি পর্বত ভার যদি লৈলুঁ কান্ধে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লৈলে** *ক্রি* উচ্চারণ করলে। 'কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লৈলোঁ** *ক্রি* সংহার করেছি। 'পুতনার প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশুকালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লৈহ** *ক্রি* নিয়ো। 'ফল না লৈহ বিথর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লোউ** *ক্রি* নিই। 'হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

লওয়ানো *ক্রি* নেওয়ানো। **লওয়াইলে** *ক্রি* নিয়ে দিলে। 'আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **লওয়াব** *ক্রি* সম্মত করাবো। 'তাহলে স্বামীকে লওয়াব পায়ে ধরি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লওয়ায়** *ক্রি* নেওয়ায়। 'যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লওজিমা [আ লওয়াজিমা] *বি* দরকারি জিনিসপত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লওয়াজিমা [আ] *বি* দরকারি জিনিসপত্র। 'খোরাকি ওগয়রহ লওয়াজিমা খরিদ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'অলঙ্কার ও লওয়াজিমা বাসন প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লংক্লথ [ই] *বি* এক প্রকার সাদা সুতি কাপড়। 'লংক্লথের ময়লা ও হাত-ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লংঘন [স লঙ্ঘন] **১** *বি* অতিক্রমণ; ডিঙানো। 'কেহত করিতে নারে কাহার লংঘন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অবহেলা। 'না পারোঁ সহিতে মুঞি তোমার লংঘন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লংঘা, লংহা [স লঙ্ঘন>] *ক্রি* লঙ্ঘন করা। **লংঘি** *ক্রি* অতিক্রম ক'রে; ডিঙিয়ে। 'তে কারনে দুর্গ লংঘি আইলাও এথারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লংঘিতে** *ক্রি* অগ্রাহ্য করতে। 'কার শক্তি লংঘিতে পারএ তোহ্মা বাণী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লংঘিব** *ক্রি* অগ্রাহ্য করবো। 'কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হঞাঁ দুঠমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লংঘিবারে** *ক্রি* লঙ্ঘন করতে। 'শিশু লংঘিবারে না পাঞা ক্রোধমনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লংঘিয়া** *ক্রি* ডিঙিয়ে। 'কেমতে লংঘিয়া গড় আইলে ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লংহীতে** *ক্রি* অগ্রাহ্য করতে। 'কার সক্তি লংহীতে পারএ তোহ্মা বানি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লংটি *বি* ন্যাংটি। 'লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লক [ফা নখ] *বি* মাঞ্জা দেওয়া রেশমের সুতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লকড়ি [হি লাকড়ী] *বি* শুকনা ফালি। 'একখানি হাত-আড়াই বাঁশের লকড়ি।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

লকড়িওয়ালা *বি* চেলাকাঠ দিয়ে মারামারি করে যে। 'সে ছিল ওদিকের সব-সেরা লকড়িওয়ালা।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

লকন *বি* লাখনৌ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

লকলক [ধ্বন্যা] *বি* লোলুপতা নির্দেশক শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জিহ্বা লকলক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'অমানুষদের জিব লক লক করে ওঠে।' *পাশা*, ১৯৭১।

লকলকিআ [ধ্বন্যা] *বিণ* লোলুপ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লকলকে [ধ্বন্যা লকলক>] *বিণ* লকলক করছে এমন। 'লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িৎ খেলে চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লকলকানো *ক্রি* লকলক করা। 'ধমনিতে উঠবে জ্বলে লকলকিয়ে অগ্নিশিখা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

লকাটে [ই লকেট>] *বিণ* কৌটার মতো। 'একখানা লকাটে রকম কেরাঞ্চিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লকু *ক্রি* নিলো। 'ডাক্যা দেহ জত দানা ডিঙ্গায় দেইক হানা নুটী কর‍্যা লকু জত ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লকুম *বি* এক প্রকার ঘোড়া। 'সুমন্দ আরকলি লকুম একহর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লকেট[১] *বি* এক প্রকার ফলের নাম; জামরুল। 'লকেট, কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আম-ওয়ালা চুপড়ি মাথায় ... ডেকে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লকেট[২] [ই] *বি* কণ্ঠহারের সঙ্গে সংলগ্ন দোলায়মান পদক। 'লকেটের ফটো দর্শনে সম্পূর্ণ দূর হইল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

লকেটওয়ালা [ই লকেট+হি ওয়ালা] *বিণ* লকেটযুক্ত। 'পান্না বসানে লকেটওয়ালা চন্দ্রহার।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লক্কা [আ লিকা] *বিণ* পোশাকবিলাসী। 'কয়েকটি লক্কা মেয়ে চা খাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লক্কা কবুতর [আ লিকা+ফা কবুতর] *বি* চওড়া ঘন লেজবিশিষ্ট কবুতর। 'লক্কা কবুতর জিনি বামারূপে গতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লক্কিছাড়া [লক্ষ্মীছাড়া>] *বিণ* বদ। 'তুমি বেটা লক্কিছাড়া আমারে কিছু বলি নি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লক্‌খণ [স লক্ষণ, পা লক্‌খণ] *বি* লক্ষণ। 'সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্‌খ লক্‌খণ ন জাই।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

লক্ষ[১] [স] *বি* লাখ; একশত হাজার। 'বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লক্ষক *বি* লক্ষ মুদ্রা। 'লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লক্ষপতি [স] *বি* লাখপতি। 'লক্ষপতি হৈল সেই যুদ্ধক মারি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'লক্ষপতি হউন, রাজ-ললনাই হউন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

লক্ষ যোনি ভ্রমণ *বি* লক্ষবার জন্মান্তর গ্রহণ। 'কত কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে জানি।' *লালন*, ১৮৯০।

লক্ষ লক্ষ [স] *বিণ* অসংখ্য। 'লক্ষ লক্ষ বান কাটে কৃষ্টের কোঙরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লক্ষাংশ [স] *বিণ* লক্ষ ভাগের একভাগ। 'প্রশংসার লক্ষাংশের একাংশ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

লক্ষেক [স] *বিণ* এক লক্ষ সংখ্যক। 'লক্ষেক নৃপতি আইল মুনি সতে২।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লক্ষের টোপর *বি* লক্ষ টাকার টুপি। 'ফেলে সাগরের জলে লক্ষের টোপর।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

লক্ষৈক [স] *বি* একলক্ষ। 'লক্ষৈক যোজন অন্তে থাকে লো তপন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

লক্ষ[২] [স] **১** *বি* খেয়াল। 'আকাসেতে লক্ষ করে চন্দ্র মণ্ডলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* উদ্দেশ্য। 'আত্মারামের আত্মা কালী/ প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বি* দৃষ্টি। 'লক্ষ এড়াইতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লক্ষ করা *ক্রি* খেয়াল করা। আকাসেতে লক্ষ করে চন্দ্রমণ্ডলে *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'পেয়ারার মধ্যে যেমন অনেকগুলো বীজ কেবলমাত্র খাদকের পেটকামড়ানির প্রতি লক্ষ করিয়া বিরাজ করে, তেমনি ইংরেজি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

লক্ষগোচর হওয়া *ক্রি* নজরে পড়া। 'সকলের বিশেষ লক্ষগোচর হওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লক্ষনিবেশ [স] *বি* মনোযোগ। 'ব্যাপারটি ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি লক্ষনিবেশ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লক্ষপাত [স] *বি* নজর দেওয়া। 'তাহারাও আমার ক্ষণভঙ্গুর মাথা

AMARBOI.COM

খুলিটার উপরে লক্ষপাত করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লক্ষণ [স] ১ *বি* সৌভাগ্য। 'লক্ষণ সহাএ সাধিলোঁ মান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* চিহ্ন; আভাস। 'দেখিল কৈন্যার তবে গর্ব্বের লক্ষণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৪ *বি* বর্ণনা। 'জগদীশ সমাসের এই যে লক্ষণ করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

লক্ষণা *বি* বৈশিষ্ট্য। 'ইহার লক্ষণা প্রেক্ষণে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

লক্ষণাক্রান্ত [স] ১ *বিণ* লক্ষণযুক্ত। 'প্রসব হইলেন অপূর্ব্ব বালক সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বিণ* বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অত্যুৎকৃষ্ট রোমান্টিকতার লক্ষণাক্রান্ত।' *হাই*, ১৯৫৪।

লক্ষণাক্রান্তা [স] *বিণ স্ত্রী* সুলক্ষণযুক্ত। 'যে স্ত্রী বহুপুত্রপ্রসবিনী সে লক্ষণাক্রান্তা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

লক্ষণাস্ত [স] *বিণ* অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 'তুমি যেরূপে এ লক্ষণাস্ত হও তাহা বলি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লক্ষণান্বিত [স] *বিণ* চিহ্নিত। 'বর্ণের উদ্দেশ্য শুধু বাহ্যবস্তুকে লক্ষণান্বিত করা নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

লক্ষন [স লক্ষণ] *বি* বৈশিষ্ট্য। 'দান পৃতিগৃহ সট কর্ম্মের লক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

লক্ষণা[১] [স] *বি* শব্দের যে বৃত্তির দ্বারা মুখ্য অর্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অন্য অর্থ বোঝায়। 'অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বৈয়াকরণরা অভিধা, তাৎপর্য এবং লক্ষণার মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করেছিলেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

লক্ষণা[২] *দ্র* লক্ষণ

লক্ষা *ক্রি* দেখা। **লক্ষি** *ক্রি* লক্ষ ক'রে। 'শুধু সম্মুখে চলেছি লক্ষি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **লক্ষিএ** *ক্রি* লক্ষ করছি। 'স্বরূপে লক্ষিএ বড়ায়ি কাহ্নের মরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লক্ষিতে** *ক্রি* লক্ষ করতে। 'লক্ষিতে নারিলুঁ অঙ্গ রঙ্গের তরঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লক্ষিয়া** *ক্রি* লক্ষ ক'রে। 'কন্যার মানস হেন লক্ষিয়া চরিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লক্ষিল** *ক্রি* লক্ষ করলো। 'দেখিয়া দোহন রীত লক্ষিল চরিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লক্ষে** *ক্রি* লক্ষ্য ক'রে। 'শূন্যে করি ভর ভ্রমিলে ভুবন লক্ষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লক্ষিত [স] ১ *বিণ* দৃষ্ট। 'অতি স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* লক্ষ করা হয়েছে এমন। 'বৈদ্যুতিক স্পন্দন লক্ষিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

লক্ষিতা [স] *বি* বৈষ্ণবশাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'পরপতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে যে নারে লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে।' *ভারত*, ১৭৬০।

লক্ষ্মণ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামের অনুজ। 'মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লক্ষ্মী [স] ১ *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী ধন-ঐশ্বর্যের দেবী। 'লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ধন-সম্পদ। 'লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ স্ত্রী* সুবোধ। 'মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* আদরসূচক সম্বোধন। 'লক্ষ্মী আমার, একবার ওঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বি* সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৬ *বিণ* ভালো। 'মা, তুমি কী লক্ষ্মী।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

লক্ষ্মীগাছ [স লক্ষ্মী+গাছ] *বি* মাঙ্গলিক আল্পনাবিশেষ। 'তবে গৃহের ভিত্তি মূলে লক্ষ্মীগাছ আঁকিতে লাগিলেন।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

লক্ষ্মীছাড়া [স লক্ষ্মী+ছাড়া] ১ *বিণ* দুষ্ট। 'বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* ছন্নছাড়া। 'আমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষ্মী খাড়া, ঘর হতে খাই তাড়া, ঘরখরচ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬০; 'লক্ষ্মীছাড়া "চিন্তাশীল" লোকেরা এইটে ঠিকটি বুঝতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'এরা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* হতভাগা। 'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া, দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বিণ* ডানপিটে; দুরন্ত। 'শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে, দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৬ *বিণ* উচ্ছৃঙ্খল। 'দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে এক দমকে করুক লক্ষ্মীছাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৭ *বিণ* হতভাগ্য। 'বিবেক বিলকুল লক্ষ্মীছাড়া।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

লক্ষ্মীছাড়ি *বিণ স্ত্রী* হতভাগী। 'লক্ষ্মীছাড়িকে এখনই মন্দির থেকে বার করে দে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

লক্ষ্মীছিরি *বি* অপরূপ সৌন্দর্য। 'দেখেছিস বড়লোকের বাড়ীঘরের কি লক্ষ্মীছিরি?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

লক্ষ্মীটি *বি* প্রীতি বা ব্যঙ্গ প্রকাশক সম্বোধনবিশেষ। (ব্যঙ্গে) 'হে মা লক্ষ্মীটি, তোমার বাহন পেঁচা পক্ষীটি এত ভালোবাসে এ বাড়ির হাওয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; (প্রীতি প্রকাশে) আদরের সম্বোধনবিশেষ। 'আশা কহিল, লক্ষ্মীটি, আমার অনুরোধ রাখো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লক্ষ্মীদেবী [স] *বি* (হিন্দুমত) সৌভাগ্য ও ধনসম্পদের দেবী। 'যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন/ আমরা পশি নীল আকাশ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লক্ষ্মীনারায়ণ [স] *বি* হিন্দু-দেবতা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর যুগলমূর্তি। 'বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখি লক্ষ্মীনারায়ণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরের পূর্ণিমা। 'লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সে কবে আবার।' *জীবন*, ১৯৩২।

লক্ষ্মীবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সৌভাগ্যবান। 'পুতেঝিয়ে ঘরে খামারে লক্ষ্মীবতী হোক আককি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লক্ষ্মীবাহন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) লক্ষ্মীর বাহন। 'লক্ষ্মীবাহন কালপ্যাঁচায়।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'লক্ষ্মী বাহন প্যাঁচারা আসিয়া ...।' *নজরুল*, ১৯৪১।

লক্ষ্মীবিলাষ [স লক্ষ্মীবিলাস] *বি* পোশাকের প্রকারবিশেষ। 'কেহ বা পট্ট বস্ত্র কেহবা কামতাই কেহবা লক্ষ্মীবিলাষ ... পরিচ্ছদান্বিতা।' *রামরাম*, ১৮০১।

লক্ষ্মীমণি [স] ১ *বি* প্রিয়ার প্রতি আদরসূচক উক্তি। 'আমার কাছেই কেন এত দুর্বোধ হয়ে পড়েছ, বলতে পারো লক্ষ্মীমণি?' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* অতি আদরের ও প্রিয়। 'লক্ষ্মীমণি ভাইটি আমার, আহা।' *নজরুল*, ১৯২২।

লক্ষ্মীমতী [স] *বিণ স্ত্রী* শান্তস্বভাববিশিষ্ট। 'একটি লাজুক লাজুক লক্ষ্মীমতী বৌর কথাটাও ভাবতে পারবে বইকি।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

লক্ষ্মীমন্ত [স] *বিণ* সৌভাগ্যবান। 'আগে লক্ষ্মীমন্ত ছিলাম।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'লক্ষ্মীমন্তদের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা প্রায় অনন্ত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

AMARBOI.COM

লক্ষ্মী মানিক [স লক্ষ্মী+মানিক] *বি* ছোটোদের প্রতি আদরসূচক সম্বোধন। 'দুধ খেয়ে শোও লক্ষ্মী মানিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লক্ষ্মীমূর্তি [স] *বি* শ্রীমুখ। 'যদি সেই লক্ষ্মীমূর্তির আদর্শখানি হৃদয়ের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লক্ষ্মীমেয়ে [স লক্ষ্মী+মেয়ে] *বি* অত্যন্ত নম্র স্বভাববিশিষ্ট মেয়ে। 'মেয়েটি লক্ষ্মী মেয়ে, তোর উপযুক্ত। এ মেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া করিস নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'তাতে লক্ষ্মীমেয়ের কোনো গুণই বর্তে নাই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লক্ষ্মীয়া [স লক্ষ্মী>] *বিণ* সৌভাগ্যযুক্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লক্ষ্মীর খুঁচী *বি* লক্ষ্মীপ্রতিমার হাতে শোভিত চাল মাপার পাত্র। 'আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লক্ষ্মীর ঝাঁপি – সৌভাগ্যের সমাহার। *জীবন*, ১৯৪৮।

লক্ষ্মীর বরযাত্র *বি* সুসময়ের বন্ধু। 'যেগুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা, বজ্জাতের বাদশা, তারা।' *হুতোম*, ১৮৬২।

লক্ষ্মীর বর যাত্রী *বি* সুসময়ের বন্ধু। 'মাতালের কাছে যে সকল লোক যায় তাহারা লক্ষ্মীর বর যাত্রী।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

লক্ষ্মীর ভাঁড় *বি* মাটির ব্যাংক। 'লক্ষ্মীর ভাঁড় দেখেই এক লাফে দু পা পিছিয়ে গেল।' *পাশা*, ১৯৭১।

লক্ষ্মীরূপা [স] *বিণ* লক্ষ্মীর সকল গুণে গুণান্বিতা। 'তেঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম অন্য নাঞি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লক্ষ্মীশ্রী [স] **১** *বি* সুখসম্পদজাত শোভা। 'মোগলগণ ধরণী হইতে লক্ষ্মীশ্রী ঝাঁটাইতে বাহির হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* ধন ঐশ্বর্যের দেবী। 'কভু ভয় কভু ভরসা লক্ষ্মীশ্রীর।' *নজরুল*, ১৯৩০। **৩** *বি* লক্ষ্মীরূপ সৌন্দর্য। 'মুখে বেশ একটু লক্ষ্মীশ্রী আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

লক্ষ্মীসরস্বতী [স] *বি* হিন্দুদেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। 'লক্ষ্মীসরস্বতীর প্রাবাদিক কোন্দল ভিত্তিহীন নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

লক্ষ্মীস্থাপনা [স] *বি* কল্যাণ প্রতিষ্ঠা। 'তবেই ইহার মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপনা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লক্ষ্মীস্বভাবা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) লক্ষ্মীদেবীর গুণসম্পন্ন। 'এমন লক্ষ্মীস্বভাবা কন্যা আর হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লক্ষ্মীস্বরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) লক্ষ্মীদেবীর রূপধারী। 'কেহ কহে লক্ষ্মীস্বরূপা অন্নপূর্ণা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

লক্ষ্মী কাজল *বি* এক রকমের কাজল। 'নয়ানে অঞ্জন লক্ষ্মী কাজল করিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লক্ষ্মীদীঘা *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'কার্তিকের গুরুতেই লক্ষ্মীদীঘা ধান পেকেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

লক্ষ্মীপেঁচা *বি* এক রকমের পেঁচা। 'লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি।' *জীবন*, ১৯৩২।

লক্ষ্মী পোকা *বি* এক জাতের কীট। 'ধানের কচি পাতায় লক্ষ্মী পোকা।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

লক্ষ্য [স] **১** *বি* উদ্দেশ্য। 'গুপ্ত লক্ষ্যে সভারে শিখায় ভগবান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* খেয়াল। '... সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয় ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৩** *বি* দৃষ্টি; নজর। 'সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৪** *বি* নিশানা। 'তোমার তরবারি তেজ, বর্শার ধার, তীরের লক্ষ্য ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৫** অভীষ্ট। 'য়ুরোপ ... কর্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লক্ষ্য করা **১** *ক্রি* নির্দেশ ক'রে। 'দেশের ভগ্নীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *ক্রি* খেয়াল করা। 'ইহা আ অনেক দিন পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লক্ষ্যকেন্দ্র [স] *বি* উদ্দিষ্ট স্থান। 'তোমার বিশ্বজনীন লক্ষ্যকেন্দ্র পবিত্র কাবাগৃহ।' *দর্শন*, ১৯২৫।

লক্ষ্যগোচর [স] *বিণ* দৃশ্যমান। 'সে সুন্দরী ছিল কি না সে লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪

লক্ষ্যচ্যুত [স] *বিণ* লক্ষ্যভ্রষ্ট। 'লোকদিগকে প্রতারিত ও লক্ষ্যচ্যু করা না হয়।' *ধূমকেতু*, ১৯২৩; 'লক্ষ্যচ্যুত হলে চলবে কেন *নজরুল*, ১৯২৭।

লক্ষ্যত *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষত। 'দেশের এই-সমস্ত বিচিত্র দাবি ইচ্ছ অনিচ্ছায় লক্ষ্যত অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

লক্ষ্য থাকা *ক্রি* আগ্রহ থাকা। 'সৌন্দর্যের প্রতি স্বাভাবিক লক্ষ থাকিলে আচারে ব্যবহারে, ভাবভঙ্গিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লক্ষ্যপথ [স] *বি* লক্ষ্যে পৌঁছানোর রাস্তা। 'গাড়ি সংকীর্ণ লক্ষ্যপ বাঁধা রাস্তায় চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

লক্ষ্যপাত [স] *বি* দৃষ্টি দেওয়া। 'কোন জিনিষের কতকগুলি দিবে প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্যপাত সম্ভব।' *উমর*, ১৯৬৭।

লক্ষ্যবস্তু [স] *বি* নিশানা; টার্গেট। 'আমি শুধু লক্ষ্যবস্তু দেখ পাচ্ছি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লক্ষ্য বিদ্ধ হওয়া *ক্রি* উদ্দিষ্ট নিশানা ভেদ হওয়া। 'আর-এব হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

লক্ষ্যভেদ [স] **১** *বি* নিশানা ভেদ। 'অনায়াসেই লক্ষ্যভেদ দ্রৌপদীকে হস্তগত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* নিশানা ভেদ 'ধনুর্বাণ গ্রহণপূর্বক মৃগমিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরত পর্যটন কচ্যেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

লক্ষ্যভ্রষ্ট [স] *বিণ* উদ্দেশ্যচ্যুত। 'উঠায় নাবায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লক্ষ্যযোগ্য [স] *বিণ* লক্ষণীয়। 'দরবেশদের অনুপ্রবেশ আরও বে লক্ষ্যযোগ্য – সুস্পষ্ট।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'একটি মানসিক পরিবে সৃষ্টি করার চেষ্টা সে সময় বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল *আজাদ*, ১৯৭০।

লক্ষ্যসাধন [স] *বি* লক্ষ্য অর্জন। 'নির্মমভাবে আপনার লক্ষ্যসা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লক্ষ্যসিদ্ধি [স] *বি* উদ্দেশ্য পূরণ। 'লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথ তাঁর পথ হতেই পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লক্ষ্যস্থল [স] *বি* উদ্দিষ্ট স্থান। 'সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল।' *রবীন্* ১৮৮৪।

লক্ষ্যহারা [স] *বিণ* উদ্দেশ্যহীন। 'তোমার চরণে আসি মাগিবে মর লক্ষ্যহারা শত শত মত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লক্ষ্যহীন [স] *বিণ* উদ্দেশ্যশূন্য। 'জনশূন্য জগতের মাঝখান দি একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লক্ষ্যহীনভাবে [স] *ক্রিবিণ* উদ্দেশ্যহীনভাবে। 'নিরাশভাবে, পূর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্যহীনভাবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লক্ষ্যানুসারী [স] *বিণ* বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে এমন। 'লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

লক্ষ্যান্তবর্তী, লক্ষ্যান্তবর্ত্তী [স] *বি* লক্ষ্যের বিষয়। 'কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্ত্তী হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

লক্ষ্যি *বি* লক্ষ্য। 'ঘুম ভেঙে আজ চলেছি তাহার কূজন লক্ষ্যি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লখ[1] [স লক্ষ্য] *বি* লক্ষ্য। 'অলক্ষ লখ চিত্তা মহাসুহে।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

লখ[2] [ফা] *বি* মাঞ্জা দেওয়া রেশমি সুতা। 'একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ তৈরি করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লখনা *বি* গণ্ডগোল। 'বেদ-বেদান্ত পড়বি যত বাঁধবে তত লখনা।' *লালন*, ১৮৯০।

লখা [স লক্ষ্য] **১** *ক্রি* দেখা। 'সবর্বকার্য্য সির্দ্ধ হব হেন প্রায় লখি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'চাঁদ হেসে ঐ হল সারা তাহাই লখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **২** *ক্রি* উপলব্ধি করা; বুঝতে পারা। 'কেহ লখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শকতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **লখি ১** *ক্রি* দেখি। 'সবর্বকার্য্য সির্দ্ধ হব হেন প্রায় লখি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* লক্ষ ক'রে। 'দেখি লখি অনুমানে অই শোক কারণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লখিতে** *ক্রি* লক্ষ করতে। 'লখিতে নারিনু কেমন বন্ধান।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **লখিলোঁ** *ক্রি* লক্ষ করলাম। 'এতেকেঁ লখিলোঁ রাধা কাহ্নাঞির মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লখে** *ক্রি* দেখে। 'দিব্য মূর্ত্তি পুরুস এক সমুদ্র সে লখে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লখিমি, লখিমী [স লক্ষ্মী] *বি* সৌভাগ্য। 'অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'লাখ লখিমিচয় লেখি না লেখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লগদীগিরি [আ নকদ+ফা গিরি] *বি* জমিদারের নগদ খাজনা আদায়ের কাজ। 'জমিদারের বাড়িতে লগদীগিরি করতে করতেই বুঝেছিল।' *তারা*, ১৯৪২।

লগন [স লগ্ন] **১** *বি* হিন্দুমতে বিয়ের শুভ সময়। 'গোলাহাটে সোধ দিল দ্বাদশ কাহন কন্যা দরশনি দিআ করিল লগন। *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* লগ্ন। 'শ্রীমহেসচন্দ্র মুখপাধ্যাঅ কস্য লগন পত্রমিদং ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৬।

লগনী [স লগ্ন>] *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'মালবরাগঃ ॥ লগনী ॥ কুড়ুকঃ ॥' *বড়ু*, ১৪৫০।

লগা [স লগ্ন] *বি* বাঁশের দণ্ডবিশেষ। 'চারি ভিতে লগা দিলা গাও হেলোইতে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লগি [স লগ্ন>] **১** *বি* সঙ্গ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* নৌকা চালানোর জন্য বাঁশের সরু লম্বা দণ্ড। 'মোরা কি লগি ঠেলে, গুণ টেনে যাতি পারবো?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লগি ঠেলা ১ *ক্রি* কষ্ট করে বেয়ে নিয়ে যাওয়া। 'প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতিপথে লগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রি* নৌকা চালানো। 'আমার কাজ লাঠি খেলা নয়, লগি ঠেলা।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

লগুড *দ্র* **লগুড়**

লগুড় [স] **১** *বি* প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ; গদা। 'দেখিল লগুড় করে নাতিআ কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* লাঠি। 'দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লগুড়াঘাত [স] *বি* লাঠির আঘাত। 'রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লগুতা [স লঘুতা] *বি* হীনতা। 'সেই লোক লগুতা করিয়্যা সেই গরু নষ্ট করিয়াছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৭৩।

লগে [স লগ্ন>] *ক্রিবিণ* সাথে। 'ধর্মাধর্ম পুণ্য কর্ম যাইব মাত্র লগে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লগেজ [ই] *বি* যাত্রীদের সঙ্গের বোঝা বা মালপত্র। 'সেকেন ক্লাস ও গুড্স ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'বাস্তবিক, আমরা যখন জ্যান্ত লগেজ।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

লগ্ন[1] [স] **১** *বি* শুভ সময়। 'বিবাহের লগ্ন পন্না কৈল সারোদ্ধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* উপযুক্ত সময়। 'কালুকা বরিমু তোরে লগ্ন পাইলে শুভক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

লগ্নচ্ছেদ [স] *বি* বিবাহ বিচ্ছেদ। 'হিন্দু লগ্নচ্ছেদের (ডিভোর্স) আইন চালু করেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লগ্ননিষ্ঠ [স] *বিণ* সময়ানুবর্তী। 'ভাবিনি সেদিন লগ্ননিষ্ঠ গড্ডলিকা, জিতশ্রম, স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন, গমনসর্বস্ব তোরা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

লগ্নপত্র [স] *বি* জ্যোতিষবিচারে বিবাহের লগ্ন স্থির করে লেখা পত্র। 'লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

লগ্ন[2] [স] *বিণ* মিলিত; যুক্ত। 'সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লগ্না [স] *বি স্ত্রী* স্পর্শ। 'পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে লগ্না হওয়াতে চন্দ্রগ্রহণ জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

লগ্নক [স] *বি* জামিন। 'বনমৃগী যাহারে লগ্নক আরোপিআ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লগ্নি, লগ্নী [স লগ্ন>] *বি* সুদে টাকা খাটানো। 'লগ্নীর কারবার করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'কেরানীদের সঙ্গে লগ্নির ব্যবসার করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লগ্নীকৃত [লগ্নী+স কৃত] *বিণ* বিনিয়োগ করা হয়েছে এমন। 'উন্নয়নখাতে যে পরিমাণ সরকারি ও বেসরকারি পুঁজি পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে লগ্নীকৃত হয়েছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

লঘি [স লঘু>] *বি* প্রস্রাব। **লঘি করা** *ক্রি* প্রস্রাব করা। 'লঘি করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লঘিমা [স] *বি* অগৌরব। 'গরিমারে মিথ্যা জেনে নিঃসংশয়ে কহিবি কি করে লঘিমাই সনাতন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

লঘিষ্ঠ [স] *বিণ* তুচ্ছতম। 'পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লঘু [স] **১** *বিণ* নিচু। 'দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* লয়ের হ্রস্বতা। 'লঘু ১৪ চৌদ্দ কলা। পরে গুরু।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *বিণ* সামান্য। 'লঘু দোষে গুরু দণ্ড নহে সমুচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* হীন। 'আমরা সকলে আপন হইতে লঘু ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন রাখি।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৫** *বিণ* হালকা। 'শোলা জল অপেক্ষায় লঘু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৬** *বিণ* ক্ষুদ্র; খর্ব। 'লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৭** *বিণ* সহজপাচ্য। 'গুরু হয়ে পাকভেদে লঘু গুণ ধরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৮** *বিণ* খাটো। 'এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লঘুগতি [স] *বিণ* মৃদু অথচ দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ। 'দূতের বচনে ভানু

আইসে লঘুগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লঘুগুরু [স] *বিণ* ছোটো বড়ো। 'লঘুগুরু সর্বজনে করেন্ত দোষণা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লঘুচিক্কণ [স] *বিণ* হালকা ও চিকন। 'তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার ... স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লঘুচিত্ততা [স] *বি* হালকা মনোভাব। 'লঘু চিত্ততাবশে উড়াইয়া দিতে সাহসী হইবেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

লঘুচিত্ততাবশত [স] *ক্রিবিণ* হালকা মনোভাববশত। 'এই সাবধানবাণী যাঁরা লঘুচিত্ততাবশত উড়াইয়া দিতে সাহসী হইবেন ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

লঘুচেতা [স] *বিণ* লঘু হৃদয়বিশিষ্ট। 'তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে আশাশূন্য লঘুচেতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লঘুজন [স] *বি* নীচ কুলের লোক। 'লঘুজনের অপমান না সএ পরাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লঘুতম [স] *বিণ* ছোটো; নিকৃষ্ট। 'পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে লঘুতম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লঘুতর [স] **১** *বিণ* স্বাভাবিকের চেয়ে হালকা। 'জল ... কিঞ্চিৎ লঘুতর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **২** *বিণ* পরিমাণের চেয়ে কম। 'গুরু ওজনে তাহা ক্রয় করিয়া, লঘুতর ওজনে লবণ দিতে লাগিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

লঘুতা [স] **১** *বি* কমতি। 'যিনি নবাব হইলেন ইহার নিকট মানের লঘুতা দিন২ হইতে লাগিল।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* হালকা চাল। 'গল্পে লঘুতা এবং গতিবেগ আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লঘুতাগুণ [স] *বি* গাম্ভীর্যশূন্যতা। 'সেই ভাষাই বিষয়ের লঘুতাগুণে ভ্রান্তিবিলাসে অনেকটাই কৌতুকরসে উচ্ছ্বসিত।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

লঘুত্ব [স] *বি* লঘুতা। 'তাহার আকার প্রকার, লঘুত্ব, গুরুত্ব, কাঠিন্য, ... পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লঘুদণ্ড [স] *বি* যথাযোগ্য শাস্তির তুলনায় কম শাস্তি। 'লঘুদণ্ডকে বিশেষ দয়া বলিয়া কীর্তন করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লঘুদোষ [স] *বি* সামান্য অপরাধ। 'লঘুদোষে গুরুদণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লঘুনৃত্য [স] *বিণ* হালকা তরঙ্গযুক্ত। 'লীলায়িত লঘুনৃত্য নদী।' *জীবন*, ১৯২৭।

লঘুপক্ষ [স] *বি* গৌণ পক্ষ। 'সাহিত্যের লঘুপক্ষকে প্রপাগাণ্ডার ভারে ভারাক্রান্ত করলে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

লঘুপথ্য [স] *বি* হালকা খাবার। 'মুড়ি প্রভৃতি লঘুপথ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লঘুপাখা *বি* হালকা পাখা। 'মিশে যায় লঘুপাখা গতিমান দিনের পাখীরা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

লঘু পাপ [স] *বি* সামান্য অপরাধ। 'শূদ্রবধে লঘু পাপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

লঘু পাপে গুরু দণ্ড – অল্প দোষে বেশি শাস্তি। 'ইহাকে বলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লঘুমতি [স] *বিণ* দুর্বলচিত্ত। 'অতিশয় লঘুমতি যুবা নই।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

লঘুমায়া [স] *বি* হালকা মোহ। 'কভু ভূতল-জল অন্তরীক্ষ লঙ্ঘ লঘুমায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

লঘুরস [স] *বি* খুব সহজে মনোরঞ্জন করে এমন বিষয়। 'পাঠকে অন্তর লঘুরসে সিক্ত হয়ে গুরুভার বিষয় গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে *মুরশিদ*, ১৯৭০।

লঘুরুচি [স] *বিণ* হালকা রুচিসম্পন্ন। 'লঘুরুচি শিল্পীদের হাতে বিলাতী বর্ণসমাবেশে আঁকা।' *তারা*, ১৯৪২।

লঘু লঘু [স] *ক্রিবিণ* মৃদু অথচ দ্রুততার সঙ্গে। 'প্রাণডএ লঘু লঘু ঘ ছাড়ে শ্বাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লঘুশেখর [স] *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ দশুকঃ ॥' *বড়ু*, ১৪৫০।

লঘূকরণ [স] *বি* গুরুত্ব হ্রাস। 'সামাজিক লঘূকরণের অন্তরা ব্যক্তির যে জটিল, রহস্যময়, অমেয় অস্তিত্ব বর্তমান ...।' *শিব* ১৯৫০।

লঘূকারণিক [স] *বিণ* হালকা করে দেখা হয় এমন। 'মানুষের ভিতে অস্মিতার বা অনন্যতার উপস্থিতি তাদের লঘূকারণিক প্রবণতা বিব্রত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

লঘ্ঘি [স *লঘ্বী*] *বি* প্রস্রাব। 'বেটা দিই লঘ্ঘি করে তুল্যা বাম পা *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লঘ্বী গুর্বী [স] *বি* মলমূত্র ত্যাগ। 'লঘ্বী গুর্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লঙ-জম্প [ই] *বি* দীর্ঘ লাফ। 'আপনাদের তো লেখাপড়ার হাই-জম্প লঙ-জম্প।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লঙরখানা [ফা] *বি* দুর্ভিক্ষের সময়ে যেখানে বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হয় 'লঙরখানার উলঙ্গ সব ছেলে ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

লঙোটি [স *লিঙ্গপট*] *বি* লেঙট; লেংটি। 'তার লঙোটির একটা ছেঁ সুতো কোথাও দেখা গেল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

লঙ্কা[1] [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামায়ণে বর্ণিত রাবণের পুরী। 'লঙ্কার রাব বীর করিলোঁ চুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লঙ্কাকাণ্ড [স] **১** *বি* হুলুস্থুল। 'নীলবানুরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শেষ হ গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* সাংঘাতিক ঝগড়াঝাটি। 'একদি একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সে লঙ্কাকাণ্ড ক বসবেই।' *অবন*, ১৯২৫।

লঙ্কাপুরী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাবণের পুরী। 'বধিয়া রাবণ মো লঙ্কাপুরী দিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লঙ্কাপোড়া [স লঙ্কা+পোড়া] *বি* বানর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লঙ্কাসায়রি *বি* ইংল্যান্ডের ল্যাংকাশায়ারের। 'লঙ্কাসায়রি রাব মোদেরে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

লঙ্কেশ্বর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) লঙ্কারাজ; রাবণ। 'ইচ্ছা নাহি তথা হইল লঙ্কেশ্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'যে পূজা করিল লঙ্কেশ্বরে।' *নজরু* ১৯৩০।

লঙ্কা[2] *বি* গোলমরিচ। 'হিঙ্গ জিরা লঙ্কা দিল ধন্যার বাটনা।' *রূপরা* ১৭৫০।

লঙ্কাচারা *বি* মরিচের চারা। 'জমির এক কোণে লঙ্কাচারা রোপণে জন্য মাটি তৈয়ারি হইতেছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

লঙ্কা-ফোঁড়ন *বি* গরম তেলে লঙ্কা ভাজা। 'প্রতিবেশীদের কেউ কে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে গ্যাস-মাস্ক পরত।' *মুজতবা,* ১৯৫২।

লঙ্কামরিচ [স] *বি* লাল মরিচ; লতা মরিচ। 'লঙ্কা মরিচ বেঁটে দেহো সর্ব্ব গায়।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

লঙ্গ [স লবঙ্গ] *বি* লবঙ্গ। 'মহুরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি মশলা।' *ভারত,* ১৭৬০।

লঙ্গ মালতী *বি* লবঙ্গমালতী। 'লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

লঙ্গর[1] [ফা] *বি* নোঙর। 'ডিঙ্গাতে উঠিয়া যদি তুলিল লঙ্গর।' *আলাওল,* ১৬৮০।

লঙ্গরখানা [ফা] *বি* (সাধারণত) দুর্ভিক্ষের সময়ে যেখানে দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্য প্রদান করা হয়। 'এতগুলি কুঁড়েকে লঙ্গরখানা থেকে কাঁহাতক খাওয়াবেন?' *রোকেয়া,* ১৯২৬।

লঙ্গর[2] *বি* সিংহল দ্বীপের ফুলবিশেষ। 'তার কণ্ঠের হার লঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১২।

লঙ্গরা [ফা লঙ্গ] *বিণ* খোঁড়া। *মানোএল,* ১৭৪৩।

লঙ্গরানো *ক্রি* খোঁড়ার মতো চলা। *মানোএল,* ১৭৪৩।

লঙ্ঘা [স লঙ্ঘন>] *ক্রি* লঙ্ঘন করা। **লঙ্ঘ** *ক্রি* লঙ্ঘন করো। 'রাজা হইয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘ বড় অনুচিত।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **লঙ্ঘিয়া** *ক্রি* লঙ্ঘন ক'রে। 'লঙ্ঘিয়া ব্যাসের বাক্য হইলাম সর্বনাশ।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

লঙ্গুড় [স লাঙুল] *বি* লেজ। *মানোএল,* ১৭৪৩।

লঙ্ঘন [স লঙ্ঘন] **১** *বি* ব্যর্থ হওয়া। 'বজ্র ব্যর্থ হৈলে হয় মুনির লঙ্ঘন।' *মালাধর,* ১৫০০। **২** *বি* ত্যাগ। 'দরশন-লোভে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **৩** *বি* উপবাস। 'পথে ইঁহা করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **৪** *বি* অমান্য। 'যে তাহান বাক্য করিব লঙ্ঘন/ নিশ্চএ হইব তার নরকে গমন।' *সুলতান,* ১৭০০। **৫** *বি* পার হওয়া; অতিক্রম। 'আপনি আমার নিমিত্তে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছেন।' *গৌর,* ১৮২২।

লঙ্ঘন দেওয়া *ক্রি* উপবাস করা। 'তিন দিন লঙ্ঘন দিয়ে ছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

লঙ্ঘিত *বিণ* লঙ্ঘন করা হয়েছে এমন। 'পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হওয়া অত্যন্ত অধর্ম্মজনক।' *অক্ষয়,* ১৮৫১।

লঙ্ঘা [স লঙ্ঘন>] **১** *ক্রি* অবাধ্য হওয়া। 'অলঙ্ঘ্য গুরুর বাক্য লঙ্ঘে কোনজন।' *রূপরাম,* ১৭৫০। **২** *ক্রি* পার হওয়া; অতিক্রম করা। 'ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে সাগর গিরি লঙ্ঘি।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০। **লঙ্ঘাইলে** *ক্রি* লঙ্ঘন করলে। 'গুরু বাক্য লঙ্ঘাইলে আন্দাজি পণ্ডিত হইলে।' *লালন,* ১৮৯০। **লঙ্ঘি** *ক্রি* লঙ্ঘন ক'রে। 'লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে ওগো আর তরী ধায়ড নির্বীক চিত্তে।' *নজরুল,* ১৯২২। **লঙ্ঘিআ** **১** *ক্রি* লাথি দিয়ে ভেঙে। 'মোর সনে করি হট চরণে লঙ্ঘিআ ঘট।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **২** *ক্রি* লঙ্ঘন ক'রে। 'লঙ্ঘিআ আল্লার আজ্ঞা হৈছে হেন গতি।' *বাহরাম,* ১৬৫০। **লঙ্ঘিআঁ** *ক্রি* লঙ্ঘন ক'রে। 'ধরম লঙ্ঘিআঁ কাহাঞি পাপে দিলি মন।' *বড়ু,* ১৪৫০। **লঙ্ঘিতে** **১** *ক্রি* অমান্য করতে। 'অবশ্য আদেশ তান লঙ্ঘিতে না পারে।' *বাহরাম,* ১৬৫০। **২** *ক্রি* ক্ষতি করতে। 'যেন মতে লঙ্ঘিতে না পারে দুষ্ট জনে।' *সুলতান,* ১৭০০। **৩** *ক্রি* পার হওয়া। 'লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।' *নজরুল,* ১৯২৬। **লঙ্ঘিব** *ক্রি* অমান্য করবো। 'কভোঁ না লঙ্ঘিব আর তোহ্মার বচন।' *বড়ু,* ১৪৫০। **লঙ্ঘিবোঁ** *ক্রি* অমান্য করবো। 'কভোঁ না লঙ্ঘিবোঁ তোহ্মার বচনে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **লঙ্ঘিবেঁ** *ক্রি* লঙ্ঘন করবে। 'কভোঁ না লঙ্ঘিবেঁ যবেঁ আহ্মার বোল।' *বড়ু,* ১৪৫০। **লঙ্ঘিলু** *ক্রি* পার হলাম। 'আপনা বিক্রমে মুঞি লঙ্ঘিলু সাগর।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **লঙ্ঘিহ** *ক্রি* লঙ্ঘন করো। 'কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোয় বচন।' *বড়ু,* ১৪৫০। **লঙ্ঘ্যাছে** *ক্রি* লঙ্ঘন করেছে। 'দু'তাল সদৃশ উচ্চ লঙ্ঘ্যাছে আকাশ।' *রূপরাম,* ১৭৫০।

লচকানো *ক্রি* হেলে দুলে চলা। 'লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে/ মারে আবির পিচকারি।' *নজরুল,* ১৯৩৩।

লচ্ছা [হি] *বি* ঝালর। 'মুক্তার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল।' *ভবানী,* ১৮২৮।

লছমী [স লক্ষ্মী] *বি* হিন্দুদেবী লক্ষ্মী। 'লছমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল।' *চণ্ডী,* ১৫৫০।

লজঞ্চুস [ই] *বি* চিনি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চুষে খাওয়ার মিঠাইবিশেষ। 'তোর জন্য আজ লজঞ্চুস কিনে রেখেছিলুম।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

লজা [স লজ্জা>] *ক্রি* লজ্জা পাওয়া। **লজাই** *ক্রি* লজ্জা পায়। 'সে দেখি কীর লজাই।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **লজাএল** *ক্রি* লজ্জিত হলো। 'রাধা বচনে লজাএল কান।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **লজাসি** *ক্রি* লজ্জা পাও। 'সাঁচি ধরসি মধু মনে ন লজাসি।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

লজিক [ই] **১** *বি* যুক্তিবিদ্যা। 'সে লজিক মুখস্থ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭। **২** *বি* যুক্তি। 'লজিক এবং আর্টের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ।' *প্রমথ,* ১৯১৪; 'দাদার 'লজিকে'র বহর দেখে ভাইও কম অবাক হয় না।' *শিবরাম,* ১৯৪০।

লজিকাল [ই] *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'ভালোমন্দ সব কর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য, অবশ্য সে যদি লজিকাল হয়।' *প্রমথ,* ১৯২৭।

লজিনতে *ক্রিবিণ* অবশ্যই। *মানোএল,* ১৭৪৩।

লজেঞ্চুস, লজেঞ্জস, লজেঞ্জেস [ই] *বি* চুষে খেতে হয় এমন শিশুপ্রিয় মিষ্টিবিশেষ। 'বই, শ্লেট, পেন্সিল, ছবি, প্রভৃতি আনিয়া পড়িতে বসিল।' *শরৎ,* ১৯১৩; 'টিপাইয়ের উপর একশিশি লজেঞ্চুস।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯; 'প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রেতে করে সামনে লজেঞ্চুস ধরেছে।' *মুজতবা,* ১৯৫৮।

লজেনচুস [ই] *বি* চুষে খেতে হয় এমন শিশুপ্রিয় মিষ্টিবিশেষ। 'দোকানে বিক্রির জন্য রাখা লজেনচুস।' *মানিক,* ১৯৪০।

লজেন্স [ই] *বি* চোষ্য মিঠাইবিশেষ। 'চকলেট, লজেন্স, বিস্কুট?' *জসীম,* ১৯৬০।

লজ্জত [আ] **১** *বি* ঠাট্টা-মস্করা। *মানোএল,* ১৭৪৩। **২** *বি* আগ্রহ; রুচি। 'এলাচ খেলে নাকি শ্যামার গানের লজ্জত বাড়ে।' *প্রমথ,* ১৯৩২।

লজ্জা [স] *বি* শরম; লাজুকতা। 'কাহ্নু লজ্জা হরিল দেখিআঁ মোর তন।' *বড়ু,* ১৪৫০।

লজ্জাকম্পিত [স] *বিণ* লজ্জায় কাঁপছে এমন। 'লজ্জাকম্পিত হস্তে ভালো করিয়া বাঁধিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

লজ্জাকর [স] *বিণ* লজ্জার কারণ হয় এমন। 'কিমর্থ তুমি লজ্জিত এ একটা লজ্জাকর ক্রিয়া তুমি কর নাই।' *রামরাম,* ১৮০১।

লজ্জাকরতা [স] *বি* লজ্জার কারণ। 'এ-সকল কথার লজ্জাকরতা যে কতদূর … বুঝিয়াছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

লজ্জাকাতর [স] *বিণ* লজ্জায় জড়োসড়ো। 'বর্ত্তমানের ভারাতুর, লজ্জাকাতর, স্বাস্থ্যহীন, শ্রীহীন, সৌষ্ঠবহীন, খর্ব্বাকৃতি শীর্ণকায় বাঙালী নারী নয়!' *ওয়াজেদ,* ১৯৪৩।

লজ্জাকাতরা [স] *বিণ স্ত্রী* লজ্জায় জড়োসড়ো। 'বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করে কাপড় পোড়ানো

AMARBOI.COM

হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লজ্জাকুণ্ঠাহীন [স] *বিণ* লজ্জা এবং কুণ্ঠা নেই এমন। 'লজ্জাকুণ্ঠাহীন অসংকোচ দৃষ্টিতে মেয়েটি ...।' *তারা*, ১৯৪০।

লজ্জাকুল [স] *বিণ* লজ্জায় কাতর। 'তবে বির হনুমন্ত লজ্জাকুল মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লজ্জাগত [স] *বিণ* লজ্জিত। 'লজ্জাগত আদম জানিয়া নিরঞ্জন সান্তাইয়া আদমক কহিলা বচন।' *সুলতান*, ১৭০০।

লজ্জাজড়িত [স] *বিণ* লাজুক; লজ্জাযুক্ত। 'তহমিনা লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লজ্জাজনক [স] *বিণ* যাতে লজ্জা পেতে হয়। 'ইহা তাঁহারা লজ্জাজনক ও ক্ষতিজনক বলিয়া জ্ঞান করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জা-ডোর [স লজ্জা+ডোর] *বি* লজ্জার বন্ধন। 'লজ্জা-ডোরে আপনাকে *রে/* বাঁধিস কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লজ্জাতঙ্ক [স] *বিণ* লজ্জা মিশ্রিত আতঙ্ক। 'দূর করি লজ্জাতঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লজ্জাতত্ত্ব [স] *বি* লজ্জা বিষয়ক জ্ঞান। 'লজ্জাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জাতাপিত [স] *বিণ* লজ্জাক্লিষ্ট। 'সুকুমার এতক্ষণ অন্ধকারে লজ্জাতাপিত কলেবর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

লজ্জাতুর [স] *বিণ* লজ্জিত। 'অন্তরের ব্যথাকে আর লজ্জাতুর করতে চাইনে।' *নজরুল*, ১৯২২।

লজ্জাতুরা [স] *বিণ* লজ্জাশীলা। 'একদিনের লজ্জাতুরা নববধূ।' *মানিক*, ১৯৩৫।

লজ্জাদৃষ্টি [স] *বি* চক্ষুলজ্জা। 'লজ্জাদৃষ্টি হরিল ভাগিনা বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লজ্জানত [স] ১ *বিণ* সলজ্জ। 'দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে পরায়েছ ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বিণ* লজ্জায় অবনত। 'অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে। তাই মোরা লজ্জানত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

লজ্জানম্র [স] *বিণ* লজ্জায় নত। 'সর্বাধিকারি কুমারের নিকটে গিয়া, লজ্জানম্র মুখে কহিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লজ্জানিবারণ [স] *বি* লজ্জারক্ষা। 'নব-আবরণে লজ্জানিবারণ না করিয়া লজ্জাবৃদ্ধি করিবারই সম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জানিবারিণী [স] *বিণ* লজ্জা নিবারণ করে এমন। 'তুমি লজ্জানিবারিণী আমি মূর্খ কিবা জানি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লজ্জান্বিত [স] *বিণ* লজ্জা পেয়েছে এমন। 'লজ্জান্বিত আশা ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লজ্জা প্রযুক্ত [স] *ক্রিবিণ* লজ্জায় কারণে। 'তিনি লজ্জা প্রযুক্ত রাজাকে আমার পরিচয় দেন নাই।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

লজ্জাবতি [স লজ্জাবতী] *বিণ* লজ্জাবতী; লাজুক। 'একপাসে দাড়াইল গঙ্গা লজ্জাবতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লজ্জাবতী [স] *বিণ* লজ্জাবতী; লাজুক। 'চণ্ডিকা হইলা লজ্জাবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লজ্জাবতী লতা [স] *বি* ফুলের লতাবিশেষ। 'এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

লজ্জাবনত [স] *বিণ* লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে এমন। 'লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

লজ্জাবরণ [স] *বি* লজ্জারূপ আবরণ। 'আমাদিগের লোচন হইতে লজ্জাবরণ মোচন করিলেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

লজ্জাবস্ত্র [স] *বি* লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। 'অনত্যন্ত সুসময়ে লজ্জাবস্ত্র কাড়ি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

লজ্জা-বিস্মৃত [স] *বিণ* লজ্জা-শরম ভুলে গেছে এমন। '... লজ্জা-বিস্মৃত তরুণের মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়ে জল ছিটাতে থাকেন চোখে মুখে।' *শওকত*, ১৯৭২।

লজ্জাবৃদ্ধি [স] *বি* লজ্জা বিস্তার। 'নব-আবরণে লজ্জানিবারণ না করিয়া লজ্জাবৃদ্ধি করিবারই সম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জাবোধ [স] *বি* সংকোচবোধ। 'তাহাকে স্বদলে মিশ্রিত করিতে লজ্জাবোধ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

লজ্জাভয় [স] *বি* সংকোচ ও শঙ্কা। 'কত দিনে কত রাত্রে কত লজ্জাভয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লজ্জাভরে *ক্রিবিণ* লজ্জাপূর্ণ ভাবে। 'রানী হেট মুখ লজ্জাভরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লজ্জা ভাঙা *ক্রি* সংকোচ দূর করা। 'তোমার কথা পাড়িয়া ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লজ্জাভিভূত [স] *বিণ* লজ্জায় বিহ্বল; লজ্জিত। 'এ রকম অবস্থায় যে রকম লজ্জাভিভূত সংকুচিত ভাব ধারণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লজ্জামণ্ডিতা [স] *বিণ* লজ্জাবতী। 'লজ্জামণ্ডিতা রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লজ্জামাখা [স লজ্জা+মাখা] *বিণ* লাজুক। 'সেই লজ্জামাখা ভাবটুকু।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

লজ্জা মান [স] *বি* লাজ ও সম্মান। 'দ্রৌপদি সভাতে আন পরিহরি লজ্জা মান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লজ্জামুখী [স] *বিণ* লাজুক। 'রাজলক্ষ্মী হত লজ্জামুখী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লজ্জায় মাথা কাটা *ক্রি* অতিশয় লজ্জা পাওয়া। 'আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

লজ্জারক্ষা [স] *বি* লজ্জা নিবারণ। 'আমরা আবশ্যকমত লজ্জারক্ষাও করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জারত্ন [স] *বি* লজ্জারূপ রত্ন। 'এই পবিত্র রত্ন লজ্জারত্ন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

লজ্জার মাথা খাওয়া *ক্রি* নির্লজ্জ ভাব প্রকাশ করা। 'তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া মান-অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জা-রাঙা *বিণ* লজ্জায় লাল। 'তা নিয়ে আর তোমার লজ্জা-রাঙা করে তুলব না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লজ্জারুণ [স] *বিণ* লজ্জায় রক্তিম। 'লজ্জারুণ কুসুমকপোল চুম্বিছে ফাগুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লজ্জারুণরঞ্জিত [স] *বিণ* লজ্জার আভাযুক্ত। 'ট্যাক্সিটাতে গিয়া সে যখন উঠিল তখন তাহার মুখ লজ্জারুণরঞ্জিত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

লজ্জাশরম [স লজ্জা+ফা শরম] *বি* লজ্জা; লাজুকতা। 'নাহিকো করম, লজ্জা শরম, জানিনে জনমে সতীর প্রথা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাশরম ভাবভঙ্গি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া *ক্রি* অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাব প্রকাশ করা। 'লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বসেছে!' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

লজ্জাশীল [স] *বি* লাজুক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লজ্জাশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* লাজুক। 'শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুলবধূ লজ্জাশীলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'এ মেয়ের মত লজ্জাশীলা আর নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

লজ্জা-সঙ্কোচ [স] *বি* লজ্জাজনিত জড়সড় ভাব। 'নঈমার প্রাথমিক লজ্জা-সঙ্কোচ কাটিয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লজ্জাসরম [স লজ্জা+ফা শরম] **১** *বি* লজ্জুকতা ও সংকোচ। 'পেট তো লজ্জাসরম কিছুই মানে না।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* লজ্জাবোধ। 'আমি লজ্জা সরম ও আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত ... প্রকাশ করিতে পারিলাম না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭; 'লজ্জা সরম কিছু নাই?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

লজ্জাহত [স] *বিণ* লজ্জায় মরে যায় এমন। 'আলোক দেখি লজ্জাহত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লজ্জাহর [স] *বিণ* লজ্জা দূরকারী। 'অন্ধকার লজ্জাহর।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লজ্জাহরণ [স] *বি* লজ্জা দূর করা। 'করো হে আমার লজ্জাহরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

লজ্জাহারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* লজ্জা হরণকারী। 'তুমি তো লজ্জাহারিণী ভাই।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লজ্জাহারী [স] **১** *বিণ* লজ্জা হারিয়েছে এমন। 'আমায় দিনের আলোয় নিলেন বুকে আপনি লজ্জাহারী!' *নজরুল*, ১৯২৩। **২** *বি* লজ্জা দূর করে যে। 'তুমি লজ্জাহারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লজ্জাহীনতা [স] *বি* লজ্জা না-থাকা। 'কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লজ্জাহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* লজ্জাহীন। 'এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা লিখছি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

লজ্জিত [স] *বিণ* লজ্জাপ্রাপ্ত। 'শুনিয়া জাহ্নবী দেবী লজ্জিত-অন্তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লজ্জিতকণ্ঠ [স] *বি* লজ্জাযুক্ত কণ্ঠ। 'নতশিরে লজ্জিতকণ্ঠে গান ধরিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লজ্জিতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* লজ্জিত। 'মন দুঃখে ফিরি গেল হইয়া লজ্জিতা।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ স্ত্রী* লাজুক। 'যে স্ত্রী ... লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লজ্জ্যা [স লজ্জা] *বি* লজ্জা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লজ্ঝড় *বিণ* ভাঙাচোড়া। 'লাইনের সবচেয়ে লজ্ঝড় গাড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

লজ্ঝর *বিণ* জীর্ণ। 'আলুথালু কেশ, লজ্ঝড় বেশ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লএগা, লএগাঁ *দ্র* **লওয়া**

লঞ্চ [ই] *বি* ছোটো জাহাজ। 'একখানা ডাচ লঞ্চ পেলাম।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

লটকা [স নট্>] *ক্রি* ঝুলিয়ে রাখা। **লটকায়** *ক্রি* ঝুলিয়ে রাখে। 'চৌরাহে যেথা যেথা লটকায় পরওয়ানা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **লটকি** *ক্রি* ঝুলে। 'লটকি রহিল সুখে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লটকে** *ক্রি* ঝুলিয়ে। 'মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে মিছিলে এগোয়।' *সুভাষ*, ১৯৭০।

লটকে যাওয়া *ক্রি* ঝুলে যাওয়া; ফেঁসে যাওয়া। 'ওকে ছেড়ে দিলে আজই ও লটকে যাবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

লটকানে [ই latakia>] *বিণ* তামাক জাতীয় গাছবিশেষের ফল ও ফলের বীজ থেকে প্রস্তুত সবুজ-মেশানো লাল রঙ দিয়ে তৈরি। 'ফাল্গুন-ঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লটকানে রঙিন চাদর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লটকানো **১** *বিণ* ঝুলানো। 'মোটা দড়ায় ফাঁসে লটকানো।' *অবন*, ১৯২৭। **২** *বিণ* ঝুলন্ত। 'পুশকিনের ফাঁসির রজ্জুতে লটকানো মৃত্যুপাণ্ডুর মূর্তি।' *নজরুল*, ১৯৩২। **৩** *ক্রি* ফাঁসিতে ঝোলানো। 'অফিসার হুকুম দিলেন, লটকাও।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

লটখটানি [স নষ্ট>] *বি* ছোটোখাট গোলমাল বা ঝঞ্ঝাট। '... কেমন দেখিয়া আসিয়াছ মেনে আর কতদিন লটখটানি আছে কিনা।' *কেরি*, ১৮০২।

লটখটি [স নষ্ট>] *বি* ঝঞ্ঝাট। 'সে নানান লটখটি, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

লটখটে *বিণ* ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। 'লটখটে হাড়গোড় খটখট নড়ে যায়।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

লটঘটি *বি* ছোটোখাটো গোলমাল বা ঝঞ্ঝাট। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বাঁধাস নে আর লটঘটি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লটপট [ধ্বন্যা] *বি* দোলার ভাব-প্রকাশক শব্দ। 'তব লটপট বেণি ঘায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লটপটা *বিণ* বিধ্বস্ত। 'গ্রামভরা-ভর ছুটল ঝাপট লটপটা সব করে।' *জসীম*, ১৯২৯।

লটবহর [ই লট+আ বহর] *বি* বহু জিনিসপত্র। 'লটবহরের এজেন্ট।' *জীবন*, ১৯৩২; 'ক্যাশবাক্স, লটবহর ইত্যাদি।' *জীবন*, ১৯৩৩।

লটরচটর [ধ্বন্যা] *বি* সবসময়ে লেগে থাকার ভাব। 'তার পিছনে হয় ফণি নয় আব্দুল্লা লটরচটর করত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লটরপটর [ধ্বন্যা] *বিণ* লেপ্টে গেছে এমন। 'একটি বৃহৎ কেঁচো তার গোড়ালির ক্ষতে লটরপটর।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লটারি [ই] *বি* বাজি ধরে জুয়াখেলাবিশেষ। 'একটা লটারি অর্গানিজেশন।' *জীবন*, ১৯৩২; 'কাকা যেমন লটারিতে অনেক টাকা পেয়েছিল না, আমি একরকম তাই পেয়েছি।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

লটে-ছ্যাঁচড় *বিণ* নাছোড়বান্দা; হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয় এমন। 'আমি যে এঁটেল 'লটে-ছ্যাঁচড়' ডুবুরি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লট্টপট্ট *বিণ* এলোমেলো ও দোদুল্যমান। 'ওই লট্টপট্টকেশ অট্ট অট্ট হাসে রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

লড়[১] [স নড়] *বি* ননি। 'দুধ মাঝেঁ লড় ণচ্ছন্তে দেখই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০।

লড়[২] *দ্র* **লড়া**

লড়[৩] [স লড়] *বি* দৌড়। **লড় দেওয়া** *বি* দৌড় দেওয়া। 'ব্রাহ্মণের ঘরে কুন্তি গেল লড় দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লড়কী [হি] *বি স্ত্রী* বালিকা; কিশোরী। 'দেশে আমারও একটি লড়কী আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লড়বড় **১** *বি* শিথিলভাবে আন্দোলিত হওয়ার ভাববিশেষ। 'চারিদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লড়বড় করিয়া ঝুলিতেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বি* কাঁপুনি। 'তারপর লড়বড় করে চলে যায়।' *হাসান*, ১৯৬০।

লড়া[1] [স লড়] ১ *ক্রি* দ্রুত সরা। 'লড়হ না কেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* ব্যতিব্যস্ত হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *ক্রি* নড়া। 'অনন্তের সহিত অবনী খান লড়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লড়** *ক্রি* চলো। 'আগুয়ান লড় মুনি জুদ্ধ দেখিবার।' *মালাধর*, ১৫০০। **লড়এ** *ক্রি* নড়ে। 'প্রভুর আজ্ঞা বিনি ধুলি নাহি লড়এ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লড়বে** *ক্রি* লড়াই করবে। ' যোদ্ধ বামা গুটিয়ে জামা কথায় কথায় লড়বে।' *নজরুল*, ১৯৪২। **লড়হ** ১ *ক্রি* সরছো। 'লড়হ না কেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* দ্রুত চলো। 'চৌসষ্টি মেঘ লৈয়া লড়হ সত্তর।' *মালাধর*, ১৫০০। **লড়ি** *ক্রি* বাজাই। 'হের পুত্র সিঙ্গা লড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লড়িউ** *ক্রি* লড়া যাক। 'সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লড়িতে** *ক্রি* নড়তে। 'লড়িতে না পারে নাগে মোড়া ঘরি খায়।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লড়িল** *ক্রি* ছুটলো। 'লড়িল তাড়নে দৈষ্য করিল অস্থির।' *মালাধর*, ১৫০০। **লড়িলা** ১ *ক্রি* চললো। 'লড়িলা জনার্দ্দন/ কান্ধে লআঁ ভার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* প্রস্থান করলে। 'লড়িলা হস্তিনাপুরি রথেত চড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **লড়িলী** *ক্রি* এগিয়ে চললো। 'মথুরা লড়িলী বড়ায়ি হআঁ আগুআনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লড়ে** *ক্রি* নড়ে। 'আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাঁত।' *ভারত*, ১৭৬০।

লড়া[2] *ক্রি* লড়াই করা। **লড়ে** *ক্রি* লড়াই করে। 'বায়ুতল জন হইয়া প্রভুসনে লড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লড়া[3] *বি* লড়াই। 'গায়ে তাহার আজও আছে একশ লড়ার দাগের রাশি।' *জসীম*, ১৯২৯।

লড়নেওয়ালা ১ *বিণ* লড়াকু। 'রাচন্দরজী জবরদস্ত লড়নেওয়ালা ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বি* লড়াইকারী। 'কঙ্কির সঙ্গে একা লড়নেওয়ালা ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লড়ায়ে ম্যাড়া [স রণ>] *বি* লড়াইরত ভেড়া। 'আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাড়া।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

লড়ালড়ি [মু লড়াই>] *বি* পরস্পর লড়াই; যুঝাযুঝি। 'সে মত লইয়া যতই লড়ালড়ি করুক-না কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লড়াই [মু] ১ *বি* যুদ্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে, বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ২ *বি* প্রতিবাদ। 'সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লড়াইউলি [মু লড়াই>] *বি স্ত্রী* দাঙ্গাবাজ। 'শালী কেজিয়া খুঁজছে, ও বড় লড়াইউলি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লড়াই করা *ক্রি* যুদ্ধ করা। 'লড়াই করি আশ মিটিছে মিঞা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লড়াই সাজ *বি* যুদ্ধের উপকরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লড়াক [স রণ>] *বি* বীর। 'আমি নিজে লড়াক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

লড়াকে *বিণ* রণদক্ষ। 'তারা সব যেমন জোয়ান, তেমনি লড়াকে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

লড়ি, লড়ী [স যষ্টি] *বি* লাঠি। 'আগু হাএ বড়ায়ি হাথত করী লড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'লড়ি দড়ি মুষল মুদগর হাতে লৈয়া।' *সুলতান*, ১৭০০; 'লড়ির গলায় দড়ি দিয়ে বলে চল হামারা ঘোড়া।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লড়িয়ে *বিণ* ঝগড়াটে। 'মেজাজ হয়ে ওঠে লড়িয়ে, স্বার্থবোধ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

লড়ুয়ে *বি* লড়াই করে যে। 'নিশানাথ কিন্তু খুব শক্ত এবং ঘাগী লড়ুয়ে।' *হাসান*, ১৯৬৯।

লণ্ঠন, লন্টন [ই ল্যান্টার্ন] *বি* হারিকেন। 'মুদীর দোকান হইতে লন্টন জ্বালাইয়া লইয়া গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'লণ্ঠনের আলোকদ্বারা ... বাসস্থান প্রভৃতি দেখাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

লণ্ডচেলা [স লণ্ড>] *বি* খারাপ সঙ্গী। 'ভক্তগুরুর লণ্ডচেলা হইয়াছে মেলা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লণ্ড ভণ্ড [স লণ্ড>] ১ *ক্রিবিণ* যা-তা। 'লণ্ডে ভণ্ডে দেয় গালি বলে শালামালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ধ্বংস হয়েছে এমন। 'লণ্ড ভণ্ড পদ্মবন করিল ভাঙ্গিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* ওলটপালট; তছনছ। 'লণ্ডভণ্ড ছিল বস্ত্র উঠিয়া পরিল।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি, লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৪ *বিণ* তোলপাড় হয় এমন। 'বিনা কারণে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ লণ্ডভণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৫ *বিণ* ধ্বংস হয়েছে এমন। 'সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৬ *বিণ* এলোমেলো। 'তার বানান-জ্ঞান কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

লণ্ডমএ [স লণ্ড>] *বিণ* লণ্ডভণ্ড। 'ডাল সব পত্র বিনু হৈল লণ্ডমএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লণ্ডে ভণ্ডে *ক্রিবিণ* জবরদস্তি ক'রে। 'গালি দিআ লণ্ডে ভণ্ডে ঘটব ব্রাহ্মণ দণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লৎ [স নাথ] *বি* নথ। 'সোণার ঠোঁসের লৎ আছে নাসিকায়।' *ভবানী* ১৮২৫।

লতা [স] ১ *বি* লতানো বস্তু। 'নাভিবিবর সঞে লোমলতাবলি ভুজগি নিসাস পিয়াসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদ; যে-উদ্ভিদ অন্য কিছুকে অবলম্বন করে বাড়ে। 'কড়িলু মাধবি লতা।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* বৃক্ষ। 'মুকুলিত চূতলতা কোরক জালে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বি* রাশি। 'আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার কবিতা, কল্পনালতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লতাকুঞ্জ [স] *বি* লতা-বেষ্টিত স্থান বা কুটির। 'কুসুমিত লতাকুঞ্জে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লতাগাছি *বি* লতাগুচ্ছ। 'সারা শরীর জড়িয়ে আছি লতাগাছি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লতা-গুল্ম [স] *বি* লতা-ঝোপ। 'দুধারে ব্ল্যাকবেরী ও ঘন লতা-গুল্মের বেড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'লতাগুল্ম পত্রগুচ্ছ ধরে তোমাকে বাঁচাতে হবে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লতাচ্ছাদিত [স] *বিণ* লতায় ছেয়ে আছে এমন। 'সেই লতাচ্ছাদিত তৃণশ্যামল, সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

লতাজাল [স] *বি* লতার তৈরি জাল। 'ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লতাজালজটিল [স] *বিণ* জালের মতো অনেক লতার পেঁচিয়ে থাকার ফলে দুর্গম। 'এল ... লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।' *রবীন্দ্র* ১৯৩২।

লতানিআ [স লতা>] *বিণ* লতানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লতাপল্লবাদি [স] *বি* লতা-পাতা ইত্যাদি। 'তাহারা ভাণ্ড, পুত্তলিকা ছিন্ন বস্ত্র, ও ধূলি মৃত্তিকা, লতাপল্লবাদি লইয়াই ...।' *কৈলাসবাসিনী* ১৮৬৩।

লতাপাতা [স লতা-পত্র] *বি* গাছের লতা ও পাতা। 'মাটি আঁচড়িয়া

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুলে ছিঁড়ে লতাপাতা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লতাপাশ [স] *বি* লতার তৈরি জাল। 'সসারু হরিণ বরা লতাপাশে বান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লতাপাশবিজড়িত [স] *বিণ* লতাপাতায় ছেয়ে থাকে এমন। 'লতাপাশবিজড়িত ভগ্ন জয়স্তম্ভের ন্যায় অ্যান্টেনির উচ্চতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লতাবিতান [স] ১ *বি* লতাবেষ্টিত কুঞ্জ। 'কোন্ সমীরণে বহে লতাবিতান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ২ *বি* বিস্তৃত লতাবন। 'লতাবিতান নির্মমভাবে কাটা পড়িবে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লতামণ্ডন [স] *বি* লতার অলঙ্করণ। 'শঙ্খলতা, চালকালতা, প্রভৃতি লতামণ্ডন।' *অবন*, ১৯১৯।

লতামণ্ডপ [স] *বি* লতাবেষ্টিত কুঞ্জ। 'আমার লতামণ্ডপে শত চন্দ্রের উদয় হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

লতামালি [স লতা>] *বি* এক প্রকার লতাপ্রধান গাছ। 'লতামালিতরু লতার বিট গন্ধে মনোহর যার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লতায়িত [স] *বিণ* লতানো। 'কপালের লতায়িত কেশগুচ্ছের ওপর ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

লতিয়ে ওঠা *বিণ* লতার মতো গুজিয়ে-ওঠা। 'হৃদয়ে-লতিয়ে-ওঠা একটি নিভৃততম গানে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

লতা আম [স লতা+স আম্র] *বি* বিশেষ জাতের আম। 'লতা আম কুশিআর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লতানো [স লতা>] *ক্রি* লতার আকারে বিস্তৃত হওয়া। 'লতাগুলি লতাইয়া বাহুগুলি বিথাইয়া ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **লতায়ে** *ক্রি* লতার মতো জড়াজড়ি ক'রে। 'লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **লতিয়ে** *ক্রিবিণ* পেঁচিয়ে। 'কথায় কথায় ইনিয়ে-বিনিয়ে লতিয়ে-লতিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লতামউ *বি* চালের প্রকারবিশেষ। 'লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।' *ভারত*, ১৭৬০।

লতি [স লতা>] *বি* চোখের পাতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লতিকা [স] *বি* লতা। 'রোপলহ পহু লহু লতিকা আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লদী *বি* নদী। 'ওই লদীর উ-পারের চরটার কথা বলছি।' *তারা*, ১৯৪০। দ্র নদী

লধা [স লব্ধ] *বিণ* লব্ধ। 'লূই পাঅপঅ দারিক দ্বাদশ ভূঅণেঁ লধা।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০।

লন [ই] *বি* ঘাস-বিছানো বাগান। 'সামনের লনে ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'সবুজ ঘাসের লন।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লনটেনিস [ই] *বি* খেলাবিশেষ। 'সেখানে লোকেরা ব্যাট ও গোলা এবং লনটেনিস খেলিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'লনটেনিস না খেললে এবং 'বলে' না নাচলে স্ত্রীলোক সুখী হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

লনি, লণী [স নবনীত] *বি* মাখন; ননি। 'রসে অলি-যুগ ভুলি ... তুহু পরে কত লণী আছে।' *আলাওল*, ১৭৫০।

লনির পুতলি *বি* ননির পুতুল। 'উষার শরীর যেন ননির পুতলি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লণ্ডনীয় [ই লণ্ডন+স ঈয়] *বি* লণ্ডনের অধিবাসী। 'লণ্ডনীয়েরা খুব সমাদর করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লন্ড্রি [ই] *বি* কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি করার দোকান; ধোপাখানা। 'কাছেই একটা লন্ড্রিতে ফেলে দিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'পাব্লিশিং হাউস কিংবা লন্ড্রি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

লন্দুর *বিণ* বৃদ্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লপসি [স লপ্সিকা] *বি* তরল মণ্ড। 'ময়লার লপসি করছে ঘরদোর।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লপেটা [স লিপ্ত>] *বি* এক ধরনের শৌখিন জুতা। 'একপাটা উড়াইয়া লপেটা পায়ে দিয়া মজা করিয়া বেড়াই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লফজ [আ] *বি* কথা। 'আমার প্রতিটি লফজ শব্দ যেন ঠিকঠিক পালন হয়।' *শওকত*, ১৯৬২।

লব[১] [স] *বি* হিন্দু অবতার রামের পুত্র। 'লব-কুশ সঙ্গে যুদ্ধ যতেক হইল।' *কৃত্তি*, ১৫৮০।

লব[২] [স নব] *বিণ* নয়। 'একজাই লবলক্ষ সেনা প্রস্তুত হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০২।

লবঙ্গ [স] ১ *বি* ফুলবিশেষ। 'লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মশলা হিসেবে ব্যবহৃত এক প্রকার শুকনা ফুল। 'কিংসুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লবঙ্গফুল [স লবঙ্গ+স ফুল্ল>] *বি* নাকফুল; নাকের অলংকার। 'নাসাগ্রের লবঙ্গফুলটি পর্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লবঙ্গলতা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'কিংসুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লবঙ্গলতিকা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'লবঙ্গলতিকা আমি ভালোবাসি, অশোকমঞ্জরী।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

লবঙ্গা [স লবঙ্গ] *বি* লবঙ্গ। 'অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লবজ, লবজো [আ লফ্জ] ১ *বি* ভাষা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ফরসীর লবজ লেখা গীয়াছিল।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বিণ* মুখস্থ; আয়ত্ত। 'কিছু কাব্য লবজ রাখা দরকার।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। ৩ *বি* কথা। 'কয়েকটা লবজো বলেই বসে পড়তে হলো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লবডঙ্কা *বি* ফাঁকি; বুড়ো আঙুল। 'শুধব কিসে বুড়ো আঙুল বলে লবডঙ্কা।' *অবন*, ১৯২৭; 'আর সবাই লবডঙ্কা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

লবডঙ্কা দেখানো *ক্রি* বুড়ো আঙুল দেখানো। 'বিশ্বসংসারকে লবডঙ্কা দেখিয়ে বললে।' *জীবন*, ১৯৩১।

লবণ [স] *বি* খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহৃত লোনা স্বাদের গুঁড়োবিশেষ; নুন। 'জগতে বিদিত হয় লবণসাগর।' *কৃত্তি*, ১৫৮০; 'সডিয়ামের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগ বিশেষ লবণ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

লবণগন্ধী [স] *বিণ* লবণের গন্ধ সমৃদ্ধ। 'যেখানে লবণগন্ধী সমুদ্রের উদ্দাম হাওয়ায়।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

লবণচৌকী [স লবণ+স চতুষ্কী] *বি* লবণপোক্তানি বা লবণ তৈরির কারখানার পাহারাদার। 'স্থানে২ লবণচৌকী বসাইবাতে সালিয়ানা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লবণজল [স] *বি* লবণাক্ত পানি। 'হয়তো লবণজলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী পচিয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লবণজলধি [স] *বি* লবণাক্ত সমুদ্র। 'দিবানিশি বাহে সাধু লবণজলধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লবণনীর [স] *বি* সমুদ্র। 'বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল অকূল লবণনীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লবণবর্জ্জিত [স] *বিণ* লবণহীন। 'যাঁহারা লবণবর্জ্জিত ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে সচরাচর অলূনা বলিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লবণময় [স] *বিণ* লবণমিশ্রিত; লোনা। 'সমুদ্রের জল এরূপ লবণময়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লবণযুক্ত [স] *বিণ* লবণমিশ্রিত। 'এ স্থলে সমুদ্রের লবণযুক্ত নীর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

লবণসমুদ্র [স] *বি* লোনা জলের সাগর। 'এই ভূমিপিণ্ডের অর্দ্ধেক লবণসমুদ্রের উত্তর এই জম্বুদ্বীপ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

লবণসাগর [স] *বি* সমুদ্র। 'জগতে বিদিত হয় লবণসাগর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লবণাক্ত [স] **১** *বিণ* লবণযুক্ত। 'যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত করা হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **২** *বিণ* অশ্রুসিক্ত। 'দু-নয়ন লবণাক্ত।' *নজরুল*, ১৯৩১। **৩** *বিণ* লোনা। 'লবণাক্ত সমুদ্রের উত্তাল মুহূর্ত।' *আহসান*, ১৯৪৪।

লবণাক্ততা [স] *বি* লোনা অবস্থা। 'জমির লবণাক্ততা দূরীকরণ।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

লবণান্ন [স] *বি* লবণভাত। 'নিঃস্ব ভারতবাসীর চিরদিনের আশ্রয় – লবণান্নের উপর ...।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

লবণাম্বু [স লবণ-অম্বু] **১** *বি* সাগর। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* লোনা পানি। 'সেখানে লবণাম্বু ব্যতিরেক মিষ্ট জল দুর্লভ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

লবণাম্বুরাশি [স] *বি* লবণাক্ত জলরাশি; সমুদ্র। 'এশিয়া এবং আফ্রিকা দুই ভগ্নীর বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে মাঝে বিরহের লবণাম্বুরাশি প্রবাহিত করা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লবণার্দ্র [স] *বিণ* লবণযুক্ত। 'লবণার্দ্র গভীর গহ্বরে অন্ধকার অতল পাথারে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

লবণিএা [স লবণ] *বি* লবণ বিক্রেতা। 'লবণিএা দিল লোন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লবণেক্ষু [স] *বি* লবণ ও ইক্ষু। 'লবণেক্ষু সুরা সপি দধি দুগ্ধ জল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লবন [স লবণ] *বি* নুন। 'লবনের হিসাবের বাকী আড়কাট ৯১৯২ দ ৯১০।' *মেয়র্স*, ১৭৬৮।

লবনা *বি* শিখা। 'কাঁটার মধ্যে হইতে এক অগ্নি নির্গত হইবেক যে লবনার সর বৃক্ষাদিকেও গ্রাস করিবেক।' *ত.রিণী*, ১৮০৩।

লবনি [স নবনীত] *বি* মাখন; ননি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মাক্ষণ ও লবনি খির ও সর ছানা দোকানেং প্রস্তুত।' *রামরাম*, ১৮০১।

লবনী *বি* ননি। 'লবনী দল কোঁমল আঙ্কার দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লবনী দল *বি* ননির পিণ্ড। 'লবনী দল কোঁমল আঙ্কার দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লবলেশ *বি* সামান্য পরিমাণ। 'দয়ার নাহীক লবলেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লবিন *বি* বেশ্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লবেজান [ফা লব-ই-জান] **১** *বিণ* খুব অস্থির বা উৎকণ্ঠিত। 'বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* হয়রান। 'এই করেই আমার জান লবেজান হয়ে গেল।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

লবেদা [ফা লবাদা] *বি* জামাবিশেষ। 'কেহ বা দোদুল্যমান চোগা, লবেদা ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

লব্ধ [স] **১** *বিণ* গৃহীত। 'ঐ মত লব্ধ আশ্বাসানুসারে সমাচার লিখে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* চেষ্টা করে পাওয়া গেছে এমন। 'বিশ্বামিত্র তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্ব লব্ধ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বিণ* নেওয়া হয়েছে এমন। 'কুন্দ হইতে লব্ধ অর্থ বিষতুল্য বোধ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ [স] *বিণ* প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন। 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

লব্ধমনোরথ [স] *বিণ* বাসনা পূর্ণ হয়েছে এমন। 'লব্ধমনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লব্ধরক্ষা [স] *বি* অর্জিত বস্তু রক্ষা। 'অলব্ধ-লাভ ও লব্ধরক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লভা [স লভ্>] **১** *ক্রি* গ্রহণ করা। 'গোআলের কুলে রাধা জরম লভিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* অর্জন করা। 'ইন্দ্রপদ লভিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* লাভ করা। 'নদচয় যথা লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৪** *ক্রি* নেওয়া। 'অজিনাসনে বসি, বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৫** *ক্রি* লাভ করা। 'বিফলে জগতে লভিনু জনম বিফলে কাটিল প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাপ দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৬** *ক্রি* অনুভব করা। 'সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **লভ** *ক্রি* অর্জন করো। 'যার খুশি ... বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **লভি** *ক্রি* লাভ ক'রে। 'তাহার গর্ব্বে জন্ম লভি আসিও সর্পেতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লভিআঁ** *ক্রি* লাভ ক'রে। 'গোআলের কুলে রাধা জরম লভিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লভিনু** *ক্রি* লাভ করেছি। 'জনম লভিনু আমি গুয়ালার কুলে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **লভিব** *ক্রি* লাভ করবো। 'শুভগতি লভিব অশুভ পরিত্রান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লভিবারে** *ক্রি* অর্জন করতে; লাভ করতে। 'ইন্দ্রপদ লভিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লভিয়া** *ক্রি* লাভ ক'রে। 'আর জন্ম লভিয়া করিমু বিস্য ক্ষএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লভিল** *ক্রি* লাভ করলো। 'জরম লভিল কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লভিলা** *ক্রি* নিলে। 'ভারাবতারনে জন্ম লভিলা শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লভুন** *ক্রি* লাভ করুন; নিন। 'অজিনাসনে বসি, বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **লভে** *ক্রি* লাভ করে। 'গুরুবাক্য সার যার শান্তি সেই লভে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **লভেছিনু** *ক্রি* লাভ করেছিলাম। 'প্রাচীন বয়সে এক পুত্র লভেছিনু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লভ্য [স] **১** *বিণ* প্রাপ্তিযোগ্য। 'বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* লভ্যাংশ। 'পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লভ্যকর [স] *বিণ* লাভজনক। 'যে রূপ লভ্যকর হইয়াছে তাহার বিবরণ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

লভ্য করা *ক্রি* লাভ করা। 'কেবল উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ লভ্য করিতে দোষ কি?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

লভ্যজনক [স] *বিণ* লাভ আছে এমন। 'পৈতৃক কুলমর্য্যাদাকে এক

AMARBOI.COM

লভ্যজনক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

লভ্যদায়ক [স] *বিণ* লাভজনক। 'টিচরস সোসাইটি বিদ্যার্থি ব্যক্তিরদিগের মহোপকারক ও অত্যন্ত লভ্যদায়ক হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

লভ্যাংশ [স] *বি* লাভের অংশ। 'বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লম্প[1] [স লম্ব] *বিণ* খাড়া। 'লম্প হস্তে আলি গদা শূন্যেত রাখিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

লম্প[2] [ই] *বি* ল্যাম্প; কেরোসিনের বাতি। 'কত বড় লম্পটা দেখেছিস।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লম্পট [স] *বিণ* দুশ্চরিত্র। 'লম্পট নাগর কৃষ্ণ লুটহ পসার।' *মালাধর*, ১৫০০।

লম্পটতা [স] *বি* লাম্পট্য। 'তোমার লম্পটতা দেখলে এক বিছানায় বসতে ঘৃণা করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

লম্পটবর [স] *বি* প্রতারক। 'লম্পটবর! আপনার অন্তঃকরণের এতাদৃশ কপটভাব জানিলে ...।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

লম্পটাচরণ [স] *বিণ* অসমীচীন আচরণ। 'উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই হইয়াছে।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

লম্ফ [স] *বি* লাফ। 'লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লম্ফঝম্ফ [স] *বি* লাফ-ঝাঁপ। 'এই কথা বলিয়া লম্ফঝম্ফ দিয়া গান আরম্ভ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লম্ফপ্রদান [স] *বি* ঝাঁপ দেওয়া। 'অতর্কিতভাবে লম্ফপ্রদানপূর্বক তাহার উপরে আপতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'মুখব্যাদান ও ঊর্ধ্বে লম্ফপ্রদান পূর্বক, বেকনরের পুত্রের কটিদেশ পর্যন্ত গ্রাস করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লম্ফানন্দ [স] *বি* লাফ দেওয়ার আনন্দ। 'লম্ফানন্দে লাফ দিয়ে মা চলতে বেজির ছা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লম্ফিত *বিণ* লাফ দিয়েছে এমন। 'তখনও কি পত্রপাঠ লম্ফিত হয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলে?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লম্ব [স] ১ *বি* দৈর্ঘ্য। 'ফোঁটা পাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এই পুল লম্বে তিপ্পান্ন হাত।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বি* (জ্যামিতি) সমতলের উপর সমকোণে অবস্থিত রেখা। 'এক রেখার উপর ঋজুভাবে অবস্থিত রেখা।' *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭।

লম্বকর্ণ [স] *বিণ* লম্বা কানযুক্ত। 'শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট একটি বিশেষ লম্বকর্ণ ভারবাহীর মতোই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লম্বচঞ্চু [স] *বিণ* দীর্ঘ ঠোঁটওয়ালা। 'তারই উপর যত লম্বচঞ্চু মাছরাঙার আড্ডা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লম্বমান [স] ১ *বিণ* ঝুলছে এমন। 'পিঠে লম্বমান তাঁর শোভে জটাভার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* লম্বা হয়ে আছে এমন। 'অসংস্কৃত কুন্তলরাশি ও লম্বমান মুক্তকেশ সমূহ ধারণ করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* লম্বা; দীর্ঘ। 'হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লম্বশাট *বি* প্রতারণার জন্য ছদ্মবেশ। 'মূর্খে সাজাও লম্বশাটে/ মানুষ তবু মানুষই ভাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

লম্বা [স লম্ব>] ১ *বিণ* দীর্ঘ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'শবদাহ স্থানের পরিমাণ আন্দাজ লম্বা ৪০ হাত।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বিণ* উঁচু। *ওগাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* সরু ও দীর্ঘ। 'ইচ্ছে করে, বেটাকে জুতো মেরে লম্বা করে দিই।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৪ *বি* বিস্তার। 'আমার কথাটা লম্বায় যদি বড়ো হয় সেটা তোমাদের সহ্য করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লম্বাই [স লম্ব>] *বি* দৈর্ঘ্য। 'তিন ক্রোশ আড়ে কিন্তু তাহার লম্বাই জানা নাই।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

লম্বাই চৌড়াই *বি* আস্ফালন। 'অমন লম্বাই চৌড়াই কর কেন।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

লম্বাচওড়া [স লম্ব>+হি চৌড়া] ১ *বিণ* অহংকারপূর্ণ। 'খুব তোমার লম্বাচওড়া কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বিণ* দীর্ঘ। 'চিঠিটা একটু লম্বা-চওড়া হয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'এ-সব লম্বাচওড়া বুলি তাঁকেই সাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

লম্বাচৌড়া [স লম্ব>+হি চৌড়া] ১ *বিণ* ধিক্কারসূচক। 'দুই চারিটা লম্বা চৌড়া কথা বলিয়া আবার একবার জন্মের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বিণ* বিশালদেহী। 'খুব একজন লম্বাচৌড়া কৃষ্ণবিষ্ণুর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* দম্ভপূর্ণ। 'বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বাচৌড়া কথার দ্বারা নয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* দীর্ঘ। 'বাংলার লম্বাচৌড়া অতীতের গুণবর্ণনা করতে হলে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ৫ *বিণ* বড়ো-সড়ো। 'দরকার বশতঃ লম্বা চৌড়া আরবী ফার্সী আলফাজ এস্তেমাল করিতেও বিন্দুমাত্র কসুর করিব না।' *এসলাম*, ১৯১৭। ৬ *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। '"পূর্ণ-স্বাধীনতা" কথাটা যেমন লম্বাচৌড়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

লম্বাটে *বিণ* লম্বামতো। 'বাড়িটা লম্বাটে ও দুপেশে।' *মানিক*, ১৯৩৫; 'শীর্ণ মুখখানা তাহার একটু লম্বাটে হইয়া যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লম্বা দেওয়া *ক্রি* দ্রুত ছুটে পালানো; চম্পট দেওয়া। 'লম্বা দিয়েছে কোন দিকে!' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লম্বাপানা *বিণ* দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট। 'লম্বাপানা একটা বস্তু তীরবেগে খানিকটা উপরে উঠে ভেঙে এসে মুখগহ্বরে ঢুকছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

লম্বামুখ [স] *বি* গোলাকার নয় এমন মুখ। 'লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লম্বায়মান [স] *বিণ* প্রলম্বিত। 'বটের লম্বায়মান দুই নামনার ফাক দিয়া ... ভিতরে সাঁদাইয়া লুক্কায়িত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

লম্বা লম্বা [স] ১ *বিণ* দীর্ঘাকৃতি। 'ছোট মুখের লম্বা লম্বা ঘটে কুটি কুটি মাংস।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* ফাঁপা; অন্তঃসারশূন্য। 'আমাদের লম্বা লম্বা কথা কওয়া উচিত নয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লম্বালম্বি *বিণ* সোজা উপরের দিকে দণ্ডায়মান; খাড়াভাবে অবস্থিত। 'একটি শাখা ... উত্তরদিকে লম্বালম্বি হয়ে আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

লম্বা হওয়া *ক্রি* শোওয়া। 'আপন আপন সিটে লম্বা হইয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লম্বাহাতা *বিণ* লম্বা হাতাযুক্ত। 'আমাদের পণ্ডিতমশাই একটা লম্বাহাতা আনকোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লম্বোদর [স] ১ *বিণ* ভুঁড়িওয়ালা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সাধনাকে ছাড়িয়ে লম্বোদর হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বিণ* লম্বা উদরবিশিষ্ট। 'লম্বোদর হর রজত বৃষভপর।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

লম্বোদরা [স] *বিণ স্ত্রী* স্থূল উদরবিশিষ্ট। 'লম্বোদরা চীনাম্বরা।' *বঙ্কিম*,

AMARBOI.COM

১৮৮৪।

লম্বিত [স লম্ব>] ১ *বিণ* লম্বা। 'আজানু লম্বিত ভুজ সুনাভি গভীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অবনত। 'ফল ভারে বৃক্ষ সব লুলিত লম্বিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* ঝুলন্ত। 'বেণী বিরাজিত কুসুম রচিত লম্বিত মুকুতা ছড়া।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লম্বিমালা [স লম্ব>] *বি* বৈষ্ণবের জপমালা। 'ছিঁড়িয়া তুলসীকন্ঠী লম্বিমালা যত।' *ভারত*, ১৭৬০।

লম্ভা *ক্রি* লাভ করা। **লম্ভিয়া** *ক্রি* লাভ ক'রে। 'বিজয় লম্ভিয়া রাজা যদি আইল পাটে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লয়[1] [স] ১ *বিণ* লুপ্ত। 'শেষ রাত্র্যে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ধ্বংস। 'হেন লয় মোরে এই পাপ ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ক্ষয়। 'ধনরত্ন সিন্ধু গিরি লয় হইয়া যায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বি* লোপ। 'কিছু ঘটিবার প্রত্যাশা তাহার কখনো লয় পাইত না।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লয়ক্রিয়া [স] *বি* প্রলয় কার্য। 'গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লয়প্রাপ্ত [স] *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'ঐ মহৎ সভা সাধারণের অনুরাগ বিরহে একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

লয়প্রাপ্তি [স] *বি* ধ্বংস সাধন। 'নাগরিক সভ্যতার লয়প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাষ্ট্রের আবির্ভাব দেখতে পাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

লয়[2] [স] *বি* নৃত্য গীত বাদ্যের তালের গতি। 'নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক রাগ তাল মান লয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

লয়-জ্ঞান [স] *বি* তালের নির্দিষ্ট গতি সম্পর্কিত বোধ। 'যেমন তৈরি গলা তেমনি লয়-জ্ঞান।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লয়ভঙ্গ [স] *বি* ছন্দপতন। 'কাগজখণ্ড আসিয়া এইপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লয়ভ্রষ্ট [স] *বিণ* তালসাম্যচ্যুত। 'রবিবাবুর সংগীত লয়ভ্রষ্ট হয় না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

লয়[3] *দ্র* **লওয়া**

লয়-লস্কর [ফা লশকর] *বি* কর্মচারী বা এই শ্রেণীর লোকজন। 'জমক নেই, লয়-লস্কর নেই।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

লয়া [স লয়>] *ক্রি* ধ্বংস করা। 'জলধি যেন উথলিছে দূরে লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

লর *বি* দৌড়। 'ছোট বিবি লর পারে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লরক [স নরক] *বি* নরক। 'লরকে যাবি তু – কুনো বাপ আটকাইতে পারবে না তুকে।' *হাসান*, ১৯৬৭। *দ্র* **নরক**

লরানো [স লড়্>] *ক্রি* দৌড়ানো। 'লরাইয়া লরাইয়া কামড়ায়ে নানা মুখে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লরি, লরী [ই] *বি* ট্রাক; মালবাহী মোটরগাড়ি। 'একটা মোটর লরী ঘস ঘস আওয়াজ করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'একখানা লরি।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'সকল মোটর, বাস, লরি চলে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

লরিওয়ালা [ই লরি+হি বালা] *বি* লরি চালায় যে। 'ছ্যা ছ্যা! লরিওয়ালারা কি কানা হয়ে লরি চালায় নাকি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লরেল [ই] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'তোরে আজি হেরি চক্ষে, লরেল-পল্লব।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

লর্জা, লর্জ্জা [স লজ্জা] *বি* শরম। 'বাম হস্তে জোনি ঢাকী লর্জ্জা তো পাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

লর্ড [ই] *বি* ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বংশগত উপাধিবিশেষ। 'লর্ডেরা তাহাদের সন্তানদের কখন সামান্য লোকদের ছেলেমেয়েদের সহিত বিবাহ দেয় না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'আমি পৈত্রিক লর্ড উপাধির উত্তরাধিকারী হইয়াছি।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

লর্দ [ই লর্ড] *বি* লর্ড। 'লর্দ কর্ণেলিয়সের প্রতিমূর্ত্তির মত প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লর্বাট [স ললাট] *বি* ভাগ্য; কপাল। 'হৃদএ শ্রীবৎস চির্ন্ন লর্বাটে উদ্ধগতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ললনা [স] ১ *বি* নারী। 'ভুরু মদনের ধনু ধরিল ললনা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* স্ত্রী। 'কবির ললনা আধখানি বেঁকে চোরা-কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ললপত *বিণ* দয়াপরবশ। 'নাহি সয় গায়ে মোর ললপত কথা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ললাট [স] ১ *বি* কপাল। 'চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অদৃষ্ট। 'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ললাটঅগ্নি [স] *বিণ* কপালে আগুন আছে এমন। 'সে নৃত্যবেগে ললাটঅগ্নি প্রলয়শিখ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ললাটক লিখন – ভাগ্যলিপি। 'কলকাতার উড়িষ্যাবাসীদের মত শুধু বলতেন ললাটক লিখন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ললাটতল [স] *বি* কপালের নিম্নদেশ। 'শুচি ললাটতলে যে শিশু-শশী ঝলে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ললাটদেশ [স] *বি* কপাল। 'গললগ্নীকৃত বস্ত্রে ললাটদেশে করস্পর্শ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ললাটপট [স ললাটপট্ট] *বি* ভাগ্য; অদৃষ্ট। 'তুমি কি হেতু আমার ললাটপটে নিষ্ঠুরাক্ষর বিন্যাস করিয়াছ?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ললাটপট্ট [স] *বি* কপালদেশ। 'শিশুর ললাটপট্টের ন্যায় তুমি নির্মল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ললাটভরা *বিণ* কপাল জুড়ে আছে এমন। 'ললাটভরা জয়ের টিকা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ললাট লিখন [স] *বি* ভাগ্যলিপি; অদৃষ্টের লেখা। 'সেই সে হইব আসি যায় যথ ফাসা ফুসি ব্যর্থ নহে ললাট লিখন।' *সুলতান*, ১৭০০।

ললাটলিপি [স] *বি* ভাগ্যলিপি। 'ভারি কাজ তোরা করেছিস পড়ে মড়ার ললাটলিপি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'না খাইয়া-পরিয়া মৃত্যুবরণই কি তবে তাদের ললাটলিপি?' *আজাদ*, ১৯৪২।

ললাট-লেখা [স] *বি* ভাগ্যের লিখন। 'ললাট-লেখা কে খণ্ডায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ললাটিকা [স] ১ *বি স্ত্রী* ললাটের অলংকার। 'বলে নিল শিরোমতি কানের কনক ললাটিকা নিল সিঁথি গলার পদক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ স্ত্রী* শ্রেষ্ঠ। 'এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ললাম [স] *বি* অলঙ্কার। 'এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ললিত[1] [স] ১ *বিণ* মনোহর। 'ললিত আলকপাঁতিকাঁতি দেখি লাজে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়ু, ১৪৫০। ২ *বিণ* মধুর ভাবপূর্ণ। 'গোএথি ... ললিত কবিতা দ্বারা আপনার দেশ তাবা উজ্জ্বল করিলেন।' *অক্ষয়, ১৮৪৮*। ৩ *বিণ* সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নৃত্যগীতকুশল; ধীরললিত। 'নায়ক ললিত কি শান্ত।' *বঙ্গদর্শন, ১৮৭২*। ৪ *বি* কোমলতা। 'মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা, বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৫*। ৫ *বিণ* বিশুদ্ধ। 'পোকায় ধরেছে আজ এ দেশের ললিত বিবেকে।' *মাহমুদ, ১৯৬৬*।

ললিতকলা [স] *বি* নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য রচনা প্রভৃতি চারুশিল্প। 'ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*।

ললিতকলাবিদ [স] *বি* শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখ। 'শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি ললিতকলাবিদরা এখানেই বসে বসে ভাবের আদান প্রদান করেন।' *হাই, ১৯৫৮*।

ললিতবাণী [স] *বি* মধুর বাক্য। 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস/ শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।' *রবীন্দ্র, ১৯২০*।

ললিতমধুর [স] *বিণ* ললিত ও মধুর। 'ললিতমধুর কল্পনার জগতে যে নিজেকে এতদিন ভুলিয়ে রেখেছে ...।' *আইয়ুব, ১৯৭৩*।

ললিতমাংসা [স] *বিণ স্ত্রী* শরীরের মাংস দৃঢ়তা হারিয়েছে এমন। 'যেহেতু অতি প্রাচীনা গতযৌবনা ললিতমাংসা ... হইয়াছে।' *ভবানী, ১৮২৮*।

ললিত লতা *বি* বাহুরূপ লতা। 'বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩*।

ললিত[২] [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'ললিতরাগঃ।' *বড়ু, ১৪৫০*।

ললিত[৩] [স] *বি* ছন্দের প্রকারবিশেষ। 'প্রথমে ছন্দের দিকে লক্ষ্য কর; পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ললিত ...।' *মোতাহার, ১৯৩৭*।

ললিতা [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধার সখী। 'জাবট মন্দিরে ধনী ললিতারে কহে বাণী।' *দ্বিজ*, ১৬০০। ২ *বি* বাঞ্ছিতা; প্রিয়তমা। 'মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা ওগো ললিতা।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২*।

লল্লাট [স ললাট] *বি* কপাল; ভাগ্য। 'ইহা তোর লল্লাটের লেখা।' *রূপরাম, ১৭৫০*।

লশকর [ফা] *বি* সৈন্যদল; নাবিক; নৌসেনা। 'আগে লোক, পিছে লশকর।' *রবীন্দ্র, ১৯২২*।

লষ্ট [স নষ্ট] *বিণ* ব্যভিচারী। 'মেয়েটা সতী নয়, লষ্ট।' *হাসান, ১৯৬০*।

লস *দ্র* **লওয়া**

লসসী [হি] *বি* ঘোল-সহযোগে প্রস্তুত পানীয়। 'পাঞ্জাবীদের হালুয়া, লসসী; আরও কত প্রদেশের কত অনবদ্য অবদান।' *মুজতবা, ১৯৫৮*।

ল.সা.গু. [লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক-এর শব্দসংক্ষেপ] *বি* মৌলিক উৎপাদক। 'প্রত্যেক আর্টের যে ল.সা.গু. বোঝা যায় সেটি ওজন-জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়।' *ধূর্জটি, ১৯৩১*।

লসান *বিণ* তীক্ষ্ণধারযুক্ত। 'কাড়িল লসান টাঙ্গি।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

লস্কর [ফা লশকর] ১ *বি* সৈন্য। 'নয় ভাই নয় ঘোড়া অনেক লস্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* নৌসেনা। *ওগাঁ, ১৭৮৫*। ৩ *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি, ১৮৪০*। ৪ *বি* জাহাজের খালাসি। 'লস্করদের কাছে তার ব্যক্তিত্ব বড় জমকালো।' *ওয়ালী, ১৯৪৫*।

লস্করী চাল *বি* ধীর-মন্থর গতি। 'সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১২*।

লস্য [স নস্য>] *বি* নাক দিয়ে শোঁকার তামাকের গুঁড়া। 'ওহে, লস্যের ডিবিটা দেও তো।' *উমেশ, ১৮৫৭*।

লহনা [হি] *বি* খাজনা ছাড়া অন্য পাওনা। 'সরকারের লহনা কিম্বা করারদাদ না রাখে।' *মেয়ার, ১৭৮৭*।

লহমা [আ] *বি* মুহূর্ত। 'এক লহমাও স্থির থাকে না।' *প্যারী, ১৮৫৮*।

লহর [স লহরী] *বি* তরঙ্গ। 'তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহর সমানা।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

লহরমালা [স লহরীমালা] *বি* তরঙ্গরাশি। 'সাগর কূলে, বসিয়া বিরলে, হেরিব লহরমালা।' *গিরিশ, ১৮৮৩*।

লহরা [স লহরী>] *ক্রি* ছটফট করা। **লহরয়** *ক্রি* ছটফট করে। 'বিষধরে দংশিলে যেহেন লহরয়।' *আলাওল, ১৬৮০*।

লহরি, লহরী [স] *বি* ঢেউ। 'গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*; 'ভারথের পুন্য কথা অমৃত লহরি।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*; 'রঙ্গে সঙ্গে আনি কাকলী লহরী।' *মাইকেল, ১৮৬১*।

লহরিকা [স] *বি* ঢেউ। 'কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী ভেসে যায় বেঁকে বেঁকে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৯*।

লহরীলীলা [স] *বি* ঢেউয়ের খেলা। 'চপল চঞ্চল লহরীলীলা পারাবারে অবসান।' *রবীন্দ্র, ১৯০২*।

লহরীশোভা [স] *বি* ঢেউখেলানো সৌন্দর্য। 'আজ পর্যন্ত চিকুরগুচ্ছের লহরীশোভা তুলিতে পারেন নাই।' *মশাররফ, ১৮৮৫*।

লহ লহ [ধ্বন্যা] *বি* লকলক। 'লহ লহ করে জোঁক জেন করিকর।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

লহ লহ করা *ক্রি* লকলক করা। 'লহ লহ করে জুতা।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*।

লহু[১] [স লঘু] *বিণ* অল্প। **লহু লহু** *ক্রিবিণ* মৃদু মৃদু। 'লহু লহু হসি হসি মুহু।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*; 'বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

লহু[২] [স লোহিত] *বি* রক্ত। 'অল্প লহু বহু অস্ত্র রক্তে না বুড়িব।' *সুলতান, ১৭০০*।

লহুখসানিয়া *বিণ* রক্ত ঝরায় এমন। *মানোএল, ১৭৪৩*।

লহু খসানো *ক্রি* রক্তপাত করা। *মানোএল, ১৭৪৩*।

লহু-ধারা *বি* রক্তের ধারা। 'কাপড়ে প্রগাঢ় ঘাড় লহু-ধারা শোষে।' *মাইকেল, ১৮৬৬*।

লহুমাখা *বিণ* রক্তাক্ত। 'হালিম লহুমাখা দেহে বহু কষ্টে পুলিশ সাহেবের সামনে পৌঁছে।' *মনসুর, ১৯৫৫*।

লহে *অব্য* নহে। 'জেমত না হও ভস্ম লহে মোর লাজ।' *মালাধর, ১৫০০*।

লা[১] [ই law] *বি* আইন। 'ইংলিস লা ... ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত বটে।' *দর্পণ, ১৮৩১*।

লা[২] [স নৌ] *বি* নৌকা। 'লা ডুবি হইলে মুই তোমাকে কাঁধে করে সেঁতরে লিয়ে যাব।' *প্যারী, ১৮৫৮*।

লাই [স্নেহ> নেহ > লেহ] *বি* অতিরিক্ত আদর; প্রশ্রয়। 'কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।' *সুকুমার, ১৯১৮*।

লাই পাওয়া *ক্রি* প্রশ্রয় পাওয়া। 'ঘরের চাকরবাকরগুলোই লাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাইক[1] [আ লায়েক] *বিণ* যোগ্য। 'কার্জ লাইক নহে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

লাইক[2] [ই] *বি* পছন্দ। 'অনেকে ... ভোজে যেতে লাইক করেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাইট [ই] *বি* বাতি। 'ঐতিহাসিক সার্চ্চ লাইট দ্বারা তাহার অসত্যতা বা অর্দ্ধ সত্যতা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে।' *এসলাম*, ১৯১৬; 'ফুট লাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প ...।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'ইলেট্রিক লাইট, ফ্যান অনারাবেলের গড়াগড়ি ...।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'ইলেকট্রিক লাইট আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লাইট পোষ্ট [ই] *বি* বৈদ্যুতিক বাতির থাম। 'লাইট পোষ্ট পাটকাটির মত মট মট করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

লাইট-হাউস [ই] *বি* সমুদ্রে নাবিকদের পথনির্দেশের জন্য স্থাপিত বাতিঘর। 'কেবল দূরে লাইট-হাউসের আলো জ্বলে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'লাইটহাউস দেখায় আলো।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

লাইটার [ই] *বি* আগুন ধরানোর যন্ত্রবিশেষ। 'সিগারেট-লাইটারটা পকেট থেকে বের করলে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাইন [ই] **১** *বি* কবিতার চরণ। 'একটি লাইন লেখা হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* লিখিত বাক্যের সারি। 'লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* রেখা। 'তোমার জীবন তোমার কলমের লাইন ধরিয়া চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বি* সারি। 'সিঙ্গল লাইন।' *নজরুল*, ১৯২২। **৫** *বি* সারিবদ্ধ বাসস্থান। 'কুলী লাইনের সেই গোল চালা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **৬** *বি* ব্যবস্থা; উপায়। 'তাগো সব এই মুল্লুকে সেই মুল্লুকে চালান দেওয়ার লাইন আছে।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮। **৭** *বি* গাড়ি চলার নির্দিষ্ট পথ। 'লাইনের সবচেয়ে লজ্ঝড় গাড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **৮** *বি* পেশা। 'নিজের লাইনেই ও করে খেতে পারত।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লাইন কাটা **১** *বি* দাগ দেওয়া। 'দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* রেখাটানা। 'লাইনকাটা খাতায় সযত্নে কতগুলি অঙ্কের সংখ্যা সাজায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লাইন-টানা **১** *বিণ* কাগজের উপর রেখা এঁকে সারি করা হয়েছে এমন; রেখাঙ্কিত। 'একখানি লাইন-টানা ভালো বাঁধানো খাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* ভাগ করা। 'লাইন টেনে দিয়ে মেয়েদেরকে আলাদা করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই মূল কারণ ধরা পড়েনি।' *বেগম*, ১৯৪৭।

লাইনসম্যান [ই] **১** *বি* ফুটবল খেলায় রেফারির সাহায্যকারী। 'লাইনসম্যানের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বি* রেলপথের তদারককারী। 'কোথাও লাইনসম্যান প্রাণপণে দোলাচ্ছে কেবলি রাঙা বাতি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

লাইনি *বিণ* পঙ্‌ক্তিওয়ালা; ছত্রবিশিষ্ট। 'জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লাইনিঙ [ই] *বি* আস্তর; ভিতরের আস্তরণ। 'পুস্তিনের লাইনিঙের ভিতরে আফিঙ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

লাইফ [ই] *বি* জীবন। 'মাথ্যু আর্নল্ড কাব্যকে বলেছেন, ক্রিটিসিজম অফ লাইফ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লাইফ ইনসিওরেন্স, লাইফ অসুরেন্স [ই] *বি* জীবনবিমা। 'নূতন লাইফ অসুরেন্স সমাজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'মাখন দশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

লাইফ ইনস্যোর করা *ক্রি* কারো জীবনের জন্যে বীমা করা। 'ও যে মণির নামে অনেক টাকা ইনস্যোর করেছিল, তার কী হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

লাইফবেল্ট [ই] *বি* পানিতে ভেসে থাকার জন্য ব্যবহৃত কটিবন্ধ। 'ওপর থেকে ছুড়ে দিয়েছে বয়া আর লাইফবেল্ট।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লাইফবোট [ই] *বি* সাগরে জীবন রক্ষার জন্য ব্যবহৃত নৌকা। 'ক্যাপ্তেন লাইফবোটগুলো নামাবার হুকুম দ্যান।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লাইফ মেম্বরশিপ [ই] *বি* জীবন সদস্যতা। 'লাইফ মেম্বরশিপ ছশো টাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লাইবেল [ই] *বি* সম্মানহানি। 'তবে লক্ষ্মীর প্রতি লাইবেল করা হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লাইব্রেরি, লাইব্রেরী [ই] *বি* গ্রন্থাগার। 'নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩; 'ফরণিচর ও লাইব্রেরীর বই কিনতে বাবু ছুটী নিয়ে শহরে এসেছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাইবরে [ই লাইব্রেরি] *বি* বইপত্র রাখার ও পড়ার ঘর। 'হরকরার লাইবরের উপরিস্থ কুঠরীতে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

লাইবরি [ই লাইব্রেরি] *বি* লাইব্রেরি; গ্রন্থাগার। 'বড় অক্ষরে লিখিয়া, কালেজের থামে, অথবা লাইবরির দরজায় লটকাইয়া দিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরীয়ান [ই] *বি* গ্রন্থাগারিক। 'বইয়ের সংখ্যা কত কেবল লাইব্রেরিয়ান জানেন।' *অবন*, ১৯২৫; 'ভাঁটাচোখো বেঁটেখাটো লাইব্রেরীয়ান বললেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

লাইমজুস [ই] *বি* লেবুর রস। 'না সেই লাইমজুস যেটা তোর মামি চুলে দ্যায়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লাইলাক [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেট আমাদের নিকট নামমাত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'ঘ্রাণ বিকশিত লাইলাক-বাসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

লাইসেন্স [ই] **১** *বি* অনুমতিপত্র। 'যে লাইসেন্স ... কোন ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* মোটরগাড়ি ইত্যাদি ক্রয়ের ও রাখার সরকারি বৈধতাপত্র। 'যে সকল মোটর, বাস, লরি চলে তজ্জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

লাইসেন্স টেক্স [ই] *বি* অনুমতিপত্রের জন্যে দেওয়া কর। 'লহোরের জল তুলতে মানা, লাইসেন্স টেক্স ... চাঁদা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত [ই] *বিণ* সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত। 'লাইসেন্সপ্রাপ্ত জুয়াখেলা চলে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লাউ [স অলাবু] **১** *বি* লাউ। 'সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। **২** *বি* লাউয়ের খোলস। 'যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাউকুমড়ো *বি* কুমড়া। 'পমকিন – লাউকুমড়ো।' *রাজ*, ১৮৭৪।

লাউচিংড়ি *বি* লাউয়ের তরকারি-সহযোগে চিংড়ি মাছের ব্যঞ্জন। 'ওহে শূদ্রদেরও লাউচিংড়ি আর বঁদে দিও।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

লাউ-ছেঁচকি *বি* লাউয়ের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'লাউ-ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

লাউডগা *বি* গাছে চলাফেরা করে এমন একপ্রকার সাপ। 'লাউডগা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউশর কুয়ে বেতাছালা।' *ভারত*, ১৭৬০।

লাউডাঁটা *বি* লাউগাছের ডাঁটা। 'ভাণ্ডমালী লাউডাঁটাতে/ ভরেছে তার ঝাঁকাটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

লাউমাচা *বি* লাউয়ের লতা বিছিয়ে দেওয়ার মাচা। 'লাউমাচার কাছে গিয়া সে দাঁড়ায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লাউশাক *বি* লাউগাছের ডগা, যা শাক হিসেবে খাওয়া হয়। 'চলেছে হাটে লাউশাক কিনতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'এইরকমের কৃষি কবিতা ওলকপি, গোল আলু, লাউশাক, শকরকন্দ যার সম্বন্ধে খুশি লিখতে পারেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

লাউঞ্জ [হি] ১ *বি* জাহাজের আরামদায়ক বসার কামরা। 'বিবেচনা করুন খুদ কেবিনে, ডেকে না, লাউঞ্জে না ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২। ২ *বি* বিশ্রামস্থান। 'এইটে ওদের লাউঞ্জ ছিল না!' *পাশা*, ১৯৭১।

লাউঞ্জ সুট [হি] *বি* পুরুষের মোটামুটি আনুষ্ঠানিক পোশাক। 'একটা লাউঞ্জ সুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লাউড স্পিকার, লাউড স্পীকার [হি] *বি* শব্দবর্ধক যন্ত্রবিশেষ। 'কণ্ঠে লাউড স্পিকার!' *নজরুল*, ১৯৩১; 'রিসিভিং অংশের সামনে লাউডস্পিকার বসানো হইয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫; 'লাউড স্পীকারের কল্যাণে শুনলুম বক্তৃতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লাউনি *বি* এক ধরনের ভক্তিমূলক গান। 'কেউ ধরছে খেয়াল, কেউ ভজন ... কেউ-বা আবার লাউনি।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

লাউসেনি দাঁড়া *বি* লাউসেনের প্রচলিত কাহিনী। 'নকল দেখিএ দিব লাউসেনি দাঁড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লাএলাতুল-কদর [আ] *বি* (ইসলাম) রমজান মাসের সাতাশ তারিখের রাত। 'লুকাই রহিছে লাএলাতুল-কদর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লা-ওয়ারিশ [আ লাওয়ারিস] *বিণ* মালিক নেই এমন। 'লা-ওয়ারিশ কুকুরটা।' *পাশা*, ১৯৭১।

লাওয়ারেশ *ক্রিবিণ* উত্তরাধিকার না রেখে। 'লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া ... দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

লাওয়ারেশা *বি* উত্তরাধিকারহীন অবস্থায় মারা গেছে এমন ব্যক্তি। 'সে লাওয়ারেশা কৌত করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

লাং ১ *বি* প্রেমিক। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* বিবাহিত নারীর পুরুষ-বন্ধু। 'তু মাগী সোয়ামীর ছামনে লাঙ লিয়ে এলি ...।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লাংস [হি] *বি* ফুসফুস। 'লাংসের অবস্থা কিছুই বোঝা যায় না।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

লাঁঘা [স লঙ্ঘন>] *ক্রি* লঙ্ঘন করা। **লাঁঘল** *ক্রি* লঙ্ঘন করলো; পার হলো। 'কত হনুমতে সাঅর লাঁঘল কিছু ন গুনু তরাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লাক১ [স লক্ষ] *বিণ* লাখ। 'দেখিয়াছি নিকটে লাক লাক শকটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লাক পচাশী কথা – বাহুল্য কথা। 'এমন লাক পচাশী কথা কহিলে আমরা তো পারি না।' *গৌর*, ১৮২২।

লাকপতি [স লক্ষপতি] *বি* লক্ষ টাকা বা সমান সম্পদের মালিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লাক২ [ই লক] *বি* তালা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

লাকড়ি, লাকড়ী [হি] *বি* শুকনা কাঠ; জ্বালানি কাঠ। 'মোরচা বান্ধিয়া লাকড়ি আন এই কালে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'হরীতকী গাছ আগে লাকড়ীর জন্য কাটা হতো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লাকড়ীওলা [হি] *বি* জ্বালানি কাঠ বিক্রেতা। 'গ্রামের লাকড়ীওলা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

লাকি সেভেন [হি] *বি* জুয়া খেলাবিশেষ। 'লাকি সেভেন খেলবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাক্ষণিক [স] *বিণ* লক্ষণীয়। 'রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে লাক্ষণিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০,।

লাক্ষা [স] *বি* লাল রঙের বৃক্ষনির্যাসবিশেষ। 'লোহা লাক্ষা লোন গব্য বিক্রএ সঞ্চিব বহু ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লাক্ষা-কীট [স] *বি* গাছের শাখায় পুঞ্জীভূত কীটবিশেষ। 'লাক্ষা-কীট পুষিবার জন্য।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লাক্ষারস [স] *বি* আলতা। 'লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

লাখ [স লক্ষ] ১ *বিণ* লক্ষ। 'দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বিণ* অসংখ্য। 'ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু শালিখ লাখে লাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লাখপতি *বি* লক্ষ টাকার মালিক। *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭; 'কোন লাখপতি বোধ হয় এমন উন্মাদনার স্বাদ পায় না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯; 'তিনিই শেষ পর্যন্ত লাখপতি হইয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লাখেক *বিণ* এক লাখ (মুদ্রা)। 'মাথাত গুলাল ফুলে/ তোর নহে সে লাখেক মূলে।' বড়ু, ১৪৫০।

লাখরাজ [আ লা'খিরাজ] *বি* মুসলমানদের রাজস্বমুক্ত জমি। 'দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্রাণ ও আয়মা ও লাখরাজ।' *ওসী*, ১৭৮২।

লাখেরাজ [আ লা'খিরাজ] *বি* রাজস্বমুক্ত জমি। 'রঘুনাথপুরের লাখেরাজ জমি।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

লাখেরাজদার [আ লা'খিরাজ+ফা দার] *বি* রাজস্বমুক্ত জমির মালিক। 'লাখেরাজদারেরা নানা আদালতে দীর্ঘকাল অথচ বহুব্যয়সাধ্য মোকদ্দমা না করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

লাগ১ [স নগ্ন] *বিণ* উলঙ্গ। 'নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

লাগ২ [স লগ্ন] ১ *বি* সঙ্গ। 'হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* সন্ধান। 'লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু করী।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *বি* নাগাল। 'হাথ বাড়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ সঙ্গী। 'আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লাগডাল *বি* নাগাল পাওয়া যায় এমন ডাল। 'আগডাল হইতে লাগডালে যায়।' *জসীম*, ১৯৬০।

লাগসই *বিণ* জুতসই। 'সেই নলের মুখে লাগসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭; 'জুতাখানা আমার পায়েও বেশ লাগসই।' *জসীম*, ১৯৬০।

লাগত করা *ক্রি* চুক্তিতে আবাদ করা। 'জমিগুলো একটু ভালো লোক দেখে লাগত করে দাও।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

লাগা১ [স লগ্ন>] ১ *ক্রি* পৌঁছানো। 'পাপা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। ২ *ক্রি* প্রয়োজন হওয়া। 'কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* উপলব্ধ হওয়া। 'মোর কাজ তোহ্মাতে লাগে।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* প্রবৃত্ত হওয়া। 'কাহ্ন মাহাদানী লাগিল বাদে।' বড়ু, ১৪৫০। ৫ *ক্রি* পড়া। 'বৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও!

www.amarboi.com ~

হওঁা লাগিল এ রূপ যৌবন।' বড়ু, ১৪৫০। **৬** *ক্রি* আঘাত করা। 'তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।' বড়ু, ১৪৫০। **৭** *ক্রি* শুরু করা। 'বুলির্তে লাগিলী বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।' বড়ু, ১৪৫০। **৮** *ক্রি* অনুভূত হওয়া। 'দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৯** *ক্রি* থাকা। 'বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **১০** *ক্রি* বাধা। 'দুই জনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **১১** *ক্রি* সরবরাহ করা; ব্যবস্থা করা। 'রথযাত্রা হবেক জানিয়া, সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **১২** *ক্রি* খরচ হওয়া। 'আমার লাগুক কড়ি তোর হউক যশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **১৩** *ক্রি* স্পর্শ করা। 'মুখ মেলে জেন দরী/ নখর আকৃতি ছুরি/ গোফ দুটা লাগ্যাছে শ্রবণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **১৪** *ক্রি* বন্ধ হওয়া। 'শরীর নগরে তান লাগিল ফটক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **১৫** *ক্রি* লেপা। 'শীতল চন্দন অঙ্গে বিলোপন/ হৃদে লাগাওসি আগে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **১৬** *ক্রি* আঘাত করা। 'রেণু-এক পুত্র-অঙ্গে যদি সে লাগএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **১৭** *ক্রি* ঘনীভূত হওয়া। 'আঁধার লাগা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **১৮** *ক্রি* সংস্পর্শে আসা। 'রইদ লাগা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **১৯** *ক্রি* দেওয়া। 'ধর্মের দোহাই লাগে এই নিবেদন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২০** *ক্রি* আরম্ভ হওয়া। 'হাট লাগিল বুঝি।' *কেরি*, ১৮০২। **২১** *ক্রি* থাকা। 'একটি সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২২** *ক্রি* ব্যস্ত হয়ে পড়া। 'আজকাল স্ত্রীলোকদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২৩** *ক্রি* ব্যয় হওয়া। 'পূজাহ্নিকে তাঁহার যত সময় লাগিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২৪** *ক্রি* ব্যথা অনুভব করা। 'পরতে গেলে লাগে, ছিঁড়তে গেলে বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **২৫** *ক্রি* মনে হওয়া। 'তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মতো লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২৬** *ক্রি* স্মরণ থাকা। 'এই কথাটি রইবে লেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **২৭** *ক্রি* ভিড়া। 'তরী লেগেছে কি ফের ঘাটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **লাগএ** **১** *ক্রি* লাগে। 'দেখিতে লাগএ সাদ কর্ত্তে হইল কার্য বাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* আঘাত করে। 'রেণু-এক পুত্র-অঙ্গে যদি সে লাগএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লাগাইল** *ক্রি* লাগালো। 'ছত্রপাট করি নাট লাগাইল আসি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **লাগাওসি** *ক্রি* লাগিয়ে দাও। 'শীতল চন্দন অঙ্গে বিলোপন/ হৃদে লাগাওসি আগে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লাগিআছে** *ক্রি* লেগেছে। 'সেই ছায়া লাগিআছে আকাশ উপর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লাগিছে** *ক্রি* লাগছে। 'বিচিত্র লাগিছে ঠামে ঠাম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লাগিল** **১** *ক্রি* প্রবৃত্ত হলো। 'কাহ্ন মাহাদানী লাগিল বাদে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *ক্রি* লাগলো। 'বৈরি হওঁা লাগিল এ রূপ যৌবন।' বড়ু, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* ধরলো। 'তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।' বড়ু, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* বন্ধ হলো। 'শরীর নগরে তান লাগিল ফটক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লাগিলা** *ক্রি* থাকলো। 'বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লাগিলী** *ক্রি* স্ত্রী লাগলো। 'বুলির্তে লাগিলী বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।' বড়ু, ১৪৫০। **লাগিলুঁ** *ক্রি* শুরু করলো। 'সম্মুখে কোরান লৈয়া পড়িতে লাগিলুঁ।' *সুলতান*, ১৭০০। **লাগিলেক** *ক্রি* লাগলো। 'স্থানে স্থানে লাগিলেক কাঞ্চন রতন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লাগিলেন্ত** *ক্রি* শুরু করলো। 'ঝলকিতে লাগিলেন্ত অতি দীপ্তিমান।' *সুলতান*, ১৭০০। **লাগু** *ক্রি* লাগুক। 'তোর দুই তনে লাগু রসের হিলোল।' বড়ু, ১৪৫০। **লাগুক** *ক্রি* খরচ হোক। 'আমার লাগুক কড়ি তোর হউক যশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লাগু** *ক্রি* লেগে রয়েছে। 'তিতল বসন তনু লাগু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লাগে** **১** *ক্রি* মনে হয়। 'অদভূত লাগে তোর সুণিআঁ বচন।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *ক্রি* প্রয়োজন হয়। 'কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে।' বড়ু, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* স্পর্শ করে; ছোঁয়। 'মোর কাজ তোহ্মাতে লাগে।' বড়ু, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* শুরু করে। 'করুণা করিয়া নাগ কান্দিবার লাগে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৫** *ক্রি* দিই। 'ধর্মের দোহাই লাগে এই নিবেদন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লাগেলি** *ক্রি* লাগলো। 'গাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **লাগ্যাছে** *ক্রি* লেগেছে। 'মুখ মেলে জেন দরী/ নখর আকৃতি ছুরি/ গোফ দুটা লাগ্যাছে শ্রবণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লেগে থাকা **১** *ক্রি* জড়িয়ে থাকা। 'চোখে শুধু সুখের স্বপন লেগে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* ব্যতিব্যস্ত থাকা। 'অন্য-সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *ক্রি* যুক্ত থাকা। 'তোমার এখানেই আমি লেগে রইলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লেগে রহা *ক্রি* যুক্ত হয়ে থাকা। 'তখনই সে অমরত্ব লাভ করিয়া তোমার সহিত লাগিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লাগা[২] [স লগ্ন>] *বি* জামিন। 'সত্য কৈল পাপী একজন লাগা দিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

লাগাইত [আ লাগায়াত] *ক্রিবিণ* পর্যন্ত। 'কোন লাগাইত।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাগাএদ *অব্য* নাগাদ। '১০ কার্ত্তিক লাগাএদ ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লাগাৎ *ক্রিবিণ* পর্যন্ত; নাগাদ। 'শেষ লাগাৎ আযিম সর্দার আইসা না পড়লে ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লাগাদ *অব্য* পর্যন্ত। 'তৃতীয় দিবস লাগাদ।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

লাগায়ৎ *অব্য* নাগাদ। *ডানকান*, ১৭৮৪।

লাগাও [স লগ্ন] *বিণ* সংলগ্ন। *ভবানী*, ১৮২৩; 'সে ঘরটী বড় বাবুর বৈটকখানার লাগাও ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাগাও ঘর *বি* মূলঘরের সঙ্গে লাগানো ঘর। 'জায়গা হলো বাড়ির ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লাগাও হওয়া *ক্রি* লেগে থাকা। 'গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে একটা গর্ত'র মতো করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লাগাড় [স লগ্ন>] *বিণ* নিকটবর্তী; লাগোয়া। 'চর যে-গাঁয়ের লাগাড় হবে উঠবে, সেই গাঁয়ের মালিক পাবে।' *তারা*, ১৯৪০।

লাগাতার [হি লগাতার] *ক্রিবিণ* একটানা। 'লাগাতার দশ দিন থেকেও মেহমানরা ফিরে যাওয়ার কোন ভাবই দেখায় না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লাগানি [স লগ্ন>] *বি* কারো অনুপস্থিতিতে তার নামে অভিযোগ করা। 'রাজার ঠাঞি যাই বহু লাগানি করিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লাগানো [স লগ্ন>] **১** *ক্রি* নিযুক্ত করা। 'চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমার মতো অদরকারি লোককে যে দরকারে লাগাবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *ক্রি* যোগ করা। 'ফাঁকতালে দু'টি শূন্য লাগিয়েছিলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৩** *ক্রি* কারও বিরুদ্ধে গোপনে কিছু বলা। 'মাস্টারমশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *ক্রি* সংযুক্ত করা। 'জামায় বোতাম লাগাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লাগাম [ফা] **১** *বি* ঘোড়ার বল্গা। 'হীরার লাগাম শোভে দোয়াল মুক্তার।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *ক্রি* ঘোড়া সাজা। 'সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* বন্ধন। 'এই অহং আপনার রাগদ্বেষের লাগাম এবং চাবুক নিয়ে আমাদের জীবনটাকে নিজের সুখদুঃখের সংকীর্ণ পথেই চালাতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৪** *ক্রি* নিয়মে বেঁধে। 'আষ্টেপৃষ্ঠে লাগাম দিয়ে জুতে দিলে আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপিসের কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

লাগাম-পরা *বিণ* পরাধীন। 'য়ুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লাগাল [ফা নাগাল] *বি* নাগাল। 'লাগাল পাইয়া দুই জনে ও তরোয়াল খসিয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাগালাগি [স লগ্ন>] ১ *বিণ* নিকটবর্তী। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* একের সম্বন্ধে অন্যের কাছে নেতিবাচক কথা বলার কাজ। 'ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি?' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *বি* গোপন নালিশ। 'তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লাগি, লাগী [স লগ্ন>] ১ *ক্রিবিণ* লেগে। 'গঅণ টাকলি লাগি রে চিত্তা পইঠ পিবাণা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। ২ *ক্রিবিণ* জন্যে। 'তোক্ষে লাগি ভৈল আজি শন দশ দিশে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এবেঁ মো তোক্ষাক লাগী ভৈলোঁ মাহাদানী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নাম লাগি করিলেক এত কষ্ট কাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লাগিয়া, লাগিআঁ [স লগ্ন>] *ক্রিবিণ* কারণে; জন্য। 'নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোমার লাগিয়া হলু দানী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

লাগেজ [ই] *বি* যাত্রীর মালপত্র। 'Gepeack অর্থ যা প্যাক করা যায়, অর্থাৎ লাগেজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লাগোয়া [স লগ্ন>] *বিণ* সংলগ্ন। 'রান্নাবাড়ির লাগোয়া ছোট্ট ঘরখানাতে বসে কেবল বাটনা বেটেই চলেছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লাগ্যা [স লগ্ন>] *ক্রিবিণ* জন্য। 'কেন ধনি ভুল তুমি তোমা লাগ্যা দামী আমি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

লাঘড়া বাঘ *বি* নেকড়ে বাঘ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

লাঘব [স] ১ *বি* হানি। 'আপনি হানি জে কুলক লাঘব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* পীড়ন। 'বিনা অপরাধে মোরে লাঘব করিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* ধ্বংস। 'নিশ্চয় মোহোর হাতে হইবা লাঘব।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* হ্রাস। 'গ্রন্থ ছাপানোর ব্যয়ের অত্যন্ত লাঘব হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'গালি মেরে নাহি হয় মানের লাঘব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৫ *বিণ* কম। 'যে প্রকার বেতন দিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত তদপেক্ষা অনেক লাঘব হইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

লাঘবজনক [স] *বিণ* হীনম্মন্যতা সৃষ্টিকারী। 'পরাধীনতা যে যন্ত্রণাদায়ক ও লাঘবজনক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

লাঘবত [স] *ক্রিবিণ* কম করার জন্য। 'লাঘবত এক কালে আপনারদের ভূমির উপর চিরকালের নিমিত্ত অর্দ্ধ কর স্থাপন বিষয়ে স্বীকৃত হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

লাঘবতা [স] ১ *বি* ক্ষিপ্রতা। 'খৈকশিয়ালী আপন বড় লাঘবতায় দেখিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* অগৌরব। 'জাতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাঘবতা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

লাঙল, লাঙ্গল [স লাঙ্গল] *বি* জমি চাষ করার যন্ত্রবিশেষ। 'লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আমার একগাছা লাঙল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

লাঙলজোতা *বিণ* লাঙলের সাথে যুক্ত। 'তারা লাঙলজোতা ষণ্ড দুটির কাছে ফিরে ফিরে আসে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লাঙল ঠেলা *ক্রি* হালচাষ করা। 'আমি এই আট বছর বয়সে লাঙল ঠেলতে পারব?' *শওকত*, ১৯৫৮।

লাঙ্গল-দেয়া *বিণ* চাষ করা হয়েছে এমন। 'সরলচিত্তে লাঙ্গল-দেয়া মাঠে সে প্রস্রাব করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লাঙস [ই] *বি* ফুসফুস। 'লাঙস আমাদের দু'জনেরই ভাল আছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাঙুল [স লাঙুল] *বি* লেজ। 'সকলের উপরে একটি টেল কোট (লাঙুল-কোট)।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

লাঙ্ক [স লঙ্কা] *বি* লঙ্কা দেশ। 'নিরভ্রহি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

লাঙ্গগণেশ [স নগ্নগণেশ] *বি* নগ্ন গণেশ। 'লাঙ্গগণেশ দেখি চোরা ভগবতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লাঙ্গট [স নগ্ন>] *বি* নগ্ন। 'জলেত গাধিলী লাঙ্গট হআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাঙ্গটা [স নগ্ন>] *বিণ* নগ্ন। 'সঙ্গে দানাঘটা ধাইল লাঙ্গটা মুতিয়া ভরিল কুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লাঙ্গনি [স নগ্ন>] *বিণ* স্ত্রী ভ্রষ্টা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাঙ্গা[1] [স নগ্ন] ১ *বিণ* উলঙ্গ। 'সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। ২ *বিণ* উন্মুক্ত; খোলা। 'লাঙ্গা শমশের হাতে দিয়া ...।' *হোলতান*, ১৭২৩।

লাঙ্গাশির [স নগ্নশির] *বি* খালি মাথা। 'কাফেরের ঘেরা তলে লাঙ্গাশিরে যাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

লাঙ্গা[2] *বি* বিশেষ ধরনের কাপড়ে তৈরি। 'সর্ব্বাঙ্গআচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহার।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

লাঙ্গুড় [স লাঙ্গুল] *বি* লেজ। 'অন্তরীক্ষে লম্ফ দেয় আছাড়ে লাঙ্গুড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লাঙ্গুল [স] *বি* লেজ। 'লাঙ্গুল পোঁদে গোঁজিয়া অমনি কমনে ছুটিয়া পলায় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

লাঙ্গুলি [স লাঙ্গুল] *বি* লেজবিশিষ্ট জন্তু; বানর। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

লাচ [স লাস্য] *বি* নাচ। **লাচ করা** *ক্রি* নাচা। 'দুই বিটাতে শলা দিয়ে আজ বিবির লাচ করবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

লাচন *বি* নৃত্য; নাচন। 'আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

লাচা [স লাস্য>] *ক্রি* নাচ করা। 'হাস্যা লেচ্যা দুটী ভাই যান সেই পথে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লাচাড়ি, লাচারি[1] [স নৃত্য>] *বি* পয়ার ছন্দ। 'তপস্যাপ্রসঙ্গে লাচাড়ি গাব গীত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ছিকলির ছন্দে পয়ার মধ্যে লাচারি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লাচার [আ লা+ফা চারহ্] *বিণ* নিরুপায়। 'লাচারে চলিল নবী নামাজ খাতের।' *গরীব*, ১৭৬৫।

লাচারি [আ লা+ফা চারহ্] *বি* সহায়হীনতা। 'এ শন বড় লাচারিতে পড়িয়াছি।' *কেরি*, ১৮০২।

লাচারি[2] *দ্র* **লাচার**

লাছা *ক্রি* স্থাপন করা। **লাছিল** *ক্রি* রাখলো। 'পাত্র লাছিল সারি সারি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লাজ[1] [স লজ্জা>] *বি* লজ্জা। 'তোর বাপ মাএ লাজ নাহি তাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাজ খাওয়া *ক্রি* লজ্জা ভোলা। 'পথে তার দেখা পেয়ে, আপনার লাজ খেয়ে ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

লাজদৃষ্টি [স লজ্জাদৃষ্টি] *বি* লজ্জাযুক্ত চাহনি। 'চোখে চোখে লাজদৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লাজ ধরা *ক্রি* লজ্জা ধারণ করে। 'দেখিয়া চমরী মনে লাজধরি।' *ভবানী*, ১৮২৭।

লাজখিয়া *ক্রিবিণ* লজ্জা পেয়ে। 'নাসিকা দেখিয়া, নিজ লাজখিয়া, তিলপুষ্প গেল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লাজনম্র [স লজ্জানম্র] *বিণ* লজ্জায় অবনত। 'জান্নাতী ফেরেশতা সেও লাজনম্র দেখিয়া তোমারে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬; 'হাতে চুড়ির রিনিঠিনি, লাজনম্র মুখখানি, প্রতি অঙ্গের সোচ্চার পূর্ণতাই তার সৌন্দর্য।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

লাজনম্রতা [স লজ্জানম্রতা] *বি* লজ্জায় নতমুখী অবস্থা। 'কণ্ঠ যে আমার লাজনম্রতায় রুদ্ধপ্রায়।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

লাজবাঁধ [স লজ্জাবন্ধন] *বি* লজ্জার বাঁধন। 'লাজবাঁধ কে ভাঙিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

লাজবাসা *বি* লজ্জাবোধ। 'এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বলতে বোঝাত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লাজবীজ খাওয়া *ক্রি* অত্যন্ত নির্লজ্জ হওয়া। 'তবু কহি লাজবীজ খাইএগ্রা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লাজময়ী [স লজ্জাময়ী] *বি স্ত্রী* লাজুক। 'জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লাজমান [স লজ্জমান] *বি* লজ্জা ও মানসম্মানবোধ। 'লাজমান মজনু সকল হারাইল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লাজমুক্ত [স লজ্জামুক্ত] *বিণ* লজ্জা নেই এমন। 'লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লাজরক্ত [স লজ্জারক্ত] *বিণ* লজ্জায় লাল হয়ে আছে এমন। 'এসো গো হৃদয়ে এসো, ঝুরিছে হেথায় লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'লাজ রক্ত হয় কন্যা দেখে যার মুখের আদল।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

লাজলজ্জা *বি* সমূহ লজ্জা। 'আমার রইল না লাজলজ্জা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লাজ লাগা *ক্রি* লজ্জা পাওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাজলেশ *বি* লজ্জার অবশেষ। 'এইটুকু লাজলেশ আপনারে আধখানি ঢাকিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লাজশীলা [স লজ্জাশীলা] *বিণ স্ত্রী* লাজুক। 'লাজশীলা লীলাবতী-চুচুক-চুম্বিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

লাজ-শোণিমা *বিণ* লজ্জায় লাল। 'শিথিল বসনার ফুল্ল কপোলে লাজ-শোণিমা বিদীর্ণপ্রায় দাড়িম্বের মতো ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

লাজ হরা *ক্রি* লজ্জা হরণ করা। 'মা-বোনদের হরেছে লাজ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লাজহাসি [স লজ্জা-হাস্য] *বি* লাজুক হাসি। 'অধরে লাজহাসি সাজিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

লাজহীনা [স লজ্জাহীনা] *বিণ স্ত্রী* লজ্জা নেই এমন। 'আসুক বিমল উষা মানবভবনে, লাজহীনা পবিত্রতা – শুভ্র বিবসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লাজ² [স] *বি* খই। 'বন্দিআ রোহিণী সোম লাজহোনি কৈলা হোম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লাজাঞ্জলি [স] *বি* খইয়ের অঞ্জলি। 'দোঁহাকার মাথে ফুলদল-সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লা-জওয়াব [আ] *বিণ* নির্বাক। 'এমন বেদরদ লা-জওয়াব যার স্ত্রী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লাজা [স লজ্জা>] *ক্রি* লজ্জিত হওয়া। **লাজাই** *ক্রি* লজ্জা পাই। 'কইতে লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লাজে** *ক্রি* লজ্জা হয়। 'সকল গর্ব লাজে যেন সদা লাজে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লাজানো *ক্রি* লজ্জা দেওয়া বা পাওয়ানো। 'কাছে কেন লাজে লাজানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

লাজুক [স লজ্জা>] *বিণ* লজ্জাশীল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এদের বংশটা তেমন বেশি লাজুক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লাজুকতা *বি* লজ্জাশীলতা। 'লাজুক প্রকৃতির মানুষে যে-লাজুকতা' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

লাজুকী [স লজ্জা>] *বি* লজ্জাশীলতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লাজেম [আ] *বি* অবশ্যম্ভাবী। 'লাজেম হইল খুন আরবের লোকে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

লাজেমী *বিণ* আবশ্যক। 'কিছু করণীয় লাজেমী বা বাধ্যতামূলক' *শওকত*, ১৯৪৬।

লাঞ্চ [ই] *বি* দুপুরের খাবার। 'দেড়টার সময় আমাদের লাঞ্চ খাওয়া সমাপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

লাঞ্ছন [স] ১ *বি* কলঙ্ক। 'কাল লাঞ্ছন কোলে ধরে শশধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* চিহ্ন। 'রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্বল বেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লাঞ্ছনা [স] ১ *বি* অপমান। 'যুবকে পাইল যদি অনেক লাঞ্ছনা' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* ভর্ৎসনা। 'এমত লাঞ্ছনা করিলেক ে উৎপাতের আন্দাস করিতেছে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

লাঞ্ছনাবিদ্ধ [স] *বিণ* লাঞ্ছিত। 'আমরা দেখতে পাই দুঃখদা লাঞ্ছনাবিদ্ধ পতিপ্রেমের ক্রমবিকাশ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

লাঞ্ছিত¹ [স] ১ *বিণ* লাঞ্ছিত। 'হেনমতে চামর লাঞ্ছিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* প্রত্যাখ্যাত। 'লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে মুদ্রিত পদ্মের কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* অপমানিত। 'যার যাহা আছে তার তাই থাক, আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৪ *বিণ* তিরস্কৃত। 'স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত এবং মহাজনের কাছে ঋণ হয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

লাঞ্ছিতা [স] *বি স্ত্রী* নির্যাতিতা যে। 'আমরা শুনেছি লাঞ্ছিতার ে পথবিলাপ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

লাঞ্ছিত² [স] *বি* চিত্রকলার একটি অবস্থা। 'ধৌত বিঘটিত লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই চার অবস্থা হল চিত্রের।' *অবন*, ১৯২৫।

লাট¹ *বি* ঘটা। 'কুটিল কটাখ লাট পড়ি গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লাট খাওয়া *ক্রি* পাক খাওয়া। 'আমাদের মন বিলেতি ভাবে আকাশে ঘুড়ির মত খানিকটা উঠে লাট খাচ্ছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

লাট হওয়া *বি* ফতুর হওয়া। 'অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীও ঠিক এ রকম কারণেই লাট হয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাটের গুরু *বি* প্রধান হোতা। 'লাটের গুরু হয় লালচ মহাশয়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালন, ১৮৯০।

লাট[২] [নাট] *বি* নাটক; লীলাবিলাস। 'দিবা নিশি কত দেখ্যাচি লাট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লাট[৩] [ই লট] **১** *বি* গুচ্ছ; বোঝা। *ক্যালগে*, ১৭৯৬। **২** *বি* লট। 'প্রতি লাট পাচ সিন্দুক হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৮০১। **৩** *বি* পাওনাদারের অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি। 'অনেক লাট ফেরাফিরি হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *বি* রাজস্ব। 'লাটের দিন খাজনা হয় না আর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৫** *বি* নিলাম। 'জমিদারি লাটে তুলিবামাত্র সকল গোল মিটিয়া যায়।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

লাটচোর *বি* বড়ো চোর। 'গুর্জরের অনিদ্রা, গান্ধাররাজরূপ গন্ধহস্তীর পিণ্ডজ্বর, লাটচোরের উপর বাটপাড়।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

লাটবন্দি, লাটবন্দী [ই লট+ফা বন্দি] **১** *বিণ* বোঝাই; পূর্ণ বোঝাই। 'লাটবন্দী।' *ক্যালগে*, ১৮০০; 'লাটবন্দি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* বাকি খাজনার দায়ে নিলামে বিক্রয়ের জন্য তালিকাভুক্ত। 'জমীদারীসকল লাটবন্দী হইয়া একেবারে নীলাম হইয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

লাটহায় *বিণ* লাটসমূহ। 'তাহারদিগের খরিদা লাট কিম্বা লাটহায় পুনরায় নিলামে বিক্রি হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

লাট[৪] [ই লর্ড] *বি* (ব্রিটিশ শাসনামলে) প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা; গভর্নর। 'লাট সাহেব কি নীলের ভাগ নিতি পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'আজকাল আমার পত্র-ব্যবহার স্বয়ং লাট বাহাদুরের সঙ্গে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২৭।

লাটগিরি *বি* লাটের দায়িত্ব পালন। 'এক-এক করে তিন-চারটি বছর লাটগিরি করলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

লাট-দরবার *বি* রাজসভা। 'তোমরা সকলে লাট-দরবারে ঢুকতে চাচ্ছ।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

লাটবেলাট *বি* সাহেবসুলভ ব্যক্তি কেউকেটা। 'দেশে ফিরেছে কোন একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮; 'হয়তো কোন লাটবেলাট এখন!' *মনোজ*, ১৯৬১।

লাটমেজাজী *বিণ* লাটসাহেবের মতো মেজাজবিশিষ্ট; কড়ামেজাজি। 'আমরা হব লাটমেজাজী তোমরা হবে কিপটে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

লাটসাহেব **১** *বি* গভর্নর। 'শুনেছি যে লাটসাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* হর্তাকর্তা; বিধাতাস্বরূপ। 'তোমার দেওরটিই কোন লাটসাহেব মেজবৌ?' *শরৎ*, ১৯১৬।

লাট পাট [ধ্বন্যা] *বি* ছটফট। 'জলের হিল্লোলে দুহে করে লাট পাট।' *রামাই*, ১৭১০।

লাটরি, লাটরী [ই] *বি* লটারি। 'মোকাম কলিকাতার ২৭ বারের লাটরি যে হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'কলিকাতার ২৬ লাটরী।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লাটা *বি* মাছবিশেষ। 'বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

লাটাই [স লট্ট] *বি* যাতে ঘুড়ির সুতা জড়ানো থাকে। 'ছিপ ঘুড়ি লাটাই নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লাটাইয়া [স নষ্ট>] *ক্রিবিণ* শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে; নির্জীব হয়ে। 'অন্ন বিনু পিতামাতা মরিল লাটাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

লাটাক *বিণ* পলাতক। 'পূজি লইয়া লাটাক চণ্ডাল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লাটি, লাটী [স যষ্টি] *বি* বাঁশের লাঠি। 'ধনুক কামান লাটী ফৈজে ফৈজে দেখে অদভুত।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'লাটির বদলে লাটি ধরিতে পারেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৭।

লাটিয়াল [স যষ্টি>] *বি* লাঠিয়াল; লাঠি দিয়ে মারামারিতে দক্ষ ব্যক্তি। 'টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লাটিন [ই] *বি* ল্যাটিন ভাষা। 'আমি লাটিন অভ্যাস করিলাম তিন বৎসর।' *কেরী*, ১৮০১।

লাটিম [স লট্ট] *বি* লাট্টু; লোহার শলাযুক্ত কাঠের প্রায় গোলাকার খেলনা, যা ছোটো রশির মাধ্যমে মাটিতে ঘুরানো যায়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বিদ্যেটা নিয়ে লাটিম ঘোরাতে, বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে শিখেছি হাজার ছুতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লাঠিম [স লট্ট] *বি* লাটিম; খেলনাবিশেষ। 'লাঠিম ছুরি ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লাটিরি [ই] *বি* লটারি। 'একাংশ এক বৎসরের নিমিত্ত মাজিস্ট্রেট বা লাটিরি কমিটি সাহেবেরদিগকে দেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

লাটুদার [হি লাট্টুদার] *বিণ* কুণ্ডলি পাকানো। 'লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া ... বিড়া জড়াইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

লাট্টু [স লট্ট] *বি* লাটিম। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'লাট্টু, ঘুড়ডী, ক্রকেট ও পায়রা পড়ে রইলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাঠাই [স লট্ট] *বি* ঘুড়ির সুতা পেঁচিয়ে রাখার দণ্ড বিশেষ; লাটাই। 'কর্তব্যের লাঠাইয়ে বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'লাঠাইয়ের সুতোয় মাখাচ্ছে আঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লাঠানো [স যষ্টি>] *ক্রি* লাঠি দিয়ে পেটানো। 'খালি সুদ খেয়েছেন, আর রায়েত লাঠিয়ে জমি কেড়ে নিয়েছেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

লাঠালাঠি [স যষ্টি>] **১** *বি* ঘোরতর বিবাদ। 'লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* লাঠি দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করা। 'বিস্তর লাঠালাঠি মারামারি হয়।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

লাঠালাঠি করা *ক্রি* তুমুল ঝগড়া করা। 'উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিতেন, মোটেই তা নয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

লাঠি, লাঠী [স যষ্টি] *বি* যষ্টি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এক ভাল লাঠীর আঘাতের দ্বারা, তাহার ভ্রান্তি দূর হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

লাঠিআল *বি* লাঠি দিয়ে লড়াই করে যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লাঠিআলি *বি* লাঠি দিয়ে লড়াই করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লাঠি খাওয়া *ক্রি* লাঠি দ্বারা প্রহৃত হওয়া। 'ব্রজেশ্বরের দ্বারবানেরা একদিন তাহার লাঠি খাইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

লাঠিখেলা *বি* লাঠিচালনার দক্ষতাবিষয়ক খেলা। 'গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

লাঠিগাছ *বি* লাঠিখানা। 'সোনাবাঁধানো হাতির দাঁতের লাঠিগাছটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

লাঠিচাটি *বি* লোকক্রীড়াবিশেষ। 'লাঠিচাটিতে প্রথম হয়েছেন কায়সার বেগম।' *বেগম*, ১৯৬৮।

লাঠিচার্জ [লাঠি+ই চার্জ] *বি* (পুলিশের) লাঠি চালনা। 'এবার লাঠিচার্জ হবে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

লাঠিচালনা *বি* লাঠিপেটা; লাঠিচার্জ। 'মিছিলের ওপর বেপরোয়া লাঠিচালনায় সরকারী পুলিশ এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করেনি।' *বেগম*, ১৯৫৩।

AMARBOI.COM

লাঠিদাঙ্গা [লাঠি+ফা জঙ্গ] *বি* লাঠি দিয়ে মারামারি। 'এখন তুমি গেরেপ্তারি লাঠিদাঙ্গা ফোর্জ্জ চলবে না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাঠিধারী *বিণ* লাঠি হাতে রয়েছে এমন। 'চারজন লাঠিধারী লোক।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লাঠিপেটা *বি* লাঠি দিয়ে আঘাত। 'উপস্থিত লোকদিগকে লাঠিপেটা করার জন্য কেহ সভা ডাকে না।' *আজাদ*, ১৯৭০।

লাঠিবাজি [লাঠি+ফা বাজি] *বি* লাঠি নিয়ে মারামারি। 'তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

লাঠিয়ারা [লাঠি+হি ওয়ালা>] *বি* লাঠিয়াল। 'কএক জন লাঠিয়ারা ও অস্ত্রধারি ব্যক্তি শ্রীনাথ রায়কে ধরিয়া প্রহার করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

লাঠিয়াল, লাঠীয়াল *বি* লাঠি বহনকারী যোদ্ধা। 'রাগান্ধ হইয়া লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'কুঠিয়ালের লাঠিয়ালের ভয়ে ... ব্যবসায় করিতে পারেন না।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

লাঠিয়ালি, লাঠিয়ালী ১ *বি* লাঠিয়াল বৃত্তি। 'কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাঁচাইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* লাঠিয়ালের। 'লোকটা লাঠিয়ালী কায়দায় পাঁয়তারা করিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লাঠিসোঁটা *বি* লাঠি ও অনুরূপ হাতিয়ার। লাঠিসোঁটা হাতে করিয়া কাছে।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'লাঠিসোঁটা হাতে এতগুলি লোক।' *শরৎ*, ১৯১৮; 'এরা লাঠি-সোঁটা নিয়ে যে তাকে তাড়া করবেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লাঠ্যাঘাত [লাঠি+স আঘাত] *বি* লাঠির প্রহার; (এখানে) সমালোচনা। 'মহাকবি-প্রসিদ্ধিতে এমন একটা প্রচণ্ড লাঠ্যাঘাত।' *নজরুল*, ১৯১৯।

লাড[1] [ই লট] *বি* বোঝা। 'তাম্বা ৪০ মোন এক লাড।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

লাড[2] [ই লর্ড] *বি* বিশপের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক শব্দ; প্রভু। 'শ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

লাড্ডু *বি* গোলাকার মিষ্ট খাদ্যদ্রব্যবিশেষ; নাড়ু। 'স্টেশনে স্টেশনে অবশ্য লাড্ডু পাওয়া যায়।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

লাড়কা [হি] *বি* ছেলে। 'লাড়কার কাপড় মেরা নাহিক সাবিদ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

লাড়লি *বিণ* প্রিয়া। 'লাড়লি লতিকা কী ফল কাটি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লাড়া[1] [স লড়্>] *ক্রি* নড়ানো। **লাড়এ** *ক্রি* নাড়ায়। 'নির্মল দর্পণ যদি সতত লাড়এ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লাড়ে** *ক্রি* নাড়ে। 'দন্তহিন বড়াই সগন মুখ লাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লাড়া দেওয়া *ক্রি* ঝাঁকুনি দেওয়া। 'সত্তরে কেড়ুল বাহে বাহু লাড়া দিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

লাড়া[2] *বি* শিষ ছাড়ানো ধানগাছের মরে যাওয়া কাণ্ড। 'ভুঁই এর লাড়া ছিড়ে নিয়ে আয়, ঐ খাক শালা।' *হাসান*, ১৯৬০।

লাড়িকা [স মল্লিকা] *বি* মল্লিকা। 'কাঠ লাড়িকা সাজে কড়ুয়ি আড়ুয়ি রাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাড়ু[1] [স লড্ডু] *বি* গোলাকার মিষ্টিদ্রব্যবিশেষ। 'মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লাড়ুকোটা *বি* নাড়ু তৈরি। 'সেখানে লাড়ুকোটা প্রভৃতি উপলক্ষে মেয়েদের কলকোলাহলে তারও অল্প কিছু অংশ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লাড়ু[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'যজ্ঞেশ্বর লাড়ু।' *সেবা*, ১৮৪০।

লাড়ুদার *বি* পোশাকবিশেষ। 'চাপকান পাজামা, পাপোষ, পাপ আমামা, লাড়ুদার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৫

লাণ্টন [ই ল্যান্টার্ন] *বি* বাতি; লণ্ঠন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ঝাড় ও লাণ্ঠন দেওয়ালগিরি প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লাতি *বি* নাতি। 'ইনি তাঁর লাতি – ছেলের ছেলে।' *তারা*, ১৯৪০।

লাতিন *বি* নাতনি। 'বিয়ে তো করবি, খেতে দিতে পারবি আম লাতিনকে?' *হাসান*, ১৯৬৩।

লাথ [হি লাত] *বি* লাথি। 'এয়ছা ছুটে তেরা মুখে মারি লাথ।' *গরী* ১৭৬৫।

লাথানো [হি লাত>] *ক্রি* লাথি মারা। 'দিনরাত তাকে লাথি লাথিয়ে একাকার করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লাথালাথি [হি লাত>] *বি* পরস্পর পদাঘাত। 'ঘোড়া দোন লাথাল করে সেইখানে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

লাথালোথা [হি লাত>] *বি* লাথালাথি। 'লাথালোথা চড় চাপড় ধা ধোকা মেরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লাথি, লাথী [হি লাত>] *বি* পদাঘাত; পা দিয়া আঘাত করা। 'লাথি খ বলাএর গলাচাপি ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কেনই বা বিনাপরা লাথী, কীল, চড় মারে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

লাথি-খাওয়া *বিণ* অত্যাচার সহ্য করে এমন। 'পথের সে লা খাওয়া ভিখারির সম।' *নজরুল*, ১৯২৩।

লাথিখোর *বিণ* যে লাথি খায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লাথিগুতা *বি* নির্যাতন। 'যাইয়া বউদের লাথিগুতা খাই।' *জসী* ১৯৬৪।

লাথি ঝাঁটা মারা *ক্রি* বিভিন্ন উপায়ে তীব্র অপমান করা। 'সাহেব প্রকাশ্যভাবে আমাদের সহস্রবার ক'রে লাথি ঝাঁটা মারে তবু ... *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লাদা [হি লাদ] *বিণ* বেশি। 'পিক ফালাইবেন লাদা লাদা।' *অবন*, ১৯১

লাদাই *বি* বোঝাই। 'যে জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে *মুজতবা*, ১৯৫২।

লাদি [হি] *বি* ছাগলের বিষ্ঠা। 'ছাগলের লাদি।' *মানোএল*, ১৭৪৩

লানত, লানৎ [আ] ১ *বি* অভিশাপ; ধিক্কার। 'লানত গলায় গোলাম ও সালাম করে জুলুমবাজে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'ব্যতিক্রমে বানু মস্তকে নামুক লানৎ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ২ *বি* অপমান। 'চৌ বাড়ির কাজে লানত। দিকদারি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লান্সনায়ক [ই লান্স+আ নায়েক] *বি* সৈন্যবিভাগে সিপাহিদের নেত 'আমাকে ... লান্সনায়কের পদে উন্নীত করা হবে।' *নজরুল*, ১৯২

লাপ [স লম্ফ] *বি* লাফ। 'বাবু ... গাড়ি থেকে লাপিয়ে পড়ে দরোয়ান কাছে উপস্থিত হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাপঝাঁপ [স লম্ফ+স ঝম্প] *বি* আস্ফালন। 'দেই কো লাপঝাঁপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লা-পরওয়া [আ লা+ফা পরোয়া] *বিণ* চিন্তা-ভাবনা নেই এমন। 'বাহি যতই লা-পরওয়া ভাব দেখাক না।' *নজরুল*, ১৯২২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাপসি [স লপ্সিকা] *বি* জাউ-ভাত, ডাটা ইত্যাদির মণ্ডবিশেষ। 'বুড়ো ডাটা-ঘাঁটা লাপসি শোভন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লাফ [স লম্ফ] *বি* লম্ফ। 'লাফ দিয়া হনুমান পাঁচিরে চড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

লাফ দিয়ে বাড়া *ক্রি* দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়া। 'দেশের জনসংখ্যা লাফ দিয়ে বাড়ছে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

লাফ-মারা *বিণ* কিছু ডিঙানোর উদ্দেশ্যে লাফানো। 'ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ডল রেস খেলে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লাফাওন [স লম্ফ] *বি* লাফানো। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

লাফানি [স লম্ফ>] *বি* ছটফটানি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লাফালাফ *বি* লাফালাফি; আস্ফালন। 'স্ত্রী স্বাধীনতার কথা নিয়ে, করবে লাফালাফ।' অমৃত, ১৯০০।

লাফালাফি ১ *ক্রি* লাফঝাঁপ। 'জনমিআ মণ্ডুক জলে লাফালাফি জাএ।' *রামাই*, ১৭১০। ২ *বি* দম্ভপ্রকাশক আস্ফালন। 'লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* চঞ্চলতা। 'মন তোমার লাফালাফি/ সেরূপ দেখা যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

লাফে লাফে ১ *ক্রিবিণ* ক্রমাগত লাফিয়ে। 'লাফে লাফে সুগ্রিব আসি কটকে মেলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'মীরপুরের চাঞ্চল্য লাফে লাফে বাড়িয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লাফরা *বি* চচ্চড়ি। 'প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। *দ্র* **লাবড়া**

লাফানো [স লম্ফ>] *ক্রি* লাফ দেওয়া। 'তাহার সম্মুখে লাফাইতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

লাফিয়ে ওঠা *ক্রি* উদিত হওয়া। 'একটা কথা যখন মনের অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ লাফাইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লাফিয়ে পড়া *ক্রি* ঝাঁপ দেওয়া। 'নদীর উচ্চপাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লাবড়া *বি* কয়েকরকম সবজির মিশ্রণে প্রস্তুত ব্যঞ্জন। 'ছেঁচকি – ছোঁকা – ছক্ক – চচ্চড়ি – লাবড়া।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লাবড়া বেটা *বি* জারজ পুত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাবণি, লাবণী [স লাবণ্য] ১ *বি* সৌন্দর্য। 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বাহিয়া যায়।' *গোবিন্দ*, ১৬০০; 'চাঁদের লাবণীতে যে বৈচিত্র্যময় রূপশিখার বিকাশ হইয়া থাকে।' *হাই*, ১৯৫৪। ২ *বিণ* লবণ-নির্ভর। 'সম্রাটের সৈনিকেরা যে সব লাবণি, লবণরাশি খাবে জেগে উঠে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লাবণ্য [স] ১ *বি* সৌন্দর্য। 'তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* মাধুর্য। 'একী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* কাব্যের আঙ্গিক সৌন্দর্য। 'কোন কোন কারণ এবং প্রক্রিয়ার ফলে কাব্যদেহে এই ... লাবণ্য সঞ্চারিত হয় ...।' *শিব*, ১৯৭১।

লাবণ্য ফুটানো *ক্রি* সৌন্দর্য বিস্তার করা। 'লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লাবণ্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* লাবণ্যময়ী; সুন্দরী। 'লাবণ্যবতীর স্নেহ স্বভাবতই মানুষ একটু বেশি পছন্দ করে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লাবণ্যবিলাস [স] *বি* সৌন্দর্যলীলা। 'রহস্যনিবিড় বসন্তের লাবণ্যবিলাসে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

লাবণ্যভরা *বিণ* অতি কোমল। 'এমন ... লাবণ্যভরা বালকে পরিণত হইল কবে?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লাবণ্যমণ্ডিত [স] *বিণ* শোভাপূর্ণ। 'আমাদের মুখ লাবণ্যমণ্ডিত হবে না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

লাবণ্যময় [স] *বিণ* মাধুর্যপূর্ণ। 'অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলির বিবাদটিও সান্ত্বনাময় লাবণ্যময় হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লাবণ্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* মাধুর্যমণ্ডিতা। 'লাবণ্যময়ী এবং ঘটোঘ্নী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লাবণ্যযুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* মাধুর্যমণ্ডিত। 'গৃহস্থ ঘরের থেকে সুলক্ষণা লাবণ্যযুক্তা বধূ আনল সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাবণ্যরহিত [স] *বিণ* শ্রীহীন; সৌন্দর্যহীন। 'নিজের স্বাস্থ্যহীন লাবণ্যরহিত শরীরের ছায়াটিকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

লাবণ্যলক্ষ্মী [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ লক্ষ্মী। 'সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

লাবণ্য-সলিল [স] *বিণ* রূপরস পূর্ণ। 'লাবণ্য-সলিলে হের অঙ্গ ঢল ঢল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লাবণ্যহিল্লোল [স] *বি* সৌন্দর্যের ঢেউ। 'দেহ ভরে তোলে লাবণ্যহিল্লোলে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

লাবণ্যামৃত স্নান [স] *বি* (তন্ত্র) সহজিয়া বৈষ্ণবদের গুহ্য ক্রিয়াবিশেষ। 'লাবণ্যামৃত স্নান কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

লাবণ্যী *বিণ স্ত্রী* লাবণ্যময়ী। 'এমন শীতল এমন কোমল এত লাবণ্যী হলো!' *অন্নদা*, ১৯২৭।

লাবনি [স লাবণ্য] *বিণ* মাধুর্য। 'তনুর লাবনি হেম মৃণালের কুণ্ড।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লাবন্য [স লাবণ্য] *বি* লাবণ্য; সৌন্দর্য। 'যুভধনি কৃষ্ণরূপলাবন্য দেখিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

লাবা *বি* খই। 'লাবা বিথরল বেলিক ফুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লাভ[১] [স] ১ *বি* সুযোগ-সুবিধা। 'কি না লাভ লোভে কাহ্নাঞিঁ না চিহ্ন এখন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* প্রাপ্তি। 'শিখা-সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ভাবের উপরে ভাবের বসতি তাহার উপর লাভ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৩ *বি* আয়। 'কাহারো২ লাভ হয় ও কাহারো২ সর্ব্বনাশ হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৪ *বিণ* সার্থকতা। 'জীবনেও লাভ, জীবন অন্তেও লাভ।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

লাভকর [স] *বিণ* লাভজনক। 'ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লাভকরতা [স] *বি* উপযোগিতা। 'উদ্যানের রমণীয়তা ও লাভকরতা, উভয় ধর্মই বিলক্ষণ ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লাভ করা *ক্রি* অর্জন করা। 'হাতে পাইলেই যে পাওয়া তাহা পাওয়া নহে; লাভ করা অত সহজ ব্যাপার নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লাভক্ষতি [স] *বি* লাভ ও লোকসান। 'লাভক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লাভজনক [স] *বিণ* লাভ হয় এমন। 'ভিক্ষা করার মতো ইহা লাভজনক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

লাভবান [স] *বি* লাভের অধিকারী। 'নীলকরেরা নীলের চাষে লাভবান।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভভাব [স] *বি* সুবিধা। 'পড়াশুনার দরুন কিছুই লাভভাব হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লাভলিপ্সু [স] *বিণ* মুনাফালোভী। 'লাভলিপ্সু মালিকদের অপরাধে এই সংখ্যাবহুল দরিদ্র অকৃষক পরিবারগুলির মৃত্যুদণ্ড বিহিত হওয়া উচিত নয়।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

লাভ লোকসান [স লাভ+আ নুকসান] *বি* মুনাফা ও ক্ষতি। 'লাভ লোকসানের রকম বিনা সারটীপিকট কাগজ আমানত দিতে হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

লাভাংশ [স] *বি* লভ্যাংশ। 'জমীদারেরাই ভূমির উৎপন্নের লাভাংশ ভোগ করিয়া থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

লাভাকাঙ্ক্ষি [স লাভাকাঙ্ক্ষী] *বিণ* লাভ করতে ইচ্ছুক। 'তিনি ইহার লাভাকাঙ্ক্ষি নহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

লাভাঙ্ক [স] *বি* লাভের অঙ্ক। 'আপনাদিগের লাভাঙ্ক গণনা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

লাভান্তে [স] *ক্রিবিণ* লাভ করার প্রয়োজনে। 'জ্ঞান লাভান্তে, বোধ হয় জননীর স্নেহ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

লাভালাভ [স লাভ>] *বি* লাভ ও ক্ষতি। 'এখানে বিক্রী হইলে ফের সে টাকা পাঠান জায় লাভালাভও বুঝা জায়।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯১।

লাভেঁ *ক্রিবিণ* লাভে। 'ঝাঁট যবেঁ হাটক জাইএ তবেঁ লাভেঁ পসার বিচিএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাভে মূলে, লাভেঁ মূলেঁ ১ *ক্রিবিণ* লাভেমূলে; সুদে-আসলে। 'লাভেঁ মূলেঁ বিত্ত দানকে নাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* প্রতিদানে। 'আরে কোটালিয়া গুন খাইয়া আমার নোন লাভে মূলে দিলা তার শোধ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লাভোদ্দেশ [স] *বি* অর্জন করার স্পৃহা। 'স্বতন্ত্রতা লাভোদ্দেশে রাজ প্রতিকূলে সমুত্থান করিয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

লাভ[2] [ই] *বি* প্রেম। 'ফ্লার্ট এবং হয়তো লাভ করা তাঁদের দিনকৃত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

লাভ-অ্যাফেয়ার [ই] *বি* ভালোবাসার সম্পর্ক। 'জীবনে একমাত্র লাভ-অ্যাফেয়ার স্ত্রীর সঙ্গে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লাভার [ই] *বি* প্রেমিক/ প্রেমিকা। 'কোথায় আর পাব, লাভার এসে দিয়ে যায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

লাভা [ই] *বি* আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যে গলিত প্রস্তর নির্গত হয়। 'লাভা ও অগ্নিশিখা উঠে ছুটে ঊর্ধ্ব আকাশপথে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

লাভাস্রোত [ই লাভা+স স্রোত] *বি* আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে নির্গত গলিত পদার্থের স্রোত। 'ঘাসরে মৌসুমী ফুল চিবুচ্ছে কেবল, নাকে তার লাভাস্রোত।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

লাভুয়া [স লাভ>] *বিণ* লোভী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাম [স লম্ব্>] *ক্রি* নামো। 'মোর শাপে স্বর্গ হতে লাম ক্ষিতিতল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লা মজহাবি, লা-মজহাবী, লা-মাজহাবী [আ] *বি* (ইসলাম) মজহাব-বিরোধী সম্প্রদায়। 'মত দিয়া আসিতেছেন আজ লা মজহাবিগণ।' *প্রচারক*, ১৯০০; 'হানফী, ওহাবী, লা-মাজহাবীর তখনও মেটেনি গোল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লামটন [ই ল্যানটার্ন] *বি* লণ্ঠন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লামা[1] [স লম্ব্>] *ক্রি* নীচে যাওয়া। **লামিতে** *ক্রি* বাহ্য করতে। 'লামিতে পেট।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **লামিল** *ক্রি* নামলো। 'সমুদ্রে লামি গিয়া সুবর্ণের ঘট।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লামিলা** *ক্রি* নিম্নস্থ হওয়া *মানোএল*, ১৭৪৩।

লামা[2] *বিণ* নিম্নস্থ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লামা[3] *বি* তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মগুরু। 'লামাকে জে জরদ রাঙ্গব বানা একখান পত্র চিহ্ন দিয়া লেখীয়াছেন।' *বোগল*, ১৭৭০; 'লা আমাদের মন্ত্র পড়ুন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

লামানো *ক্রি* নামানো। 'চোখ লামাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লামোনি [স লম্ব্>] *বি* পেটের অসুখ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাম্পট্য [স] *বি* ব্যভিচার। 'সঙ্গীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকের লাম্প জন্মে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকে প্রতি ... করিলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লাম্ফ [স লম্ফ] *বি* লাফ। 'লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে খণেকেঁ ভূমি রহে চিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লায়লাতুলকদর [আ] *বি* ইসলাম ধর্মমতে রমজান মাসের সাতাশত রাত। 'লায়লাতুলকদরের রাতে যুবক শিক্ষক সমস্ত রাত জেগেছিল *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লায়েক [আ] **১** *বিণ* উপযুক্ত। 'তোমার লায়েক নহে এমন সওগন্দ *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* সাবালক; প্রাপ্তবয়স্ক। 'লায়েক আওরত ছাড়িল নেক্কারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বিণ* পরিণত। *এডম* ১৭৯০। **৪** *বিণ* দক্ষ। 'ফারশীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গ ও উর্দ্দুতেও তাঁর দখল ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৫** *বি* উর্বরাশক্তিসম্পন্ন। 'এ দেশের মাটিও ছিল আগে থেকেই লায়েক।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

লার্ড [ই লর্ড] **১** *বি* বিশপের পূর্বে সম্মানসূচক উপাধি। *ক্যালগে*, ১৭৯ 'লার্ড বিসোপ ... ঐ কালেজের অপ্রতুল প্রকাশ করিলেন।' *দর্প* ১৮২০। **২** *বি* গভর্নর জেনারেলের সম্মানসূচক উপাধি। 'লা কর্ণওয়ালিস ... স্বত্ব কৃষকদিগকে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বাধী করুন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

লাল[1] [ফা] **১** *বিণ* রঙিন। 'লাল বেশ তোর কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** লাল রঙের মূল্যবান পাথরবিশেষ; চুনি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* রক্ত *ভবানী*, ১৮২৩। **৪** *বিণ* লজ্জায় রক্তিম। 'বিয়ের নওশার মতো লা হয়ে শুয়ে আছে।' *নজরুল*, ১৯২২। **৫** *বি* লাল রং। 'আঘাত-জর্জ জলধারার বুকে জেগে রইল রক্তের লাল।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

লালউজানি *বি* লাল রঙের চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি, যা খা চোখে দেখা যায় না; infrared। 'রৌদ্র মিলিয়ে গেলেও লালউজা আলোয় গ্রীষ্মতপ্ত পৃথিবী আমাদের কাছে আভাসিত হয়ে দেখা দিত *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লাল করা *ক্রি* রক্তাক্ত করা। 'অনেক বারই লাল করেছে জলী বিলের জল।' *জসীম*, ১৯২৯।

লালচে *বিণ* রক্তিম। 'আবছা-হলুদ লালচে-হলুদ।' *জসীম*, ১৯৩ 'এই লালচে রঙের গ্রহটিই অন্য গ্রহদের চেয়ে পৃথিবীর সবচে কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লালচে রঙের গ্রহ *বি* মঙ্গল গ্রহ। 'এই লালচে রঙের গ্রহটিই অ গ্রহদের চেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লালজহর [ফা লাল-জহর] *বি* (বাউল) নারীর ঋতুস্রাব। 'ফণি ম লাল জহরে সে বাতি রেখেছে ঘিরে।' *লালন*, ১৮৯০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালডোরা *বিণ* লাল ডোরাযুক্ত। 'লালডোরা শাড়ি নিয়ে পরখ করছে কেমন মানায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

লাল-নেশা *বি* মদের নেশা। 'যখন রাত্রে চোখে তাঁর লাল-নেশা ধরতো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লালপথ *বি* সংগ্রামমুখর পথ। 'এক মহান মৃত্যু দুর্গম নিশ্চিতের লালপথে আহ্বান জানায় সকলকে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

লাল-পাগড়ি *বি* পুলিশ। 'বললে লাল-পাগড়ি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

লালপাথর [ফা লাল+স প্রস্তর>] *বি* চুনি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লালপানি *বি* মদ; শরাব। 'তোমরা খাও লালপানি।' *প্রমথ*, ১৯০২; 'লালপানি তুমি চাখ নি? বীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

লালপেড়ে [ফা লাল+পাড়>] *বিণ* লাল রঙের পাড়বিশিষ্ট। 'শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লালপেড়ে তাবিজপেড়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লালপোশ [ফা] *বিণ* লাল পোশাক পরা। 'আগে চলে লালপোশ খাসবরদার।' *ভারত*, ১৭৬০।

লাল-ফিতা *বি* আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। 'সমাজের দরিদ্র মেয়েরা প্রচলিত লাল-ফিতার মধ্যে না পড়ে সরাসরিভাবে ও সহজে উপকৃত হতে পারে।' *বেগম*, ১৯৭৩।

লালবাতি *বি* কোনো কিছু বন্ধ ঘোষণা করা; দেউলে হওয়া। 'মেড়োর ধারেতে লালবাতি জ্বেলে শেষে যেতে হবে থানা।' *মণীশ*, ১৯৩১।

লালবিবি *বি* মেমসাহেব। 'হে লালবিবির মতো খাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি?' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লালমণি [ফা লাল+স মণি] *বি* রক্তবর্ণ মণিবিশেষ। 'লালমণি নীলকান্তমণি অর্থাৎ পান্না প্রভৃতি ব্রহ্মরাজ্য এবং লঙ্কায় উৎপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

লালমতি [ফা লাল+স মৌক্তিক] *বি* অমূল্য রত্ন। 'হীরে লালমতির দোকানে গেলে না।' *লালন*, ১৮৯০।

লালমন [ফা লাল+স মন] *বি* পাখিবিশেষ। 'টিয়া তোতা ফরিয়াদী কাঙালা চন্দনা আদি হিরামন লালমন শুয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

লালমূর্তি, লালমূর্ত্তি [ফা লাল+স মূর্তি] *বি* লাল রঙ। 'সূর্য্যের অস্ত যাইবার সময় হওয়াতে আকাশ লালমূর্ত্তি ধারণ করিল।।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

লাল-রুখ [ফা] *বিণ* ফুলের মতো গালবিশিষ্ট। 'এই লাল-রুখ বল্লি-তনু যুল্ফ-কপোল তন্বীদের।' *নজরুল*, ১৯৪১।

লালরূপী [ফা লাল+স রূপী] *বিণ* লাল রঙবিশিষ্ট। 'তুমি আমায় যে লালরূপী করে দিচ্ছ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লালশাক *বি* লালরঙের শাকবিশেষ। 'লালশাক-ছাওয়া মাঠে খুঁজে।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাল-শিরাজি *বি* লালরঙের মদবিশেষ। 'আজ চাই-ই লাল-শিরাজি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লালশিরে *বি* লাল শিরবিশিষ্ট পাখিবিশেষ। 'ঘুঘু, লালশিরে, স্নাইপ, বুনোমুর্গী, বালিহাঁস।' *জীবন*, ১৯৩২।

লালসৈনিক *বি* কমিউনিস্ট সৈনিক। 'চীনা লালসৈনিকের শরীরে এখন/ নিবিড় নির্বাণবিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেওনেট?' *সুভাষ*, ১৯৪০।

লাল হওয়া **১** *ক্রি* লজ্জায় মুখের রঙ লাল হওয়া। 'লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, বই খুলে মাথা নীচু করে ভান করলে পড়বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *ক্রি* প্রচুর টাকা পয়সার মালিক হওয়া। 'বাংলার বাইরে চাকুরি করে লাল হয়ে দেশে ফেরা।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

লালাভ *বিণ* লাল আভাযুক্ত। 'তেরচা ভাবে লালাভ আলো এসে পড়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লালে-লাল *বিণ* রক্তময়। 'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২; 'ছেড়ে যেতে ছিঁড়ে গেল বক্ষ, লালে লাল।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'আগুনরাঙা ফুলে ফাগুন লালে-লাল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লাল[2] [স] *বি* লালা। 'বুক ভাসি যায় লালে।' *মুরারি*, ১৫৭০।

লালা [স লাল] **১** *বি* থুতু। 'নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* মুখে তৈরি রস। 'গুটিপোকা কিরূপে নিজ লালায় বন্দী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লালাঝরা *বিণ* লোলুপ। 'নজর তো নয় যেন এক জোড়া লালাঝরা জিহ্বা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লালাফেন [স লালা+স ফেন] *বি* মুখের ফেনা। 'মুখে লালাফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লালাসিক্ত [স] **১** *বিণ* লুব্ধ। 'আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* লালসাপূর্ণ। 'যেখানে নেই মানুষের লালাসিক্ত কামনাসিক্ত ভালোবাসা।' *নজরুল*, ১৯৩৮। **৩** *বিণ* থুথু মাখা। 'রোগজীবাণুভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্যে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লালাস্রাবী [স] *বিণ* লালা ঝরছে এমন। 'লালাস্রাবী ঠোঁট দুটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

লাল[3] [হি] *বি* প্রিয়পুত্র। 'আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

লালক [স] *বি* সস্নেহে পালনকারী ব্যক্তি। 'লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লালচ [স লালস] *বি* লালসা। 'চাঁদক ভরমে অমিয় রস লালচে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লালচ করা *ক্রি* লোভ করা। 'লালচ করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লালন [স] *বি* যত্ন সহকারে পালন। 'পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নবীর লালন।' *সুলতান*, ১৭০০।

লালনপালন [স] *বি* প্রতিপালন। 'অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমায় লালনপালন করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লালয়িত্রী *বি স্ত্রী* প্রতিপালনকারী। 'নিরাপত্তা অবসরের লালয়িত্রী।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

লালস [স] *বি* লোভ। 'কোথায় থুইতে মন লালস তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লালস-আলস *বিণ* লালসা ও আলস্যযুক্ত। 'কেশর-রেণুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস-আলস ক্লান্ত সমীর এরই খোশ-খবর চারিদিকে রটিয়ে এল।' *নজরুল*, ১৯২২।

লালসা [স] **১** *বি* লোভ। 'কিবা অভিলাষে বাড়াইলা লালসে বুঝিতে নারি এ ছলা।' *দ্বিজী*, ১৬০০। **২** *বি* স্পৃহা। 'অদ্রূপ পরামনন হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যার লালসা আরো বাড়িল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৩** *বি* বাসনা। 'এসো গো হৃদয়ে এসো, ঝুরিছে হেথায় লাজরক্ত লালসার রাঙা

শতদল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লালসাগ্নি [স] *বি* লালসারূপ অগ্নি। 'নটনটীর কবলগ্রস্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল বিত্তশালীদের ঘৃণ্য লালসাগ্নি উদ্দীপ্ত ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

লালসাতুর [স] *বিণ* লোলুপতাপূর্ণ। 'নির্লজ্জ, লালসাতুর জাগে তার অপাঙ্গে অম্লান।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

লালসা বহ্নি [স] *বি* লালসারূপ আগুন। 'তাহার পিতার লালসা বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লালসাময় [স] *বিণ* ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে এমন। 'লালসাময় তড়িৎ তুমি কিছু কিছু অশ্রুবেদনার্ত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

লালা১ *দ্র* **লাল**২

লালা২ *বি* ফুলবিশেষ। 'লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লালা৩ *বি* মুহুরি; উকিলের কাজের সহায়ক লেখক। 'কোনো বৃদ্ধ ক্যানভাসার, ধূর্ত লালা, সার্কাসের দালাল।' *নীরেন*, ১৯৬৪।

লালায়িত [স] ১ *বিণ* লোলুপ। 'কোন কোন ব্যবস্থা ... সংশোধিত করাইবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'বিদ্যাবান ও জ্ঞানবান লোক কর্ম্মের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত। 'কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'আপনার পদসেবা করিতে কে না লালায়িত হয়?' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বিণ* উৎসুক। 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার জন্য আমাদের অন্তর যেন লালায়িত হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'দীপ্তিও তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য অতিশয় লালায়িত তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লালাইত [স লালায়িত] *বিণ* লালায়িত; লোলুপ। 'নায়েব মহাশয়ের মুখের একটী কথার জন্য লালাইত হইয়া বসিয়া আছেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

লালি, লালী [ফা লাল>] ১ *বিণ* লালচে রঙ। 'নিশি-জাগা আঁখির লালী লাগে উষার প্রাণে।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'আলতা সে নয়, সে যে খালি আমার যত চুমোর লালি।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *বি* লাল ফুল। 'তমালে ঢাললি লালি/ নীলিমা'র লাল দেয়ালা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লালিত [স] *বিণ* প্রতিপালিত। 'এইরূপে লালিত-পালিত হইয়া ... কার্য্য করিতে নিযুক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সূর্যকিরণে লালিত উদ্ভিদ ভোজন করিয়াই প্রাণিগণ জীবনধারণ করিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

লালিত-পালিত [স] *বিণ* সযত্নে পালিত; প্রতিপালিত। 'এইরূপে লালিত-পালিত হইয়া ... কার্য্য করিতে নিযুক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

লালিতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রতিপালিত। 'নির্জনলালিতা মিরান্দার সহিত রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রণয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লালিত্য [স] ১ *বিণ* ললিত ভাব আছে এমন। 'অলঙ্কার পত্রপুঞ্জ লালিত্য পরাগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* মাধুর্য। 'তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* লাবণ্য। 'গজদন্তের লালিত্য পেয়ে শোভা ধ্যালে।' *অবন*, ১৯২৫।

লালিত্যময় [স] *বিণ* লাবণ্যময়। 'কি লালিত্যময় যৌবনমূর্তি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লালিত্যসাধন [স] *বি* শ্রীবৃদ্ধি। 'দেহের লালিত্যসাধনের জন্য অঙ্গরাগ, ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

লালিত্যহীন [স] *বিণ* লাবণ্যহীন। 'দিন দিন লালিত্যহীন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লালিত্যহীনতা [স] *বি* মধুরতা না থাকা। 'ভাষার দৈন্য এবং ছন্দের লালিত্যহীনতার জন্য ভাবে গভীরতা থাকা সত্ত্বেও ...।' *দর্শন*, ১৯২৬।

লালিম [স] *বি* লালিমা; রক্তিমা। 'থির নয়ান অথির কছু ভেল। উরজ উদয় থল লালিম দেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লালিমাভা [স] *বি* লাল আভা। 'গালের ফিকা লালিমাভায় মুকুলের বার্তা ঘোষণা করিয়াছে।' *তারা*, ১৯২৯।

লালিস [ফা নালিশ] *বি* নালিশ। 'লালিসের রস্তম প্রভৃতি এইক্ষণে সরকার হইতে দিতে হবেক।' *রামরাম*, ১৮০২।

লালু [ফা লাল] *বিণ* লালা পড়ে এমন। 'লক লক লোলো লোলো জিব হয় লালু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লাল্য [স] *বি* পালিত হয় যে। 'লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লাশ [ফা] ১ *বি* শব। 'আলীর লাশের কাছে করে লোট পোট।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* দেহের দৈর্ঘ্য। 'ছ'ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক উরৎ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লাশকাটা ঘর *বি* হাসপাতালের যে কক্ষে ময়নাতদন্তের উদ্দেশ্যে লাশ ব্যবচ্ছেদ করা হয়। 'শোনা গেল লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

লা-শরিক [আ] *বি* যার কোনো অংশীদার নেই। 'দাঁড়ি-মুখে সারি-গান – লা-শরিক আল্লাহ।' *নজরুল*, ১৯২২।

লাস১ [স লাস্য] *বি* সাজসজ্জা। 'বিকে যাসি গোআলিনী লাস করিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাসবেশ [স লাস্য+স বেশ] ১ *বি* বিলাসবেশ। 'লাসবেস করী রতিভাবে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বেশভূষা। 'সদাগর আইলে দেশ ঘুচিবেক লাসবেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* নর্তকীর বেশ। 'মন দিয়া খানিক নাচিবে লাসবেশে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লাস২ [স লাশ] *বি* লাশ; মৃতদেহ। 'লাস দেখাওগে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

লাসী [স লাক্ষা>] *বি* মূল্যবান বস্ত্রবিশেষ। 'পরিধান নেত লাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাস্য [স] ১ *বি* নৃত্যভঙ্গি। 'ভাব প্রকটন লাস্য রায় যে শিক্ষায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* লীলায়িত ভঙ্গিমা। 'কভু পরিহাস লাস্য ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লাস্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* লীলায়িত ভাব-ভঙ্গিমাপূর্ণ। 'ওখানে শহর যেন লাস্যময়ী তরুণী গণিকা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

লাহড় [হি লহর] *বি* উনিশ শতকে কবিগানের অঙ্গ হিসেবে পরিবেশিত গানবিশেষ; লহর। 'বিরহ, লাহড়, খেউড়, টপ্পা, নক্সা, জঙ্গলা, গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

লাহরি *বিণ* লাহোরে উৎপন্ন। 'লাহরি ভুরিয়া আদ খান।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

লাহা১ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মনোহর লাহা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

লাহা২ [স লাক্ষা] *বি* লাক্ষা। 'লাহা, নীল কিরিঞ্চী মঞ্জিষ্ঠা কুসুম কুঙ্কুম হরিদ্রা প্রভৃতি পুষ্পের কস।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

লাহান *অব্য* মতো। 'চানভানু আমার ভইনের লাহান।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লাহানত [আ লানত] *বি* অভিশাপ। 'লাহানত দিয়া প্রভু সৃজিছে আজ্জারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাহানতী *বিণ* অভিশপ্ত। 'রসুলে বুলিলা লাহানতী হৈলা কেনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

লাহিড়ি, লাহিড়ী *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'মথুরানাথ লাহিড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

লাহু *ক্রি* নাও। 'সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।' *চর্যা* ১, ১২০০।

লাহুত [স লোহিত] *বি* লোহিত। 'লাহুত সাগরে নূর করিয়া প্রবেশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

লাহোরী *বি* লাহোর দেশের অধিবাসী। 'লাহোরী মুলতানী হিন্দি কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লিংক ফেটার্স [ই] *বি* কয়েদিদের বাঁধার ব্যবস্থা-বিশেষ। 'নানা রকম শৃঙ্খল বন্ধন (লিংক ফেটার্স, ক্রস ফেটার্স প্রভৃতি)।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লিকপিক করা *ক্রি* নড়বড় করা; কাঁপা। 'লিকপিক করে ক্ষীণ কাঁকাল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লিকলিক [ধ্বন্যা] ১ *বি* কৃশতার ভাব। 'শুকিয়ে লিকলিক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ২ *বিণ* নমনীয় পদার্থের আন্দোলনের ভাবপ্রকাশক। 'তার জিহ্বা লিকলিক করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লিকলিকে [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* দীর্ঘকায় ও কৃশ। 'চলবার ভঙ্গিতে একটা শিকারী চিতার মতো লিকলিকে ভাব আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'লিকলিকে, পাঁজরের হাড় কটি গোনা যায়।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বিণ* সরু। 'পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন।' *জীবন*, ১৯৪৪।

লিকার [ই] *বি* পাতা সিদ্ধ-করা রঙিন চা। 'চায়ের লিকারের সঙ্গে দুধ চিনি ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'লিকার দেব আর?' *জীবন*, ১৯৩২।

লিকেশ [আ নিকাশ] *বি* শেষ। 'ঢ্যামনাটোকে পিটিয়ে লিকেশ করেছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লিখক [স] *বি* লেখক। 'চীন হোন্তে নাহি কেহ মূরতি লিখক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লিখন [স] ১ *বি* লেখা। 'ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যেদিনে লিখন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* পত্র; চিঠি। 'দাঁড়াইল এক ধারে পদমূলে রাখিয়া লিখন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বি* অঙ্কন। 'চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

লিখনকার্য, লিখনকার্য্য [স] *বি* অন্যের নির্দেশনা অনুযায়ী পেশাদারি লেখা। 'লিখনকার্য্য Drudgery নীচ লোকের কর্ম্ম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

লিখনপটন [স লিখনপঠন] *বি* লেখাপড়া। 'আমার লিখনপটন লিখিবার নিমিত্তক সাদা কাগজ এবং কলমকাটী সেখান হইতে পাঠাইবেন।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

লিখনপঠন [স] *বি* লেখাপড়া। 'বাঙ্গালা লিখনপঠন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

লিখন-পড়ন [স লিখনপঠন] *বি* লেখাপড়া। 'যারা লিখন-পড়ন জানে, তারা কয় মনুষ্য বড় ক্ষুদ্দুর।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

লিখন পারিপাট্য [স] *বি* লিখনশৈলী। 'তাহারা ... বীজগণিত ও লিখন পারিপাট্য বিদ্যাতে অতিপটু।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

লিখনরত [স] *বিণ* লিখছে এমন। 'লিখনরত অবস্থায় দেখিবার জন্য।' *মানিক*, ১৯৪০।

লিখনরীতি [স] *বি* রচনাশৈলী। '১৩৩৫-এ রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং লিখনরীতি ১৩১০-১২ সালের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত।' *শিব*, ১৯৫০।

লিখনাতিরিক্ত [স] *বিণ* লেখা বাহুল্য। 'তাহার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল তাহার কুল লিখনাতিরিক্ত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লিখনাতীত [স] *বিণ* লিখে প্রকাশ করা যায় না এমন। 'এ সমাচার যেরূপ প্রচার হইয়াছিল তাহা লিখনাতীত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লিখনিকা [স] *বি* স্মৃতিময় লেখা। 'নূতন জন্ম হয়েছে যার চণ্ডালিকা/ সে দিতে চায় লিখনিকা।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

লিখনেওয়ালা *বি* লেখক। 'আজ লিখনেওয়ালা তোদের মরণ স্ফূর্তি – সে জোর লেখে।' *নজরুল*, ১৯২২।

লিখনী [স লিখন>] *বি* কলম। 'ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দস্তখত।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

লিখনীয় [স] *বিণ* লেখা সংক্রান্ত। 'পত্র লিখনীয় রীতি।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

লিখা[1] [স লিখ্>] ১ *ক্রি* রচনা করা। 'কত লিখি দুখভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* আঁকা। 'নাবক সাবক লিখি লিখে চক্রবাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* বর্ণনা করা। 'গৌরীর বদনশোভা লিখিতে নারিএ কিবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রি* হিসাবভুক্ত করা। 'সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* গণনা করা। 'লিখা করি গেল ওথা জথা ধর্মকেতু/ কহিল নির্ণয় জত বিবাহের হেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লিখএ** *ক্রি* রচনা করে। 'যুগে যুগে বসি যদি অন্তত লিখএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লিখল** *ক্রি* লিখলো। 'পূরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লিখাইয়াছি** *ক্রি* লিখিয়েছি। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **লিখি** *ক্রি* লিখে যাই। 'কত লিখি দুখভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লিখিআছে** *ক্রি* লিপিবদ্ধ করেছে। 'কিতাবেত লিখিআছে বিবিধ বিধান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লিখিছ** *ক্রি* লিখেছো। 'জখন লিখিছ তাহাও ওাকীফ নহি।' *বোগল*, ১৭৭০। **লিখিয়া** *ক্রি* লিপিবদ্ধ ক'রে। 'বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **লিখিল** *ক্রি* লিখলো। 'তার ঠাঁই আবু জেহেলে লিখিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **লিখিলাম** *ক্রি* লিখলাম; লিপিবদ্ধ করলাম। 'খত লিখিলাম নিজ হস্তে ললিতা বিশাখার সাথে।' *লালন*, ১৮৯০। **লিখিলেন** *ক্রি* লিখলেন। 'তন্মতে পাতিও লিখিলেন তাহারদিগকে।' *রামরাম*, ১৮০১। **লিখে** *ক্রি* লেখে। 'পণ্ডিত পুরাণ লিখে মহামুনিগণ দেখে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লিখেন** *ক্রি* লেখেন। *বোগল*, ১৭৭০। **লিখ্যা** *ক্রি* লিখে। 'মজিয়া বিদ্যার রসে লিখ্যা পড়্যা নানা দেশে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লিখ্যাছে** *ক্রি* লিখেছে। 'পড়্যাছি অনেক পুথি লিখ্যাছে বিস্তর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লিখা[2] ১ *বিণ* অঙ্কিত। 'তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া, আপন আলো দিয়া লিখা সে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* লেখন। 'দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

লিখাপড়া [স লিখ্>] *বি* লেখাপড়া। *বোগল*, ১৭৭০; 'কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লিখে পড়ে দেওয়া *ক্রি* আইন অনুযায়ী সরকারি নিবন্ধন ক'রে দেওয়া। '... ইংরাজদের হাতে লিখিয়া পড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

লিখানো [স লিখ্>] *ক্রি* লিখিয়ে নেওয়া। 'জে বলান জেই বা লিখান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লিখি *বি* লেখা; লিখন। 'সারা বুক ভরি কি ব্যথা সে লিখি নীরবে করিছে পাঠ।' *জসীম*, ১৯২৯।

লিখিয়ে *বি* লেখক। 'সে ঢের নিচুদরের লিখিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

লিখিত [স] ১ *বি* লেখা আছে যা। 'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বিণ* লেখা হয়েছে এমন। 'লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অঙ্কিত। 'ছাত্রেরদিগের লিখিত ছবি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

লিখিতব্য [স] *বিণ* লেখা হবে এমন। 'নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* লেখা হয়েছে এমন। 'তাঁহারদের নাম ও ঐ পুরস্কারের মূল্য নীচে লিখিতব্য ফর্দ্দে প্রকাশ করা গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

লিঙ্গ[1] [স] ১ *বি* যৌনাঙ্গ। 'কর্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* পুরুষাঙ্গ। 'যোনি লিঙ্গ সম্ভোগেত যে সকল হএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

লিঙ্গপূজক [স] *বিণ* শিবলিঙ্গ মূর্তি পূজাকারী। 'ইনি লিঙ্গপূজক দ্রাবিড়গণের দেবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লিঙ্গপূজা [স] *বি* গ্রীক দেবতাবিশেষের উপাসনা। 'গ্রীসদেশীয় বেকস্‌দেবেরও লিঙ্গপূজা বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লিঙ্গ-শরীর [স] *বি* সূক্ষ্ম দেহ। 'লিঙ্গ-শরীরে আবির্ভাব হয়ে আমার পূজা গ্রহণ করুন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লিঙ্গশরীরী [স] *বিণ স্ত্রী* সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট। 'মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী।' *জীবন*, ১৯৪০।

লিঙ্গায়েৎ *বি* হিন্দুসমাজভুক্ত শিবের উপাসক সম্প্রদায়। 'ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডে একটি লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, তাহার নাম লিঙ্গায়েৎ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লিঙ্গোপাসক *বিণ* শিবের উপাসক। 'ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডে একটি লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লিঙ্গ[2] *বি (ব্যাকরণ)* শব্দের পুরুষ স্ত্রী বা ক্লীব লিঙ্গভেদ। 'পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের এই২ বিভক্তি হয়। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বিশেষ পশ্চাৎ লিখিব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১১।

লিঙ্গপ্রভেদক [স] *বিণ* শব্দের নারী ও পুরুষবাচকতা নির্ধারক। 'এতৎ সংগ্রহে পর্য্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অন্তিমাক্ষর এবং লিঙ্গপ্রভেদক চিহ্ন ... সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

লিচু [চীনা লীচী] *বি* এক প্রকার মিঠা ফল। 'দাঁতে কেটে থু করে ফেলিয়া দিই লিচু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লিচুগাছ *বি* লিচু ফলের বৃক্ষ। 'পুষ্করিণীতীরের একটি পুরাতন লিচুগাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লিজার-টাইম [ই] *বি* অবসর সময়। 'লিজার-টাইমে এলে বেড়ালটাকে আমি বিনা ভিজিটেই দেখতাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লিটারেচার [ই] *বি* সাহিত্য। 'ও যে ও কি/ লিটারেচারের ল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

লিটারেরি [ই] *বি* সাহিত্যিক। 'ওর উচিত ছিল আমার মতো পাশ-কাটানো লিটারেরি হওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লিড [ই] *বি* নেতৃত্ব। 'ওরা সকল কর্মেই লিড নিতে চায়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

লিডার [ই] *বি* নেতা। 'দলের লিডারকে বাদ দিয়ে বাকি সকলেই ...।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

লিথোগ্রাফ [ই] *বি* অ্যালুমিনিয়ামের পাত ব্যবহার করে ছাপানোর পদ্ধতিবিশেষ। 'শস্তা লিথোগ্রাফের ছাপার দাগ।' *ইমান*, ১৯০০।

লিনা [স লীন] *বিণ* বিলীন। 'সরির তেজিয়া তোমার দেহে হব লিনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

লিপন [স লিপ্‌>] *বি* লেপন। 'নানা পরিমল অঙ্গে করিআ লিপন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লিপস্টিক, লিপষ্টিক [ই] *বি ঠোঁট* রাঙাবার প্রসাধনীবিশেষ। 'লিপস্টিক, রুজ, পাউডার মাখলে অনায়াসে পঁয়ত্রিশ বলে চালিয়ে নিতে পারতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'লিপষ্টিকের বদলে কপালের টিপে।' *উমর*, ১৯৬৮।

লিপা [স লিপ্‌>] *ক্রি* লেপন করা। **লিপিলা** *ক্রি* লেপন করলো। 'যথেক সুগন্ধি আছে অঙ্গেত লিপিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

লিপি [স] ১ *বি* চিঠি। 'যে দিবসে তাহার নিকট সেই সকল লিপি পৌছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ২ *বি* লেখা। 'কপালে যাহা লিপি ছিল তাহা হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০২। ৩ *বিণ* লিখিত। 'পরে মহাজনদিগের লিপিমত টাকা দেয়া যাইবেক।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৪ *বি* কথা। 'কোম্পানি বহাদুরের যে সুখ্যাতি হইবে সে লিপি বাহুল্য।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *বি* বর্ণ। 'নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৬ *বি* স্মারকপত্র। 'মেজেষ্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্তাবিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৭ *বি* বার্তা। 'পেয়ে লিপি রাখে অতি গোপন ভাবেতে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'চাহি গানের লিপি তোমায় পাঠাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

লিপিকর [স] *বি* নকলনবিশ। 'তাহার দোষ বরং লিপিকরের।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

লিপিকর্মচারী, লিপিকর্ম্মচারী [স] *বি* মুদ্রাক্ষরিক। 'তাহারাই বিচারাগারের লিপি কর্ম্মচারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

লিপিকা [স] *বি* চিঠি। 'লিপিকা কি গানে হাওয়া যায় না ভাবছ?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'প্রতিদিন লেখ আলোকের নব লিপিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লিপিকার [স] *বি* নকলনবিশ। 'সেই সকল পুরাণের সংগ্রহকার ও লিপিকারের প্রমাদ হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লিপি-কৌশল [স] *বি* লেখার কায়দা; বর্ণলিখন কৌশল। 'তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক মাত্রেই ... লিপি-কৌশল-শূন্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'মানুষের চেষ্টা ও উদ্ভাবনার ফলে লিপিকৌশল ও সাঙ্কেতিক অক্ষরের প্রচলন হয়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

লিপিচাতুর্য [স] *বি* লেখনী দক্ষতা। 'বইখানির মধ্যে আশ্চর্য লিপিচাতুর্যের সহিত রঙের পর রঙ, সুরের পর সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লিপিদোষ [স] *বি* মুদ্রণের ভুল। 'পুস্তক নানাপ্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

লিপিপ্রকরণ [স] *বি* প্রবন্ধ। 'যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক উদ্দেশ্য ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

লিপিবণিক [স] *বি* লেখা যার পেশা। 'সৌন্দর্য সুরুচি রস সকলি জল্পনা লিপিবণিকের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লিপিবদ্ধ [স] *বিণ* লিখিত। 'সংক্ষেপে তদীয় চরিত লিপিবদ্ধ হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

লিপিবর [স] *বি* চিঠিখানা। 'সেই চক্রলাঞ্ছিত, ওষ্ঠাগতপ্রাণ, প্রভুভক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিপিবরের বক্ষ চিরে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লিপিবাহুল্য [স] *বি* অতিলিখন। 'তাহা লেখাতে কেবল লিপিবাহুল্য মাত্র হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লিপিবীর [স] *বি* লেখার জন্য খ্যাত যে। 'শুনলুম ইনি হচ্ছেন লিপিবীর।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

লিপির ভাষা *বি* লেখার ভাষা। 'বাঙ্গালা লিপির ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লিপ্ত [স] **১** *বিণ* জড়িত। 'ফলতঃ যাহার মধ্যে তিনি লিপ্ত ছিলেন না অথবা তিনি যাহা সৃষ্টি করেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* সংশ্লিষ্ট। 'বিজ্ঞান-চর্চ্চা ইত্যাদি শুভকর্ম্মে যাঁহারা লিপ্ত থাকিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* রত। 'ব্যভিচারদোষে অবশ্যই লিপ্ত হইয়া থাকে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

লিপ্তা *বিণ স্ত্রী* রত। 'আলোচনায় লিপ্তা ছিলেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

লিপ্সা [স] **১** *বি* কামনা। 'আসঙ্গলিপ্সার বিষয় মিত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* লোভ। 'রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

লিফট [ই] *বি* উঁচু দালানের বিভিন্ন তলায় ওঠানামার জন্য বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র। 'নানা স্থলে লিফটে উঠানামা করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

লিফট দেওয়া *ক্রি* কোনো যানবাহনে করে কোনো স্থানে পৌঁছে দেওয়া। 'আর নিত্যি নিত্যি আমি লিফট দিতে পারিনে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লিফটবয় [ই] *বি* লিফট চালক। 'লিফটবয় দরজাখানা বন্ধ করল অতিশয় সন্তর্পণে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লিফলেট [ই] *বি* প্রচারপত্র। 'লিফলেটগুলো এখনো এসে পৌঁছলো প্রেস থেকে?' *জহির*, ১৯৬৮।

লিবরাল, লিবর‍্যাল [ই] *বিণ* উদারপন্থী। 'এক লিবরাল সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় কলিকাতায় প্রকাশ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'লিবর‍্যাল সাহিত্যিকেরা মানুষকে সেই রূপে দেখতে অথবা আঁকতে চান নি।' *শিব*, ১৯৬০।

লিবারেলইজম [ই] *বি* উদারপন্থী মতবাদ। 'লিবারেলইজমের প্রতি তাঁর বিশ্বাস যতটা তাত্ত্বিক, বাস্তবে তিনি ততটা উদার নন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

লিবানো [স নির্বাণ] *ক্রি* নিভানো। 'প্রদীপ লিবাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লিবিডো [ই] *বি* যৌনবাসনা। 'নাবিকের লিবিডোকে উদ্‌বধিত করে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লিভর, লিভার [ই] *বি* যকৃৎ। 'ইয়ার বক্সির লিভারটা আস্‌টাও আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'হার্ট লিভর কিডনি সব এক সঙ্গে ধর্মঘট করতে চাইছে বুঝি!' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লিমিট [ই] *বি* সীমারেখা। 'আমি সে লিমিট ছাড়াই নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লিমিটেড [ই] *বিণ* সীমিত। 'আমাদের নাম্বার লিমিটেড কিনা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লিমেরিক [ই] *বি* কৌতুকপূর্ণ পাঁচ লাইনের ছড়া। 'লিমেরিক।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

লিম্বু *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ভোট, লেপছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লিয়াজন [ই] *বিণ* দুই পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এমন। 'লাহোরের ডেপুটী চীফ লিয়াজন অফিসার ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

লিয়েজোঁ অফিসার [ই] *বি* সমন্বয়কারী কর্মকর্তা। 'বেসরকারি লিয়েজোঁ অফিসার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লিরা [ই] *বি* ইতালীয় মুদ্রা। 'তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লিরিক [ই] **১** *বি* গীতিময়তা। 'লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* গীতিধর্মী। 'ইহুদি সভ্যতা লিরিক এবং অর্বাচীন যুগের ইতালীয় সভ্যতা সনেট।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

লিরিক্স [ই] *বি* গীতিকবিতা। 'যে শ্রেণীর কবিতাকে লিরিক্স বলে তাহা মৃত ভাষায় সম্ভব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লিলি [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি, তবুও তুমি রবে কি বিদেশিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'লিলি গাছ দিয়ে ঢাকা তার ঢালু ডাঙা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

লিলিপুট [ই] *বি* (ইংরেজ লেখক সুইফ্‌ট কল্পিত) অতি ছোটো আকৃতির মানুষ। 'গালিভার লিলিপুট-দেশের লোকের যে বর্ণনা করেছেন ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

লিলিপুটিয়ান [ই] *বি* বামন; খর্বকায় মানুষ। 'ক্ষুদ্র ও দুর্বল হইতে হইতে শেষে লিলিপুটিয়ানদের মতো হইয়া পড়িবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

লিস [স লেশ] *বি* লেশ। 'তবু না হইল তোর কোন বুদ্ধি লিসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লিস্ট, লিষ্ট [ই] *বি* তালিকা। 'জিনিসপত্রের লিস্ট করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'কেন্দ্রীয় পরীক্ষাবোর্ডের লিষ্টভুক্ত।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

লিষ্টভুক্ত [ই লিস্ট+স ভুক্ত] *বিণ* তালিকাভুক্ত। 'কেন্দ্রীয় পরীক্ষাবোর্ডের লিষ্টভুক্ত।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

লিষ্টি [ই] *বি* লিস্ট; তালিকা। 'মহাজন আপন লিষ্টি বাহির করিলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লিস্টি, লিসটি [ই] *বি* তালিকা। 'ক্ষতি-খেসারতের লিস্টি করে রাখিস।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'লিসটিটা থাক আমার কাছে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লিহ[1] [স লিপ্ত>] *ক্রি* লিপ্ত হয়। 'হাথ দির্তে লিহে কলিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লিহ[2] *দ্র* **লিহা**

লিহা [স লিহ্>] *ক্রি* লেহন করা। **লিহ** *ক্রি* আস্বাদন করো। 'লিহ পিবই রুধির ধার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লীগ [ই] *বি* সঙ্ঘ। 'লীগ, সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লীগ অব নেশনস [ই] *বি* প্রথম মহাযুদ্ধের পরে গঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জ। 'নতুবা লীগ অব নেশন্‌স-এ কিছু হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

লীগ-মনা *বিণ* মুসলিম লীগপন্থী। 'বাঙ্গলার অধিবাসী লীগ-মনা নিশ্চয়ই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

লীডার[1] [ই] **১** *বি* সম্পাদকীয়। 'খবরের কাগজে লীডার লিখিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* নেতা। 'যাঁদের ইংরেজিতে লীডার বলে আমি তাঁদের বলতে চাই কর্তাব্যক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লীডার[2] [ই] *বি* জার্মানির এক ধরনের গান। 'জর্মন যখন লীডার কিংবা ইরানীরা যখন গজল গায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লীড়েঁ [স লীলা, পা লীড়া] *ক্রিবিণ* লীলায়। 'হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীড়েঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যা ১৮, ১২০০।

লীন [স] ১ *বিণ* বিলীন। 'পালয়িতা তুমি সে তোমাতে লীন হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পলাতক। 'কাছে এরা আসিত না, কোলে বসে হাসিত না, ধরিতে চকিতে হত লীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* একাকার। 'কোলাহল ভুলিয়া, গরবে আসে দিন, দুটি ছোটো প্রাণের লিখন হবে লীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৪ *বিণ* বিভোর। 'কোথায় যে কর্মহীন একান্তে আপনে-লীন, জীবনের নিগূঢ় বিরহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বি* ধ্বংস। 'রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন, সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'আর কারো বক্ষ পরে এমনি একান্ত ক'রে একদিন হয়েছিল লীন।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

লীনতনু [স] *বি* শায়িত দেহ। 'মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লীনপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'লীনপ্রাণ বৃক্ষকে ডেকে ডেকে।' *জীবন*, ১৯৪০।

লীনা [স] *বিণ স্ত্রী* শায়িত। 'তব পদতল-লীনা, বাজাব স্বর্ণ বীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লীনাঙ্গিনী [স] *বিণ স্ত্রী* লীন বা মিলে গেছে এমন। 'পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লীয়মান [স] *বিণ* ক্ষয়িষ্ণু। 'সব পেছনের পার্শ্বের লীন লীয়মান।' *জীবন*, ১৯৪০।

লীলা[১] [স] *ক্রি* লীলা করা। **লীলেঁ** *ক্রি* লীলায়। 'সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

লীলা[২] [স] ১ *বি* ক্রিয়াকলাপ। 'তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* জ্যোতি। 'কনক নিকস সম তনুকান্তি লীলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* খেলা। 'চৈতন্যভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* কাজ। 'এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বি* কাহিনি। 'বৃন্দাবনদাস প্রথম সে লীলা বর্ণিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৬ *বি* অলৌকিক। 'ভগবানের বিচিত্র লীলারহস্যের মর্মোদ্ঘাটনে ... অসমর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৭ *বি* অলৌকিক কর্মকাণ্ড। 'শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার কথা কহিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লিলা [স লীলা] *বি* ক্রীড়া। 'বৎসক মারিল কৃষ্ণ ইসত লিলাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

লীলা-উৎপল [স] *বি* লীলাপদ্ম; যে পদ্ম হাতে নিয়ে যুবতী খেলা করে। 'নারীর হস্তে লীলা-উৎপল, চিকুরে কুন্দফুল।' *জীবন*, ১৯৩০।

লীলাকক্ষ [স] *বি* প্রমোদ কক্ষ। 'ঝলমল প্রাসাদ বিপণি লীলাকক্ষ, নৃত্যগীত, প্রমোদের ধ্বনি।' *জীবন*, ১৯৩০।

লীলাকমল [স] *বি* খেলায় ব্যবহৃত পদ্ম। 'লীলাকমল রইত হাতে কী জানি কোন কাজে!' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লীলাকেন্দ্র [স] ১ *বি* লীলাখেলা করার স্থান। 'ঢলাঢলির লীলাকেন্দ্রগুলি মেশিনগানের গুলিতে উড়াইয়া দিয়া ...।' *এস্লাম*, ১৯৩৪। ২ *বি* অপার উৎসভূমি। 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাকেন্দ্র চট্টগ্রাম।' *বেগম*, ১৯৪৯।

লীলাক্ষেত্র [স] *বি* খেলার স্থান। 'বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

লীলাখেলা [স লীলা+খেলা] *বি* ক্রীড়াকলাপ। 'ভগবান কন্দর্পের যে লীলাখেলা, তা কি আপনি জানেন না।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

লীলাঘর [স লীলা+ঘর] *বি* লীলাক্ষেত্র। 'সৃষ্টিকর্তার লীলাঘর থেকে বিধাতার কারখানাঘর পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লীলাচঞ্চল [স] *বিণ* খেলাপরায়ণ; প্রাণবন্ত। 'দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে লইয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লীলা-চতুর [স] *বিণ* মধুর চঞ্চলতাপূর্ণ। 'তাঁর আলাপ, নর্মালাপ – অর্থাৎ লীলা-চতুর ও সবিভ্রম।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

লীলাচাঞ্চল্য [স] *বি* লীলাখেলা। 'অচেনা পাখির লীলাচাঞ্চল্য।' *মানিক*, ১৯৩৫।

লীলাচাতুর্য [স] *বি* প্রমোদকৌশল। 'সুন্দরের সঙ্গে একাত্মতা বোধ ও তদ্-জনিত লীলাচাতুর্যের মধুরতম অনুভূতিমূলক প্রেম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লীলাচ্ছলে *ক্রিবিণ* খেলার ছলে। 'বঞ্জুল নিকুঞ্জতলে সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

লীলাতনু [স] *বি* লীলার উদ্দেশে গৃহীত শরীর বা বিগ্রহ। 'লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লীলান্বিত [স] *বিণ* লীলাময়। 'লীলান্বিত কম্পমান মানসিক অন্তরাল আপনি বিরচিত হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লীলাপদ্ম [স] *বি* যে পদ্ম লীলার সামগ্রী। 'মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লীলাবতার [স] *বি* লীলার অবতার। 'কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লীলাবতীপূজা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'রাত্তিরে লীলাবতীপূজা হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লীলাবিভোর [স] *বিণ* লীলামগ্ন। 'লীলাবিভোর মন নিয়ে শুনতে হবে।' *তারা*, ১৯৪০।

লীলাবিলাস [স] *বি* লীলাখেলা। 'জন্ম-মৃত্যু-সঙ্গমের লীলাবিলাস কবে ... প্রথম শুরু হয়েছিল।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লীলাবিষয়ক [স] *বিণ* লীলা সম্পর্কিত। 'সংস্কৃত ভাষা কান্ত কোমলপদ সমন্বিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক গীতগোবিন্দ কাব্য লিখিয়াছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

লীলাবিহার [স] *বি* লীলাখেলার বিচরণ ক্ষেত্র। 'লীলাবিহার প্রেমলোক/ নাই রে সেথা দুঃখ-শোক।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লীলাভিনয় [স] *বি* লীলাকাহিনি। 'দেবদেবীর লীলাভিনয় পুষ্ট বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম শুনতে পেলাম।' *হাই*, ১৯৪৯।

লীলাভূমি [স] ১ *বি* বিচরণক্ষেত্র। 'মাসিডোনিয়া প্রদেশ যেন শয়তানের লীলাভূমি।' *প্রচারক*, ১৯০৭; 'নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* কেন্দ্র। 'মিথিলা ছিল ভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতির লীলাভূমি।' *হাই*, ১৯৫৪।

লীলামধুর [স] *বিণ* আনন্দময় খেলায় মগ্ন। 'নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন অনধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লীলাময় [স] *বি* লীলাপূর্ণ বিধাতা। 'মৃত্যুর ওপারে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় খেলা লীলাময় রেখেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

লীলাময়ী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* লীলাপূর্ণ। 'মল্লীলতার মত তন্বী লীলাময়ী।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বিণ স্ত্রী* আনন্দময়। 'বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীলাম্বুজ [স] *বি* লীলাপদ্ম। 'গুরুদেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের সূর্যাস্তের সময় যে লীলাম্বুজ নীলাম্বরের সৃষ্টি করেছিল ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

লীলায়িত [স] **১** *বিণ* মনোহর হাবভাবযুক্ত। 'ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* ক্রীড়ারত। 'রক্তিম চঞ্চুর আভা ছড়িয়ে হাওয়ায় লীলায়িত।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

লীলার কর্ণধার *বি* সৃষ্টির কাণ্ডারী। 'ওগো আমার লীলার কর্ণধার, জীবন-তরী মৃত্যুভাটায় কোথায় করো পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লীলারঙ্গ [স] *বি* লীলাখেলা। 'লীলারঙ্গে সাধু ভাসে চিরদিন বিরহসাগরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লীলার পুতুল *বি* খেলার পুতুল। 'মা তোর লীলার পুতুল আমি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

লীলারস [স] *বি* প্রমোদ। 'লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লীলাশক্তি [স] *বি* কর্মক্ষমতা। 'বিশ্বের এই লীলাশক্তি তাঁর কাছে ধরা দিয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লীলাসংবরণ করা, লীলা সম্বরণ করা **১** *ক্রি* মৃত্যুবরণ করা। 'অবশেষে ইষ্টিণ্ডিয়ান পত্র স্থাপনপূর্ব্বক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *ক্রি* বন্ধ হয়ে যাওয়া। 'একখানি মাসিকপত্র ... লীলাসংবরণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লীলাসঙ্গিনী [স] *বি* প্রণয়িনী। 'করো তারে লীলাসঙ্গিনী, কেন সন্ন্যাসী রয়েছ একাকী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'বলেছিলে অকপটে, হে লীলাসঙ্গিনী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

লীলাসমুদ্র [স] *বি* লীলাখেলার সমুদ্র। 'বিধাতার লীলাসমুদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লীলাসাথি, লীলাসাথী *বি* খেলার সঙ্গী। 'লীলাসাথি তব নেচে চলি ঘূর্ণি।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'লীলাসাথী গ্রহ রবি ও সোম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লীলাসুখ [স] *বি* কেলির আনন্দ। 'ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি লীলাসুখে হৈল স্ফূর্ত্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লীলাস্থলী [স] *বি* লীলাক্ষেত্র। 'হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

লীলাহিল্লোল [স] *বি* ঢেউয়ের খেলা। 'বর্ষার চিরন্তন রস এবং মেঘলোকের লীলাহিল্লোল।' *অবন*, ১৯২৫।

লীলে [স লীলা] **১** *ক্রিবিণ* অবলীলায়। 'তহিঁ চুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।' *চর্যা* ১৪, ১২০০। **২** *বি* ক্রিয়াকলাপ। 'নীলকরের হদ্দ লীলে নীলে নীলে সকল নিলে ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লীলাবতী [স] *বি* ভাস্করাচার্য রচিত তাঁর বিদুষী কন্যার নামানুসারে প্রচলিত পাটিগণিত ও বীজগণিতের সূত্রাবলি সংবলিত গণিতগ্রন্থ। 'ফৈজি লীলাবতীর পারসীক অনুবাদে লেখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লীহা [স লিহ্>] *ক্রি* লেহন করা। **লীহেন** *ক্রি* লেহন করেন। 'রসনা লীহেন যেন দরশন-পান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লু [হি] *বি* প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলা মরুভূমির উত্তপ্ত হাওয়া। 'বালু-বোররাকে সওয়ার হইয়া ডাক দিয়া ফেরে লু।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লু হাওয়া [হি লু+আ হাওয়া] *বি* গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড উত্তপ্ত বালুকারাশির ঝড়বিশেষ। 'লু হাওয়ার জ্বালা না আনে গোলাপ-বাগে।' *নজরুল*, ১৯৪১; 'প্রবল তৃষিত লু হাওয়ার শিখা সে কি হার মানে ঐ আবেগে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

লুই[1] [স লোম>] *বি* পশুর লোম দিয়ে তৈরি শীতবস্ত্রবিশেষ। 'প্রত্যেককে নগদ চারি টাকা ও এক২ লুই দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লুই[2] *বি* অশ্রু। 'অ দেখ, অর চোখ থিকে লুই গড়াইছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লুইদোর *বি* ফরাসিদেশে প্রচলিত এক সময়কার স্বর্ণমুদ্রা। 'সহস্র লুইদোর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লুইস গান [ই] *বি* একপ্রকার হালকা মেশিনগান। 'আমার লুইস গানটাও আর চলছে না।' *নজরুল*, ১৯২২; 'লুইস-গানার যেন মিনিটে সাতশো করে গুলি ছুঁড়ছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

লুক [স লুক্কায়্>] *বি* ডুব। 'লাজ হেতু কম্বুবর জলে দিল লুক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লুকমা *বি* গ্রাস। 'বাবা-মার হাতের লুকমা নিতেছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

লুকা[1] [স লুক্কায়্>] *ক্রি* আত্মগোপন করা। **লুকয়ে** *ক্রি* লুকিয়ে। 'না যেতে দেয় লুকয়ে যাব।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **লুকাই** *ক্রি* লুকিয়ে। 'সাগরে যেহেন ঢেউ লুকাই রহিছে।' *সুলতান*, ১৭০০। **লুকাইও** *ক্রি* গোপন ক'রো। 'আমার কাছে লুকাইও না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **লুকাইতে** *ক্রি* লুকাতে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **লুকাইবে** *ক্রি* লুকাবে; লুকিয়ে রাখবে। 'মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে লুকাইবে আশা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **লুকাইয়া** *ক্রি* লুকিয়ে। 'দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লুকাইল** *ক্রি* লুকিয়ে গেলো। 'লাজে লুকাইল জলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লুকাইলে** *ক্রি* লুকালে। 'সট কর্ম্ম গত পাপ লুকাইলে নহে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লুকাওঁ** *ক্রি* লুকাই। 'মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লুকায়্যাছে** *ক্রি* আত্মগোপন করেছে। 'লুকায়্যাছে বয়স বসনে ঝাঁপি গা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লুকালে** *ক্রি* আত্মগোপন করলে। 'মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন লুকালে না পায় অন্বেষণ।' *লালন*, ১৮৯০। **লুকাল্য** *ক্রি* আত্মগোপন করলো। 'আমি ভাবি কর্পূর লুকাল্য কোন কোণে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লুকয়ে চুরয়ে *ক্রিবিণ* গোপনে। 'ওহে ভাই লুকয়ে চুরয়ে কোথায় কে কি করে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

লুকিয়া চুরিয়া *ক্রিবিণ* লুকোছাপা করে। 'কিন্তু লুকিয়া চুরিয়া শিখে।' *গৌর*, ১৮২২।

লুকিয়ে করা *ক্রি* গোপনে করা। 'লুকাইয়া করে সেই জলপান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লুকা[2] *বি* গোপন করা। 'আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

লুকা-চুরা [স লুক্কায়্>+স চুর্>] *ক্রি* আত্মগোপন করা। 'আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায় লুকিয়ে-চুরিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

লুকাচুরি [স লুক্কায়্>+স চুর্>] *বি* লুকোচুরি। 'চুপি চুপি বহুরূপী লুকাচুরি খ্যালা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লুকাছাপা *বি* গোপন। 'তা আর লুকাছাপা নেই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

লুকালুকি [স লুক্কায়্>] *বি* লুকোচুরি। 'খেললাম সবে লুকালুকি আবার হল দেখাদেখি।' *লালন*, ১৮৯০।

লুকি দেওয়া [স লুক্কায়্>] *ক্রি* অদৃশ্য হওয়া। 'লুকি দিয়া বিধাতা যে লুকি হইয়া যাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

লুকোছাপা *বি* গোপন। 'আমার দিকটা তো আর লুকোছাপা নেই।'

AMARBOI.COM

নজরুল, ১৯২৮।

লুকোলুকি [স লুক্কায়্>] *বি* গোপনীয়তা। 'যোগ হলে ভোগ নাই নাই লুকোলুকি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লুকানো[1] [স লুক্কায়্>] ১ *ক্রি* লুকিয়ে থাকা। 'লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে কেবলি কোটরে বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* নিমজ্জিত হওয়া। 'লুকায়ো না আপনারি মহিমা-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

লুকিয়ে-রাখা *বিণ* গোপন করে রাখা। 'আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

লুকানো[2] *বিণ* গুপ্ত। 'কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

লুকোচুরি, লুকোচুরী [স লুক্কায়্>+স চুর্>] ১ *বি* ছলচাতুরীপূর্ণ। 'কুলকামিনী আসিয়া লুকোচুরি খেলায় প্রবর্ত্তা হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* শিশুসুলভ খেলাবিশেষ। 'ঘরে লুকোচুরি খেলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* গোপনীয়তা। 'তাহাতে এরূপ লুকোচুরী বা দোকানদারী ছিল না।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

লুক্কায়িত [স] ১ *বিণ* লুকিয়েছে এমন। 'গর্ত্তের ভিতরে সাঁদাইয়া লুক্কায়িত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* গোপনীয়। 'হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

লুঙ্গি [বর্মী] *বি* পুরুষদের নিম্নাঙ্গে পরার বস্ত্র। 'লুঙ্গি ধরে চলে রাজিরা এবার গোল দিল দেখো ঠিক।' *নজরুল*, ১৯৪১।

লুঙ্গি *বি* নিম্নাঙ্গে পরার পুরুষদের বস্ত্রবিশেষ; তহবন। 'লুঙ্গি লুঙ্গি বিকচ্ছ তোমাদের দিল তুষিতে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লুচন [স লোচন] *বি* চোখ। 'লুচনে অঞ্জন দেখি ললাটে সিন্দুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

লুচি, লুচী [স লোচিকা] *বি* ময়দা দিয়ে তৈরি তেলেভাজা রুটিবিশেষ। 'আতপ তণ্ডুল ফুল লুচি ও পক্বান্ন ... বিবিধ মিষ্টান্ন।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'লুচীর ময়দা।' *হুতোম*, ১৮৬২।

লুচিমুচি হওয়া *ক্রি* গুটিসুটি হওয়া। 'লুচিমুচি হইয়া স্বামীর বুকে মিশিয়া পড়িল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

লুচ্চ [আ লুস্‌স] *বি* লম্পট। 'যদি বল লুচ্চ বলিয়া সকল লোকে নিন্দা করিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লুচ্চা *বি* লম্পট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লুচ্চামি *বি* লাম্পট্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লুচ্চি *বি* একাধিক পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এমন নারী। 'লোচ্চা লুচ্চির নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লুচ্ছ *বি* লুচ্চা; চরিত্রহীন। 'লুচ্ছ বিনা মজা জানে নাই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লুট [স] *বি* লুণ্ঠন। 'নানাধন লুটে নিশীশ্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লুট-করা *বিণ* লুণ্ঠিত। 'শুধু মুখের জোরে গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লুটতরাজ [স লুট+ফা তারাজ] *বি* ব্যাপক লুণ্ঠন; ডাকাতি। 'জমিদারিতে রাহজনের লুটতরাজ করিয়া থাকে।' *মেয়ার*, ১৭৮৭; 'গোরারা ... বড় বড় ঘরে লুট তরাজ আরম্ভ কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লুটতরাজি [স লুট+ফা তারাজ>] *বি* লুটতরাজের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লুটপাট *বি* লুণ্ঠন। 'পারসিক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'লুটপাট করে মারছে প্রজা, মাইনে পেলেই থাকবে সোজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লুটপ্রবর্ত, লুটপ্রবর্ত্ত [স] *বিণ* লুণ্ঠন করতে উদ্যত। 'সেস্থান তদনুরূপ হইলে পর গৌরের সহর লুটপ্রবর্ত্ত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

লুটফশাদ [স লুট+আ ফাসাদ] *বি* লুটতরাজ। 'সর্ব্ব সৈন্য লইয়া দাউদের থানা বথানায় রঞ্জিত হইয়া বেপতিক লুটফশাদ করিতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

লুটেপুটে নেওয়া *ক্রি* কেড়ে নেওয়া। 'আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লুটের বিলাত – লুটের রাজত্ব। 'একেবারে লুটের বিলাত পড়ে গিয়াছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

লুটন *বি* লুট করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লুটন করা *ক্রি* লুণ্ঠন করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লুটনেওয়ালা *বি* লুণ্ঠনকারী। 'যতদিন না লুটনেওয়ালারা গতায়ু হন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

লুটা [স লুট>] ১ *ক্রি* লুণ্ঠন করা। 'লম্পট নাগর কৃষ্ণ লুটহ পসার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* আহরণ করা। 'ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ৩ *ক্রি* নত করা। 'লুটাও লুটাও শির – প্রণম, রমণী, সেই মহাকালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **লুটহ** *ক্রি* লুণ্ঠন করো। 'লম্পটি নাগর কৃষ্ণ লুটহ পসার।' *মালাধর*, ১৫০০। **লুটায়্যা** *ক্রি* লুটিয়ে। 'কান্ধের অঞ্চল যায় ধূলায় লুটায়্যা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **লুটিব** *ক্রি* লুট করবো। 'পরিবার মারিব লুটিব মালমাত্তা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লুটিবারে** *ক্রি* লুণ্ঠন করতে। 'এহি সব বণিজারে চাহ যদি লুটিবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **লুটিল** *ক্রি* লুটিয়ে পড়লো। 'ঘটিল বিপদ বড় লুটিল ভুবন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **লুটিলেক** *ক্রি* লুট করলো। 'অশ্ব উষ্ট্র লুটিলেক কহিল কতেক।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লুটানো *ক্রি* বিলিয়ে দেওয়া। 'দীন-দুঃখী ডেকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দাও।' *অবন*, ১৮৯৬।

লুটিয়ে পড়া ১ *ক্রি* গড়িয়ে পড়া। 'ঘরের জাজিমের উপর লুটিয়ে প'ড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* নুয়ে পড়েছে এমন। 'ভিজে ভারি ধানের লুটিয়েপড়া শিষ।' *হাসান*, ১৯৬৪।

লুটে পড়া *ক্রি* শুয়ে পড়া। 'সে-পথতলে পড়িব লুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লুটালুটি [স লুট>] ১ *বি* গড়াগড়ি। 'ছটফট লুটালুটি এ পাশ ও পাশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* লুটপাট। 'ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লুটি [স লুট>] *বি* লুট। 'নিত্য তার বহিন রাঁড়ি লুটি করিআ লয় হাঁড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লুটোপুটি [স লুট>] *বি* গড়াগড়ি। 'কেন যে লুটোপুটি, কেন যে ছুটোছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

লুঠ [স লুট>] ১ *বি* বলপূর্বক অপহরণ। 'লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* হিন্দু সমাজে প্রচলিত দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বাতাসা জমিতে ইতস্তত ছড়িয়ে দেওয়া; হরিলুট। '*লুঠ* বিলুচ্ছে হাসির মা'র ওই লক্ষ তারা দাসী।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

লুঠ-করা *বিণ* লুণ্ঠিত। 'লুঠ-করা ধন করে জড়ো, কে হতে চাস

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবার বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লুঠতরাজ [স লুট+ফা তারাজ>] *বি* লুটপাট। 'কোথাও শান্তি নাই, সর্বত্র লুঠতরাজ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

লুঠপাট [স লুট>] *বি* ব্যাপক লুণ্ঠন। 'লুঠপাট আরম্ভ করিল।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

লুঠেরা [স লুট>] **১** *বি* ডাকাত। 'লুঠেরারা দল বাঁধিয়া দিনে লুঠ করে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বিণ* লুণ্ঠনকারী। 'তাঁহারা লুঠেরা সর্দার।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

লুডো [ই] *বি* মোটা কাগজের তৈরি ছকের উপর ঘুঁটি নিয়ে খেলাবিশেষ। 'লুডোর বোর্ড ও গুটিগুলো গুছিয়ে কুলুঙ্গির ভেতর রেখে দিল।' *জীবন*, ১৯৩২; 'সাবান, তরল আলতা, স্নো, পাউডার, ক্রিম, লুডো খেলার সরঞ্জাম কিছুই বাকি রাখেনি।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

লুড়া[1] [স লুণ্ঠন>] *ক্রি* লুণ্ঠন করা। **লুড়িআঁ** *ক্রি* লুণ্ঠন ক'রে। 'লুড়িআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লুড়িউ** *ক্রি* বিপর্যস্ত করলো। 'আদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

লুড়া[2] [স লোষ্ট্র] *বি* গুচ্ছ; আঁটি। 'উমার মুখ চাঁদের চূড়া বুড়ার দাড়ি শণের লুড়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

লুড়ি [স লোষ্ট্র] *বি* ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড। 'এই ৮ গণ্ডা পয়সা এবং ৮ গণ্ডা লুড়ি তুল্য মূল্যাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

লুণ [স লবণ] *বি* লবণ। 'তাহাতে লুণের ছিটে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'বিনা লুণে চিবাইয়া খাইবেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

লুণী [স লবণ] *বি* লবণ। 'লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লুণ্ঠন [স] *বি* লুটপাট। 'পরদেশ আক্রমণ ও পরদ্রব্য লুণ্ঠন এই উভয়ই জীবিকা স্বরূপ জ্ঞান করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লুণ্ঠনকারী [স] *বিণ* লুটপাটকারী। 'এক দল লুণ্ঠনকারী দস্যুর স্বেচ্ছানিধন মন্ত্র।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

লুণ্ঠা *ক্রি* ধ্বনিত হওয়া। 'বিশ্বকণ্ঠে বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে।' *নজরুল*, ১৯২২।

লুণ্ঠিত [স] **১** *বিণ* লুটিয়ে পড়েছে এমন। 'পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ* অবনত। 'গিরিশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লুণ্ঠিতবসনা [স] *বিণ* পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে এমন। 'সেই স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* লুণ্ঠনের শিকার হয় এমন। 'নারী হল লুণ্ঠিতা গণিকা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

লুণ্ঠ্যমান [স] *বিণ* লুণ্ঠিত; লুটিয়ে-পড়া। 'পদে পদে ত্রস্তচিত্তে হয়ে লুণ্ঠ্যমান ধূলিতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

লুতি [ফা] *বি* ব্যভিচার। 'নারীরে দাসীরে লুতি যে করিতে চাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লুন [স লবণ] *বি* লবণ। 'লুন খেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাকো তার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লুনদান *বি* যে ছোটো পাত্রে লবণ পরিবেশন করা হয়। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

লুনা *বি* লবণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লুনাটিক [ই] *বিণ* পাগলাটে। 'প্রস্তাবটা লুনার হলেও নিতান্ত লুনাটিক বলে মনে হচ্ছে না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লুনিয়া কষ্ট *বি* অতিরিক্ত শ্রম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লুনিয়া শাগ *বি* শাকবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লুনী [স নবনীত] *বি* ননি। 'লুনীর পুতলী যেহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লুপে নেওয়া *ক্রি* আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করা। 'ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লুপ্ত [স] *বিণ* বিলীন। 'পাপীর লিখন সব ঝাট কর লুপ্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লুপ্তগর্ব [স] *বিণ* গৌরব লোপ পেয়েছে এমন। 'আমি একজন লুপ্তগর্ব রাজার তনয়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

লুপ্তধারা [স] *বিণ* স্রোত নেই এমন। 'লুপ্তধারা গ্রাম-নদী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

লুপ্তপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় লোপ পেয়েছে এমন। 'সেখানে একটা লুপ্তপ্রায় বাটী আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

লুপ্তবুদ্ধি [স] *বিণ* হতবুদ্ধি। 'লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

লুপ্তরেখা [স] *বিণ* মিলিয়ে যাচ্ছে এমন। 'রজনীর মসীলিপ্তিমাঝে/ লুপ্তরেখা সংসারের ছবি –।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

লুপ্তস্মৃতি [স] *বিণ* স্মৃতি বিলীন হয়েছে এমন। 'ক্লিওপেট্রা লুপ্তস্মৃতি, লায়লী শিরী উপাখ্যানমাত্র।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

লুপ্তি [স] *বি* লোপপ্রাপ্তি। 'গ্রন্থিচ্ছেদন খর সংঘাত, লুপ্তি, সুপ্তি, বিস্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'পলায়ন শশবৃত্তি; লুপ্তি, গুপ্তি, পরিহাস, শ্লেষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

লুফালুফি *বি* কাড়াকাড়ি করে নেওয়ার কাজ। 'বিশ্ব-গোলা নিয়ে খেলো লুফালুফি খেলা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লুবধ [স লুব্ধ] *বিণ* লুব্ধ; মুগ্ধ। 'আহ্মাতে লুবধ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লুবুধ [স লুব্ধ] *বিণ* লুব্ধ। 'লুবুধ মানস চালক মঅন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লুবান [আ] *বি* ধুনার মতো গন্ধযুক্ত বৃক্ষনির্যাসবিশেষ; ধূপকাঠি। 'লুবানেরি ধূঁয়ার মতন হাওয়ায় লোটে গন্ধ তারি।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'যেন লুবানের ধুঁয়ার আড়ালে মোমের বাতির রেখা।' *জসীম*, ১৯৫১।

লুব্ধ [স] **১** *বিণ* আকৃষ্ট। 'মধুগন্ধে লুব্ধ হয়ে তায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* লোভনীয়। 'প্রজাদিগকে লুব্ধ আশ্বাস দিয়া জমিদারের বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪। **৩** *বিণ* লোলুপ। 'লুব্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লুব্ধচিত্ততা [স] *বি* লোভী মানসিকতা। 'বিত্তহীনবংশের সঙ্কুচিত এবং লুব্ধচিত্ততার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে থাকেন।' *তারা*, ১৯৪৩।

লুব্ধতা [স] *বি* লোভ। 'তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠা অক্ষমের লুব্ধতামাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লুব্ধদৃষ্টি [স] *বি* লোভাতুর দৃষ্টি। 'আমরা বাহির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লুব্ধ নেত্র [স] *বি* মুগ্ধ চোখ। 'কত লুব্ধ নেত্র দিনরাত্রি তাকিয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'দু'দিক থেকে খোঁচা খেয়ে এ বৈশ্যাত্বের দিকে লুব্ধনেত্রে তাকাচ্ছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুব্ধমনা [স] *বি* লোভী মন। 'সোণেতে ফলিবে সোণা, সেই লোভে লুব্ধমনা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লুব্ধ রসনা [স] *বি* লোলুপ জিহ্বা। 'কেটে ফেলো লোভী লুব্ধ রসনা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লুব্ধস্বভাব [স] *বিণ* লোভী স্বভাববিশিষ্ট। 'এই-সকল লুব্ধস্বভাব চপল প্রাণীদের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয় –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লুব্ধহৃদয় [স] *বি* মুগ্ধমন। 'মাতার শয্যাপার্শ্বেও লুব্ধহৃদয়ে বসিয়া থাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লুব্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* লোভী। 'শার্দূলের লুব্ধা মাতৃষ্বসার মতো আর নড়তেই চান না, তিনি তো স-তিথি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লুব্ধক [স] ১ *বি* ব্যাধ। 'লুব্ধকের প্রায় নৈল বালির পরাণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র; সিরিয়াস। 'লুব্ধক।' *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭।

লুভ [স লোভ] *বি* লোভ; লিপ্সা। 'পর দৈব্য দেখি কেনে ভাল জনের লুভ।' *মালাধর*, ১৫০০।

লুমড়ি *বি* প্রাণীবিশেষ। 'ছাগল, লুমড়ি, হরিণের বাচ্চা, ক্যাঙ্গারু, এরাই এখানে বেশী।' *হাই*, ১৯৫৮।

লুলা[1] [স লুল্>] *ক্রি* দোলা। **লুলয়ে** *ক্রি* দুলছে। 'খোপাত লুলয়ে তোর দোলঙ্গের মাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লুলি** *ক্রি* লুটিয়ে পড়ে। 'প্রণামে লুলি ভূগত।' *সুলতান*, ১৭০০। **লুলিয়া** *ক্রি* লুটিয়ে প'ড়ে। 'আল্লাক প্রণাম করে অষ্টাঙ্গে লুলিয়া ভূমিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **লুলে** *ক্রি* দুলে; ঝুলে। 'ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লুলা[2] *দ্র* নুলো

লুলিত [স] ১ *বিণ* লিপ্ত। 'সিন্দুর লুলিত মুকুতা পাঁতী সম দশন উজলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অবলুণ্ঠিত। 'বাম করে কপোল লুলিত কেশভার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বিণ* নুয়ে আছে এমন। 'ফল ভারে বৃক্ষ সব লুলিত লম্বিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৪ *বিণ* রক্তাক্ত। 'শোণিত লুলিত মুখ পাষাণ প্রহারে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৫ *বিণ* দলিত। 'ভূমির উপরে ধূলি-ধূসর লুলিত।' *সুলতান*, ১৭০০। ৬ *বিণ* এলোমেলো। 'আঙুলে লুলিত করো বদ্ধবেণী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লুসা [স লুষ্>] *ক্রি* খাওয়া। 'তেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেবড়ান লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট হয়ে বসে আচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লুসাই *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'লুসাই, কুকি, কারেন, তালাইন প্রভৃতি জাতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লুহ [স লৌহ] *বি* লোহা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লূকি [স লুক্কায়্>] *বিণ* অদৃশ্য। 'সায়্যের পাখির আড়ে সুয়া হৈল লূকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লূতা [স] *বি* মাকড়সা। 'লূতার সূতায় দুলিয়ে দোলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

লূতাতন্তু [স] *বি* মাকড়সার জাল। 'লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লেউটা [স নিবর্তন] *ক্রি* ফেরা। **লেউটিয়া** *ক্রি* ফিরে। 'লেউটিয়া আসি এথা সিসু না দেখিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

লেওন্তি [ফা লঙ্গ] *বিণ* প্রতিবন্ধী। 'এতেক দেমাগ হইল লেওন্তি বাচ্চার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

লেংগটা [স নগ্নাট] *বিণ* লেংটা। 'লেংগটা হইয়া মধ্যে দাঁড়াইব।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লেংগুড় *বি* লেজুড়। 'কোন মেজরিটির লেংগুড় হইয়া আর আমরা থাকিব না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

লেংটা [স নগ্ন>] *বিণ* উলঙ্গ। 'হাড়িরা … ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা ভজন গাইতে গাইতে চলেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লেংটা করন *বি* উলঙ্গ করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

লেংটি [স নগ্ন>] *বি* ছোট্টো লেঙট। 'পালোয়ান লেংটি পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লেংড়ি *বিণ* পা ভাঙা। 'জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে লেংড়ি মুরগির চিৎকার।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লেক [ই] *বি* হ্রদ; সরোবর। 'লেক দেখিয়া … নিরাশ হইল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লেক-ফেরতা *বিণ* লেকের পাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে এমন। 'লেক-ফেরতা অন্য দু-জন ভদ্রলোক বাড়িমুখো রওনা হলেন।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

লেকচার, লেকচর [ই] *বি* বক্তৃতা। 'দাতাকর্ণ বাবু … লেকচার শোনেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'প্রোফেসর রকমারী ফন্দারের লেকচর দিতে আরম্ভ কল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লেকচার ঝাড়া *ক্রি* বাগাড়ম্বর করা। 'তার খোয়ারি তিনি চালালেন … লম্বা লম্বা লেকচার ঝেড়ে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

লেকচারার, লেকচরর [ই] ১ *বি* বক্তা। 'লেকচরর তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে আরম্ভ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* প্রভাষক। 'কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে লেকচারার ও প্রফেসর বলে বিভিন্ন শ্রেণী থাকবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লেকনেট *বি* এক প্রকার মসলিন। 'বক মজলিন ও লেকনেট মজলিন ও মলমল … ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লেকা [ফা নেক] *বিণ* নেকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লেকিন [আ লাকিনা] *অব্য* কিন্তু। 'লেকিন আমার সামনে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

লেখ [স] *বি* স্তবক। 'কবিতার লেখে লেখে সুন্দর-আশ্লেষধন্য মেঘপুঞ্জ কথার প্রণয়ী।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

লেখক [স] ১ *বি* গ্রন্থকার। 'এই লেখকের অভিপ্রায়ে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বি* প্রবন্ধ রচয়িতা। 'এই বিষয়ে লেখকের সম্মান্য মিত্র … প্রমুখাৎ অবগত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লেখকজীবন [স] *বি* সাহিত্যিক জীবন। 'লেখক জীবন যতদিন থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লেখকসত্তা [ই] *বি* লেখক-অস্তিত্ব। 'আমার লেখকসত্তা অভিমান করতে চায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৬।

লেখিকা [স] ১ *বি স্ত্রী* পত্রের রচয়িতা। 'তাহাও লইয়া লেখিকার নিকট প্রেরণ করিতে পারি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬১। ২ *বি স্ত্রী* গ্রন্থাদির রচয়িতা। 'লেখিকা দেশীয় ও বিদেশীয় ভাবের একজন নিরপেক্ষ বিচারক নহেন, তিনি দেশীয় ভাবের পক্ষপাতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

লেখন [স] ১ *বি* লেখার কলম। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* বার্তা। 'অন্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী লেখনরেখা দিয়েছে লেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৩ *বি* চিঠি। 'পাঁজর কাটিয়া লেখন লিখিয়া পাঠাই বন্ধুর বাড়িরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

লেখন পঠন [স] *বি* লেখা ও পড়া। 'ছয় জন মাত্র অল্প লেখন পঠনে সমর্থ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

লেখন পড়ন *বি* লেখাপড়া। 'লেখন পড়ন নাহি জানে কেবল মুখ পাজি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লেখন-ভরা *বিণ* লিখিত; লেখা হয়েছে এমন। 'হাতে রয়েছে লেখন-ভরা ফুলস্ক্যাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লেখনী [স] ১ *বি* কলম। 'লেখনীয়ে লেখ বসে সর্বমঙ্গলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* রচনা। 'হউক ধন্য তোমার যশ লেখনী ধন্য হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লেখনী আস্ফালন করা *ক্রি* কলম চালানো। 'বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তীও সক্রোধে লেখনী আস্ফালন করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

লেখনীচালন [স] *বি* লেখালেখি। 'লেখনীচালনে অবিশ্রান্ত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

লেখনীপ্রসূত [স] *বিণ* লিখিত। 'পাঠকবর্গকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিত, তাহার অনেকগুলি তাঁহার লেখনীপ্রসূত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

লেখা[1] ১ *বি* লিপিবদ্ধ করণ। 'সবে কে তোমার বাপ নাহি তার লেখা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* লিপিবদ্ধ। 'অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অঙ্কিত; আঁকা। 'তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বিণ* চিহ্নিত। 'এই সত্যটা তার শরীরের পেশিতে লেখা রয়েছে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

লেখা আসা *ক্রি* লিখতে পারা। 'আমার লেখা আসে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লেখা করা ১ *ক্রি* গণনা করা। 'লেখা করে কাহ্নাঞি আপণে বড়ী পাড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* লেখা। 'হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লেখা খাতা *বি* লেখার খাতা। 'যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতসুদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লেখা জোকা ১ *বি* ভাগ্যলেখা। 'এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোকা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* লেখালেখি। 'লেখা-জোকার মাধ্যমে প্রায় নিশ্চল বসা অবস্থায় দিনের কাজ সারতে দেখা যায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লেখাজোখা ১ *বি* হিসাব। 'লেখাজোখা নাহি জত চলে সেনাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সাহিত্য রচনা; লেখালেখি। 'লেখাজোখার কারখানাতে দুয়ার রুধে বচন কুঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

লেখা-টেখা *বি* রচনাদির কাজ। 'লেখা-টেখা বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লেখাপড়া ১ *বি* লেখা ও পড়ার কাজ। 'জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* বিদ্যাভ্যাস। 'সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয়।' *গৌর*, ১৮২২। ৩ *বি* প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন। 'চিরকাল লেখাপড়া করিয়া মরিলেই বা কি হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'বাঙ্গালা লেখা পড়ার যে কএকটা সরকারি পাঠশালা আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ৪ *বি* আইনানুসারে লিখে সম্পাদন। 'ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৫ *বিণ* শিক্ষিত। 'বাবাজীরা লেখাপড়া মানুষ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লেখাপড়া করা *ক্রি* আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করা। 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

লেখাপড়াজানা *বিণ* বেশি লেখাপড়া শিখেছে এমন। 'তিনি যে লেখাপড়াজানা শিক্ষিত লোক ছিলেন এমন কথা কেউ বলেন না।' *হাই*, ১৯৫৪।

লেখা পড়ার দোকান *বি* পাঠশালা। 'লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

লেখা-ফেখা *বি* কাগজ-কলমে রচনাদির কাজ। 'আমার লেখা-ফেখা সব ফুরিয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লেখালেখি *বি* কলমবাজি। 'এইজন্যই সভাসমিতি তর্কবিতর্ক লেখালেখি বাদপ্রতিবাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লেখা[2] ১ *ক্রি* লিপিবদ্ধ করা। 'বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *ক্রি* সাহিত্য রচনা করা। 'ও যে খুব পাস করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রি* রেজিস্ট্রি বা নিবন্ধন করা। 'দানপত্রে তব তোমার নিখিলখানি আমি লিখি লব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *ক্রি* আঁকা। 'অন্তরে কী লেখনরেখা দিয়েছে লেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **লেখ** *ক্রি* লেখো। 'লেখনীয়ে লেখ বসে সর্বমঙ্গলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লেখএ** *ক্রি* লেখে। 'রাধা নাম অষ্টক্ষর লেখএ নিজ অঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সেই হস্তে লেখএ তারিখ সেকান্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লেখায়ে** *ক্রি* লিখিয়ে। *মেয়ের্স*, ১৭৫৭। **লেখি** *ক্রি* লিখে। 'নিজ বীজ মন্ত্র লেখি দিলা নিরঞ্জন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লেখিআ** *ক্রি* লিখে। 'জন্মপত্র লেখিআ করিল আশীর্বাদ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লেখিয়াছে** *ক্রি* লিখেছে। 'সেই কিতাবে লেখিয়াছে নবীর আকার।' *সুলতান*, ১৭০০। **লেখিল** *ক্রি* লিখলো। 'তেকারণে বিধি [যত] দুখগণ লেখিল সাঠীহারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লেখিলেন** *ক্রি* লিখলেন। 'সর্বকাল ভক্তিভেদে লেখিলেন অবিচ্ছেদে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লেখিলোঁ** *ক্রি* লিখলাম। 'জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লেখী** *ক্রি* লিখছি। 'সিসের সিন্দূর তোর লক্ষ দান লেখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লেখীয়াছেন** *ক্রি* লিখেছেন। *বোগল*, ১৭৭০। **লেখে** *ক্রি* গণনা করে। 'দেহ দধি ঘৃত দান যত হএ লেখে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লেখোঁ** *ক্রি* লিখে রাখো। 'এহার দান চারি লাখ লেখোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লেখি না লেখি *ক্রি* গণনা করি কি করি না। 'লাখ লখিমিচয় লেখি না লেখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লেখানো [স লিখ্>] *ক্রি* উদ্বুদ্ধ করে কাউকে লিখতে বাধ্য করা। 'যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লেখিকা দ্র **লেখক**

লেখিতব্য [স] ১ *বিণ* লিখতে হবে এমন; লেখার প্রয়োজন আছে এমন। 'এতদ্বিষয়ে অধিক যাহা লেখিতব্য আছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* লেখার যোগ্য। 'অপর যাহা লেখিতব্য পশ্চাৎ লিখিব।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

লেখ্য [স] ১ *বিণ* লিখিত। 'ক্লাইব সাহেব প্রভৃতি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এক জাল লেখ্যপত্র প্রস্তুত করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* লেখার কাজে ব্যবহৃত। 'লেখ্য ভাষা নামে যে ভাষা বাঙ্গলা সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮। ৩ *বিণ* লিখিতব্য। 'সে-সৃষ্টি কোনো ধারাবাহিক উপন্যাসের মতো ক্রমশ প্রকাশ্য ... ক্রমশ লেখ্য।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

লেখ্যপত্র [স] *বি* দলিল। 'ক্লাইব সাহেব প্রভৃতি তাহাকে প্রবঞ্চনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিবার নিমিত্ত এক জাল লেখ্যপত্র প্রস্তুত করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লেখ্যোপকরণ [স] *বি* লেখার উপকরণ – কালি, কলম ও খাতা। 'তাহার বহুযত্নসঞ্চিত যৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লেগুন [ই] *বি* অগভীর লবণাক্ত জলের হ্রদ; হ্রদের নিকটবর্তী মিষ্টি পানির জলাশয়। 'ক্লান্তি তার ধুয়ে ফেলে ঘুমের লেগুনে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

লেঘাবানি [ফা নিগাহবানি] *বি* দেখাশোনা করা; রক্ষা করা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

লেঙ্গট [স নগ্নাট] *বিণ* নগ্ন। 'মল্লিকা বসন ত্যজি হইয়া লেঙ্গট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লেঙ্গটা *বিণ* নগ্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লেঙ্গটি *বি* লেংটি; নিম্নাঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড। 'যিনি লেঙ্গটি অর্থাৎ কৌপীন পরিধান করান, তাঁহার নাম লেঙ্গট-গুরু।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লেঙ্গরা [ফা লঙ্গ] *বিণ* খোঁড়া; পঙ্গু। 'চলিতে না পারে কেহ লেঙ্গরা যেমন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

লেঙ্গরানো *ক্রি* খোঁড়ার মতো চলা। 'লেঙ্গরাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লেঙ্গুড়, লেঙ্গুড় [স লাঙ্গুল] *বি* লেজ। 'লেঙ্গুড় লাগ্যাছে তার শিরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লেঙ্গুর [স লাঙ্গুল] *বি* লেজ। 'সাপের লেঙ্গুর ছিঁড়ে আজো তারা ঘুমায়।' *জসীম*, ১৯৩৩।

লেঙ্গুড়রাজ [স লাঙ্গুল+স রাজা] *বি* বানরদের রাজা। 'এই যে লেঙ্গুড়রাজ, আমি বলি মাথার উপর কি দুলছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

লেঙ্গুল [স লাঙ্গুল] *বি* লেজ। 'মাথায় লেঙ্গুল তুলি বাঁশ আইলে মুখ মেলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লেজ [স লঙ্গ>] ১ *বি* পুচ্ছ। 'ক্রোধে লঙ্কেশ্বর তার লেজে অগ্নি দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ছাপ। 'সব কথাই পেছনে লেজ ফেলে যায়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

লেজকোট [লেজ+ই কোট] *বি* পিছনের অংশ লম্বা এমন এক ধরনের কোট; টেইলকোট। 'ইংরেজদের অনুকরণে এই লেজকোট পরতে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

লেজ গুটানো *ক্রি* পিছু হটা। 'এবার কুত্তার মতো লেজ গুটিয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

লেজঝোলা *বিণ* লেজ নীচের দিকে ঝুলে থাকে এমন। 'সেই লেজঝোলা হলদে পাখীটা আসিয়া বসিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

লেজ-দোলা *বিণ* লেজ দোলায় এমন। 'চক্ষু ছুটে যেত লেজ-দোলা বাঁদরের দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লেজ-মলা *ক্রি* লেজে ব্যথা দেওয়া। **গরুর লেজ-মলা** *ক্রি* গোরু চরানো। 'ছেলেদের মানুষ করবে, না নিজের মতো গরুর লেজ-মলা শেখাবে?' *শওকত*, ১৯৫৮।

লেজের চামর *বি* লেজের লম্বা কেশরাশি। 'রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে, লেজের চামর হানে পিঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লেজা [ফা নিজাহ] *বি* বল্লম। 'খড়গ চর্ম্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর।' *ভারত*, ১৭৬০।

লেজুড় [স লঙ্গ>] *বি* লেজ। 'টিকটিকির ওই লেজুড় সম।' *নজরুল*, ১৯২২; 'বড় বেজুত করেছে লেজুড় ডলিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লেজ্য [স ন্যায্য] *বিণ* ন্যায়সঙ্গত। 'নিশ্চয়, সেইটোই লেজ্য হয়।' *হাসান*, ১৯৬৩।

লেঞ্জ [স লঞ্জ>] *বি* পুচ্ছ; লেজ। 'পাছুকার দুই পা লেঞ্জ সনে ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লেট [ই] *বি* বিলম্ব; দেরি। 'পৌঁছাতে তাদের বিস্তর লেট হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লেটা, লেঠা [মারাঠি লটা] *বি* ঝঞ্ঝাট; ঝামেলা। 'নানাদেশ হইতে আইসে সাধুজন তব দেশে নানাবাদ দেই তারে *লেঠা*।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ছাড়বে সংসারের লেটা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

লেটিন [ই] *বি* ল্যাটিন ভাষা। 'বাঙ্গলা ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাণি জর্ম্মণি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

লেটিস [ই] *বি* সালাদে ব্যবহৃত হয় বাঁধা কপির মতো এমন সবজিবিশেষ। 'ওঁর বাগানে যা লেটিস আর টমাটো হয়!' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লেটিস পাতা *বি* বাঁধা কপির মতো সবজির পাতা। 'শসা আর সামান্য লেটিস পাতাকে একটুখানি মালমশলা ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

লেটেস্ট [ই] *বিণ* সর্বশেষ; সর্বসাম্প্রতিক। 'সে ফিরে এসে নতুন খবরের লেটেস্ট টেলিগ্রাম বার করে।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'আমি লেটেস্ট খবর দিতে পারব না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লেটো [স নট>] *বি* লেটো; নেটো; নাটুয়া। 'মদনে মোহিত লেটো ধর্ম্মের মায়ায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লেঠে [মারাঠি লটা] *বি* ঝামেলা। 'দশেন্দ্রিয় মহা *লেঠে*।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। দ্র ***লেঠা***

লেঠেল *বি* লাঠিয়াল। 'দাঙ্গা হাঙ্গামের ওক্তে *লেঠেল* মিলবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লেঠেলি *বি* লাঠিয়ালি; লাঠিয়াল বৃত্তি। 'হুজুর, *লেঠেলি* আমার জাত-ব্যাবসা নয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

লেড [ই] *বি* সিসা। 'একেবারে যাকে বলে লেড পয়জন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লেডি, লেডী [ই] ১ *বি* লর্ড এর স্ত্রী। 'লার্ড বিসোপ এবং লেডি উভয়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ২ *বি* মহিলা। 'বেলাক নেটিভ লেডি শেম শেম শেম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীমাজিষ্ট্রেট, লেডীব্যারিষ্টার, লেডীজজ – সবই হইব!' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

লেডিজ [ই] ১ *বিণ* মেয়েদের জন্য নির্ধারিত। 'রিপোর্টার্স গ্যালারি, লেডিজ গ্যালারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* ভদ্রমহিলাসকল। 'আমি লেডিজদের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেব।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

লেডিজ সীট [ই] *বি* মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসন। 'সমস্ত লেডিজ সীটগুলি ভরতি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

লেডিস ক্লাব [ই] *বি* মহিলা সঙ্ঘ। 'লেডিস ক্লাব একটি মনোজ্ঞ মীনাবাজারের আয়োজন করে।' *বেগম*, ১৯৬৮।

লেডি-সু [ই] *বি* নারীর পরিধেয় জুতাবিশেষ। 'লেডি-সু পায়ে দিয়া হুচট খাওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই।' *নবনূর*, ১৯০৫।

লেডীজ কনফারেন্স [ই] *বি* নারীদের সম্মেলন। 'একটি লেডীজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কনফারেন্স উপলক্ষে আলীগড়ে গিয়েছিলাম।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

লেডীজক্লাব [ই] *বি* মহিলাদের সমিতি। 'ঢাকা লেডীজক্লাবের তহবিলে ...।' *বেগম*, ১৯৫১।

লেডিকেনি *বি* ছানার তৈরি মিঠাইবিশেষ। 'ছানার মিষ্টি, রসগোল্লা, লেডিকেনি, সন্দেশ, চিনিপাতা দই ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লেড়কা [হি] *বি* পুত্র। 'মুই আবদুর রহমান গুলমোহাম্মদের লেড়কা ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লেড়কি [হি] *বি স্ত্রী* মেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রাঙা লেড়কির তাজা তাজা হাসি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লেড়কাকোল *বি* জাতিবিশেষ। 'লেড়কাকোল নামে এক জাতি আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

লেড়ি কুকুর *বি* নেড়ি কুকুর; রোগা-তকনা কুকুরবিশেষ। 'লেড়ি কুকুর বাউল গায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লেণ্ডি-গেণ্ডি *বি* ছোটো বাচ্চাদের আধিক্য নির্দেশক। 'বড় জড়াইয়া পড়িয়াছি – বিশেষতঃ এই সব লেণ্ডি গেণ্ডি ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লেদ মেশিন [ই] *বি* ধাতব দ্রব্যাদি তৈরির যন্ত্র। 'সে এখন নতুন লেদ মেশিন বসাচ্ছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

লেদর [ই] *বি* চামড়ার বেল্ট বা কোমরবন্ধনী। 'নানা রকম রকম বেশ – কারুর কফ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপোর বগ্‌লস আঁটা সাইনিং লেদর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লেন [ই] *বি* নগরের সরু রাস্তা। 'মুনীর হোসেন লেনস্থ প্রাইমারী স্কুল।' *বেগম*, ১৯৬৩।

লেনদেন [হি] *বি* আদান-প্রদান। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এই টাকা লেন দেনের ব্যাপার যে শুধু ঘৃণিত তাই নয়।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'শব্দ লেনদেন সমভাবে উন্নত ভাষা সমূহের মধ্যেও হয়ে থাকে।' *উমর*, ১৯৬৮।

লেনাদেনা ১ *বি* আদান-প্রদান। 'হোক লেনাদেনা, অচেনা ও চেনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* লেনদেন। 'মিটিয়ে দেবো লেনা-দেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

লেনাদেনি *বি* লেনদেন। 'নিকাশ করিয়া লেনাদেনি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লেন্স [ই] *বি* দৃষ্টিসহায়ক কাচ; দূরবিন। 'লেন্স ও অপটিক্সের বই।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'দুটি লেন্সের জোরাতালি মারা ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লেপ[১] [স লিপ্>] ১ *বি* লিপ্তকরণ। 'খেপহুঁ জোইণি লেপ ন জায়।' *চর্যা* ৪, ১২০০। ২ *বি* প্রলেপ; আস্তরণ। 'মেঘের মতো কালো লেপ দেওয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লেপ[২] [আ লিহাফ] *বি* তুলাভরা শীত-নিবারক বস্ত্রবিশেষ; বালাপোশবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'লেপ, কাঁথা, কম্বল ব্যবহার করিয়া থাকে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'সকালে লেপ থেকে বেরোতে ভাবনা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লেপমুড়ি দেওয়া *ক্রি* আত্মগোপন করা। 'লেপমুড়ি দিয়ে মহাত্মার নাম জপ ... কারা করল?' *নজরুল*, ১৯২৩।

লেপাধিকারিণী [আ লিহাফ+স অধিকারিণী] *বি স্ত্রী* লেপ গায়ে দিয়ে আছে যে। 'লেপাধিকারিণী অনুযোগ করলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লেপচা *বি* সিকিমে বসবাসরত আদিম পার্বত্য জাতিবিশেষ। 'মেছ গারো কোচ লেপচা প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লেপটানো *ক্রি* জড়িয়ে যাওয়া। 'সংসারের ভেতর লেপটে জীবন একে এই করেছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

লেপন [স] *বি* লেপা। 'গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লেপিত [স] *বিণ* লেপা হয়েছে এমন। 'সুন্দর সুপীন বক্ষে লেপিত চন্দন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লেপা[১], **লেপানো** [স লিপ্>] ১ *ক্রি* লেপন করা। 'আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* তরল পদার্থের পোঁচ দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *ক্রি* মুছে যাওয়া। 'সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯১৭। **লেপয়ে** *ক্রি* লেপন করে। 'পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **লেপিআ** *ক্রি* লেপন ক'রে। 'গোময়ে লেপিআ মাটি আলিপনা পরিপাটী চারিদিকে বান্ধবের মেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লেপিআঁ** *ক্রি* লেপন ক'রে। 'আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লেপিছে** *ক্রি* মেখেছে। 'লক্ষনা লেপিছে গায় অগোর চন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেপিল** *ক্রি* লেপন করলো। 'সকল শরীর চন্দনে লেপিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লেপে যাওয়া *ক্রি* লেপানো। 'গাঢ়তর কালির দাগের মতো লেপিয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লেপা[২] [স লিপ্>] *বি* লেপন করা। 'চারখানা বড়ো বড়ো ঘর শ্যামদাসের, চারদিকে লেপা-পোঁছা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লেপাজোকা *বিণ* নিকানো হয়েছে এমন। 'লেপাজোকা সাদা উঠানটায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লেপা-পোঁছা *বিণ* নিকানো। 'চারখানা বড়ো বড়ো ঘর শ্যামদাসের, চারদিকে লেপা-পোঁছা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লেপাফা [আ লিফাফাহ] *বি* খাম; চিঠিপত্রের আবরণবিশেষ। 'পত্রের লেপাফা খোলা হইল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

লেপ্টানো *বিণ* জড়িয়ে আছে এমন। 'লেপ্টানো মাংসে আর বিবর্ণ কলজের কাতারে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

লেপ্টালেপ্টি *বি* মাখামাখি। 'দিনরাত জুড়ে একনাগাড় জড়াজড়ি, লেপ্টালেপ্টি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

লেফট রাইট [ই] *বি* সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের সময়ে উচ্চারিত শব্দ – বাম-ডান। 'লেফট! রাইট! লেফট!' *নজরুল*, ১৯২২।

লেফটেনান্ট [ই] *বিণ* সহকারী। 'হে লেফটেনান্ট গভরনর!' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লেপটন *বি* সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। 'লেপটন উলিয়েম চারলিষ আলষটন সাহেব।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

লেপটেইন *বি* লেফটেন্যান্ট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লেপটেনেন্ট [ই] *বি* লেফটেন্যান্ট; সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। 'লেপটেনেন্ট এইটন সাহেব কর্তৃক নেপালীয় ভাষা।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'সে ব্যক্তি লেপটেনেন্টপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লেপ্টেনান্ট [ই] *বি* লেফটেন্যান্ট; সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। 'লেপ্টেনান্ট গবর্ণর এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর [ই] *বি* প্রদেশের শাসনকর্তা। 'এক জায়গায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

লেফ্টেনেন্ট গবর্নর এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লেপ্তেনেন্ত *বি* সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদবিশেষ। 'লেপ্তেনেন্ত লিডহাম সাহেব।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

লেফটেনন্ট গবর্ণর, লেফটেনান্ট গবর্নর [ই] *বি* সহকারী প্রাদেশিক শাসনকর্তা। 'উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফটেনন্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'লেফটেনান্ট গবর্নরের স্ত্রীর কাছে ক্ষণকালের জন্য প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লেফটেনান্ট, লেফটেনান্ট [ই] *বি* সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'লেফটেনান্ট আব্বাস বলে ছোকরা।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল [ই] *বি* সহকারী কর্নেল। 'তাঁহার স্বামী লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিসিল জোসেফ হরেস।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

লেফাফা [আ লিফাফাহ্] *বি* খাম। 'বেচারা চিঠি! তার জিম্মায় যে-কটি কথা লেফাফায় পুরে দেওয়া হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'প্রফুল্ল কম্পিত হাতে লেফাফা খোলে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

লেফাফা-দুরস্ত [আ লিফাফাহ্+ফা দুরস্ত] *বিণ* বাইরের আদবকায়দায় ত্রুটিহীন অথচ আসল কাজে ফাঁকিবাজ। 'লেফাফা-দুরস্ত হলে যদি কাজের লোক হওয়া যেত।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

লেফাফাদুরস্তি *বি* বাহ্যিক চাকচিক্য। 'লেফাফাদুরস্তি ও লেবাসপোরস্তিই তার কাছে জীবনের প্রথম ও শেষ কথা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

লেবরেটরি, লেবরেটারী [ই] *বি* গবেষণাগার। 'জর্মনীর লেবরেটরিতে তৈরি বেদান্তভস্ম সেবন কর।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'আমি থাকি আমার লাইব্রেরী আর লেবরেটারী নিয়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

লেবল [ই] *বি* মোড়ক। 'ঝোলার মধ্যে ভরিয়া 'ওরিয়েন্টাল' লেবল আঁটিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লেবার [ই] **১** *বি* শ্রম। 'এ ছেলেকে পড়ানো মজুরের কর্ম, কেবল ম্যানুয়েল লেবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *বি* শ্রমিক। 'কেতাবে রয়েছে তব লেবারের লিষ্টি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

লেবার ইউনিয়ন [ই] *বি* শ্রমিকদের দাবি আদায়ের সংগঠন। 'লেবার ইউনিয়নেও তোমার নাম নেই?' *জীবন*, ১৯৩২।

লেবাস [আ লিবাস] *বি* পোশাক। 'মেমসাহেবদের মতো মর্দানা লেবাস পরে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লেবাছ *বি* পোশাক। 'মুন্সীসাহেব বয়ান করেন আতসেরি লেবাছ পরে।' *জসীম*, ১৯৩১।

লেবাসপোরস্তি [আ লিবাস+ফা পরস্ত] *বি* পোশাকের জাঁকজমক। 'লেফাফাদুরস্তি ও লেবাসপোরস্তিই তার কাছে জীবনের প্রথম ও শেষ কথা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

লেবাসমুক্ত [আ লিবাস+স মুক্ত] *বিণ* আবরণহীন। 'সে-নামকে অন্তরে অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লেবু [আ লেমুন] *বি* অম্লরসাত্মক ফলবিশেষ। 'প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোটকার ব্যবস্থা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

লেবেঞ্চুস, লেবেনচুষ, লেবেনচুস [ই] *বি* লজেন্স; চুষে খাওয়ার মিঠাইবিশেষ। 'কোনোদিন লেবেঞ্চুস, কোনোদিন বা বোয়াল মাছ।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'চপ, কাটলেট, সন্দেশ, শনপাপড়ি, বিস্কুট, টফি, চকোলেট, লেবেনচুস।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'টিফিনের সময় লেবেনচুষ আর জিভে-গজার ফেরিওয়ালারা ... ছেলেদের আকর্ষণ করতো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লেবেল [ই] *বি* নামপত্র। 'লোক ... লেবেল আঁটিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'এই ভিজে পট্টিই তার লেবেল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লেভেন্ডার [ই] *বি* এক ধরনের সুগন্ধী ফুল ও এই ফুল থেকে তৈরি সুগন্ধী তেল। 'লেভেন্ডারের পরিবর্তে আতর ও গোলাপ।' *নবনূর*, ১৯০৫।

লেভেল [ই] *বি* স্তর। 'পানির লেভেল ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েক ফিট নিচুতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লেবেল ক্রসিং, লেভেল ক্রশিং [ই] *বি* সাধারণ পথ ও রেলপথ যেখানে একই তলে মিলিত হয়েছে। 'ঘণ্টা দুয়েক বাদ গাড়িটা একটা লেভেল ক্রসিংয়ের মুখে এসে পৌছেচে।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'লেভেল-ক্রশিং – দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন।' *শক্তি*, ১৯৬৫; 'রেলওয়ে লেবেলক্রসিং পেরিয়ে গুলিস্তানের কাছে।' *জহির*, ১৯৬৮।

লেমনেড, লেমোনেড [ই] *বি* লেবুর গন্ধযুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড মেশানো পানীয়বিশেষ; লেবুর রস ও চিনি দিয়ে তৈরি পানীয়। 'জল কেন, লেমনেড আনিয়ে দাও-না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'লেমোনেডের নামে বোতলে ভরা স্যাকারিনের লাল নিস্তেজ জল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লেমু [আ লেমুন] *বি* লেবু। 'আম্বু লেমু ডালিম্ব।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লেমুরস [আ লিমুন+স রস] *বি* লেবুর রস। 'কাটিল ঘাঅত লেমুরস দেহ কত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লেলানো [স লালা>] *ক্রি* আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করা। 'চাবুক নিয়ে তাড়া করে, কুত্তা লেলায়ে দেয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'মামারা দেবে ওদের লেলিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লেলিয়ে দেওয়া *ক্রি* আক্রমণের জন্য উসকে দেওয়া। 'লেলিয়ে দে ঢেলিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লেলিহ [স] **১** *বিণ* লোভের ফলে লকলক-করা। 'একেবারে শত লেলিহ রসনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* দাউদাউ-করা। 'লায়লীর ইশারায় বুকে পুরে তারুণ্যের লেলিহ আগুন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

লেলিহজিহ্ব [স] *বিণ* লকলকে জিহ্বাবিশিষ্ট। 'লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লেলিহরসনা [স] *বিণ* লোলুপ জিভের মতো। 'দুর্দিন আসে লেলিহরসনা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

লেলিহা [স] *বিণ* লোলুপ জিভের মতো প্রসারিত। 'অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লেলিহান [স] *বিণ* লকলকে জিহ্বাযুক্ত। 'অসহ যৌবন-দাহে লেলিহান-শিখ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

লেশ [স] **১** *বিণ* একটুও। 'বীভৎস অঙ্গ স্পর্শিতে না কর ঘৃণা লেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'উগ্রসেনে নাহি ভক্তি লেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অবশেষ। 'শাস্ত্রেত জানিছি যত ভালমন্দ লেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* সামান্য পরিমাণও। 'আমি রাজকন্যা কখনও দুঃখের লেশ জানি নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

লেশতম [স] *বিণ* বিন্দু পরিমাণ। 'দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

লেশমাত্র [স] *বিণ* একটুও। 'বিধির লেশমাত্র নাই ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেস [ই] ১ *বি* ফিতা। *বিদ্যা,* ১৮৯১। ২ *বি* নকশা-করা পাড়। 'ছিটের কাপড় চিকন লেস।' *সুকুমার,* ১৯২০।

লেসওয়ালা [ই লেস+হি ওয়ালা] *বিণ* নকশা-করা পাড়-যুক্ত। 'লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮।

লেসবুনুনি *বি* লেসের মতো সুবিন্যস্ত। 'উপমার লেসবুনুনি দিয়ে মানুষের মোক্ষলাভ হবে না।' *নজরুল,* ১৯৩১।

লেহন [স] ১ *বি* চুম্বন। 'মানবপুত্রেরে কর স্নেহের লেহন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৬। ২ *বি* স্পর্শ। 'প্রশান্ত স্থিরতা হতে অগ্নির লেহন আসিবে না কভু।' *আহসান,* ১৯৪৪।

লেহ *বি* লেহন। 'সংজ্ঞা হারাব ও-সুরা চুমুকি সুরভি করিয়া লেহ।' *অন্নদা,* ১৯২৭।

লেহন করা *ক্রি* চাটা। 'চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

লেহনকামী [স] *বিণ* চাটতে চায় এমন। 'বৎস লেহনকামী ধেনু সম দ্রুতগামী।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯০৮।

লেহসিয়া *ক্রি* নাও এসে। 'ঝাঁট চলি আস্য সভে বস্ত্র লেহসিয়া।' *মালাধর,* ১৫০০।

লেহা[১] [স লিহ্>] *ক্রি* জিভ দিয়ে আস্বাদন করা। **লেহালে** *ক্রি* চাটলো। 'ঘন ঘন লেহালে বদন।' *মালাধর,* ১৫০০।

লেহা[২] [স স্নেহ] *বি* প্রেম। 'কান্দিয়া গোঙাব কত নাহি টুটে লেহা।' *দ্বিজচণ্ডী,* ১৬০০।

লেহাজ [আ লিহাজ] *বি* লজ্জা-শরম। 'তিনি কোনও দিন লেহাজ করিয়া চলেন না।' *মনসুর,* ১৯৫৫; 'দেখতে-শুনতে বল, লেহাজ-নম্রতায় বল ...।' *ওয়ালী,* ১৯৬৮।

লেহাযা [আ লিহাজা] *অব্য* অতএব। 'দিন চারি ধূলাখেলা আখেরে মরণ লেহাযা আল্লার নাম লও মোমিনগণ।' *মনসুর,* ১৯৪৩।

লেহ্য[১] [স] *বিণ* চেটে খেতে হয় এমন। 'লেহ্য পেয় চস্য চর্ব্য জত অন্ন ব্যঞ্জন।' *মালাধর,* ১৫০০।

লেহ্যপেয় [স] *বি* লেহন ও পানের মাধ্যমে গ্রহণোপযোগী খাদ্য। 'কোনমতে লেহ্যপেয় নুনে বেঁচে যেতে চাই।' *মাহমুদ,* ১৯৬৩।

লেহ্যা [স লেহ্য] *বি* চেটে খেতে হয় যা। 'চৈব্যা চোষ্যা লেহ্যা পেয় খোজএ ষকল।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

লেহ্য[২] [স ন্যায্য] *বিণ* ন্যায্য। 'তা লেহ্য কথা বলেছ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৯।

লৈক্ষ [স লক্ষ] *বি* মনোনিবেশ। 'সংসারেত নাহিক লৈক্ষ।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

লৈখিক [স] *বিণ* লেখ্য। 'এই জনসমষ্টির মৌখিক ও লৈখিক রূপের আধুনিক নাম বাংলা-ভাষা।' *এনামুল,* ১৯৫৫।

লো[১] ১ *অব্য* (সম্বোধনে) হে। 'তু লো ডোম্বী হাউঁ কপালী।' *চর্যা* ১০, ১২০০। ২ *সর্ব* ওগো। 'সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ লো এখন।' *মদনমোহন,* ১৮৩৪।

লো[২] [স লোত্র] *বি* অশ্রু। 'নিরন্তর কান্দে রাণী চক্ষে বহে লো।' *রূপরাম,* ১৭৫০।

লো[৩] *অব্য* আলঙ্কারিক অব্যয়বিশেষ। 'নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি লো।' *জ্যোতিরিন্দ্র,* ১৮৮১।

লোঅ [স লোক] *বি* লোক। 'বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ণ মেলঈ।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

লোআচার *বি* লোকাচার। 'ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

লোআন [স লৌহ] *বি* লৌহ। 'সিরে হানি লোআন দৈস্য মাঝে টুটে।' *মালাধর,* ১৫০০।

লোআব *বি* সুরুয়া। 'এক টুকরা গোশত ও একটুখানি লোআব তুলিয়া লইয়া ...।' *ইমদাদুল,* ১৯২০।

লোক [স] ১ *বি* মানুষ। 'নিন্দে আকুল গোকুলের লোক ভৈল।' *বড়ু,* ১৪৫০; 'লোকসাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭। ২ *বি* বাসিন্দা। 'ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ৩ *বি* ভুবন। 'আপন লোকেত হৈল বসুমতী জ্ঞান।' *বৃন্দা,* ১৫৮০; 'ঊর্দ্ধতন সপ্তলোক, অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০; 'জানি নাকো আজ তুমি কোন লোকে রহি।' *নজরুল,* ১৯২৬। ৪ *বি* গণমানুষ। 'কর কৃপাবলোকনে যেন লোকে না হয় অখ্যাতি।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

লোককবি [স] *বি* লোকগানের রচয়িতা। 'বাংলার লোককবিদের মধ্যে লালন ফকীর যত বড় কবি।' *হাই,* ১৯৫৪।

লোকক্ষয় [স] *বি* প্রাণহানি। 'এই সর্বনাশকর নৈসর্গিক উপদ্রবের ফলে ... অগণিত লোকক্ষয় ঘটিয়াছে।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

লোকখ্যাতি [স] *বি* লোকমুখের সুনাম। 'ছাড়ো লোকলাজ লোকখ্যাতি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

লোকগণনা [স] *বি* আদমশুমারি। 'লোকগণনা করিয়া কাগজ শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন।' *দর্পণ,* ১৮২২

লোকগতি [স] *বি* লোকের দুর্দশা। 'লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণহৃদয়।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

লোকগমন [স] *বি* মৃত্যু; পরলোক গমন। 'তাঁহারদের মধ্যে এই শেষ মহাত্মার শেষ লোকগমন হইল।' *দর্পণ,* ১৮৩৭।

লোকগাথা [স] ১ *বি* পল্লীকাব্য। 'লোকগাথা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১। ২ *বি* বহুকাল ধরে গ্রামীণ জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত পালাগান। 'লোকগাথা, লোক-সংস্কৃতি, লোকগীতি, লোকশিল্প – বাংলার বাঙালীয়ানার প্রাণ-সম্পদ।' *বেগম,* ১৯৭২।

লোকগীতি [স] *বি* লোকসংগীত। 'লালনের গানগুলো লোকমুখে গীত হতে হতে লোকগীতির মতো এখন জাতীয় সম্পদ।' *হাই,* ১৯৫৪; 'লোকগীতি, লোকনৃত্য ইত্যাদি উদ্ধার বা নতুনভাবে রূপায়িত ... করতে পারেন মেয়েরাও।' *বেগম,* ১৯৫৮।

লোকগ্লানি [স] *বি* লোকের অপমান। 'লোকগ্লানি ... মনের অস্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হয়।' *সেবধি,* ১৮৩৯।

লোকচক্ষু [স] *বি* জনসাধারণের দৃষ্টি। 'লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

লোক-চমক [স] *বি* লোকজন চমকিত হয় এমন বিষয়। 'জাঁক-জমকের লোক-চমকের যত রকম ভণ্ডামি আছে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

লোকচরচা [স লোকচর্চা] *বি* লোকনিন্দা। 'বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।' *দ্বিজচণ্ডী,* ১৬০০।

লোকচরিত্র [স] *বি* মানুষের স্বভাব। 'পুরুষেরা লোকচরিত্র বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অভিজ্ঞ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'কত লোকচরিত্র, কত সমাজহিতের আলোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লোক-চলাচল [স] *বি* মানুষের গমনাগমন। 'জগৎসংসারে লোক-চলাচল তো বন্ধ হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লোকচিত্ত [স] *বি* জনমন। 'এই লোকচিত্তের একতা সব দেশে এক ভাবে সাধিত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লোক-চোখ [স লোকচক্ষু] *বি* জনসাধারণের নজর বা দৃষ্টি। 'প্রৌঢ় ব্যক্তির বিয়ে লোক-চোখের আড়ালে অনাড়ম্বরে করাই শ্রেয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লোকজন [স] *বি* লোকসকল। 'মথুরা নগরে যত লোকজন ছিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোকজনতা [স] *বি* জনসংখ্যা। 'নগরের লোকজনতা অধিক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লোকজন-ভরা *বিণ* জন-পরিপূর্ণ। 'সন্ধ্যাবেলায় এমন আলোয়-ভরা লোকজন-ভরা শহরের পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

লোক-জীবন [স] *বি* মানুষের ব্যক্তিগত জীবন। 'সাধারণভাবে ধর্মীয় প্রভাব লোক-জীবনে শিথিল হয়ে এলো।' *উমর*, ১৯৬৬।

লোকত [স] *বিণ* ইহলৌকিক। 'লোকত স্বার্থ আর পরমার্থের অভিন্নতায় তাঁর বিন্দু-বিসর্গ সংশয় ছিল না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লোক-দেখানে *বিণ* বাহ্যিক। 'তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লোকদেখানো ১ *বিণ* বাহ্যিক। 'লোকদেখানো কুলমর্যাদা।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বিণ* আন্তরিকতা নেই এমন; কপট। 'লোকদেখানো প্রীতির চাপে যখন ক্রমেই শুকনো কাঠ হয়ে উঠছিল ...' *নজরুল*, ১৯২৭।

লোক ধরম [স লোকধর্ম] *বি* লোকধর্ম। 'লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল।' বড়ু, ১৪৫০।

লোকধর্ম, লোকধর্ম্ম [স] ১ *বি* প্রচলিত রীতিনীতি বা আদর্শ। 'লোকধর্ম রৈক্ষা কর কার্জ্জ নাহি রনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* লৌকিক ধর্ম। 'যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বি* মানুষের সাধারণ ধর্মীয় মূল্যবোধ। 'যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লোকনাথ [স] *বিণ* ত্রাণকর্তা। 'জয় সর্ব-লোকনাথ শ্রীগৌরসুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোকনিন্দা [স] *বি* জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দা। 'তাহার লোকনিন্দার ভয় থাকে না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লোকনিন্দে [স লোকনিন্দা] *বি* জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দা। 'তারা লোকনিন্দে ভয়ে এসে আমাদের নে যাওয়ার চেষ্টা করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

লোকনৃত্য [স] *বি* গ্রামীণ নৃত্য। 'লোকগীতি, লোকনৃত্য ইত্যাদি উদ্ধার বা নতুনভাবে রূপায়িত ... করতে পারেন মেয়েরাও।' *বেগম*, ১৯৫৮।

লোকপরম্পরা [স] *ক্রিবিণ* লোক থেকে লোকে। 'সকল কথা লোকপরম্পরা শ্যুত হইয়া আসিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

লোক-পরম্পরায় *ক্রিবিণ* লোকজনের মুখে; লোকমুখে। 'লোক-পরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

লোকপরিপূর্ণ [স] *বিণ* লোকজনে ভরা। 'এই সূর্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লোকপাল [স] ১ *বি* রাজা। 'পাদ্য অর্ঘ্য হাথে দাণ্ডাইলা লোকপাল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত দিকপাল। 'যম বরুণ প্রভৃতি চার লোকপালের নাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লোকপালন [স] *বি* জনসেবা। 'সামগ্রিকতা এযুগে চাইই, নইলে লোকরক্ষণ ও লোকপালন দক্ষতার সঙ্গে হবে না।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

লোকপীড়ক [স] *বিণ* মানুষকে অত্যাচার করে এমন। 'লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

লোকপূজ্যতা [স] *বি* সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা। 'রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লোকপ্রতিষ্ঠা [স] *বি* লোকসমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি। 'আত্মপ্রতিষ্ঠা বা লোকপ্রতিষ্ঠা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লোক-প্রথিত [স] *বিণ* মনুষ্যলোকে খ্যাত। 'এই ত্রিদেব লোক-প্রথিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লোকপ্রবাদ [স] *বি* জনশ্রুতি। 'লোকপ্রবাদ আছে যে হিন্দুরা কোনকালে সমুদ্র পরিভ্রমণ করেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোকপ্রবাহ [স] *বি* জনস্রোত। 'চারি দিকের লোকপ্রবাহ পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লোকপ্রশংসিত [স] *বিণ* জনসাধারণের প্রশংসা পেয়েছে এমন। 'তুমি অযোদ্ধাতে লোকপ্রশংসিত রাজ্য লাভ করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লোকপ্রসিদ্ধ [স] *বিণ* জনসাধারণের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেছে এমন। 'লোকপ্রসিদ্ধ প্রচলিত উপন্যাস ... সেরূপ আশ্চর্য্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লোকপ্রিয় [স] *বিণ* জনপ্রিয়। 'ন্যাকামির উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া।' *প্রমথ*, ১৯১২; '... বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে লোকপ্রিয় হইতে পারিতেছেন না।' *সওগাত*, ১৯১৯।

লোকবৎসলা [স] *বিণ স্ত্রী* মানুষের প্রতি দয়া আছে এমন। 'যদি কোনো প্রসন্নমূর্তি প্রফুল্লমুখী ধৈর্যময়ী লোকবৎসলা দেবী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লোকবর্জ্জ্য [স] *বি* অস্পৃশ্য। 'আদিখণ্ডে লোকবর্জ্জ্য হাঁড়ির আসনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোকবল [স] *বি* জনবল। 'তাঁহাদের প্রথম দরকার লোকবল।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

লোকবাহ্য [স] *বিণ* মানব সমাজের বহির্ভূত। 'দেবগুহ্য লোকবাহ্য যাহার আচার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোকবিখ্যাত [স] *বিণ* জনপ্রিয়। 'শিবির চারিপুত্র লোকবিখ্যাত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'যখন কার্য্যটি পরোক্ষ, লোকবিখ্যাত ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

লোকবিবরণ [স] *বি* লোককাহিনি। 'বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'পুরাবৃত্ত ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লোকবিরল [স] *বিণ* অতি অল্পসংখ্যক লোক বাস করেন এমন। 'লোকবিরল গৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকবিরুদ্ধ [স] *বিণ* মানুষের মধ্যে প্রকাশযোগ্য নয় এমন। 'এমন ... লোকবিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইল না?' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

লোকবিশ্বাস [স] *বি* সাধারণভাবে প্রচলিত বিশ্বাস। 'লোকবিশ্বাসের সেই গূঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি কি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লোকব্যবহার [স] *বি* লোকাচার। 'লোকব্যবহার শিথিল হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লোকব্যবহারবিরুদ্ধ [স] *বিণ* সর্বসাধারণের আচরণ পরিপন্থী। 'লোকব্যবহারবিরুদ্ধ আচরণ আমি নিজে অনেক করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লোকভয় [স] *বি* সর্বসাধারণকে ভয়। 'লোকভয় দেখি প্রভু বাহ্যজ্ঞান হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লোকভয়াতীত [স] *বিণ* লোকভয়ের উর্ধ্বে রয়েছে এমন। 'নির্বিঘ্ন পথের প্রয়োজনে/ প্রাণভুক রাক্ষসের চতুর ভূমিকা তার লোকভয়াতীত।' *সিকান্দার*, ১৯৬১।

লোকভাষা [স] *বি* সর্বসাধারণের ভাষা। 'লোকভাষা যে কোনো দেশেই রাতারাতি স্বরাট হয়ে ওঠেনি।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

লোকমণ্ডলী [স] *বি* লোকজন। 'তাঁহারা বিদেশের অপরিচিত লোকমণ্ডলীকে স্বরাজ্যে বসবাসের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লোকমত [স] *বি* জনমত। 'রাজ্যের সেই শাসন-প্রণালী, যার গোড়ায় আছে লোকমত।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'সেখানে এখন লোকমতের উপরই শাসন প্রতিষ্ঠিত।' *নজরুল*, ১৯২২।

লোকমনোরঞ্জন [স] *বি* সর্বসাধারণের মনস্তুষ্টি। 'লোকমনোরঞ্জন ছিল তাঁর আশু লক্ষ্য।' *আনিস*, ১৯৬৪।

লোকময় [স] *বিণ* জনাকীর্ণ। 'সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লোকমর্যাদা [স] *বি* লোকসমাজে প্রাপ্ত সম্মান। 'জুলিখার কুলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লোকমাঝে [স লোক+স মধ্য>] *ক্রিবিণ* সাধারণ মানুষের মধ্যে। 'ধার্মিকপ্রবর তুমি লোকমাঝে খ্যাত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লোকমাতা [স] *বি* লোকের মায়ের মতো যে। 'লোকমাতা বসুন্ধরাকে বারম্বার অশৌচগ্রস্ত করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

লোক মানিত [স] *বিণ* লোকে মানে এমন। 'অনেক লোক মানিত পূজা বলিদানাদি অনেক করেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

লোকমান্য [স] *বিণ* জনসাধারণের কাছে মান্য। 'ধনধান্যে ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর দিনে দিনে হয় আনন্দিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লোকমান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব ... করিতাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোকমুখ [স] *বি* লোকসাধারণের মুখের কথা। 'হএ নহে তত্ব রাধা লোকমুখে জাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোকমুখরিত [স] *বিণ* লোকজনের কথাবার্তায় মুখর। 'একদিন ছিল লোক মুখরিত বিরাট বিশাল নগরী।' *নজরুল*, ১৯২২।

লোকমুখে *ক্রিবিণ* লোকসাধারণের মুখে মুখে। 'লালনের গানগুলো লোকমুখে গীত হতে হতে লোকগীতির মতো এখন জাতীয় সম্পদ।' *হাই*, ১৯৫৪।

লোকমোহিনী [স] *বিণ* *স্ত্রী* সবাইকে মোহিত করে এমন। 'লোকমোহিনী সুন্দরী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লোকযাত্রা [স] **১** *বি* সংসারযাত্রা। 'লোকযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় ...।' *রামমোহন*, ১৮১৫। **২** *বি* লোক সমাগম। 'শেষে লোকযাত্রা ভঙ্গ হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৩** *বি* গ্রাম পরিক্রমণ। 'লোকযাত্রায় গ্রামের বহির্ভাগে গমনপূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২। **৪** *বি* জীবনযাত্রা। 'লোকযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী সমুদায় আবশ্যক ও সুখোৎপাদক সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

লোকযাত্রাবিধান [স] *বি* রাষ্ট্রপালনবিদ্যা। 'অর্থের উৎপত্তি, উপার্জন, বিনিময় প্রভৃতি লোকযাত্রাবিধান বিদ্যায় লিখিত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোকরক্ষণ [স] *বি* জনগণকে রক্ষা করা। 'সামগ্রিকতা এযুগে চাইই, নইলে লোকরক্ষণ ও লোকপালন দক্ষতার সঙ্গে হবে না।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

লোকরক্ষা [স] *বি* লোকের হিত। 'এই যজ্ঞের দ্বারাই লোকরক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লোকরঞ্জন [স] *বিণ* লোকের প্রীতিসম্পাদনে সক্ষম। 'ডুবাল স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ও লোকরঞ্জন ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

লোকরঞ্জনা [স] *বিণ* জনসাধারণের মন-ভোলানো। 'কেবল আমোদ লাভ ও লোকরঞ্জনা হইলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লোক-লজ্জা [স] **১** *বি* জনসাধারণের নিন্দার ভয়। 'লোকলজ্জা হয় ধর্ম্মকীর্ত্তি হয় হানি/ এই কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* লোকনিন্দার জন্য লজ্জা। 'লোক-লজ্জা পাইব যাহাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'অন্দরে আছেন বলিয়া লোক লজ্জা অল্প হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

লোক-লশকর [স লোক+ফা লশকর] **১** *বি* পরিবারের সদস্য ও সহায়কগণ। 'জিনিসপত্র লোক-লশকরে ঠাসা আছে ঘর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বি* সৈন্যসামন্ত। 'যুদ্ধের সময় লোক-লশকর গোলাগুলি দিয়া ইংরাজের ইজ্জৎ রক্ষা করেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

লোকলস্কর [স লোক+ফা লশকর] *বি* অনেক লোকজন। 'এত শোরসরাবৎ লোকলস্করের দরকার কী?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লোকলাজ [স লোকলজ্জা] *বি* লোকনিন্দার জন্য লজ্জা। 'লোক-লাজে স্বামী মোর কিছু নাঞি কয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও আও লো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

লোকলীলা [স] *বি* মৃত্যু। 'তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লোকলীলা সংবরণ করা *ক্রি* মৃত্যুবরণ করা। 'তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লোক লোকান্তর [স] *বি* ইহকাল ও পরকাল। 'তোমায় পাব নিরন্তর লোক লোকান্তরে যুগযুগান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে ... লোক-লোকান্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লোক-লোচন [স] *বি* মানুষের দৃষ্টি। 'দিনে দিনে লোক-লোচনের আড়াল দিয়া ...।' *জসীম*, ১৯২৭; 'প্রকাশ্যে হোক পরস্পরকে ছলনা—/ লোকলোচনকে অন্তত করি পরোয়া।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

লোক-লৌকিতা [স] *বি* সামাজিকতা। 'লোক-লৌকিতা, কুটুম্ব, সংসার সমস্তই এই একটা মাথায়।' *শরৎ*, ১৯১২।

AMARBOI.COM

লোকলৌকিকতা [স] *বি* লোকাচার এবং সৌজন্য। 'লোকলৌকিকতা আত্মীয়কুটুম্বিতা পরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সংসারের লোকলৌকিকতাকে ... মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লোকশঙ্কা [স] *বি* মনুষ্য-ভয়। 'দূর কর লোকশঙ্কা খাও ... খাও পর কর‍্যা বিলাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোকশিক্ষক [স] *বি* জনসাধারণের শিক্ষক। 'প্রতিভাশালী লেখকেরা যে লোকশিক্ষক নহেন ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

লোকশিক্ষা [স] *বি* সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা। 'তবে তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত কারণে ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোকশিল্প [স] *বি* সাধারণ লোকের মধ্যে বহুকাল থেকে প্রচলিত শিল্প। 'লোকগাথা, লোক-সংস্কৃতি, লোকগীতি, লোকশিল্প ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

লোকশিল্পী [স] *বি* লোকশিল্পের চর্চা করে যে। 'লোকসাহিত্যিক এবং লোকশিল্পীরা এর গুরুত্বকে উপেক্ষা না করে সমস্যাটিকে যেভাবে সহজ করে এনেছিলেন।' *উমর*, ১৯৬৭।

লোকশ্রুত [স] *বিণ* প্রসিদ্ধ। 'মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লোকশ্রেয় [স] *বি* জনহিতকর কাজ। 'বুদ্ধির মুক্তি বা লোকশ্রেয়ের উপর দিয়েছেন জোর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লোকসংখ্যা [স] *বি* বাসিন্দাদের সংখ্যা। 'কলিকাতার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লোকসংসর্গ [স] *বি* লোকের সঙ্গ। 'সর্ব্বদা ... গৃহশূন্য, তিতিক্ষাযুক্ত, লোকসংসর্গবর্জ্জিত ও নিরুপদ্রব থাকিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লোকসংসর্গবর্জ্জিত [স] *বিণ* লোকের সংস্রবহীন। 'সর্ব্বদা ... গৃহশূন্য, তিতিক্ষাযুক্ত, লোকসংসর্গবর্জ্জিত ও নিরুপদ্রব থাকিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লোক-সংস্কৃতি [স] *বি* লোকবিশ্বাস, ঐতিহ্য, আচার, শিল্প ইত্যাদি। 'লোকগাথা, লোক-সংস্কৃতি, লোকগীতি, লোকশিল্প ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

লোকসঙ্গ [স] *বি* মানুষের সাহচর্য। 'সে অবস্থায় সে লোকসঙ্গের অনুপযোগী হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লোকসঙ্গ ভীরু [স] *বিণ* লোকের সঙ্গ ভয় পায় এমন। 'আগের সেই কুণ্ঠিত, দ্বিধান্বিত, লোকসঙ্গ ভীরু তরুণটি চিরকালের মতো বিদায় নিল।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

লোকসঙ্গীত [স] *বি* পল্লীগীতি। 'কাবুলে কিন্তু লোকসঙ্গীতেরই রেওয়াজ বেশি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লোক-সঙ্ঘট্ট [স] *বি* লোকের ভিড়। 'প্রভুরে দেখিতে লোক-সঙ্ঘট্ট হইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লোকসভা [স] **১** *বি* ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। 'প্রস্তাবটি লোকসভায় গৃহীত হয়।' *আনন্দবাজার*, ১৯৭১। **২** *বি* জনসভা। 'আছে উৎসব, লোকসভা, শতবার্ষিকী?' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

লোকসমক্ষে [স] *ক্রিবিণ* জনসম্মুখে। 'যাঁহারা লোকসমক্ষে আপনার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লোকসমষ্টি [স] *বি* জনগণ। 'যেখানে সমগ্র লোকসমষ্টির এক জাতীয়তা।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

লোকসমাগম [স] *বি* লোকের উপস্থিতি। 'অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লোকসমাজ [স] *বি* গ্রাম্যসমাজ। 'নাহিঁ বারে লোক সমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোকসাধারণ [স] *বি* জনগণ। 'লোকসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লোকসাহিত্য [স] *বি* লোকগল্প, লোকগাথা ইত্যাদি। 'লোকসাহিত্য প্রণয়নের দ্বারা দেশের হিতসাধন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

লোকসাহিত্যিক [স] *বি* লোকসাহিত্য রচয়িতা। 'লোকসাহিত্যিক এবং লোকশিল্পীরা এর গুরুত্বকে উপেক্ষা না করে ...।' *উমর*, ১৯৬৭।

লোকসিন্ধু [স] *বি* জনসমুদ্র। 'ঐ লক্ষ টাকা ঐ লোকসিন্ধু অপেক্ষা বিন্দু বোধ হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

লোকসৃষ্টি [স] *বি* মানবসমাজ। 'যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লোকসেবা [স] *বি* জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ। 'জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি লোকসেবায় যেন নিয়োজিত হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লোকস্তুতি [স] *বি* মানুষের বাহবা। 'লোকনিন্দা লোকস্তুতি সৌভাগ্যগর্ব এবং মান-অভিমানে স্ত্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লোকস্থিতি [স] **১** *বি* লোকাচার। 'লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* সাধারণের মন রাখা। 'বিশুদ্ধ শ্রেয়োনীতি ও লোকস্থিতি এক তালে চলতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

লোকস্বাস্থ্য [স] *বি* জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা। 'লোকশিক্ষ লোকস্বাস্থ্য ... প্রভৃত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

লোক হাসানো *ক্রি* উদ্ভট কাজের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে উপহাসের সৃষ্টি করা। 'তারে ধ্যান শিক্ষা কর লোক হাসাইয়া মার।' *কৃষ্ণদাস* ১৫৮০।

লোকহিত [স] *বি* মানুষের কল্যাণ। 'লোকহিত কারনে জতেব অবতারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোক-হিতকর [স] *বিণ* জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর। 'এই মনুপ্রোক্ত লোক-হিতকর সারগর্ভ উপদেশটি ... হৃদয়ে জাগরুক করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

লোকহিতবাদী [স] *বি* মানুষের মঙ্গলে আস্থা রাখে যে। 'যার সাক্ষ মেলে লোকহিতবাদী, তেলাঙ্গ, রানাডে ... প্রভৃতির রচনায়।' *শিব* ১৯৫৬।

লোকহিতৈষা [স] *বি* জনসেবা। 'তাঁহার অশ্রান্ত লোকহিতৈষ তাঁহাকে ... প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লোকহিতৈষী, লোকহিতৈষি [স লোকহিতৈষী] *বিণ* জনগণে কল্যাণকামী। 'বিজ্ঞ অথচ লোকহিতৈষি শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন। *দর্পণ*, ১৮৩২; 'কোনও লোকহিতৈষী সমাজের সাহায্যে ...।' *বিদ্যা* ১৮৪৯।

লোকহীনতা [স] *বি* নির্জনতা। 'গতিহীন লোকহীনতা আরও বেশি করে ফুটিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকাকীর্ণ [স] *বিণ* জনাকীর্ণ। 'এই শুষ্ক ধূলিময় লোকাকীর্ণ হাট-বাজারের ইতরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লোকাগম [স] *বি* জনসংখ্যা বৃদ্ধি। 'লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধন বৃদ্ধি হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লোকাচার [স] ১ *বি* সামাজিক রীতি-নীতি বা প্রথা। 'আর যত লোকে কিছু লোকাচার বলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারকে প্রাধান্য দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বি* লোকসংস্কৃতি। 'তাঁহারা লোকমধ্যে লোকাচার, সদ্গুরু মধ্যে একাচার – এই বাক্য অবলম্বন করিয়া বহুবিধ দেবপ্রতিমারও অর্চনা করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লোকাচারদর্শী [স] *বিণ* সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথা সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন। 'লোকবিত্ত পর্য্যালোচনায় ব্যাসক্ত হইয়া লোকাচারদর্শী ... সাক্ষাত করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লোকাতিগ [স] *বিণ* অসাধারণ। 'তদীয় কোমল কলেবরে লোকাতিগ লাবণ্য ... নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লোকাতীত [স] ১ *বিণ* অসাধারণ। 'তাঁহার গুণ লোকাতীত।' *কেরি*, ১৮১২। ২ *বিণ* অলৌকিক। 'নিদ্রে! তোমার কি লোকাতীত মহিমা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৩ *বিণ* লৌকিকতার অধিক। 'প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* অলৌকিক জগৎ। 'নাক্ষত্রিক সহযাত্রিগণ ... ছোটে লোকাতীতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

লোকানুরাগ [স] *বি* লোকের প্রতি অনুরাগ; মানবকল্যাণ। 'লোকানুরাগ লাভ মাত্র আমারদিগের সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোকানুরাগপ্রিয়তা [স] *বি* অন্যের কাছে অনুরাগ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। 'আমারদিগের লোকানুরাগপ্রিয়তা অর্থাৎ লোকের নিকট অনুরাগ প্রাপ্তির অভিলাষ আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোকান্তর [স] *বি* পরলোক। 'সূর্য্যকুমার ঠাকুর লোকান্তর গমন কালে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

লোকান্তরগত [স] *বিণ* মৃত; প্রয়াত। 'রাজা লোকান্তরগত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

লোকান্তরগতা [স] *বিণ স্ত্রী* মৃত। 'দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

লোকান্তর গমন [স] *বি* মৃত্যুবরণ। 'পীড়িত হইয়া ... লোকান্তর গমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

লোকান্তরপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যু। 'কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যেষ্ঠ শন্তু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লোকান্তরিত [স] *বিণ* মৃত। 'স্বপ্নে ও প্রকাশ্যে লোকান্তরিত নবীদের প্রবেশ ও প্রস্থান।' *আনিস*, ১৯৬৪।

লোকাপবাদ [স] *বি* লোকনিন্দা। 'এরূপ বিরূপ লোকাপবাদে দূষিত হওয়া অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাই বিধেয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লোকাভাব [স] *বি* লোকের সংকট। 'চাষাবাদে লোকাভাব দেখা দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

লোকায়ত [স] ১ *বিণ* লৌকিক; ধর্মনিরপেক্ষ। 'মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'এ মতকে তাঁরা লোকায়ত বলেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২৭। ২ *বি* পার্থিব জগৎ। 'তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৩ *বিণ* অমার্জিত। 'উৎপলার লোকায়ত মন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লোকায়তিক [স] *বি* অবিশ্বাস; নাস্তিক্য। 'অগ্রাহ্য সান্ত্বনা, শুদ্ধ লোকায়তিকের উন্মোচনে –।' *শক্তি*, ১৯৬১।

লোকায়ত্ত [স] ১ *বিণ* প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও আচার সংশ্লিষ্ট। 'সাহিত্য লৌকিক না হইলেও যে লোকায়ত্ত।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বিণ* গণতান্ত্রিক। 'দেশবাসীর সমর্থিত ও লোকায়ত্ত গভর্ণমেন্ট স্থাপন অপরিহার্য্য।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

লোকায়ত্ত শাসন [স] *বি* যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের নিয়ন্ত্রণ থাকে। 'ডিমোক্রাসি কথাটার নানারূপ সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে যথা – প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ... স্বায়ত্তশাসন, লোকায়ত্ত শাসন ইত্যাদি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

লোকারণ্য [স লোক+অরণ্য] ১ *বি* বহু লোকের সমাগম। 'দূর দূরান্ত হইতে লোকসমাগম দ্বারা ঐ সময়ে তথায় লোকারণ্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* লোকে পরিপূর্ণ। 'দর্শকেরা, বিচারগৃহ লোকারণ্য করিবেন।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

লোকালয় [স] *বি* জনবসতিপূর্ণ স্থান। 'নিকটে লোকালয় নাই।' *কেরি*, ১৮১২; 'সার্থকতা নয়, যদি সফলতা তোমায় প্রতিষ্ঠ করে লোকালয়ে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

লোকালয়হীন [স] *বিণ* লোকবসতি নেই এমন। 'লোকালয়হীন বরফের প্রান্তর।' *প্রমথ*, ১৯২০।

লোকের আবাস *বি* লোকালয়। 'লোকের আবাস ছাড়ি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

লোকে লোকান্তরে *ক্রিবিণ* এক ভুবন থেকে অন্য ভুবনে। 'তালোমন্ত কাটিয়ে হব পার চলতে রব লোকে লোকান্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

লোকে লোকারণ্য *বি* অসংখ্য লোকের সমাবেশ। 'বিশেষ ছুটীর দিনে দেখিবে যে লোকে লোকারণ্য।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

লোকে লোকে *ক্রিবিণ* জগৎজুড়ে। 'লোকে লোকে উঠে প্রাণ-তরঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

লোকোত্তর [স] ১ *বি* মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ব্যক্তি। 'ওগো লোকোত্তর, পুরুষোত্তম।' *জীবন*, ১৯২৭। ২ *বি* অপার্থিব জগৎ। 'তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৩ *বিণ* লোকদুর্লভ; অলৌকিক। 'অদ্ভুত লোকোত্তর চরিত্রের।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লোকোপকার [স] *বি* মানুষের উপকার। 'তাহাতে লোকোপকারও নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

লোকোপকারক [স] *বিণ* জনদরদি; লোকের উপকারী। 'জজসাহেব ... প্রজাপালক সদ্বিচারক লোকোপকারক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

-লোক *বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয়*। 'সেখানকার তাতিলোক সদর কোটীতে সরবরাহ করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

লোকমা [আ লুকমা] *বি* মুখে দেওয়ার জন্যে মুঠি-ভরা খাবার। 'বিসমিল্লাহ না বলে কেউ যেন লোকমা না তোলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লোকশান, লোকসান [আ নুকসান] *বি* ক্ষতি। 'আমি কোন দফার লোকসান করিয় নাই।' *ওসা*, ১৭৮২; 'তবে সেটা শোনা একটা মহৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকশান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লোকসান যাওয়া *ক্রি* আর্থিক ক্ষতি হওয়া। 'আলুর চাষে অনেক লোকসান গিয়েছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

লোকসানি, লোকসানী ১ *বিণ* লোকসান হয়ে গেছে এমন। 'আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বিণ* কেনা দামের চেয়ে বেচার দাম কম এমন। 'লোকসানী বাজারের বাক্সের আতাফল।' *জীবন*, ১৯৪২।

লোকসানী জমা *বি* লোকসান হচ্ছে এমন মূলধন। 'লোকসানী জমা ইস্তফা দিলেই পারিস।' *তারা*, ১৯৪০।

লোকাল, লোক্যাল [ই] **১** *বি* প্রতিটি স্টেশনে থামে এমন গাড়ি। 'আমি লোকাল ধরব।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'রাতে একটা লোক্যাল ছাড়ে।' *শামসুল*, ১৯৬২। **২** *বিণ* স্থানীয়। 'লোকাল দালাল সব কথা চালালো।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

লোকাল-বোর্ড [ই] *বি* পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের উন্নতিকল্পে জনগণের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে গঠিত সভা। 'ইউনিয়ন-বোর্ড, লোকাল-বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

লোকোমোটিব [ই] *বি* রেল-ইঞ্জিন। 'কোম্পানির থার্ডক্লাস দেখলে অ্যাকদিন এঁদের এজেন্ট ও লোকোমোটিব সুপরিন্টেণ্ডেন্টকে বলতে পাত্তেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লোখ [স লোক] *বি* জনসাধারণ। 'নানা সুখে লোখ বস্যে রজনি দিবসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোঘাজবানি [ফা নিগাবানি] *বি* দেখাশোনা। 'সাহেব লোকর লোঘাজবানি ও হেফাজত কারণ ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

লোঙানো *ক্রি* নত হওয়া। 'জ্ঞানতত্ত্ব কথা কহি বিরে লোঙাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোচন¹ [স] *বি* চোখ। 'আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তিতিল লোচন জলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোচন অমিয়া [স] *বি* দৃষ্টিসুধা। 'নিমিষ তেজিয়া লোচন অমিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লোচনজোর [স লোচন+স যুগ্ম] *বি* যুগল চোখ। 'দীঘল লোচনজোর কি বলিব তায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লোচনপ্রান্ত [স] *বি* চোখের কোণ। 'লোচনপ্রান্ত ছল ছল হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

লোচনযুগ [স] *বি* চোখজোড়া। 'অরুণ লোচনযুগে মলিন অধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোচনযুগল [স] *বি* চক্ষুদ্বয়। 'আকুল কুন্তলপাশ লোচনযুগল উতোরোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোচনলোভা *বিণ স্ত্রী* চোখের কাছে লোভনীয়; সুন্দরী। 'ঘসেটি লোচনলোভা ছিলেন, ইতিহাস কি তা বলে?' *রশীদ*, ১৯৬৩।

লোচনানন্দ [স] *বিণ* চোখকে আনন্দ দেয় এমন। 'লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা হয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

লোচনানন্দপ্রদ [স] *বিণ* চোখকে আনন্দ দেয় এমন। 'লোচনানন্দপ্রদ নবীন দূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লোচনাভিসার [স] *বি* চোখ দিয়ে খোঁজা। 'তিন সন্ধ্যা করিয়াছি সার/ লোচনাভিসার।' *অন্নদা*, ১৯৩১।

লোচন² *বি* গাছবিশেষ। 'চাম্পলী সুকল লোচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোচ্চা [আ লুস্স] *বিণ* লম্পট; দুশ্চরিত্র। 'যে সকল লোক লোচ্চা ও দুষ্ চরিত্র।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

লোচ্চামি [আ লুস্স>] *বি* লাম্পট্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লোচ্ছা [আ লুস্স>] *বিণ* পাজি; বদমাশ। 'মীনু তিনু নীলাম্বর লহমন লোচ্ছা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লোট¹ [স লুট্>] *বি* গড়াগড়ি। 'পড়িল বাঘের মাথা ভূমে যায় লোট।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লোট² [ই নোট] *বি* হাতচিঠা; রসিদ। 'দুই হাজার একশত টাকার এব লোট লেখাইয়া আনিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লোট³ *বি* ঢেঁকির যে গর্তে চাল তৈরির জন্য ধান রাখা হয়। 'ঢেঁকির লোটে চাউল ভরিয়া ধাপুর ধোপর পাড়।' *জসীম*, ১৯৬০।

লোটন¹ [হি লোটন] *বি* বেণীহীন খোঁপা। 'লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাও ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোটন² *বি* এক জাতের পায়রাবিশেষ। 'গেরোবাজ লোটন লক্কা সিরাজ মুখখি ইত্যাদি হরেকরকম পায়রা।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

লোটা¹ [স লুট্>] **১** *ক্রি* লুটিয়ে পড়া। 'হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিতে লোটায়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* গড়াগড়ি দেওয়া। 'লোটাআঁ লোটাআঁ দুঈহো কান্দে একবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* লুট করা। 'সাধুর ভাণ্ডার লোটে আন্যা ঘৃত দধি ঘটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লোটই** *ক্রি* লুটিয়ে পড়ে। 'ক্ষেণে ক্ষেণে উঠই মুরছি তনু লোটই সুবল সখ করু কোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লোটএ** *ক্রি* লুটায়। 'ভূমিতে লোটএ কেহ পুনি স্থির নহে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লোটাঅ** *ক্রি* লুটিয়ে পড়ে। 'অষ্টাঙ্গে লোটাঅ মুনি বুকে দুই হাত।' *রামাই*, ১৭১০। **লোটাআঁ** *ক্রি* লুণ্ঠিত হয়ে। 'লোটাআঁ লোটাআঁ দুঈহো কান্দে একবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লোটাইআ** *ক্রি* লুটিয়ে। 'লোটাইআ কান্দে নন্দি মহীর উপরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লোটাইতে** *ক্রি* লুটিয়ে পড়তে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **লোটাইয়া ১** *ক্রি* গড়াগড়ি দিয়ে। 'ভূম্যে লোটাইয়া জসোদা কান্দেন তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* গড়াগড়ি দেওয়ানো। 'ভূমিত লোটাইয়া তাকে প্রাণে না মারিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লোটাইল ১** *ক্রি* লেপটে গেলো। 'সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজমুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* গড়াগড়ি দিলো। 'মুর্ছিতা পড়িল উসা ভূম্যে লোটাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **লোটাএ** *ক্রি* গড়াগড়ি খায়। 'চারি মুকুট লোটাএ পাএ তিতেঁ আখির জল।' *মালাধর*, ১৫০০। **লোটায় ১** *ক্রি* গড়াগড়ি খায়। 'পালঙ্ক ছাড়িয় কেন লোটায় ভূমিতলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* লুটিয়ে পড়ে। 'অচেতন শচীমাতা লোটায় অবনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লোটায়িআঁ** *ক্রি* লুটিয়ে। 'হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লোটায়্যা ১** *ক্রি* লুটিয়ে পড়া। 'অবনি লোটায় কায়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* লুটোপুটি খেয়ে। 'বিঘ্নরাজ বন্দে মাথা লোটায়্যা ধরণী।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লোটে** *ক্রি* লুটিয়ে পড়ে। 'মাতা তোর লোটে পায় দেখ, দুরাচার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লোটানো *বিণ* মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে এমন। 'টেবল ক্লথে লোটানো লতায় অগোছালো তাকিয়ে রইল।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

লোটা² [হি] **১** *বি* পানির ঘটি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এক লোটা আর এ দেরকা ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* বদনা। 'সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লোটাপোটা [স লুট্] *ক্রি* ব্যাপক লুণ্ঠন করা। 'কত গ্রাম পল্লী লুটেপুট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছি একাকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লোড়া |স লুড়| *ক্রি* খোঁজ করা। **লোড়সি** *ক্রি* খোঁজ করিস। 'মিছাই লোড়সি কাহ্নাঞিঁ আন্ধার পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লোড়িব** *ক্রি* খুঁজবে। 'গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

লোড়ি *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রঘুনাথ লোড়ি।' *সেবধি*, ১৯৪০।

লোণা [স লবণ>] *বিণ* নোনা; লবণাক্ত। 'সমুদ্রের জলে লবণ মিশ্রিত আছে বলিয়া, উহা লোণা হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

লোধ১ |স লোধ্র| *বি* লোধ্র ফুল। 'রবি লোধ ছাতীঅন ভান্টি দুখিআকন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোধ২ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বিপ্রদাস লোধ।' *সেবধি*, ১৯৪০।

লোধী *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাচ্ছি, কোরি, লোধী, কূর্মী সবাই এসেছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

লোধ্র [স] *বি* গাছবিশেষ। **লোধ্রফুল** [স] *বি* লোধ্রগাছের ফুল। 'লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লোধ্ররেণু [স] *বি* লোধ্র ফুলের রেণু। 'মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লোন১ [স লবণ] *বি* লবণ। 'লোন দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লবনিঞা দিল লোন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোন২ [ই] *বি* ঋণ। 'শতকরা ৪ টাকা সুদের লোনেতে ন্যস্ত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

লোন অফিস [ই] *বি* যে দপ্তর থেকে ঋণ দেওয়া হয়। 'সর্বপ্রথমে ফরিদপুরে লোন অফিস হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

লোনা [স লবণ>] *বিণ* লবণাক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'লোনা জলের যে স্থানে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

লোনা খাটা *ক্রি* লবণ তৈরির কাজ করা। 'কেহবা লোনা খাটিব কেহবা আর কায করিব।' *কেরি*, ১৮০২।

লোনা জল ১ *বি* সমুদ্র। 'লোনা জলের যে স্থানে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* লবণাক্ত জল। 'লোনাজলে বাস কর এই দুঃখ মনে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বি* চোখের জল; কান্না। 'সেই অশ্রু সেই লোনা জল তব চক্ষে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লোনা-ধরা *বিণ* মাটির লবণাক্ততার ফলে জীর্ণ। 'লোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লোনিয়া [স লবণিকা] *বিণ* লবণাক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লোন্তা [স লবণ>] *বিণ* নোনা; লবণাক্ত। 'বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্তা, লোন্তা জলে চাষ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লোন্হা [স লবণিকা] *বিণ* নোনা। 'অকট জোইআ রে মা কর হথা লোন্হা।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

লোনানো *ক্রি* লবণাক্ত করা। 'লোনাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লোনি [স নবনীত] *বি* মাখন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লোপ [স] **১** *বি* ধ্বংস। 'তোমার দারুণ কোপ কুলযশ কৈলি লোপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* পরিচয়হীন। 'কোন স্থানে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **৩** *বিণ* লুপ্ত। 'ছাত্রেরদিগকে যে বেতন এইক্ষণে দেওয়া যাইতেছে তাহা ক্রমে২ শূন্য হইয়া পরিশেষে লোপ করা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **৪** *বি* বর্জন। 'উষ্ট্রশব্দ হইতে রফলাটা লোপ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৫** *বিণ* অস্তিত্বহীন। 'ও যখন খুশি আপনাকে লোপ করে দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

লোপমান [স] *বিণ* লোপ পাচ্ছে এরকম। 'আমার স্মৃতির স্বপ্নে লোপমান সহস্র রেখার ভিড় দেখি প্রতিদিন।' *হোসেন*, ১৯৪০।

লোপাট ১ *বিণ* নিশ্চিহ্ন। 'ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বিণ* পুরোপুরি লুট বা আত্মসাৎ করা হয়েছে এমন। 'টেবিলে পড়তে না পড়তেই লোপাট।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লোপাপত্তি [স] **১** *বি* ধ্বংস। 'তদ্বংশের লোপাপত্তি হইবার উপক্রম হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* যা একেবারে বিলোপ হয়েছে। 'কালিদাসের পুস্তকেও পিতামাতা বড়োই অল্প কিন্তু অপরদ্বয়ের ন্যায় লোপাপত্তি নাই।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

লোপ্ত [স লুপ্ত] *বি* লোপ। 'হরিদত্তের গীত লোপ্ত পাইল এই কালে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লোপ্ত্র [স] *বিণ* লুণ্ঠিত। 'অনেকানেক লোপ্ত্র দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

লোফ [ই] *বি* পাঁউরুটি। 'মাখন তো খায় লোফ দিয়ে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লোফা [স লুপ্>] *ক্রি* শূন্য থেকে পতনশীল বস্তুকে মাটিতে পড়ার আগে ধরে ফেলা। **লোফে** *ক্রি* শূন্য থেকে পতনশীল বস্তুকে মাটিতে পড়ার আগে ধরে ফেলে। 'ঘন তোলা দেই গোঁফে পেলিয়া পঞ্চিশ লোফে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোফালুফি [স লুপ্>] **১** *বি* কাড়াকাড়ি। 'লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* কথা চালাচালি। 'তাঁর Pro-কংগ্রেসী উক্তি লইয়া কংগ্রেসী বুদ্ধিমানদের কী লোফালুফিই না আমরা এতদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি!' *আজাদ*, ১৯৪০।

লোবান [স লুবান] *বি* ধুনার ন্যায় গন্ধযুক্ত বৃক্ষনির্যাসবিশেষ। 'লোবান সিপন্থ আর আবীর আতর।' *সুলতান*, ১৭০০।

লোভ [স লুভ্>] **১** *বি* কাম্য বস্তু পাওয়ার প্রবল বাসনা। 'বচন ঝরএ তার আমৃতের ধার/ তাক বড় লোভ আহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আকর্ষণ। 'চরণশোভায় ভক্তজনের মনে লোভ বাড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* কামনা। 'স্ত্রীরা বাহিরে গেলেই ... পুরুষেরদের লোভ জন্মিয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৪** *বি* লালসা। 'তাঁহারা পয়সার লোভে যাহা বলেন তাহাই ব্রহ্মার বাক্যসদৃশ হইয়া ওঠে।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯।

লোভকোষ [স] *বি* বিষয়-ভাণ্ডার। 'তাঁহারা প্রজাপুঞ্জের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল স্ব স্ব লোভকোষ পরিপূর্ণার্থে যত্নবান থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

লোভ-চিকচিকে *বিণ* লোভে চকচক করে উঠেছে এমন। 'কি এক লোভ-চিকচিকে হাসি ঝিলিক তুলে গেল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি মুখটায়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

লোভজটিল [স] *বিণ* লোভে জটিল হয়ে উঠেছে এমন। 'ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

লোভজনক [স] *বিণ* লোভনীয়। 'আশ্রয়টি অত্যন্ত লোভজনক।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লোভ জন্মানো *ক্রি* প্রবল বাসনা হওয়া। 'উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোভদানব [স] *বি* লোভরূপ দৈত্য। 'গ্রাসিল বিশ্ব লোভদানব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লোভদিগ্ধ [স] *বিণ* লোভাতুর। 'লোভদিগ্ধ হে শকুন অসংকোচ গতি আজ নভে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

লোভদীর্ণ [স] *বিণ* লোভে বিদারিত। 'লোভদীর্ণ তব ক্ষুব্ধ বুকে, – লালসার দৈন্য যাক ঘুচে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

লোভন [স] **১** *বিণ* লোভনীয়। 'কমল-নলদ-লোভন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* আকর্ষণীয়। 'তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লোভনী [স লুভ্>] *বিণ* লোভনীয়। 'নয়ান-লোভনী মোর প্রাণের পরাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লোভনীয় [স] **১** *বিণ* আকর্ষণীয়। 'তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীয় সৌরভ বেরিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'সভাটি যেরকম লোভনীয় হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বিণ* লোভ উদ্রেককারী। 'যেমন সব লোভনীয় বস্তুর মধ্যে থাকে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

লোভ-পরিশূন্য [স] *বিণ* নির্লোভ। 'আমি লোভ-পরিশূন্য সংসার-বিরাগী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লোভবশত, লোভবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* লোভের বশীভূত হয়ে। 'যদি তাহারা লোভবশতঃ এ প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে অসমর্থ হন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

লোভমোহ [স] *বি* লোভ ও মোহ। 'প্রতিদিন রাগদ্বেষ লোভমোহ মিথ্যাচরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লোভ-রাবণ [স] *বি* রাবণের মতো প্রবল লোভ। 'এই লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরই ভোগ্যা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

লোভসংবরণ [স] *বি* লোভকে সংযত করা। 'তথাপি রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লোভ সামলানো *ক্রি* লোভ সংবরণ করা। 'লোভ সামলাতে পারলাম না।' *হাই*, ১৯৪৫।

লোভা[1] [স লুভ্>] *ক্রি* প্রলুব্ধ করা। **লোভাইলে** *ক্রি* প্রলুব্ধ করলাম। 'বরে লোভাইলে তবু নহিলে বাহির।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোভা[2] [স লুভ্>] *বিণ* লোভী। 'মন যে হইল লোভা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

লোভাকৃষ্ট [স] *বিণ* লোভের বশবর্তী। 'রাজসরকারে বড় কর্ম্ম হইতে পারে ইহাতে লোভাকৃষ্ট হইয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

লোভাত *বিণ* লোভী। 'লোভাত ইঁদুরের মত নাক তুলে তুলে গন্ধ শুঁকছিল।' *হাসান*, ১৯৬২।

লোভাতুর [স] *বিণ* লোভে কাতর। 'পুণ্যলোভাতুর মোক্ষদা কহিল আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লোভাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* লোভী। 'ওরে রক্তলোভাতুরা কঠোর স্বামিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লোভাতে [স লোভ>] *বিণ* লোভী। 'বুড়ো ভারি লোভাতে লো।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লোভানো *ক্রি* লুব্ধ করা। 'দেখাইয়া কৃষ্ণাননা/ নেত্র-মন লোভাইলি আমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লোভাবিষ্ট [স] *বিণ* লোভের বশবর্তী। 'আমিও তদ্দৃষ্টে লোভাবিষ্ট হইয়া অভীষ্ট করিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

লোভিক *বিণ* লোভী। 'যৌবন-ধন-লোভিক প্রেমদাসের বিনয়-পাতী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

লোভিনি [স লোভিনী] *বিণ স্ত্রী* লোলুপ। 'ফ্রান্স দেশ জাত মদ্য লোভিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

লোভিষ্ট [স লোভিষ্ঠ] *বিণ* অত্যন্ত লোভী। 'ইতিমধ্যে লোভিষ্ট অনেক জন আছে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোভী [স] **১** *বিণ* কোনো কিছু পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা আছে যার; লুব্ধ। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* লোলুপ। 'নিতান্ত অকেজুয়া ... অতিশয় লোভী।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'তাহাকে এইরূপ লোভী ও মিথ্যাবাদী দেখিয়া, জলদেবতা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু – লোভের পরিণাম অতি ভয়াবহ। 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লোম [স] *বি* শরীরের সূক্ষ্ম ছোটো চুলবিশেষ; রোম। 'লোম দ্রবময় সব নানা রূপ জাতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জল তেজি দেবরায়/ সঘনে ঝাড়েন কায়/ অঙ্গে হৈতে লোম ছয় খসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোম ওঠা *বিণ* গায়ের লোম ঝরে গেছে এমন। 'লোম ওঠা হাড় বের করা কালো কুকুর।' *জহির*, ১৯৬৪।

লোমকূপ [স] *বি* লোমের গোড়ার ক্ষুদ্র ছিদ্র। 'সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোমলতা [স] *বি* লোমরাশি। 'নাভি পদ্ম বিকশিত/ অতিশয় উজ্জ্বলিত/ লোমলতা অধিক সুন্দর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লোমশ [স] *বিণ* লোমযুক্ত। 'আব্বার নির্লোম রূপ তুষ্কিত লোমশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লোমশূন্য [স] *বিণ* পশমহীন; লোমহীন। 'চামড়াটি দিব্যি ক্ষৌরকর্ম করার মতোই লোমশূন্য হইয়া যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

লোমহর্ষ [স] *বি* শিহরণ। 'অশ্রু কম্প লোমহর্ষ সঘন হুঙ্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোমহর্ষক [স] *বিণ* শিহরণ জাগায় এমন। 'তাহা চীন-উদ্ধার-চেষ্টার মতো এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লোমহর্ষণ [স] **১** *বি* রোমাঞ্চ। 'সর্ব্বশরীরে লোমহর্ষণ হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* রোমাঞ্চকর; আশ্চর্য। 'পুলিসের চক্ষের উপর এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে।' *সোমপ্রকাশ* ১৮৭৩।

লোমহীন [স] *বিণ* পশম নেই এমন। 'লোমহীন ছোটো ল্যাজ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

লোমাচ্ছন্না [স] *বিণ স্ত্রী* লোমে ঢাকা। 'পুঞ্জ কৃষ্ণ লোমাচ্ছন্না বোকেন্দ্র-গন্ধিতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

লোমাবলী [স] *বি* শরীরের ছোটো লোমসমূহ। 'যত লোমাবলী অঙ্গে পক্ষী অঙ্গে পাখা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লোমাঞ্চ [স] *বি* রোমাঞ্চ। 'লোমাঞ্চ হইল গায়ে চমকিত চিত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোমাঞ্চিত [স] *বিণ* রোমাঞ্চিত। 'এতেক শুনিয়া বেউলা লোমাঞ্চিত গায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লোয়া *বি* লোহা। 'প্যাটটো কি শ্যাষ পর্যন্ত লোয়া হয়ে গেল লিকিন?' *হাসান*, ১৯৬২।

লোয়ানো [স নত>] *ক্রি* বুঝিয়ে মতে আনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লোয়ার হাউস [ই] *বি* আইন সভার নিম্নপরিষদ। 'মন্ত্রণা পরিষদ, আপার হাউস, লোয়ার হাউস, স্পীকার, প্রেসিডেন্ট।' *হাই*, ১৯৫৮।

লোর [স লোত্র>] *বি* চোখের জল; অশ্রু। 'নয়নে ঝরএ লোর গদ গদ স্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোল [স] ১ *বিণ* সুন্দর। 'লোল কপোল ললিত মনিকুণ্ডল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* মুখর। 'সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক ছোড়ি মঞ্জির লোল রে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* লোলুপ। 'লোল জিহ্বা রক্তধারা দুখের দু পাশে।' *ভারত*, ১৭৬০। ৪ *বিণ* শিথিল। 'উরহি বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর মম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৫ *বিণ* চটুল। 'লোলকটাক্ষে এ বৃদ্ধের কিছুই করতে পারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লোলচর্ম, লোলচর্ম্ম [স] *বিণ* চামড়া ঝুলে গেছে এমন। 'কতকগুলি শুক্লকেশ, লোলচর্ম্ম, চলিতদন্ত বৃদ্ধ এই পরম প্রীতিকর প্রণয়-পথাবলম্বী যুবকদিগের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লোলজিহ্ব [স] *বিণ* জিহ্বা বেরিয়ে আছে এমন। 'গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি ভয়ঙ্কর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

লোলজিহ্বা [স] *বি* লোলুপ জিহ্বা। 'রয়েছেন দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লোল হওয়া *ক্রি* নিচু হওয়া। 'বিমলা তখন রাজপুত্রের কর্ণে লোল হইয়া একটি কথা বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

লোলা[1] *বিণ স্ত্রী* লোলুপ। 'হংসিরে দেখিতে চিত্তে অতিসয় লোলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোলা[2] [স লুল>] *ক্রি* দোলা। **লোলে** *ক্রি* দোলে। 'নাসায় বেসর লোলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লোলাপাঙ্গ [স] *বিণ* চঞ্চল চাহনি বিশিষ্ট। 'লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

লোলায়মান [স] *বিণ* লকলক করছে এমন। 'এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

লোলক [স] *বি* নোলক। 'ঝুটা মকুতার লতা লোলক সহিত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লোলুঅ [স লোলিত] *বিণ* সুন্দর। 'লোলুঅ বদন সিরি অছি ধনি তোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লোলুণ্ঠমান [স] *বিণ* লুণ্ঠিত। 'সহায়হীন ব্যক্তি এই প্রকার অতি জঘন্য সঙ্কীর্ণ গৃহে বদ্ধ থাকিয়া ও রোগকালীন শয্যায় লোলুণ্ঠমান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোলুপ *বিণ* লোভী। 'ইহারা অত্যন্ত লোলুপ ও ব্যগ্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'দুজনারই লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লোলুপতা [স] *বি* লোভ। 'এই লোলুপতার অপরাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লোলুপায়মান [স] *বিণ* আগ্রাসী। 'উত্তরোত্তর লোলুপায়মান জোয়ারের জল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

লোশন [ই] *বি* ত্বকের আর্দ্রতা, মসৃণতা ও সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় এমন সুগন্ধী তরল। 'লোশন, সাবান, শ্যাম্পু, ক্রীম, পাফ, কত কী!' *শামসুল*, ১৯৭৩।

লোষ্ট্র [স] ১ *বি* মাটির ঢেলার মতো সামান্য বা তুচ্ছ বস্তু। 'লোষ্ট্রের মত দেখবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'লোষ্ট্র, আমি, জীব আর নক্ষত্রের অনাদি বিবর্ণ বিবরণ।' *জীবন*, ১৯৪৪। ২ *বি* পাথর। 'তাই তার লোষ্ট্রের মত স্তব্ধ।' *জীবন*, ১৯৪২।

লোষ্ট্রপাত [স] *বি* ঢিল মারা। 'মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লোহ[1] [স লোত্র>] *বি* নয়নজল; অশ্রু। 'কান্দএ একসরী রাধা মাঝ বনে/ লোহ মুছিআঁ কাহ্নু আপণ বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোহ[2] *বিণ* রক্তিম। 'ওই নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লোহ আরশ-ধাম।' *নজরুল*, ১৯৩২।

লোহপাস [স লৌহপাশ] *বি* লোহার শৃঙ্খল। 'লোহপাস নিগড় দিয়া বাঁধিল দিজেরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোহা [স লৌহ>] *বি* লৌহ। 'বলিতে পড়িল ভূম্যে লোহার মুসল।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোহাকাঠ *বি* একপ্রকার ভারী ও মজবুত কাঠ। 'লোহাকাঠের মস্ত দুটো মুগুর দু'হাতে নিয়ে ভাঁজতেন দু'ঘণ্টা ধরে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লোহা ঢলা *ক্রি* লোহাকে আকার দেওয়া। 'লোহা ঢলিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লোহাপেটা *বিণ* বলিষ্ঠ ও কঠিন। 'অনিরুদ্ধের লোহাপেটা হাতের চড়।' *তারা*, ১৯৪২।

লোহাবাঁধানো *বিণ* লোহা দিয়ে বাঁধানো। 'স্কেট নামক এক রকম লোহাবাঁধানো কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

লোহালক্কড় ১ *বি* লোহার বড়ো ও ভারী জিনিসপত্র। 'পুরনো লোহালক্কড় সস্তা দামে কিনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বি* লোহার তৈরি যন্ত্রাংশ। 'ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লোহানী *বি* পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিট্টানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোহার [স লৌহকার] *বি* সম্প্রদায়বিশেষ। 'লোহার ১৪৭৬ জন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

লোহিত [স] *বিণ* রক্তবর্ণ; লাল। 'নখরেখ কুচ আগে নয়ান লোহিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোহিতবর্ণ [স] *বি* লাল রং। 'জন্তুর রক্ত সম্পূর্ণরূপে লোহিতবর্ণ নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

লোহিত-লোচন [স] *ক্রিবিণ* রক্তচক্ষু হয়ে। 'বীর দেখে কোপে রাজা লোহিত লোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোহিতলোচনা [স] *বিণ স্ত্রী* রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। 'লোহিতলোচনা জবা – মহিষমর্দিনী আদরেন যারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

লোহিতাভ [স] *বিণ* লালচে। 'আমারও নিবাস জেনো লোহিতাভ মৃত্তিকার দেশে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লোহিত-সাগর [স] *বি* আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী অপ্রশস্ত রেড সী। 'কে ভাবিয়াছিল লোহিত-সাগর পার হইয়া ভারত গগনে মোসলমান ধর্ম্ম-পতাকা অক্ষয় রূপে উড়িতে থাকিবে?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোহিয়া *বি* গাছবিশেষ। 'পাহাড়ী চামেলি ও লোহিয়ার বন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লোহু [হি লহু] *বি* রক্ত। 'আজ কাফেরের দেহ বিনির্গত শোণিতে লোহুর নদী বহাইব।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

লোহু-রাঙা *বিণ* রক্তরাঙা। 'দুলাব তাহার গলায় মোদের লোহু-রাঙা তরবার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লোহো [স লোভ>] *বি* লোভ। 'লোহো ক্রোধে উপনিত হইল তথাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

লৌ [স লোহিত] *বি* রক্ত। 'লৌ দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেরে ওটচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লৌকতা [স] *বি* সামাজিকতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তিরিশটি টাকা মাইনের উপর খেয়ে-পরে, লোক-লৌকতা, কুটুম্বিতে করে ... কি থাকে বল দেখি?' *শরৎ*, ১৯১৬।

লৌকিক [স] **১** *বিণ* পার্থিব। 'অতি অসম্ভব অলৌকিক সব লৌকিকে কেমনে করে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* লোকসমাজে প্রচলিত। 'লৌকিক বচন আছে লিখিল পুরাণে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বিণ* মানবিক। 'শিষ্ট প্রতিপালন প্রভৃতি যে কোন লৌকিক ব্যবহার ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

লৌকিক-আচার [স] *বি* সামাজিক রীতি। 'নানাবিধ লৌকিক-আচার ধর্ম্মের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া পড়ে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

লৌকিক জ্ঞান [স] *বি* পার্থিব জ্ঞান। 'পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জ্ঞান অথবা অন্য২ লৌকিক জ্ঞান জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

লৌকিকত *বিণ* ভদ্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লৌকিকতা [স] **১** *বি* ভদ্রতা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* উপহার; বাড়তি অর্থ। 'লৌকিকতা না লইবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **৩** *বি* গ্রাচুয়িটি; কর্মের জন্যে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা। *ডানকান*, ১৭৮৫। **৪** *বি* সামাজিকতা। 'পুরুষের অধীন বলেই লৌকিকতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে তাঁরা পুরুষদের লঙ্ঘন করে আনন্দ পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লৌকিক ভাষা [স] *বি* লোকসাধারণের মুখের ভাষা। 'লৌকিক ভাষা এই সাধুভাষার অন্তর্ভূত, বহির্ভূত নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

লৌকিক যোগ [স] *বি* লোকায়ত যোগ। 'একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লৌকিক সত্য [স] *বি* আচারগত সত্য। 'তারও তো সামাজিক সত্য, লৌকিক সত্য, সাময়িক সত্য।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লৌকীক [স লৌকিক] *বি* লোকভাষা। 'লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লৌক্য ধরন [স লোক>] *বি* ভদ্রতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লৌহ *বি* লোহা। 'লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ-বিলক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লৌহকটাহ [স] *বি* লোহার তৈরি কড়াই। 'সমাজের লৌহকটাহের নিম্নে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লৌহকঠিন [স] *বিণ* অত্যন্ত শক্ত। 'লৌহকঠিন পাথরের মূর্তির মন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

লৌহকণ্ঠ [স] *বি* লোহার ঘণ্টার শব্দ। 'সময় মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রতি ঘণ্টায় লৌহকণ্ঠে বলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লৌহ-কবাট [স লৌহকপাট] *বি* লোহার দরজা। 'কারার ঐ লৌহ কবাট।' *নজরুল*, ১৯২২।

লৌহকীলক [স] *বি* লোহার শলাকা। 'শত্রুহস্তের লৌহকীলক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

লৌহগলন [স] *বিণ* লোহাকে গলিয়ে ফেলে এমন। 'তব লৌহগলন শৈলদলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

লৌহগোলক [স] *বি* লোহার তৈরি গোলক। 'লৌহগোলক নিক্ষেপ।' *বেগম*, ১৯৭০।

লৌহঘটিত [স] *বিণ* লোহা দ্বারা নির্মিত; লোহার তৈরি। 'মাঞ্চিষ্টর নগরের লৌহঘটিত রাস্তা।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

লৌহচুর [স লৌহচূর্ণ] *বি* লৌহচূর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লৌহডোর [স লৌহ+ডোর] *বি* দৃঢ় বন্ধন। 'তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লৌহতরী [স] *বি* লৌহনির্মিত জলযান। 'আজ শুভলগ্নে "সরোজিনী" বাষ্পীয় পোত তার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া ... যাত্রা করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

লৌহতুরঙ্গ [স] *বি* রেলগাড়ি। 'ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ ... যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লৌহদণ্ড [স] *বি* লোহার শলাকা। 'উত্তপ্ত লৌহদণ্ড হৃদয়মধ্যে প্রবেশিত হইলেও।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

লৌহদানব [স] *বি* লোহার তৈরি যন্ত্র। 'অগ্নিশ্বসিত সহস্রবাহু লৌহদানবের কারাগার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লৌহদৃঢ় [স] *বিণ* লোহার মতো মজবুত। 'আমি বলছি সে পথ হল ... লৌহদৃঢ় ঐক্য।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

লৌহনির্মিত [স] *বিণ* লোহার তৈরি। 'লৌহনির্মিত চ্যাপ্টা ধরনের তলদেশ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

লৌহপত্র [স] *বি* লোহার পাত। 'তাহা স্থূলবেধ ও সবিশেষ ঘাতসহ কাষ্ঠফলক ও লৌহপত্র দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

লৌহপাত্র [স] *বি* লোহার তৈরি পাত্র। 'যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লৌহপেটক [স] *বি* লোহার তৈরি পেটরা বা ঝাঁপি। 'আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লৌহ-ফলক [স] *বি* লোহার তৈরি ফলা। 'সবল পেশী ও শাণিত লৌহ-ফলকের মিলিত প্রয়াসে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

লৌহবর্ত্ম [স] *বি* রেললাইন। 'বাষ্পীয় রথের লৌহবর্ত্ম এতদ্দেশীয় পূর্ব্বকালীন লোকে মনেতেও কল্পনা করে নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

লৌহবর্ম [স] *বি* লোহার তৈরি দেহাবরণ। 'আমার স্বভাবের সঙ্গে লৌহবর্ম এঁটে দিতে কসুর করে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

লৌহ বল নিক্ষেপ *বি* লোহার গোলক নিক্ষেপের খেলা। 'লৌহ বল নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, দৈর্ঘ্যলম্ফ, উর্ধ্ব লম্ফ, দৌড়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

লৌহবাঁধা পথ *বি* রেললাইন। 'লৌহবাঁধা পথে অনলনিশ্বাসী রথে প্রবল ইংরেজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লৌহবেড়ি *বি* লৌহবেষ্টনী। 'লৌহবেড়ি যত যায় খুলে, তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কণবন্ধনে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লৌহময় [স] ১ *বিণ* লোহা দ্বারা নির্মিত। 'আড়েদিগে চল্লিশ ক্রোশ ও উচ্চে তিন ক্রোশ, এমন এক লৌহময় গড় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* কঠিন; দুর্গম। 'আর পিষে দিয়ে যাও তোমার এই লৌহময় পথটাকে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লৌহময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* লোহার মতো দৃঢ়। 'দারিদ্র্য নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় কারণ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

লৌহমর্ম [স] *বি* কঠোর হৃদয়। 'আমারও লৌহমর্মকে ব্যথা-কাঞ্চনের অরুণিমায় রাঙিয়ে তুলেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লৌহযন্ত্র [স] ১ *বি* নোঙর। 'একটা লৌহযন্ত্র নৌকাতে রসী বান্ধিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া আকর্ষণ করিলে চড়া ভাঙ্গিয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* লোহার নির্মিত যন্ত্র। 'লৌহযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া জ্ঞানপ্রচারের পথ করিয়া দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

লৌহযষ্টি [স] *বি* লোহার লাঠি। 'তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লৌহশলাকা [স] *বি* লোহার তৈরি শলাকা। 'সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যস্ত লৌহশলাকাগুলাই অনুভব করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লৌহশৃঙ্খল [স] *বি* লোহার শিকল। 'দুর্ভেদ্য লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আমরা অচল-প্রায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লৌহ সূচী [স] *বি* লোহার সুচ। 'নদীতরে বালুকা নাই – তৎপরিবর্ত্তে লৌহ সূচী সকল অগ্রভাগ উর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লৌহাস্ত্র [স] *বি* লোহার তৈরি অস্ত্র। 'শোনা যায় তাদের মধ্যেও লৌহাস্ত্র চালনার উদ্যোগ করা হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ল্যাংচানো *ক্রি* খোঁড়ানো। 'বুঝি ঠ্যাং যায় খোড়া ল্যাংচায় দেখে ত্যাংচায় ছেলে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ল্যাংড়া[1] *বি* খোঁড়া। 'ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ল্যাংড়া[2] *বি* আমের প্রকারবিশেষ। 'ল্যাংড়া আমের দরটা জেনে এসো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ল্যাং মারা *ক্রি* কৌশলে পা দিয়ে আঘাত করা। 'তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?' *নজরুল*, ১৯২৬।

ল্যাক *বি* লাক্ষা পোকার মধ। 'ল্যাক, লাক্ষা, হে লাক্ষা, তুলো, ইট মাটি অনেক কিছু নিয়েই হাত রগড়ানো গেল।' *জীবন*, ১৯৩১।

ল্যাকপ্যাক *বি* দোলায়মান অবস্থা। 'ল্যাকপ্যাক করছিস যে মাল খেয়ে নেমেছিস নাকি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ল্যাঙট *বি* কৌপিন; নেংটি। 'কোমরে ল্যাঙট আঁটিয়া সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত করিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ল্যাজ [স লঞ্জ] *বি* লেজ। 'শূকরের ল্যাজ কেটে আনিয়াছে ডোম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ল্যাজ ফোলানো *ক্রি* তোষামোদের মাধ্যমে অহঙ্কার বাড়ানো। 'মোসাহেবরা "হুজুর! কলকেতায় অ্যামন বিয়ে হয়নি হবে না" বলে বাবুর ল্যাজ ফোলাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ল্যাজা-মুড়ো ১ *বি* লেজ ও মাথা। 'তখন গ্রহনক্ষত্রে ল্যাজামুড়োর প্রভেদ থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* আগামাথা। 'এই দলের লোকই হচ্ছেন আমাদের পলিটিক্সের ল্যাজা-মুড়ো দুইই।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

ল্যাজে-গোবরে *বিণ* বিপর্যস্ত। 'কর্তারা অর্থাৎ ভদ্দরলোকেরা হয়ে গেলেন ঐ যাকে বলে একেবারে ল্যাজে-গোবরে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ল্যাজা *বি* বল্লম জাতীয় অস্ত্রবিশেষ। 'জানলা দিয়ে ল্যাজা ছুঁড়ে মারে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ল্যাটা *বি* ঝামেলা। 'পান করলেই ল্যাটা চুকে যেত।' *অবন*, ১৯২৫।

ল্যাটিচ্যুড [ই] *বি* অক্ষাংশ। 'সাঁইতিরিশ ডিগ্রি দক্ষিণ ল্যাটিচ্যুড, পুবে বিশ লংগিচ্যুড বরাবর চলছে জাহাজ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ল্যাটিন [ই] *বি* প্রাচীন রোমান জাতির ভাষা। 'ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষার সেই সম্বন্ধ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

ল্যাটিনিজম [ই] *বি* ল্যাটিনবাদিতা; ল্যাটিন-অনুরাগ। 'পদে ও বাক্যে ল্যাটিনিজমের আমদানি ইংরেজির ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ল্যাঠা[1] ১ *বি* ঝামেলা। 'ল্যাঠা চুকিয়া গেল।' *প্রমথ*, ১৮৯০। ২ *বি* সংকট। 'মৃত্যুদণ্ড হলে তো সব ল্যাঠা চুকেই গেল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ল্যাঠা চুকা *ক্রি* সমস্যার সমাধান হওয়া। 'কষ্টে-সৃষ্টে যদি বা তিনটার যোগাড় হয়ও, তবু ল্যাঠা চুকে না।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ল্যাঠা[2] *বি* মাছবিশেষ। 'খলসে আর ল্যাঠা মাছই বেশি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ল্যাণ্ডলর্ড [ই] *বি* বাড়িওয়ালা। 'বিড়াল খুঁজবার ভান করে ল্যাণ্ডলর্ড তার দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকেই চেঁচিয়ে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে তুললো।' *হাই*, ১৯৫৮।

ল্যাণ্ডলেডি, ল্যাণ্ডলেডী [ই] *বি স্ত্রী* বাড়িওয়ালি। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাণ্ডলেডি দেখে ঘর ভাড়া করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'এই ভাড়ার ঘরের কর্ত্রীকে ল্যাণ্ডলেডী বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ল্যাণ্ডস্কেপ, ল্যাণ্ডসকেপ [ই] *বি* প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রকলা। 'কোনো ছবিটা হল ল্যাণ্ডস্কেপ, কোনোটা পোর্ট্রেট।' *অবন*, ১৯২৫; 'এত অল্পায়াসে ল্যাণ্ডসকেপ ফুটাইয়া তোলা।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

ল্যাদা *বি* বিষ্ঠা। 'তামুক ত না, একেবারে ঘোড়ার ল্যাদা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ল্যান্টার্ন [ই] *বি* লণ্ঠন। 'নতুন ল্যান্টার্ন জ্বালিয়ে চিরটা কাল আঁধারে ও রোদে ...।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

ল্যাপটানো [স লিপ্>] ১ *বিণ* জড়িয়ে আছে এমন। 'শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপটানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* ছড়িয়ে থাকা। 'কপালে ল্যাপটানো শণের মতো হালকা চুল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ল্যাবরেটরি, ল্যাবরেটারি [ই] *বি* গবেষণাগার। 'কোনোরকম শিক্ষাগার হাসপাতাল ল্যাবরেটারি ... কিংবা আর্ট ইস্কুলের রঙের বাটির মধ্যে জন্মায়নি।' *অবন*, ১৯২৫; 'আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ল্যাবেন্ডিশ *বি* অলস প্রকৃতির লোক। 'ল্যাবেন্ডিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ল্যাবেন্ডিসি *বিণ* ঢিলেমিযুক্ত। 'ল্যাবেন্ডিসি নড়বড়ে চাল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ল্যাবেল [ই] *বি* শিশি, বোতল বা জিনিসপত্রের উপর লাগানো বস্তুর পরিচয়পত্র। 'প্রেসিডেন্সি মেডিকেল হল ল্যাবেল দেওয়া একটী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফায়েল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ল্যাভেটরি, ল্যাভেটারি [ই] *বি* হাতমুখ ধোয়ার ও মলমূত্র ত্যাগ করার ঘরবিশেষ। 'যেন ল্যাভেটারিতেও, ইলেকট্রিক বাথের গায়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩২; 'মতি ল্যাভেটরিতে ঢুকিয়া গেল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ল্যাভেন্ডার [ই] *বি* সুগন্ধী ফুল ও সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহৃত ঐ ফুলের তেল। 'পোমেটম, ল্যাভেন্ডার ও আতর মেখে বৈটকখানায় বার দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ল্যাম্প [ই] *বি* বাতি; কুপি। 'প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প।' *রবীন্দ্র* ১৮৯৮।

ল্যাম্পপোস্ট, ল্যাম্পপোষ্ট, ল্যাম্পোস্ট [ই] *বি* বৈদ্যুতিক বা গ্যা বাতির থাম। 'ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়াইয়া চিঠি লিখিতে লাগিল *নজরুল*, ১৯৩১; 'পলাশফুলের ডগায় ডগায়, ল্যাম্পপোষ্টের উঁ কোণটায়।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'ল্যাম্পোস্টের ঝাপসা আলো *শামসুর*, ১৯৭০; 'চোখ টেপে ল্যাম্পোস্ট।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ

শ [স শত] *বিণ* শত; একশো। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ডেড় ভরি আফিম, ডেড় শ ছিলিম গাঁজা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শঅ [স শত] *বিণ* শত; একশো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শও [স শত] *বিণ* শত। 'তেরো বিঘা ১৪০০ শও তঙ্কার রাখিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

শওগাত [তু সওগাত] *বি* উপহার। 'তৎকালিন ছোলেমান বিস্তর শওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

শওদাগর [ফা সওদাগর] *বি* বণিক। 'অনেক দেশীয় শওদাগর ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শওদাগরী [ফা সওদাগর>] *বিণ* ব্যবসায় সংক্রান্ত। 'শওদাগরী ঘোড়া অত্যল্প বিক্রয় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শংখ [স শঙ্খ] *বি* সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষের খোলস, যা বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'শংখ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শংখ করতাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। দ্র **শঙ্খ**

শংখচুর [স শঙ্খচূর্ণ] *বিণ* চূর্ণ-বিচূর্ণ। 'বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শংখবনিক [স শঙ্খবণিক] *বি* সম্প্রদায়বিশেষ। 'শংখবণিক ১৮০০ জন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শংসন [স] *বি* কথন; বাক্য। 'শূন্যা এত শংসন শ্বসনসুত ভাষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শঁশা [স শস্য>] *বি* শসা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শক[1] [স] *বি* শালিবাহন বা শক রাজা কর্তৃক প্রচলিত ভারতীয় বর্ষপঞ্জিবিশেষ। 'চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শকাব্দ [স] *বি* শালিবহন বা শক রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত সাল। 'ইহার মধ্যে ১৭২৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত গত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শকাব্দা, শকাব্দাঃ [স] *বি* শকাব্দ; শালিবহন বা শক রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত সাল। 'শালিবাহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকাব্দাঃ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'শকাব্দা।' *হুতোম*, ১৮৬২।

শক[2] [স] *বি* মধ্য এশিয়ার একটি প্রাচীন জাতি। 'যবন কিরাত শক আগুদলে উজবক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শক[3] [আ শওখ] *বি* শখ। **শকের যাত্রা** *বি* শখের যাত্রা। 'নেড়ীর গান শকের যাত্রা খেঁউড় গীত শুনিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শক[4] [ই] **১** *বি* বিদ্যুৎ ইত্যাদির আকস্মিক আঘাত। 'ইলেকট্রিক ব্যাটারির শক লাগাইয়া দিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'কি হয়েছিল, শক খেয়েছিলে নাকি?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯। **২** *বি* শোক-দুঃখ ইত্যাদির ফলে আকস্মিকভাবে মারাত্মক মানসিক আঘাত। 'নির্জলা সত্যি বললে শক খেতে পারে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

শক খাওয়া *ক্রি* বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া। 'কি হয়েছিল, শক খেয়েছিলে নাকি?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

শক লাগা *ক্রি* বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া। 'ইলেকট্রিক ব্যাটারির শক লাগাইয়া দিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শকট [স] **১** *বি* গাড়ি। 'আজি শকট আমি ভাঙ্গিব পদ-ঘায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* যুদ্ধযান। 'দেখিয়াছি নিকটে লাক লাক শকটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শকটকার [স] *বি* গাড়িচালক। 'শকটকারের নিকট, তাহাদের ব্যবসায় শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শকটবাহী [স] *বিণ* গাড়ি টানে এমন। 'আমাদের শকটবাহী ঘোটকের সহোদর নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

শকটারোহণ [স] *বি* গাড়িতে চড়া। 'তিনি যেমন দেশ দিয়া শকটারোহণে চলিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শকটিকা [স] *বি* ছোটো গাড়ি। 'শকটিকা – থাক সে পড়ে শব্দ হবে জোর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শকত [স শক্তি] *বি* বল; শক্তি। 'শকত আছিল নাঅ এখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শকতি, শকতী [স শক্তি] **১** *বি* শক্তি। 'চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণশকতি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোহ্মার আন্তরে তাক করিবোঁ শকতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সামর্থ্য। 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শকরকন্দ [ফা শক্কর+স কন্দ] *বি* মিষ্টি আলু। 'এইরকমের কৃষি কবিতা ওলকপি, গোল আলু, লাউশাক, শকরকন্দ যার সম্বন্ধে খুশি লিখতে পারেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

শকরা [ফা শকর] *বি* শর্করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শকা [স] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... শকা আভীরী শ্রবন্তী দ্রাবিড়ী ঔড্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহিলক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শকাব্দ দ্র **শক**[1]

শকুন [স] *বি* বৃহৎ আকারের পাখিবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শকুনি [স] **১** *বি* শকুন নামক বৃহদাকার পাখি। 'এই সময়ে তাহারা, উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, দেখিতে পাইল, কতকগুলি কাক ও শকুনি তাহাদের মস্তকের উপর উড়িতেছে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বিণ* শকুনের মতো। 'ওই শকুনি মুখ দেখলে আর ওই শয়তানি কথা শুনলে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শকুনী [স] *বি স্ত্রী* শকুন পাখি। 'যেখানে খোকার শব/ শকুনীরা ব্যবচ্ছেদ করে।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

শকুন্ত *বি* পাখিবিশেষ। 'সাগর-শকুন্তসম উল্লাসের রবে।' *জীবন*, ১৯২৭।

শকুল [স] *বি* শোল মাছ। 'হয়্যা মীন প্রবীণ শকুলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শক্কর [ফা] *বি* শর্করা। 'বৃক্ষ হন্তে সৃজে ফল শহদ শক্কর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শক্ত [স] **১** *বিণ* অনুরক্ত। 'যে কোন কর্ম্মে আমার উপকার দর্শে তাহাতেই আমি শক্ত।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* কঠিন; মজবুত। 'সে এমন কানোড়া হবার যোগ্য না বাঁশ থাকিয়া কঞ্চি শক্ত।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বিণ* অবিচলিত; দৃঢ়। 'এই যে লোক যে ভবিতব্য নিবারণে শক্ত নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বিণ* সমর্থ; সক্ষম। 'ছানা ভাল উড়িতে শক্ত হইবার পূর্ব্বে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৫** *বিণ* দুরারোগ্য। 'পীড়াটা কিছু খাটো নয় শক্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৬** *বিণ* কষ্টকর। 'এই সকল কথা আমাকে অতি শক্ত লাগিয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৭** *বিণ* দুঃসাধ্য। 'সহজ কবিতা লেখাই শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'চেনা শক্ত।'

AMARBOI.COM

রবীন্দ্র, ১৯১১। ৮ *বিণ* অসম্ভব। 'শিশুটির মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৯ *বিণ* অসঙ্গত। 'এই বানরটার উপর রাগ করাও শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ১০ *বিণ* দৃঢ়। 'সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ১১ *বিণ* দুর্বোধ্য। 'এটা কিছু শক্ত ঠেকছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ১২ *বিণ* কড়া। 'শ্বশুরকে শক্ত কথা বলিতে পারিতেছিল না।' *মনসুর*, ১৯৫৫। ১৩ *বিণ* তীব্র। 'তবু প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাহাতে শক্ত হয়, সেটা বিরোধীদলকে দেখিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

শক্ত শক্ত *বিণ* কঠিন। 'কোন রাজা কোন সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছে ... এই সকল শক্ত শক্ত ফলের আঁঠিগুলি তাহাদের গিলিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শক্তসমর্থ [স] *বিণ* শক্তিশালী। 'সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শক্তসামর্থ্য *বিণ* কর্মক্ষম। 'রোগা লম্বা শক্তসামর্থ্য মানুষটি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

শক্ত হওয়া ১ *ক্রি* কঠিনরূপ ধারণ করা। 'পুরাতনের মধ্যে জমে শক্ত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* সতেজ হওয়া। 'তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শক্তাই [স শক্ত>] *বি* দৃঢ়তা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তোরে খব রূপে শক্তাই না করিলে টাকা দিবি না।' *কেরি*, ১৮০২।

শক্তি[১] [স] ১ *বি* বৌদ্ধ মহাযানী দেবীবিশেষ। 'নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খটে।' *চর্যা* ১১, ১২০০। ২ *বি* হিন্দুদেবী কালী। 'ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শক্তিতত্ত্ব [স] *বি* ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান। 'আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শক্তিপূজা [স] *বি* হিন্দুদেবী চণ্ডী বা কালীর পূজা। 'শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শক্তিমন্ত্র [স] *বি* হিন্দু দেবী চণ্ডী বা কালীর মন্ত্র। 'শক্তিমন্ত্রে শক্তিময়ী/ আমি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শক্তিসাধক [স] *বি* হিন্দু দেবী কালীর উপাসক। '(তাই) শক্তিসাধক রাখে তোরে/ ভক্তিডোরে বেঁধে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শক্তিসাধনা [স] *বি* হিন্দু দেবী কালীর সাধনা। 'তন্ত্রের ভোগসাধনার কবিও যথেষ্ট আছে, শক্তিসাধনার কবিও আছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

শক্তী [স শক্তি] *বি* হিন্দু দেবী চণ্ডী। 'ষড়্‌গুণধারিণী ষড়সী শক্তী রূপিনী সতি সত্য-সনাতনী সংসারসরণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শক্ত্যাবেশ [স শক্তি-আবেশ] *বি* হিন্দু দেবী চণ্ডীর আবেশ। 'শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এমত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শক্তি[২] [স] ১ *বি* ক্ষমতা; বল। 'এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সামর্থ্য। 'বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* জোর। 'শক্তি রাখিবেন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৪ *বি* বলপ্রয়োগ। 'নানা প্রকারে যে নিষ্ঠুরতা ও শক্তি করিত।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৫ *বি* সাহস। 'এই জন্য আশা যেখানে নাই, শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৬ *বি* সহযোগিতা। 'স্ত্রীপুরুষগত প্রেমের ন্যায় প্রবল শক্তি আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ৭ *বি* প্রেরণা। 'যে মূলভাবে গ্রীক সভ্যতায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল তাহা যেন রিক্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল, আর কোনো নূতন শক্তি আসিয়া তাহাকে বলদান অথবা তাহার স্থান অধিকার করিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শক্তিকবচ [স] *বি* যে কবচ অঙ্গে ধারণ করলে শরীরে অফুরন্ত শক্তি মেলে বলে বিশ্বাস করা হয়। 'কোনো দেশ নিজের সর্বাঙ্গে শক্তিকবচ ধারণ করিয়া জয়ী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শক্তি করা *ক্রি* বল প্রয়োগ করা। 'প্রজার উপর নিতান্ত শক্তি করিতে এক কালিন গ্রাম নিস্প্রদীপ হয়।' *রামরাম*, ১৮০২।

শক্তিকেন্দ্র [স] *বি* শক্তির উৎস। 'এ বেগবান আন্দোলনের শক্তিকেন্দ্র হিসাবে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

শক্তিক্ষয় [স] *বি* শক্তি কমে যাওয়া। '... রাজ্যের শক্তিক্ষয় ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

শক্তিচর্চা [স] *বি* ক্ষমতার অনুশীলন। 'শরীর গঠন আর শক্তিচর্চাকে পরম ও চরম করিয়া তুলিয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

শক্তিচালিত [স] *বিণ* শক্তির দ্বারা চলে এমন। 'এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শক্তিত্ব [স] *বি* সামর্থ্য। 'কাপ্তানের ব্যক্তিত্ব আর শক্তিত্ব।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

শক্তিদম্ভ [স] *বি* ক্ষমতার অহংকার। 'শক্তিদম্ভ জয়স্তম্ভ তুলিছে আকাশ ফুঁড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শক্তিদাতা [স] *বি* শক্তি দানকারী ঈশ্বর। 'বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শক্তিধর [স] *বি* শক্তিমান। 'হরিলেন সর্ব চিত্ত সর্ব শক্তিধর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শক্তিধর্ম [স] *বি* বলপ্রয়োগের নীতি। 'দেশে যদি শক্তিধর্মকেই প্রচার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শক্তিধারী [স] *বি* শক্তিমান। 'আমায় কবজায় আনবার শক্তি ওই অনন্ত অসীম শক্তিধারীর নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শক্তিপুঞ্জ [স] *বি* সামরিকশক্তি আছে এমন দেশ। 'এই যন্ত্রদ্বয় যুধ্যমান শক্তিপুঞ্জের মহোপকার সংসাধন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শক্তিপূজক [স] *বিণ* শক্তির পূজারী। 'হিংস্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক এমন সকল তর্ক শক্তিপূজক য়ুরোপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শক্তিপ্রয়োগ [স] *বি* সামরিক হস্তক্ষেপ। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

শক্তিপ্রসাদ [স] *বি* শক্তিরূপ অনুগ্রহ। 'তোর শক্তিপ্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর সেনা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শক্তিবর [স] *বি* শক্তির আশীর্বাদ। 'হায় কাহারে দিবে শক্তিবর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শক্তিবান [স] *বিণ* শক্তি আছে এমন; বলবান। 'বণিকদিগের মেরুদণ্ড রাজশক্তিতে শক্তিবান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শক্তিবিহীন [স] *বিণ* দুর্বল। 'শক্তিবিহীন ব'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

শক্তিবৃদ্ধি [স] *বি* ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া। 'দলবৃদ্ধি শক্তিবৃদ্ধির উপায় মনে করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শক্তিবেগ [স] *বি* শক্তির গতি। 'সে শক্তি দিয়ে আর একটা শক্তিবেগ প্রতিহত করতে চাইলে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শক্তিভাণ্ডার [স] *বি* শক্তির আধার। 'বিশ্বের শক্তিভাণ্ডার তাহাকে লুট করিয়া লইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শক্তিমতী [স] *বিণ স্ত্রী* শক্তিশালী। 'যেমন আমি শক্তিমতী, তেমনি হও, সর্বসহ আমার পতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'শারীরিক শক্তি চর্চা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন দিয়ে শক্তিমতী হতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

শক্তিমত্তা [স] *বিণ* বলবান। 'শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শক্তিমদমত্ত [স] *বিণ* ক্ষমতার মোহে উন্মত্ত। 'শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী ধনদৃপ্ত পশ্চিমের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শক্তিমন্ত [স] *বিণ* শক্তি প্রকাশ পায় এমন। 'শক্তিমন্ত রচনা তারও অবশ্য শ্রী আছে।' *অবন*, ১৯২৫।

শক্তিময় [স] *বি* সর্বশক্তিমান। 'কেউ বলেছে এ হচ্ছে শক্তিময়ের খেয়াল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শক্তিময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* বলসম্পন্ন। 'দেখিবি আসবে ফিরে শক্তিময়ী আবার হেথাই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শক্তিমাতাল [স] *বিণ* আপন বলের প্রভাবে মত্ত। 'উগ্রাদিত্য – শক্তিমাতাল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শক্তিমান [স] **১** *বিণ* বলবান। 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* চিন্তা ও চেতনায় সবল ব্যক্তি। 'সৌন্দর্যচেতনা সত্যি-সত্যি অশক্তের নয়, শক্তিমানেরই ব্যাপার।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

শক্তিমান্দ্য [স] *বি* শক্তির ঘাটতি। 'এর পর থেকে একটু যেন শক্তিমান্দ্য ঘটেছে গানের ভাষায়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

শক্তিযুক্ত [স] *বিণ* শক্তিসম্পন্ন। 'বিপর্য্যস্তভাব ধারণ করাইবার শক্তিযুক্ত সবেগ দ্রুতসঞ্চালন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শক্তিরূপ [স] **১** *বি* শক্তিশালিতা। 'শক্তিরূপ হেরো তাঁর, আনন্দিত, অতন্দ্রিত, ভূর্লোকে ভুবর্লোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। **২** *বি* শক্তির অবয়ব। 'মানুষের প্রতিভার প্রেরণায় তার যত কিছু শক্তি সামর্থ্য চালিত হয়ে এই দুই পথ ধরে শক্তিরূপ ও স্মৃতিরূপ পেয়ে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

শক্তিলোভী [স] *বিণ* ক্ষমতার জন্য লোলুপ। 'অভাবিত নয় কিছু শক্তিলোভী সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে।' *সিকান্দার*, ১৯৬১।

শক্তি-শরণী [স] *বি স্ত্রী* সাহসদাত্রী। 'অন্তরের অন্তরীক্ষে ছায়ামগ্না যে শক্তি-শরণী।' *হোসেন*, ১৯৪০।

শক্তিশালী **১** *বিণ* ক্ষমতাবান। 'অসীম শক্তিশালী ভগবানের বিচিত্র লীলারহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে ... অসমর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* প্রভাবশালী। 'কেপলারের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এবং শক্তিশালী বন্ধুদিগের প্রভাবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৩** *বিণ* বলবান। 'নিজের দল শক্তিশালী করিতে চেষ্টিত।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

শক্তিশেল [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামায়ণে উল্লিখিত এক প্রকার মারণাস্ত্র। 'জ্বলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহারমূর্ত্তি ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শক্তিসংযোগ [স] *বি* বলপ্রয়োগ। 'সে সমস্ত শক্তিসংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শক্তিসঞ্চয় [স] *বি* বলবৃদ্ধি। 'শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শক্তিসত্তা [স] *বি* শক্তির অস্তিত্ব। 'উদ্ভিদবিদ্যা ও পশ্বাদি পরিচয়বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন ... অবিশ্রান্তরূপে শক্তিসত্তা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শক্তিসম্পন্ন [স] *বিণ* বলশালী। 'ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রখরশক্তিসম্পন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শক্তিসাপেক্ষ [স] *বিণ* সামর্থ্যনির্ভর। 'সৌন্দর্য অনেকটা তাঁহার উপমাদি অলংকার প্রয়োগের শক্তিসাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

শক্তি-সামর্থ্য [স] *বি* শক্তি ও ক্ষমতা। 'নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য আর ঈমানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

শক্তি স্বরূপা [স] *বি স্ত্রী* শক্তির প্রতীক। 'জয়তী বিপ্লবীদের শক্তি স্বরূপা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শক্তিহীন [স] **১** *বিণ* দুর্বল। 'বিশেষভাবে শক্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* অক্ষম। 'যে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৩** *বিণ* অসমর্থ। 'কলকারখানা এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শক্তিহীনতা [স] **১** *বি* দুর্বলতা। 'এই শক্তিহীনতা আমাদের নিজের কর্ত্তব্যে যেমন পরমুখাপেক্ষী করিতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০৩। **২** *বি* শক্তি হারিয়ে যাওয়া। 'বুঝিব, তাহার শক্তিহীনতা ঘটিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শক্তিহীনা [স] *বি স্ত্রী* শক্তি নেই যার। 'মা মা ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার দ্বারে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শক্তের ভক্ত নরমের যম – প্রবলের প্রতি বিনীত এবং দুর্বলের প্রতি বিক্রম প্রকাশ। *বাসনা*, ১৯০৯।

শক্ত্যনুসারে [স শক্তি-অনুসারে] *ক্রিবিণ* সামর্থ্য অনুসারে। 'আমারদিগের স্বীয় শক্ত্যনুসারে ছাপার বিষয়ে পরিশ্রম করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

শক্তি[২] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'পুরুষোত্তম শক্তি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শক্তু [স] *বি* ছাতু। 'শক্ত পাহাড় হচ্ছে গুঁড়া শক্তুসম পলে পলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শক্য [স] **১** *বিণ* সমর্থ। 'তাহারা নগরস্থায়ি হইতে অপারক পূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিতে শক্য হইবেন না।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* সাধনযোগ্য। 'পত্র নিয়মিত প্রকটিত করিতে শক্য হইব।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* দায়িত্ব পালনে সক্ষম। 'পূর্ব্ব সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দীর্ঘায়ু প্রদানে শক্য হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

শক্র [স] *বি* ইন্দ্র। 'শক্রের ধনু যেহ্ন উঠিল আকাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শক্রধনু [স] *বি* ইন্দ্রধনু। 'স্বর্ণবর্ণ শক্রধনু – রতনে খচিত তনু।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শক্রাসন [স] *বি* ইন্দ্রের আসন। 'যেন ঐরাবতে শক্রাসন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শখ [আ শওক] *বি* পছন্দ। 'আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল জনতা শুনিয়া শখ করিয়া আসিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শখ-সাবুদ [আ শওক-সুবুদ] *বি* আমোদ-আহ্লাদ। 'ওদের আছে তিনরকম পালাপার্বণ আর শখ-সাবুদ।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

শখের দুঃখ *বি* স্বেচ্ছায় কষ্টভোগ। 'শখের দুঃখ করা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শগুনি [স শকুনি] *বি* শকুন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শঙ্কর [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'বিরিঞ্চি শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণ-জয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শংকরপন্থী [স শঙ্কর+হি পন্থী] *বিণ* (হিন্দুধর্ম) শংকরের অনুসারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শংকরপন্থী বৈদান্তিক নই।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

শঙ্করী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'শঙ্করী শূলিনী কালী গলে দোলে মুণ্ডমালি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শঙ্করীমানিতা [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) শঙ্করীর আশ্রিতা। 'নিকেতনে লগ্যা গেল শঙ্করীমানিতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শঙ্করচিনা *বি* একপ্রকার ধান ও তার চাল। 'কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল।' *ভারত*, ১৭৬০।

শঙ্করা *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'এটা আড় খেম্‌টা আর রাগিণী শঙ্করা।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

শঙ্কা[1] [স শঙ্ক>] *ক্রি* ভয় পাওয়া। **শঙ্কিআঁ** *ক্রি* আশঙ্কা ক'রে। 'তোহ্মার পতি শঙ্কিআঁ রচয়ে শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শঙ্কে** *ক্রি* শঙ্কা করে। 'দেহে বিষম শঙ্কে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শঙ্কা[2] [স] ১ *বি* আশঙ্কা। 'আহ্মে সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করিহ শঙ্কা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ভয়। 'ডাকিনী শাকিনীর হৈতে শঙ্কা উপজিত চিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শঙ্কা ও অনুগ্রহ ও প্রত্যুপকার ও স্বার্থ ব্যতিরেকে ...।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

শঙ্কাকুল [স] *বিণ* আতঙ্কিত। 'আমার নিমিত্ত নিরন্তর ব্যাকুল ও শঙ্কাকুল থাক।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শঙ্কাতুর [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শঙ্কাত্রাস [স] *বি* ভয়ভীতি। 'তাই তারা বিহ্বল হয় না, শঙ্কাত্রাসে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে না।' *শওকত*, ১৯৬২।

শঙ্কাধরানো *বিণ* ভীতি সৃষ্টি করে এমন। 'পাট দিয়ে হারিকেন কিংবা পিদিমের শঙ্কাধরানো লাল আলো।' *হাসান*, ১৯৬২।

শঙ্কানাশন [স] *বিণ* ভয় নাশকারী। 'শঙ্কানাশন জাগো নারায়ণ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শঙ্কান্বিত [স] *বিণ* ভীত; শঙ্কিত। 'ইঙ্গরাজের সৈন্য শঙ্কান্বিত হইল।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শঙ্কাযুক্ত [স] *বিণ* সংশয় আছে এমন। 'তৎপ্রযুক্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসি লোকেরদিগের নিকট গমনাগমন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

শঙ্কাহরণ [স] ১ *বি* ভয় দূরীকরণ। 'বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* শঙ্কা দূরকারী। 'শঙ্কাহরণ অভয়মন্ত্র শোন শোন কান পাতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শঙ্কাহারা [স শঙ্কা+হারা] *বিণ* ভয়শূন্য। 'দিয়ে যায় পরিচয় শঙ্কাহারা কুণ্ঠাহীন মনে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শঙ্কাহীন [স] *বিণ* সংশয়হীন; নিঃশঙ্ক। 'পাঁকের উর্ধ্বে ফুটিল ফুল/ শঙ্কাহীন নগ্নতায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শঙ্কিত [স] *বিণ* ভীত। 'তাবৎ লোকেই শঙ্কিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শঙ্কিতচিত [স শঙ্কিত-চিত্ত] *বিণ* ভয়ার্ত চিত্তবিশিষ্ট। 'মোহমলিন অতি দুর্দিন শঙ্কিতচিত-পান্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শঙ্কিতহৃদয় [স] *বিণ* ভীত হৃদয়ের অধিকারী। 'উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় মৃন্ময়ী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শঙ্কিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ভীত। 'অমঙ্গল ডেকে নিয়ে আসবে ভেবে শঙ্কিতা হয়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

শঙ্কিল [স] *বিণ* বিপজ্জনক। 'চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট/ ঘন-ঘন-ঝন-ঝন বজর নিপাত।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

শঙ্কু [স] *বি* কীলক। 'ঐ ঘড়ির শঙ্কু, বাকসমধ্য হইতে অনবরতনির্গত জল বিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শঙ্কুপট্ট [স] *বি* সূর্যঘড়ি। 'বেলা বোধনার্থ একটি প্রকৃত শঙ্কুপ ব্যবস্থাপিত ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শঙ্কেতবেণু [স সঙ্কেতবেণু] *বি* ইশারা জ্ঞাপক বাঁশি। 'তোহ্মার শঙ্কেতবে বাজাএ যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শঙ্খ [স] ১ *বি* শামুক জাতীয় শক্ত খোলসবিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণী, য উচ্চধ্বনি সৃষ্টি করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। 'যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শঙ্খের খোলস দিয়ে তৈরি চুড়িবিশেষ; শাঁখা। 'দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতে মল বক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। দ্র **শংখ**

শঙ্খকর [স] *বি* শঙ্খের খোলস দিয়ে তৈরি চুড়িবিশেষ; শাঁখা 'সোনালী সহিত পলা শঙ্খকর করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শঙ্খকার [স] *বি* শঙ্খের খোলস দিয়ে চুড়ি তৈরি ও তা বিপণ পেশার সঙ্গে যুক্ত সম্প্রদায়বিশেষ; শাঁখারি। 'কাংস্যকার, শঙ্খকার .. কারুক, তৈলিক, মোদক, নাপিত, তন্তুবায়, প্রভৃতি ব্যক্তি।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭৪।

শঙ্খঘণ্টা [স] *বি* শঙ্খ এবং ঘণ্টা বাজানোর শব্দ। 'শঙ্খঘণ্ ক্ষণপরে দূর মন্দিরের ঘরে প্রচারিছে শিবের পূজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০

শঙ্খচক্র [স] *বি* শঙ্খ ও চক্র। 'কালিদাসের যুগে দ্বারে আঁক থাকতো ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন যেমন শঙ্খচক্র – হেথায় কেকটাস। *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শঙ্খচক্রধারী [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) শঙ্খ ও চক্র ধারণকারী 'বাল্মীকি দেখিলেন সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী সরসিজাসন ... শঙ্খচক্রধারী মুরারি বিরাজ করিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শঙ্খচক্র রেখা [স] *বি* শঙ্খনাগের ফণার মতো রেখা। 'বাহুমূলে শঙ্খচক্র রেখা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শঙ্খচিতি *বি* বিষাক্ত সাপবিশেষ। 'সাপগুলি প্রত্যেকটা বিষাক্ত করাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

শঙ্খচিল [স] *বি* সাদা বুকের একরকম চিল। 'দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদতলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শঙ্খচূড় [স শঙ্খচূড়া] *বি* এক প্রকার সাপ। 'বোড়া চিতা শঙ্খচূ সুঁচে ব্রহ্মজাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

শঙ্খচুর [স শঙ্খচূর্ণ] *বিণ* চুরমার; চূর্ণ। 'বাহুর বলয়া মো করিবে শঙ্খচুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শঙ্খধবল *বিণ* শঙ্খের মতো সাদা। 'শঙ্খ-ধবল গৃহটি আমার কীলকবদ্ধ কবাট তাহে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শঙ্খধ্বনি [স] *বি* মঙ্গলসূচক শঙ্খের ধ্বনি। 'বিবাহকর্ম্মে মঙ্গলা শঙ্খধ্বনি করিতে হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শঙ্খনাদ [স] ১ *বি* এক জাতের ধান। 'শঙ্খনাদ নাউফলা পরি সাজাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* শাঁখ বাজানোর শব্দ। 'রণবাদ শঙ্খনাদ, ও হুহুঙ্কারধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শঙ্খবণিক [স] *বি* শাঁখারি। 'শঙ্খবণিকের করাত যেমন।' *দ্বিজ* ১৬০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শঙ্খবলয় [স] *বি* শাঁখা। 'তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শঙ্খবান্যা [স শঙ্খবণিক] *বি* শঙ্খ ব্যবসায়ী। 'শঙ্খবান্যা কাটে শঙ্খ কেহ তার করে রঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শঙ্খমাজা *বিণ* মাজা শঙ্খের মতো মসৃণ। 'শঙ্খমাজা স্তন দুটি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

শঙ্খমালা *বি* রূপকথার নায়িকা চরিত্রবিশেষ। 'শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার কাঁকন বাজিত।' *জীবন*, ১৯৩২।

শঙ্খ-রব [স] *বি* শঙ্খধ্বনি। 'ধর্ম যবে শঙ্খ-রবে করিবে আহ্বান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শঙ্খলতা [স] *বি* শঙ্খের আদলে খোদাই করা লতার মতো নকশাবিশেষ। 'কতকালের লেখা শঙ্খলতার পাড় হংস-মিথুনের ছবি ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শঙ্খ-শাদা [স শঙ্খ+শাদা] *বি* শঙ্খের মতো সাদা। 'শিউলি-শাদা আর শঙ্খ-শাদা একই শাদা নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

শঙ্খশুভ্র [স] *বিণ* শঙ্খের মতো সাদা। 'শঙ্খশুভ্র বাহু মেয়েটির।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শঙ্খ-সমাধি [স] *বি* শঙ্খ দিয়ে বানানো সমাধি। 'দেখে মনে হয়, এটা বুঝি একটা শঙ্খ-সমাধি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শঙ্খস্তন [স] *বি* শঙ্খের মতো স্তন। 'শিয়রেতে ক্রটিহীন, তবু তার দুই শঙ্খস্তনে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

শঙ্খালঙ্কার [স] *বি* শঙ্খ দিয়ে তৈরি গহনা। 'পূর্ব্বে কেবল শঙ্খালঙ্কার শ্রেয়োমধ্যে গণ্য ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শঙ্খালয় [স] *বি* শঙ্খনির্মিত আলয়। 'ছিল এ ধরণী ধাতু, শঙ্খালয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শঙ্খিনী [স] ১ *বি* (হিন্দু তন্ত্র) দেহের দশটি নাড়ির মধ্যে একটি। 'গান্ধারী পুষ্যা হস্তী জিহ্বা যশস্বীণা অলম্বুষা কুণ্ডলিনী আর শঙ্খিনী এই দশ নাড়ী হোন্তে প্রধান দুই পুনি।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* কামশাস্ত্রে বর্ণিত চারপ্রকার স্ত্রীজাতির একপ্রকার। 'পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* শাঁখচুন্নি। 'বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্খিনী, ডাকিনী প্রভৃতি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৪ *বি* সাপের নাম। 'শঙ্খিনী কানাল বাঁকা যমের সমান।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শজারু [স শল্লকী] *বি* একজাতীয় জন্তু যার সর্বাঙ্গ বড়ো কাঁটায় আবৃত। 'শজারুর হাথে যেন সিংহের মরণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শজিনা [স শোভাঞ্জন] *বি* সজনে ডাঁটা; সবজিবিশেষ। 'বৃক্ষে বৃক্ষে শজিনা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শজনে *বি* গাছবিশেষ; যার ডাঁটা তরকারিরূপে খাওয়া যায়। 'শজনে গাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শটকানো *ক্রি* সরে পড়া। 'মাইনে নিয়ে সে শটকাবে।' *মানিক*, ১৯৩৮।

শটকে *বি* শতকিয়া। 'শটকে শেখাবার এলেম আমার পেটে নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শটি *বি* হলুদ জাতীয় গাছবিশেষের কন্দ। 'দু-একদিন বার্লি বা শটি খাইয়া থাকিতে জানে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

শটিবন *বি* শটিগাছের ঝোপ। 'ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে।' *জীবন*, ১৯৩২।

শটিত [স] ১ *বিণ* পচা। 'আমারদিগের শারীরিক প্রকৃতির সহিত অগ্নি ও শটিত পদার্থের যে প্রকার সম্বন্ধ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* মৃত। 'মানুষের দল শটিত স্পৃহার কণা কুড়ায়ে যতনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

শঠ [স] *বি* প্রতারক। 'বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কহিল, রে শঠ, নিঠুর কপট, কহি নে কাহারও কাছে – এমনি করে কি সরলা নারীর ছলনা করিতে আছে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শঠতা [স] ১ *বি* চতুরতা। 'শঠতাপূর্ব্বক মনে চিন্তা করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* ধূর্ততা; চালাকি। 'বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার উপর নির্ভর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বি* প্রতারণা। 'ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনায় রত বটে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

শঠতামি *বি* চাতুরী। 'শঠতামি পুরুষের নারি বুঝিবার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শড়ক [আ শরক] *বি* রাজপথ। 'গুজরাটের স্থিতি শড়কের চারতলায়।' *অন্নদা*, ১৯২৯। দ্র সড়ক

শড়কি *বি* বর্শা। **শড়কিওয়ালা** *বি* বর্শাধারী। 'বাঙ্গালী লাঠি শড়কিওয়ালার যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শড়শড়ি [ধ্বন্যা] *বি* শাকভাজা। 'শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক।' *ভারত*, ১৭৬০।

শণ [স] *বি* পাটজাতীয় গাছ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এক পড়ামুনিয়া এক কৃষিকে শণ রোপণ করিতে দেখিয়া।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শণে-ছাওয়া *বিণ* শণের আচ্ছাদনে তৈরি। 'এই শণে-ছাওয়া চালা তাকে ... বর্ষণ হইতে আড়াল করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৯।

শণের দাড়ি *বি* শণের আঁশ দ্বারা তৈরি দাড়ি। 'শণের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শণের-নুড়ি *বি* সাদা শণের গোছার মতো চুল। 'শণের-নুড়ি চুল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

শত [স] ১ *বিণ* ১০০ সংখ্যক। 'ষোল শত গোপী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অসংখ্য। 'সুবাসিত গন্ধ তায় কত শত অলি ধায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বিণ* অনেক। 'নাই কথা, তবু শত কথা কই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শতক [স] *বিণ* একশত। 'সার্বভৌম-শতক যেহেন কীর্ত্তি রয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শতকরা, শৎকরা [স শত>] *ক্রিবিণ* প্রতি একশতে। 'সেই টাকার শৎকরা বার্ষিক বার টাকার হিসাবে সুদ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'যে বাটীর মাসিক ভাড়া ৩ টাকার উর্দ্ধ এবং ২০ টাকার ন্যূন তাহার শৎকরা ৫।০ হিসাবে ... টেক্স ধার্য্য হইবেক।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

শতকী [স শতক>] ১ *বিণ স্ত্রী* শত সংখ্যাবিশিষ্ট। 'তোমরা শতকী নও।' *জীবন*, ১৯৪০। ২ *বিণ* শতকের। 'উনিশ শতকী উজ্জীবনের কাহিনী আজ আর শিক্ষিত সাধারণের কাছে অপরিচিত নয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

শতখান *বি* শত খণ্ড। 'সাধ যায় আপনারে করি শতখান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শতখানা *বি* অসংখ্য টুকরা। 'মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি আপনারে ভাগ করে শতখানা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শতগুণ [স] ১ *বি* একশত গুণ। 'এক বাণী শতগুণ শতেক বিবাদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* বিপুল পরিমাণ। 'তাহার যাতনাকে শতগুণ প্রবলা করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৩ *বিণ* বহু গুণ। 'পারিষদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলে বলে তার শতগুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শতগ্রন্থিযুক্ত [স] *বিণ* অসংখ্য গিঁটবিশিষ্ট। 'তিনি শতগ্রন্থিযুক্ত চীর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শতচ্ছিদ্র [স] *বিণ* অনেক ছিদ্রবিশিষ্ট। 'পরনের শতচ্ছিদ্র কাঁথা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শতচ্ছিদ্রতা [স] *বি* অসংখ্য ছিদ্রপূর্ণ অবস্থা। 'আজ অন্ধ শতাব্দীর শতচ্ছিদ্রতার ভিতরে।' *জীবন*, ১৯৪০।

শতচ্ছিন্ন [স] *বিণ* বহুছিদ্রবিশিষ্ট। 'সেই ভরাডুবি এই শতচ্ছিন্ন নৌকাখানার শতকলঙ্কের চেয়ে শ্রেয় হতো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

শতছিণ্ডা [স শতছিন্ন] *বিণ* জীর্ণ। 'পরিধান শতছিণ্ডা মলিন অম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শতছিদ্র [স] *বিণ* বহুছিদ্রবিশিষ্ট। 'জীর্ণ সাধনার শতছিদ্র মলিন আচ্ছাদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শতজন [স] *বি* বহু লোক। 'একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শততুচ্ছ [স] *বি* নগণ্য বস্তু বা বিষয়-রাশি। 'সে যে আছে সংগোপনে প্রতিদিন শততুচ্ছের আড়ালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শতদীর্ণ [স] *বিণ* শত শত ফাটলপূর্ণ। 'তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শতধা [স] *বিণ* শত ভাগে বিভক্ত। 'ঢালিয়া শতধা পীযূষ-পুণ্য, তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি মা।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

শতধার [স] *বিণ* বহু স্রোত বা ধারাযুক্ত। 'চক্ষে ফেলে শতধারে গুপ্ত, ১৮৫৮।

শতনরী *বি* শত ধারা। 'বুকের শ্যামল সুষমার শাশ্বত নব শতনরী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শতপদী [স] *বিণ* শত পা-বিশিষ্ট। 'শতপদী কেন্নোর মত সে পিল পিল করে এগিয়ে গেল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

শতপ্রসূ [স] *বিণ* প্রচুর সৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট। 'শতপ্রসূ ধরিত্রীরে নাশো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

শতবর্ষ [স] *বি* একশো বছর। 'শতবর্ষ আয়ুর্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শতবান [স] *বিণ* অত্যুজ্জ্বল বর্ণের। 'শতবান সোনা জিনি চরণের আভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শতবার [স শত+ফা বার] *ক্রিবিণ* একশত বার। 'একতনু শতবার কেমনে দহিবে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শতবার্ষিকী [স] **১** *বিণ* একশো বছর পূর্ণ হয়েছে এমন। 'বেথুন স্কুল ও কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব।' *বেগম*, ১৯৫০। **২** *বি* শত বছর পূর্তির অনুষ্ঠান। 'আছে উৎসব, লোকসভা, শতবার্ষিকী?' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

শতভাগ [স] *বিণ* একশো ভাগ। 'রক্তের শত ভাগের ১৭ ভাগ নাইট্রোজেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শতমুখ [স] **১** *বিণ* উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বারবার কথা বলে এমন; মুখর। 'হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বহুমুখী। 'এসেছে শূন্যতা শতমুখ দুর্দিনের উৎকোচ জোগাতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শতমুখী [স] **১** *বিণ* একশত মুখবিশিষ্ট। 'শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখি নিকটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বহুমুখী। 'তাঁদের শতমু কর্মক্ষমতাকে অনর্থক অকালে পঙ্গু করে দেওয়ার মধ্যে সার্থকত কোথায়?' *বেগম*, ১৯৪৯।

শতমুখী ফুল *বি* অসংখ্য পাপড়িবিশিষ্ট ফুল। 'ফোটালো এক রক্তব শতমুখী ফুল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

শতমুখে [স] *ক্রিবিণ* উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। 'শতমুখে মোহাম্মদ খালেদে প্রশংসা করিতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

শতলক্ষ *বিণ* অসংখ্য। 'এই যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায় ঝ'রে পা শতলক্ষ ধারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শত শত [স] **১** *বিণ* বহুসংখ্যক। 'আইয়ু মুখ্য শত শত আনি ডাকিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'শতশত শির করে চুর।' *কৃষ্ণরা* ১৭২০। **২** *বিণ* অসংখ্য প্রকার। 'এলাচি লবঙ্গ পান মসলা শত খ খাদ্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শতসহস্র [স] *বিণ* অজস্র। 'দীননাথ শতসহস্র কিরণজাল বিস্তা করিয়া দেখিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শতহস্ত [স] *বি* একশ হাত। 'অগণিত, শতহস্ত পরিমিত, সর্পগ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শতাংশ [স] *বি* একশো ভাগের অংশ। 'তাহার শতাংশের একাংশ ফল লাভ করিয়াছেন কি না সন্দেহ।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শতাবধি [স] *বিণ* প্রায় একশত সংখ্যক। 'অনেক চেষ্টাতে শতাব গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

শতাবৃত্তি [স] *বি* বার বার আবৃত্তি। 'শতাবৃত্তি করিয়া শুনে সবেহিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শতায়ু *বিণ* দীর্ঘজীবী। 'নিঃশ্বাসবায়ু করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

শতঘ্নী [স] *বি* একই সময়ে একশ যোদ্ধা হত্যা করতে সমর্থ। 'তাহা কামান শতঘ্নী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শতঘ্নীবর্ষিণী [স] *বিণ* শতঘ্নী বর্ষণকারী; বোমা বর্ষণ করে এমন 'শতঘ্নীবর্ষিণী একটা বায়ুতরী বিকল হয়ে গ্রামের মাঝখানে গে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শতঘ্নীবাণ [স] *বি* একই সঙ্গে অসংখ্য প্রাণ নিতে পারে এমন অস্ত্র 'চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শতচণ্ডী *বি* হিন্দুদের উৎসববিশেষ। 'কিছুদিন পর শতচণ্ডী অনুষ্ঠান হয় *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শতচ্ছদ [স] *বি* পদ্ম। 'শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।' *ভার* ১৭৬০।

শতদল [স] *বি* পদ্মফুল। 'আমলা কমল হইল পদ্মা করিকর হাসি লাগিলা শতদলের উপর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শতদলদল [স] *বি* পদ্মের পাপড়ি। 'ত্যজিয়া সে শতদলদল *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শতদলবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* পদ্মফুলে অবস্থানকারী হিন্দুদেবী লক্ষ্মী 'শ্বেত শতদলবাসিনী নয় আজ রক্তাম্বরধারিণী মা।' *নজরুল*, ১৯২২

শতদ্রু [স] *বি* পাঞ্জাবের একটি নদী। 'শতদ্রু পারে সিংহনাদ শুনিয়া ... *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতধা [স] ১ *বি* বহু খণ্ড বা টুকরা। 'আপন ঘর হইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া …।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *ক্রিবিণ* বহু সংখ্যায়। 'সে দেখিতে দেখিতে একবারে শতধা হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শতধাবিচ্ছিন্ন [স] *ক্রিবিণ* বহু ভাগে বিভক্ত। 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন শতধাবিচ্ছিন্ন।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

শতধাবিভক্ত [স] *বিণ* বহু খণ্ডে খণ্ডিত। 'সে শতধাবিভক্ত হইয়া অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

শতধা হওয়া *ক্রি* বহু অংশে বিভক্ত হওয়া। 'সে দেখিতে দেখিতে একবারে শতধা হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শতভিষা [স] *বি* একটি নক্ষত্রের নাম। 'তার নিজের শতভিষা নক্ষত্র।' *মানিক*, ১৯৩৮।

শতমূলী [স] *বি* গাছবিশেষ, যার বহু কন্দ জন্মে। 'মাতুড়ি পাথুরি কাটে শতমূলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শতরঞ্চ[1] ,**শতরঞ্জ** [আ শতরঞ্জ] *বি* দাবা খেলা। 'শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'দুই চারি বাজী শতরঞ্জ খেলিয়া …।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শতরঞ্জি [আ শতরঞ্জ] *বি* দাবা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শতরঞ্জিপোশ [আ শতরঞ্জ+ফা পোশ] *বি* শতরঞ্জি অথবা দাবা খেলা হয় যার ওপর বসে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শতরঞ্চ[2] [আ শতরঞ্জী] *বি* রঙিন মোটা চাদর যা পেতে বসা যায়; শতরঞ্জি। 'ডোরা-দাগ-কাটা শতরঞ্চ ঝোলানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শতরঞ্চি [আ শতরঞ্জী] *বি* শতরঞ্জি। 'শতরঞ্চি চাদর মশারি।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

শতরঞ্জি [আ শতরঞ্জী] *বি* নানা রঙে রাঙানো এক প্রকার চাদর। 'শতরঞ্জির ওপর বসে রইল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

শতান [আ শয়তান] *বি* শয়তান। 'বহুল জাহিদ এক শ'তানে ভুলাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শতাব্দ [স] *বি* একশো বছর। 'স্তব্ধ বিমূঢ় শত শতাব্দ যাহাদের মুখ চায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৪।

শতাব্দী [স] *বি* শত বছর। 'চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিদেশে বিদ্যানুশীলনের পুনরারম্ভ হইলে …।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শতাব্দীগ্রথিত [স] *বিণ* শত বছরে গড়া হয়েছে এমন। 'তবুও অজেয় এই শতাব্দীগ্রথিত হিন্দুস্থান।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শতাব্দীলাঞ্ছিত [স] *বিণ* দীর্ঘকাল স্থিত। 'শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

শতামৃত [স শত-অমৃত] *বি* বিবাহের আচারবিশেষ। 'শতামৃত, ছাতিয়ারা এবং অন্নপ্রাশন।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শতুর [স শত্রু] *বি* শত্রু। 'তাহারা গিয়া শতুর পরাজএ করে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শতেক [স] *বিণ* একশত। 'শতেক কুড়িঞঁ রাধা নৈলোঁ মাহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শতেকক্ষোয়ারী *বি* (গালিবিশেষ) যার কপালে বহু দুর্গতি আছে এমন। 'আর শতেকক্ষোয়ারীরা চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পায় না।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শতেকখাকী *বি স্ত্রী* গালিবিশেষ; সর্বনাশী। 'শতেকখাকী, বাঁদরীর মুখখানা একবার তাকিয়ে দ্যাখ!' *শরৎ*, ১৯১৬।

শতেক খুয়ারী *বিণ* (গালিবিশেষ) কপালে বহু দুর্গতি আছে এমন। 'আবাগী শতেক খুয়ারী প্রভৃতি শব্দ আধুনিক সখী ভগিনী স্থলে প্রয়োগ করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শতেক খোয়ারী *বি স্ত্রী* (গালিবিশেষ) যার কপালে বহু দুর্গতি আছে এমন। 'শতেক খোয়ারীর জন্যে আমার কি মরেও শান্তি নেই।' *বিমল*, ১৯৫৩।

শতেক বার *ক্রিবিণ* শত বার। 'শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বলবো।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

শতেশ্বরী [স শত-ঈশ্বরী] *বি* শতকণ্ঠী; শতনরী হার। 'গীএ শতেশ্বরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শত্তুর [স শত্রু] *বি* শত্রু; দুশমন। 'শত্তুরের সঙ্গে শেষ দেখা হোগ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শত্তুরতা [স শত্রুতা] *বি* শত্রুতা। 'নারকোল ওরা শত্তুরতা করে কুড়ুতে যায়নি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শত্রু [স] *বি* দুশমন। 'বুদ্ধিজন না ভোলক শত্রুর আশ্বাসে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শত্রুকবলিত [স] *বিণ* শত্রু কর্তৃক অধিকৃত। 'দেশ শত্রুকবলিত হবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শত্রুগড় [স শত্রু+মু গড়] *বি* শত্রুর দুর্গ। 'ধুলায় লুটাবে শত্রুগড়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শত্রুচর [স] *বি* শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা। 'আসিছে সন্ধানে তব শত্রুচর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শত্রুতা [স] *বি* শত্রুর ন্যায় আচরণ। 'শত্রুরা শত্রুতা করিয়া কহে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

শত্রুতাগৌরব [স] *বি* শত্রুতা নিয়ে অহঙ্কার। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শত্রুতাচরণ [স] *বি* শত্রুর মতো ব্যবহার। 'উহারা স্বয়ং শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

শত্রুতাবশত [স] *ক্রিবিণ* শত্রুতার কারণে। 'তাহার প্রতি শত্রুতাবশত আমরা বহুদিন হইতে অবসর খুঁজিতেছিলাম …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শত্রুতামি *বি* দুশমনি। 'তোরা আমার সঙ্গে শত্রুতামি করছস।' *জহির*, ১৯৬৪।

শত্রুতামূলক [স] *বিণ* বৈরিতাপূর্ণ। 'এই শত্রুতামূলক কুকর্মের প্রতিবাদে তিনি মীরপুরে লোক পাঠান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শত্রুত্ব [স] *বি* শত্রুর আচরণ; শত্রুতা। 'শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

শত্রুদল [স] *বি* শত্রুপক্ষ। 'শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শত্রুনাশ [স] *বি* শত্রুকে ধ্বংস করা। 'তাহাতে শত্রু নাশ না করিয়াও শত্রুত্ব নাশ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

শত্রুপক্ষ [স] *বি* বিরোধী পক্ষ। 'শত্রুপক্ষ লোকেরা বিপক্ষতা করণের উদ্দত্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

শত্রুপরাভব [স] *বি* শত্রুর পরাজয়। 'শত্রুপরাভব-শুভক্ষণ সমাগত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

শত্রুপল্লী [স] *বি* শত্রুপক্ষের আবাসিক এলাকা। 'আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্মম শক্তির দ্বারা ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শত্রুপুরী [স] *বি* শত্রুপূর্ণ এলাকা। 'শত্রুপুরীতে রক্ষা করেছ আমারে দণ্ডধর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

শত্রুপুরীমুক্ত [স] *বিণ* শত্রুর আস্তানা থেকে মুক্ত। 'শত্রুপুরীমুক্ত আমি আপন পাষাণপুরে আজি বন্দি ভাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শত্রুবিনাশক [স] *বিণ* শত্রুকে ধ্বংস করে এমন। 'অভয় শত্রুবিনাশক, মিত্রহিতাশক।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শত্রুবিনাশী [স] *বিণ* শত্রুকে বিনাশ করতে প্রস্তুত। 'যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বচক্র দিয়া শত্রুবিনাশী আবদুল ওহাব ...' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শত্রুভাবাপন্ন [স] *বিণ* শত্রুতাভাবযুক্ত। 'শত্রুভাবাপন্ন বাইরের দেশের বেতারের প্রচারণাকে কিভাবে বন্ধ করা যাবে।' *হাই*, ১৯৫৮।

শত্রুমিত্র [স] *বি* শত্রু ও বন্ধু। 'তাঁহার শত্রুমিত্র সকলকে লইয়া একটি গ্রাম্যমণ্ডলীর কেন্দ্রবর্তী সূর্যের ন্যায় আমাদের নিকট ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'শত্রুমিত্র মন্দভালোর যায়নি আজও ভেদ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শত্রুর মুখে ছাই *বি* শত্রুর ইচ্ছা ব্যর্থ হওয়ার কামনা। 'শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শত্রুশস্ত্র [স] *বি* শত্রুর অস্ত্র। 'সর্বাঙ্গ শত্রুশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

শত্রুসংহার [স] *বি* শত্রু হত্যা। 'মান্যের সহিত বুদ্ধির্যয় হইয়া শত্রুসংহারে কৃতনিশ্চয় হইলেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

শত্রুসুতা [স] *বি* শত্রুর কন্যা। 'রত্নাবতী শত্রুসুতা সে বড় দুরন্তা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শত্রুসৈন্য [স] *বি* প্রতিপক্ষের সেনা। 'শত্রুসৈন্য তাঁহার দুর্গ সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ফেলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'শত্রুসৈন্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া ...' *আজাদ*, ১৯৬৫।

শদাবধি [স] *বিণ* প্রায় একশত। 'যে তুমি এই শদাবধি বৎসর আমাদিগের গোষ্ঠীতে আছে তাহা ত্যাগ করিও না।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শন[1] [স শূন্য] *বি* অন্ধকার। 'তোক্ষে লাগি ভৈল আজি শন দশ দিশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শন[2] [আ সন] *বি* সাল। 'এ শনের মালগুজারি কত বাকি।' *কেরি*, ১৮০২।

শনন্দ [আ সনদ] *বি* সনদ; অনুমতিপত্র। 'টাকশাল ও অদালতের শনন্দ পাইল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শনশন [ধ্বন্যা] *বি* তীব্র বায়ুপ্রবাহের ধ্বনি। 'গদা ঘোরে বোঁও বনবন শোঁও শনশন।' *নজরুল*, ১৯২২।

শনশনা [ধ্বন্যা শনশন>] *ক্রি* শনশন শব্দ করা। 'বিদ্যুন্মালা-সম চকমকি উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে শনশনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শনশনানি [ধ্বন্যা শনশন>] *বি* শনশন শব্দ। 'ঝাউয়ের শনশনানি ছায়া।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শনাক্ত [ফা শিনাখ্‌ত] *বি* পরিচিত বলে উল্লেখ। 'সময় তাকে শনাক্ত করে না আর।' *জীবন*, ১৯৪০।

শনাক্তপত্র [ফা শিনাখ্‌ত+স পত্র] *বি* পরিচয়পত্র; আইডেনটিটি কার্ড। 'আমার একটি শনাক্তপত্র আছে, নিত্যসঙ্গী।' *শামসুর*, ১৯৭২।

শনি [স] ১ *বি* সপ্তাহের অন্যতম দিন। 'শনি মঙ্গলবার জাগাবে নিশাবাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সৌরজগতের ষষ্ঠ গ্রহ। 'শনি সনে দেখা হৈল আকাশ উপর।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* বিনাশ। 'তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বি* অমঙ্গলের প্রতীক। 'কিন্তু ভাদ্র-আশ্বিন বৃহস্পতি-শনি তিথি-নক্ষত্র না মানলে যে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৫ *বিণ* সর্বনাশকারী। 'আমি ... এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।' *নজরুল*, ১৯২২।

শনিবার [স শনি+ফা বার] ১ *বি* সপ্তাহের একটি দিন। 'শনিবার দিবসে কদাচ জল খাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* আনন্দের দিন (ছুটির দিনের আগের দিন বলে)। 'অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে গ্যাচে, কোথাও আজ শনিবার।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শনিবারী [স শনি+ফা বার>] *বিণ* শনিবারে প্রকাশিত হয় এমন; শনিবারের। 'প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, তুমি হাঁড়িচাঁচা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শনিবাসরীয় [স] *বিণ* শনিবারের। 'শনিবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শনির দশা *বি* জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী শনি গ্রহের প্রভাববিশিষ্ট দুর্ভাগ্যের কাল। 'শনির দশার মোর পঞ্চ বর্ষ আরও বাকি আছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শনির দৃষ্টি *বি* অত্যন্ত দুর্দশা। 'ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শনৈঃশনৈ [স] *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শনৈঃ শনৈঃ [স] *ক্রিবিণ* ক্রমে ক্রমে। 'অচল শিলা-বপ্রের উপর শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়া ...' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

শনৈশ্চর [স] *বি* শনিগ্রহ। 'চাপ লগ্নে শনৈশ্চর তুলালগ্নে ভৃগুবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শনৈশ্চর গ্রহ [স] *বি* শনিগ্রহ। 'শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্রক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শন্য [স শূন্য] *বি* শূন্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শপ [ই] *বি* দোকান। 'ইউরোপীয় শপ অর্থাৎ ইউরোপীয় দোকান।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শপতি [স শপথ] *বি* শপথ। 'বংশী পরশি আমি শপতি করিয়ে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

শপথ [স] ১ *বি* প্রতিজ্ঞা। 'দাণ লঔ তাক শপথ করোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রতিজ্ঞা করার অনুষ্ঠান। 'সিপাহীরদের মধ্যে গঙ্গাজলস্পর্শপূর্ব্বক শপথ উঠিয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শপথগ্রহণ [স] *বি* আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার। 'তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ...' *সংবিধান*, ১৯৭২।

শপথপূর্বক, শপথপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* প্রতিজ্ঞা ক'রে। 'বিভবহীন হইলে শপথপূর্ব্বক জানাইয়া ... ভূম্যধিকারিকে নৈরাশ করে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শপথভঙ্গ [স] *বি* প্রতিজ্ঞা না রাখা। 'ভণ্ডামী, ধর্ম্মদ্রোহিতা, শপথভঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতি নীচতা তাঁরা বর্জ্জন ক'রে চলেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শপথমুখর [স] *বিণ* সংকল্পে মুখরিত। 'দুলে ওঠে দিন; শপথমুখর কিষাণ শ্রমিকপাড়া।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শপথি [স শপথ] *বি* শপথ। 'একটি শপথি রাখহ যুবতী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

শপিং [ই] *বি* কেনাকাটা; বাজার। 'নিউমার্কেটে শপিং করতে এই তার প্রথম হাতে-খড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শপেদা [ফা সফেদী] *বি* ফলবিশেষ। 'আতা-বাতাবি-শপেদা-গোলাপজামে জমকালো।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

শপ্নাকার [স স্বপ্ন>] *ক্রিবিণ* স্বপ্নের মতো। 'বাহ্য জ্ঞান রহিত কিন্তু শপ্নাকার দেখিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

শফর [আ] *বি* সফর; ভ্রমণ। 'এই শহরে তোকে শফরে আজ পাঠালো!' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

শফরী [স সফরী] *বি* পুঁটি মাছ। 'পণ চারি তাজে রান্না সরল শফরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শব [স] *বি* মৃতদেহ। 'শব পরে বাস যার শ্মশানে সদত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শবকণ্ঠ [স] *বি* মৃতের গলা। 'তাহার উপর আবার আয়-কর, শবকণ্ঠে খড়্গাঘাত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শবগন্ধ [স] *বি* মৃতদেহের গন্ধ। 'অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শবগন্ধী [স] *বিণ* মৃতদেহের গন্ধযুক্ত। 'শবগন্ধী পচা অন্ধকার আলোয় ভেসে গেল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

শবচ্ছেদ [স] *বি* মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ। 'জীবন্মৃত ও মৃত মানুষের শবচ্ছেদ।' *অবন*, ১৯২৫।

শবচ্ছেদ-গৃহ [স] *বি* লাশকাটা ঘর। 'শবচ্ছেদ-গৃহে ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শবদাহ [স] *বি* (হিন্দুসমাজ) মৃতদেহ পোড়ানো। 'শবদাহ বিষয়ে চন্দ্রিকা ও আর২ বাঙ্গলা কাগজে এত পত্র ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শবদেহ [স] *বি* মৃতদেহ। 'লক্ষ লক্ষ শবদেহে শ্মশান হয়ে গেছে মেদিনীপুর।' *তারা*, ১৯৪৩।

শববাহক [স] *বি* মৃতদেহ বহনকারী। 'আমরা যে সব শববাহক; বিলাপশীল ইতিহাসের মনে।' *জীবন*, ১৯৪০।

শববাহন [স] *বি* মৃতদেহের বাহন। 'অন্তবিহীন কিছু কি আছে শববাহন ছাড়া?' *জীবন*, ১৯৪০।

শববাহী [স] *বিণ* শব বহন করে নিয়ে যায় এমন। 'নির্জন স্তব্ধ পথে শববাহী তাহারাই জীবনের সাড়া দিয়া চলিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শবব্যবচ্ছেদ [স] *বি* মৃতদেহ কেটে পরীক্ষা। 'তিনি ... দেহ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করার জন্য গোপনে দশটি শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন।' *শিব*, ১৯৫৬।

শবব্যবচ্ছেদাগার [স] *বি* মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের ঘর। 'শবব্যবচ্ছেদাগারে তাহার পেট চিরিয়া সে কাগজটি পাওয়া গেল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শবভোজী [স] *বিণ* মৃতদেহ-খাদক। 'শবভোজী শিবাদল ডেকে আনে ভয়।' *আহসান*, ১৯৪৪।

শবযান [স] *বি* যে গাড়িতে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। 'আমার পুত্রের ... শবযান চলে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শবরূপা [স] *বিণ* মৃতের মতো। 'তিনের জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ তত্ত্ব শবরূপা হইলা কপাটে।' *ভারত*, ১৭৬০।

শবসৎকার [স] *বি* মৃতদেহের শেষকৃত্য। 'চলো তবে শবসৎকারে এবে যাই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

শবসাধক [স] *বি* মৃতদেহের উপরে বসে তান্ত্রিক সাধনা করে যে। 'শবসাধকের বেশে।' *জীবন*, ১৯২৭।

শবসাধন [স] *বি* মৃতদেহের উপরে বসে যে তান্ত্রিক সাধনা করা হয়। 'তর্কবাগীশ মহাশয়, অবশেষে, শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

শবসাধনা [স] *বি* মৃতদেহ নিয়ে একধরনের তান্ত্রিক সাধনা। 'আজকের জাত কালকের ভূত নামাতে শবসাধনার আয়োজন করছে।' *অবন*, ১৯২৫।

শবাকার [স] *বি* মৃতদেহের ন্যায়। 'ইহারদিগের অহিতাচরণে তদ্দেশস্থ তাবল্লোক জীবিতাবস্থায় শবাকার হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

শবাগার [স] *বি* মৃতদেহ রাখার ঘর। 'হবে শবাগার জীবনের সমস্ত বৈভব।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

শবাচ্ছাদ [স] *বি* শবের আবরণ। 'অব্যক্তির শবাচ্ছাদে দুরাশার কঙ্কাল আবরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

শবাধার [স] *বি* যে বাক্সে মৃতদেহ রেখে কবরস্থ করা হয়। *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'কত কত বৃদ্ধার শবাধার শিশুর শবাধারের মতই ছোট।' *সবুজ*, ১৯২১।

শবানুগমন [স] *বি* মৃতের প্রতি সম্মান অথবা শোক প্রকাশে মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশান বা কবরস্থানে যাওয়া। 'জনসাধারণ শবানুগমন করল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শবানুগামী [স] *বিণ* মৃতদেহের পিছনে গমনকারী। 'এরা সবাই ছিল শবানুগামী।' *হাসান*, ১৯৬৭।

শবাসন [স] *বি* যোগ ব্যায়ামের আসনবিশেষ; শবের মতো চিৎ হয়ে বিশ্রামের জন্যে পড়ে থাকা। 'সে যে শবাসন-সাধনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শবাসনা [স] *বি* হিন্দুদেবী কালী। 'আমারে লইয়া খুসী হও তুমি ওগো দেবী শবাসনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শবাহারী [স] *বিণ* মৃতদেহ যাদের খাদ্য। 'শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে শব-রাশি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শবনাম [ফা শবনম] *বি* শিশির। 'রাতের দুচোখে ঝরে শবনাম অশ্রুকণা তার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শবরা [স শবর>] *বি* শিকারী জাতিবিশেষ। **শবরি** [স শবর>] *বি* শবর ও শবরী। 'কঙ্গুরিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

শবরি, শবরী [স শবল] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ শবরী।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

শবরী *বি স্ত্রী* শিকারী। 'তপঃকৃশ শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শবল [স] *বি* নানা বর্ণ। 'সে উন্নিদ্র ত্রিলোচনে ভেদ নেই ধবলে শবলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শবে কদর [ফা শব>+আ কদর] *বি* (ইসলাম) রমজান মাসের ২৭তম রাত, ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী যা মহিমান্বিত রাত। 'মাহে রমজান এসেছে যখন, আসিবে শবে কদর।' *নজরুল*, ১৯৪২।

শবেবরাত [ফা শব>+আ বার'আত] *বি* (ইসলাম) শাবান মাসের ১৪তম রাত, ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী যখন ভাগ্য লেখা হয়। 'রমযানের ঈদ শবেবরাত আমার করা সার্থক।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শবে মেরাজ [ফা শব>+আ মেরাজ] *বি* (ইসলাম) মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে রাতে এই ধর্মের প্রবর্তক সৃষ্টিকর্তার সন্দর্শনে যান। 'শবে মেরাজ কথা সকলে জানএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শবে-রাত [ফা শব>+আ বার'আত] *বি* (ইসলাম) যে রাত সৌভাগ্য-রজনী। 'শবে-রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বলল দীপালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শব্দ [স] ১ *বি* ধ্বনি। 'তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি। 'অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* ভাষা। 'যে আজ্ঞা হইয়াছে ... তাহার মজনুন পারশী ও বাঙ্গলা শব্দে তরজমা।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৪ *বি* ডাক। 'পণ্ডিতেরা গর্দ্দভের শব্দ শুনিয়া কহিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শব্দওয়ালা [স শব্দ+হি ওয়ালা] *বিণ* শব্দ করে এমন। 'খোকা একটা শব্দওয়ালা খেলনা কিনে পশ্চিমের বারান্দায় চড়বড় শব্দ করে খেলা করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শব্দকণা [স] *বি* শব্দের ক্ষুদ্র অংশ। 'জোটে না কোনো শব্দকণা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

শব্দকল্পদ্রুমি [স শব্দকল্পদ্রুম>] *বিণ* সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর সঙ্গে তুলনীয়; নীরস। 'আনিলাম কাব্য এক শব্দকল্পদ্রুমি!' *নজরুল*, ১৯২২।

শব্দকুহক [স] *বি* শব্দের মায়াজাল। 'শব্দকুহক মৌচাকাভাল, খোলা আজান বাংলাদেশের।' *শব্দ*, ১৯৬৬।

শব্দকোষ [স] *বি* অভিধান। 'এই খেয়েছে! কোন আক্কেলে শব্দকোষটা নামালি।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

শব্দগঠন [স] *বি* শব্দনির্মাণ। 'শব্দগঠন, বাক্যরীতি এবং সমাজজীবনে তার প্রয়োগ ইত্যাদি।' *হাই*, ১৯৫৪।

শব্দগত [স] *বিণ* আভিধানিক। 'ভূমিকম্পের শব্দগত অর্থে ভূমির অর্থাৎ পৃথিবীর কম্পনই বুঝায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শব্দগুণ [স] *বি* কথার মন্ত্র। 'কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শব্দচয় [স] *বি* শব্দাবলি। 'গ্রন্থসমূহ হইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরঃসর ... অভিধান প্রকাশিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

শব্দচয়ন [স] *বি* শব্দ নির্বাচন। 'তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য, ছন্দ নৈপুণ্য, শব্দচয়ন চাতুর্য ...।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৫।

শব্দচাতুর্য, শব্দচাতুর্য্য [স] *বি* কথার কৌশল। 'গীতের ...স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শব্দচ্ছটা [স] *বি* শ্লোক। 'প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটাবিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভবানী ঠাকুর বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শব্দজনক [স] *বিণ* শব্দ সৃষ্টিকারী। 'তাম্র, সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক গভীর শব্দজনক।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শব্দজ্ঞান [স] *বি* শব্দের ধারণা। 'শব্দজ্ঞান বায়ুতরঙ্গের আঘাতজনিত।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

শব্দঝঙ্কার [স] *বি* শব্দের অনুরণন। 'সত্যই এরূপ শব্দঝঙ্কার অশ্রুতপূর্ব।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শব্দতত্ত্ব [স] *বি* ব্যাকরণ। 'পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শব্দতত্ত্ববিদ [স] *বি* শব্দতত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী। 'তাহার আলোচনা শব্দতত্ত্ববিদগণের পক্ষে নিঃসন্দেহে মূল্যবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শব্দতরঙ্গ [স] *বি* শব্দের দ্বারা উৎপন্ন বায়ুকম্পন। 'আওয়াজটা যখন পাশ দিয়ে শব্দতরঙ্গে মহাবিক্ষোভ সৃষ্টি করে চলে যায় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শব্দতাত্ত্বিক [স] *বিণ* শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'শব্দতাত্ত্বিক মহাশয়গণ স্থির করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শব্দতান [স] *বি* শব্দের সুর। 'পপেলারের একটানা পানি ভাঙার শব্দতান।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শব্দদ্বৈত [স] *বি* জোড়া শব্দ। 'পরিমাণ সম্বন্ধীয় বহুত্ব বোঝাইবার জন্য বাংলায় শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে, যেমন বস্তাবস্তা, ঝুড়িঝুড়ি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

শব্দনালি [স] *বি* শ্বাসনালি। 'গলার শব্দনালির সরু পথটুকুও।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শব্দপরিচিত [স] *বিণ* কারো নামের সঙ্গে পরিচিত। 'পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে শব্দপরিচিত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শব্দপুঞ্জ [স] *বি* শব্দগুচ্ছ। 'শব্দপুঞ্জ থেকে ছিঁড়ে আনি কবিতার অবিশ্বাস্য শরীর।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

শব্দপ্রকৃতি [স] *বি* যে শব্দাংশ নামপদ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। 'কতকগুলো বাক্‌বিধি কতকগুলো নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দপ্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

শব্দপ্রয়োগ [স] *বি* শব্দ ব্যবহার। 'শব্দপ্রয়োগের নিপুণতা দ্বারাই ভাষা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়।' *শিব*, ১৯৭৩।

শব্দবহ [স] *বিণ* শব্দবহনকারী। 'প্রাচীন মতে আকাশ শব্দবহ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শব্দবহুল [স] *বিণ* শব্দপূর্ণ। 'সে ভাষা কংক্রিট (বিশেষ সংজ্ঞক) – শব্দবহুল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শব্দবাহক [স] *বি* আকাশ। 'পবন অমনি চালাইয়া আশুতরে সে শব্দবাহকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শব্দবিদ [স] *বিণ* শব্দ-বিশেষজ্ঞ। 'পুলকের দ্বার মুক্ত করে দেবে এই শব্দবিদ কোবিদের নাম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

শব্দবিদ্যা [স] *বি* শব্দবিষয়ক বিদ্যা। 'কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি শব্দবিদ্যার বা ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্তবিদ্যার ... শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কৃতসংকল্প হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

শব্দবিদ্যাবিশারদ [স] *বিণ* শব্দবিদ্যায় পারদর্শী। 'শব্দবিদ্যাবিশারদ বহুশ্রুত মূলর সাহেব ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শব্দবিন্যাস [স] ১ *বি* বাক্যরচনা। 'গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* শব্দযোজনা। 'অকারাদি প্রতিবর্ণ সূচিক্রমে শব্দ বিন্যাস করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

শব্দবিশেষ [স] *বি* বিশেষ বিশেষ শব্দ। 'নানা ভাষার শব্দবিশেষের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদৃশ্য প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শব্দবেধী [স] *বি* শব্দ অনুসরণে লক্ষ্যভেদে সমর্থ। 'আমি শব্দবেধী শর দ্বারা, বিপক্ষের প্রাণসংহার করিতে পারি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শব্দবোধক [স] *বিণ* শব্দের বোধ সৃষ্টি করে এমন। 'দ্বিতীয়ত পরিবাহক বায়ু এবং তৃতীয়ত শব্দবোধক কর্ণেন্দ্রিয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

শব্দভেদী [স] *বিণ* শব্দ অনুসরণে লক্ষ্যভেদে সমর্থ। 'কাণা চোখে শব্দভেদী বাণ মারিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শব্দময় [স] *বিণ* শব্দে পরিপূর্ণ। 'নির্ঝরজল পতিত হইয়া চারিদিক শব্দময় করিয়া দিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শব্দময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* ধ্বনিময়। 'শব্দময়ী অপ্সর-রমণী গেল চলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

শব্দমরীচিকা [স] *বি* শব্দরূপ মরীচিকা। **শব্দমরীচিকাজাল** [স] *বি* শব্দ রূপ মরীচিকার জাল। 'গ্রন্থকীটগণ বহু বর্ষ ধরি শুধু করিছে রচন শব্দমরীচিকাজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শব্দমাত্র [স] *বি* নিছক শব্দ; শুধুই শব্দ। 'যার কান নেই তার কাছে গান শব্দমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শব্দমিশ্র [স] *বি* শব্দের মিশ্রণ। 'একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মস্তিষ্কের উপর ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শব্দযোজন [স] *বি* শব্দবিন্যাস; বাক্যরচনা। 'সংগোপনে শব্দযোজন করি দু'চারিটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শব্দরত্নাকর [স] *বি* শব্দরূপ রত্নের আকর। 'অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দরত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শব্দরাশি [স] *বি* শব্দভাণ্ডার। 'বাঙ্গালা অভিধানের শব্দরাশিকে উৎপত্তি বা জাতি হিসাবে ভাগ করিলে ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

শব্দরূপ [স] *বি* শব্দের রূপভেদ। 'পরদিনও ছাত্র শব্দরূপের একবর্ণ নির্ভুলভাবে বলিতে পারিল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শব্দরেখা [স] *বি* শব্দরূপ পথ। 'মাটির বন্ধন ফেলি ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

শব্দলহরি [স] *বি* শব্দ দ্বারা উৎপন্ন ঝংকার। 'তাঁর কণ্ঠে মিষ্টি-মধুর শব্দলহরি জেগেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শব্দশাস্ত্র [স] *বি* শব্দতত্ত্ব। 'স্তব্ধ অতি শব্দশাস্ত্র আশ্রয়রহিতা।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'সেই নিয়ম সমষ্টিকে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দশাস্ত্র বলা হয়।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

শব্দশিল্পী [স] *বি* শব্দ দিয়ে শিল্প রচনা করে যে। 'সাহিত্যিকেরও শব্দশিল্পী হতে বাধা নেই।' *সবুজ*, ১৯১৭।

শব্দশূন্য [স] *বিণ* নিঃশব্দ। 'শব্দশূন্য শূন্যমাঝে/ সহসা সহস্র স্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শব্দ-সজ্ঞ [স] *বি* অভিধান। 'শব্দ-সজ্ঞে স্থান পাইয়াছে।' *নবনূর*, ১৯০৩।

শব্দসমষ্টি [স] *বি* শব্দগুচ্ছ। 'কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে।' *শিব*, ১৯৫০।

শব্দসমুদ্র [স] *বি* কোলাহলরূপ সমুদ্র। 'কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে একটুখানি ঢেউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শব্দসম্পদ [স] *বি* শব্দের ঐশ্বর্য। 'সে হচ্ছে অগাধ শব্দসম্পদ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

শব্দ-সাড়া *বি* কথার বা নড়াচড়ার শব্দ। 'নানারূপ ভাবভঙ্গী ও শব্দ-সাড়া করিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

শব্দসূচি [স] *বি* শব্দের তালিকা। 'মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুঁথির শব্দসূচি করিতে হইবে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

শব্দস্রোত [স] *বি* কোলাহল। 'শব্দস্রোত ঝরিল চৌদিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শব্দহর [স] *বিণ* শব্দকে হরণ করে এমন। 'শব্দ যেন সব শব্দহর ধমকের মতো।' *শওকত*, ১৯৭৩।

শব্দহীন [স] *বিণ* নিঃশব্দ। 'জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শব্দহীনতা [স] *বি* নীরবতা। 'শব্দহীনতার স্বরে খররৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শব্দহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* নিঃশব্দ। 'ব্যাপিয়াছে দিগ্‌বিদিকে, লুপ্ত চারি ধার –/ শব্দহীনা ভাগীরথী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শব্দাখ্য-জ্যোতি [স] *বি* শব্দের ব্যঞ্জনা। 'কবির মুখনিঃসৃত এই শব্দাখ্য-জ্যোতি মনের নানাদেশে সঞ্চারিত।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

শব্দাড়ম্বর [স] *বি* শব্দের জাঁকজমক। 'স্থানে স্থানে শব্দাড়ম্বরবিশিষ্ট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শব্দাড়ম্বরময় [স] *বিণ* শব্দের ব্যবহারে আড়ম্বর আছে এমন। 'কি কারণে শব্দাড়ম্বরময় জড়িমা-জড়িত ভাষা মনে করেন।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

শব্দাড়ম্বরসার [স] *বিণ* শব্দের আড়ম্বরসর্বস্ব। 'আমাদের রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বরসার হইতে বাধ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শব্দান্তর [স] *বি* শব্দের পরিবর্তন। 'আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বলিয়া স্থানে২ দুই একটা শব্দান্তর করিয়া ... প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

শব্দান্বিত [স] *বিণ* শব্দযুক্ত। 'দেখে সৈন্য অপ্রমিত, চতুর্দ্দিগে শব্দান্বিত।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শব্দামৃত [স] *বি* শব্দরূপ অমৃত। 'এই শব্দামৃত চারি যার হয় ভাগ্য ভারি/ সেই কর্ণে ইহা করে পান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শব্দায়মান [স] *বিণ* শব্দ করছে এমন; শব্দে রূপান্তরিত। 'লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

শব্দায়িত [স] *বিণ* প্রতিধ্বনিত। 'দু-পাশের ফেলে-আসা প্রকৃতির সমারোহে শব্দায়িত।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

শব্দার্ণব [স] *বি* শব্দরূপ সমুদ্র। 'নাহি জানি চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে অর্থরত্ন-লোভে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শব্দার্থ [স] *বি* শব্দের অর্থ। 'ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা ... অতি সুন্দররূপে দিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

শব্দিত [স] *বিণ* ধ্বনিত। 'কবাট সকল শব্দিত হইতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

শব্দিত হাসি *বি* উচ্চ হাসি। 'হঠাৎ তার শব্দিত হাসি হেসে বলল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

শব্দৈশর্য, শব্দৈশ্বর্য্য [স] *বি* শব্দরূপ সম্পদ। 'ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শব্দে [স সর্ব>] *ক্রিবিণ* সকলে। 'চল শব্দে জাই তথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

AMARBOI.COM

শম[1] [স] **১** *বি* বিরতি। 'ছেদগুলি যদি সংগীতকে, পূর্ণতাকে বাধা দিয়ে চলে, তা হলেই শম একেবারে নিরর্থক হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **২** *বি* (সংগীত) তালের প্রধান ঝোঁক। 'মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে, উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শম[2] [স] *বি* মনঃসংযম। 'কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অন্যে কে বুঝবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শমতা [স] **১** *বি* শান্তি। 'যখন আমারদের কার্য্যকালে কোন বৃত্তির আতিশয্য হয়, তখন সাবধানতা উপস্থিত হইয়া তাহার শমতা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* উপশম। 'যদ্যপি সৎ সন্তান থাকে তবে সে শোকের কিঞ্চিৎ শমতা হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বি* নিবৃত্তি। 'সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

শমদম [স] *বি* মনঃসংযম ও ইন্দ্রিয়সংযম। 'কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অন্যে কে বুঝবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শমন[1] [স] *বি* হিন্দুধর্মমতে মৃত্যুর দেবতা; যম। 'পাবক আদি করি দিগের অধিকারী বরুণ নৈরিতি শমন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শমন-কিঙ্কর [স] *বি* মৃত্যুদূত। 'ইঁহারদিগের কর্ম্মচারিরাও এক একজন শমন কিঙ্করাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৪৪।

শমনগৃহ [স] *বি* যমের বাড়ি। 'তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমনগৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তে হয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

শমনজ্বালা [স] *বি* মৃত্যুযন্ত্রণা। 'কোন সাধনে শমনজ্বালা যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

শমনদিন [স] *বি* মৃত্যুদিন। 'সজনি আজু শমন দিন হোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

শমনভবন [স] *বি* হিন্দুমতে যমের বাড়ি; মৃত্যুপুরী। 'তোমার বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া জীবন থাকিতেই শমনভবন দর্শন করিলাম।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

শমনশয্যা [স] *বি* মৃত্যুশয্যা। 'বালিকা ফুলশয্যায় শমনশয্যায় শয়ন করেছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

শমনসদন [স] *বি* মৃত্যুপুরী। 'প্রতিদিন দশ বার জন শমনসদনে গমন করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শমন[2] [ই] *বি* আদালতে উপস্থিত হওয়ার তলব; সমন। 'একেবারে বড়ো আদালতে এক শমন আনব।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শমসের, শমশের [ফা শমশীর] *বি* তলোয়ার। 'মারিল শমসের তার পিঠের উপরে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সাব্বাস দিই, সাব্বাস তোর শমশেরে।' *নজরুল*, ১৯২২।

শমস্ত [স সমস্ত] *বিণ* সকল। 'কহিব শমস্ত ময় অন্তরের জত ভয়।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **সমস্ত**

শমিত [স] **১** *বিণ* দমিত। 'মনুষ্যের দুঃখস্রোত শমিত কি বর্ধিত হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **২** *বিণ* নিবৃত্ত হয়েছে এমন; প্রশমিত। 'বহুকালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শমী [স] *বি* বাবলাজাতীয় গাছ। 'শমী – বরাঙ্গনা, বন-জ্যোৎস্না।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শমীবৃক্ষ [স] *বি* বাবলাজাতীয় একপ্রকার গাছ। 'সুচারু শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শমুদ্র [স সমুদ্র] *বি* সাগর। 'খিরোদ শমুদ্রের তিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **সমুদ্র**

শম্বর *বি* এক জাতের হরিণ। 'নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়া।' *জীবন*, ১৯৪২।

শম্বরারি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব। 'অবিলম্বে শম্বরারি সখা ঋতুপতি উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শম্বুক [স] *বি* শামুক। 'বিনে বারি শম্বুকে রত্ন গঠিতে না পারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শম্বু[1]**, শম্ভু** [স শম্বুক] *বি* শামুক। 'দুই কুচ তোর রাধা শম্ভুর আকার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মাথে শম্ভু সম খোঁপা শিসতে সিন্দূর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শম্ভু[2] [স] *বি* হিন্দুদেবতা, শিব। 'শম্ভুর উপর চরণ জোর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শম্যক [স সম্যক] *ক্রিবিণ* সম্যক। 'বাবু ধিনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুর শম্যক প্রতীয়মাণ হইয়া জানিয়াছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **সম্যক**

শয্যা [স] *বি* বিছানা। 'নব কিশলয়ত শয্যা রচিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শয্যাকক্ষ [স] *বি* শয়নঘর। 'বরকন্যার শয্যাকক্ষ হইতে এক অতি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা গেল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

শয্যাকণ্টক [স] *বি* কণ্টকতুল্য শয্যা। 'অর্থাৎ শয্যাকণ্টক হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শয্যাগত [স] *বিণ* শয্যায় শায়িত; বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না এমন। 'এক ব্যক্তি জ্বররোগেতে অভিভূত হইয়া নয় দিবসপর্য্যন্ত শয্যাগত।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শয্যাতল [স] *বি* বিছানা। 'শয়নগৃহে প্রবেশ করে বান্ধবটি অনতিবিলম্বে শয্যাতল আশ্রয় করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শয্যাতুলুনি *বি* বরবধূর বাসর শয্যা তোলে এবং অর্থ দাবি করে যে। 'শয্যাতুলুনির দল এসে হাজির।' *জীবন*, ১৯৩২।

শয্যা-তোলা [স শয্যা+তোলা] *বি* বিয়ের পরদিন ভোরে বরবধূর বাসরশয্যা তোলার স্ত্রী-আচারবিশেষ। 'শয্যা-তোলা কড়ি মাগে পরিহাসী জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শয্যাত্যাগী [স] *বিণ* বিছানা ছেড়ে এসেছে এমন। 'শয্যাত্যাগী আমি দাঁত মাজি, করি পায়চারি।' *শামসুর*, ১৯৭২।

শয্যাধরা [স শয্যা+ধরা] *বিণ* শয্যাশায়ী; খুব অসুস্থ হওয়ায় বিছানা থেকে উঠতে পারে না এমন। 'শয্যাধরা জ্বরা রোগীর যেমন দুগ্ধের প্রয়োজন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

শয্যা পাতা *ক্রি* বিছানা করা। 'দাসীরা শয্যা পাততো।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শয্যাপিষ্ট [স] *বিণ* দীর্ঘ সময় শয্যায় অভ্যস্ত হয়েছে এমন। 'প্রত্যুষের পাখিকূজন ঘুমভাঙানোর বার্তা আনবে জেনে শয্যাপিষ্ট যে নিরাসক্ত মন।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

শয্যাপ্রান্ত [স] *বি* বিছানার ধার। 'মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শয্যাবিলাসী [স] *বিণ* ভালো বিছানা সম্পর্কে বিলাসিতা আছে এমন। 'তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শয্যারচনা [স] *বি* বিছানা পাতা। 'অরণ্যভূমিতে কি স্থান নাই? পল্লবে কি শয্যারচনা হয় না?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শয্যা রচনা করা *ক্রি* বিছানা পাতা। 'বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শয্যাশায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিছানা থেকে উঠতে অক্ষম। 'একেবারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শয্যাশায়িনী করিয়া দিল।' *শরৎ*, ১৯১৬।

শয্যাশায়ী [স] ১ *বিণ* বিছানা থেকে উঠতে অক্ষম। 'শয্যাশায়ী মনুষ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* আরামপ্রিয়। 'অতিপ্রাচীন শয্যাশায়ী জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শয্যাশায়ী করা *ক্রি* শুতে বাধ্য করা। 'মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শয্যাশ্রয় [স] *বি* শয়ন। 'শয্যাশ্রয় করিয়া ললিতার বিষাক্ত স্মৃতিটাকে পোড়াইয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৪।

শয্যাসন [স] *বি* বিছানা। 'মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শয্যাসমেত [স] *ক্রিবিণ* বিছানা সহকারে। 'নিজের নিজের ঘর থেকে শয্যাসমেত তুলে নিয়ে তাদের সকলকে একঠাঁই একজোট ক'রে দেওয়া হচ্ছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শয্যাসুখ [স] *বি* শুয়ে থাকার সুখ। 'কেহ আবার আরো বেলা পর্য্যন্ত শয্যাসুখ ভোগ করিয়া থাকেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শয়[1] [স শত] *বিণ* শত। 'জাহার ভিড়নে রয় সোল শয় তাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শয় শয় *বিণ* অসংখ্য; শত শত। 'পোতা মাঝি আন্যা দেয় বন্দি শয় শয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শয়[2] [স শয্যা] *বি* বিছানা; ঘুম। 'আমায় দ্যাখলে বুরো, শয় থেহে উঠে তারা দেবে?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

শয়তা *বি* সবজি সাজানোর বিন্যাসবিশেষ। 'শীতকালে মূলা কাটিয়া শয়তা করিয়া থাকিবে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

শয়তান [আ] ১ *বি* ভূত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* খুব দুষ্ট লোক; বদমাশ। 'শয়তান আমার হিতৈষী বন্ধু সাজিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বি* হীনপ্রবৃত্তি। 'মানুষের এই বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের ভিতরে যে শয়তান রয়েছে সে প্রবেশ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বি* ইহুদি, খ্রিস্টীয় ও ইসলাম ধর্মমতে সবচেয়ে শক্তিশালী দুষ্ট ও অশুভ অস্তিত্ব। 'এজিদের সেনাদল শয়তানের প্ররোচনায়।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শয়তানি, শয়তানী [আ শয়তান>] ১ *বি* বদমায়েশি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এর স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইক, থাকতে পারে শয়তানী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'আপনার পেট ভরায়, তখ্ত চায় এরা শয়তানি।' *নজরুল*, ১৯৪১। ২ *বি* দুষ্কর্ম। 'ভোলা ময়রার শয়তানি এ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বিণ* রহস্যময়ী। 'মেয়েদের কৌটা আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার জোগান দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৪ *বিণ* বদমায়েশিপূর্ণ। 'নকুল শয়তানি হাসি হাসিয়া পরিহাস করিয়া বলিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শয়তানী চেলা *বি* শয়তানের অনুসারী। 'অবিশ্বাসীরাই শয়তানী চেলা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শয়ন [স] ১ *বি* বিছানা; শয্যা। 'রাধা সির্আ বসিলী শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যেথা তোমার ধুলার শয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বি* নিদ্রা। 'শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* শোয়া। 'অহি সঙ্গে একত্রে শয়নে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শয়নকক্ষ [স] *বি* শোবার ঘর। 'বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শয়নগৃহ [স] *বি* শোবার ঘর। 'শয়নগৃহে নিদ্রা দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শয়নঘর *বি* শোবার ঘর। 'শয়নঘরের বারান্দায় ছোট একটি তক্তপোষের উপর ফরাশ পাতা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শয়নছলে *ক্রিবিণ* শোবার ছল ক'রে। 'একদিবস শয়নছলে বাটীর ভিতর যাইবেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শয়ননিষণ্ণ [স] *বিণ* শয্যাগত। 'শয়ননিষণ্ণ পুরুষসখা বৈশম্পায়নের সহিত আলাপ করিতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শয়নপ্রথা [স] *বি* শয্যাবিষয়ক নিয়ম-নীতি। 'ধনাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শয়নবিলাসী [স] *বিণ* শোয়ার ব্যাপারে শৌখিন। 'এইরকম সব ভোজনবিলাসী শয়নবিলাসী নানা রকমের লোক ছিল।' *অবন*, ১৯৪১।

শয়নমঞ্চ [স] *বি* বিছানা; শয্যা। 'তার পরেই রাত্রে শয়নমঞ্চের যবনিকা উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শয়নমন্দির [স] *বি* শোয়ার ঘর। 'আমি, এই অবস্থায় গৃহে গিয়া, শয়নমন্দিরে প্রবেশপূর্বক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শয়ন বাওন *বি* শোয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শয়নলীনা [স] *বিণ* বিছানায় মিশে আছে এমন। 'সে-সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়নলীনা রে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শয়নসাথি, শয়নসাথী *বি* শয্যার সঙ্গী। 'তীম-তরবারি আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের শয়নসাথী।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'শরমে নয়ন খোলে/ শয়নসাথি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শয়নাগার [স] *বি* শোবার ঘর। 'তৎপরে শয়নাগারে শয়নার্থ গমন মাত্র ... বাবুর মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শয়নার্থ [স] *ক্রিবিণ* শোবার প্রয়োজনে। 'রাত্রিতে বাটীর মধ্যে বাবু শয়নার্থে গমন করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শয়নালয় [স] *বি* শোবার ঘর। 'শয়নালয় ... অতি পরিপাটীরূপে রচিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩; 'শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শয়নাসন [স] *বি* বিছানা। 'এত শয়নাসন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শয়নী *বি* শয্যা। 'কণ্টকিত শয়নীয়ে শুয়ে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

শয়াণ [স শয়ান] *বি* শয্যা। 'ভাগিনা সদৃশ গুরু নাহিক শয়াণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শয়ান [স] ১ *বি* শয্যা। 'শয়ান লাগএ শূন্যময়।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* শুয়ে আছে এমন। 'অবসন্ন শরীরে উপবিষ্ট বা নির্জীব-প্রায় শয়ান হইয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* মগ্ন। 'তিমিরে কেন আত্মসুখদুঃখে শয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শর[1] [স স্বর] *বি* স্বর; ধ্বনি। 'সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শর[2] [স] *বি* বাণ; তির। 'করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শরক্ষেপ [স] *বি* লক্ষ্য বিদ্ধ করার জন্য ধনুকে যোজনাপূর্বক তির ছোঁড়া। 'সর্ব্বজীবে শরক্ষেপ এ কি চমৎকার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শরজাল [স] *বি* তিরসমূহ। 'তাঁর প্রতি বৃষ্টি করা হয় প্রশংসার শরজাল।' *হাই*, ১৯৪৭।

শর-ধনু [স] *বি* তির-ধনুক। 'হাথে লইয়া শর-ধনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরপথ [স] *বি* তিরের সীমারেখা। 'এমত জিতেন্দ্রিয় আছে যে তাঁর শরপথ অতিক্রম করতে পারে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শরবর্ষণ [স] *বি* তির বর্ষণ। 'সোমনাথ তার মনের ধনুকে ... এইবার শরবর্ষণ আরম্ভ হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

শরবিদ্ধ [স] *বিণ* তির দিয়ে বিদ্ধ। 'কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে শরবিদ্ধ করিবে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শরবেধ [স] *বি* তিরবিদ্ধতা। 'কেবল শরবেধই তাহার অন্ধতার কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শরযুত [স] *বি* যুদ্ধে লক্ষ্যভেদ করার অস্ত্রবিশেষ। 'কামান শরযুত সাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

শরযোজনা [স] *বি* তির স্থাপন। 'ধনুতে শরযোজনা করিয়া কামোন্মত্ত পুংবকের হৃদয়দেশ বিদীর্ণ করিয়া সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শরশয্যা [স] *বি* তির দ্বারা তৈরি শয্যা। 'শয্যা কেন শর শয্যা বোধ হইতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'নিন্দার শরশয্যায় তুমি শুয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শরশয্যাশায়ী [স] *বিণ* তিরের আঘাতে শয্যাশায়ী। 'বিক্ষত পদদ্বয়কে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মর্যাদা দিলে খুব বেশি অন্যায় হয় না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শরসন্ধান [স] *বি* নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে ধনুকে তির স্থাপন। 'অমিতর হৃদয়টার 'পরে যে দেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে ফেরেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শরস্তম্ভিত [স স্মরস্তম্ভিত] *বিণ* কাম দ্বারা স্তম্ভিত। 'শরস্তম্ভিত জ্ঞান হেন বুঝি পারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরা *ক্রি* তির নিক্ষেপ করা। 'বেড়ে তারে, জরজর প্রক্ষেপার শরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শরানল [স] *বি* তিররূপ অনল। 'ঘোর শরানলে করি ভস্ম।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শরাসন [স] *বি* ধনুক। 'দেহকম্প হইল বীরের কাঁপে শরাসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরাহত [স] *বিণ* তির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। 'অচেনা পিঞ্জরে দেখি রক্তমাখা প্রাণ শরাহত!' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শর[৩] [স] *বি* একজাতীয় তৃণ। 'শর নল খাকড়া ইকড়ি টাঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরকাঠি *বি* শর নামক নলের তৈরি কাঠি। 'জলে শরকাঠি ফেলে মিছে মাছ-ধরা খেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

শরবন [স] *বি* শর নামক তৃণপূর্ণ বন। 'আকুল সরসী, সারস সারসী/ শরবনে পশি কাঁদিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শরট *বি* গিরগিটি। 'বরমিহ তব তীরে শরট করট ফিরে।' *ভারত*, ১৭৬০।

শরণ [স] ১ *বি* আশ্রয়। 'আলাপমতীঞঁ তোহ্মাতে শরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রক্ষক। 'জয় জয় জয় সর্ব জীবের শরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শরণ-ঠাঁই [স শরণস্থান] *বি* রক্ষাকর্তা; আশ্রয়দাতা। 'ক্ষীণের তিনি শরণ-ঠাঁই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শরণ লওয়া *ক্রি* আশ্রয় নেওয়া। 'নিন্দা যদি বিচারকের রায় হইত তবে সুবুদ্ধিকে উকিল-মোক্তারের শরণ লইতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শরণাগত [স] ১ *বিণ* আশ্রয়প্রার্থী। 'শরণাগত জনের খণ্ডাএ মনোব্যাথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* নির্ভরশীল। 'একার এবং ওকার ওদের শরণাগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শরণাপন্ন [স] *বিণ* শরণাশ্রিত। 'দণ্ডী রাজা অশ্বিনীসহিত ভীমের শরণাপন্ন হইয়াছে।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

শরণার্থী [স] ১ *বিণ* আশ্রয়প্রার্থী। 'শরণার্থী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ... জামা-কাপড় বিতরণ করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫১। ২ *বি* পূর্ব বাংলা থেকে যাওয়া উদ্বাস্তু। 'শরণার্থীদের সংখ্যা দশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।' *আনন্দবাজার*, ১৯৭১।

শরণ্য [স] *বিণ* আশ্রয়দাতা। 'তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য ও সকলের সুহৃৎ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'নম নম, তুমি ক্ষুধার্তজন শরণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

শরণি [স] *বি* রীতি; প্রণালী। 'কারায় কারায় জাগে তব শরণি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শরৎ, **শরত** [স] *বি* ভাদ্র ও আশ্বিন মাস নিয়ে যে ঋতু। 'যখন শরতরৌদে ধরিলেক ছাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শরৎ-আলো [স শরৎ-আলোক] *বি* শরতের আলো। 'শরৎ-আলোর কমল-বনে বাহির হয়ে বিহার করে, যে ছিল মোর মনে মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'শরৎ-আলোয় বাদল-মেঘে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শরৎকাল [স] *বি* ভাদ্র ও আশ্বিন মাসব্যাপী ঋতু। 'শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শরৎকালীন [স] *বিণ* শরৎকালের। 'কলেজে শরৎকালীন ছুটির প্রাক্কালে এক ...।' *বেগম*, ১৯৬৬।

শরৎকিরণ [স] *বি* শরৎকালের আলো। 'আমার চতুর্দিকে শরৎকিরণে ঝলকিত হচ্ছে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শরৎ-নিশীথ [স] *বি* শরতের রাত। 'শরৎ-নিশীথের জোৎস্না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শরৎপ্রভাত [স] *বি* শরৎকালের ভোর। 'শরৎকালের মৃদুশীতল বাতাসের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শরৎপ্রাত [স] *বি* শরতের ভোর। 'শরৎপ্রাতের মেঘ যে তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শরৎ-মধ্যাহ্ন [স] *বি* শরৎকালের দুপুর। 'পাখিদের করুণকলধ্বনিপূর্ণ স্বপ্নাবেশময় শরৎ-মধ্যাহ্নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শরৎ রাত্রি [স] *বি* শরতের রাত। 'শরৎ রাত্রির সাথে এক দিন ছিল যার মিল।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শরৎলক্ষ্মী [স] *বি* লক্ষ্মীর মতো সুন্দর শরৎকাল। 'এসো আমার শরৎলক্ষ্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শরত[১] দ্র **শরৎ**

শরত[২] [আ শর্ত] *বি* শর্ত। 'শরত করন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শরথ [স শরৎ] *বি* ভাদ্র ও আশ্বিন মাস নিয়ে গঠিত ঋতু। 'শরথের কুঞ্জ কুটি সেই রম্য স্থান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শরদ [স শরৎ/ শরদ্-] *বি* শরৎ। 'শরদ সুধাকর মণ্ডন শতদল খণ্ডন বদন বিকাশ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরদ-ইন্দু [স] *বি* শরৎকালের চাঁদ। 'অধর বিধুক বন্ধু বদন শরদ-ইন্দু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরদিন্দু [স] *বি* শরৎকালের চাঁদ। 'চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু সুধাপানে –।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

শরদিন্দুনিভাননা [স] *বি স্ত্রী* শরতের চাঁদের মতো মুখ যার। 'শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা – শরদিন্দুনিভাননা – বৈজয়ন্ত ধামে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শরবত, শরবৎ [আ] *বি* মিষ্ট পানীয়। 'আনারসের শরবত আনিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'গ্রীষ্মে ঘোলের শরবৎ অতি উপাদেয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

শর্বত, শর্বৎ [আ] *বি* মিষ্ট স্বাদের পানীয়বিশেষ। 'শর্বতের পেয়ালা হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'স্টুয়ার্ড হোথায় জুগিয়ে বেড়ায় বরফী শর্বৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শরবরাহ [ফা সরবরাহ] *বি* জোগাড়। 'আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়ি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। *দ্র* **সরবরাহ**

শরভ [স] ১ *বি* মৃগবিশেষ। 'শরভ করভ হয় গবয় হরিণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আট পা-বিশিষ্ট কল্পিত প্রাণী। 'শূন্য পথে শরভ উঠিলা তখনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শরম [ফা] *বি* লজ্জা। 'শরমে লোকের আগে নাহি তুলি মুখ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শরম-অরুণ [ফা শরম+স অরুণ] *বিণ* লজ্জারাঙা। 'মরমের আলো কপোলে ফুটিবে, শরম-অরুণ রাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শরম-ক্ষীণা [ফা শরম+স ক্ষীণা] *বিণ স্ত্রী* লজ্জাহীনা। 'বদলে গেছে বাগের রীতি বাগ যে বিরান আজ, নগ্ন-দেহ শরম-ক্ষীণা, নাইকো পাতার সাজ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শরমজড়িত [ফা শরম+স জড়িত] *বিণ* লজ্জা-মাখা। 'শরমজড়িত রক্তরাগটুকু চির-নবীন করে দিয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শরম-নতা [ফা শরম+স নতা] *বিণ স্ত্রী* লজ্জায় অবনত। 'পথের মাঝে চমকে কে গো থমকে যায় ওই শরম-নতা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শরম-নমিত [ফা শরম+স নমিত] *বিণ* লজ্জায় নত। 'শরম-নমিত নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শরম-ভরম *বি* লাজ-লজ্জা। 'আজ কাঁপে আমার সকল শরম-ভরম।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শরমময়ী [ফা শরম+স ময়ী] *বি স্ত্রী* লজ্জাবতী নারী। 'শরমময়ীর পাশে বিজড়িত আধ-ভাষে আমরা তো শুনাব না প্রাণের বেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শরম-রঙিন *বিণ* লজ্জায় রাঙানো। 'তোমাদের এ পূর্বরাগের শরম-রঙিন ভাবটুকু উপভোগ করতাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শরম-রঞ্জিত [ফা শরম+স রঞ্জিত] *বিণ* লজ্জায় রাঙানো। 'প্রেয়সীর শরম-রঞ্জিত চুম্বনের মতো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শরমরাঙা *বিণ* লজ্জায় রাঙা। 'শরমরাঙা গালে/ জাগিল কুমারী উষা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শরম-লোল [ফা শরম+স লোল] *বিণ* শরমে বিহ্বল। 'দোলায় দোল শরম-লোল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শরম-হায়া [ফা শরম+আ হায়া] *বি* লাজ-লজ্জা। 'হতভাগাদের শরম-হায়া বলিয়া কোন জিনিস নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

শরমিন্দা ১ *বিণ* লাজুক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* লজ্জিত। 'নিতান্ত শরমিন্দা হইলাম।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

শরমিন্দি [ফা শরম] *বি* লজ্জা; লজ্জাশীলতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শরমে জড়িত *বিণ* লজ্জায় জড়িয়ে আসা। 'শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলব পথের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শরমেন্দা *বি* লজ্জা। 'বহুত শরমেন্দা দিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শরমে মরা *ক্রি* লজ্জায় সংকুচিত হওয়া। 'শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শরমে-মাখা *বিণ* সলাজ। 'পায় না চাঁদ দেখিতে মোর শরমে-মাখা মুখখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শরমে লাল হওয়া *ক্রি* অতিশয় লজ্জা পাওয়া। 'এতক্ষণ বোধহয় শরমে লাল হয়ে উঠেছিস?' *নজরুল*, ১৯২৭।

শরলা *বি* কলা গাছের বাকল বা খোল। 'কলার শরলাতে শয়ন অতি ক্ষীণ কায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শরশর [ধ্বন্যা] *বি* শুকনা লতাপাতা ইত্যাদিতে বাতাস লাগলে যে শব্দ সৃষ্টি হয়। 'লতা বৃক্ষাদি সঙ্গে আলিঙ্গনে শরশর শব্দ করতঃ …।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

শরা[1] [আ] *বি* শরিয়ত। 'শরানুসারে শিক্ষা করার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

শরানুযায়ী [আ শরা+স অনুযায়ী] *ক্রিবিণ* ইসলামি বিধান অনুসারে। 'শরানুযায়ী কি কৈরা আমার বিয়া হৈতে পারে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শরাশরীয়ত [আ] *বি* ইসলামের বিধি-বিধান। 'মানুষের সুখ-সুবিধারই জন্য শরাশরীয়ত।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শরা[2] [স শরাব] *বি* সরা; মাটির পাত্রের ঢাকনি। 'একবিন্দু পেটে গেলে ধরা দেখি শরা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শরা[3] *দ্র* **শর**[2]

শরাই [ফা সরায়] ১ *বি* পান্থশালা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* আবাসিক হোটেল; অর্থের বিনিময়ে থাকার ঘরবিশেষ। 'রামমোহন রায় লিবরপুল নগর হইতে লণ্ডন নগরে গমন করিয়া এক শরাইতে বাস করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শরাফত [আ] *বি* আভিজাত্য। 'শরাফতের দাবী দাওয়াটা খুব বেশী।' *এসলাম*, ১৯১৯।

শরাফতি *বি* বনেদিয়ানা। 'শরাফতির মানদণ্ড নির্ভর করে নারীর ঐ বন্দী জীবনের কঠোরতার উপরেই।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শরাব[1] [আ] *বি* মদ। 'শরাব শিকার খেলা নিদ্রা রসে ভোর।' *আলাওল*, ১৬৮০। *দ্র* **শারাব**

শরাবখানা [আ শরাব+ফা খানাহ্] *বি* মদের দোকান। 'উপচে পড়ে শরাবখানার তোরণ-দ্বারের পথের ধুলায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শরাবখোর [আ শরাব+ফা খোর] *বিণ* মদ্যপায়ী; মদ্যপ। 'ঘৃণায় ফিরিয়ো না মুখ দেখে শরাবখোর গোঁয়ার।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

শরাবন তহুরা [আ] *বি* ইসলামি ধর্মমতে বেহেশতের পানীয়। 'শরাবন তহুরায় দিলেক আমারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শরাবশালা [আ শরাব+স শালা] *বি* বার; পানশালা। 'শরাবশালায় নাবনু একে একে।' *জীবন*, ১৯২৭।

শরাবসুধা [আ শরাব+স সুধা] *বি* মদ্যরূপ অমৃত। 'শরাবসুধার সাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানে উৎস তাহার।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শরাবী *বি* মাতাল। 'আমি যেন শরাবীর বেহুশীতে মশগুল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শরাব[২] [স] *বি* মাটির সরা। 'শরাব বা দর্পণ হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভগ্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। *দ্র* **শারাব**

শরিক, শরীক [আ] ১ *বি* ভাগীদার। 'সম্পত্তি-অধিকারী মোকদ্দমা ব্যতীত শরিককে ভাগ দিতে চাহেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* সমবেত। 'তাহার বাড়ীর জেয়াফতে ... শরীক হইবে না।' *এসলাম*, ১৯১৯।

শরিকদার, শরীকদার [আ শরিক+ফা দার] *বি* অংশীদার। 'শরিকদার নিজ অংশের কর দিয়া দিলেও তাহার নিজাংশ মুক্ত হয় না।' *জামায়াত*, ১৯৩৯; 'দর্শনকার আর শরীকদার-রূপেই জীবনকে মেলাতে হয়, তবেই জীবনের শতদল ফোটে।' *শওকত*, ১৯৬২।

শরিকানি ১ *বি* অংশীদারিত্ব। 'খতেন পেয়ে গেলে শরিকানি বুঝে নেব।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। ২ *বিণ* একাধিক মালিকের স্বত্ব-বিশিষ্ট। 'সব জমিই শরিকানি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

শরিকি, শরিকী [আ শরিক>] ১ *বি* অংশীদারিত্ব। 'খুঁড়িয়ে শরিকি করতে গেলে পদমর্যাদা থাকবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* একাধিক ব্যক্তির মালিকানাবিশিষ্ট। 'শরিকী মহলের বাকি খাজনার ডিক্রির বেলায়ই জমিদার-কর্ম্মচারিগণের এই সমস্ত তাণ্ডব লীলা ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

শরিফ, শরীফ [আ] ১ *বিণ* সম্ভ্রান্ত; অভিজাত। 'শরিফ সন্তানেরা এবং তাহাদের খেদমৎগারগণ উর্দ্দু বলেন।' *ইমান*, ১৯০০। ২ *বিণ* পবিত্র। 'অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান শরীফের খরচ বেশী কিনা।' *রোকেয়া*, ১৯০৪। ৩ *বিণ* ভদ্র। 'মহল্লার মধ্যে কতো শরীফ আদমী আছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শরীফজাদী [আ শরীফ+ফা জাদী] *বি* অভিজাত পরিবারের কন্যা। 'শরীফজাদীর বিয়ের জন্যে আবার এত ভাবনা কেন?' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শরিয়ত, শরীয়ত [আ] *বি* ইসলামের বিধান। 'শরিয়ত গৃহ চারি স্তম্ভ চারি ভিত।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'শরীয়ত আমাদিগকে পর্দ্দার সহিত ...।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

শরিয়ত করা *ক্রি* প্রামাণিক করা। 'শরিয়ত করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শরিয়তবিরোধী [আ শরিয়ত+স বিরোধী] *বিণ* ইসলামি বিধানের পরিপন্থী। 'বোরখা উঠাইয়া মুখ দেখা শরিয়তবিরোধী ও বেআইনি।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

শরিয়ত-সঙ্গত [আ শরিয়ত+স সঙ্গত] *বিণ* ইসলামি বিধি মোতাবেক। 'শরিয়ত-সঙ্গত পর্দ্দা।' *সওগাত*, ১৯২৯।

শরিয়তসম্মত, শরীয়তসম্মত [আ শরিয়ত+স সম্মত] *বিণ* ইসলামি বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'শরিয়তসম্মত পর্দার নামে বর্ত্তমানের প্রচলিত অবরোধ প্রথা।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'বিধবাবিবাহ শরীয়তসম্মত হলেও সমাজে অপ্রচলিত ছিল।' *আনিস*, ১৯৬৪।

শরিয়তী [আ শরিয়ত>] *বিণ* শরিয়ত অনুসারে চলে এমন। 'তিনিই গ্রামের সরদার বা শরিয়তী শাসক।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

শরীয়তপন্থী [আ শরিয়ত+হি পন্থী] *বি* শরিয়তের বিধান কঠিনভাবে অনুসরণকারী। 'শরীয়তপন্থীরা সুফীদের ধর্মহীন প্রচারের জন্য তাঁদের উপর খড়্গহস্ত হতেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শরীয়তবাদী [আ শরিয়ত+স বাদী] *বি* শরিয়তের অনুসারী 'কবিগণও শরীয়তবাদীদের বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি।' *মাহেনও* ১৯৪৯।

শরীয়তের পোকা বাছা – সর্বক্ষেত্রে শরিয়তের দোহাই দেওয়া 'আপনারা শরীয়তের পোকা বেছে মহরুম, গায়ের মহরুমের বিচা করতে বসবেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শরিয়েতনামা [আ শরিয়ত+ফা নামাহ্] *বি* ইসলামের বিধান। *ওস* ১৭৮৫।

শরিষা [স সর্ষপ] *বি* সরিষা; সর্ষে। 'শরিষা পড়িলেও তল নাহি হয় *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **সরিষা**

শরির্সা *বি* সরিষা। 'সৃপ্তী জ্বালানিকাষ্ট তামাকু বিলাতি শরির্সা *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

শরীর [স] ১ *বি* দেহ। 'নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।' *বড়* ১৪৫০। ২ *বি* স্বাস্থ্য। 'আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় এবং আমা সাবেক উইল পরিবর্তন করা আবশ্যক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শরির [স শরীর] *বি* দেহ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শরীরকান্তি [স] *বি* শরীরের লাবণ্য। 'তোহ্মার সকল শরীরকান্তি *বড়ু*, ১৪৫০।

শরীরগত [স] *বিণ* শারীরিক। 'বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীর্ণ চর্মে সহিত উক্ত খেচরের কোনোপ্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।' *রবীন্দ* ১৮৯১।

শরীরগতিক [স] *বি* দেহের অবস্থা। 'কিন্তু শরীরগতিকে আজ আমা ক্ষুধা বোধ হচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শরীরগ্রন্থি [স] *বি* দেহের অস্থিসন্ধি। 'সমস্ত শরীরগ্রন্থি যেন শিথি হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শরীর চর্চা [স] *বি* ব্যায়াম। 'নারী ও পুরুষের সমভাবে শরীর চর্চা প্রস্তাব।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শরীর-চালনা [স] *বি* ব্যায়াম। 'শরীর-চালনায় যে কিরূপ দুর্ল সুখের উৎপত্তি হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শরীরতত্ত্ব [স] *বি* শরীরের গঠন-সংক্রান্ত বিদ্যা। 'শরীরতত্ত্ব সম্বে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শরীরতত্ত্ববিদ [স] *বি* মানব শরীর বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'শরীরতত্ত্ববিদে বলেন যে, খাদ্যের রাসায়নিক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শরীরতন্ত্র [স] *বি* জীবনশৃঙ্খলা। 'জনসাধারণ নিজের জীবন এইরূপ শরীরতন্ত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শরীরধর্ম [স] *বি* দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। 'সভ্য তো বটে, শরীরধ লোপাট আজ।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

শরীরধারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* দেহধারী। 'রক্ত-মাংসের শরীরধারি সত্যিকার মানবী?' *নজরুল*, ১৯২৭।

শরীর ধারী [স] *বিণ* দেহধারী। 'শরীর ধারী হইলে সকোলি থাকে *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শরীর নাশী [স] *বিণ* শরীর ধ্বংসকারী। 'কামাতুর, কুবো অবিচারী, হিংসক, অগ্যান, গৃহস্তো বীর্যের শরীর নাশী।' *আন্তোনিয়ে* ১৭৪৩।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীর-নিঃসৃত [স] *বিণ* শরীর থেকে নির্গত। 'স্বকীয় শরীর-নিঃসৃত স্তন্যদান দ্বারা তাহার শরীর পোষণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শরীরপাত [স] *বি* দেহক্ষয়। 'এই শরীরপাতের পর জীবের আর দেহান্তর নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শরীরপাতন [স] *বি* শরীর ধ্বংস করা। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

শরীরমন [স] *বি* দেহমন। 'এই দৃশ্যটা ওর শরীরমনকে আরো অসুস্থ করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শরীরময় [স] *ক্রিবিণ* শরীরজুড়ে। 'আগুনশিখা কি মন্তরে খেলছে শরীরময়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

শরীরযন্ত্র [স] *বি* দেহযন্ত্র। 'মানুষের শরীরযন্ত্রের হিসেবের খাতার ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শরীররক্ষক [স] *বি* দেহরক্ষী; ব্যক্তিগত প্রহরী। 'উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তিবর্গের শরীররক্ষকদের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শরীররক্ষী [স] *বিণ* দেহরক্ষী। 'নেতৃদ্বয়ের শরীররক্ষী সৈন্যেরই সংখ্যা ত্রিশ হাজার।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

শরীরসঙ্গহারা [স শরীরসঙ্গ+হারা] *বিণ* শারীরিক সংস্পর্শহীন। 'এমন আপনমুগ্ধ ঢঙ নামে, তার পাশে/ এমন শরীরসঙ্গহারা।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

শরীরসঞ্চালক [স] *বিণ* দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রক্ত সঞ্চালিত করে এমন। 'বাল্যকালে দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি ইত্যাদি শরীরসঞ্চালক ক্রীড়াতে রত ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শরীরসর্বস্ব [স] *বিণ* দেহ একমাত্র অবলম্বন এমন। 'শরীরসর্বস্ব হয়ে এসেছি বপনহীন নিশা।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

শরীরসীমান্ত [স] *বি* শরীরের সীমানা। 'শরীরসীমান্ত বার-বার বিচূর্ণ হয় না আর উপপ্লবী বাসনার বর্বর জোয়ারে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

শরীরস্থ [স] *বিণ* শরীরের অভ্যন্তরস্থ। 'বিষম বিষ অবিরতই শরীরস্থ করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শরীরহীন [স] *বিণ* অশরীরী। 'রাস্তায় এলুম আর শীত নেই, নিশ্বাস শরীরহীন, দ্রুত।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

শরীরাংশ [স] *বি* প্রত্যঙ্গ। 'তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুলপরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটা সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শরীরান্তর [স] *বি* অন্য শরীর লাভ। 'আত্মার শরীরান্তর প্রাপ্তি মিথ্যা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শরীরার্ধ, শরীরার্দ্ধ [স] *বি* অর্ধাঙ্গী। 'ভার্য্যা স্বামির শরীরার্দ্ধ হয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

শরীরী [স] ১ *বিণ* দেহধারী। 'তবে কি তিনি শরীরী হইলে শরীরী ভাব জন্মে না?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* দেহবিশিষ্ট; দীর্ঘ। 'অয়ি মনসিজে, কোথা তুমি কোথা আজ এই স্থূল শরীরী নিশীথে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শরীল [স শরীর] *বি* শরীর। 'জীবের জীবন মোর শরীলের দোসর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শর্করা [স] ১ *বি* চিনি। 'বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা মিশ্রিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* কাঁকরযুক্ত। 'কোন ভূমি শর্করা কি বালুকাময়ী, কঠিন কি পঙ্কিল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শর্করাঘটিত [স] *বিণ* শর্করা জাতীয় দ্রব্য দিয়ে তৈরি। 'শর্করাঘটিত মিষ্টান্ন অবিক্রয় হওয়াতে অতিদুর্দশা ঘটিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

শর্করোদ্ভব [স] *বিণ* শর্করা থেকে উৎপন্ন। 'সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিরা শর্করোদ্ভব দ্রব্যত্যাগী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

শর্জা [স শয্যা] *বি* শয্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শর্ট [ই] ১ *বি* খাটো ট্রাউজার; হাফপ্যান্ট। 'একজন যুবক – শর্ট-পরা, গায়ে রেশমের বিগিতি জামা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বি* ঘাটতি। 'অমনিতেই আমার ডিপার্টমেণ্টে একজন লোক শর্ট আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

শর্টকাট [ই] *বিণ* সংক্ষিপ্ত। 'শর্টকাট পথ বড়ই দুর্গম; কোথাও উচ্চ প্রস্তর, কোথাও গর্ত্ত, কোথাও এমন ঢালু যে পা রাখা যায় না।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

শর্টসাইট [ই] *বি হ্রস্ব* দৃষ্টিশক্তি। 'ওদের প্রত্যেকেরই শর্ট-সাইট।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শর্টহ্যাণ্ড [ই] *বি* সাঁটলিপি; দ্রুত লিখন রীতি। 'আমি শর্টহ্যাণ্ডে লিখিয়া ফেলিতেছি।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

শর্ত [আ শর্‌ত] ১ *বি* অঙ্গীকার। 'শর্ত মানা।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অনেক টাকার শর্তে দুই সপ্তাহের জন্য ...।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বি* চুক্তির নিয়ম বা ধারা। 'স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শর্তা [হি সরোতা] *বি* সুপারি কাটার যন্ত্র; জাঁতি। 'সুপারি কাটার শর্তার আওয়াজ।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

শর্তি [প] *বি* লটারি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* সরতি

শর্দাই [ফা সর্দী] *বি* শীতভাব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শর্বরী, শর্ব্বরী [স] *বি* রাত্রি। 'কহিতে কহিতে দেবী শর্বরী সুন্দরী কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'শ্বশ্রূগণের নিকট দিবস শর্ব্বরী নানা বিষয়ে প্রপীড়িত হইয়া গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শর্বনাশী, শর্ব্বনাশী [স সর্বনাশী] *বি স্ত্রী* সর্বনাশ বা সমূহ ক্ষতি করে যে। 'শর্ব্বনাশীকে কেন বা উদরে ধরেছিলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শর্ম [ফা শরম] *বি* লজ্জা। 'হায় হায় করেন কহেন নাঞি শর্ম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শর্মবান [ফা শরম+স বান] *বিণ* লজ্জিত। 'শুনিয়া পাত্রের হৈল শর্মবান চিত্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শর্মমান [ফা শরম+স মান] *বিণ* লজ্জিত। 'সুরমাঝে শক্র বসে শর্মমান চিত্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শর্মা, শর্ম্মা [স] *বি* ব্রাহ্মণের পদবি। 'ক্ষেত্রপাল শর্ম্মা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮; 'রমনাথ শর্ম্মা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শর্ষপ [স সর্ষপ] *বি* সরিষা; সরষে। 'পৌষ মাসের উষাকালে শুষ্ক দূর্ব্বাদল ও শর্ষপ-পুষ্প ...।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শর্ষে [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'শর্ষের ক্ষেতে বিকশিত শর্ষে ফুল একেবারে যেন আগুন করে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শলভ [স] *বি* পঙ্গপাল। 'তবে কি ... শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

শলমা [ফা সলমা] *বি* সোনা বা রুপার জরির কাজ। 'শলমা-চুমকির পোশাক-পরা

AMARBOI.COM

রাজা-রানী-সখীর দল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শলা[1] [স শলাকা] ১ *বি* চক্রের অক্ষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* চিকন কাঠি। 'শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ *বি* তির। 'নৈমিত্তিক সব্যসাচীর শলাতে অপসৃত হয় গুপ্তির জঞ্জাল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৪ *বি* তাঁতের কাঠি। 'রহিল তোমার শলা।' *জসীম*, ১৯৬০।

শলাফোঁড়া *বিণ* শলাকা বিদ্ধ করা। 'আমাদের শলাফোঁড়া আলুটার সঙ্গে পৃথিবীর তফাত এই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শলা[2] [আ সলাহ] ১ *বি* যুক্তি। 'দুই বিটাতে শলা দিয়ে আজ বিবির নাচ করবে, আর আপনার কন্যাকে সেই মজলিসে নিয়ে যাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *বি* কুপরামর্শ। 'আমার শলা শোন, খানিক তোর সতীনের বুক চাপড়ান দেখ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শলাপরামর্শ [আ সলাহ+স পরামর্শ] *বি* উপদেশ; আলাপ-আলোচনা। 'একটি শলাপরামর্শ করার ভঙ্গিও সে দেখতে পেলে।' *তারা*, ১৯৪৬।

শলাকা *বি* সিক। 'দাওয়ায় ডিবরির আলোতে কুবের একটা কোঁচার লোহার শলাকাগুলি পরীক্ষা করিতেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শলামত [আ সালামত] *বি* নিরাপত্তা। 'গরিব নেওয়াজ শলামত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

শলি, শলী [স শল্য>] *বি* ধানের মাপবিশেষ; বিশ ধামার সমপরিমাণ। 'দেড় শলি ধান্য লইলে গুণশালি ঋণদাতাকে নয় শলি প্রদান করিতে হয় ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫১; 'সুদস্বরূপ কেহ শলী প্রতি পাঁচ কেহ বা আট পালী করিয়া ধান্য লন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

শলিল [স সলিল] *বি* জল। 'কালী দহিল আক্তে শলিল গৌথিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **সলিল**

শলী *দ্র* **শলি**

শলুপ[1] [ই স্লুপ] *বি* একটি পাল-ওয়ালা ছোটো জাহাজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* **ঝুলুপ**

শলুপ[2] *বি* শাকবিশেষ। 'তাতে আবার শলুপ মাখা।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

শল্ক [স] *বি* মাছের আঁশ। 'ঐ ছালের উপর মসৃণ চিক্কণ শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শল্য [স] ১ *বি* শেল। 'কায়াররাজের হৃদয়ে শল্যাস্ত্র প্রহার করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫। ২ *বি* তির। 'কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে মর্মমাঝারে শল্য বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শল্যপাত [স] *বি* অস্ত্রোপচার। 'ভোলাও এ আত্মময় পাতালপ্রোথিত শল্যপাত।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

শল্যরাজ [স] *বিণ* অস্ত্রোপচারে বিশেষভাবে দক্ষ। 'তখন হাতের নাগালের বাইরে যে শল্যরাজ জাওয়ারক্রুখ বিরাজ করছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শল্যাস্ত্র [স] *বি* পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ; শেল। 'কায়াররাজের হৃদয়ে শল্যাস্ত্র প্রহার করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

শল্লকী [স] ১ *বি* শজারু। 'শল্লকীর মাংস তায় সংযোগ সাম্বার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* বাবলাগাছ। 'স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শশ [স] *বি* খরগোশ। 'মানসের শশ প্রায় গতি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শশক [স] *বি* খরগোশ। 'কূর্ম গণ্ডা শশক সৈলক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শশকপ্রাণ [স] *বিণ* ভীতপ্রাণ। 'কাপুরুষ শশকপ্রাণ হলেও রক্ত মাঝে মাঝে দুর্দম মদের মতো।' *হাসান*, ১৯৬৩।

শশকশিশু [স] *বি* খরগোশের বাচ্চা। 'শশকশিশুর অনুসরণপূর্বক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শশবিষাণ [স] *বি* খরগোশের শিং। 'পরাজিত পামরের সঙ্গে সন্ধি শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

শশবৃত্তি [স] *বি* খরগোশের বৈশিষ্ট্য। 'পলায়ন শশবৃত্তি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শশব্যস্ত [স] ১ *বিণ* (খরগোশের মতো) খুব ব্যস্ত। 'শশব্যস্ত হলো সবে জামাই দেখিয়া।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* তটস্থ; সন্ত্রস্ত। 'প্রজাদিগকে সর্বদাই শশব্যস্ত থাকিতে হইত।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

শশারা [স শশ>] *বি* খরগোশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শশারু [স শশ>] *বি* খরগোশ। 'অবিরোধে থাক দুঁহে শশারু কটাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শশাগর *ক্রিবিণ* আসমুদ্র। 'শশগর পৃথিবি শাসিআ দিবা তোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শশধর [স] *বি* চাঁদ। 'বদন সংপুন শশধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শশধরভাতি [স] *বি* চাঁদের আলো। 'হেন লয় মতি, বুঝি এ যুবতি/ শশধরভাতি চুরি করিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

শশা [স শস্য>] *বি* এক রকমের সবজি; শসা। 'পীলায় জুড়িল পেট শশা যে খাইল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। *দ্র* **শসা**

শশাঙ্ক [স] *বি* চাঁদ। 'আকাশে সাজিল ইন্দু শশাঙ্ক বাহিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শশাঙ্ককলা [স] *বি* চন্দ্রকলা। 'মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শশাঙ্কবদন [স] *বি* চাঁদের মতো মুখ। 'জলধরাবৃত তব শশাঙ্কবদন?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শশাঙ্কবাহিনী [স] *বি* চাঁদ ও তারকারাজি। 'আকাশে সাজিল ইন্দু শশাঙ্ক বাহিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শশাঙ্কর [স শশাঙ্ক] *বি* চাঁদ। 'বনপাশে উদ ভেল বন শশাঙ্কর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শশাঙ্কশেখর [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'নম নম শশাঙ্কশেখর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শশান [স শ্মশান] *বি* শ্মশান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শশী [স] *বি* চাঁদ। 'শারদ পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বয়ান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শশি [স শশী] *বি* চাঁদ। 'আনত কপাল তার আধ শশি জিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শশিকলা [স] *বি* চন্দ্রকলা। 'ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শশিবিম্ব [স] *বি* নখের গোড়ার সাদা অংশ; নখচন্দ্র। 'শশিবিম্ব অঙ্গুলে অঙ্গুরী ছাবময়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শশিমুখ [স] *বি* চাঁদমুখ। 'সেই শশিমুখ, তব সম দুখ/ মনের অসুখ করুক নাশ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শশিমুখি [স শশীমুখী] *বিণ* চাঁদমুখী; চাঁদের মতো মুখবিশিষ্ট। 'দেখ দেখি শশিমুখি শশি দীপ্তিহীন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

শশিমুখী [স] *বি* চাঁদের মতো মুখ যার। 'আহ্মার বচন তোহ্মে শুন শশিমুখী।' বড়ু, ১৪৫০।

শশিশেখরা [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) শিরে চন্দ্র আছে এমন। 'শিব দে শশিশেখরা শিবে শিব-সীমন্তিনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

শশী-থাল *বি* চন্দ্ররূপ থালা। 'জ্যোৎস্না-আশিস ঝরে উছলিয়া শশী-থাল।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

শশীরেখা [স] *বি* চাঁদের আলো। 'মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শশীলেখা [স] *বি* চন্দ্রকলা। 'ম্লান করি দিলে কত আননের সুশ্রী শশীলেখা।' *জীবন*, ১৯৩০।

শশোধর [স শশধর] *বি* শশধর; চাঁদ। 'ভুবন বিজই বর জেন শশোধর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শশোদর [স শশধর] *বি* চাঁদ। 'শশোদর মধ্যে যেন রবির প্রকাশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

শশ্রুঠাকুরাণী [স শ্বশ্রূ>] *বি* শাশুড়ি। 'শশ্রুঠাকুরাণীদিগের গুণাগুণের সমালোচনা ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

শষ্প, শস্প [স] *বি* কচি ঘাস। 'শ্যামশস্প স্রোতস্বিনীতীরে তারি সনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'নীল শস্পে শিশিরের দলে।' *জীবন*, ১৯২৭।

শষ্পতট [স] *বি* কচি ঘাস জন্মেছে এমন স্থান। 'খালটি তার দুই পরিষ্কার সবুজ শষ্পতটের মাঝখান দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শষ্পশয্যা [স] *বি* কচি ঘাসের বিছানা। 'সুভা ... নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শষ্পা [স] *বি* কচি ঘাস। 'তাহার তলদেশ নিরন্তর হরিৎ শষ্পাস্তরণে আবৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শষ্য [স শস্য] *বি* শস্য। 'শষ্য ধরে ছয় মাস।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শসপেণ্ড [ই] *বিণ* বহিষ্কৃত। 'জজ সাহেব শসপেণ্ড হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শসা [স শস্য>] *বি* সবজি হিসেবে ব্যবহৃত ও কাঁচা খাওয়ার ফলবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কোকোম্বর – শসা।' *রাজ*, ১৮৭৪।

শসাখেত *বি* শসার বাগান। 'শসাখেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শসালতা *বি* শসাগাছের লতা। 'শসালতাটিকে ছেড়ে গেছে মৌমাছি।' *জীবন*, ১৯৩২।

শসিমুখি [স শশীমুখী] *বি* চাঁদের মতো মনোহর মুখ যে নারীর। 'চারুমতি শসিমুখি দেয় আলিঙ্গন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শস্তা [ফা সুস্ত] ১ *বিণ* কম দামি। 'জিনিস অতি শস্তা ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* সহজ। 'ঢের হ্যাঙ্গার আছে, গবর্নমেন্টকে পাকড়ানো অত শস্তা নয়।' *জীবন*, ১৯৩১।

শস্তা কাঁদা *বি* অকারণ কান্না করা। 'ছিঁচ কাঁদুনে মিচকে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

শস্তায় *ক্রিবিণ* কম ব্যয়ে। 'মাটির নীচের কলের গাড়ী করিয়া গেলে, অনেক শীঘ্র ও শস্তায় যাওয়া যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শস্ত্র [স] *বি* অস্ত্র। 'অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে/ চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শস্ত্রকর [স] *বি* অস্ত্রধারী। 'নাগিনী-দশনা রণরঙ্গিণী শস্ত্রকর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শস্ত্রধারী [স] *বি* অস্ত্রধারী; যোদ্ধা। 'কোথা সে শস্ত্রধারী?' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

শস্ত্রপাণি [স] *বি* অস্ত্রধারী। 'খড়্গ হয়ে ঝলে তব করে, শস্ত্রপাণি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শস্ত্রবিদ্যা [স] *বি* অস্ত্র-চালনা বিষয়ক বিদ্যা। 'জীমূতবাহন স্বভাবতঃ, ... সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শস্ত্রসজ্জিত [স] *বিণ* অস্ত্রসজ্জিত; সশস্ত্র। 'কখনো শস্ত্রসজ্জিত নিষ্ঠুর ডাকাতের মূর্তিতে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

শস্ত্রাঘাত [স] *বি* শস্ত্র দিয়ে আঘাত। 'শস্ত্রাঘাতাদির দ্বারা রাজস্ব আদায় করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শস্প দ্র **শষ্প**

শস্পাতার ব্রত *বি* (হিন্দু আচার) ব্রতবিশেষ। 'বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্পাতার ব্রত বা ভাঁজো ...।' *অবন*, ১৯১৯।

শস্য [স] ১ *বি* ফসল। 'নানা শস্য দেখিআ চৌদিগে ভ্রায় ছেলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ফলের সার অংশ; শাঁস। 'নারিকেলের চারটি সামগ্রী – জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শস্য-উৎসব [স] *বি* বীজ বপনের লোকজ উৎসববিশেষ। 'মেয়েরা তখন শস্য-উৎসবের আয়োজন করে।' *অবন*, ১৯১৯।

শস্যকণা [স] *বি* শস্যদানা। 'শস্যকণাগুলিকে মুখের মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে জুত করে নেওয়া হয় –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শস্যকাটা *বি* ফসলকাটা। 'শস্যকাটা শেষ, স্থানে স্থানে লাঙ্গল দেয়া হয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শস্যকুল [স] *বি* শস্যাদি। 'সাহেবেরা প্রবল প্রতাপে শস্যকুল নির্মূল করিয়া তাহাতে নীলের বীজ বপন করে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

শস্যক্ষেত [স শস্যক্ষেত্র] *বি* ফসলের ক্ষেত। 'শস্যক্ষেত আগলিছে চাষি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শস্যক্ষেত্র [স] *বি* ফসলের ক্ষেত। 'শস্যক্ষেত্র সকল একেবারে আবৃত করিয়া ফেলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'রেলের লাইনের দু-ধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শস্যখেত [স শস্যক্ষেত্র] *বি* ফসলের ক্ষেত। 'চরণ ফেলিতে চরণ চলে না শস্য-খেতের মানা।' *জসীম*, ১৯৩১।

শস্যচিত্রিত [স] *বিণ* শস্যমণ্ডিত। 'কদাচ কোথাও শৈলগুণ্ঠিত, কদাচ কোথাও শস্যচিত্রিত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শস্যপূর্ণ [স] *বিণ* শস্যতে পূর্ণ। 'শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র দেখিয়া ...।' *গোলোক*, ১৮০১।

শস্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রচুর ফসল হয় এমন। 'তাঁহার করতলচ্ছায়ায় পৃথিবী ফল-শস্যবতী, ধনধান্য-পরিপূর্ণা হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শস্যবীজ [স] *বি* শস্যের বীজ। 'কোথাও সবে শস্যবীজ বপন করা হইতেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শস্যভূমি [স] *বি* ফসলের ক্ষেত। 'শরীরে শারদবেলা নত হয়ে নেমে আসে যেনবা আমিই শস্যভূমি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

AMARBOI.COM

শস্যরাজি [স] *বি* শস্যাদি। 'শ্রমার্জ্জিত শস্যরাজি সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

শস্যরিক্ত [স] *বিণ* শস্যহীন। 'শস্যরিক্ত মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শস্যশালা [স] *বি* শস্যভাণ্ডার। 'আপন সংসারকে শস্যশালা করে তুলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শস্যশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* শস্যে সমৃদ্ধ। 'সেই নিমিত্ত অগ্রে দেশের ধন ও শস্যশালিনী শক্তি বৃদ্ধি।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

শস্যশালী [স] *বিণ* ফসলে পরিপূর্ণ। 'তৃষাতুর ভূমি সরস শস্যশালী হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শস্যশূন্য [স] *বিণ* শস্যহীন। 'দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শস্যশেষ [স] *বিণ* ফসল তোলা শেষ হয়েছে এমন। 'আপনাকে মিলিয়ে নেব শস্যশেষ প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শস্যশ্যাম [স] *বিণ* সবুজ শস্যপূর্ণ। 'শকুনির ক্ষুধা নিবারণে শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভনে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

শস্যশ্যামল [স] *বিণ* সবুজ শস্যে পরিপূর্ণ। 'সজল সফল শস্যশ্যামল করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'শস্যশ্যামল মাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শস্যশ্যামলা [স] *বিণ* সবুজ শস্যপূর্ণ। 'আজ শস্যশ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শস্যসংগ্রহকাল [স] *বি* ফসল সংগ্রহের ঋতু। 'শস্যসংগ্রহকাল ছাড়া বা অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

শস্যসম্পদ [স] *বি* ফসলরূপ সম্পদ। 'অজস্র অঞ্জলিতে শস্যসম্পদ ছড়িয়ে দেশলক্ষ্মী ফুলে ফলে সমৃদ্ধা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শস্যহীন [স] *বিণ* ফসলহীন। 'অর্ধমগ্ন তরী পরে মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে শস্যহীন মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শস্যাগার [স] *বি* গোলাঘর; ফসল রাখার ভাণ্ডার। 'তৎকালে আমেরিকা তাহাদিগের শস্যাগার স্বরূপ হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শস্যোৎপাদন [স] *বি* ফসল ফলানো। 'পৌরজনেরা শস্যোৎপাদন বিষয়ে কি জানেন?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শহদ [আ] *বি* মধু। 'বৃক্ষ হন্তে সৃজে ফল শহদ শক্কর।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গাছে বুলবুলি নার্গিস লালা আনার-কলির পিয়ে শহদ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শহর [ফা] ১ *বি* নগর। 'বহুবিধ শহর বসাইল স্থানে স্থানে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ছোটো নগরী। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

শহরকেন্দ্রিক [ফা শহর+স কেন্দ্রিক] *বিণ* শহরকে কেন্দ্র করে হচ্ছে এমন। 'কর্মতৎপরতা শহরকেন্দ্রিক না হয়ে গ্রামমুখী হওয়া উচিত।' *বেগম*, ১৯৭৫।

শহর-কোতোয়াল [ফা] *বি* নগররক্ষক। 'কোথায় গেল সেই নবাবের কাল/ কাজির বিচার, শহর-কোতোয়াল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শহরঘাটি [ফা শহর+হি ঘাটি] *বি* শহরতলি; শহরের নিকটবর্তী স্থান। 'শহর ঘাটির প্রদেশে হাজারিবাগের পশ্চিম আট ক্রোশ অন্তর ভৈরব নদের উপর ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শহরতলি, শহরতলী [ফা শহর+স স্থলী] *বি* শহরের উপকণ্ঠ। 'কলিকাতার শহরতলিস্থ উদ্যান বাটীতে কএদ রাখিয়াছে।' *দ*
১৮৪০; 'এটা শহর, এটা শহরতলী।' *অবন*, ১৯২৫।

শহর-প্রবাসী [ফা শহর+স প্রবাসী] *বিণ* (গ্রাম ত্যাগ করে) শ
বসবাসকারী। 'তাহাদের অধিকাংশই শহর-প্রবাসী।' *শওক*
১৯৫৮।

শহরপ্রান্ত [ফা শহর+স প্রান্ত] *বি* শহরের শেষ সীমা। 'শহরপ্রা
সেই পোড়োবাড়িতেই অর্থ-অনুসন্ধিৎসু মতলব-বাজগণ গিয়া হা
হতেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শহরবাস [ফা শহর+স বাস] *বি* শহরের জীবনযাপন। '
ইতিহাসটুকু শহরবাসের ইতিহাস।' *হাসান*, ১৯৬০।

শহরবাসী [ফা শহর+স বাসী] *বি* শহরে বসবাসকারী। 'শহরবাসী
পল্লীবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শহরময় [ফা শহর+স ময়] *ক্রিবিণ* শহরজুড়ে। 'সারা শহরময় এ
থমথমে ভাব।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

শহরমুখিনতা [ফা শহর+স মুখিনতা] *বি* নগরের অভিমুখে গম
'তাহা এই শহরমুখিনতারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।' *আজাদ*, ১৯৭১

শহরমুখী [ফা শহর+স মুখী] *বিণ* নগরের অভিমুখী। 'গ্রামের মা
আজ শহরমুখী হইয়া উঠিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

শহরসুদ্ধ [ফা শহর+স শুদ্ধ] *বিণ* পুরো শহরের। 'শহরসুদ্ধ
পতাকা ঘাড়ে করিয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা করিতে যাইবে।' *বন*
১৯৩৬।

শহরস্থ [ফা শহর+স স্থ] *বিণ* শহরে বাস করে এমন। 'অনে
ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ... মঙ্গলবার একত্রি
হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শহরাঞ্চল [ফা শহর+স অঞ্চল] *বি* শহর এলাকা। 'শহরাঞ
দুর্বৃত্তদের গুপ্ত আড্ডাখানায় আকস্মিকভাবে হানা দিয়া
নিশ্চয়তাবোধ ফিরাইয়া আনিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

শহুরে ১ *বিণ* শহরে প্রচলিত। 'পাড়াগেঁয়ে ছেলে শহরে আ
যেমন প্রাণপণে শহুরে উচ্চারণে কথা কহিতে চায় ...।' *রবী*
১৮৮৩। ২ *বিণ* শহরের জীবন থেকে সৃষ্ট। 'শহুরে সাহিত
বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়বাংলা ঘর তুলতে
শহীদুল্লাহ, ১৯৩১। ৩ *বিণ* শহরের। 'আরামকেদারায় শুয়ে শ
বন্ধুদের কথা স্মরণ করছিলাম।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। ৪ *বিণ* শ
জাত। 'এ শহুরে বরফ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শাহরিক [ফা শহর+স ইক] *বিণ* শহরসুলভ; নাগরিক। 'শাহ
ভাব বড়ো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শহীদ [আ] ১ *বি* ইসলামি মতে ধর্মের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে
'মরিলে শহীদ হয় জিনিলে সুকীর্তি হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'বহু
আছিল শহীদ হৈল তাত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* সত্য ও ন্যা
জন্য প্রাণদানকারী ব্যক্তি। 'আমরা শহীদ ... কোরবানি দিই জা
নজরুল, ১৯২৬। ৩ *বিণ* দেশ ও জাতির কল্যাণে জী
উৎসর্গকারী। 'আজ সেই শহীদ বীরদের জন্যে ক্রন্দন-অভিনয়
...।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা
স্বাধীন হয়েছে।' *সংবাদ*, ১৯৭২। ৪ *বি* রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নি
ব্যক্তি। 'মায়েরা সব গেয়ে ওঠো – আর চুপ নয়, এবার শুধু শহী
গান।' *ফজলে লোহানী*, ১৯৫৩; 'শহীদ ভাইয়ের মৃত্যুকে ভুলো
হাফিজুর, ১৯৫৩। ৫ *বি* বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নি
ব্যক্তি। 'সেলাম আমার শহীদ ভাইরা, সেলাম জানাই তোমাদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়বাংলা, জুলাই ১৯৭২।

শহীদ দিবস [আ শহীদ+স দিবস] *বি* ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের স্মারক দিবস; একুশে ফেব্রুয়ারি। '৫ই মার্চ [১৯৫৩] ঢাকা শহরে শহীদ দিবস সাফল্যমণ্ডিত হয়নি।' *একুশে ফেব্রুয়ারী, হাসান হাফিজুর রহমান*, ১৯৫৩; 'শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে।' *ইত্তেফাক*, ১৯৬১; 'প্রতি বছরই ২১শে ফেব্রুয়ারী (৮ই ফাল্গুন) শহীদ দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

শহীদ মিনার [আ শহীদ-মিনার] *বি* ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিরক্ষার জন্য তৈরি স্মৃতিস্তম্ভ। 'রোকেয়া হলে সম্প্রতি একটি শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭১।

শহীদান [আ] *বি* শহীদ হয়েছে যে। 'শহীদান ছুটে আসে মৃত্যুর গুলবাগে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শহীদায়েন [আ] *বিণ* শহীদ হয়েছে এমন। 'সেই শহীদায়েন নব্য তুর্কি-তরুণদের দেখো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শহীদি [আ শহীদ>] *বিণ* শহীদের। 'পেয়ালার হেথা শহীদি খুন।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'শহীদি ঈদগাহে দেখ আজ জমায়ত ভারি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

শহীদী-দর্জা [আ শহীদ>+আ দরজা] *বি* শহীদের মর্যাদা। 'শহীদী-দর্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি।' *নজরুল*, ১৯৪২।

শাইর [আ সায়র] *বি* কবি। 'কাগজে দস্তখত রয়েছে মশহুর শাইর রবীন্দ্রনাথের।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শাইল *বি* শালি; এক ধরনের সরু আমন ধান। 'শাইল ধান বুনিয়াছি।' *জসীম*, ১৯৬০।

শাইলক [ই] *বি* শেক্সপীয়রের চরিত্র শাইলকের মতো কৃপণ ও কড়ায়গণ্ডায় পাওনা আদায়কারী। 'সে যে শাইলকের বাড়া হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শাওন [স শ্রাবণ] *বি* শ্রাবণ মাস। 'অন্ধ নয়ন ঝরে শাওনবারিধারে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শাওন-গীতি [স শ্রাবণগীতি] *বি* শ্রাবণ মাসে গাওয়া হয় যে গান। 'গাহিব দুলে দুলে শাওন-গীতি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

শাওনবারিধারা [স শ্রাবণ-বারিধারা] *বি* শ্রাবণের বৃষ্টিধারা। 'অন্ধ নয়ন ঝরে শাওনবারিধারে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শাওয়ার [ই] *বি* ঝরনা। 'বাথরুমে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালে চোখে পড়ে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শাওয়াল [আ] *বি* হিজরি চান্দ্রবর্ষের মাসবিশেষের নাম। 'শাওয়ালের ছয় রোজা মহা পুণ্যমান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শাঁই [স শমী] *বি* শমীবৃক্ষ ও তার ফুল। 'শাঁইয়ের গন্ধ থিতিয়ে আছে নিবিড়ি ঝোপের নিচে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

শাঁইঝাড় *বি* শমীবৃক্ষের ঝোপ। 'তারা যেন কথা কয়! – শাঁইঝাড়ে – শালুকের দলে।' *জীবন*, ১৯৩০।

শাঁই শাঁই [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুতবেগে চলার শব্দ। 'শাঁই শাঁই ঘুরপাক খাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

শাঁওল [স শ্যামল] *বি* শ্যামল। **শাঁওল-বরণ** [স শ্যামল-বর্ণ] *বিণ* শ্যামলরঙা। 'শাঁওল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শাঁওলা [স শৈবাল] *বি* শেওলা। 'শাঁওল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শাঁক [স শঙ্খ] *বি* শঙ্খ; হিন্দুদের অনুষ্ঠানাদিতে মাঙ্গলিক ধ্বনি করার জন্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঘোর জাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। দ্র **শাঁখ**

শাঁক-আলু [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খের আকারবিশিষ্ট এক প্রকার কন্দ। 'শ্বেতকান্তি শাঁক-আলু অতি সুশীতল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শাঁকা [স শঙ্খ>] *বি* শাঁখা; শঙ্খের খোলস দিয়ে তৈরি এক ধরনের চুড়ি। 'হাতে মাত্র দুগাছ শাঁকা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শাঁকারি [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খদ্রব্য ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। 'তিলি মালি শাঁকারি কাঁশারি গন্ধবণিক।' *ভবানী*, ১৮২৩।

শাঁকের করাত *বি* শঙ্খের খোল কাটার অর্ধবৃত্তাকার করাত। 'আমরা শাঁকের করাত – যেতে কাটি আস্‌তে কাটি।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শাঁকো [স সংক্রম>] *বি* সাঁকো। 'চড়া পড়িলে শাঁকো বান্ধিয়া পারাবারে যাইবার সুসাধ্য হইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। দ্র **সাঁকো**

শাঁখ [স শঙ্খ] *বি* শঙ্খ। 'বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। দ্র **শাঁক**

শাঁখঘণ্টা *বি* শঙ্খ ও ঘণ্টা। 'দিনরাত শাঁখঘণ্টা বাজাতে থাকব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শাঁখা [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খের খোলস দিয়ে তৈরি এক ধরনের চুড়ি। 'সিন্দুরী লাগে দেবী হাতে পরে শাঁখা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শাঁখাপরা [স শঙ্খ+পরা] *বিণ* শাঁখা পরিহিত। 'তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শাঁখারি, শাঁখারী [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খের গহনা বা দ্রব্যাদি নির্মাতা ও বিপণনকারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কখন সেকরা কখন শাঁখারী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'শাঁখারিগণ শঙ্খ তৈয়ার করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

শাঁখালু *বি* শঙ্খের আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার আলু। 'শীতকালে খায় শাঁখালু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শাঁখের করাত *বি* শঙ্খ কাটার অর্ধবৃত্তাকার করাত। 'শাঁখের করাত লইয়া কর্ম্ম করিতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

শাঁচা [স সঞ্চয়] *ক্রি* সঞ্চয় করা। 'আনেক সময় যৌবন যে নারী আপন শরীরে শাঁচে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শাঁড়াস [স সন্দংশিকা] *বি* চিমটার মতো যন্ত্রবিশেষ, যা শক্ত করে এঁটে ধরে। 'তার মাংস লোহার শাঁড়াসে খসাইব।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাঁপ [স শাপ] *বি* অভিশাপ। 'নহে শাঁপ দিব ঝাটে জানিবা তখনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। দ্র **শাপ**

শাঁপ দেওয়া *ক্রি* অভিশাপ দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শাঁপান্ত [স শাপান্ত] *বি* শাপমুক্তি। 'বন্দী কৈল ক্ষিতিপাল শাঁপান্ত হবার কাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শাঁপুয়া [স শাপ>] *বিণ* অভিশপ্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শাঁস [স শস্য] *বি* ফলের ভিতরকার সারভাগ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'শাঁস বীচি দূরে থাক খেলে পরে ছাল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শাঁসজল *বি* শাঁসের মধ্যে থাকে এমন জল। 'ঝুনা নারিকেলের অন্তরে শাঁসজল আছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শাক[১] [স] *বি* রেঁধে খাওয়ার যোগ্য এক প্রকার উদ্ভিদ। 'শাক সুক্তা ঘন্ট

বিনে না করে ভোজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শাকওয়ালী [স শাক+হি ওয়ালী] *বি স্ত্রী* শাক বিক্রয়কারী। 'শাকওয়ালী, মেছুনী, ধোপা ও যমের মার দ্বারা তাহার চতুষ্পার্শ্ব সুসজ্জিত করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শাকচুন্নি [স শাক+স চোর>] *বি* লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সধবা স্ত্রী মরে যে ভূত হয়। 'ফোকলাদেঁতো শাকচুন্নিদের নিয়ে ঘর করত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা – গুরুতর অপরাধ সামান্য উপায়ে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা। *উমেশ*, ১৮৫৭।

শাক-সবজি [স শাক+ফা সবজী] *বি* তরিতরকারি। 'পিছন দিকটাতে শাক-সবজির খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শাক সবুজি [স শাক+ফা সবজী] *বি* তরিতরকারি। 'সে বাগান হবে বিঘা দশেক ভুমি শাক সবুজি আধা ফুল ফলারি।' *কেরি*, ১৮০২।

শাকান্ন [স] *বি* শাকভাত। 'তাঁহাদিগের শাকান্নে পরিতোষ জন্মিতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

শাকান্নভোজী [স] *বিণ* শাকভাত খায় এমন। 'শাকান্নভোজী নিরামিষ-প্রাণী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শাক² [স শক>] *বি* শকাব্দ। 'খৃষ্টীয় শাকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে, জোতির্মণ্ডলীর বিষয় বিশুদ্ধ রূপে বিদিত হয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শাকম্ভরী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'শাকম্ভরী শুদ্ধমতি করজোড়ে করি স্তুতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শাকর [স শর্করা] *বি* শর্করা। 'শাকর খাইতেঁ তোক্ষে আদরাহ কেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শাকুন [স] *বিণ* পাখি-সংক্রান্ত। **শাকুনশাস্ত্র** [স] *বি* পাখির ডাক দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়-শাস্ত্র। 'শাকুনশাস্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শাকুনিক [স] *বি* পাখি বধ করে যে। 'এক শাকুনিক, ফাঁদ পাতিয়া, এক পক্ষী ধরিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

শাক্ত [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) কালীভক্ত; শক্তির উপাসক। 'প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শাক্তসম্প্রদায়ী [স] *বিণ* শক্তির উপাসনা করে এমন; তন্ত্রসাধক। 'শৈব ও শাক্তসম্প্রদায়ী তীর্থযাত্রীরা অদ্যাপি তথায় গমনাগমন করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শাক্যমুনি [স] *বি* বুদ্ধদেব। 'গোত্রদেবতা গর্ত্তে পুঁতিয়া/ এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শাখ [স শাখা] *বি* গাছের ডাল। 'গাইছে জাগিয়া তরুশাখে মধুসখা।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'উড়ে উড়ে চলে যায় নব নব শাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শাখচিল্লি *বি* খেলনা বাঁশিবিশেষ। 'শাখচিল্লির মতো কানের কাছে এসে বাজত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শাখা [স] ১ *বি* গাছের ডাল। 'মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শাখাগুলি ভাঙ্গী জেন খাইতো ব্রাহ্মফল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* গৌণ দপ্তর। 'অগ্রেই তাহার শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের কার্য্যে দেশ ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বি* বিষয়। 'কালেজের ছাত্রেরা গণিত ও সাহিত্য ইতিহাসাদি সকল শাখাতেই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শাখা-অধিবেশন [স] *বি* উপকমিটির সভা। 'এবারকার সম্মেলনেও মূল অধিবেশন এবং বহু শাখা-অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৪১।

শাখা অফিস [স শাখা+ই অফিস] *বি* কোনো প্রতিষ্ঠানের শাখা কার্যালয়। 'শহরের শাখা অফিসে আমার বদলির হুকুম এল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

শাখা কমিটি [স শাখা+ই কমিটি] *বি* মূল কমিটি থেকে উদ্ভূত ক্ষুদ্রতর কমিটি। 'কয়েকটি শাখা কমিটি গঠন করেছেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭২।

শাখাচ্যুত [স] *বিণ* গাছের ডাল থেকে পড়ে গেছে এমন। 'শাখাচ্যুত আলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শাখাজাল [স] *বি* জালের মতো জড়ানো শাখা-প্রশাখা। 'হঠাৎ শিরে লাগল আঘাত বনের শাখাজালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

শাখা নদী [স] *বি* বড়ো নদী থেকে উৎপন্ন শাখা নদী। 'নদী হইতে নির্গত যে জল বেগ দ্বারা গমন করে তাহাকে শাখা নদী কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শাখান্তর [স] *বি* অন্য শাখা। 'শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চঞ্চল করিয়া মারিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শাখান্তরাল [স] *বি* শাখার আড়াল। 'শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শাখাপতি [স] *বি* শাখার প্রধান। 'সম্মিলনের সকল শাখাপতি এ বিষয়ে একমত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

শাখাপথ [স] *বি* অপেক্ষাকৃত ছোটো রাস্তা। 'ছোটো ছোটো শাখাপথ বক্রধারায় এক পাশ দিয়ে নেমে নীচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শাখাপল্লব [স] *বি* পাতা ও ডাল। 'নিজ নিজ অলঙ্কার শাখাপল্লব পুষ্প ফল বিস্তার করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলো কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শাখাপ্রশাখা [স] ১ *বি* বংশলতা। 'তত্তৎ কুলের কোন শাখাপ্রশাখা হইতে কন্যা ও পাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* শাখা এবং তা থেকে নির্গত ক্ষুদ্রতর শাখা। 'শাখাপ্রশাখাদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'লোহার কলের মধ্যে শত শত শাখাপ্রশাখায় ধাবিত হইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শাখাবলী [স] *বি* শাখাসমূহ। 'তরুকুলপতি ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শাখাবাহু [স] *বি* ডাল। 'বৃক্ষাবলী শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মান করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

শাখাবিহারী [স] *বি* গাছের শাখায় অবস্থানকারী। 'তলচারী এবং শাখাবিহারীদিগের ভীষণ কোন্দল উপস্থিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

শাখামূল [স] *বি* শাখা ও মূল। 'তীরতরু সুবর্ণ নিবন্ধ শাখামূল' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শাখা-মূষিক [স] *বি* গেছো ইঁদুর। 'শাখা-মূষিকের পূর্ণকোটর মারাইতে ধন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

শাখামৃগ [স] *বি* বানর। 'তাকে অতিক্রম করে বসলেই আমরা তাকে বলি শাখামৃগ।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

শাখায়িত [স] ১ *বিণ* শাখায় বিভক্ত। 'জনসঙ্গীতের প্রবাহ সেথা বহু শাখায়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ২ *বিণ* বিস্তৃত। 'উদ্ঘাটিল আপনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয় শাখান্বিত রূপে রূপান্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শাখা-শিখর [স] *বি* নিকটবর্তী চূড়া। 'এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেলদৌড় দিয়ে সুইস আল্পসের শাখা-শিখরে উঠতে হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শাখা-শ্রেষ্ঠ [স] *বিণ* সম্প্রদার-প্রধান। 'শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাখাসভা [স] *বি* আঞ্চলিক সমিতি। 'শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শাখাসীন [স] *বিণ* ডালে বসে আছে এমন। 'কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শাখি[১] [স সাক্ষী] *বি* সাক্ষী। 'শাখি করিব জালন্ধরি পাএ।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

শাখি[২] [স শাখী] *বি* গাছ। 'শুনি পশুপাখি শাখিকুল পুলকিত।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

শাখী [স] *বি* গাছ। 'দীর্গ জেন শালশাখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ভালো বল দেখি সখি, রসহীন যেই শাখী ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

শাগ [স শাক] *বি* শাক। 'হিঙ্গ মরিচে রান্ধিলেক সরিষার শাগ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শাগরিদ [আ] *বি* শিষ্য। 'অনেক শাগরিদ জুটিয়া গেল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

শাগরিদান [আ শাকরিদ>] *বি* অনুসারীবৃন্দ। 'শাগরিদান ও মুরিদানের সংখ্যা বৃদ্ধি।' *ইসলাম*, ১৯৩২।

শাগরিদি [আ শাকরিদ>] *বি* চেলাগিরি। 'দু'বছর আপনের শাগরিদি করছি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শাগরেদ [আ শাকরিদ] *বি* শিষ্য। 'যোগ্য নেতার যোগ্য শাগরেদ' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শাঙন [স শ্রাবণ] *বি* শ্রাবণ মাস। 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

শাঙনঘন *বিণ* অন্ধকারে ডুবে আছে এমন। 'রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়া-গরজন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'রজনী শাঙনঘন, জীবন ময়ূর, দুঃখ কাঁপে দুর্বল দারুণ।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

শাঙন-দরিয়া [শাঙন+ফা দরিয়া] *বি* শ্রাবণের পরিপূর্ণ বর্ষা। 'দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি।' *জীবন*, ১৯২৭।

শাঙন-রাতি *বি* শ্রাবণের রাত। 'ঘনায় গহন শাঙন-রাতি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শাঙনী *বিণ* শ্রাবণের। 'ওগো শ্যামল শাঙনী মেঘ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শাঙলী [স শ্যামলী] *বি* শ্যামবর্ণ। 'শাঙলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০।

শাঙ্গ [স সাঙ্গ] *বিণ* শেষ; সম্পন্ন। 'লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন দশ দিনের মধ্যে শাঙ্গ।' *রামরাম*, ১৮০১।

শাজা [ফা সাজা] *বি* শাস্তি। 'দারোগাকে শাজা দিয়া কর্ম্ম হইতে দূর করিয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। দ্র **সাজা**

শাজাদা [ফা শাহজাদা] *বি* রাজপুত্র। 'কুঠিতে শাজাদার চেলে চলে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শাজাদী [ফা শাহজাদী] *বি* বাদশার কন্যা; রাজকুমারী। 'নব বোগদাদী আলিফ লায়লা, শাজাদী জুলফওয়ালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শাটিন, শাটীন [ই] *বি* মসৃণ ও চকচকে রেশমি বস্ত্রবিশেষ। 'শাটীন বস্ত্রেতে সোনা রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'শাটিন ও মকমলে প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য মনোহর দ্রব্য প্রস্তুত করেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

শাটী [স] *বি* শাড়ি। 'নীল পাটের শাটী কোচার বলনী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

শাঠ্য [স] *বি* শঠতা। 'শাঠ্যের প্রেরণা তারে যোগায় না শঠ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শাড়ি, শাড়ী [স শাটিকা] *বি* মেয়েদের পরার কাপড়। 'উত্তরি আঁতের নাড়ি কুঞ্জরচর্মের শাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শাড়ীপরা *বিণ* শাড়ি পরিহিত। 'বর্ণবৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল শাড়ীপরা মেয়েদের ভিড়।' *তারা*, ১৯৪৩।

শাণ, শান [স শাণ] ১ *বি* পাথর। 'বালির মধ্যে মধ্যে শান-বাঁধানো রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* পালিশ। 'তাতে আবার কালো কাজলের শাণ দেওয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১। ৩ *বি* বসা যায় এমন বাঁধানো স্থান। 'মুহুরির শেরেস্তায় গিয়া শানের মধ্যে পা ঝুলাইয়া বসিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

শাণ দিয়ে রাখা *ক্রি* উপযুক্ত করে তোলা। 'স্বভাবটাকে যে শাণ দিয়ে রাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শাণ দেওয়া ১ *ক্রি* ধার দেওয়া। 'তোর দন্তে শাণ দেয়, তোর পেট ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'ঠোঁটে একটা হাসি আছে, যেন শাণ-দেওয়া ছুরির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শাণা ১ *বিণ* তীক্ষ্ণ-করা। 'তাতে গুলী গোলা সকল তোলা, ভক্তি-অস্ত্রে আছে শাণা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* ধারালো বা তীক্ষ্ণ করা। 'দিনটি কেটে গেল হাতিয়ার শাণাতে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

শাণিত, শানিত [শাণ/শান+স ইত] ১ *বিণ* ধারালো। 'দুইটা শাণিত বর্শা দিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'রাজান্ত্রশালায় আজও শানিত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'শাণিত তাঁর বুদ্ধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বিণ* ক্ষুধার্ত। 'হয়তোবা ক্লান্ত ইতিহাস শানিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।' *জীবন*, ১৯৪৪। ৪ *বিণ* খরস্রোতা। 'শানিত নির্জন নদী – বলিল সে – তোমারি হৃদয়।' *জীবন*, ১৯৪৪।

শাণিত করা *ক্রি* তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করা। 'হৃদয়জয়ের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতাটা একজন পুরুষের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শানবাঁধানো ১ *বিণ* ইট বা পাথর দিয়ে বাঁধানো। 'বালির মধ্যে মধ্যে শান-বাঁধানো রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* কঠিন। 'দাদাদের সব মন শানবাঁধানো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শানবান্ধানো *বিণ* ইট-পাথরের তৈরি। 'শানবান্ধানো ঘরের ভেতর দিয়া নইড়া চইড়া বেড়াবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

শানানো ১ *ক্রি* তীক্ষ্ণ করা। 'ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ২ *বিণ* ধারালো। '"মহাকাল" লিখেছিল, ভাষা তার শানানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

শানিয়ে-বলা *বিণ* বুদ্ধিদীপ্তভাবে বলা। 'তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শাতন [স] *বি* ছেদন; ছিন্নকরণ। 'পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি।' *সত্যেন্দ্র*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯১২।

শাতনরি [স সপ্ত>] *বি* সাত প্যাঁচবিশিষ্ট গলার হার। 'মুক্তালচ্ছা গলদেশে সাজে শাতনরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শাতা [স ছত্রাক] *বি* ছত্রাক। **শাত পড়া** *বিণ* ছত্রাক জন্মেছে এমন। 'শাতা পড়া রুটি।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শাতিল আরব [আ] *বি* আরব দেশের একটি নদী। 'শাতিল আরব! শাতিল আরব!! পূত যুগ যুগ তোমার তীর।' *নজরুল*, ১৯২১।

শাত্রব [স] *বি* শত্রুগণ। **শাত্রবতা** [স] *বি* বৈরিতা। 'রাজা বসন্তরায় শাত্রবতা করিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

শাত্রবানল [স] *বি* শত্রুতারূপ অনল। 'প্রণয়ামৃত-সঞ্চারের পরিবর্তে অবিলম্বে শাত্রবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শাদা [ফা সাদহ্] **১** *বিণ* শ্বেত; সাদা। 'শাদা কাপড়।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* শ্বেতাঙ্গ। 'কুঠেল সব শাহেবজাদা, ধপধপে বাইরে শাদা ...' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বিণ* সরল। 'ভদ্র যত মন শাদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৪** *বিণ* স্বচ্ছ; পরিষ্কার। 'এ রোদ-আলো শান্ত; শাদা সকাল-বিকাল।' *জীবন*, ১৯৩০।

শাদাছিট *বিণ* সাদা রঙের ছিটাযুক্ত। 'শাদা শাদাছিট কালো পায়রার ওড়াউড়ি।' *জীবন*, ১৯৪২।

শাদাটে *বিণ* পুরোপুরি সাদা নয় এমন। 'ঘাড়ের রোঁ শাদাটে মেরে গেল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শাদামাটা *বিণ* আড়ম্বরহীন। 'শাদামাটা সরল জীবনে আসিতে লাগির কূটবুদ্ধি আর কৌশলের দড়িজাল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শাদামাঠা *বিণ* সাদাসিধে। 'নানারকম শাদামাঠা সাধারণ কথা।' *জীবন*, ১৯৩২।

শাদাসিদে *বিণ* সাদাসিধা; অনাড়ম্বর। 'বেশ শাদাসিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শাদাসিধে *বিণ* সাদাসিধা; সরল। 'বেশ শাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শাদি, শাদী [ফা] *বি* বিয়ে। 'বলিল শাদির কার্যে কত বড় কথা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কভু না করিবে শাদী আমার সাক্ষাতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শাদিয়ানা, শাদীয়ানা [ফা] **১** *বিণ* বিবাহসংক্রান্ত। 'শাদীয়ানা বাজানা মন বাজে প্রতি ঘরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* আনন্দ-উল্লাস। 'আমার বিয়ের শাদিয়ানাতে বন্দুক ছুঁড়বে কে?' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **৩** *বি* বিয়ের উৎসবের বাদ্য। 'শুনছ শাদির শাদিয়ানা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

শাদ্বল [স] *বি* কচি ঘাসে ঢাকা ভূমি। 'হরিণ্ময় শাদ্বল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

শান[1] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'জগদ্বন্ধু শান।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শান[2] *দ্র* **শাণ**

শান[3] [আ শান] **১** *বি* জাঁকজমক; চাকচিক্য। 'শূন্য মহল, জলসা উজাড়, নাইকো বাতির শান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* মর্যাদা। 'শহীদের শান লাভ করার চেয়ে অধিকতর গৌরবজনক মৃত্যু হতে পারে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শানদার [আ শান+ফা দার] *বিণ* জমকালো। 'শানদার জোব্বাজুব্বা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শান-দেয়া *বিণ* ঝকঝকে। 'চোখের কোণে শান-দেয়া রোদ চিকচিকিয়ে ঢেলে ...' *সিকান্দার*, ১৯৬০।

শান-শওকত [আ শান+আ শওকত] **১** *বি* জাঁকজমক। 'কোথায় সে শান শওকত।' *নজরুল*, ১৯৩২। **২** *বি* মান-মর্যাদা। 'শান-শওকত দবদবা তার আমলেই ছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শানকি, শানকী [ফা সেহেনক>] *বি* মাটির থালা। 'শানকিতে শাদা ভাত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

শানকীর ইয়ার – এক থালায় খায় এমন বন্ধু। 'শানকীর ইয়ারের ... দলে ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শানজর [ফা শা+আ নজর] *বি* শুভদৃষ্টি। 'শানজরের শেষে নব বর-বধূর যেমন পরিপূর্ণ সম্মিলন।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শানটিং, শান্টিং [ই] *বি* রেলের এক লাইন থেকে অপর লাইনে যাওয়া। 'শান্টিং-এ যাচ্ছে গাড়িগুলো।' *শওকত*, ১৯৪৬; 'মালগাড়ির শানটিংয়ের ভারী ধাতব শব্দ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

শানাই [ফা শাহনাই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'শানাই বিউগুল বাজে শুনিতে লাগে ভাল।' *সুলতান*, ১৭০০। *দ্র* **সানাই**

শানাইওয়ালা *বি* সানাইবাদক। 'নহবতখানায় শানাইওয়ালা বাঁশিওয়ালা ঘুঙুরওয়ালা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

শানিত *দ্র* **শাণ**

শানে-নযুল [আ] *বি* (ইসলাম) কোরানের সুরা, আয়াত বা ওহি অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাখ্যা। 'উহার শানে নযুলও খোলাসা বয়ান করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

শান্ত [স] **১** *বিণ* স্থির। 'শান্ত দান্ত ধর্মশীল মহাভাগ্যবান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* নিবৃত্ত। 'আপনে বুঝাই কেন না করিলা শান্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'একত্রে এক নালাতে আপন আপন পিপাসা শান্ত করিতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* নিরীহ। 'তাহার লাঙ্গুল গোলাঙ্গুলাকৃতি কিন্তু অতিশান্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৪** *বিণ* ভদ্র। 'প্রতি দিন প্রাতে আহার করাইয়া পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শান্ত ও বশীভূত ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৫** *বিণ* নিস্তরঙ্গ; ঢেউহীন। 'এখানকার গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্ত স্রোত ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শান্তকণ্ঠ [স] *বি* ধীর গলা। 'দাদাসাহেব শান্তকণ্ঠে বুঝিয়ে বলেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শান্তচিত [স] *বিণ* স্থির। 'বুঝিলেন আচার্য হইলা শান্তচিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শান্তচিত্ত [স] *বিণ* উত্তেজনাহীন। 'আর শান্তচিত্ত অথচ ফলার্থী এমন ব্যক্তিও ...' *রামমোহন*, ১৮১৭।

শান্তজাতি [স] *বি* নিরীহ জাতি। 'হিন্দু জাতির ন্যায় শান্তজাতি কোথায় পাইবেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

শান্ততা [স] *বি* শান্ত ভাব। 'আশা-আকাঙ্ক্ষাশূন্য শান্ততা এল মনে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

শান্ত দান্ত [স] **১** *বিণ* শান্তশিষ্ট। 'শান্ত দান্ত কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠাপরায়ণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ধীরস্থির। 'সত্য ধর্ম শান্তদান্ত জ্ঞানবন্ত ধীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শান্তদৃষ্টি [স] *বি* শীতল চাহনি। 'জমিলার দিকে শান্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে ...' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শান্তপ্রকৃতি [স] *বি* শান্ত স্বভাব। 'ভারতের পরাধীনতা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্তপ্রকৃতি ভারতবাসীদিগের প্রতি বিদেশীয়দিগের ভূয়োভূয়ঃ অত্যাচার তাহার স্বপ্রমাণ করিতেছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

শান্তপ্রভাময় [স] *বিণ* শান্ত দীপ্তিময়। 'বিদ্যুৎ আকৃতি, কিন্তু শান্তপ্রভাময়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শান্ত-প্রশান্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত শান্ত। 'ডানযুবের শান্ত-প্রশান্ত ছবি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শান্তবাণী [স] *বি* শিষ্ট কথা। 'হৃদয়মাঝে মধুর গভীর শান্তবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শান্তবিজন [স] *বিণ* নীরব ও নির্জন। 'ক্ষান্ত কূজন শান্তবিজন সন্ধ্যাবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শান্তভাব [স] *বি* স্বাভাবিক অবস্থা। 'বাবুর বৈষ্ণব ভাব গেলে শান্ত ভাব উদিত হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

শান্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* স্থিরতাসহকারে। 'ধীর শান্তভাবে বাহিরের আকাশ এবং আপন অন্তরের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শান্তমতি [স] *বিণ* নম্র ও ভদ্র। 'শান্তমতি সুপ্রকৃতি ভাই রাজা বসন্তরায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

শান্তমধুর [স] *বিণ* শান্ত মধুময়। 'তোমার গানের শান্তমধুর পুরনো কলিটি যেমন।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

শান্তমুখ [স] ১ *বি* সৌম্যরূপ। 'প্রকৃতি শান্তমুখে/ ছুটায় গগনবুকে/ গ্রহতারাময় তার রথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* অচঞ্চল মুখমণ্ডল। 'তাঁহার শুভ্রকেশমণ্ডিত শান্তমুখের উপর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শান্তমূর্তি, শান্তমূর্ত্তি [স] *বিণ* শান্তভাবপূর্ণ। 'সকল সন্তানেরা শান্তমূর্ত্তি হইয়াছে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫; 'একটি পৌঢ়বয়স্ক মুণ্ডিতমুখ শান্তমূর্তি ব্রাহ্মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শান্তরসাস্পদ [স] *বিণ* মনে শান্ত রসের উদয় হয় এমন। 'বৃদ্ধা তপস্বিনী শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করিছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শান্তশিষ্ট [স] ১ *বিণ* নম্র ও ভদ্র। 'তাঁদের বুদ্ধির চারিত্র-বল প্রথার বিচারহীন অনুশাসনকে শান্তশিষ্ট হয়ে মানতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট একটি বিশেষ লম্বকর্ণ ভারবাহীর মতোই।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ* নিরীহ। 'দেখিতে যতটা শান্তশিষ্ট বলিয়া মনে হয় ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শান্তশ্রী [স] *বি* সৌম্যরূপ। 'তৃপ্তির স্নিগ্ধ শান্তশ্রী ফুটে উঠেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শান্তস্বভাব [স] *বি* নিরীহ স্বভাব। 'এঁদের মধ্যে শান্তস্বভাব ও জ্ঞানবৃদ্ধ বুজরচেহ্ মেহেরের বৈশিষ্ট্য।' *আনিস*, ১৯৬৪।

শান্তস্বভাবা [স] *বিণ স্ত্রী* যে নারীর আচরণ শান্ত প্রকৃতির। 'এমন শান্তস্বভাবা সুলক্ষণা রাজলক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর ন্যায় অবহেলা করিয়াছিলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শান্তনা [স সান্ত্বনা] *বি* সহানুভূতি। 'দাউদ দুই ভাইকে শান্তনা করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

শান্তা[1] *ক্রি* শান্ত করা। **শান্তাইল** *ক্রি* শান্ত করলো। 'আশ্বাস বচনে শুকে কন্যা শান্তাইল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **শান্তিতে** *ক্রি* শান্তি পেয়ে। 'শান্তিতে।' *মালোএল*, ১৭৪৩।

শান্তা[2] [স] *বিণ স্ত্রী* শান্ত। 'তিলোত্তমা আদি তারা সবে অতি শান্তা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শান্তি [স] ১ *বি* স্থিরতা। 'চিন্তাএ আকুল রাজা শান্তি নাহি মনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বি* অবসান। 'সেখানে অসামঞ্জস্য অনেক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখন শান্তি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৪ *বি* নিবারণ। 'অসংখ্য ব্যক্তির বিচিত্র রোগ কদাপি দুই এক দেশহিতৈষী মনুষ্যের দ্বারা শান্তি হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৫ *বি* বন্ধ। 'মেদিনীপুরে আজও নীলকরের উপদ্রব শান্তি হইল না।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৮৩। ৬ *বি* অব্যাহতি। 'যা তিনি লেখেন তা না লিখে তাঁর শান্তি নেই।' *শিব*, ১৯৭৩।

শান্তি-অভিষেক [স] *বি* শান্তির সূচনা। 'শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ অগ্নি-উৎসধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শান্তি কমিটি [স] *বি* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী অসামরিক কমিটি। 'শান্তি কমিটির সভায় খানসেনাদের হামলা।' *সাপ্তাহিক বাংলা*, ১৯৭১।

শান্তিকর [স] *বিণ* শান্তিদায়ক। 'সেটা কিছুমাত্র সান্ত্বনাজনক বা শান্তিকর হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শান্তিকামী *বিণ* শান্তি কামনাকারী। 'শান্তিকামী সুইস জাতি তাই স্থান পেয়েছে পোপের ভাটিকানে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শান্তিক্রোড় [স] *বি* শান্তির কোল। 'সুখদুখ হতে শান্তিক্রোড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শান্তিঘট [স] *বি* হিন্দুমতে পূজায় ব্যবহৃত জলপাত্র। 'পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শান্তি-চন্দন [স] *বি* হিন্দুমতে পূজার সময়ে ভক্তদের কপালে দেওয়া চন্দনের ফোঁটা। 'জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া, তাঁহারে শান্তি-চন্দন দাও।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শান্তিজল [স] *বি* হিন্দুমতে পূজার মন্ত্রপূত জল যা ভক্তদের শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। 'হাঁটুজল বুকজল গলাজল শান্তিজল হয়ে ওঠে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

শান্তিদাতা [স] *বিণ* শান্তি দানকারী। 'শান্তিদাতা জিন শান্তিনাথ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

শান্তিধারা [স] *বি* শান্তির ধারার মতো পানির প্রবাহ। 'মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তিধারা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শান্তিনিকেতন [স] *বি* শান্তির আলয়। 'দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে চিরজ্যোতি চিরছায়াময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শান্তিনিকেতনী [স] *বিণ* শান্তিনিকেতনের। 'শান্তিনিকেতনী চামড়া-বাঁধানো মোড়ায় পা রেখে।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

শান্তিনীর [স] *বি* হিন্দুমতে মন্ত্রপূত জল। 'তব দয়া শান্তিনীরে অন্তরে নামিবে ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শান্তিপাথার [স শান্তি-প্রান্তর] *বি* শান্তিরূপ সাগর। 'সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক শান্তিপাথারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শান্তিপুরী *বিণ* পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরে তৈরি। 'সরু পেড়ে কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

শান্তিপুরে *বিণ* পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর অঞ্চলে উৎপন্ন বা প্রস্তুত। 'ঢাকাই, শান্তিপুরে, সিমলের ধুতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্তিপূর্ণ [স] *বিণ* স্বস্তিতে আছে এমন। 'ধন ধান্য ও শান্তিপূর্ণ গৃহস্থালী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শান্তি প্রদায়িনী [স] *বিণ* শান্তি প্রদান করে এমন। 'ইংরাজি ভাষার শান্তি প্রদায়িনী ছায়ায় না আসিলে ...।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

শান্তিপ্রয়াসী [স] *বি* শান্তি কামনা করে যে। 'পাঁচজন শান্তিপ্রয়াসীর মত সেও কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি তৈরি করে যাচ্ছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

শান্তিপ্রিয় [স] **১** *বিণ* শান্তি কামনা করে এমন। 'শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত ভ্রান্তিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* শান্তি চায় এমন ব্যক্তি। 'নিহত শান্তি নিষ্কলঙ্ক শান্তিপ্রিয়ের রক্তধারে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

শান্তিপ্রিয়তা [স] *বি* শান্তি কামনা। 'শান্তিপ্রিয়তাকে ভীরুতা বিবেচনা করিয়া সিধু ও খানুকে বাঁধিবার জন্য তাহার অনুচরগণকে আদেশ দিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

শান্তিবাদী [স] *বিণ* শান্তিপ্রিয়। 'আমরা কজন অকপট, শান্তিবাদী ক্লান্ত নাগরিক এমন বাগান চাই ...।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

শান্তিবারি [স] *বি* হিন্দুমতে পূজায় ব্যবহৃত মন্ত্রপূত জল। 'নিরন্তর শান্তিবারি সেচন করিয়াও নির্ব্বাণ করিতে পারিতেছেন না।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩; 'হৃদয়ে লও হে শান্তিবারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শান্তিবারিধারা [স] *বি* শান্তিরূপ জলের ধারা। 'তাইতো তারা এই উপোসির ওষ্ঠে ধরে ক্ষীরের থালা, শান্তিবারিধারা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শান্তিবিধান [স] *বি* উপশম; শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা। 'জগদীশ্বর তাঁহার যাতনার শান্তিবিধান করিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

শান্তিব্রতী [স] *বিণ* শান্তির ব্রতকারী। 'একদিকে ইসলামি ইমামের সিপাহী শান্তিব্রতী ...।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শান্তিভঙ্গ [স] *বি* শান্তিহানি। 'প্রজাগণের মধ্যে শান্তিভঙ্গ হয় ইহা স্বাভাবিক।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

শান্তিভূমি [স] *বি* শান্তিময় স্থান। 'বীরভূমি এখন শান্তিভূমি বলিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রতীয়মান হইতেছে।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

শান্তিমন্ত্র [স] *বি* শান্তি দেয় এমন মন্ত্র; শান্তির মন্ত্র। 'তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শান্তিময় [স] *বিণ* শান্তিপূর্ণ। 'সুতরাং পৃথিবী-মধ্যে একটি শান্তিময় রাজ্য স্থাপিত হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শান্তিময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* শান্তিপূর্ণ। 'শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

শান্তিরক্ষক [স] *বি* শান্তিরক্ষাকারী। 'শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখা রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'ঐ শ্রেণীর লোক সৈন্য, শান্তিরক্ষক ও উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তিবর্গের ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শান্তিরক্ষা [স] *বি* শান্তি সংরক্ষণ। 'আকাশ দিগ্‌দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শান্তিরস [স] *বি* ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ; শান্তিপূর্ণ অবস্থা। 'গোবরার মার মুখে এইরূপ আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণা শুনিয়া যুবতীদ্বয় প্রীতা হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শান্তির্লোক [স] *বি* শান্তিময় ভুবন। 'শোভা দেখালে শান্তির্লোক, জ্যোতির্লোক প্রকাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শান্তিলাভ [স] *বি* সুখ অর্জন। 'আপনার অবশ্যই শান্তিলাভ হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শান্তি-সাধক [স] *বিণ* শান্তির সাধনা করে এমন। 'মুসলিম আমি শান্তি-সাধক বাস করি দুনিয়ায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শান্তিসাধন [স] *বি* প্রশমন। 'কামরিপুর শান্তিসাধন করিয়া চরমে পরম পবিত্র প্রেমমাত্র অবলম্বন করা ঐ সাধনার উদ্দেশ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শান্তিসেবী [স] *বিণ* শান্তি প্রতিষ্ঠাকামী। 'শান্তিসেবী যুযুৎসুসমান।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

শান্তিস্থাপন [স] *বি* শান্তি প্রতিষ্ঠা। 'তদারক ও শান্তিস্থাপন করিয়া আসিবেন।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

শান্তিস্বরূপিণী [স] *বিণ* শান্তিরূপ আছে এমন। 'মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি, পয়স্বিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শান্তিস্বর্গ [স] *বি* শান্তিময় স্বর্গ। 'পৃথিবীর বুকে রচেছ শান্তিস্বর্গ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শান্তিস্বস্ত্যয়ন [স] *বি* যাবতীয় অকল্যাণের অবসান-কামনায় হিন্দুদের পূজার্চনা। 'শান্তিস্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শান্তিহীন [স] *বিণ* অশান্তিময়। 'জগৎ হইল শান্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শান্ত্রি, শান্ত্রী [ই সেন্ট্রি] **১** *বি* সৈন্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* পাহারাদার। 'দানাদি রক্ষার্থে শান্ত্রি দণ্ডায়মান আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭; 'শান্ত্রী খাড়া রাজার বাড়ী, গেলে পরে মারে বাড়ি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শান্ত্রীদল [ই সেন্ট্রি+স দল] *বি* সেনাদল। 'সামনে চল: সামনে চল তৌহিদেরি শান্ত্রীদল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

শান্যাল *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'গুরুদয়াল শান্যাল।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শাপ[1] [স সর্প] *বি* সর্প। 'ভ্রুহি কাল শাপ যুগল তাহাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শাপ[2] [স] *বি* অভিশাপ। 'তা দেখিয়া নবীবর শাপ দিলা তৎপর।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাপদৃপ্ত [স] *বিণ* অভিশাপে গর্বিত। 'এসো আমার শনির শাপদৃপ্ত ভাইরা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শাপবার্তা, শাপবার্ত্তা [স] *বি* অভিশাপ সংবাদ। 'প্রভুর শাপবার্ত্তা শুনি হয়ে শ্রদ্ধাবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাপভ্রষ্ট [স] *বিণ* অভিশাপের কারণে আপন অবস্থান থেকে পতিত। 'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি!' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

শাপভ্রষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* অভিশাপের কারণে আপন অবস্থান থেকে পতিত। 'খেলা-ছলে; চির-মৌনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেব-বালা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শাপমন্যি *বি* অভিশাপ। 'এত গালিগালাজ শাপমন্যি বেরোয়, বুন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শাপমন্যি করা *ক্রি* অভিশাপ দেওয়া। 'চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন রাইত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

শাপমুক্ত [স] *বিণ* অভিশাপ থেকে মুক্ত। 'মুক্তির জন্য আমাদের এই

AMARBOI.COM

শাপমুক্ত হতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শাপমোচন [স] *বি* অভিশাপ খণ্ডন। 'শৃঙ্গমুনিকর্তৃক শাপমোচনের উপায় কথন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শাপ লাগা *ক্রি* অভিশপ্ত হওয়া। 'শাপ লাগার ভয় করিস নে তুই?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শাপশাপান্ত [স] *বি* সকল প্রকার অভিশাপ। 'বাঁধা মুঠি খোলা দুপাল ধুলোতে আর শাপশাপান্তে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

শাপা [স শাপ্>] *ক্রি* অভিশাপ দেওয়া। **শাপিব** *ক্রি* অভিশাপ দেবো। 'শাপিব তোমার মুঞি পাএ্যা মনোদুঃখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **শাপিয়াছে** *ক্রি* অভিশাপ দিয়েছে। 'শাপিয়াছে অষ্টবসু বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **শাপিলেক** *ক্রি* অভিশাপ দিলেন। 'তান পুত্রে শাপিলেক মনে ক্রোধ করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শাপান্ত [স] **১** *বি* অভিশাপ খণ্ডন। 'শাপের শাপান্ত দেয় শুন তপোবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* শাপমোচন। 'আমার শাপান্ত এই ছিল যে ... তখন আমি পিতৃদত্ত শাপ হইতে মুক্ত হইব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শাপান্ত করা *ক্রি* অভিশাপ দেওয়া। 'রাসুকেও সে সর্বদা শাপান্ত করে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শাপান্তকাল [স] *বি* অভিশাপের অবসানের সময়। 'শাপান্তকালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শাপাভিভূত [স] *বিণ* শাপগ্রস্ত। 'পাণ্ডুর রাজত্ব হইল, তিনি শাপাভিভূত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগরহিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শাপলা *বি* পদ্মের মতো এক প্রজাতির জলীয় ফুলবিশেষ। 'আজকে রূপার মনে পড়ে নাক শাপলার লতা দিয়ে।' *জসীম*, ১৯২৯।

শাপলা-বিল *বি* শাপলা ফোটে এমন বিল। 'শাপ ঢুকিল এই শাপলা-বিলে।' *জসীম*, ১৯৬০।

শাপলামালা *বি* শাপলা ফুলের মালা। 'দিয়া আইস আমার শাপলামালা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শাফায়ত, শাফায়াত, শাফায়েত [আ] **১** *বি* ইসলামি মতে কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নবী-রসুলের সুপারিশ। 'শাফায়েত পাইবেন যতেক মোমীন।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'শাফায়ত-পাল-বাঁধা তরণীর মাল্লাল।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* সুপারিশ। 'মিছে শাফায়ৎ চাও।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শাফায়তকারী [আ শাফায়াত+স কারী] *বিণ* সুপারিশকারী। 'কেয়ামতে উম্মত শাফায়তকারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

শাফেয়ী [আ শাফিঈ] *বি* মুসলমানদের সম্প্রদায়বিশেষ। 'হানাফী, হাম্বালী, শাফেয়ী ও মালেক্কী এই চার মাজহাবের অভ্যুত্থান।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৫।

শাবক [স] **১** *বি* বাচ্চা। 'নীলাম্বর দাসে তাড়্যা ধরে ধনপতি কেশরিশাবকে জেন ধরে মাতা হাথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সন্তান। 'আমার কনিষ্ঠ শাবকটি শয়নগৃহের মেজের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শাবকহীন [স] *বিণ* বাচ্চা নেই এমন। 'শাবকহীন মুরগী যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শাবল [স শর্বলা] *বি* মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার লোহার দণ্ড। 'মাহুত হাথির পিঠে শেল শাবল জাঠে গগণে পুরয়ে আড়ম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শাবান [আ] *বি* হিজরি অষ্টম মাস। 'রজব শাবান পবিত্র মাস।' *নজরুল*, ১৯৪২।

শাবাশ [ফা শাহ্‌বাশ] *অব্য* প্রশংসাসূচক ধ্বনি। 'শাবাশ দাদা, একবার উঠেপড়ে লাগো তো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শাবাশ-শাবাশ [ফা শাহ্‌বাশ>] *অব্য* চমৎকার। 'হাত বুলাইয়া পিঠে/ কথা বলে মিঠে মিঠে/ শাবাশ-শাবাশ বলে কেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শাবাশি দেওয়া *ক্রি* প্রশংসা করা। 'আপনি মনে মনে শাবাশি দিয়ে বলবেন, "সোনার চাঁদ ছেলে, কী স্মার্ট"।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

শাবাসী [ফা শাহ্‌বাশ>] *বি* প্রশংসাধ্বনি। 'আমার ব্যক্তিগত শাবাসী সেই হাস্যরসের, সেই ব্যঙ্গরসের উদ্দেশে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শাব্দিক [স] *বিণ* শব্দবিশারদ। 'খুড় আমার বড় শাব্দিক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

শাম [আ] *বি* সিরিয়া দেশ। 'হেজাজ তাহামা ইরাক শাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শামদেশী [আ শাম+স দেশীয়] *বিণ* সিরিয়ার অধিবাসী। 'শামদেশী এক রত্ন বণিক।' *আহসান*, ১৯৫০।

শামবাসী [আ শাম+স বাসী] *বি* বর্তমান সিরিয়ার অধিবাসী। 'শামবাসী ওরা সহিতে শেখেনি পরাধীনতার চাপ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শামি কাবাব, শামী কাবাব [আ শাম>+আ কাবাব] *বি* শামদেশীয় কাবাব। 'শামি কাবাবের গন্ধ নাকে এসে লাগলে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫; 'শামী কাবাব দিয়ে স্যান্ডউইচ বানাতে পার না।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

শামকল *বি* পতঙ্গবিশেষ। 'মৌমাছি শামকল মৌচুষকি জোনাকির কথা মনেও পড়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শামখোল *বি* একপ্রকার পাখি। 'তাদের ডালে অসংখ্য শামখোল আর কাস্তেচোরা পাখি।' *হাসান*, ১৯৬০।

শামচাঁদ *বি* চাবুকবিশেষ, ব্রিটিশ শাসনামলে নীলচাষিদের ওপর দৈহিক অত্যাচারের জন্যে যা ব্যবহার করা হতো। 'নীলকরেরা অনরেরী মেজেস্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে দাদান, গাদন ও শামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শামন [স শ্রমণ] *বি* বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ। 'এই শামনের সংসর্গ নিমিত্ত আমাদিগের এই দুর্দৈব ঘটিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শামলা[1] [আ শমলাহ] *বি* উকিলের পোশাকবিশেষ; শালের পাগড়ি। 'মপোস্বাল হতে শামলা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য্য জানয়ার এসেচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'যে-সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শামলা[2] [স শ্যামলা] *বিণ* শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। 'চণ্ডীচরণ শামলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শামলানো [সামলানো] *ক্রি* রক্ষা করা। 'কিস্তির দাওয়া শামলাইতে ভারি সুদ দিয়া কর্জ্জ করিতে হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

শামলী *বি* (কল্পিত) নদীবিশেষ। 'শামলী নদীর ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

শামা [আ] *বি* লোহার শিকল। 'সাপকে হাতের লাঠি করে তাতে শামা পরিয়ে সে কৃতার্থ হল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

শামাদান [ফা] *বি* মোমবাতিদান। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'সেজের কাঁচরাশি ও ময়লা শামাদান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শামিয়ানা [ফা] *বি* চাঁদোয়া। 'পড়-পড় আকাশের ঝোলা শামিয়ানা।'

AMARBOI.COM

নজরুল, ১৯২৪।

শামিল [আ শামিল] **১** *বিণ* অন্তর্গত। 'ক্রয় করিয়া হরকরার শামিল করিয়া দিয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* তুল্য। 'তাঁর হৃদয়রক্ত তরল আলতার শামিল।' *প্রমথ*, ১৯১২; 'অনাবশ্যকীয় জিনিসের শামিল।' *এসলাম*, ১৯১৯।

শামেল [আ শামিল] *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'সে সকল ব্যক্তি ভোটারের তালিকায় শামেল হয়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

শামুক [স শম্বুক] *বি* শক্ত খোলওয়ালা ছোটো জলচর প্রাণীবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শাম্য [স সাম্য] *বি* সাম্য। 'শাম্য বাক্য ছোট ভাইয়ের নিবারিল ক্রোধ বিভা নাহি হয় তার দুই পায়ে গোদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শায়ক [স] *বি* বাণ। 'সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক ছোড়ি মন্ত্রির লোল রে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

শায়িত [স] **১** *বিণ* শয্যাগত। *দর্পণ*, ১৮২৯; 'সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত তখন জননী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* শয়ন করানো হয়েছে এমন। 'সোপান উপরি শায়িত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শায়িত করা *ক্রি* শোয়ানো। 'সোপান উপরি শায়িত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শায়ী [স] *বিণ* শায়িত। 'তিনি ক্ষীরোদশায়ী ভগোবান বট পত্রে ভাসিতে ভাসিতে ফিরেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শায়ের [আ শাইর] *বি* কাব্য। 'আপনা শায়েরে রুবাহের রীতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শায়েস্তা [ফা শায়িসতহ্] **১** *বিণ* জব্দ। 'বেচারি এখন বড্ড শায়েস্তা হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* শাসন। 'কুলি শায়েস্তায় ওরা ওয়াকিফহাল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শারঙ্গ [স সারঙ্গ] *বি* (হিন্দু পুরাণ) বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ধনুক। 'শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শারদ[1] [স] *বিণ* শরৎকালীন। 'শারদ পূর্ণিমা শশী স্থির হয়্যা আছে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শারদচন্দ্র [স] *বি* শরৎকালের চাঁদ। 'শারদ পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বয়ান।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'শারদচন্দ্র, বাসন্তলী, মরালের নৃত্য কোকিলের সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা সবই হইব।' *হাই*, ১৯৫৪।

শারদনিশি [স] *বি* শরৎকালের রাত। 'শারদনিশির স্বচ্ছ তিমিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শারদবেলা [স] *বি* শরতের দিন। 'শরীরে শারদবেলা নত হয়ে নেমে আসে যেনবা আমিই শস্যভূমি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

শারদলক্ষ্মী [স] *বি* শরৎরূপ লক্ষ্মী। 'এসো গো শারদলক্ষ্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শারদীয় [স] *বিণ* (হিন্দুধর্ম) শরৎকালীন। 'সাম্বৎসরিক রীত্যনুসারে এই শারদীয় মহোৎসব।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

শারদীয়মহোৎসব [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'কলিকাতা রাজধানীমধ্যে শারদীয়মহোৎসবে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

শারদীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* শরৎকাল সম্বন্ধীয়। 'শারদীয়া প্রতিমার প্রধান পঞ্চ পুত্তলিকার ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শারদোৎসব [স] *বি* শরৎকালীন উৎসব। 'বর্তমান বর্ষীয় শারদোৎসবোপলক্ষে নৃত্য।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

শারদ[2] *বি* বীণাবিশেষ। 'বীণ, শারদ, রবাব, জলতরঙ্গ প্রভৃতি দেশী বিদেশী নূতন পুরাতন নানারকম যন্ত্রে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শারাব [আ] *বি* শরাব; মদ। 'নিজের খুনকেই শারাবের মতো করে পান করেছি।' *নজরুল*, ১৯২৪। দ্র **শরাব**

শারাব-জাম [আ শারাব+ফা জাম] *বি* সুরার পাত্র। 'শয়তান আজ ভেশতে বিলায় শারাব-জাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শারাবান তহুরা [আ] *বি* উৎকৃষ্ট মদ। 'শারাবান তহুরা ভরা পেয়ালা হাতে আমার স্বামী হৃদয়-সর্বস্ব দাঁড়িয়ে রয়েছেন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শারিবন্দি [স সারি] *বিণ* সারিবদ্ধ। 'আপন২ মহলহইতে শারিবন্দি হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শারী [স] *বি* শালিক; শুকপাখি। 'পেঁচার মেলেতে শারী না শোভে তাহারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

শারিকা [স] **১** *বি* শুকপাখি। 'চন্দ্রাবতীর নিকটেও মদনমঞ্জরী নামে এক শারিকা থাকিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি স্ত্রী* শালিক। 'তাহাতে শুক, শারিকা, হরিয়াল, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি সুকণ্ঠ পক্ষী ... রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শারীশুক [স শারীশুক] *বি* শুক ও শারী; জোড়া শালিক। 'শারীশুক কোকিল রবএ সুললিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শারীর [স] *বিণ* শরীর সম্পর্কীয়। 'শারীর যন্ত্রণা তার না থাকে কখন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শারীরতত্ত্ব [স] *বি* শরীর সম্পর্কিত বিদ্যা। 'শারীরতত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশবিশেষই আত্মা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শারীরতত্ত্ববিদ [স] *বি* শারীরিক বিদ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'শারীরতত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

শারীরবিদ্যা [স] *বি* শরীরের অঙ্গ-সংস্থান ও ক্রিয়া সম্পর্কিত বিদ্যা। 'নাপিতকে শারীরবিদ্যা শিখাইতে লাগিল।' *জসীম*, ১৯৬০।

শারীরবিধানবিদ্যা [স] *বি* শরীরসম্পর্কীয় বিদ্যা। 'শারীরবিধানবিদ্যা বিশারদ অতিপ্রধান চিকিৎসক কুম সাহেব ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শারীরসংস্থান [স] *বি* দৈহিক গঠন। 'তাহারা কী শারীরসংস্থানে কী বুদ্ধিবৃত্তিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শারীরস্থান [স] *বি* দৈহিক গঠন। 'শারীরস্থান ও শারীরিক নিয়ম যথা নিয়মে শিক্ষা না করিলেই বা কি প্রকারে শারীরিক প্রকৃতি জানা যাইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শারীর-স্থান-বিদ্যা [স] *বি* দেহের বিভিন্ন অংশের গঠন ও সংস্থান সম্পর্কিত বিদ্যা। 'সুশ্রুতের শারীর-স্থান-বিদ্যার মত সম্পূর্ণ ধ্যানলব্ধ সামগ্রী।' *সবুজ*, ১৯১৭।

শারীরাদিক [স] *বিণ* শরীর ইত্যাদি সম্বন্ধীয়। 'কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শারীরিক [স] *বিণ* দৈহিক; শরীরের। 'ইতিমধ্যে শারীরিক পীড়া হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শারীরিক অভিভূতি [স] *বি* শারীরিক ভাবাবেশ। 'তাহা শরীর-মনের সুশোভন সংযমন নহে, তাহার অনেকটা কেবল শারীরিক অভিভূতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শারীরিক আক্ষেপ [স] *বি* যৌন আকাঙ্ক্ষা। 'ভামিনী যখন শারীরিক আক্ষেপে জরজর।' *হাসান*, ১৯৬০।

শারীরিকতা [স] *বি* শরীর সম্পর্কীয় বিষয়। 'মুখের নিটোল রূপের যা শারীরিকতা মাত্র তাও মানুষকে স্থির থাকতে দেয় না।' *জীবন*, ১৯৩১।

শারীরিক বিদ্যা [স] *বি* শরীরবিষয়ক বিদ্যা। 'সম্যকরূপে ইহার সমাধান জন্য শারীরিক বিদ্যা, ... ভূতত্ত্ব প্রভৃতি স্বদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শারীরিক শাসন [স] *বি* প্রহারের মাধ্যমে শাসন। 'মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শার্ট [ই] *বি* জামা। 'পেটিকোট, ব্লাউস, শার্ট ইত্যাদি ভাল মত ছাঁটিতে কাটিতে পার?' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

শার্টিঙ [ই] *বি* শাটিন। 'খাকী শার্টিঙ দিয়ে বানানো।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শার্দূল, শার্দ্দূল [স] *বি* বাঘ। 'কেশরী শার্দূল গণ্ডা তুরঙ্গ বারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সিংহ শার্দ্দূল তথা গন্ধর্ব্ব কিন্নর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শার্দুল [স শার্দূল] *বি* বাঘ। 'শার্দূল চিত ভীত না মানই কবি বিদ্যাপতি ভানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

শার্দূলবিক্রীড়িত [স] *বি* সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। 'শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শার্শি, শার্সি, শার্সী [ই sash] *বি* জানালার কাচের কপাট বা পাল্লা। 'গবাক্ষের শার্সি খুলিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩; 'মেয়েরা যেতে যেতে দোকানের শার্সীতে ... হ্যাটটা আধ ইঞ্চি এদিক ওদিক করে নিচ্ছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'সমস্ত অস্পষ্ট মুখ জাগবে কি মনের শার্সিতে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শাল[1] [স শল্য] ১ *বি* ব্যথা; তীব্র বেদনা। 'ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ এ শাল থাকিল বুকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শূলদণ্ড। 'শাল দেখি সেই চোর খল খল হাসে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* শেল। 'তিন তিহরী মধ্যে কামানের শাল।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাল[2] [স] *বি* শাল গাছ। 'পাতা লতা শাল তাল সভার নিস্তার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শালকাঁটা [স শালকাষ্ঠ] *বি* শাল গাছের কাঠ। 'শালকাঁটা সহিত সুন্দরী জলে ভাসে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শালকাট [স শালকাষ্ঠ] *বিণ* শাল কাঠের মতো শক্ত। 'পেটের ভেতর শুকিয়ে আমার শালকাট হয়ে গেছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শালকাঠ [স শালকাষ্ঠ] *বি* শাল গাছের কাঠ। 'শালকাঠের কড়িবরগা ও সেগুনকাঠের জানলা-দরজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শালগাছ *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'ধ্যানকে নিবিষ্ট করব ওই নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শালতরু [স] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শালপত্রপুট [স] *বি* শালগাছের পাতায় তৈরি পাত্র। 'শালপত্রপুটে কেবল হরীতকী আমলকী সংগ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শালপাত [স শালপত্র] *বি* শাল গাছের পাতা। 'এক পয়সার শালপাত কিনিয়া রাখিলে ... খাওয়া চলিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

শালপাতা [স শালপত্র] *বি* শাল গাছের পাতা। 'ঠোঙা আর শালপাতাতে চাট দেবে হাতে হাতে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

শালপ্রাংশু [স] *বিণ* শালগাছের মতো দীর্ঘকায় ও সুগঠিত। 'শালপ্রাংশু বলিষ্ঠকায় পুলিশের তর্জনী-সংকেতে শতশত বাষ্পীয় যান থেমেছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শালবন [স] *বি* শাল বৃক্ষের বন। 'এইরূপ আদেশ করিয়া জগৎসিংহ একাকী শালবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'এই মাঠের পারে শালবনের নূতন কচি পাতার মধ্য দিয়া বসন্তের হাওয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শাল-বন-মধ্যে *ক্রিবিণ* শালবনের ভেতরে। 'এক নিবিড় শাল-বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

শালবনা *বি* শালবন। 'পাহাড়তলীর শালবনায় বিষের মতো নীল ঘনায়!' *নজরুল*, ১৯২৫।

শাল-বীথিকা [স] *বি* শাল গাছের সারি। 'শাল-বীথিকায় ছায়া গেঁথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শালভঞ্জি [স শাল>] *বি* কাঠের তৈরি পুতুল। 'শালভঞ্জি কাহার নির্মিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শালভঞ্জিকা [স] *বি স্ত্রী* শাল কাঠের তৈরি দারুশিল্প। 'মূর্তিশিল্প নিশ্চয়ই খুব বেশি দূর এগোয়নি তখন আজকের আফ্রিকানদের শালভঞ্জিকার চেয়ে।' *অবন*, ১৯২৫।

শালশাখী *বিণ* শাল গাছের মতো। 'দীর্গ জেন শালশাখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শাল[3] [স শালা] *বি* ঘর। 'রন্ধনের শালে তুমি হবে অধিকারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শাল[4] [স শকুল] *বি* শোল মাছ। 'পাড়ে মৎস্য পড়িল চিতল শাল রুই।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শাল[5] [ফা] *বি* পশমি চাদর। 'শাল ২ দুই।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'দুইশত টাকা আর এক জোড়া শাল মর্য্যাদা আর যে হয়।' *কেরি*, ১৮০২।

শালওয়ালা *বি* শাল চাদর বিক্রেতা। 'শালওয়ালা ও কাপড়ওয়ালা প্রভৃতি আরবাজারের লোক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শালপেড়ে [স শাল>] *বিণ* শালের অনুরূপ পাড়বিশিষ্ট। 'শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লালপেড়ে তাবিজপেড়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শালবস্ত্র [আ শাল+স বস্ত্র] *বি* পশমি চাদরবিশেষ। 'তিব্বত দেশে বিস্তর ছাগলোম পাওয়া যায় তাহাতে শালবস্ত্র হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শাল[6] [ফা সাল] *বি* সাল। '১৮১৪ শালে যখন কোম্পানির সহিত মহাসভা নূতন নির্ধারণ করিল।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

শালগম [আ শলগম] *বি* সবজি হিশেবে ব্যবহৃত মুলার মতো কন্দবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শালগ্রাম [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত গণ্ডকী নদীজাত শিলা। 'শিবলিঙ্গ বিগ্রহ শালগ্রাম সকলি সংস্থান করিয়াছেন।' *কেরি*, ১৮০২।

শালগেরাম [স শালগ্রাম] *বি* শালগ্রাম। 'গঙ্গাজল ছুঁয়ে শালগেরামের সামনে দিব্বি কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শালগেরামি [স শালগ্রাম] *বি* শালগ্রাম শিলা। 'লালন কয় বৈষ্ণবী রতন/ হেঁসেলঘরের শালগেরামি।' *লালন*, ১৮৯০।

শালগ্রামশিলা [স] *বি* শালগ্রাম পাথর। 'মন্দির প্রস্তুত করাইয়া শালগ্রামশিলা স্থাপন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শালগ্রাম শিলা-জল [স] *বি* হিন্দুমতে শিলাময় বিষ্ণুমূর্তির চরণামৃত। 'শালগ্রাম শিলা-জল পিল ধনপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শালগ্রাম শীল [স শালগ্রামশিলা] *বি* (হিন্দুধর্ম) বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত গণ্ডকী নদী জাত শিলা। 'ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রাম শীলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শালতি[1] [স শাল+তরি>] *বি* নৌকাবিশেষ। 'কোন এক ব্যক্তি প্রথমে ডোঙ্গা বা শালতি নির্ম্মাণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শালতি[2] *বিণ* শাল কাঠের। 'এক জোড়া শালতি কাঠের থাম।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শালা[1] [স শ্যালক>] ১ *বি* স্ত্রীর ছোটো ভাই। 'শালা তোর দুবরাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গালিবিশেষ। 'কোন শালা আপন নাম লিখিতে জানে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* ব্যক্তি। 'এই শালা সন্ন্যাসী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৪ *বি* ঠাট্টা-রসিকতার সম্পর্ক এমন লোককে সম্বোধন। 'কী রে শালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শালাজ [স শ্যালক>] *বি* শালার স্ত্রী। 'শালী শালাজেই তামাসা করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শালামালা [স শ্যালক>] *বি* গালিবিশেষ। 'লণ্ডে ভণ্ডে দেয় গালি বলে শালামালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শালাশালি [স শ্যালক-শ্যালিকা] *বি* স্ত্রীর ছোটো ভাই ও বোন। 'সেতো দিল আর দাস দাসী শালাশালি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শালী [স শ্যালিকা] *বি* শ্যালিকা। 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শালো *বি* গালিবিশেষ। 'তা তু শালো এলি ক্যানেক তোর বাপের কি!' *হাসান*, ১৯৬৭।

শালা[2] *বি* ঘর; আলয়। 'ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথি-শালা প্রতিষ্ঠা করুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

শালি, শালী [স] *বি* আমন ধানের প্রকারবিশেষ। **শালি-অন্ন** [স] *বি* শালি ধানের ভাত। 'শালি-অন্ন মধু খণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'শালী জমি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

শালিধান *বি* একপ্রকার ধান। 'বাংলার শালিধান – আঙিনায় ইহাদের করেছে বরণ।' *জীবন*, ১৯৩২।

শালি ভূমি [স] *বি* শালিধান জন্মে এমন জমি। 'শালি ভূমি এক বিঘার রাজস্ব এক তঙ্কা ছিল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

শাল্যন্ন [স] *বি* শালিধানের ভাত। 'পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শালিআনা [ফা সাল>] *বিণ* বার্ষিক। 'মাসিক ও বার্ষিক চান্দায় প্রায় ৫৮৭৬ টাকা শালিআনা উৎপন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শালিক, শালিখ [স সারিকা] *বি* পাখিবিশেষ। 'শালিক লইল শুয়া পোষানিয়া পাখী ময়না দোয়েল বাজ ভাল ভাল দেখি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু শালিখ লাখে লাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শালিকা [স শালা>] *বি* আধার। 'ভারত রচিল ফুলকবিতা কবিতারসের শালিকা।' *ভারত*, ১৭৬০।

-শালিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অধিকারী। 'ঐ রানী অশেষ ধনশালিনী।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বিণ স্ত্রী* যুক্ত। 'নৃত্য গীত হাব ভাব শালিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

শালিশ, শালিস [আ সালিস] *বি* মধ্যস্থতাকারী। 'শালিশ হইয়া চারি মাসেও একবার বৈঠক করেন না।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'জয় পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

শালিশী হুকুম [আ সালিস+আ হুকম] *বি* বিচারের আদেশনামা। 'অদালত হইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শালিসী *বি* বোঝাপড়া। 'মনের মোকর্দ্দমার শালিসী নিষ্পত্তি হইয়া মিটমাট হইয়া গিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শালী[1] *দ্র* **শালা**

শালী[2] *বি* পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার একটি নদী। 'দক্ষিণে শালী নদী কুলুকুলু বয়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শালীনতা [স] ১ *বি* ভদ্রতা। 'কাটিতে কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* লজ্জাশীলতা। 'তোমার বুক ভরে থাকে যেন পূত শালীনতা!' *নজরুল*, ১৯২২।

শালীনতাবোধ [স] *বিণ* ভদ্রতাজ্ঞান। 'এ সব রচনায় তাঁর সাহিত্য-রুচি, শালীনতাবোধ, বৈদগ্ধ্য, শিল্পনৈপুণ্য, বর্ণভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

শালু *বি* লাল কাপড়বিশেষ। 'খালি গা, বুকে সরু শালুর ফেটি।' *অবন*, ১৯৪১।

শালুক [স] *বি* শাপলা। 'আশ্রয়ি পুখুর-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শালুক-নাড়া *বি* শাপলার নরম ডাঁটা। 'আশ্রয়ি পুখুর-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শালে *বি* সুইজারল্যান্ডের পার্বত্য এলাকায় নির্মিত কুটিরবিশেষ। 'শালে (Chalet) হচ্ছে এক ধরনের বাড়ি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শালো *দ্র* **শালা**

শাল্মলী [স] *বি* শিমুল গাছ। 'এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে।' *রামরাম*, ১৮০২; 'কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শাল্মলিফুল [স] *বি* শিমুলফুল। 'শাল্মলিফুলের সৌরভ অতি মনোহর।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

শাশ [স শ্বশ্রূ>] *বি* শাশুড়ি। **শাশবিবি** *বি* মাননীয়া শাশুড়ি। 'শাশবিবি কন, আহা আসে নাই কত দিন হল মেজলা জামাই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শাশুড়ি, শাশুড়ী, সাশুড়ি, সাশুড়ী, সাষুড়ি, সাসুড়ি, সাসুড়ী [স শ্বশ্রূ>] *বি* স্বামীর মাতা। 'সামী মোর দুরুবার সাশুড়ী সশুর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আক্ষী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সাষুড়ি ননদি জত পরিবার গনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সসুর সাসুড়ি স্মামি সভে নিসেদিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'শাশুড়ী ননদী মোর ঘরে দুরুবারে।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'সশুর সাশুড়ি মৈল দেওর ভাসুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। 'শাশুড়ি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শাশুড়িত্ব [শাশুড়ি+স ত্ব] *বি* শাশুড়ির ক্ষমতা; শাশুড়িগিরি। 'শাশুড়িত্ব খাটানোর জন্যই একবার বলিয়াছিলেন।' *মানিক*, ১৯৪০।

শাশুড়ীগিরি [শাশুড়ি+ফা গিরি] *বি* শাশুড়ির কাজ। 'তোমার শাশুড়ীগিরিতে বহাল হইতে পারি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাশ্বত [স] *বিণ* চিরন্তন। 'এ স্বর্গ শাশ্বত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শাশ্বতবাণী [স] *বি* চিরন্তন বাণী। 'সৃষ্টির শাশ্বতবাণী – "ভালোবাসি"।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শাশ্বতী [স] *বি স্ত্রী* অবিনশ্বরতা। 'রোদের সূচ্যগ্রে বিদ্ধ হলো শাশ্বতীর আকাঙ্ক্ষায়।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

শাস [স শ্বাস] *বি* নিশ্বাস। 'মনতোষ ভৈল কাহ্নাঞি ছাড়ে ঘন শাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শাসক [স] *বি* শাসন করে যে। **শাসকচক্র** [স] *বি* শাসকশ্রেণী। 'তদানীন্তন শাসকচক্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জনগণের ভাষার দাবী মেনে নেয়নি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

শাসকপীড়িত [স] *বিণ* শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত। 'শাসকপীড়িত হিন্দুস্থানের মজলুম ভাই আর বোনের মুখ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শাসন [স] **১** *বি* ভূমিদান পট্ট। 'ক্ষীটা হই ণবগুণ শাসন পড়া।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০। **২** *বি* উপদেশ। 'গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* পরিচালনাধীন অঞ্চল। 'বামে বিপ্র-শাসন নারিকেল-বন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* রাজ্য পরিচালনা। 'শাসন সুন্দররূপ করিতে পারে নাহি।' *কেরি*, ১৮০২। **৫** *বি* ভয় দেখানো। 'প্রজারদিগকে এমত শাসন করিয়া দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৬** *বি* কর্তৃত্ব; তত্ত্বাবধান। 'মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকাপাঠশালা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৭** *বি* দমন। 'ভূপতিগণ আপন আপন রাজ্যের কুচরিত্র শাসন করিয়া আসিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৮** *বি* নির্দেশ; আজ্ঞা। 'রাজার শাসন ব্যতীত কি প্রকারে ইহার দমন হইতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৯** *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'ধর্ম্মের শাসন পরিত্যাগ পুরঃসর ধনলুব্ধ হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি ও উৎকোচ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১০** *বি* সংযম। 'মনোবৃত্তি সমুদায়ের যথোচিত বর্দ্ধন ও শাসন করা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১১** *বিণ* দমিত। 'বেটা এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। **১২** *বি* পীড়ন; জ্বালা। 'মদনের দারুণ শাসন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **১৩** *বি* (বাউল) কুম্ভক সাধনার মাধ্যমে শুক্র নিয়ন্ত্রণ। 'শাসন করে তিনটি ধারা পেল রতন।' *লালন*, ১৮৯০। **১৪** *বি* বড়োদের বকুনি। 'কোনো বন্ধন নেই, শাসন নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **১৫** *বি* নিষেধ; বাধা। 'লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবন্ধ ভাষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শাসন করা *ক্রি* উপদেশ দেওয়া। 'এইরূপ ধাররাজ শাসন করিয়া বিক্রমাদিত্য ... পাঠশালাতে বিদায় করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শাসনকর্তা, শাসনকর্ত্তা [স] **১** *বি* শাসন করে যে; শাসক। 'তুমি যাবৎ যমরূপে শাসনকর্ত্তা থাকিবে তাবৎ বাঁচিব।' *রামমোহন*, ১৮১৭; 'কলোনিগুলির সামান্য শাসনকর্তারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* অভিভাবক। 'বালকেরা যখন তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে অহরহ দুষ্কর্ম্ম পঙ্কে পতিত হইতে দেখে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

শাসনকর্তৃ, শাসনকর্ত্তৃ [স] *বি* শাসক। 'স্বদেশের মঙ্গলার্থে শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শাসনকর্তৃপক্ষ, শাসনকর্ত্তৃপক্ষ [স] *বি* শাসকশ্রেণী। 'শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের অলৌকিক রাজনীতিদক্ষতার গুণে অপনীত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শাসনকর্ত্রী [স] *বি স্ত্রী* শাসন করে যে। 'বিশ্রামের সময় শাসনকর্ত্রী স্ত্রীর কাছে তোমার সেই বিচার হইল।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

শাসনকার্য, শাসনকার্য্য [স] *বি* শাসন সম্পর্কিত কাজ। 'প্রদেশের রাজশাসনকার্য সর্বতন্ত্র প্রণালীতে সম্পাদিত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'শাসনকার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা আজ গোড়ার দিকে দেওয়া হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

শাসনকাল [স] *বি* শাসন-আমল। 'মহারাণীর শাসনকাল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শাসনক্ষমতা [স] *বি* রাষ্ট্র পরিচালনা। 'শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ গণতন্ত্রের প্রতি তেমন আগ্রহ প্রদর্শন করছেন না।' *বেগম*, ১৯৫৫।

শাসন-ছায়া [স] *বি* শাসনরূপ ছায়া। 'আমার শাসন-ছায়ায় হয়ে পুষ্ট/ রাঘব বোয়াল বলিস আমায় দুষ্ট?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শাসন জমা [স শাসন+আ জমা] *বি* জমিদারিতে কোনো কাজ বাবদ প্রদত্ত কর। 'জমিদারিতে কোন কাজে আসিয়াছেন, শাসন জমা দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

শাসনজাল [স] *বি* শাসনরূপ জাল। 'স্বকীয় শাসনজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শাসনতন্ত্র [স] *বি* প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আইন। 'শাসনতন্ত্র-চালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শাসনতন্ত্রচালক [স] *বি* প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। 'কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শাসনতন্ত্রবিহীন [স] *বিণ* সংবিধানহীন। 'দেশকে শাসনতন্ত্রবিহীন করিয়া অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

শাসনতান্ত্রিক [স] **১** *বিণ* সাংবিধানিক। 'এমেরীর এ-প্রস্তাবে ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর হওয়ার তেমন কোন আশা আছে বলিয়া মনে হয় না।' *আজাদ*, ১৯৪১। **২** *বিণ* শাসনপদ্ধতি সম্পর্কিত। 'তথাকার শাসনতান্ত্রিক কাঠামো।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

শাসনদুর্গ [স] *বি* শাসনে বেষ্টিত দুর্গ। 'মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শাসনধারা [স] *বি* শাসনপদ্ধতি। 'একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

শাসনপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* শাসনের প্রতি একনিষ্ঠ। 'নিষ্ঠুর কঠোর শাসনপরায়ণা দলনেত্রী।' *তারা*, ১৯৪২।

শাসনপাশ [স] *বি* শাসনের বন্ধন। 'তারই শাসনপাশ গলায় বেঁধে বেড়াতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শাসনপ্রণালী [স] **১** *বি* পরিচালনার নিয়ম। 'বিশ্বরাজ্যের শাসনপ্রণালীর তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করা, নিতান্ত আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* নিয়ন্ত্রণ-কৌশল। 'ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শাসনপ্রথা [স] *বি* শাসন পদ্ধতি। 'এছলামে যেরূপ শাসনপ্রথা ছিল।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

শাসন বারণ [স] *বি* বিধি-নিষেধ। 'নাহি মানি শাসন বারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শাসনবিরোধী [স] *বিণ* শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। 'এই আন্দোলন ইংরেজ শাসনবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

 www.amarboi.com ~

শাসনভঙ্গী [স] *বি* শাসন করার ধরন। 'থমথমে মুখ যেন শাসনভঙ্গীর আদল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শাসনভার [স] *বি* শাসনের অধিকার। 'দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ। সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে।' *নজরুল*, ১৯২২।

শাসনভীতা [স] *বিণ স্ত্রী* শাস্তির ভয়ে শঙ্কিত। 'তারা কেবল এইটুকুমাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শাসনযন্ত্র [স] **১** *বি* রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী। 'যুরোপীয়দিগের শাসনযন্ত্র কোথাও চলিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* পরিচালন প্রক্রিয়া। 'সরকারী শাসনযন্ত্রের সাহায্য ও সহযোগিতা।' *বেগম*, ১৯৫৮।

শাসনরজ্জু [স] *বি* শাসনরূপ রশি তথা পরিচালনার দায়িত্ব। 'যদি ইংরেজরাজ ভারতের শাসনরজ্জু স্বহস্তে গ্রহণ না করিতেন।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

শাসনশক্তি [স] *বি* রাজ্য শাসনের ক্ষমতা। 'তন্ত্রশাসন – সেখানে শাসনশক্তি ঠেলে দেখা দেয় জিনিসটির সৌন্দর্য।' *অবন*, ১৯২৫।

শাসন-শোষণ [স] *বি* দমন ও পীড়ন। 'বিদেশী শাসন-শোষণের পরিবর্তে স্বদেশী শাসন শোষণের প্রতিষ্ঠায় আর সত্যকার স্বাধীনতায় আকাশ পাতাল প্রভেদ।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

শাসনসন্ধি [স] *বি* শাসন-কৌশল। 'যেখানে তাহার শাসনসন্ধি শিথিল হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শাসন-সীমা [স] **১** *বি* পারিবারিক শাসনের গণ্ডি। 'কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **২** *বি* শাসনের পরিধি। 'স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তারা শাসনসীমা অতিক্রম করে যায়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শাসনসূত্র [স] *বি* শাসনের উদ্দেশ্য। 'ব্যাপারটি ঘটে ইংরেজশাসনকালে শাসনসূত্রে আগত উদ্দীপকসমূহের সহায়তায়।' *শিব*, ১৯৫৬।

শাসনাধিকার [স] *বি* দেশ পরিচালনার অধিকার। 'ভারতবাসীকে সব রকম শাসনাধিকার থেকে এমন লজ্জাকরভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শাসনাধিকারি [স শাসনাধিকারী] *বি* শাসক। 'শাসনাধিকারিরা এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষা করাইবার জন্য মনোযোগী।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

শাসনাধীন [স] *বি* শাসনের অধীন। 'বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'শাসনাধীনে রাখিবার নিমিত্ত।' *কোহিনুর*, ১৯০৬।

শাসয়িতা [স] *বি* শাসনকর্তা; শাসক। 'শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষয়িতা এবং শুষ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শাসা [স শাস্>] *ক্রি* ভয় দেখানো। *মানোএল*, ১৭৪৩। **শাসিআ** *ক্রি* শাসন ক'রে। 'শশগর পৃথিবী শাসিআ দিবা তোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **শাসিবে** *ক্রি* শাসন করবে। 'সার্ব্বভৌম পৃথিবী শাসিবে একেশ্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **শাসিল** *ক্রি* শাসন করলো। 'নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **শাসে** *ক্রি* শাসন করে। 'ভীষ্মের প্রভাবে রাজা শাসে বসুমতী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শাসানি [স শাসন>] **১** *বিণ* ভীতি প্রদর্শনকারী। 'ডাকাতির শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* হুমকি। 'সব শাসানি ঠেলিয়া এই প্রশ্নটা তার প্রাণে পুনঃপুনঃ উঁকি মারিতে থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শাসানো [স শাস্>] **১** *ক্রি* ভয় দেখানো। 'মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *ক্রি* হুমকি দেওয়া। 'ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শাসি [ই sash] *বি* একাধিক কাঁচের পাল্লাবিশিষ্ট জানালাবিশেষ। 'রুধিয়া জানালা শাসি বসি একবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শাসিত [স] **১** *বিণ* শাসন করা হয়েছে এমন। 'জমিদারি যে করিয়াছেন তাহা শাসিত কি প্রকার।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বিণ* নিয়ন্ত্রিত। 'শাস্তৃ-শাসিত সম্বন্ধের বিষময় চরম ফল মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* শাসন। 'দাদা আমায় শাসিত কর্ব্বেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৪** *বিণ* নিয়ন্ত্রিত। 'ভাবাবেগ শাসিত বাংলা দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর জনপ্রিয়তার ইহাও একটি কারণ বটে।' *হাই*, ১৯৫৪।

শাসিৎ [স শাসিত] *বি* শাসন। 'তুমি যদি ঘরের ছেলে শাসিৎ করে রাখতে পার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শাসিতজন [স] *বি* শাসিত ব্যক্তি। 'উপনিবেশতন্ত্রে শাসিতজনের বিকাশসম্ভাবনা যে অতি অল্প একথা সাধারণস্বীকৃত।' *শিব*, ১৯৫৬।

শাসিতব্য [স] *বি* শাসনের আয়ত্তাধীন ব্যক্তি। 'শাসিতব্যের উপরে অবিহিত প্রয়োগ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শাস্তর [স শাস্ত্র] *বি* শাস্ত্র। 'যে খোদার শাস্তর পালে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শাস্তর কথা [স শাস্ত্রকথা] *বি* নীতি কথা। 'চাইনে ও-সব শাস্তর কথা, সময় বহে যায় যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শাস্তরসম্মত [স শাস্ত্রসম্মত] *বিণ* শাস্ত্রসম্মত। 'বৈজ্ঞানিক শাস্তরসম্মত অনেক কিছুই জানত না।' *হোসেন*, ১৯৪০।

শাস্তা [স] *বি* শাসনকর্তা। 'সে সব লোকের যথা ভাগবতে প্রেম/ তাতে যে অন্যের গর্ব তার শাস্তা যম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শাস্তি [স] *বি* সাজা। 'তুমি নহে শাস্তির ভাজন।' *বিজয়* ১৬৫০।

শাস্তি দেওন *বি* শাস্তি দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শাস্তিবিধান [স] *বি* দণ্ডদান। 'ইহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

শাস্তিভোগ [স] *বি* সাজাভোগ। 'তোমায় ... শাস্তিভোগ করিতে হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

শাস্তিমূলক [স] *বিণ* দণ্ডনীয়। 'সে সব ক্ষেত্রে সরকারের কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।' *বেগম*, ১৯৬৯।

শাস্তৃ [স] *বি* শাসক। 'শাস্তৃ-শাসিত সম্বন্ধের বিষময় চরম ফল মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শাস্তোর [স শাস্ত্র] *বি* শাস্ত্র। 'ধর্ম্মো কার্য করিতে শাস্তোর দিয়াছেন তাহান ক্রেপাএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শাস্ত্র [স] **১** *বি* ধর্মগ্রন্থ। 'নারীর সম্ভোগে রাধা জদি পাপ হএ শ্রীসংযুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* বিদ্যা। 'গণিত শাস্ত্রের মধ্যে সহজ বিদ্যা প্রকরণে উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বি* ধর্মীয় বিধান। 'শাস্ত্রও এক সময়ের লোকাচার।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শাস্ত্রকর্তা, শাস্ত্রকর্ত্তা [স] *বি* শাস্ত্রের প্রণেতা। 'তোমা সভার শাস্ত্রকর্তা সেহো ভ্রান্ত হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাস্ত্রকলাপ [স] *বি* শাস্ত্রসমূহ। 'যাবতীয় শাস্ত্রকলাপ যথাবিধি শিক্ষা করাইলাম।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শাস্ত্রকানা [স শাস্ত্র+স কাণ] *বিণ* শাস্ত্র জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ। 'বেদ-বিধির পর শাস্ত্র কানা আর এক কানা মন আমার।' *লালন*, ১৮৯০।

শাস্ত্রকার [স] *বি* শাস্ত্র রচয়িতা। 'শাস্ত্রকারেরা আততায়ীর বধে ও বিদ্রোহচরণে দোষাভাব লিখিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শাস্ত্রকারক [স] *বি* শাস্ত্র রচয়িতা। 'ইহাই শাস্ত্রকারকেরা লেখেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

শাস্ত্রকোবিদ [স] *বি* শাস্ত্রজ্ঞ; শাস্ত্রবিদ। 'অনারব্ধ কার্য্যের পরীক্ষার্থ ধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রকোবিদ ... নিযুক্ত করিয়া থাকেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শাস্ত্রগড়া *বিণ* শাস্ত্রের তৈরি; শাস্ত্রে রয়েছে এমন। 'এইরকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শাস্ত্রগত [স] *বিণ* শাস্ত্রসম্মত। 'শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শাস্ত্রচর্চা [স] *বি* ধর্মগ্রন্থ পঠন-পাঠন, আলোচনা ইত্যাদি। 'শাস্ত্রচর্চা এবং ছোটোখাটো নানা বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শাস্ত্রজ্ঞ [স] *বিণ* শাস্ত্র জানেন এমন। 'শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া তুমি কর অভিমানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাস্ত্রজ্ঞানহীন [স] *বিণ* ধর্মীয় জ্ঞান নেই এমন। 'ভগবান যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা [স] *বিণ* শাস্ত্রতত্ত্বে অভিজ্ঞ। 'শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শাস্ত্রদর্শী [স] *বিণ* শাস্ত্র জানে এমন। 'তৎকালে বৃত্তান্তজ্ঞ এবং বার্ত্তা শাস্ত্রদর্শী বণিক সভায় উপস্থিত থাকিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শাস্ত্রদৃষ্টি [স] *বি* শাস্ত্রীয় জ্ঞান। 'চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উদাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শাস্ত্রধারি [স শাস্ত্রধারী] *বি* শাস্ত্রের অনুসারী ব্যক্তি। 'উক্ত শাস্ত্রধারিগণ ...।' *সুধাকর*, ১৮৯৩।

শাস্ত্রনিষিদ্ধ [স] *বিণ* শাস্ত্রে নিষেধ আছে এমন। 'বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

শাস্ত্রনীতি [স] *বি* শাস্ত্রীয় বিধান। 'সংসারের শাস্ত্রনীতি নিয়মিত কর্ম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শাস্ত্রনীতিজ্ঞ [স] *বিণ* নীতিশাস্ত্র বিষয়ে বিজ্ঞ। 'শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষবর নন্দী বলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শাস্ত্র-পরমাণ [স শাস্ত্রপ্রমাণ] *বি* শাস্ত্রীয় প্রমাণ। 'দুই বস্ত্র ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাস্ত্র-পাঠ [স] *বি* ধর্মগ্রন্থের পাঠ। 'শাস্ত্র-পাঠ মুখে জপে মনে প্রেম রস ভাবে বাঝিলেন্ত দোঁহা প্রেম ফান্দ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শাস্ত্রপ্রণেতা [স] *বি* শাস্ত্রকার। 'সাহিত্যিক শাস্ত্রপ্রণেতা নন, তিনি মানবতন্ত্রী।' *শিব*, ১৯৫০।

শাস্ত্রপ্রমাণ [স] *বি* শাস্ত্রের প্রমাণ। 'যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী শাস্ত্রপ্রমাণ সকলকে ব্রহ্ম জানিয়াও ...।' *রামমোহন*, ১৮১৬।

শাস্ত্রবচন [স] *বি* ধর্মের কথা। 'সনাতনপ্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শাস্ত্রবাক্য [স] *বি* শাস্ত্রের কথা। 'কোন শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্তরূপে মান্য হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'শুভবুদ্ধিও নহে, শাস্ত্রবাক্যও নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শাস্ত্রবাণী [স] *বি* শাস্ত্রের কথা। 'ওগো কাজী, খামখা নীরস শাস্ত্রবাণী কও কাকে?' *নজরুল*, ১৯৩৯।

শাস্ত্রবাদ [স] *বি* শাস্ত্র সংক্রান্ত বিতর্ক। 'যে সবে শাস্ত্রবাদ করিব মোর সনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাস্ত্রবিচার [স] *বি* শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বিচার; ন্যায়নীতি বিবেচনা। 'সেই বাণীই কোনো শাস্ত্রবিচার না করে ... জ্বলে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শাস্ত্রবিদ্যা [স] ১ *বি* শাস্ত্রের বিধান। 'সেনাপতি মহাশয়ের নিকটে শাস্ত্রবিদ্যা আর শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তে দিলেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ২ *বি* ধর্মীয় শিক্ষা। 'অস্ত্রবিদ্যা শাস্ত্রবিদ্যা দিব আমি তোরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শাস্ত্রবিধি [স] *বি* শাস্ত্রের বিধান। 'শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ [স] *বি* শাস্ত্রের পরিপন্থী। 'যাহা পূর্ব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ...।' *রামমোহন*, ১৮১৬।

শাস্ত্রবিশারদ [স] *বিণ* শাস্ত্র সম্পর্কে পণ্ডিত। 'সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত হ.হ. উইলসন যাঁহার গ্রন্থ হইতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শাস্ত্রবিহিত [স] *বিণ* শাস্ত্রের অনুমোদিত। 'শাস্ত্রবিহিত দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা দ্বারা তদ্রূপ হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শাস্ত্র-বুড়া *বি* রক্ষণশীল ব্যক্তি। 'ভাতের হাঁড়ি হুঁকোর জলে কোনোরূপে শাস্ত্র-বুড়া/ জাত বাঁচিয়ে লুকিয়ে আছে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

শাস্ত্রবেত্তা [স] *বি* শাস্ত্রকার। 'অতএব এই শাস্ত্রবেত্তা দ্বিজ কেন না পূজ্য হইবেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শাস্ত্রব্যবসায়ী [স] *বি* শাস্ত্র চর্চা যার জীবিকার উপায়; শাস্ত্রজীবী। 'ইহাঁরদিগের পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রব্যবসায়ী।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শাস্ত্রভার [স] *বি* ধর্মের বোঝা। 'ফুটন্ত নবজীবনের 'পরে/ চাপায়ে শাস্ত্রভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শাস্ত্রভেদ [স] *বি* ধর্মের মূল বাণী। 'তবে নর বিদ্যাধর পাইব শাস্ত্রভেদ।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাস্ত্রমত [স] *বি* শাস্ত্রবিধি; ধর্মসমর্থিত মত। 'সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন/ চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্রমত নিরূপণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাস্ত্রমর্ম, শাস্ত্রমর্ম্ম [স] *বি* শাস্ত্রের তাৎপর্য। 'সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাস্ত্র-শকুন [স] *বিণ* নিষ্ঠুর শাস্ত্রসর্বস্ব। 'শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর যেতে নারে সেই হুরি-পরির।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শাস্ত্রশাসন [স] *বি* শাস্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণ। 'শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শাস্ত্রশাসিত [স] *বিণ* শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলে এমন। 'তাঁর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্রশাসিত মন অধর্মযুদ্ধের একান্ত প্রতিকূল।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শাস্ত্রসংগত, শাস্ত্রসঙ্গত [স] *বিণ* শাস্ত্র-অনুমোদিত। 'রাজকুমারী সালেহার সহিত শাস্ত্রসঙ্গত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ...।' *মন্নাররফ*, ১৮৮৫; 'এ বিবাহ কি শাস্ত্রসংগত হবে?' *প্রমথ*, ১৯৩১।

শাস্ত্রসমুদ্র [স] *বি* শাস্ত্ররূপ সাগর। 'তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে এর শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শাস্ত্রসম্পর্কীয় [স] *বিণ* শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন। 'অন্যান্য শাস্ত্রসম্পর্কীয় পূর্বকালীন পুস্তক সমুদয় যেমন ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শাস্ত্রসম্মত [স] *বিণ* শাস্ত্র-অনুমোদিত। 'শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা দিব।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

শাস্ত্রসিদ্ধ [স] *বিণ* শাস্ত্রসম্মত। 'এরূপ কর্ম্ম হিন্দুদের শাস্ত্রসিদ্ধ নয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

শাস্ত্রাচার [স] *বি* ধর্মগ্রন্থভিত্তিক সংস্কার। 'শাস্ত্রাচারের জটমোচন করতে করতেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শাস্ত্রাচারী [স] *বি* শাস্ত্রের বিধান পালন করে এমন ব্যক্তি। 'শাস্ত্রাচারীর দল এঁদের উপর এত খাপ্পা ছিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শাস্ত্রাধিকার [স] **১** *বি* শাস্ত্রের উপর দক্ষতা। 'বিদ্যার্থীর শাস্ত্রাধিকার বিবেচনা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **২** *বি* যোগ্যতা। 'দিলেন্দ্র-জীবন আলোচনা করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শাস্ত্রাধ্যয়ন [স] *বি* শাস্ত্র অধ্যয়ন। 'পূর্ব্বতন স্ত্রী সকল অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শাস্ত্রাধ্যয়নগুঞ্জিত [স] *বিণ* ধর্মশাস্ত্র পড়ার শব্দ শোনা যায় এমন। 'শাস্ত্রাধ্যয়নগুঞ্জিত শান্ত পল্লীগৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শাস্ত্রানুগ [স] *বিণ* শাস্ত্রের অনুগত। 'তাঁহাদের কোনো প্রকারের শাস্ত্রানুগ হইতে হয় নাই।' *হাই*, ১৯৫৪।

শাস্ত্রানুমোদিত [স] *বিণ* শাস্ত্র সমর্থিত। 'মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত পাঠ্য।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

শাস্ত্রানুসারে [স] *ক্রিবিণ* শাস্ত্র অনুযায়ী। 'শাস্ত্রানুসারে অন্যান্য সমুদয় বিষয়েই মনুষ্যের তুল্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শাস্ত্রাবলম্বী [স] *বিণ* ধর্মের অনুসারী। 'খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রাবলম্বী পণ্ডিতবর্গ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শাস্ত্রাভিজ্ঞ [স] *বিণ* শাস্ত্রজ্ঞানী। 'সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞ এমত এক জন কোথায় দৃষ্টচর।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শাস্ত্রাভ্যাস [স] *বি* জ্ঞানচর্চা; লেখাপড়া। 'যদ্যপি শাস্ত্রাভ্যাস না করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শাস্ত্রালাপ [স] *বি* শাস্ত্রবিষয়ক আলাপ-আলোচনা। 'তাঁহারা সময়ে সময়ে সমাগত হইয়া শাস্ত্রালাপ ... করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শাস্ত্রালোচনা [স] *বি* ধর্মীয় বিষয়াবলির আলোচনা। 'দেশজ ভাষা ত্যাগ করে সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

শাস্ত্রি [স শাস্ত্রী] *বি* শাস্ত্রজ্ঞ। 'আমি সকল শাস্ত্রিদিগকে এইক্ষণে কহিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শাস্ত্রী [স] *বি* শাস্ত্রজ্ঞানী যে। 'ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যথার্থ শাস্ত্রী।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শাস্ত্রীয় [স] *বিণ* শাস্ত্রে বর্ণিত। 'শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কেবল পণ্ডিতেরদের অন্তঃকরণেই গুপ্ত থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮২০।

শাস্ত্রীয়তা [স] *বি* শাস্ত্রীয় বৈধতা। 'তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে এর শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শাস্ত্রীয় ব্রত [স] *বি* শাস্ত্রোক্ত ব্রত। 'কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত।' *অবন*, ১৯১৯।

শাস্ত্রের কীট *বি* সর্বদা শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যাপৃত যে ব্যক্তি। 'শাস্ত্রের কীটটা গুরুকে আহ্বান করে আনবার যোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

শাস্ত্রোক্ত [স] *বিণ* শাস্ত্রে উল্লিখিত। 'শাস্ত্রোক্ত বলিয়া তাহাতেই অভিমত প্রকাশ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শাস্ত্রোপদেশ [স] *বি* শাস্ত্রীয় নির্দেশনা। 'অশেষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শাহজাদা [ফা] *বি* রাজপুত্র। 'এত বলি কান্দিতে লাগিল শাহজাদা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শাহাজাদি, শাহাজাদী [ফা] *বি* রাজকুমারী। 'নিদমহলায় জাগল শাহজাদি।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'শাহাজাদীর এ দীনতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'চাহে বোরখা তুলিয়া শাহাজাদি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শাহরিক দ্র শহর

শাহা [ফা শাহ] *বি* সম্রাট। 'যথেক আরবে মিলি/ লই শাহা মর্দ আলি/ গস্ত ফিরাই আনিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাহানিধি [ফা শাহ+স নিধি] *বি* মহারাজ। 'ভুবন বিখ্যাত শাহা নিধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শাহাদৎ [আ শহাদৎ] *বিণ* ইসলামি মতে ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুবরণ। 'শাহাদৎ তোমার হইবে সেই খানে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শাহাদাতপ্রাপ্ত [আ শহাদৎ+স প্রাপ্ত] *বিণ* সত্য বা ন্যায়ের জন্য আত্মোৎসর্গকারী। 'শাহাদাতপ্রাপ্ত লাশগুলি ইহাদের অভিভাবকদের দেওয়া হয় নাই।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

শাহানশাহ [ফা] *বি* বাদশাহ। 'কোনো দুনিয়ার কোনো সে শাহানশাহে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শাহনশাহ [ফা] *বি* রাজার রাজা। 'আত্মা নামক শাহনশাহের হেথায় ক্ষণিক আস্তানা।' *নজরুল*, ১৯৪২।

শাহানশাহী [ফা] *বিণ* বাদশাহী। 'তোমরাই ওকে অমন আমিরজাদির মতন শাহানশাহী মেজাজের করে তুলেছ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শাহেনশা [ফা] **১** *বি* সম্রাটের প্রতি সম্বোধন বিশেষ। 'জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন শা –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* রাজাধিরাজ। 'শাহেনশা, বাদশা শুভ্র চরণের তলে ... লুটাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শাহানা [ফা শাহানহ] **১** *বিণ* রাজকীয়। 'সখিনা! দেখ, তোমার স্বামীর শাহানা পোষাক দেখ!' *মন্নাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* (সঙ্গীত) একটি রাগিণীর নাম। 'সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে শাহানার সুর –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শাহী [ফা] *বিণ* রাজকীয়। 'দুইটা শাহী হুকুমনামা আসিল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

শাহী কারখানা [ফা] *বি* রাজকীয় ব্যাপার। 'পৌছে দেখি শাহী কারখানা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহীনামা [ফা] *বি* রাজকীয় আদেশপত্র; রাজবৃত্তান্ত। 'গাজী রহমান প্রভুর আদেশমত শাহীনামা ... লিখিতে আরম্ভ করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শাহেব [আ সাহাব] *বি* সাহেব। *এডমন*, ১৭৯৩। 'সেই সুধীর সুভব্য শাহেব সহ সাক্ষাৎ সংকথনাদি হইতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮। শাহেবজাদা [আ সাহিব+ফা জাদা] *বি* সাহেবজাদা; ইংরেজ-পুত্র। 'কুঠেল সব শাহেবজাদা, ধপধপে বাইরে শাদা ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শিঅর [স শিখর] *বি* শিয়র। 'শিঅরে হারায়িআঁ বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিআল [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'বাঞর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিআলী [স শৃগালী] *বি* শিয়াল। 'তঁহি তোলি শবরোহ কএলা কান্দশ সগুণ শিআলী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

শিউ *বি* ধোঁয়ার কালির গুঁড়া। **শিউগোলা** *বিণ* ধোঁয়ার কালি মেশানো হয়েছে এমন। 'মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউগোলা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শিউরা [স শিহরণ>] **১** *ক্রি* রোমাঞ্চিত হওয়া। 'ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* শিউরে ওঠা। 'তৃণকুসুম শিউরেছিল শিশির জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শিউরে ওঠা **১** *ক্রি* রোমাঞ্চিত হওয়া। 'ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* কাঁপুনি বোধ করা। 'শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি যেন শিউরে ওঠার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শিউরিটি [ই] *বি* জামিন। 'কার সাথে কার চুক্তি হৈতেছে, কেটা কার শিউরিটি হৈতেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

শিউলি[১] *বি* খেজুর গাছের রস বের করা যাদের পেশা। 'শিউলি নিরজে পুরে খাজুর কাটিআ ফিরে গুড় করে বিবিধ বিধানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিউলি[২] [স শেফালি] *বি* এক প্রকার ফুল – শেফালি। 'যৌবনের মতো পরিস্ফুট রাশিকৃত শিউলিফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শিউলি-শাদা *বি* শিউলি ফুলের মতো শাদা। 'শিউলি-শাদা আর শঙ্খ-শাদা একই শাদা নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

শিং [স শৃঙ্গ] *বি* চতুষ্পদ জন্তুদের মাথার শৃঙ্গ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এক নিবিড় বনে পড়িয়া তাহার শিং ডালে জড়াইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শিংওয়ালা [স শৃঙ্গ] *বিণ* শিংবিশিষ্ট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ... পশুগুলো বেশি হিংস্র।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শিংলে *বি* দুপাশের চুল লম্বা করে পেছনের চুল খাটো করে ছাঁটা। 'শিংলে করাটা একটা আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শিংশপা [স] *বি* শিশুগাছ। 'শিংশপা বৃক্ষে এক শব বাঁধা আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শিটে *বিণ* ময়লার আবরণযুক্ত। 'হাসলে শিটে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

শিয়াকুল *বি* শিয়াকুল; বুনো ফুলবিশেষ। 'গাঁথব মালা রে, এনে দে, এনে দে রে শিঁয়াকুল।' *নজরুল*, ১৯৩২।

শিক[১] [স শিষ্য] *বি* শিখ; গুরু নানক প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী। 'কলিকাতাস্থ শিক জাতীয়েরা ঐ উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

শিক[২] [ফা সীখ] *বি* লোহার সরু দণ্ড। 'শিক পুড়াইয়া বারকয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়।' *শরৎ*, ১৯১৮।

শিক কাবাব [ফা সীখ+আ কাবাব] *বি* শলাকাবিদ্ধ আগুনে ঝলসানো মসলামাখানো মাংসবিশেষ। 'শিক কাবাব ছুরি দিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শিকড় [স শিখর] **১** *বি* মূল। 'তাহার ভিতর শিকড় নিকর যতন করিয়া বাঁধে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* মূলের শাখাপ্রশাখা। 'শতলক্ষ আঁকাবাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* বাঁধন। 'আমি হাতের শিকড় দেব মেলে/ জীবনের সমৃদ্ধ মাটিতে স্বর হবো আশ্চর্যের।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

শিকড় গজানো *ক্রি* বিস্তার লাভ করা। 'আমাদের সমাজেও এ প্রথার শিকড় গজিয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিকড়গাড়া *বিণ* মূলপ্রোথিত। 'সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শিকড় মূল করা *ক্রি* মূলোৎপাটন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিকদার [ফা] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

শিকনি *বি* নাক থেকে বের হওয়া শ্লেষ্মা। 'খানিকটা শিকনি ঝেড়ে নিয়ে বললে ...।' *জীবন*, ১৯৩৩।

শিকরা [আ শকর] *বি* বাজপাখি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিকল [স শৃঙ্খল>] **১** *বি* লোহা দিয়ে তৈরি দরজার নিগড়। 'কুলুপ, শিকল, পেরেক, হাতা, বেড়ি, কড়া, হাতুড়ি ইত্যাদি সকল বস্তু সর্বদা প্রয়োজনে লাগে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* গাঁথুনি। 'ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শিকলগর [স শৃঙ্খল>] *বি* জিঞ্জির অথবা কোনোকিছু বাঁধার ধাতব উপকরণ তৈরি করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিকল-ছেঁড়া *বিণ* শিকল ছিঁড়ে ফেলেছে এমন। 'হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল শিকল-ছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শিকলি, শিকলী [স শৃঙ্খল] **১** *বি* শিকল। 'শিকলী।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কতক্ষণে পায়ের শিকলী কাটিয়া বাহির হইব।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* শৃঙ্খলের মতো কটিভূষণবিশেষ। 'সোনার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অফিসিয়েট হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিকলি-কাটা টিয়া *বি* আদর পাওয়ার পরও সব মায়া ত্যাগ করে চলে যায় যে। 'পুরুষ জাত শিকলি-কাটা টিয়া – কারে না পড়লে স্ত্রীকে স্মরণ হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

শিকা[১] [স শিক্ষা>] *ক্রি* শেখা। 'তুমি কি পেটে থেকে পড়েই শিকেচ?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শিকা[২] [স শিক্যা] *বি* দড়ি বা তার দিয়ে তৈরি পাত্রাদি রাখার ঝুলন্ত আধার। 'এই মহামূল্য যুক্তিকটা কিছুক্ষণের জন্য শিকায় তোলা থাক-না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

শিকা ভাঙানো *ক্রি* শিকা বুনানো। 'বউটি বসিয়া শিকা ভাঙাইছে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শিকায় তোলা *বি* অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত অবস্থা। 'বি.এ. ডিগ্রী শিকায় তোলা রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শিকিআ [স শিক্যা] *বি* শিকা। 'সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

AMARBOI.COM

শিকে [স শিক্যা] *বি* শিকা। 'ঝোলাগুড় তোলা ছিল শিকের উপরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শিকার [ফা] **১** *বি* লক্ষ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* স্বাধীনভাবে বিচরণকারী পশুকে হত্যা। 'তাহারা পশ্বাদি শিকার বা কোনরূপ বৈরনির্য্যাতনে ধাবিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* তাড়না। 'আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শিকার জন্তু [ফা শিকার+স জন্তু] *বি* হরিণ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

শিকার-পার্টি [ফা শিকার+ই পার্টি] *বি* বন্যপ্রাণী শিকারের আনুষ্ঠানিক আয়োজন। 'শিকার-পার্টি রঙ্গমঞ্চ সংগীতসভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিকারপ্রিয় [ফা শিকার+স প্রিয়] *বিণ* শিকার করতে ভালোবাসে এমন। 'কনিষ্ঠ পুত্রটি অত্যন্ত শিকারপ্রিয়।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

শিকারলুব্ধ [ফা শিকার+স লুব্ধ] *বিণ* শিকারের প্রতি লোলুপ। 'সহস্র ক্রুর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মতো চুপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিকারি, শিকারী [ফা শিকার>] *বি* শিকার করে যে। 'শিকারে শিকারি যতো বাঘিনীর পাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সমূহ শিকারী কুকুরের শব্দে ভড়কিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায় – কারো আকারপ্রকার দেখলেই তার প্রকৃতি বোঝা যায়। 'শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিকারীপনা *বি* শিকারির আচরণ। 'তোমার সে খোজা নিছক শিকারীপনা।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

শিকারের মাংস *বি* হরিণের মাংস। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

শীকার [ফা শিকার] **১** *বি* প্রাণীহত্যা। 'কুমার বাহাদুর শীকার খেলিতে ঐ অঞ্চলে রাই হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০২। **২** *বি* শিকার করার উপযুক্ত বস্তু। 'মনে২ চিন্তা করিল যে ভাল শীকার পাইয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* প্রতারণা, লুণ্ঠন প্রভৃতি দুষ্কর্মের লক্ষ্য কোনো নিরীহ ব্যক্তি। 'দালালেরা শীকার ধরে আনে ... বাবু আড়ে গেলেন!' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিকি, শিকী [আ সিক্কাহ্] *বি* চার আনা মূল্যের মুদ্রা। 'কোম্পানির রীত্যনুসারে শিকী ডাকের খরচ লাগিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বালিকারদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

শিক্কা [আ সিক্কাহ্] *বি* বাদশাহি আমলের মুদ্রা। 'তাহার নামে শিক্কা মারা যায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিক্কা মারা *ক্রি* মুদ্রা প্রচলিত করা। 'আপন নামে শিক্কা মারে।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিকিরী [ফা শিকার>] *বি* শিকারি। 'ফিকিরি শিকিরী ভিন্ন বাঁচে সাধ্য কার।' *ভবানী*, ১৮২৮।

শিক্লি [স শৃঙ্খল] *বি* লোহার তৈরি দরজার শিকল। 'চাবি শিক্লি আছে ঝুলে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিক্ষক [স] *বি* শিক্ষাদাতা। 'শিক্ষকেরা প্রতিজন সরকার হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শিক্ষকজাতীয় [স] *বিণ* শিক্ষকের মতো। 'লাবণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শিক্ষকতা [স] *বি* শিক্ষকের কাজ। 'পাঠশালার শিক্ষকতা পদে মনোনীত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শিক্ষক-ভীতি [স] *বি* শিক্ষকের প্রতি ভয়। 'যার রক্তে রক্তে এং শিক্ষক-ভীতি, ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শিক্ষয়িত্রী [স] *বি স্ত্রী* শিক্ষিকা। 'গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে যেখানে শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠাইবেন সেইখানেই যাইতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

শিক্ষিকা [স] *বি স্ত্রী* শিক্ষয়িত্রী। 'কত স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার ভার গ্রহণ করিয়া পুরুষ দিগের ন্যায় শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।' *বামাবোধিনী*, ১৮৬৭।

শিক্ষণ *বি* শিক্ষাদান। 'প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিক্ষণীয় *বিণ* শিক্ষাযোগ্য। 'সর্ব্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় এই ব্রহ্মা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'মানুষের নিতান্ত শিক্ষণীয় বিষয় যখন যৎসামান্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শিক্ষা [স] **১** *বি* জ্ঞান। 'শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রশিক্ষণ প্রদান। 'তারে ধ্যান শিক্ষা কর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* অভ্যাস, চর্চা প্রভৃতির দ্বারা কোনোকিছু আয়ত্তকরণ। 'না কইল ধনু শিক্ষা হবেক কেমনে রক্ষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* চালনা। 'গঙ্গা বরে বিস্য অস্ত্র শিক্ষা করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *ক্রি* জ্ঞান বিতরণ। 'আমি এ সমস্ত শিক্ষা করাইতে পারি।' *কেরি*, ১৮০২। **৬** *বি* লেখাপড়া। 'কন্যাকে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৭** *বি* শিক্ষা প্রণালী। 'শিশুদিগের শিক্ষা অনর্থক দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৮** *বি* পুঁথিগত বিদ্যা। 'বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৯** *বি* প্রজ্ঞা লাভ। 'তোমার কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **১০** *বি* শাস্তি। 'ভারতীয় যুদ্ধবাজদের উপযুক্ত শিক্ষা।' *বেগম*, ১৯৬৫।

শিক্ষা-আইন *বি* শিক্ষা বিষয়ক আইন। 'যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিক্ষাওণ [স শিক্ষা] *ক্রি* শেখানো; শিক্ষা দেওয়া। 'বধির ও মূক ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যা শিক্ষাওণ বিষয়ে শ্রীযুত নিকলস সাহেব যে পত্র লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শিক্ষাকর *বি* শিক্ষার জন্যে দেয় কর। 'শিক্ষাকর চাই বৈকি, নইলে খরচ জোগাব কিসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিক্ষা করানো *ক্রি* শিক্ষা দেওয়া। 'যেমত গৃহ কর্ম্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শিক্ষাকার [স] *বি* শিক্ষক। 'শিক্ষাকার যদ্যপি বাবুদিগের শরীরে স্বা বেত্রাঘাতাদি করেন ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিক্ষাকারণ [স] *ক্রিবিণ* শিক্ষার প্রয়োজনে। 'প্রথমত পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালক বাবুদিগের শিক্ষাকারণ গুরুমহাশয় নিকটে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিক্ষাকারি [স শিক্ষাকারী] *বি* শিক্ষানবিস। 'আমারদিগকে জিলা আদালতে কর্ম্ম শিক্ষাকারির ন্যায় নিযুক্ত রাখেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

শিক্ষাকারিণী [স] *বি* শিক্ষিকা। 'ত্রিশ জন বালিকা ও এক জন শিক্ষক ও এক জন শিক্ষাকারিণী ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাকার্য, শিক্ষাকার্য্য [স] *বি* শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম। 'তাহারা শিক্ষাস্থান সুখের স্থান ও শিক্ষাকার্য্য সুখের কার্য্য জ্ঞান করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষাকেন্দ্র *বি* বিদ্যালয়। 'গুল-ই-রানা ক্লাবে একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিক্ষাগত যোগ্যতা *বি* শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রি। 'আমাদের শিক্ষিত মহলের শিক্ষাগত যোগ্যতা ...।' *উমর*, ১৯৬৮।

শিক্ষাগার [স] *বি* বিদ্যালয়; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 'বড়ো বড়ো শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিক্ষাগুণ [স] *বি* শিক্ষার সুফল; শিক্ষার ইতিবাচক ফল। 'শিক্ষাগুণে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে ...। *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিক্ষাগুরু [স] *বি* শিক্ষক। 'সর্ব শিক্ষাগুরু গৌরচন্দ্র বেদে বলে ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিক্ষাজন্যা [স] *বিণ* শিক্ষাজাত। 'প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

শিক্ষাজাত [স] *বিণ* শিক্ষা থেকে সৃষ্ট। 'শিক্ষাজাত আমাদের এই নূতন জাতিভেদ দূর করার সাধ্য আমাদের আছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শিক্ষাণ [স শিক্ষা>] *বি* শিক্ষা। 'ভূগোল ও খগোলীয় গ্লোব শিক্ষাণ ও জ্যোতিষ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

শিক্ষাতত্ত্ব [স] *বি* শিক্ষাবিষয়ক বিদ্যা। 'লাইব্রেরি থেকে শিক্ষাতত্ত্বের বই আনিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শিক্ষাতত্ত্ববিৎ [স] *বি* শিক্ষাতত্ত্ব আয়ত্ত করেছে যে। 'শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিক্ষাদর্শ [স] *বি* শিক্ষা বিষয়ে নৈতিক অবস্থান। 'তাঁর শিক্ষাদর্শের বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে না।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিক্ষাদাত্রী [স] *বি স্ত্রী* শিক্ষিকা। 'কৈশোর জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শিক্ষাদানপ্রণালী [স] *বি* শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি। 'যে শিক্ষাদানপ্রণালী আমাদের আয়ত্তের অতীত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষাদায়ক [স] *বি* শিক্ষক। 'সাহেব ইঙ্গরেজী বিদ্যার শিক্ষাদায়ক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

শিক্ষাদীক্ষা [স] **১** *বি* জ্ঞান অর্জন ও তার মর্ম গ্রহণ। 'এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষের মতো পরিহার করা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। 'মানুষের আচার-ব্যবহারে ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষার প্রাদুর্ভাব যেমন তর্কাতীত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিক্ষাধারা *বি* শিক্ষাব্যবস্থা। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্ত্তিত শিক্ষাধারা।' *ইসলাহ*, ১৯৩২।

শিক্ষাধিক্ক্য [স শিক্ষাধিক্য] *বি* শিক্ষা বৃদ্ধি। 'এরূপ শিক্ষাধিক্য যত হইবে, ততই ... সম্মান সঞ্চয় হইবে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

শিক্ষানবিশি, শিক্ষানবিশী, শিক্ষানবীশি [স শিক্ষা+ই নবিস] *বি* শিক্ষা নেওয়ার কাজ। 'পাশ করিয়া এতদিন শিক্ষানবিশি করিতেছিল।' *শরৎ*, ১৯১৪; 'তার শিক্ষানবীশিতে পুব-পশ্চিমের কোনও জাতির চেয়ে কম পটুতা দেখায় না।' *সবুজ*, ১৯১৭; 'কানে কলম গুঁজে শিক্ষানবিশিতে বসে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'সোদপুর সোপ ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতি শিল্পায়তনে শিক্ষানবিশী করতে পারেন।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

শিক্ষানবিসি, শিক্ষানবিসী [স শিক্ষা+ই নবিস>] *বি* শিক্ষা নেওয়ার কাজ। 'গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'বস্ত্রব্যবসায়ীর কাছে শিক্ষানবিসী শুরু করেন।' *উমর*, ১৯৬৮।

শিক্ষানিকেতন [স] *বি* বিদ্যালয়। 'সে শিক্ষানিকেতন হ'ল জাতীয় বিদ্যালয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শিক্ষানীতি [স] *বি* শিক্ষাদানের পদ্ধতি। 'তাঁহারা ইতর প্রজাদের, শিক্ষানীতি, সাংসারিক অবস্থা, ... উন্নতির ভার গ্রহণ করুন।' *সুলভ*, ১৮৭১।

শিক্ষানুরাগী [স] *বিণ* শিক্ষাবিস্তারে সচেষ্ট। 'দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে এই দুই সংস্থা গঠিত হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

শিক্ষানুষ্ঠান [স] *বি* শিক্ষা কার্যক্রম। 'পৃথক শিক্ষানুষ্ঠানও দরকার।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

শিক্ষানো [স শিক্ষা>] *ক্রি* শেখানো। **শিক্ষাইবা** *ক্রি* শেখাবে। 'তুষ্ট রাখিয়া লেখাপড়া শিক্ষাইবা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **শিক্ষাইল** *ক্রি* শিক্ষা দিলো। 'এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিক্ষাপড়া [স শিক্ষা+স পঠন>] *বি* প্রশিক্ষণ। 'বিবিকেও তদ্রূপ শিক্ষাপড়া দিতে লাগিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

শিক্ষাপদ্ধতি [স] *বি* শিক্ষাদানের পদ্ধতি। 'স্বাস্থ্যনাশক শিক্ষাপদ্ধতি এবং মহার্ঘতা প্রযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শিক্ষাপরিব্রজন [স] *বি* শিক্ষাভ্রমণ। 'যদি সম্বল জোটে ... শিক্ষাপরিব্রজন চালাতে পারব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিক্ষা পাওয়া **১** *ক্রি* তিক্ত অভিজ্ঞতা হওয়া। 'পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো শিক্ষা পাইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *ক্রি* শিক্ষা লাভ করা। 'যেসব ধনীদের ঘরে বৃত্তিভোগী গায়ক ছিল তাহাদের কাছে শিক্ষা পেত কেবল ঘরের লোক নয়, বাইরের লোকও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

শিক্ষাপ্রণালী [স] **১** *বি* শিক্ষাদানের পদ্ধতি। 'কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর এ দোষ পূর্ব্বাবধিই আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* শিক্ষাব্যবস্থা। 'আমরা সচরাচর শিক্ষাপ্রণালীর ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে নিজেদের মুক্ত করতে চাই।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান [স] *বি* শিক্ষাকেন্দ্র। 'সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

শিক্ষাপ্রদ [স] *বিণ* শিক্ষার উপযোগী। 'সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শিক্ষাপ্রদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* শিক্ষা দানকারী। 'শিক্ষাপ্রদায়িনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদি গ্রামবাসীদিগকে চাঁদাস্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

শিক্ষাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* শিক্ষিত। 'শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।' *প্রচারক*, ১৯০১।

শিক্ষাবৎসর [স] *বি* শিক্ষাবর্ষ; শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত এক বছরের সময়পরিধি। 'বর্তমান শিক্ষাবৎসর থেকে কুষ্টিয়া শহরে একটি মহিলা কলেজ ...।' *বেগম*, ১৯৬৬।

শিক্ষাবর্ষ [স] *বি* শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত এক বছরের সময়পরিধি। 'এই শিক্ষাবর্ষেই বাংলাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

শিক্ষাবহন [স] *বি* শিক্ষার মাধ্যম। 'সর্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষাবহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিক্ষা-বাণিজ্য [স] *বি* শিক্ষা ও বাণিজ্য। 'সরকার যদি এদেশের শিক্ষা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইতে পারিতেন।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

শিক্ষাবিদ [স] *বি* শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ। 'সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

শিক্ষা বিধান [স] *বি* শিক্ষার ব্যবস্থাপনা। 'যাঁহারা আমাদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য নিয়োজিত।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

শিক্ষাবিধি [স] *বি* শিক্ষা-ব্যবস্থা। 'শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিক্ষাবিভাগ [স] *বি* শিক্ষা সংক্রান্ত দফতর। 'শিক্ষকদের ও শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষদের সর্ব্বদা একথা মনে রাখা দরকার।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শিক্ষাবিশেষজ্ঞ [স] *বি* শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞতা আছে যার। 'শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের পর্য্যন্ত ধারণা এসব বিষয়ে স্পষ্ট নয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিক্ষাবিস্তার [স] *বি* শিক্ষার প্রসার। 'শিক্ষাবিস্তার সমস্যার সমাধান।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩৩।

শিক্ষাবীজ [স] *বি* শিক্ষার মূল। 'ব্রহ্মবান্ধব, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষাবীজ ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

শিক্ষাব্যবস্থা [স] *বি* শিক্ষাকাঠামো। 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো খর্বতা ঘটিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিক্ষাব্রতী [স] **১** *বি* বিদ্যার্থী। 'শিক্ষাব্রতিগণ পরস্পরে পরস্পরকে অধিকতর ভালভাবে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫। **২** *বিণ* শিক্ষাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'শিক্ষাব্রতী ও সেবাপরায়ণ নর-নারীদের দ্বারা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিক্ষাভার [স] *বি* শিক্ষার দায়িত্ব। 'আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষাভিমানী [স] *বিণ* শিক্ষা নিয়ে অহংকার করে এমন। 'দেশের লোক যতই শিক্ষাভিমানী হউক না কেন ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শিক্ষামন্ত্রী [স] *বি* রাষ্ট্রের শিক্ষাবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান।' *বেগম*, ১৯৬০।

শিক্ষামূলক [স] *বিণ* শিক্ষাসংক্রান্ত। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক শিক্ষামূলক সফরের উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন।' *বেগম*, ১৯৫১।

শিক্ষাযন্ত্র [স] *বি* শিক্ষারূপ কাঠামো। 'আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

শিক্ষাযোগ [স] *বি* শিক্ষার মাধ্যম। 'অবকাশের শিক্ষাযোগে ভোগ করবার শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শিক্ষায়ণ [স শিক্ষা>] *বি* শিক্ষাদান। 'সংস্কৃত ও আরবীবিদ্যা শিক্ষায়ণেতেই তাবত্তারতবর্ষীয় লোকের স্নেহপাত্র যে গবর্ণমেণ্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

শিক্ষায়তন [স] *বি* বিদ্যালয়। 'অনেক গ্রামেও যেখানে উচ্চতর শিক্ষায়তন আছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিক্ষার্থ [স] *ক্রিবিণ* শেখার জন্য। 'বিদ্যাশিক্ষার্থ এমত ব্যগ্র ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শিক্ষার্থিনী [স] *বি স্ত্রী* শিক্ষার্থী। 'এখানে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা এবং সামাজিক শিক্ষা দেয়া হয় শিক্ষার্থিনীদের।' *বেগম*, ১৯৭০।

শিক্ষার্থী [স] *বি* ছাত্র। শিক্ষার্থীবৃন্দ [স] *বি* ছাত্রবৃন্দ; শিক্ষার্থীগণ। 'বর্ত্তমানকালে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষার্থীবৃন্দ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিক্ষার্থে [স] *ক্রিবিণ* শিক্ষার উদ্দেশ্যে। 'রাজা ... বিক্রমাদিত্যের শিক্ষার্থে ... পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শিক্ষালব্ধ [স] *বিণ* শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত। 'শিক্ষালব্ধ বাঁধিবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্তসত্য বলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিক্ষালয় [স] *বি* বিদ্যালয়। 'এতদ্দেশীয় শিক্ষালয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শিক্ষালোক [স] *বি* শিক্ষার আলোক। 'পাশ্চাত্য শিক্ষালোক প্রাপ্ত।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

শিক্ষাশালা [স] *বি* শিক্ষার স্থান; বিদ্যালয়। 'শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শিক্ষাসংস্কার [স] *বি* শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন। 'শিক্ষাসংস্কার, সমাজসংস্কার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবরূপায়ণ প্রচেষ্টা ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিক্ষাসংস্কারক [স] *বিণ* শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সংক্রান্ত। 'বিদ্যাসাগরের ক্লাসিকধর্মী গদ্যরচনায় এবং সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারক কাজে ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

শিক্ষা-সংস্কারমূলক [স] *বিণ* শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সংক্রান্ত। 'তাঁর সাহিত্যকর্মে, শিক্ষা-সংস্কারমূলক কাজে ও সমাজকল্যাণের গণতান্ত্রিক কর্মক্ষেত্রে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিক্ষাসাধন [স] *বি* জ্ঞানচর্চা। 'বালকগণের শিক্ষাসাধনের প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিক্ষাসাধনা [স] *বি* শিক্ষাচর্চা। 'তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষাসূচী [স] *বি* পাঠ্য বিষয়ের তালিকা। 'প্রণয়ন করতে হবে শিক্ষাসূচী।' *বেগম*, ১৯৬৬।

শিক্ষাস্থান [স] *বি* বিদ্যালয়। 'তাহারা শিক্ষাস্থান সুখের স্থান ও শিক্ষাকার্য্য সুখের কার্য্য জ্ঞান করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শিক্ষা হওয়া *ক্রি* শাস্তি হওয়া। 'তাহলে খুব শিক্ষা হয় সবার।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

শিক্ষাহীনতা [স] *বি* অশিক্ষা। 'শিক্ষাহীনতা আছে বলেই এ দেশের ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিক্ষে [স শিক্ষা] *বি* শিক্ষা; দীক্ষা। 'সিরাজ সাঁই দেয় তেমনি শিক্ষে বোকা লালন সঙ নাচায়।' *লালন*, ১৮৯০।

শিক্ষিকা *দ্র* **শিক্ষক**

শিক্ষিত [স] **১** *বিণ* শিক্ষাপ্রাপ্ত; জ্ঞানী। 'বিবিধ বিহিত শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* ছাত্র। 'পরীক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষিত উভয় পক্ষে অতিপ্রশংসনীয় হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* পঠিত। 'পাঠশালা স্থাপিত হইয়া বালকদিগের তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ সকল শিক্ষিত হইতেছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষিত করা *ক্রি* শিক্ষা দেওয়া। 'গণিতবিদ্যায় শিক্ষিত করা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শিক্ষিতমণ্ডলী [স] *বি* শিক্ষিত শ্রেণী। 'শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহুলোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিক্ষিতলোক [স] *বি* বিদ্বান ব্যক্তি। 'আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিতলোক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষিতসমাজ [স] *বি* বিদ্বান-সম্প্রদায়। 'শিক্ষিতসমাজের শক্তি বন্ধনমুক্ত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষিতসম্প্রদায় [স] *বি* বিদ্বান জনসমষ্টি। 'শিক্ষিত সম্প্রদায়! ... উপদেশ দাও, সাহায্য করো।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষিতসাধারণ [স] *বি* শিক্ষালাভ করেছে এমন জনসমষ্টি। 'তাহার উৎসাহদাতা শিক্ষিতসাধারণ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিক্ষিতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* প্রশিক্ষিত। 'তাঁহারা এতকাল ... রন্ধনাগারের কর্ত্রী হইয়া বেড়ীটানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **২** *বিণ* শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শিক্ষে *দ্র* শিক্ষা

শিখ[1] [স শিষ্য] *বি* নানক প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। 'হরিদ্বারে তীর্থস্নান উপলক্ষে শিখ, সন্ন্যাসী, বৈরাগী এই তিন সম্প্রদায়ে একটি ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শিখদল [শিখ+স দল] *বি* নানক প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। 'শিখদল আছে কেল্লার মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শিখ[2] [স শিখা] **১** *বিণ* টিকিবিশিষ্ট। 'মম ধূর্জটি-শিখ করাল পুচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* শিখা; আগুনের অগ্রভাগ। 'অসহ যৌবন-দাহে লেলিহান-শিখ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শিখণ্ড [স] *বি* ময়ূরপুচ্ছ। 'শিখণ্ডি! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

শিখণ্ডী [স] *বি* ময়ূর। 'মধুকর কোকিল শিখণ্ডী শিখণ্ডিনী।' *ভারত*, ১৭৬০।

শিখন *বি* শেখা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

শিখর [স] **১** *বি* শীর্ষ; উপরিভাগ। 'মেরু শিখর লই গঅণ পইসই।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০; 'পর্বতের শিখরভূমি নিরন্তর নীহারে আচ্ছন্ন থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* পর্বত। 'উত্তর শিখরে জাএ গন্দ মাদনেতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* ডালিম-বীজ। 'বলি ও শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল-টল কিছু বেরোবে কি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শিখরগুহা [স] *বি* পর্বতের গুহা। 'শিখরগুহায় আর ফিরে যায়/ নদীর প্রবল বারি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শিখরচূড়া [স] *বি* পর্বতের চূড়া। 'আমরাই ভারতসাম্রাজ্যের শিখরচূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিখরদশনা [স] *বিণ স্ত্রী* ডালিমের বীজের মতো উজ্জ্বল দাঁতবিশিষ্ট। 'বলি ও শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল-টল কিছু বেরোবে কি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শিখরস্থায়ী *বিণ* চূড়ায় অধিষ্ঠিত। 'আর্য্যসমাজের অটল পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরস্থায়ী বঙ্গসন্তানগণ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শিখরী *বি* পর্বত। 'শিখরী অচল, এ দেখি সচল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শিখরিণী *বি* অতি সুস্বাদু দই। 'দধিদুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিখা[1], **শিখানো** [স শিক্ষা] *ক্রি* শেখা। 'কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শিখই** *ক্রি* শেখে। 'কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন শিখই ভুজগগুরু পাশে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **শিখএ** *ক্রি* শেখে। 'ফোঁটা দিয়া বিন্ধে বেঁজা ছুড়িতে শিখএ নেজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শিখাইল** *ক্রি* শেখালো। 'কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শিখাও** *ক্রি* শিক্ষা দাও। 'আমরা বাকপটু লোক, আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **শিখাব** *ক্রি* শিক্ষা বা জ্ঞান দেবো। 'লাউসেনে মল্লযুদ্ধ শিখাব নিশ্চয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **শিখাবারে** *ক্রি* শিক্ষা দিতে। 'রাজা বলে মল্লযুদ্ধ শিখাবারে চাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **শিখাহ** *ক্রি* শেখাও। 'ভালমতে গোআলিনী শিখাহ আক্ষারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শিখি** **১** *ক্রি* শিখে। 'ভাই, খাঁচার গান লহো শিখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* শিক্ষা লাভ করি। 'তখনো কিছু লিখি নি, মাস্টারের ভঙ্গি দেখালেই দৌড় দিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **শিখিবার** *ক্রি* শেখার। 'নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **শিখিবেক** *ক্রি* শিখবে। 'বরুণ হতে শিখিবেক জত অস্ত্র চক্র।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **শিখিল** *ক্রি* শিখলো। 'এহি রূপে যেই অঙ্গ যে সবে দেখিল পৃথিবীতে যথকর্ম করিতে শিখিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **শিখে** *ক্রি* শেখে। 'সুনয়নে, সে বিদ্যা শিখে না কোনো নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **শিখেছ** *ক্রি* শিক্ষা করেছো। 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুগ্ধমালিনী! তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **শিখেছি** *ক্রি* শিক্ষা লাভ করেছি। 'তোমারি তুলিকা লো শিখেছি ভালোমানুষের হাসি তীব্র বিষমাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫। **শিখেছিলুম** *ক্রি* শিখেছিলাম। 'দুর্মতিবশতঃ শিখেছিলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শিখিয়ে পড়িয়ে *ক্রিবিণ* লেখাপড়া ইত্যাদি করিয়ে। 'তুমিই বাপু, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিখা[2] [স] **১** *বি* আগুনের শিষ। 'ভিতরে অনল শিখা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* মাথার টিকি। 'শিখা-সূত্র ঘুচাইলে সে কৃষ্ণ পাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* আলো। 'রয়েছে দীপ, না আছে শিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *বিণ* শিখার মতো। 'সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার নামটি জ্বলুক শিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

শিখা-নিবে-যাওয়া *বিণ* দীপশিখা নিবে গেছে এমন। 'শিখা-নিবে-যাওয়া বাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শিখি [স শিখা] *বি* অগ্নি। 'আধিক বিরহশিখি হৃদএ জলএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিখী [স] *বি* ময়ূর। 'কবরীভয়ে শিখী গেয় গিরিকন্দরে মুখভয়ে চান্দ অকাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

শিখি [স শিখী] *বি* ময়ূর। 'শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিখিনী [স] *বি স্ত্রী* ময়ূর। 'ঝিকুরে শিখিনী ভেক পাপিয়ার রোলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শিখিপাখা [স শিখিপক্ষ] *বি* ময়ূরের পালক। 'শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশে শিরে শিখিপাখা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিখিপুচ্ছ [স] *বি* ময়ূরের পেখম। 'শিখিপুচ্ছ বিরাজিত মণি-মুক্তা-বিরচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিখিপুচ্ছধারী [স] *বিণ* ময়ূরের পেখমধারী। 'পাছে শিখিপুচ্ছধারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বায়সের ন্যায় হাস্যাস্পদ হই।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শিখিপৃষ্ঠ [স] *বি* ময়ূরের পিঠ। 'এত শুনি ষড়ানন শিখিপৃষ্ঠে আরোহল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শিখী পাখা *বি* ময়ূরের পাখা। 'লহো মুরলী হরি লহো শিখী পাখা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শিখীপাখাধারী *বিণ* ময়ূরপুচ্ছের পাখা ধারণকারী। 'কভু কণ্ঠে গীতা, শিখীপাখাধারী।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

শিখী-প্রাণ [স] *বি* ময়ূরের মতো চঞ্চল প্রাণ। 'মম প্রাণরঙ্গে মাতি নিখিলের শিখী-প্রাণ মুহু-মুহু মাতে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শিগগির [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* সত্বর। 'এহী তিনেরে বিবাহ করায় শিগগির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শীগগির, শীগগীর [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি; দ্রুত। 'এত শীগগির কি বাঁচবার সাধ গেল?' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'শীগগীর পান নিয়ে আয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শীগগির শীগগির [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'বে ফুরয়ে যাবে বলে শীগগির শীগগির এলেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শিঘর [স শীঘ্র] *বিণ* শীঘ্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিঙা, শিঙ্গা [স শৃঙ্গ] *বি* ফুঁ দিয়ে বাজানো যায় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'লইল হরের শিঙ্গা আপনে মাগিয়া।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০; 'বাল্মীকি ক্রমাগত অসি আস্ফালন করিতেছেন, আর সংকেতমত শিঙা বাজাইতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শিঙে ১ *বি* হর্ন; ভেঁপু। 'শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* ফুঁ দিয়ে বাজানোর প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজছে শাঁখ শিঙে জগঝম্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শিঙ্গাধ্বনি [স শৃঙ্গধ্বনি] *বি* শিঙ্গার ধ্বনি। 'কোন প্রান্তরে শিঙ্গাধ্বনি করিতে থাকে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

শিঙ্গাবরদার [স শৃঙ্গ+ফা বরদার] *বি* শিঙ্গা ফুঁকে যে লোক। 'ও তো শিঙ্গাবরদারের পরুয়া বরদার বই নয়।' *গৌর*, ১৮২২।

শিঙ্গে ফুঁকা [স শৃঙ্গ>] *ক্রি* মারা যাওয়া। 'কর্তা আজ বাদে কাল শিঙ্গে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শিঙাড়া *বি* সবজির পুর দেওয়া ময়দার তৈরি তিনকোণা তেলেভাজা খাবারবিশেষ। 'চা আনাই, জিলিপি শিঙাড়া কচুরি কী খাবেন বলুন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

শিঙ্গ [স শৃঙ্গ] *বি* শিং। 'শিঙ্গে বীর্য লাগিয়া গরু প্রবর চিৎ হইলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শিঙ্গার [স শৃঙ্গার] *বি* নায়ক-নায়িকার মিলনসজ্জা বা বেশবিন্যাস। 'শিঙ্গার করিয়া বিবিধ বামে বান্ধে খোঁপা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শিঙার *বি* সাজসজ্জা। 'ম্লান সন্ধ্যার অরুণ শিঙার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

শিঙ্গি, শিঙ্গী [স শৃঙ্গী] *বি* শিং মাছ। 'শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

শিজ *বি* কণ্টকময় গাছবিশেষ। 'শিজ বৃক্ষ তাহাত রুপিছে বহুতর।' *সুলতান*, ১৭০০।

শিঞা [স সিব্>] *ক্রি* সেলাই করা। শিঞে *ক্রি* সেলাই করে। 'দরজি কাপড় শিঞে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিঞ্জন [স] *বি* নূপুরের ধ্বনি। 'ঝঙ্কারে, তানে, শিঞ্জনে কোলাকুলি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

শিঞ্জা [স] *ক্রি* ভূষণধ্বনি হওয়া। 'বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে বিশাল নিতম্ববিম্বে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিঞ্জিনী, শিঞ্জিনি [স] ১ *বি* ধনুকের ছিলা। 'পিণাক ধনুক জার অনন্ত শিঞ্জিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অলঙ্কারের শব্দ। 'রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরমকথা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শিটি[1] *বি* ক্বাথ। 'কুলিরা বোঝা বোঝা নীল শিটি মাথায় করিয়া হউজের বাহিরে ফেলিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

শিটি[2] ১ *বি* বাঁশি। 'এঞ্জিনের শিটির শব্দ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বি* মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বাঁশির মতো শব্দ করা। 'মুখে আঙুল পুরে শিটি দিয়েছিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শিটিফিটি *বি* বাঁশি, শিষ দেওয়া বা ঐ জাতীয় শব্দ। 'সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার এক চ্যালাকে শিটিফিটি দেওয়ার জন্য।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শিঠা *বি* গাদ; কাইট। 'শুকিয়ে কখন হ'ল শিঠা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শিঠানো *ক্রি* শুকিয়ে যাওয়া। 'শিঠিয়ে ওঠে কাঁটার মালা বেগনি পাতায় পান ফলের।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

শিত [স] *বিণ* ধারালো। 'অসি চর্ম শূল খড়গ চক্র শিত শর/ আর পাঁচ অস্ত্র শোভে দক্ষিণ পাঁচ কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিতান [স শিরঃস্থান] *বি* শিরঃস্থান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিতি [স সীমন্ত] *বি* সিঁথি। 'বুক ফোলান, বাঁকা শিতি, পইতের গোচ্ছা গলায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিথ [স সীমন্ত] *বি* সিঁথি। 'প্রভাত আদিত শিথে সিন্দুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিথল *বিণ* শিয়র। 'শিথলে দিয়ে গেরুয়া আঁচল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শিথান [স শিরঃস্থান] *বি* শিয়র। 'শিথান হইতে মাথাটী বাহুতে ...।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

শিথিল [স] ১ *বিণ* অবসন্ন। 'অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* কঠোরভাবে অনুসৃত হয় না এমন। 'রাজধানীনিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিথিল হইয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'অনেক কলেজে এই নিয়ম শিথিল হইয়া আসিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৩ *বিণ* শান্ত। 'এই বিবেচনায় উহাদিগকে কোমল, শিথিল, নমনীয় ... করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৪ *বিণ* আলগা। 'হস্তের মুষ্টি শিথিল হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'রাশ শিথিল করিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৫ *বিণ* ঢিলা। 'কুড়ি হইতেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গসকল শিথিল হইয়া পড়ে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৬ *বিণ* গুরুত্বহীন। 'ডিরোজিওর ছাত্রেরা জাতির বন্ধন শিথিল করেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। ৭ *বিণ* নিষ্ঠাহীন। 'স্বেচ্ছাচারী হইলেই কার্য্যে শিথিল এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শিথিলচিত্ত [স] *বিণ* উদ্যোগহীন। 'কেহ বা শিথিলচিত্ত হইয়া বেগার দেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শিথিলতা [স] *বি* আলস্য। 'শিথিলতা নহে ইতে যুক্ত কদাচন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শিথিলবন্ধ [স] *বিণ* অনিয়ন্ত্রিত। 'আমাদের গদ্যের ভাষা ও ভাব দুইই শিথিলবন্ধ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শিথিলবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* আলুলায়িত পোশাকবিশিষ্ট। 'আকাশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁদের মতো দুষ্প্রাপ্য শিথিলবসনা মেয়েটির ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

শিথিলমূল [স] *বিণ* দুর্বলভিত্তি। 'এই বিপ্লব মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছে ... তার নৈতিকতাকে শিথিলমূল করেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

শিথিলিত [স] *বিণ* আলগা। 'পাথরের মুঠি শিথিলিত করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শিথিলীকৃত [স] *বিণ* ঢিলা। 'ক্রমে ক্রমে শিথিলীকৃত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিন্নি [ফা শীরীনী] *বি* সাধারণত দেবতা বা পীরের উদ্দেশে মানত করা মিষ্টদ্রব্য, যা পরে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। **শিন্নি মানা** *ক্রি* শিরনি প্রদানের অঙ্গীকার। 'আমরা তোমার বন্দেমাতরমের শিন্নি মানছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। *দ্র* **শিরনি**

শিপ[1] *বি* হিন্দুদের পূজার কাজে ব্যবহৃত জলপাত্র বিশেষ। 'কাঁসারি পাতিআ শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল বাটী ঘটী বট-লই শিপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিপ[2] [ই শিপ+ফা সরকারি] *বি* জাহাজ। শিপ-সরকারি [ই শিপ+ফা সরকারি] *বি* জাহাজের মাল উঠানামার তদারকের কাজ। 'মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিপা *বি* ছিপি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিপিয়া *বিণ* ঝিনুকের মতো। 'ঝাপসা চোখে দু'ধারের দৃশ্য, শিপিয়া-কালো ইট-কাঠের স্তূপ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শিপ্রা [স] *বি* প্রাচীন ভারতের নদীবিশেষ। 'কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শিফট [ই] *বি* পালা। 'কোন কোন স্কুল দুই তিন শিফটে পরিচালিত হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৬৩।

শিফট ইন-চার্জ [ই] *বি* সংবাদপত্রের কোনো বিভাগের নির্দিষ্ট পালার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'সংবাদপত্রের মফস্বল সংস্করণের শিফট ইন-চার্জ।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

শিব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবাদিদেব মহেশ্বর। 'কীর্ত্তনীয়া ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিবচতুর্দ্দশী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী। 'বর্ষ তিন করিলাম শিবচতুর্দ্দশী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শিবতলা [স শিব+স তল>] *বি* (হিন্দুপুরাণ) যেখানে শিবের পূজা হয়। 'মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিবত্ব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। 'তা ভগ্ন শিবে তো শিবত্ব নাই।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিবনেত্র হওয়া *ক্রি* (হিন্দুপুরাণ) ধ্যানী শিবের মতো চোখ উল্টে রাখা। 'ঘণ্টাখানেক শিবনেত্র হয়ে থাকতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

শিবপদাম্বুজ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবের পাদপদ্ম। 'শিবপদাম্বুজে চিত্ত রহুক তোমার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শিবপাদুকা [স] *বি* শিবের প্রতীকী পাদুকা। 'তাহারদের নিকটে শিবপাদুকা থাকে তাহারা কেবল ঐ পাদুকা পূজা করে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শিবভক্ত [স] *বি* শিবের উপাসক। 'আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিবমন্ত্র [স] *বি* হিন্দুমতে ত্রাণের জন্যে শিবকে ডাকা। 'চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শিবমন্দির [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবালয়। 'মা নর্মদায় স্নান সেরে শিবমন্দিরে পূজা দিয়ে ফিরবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

শিবরাত্রি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবচতুর্দশীর রাত্রি। 'আর বছর শিবরাত্রির দিন তাকে নিয়ে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শিবরাত্রির শলিতা/সলতে/সলিতা [স] *বি* একমাত্র বংশধর। 'আমাদিগের শিবরাত্রির সলিতা বেঁচে থাকুক।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'শিবরাত্রির শলিতার মতো ... শরীরের অবস্থা এই করিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'ওই আমার শিবরাত্রির সলতে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

শিবলিঙ [স শিবলিঙ্গ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পাথর মাটি দিয়ে তৈরি শিবের লিঙ্গরূপ মূর্তি। 'যে শিবলিঙ পূজোর জন্য দেবতা হন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শিবলিঙ্গ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবের লিঙ্গরূপ মূর্তি। 'জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিবলোক [স] *বি* হিন্দু দেবতা শিবের বাসস্থান। 'ব্রহ্মালোক শিবলোক যে চরণোদকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিবসুত [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবের পুত্র। 'শিবসুত মহামতি স্থূল তনু খর্ব্বাকৃতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শিবস্তুতি [স] *বি* হিন্দুদের মহাদেব শিবের প্রশংসাসূচক শ্লোক। 'নেপথ্যে শিবস্তুতি পাঠ।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

শিবালয় [স] *বি* শিবমন্দির। 'সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।' *ভারত*, ১৭৬০।

শিবের গীত *বি* শিবের মাহাত্ম্যসূচক গান। 'শিবের গীত এক সময় প্রচলিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শিবা[1] [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবতা শিবের স্ত্রী; পার্বতী। 'করাল বদনী শিবা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শিবানী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'শিবানী ইন্দ্রানী শিবা ক্ষেমদাত্রী কালজিহ্বা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শিবারূপী *বিণ* দুর্গা মূর্তিধারী। 'তার পক্ষাবল হয়্যা শিবারূপী মহামায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শিবা[2] [স] *বি* শিয়াল। 'ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিবাগণ *বি* শিয়ালের পাল। 'ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিবি *বি* হিংস্র জন্তু। 'নিভৃতে বিহরে যেথা নির্নিগড় শিবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিবিকা [স] *বি* পালকি। 'কন্যাকে শিবিকারোহণের আদেশ দিয়া, তাহার অগোচরে বাহকদিগকে আজ্ঞা দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শিবিকাবাহক [স] *বি* পালকি বাহক। 'ব্রহ্মর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শিবির [স] ১ *বি* তাঁবু। 'শিবিরেতে গমন করিলা মনোরঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* সেনাছাউনি; ঘাঁটি। 'সিকরোলস্থ ইংলণ্ডীয় শিবিরের পার্শ্বে শেষ মঞ্জিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

AMARBOI.COM

সিবির [স শিবির] *বি* আশ্রম। 'পুত্র পাই সুত রাধা চলিল সিবির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শিবিল সরবেন্ট [ই] *বিণ* সরকারি চাকরিজীবী। 'এক শিবিল সরবেন্ট ডিখি সাহেবের অনুগ্রহেতে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শিবো [স শিব] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'শিবো মহাদেব।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিভাল্‌রী [ই] *বি* মহিলাদের প্রতি পুরুষদের এমন আচরণ, যাতে শিষ্টতা ও প্রয়োজনবোধে ত্যাগস্বীকারের মনোভাব প্রকাশ পায়। 'দেখিলে ভাই ইহাদের শিভাল্‌রী?' *রোকেয়া*, ১৯২২।

শিভিলিজেসন [ই] *বি* সভ্যতা। 'কেউ শিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেটে করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিম [স শিম্ব] *বি* এক প্রকার সবজি। 'শিমের হইল জন্ম হিমের কৃপায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শিমুল [স শিম্বলী] *বি* শিমুল গাছ ও তার ফুল। 'জেন শিমুল কুসুমে না বসে অলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিমুলকাঁটা বালা *বি* শিমুলের কাঁটার মতো খাড়া নকশা-কাটা বালা। 'স্বপ্ন দেখিল যেন সে বিভাবতীকে শিমুলকাঁটা বালা গড়াইয়া দিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শিমুলফল *বি* শিমুল গাছের ফল যা থেকে তুলা পাওয়া যায়। 'পাকা শিমুলফলের মতো ফেটে গিয়ে ... পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবাষ্প ছড়িয়ে ফেলে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিমুলশিখী [স শিম্বলী>+স শিখ>] *বি* শিমুলের ফল। 'শিমুলশিখী ফুটাইলে বলে, উড়ি যায় তুলারাশি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিমুলী *বি* শিমুল। 'শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।' *কৃত্তিবাস*, ১৫৮০।

শিম্পাঞ্জি [ই] *বি* এক প্রজাতির বানর, যার সঙ্গে মানুষের জিনগত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 'শিম্পাঞ্জি বালকগণকে নিকটে দেখিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিয়র [স শিরঃস্থান] *বি* শিথান। 'শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বনের স্নেহ শিয়রেতে জেগে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শিয়ল [স শীতল] *বিণ* ঠাণ্ডা; হিম। 'মলয় শিয়ল বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিয়া [আ সিআহ্‌] *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'মুসলমান, শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

শিয়াকুল *বি* কাঁটাযুক্ত বুনো গাছ বিশেষ। 'শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড়।' *শরৎ*, ১৯১৭।

শিয়াল [স শৃগাল] **১** *বি* প্রাণীবিশেষ; শৃগাল। 'হুড়াহুড়ি মাংস খায় শিয়াল কুকুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* বাঘ। 'তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

শিয়ালের ডাক *বি* শিয়ালের মতো একসুরে কথা বলা। 'তাহারদিগের শিয়ালের ডাক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শেয়াল [স শৃগাল] *বি* প্রাণী বিশেষ। 'নকুল শেয়াল গাড়ে লুকাইল জম্বুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিয়ালকাঁটা *বি* বুনো কাঁটাগাছ বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'যাবজ্জীবনে ... ঐ শিয়ালকাঁটা ফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শিয়াহ [ফা সিয়াহি] *বিণ* কালো। 'নীল শিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২; 'বিষ-জর্জরিত মুমূর্ষুর মতো নীল-শিয়াহ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শির[1], **শিরঃ** [স শিরঃ] **১** *বি* মস্তক। 'বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* চূড়া। 'হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিরঃকম্পন [স] *বি* মাথা নাড়িয়ে স্বাগতম জানানোর প্রথা। 'অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন ও সকলকে অভ্যর্থনা করছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শিরঃপীড়া [স] *বি* মাথা-ব্যথা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'পরিশ্রম হইয়াছে শিরঃপীড়াও হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শিরকাটা [স শিরঃ>] *বিণ* মাথা রক্তাক্ত হয়েছে এমন; মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত। 'শিরকাটা ছোকরার মাতা পিতা নালিস করিলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিরঝ্যাঁচা *বিণ* মাথা ঝাঁকিয়ে পরিবেশিত। 'সেই শিরঝ্যাঁচা গানের মতো – ও তুই চোখে দেখবি অন্ধকার।' *হাসান*, ১৯৬৭।

শিরচূড় *বি* শিরস্ত্রাণ। 'কেহ দুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে দেবরথী-শিরচূড়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শিরচ্ছেদ [স] *বি* মস্তিষ্ক ছিন্ন। 'শিরচ্ছেদে শিব পুজিয়াও দশানন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিরচ্ছেদন [স] *বি* মাথা কেটে ফেলা। 'দাউদের শিরচ্ছেদন করিতে এই মতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিরপীড়া [স শিরঃপীড়া] *বি* মাথাব্যথা। 'তাহার শিরপীড়া অধিক না জন্মে ...।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শিরশ্চালন [স] *বি* মাথা নাড়া। 'তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শিরশ্চালনা [স] *বি* মাথা নাড়ানো। 'কৃচ্ছ্রসাধ্য কেরাত ও বহুবিধ শিরশ্চালনার সহিত সুরা ফাতেহার আবৃত্তি।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শিরশ্চুম্বন [স] *বি* মাথায় চুমা খাওয়া; মস্তকচুম্বন। 'পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শিরে তোলা *ক্রি* মেনে নেওয়া। 'প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয় – লই শিরে তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শির[2] [স শিরা] *বি* রক্তনালী; শিরা। 'অন্নকষ্টে গায়ে শির ত্রিসায় না পাইল নীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিরওয়ানী [হি] *বি* শেরওয়ানি; হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা। 'শিরওয়ানীকে বিতাড়িত করিয়া নিজেরা বিজয়গর্বে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৭।

শিরচি [স শিরঃ>] *বি* শিরচ্ছেদ। 'শিরচি দেওয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিরতাজ [স শির+আ তাজ] *বি* মাথার মুকুট। 'শিরতাজ-হারা কাঁদে মুসলিম অস্ত-তোরণ-দ্বারে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শিরদাঁড়া [স শিরোদণ্ড] *বি* মেরুদণ্ড। 'শিরদাঁড়ার উপরে কতটা আঘাত সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিরদাঁড়াহীন *বিণ* মেরুদণ্ডহীন। 'শিরদাঁড়াহীন নপুংসক কীটপতঙ্গ কিছু।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শিরদেশ [স শিরোদেশ] *বি* শিয়র। 'দেখিলাম শিরদেশে বসে সেই দ্বিজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শির-ধার্য [স শিরোধার্য] *বিণ* শিরোধার্য। 'ধুলেপুরের কেলোসোনায় করি শির-ধার্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিরনামা [ফা] *বি* শিরোনাম। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিরনি [ফা শীরীনী] *বি* মিষ্টান্ন; চাল আটা, দুধ ও মিষ্টি-সহযোগে রান্না করা খাবার। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শিরণি [ফা শীরীনী] *বি* শিরনি। 'পীরের শীরণি দিতে চাহে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শির্ণী [ফা] *বি* শিরনি। 'শরবত-শির্ণী-ইফতার-ওয়ালা রোজা নয় ...।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

শিরপা [ফা সরআপা] *বি* রাজকীয় সম্মান স্বরূপ শিরস্ত্রাণ বা পরিধেয় পোশাক। 'পাতশায়ী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ।' *ভারত*, ১৭৬০।

শিরপেচ [ফা সরপেচ] *বি* এক ধরনের পাগড়ি। 'এক শিরপেচ দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

শিরশির [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* শিরশির করছে এমন। 'বাঁশবনে হাওয়া লাগিয়া শিরশির শব্দ হইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **২** *বি* শিহরণের ভাব। 'সমস্ত শরীর শিরশির করে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল।' *মানিক*, ১৯৩৮।

শিরশিরানো *ক্রি* কাঁপানো। 'পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শিরশিরে *বিণ* শরীরে শিহরণ জাগায় এমন। 'শিরশিরে শীতে কাঁপানো হাওয়ায় ...।' *নীরেন*, ১৯৫০।

শিরস্ক [স] *বি* পাগড়ি। 'কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্কর পিধানে অসিবর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিরস্ত্রাণ [স] *বি* পাগড়ি। 'কেবল মালকোঁচা এবং শিরস্ত্রাণ আঁটিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শিরা[১] [স] *বি* রক্তবাহী নাড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হস্তের শিরাবন্ধন করিয়া, শোণিতস্রাব স্থগিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শিরাওঠা *বিণ* শিরা-ভাসা। 'দুর্বল, অস্থিসর্বস্ব, শিরাওঠা বিনীত সেই হাতটা।' *হাসান*, ১৯৬৬।

শিরা-ছেঁড়া *বিণ* শিরা ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে বহির্গত। 'এই শিরা-ছেঁড়া রক্ত বড়ো কি লাগিবে ভালো?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শিরাবহুল [স] *বিণ* শিরাযুক্ত। 'সে তার শিরাবহুল পেশল হাতে কোদাল তুলে নিল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

শিরাভরণ [স] *বি* টুপি ইত্যাদি মাথার শোভিত আবরণ। 'তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো শিরাভরণের সঙ্গে হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শিরাশ্রয় [স] *বি* জটা। 'কোথা থেকে নামো নদী, ধূর্জটির শিরাশ্রয় থেকে?' *শক্তি*, ১৯৬১।

শিরাস্নায়ু [স] *বি* শরীরের স্নায়ুবাহী নালী। 'শিরাস্নায়ুগুলো পর্যন্ত না মানিয়া থাকিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিরা[২] [ফা শিরাহ] *বি* পানির মধ্যে চিনি বা গুড় দিয়ে জ্বাল দেওয়া তরল। 'বিনি কিস্মতে বিলাল সেদিন অধর চিনির শিরা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শিরাজি *বি* ইরানের শিরাজ নগরে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট মদ। 'নবমী চাঁদের সসারে ও কে গো চাঁদনি-শিরাজি ঢালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শিরান [হি শিরহানা] *বি* শিয়র। 'কবরের শিরানে কার বুকের রক্ত দিয়ে মর্মর ফলকে লেখা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শিরালী *বি* (হিন্দুসমাজ) শিলাবৃষ্টি নিবারণে দক্ষ তান্ত্রিক সম্প্রদায়বিশেষ। 'কোন শিরালীর বিষাণ বাজে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শিরি[১] *বি* ধাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিরি[২] [স শ্রী] *বি* শ্রী; শোভা। 'হাথের শিরি আঙ্গুঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিরিন [ফা] *বিণ* মিষ্টি। 'সবাই বলে চিনির চেয়েও শিরিন জীবন – হায় কপাল।' *নজরুল*, ১৯২৬। *দ্র* **শিরীণ**

শিরিন শরাব [ফা শিরিন+আ শরাব] *বি* সুমিষ্ট মদ। 'দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপন তুমি শিরীন শরাব।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শিরিফল [স শ্রীফল] *বি* বেল। 'নহলী যৌবন কাঁচ শিরিফল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিরিশ[১] [ফা সিরীশ] *বি* আঠাবিশেষ; শিরিশ আঠা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিরীষ কাগজ [ফা সিরীশ+আ কাগজ] *বি* কাচচূর্ণ ও বালির প্রলেপ-লাগানো ধারযুক্ত কাগজবিশেষ। 'কেন রাজার বিছনা পাতে শিরীষ কাগজ দিয়ে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

শিরিশ[২] [স শিরীষ] *বি* শিরীষ ফুল। 'চাঁপা নানা জাতি শিরিশ করবী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শিরিস্তা [ফা] *বি* দপ্তর। 'সে দপ্তরের শিরিস্তাদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিরিস্তাদার [ফা] *বি* বড়ো কেরানি। 'সে দপ্তরের শিরিস্তাদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিরীণ, শিরীন [ফা] **১** *বিণ* সুস্বাদু। 'সুর বেঁধে বীণ সারেঙ্গিতে খুবসে শিরীন শরাব পিয়ো।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* মিষ্ট। 'তোমার তুতীর কণ্ঠ শিরীণ! নার্গিস আঁখি তার।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। *দ্র* **শিরিন**

শিরীন-জবান [ফা শিরিন+ফা জবান] *বি* সুমিষ্ট বাক্য। 'শমশের হতে কমজোর নয় শিরীন-জবান।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শিরীষ [স] *বি* পুষ্পবিশেষ। **শিরীষকুসুম** [স] *বি* শিরীষ ফুল। 'শিরীষকুসুমকোঁঅলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিরিষ [স শিরীষ] *বি* শিরীষ ফুল। 'নাগের কেশর/ আর তিনিশ শিরিষ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিরো- [স শিরঃ] *বি* মাথা।

শিরোদেশ [স] **১** *বি* শিয়র। 'শিরোদেশে বসে এক ব্রাহ্মণ সন্তান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* মাথা। 'তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শিরোধার্য, শিরোধার্য্য [স] **১** *বিণ* অবশ্য পালনীয়। 'এই কার্য শিরোধার্য অবশ্য লিখন।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'হে মহারাজ! ... আপনকার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* মাথায় ধারণ। 'ওদের দেশের টুপিকে বদ দেখতে হলেও শিরোধার্য করব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* শিরে ধারণ করতে হয় এমন। 'আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শিরোধার্যা, শিরোধার্য্যা [স] *বিণ স্ত্রী* শিরোধার্য। 'সুশীলা আমার শিরোধার্য্যা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

শিরোপর [স] *বিণ* মাথার উপর। 'করি কুম্ভ বসতি বারীন্দ্র শিরোপর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শিরোবেদনা [স] *বি* মাথাব্যথা। 'তৃতীয় মহিষীর শিরোবেদনা ও মূর্চ্ছা হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শিরোভাগ [স] **১** *বি* অগ্রভাগ। 'তাহার শিরোভাগে উপদেশকথা

তৎপরে নীতিকথা বলিয়া নাম আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বি* উপরিভাগ। 'পরাগকেশরের শিরোভাগে যে ধূলির ন্যায় এক প্রকার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিরোভূষণ [স] *বি* মুকুট। 'জ্ঞান চিহ্ন শিরোভূষণ করিয়া এখনও সেই রসের লাবণ্যে ঢল ঢল কান্তিতে বিরাজ করিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শিরোমণি [স] ১ *বি* শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'বাহির হইলা তবে ন্যাসী-শিরোমণি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। 'কুলপুরোহিত শিরোমণি কহিলেন ওরে মূর্খ শাস্ত্র জানিলে না।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* (নিন্দার্থে) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'বক্রেশ্বর মাস্টারগিরি করেন – নীতি শেখান অথচ জল উঁচু নীচু বলনের শিরোমণি।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বি* শিরোভূষণ। 'শিরে তার শিরোমণি।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

শিরোমতি [স শিরঃ+স মৌক্তিক] *বি* শিরোরত্ন; চূড়ামণি। 'বলে নিল শিরোমতি কানের কনক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিরোরুহ [স] *বি* মাথার চুল। 'শিরোরুহ অসিত চামর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিরোর্ধবেদনা, শিরোর্দ্ধবেদনা [স] *বি* মাথা-ধরা রোগবিশেষ। 'শিরোর্দ্ধবেদনা অর্থাৎ আধকপালে বেদনা বোধ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শিরোনাম, শিরোনামা [স; ফা সরনামহ্] ১ *বি* চিঠির উপরে লেখা নাম-ঠিকানা। 'কাহার নামে শিরোনামা দিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বি* রচনার নাম। 'কবিতার শিরোনাম লেখার সময় বড় লজ্জাবোধ হয়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

শিরোনাম দেওন *ক্রি* নাম-ঠিকানা ইত্যাদি সংযোজন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিরোনামাসম্বলিত [শিরোনামা+স সংবলিত] *বিণ* শিরোনামযুক্ত। 'মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারি চৌধুরী – শিরোনামাসম্বলিত বহু আবেদন নিত্য তাহার দরবারে পৌঁছিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শিরোপা [ফা সরআপা] ১ *বি* পুরস্কার হিসেবে পাওয়া পাগড়ি। 'চলিল শিরোপা পাইয়া বাউল্যা রতাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাঁচখণ্ডে বিভক্ত বস্ত্র। 'শিরোপা স্বরূপে রায় পেসকোশ দিলা তায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* পুরস্কার। 'এমন জরুরি খবর দিলে শিরোপা পাইব।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

শির্ক [আ] *বি* (ইসলাম) একেশ্বরের সঙ্গে কারও তুলনা অথবা অংশীদার করা; বহু ঈশ্বরবাদ। 'শির্ক ও কুফরীর নারকীয় অনলে ...।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

শিরক [আ] *বি* (ইসলাম) একেশ্বরের সঙ্গে কারও তুলনা অথবা অংশীদার করা। 'পৌত্তলিকতা শিরক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

শিল [স শিলা] ১ *বি* পাথর খণ্ড। 'রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* মসলা বাটার কাজে ব্যবহৃত পাথরের পাটাতন। 'সে শিল নোড়া তৈরী করতে জানে।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

শিল আলু *বি* এক প্রকার আলু। 'মা শিল-আলুর ভর্তা করেছেন।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

শিলনোড়া *বি* মসলাদি বাটার প্রস্তরখণ্ড; পেষণী। 'শিলনোড়ায় বাটনা বাটছিল মল্লিকা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

শিলওয়ার [ফা শালোয়ার] *বি* ঢিলেঢালা পাজামা বিশেষ। 'সর্দারজী শিলওয়ার বানাতে ক'গজ কাপড় লাগে?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শিলমোহর [ই সীল+ফা মোহর] *বি* ছাপ দেওয়া। 'লাল গালার শিলমোহর ছেপে যায় বাড়ির দুয়ারে।' *অবন*, ১৯২৫।

শিলা [স] ১ *বি* পাথরখণ্ড। 'গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বৃষ্টির সঙ্গে পড়া বরফখণ্ড। 'ঝড় বরিষণে যেন পড়ে দারুণ শিল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শিলাকর্কশ [স] *বিণ*. পাথরের ন্যায় অমসৃণ। 'অন্ধকার, নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শিলাতট [স] *বি* পাথুরে সমতলভূমি। 'তুমি কি শোননি মোর শিলাতটে অযুত আর্তধ্বনি।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

শিলাতল [স] *বি* পাথরের পাদদেশে। 'গেলা সতী কৌমুদীবসনা শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শিলাদৃঢ় [স] *বিণ* পাথরের ন্যায় কঠিন। 'হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া পরেছে শিলাদৃঢ় আবলুস।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

শিলান্যাস [স] *বি* ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। 'মেষ্টর হেয়ার সাহেবের দ্বারা ১৪ জুন ... শিলান্যাস হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

শিলাপট [স শিলাপট্ট] *বি* পাথরখণ্ড। 'কে আসি দাঁড়াল সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শিলাপট্ট [স] *বি* কোনো তথ্য উৎকীর্ণ পাথরের ফলক। 'জল শৈত্যসংহত হইয়া শিলাপট্টবৎ কঠিনতা ধারণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিলাপথ [স] *বি* পাথুরে রাস্তা। 'পাড়ি দেয় শিলাপথ, জনপদ, অরণ্য বন্ধুর।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শিলাপাট [স শিলাপট্ট] *বি* পেষণ-শিলা; মসলা বাটার পাথরের তৈরি পাটা। 'কংশে কন্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিলাবৃষ্টি [স] *বি* বরফের ছোটো ছোটো টুকরোসহ বৃষ্টি। 'শিলাবৃষ্টি চতুর্দিগে বাজে ঝনঝনা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিলাভূমি [স] *বি* পাথুরে জমি। 'শিলাভূমি সূর্য্য-কিরণে শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিলাময় [স] ১ *বিণ* পাথরে পরিপূর্ণ। 'শিলাময় দেশ – অগম বিজন, ভয়ঙ্কর।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* পাথর দ্বারা তৈরি। 'নির্ঝর তটিনী হয়, ভাঙি ফেলে শিলাময় কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শিলামর্মর, শিলামর্ম্মর [স] *বি* মার্বেল পাথর। 'সে প্রেমের তা পেয়ে শিলামর্ম্মর/ মর্মের ভাষা কয় আজ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শিলারাশি [স] *বি* পাথরের খণ্ডসমূহ। 'কুত্রাপি সম্মুখবর্ত্তী শিলারাশি দ্বারা প্রতিহত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিলারোধ [স] *বি* পাথরের বাঁধ। 'মহানদী যে আনন্দে শিলারো ভেঙে ছুটে চিরদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শিলালিপি [স] *বি* পাথরে খোদিত লেখা। 'ঐ বিমাতৃভাষায় উৎকী শিলালিপিই তাহার পরিচয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শিলাসন [স] *বি* পাথরে নির্মিত আসন। 'অভিমানে শিলাসনে বসি আসিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শিলা-সুকঠোর [স] *বিণ* পাষাণ। 'সুন্দরী সে নারী/ শিলা-সুকঠো হিয়া তারি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিলাবৃত [স] *বিণ* পাথরের আস্তরণযুক্ত। 'মুক্ত শিলাবৃত প্রান্তরে রঙীন বনফুলের শোভা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

শিলীভূত [স] *বিণ* স্থির। 'সর্বত্র তোমার চিত্র শিলীভূত গতি।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

শিলাই[1] *বি* একটি নদীর নাম। 'শিলাই বাহিয়া জাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিলাই[2] [স সীবন] *বি* সেলাই। 'তাহাদিগকে বুনন ও শিলাইয়ে নিযুক্ত করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

শিলিং [ই] *বি* (বর্তমানে অপ্রচলিত) ব্রিটিশ মুদ্রাবিশেষ; এক পাউন্ডের বিশ ভাগের এক ভাগ। 'তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হল বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শিলিপর [ই স্লিপার] *বি* চটিজুতো। 'শ্বেত পদে শিলিপর শোভা তায় মাখা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শিলীমুখ [স] *বি* মৌমাছি। 'শিলীমুখবৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী-পুরী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শিল্প [স] **১** *বি* সৃষ্টিকর্ম। 'মোর শিল্প চাহ প্রভু সদয় নয়নে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন। 'তিনি নানা শিল্পের কারখানা দেখিতে গেলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বি* চারুকলা। 'কাব্য, নাটক, শিল্প, দর্শন, ন্যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শিল্প উজীর [স শিল্প+আ ওয়াজীর] *বি* শিল্পমন্ত্রী। 'শিল্প উজীরের ঘোষণায় প্রকাশ।' *আজাদ*, ১৯৬০।

শিল্পকর [স] *বি* শিল্পী। 'সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শিল্পকর্ম, শিল্পকর্ম্ম [স] **১** *বি* শিল্পজাত উৎপাদন। 'শিল্পকর্ম্মের উন্নতি হওনের এক মহাব্যাঘাত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* কারখানাজাত পণ্য। 'তুলার উত্তম শিল্পকর্ম্ম যাহাতে ঢাকা শহর জগতে বিখ্যাত।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বি* শৈল্পিক কাজ। 'শিল্প কর্ম্ম ও সূচি শিল্প।' *এসলাম*, ১৯১৯।

শিল্পকর্ম্মকারী [স] *বিণ* শিল্পপতি। 'শিল্পকর্ম্মকারীরা বিলাতে থাকিয়া এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শিল্পকর্মী [স] *বি* শিল্পী। 'শিল্পকর্মীর দেখা এবং শিল্পরসিক ভাবুকের দেখা।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পকলা [স] *বি* সুকুমার শিল্প। 'কখনও শিল্পকলায়, কখনও সাহিত্যে, কখনও বিজ্ঞানে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

শিল্পকাজ [স শিল্পকার্য] *বি* হস্তশিল্পের নিদর্শন। 'শিল্পকাজ দেখাইয়া … মাতৃগর্ব প্রকাশ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিল্পকার [স] *বি* বিবিধ দ্রব্য নির্মাণের কাজ করে যে। 'শিল্পকার ধাতুদ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

শিল্পকারখানা [স] *বি* যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয় এমন ঘর বিশেষ; কল-কারখানা। 'তিনি নানা শিল্পের কারখানা দেখিতে গেলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শিল্পকারবালা [স] *বি* শিল্পীর কন্যা। 'উষ্ণীষরচয়িত্রী শিল্পকারবালা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

শিল্পকারি [স শিল্পকারী] *বি* শিল্পী। 'বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওষ্ঠবদন। দৃশ্যমাত্র হয় নয় যথার্থ কথন। শিল্পকারি গুণ গণে এই জ্ঞান হয়।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

শিল্পকারী [স] *বি* শিল্পোদ্যোক্তা। 'বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী ইহাদিগের মধ্যে কাহারও অভাবে কি দেশের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

শিল্পকার্য, শিল্পকার্য্য [স] *বি* কলকারখানার কাজ। 'বাণিজ্য ও শিল্পকার্যেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিল্পকুশল [স] *বিণ* শিল্পে অভিজ্ঞ। 'শেখর নামে এক শিল্পকুশল বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধাতু-নির্ম্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিল্পকুশলতা [স] *বি* শিল্পগুণের দক্ষতা। 'নিজের শিল্পকুশলতার অভাবের জন্য ক্ষোভ এবং গ্লানিও কম হত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

শিল্পকূট [স] *বি* শিল্পের জটিলতা। 'দরদী মুখে মলিন হাসি বুঝিনি ছল শিল্পকূট।' *শক্তি*, ১৯৬১।

শিল্পকেন্দ্র [স] *বি* শিল্পকর্ম শেখার প্রতিষ্ঠান। 'নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখা কয়েকটি শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পকৌশল [স] *বি* শিল্পসৃষ্টির কুশলতা। 'এই আশ্চর্য শিল্পকৌশলগুলি কি বাহিরের কোনো আকস্মিক আন্দোলনে …' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শিল্পগঠন [স] *বি* শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত। 'স্ত্রীলোকদের শিল্পগঠন বড় আমোদজনক হয়।' *প্যারী*, ১৮৬০।

শিল্পগুণমণ্ডিত [স] *বিণ* শিল্প গুণান্বিত। 'তা অনেক বেশী বাস্তব, সংযত, শিল্পগুণমণ্ডিত।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

শিল্পচর্চা [স] *বি* চারুকলার অনুশীলন ও সৃজন। 'শিল্পচর্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শিল্পজগৎ [স] *বি* শিল্পের ভুবন। 'শিল্পজগতের আকাশ-ছোঁয়া, ক্লিন্ন।' *শওকত*, ১৯৪৬।

শিল্পজাত [স] *বিণ* কলকারখানায় তৈরি হয়েছে এমন। 'পূর্ব্বকালীন প্রধান প্রধান রাজাদিগের রাজসভায় যে সমস্ত শিল্পজাত পদার্থ সন্দর্শন করা সাধ্য হইত না …।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শিল্পজীবী [স] *বি* শিল্পকর্ম যার জীবিকা। 'চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন [স] *বি* শিল্পবোধবিশিষ্ট। 'অসামান্য শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন বাষ্পীয় পোতের পতাকাও উড্ডীয়মান হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

শিল্পতত্ত্ব [স] *বি* শিল্প সংক্রান্ত তত্ত্ব। 'এই বাহিরে-বাহিরে ভিন্নতা এটা কী মানবতন্ত্রের কী মানবের শিল্পতত্ত্বের চরম কথা নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পদৃষ্টি [স] *বি* শিল্পের দৃষ্টি দিয়ে দেখা। 'তাঁর নির্ভুল শিল্পদৃষ্টির পরিচয়টিকেও উজ্জ্বল করে তোলে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিল্পদেবতা [স] *বি* শিল্পের দেবতা। 'শিল্পদেবতার সেই হল খাস দরবার।' *অবন*, ১৯৪১।

শিল্পনাশ [স] *বি* শিল্পের ধ্বংসাবস্থা। 'তাহার অন্নকষ্ট, তাহার শিল্পনাশ … লইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিল্পনিকেতন [স] *বি* কুটিরশিল্প শেখার প্রতিষ্ঠান। 'নারীদের জন্য শিল্পনিকেতন সৃষ্টি হিরণ্ময়ী দেবীর তৎকালীন উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পনিপুণ [স] *বিণ* শিল্পকর্মে দক্ষতা আছে এমন। 'ফরাশীশেরা

AMARBOI.COM

শিষ্ট, পরিশ্রমী, শিল্পনিপুণ, যুদ্ধশীল, যশ আকাঙ্ক্ষী, বিজ্ঞানোৎসী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শিল্পনৈপুণ্য [স] *বি* নির্মাণকলার দক্ষতা। 'বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শিল্পপতি [স] *বি* কলকারখানার মালিক। 'বিলেতের শিল্পপতি ও কারিগরদের অনেক কিছুই করবার এবং শেখবার বাকী রয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শিল্পপদ্ধতি [স] *বি* নির্মাণের কৌশল। 'বিচিত্র শিল্পপদ্ধতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিল্পপন্থা [স] *বি* শিল্পকৌশল। 'প্রাচীন শিল্পপন্থার উপর অশ্রদ্ধা।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্প-পরিচালক [স] *বি* শিল্পকলা বিষয়ক পরিচালক। 'শিল্প-পরিচালকও ছিল সে-ই।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শিল্পপরিষদ [স] *বি* শিল্পের উন্নতির জন্য গঠিত কমিটি। 'শিল্পপরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ...।' *আজাদ*, ১৯৫২।

শিল্পপ্রতিভা [স] *বি* শিল্পকর্ম সৃষ্টির প্রতিভা। 'তাঁর শিল্পপ্রতিভা ব্যাপকতর স্ফূর্তির পথ ধরে মৌলিক সৃষ্টির নিরঙ্কুশ কল্পনার জগতে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিল্প প্রতিষ্ঠান [স] *বি* শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। 'শিল্পকলা শিক্ষার জন্য কিছুসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল।' *বেগম*, ১৯৬৩।

শিল্পপ্রদর্শনী [স] *বি* শিল্পকর্ম প্রদর্শনের আয়োজন। 'শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চমকে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শিল্পপ্রবাহিণী [স] *বি* শিল্পধারা। 'সেকালের শিল্পপ্রবাহিণীর কিছু কিছু অংশ আটকা পড়িয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিল্পবাণিজ্য [স] *বি* শিল্পদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি। 'যে সব অতিকায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান মহাজনদের মূলধনে ও চেষ্টায় গ'ড়ে উঠেছে ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

শিল্পবিদ্যা [স] **১** *বি* শিল্প বিষয়ক বিদ্যা। 'নীতিশাস্ত্র ... গন্ধর্ব্ববিদ্যা ও নানাবিধ শিল্পবিদ্যা উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* নির্মাণ সংক্রান্ত বিদ্যা। 'বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ... শিল্প বিদ্যা ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* কারুকাজ। 'শিল্পবিদ্যা সেইখানে কত আঁকা বাঁকা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

শিল্পবিদ্যাপন্ন [স] *বিণ* শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী। 'মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শিল্পবিদ্যালয় [স] *বি* যে বিদ্যালয়ে শিল্পকর্ম শেখানো হয়। *দর্পণ*, ১৮২৬; 'শিল্প-বিদ্যালয়ে আমাদিগকে অগত্যা য়ুরোপীয় চিত্রাদির অনুকরণ করিয়া আঁকিতে শিখিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিল্পবিপ্লব [স] *বি* আঠারো শতকের ইউরোপে প্রযুক্তিগত জাগরণ ও তার বিস্তার। 'তাদের স্বপক্ষপাতী আইনকানুন এবং শিল্পবিপ্লবের চাপে বাংলার বিখ্যাত বস্ত্রশিল্প লোপ পায়।' *শিব*, ১৯৫৬।

শিল্পবিলাস [স] *বি* শিল্পের শৌখিনতা। 'শিল্পবিলাসে তাহারা আর্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিল্পবীর [স] *বি* বিশিষ্ট শিল্পকর্মী। 'অনেক যুগের অনেক সাধনার মধ্যে দিয়ে শিল্পবীর সমস্ত তারা যে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পবুদ্ধি [স] *বি* শিল্পবিষয়ক বুদ্ধি। 'ইংরাজদিগের শিল্পবুদ্ধি ... পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শিল্পবোধ [স] *বি* সৌন্দর্যচেতনা। 'শিল্পচর্চার গোড়ার পাঠ হচ্ছে শিল্পবোধ।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্প ভবন [স] *বি* শিল্প শিক্ষালয়। 'শিল্প ভবনগুলিও সম্প্রসারিত করে পুনর্গঠিত ও সুসজ্জিত করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

শিল্পভিত্তিক [স] *বিণ* শিল্পনির্ভর। 'কৃষিভিত্তিক সমাজ ছাড়িয়া আমরা শিল্পভিত্তিক নূতন সামাজিক ...।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

শিল্পভূমি [স] *বি* শিল্পক্ষেত্র। '... উপনিবেশের শিল্পভূমি ধ্বংস করতে হলো।' *সনৎ*, ১৯৭০।

শিল্পভেদী [স] *বিণ* শিল্পের প্রকাশ ঘটায় এমন। 'শ্যামলিমার মালিনী, হাতে কই শিল্পভেদী কুরুশ-কাঁটাগুলি?' *শক্তি*, ১৯৬১।

শিল্পমণ্ডিত [স] *বিণ* শৈল্পিক। 'নিজের কল্পনার কৌশলে যে দুঃস্থতাকেও শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শিল্পমাধ্যমভেদ [স] *বি* শিল্প রচনার মাধ্যমের বিভিন্নতা। 'শিল্পমাধ্যমভেদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো বহুশিল্পদক্ষ ব্যক্তির ব্যক্তিস্বরূপভেদের যথাযোগ্য আলোচনা ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

শিল্পমেলা [স] *বি* শৈল্পিক কর্মের প্রদর্শনী। 'শিল্পমেলার উদ্বোধন করেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পযন্ত্র [স] *বি* দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের কল। 'নানা প্রকার শিল্পযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সুন্দর সুন্দর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিল্পরস [স] *বি* শিল্পবোধ। 'শিল্পরসের উপর অধিকারের দাবি আমার যে কত অল্প ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পরসিক [স] *বিণ* শিল্পের সমঝদার। 'শিল্পকর্মীর দেখা এবং শিল্পরসিক ভাবুকের দেখা।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পলক্ষ্মী [স] *বি* শিল্পকলার কল্পিত দেবী। 'শিল্পলক্ষ্মীর কাছে তাঁদের চাওয়া তো আমাদের মতো।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পলোক [স] *বি* শিল্পের জগৎ। 'শিল্পলোকে যাত্রীদের জন্য একটা গাইডবুক পর্যন্ত রচনা করার ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পশালা [স] **১** *বি* শিল্পের রক্ষণাগার। 'নগরে ইংরাজদিগের একটি শিল্পশালা স্থাপিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* শিল্প চর্চাকেন্দ্র। 'সংগীতসভাই করি, নাট্যমন্দির শিল্পশালা এসবই বা খুলে বসি।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পশাস্ত্র [স] *বি* শিল্পবিষয়ক শাস্ত্র। 'সেটাকে কাটিয়ে যাবার শিল্পশাস্ত্র বৈদিক ঋষিরা ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পশিক্ষা [স] **১** *বি* বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী তৈরির দক্ষতা অর্জন। 'স্বর্ণকারের শিল্পশিক্ষা সহজে নিষ্পন্ন হয়ে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি বি* শিল্পবিষয়ক অধ্যয়ন। 'তরুণ শিল্পীর শিল্পশিক্ষা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

শিল্পশুদ্ধি [স] *বি* শিল্পের বিশুদ্ধতা। 'আমি শিল্পশুদ্ধির আওতায় আত্মরক্ষা করেছিলুম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিল্পশোভা [স] *বি* চারুকলার সৌন্দর্য। 'আমাদের অন্নবস্ত্র শিল্পশোভা আনন্দ-উৎসবের নানা সম্বন্ধ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিল্পসচেতনতা [স] *বি* শিল্প সম্পর্কে চেতনা। 'এর কারণ হল বিদ্যাসাগরের অসাধারণ শিল্পসচেতনতা।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

শিল্পসমালোচক [স] *বিণ* শিল্পের মান বিচার করে যে। 'কত কাল ধরে তা কে জানে মালা ফিরবে ... জাতীয় ঐতিহাসিক জাতীয়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পসমালোচক প্রভৃতির হাতে।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পসম্পদ [স] *বি* শিল্পরূপ সম্পদ। 'প্রাচীন চীনের শিল্পসম্পদ পাবে বলে তারা বিশ্বাস করে না।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পসহায় [স] *বিণ* কারিগরি কাজে সহায়ক। 'শিল্পসহায় আইনের সাহায্যে শিক্ষিত বেকার-যুবকদিগের অন্ন-সমস্যা সমাধানে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

শিল্পসাধনা [স] *বি* শিল্পগুণসম্পন্ন কাজের অনুশীলন। 'তাঁর পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-সাধনার অবকাশ খুব বেশী ছিল না।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিল্পসামগ্রী [স] *বি* শিল্পজাত দ্রব্য। 'বিপুল আয়তনের উপাদানকে একই জায়গায় একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত করা।' *সবুজ*, ১৯২০।

শিল্পসাহিত্য [স] *বি* শিল্পকলা ও সাহিত্য। 'আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্পসাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিল্পসৃষ্টি [স] *বি* শিল্প রচনা। 'শিল্পসৃষ্টির প্রেরণাকে কার্যকরী করে তোলে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পাঞ্চল [স] *বি* শিল্পোন্নত অঞ্চল। 'শিল্পাঞ্চলে রেলওয়ে লাইন স্থাপিত হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শিল্পানুরাগী [স] *বিণ* শিল্পের প্রতি ভালোবাসা আছে এমন। 'বিদ্যোৎসাহী শিল্পানুরাগী স্বামীর সংস্পর্শে এসে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পায়ত [স] *বিণ* শিল্পসম্মত। 'আমরা অকপটে আত্মকথাও শিল্পায়ত করতে পারিনি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

শিল্পায়তন [স] *বি* শিল্প বিদ্যালয়। 'সোদপুর সোপ ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতি শিল্পায়তনে শিক্ষানবিশী করতে পারেন।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

শিল্পায়ন [স] *বি* শিল্পের প্রসার। 'নাগপাশ ছিন্ন করি নব শিল্পায়নে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শিল্পায়িত [স] *বিণ* শিল্পসমৃদ্ধ; কলকারখানানির্ভর। 'সুবাকে শিল্পায়িত করার ব্যাপারে হবে অগ্রসারী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শিল্পায়োজন [স] *বি* শিল্প স্থাপনের প্রস্তুতি। 'প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে বা শিল্পায়োজন হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

শিল্পিত [স] *বিণ* শৈল্পিক। 'সামান্যে শিল্পিত বেশ, চলায় বলায় সর্বক্ষণ রুচির মোহন ছোঁওয়া।' *শামসুর*, ১৯৭০।

শিল্পোৎকর্ষ [স] *বি* শৈল্পিক উৎকৃষ্টতা। 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুরের শিল্পোৎকর্ষ ও ব্যঞ্জনাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

শিল্পোন্নতি [স] *বি* শিল্পের উন্নতি। 'প্রদেশের শিল্পোন্নতি সাধন।' *জামায়াত*, ১৯৩৫।

শিল্পোন্নয়ন [স] *বিণ* শিল্পের উন্নতি সংক্রান্ত। 'শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে বাস্তবে রূপান্তরিত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিল্পি [স শিল্পী] *বি* রচয়িতা। 'এই পুস্তক প্রস্তুতকারক এবং ইহার শিল্পি এই উভয়কেই আমরা ধন্যবাদ করি।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

শিল্পিতম [স] *বি* শ্রেষ্ঠ শিল্পী। 'নিম্বতলার ঘাটে সকল মনোরঞ্জনীসোপান শ্রেণী শিল্পিতমকর্ত্তৃক ইষ্টকাদিদ্বারা অপূর্ব্ব ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

শিল্পী [স] ১ *বি* শিল্পকার। 'রাজা, কৃষক, শিল্পী, বণিক, সকলেরই সামান্যরূপে ধর্ম্মজ্ঞান এবং সত্য ব্যবহার সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪; 'কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতিকে শিল্পী বলা হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* গায়ক। 'যথার্থ শিল্পী আপনার কোনো গানকে সম্পূর্ণ সুরে পেয়ে আনন্দ পান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৩ *বি* চিত্রকর। 'তুমি শিল্পী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শিল্পীকার [স] *বি* শিল্পী। 'নগরীয় শিল্পীকারের শিষ্য।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শিল্পীচিত্ত [স] *বি* শিল্পীর হৃদয়। 'শিল্পীচিত্তের আবেগ ও অনুভূতির স্পন্দন নারী-প্রতিমার মধ্যে এতই স্পষ্ট যে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিল্পীজন [স] *বি* শিল্পবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। 'শিল্পীজনের মিতালিতে শুধু শ্লেষ।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

শিল্পীজনোচিত [স] *বিণ* শিল্পীসুলভ। 'উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'এই শিল্পীজনোচিত প্রক্রিয়াই হয়ত এখানে টিকে থাকার একমাত্র অবলম্বন।' *শওকত*, ১৯৭২।

শিল্পীপ্রাণ [স] *বি* শিল্প-অন্ত প্রাণ। 'লজ্জাকুল শিল্পীপ্রাণ, শঙ্কাকুল কৃষ্টি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শিল্পীবিদ্যা [স] *বি* কারিগরি বিদ্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিল্পীমন [স] *বি* শিল্পপ্রেমিক মন। 'তিনি এমন একটি বালিকাকে বিবাহ করিবেন – যে বালিকা তাঁহার শিল্পীমনকে তৃপ্ত করিতে পারে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শিল্পীমানস [স] *বি* শিল্পী মন। 'বিভিন্ন দিক থেকে তার শিল্পীমানসের পরিচয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পীলক্ষ্মী [স] *বি* শিল্পরূপ লক্ষ্মী। 'আমার শিল্পী লক্ষ্মী, ধেয়ান প্রতিমা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শিল্পীসত্তা [স] *বি* শিল্পী চরিত্র। 'বিদ্যাসাগরের শিল্পীসত্তাকে কটাক্ষ করেছেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিল্পীসম্প্রদায় [স] *বি* শিল্পীগোষ্ঠী। 'দেশবাসীর মনের এই নব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ভার নিন দেশের নব সাহিত্যিক শিল্পীসম্প্রদায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

শিশ[১] [স শীর্ষ] *বি* সিঁথি। 'শিশে তোর শোভএ সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শিশত সিন্দুর শোভে উয়ে যেন সূর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিশ[২] [ধ্বন্যা] *বি* মুখ দিয়ে তৈরি করা বাঁশির মতো শব্দ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শিশ দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

শিশ দেওন *বি* মুখ দিয়ে শিশের শব্দ সৃষ্টি করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিশ[৩] [ফা শিশ্‌হ্‌] *বি* কাচ। **শিশকর** *বি* যারা কাচের জিনিস তৈরি করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিশমহল, শিশমোহল [ফা শিশ্‌হ্‌+আ মহ্‌ল] *বি* কাচনির্মিত ঘর। 'এ যেন বাদশাহজাদার শিশ্-মোহলের সুন্দরীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।' *নজরুল*, ১৯২২; 'রূপের কুমার আজকে দোলে অপরূপের শিশমহলে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শিশা [ফা শিশ্‌হ্‌] ১ *বি* কাচের বোতল। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* কাঁচ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিষমহল, শিসমহাল [ফা শিশ্‌হ্‌+আ মহ্‌ল] *বি* কাচনির্মিত বাড়ি। 'অতি-বিচিত্রতার নমুনা হল কোমদের স্নানাগার বা শিষমহলটি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবন, ১৯২৫; 'দিল্লী-আগ্রার রঙমহালে, শিসমহালে।' বিভূতি, ১৯২৯।

শিশা[1] [স সীসক] *বি* সিসা; একপ্রকার ভারী ধাতু। 'চীনদেশে তাম্রলৌহ, শিশা, পারা এবং নানা প্রস্তর পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শিশার কলম *বি* পেনসিল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিশা[2] দ্র **শিশ**

শিশি[1] [স শীর্ষ] *বি* সিঁথি। 'শিশি পরে রখিলেন্ত চিকুরের রেণু।' *সুলতান*, ১৭০০।

শিশি[2] [ফা শীশ্‌হ্] *বি* কাচের বোতল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'একটু মাথা মুণ্ড মিশাইয়া, শিশি পুরিয়া, টিকিট মারিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবনের ব্যবস্থা লিখিয়া দিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'মার্কামারা শিশিতে ... অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শিশিবোতল [শিশি+ই বতল্] *বি* নানা আকারের শিশি ও বোতল। 'কুমু ঘরের কোণে টেবিলটাতে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর ওষুধের শিশি বোতল প্রভৃতি গুছিয়ে রাখতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'শিশিবোতল, শনপাপড়ি, চিনেবাদাম, ফুল, ধূপকাঠির ফেরিওয়ালারা সকলেই ... যাতায়াত করত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

শিশির [স] **১** *বি* শীতকাল। 'এককালে ছয় ঋতু গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বিরহ শিশির হৈল অধিক প্রবল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* ঘাম। 'সভায় মুকতি আশা নাসায় শিশির।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* হিম, রাতের বেলা ঠাণ্ডায় বাতাসের বাষ্প জমে জল হয়ে যাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'শীতকালে শিশিরাভিসিক্ত পুষ্পাদি আহরণ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিশির-আসার [স] *বি* শিশিরের জল। 'শিশির-আসারে, সিক্ত সরস কুসুমে, নির্দাঘাত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিশির ঋতু [স] *বি* শরৎ কাল। 'বঞ্চিল শিশির ঋতু প্রমাদিত রঙ্গে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শিশির-কণা [স] *বি* শিশির মতো অশ্রুবিন্দু। 'নয়নে দুটি শিশির-কণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'তখন পড়িল ঝ'রে আমার নয়ন হতে তোমার নয়ন-'পরে একটি শিশিরকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শিশিরচ্ছুরিত [স] *বিণ* শিশিরের মাঝ দিয়ে বিচ্ছুরিত। 'যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত উৎসুক আলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শিশির-ছেঁচা *বিণ* শিশির-সিঞ্চিত; শিশিরসিক্ত। 'আসবে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির-ছেঁচা রাত্রি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শিশির-ঝরা [স শিশির+ঝরা] *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'শিশির-ঝরা কুন্দফুলে হাসিয়া কাঁদে দিশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে।' *জসীম*, ১৯২৭।

শিশির ঢালা *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'নব প্রভাতের নবীন শিশির ঢালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শিশির-ধোওয়া [স শিশির+ধোয়া] *বিণ* শিশিরস্নাত। 'শরৎ তোমার শিশির ধোওয়া কুন্তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শিশিরনত [স] *বিণ* শিশিরে স্নাত। 'হৃদয় যেন শিশিরনত ফুটল পূজার ফুলের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শিশির-নাওয়া *বিণ* শিশিরস্নাত। 'হেমন্তের ওই শিশির-নাওয়া হিমেল হাওয়া।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

শিশির পড়া *ক্রি* হিম পতন হওয়া। 'পড়িতে শিশির।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিশিরবসন্ত [স] *বি* শিশিরস্নাত বসন্ত। 'দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শিশিরবিন্দু [স] *বি* কুয়াশার জল। 'শিশিরবিন্দু ও বালুকা-কণা যে এত ক্ষুদ্র, ইহাতেও অনেক পরমাণু আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিশিরবীথি [স] *বি* শিশিরসিক্ত গাছের সারি। 'আলো ঝলমল শীতল শিশিরবীথি।' *জীবন*, ১৯২৭।

শিশিরভেজা *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'শরতের শিশিরভেজা ঘাসের উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

শিশির-ভোর *বি* শিশিরসিক্ত সকাল। 'মার চোখে শিশির-ভোর।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

শিশিরমণ্ডিত [স] *বিণ* শিশির মাখা। 'শিশিরমণ্ডিত ফুলের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিশিরমাখা *বিণ* শিশির ভেজা। 'শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শিশির রিতু [স শিশির-ঋতু] *বি* শীতকাল। 'তুষারি শিশির রিতু হিম চারি মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিশিরশীর্ণা [স] *বিণ* শীতে শুষ্ক। 'শিশিরশীর্ণা বালার কপোলে কুহেলির কালো জাল।' *জীবন*, ১৯২৭।

শিশির-সজল [স] *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'বন বেতসের ছায় জেগে আছে শিশির-সজল।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শিশিরসিক্ত [স] *বিণ* শিশিরে ভেজা। 'প্রভাত সময়ের শিশিরসিক্ত সুকোমল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শিশিরসিঞ্চিত [স] *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'শিশিরসিঞ্চিত প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শিশির-সিত *বিণ* শিশির-শুভ্র। 'বিদায়রবি-রক্তালোকে, শিশির-সিত ভোরে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

শিশিরস্নাত [স] *বিণ* শিশিরে সিক্ত। 'শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শিশিরস্নিগ্ধ [স] *বিণ* শিশিরের কারণে স্নিগ্ধ। 'শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসের দ্বারা সর্বাঙ্গমনে অভিনন্দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শিশিরাভিসিক্ত [স] *বিণ* শিশির ভেজা। 'শীতকালে শিশিরাভিসিক্ত পুষ্পাদি আহরণ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিশিরার্দ্র [স] *বিণ* শিশিরে সিক্ত। 'শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শিশিরাপ্লুত [স] *বিণ* শিশিরস্নাত। 'শরতের শিশিরাপ্লুত শেফালির মতো বৃন্তচ্যুত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শিশিরোজ্জ্বল [স] *বিণ* শিশিরে উজ্জ্বল। 'সকাল বেলাকার ফুলের মতো শিশিরোজ্জ্বল জগৎটি আকাশের মধ্যে নববিকশিত দেখাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শিশু[1] [স] **১** *বি* সন্তান। 'যশোদার কোলে দিআঁ শিশু বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অবুঝ। 'তুহ্মি শিশু ক্ষুদ্র বুদ্ধি কি কহিব আর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* অপরিণত। 'কেমনে করিব গীত আমি অথি শিশু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *বি* শাবক। 'জন্মকালে এই গণ্ডারশিশু খড়গহীন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৫** *বিণ* নতুন। 'দিগম্বরের জটায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুটায় শিশু চাঁদের কর।' *নজরুল*, ১৯২২। ৬ *বিণ* অনভিজ্ঞ। 'কচি শিশু-রসনায় ধানি লংকার পোড়া ঝাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

শিশু-অবস্থা [স] *বি* শিশুকাল। 'সন্তানকে পালন করা তাহার শিশু-অবস্থার উপযোগী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিশু অরুণ [স] *বি* নবোদিত সূর্য। 'শিশু অরুণেরে কোলে করে উষা দাঁড়ায় গগন-তটে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শিশু-আশ্রম [স] *বি* এতিম ও দরিদ্র শিশুদের থাকার জায়গা। 'সমিতি শীঘ্রই নার্সারী ও শিশু-আশ্রম স্থাপন করবে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিশুক *বি* শিশুকে। 'কোরেশ সকল সম্বোধিয়া দুগ্ধ-মাএ শিশুক কোলেত করি নিজ গৃহে যাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

শিশুকণ্ঠ [স] *বি* শিশুদের কণ্ঠস্বর। 'শিশুকণ্ঠের কলকল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শিশুকল্যাণ [স] *বিণ* শিশুদের মঙ্গলে কাজ করে এমন। 'মাতৃমঙ্গল, শিশুকল্যাণ সদন, নারী-শিক্ষায়তন এবং মহিলাদের প্রগতিমূলক কোন প্রতিষ্ঠান ...।' *বেগম*, ১৯৫৪।

শিশুকাল [স] *বি* শৈশব। 'পুতনার প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশুকালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিশু-কুসুম [স] *বি* শিশুরূপ কুসুম। 'না ফুটিতে পড়ছে ঝরে শিশু-কুসুম যাদের কোলে।' *জসীম*, ১৯৫১।

শিশুকেন্দ্র [স] *বি* শিশুদের লালনকেন্দ্র। 'আসন্নতা ভিত্তি গড়ে আরোগ্যভবনে, শিশুকেন্দ্রে, কৃষিসমবায়ে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

শিশুখাদ্য [স] *বি* শিশুদের উপযোগী খাদ্য। 'শিশুখাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য।' *বেগম*, ১৯৭২।

শিশুগোলাপ *বি* ফুটতে চাইছে এমন গোলাপ। 'প্রত্যহ বাঙালির শিশুগোলাপ কটির/ সর্বনাশে সরগরম করবো আমি সভা।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৭০।

শিশু চাঁদ *বি* শুক্লপক্ষের প্রথম দিককার ক্ষীণ চাঁদ। 'শিশু চাঁদের মতোন বাঁকা নৌকাখানা।' *জসীম*, ১৯৫১।

শিশুচিত্ত [স] *বিণ* শিশুর মতো মনবিশিষ্ট। 'বাহিরে অশক্ত সে শিশুচিত্ত মা খুঁজিয়া ফেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

শিশুজন [স] *বি* শিশুদের। 'শিশুজন দেখি আমি ক্ষেমিলাঙ দায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিশুতোষ [স] *বিণ* শিশুদের পাঠোপযোগী। 'বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ের' মত শিশুতোষ পাঠ্যপুস্তক আজ অবধি রচিত হয়নি।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিশুত্ব [স] *বি* শিশু-সত্তা। 'আমার মনের শিশুত্বে দোলা লেগেছিল।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

শিশুদৃষ্টি [স] *বি* শিশুসুলভ দৃষ্টি। 'তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শিশু-দেবতা [স] *বি* শিশুসুলভ দেবতা। 'কোনো কৌতুক প্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শিশুপত্র [স] *বি* কচি পাতা। 'তোমার এই শুভ্র শিশুপত্রগুলি সেই চিরদিনের মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা আজ স্বপ্নেও কল্পনা করিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শিশুপনা *বি* শিশুর আচরণ। 'অকুণ্ঠিত শিশুপনা দেখি।' *অবন*, ১৯২৫।

শিশুপাঠ্য [স] *বিণ* শিশুদের পাঠের উপযোগী। 'শিশুপাঠ্য পুস্তকের পরিবর্তন আবশ্যক।' *নবনূর*, ১৯০৩।

শিশুপালন [স] *বিণ* শিশুদের দেখাশুনা করে এমন। 'নার্সিং হোম বা শিশুপালন প্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরই তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব থাকতো না।' *বেগম*, ১৯৪৭।

শিশুপোনা *বি* মাছের ছোটো ছোটো বাচ্চা। 'শোল মাছ তার শিশুপোনাগুলি ছড়ায়ে লেজের ঘায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

শিশুপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় শিশুর মতো। 'বরষার ভরা নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শিশুপ্রীতি [স] *বি* শিশুদের প্রতি ভালোবাসা। 'ওর উৎকট শিশুপ্রীতির একটা হদিস পাওয়া গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

শিশুবর [স] *বি* শিশু। 'সে ওষুধে যদি না নিকলে শিশুবর।' *সুলতান*, ১৭০০।

শিশু-বিদ্যালয় [স] *বি* শিশুদের পাঠদানের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়। 'তিনি কতিপয় শিশু-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিশুবুদ্ধি [স] *বি* হালকা বুদ্ধি। 'তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিশুমঙ্গল [স] ১ *বি* শিশু-কল্যাণ। 'এ কোন শ্রেণীর শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বি* হাসপাতালের যে বিভাগে শিশুদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। 'অনেক বেড, অনেক বিভাগ, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, সংক্রামক ব্যাধির বিভাগ, সাধারণ বিভাগ।' *তারা*, ১৯৫৩।

শিশুমতি [স] ১ *বিণ* অবুঝ। 'মোএ শিশুমতি বড়াই করু কোন বুদ্ধি।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বিণ* শিশু-মনস্ক। 'শিশুমতি ঠাকুরাণী নাহিঞি জ্ঞান পাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিশুমতী [স শিশুমতি] *বিণ* বালকের বুদ্ধিসম্পন্ন; অবোধ। 'সব লোক বোলে তারে কাহ্ন শিশুমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিশুমন [স] *বি* শিশুর মতো মন। 'তাহার শিশুমন থৈ পায় না।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শিশুমারী [স] *বি* শিশুমৃত্যু। 'স্ত্রীমারী শিশুমারী দূর হতে পারত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শিশুমেলা [স] *বি* শিশুদের সৌজন্যে অনুষ্ঠিত মেলা। 'মহিলা সমিতির উদ্যোগে একটি শিশুমেলা অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৬০।

শিশুরক্ষণী [স] *বি* কর্মজীবী মহিলাদের সন্তান-পালনকারী বিশেষ প্রতিষ্ঠান। 'এই ছেলেদের বিভাগ থেকে কিছু দূরে আছে (crèche) বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে শিশুরক্ষণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিশুরাষ্ট্র [স] *বি* সদ্যোজাত রাষ্ট্র। 'শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রক্ষা করতে ... আমাদেরকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিশুলীলা [স] *বি* শিশুসুলভ লীলাখেলা। 'এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিশুশশী [স] *বি* দ্বিতীয়ার চাঁদ। 'লুকাইল শিশুশশী/ মুরছিতা দিগঙ্গনা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শিশুশস্য [স] *বি* ফসলের চারা। 'জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে সে নিজে বুকের শিশুশস্যকে গ্রাস করেছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

AMARBOI.COM

শিশুশাবক [স] *বি* ছোটো বাচ্চা। 'বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে অহিংস শিশুশাবক ও স্ত্রীলোকের ধর্ম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শিশুশালা [স] *বি* শিশু আশ্রম; শিশু লালন-পালনের স্থান। 'রাজপ্রাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, শিশুশালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিশুশিক্ষা [স] *বি* শিশুদের শিক্ষার বই। 'শিশুশিক্ষা, প্রথম ভাগ।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'এরা যে প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিশু-শিক্ষালয় [স] *বি* শিশুদের বিদ্যালয়। 'শিশু-শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করা সহজ বিষয় নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিশু শিষ [স শিশু-শীর্ষ] *বি* কচি শিষ। 'চিকন ধানের শিশু-শিষে বসি।' *জসীম*, ১৯২৭।

শিশুসঙ্গী [স] *বি* শিশুবয়সের সাথী। 'দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে লইয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শিশুসন্তান [স] *বি* শিশুপুত্র বা কন্যা। 'দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান পীড়িত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিশুসম [স] *বিণ* শিশুসুলভ। 'শিশুসম আচারে প্রবীণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শিশুসাহিত্য [স] *বি* শিশুদের উপযোগী সাহিত্য। 'এই নবযুগের শিশুসাহিত্য আঁতুড়েই মরবে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

শিশুসুলভ [স] *বিণ* শিশুদের মতো। 'ইহাদের চাহনিতে মাখা আছে কি একটা শিশুসুলভ সরল দিব্য ভাব।' *সবুজ*, ১৯২১।

শিশুসূর্য [স] ১ *বি* মৃদু তেজবিশিষ্ট সূর্য। 'শরৎকালের শিশু সূর্যের কিরণ।' *মানিক*, ১৯৩৭। ২ *বি* ভোরের সূর্য। 'কত বর্বর শিশু-সূর্যেরে মেরেছি হেসে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

শিশুহাসি *বি* শিশুর মতো সরল হাসি। 'শিশুহাসি হেসে নব জিশু বেশে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শিশু² [স শিংশপা] *বি* শিশুগাছ ও তার কাঠ। 'দক্ষিণে শাল, শিশু, টুন কাষ্ঠ বিস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শিশুক [স] *বি* জলচর প্রাণীবিশেষ; শিশুমার। 'শিশুক-হাঙর শোষিছে রক্ত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শিশূৎসর্গ [স] *বি* (হিন্দু আচার) শিশু বিসর্জন। 'সহমরণ ও শিশূৎসর্গ যে প্রকারে আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।' *পূর্ণচন্দ্রোদয়*, ১৮৫১।

শিশ্ন [স] *বি* পুরুষাঙ্গ। 'কুঁকড়ে থাকা ঠাণ্ডা শিশ্ন হাতে ঠেকে মরা বিছের মতো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শিশ্নোদর [স] *বি* কামপ্রবৃত্তি। শিশ্নোদরপরায়ণ [স] *বিণ* কামুক ও খাদক। 'শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিশ্নোদরতন্ত্রী [স] *বি* কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ এবং উদরপূর্তি যাদের লক্ষ্য। 'আজকালকার এই শিশ্নোদরতন্ত্রী এবং যা শিশ্নোদর নয় কিন্তু তবুও উচ্ছৃঙ্খল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শিশ্নোদরপরায়ণতা [স] *বি* যৌনবৃত্তি ও আহার্যই সব – এমন ধারণা। 'শিশ্নোদরপরায়ণতার চেয়ে মন্দ সংস্কার আর কি হতে পারে?' *মোতাহের*, ১৯৫০।

শিষ¹ [স শীর্ষ] ১ *বি* সিঁথি। 'মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দূর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* (ধানের) মঞ্জরি। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'শিষের মধ্যে দুটো-চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* শিখা। 'লণ্ঠনের শিষটা যেন জেগে উঠে তাকে দেখে নিলো একবার ভালো করে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

শিষভারনত [শিষ+স ভারনত] *বিণ* শস্যমঞ্জরির ভারে অবনত। 'শিষভারনত ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে চলছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

শিষ² [স শিষ্য] *বি* শিষ্য। 'সহস্র দলেত গুরু শতদলে শিষ।' *সুলতান*, ১৭০০।

শিষমহল দ্র শিশ³

শিষ্ট [স] ১ *বিণ* ভদ্র। 'জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বুদ্ধিমান ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিষ্টজনপ্রিয় [স] *বিণ* শিষ্টজনের প্রিয়। 'জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিষ্টতা [স] *বি* সৌজন্য। 'রাজার শিষ্টতা দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শিষ্টত্রাণ [স] *বি* শিষ্টের রক্ষাকারী। 'জয় দুষ্টভয়ঙ্কর জয় শিষ্টত্রাণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিষ্টপালন [স] *বি* শিষ্টের রক্ষাকরণ। 'দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

শিষ্টবিশিষ্ট [স] *বিণ* গণ্যমান্য। 'অনেক চেষ্টাতে শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

শিষ্টভাব [স] *বি* ভদ্রভাব। 'শিষ্টভাবে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করা।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

শিষ্টমতি [স] ১ *বিণ* বিনীত; নীতিযুক্ত। 'আমি অতি শিষ্ট মতি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বিণ* সুন্দর মনের অধিকারী। 'তুমি শিষ্টমতি; দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

শিষ্টলোক [স] *বি* ভদ্রলোক। 'দেখি সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিষ্ট শান্ত [স] *বিণ* নম্র-ভদ্র। 'অতি বড় শিষ্ট শান্ত, কামিনীর প্রিয়কান্ত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিষ্ট সম্ভাষণ [স] *বি* কুশল বিনিময়। 'রাজা সাহেব লোকের সহিত পরস্পর শিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শিষ্টাচার [স] *বি* ভদ্র ব্যবহার; ভদ্রতা। 'শিষ্টাচারের ত্রুটি ছিল না।' *রামরাম*, ১৮০১; 'অধ্যাপকেরদিগের উপযুক্তমত বিদায় দিয়া শিষ্টাচারে বিদায় করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শিষ্টাচারি [স শিষ্টাচারী] *বিণ* শিষ্ট আচরণকারী। 'ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোকসকলের ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শিষ্টাচারী [স] *বিণ* ভদ্র আচরণ করে এমন। 'শিষ্টাচারী সতেজ জাপান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শিষ্টালাপ [স] *বি* ভদ্রতা প্রকাশ পায় এমন কথাবার্তা। 'ব্রাহ্মণকে যথোচিত শিষ্টালাপ ও ধনাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২।

শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন – সৎ লোককে রক্ষা করা এবং দুষ্ট লোককে শাসন করা। 'শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাঁহারদিগের আছে।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শিষ্য [স] ১ *বি* ছাত্র। 'পুত্রে বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* ভক্ত। 'কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিষ্যকৃত্য [স] *বি* শিষ্যের আচরণ। 'শিষ্যকৃত্য করেছি গুণীর হ'য়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করঙ্ক-বাহী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

শিষ্যত্ব [স] *বি* দীক্ষাগ্রহণ। 'সারস্বত মুনির নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শিষ্যা [স] **১** *বি স্ত্রী* ছাত্র। 'শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি স্ত্রী* ভক্ত। 'তিনি আমার শিষ্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৩** *বিণ স্ত্রী* অনুগত। 'সুচরিতা তাঁহার শিষ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিষ্যাধিকার [স] *বি* শিষ্যের অধিকার। 'শিষ্যাধিকার বিষয়ে মধ্যে মধ্যে মহাশয়দিগের পরস্পর ঘোরতর বিসংবাদ উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শিষ্যান শিষ্য – শিষ্যের শিষ্য। 'তাঁহাদের শিষ্যান শিষ্য হারাণ, নরাণ ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

শিস[1] [স শীর্ষ] **১** *বি* সিঁথি। 'শিসেত সিন্দুর দিল কুরলিত কেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* মাথা। 'আঙুলের শিস দিয়ে খুব সাবধানে চুল ঝুলিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

শিস[2] [স সীসক] *বি* সিসা। **শিসের কলম** *বি* এক ধরনের কলম; পেনসিল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিস[3] [ধ্বন্যা] *বি* ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে বাঁশির ধ্বনির মতো যে ধ্বনি করা হয়; সিটি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ইংরেজের মতো শিস দিতে ... শিখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শিস দেওন *বি* ঠোঁট ও জিভ দিয়ে বাঁশির মতো শব্দ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিসমহাল *দ্র* **শিশ**[3]

শিসুগাছ [স শিংশপা] *বি* ছোটো ছোটো পাতাবিশিষ্ট ও কাষ্ঠল এক প্রকার গাছ। 'বাগানের শিসুগাছের পাতা ঝর ঝর করছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। *দ্র* **শিশু**[2]

শিহর [স হর্ষণ] **১** *বি* কম্পন। 'শিহর লাগে বনে বনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **২** *বি* শিহরণ; রোমাঞ্চ। 'হেমন্তের আতপ্ত নিশ্বাস শিহর লাগালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শিহরণ *বি* কম্পন। 'চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ।' *ভারত*, ১৭৬০।

শিহরি ওঠা **১** *ক্রি* শিউরে ওঠা। 'শিহরি উঠে রে বারি, দোলে রে দোলে রে হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* ভয়ে চমকে ওঠা। 'দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে তো যায় না সে রে, শিহরি উঠে না আশঙ্কায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শিহরা **১** *ক্রি* রোমাঞ্চিত হওয়া। 'অস্ফুট কদম্ব কলি শিহরিল গা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *ক্রি* কেঁপে ওঠা। 'এই কথা শুনি, পরমাদ গণি/ শিহরিয়া ধনী, পড়ে ধরায়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'তরুপল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শিহরিত *বিণ* রোমাঞ্চিত। 'নীল পদ্মার জল উত্তরে বাতাসে আগাগোড়া অল্প অল্প কম্পিত শিহরিত হচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শী *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ভীমসেন শী।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শীক [স শিষ্য] *বি* শিখ; জাতিবিশেষ। 'শীক জাতির একতা বোধ নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শীকর [স] **১** *বি* বিন্দু। 'পতিত করিত সই সলিল শীকর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **২** *বি* বাতাসে বাহিত জলকণা। 'বৃষ্টি শীকর এখানেও থামে না।' *শওকত*, ১৯৪৬।

শীকরবিন্দু *বি* জলকণা। 'ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শীঘ্র [স] **১** *ক্রিবিণ* দ্রুত গতিতে। 'ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে মন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* দ্রুত। 'প্রভু বোলে শীঘ্র গিয়া করহ রক্ষন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শীঘ্রকারী [স] *বিণ* দ্রুত করতে পারে যে। 'তর্জমাকরণে শীঘ্রকারী।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

শীঘ্রগতি [স] *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শীঘ্রগামী [স] *বিণ* দ্রুতগামী। 'শীঘ্রগামী শশক ধরিতে কেহ নারে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

শীঘ্রচেতন [স] *বিণ* অনায়াসে জেগে ওঠে এমন। 'নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শীঘ্র শীঘ্র [স] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'শীঘ্র শীঘ্র কর্মসারো আছে কত পোরা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শীঘ্রি [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি; দ্রুত। 'পোড়ারমুখী, শীঘ্রি আয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শীঙ্গিমাচ [স শৃঙ্গ>] *বি* শিংমাছ। 'শীঙ্গিমাচ আনিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শীত [স] **১** *বি* শীতলতা। 'মরে দস্যুগণ মহা ঝড় বৃষ্টি শীতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ঠান্ডা লাগা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* বাংলা ঋতুবিশেষ; পৌষ ও মাঘ মাস। 'কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *বি* শৈথিল্য। 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহ অবিশ্বাস পরিমাণ বোধ স্থিরতা ও শীত আসে।' *জীবন*, ১৯৩১।

শীতকষ্ট [স] *বি* শীতের কারণে কষ্ট। 'শীতকষ্ট সব ভুলিয়া গেলাম।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শীতকাতুরে *বিণ* শীতে কাতর হয় এমন। 'শীতকাতুরে ফিচকে ডাকাত সব কিছু করতে প্রস্তুত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শীতকাল [স] *বি* ছয় ঋতুর একটি – পৌষ ও মাঘ মাস। 'শীতকালে কার্যে আসিবে একদিন।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'শীত কাল গেলে গরমির কাল হএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শীতকোঁৎকা *বিণ* শীতকাতুরে। 'ভারি শীতকোঁৎকা হয়ে গিয়েছিলুম।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শীতক্লিষ্ট [স] *বিণ* শীতে কাতর। 'অধ্যাপকেরা অর্ধ-অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা-কিছু রক্ষাযোগ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শীতগোধূলি [স] *বি* শীতের সন্ধ্যা। 'শীতগোধূলির শীর্ণ শব্দহীন নদীর মতন।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

শীতনিবারণ [স] *বি* ঠান্ডাপ্রতিরোধ। 'জগ-জনে কৈল শীতনিবারণ বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাহার শীতনিবারণ হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শীতপবন [স] *বি* শীতের বাতাস। 'নব জাগ্রত শীতপবনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শীতপীড়িত [স] *বিণ* শীতে কাতর। 'বেচারা বৃদ্ধ শীতপীড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শীতপ্রদেশ [স] *বি* শীতপ্রধান অঞ্চল। 'কৃষিকার্য্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ উষ্ণ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

AMARBOI.COM

শীতপ্রধান [স] *বিণ* শীতকালীন অবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশি এমন। 'এইহেতু এই স্থান অতি শীতপ্রধান।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

শীতবস্ত্র [স] *বি* শীতকালীন পোশাক। 'মনুষ্যেরা শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।' *মদনমোহন,* ১৮৪৯।

শীতবাত [স] *বি* ঠাণ্ডা বাতাস। 'বিংশতিতম হেমন্ত আমার দেহ শীতবাত দ্বারা আঘাত করিলে ...।' *কৃষ্ণকমল,* ১৮৫৮।

শীত-বাতাস *বি* ঠাণ্ডা বাতাস। 'এসে প'ল বলে এদিকে পোষের শীত-বাতাস।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯০৮।

শীতবায়ু [স] ১ *বি* শীতকালীন আবহাওয়া। 'এই স্থান সাধারণত ... শীতবায়ুকে নাতিশীতোষ্ণভাবাপন্ন ও পরমসুখপ্রদ করিয়া থাকে।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪। ২ *বি* ঠাণ্ডা বাতাস। 'রুদ্দন্ত বর্ষার ভিজা শীতবায়ু করে শবাহত কৃষ্ণবাস বনানীকে।' *বিষ্ণু,* ১৯৩৭।

শীতবাহী [স] *বিণ* শীত বহন করে এমন। 'শীতবাহী সমীরণ না লাগে শীতল।' *ফয়জুন্নেসা,* ১৮৭৬।

শীত-ভাঙানো [স শীত+ভাঙানো] *বি* শীত নিবারণ। 'একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভব।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৫।

শীতমধ্যাহ্ন [স] *বি* শীতের দুপুর। 'কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

শীত মানা *ক্রি* শীত নিবারণ হওয়া। 'একটা সামান্য চাদরে শীত মানে?' *অচিন্ত্য,* ১৯৫০।

শীত-শীত [স] *বিণ* একটু ঠাণ্ডা। 'সকালবেলায় শীত-শীত ছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

শীতশীর্ণ [স] *বিণ* শীতকালীন আবহাওয়ার প্রভাবে ক্ষীণধারা হয়ে যাওয়া; শীতের কারণে শীর্ণ। 'এই শীতশীর্ণ নদীর মতো আমার সমস্ত অস্তিত্ব।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

শীত-হাওয়া *বি* শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস। 'পাহাড়ের শীত-হাওয়ায় খুলি ডুবিয়ে তারা চলছে।' *নীরেন,* ১৯৪৪।

শীতাক্ত [স] *বিণ* শীতল। 'কোনো এক শীতাক্ত প্রদেশের নিশ্চলতায় অসাড় হয়ে পড়েছে সে।' *জীবন,* ১৯৩১।

শীতাক্ততা [স] *বি* শীতলতা। 'শীতাক্ততার ভিতর প্রভাতের নিজের জীবনের অকর্মণ্যতা।' *জীবন,* ১৯৩১।

শীতাক্রান্ত [স] *বিণ* শীতপূর্ণ। 'আমার হৃদয় হয় শীতাক্রান্ত সন্ধ্যার শ্মশান।' *শামসুর,* ১৯৭৪।

শীতাতপ [স] ১ *বি* ঠাণ্ডা ও গরম। 'সাগর-দ্বীপের শীতাতপের অপকর্ষ অনুমান করিতে পারেন।' *কৃষ্ণকমল,* ১৮৫৮। ২ *বিণ* শীত ও গরম নিয়ন্ত্রিত; এয়ার কন্ডিশন্ড্। 'একমাত্র শীতাবপ নিয়ন্ত্রিত সিনেমা।' *আজাদ,* ১৯৫৫।

শীতাতুর [স] *বিণ* শীতে কাতর। 'আমি অপুষ্ট আমি শীতাতুর/ দাঁড়াতে পারি না পায়।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৪।

শীতাধিক্য [স] *বি* তীব্র শীত। 'উর্দ্ধে শীতাধিক্য।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

শীতান্ত [স] *বি* শীতের শেষ। 'শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস উঠে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

শীতাপগম [স] *বি* শীত ঋতুর আগমন। 'শীতাপগমে নববসন্তের সঞ্চার হইয়াছে।' *প্রমথ,* ১৮৯৮।

শীতার্ত [স] *বিণ* হিমকাতর; শীতে কাতর। 'শীতার্ত প্রাণীর শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত প্রাণীর অন্ন প্রস্তুত হইতেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

শীতোষ্ণতা [স] *বি* শীত ও উষ্ণ অবস্থা। 'শীতোষ্ণতার য দ্বিবিধ।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

শীতোজ্জ্বল [স] *বিণ* শীতল ও উজ্জ্বল। 'চারিধারে তার শীতোজ্জ্ব মেঘের কাঁচুলি।' *বিভূতি,* ১৯৩১।

শীতল [স] ১ *বিণ* মধুর। 'খর শীতল আর বুলিব বচনে।' *বড়ু,* ১৪৫০ ২ *বিণ* ঠাণ্ডা। 'শীতল সমীর।' *বড়ু,* ১৪৫০। ৩ *বিণ* শীতপ্রধা 'শীতল-প্রদেশীয় লোকেরা একপ্রকার চক্রহীন শকটে আরোহণপূর্ব বরফের উপর দিয়া ...।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪। ৪ *বিণ* শান্ত। 'স্বাভাবি শোভা দেখিয়া নয়ন মন শীতল করিবেন।' *মশাররফ,* ১৯০৮।

শীতল-করা *বিণ* জুড়িয়ে দেয় এমন। 'এসো হে এসো পিপাসা-হ এসো হে এসো আঁখি শীতল করা।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০।

শীতলতা [স] ১ *বি* শৈত্য। 'অপেক্ষাকৃত শীতলতা ঘটিলেই কঠিন জন্মিবে।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫। ২ *বি* ঠাণ্ডা অবস্থা। 'যেন সরীসৃপে গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২।

শীতলত্ব [স] *বি* শীতলতা; ঠাণ্ডা অবস্থা। 'অগ্নির দহনকারিত জলের শীতলত্ব, প্রস্তরের কাঠিন্য।' *মশাররফ,* ১৮৮৭।

শীতলদেশীয় [স] *বিণ* শীতপ্রধান। 'অতিশয় শীতলদেশীয় সামা লোকেরা সচরাচর রাই, দুগ্ধ ও পনির ভক্ষণ করে।' *অক্ষয়,* ১৮৫০

শীতলপাটি [স শীতল+স পট্টী] *বি* ঠাণ্ডা ও মসৃণ মাদুরবিশে 'পাতিল শীতলপাটি পরিসর পান।' *রূপরাম,* ১৭৫০।

শীতল প্রকৃতি [স] *বিণ* নম্র স্বভাবের। 'কুন্দ শীতল প্রকৃতি, হী উগ্রপ্রকৃতি।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৩।

শীতল-প্রদেশীয় [স] *বিণ* শীতপ্রধান অঞ্চলের। 'শীতল-প্রদে লোকেরা একপ্রকার চক্রহীন শকটে আরোহণপূর্ব্বক বরফের উ দিয়া ...।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

শীতল হওন *ক্রি* সন্তুষ্ট হওয়া। *ওসাঁ,* ১৭৮৫।

শীতলজিরে *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'দোসুতী শীতলজিরে হরিণে তায়।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

শীতলা[1] [স শীতল>] *ক্রি* আড়ষ্ট হওয়া। 'শীতলিয়া মোর ডরে সদা আ সেবা করে।' *মাইকেল,* ১৮৭৩।

শীতলা[2] [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বসন্ত রোগের দেবীবিশেষ। 'কতকগু গ্রাম্যদেবতার ব্রত – ... শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মূলাই *অবন,* ১৯১৯।

শীতলামায়ী *বি* হিন্দুমতে বসন্তরোগের দেবী। 'শীতলামায়ীরে ক হেলা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৮।

শীতলী [স শীতল>] *বি* মৃদুতা। *মানোএল,* ১৭৪৩।

শীতা [স সীতা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামের স্ত্রী; জানকী। 'তেহোঁ সে মজি পেল শীতার কারণ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

শীতাংশু [স] *বি* চাঁদ। 'পূর্বতন পণ্ডিতেরা চন্দ্রকে হিমাংশু ও শীতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

শীৎকার [স] ১ *বি* সঙ্গমকালে নারীপুরুষের মুখনিঃসৃত আনন্দসূচক ধ্বনি 'মান শান্তি চিহ্ন অশ্রু লোমাঞ্চ শীৎকার।' *ভারত,* ১৭৬০। ২ শিহরণ। 'উদগ্রীব ঋাবুকে জাগে থেকে থেকে সতর্ক শীৎকার' *সুধীন্দ্র,* ১৯৪০।

শীৎকৃতি [স] *বি* সঙ্গমকালে নারীপুরুষের মুখনিঃসৃত আনন্দসূ ধ্বনি। 'চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ।' *ভারত,* ১৭৬০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীধান্ত [স সিদ্ধান্ত] *বি* সিদ্ধান্ত। 'ভাবিআ শীধান্ত করে সাধু শ্রীয়পতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শীধু [স] *বি* মধু; ইক্ষুরসজাত মদবিশেষ। **শীধুসিক্ত** *বিণ* মধুপূর্ণ। 'কামিনীর বিধুমুখ শীধুসিক্ত হলে, বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শীবরী *বি* শবরী। 'রাগ শীবরী।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

শীর [স শির] *বি* শির; মাথা। 'চড়িলা কালীয়নাগশীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শীর্ণ [স] ১ *বিণ* কঙ্কালসার। 'দুঃখী লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুসখার আশ্রয় লইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* জল কমে গিয়ে সরু হয়ে গেছে এমন। 'তখন শীর্ণ নদী নিস্তেজভাবে পোষ মেনে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শীর্ণকান্তি [স] *বিণ* কৃশদেহী। 'কবিরাজ বৈশ্বানর দাঁ মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন – শীর্ণকান্তি লোক।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শীর্ণকায় [স] *বিণ* রোগা; অস্থিসার। 'এক ক্ষুধার্ত শীর্ণকায় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

শীর্ণগণ্ড [স] *বি* শুকনো গাল। 'শীর্ণগণ্ড বাহিয়া সুখের অশ্রু বয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

শীর্ণতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। 'তাঁর উন্মুখ জীবনজিজ্ঞাসা অভিমানী আদর্শের আওতায় ক্রমে শীর্ণতর হবে।' *শিব*, ১৯৭৩।

শীর্ণতা [স] *বি* দুর্বলতা। 'তাতে তাদের দৈন্য তাদের শীর্ণতা ঢাকা পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শীর্ণদর্শন [স] *বিণ* দেখতে শুকনা এমন। 'লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শীর্ণদাঁড়া *বি* ক্ষীণ মেরুদণ্ড। 'চলে ক্ষুধাতুর শিশু শীর্ণদাঁড়ায়।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

শীর্ণদেহ [স] *বি* শুকিয়ে যাওয়া শরীর। 'শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শীর্ণপ্রায় [স] *বিণ* জল প্রায় শুকিয়ে গেছে এমন। 'এই দেশের বুক দিয়ে বয়ে গিয়েছে দশার্ণ এবং বেত্রবতী, কিন্তু তারা আজ শীর্ণপ্রায়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শীর্ণমুখ [স] *বি* শুকনা মুখমণ্ডল। 'শীর্ণমুখে চোখ বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শীর্ণশরীর [স] *বি* শুকিয়ে-যাওয়া দেহ। 'দীনভাবে, শীর্ণশরীরে, সাশ্রু নয়নে, দিনপাত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শীর্ণা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণ। 'দুরবস্থাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার সে আশা কি পর্য্যন্ত শীর্ণা হয়!' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বিণ স্ত্রী* শুষ্ক। 'ওরে ও শীর্ণা নদী/ দু-তীরে নিরাশা-বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবধি।' *নজরুল*, ১৯২৯। ৩ *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণ। 'শীর্ণা তনুরে মোর তটিনীতে কেন আনিলে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শীর্ষ [স] *বি* মাথা। 'দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শীর্ষদেশ [স] *বি* উপরিভাগ। 'একটি ক্যাম্প-টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শীর্ষনাম [স] *বি* শিরোনাম; হেড লাইন। 'খবরের কাগজের শীর্ষনামগুলো পড়েই খুশী।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শীর্ষস্থানীয় [স] ১ *বিণ* উঁচুস্তরের। 'এই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের ষড়যন্ত্র।' *শরৎ*, ১৯১৬। ২ *বিণ* প্রথম সারির। 'রবীন্দ্রনাথ আজকের দিনে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কবি।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

শীর্ষহীন [স] *বিণ* নেতৃত্বহীন। 'রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শীর্ষাকাশ [স] *বি* ঊর্ধ্বাকাশ। 'শরীর বাঁকিয়ে ধরে দিগন্তের থেকে শীর্ষাকাশ।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

শীর্ষাসন [স] *বি* উচ্চ আসন বা অবস্থান। 'সকলে আপনারা শীর্ষাসনে আছেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শীর্ষক [স] ১ *বি* পাগড়ি। 'মণিময় কিরীট; শীর্ষক আর বীর-আভরণ মহাতেজস্কর।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বিণ* শিরোনামযুক্ত। 'এতৎ শীর্ষক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'ধর্ম্মযুদ্ধ গাজী ও জেহাদ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

শীর্ষকাঙ্কিত [স] *বিণ* শিরোনাম অঙ্কিত। 'এই শীর্ষকাঙ্কিত জনপরম্পরা বাক্যের অর্থটি ... ।' *দিকপ্রকাশ*, ১৮৬৯।

শীল১ [স] ১ *বি* সৎস্বভাব। 'জাতিত ভকতি অতি মহাকুল শীল।' *সুলতান*, ১৭০৩। ২ *বি* আদবকায়দা। 'গুহ্যবাসী নৃসিংহেরে বাঁধিব না শীলের শৃঙ্খলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

শীলতা [স] ১ *বি* ভদ্রতা। 'সে শীলতা ক্রমে না বলিতে পারিলেক না।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* শালীনতা। 'শীলতা ও সম্ভ্রম-রক্ষার নিমিত্ত বস্ত্র-পরিধানের প্রয়োজন হইলে, তাহাতে আপত্তি করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*,

শীল২ [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'রাজবল্লভ শীল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শীল৩ [ই সীল] *বি* মুদ্রাঙ্কন। **শীলমোহর** [ই সীল+ফা মোহর] *বি* ছাপ দেওয়ার বস্তুবিশেষ। 'জলের সোরাহীর উপর পরিষ্কার বস্ত্র আবৃত করিয়া একবারে শীলমোহরে বন্ধ করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শীলশীলেটম *বি* (হিন্দু আচার) ব্রতবিশেষ। 'এই ব্রতের নাম শীলশীলেটম।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শীলিত [স] *বিণ* শালীনতাসম্পন্ন। 'শীলিত রুচিসম্পন্ন অসহায় এই বালক কবির ভদ্রতা প্রতিতুলনারূপে মনে করার মতো।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

শীল্ড [ই] *বি* ঢালের মতো দেখতে এমন পুরস্কার। 'শীল্ড জয় করিয়া মোহনবাগান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

শীশক [স সীসক] *বি* সিসা। 'তাম্র ত্রপু শীশক লোহ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শীষ [স শীর্ষ] *বি* শিষ; শস্যমঞ্জরী। 'শিশিরে যবের শীষ কিবা মনোহর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শীষা [স শীর্ষ] *বি* কাঁটা। 'পথেতে চলিতে বেতের শীষায় আঁচল জড়াবে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শীস [ধ্বন্যা] *বি* শিস। 'মড়ার খুলিতে বাতাস দিতেছে শীস।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শুআ [স শুক] *বি* শুকপাখি। 'নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ/ যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুওন *ক্রি* শোয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুওর [স শূকর] *বি* শূকর। 'ভেড়া, গোরু, শুওর, বাছুরের নানা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শুঁকন *ক্রি* গন্ধ শোঁকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুঁচী [স সূচি] *বি* সুচ। 'যে থানে শুঁচী না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুঁটকি ১ *বিণ* শুকনা। 'সুন্দর কাচের বাটিতে ছেলেরা শুঁটকি মাছ খাচ্ছে।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বি* শীর্ণ ব্যক্তি। 'শুঁটকি নাচে খুপি নাচে/ নাচে সাথে আহ্লাদি।' *নজরুল*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* রোগা-পাতলা শরীর বিশিষ্ট। 'শুঁটকি মাগী এসেই ওকে বিগড়েছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শুঁটকিমাছ *বি* শুকনা মাছ। 'শুঁটকিমাছের গন্ধের ভিতর অপেক্ষা করছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

শুঁটকো, শুটকো *বিণ* শুকনা। 'রোগা শুঁটকো চেহারা।' *মণীশ*, ১৯৬৩; 'শুটকো শুটকো ধান হয় অনেক কষ্টে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

শুঁটি *বি* সবজি হিসেবে ব্যবহৃত লম্বা বীজকোষ বিশেষ। 'বরবটি শুঁটি আপনার আধ হাত করে লম্বা।' *তারা*, ১৯৪০।

শুঁড় [স শুণ্ড] *বি* হাতির সুদীর্ঘ ও গোলাকার নাক, যা সে হাত হিসেবে ব্যবহার করে। 'প্যারীজান শুঁড় দোলাইয়া, কর্ণ নাড়িয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

শুঁড়তোলা *বিণ* শুঁড়ের মতো লম্বা ও সরু। 'পায়ে শুঁড়তোলা কটকি জুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শুঁড়মন্নী *বিণ* গোটানো; প্যাঁচানো। 'গণেশদাদার শুঁড়মন্নী টিকি দাদার টিকিটি খাসা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

শুঁড়ি, শুঁড়ী [স শৌণ্ডিক] ১ *বি* মদবিক্রেতা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমার মহাজন শুঁড়ী, কারবার মদ খরিদ।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'যা রোজগার করত তা সব শুঁড়ির পায়ে ঢেলে আসত।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০।

শুঁড়িখানা [স শৌণ্ডিক>+ফা খানাহ] *বি* পানশালা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তোর দেখছি হতভাগা শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোথাও উপমা জোটে না।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল – অসৎ ব্যক্তিকে অসৎ ব্যক্তিই সহায়তা করে। 'হা ভগবান, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

শুঁয়া, শুঁয়া পোকা [স শূক>] *বি* কিড়াবিশেষ; যে কীট থেকে রেশম হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুঁয়ো *বি* সূক্ষ্ম হুল। 'পিঁপড়ের যেমন শুঁয়ো, জ্ঞাতির তেমনই প্রতিভা।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শুঁয়োপোকা [স শূক>] *বি* প্রজাপতির প্রথম অবস্থা; কিড়া বিশেষ। 'পাহাড়গুলো মরে যাওয়া শুঁয়োপোকার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

শুক [স] *বি* শালিক পাখি। 'অলি সারি শুক তাএ।' *বড়ু*, ১৫৭০।

শুকচঞ্চু [স] *বি* শুক পাখির মতো ঠোঁট। 'পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিলফুল, শুকচঞ্চু।' *অবন*, ১৯২৫।

শুকপক্ষী [স] *বি* টিয়াপাখি। 'চূড়ামণি নামে সর্বগুণাকর শুকপক্ষী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শুকতারা [স শুক্রতারা] *বি* সূর্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে উদিত তারা; শুক্রগ্রহ। 'উষার আলোকে হারা সখী মোর শুকতারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শুকন [স শুষ্ক] *বিণ* শুকনা। 'নতুন পাতার অরুণিমা সবুজ থেকে ক্রমে শুকন পাতারা গেরুয়াতে গিয়ে পৌঁছয়।' *অবন*, ১৯২৫।

শুকনা, শুকনো [স শুষ্ক] ১ *বিণ* ভেজা নয় এমন; শুষ্ক। *ওসাঁ*, ১৭৮[৫] ২ *বিণ* নীরস। 'অনেক পুরোনো শুকনো কবিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯[...] ৩ *বিণ* বিষণ্ন। 'আপনাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭

শুকনো চুলকানি *বি* আমবাত; আর্টিকেরিয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুকনো সূতিকা *বি* প্রসূতির এক ধরনের রোগ। 'এ সুবিধের সুতি[...] নয় গো, শুকনো সূতিকা।' *জীবন*, ১৯৩১।

শুকরানা [আ] ১ *বি* ধন্যবাদ। 'কথা না কহিআ 'শুকরানা' গুজারিবা[...] *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কৃতজ্ঞত[া] জ্ঞাপক নামাজ। 'পড়ে শুকরানা আরবা রেকাত।' *নজরুল*, ১৯২৮

শুকরিয়া, শুকরীয়া [আ] *বি* কৃতজ্ঞতা। 'আল্লার কাছে ... শুকরী[য়া] আদায় করবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শুকা[1] [স শুষ্ক>] ১ *ক্রি* শুষ্ক হওয়া। 'সে সুখ সায়র দৈবে শুকায়ল[...] *দ্বিজবংশী*, ১৬০০। ২ *ক্রি* শুষ্ক করা। 'মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শুকাই[তে] দিতে ছাতে উঠত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* শুষ্ক। 'কী হবে শুকা[...] ফুল-দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* আনন্দহীন হওয়া। 'জীবন য[...] শুকায়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **শুকায়** *ক্রি* শুকিয়ে যায়। 'শুব[...] ছাতি চক্ষে বহে জল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **শুকায়ল** *ক্রি* শুকালো। '[...] সুখ সায়র দৈবে শুকায়ল।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০। **শুকায়ে** *ক্রি* শুকি[য়ে] 'লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে কেবলি কোটরে বাস।' *রবী[ন্দ্র]* ১৮৮৩। **শুকাল** *ক্রি* শুকালো। 'সাগর শুকাল মাণিক লুকাল।' *চ[...]* ১৫৫০।

শুকিয়ে আসা *ক্রি* শুষ্ক হওয়া। 'জগৎ যে তোর শুকায়ে আসি[...] মাটিতে পড়িল খসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শুকিয়ে পড়া *ক্রি* নিঃশেষ হওয়া। 'ফুটিবে না ফুল, ফলিবে না ফ[...] শুকিয়ে পড়িবি মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শুকিয়ে যাওয়া ১ *ক্রি* শুষ্ক হওয়া। 'এমন প্রভাতে এমন কুসুম [...] রে শুকায়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* ধ্বংস হওয়া; ফা[...] হওয়া। 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

শুকা[2] [স শুষ্ক] *বি* গ্রীষ্মকাল। 'সেখানে ত্রিস্রোতা নদী এই শুকার সম[য়] সহজে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শুকুনি [স শকুনি] *বি* শকুন নামক বৃহদাকার পাখি। 'গিধিনী শুকুনি ক[...] রণে দিল দেখা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শুকুর [আ] *বি* প্রশংসা। 'খোদার দরগায় বলে শুকুর হাজার।' *গরী[ব]* ১৭৬৫।

শুকুর বার [স শুক্র+ফা বার] *বি* শুক্রবার। 'কাল শুকুর বারে জুম্[মার] নামাজ হবে।' *তারা*, ১৯৪২।

শুক্কুরবার [স শুক্র+ফা বার] *বি* শুক্রবার। 'আবার শুক্কুরবা[র] অগ্রহায়ণের উনিষ তারিখে না হলে চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯[...] 'শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শুকুল [স শুক্ল] *বিণ* শুভ্র। 'শুকুল বসন সব অঙ্গেত পৈরাইলা।' *সুলত[ান]* ১৭০০।

শুকো [স শুষ্ক] *বিণ* শুষ্ক; জলহীন। 'কাতারি কাটিয়ে শুকো দ[...]' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শুক্কুরবার *দ্র* **শুক্কুর**

শুক্ত [স শুক্তপত্র] *বি* তরকারিবিশেষ। 'শুক্তরসে যুক্ত হ'লে সমাদর তাঁ[...] *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শুক্তা *বি* পাটপাতার তরকারিবিশেষ। 'শাক শুক্তা রন্ধনে সম্বরে [...]'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঠি।' *রূপরাম,* ১৭৫০।

শুক্তো *বি* ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কেন চচ্চড়ি, শুক্তো।' *জীবন,* ১৯৩২।

শুক্তি [স] *বি* ঝিনুক। *ওসাঁ,* ১৭৮৫। 'সমুদ্রের তলদেশে, স্থানে স্থানে একজাতীয় বড় শুক্তি বা ঝিনুক আছে।' *বিদ্যা,* ১৮৫১।

শুক্ক [স শুষ্ক] *বি* শুকনো। 'তামাক খাবার পাতের শুক্ক নল গুলি জমিয়ে রাখতেন।' *হুতোম,* ১৮৬১।

শুক্র[1] [স] **১** *বি* সপ্তাহের একটি দিনের নাম। 'প্রতি শুক্রবার নিশি পৃথিবী ভ্রমএ আসি।' *সুলতান,* ১৭০০। **২** *বি* গ্রহের নাম। 'শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্রক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২।

শুক্রক্ষেত্র [স] *বি* (জ্যোতিষ) শুক্রগ্রহ যে রাশিতে অবস্থান করছে। 'শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্রক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২।

শুক্রগ্রহ [স] *বি* শুকতারা; সূর্যের দ্বিতীয় নিকটতম গ্রহ। 'পূর্ব্বদিকে শুক্রগ্রহ একাকী সমুজ্জ্বল।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭৪।

শুক্রতারকা [স] *বি* শুক্র গ্রহকে যখন প্রভাতী তারা হিসেবে দেখা যায়। 'স্বাতী, শুক্রতারকার মতন ধীমান।' *জীবন,* ১৯৩০।

শুক্রবার [স শুক্র+ফা বার] *বি* সপ্তাহের একটি দিনের নাম। 'প্রতি শুক্রবার নিশি পৃথিবী ভ্রমএ আসি।' *সুলতান,* ১৭০০।

শুক্র[2] [স] **১** *বি* বীর্য। 'অধমূলে শুক্রের নিশ্চএ সংস্থিতি।' *সুলতান,* ১৭০০। **২** *বি* পুত্র-কন্যা। 'শাস্ত্রে এইরূপ শুক্রবিক্রয়ীর অশেষ প্রকার নরক লেখে।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪।

শুক্রকর [স] *বিণ* বীর্য বৃদ্ধিকারক। 'ভেদকর শুক্রকর কফ বদ্ধ করে।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

শুক্রবিক্রয়ী [স] *বিণ* পণ বা যৌতুক গ্রহণকারী। 'শাস্ত্রে এইরূপ শুক্রবিক্রয়ীর অশেষ প্রকার নরক লেখে।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪।

শুক্ল [স] **১** *বিণ* সাদা। 'শত শত শুক্ল চামর দর্পণ উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'গঙ্গাজলে করি স্নান শুক্ল ধুতি পরিধান প্রভাতে চলিলা নীলাম্বর।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **২** *বি* চোদ্দ দিনের পক্ষবিশেষ। 'দুই পক্ষ; শুক্ল ও কৃষ্ণ।' *বিদ্যা,* ১৮৫১। **৩** *বিণ* জ্যোৎস্নাপূর্ণ। 'সুধাময়ী শুক্ল যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ ...।' *অক্ষয়,* ১৮৫৫।

শুক্লকেশ [স] **১** *বি* পাকা চুল। 'কতকগুলি শুক্লকেশ, লোলচর্ম্ম, চলিতদন্ত বৃদ্ধ।' *অক্ষয়,* ১৮৫০। **২** *বিণ* সাদা চুলওয়ালা। 'শুক্লকেশ আর্যশ্রেষ্ঠ।' *বিভূতি,* ১৯৩১।

শুক্লকেশমণ্ডিত [স] *বিণ* সাদা চুলে ঢাকা। 'তাঁহার শুক্লকেশমণ্ডিত শান্তমুখের উপর ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

শুক্লত্রয়োদশী [স] *বি* শুক্লপক্ষের তেরোতম তিথি। 'শুক্লত্রয়োদশীর রাত।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

শুক্লনবমী [স] *বি* শুক্লপক্ষের নবমী তিথি। 'শুক্লনবমীর মায়াকে উপেক্ষা ক'রে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৫।

শুক্লপক্ষ [স] *বি* অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রায় পনেরো দিন। 'তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'শুক্লপক্ষে এহি জান কামের বসতি।' *সুলতান,* ১৭০০।

শুক্লপক্ষীয় *বিণ* অমাবস্যার পরবর্তী পক্ষ সংক্রান্ত। 'তাঁহার গ্রন্থে লিখিত আছে, শুক্লপক্ষীয় চন্দ্র স্ত্রীজাতির পক্ষে শুভপ্রদ।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯।

শুক্লবর্ণ [স] *বি* সাদা রঙ। 'এই রশ্মি [সূর্যরশ্মি], ঝাড়ের কলম অথবা তদনুরূপ অন্য কোন কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া যাইলে, বাহির হওয়ার পর আর শুক্লবর্ণ থাকে না।' *বিদ্যা,* ১৮৫১।

শুক্লবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* সাদা বস্ত্র ধারণকারী। 'শুক্লবসনা, শুভ্রহাসিনী।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

শুক্লবস্ত্র [স] *বি* সাদা কাপড়। 'শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

শুক্লমেঘ *বি* সাদা মেঘ। 'তাঁহার পরিধানে শুক্লাম্বর, সে শুক্লাম্বর অর্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশমণ্ডলে অনিবিড় শুক্লমেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।' *বঙ্কিম,* ১৮৬৮।

শুক্লরজনী [স] *বি* শুক্লপক্ষের রাত। 'আজ বসন্তের শুক্লরজনী, আজ অভিসারে এসো।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

শুক্লরাত [স শুক্লরাত্রি] *বি* শুক্লপক্ষের রাত। 'শুক্লরাতে সেই আলোকে দেখা হবে এক পলকে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৩।

শুক্লসন্ধ্যা [স] *বি* শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা। 'শুক্লসন্ধ্যা চৈত্র মাসে হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

শুক্লসপ্তমী [স] *বি* শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। 'শুক্লসপ্তমীর অর্ধচন্দ্র নিঃশব্দে আপন অপরূপ মায়ামন্ত্র বিকীর্ণ করিতেছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

শুক্লানবমী [স] *বি* শুক্লপক্ষের নবমী তিথি। 'আকাশে শুক্লা নবমীর চাঁদ ঝলমল করিতেছিল।' *নজরুল,* ১৯৩১।

শুক্লাম্বর [স] *বি* সাদা বস্ত্র। 'এইমত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর-ঘরে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০; 'তাঁহার পরিধানে শুক্লাম্বর, সে শুক্লাম্বর অর্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশমণ্ডলে অনিবিড় শুক্লমেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।' *বঙ্কিম,* ১৮৬৮।

শুক্লাম্বরী [স] *বিণ স্ত্রী* সাদা কাপড় পরিহিত। 'দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে, নবশুক্লাম্বরী।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

শুখা[1] [স শুষ্ক>] **১** *ক্রি* শুষ্ক হওয়া। শোষে শুখাএাছে মুখ।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *ক্রি* শুকিয়ে ফেলা। 'অগস্ত্য মুনির জদি দরশন পাই/ তাঁর পদযুগ সেবি তোমারে শুখাই।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **৩** *ক্রি* রোগা হওয়া। 'শরীর শুখাইয়া অস্থিসার হইল।' *তারিণী,* ১৮০৩। **শুখাইল** *ক্রি* শুষ্ক হলো। 'প্রবল প্রচণ্ড রবি কেবল কুমুদ ছবি দশদিগ শুখাইল জল।' *রূপরাম,* ১৭৫০। **শুখাএাছে** *ক্রি* শুকিয়েছে। 'শোষে শুখাএাছে মুখ।' *বড়ু,* ১৪৫০। **শুখাল্য** *ক্রি* শুকিয়ে গেল। 'শুখাল্য অগাধ নদী।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

শুখা[2] [স শুষ্ক>] *বিণ* ঝোলহীন। **শুখা রুখা** *বিণ* ঝোলহীন ও বিস্বাদ। 'শুখা রুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

শুখো *বিণ* শুকনো। 'এক রাশ শুখো আখরোট।' *নজরুল,* ১৯২৮।

শুখান [স শুষ্কস্থান] *বি* শুকনা জলাশয়। 'শুখান কানন দেখি কাষ্ঠে কাষ্ঠে তুলি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

শুখানর মৎস্য [স শুষ্ক>] *বি* শুঁটকি মাছ; শুকনো মাছ। 'শুখানর মৎস্য আর নারীর ভ্রমণ/ তেপান্তরে পায় জদি রজত কাঞ্চন।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

শুখানা [স শুষ্ক>] *বিণ* শুষ্ক। 'নিউরিষ শুখানা মন্দিরে নাথ বাস।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

শুঙ্গবংশ *বি* প্রাচীন ভারতের মগধ রাজ্যের রাজবংশ বিশেষ। 'মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত।' *মুজতবা,* ১৯৪৯।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুচরিতেষু, সুচরিতেষু [স সুচরিতেষু] (সম্বো) সুচরিত্রের অধিকারী। *মেয়র্স*, ১৭৫৭, ১৭৬৪।

শুচি [স] **১** *বিণ* পবিত্র। 'শুচি হয়্যা কর ফোঁটা প্রদক্ষিণ মণিকোঠা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী যেসব সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের নিকট স্পৃশ্য। 'শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শুচি করন *ক্রি* পবিত্র করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুচিকাবাই [স শুচি+আ কবায়া] *বি* সাদা জামাবিশেষ। 'শুচিকাবাই গায় পায় মকমলি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুচিতা [স] *বি* পবিত্রতা। 'তেল মেখে দুটো ডুব দিলেই আমরা শুচিতা কল্পনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শুচিতাবোধ [স] *বি* পবিত্রতার অনুভূতি। 'অতিশয় শুচিতাবোধ ... ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শুচিতারক্ষা [স] *বি* পবিত্রতা রক্ষা। 'পৃথিবীতে তাহার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটিজলের বিশেষ অসদ্ভাব ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শুচিত্ব [স] *বি* অন্যায়-অনাচার সংস্রবহীন বিশুদ্ধতা। 'শুচিত্ব কেবল চিত্তহীন অর্থহীন অত্যন্ত আচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শুচিবস্ত্র [স] *বি* পরিচ্ছন্ন কাপড়। 'আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শুচিবাইগ্রস্ত [স শুচিবায়ুগ্রস্ত] *বিণ* শুচিতা রক্ষার জন্য বাতিকগ্রস্ত। 'মেদবহুল দেহ, বধির, শুচিবাইগ্রস্ত।' *তারা*, ১৯৪৩।

শুচিবাতিক [স] *বি* শুচিতা সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা। 'যাদের হরিজন বলা হয় তাদেরও শুচিবাতিক কম নয়।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

শুচিবাতিকগ্রস্ততা [স] *বি* শুচিতা রক্ষার বাড়াবাড়িতে আক্রান্ত অবস্থা। 'তাদের ভীরুতা আড়ষ্টতা ও শুচিবাতিকগ্রস্ততার চোরাবালিতে পা দিয়ে কর্মক্ষেত্রে তলিয়ে যাই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

শুচিবায়ু [স] *বি* শুচিতা রক্ষার বাতিক। 'অমন আচারশুচিবায়ুগ্রস্ত লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শুচিবায়ুগ্রস্ত [স] *বিণ* শুচিতা রক্ষার জন্য বাতিকগ্রস্ত। 'শুচিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া সর্বপ্রকারে সকলেরই সংস্রব বাঁচাইয়া চলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শুচিবায়ুগ্রস্ততা [স] *বি* শুচিতা রক্ষার বাতিক। 'সেটি হল ভাষার ক্ষেত্রে শুচিবায়ুগ্রস্ততার বিপদ।' *শিব*, ১৯৫০।

শুচিবায়ুগ্রস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* শুচিতা রক্ষার বাতিকগ্রস্ত। 'শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবা বড়বউঠাকুরণের একমাত্র ছেলে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

শুচিবাস [স] *বি* শুভ্র পরিপাটি পোশাক। 'সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি রাজবধূ রাজবালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শুচি-রুচির [স] *বিণ* বিশুদ্ধ সুন্দর। 'শুচি-রুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

শুচিশুভ্র [স] *বিণ* শ্বেতশুভ্র। 'বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুভ্র লঘু স্বচ্ছ মেঘে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শুচিশুদ্ধ [স] *বিণ* পবিত্র; পাকসাফ। 'আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শুচিসংযত [স] *বিণ* শুদ্ধ সংযম আছে এমন। 'সে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শুচিস্নাতা [স] *বি স্ত্রী* স্নানশুদ্ধ। 'বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হয়ে শরতে পূজার ...' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শুচিস্মিতা [স] *বিণ স্ত্রী* উজ্জ্বল বা বিশুদ্ধ হাস্যময়। 'শুচিস্মিতে, সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুজা [স শুধ্>] *ক্রি* শোধ করা। 'শুজিতে উচিত পুনি সেই দুগ্ধের ধারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

শুট [ই] *ক্রি* গুলি করা। 'ছেলেটা তাকে তুলে শুট করল উপরের দিকে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

শুটকি *বিণ* শুকনা মাছ। 'বাগবাজারে শুটকি মাছের দোকানে ...' *রবীন্দ্র* ১৯৩৭। *দ্র* **শুঁটকি**

শুটিং [ই] *বি* গুলি ছোড়ার খেলা। 'ক্লাবের উদ্যোগে এক রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৬।

শুঠা *বিণ* বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শুড়ী [স শৌণ্ডিক] *বি* সম্প্রদায়বিশেষ। 'শুড়ী ২১৫৪০ জন।' *দর্পণ* ১৮১৯। *দ্র* **শুঁড়ি**

শুণা [স শ্রু>] *ক্রি* শোনা। শুণ **১** *ক্রি* শোনো। 'তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* শোনে। 'রাজা বড় খরতর নাহি শুণ কথা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণহ** *ক্রি* শোনো। 'শুণহ নাতিনী রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিআঁ** *ক্রি* শুনে। 'শুণিআঁ বা কি বুলিবে সার্মী শুণনিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিআছ** *ক্রি* শুনেছো। 'সকট ভাঁগিআ আহ্মে শুণিআছ তোহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিলি ১** *ক্রি* গ্রাহ্য করলে। 'না শুণিলি পুরাণ কথা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* শুনলে। 'না চিহ্নিলি আল রাধা না শুণিলি বাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিলী** *ক্রি* শুনলি শুনেছিস। 'কোণ পুরাণে কাহ্ন হেন শুণিলী কাহিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিলেঁ** *ক্রি* শুনলে। 'কংশে শুণিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিলোঁ** *ক্রি* শুনলাম। 'না শুণিলোঁ তোর বোল লআঁ জাইবে পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণী ১** *ক্রি* শোনে। 'হেন আলাগন কথা শুণী কোণ রাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* শুনি। 'এবেঁসি তোহ্মার মুখে শুণী হেন বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণীএঁ** *ক্রি* শুনেছি। 'পুরুবেঁ শুণীএঁ বা রাম রাজ্য।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুণ্ঠ, শুণ্ঠি, শুণ্ঠী [স শুণ্ঠী] *বি* শুকনা আদা। 'শুণ্ঠিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্তহর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বাণিজ্যোপযোগি দ্রব্য মধু মোম শুণ্ঠ প্রস্তুত হস্তিদন্ত পাট শোন প্রভৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শুণ্ড [স] *বি* শুঁড়। 'ভুজ জিনিয়া করি শুণ্ড।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

শুণ্ডিনিণী [স শৌণ্ডিক] *বি* শুঁড়ি। 'এক সে শুণ্ডিনিণী দুই ঘরে সান্ধঅ।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

শুণ্ডু [স শুণ্ড] *বি* হাতির শুঁড়। 'গজরাজ শুণ্ডু জিনি সুবলিত উরু।' *আলাওল* ১৬৮০।

শুতা [স শী>] *ক্রি* শোয়া। **শুতি** *ক্রি* শয়ন করতে। 'কৌতুকে শুতি আছিলে দৈবকীর কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শুতিয়া** *ক্রি* শুয়ে। 'আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **শুতিল** *ক্রি* শয়ন করলো। 'ইঙ্গিত বুঝিয়া নৃপ শয়নে শুতিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **শুতিলোঁ** *ক্রি* শয়ন করলো। 'শুতিলোঁ দিআঁ শিয়রে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুত্যে** *ক্রি* শয়ন করতে। 'খাত্যে শুত্যে বাক্য বলে জ্বলন্ত আগুন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শুদ [ফা সুদ] *বি* সুদ। 'ঐ টাকার শুদ শকলের আউরি দিব।' *চিঠিপত্রে* ১৮৬৭।

শুদে মূলে [ফা সুদ+স মূল>] *ক্রিবিণ* সুদে-আসলে। 'শুদে মূলে দ্রব্য বিকাইয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুদা[1] [স শুদ্ধ] *বিণ* শূন্য। 'কারো কপালে শুদা, লিখোন দেখি নাহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শুদা[2] [স শুধ্>] *ক্রি* শোধ করা। 'তোর ধার শুদি পলাইস না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

শুদ্দুর [স শূদ্র] *বি* হিন্দুধর্ম অনুযায়ী চার বর্ণে বিন্যস্ত সমাজের অন্যতম নিম্নবর্ণ; শূদ্র। 'হোক ব্রাহ্মণ, হোক শুদ্দুর, সেবা করে মরি পাড়াসুদ্ধুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শুদ্ধ [স] ১ *বিণ* প্রকৃত। 'সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পবিত্র। 'অন্তরীক্ষে থাকি যত শুদ্ধ দেবগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* সৎ। 'শুদ্ধ ভাবে সদা লাভ সর্বত্রে কল্যাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বিণ* সঠিক; নির্ভুল। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'বিচারালয়ের কোন লিপি এ পর্য্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *ক্রিবিণ* শুধু। 'প্রত্যক্ষদর্শীর নিকটে এ বর্ণনা শুদ্ধ অবাস্তব কবিকল্পনাপ্রসূত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'শুদ্ধ জমিদার কেন, এই বিপ্লব দ্বারা ... হিন্দুস্তানগণেরই অধিক অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ৬ *বিণ* নির্দোষ। 'গবর্ণমেন্টকে দোষভোগী করিয়া আপনারা শুদ্ধ হস্ত হইতেছেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

শুদ্ধ-গণন [স] *বি* জ্যোতিষী কর্তৃক সঠিক গণনা। 'এই শুদ্ধ-গণন অবধান হয়্যা শোন এই যাত্রা বিভাহ-কারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুদ্ধচারিতা [স] *বি* পবিত্র আচরণ। 'শুদ্ধচারিতা স্থাপিত হয়।' *ইসলাম*, ১৯০৩।

শুদ্ধচিত্ত [স] *বি* পবিত্র মন। 'শুদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরিফ পড়তে হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শুদ্ধচিন্তা [স] *বি* পরিশীলিত চিন্তা। 'এইখানেই শুদ্ধসত্তা ও শুদ্ধচিন্তা সম্ভব।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শুদ্ধতর [স] *বিণ* খাঁটি। 'এই এক শুদ্ধতর/ হাজারদুয়ারি ভালোবাসা।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

শুদ্ধবস্ত্র [স] *বি* পবিত্র পোশাক। 'শুদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজা করিতে বসেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

শুদ্ধভক্তি [স] *বি* ঐকান্তিক ভক্তি। 'এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শুদ্ধভাবে [স] *ক্রিবিণ* পবিত্র উপায়ে। 'শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুদ্ধমতি [স শুদ্ধমতী] *বিণ* পবিত্র হৃদয়সম্পন্ন। 'ভাবে তুয়া শুদ্ধমতি সেই জন মহাসতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুদ্ধমতী [স] *বিণ* পবিত্র। 'না জানো কপট কাহ্নাঞিঁ আহ্মে শুদ্ধমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুদ্ধ মধ্যম [স] *বি* স্বরসপ্তকের কড়ি নয় এমন মধ্যম ('মা') স্বর। 'কোথায় শুদ্ধ মধ্যম ও কোথায় কড়ি মধ্যম লাগল ধরতে পারবে?' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

শুদ্ধমাত্র [স] *ক্রিবিণ* শুধুমাত্র; শুধু। 'এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শুদ্ধশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্দোষ চরিত্র। 'একবেণীধরা, বিরহব্রতচারিণী, শুদ্ধশীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শুদ্ধশুচি [স] *বিণ* নির্দোষ; পবিত্র। 'শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শুদ্ধসখ্য [স] *বিণ* সরল বন্ধুত্ব। 'সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শুদ্ধসত্তা [স] *বি* উন্নত সৃষ্টি। 'এইখানেই শুদ্ধসত্তা ও শুদ্ধচিন্তা সম্ভব।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শুদ্ধসত্ত্ব [স] ১ *বিণ* সরল-স্বভাব। 'সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পবিত্রচেতনা। 'কালের প্রতীক্ষা করো শুদ্ধসত্ত্ব চিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শুদ্ধস্নাতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নান করে পবিত্র হয়েছে এমন। 'প্রতীক্ষমাণ তাপসী ধরণী সেদিন শুদ্ধস্নাতা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শুদ্ধস্বর [স] *বি* বিকৃত নয় বা শুদ্ধ অবস্থায় আছে এমন স্বর। 'সব শুদ্ধস্বরই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে মূল ঠাট হিসাবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শুদ্ধা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* পবিত্র। 'শুদ্ধা সরস্বতী তান আইল জিহ্বাতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* শুদ্ধ; সমেত। 'সেজ্যা আইল দুর্যোধন দলবল শুদ্ধা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুদ্ধাচার [স] *বি* পবিত্র আচরণ। 'রাঢ়দেশবাসি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

শুদ্ধাচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* পবিত্র আচরণ করে এমন। 'চির-শুদ্ধাচারিণী ... সুমঙ্গলা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শুদ্ধাচারী [স] *বিণ স্ত্রী* সদাচারী। 'এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুদ্ধাশুদ্ধ [স] *বিণ* নির্ভুল ও ভুল। 'পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

শুদ্ধু [স শুদ্ধ>] *ক্রিবিণ* কেবল। 'ইংরিজি লেখা পড়া শেখা শুদ্ধু কাজ চালাবার জন্য।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শুদ্ধি [স] ১ *বিণ* আসল; খাঁটি। 'বিসঅ বিশুদ্ধি মই বুঝ্‌ঝিঅ আনন্দে।' *চর্যা* ৩০, ১২০০। ২ *বি* পবিত্র। 'মাও বস্ত্র স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* পরামর্শ। 'না ধরে জায়ার শুদ্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* শুদ্ধতা। 'না জানিয় কহ কথা পরিমাণ শুদ্ধি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শুদ্ধিঃ [স] *বি* পবিত্র। 'অন্ত শুদ্ধিঃ ও বহিশুদ্ধি সম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, ... ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শুদ্ধিপত্র [স] *বি* গ্রন্থাদির ভ্রমসংশোধন তালিকা। 'যদি দৈবাৎ কোথাও ভুল হয়, পান হইতে চুন খসে, অমনি অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি শুদ্ধিপত্রে মার্জনা ভিক্ষা করিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শুদ্র [স শূদ্র] *বি* হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুযায়ী চতুর্থ বর্ণভুক্ত ব্যক্তি। 'শুদ্রেতে আনিল অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শুদ্রাধম [স শূদ্রাধম] *বি* শূদ্রের অধম। 'বলেন ঈশ্বরপুরী আমি শুদ্রাধম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শুধ [স শুদ্ধ] *বিণ* শুদ্ধ। 'শুধদেহ আছি চিরকাল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শুধরা *ক্রি* সংশোধিত হওয়া। 'নিজেদের দোষ জানি না বা জানিলেও তাহা শুধরাইবার চেষ্টা করি না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তখন অনেকটা শুধরেছি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শুধরে *ক্রিবিণ* শুদ্ধ ক'রে। 'নিজেদের উচ্চারণ শুধরে নিতে পারবে।' *হাই*, ১৯৫৩।

শুধ সারং *বি* সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। 'শুধ সারং – কাফি ঠাটের ওড়ব-খাড়ব রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শুধা[1] [স শুদ্ধ] *বিণ* শূন্য। 'যাহার হার জোরা না থাকে তাহার কপালে শুধা দেখো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শুধা[2] *ক্রি* শোধ করা। 'যেমন করে পারি শুধবো।' *শরৎ*, ১৯২৬।

শুধা[3] [স শুধ্>] ১ *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'তোহ্মে চিন্ত সেহী শুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* পরিশোধ করা। 'স্নেহঋণ শুধিলি এমনি করে!।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **শুধাই** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'সভয়ে শুধাই আজি, হে মহাভীষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **শুধাবেন** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করবেন। 'কি কব বারতা, যবে শুধাবেন পিতা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **শুধাবো** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করবো। 'কারে শুধাবো এ কথা, কে ঘুচাবে ব্যথা।' *লালন*, ১৮৯০। **শুধায়** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করে। 'এত বলি মহারাজা পাত্রেরে শুধায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **শুধায়ো** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করো। 'শুধায়ো না কারে ভালোবাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **শুধালেম** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করলাম। 'আমি শুধালেম তাঁরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **শুধিল** *ক্রি* শোধ করলো। 'কালিকার ভিক্ষা দিআ উধার শুধিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শুধী** *বি* জিজ্ঞাসা করি। 'তোহ্মে চিন্ত সেহী শুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুধি [স শুদ্ধি] *বি* শুদ্ধি; তত্ত্ব। 'দানের শুধি নাঞি পাঙ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুধু [স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* কেবল। 'আছএ শুখান শুধু সরোবর-আড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুধুশুধি *ক্রিবিণ* অকারণে। 'শুধুশুধি ভাষায় এ সব জঞ্জাল বাড়াইয়া লাভ কি?' *এসলাম*, ১৯১৫।

শুধু-শুধুই *ক্রিবিণ* অকারণে; এমনিতেই। 'সেই ডাকে মোর শুধু-শুধুই পূরবে মনস্কাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শুধু-হাত *বি* খালি হাত। 'তাহাকে শুধু-হাতে অভ্যর্থনা করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শুন [স শূন্য] *বিণ* শূন্য; খালি। 'কেহ্নে শুন কৈলেঁ মোর সকল সংসারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুনো [স শূন্য] *বি* শূন্য। 'মাঠখানি আজ শুনো খাঁখাঁ পথ যেতে দম আঁটে।' *জসীম*, ১৯২৯।

শুনোমাঠ *বি* শূন্যমাঠ; খালি মাঠ। 'ফালগুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনোমাঠখানি ভরে।' *জসীম*, ১৯২৭।

শুনা, শোনা [স শ্রু>] *ক্রি* শ্রবণ করা। **শুঞি** *ক্রি* শুনছি। 'একবার পতিশব্দ শুনেছিলাম, আর এই তোর কাছে শুঞি, কখন ত দেখি নাই সে কেমন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **শুন** *ক্রি* শ্রবণ করো; শোনো। 'শুন তোহ্মে আহ্মার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুনএ** *ক্রি* শ্রবণ করে। 'বিনি শ্রুতি শুনএ সামিউ ধরে নাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **শুনতুম** *ক্রি* শুনতাম। 'সকালে যদি শুনতুম, তা হলে স্নান করতুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **শুনলুম** *ক্রি* শুনলাম। 'শুনলুম বাবা না কি বিধবা বিয়ের দলে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **শুনহ** *ক্রি* শোনো। 'শুনহ চামরি তুমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শুনাইব** *ক্রি* শোনাবে। 'সে সকল শুনাইব জ্ঞাতি সভানেরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **শুনি** *ক্রি* শুনে। 'যাহা শুনি ত্রাসে মোহ পায় সুরপুর।' *মালাধর*, ১৫০০। **শুনিআ** *ক্রি* শুনে। 'শুনিআ এজিদ নাম অধিক রোষিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **শুনিএ** *ক্রি* শুনে। 'এতেক শুনিএ মোর উড়িল পরাণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **শুনিছি** *ক্রি* শ্রবণ করেছি। 'মহন্ত জনের মুখে শুনিছি কথন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **শুনিঞা** *ক্রি* শুনে। 'শুনিঞা না শুন রাধে সুজন গুয়ালি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **শুনিঞাঁ** *ক্রি* শুনে। 'শুনিঞাঁ মায়ের দোষ কিবা কৈলে অভিরোষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শুনিতে শুনিতে** *ক্রি* বার বার শুনতে। 'ঐ কুপরামর্শ শুনিতে২ জমীদার মহাশয় একেবারে ডুবিয়া যান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **শুনিনু** *ক্রি* শুনেছি। 'কাহার মুখেতে না শুনিনু হরিনাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **শুনিবা** *ক্রি* শ্রবণ করবে। 'রবিবারে বাগানে যাইবা মৎস্য ধরিবা সকের যাত্রা শুনিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **শুনিবেন্ত** *ক্রি* শুনবে। 'শুনিবেন্ত উন্মত সকল।' *সুলতান*, ১৭০০। **শুনিয়া** *ক্রি* শুনে। 'বক শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **শুনিল** *ক্রি* শুনলো। 'যত প্রবোধ কৈল কিছু না শুনিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **শুনিলা** *ক্রি* শ্রবণ করলেন। 'মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **শুনিলুম** *ক্রি* শুনলাম। 'কি শুনিলুম দুষ্কবাণী হইলুম অতি বলখিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **শুনিলে** *ক্রি* শুনলে। 'আইহনে শুনিলে তোর বধিবে জীবন।' *বড়ু*, ১৫৭০। **শুনে** ১ *ক্রি* শোনে। 'রাজা বড় খরতর নাঞি শুনে কথা।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *ক্রি* শ্রবণ ক'রে। 'এত শুনে আজ্ঞা দিলেন ঈশ্বর তখন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **শুনেছ** *ক্রি* জেনেছো। 'প্রহ্লাদের উপাখ্যান শুনেছ পুরাণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **শুনেছি** *ক্রি* শোনা হয়েছে (উত্তম পুরুষ); শ্রবণ করেছি। 'পুরাণে শুনেছি নাম অপূর্ণ পূর্ণের কাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **শুনেনাক** *ক্রি* শোনে না। 'কোনমতে শুনেনাক ছোঁড়া বড় ঠ্যাটা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **শুন্তে** *ক্রি* শুনতে। 'শুন্তে পাবেন না কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **শুন্যাছি** *ক্রি* শুনেছি। 'নারীর চরিতে শুন্যাছি ভারতে ইতিহাসে দেহ মন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শুন্যাছেন** *ক্রি* শুনেছেন। 'শুন্যাছেন অম্ববতী জানেন নাচিতে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শুনবামাত্র *ক্রিবিণ* শোনার সঙ্গে সঙ্গে। 'এই গল্প শুনবামাত্র ... বলে উঠলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শুনিবামাত্র *ক্রিবিণ* শুনতে পাবার সাথে সাথে। 'বালক শুনিবামাত্র, হতবুদ্ধি হইয়া গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শুনানি, শুনানী *বি* আদালতে বিচারকের বাদী-বিবাদীর বক্তব্য শোনা। 'এক তরফ আপিলে শুনানিতে তথাকার বিচারকর্ত্তা ঐ ব্যয় অধিক বোধ করিয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সলিসিটির জেনরল সর ... দ্বারা শুনানী হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শুনিশ্চিত [স সুনিশ্চিত] *বিণ* সুনিশ্চিত। 'সৈত্যদান দিবা জদি বোল শুনিশ্চিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শুন্দর [স সুন্দর] *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'শুন্দর তদারক করিয়া পাঠাইবা।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

শুন্দরী [স সুন্দরী] *বিণ* সুন্দরী। 'শুনে জামায়ের প্রতি কহিল শুন্দরী। ফেন গালি কামানলে তখনি নিভায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শুন্য [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'বুইল দশ দিশ শুন্য ভৈল মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুপারিষ [ফা সিফারিশ] *বি* সুপারিশ। 'মাতুলে শুপারিষ চিঠি লইয়া গিয়াছিলাম।' *কেরি*, ১৮০২।

শুপারী *বি* সুপারি। 'বউয়ের জন্য প্রতি হাটে বাছাই পান এবং শুপারী আনতে হোতো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শুপুরি *বি* সুপারি গাছ। 'অবিরল শুপুরির সারি।' *জীবন*, ১৯৩২।

শুপ্রতিষ্টীত [স সুপ্রতিষ্ঠিত] ১ *বিণ* সম্মানিত। 'শুপ্রতিষ্টীত শ্রীকৃষ্ণকান্ত রায়।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বিণ* ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত। 'শুপ্রতিষ্টীত শ্রীবাবুরাম চোপড়ে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

শুফর ফাইন [ই সুপার ফাইন] *বিণ* অতিসূক্ষ্ম; অত্যন্ত মোলায়েম। 'আড়ঙ্গ মজকুরে জে কসীদার দুই থান তবম ... দান আদি শুফর ফাইন ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

শুবে বাঙ্গালা [ফা সুবাহ্>] *বি* মোগল শাসনামলের বাংলা প্রদেশ। 'শুবে বাঙ্গালার নবাবের যে সিংহাসন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ [স] *বি* মঙ্গল। 'অবহু মধু ঋতু সকল শুভ হেতু দখিনে উয়ল দ্বিজরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

শুভ-ইচ্ছা *বি* ভালো কামনা। 'শুভ-ইচ্ছার সমবায়ের উপরেই নির্ভর করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

শুভকর [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'শুভকর নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ... শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'জ্বরহর শুভকর বল করে দান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শুভকরী [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'এ বিষয়ে এক পরম শুভকরী রীতি প্রচলিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শুভকর্ম, শুভকর্ম্ম [স] *বি* শুভকর্ম; বিয়ে। 'লগ্ন অতীত হয়, শীঘ্র দান কর, শুভকর্ম্মে কালগৌণ উচিত নয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'গোরা এই শুভকর্মের ঘটক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শুভ-কর্মপথ *বি* শুভ কাজের পথ। 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান, সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শুভকর্মা [স] *বিণ* সৎকর্মশীল। 'মুত্রিঞ অতি শুভকর্মা সাফল্য জীবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শুভকামনা [স] *বি* কল্যাণ কামনা। 'শুভকামনা জানিয়ে এই পত্র আরম্ভ করছি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শুভকামী [স] *বিণ* মঙ্গল কামনা করে এমন। 'স্বদেশের ও স্বজাতির শুভকামী।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

শুভকার্য, শুভকার্য্য [স] *বি* সৎকাজ। 'তবে আর শুভকার্য্যে ব্যাজ কেন হতেছে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

শুভকাল [স] *বি* সুসময়। 'শুভকালে শুভসৃষ্টি আরম্ভ করিলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুভকীর্তি [স] *বি* ভালো কাজ। 'শুভকীর্তি সম দ্রব্য নাহিক সংসারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শুভক্ষণ [স] *বি* উত্তম সময়। 'হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুভখন [স শুভক্ষণ] *বি* সুসময়। 'শুভখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শুভগতি [স] *বি* সুগতি। 'জেহি জন ধর্মমতি জীবন হএ শুভগতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শুভগমন [স] *বি* মঙ্গলজনক গমন। 'সাহেব তখন পশ্চিমাঞ্চলে শুভগমন করিয়াছিলেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

শুভগ্রহ [স] *বি* কল্যাণজনকগ্রহ; শুভযোগ। 'একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শুভচন্দ্র [স] *বি* শুভতিথি। 'শুভচন্দ্র হইল মোর প্রবেশে বৈশাখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুভচিন্তা [স] *বি* কল্যাণমূলক চিন্তা। 'ইহাদের ভাবনা নামে একরূপ শুভচিন্তা করিবারও ব্যবস্থা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শুভচিহ্ন [স] *বি* মঙ্গলজনক লক্ষণ। 'প্রকৃতি আজ আমাদের ... নানাবিধ শুভচিহ্ন, শুভযাত্রার শুভলক্ষণ দেখাইতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

শুভচেষ্টা [স] *বি* মঙ্গলজনক উদ্যোগ। 'সত্য এই যে শুভচেষ্টা মরেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শুভজনক [স] *বিণ* কল্যাণকর; মঙ্গলজনক। 'এই সমস্ত শুভজনক বিষয়ের ... ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'প্রাণের আশঙ্কা কিম্বা পতিপুত্রের প্রতি স্নেহ বিষয়ে কোন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য মান্য করা শুভজনক হইতে পারে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শুভ তিথি [স] *বি* সুদিন। 'শুভ তিথি বার শুভক্ষণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুভদর্শন *বি* কল্যাণকর দর্শন। 'প্রিয়-বন্দনা গান জাগানো রাতে, শুভদর্শন দিবে তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

শুভদর্শী [স] *বিণ* আশাবাদী। 'একজন শুভদর্শী তাহাতে সুখশান্তি সৌভাগ্য সৌন্দর্য্য ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

শুভদাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* কল্যাণকারী। 'শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাঙ্গালের দেশে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শুভদায়ক [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভূত নহেন তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক বরং ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শুভদিন [স] *বি* মঙ্গলজনক দিন; ভালো দিন। 'আজি মোর তৈল শুভদিনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুভদিষ্টি [স শুভদৃষ্টি] *বি* শুভদৃষ্টি; বিয়ের সময়ে বরকন্যার প্রথম দেখার অনুষ্ঠান। 'না বাছা, শুভ দিষ্টি হয় নাই, এখন কি দেকতে আচে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শুভদৃষ্ট [স] *বি* সৌভাগ্য। 'ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভ দৃষ্ট ফলতে আরম্ভ হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শুভদৃষ্টান্ত [স] *বি* ভালো উদাহরণ। 'স্বয়ং শুভদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সঙ্কল্প করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শুভদৃষ্টি [স] ১ *বি* সুপ্রসন্ন দৃষ্টি। 'মালাকার প্রতি প্রভু শুভ দৃষ্টি করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* কল্যাণসূচক দৃষ্টি। 'শুভ দৃষ্টি দিয়া তবে মরাবাঘ জীল সভে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* বিবাহকালে বর-কনের পরস্পর মুখ দেখা। 'আগে শুভদৃষ্টিটা হওয়া ভাল নয়?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শুভদৈবক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সৌভাগ্যের কল্যাণে। 'শুভ দৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিত্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শুভ নাম [স] *বি* মঙ্গলজনক নাম। 'তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

শুভনাস্তিক [স] *বিণ* জড়বাদী। 'এক দিকে তিনি হয়ে ওঠেন উৎকেন্দ্রিক, অন্য দিকে শুভনাস্তিক।' *শিব*, ১৯৭৩।

শুভপরিণয় [স] *বি* শুভবিবাহ। 'নন্দিতার শুভপরিণয় উপলক্ষে আশীর্বাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শুভপ্রভাত [স] ১ *বি* মঙ্গলময় সকাল। 'প্রভু বোলে আজি শুভ প্রভাত আমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সকালের অভিবাদন। 'বন্ধুদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিনন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শুভফল [স] *বি* ভালো ফল। 'যে ঈদৃশ শুভ ফল জন্মিতেছে তাহাতে আমরা অতিহৃষ্টচিত্ত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শুভফলশূন্য [স] *বিণ* পরিণতি ভালো নয় এমন। 'ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্ত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শুভবাণী [স] *বি* কল্যাণকর কথা। 'শুভবাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

AMARBOI.COM

শুভ বারতা [স শুভবার্তা] *বি* সুখবর। 'আনো অভয়ংকর শুভ বারতা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শুভবার্তা, শুভবার্ত্তা [স] *বি* সুসংবাদ। 'শুভবার্তা পাইআ রামা হইল আনন্দিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'একত্ববাদের শুভবার্ত্তা।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

শুভবিজ্ঞাপন [স] *বি* ভালো সংবাদের প্রচার। 'এই শুভবিজ্ঞাপন ডঙ্কা, ঘোর রোলে বাজিয়া উঠিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

শুভবিবাহ [স] *বি* কল্যাণজনক বিবাহ অনুষ্ঠান। 'নির্বিঘ্নে শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শুভবুদ্ধি [স] *বি* সুবুদ্ধি। 'শুভবুদ্ধি মানুষের মাথায় দৈবাৎ উদয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শুভব্রতা [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গল কামনাকারী। 'সদা ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসসঙ্গিনী মম/ নিত্যশুভব্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুভময় [স] *বিণ* মঙ্গলময়। 'সিদ্ধিদাতা শুভময়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুভমিলন [স] *বি* মঙ্গলময় মিলন। 'শুভমিলন লগনে বাজুক বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শুভমুহূর্ত [স] *বি* মঙ্গলজনক সময়। 'যে-সমস্ত শুভমুহূর্তে আমরা নিজেকে খুব বড়ো বলে অনুভব করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুভযাত্রা [স] *বি* মঙ্গলজনক গমন। 'শুভযাত্রা করি রাধা কর মনোবল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুভযোগ [স] **১** *বি* জ্যোতিষশাস্ত্রমতে শুভক্ষণবিশেষ। 'শুভযোগ দশ দণ্ড দশম ফাল্গুন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'শুভক্ষণে শুভযোগে পুত্র জনমিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* (বাউল) সাধনার উপযুক্ত সময়। 'ভবের আসন করে ত্রীপটে শুভযোগ লাগে রে/ জাহাজ রূপচাঁদের ঘাটে।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* সুযোগ। 'একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বি* সুসময়। 'শুভযোগে কবে হব দুঁহু হায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

শুভরাত্রি [স] *বি* উৎসবময় রাত্রি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আজ আমার জীবনের বড় শুভরাত্রি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

শুভলক্ষণ [স] *বি* মঙ্গলের আভাস। 'প্রকৃতি আজ আমাদের ... নানাবিধ শুভচিহ্ন, শুভযাত্রার শুভলক্ষণ দেখাইতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

শুভলগন [স শুভলগ্ন] *বি* মঙ্গলময় মুহূর্ত। 'সেই শুভলগনের বেলা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শুভলগ্ন [স] **১** *বি* (জ্যোতিষ) মঙ্গলজনক সময়। 'ইতিমধ্যে শুভলগ্নে অপূর্ব্ব এক পুত্র হইল।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* সুসময়। 'আজ শুভলগ্নে "সরোজিনী" বাষ্পীয় পোত তার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া ... যাত্রা করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শুভশঙ্খ [স] *বি* মঙ্গলজনক মনে করা হয় এমন শঙ্খধ্বনি। 'কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শুভসংগম [স] *বি* শুভমিলন। 'আকাশের সঙ্গে মাটির শুভসংগমের সংগীত এবং শঙ্খধ্বনি কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শুভসঙ্কল্প [স] *বি* উত্তম প্রতিজ্ঞা। 'মহানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া ... শুভসঙ্কল্প সম্পাদনা করিয়া আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শুভসম্বাদ [স] *বি* ভালো খবর। 'এই শুভসম্বাদ শ্রবণে শিষ্টমাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শুভ-সাধক [স] *বি* কল্যাণকর। 'অশেষ শুভ-সাধক বাষ্পীয় রথেও ... অনেক ব্যক্তি হত ও আহত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শুভসাধন [স] *বি* হিতসাধন। 'বিজ্ঞ-লোকেই সর্ব্বতোভাবে শুভসাধন করিয়া থাকেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শুভসূচক [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'ইহা ভারতবর্ষের অতিশুভসূচক অনুমান করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শুভসৃষ্টি [স] *বি* মঙ্গলজনক সৃষ্টি। 'শুভকালে শুভসৃষ্টি আরম্ভ করিলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুভস্মিত [স] *বিণ* শুভ হাস্যযুক্ত। 'এসো শুভস্মিত শুকতারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শুভাকাঙ্ক্ষা [স] *বি* শুভকামনা। 'এলিস রানির প্রতি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* কল্যাণকামী। 'তুমি যদি সিন্ধুদেশের রাজকুলের শুভাকাঙ্ক্ষিণী হও।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

শুভাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* কল্যাণকামী। 'যাঁহারা আমাদের এতাদৃশ শুভাকাঙ্ক্ষী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শুভাগমন [স] *বি* মঙ্গলজনক আগমন। 'দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

শুভাদৃষ্ট [স] *বি* সৌভাগ্য। 'তুমি অদ্য শুভাদৃষ্ট বশে আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শুভাদৃষ্টক্রমে *ক্রিবিণ* সৌভাগ্যক্রমে। 'যদি তুই শুভাদৃষ্টক্রমে ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারিস।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শুভানুধ্যায়ি [স শুভানুধ্যায়ী] *বিণ* শুভ কামনা করে এমন। 'শুভানুধ্যায়িরদিগের মনোবাঞ্ছা এই যে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শুভানুধ্যায়ী [স] *বিণ* কল্যাণকামী। 'শুভানুধ্যায়ী সদ্বিবেচক ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শুভাবহ [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'উক্ত বিষয়ের শিক্ষা সর্ব্বদাই হিন্দুলোকের পক্ষে শুভাবহ বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

শুভার্থী [স] *বিণ* কল্যাণকামী। 'মোরে জেনেছিল শুধু শুভার্থী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শুভাশিস [স] *বি* মঙ্গলকামনাপূর্ণ আশীর্বাদ। 'ভূতলে মাথাটি রাখিয়া লহো রে শুভাশিস-বরিষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শুভাশীর্বাদ [স] *বি* শুভকামনা। 'আমার আন্তরিক শুভাশীর্বাদ নাও।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

শুভাশুভ [স] *বিণ* ভালো ও মন্দ। 'কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অখনে শুনহ শুভাশুভর লক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

শুভাসীর্বাদ, শুভাসীর্ব্বাদ [স শুভাশীর্বাদ] *বি* শুভ আশীর্বাদ। 'পরম শুভাসীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ আগে।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

শুভেচ্ছা [স] *বি* সদিচ্ছা। 'আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শুভেচ্ছাবহনকারী [স] *বিণ* শুভকামনার বার্তা বহন করে এমন। 'সীতার জন্য শুভেচ্ছাবহনকারী অষ্টাবক্রকে নাটকের প্রথম অঙ্কেই উপস্থিত করবার পিছনে ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভোদয় [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'শুভোদয় স্বপ্ন দেখি নৃপতি পরমসুখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুভংকরী, শুভঙ্করী [স] **১** *বিণ* মঙ্গলকারিণী। 'সঘনে পূরি বেণুরবে দেশ! কিম্বা শুভঙ্করি চল লো।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **২** *বি* শুভঙ্কর রচিত গণিতের পদ্ধতি। 'গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শুভঙ্করী আর্যা [স] *বিণ* শুভঙ্কর রচিত ছড়ার আকারে গণিতের সূত্র। 'কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভঙ্করী আর্যা মুখস্থ করিবে?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শুভঙ্করী বিদ্যা [স] *বি* গণিতশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান। 'আর শুভঙ্করী বিদ্যা জাহির করিস না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শুভাসিনী *বি* মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের অনুষ্ঠানাদিতে সৌভাগ্যবতী সধবাদের সম্মান করে এ নামে ডাকা হতো। 'তাঁদের বলা হয় শুভাসিনী।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শুভিত [স শোভিত] *বিণ* শোভিত। 'হরিতাল-তিলকে শুভিত হইল ভাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুভে [আ সুবাহ্] *বি* সুবেহ; প্রদেশ। 'শুভে বাঙ্গালার কলিকাতা মোকামে পাঠাইয়া ছিলেন।' *বোগল*, ১৭৭০।

শুভ্র [স] **১** *বিণ* সাদা। 'অতি শুভ্র প্রফুল্ল কুসুমগুচ্ছ প্রকাশপূর্ব্বক ভূতলস্থ সমস্তজনের অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* নির্মল সুন্দর। 'শুভ্র, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণের রঙের হিলোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শুভ্রকান্তি [স] *বিণ* গায়ের বর্ণ শুভ্র এমন। 'শুভ্রকান্তি শুভ্রবেশ প্রতিষ্ঠা দেবীও সানুকূল হইয়া ... গ্রহণ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শুভ্রকায় [স] *বিণ* শ্বেতাঙ্গ। 'মিষ্টভাষী শুভ্রকায় মিশনরি যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শুভ্রচারুতা [স] *বি* সৌন্দর্য। 'নিজের দাঁতগুলির শুভ্রচারুতা সম্বন্ধে ও সচেতন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

শুভ্রতনু [স] *বি* শুভ্র দেহ। 'শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি, প্রাতঃসূর্যরুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শুভ্রতম [স] *বিণ* অত্যন্ত উদার। 'সে কি মনুষ্যত্বের পবিত্রতম শুভ্রতম জ্যোতির উপরে নিঃসংকোচ স্পর্ধার সহিত কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শুভ্রতর [স] *বিণ* অতিশয় সাদা। 'বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শুভ্রতা [স] *বি* নির্মলতা। 'শুভ্রতার ভিতর-মহলে প্রবেশ করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

শুভ্রতুষার [স] *বি* শুভ্ররূপ তুষার; সাদা বরফ। 'ভাসমান শুভ্রতুষারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শুভ্রফেননিভ [স] *বিণ* সাদা ফেনার মতো নরম। 'শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শুভ্রবর্ণ [স] *বি* সাদা রং। 'পরম শোভাকর শুভ্রবর্ণ জলধারা উৎপাদন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শুভ্রবসন [স] *বি* সাদা পোশাক। 'আমাদের নূতন সভ্যতা শুভ্রবসন ত্যাগ করে কৃষ্ণচ্ছদ অবলম্বন করেছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

শুভ্রবৃত্তি [স] *বি* শুভবুদ্ধি। 'ছাত্র-তরুণের শুভ্রবৃত্তির এই কি বিকাশ?' *আজাদ*, ১৯৬৯।

শুভ্রমুখী [স] *বি স্ত্রী* ফরশা মুখের অধিকারী ব্যক্তি। 'শুভ্রমুখীর কাজল চোখের মতো টুকরো মেঘ আকাশে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শুভ্রলোক [স] *বি* সুন্দর ভুবন। 'আমি যার একান্ত বিস্তার অনন্তের শুভ্র লোকে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

শুভ্রশুচিতা [স] *বি* নির্মল পবিত্রতা। 'একদা গিরিকুমারীর শুভ্রশুচিতার চরম মূল্য দিয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

শুভ্রহাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নির্মল হাসি হাসে এমন। 'শুক্লবসনা, শুভ্রহাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শুভ্রোজ্জ্বল [স] *বিণ* সাদা উজ্জ্বল। 'পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শুমার [ফা] **১** *বি* গণনা। 'সকল বাদশার দল হইয়া শুমার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ইয়ত্তা। 'লস্কর শুমার নাই শহর ভরিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শুমারী [ফা] *বি* হিসাব; গণনা। 'কোন মুদি কটা পরিবারের গম যোগায় তার শুমারী (গণনা) নিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শুয়া[১] [স শুক] *বি* শুক পাখি। 'আজি হৈতে শুয়া তুমি হইলে মোর গুরু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুয়াঠুটী *বিণ* শুকপাখির ঠোঁটের মতো খোঁপা। 'কবরী বান্ধিল রামা নামে শুয়াঠুটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুয়া শালি *বি* একপ্রকার ধান। 'শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী।' *ভারত*, ১৭৬০।

শুয়া[২] [স শী>] *ক্রি* শোয়া। 'নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **শুইলা** *ক্রি* শয়ন করলে। 'নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **শুয়ে** *ক্রি* শয়ন করে। 'শয়ন মন্দিরে শুয়ে শয়নে অধৈর্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুয়নি *বি* শোয় যে। 'ওই আসছে শুয়নি বালিশ হাতে ক'রে।' *অবন*, ১৯১৯।

শুয়েবসে *ক্রিবিণ* অলসভাবে। 'সেইটেতে গিয়ে শুয়েবসে সারাদিনটা ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শুয়াপোকা *বি* অতিসূক্ষ্ম লোমবিশিষ্ট কীটবিশেষ; প্রজাপতির প্রথম রূপ; ক্যাটারপিলার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুয়ার, শুয়োর [স শূকর] *বি* শূকর। 'কেনো শুয়ার হইয়া ডুব দিয়া দন্তে করিয়া মির্ত্তিকা তোলিবেন?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'শুয়োর।' *মানোএল*, ১৭৪৩

শুয়োরখোর [স শূকর+ফা খোর] *বিণ* শুয়োরের মাংস খায় এমন। 'কিন্তু ওই শুয়োরখোর ইংরেজ?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

শুয়োরমুখো *বিণ* শূকরের ন্যায় মুখ এমন। 'আমি শুয়োরমুখো যণ্ড নই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

শুয়োরশাল *বি* আস্তাবল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুয়োরের ছাও *বি* শূকরছানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুয়োরের মাংস *বি* শূকরের মাংস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শূওর *বি* শূকর। 'ওরা গোরু খায়, শূওর খায়।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

শূয়র *বি* গালিবিশেষ। 'শূয়র! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক'রে ভূত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূয়ার [স শূকর] *বি* শূয়র (এখানে) গালিবিশেষ। 'চপরাও, শূয়ারকি বাচ্চা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

শুর্মা [ফা সুর্‌মহ্] *বি* সুরমা; চোখে লাগানোর কালচে গুঁড়াবিশেষ; অ্যান্টিমনি। 'শুর্মা তোমার কালো চোখের কোলে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩২।

শুল [স শূল] **১** *বি* যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। 'যেমন প্রসব কালে নারী দেয় শুল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* অস্ত্রের ক্ষত। 'ভুমুরদি সেই অনাহারে থেকে লভিল শুলের ব্যথা।' *জসীম*, ১৯৫১।

শুলি [স শূল] *বি* শূলবিদ্ধ করে শাস্তি। 'ময়দানেতে কুফরে লইয়া শুলি দিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শুলপি [স শূল>] *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'শুলপি ও নেজা ও বর্শি এ সর্ব্বতেই অতি পারক।' *রামরাম*, ১৮০১।

শুলাক [ফা সুলাখ] *বি* গর্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শুল্ক [স] *বি* রাজস্ব; কর। 'আমাদের এত মূল্য ও শুল্ক উভয় দিবার সংস্থান নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'কোন শুল্ক দিবার দ্রব্য আছে কি না দেখিতে আসিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শুল্কাধীন [স] *বিণ* শুল্ক সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য মালামাল রাখা হয় এমন। 'শুল্কাধীন ঘরটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় কদম।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শুল্পো *বি* এক প্রকার সুগন্ধী শাক। 'শুল্পো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শুশনি *বি* শাকবিশেষ। 'কচু, ধান্য, ও হরিদ্রা, শুশনি, কলমি, ছোলা, মটর ... প্রভৃতি।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শুশীল [স সুশীল] *বিণ* অতি শিষ্ট। 'বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ শুশীল স্নিগ্ধ করুণ তুমি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শুশুক [স শিশুক] *বি* জলচর প্রাণীবিশেষ; মিঠাপানির ডলফিন। *ওর্সা*, ১৭৮৫। 'শুশুকগুলো থেকে থেকে খামকা জলের উপরে শুব করে দিগ্‌বাজি খেলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুষুক [স শিশুক] *বি* মিঠাপানির ডলফিন; শুশুক। 'আনিবে রাই সরিসা শুষুকের তৈল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুশুনি *বি* পানির ধারে জন্মায় এমন শাকবিশেষ। 'শুশুনির নিদ্রা শুষি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শুশোভন [স সুশোভন] *বিণ* শোভন। 'নহলী যৌবন আতি শুশোভন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুশ্রূষা [স] **১** *বি* পরিচর্যা। 'কন্যা কেমন আছেন, তাঁহার শুশ্রূষায় ... দাইরা নিযুক্ত আছে কি না?' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* যত্ন। 'মূর্চ্ছাপ্রায় – কর শুশ্রূষা ইহার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শুশ্রূষাব্রতী [স] *বিণ* সেবাকারী। 'দুই-এক জন ছিলাম শুশ্রূষাব্রতী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শুশ্রূষু [স] *বিণ* সেবাপ্রার্থী। 'অসাধারণ নৈপুণ্যপ্রকাশ দ্বারা শুশ্রূষুদিগকে পরম পরিতোষ প্রদান করাতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শুষা [স শুষ্] *ক্রি* **১** *ক্রি* পান করা। 'খাইমু শুষিমু সংহারিমু সব থাক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* তরলাদি টেনে নেওয়া। 'জোঁকের মতো লেগে থাকে, এবং রক্তও শুষে খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুষে নেওয়া *ক্রি* টেনে নেওয়া। 'এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শুষে লওয়া *ক্রি* টেনে নেওয়া। 'জলাশয় হইতে জল শুষিয়া লয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

শুষুপ্তি [স সুষুপ্তি] *বি* গভীর ঘুম। 'আমার চৈতন্যবোধকে গভীরতম শুষুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শুষ্ক [স] **১** *বিণ* শুকনা। 'শুষ্ক কাষ্ঠের সম করিয়া সাধন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* নীরস। 'সেহো না বাখানে ভক্তি করে শুষ্ক চিন্তা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* প্রাণহীন। 'উৎসাহ সেচন বিনা যেন তাহা শুষ্ক না হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৪** *বিণ* স্যাঁতসেঁতে নয় এমন। 'যে গৃহ শুষ্ক, প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বিণ* লাবণ্যহীন। 'তাঁহার শ্মশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল অনাহারে নিস্তেজ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'এমন শুষ্ক শীর্ণ তগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মতো হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৬** *বিণ* অস্থিচর্মসার। 'কেহ কেহ বা শরীর শুষ্ক ও ক্লিষ্ট করাকে ধর্মসাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৭** *বিণ* আবেগশূন্য। 'শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৮** *বিণ* শোষিত। 'শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষয়িতা এবং শুষ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শুষ্ক আঁখি *বি* অশ্রুহীন চোখ। 'অনুগ্রহ দয়ালু-কৃপণ – বহু কষ্টে অশ্রুবিন্দু দেয় শুষ্ক আঁখি করিয়া মন্থন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শুষ্কওষ্ঠ [স] *বিণ* ঠোঁট শুকিয়ে গেছে এমন। 'শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শুষ্ককঠিন [স] *বিণ* নীরস ও গুরুগম্ভীর। 'অসাবধানী পাঠকের অন্তরে তাঁর যে ব্যক্তিত্ব রচনা করে, তা শুষ্ককঠিন পাণ্ডিত্যের।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

শুষ্ককণ্ঠ [স] *বিণ* গলা শুকিয়ে গেছে এমন। 'পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও জল মিলিত না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

শুষ্ককণ্ঠা [স] *বিণ স্ত্রী* তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে এমন। 'এক বিন্দু জলের জন্য ... শুষ্ককণ্ঠা হইয়া আত্মবিসর্জন করিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শুষ্কগর্ভ [স] *বিণ* জলহীন। 'অশথ গাছের পেছনেই মেঠো পুকুরটা শুষ্কগর্ভ।' *হাসান*, ১৯৬০।

শুষ্কচঞ্চু [স] *বিণ* পাখির ধারালো ও বাঁকানো শুষ্ক ঠোঁটের মতো। 'একজোড়া নেউলের লেজের মত পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুষ্কচঞ্চু নাসা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শুষ্কজলা [স শুষ্ক+স জল>] *বিণ* পানি শুকিয়ে গেছে এমন। 'শুষ্কজলা দিঘির পাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

শুষ্কতম [স] *বিণ* নির্দয়। 'ভিজিয়ে দিয়েছে পাপীর শুষ্কতম হৃদয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শুষ্কতা [স] *বি* রসশূন্যতা। 'বস্তুত শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্যপালন শুষ্কতার সাধনা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শুষ্কতাপ [স] *বি* রুক্ষ উত্তাপ। 'শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে ব'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শুষ্কতালু [স] *বিণ* মাথার তালু শুকিয়ে যায় এমন। 'ঝরেছিল শুষ্কতালু মধ্যাহ্নের পরে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

শুষ্কপত্র [স] *বি* শুকনো পাতা। 'তরুমূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া শুষ্কপত্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শুষ্কপথ [স] *বিণ* শুকনা পথ। 'এখন আমরা সেই শুষ্কপথের মাঝখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শুষ্কপাতা [স শুষ্কপত্র] *বি* শুকনো পাতা। 'গাছের নীচে রাশীকৃত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুষ্কপাতা পড়িয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শুষ্ক প্রাণ *বি* শুকিয়ে গেছে এমন প্রাণ। 'শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রে, কার পানে চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শুষ্কপ্রাণা [স] *বিণ স্ত্রী* স্ফূর্তিহীন। '... লজ্জাহীনা, শুষ্কপ্রাণা, রুগ্নদেহা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

শুষ্কপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় শুকিয়ে গেছে এমন। 'গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়া ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শুষ্কমৎস্য [স] *বি* শুঁটকি মাছ। 'ব্রহ্মদেশ হইতে লবণ ও শুষ্কমৎস্য লইয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শুষ্কমুখ [স] **১** *ক্রিবিণ* মলিন মুখে। 'কই অন্ন কই, কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্কমুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* মুখ শুকনো এমন। 'শীর্ণ দীর্ঘ দেহ শুষ্কমুখ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শুষ্কমুখী [স] *বিণ* মলিন চেহারা এমন। 'তিনিও সীতার ন্যায় মলিনবসনা, ম্রিয়মানা তপস্যায় শুষ্কমুখী, বিরহব্রতচারিণী।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

শুষ্করসনা [স] *বিণ* জিহ্বা শুকিয়ে গেছে এমন। 'শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শুষ্করেখা [স] *বি* শুকিয়ে যাওয়ার দাগ। 'চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্করেখা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শুষ্কলতা [স] *বি* শুকনো লতা। 'তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শুষ্কলী *বি* ছিদ্র। 'কর্ণ শুষ্কলী।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

শুষ্ক শাখা *বি* শুকিয়ে গেছে যে ডাল। 'এখনো এ শুষ্ক শাখা হেসে উঠে মুকুলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শুষ্কস্বর [স] *বিণ* রুক্ষ ভাষা। 'বিহারীকে শুষ্কস্বরে দস্তুরমত জিজ্ঞাসা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শুষ্ক হাসি *বি* প্রাণহীন হাসি। 'সেইদিনকার কথাটা মনে করে শুষ্ক হাসি হাসলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

শুষ্কহাস্য [স] *বি* শুকনো হাসি। 'শিবনাথপণ্ডিত শুষ্কহাস্য হাসিয়া কহিলেন, "এই-যে গিন্নি আসছে"।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শুষ্কহৃদয় [স] *বিণ* ভক্তিহীন হৃদয়। 'আমরা দূর থেকে শুষ্কহৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুওর *দ্র* **শুয়ার**

শূকর [স] **১** *বি* শুয়ার। 'শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। **২** *বি* শূকরের মাংস। 'মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শূকরশাবক *বি* শুয়ারের ছানা। 'শূকরশাবক তাহার মাতার মৃদু ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শীঘ্রই চিনিতে পারিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

শূকরশালা [স] *বি* শূকর থাকার স্থান। 'শূকরশালা তুল্য কদর্য্য স্থানে বাস করিতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শূকরী [স] *বি স্ত্রী* শূকর। 'হিন্দুর ঘরে অস্পৃশ্যা শূকরী, হিন্দু পরিচারিকামণ্ডলীর চরণকলঙ্কাকারী কীট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর।' *জীবন*, ১৯৪২।

শূদ্র [স] *বি* হিন্দু বর্ণাশ্রমপ্রথা অনুযায়ী সর্বনিম্ন চতুর্থ বর্ণ। 'শূদ্র আমি আমারে সে উচ্ছিষ্ট ছুঁয়ায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শূদ্রত্ব [স] **১** *বি* শূদ্রবর্ণের বৈশিষ্ট্য। 'গুরুর একটি গাভী বধ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* ভেদ। 'কর্মের শূদ্রত্ব গেল ঘুচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শূদ্রপ্রায় [স] *বিণ* শূদ্রবর্ণের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত। 'তত্রস্থ ব্রাহ্মণেরা শাপগ্রস্ত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া শূদ্রপ্রায় হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শূদ্রা [স] *বি* শূদ্র নারী। 'দেখ না শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শূদ্রানী [স শূদ্রাণী] *বি স্ত্রী* শূদ্র নারী। 'শূদ্রানীর গর্ভে মহাবীর্য্যবান্ কুমার মহাপদ্ম নন্দির জন্য হইবে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শূদ্রান্ন [স] *বি* শূদ্রের তৈরি অন্ন। 'তাঁহারদের অন্নভোজনে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ হউক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

শূদ্রামি *বি* ইতরতা। 'ক্ষুদ্র প্রেমের শূদ্রামি ছাড়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শূন [স শূন্য] *বি* শূন্য। 'পেখমি দহদিহ সব্বই শূন।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

শূনু *বিণ* শূন্য; খালি। **শূনুগৌল** *বি* শূন্য গোয়াল। 'ঐ যে কথায় বলে, দুষ্ট গরু থাকাচেয়ে শূনুগৌল ভাল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শূনো *বিণ* শূন্য; খালি। 'শূনো বাড়িগুলো রয়েছে দাঁড়ায়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

শূনো মরু *বি* নির্জন মরুভূমি। 'উদাস-দৃষ্টি যত দিকে চাহে সব যেন শূনো মরু।' *জসীম*, ১৯২৯।

শূনা [স শ্রু>] *ক্রি* শোনা। **শূনিয়া** *ক্রি* শুনে। 'জয়ার শূনিয়া কথা বলেন শঙ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শূন্যা** *ক্রি* শুনে। 'অঙ্গুরির মূল্য শূন্যা ব্যাধের নন্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শূন্য [স] **১** *বিণ* অন্তর্বস্তুহীন; খালি। 'শূন্য ঘট লইয়া যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ফলহীন। 'শূন্য গাছে না চাহে মানব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* জলহীন। 'শূন্য দেখি সরোবর বীর মহাবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* আকাশ। 'একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল।' *রামরাম*, ১৮০১; 'কুসুম শূন্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৫** *বিণ* অনস্তিত্বসূচক সংখ্যা; ০। 'আমার বয়ঃক্রমেতে দুই শূন্য পড়িয়াছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'পরিশ্রম = শষ্য, পরিশ্রম + প্রার্থনা = শষ্য, অতএব প্রার্থনা = ০ শূন্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৬** *বিণ* বিহীন। 'পক্ষপাত ও হিংসা দ্বেষ ও মাৎসর্য্যশূন্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **৭** *বিণ* অস্তিত্বহীন। 'ভালোবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৮** *বিণ* প্রেমবিহীন। 'প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৯** *বিণ* অর্থহীন। 'এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **১০** *বি* নির্জন। 'শূন্য যখন গাঙিনীর তীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **১১** *বি* অনস্তিত্ব। 'তোমার শেষ নাহি তাই শূন্য সেজে শেষ করে দাও আপনাকে যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **১২** *বি* শূন্যতা। 'বস্তুবিশ্ব ক্ষণস্থায়ী, শূন্য সনাতন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **১৩** *বিণ* প্রবাহহীন। 'শূন্য হাওয়া চতুর্দিকে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

শূন্যকথা [স] *বি* অসার কথা; অন্তঃসারহীন কথা। 'তুমি সর্বাশ্রয়, এ কি শুধু শূন্যকথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শূন্যকার [স] *বি* ফাঁকা জায়গা। 'আকাশ পৃথিবী মধ্যে যথ শূন্যকার।' *সুলতান*, ১৭০০।

শূন্যকুম্ভ [স] *বি* শূন্য কলস। 'বেটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ।' *রবীন্দ্র*,

১৯১০।

শূন্যকেন্দ্র [স] *বিণ* লক্ষ্যহীন। 'ঘূর্ণির মতো শূন্যকেন্দ্র জনতা বিরাজে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

শূন্যক্ষণ [স] *বি* রিক্ত-মুহূর্ত। 'শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই শীতের বনে এলে-যে সেই শূন্যক্ষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শূন্যক্ষরা *বি* নদীবিশেষ। 'শূন্যক্ষরা নীরে বিড়ম্বিত জিজ্ঞাসার বক্র জটাপাক।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

শূন্যগতি [স] *বিণ* আকাশচারী। 'উন্মুক উপরে ভর শূন্যগতি নিরন্তর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শূন্যগর্ভ [স] *বিণ* ভিতরে কিছু নেই এমন। 'ঐ সমস্ত সহজেই অসার রন্ধ্র পরিপূর্ণ, কোনটা বা নিতান্ত শূন্যগর্ভ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

শূন্যগর্ভতা [স] ১ *বি* অসারতা। 'ইউরোপীয় মেটিরিয়ালিজমের শূন্যগর্ভতা প্রমাণ করা তেমন কঠিন নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৭। ২ *বিণ* অন্তঃসারশূন্যতা। 'তথাকথিত নায়ক-নায়িকাদের শূন্যগর্ভতা উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত ...।' *শিব*, ১৯৬০।

শূন্যগৃহ [স] *বি* জনহীন ঘর। 'শূন্যগৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শূন্যঘর [স শূন্য+ঘর] *বি* ফাঁকা ঘর। 'ভরা বাদলে ভাদ্রমাসে শূন্যঘরের বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শূন্যতর [স] *বিণ* আরও ফাঁকা। 'শূন্য গৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শূন্যতল [স] *বি* আকাশ। 'ওই অবারিত শূন্যতলপথে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শূন্যতলপথ [স] *বি* আকাশ। 'মনে হয়, যেন ওই অবারিত শূন্যতলপথে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শূন্যতা [স] ১ *বি* না-থাকা। 'স্বাধীনতা-শূন্যতা আমাদিগের মাতৃভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* নিঃস্বতা। 'আপন শূন্যতা লয়ে জীবন বহিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* অনন্ত শূন্যতা। 'মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বি* রিক্ততা। 'যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৫ *বি* নিঃসঙ্গতা। 'অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৬ *বি* একাকীত্ব। 'বিরহের সুনিবিড় শূন্যতা, শিরায় শিরায় মিড় দিত তীব্র টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'ধীরে ধীরে, প্রতিবৎসরের শূন্যতা থেকে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শূন্যতাবোধ [স] *বি* নাস্তিবোধ। 'মহাপ্রতিভাবান লেখক শূন্যতাবোধকেও হয়তো ... ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পারেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

শূন্যতাময় [স] *বিণ* নির্জন। 'সেই শতকক্ষ প্রকোষ্ঠময় প্রকাণ্ডশূন্যতাময় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শূন্যতামূলক [স] *বিণ* রিক্ততাসূচক। 'যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায় সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শূন্যতূণ [স] *বিণ* অস্ত্রহীন। 'শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শূন্যদৃষ্টি [স] *বি* উদাস চাহনি। 'জাহাঙ্গীর শূন্যদৃষ্টিতে একবার তাহার মাতার পানে চাহিয়া ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শূন্যনিবিষ্ট [স] *বিণ* উদাস। 'তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শূন্যপট [স] *বি* শূন্য আকাশ। 'পুরবের শূন্যপটে/ প্রভাতের স্মৃতিগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শূন্যপথ [স] *বি* আকাশ। 'তখনি প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি আশুগ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শূন্যপাণি [স] *ক্রিবিণ* খালি হাতে। 'বীরে দেখি শূন্যপাণি কপালে আঘাত হানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শূন্যপানে [স শূন্য>] *ক্রিবিণ* আকাশের দিকে। 'কার পানে শূন্যপানে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শূন্যপার [স] *বি* মহাকাশ। 'দূর শূন্যপার হইতে সূর্যের আলো ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শূন্যপুর [স] *বি* শূন্য জগৎ। 'মেঘে কে জাগছ তুমি জাগো কে শূন্যপুরে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

শূন্যপৃষ্ঠ [স] *বি* পিঠে কিছু নেই এমন। 'শূন্যপৃষ্ঠ কাঁদে দুলদুল, আকাশের পানে চাহে।' *জসীম*, ১৯৫১।

শূন্যবাদ [স] *বি* নাস্তিকতা। 'মায়াবাদ যে ভাষান্তরে শূন্যবাদ এবং শংকের ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

শূন্যবাদী [স] *বি* নাস্তিক। 'এ যুগের বহু ক্ষমতাবান সাহিত্যিক শূন্যবাদী।' *শিব*, ১৯৭৩।

শূন্য-ভরা *বিণ* শূন্যতায় পূর্ণ। 'শূন্য-ভরা তোমার বাঁশির সুরে সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শূন্যভাব [স] *বি* বিমর্ষ ভাব। 'এইরূপ অত্যন্ত শূন্যভাব দেখিয়া ভাবিলেন, বউ গিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শূন্যভূমি [স] *বি* ফাঁকা মাঠ। 'তিনি ক্ষণকালের মধ্যে আপনার শূন্যভূমিতে বহু রত্নপূর্ণ পরম শোভাকর অট্টালিকা দৃষ্টি করাইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯

শূন্যমণ্ডল [স] *বি* আকাশ। 'অধিক দ্রুত গতিতে শূন্যমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শূন্যমন [স] ১ *বি* ভাবনামুক্ত মন। 'ভ্রমি একেলা শূন্যমনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* উদাসীনতা। 'অতীতের পরলোক ত্যজি শূন্যমনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* উদাস মন। 'শূন্য মনের নাই কেহ মোর সাথি।' *নজরুল*, ১৯৪১। ৪ *বি* হতাশ। 'ফিরে আসে আজ নিরাশ হাওয়ায় শূন্যমন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

শূন্যমনাঃ [স] *বিণ* হতাশ। 'শূন্যমনাঃ খেদে রঘুসৈন্য; – বিভীষণ ভীষণ রণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শূন্যময় [স] *বিণ* ফাঁকা। 'শয়ান লাগএ শূন্যময়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শূন্যমার্গ [স] *বি* আকাশপথ। 'ইহারা শূন্যমার্গে বায়ুসঞ্চারশূন্য অতি উর্দ্ধপ্রদেশে উঠিতেও কষ্টবোধ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শূন্যশয্যা [স] *বি* খালি বিছানা। 'শূন্য শয্যা! মিথ্যা স্বপন!' *নজরুল*, ১৯২৩।

শূন্য-শূন্য ঠেকা *ক্রি* ফাঁকা ফাঁকা মনে হওয়া। 'একদিনের জন্যে নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য-শূন্য ঠেকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শূন্যস্থান [স] *বি* অনুপস্থিতি। 'মানসীর শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক, ১৯৪০।

শূন্যহস্ত [স] *বি* খালি হাত। 'আমরা শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্তসঞ্চালন হইয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শূন্য হাতে *ক্রিবিণ* খালি হাতে। 'শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে – ফিরি হে দ্বারে দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

শূন্য হৃদয় [স] *বি* প্রেমশূন্য হৃদয়। 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শূন্যাকার [স] **১** *বি* সম্পূর্ণ ফাঁকা। 'গোলকধাম হল শূন্যাকার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* নিরাকার। 'যেন সকলেই অন্ধকারময় এবং শূন্যাকার।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শূন্যাগার [স] *বি* ফাঁকা স্থান। 'প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন শূন্যাগার জন মানব হীন।' *রামরাম*, ১৮০১।

শূন্যাচারী [স] *বিণ* শূন্যে বিচরণ করে এমন। 'পথ খুঁজে মরি কত!/ শূন্যাচারীর মতো।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

শূন্যাত্মকতা [স] *বি* শূন্যতা। 'তার শূন্যাত্মকতার ভয় চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শূন্যে উড়া *ক্রি* বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া। 'ভারতে যে যুক্তির উপর খেলাফৎ আন্দোলন চালাইয়াছিলাম সে যুক্তি শূন্যে উড়িয়া গেল।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

শূন্যের সুররাশি *বি* উদাস করা সুরসকল। 'মহাশূন্যের পথে সে ভাসায় শূন্যের সুররাশি।' *জসীম*, ১৯২৯।

শূন্যোদর [স] *বি* খালিপেট। 'শূন্যোদরের প্রতিপক্ষ হিসেবে উত্তেজনার খোঁজে যারা আসতে শুরু করেছিল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

শূন্যোদ্ভব [স] *বিণ* শূন্যে আবির্ভূত। 'শূন্যোদ্ভব দেব, না দানব, আবার শূন্যে মেশে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শূয়র, শূয়ার *দ্র* **শুয়ার**

শূর [স] **১** *বি* বীর। 'গুহার মউর ধাইতে বড় শূর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সূর্য। 'অতি বড় কথক সংগ্রামে মহা শূর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'বিশ্বনাথ শূর।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শূরত্ব [স] *বি* বীরত্ব। 'বোনাপার্টির অদ্বিতীয় শূরত্ব ভূমণ্ডলের সর্ব্বাংশেই বিশিষ্ট রূপে বিখ্যাত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শূরবীর [স] *বি* বীর। 'আমরা শূরবীর পেটে ধরতে পারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

শূল [স] **১** *বি* ধারালো অগ্রভাগবিশিষ্ট কাঠ বা লোহার দণ্ড। 'বামকরে মহিষাসুরের ধরি চুল/ সব্য করে বুকে তার আরোপিল শূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ব্যথা। 'লোকের দন্তশূল ও শিড়ঃপীড়া হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্তক্রিমি শূল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বি* মৃত্যুদণ্ডের জন্য ব্যবহৃত লোহার চোখা দণ্ড। 'আমি তোমাকে শূলে যাওয়ার হুকুম দিলাম।' *জসীম*, ১৯৬৪।

শূলচক্রপাণি [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'স্বয়ং শূলচক্রপাণি বিরাজ করেন।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শূলদণ্ড [স] *বি* শূলে চড়ার দণ্ড; মৃত্যুদণ্ড। 'শূলদণ্ডই তাহার জীবনের সহচর।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শূলধর [স] *বি* শূলধারণকারী। 'সাজে কত শূলধর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শূলপাণি [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'বিনি দোষে অবসাদ দিলে মোরে দেব শূলপাণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শূলরোগ [স] *বি* পাকস্থলীতে ঘায়ের ব্যথাবিশেষ। 'শূলরোগ – চিকিৎসা নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শূলস্তম্ভ [স] *বি* স্থাপিত শূল। 'পরিশেষে বধ্যভূমিতে আনয়নপূর্বক, শূলস্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শূলিনী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'উমা কাত্যায়নী গৌরী রণমধ্যে দিগম্বরী সর্বাণী শূলিনী শৈলসুতা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শূলী [স] *বিণ* হিন্দুদেবতা শিব। 'তা দেখিআ শূলী হৈলা কুতূহলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* শূলধারী সৈন্যদল। 'চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী, রথী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শূল্যপক্ব [স] *বিণ* শলাকা বিদ্ধ করে পোড়ানো। 'প্রাক-মুসলিম যুগেও ছিল – শূল্যপক্ব মাংস।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শূলুনী [স শূল>] *বি* ব্যথা। 'দাঁতের শূলুনী হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শৃগাল *বি* শিয়াল। 'শৃগাল সম ভেউ ভেউ করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শৃগালি [স শৃগালী] *বি* স্ত্রী-শিয়াল। 'শৃগালির রূপ দেবি আগে মহামাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

শৃগালিনী [স] *বি স্ত্রী* মাদি শিয়াল। 'ও হচ্ছে নীলবর্ণ শৃগালিনী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শৃগালী [স] *বি স্ত্রী* শিয়াল। 'সিংহ আপনার ক্রোড়গত শৃগালীকে ছাড়িয়া হস্তিনীকে গ্রহণ করে।' *গৌর*, ১৮২২।

শৃঙ্খল [স] **১** *বি* লোহার বেড়ি। 'শৃঙ্খলদ্বারা উদ্বন্ধিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* শিকল। 'মূর্খতার শৃঙ্খল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

শৃংখল [স শৃঙ্খল] **১** *বি* শিকল। 'নূতন সেতু লৌহময় এবং শৃংখল দ্বারা উদ্বন্ধিত।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* বন্ধন। 'যে অযুক্ত ধর্মের শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শৃংখলা *বি* সুব্যবস্থা। 'তাহার শৃংখলা ও ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শৃঙ্খলগত [স] *বিণ* শিকল দিয়ে বাঁধা। 'তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

শৃঙ্খলছিন্ন [স] *বিণ* শিকল ছিঁড়েছে এমন। 'ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শৃঙ্খল-ছেঁড়া *বিণ* নিয়ম ভঙ্গ করেছে এমন। 'কোথাকার এই শৃঙ্খল-ছেঁড়া সৃষ্টি-ছাড়া এ ব্যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শৃঙ্খলবন্ধ [স] *বি* শিকলের বন্ধন। 'নিশ্চল শৃঙ্খলবন্ধ দূর, দূর, দূর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শৃঙ্খল বন্ধন [স] *বি* শিকলের বাঁধন। 'জেলের নানা রকম শৃঙ্খল বন্ধন (লিংক ফেটার্স, ক্রস ফেটার্স প্রভৃতি)।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শৃঙ্খলমুক্ত [স] *বিণ* অবারিত। 'শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা দুটি হৃদয়ের সেতুপথে পারাপার করতে পারে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

শৃঙ্খলা [স] **১** *বি* নিয়ম; বিধান। 'অনেকানেক প্রাচীন তত্ত্ববেত্তা ... এমত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যে এ সংসারের কোন শৃঙ্খলা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* সুব্যবস্থা; সুবিন্যাস। 'হোথা শৃঙ্খলা কই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শৃঙ্খলাপ্রিয় [স] *বিণ* নিয়মানুবর্তী। 'সংযমী ও শৃঙ্খলাপ্রিয়।' *বিভূতি*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৩১।

শৃঙ্খলাবদ্ধ [স] ১ *বিণ* শিকলে বন্দী। 'শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪; 'বীরেন্দ্রসিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবারে আনীত করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'পর্দাপ্রথা আমাদিগকে যেভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শৃঙ্খলিত [স] ১ *বিণ* বাঁধা হয়েছে এমন। 'দোকানদারেরা যখন খরিদ্দারের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া হাটে বিক্রয় করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* বশীভূত। 'অন্যায় প্রতিকারের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইব না তখন ইংরাজ আপন পাশবতাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* বিন্যস্ত। 'আলোক-রশ্মির স্পন্দন শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* ধারাবাহিক। 'একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৫ *বিণ* নিগড়বদ্ধ। 'ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শৃঙ্গ [স] ১ *বি* পর্বতের চূড়া। 'সুমেরু আজ্ঞাক গঢ়ে/ তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পশুর শিং দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশে শিরে শিখিপাখা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* শিঙ্গা; পশুর শিং। 'কেশভার কৈল জটা গলে শৃঙ্গনাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নিজ শৃঙ্গে মৃগবর করিয়াছে ছায়া।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শৃঙ্গধর [স] *বি* পর্বত। 'পতিহীনা কপোতী যেমতি, তরুবর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শৃঙ্গধ্বনি [স] ১ *বি* শিঙ্গায় ফু দিয়ে করা শব্দ। '(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ও মা! এ আবার কি?' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ২ *বি* ভেঁপু বাজানোর শব্দ। 'মোটরগাড়ি তারস্বরে মাঝে মাঝে শৃঙ্গধ্বনি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শৃঙ্গনাদ [স] *বি* শিঙ্গায় ফুৎকারজনিত শব্দ। 'কেশভার কৈল জটা গলে শৃঙ্গনাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শৃঙ্গনাদিগ্রাম [স] *বি* শিঙাবাদক দল। 'ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শৃঙ্গবর [স] *বি* পাহাড়। 'হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃপুঞ্জ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শৃঙ্গশোভিত [স] *বিণ* শিংযুক্ত। 'চিত্রিক শৃঙ্গশোভিত মস্তকটি একবার সঞ্চালিত করিয়া পুচ্ছটি ঈষৎ আন্দোলিত করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শৃঙ্গহীন [স] *বিণ* শিং নেই এমন। 'শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ... পশুগুলো বেশি হিংস্র।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শৃঙ্গী [স] *বিণ* শিং আছে এমন প্রাণী। 'ছাগ, মেষ, মৃগ, শৃঙ্গী খাবে প্রেমভরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শৃঙ্গার [স] ১ *বি* রতিক্রিয়া। 'খণ্ড কোপ ভয় দেহ শৃঙ্গারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শৃঙ্গারযুদ্ধ [স] *বি* রতিক্রিয়া। 'উদ্দাম শৃঙ্গারযুদ্ধে গণিকারা অনুজ্জ্বল, মৃত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

শৃঙ্গার-রস [স] *বি* আদিরস। 'শৃঙ্গার-রস ছানি তারে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি/ জানি বিধি নিরমিল তায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শৃজা [স সৃজন>] *ক্রি* সৃজন করা। **শৃজিল** *ক্রি* সৃষ্টি করলো। 'বিধিএ শৃজিল কৈন্যা কৌরব নাশেরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শেউ *বি* একপ্রকার সুমিষ্ট ফলের নাম। 'ঝরে রসধারা নারঙ্গি শেউ/ আপেল আঙুর চুঁয়ে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শেওড়া *বি* জংলা গাছবিশেষ। 'শেওড়া গাছ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শেওলা [স শৈবাল] *বি* জলজ তৃণবিশেষ। 'তাদের শাখায় জটার মতো ঝুলে পড়েছে শেওলা যত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শেওলাঢাকা *বিণ* শ্যাওলা দ্বারা আবৃত। 'শেওলাঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শেওলাপড়া *বিণ* শৈবালপূর্ণ। 'ঘরের পেছনে শেওলাপড়া ছায়াচ্ছন্ন পুকুর।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শেওলা-পিছল *বিণ* শ্যাওলায় পিচ্ছিল হয়ে আছে এমন। 'শেওলা-পিছল পৈঠা বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

শেয়ালা [স শৈবাল] *বি* শ্যাওলা। 'কেমন তাহার গভীর গম্ভীর উপরে শেয়ালা দল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

শেহলা *বি* শেওলা। 'সোঁতের শেহলা ভেসে চলে যাই।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শেহালা *বি* শেওলা। 'শুকায় শেহালা হ্রদে হ্রদে, পাখী গাহে না গান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

শেহেলো *বি* শ্যাওলা; শৈবাল। 'আলোর তুফানে ভাসাও জীর্ণ শেহেলো কুজ্ঝটিকা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

শেকল [স শৃঙ্খল] *বি* দরজা বন্ধ করার শিকল। 'ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাহির থেকে শেকল তুলে দ্যান।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

শেকহ্যাণ্ড [ই] *বি* করমর্দন। 'লেডিদের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করতে গেলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শেকায়েত, শেকায়াৎ [আ] *বি* অভিযোগ। 'করছো তবু এই শেকায়াৎ-নইকো ঈমানদার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ পুস্তকের পাঠক শেকায়েত করিয়া থাকেন।' *আজাদ*, ১৯৬০।

শেখ [আ শায়খ] *বি* বাঙালি মুসলমান বংশনামবিশেষ। 'শেখ মোহাম্মদ কৃত পুঁথি পদ্মাবতী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শেখর [স] ১ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'নাগর শেখর/ নান্দের সুন্দর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শিরোভূষণ। 'না যায় নিকটে তার বিকট শেখর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শেজ [স শয্যা] ১ *বি* শয্যা। 'শেজ বিছাইলুঁ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* বাতি। 'দিয়াশালাই ধরাইয়া বিনয় তেলের শেজ জ্বালাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শেজি [স শয্যা] *বি* শয্যা। 'ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

শেজারু [স শল্লকী] *বি* সজারু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শেঠ [স শ্রেষ্ঠী] ১ *বি* হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'অট্টালিকামধ্যে স্বরূপচন্দ্র জগৎ শেঠ এবং মাহতাবচন্দ্র ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* বণিক। 'ফিরে যায় রাজা ফিরে যায় শেঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শেঠজি *বি* সওদাগর; টাকা ধার দেওয়ার প্রধানত অবাঙালি ব্যবসায়ী। 'দেখো শেঠজি, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

শেঠিয়া [স শ্রেষ্ঠী] *বি* শেঠ। 'ইহারাই ... পশ্চিমে শ্রেষ্ঠী বা শেঠিয়া।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শেড [ই] **১** *বি* ঢাকনি। 'নীল শেড দেওয়া সুন্দর একটি টেবিল ল্যাম্প।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বি* আবছায়া ভাব। 'গাল দুটি লাল টকটকে ... তাতে এমন একটা শেড রয়েছে যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এটা রুজ দিয়ে তৈরি নয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০। **৩** *বি* ছাউনি। 'বিরাট এক শেডের তলায় ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০; 'এখনো তো আমতলা, মোহন টিনের শেড, ক্লাসরুম ...।' *শামসুর*, ১৯৭২।

শেত [স শ্বেত] *বিণ* সাদা। 'শেত চামর সম কেশে।' বড়ু, ১৪৫০।

শেতখানা [আ সিহত+ফা খানহ] *বি* শৌচাগার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হালালখোরেরা শেতখানা পরিষ্কার করিতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শেতল [স শীতল>] *বি* হিন্দুমতে গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় প্রদত্ত দেবতার সান্ধ্য ভোগ। 'মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট পরেন, শ্যাণ্ডউইচের শেতল খান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শেতলপাটি *বি* ঠাণ্ডা ও মসৃণ মাদুরবিশেষ। 'জ্বরের ঘোরে মানুষ যে রকম শেতলপাটির ফুলের পেটার্ন মুখস্থ করে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শেতলা [স শীতলা] *বি* হিন্দুমতে বসন্তরোগের দেবী। 'মা শেতলার কৃপা হবার হলে হবেই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শেৎলা [স শৈবাল] *বি* একপ্রকার ক্ষুদ্র জলজ তৃণ; শৈবাল। 'শেৎলা-পড়া ইঁটের ঢিবিটার উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শেৎসাপূর্বক [স স্বেচ্ছাপূর্বক] *বি* নিজের ইচ্ছায়। 'শেৎসাপূর্বক যে আন্দাজ নমক দেওয়ার কারণ ঠীকা মকরর করিয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

শেফালি, শেফালী [স] **১** *বি* শিউলি ফুলের গাছ। 'সুগন্ধ নিশ্বাস নিকুঞ্জে ফুটায়ে তুলে শেফালি কামিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহগবিহগী কি যে গায়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* শিউলী ফুল। 'আমাদের নতুন গাছে অনেক শেফালী ফুটেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

শেফালিকা [স] **১** *বি* শিউলি ফুল। 'সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি – সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ স্ত্রী* শেফালি ফুলের মতো। 'শেফালিকা বালিকা তাই হেসে কুটিকুটি।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

শেফালিগাছ *বি* শিউলি ফুলের গাছবিশেষ। 'শেফালিগাছের সারি রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শেহলী [স শেফালী] *বি* শিউলি ফুল। 'শেহলী পীয়ালী দোনা পারুল রঙ্গন।' *ভারত*, ১৭৬০।

শেফুজাতি *বি* আফ্রিকার জাতিবিশেষ। 'জঙ্গলের মধ্যে শেফুজাতির এক গ্রামে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

শেব *বি* আপেলের মতো সুমিষ্ট ফল। 'নারঙ্গি-শেব-বোস্তানে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শেবতী [স সেবন্তী] *বি* সেঁউতি। 'শেবতী কনক যুথী সুথী কনক কেতকী।' বড়ু, ১৪৫০।

শেবা [স সেবা] *বি* সেবা। 'আর পিতা মাতার শেবা ও ভরন পোশন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

শেভ [ই] *বি* দাড়ি কামানোর কাজ। 'কে কাহার কথা শোনে, ওরা করে 'শেভ'।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শেভিং [ই] *বি* কামানো। 'শেভিং মানে তো কামানো।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

শেভিং ক্রিম [ই] *বি* দাড়ি কামানোর উপাদানবিশেষ। 'তাকের ওপর ... শ্যাম্পু, শেভিং ক্রিম।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শেভিং রেজার [ই] *বি* দাড়ি কামানোর উপকরণবিশেষ। 'ব্যাগের ভিতর কাপড়চোপড়, টুথব্রাশ, শেভিং রেজার।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শেভিংস্টিক [ই] *বি* দাড়ি কামানোর জন্যে ব্যবহৃত ফেনা উৎপাদক লাঠি সদৃশ সাবান। 'শেভিংস্টিক ও ব্রাস অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

শেমিজ [ই] *বি* স্ত্রীলোকের রাত্রিকালীন লম্বা ও ঢিলা জামা অথবা অন্তর্বাস। 'ইংরাজললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট ব্যবহার করেন না)।' *রোকেয়া*, ১৯০৪; 'তিনি শাড়ির সঙ্গে শেমিজ পরিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শেমুষী [স] *বি* বুদ্ধি। 'ব্রাহ্মণীর শেমুষীটি সাতিশয় প্রখরা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শেয়াকুল [স শৃগালকোলি] *বি* কুলজাতীয় কাঁটাযুক্ত বন্য গাছ। 'সকল বৃক্ষ শেয়াকুলকে কহিলেক, তুমি আমাদিগের রাজা হও।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শেয়ান [স সজ্ঞান] *বি* ধূর্ত ব্যক্তি। 'গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শেয়ানা **১** *বিণ* চালাক। 'দুজনাই বেশ শেয়ানা।' *মনসুর*, ১৯৪৫। **২** *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'মেয়ে শেয়ানা হয়ে গেলে বাপ-ভাই কারো সামনেই যাওয়া উচিত নয়।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

শেয়ার [ই] *বি* অংশীদারিত্ব। 'শেয়ার করিয়া দোকান খুলিতেই হইবে।' *রওশন*, ১৯২৫।

শেয়ার বাজার [ই শেয়ার+ফা বাজার] *বি* ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারবিশেষ। 'শেয়ার-কেনাবেচার বাজারে যে কিরূপ সর্বনেশে মিথ্যা বানানো হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শেয়ার মার্কেট [ই] *বি* শেয়ার বাজার। 'শেয়ার মার্কেটের সামনে আসিয়া পড়িল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শেয়াল *দ্র* **শিয়াল**

শেয়ালকাঁটা *বি* বুনো লতাগাছ বিশেষ; শিয়াকুল। 'বঁইচি শেয়ালকাঁটা আমার এ দেহ ভালোবাসে।' *জীবন*, ১৯৩২।

শেয়ালকুল *বি* বন্য কাঁটাগাছবিশেষ। 'শেয়ালকুলের কাঁটায় জামা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মরণ প্রতিজ্ঞায় ক্ষেপে উঠল।' *হাসান*, ১৯৬০।

শেয়ালা *দ্র* **শেওলা**

শের[1] [ফা] *বি* বাঘ; সিংহ। 'চক্ষু পাকাইয়া চায় পীঞ্জিরায় পোষা কত শের।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শের-নর [ফা শের+স নর] *বি* পুরুষসিংহ। 'শের-নর হাঁকড়ায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

শের-বব্বর [ফা শের-ববর] *বি* সিংহ। 'আসি শের-বব্বরে লাথি মারে ছি ছি ছাতি চড়ে! হাতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

শের[2] [প্রা সের] *বি* ওজনের এককবিশেষ; সের। 'বিংশতি শের হিসাবে টাকায় বিক্রয় করে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শেরওয়ানি, শেরওয়ানী [হি] *বি* কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা। 'রীশ-ই বুলন্দ, শেরওয়ানি, চোগা।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'শেরওয়ানী,

কোর্তা, সার্ট ও বোর্খার নেকাবকে ... ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শেরোয়ানি *বি* কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা। 'শেরোয়ানি পরা একজন নামকরা রাজনীতিবিদ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শেরি, শেরী [ই] *বি* এক প্রকার মদ। 'যাঁহারা বিয়ার কি শেরি কি পোর্ট কি ক্লারেট অথবা অন্যবিধ নরম গোচের মদ্যের নামও সহ্য করেন না ... ।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'শেরীর সঙ্গে তুলনা দে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

শেরেক [আ শিরক] *বি* ইসলামি মতে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার অন্য কোনো অংশ আছে বলে মনে করা। 'শেরেক, বেদাত, পীর পূজা ... প্রবর্তিত হইয়াছে।' *দর্শন*, ১৯২০; 'শেরেক বেদা'ত করা ভাল নয়।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

শেরেকী *বি* ইসলামি মতে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার কোনো অংশীদারিত্ব স্বীকার করা। 'শেরেকী পাপ যারে বলে এ দীন দুনিয়ায়।' *লালন*, ১৮৯০।

শের্ক *বি* ইসলামি মতে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার অন্য কোনো অংশ আছে বলে মনে করা। 'মোসলমানের পক্ষে ঘোর নিষিদ্ধ এবং শের্কমূলক।' *দর্শন*, ১৯২৮।

শের্কমূলক [আ শিরক+স মূলক] *বিণ* শেরেক করা হয় এমন। 'মোসলমানের পক্ষে ঘোর নিষিদ্ধ এবং শের্কমূলক।' *দর্শন*, ১৯২৮।

শেরেবব্বর [ফা শের-ববর] *বি* পশুরাজ; সিংহ। 'এদের প্রত্যেকে যেন এক-একটা 'শেরেবব্বর'।' *নজরুল*, ১৯২২।

শেরেশ [ফা সিরীশ] *বি* শিরিশ আঠা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শেরেস্তা [ফা সরিশতাহ্] *বি* দপ্তর। 'মুহুরির শেরেস্তায় গিয়া শানের মধ্যে পা ঝুলাইয়া বসিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

শেল [স শল্য] **১** *বি* আঘাত। 'বুকে খেয়েছে শ্যামের শেল পীঠে হেল পার।' *চণ্ডী*, ১৫৭০। **২** *বি* শূল। 'ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'হাতের জুতির শেল তার নাই সীমা।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বিণ* কষ্ট। 'শেল মেরে শেল বুকে নিও না।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

শেলতীব্রতা [শেল+স তীব্রতা] *বি* শেলের মতো প্রচণ্ডতা। 'নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই।' *জীবন*, ১৯৪২।

শেলদণ্ড [শেল+স দণ্ড] *বি* শূলের মতো দণ্ড। 'শেলদণ্ডের উপর আজ ঘোষালদের জয়পতাকা উড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শেলাঘাত [শেল+স আঘাত] *বি* শেলের আঘাত। 'শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শেলেখানা [স শল্য+ফা খানা] *বি* অস্ত্র রাখার ঘর। 'বিমলা অতি দ্রুত বেগে দুর্গের শেলেখানায় গেলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

শেলফ [ই] *বি* তাক। 'শেলফের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শেলফওয়ালা [ই শেলফ+হি ওয়ালা] *বিণ* তাকবিশিষ্ট। 'শেলফওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শেলাই *বি* সেলাই। 'এখন কিছু শেলাইর কায শিখিলে আরও গুণ বাড়ে।' *গৌর*, ১৮২২। *দ্র* **সেলাই**

শেলাই করা *ক্রি* সেলাই করার পদ্ধতি। 'ছেঁড়া মোজা শেলাই করার এল যুগান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শেলাই-কল *বি* কাপড় সেলাইয়ের মেশিন। 'শেলাই-কলের কাছে ছোটো টুলে রয়েছো বসিয়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৩৭।

শেলাই ব্যবসা *বি* সেলাই করার কাজ। 'শেলাই ব্যবসা ধরলেও মেয়েরা দর্জিনী উপাধি পাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শেলাইয়ের কল *বি* সেলাই করা হয় যে কল দিয়ে। 'শেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম সেলাই করে ঘুচিয়ে দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শেলাম [আ সলাম] *বি* সেলাম। 'শেলাম বহুত২।' *ডেরলি*, ১৭৮০; 'ভাট শেলাম করিয়া বলিল জাঁহাপনা।' *রামরাম*, ১৮০১।

শেলামি [আ সলাম>] *বি* মাশুল। 'শেলামি দিয়া তিনি পালকীতে সোয়ার হন।' *কেরি*, ১৮০২।

শেলুষ্মা [স শ্লেষ্মা] *বি* শ্লেষ্মা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শেলেট [ই স্লেট] *বি* লেখার কাজে ব্যবহৃত পাথরের ফলকবিশেষ। 'দোয়াত কলম, বই, শেলেট রামপাল দিয়ে এল।' *অবন*, ১৯২৭।

শেল্ফ [ই] *বি* বই ইত্যাদি রাখার তাক। 'বইয়ের শেল্ফটা দেখছিলাম।' *জীবন*, ১৯৩৩।

শেষ [স] **১** *বিণ* বিধ্বস্ত। 'কাহাঞি লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* আগে। 'ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* অন্ত। 'শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* পরবর্তী সময়। 'শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* অবসান। 'রামা অভিমানী শেষ নিশীথিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *বি* শেষপর্যায়। 'বিনয় করিএ বহু বলিলাম শেষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৭** *বি* সময়সীমা। 'তাহার শক এই কলির ৮২১ বৎসর শেষ থাকা পর্য্যন্ত থাকিবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৮** *বি* ফলাফল। 'সাহেবের নিকট চালান করিয়াছে শেষ জানা যায় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৯** *বি* চূড়ান্তরূপ। 'করি করেন অধর্ম্মের শেষ।' *ভবানী*, ১৮২৫। **১০** *বিণ* সর্বসাম্প্রতিক। 'ইঙ্গলেণ্ড হইতে শেষ সম্বাদ পহুঁছিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **১১** *বিণ* প্রান্ত। 'যে ভূমি সমুদ্রের অধিক দূর পর্য্যন্ত স্থাপিত আছে তাহার শেষ ভাগকে অন্তরীপ কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **১২** *বি* সমাপ্ত। 'শীতের সঞ্চার হইতে হইতেই শেষ করিয়া তোলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **১৩** *বি* আপাতদৃষ্টিতে শেষ। 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **১৪** *বিণ* সম্পূর্ণ। 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শেষকড়া *বি* শেষ কপর্দক। 'বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া-পর্যন্ত দেউলে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শেষকলা [স] *বি* শেষ তিথি; ষোলো কলা। 'সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষকলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শেষকাটাল *বি* শেষ সময়। 'ওস্তাদের মার শেষকাটালে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শেষকার [স] *বিণ* চূড়ান্ত। 'শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

শেষকাল [স] **১** *বি* অবশেষ। 'তোণ্ডমণ্ডল যাহা শেষকালে চোল রাজ্যভুক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* অন্তিমকাল। 'সুখ ছেড়ে সোয়াস্তি ভাল শেষকালে পস্তাবা।' *লালন*, ১৮৯০।

শেষ কিনারা [স শেষ+ফা কিনারাহ্] *বি* শেষ সীমা; অন্তিম অবস্থা। 'পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শেষ গান *বি* সবশেষে গাওয়া অথবা শোনা গান। 'পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শেষ গোছল [স শেষ+আ গুসল] *বি* মৃত মানুষকে শেষ বারের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নান করানো। 'আজমকে শেষ গোছল দিল খাছ আরবের হাজ্জিগণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শেষ ঘাট *বি* সর্বশেষ পারাপারের ঘাট। 'আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শেষটায় *ক্রিবিণ* শেষ পর্যন্ত। 'পাপড়ি দিয়ে মোড়া হলেও সে পথ আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে শেষটায় চোরা গলিতেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'শেষটায় এমন ভাব দেখান যে ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শেষতম [স] *বিণ* সর্বশেষ। 'যখন নিশ্চয় বুঝিল কেহ আসিতেছে না তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভগ্নাংশটুকু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'দুরবস্থার শেষতম স্তরে ইহারা আসিয়া পড়িয়াছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শেষতল [স] *বি* সর্বনিম্ন স্তর। 'নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শেষ পারানি *বি* সবশেষের পার হওয়া। 'কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

শেষ পূরণ [স] *বি* শেষ অংশ পূরণ। 'একটা কবিতার শেষ পূরণ করেছি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শেষ-ফসল [স শেষ+আ ফসল] *বি* চূড়ান্ত ফল। 'সায়লের শেষ-ফসল পর্যন্ত তারা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শেষ-বসন [স] *বি* মুসলমানদের মৃতদেহ আচ্ছাদনের কাপড়। 'কোন্ প্রাণে মাবিয়া তোমার মৃতদেহে শেষ-বসন (কাফন) পরাইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শেষবেলাকার *বিণ* শেষ সময়ের। 'শেষবেলাকার পরিচয় বলে নিলেম স্বীকার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শেষভাগ *বি* সমাপ্তি অংশ। 'এই অধ্যায়েরই শেষভাগে উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শেষযুগ [স] *বি* শেষ জীবন। 'এমনকি তাঁর শেষযুগের কবিতাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আস্তিক্যচিহ্নিত।' *শিব*, ১৯৫০।

শেষ রক্ষা [স] *বি* সর্বশেষ ঝক্কি সামলাতে পারা। 'তুই না হলে যে শেষ রক্ষা হয় না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শেষরক্ষে *বি* শেষরক্ষা; শেষ পর্যন্ত উৎরে যাওয়া। 'শেষরক্ষে কিন্তু হবে না।' *তারা*, ১৯৪২।

শেষরাত্র [স শেষরাত্রি] *বি* রাতের শেষভাগ। 'আজ শেষরাত্রে নিয়ে গিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শেষ শয্যা [স] *বি* মৃত্যু শয্যা। 'শোয়ায়ে দিয়ো শেষ শয্যার পরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

শেষ সত্য [স] *বি* চূড়ান্ত বাস্তবতা। 'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।' *জীবন*, ১৯৪২।

শেষ সীমা [স] ১ *বি* অন্তিম কাল। 'তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা!' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* প্রান্তসীমা। 'আমাদের দোলের ঐ শেষসীমা পেন্ডুলমকে ঐখান থেকে ফিরতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

শেষ সীমায় তলানো *ক্রি* নিঃশেষ হওয়া। 'আমরা ... শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শেষাংশ [স] *বি* শেষ পর্ব; শেষপর্যায়। '১৮৩০ সালের শেষাংশে অনেক ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিলাষের পোষকতা করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

শেষাগত [স] *বিণ* সব শেষে আসা; সর্বশেষ। 'ইঙ্গলণ্ড হইতে শেষাগত সম্বাদের দ্বারা অবগত হওয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শেষামৃত [স] *বি* তলানির সুধারস। 'তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শেষার্ধ, শেষার্দ্ধ [স] *বি* শেষের অংশ। 'এই নিয়মের শেষার্দ্ধ সংস্থাপনপক্ষে ৩-৪টি বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শেষাশেষি [স শেষ>] *ক্রিবিণ* শেষ দিকে। 'ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্ণে ... সে আর আসিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শেষে *ক্রিবিণ* পরিশেষে। 'ভক্ষ শেষে সুগন্ধি ছিটএ বহুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শেষের খেয়া *বি* মৃত্যুর খেয়া। 'যেদিন আমি বিদায় নেব শেষের খেয়া বেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শেষের গান *বি* সবশেষে গাওয়া গান। 'তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চলে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শেষোক্ত [স] ১ *বিণ* শেষে উল্লিখিত। 'শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* শেষ উক্তি। 'শেষোক্তের সহিত পূর্ব্বোক্তের কোনও দেশেই সম্পূর্ণ মিল দেখা যায় না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শেহলা, শেহালা, শেহেলা *দ্র* **শেওলা**

শেহলী *দ্র* **শেফালি**

শেহা [ফা সিয়াহ্] *বি* দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব লেখার কাগজ। 'করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শৈক্ষিক [স] *বিণ* শিক্ষা-সংক্রান্ত। 'অর্থনৈতিক ও শৈক্ষিক আজাদীর আগমন ধ্বনি।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

শৈত্য [স] *বি* শীতলতা। 'শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দা ত্রিবিধ পবন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শৈত্যপ্রবাহ [স] *বি* হিমেল হাওয়া। 'দুঃসহ সেই শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে লাগল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

শৈত্যসংহত [স] *বিণ* বরফের আকার ধারণ করে এমন। 'জল শৈত্যসংহত হইয়া শিলাপট্টবৎ কঠিনতা ধারণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শৈত্যান্বেষী [স] *বিণ* ঠান্ডা আবহাওয়া অন্বেষী। 'শৈত্যান্বেষী ইংরেজগণ মারীতে তাদের স্বদেশের আবহাওয়ার সন্ধান পেল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শৈথিল্য [স] ১ *বি* আলস্য। 'ধনি লোকেরদের সাহায্যেরও শৈথিল্য নেই।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বি* অমনোযোগিতা। 'সকল উত্তম বিষয়ে শৈথিল্য আমাদিগের এদেশস্থ লোকের এক অসাধারণ গুণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ৩ *বি* সম্প্রসারণ। 'তাহারা তাহার শৈথিল্য ও সঙ্কোচ দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে জল মধ্যে উর্দ্ধ বা অধঃ সঞ্চরণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শৈথিল্যজনক [স] *ক্রিবিণ* অলসতার কারণে। 'উষ্ণতা শরীরের শৈথিল্যজনক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শৈব [স] *বি* শিবের ভক্ত বা উপাসক। 'একান্ত হইয়া সেবে/ শৈব শাক্ত বৈষ্ণব অবধি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শৈবধর্ম, শৈবধর্ম্ম [স] *বি* শিবের উপাসকদের ধর্ম। 'রুদ্রাক্ষবিভূষিত বিশাল শৈবধর্ম্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শৈব-বিবাহ [স] *বি* হিন্দু-বিবাহের ধরনবিশেষ বলে কথিত। 'শৈব-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহ? গোস্বামী-মত?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

শৈবসম্প্রদায় [স] *বি* শিবের অনুসারী ধর্মীয় গোষ্ঠী। 'শৈবসম্প্রদায়ও সামান্য প্রবল ও তদপেক্ষায় অল্প প্রাচীনও নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শৈবলিনী, শৈবলিনি [স] *বি* নদী। 'শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'মৃদু কলেবরে তুমি ওহে শৈবালিনি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শৈবাল [স] *বি* শেওলা; জলজ তৃণবিশেষ। 'পরম শোভাকর মনোহর পদ্মবনের সহিত দুর্গন্ধময় ঘনীভূত শৈবালরাশির এ প্রকার সংযোগ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শৈবালবিকীর্ণ [স] *বিণ* শ্যাওলাপূর্ণ। 'শৈবালবিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শৈবালবৃন্দ [স] *বি* জলজ তৃণাদি। 'বাঁধিলে শৈবালবৃন্দ সরের শরীর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শৈবালরাশি *বি* শেওলার দাম। 'পরম শোভাকর মনোহর পদ্মবনের সহিত দুর্গন্ধময় ঘনীভূত শৈবালরাশির এ প্রকার সংযোগ ছিল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শৈবাল-শয্যা [স] *বি* শেওলা দিয়ে তৈরি বিছানা। 'আমার শৈবাল-শয্যা স্বর্ণ-সিংহাসন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শৈবালাচ্ছন্ন [স] *বিণ* শৈবালে আচ্ছন্ন। 'শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ... ঝরিয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শৈবালিত [স] *বিণ* শেওলায় আচ্ছাদিত। 'ভাসে এক মজ্জমান স্নাতকের শৈবালিত দেহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শৈল [স] *বি* পর্বত। 'যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল শিলা লীলা/ বলভদ্র ভট্ট স্থানে সব লিখি নিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শৈলকুলায় [স] *বি* পর্বতের উপরে অবস্থিত নীড়। 'নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল পক্ষী যেমন স্বভাবতই ... শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

শৈলগৃহ [স] *বি* পাহাড়ের আবাস। 'ইছামতী ... সমারোহে চলে এসো শৈলগৃহ হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শৈলগুণ্ঠিত [স] *বিণ* পর্বতবেষ্টিত। 'কদাচ কোথাও শৈলগুণ্ঠিত, কদাচ কোথাও শস্যচিত্রিত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শৈলচূড়া [স] *বি* পাহাড়ের চূড়া। 'শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শৈলতট [স] *বি* পাহাড়ের উপরিভাগের সমতল। 'শৈলতটের পায়ের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শৈলতল [স] *বি* পাহাড়ের নিম্নদেশ। 'সুদূর শৈলতলে সন্ধ্যাছায়ার ছন্দ বাজে ঝরনাধারার জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শৈলদলন [স] *বি* পাথরকে দলিত করে যায় এমন। 'তব লৌহগলন শৈলদলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শৈলনগরী [স] *বি* পার্বত্যশহর। 'আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শৈলবিহার [স] *বি* পর্বত-ভ্রমণ। 'মাহিনাপত্র পেনশন ... শৈলবিহার প্রভৃতিতে অনেকটা গুখিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শৈলমালা [স] *বি* পাহাড়ের শ্রেণী। 'শৈলমালা তুলেছে নীল পাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শৈলমূল [স] *বি* পর্বতের পাদদেশ। 'নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীলশৈলমূলে সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শৈলরেখা [স] *বি* পর্বতশ্রেণী। 'অনতিস্পষ্ট সুদীর্ঘ নীল শৈলরেখা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শৈলশিখর [স] *বি* পর্বতের চূড়া। ' ... নিকটস্থ শৈলশিখরে বায়ুসেবন আশায় সজ্জিত বেশে বহির্গত হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শৈলশির [স] *বি* পর্বতচূড়া। 'দুর্গম শৈলশিরের স্তব্ধ তুষার নই তো আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শৈলশৃঙ্গ [স] *বি* পর্বত চূড়া। 'দেবদারু – শৈলশৃঙ্গ যথা উচ্চতর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শৈলশ্রেণী [স] *বি* পর্বতের সারি। 'নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শৈলসরোবর [স] *বি* পর্বতশ্রেণী। 'শৈলসরোবর সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শৈলসানু [স] *বি* পর্বতের উপরিস্থিত সমতলভূমি। 'নীল শৈলসানুলগ্ন ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'শৈলসানুতে মাঠের সর্বত্র ঝুপসি গাছের ডাল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

শৈলসুতা [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'উমা কাত্যায়নী গৌরী রণমধ্যে দিগম্বরী সর্বাণী শূলিনী শৈলসুতা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শৈলাকার [স] *বিণ* পর্বতপ্রমাণ। 'চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি শৈলাকার।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শৈলান্তবর্তী [স] *বিণ* পর্বতের মধ্যবর্তী। 'অন্ধকার শৈলান্তবর্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শৈলাবাস [স] *বি* শীতপ্রধান পাহাড়ী আবাসস্থল। 'মারী ... অন্যান্য বিখ্যাত শৈলাবাসগুলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শৈলারোহণ [স] *বি* পর্বতে আরোহণ। 'তাহার আকার-দর্শন ও বাক্য-শ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া শৈলারোহণে নিবৃত্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শৈলেশ্বর [স] *বি* (হিন্দুদেবতা) শিব। 'শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

শৈলী [স] *বি* শিল্পকর্ম নির্মাণের কৌশল। 'যত রকমের মূর্তি চান, গান্ধার-শৈলীর যত উদাহরণ চান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শৈল্পিক [স] *বিণ* শিল্পগত। 'শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমশ সে আপন শৈল্পিক আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শৈশব [স] *বি* ছেলেবেলা। 'ভল ভেল দম্পতি শৈশব গেল।' *বিদ্যাপতি* ১৪৬০; 'শৈশব শয়ন রঙ্গ করিল শকটভঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শৈশব-উচ্ছ্বাস [স] *বি* শৈশবের চঞ্চলতা। 'আকাশের মহাক্ষেত্রে শৈশব-উচ্ছ্বাস বেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শৈশবকাল [স] *বি* শিশুকাল। 'শৈশবকাল হইতে জীবনের কত দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে, কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রালোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শৈশবকালীন [স] *বিণ* বাল্যকালের। 'তাঁহার শৈশবকালীন করুণা ও বদান্যতা ছিল প্রবাদতুল্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শৈশবকুঁড়ি [স শৈশবকলি] *বি* অপূর্ণ ফুলের মুকুল। 'শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির/ করি যৌবনমধু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈশবক্রন্দন [স] *বি* আদিম কান্না। 'সপ্তরথী শোনে নাকো পৃথিবীর শৈশবক্রন্দন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শৈশবখেলা [স শৈশব+খেলা] *ক্রি* ছেলেবেলার খেলাধুলা। 'বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শৈশব-চাঞ্চল্য [স] *বি* শিশুসুলভ চঞ্চলতা। 'শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শৈশবতারল্য [স] *বি* চটুলতা। 'তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শৈশবতারল্য।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শৈশবপ্রীতি [স] *বি* শিশুকালের ভালোবাসা। 'শৈশবপ্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শৈশববিধবা [স] *বি স্ত্রী* বাল্যকালেই বিধবা হয়েছে যে। 'কুসুম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শৈশবমহত্ত্ব [স] *বি* বাল্যকালের মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত। 'শুনাব বাল্যের কথা; শৈশবমহত্ত্ব তব শিশু-হৃদয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শৈশব-সাথী *বিণ* শিশুকালের সঙ্গী। 'আপনি আমার সেই ভুলে যাওয়া দিনের শৈশব-সাথী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শৈশব-স্বপ্ন [স] *বি* শৈশবের স্বপ্ন। 'শৈশব-স্বপ্নের সেই নিশ্চিন্দিপুর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শৈশবাবস্থা [স] *বি* প্রাথমিক অবস্থা। 'বর্ণবিভাগ-প্রণালীর শৈশবাবস্থায় কর্মগত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শৈশবাভ্যস্ত [স] *বি* বাল্যকাল থেকে অভ্যস্ত। 'যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শো [ই] *বি* সিনেমার প্রদর্শনী। 'প্রথম শোতে গিয়ে আর লাভ নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

শোঁও [ধ্বন্যা] *বি* তীব্র বায়ুপ্রবাহের ধ্বনি। 'গদা ঘোরে বোঁও বনবন শোঁও শনশন।' *নজরুল*, ১৯২২।

শোঁয় শোঁয় [ধ্বন্যা] *বি* ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ। 'তালের পাতারা কাঁদিয়া উঠিল শোঁয় শোঁয় করা শ্বাসে।' *জসীম*, ১৯৩১।

শোঁ-শোঁ [ধ্বন্যা] *বি* ঝোড়ো বাতাসের শব্দ। 'দূর হতে অস্পষ্ট শোঁ-শোঁ আওয়াজ আসছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

শোঁকা *ক্রি* গন্ধ নেওয়া। 'হাত শোঁক এখনও খেরেস্তানের গন্ধ পাবি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শোক [স] **১** *বি* হারানোর দুঃখ। 'পাছে পাইবেঁ বিরহ শোকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মৃত্যুহেতু দুঃখ। 'মাতা-পুত্র দোঁহার বাড়িল বড় শোক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বশ নহে নিজ লোক এই হেতু পাইল শোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* মনস্তাপ। 'এহি শোকে দহে প্রাণ শুন কহি দেবী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* বিষাদ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমরা চতুঃপার্শ্ববর্তী লোকদিগের রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি যাবতীয় ক্লেশ প্রত্যক্ষ করি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শোককাতর [স] *বিণ* শোকার্ত। 'শোককাতর আকুল কেন আজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শোকগীতি [স] *বি* শোকপ্রকাশক গান। 'গাস নে অকালে মর্সিয়া শোকগীতি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শোকচিহ্ন [স] *বি* শোকের নিদর্শন। 'সবাই শোকচিহ্ন স্বরূপ বাম বাহুতে ছাতার কাপড়ের টুকরা জড়াইয়া বাঁধিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৪০।

শোক-ছলছল *বিণ* দুঃখপূর্ণ। 'শোক-ছলছল ধরায়।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শোকজ্বালা [স] *বি* শোকের যন্ত্রণা। 'ডুবে গেলো সব শোক-জ্বালা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শোকতপ্ত [স] *বিণ* শোকে কাতর। 'যাও ফিরে তব পুত্র-কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শোকতাপ [স] *বি* শোকের দাহ। 'যবে দুখদিনে শোকতাপ আসে প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শোকতাপহরা [স] *বিণ* শোক ও অশান্তি হরণকারী। 'কোথায় সে তাকিয়া শোকতাপহরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শোকদহন [স] *বি* শোকের আগুন। 'দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

শোকদাহ [স] *বি* শোকের জ্বালা। 'নাহি তাহে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শোকদুঃখ [স] *বি* শোক ও মনস্তাপ। 'আমরা তাঁহার শোকদুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ …।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শোকপরিতাপ [স] *বি* শোক ও মনস্তাপ। 'না থাকে শোকপরিতাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শোকবস্ত্র [স] *বি* শোকের মুহূর্তে পরিধেয় জামাকাপড়। 'শোকবস্ত্রও সুশ্রী দেখিতে হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শোক-বাদল *বি* শোকরূপ বৃষ্টি। 'উদিল চিত্তে রাঙা রামধনু, টুটিল শোক-বাদল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শোকবার্তা [স] *বি* দুঃখ ও সমবেদনাজ্ঞাপক বাণী। 'শোকবিহ্বলা রানিকে তাঁদের শোকবার্তা জানালেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শোকবিহ্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* শোকাভিভূত। 'শোকবিহ্বলা রানিকে তাঁদের শোকবার্তা জানালেন।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

শোক মাতম [স শোক+বাদল] *বি* শোকোদ্‌যাপন। 'গুণীলোকের শোক মাতম করিতে না পারিয়া গোনাহগার হইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

শোকযজ্ঞ [স] *বি* দুঃখরূপ যজ্ঞ। 'উঠেছে আমার শোকযজ্ঞহুতাশনে/ নবীন নির্মল মূর্তি …।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শোকযাত্রা [স] *বি* শোক-মিছিল। 'কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শোকরহিত [স] *বিণ* শোকবর্জিত। 'রাজা পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী প্রভৃতির নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যেতে শোকরহিত …।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শোকশঙ্খ [স] *বি* করুণ সুরের শঙ্খ। 'যার মৃত্যুতে দরিদ্রসমাজে শোকশঙ্খ নিনাদিত হয়।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

শোকশেল [স শোক+শেল] *বি* শোকরূপ শেল। 'কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি, এ বিষম শোকশেল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শোকসংগীত [স] *বি* শোকের বিলাপ। 'দুই-চারিটা নতুন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শোকসংবাদ [স] *বি* দুঃখের খবর। 'পূর্বতন শোকসংবাদ নবীভূত হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোকসন্তপ্ত [স] *বিণ* শোকে কাতর। 'শোকসন্তপ্ত ... ব্যক্তিরও অধরযুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শোক-সন্তাপ [স] *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'শোক-সন্তাপ যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহা হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শোকসভা [স] *বি* শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভা। 'শোকসভায় গুরুদেব আচার্যরূপে যা বলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শোকসাগর [স] *বি* শোকরূপ সাগর। 'শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শোক-সাল [স শোকশাল] *বি* তীব্র যন্ত্রণাদায়ক শোক। 'হৃদয়ে রহিল মোর বড় শোক-সাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোকসিন্ধু [স] *বি* শোকরূপ সাগর। 'শোকসিন্ধু দুইজনে তরিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শোকসুন্দর [স] *বিণ* শোকরূপ সুন্দর। 'এই আমার শোকসুন্দর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শোকসূচক [স] *বিণ* দুঃখপ্রকাশক। 'শোকসূচক বাদ্য করিতে২ চলিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শোকস্থান [স] *বি* দুঃখের স্থান। 'শোক স্থান সহস্র ভয় স্থান।' *রামরাম*, ১৮০২।

শোকস্মৃতি [স] *বি* দুঃখের স্মৃতি। 'শোকস্মৃতির প্রবলতা সত্যই তো কমে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শোকহর [স] *বিণ* দুঃখ হরণকারী। 'শোকহর প্রেমকর প্রিয় অতিশয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শোকহর্ষাদিজনিত [স] *বিণ* সুখদুঃখ ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত। 'তাঁহার মুখে শোকহর্ষাদিজনিত নানাপ্রকার ভাব দেখা যাইতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শোকাকুল [স] *বিণ* শোকে আকুল। 'শোকাকুল সদাগর চলে রাত্রিদিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোকাকুলা [স] *বিণ স্ত্রী* শোকে কাতর। 'রায়ের গৃহিণী ... বিপদ সাগরে মগ্না খিদ্যমানা রোদনপরা শোকাকুলা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শোকাকুলি [স শোকাকুলী] *বিণ* দুঃখে আকুল। 'কান্দিতে লাগিল নটী হয়্যা শোকাকুলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শোকাকুলী [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখে কাতর। 'শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শোকাক্রান্ত [স] *বিণ* শোক ভোগ করছে এমন। 'আমি নিতান্ত শোকাক্রান্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শোকাগ্নি [স] *বি* শোকরূপ আগুন। 'নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শোকাচ্ছন্ন [স] *বিণ* শোকে আচ্ছন্ন। 'তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে শোকাচ্ছন্ন বিষণ্ণজনেরও অন্তঃকরণ একবার প্রফুল্ল হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শোকাতুর [স] *বিণ* শোকে কাতর। 'শোকাতুর মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শোকাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* শোকে কাতর। 'শোকাতুরা অবলাগণের কাতর নিনাদ সপ্ততল আকাশ ভেদ করিতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শোকানল [স] *বি* শোকরূপ আগুন। 'এই জ্ঞানে সবাই আছেন শোকানলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শোকানলদগ্ধ [স] *বিণ* প্রচণ্ড শোকে কাতর; শোকের আগুনে দগ্ধ। 'শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে/ অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শোকান্তর [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) শোকযুক্ত। 'রাবণ হরিল সীতা শোকান্তর রাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শোকান্ধ [স] *বি* শোকে অন্ধ। 'ঐ অভাগিনীর ভবিষ্যৎ যন্ত্রণা চিন্তা করিলে কাহার অন্তঃকরণ শোকান্ধ না হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শোকান্বিত [স] *বিণ* শোকগ্রস্ত। 'ধাররাজ জামাতার বিচ্ছেদে শোকান্বিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শোকাপনোদন [স] *বি* শোক নিবারণ। 'পাত্র মন্ত্রীরা নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য কহিয়া রাজার শোকাপনোদন করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শোকাবহ [স] *বিণ* দুঃখপূর্ণ। 'স্ত্রীসঙ্গের অভাবই চারুর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শোকাবৃত [স] *বিণ* শোকাচ্ছন্ন। 'বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতে২ ভূমিতলে পতন হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

শোকাভিভূত [স] *বিণ* শোকে বিহ্বল। 'তাঁহারা সকলেই তাঁহার দেহাত্যয়বার্তাশ্রবণে শোকাভিভূত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শোকাভিভূতা [স] *বিণ স্ত্রী* শোকে বিহ্বল। 'আমার মাকে শোকাভিভূতা ভাবলেই ...।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

শোকার্ণব [স] *বি* শোকের সাগর। 'ধাররাজ ... একবার শোকার্ণবে ও একবার ভয়ার্ণবে মুহুর্মুহু মজ্জমানমনা হইয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শোকার্ত [স] *বিণ* শোকে কাতর। 'শোকার্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

শোকাশ্রু [স] *বি* শোকের অশ্রু। 'উহার নয়ন হইতে অনবরত শোকাশ্রু বিনির্গত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শোকিত [স শোক>] *বি* শোকার্ত। 'ইনি হরিষ মনে আমার সহিত আলাপ করেন না এই পর্য্যন্ত শোকিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

শোকিনী [স] *বিণ স্ত্রী* শোকাকুল। 'শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শোকে অন্ধ হওয়া *ক্রি* কষ্টে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া। 'বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শোকোচ্ছ্বাস [স] *বি* শোকের উচ্ছ্বাস। 'নারীগণের শোকোচ্ছ্বাসে ভাসিতেছে না।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২।

শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ [স] *বিণ* শোকাবেগে পরিপূর্ণ। 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ নামক শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ অপূর্ব গদ্যকাব্যে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শোকোজ্জ্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* শোকে উজ্জ্বল হয়েছে এমন। 'শোকোজ্জ্বলা মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শোকোত্তীর্ণ [স] *বিণ* শোক-অতিক্রান্ত। 'দুঃখের ঘরকে করো শোকোত্তীর্ণ প্রাণের বাগান।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

শোকোপশম [স] *বি* শোক নিবারণ। 'শোকোপশমের উপায় ছিল – আত্মপ্রসাদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

AMARBOI.COM

শোকর [আ] *বি* কৃতজ্ঞতা। 'তার সবর ও শোকর ভিন্ন নান্যগতি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শোকরগুজারি, শোকরগোজারি, শোকারগোজারী [আ শুক্‌র+ফা গুজরান্>] *বি* কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। 'আল্লাহতালার দরবারে শোকর গুজারি করিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'শোকর-গোজারি ছাড়া আর কোন কাজ যদি না থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৫; 'শোকার-গোজারী করে তারপর দরবারে খোদার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শোকরানা [আ শুক্‌র] *বিণ* সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এমন। 'শোকরানা নমাজ পড়িয়া বাহরাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শোকরিয়া [আ] *বি* কৃতজ্ঞতা। 'লাখো শোকরিয়া আল্লাহতালার দরবারে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শো-কেশ, শোকেস [ই] *বি* বিভিন্ন দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য কাচ লাগানো তাকযুক্ত আলমারিবিশেষ। 'ঐ তো রয়েছে শো-কেশে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'শোকেসে থরে থরে বই সাজানো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

শোগা [স শিঞ্জ>] *ক্রি* শোকা। 'শুগিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শোগী [স শোক>] *বিণ* শোকার্ত। 'তবু কর্ণ অনুরাগী, না হইল শোগী।' *লালন*, ১৮৯০।

শোচন [স] ১ *বি* অনুশোচনা। 'আগে না ভাবিলে হএ গতান্ত শোচন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* শোক। 'ভুলায়ে দাও গো শোচন রোদন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

শোচনা [স] *বি* অনুতাপ। 'ক্রোধের পরিণাম শোচনা।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'শোচনা প্রেমিক মন ঘেরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শোচনানল [স] *বি* শোচনারূপ আগুন। 'বাকি আছে শুধু বিষম দহন গহন শোচনানলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

শোচনীয় [স] ১ *বিণ* শোকের যোগ্য; দুঃখজনক। 'তোমার শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া আনন্দভূমি বিষাদক্ষেত্রে পরিণত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* বিপর্যস্ত। 'চিন্তা করিতে বিশেষ সুখী যে জমিদারগণের অবস্থা এরূপ শোচনীয় নহে।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ* অসঙ্গত। 'শোচনীয় রক্ষণশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন।' *বেগম*, ১৯৫০।

শোচনীয়তা [স] *বি* অবাঞ্ছনীয়তা; শোকযোগ্যতা। 'ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিন্তা করিব না?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শোচনীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* শোচনীয়; করুণ। 'স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শোচ্য [স] *বিণ* শোকের যোগ্য। 'সব মিথ্যা সেই পাপী শোচ্য সবাকার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শোজা [স সহজ] *বি* সোজা। 'শোজা রাস্তা করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

শোটা [হি] *বি* দণ্ড। 'তদঙ্গীভূত আশা শোটা প্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শোড় [স ষোড়শ] *বিণ* (হিন্দু আচার) ষোড়শ। 'শোড় উপচার দিআ পূজিল পার্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোণ[1] [স] ১ *বি* ফুলবিশেষ। 'কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্বজয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* শণগাছ। 'বাণিজ্যোপযোগি দ্রব্য প্রস্তুত হস্তিদন্ত পাট শোণ, তামাকু এবং নারিকেল তৈল প্রভৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৩ *বি* লাল রঙ। 'শোণ আর আবির দেওয়া হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শোণের দড়ি *বি* শণের আঁশ দ্বারা তৈরি রশি। 'দায়দাররা যে তার চারটি পা মোটা মোটা শোণের দড়ি দিয়ে আটেঘাটে বেঁধে ফেলেছে।' *প্রমথ*, ১৯২২।

শোণ[2] *বি* নদীবিশেষ। 'ওগো শোণ! স্বর্ণবাহু!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শোণা [স শোণ>] *বি* ফুলগাছবিশেষ। 'রামশর কাটিল সোঁদালি আর শোণা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শোণিত [স] *বি* রক্ত। 'বাহিরাএ শোণিতের ধার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোণিতধারা [স] *বি* রক্তধারা। 'প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের শোণিতধারায়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শোণিতনিবাসী [স] *বিণ* রক্তের মধ্যে বসবাসকারী। 'শোণিতনিবাসী জীবের জনকতাশক্তি অতি ভয়ানক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শোণিতপাত [স] *বি* রক্তপাত; রক্তক্ষরণ। 'মুখ ফিরাতেন দেবী করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শোণিতপায়ী [স] *বিণ* রক্তপান করে এমন। 'জমিদারদিগের শোণিতপায়ী ব্যাঘ্র বলিয়া নিন্দা করেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

শোণিত-প্রবাহ [স] *বি* রক্তের ধারা। 'নরকণ্ঠ-নিঃসৃত শোণিত-প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করণার্থ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শোণিত-বিন্দু [স] *বি* রক্তের বিন্দু। 'দেহের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু তাঁহার নিরুপম স্নেহ পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শোণিত-রাঙা [স শোণিত+রাঙা] *বিণ* রক্তের মতো লাল। 'একটি শুধু শোণিত-রাঙা বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শোণিতলিপ্ত [স] *বিণ* রক্তমাখা। 'সেই শোণিতলিপ্ত খড়্গ লইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শোণিতস্রাব [স] *বি* রক্ত ক্ষরণ। 'হস্তের শিরাবন্ধন করিয়া, শোণিতস্রাব স্থগিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শোণিতস্রোত [স] *বি* রক্তের স্রোত। 'ছুটাও শোণিতস্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শোণিতাক্ত [স] *বিণ* রক্তাক্ত। 'তাঁহাদের ক্ষতবিক্ষত শোণিতাক্ত প্রতিমূর্ত্তি সকল আমার হৃদয় ব্যাকুল করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শোণিতাঞ্জলি [স] *বি* লালিমার অঞ্জলি। 'নিভে গেল কত সন্ধ্যার শোণিতাঞ্জলিতে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

শোণিতার্দ্র [স] *বিণ* রক্তে ভেজা। 'ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী শোণিতার্দ্র!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শোণিম [স] *বিণ* লাল। 'রক্তশোণিম কুণ্ঠিত ভ্রূণ/ সৃজনী পীযূষপায়ী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শোণিমা [স] *বি* লাল আভা। 'শিথিল বসনার ফুল্ল কপোলে লাজ-শোণিমা বিদীর্ণপ্রায় দাড়িম্বের মতো ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

শোথ [স] ১ *বি* ফোলা রোগ। 'শাক অতি মুখপ্রিয় দন্তশোথ হরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* স্ফীত ও ঘন। 'চিত্রার্পিত মুকুরের তলে দিগন্তের যুগ্মগিরি শোথসান্দ্র পীবরতা পায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শোথাতুর [স] *বিণ* স্ফীতিরোগে অসুস্থ। 'অতিপুষ্টির অতিসাররোগে বর্ণহীন, স্বর্ণলঙ্কা শোথাতুর, সব ধূমলকায়।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

শোধ [স] ১ *বি* পরিশোধ। 'কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দাদন শোধ হইলে আর করিমু না।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* প্রতিশোধ। 'হইত পুরুষ করিতু পৌরুষ পিড়াঘাতে দিতু শোধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ বি* শেষ। 'বেলা বেশি নাই, দিন হল শোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোধবোধ *বি* পরিশোধ; পাওনা পরিশোধ। 'অতএব শোধবোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শোধরানো *ক্রি* সংশোধন হওয়া। 'সরকারি কালি-কলমকে গালি পাড়িও; তাহা হইলেই শোধরাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শোধন [স] **১** *বি* পরিষ্কার। 'মাজ্জনী লঞা করিল শোধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সংশোধন। 'জানি বা না জানি করি আপনা শোধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যে২ শোধন হইয়াছে তাহাসকল এ পুস্তকে লিখিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৩** *বি* স্বাদ বদল। 'কর্পূরতাম্বুল কইল মুখের শোধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* পূরণ। 'লোকসান শোধন হইবার অনেক উপায় আছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

শোধনবাদ [স] *বি* সংশোধনবাদ। 'কম্বল সম্বল ক'রে শোধনবাদের ছিদ্র খুঁজি।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

শোধনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সংশোধনের জন্য। 'কার্য্য শোধনার্থ গবর্ণমেন্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শোধা[1] [স শুধ্>] *ক্রি* শোধ করা। **শোধম** *ক্রি* শোধ করব। 'তান দানে সু সমে শোধম রাজ কর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শোধা[2] *ক্রি* শোধন করা। **শোধিল** *ক্রি* পরিষ্কার করলাম; শোধন করলাম। 'কালী দলিল আক্ষে শলিল শোধিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোধা[3] *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'শুধে মধু শূন্য কুঞ্জে কি কাজ রমণি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শোনপাপড়ি *বি* চিনির হাওয়াই মিঠাই। 'মিঠে শোন-পাপড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'জিবেগজা শোনপাপড়ি যা-হোক একটা কিছু।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শোনা *দ্র* শুনা

শোনাশুনি *বি* শোনা কথা। 'এসব আমার চক্ষে দেখা, নয়কো এসব শোনাশুনি।' *অন্নদা*, ১৯৪৪।

শোনাশোন *ক্রিবিণ* মুখে মুখে। 'শোনাশোন এই কথা এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে রটিয়া গেল।' *জসীম*, ১৯৬০।

শোফা [ই] *বি* গদি-আঁটা আরামদায়ক বসার আসন; সোফা। 'শোফাতে, মেঝেতে, কৌচে, চেয়ারে সর্বত্র ছবি ছড়ানো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শোভমান [স] **১** *বিণ* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'বুদ্ধিবিদ্যা সঙ্গে হয় অধিক শোভমান।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* সুন্দররূপে বিরাজমান। 'আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভমান হয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। **৩** *বিণ* শোভা পাচ্ছে এমন। 'রত্নসম কাব্য শত শত গ্রন্থের ভাণ্ডারে শোভমান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

শোভমানা [স] *বিণ স্ত্রী* বিরাজমান। 'গৃহিণী ব্যজনহস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শোভন [স] **১** *বিণ* সুন্দর। 'শোভন কলসী করে ধরিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সৌন্দর্য। 'চৌআড়ি মন্দির অতি বিবিধ শোভন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* সাজানো। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বি* শিষ্টতা। 'তৃতীয় ব্যক্তির সেখান থেকে সরে পড়াই শোভন এবং রীতি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শোভনতম [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'শোভনতম জ্ঞানরত্ন দ্বারা তাহার চিত্তকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শোভনতা [স] *বি* সৌন্দর্য; শিষ্টতা। 'শোভনতাটুকু রক্ষা না করিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শোভনতাবোধ [স] *বি* সৌন্দর্যচেতনা। 'ধর্ম্মবোধ নীতিবোধ শালীনতাবোধ শোভনতাবোধ কোন বাঁধনের মধ্যেই তিনি ধরা দিতেছেন না।' *সবুজ*, ১৯২১।

শোভনীয় [স] **১** *বিণ* সুন্দর। 'আমরা আপন শোভনীয় বস্তুকে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* মানানসই। 'গা ধোওয়া, স্নান করা, পুকুরের ঘাটে ... পরস্পর গল্প করা, এ-সমস্ত মেয়েদের পক্ষে কেমন শোভনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শোভনোদ্যান [স] *বি* ফল ফুল ও নানা জাতের গাছ সংবলিত বাগান। 'মধ্যে মধ্যে তরুলতাদি বিবিধ জাতীয় উদ্ভিদ সমাচ্ছাদিত শোভনোদ্যান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শোভা[1] [স শুভ্>] *ক্রি* শোভা পাওয়া; সৌন্দর্য বিস্তার করা। **শোভএ** **১** *ক্রি* শোভা পাচ্ছে। 'আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* শোভা ধারণ করে। 'ভ্রমর সঙ্গম পাইলেঁ শোভএ যেহ্ন বিকসিত মাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শোভয়** *ক্রি* শোভা পায়। 'তবে সে শোভয় বৃন্দাবনেরে গমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **শোভয়ে** *ক্রি* শোভা পায়। 'কোকিলকেশের অন্ত শোভয়ে মদন-কুন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শোভসি** *ক্রি* শোভা পাচ্ছে। 'কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শোভিছে** *ক্রি* শোভা পাচ্ছে। 'শোভিছে তোর কুণ্ডলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শোভিল** *ক্রি* সৌন্দর্য বিস্তার করলো। 'কত দূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল, রজদ্বীপ নীলজল।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **শোভে** *ক্রি* শোভা পায়। 'কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোভা[2] [স] **১** *বি* সৌন্দর্য। 'মুখকমল আতি শোভা করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* আলোকিত। 'কিবা চন্দ্র শোভা করে কিবা দিনমনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* দীপ্তি। 'বজ্রের প্রভাব জিনি পালকের শোভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোভ *বি* শোভা। 'যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোভক [স] *বিণ* শোভাশীল। 'নানা আভরণগণে শোভক এ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোভাকর [স] *বিণ* শোভাবর্ধনকারী। 'বঙ্গদেশ মনোহর তার মধ্যে শোভাকর নগর ফতেয়াবাদ নাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'নবীর নন্দন নবী অতি শোভাকর।' *সুলতান*, ১৭০০।

শোভা করা *ক্রি* সজ্জিত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শোভাদার [স শোভা+ফা দার] *বিণ* শোভা পাচ্ছে এমন। 'নবীর কনের কণ্ঠে মাতাগো এটি নহে শোভাদার।' *জসীম*, ১৯৫১।

শোভানুভাবকতা [স] *বি* শোভা দেখার আকাঙ্ক্ষা। 'আশা, শোভানুভাবকতা ও অধ্যবসায় এই তিন বৃত্তিকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শোভান্তরী [স] *বি* বাহবা। 'নতুন সুর শুনে সকলেই বড় খুশি হয়ে ... শোভান্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শোভান্বিত [স] **১** *বিণ* শোভাবর্ধনকারী। 'সে স্থান অতি শোভান্বিত।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* শোভাপূর্ণ। 'শোভান্বিত ফুলওয়ারি।' *রামরাম*, ১৮০১।

শোভাপ্রিয় [স] *বিণ* সৌন্দর্যপ্রিয়। 'নৈসর্গিক-শোভাপ্রিয় সহৃদয় মহাশয়েরা ... হৃদয়-পদ্ম বিকশিত করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শোভাবর্ধন, শোভাবর্দ্ধন [স] *বি* সৌন্দর্য বৃদ্ধি। 'নানাবিধ প্রকার টেক্সের দ্বারা যে টাকা উৎপন্ন হইবেক তাহার অধিকাংশই নগরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোভাবৰ্দ্ধন কার্য্যে ব্যয় করিবেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮।

শোভাবর্ধনমূলক, শোভাবৰ্দ্ধনমূলক [স] *বিণ* সৌন্দর্য বাড়ায় এমন। 'কৃষি ফাইনান্স করপোরেশন শোভাবৰ্দ্ধনমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে বাধ্য।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

শোভাবর্ধনশালী, শোভাবৰ্দ্ধনশালী [স] *বিণ* সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এমন। 'মনুষ্যেরা ... শোভাবৰ্দ্ধনশালী উপভোগ্য বস্তু উৎপন্ন করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শোভাবিশিষ্ট [স] *বিণ* শোভাময়। 'পুষ্প স্তবক মঞ্জরীভারেতে পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শোভাময় [স] *বিণ* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'ঝাড়ফানুসে মসজিদের অন্দর ও বারান্দা আলোকময় এবং শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শোভাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্যপূর্ণ। 'শোভাময়ী ধরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শোভাযাত্রা [স] *বি* মিছিল। 'শোভাযাত্রার দুর্মদ অগ্রযাত্রী আমাদের যে কিশোর আর তরুণের দল।' *নজরুল*, ১৯২২।

শোভাযুক্ত [স] *বিণ* শোভিত। 'আকাশ শুভ্রবর্ণ করিয়া শোভাযুক্ত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

শোভাযুত [স] *বিণ* শোভাযুক্ত। 'আদি শোভাযুত আতরদান গোলাপপাশ ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শোভাশূন্য [স] *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'পুত্রবধূ ব্যতীত স্বীয় গৃহের শোভাশূন্য দেখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শোভাসম্পদ [স] *বি* শোভারূপ সম্পদ। 'স্বর্গোদ্যানস্বরূপ এই অতুলশোভাসম্পদ স্থানের সর্বত্রই অতীব মনোহর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শোভাসম্পন্ন [স] *বিণ* সৌন্দর্যপূর্ণ। 'দেবতাগণ বাহ্যিক পরিচ্ছদে অপূৰ্ব্ব শোভাসম্পন্ন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

শোভাহীন [স] *বিণ* সৌন্দর্য নেই এমন। 'নানা প্রকার শোভাহীন গাছপালা রহিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শোভিকা [স] *বিণ* সুন্দরী। 'আমি গো শোভিকা নগর-শোভা ... হাজার হাজার হৃদয়লোভা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শোভিত [স] **১** *বিণ* ভূষিত। 'চন্দনতিলকে আতি শোভিত কপালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* শোভা পাচ্ছে এমন। 'মালায়ে পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ শোভিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শোভিতা [স] *বিণ স্ত্রী* শোভাময়। 'খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শোভিনি [স শোভিনী] *বিণ* শোভা দান করে এমন। 'পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

শোভাঞ্জন [স] *বি* সজনে গাছ। 'মৌল – মধুদ্রুম, শোভাঞ্জন জটাধর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শোভাঞ্জনি [স শোভাঞ্জন] *বি* সজনে গাছ ও তার ফুল। 'সিদ্ধ হইলে শেষে দিবে শোভাঞ্জনি ফুল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শোমবার [স সোম+ফা বার] *বি* সোমবার। 'তারিখ ৭ মাই মতাবকে ২৮ বৈসাখ রোজ শোমবার।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

শোয়া[১] [স শী>] **১** *ক্রি* শয়ন করা। 'পল্লবশয্যায় রামা শোএ তরুতল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* বিশ্রাম করা। 'কেহ শুয়েছিল কেহ পাকাইতে খানা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *ক্রি* পড়া। 'তারি উপর চাঁদের আলো শুয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **শোআই** *ক্রি* শুইয়ে। 'সুবর্ণ খাটের পরে রাখিল শোআই।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **শোএ** *ক্রি* শোয়। 'পল্লবশয্যায় রামা শোএ তরুতল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শোও** *ক্রি* শুয়ে পড়ো। 'তুমি একটু শোও।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **শুয়েছিল** *ক্রি* বিশ্রাম করছিলো। 'কেহ শুয়েছিল কেহ পাকাইতে খানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শোয়া[২] [স শী>] *বি* শয্যাগ্রহণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শোয়া কুঠুরি *বি* শোয়ার ঘর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শোয়াবসা *বি* বসবাস। 'এক সঙ্গে শোয়াবসা করি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

শোয়ার [ফা সওয়ার] *বি* অশ্বারোহী। 'মগধি শোয়ার যারা, বিষম কাটোয়া তারা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শোয়ারী *বি* পালকি। 'কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম শোয়ারীতে।' *জসীম*, ১৯৩১।

শোয়াস [স শ্বাস] *বি* নিশ্বাস। 'পাখাতে লাগিল অগ্নি সর্পের শোয়াস।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শোর[১] [ফা] *বি* চিৎকার। 'ছাড় শোর হৈলে ভোর ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

শোর ওঠা *ক্রি* শোরগোল ওঠা। 'আজ শোর ওঠে জোর 'খুন দে।' *নজরুল*, ১৯২২।

শোর করা *ক্রি* চেঁচামিচি করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শোরগোল *বি* হইচই। 'বন্ধুদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

শোরসরাবৎ [ফা শোর+আ শুহ্‌রত] *বি* হাঁকডাক। 'এত শোরসরাবৎ লোকলস্করের দরকার কী?।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শোর[২] [স শূকর] *বি* শূকর। 'নির্ভীক রামমোহন বলিল ... যদি এক কোপে না কাটিস তোরা শোর খাবি।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

শোরখেকো [স শূকর>] *বি* শূকরখেকো। 'তোমার বাপ পিতামহের নাম নেড়ে পাড়ার দুই এক বেটা শোরখেকো জানতে পারে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শোরা, সোরা [ফা শোরহ্] *বি* বারুদ তৈরিতে ব্যবহৃত লবণ জাতীয় পদার্থ। 'শোরা ওজন ৭৬ সিক্কা ...।' *বোগল*, ১৭৭৩; 'সোরা।' *বোগল*, ১৭৮০।

শো-রুম [ই] *বি* প্রদর্শনকক্ষ। 'আমাদের শোরুমে যদি দয়া করে একবারটি পায়ের ধুলো দেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

শোল, শোলমাছ [স শকুল] *বি* এক প্রজাতির মাছ। 'কই, মাগুর, শোল মাছ প্রচুর পাওয়া যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'একটি তাজা শোলমাছ আনিয়া দিবে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

শোলক [স শ্লোক] *বি* কবিতা; পদ। 'চারিধার ঘিরি ছেলেরা মেয়েরা শোলক পড়িছে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শোলোক [স শ্লোক] *বি* শ্লোক। 'এই শোলোকে তিনি হৃদয়ে থাকিয়া যাহা লওয়াএন তাহা হএ করি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শোলবান *বি* সোনার প্রকারভেদ। 'শোলবান সোনা জিনি চরণের আভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোলা [প্রা সলাহব] *বি* হালকা ও নরম কাঠবিশিষ্ট জলজ উদ্ভিদবিশেষ। 'শোলার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোলুপ [ই] *বি* বড়ো নৌকা; পাল-তোলা জাহাজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোলে [আ সুলহ্] *বি* শান্তি; মীমাংসা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

শোলাই *বি* মীমাংসা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

শোলো [পা সোলস] *বিণ* ষোলো সংখ্যক। 'শোলো উপচারে ছাগ মেষ মহিষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শো শো [ধ্বন্যা] *বি* পাখির ঝাঁক উড়ে যাওয়ার শব্দ। 'একপাল বক শো শো করে উড়ে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

শোষ [স শুষ্>] *বি* তৃষ্ণা। 'আর শোষত পাণি নাহিঁ পীওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোষণ[1] [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদনদেবের বাণবিশেষ। 'মদন মাদন শোষণ যথা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

শোষন [স শোষণ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদনদেবের বাণবিশেষ। 'স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোষণ[2] [স] ১ *বি* পান করা। 'এই এই রক্তধারা করিয়া শোষণ রয়ে যাও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ২ *বি* ভোগ করা। 'আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শোষণ[3] [স *বি* নির্বিচার ভোগদখল; নিপীড়ন। 'সমস্ত ধন-সম্পত্তি শোষণ করিয়া লইয়া অগ্নি লাগাইয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শোষণকারী *বি* শোষক; নিপীড়নকারী। 'ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শোষণমুক্ত [স] *বিণ* শোষণহীন। 'নারীসমাজকে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

শোষণমুক্তি [স] *বি* শোষণহীনতা। 'সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

শোষণমূলক [স] *বিণ* শোষণ করে নিচ্ছে এমন। 'শোষণমূলক বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্য প্রথার কিছু অংশ ছাটিয়া না ফেলিলে সমস্যার সমাধান অসম্ভব।' *আজাদ*, ১৯৪২।

শোষণযন্ত্র [স] *বি* শোষণ বা নিপীড়নের হাতিয়ার। 'শাসনযন্ত্র ও শোষণযন্ত্র হইতে হাত সরাইয়া লওয়া হইত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শোষণহীন [স] *বি* নিপীড়নমুক্ত। '... শোষণহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিতে।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

শোষণহীন [স] *বিণ* নিপীড়নহীন। 'বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজগঠনের কাজে ছেলেদের ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

শোষা [স শুষ্>] ১ *ক্রি* তৃষ্ণার্ত হওয়া। 'ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ/ রাধা শোষে পাণী নাহিঁ পীওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* নীরস হওয়া। 'বৃথা অকুমার ধর্মে শরীর শোষয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* শুষে নেওয়া। 'দিনে দিনে রক্ত শোষে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৪ *বিণ* শুষে নেয় এমন। 'প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণশ্বাস টানি।' *নজরুল*, ১৯২৪। **শোষয়** *ক্রি* শুকায়। 'বৃথা অকুমার ধর্মে শরীর শোষয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **শোষায়** *ক্রি* শোষণ করায়। 'সহজ সুরসিক জনা শোষায় শোষে বাণ ছাড়ে না।' *লালন*, ১৮৯০। **শোষে** *ক্রি* শোষণ করে। 'দিনে দিনে রক্ত শোষে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শোষয়িতা [স] *বি* শোষণকারী। 'শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষয়িতা এবং শুষ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শোষিত [স] *বিণ* শোষণ করা হয়েছে এমন। 'গূঢ়াচারী বণিকগণের এক গণ্ডূষেই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শোহন [স শোভন] *বিণ* শোভিত। 'রত্ন আভরণ শোহন মোহন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শোহরত [আ শুহরত] *বি* ঘোষণা। 'শোহরত দাও, নওরাতি আজ।' *নজরুল*, ১৯২২।

শোরোত [আ শুহরত] *বি* শোরগোল। 'সহরে শোরোত উঠলো এবার ... নরসিংহের বাগানে রামলীলা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শোহা *ক্রি* শোভিত করা। **শোহে** ১ *ক্রি* শোভা করে; শোভিত করে। 'মাণিক জিণিআঁ দশন শোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ডাকে। 'উদ্যানেতে নানা পক্ষী নানা রবে শোহে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শৌক [আ] *বি* শখ। 'শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া ... যায়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শৌখিন, শৌখীন [ফা শৌকীন>] ১ *বিণ* রুচিসম্মত। 'এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* মনোজ্ঞ। 'আমি বলছি ও জিনিসটা কিছু শৌখিন জাতের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* অভিজাতসুলভ। 'বড়ো বড়ো চোখ, শৌখিন মেজাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'সস্তা শৌখীন মনিহারী দোকান।' *তারা*, ১৯৪২।

শৌকীন [ফা শৌকীন>] *বি* শৌখিন। 'একজন নূতন শৌকীন বাবু।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শৌখিনজাতীয় [ফা শৌকীন>+স জাতীয়] *বিণ* রুচিসম্পন্ন। 'মনের গুণগুলা ... শৌখিনজাতীয় উদ্ভিজ্জের মতো নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শৌখিনতা [ফা শৌকীন>+স তা] *বি* বিলাসিতা। 'বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শৌচ [স] *বি* শুচিতা। 'শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শৌচাগার [স] *বি* মলত্যাগের ঘর; পায়খানা। 'স্নানাগার ও তৎসংলগ্নীয় যাবতীয় শৌচাগারও থাকবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শৌণ্ডিক [স] *বি* মদবিক্রেতা; শুঁড়ি। 'তবু মোরা দিবালোক উদ্‌যাপন করি রোজ শৌণ্ডিকের মতো।' *জীবন*, ১৯৩০।

শৌণ্ডিকালয় [স] *বি* মদের দোকান। 'শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ... কিছু দেখি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শৌভাগ্য [স সৌভাগ্য] *বি* শুভ ভাগ্য। 'এই ইহার শৌভাগ্য অন্তের প্রাক কাল।' *রামরাম*, ১৮০১।

শৌরসেনী [স] *বি* প্রাচীন ভারতের (শূরসেন বা মথুরা অঞ্চলের) ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... প্রাচ্যা বাহ্লিক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্য পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শৌর্য, শৌর্য্য [স] *বি* বীরত্ব। 'মুনি উত্তর করিলেন রাজন্ শৌর্য্য এবং বিবেক ও উৎসাহ এই সকল গুণেতে যুক্ত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫। 'আপনার শৌর্যকে আর বিশ্বাস করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শৌর্য-প্রভাব [স] *বি* শক্তি ও সাহসের প্রতাপ। 'শৌর্য-প্রভাবে মরণোত্তর সুরত্ব-পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শৌর্যবস্ত্র, শৌর্য্যবস্ত্র [স] *বি* বীরত্বব্যঞ্জক পোশাক। 'বাঁধ শৌর্য্যবস্ত্রে হৃদয়কোমর।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শৌর্যবীর্য, শৌর্য্যবীর্য্য [স] *বি* বীরত্ব। 'এই শৌর্য্যবীর্য্যের ইতিহাস পাঠে আমাদের মাথার রক্ত গরম হইতে পারে।' *সওগাত*, ১৯১৯। 'বিধর্মীদলনে তাঁর শৌর্যবীর্য বিকশিত হল।' *আনিস*, ১৯৬৪।

শৌর্য-শক্তি [স] *বি* সাহস। 'যে তেজ শৌর্য-শক্তি দিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শৌর্যশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বীরাঙ্গনা। 'শৌর্যশালিনী নারীর পরাক্রম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৌর্যশালী [স] *বিণ* বলবান ও সাহসী। 'কে কতটা শৌর্যশালী তার বিচার হয় কে কটা মুণ্ডু কাটতে পেরেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শ্চেষ্ট [স সৃষ্টি] *বি* জগৎ; সৃষ্টি। 'সকল সংসার নষ্ট সুন প্রভূ রাখ শ্চেষ্ট।' *মালাধর*, ১৫০০।

শ্বন [স] *বি* কুকুর। 'শ্বন রব শুনিয়া হুগাল ফিরি ধাইল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্ববৃত্তি [স] *বি* পরনির্ভরতা। 'আশারাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, শ্ববৃত্তি সেবার প্রত্যাশায় ... আশ্রয় লইয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্বরনাপন্ন [স শরণাপন্ন] *বিণ* আশ্রয়প্রার্থী। 'ইশ্বরপরায়ন সত্ত্ব ক্ষয়কারী শ্বরনাপন্ন রক্ষিতা মহাশয়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্বরির [স শরীর] শরীর; স্বাস্থ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্বরিরগতিক *বি* শরীরের অবস্থা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্বশুর [স] *বি* স্ত্রী বা স্বামীর বাবা। 'শ্বশুরের ছলে দিতে পার কত খোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শ্বশুরকুল [স] *বি* শ্বশুরের বংশ। 'যে বিধবার পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুলে অভিভাবক নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শ্বশুরগৃহ [স] *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'শ্বশুরগৃহে যাইয়া প্রাণপণে শাশুড়ির ননন্দৃবর্গের শুশ্রূষা করিয়া তাহাদিগকে প্রীত রাখিতে হইত।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

শ্বশুরঘর *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্বশুরদুর্গ [স] *বি* শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহল। 'শ্বশুরদুর্গের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করা জামাতার পক্ষে গুরুতর অশিষ্টতা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শ্বশুরপুর [স] *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'রহিছ শ্বশুরপুরে কত বড় লাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্বশুর বাটী [স] *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'শ্বশুর বাটীতে অতি ত্বরায় তাহার মৃত্যু সম্বাদ পাঠান গেল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুরবাড়ী [স শ্বশুরবাটী] *বি* শ্বশুরের গৃহ। 'তুমি শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যেও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'আগে একবার নিজের শ্বশুরবাড়িটা ঘুরে আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্বশুরা [স শ্বশুর>] *বিণ* শ্বশুরের। 'ওরে বহিনা ভুরজারি, এয়সারে শ্বশুরা পারি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শ্বশুরাল [স শ্বশুরালয়] *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'কালি শ্বশুরালে গেলে কোথা রস কেলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্বশুরালয় [স] *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'আমি ভবানন্দ মজুমদারের কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শ্বাশুরিক [স] *বিণ* শ্বশুরবাড়ির। 'কন্যাটিকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার শ্বাশুরিক দুর্গে আবদ্ধ করিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শ্বশ্রূ [স] *বি* শাশুড়ি। 'নয়নানন্দ, নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণবন্দনাপূর্বক, পত্নীর সহিত প্রস্থান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্বশ্রূঠাকুরাণী *বি* শাশুড়ি। 'তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী বলিলেন, – চল বাছা, আমরা দেশে গিয়ে থাকি।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

শ্বসন [স] *বি* শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। 'বায়ু উঠে শ্বসিয়া শ্বসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শ্বসনক্রিয়ারহিত [স] *বিণ* শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে এমন। 'কতক্ষণ শ্বসনক্রিয়ারহিত অবস্থায় থেকে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্বসনসুত [স] *বি* হনুমান। 'শূন্যা এত শংসেন শ্বসনসুত তাষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শ্বসনা [স] *বিণ* শ্বাসকারী। 'প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে/ বাষ্পশিখা অনলশ্বসনা –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শ্বসা [স শ্বসন>] ১ *ক্রি* কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা। 'কলোচ্ছ্বাস শ্বসিয়া উঠিছে শূন্যে করিবারে গ্রাস নক্ষত্রের নিত্যনীরবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *ক্রি* শ্বাস ত্যাগ করা। 'কুসুমের মতো শ্বসি পড়িতেছ খসি খসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'আস্তার-ধানীর বাষ্প বিভোল শ্বসিছে সকল খানে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'শ্বসিয়া ফিরিছে, জরজর ধরা সেই বিষে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শ্বহায় [স সহায়] *বি* সহায়। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

শ্বা [স] *বি* কুকুর। 'কেহ বলে খেলে শিবা শ্বা কঙ্ক শার্দূল।' *ঘনরাম*, ১৭১১।

শ্বা-নক্ষত্র [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ; লুব্ধক। 'Dog-star বা শ্বা-নক্ষত্র আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শ্বাপদ [স] ১ *বি* শিকারি জন্তু। 'উহাদিগকে শ্বাপদ অথবা শিকারী জন্তু বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* হিংস্র জন্তু। 'সিংহ বিড়ালজাতীয় হিংস্র শ্বাপদ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্বাপদসংকুল [স] *বিণ* হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। 'শ্বাপদসংকুল নয় যেখানে কানন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

শ্বাস্তী [স স্বস্তি] *বি* আরোগ্য; শান্তি। 'কবিরাজেরা দেখিতেছেন শ্বাস্তী হইতে পারি নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্বান্তি [স শান্তি] *বি* শান্তি। 'অদ্যাবধি শ্বান্তি করিতে পারেন নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

শ্বাশু [স শ্বশ্রূ] *বি* শাশুড়ি। 'শ্বাশু যবে করয়ে ভর্ৎসনা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

শ্বাশুড়ী [স শ্বশ্রূ] *বি* শাশুড়ি। 'শ্বাশুড়ী ননদ কত কথা কয় বেঁকে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্বাস [স] ১ *বি* শ্বাসক্রিয়া। 'শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* নিশ্বাস। 'নিত্যানন্দ বলি শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* মৃত্যুর আগের কষ্ট। 'ডাক্তার সাহেব দেখেন ভবানীবাবুর শ্বাস হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ৪ *বি* দীর্ঘশ্বাস। 'কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা পড়ে শ্বাস ফেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শ্বাস-অনল [স] *বি* নিশ্বাসরূপ আগুন। 'কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে ভস্মময় জীবকুল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শ্বাসকষ্ট [স] *বি* শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া। 'শ্বাসকষ্ট আরো বাড়িয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শ্বাসক্রিয়া [স] *বি* শ্বাস নেওয়া ও ত্যাগ করা; দম। 'শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্বাসজীবী [স] *বিণ* কেবল শ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে এমন। 'আমরা কজন শ্বাসজীবী ঠায় বসে আছি সেই কবে থেকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

শ্বাসনালী [স] *বি* শ্বাস চলাচলের নালী। 'ঘড়ঘড় শব্দ হয় শ্বাসনালীর ভিতর।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শ্বাসবৃদ্ধি [স] *বি* মুমূর্ষু অবস্থায় শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে যে কষ্ট। 'বাবুরামবাবুর শ্বাসবৃদ্ধি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে বৈদ্যবাটীর ঘাটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লইয়া গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শ্বাসযন্ত্র [স] *বি* যার দ্বারা শ্বাস গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়। 'শ্বাসযন্ত্রকে বিকল করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শ্বাসরোগ [স] *বি* হাঁপানি প্রভৃতি রোগ। 'শ্যামের শ্বাসরোগ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

শ্বাসরোধ [স] **১** *বি* শ্বাসবন্ধ। 'তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* কণ্ঠরোধ। 'অপমান ফাঁকি দিয়ে করিতেছে মোর শ্বাসরোধ!' *নজরুল*, ১৯২৩।

শ্বাসরোধকর [স] *বিণ* নিশ্বাস রোধ করে এমন। 'অতীতের শ্বাসরোধকর পরিবেশে ফিরিয়া যাওয়ার সকল দায়িত্ব তাহাদিগকে বহন করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

শ্বাসরোধকারী [স] *বিণ* শ্বাস বন্ধকারী। 'এক শ্বাসরোধকারী এবং নজীরবিহীন পরিবেশ।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

শ্বাসরোধী [স] *বিণ* উত্তেজনাপূর্ণ; শ্বাসরুদ্ধকর। 'একটা শ্বাসরোধী অসাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়ে...।' *মানিক*, ১৯৪০।

শ্বাসহীন [স] *বিণ* শ্বাসক্রিয়া-রহিত। 'কভু হয় শ্বাসহীন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্বেত [স] **১** *বিণ* সাদা। 'সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথ পুলিনের সম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শত ধৌতে শ্বেত নহে শ্যামল চিকুর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* শ্বেতাঙ্গ; গায়ের রং সাদা এমন। 'প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্বেত আকন্দ [স] *বি* সাদা আকন্দ। 'শ্বেত আকন্দের মূল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শ্বেতকরবী [স] *বি* সাদাকরবী ফুল। 'জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শ্বেতকাক [স] *বি* সাদাকাক। 'দেবরূপি বিহঙ্গম লিখে শ্বেতকাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শ্বেতকাচ [স] *বি* সাদারঙের কাঁচ। 'অনুসন্ধানের পর যখন হঠাৎ মসৃণ চিক্কণ শ্বেতকাচ-নির্মিত দ্বারকর্ণটি হাতে ঠেকল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শ্বেতকেশ [স] *বিণ* সাদা চুলবিশিষ্ট। 'বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেতকেশ শীত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শ্বেতকেশা [স] *বিণ* সাদা চুল যে রমণীর। 'পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংস গলিত যৌবনা ভগ্নদশনা ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শ্বেতচন্দন [স] *বি* সাদা চন্দন গাছ ও তার কাঠ। 'রক্ত এবং শ্বেতচন্দন গন্ধ কাষ্ঠের মধ্যে প্রধান।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শ্বেতচর্মী [স] *বিণ* শ্বেতাঙ্গ। 'শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্বেতজটা [স] *বি* জীবক গাছ। 'আকন্দ তপন নাটা কণ্টকারি শ্বেতজটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শ্বেত জবা [স] *বি* জবাফুলের প্রজাতিবিশেষ। 'শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শ্বেতজাতি [স] *বি* শ্বেতাঙ্গ জাতি। 'শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শ্বেতদ্বীপ [স] *বি* ইংল্যান্ড। 'শ্বেতদ্বীপ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

শ্বেতনীহার [স] *বি* সাদা বরফ। '... সময়ে সময়ে অস্পষ্ট শ্বেতনীহারের ন্যায় কোনো পদার্থ লক্ষিত হয়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শ্বেতপদ্ম [স] *বি* সাদা পদ্ম। 'যেন অশ্রুর ঢেউয়ের উপরে শ্বেতপদ্মের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্বেত-পদ্মিনী [স] *বি স্ত্রী* সাদা পদ্ম। 'কখনো রাঙা হয়ে ওঠে শ্বেত-পদ্মিনীর কপোলে অশোকরঙা লজ্জার মতো।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শ্বেতপাথর [স শ্বেতপ্রস্তর] *বি* মার্বেল পাথর। 'শ্বেতপাথরের শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন।' *অবন*, ১৯০৯।

শ্বেতপুষ্প [স] *বি* সাদারঙের ফুল। 'রাধামাধবের যুগল মূর্তিকে শ্বেতচন্দন শ্বেতপুষ্পে অর্চনা করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

শ্বেতপ্রস্তর [স] *বি* সাদারঙের মর্মরপাথর। 'একটি শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শ্বেতবর্ণ [স] *বিণ* সাদা। 'শ্বেতবর্ণ এক প্রকার হরিণ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'বরফ সততই শ্বেতবর্ণ দেখায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্বেতবর্ণা [স] *বিণ স্ত্রী* সাদারঙা। 'তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা।' *অবন*, ১৯২৫।

শ্বেতবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* সাদা বস্ত্র পরিহিত। 'গুরুজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শ্বেতবাস [স] *বি* সাদাবসন। 'বেটাদের লাশ নিয়ে বধূদের শ্বেতবাস।' *নজরুল*, ১৯২২।

শ্বেতবীণা [স] *বি* সাদারঙের বীণা। 'হস্তে শ্বেতবীণা, লাবণ্যে জগৎ আলো।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শ্বেত ভল্লুক [স] *বি* বরফে বসবাস-করা সাদা ভল্লুক। 'চোখের সামনে ভেসে উঠলো – শ্লেজ গাড়ী, বল্গাহরিণ, শ্বেত ভল্লুক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শ্বেতভুজা [স, সম্বো শ্বেতভুজে] **১** *বিণ স্ত্রী* সাদা বাহুবিশিষ্ট। 'শ্বেতভুজা, শ্বেতাজে বিরাজে পা দুখানি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'শ্বেতভুজে, আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* সরস্বতী দেবী। 'শ্বেতভুজা যেন তাঁহার দুই হাতের আশীর্বাদ উজাড় করিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯৩১।

শ্বেতমক্ষিকা [স] *বি* সাদা মাছি। 'সত্যপীর শ্বেতমক্ষিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

শ্বেতমর্মর [স শ্বেত+ফা মর্মর] *বি* সাদা মার্বেল পাথর। 'সরোবরের মধ্য দিয়া শ্বেত মর্মরের সেতু।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শ্বেতরোগ [স] *বি* শ্বেতপ্রদর। 'ইতস্তত শ্বেতরোগ, শোথ হতে চুয়ায় অশ্লীল দেহের বিহ্বল মুত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

শ্বেত-শঙ্খিনী [স] *বি স্ত্রী* সাদা শঙ্খ। 'কখনো নীলাভ হয়ে ওঠে শ্বেত-শঙ্খিনীর নয়নতারার নীল চাউনির মতো।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শ্বেতশতদল [স] *বি* সাদারঙের পদ্মফুল। 'তোমার হাতের শ্বেতশতদল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শ্বেতশতদলবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* সাদাপদ্মের উপরে উপবিষ্টা। 'জয় ভারতী শ্বেতশতদলবাসিনী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শ্বেতশুভ্র [স] *বিণ* উজ্জ্বল সাদা। 'শ্বেতশুভ্র শাঁখা ঐ দুটি হাতে পরিয়ে দেয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বেতশ্মশ্রু [স] *বিণ* সাদা দাড়িওয়ালা। 'শ্বেতশ্মশ্রু সমিধবাহী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শ্বেতসৌধ [স] *বি* শুভ্র মিনার। 'যে ন্যায়বানের শ্বেতসৌধ সে সৃষ্টি করেছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্বেতহস্তী [স] *বি* সাদা হাতি। 'রাজা শ্বেতহস্তী চড়ে লোকারণ্য রাজপথ দিয়ে ...।' *অবন*, ১৮৯৬।

শ্বেতাঙ্গ [স] *বি* ইংরেজ – যাদের গায়ের রং সাদা। 'দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে এই দুই সংস্থা গঠিত হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

শ্বেতাঙ্গিনী [স] *বি* গায়ের রঙ সাদা এমন ইউরোপীয় নারী। 'শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শ্বেতাঙ্গী [স] *বিণ স্ত্রী* সাদা অঙ্গবিশিষ্ট। 'গুরুজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শ্বেতাভ [স] *বিণ* সাদা আভাযুক্ত। 'ইহাদের দেহের বর্ণ পিঙ্গল, কিন্তু উদর শ্বেতাভ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্বেতাম্বর [স] *বি* সাদা শাড়ি। 'শ্বেত পদ্ম অধিষ্ঠান শ্বেতাম্বর পরিধান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শ্মশান [স] *বি* লাশ পোড়াবার স্থান। 'শ্মশানের কানি তবে সাধু গিয়া পরে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

শ্মশান করা *ক্রি* ছারখার করা। 'কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান কত্তে পাত্তো!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

শ্মশানকালী [স] *বি* হিন্দুমতে শ্মশানচারিণী রূপে কল্পিত চণ্ডী বা কালীর রূপভেদ। 'কৌলীন্য শ্মশানকালী হৃদয় তুষিতে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

শ্মশানক্রন্দন [স] *বি* শ্মশানের বিলাপ। 'ভস্মীভূত শ্মশানক্রন্দনে,/ রক্তিম আকাশচিহ্ন সবেগে প্রস্থান করে মূঢ় ব্যঞ্জনায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শ্মশানঘাট [স শ্মশান+ঘাট] *বি* শ্মশান-সংলগ্ন নদী ইত্যাদির ঘাট। 'ধন্য হরি শ্মশানঘাটে ধন্য হরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্মশান ঘাটা [স শ্মশান+ঘাট>] *বি* শ্মশান ঘাট; যে ঘাটে মৃতদেহ সৎকার করা হয়। 'বাঘার ভিটার, শ্মশান ঘাটায়, পাকুড় তলায়।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শ্মশানচারিণী [স] *বিণ* শ্মশানে বিচরণকারী। 'আমারে করিল মহামায়া নিঃসন্তান শ্মশানচারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শ্মশানচারী [স] *বিণ* শ্মশানে বিচরণকারী। 'সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শ্মশানচিতা [স] *বি* শ্মশানঘাটে মৃতকে পোড়ানোর অগ্নিকুণ্ড। 'আমার শ্মশানচিতা বাংলার ঘাসে।' *জীবন*, ১৯৩২।

শ্মশানতীর [স] *বি* শ্মশানের প্রান্ত। 'জাগালে ভারত-শ্মশানতীরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্মশানপুর [স] *বি* শ্মশানতুল্য নগর। 'এ শ্মশানপুরে আর আমি থাকব না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শ্মশানপুরী [স] *বি* জনশূন্য শ্মশানতুল্য স্থান। 'তবু এই নির্জন শ্মশানপুরীতে দাঁড়িয়ে ... অমান্য করতে পারলো না সে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

শ্মশানবাসী [স] *বিণ* শ্মশানে বাস করে এমন। 'শ্মশানবাসী গুরুদেব আমায় এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্মশান-বেলা [স] *বি* মুমূর্ষু অবস্থা। 'শ্মশান-বেলায় আমাদের এই যুগ-বাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক।' *নজরুল*, ১৯২২।

শ্মশানবৈরাগী [স] *বি* শ্মশানে পৃথিবীর নশ্বরতা উপলব্ধিতে যার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। 'এসব করি জীবন্ত মানুষ হিসাবে, শ্মশানবৈরাগী হিসাবে নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শ্মশানবৈরাগ্য [স] *বি* শ্মশানে গেলে পৃথিবীর নশ্বরতা উপলব্ধির ফলে স্বল্পকালীন বৈরাগ্যের উদয়। 'অনেকের পরমার্থ বিষয়ে শ্মশানবৈরাগ্য দেখা দেয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শ্মশানভূমি [স] *বি* মৃত মানুষ পোড়ানোর স্থান। 'শ্মশানভূমি অতি ভয়ানক।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

শ্মশান-মানসিকতা [স] *বি* মৃত্যুকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা। 'এদেশ এখনও শ্মশান-মানসিকতা অতিক্রম করতে পারেনি।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শ্মশানমৃত্তিকা [স] *বি* শ্মশানের মাটি। 'সে দেহ শ্মশানমৃত্তিকা হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

শ্মশানযাত্রা [স] *বি* মৃতদেহ পোড়ানোর জন্যে শ্মশানের দিকে যাত্রা। 'যার শ্মশানযাত্রা করেনি, বাড়ি যাচ্ছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শ্মশানযাত্রী [স] *বি* শ্মশানে গমনাগমনকারী। 'শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রামের জায়গা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

শ্মশান-শয্যা [স] *বি* শ্মশানরূপ শয্যা। 'সভ্যতার শ্মশান-শয্যায় সংক্রেমিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৪২।

শ্মশানশয়ন [স] *বি* শ্মশানশয্যা। 'কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশানশয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শ্মশানশায়ী [স] *বি* মৃত্যু পথের যাত্রী। 'তণ্ডুল পূর্ণ পরিমাণে উৎপন্ন না হইলে, শ্মশানশায়ী হয়।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

শ্মশানস্তব্ধতা [স] *বি* শ্মশানের মতো নীরবতা। 'আজকের এ মুহূর্তে অবসন্ন শ্মশানস্তব্ধতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শ্মশানাকার [স] *বিণ* শ্মশানতুল্য। 'কেবল কেল্লা মাত্র শ্মশানাকার।' *রামরাম*, ১৮০১।

শ্মশ্রু [স] *বি* দাড়ি। 'জ্ঞানানন্দ বাবাজীর মুখের কাছে দুজন পেঁড়োর আয়মাদার আকক্ষ লম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু সহ বিরাজ করায় ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শ্মশ্রুধারী [স] *বিণ* দাড়ি আছে এমন। 'একজন ক্ষৌরিতমস্তক শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

শ্মশ্রুল [স] *বিণ* গোঁফ-দাড়িযুক্ত। 'বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

শ্মশ্রুমণ্ডিত [স] *বিণ* দাড়িপূর্ণ। 'মৌলবীর শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারাটি নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্মশ্রুশোভিত [স] *বিণ* গোঁফ-দাড়িযুক্ত। 'স্মৃতি কেবল শ্মশ্রুশোভিত, প্রশস্ত ললাট-প্রমুখ বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে, ঘুরিতে লাগিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শ্যাওড়া *বি* গাছবিশেষ। 'ওই শ্যাওড়া গাছটার কাছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শ্যাওলা [স শৈবাল] *বি* জলজ তৃণবিশেষ। 'নদীর জলে শ্যাওলা ভাসছে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শ্যাওলাগন্ধ *বি* স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। 'শ্যাওলাগন্ধ ছায়ার-ছায়ার সংকীর্ণ সর্পিল পথ।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

শ্যাওলা-ঢাকা *বিণ* শেওলাপূর্ণ। 'শ্যাওলা-ঢাকা লতাপাতা-উদ্ভিদে সমাকীর্ণ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

শ্যাওলা-ধরা *বিণ* শেওলা পড়েছে এমন। 'শ্যাওলা-ধরা শুকনো মরা গাছের গুঁড়ির পাশে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

শ্যাকরাগাড়ি *বি* নিম্নমানের ঘোড়ারগাড়ি। 'শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শ্যাকহ্যান্ড [ই] *বি* করমর্দন। 'তাকে জোর শ্যাকহ্যান্ড করলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শ্যাকুল [স শৃগালকোলি] *বি* শেয়াকুল নামক কাঁটাযুক্ত লতা। 'গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল কাঁটা ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্যাণ্ডউইচ [ই] *বি* দুই টুকরা পাউরুটির মধ্যে মাংস সবজি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি খাবার। 'মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট পরেন, শ্যাণ্ডউইচের শেতল খান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শ্যাম [স] **১** *বি* কৃষ্ণ। 'শ্যামের বচন শুনি মান গেল বিনোদিনী।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বিণ* শ্যামল। 'সেই দূর্ব্বাদল শ্যাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বিণ* সবুজ। 'একি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

শ্যামঅঙ্গ [স শ্যাম-অঙ্গ] *বিণ* দেহের বর্ণ কালো এমন। 'যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ ঋতুকুলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শ্যামকান্তিময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সবুজ রঙে সুন্দর। 'শ্যামকান্তিময়ী কোন স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্যামকেশ [স] *বি* কালোচুল। 'অতি দীর্ঘ শ্যামকেশ জিনি বনমালা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্যামচাঁদ [স শ্যামচন্দ্র] **১** *বি* কৃষ্ণ। 'ভুবনবিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী কলা শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বি* চর্মনির্মিত চাবুক। 'শ্যামচাঁদ বেগোর তোম দোরস্ত হোগা নেই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

শ্যামচিক্কণ [স] *বিণ* শ্যামরূপ চিক্কণ। 'বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ, ছিপছিপে বালক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শ্যামচ্ছত্র [স] *বি* সবুজ ছাতা। 'শ্যামচ্ছত্ররূপ কয়েকটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নীচে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

শ্যামচ্ছবি [স] *বিণ* সবুজবর্ণের ছবির মতো। 'শ্যামচ্ছবি অনন্ত কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শ্যামদেশ [স] *বি* থাইল্যান্ড। 'ব্রহ্ম, চীন ও শ্যামদেশ, ককেশাস পর্ব্বতস্থ বনভূমি ... ইহাদের স্বাভাবিক আবাসস্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্যামদেশীয় [স] *বিণ* থাইল্যান্ডে উৎপন্ন। 'শ্যামদেশীয়, আনাম দেশীয় বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শ্যাম-ধরা *বি* শ্যামল ধরণী। 'নীলাকাল শ্যামধরা পরশে তাহারি ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শ্যামপত্রসম্ভার [স] *বি* সবুজপাতার সমারোহ। 'বন্যগাছের শ্যামপত্রসম্ভার।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শ্যামবর্ণ [স] *বিণ* শ্যামল; ফরসা নয় এমন। 'বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ণ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শ্যামবস্ত্র [স] *বি* কালো কাপড়। 'চল্লিশ দিবস রহে শ্যাম বস্ত্র পরি। *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্যামরস [স] *বি* সবুজ রং। 'আঁকো ... সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

শ্যাম রাখা, না কুল রাখা – উভয় সংকটে পড়া; (হিন্দুপুরাণ) রাধ কৃষ্ণকে রাখবেন, না কুলমর্যাদা বজায় রাখবেন – এই সমস্যা। 'তিনি উভয় সংকটে পড়িয়াছেন শ্যাম রাখিবেন, না কুল রাখিবেন *আজাদ*, ১৯৪২।

শ্যাম রাখি না কুল রাখি – উভয় সংকট। *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শ্যামলেখা [স] *বি* সবুজ প্রান্তর। 'সরযূর কূলে দুলে তৃণসার প্রফুল্ল শ্যামলেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্যামশষ্প [স] *বি* সবুজ কচি ঘাস। 'শ্যামশষ্প নিঙাড়ি নিঙাড়ি ভ লব শোণিতের সুরাপাত্রখানা।' *জীবন*, ১৯৩০।

শ্যামশিখা [স] *বিণ* সবুজ শিখাবিশিষ্ট। 'ধরণীর ওরা শ্যামশিখ হোমানল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শ্যামশোভা [স] *বিণ* শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট। 'শ্যামশোভা ধরণী।' *রবীন্দ্র* ১৮৮৬।

শ্যামশ্রী [স] *বি* শ্যামল সৌন্দর্য। 'স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্যামসুন্দর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'হা হা শ্যামসুন্দর হা পীতাম্বরধর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্যামা[1] [স] *বি* হিন্দুদেবী কালী। 'দনুজ-দলনী শ্যামা জননী যাহার *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শ্যামা কালী [স] *বি* শ্যামবর্ণা কালী। 'আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশ শ্যামা কালী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্যামাপূজা [স] *বি* হিন্দুদেবী কালীর পূজা। '৺শ্যামাপূজা ৺জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

শ্যামাভাব-সমাধি [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) কালীকে নিয়ে ধ্যানের চূড়া অবস্থা। 'আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে/ শ্যামাভাবসমাধিতে *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্যামা সংগীত, শ্যামাসঙ্গীত [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) শাক্তগীতি। 'তাহ ছড়া, গান, শ্যামাসঙ্গীত, পদ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শ্যামা[2] *বি* একটি পাখির নাম। 'শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদ কীর্তন করিতে নিযুক্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্যামাপোকা [স শ্যামা+পোকা] *বি* সবুজ এবং উজ্জ্বল পোকাবিশেষ 'আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামাপোকাদের কাছে ডেকে ... *জীবন*, ১৯৩২।

শ্যামা[3] *বিণ* কালো। 'শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শ্যামাঘাস [স শ্যামা+ঘাস] *বি* জলাশয়ে জন্মে এমন ঘাসবিশেষ 'পুকুরের জলে ... শ্যামাঘাসের দাম।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শ্যামাঙ্গিনী [স] *বি* গায়ের রং কালো এমন নারী। 'শ্বেতাঙ্গিনীদে মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন।' *রবীন্দ্র* ১৮৮০।

শ্যামাঙ্গী [স] *বিণ স্ত্রী* শ্যামবর্ণা। 'শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি *মাইকেল*, ১৮৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্যামায়মান [স] *বিণ* শ্যামবর্ণ ধারণ করেছে এমন। 'আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্যামোজ্জ্বল [স] *বিণ* শ্যাম রঙে উজ্জ্বল। 'শ্যামোজ্জ্বল বিদায়-ক্ষণটুকু অতীত হয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শ্যামপেন [ই] *বি* মদবিশেষ। 'অটলকে একটু শ্যামপেন দাও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

শ্যামল [স] ১ *বিণ* কালো। 'শত ধৌতে শ্বেত নহে শ্যামল চিকুর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* সবুজ। 'বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শ্যামলকোমলা [স] *বিণ স্ত্রী* শ্যাম বর্ণবিশিষ্ট ও কোমল। 'শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে/ অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শ্যামলতা [স] *বি* সবুজত্ব। 'দিগন্তরেখা পর্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্যামলবরণ [স শ্যামলবর্ণ] *বিণ* (গায়ের ত্বক) কালো রঙের। 'সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামলবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্যামলশ্রী [স] *বি* সবুজ প্রকৃতি। 'নবীন বসন্তের শ্যামলশ্রীতে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শ্যামলা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সবুজ। 'কৃপায় নেহারি পুনঃ শ্যামলা মেদিনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বিণ স্ত্রী* শ্যামবর্ণা। 'চিত্রার রঙ শ্যামলা, নাক চোখ খুব চোখা নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

শ্যামলাঞ্চল [স] *বি* সবুজ আঁচল। 'এই ক্লান্ত ধরায় শ্যামলাঞ্চল-আসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্যামলিম [স] *বিণ* সবুজ রঙের। 'মরু-তীর হতে সুধা-শ্যামলিম পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শ্যামলিমা [স] *বিণ* সবুজ। 'আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি।' *নজরুল*, ১৯২২।

শ্যামলিয়া *বিণ* শ্যামলা; শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট। 'আছে আজো শ্যামলিয়া/ ধরা ধূলি-ক্ষুব্ধ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্যামলিল *বিণ* শ্যামল। 'এ যেন মিশরীয় মরুভূমির মাঝখানে সুধা-শ্যামলিল মরুদ্যান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শ্যামলী [স] ১ *বি* গায়ের রং কালো এমন নারী। 'শ্যামলী শ্যামলী সঙ্গে গৌরী সঙ্গে গৌরী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* গায়ের রং কালো এমন। 'শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শ্যামলা[1] [আ শমলাহ্] *বি* পোশাকবিশেষ। 'জরির টুপি, মরেসা, শ্যামলা ... চায়না কোটে বানরকুল ঝলমল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

শ্যামলা[2] *দ্র* শ্যামল

শ্যাম্পু [ই] *বি* মাথার চুল পরিষ্কার করার তরল পদার্থবিশেষ। 'তাকের ওপর ... শ্যাম্পু, শেভিং ক্রিম।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শ্যাম্পেন [ই] *বি* এক ধরনের মদ। 'শ্যাম্পেন খুলিলে কর্কের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৬।

শ্যার [ই শেয়ার] *বি* অংশ; হিস্যা। 'ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেসের তিন শ্যার ... গত শনিবারে নীলাম হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শ্যাল [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

শ্যালেখেগো [স শৃগাল>] *বিণ* শিয়ালে খেয়ে গেছে এমন (এখানে গলাকাটা)। 'একটা শ্যালেখেগো পাঁটি কিনবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শ্যালক [স] *বি* স্ত্রীর ছোট ভাই। 'মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের শ্যালক প্রাণচন্দ্র বাবু।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

শ্যালকজায়া [স] *বি* শ্যালকের স্ত্রী। 'শ্যালকজায়া মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শ্যালা [স শ্যালক] *বি* শ্যালক। 'ফলের পিতৃব্য বুড়া শ্যালা রসিকের চূড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্যালিকা [স] *বি* স্ত্রীর ছোটো বোন। 'মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্যালী [স শ্যালিকা] *বি* স্ত্রীর ছোটো বোন। 'সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শ্যালীপতি [স শ্যালিকাপতি] *বি* স্ত্রীর ভগিনীপতি। 'সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শ্যালকাঁটা [স শৃগাল>] *বি* কাঁটাযুক্ত গুল্মবিশেষ। 'শ্যালকাঁটা ফুলের কলি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

শ্যেন [স] *বি* বাজপাখি। 'শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোতবধূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শ্যেনচক্ষু [স] *বি* সতর্ক চোখ। 'আলী মজহার খাঁর শ্যেনচক্ষু এড়াইয়া কিছুই যায় নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শ্যেনদৃষ্টি [স] *বি* তীক্ষ্ণদৃষ্টি। 'তার 'পরে সবলের শ্যেনদৃষ্টি কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শ্যেনপাখি [স শ্যেনপক্ষী] *বি* বাজপাখি। 'শ্যেনপাখির চঞ্চুর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শ্রঙ্গ [স শৃঙ্গ] *বি* শৃঙ্গ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শ্রদ্ধা [স] ১ *বি* সমাদর ও সমীহ। 'পিতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া ... ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* বিশ্বাস। 'এ কথায় শ্রদ্ধা করেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* আস্থা। 'নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিশুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বি* মান্যতা। 'রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শ্রদ্ধানুরাগ [স] *বি* শ্রদ্ধায় আসক্তি। 'মহোপকারীর প্রতি ... কাহার হৃদয় আকৃষ্ট ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধানুরাগপূর্ণ না হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রদ্ধান্বিত [স] *বিণ* শ্রদ্ধাবান। 'বোস্তানীর আদর্শে এজীদী শ্রদ্ধান্বিত হলেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শ্রদ্ধান্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* শ্রদ্ধা আছে এমন। 'কবি লিখছে চিঠি তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা কাউকে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শ্রদ্ধাবত্তা [স] *বি* ভক্তি-শ্রদ্ধা। 'তাহারা অন্যের ন্যায্য স্বত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবত্তার জন্য বিখ্যাত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

শ্রদ্ধাবশত [স] *ক্রিবিণ* শ্রদ্ধাজনিত কারণে। 'মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত ... ভালোবাসিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

শ্রদ্ধাবান [স] ১ *বিণ* ভক্তিপরায়ণ। 'প্রভুর শাপবার্তা শুনি হয়ে শ্রদ্ধাবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* শ্রদ্ধেয়। 'অনেক শ্রদ্ধাবান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তি একত্র হইয়া ... উপাসনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শ্রদ্ধাবিজড়িত [স] *বিণ* শ্রদ্ধাযুক্ত। 'আশৈশব শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রিয়বস্তু অকাতরে বিসর্জন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শ্রদ্ধাবিষ্ট [স] *বিণ* শ্রদ্ধায় অভিভূত। 'সায়ংকালে তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠাদি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শ্রদ্ধাভক্তি [স] *বি* শ্রদ্ধা ও ভক্তি। 'সন্তানসুলভ শ্রদ্ধাভক্তিকে ছাত্ররা মাথা নত করে দিয়েছিলো।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শ্রদ্ধাভাজন [স] *বিণ* সম্মানিত। 'শ্রদ্ধাভাজন ও গুণবান ব্যক্তি বিশেষের উপাধি অর্হন্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শ্রদ্ধাযুত [স] *বিণ* ভক্তিমান। 'শ্রদ্ধাযুত হইয়া করে নিতি যাতায়াত।' *ভবানী*, ১৮২৩।

শ্রদ্ধার্হ [স] *বিণ* শ্রদ্ধার যোগ্য। 'কবি হিসাবে এমন শ্রদ্ধার্হ যে ...।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

শ্রদ্ধাশতদল [স] *বি* ভক্তিরূপ পদ্মফুল। 'জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শ্রদ্ধাশীল [স] *বিণ* শ্রদ্ধাপূর্ণ। 'কন্যার দায়িত্ববোধের প্রতিও একটু শ্রদ্ধাশীল হতে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শ্রদ্ধাশীলতা [স] *বি* শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব। 'যৌতুক সমাধানের একটি পথ সেই শ্রদ্ধাশীলতার মধ্যেই নিহিত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শ্রদ্ধাস্পদ [স] *বিণ* শ্রদ্ধার পাত্র। 'অতীব শ্রদ্ধাস্পদ পরম ভক্তিভাজন পরমেশ্বরের প্রতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শ্রদ্ধাহীন [স] *বিণ* শ্রদ্ধা নেই এমন। 'মনুষ্য নাস্তিক্যবুদ্ধিবশে শ্রদ্ধাহীন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রদ্ধাহীনতা [স] *বি* ভক্তিহীনতা। 'শ্রদ্ধাহীনতার দুই-একটা লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শ্রদ্ধেয় [স] *বিণ* শ্রদ্ধার যোগ্য। 'যে গ্রন্থ যত প্রাচীন, ভারতবর্ষীয় লোকের নিকট তাহা তত শ্রদ্ধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রদ্ধেয়তা [স] *বি* মর্যাদা। 'মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এতো আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রধা [স শ্রদ্ধা] *বি* ইচ্ছা। 'আপনার শ্রধা নহে কর্মে যে লেখিছে নিরঞ্জন।' *সুলতান*, ১৭০০।

শ্রবণ [স] **১** *বি* কান। 'শ্রবণে কুণ্ডল শোভএ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শোনার কাজ। 'সেই নারী বসি নাম করিল শ্রবণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্রবণগোচর [স] *বিণ* শোনা গেছে এমন। 'এইরূপ রাজবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্রবণদ্বার [স] *বি* কানে ধ্বনি প্রবেশের পথ। 'মহারাজের শ্রবণদ্বারে কোপকোতোয়াল দাঁড়য়ে আছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শ্রবণপথ [স] *বি* কান; ধ্বনি শোনার ইন্দ্রিয়। 'শ্রবণপথের ব্যাঘাত কি স্থূল পদার্থদৃষ্টির হানি হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

শ্রবণবিবর [স] *বি* কর্ণগহ্বর। 'বিমোহিত হত যাতে শ্রবণবিবর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

শ্রবণ-মূল [স] *বি* কর্ণমূল। 'উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ-মূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শ্রবণযোগ্য [স] *বিণ* শুনবার উপযুক্ত। 'তোমার শ্রবণযোগ্য নহে সেই নাম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শ্রবণশক্তি [স] *বি* শোনার ক্ষমতা। 'প্রখর ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তির বলে ... আক্রমণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রবণ হওয়া *ক্রি* কর্ণগোচর হওয়া। 'পরস্পর কুমারের শ্রবণ হইল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শ্রবণাতীত [স] *বিণ* শোনার অতীত। 'অসম্ভব, কিন্তু তা শ্রবণাতীত নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্রবণার্থ [স] *ক্রিবিণ* শোনার জন্য। 'তাহার আশীর্বচন শ্রবণার্থে অপেক্ষা করিলেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রবণাহূত [স] *বিণ* রবাহূত। 'ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি শ্রবণাহূত হইয়া বিদায় হন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শ্রবণেচ্ছা [স] *বি* শ্রবণের ইচ্ছা বা শোনার ইচ্ছা। 'ইহাতে তাহার শ্রবণেচ্ছা হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শ্রবণেচ্ছু [স] *বিণ* শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। 'সম্বাদ মনুষ্যমাত্রেই শ্রবণেচ্ছু।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য [স] *বিণ* কানে শোনা যায় এমন। '... প্রথমাংশ মানসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য; দ্বিতীয়াংশ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

শ্রবণেন্দ্রিয় [স] *বি* কান। *সেবধি*, ১৮৩৯। 'এ নিমিত্ত কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শ্রবন [স শ্রবণ] *বি* কান। 'কণ্ঠে হার পরে কেহো শ্রবনে কুণ্ডল।' *মালাধর*, ১৫০০।

শ্রবন্তী [স] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... শ্রবন্তী দ্রাবিড়ী ঔড্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহিলক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শ্রবা [স শ্রবণ>] *ক্রি* শ্রবণ করা। 'শ্রবে মঞ্জুধ্বনি, নাসিকা দেখিয়া, ... তিলপুষ্প গেল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শ্রব্যকাব্য [স] *বি* কেবল শ্রবণ করা যায় এমন কাব্য। 'শ্রব্যকাব্যের চেয়ে দৃশ্যকাব্য স্বভাবতই কতকটা পরাধীন বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্রম [স] **১** *বি* পরিশ্রম। 'আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শ্রান্তি। 'শ্রমের কারণে হাস্তী হৈল ঘন ঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* কষ্ট। 'হাঁটিতে আসিতে কিবা পথে পাইলাম শ্রম।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শ্রমক্ষত [স] *বিণ* ক্লান্ত। 'মারিআ অনেক মৃগ হৈল শ্রমক্ষত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শ্রমকাতর *বিণ* পরিশ্রম করতে কষ্টবোধ করে এমন। 'তাঁরা শ্রমকাতর নন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শ্রমকারী [স] *বি* শ্রমিক। 'শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী, এবং কর্ম্মনিপুণদিগের মধ্যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শ্রম-কিণাঙ্ক [স] *বি* পরিশ্রমের চিহ্ন। 'শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে/ ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ...।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শ্রমক্লান্ত [স] *বিণ* পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত। 'পথশ্রমক্লান্ত পথিকবৃন্দের চক্ষে অতি সুখপ্রদ বিশ্রামক্ষেত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রমক্লিষ্ট [স] *বিণ* পরিশ্রমে ক্লান্ত। 'শ্রমক্লিষ্ট দেহময় বিজড়িত স্বেদ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শ্রমক্ষম [স] *বিণ* শারীরিক কষ্ট স্বীকারে সমর্থ। 'শাবকগণ এইরূপে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালিত-পালিত হইয়া, সক্ষম ও শ্রমক্ষম হইলে ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রমঘাম [স শ্রম+স ঘর্ম] *বি* শ্রমের ঘাম। 'শ্রমঘাম মন্দমন্দ মিলায় পবনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শ্রম জন্মানো *ক্রি* ক্লান্তির উদ্রেক করা। 'নবকুমারের শ্রম জন্মিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

শ্রমজ বিন্দু [স] *বি* শ্রমের ফলে উৎপন্ন ঘাম। 'গ্রীবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

শ্রমজল [স] *বি* ঘাম। 'যাহাঁ ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

শ্রমজাত [স] *বিণ* খাটুনিজনিত। 'শ্রমজাত তৃষা কৃশা হয় এই বেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্রমজীবী [স] *বিণ* শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন। 'এই সব শ্রমজীবী মনুষ্যেরাই এদেশের আদিম অধিবাসী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'অনেক শ্রমজীবী লোকদিগের কর্ম্ম স্থগিত থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শ্রমজীবীদল [স] *বি* শ্রমিক শ্রেণী। 'শ্রমজীবীদলেরও ক্ষমতা সেখানে অসীম।' *নজরুল*, ১৯২২।

শ্রমনিবিড় [স] *বিণ* শ্রমঘনিষ্ঠ। 'শ্রমনিবিড় অনতিকায় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ... ইত্যাদি প্রস্তাবকে ... দীর্ঘকাল ধরে সমর্থন করে আসছি।' *শিব*, ১৯৫৬।

শ্রমপরায়ণ [স] *বিণ* পরিশ্রমী। 'কৃষকেরা অতিশয় শ্রমপরায়ণ ক্লেশসহনশীল ও নিরীহ।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

শ্রমবিভাগ [স] **১** *বি* শ্রমবিভক্তি। 'আমাদের নবসাহিত্যে কোনোরূপ শ্রমবিভাগ নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৩। **২** *বি* শ্রম ও শ্রমজীবী সংক্রান্ত সরকারি দপ্তর। 'বর্তমান শ্রম-বিভাগের আমূল সংস্কার সাধন করে একে যুগোপযোগী করা দরকার।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শ্রমবিভাগনীতি [স] *বি* পেশাগতভাবে সমাজের শ্রেণী নির্ধারণ করার নীতি। 'শ্রমবিভাগনীতি মেনে পুরষানুক্রমে একই চর্চা করে সমাজের ক্রমোন্নতি এই পদ্ধতির মূলে ছিল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শ্রমবিমুখ [স] *বিণ* পরিশ্রম করতে অনিচ্ছুক। 'যে দেশের লোক শ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল অথবা মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে তাহারা অসভ্য।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শ্রমবিমুখতা [স] *বি* শ্রমবিমুখতা। 'বিলাসিতা, শ্রমবিমুখতা।' *মিহির*, ১৮৯৯।

শ্রমবিরোধ [স] *বি* শ্রমিকদের কাজ নিয়ে দ্বন্দ্ব। 'শিল্প এলাকায় শ্রমবিরোধ থাকা স্বাভাবিক।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

শ্রমমাত্র [স] *ক্রিবিণ* শুধু পরিশ্রম ক'রে। 'নানা তীর্থ পর্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শ্রমযুক্ত [স] *বিণ* পরিশ্রান্ত। 'শ্রমযুক্ত হইল কৃষ্ণ মুখে ঘর্ম্মবিন্দু।' *মালাধর*, ১৫০০।

শ্রমরত [স] *বিণ* কাজ করছে এমন; কর্মরত। 'শ্রমরত ওই কালিমাখা কুলি, নৌ-সারং।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শ্রমলভ্য [স] *বিণ* পরিশ্রম দ্বারা লাভ করতে হয় এমন। 'সংসারের যাবতীয় উত্তম বস্তু শ্রমলভ্য।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শ্রমলেশ [স] *বি* কম পরিশ্রম। 'জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব ইতি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শ্রমশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পরিশ্রম করতে পারে এমন। 'প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শ্রমশিল্পী [স] *বি* কারিগর। '২০,০০০ শ্রমশিল্পী সমেত এখানে ৪০,০০০ বয়নশিল্পী ও ৬০,০০০ ব্যবসায়ী ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শ্রমশীল [স] *বিণ* পরিশ্রমী। 'বঙ্গদেশের শ্রমশীল দুঃখী কৃষকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

শ্রমশীলতা [স] *বি* পরিশ্রমশীলতা। 'সমবেতভাবে তারা কোনকালেও শ্রমশীলতার অভাব অনুভব করেন নাই।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

শ্রমসম্পাদিকা [স] *বি স্ত্রী* শ্রম ও শ্রমিক বিষয়ক সম্পাদক। 'ফরিদা মহিউদ্দীন শ্রম সম্পাদিকা।' *বেগম*, ১৯৭৪।

শ্রমসহিষ্ণু [স] *বিণ* পরিশ্রমে কাতর নয় এমন। 'শ্রমসহিষ্ণু পরিব্রাজকের বিহারকেন্দ্র।' *ফজলুল*, ১৯১৩।

শ্রমসহিষ্ণুতা [স] *বি* শ্রমশীলতা। 'অশেষ শ্রমসহিষ্ণুতার সঙ্গে এবং বারংবার চেষ্টার ফলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্রমসাধ্য [স] *বিণ* পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত। 'বড় শ্রমসাধ্য কাজ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৩।

শ্রমস্বীকার [স] *বি* পরিশ্রম করা। 'কাহারো কৃষিকর্ম্মের শ্রমস্বীকার করিতে হইবে না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শ্রমানুরাগী [স] *বিণ* পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 'শ্রমানুরাগী নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শ্রমার্জিত, শ্রমার্জ্জিত [স] *বিণ* শ্রম দ্বারা অর্জিত। 'অকৃতি সহোদর কৃতি সহোদরের শ্রমার্জিত ধনের অংশী হয়েন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'শ্রমার্জ্জিত শস্যরাজি সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

শ্রমোৎপন্ন [স] *বিণ* পরিশ্রমজাত। 'বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শ্রমোপজীবি [স শ্রমোপজীবী] *বিণ* পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন। 'শ্রমোপজীবি ব্যক্তিগণের পরিবার প্রতিপালনের অন্য কোন উপায় নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।২২৯

শ্রমোপজীবী [স] *বিণ* পরিশ্রম করে জীবিকানির্বাহকারী। 'বুদ্ধ্যুপজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শ্রমোপযোগী [স] *বি* পরিশ্রম করার জন্য উপযোগী। '... পুষ্টিকারক, বলাধায়ক, শ্রমোপযোগী দ্রব্য ভক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শ্রমণ [স] *বি* বৌদ্ধ ভিক্ষু। 'শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ মন উথলায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শ্রমণশোভন [স] *বিণ* শ্রমণের উপযুক্ত। 'শ্রমণশোভন বীজন বানাব তাতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪।

শ্রমি [স শ্রমী] *বিণ* শ্রমশীল। 'পাদরি সাহেবের তুল্য শ্রমি ও নিপুণ মনুষ্য পাওয়া প্রায় কঠিন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

শ্রমিক [স] *বি* শ্রমজীবী। 'শ্রমিক-সংঘগুলিকে আইনত মানিয়া লওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শ্রমিক আন্দোলন [স] *বি* শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে আন্দোলন। 'রুশিয়ার বলশেভিজম ও কম্যুনিষ্ট আওতায় বর্দ্ধিত শ্রমিক আন্দোলনকে হাত করিতে যত্নবান হইয়াছেন।' *এসলাম*, ১৯৩৭।

শ্রমিক-নেতা [স] *বি* শ্রমিকদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি। 'যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসাধারণ সংগঠনী শক্তি সে শ্রমিক নেতা মজিদ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শ্রমিকপাড়া [স শ্রমিক+পাড়া] *বি* শ্রমিকপল্লী। 'দুলে ওঠে দিন; শপথমুখর কিষাণ শ্রমিকপাড়া।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শ্রমিক-সংঘ [স] *বি* শ্রমজীবীদের সংগঠন। 'শ্রমিক-সংঘগুলিকে আইনত মানিয়া লওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শ্রাদ্ধ [স] ১ *বি* মৃত্যুর পর হিন্দুদের পালনীয় ধর্মীয় আচার। 'কিরূপে করিব শ্রাদ্ধ কোন তিথি মৃত্যু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অপব্যয়। 'কেবল টাকার শ্রাদ্ধ।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* শ্রদ্ধা। 'পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে বিশুদ্ধ প্রীতির এবং শ্রাদ্ধের ব্যাঘাত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৪ *বি* ভক্তি দেখাতে গিয়ে একশেষ করা। 'আরও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। ৫ *বি* দারুণ ব্যাঘাত। 'নানাবিধ বাদ্য, চোখ চাওয়া ঘটে তাহে, নিদ্রার শ্রাদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

শ্রাদ্ধশান্তি [স] *বি* হিন্দুরীতিতে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে পিণ্ডদানাদি অনুষ্ঠান। 'শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শ্রাদ্ধ-সভা [স] *বি* শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান। 'এই কর্তারা নিত্য-সভা, নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা প্রভৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রাদ্ধাদিকারি [স শ্রাদ্ধাধিকারী] *বিণ* শ্রাদ্ধাদি কাজ করতে পারে এমন। 'তাহার জ্ঞাতি গোত্রাদী শ্রাদ্ধাদীকারি কিম্বা ধনাধিকারী কেহ।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

শ্রাদ্ধাধিকারী [স] *বিণ* শ্রাদ্ধ করার অধিকারী। *ওসাঁ*, ১৭৮৪; 'আপনিই তো শ্রাদ্ধাধিকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্রাদ্ধাধীকারী [স শ্রাদ্ধাধিকারী] *বিণ* যার শ্রাদ্ধ করার অধিকারী। *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

শ্রান্ত [স] ১ *বি* ক্লান্ত। 'শ্রান্ত হৈয়া সিসুগণ বলে দামোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ'। *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পড়ন্ত। 'বৈচিত্র্যবিহীন অসীম সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শ্রান্তকায়া [স] *বিণ* ক্লান্ত শরীর এমন। 'গোষ্ঠঘরে ফিরছে ধেনু শ্রান্তকায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শ্রান্তগলা *বি* অবসন্ন কণ্ঠ। 'আজ কেমন শ্রান্তগলায় বলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্রান্ততা [স] *বি* ক্লান্তি। 'তাঁহার গুণ ও বিদ্যালোচনায় শ্রান্ততাবিষয়ক বর্ণনের প্রায় কিছু আবশ্যকতা নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শ্রান্তদেহ [স] *বি* অবসন্ন শরীর। 'আহা, শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শ্রান্তধারা [স] *বিণ* শ্রান্ত হয়ে এসেছে এমন ধারা। 'শীর্ণ নদী শ্রান্তধারায় চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শ্রান্ত নয়ন [স] *বি* ক্লান্ত চোখ। 'আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্রান্তা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্লান্ত। 'তদ্দর্শনে অস্মল্লেখনী নিতান্ত শ্রান্তা।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

শ্রান্তি [স] *বি* শারীরিক ক্লান্তি। 'তাহাদিগের শ্রান্তি দূর করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

শ্রান্তিকর [স] *বিণ* ক্লান্তিকর; অবসাদজনক। 'বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শ্রান্তিজনক [স] *বিণ* ক্লান্তিকর। 'শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্রান্তিবোধ [স] *বি* ক্লান্তিবোধ। 'সে শীঘ্র শ্রান্তিবোধ করতে শুরু করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্রান্তিভরা *বিণ* পরিশ্রান্ত; ক্লান্ত। 'নয়নের শ্রান্তিভরা চাহনি মলিন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

শ্রান্তিভারাতুর [স] *বিণ* ক্লান্তি ভারাক্রান্ত। 'শ্রান্তিভারাতুর পরাভবের ক্রন্দন নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রান্তিমগ্ন [স] *বিণ* ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত। 'জাগুক সে দেখে শ্রান্তিমগ্ন উৎপীড়িতের দ্বার।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

শ্রান্তিহরা [স] *বিণ* ক্লান্ত হয় না এমন। 'উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে দুঃখহীন নিকেতনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শ্রান্তিহারা [স] *ক্রিবিণ* বিরামহীনভাবে। 'মহানন্দে হেরো গো সবে গীতরবে চলে শ্রান্তিহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'রচিতেছিলাম যাহা মোরা শ্রান্তিহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্রান্তিহারী [স] *বিণ* ক্লান্তি দূরকারী। 'ডাকো তাঁরে ডাকো যিনি শ্রান্তিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শ্রান্তিহীন [স] *ক্রিবিণ* ক্লান্তিহীনভাবে। 'শ্রান্তিহীন বহু রাত্রি জাগরণ যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্রাবণ[১] [স] ১ *বি* বাংলা মাসবিশেষ। 'আষাঢ় শ্রাবণ মাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মোর দুঈ আখি ধারা শ্রাবণে/ লোটাআঁ লোটাআঁ কান্দে রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শ্রাবণের মতো বর্ষণ। 'শ্রীমন্তের দুই চক্ষু ধারা শ্রাবণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* শ্রাবণ মাসের মতো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। 'কোন খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৪ *বিণ* শ্রাবণ মাসের বর্ষণে আগত। 'অঝোর-ঝরণ শ্রাবণ জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

শ্রাবণ-অন্ধকার [স] *বি* শ্রাবণ মাসের অন্ধকার। 'সে যে আসে আসে আসে কত শ্রাবণ-অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

শ্রাবণঘন ১ *বি* শ্রাবণের মেঘ। 'শ্রাবণঘন গহনমোহে নিবিড় তব চরণ ফেলে নিশার মতো নীরবে এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* শ্রাবণের মেঘের মতো। 'শ্রাবণঘন-অন্ধকারে গন্ধ যেত অভিসারে – সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে খবর পেত কি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শ্রাবণদিন [স] *বি* শ্রাবণ মাস। 'ফাগুনদিনের বকুল চাঁপা শ্রাবণদিনের কেয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শ্রাবণধারা [স] *বি* শ্রাবণ মাসের বৃষ্টির ধারা। 'বৈশাখমাসে যে এমন শ্রাবণধারা বহিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শ্রাবণনিশি [স] *বি* শ্রাবণের রাত। 'আজি এ শ্রাবণনিশি কাটে কেমনে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শ্রাবণমেঘ [স] *বি* শ্রাবণ মাসের মেঘ। 'শ্রাবণমেঘ হায় ভাবিয়া কুয়াশায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শ্রাবণরজনী [স] *বি* শ্রাবণের রাত। 'শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্রাবণরাতি [স শ্রাবণরাত্রি] *বি* শ্রাবণ মাসের রাত। 'আজি বরিষণমুখরিত শ্রাবণরাতি, স্মৃতিবেদনার মালা একেলা গাঁথি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫; 'দুখের দশা শ্রাবণরাতি – বাদল না পায় মানা।'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

শ্রাবণ সংক্রান্তি [স] *বি* শ্রাবণ মাসের শেষ দিন। 'শ্রাবণ সংক্রান্তিতে দক্ষিনে আয়ন।' *সুলতান*, ১৭০০; 'শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বড় মেলা হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শ্রাবণ-সিঁচন *বি* শ্রাবণের বৃষ্টি। 'ঝরিবে বাদলের শ্রাবণ-সিঁচনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

শ্রাবণী *বিণ* শ্রাবণ মাসের। 'শ্রাবণী ফুল ফুটেছে মোর মনের বিপিনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শ্রাবন, শ্রাবোন [স শ্রাবণ] *বি* শ্রাবণ। *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

শ্রাবণ[2] [স] *বিণ* শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়। **শ্রাবণ প্রত্যক্ষ** [স] *বিণ* শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শন। 'আমার গলার আওয়াজ তোমার শ্রাবণ প্রত্যক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শ্রাবস্তি, শ্রাবস্তী *বি* ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত গণ্ডা জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগরী। 'সপ্তমবারে শ্রাবস্তি নগরবাসী কতকগুলি বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সমভিব্যাহারে সমুদ্রে যাইতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'শ্রাবস্তীপুরীর গগনলগন প্রাসাদে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শ্রী [স] **১** *বি* নামের পূর্বে শ্রদ্ধাবাচক শব্দ। 'নিষধহ শ্রীমধুসূদন।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শ্রীশ্রী ৺ প্রাপ্তী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'শ্রীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* (হিন্দু শাস্ত্র) প্রকৃতি; রাধা। 'নারীর সম্ভোগে রাধা জদি পাপ হএ/ শ্রীসংযুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৪** *বিণ* সুন্দর। 'নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলে শ্রীবদনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বিণ* পূজ্যপাদ ব্যক্তির। 'শ্রীহস্ত দিলেন নিজ কপালে তুলিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৬** *বি* কনে। 'যেমন বরের শ্রী তেমনি শ্রীরও শ্রী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৭** *বি* চেহারা। 'যেমন বরের শ্রী তেমনি শ্রীরও শ্রী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৮** *বি* ঢং; ভঙ্গি। 'কী কথার শ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৯** *বি* লক্ষ্মী। 'এই তো যথার্থ শ্রীনিকেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **১০** *বি* সরস্বতী। 'শ্রীপঞ্চমীর দিন একটা বড়ো রকমের জলসা হত।' *অবন*, ১৯৪১।

শ্রীঅঙ্গ [স] *বি* সুন্দর ও পবিত্র দেহ। 'শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্রীকিরীট [স] *বি* সুন্দর মুকুট। 'পুষ্পের কঙ্কণ শ্রীকিরীট পুষ্পহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শ্রীক্ষেত্র [স] *বি* তীর্থস্থান বিশেষ; পুরীধাম। 'হইতে পারে যে তাহারা শ্রীক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

শ্রীখণ্ড *বি* খাবারবিশেষ। 'পুরাণপুরী, শ্রীখণ্ড এবং আনারসা ভোজন করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শ্রীগান্ধার [স] *বি* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। 'শ্রীগান্ধার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শ্রীগোলা [স শ্রী+আ ঘালা] *বি* লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। 'মিত্তিকার ঘট মধ্যে শ্রীগোলার হাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শ্রীঘর [স শ্রী+ঘর] *বি* জেলখানা। 'সন্ধ্যা হইয়াছে এমন সময় ঠকচাচা শ্রীঘরে পদার্পণ করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শ্রীঘরবাস [স শ্রী+ঘর+স বাস] *বি* কারাবাস। 'জানতে চাও আমি কখনো ধরা পড়ে শ্রীঘরবাস করেছিলুম কিনা।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শ্রীচরণ [স] *বি* পূজ্য ব্যক্তির চরণ। 'এক দৃষ্টে সবেই চাহেন শ্রীচরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শ্রীচরণকমলেষু [স] *বি* বিনয়সূচক সম্বোধন (পাদপত্রে)। 'শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

শ্রীচরণদর্শন [স] *বি* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়া। 'বহুদিন শ্রীচরণ দর্শন করিনি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্রীচরণারবিন্দ [স] *বি* চরণপদ্ম। 'মহাঋষির শ্রীচরণারবিন্দে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শ্রীচরণেষু [স] *বি* গুরুজনের কাছে লেখা চিঠির সম্বোধন। 'শ্রীচরণেষু দাদামহাশয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

শ্রীচরন [স শ্রীচরণ] *বি* পূজ্য ব্যক্তির চরণ; পূজ্য ব্যক্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এ জন্য শ্রীচরন দরসন করিতে জাইতে অখেম হইলাম।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৫।

শ্রীছন্দহীন [স] *বিণ* সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলাহীন। 'সমকালীন শ্রীছন্দহীন গদ্যভাষাকে সংহত ও সুবিন্যস্ত রূপদান করেছিলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শ্রীছাঁদ [স শ্রীছন্দ] *বি* সৌন্দর্য। 'জীবনটা একটা শ্রীছাঁদের জিনিস।' *জীবন*, ১৯৩৩।

শ্রীধর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'শ্রীধররূপে হরিআঁ নিবোঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শ্রীনিকেতন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) লক্ষ্মীর আলয়। 'এই তো যথার্থ শ্রীনিকেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রীনিবাস [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'বেআকুল হয়্যি বড়ায়ি দেখিআঁ বিলাপিলা শ্রীনিবাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শ্রীপঞ্চমী [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) সরস্বতী পূজার তিথি। 'শ্রীপঞ্চমীর দিন একটা বড়ো রকমের জলসা হত।' *অবন*, ১৯৪১।

শ্রীপতি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'জাম্বুবতির ঘরে ভোজন করিল শ্রীপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

শ্রীপদ [স] *বি* শ্রীচরণ; আরাধ্যের চরণ। 'বিপদে শ্রীপদ ভরসা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শ্রীপদ-অম্বুজ [স] *বি* শ্রীচরণরূপ পদ্ম। 'জীবনসর্ব্বস্ব তব শ্রীপদ-অম্বুজ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শ্রীপদ্মচরণ [স] *বি* শ্রীচরণরূপ পদ্ম। 'ধরে শ্রীপদ্মচরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্রীপাট [স শ্রীপাটক] *বি* তীর্থস্থান। 'কপালক্রমে তায় আবার, শ্রীপাট সুপ্রিম কোর্ট, – বিচারালয়।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

শ্রীফল [স] *বি* বেল। 'কুচযুগ রাধা যোড় শ্রীফলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শ্রীবড়ারি *বি* সংগীতের রাগিণী বিশেষ। 'শ্রী বড়ারি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শ্রীবর্জিত [স] *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'নিতান্ত শ্রীবর্জিত, অবিন্যস্ত ও ভারসাম্যহীন বাঙলা গদ্য ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শ্রীবৃদ্ধি [স] **১** *বি* উন্নতি। 'অস্মদ্দেশীয় সমাচারপত্রের একপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিই কহিতে হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* প্রসার। 'প্রাণিবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা ধাতুবিদ্যা প্রভৃতির সমধিক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বি* সৌন্দর্য বৃদ্ধি। 'এমন শিল্পসামগ্রী বিরল ... যার শ্রীবৃদ্ধি অভাবনীয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্তি [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) মৃত্যু। 'চৌয়াল্লিশ বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীভ্রষ্ট [স] **১** *বিণ* অসমৃদ্ধ। 'হিন্দু কালেজের চাকর ও শিক্ষক ন্যূন করিলে কালেজ শ্রীভ্রষ্ট হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* ঐশ্বর্যহীন। 'অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শ্রীমণ্ডিত [স] *বিণ* সর্বাঙ্গসুন্দর। 'কাগমারী সম্মেলনকে সকল দিক হইতেই শ্রীমণ্ডিত করার চেষ্টা করিয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

শ্রীমতি [স শ্রীমতী] *বি স্ত্রী* (সম্বো) ভদ্রমহিলা। 'সাধু শ্রীমতি বিবি আনা বাপ্টীষা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

শ্রীমতী [স] **১** *বিণ* সুন্দরী। 'বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* ভদ্রমহিলা; নারীদের সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

শ্রীমন্ত [স] *বিণ* সৌন্দর্যনির্ভর। 'শ্রীমন্ত রচনা তারও মধ্যে শক্তি যে নেই তা নয়।' *প্রবন*, ১৯২৫।

শ্রীময় [স] *বিণ* ঐশ্বর্যমণ্ডিত। 'একটা সহজ সচ্ছলতায় সুন্দর আর শ্রীময় করে তুলতে পারে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

শ্রীমান [স] **১** *বিণ* (মান্য ব্যক্তির নামের পূর্বে প্রযুক্ত) মাননীয়। 'শ্রীমান মুলরকে অবগত করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। **২** *বি* স্নেহভাজন বালক। 'নাদুস নুদুস গোবর-গণেশ যে শ্রীমান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শ্রীমুখ [স] *বি* সুন্দর মুখ। 'শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্রীযুক্ত [স] *বি* ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'শ্রীযুক্ত রাধাকান্তদেব বাহাদুরের পৌত্র ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শ্রীযুক্তা [স] *বি স্ত্রী* নারীদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'আমার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্তা সোফিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শ্রীযুত [স] *বি* ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ; মাননীয়। 'মহামহিম শ্রীযুত মেং ডগলিষ সাহেব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

শ্রীযুত ✓ [স] *বি* আদালত। 'তোমাকে শ্রীযুত ✓ নালিষ করিয়া তোমাকে আনিয়া ছিল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

শ্রীরঞ্জনী [স] *বি* সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। 'পঞ্চম একেবারে বর্জিত করিলে শ্রীরঞ্জনী ও বাগেশ্রীতে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্রীরাগ [স] *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'তানপুরাটা কোলে করে তখন শ্রীরাগ ভাঁজছেন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শ্রীরামগিরী *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'শ্রীরামগিরীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শ্রীল, শ্রীলশ্রীযুক্ত, শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু [স] *বি* ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'আসিএটিক সোসাইটির সিক্রেটর ছিলেন যে অতিমান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ডাক্তর উইলসন সাহেব।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮; 'রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয় ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শ্রীলশ্রীযুত [স] *বি* ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শ্রী লাগা *ক্রি* সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাওয়া। 'শ্রী লাগিয়াছে তাহার ঘরে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শ্রীলাভ [স] *বি* সৌন্দর্যলাভ। 'চিরার্জিত সমস্ত সম্পদ এতদিন প... শ্রীলাভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রীশ্রী ✓প্রাপ্তি *বি* মৃত্যু। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্রীশ্রী ✓প্রাপ্তী *বি* মারা যাওয়া। 'তাহার শ্রীশ্রী ✓ প্রাপ্তী হই... তাহার জ্ঞাতি গোত্রাদি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্রীসম্পদ [স] *বি* ঐশ্বর্য। 'বন্দন করে বিশ্ব শ্রীসম্পদ ভূমাস্প... নির্ভয়শরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শ্রীসম্পন্ন [স] *বিণ* সব দিকের বিবেচনায় ভালো হয়েছে এমন 'এক্ষণে বঙ্গভূমি ... সহস্রগুণে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শ্রীসেক, শ্রীসেখ [স শ্রী+আ শায়খ] *বি* সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ 'মুদেই শ্রীসেক নিজাম মুদ্দালয় শ্রীসেক হেদাতুল্লা।' *হ্যালহেড*... ১৭৭২; 'শ্রীসেখ আতউল্লা উকীল ষুচরিতেষু।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

শ্রীহত [স] *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'হয়নি জীবন শুষ্ক শ্রীহ... যৌবনসুরাক্ষরণে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

শ্রীহরি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'আমি দেব শ্রীহরি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

শ্রীহানি [স] *বি* সৌন্দর্যের ক্ষতি। 'শ্রীহানি হয় বলে পরিষ্কার হওয়া... হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শ্রীহীন [স] **১** *বিণ* কদাকার। 'মানবজীবনটা অত্যন্ত শীর্ণ শূন্য শ্রীহী... রূপে চক্ষে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বিণ* নিরানন্দ। 'রুগ্ণগৃহে... সেই শুষ্ক শ্রীহীন সন্ধ্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শ্রীহীনতা [স] *বি* কুশ্রীতা; সৌন্দর্যহীনতা। 'তার ভিতরেও জীবনে... সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধ... আছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শ্রীহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্যহীন। 'শ্রীহীনা হতভাগ্য অনূঢ়া কন্যা' *শরৎ*, ১৯১৬।

শ্রীগাল [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'শ্রীগাল বাসুদেব বধ করিল শ্রীহরি' *মালাধর*, ১৫০০।

শ্রীতি *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'শ্রীতি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্রীমুসে [স শ্রী+ফ মর্সিউ] *বি* ইংরেজি মিস্টার শব্দের অনুরূপ। 'শ্রীমু... নিকলাদে কালোতাং সাহেব।' *ভেরলি*, ১৭৮৩।

শ্রীষ্টি [স সৃষ্টি] *বি* নির্মাণ। 'শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

শ্রুত [স] *বিণ* শ্রবণ করা হয়েছে এমন। 'আমার শ্রুত আছে তদনুযা... লেখা যাইতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১; 'চাকার ধ্বনিও শ্রুত হয় না' *নজরুল*, ১৯২৭।

শ্রুতকাহিনী [স শ্রুত+কাহিনি] *বি* প্রচলিত গল্প। 'তাহার কথ... শ্রুতকাহিনীর ন্যায়, তাঁহাদের নিকট কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বসনীয় হইতে পারে না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শ্রুতব্য [স] *বিণ* শোনার উপযুক্ত। 'একরার লেখা না থাকে শ্রুতব... ও মঞ্জুর হইবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৯৩।

শ্রুতমাত্র [স] *ক্রিবিণ* শোনামাত্র। 'শ্রুতমাত্র পূর্ণ প্রাণ হেতু ... তোমার।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শ্রুত হওয়া *ক্রি* অবগত হওয়া; জানা। 'শ্রুত হওয়া গেল যে ... *দর্পণ*, ১৮৩২।

AMARBOI.COM

শ্রুতি [স] ১ *বি* কান। 'উভ করি দুই শ্রুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বেদ। 'শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। ৩ *বি* শ্রবণ। 'তাহারা পরস্পর শ্রুতি দ্বারাও অনায়াসেই জানিবে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* বেদের কথা। 'শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথহত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৫ *বি* (সংগীত) সা থেকে নি পর্যন্ত সাতটি স্বরকে সূক্ষ্মতর মোট বাইশটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, এই বিভাগগুলিকে শ্রুতি বলে। 'প্রধান তফাত সেই অতিসূক্ষ্ম সুরগুলি লইয়া যাকে বলে শ্রুতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৬ *বি* শোনার ক্ষমতা। 'শ্রুতি আছে দেওয়ালের কানে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

শ্রুতিকটু [স] *বিণ* কর্কশ; শুনতে খারাপ লাগে এমন; বেসুরো। 'কোনো সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু বলে ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্রুতিগম্য [স] *বিণ* শোনা যায় এমন। 'বিবিধ ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শ্রুতিগোচর [স] *বিণ* শোনা গেছে এমন; শ্রুত। 'কোন সংবাদ... শ্রুতিগোচর হইলে প্রকাশ করিতে হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শ্রুতিধর [স] *বিণ* একবার শুনেই মনে রাখতে পারে এমন। 'মহাবিজ্ঞ কথক পবিত্র শ্রুতিধর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্রুতিপথ [স] *বি* কর্ণকুহর; কানের ছিদ্র। 'শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথহত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্রুতিপথহত [স] *বিণ* শুনতে পায় না এমন। 'শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথহত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্রুতিপাত [স] *বি* কর্ণপাত; শোনা। 'গবর্ণমেন্ট তাহাতে শ্রুতিপাতই করেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

শ্রুতিপৌরুষ [স] *বিণ* শুনতে পরাক্রমশীল। 'তোমাদের নামগুলোও ঠিক তেমনি শ্রুতিপৌরুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শ্রুতিবীণ [স] *বি* বীণার প্রকারভেদ। 'বীণা ... প্রমাণ করতে থাকল আমি রুদ্রবীণ আমি সরস্বতী-বীণ আমি শ্রুতিবীণ।' *অবন*, ১৯২৫।

শ্রুতিভ্রম [স] *বি* শোনার ভুল। 'আমআদের শ্রুতিভ্রম মাত্র।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শ্রুতিমধু [স] *বিণ* শুনতে ভালো লাগে এমন। 'কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্রুতিমধুর [স] *বিণ* শুনতে মধুর এমন। 'এখন শ্রুতিমধুর ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা শুনিতে পাইতেছি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শ্রুতিমধুরতা [স] *বি* শুনতে ভালো লাগার অনুভূতি। 'শব্দের রস কি? অবশ্য শ্রুতিমধুরতা।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

শ্রুতিমনোহর [স] *বিণ* শুনতে মধুর এমন। 'সে শ্রুতিমনোহর স্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শ্রুতিমূল [স] *বি* কানের গোড়া। 'বাম শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শ্রুতিযন্ত্র [স] *বি* যে যন্ত্রের সাহায্যে কথা বা গান শোনা যায়। 'চাষীদের ঘরে ঘরে রেডিয়ো শ্রুতিযন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শ্রুতিযুগ [স] *বি* দুই কান। 'গিধিনী জিনিয়ে শ্রুতিযুগ দিয়ে বিধি নির্ম্মাইলে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শ্রুতিলিখন [স] *বি* শুনে শুনে লেখা। 'একান্ত তন্ময়ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথার শ্রুতিলিখন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শ্রুতিলেখন [স] *বি* শুনে শুনে লেখা। 'শেলেট নেও, শ্রুতিলেখন লেখো।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শ্রুতিশক্তি [স] *বি* শ্রবণ ক্ষমতা। 'কানে আর শ্রুতিশক্তি রাখোনি।' *শওকত*, ১৯৬২।

শ্রুতিসুখ [স] *বি* শোনার আনন্দ। 'তিনি বারম্বার মধুরভাবে তার শ্রুতিসুখ প্রদান কর্চেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শ্রুতিসুখকর [স] *বিণ* শুনতে ভালো লাগে এমন। 'অতি সুমধুর ও শ্রুতিসুখকর পারসী ভাষা।' *প্রচারক*, ১৯০১।

শ্রুতিস্মৃতি [স] *বি* হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রাদি। 'তাঁরা কেবল শ্রুতিস্মৃতি অনুযায়ী বিধান দেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শ্রুব [স] *বি* কাঠের নির্মিত যজ্ঞপাত্রবিশেষ। 'যাগকুণ্ড জলে যোগী শ্রুব ভাসাইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শ্রেণিবদ্ধ [স] ১ *বিণ* শ্রেণীবিন্যস্ত। 'বল্লাল সেন ... তাঁহারদিগকে কুলীন বলিয়া স্বজাতীয়েরদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবদ্ধ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* সারিবদ্ধ। 'বাষ্পীয় রথসকল যেরূপ শ্রেণিবদ্ধ হইয়া চলিয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শ্রেণী [স] ১ *বি* সম্প্রদায়। 'ব্রাহ্মণ শ্রেণী ও আর২ কায়স্থগণও আনয়ন করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* পাল; দল। 'হংস শ্রেণী শরৎকালে গঙ্গাকে পায়।' *গৌর*, ১৮২২। ৩ *বি* বিদ্যালয়ের পাঠদান বিভাগ। 'সংস্কৃত কালেজের যে কএক কেলাস অর্থাৎ শ্রেণী আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৪ *বি* ধরন; প্রকার। 'ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুই শ্রেণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৫ *বি* প্রজাতি। 'এই শ্রেণীর অন্তর্গত অপর জন্তুদের ন্যায় ... প্রাণহরণ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৬ *বি* ভাড়া অনুযায়ী যানবাহনের উচ্চনীচ বিভাগ। 'প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া নিম্নরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৭ *বি* সারি। 'পলাণ্ডুর শ্রেণী যেন যুদ্ধের লস্কর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৮ *বি* ধনের বিচারে সামাজিক স্তর। 'এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারও কাছে কোনো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৯ *বি* পরীক্ষায় মেধা অনুসারে বিভাগ। 'পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ্বশিখরে উঠা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

শ্রেণীক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সারিবদ্ধভাবে। 'পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীক্রমে উত্তম রোশনাই ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শ্রেণীগত [স] ১ *বিণ* শ্রেণীসম্পর্কিত। 'যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বিণ* সম্প্রদায়গত। 'সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রেণীগতভাবে [স] *ক্রিবিণ* শ্রেণীর বিচারে। 'শ্রেণীগতভাবে ধর্মের প্রতি মধ্যবিত্তের ঔদাসীন্য মোটামুটি সবক্ষেত্রেই দেখা যায়।' *উমর*, ১৯৬৬।

শ্রেণী-চেতনা [স] *বি* ধনী-দরিদ্রবিশেষে সামাজিক ভেদাভেদ সম্পর্কে জ্ঞান। 'সুস্থ শ্রেণী-চেতনা থেকে অসুস্থ সম্প্রদায়-চেতনা অনেক বেশী প্রবল।' *উমর*, ১৯৬৬।

শ্রেণীনির্বিচারে [স] *ক্রিবিণ* শ্রেণীনির্বিশেষে। 'শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রেণীপূর্বক, শ্রেণীপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* শ্রেণী সহকারে। *সেবধি*, ১৮৩৯।

শ্রেণীপ্রকৃতি [স] *বি* শ্রেণীবৈশিষ্ট্য। 'সেই শ্রেণীপ্রকৃতিকে মুখোশে বেঁধে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান [স] *বি* কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠান। 'মোছলেম লীগ হইতেছে মুছলমান বড়লোকদের শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

শ্রেণীপ্রধান [স] *বিণ* দলের নেতৃস্থানীয়। 'যাঁহারা মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শ্রেণীবদ্ধ [স] ১ *বিণ* সারি বাঁধা। 'শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক গমন করাতে কিবা আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বিণ* ক্লাসে ভর্তি। 'আরবি ও পারস্য ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসি সমূহ যদ্যপিও অদ্যাপি শ্রেণীবদ্ধ হন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *বি* শ্রেণীকরণ। 'এরূপ বিশদভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৪ *বিণ* সারিবদ্ধ। 'একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বিণ* বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। 'জগতের অন্যান্য কাব্যের সহিত তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্রেণীবদ্ধভাবে [স] *ক্রিবিণ* সারিবদ্ধভাবে। 'গৃহস্থঘরের বিধবা-সধবা-কুমারী, শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।' *তারা*, ১৯৪৩।

শ্রেণীবিদ্বেষ [স] *বি* শ্রেণীগত বৈরিতা বা শত্রুতা। 'ক্ষুদ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণীবিদ্বেষ হইতে যে চিত্রকলা এখনো মুক্ত।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

শ্রেণীবিন্যস্ত [স] *বিণ* নানা সারিতে সাজানো। 'পিঞ্জরের সংকীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্রেণীবিভক্ত [স] *বিণ* শ্রেণীবিন্যস্ত। 'তর্কশাস্ত্রে সরলরেখার দ্বারা সমস্ত জিনিসকে পরিপাটিরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শ্রেণীবিভাগ [স] *বি* শ্রেণীবিভাজন। 'বস্তু না থাকিলে তাহার শ্রেণীবিভাগ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শ্রেণীবিভেদ [স] *বি* শ্রেণীভেদ। 'ভারতবর্ষে কর্মবিভেদে শ্রেণীবিভেদ সুনির্দিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শ্রেণীবিরোধ [স] *বি* শ্রেণীদ্বন্দ্ব। 'সেই জন্যে শ্রেণীবিরোধে আমি সকল কর্মপ্রবর্তনার উৎস খুঁজে পাই না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রেণীবৈরী *বি* শ্রেণীশত্রু। 'শ্রেণীবৈরীর সঙ্গে/ কোলাকুলি করি রঙ্গে।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

শ্রেণীভুক্ত [স] *বিণ* শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 'প্রচলিতমতের বিরুদ্ধ কথা তিন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শ্রেণীভেদ [স] *বি* পার্থক্য। 'বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর-বিশেষই শ্রেণীভেদের মূলীভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শ্রেণীভেদে *ক্রিবিণ* ধরন অনুসারে। 'বোরখার কাপড় হয় শ্রেণীভেদে কমবেশি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান।' *বেগম*, ১৯৫৮।

শ্রেণীসংগ্রাম [স] *বি* অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সমাজের একাধিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ; শ্রেণীদ্বন্দ্ব। 'শ্রেণী-সংগ্রামের সর্ব্বনাশক প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলার যে-চেষ্টা ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

শ্রেণীসংঘর্ষ [স] *বি* অধিকার বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ; শ্রেণীসংগ্রাম। 'তবে কেন আজ শেষ শ্রেণীসংঘর্ষে নেতিপ্রতিষ্ঠ সন্দেহ আর ভয়?' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

শ্রেণীসঙ্গী [স] *বি* সহপাঠী; ক্লাসমেট। 'ইস্কুলে, খেলার মাঠে সাঁতার কেটেছে দীর্ঘ শোকে শ্রেণীসঙ্গী তারা।' *শক্তি*, ১৯৭০।

শ্রেণীস্বার্থ [স] *বি* গোষ্ঠীর স্বার্থ। 'তার মধ্যে প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীস্বার্থের প্রত্যাদেশ খোঁজা পণ্ডশ্রম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

শ্রেয় [স] ১ *বি* মঙ্গল। 'অতএব ইহাতে কি শ্রেয় আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* বাঞ্ছিত। 'আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

শ্রেয়তম [স] *বিণ* চূড়ান্তভাবে হিতকর। 'যাহা শ্রেয়তম এবং সত্যতম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শ্রেয়তর [স] *বিণ* তুলনামূলক হিতকর। 'তাকে শ্রেয়তর চালানির মূল জেনে নিখিলের।' *জীবন*, ১৯৩০।

শ্রেয়ঃ [স] ১ *বিণ* ইতিবাচক। 'আপনারদের ও ছাত্রেরদের জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* উচিত। 'রাজা, কৃষক, শিল্পী, বণিক, সকলেরই সামান্যরূপে ধর্ম্মজ্ঞান এবং সত্য ব্যবহার সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

শ্রেয়ঃকল্প [স] *বিণ* মঙ্গলস্বরূপ। 'এই মহাত্মার চরিত্রকে আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা, তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শ্রেয়সী [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গলজনক। 'সৎকথার আলোচনা শ্রেয়সী বোধ করিয়া, এক এক প্রসঙ্গ করিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্রেয়স্কর [স] ১ *বিণ* অধিক মঙ্গলজনক। 'ইহাতে লিপ্ত থাকা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'মৃত্যু চেষ্টাই শ্রেয়স্কর হইয়াছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বিণ* যথেষ্ট। 'সামান্য উপার্জনও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শ্রেয়ো [স শ্রেয়ঃ] *বিণ* উচিত। 'স্বামির মরণে মৃত্যু শ্রেয়ো জানিয়া তৎসহগামিনী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

শ্রেয়োজ্ঞান [স] *বি* কল্যাণ-বোধ। 'অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শ্রেয়োনীতি [স] *বি* ঔচিত্যবোধ। 'শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শ্রেয়োনুষ্ঠান [স] *বি* ঔচিত্যের অনুষ্ঠান। 'শ্রেয়োনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে অনাগতকালে সত্যযুগের প্রত্যাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শ্রেয়োবুদ্ধি [স] ১ *বি* ঔচিত্যবুদ্ধি। 'এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* কল্যাণবুদ্ধি। 'ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রেয়োবোধ [স] *বি* মঙ্গলচেতনা। 'ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'শ্রেয়োবোধই ছিল বিদ্যাসাগরের ধর্ম।' *শরীফ*, ১৯৭০।

শ্রেয়োলাভ [স] *বি* পুণ্যার্জন। 'পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শ্রেষ্ঠ [স] ১ *বিণ* প্রধান। 'যথাতথা জন্মুক সবার শ্রেষ্ঠ হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পারদর্শী। 'রসিকতা বিষয়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বিণ* সেরা। 'সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ৪ *বিণ* উঁচু। 'আদিকাণ্ডে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে যে, সে স্থানে পঞ্চ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বিণ* দ্রুতগামী। 'গান্ধার দেশীয় অশ্বগণ সকল অশ্বের শ্রেষ্ঠ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৬ *বিণ* ব্রাহ্মণ। 'শ্রেষ্ঠ বর্ণোদ্ভব পুরুষেরা গুরুগৃহে কেহ বা ছত্রিশ কেহ বা চব্বিশ ... বর্ষ বেদাধ্যয়ন করিয়া অবশেষে দার পরিগ্রহ করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৭ *বিণ* উন্নত। 'সুমন্ত বিদ্যাবুদ্ধিতে রাজতনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

শ্রেষ্ঠতম [স] *বিণ* সবচেয়ে ভালো। 'সকল কাগজ হইতে তাহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে *শ্রেষ্ঠতম*রূপে মুদ্রা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

শ্রেষ্ঠতর [স] **১** *বিণ* তুলনায় বেশি উন্নত। 'অনেক পল্লী গ্রামাপেক্ষা *শ্রেষ্ঠতর* বলিতে হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বিণ* গুরুতর। 'অতএব একটী *শ্রেষ্ঠতর* অন্যায় করিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শ্রেষ্ঠতা [স] **১** *বি* উৎকৃষ্টতা। 'সমুদয় শীতবস্ত্র ... কারুকার্য্য-*শ্রেষ্ঠতা*য় ধনিসমাজে সবিশেষ সমাদৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* শ্রেষ্ঠত্ব। 'আমাদের সেই *শ্রেষ্ঠতা*ই আমরা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শ্রেষ্ঠত্ব [স] **১** *বি* উৎকর্ষ। 'তৃণ সকল হইতে মধু নির্য্যাস করিবার নৈপুণ্য আমাকে *শ্রেষ্ঠত্ব* বিধান করিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* প্রাধান্য। 'বিদ্যাপেক্ষা যে অন্যান্য দানের *শ্রেষ্ঠত্ব* আছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

শ্রেষ্ঠপদ [স] *বি* সকলে সম্মান করে এমন অবস্থান। 'তাঁহাকে জনসমাজে *শ্রেষ্ঠপদে* স্থাপন করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

শ্রেষ্ঠরূপ [স] *বি* উত্তম অবস্থা। 'সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ *শ্রেষ্ঠরূপ* প্রকাশ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্রেষ্ঠসম্পদ [স] *বি* উত্তম সম্পদ। 'বুঝব এই যুগ আপন *শ্রেষ্ঠসম্পদে* শেষকড়া-পর্যন্ত দেউলে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রেষ্ঠা *বিণ স্ত্রী* শ্রেষ্ঠ। 'অদ্যতম প্রাচীন কালের বেদসংহিতা পর্য্যন্তেও এই *শ্রেষ্ঠা* নদীর স্তুতিবাদ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শ্রেষ্ঠাভিমানি [স শ্রেষ্ঠাভিমানী] *বিণ* উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। 'ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে *শ্রেষ্ঠাভিমানি* ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শ্রেষ্ঠাসন [স] *বি* প্রধান আসন। 'সভাপতি হইয়া *শ্রেষ্ঠাসনে* উপবেশনপূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

শ্রেষ্ঠী [স] *বি* বণিক; শেঠ। 'ইলাপুরে, মহাধন নামে, অতি ঐশ্বর্য্যশালী এক *শ্রেষ্ঠী* ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্রেষ্ঠি [স শ্রেষ্ঠী] *বিণ* ব্যবসায়ী। 'এই মহা *শ্রেষ্ঠি* সম্প্রদায়টি সাক্ষাৎসম্বন্ধেই এদের মনিব ও অন্নদাতা।' *সবুজ*, ১৯২০।

শ্রেষ্ঠিনী [স] *বি স্ত্রী* বণিক; শেঠ। 'তিনি *শ্রেষ্ঠিনী*র নিকটে গিয়া কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্রোণি [স] *বি* নিতম্ব। 'ঘন *শ্রোণি*র, গুরু উরুর, দাড়িম-ফাটার ক্ষুধা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শ্রোণিচক্র [স] *বি* নিতম্বদেশ। 'তার খুলে রাখা *শ্রোণিচক্র* ...।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

শ্রোণিদেশ [স] *বি* নিতম্ব। 'আঁটিয়া কাঁচলি পীন-স্তনী; *শ্রোণিদেশে* ভাতিল মেখলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শ্রোত [স শ্রোতা] *বি* শ্রোত। 'তবে মড়া বানর ভাসিল *শ্রোত* জলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শ্রোতব্য [স] **১** *বিণ* শ্রবণযোগ্য। 'বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের *শ্রোতব্য* নয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বি* শোনা যায় যা। 'নিঃসন্দেহে অ*শ্রোতব্য* *শ্রোতব্য* হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্রোতা [স] *বি* যে শোনে। 'সব *শ্রোতা* বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'জয় *শ্রোতা*গণ শুন করি একমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্রোতারূপে *ক্রিবিণ* শ্রোতা হিসেবে। 'পাবলিক গা-ঘেষা হয়ে *শ্রোতারূপে* ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রোতৃ [স] *বি* শ্রোতা। **শ্রোতৃবর্গ** [স] *বি* যারা বক্তৃতাদি শ্রবণ করে। '... *শ্রোতৃবর্গ* সন্তুষ্ট চিত্তে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শ্রোতৃমণ্ডলী [স] *বি* যারা শোনে; শ্রোতাগণ। 'এতক্ষণ *শ্রোতৃমণ্ডলী* কোনরূপে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

শ্রোতৃসভা [স] *বি* শ্রোতামণ্ডলীর অংশগ্রহণে আয়োজিত সভা। 'সাহিত্যের *শ্রোতৃসভা*য় আজ সর্বসাধারণই রাজাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রোত্র [স] *বি* শ্রবণেন্দ্রিয়। '*শ্রোত্রে*র সঙ্গে আত্মাকে যুক্ত করে।' *অবন*, ১৯২৫।

শ্রোত্রিয় [স] *বি* অকুলীন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। 'হিন্দুকুল *শ্রোত্রিয়* যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্রোত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* যে শোনে। 'যখন জানিতে পারিলেন, *শ্রোত্রী* নিদ্রামগ্না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'কথককে ঘিরে শ্রোতা-*শ্রোত্রী*র ভিড়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শ্রৌতস্মার্ত, শ্রৌতস্মার্ত্ত [স] *বিণ* হিন্দুশাস্ত্র বেদ ও স্মৃতি-নির্ভর। '*শ্রৌতস্মার্ত্ত* বাজ্ঞিকী ক্রিয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শ্লথ [স] **১** *বিণ* ধীর। '*শ্লথ* হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী বীণা খসে যায় পড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* আলুথালু। 'দরিয়াবিবি মাথার *শ্লথ* ঘোমটা টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি সাকের ভাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শ্লথগতি [স] *বি* মন্থরগতি। 'স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, *শ্লথগতি*।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শ্লথতা [স] *বি* আলস্য। 'সংগ্রামের পর *শ্লথতা*র যে প্রবণতা দেখা দেয়।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

শ্লথবৃন্ত [স] *বিণ* বোঁটা শিথিল হয়েছে এমন। '*শ্লথবৃন্ত* ফলের মতন ছিন্ন হয়ে আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শ্লথাভিলাষ [স] *বিণ* বাসনা-সংযমী। 'শ্রীভোজরাজ তদ্দিবসে *শ্লথাভিলাষ* হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শ্লাইস [ই] *বি* ফালি; টুকরা। 'শাইলকের মত উপড়ে উপড়ে *শ্লাইস* করে কেটে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শ্লাঘা [স] **১** *বি* প্রশংসা। 'আপনার *শ্লাঘা* শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* গর্ব; অহঙ্কার। 'তার ভাগ্য দেখি *শ্লাঘা* করে ভক্তগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্লাঘনীয় [স] **১** *বিণ* প্রশংসনীয়। 'ভারতবর্ষীয়দিগের যে *শ্লাঘনীয়* সমরকীর্ত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* গৌরবের। 'ও কথা বিশ্বাস করার চেয়ে আত্মহত্যা বহুগুণে *শ্লাঘনীয়*।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শ্লাঘাস্থল *বি* গৌরবের পাত্র। 'ফলতঃ তিনি ভারতভূমির অসাধারণ *শ্লাঘাস্থল*।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শ্লাঘী [স] *বিণ* দাম্ভিক; অহংকারী। 'এক অহংকৃত পূর্ণ আত্ম *শ্লাঘী* ওয়াক্টী।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শ্লাঘ্য [স] **১** *বিণ* ধন্য। 'নিরবধি ভাগীরথী এই করে *শ্লাঘ্য*।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* শ্লাঘনীয়। 'সর্ব্বদা তুমি *শ্লাঘ্য*।' *গোলোক*, ১৮০১।

শ্লাঘ্যোক্তি [স] *বি* প্রশংসা-পূর্ণ উক্তি। 'এতদ্দেশীয় লোকেরদের এতদ্রূপ কোন *শ্লাঘ্যোক্তি* প্রকাশিত ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শ্লিং [ই] *বি* কোনো বস্তু ঝুলিয়ে রাখা বা টেনে তোলার জন্য শিকলির মতো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁধা পটি। 'বাঁ হাত স্লিংএ লটকানো অবস্থায় হালিমও অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।' *মনসুর, ১৯৫৫।*

স্লিপ [ই] *বি* পা পিছলে পড়া। 'স্লিপ করে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথা ঠুকে যায়।' *মণীশ, ১৯৫৭।*

স্লিপার [ই] *বি* চটিজুতা। 'স্লিপার পরিয়া গেলে জোঁক ধরিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।' *রোকেয়া, ১৯২২।*

শ্লিষ্ট [স] *বিণ* আলিঙ্গনাবদ্ধ। 'এ-চির স্রস্তরা সন্তপ্ত হবে না কভু সঙ্গিনীর শ্লিষ্ট সহবাসে।' *সুধীন্দ্র, ১৯৩১।*

শ্লীপদ [স] *বি* পায়ের গোদ নামক রোগ। 'স্থূলকায় গুরুভার শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী।' *প্রমথ, ১৯১৬।*

শ্লীল [স] *বিণ* শিষ্ট। 'পণ্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন।' *মুজতবা, ১৯৫২।*

শ্লীলতাবোধ [স] *বি* সম্ভ্রমবোধ। 'শ্লীলতাবোধ সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায় – শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, পরিণত বয়স্কদের জন্য রঙ্গমঞ্চ।' *শিব, ১৯৫০।*

শ্লীলতাহানি [স] *বি* নারীর সম্ভ্রমহানি। 'প্রায় দুই শতাধিক মুসলিম বালিকার শ্লীলতাহানি করা হয়।' *বেগম, ১৯৪৭।*

স্লেজ [ই] *বি* বরফস্থলে চলার কুকুরে টানা গাড়ি। 'চোখের সামনে ভেসে উঠলো – স্লেজ গাড়ী, বল্গাহরিণ, শ্বেত ভল্লুক।' *মাহেনও, ১৯৪৯।*

স্লেজবাহী [ই স্লেজ+স বাহী] *বিণ* স্লেজ গাড়ি বহন করে এমন। 'তার সঙ্গে সুর মিলায় স্লেজবাহী অশ্বের গলার ঘণ্টা।' *অন্নদা, ১৯২৯।*

স্লেট [ই] **১** *বি* পাথরবিশেষ। 'এক ঘন ইঞ্চি বিলিন্ স্লেট প্রস্তরে চল্লিশ হাজার ...।' *বঙ্কিম, ১৮৭৫।* **২** *বি* যে কালো পাথরের ফলকে লেখা হয়। 'একটা স্লেট হাতে ক'রে ... কবিতা লিখে যাই।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫।*

স্লেট রঙ [ই স্লেট+রঙ] *বি* কালো রং। 'স্লেট রঙের ধড়া ও ঢিলা নিমাস্তিন।' *নজরুল, ১৯৩০।*

শ্লেষ [স] **১** *বি* ব্যঙ্গ। 'রস দেখাইয়া বশ করিবা এবং শ্লেষ ছাড়া কথা কহিবা না।' *ভবানী, ১৮২৮।* **২** *বি* শব্দালঙ্কার বিশেষ। 'ভাষাতে শব্দ শ্লেষ ও বর্ণবিন্যাস ও বর্ণানুপ্রাস ও রূপকালঙ্কারাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে।' *দর্পণ, ১৮২৮।*

শ্লেষবাক্য [স] *বি* প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ; বক্রোক্তি। 'ওটা বুঝি হল শ্লেষবাক্য।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৮।*

শ্লেষবাণ [স] *বি* বিদ্রূপের তির। 'তিনি মুসলমান সমাজের উপর শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।' *নবনূর, ১৯০৫।*

শ্লেষবিদ্রূপ [স] *বি* ঠাট্টা-পরিহাস। 'স্বাতন্ত্র্যের আর একটি চর প্রকাশ ঘটেছিল, 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' শ্লেষবিদ্রূপ বা রঙ্গরসিকতায় *রমেন্দ্র, ১৯৭০।*

শ্লেষভরে *ক্রিবিণ* শ্লেষের সঙ্গে। 'সুরমা একটু শ্লেষভরেই তাহাকে ে কথা জানাইয়া দিল।' *বনফুল, ১৯৩৬।*

শ্লেষভাষণ [স] *বি* শ্লেষপূর্ণ বক্তব্য। 'রামজয় তর্কভূষণের ে শ্লেষভাষণ আমরা শুনতে পাইনি।' *বিদ্যা, ১৮৭৩।*

শ্লেষাশ্লিষ্ট [স] *বিণ* বিদ্রূপাত্মক। 'পরিমলের হাসিটাই এক শ্লেষাশ্লিষ্ট।' *অচিন্ত্য, ১৯৫০।*

শ্লেষোক্তি [স] **১** *বি* রোষপূর্ণ উক্তি। 'শ্লেষোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণা *মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।* **২** *বি* শব্দালঙ্কারবিশেষ – একই শব্দের একাধি অর্থে ব্যবহার। 'বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।' *দর্পণ, ১৮৩৪।*

শ্লেষ্মা [স] *বি* কফ। 'সুর্গেত ফেলিলে শ্লেষ্মা বদনে পড়য়।' *আলাওল ১৬৮০।*

শ্লেষ্মাঘন [স] *বিণ* শ্লেষ্মাজড়িত। 'গনির শ্লেষ্মাঘন কণ্ঠ থেকে অর্থহী ধ্বনি বেরিয়ে এসে ... তোলপাড় তোলে।' *ইলিয়াস, ১৯৭২।*

শ্লোক [স] **১** *বি* পদ বা কাব্যের পঙ্ক্তি। 'শ্লোক পড়ি পড়ি পুনঃ পুনঃ ক স্তুতি।' *বৃন্দা, ১৫৮০;* 'ইঁহা শ্লোক দুই চারি তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।* **২** *বি* মন্ত্র। 'শিবানন্দের বালকেরে শ্লো করাইল।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।* **৩** *বি* আয়াত। 'আজীবন সমর্পি কোরানের শ্লোকে।' *শামসুর, ১৯৬৩।*

শ্লোকখণ্ড [স] *বি* শ্লোকের অংশবিশেষ। 'কোনো শ্লোকখ আমাদিগকে ভয় দেখাইতে ...পারে না।' *রবীন্দ্র, ১৯০৮।*

শ্লোকময় [স] *বিণ* শ্লোকপূর্ণ। 'ভাগবত শ্লোকময় টীকা তার সংস্কৃ হয়।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

শ্লোকাত্মক [স] *বিণ* শ্লোকে রচিত। 'পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ভাষা অর্থ ... ছাপা করিয়াছেন।' *দর্পণ, ১৮২৬।*

শ্লোকার্ধ, শ্লোকার্দ্ধ [স] *বি* কাব্যপঙ্ক্তির অর্ধাংশ। 'অদ্যাপি কাহ মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ্ধ শ্রুত না হয়।' *অক্ষয়, ১৮৪৮।*

স্লোগান [ই] *বি* মিছিলের ধ্বনি। 'আমাদের আন্দোলনের সংক্ষি অভিব্যক্তিরূপে মূল স্লোগান বা আওয়াজ হবে।' *হাফিজুর, ১৯৫৩।*

স্লোগান-মুখর [ই স্লোগান+স মুখর] *বিণ* স্লোগানে ধ্বনিময় 'পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।' *শামসুর, ১৯৭২*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষ

ষ[১] *বি* বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি ও বর্ণবিশেষ। **ষকার** [স] *বি* 'ষ' এই বর্ণ। 'অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও ষকার ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ষ[২] [স সঃ] *সর্ব* তাকে। 'কথোদিন থাকির্লে মো দির্তো ষ মানাআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ষকল [স সকল] *বি* সকল। 'হইল আকাস বানি সুনিল ষকলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ষট, ষট্ [স ষট্] *বিণ* ছয় সংখ্যক। 'প্রবল ষট ঋত নাথ বিচ্ছেদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ষটচক্র [স ষট্চক্র] *বি* যোগশাস্ত্রমতে দেহের ছয়টি কল্পিত চক্র বা স্থান। 'ষটচক্র ভেদিয়া তাতে করহ উদ্দেশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ষটপদ [স ষট্পদ] ১ *বি* ভ্রমর। 'অঙ্গের সুগন্ধি পাই ষটপদগণে ধাই।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* ছয় পা বিশিষ্ট। 'সে একটি ষটপদ মক্ষিকা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ষটপ্রবৃত্তি [স ষট্প্রবৃত্তি] *বি* কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য – এই ছয়টি প্রবৃত্তি। 'মনীষীগণ রিপুবৎ অনিষ্টকারী ষটপ্রবৃত্তিকে ষড়রিপু নামে আখ্যাত করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ষটরস [স ষট্রস] *বি* ছয় রস (তিক্ত, অম্ল, কটু, লবণ, কষা, মিষ্ট)। 'রাজযোগ্য নানা উপহার ষটরসে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ষট্কর্ণ [স] *বি* তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণ। 'মন্ত্রণা ষট্কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ষট্চত্বারিংশৎ [স] *বিণ* ছেচল্লিশ সংখ্যক। 'ষট্চত্বারিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ষট্ত্রিংশৎ [স] *বিণ* ছত্রিশ সংখ্যক। 'ষট্ত্রিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ষট্পদ [স] *বিণ* ছয় পা আছে এমন। 'ষট্পদ পাঁতি ভাতি ভুরু রাজিত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ষড়[১] [স] ১ *বিণ* ছয়। 'ফল ফুলে ষড়ঋতু সদাএ বসন্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ষড়যন্ত্র। 'খুড়ো-রাজা জালন্ধরের সঙ্গে ষড় করে যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ষড়ঋতু [স] *বি* ছয়ঋতু। 'ফল ফুলে ষড়ঋতু সদাএ বসন্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ষড়গুণধারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয় – এই ছয় গুণকে ধারণকারী। 'ষড়গুণধারিণী ষড়সী শক্তী রূপিনী সতি সত্য-সনাতনী সংসারসরণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ষড়ঙ্গ [স] *বি* হাত, পা, মাথাসহ দেহের ছয়টি অঙ্গ। 'রাজ্যখণ্ড লইআ রাজা পুজিল ষড়ঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ষড়ঙ্গ যোগ [স] *বি* যোগবিশেষ। 'পাতঞ্জল শাস্ত্রের মতে ষড়ঙ্গ যোগ সাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ষড়দর্শন [স] *বি* হিন্দুশাস্ত্র মতে সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায় ও বৈশেষিক এই ছয়টি দর্শনশাস্ত্র। 'বেদে দিলে চক্ষে ধূলা ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ষড়দল [স] *বি* মূলাধার চক্রের দুই ইঞ্চি উপরে লিঙ্গমূলে অবস্থিত। 'দ্বিদলে স্থিতি, বিদ্যুৎ আকৃতি ষড়দলে বারাম যোগান্তরে।' *লালন*, ১৮৯০।

ষড়দলাম্বুজ [স] *বি* ছয় পাপড়িযুক্ত পদ্ম। 'মূল মূলে ষড়দলাম্বুজ নিয়োজিত।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ষড়বর্গ *বি* ষড়রিপু। 'সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষড়বিংশতি [স] *বিণ* ছাব্বিশ সংখ্যক। 'ষড়বিংশতি কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ষড়বিধ [স] *বিণ* ছয় প্রকার। 'কৃষ্ণস্বরূপের হয় ষড়বিধ বিলাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষড়ভুজ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) চৈতন্যদেব। 'প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়ভুজ দর্শন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষড়যন্ত্র [স] *বি* কারো বিরুদ্ধে গোপনে সংঘবদ্ধ চক্রান্ত। 'নিমক বিক্রয় করিতে নানা ষড়যন্ত্র হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ষড়যন্ত্রহীন [স] *বিণ* কুটিলতা নেই এমন। 'ষড়যন্ত্রহীন স্বচ্ছ এরকম প্রভাতকে রেখে যাবে।' *জীবন*, ১৯৪০।

ষড়যন্ত্রী [স] *বি* ষড়যন্ত্রকারী। 'ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে সমস্বরে সেও কি রটাবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ষড়রিপু [স] *বি* কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য – এই ছয় রিপু। 'মনীষীগণ রিপুবৎ অনিষ্টকারী ষটপ্রবৃত্তিকে ষড়রিপু নামে আখ্যাত করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ষড়ানন [স] *বি* হিন্দুদেবতা কার্তিক, যাঁর ছয়টি মুখ আছে বলে কল্পনা করা হয়। 'মউরবাহন পুজিল ষড়ানন পুজিল লক্ষী সরস্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ষড়ৈশ্বর্য, ষড়ৈশ্বর্য্য [স] *বি* প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, বৈরাগ্য – একত্রে এই ছয়টি গুণ। 'ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ষড়ৈশ্বর্য লাভের উপায় ...।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

ষড়ৈশ্বর্যময় [স] *বিণ* প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই ছয়গুণে পরিপূর্ণ। 'ভারতবর্ষ যদি বা টিঁকে রয় তবু উঠতি দেশগুলোর মতই ষড়ৈশ্বর্যময় হবে তো?' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ষড়ৈশ্বর্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই ছয়গুণের অধিকারী। 'মা হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ষড়সী [স ষোড়শী] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত অন্যতম দেবী। 'ষড়গুণধারিণী ষড়সী শক্তী রূপিনী সতি সত্য-সনাতনী সংসারসরণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ষড়্চক্র [স] *বি* ষড়যন্ত্র। 'ছিল না কি অনুক্ষণ রাজসভা-ষড়্চক্র, আঘাত গোপন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ষড়্দর্শন [স] *বি* ভারতের বিখ্যাত ছয়টি দর্শনশাস্ত্র। 'ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি ষড়্দর্শন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ষড়্জ [স] *বি* স্বরগ্রামের প্রথম স্বর 'সা'। 'ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ষণ্ডা [স ষণ্ড] ১ *বি* গুণ্ডা। 'এক ত মাগণি গণ্ডা, লুঠেন তায় কুঠেন ষণ্ডা।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ *বি* গোঁয়ার প্রকৃতির লোক। 'রেণ্ডদিগের মধ্যে একটা ষণ্ডা তেড়ে এসে বলিল, এ নেড়ে বেটা কে রে?' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* বদমাশ; অসচ্চরিত্র। 'ষণ্ডা সব ভাবে গদগদ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ষণ্ডাগোছ *বিণ* বলিষ্ঠ প্রকৃতির। 'বড় বড় চোখ জবরদস্ত ষণ্ডাগোছের ছেলেটা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

ষণ্ডামর্ক [স ষণ্ড+প মার্কা>] *বিণ* বলিষ্ঠ ও গোঁয়ার প্রকৃতির। 'পাঁচ ছয় জন ষণ্ডামর্ক বিমাতা পুত্র।' *কৌমুদী*, ১৮৩১।

ষণ্ডামার্ক [স ষণ্ড+প মার্কা>] *বিণ* ষাঁড়ের মতো গোঁয়ার। 'তোমার দাদা যে ষণ্ডামার্ক, সে রসিকতার কি ধার ধারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ষণ্ডামার্কা [স ষণ্ড+প মার্কা>] *বিণ* উগ্রপ্রকৃতির। 'এই দুর্বল মস্তিষ্কে ওই ষণ্ডামার্কা ছেলের গাঁট্টা সইতে হলেই ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ষণ্ডামি *বি* গোঁয়ারের কাজ। 'ষণ্ড গুরুর শিক্ষা পেয়েও ষণ্ডামি তার বিষ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ষণ্মাস [স] *বি* ছয় মাস। **ষণ্মাসব্যাপী** [স] *ক্রিবিণ* ছয় মাস যাবৎ। 'ঐ প্রদেশে ষণ্মাসব্যাপী নিরবচ্ছেদ দিবাকাল ... বিরাজ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ষতেক [স শতেক] *বিণ* শতেক; একশত। 'এখানে মোকাম কর ষতেক লস্কর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ষত্ব [স] *বি* কোনো শব্দ লিখতে গেলে ষ ও স এর মধ্যে কোন ষ ব্যবহার করতে হয়, সেই জ্ঞান। 'ছুটুক বাণী যোজন যোজন উড়িয়ে দিয়ে ষত্ব ণত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ষত্বণত্ব [স] *বি* ষত্ববিধান ও ণত্ববিধান। 'ষত্বণত্বের তত্ত্বও পাওয়া ভার।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ষবরালী *বি* দারুণ দুঃখ। 'হের সে শবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

ষম [স সম] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

ষষহর [স শশধর] *বি* শশধর। 'চাপিউঅ ষষহর মাগে অবধূই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

ষষ্টবিংশ [স] *বিণ* ২৬ সংখ্যক। 'ষষ্টবিংশ ভেদিলে সে ব্রহ্ম পদ পাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ষষ্টম [স ষষ্ঠ] *বিণ* ষষ্ঠ। 'রসুল আইল যদি ষষ্টম আকাশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ষষ্টমে *ক্রিবিণ* ষষ্ঠত। 'ষষ্টমে ঈশ্বর আদি নিজগণ রক্ষা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ষষ্টি [স] *বিণ* ষাট। 'ষষ্টি লক্ষ সহস্র জানন্ত মহা শ্লোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ষষ্টিতম [স] *বিণ* ৬০ সংখ্যক। 'এক উপদেশকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিয়া প্রায় ষষ্টিতম বালককে উপদেশ দেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ষষ্টিবর্ষীয় [স] *বিণ* ষাট বছর বয়স্ক। 'একটি নবমবর্ষীয়া বালিকা ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিলে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

ষষ্টিসহস্র [স] *বিণ* ৬০ হাজার; অসংখ্য। 'অন্তত ষষ্টিসহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ষষ্ঠ [স] *বিণ* ছয় সংখ্যক। 'ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষষ্ঠক [স] *বি* ছয় চরণবিশিষ্ট যা। 'পার্থক্য শুধু ষষ্ঠকের মিলের বিশিষ্টতায়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ষষ্ঠ দিবস [স] *বি* ৬ তারিখ। 'জুলাই মাসের ষষ্ঠ দিবসে ... এক ভোজে নিমন্ত্রিত হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

ষষ্ঠাঙ্ক [স] *বি* ছয় সংখ্যক পরিচ্ছেদ। 'ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকটি বিশেষ মনোহর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ষষ্ঠী [স] ১ *বি* তিথিবিশেষ। 'যাত্রা আসি বাজিল ওড়ন ষষ্ঠী নাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* ষষ্ঠী বিভক্তি। 'প্রাকৃতে অনেক স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির পর এক অনাবশ্যক কেরক শব্দের যোগ দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* ছয় মাত্রার তালবিশেষ। 'রাগ কাফী তাল ষষ্ঠী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৪ *বি* (হিন্দু আচার) লৌকিক দেবীবিশেষ। 'সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু, ষষ্ঠী ...। *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ষষ্ঠী-তৎপুরুষ [স] *বি* ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে অন্য পদের তৎপুরুষ সমাস। 'ষষ্ঠী-তৎপুরুষ কাকে বলে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ষষ্ঠী পূজা [স] *বি* হিন্দুসমাজে শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ রাতে সন্তানের রক্ষাকারী ষষ্ঠী দেবীর পূজা। 'ষষ্ঠী পূজায় ধুম [ধামের] সীমা থাকে না।' *সুলভ*, ১৮৭১।

ষষ্ঠী বুড়ী *বি* হিন্দুমতে সন্তান রক্ষাকারী দেবী ষষ্ঠী। 'ষষ্ঠী বুড়ী বন্দিব নিবাস তালপুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ষষ্ঠে *ক্রিবিণ* ষষ্ঠত। 'ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস প্রভুর মিলিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষহজ [স সহজ] *বিণ* সহজ। 'রঅণহ ষহজে কহেই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

ষাইট [পা সট্‌ঠি] *বিণ* ষাট। 'উচ্চ গোড়ায় ষাইট হাত।' *রামরাম*, ১৮০১।

ষাঁড় [স ষণ্ড] ১ *বি* ষণ্ড। 'পাঁজর ভাঙ্গিল মোর ষাঁড়ের গুতায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* লম্পট পুরুষ। 'বামুন বেটা তো কম ষাঁড় নয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

ষাঁড়জন্ম *বি* ষাঁড় হিসেবে জন্ম। 'তার ষাঁড়জন্মের জন্যে সাংঘাতিক দৈহিক শক্তি এবং অকুতোভয়।' *হাসান*, ১৯৬৯।

ষাঁড়াষাঁড়ির বান *বি* ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াইয়ের মতো গর্জনকারী বন্যা। 'ভাটার নদীতে যেন ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকিয়া গেল।' *তারা*, ১৯৪২।

ষাঁড়া *বি* ফল ধরে না এমন গাছবিশেষ। 'ময়না-কাঁটা ষাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ষাট [পা সট্‌ঠি] *বিণ* ৬০ সংখ্যক। 'দ্বিতীয় নরকের দুঃখ ষাট হাজার।' *সুলতান*, ১৭০০।

ষাট, ষাট ষাট [স ষষ্ঠী] *বি* কোনো অপ্রত্যাশিত কাজের প্রতিকারের জন্যে ষষ্ঠীদেবীর নাম উচ্চারণ। 'ষাট ষাট – এই দ্যাখো দেয়ালা ক'রে ক'রে এইবার বাছার আমার ঘুম আসচে।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'তুই থাম খোকা। ষাট৷ বালাই!' *নজরুল*, ১৯৩১।

ষাটিনি [স ষষ্ঠী] *বি* হিন্দুমতে শিশু জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠী দেবীর পূজা। 'ছয় দিনে ষাটিনি করিল বেনেনী।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ষাঠী [স ষষ্ঠী] *বি* হিন্দুমতে ষষ্ঠীদেবী। 'ষাঠী আজ্ঞি রাঁড়ী হৌক বলে বারে বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষাঠেরা [স ষষ্ঠী>] *বি* হিন্দুসমাজে শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ রাতের ষষ্ঠীপূজা; ষেটেরা। 'ছয় দিনে ষাঠেরা পূজিল দিবা রাতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষাটি [পা সট্‌ঠি] *বিণ* ষাট। 'ষাটি হাজ্জার ভাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ষাটিজ্জন *বিণ* ষাটজন। 'এই জাহাজে প্রায় ষাটিজন বোম্বাইবাসী নাবিক আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ষাণ *বি* পাষাণ; চুন সুরকি ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে তৈরি পাকা করা স্থান। 'ঘাটের ষাণে নৌকা মাথা কোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

ষাণ্মাষিক [স] **১** *বি* মৃত্যুর ছয় মাস পর করণীয় অনুষ্ঠান। 'বলে লখিন্দরের আজি হবে ষাণ্মাষিক।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বিণ* ছয় মাস পর পর প্রকাশিত হয় এমন। 'তালুকদারেরদের ষাণ্মাসিক রিপোর্ট।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। **৩** *বিণ* ছয় মাস পর পর অনুষ্ঠিত হয় এমন। 'গত বুধবার মেকানিকস্‌ ইনিষ্টিটিউসনের ষাণ্মাসিক সভা হইয়াছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

ষামা [স সমায়ত্তি] *ক্রি* ঢোকা। 'দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামাঅ।' *চর্যা ৩৩*, ১২০০।

ষারা [স সার] *বি* সার। 'এ তৈলোএ এতবি ষারা।' *চর্যা ৩০*, ১২০০।

ষারে [স সঃ>] *সর্ব* তারে। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং কং বোড়ো খাই।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

ষিঅ [স সর্ব] *বি* সকল। 'ভব উলোলেঁ ষিঅ বি বোলিআ।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০।

ষিআলা [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।' *চর্যা ৩৩*, ১২০০।

ষিঞ্চ [স সিঞ্চ>] *ক্রি* সেঁচে ফেলা। 'সহষলি লই ষিঞ্চহুঁ পাণী।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০।

ষিহ [স সিংহ] *বি* সিংহ। 'নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।' *চর্যা ৩৩*, ১২০০।

ষুক [স সুখ] *বি* সুখ। 'পরম ষুকে বসতি করিয়া ভোগ করহ।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪। *দ্র* **ষুখ**

ষুকড় [স সুকৃত] *বিণ* চমৎকার। 'ষুকড় এসে রে কপাসু ফুলিটিলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

ষুকা[১] [স শুষ্ক>] *ক্রি* শুকানো। **ষুকাইল** *ক্রি* শুকালো। 'মুখ ষুকাইল মোর সাগর তরাসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুকা[২] [স শুষ্ক>] *বিণ* শুষ্ক। 'আকাড় ষুকা নালিষ করি।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১৫।

ষুকুনি [স শকুনি] *বি* শকুনি। 'তাহার কাছে ষুকুনি গোটা কয়েক আছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৭।

ষুকৃতি [স স্বীকৃতি] *বি* মেনে নেওয়ার কথা। 'কোনো ২ বিসয়ের বেওরা ষুকৃতি রুপেতয়ার হইয়া পউছিয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

ষুকোমল [স সুকোমল] *বিণ* অত্যন্ত কোমল। 'সিরিঅঙ্গ ষুমদন জিনি ষুকোমল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুক্রবার [স শুক্র+ফা বার] *বি* শুক্রবার। 'ষুক্রবার সন্ধের সময় এক ছেটে লোহার সিন্দুক চুরি গিয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

ষুক্লপক্ষ *বি* শুক্লপক্ষ। *ওর্সা*, ১৭৮২।

ষুক্ষুতে [স সূক্ষ্ম] *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে। 'তাহার নিকট পাঠাইলে তিনি অনেক ষুক্ষুতে লইবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ষুখ [স সুখ] *বি* আনন্দ। 'এইরূপে করে প্রভু আপনার ষুখে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **ষুক**

ষুখনা [স শুষ্ক] *বিণ* শুকনা; বৃষ্টির সময় নয় এমন। 'ষুখনা সময় বদলে কর‍্যা আনে।' *মিলার*, ১৭৯৭।

ষুগন্দি [স সুগন্ধী] *বিণ* সুবাসিত। 'ষুগন্দি চন্দন দিব্যবস্ত্র পরিধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ষুচরিতেষু *ক্রিবিণ* (চিঠিপত্রের শুরুতে) সম্বোধন বিশেষ – সুচরিত্রের অধিকারীর নিকটে। 'ইয়াদি ক.. সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ পাল তেলি ষুচরিতেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'শ্রীরামপ্রসাদ দাষ ষুচরিতেষু।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ষুজন [স সুজন] *বি* সজ্জন। 'বিধগদ চাহ রাই রসিক ষুজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুদ [ফা সুদ] *বি* সুদ। 'ইহার ষুদ ফিসতে সালি আনা ১০ দষ তঙ্কার হিসাবে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

ষুদ ফীসদে *বি* শতকরা সুদ। 'ইহার ষুদ ফীসদে দরমাহা ১ এক তঙ্কার হিসাবে দিব।' *ওর্সা*, ১৭৭০।

ষুদি, ষুদী [ফা সুদ] **১** *বি* সুদ। 'তোমার টাকার ষুদির সঙ্গে আমার এলাকা নাহি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **২** *বিণ* সুদবিশিষ্ট। 'বারো টাকা ষুদী নোট।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

ষুদামত [স সুবিধা>] *ক্রিবিণ* সুবিধামতো। 'জেমত ওলোন্দাজ কোম্পানী ষুদামত আনিয়া বিক্রী করিত।' *ক্যালগে*, ১৭৯৭।

ষুদে *বিণ* শুদ্ধ। 'লেখতি ষুদে আগামি মাষের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে চাহে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ষুদ্দা, ষুদ্ধা, ষুর্দ্ধা [স শুদ্ধ] **১** *অব্য* সহিত; সমেত। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। 'ষুদ্ধা।' *মেয়র্স*, ১৭৭০। 'আমরা সগোষ্ঠী ষুর্দ্ধা সর্ব্বদা ভাবিত।' *ওর্সা*, ১৭৭৯। **২** *ক্রিবিণ* পর্যন্ত। 'ফয়সল কারন ব্রিষা আবরিল ষুদ্দা তোমাকে আইয়ামের ফোরসত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *ক্রিবিণ* সহকারে। 'জমির কাত জমা মায় একুন ষুদ্দা সাতসী তঙ্কা ডেড় আনা।' *ভেরলি*, ১৭৮৩।

ষুধা [স শুদ্ধ] *বিণ* খালি; শূন্য। 'ষুধা হাতে নিজ ঘরে জাইব সর্ব্বজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুধারন [স শুদ্ধ>] *বি* শুদ্ধ উপায়। 'সেই সকল তরজমা ষুধারনে করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ষুনা[১] [স শ্রু>] *ক্রি* শোনা। **ষুন** *ক্রি* শ্রবণ করো; শোনো। 'ষুন ষুন তিলত্তমা ষুন কহি কথা।' *মালাধর*, ১৫০০। **ষুনহ** *ক্রি* শোনো। 'ষুনহ রাধিকা তুমি আমাকার কথা।' *মালাধর*, ১৫০০। **ষুনি** *ক্রি* শুনি; শ্রবণ করি। 'তাহাতে গোপিকা ধন্য ভাগবতে ষুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ষুনিআ** *ক্রি* শুনে। 'ষুনিআ গোপিকা সব হইআ ষুসার।' *মালাধর*, ১৫০০। **ষুনিএা** *ক্রি* শুনে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **ষুনিবেন** *ক্রি* শুনবেন। 'ইংরেজীতে আরজ ষুনিবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **ষুনিয়া** *ক্রি* শুনে। *ওর্সা*, ১৭৮২। **ষুনে** *ক্রি* শোনে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **ষুনিলাম** *ক্রি* শুনলাম। *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ষুনা[২] [স স্বর্ণ] *বি* সোনা; স্বর্ণ। 'হরিদ্র কুসুম জিনি জেন কাঁচা ষুনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুনাতন [স সনাতন] *বিণ* চিরন্তন। 'পুর্ন্ন ব্রহ্ম ষুনাতন পিরিতের বস।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুন্দর [স সুন্দর] **১** *বিণ* মনোহর। 'হরিতকি বেলতরু সব জে ষুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* ঠিকমতো। 'তাহা সে ষুন্দর কহিতে পারিলেক না।' *ওর্সা*, ১৭৮২। **৩** *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'ষুন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তদারক এবং দৈরাস্তমতে পত্রপাট কাগজ তৈয়ার করিয়া ... ।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ষুন্দরমত *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'ষুভ বিবাহ ✓ ইচ্ছায় ষুন্দরমত হইয়াছে।' *বোগল*, ১৭৭০।

ষুন্দরি [সুন্দরী] *বিণ* রূপবতী। 'হেনই সমএ তথা রাধিকা ষুন্দরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুন্দার [স সুন্দর] *বিণ* সুন্দর শব্দের আঞ্চলিক রূপ। 'মেয়েটীঅ বড় ষুন্দার।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ষুপরম কোর্ট [ই সুপ্রিম কোর্ট] *বি* সর্বোচ্চ আদালত। 'কলিকাতার ষুপরম কোর্ট।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

ষুপ্রম কোর্ট *বি* সুপ্রিম কোর্ট। 'ইস্কাট সাহেব এককৌনটেন্ট জেনেরেল ষুপ্রম কোর্টের টরনী বাবু মজকুরের হইয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

ষুবিতামত [স সুবিধা>] *বিণ* সুবিধামতো। 'তোমার কাজ ষুবিতামত খোলাসারূপে জাহাতে চলিবেক তাহা লিখিতেছি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ষুবুদ [স সুবোধ] *বিণ* অতিশয় বুদ্ধিমান। 'এখনে আমার সঙ্গ ছাড়অ ষুবুদ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুভ [স শুভ] *বিণ* শুভ। 'শ্রীযুত গুপ্তজীর দুই কন্যার ষুভ বিবাহ ... ।' *বোগল*, ১৭৭০।

ষুভধনি [স শুভধ্বনি] *বি* মঙ্গলধ্বনি। 'ষুভধনি কৃষ্ণরূপলাবন্য দেখিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুভসমন্ধ [স শুভসম্বন্ধ] *বি* শুভসমন্ধ। 'ষুভসমন্ধ কায়্যঞ্চ আগে তোমার জেষ্ঠপুত্র ... ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ষুভসমন্ধপত্র [স শুভসম্বন্ধপত্র] *বি* শুভসমন্ধপত্র; বিয়ের আমন্ত্রণপত্র। 'সে ঝুটা এতর্থে ষুভসমন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ষুভা[1] [স শুভ্>] *ক্রি* শোভা করা। **ষুভে** *ক্রি* শোভা করে। 'হিরামনি মানিক্য জে ষুভে নানা স্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুভা[2] [স শোভা] *বি* সৌন্দর্য। 'অতিসঅ রূপ ষুভা পত্ররচনা সঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুভাদিষ্ট [স শুভদৃষ্টি] *বি* শুভদৃষ্টি। 'বাবাজীউর ষুভাদিষ্ট শ্রীশ্রী ✓ করিতেছেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ষুভন [স শোভন] *বিণ* শোভাযুক্ত; সুন্দর। 'তমাল বিক্ষেতে জেন লতাএ ষুভন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুভেস [স সুবেশ] *বি* সুবেশ; চিত্তাকর্ষক সাজ। 'রাখিআ সাদিব কুন দেখিআ ষুভেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুমঙ্গল [স সুমঙ্গল] *বি* অত্যন্ত শুভ। 'অকণ্টক হইল বিক্ষ অতি ষুমঙ্গল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুমদন [স সুমদন] *বি* মদনদেব। 'সিরিঅঙ্গ ষুমদন জিনি ষুকোমল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুমধুর [স সুমধুর] *বিণ* অতিশয় মধুর। 'চলিআ জাইতে অতি ষুমধুর বাজে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুয়া [স শী>] *ক্রি* শোয়া। **ষুইতে** *ক্রি* শয়ন করতে। 'চলিতে বসিতে কিবা খাইতে ষুইতে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুরঙ্গ [স সুরঙ্গ] *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল রংবিশিষ্ট। 'ষুরঙ্গ সিন্দুর দিলা নৌকার মাথাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুরত হাল [আ সুরাতহাল] *বি* ঘটনার বিবরণ। 'ষুরত হাল পত্র নিবেদনঞ্চ।' *অসাঁত*, ১৭৭৯।

ষুরনর [স সুর+নর] *বি* দেবতা ও মানুষ। 'ষুরনরে রিসি গনে জপে অনুক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুরবি [স সুরভি] *বি* স্বর্গের কামধেনু। 'ষুরবি লইআ কৃষ্ণ জবে জাএ বনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুরা [ফা সুরাহা] *বি* উপায়; কোনো ব্যবস্থা। 'কোন ষুরাতে তোমার টাকা দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ষুর্দ্ধা *দ্র* ষুদ্ধা

ষুলকলা [ষোলো+স কলা] *বিণ* পূর্ণাবয়ব। 'কেহ বোলে ষুলকলা পুর্ন্ন নিসাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুললিত [স সুললিত] *বিণ* অনেক সুন্দর। 'তবে সে চলিল নৌকা ষুনি ষুললিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুসাজ [স সুসজ্জ] *বি* সুসজ্জা। 'বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে বহুল সুসাজে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুসার [স সুসার] *বিণ* সর্বোৎকৃষ্ট। 'ষুনিআ গোপিকা সব হইআ ষুসার।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুস্থ [স সুস্থ] *বিণ* সুস্থ। 'চেষ্টা করিবা মাত্র যেমন তরাতেই ষুস্থ হয়।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

ষেট [স ষষ্ঠী>] *বি* ষষ্ঠীদেবী। 'মেয়েও ষেটের কোলে বছর পোনেরো হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস – অমঙ্গল না হওয়া। *উমেশ*, ১৮৫৭।

ষেষ [স শেষ] *বিণ* শেষ। 'দিনে দিনে তনু ষেষ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ষো [স সঃ] *সর্ব* সে। 'জো ষো চৌর সৌ দুষাধী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

ষোড়শ [স] ১ *বিণ* ১৬ সংখ্যক। 'ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ষোড়শ সাধিকা পূজা আনিল ধরণী।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* হিন্দুদের শ্রাদ্ধে দান করার মতো ষোলোটি উপাদানের অন্যতম। 'ছয় স্বর্ণ ষোড়শ ও ছেয়ানব্বই রূপার ষোড়শ।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

ষোড়শকলা [স] *বি* চন্দ্র বৃদ্ধি পাওয়ার ষোলোটি অংশের একাংশ; ষোলো কলায় চাঁদ পূর্ণিমার পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। 'চন্দ্র ষোড়শকলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্মকিরণ বিতরণ করিয়া ... ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ষোড়শ দল পদ্ম [স] *বি* (হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র) অনাহত চক্র। 'কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ষোড়শ দিবস [স] *বি* ১৬ তারিখ। 'চতুর্থ চন্দ্রের ষোড়শ দিবসে তাহারা যাত্রা করত ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ষোড়শবর্ষীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* ষোলো বছর বয়সী। 'চন্দ্রকলা নামে পরমসুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া এক কন্যা জল লইতে সরোবরে যাইতেছে।' *গৌর*, ১৮২২।

ষোড়শী [স] ১ *বিণ* ষোলো বছর বয়সী। 'নিত্য ষোড়শী হইয় আক্ষার বচনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'হাতি হইতে হাতির সমস্তটাই লোপ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র তাহার মন্দগমনটুকু বাহির করিতে পারে, এই জন্য ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি গজেন্দ্রগমন আরোপ করে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* সুন্দরী নারী। 'হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোড়শে *ক্রিবিণ* ষোড়শমতে। 'ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষোড়শোপচার [স] *বি* হিন্দুদের পূজায় বিহিত ষোলোটি উপকরণ। 'আপন জীবদ্দশাপর্যন্ত ষোড়শপচারে করিতে হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ষোড়ে ষোড়ে *ক্রিবিণ* সরে সরে। 'ক্ষণে ষোড়ে ষোড়ে লক্ষ দেই দেখি ভাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ষোল, ষোলো [পা সোলস] *বিণ* ১৬ সংখ্যক; ষোলো। 'ষোল শত গোপী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ষোল আনা, ষোলো আনা *বিণ* সমস্ত। 'ষোল আনা পূর্ণ আমি সাধিলুঁ সত্বর।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'সুরির মতন অমন ষোলো-আনা শৈথিল্য আর-কোনো ছেলের দেখলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ষোলকলা, ষোলোকলা *বি* পূর্ণাবয়ব চাঁদ (চাঁদের ১৬টি অংশ)। 'যেহ্ন চাঁদ ষোলোকলা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অমন ষোলোকলায় পূর্ণ চাঁদও দ্বিতীয়ার চাঁদ হয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ষোল খুঁটি *বি* (বাউল) দেহের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় এবং ছয় রিপু। 'ষোল খুঁটি একই আড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

ষোলদশ *বিণ* ১৬ সংখ্যক। 'ষোলদশ ভেদিলে প্রবেশিব মনুরাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ষোলসাঙ্গ *বি* ষোলো প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যে তৈরি ধূপ। 'ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষোলোই [পা সোলস>] *বিণ* ১৬ সংখ্যক; ষোলো। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ষোলোকড়া *বি* ষোলো কড়ি। 'কানাকড়িও ষোলোকড়ার সমান ধারাতে চলে।' *শ্রবণ*, ১৯২৫।

ষোলো-পেজি [ষোলো+ইং পেইজ+ই/ঈ] *বিণ* ষোলো পৃষ্ঠাবিশিষ্ট। 'ওর ভিতরও আট-পেজি, বারো-পেজি, ষোলো-পেজি আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ষোহিঅ [স শোধিত] *বিণ* শোধিত। 'চিত্ত তথাতাস্বভাবে ষোহিঅ।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০।

ষ্টল [ই] *বি* সামনের দিকে খোলা ছোটো দোকান। 'ছুটছে ট্রেন, মানুষ, ষ্টেশন, ষ্টল, ঘড়ি ...।' *হোসেন*, ১৯৪০। দ্র **স্টল**

ষ্টাইপেণ্ড [ই] *বি* বৃত্তি। 'ষ্টাইপেণ্ড ও ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

ষ্টাণ্ডার্ড [ই] *বি* মান। '১৭ বছর বয়সে শিশু বর্তমান আই এ ষ্টাণ্ডার্ড অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। দ্র **স্টাণ্ডার্ড**

ষ্টাফ [ই] *বি* কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ। 'ট্রেনিং কেন্দ্রের ষ্টাফ ... তহবিলে ২৪০ টাকা দান করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৫। দ্র **স্টাফ**

ষ্টাম্প, ষ্ট্যাম্প [ই] **১** *বি* দলিল লেখার টিকিটযুক্ত কাগজ। 'ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'তিনি আট আনার ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **২** *বি* ডাকটিকিট। 'ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করবার অভ্যাস থাকলে ...।' *হাই*, ১৯৫৮। দ্র **স্ট্যাম্প**

ষ্টাম্প কাগজ [ই স্টাম্প+আ কাগজ] *বি* দলিল লেখার টিকিটযুক্ত কাগজ। 'রসিদ ও হুণ্ডী ও খত খরিতকী প্রভৃতি মূল্যক্রমে ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ষ্টার্টার [ই] *বি* মোটরগাড়ি চালু করার যন্ত্রাংশ। 'নীহার খালার বিলাপ ছাপিয়ে পুলিশ ভ্যানের ষ্টার্টারটা গর্জে ওঠে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ষ্টিক [ই] *বি* লাঠিবিশেষ। 'কমফরটর, ষ্টিক ও ন্যাজওয়ালা পাগড়ী অগুন্তী উঠচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ষ্টিম [ই] *বি* বাষ্প। **ষ্টিমার, ষ্টীমার** [ই] *বি* বাষ্পচালিত জাহাজ। 'রেল ষ্টীমার তৈরী হয় নাই।' *সবুজ*, ১৯১৭; 'ষ্টিমার হইতে যে বিশালকায়া জাহ্নবী দেখিয়াছিস।' *রোকেয়া*, ১৯২২। দ্র **স্টিম**

ষ্টিমারঘাট *বি* জাহাজ ও অন্যান্য জলযান থামার জায়গা। 'তল্পিতল্পা গুটাইয়া ষ্টিমারঘাটে গিয়া হাজির হইবেন।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

ষ্টিয়ারিং, ষ্টীয়ারিং [ই] **১** *বি* যানবাহনের চলন নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র। 'শক্ত হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সারেঙ।' *হোসেন*, ১৯৪০; 'ড্রাইভারের এক হাতে ষ্টীয়ারিং।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩। **২** *বিণ* নীতিনির্ধারণী। 'সম্মিলিত বিরোধীদলের ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ষ্টীম রোলার [ই] *বি* রাস্তা মসৃণ করার জন্য ভারী চাকাওয়ালা গাড়িবিশেষ। 'এমন ষ্টীম রোলার আর দেখা যায় না।' *হাই*, ১৯৪৭।

ষ্টুডিও [ই] *বি* ছবি উঠানোর উপযোগী কক্ষ। 'কোন ষ্টুডিওতে নার্গেস কাজ করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। দ্র **স্টুডিও**

ষ্টুপিড [ই] *বিণ* নির্বোধ। 'চোপ ষ্টুপিড।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ষ্টুয়ার্ড [ই] *বি* জাহাজের কর্মচারীবিশেষ। 'জাহাজে যাহারা চাকরের কাজ করে তাহাদের ষ্টুয়ার্ড বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। দ্র **স্টুয়ার্ড**

ষ্টুয়ার্ডেস [ই] *বি* জাহাজের মহিলা কর্মচারীবিশেষ। 'স্ত্রীলোক যাত্রীদের জন্য একটী স্ত্রীলোক ষ্টুয়ার্ডেস আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ষ্টেজ [ই] *বি* মঞ্চ। 'বাঙালীদের ষ্টেজটা ভালো হয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২। দ্র **স্টেজ**

ষ্টেথিসকোপ [ই] *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া বীক্ষণের যন্ত্র। 'ষ্টেথিসকোপের নল, যেখানে বলেন, চাকরাণী রাখিয়া দিবে।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। দ্র **স্টেথিস্কোপ**

ষ্টেনগান [ই] *বি* ছোটো আকারের স্বয়ংক্রিয় বন্দুক। 'যাদের কাঁধে আজও হয়ত রাইফেল কি ষ্টেনগানের ফিতের দাগ ...।' *বেগম*, ১৯৭২। দ্র **স্টেনগান**

ষ্টেনোগ্রাফী [ই] *বি* বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে সংক্ষেপে লিখে রাখার লিখন-কৌশলবিশেষ; সাঁটলিপি। 'ষ্টেনোগ্রাফী, টাইপরাইটিং, সীবন শিক্ষা এসব কাজ মেয়েরা সুন্দরভাবেই করতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৭। দ্র **স্টেনো**

ষ্টেশন, ষ্টেসন [ই] *বি* যানবাহন ছাড়া বা থামার স্থান। 'হাঁসফাঁস করে দৌড়ে ষ্টেসনে গেলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'নৈহাটী ষ্টেশনে রাত্রি ১১টার সময় যখন ট্রেণ থামিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪। দ্র **স্টেশন**

ষ্টোর [ই] *বি* গুদাম। **ষ্টোরকীপার** [ই] *বি* গুদামরক্ষক। 'বিক্রয়কারিণী, ষ্টোরকীপার, পল্লীকর্মী ও তাদের শিক্ষাদাত্রী।' *বেগম*, ১৯৪৯। দ্র **স্টোর**

ষ্টোল [ই] *বি* মহিলাদের খাটো চাদর। 'ফুরফুর করে বেড়ায় কুয়াশার ষ্টোল গায়ে দিয়ে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

ষ্ট্যাটিষ্টিকস [ই] *বি* পরিসংখ্যান। 'তাহারা হাণ্টার সাহেবের 'ভারতীয় মুসলমান' নামক গ্রন্থ ও তাঁহার ২৪ পরগণার 'ষ্ট্যাটিষ্টিকস একাউন্ট' পাঠ করিবেন।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫।

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি [ই] *বি* স্থায়ী কমিটি। 'ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ...।' *আজাদ*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬৪। দ্র স্ট্যাভিং কমিটি

ষ্ট্যাম্প দ্র ষ্টাম্প

ষ্ট্র [ই] *বি* তরল পদার্থ পান করার নলবিশেষ। 'রাঙা ঠোঁটে মিহি নড়ে কোকাকোলার ষ্ট্র।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ষ্ট্রাইক [ই] *বি* ধর্মঘট। 'চাপরাশী, কেরাণী ওরা ষ্ট্রাইক করে আমাদের সাথে মিলতে আসতেছিল।' *হাকিজুর*, ১৯৫৩। দ্র স্ট্রাইক

ষ্ট্রীট [ই] *বি* সড়ক। 'শিমুলার এমহর্ষ্ট ষ্ট্রীটের পূর্ব্বপার্শ্বে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। দ্র স্ট্রীট

ষ্ট্রেচার [ই] *বি* সাধারণত রোগী বা আহত ব্যক্তিকে স্থানান্তরের বাহনবিশেষ। 'কিছুক্ষণ পর ষ্ট্রেচারে করে যে মৃতদেহটাকে নিয়ে এলো।' *হাকিজুর*, ১৯৫৩। দ্র স্ট্রেচার

ষ্যাঠারা [স ষষ্ঠী] *বি* হিন্দুমতে নবজাতকের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীদেবীর পূজা। 'ছয় দিনে ষ্যাঠারা করিল জাগরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স

স [স সঃ] *সর্ব* সে। 'কথাঁহো না পায়িলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী।' বড়ু, ১৪৫০।

স- [স] 'সহযোগে' বোঝায় এমন উপসর্গ। 'ব্যোম মরুৎ স-অম্বর দোলে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সঅস্ত্র [স] *বিণ* অস্ত্রধারী। 'মনুষ্য সঅস্ত্র হইলেও পরাক্রমশীল পশুদিগের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমর্থ হয়েন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স-উল্লাসে [স] *ক্রিবিণ* উল্লাসের সঙ্গে। '(স-উল্লাসে) হে আয়ুষ্মন্! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী করুন।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

স-ওয়ার্ডার [স স+ই ওয়ার্ডার] *ক্রিবিণ* আদেশনামাসহ। 'স-ওয়ার্ডার জেলার আসিয়া জাহাঙ্গীরকে লইয়া চলিয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্, স্ স্ [ধ্বন্যা] *অব্য* নিশ্বাসের প্রবল বেগসূচক শব্দ। 'যতীনের নিশ্বাস ফেলার স্ স্ শব্দের সঙ্গে ...।' *মানিক*, ১৯৪০।

সঅ[১] [স স্বক] *সর্ব* স্ব। 'সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্খ লক্খণ ন জাই।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

সঅ[২] [স সব] *বিণ* সকল। 'তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই।' *চর্যা ১৬*, ১২০০।

সঅল [স সকল] *ক্রিবিণ* সকলে। 'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।' *চর্যা ১*, ১২০০।

সঅলা [স সকল] *বিণ* সকল। 'মোহভণ্ডার লই সঅলা অহারী।' *চর্যা ৩৬*, ১২০০।

সঅলানুত্তর [স সকল+অনুত্তর] *বি* সকল অনুত্তর। 'স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মাণী।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

সএল [স সকল] *বিণ* সকল। 'বতিস তান্তি ধনি সএল ব্যাপিউ।' *চর্যা ১৭*, ১২০০।

সআকার [স সাকার] *বিণ* সাকার; মূর্তিমান। 'নিরাকার সআকার/ হলে দশ অবতার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সআন [স সজ্ঞান] *বিণ* সেয়ানা। 'চল চল মাধব তোহ জে সআন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সআঁনা [স সজ্ঞান] *বিণ* চতুর। 'অব সআঁনা জানি কহ্নাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সই[১] [স সখী] *বি* সখী। 'হিতবাণী তোরে কহি শুন সই রতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সইমা *বি* সখীর মা। 'সইমা নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'সই-মা আমাদের ঘরে এসে মার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সইসাঙাত [স সখী+স সঙ্গত] *বি* সখী ও সখীস্থানীয় ব্যক্তি। 'তাহার সইসাঙাতরা কেহ কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সই[২], **সহি** [আ সহিহ্] *বি* স্বাক্ষর। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'দাঁ মহাশয় বাঙ্গলা ও ইংরাজি নাম সই কত্তে পারেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সই করা *ক্রি* স্বাক্ষর দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সই-মোহর [আ সহিহ্+ফা মোহর] *বি* স্বাক্ষর ও সিল। 'শুধু সই? সই-মোহর করে দিই, আন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সই[৩] [আ সওয়া] ১ *বিণ* পুরোপুরি। 'ভাল বাসা আশা তবে পূর্ণ হলো সই।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বি* শুরু। 'বাবুদের নিজ নিজ রক্ষিত মেয়ে মানুষদের রোজ সই হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* সোজা। 'মন সহজে কি সই হবা।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বিণ* ঠিক। 'মন দিয়ে মন ওজন সই হয়।' *লালন*, ১৮৯০। ৫ *বি* অঙ্গীকার। 'বন্ধুর অনুরোধে পাঁচ টাকা সই করতে পার না!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৬ *বি* নিশানা; তাক। 'আযিমের গাল-সই করিয়া একটা চড় উঠান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সইচ্ছা [স স্বেচ্ছা>] *বি* নিজ ইচ্ছা। 'সইচ্ছাএ করিলুম বদল।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'নয় কাঠা আপণ সইচ্ছা পূর্ব্বক ২১ একুষ টাকা ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

সইছাএ [স স্বেচ্ছা>] *ক্রিবিণ* স্বেচ্ছায়। 'সইছাএ দাষ রাজা বিহা দেয় তুষ্কি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সইন্য [স সৈন্য] *বি* সৈন্য। 'রাজার সইন্য দলে চৌষট্টি জুগিনী মেলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সইবানা [ফা শামিয়ানহ্] *বি* সামিয়ানা। 'চৌদিকে তাম্বু সইবানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সইশ [ফা সাইস] *বি* সহিস; ঘোড়া দেখাশোনা করে যে। 'এ কাযে আর২ চাকরেরা মজুত। সইশ ও ঘাশি আছে।' *কেরি*, ১৮০২।

সইস [ফা সাইস] ১ *বি* ঘোড়ার তত্ত্বাবধান। 'শ্রীমানিক সইসস্য সুচরিতেষু আগে তোমাকে সইসগিরিতে চাকোর রাখিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ২ *বি* সহিস; যে ঘোড়ার দেখাশোনা করে। *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'জয়চাঁদ সইস, শ্বেতবর্ণ অয়লারের বাগডোর ধরিয়া খাড়া রহিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সইসগিরি [ফা সাইস-গিরি] *বি* সহিসের কাজ বা পেশা। 'শ্রীমানিক সইসস্য সুচরিতেষু আগে তোমাকে সইসগিরিতে চাকোর রাখিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সউরভ [স সৌরভ] *বি* সৌরভ। 'সাহর নবহ সউরভ ন সহ গুজরি গীত ন গাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সউরে [ফা শহর>] *বিণ* শহুরে। 'নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমক মারা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সও [স শত] *বিণ* শত। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'এক সও আঠাষ মোন পচিষ সের।' *বোগল*, ১৭৭৩।

সএ [স শত] *বিণ* শত। 'সাজনি জিবথু সএ পচাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সওকরা [স শতকরা] *ক্রিবিণ* শতকরা। 'আমি দালালি সওকরা ২। দুই তঙ্কা আট আনার হিসাবে পাইব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সওআ [স সপাদ] *বিণ* এক এবং এক-চতুর্থাংশ; সোয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সওক [আ] *বি* শখ। 'এ খাতেরে ফকিরে হইল সওক।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সওগাত [তু] *বি* দামি উপহার। 'বিস্তর২ সওগাত দিয়া সিংহ রাজার নিকট প্রতিপন্ন হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সওগাতি *বিণ* উপহার বিষয়ক। 'ঢাকিয়ো বন্ধু তব সওগাতি-রেকাবি তাহাই দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সওগাদ [তু সওগাত] *বি* উপহার। 'বাড়িবাড়া, সওগাদ, লোকবিদায়

প্রভৃতি সম্বন্ধে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সওদা [ফা] ১ *বি* পণ্য। 'সওদার ও কর্জ্জা ও ওয়াদা খেলাফির বিরোধ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* বেচাকেনা। 'কোনো সওদা করি নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সওদাগর, সওদাগার [ফা] *বি* বড়ো ব্যবসায়ী। 'সে সওদাগারকে লইয়া আপনার বাটীতে গেল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ... কর্ম করিতে পারিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সওদাগরি, সওদাগরী [ফা সওদাগর>] ১ *বি* ব্যবসা-বাণিজ্য। 'বলদ ও মহিষাদি দ্বারা সওদাগরি করিত।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'সে সময়ে সেট বসাখ বাবুরা সওদাগরী করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* ব্যবসায় সংক্রান্ত। 'সওদাগরী ... বিষয় ও দৈবঘটনা বিষয় ও রহস্য বিষয় ইত্যাদি ... আশ্চর্য্য বিষয় উপস্থিত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বিণ* বাণিজ্যিক। 'একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারী বা সওদাগরি আপিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সওদাপত্র [ফা সওদা>] *বি* পণ্যসরবরাহ করার চুক্তি। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সওদাপাট [ফা সওদা>] *বি* পণ্য বেচাকেনা। 'দোকানে সওদাপাট হচ্ছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

সওয়া[1] [স সহ্য>] ১ *ক্রি* সহ্য করা। 'সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* সহ্য হওয়া। 'এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **সচ্ছে** *ক্রি* সহ্য করছে। 'গীতার জোরে সচ্ছে ঘুষি।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। **সলো** *ক্রি* সহ্য হলো। 'আমার সহিল সব তোমারে তো সলো না।' *ভারত*, ১৭৬০। **সৈতে** *ক্রি* সহ্য করতে। 'আর আমি জ্বালা সৈতে পারিনে!' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **সৈব** *ক্রি* সহ্য করবো। 'হনুমন্তে কহে ভর সৈব নি তোহ্মা সতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সয়েথাকা *বিণ* সহ্য করে থাকা। 'জাগো নিশ্চুপ সয়েথাকা ধূমায়িত রোষ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সয়ে যাওয়া *ক্রি* সহ্য হওয়া। 'সেটা ওর সয়ে গেছে আগে থাকতেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সয়ে যাবে *ক্রি* সহ্য হবে। 'সয়ে যাবে – গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

সওয়া[2] [স সপাদ] *বিণ* এক ও চার ভাগের এক ভাগ; সোয়া। 'গিন্নি শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁদেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সওয়া শ, সওয়া শো [স সপাদ-শত] *বিণ* একশত পঁচিশ। 'আমার যদি সওয়া-শো বরষ পরমায়ু থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'সওয়া শ বছর আগে এ চিড়িয়াখানার গোড়াপত্তন হয়।' *হাই*, ১৯৫৮।

সওয়াব [আ ছাওয়াব] *বি* পুণ্য। 'ইহার সওয়াব যত কিতাবে বয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সওয়ায় [আ সিওয়া] *অব্য* ব্যতীত। 'বেণে বাবুর ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, এ সওয়ায় তার সুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশ টাকা আসতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সওয়ার [ফা] ১ *বি* অশ্বারোহী। 'জবনিএগ্রা আসোমার জবন সওয়ার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* আরোহী। 'এক বড় ঘোড়া আছে ... কেহ অদ্যাপি তাহার উপরে সওয়ার হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* বাহক। 'সওয়ার অর্থাৎ ভোগবাহকেরদিগকে এককালে গোলমাল করিয়া যাইতে দেয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৪ *বি* পালকি। 'মামা! সওয়ারী আয়া!' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

সওয়ারি, সওয়ারী [ফা সওয়ার>] ১ *বি* বাহক। 'কাফন করিলে এক সওয়ারী আসিবে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সওয়ারির পশুপণের রঙ্গভূমি অর্দ্ধ ক্রোশ প্রসস্তে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* যান। *ভবানী*, ১৮২৩।

সওয়ারী তানজান [ফা সওয়ার>+হি তামজান] *বি* মানুষবাহী সজ্জিত পালকি। 'যুবরাণীকে কলিকাতার নির্ম্মিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সওয়ারী হস্তী *বি* আরোহণ করা যায় এমন হাতি। 'রৌপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়ারী হস্তী।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সওয়াল [আ] ১ *বি* আইনি নালিশের প্রশ্ন। 'সওয়ালে গোপাল হালদার এই জবাব দিতেছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* জেরা। 'ম্যাজিস্ট্রেট অনেক সওয়াল করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* প্রশ্ন; সংশয়। 'আল্লার 'দ্বিনে' করিস 'সওয়াল' এত বড় হুজ্জত!' *বেনজীর*, ১৯৩২।

সওাল [আ সওয়াল] *বি* প্রশ্ন। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সওয়াল জওয়াব [আ সওয়াল+আ জওয়াব] *বি* প্রশ্নোত্তর। 'মুন্দেলেহের সওয়াল জওয়াব ইহা প্রথমে অনেকে বাঙ্গলা ভাষায় আদান প্রদান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সং [স স্ব-অঙ্গ] ১ *বি* কৌতুককর বেশধারণ। 'আশ্চর্য্য সং করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* ভাঁড়। 'সে কি গো? তুমি না সং সেজেচ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সংগান *বি* একপ্রকার কৌতুক গান। 'এ যাত্রার সংগান অনেক তা জানে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সংকট [স] *বি* সমস্যা। 'অনেক সংকট আছে প্রজার সংসয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। দ্র **সঙ্কট**

সংকটগ্রস্ত [স] *বিণ* বিপন্ন। 'অর্থনৈতিক অবস্থা নিদারুণ সংকটগ্রস্ত।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সংকটনাশন [স] *বি* সংকটমোচন। 'ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকটনাশন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সংকটপূর্ণ [স] *বিণ* বিপজ্জনক। 'সংকটপূর্ণ পথে আস্তে ধীরেই এগুনো উচিত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

সংকটময় [স] *বিণ* সমস্যাপূর্ণ। 'সংকটময় কর্মজীবন/ মনে হয় মরু সাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সংকটসংকুল [স] ১ *বিণ* সংকটাপন্ন। 'এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধুর সংকটসংকুল জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনয়ন করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* বিপজ্জনক। 'কোনো এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংকটসংহর [স] *বি* বিপদ থেকে উদ্ধারকারী। 'জয় সংকটসংহর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সংকটাপন্ন [স] *বিণ* সংকটসংকুল। 'যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংকটাবস্থা [স] *বি* বিপজ্জনক অবস্থা। 'তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সংকটে দেওয়া *ক্রি* সম্পত্তি বিপন্ন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সংকথন [স] *বি* কথাবার্তা। 'অন্যোন্যে এইমত করি সংকথন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকরতা [স] *বি* মিশ্রণ। 'বর্ণের সংকরতা দিয়ে দুই সন্ধ্যার কী রমণীয় ছবিই দিয়ে চলেছে বিশ্বকর্মা।' *অবন*, ১৯২৫।

সংকলন [স] *বি* সংগ্রহ। 'বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলন পূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। *দ্র* **সঙ্কলন**

সংকলনগ্রন্থ [স] *বি* বিচ্ছিন্ন রচনা একত্র করে প্রস্তুত গ্রন্থ। 'এরূপ একটি সংকলনগ্রন্থে এ বিপদ অবশ্যম্ভাবী।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

সংকলিত [স] ১ *বিণ* সম্মিলিত। 'তোমার কণ্ঠ নির্গলিত, রাগ রাগিণী সংকলিত ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* সম্পৃক্ত। 'জঘন্য জান্তব দেহে দেশ-কাল-সংকলিত মল সংসক্ত থাকে না আর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* সংকলন করা হয়েছে এমন। 'সে-সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সংকলিত থাকলে বাংলাসাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকার হত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সংকলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* গৃহীত; অন্তর্ভুক্ত। 'কণ্ঠহারে হবে সংকলিতা, ওগো ললিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সংকেলিউ [স সংকলিত] *ক্রিবিণ* সংক্ষেপে। 'বাম দাহিণ দো বাটা ছাড়ী সান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

সংকল্প [স] *বি* প্রতিজ্ঞা। 'আমরাও করিলাম সংকল্প তোমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **সঙ্কল্প**

সংকল্পস্রোত [স] *বি* প্রতিজ্ঞারূপ স্রোত। 'তোমার সংকল্পস্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সংকল্প হওয়া *বি* নামাঙ্কিত হওয়া। 'যাহার নামে প্রাইজ উটিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সংকল্পিত [স] ১ *বিণ* সংকল্প করা হয়েছে এমন। 'তাঁর সংকল্পিত ডিসপেনসারি ও স্কুলঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* স্থিরীকৃত। 'সর্দারের সংকল্পিত মোকদ্দমার গুজব ডাক্তার সাহেবের কানেও আসিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সংকা [স শঙ্কা] *বি* ভয়। *ডানকান*, ১৭৮৪।

সংকাশ [স] *বিণ* সদৃশ। 'জবা-কুসুম-সংকাশ রাঙা অরুণ রবি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সংকীর্ণ [স] ১ *বিণ* দুর্বল। 'উভয়ের সংস্রবে এক নূতন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* অপ্রশস্ত। 'রাশীকৃত জঞ্জাল, সংকীর্ণ স্থানে বাস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* সীমিত; সীমাবদ্ধ। 'স্ত্রীলোকের কার্যের পরিসর সংকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বিণ* প্রাণহীন; নিষ্প্রাণ। 'সংকীর্ণ কঙ্কালে করেছে সকাম।' বুদ্ধ, ১৯৪৩। *দ্র* **সঙ্কীর্ণ**

সংকীর্ণচিত্ত [স] *বিণ* ক্ষুদ্রমনা। 'সংকীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সংকীর্ণতা [স] ১ *বি* সংকট। '...স্থলের সংকীর্ণতা হইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। ২ *বি* অপ্রশস্ততা। 'পিঞ্জরের সংকীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* ক্ষুদ্রতা। 'তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *বি* হীনতা। 'জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সংকীর্ণমনা [স] *বিণ* অনুদার। 'চুল-চেরা পথ ধরিয়া চলে তাহাকে লোকে হিসাবী, বিষয়ী, সংকীর্ণমনা প্রভৃতি অপবাদসূচক কথা বলিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংকীর্তন, সংকীর্ত্তণ [স] ১ *বি* গুণকীর্তন। 'সংকীর্ত্তন মাঝে ভাই দিহ গড়াগড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* দেবতার নাম গান। 'হরিদাস কহে কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। *দ্র* **সঙ্কীর্তন**

সংকীর্তনলম্পট [স] *বিণ* সংকীর্তন-অনুরাগী। 'ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্তন-লম্পট মুরারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সংকীর্তিত [স] *বিণ* উচ্চারিত। 'সংকীর্তিত ভাষা যেমন, তেমনি সংচিত্রিত ভাষাও একটা ভাষা।' *অবন*, ১৯২৫।

সংকেত্তন [স সংকীর্তন] *বি* গুণকীর্তন। 'কী তবে? সংকেত্তন?' *মানিক*, ১৯৩৫।

সংকুচিত [স] ১ *বিণ* কুণ্ঠিত। 'সংকুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাই নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* গুটানো। 'স্বার্থরত মানুষের শক্তি নিজের দিকেই চিরদিন সংকুচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* অপ্রসারিত। 'তাই তার সংকুচিত ছায়া রূপান্ধের দৃষ্টিপথে গর্বপুষ্ট মলিনতা ভরি ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০। *দ্র* **সঙ্কুচিত**

সংকুচিতচিত্ত [স] *বিণ* সংকীর্ণমনা। 'সংকুচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন ... উঁকিঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংকুল [স] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'উঠিল শার্দুল পেয়ে সংকুল জীবন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* সমাকীর্ণ। 'মদকল কোকিল কলরব সংকুল রঞ্জিত বাদন তানে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। *দ্র* **সঙ্কুল**

সংকুলান [স] *বি* যাতে কুলায় এমন অবস্থা। 'ইহারও আয়ে রাজার ব্যয় সংকুলান হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সংকেত [স] *বি* ইঙ্গিত। 'তাহার কাছে পূজার সামগ্রী আনে এইরূপ সংকেত করে।' *দর্পণ*, ১৮২০। *দ্র* **সঙ্কেত**

সংকেত-বাঁশরি *বি* সংকেতরূপ বাঁশি। 'সংকেত-বাঁশরি বনে বনে বাজে মনে মনে বাজে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সংকেতবাক্য [স] *বি* ইশারার ভাষা। 'এই সংকেতবাক্য এখানকার অধিবাসীদের কাছে অতি পরিচিত।' *শওকত*, ১৯৭২।

সংকোচ [স] *বি* দ্বিধা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বিরহিজন সন্তাপনে কাহারও সংকোচ নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। *দ্র* **সঙ্কোচ**

সংকোচিত [স] *বিণ* আড়ষ্ট। 'আপনাকে সংকুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংকোচ-জড়িত [স] *বিণ* কুণ্ঠা মিশ্রিত। 'উদ্বেগ-কম্পিত ও সংকোচ-জড়িত প্যাঁচ-মোচড় দিয়ে যা বললেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সংকোচন [স] *বি* কমানো। 'ব্যয় সংকোচন করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সংকোচপীড়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* জড়সড় ভাবগ্রস্ত। 'সংকোচপীড়িতা সুচরিতাকে তাহার কথা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সংকোচবশ [স] *বি* সংকোচের কারণ। 'ব্যাকুল সংকোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সংকোচবিহীন [স] *বিণ* নিঃসঙ্কোচ। 'সেই সংকোচবিহীন সংশয়বিহীন অশ্রুপ্লাবিত দুই চক্ষু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সংকোচভাব [স] *বি* কুণ্ঠিত ভাব। 'আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সংকোচমুক্ত [স] *বিণ* সংকোচ নেই এমন। 'আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

AMARBOI.COM

সংকোচহীন [স] *বিণ* দ্বিধাহীন। 'সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০৯*।

সংকোচিত [স] *বিণ* কুণ্ঠিত। 'তাতে রঘুনাথের হয় সংকোচিত মন।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*।

সংক্রমণ [স] *বি* সঞ্চরণ। 'অন্ধকূপে মাথা ঠুকে নিত্য সংক্রমণ।' *ফররুখ, ১৯৪৬*।

সংক্রমিত [স] *বিণ* সঞ্চারিত। 'কিয়দংশ পাঠকগণের মনে সংক্রমিত হয়।' *হরপ্রসাদ, ১৮৮৭*।

সংক্রান্ত [স] *বিণ* সম্পর্কিত। 'বাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্যের যে কোন প্রার্থনা ঐ মেং মাকিন্তস কোম্পানির নিকটে দাখিল করিবেন।' *দর্পণ, ১৮১৯*।

সংক্রান্তি [স] *বি* মাসের শেষ দিন। 'শ্রাবণ সংক্রান্তিতে দক্ষিণে আয়ন।' *সুলতান, ১৭০০*।

সংক্রাম [স] *বি* চলাচল; গমনপথ। 'উধাও নক্ষত্রপুঞ্জ মুমূর্ষুর সংক্রাম এড়ায়।' *সুধীন্দ্র, ১৯২৯*।

সংক্রামক [স] ১ *বিণ* ছোঁয়াচে। 'কতক সংক্রামক রোগে, কতক প্লীহা যকৃতের দোষে ইহলোক হইতে অপসৃত।' *অক্ষয়, ১৮৪৮*। ২ *বিণ* সঞ্চারিত হয় এমন। 'সে অভিমান সংক্রামক।' *রবীন্দ্র, ১৯০২*।

সংক্রামকতা [স] *বি* সংক্রমণ করার বৈশিষ্ট্য। 'বাড়িটার সংক্রামকতা তাকে আক্রমণ করবে।' *তারা, ১৯৪৩*।

সংক্রামক ব্যাধি [স] *বি* ছোঁয়াচে রোগ। 'উহা একটা সংক্রামক ব্যাধি ব্যতীত আর কিছুই নহে।' *আজাদ, ১৯৩৬*।

সংক্রামিত [স] *বিণ* সঞ্চারিত। 'বিলাতী-বর্জ্জন ... দেশব্যাপী সংক্রামিত হয়।' *এসলাম, ১৯৩২*।

সংক্রামিত হওয়া *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'অন্দরমহল পর্যন্ত সংক্রামিত হইয়া পড়িল।' *ইমদাদুল, ১৯২০*।

সংক্রামী [স] *বিণ* সংক্রামক। 'রোমাঞ্চের সংক্রামী বিস্ময়ে অলক্ষ্য সৌন্দর্য তব।' *সুধীন্দ্র, ১৯৩১*।

সংক্রিয়া [স] *বি* পুণ্যকর্ম। 'সতের আদর সাধি সংক্রিয়া যতনে।' *মাইকেল, ১৮৬২*।

সংক্যা [স সংখ্যা] *বি* পরিমাণ। 'পাপ পুণ্যো অনুসারে ভোগাভোগ দিবেন অনন্তো সংক্যা।' *আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩*।

সংক্ষ [স সংখ্যক] *বিণ* ক্রম বা সংখ্যার পরিমাণ নির্দেশক। 'সত সংক্ষ গদা ভাঙ্গে দুহাঁর সরিরে।' *মালাধর, ১৫০০*।

সংক্ষা [স সাংখ্য] *বি* কপিল মুনি রচিত দর্শন শাস্ত্র। 'বেদান্ত মিমাংস সংক্ষা বেদে বিচারিল।' *মালাধর, ১৫০০*।

সংক্ষিপ্ত [স] ১ *বিণ* সংক্ষেপ করা হয়েছে এমন। 'ভারত রত্নসাগর কিরূপে শোষিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।' *অক্ষয়, ১৮৪৮*। ২ *বিণ* অল্প পরিসরে লিখিত। 'উপক্রমণিকায় এই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।' *অক্ষয়, ১৮৪৯*; 'মুগ্ধবোধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ।' *বিদ্যা, ১৮৭৩*।

সংক্ষিপ্তকাল [স] *বি* অল্প সময়। 'সংক্ষিপ্তকালের মধ্যে কোনও সমাজের আমূল সাংগঠনিক রূপান্তর সাধিত হয়?' *শিব, ১৯৫৬*।

সংক্ষিপ্ততম [স] *বিণ* সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। 'কাহিনী প্রতিবারেই সংক্ষিপ্ততম বর্ণনায় শেষ করে দিয়েছেন।' *মুজতবা, ১৯৫৯*।

সংক্ষিপ্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* হ্রস্ব আকারে। 'সংক্ষিপ্তভাবে বলেন।' *ওয়ালী, ১৯৬৪*।

সংক্ষিপ্তসার [স] ১ *বি* অনুরূপ ছোটো উদাহরণ। 'একে পৃথিবীর সংক্ষিপ্তসার বলা যায়।' *প্রমথ, ১৯২৫*। ২ *বি* সারসংক্ষেপ। 'হিন্দুদর্শনের সংক্ষিপ্তসার তো নয়ই, এমনকি তা ক্যারিকেচর পর্যন্ত নয়।' *প্রমথ, ১৯২৭*।

সংক্ষুব্ধ [স] ১ *বিণ* আলোড়িত। 'বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ।' *বঙ্কিম, ১৮৮৭*। ২ *বিণ* অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে এমন। 'তৃণে, শৈলে, নদে সংক্ষুব্ধ আত্মার তীব্র রোষ!' *সত্যেন্দ্র, ১৯১৫*।

সংক্ষেপ [স] ১ *বি* অল্প কথায় বিবরণ। 'তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*। ২ *বিণ* অল্প কথায় বর্ণিত। 'ভ্রমণের সংক্ষেপ বিবরণ রামায়ণে আছে।' *অক্ষয়, ১৮৪৮*। ৩ *বিণ* ছোটো। 'আলো আসতে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন।' *রবীন্দ্র, ১৮৮১*। ৪ *বিণ* সংযত। 'অধিক লোক জোটাতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২*। ৫ *বিণ* হ্রাস। 'অমরতা কে সংক্ষেপ করিবে?' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭*। *দ্র* **সঙ্ক্ষেপ**

সংক্ষেপরূপে [স] *ক্রিবিণ* সংক্ষেপে। 'ডাঃ মার্টিন কলিকাতার বর্ণনা সংক্ষেপরূপে করিয়াছেন।' *দর্পণ, ১৮৩৭*।

সংক্ষেপসার [স] *বি* সারসংক্ষেপ। 'তাহলেও সে-সব কথার সংক্ষেপসার দিলুম না।' *সুধীন্দ্র, ১৯৩৩*।

সংক্ষেপা *ক্রি* সংক্ষেপ করা। 'এহী সভ কথা কহ সংক্ষেপিয়া।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*।

সংক্ষেপে ১ *ক্রিবিণ* অল্প কথায়। 'সংক্ষেপে কহিল ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*। ২ *ক্রিবিণ* বাহুল্যবর্জিতভাবে। 'সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া।' *ভারত, ১৭৬০*। ৩ *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩*; 'সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাড়িতে চড়িয়া বসিল।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*।

সংক্ষোভ [স] ১ *বি* আলোড়ন। 'সেই পতনজাত সংক্ষোভে কম্পিত হইয়া ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।' *অক্ষয়, ১৮৫৪*। ২ *বি* উত্তালতা। 'তুলিয়া সাগর-বক্ষে সংক্ষোভ ভীষণ।' *সত্যেন্দ্র, ১৯০৮*। ৩ *বি* উত্তেজনা; ক্ষোভ। 'এই বিরোধ সংক্ষোভের মধ্যে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৫*।

সংখ[1] [স] *বি* সংখ্যা। 'মিলএ রমনী সত সংখে।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

সংখ[2] [স শঙ্খ] *বি* শঙ্খ। 'সেতাই পণ্ডিত সেথা করিল সংখ ধ্বনি।' *রামাই, ১৭১০*।

সংখ্যা[1] [স] ১ *বি* গণনা। 'এ দিউড়ি সংখ্যা করিবার শক্তি কার।' *বৃন্দা, ১৫৮০*। ২ *বিণ* সংখ্যক। 'গোমেদ ভূষিত অঙ্গে শত সংখ্যা সখি।' *আলাওল, ১৬৮০*। ৩ *বি* পরিমাণ। 'খরচা ও ব্যয়ের সংখ্যা জানিয়া।' *ডানকান, ১৭৮৪*। ৪ *বি* রাশি লেখায় ব্যবহৃত ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্ক। 'একং দশং শতং সহস্রং ইত্যাদি দশগুণোত্তর সংখ্যা সর্বাগ্রে ভারতবর্ষে সৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়, ১৮৪৭*। ৫ *বি* হিসাব। 'পৃথক পৃথক ফলপত্র শাখার সংখ্যা উক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়, ১৮৪৭*। ৬ *বি* পরিমাণ নির্ধারণ। 'বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য বলিবার নিমিত্ত গণনা জানা অতিশয় আবশ্যক।' *বিদ্যা, ১৮৫১*। ৭ *বি* পত্রিকা প্রকাশনার ক্রম। 'বৈশাখের সংখ্যায় পুরস্কারযোগ্য গল্পটি বাহির হইবে।' *রবীন্দ্র, ১৯০২*। *দ্র* **সঙ্খ্যা**

সংখ্যক [স] *বিণ* সংখ্যার পূরক। '৬৮৪ সংখ্যক।' *দর্পণ, ১৮৩১*।

সংখ্যাকারী [স] *বি* গণনাকারী। 'সংখ্যাকারিরা নিভৃত স্থান হইতে প্রকাশ স্থানে দীপ্তমান হওনে সে সন্দেহ এককালে লোপ হইল।' *বঙ্গদূত, ১৮২৯*।

সংখ্যাগরিষ্ঠ [স] *বিণ* সংখ্যায় অধিক। 'সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাড়া ... গৌরব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবার কতটুকু আছে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা [স] *বি* সংখ্যার আধিক্য। 'এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস করিবার জন্য ...।' *জামায়াত*, ১৯৪০।

সংখ্যাগুরু [স] *বিণ* সংখ্যায় বেশি। 'খুলনা জেলার মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সংখ্যাগুরুত্ব [স] *বি* সংখ্যাগরিষ্ঠতা। 'মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু-সংখ্যাগুরুত্বের ভয়ে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন চাচ্ছেন।' *শিখা*, ১৯৩১।

সংখ্যাতত্ত্ব [স] *বি* পরিসংখ্যান বিদ্যা। 'সংখ্যাতত্ত্ব এমন একটা জিনিস যাহা দ্বারা যে-কোন হিসাব প্রমাণ করা যায়।' *ইছলাম*, ১৯৪৫।

সংখ্যাতীত [স] *বিণ* অসংখ্য। 'এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ ...।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংখ্যাতীতা [স] *বিণ স্ত্রী* অসংখ্য। 'কাশফুলের চামর দুলাইয়া সংখ্যাতীতা সখিজনও তাহার আসে-পাশে সর্বক্ষণ ঘিরিয়া রহিয়াছে।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

সংখ্যাধিক্য [স] *বি* সংখ্যার আধিক্য। **সংখ্যাধিক্যবিস্তার** [স] *বি* সংখ্যাগত বৃদ্ধি। 'বস্তুর সংখ্যাধিক্যবিস্তারগত প্রচণ্ড উন্মত্ততা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সংখ্যানবিশ [স সংখ্যা+ফা নবীস] *বিণ* হিসেবি। 'সৃষ্টিটা সংখ্যানবিশ বটে কিন্তু হিসেবতন্ত্রী নয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সংখ্যানুপাত [স] ১ *বি* সংখ্যার অনুপাত। 'চাকুরীতে পঞ্চাশের সংখ্যানুপাত বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪০। ২ *বি* সংখ্যা-ভিত্তিক পার্থক্য। 'মুছলমান ও অমুছলমান কর্ম্মচারীদের যে সংখ্যানুপাত।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

সংখ্যান্তর [স] *বি* লিখিত বা মুদ্রিত সংখ্যার ভিন্ন রূপ। 'তাঁহার পাঠান্তর, সংখ্যান্তর বা অন্য কোনরূপ ব্যতিক্রম-ঘটনা অসম্ভব নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সংখ্যা-পর্যায় [স] *বি* সংখ্যাবোধ। 'সান্ত ও অনন্ত নানা প্রকার সংখ্যা-পর্যায়ের আবিষ্কার।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সংখ্যাপাত [স] *বি* সংখ্যা উপস্থাপন। 'যখন পুস্তকে অথবা অন্য কোনও স্থানে, কেহ কোনও বস্তুর সংখ্যাপাত করে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সংখ্যাবৃদ্ধি [স] *বি* সংখ্যার আধিক্য। 'নানাবিধ ব্যবসায়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি ... হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সংখ্যাভূয়িষ্ঠ [স] *বিণ* সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুপাতে দৈবদুর্বিপাক সংখ্যাভূয়িষ্ঠ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সংখ্যালঘিষ্ঠ [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক। 'সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ হিন্দুদের জাতীয় খাতায় ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

সংখ্যালঘু [স] *বিণ* সংখ্যায় কম। 'যে সকল প্রদেশে মুছলমানেরা সংখ্যালঘু।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সংখ্যালঘুত্ব [স] *বি* সংখ্যার অল্পতা। 'হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যালঘুত্ব ঘটিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সংখ্যা-লাঘবতা [স] *বি* সংখ্যা কমে যাওয়া। 'ইহাতে মুছলমানদের যে সংখ্যা-লাঘবতা ঘটিবে ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সংখ্যাল্পতা [স] *বি* সংখ্যার স্বল্পতা। 'হাসপাতালের সংখ্যাল্পতা নিয়ে বুলেটিন লেখক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সংখ্যাসাম্য [স] *বি* জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অংশের সমতা – এই নীতি। 'পাকিস্তানের মাঝে সংখ্যাসাম্যের প্রশ্ন বর্ত্তমানে বিশেষভাবে আলোচিত।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সংখ্যাহীন [স] *বিণ* অসংখ্য। 'ছুঁড়ে দিলো দুঃস্বপ্নের সংখ্যাহীন বিন্দু।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

সংখ্যিত [স] *বিণ* গণনা করা হয়েছে এমন। 'নূতন জন্ম সংখ্যায় সংখ্যিত ছিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সংখ্যে [স] *বি* সংখ্যা। 'ঘরে যত আনো মানুষ-জনকে তত বেড়ে যায় হাতের সংখ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সংখ্যা[2] [স শঙ্কা] *বি* আশঙ্কা। 'গন্ধর্ব্বসেন ইন্দ্রের পুত্র, ইহার কোন প্রকারে মৃত্যুর সংখ্যা নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সংগঠন [স] *বি* একাধিক লোক মিলে গড়ে তোলা দল বা প্রতিষ্ঠান। **সংগঠনভার** [স] *বি* সাংগঠনিক দায়িত্ব। 'পূর্ত্তবিজ্ঞানবিশারদ বিপুলমতি ক্রনেল সাহেব মহোদয় ইহার সংগঠনভার সাগ্রহে গ্রহণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংগঠনমূলক [স] *বিণ* উন্নয়নমূলক। 'অর্থকে কোন শিল্পে সংগঠনমূলক কার্য্যে নিয়োজিত না করিয়া ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

সংগঠনসামর্থ্য [স] *বি* যৌথ শক্তি। 'আগ্রহ এবং উদ্ভাবনাকে কাজে লাগাবার সংগঠনসামর্থ্য ও ব্যবহারিক বুদ্ধি ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

সংগঠনী [স] ১ *বিণ* সংগঠনভুক্ত। 'সংগঠনী হিন্দুর দল ভারত হইতে মোসলমানের নাম নেশানা মুছিয়া ফেলিবার জন্য ...।' *এসলাম*, ১৯২৯। ২ *বিণ* দলীয়। 'কাউন্সিলারদের যে সংগঠনী মেন্টালিটির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।' *হানাফী*, ১৯৩০। ৩ *বিণ* গঠনমূলক। 'সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ... সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।' *বেগম*, ১৯৬০। ৪ *বিণ* প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত এমন। 'সম্প্রতি কলেজ সংগঠনী কমিটির তরফ থেকে এক ঘোষণায় বলা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬২।

সংগঠনী শক্তি [স] *বি* সংগঠনের ক্ষমতা। 'যার অসাধারণ সংগঠনী শক্তি সে শ্রমিক-নেতা মজিদ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সংগঠিত [স] *বিণ* গঠন করা হয়েছে এমন। '... তাহাতে যথাযথরূপে সংগঠিত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

সংগত [স] ১ *বিণ* উপযুক্ত; সমীচীন। 'সত্যকথা, যথার্থ, মিথ্যা নয়, সংগত বটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* গানের সঙ্গে বাজনার মিল। 'নূপুর পায়ে উত্তরি সূতা গলায় ঢাকের সংগতে নাচতে লেগেচে। *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সংগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। দ্র **সঙ্গত**

সংগতি [স] ১ *বি* উপায়; সুযোগ। 'কাপড় পাঠাইতে সংগতি হইছিল না।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বি* ক্ষমতা। 'আমাদের এমন সংগতি নেই যে কারও দুঃখ দূর করতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* সামর্থ্য। 'চাকুর সংগতিতে কুলায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। দ্র **সঙ্গতি**

সংগতিপন্ন [স] *বিণ* আর্থিকভাবে সচ্ছল। 'যাঁহারা সংগতিপন্ন নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সংগতিসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* অর্থসংস্থান রয়েছে এমন। 'সংগতিসম্পন্না মেয়েদেরও উচ্চ শিক্ষার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ...।' *বেগম*, ১৯৫৫।

সংগম [স] ১ *বি* মিলন। 'ছায়া-আলোর সংগমে দামিনী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* মিলনস্থল। 'ইরাবতীর সংগম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গসাগর, ৭ কার্তিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। *দ্র* **সঙ্গম**

সংগমস্থল *বি* মিলনস্থান। 'এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সংগিন, সংগীন [ফা সঙ্গীন] ১ *বি* ভয়াবহতা। 'আজ ফুঁড়ে চলো দরিয়ার সংগিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। ২ *বি* ফলা। 'রুক্ষতার সুতীক্ষ্ণ সংগীনে দুর্বিনীত ইচ্ছার ডানায়।' *শামসুর*, ১৯৬৩। ৩ *বি* বন্দুকের অগ্রভাগের ফলা। 'যেন বা তরুণ কোনো পাতে বুক অত্যাচারী সংগীনের মুখে।' *শামসুর*, ১৯৭৪। *দ্র* **সঙ্গিন**

সংগীনাকীর্ণ [ফা সঙ্গীন+স আকীর্ণ] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'সংগীনাকীর্ণ রাত মানসে ঝরায় কতো কবিতার ফোঁটা।' *শামসুর*, ১৯৭০।

সংগীত [স] ১ *বি* গীতবাদ্য। 'দামোদরস্বরূপ সংগীতরসময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সুর। 'বাঁশির সংগীতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* সুললিত মধুর বাণী। 'আমার কাছে সেই শব্দ সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। *দ্র* **সঙ্গীত**

সংগিত [স সংগীত] *বি* গীতবাদ্য। 'বিবিধ সংগিত তাল সব অনুবন্দে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংগীতকলা [স] *বি* গীতিশাস্ত্র। 'সংগীতকলা তো নহেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংগীতকার [স] *বি* সংগীত রচয়িতা। 'সংগীতকার তারা, নটরাজ তারা।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সংগীতচর্চা [স] *বি* সংগীতের সাধনা। 'অনেকদিন অবধি সংগীতচর্চা করেছি।' *অবন*, ১৯৪১।

সংগীতজ্ঞ [স] *বি* সংগীতশিল্পী। 'সে সংগীতজ্ঞ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সংগীততান [স] *বি* গানের সুর। 'জগৎ-মাতানো সংগীততানে/ কে দিবে এদের নাচায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংগীতপ্রাণ [স] ১ *বিণ* সংগীতময়। 'ধ্বনি আপনিই দানা বেঁধে উঠেছে সমগ্র সংগীতপ্রাণ কাব্যের অন্তর হতে।' *প্রমথ*, ১৯২৭। ২ *বিণ* সংগীতে অনুরক্ত। 'সে গান শুনে আমি বুঝব আপনি সংগীতপ্রাণ কিনা।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

সংগীতপ্রিয় [স] *বিণ* গান ভালোবাসে এমন। 'মনুষ্য স্বাভাবিক সংগীতপ্রিয় হয়।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সংগীতপ্রিয়তা [স] *বি* গানের প্রতি অনুরাগ। 'বাঙালির সংগীতপ্রিয়তা এ অঞ্চলের এক সুপরিচিত প্রবাদ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সংগীতপ্রীতি [স] *বি* সংগীতের প্রতি অনুরাগ। 'সংগীতপ্রীতি আমার জন্মসুলভ।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

সংগীতবিৎ [স] *বিণ* সংগীতবিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সংগীতবিদ্যা [স] *বি* সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র। 'সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সংগীতবিদ্যালয় [স] *বি* সংগীত শিক্ষার বিদ্যালয়। 'সংগীতবিদ্যালয়ে সুর অভ্যাস ও রাগরাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সংগীতবেত্তা [স] *বি* সংগীতবিশারদ। 'সংগীতবেত্তারা যদি ... তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সংগীতব্যবসায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* গান পরিবেশন ক'রে উপার্জন করে এমন। 'সংগীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে।' *তারা*, ১৯৪২।

সংগীতব্যবসায়ী [স] *বি* যে সংগীতশিল্পী সংগীতবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে জীবিকা উপার্জন করেন। 'যাঁরা সংগীতব্যবসায়ী নন বাংলাদেশে তাঁদের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংগীতব্যাকরণ [স] *বি* সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র; নিয়মকানুন। 'সংগীতব্যাকরণের বিশুদ্ধতা বাঁচিয়ে রাখেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংগীতভাবুক [স] *বিণ* সংগীতচিন্তক। 'যদুভট্টের মতো সংগীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কি না সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংগীতময় [স] *বিণ* সুললিত। 'একটি ছায়াময় শান্তিময় সংগীতময় ছোটো স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংগীতময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* নান্দনিক। 'একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংগীতমুগ্ধ [স] *বিণ* সংগীতের মধুর ধ্বনিতে মোহিত। 'আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংগীতরত [স] *বিণ* গান গাওয়া অবস্থায়। 'সংগীতরত সদলবলে মোজাফফর গায়েনের একটি ফটো।' *জসীম*, ১৯৬১।

সংগীতরসিক [স] *বি* সংগীতের সমঝদার। 'দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সংগীতরসিক প্রভৃতি।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

সংগীতরীতি [স] *বি* সংগীতের ধরন; ঘরানা। 'পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয়সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সংগীতশালা [স] *বি* প্রমোদকক্ষ। 'তার সংগীতশালা এবং ভোজনগৃহের ভিত্তি শ্বেতপ্রস্তরে মণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংগীতশাস্ত্র [স] *বি* সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র। 'সংগীতশাস্ত্র হতে এর আদর্শ নিতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সংগীতশিক্ষা [স] *বি* সংগীতবিষয়ক শিক্ষা। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ... প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংগীতসভা [স] ১ *বি* গানের আসর। 'সংগীতসভায় সে যেরূপ সংযত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* গানের অনুষ্ঠান। 'শিকার-পার্টি রঙ্গমঞ্চ সংগীতসভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সংগীতস্রোত [স] *বি* সংগীতের ধারা। 'অনাদিকালের পান্থ যাহার তব সংগীতস্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংগীতহারা [স সংগীত+হারা] *বিণ* সুরহীন। 'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সংগীতাখ্য [স] *বিণ* সংগীত নামধারী। 'গীতাঞ্জলি, গীতালি গীতিমাল্য প্রভৃতি সংগীতাখ্য কাব্যগুলোতে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

সংগুপ্ত [স] *বিণ* বিশেষভাবে গোপনীয়। 'আর এক উপাএ সংগুপ্ত কি কহে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সংগৃহীত [স] ১ *বিণ* সংগ্রহ করা হয়েছে এমন। 'প্রাচীন সংগ্রহকারের সংগৃহীত বচন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* সংকলিত। 'ব্রতাদি ইতিকর্তব্যতা নানা শাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া ... চলিত

AMARBOI.COM

তাষায় প্রকাশ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বিণ* গৃহীত। 'পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই ... বয়স্কপর্য্যন্ত বালকগণ সংগৃহীত হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সংগোপন [স সংগোপন] ১ *বিণ* সাবধান। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* খুব গোপন স্থান। 'নির্জ্জন স্থানেতে থাকে সদা সংগোপনে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* সম্পূর্ণ লুকানো। 'বালিকারদিগকে ... সর্ব্বদা সংগোপনে সাবধানে রাখেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সংগোপ [স সংগোপন] *বি* গোপন। 'সংগোপে কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সংগোপনতা [স] *বি* সম্পূর্ণ গোপনীয়তা। 'তাকে ঘিরে রয়েছে প্রেতাত্মার মতো বীভৎস সংগোপনতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সংগোপনে *ক্রিবিণ* লোকচক্ষুর আড়ালে। 'ইহারা অনেক বিষয়ে সংগোপনে লোকবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সংগ্রথিত [স] ১ *বিণ* সংকলিত। 'হাফিজের সমস্ত কবিতা সংগ্রহ ও সংগ্রথিত করেন।' *নজরুল*, ১৯৩২। ২ *বিণ* একসঙ্গে বা গুচ্ছে সজ্জিত। 'মোর দিব্য ঐরাবত সংগ্রথিত তৃণের শৃঙ্খলে করিত না আজি কালপাত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সংগ্রন্থিত [স] *বিণ* একত্রে গাঁথা হয়েছে এমন; আবদ্ধ। 'আমরা পাশাপাশি বসবাস করি অথচ আত্মীয়তার গ্রন্থিতে সংগ্রন্থিত হতে পারি না।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

সংগ্রহ [স] ১ *বি* জোগাড়। 'সঙ্গে নিতে দানা পানি সংগ্রহ কর জানি।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* সংকলন। 'তদনুযায়ী মহাপণ্ডিতকৃত নানা সংগ্রহ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৩ *বি* আদায়। 'কোম্পানির কর্ত্তৃত্বে তদপেক্ষা অধিক সংগ্রহ হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৪ *বি* সঞ্চয়। 'আমরা তদ্বিশেষ সংগ্রহ করত মহানন্দে প্রকটন করিতেছি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫। ৫ *বি* সমাহার। 'অনুকরণ-স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংগ্রহ করা *ক্রি* একত্র করা। 'বাণিজ্য বিষয়ক যে সকল প্রমাণ আছে তাহা সংগ্রহ করা অতি কঠিন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সংগ্রহকর্তা, সংগ্রহকর্ত্তা [স] *বি* সংগ্রহকারী। 'গ্রন্থ সংগ্রহকর্ত্তা।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সংগ্রহকার [স] *বি* সংগ্রহ করে যে। 'প্রাচীন সংগ্রহকারের সংগৃহীত বচন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সংগ্রহীত [স] *বিণ* সংকলিত। 'কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

সংগ্রাহক [স] *বিণ* সংগ্রহকারী। 'শ্রীযুত হরিমোহন সেন ঐ টাকার সংগ্রাহক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সংগ্রাম [স] ১ *বি* যুদ্ধ। 'সংগ্রাম ছাড়িয়া ইন্দ্র পালাইয়া জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সঙ্গম। 'প্রথমের সংগ্রামে সমর্থ পতি অতি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আজি সত্য সুরতি সংগ্রাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* আন্দোলন। 'ধর্ম্ম সংগ্রামে ঐক্য হও, নানা স্থানে সভা স্থাপন কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৪ *বি* বিপ্লব। 'সতের শত উনন্বই খ্রীষ্টাব্দে ফরাশিশ রাজ্যে ... ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংগ্রামজয়ী [স] *বিণ* যুদ্ধজয়ী। 'সংগ্রামজয়ী স্বাধীন জাতিরে যুগে যুগে দেন দাম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সংগ্রামপরায়ণতা [স] *বি* সংগ্রামশীলতা। 'শান্ত, বিমর্ষ ও কৌতুকবিমুখ সংগ্রামপরায়ণতা তার সর্ব অবয়বে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সংগ্রামপরিচালন [স] *বি* যুদ্ধ পরিচালনা। 'যুদ্ধবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ সংগ্রামপরিচালনকার্য্যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংগ্রামশীল [স] ১ *বিণ* সংগ্রামী; লড়াকু। 'এ জাতটা বড্ডো কষ্টসহিষ্ণু আর তেমনি সংগ্রামশীল।' *হাই*, ১৯৫৮। ২ *বিণ* সঞ্চালনরত। 'উৎরাইয়ের বাঁকে বোঝাও অনড় হইয়া সংগ্রামশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে ব্যঙ্গ করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সংগ্রামী [স] ১ *বিণ* আন্দোলনমুখী। 'পর্দানশীন মহিলার সমন্বয়ে একটি সংগ্রামী সংসদ গঠন করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৯। ২ *বি* দ্রোহিতা। 'তিনি নতুন চেতনার জনক, সংস্কারমুক্তির জনক, সংগ্রামীর জনক।' *শরীফ*, ১৯৭০।

সংগ্রামাপটু [স] *বিণ* সংগ্রামে অক্ষম। 'ঐ বালক নিতান্ত অসমর্থ সংগ্রামাপটু।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সংঘ [স] ১ *বি* জোট। 'শিকড়ের অসংখ্য কড়া যেমন পরস্পরের সহিত পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ।' *ছোলতান*, ১৯২৩। ২ *বি* সংগঠন। 'জনশক্তিকে সংঘবদ্ধ ও চালিত না করতে পারলে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪। ৩ *বি* বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজ। 'দেখেছি সংঘের সব শ্রমণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সংঘবদ্ধ [স] ১ *বিণ* সংগ্রথিত। 'শিকড়ের অসংখ্য কড়া যেমন পরস্পরের সহিত পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ।' *ছোলতান*, ১৯২৩। ২ *বিণ* সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। 'জনশক্তিকে সংঘবদ্ধ ও চালিত না করতে পারলে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪। ৩ *বিণ* দলীয়। 'সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সংঘবদ্ধতা [স] *বি* একতা। 'মেয়েদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ও পারস্পরিক সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সংঘশক্তি [স] *বি* দলবদ্ধতার শক্তি। 'সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সংঘশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সংঘ-সমিতি [স] *বি* সভা-সমিতি। 'ধর্মকার্যের জন্য কোন সংঘ-সমিতি নাই।' *মনসুর*, ১৯৪০।

সংঘটন [স] ১ *বি* ঘটনা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এক বার এমন সংঘটন হইল যে শরীরের খণ্ডসকল পেটের চরিত্র হইতে রুষ্ট হইয়া এই স্থির করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* স্থাপন। 'শশিমুখীর সহিত আপনার শুভ সম্বন্ধ সংঘটন সংকল্পে আমাদের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন?' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৩ *বি* সংস্পর্শ। 'বোধ হয়, মনুর অদৃষ্টে রমণীরত্ন সংঘটন হয় নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সংঘট [স] ১ *বি* বিবাদ। 'ঘাটে দানী হঞা তোএ করসি সংঘট।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সম্পন্ন। 'অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংঘটনকামি [স সংঘটনকামী] *বিণ* মিলন ঘটাতে চায় এমন। 'অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সংঘটিত [স] ১ *বিণ* সংবলিত। 'মাসিক ও ত্রৈমাসিক ও সাম্বৎসরিক অনেক প্রকার সংবাদ সংঘটিত পুস্তক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* সম্পাদিত। 'ভিতরের শক্তি দ্বারাও অনেক সময়ে তাহা সংঘটিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯২০।

সংঘট্ট [স] ১ *বি* ভিড়। 'লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পরস্পর ঘর্ষণ। 'লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

সংঘট্ট সমৃদ্ধ [স] *বিণ* ভিড়বহুল। 'সব লোক আইলা হৈল সংঘট্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমৃদ্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংঘতি [স সংহতি] *ক্রিবিণ* নিকটস্থ। 'রক্তির সংঘতি তোর করিব এখন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংঘর্ষ [স] ১ *বি* বিবাদ। 'সংঘর্ষ-সম্ভাবনাটা কেমন সংকোচজনক মনে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* সংস্পর্শ। 'অসুন্দরের সংঘর্ষে ও সংযোগে যাহা কঠিন, যাহা অতিসৌষম্যে অতিলালিত অতিনিখুঁত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* পারস্পরিক ক্রিয়া। 'আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংঘর্ষণ [স] ১ *বি* সংঘর্ষ। 'উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপত্তি হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* মিশ্রণ। 'অনার্য্যগণ আর্য্যের সংঘর্ষণে পড়িলে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্যভাষা গ্রহণ করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সংঘাত [স] ১ *বি* সমষ্টি। 'কুণ্ডলে আদিত্য যেহু রবির সংঘাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিরোধ। 'বিদেশীর সহিত আমাদের সংঘাত ক্রমশ যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *বি* পারস্পরিক আঘাত। 'রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সংঘাততরঙ্গ [স] *বি* আঘাতে সৃষ্ট ঢেউ। 'বিরুদ্ধ এই সংঘাততরঙ্গের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে এই কবিতাটি ... শ্রোতার অস্তিত্বে সঞ্চারিত হচ্ছে।' *শিব*, ১৯৫০।

সংঘাতময় [স] *বিণ* ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ। 'সেই মুক্তিসংগ্রামী বোনদের সংঘাতময় স্মৃতিকাহিনী তুলে ধরতে চাই।' *বেগম*, ১৯৭২।

সংঘাত-মাঝে *ক্রিবিণ* দ্বন্দ্বের মধ্যে। 'শক্তির সংঘাত-মাঝে বিশ্বে যিনি স্থির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সংঘাত-সংঘর্ষ [স] *বি* বিশৃঙ্খলা। 'রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সংঘারা [স সংহার] *ক্রি* সংহার করলাম। 'মূল নখলি বাপ সংঘারা।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

সঘৃণা [স] *ক্রিবিণ* ঘৃণা সহকারে। 'হীন অবলম্বন জ্ঞানে সঘৃণায় পরিত্যাগ করিতেছে।' *এসলাম*, ১৯৩৩।

সংঘোষণ [স] *বি* ঘোষণা। 'রাজার আগমন সংবাদ সংঘোষণ করাতে যুবতীর মনোরূপ প্রজাশাসনভয়ে অধৈর্য্য হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সংঘোষণা [স] ১ *বি* সংবাদ প্রচার। 'গ্রন্থ রচনার সংঘোষণা করা গিয়াছিল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* আদর্শ। 'সাহেব অপরিহার্য্য অনিবার্য্য স্বীয় গুণ সমূহ সংঘোষণা সমূহ সংস্থাপন করিয়া ... গমন করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সংচিত্রিত [স] *বিণ* সম্যকরূপে চিত্রিত। 'সংকীর্তিত ভাষা যেমন, তেমনি সংচিত্রিত ভাষাও একটা ভাষা।' *অবন*, ১৯২৫।

সংজ্ঞক [স] *বিণ* নামক; নামধারী। 'অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সংজ্ঞক ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সংজ্ঞা [স] ১ *বি* খ্যাতি। 'সেই বংশে ভগীরথ পাইয়া বড় সংজ্ঞা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* অভিধা; পরিচিতি। 'বিদ্যারত্ন মহাধন সংজ্ঞা তাহার শক্তি কি কি।' *গোলোক*, ১৮০১। ৩ *বি* কল্পিত রূপ। 'তাবি সমাজের কোনো এক সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৪ *বি* চেতনা। 'এদিকে ক্রমে বিশ্বামিত্রের সংজ্ঞা হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সংজ্ঞাত [স] *ক্রিবিণ* নামে। 'অন্যত্র পঞ্জাবের জাতিবিশেষ গান্ধার সংজ্ঞাত উক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সংজ্ঞান [স] *বি* ধারণা। 'অনেকে সংজ্ঞান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* সচেতন। 'লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সংজ্ঞাবুদ্ধিগ্রাসী [স] *বিণ* জ্ঞানবুদ্ধি নাশ করে এমন। 'আসল অপরাধী সে-সংজ্ঞাবুদ্ধিগ্রাসী মারাত্মক ভয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সংজ্ঞামূলক [স] *বিণ* পারিভাষিক। 'ইউরোপীয় ভাষায় সভ্যতার সংজ্ঞামূলক শব্দই হ'চ্ছে নাগরিক জীবন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সংজ্ঞালোপ [স] *বি* চৈতন্যলোপ। 'প্রিয়নাথের একেবারে সংজ্ঞালোপ হয় নাই।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সংজ্ঞাশূন্য [স] *বিণ* চেতনাহীন। 'এইরূপ প্রবঞ্চনা দ্বারা তপস্বীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সংজ্ঞাহীন [স] ১ *বিণ* জ্ঞানহীন। 'তরুণী আপাতত সংজ্ঞাহীন।' *শামসুল*, ১৯৬২। ২ *বিণ* বাক্‌শক্তিহীন। 'তারপর ক্রমশ নিথর হয়ে গেল, ক্রমশ সংজ্ঞাহীন।' *শওকত*, ১৯৭২।

সংতাপ [স] *বি* মনস্তাপ; শোক। 'অত্যন্ত সংতাপ হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

সংদর্শন [স] *বি* বিশেষভাবে দেখা। 'যে কোন ব্যক্তি একবার এই মহানগরের চিকিৎসালয়ের ফল সংদর্শন করিয়াছেন ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

সংনাহা [স সন্নাহ] *বি* দৃঢ়বন্ধন। 'আহোনিশি মদন মারে তারে শরে/ হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংন্যস্ত [স] *বিণ* সমর্পিত। 'আমার বীর্য্য সংন্যস্ত মনে করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সংপদ [স সম্পদ] *বি* সম্পদ। 'এতেক সংপদ ছাড়ি উদাসীন হইলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সংপন [স সম্পন্ন] *বিণ* সম্পন্ন। 'জেও ন আছল মন সেও ভেল সংপন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সংপা [স সমর্পণ>] *ক্রি* সমর্পণ করা। 'তোহ্মা সংপিল আহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংপুট [স সংপুট] *বি* করজোড়। 'সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ সব সখিজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংপুন [স সম্পূর্ণ] *বিণ* পূর্ণ। 'সংপুন পুনমীচাঁদ তোহ্মার বদন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংপুণী, সংপুনী [স সম্পূর্ণ] *বিণ স্ত্রী* পরিপূর্ণ। 'সকলগুণসংপুণী রাধা চন্দ্রাবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সব কলা সংপুনী তোঁ দেহ মধুপান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংপুন্ন, সংপুন্ন, সংপুন্না [স সম্পূর্ণ] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'চিত্র সহজে শূণ সংপুন্না।' *চর্যা* ৪২, ১২০০; 'ষোল কলা সংপুন্ন চন্দ্রবদন।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সংপুন্ন চন্দ্র তোহোর বদন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংপূর্ণ [স সম্পূর্ণ] *বিণ* সম্পূর্ণ। 'গ্রন্থের সংখ্যা প্রেরণ করিলে পুস্তক সংপূর্ণ হইলে পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সংপ্রকাশিত [স সম্প্রকাশিত] *বিণ* পরিস্ফুট। 'তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া ... যথার্থ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার স্বরূপাবয়ব সংপ্রকাশিত হয় নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংপ্রতি [স সম্প্রতি] ১ *ক্রিবিণ* অল্পকালমধ্যে। 'মিথ্যা নহে লোকবাক্য সংপ্রতি ফলিল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* সমসাময়িক কালে। 'সংপ্রতি কৈবর্ত্তাদি নানা জাতীয় প্রায় অনেকেই ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সংপ্রতিক [স সাম্প্রতিক] *ক্রিবিণ* আপাতত। 'সংপ্রতিক এক সও তঙ্কা সিক্কা আর বাটীর সকলের কাপড় ... পাঠাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সংপ্রতিকার [স] *বি* প্রতিবিধান। 'ঐ নিয়মসকল কেবল সংপ্রতিকার এইপ্রযুক্ত অপক্ব।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সংপ্রদায় [স সম্প্রদায়] ১ *বি* সম্প্রদায়। 'নর্তক বা না জানি কতেক সংপ্রদায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* জ্ঞানবিজ্ঞানের শাখা। 'গণিত ও জ্যোতিষ দুই সংপ্রদায়।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* দল। 'ইঙ্গরেজী মতের সংপ্রদায় করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৪ *বি* শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি। 'তাবৎ সংপ্রদায় ছাত্রেরা যে২ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সংপ্রদায়িক [স সম্প্রদায়>] *বি* শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি। 'পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংপ্রদায়িকেরা ইঙ্গরেজী ভাষার মূল বিধান ও পাঠবিষয়ে অতিসূক্ষ্মরূপ পরীক্ষা দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সংপ্রবৃত্ত [স সম্প্রবৃত্ত] *বিণ* নিযুক্ত। 'মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সম্প্রতি সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সংপ্রবেশ [স] *বি* উত্তরণ। 'অদ্য নূতন বৎসরে সংপ্রবেশ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সংপ্রসারণ [স] *বি* বিস্তার। 'জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে –।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সংপ্রিতিক [স সাম্প্রতিক] *বিণ* সাম্প্রতিক। 'কবিরাজকে সংপ্রিতিক দিপমুদ্রা খরচ দিবে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সংপ্রীতি [স সম্প্রীতি] *বি* প্রেম। 'স্ত্রীরদের সঙ্গে তাঁহারদের সংপ্রীতি হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সংপ্রেষিত [স সম্প্রেষিত] *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া আসিএটিক সোসাইটিতে সংপ্রেষিত হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সংফুল্ল [স সংফুল্ল] *বিণ* প্রফুল্ল। 'শয্যা নিরমিয়া দাসী সংফুল্ল হৃদয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সংবর্ত [স] *বি* প্রলয়কালীন মেঘ। 'অভ্রবিজ্ঞানের পুঁথিতে আবর্ত সংবর্ত ইত্যাদি নামরূপ দিয়ে মেঘগুলো ধরা হয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

সংবর্ধন [স] *বি* সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা। 'দীপালী জ্বেলে দিল অমাবস্যা মাসে মাসে মোর সংবর্ধনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সংবৎ [স] *বি* রাজা বিক্রমাদিত্য প্রবর্তিত অব্দ। 'বিক্রমাদিত্য নামে এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন; তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সংবৎসর [স] *বি* পূর্ণ এক বছর সময়। 'রাত্র্যে সংকীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংবরণ [স] ১ *বি* নিবারণ। 'প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সংবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সামলে রাখার কাজ। 'সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সংবরণ নাহি করে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৩ *বি* সাঙ্গ। 'যে দিন ইমাম হাসান মর্ত্তলীলা সংবরণ করেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৪ *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'লোভ সংবরণ করিয়া যে মানুষ বাদ-সাদ দিয়া বাছিয়া খাইতে জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংবরণ করা *ক্রি* আড়াল করা। 'কালেজের ছেলেদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সংবরণ করিয়া রাখিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংবর্ধক [স] *বিণ* বিকাশ ঘটায় এমন। 'একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রযুক্তির সংবর্ধক ভাবনাচিন্তা ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

সংবর্ধন, সংবর্দ্ধন [স] *বি* বাড়ানো। 'পাঠশালার রীতিনীতি সংবর্দ্ধন ও সংশোধন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সংবর্ধন করা *ক্রি* বাড়িয়ে তোলা। 'মধুময় স্নেহসঞ্চার দ্বারা তাহার সুখ ও স্বাস্থ্য সংবর্ধন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংবর্ধনা [স] *বি* সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা। 'তাঁহারা, মহাসমারোহে ... সংবর্ধনা করিতে যাইতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সংবর্ধিত, সংবর্দ্ধিত [স] *বিণ* বাড়ানো হয়েছে এমন। 'এমত অভিমত হইয়াছে যে সংবর্দ্ধিতরূপে স্থাপিত করা যাউক।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সংবলিত [স] *বিণ* সমন্বিত। 'অকাট্যযুক্তিসংবলিত প্রমাণপ্রয়োগের উপরি প্রতিষ্ঠিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংবাদ [স] ১ *বি* খবর। 'সংবাদ পাইয়া আইল পদ্মার বিদ্যমান।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* তথ্য। 'দূরবীক্ষণ যন্ত্র উর্দ্ধতম নক্ষত্রমণ্ডলের সংবাদ নিমেষমাত্রে এই অধোলোকে আনয়ন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সংবাদক [স] *বি* যে সংবাদ দেয়। 'সে সমাচার প্রতি অনাস্থা হইয়া সংবাদককে সমোচিত করা গেল।' *রামরাম*, ১৮০২।

সংবাদ-কাগজ [স সংবাদ+আ কাগজ] *বি* সংবাদপত্র; খবরের কাগজ। 'সেনেট, মাথার 'পরে শুধু কিছু সংবাদ-কাগজ।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সংবাদদাতা [স] *বি* প্রতিবেদক; সংবাদ প্রদানকারী। 'রায় লিখিয়া তাঁহার খানসামার কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন, কথা ছিল যখন সংবাদদাতা আসিবে ভৃত্য এই রায় তাহার হস্তে দিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'বিশেষ-সংবাদদাতা তাকে সাগরপারের দৈত্যপুরীর কথা বলেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সংবাদপত্র [স] *বি* খবরের কাগজ। 'তাঁহারা অকারণ গরিব সংবাদপত্র প্রকাশকের উপর ক্রোধ করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সংবাদপত্রওয়ালা [স সংবাদ+হি ওয়ালা] *বি* সংবাদপত্র-কর্তৃপক্ষ। 'সংবাদপত্রওয়ালাদের মিথ্যা সংবাদ প্রচারে নামে মাত্র স্বদেশীর অস্তিত্ব বজায় আছে।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

সংবাদপত্র-বিক্রেতা [স] *বি* সংবাদপত্র বিক্রি করে যে। 'সংবাদপত্র-বিক্রেতা বালকদের চীৎকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাণ আকর্ষণ করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সংবাদপাত্রিক [স] *বি* সংবাদপত্রের সম্পাদক। 'লেখনীবজ্রপাণি সংবাদপাত্রিকের ঘেঁষাঘেঁষি ভিতের মধ্যে একটা কোন ছোটো রন্ধ্র দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সংবাদবাহক [স] *বিণ* সংবাদ বহনকারী। 'স্নায়ুসূত্র পুনরায় সংবাদবাহক হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

সংবাদবাহী [স] *বি* সংবাদবাহক। 'সংবাদবাহীর পরিচয় দিতে দিতে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সংবাদী [স] *বি* সঙ্গীতে মূল সুরের সহায়ক সুর। 'বিবাদী সংবাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে এবারকার পালায় এইটিই ছিল স্থায়ী সুর।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

AMARBOI.COM

সংবিত, সংবিৎ [স] *বি* চেতনা; হুঁশ। 'ভূমিত পড়িলা দেহে নাহিক সংবিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যাতে আমার হৃদয়ের হয় ত সংবিৎ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংবিদা [স] *বি* চেতনা। 'সংবিদা ঢলঢল ত্রিনয়ন উৎপল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সংবিধান [স] *বি* রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র। 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সংবিধিবদ্ধ [স] *বিণ* সরকারি বিধানসম্মত। 'কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সংবৃত [স] ১ *বিণ* আবৃত; ঢাকা। 'নিবিড় নিবদ্ধ কঞ্চুলিকা ও কটিলকুঞ্চিত অঙ্গবস্ত্রদ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়াও, অতিশয় মনোরম ভাবে সংবৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'চাদরে মাথা বেষ্টন করে সমস্ত দেহ সংবৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* সংকুচিত। 'কুণ্ঠিত ভীরু ভাবে তাহার নবযৌবনারম্ভকে সংযত সংবৃত করিয়া রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সংবেগ [স] *বি* দ্রুত বেগ। 'কুমোরের ঘুরখাওয়া চাকার সংবেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সংবেদন [স] *বি* অনুভূতি। **সংবেদনশীল** [স] *বিণ* অনুভূতিপ্রবণ। 'অত্যন্ত সংবেদনশীল, সকল মানবিক গুণের অধিকারী ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

সংবেদনা [স] *বি* অনুভূতি। 'যদি দরদের বদলে সংবেদনা শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়।' *জীবন*, ১৯৪২।

সংবেশিত [স] *বিণ* সম্মোহিত। 'মানুষের চেতনাকে সংবেশিত করা তাদের সাধ্যায়ত্ত।' *শিব*, ১৯৫৬।

সংবেষ্টন [স] *বি* পরিবেষ্টন। 'এক ছড়া যুঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সংবোহিঁ [স সংবোধ] *বি* উপদেশ। 'আইস সংবোহেঁ কো পতিআই।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

সংবোহিঅ [স সংবোধিত] *বিণ* সংবোধিত। 'কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

সংবোহী [স সংবোধী] *বি* সংবোধী। 'আহৃর্দু চউখণ সংবোহী।' *চর্যা* ৪৪, ১২০০।

সংভোগ [স সম্ভোগ] *বি* উপভোগ। 'সুরত সংভোগে করী সফল জীবন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংভ্রম [স সম্ভ্রম] *বি* সম্মান। 'সংভ্রমে উঠিয়া কৃষ্ণ দিল আলিঙ্গন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংভ্রান্ত [স সম্ভ্রান্ত] *বিণ* অভিজাত। 'কেহ২ সংভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সংমার্জন, সংমার্জ্জন [স] *বি* পরিষ্কার করা। 'সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা-সংমার্জ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংমিলন [স] ১ *বি* মিশে যাওয়া। 'বাস্তবিক যেন তৈল ও জলের একত্র সংমিলন প্রকৃতিবিরুদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বি* সংযোগ। 'কত শোভা আরো তার মণি সংমিলনে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সংমিলনবিরহ [স] *বি* বিরহযোগ। 'অতএব সমানান্তরালতা, সংমিলনবিরহের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংমিলিত [স] *ক্রিবিণ* সম্মিলিত হয়ে। 'কান্দে নলকুবর দুঃখিত চন্দ্রিণী পদ্মিনী সংমিলিত।' *ভারত*, ১৭৬০।

সংমিশ্রণ [স] ১ *বি* মিলন। 'সেমিটিক-ভাবের সহিত হিন্দুভাবের কোনো স্বাভাবিক সংমিশ্রণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* সমাবেশ। 'নানা বয়সের ছেলেদের সংমিশ্রণ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সংমিশ্রণজাত [স] *বিণ* মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন। 'সেমীয়, নিগ্রো প্রভৃতি নানা গোত্রভুক্ত মানবের রক্ত-সংমিশ্রণজাত এক বিচিত্র জনসমষ্টি।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সংমুখ [স সম্মুখ] *বি* অভিমুখ। 'গেলি কাহ্নের সংমুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যথাসাধ্য তাহার ভাষাবিবরণ করিয়া তাহার সংমুখে রাখে।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

সংমেলন [স] *বি* সংযোগ। 'উভয়ের সংমেলনের প্রতি সূক্ষ্ম বিবেচনা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সংযত [স] ১ *বিণ* নিয়ন্ত্রিত। 'নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সংযত ... করাও সেইরূপ আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* শান্ত। 'চিত্ত সংযত করিয়া কথা সকল শুনিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বিণ* শালীন। 'বাহিরে তাহা বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* নিবৃত্ত। 'রসিকবাবুকে একটু সংযত করে রাখব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সংযতকণ্ঠ [স] *বি* বিনীত কণ্ঠ। 'সংযত কণ্ঠে তথাপি উত্তর দিলেন – দানাপুর যাব।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সংযতভাবে [স] *ক্রিবিণ* বিনয়ের সঙ্গে। 'খুব সংযতভাবেই তিনি উঠিয়া গেলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সংযতভাষী [স] *বিণ* পরিমিত কথা বলে এমন। 'প্রবাল সংযতভাষী।' *সুনীল*, ১৯৭০।

সংযতমনা [স] *বিণ* শান্ত। 'অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সংযতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিনীত। 'ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সংযতাত্মা [স] *বিণ* নিজেকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। 'সংযতাত্মা পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংযতেন্দ্রিয় [স] *বি* সংযমী। 'সংযতেন্দ্রিয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদিও অবিধেয় নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সংযম [স] ১ *বি* দমন। 'যত কৈলোঁ সংযম/ করিলোঁ ব্রত নিয়ম।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'বাক-সংযম, ভাব-সংযম ইত্যাদি যে কিছু সংযম আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* পরিমিতি। 'বাক্যে ব্যবহারে সংযম আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সংযমন [স] *বি* সংযত; নিয়ন্ত্রণ। 'কী ভাবে সমস্তকে সর্বদা সৃজন এবং সংযমন করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংযমবিশিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* সংযমী। 'সংযমবিশিষ্টা যে সমাজের নারী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সংযমী [স] *বিণ* সংযম পালন করে এমন। 'অতুল সংযমী লোক।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সংযাত্রা [স স-অঙ্গ+স যাত্রা] *বি* শোভাযাত্রা। 'সম্প্রদা সাজিল সংযাত্রা আরম্ভিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সংযুক্ত [স] ১ *বিণ* সংলগ্ন। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* যুক্ত। 'উৎসাহের শিখা তৃণ সংযুক্ত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নির ন্যায় একেবারে জাজ্জ্বল্যমান।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৩ *বিণ* মিলিত। 'অন্য জাতির সহিত উদ্বাহসূত্রে সংযুক্ত না হইলে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* একত্র। 'তাহারা মানুষের সহিত অত্যন্ত সংযুক্ত হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংযোগ [স] ১ *বি* সম্পর্ক। 'এমত সংযোগ করি অনুরাগ কেমতে গঠিল দে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* মিলন। 'সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* বিনিয়োগ। 'কৃষিকর্ম্মে আপনারদের নৈপুণ্য ও ধন সংযোগ করিতে যে প্রতিবন্ধক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৪ *বি* সংস্পর্শ। 'চক্ষুর সহিত আলোক সংযোগের কোন সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ৫ *বি* কারণ। 'তুমি, কি সংযোগে, অকস্মাৎ এস্থলে উপস্থিত হইলে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৬ *বি* সম্পৃক্ততা। 'এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংযোগকরণ [স] *বিণ* মিশ্রিতকরণ। 'নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগকরণের বিধি আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সংযোগ-বিয়োগ [স] *বি* পরিবর্তন। 'এই উদ্যান খণ্ডটুকু লইয়া আকৃতি প্রকৃতির যতপ্রকার সংযোগ-বিয়োগ সম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সংযোগরক্ষাকারী [স] *বিণ* সংযোগ তৈরি করে এমন। 'ফুলবাড়ী ও দিনাজপুরের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী সড়ক বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

সংযোগাশয়ী [স] *বিণ* প্রায় মিলিত হচ্ছে এমন। 'দুটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগাশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সংযোগী [স] ১ *বি* সধবা। 'বিয়োগীল যমসম সংযোগীর প্রান।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। ২ *বি* ধ্যানী। 'সংযোগীর ভাঙ্গিয়াছে সংযোগের যোগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সংযোগোৎপন্ন [স] *বিণ* দুটি পদের মিলনের ফলে সৃষ্ট। 'সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংযোজনা [স] *বি* সংযোগ স্থাপন। 'কুন্দকলিকা ইত্যাদি অতি কৌশলসহকারে সংযোজনা করিয়া যে অপূর্ব মূর্তি ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

সংযোজনী [স] *বিণ স্ত্রী* যোগসাধনকারী। 'দেশীয় সাহিত্যের সংযোজনী-শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংযোজা [স সংযোজন>] *ক্রি* সংযোজন করা। **সংযোজিআঁ** *ক্রি* সংযোজন করে; লাগিয়ে। 'বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সংযোজিল** *ক্রি* মিলিত হলো। 'কমলে খঞ্জন সংযোজিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংরক্ত [স] *বিণ* কামার্ত; অনুরাগযুক্ত। 'সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'তারা খুঁজেছিল সাযুজ্য সংরক্ত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সংরক্ষণ [স] *বি* বিশেষভাবে রক্ষণ। 'প্রতিদিনকে সজীবভাবে সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করলে চিরদিনকে নির্জীব করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* রক্ষণাবেক্ষণ। 'পুরোপুরি সংরক্ষণের দাবী জানানো হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সংরক্ষণীয় [স] *বিণ* সংরক্ষণের যোগ্য। 'অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংরক্ষা [স] *বি* রক্ষণাবেক্ষণ। 'সর্ব্বতোভাবে শরীর সংরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সংরক্ষিত [স] *বিণ* সুরক্ষিত। 'জীবনটা সুখদুঃখের তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে অনেকদিন স্থায়ী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সংরচন [স] *বি* রচনা। 'আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সংরুদ্ধ [স] *বিণ* অবরুদ্ধ। 'কণ্ঠসংরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সংরম্ভ [স] *বি* বেগময়তা। 'অবৃষ্টিসংরম্ভ সমারোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সংরচন [স] *বি* বিশেষভাবে নির্মাণ। 'সে ধূমকেতু দীপ্র সেতুসংরচন করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংরাগ [স] *বি* তীব্র অনুরাগ। 'আশৈশব সামান্য মিলের আর ছন্দের সংরাগে?' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সংলগ্ন [স] ১ *বিণ* লাগোয়া। 'বৃহৎ বৃহৎ দেশীয় পোতে ঐরূপ এক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বা জেলেডিঙ্গি সংলগ্ন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* সংযুক্ত। 'মরকের কিছুদিন পরেই অগ্নি সংলগ্ন হইয়া তথাকার বিস্তর গৃহ দগ্ধ হওয়াতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* সম্পৃক্ত। 'ইহজীবনে দুটো মানুষে কতটুকু অংশ রেখায় রেখায় সংলগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সংলাপ [স] ১ *বি* কথোপকথন। 'সংলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। ২ *বি* আলোচনা। 'গান্ধি-নোগুচি সংলাপ।' *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৯৩৬ (*হরিচরণে* উদ্ধৃত)। ৩ *বি* আলাপ। 'কর্মের মুহূর্তগুলি ঘুমায়ে ঘুমায়ে শোনে মৃত্যুর সংলাপ।' *আহসান*, ১৯৪৪।

সংলাপধ্বনি [স] *বি* কথার আওয়াজ। 'সমস্ত বন্দিশিবিরে আরো মৃদু সংলাপধ্বনি শোনা যায়।' *শওকত*, ১৯৭২।

সংলাপমুখী [স] *বিণ* কথোপকথনে আগ্রহী। 'কেউ নীরব কেউ মৃদু সংলাপমুখী।' *শওকত*, ১৯৭২।

সংলিপ্ত [স] ১ *বিণ* পুরোপুরি জড়িত এমন। 'দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ইহাতে কোনোরূপ ভাব সংলিপ্ত নহে।' *প্রমথ*, ১৮৯০। ২ *বিণ* সংযুক্ত। 'ভাষায় ভাবে সর্বত্র সংলিপ্ত হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* লিপ্ত; ব্যাপৃত। 'কার্যবীর নেপোলীয়ানও কখনোই আপনার কার্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংলেপ [স] *বি* তন্ময়তা। 'এবং বর্জ্জনে সংলেপই বুঝাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংশপ্তক [স] *বি* দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাদল। 'সংশপ্তক।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সংশয় [স] ১ *বি* ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভয়। 'তেজিআঁ সংশয় কর পরতয়।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সার্ব্বভৌম কহে তুমি না কর সংশয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* দ্বিধা। 'আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* আশঙ্কা। 'সংশয় জীবন-আশা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* বিপন্ন। 'যখন বিপাক দেখ সংশয় জীবন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সংশএ [স সংশয়] *বি* আশঙ্কা। 'মরম বিদরে মোর জীবন সংশএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সংসএ [স সংশয়] *বি* সন্দেহ। 'সংসএ পরু অভিসার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সংশয়গ্রস্ত [স] *বিণ* সংশয়ে আচ্ছন্ন। 'দাদু, ঐ এখনো শব্দটা সংশয়গ্রস্ত কন্যাকর্তাদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সংশয়তিমিরাচ্ছন্ন [স] *বিণ* দ্বিধার অন্ধকারে নিমজ্জিত। 'মানুষ নিজের সংশয়তিমিরাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গহ্বর হইতে বাহির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংশয়পারাবার [স] *বি* সংশয়রূপ সমুদ্র। 'সংশয়পারাবার অন্তরে হবে পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংশয়পিশাচ [স] *বি* সংশয়রূপ পিশাচ। 'নিজেই সংশয়পিশাচকে অগ্রস্থান দেন।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সংশয় প্রবণতা [স] *বি* সন্দেহের ঝোঁক। 'অভাব-অনটন সমস্ত সংসারকে গিলে ধ'রেছে কিন্তু স্থির আছে সেই ... কুটিল সংশয় প্রবণতা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

সংশয়বাদ [স] *বি* ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী মতবাদ। 'এই উভয় দলেই সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা সত্যসন্ধানের তপস্যাজাত ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সংশয়বাদী [স] *বিণ* ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী। 'একজন ইংরাজ সংশয়বাদী ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সংশয়বিহীন [স] *বিণ* দ্বিধাহীন। 'সংশয়বিহীন অশ্রুপ্লাবিত দুই চক্ষু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সংশয়ভরা *বিণ* দ্বিধাপূর্ণ; সংশয়পূর্ণ। 'সংশয়ভরা জিজ্ঞাসু আশঙ্কা ... এসব ভাবও এমন পরিষ্কার ফুটিয়া থাকে।' *মানিক*, ১৯৪০।

সংশয়ভেদন [স] *বি* সন্দেহ নিরসনকারী। 'জয় সংশয়ভেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সংশয়মাত্র [স] *বি* সামান্য সংশয়। 'গ্রন্থপাঠের পর সে সম্পর্কে সংশয়মাত্র থাকে না।' *শিব*, ১৯৫৬।

সংশয়মিশ্রিত [স] *বিণ* সংশয়যুক্ত। 'শেষের চিঠিগুলিতে ক্রমেই তা সংশয়মিশ্রিত হয়ে উঠেছে।' *শিব*, ১৯৫০।

সংশয়মুক্ত [স] *বিণ* আশঙ্কামুক্ত। 'মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝি সংশয়মুক্ত হয় নবিতুন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সংশয়শূন্য [স] *বিণ* সন্দেহবর্জিত। 'দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্বিগ্নভাবে বলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সংশয়-সাগর [স] *বি* সাগরের ন্যায় সীমাহীন সন্দেহ। 'সংশয়-সাগর চর আসি সংগোপনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সংশয়হীন [স] ১ *বিণ* নিঃসংশয়। 'সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* নির্ভীক; ভয়হীন। 'সংশয়হীন অবোধ চামেলি কোমল সবুজ ডাল মেলে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সংশয়াকীর্ণ [স] *বিণ* সন্দেহযুক্ত। 'যাহা নিশ্চয় বলিয়া জানিয়াছি তাহা সংশয়াকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সংশয়াচ্ছন্ন [স] *বিণ* অনিশ্চিত। 'পিণ্ডদাতার আবির্ভাব সম্ভাবনা অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সংশয়াতীত [স] *বিণ* দ্বিধাহীন। 'তারি মাঝখানে সংশয়াতীত প্রত্যয় করে বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সংশয়াতুর [স] *বিণ* দ্বিধান্বিত। 'সে আমাদের মতো সংশয়াতুর ভীরু প্রাণীদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংশয়ান্বিত [স] *বিণ* দ্বিধাযুক্ত। 'এই প্রশ্নমাত্রেই সংশয়ান্বিত সশঙ্কিত হইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সংশয়াপন্ন [স] *বিণ* মরণাপন্ন। 'তাহার জীবন সংশয়াপন্ন ...।' *অমৃতবাজার*, ১৮৬৮।

সংশয়াবিষ্ট [স] *বিণ* সন্দিগ্ধ। 'আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সংশয়ারূঢ় [স] *বিণ* দ্বিধাগ্রস্ত। 'ধর্ম্মশীল লোকেরাও ... মাল্যমোদক প্রস্তুত করিতে সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সংশয়িত [স] *বিণ* সংশয়পূর্ণ। 'বারবার সংশয়িতজীবন হইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সংশয়ী [স] ১ *বি* সংশয়পোষণকারী। 'সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* দ্বিধান্বিত। 'একটু ইতস্তত করে পথসংশয়ী পথিকের মতো।' *মানিক*, ১৯৪৭।

সংশয়োর্ধ্ব [স] *বিণ* সন্দেহাতীত। 'এ কবি-প্রতিভা সংশয়োর্ধ্ব।' *শিব*, ১৯৭৩।

সংশার [স সংসার] *বি* মর্ত্যলোক। 'নষ্ট হইল সকল সংশার।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংশিত [স] *বিণ* সংশয়যুক্ত। '... ততদিন আশাজীবী লোকের সংশিত মানসাকাশে ইষ্টচন্দ্রের উদয় হয় না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সংশোধক [স] *বিণ* সংশোধনকারী। 'আগে আত্মীয় হবেন তার পর সংশোধক হবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সংশোধন [স] ১ *বি* পরিবর্তন। 'কমিটির তাবন্নিয়মের সংশোধন করা উচিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বি* শুদ্ধকরণ। 'সে শাস্ত্রের আর পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা নাই; সংশোধনেরও সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'তিনি ... তৎক্ষণাৎ সেই ভুলের সংশোধন করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৩ *বি* কু-অভ্যাস দূরীকরণ। 'লোকের ভ্রম-নিবারণ, চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'তাহার চরিত্রের সংশোধন হইল না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সংশোধনাগার [স] *বি* অপরাধপ্রবণতা দূর করতে যেখানে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়। 'অপরাধী কিশোর সংশোধনাগার।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সংশোধনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সংশোধনের জন্য। 'তাহারাও সংশোধনার্থ সচেষ্টিত হইয়া নিজ বুদ্ধি নিয়োজন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংশোধনী [স] ১ *বিণ* সংশোধনযোগ্য। 'একটি সংশোধনী মুসাবিদা বর্তমানে আইন পরিষদের আলোচনাধীন আছে।' *সওগাত*, ১৯৩৯। ২ *বি* সংশোধিত বিধান। 'নয়া সংশোধনীতে প্রত্যেক প্রদেশের জন্যে ৪টি করে আসন সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৭।

সংশোধিত [স] ১ *বিণ* সংশোধন করা হয়েছে এমন। 'পত্র সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* পরিমার্জিত। 'এক প্রস্তাব তিন চারি জন পণ্ডিতের বিবেচনাদ্বারা সংশোধিত না হইলে মুদ্রাঙ্কিত করিতেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সংশ্লিষ্ট [স] ১ *বিণ* যুক্ত। 'দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট থাকুক না না থাকুক স্থানীয় লোক মাত্রেই সে কর দিতে আইনানুসারে বাধ্য হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* জড়িত। 'গণবাণীর সাথে আমিও সংশ্লিষ্ট।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* সম্পর্কিত। 'বিদেশে নার্সিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সংশ্রপ [স সংশ্রব] *বি* সংস্রব। 'কেলারিন্দা বরোসের সহিত সংশ্রপ করে তবে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

সংশ্রব [স] ১ *বি* যোগাযোগ। 'স্বতঃপরতঃ কোন সংশ্রব রাখে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ২ *বি* সংযোগ। 'সে স্থলে তাঁহার সংশ্রব না থাকা অবশ্য উচিত কর্মের অন্যথা হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ৩ *বি* সান্নিধ্য। 'যথার্থ মানুষের একটা সংশ্রব পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারী একটা তৃষ্ণা থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* সংস্পর্শ। 'যে আমাকে বাইরের সংশ্রবে আসতে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সংসত্ত [স সংশয়] *বি* সংশয়। 'মুখ দেখি তিরিবধ সংসত্ত ভেল।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'সংসঞে পরু অভিসার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সংসক্ত [স] ১ *বিণ* অনুরক্ত; আসক্ত। 'বিলাতী অশনবসনের সহিত সংসক্ত দেখিতে চাহেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। 'শূন্য যেথা শূন্য নয়, তারাতুর সংসক্ত তড়িতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংসত্য [স] *বিণ* সম্যক সত্য। 'এখন হইল মিথ্যা সংসত্য বচন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সংসদ [স] ১ *বি* সম্মিলনী। 'দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাহারা যদি একটি মধ্যবর্তী সংসদকে ও সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে বারণ করিতে পারেন, তবে একদিন সেই সংসদ সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* পার্লামেন্ট বা আইনপরিষদ। 'সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সংসদীয় [স] *বিণ* সংসদ সম্পর্কিত। 'সংসদীয় দলের নেতৃত্ব।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সংসয় [স সংশয়] *বি* সংশয়। 'লীলায় খণ্ডাইতে পারি নাহিক সংসয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সংসর্গ [স] ১ *বি* সঙ্গ। 'একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণী সংসর্গ।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* সংগম। 'পরস্ত্রী সংসর্গে এক ক্ষণমাত্র সুখ।' *গৌর*, ১৮২২। ৩ *বি* মেলামেশা। 'অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তৎপ্রযুক্তই বা হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গপ্রযুক্তই বা হউক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বি* সাহচর্য। 'যাঁর সঙ্গে আমার সেই অল্পকালের সংসর্গ আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সংসর্গদোষ [স] *বি* সঙ্গদোষ। 'পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সংসর্গলিপ্সা [স] *বি* সংসর্গ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'প্রভাতের দিক দিয়ে সংসর্গলিপ্সা।' *জীবন*, ১৯৩১।

সংসর্গলোলুপ [স] *বিণ* সাহচর্যের জন্য প্রলুব্ধ থাকে এমন। 'ষড়যন্ত্রহীন স্বচ্ছ এরকম প্রভাতকে রেখে যাবে, মানুষের সংসর্গলোলুপ?' *জীবন*, ১৯৪০।

সংসর্গী [স] *বিণ* সম্পর্কিত। 'বাবুর নিজ সংসর্গী ব্যক্তি ভিন্ন অপর সাধারণ বাবুরদিগের যাওনের অনুমতি থাকিবেক না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সংসর্পিত [স] *বিণ* আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করেছে এমন। 'সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সংসাধন [স] *বি* সম্পাদন। 'দেশের প্রভূত মঙ্গল সংসাধন করে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সংসাধনকার্য [স] *বি* সম্পাদিত কাজ। 'তবু তার সংসাধনকার্যে পরম-বিশ্বাসীর মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সংসাধিত [স] *বিণ* সংঘটিত। 'প্রতিভাপরিচালনে কীদৃশ বিস্ময়জনক কার্য্য সংসাধিত করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আরও অনেক প্রকার সামান্য সামান্য অত্যাচার মুসলমানদের উপর সংসাধিত হইত।' *মিহির*, ১৮৯২

সংসার [স] ১ *বি* জগৎ। 'থির হউ সকল সংসার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিবাহ। 'তিন সংসার করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বর্ত্তমানা।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৩ *বি* সমাজ। 'সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী নির্জ্জন বনবাসী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ৪ *বি* গার্হস্থ্য জীবন। '(পৈতৃক পেসা) খাটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন, তাতেই সংসার নির্ব্বাহ হতো।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৫ *বি* স্ত্রী। 'তাহার দ্বিতীয়পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৬ *বি* জীবন। 'এ সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আজ বার্ধক্যের দ্বারে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সংসার-কাজ *বি* সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিক কাজ। 'প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, সংসার-কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সংসার-কানা *বিণ* সাংসারিক জ্ঞানহীন। 'কথা কর্তাকে জানিয়ে ফল নেই, পুরুষরা যে সংসার কানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সংসারকূপ [স] *বি* সংসাররূপ কুয়া। 'যেমতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসারকূপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সংসারক্ষয় [স] *বি* সংসারের ক্ষতি। 'অনায়াসে সংসারক্ষয় কৃষ্ণের সেবন এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংসারক্ষেত্র [স] *বি* সমাজ। 'অন্তঃকরণের ভিতরে এই অনুশাসনটি গ্রহণ করে আমি সংসারক্ষেত্রে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংসারখরচ [স] *বি* সংসারের নিত্যদিনের ব্যয়। 'ননীবালা সংসারখরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত ... খাটান নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সংসারচক্র [স] *বি* সাংসারিক জীবন। 'অবশেষে কখন একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণ্যমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতিদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। 'আমাদের ঋষিরা সংসারচক্র থেকে জীবের মুক্তির কথা বলেছেন।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সংসার-ছক *বি* সংসাররূপ ছক। 'সংসার-ছক পেতে হায়,/ বসে রোস মোহের নেশায়।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

সংসারজ্ঞান [স] *বি* বাস্তবজ্ঞান; ইহজাগতিক জ্ঞান। 'গুরুর শিক্ষা ছাত্রের কাজে লাগিতেছে, কিন্তু সংসারজ্ঞান নিজের জীবনে ব্যবহার করিতে তিনি বালকের ন্যায় অপটু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'তাঁরা তাঁদের সংসারজ্ঞান ও তাঁদের শিক্ষিত ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

সংসারতাপ [স] *বি* সংসারের দুঃখ-কষ্ট। 'তব কাজ শিরে বহিতে, সংসারতাপ সহিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সংসারদুঃখ [স] *বি* সংসারের দুর্দশা। 'খণ্ডিবে সংসারদুঃখ পাবে প্রেমানন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংসারদৃষ্টিশূন্য [স] *বিণ* জাগতিক খেয়ালহীন। 'যোগী আপনার ধ্যানেই মগ্ন; সংসার দৃষ্টিশূন্য।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সংসারধর্ম, সংসারধর্ম্ম [স] *বি* গার্হস্থ্য জীবন। 'তাহা হইলে সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'আমি এ বয়স পর্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি ... সংসারধর্ম করি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সংসারধাম [স] *বি* গার্হস্থ্য জীবন। 'ইহাতে এমন যে সুলভ সুখ সংসারধাম, তাহাও বিপদরূপ বিষম-বিষদূষিত ... রোগের উৎপত্তি করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সংসারনদী [স] *বি* সংসাররূপ নদী। 'পবিত্রসলিলা সংসারনদীর স্রোত চিরদিন প্রবহমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সংসারনির্মুক্ত [স] *বিণ* সংসারবিমুখ। 'যে ধ্যান কেবলমাত্র সংসারনির্মুক্ত আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংসারপতঙ্গ [স] *বি* সংসারের প্রাণী। 'জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সংসারপথ [স] *বি* সংসাররূপ পথ। 'দীর্ঘ সংসারপথ একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংসারপলাতক [স] *বিণ* সংসার থেকে পলায়নকারী। 'সে সংসারপলাতক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সংসারপ্রবাহ [স] *বি* সংসাররূপ স্রোত; জীবনপ্রবাহ। 'সংসারপ্রবাহ আপনার সুখদুঃখ রাগদ্বেষ বিপদসম্পদ লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংসারবন্ধন [স] *বি* সংসারের বাঁধন। 'এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সংসারবন্ধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ এমন। 'বুদ্ধিরূপা বন্ধহরা সংসারবন্ধিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সংসারবর্তী [স] *বিণ* সংসারে বর্তমান। 'সংসারবর্তী লোকগুলো একটি কল্পতরু পাইয়াছিল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

সংসারবর্ত্ম [স] *বি* সংসাররূপ পথ। 'সংসারবর্ত্মে পদার্পণ করিলে কৃতকার্য হওয়া যায় তাহার সন্দেহ নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সংসার-বিরক্ত [স] *বিণ* সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। 'অবশেষে মনোদুঃখে সংসার-বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সংসারবিবাগী [স] *বিণ* সংসার বিমুখ। 'সংসারবিবাগী মানবাত্মার প্রেম।' *হাই*, ১৯৫৪।

সংসার-বিরাগী [স] *বিণ* সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্নকারী। 'আমি লোভ-পরিশূন্য সংসার-বিরাগী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সংসারভার [স] *বি* পারিবারিক দায়বদ্ধতা। 'সংসারভারকে লঘু করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সংসারভারবিহীন [স] *বিণ* সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা নেই এমন। 'আমরা কি ইংরাজের মতো স্বতন্ত্র, সংসারভারবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সংসার-মরু [স] *বি* সংসাররূপ মরু। 'সংসার-মরু মাঝে তুমি মেঘমায়া।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সংসার-মরুভূমি *বি* সংসাররূপ মরুভূমি; সংসাররূপ কঠিন জায়গা। 'আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার-মরুভূমির আরব-ঘোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সংসারমাঝারে [স] *ক্রিবিণ* (সুখ-দুঃখময়) সংসারের মধ্যে। 'আজি তোরে পাঠাইব সংসারমাঝারে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সংসারমোচন [স] *বি* সংসারের দুঃখ-দুর্দশার অবসান। 'কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসারমোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংসারযাত্রা [স] *বি* জীবনযাপন। 'তাহা হইলে, অনায়াসে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করণের সম্যক নির্ভর করিয়া থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

সংসারযুদ্ধ [স] *বি* বেঁচে থাকার লড়াই; জীবনসংগ্রাম। 'সংসারযুদ্ধে জয়ী হয়ে দশের এক হওয়াই সব চেয়ে বড় কাজ।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সংসারলীলা [স] *বি* পার্থিব জীবন। 'আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সংসার-শ্রম *বি* সংসারের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিশ্রম। 'যেখানে সংসার-শ্রমে পরিশ্রান্ত-দেহ, ঘুমাইবে পৃথিবীর দুখ সুখ ভুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সংসারসংগ্রাম [স] *বি* সংসারের কাজ-কর্ম। 'পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন/ সংসারসংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংসারসমুদ্র [স] *বি* সংসাররূপ সমুদ্র। 'আমি এই সংসারসমু দিব্যি একটি খেয়া জমিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংসার সাগর [স] *বি* সংসাররূপ সাগর। 'সংসার সাগর জদি করি তারন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংসারসিন্ধু [স] *বি* সংসাররূপ সাগর। 'সমস্ত-সংসারসিন্ধু-মথি অমৃত ছিল সে আমার শিশু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সংসারস্রোত [স] *বি* সংসাররূপ স্রোত; জীবনপ্রবাহ। 'সংসারস্রোতে অজ্ঞাত পথে ভাসিয়া চলিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সংসারা [স সংসার] *বি* সংসার; গার্হস্থ্য জীবন। 'কুলেঁ কুল মা হো রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

সংসারাধ্যক্ষ [স] *বি* সংসারের প্রধান কর্তা। 'সংসারাধ্যক্ষেরা অন্য ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিতে অবধারণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সংসারানভিজ্ঞ [স] *বিণ* সংসারের অভিজ্ঞতাহীন। 'সংসারনভিজ্ঞ অপরিণামদর্শী কোন অলক্ষ্মী-আশ্রিত বালক।' *শরৎ*, ১৯১ 'সংসারানভিজ্ঞ উদাসীনটিকে জানাইতে চাহে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

সংসারাশ্রম [স] *বি* গার্হস্থ্য জীবন। 'অদ্যই আমি, সংসারাশ্র জলাঞ্জলি দিয়া ... আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সংসারাশ্রমত্যাগী [স] *বিণ* সংসার ধর্ম ত্যাগ করেছে এমন। '.. ভিক্ষুক ও সংসারাশ্রমত্যাগী প্রভৃতি জনগণ রাজকর হইতে মু ছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সংসারাসক্ত [স] *বিণ* সংসারের প্রতি মায়া আছে এমন। 'সংসারাস সমস্ত মনুষ্য পাশব প্রবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিত।' *অক্ষয়* ১৮৫৫।

সংসারাসারতা [স] *বি* সংসারের অসারতা। 'সৎপুরুষে সংসারাসারতা নিশ্চয় পূর্ব্বক ধর্ম্মসঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য।' *মৃত্যুঞ্জ* ১৮১২।

সংসারি [স সংসারী] *বিণ* সংসারী; সংসারধর্ম পালনকারী। 'সংসা মানব মাত্রেরই অর্থ প্রয়োজনীয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সংসারিক [স সংসার>] *বিণ* সংসারী। 'বিষ্ণোও সংসারিক, দুই পুত্রো সকোলি আছে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সংসারী [স] **১** *বিণ* গার্হস্থ্য জীবনযাপনকারী। 'স্ত্রী পুত্রো কন সকোলি আছে, তিনি সংসারী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **২** *বি* বিষ লোক। 'দিন ফুরাল হে সংসারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৩** *বি* সংসারজ্ঞানসম্পন্ন। 'বৌ সংসারী, বৌ বেশ সংস্থানসম্পন্না।' *অব* ১৯২৫।

সংসৃতি [স] *বি* প্রবাহ। 'ঘটনা-সংসৃতির অর্থোপপত্তিই প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সংসৃষ্ট [স] *বিণ* সৃজিত; রচিত। 'এদেশে কখন প্রজা প্রভাব সংসৃষ্ট হই পারে নাই।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সংস্করণ [স] **১** *বি* পরিমার্জন। 'দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের প্রয়োজনীয় দেখা দেয়।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* সংশোধন। 'প্রাচীন ব্যবস্থাপকে বিধিসকল খণ্ডন করিয়া সমাজ সংস্করণ করিতে পারেন নাই *তমোলুক*, ১৮৭৪। **৩** *বি* পরিমার্জিত রূপ। 'ইহা ইংরে আমলদারীর বিগত শতাব্দীর গড়ান বাঙ্গালা ভাবার নূতন সংস্কর নামে অভিহিত হইতে পারে।' *এসলাম*, ১৯১৫। **৪** *বি* এক দফা বইয়ের যতোগুলো কপি প্রকাশিত হয়। 'আমার সকল বইয়েরই এ সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কার[১] [স] ১ *বি* মুখশুদ্ধি। 'আমলকি দিয়া কি না করিব সংস্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আচার; চালচলন। 'বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সুন্দর সংস্কার হয়।' *গৌর*, ১৮২২। ৩ *বি* ধারণা। 'কতকগুলিন নব্য সম্প্রদায় নব্য সংস্কার সহকারে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৪ *বি* বিশ্বাস। 'হিন্দুর ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সংস্কার আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ *বি* উন্নতি। 'ব্যাকরণ এবং সাহিত্যশাস্ত্রে ঐ জনের উত্তম সংস্কার হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৬ *বি* অভ্যাস। '... ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বি* বিবাহাদি দশবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান। '[পতি] মরিলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহসংস্কারের অনুজ্ঞা দিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৫। ৮ *বি* লোকাচার। 'বহু স্মৃতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা এখনো তাহাতে মানবজীবনের রঙ ধরিয়া যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৯ *বি* প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসা প্রথা। 'মাঝে মাঝে তবু সংস্কার উঠিত জাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সংস্কারগত [স] ১ *বিণ* সংস্কারভিত্তিক। 'তা একভাবে এক ভঙ্গিতে চলে আসে জাতিগত সংস্কারগত ঐক্য থেকে।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বিণ* স্বভাবগত। 'বিবাহের প্রতি বিমুখতা তার সংস্কারগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সংস্কারবদ্ধ [স] *বিণ* সংস্কারাচ্ছন্ন। 'সংস্কারবদ্ধ সাধারণ মানুষের মনেও তাদের সহজাত যুক্তিবৃত্তি নতুন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাড়নায় ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সংস্কারবর্জিত [স] *বিণ* কুসংস্কারমুক্ত। 'দারাশিকো সংস্কারবর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংস্কারবান [স] *বিণ* পারদর্শী। 'সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ সংস্কারবান হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সংস্কারবিমুক্ত [স] *বিণ* গোঁড়ামিমুক্ত। 'মিলের চিন্তাধারা ছিল গণতান্ত্রিক, নীতিবোধ ছিল ধর্মীয় এবং পরাতত্ত্বগত সংস্কারবিমুক্ত।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কারমুক্ত [স] ১ *বিণ* বদ্ধমূল ধারণাশূন্য। 'য়ুরোপে গিয়া সংস্কার মুক্তদৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'অচলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়নি।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ২ *বিণ* চিরাচরিত ধারণা ও আচরণ থেকে মুক্ত। 'সব বিষয়েই মনকে সংস্কারমুক্ত না রাখলে চলবে কেন?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সংস্কারমুক্তি [স] *বি* গোঁড়ামিপূর্ণ ধারণা অতিক্রম। 'কতক অবশ্য আন্দোলন। কিন্তু অনেকটা সংস্কারমুক্তি।' *অন্নদা*, ১৯৩৭; 'সংস্কারমুক্তি যদিচ বুদ্ধিজীবীর ইষ্টমন্ত্র।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সংস্কারমূলক [স] *বিণ* আজন্ম বিশ্বাস থেকে সৃষ্ট। 'এই ধর্ম কেবলমাত্র সংস্কারমূলক, আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম রাজাকে এবং পূর্বপুরুষদের দেবতা ব'লে মানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'সংস্কারমূলক জটিল বিষয়ের সমাধান হয়ে থাকে তাদেরই অকৃপণ প্রচেষ্টায়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সংস্কার-লালিত [স] *বিণ* আজন্ম বিশ্বাসের সঙ্গে পোষিত। '... বিধবা সম্পর্কে সংস্কার-লালিত মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন।' *শরীফ*, ১৯৭০।

সংস্কারশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সংস্কার নেই এমন। 'কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংস্কারসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* সংস্কার মানে এমন। 'শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংস্কারাচ্ছন্ন [স] *বিণ* আজন্ম লালিত বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। 'নারী ছিল অবহেলিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন।' *বেগম*, ১৯৫৯।

সংস্কারাপন্ন [স] *বিণ* শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'এতদ্দেশীয় ভাষায় দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সংস্কারাবদ্ধ [স] *বিণ* গোঁড়া। 'দীর্ঘদিনের সংস্কারাবদ্ধ মনকে ধিক্কার দিলেন ভুবনবাবু।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

সংস্কারার্জিত [স] *বিণ* প্রচলিত বিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত। 'ন্যায় বা ঔচিত্যের সংস্কারার্জিত গজকাঠি দিয়ে তাদের মাপতে গেলে শুরু-শেষের হদিস মেলে না।' *শিব*, ১৯৫০।

সংস্কার[২] [স] ১ *বি* মেরামত। 'ইহারা বর্ষে বর্ষে গৃহ সংস্কার করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* পরিবর্তন। 'ইসলামেরই সংস্কারের অভিনেতারূপে কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত।' *বঙ্গনূর*, ১৯২২।

সংস্কার-আন্দোলন [স] *বি* সামাজিক উৎকর্ষের লক্ষ্যে সাধিত সংগ্রাম। 'নবজাগৃতির পুরোহিতদের সংস্কার-আন্দোলন বা বিদ্রোহ ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কারকর্ম [স] *বি* ইতিবাচক পরিবর্তনের কাজ। 'বিদ্যাসাগরের সংস্কারকর্মের অবদান অনেকখানি।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কারকামী [স] *বিণ* পরিবর্তন করতে চায় এমন। 'সংস্কারকামী মহাপুরুষদিগকেও ইসলাম চায় না।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

সংস্কারকার্য [স] *বি* ইতিবাচক পরিবর্তনের কাজ। 'বিপ্লবী সংস্কারকার্যের জোরালো হাওয়া বইয়ে দিয়ে তিনি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কারপন্থী [স সংস্কার+স পন্থা>] *বি* সংস্কারবাদী। 'তাহারা সংস্কারপন্থীদের কাজকে বাংলাভাষা বিরোধী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র বলিয়া আখ্যা দেওয়ার অভিলাষী।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

সংস্কারপান্থ [স] *বি* সংস্কারক। 'সংস্কারপান্থ, হে বন্ধু, ভেঙে যাচ্ছো পুরোনো কলকাতা।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সংস্কারপূর্ণ [স] *বিণ* ইতিবাচক পরিবর্তনমুখী। 'তাহাদের নিজস্ব, বিশিষ্ট ও সংস্কারপূর্ণ কর্মসূচীর উপর জোর দিতে শুরু করিলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সংস্কারপ্রয়াস [স] *বি* নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা। 'সাহিত্যের ভিত নির্মাণের অক্লান্ত সাধনা ঐ একই সংস্কারপ্রয়াসেরই বিচিত্র ভঙ্গিমা।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কার প্রয়াসী [স] *বিণ* নতুনভাবে গড়ে তোলায় আগ্রহী। 'নাদির সংস্কার প্রয়াসী হয়ে তাওতে আসেনি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সংস্কারবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সংস্কার হয়েছে এমন। 'লিখন পঠনের দ্বারা ঐ ভাষা অত্যন্ত ভাবমাণা ও সংস্কারবতী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সংস্কার-বিরোধী *বিণ* সামাজিক উৎকর্ষে বাধা দেয় এমন। 'আর এক বিষম কণ্টক ... সংস্কার-বরোধী সঙ্কীর্ণহৃদয় স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সংস্কারবিশিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* পরিমার্জনকৃত। 'ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কারবিশিষ্টা ... জরমান, ইটালীয় এবং স্পানীয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সংস্কারবিহীন [স] *বিণ* মেরামত করা হয়নি এমন। 'সংস্কারবিহীন রাস্তাঘাট ... জনগণের দুর্ভোগকে মাত্রাহীন করিয়া তুলিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

সংস্কারসাধন [স] *বি* পরিমার্জনের কাজ। 'প্রচলিত ইসলাম ধর্মের

AMARBOI.COM

সংস্কারসাধন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সংস্কৃত[1] [স] *বি* প্রাচীন ভারতের আর্যদের সাধু ভাষা। 'ভাগবত শ্লোকময় টীকা তার সংস্কৃত হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংস্কৃতঘেঁষা *বিণ* সংস্কৃত ভাষা-প্রভাবিত; সংস্কৃতায়িত। 'আমি অনুবাদটি ঈষৎ সংস্কৃতঘেঁষা করে দিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সংস্কৃতচর্চা [স] *বি* সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন। 'বনোয়ারির প্রধান শখ তিনটি – কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃতচর্চা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সংস্কৃতজীবী [স] *বিণ* সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করে জীবিকা উপার্জন করে এমন। 'সংস্কৃতজীবী পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষার নূতন রূপ ধারণের ফলে।' *আজাদ*, ১৯৬২।

সংস্কৃতজ্ঞ [স] *বিণ* সংস্কৃতে বিশেষজ্ঞ। 'কাপ্তান ফ্যাল সাহেব সংস্কৃতজ্ঞ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সংস্কৃতপণ্ডিত [স] *বি* সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য আছে যার। 'বিদ্যাসাগরের চরিত্র-মহিমা ও পাণ্ডিত্যে অভিভূত বহু সংস্কৃতপণ্ডিতও ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কৃতবিদ্যা [স] *বি* সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক জ্ঞান। 'তাঁহার সংস্কৃতবিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষায় চমৎকারিণী।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সংস্কৃত-ব্যবসায়ী [স] *বিণ* সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চা করে লাভবান হয় এমন। 'এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিতমহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে কেবল অবাস্তব উপাখ্যান অধ্যয়ন করাইতেই ভালবাসেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংস্কৃত ভাষী [স] *বিণ* সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে এমন। 'সংস্কৃত ভাষী হিন্দুবংশের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে যে অন্য জাতীয় লোকের অধিবাস ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সংস্কৃতমূলক [স] *বিণ* সংস্কৃত থেকে এসেছে এমন; সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। 'যাহা প্রাকৃতাদি সংস্কৃতমূলক ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার নাম তদ্ভব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ [স] *বিণ* সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। 'সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত হ. হ. উইলসন যাহার গ্রন্থ হইতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সংস্কৃতশিক্ষা [স] *বি* সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা। 'সংস্কৃতশিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সংস্কৃত-হ্রদ [স] *বি* সংস্কৃত ভাষারূপ হ্রদ। 'ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন/ ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সংস্কৃতা [স] *বি* প্রাচীন ভারতের আর্যদের সাধু ভাষা। 'এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা ... দাক্ষিণাত্যা পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সংস্কৃতানুরাগী [স] *বিণ* সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ আছে এমন। 'সংস্কৃতানুরাগী পাঠকদের চোখে তাঁর স্থান তাই কালিদাসের পাশে।' *শিব*, ১৯৭৩।

সংস্কৃত[2] [স] *বিণ* মার্জিত। 'জ্ঞানের নিমিত্তে আলোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে সংস্কৃত করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'সংস্কৃতসুন্দর বুদ্ধিই মনীষা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতচিত্ত [স] *বি* মার্জিত মন। 'বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত ... নির্ম্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সংস্কৃতসুন্দর [স] *বিণ* মার্জিত ও সুন্দর। 'সংস্কৃতসুন্দর বুদ্ধিই মনীষা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতি [স] ১ *বি* শিল্প-সাহিত্য, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, পোশাক-আশাক ইত্যাদি যাবতীয় মানবিক উৎকর্ষধর্মী অর্জন। 'প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের শোণিতধারায়।' *বনফুল*, ১৯৩৬। ২ *বি* সভ্যতা। 'হিন্দু সংস্কৃতি আজ জিগীষু ও জিঘাংসু উভয়ই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮। ৩ *বি* রীতি-নীতি। 'সঙ্গীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে।' *তারা*, ১৯৪২।

সংস্কৃতিকর্মী [স] *বি* সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য কাজ করে যে। 'অহমিকার গুমটভরা অন্ধকারে সংস্কৃতিকর্মীর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতিকামনা [স] *বি* সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা। 'তাতে সংস্কৃতিকামনাই ব্যক্ত হয়েছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতিকামী [স] *বি* সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি। 'সত্যিকার সংস্কৃতিকামীরা কখনো মতবাদী হতে চায় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতি-কেন্দ্র [স] *বি* সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। 'পাকিস্তানের সংস্কৃতি-কেন্দ্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সংস্কৃতিগত [স] *বিণ* সংস্কৃতিনির্ভর। 'মুছলমানের ধর্ম্মগত ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

সংস্কৃতি চেতনা [স] *বি* সংস্কৃতির প্রতি সচেতনতা। 'মধ্যবিত্তের মধ্যে যে সংস্কৃতি চেতনার উন্মেষ।' *উমর*, ১৯৬৮।

সংস্কৃতিপন্থা [স] *বি* সাংস্কৃতিক ধারা। 'একালে বলা যেতে পারে যত সংস্কৃতিবান মানুষ তত সংস্কৃতিপন্থা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতিপরায়ণ [স] *বিণ* সংস্কৃতিমনা। 'বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতিপরায়ণ ধনী ও মানী অভিজাতদের জন্যে।' *হাই*, ১৯৫৪।

সংস্কৃতিবান [স] *বিণ* সংস্কৃতিমনা। 'অগ্রণী ছাত্রসমাজ ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা প্রথম আওয়াজ তুলেছিল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

সংস্কৃতিবানতা [স] *বি* সংস্কৃতিপরায়ণতা। 'তা ছিল বয়োধর্ম প্রস্তুত সৌখিন সংস্কৃতিবানতা।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কৃতিমনা [স] *বিণ* সংস্কৃতি-সচেতন। 'উভয় দেশের সংস্কৃতিমনা রুচিশীল শিক্ষিত ও মার্জিত মহিলাদের ...।' *বেগম*, ১৯৫১।

সংস্কৃতিমূলক [স] *বিণ* সাংস্কৃতিক। 'সংস্কৃতিমূলক কার্য্যের জন্য মুক্তহস্তে সাহায্যের আবেদন জানান।' *বেগম*, ১৯৫২।

সংস্কৃতিসংপৃক্ত [স] *বিণ* সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'তা ছিল সুরুচি ও সংস্কৃতিসংপৃক্ত সমস্যা-জাতীয় লজ্জা বিশেষ।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কৃতিসাধনা [স] *বি* সংস্কৃতিচর্চা। 'সংস্কৃতিসাধনা বহুভঙ্গিম জীবনের সাধনা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতিসেবী [স] *বি* সংস্কৃতিবিষয়ক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে যে। 'শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্কৃতিসেবীর উপস্থিতিতে ...।' *বেগম*, ১৯৫১।

সংস্থা [স] ১ *বি* ব্যবস্থা। 'আমার টাকা শোধ হবে কেমনে তোর ঘরে আর সংস্থা নহে।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* প্রতিষ্ঠান। 'দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে এই দুই সংস্থা গঠিত হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

সংস্থান [স] ১ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'শিবলিঙ্গ বিগ্রহ শালগ্রাম সকলি সংস্থান করিয়াছেন।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* ব্যবস্থা। 'সে স্থানে যেমত২ বাটীর সংস্থান আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৩ *বি* ধারণ। 'তত্রস্থ

WWW.AMARBOI.COM

লোকেরদিগের প্রাণ সংস্থানের বিষম স্থুল হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৪ *বি* গঠন। 'শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের অবয়ব সংস্থান ও তৎসংক্রান্ত স্বাভাবিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বি* বিন্যাস। 'তাহাকে সংস্থান বলিতেছি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ৬ *বি* অর্থ ও সম্পদের অধিকারী। 'বৌ সংসারী, বৌ বেশ সংস্থানসম্পন্না।' *অবন*, ১৯২৫। ৭ *বি* নির্মাণ-কৌশল। 'চিত্রবস্তুর সংস্থান (composition), তার বর্ণকল্পনা (colour scheme), তার অঙ্কন ... অল্প লোকেরই জানা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সংস্থানহীন [স] *বিণ* ব্যবস্থা করতে পারেনি এমন। 'ভাতকাপড়ের সংস্থানহীন অনশন অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমিকেরা এর কর্ণধার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সংস্থাপক [স] ১ *বি* প্রতিষ্ঠাতা। 'আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটির সংস্থাপকই তিনি ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বি* উদ্যোক্তা; আয়োজক। 'আমরা এই সভার সংস্থাপকদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।' *সুলভ*, ১৮৭১। ৩ *বিণ* প্রতিষ্ঠাকারী। 'এ স্বর্গীয় সুরা ... ভ্রাতৃভাব সংস্থাপক।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

সংস্থাপন [স] ১ *বি* আয়োজন। 'ধাররাজ – যথোপযুক্ত স্থানে সভা সংস্থাপন বিশেষ-রূপে রচনা করাইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* স্থলাভিষেক। 'পারস্যের পরিবর্তে ইঙ্গরেজী সংস্থাপনকরণের যে সময় উপযুক্ত ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বি* বিশেষভাবে স্থাপন; প্রতিষ্ঠা। 'ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সংস্থাপনকরণ [স] *বি* প্রতিষ্ঠাকরণ। 'দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সংস্থাপনা *বি* প্রতিষ্ঠা। 'পাঠশালা সংস্থাপনা করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সংস্থাপনার্থ [স] *ক্রিবিণ* স্থাপনের জন্য। 'যে অট্টালিকা নির্ম্মিতা হইবেক তাহার প্রস্তর সংস্থাপনার্থ গত বৃহস্পতিবার ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সংস্থাপনার্থে [স] *ক্রিবিণ* প্রতিষ্ঠা করার জন্য। 'মহাশয় স্বমত সংস্থাপনার্থে বিবিধ যুক্তি সিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন..।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

সংস্থাপিত [স] ১ *বিণ* স্থাপিত। 'স্তম্ভের প্রস্তরাদি অন্যত্র সংস্থাপিত করা যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* স্থির। 'উনি শ্রাদ্ধসমীপে সংস্থাপিত হইয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'পাঠশালা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। ৪ *বিণ* অধিষ্ঠিত। 'দেবরাজকে পুনর্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৫ *বিণ* প্রচলিত। 'মনুর পর আর কোন বিচক্ষণ সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন নিয়ম সংস্থাপিত করেন নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সংস্থাপিতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রতিষ্ঠিত। 'হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়ে সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নাম্নী সভা সংস্থাপিতা হইল।' *কৌমুদী*, ১৮৩৩।

সংস্থিত [স] *বিণ* বিস্তৃত। 'ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সংস্থিতি [স] *বি* অবস্থান। 'অধমূলে শুক্রের নিশ্চএ সংস্থিতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সংস্পর্শ [স] ১ *বি* যোগাযোগ। 'পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* সাহচর্য। 'পৃথিবীর নিকটতম সংস্পর্শে সে অনুভব করিতে পারিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'বিদ্যোৎসাহী শিল্পানুরাগী স্বামীর সংস্পর্শে এসে ...।' *বেগম*, ১৯৪৯। ৩ *বি* প্রভাব। 'অপূর্ব সৌন্দর্যশালী সাহিত্যের সংস্পর্শেই ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সংস্পৃষ্ট [স] *বিণ* সংস্পর্শযুক্ত। 'মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সংস্রব [স] ১ *বি* সম্পর্ক। 'তাহাতে অন্যান্য ভাষারো সংস্রব আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* সংস্পর্শ। 'রাজ সংসারের সংস্রবে মনুষ্যের ধর্মভ্রংশ হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ *বি* মিলন। 'তাহারা অবিশ্রাম মানবহৃদয়ের সংস্রবে সর্বাংশে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* নৈকট্য; সংশ্লিষ্টতা। 'তপোবনের নিকট দোকানবাজারের সংস্রব ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সংস্রবহীন [স] *বিণ* সম্বন্ধহীন। 'মুসলমান চিন্তাজীবী ও নেতারা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রবহীন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সংহত [স] ১ *বিণ* একত্র। 'সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আর্তস্বরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* সুদৃঢ়। 'ভারতের চিন্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সংহতরূপে [স] *ক্রিবিণ* সম্যকভাবে। 'সমাজের মর্মের মধ্যে নারী এমন সুন্দররূপে সংহতরূপে মিশ্রিত হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংহতি [স] ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'রতিরে সংহতি লেহ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সাহচর্য। 'বেশ্যার সংহতি করেছিলেন মহামতি।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* ঐক্য। 'একটা জাতির সংহতিকে নষ্ট করিবার জন্য।' *আজাদ*, ১৯৩৬। ৪ *বি* সংগঠন। 'এই নারী সংহতিগুলি গড়ে উঠছে।' *বেগম*, ১৯৫২।

সংহতী [স সংহতি] ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'তেঁসি সংহতী করি নিতেঁ চাহোঁ রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সাথী। 'রাধার হর্আ সংহতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংহরণ [স] ১ *বি* সংবরণ। 'এতদ্দেশীয় দ্রব্যপ্রেরণের প্রতিবন্ধক মাসুলরূপ ত্রিশূল সংহরণ না করিলে পৌঁছিতে পারে না।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* ধ্বংসসাধন। 'দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সংহরা, সংহারা [স সংহার>] *ক্রি* সংহার করা। **সংহর** *ক্রি* সংহার করো। 'জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সংহরিল** *ক্রি* ধ্বংস বা হত্যা করলো। 'তনপান ছলে কাহ্ন তাক সংহরিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সংহরী** *ক্রি* সংবরণ ক'রে। 'সংহরী সকল দেহে গোপী এড়ি কুঞ্জগেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সংহরী সকল দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সংহার** *ক্রি* সংহার ক'রে। 'চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। **সংহারি** *ক্রি* বিনাশ ক'রে। 'কৃষ্ণ হৈয়া কোনজন তাহারে সংহারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সংহারিআ** *বি* বিনাশ ক'রে। 'দেওপাল সংহারিআ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সংহারিতে** *ক্রি* ধ্বংস করতে। 'এখনে এ সব সংহারিতে নাহি কাজ।' *সুলতান*, ১৭০০। **সংহারিব** *ক্রি* সংহার করবো। 'আজী সংহারিব তোকে অতি সিসু খুদ্র।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সংহারিমু** *ক্রি* নাশ করবো। 'খাইমু শুষিমু সংহারিমু সব থাক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সংহারিলো** *ক্রি* সংহার করেছি। 'দৈত্য দলিলোঁ আসুর সংহারিলো।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংহার [স] ১ *বি* বিনাশ; ধ্বংস। 'ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো স্থিতি সংহার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* হত্যা। 'যে ব্যক্তি এই দস্যুকে সংহার করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

AMARBOI.COM

সংহারক [স] *বিণ* বিনাশকারী। 'অপর ভাষা যাহা অতিদুরন্ত ধর্ম্ম সংহারক পাপাত্মা জবনেরা প্রচলিত করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সংহারকর্তা, সংহারকর্ত্তা [স] *বিণ* হত্যাকারী। 'তোমার সংহারকর্ত্তা এ হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

সংহারকারী [স] *বিণ* বিনাশক। 'ভৈরবী। সংহারকারী। ভৈরব। মাতে ভৈরব ভৈরব রঙ্গে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

সংহারকাল [স] *বি* ধ্বংসপ্রাপ্তির সময়। 'হতভাগ্য খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম আপনার সংহারকাল পর্যন্ত ঐ বিষময় কলঙ্ক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংহারময়ী [স] *বিণ* বিধ্বংসী। 'এই ঝটিকা সংহারময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিত না।' *সংসঙ্গ*, ১৮৯৮।

সংহারমূর্তি [স] *বি* অতিশয় ভয়াবহ আকার। 'শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহারমূর্ত্তি ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সংহারা *ক্রি* হত্যা করা; বিনাশ করা। 'যে শরে তারকে সংহারিনু রণে আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সংহারিণী *বিণ স্ত্রী* বিনাশকারী। 'ওই দনুজ-দলন সংহারিণী মূর্তি।' *নজরুল*, ১৯২২।

সংহিতা [স] *বি* শাস্ত্রবাণীর সংকলন। 'সংহিতা লক্ষদস সহস্র বিংসতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সংহিতা-প্রোক্ত [স] *বিণ* সংহিতায় উল্লিখিত। 'বৈদিক-সংহিতা-প্রোক্ত চন্দ্র সূর্যাদি জড়বস্তুর আরাধনা ... মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সঁএঁসংবেঅণ [স স্বসংবেদন] *বি* স্বসংবেদন। 'সঁএঁসংবেঅণ বোলথি সান্তি।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

সঁতাবএ [স সন্তাপ>] *ক্রি* সন্তপ্ত করে। 'বিরহ দহন দুহু সঁতাবএ দুহু সমীহএ মেলী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সঁপা [স সমর্পণ>] *ক্রি* সমর্পণ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দুটি শিশু সঁপিল তোমার দুটি পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সঁপিতে** *ক্রি* সমর্পণ করতে। 'সজীব সঁপিতে চাই নৃপতির আগে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সঁপিয়া** *ক্রি* সমর্পণ ক'রে। 'অদ্বৈত-শ্রীবাসের হাথে সঁপিয়া জননী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সঁপিল** *ক্রি* সমর্পণ করলো। 'দুটি শিশু সঁপিল তোমার দুটি পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সঁপে যাওয়া *ক্রি* সমর্পণ করা। 'তোমারে আজিকে সঁপিয়া গেলাম তাঁহার চরণ তলে।' *জসীম*, ১৯২৯।

সঁপূর্ণো [স সম্পূর্ণ] *বিণ* সম্পূর্ণ। 'যে জোন সঁপূর্ণো পালোন করিয়া ভজিতে পারে সে অমর হএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সঁভরন [স সম্বরণ] *বি* আভরণ। 'ন চেতএ সঁভরন কুন্তল চীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সঁভ্রম [স সম্ভ্রম] *বি* সমাদর; সম্মান। 'সঁভ্রমে উঠিয়া সতে কামে অচেতন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সঁসার *বি* সংসার। 'সে হে সঁসারক সার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সখ [আ শওক] *বি* শখ। 'প্রতি রবিবারে বাগানে যাইবা মৎস্য ধরিবা সকের যাত্রা শুনিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সখ-আগ্রহ *বি* ঝোঁক। 'সুবিমলেরও যে এদিকে খুব সখ-আগ্রহ ছিল তা নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

সকট [স শকট] *বি* যান। 'দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল সকটে সকটে ভরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সকটা *বি* শিশুদের খেলাবিশেষ। 'গঞ্জিফা খেলায় সকটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সকড়ী *বিণ* এঁটো। 'ছাড় – ছাড় – দেখছিস সকড়ী হাত?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সকন্টক [স] *বিণ* কাঁটাযুক্ত। 'এ পত্র আমার পক্ষে সকন্টক মৃণালের উপর রেখেছ।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সকতি, সকতী [স শক্তি] *বি* সামর্থ্য; বল। 'সকতি না ভৈল তোর নেহার কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কোন সকতী আইসে আইহন গোআল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সকন্যা [স] *ক্রিবিণ* কন্যা সমেত। 'গঙ্গাধররাওকে সকন্যা মোরোপন্তকে আনবার জন্য যানবাহন পাঠালেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সকর *বি* সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ। 'হাঙরে সকরে খেয়ে ফেলে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

সকরকন্দ [ফা শকরকন্দ] *বি* মিষ্টি আলু। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সকরটর [ই সেক্রেটারি] *বি* সরকারের সচিব। 'কৌনসলের সকরটর সাহেবের নিকট পহুছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

সকরা [স শত] *ক্রিবিণ* শত করা; প্রতি একশতে। 'সকরা ৫ পাঁচ টাকা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

সকরুণ [স] ১ *বিণ* সদয়। 'হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সকরুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সকরুণ ভাষে কিছু করে নিবেদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* বেদনার্ত। 'বাঁশিতে বাহে বজাওয়ত সকরুণ রাধা নাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

সকল [স] ১ *বি* সব লোক। 'একে একে নাস করিব তোমার সকলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সব। 'যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সগঞ্জন [স] *বি* রাগান্বিত ভাব; গঞ্জনাপূর্ণ অবস্থা। 'সগঞ্জনে বলে বাণী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সগড় [স শকট] *বি* গোযান; শকট। 'সগড়ে ভিড়িআ লৈল বিচিত্র কামান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সগড়ি *বি* এঁটো। 'মনে করছো ঝি রাখবে? সে বাসনে সগড়ি রেখে দেবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সগন [সঘন] *ক্রিবিণ* বারবার; ঘনঘন। 'দন্তহিন বড়াই সগন মুখ নাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সগর [স সকল] *বিণ* সকল। 'সগর গোকুল জিনি/ সে পুনমতি ধনি/ কি কহব তাহেরি ভাগে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সগরী *ক্রিবিণ* সমস্তই। 'সূন ভেল দস দিস সূন ভেল সগরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সগর্জন [স] *বিণ* গর্জনপূর্ণ। 'নিজের লেজের সঙ্গে লড়াই করার সগর্জন ভান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সগর্জনে, সগর্জ্জনে *ক্রিবিণ* গর্জন সহকারে। 'জাতীয়তাবাদের স্রোত সগর্জ্জনে প্রবাহিত।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৯।

সগর্ব, সগর্ব্ব [স] *বিণ* দম্ভপূর্ণ। 'তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সগর্বে [স] *ক্রিবিণ* গর্বের সঙ্গে। '(সগর্বে) মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সগল্লাথ *বি* পশমি বস্ত্র। 'সগল্লাথ খান দুই খান দশ গড়া।' *মুকুন্দ*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬০০।

সগাঅ [স সমায়াতি] *ক্রি* প্রবেশ করি। 'মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সগাঅ।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

সগুণ[1] [স শকুন] *বি* শকুন। 'তঁহি তোলি শবরোহ কএলা কান্দশ সগুণ শিআলী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

সগুণী [স শাকুনিক] *বি* ব্যাধ। 'কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সগুণ[2] [স] *বিণ* দিব্য। *ভবানী*, ১৮২৩।

সগোত্র [স] *বিণ* গোত্রভুক্ত। 'যে প্রতিরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল তা রূপমালার সগোত্র।' *শিব*, ১৯৭৩।

সগোত্রতা [স] *বি* সমসূত্রতা। 'তাঁর আধ্যাত্মিকতারও একটা সগোত্রতা লক্ষ করা যায়।' *হাই*, ১৯৫৪।

সগোষ্ঠী [স] *ক্রিবিণ* গোষ্ঠীসহ। 'সগোষ্ঠী বদ হজমে মরিয়া যাইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সগোষ্টী [স সগোষ্ঠী] *বি* সগোষ্ঠী; নিজ সম্প্রদায়। 'আমরা সগোষ্টী বৃর্দ্ধা সর্ব্বদা ভাবিত।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সগৌরব [স] *বিণ* গৌরবপূর্ণ। 'গৃহিণী সে কী সগৌরব মূর্তিতে দাঁড়াইয়া নবপুত্রবধূর সম্মুখে ঐ পাত্রগুলি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সগৌরবে [স] *ক্রিবিণ* গৌরবের সঙ্গে। 'সগৌরবে রাজ্য অটবীতে বিরাজ করিতেছিলেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'চিনে নিল মুক্তিক্ষেত্রে সগৌরবে আপন জগৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সঘন[1] [স] ১ *ক্রিবিণ* বারবার; ঘন ঘন। 'সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* প্রচণ্ড। 'কৃষ্ণেরে আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* গাঢ়। 'জুহ লোলনা সঘন লালা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সংসার মোরে মহামোহঘোরে ছিল সদা ঘিরে সঘন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সঘনে *ক্রিবিণ* বারেবারে। 'সাজ সাজ শবদে সঘনে পড়ে সাড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সঘন[2] [স] ১ *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'গগন সঘন অব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'আঁখিজ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন তিমির রাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* অতি নিবিড়। 'সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সঘৃণ্য [স] *বিণ* ঘৃণাযুক্ত। 'অভিভাবকদের আপত্তি এমন কি সঘৃণ্য উপেক্ষার জন্যে তাঁকে বাধ্য হয়ে বিরত থাকতে হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সঘোটক [স] *ক্রিবিণ* ঘোড়া সহকারে। 'তিনি সঘোটক শূন্যে দুবার ডিগবাজি খেয়েছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯২২।

সঙ [স স্ব-অঙ্গ] ১ *বি* সং; ভাঁড়। 'জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বি* ভাঁড়ামি; স্থূল রসিকতা। 'নটনটী কর্তৃক 'ব্যালে' নাচ, সঙ, নিগ্রোর গান, জাদু, প্রহসন, অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সঙওয়ালা *বি* জাদুকর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সঙরণ [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। 'ততক্ষণে সেই ভক্তের হয়ে সঙরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সঙরা [স স্মরণ] *ক্রি* স্মরণ করা। **সঙরি** *ক্রি* স্মরণ করি। 'সেইক্ষণে চলিলা সঙরি হরি হরি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সঙিন[1] [ফা সঙ্গীন] *বি* বন্দুকের অগ্রভাগের ধারালো ফলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'খ্যাপার মতো কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি ... সঙের মতো সঙিন ঝম-ঝমর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সঙিন[2] ১ *বিণ* ভয়ানক; গুরুতর। 'অবস্থা এমন সঙিন।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বিণ* করুণ। 'বলো বন্ধু ব্যাপারটা কী! সঙিন নিশ্চয়।' *নজরুল*, ১৯৩১। দ্র **সঙ্গিন**

সঙে *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'এক আকাশের তলে রব এক সঙে।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

সঙ্কট [স] ১ *বি* সমস্যা। 'এতেক সঙ্কট পৃয়া ভাব কি কারণ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* কঠিন বিপদ। 'সঙ্কটে হইব শুভকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* বিপদগ্রস্ত। 'হইল নিয়মভঙ্গ সঙ্কট জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* প্রলোভন। 'দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহাদানেরই যোগ্য করে, অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৫ *বি* দুর্গতি। 'সভ্যতার সঙ্কট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। দ্র **সংকট**

সঙ্কট-ক্ষণ [স] *বি* বিপদের সময়। 'মোছলেম বাঙ্গলার সম্মুখে বর্ত্তমানে চরম সঙ্কট-ক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

সঙ্কটজনক [স] *বিণ* উদ্বেগজনক। '১৪৪ ধারা প্রবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলেন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

সঙ্কটসঙ্কুল [স] *বিণ* প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। 'মানুষ সঙ্কটসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতেও দ্বিধা করে না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সঙ্কট-সন্ধিক্ষণ [স] *বি* মারাত্মক সংকট। 'এই রাজনৈতিক সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে আজ সব চাইতে বড় প্রয়োজন ছিল ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

সঙ্কটস্থল [স] *বি* বিপজ্জনক জায়গা। 'ভয়ঙ্কর সিন্ধুজলে গেলাও সঙ্কটস্থলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সঙ্কটাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* বিপদ অভিলাষী। 'তাঁর সঙ্কটাকাঙ্ক্ষী মন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সঙ্কটাপন্ন [স] *বিণ* বিপদগ্রস্ত। 'আমি সঙ্কটাপন্ন অসুস্থ কি জানি কোন অভ্রাভদ্রি হয়।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩; 'ইহার নিকটাবর্ত্তি থাকনে সঙ্কটাপন্ন হইতে হইবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

সঙ্কর[1] [স শঙ্কর] *বি* শিব। 'হম নহ সঙ্কর হুঁ বরনারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সঙ্কর[2] [স] *বিণ* সম্মিলিত। 'অভিনব বিদ্যাবান পুরুষদিগের সহিত পূর্ণ-যৌবনা কুলকামিনীগণের সম্ভাবিত সমাগম ও সঙ্কর ভোজনাদি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সঙ্করজাতি [স] *বি* একাধিক জাতির মিশ্রণে গঠিত জাতি। 'রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত সঙ্করজাতি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সঙ্করত্ব [স] *বি* হিন্দুমতে একাধিক জাতি-বর্ণের মিশ্রণ। 'সঙ্করত্ব ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সঙ্কলন[1] [স] ১ *বি* যুক্তকরণ। 'নানা শব্দ সংগ্রহ ও ইঙ্গরেজীতে তদর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক এক মহাকোষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বি* একত্রকরণ। 'উদ্ভট কবিতা সকল সঙ্কলন করিয়া ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ৩ *বি* সংগ্রহ। 'দুর্লভ সামগ্রী সকলের জড়ময় প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রময় প্রতিরূপ সঙ্কলন করিয়া রাখা সর্বতোভাবে বিধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। দ্র **সংকলন**

সঙ্কলা [স সঙ্কলন] *ক্রি* সংযুক্ত করা। **সঙ্কলি** *ক্রি* যুক্ত ক'রে। 'ক্রন্দন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্কলি বলে দৈবকী চরনে।' *মালাধর,* ১৫০০। **সঙ্কলিয়া** *ক্রি* সংকলন ক'রে। 'কৃড়া সঙ্কলিয়া কৃষ্ণ চলি জায় ঘর।' *মালাধর,* ১৫০০। **সঙ্কলিল** *ক্রি* সংগ্রহ করলো। 'তবেত আমার বাপ জুদ্ধি সঙ্কলিল।' *মালাধর,* ১৫০০।

সঙ্কলিত [স] ১ *বিণ* গ্রন্থিত; সংকলন করা হয়েছে এমন। 'অন্য২ প্রকরণ ভিন্ন২ খণ্ডে ক্রমে২ সঙ্কলিত হইয়া বিনামূল্যে প্রদান হইবেক।' *বঙ্গদূত,* ১৮২৯। ২ *বিণ* সংবলিত। 'ইতিহাস ও পারমার্থিক বিষয়সঙ্কলিত নানা পুস্তক আছে।' *দর্পণ,* ১৮৩১। ৩ *বিণ* গাঁথা হয়েছে এমন। 'বল্লভের কণ্ঠদেশে স্বহস্তসঙ্কলিত ললিত মালতীমালা সমর্পণ করিয়া ...।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

সঙ্কলন² [স সংকুলান] *বি* চাহিদা অনুযায়ী অর্থের ব্যবস্থা থাকা। 'সদুপায়পূর্ব্বক বিহিত ব্যয়ের সঙ্কলন হইয়া অস্মদাদির দেশ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে।' *দর্পণ,* ১৮৩৬। দ্র **সংকলন**

সঙ্কল্প [স] ১ *বি* প্রতিজ্ঞা। 'যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'কিবা সঙ্কল্প করি পূজে দৈত্য ত্রিপুরারি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* মনোবাসনা। 'মহাশয় সঙ্কল্প সিদ্ধি হওয়াতে প্রিয়জনের প্রয়োজনে ...।' *বঙ্গদূত,* ১৮২৯। দ্র **সংকল্প**

সঙ্কল্পপ্রসূত [স] *বিণ* কল্পনাজাত। 'আমার সাহিত্যজীবন আমারই সঙ্কল্পপ্রসূত বটে।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩৭।

সঙ্কল্পবদ্ধ [স] *বিণ* প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'যাহা করা সম্ভব তাহা করিতে বাঙ্গালা সরকার সঙ্কল্পবদ্ধ।' *জামায়াত,* ১৯৪০।

সঙ্কল্পসিদ্ধি [স] *বি* বাসনার তৃপ্তি। 'সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুপাতে দৈবদুর্বিপাক সংখ্যাভূয়িষ্ঠ।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩৭।

সঙ্কল্পারূঢ় [স] *বিণ* সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া ... তাহাদের সম্মুখে কহিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

সঙ্কা [স শঙ্কা] *বি* শঙ্কা। 'অপণে নাহি মো কাহেরি সঙ্কা।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। দ্র **শঙ্কা**

সঙ্কীরন [স সংকীর্ণ] *বি* সংকীর্ণ। 'কর সঙ্কীরন রস নিরবাহ।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

সঙ্কীর্ণ [স] *বিণ* সংকুচিত। 'সেখানে উহাকে কর্ত্তিত এবং সঙ্কীর্ণ করে।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৯। দ্র **সংকীর্ণ**

সঙ্কীর্ণচিত্ত [স] *বিণ* সংকীর্ণমনা। 'ধর্মব্যবসায়ীদের মতো এতবড়ো সঙ্কীর্ণচিত্ত বিশ্বনিন্দুক আর জগতে নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬; 'যুগ যুগ ধরে কেবল ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকায় নারীকে সঙ্কীর্ণচিত্ত করে তুলেছে।' *বেগম,* ১৯৪৯।

সঙ্কীর্ণচেতা [স] *বিণ* অনুদার; নিচু মানসিকতাসম্পন্ন। 'এই শ্রেণীর আলেমগণ সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া থাকেন।' *এসলাম,* ১৯২০।

সঙ্কীর্ণতা [স] ১ *বি* দারিদ্র্য। 'সাহেবেরা উক্ত বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অনেক ক্লেশ পাইতেছেন।' *দর্পণ,* ১৮৩৫। ২ *বি* অনুদারত্ব। 'অখৃস্টানদের নিকট ধর্মপ্রচার করিতে গিয়া খৃস্টানধর্ম আপন সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫। ৩ *বি* নীচতা। 'মানসিক দারিদ্র্য ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে ...।' *বিভূতি,* ১৯৩১। ৪ *বি* হীনতা। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা, সঙ্কীর্ণতা ও রসজ্ঞানহীনতার কথা।' *বুলবুল,* ১৯৩৬।

সঙ্কীর্ণহৃদয় [স] *বিণ* ক্ষুদ্রমনা। 'আর এক বিষম কণ্টক ... সংস্কার বিরোধী সঙ্কীর্ণহৃদয় স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৬।

সঙ্কীর্ণ হৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* সঙ্কীর্ণ মনের অধিকারী। 'সঙ্কীর্ণ হৃদয়া – নোলক-ধারিনী ...।' *দীপিকা,* ১৮৮৭।

সঙ্কীর্তন, সঙ্কীর্ত্তন [স] *বি* ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনাত্মক গান। 'মহা উ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। দ্র **সংকীর্তন**

সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ [স] *বি* বৈষ্ণবমতে হরিনাম কীর্তন। 'সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য।' *কৃষ্ণদা* ১৫৮০।

সঙ্কুচিত [স] ১ *বিণ* বিব্রত। 'সঙ্কুচিত হইলেক কিসের কারণে।' *সুলতা* ১৭০০। ২ *বিণ* কুণ্ঠিত। 'যৎকিঞ্চিৎ বিদিত করিতে সঙ্কুচিত হই লিখিতেছি।' *দর্পণ,* ১৮৩৪। দ্র **সংকুচিত**

সঙ্কুচিতা *বিণ স্ত্রী* জড়সড়। 'কেহ নিকটস্থ হইলে সংকুচিতা ... *দীপিকা,* ১৮৮৭।

সঙ্কুল [স] ১ *বিণ* সমাকীর্ণ। 'প্রবেশি নন্দনবনে/ কুমার হরিষ মনে/ ছ রিতু দেখিল সঙ্কুল।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বিণ* পূর্ণ। 'জ্যোতির্বিদ ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া ...।' *বিদ্যা,* ১৮৪৯। দ্র **সংকুল**

সঙ্কুলন [স] *বি* যথেষ্ট বা প্রয়োজনানুগ হওয়ার অবস্থা। 'সামাজি বলিয়া কার্য্য সঙ্কুলন করা যায়।' *কেরি,* ১৮০২।

সঙ্কুলহৃদয় [স] *বিণ* ব্যাকুলহৃদয়। 'স্বামীর মরণে শো সঙ্কুলহৃদয়।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সঙ্কুলা [স সঙ্কুল>] *ক্রি* ধৌত করা। 'এতেক কহিয়ে সেন সঙ্কুলিয়া জলে *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সঙ্কেত [স] ১ *বি* সূত্র। 'কৃষ্ণনাম হৈলা তাহা সঙ্কেত সর্ব্বকামে *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বি* ইঙ্গিত। 'চল সহচরী সবে/ কুথা আছে মাধবে/ সঙ্কেত লই আবাহন।' *দ্বিচণ্ডী,* ১৬০০। ৩ *বি* লক্ষণ। 'না গুণে পারগ সঙ্কেত জ্ঞাতা গুণী।' *আলাওল,* ১৬৮০। ৪ *বি* চিহ্ন। ' কি সঙ্কেত বুঝিতে পারি না।' *দর্পণ,* ১৮২৯। ৫ *বি* বৈদ্যুতিক তরঙ্গ 'টেলীগ্রাফ অর্থাৎ সঙ্কেত দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রাপণ ও প্রেরণার্থ যন্ত্র *বঙ্গদূত,* ১৮২৯। দ্র **সংকেত**

সঙ্কেত-বাক্য [স] *বি* বিশেষ অর্থপূর্ণ উক্তি। 'কি বুঝ সঙ্কেত-বাকে কহ, দেবগণ!' *মাইকেল,* ১৮৬০।

সঙ্কেতস্থান [স] *বি* গোপন মিলনস্থান। 'কহিল সঙ্কেতস্থান রথে নিকট।' *ভারত,* ১৭৬০।

সঙ্কোচ [স] ১ *বিণ* দ্বিধাগ্রস্ত। 'বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বি* কুণ্ঠা। 'পথ খোঁজে পালাত্যে সঙ্কোচ ব মনে।' *রূপরাম,* ১৭৫০। ৩ *বি* আত্মবিশ্বাসের অভাব। 'তাহা আপন নূতন রাজার সম্মান সমাদর অতিশয় করিত, এবং সঙ্কো করিয়া দূরে থাকিত।' *তারিণী,* ১৮০৩। দ্র **সংকোচ**

সঙ্কোচন [স] *বি* হ্রস্বীকরণ। 'তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

সঙ্কোচহীন [স] *বিণ* দ্বিধাহীন। 'ভানুমতীর ব্যবহার তেমা সঙ্কোচহীন।' *বিভূতি,* ১৯৩৮।

সঙ্কোচিত [স] ১ *বিণ* কুণ্ঠিত। 'এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কোচিত *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বিণ* সংকুচিত; জড়সড়। 'দুগৃধের নিক বিধানকর্ত্তার হস্ত সঙ্কোচিত।' *মশাররফ,* ১৮৮৯। ৩ *বিণ* হ্রস্বীকৃত 'ব্যয় বরাদ্দ ... নানাভাবে সঙ্কোচিত করিয়া রাখা হইয়াছে।' *আজা* ১৯৪৫।

সঙ্ক্রায়ন [স] *বি* সংক্রান্তি। 'সঙ্ক্রায়ন কপালে বৎসর জাবে ভালে।' *মুকুন্দ* ১৬০০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্কেপ [স] *বি* সংক্ষেপ; অল্পবিস্তর। 'দুঃখ মাত্র অতএব কহিল সঙ্কেপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **সংক্ষেপ**

সক্ষেপ [স সংক্ষেপ] *বি* সংক্ষেপ। 'সক্ষেপে কহিল তোরে আর কব কি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সঙ্খ [স শঙ্খ] *বি* শঙ্খ। 'সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **শঙ্খ**

সঙ্খচুড় *বি* সর্পবিশেষ। 'হেনকালে সঙ্খচুড় আইলা মায়া ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সঙ্খ্যা [স সংখ্যা] *বি* সংখ্যা। 'সকল নায়ে যত ধন নাহি তার সঙ্খ্যা।' *বিজয়*, ১৬৫০। *দ্র* **সংখ্যা**

সঙ্খা [স সংখ্যা] *বি* সংখ্যা। 'তাহা সভার নাম সঙ্খা করিলা আপুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সঙ্গ [স] ১ *বি* সংসর্গ। 'তেজ মোর সঙ্গ নাহি মোতে রঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সখ্য। 'আন নারী কর তোহ্মে সঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* সুখ। 'গেলে মান অধিক হোঅ সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৪ *বি* সাথ। 'ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৫ *বি* সম্বন্ধ। 'জানি বিধি আনি নিধি মিলাঅল সঙ্গ।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৬ *বি* অনুসরণ। 'তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৭ *বি* সঙ্গী। 'সর্বকাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সঙ্গহি** *ক্রিবিণ* একত্রে। 'জনি রবি সসি সঙ্গহি উগল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সঙ্গে** *ক্রিবিণ* সঙ্গে; সাথে। 'ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

সঙ্গকামনা [স] *বি* আসঙ্গলিপ্সা; সাহচর্য প্রত্যাশা। 'কেবলমাত্র সঙ্গকামনায় নিখিলনাথের সহিত তিনি দেখাও করিতে যাইতেন না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সঙ্গছাড়া [স সঙ্গ>] *বিণ* সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন। 'ওকে এখনই যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সঙ্গদান [স] *বি* সংসর্গ দেওয়া। 'সঙ্গীর মতো নিয়ত সঙ্গ দান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সঙ্গদোষ [স] *বি* কুসংসর্গজনিত চরিত্রদোষ। 'সঙ্গদোষে পাবে দুখ লোক ধর্মে পরামুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সঙ্গ-পরশহারা *বিণ* সঙ্গীর সংস্পর্শহীন। 'অন্ধ বিভাবরী সঙ্গ-পরশহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সঙ্গবশত, সঙ্গবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* সঙ্গদোষের কারণে। 'এই রূপে সঙ্গবশতঃ কুচরিত্র বাবুদিগের দ্বারা উপদিষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

সঙ্গবিহীন [স] *বিণ* একাকী; নিঃসঙ্গ। 'শশিভূষণের পক্ষেও পল্লীগ্রাম এই দুই বৎসর নিতান্ত সঙ্গবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সঙ্গভ্রষ্ট [স] *বিণ* সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন। 'তিনি বয়স্যগণের সঙ্গভ্রষ্ট হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সঙ্গ-মাধুর্য [স] *বি* আনন্দময় সাহচর্য। 'মোনাদির আমজাদের সঙ্গ-মাধুর্যে তাই পরিতৃপ্তির আস্বাদ পাইয়াছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সঙ্গ লওয়া *ক্রি* সঙ্গে লেগে থাকা। 'একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'এমন হিংসাতুর মন কোথা হইতে আপদের মত তার সঙ্গ লইয়াছে অকস্মাৎ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সঙ্গলিপ্সা [স] *বি* সঙ্গলাভের স্পৃহা। 'নিঃসঙ্গতা বোধ করলে সঙ্গলিপ্সা সান্ত্বনা-আশ্বাসের জন্যে?' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সঙ্গরহস্য [স] *বি* সঙ্গরূপ রহস্য। 'সে সঙ্গরহস্য আমি করিতাম লাভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সঙ্গসাক্ষাৎ [স] *বি* সাহচর্য। 'যারা আমাকে ইন্দ্রিয়-দ্বারা, সঙ্গসাক্ষাৎ-দ্বারা জানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সঙ্গসুধা [স] *বি* সঙ্গরূপ সুধা। 'এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সঙ্গহারা *বিণ* নিঃসঙ্গ। 'মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সঙ্গহীন [স] *বিণ* একা। 'চিহ্নহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পথের পথিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সঙ্গত [স] ১ *বিণ* যুক্তিযুক্ত। 'আমার যথার্থ ও সঙ্গত দাওয়া যতক্ষণ না শুনে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'কোনো সঙ্গত কারণ আবিষ্কার করতে পারেনি।' *মানিক*, ১৯৩৫। ২ *বিণ* উপযুক্ত। 'অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি করে সঙ্গত হয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বি* সুরের মিল। 'দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। *দ্র* **সংগত**

সঙ্গত কথা [স] *বি* যুক্তিযুক্ত কথা। 'ইহা সঙ্গত কথা।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সঙ্গতাসঙ্গত [স] *বিণ* উচিত বা অনুচিত। 'সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সঙ্গতি [স] ১ *বি* অবস্থা। 'পঞ্চ সঙ্গতি কৈল কাহ্নাঞি আক্কারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'রতির সঙ্গতি গৃহে করিল গমন।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* মিলন। 'গোওালা ছাওাল সঙ্গে করাহ সঙ্গতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *বি* সাহচর্য। 'বাপের সঙ্গতি জাও মাও উপেক্ষিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বি* উপায়। 'জগত মোহিত যাতে জীবের সঙ্গতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৬ *বি* সচ্ছলতা। 'আমি জাতো আছী কি করিব লোকের সঙ্গতি হয় নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৭ *বি* সংস্থান; মিল। 'কাপড় পাঠাইতে সঙ্গতি হইছিল না অদ্য কাপড় মএ জাবার ফর্দ সম্বলিত পাঠাই।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ৮ *বি* জোগাড়। 'টাকার সঙ্গতি না হলে হবে না।' *কেরি*, ১৮০২। ৯ *বি* সামর্থ্য। 'আমার নায়ে যাবার সঙ্গতি নাই।' *কেরি*, ১৮০২। ১০ *বি* (ব্যাকরণ) একটি বিশেষ ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনির পরিবর্তন। '... সন্ধি ও সঙ্গতি, ছন্দোবিধি, লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং (৬) যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি।' *হাই*, ১৯৫৪। *দ্র* **সংগতি**

সঙ্গতিপন্ন [স] *বিণ* ধনবান। 'ধনপতি নামে, এক সঙ্গতিপন্ন বণিক ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সঙ্গতিপর [স] *বিণ* ধনবান। 'প্রত্যেক সঙ্গতিপর ব্যক্তি এ কাজে ...।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

সঙ্গতিবিহীন [স] *বিণ* অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'রাজনৈতিক পরিবেশ অতিমাত্রায় উদ্ভট ও সঙ্গতিবিহীন হইয়া পড়িয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সঙ্গতিশালী [স] *বিণ* অবস্থাপন্ন। 'ভদ্রকুল মহিলাগণ তাহাদিগের স্বামী উপার্জনে সক্ষম, অথবা সঙ্গতিশালী।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

সঙ্গতিসম্পন্ন [স] *বিণ* অবস্থাপন্ন। 'অন্য একজন সঙ্গতিসম্পন্ন বণিকের হাতে সমর্পণ করেন।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সঙ্গতিহীন [স] ১ *বিণ* সহায়হীন। 'প্রজারা সঙ্গতিহীন।' *সাধারণী*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* অসংলগ্ন। 'সঙ্গতিহীন কথা?' *জীবন*, ১৯৩২। ৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিণ সামঞ্জস্যহীন। 'তেমনি সঙ্গতিহীন যুক্তিহীন সামান্য সাধারণ।' জীবন, ১৯৩২।

সঙ্গতী [স সঙ্গতি] বি অবস্থা; দুর্গতি। 'আজি হৈবে তোহ্মার পাঁচ সঙ্গতী।' বড়ু, ১৪৫০।

সঙ্গত্যাপন্ন [স] বিণ ধনবান; আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এমন। 'ইদানী আলমারি ডেস্ক প্রভৃতি কাষ্ঠের কর্ম্ম করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্গত্যাপন্ন হইয়াছে।' ভবানী, ১৮২৩।

সঙ্গত্য [স সংগত] বিণ উচিত; ঠিক। 'মহারাজার সাখ্যাত পওনের সঙ্গত্য হইবেক না।' রামরাম, ১৮০১।

সঙ্গম [স] ১ বি যৌন মিলন। 'নৌতন সঙ্গম তবে প্রথম জৌবন।' মালাধর, ১৫০০; 'বিনি নারী সঙ্গমে ঔষধে নাই (ফল)।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি নদীর মিলন স্থান। 'জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি সংস্পর্শ। 'তাহাতে তোমার সঙ্গম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি মিলন; দ্রবীভূত অবস্থা। 'রূপের পরিমিতির সঙ্গে গতিশীল প্রাণের অনির্দেশ্যতার সঙ্গমের ফলে ছন্দের জন্ম।' শিব, ১৯৫০। দ্র **সংগম**

সঙ্গমসুখী [স] বিণ সঙ্গমে তৃপ্ত। 'সঙ্গমসুখী রাতের পাখিরা শব্দ করে।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

সঙ্গমস্থান [স] বি মিলনকেন্দ্র। 'আলেকজান্দর চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর সঙ্গমস্থান হইতে ... সিন্ধুনদী অভিমুখে যাত্রা করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সঙ্গস্থা [স] বি ব্যবস্থা। 'তাহারদের বসত বাস নির্ব্বাহ নিষ্পত্য করণের সঙ্গস্থা করিয়া দিলে ...।' রামরাম, ১৮০১।

সঙ্গিন, সঙ্গীন [ফা] ১ বি বন্দুকের মাথায় বসানো ছোরার মতো অস্ত্র। 'সঙ্গিন।' ওসাঁ, ১৭৮৫; 'বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বিণ জটিল। 'এ বড় সঙ্গিন মোকদ্দমা।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭। ৩ বিণ গুরুতর। 'সরকার সাহেব বিপদকে অমন সঙ্গীন আকারে চিত্রিত করেন।' মনসুর, ১৯৫৫। দ্র **সংগিন, সঙিন**

সঙ্গিনধারী বিণ বন্দুকধারী। 'সামনে দু'জন সঙ্গিনধারী সাধারণ সৈনিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।' মুনীর, ১৯৬১।

সঙ্গী [স] বি সহচর। 'শ্রীযাদবাচার্য্যগোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সঙ্গি [স সঙ্গী] বি সহচর। 'দিআ মহাশোক গেলে পরলোক কর প্রিয়ে মোরে সঙ্গি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সঙ্গিনী, সঙ্গিণী [স] ১ বি স্ত্রী সঙ্গী। 'ষোল শত রাধার সঙ্গিণী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সহচরী। 'সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী।' দ্বিজশ্রী, ১৬০০।

সঙ্গিনীহীন [স] বিণ স্ত্রী সঙ্গীছাড়া। 'প্রচ্ছন্ন ললাটনেত্রে সন্ধ্যার সঙ্গিনীহীন তারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সঙ্গি লোক [স সঙ্গীলোক] বি সাথী। 'এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গি লোক সকলেই দোষী হইতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৭।

সঙ্গী-তারা [স] বি জোড়াতারকা। 'সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অস্পষ্ট সঙ্গী-তারা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সঙ্গীবিহীন [স] বিণ সাথীহীন। 'পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সঙ্গীভূত [স] বিণ একাত্ম। 'মানুষে মানুষে সঙ্গীভূত হওয়ার যে পরিপ্লাবী উৎসধারা ...।' শওকত, ১৯৫৮।

সঙ্গীলেজুড় বি বন্ধুবান্ধব। 'একা একা বেড়ায়, তেমন সঙ্গীলেজুড় নাই।' বিভূতি, ১৯৩১।

সঙ্গীহারা [স] বিণ একাকী। 'বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সঙ্গীহীন [স] বিণ নিঃসঙ্গ। 'আমারি মতন হায় সঙ্গীহীন।' রবীন্দ্র ১৮৯০।

সঙ্গীহীনতা [স] বি সঙ্গী না থাকা। 'সেই সঙ্গীহীনতা যদি ট্রেনে কামরায় বিপদ ডাকিয়া আনে।' আজাদ, ১৯৬৪।

সঙ্গীত [স] ১ বি গান-বাজনা। 'জইসে করিঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'বিমলা নিজে পূর্ণস্বরে সঙ্গীত আর করিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ২ বি কাব্য। 'নানা ছন্দে লিখি সঙ্গীত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি আহ্বান। 'ওই মহাসিন্ধুর ওপর হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।' দ্বিজেন্দ্র, ১৯১১। ৪ বি আশার বাণী 'জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। দ্র **সংগীত**

সঙ্গীতকলা [স] বি সঙ্গীতবিদ্যা। 'ক্ষেমঙ্করীর সঙ্গীতকলার সম্যক পরিচয় পাইবার সুযোগ তো রামলোচনের ঘটিলই না।' বনফুল ১৯৩৬।

সঙ্গীতকার [স] বি গায়ক। 'যত কবি ও সঙ্গীতকারদের নাম জান আছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সঙ্গীতচর্চা [স] বি গান করা। 'ঘাড় কাঁপাইয়া তাহার সঙ্গীতচর্চা চলিতে লাগিল।' প্রভাত, ১৮৯৬।

সঙ্গীতজ্ঞ [স] বিণ সংগীত বিষয়ে পণ্ডিত। 'সঙ্গীতজ্ঞ ভাইদে মুখাবয়ব।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সঙ্গীত-তরঙ্গ [স] বি গানরূপ তরঙ্গ। 'সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি মনঃ, হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সঙ্গীতদক্ষ [স] বিণ সঙ্গীতে পারদর্শী। 'একজন সঙ্গীতদক্ষ খা যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে ...।' বিভূতি ১৯২৯।

সঙ্গীতধর্ম [স] বি সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য। 'পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কাব্যের সঙ্গীতধর্ম বিষয়ে ব্যাপক ঔদাসীন্য দেখা দেয় তাতে আশ্চর্যবোধ করা অযৌক্তিক।' শিব, ১৯৫০।

সঙ্গীতধ্বনি [স] বি সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। 'এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হে মানি!' মাইকেল, ১৮৬০।

সঙ্গীতপিপাসু [স] বিণ সঙ্গীতপ্রিয়। 'রামলোচনবাবুর জরাজীর্ণ বক্ষে মধ্যে যৌবনের সঙ্গীতপিপাসু মনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।' বনফুল ১৯৩৬।

সঙ্গীতপ্রাণ [স] ১ বিণ সংগীতের প্রতি অনুরক্ত। 'তিনি ছিলেন যথা সঙ্গীতপ্রাণ।' প্রমথ, ১৯৩৮। ২ বিণ সঙ্গীতধর্মী। 'আবৃত্তিই উদ কাব্যের সঙ্গীতপ্রাণ ধর্মকে রক্ষা করিয়া থাকে।' হাই, ১৯৫৪।

সঙ্গীতপ্রিয়তা [স] বি গানের প্রতি ভালোবাসা। 'মেয়ে সঙ্গীতপ্রিয়তার একটি খবর পাওয়া গিয়াছে।' আজাদ, ১৯৫৫।

সঙ্গীতবন্যা [স] বি গানের উৎসব। 'এখানে সমস্ত দেশব্যা সঙ্গীতবন্যা।' মুজতবা, ১৯৫২।

সঙ্গীতবাহন [স] বিণ সঙ্গীতকে বহন করে এমন। 'সঙ্গীতবাহন চিত্র প্রলাপ প্রলাপ?' শামসুল, ১৯৬৯।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীতবিদ্যা [স] *বি* সঙ্গীতশাস্ত্র। 'ইহাতে যাহারা সঙ্গীতবিদ্যায় ব্যবসায়ী এবং ওস্তাদরূপে বিখ্যাত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সঙ্গীতময় [স] *বিণ* সঙ্গীতপূর্ণ। 'মন্ত্রধ্বনি একটা সঙ্গীতময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া ...।' *তারা*, ১৯৪২।

সঙ্গীতযুদ্ধ [স] *বি* গানের লড়াই; কবিগান। 'ভবানী বেণের সঙ্গীতযুদ্ধ ভাল হইত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সঙ্গীতরসজ্ঞ [স] *বিণ* সংগীতের সমঝদার। 'গোঁসাই সঙ্গীতরসজ্ঞ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সঙ্গীত-লহরী [স] *বি* সঙ্গীতরূপ তরঙ্গ। 'বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সঙ্গীতশালা [স] *বি* সঙ্গীত শিক্ষার কেন্দ্র। 'রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সঙ্গীতশাস্ত্র [স] *বি* সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'যদি আপনি ... নৃত্যনাট্য-সঙ্গীতশাস্ত্র বাংলা অনুবাদে পড়তে চান।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ [স] *বি* সংগীতশাস্ত্রে পণ্ডিত। 'তিনি ছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সঙ্গীতশাস্ত্রী [স] *বি* সঙ্গীতবিশারদ; সঙ্গীতকলা বিশেষজ্ঞ। 'আমাদের দেশের সংগীতশাস্ত্রীরা বলেছেন প্রতি রাগ-রাগিণীর নাকি নিজস্ব একটি রূপ আছে।' *শিব*, ১৯৫০।

সঙ্গীতশিক্ষক [স] *বি* সংগীতের গুরু। 'এখানে তিনি শীগগীর সঙ্গীতবিদ ও সঙ্গীতশিক্ষক হিসাবে অভিজাত মহলে পরিচিত হন।' *হাই*, ১৯৫৪।

সঙ্গীত-শিক্ষা [স] *বি* সংগীত চর্চা। 'তাহারা সঙ্গীত-শিক্ষা করিতে পারিবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সঙ্গীতশিল্পী [স] *বি* গায়ক বা বাদক। 'ঢাকার চারুকলাশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, চলচ্চিত্রশিল্পী, কুশলী ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

সঙ্গীত-সুধা [স] *বি* সঙ্গীতরূপ সুধা। 'সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সঙ্গীতস্তনিত [স] *বিণ* গীতবাদ্যধ্বনিত। 'রাজপথের দ্বিতীয় যামের মদ্যানুরাগী সখা রুদ্রূপ সঙ্গীতস্তনিত গণিকাবল্লভ সকলেই ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সঙ্গীতানুরাগ [স] *বি* সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা। 'বধিরের সঙ্গীতানুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সঙ্গীতানুষ্ঠান [স] *বি* গানের অনুষ্ঠান। 'একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সঙ্গীতামোদী [স] *বিণ* সঙ্গীতপ্রিয়। 'সঙ্গীতামোদী, বিশ্বশান্তিকামী বাঙালী হিসেবে বর্ণনা করা সম্ভব।' *উমর*, ১৯৬৭।

সঙ্গীতালাপ [স] *বি* গুঞ্জনধ্বনি। 'বিহঙ্গগণ ... সঙ্গীতালাপ দ্বারা চতুর্দিকে আনন্দ বিস্তার করিতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সঙ্গীতাসন [স] *বি* চেয়ার এবং গানের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত খেলাবিশেষ। 'সঙ্গীতাসন।' *বেগম*, ১৯৭০।

সঙ্গীন *দ্র* **সঙ্গিন**

সঙ্গে [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সাথে। 'অনাথা নারীক সঙ্গে নে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আস্তে২ নবাব জাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই এক হৃদতা হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সঙ্গোপন [স] *বি* অতিশয় গোপনীয়তা। **সঙ্গোপনে** *ক্রিবিণ* অত্যন্ত গোপনে। 'সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হবে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সঙ্গোপনশীল [স] *বিণ* লুকিয়ে থাকে এমন। 'অতিশয় চতুর সঙ্গোপনশীল প্রাণী ইহারা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সঙ্ঘ [স] ১ *বি* বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজ। 'কহিল আমার সঙ্ঘ-সুহৃদ ভয়হারা হাসি হেসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* সমমনা মানুষের গোষ্ঠী বা দল। 'সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয়, শক্তি নয়।' *জীবন*, ১৯৪২। *দ্র* **সংঘ**

সঙ্ঘবদ্ধ [স] *বিণ* ঐক্যবদ্ধ। 'ঘরের বাইরে আসতে হবে, সংঘবদ্ধ হতে হবে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সঙ্ঘবদ্ধতা [স] *বি* ঐক্য। 'সঙ্ঘবদ্ধতা ও কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সঙ্ঘবিহারী [স] *বিণ* দলবদ্ধভাবে বিচরণকারী। 'আমরা শিকারী, সৈনিক/ সঙ্ঘবিহারী।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

সঙ্ঘশক্তি [স] *বি* দলবদ্ধতার শক্তি। 'সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সঙ্ঘশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সঙ্ঘটন [স] *বি* মিলন। 'অমুক নাপিতিনী ইহাকে সঙ্ঘটন করিয়া দিয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সঙ্ঘারাম [স] *বি* বৌদ্ধ মঠ বা আশ্রম। 'মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থাকে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

সচল [স] *বিণ* চলতে সক্ষম। 'দুই দিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সচকিত [স] ১ *ক্রিবিণ* ত্রস্তভাবে। 'অনিমিখে দেখে সচকিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* চমকিত। 'ইন্দু। (সচকিতে) সখি! কে যেন একজন এ দিকে আসছে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সচকিত করা *ক্রি* চমকে দেওয়া। 'শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ বপথ সচকিত করি, আমি রহিতাম চেয়ে, হেসে উঠিতাম গেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সচকিত হওয়া *ক্রি* হতচকিত হওয়া। 'সচকিত হয়ে দেখে, সামনে কাদের।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সচকিতা [স] *বিণ স্ত্রী* চমকে ওঠে এমন। 'অতীতের বঙ্গ-মহিলা যেন লজ্জাবতী লতা; – পদ শব্দে সচকিতা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

সচকীত [স সচকিত] *বিণ* ত্রস্ত; ভয়চকিত। 'হেন সব গুণী কংস হৈল সচকীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সচঞ্চল [স] *বিণ* অস্থির। 'সচঞ্চল সর্বতনু প্রাণ কাঁপে ডরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সচন্দন [স] *বিণ* চন্দনযুক্ত। 'সচন্দন নবীন তুলসীদল কুসুমাদি স্থাপন করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সচন্দ্রা যামিনী [স] *বি* জ্যোৎস্না রাত। 'গ্রীষ্মের সচন্দ্রা যামিনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সচরাচর [স] ১ *ক্রিবিণ* সব সময়ে। 'জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।' *চর্যা* ২০, ১২০০। ২ *ক্রিবিণ* সাধারণত। 'একর্ম্মের ভার সচরাচর সহোদরেই হইয়া থাকে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সচরাচরে *ক্রিবিণ* সব সময়ে। 'তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সচল [স] ১ *বিণ* চলার ক্ষমতাসম্পন্ন। 'তাঁহারা এক এক জনে Walking Dictionary অর্থাৎ সচল অভিধান ছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। ২ *বিণ*

সক্রিয়। 'মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার ... পরিপাক করতে পারে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩১*।

সচলতা [স] ১ *বি* গতিশীলতা। 'এই চারি দিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫*। ২ *বি* চলনশীলতা। 'জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবা মাত্র ...।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৭*।

সচিৎকার [স] *ক্রিবিণ* চিৎকার ক'রে। 'হঠাৎ সচিৎকার কান্না জুড়ে দিলে কিশোরী বালিকার মতো।' *শওকত, ১৯৭২*।

সচিত্র [স] *বিণ* ছবিযুক্ত। 'শাদা মাসিকপত্রগুলোকে সচিত্র করে।' *অবন, ১৯২৫*।

সচিন্তিত [স] *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'সচিন্তিত হইল ময়নার যুবরায়।' *রূপরাম, ১৭৫০*।

সচিব [স] ১ *বি* সহায়। 'মর্ম্মথী সচিব পীঠমর্দ্দ সেই জনা।' *ভারত, ১৭৬০*। ২ *বি* মন্ত্রী। 'নরপতি-সমীপে যেমতি সচিব।' *মাইকেল, ১৮৬০*। ৩ *বি* ভারতবর্ষের দায়িত্বে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের মন্ত্রী। 'ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার ঘটিল নাকি।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৭*।

সচিবশ্রেষ্ঠ [স] *বি* প্রধানমন্ত্রী। 'তবে মন্ত্রী সারণ সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ।' *মাইকেল, ১৮৬১*।

সচিস্রভা [স শুচিশুভ্র] *বিণ* শুচিশুভ্র। 'সচিস্রভা একুত্রনি রম্ভা উসা কুতত্তজ্ঞানি।' *রামাই, ১৭১০*।

সচীৎকার [স] *ক্রিবিণ* চিৎকার সহকারে। 'দরিয়াবিবি আগাইয়া ... সচীৎকার মূর্ছিত হইয়া পড়িল মাটির উপর।' *শওকত, ১৯৫৮*।

সচেতন [স] ১ *ক্রিবিণ* সজাগ হয়ে; চেতনাবিশিষ্ট হয়ে। 'নিদ্রা ভাঙ্গি কামিল্যা বসিল সচেতন।' *রূপরাম, ১৭৫০*। ২ *বিণ* সজাগ। 'আমরা যতখানি অচেতন, ততখানি সচেতন নহি ইহা নিশ্চয়ই।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৪*। ৩ *বিণ* প্রাণবন্ত। 'ছেলেবেলায় এই পাষাণমন্দিরকে যেমন সচেতন বোধ হইত ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৭*। ৪ *বিণ* সতেজ; প্রাণবন্ত। 'নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২*।

সচেতনভাবে [স] *ক্রিবিণ* সজ্ঞানে। 'সে উপায়েই সে নিজেকে সচেতনভাবে জানে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*।

সচেল [স সচেলিকা] *ক্রিবিণ* কাপড় পরা অবস্থায়। 'সচেল করিল স্নান জয়যাত্রী সবে।' *মানিকরাম, ১৭৮১*।

সচেষ্ট [স] ১ *বিণ* উদ্যোগী। 'ঠাট্টা করায় সচেষ্ট।' *দর্পণ, ১৮৩১*। ২ *বিণ* চেষ্টান্বিত। 'আমাদের মন যখন নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় সেই সময়ে একটা সচেষ্ট শক্তি ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০৫*। ৩ *বিণ* চেষ্টাশীল। 'তোমাকে একটু সচেষ্ট করে না?' *রবীন্দ্র, ১৯১১*।

সচেষ্টতা [স] *বি* প্রচেষ্টা। 'তাহাদেরই সচেষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*।

সচেষ্টমতে *ক্রিবিণ* যথাসাধ্য। 'রাজা বসন্তরায় সচেষ্টমতে ব্রাহ্মণীরদিগকে পাঠাইয়া ... বাসা ও খাদ্য সামিগ্রি প্রচুর মতে দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।' *রামরাম, ১৮০১*।

সচেষ্টিত [স] *বিণ* তৎপর। 'কাহারু দ্বারায় সচেষ্টিত হইয়া কিছু প্রতুলের উপায় করহ আমার কহনাধিক।' *রামরাম, ১৮০১*।

সচ্চরিত [স] *বিণ* সদাচারী। 'আমি সচ্চরিত ও পরিশ্রমী।' *বিদ্যা, ১৮৬৩*।

সচ্চরিত্র [স] *বিণ* সৎস্বভাব; সদাচারী। 'রাজা বসন্তরায় প্রিয়ম্বাদী সচ্চরিত্র সরলান্তঃকরণ।' *রামরাম, ১৮০১*; 'তাঁহারা প্রায় সকলেই সাধু ও সচ্চরিত্র।' *কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫*।

সচ্চরিত্রতা [স] ১ *বি* সততা। 'দুষ্টাবস্থায় কুপ্রবৃত্তি সম্ভাবনায় সচ্চরিত্রতায় ব্যাঘাত জন্মাইতেই পারে।' *বঙ্গদূত, ১৮২৯*। ২ *বি* সদাচারিতা। 'পুরস্কারের সঙ্গে তাঁহারদের সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট দেওয়া গেল।' *দর্পণ, ১৮৩৭*।

সচ্চরিত্রা [স] *বি, বিণ স্ত্রী* সৎ স্বভাববিশিষ্ট। 'সচ্চরিত্রা ও ধর্মপরায়ণা বলিয়া ... বিশ্বাসভাজন ছিল।' *বিদ্যা, ১৮৬৩*; 'বিপথগামিনী নারী নাই তাহা নয়, কিন্তু সচ্চরিত্রার ভাগ অনেক বেশী।' *কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫*।

সচ্চিদানন্দ [স] *বি* নিত্যজ্ঞানসুখ। 'সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*।

সচ্চিদানন্দপূর্ণ [স] *বিণ* নিত্যজ্ঞানসুখময়। 'সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*।

সচ্ছন্দ [স] ১ *বি* স্বীয় ইচ্ছা। 'এখন আমাদের মত খরচ পত্রের সচ্ছন্দ মত নহে।' *রামরাম, ১৮০১*। ২ *বিণ* স্বাধীন। 'প্রজালোক সচ্ছন্দ হইয়া বসতি করিতে পারে।' *রামরাম, ১৮০২*।

সচ্ছন্দতা [স] *বি* স্বাচ্ছন্দ্য। 'সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থ পৃথিবী মধ্যে যে যে বস্তু সৃজন করিয়াছেন ...।' *প্রভাকর, ১৮৪৭*।

সচ্ছল [স] *বিণ* অভাবহীন; সম্পদশালী। 'অন্নেবস্ত্রে সচ্ছল এরূপ কৃষক এদেশে অল্পমাত্র দৃষ্ট হয়।' *সোমপ্রকাশ, ১৮৬৮*।

সচ্ছলতা [স] ১ *বি* প্রাচুর্য। 'এখন ইহাদের সচ্ছলতার বাড়াবাড়ি।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩*। ২ *বি* আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। 'কখনো সচ্ছলতা আসে, কখনো অভাব।' *মানিক, ১৯৩৬*। ৩ *বি* স্বতঃস্ফূর্ততা। 'অশেষ অনুভূতি নিয়ে পুলকিত সচ্ছলতা।' *আহসান, ১৯৬২*।

সচ্ছলভাবে *ক্রিবিণ* সঙ্গতিপন্ন অবস্থায়। 'দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা বাঁচবার জন্যে ...।' *ওয়ালী, ১৯৪৮*।

সচ্ছীলতা [স সচ্ছলতা] *বি* সঙ্গতিসম্পন্ন অবস্থা। 'তত্তুল্য সচ্ছীলতা নিত্য প্রকাশ করিতেন।' *দর্পণ, ১৮৩২*।

সছঁল [স স্বচ্ছন্দ] *বিণ* স্বচ্ছন্দ। 'সছঁল কামধেনু জথা করএ বিসরাম।' *রামাই, ১৭১০*।

সছন্দ [স সুছন্দ] *বি* সুছন্দ। 'বিদ্যাপতি কহ এহন সছন্দ। অঙ্গে ভসম নহ মলয়জপঙ্ক।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

সছিদ্র [স] *বিণ* ছিদ্রযুক্ত। 'বজ্র কর্তৃক মণি সছিদ্র হওয়ার পর আমি সূতের সুরুৎ করে বেতকলিফ উৎরে যাব।' *মুজতবা, ১৯৬৬*।

সজ¹ [স সজ্জা>] *বিণ* সজ্জিত। 'এবেঁ সজ করু কাহ্ন আপণে পসার।' *বড়ু, ১৪৫০*।

সজ² [স সর্জন>] *বি* দ্রব্য। 'নানা সজ পুরিয়া লয় পাখী।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

সজন [স] *বি* জনপূর্ণ স্থান। 'নির্জনে নহে, যোগে নহে – সজনে, কর্মের মধ্যে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৫*।

সজনতা [স] *বি* জনবহুল অবস্থা। 'সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ করিতে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৮*।

সজনস্থান [স] *বি* বাস্তুভিটা। 'জলকর বনকর ও বাগাত ও সজনস্থান ও বৃক্ষাত।' *ওসাঁ, ১৭৮২*।

সজনে *ক্রিবিণ* মানুষের সঙ্গে। 'উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যশোগাথা কত ছন্দে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

সজনসমাজ [স সজ্জন-সমাজ] *বি* সজ্জনগোষ্ঠী। 'সজনসমাজেঁ হরিব সত্য বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সজনি [স স্বজন] *বি* সখী। 'সজনি কোপ করেন দুরন্ত।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সজনী *বি* সখী; প্রণয়িনী। 'সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সজনে [স শোভঞ্জন] *বি* ডাঁটাজাতীয় এক ধরনের সবজি ও তার গাছ। 'সৌখীন চড়ক পার্ব্বণ শেষ হলো বলেই যেন দুঃখে সজনে খাড়া ফেটে গেলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সজনেডাঁটা *বি* সবজিবিশেষ। 'গরাণহাটায় সজনেডাঁটা/ কিনছে পুলিস সার্জ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সজনেতলা *বি* সজনে গাছের তলা। 'সজনেতলার ঘাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সজল [স] **১** *বিণ* জলপূর্ণ। 'সজল জলদরুচি জিণি দেহকান্তী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'উচ্চ করি হরি বোলে সজল নয়নে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অপূর্ব্বর নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।' *শরৎ*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* জলবিশিষ্ট। 'দুই২ সজল বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

সজলকোমল [স] *বিণ* আর্দ্র ও নরম। 'পাঠাইছ তব চিত্তখানি/ মৌনপ্রেমে সজলকোমল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সজলগম্ভীর [স] *বিণ* বৃষ্টিযুক্ত ও শব্দযুক্ত। 'বিপুল হাস্যধ্বনি সজলগম্ভীর মেঘস্তনিতের মতো ভাঙিয়া পড়িল।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

সজলঘন [স] **১** *বিণ* জলভারপূর্ণ মেঘলা। 'আষাঢ় সজলঘন আঁধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **২** *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'ব্যাকুল প্রাণে সজলঘন নয়ন পাতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সজলতা [স] **১** *বি* জল রয়েছে এমন অবস্থা। 'পুঞ্জ পুঞ্জ সজলতার মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্যের চাপল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* সরলতা। 'যখন মায়ের মমতা সজলতা এত স্বাভাবিক বলেই ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সজলনয়ন [স] *বি* অশ্রুপূর্ণ চোখ। 'কন্যা সজলনয়নে সবিশেষ সমস্ত ডাক্তারের গোচর করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সজল নয়ান [স সজলনয়ন] *বি* অশ্রুপূর্ণ চোখ। 'ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় গিয়া মুছে আসে সজল নয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সজলমেঘ [স] *বি* জলপূর্ণ মেঘ। 'সজলমেঘ কার কাজল-নয়ন মনে করিয়ে দেয়?' *নজরুল*, ১৯২৭।

সজা [স সজ্জা>] *ক্রি* সজ্জা করা। **সজাআঁ** *ক্রি* সজ্জিত ক'রে। 'ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সজাইআঁ** *ক্রি* সজ্জিত ক'রে। 'যমুনার পথে আক্ষে ভার সজাইআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সজাইলোঁ** *ক্রি* সজ্জিত করলাম। 'বিধর করী সজাইলোঁ ঘৃত ঘোল দহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সজাহ** *ক্রি* সজ্জিত করো। 'সজাহ অনল সখি তেজিব জিবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সজাগ [স সজাগর] **১** *বিণ* জাগ্রত। 'গিধিনি মস্তক উড়ে সমুখে সজাগ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বিণ* সচেতন। 'যে যেখানে আছে এক মুহূর্তে যেমন সজাগ হইয়া উঠে।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৩** *বিণ* সচল। 'গুহাচিত্রে করিছে সজাগ তার তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সজাগতা [স সজাগরতা] *বি* জাগ্রত অবস্থা। 'রুচি-আদর্শ সজাগতা সার্থক সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সজাতিত্ব [স] *বি* সমশ্রেণীভুক্ততা। 'মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সজাতীয় [স] *বি* নিজ গোষ্ঠীভুক্ত লোক। 'বিবাহদেওনে সজাতীয়ের ঘর পাওয়া ভার।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

সজাতীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। 'তাহারা সজাতীয়া।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সজারু *বি* গায়ে বড়ো বড়ো কাঁটাযুক্ত খরগোসের মতো জন্তুবিশেষ। 'কিচক কণ্টক বনে লুকায় সজারু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **সাঁজারু**

সজিদা [আ সিজদাহ] *বি* সেজদা। 'শেষ রাত্রি সজিদা করিয়া মাগে বর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সজিনা *বি* সজনে। 'পথে পথে ফুলঝুরি সজিনা ফুলে।' *নজরুল*, ১৯২৮। *দ্র* **সজনে**

সজিনা-সজনি *বি* সখা-সখী। 'ওগো আঙিনার সজিনা-সজনি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সজী [স সজ্জিত] *বিণ* সজ্জিত। 'ভার সজী করি নৈল নান্দের নন্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সজীব [স] **১** *বিণ* জীবিত। 'সজীবে করহ গ্রাস ইথে মিথ্যা অভিলাষ মোহব্রত জথ সতন্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* প্রাণবন্ত। 'অতিথিকে সজীব করিবার জন্যে এক পাত্রে তপ্ত মগু প্রস্তুত করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* উত্তাল। 'জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৪** *বিণ* সতেজ। 'ফুল ফুটেছে, কিন্তু তার সজীব শ্রী নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৫** *বিণ* চালু। 'আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৬** *বিণ* সচল; গতিশীল। 'দেহ সজীব থাকিতে আপনারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৭** *বিণ* টাটকা। 'মনে হয় স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী/ কবিতার মতো/ তুমুল ঘোষণা করে অলৌকিক সজীব সংবাদ।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

সজীবতা [স] **১** *বি* উৎফুল্লতা; উদ্যমশীলতা। 'তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বি* প্রাণশক্তি। 'সমাজের সজীবতার লক্ষণ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সজীবত্ব [স] *বি* প্রাণময়তা। 'তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সজীবন [স] *বিণ* জীবন্ত। 'তোর পুত্র মোর কাছে আছে সজীবন।' *সুলতান*, ১৭০০।

সজীবভাবে [স] *ক্রিবিণ* জীবন্তরূপে। 'প্রতিদিনকে সজীবভাবে সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করলে চিরদিনকে নির্জীব করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সজুত *বি* শায়েস্তা। 'যদি ওই মাস্টারকে সজুত না করা যায় ...।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সজ্জ[1] [স সজ্জা>] *বিণ* সজ্জিত। 'তুলিতে ধনুক নারে সজ্জ করিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সজ্জ[2] [স সর্জন>] *বি* সরঞ্জাম। 'লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সজ্জ[3] [ফা সবজী] *বি* ফলমূল শাকসবজি ইত্যাদি। **সজ্জপত্র** [ফা সবজী+স পত্র] *বি* ফলমূল শাকসবজি ইত্যাদি। 'সজ্জপত্র সম্ভোগ করিল যথাবিধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সজ্জন [স] *বি* সৎলোক। 'স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সজ্জনসভা [স] *বি* ভদ্রলোকদের বৈঠক। 'সজ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সজ্জনসমাজ [স] *বি* সুধী সমাজ। 'তুষ্ট হইলেন শুনি সজ্জনসমাজ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সজ্জনী [স স্বজন] *বি* স্বজন। 'পাত্র পুরোহিত নারী ব্রাহ্মণী সজ্জনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সজ্জা [স] ১ *বি* সাজের উপকরণ। 'বাদশাহ্‌র রৌপ্যময় মটুকাকৃত সজ্জা হস্তে করিয়া বাহির হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* পোশাক-পরিচ্ছদ। 'লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ, তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সজ্জা গজ্জা ১ *বি* সাজগোজ। 'সন্ন্যাসী যে রকম সজ্জা গজ্জা করে বসেছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* উদ্যোগ-আয়োজন। 'এমনি সজ্জা গজ্জা করে ব্যাড়ান যে, হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সজ্জাগ্রহণ [স] *বি* বেশধারণ। 'কলকাতার নতুন সজ্জাগ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

সজ্জিত [স] ১ *বিণ* অলঙ্কৃত। 'কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বিণ* সাজানো হয়েছে এমন। 'গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্য সকল দৃষ্টিগোচর করিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সজ্জীভূত [স] *বিণ* সজ্জিত। 'রণসজ্জায় সজ্জীভূত হউন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

সজ্জাতি [স] *বি* সৎ জাতীয় বা সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। 'তাহাতে সজ্জাতি বা বিশিষ্ট লোক সেখানে যায় না।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সজ্ঞাত [স] *বিণ* বিদিত। 'অনেক পুরুষে সজ্ঞাত অভিজ্ঞতা দিয়েই ওরা বুঝেছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সজ্ঞান [স] ১ *বিণ* সচেতন। 'সজ্ঞান করিএ স্বামি গমন সত্বর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* জ্ঞানকৃত। 'সেই পরিবর্তন এবং পরিবর্তন-সম্ভবনার কেন্দ্রস্থলে যে-একটি সজ্ঞান ঐক্য বিরাজ করছে, তাকেই একদল লোক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সজ্ঞানতা [স] *বি* সচেতনতা। 'স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মায়েদের সজ্ঞানতা যেমন প্রয়োজনীয়।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সজ্ঞানপূর্বক, সজ্ঞানপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* সজ্ঞানে। 'সজ্ঞানপূর্ব্বক তোমাকে হুকুম দিতেছী।' *মেয়ের্স*, ১৭৭০। 'হরসুন্দর দত্ত গত ১৭ বৈশাখ শুক্রবার সজ্ঞান পূর্ব্বক ৺তীর নীরে ... পরলোক গমন করিয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সজ্ঞানে *ক্রিবিণ* জ্ঞাতসারে। 'সজ্ঞানে প্রবঞ্চনা করে চলবে সে।' *জীবন*, ১৯৩১।

সজ্য [স সর্জন>] ১ *বি* কারখানা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* গঠন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সঝঙ্কার [স] *বি* ঝঙ্কারপূর্ণ অবস্থা; রাগান্বিত ভাব। 'ক্ষেমঙ্করী সঝঙ্কারে বলিলেন – ও ঠাকুরকে আজই বিদায় কর।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সঝরা [স ক্ষর>] *ক্রি* ঝরে পড়া। **সঝরে** *ক্রি* ঝরে পড়ে। 'মুকুতা চিকুরভার সুসন সঝরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সঞান [স শয়ন] *বি* শয়ন। 'আসাঞে মন্দির নিসি গমাবএ সুখে ন সুত সঞান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সঞ্চয় [স] ১ *বি* জমা। 'তারে মাগি কর্পূর চন্দন করিল সঞ্চয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কামানল চয় করিছে সঞ্চয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'দুঃখ রহিল মনে স্বামী দিব অন্য জনে সঞ্চয় করিআ ঘরগারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* ভিতর। 'বিভা দিল রাজকন্যা নানাধন ডিঙ্গার সঞ্চয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* সংগ্রহ। 'করহ সঞ্চয়, উহা অতীব দুর্লভ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৫ *বি* রাশি। 'হৃদয়ের 'পরে লই তব শুভস্পর্শ, কল্যাণসঞ্চয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সঞ্চয়কারি [স সঞ্চয়কারী] *বিণ* সঞ্চয় করে এমন। 'সঞ্চয়কারি ভ্রাতারদিগের মধ্যে একজন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সঞ্চয়ন [স] ১ *বি* সঞ্চিত ধন। 'সর্বস্বান্ত কৃপণের শেষ সঞ্চয়ন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বি* একাধিক গ্রন্থের সংগ্রহ। 'তিনখানা গল্প সঞ্চয়ন ও একখানা নাটক।' *মানিক*, ১৯৫০।

সঞ্চয়পাত্র [স] *বি* কোনো কিছু সংগ্রহ করে রাখার পাত্র। 'অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সঞ্চয়প্রয়াসী [স] *বিণ* জমা করতে চায় এমন। 'মধুকরসম ছিনু সঞ্চয়প্রয়াসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সঞ্চয় ভাণ্ডার [স সঞ্চয়-ভাণ্ডাগার] *বি* ব্যাংক। 'সঞ্চয় ভাণ্ডারের সমাচার প্রকাশ করিতেছি ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সঞ্চয়শীল [স] *বিণ* সঞ্চয় করে এমন। 'সঞ্চয়শীল জমীদার ব্যক্তিরা আপন২ নগদ টাকা ও কাগজপত্রাদি বিক্রয়দ্বারা জমী খরিদ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সঞ্চয়শীলতা [স] *বি* জমানোর প্রবণতা। 'ক্ষমা ও দুর্বলতা, সঞ্চয়শীলতা ও লোভ, বিনয় ও কপটতা ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সঞ্চয়ার্থ [স] *ক্রিবিণ* সঞ্চয়ের জন্য। 'শ্রীরামপুরে যে সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক স্থির হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সঞ্চয়ি [স সঞ্চয়ী] *বিণ* সঞ্চয়কারী। 'অকর্ম্মণ্য মধুমক্ষিকা সঞ্চয়ি মক্ষিকার সহিত চাকে থাকিয়া ফাকে ফাকে অংশভাক হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সঞ্চয়িত [স] *বিণ* সংগৃহীত। 'ও শেফালি, জানো কার সঞ্চয়িত খুদ তোমাকে দিলাম?' *শক্তি*, ১৯৭০।

সঞ্চয়ী [স] *বি* সঞ্চয়কারী। 'ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সঞ্চিত [স] *বিণ* জমা করা হয়েছে এমন। 'দিনে দিনে সঞ্চিত ভৈল বিথর দহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সঞ্চিতার্থ [স] *বি* সঞ্চিত টাকাকড়ি। 'পরস্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সঞ্চীয়মান [স] *বিণ* সঞ্চয় হয়েছে এমন। 'অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সঞ্চরণ [স] *বি* বিচরণ। 'পরস্পর ঐক্য-ভাবাপন্ন থাকিয়া মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সঞ্চরণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সঞ্চরণক্ষেত্র [স] *বি* বিচরণের স্থান। 'দীর্ঘদিনের সঞ্চরণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চারুর কাছে ফিরিয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সঞ্চরণশীল [স] *বিণ* ছড়িয়ে পড়ছে এমন। 'রঙের পিণ্ড যেন সঞ্চরণশীল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সঞ্চরমাণ [স] *বিণ* চলমান। 'বৃষ্টির দিনে দেখছে সঞ্চরমাণ ট্রাম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টিমারের মতো ... ।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

সঞ্চরা [স সঞ্চরণ>] *ক্রি* বিচরণ করা; দীপ্তি পাওয়া। **সঞ্চর** *ক্রি* গমন করো। 'রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চর চোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সঞ্চরে** *ক্রি* দীপ্তি পায়। 'দশন কিরণে কত বিজুরি সঞ্চরে।' বড়ু, ১৫৭০। **সঞ্চরু** *ক্রি* সঞ্চারিত হয়। 'খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু চঞ্চরিগণ করু রোলে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সঞ্চরিত *বিণ* বিচরণশীল। 'দিয়েছিলে জ্বালি প্রেতসঞ্চরিত ধ্বংসে উৎসবের অচির দীপালী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

সঞ্চারি *বিণ* সঞ্চারিত। 'সন্তানেত কিঞ্চিত অংশু সঞ্চারি রহিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

সঞ্চলন [স] *বি* গতি। **সঞ্চলনশীল** [স] *বিণ* চলমান। 'দ্রুত সঞ্চলনশীল অঙ্গুলিগুলির সহিত।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সঞ্চলমান [স] *বিণ* গতিশীল। 'সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সঞ্চলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আন্দোলিত। 'চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সঞ্চা[1] [স সঞ্চর>] *ক্রি* যাওয়া। 'সকল দোষহীন হইল শুভদিন প্রথম বাসরে সঞ্চরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সঞ্চা[2] [স সঞ্চয়>] ১ *ক্রি* সঞ্চয় বা জমা করা। 'লোহা লাক্ষা লোন গব্য বিক্রএ সঞ্চিব বহু ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কূল-ভাঙা ব্যথা কোলে ভরে সঞ্চিলি।' *জসীম*, ১৯৩১। ২ *ক্রি* গর্ভসঞ্চার হওয়া। 'সঞ্চিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **সঞ্চি** *ক্রি* সঞ্চিত ক'রে। 'বহু ধন কড়ি সঞ্চি মনুষ্য সকলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সঞ্চার [স] ১ *বি* গমনাগমন। 'কারে বলি রাত্রি দিন পথের সঞ্চার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* উপস্থিত। 'বিপদ-মন্দিরে গিয়া হইয়া সঞ্চার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* গর্ভসঞ্চার। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* আবির্ভাব। 'সেই হৈতে হইল জলের সঞ্চার।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৫ *বি* প্রচার। 'এইরূপে বিরোচন যে নাস্তিকমতের সঞ্চার করিয়াছিল ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৬ *বি* প্রচলন। 'কামশীঠেতে অনেক কালাবধি হিন্দু ধর্মের সঞ্চার আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৭ *বি* আরম্ভ। 'শীতের সঞ্চার হইতে হইতেই শেষ করিয়া তোলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৮ *বি* চলাফেরা। 'এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

সঞ্চারক্ষেত্র [স] *বি* বিচরণের স্থান। 'তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ, অপার সঞ্চারক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সঞ্চারণ [স] *বি* সৃষ্টি। 'চিত্তের কমলে মায়া হয় সঞ্চারণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সঞ্চারিণী *বিণ স্ত্রী* সঞ্চরণশীল; আন্দোলিত। 'সে সঞ্চারিণী লতার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সঞ্চারমান [স] *বিণ* গতিপ্রাপ্ত। 'মেঘগুলো যেন সঞ্চারমান হয়ে উঠছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সঞ্চারিত [স] *বিণ* ব্যাপ্ত। 'সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সঞ্চারী [স] ১ *বি* মনের যে ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 'সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী কাব্যের ভাববিশেষ। 'স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব নানা প্রকার উদিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের তৃতীয় তুক বা চরণ। 'বাজাও তো একটি নটনারায়ণ — আস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ, সঞ্চারী পুরোপুরি?' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

সঞ্চালন [স] ১ *বি* চালনা। 'দুই হস্তে অসি-ধারণপূর্বক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বি* নড়াচড়া। 'মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সঞ্চালিত [স] ১ *বিণ* আন্দোলিত। 'সন্তাড়িত এবং সঞ্চালিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* পরিচালিত। 'গোকুল রক্ষা করিতে লিখনি যে সঞ্চালিত হইয়াছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সঞ্চিত *দ্র* **সঞ্চয়**

সঞ্জগ [স সংযোগ] *বি* যোগাযোগ। 'কলিকাতায় আনিবার কারণ সঞ্জগ করে।' *ক্যালেণ্ডে*, ১৭৮৭।

সঞ্জম [স সংযম] *বি* সংযম। 'এক জজ্ঞ করহ জদি সঞ্জম করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সঞ্জাত [স] ১ *বিণ* উদ্ভূত; উৎপন্ন। 'সত্য সঞ্জাত সত্তে অক্রুর আনিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সংযত। 'কেমতে রাখিব আম্মি বচন সঞ্জাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সঞ্জা *ক্রি* জমে ওঠা। **সঞ্জাবে** *ক্রি* জমবে। 'আপনি সঞ্জাবে সভা গীত আর নাটে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সঞ্জীবন [স] *বিণ* জীবন দান করে এমন। 'নিজের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণের সঞ্জীবনমন্ত্রে সাধনা করিবে বলিয়া মনকে আজ প্রস্তুত করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'তব সুর-সঞ্জীবনে ফুলকলি-দল মুক্তি লাগি, মেলিবে পক্ষ।' *আহসান*, ১৯৪৪।

সঞ্জীবনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাণদান করে এমন। 'উশনা কুশপাণি চিন্তি সঞ্জীবনী মন্ত্রিত করিল কুশজল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মদনসঞ্জীবনী রাজ্ঞীকে দেখিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সঞ্জীবিত [স] ১ *বিণ* পুনরুজ্জীবিত। 'সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* পুনরুজ্জীবিত। 'পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বি* জীবন্ত। 'ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে ...।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

সঞ্জেব্যালা [স সন্ধ্যা>] *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'আজি সঞ্জেব্যালা ব্যা হবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সঞ্জোগ [স সংযোগ] ১ *বি* সংযোগ। 'কুমার সঞ্জোগ হেতু বাড়িল মকরকেতু।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সম্পর্ক। 'শাহার সঞ্জোগে আম্মি অতিশয় রতা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সঞ্জোগা *ক্রি* যোগাযোগ করা। 'নট সঙ্গে সঞ্জোগিয়া কৃষ্ণ পুত্র তিন জনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সট[1] [স ষট] *বিণ* ছয় সংখ্যক। 'মাএর সট পুত্র মোর দেহ নৃপবর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সটকাল *বি* ছয়কাল। 'সটকাল তৃকাল চান্দ্রায়ন ব্রত বিধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সট[2] [স শঠ] *বি* প্রতারক। 'এক্ষণ সটের কাল পড়িয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সট[3] [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততাসূচক শব্দ। 'সট করে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ড-বৎ বিনা দ্বিধায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সটকা[1], **সটকানো** [হি] *ক্রি* পলায়ন করা। 'সাড়া না দিয়া সটকিবার উপক্রম করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'ইমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাছে না সটকাইছে?' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। সটকেছি *ক্রি* পলায়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছি। 'প্রাণ নিয়ে ত সটকেছি রে করবি এখন কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সটকে পড়া *ক্রি* পলায়ন করা। 'একসময় আমাদের সটকে পড়তে হয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

সটকা[২] [হি সটক] *বি* নলবিশিষ্ট আলবোলা। 'সটকায় তামাক টানিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সটান ১ *ক্রিবিণ* নিশ্চিতভাবে। 'হাল কিছু না বলিয়া অধোবদনে সটান জলে ডুবিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রিবিণ* লম্বালম্বিভাবে। 'মেস্ত্রিকীয় লোকগণ তাহাদের অশ্বতরের জিনের উপর মাথা দিয়া মাটিতেই সটান শুইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ *ক্রিবিণ* সোজাসুজি। 'গতিক দেখিয়া অধিক না গিয়া সটান পগার পার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সটানে *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'সটানে পরেছি মোজা, ঘষে নিয়ে হাতার বোতাম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সটীক[১] [স স্ফটিক>] *বিণ* স্বচ্ছ। 'বুঝা যায় সটীক ফটিক জল ডাকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সটীক[২] [স] *বিণ* টীকাসহ। 'কপিলদেবকৃত সংখ্যাসূত্র সটীক নাগরী অক্ষরে ছাপা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

স-ডালি *বিণ* উপঢৌকনসহ। 'স-ডালি নরেন এক সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সডিয়াম [ই] *বি* রাসায়নিক মৌলবিশেষ। 'সডিয়ামের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগবিশেষ লবণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সড়ক [আ সরক] *বি* রাস্তা। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'কোথায় বাড়ী কেউ জানে না কোন সড়কের মোড়ে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

সড়কি, সড়কী [স শলাকীয়] *বি* বর্শা। 'আমার তিনটে সড়কি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'চলো ছুটে চল, সড়কী ঘুরাও।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সড়কিওয়ালা [স শলাকীয়>+হি ওয়ালা] *বিণ* বর্শা বা বল্লম নিক্ষেপকারী। 'প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণ মধ্যে সড়কিওয়ালা সর্দ্দার অনেক ছিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সড়গড় *বিণ* আয়ত্ত। 'ভদ্রতা রক্ষার মতো ইংরেজি বচন সড়গড় হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সড়ঙ্গ [স ষড়ঙ্গ] *বি* দেহের ছয়টি অংশ বা অবয়ব। 'স্বামিরে আনিল ঘরে সড়ঙ্গে পুজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সড়সড় [ধ্বন্যা] *বি* পিচ্ছিল কিছু সরে যাওয়ার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সড়া *বিণ* পচা। 'সড়া গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সড়াক [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত গতিতে কোনো কিছুর সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'সড়াক করে লাফিয়ে ... পালিয়ে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

সড়াত, সড়াৎ [ধ্বন্যা] *বি* উপর থেকে পিছলে মাটিতে পড়ার শব্দ। 'মড়াত করে পড়েছি সড়াত করে।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'সড়াৎ করে কখন সরিয়ে নেবে টেরও পাবে না।' *জীবন*, ১৯৩১।

সড়ি [ও সড়কি>] *বিণ* খিন্ন। 'সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাগই।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

সড়িত [ও সড়কি>] *বিণ* পচে গন্ধ হয়েছে এমন। 'লখাই সড়িত হৈল দেবীর কৃপায়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সণে [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'এতেক সাজনি কিচ্ছার মানুষের রণে গরুড় সাজও কিবা মশকের সণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৎ[১] [স] ১ *বিণ* জ্ঞানী। 'অতি বিদ্যান সৎকবি এ কথা শুনিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* সত্য। 'প্রকৃত যে শরীর, সেই বস্তু সৎ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* সাধু। 'ধূর্ত শৃগাল কুক্কুটকে সম্বোধিয়া কহিল, ভাই। তুমি কি সৎ পক্ষী।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৪ *বিণ* স্থায়ী; বাস্তব। 'মায়াময় এ জগৎ নহে সৎ, নহে সৎ, যেন পদ্মপত্রবৎ, তদুপরি নীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সৎকবি [স] *বি* ভালো কবি। 'সৎকবি তুম্বুর গায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালজ্ঞ।' *রামরাম*, ১৮০১।

সৎকর্ম, সৎকর্ম্ম [স] *বি* ভালো কাজ। 'যথ সৎকর্ম সব প্রচারিয়া দিব।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ইহা হইতে কত সৎকর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সৎকাজ [স সৎকার্য] *বি* পুণ্য কাজ। 'এসব হল সৎকাজ।' *মানিক*, ১৯৪০।

সৎকার [স] ১ *বি* অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। 'স্রার্দ্ধসান্তি কর গিয়া রাজার সৎকারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সম্মান; সমাদর। 'এখন এ দূত মহাশয়েরও আতিথ্য সৎকারের আয়োজন করুন।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ৩ *বি* সেবা। 'অতিথি সৎকার কথাটা কি শোনোনি কখনো।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সৎকার সমিতি [স] *বি* মৃতদেহের শেষকৃত্য করণের সংগঠন। 'তাঁদের নিমতলায় পোড়াইবার জন্য সৎকার সমিতি আছে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

সৎকার্য [স] *বি* পুণ্য কাজ। 'যে সকল লোক পৃথিবীতে সৎকার্য করিয়া যান তাঁহার ঋভু হন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সৎকীর্তি, সৎকীর্ত্তি [স] *বি* কল্যাণমূলক কাজ। 'যাহার ... সৎকীর্ত্তি কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থে এখনও আছে।' *গৌর*, ১৮২২।

সৎকীর্তিপত্র, সৎকীর্ত্তিপত্র [স] *বি* প্রশংসাপত্র। 'ইংরাজি বাঙ্গালা পারসী ভাষা ত্রয় সুরচিত সৎকীর্ত্তিপত্র।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সৎকুল [স] ১ *বিণ* উঁচু বংশজাত। 'নীচজাতি হৈলে নহে ভজনে অযোগ্য/ সৎকুল বিপ্র নহে ভজনে যোগ্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বংশমর্যাদা। 'এই বিষয়ে দৃক্‌পাত করিয়া সৎকুল ও বংশ রক্ষা করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সৎকুলপ্রদীপ [স] *বি* ভালো বংশের ছেলে। 'কোন সৎকুলপ্রদীপ কলকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সৎকুলোদ্ভব [স] *বিণ* ভালো বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'সে সৎকুলোদ্ভব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সৎকৃত [স] *বিণ* সমাদৃত। 'অতিথির মতো তাঁকে সৎকৃত করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৎকৃতা [স] *বিণ* সম্মানিতা। 'সুশীলা সুগতচিত্ত সৎকৃতা সুমতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সৎক্রিয়া [স] ১ *বি* ভালো কাজ। 'দেবতার ইচ্ছাক্রমে ইহার সৎক্রিয়ার পরিসীমা রহিল না।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* সৎকার। 'মহারথিগণের দৈহিক সৎক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সৎগুণ [স] *বি* ভালো গুণ। 'সৎগুণ শিক্ষা পাইয়া থাকে।' *ইমান*, ১৯০০।

সজ্জন [স] *বি* সাধু মানুষ। 'কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সজ্জন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৎনীতি [স] *বি* সুনীতি। 'আদব তমিজ ও সাধারণ সৎনীতি।' *ইমান*, ১৯০০।

সৎপথপ্রদর্শক [স] *বিণ* সৎ পথ দেখান এমন। 'একজন অতিশয় সাধু, ধার্ম্মিক ও সৎপথপ্রদর্শক লোক ছিলেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সৎপরামর্শ [স] *বি* ভালো উপদেশ। 'তুমি আমাকে সৎপরামর্শ যে হয় তাহা দিও।' *কেরি*, ১৮০২।

সৎপল্লী [স] *বি* অভিজাত লোকালয়; ভদ্রলোক অধ্যুষিত এলাকা। 'অশাসিত রাজ্যের ন্যায় বহুগ্রাম এবং সৎপল্লী রাজধানীত্যাদিতে স্বেচ্ছাচার।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

সৎপাত্র [স] *বি* উপযুক্ত বর। 'কন্যা যদি সৎপাত্রে প্রদান করা হয়, তবে সে কন্যা দশ পুত্রতুল্যা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সৎপ্রজাপালক [স] *বি* সুষ্ঠুভাবে প্রজা পালনকারী। 'ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ... সৎপ্রজাপালক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সৎবিজ্ঞাতা [স] *বি* প্রশান্ত অবস্থা। 'মহাসাগরের জল কখনও কি সৎবিজ্ঞাতার মতো হয়েছিল স্থির।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সৎলোক [স] *বি* ভালো মানুষ; সজ্জন। 'জমায় না ভিড় অসৎ এসে যেন গো সৎলোকের দলে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সৎশলা [স] *বি* উত্তম পরামর্শ। 'সৎশলা যে হয় তাহা দিব।' *কেরি*, ১৮০২।

সৎশিক্ষা [স] *বি* সুশিক্ষা। 'নিজেকে নানাভাবে সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৩।

সৎসাহস [স] *বি* সত্যের পক্ষে কাজ করার সাহস; মনোবল। 'এ কু-অনুশাসনকে উপেক্ষা করার এতটুকু সৎসাহস নেই এঁদের।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সৎসাহসিক [স] *বিণ* কল্যাণমুখী সাহসপূর্ণ। 'এই সৎসাহসিক নাটকে রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইছেন ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সৎসাহসী [স] *বিণ* সৎ সাহসের অধিকারী। 'আমাদের বলবান ও সৎসাহসী হতে হবে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সৎসাহিত্য [স] *বি* শিক্ষামূলক রচনা। 'শিশুপাঠ্য ইংরেজী সৎসাহিত্যের কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেছেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সৎ[2] [স সৎ] *বি* পিতা বা মাতার অন্য বিবাহ সম্পর্কিত। **সৎবাপ** *বি* বিপিতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সৎমা *বি* বিমাতা। 'তখন বাঝবে মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সতমা, সত মা [স সৎ] *বি* বিমাতা। 'সত মায়ের বাক্যে বাপে দিল বনবাস।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'সতমায়ের বেটা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সত[1] [স সত্য] *বিণ* সত্য। 'যে কাজ বোলোঁ তোহ্মাক তাত কর সত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সত[2] [স শত] *বিণ* শত। 'পয়সি পয়াগে জাগ সত জাগই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সতও *বিণ* শত। 'তোমার স্থানে সনাত সিক্কা ১৭৫ এক সতও পচাত্তর তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সতকুটী [স শতকোটি] *বিণ* শত কোটি। 'প্রনামা সতকুটী।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সতজুগ [স শতযুগ] *বি* একশত যুগ। 'সতজুগ হেন মোরা মনেতে করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতদল [স শতদল] *বি* পদ্মফুল। 'কাঞ্চন পারুল ফুলে কুন্দ জোড় সতদলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতলক্ষ [স শতলক্ষ] *বিণ* অসংখ্য। 'সুবর্ন্নে ভূসিত দেখি সতলক্ষ দাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতলক্ষকুটী [স শতলক্ষকোটি] *বিণ* শতলক্ষকোটি; অসংখ্য। 'প্রনামা সতলক্ষকুটী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সতসহস্র [স শতসহস্র] *বিণ* শত-সহস্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সতেক [স শতেক] *বিণ* একশত। 'লাফে ডিঙ্গাইল সমুদ্র সতেক জোজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতঙ্গ *বি* সৎসঙ্গ। 'আসনে বসাইল তারে সতঙ্গে পুজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতত [স] *ক্রিবিণ* অনবরত; সর্বদা। 'সতত সে নৃর্ত্যকলা তাহে চিত্ত রহি গেলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতৎ [স সতত] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'মুরচাবন্দি করিয়া সতৎ সাবধানে রহিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সততস্পন্দিত [স] *বিণ* সর্বদা কম্পিত। 'তোমার যে-স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

সততং *বিণ* চিরন্তন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সতন্তর [স স্বতন্ত্র] *বি* স্বেচ্ছাচার। 'তোহ্মে যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সতন্তরা [স স্বতন্ত্র>] ১ *বিণ স্ত্রী* স্বাধীন। 'একলা সাধুর দারা আছিলাও সতন্তরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'বিদ্যায় না দিআ মতি সভে জাব অধোগতি কুলবধূ হব সতন্তরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সতন্তরী [স স্বতন্ত্র>] *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'এ কালের বহু সব নহে সতন্তরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সতবর্গ [স শতবর্গ] *বি* একটি ফুলের নাম। 'সতবর্গ মালতি জুথি কুন্দ কুরুবক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সতভিষা [স শতভিষা] *বি* একটি নক্ষত্রের নাম; শতভিষা। 'কর ছাব্বিশ ভুবন পচিশ স্বাতি সতভিষা।' *গৌর*, ১৮২২।

সতমা, সত মা *দ্র* **সৎ**[2]

সতর [পা সত্তরস] *বিণ* সতেরো (১৭)। 'একুনে এক লক্ষ আশী হাজার ছয় শত সতর।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সতরই [পা সত্তরস>] *বি* তারিখের ক্ষেত্রে সতেরো সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সতরঞ্চি, সতরঞ্চী [আ শৎরঞ্জ] *বি* মোটা সুতায় তৈরি বড়ো রঙিন চাদরবিশেষ। 'দুলিচা গালিচা সতরঞ্চি মলমল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সতরঞ্চীপেড়ে *বিণ* শতরঞ্চি পাড়বিশিষ্ট। 'সতরঞ্চীপেড়ে, কুঁচপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সতরঞ্জ, সতরঞ্চ [আ শৎরঞ্জ] ১ *বি* মোটা সুতায় বোনা গালিচা বিশেষ। 'চামর পামরি ভোট সকল্লাত গজঘোট পাট্টি সতরঞ্জ লাখে লাখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সতরঞ্চ গালিচা কত বিছায় মসজিদে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* দাবা। 'এত বুলি সাহা সতরঞ্জ খেলা আনি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সতরঞ্জি [আ শৎরঞ্জ] ১ *বি* দাবা খেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি*

শতরঞ্জি; পেতে বসার উপযোগী মোটা সুতায় তৈরি চাদরবিশেষ। 'সামিয়ানা, সতরঞ্জি মিঞাদের বাড়ী হইতেই আসিত।' *তারা*, ১৯৪২।

সতরা [স সন্তরণ>] *ক্রি* সাঁতার কাটা। 'দখিন পবন সৌরভে জদি সতরব দুহু মন দুহু বিছুরাবে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সতর্ক [স] *বিণ* সাবধান। 'বাঘকে তাদৃশ দশাগ্রস্ত দেখিয়া সতর্ক হইয়া তর্ক করে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সতর্ককারী [স] *বিণ* সতর্ক করে এমন। 'পথভ্রান্ত মানুষের সতর্ককারী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সতর্কতা [স] *বি* সাবধানতা। 'অর্থ প্রদানবিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতর্কতা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সতর্কতামিশ্রিত [স] *বিণ* সাবধানতাযুক্ত। 'তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সতর্কতামূলক [স] *বিণ* সাবধানী। 'যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না থাকিলে মৌখিক আশ্বাস ...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সতর্কদৃষ্টি [স] *বি* সাবধানী দৃষ্টি। 'অত্যন্ত সতর্কদৃষ্টি রেখেছে বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা।' *সাপ্তাহিক বাংলা*, ১৯৭১।

সতর্কবাণী [স] *বি* হুঁশিয়ারিসূচক বার্তা। 'পাছে কেহ এই সতর্কবাণীতেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করেন ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সতর্কভাবে [স] *ক্রিবিণ* সাবধানতার সাথে। 'অত্যন্ত বিবেচনাপূর্ব্বক অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া অতি সতর্কভাবে কাজ করে তাহাকে আমরা ভালোবাসি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সতর্কিত [স] *বিণ* সতর্ক; সাবধান। 'কুঠীর লোকজনও সতর্কিত, বিপদের আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সতর্কিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সাবধান। 'হাসনেবানু পূর্ব্ব হইতেই সতর্কিতা ছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সতা [স সপত্নী] *বি* সপত্নী। 'পতি জাব দেশান্তর ঘরে সতা সতন্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **সতিন**

সতাত *বিণ* বিমাতার গর্ভজাত। 'আর আবদুল খালেক সতাত বোনের ছেলে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সতাড়নে [স] *ক্রিবিণ* প্রহার করে। 'লাঘব করিয়া সতাড়নে পথে পথে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সতাবএ [স সন্তপ্ত>] *ক্রি* উত্তপ্ত করে। 'চাঁদ সতাবএ সবিতাহু জীনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

স-তিথি *বি* স্থায়ী অতিথি। 'শার্দূলের লুব্ধা মাতৃষ্বসার মতো আর নড়তেই চান না, তিনি তো স-তিথি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সতিন, সতীন, সতিনি, সতিনী [স সপত্নী] *বি* স্বামীর ভিন্ন স্ত্রী; সপত্নী। 'বেড়িয়া বসিলা সব সতিন লইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সৌভাগ্যে আগলি হৈল জিনিএগ্রা সতিনি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'একহি শাশুড়ী মোর বহুল সতীন।' *মর্তুজা*, ১৭৫০; 'তোমার সতীন মরিলে তুমি যদি একটু কাঁদ, তা হইলে আমি ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'ওকে সইতে পারতুম না। ও হত আমার সতীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সতিনী জ্বালা *বি* সতীনের দেওয়া যন্ত্রণা। 'তাঁহাকে সতিনী জ্বালায় দগ্ধ করিতে লাগিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সতীনঝি *বি* সতিনের মেয়ে। 'বিমাতা সতীনঝিকেও এমন পাত্রে দিতে পারে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সতীনপো *বি* সতিনের ছেলে। 'সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে?' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সতী [স] **১** *বিণ* সাধ্বী। 'সে কি রাধিকা বৈদ্ভী সীতা সতী নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ স্ত্রী* নিষ্পাপ। 'তুমি কুমারী সতী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* সহমৃতা। 'এই স্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাই না।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৪** *বি* স্ত্রী। 'বাবুর সতী এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'তোমার সুঅনুগতা সতী।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **৫** *বিণ* ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতার দোষ নেই এমন। 'এদেশে যাহারা সতী আমার মতে তাহারাই প্রকৃত সতী।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সতি [স সতী] *বি* পতিব্রতা; পবিত্র রমণী। 'আমার গমন জেন সতি নাহি জানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতীখ্যাতি [স] *বি* স্বামীর চিতায় সহমৃতা নারী হিসেবে খ্যাতি। 'সতীখ্যাতি রটাইব দুহিতার নামে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সতীত্ব [স] **১** *বি* (নারীর জন্য) পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতার দোষ না থাকা। 'সতীত্ব রহিব মোর তার আশ্রা লৈলে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম সতীত্ব বজায় রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বি* চারিত্রিক বিশুদ্ধতা। 'এই মত ছলের দ্বারা আপন সতীত্ব প্রকাশ করিও।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

সতীত্বগরিমা *বি* সতীত্ব রক্ষার গর্ব। 'সতীত্বগরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সতীত্বগৌরব [স] *বি* সতীত্ব রক্ষার গর্ব। 'সতীত্বগৌরব প্রমাণের একটা উপলক্ষমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সতীত্বনাশ [স] *বি* সতীত্বহানি। 'এই তো সতীত্বনাশ!' *নজরুল*, ১৯২৭।

সতীত্বভঙ্গ [স] *বি* সতীত্বনাশ। 'কেবল রাজদণ্ডভয়ে, মদনসেনার সতীত্বভঙ্গে পরাঙ্মুখ হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সতীত্বময়ি [স সতীত্বময়ী] *বি স্ত্রী* সতীত্ব সম্পন্ন নারী। 'হে সতীত্বময়ি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সতীত্বহরণ [স] *বি* শ্লীলতাহানি। 'কুলকামিনীগণের সতীত্বহরণ, দেবমূর্ত্তি চূর্ণীকরণ।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সতীত্য [স সতীত্ব] *বি* সতীত্ব। 'ব্রহ্মার সতীত্য নষ্টো করিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সতীদাহ [স] *বি* স্বামীর মৃত্যুর পর জীবিত স্ত্রীকেও স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারার প্রথা। 'সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাকবে কি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সতীদাহ-রদ [স সতীদাহ+আ রদ] *বি* সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা। 'সতীদাহ-রদ, বিধবা-বিপদ বাধিয়ে তো ডেকে এনেছ ফাঁড়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

সতীধর্ম, সতীধর্ম্ম [স] *বি* সতীদাহ প্রথা। 'তাঁহারা যে সতীধর্ম পুনঃসংস্থাপনার্থ এক পয়সায় সহী করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সতী নারী [স] *বি* নিষ্পাপ নারী। 'সে কি রাধিকা বৈদ্ভী সীতা সতী নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সতীনিবারণ [স] *বি* সতীদাহ প্রথা রদ। 'গবর্নর্ জেনরলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতীনিবারণ আইনেতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সতীপণ [স] *বি* সতীপনা। 'যত সতীপণ সব মিছা জান তারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সতীপণা [স সতী+স পণ] *বি* সতীত্ব। 'সতীপণা-পক্ষী মোর করিবারে বন্দী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সতীপনা [স সতী+স পণ] **১** *বি* সতীত্বের গর্ব। 'জত সতীপনা সব মিছা জান তারে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* সতীত্বের ভুয়া গর্ব। 'এত সতীপনা কিসের জন্যে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

সতীবিরুদ্ধ [স] *বিণ* সতীদাহ প্রথার বিরোধী। 'সতীবিরুদ্ধ ক্রোনিজেসিয়ানের পক্ষে যে দরখাস্ত বাবু রামমোহন রায় বিলাতে লইয়া গিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সতীব্যবহার [স] *বি* সতীদাহ প্রথা প্রচলন। 'সতীব্যবহারের পুনঃসংস্থাপনবিষয়ে যে দরখাস্ত হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সতীমঠ [স] *বি* স্বামীর চিতায় সহমৃতা নারীর স্মরণে নির্মিত মন্দির। 'সতীমঠ উঠাইব এ শ্মশানধামে কন্যার ভস্মের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সতীরীতি [স] *বি* সতীদাহ প্রথা। 'সাহেব কহিলেন সতীরীতি যথাশাস্ত্র ধর্ম্ম ইহার ভূরি২ প্রমাণ।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সতীরীতিবারণ [স] *বি* সতীদাহ প্রথা রদ। 'সতীরীতিবারণের প্রথম চেষ্টক অথবা প্রথম তচ্চেষ্টক ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সতীলক্ষ্মী [স] *বি* স্ত্রী সতীসাধ্বী ও লক্ষ্মীস্বরূপা। 'আমার সুধা পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী হইয়া চিরকাল তোমার মঙ্গল করুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সতীসাধ্বী [স] *বিণ* পতিব্রতা। 'সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সতীসাধ্বীগিরি [স সতীসাধ্বী-গিরি] *বি* সতী নারীর আচরণ। 'আমরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সতীসাবিত্রী [স] *বি* হিন্দুমতে সাবিত্রীর মতো সতী। 'মেয়েদের একটিমাত্র লক্ষ্য সতীসাবিত্রী হয়ে ওঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সতী হওন *বি* প্রাচীন হিন্দুসমাজে মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় পুড়ে স্ত্রীর মৃত্যুবরণ। 'কোম্পানির আইনের দ্বারা সতী হওন যে অবধি রহিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সতীহত্যা [স] *বি* স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে একই চিতায় উঠিয়ে স্ত্রীকে হত্যা। 'সতী হত্যার প্রথা তাঁহার অন্তঃকরণকে প্রথমেই আকর্ষণ করিলেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

সতীন *দ্র* সতিন

সতু [স সৎ] *বিণ* সাহসী। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সতুন [ফা সুতুন] *বি* স্তম্ভ। 'নাইকো সতুন, পড়ছে খসে ইসলামের আজ ছাদ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সতুরি [স সত্বর] *ক্রিবিণ* সত্বর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সতৃণদশন [স] *বিণ* অত্যন্ত বিনীত (দাঁতে তৃণ বা কুটা নিয়ে)। 'দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সতৃণদশন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সতৃষ্ণ [স] **১** *বিণ* আবেদনযুক্ত। 'বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ... প্রস্থান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* অতিশয় আগ্রহযুক্ত। 'চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে চাহে আকাশের পানে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সতৃষ্ণনয়ন [স] *বি* আগ্রহী দৃষ্টি। 'প্রাচীর-সংলগ্ন টিকটিকি-দম্পতির পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সতেজ [স] **১** *বিণ* সজীব। 'ঐ সকল শস্য সতেজ ও ফলশালি হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। **২** *বিণ* তেজি। 'শিষ্টাচারী সতেজ জাপান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* তেজযুক্ত। 'শাণিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

সতেজান্বিত [স] *বিণ* বলবান; প্রাণপূর্ণ। 'ক্রমে শাখার পল্লব হওতঃ সতেজান্বিত হইয়া হিন্দুদিগকে ছায়াপ্রদান করিতে পারিবেক।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

সতেজে *ক্রিবিণ* তেজ সহকারে। 'হৃদয়ের শিরে শিরে শোণিত সতেজে বয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়েচড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সতের [পা সত্তরস] *বিণ* ১৭ সংখ্যক। 'গত বৎসরে সতের হাজার টাকা আয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

সতেরোই [পা সত্তরস] *বিণ* তারিখের ক্ষেত্রে সতেরো সংখ্যক। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

সতোর *বিণ* সতেরো; ১৭ সংখ্যক। '১৭৬২ সতোর সও বাসাট্টী সাল।' *মেয়ার্স*, ১৭৬২।

সতেশ্বরি *বি* অলঙ্কার বিশেষ। 'গলে সতেশ্বরি হার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সতোকুটী *বিণ* শতকোটি। 'সতোকুটী নিবেদনঞ্চ।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

সত্তম *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'বলো জয় নরোত্তম পুরুষ-সত্তম জয় তপস্বী রাজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সত্ত মা [সৎ>] *বি* বিমাতা। 'সত্ত মায়ের পায়ে সমর্পিআ মোর মায়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সত্তর[১] [পা সত্তরি] *বিণ* ৭০ সংখ্যক। 'সত্তর হাজার অশ্ব কৈলা পরণাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

সত্তরি [পা] *বিণ* ৭০ সংখ্যক। 'লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সত্তর[২] [স সত্বর] *ক্রিবিণ* শিগগির; দ্রুত। এই ক্ষনে রথ মোর চালায় সত্তর।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সত্তা [স] *বি* অস্তিত্ব। 'প্রকৃত শরীরে যে সত্তা, তাহার সেই সত্তা তদ্ব্যতিরেকে তাহার সত্তা নাহি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সত্তাবোধ [স] *বি* অস্তিত্ববোধ। 'আত্মবিরোধী বহুমুখীনতার মধ্যে ব্যক্তির সত্তাবোধ সুসামঞ্জস্য এবং বিকাশধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটায়।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্তাসাগর [স] *বি* অস্তিত্বরূপ সাগর। 'ডুব দিয়ে দেখো সত্তাসাগর তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সত্ত্বাধিকার [স স্বত্বাধিকার] *বি* মালিকানা। 'কৃষকদিগের হস্তে ভূমির সত্ত্বাধিকার নাই।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

সত্ত্বাধিকারী [স স্বত্বাধিকারী] *বি* মালিক। 'সত্ত্বাধিকারী না থাকাতে তাহারা তাহার ফলভোগী হইতেছে না।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

সত্তি [স সত্য] *বি* সত্য। 'সত্তি জুগে দিল সাঁঝা বসুআ আমনি।' *রামাই*, ১৭১০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্ত্ব [স] *বি* ত্রিগুণের শ্রেষ্ঠটি। 'সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের জননী।' *ভারত*, ১৭৬০।

সত্ত্বগুণ [স] *বি* প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ: মহৎ-প্রবণতা। 'সত্ত্বগুণে ব্রহ্মাণী আপনি মহামায়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সত্ত্বরূপা [স] *বিণ* অস্তিত্ব আছে এমন। 'তোমারে যে গুণাতীত সত্ত্বরূপা কহি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সত্ত্বশূন্য [স] *বিণ* সত্তাহীন। 'সত্ত্বশূন্য সময়ঘড়ির অস্তিত্বশূন্য আলোর দেশ।' *জীবন*, ১৯৩২।

সত্ত্বা [স] *বি* অস্তিত্ব। 'গুণ ছাড়া কোন বস্তুর সত্ত্বার সম্ভব হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সত্ত্বে [স] *ক্রিবিণ* বর্তমান থাকা অবস্থায়। 'জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজা হওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সত্ত্বেও *ক্রিবিণ* থাকার বা করার পরও। 'কেতাব করা কর্ম্ম সত্ত্বেও মধ্যে২ পাঠশালা দেখিতে যাইতেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

সত্ব [স সত্ত্ব] *বি* প্রকৃতির তিনটি গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ। 'সত্ব রজ তম গোসাঞি তিন গুন ধারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্বচিত্ত [স সত্যচিত্ত] *বি* সত্যনিষ্ঠ মন। 'নানা জোঙ্গ নানা দান করিল সত্বচিত্তে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্বর[1] [স সতর্ক] *বিণ* সতর্ক। 'সত্বর হআঁ রাহি থাক মাঝনাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সত্বর[2] [স] *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'অস্ত্র লৈয়া রথে চড়ি ধাইলা সত্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্বরতা [স] *বি* শীঘ্রতা। 'তাহার কিছুমাত্র সত্বরতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সত্বরিত [স] *বিণ* গতিপ্রাপ্ত। 'কি উৎসাহের সহিত সত্বরিত হইয়া অধিকার প্রচার করিয়াছিলেন!' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সত্বরে [স] *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'আহ্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সত্য [স] ১ *বি* চার যুগের প্রথম যুগ (হিন্দুপুরাণ)। 'সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী আহ্মে নিরঞ্জন কায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সঠিক। 'বোলে দামোদর সত্য বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* শাশ্বত। 'সত্য ধর্ম শান্তদান্ত জ্ঞানবন্ত ধীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৪ *বি* প্রতিজ্ঞা; শপথ। 'সমাহিত হৈয়া যদি সত্য কর তুহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বিণ* বাস্তব। 'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য।' *জীবন*, ১৯৪২।

সত্যকথন [স] *বি* সত্য বলা। 'সত্যকথন সর্ব্বান্তকরণে সর্ব্বথা আবশ্যক হইয়াছে।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

সত্যকাজ [স সত্যকার্য] *বি* যথার্থ কাজ। 'কেউ এতটুকু সত্যকাজ করছে না!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সত্যকার [স সত্য+কার] ১ *বিণ* বাস্তব। 'যখন তাহাদিগকে সত্যকার কাজে খাটাইবার অবসর পাই না, তখন সঙ্গীদের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া একটা কাজের ভান গড়িয়া তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* যথার্থ। 'দেওয়ানজি হইতে উজ্জ্বলা পর্যন্ত কেহই সত্যকার সজীবন মানুষের মতো হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ওটা বুঝি সত্যকার সম্বন্ধ হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সত্য-কারাগার [স] *বি* সত্যরূপ কারাগার। 'বন্দী আমি সত্য-কারাগারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সত্যগ্রন্থি [স] *বি* সত্যের বন্ধন। 'অন্তর্যামীর সামনে সত্যগ্রন্থিতে তো গাঁঠ পড়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সত্যচ্যুত [স] *বিণ* শপথ থেকে বিচ্যুত। 'সত্যচ্যুত হওয়ার পর আর বড় পাপ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সত্যজ্ঞান [স] ১ *বি* যথার্থ জ্ঞান। 'অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সত্য কথাকে যে রসিকতা মনে করে, সত্যজ্ঞান তারও নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ *বি* সত্যনিষ্ঠা। 'সত্যজ্ঞান দুরূহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরূহ, মহৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দুরূহ সেন্দহ নাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ব্রিটনবাসিগণের ন্যায়পরতা ও সত্যজ্ঞানের উপর ... ভরসা অটুট রহিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০৫।

সত্য-জ্যোতিঃ [স] *বি* সত্যরূপ জ্যোতি। 'এক্ষণে বিদ্যা যেমন পরিশুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সত্য-জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সত্য-ডোর *বি* সত্যের বন্ধন। 'খদ্দর-বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্য-ডোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যতঃ [স] *ক্রিবিণ* সত্যিকার ভাবে; প্রকৃত অর্থে। 'আমরা সত্যতঃ মিলিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সত্যতম [স] *বিণ* চূড়ান্ত সত্য। 'সেই আদর্শকে সর্বত্র পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্ফুট করিয়া কবি বাস্তবিক ইতিহাস হইতে সত্যতম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'মানুষ যে বীর ইহাই সত্যতম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সত্যতর [স] *বিণ* যথার্থতর। 'স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্যসাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সত্যতা [স] ১ *বি* যথার্থতা; বিশ্বস্ততা। 'যাঁহারদিগের প্রাজ্ঞতা আছে তাঁহারা তল্লিখিত বিষয়ক সত্যতার কিছু সন্দেহ করিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* প্রামাণিকতা। 'তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে।' *রোকেয়া*, ১৯২২। ৩ *বি* বাস্তবতা। 'বিশ্বপ্রেম নামক কবিতায় ভাষা ও ভাবের যে নৈপুণ্য ও গভীরতা এবং অকৃত্রিম সত্যতা দেখিতে পাওয়া যায়,তাহা কোনো বালিকার রচনায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'জগতের শিক্ষা, সত্যতা, তমদ্দুনের ভাণ্ডারে আসিয়া।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

সত্যতে *ক্রিবিণ* বাস্তবিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সত্য তেজ *বি* প্রকৃত প্রতাপ। 'পরাধীন বলে নাই তোমাদের সত্য তেজের নিষ্ঠা কি?' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যত্ব [স] *বি* সত্যতা। 'ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সত্যদর্শী [স] *বিণ* সত্যকে অনুধাবন করতে পারে এমন। 'তিনি সত্যদর্শী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সত্যদীক্ষা [স] *বি* যথার্থ ধর্মোপদেশে বিশ্বাস স্থাপন। 'আমাদের জীবনের সত্যদীক্ষা হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সত্যদৃষ্টি [স] *বি* কৃত্রিমতাহীন দৃষ্টি। 'সহজ সত্যদৃষ্টি অনেক বেশী আর্টিষ্টিক।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সত্যদ্রষ্টা [স] *বিণ* যিনি সত্য অনুধাবন করতে পারেন; সত্যদর্শী। 'সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীর উপর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সত্য-দ্রোহী [স] *বিণ* সত্যের বিরোধিতাকারী। 'ন্যায়বিচারে সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সত্য ধর্ম [স] ১ *বি* ন্যায় ধর্ম। 'সবে মিলে তব সত্য ধর্ম ভারতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচারি।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* মানবিক ধর্ম। 'যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সত্যনারায়ণ [স] *বি* লৌকিক দেবতা বা পীর, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণ ও মুসলিমসমাজে সত্যপীর হিসেবে খ্যাত। 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সত্যনিষ্ঠ [স] *বিণ* সত্যবাদী। 'সত্যনিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ, সাহসী ও বিশ্বস্ত সন্তানেরা তাঁহার পুত্র নামের উপযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সত্যনিষ্ঠা [স] *বি* সত্যপরায়ণতা। 'তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সত্যপথভ্রষ্ট [স] *বিণ* সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। 'সত্যপথভ্রষ্ট, স্বজাতিবিরোধী, নষ্টমতি ব্যক্তিরা তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সত্যপর [স] *বিণ* সত্যনিষ্ঠ। 'বাস্তবিক তদ্রূপ নির্মল ও সত্যপর না হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সত্যপরতা [স] *বি* সত্যবাদিতা। 'যে সত্যপরতা, যে পতিব্রত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সত্যপরায়ণতা [স] *বি* সত্যবাদিতা। 'অচৌর্য ও সত্যপরায়ণতাও পুণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সত্যপাঠ [স] *বি* সত্যতা প্রমাণের জন্য লিখিত পাঠ। 'কবির অন্তর্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর-করা সত্যপাঠ লিখে দেয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সত্যপাল [স] *বি* সত্যের পালনকর্তা। 'সত্যপাল করতার অসত্য সংহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সত্যপালন [স] *বি* প্রতিজ্ঞা রক্ষা। 'রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সত্যপীর *বি* লৌকিক দেবতা অথবা পীর, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণ ও মুসলিমসমাজে সত্যপীর হিসেবে খ্যাত। 'দেশের যত পীর-মোরশেদ যথা – গাজী, মাদার, সত্য পীর ইত্যাদি।' *রোকেয়া*, ১৯৩০; 'ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে খায়/ সত্যপীরের সিন্নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সত্যপ্রতিজ্ঞ [স] *বিণ* সত্যের প্রতি দৃঢ়। 'এতবড়ো সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির হলে সংসার চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সত্যপ্রিয় [স] *বিণ* সত্যকে ভালোবাসে এমন। 'উদার ও সত্যপ্রিয় হয়, বিদ্যালয়ে সেরূপ শিক্ষার পদ্ধতি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সত্যপ্রিয়তা [স] *বি* সত্যের প্রতি অনুরাগ। 'এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সত্যপ্রীতি [স] *বি* সত্যের প্রতি ভালোবাসা। 'তাঁহাদের সত্যপ্রীতি না থাকায় তাঁহারা ন্যায়পরতা হইতে বিচ্ছিন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সত্যবতী [স] *বিণ* সত্যবাদিনী। 'ধর্মবন্ত পুরুষ কামিনী সত্যবতী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সত্য বলতে কি – সত্য কথা বলতে কোনো সংকোচ নেই। 'সত্য বলতে কি ... তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

সত্য-বহির্গত [স] *বিণ* সত্যবিচ্যুত। 'সত্য-বহির্গত পথ অবলম্বন করিতে হইতেছে।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

সত্যবাক [স] *বি* সত্যকথা। 'সত্যবাক সে বড়ো কিছু নয়, কজন সত্যবান।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সত্যবাণী [স] *বি* সত্যকথা। 'ভাণ্ড কহে সত্যবাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সত্যবাদি [স সত্যবাদী] *বি* সত্য কথা বলে যে। 'সুদ্ধসিল সত্যবাদি সর্ব্বজনে হিত।' *মালাধর*, ১৫৫০।

সত্যবাদিতা [স] *বি* সত্য কথন। 'দেখি, তৃতীয় বন্দীর সত্যবাদিতা।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

সত্যবাদিত্ব [স] *বিণ* সত্যনিষ্ঠ। 'সত্যবাদিত্বরূপে আপনারদিগকে জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সত্যবাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সত্য কথা বলে এমন। 'তুমি অতি সুশীলা ও সত্যবাদিনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সত্যবাদী [স] *বিণ* সত্য কথা বলেন এমন। 'সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদা সাগর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সত্যবান [স] *বিণ* সত্যপরায়ণ; হিন্দু পুরাণের চরিত্রবিশেষ। 'সত্যবাক সে বড়ো কিছু নয়, কজন সত্যবান।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সত্য-বারি [স] *বি* খাঁটি জল। 'আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সত্যবার্তা [স] *বি* প্রকৃত সংবাদ। 'আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী মানুষের প্রাণে সত্যবার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এই পথেই।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সত্যবিকার [স] *বি* সত্যের বিকৃতি। 'সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সত্যবিচার [স] *বি* সত্যতা যাচাই। 'সে সম্বন্ধে তাঁহার অতিশয়োক্তি মনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল এবং সত্যবিচারের বিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সত্যবিশ্বাসী [স] *বিণ* ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে বিশ্বাস করে এমন। 'আমাদের মতো সত্যবিশ্বাসী আর নেই।' *নজরুল*, ১৯২২।

সত্যবীর [স] *বি* সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি লড়াই করেন। 'রাজা যুধিষ্ঠির সত্যবীর ছিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

সত্যবোধ [স] *বি* সত্যের অনুভূতি। 'বৌদ্ধধর্ম মানুষের অন্তরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সত্য-ব্যাপারী [স] *বি* সত্য ব্যবসায়ী। 'বলি ওহে বাপু সত্য-ব্যাপারী, সত্য কি চাল ডাল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সত্যভঙ্গ [স] *বিণ* সত্যভ্রষ্ট। 'কলি কালে মানবী হইল সত্যভঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সত্যভাষ [স] *বি* সত্য কথা। 'মোর থাক মিষ্টভাষা আর সত্যভাষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সত্যভাষণ [স] *বি* সত্য বক্তব্য। 'তাঁর সত্যভাষণ তাই বারবার এদেশের জড়বুদ্ধিকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছে।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্যভাষা [স] **১** *বি* সত্য কথা। 'বেক্তার্থ করিআ রামা কহ সত্যভাষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সত্যভাষী; সত্য কথা বলে এমন। 'কেহ ধীর কেহ চাষা মিথ্যাবাদী সত্যভাষা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সত্যভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সত্য কথা বলে এমন। 'সত্যভাষিণী, ধৈর্যশীলা অনুতপ্তা।' *কোম*, ১৯৪৮।

সত্যভাষিতা [স] *বি* সত্য কথা বলার গুণ। 'বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কারসাহিত্য।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

 www.amarboi.com ~

সত্যভাষী [স] *বিণ* সত্যবাদী। 'এ প্রতিবিম্ব বড় বেশি সত্যভাষী হয়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সত্যভূত [স] *বিণ* সত্যে পরিণত। 'সেই নায়ক যে অসম্ভবকে সত্যভূত করতে পারে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সত্যভ্রষ্ট [স] *বিণ* সত্য থেকে বিতাড়িত। 'সত্যভ্রষ্ট হইলা তুমি মুনিষ্যের ঠাই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সত্যভ্রষ্টতা [স] *বি* সত্য থেকে বিচ্যুতি। 'যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

সত্যমন্ত্র [স] *বি* আদর্শবাদের মূলনীতি। 'ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সত্যমানব [স] *বি* দৃঢ়চেতা মানুষ। 'সত্যমানব জাগো রে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যমিথ্যা [স] **১** *বি* যথার্থতা এবং অযথার্থতা। 'সত্যমিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া, যেখানে দেখেন কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারী জুজু বসিয়া আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'তুমি স্বয়ং নগরের মধ্যে গিয়া এ বিষয়ে তদারক করিয়া আসিবে এবং সত্যমিথ্যা অবধারণ করিয়া আমাকে জানাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বি* সত্য ও মিথ্যা। 'সত্যের সত্য-মিথ্যা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সত্যমূর্তি [স] *বি* প্রকৃত রূপ। 'স্বদেশের সে সত্যমূর্তি যে কী আশ্চর্য অপরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সত্যমূলক [স] *বিণ* সত্যনির্ভর। 'সাহিত্য সত্যমূলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সত্যযন্ত্র [স] *বিণ* সত্যনিষ্ঠ। 'দেশের ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যযন্ত্র, কল্যাণপ্রয়াসী নেতা ও জনতা।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

সত্যযুগ [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী চার যুগের প্রথমটি। 'মুঞি করোঁ সত্যযুগে তপস্যা প্রচার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সত্যরাজ্য [স] *বি* বাস্তব জগৎ। 'সত্যরাজ্য এবং কল্পনারাজ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সত্যরূপ [স] *বি* প্রকৃত চেহারা। 'নিজেকে যে উদাসীন সাজাবার এই-ই তোমার সত্যরূপ?' *জীবন*, ১৯৩৩।

সত্যলোক [স] *বি* সপ্তলোকের একটি। 'জীবলোকেদের ভূলোকাদি সত্যলোকপর্য্যন্ত ... পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সত্য-সত্য [স] *ক্রিবিণ* প্রকৃতই। 'আপনি কি সত্য-সত্য শালগ্রাম মানেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সত্যসদন [স] *বি* সত্যধাম; সত্যের বসতি যেখানে। 'সংশয় হতে সত্যসদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সত্যসন্ধ [স] *বিণ* সত্যপ্রতিজ্ঞ। 'এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সত্যসন্ধান [স] *বি* সত্যের খোঁজ। 'সত্যসন্ধানের সততায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সত্যসন্ধানী [স] *বি* সত্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী ব্যক্তি। 'তাই গোড়া থেকে সত্যসন্ধানীর অদম্য উৎসাহ নিয়ে কথাটা আবার ভেবে দেখেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সত্যসন্ধিৎসা [স] *বি* সত্য অনুসন্ধান করার ইচ্ছা। 'এই নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসা সে সাহিত্যের সর্বপ্রধান গুণ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

সত্যসন্ধিৎসু [স] *বিণ* সত্য সন্ধানে আগ্রহী। 'সত্যসন্ধিৎসু দার্শনিকের কাছে সাহিত্য নিতান্তই মূল্যহীন।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্য-সন্ধী [স] *বিণ* সত্য-সন্ধানী। 'নয়ন-গহ্বরে জ্বলে সত্য-সন্ধী দৃষ্টির মশাল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সত্যসাধক [স] *বি* সত্যের সাধনা করে যে। 'নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যসাধনা [স] *বি* সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। 'দারাশিকো সংস্কারবর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সত্যসুন্দর [স] *বিণ* সত্যরূপ সুন্দর। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সত্য-সৈনিক [স] *বি* উপযুক্ত সৈন্য। 'তাঁর রাজবন্দী সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সত্যহানি [স] *বি* প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ। 'আমরা আমাদের বড়ো আত্মার প্রতি বিমুখ হই, তাতে কেবলই আমাদের সত্যহানি হতে থাকে বলেই তার দ্বারা আমাদের বিকৃতি ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'কর্ত্তব্য যে ইহা/ পৌঁছিয়া দেওয়া বোধিমণ্ডপে/ নহিলে সত্যহানি।' *সত্যেন্দ্র* ১৯১৪।

সত্যাগ্রহ [স] *বি* ধর্মঘট। 'সেদিনকার সত্যাগ্রহ, হরতালের কথা মনে করো দেখি।' *নজরুল*, ১৯২২; 'এ সত্যাগ্রহ রক্ষা করাই উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সত্যাগ্রহী [স] *বি* সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী ব্যক্তি। 'স্পর্ধার দাবি নয়, সত্যাগ্রহীর দাবি।' *অবন*, ১৯২৫।

সত্যানুগত্য [স] *বি* সত্যের অনুসরণ। 'প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম এবং শেষ দাবি সত্যানুগত্য।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্যানুবর্তিতা [স] *বি* সত্যপরায়ণতা। 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও অবজারভেশনের ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্তিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

সত্যানুরাগ *বি* সত্যের প্রতি ভালোবাসা। 'সত্যানুরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এই সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সত্যানুরাগী [স] *বিণ* সত্যনিষ্ঠ। 'বিশ্বের ... সত্যানুরাগী রাজনীতি বিশারদ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সত্যানুসন্ধান [স] *বি* সত্যের সন্ধান। 'রুমালটা ফিরে দিলেই কাজে মন দিতে পারব, তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান করতে থাকব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'দর্শন দর্শনেরই জন্য, অর্থাৎ সত্যানুসন্ধান সত্যানুসন্ধানের জন্য।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সত্যানুসন্ধিৎসু [স] *বিণ* সত্য অনুসন্ধানে ইচ্ছুক। 'সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য হইতে সম্মত হইতে পারেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সত্যান্বেষণ [স] *বি* সত্যানুসন্ধান। 'নিউটন আজন্ম সত্যান্বেষণের পর বলিয়াছিলেন, আমি জ্ঞানসমুদ্রের কূলে কেবল নুড়ি কুড়াইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'মানবতন্ত্রী সত্যান্বেষণ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছে স্তব্ধ হতে পারে না।' *শিব*, ১৯৫৬।

সত্যান্বেষী [স] *বিণ* সত্যের অনুসন্ধানকারী। 'একজন সত্যান্বেষী বিদ্রোহীকে তাড়া করবার মতো শক্তি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যায়িত [স] *বিণ* যথাযথতা নিশ্চিত করা হয়েছে এমন। 'চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রামাণীকৃত হইবে।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সত্যালোক [স] *বি* সত্যের আলো। 'অকম্পিত সে শৌর্যের বুকে প্রবল সত্যালোক।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সত্যাশ্রয়িতা [স] *বি* সত্যনিষ্ঠা। 'গভীর সত্যাশ্রয়িতার জোরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্যাশ্রয়ী [স] *বিণ* সত্যনিষ্ঠ; সত্যপ্রিয়। 'হায় হায় সত্যাশ্রয়ী মানুষ কোথায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সত্যাসত্য [স] *বি* সত্য-মিথ্যা। 'তদ্দারা সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'উভয় পক্ষের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ পুরঃসর প্রামাণিক রূপে জয় পরাজয় নিরূপিত হইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সত্যাসী [স সত্য>] *বি* সন্ন্যাসী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সত্যি [স সত্য] ১ *বি* সত্যতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* প্রকৃত। 'রাঁড়ের বের ব্যবস্থা বেরুয়েছে বলে কি সত্যি সত্যি বে কত্তে হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *ক্রিবিণ* সত্যিকারভাবে। 'পথ ভুলেছিস সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখতে চাস?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সত্যিকার [স সত্য+কার] *বিণ* প্রকৃত। 'কেটেকুটে মসলা দিয়ে মাংস তৈরি করে আনলে একরকম ভুলে যাওয়া যায় যে একটা সত্যিকার জন্তু তেতে বসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'কাল সে এমন সত্যিকার কাতরতার সঙ্গে বললে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সত্যিকারভাবে *ক্রিবিণ* প্রকৃতপক্ষে। 'মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা যারা সত্যিকারভাবে মানিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

সত্যিকারের *বিণ* প্রকৃত; আসল। 'আমরা সমাজের তিন স্তরে তিন রকমের মদ খাচ্ছি – সত্যিকারের মদ, দুর্নীতির মানসিক মদ, আর কর্তব্যবুদ্ধি প্রশস্ত করবার মতো মদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'সত্যিকারের রাক্কুসিই হয়ে দাঁড়াব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যিকাল *বি* হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত চার যুগের প্রথমটি – সত্যযুগ। 'সত্যিকালে এক যে ছিল রাজা আর ...।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সত্যি সত্যি *ক্রিবিণ* প্রকৃত প্রস্তাবে; কার্যত। 'রাঁড়ের বের ব্যবস্থা বেরুয়েছে বলে কি সত্যি সত্যি বে কত্তে হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সত্যেঁ *বিণ* সত্য। 'সত্যেঁ আইহনমাত্র কহিলোঁ তোহ্মাতে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সত্যেঁ সত্যেঁ *ক্রিবিণ* সত্য সত্য। 'সত্যেঁ সত্যেঁ কহিবোঁ মো তোহ্মার বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সত্যোপলব্ধি *বি* সত্য অনুধাবন। 'নিজের ব্যথাকে ... সত্যোপলব্ধির উপায় ভাবা যেতে পারে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সত্যো গুণ [স সত্ত্ব গুণ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ। 'সত্যো গুণে বিষ্ণো পালন করেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সত্যোর [পা সত্তরি] *বিণ* সত্তর; ৭০। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সত্র [স] ১ *বি* যজ্ঞ। 'মূর্চ্ছি পড়ে সর্প শত সত্রশিখা তর্পিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'গাঁথিবে কি মালা মারণ-সত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ২ *বি* আশ্রম। 'অনেক সত্র আছে, জায়গা মিলবে।' *তারা*, ১৯৪২।

সত্রশিখা [স] *বি* যজ্ঞশিখা। 'মূর্চ্ছি পড়ে সর্প শত সত্রশিখা তর্পিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সত্রস [স সদৃশ] *বিণ* সমান। 'তোমার সত্রস সেই সুন গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্রাসে [স] *ক্রিবিণ* ভয়ার্ত হয়ে। '(সত্রাসে) সে সত্তি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক যমদূত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সত্রু [স শত্রু] *বি* দুশমন। 'এখনে ত কন্যা হৈল তোমার সত্রু নএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্রুক্ষয় [স শত্রুক্ষয়] *বি* প্রতিপক্ষ নাশ। 'তার সত্রুক্ষয় জাউক জে সুন জে ভনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্রু [স শত্রু] *বি* শত্রু। 'ইশ্বরপরায়ন সত্রু ক্ষয়কারী শ্বরনাপন্ন রক্ষিতা মহাশয়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সদএ [স সদয়] ১ *বিণ* কৃপাযুক্ত। 'বর মাগ বইলাঙ হইয়া সদএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সুপ্রসন্ন। 'মায়ের বচনে ভিম হইল সদএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সদংশে [স] *বি* চেতনাশক্তির ইতিবাচক রূপ। 'আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সদকা [আ সদকাহ] *বি* সাহায্য দান। 'কেমতে করিবা রোজা সদকা নামাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সদগতি দ্র সদ্‌গতি, সদ্গতি

সদগুণ [স সদ্‌গুণ] *বি* ভালো বৈশিষ্ট্য। 'জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর নন্দ-বসুদেবস্বরূপ সদগুণসাগর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সদগুণসাগর *বি* উত্তম গুণের আধার। 'জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর নন্দ-বসুদেবস্বরূপ সদগুণসাগর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সদত [স সতত] *ক্রিবিণ* অনবরত; সর্বদা। 'জাইতে না দেখে পথ সদত ক্রন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সদন [স] ১ *বি* আলয়; গৃহ। 'দুত হইয়া আসিআছি তোমার সদনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* নৈকট্য। 'ব্রজ আমার সদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* সমীপ; নিকট। 'যুদ্ধ করি দেয় আজ্ঞী জমের সদন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* আশ্রয়স্থল। 'মহিলা সদনে আশ্রিতা মহিলাদের ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

সদনুকম্পা [স] *বি* সহানুভূতি। 'মহাশয়ের সদনুকম্পাতে হিন্দু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সদনুরাগ [স] *বি* শুভ প্রবৃত্তি। 'স্বদেশের সদনুষ্ঠানে আপনার সদনুরাগ –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সদনুষ্ঠান [স] ১ *বি* ধর্মকর্ম। 'সকল সদনুষ্ঠান দ্বারা সাধু বলিয়া গণনীয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বি* ভালো কাজ। 'স্বদেশের সদনুষ্ঠানে আপনার সদনুরাগ –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সদবস্থা [স] *বি* উন্নতি। 'কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সদভাবে [স সদ্ভাব>] *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'আলো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

সদভিধা [স] *বি* প্রকৃত সংজ্ঞা বা নাম। 'ক্ষমা, অহিংসা, মনীষা, বিবেকী দ্বিধা, অত্যাচারের সঙ্গে অসহযোগ, অসম্পৃক্ত ইষ্টের সদভিধা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

সদভিপ্রায় [স] *বি* সদিচ্ছা। 'সদভিপ্রায়ে প্রয়োজনবশতঃ তাহার আরও বৃদ্ধি করিতে পারেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সদভ্যাস [স] *বি* ভালো অভ্যাস। 'কল্পনাকে সদভ্যাসের দ্বারা তীক্ষ্ণ রাখতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সদমা [আ সদমাহ্] *বি* আঘাত। 'আমার জানে বড় সদমা লেগেছে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সদম্ভ [স] *বিণ* অহঙ্কৃত। 'শুনি মিশ্র তর্জে সদম্ভ বচনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সদয় [স] ১ *বিণ* দয়াপরবশ। 'সরূপ কহওঁ যবেঁ হওসি সদয়।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সুপ্রসন্ন। 'বড় স্নেহ করি বলে সদয় বচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* মমত্বপূর্ণ। 'মাতৃভাষার প্রতি তো তোমার সদয় আচরণ দেখা যাইতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সদয়হৃদয় [স] *বিণ* সহৃদয়। 'সদয়হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সদয়হৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* দয়ালু; দয়াপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী। 'খুল্লনারে ভগবতী সদয়হৃদয়া কর গো করুণাময়ী শিবরামের দয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* দয়ালু। 'সদয়া হইয়ে নিজ কিঙ্করের প্রতি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সদর [আ] ১ *বিণ* প্রধান। 'সেখানকার তাতিলোক সদর কোটীতে সরবরাহ করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* প্রধান শহর। 'নিবেদনমিতি সন ১১৮০ সাল সদর সন ১১৮১ মপস্বল তেরিখ ১৩ কার্ত্তিক।' *মেয়ার্স*, ১৭৭৪। ৩ *বি* অন্তঃপুরের বাইরে যে ঘর বা বাড়ি। 'তিনি থাকেন সদরে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৪ *বি* সম্মুখ। 'সদরে সাজ করেছো ভালো পাছবাড়িতে নাই বেড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

সদর আমিন, সদর আমীন [আ] *বি* নিম্ন আদালতের বিচারক। 'ফৌজদারী মোতালকের নাজীর কিম্বা সদর আমিন।' *রামমোহন*, ১৮২৯; 'বাবু হরচন্দ্র ঘোষ জঙ্গল মহলের সদর আমীন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সদর আমিনী [আ সদর+আমীন>] *বি* নিম্ন আদালতের বিচারকের পদ। 'প্রধান সদর আমিনী।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সদরআলা [আ সদর+হি ওয়ালা] *বি* সাবজজ। 'পেটে সোয়ালচুরির সদরআলা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

সদর-আলো *বি* সাবজজ। 'বাপ মা চায় পড়ে শুনে হবে সে সদর-আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সদরখাজনা [আ সদর+আ খাজানাহ্] *বি* সরকারি রাজস্ব। 'ঘর হইতে সদরখাজনা দিতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সদর দফতর [আ সদর+ফা দফতর] *বি* প্রধান কার্যালয়। 'নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যের সদর দফতর হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সদর দরজা [আ সদর+ফা দরজাহ্] *বি* প্রধান দরজা। 'মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সদর দেওয়ানী [আ সদর+ফা দীওয়ানী] *বি* সদর দেওয়ানের পদ বা কাজ। 'সদর দেওয়ানীর জজ মেং হেরিংটন সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সদর-নায়েব [আ সদর+আ নাএব] *বি* জেলা শহরের তহশিল অফিসের প্রধান কর্মচারী। 'এখনি সদর-নায়েব আমলাবর্গ এবং প্রজারা উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সদরমেট [আ সদর+ই মেট] *বি* ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সব দিক দেখাশোনার দায়িত্ব যার। 'এক দিন হউসের সদরমেট কর্ম্মে জবাব দিলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সদরে সাদর [আ সদর>] *বিণ* সকলেই মূল্য দেয় এমন। 'ইহারা বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি আর২ নানা উত্তম কর্ম্মেও ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা নানাপ্রকারে সদরে সাদর অর্থাৎ প্রচার আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সদরি [আ সদর] *বি* কারুকার্যখচিত ছোটো জামা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গায়ে ঘন বোতামের ইহুদীদের ন্যায় রঙ্গিন সদরি।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সদর্থ [স] ১ *বিণ* হাঁ-বাচক। 'সুহৃদগণের হিতবাক্য সদর্থ বোধ না করিয়া নিরর্থ জানিত।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সহজবোধ্য অর্থ। 'প্রকাশকেরা টীকায় দুরূহ শব্দ সকলের সদর্থ লিখিয়া সে প্রতিবন্ধকের অপনয়ন করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* সঠিক অর্থ। 'আভাসে আঁচ করে নিয়েছে সদর্থটা।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সদর্থক [স] *বিণ* ইতিবাচক। 'এমনতরো আত্মপ্রকাশের চেষ্টাকে বলি নঞর্থক, সদর্থক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সদর্প [স] *বিণ* অহঙ্কৃত। 'যাঁহারা বিচার স্থলে উচ্চৈঃস্বরে আস্ফালন ও সদর্প বাক্য বিস্তার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সদর্পে *ক্রিবিণ* দর্পের সঙ্গে। 'সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সদলঙ্কার [স] *ক্রিবিণ* সুন্দর উপমাদি সহযোগে। 'সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার ... সমক্ষে বিবৃত করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সদলবলে [স] *ক্রিবিণ* দলের লোকজন সমেত। 'বর সদলবলে কন্যাকর্তার কুটিরে আসিয়া পৌঁছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সদসৎ [স] *বিণ* সৎ ও অসৎ। 'সদসৎ কর্ম্মের এবং ফলাফলের বিশেষ বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিল।' *দর্পণ*, ১৮২৮; 'সদসতে সমান প্রবৃত্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সদস্য [স] *বি* সভাসদ। 'সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান।' *ভারত*, ১৭৬০।

সদস্যপদ [স] *বি* সভ্যপদ; সদস্যতা। 'শিখদিগকে যতগুলি সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

সদস্য-সংখ্যা [স] *বি* কোনো সংগঠনের সদস্যদের সংখ্যা। 'মোছলেম-লীগের সদস্য-সংখ্যা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

সদস্যা [স] *বি স্ত্রী* সদস্য; সভ্য। 'সদস্যা – ১। চৌধুরীবাড়ীর মিসেস এস এম শামসুল আলম ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সদা[1] [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সদা কঁহি কৃষ্ণ-হরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সদাই [স সদা>] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। তোমার তলায় সদাই থাকে দামোদর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদাএ [স সদা>] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'পুণ্য কর্ম করিল সদাএ অবিশ্রাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

সদাকাল [স সদা+স কাল] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সংকীর্তনে আমোদ প্রমোদ সদাকাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সদাগতি [স] *বিণ* সবসময়ে গতিশীল। 'কত দূরে যমপুরী ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সদাঘূর্ণমান [স] *বিণ* সর্বদা আবর্তিত হচ্ছে এমন। 'হেথা হতে চলে ফিরে দয়ামায়াহীন/ ওই সদাঘূর্ণমান কর্মচক্র ছাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সদাচঞ্চল [স] ১ *বিণ* কখনো স্থির নয়। 'সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।' *রবীন্দ্র* ১৯০৯। ২ *বিণ* সবসময়ে ভেসে বেড়ায় এমন। 'শ্লথগতি হলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুয়াশা সদাচঞ্চল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সদাচঞ্চল [স] *বিণ* সবসময়ে ভেসে বেড়ায় এমন। 'স্তুথগতি হলেও কুয়াশা সদাচঞ্চল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সদাজাগ্রত [স] *বিণ* সবসময়ে জাগরূক থাকে এমন। 'শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত, কর্মশীল, অনুসন্ধানতৎপর, আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; *বিণ* 'চোখে পড়ে মানুষের এই সদাজাগ্রত যত্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সদাব্যথিত [স] *বিণ* সবসময়ে ব্যথা অনুভব করে এমন। 'বাপের উপর এলার ছিল সদাব্যথিত স্নেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সদাব্রত [স] ১ *বিণ* সর্বদা পালনীয়। 'অবিরত যথ শত ধর্মবস্তু সদাব্রত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* সর্বদা ব্রত। 'মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সদায় [স সদা>] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বসুক সদায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সদাসতর্ক [স] *বিণ* সবসময়ে সাবধান থাকে এমন। 'মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল, ইহা ওস্তাদের লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'যার ভয়ে জাগে সদাসতর্ক মৃত্যু-দুয়ারে দ্বারী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সদাসন্ত্রস্ত [স] *বিণ* সবসময়ে ভীত। 'ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সদাসন্নিহিত [স] *বিণ* সবসময়ে কাছে থাকে এমন। 'তাঁর সদাসন্নিহিত ভৃত্য দুর্মুখের মাধ্যমে ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সদা-সমাসীন [স] *বিণ* সর্বদা উপবিষ্ট। 'হৃদয়ে যিনি সদা-সমাসীন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সদাসর্বদা, সদাসর্ব্বদা [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সদাসর্ব্বদা উপযুক্ত জে তাহার নিকট মকদ্দমা সপর্দ্দ করেণ।' *মেয়ার*, ১৭৮৮; 'তাহাদের পিছনে সদাসর্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন।' *শরৎ*, ১৯১৩।

সদাসর্ব্বতা [স সদাসর্বদা] *ক্রিবিণ* সদাসর্বদা; সবসময়ে। *ওর্সা*, ১৭৮২।

সদাহাস্য [স] *বিণ* সবসময়ে হাস্যরত। 'সদাহাস্য রঙিন পোশাকে নোগুচির মতো লাগে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সদাহিতকারী [স] *বিণ* সর্বদা কল্যাণকারী। 'সর্ব্বভূতে দয়া যার সদাহিতকারী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সদা[২] [ফা সওদা] *বি* পণ্য বেচাকেনা। 'মোর সনে সদা করি না পাবে কপট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদাগর [ফা সওদাগর] *বি* বণিক; বড়ো ব্যবসায়ী। 'হেনকালে সদাগর আসি বৈল তারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সদাগরসুত [ফা সওদাগর+স সুত] *বি* সওদাগরের পুত্র। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সদাগরি [ফা সওদাগর>] *বিণ* বাণিজ্যিক। 'সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সদাগরী [ফা সওদাগর>] ১ *বি* বাণিজ্য। 'চলিলেন্ত রসুল করিতে সদাগরী।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* ব্যবসায় সংক্রান্ত। 'সুবিমল কাজ করত একটা সদাগরী অফিসে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

সদাচরণ [স] ১ *বি* উত্তম আচরণবিধি। 'সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণবৈষম্য মিথ্যা। যাগ যজ্ঞ মিথ্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* সৎ আচরণসম্মত। 'বিভিন্ন দলের নেতা নির্বাচনী সদাচরণ ব্যবস্থায় যদি সম্মত হন।' *আজাদ*, ১৯৭০।

সদাচার [স] ১ *বি* শাস্ত্রবিহিত আচার। 'তাঁহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সদ্ব্যবহার। 'সদাচার বিনয় ভূষিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদাচারপূত [স] *বিণ* সৎ আচরণকারী। 'তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ... ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সদাচারভ্রষ্ট [স] *বিণ* সৎ আচরণ পরিত্যাগ করেছে এমন। 'তুমি কতকগুলো সদাচারভ্রষ্ট মাতালের সঙ্গে সহবাস কর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

সদাচারী [স] *বিণ* সদাচারসম্পন্ন। 'বসতি করয়ে তথি সদাচারী শুদ্ধমতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সদাচারোৎসুক [স] *বিণ* সৎ আচরণে আগ্রহান্বিত। 'সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণনিরপেক্ষ পরপ্রাণরক্ষক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সদাতন [স] *বিণ* সনাতন; চিরন্তন। 'সেন কন সদাতন সখা মোর প্রভু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সদাত্মা [স] *বি* পবিত্র আত্মা। 'মাতৃত্বের সদাত্মাকে চাচ্ছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সদানন্দ [স] *বিণ* সর্বদা আনন্দে থাকে এমন। 'বলবান সদানন্দ সচ্চরিত্র সদাচারী পণ্ডিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

সদানন্দময় [স] ১ *বি* পরমাত্মা। 'শূন্যরূপী সদানন্দময়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* সব সময় আনন্দে থাকে এমন। 'সদানন্দময় অন্তঃকরণ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সদান্তর [স] *বি* নিষ্কলুষ হৃদয়। 'ঐকান্তিক সদান্তরে যদ্যপি তোমাকে স্মরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সদান্তরিকতা [স] *বি* একান্ত আন্তরিকতা। 'ভাইবোনের ভালোবাসা, বন্ধুজনের সদান্তরিকতা, এসব কথা আর তুললুম না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সদাবরি *বি* ফুলবিশেষ। 'রঙ্গন তুলিল সদাবরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদায়[১] দ্র সদা[১]

সদায়[২] [ফা সওদা] *বি* পণ্যদ্রব্য কেনাকাটা। 'সদায়ে করিয়া সাধু ডিঙ্গায়ে ভরা তোলে।' *বিজয়*, ১৬৫০। দ্র সদা[২]

সদার [স] *বিণ* সস্ত্রীক। **সদারভৃত্য** [স] *বিণ* স্ত্রী ও চাকরবাকরসহ। 'তাঁহারা সদারভৃত্য হইয়া সমাগমন পূর্ব্বক ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সদালাপ [স] *বি* প্রীতিকর কথা। 'সদালাপ বিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য সুদ্ধ।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সদালাপবিশিষ্ট [স] *বিণ* মিষ্টভাষী। 'সদালাপবিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য সুদ্ধ।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সদালাপী [স] *বিণ* মিষ্টভাষী। 'কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সদালোচনা [স] *বি* গঠনমূলক আলোচনা। 'সহৃদয়তা, সদালোচনা, শিল্প কৃষি বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ বিধান প্রভৃতি উন্নতিকর বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী না হইয়া।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

সদাশয় [স] ১ *বিণ* উদার। 'অনেক সদাশয় ইংরাজ আছেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* মহানুভব। 'এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সদাশয়তা [স] *বি* মহানুভবতা। 'সদাশয়তা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপগুণে ... লোকের প্রীতিপাত্র ও ভক্তিভাজন হইয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সদাশয়া [স] *বিণ স্ত্রী* মহানুভব। 'এই সদাশয়া ললনার কৌশলেই আজ আমার মন কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সদাশিব [স] ১ *বি* হিন্দু দেবতা শিব। 'সদাশিব বন্দিলাম বৃষভ বাহন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* শান্ত প্রকৃতির। 'খুড় আমার সদাশিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সদিচ্ছা [স] *বি* শুভ কামনা। 'মহাশয়ের এরূপ সৎপ্রবৃত্তিতে ও সদিচ্ছায় আমরা তাঁহার প্রশংসাবাদপূর্ব্বক ... ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সদীয়াল [আ সদী>] *বি* প্রতি একশো সৈন্যের অধ্যক্ষ। 'দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল।' *ভারত*, ১৭৬০।

সদুগ্ধা [স] *বিণ* দুগ্ধবতী। 'সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ ধেনু।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সদুত্তর [স] *বি* যথাযথ জবাব। 'শিষ্টজন জিজ্ঞাসিলে পাই সদুত্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সদুদার [স] *বিণ* সৎ এবং উদার। 'সাধু শ্রীমতি বিবি আনা বাপ্তীযা সদুদার চরিতেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'রামনিধিদাষ দত্তজা সদুদার চরিতেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সদুদ্দেশ্য [স] *বি* ভালো উদ্দেশ্য। 'মিথ্যাচার, বিশেষত সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যাভান, যে, আমাদের দেশে অত্যন্ত নিন্দনীয় নহে, এ কথা স্বীকার করিতে আমরা লজ্জিত হইতে পারি, কিন্তু এ কথা সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'ভারতের অনুসরণ করতে বলেছিলেন কোন সদুদ্দেশ্যে।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সদুপজীবিকা [স] *বি* সৎ উপার্জন। 'ভদ্রলোকের সদুপজীবিকা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সদুপদেশ [স] *বি* মঙ্গলজনক উপদেশ। 'মৈত্রেয়ী সেই সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থা হইয়াছেন।' *গৌর*, ১৮২২।

সদুপদেষ্টা [স] *বিণ* সৎ পরামর্শক। 'সভ্যতা অভিমানী যুবকবৃন্দ এরূপ সদুপদেষ্টা।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

সদুপায় [স] ১ *বি* ন্যায় পথ। 'এ বড় দুঃখ মনুষ্যদেহ ধারণ সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* উত্তম উপায়। 'পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সদুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* সুযোগ। 'ভারতবর্ষে ঐ সকল বিদ্যার বৃদ্ধি ও সংস্কার হওনের অত্যন্ত সদুপায় হওয়াতে তিনি অবিশ্রান্তরূপে শক্তিসত্ত্বা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সদৃশ [স] ১ *বিণ* তুল্য। 'কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অনুকূল। 'সে ক্রমগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সদৃশকরণ [স] *বি* উপমা দেওয়া। 'অলংকার-শিল্পের মূলে হল সদৃশকরণের নানা কৌশল।' *অবন*, ১৯২৫।

সদৃশী [স] *বিণ* তুল্য। 'দাবানল সদৃশী সামালে লাউসেন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সদৃষ্ট [স] ১ *ক্রিবিণ* মুখোমুখি। 'সেই দুই রোহিণী শশী/ সমুখ সদৃষ্ট বসি/ হরিষ বিষাদে অনুবন্ধ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* বাস্তব। 'অদৃষ্টেতে থাকিলে সদৃষ্টে দেখা পাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সদোষ [স] *বিণ* দোষযুক্ত। 'এই মহোপকারক সমাচারপত্র সদোষ হইতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সদ্গতি, সদ্গাতি [স] ১ *বি* মৃত্যু। 'দুঃখ-শান্তি হয় সদ্গতি পাইয়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সুব্যবস্থা। 'তাঁহার সদ্গাতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* মুক্তি। 'জীবাত্মা ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সদ্গাতি লভিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৪ *বি* রক্ষা। 'একটি বস্তু সর্ষপের সদ্গতি করিতে গিয়া ভরা নৌকা ডুবাইলে বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৫ *বি* বিকাশ। 'আমার মনে আজ আর সন্দেহমাত্র নেই যে, কলুর বলদের মতো চোখে ঠুলি দিয়ে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে নিরন্তর ঘুরতে থাকা সঙ্গতের সাহিত্যের কিংবা ললিতকলার চরম সদ্গতি নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৬ *বি* মর্যাদা। 'জীবাত্মা ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সদ্গতি লভিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৭ *বি* সুফল। 'যে জাতি আহার করে, অথচ হজম করে না, সে জাতি কখনোই সদ্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না।' *ষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মা*, ১৯০০। ৮ *বি* যথার্থ ব্যবস্থা। 'নিয়ে আসে শোভনা তার চরম সদ্গতি। ছেঁড়ার ক্ষত আরোগ্য হয়, দাগীর লজ্জা ঢাকে, অদরকারী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৯ *বি* সচ্ছলতা। 'আর্থিক সদ্গতি লাভের জন্য কবিরা রাজাবাদশাহদের প্রশংসাগীত গাইতেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সদ্গন্ধ, সদ্গান্ধ [স] ১ *বিণ* সুগন্ধি। 'নানাবিধ সদ্গন্ধ মাথাঘসা সোন্ত মেথির তৈলাদি দিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* সুবাস; সুঘ্রাণ। 'কুসুমদল সদ্গান্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত করিতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সদ্গুণ [স] *বি* উত্তম বৈশিষ্ট্য। 'কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সদ্গুরু [স] *বি* প্রকৃত গুরু। 'এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুরু বোহেঁ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

সদ্গোপ, সদ্গোপ [স] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'সদ্গোপ ১৬১৭৮৪।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'জাতিতে সদ্গোপ, মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের কেরানি ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সদ্গ্রন্থ [স] *বি* সমৃদ্ধ গ্রন্থ। 'রাগ কেবল সদ্গ্রন্থের উপর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সদ্জাতি [স] *বি* বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়সমূহ। 'গ্রামের সদ্জাতির ভদ্রলোক বাবু মহাশয়েরা বেশ খানিকটা ভয়ার্ত হয়ে উঠেছেন।' *তারা*, ১৯৪৬।

সদ্জ্ঞান [স] *বি* পুণ্যজ্ঞান। 'নির্মল শরীর দোঁহা সাধু সদ্জ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সদ্দার [ফা সরদার] *বি* দলপতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ছেলে খেপাবার সদ্দার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সদ্দারি [ফা সরদার>] *বি* নেতৃত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সদ্দৃষ্টান্ত [স] *বি* ভালো উদাহরণ। 'তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সদ্বংশ [স] *বি* অভিজাত বংশ। 'ইনি সদ্বংশজাত সুশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সদ্বংশজা [স] *বিণ স্ত্রী* সৎ বংশজাত। 'তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা সচ্চরিত্রা কন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সদ্বংশজাত [স] *বিণ* সৎ বংশে জন্মেছে এমন। 'ইনি সদ্বংশজাত সুশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণ।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'অনেক সদ্বংশজাত কন্যা পুরোহিতদের সহিত বিবাহ করিতে ভালবাসে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

AMARBOI.COM

সদ্বংশজাতা [স] *বিণ স্ত্রী* সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'সদ্বংশজাতা মেয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সদ্বংশপ্রসূত [স] *বিণ* সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'যিনি জাতিশ্রেষ্ঠ, সদ্বংশপ্রসূত, বয়োবৃদ্ধ, ধার্মিক, তাঁহারই প্রতি রাজার ভক্তি জন্মে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সদ্বংশোদ্ভব [স] *বিণ* সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'তথাপি সদ্বংশোদ্ভব কারণ পূজনীয় বলি।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সদ্বক্তা [স] *বি* উত্তম বক্তা। 'পরে এক সদ্বক্তা, চতুর, বুদ্ধিমান, কার্যদক্ষ ব্রাহ্মণকে আনাইয়া ... মগধেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সদ্বক্তৃতা [স] *বি* ভালো বক্তৃতা। 'গতবর্ষে শ্রীযুক্ত মেডাক ও বীটন সাহেব ... সদ্বক্তৃতা করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সদ্বর্ত্ম [স] *বি* সৎপথ। 'তাঁহারা এতদ্রূপ সদ্বর্ত্মে নিয়তই চলিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সদ্বিচক্ষণ [স] *বি* যথার্থ বিদ্বান। 'ইহা সদ্বিচক্ষণ মাত্রেরই সুশ্রাব্য ও আদরণীয়।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

সদ্বিচার [স] *বি* যথার্থ বিচার; সুবিচার। 'দেখিলেক যে তাহার রাজ্য যদ্যপি সদ্বিচার ও সুগম বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সদ্বিচারক [স] *বিণ* খুবই সৎ বিচারকারী। 'জজসাহেব ... প্রজাপালক সদ্বিচারক লোকোপকারক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সদ্বিদ্যাশালী [স] *বিণ* সুশিক্ষিত। 'সদ্বিদ্যাশালী সচ্চরিত্র দেখিয়া বন্ধুত্ব করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সদ্ব্যবহার [স] *বি* উত্তম ব্যবহার; উৎকৃষ্ট প্রয়োগ। 'ইন্দ্রর কাজে লাগিবার অপেক্ষা তাহার সদ্ব্যবহার আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সদ্বিবেকী [স] *বিণ* সুবিবেচনা বোধসম্পন্ন। 'কোন প্রজাহিতৈষী সদ্বিবেকী ব্যক্তি।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

সদ্বিবেচক [স] *বিণ* সৎ বিবেচনাসম্পন্ন। 'হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তেইতো শিবের দৈন্য দশা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সদ্বিবেচনা [স] ১ *বি* উত্তম বিবেচনা। 'এ বড় দুঃখ মনুষ্যদেহ ধারণ সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* সুবিচার। 'বর্ত্তমান গবরণমেন্টের সদ্বিবেচনা।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সদ্বীপা [স] *বিণ স্ত্রী* দ্বীপসহ। 'নিজ প্রতাপে ও নীতিবিদ্যাপ্রভাবে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সদ্বুদ্ধি [স] *বি* শুভবুদ্ধি। 'এ বড় দুঃখ মনুষ্যদেহ ধারণ সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সদ্ব্যক্তি [স] *বি* সাধু ব্যক্তি। 'ইহাও সদ্ব্যক্তির সুযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্য কি উপলব্ধি হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সদ্ব্যবহার [স] ১ *বি* ভদ্র আচরণ। 'সদাচার সদ্ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* কার্যকর ব্যবহার। 'জগৎসিংহকে আমাদিগের সদ্ব্যবহার দ্বারা বাধ্য করিতে পারি, তবে সেও আমাদিগের মনোমত ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সদ্ব্যবহারী [স] *বি* সঠিক ব্যবহার করে এমন ব্যক্তি। 'বইয়ের সদ্ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সদ্ব্যয় [স] *বি* ভালো খাতে খরচ। 'তাহাতে সদ্ব্যয়ও অনেক হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সদ্ব্যাখ্যা [স] *বি* যথাযথ ব্যাখ্যা। 'সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার ... সমক্ষে বিবৃত করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সদ্ভাব [স] ১ *বি* বন্ধুভাব। 'সদ্ভাব ছাড়িব সর্বজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সম্প্রীতি। 'জমিদার প্রজাতে যে সদ্ভাব নাই।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

সদ্ম [স সদন] *বি* ঘর। 'গোময়ে লেপি সদ্ম অষ্টদল পদ্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদ্য, সদ্যঃ [স] ১ *বিণ* সাম্প্রতিক। 'প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগে সদ্য।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *ক্রিবিণ* এখনই। 'সদ্য তার হয় যেন সবংশ নিপাত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *ক্রিবিণ* সবেমাত্র; এই মুহূর্তে। 'সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সদ্যঃপাতি [স সদ্যঃপাতী] *বিণ* অতিশয় ক্ষণস্থায়ী। 'কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সদ্যঃপাতী [স] *বিণ* অতি ক্ষণস্থায়ী। 'সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সদ্যঃপ্রত্যাগতা [স] *বিণ স্ত্রী* সবেমাত্র ফিরে এসেছে এমন। 'বিলাত হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সদ্যঃপ্রসূত [স] *বিণ* সবেমাত্র প্রসব করেছে এমন। 'পাষাণ হৃদয়া মাতা সদ্যঃপ্রসূত সন্তানকে পরিত্যাগ করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সদ্যঃপ্রস্ফুটিত [স] *বিণ* সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে এমন। 'তার সদ্যঃপ্রস্ফুটিত আলোকসামান্য রূপের প্রথম সাক্ষাৎ পান।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সদ্যঘটিত [স] *বিণ* কেবল সংঘটিত হয়েছে এমন। 'যেন কোন সদ্যঘটিত দুর্ঘটনার স্মৃতি ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সদ্য-ছিন্ন [স] *বিণ* এখনই ছেঁড়া হয়েছে এমন। 'সদ্য-ছিন্ন চরণ-শৃঙ্খল!' *নজরুল*, ১৯২৪।

সদ্যজাত [স] *বিণ* মাত্র জন্ম নিয়েছে এমন। 'মিষ্টান্নে, পক্বান্নে সদ্যজাত নব শিশুর প্রাণ রক্ষা হয় না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সদ্যজাতা [স] *বিণ স্ত্রী* মাত্র জন্ম নিয়েছে এমন। 'আজো যেন শুনি ওরা টুটি টিপে মারছে শিশুকে সদ্যজাতা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সদ্যতৈরি [স সদ্য+আ তৈয়ারী] *বিণ* সবেমাত্র তৈরি হয়েছে এমন। 'সদ্যতৈরি মসজিদের পাশ দিয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সদ্যনির্মিত [স] *বিণ* সবেমাত্র প্রস্তুত করা হয়েছে এমন। 'সদ্যনির্মিত জলচৌকিখানা একাই দু'হাতে উঁচু করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪২।

সদ্য-পাড়া *বিণ* সবেমাত্র প্রসব করেছে এমন। 'মুরগির সদ্য-পাড়া দুইটা আণ্ডা ভাজিয়া দিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সদ্যপাতী [স] *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'ভারতবর্ষের সদ্যপাতী জীবিকা ... বৃষ্টের উপর নির্ভর করে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সদ্যপ্রকাশিত [স] *বিণ* সদ্য প্রকাশ পেয়েছে এমন। 'সদ্যপ্রকাশিত মাসিকপত্র *মোসলেম ভারত*-এর মুখপত্রে সম্পাদক মহাশয় ... বলেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সদ্যপ্রসূত [স] *বিণ* নবজাতক। 'সদ্যপ্রসূত বৎসের ধ্বনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সদ্যফলপ্রদ [স] *বিণ* সবেমাত্র ফল প্রদান করেছে এমন। 'যে সত্য সদ্যফলপ্রদ স্বপ্নাদ্য মাদুলীর মতো সস্তা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সদ্যফোটা *বিণ* সবেমাত্র প্রস্ফুটিত। 'সদ্যফোটা নিমফুলের পরাগ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সদ্যবর্তমান [স] *বি* সাম্প্রতিক কাল। 'এমন সময়ে সদ্যবর্তমানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাকার ডিঙিয়ে দৃষ্টি গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত [স] *বিণ* সদ্য মুক্তিলাভ করেছে এমন। 'পরাধীন জীবন হতে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত দেশবাসী অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক অনুন্নত।' *বেগম*, ১৯৫২।

সদ্যমৃত [স] *বিণ* সবেমাত্র মারা গেছে এমন। 'সদ্যমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায়-কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সদ্যরচিত [স] *বিণ* সবেমাত্র তৈরি করা হয়েছে এমন। 'সদ্যরচিত মৃৎপাত্র হাফরে রাখিয়া বাঁশের চোঙায় ফুৎকার ...।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

সদ্যলব্ধ [স] *বিণ* অল্পদিনের পরিচয়প্রাপ্ত। 'তোর সদ্যলব্ধ দিদি আর কাকীমার সম্বন্ধে রীতিমত কৌতূহল দেখা দিয়েছে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৩।

সদ্যশোক [স] *বি* সবেমাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে এমন শোক। 'কিছুদিন সদ্যশোকের দুঃসহ বেদনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সদ্যসদ্য [স] *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'আপনার বর্ণনা সদ্যসদ্যই খেটে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সদ্যসমাগত *বিণ* সম্প্রতি আরোপিত হয়েছে এমন। 'সদ্যসমাগত দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্রকন্যার ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

সদ্যসমাগতা [স] *বিণ স্ত্রী* সবেমাত্র এসেছে এমন। 'তাঁহার সদ্যসমাগতা বিধবা জ্ঞাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সদ্যস্নাত [স] *বিণ* একটু আগে স্নান করেছে এমন। 'মাথার উপর সদ্যস্নাত বরষার স্বচ্ছ নীলাম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সদ্যস্নাতা [স] *বিণ স্ত্রী* এইমাত্র স্নান করেছে এমন। 'সদ্যস্নাতা আলুলায়িতা-কেশা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সদ্যস্ফুট [স] *বিণ* নতুন প্রস্ফুটিত। 'সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সদ্যুক্তি [স] *বি* উত্তম পরামর্শ। 'সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা সদ্যুক্তিবিশিষ্ট স্ব২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সদ্যো [স সদ্যঃ, সমাসে সদ্যো-] *বিণ* টাটকা। 'সদ্যো রোহিত মৎস্য ও কাঁচা কলাইর ডাইল ও পুইশাক পাক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সদ্যোজাগ্রত [স] *বিণ* এইমাত্র নিদ্রা থেকে জাগরিত। 'সদ্যোজাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সদ্যোজাত [স] *বিণ* সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো সুন্দর, সরল, শুভ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সদ্যোজীবী [স] *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সদ্যোদ্ভূত [স] *বিণ* নতুন আবির্ভাব ঘটে এমন। 'একদিকে সদ্যোদ্ভূত ইসলাম ধর্ম ও অন্যদিকে গ্রীক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয় ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

সদ্যোবিবাহিত [স] *বিণ* সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে এমন। 'সদ্যোবিবাহিত রাজাবাহাদুরের রাত্রিযাপনের শোকাবহ দৃশ্যটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সদ্যোলুপ্ত [স] *বিণ* সম্প্রতি ধ্বংস হয়েছে এমন। 'সদ্যোলুপ্ত বিশ্বের সঙ্গে কালের সম্পূর্ণ অন্ত হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সদ্যোত্থিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নতুন প্রতিষ্ঠিত। 'সদ্যোত্থিতা নগরীর জাগরণ কোলাহলের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

সদ্রস [স সদৃশ] *বিণ* সমান। 'অমেধ্য সদ্রস বস্তু তাহা নাহি শুনি *মালাধর*, ১৫০০।

সধন [স] *বিণ* বিত্তবান। 'তাহারা সধন অধন সকলকেই দাদন গ্রহ করান।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

সধবা [স বিধবা>] *বি* যার স্বামী বর্তমান। 'সধবা বিধবা আদি য নারীগণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সধবাকালীন [স] *বিণ* বৈধব্যের পূর্বকালীন। 'সধবাকালীন অবস্থা তিনি নাকে নথ, কণ্ঠে চিক্কণপেটি বা চিক ... পরতেন।' *মহাশ্বেত* ১৯৫৬।

সধবাত্ব [স] *বি* সধবার অবস্থা। 'কোনোমতে টিকে থাকাটা যাদে জাতীয় আদর্শ তাদের যেমন সধবাত্ব তেমনি বৈধব্য।' *অন্নদ* ১৯২৮।

সধর্মী [স] *বি* একই ধর্মের অনুসারী। 'হাসিমুখে হাত নেড়ে পলাত সধর্মীরে ডেকে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সধর্মিণী [স] *বি* সহধর্মিণী; স্ত্রী। 'অধ্যাপক কুরীর সধর্মিণী মাদা কুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সধায় [স সহায়] *বি* সহায়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সধূম [স] *বিণ* ধোঁয়ামিশ্রিত। **সধূমনিশ্বাস** [স] *বি* ধোঁয়ামিশ্রিত শ্বাস 'স্টীমার ... সধূমনিশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সন[1] [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সাথে। 'কালি তার বিবাহ হইল আন সন *বাহরাম*, ১৬৫০।

সন[2] *বি* মদ্যবিক্রেতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সন[3] [আ] ১ *বি* অব্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তিন সন বুঝিয়া পাই ইরসালে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* বছর। 'সন মাস ভাত তু দেবো।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

সন বর সন *ক্রিবিণ* বছরের পর বছর ধরে। 'কিস্তীবন্দী মাফিক স বর সন মালগুজারি করিবে :' *ভেরলি*, ১৭৮৩।

সনয়াত *বিণ* সনের; বৎসরের। 'সনয়াত বাকী ও বকয়াবাকী তাগাদের জে থাকে ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সন সন [আ] *ক্রিবিণ* প্রতিবছর। 'পার্ব্বনি সন২ জাহা পাই জে কিছু পাই নাই।' *ভেরলি*, ১৭৯৭।

সন হাল [আ সন-হাল] *বি* চলতি বছর। 'সন হালের ১ মে তারি হইতে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সনখত [স সনক্ষত্র] *বিণ* নক্ষত্রসহ। 'নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সনগর [স] *বি* নগরসহ। 'সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সনজে [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। 'সনজে কালে শিস শোনো নাই।' তার ১৯৪৬।

সনতাপ [স সন্তাপ] *বি* সন্তাপ। 'কোন বিধি দিল সনতাপ।' *বিজ* ১৬৫০।

সনদ [আ] ১ *বি* প্রত্যয়নপত্র। 'সন্তুষ্ট করিয়া সনদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন *বঙ্কিম*, ১৮৯৭। ২ *বি* বার্তা। 'পাপ দুনিয়ায় আনল যে রে/ পু বেহেশতি সনদ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সনন্দ [আ সনদ] *বি* আদেশ; হুকুমনানা। 'মহারাজার এক সন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়া ত্বরায় আশিতেছী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সনন্দপত্র [আ সনদ+স পত্র] *বি* প্রমাণপত্র। 'সুন্দরবন মধ্যে যে সনন্দপত্রফলক পাওয়া গিয়াছিল ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সনমান [স সম্মান] *বি* সম্মান। 'ধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান।' *রামাই*, ১৭১০।

সনযোগ [স সংযোগ] *বি* সংযোগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সনসন [ধ্বন্যা] **১** *ক্রিবিণ* দ্রুত গতিতে। 'করিতেছে সগর্জ্জন, সনসন ছুটীছে কাঁকর।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* সন-সন শব্দযুক্ত। 'দুলিছে পবন সন সন বন-বীথিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সনাক্ত [ফা শিনাখৎ] **১** *বি* চিহ্নিতকরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* চিহ্নিত। 'হাজার-লক্ষ চাকরের সাধারণ শ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'ভালো করে সনাক্ত না করে বেকসুর লোককে জেলে পোরা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সনাটা [ই] *বি* এককভাবে পিয়ানো বা যৌথভাবে পিয়ানো ও বেহালার মাধ্যমে বাজানোর জন্য রচিত এবং চার পর্যায় বিশিষ্ট যন্ত্রসংগীত বিশেষ। 'টমাস মানের উপন্যাস ... বাখের সনাটা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

সনাত [আ সনদ>] *বি* ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে প্রচলিত তিন রকমের মুদ্রার এক রকম। 'তোমার স্থানে সনাত সিক্কা ১৭৫ এক সতও পচাত্তর তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'সনাত ৭৬৷ সাড়ে ছেয়াত্তর তঙ্কা।' *বোগল*, ১৭৮০।

সনাত টাকা *বি* ব্রিটিশ শাসনামলে প্রচলিত মুদ্রাবিশেষ। *দর্পণ*, ১৮২২।

সনাতন [স] **১** *বি* স্বয়ম্ভু। 'রজ বীজে জনম নহি সুন সনাতন।' *রামাই*, ১৭১০। **২** *বিণ* শাশ্বত। 'এক ব্রহ্ম সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'হে সনাতন পর্বতকুল! তোমরাও এর সাক্ষী।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

সনাতনত্ব [স] *বি* চিরন্তনতা। 'তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে।' *ক্ষিতি*, ১৯৩১।

সনাতনধর্ম, সনাতনধর্ম্ম [স] **১** *বি* প্রচলিত ধর্ম। 'এদেশের সনাতন ধর্ম্ম ... বেদ বিহিত উপাসনা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। **২** *বি* হিন্দুধর্ম। 'সনাতন ধর্ম বেদমূলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'যাঁরা সনাতনধর্মের দোহাই দেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সনাতনপন্থী [স সনাতন+পন্থী] *বিণ* প্রাচীনপন্থী। 'যদিও আমরা সনাতনপন্থী তবু আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দীর করতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'সমধর্মী সনাতনপন্থী মোল্লাদের সঙ্গে বুদ্ধির জেহাদে অবতীর্ণ হলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সনাতনপ্রথা [স] *বি* পুরাতন নিয়ম; চিরকাল চলে এসেছে এমন প্রথা। 'সনাতনপ্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সনাতনী [স] **১** *বিণ* প্রাচীন। 'সমঘোষে সনাতনী সন্তত সদয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'তুমি সনাতনী আমিই নূতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* পুরানো। 'অতএব উক্ত বিভাগের সনাতনী খাতা থেকে আমাদের নাম কেটে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সনাথ [স] *বিণ* সহায়বিশিষ্ট। 'আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সনাথা [স] *বিণ* স্ত্রী সহায়যুক্ত। 'সংপ্রতি অনাথা হইয়াছিস আমাকে পাইলে সনাথা হবি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সনান [স স্নান] *বি* স্নান। 'কামিনি করএ সনানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সনাভি [স] *বি* সহোদর। 'শত্রু মোদের হউক সনাভি, দস্যু অথবা দাস।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সনাল [স] *বিণ* ডোরযুক্ত। **সনাল পটুকা** *বি* ডোরযুক্ত কোমরবন্ধ। 'সনাল পটুকা তায় শোভে সৌদামিনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সনি [আ সুন্নি] *বি* সুন্নি। 'মুসলমান মতাবলম্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত হইয়াছে প্রথমতঃ সনি।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সনিধান [স সন্নিধান] *বি* নিকট। 'প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি বৃস সনিধানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সনিবার [স শনি+ফা বার] *বি* শনিবার। 'সনিবার দিনে ধর্ম্মপাদুকায় দিব জে গড়িএ।' *রামাই*, ১৭১০।

সনির্বন্ধ [স] *বিণ* সবিনয়। 'আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

সনৃত্য [স] *বিণ* নৃত্যযুক্ত। 'তার দুরন্ত ফেনিলমুখ রাজ-অশ্ব সনৃত্য গতিতে বহন করে নিয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সনে [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সাথে। 'আহ্মা সনে হেন তেজ্জু পরিহাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সনেট [ই] *বি* চতুর্দশপদী কবিতা। 'ইহুদি সভ্যতা লিরিক এবং অর্বাচীন যুগের ইতালীয় সভ্যতা সনেট।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সনেসে [স সন্দেশ] *বি* খবর। 'লৈবহ কৌন সনেসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সনেহ [স স্নেহ] *বি* প্রণয়। 'বড় অনুচিত কৈল প্রথম সনেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সনোড়িয়া [স সংসারী>] *বি* হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। 'যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্ত [স] *বি* সন্ন্যাসী। 'চার দেয়ালের চুন-সুরকি ভেদ ক'রে কতিপয় সন্ত আর মিহি সোনালি চুলের দেবদূত আসতেন।' *শামসুর*, ১৯৭০।

সন্তত [স] *ক্রিবিণ* সতত। 'সমঘোষে সনাতনী সন্তত সদয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সন্ততি[১] [স] **১** *বি* সন্তান। 'বিবাহ করিলাম না হইল সন্ততি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* বংশধারা। 'আমি যাব আত্মৌপম্য সমাহিত সন্ততিতে রেখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

সন্ততিসূত্র [স] *বি* সন্তানরূপ সূত্র। 'দেশের নানা জাতিকে এক সন্ততিসূত্রে বাঁধতে পারত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সন্ততি[২] [স সতত] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।' *শেখর*, ১৬০০।

সন্তপ্ত [স] **১** *বিণ* শোকার্ত। 'জয় জয় সন্তপ্ত জনের এক বন্ধু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উত্তপ্ত। 'এক দেবালয় নিকটে জ্বলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈল পূরিত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সন্তপ্তচিত্ত [স] *বি* শোকার্ত মন। 'নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া বনে গমন করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সন্তব *বিণ* সরলা। 'জীব দএ সন্তব জুবতী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সন্তরণ [স] *বি* সাঁতার। 'প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু গমন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সন্তরণকারী [স] *বি* সাঁতার দেয় যে। 'নদীজলে সন্তরণকারী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভূতি, ১৯৩১।

সন্তরণলীলা [স] *বি* জলকেলি; জলবিহার। 'উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সন্তরা *ক্রি* সাঁতার কাটা। 'কিশোর কিশলয়ের আশা তারি সে সুরে সন্তরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সন্তরী [ই] *বি* পাহারাদার। 'সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাঙ্ক্ষি লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিরাশ করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সন্তর্পণ [স] **১** *বি* যত্ন। 'কত দিন কর ইঁহার ভাল সন্তর্পণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সন্তুষ্টকরণ। 'নিতি নিতি জৈজ্ঞ হোম দেব সন্তর্পণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* খুব সাবধান। 'একটা ফল অতিসন্তর্পণে আপনার নিকটে রাখিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সন্তর্পণে **১** *ক্রিবিণ* অতি সাবধানে। 'যেন অতি সংগোপনে যেন অতি সন্তর্পণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রিবিণ* অতি যত্নে। 'একখানি লাল বেনারসি শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সন্তর্পন [স সন্তর্পণ] *বি* সন্তুষ্টকরণ; তুষ্টিপ্রদ। 'মিস্ট অর্ন্নপান সভায় সন্তর্পণ করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সন্তা [স সন্তপ্ত] *ক্রি* উত্তপ্ত করা। 'তার হার ঘনসার সার রে সেওলব সন্তাওত মোহী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সন্তাড়ন [স] *বি* তাড়না; যন্ত্রণা; জ্বালা। 'সতিনীর সন্তাড়নে সন্ধ্যা গেল বন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সন্তাড়া [স সন্তাড়ন>] *বিণ* বিশেষভাবে আলোড়িত করা। 'পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সন্তাড়িত *বিণ* বিশেষভাবে আলোড়িত। 'মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্বদা সন্তাড়িত করিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সন্তান [স] **১** *বি* ছেলেমেয়ে। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* পুত্র। 'শিরোদেশে বসে এক ব্রাহ্মণ সন্তান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বি* সৃষ্ট বস্তু। 'প্রতিযোগিতা যে অহমিকার সন্তান সে তো একরকম জানা কথা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সন্তানগৌরব [স] *বি* সন্তানের জন্য গর্ব অনুভব। 'মায়ের মুখ সন্তানগৌরবে রক্তিমাভা লাভ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সন্তানতুল্য [স] *বিণ* সন্তানের মতো। 'পূজ্য পিতাকে বন্দীকরণ, পিতৃতুল্য দারাশুকোকে ও সন্তানতুল্য মুরাদবক্সকে হত্যার উল্লেখে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সন্তানধারণক্ষম [স] *বিণ* সন্তান জন্মদানে সক্ষম। 'সন্তানধারণক্ষম নারী আমি পুষেছি সর্বদা।' *শক্তি*, ১৯৭০।

সন্তানবতী [স] *বিণ* সন্তান আছে এমন। 'নিঃসন্তানকে সন্তানবতী করা।' *এসলাম*, ১৯১৯।

সন্তানবৎসল [স] *বিণ* সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ। 'হরগোবিন্দও সন্তানবৎসল কম নন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

সন্তানবাৎসল্য [স] *বি* সন্তানের প্রতি স্নেহ। 'পাখির সন্তানবাৎসল্য প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সন্তানরত্ন [স] *বি* সন্তানরূপ রত্ন। 'আপনার যে সন্তানরত্ন আছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সন্তানলিপ্সা [স] *বি* সন্তান জন্মদানের আকাঙ্ক্ষা। 'তাহারও অন্তরে সন্তানলিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সন্তান-সন্ততি [স] *বি* পুত্রকন্যা; ছেলেমেয়ে। 'সন্তান-সন্ততিদিগের জন্য বলকারক আহারীয় প্রাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সন্তানসমাজ [স] *বি* সন্তানতুল্য সমাজ। 'মাতৃভাষা সন্তানসমাজে আপন অধিকার প্রার্থনা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সন্তান-সম্প্রদায় [স] *বি* শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গোষ্ঠী। 'সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে, সন্তান শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'সন্তান-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাপ্তান টমাসের যুদ্ধ হইল।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সন্তানসম্ভাবনা [স] **১** *বি* সন্তান প্রসবের সময়। 'দাক্ষায়ণীর পঞ্চম সন্তানসম্ভাবনা অতি নিকটবর্তী হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* গর্ভধারণের সম্ভাবনা। 'কিরণের সন্তানসম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সন্তানসম্ভাবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অচিরেই সন্তানের জন্ম হবে এমন অবস্থাসম্পন্ন। 'রানি সন্তানসম্ভাবিতা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সন্তানসুলভ [স] *বিণ* সন্তানের মতো। 'সন্তানসুলভ শ্রদ্ধাভক্তিবে ছাত্ররা মাথা নত করে দিয়েছিলো।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সন্তানহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* নিঃসন্তান। 'সন্তানহীনা রমণীর মনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সন্তানার্থ [স] *ক্রিবিণ* সন্তানের আশায়। 'সন্তানার্থ অন্য পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সন্তানোৎপাদন [স] *বি* সন্তান জন্মদান। 'বেদব্যাসবিচিত্রবীর্য্য রাজার ক্ষেত্রে তিন সন্তানোৎপাদন করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সন্তাপ [স] **১** *বি* উত্তাপ। 'খররবি কিরণ সন্তাপে রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **২** *বি* ক্রোধ। 'যতেক যতেক তার আছিল মনের সন্তাপ সুঝায়িল নিকুঞ্জতলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* যন্ত্রণা 'খণ্ডুক মোর বিরহ সন্তাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বিরহ সন্তাপে গ্রীষা আছে কোপমনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *বি* অন্তর্দাহ। 'তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* দুঃখ। 'কত না সংকট, কত না সন্তাপ মানবশিশুর তরে, কত না বিবাদ কত না বিলাপ মানবশিশুর ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৬** *বি* অনুতাপ। 'এ সন্তাপ। .. দেবতা বুঝিতে পারে এ পাপ আমার, আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার, সে অন্তিম অভিমান?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৭** *বি* শোক। 'দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর পর ... এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৮** *বি* অভিমান। 'চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর, তাপ কিছু আছে তাহে, সন্তাপ তাই মোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সন্তাপন [স] *বি* অনুতাপ। 'শতকোটি সোনা রেখে সন্তাপন হল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। *বি* অন্তর্দাহ। 'বিরহিজন সন্তাপনে কাহারও সংকোচ নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সন্তাপনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখ নাশ করে এমন। 'সন্তাপনাশিনী নিদ্রা যোগে সকল প্রকার ভাবনা হইতে মুক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সন্তাপভঞ্জন [স] *বি* যন্ত্রণা অবসান করে যে। 'তুমি এই নিখিলের সন্তাপভঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সন্তাপহারী [স] *বিণ* শোক-জ্বালা হরণকারী। 'সন্তাপহারী শরতের সন্ধ্যাকাশ-ভালে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

সন্তাপিত [স] *বিণ* পরিতাপযুক্ত। 'সন্তাপিত মর্মতল হতে।' *সত্যেন্দ্র*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯১০।

সন্তাপী [স] *বিণ* সন্তাপযুক্ত। 'সন্তাপীর তাপ দূর মন প্রাণ হরে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

সন্তার [স সন্তরণ>] *বি* সাঁতার। 'বাণ্ডকুরু সন্তারে জাণী।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

সন্তারিত [স সন্তারণ>] *বিণ* ভাসমান। 'সমুদ্রপোত সন্তারিত করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সন্তাল [স সামন্তপাল] *বি* সাঁওতাল সম্প্রদায়। 'তিন মাসের মধ্যেই সন্তালাবলী পাহাড়তলী সকল অধিকার করিয়া লইবে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

সন্তালীয় [স সামন্তপাল>] *বিণ* সাঁওতাল সংশ্লিষ্ট। 'সন্তালীয় সমাচার লিখিতে২ লেখনীর মুখ ক্ষয় হইয়া গেল।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

সন্তুষ্ট [স] ১ *বিণ* খুশি। 'বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'আহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'মানুষ এই জগতের জন্মলাভ করে কেবল বাইরের জিনিষেই সন্তুষ্ট থাকেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সন্তুষ্টচিত্তে [স] *ক্রিবিণ* খুশিমনে। 'শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সুখে কালযাপন করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'স্বামি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভ্যর্থনাদি করিল।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সন্তুষ্ট হওয়া *ক্রি* খুশি হওয়া। 'বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সন্তুষ্ট-হৃদয় [স] *বি* খুশিমন। 'উপজীব্য অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট-হৃদয়ে কালযাপন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সন্তুষ্টা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* তুষ্ট। 'সন্তুষ্টা হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ স্ত্রী* খুশি। 'সম্প্রতি তোমার সাহসে সন্তুষ্টা হইলাম।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

সন্তুষ্টি [স] *বি* সন্তোষ। 'সাহেব লোকেরদের সন্তুষ্টি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সন্তোষ [স] ১ *বি* খুশি। 'অল্পে সন্তোষ সিব মায়াত পাতিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আনন্দ। 'কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* সন্তুষ্ট। 'গোসাঞি তারে হয়েছে সন্তোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হইল সন্তোষ আবু তালিবের মন।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* সন্তুষ্টি। 'মহাশয়েরা অবশ্যই সন্তোষ পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সন্তুসিত [স সন্তোষিত] *বিণ* আনন্দিত। 'মুনি সন্তুসিত বড় বিদগদরাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সন্তোষক [স] *বিণ* সন্তোষজনক। 'প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞাত হইয়াছেন সে অতিসন্তোষক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সন্তোষকর [স] *বিণ* সন্তোষজনক। 'উক্ত রূপান্তর প্রকাশানন্তর পাঠকবর্গের নিশ্চয় সন্তোষকর হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সন্তোষগুণ [স] *বি* পরিতৃপ্ত হওয়ার গুণ। 'সন্তোষগুণটি মানুষের একটি মহৎ গুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সন্তোষজনক [স] ১ *বিণ* সন্তুষ্ট। 'এতন্নিয়ম যুক্তি সিদ্ধ অপিচ সর্ব্বত্র মন্যত হইয়া প্রচলিত হইলে রচনকর্ত্তার সন্তোষদায়ক হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* তৃপ্তিদায়ক। 'আপন মনিবের নিকট প্রতিপন্ন হওনের মানসে এরূপ সন্তোষজনক বাক্য লিখিয়া থাকিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *বি* তৃপ্তিজনক। 'তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩। ৪ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

সন্তোষজনকভাবে [স] *ক্রিবিণ* আশানুরূপভাবে। 'সংখ্যা সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

সন্তোষণ [স] *বি* সন্তুষ্টকরণ। 'যার এত লোকের সন্তোষণ করতে হয়, সে কি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও বিশ্রাম করতে পারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সন্তোষবান [স] *বিণ* অল্পে তুষ্ট এমন। 'সুশীলা সাধ্বী স্ত্রীর সন্তোষবান শান্তস্বভাব স্বামীর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সন্তোষবিধান [স] *বি* সন্তুষ্টি সাধন। 'দু'চার কথা ব'লে আমাদের ঝি ঠাকরুনের সন্তোষবিধান করেন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সন্তোষযুক্ত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'আমরা শ্রুত হইয়া পরমসন্তোষযুক্ত হইলাম।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

সন্তোষসাধন [স] *বি* সন্তুষ্টিবিধান। 'জমিদারগণের সন্তোষসাধন ও তাহাদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ...।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সন্তোষা [স সন্তোষ>] *ক্রি* সন্তুষ্ট করা; খুশি করা। 'তারে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বাপেত্তু অধিক মোর মন সন্তোষিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

সন্তোষান্বিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'বিষ্ণুপরায়ন ব্যক্তিরা পরম সন্তোষান্বিত হইয়া পাঠ করিবেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

সন্তোষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* তৃপ্তিদানকারিণী। 'আয় গো অমলা, সন্তোষিণী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

সন্তোষিত [স] *বিণ* সন্তুষ্ট। 'ভক্তসব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সন্তোষী [স] *বিণ* সন্তুষ্ট। 'হে অন্তঃকরণ! – তুমি সেই রত্নোরু সম্ভোগে সদা সন্তোষী রহিয়াছ ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সন্তোষে *ক্রিবিণ* সন্তুষ্ট চিত্তে। 'যাবে দিন জননীর পরম সন্তোষে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সন্তোষ্ট [স সন্তুষ্ট] *বিণ* সন্তুষ্ট; আনন্দিত। 'পুষ্প দেখি সন্তোষ্ট হইলা মহেশ্বর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সন্তোস [স সন্তোষ] *বি* খুশি। 'দৃঢ় আলিঙ্গনে কারে সন্তোস করিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সন্ত্রস্ত [স] ১ *বিণ* অতিশয় ভীত। 'সেই সন্ত্রস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলজ্জ লুণ্ঠন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* আতঙ্কিত। 'এই সন্ত্রস্ত তরুণ প্রণীগুলির মধ্যে উক্ত স্বজাতিখাদক যখন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সন্ত্রস্ততা [স] *বি* ভীরুতা। 'এত সন্ত্রস্ততা, এত অন্যায়সহিষ্ণুতা ... দৈবাৎ পাছে পরপুরুষের ছোঁয়া লাগে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সন্ত্রাস [স] *বি* অতিশয় শঙ্কা বা ভীতি। 'সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপের শোচনীয় ব্যর্থতা।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সন্ত্রাসবাদী [স] *বি* রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যাকাণ্ডে সমর্থনকারী। 'ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপের শোচনীয় ব্যর্থতা।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সন্ত্রাসিত [স] *বিণ* শঙ্কিত। 'সমস্ত পাঠশালা সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দ [স সন্দেহ] ১ *বি* সন্দেহ। 'নিদ্রাতে ভাঙিয়া গেলা মনে সন্দে লাগে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* সংশয়। 'বিশ্ব পরাজয় মোর তার সন্দ নাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সন্দ করা *ক্রি* সন্দেহ করা। 'প্রতিজ্ঞা থাকে না পাছে সেইটে ভারি সন্দ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সন্দজাল *বি* মায়াজাল। 'কেন জড়িয়ে রাখো সন্দজাল, রূপের আলো।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

সন্দর [স সুন্দর] *বিণ* সুন্দর। 'তার সন্দর অধর কি অলৌকিক ভঙ্গিমা ধারণ করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সন্দর্ভ [স] *বি* রচনা; প্রবন্ধ। 'তাহার সন্দর্ভ পুনঃপ্রকাশিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সন্দর্শন [স] *বি* ভালোভাবে দর্শন। 'বালকমুখ সন্দর্শন করিয়া ... প্রতিপালন করুন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'স্বামি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভ্যর্থনাদি করিল।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সন্দর্শনার্থ [স] *ক্রিবিণ* দেখার জন্য। 'দেব সন্দর্শনার্থ সে স্থানে আসিয়া তদ্দিবসে তথাতেই থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সন্দল [আ] *বি* চন্দন গাছ। 'ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সন্দাকাল [স সন্ধ্যাকাল] *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'সন্দাকালে ঘুনিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৮০।

সন্দিগ্ধ [স] ১ *বিণ* সন্দেহজনক। 'যেসকল কথা সন্দিগ্ধ ও ব্যতিক্রম ও নিষ্প্রয়োজন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বিণ* সন্দিহান। 'পুরুষ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইলে তন্নিবারণার্থ পণ্ডিতদিগ্যে জিজ্ঞাসা করিবেক।' *জবানী*, ১৮২৩। ৩ *বি* ভীত। 'এজন্য ভদ্র লোক ঐ স্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ৪ *বিণ* সন্দেহপরায়ণ। 'বোধ করি সন্দিগ্ধ স্বভাব তাঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ *বিণ* সন্দেহভাজন। 'সন্দিগ্ধ লোকেরা কহিত, যাঁহার যশ-লালসা এত প্রবল, তিনি কোন প্রাণে নিজে কবিতা লিখিয়া ছদ্মনামে প্রকাশ করিলেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'গদ্যকাব্য নিয়ে সন্দিগ্ধ পাঠকের মনে তর্ক চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সন্দিগ্ধচিত্ত [স] *বি* সন্দেহযুক্ত মন। 'যে সকল মহাশয়েরা বৈদিক ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

সন্দিগ্ধতা [স] *বি* সন্দেহ প্রবণতা। 'গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সন্দিগ্ধমনা [স] *বিণ* মনে সন্দেহ আছে এমন। 'সন্দিগ্ধমনা আরো দশজন বিদ্রূপ করে হেসেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সন্দিহান [স] *বিণ* সংশয়িত। 'যাহা হউক, সৈনিক পুরুষ, করগুকের অসম্ভবভারদর্শনে সন্দিহান হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সন্দী [স সন্ধি] *বি* সন্ধি। 'নেতা কহিয়া দিল কাযের কর সন্দী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সন্দীপনী [স] *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'সন্দীপনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সন্দীপিত [স] *বিণ* প্রজ্জ্বলিত। 'এই সঞ্জীবিত সন্দীপিত প্রকৃতির ঐশ্বর্যের ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সন্দীপী *বি* মুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ। '... সন্দীপী ও চাটগামী নামে পরিচিত।' *এসলাম*, ১৯১৮।

সন্দুক [আ] *বি* লোহার তৈরি বাক্সবিশেষ; সিন্দুক। 'সন্দুক ভরছ, পোলাও কোর্মা খাইয়া পেটটা আর নাই ভরলা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সন্দে[1] [স সন্দেহ] *বি* সন্দেহ। 'না করিহ সন্দে পরমানন্দে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সন্দে[2] *বি* সন্ধ্যা। 'কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্দে বেলা?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সন্দেশ [স] ১ *বি* উপহার। 'আত্মর সন্দেশ লঞা বাহুর কহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* সংবাদ। 'শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্দেশওয়ালা [স সন্দেহ+হি ওয়ালা] *বি* সংবাদবাহক। 'ও সন্দেশওয়ালার নাম আমি চোখ বুঁজেই বলে দিতে পারি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সন্দেশবহ [স] *বি* দূত। 'কহ, রে সন্দেশবহ, কহ, শুনি আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সন্দেষ [স সন্দেশ] *বি* সন্দেশ। 'চিনী এক সের মণ্ডা সন্দেষ এক সের পাঠাই লইতে আজ্ঞা হইবেক।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৪।

সন্দেস [স সন্দেশ] *বি* ছানাজাত মিষ্টিবিশেষ। 'সে সবে অমিল নীধি দএ সন্দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সকলে সন্দেস পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সন্দেহ [স] ১ *বি* সংশয়। 'তবেঁ রাধা হৈব তোর জীবন সন্দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অবিশ্বাস। 'আমি যে ইন্দ্রের পুত্র ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সন্দেহ করা *ক্রি* সন্দিহান হওয়া। 'সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সন্দেহ-কুটিল [স] *বিণ* সন্দেহমিশ্রিত। 'চোখ কুঁচিয়ে তাকালো তার দিকে সন্দেহ-কুটিল চোখে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সন্দেহজনক [স] *বিণ* সন্দেহ জাগায় এমন। 'নূতনকে পুরাতনের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়াস – সন্দেহজনক।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সন্দেহপিশাচ [স] *বিণ* সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত। 'পণ্ডিত মাত্রই সন্দেহপিশাচ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সন্দেহপীড়িত [স] *বিণ* সন্দেহে জর্জরিত। 'কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সন্দেহপূর্ণ [স] *বিণ* সন্দে-ভরা। 'এই সন্দেহপূর্ণ সতর্কতা তাহার মনের উপর একটা বোঝার মতো চাপিয়া ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সন্দেহবন্ধন [স] *বি* সন্দেহের বাঁধন। 'সন্দেহবন্ধন ছিঁড়ি লহো পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সন্দেহ-বাতিক [স] *বি* সবকিছুতে সন্দেহ রয়েছে এমন স্বভাব। 'পরানের আছে সন্দেহ-বাতিক।' *তারা*, ১৯৫৩।

সন্দেহবাদী [স] ১ *বি* সন্দেহ করে যারা। 'সন্দেহবাদীর সংখ্যা হ্রাস পাইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫। ২ *বিণ* সর্বদা সন্দেহপ্রবণ। 'শরবতিই জবাব দেয় সন্দেহবাদী টুককির মার।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সন্দেহভঞ্জন [স] *বি* সংশয়ের নিরসন। 'দর্পণদ্বারা জ্ঞাপন করিলে অস্মদাদির সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'যুধিষ্ঠিরের কীর্তিকলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সন্দেহভঞ্জনপত্র [স] *বি* স্ত্রীর স্বভাবসম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনার্থে স্বামীর প্রমাণপত্র। 'সন্দেহভঞ্জন পত্র করিল লিখিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সন্দেহভরা *বিণ* সন্দেহপূর্ণ। 'সন্দেহভরা চোখে বললেন, 'তুই তো

AMARBOI.COM

একটা আস্ত মর্কট।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সন্দেহভাজন [স] *বিণ* সংশয় উদ্রেককারী। 'প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সন্দেহভাজন।' *শামসুর*, ১৯৭২।

সন্দেহ-মিশ্রিত [স] *বিণ* সন্দেহযুক্ত। 'মন ভ'রে উঠল ছনুর মা'র প্রতি সন্দেহ-মিশ্রিত করুণায়।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

সন্দেহযুক্ত [স] *বিণ* সংশয়িত। 'পত্রের মধ্যে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত হইলাম।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

সন্দেহসংকুল [স] *বিণ* সন্দেহপূর্ণ। 'পরজাতির প্রতি সন্দেহসংকুল বিরুদ্ধতা জাগিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সন্দেহসূচক [স] *বিণ* সন্দেহের সৃষ্টি করে এমন। 'নোংরা সন্দেহসূচক কটাক্ষ করা উচিত নয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সন্দেহস্থল [স] *বি* সন্দেহের বিষয়। 'উহাঁর তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে বর্তমান আছেন কি না সন্দেহস্থল।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সন্দেহ হওন *বি* সংশয় হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সন্দেহ হওয়া *ক্রি* সংশয়ের উদ্রেক হওয়া। 'মেয়েটির ভাবগতিক দেখিয়া বুড়ার মনেও সন্দেহ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সন্দেহা [স সন্দেহ] *বি* সন্দেহ। 'ইথে কিছু নাহিক সন্দেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সন্দেহাতীতভাবে [স] *ক্রিবিণ* নিশ্চিতরূপে। 'সন্দেহাতীতভাবে আইনের স্বীকৃতি না থাকিলেও একমাত্র উর্দুই যে পকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইতে চলিয়াছে ...।' *আজাদ*, ১৯৫২।

সন্দেহার্ত [স] *বিণ* সন্দেহজনক। 'একরূপ সন্দেহার্ত দৃষ্টি ফেলে চন্দ্র।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সন্দেহিত *বিণ* সন্দেহ করা হয়েছে এমন। 'চিঠি এক বৌদির কাছে সন্দেহিত হওয়ায় ...।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

সন্দেহে *ক্রিবিণ* সাবধানে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সন্ধ[1] [স সন্দেহ] *বি* সন্দেহ। 'দেবীর কৃপায় মনে নাহি কিছু সন্ধ।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সন্ধতা [স সন্দেহতা] *বি* সন্দেহপ্রবণতা। 'রাজার দৃঢ় সন্ধতার ত্রুটি হইল না।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সন্ধ[2] [স স্কন্ধ] *বি* স্কন্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সন্ধা *ক্রি* ছুঁয়ে যাওয়া। 'তড়িৎ শিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সন্ধপ [স সৈন্ধব] *বিণ* সামুদ্রিক; সাগরে জাত। 'করকচ ও সন্ধপ নমক পোনের হাজার মোন।' *ক্যালণে*, ১৭৯৮।

সন্ধান [স] ১ *বি* ধনুকে বাণ যোজনা। 'দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে/ আতিশয় মোর মন হানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* খোঁজ। 'আর্জুনের বাণ জিনী তাহার সন্ধানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* রহস্য উন্মোচন। 'তাহার কৃত্রিম টিমক তাহার মিথ্যা ছলের সন্ধান করিয়া দিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বি* অনুশীলন; চর্চা। 'স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা আবশ্যক বোধ করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সন্ধানপটু [স] *বিণ* অনুসন্ধানে দক্ষ। 'আমার সন্ধানপটু হাত এই ছেঁড়া খামের রহস্য আবিষ্কার করতে সংকল্প করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সন্ধানপর [স] *বিণ* সন্ধানরত। 'তাঁর সন্ধানপর ও প্রতীক্ষারত প্রাণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সন্ধানপরতা [স] *বি* সন্ধানের ইচ্ছা। 'তাহাদের মুখে একটা বুদ্ধির তীব্রতা এবং সন্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সন্ধান পোরা *ক্রি* ধনুকে শর যোজনা করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সন্ধানি *ক্রি* সন্ধান ক'রে। 'যে বন্দী গোপন গন্ধখানি কিশোরকোরক-মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সন্ধানী [স] *বিণ* অনুসন্ধানকারী। 'অনেক তাল্লাসে এ যাবৎ তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করতঃ ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সন্ধানী আলো *বি* অনুসন্ধানকারী আলো। 'উল্কা-জ্বালার সন্ধানী আলো লইয়া আকাশ-চারী ...।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সন্ধি [স] ১ *বি* সুরঙ্গ পথ। 'গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। ২ *বি* (ব্যাকরণ) দুই বর্ণের মিলন। 'পড়ে দন্ত শ্রীয়পতি সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাহার মধ্যে এক স্বর সন্ধি আর ব্যঞ্জন সন্ধি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১১। ৩ *বি* রহস্য। 'জে জানে স্বপ্নের সন্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন। 'সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয় রাজগুণে ... অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৫ *বি* রাজনৈতিক চুক্তি। 'মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অবহেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল্যেন না কি।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৬ *বি* সমঝোতা। 'করিবেন সন্ধির প্রার্থনা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৭ *বি* মিলন। 'আগে সন্ধি বোঝ, প্রেমে মজো।' *লালন*, ১৮৯০। ৮ *বি* শান্তির জন্যে মতৈক্য। 'হিন্দু মুছলমানের মধ্যে স্থায়ী সন্ধির জন্য আগ্রহশীল না হইয়া পারেন না।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সন্ধিকাল [স] *বি* দুটি ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যবর্তী সময়। 'সন্ধিকালের জন্যে সাময়িকভাবে আরবী-ফারসী মিশ্রিত দোভাষী রীতির বাঙলার প্রচলন ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

সন্ধিকালীন [স] *বিণ* মাঝামাঝি। 'জোয়ার-ভাঁটার সন্ধিকালীন গঙ্গার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সন্ধিক্ষণ [স] *বি* দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়। 'সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সন্ধিগ্ধ [স] *বিণ* সন্দেহপ্রবণ। 'তুমি সন্ধিগ্ধ হইও না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সন্ধিদূত [স] *বি* সন্ধিপত্র বাহক। 'বিপক্ষশিবির হতে আসিতেছে শিবিকা বোধ করি সন্ধিদূত লয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সন্ধিপত্র [স] *বি* চুক্তিপত্র। 'বুঝি ওহারা সন্ধিপত্রের সহিত দূতের ন্যায় প্রেরিত হইয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সন্ধিপ্রাপ্ত [স] *বিণ* সন্ধি হয়েছে এমন। 'সন্ধিপ্রাপ্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশের প্রধান।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সন্ধিবন্ধন [স] *বি* একাত্মতা। 'তাহাদের পরস্পর সন্ধিবন্ধনের সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সন্ধিবিগ্রহ [স] *বি* মৈত্রী এবং শত্রুতা। 'বিমলা এ বিষয়ে সন্ধিবিগ্রহে পণ্ডিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সন্ধিবিচ্ছেদ [স] *বি* ব্যাকরণে যুক্তশব্দ ভাঙার পদ্ধতি। 'যুক্ত স্বরবর্ণের সন্ধিবিচ্ছেদ করে লিখেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১২।

সন্ধিবৃত্তি [স] *বি* (ব্যাকরণে) সন্ধিসূত্রের ব্যাখ্যা। 'পড়ে দন্ত শ্রীয়পতি সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্তি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধিভঙ্গ [স] *বি* চুক্তিভঙ্গ করা। 'সন্ধিভঙ্গ ... মনের কোণেও স্থান দিও না।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সন্ধিমূল [স] *বি* (ব্যাকরণে) সন্ধিসূত্র। 'পড়ে দন্ত শ্রীয়পতি সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সন্ধিশর্ত [স] *বি* শান্তিচুক্তির শর্ত। 'বৃত্তিগুলো কি সেই যুদ্ধান্তের সন্ধিশর্ত নয়?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সন্ধিশাবল্য [স] *বি* দুই বা ততোধিক ভাবের মিলন বা সংঘর্ষ। 'ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধিশাবল্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্ধিসূচক [স] *বিণ* যুদ্ধ বিরতিতে ব্যবহৃত হয় এমন। 'সেনাপতি সীমার কি মনে করিয়া সন্ধিসূচক শুভ্র পতাকা উড়াইয়া দিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সন্ধিস্থল [স] *বি* দুই বিষয়ের সংযোগ বা মিলন মুহূর্ত। 'এই কাল পাপ ও পুণ্য উভয় পথের সন্ধিস্থল।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সন্ধিস্থান [স] ১ *বি* সন্ধিস্থল; সংযোগস্থল। 'স্ত্রীলোকের পদতলের উপরিস্থিত সন্ধিস্থান উলঙ্গ থাকিলেও মহাপাপ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বি* মিলনের কেন্দ্র। 'এই সন্ধিস্থান!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সন্ধিস্থাপনেচ্ছু [স] *বিণ* মিলনপ্রত্যাশী। 'আমরা তো সচেতনভাবেই সন্ধিস্থাপনেচ্ছু।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

সন্ধিনী [স] *বি* চিৎশক্তি। 'আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্ধুক [আ সন্দুক] *বি* সিন্দুক। 'মাটি দিলা রসুলরে সন্ধুকেত ভরি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সন্ধে[১] [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'শুক্রবার সন্ধের সময় এক ছেট লোহার সিন্দুক চুরি গিয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

সন্ধেতারা [স সন্ধ্যাতারা] *বি* সাঁঝের বেলা সর্বাগ্রে উদিত তারা। 'সন্ধেতারা দেখা যে যায়/ ডালের ফাঁকে ফাঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সন্ধেদীপ [স সন্ধ্যাদীপ] *বি* সন্ধ্যাবেলার বাতি। 'সন্ধেদীপ জ্বালাতে না জ্বালাতে দেখতে এসেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সন্ধেবেলা [স সন্ধ্যাবেলা] *বি* দিনের শেষ ও রাতের শুরুর সময়। 'সন্ধেবেলায় একটি পাহাড়ের নীচে ... দেখেছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সন্ধে হওয়া *বি* সূর্য ডুবে যাওয়া। 'সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার – মা গো হেথায় প্রদীপ জ্বলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেডাঙার হাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সন্ধে[২] [স সন্দেহ] *বি* সন্দেহ। 'হএ, ইহাতে সন্ধে না করিবা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সন্ধ্যা [স] ১ *বি* দিন শেষ ও রাতের শুরুর সন্ধিকাল। 'পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবসরজনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* দিনের যে কোনো আহার গ্রহণের কাল। 'এক সন্ধ্যা ভক্ষ যদি থাকে তার ঘরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সন্ধ্যা-আলো [স] *বি* সন্ধ্যাবেলার আলো। 'সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগন-পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সন্ধ্যা-আহ্নিক [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) তিন বেলা উপাসনা। 'পুত্রকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া খটখট শব্দে বাহিরে আসিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সন্ধ্যা-আহ্নিক [স] *বি* তিন বেলা উপাসনা। 'সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া খটখট শব্দে বাহিরে আসিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সন্ধ্যা করা *ক্রি* সান্ধ্য প্রার্থনা করা। 'হিন্দু ব্যবহারযুক্ত অর্থাৎ নমাজ পড়া না বলিয়া সন্ধ্যা করি এমত কহে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সন্ধ্যাকাল [স] *বি* সন্ধ্যার সময়। 'পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্ধ্যা-কালো *বিণ* সন্ধ্যার মতো কালো। 'সন্ধ্যা-কালো কেশে বাঁধ দেখছি ওরে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সন্ধ্যাকাশ [স] *বি* সন্ধ্যাকালের আকাশ। 'সেই সন্ধ্যাকাশের অসীম চিত্রপটের উপরে ... সোনালি রেখা এঁকে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সন্ধ্যাকৃত্য [স] *বি* হিন্দুদের সান্ধ্যকালীন উপাসনা। 'তাঁহার জন সন্ধ্যাকৃত্যের জায়গা করিয়া দিয়া ...।' *তারা*, ১৯৪০।

সন্ধ্যাগগন [স] *বি* সন্ধ্যার সময়কার আকাশ। 'জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সন্ধ্যাগোধূলি [স] *বি* গোধূলি লগ্ন। 'সন্ধ্যাগোধূলির রাঙা রূপ ভুলে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন [স] *বিণ* অস্তগামী সূর্যের শেষ ম্লান আলোকচ্ছটায় আবৃত। 'সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সন্ধ্যাতারকা [স] *বি* সাঁঝের বেলা উদিত তারা। 'সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যাতারকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সন্ধ্যাতারা [স] *বি* সাঁঝের বেলা সর্বাগ্রে উদিত তারা। 'সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে ধরণীর পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সন্ধ্যাতারার দেশ *বি* সন্ধ্যাবেলার আকাশ। 'লুকানো আলোয় তব কালো চোখ সন্ধ্যাতারার দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সন্ধ্যাতিমির [স] *বি* সন্ধ্যার অন্ধকার। 'দিনের শেষে সন্ধ্যা-তিমির নামবে পথের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সন্ধ্যাদীপ [স] *বি* সাঁঝের বাতি। 'সন্ধ্যাদীপ জ্বলল ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা [স] *বিণ* সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলছে এমন। 'সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা গৃহপানে ঘরডাকা পথে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সন্ধ্যা-দূতী [স] *বি স্ত্রী* সন্ধ্যার সংবাদবাহিকা। 'দুয়ারে দাঁড়ায়ে সঙ্কেত করে সন্ধ্যা-দূতী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

সন্ধ্যা দেওয়া *ক্রি* সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালানো। 'ঘরে সন্ধ্যা দিবিনে?' *শরৎ*, ১৯১৬।

সন্ধ্যাপবন [স] *বি* সাঁঝের বাতাস। 'সন্ধ্যাপবনে কুঞ্জভবনে/ নির্জন নদীতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সন্ধ্যাপূজা [স] ১ *বি* প্রাত্যহিক আরাধনা। 'মনরে ওরে জন্ম মরণাশৌচ সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* সন্ধ্যাকালের পূজা। 'একদিবস সন্ধ্যা পূজা বন্দনাদি না করিয়া দে দেখি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সন্ধ্যাপ্রদীপ [স] *বি* সাঁঝের বাতি। 'আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সন্ধ্যাফুল [স সন্ধ্যা+স ফুল্ল] *বি* সন্ধ্যাবেলায় ফোটে এমন ফুল। 'আমার সন্ধ্যাফুলের মধু/ এবার যে ভোগ করবে বঁধু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সন্ধ্যাবন্দনা [স] *বি* হিন্দুধর্মমতে সন্ধ্যাকালীন ঈশ্বরের বন্দনা। 'গঙ্গার জলে নিমগ্ন হইয়া ধীরগম্ভীরস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সন্ধ্যাবায় [স] *বি* সন্ধ্যার বাতাস। 'ধরার 'পরে উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সন্ধ্যাবেলা [স] *বি* সন্ধ্যার সময়; দিন ও রাতের সন্ধিকাল। 'এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সন্ধ্যাভাষা [স] *বি* দুর্বোধ্য ভাষা। 'দোঁহাকার ও পদকারেরা এ ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সন্ধ্যাভ্র [স] *বি* সন্ধ্যার মেঘ। 'সন্ধ্যাভ্রশিখরে ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে নৃত্য করিতেন যবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সন্ধ্যাভ্রমণ [স] *বি* সন্ধ্যার সময় বেড়ানো। 'আজকাল আমার সন্ধ্যাভ্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সন্ধ্যামণি [স] *বি* সন্ধ্যাবেলায় ফোটে এমন এক জাতের ফুল; সন্ধ্যামালতী। '(আজ) তোমার তরে এনেছি এই/ সন্ধ্যামণি ফুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সন্ধ্যামালতী [স] *বি* ফুলবিশেষ; সন্ধ্যামণি। 'সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে শুধু আপনারই গোপন গন্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

সন্ধ্যামেঘ [স] *বি* সন্ধ্যাকালীন মেঘ। 'সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সন্ধ্যাযাপন [স] *বি* সন্ধ্যা কাটানো। 'কোনোদিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সন্ধ্যাযূথী [স] *বি* সন্ধ্যায় ফোটা জুঁই ফুল। 'সন্ধ্যাযূথীর গন্ধ-ভারে, পান্থ যখন আসবে দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

সন্ধ্যার কাগজ *বি* সন্ধ্যাবেলায় প্রকাশিত হয় এমন সংবাদপত্র। 'চীৎকার করিয়া সন্ধ্যার কাগজ বেচিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সন্ধ্যারঙিন [স সন্ধ্যা+ফা রঙীন] *বি* গোধূলির রং। 'যমুনার ঢেউ সন্ধ্যারঙিন/ মেঘখানি ভালোবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সন্ধ্যারতি [স] *বি* সন্ধ্যাবেলার আরতি। 'মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সন্ধ্যা রবি [স] *বি* অস্তগামী সূর্য। 'যে পরাজয়ের গ্লানি মুখে মাখি ডুবিল সন্ধ্যা-রবি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সন্ধ্যারাগ [স] *বি* সূর্যাস্তের পরের রক্তিম আলোকচ্ছটা। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সন্ধ্যারাত্র [স] *বি* রাতের প্রথম প্রহর; সন্ধ্যার ঠিক পরবর্তী কিছু সময়। 'দুদিন পরে সন্ধ্যারাত্রে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

সন্ধ্যারুণরাগরঞ্জিত [স] *বিণ* সন্ধ্যার সূর্যের আলোয় রাঙানো। 'ইতস্তত উড্ডীয়মান মাছরাঙা পাখিগুলি সন্ধ্যারুণরাগরঞ্জিত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সন্ধ্যালোক [স] *বি* অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলো। 'একদিন সন্ধ্যালোকে অশ্রুজল ভরি চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সন্ধ্যাসব [স] *বি* সন্ধ্যায় পান করা হয় এমন মদ। 'সর্দারজীর চোখ সন্ধ্যাসব স্পর্শ না করেই সন্ধ্যাকাশের মত লাল হয়ে উঠেছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সন্ধ্যাসবিতা [স] *বি* অস্তমিত সূর্য। 'পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার বন্দনায় আছি রত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সন্ধ্যাসাগর [স] *বি* সন্ধ্যারূপ সাগর। 'কোন্ সন্ধ্যাসাগরের কূলে দুজনের ছিল আনাগোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সন্ধ্যাসূর্য [স] *বি* অস্তগামী সূর্য। 'সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সন্ধ্যা-স্বপন *বি* সন্ধ্যাকালীন স্বপ্ন। 'অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সন্ধ্যাস্বপনবিহারী [স সন্ধ্যাস্বপ্ন-বিহারী] *বি* সন্ধ্যার স্বপ্নে বিহার করে যে। 'অয়ি সন্ধ্যাস্বপনবিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সন্ধ্যাহ্নিক [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দিনের বিশেষ তিন বেলা – ভোর, দুপুর ও সন্ধ্যার উপাসনা। 'সকালবেলায় সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া গোরা ঘরের মধ্যে আসিতেই দেখিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সন্ধ্যে [স সন্ধ্যা] ১ *বি* সন্ধ্যা। 'সন্ধ্যে বেলা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লবে হাঁক ছাড়েন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* জীবনসন্ধ্যা। 'কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৮৯৭।

সন্ধ্যোত্তর [স] *বি* সন্ধ্যার পরবর্তী সময়। 'সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্যাকর্ত্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সন্নত [স] *বিণ* অবনত। 'আপন হাস্যাস্পদ ভ্রান্তি সন্নত করাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সন্নাসি [স সন্ন্যাসী] *বি* সংসারত্যাগী ব্যক্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সন্নাহ [স] *বি* বর্ম; দেহাবরণ। 'রাজা হম্বীরদেব সন্নাহযুক্ত হইয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

সন্নিকট [স] *বি* নিকট। 'তাহার সন্নিকটের মদিরা আদি মাদক সামগ্রীর এক২ ভাটী।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

সন্নিকটবর্তী [স] *বিণ* অত্যন্ত কাছে অবস্থিত। 'হুগলী, কলিকাতা ও তৎসন্নিকটবর্তী স্থানেই অধিকাংশ গায়ক ও বাদনদার আবাসস্থল ছিল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সন্নিকটস্থ [স] *বিণ* কাছাকাছি আছে এমন। 'নৃপতির সন্নিকটস্থ সেনাবাহিনী কখনো বিদ্রোহ করে না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সন্নিকর্ষ [স] *বি* আকর্ষণ। 'অস্মদাদির হর্ষ বিপ্রকর্ষ হইয়া বিমর্ষ সন্নিকর্ষ ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সন্নিকৃষ্ট [স] *বিণ* নিকটস্থ। 'কলিকাতার নিম্বতলা সন্নিকৃষ্ট নিবাসি পীতাম্বর।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সন্নিধান [স] ১ *বি* নিকট। 'বিচিত্র সুলঙ্গ দেখি তার সন্নিধানে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আবির্ভাব। 'কৃষ্ণের স্থানে আনি তারে করিল সন্নিধান।' *মালাধর*, ১৫০০।

সন্নিধানে ১ *ক্রিবিণ* সামনে। 'দিব্য এক সরোবর দেখি সন্নিধানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রিবিণ* নিকটে। 'চৈতন্যশূন্য বৃক্ষ বা নির্জীব পর্ব্বত সন্নিধানে রোদন করিলে কি ফল হইবে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সন্নিধি [স] *বি* নৈকট্য। 'সামি সমাজ হয় পেমে অনুরঞ্জি কুমুদিনী সন্নিধি চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সন্নিধিবর্তী, সন্নিধিবর্ত্তী [স] *বিণ* নিকটে অবস্থানকারী। 'চাচিকদেব কহিলেন হে ভূপাল কাফররাজের সন্নিধিবর্ত্তী ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

সন্নিধ্য [স] *বিণ* নিকটবর্তী। 'এই চম্পানগর বর্ত্তমান ভাগলপুরের সন্নিধ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সন্নিপাত [স] ১ *বিণ* বিকার। 'কেহ বলে অঙ্গ তার কাম্পে সন্নিপাতে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* পতন। 'আপন সৈন্য সন্নিপাত সমভিব্যাহারে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৩ *বি* সম্পূর্ণ বিনাশ। 'তাহা এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদায় ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* সংমিশ্রণ। 'তাহা এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বি* বাত, কফ, পিত্তের দোষযুক্ত বিকার। 'সন্নিপাত হরে করে শরীর সবল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সন্নিবদ্ধ [স] *বিণ* উত্তমরূপে আবদ্ধ। 'ঘনসন্নিবদ্ধ বনঝোপ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সন্নিবিষ্ট [স] *বিণ* বিন্যস্ত। 'উপন্যাসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সন্নিবিষ্টভাবে [স] *ক্রিবিণ* সন্নিবেশিতরূপে। 'যেন পরপর ঘন সন্নিবিষ্টভাবে গাঁটছাড়ায় বাঁধা।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

সন্নিবেশ [স] *বি* সমাবেশ। 'এই এই নামে ... সপ্তসমুদ্রের সন্নিবেশ হইয়াছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সন্নিবেশিত [স] ১ *বিণ* সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এমন। 'উহা এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* সজ্জিত। 'স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সন্নিভ [স] *বিণ* সদৃশ। 'ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্ল-মল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সন্নিহিত [স] ১ *বিণ* নিকটে অবস্থিত। 'লন্ডন নগরের সন্নিহিত এক পাঠশালায় ... বিদ্যাপ্রাপ্ত হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* নিকটবর্তী। 'কান্দাহারের সন্নিহিত দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া হিন্দুকুশে বাস করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সন্নিহিতবাস [স] *বি* ধারেকাছে বা আশপাশে বসবাস। 'মুহম্মদ যদি মুসলমান হইতেন বা মুসলমানের সন্নিহিতবাস করিতেন ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সন্নিহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিকটবর্তী। 'স্ত্রী যদি সন্নিহিতা হয়েও বিমুখা থাকে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সন্নিহিতো [স সন্নিহিত] *বিণ* স্থাপিত। '... অকুমারীর উদরে পরমেশ্বর ওমত; সাকার মতি সন্নিহিতো হইলেন একটা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সন্নীতি [স] *বি* সততার নীতি। 'বালকেরা সন্নীতি পালন করে কি না ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সন্ন্যাস [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী চার আশ্রমের সর্বশেষ আশ্রম। 'কোনো অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সন্নেসি [স সন্ন্যাসী] *বি* সন্ন্যাসী। 'এবার সাজব সন্নেসির সঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সন্ন্যাস-আশ্রম [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনের সন্ন্যাস পর্যায়। 'কঠিন এ সন্ন্যাস-আশ্রম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সন্ন্যাসধর্ম [স] *বি* সন্ন্যাসীর ধর্ম। 'বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলে বিদ্যারণ্য স্বামী নামে খ্যাত হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সন্ন্যাসবাদ [স] *বি* সংসারত্যাগী মতবাদ। 'পৌত্তলিকতাবাদ, বহুত্ববাদ, নিরীশ্বরবাদ, জন্মান্তরবাদ, সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি।' *বঙ্গীয়*, ১৯২২।

সন্ন্যাসব্রত [স] *বি* সন্ন্যাসীর ধর্ম বা ব্রত। 'পুরী প্রবেশে সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সন্ন্যাসাশ্রম [স] *বি* হিন্দুমতে আদর্শ জীবনযাত্রার অন্যতম পর্যায়; সন্ন্যাস পর্যায়। 'তন্ত্রকারেরা কহেন, কলিযুগে বেদোক্ত সন্ন্যাসাশ্রম নিষিদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সন্ন্যাসি [স সন্ন্যাসী] *বিণ* সংসারত্যাগী। 'সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্ন্যাসিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* গৃহত্যাগী। 'তোরা চিরকালই এমনি সন্ন্যাসিনী।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি স্ত্রী* যোগিনী; সংসার ত্যাগ করেছে যে নারী। 'যে বলিবে – ভালোবেসে সন্ন্যাসিনী আমি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সন্ন্যাসী [স] *বিণ* সংসারত্যাগী। 'সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সন্ন্যাসীগিরি [স সন্ন্যাসী+ফা গিরি] *বি* সন্ন্যাসীর জীবনযাপন। 'অমন সন্ন্যাসীগিরি আমি ষোল বছর ক'রেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সন্ন্যাসীপ্লাবিত [স] *বিণ* সাধক অধ্যুষিত। 'ভাবুক ও সন্ন্যাসীপ্লাবিত বাংলাদেশের নরম কোমল ভাবশাসিত জীবনের যথার্থ রূপ।' *হাই*, ১৯৫৪।

সন্ন্যাসীবেশ [স] *বি* সন্ন্যাসীর সাজ। 'সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সন্ন্যেসীপনা *বি* সাধুসুলভ আচার-আচরণ। 'এতদিন তোমার সন্ন্যেসীপনার ঘটা দেখে রাতবিরাতে কখনও ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস পাইনি।' *মুনীর*, ১৯৬১।

সন্যাসি [স সন্ন্যাসী] *বি,বিণ* গৃহত্যাগী। 'এই অনুমানি বৈল সন্যাসি তিনজনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সন্মৌলিক [স] *বি* কায়স্থদের সম্প্রদায়বিশেষ। 'কায়স্থ কুলীন মৌলিক সন্মৌলিক মুখ্যি বেড়ে প্রভৃতি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

সন্য [স সৈন্য] *বি* যোদ্ধা। 'আইলেন সন্য মাঝে পথব্রজ হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সপ[১] [ই] *বি* দোকান। 'আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সপ[২] [আ সফ] *বি* বড় মাদুরবিশেষ। 'হাঁ – আগে সপের উপর মখমলের বিছানা পাড়িয়া তারপর মেজ লাগাইও।' *কেরি*, ১৮০২।

সপক্ষ[১] [স] *বিণ* পক্ষাবলম্বী। 'তাহারা প্রথম গুণীর সপক্ষ হইয়া, উদ্যত রহিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সপক্ষ[২] [স] *বিণ* ডানাওয়ালা। 'পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সপঙ্ক [স] *বিণ* পঙ্কসহ। 'সপঙ্ক সমল সকলে বলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সপঠিত [স] *বিণ* সম্যকরূপে অধ্যয়ন করা হয়েছে এমন। 'সপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সপত [স সপ্ত] *বিণ* সাত; সপ্ত। 'সপত সব বাজাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সপতি[১] [স শপথ] *বি* শপথ। 'রামা হে সপতি করহু তোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সপতি[২] [স] *বি* নিজপতি। 'সপতির নিকটে না পার যাইবার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সপত্নী [স] *বি* স্বামীর অন্য স্ত্রী; সতিন। 'ইংরাজী পাঠশালা সকল গবর্ণমেন্টের আপন সন্তান, আর বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সপত্নীক [স] *বিণ* সস্ত্রীক। 'বিপত্নীক জীবনে নয়, সপত্নীক জীবনে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপত্নী-কণ্টক [স] *বি* সতীনরূপ কাঁটা। 'তিনি সপত্নী-কণ্টক হইতেও বিমুক্ত নহেন।' *রোকেয়া,* ১৯০৪।

সপত্নীপুত্র [স] *বি* সতিনের পুত্র। 'যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাহাকে না হইতে হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

সপদ [স শপথ] *বি* শপথ। 'শতশত করি আমি শিবের সপদ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সপন [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'আজি রজনীত বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

সপনহু *ক্রিবিণ* স্বপ্নেও। 'সপনহু হরি তোহি ন বিসর।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

সপন্নগ [স] *বিণ* সাপসহ। 'সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

সপরবিভাগা [স স্বপর+বিভাগ] *বি* স্বপরভাগ। 'ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

সপরিজনে [স] *ক্রিবিণ* পরিবারের লোকজনসহকারে। 'তাকে সপরিজনে গিয়ে জলযোগ করে আসতে হবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

সপরিবার [স] *বিণ* পরিবারসহ। 'সপরিবারে কালি ছাড়িয়া চলিল।' *মালাধর,* ১৫০০।

সপরিবারে *ক্রিবিণ* পরিবার সমেত। 'খাদ্য সামিগ্রি বৎসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত।' *রামরাম,* ১৮০১।

সপরিহাস [স] *বিণ* পরিহাসসহ। 'মাধবী। (সপরিহাসে) তবে কাকে বলবি বল?' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪।

সপরোধ [ফা সুপার্দ] *বি* উপস্থান; সমর্পণ; সোপর্দ। *মিলার,* ১৭৯৭।

সপসপ [ধ্বন্যা] *বিণ* জবজবে। 'তারা প্রত্যেকেই স্বেদগন্ধী, জামাকাপড় ভিজে সপসপ, শরীর কর্দমাক্ত, হৃৎপিণ্ড বহির্মুখী।' *হাসান,* ১৯৬৭।

সপসপা [ধ্বন্যা] *ক্রি* সপসপ শব্দ করা। 'পায়সপয়োধি সপসপিয়া।' *ভারত,* ১৭৬০।

সপসপে *বিণ* সম্পূর্ণ ভেজা; জবুথবু। 'বেচারি ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছিল।' *প্রমথ,* ১৯১৮।

সপাসপ [ধ্বন্যা] **১** *বি* ক্রমাগত বেত মারার শব্দ। 'রেলওয়ের চাপরাশীরা সপাসপ বেত মাচ্চে।' *হুতোম,* ১৮৬১। **২** *বি* রসালো পদার্থের দ্রুত ভোজনের শব্দ। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

সপা [স সমর্পণ>] *ক্রি* সমর্পণ করা। 'এই থাক আজ আমি সপিনু তোমারে।' *গরীব,* ১৭৬৫। **সপিলেক** *ক্রি* সমর্পণ করলেন। 'বাপকে আনিয়া বিস্যে সপিলেক রাজ্জ।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

সপাং সপাং [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত লাঠি দিয়ে পেটানোর শব্দ। 'মহারোষ-ভরে সপাং সপাং বাড়ি দিল গিঠে গিঠে।' *জসীম,* ১৯২৯।

স-পাঁচ *বিণ* সোয়া পাঁচ। 'মা সিদ্ধেশ্বরী, স-পাঁচ আনার ভোগ দেবো।' *বিভূতি,* ১৯২৯।

সপাজ্জিত [স স্বোপার্জিত] *বিণ* নিজের অর্জিত। 'আমার সপাজ্জিত দৌলতে অংশ দাওয়া করে।' *চিঠিপত্রে,* ১৭৯৩।

সপাৎ সপাৎ [ধ্বন্যা] *বি* জোরে বেত মারার শব্দ। 'গোরু চলতে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।' *প্যারী,* ১৮৫৮।

সপাদুক [স] *বিণ* জুতা পরিহিত। 'আমার সপাদুক চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

সপারাদা [ফা সুপার্দ] *বি* সোপর্দ। *ওসাঁ,* ১৭৮২।

সপার্ষদ [স সপারিষদ] *বিণ* দলবলসহ। 'সপার্ষদে সর্ব দেব আইলা দেখিতে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

সপি [স সর্পিঃ] *বি* ঘি। 'লবণেক্ষু সুরা সপি দধি দুগ্ধ জল।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সপিং [ই] *বি* কেনাকাটা। 'কিম্বা সারা দিনটা সপিং করিয়া বেড়াইবে।' *দীপিকা,* ১৮৮৭।

সপিণ্ড [স] *বি* একই বংশ জাত ব্যক্তি। 'চৌধুরীর জ্ঞাতি ও সপিণ্ডের মধ্যে প্রায় একশত জনেরো অধিক মান্য।' *দর্পণ,* ১৮৩০।

সপিণ্ডন [স] *বি* হিন্দুসমাজে প্রচলিত শ্রাদ্ধ। 'কি কহিব মনস্তাপ/ রণে মৈল খুড়া বাপ/ জাবদ না করি সপিণ্ডন।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সপিণ্ডীকরণ [স] *বি* হিন্দুসমাজে প্রচলিত মানুষের মৃত্যুর পরের আচারবিশেষ। 'পিতামাতার শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ করিবেন।' *দর্পণ,* ১৮৩০।

সপ্লিমেন্টারি [ই] *বিণ* সম্পূরক। 'আবদুর রহমানকে পার্লিমেন্টি কায়দায় সপ্লিমেন্টারি শুধালেন।' *মুজতবা,* ১৯৪৯।

সপিনা [ই subpœna] *বি* সমন; আদালতে হাজির হবার আদেশপত্র। *ভবানী,* ১৮২৩; 'সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

সপুট [স] *বি* জোড়হাত। 'সপুটে প্রণাম করি পরিহার মাগে।' *সুলতান,* ১৭০০; 'কোটাল কাতর অতি সপুটে করয়ে স্তুতি ...।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

সপুত্র [স] *ক্রিবিণ* পুত্রসহ। 'সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল।' *বড়ু,* ১৪৫০।

সপুত্রকন্যা [স] *ক্রিবিণ* পুত্র-কন্যাসমেত। 'শৈলেশ্বরবাবু পত্নী সপুত্রকন্যা পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন।' *বনফুল,* ১৯৩৬।

সপুরী [স] *ক্রিবিণ* নিজের রাজ্যসহ। 'রাবণের ন্যায় সপুরী বিনাশও হইতে পারে।' *হরপ্রসাদ,* ১৮৭৮।

সপুলকে *ক্রিবিণ* সানন্দে। 'আকাশসম্ভবা প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে।' *মাইকেল,* ১৮৬০।

সপুষ্প [স] *বিণ* ফুলসহ। 'লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল সপুষ্প চন্দন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

সপ্ত [স] *বিণ* সাত; ৭। 'সপ্ত লাখের মোর চুরী করি বাঁশী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

সপ্তআকাশ [স] *বি* সাত আকাশ। 'সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

সপ্ত-ঋষি [স] *বি* সপ্তর্ষি; সাতটি নক্ষত্রের সমষ্টি। 'সপ্ত ঋষি ঋতু ছয় গ্রহ আদি রবি।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

সপ্তক [স] *বি* (সংগীত) সা রে গা মা পা ধা নি – এই সাত স্বর। 'স্বরটাকে আর-এক সপ্তক নামিয়ে আনো।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

সপ্তকাণ্ড [স] *বিণ* সাত খণ্ডবিশিষ্ট। 'সকলগুলির পরিচয় দিতে হইলে একটি সপ্তকাণ্ড 'আমলায়ন' লিখিতে হয়।' *নজরুল,* ১৯২২।

সপ্তখণ্ড [স] *বিণ* সাত স্তরবিশিষ্ট। 'সপ্তখণ্ড গগন সৃজিলা বিনি স্তম্ভে।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

সপ্তছড়ি [স সপ্ত>] *বি* সাত লহরি। 'গলে সপ্তছড়ি হার নানা বর্ণে শোভে।' *আলাওল,* ১৬৮০।

সপ্তডিংগা *বি* সাতটি নৌকার বহর। 'দুঃসাহসী সপ্তডিংগায় পাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উড়িয়েছিল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সপ্ততল [স] *বিণ* সাততলা। 'সেই পাপাত্মা বিজন বনে ... সপ্ততল মৃত্তিকা মধ্যে যেখানেই থাকুক।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সপ্ততি [স] *বিণ* ৭০ সংখ্যক। 'সম্মতিপত্র গণনায় প্রায় সপ্ততি সংখ্যা পর্য্যন্ত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সপ্তত্রিংশৎ [স] *বিণ* সাঁইত্রিশ সংখ্যক। 'সপ্তত্রিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সপ্তদলা [স সপ্তদল>] *বি* ফুল বিশেষ। 'ভূমিচাম্পা তুলিল সপ্তদলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সপ্তদশ [স] *বিণ* সতেরো সংখ্যক। 'সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সপ্তদশদ্বীপা [স] *বিণ স্ত্রী* সতেরো দ্বীপযুক্তা। 'আদিম পুরুষ লভে সপ্তদশদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীরে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

সপ্তদশী [স] *বি* সতেরো বছর বয়সী তরুণী। 'একবিংশ শতাব্দীর কোনো সপ্তদশী লীলাচ্ছলে ...।' *বুদ্ধ*, ১৯৩৩।

সপ্ত-দ্বীপ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পৃথিবীর সাতটি প্রধান দ্বীপ। 'সপ্ত-দ্বীপ নব-খণ্ড মহিমা প্রকাশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সপ্তদ্বীপা [স] *বিণ স্ত্রী* সাতটি দ্বীপযুক্ত। 'সপ্তসমুদ্রের সন্নিবেশ হইয়াছে/ এইরূপে এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সপ্ত নরক [স] *বি* (ইসলাম) সপ্তম নরক; সবচেয়ে ভয়ানক নরক। 'সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ।' *নজরুল*, ১৯২২।

সপ্তপদী [স] *বি* হিন্দু বিয়েতে বর-বধূর একসঙ্গে সাত পা চলা। 'সপ্তপদীর ঐতিহ্যের মুখোশে তাই হৃদয়দানের সুর ভেঙেছে যাই অভ্যাসেই।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

সপ্তপদীগমন [স] *বি* হিন্দু বিয়েতে বরবধূর একত্রে সাত পা চলা। 'চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদীগমন হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সপ্তপর্ণ [স] *বি* ছাতিম গাছ। 'একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবনহিল্লোল-দোল-ছন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সপ্তপর্বত [স] *বি* প্রধান সাত পর্বত। 'সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সপ্তবছর [স] *বি* সাত বছর। 'তাহারা সপ্তবৎসর বয়ঃক্রম হইলে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার অনুরোধে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সপ্তবন [স] *বি* সাত বন। 'সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সপ্তবার [স সপ্ত+ফা বার] *বি* সাত বার। 'ক্রমে ক্রমে তিন সপ্তবার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সপ্তবিংশ [স] *বিণ* ২৭ সংখ্যক। 'সপ্তবিংশ ভেদিলে সে হএত খেচর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সপ্তবিংশতি [স] *বিণ* সাতাশ। 'সপ্তবিংশতি দিবসীয় ষষ্ঠ সমাচার।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সপ্তম [স] **১** *বিণ* সাত সংখ্যার পূরক; সাততম। 'সপ্তমেত অংস অবতারে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সপ্তমে তোহ্মার গুণ বিদিত ভুবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'সপ্তম দিবসে তাকে তক্ষকে গেলা মারী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* উচ্চ। 'অল্পতেই সপ্তমে চড়িয়া বসেন।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

সপ্তম সুর [স] **১** *বি* স্বরগ্রামের সর্বোচ্চ স্বর। 'সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯। **২** *বি* উচ্চ কণ্ঠ। 'ঝুটি বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সপ্তমী [স] *বি* অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরে সপ্তম তিথি বিশেষ। 'সপ্তমীত রহে চান্দ নাভিক যে তলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সপ্তমীপূজা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) সপ্তমী তিথিতে আয়োজিত দুর্গাপূজা। 'কাল সপ্তমীপূজা আরম্ভ হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সপ্তমুনি [স] *বি* হিন্দুপুরাণে সাতজন মুনি। 'যার কাছে তপস্যা করেন সপ্তমুনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সপ্তমে চড়া *ক্রি* চরম উদ্বিগ্ন হওয়া। 'তার বিশ্বাস, সে ভারী একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সপ্তরঙ্গা *বিণ* সাত রঙে রঙিন। 'সপ্তরঙ্গা মেঘ।' *আহসান*, ১৯৫০।

সপ্তরথিনী [স] *বি স্ত্রী* সাতজন যোদ্ধা। 'পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে – অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সপ্তর্ষি [স] *বি* উত্তর আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীবিশেষ। 'সপ্তর্ষির মধ্যে পাঁচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সপ্তর্ষিমণ্ডল [স] *বি* সপ্তর্ষি নামক নক্ষত্রপুঞ্জ। 'সপ্তর্ষিমণ্ডল বায়ুকোণে বিলীনপ্রায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সপ্তলোক [স] *বি* সাত ভুবন (হিন্দুপুরাণ)। 'ভূলোক আদি সপ্তলোক করিলা সৃজন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সপ্তশলা [স সপ্তশলাকা] *বি* বিয়ের শুভাশুভকাল নির্ণয়ের চক্রবিশেষ। 'সপ্তশলা আদি লগ্ন করিআ বিচার/ বিবাহের লগ্ন পন্না কৈল সারোদ্ধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সপ্তশলাক, শপ্তসলাক [স সপ্তশলাকা] *বি* বিয়ের শুভাশুভকাল নির্ণয়ের চক্রবিশেষ। 'ধনিষ্ঠা বিশাখার বেধে সপ্তসলাক ভাষে।' *গৌর*, ১৮২২; 'কল্য সপ্তশলাক, কেমন করিয়া বিবাহ হইবে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সপ্তসমুদ্র [স] *বি* প্রধান সাত সমুদ্র। 'পুরাণোক্ত সপ্তসমুদ্রের অস্তিত্বঘটিত যত উপাখ্যান প্রচলিত আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সপ্তসাগর [স] *বি* সাত সাগর। 'সপ্ত সাগরে নূর মিশাইল বিশেষ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সপ্তসিন্ধু [স] *বি* হিন্দু পুরাণোক্ত লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ জল – এই সাত সাগর। 'সপ্তসিন্ধু স্নান করি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সপ্তসুর [স] *বি* সাত সুর – সা রে গা মা পা ধা নি। 'সংগীতবিদ্যার দ্বারে সপ্তসুর অনবরত পাহারা দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সপ্ত স্বর [স] *বি* ষড়জ (স), ঋষভ (রে), গান্ধার (গা), মধ্যম (মা), পঞ্চম (পা), ধৈবত (ধা), ও নিষাদ (নি) – এই সাত সুর। 'দয়েল, সপ্ত স্বর মিলাইয়া আশ্চর্য ঐক্যতানবাদ্য বাজাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সপ্তস্বরা [স] *বি* জলতরঙ্গ নামক বাদ্য। 'সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটহ দুন্দভি বেনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সপ্তস্বর্গ [স] *বি* সাতটি স্বর্গ। 'সে পুষ্পের জোত সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তস্বসা [স] *বিণ* সাত বোন। 'তখনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সপ্তা [স সপ্তাহ] *বি* সপ্তাহ। 'প্রতি সপ্তা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সপ্তাশ্ব [স] *বিণ* সাতটি ঘোড়া দ্বারা বাহিত। 'সপ্তাশ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অগ্নীকারে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

সপ্তাশ্ববাহিত [স] *বিণ* সাতটি ঘোড়া টেনে নিচ্ছে এমন। 'সপ্তাশ্ববাহিত স্বর্ণরথে যে দিব্যদ্যুতিমান দিবাকর পৃথিবীকে তাপ কিরণ দান করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সপ্তে *বি* সপ্তমভাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সপ্তাহ [স] *বি* পরপর সাত দিন। 'সপ্তাহ খোরাক দিল সকলেরে বাঁচাইল।' *ভারত*, ১৭৬০।

সপ্তাহকাল [স] *বি* এক সপ্তাহব্যাপী সময়। 'নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের সপ্তাহকাল এখনো বাকি।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সপ্তাহান্তর [স] *ক্রিবিণ* সপ্তাহের মধ্যে। 'প্রতি শুক্রবারে ছাপা হইয়া সপ্তাহান্তর পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সপ্তাহান্তে *ক্রিবিণ* সপ্তাহের শেষে। 'সপ্তাহান্তে হয়তো এক-একবার দেশ-উদ্ধারে মনোযোগ দিবেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সপ্তাহাবধি [স] *ক্রিবিণ* সাতদিন পর্যন্ত। 'আগামী সপ্তাহাবধি গৌড়িয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সপ্তাহীয় [স] *বিণ* প্রতি সপ্তাহে একবার হয় এমন। 'এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদ্বিষয়ক সপ্তাহীয় রচনা।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সপ্ন [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'সপ্ন দেখিয়া সোনাই উঠে শীঘ্রগতি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সপ্নহেন *বিণ* স্বপ্নের মতো। 'কি দেখিলে কি দেখিলে সপ্নহেন মানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সপ্রকাশ [স] *বিণ* উন্মুক্ত। 'অপ্রকাশকে সপ্রকাশ করবার জন্য ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সপ্রকাশ্য [স] *বিণ* সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। 'ক্ষণেকে মুদিত আস্য, ক্ষণে হয় সপ্রকাশ্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সপ্রণয় [স] *বিণ* শ্রদ্ধাযুক্ত। 'সপ্রণয় সম্ভাষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সপ্রতিভ [স] **১** *বিণ* চটপটে। 'ছেলেটি খুব সপ্রতিভ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **২** *বিণ* অসংকুচিত। 'কাছে ঘেঁষে ঝুঁকে প'ড়ে খুব সমনোযোগ অথচ সপ্রতিভ ভাবে ... ঠিক-দস্তুর-মত চাল চালছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সপ্রতিভতা [স] *বি* চটপটে ভাব। 'এমন সপ্রতিভতা সরসীর যে কোনোদিনই দেখেনি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

সপ্রতিভভাবে [স] *ক্রিবিণ* স্বতঃস্ফূর্তভাবে। 'সপ্রতিভভাবেই বলিলেন – জিনিসটা ভাল।' বনফুল, ১৯৩৬।

সপ্রমাণ [স] **১** *বিণ* প্রমাণিত। 'সংপ্রতি তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **২** *বি* যথাযথ প্রমাণ। 'রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সপ্রমাণিত [স] *বিণ* প্রমাণিত। 'সুন্দর কী বলে আপনাকে সপ্রমাণিত করছে।' *অবন*, ১৯২৫।

সপ্রয়োজনক [স] *বিণ* দরকারি। 'সে পুস্তক অতি সপ্রয়োজনক।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সপ্রশংস [স] *ক্রিবিণ* প্রশংসা সহকারে। 'সপ্রশংস এবং সহৃদয় ভাবেই বলিল।' *তারা*, ১৯৪২।

সপ্রস্তর [স] *বিণ* পাথরসহ। 'সপ্রস্তর সমস্ত কারণ অকপটে তাঁহার গোচর করিলাম। তিনি পাথরটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাঞ্জল। 'এ ভাষা যেমন প্রসন্ন তেমনি সপ্রাণ।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সপ্রাণিত [স] *বি* জীবন্ত। 'মন্ত্র সমস্ত সত্যের দ্বারা পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ ও সপ্রাণিত।' *অবন*, ১৯২৫।

সপ্রেম [স] **১** *বিণ* প্রেমযুক্ত। 'পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম আবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* আন্তরিকতার সঙ্গে। 'ফিশারের গ্রন্থকে সপ্রেম আশীর্বাদ করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সফ [ফা সফেদী] *বি* সফেদা ফল। 'সফ তালু তুত নেম্বু বাতাবি ...।' *কেরি*, ১৮০২।

সফর [আ] **১** *বি* ভ্রমণ। 'অনেক সফর ভ্রমি নিরন্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* চান্দ্র বৎসরের দ্বিতীয় মাস। 'সফরের চাঁদ আইল রাছুলের তলব হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সফর করন *বি* প্রবাস গমন; ভ্রমণ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সফরকারী [আ সফর+স কারী] *বিণ* ভ্রমণকারী। 'যদি সফরকারীরা অমুছলমান হইতেন ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

সফররত [আ সফর+স রত] *বিণ* ভ্রমণ করছে এমন। 'সফররত দুজন মার্কিন গার্ল স্কাউট।' *বেগম*, ১৯৬৮।

সফররতা [আ সফর+স রতা] *বিণ স্ত্রী* ভ্রমণ করছে এমন। 'পাকিস্তানে সফররতা লেডি ক্রীপস সম্প্রতি চট্টগ্রামে বলেন যে ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সফরসূচী [আ সফর+স সূচী] *বি* ভ্রমণসূচি। 'নির্ব্বাচন উপলক্ষে উজির-নাজিররা যে সফরসূচী কার্য্যকরী করিতেছেন ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সফরিআ [আ সফর>] *বিণ* বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। 'রাজতৈট নিল সাধু সফরিআ ভেড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সফরা *বি* মেজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সফরি [স সফরী] *বি* পুঁটি মাছ। 'পন দুই ভাজে রামা সরল সফরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সফরী [স] *বি* পুঁটিমাছ। 'জলের সফরী আহার করিতে বঁড়শী লাগিল মুখে।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০।

সফরীপ্রোষ্ঠী [স] *বি* সরপুঁটি। 'মার্কামারা সফরিপ্রোষ্ঠী কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী ধারণ করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সফল [স] **১** *বিণ* সন্তুষ্ট। 'রতি উপভোগে সফল কর পরিতোষ বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সার্থক। 'কাহ্নু সমে রঙ্গে কর জীবন সফল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আশা এখন সফল হবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৩** *বিণ* ফলসহ। 'রুপিল সফল তরু নৃত্য করে নট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সফলকাম [স] *বিণ* কৃতকার্য। 'অনেক স্থানে খৃষ্টানগণ সফলকাম হইয়াছেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

সফল জনম [স সফলজন্ম] *বি* সার্থক জন্ম। 'কোথা সাধুত্তম – কত দিনে হবে মম সফল জনম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

AMARBOI.COM

সফলতা [স] *বি* সার্থকতা। 'শেণ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩; 'নিজের মনের ভিতর যখন একটা সফলতার আনন্দ অনুভব করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সফলা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সফল। 'এই বাঞ্ছা সফলা হইবার নিমিত্ত।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫। ২ *বিণ স্ত্রী* সার্থক। 'যে আশা কখনই সফলা করিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সফলাশ [স] *বিণ* আশাপূর্ণ। 'প্রিয়সমাগম হইয়া সফলাশ হইতে পারিব।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সফিনা, সফিনে [ই subpaena] *বি* সমন; তলবনামা। 'সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'শমন, ওয়ারিন, উকীলের চিঠি ও সফিনে বাবুর অলঙ্কার হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সফিস্ট [ই] *বি* বিশেষ মতধারার কূটতর্কবাদী দার্শনিক। 'কি সফিস্টদের চিন্তায়, কি রেনেসাঁসী সাধনায় ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সফুয়া *বি* যে মাদুর বিক্রি করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সফেদ [ফা] *বিণ স্ত্রী* সাদা। 'সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সফেদা *বি* সাদা। 'মাথার উপর সফেদা মেঘের সারি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সফেদা[1] [ফা সফেদী] *বি* ফলবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সফেদা[2] *দ্র* সফেদ

সফেন [স] ১ *বিণ* ফেনাযুক্ত। 'সফেন উর্মিমালায় আহত ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* ফেনার মতো। 'কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও আবর্ত আবিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বিণ* ফেনা উঠে যায় এমন। 'মৌনেরে ঘিরেছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন সফেন চঞ্চল নৃত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সফেরু [ফা সফেদী] *বি* পেয়ারা। 'চেরু বেরু সফেরু জলপায়ি থেকর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সফ্‌ট [ই] *বিণ* নরম। 'আহা! কি সফ্‌ট হাত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সব[1] [স সর্ব] ১ *বিণ* সকল। 'সভাপতি আর সব সভাসদ জন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সবকিছু; সবটুকু। 'পরম পবিত্র সব অত্যন্ত মধুর।' *মালাধর*, ১৫৫০। ৩ *বিণ* সকলের। 'ভট্টাচার্য সব প্রতি বলেন হাসিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* সর্বস্ব। 'সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সবই *বিণ* সবই। 'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সবকলা [স সর্বকলা] *বি* সমস্ত কৌশল। 'সবকলা জান তুমি কামাচার গতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সব খণ *ক্রিবিণ* সর্বক্ষণ; সর্বদা। 'সব খণ মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সব চেয়ে *ক্রিবিণ* সবকিছুর থেকে। 'এখানে মদের দোকানগুলোই সব চেয়ে জমকালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সবজন [স সর্বজন] *বি* সবাই। 'তোর রূপ দেখি/ সব জন মোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অনুপাল্য তোমার আমরা সবজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সবজান্তা *বিণ* সবকিছু জানে যে। 'আমরা সবজান্তার জাত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সবতাতেই *ক্রিবিণ* সবকিছুতেই। 'সবতাতেই মোড়লি সাওকুড়ি আবার মুখের ওপর চোপা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সব দিন *ক্রিবিণ* চিরদিন। 'বুড়া রাজা সব দিন বাঁচবে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সবদ্যা *ক্রিবিণ* সবমিলিয়ে। 'সবদ্যা হল দই কুড়ি এ নিতেই হবে বোন।' *জসীম*, ১৯২৯।

সব পরিবারে *ক্রিবিণ* সপরিবারে। 'স্বর্গে গেল চান্দ বানিয়া সব পরিবারে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সব-প্রথমে *ক্রিবিণ* সবার আগে। 'অতএব সব-প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সবভুক *বিণ* সব কিছু গ্রাস করে এমন। 'আগুন সবভুক।' *শামসুল*, ১৯৬২।

সব শিয়ালই এক সমান – সবাই এক পথের অনুসারী। 'কে যে ভাল কে যে মন্দ সব শিয়ালই এক সমান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সব-সুদ্ধ [স সর্বশুদ্ধ] *ক্রিবিণ* সব মিলিয়ে। 'সব-সুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুম-পাড়ানি গান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সবসুদ্ধ জড়িয়ে-মড়িয়ে *ক্রিবিণ* সবকিছু মিলিয়ে। 'সবসুদ্ধ জড়িয়ে-মড়িয়ে কাইরো টুরিস্টজনের ভূস্বর্গ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সব-সেরা *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'বিপ্রদাস বাঘ-শিকারে জেলার সব-সেরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সবহারা *বি* সব কিছু হারিয়েছে যে। 'ম্লান হয়ে যায় সবহারাদের বস্তি।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

সব-হারানো *বি* সব কিছু হারিয়ে গেছে যার। 'হৃদয়-মাঝে দেখব খুঁজে একটি মিলন সব-হারানোর পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সবহু *বিণ* সমস্তই। 'সিসিরক সবহু কএল নিরমূল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সবে ১ *ক্রিবিণ* কেবল। 'ভক্তিবল সবে মোর আছয়ে উপায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *সর্ব* সবাই। 'উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সবেঁ *সর্ব* সকলে। 'সবেঁ ষোল পোণ হেন দধির পসারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সবেমাত্র *ক্রিবিণ* কেবল। 'এক টাকা সবে মাত্র রহে অবশেষ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সবের *সর্ব* সকলের। 'কহিতে লাগিলা সাধু সবের সমুখ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সবেহ *সর্ব* সকলে। 'খএবরী সবেহ মাংস খাইল অবশেষে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সব[2] [ই] *বি* উপ-। **সব-ইনসপেক্টর, সব ইনস্পেক্টর, সব ইনেস্পের, সবইনপেক্টর** [ই] *বি* সাব ইন্‌স্পেক্টর; উপ-পরিদর্শ। 'পুলিশের অনেক সব ইনেস্পের অশ্বারোহণে বিলক্ষণ পটু।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬; 'সব ইনস্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনস্টেবল পাঠাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'সবইনপেক্টর সাহেব সভা বন্ধের আদেশ দেন।' *শরিয়ত*, ১৯২৫; 'এর জন্য সব-ইনসপেক্টরের সংখ্যা বাড়াতে হবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সব-ইনস্পেক্টরী [ই] *বি* পুলিশের উপপরিদর্শকের কাজ। 'পুলিশের সব-ইনস্পেক্টরীর চাকুরী।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সবকমিটি [ই] *বি* উপ-পরিষদ। 'এক সবকমিটি কলিকাতায় ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁহারা সাধারণ কমিটির অধীনে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সবজজ [ই] *বি* জজের নিম্নস্থ বিচারক। 'ছোট জজ, সবজজ, ডিপুটি, মুন্সেফ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সবডিবসন [ই] *বি* সাবডিভিশন; মহকুমা। 'বসিরহাট সবডিবসনের অন্তর্গত ... নারিকেলবাড়িয়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামে বিদ্রোহী তীতুমীরের বাসস্থান ছিল।' *বান্ধব*, ১৮৮১।

সবমেরিন [ই] *বি* সাবমেরিন; যুদ্ধে ব্যবহৃত ডুবোজাহাজ। 'তিনি তাঁকে সবমেরিনের সর্বপ্রধান কাপ্তেন করে দেবেন।' *প্রমথ*, ১৯২২।

সবরেজিষ্টারী [ই] *বি* অধস্তন নিবন্ধকের কাজ। 'তাদেরই লোক সামান্য দরমাহার সবরেজিষ্টারী পেয়ে ধন্য হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সবংশে [স] *ক্রিবিণ* বংশের সকল ব্যক্তির সাথে। 'চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তবে রাবণের কৈল সবংশে নিপাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সবংশে তোহ্মরা সব নষ্ট হৈবা তবে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সবংসে [স সবংশ] *ক্রিবিণ* গোষ্ঠীশুদ্ধ। 'সবংসে রাবণ রাজায় করিল সংহার।' *মালাধর*, ১৫০০।

সবক [আ] *বি* পাঠ। 'না পড়িত্র সবক জিকির না করিত্র।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সবজা [ফা] ১ *বি* সবুজ রঙবিশিষ্ট। 'এক জামা সবজা হইল আর জামা লাল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* সবুজ তৃণ। 'সাহারা গোবিতে সবজার জাগে দাগ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সবজে *বিণ* সবুজ রঙের। 'তাতে সবজে আর শাদা মিনাকারি দিয়ে নকশাকরা।' *অবন*, ১৯২৭।

সবজালি *বিণ* সবুজ রঙের। 'রুপালি সবজালি আগুনগুঁড়িগুলোর কথা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সবজি, সবজী [ফা সব্‌জী] *বি* আনাজ; তরিতরকারি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক ঝাঁকা ফল সবজি আণ্ডা রুটি মাখন প্রভৃতি আহার্যসামগ্রী লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'পিছন দিকটাতে শাক-সবজির খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সবজীওলা *বি* সবজি বিক্রেতা। 'গ্রামের লাকড়ীওলা, সবজীওলা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সবজেক্ট, সবজেক্ট [ই] ১ *বি* প্রজা। 'ভারতবর্ষের ব্রিটিস সবজেক্টের ভূমির দখল পাওনের যে প্রতিবন্ধক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* বিষয়। 'এবারে সবজেক্ট নিয়েছিলুম –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সবৎসা [স] *বিণ* বাছুরসহ। 'সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ ধেনু।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সবদ [স শব্দ] *বি* শব্দ। 'বাঁশীর সবদেঁ প্রাণ কেহ্ন জণি করে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সবদি [স শব্দ] *বি* শব্দ; আওয়াজ। 'আপন সবদি দিয়া বৈল পৃয় বানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সবর[1] [আ] ১ *বি* ধৈর্য। 'সবর অধিক বস্তু নাহিক সর্বথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* সহিষ্ণুতা। 'তার সবর ও শোকর ভিন্ন নান্যগতি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সবর[2] [স সত্বর] *ক্রিবিণ* সত্বর। 'বিলম্ব না কর সবরে যাও চলি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সবর[3] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'অন্ধ্র, পুলিন্দ, সবর, মূতিব ইত্যাদি আর্য্যজাতির নাম পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সবরি কলা *বি* কলাবিশেষ। 'বাইছা বাইছা কাটুমনে সবরি কলার পাত।' *অবন*, ১৯১৯।

সবরী [স শবল>] *বি* শবরী। 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

সবরো [স শবল>] *বি* শবর। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

সবর্ণ [স] *বিণ* একই রংবিশিষ্ট। 'পাথুরে-কয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সবর্ণা [স] *ক্রিবিণ* আপন বর্ণের মধ্যে। 'সকলেই অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া কামতঃ ... শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সবল [স] ১ *বিণ* শক্তিশালী। 'পশ্চাদের দুই পা বড় ও সবল।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বিণ* সাহসী। 'কনগ্রেস উপলক্ষে বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের সবল ও সরল জাতীয় ভাবের আদর্শ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সবলতর [স] *বিণ* শক্তিশালী। 'সে চরিত্র প্রতিবারের প্রেমে প্রতিবার সমৃদ্ধতর, সুন্দরতর, সবলতর হয়েছিলো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সবলতা [স] *বি* বল আছে এমন অবস্থা। 'সবলতা ও সফলতা লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সবলদেহা [স] *বিণ স্ত্রী* শক্তিশালী দেহের অধিকারী। 'দীর্ঘাঙ্গী সবলদেহা কামারনীর সেই দা-খানা ...।' *তারা*, ১৯৪২।

সবলদেহী [স] *বিণ* শক্তিসম্পন্ন। 'সুস্থ সবলদেহী ভিক্ষুকের সংখ্যাধিক্য।' *সওগাত*, ১৯৩০।

সবল হওয়া *ক্রি* সাহসী হওয়া। 'হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সবলা [স] *বিণ স্ত্রী* শক্তিশালী। 'কাম বলে পুরুষাপেক্ষা অতি সবলা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সবলে ১ *ক্রিবিণ* সজোরে। 'যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।' *মাইকেল*, ১৮৬৫; 'বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রিবিণ* শক্তি প্রয়োগ ক'রে। 'শত বরষের শাল যেমন সবলে এক দিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সবলোট [স সর্বলুণ্ঠন] *বিণ* সবজান্তা। 'হরিভদ্দর খুড়ো এক রকম সবলোট গোছের ভদ্দর লোক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সবলোটী [স সর্বলুণ্ঠন>] *বিণ* যাচ্ছেতাই। 'সবলোটী লবলোটী কথা মুখে কহেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সবহুমানে *ক্রিবিণ* সম্মান সহকারে। 'সবহুমানে তাঁকে স্মরণ করছি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সবা, সবাই [স সর্ব] *সর্ব* সকল মানুষ। 'তা সবা লইয়া তুমি আসিবা সত্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'মধ্যে গাজি বসেছে সবাই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সবাইকার *বিণ* সকলের। 'একখানা করে সবাইকার বের করতেই হবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সবাকার [স সর্ব+কার] *বিণ* সবার। 'গ্রাম-সম্বন্ধে তুমি আমা সবাকার ভাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সবাকারে ১ *ক্রিবিণ* সবাইকে। 'সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* সকলের উদ্দেশ্যে। 'একে একে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাকারে ছালাম আমার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সবান [স সর্ব>] *সর্ব* সবার। 'তা সবান মহিমা কহিতে নহি আঁটি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সবানের *সর্ব* সবার। 'তুমি প্রাণপতি আমা সবানের আশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সবামাঝে *ক্রিবিণ* সকলের মধ্যে। 'সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সবার [স সর্ব>] *সর্ব* সকলের। 'সবার উপরে মানুষ সত্য।' *চণ্ডী*, ১৬৫০।

সবারে *সর্ব* সকলকে। 'এই কথা গিয়া তুমি কহিও সবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সবাই মিলিয়া করি কায হারি জিনি নাই লাজ – অনেকে মিলে কাজ করলে তাতে হারজিতের জন্য লজ্জা থাকে না। 'আর সবাই মিলিয়া করি কায হারি জিনি নাই লাজ।' *গৌর*, ১৮২২।

সবি [স সর্ব] *সর্ব* সবটুকু। 'সবি অনুমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সবান্ধবে [স] ১ *ক্রিবিণ* সবাই মিলে। 'সবান্ধবে দেখিব আজি প্রভুর চরন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* বন্ধুদের সঙ্গে। 'তবে কৃষ্ণ সবান্ধবে গেলেন রৈবতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সবিতা [স] *বি* সূর্য। 'সাজিল সবিতা মিত্র নিজগণ সঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সবিতৃমণ্ডল [স] *বি* সৌরমণ্ডল। 'অশ্রান্ত চরণে করিয়াছে প্রদক্ষিণ সবিতৃমণ্ডল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সবিদ্বান [স] *বিণ* সুশিক্ষিত। 'কতিপয় সবিদ্বান বন্ধুর চেষ্টায় ঐ প্রথা ... ।' *এডুকেশন*, ১৮৫৭।

সবিদ্য [স] *বিণ* বিদ্বান; পণ্ডিত। 'অবিদ্য সবিদ্য যত ব্রাহ্মণ সমান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সবিদ্রূপ [স সবিদ্রব] *ক্রিবিণ* উপহাসের সঙ্গে। 'প্রত্যহ সবিদ্রূপ স্মরণ করাইতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সবিনয় [স] *ক্রিবিণ* বিনয়ের সঙ্গে। 'অঞ্জলি করিয়া নিবেদন সবিনয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সবিনএ [স সবিনয়] *ক্রিবিণ* বিনীত হয়ে। 'ছালাম করিল আসি অতি সবিনএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সবিনয়ে *ক্রিবিণ* বিনয়ের সঙ্গে; বিনীত হয়ে। '(প্রণামপূর্বক সবিনয়ে) বসতে আজ্ঞা হোক।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

সবিভ্রম [স] *বিণ* মায়াময়। 'তাঁর আলাপ, নর্মালাপ – অর্থাৎ লীলা-চতুর ও সবিভ্রম।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

সবিরাম [স] *বিণ* বিরতি আছে এমন। 'প্রতিবেশিনীর সবিরাম মৃদু হাস্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

সবিরোধ [স] *বিণ* বিরোধযুক্ত। 'কাহারো ভোগদখলী কোনো সবিরোধ ভূমি।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

সবিশেষ [স] ১ *ক্রিবিণ* বিস্তারিতভাবে। 'কেন কেন কহ সবিশেষ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৫। ২ *ক্রিবিণ* বিশেষরূপে। 'শাখাপ্রশাখাদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সবিশেষে *ক্রিবিণ* বিশেষভাবে। 'মহিষীর গীত যেন দশমীর শেষে/ পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সবিসেষ *ক্রিবিণ* সবিশেষ; বিশেষরূপে। 'তোমার আরজীর হকিকত সবিসেষ জ্ঞাতো হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সবিষাদ [স] *বিণ* বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে এমন। 'সবিষাদ নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

সবিক্রিপসিয়ান, সবিসৃক্রিপসন [ই] *বি* চাঁদা। 'সবিক্রিপসিয়ান অর্থাৎ চাঁদা করিয়া কতকগুলিন টাকা জমা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'দত্ত বাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা কয়ে হুজুরি সবিসৃক্রিপসন হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সবিস্তর [স] *বিণ* বিস্তারিত। 'তিনি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর সবিস্তর বিবরণ ভূমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন ... ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সবিস্তার [স] *ক্রিবিণ* বিশদভাবে। 'প্রফুল্লকে সবিস্তার যোগ-শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সবিস্তারে [স] *ক্রিবিণ* বিশদভাবে। 'সবিস্তারে বর্ণন করুন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সবিস্ময় [স] ১ *বিণ* বিস্ময়পূর্ণ। 'জগৎ আনন্দময় দেখি মনে সবিস্ময় ঠারে ঠোরে কহে হরিবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বিস্ময়াপন্ন। 'বীরের বন্ধন ক্ষয় দেখি রাজা সবিস্ময়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* বিস্মিত। 'এত শুনি কর্ণসেন সবিস্ময় মন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সবিস্ময়ে *ক্রিবিণ* বিস্মিতভাবে। '(সবিস্ময়ে) এ কি মহারাজ!' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সবিস্মিত [স] *বিণ* বিস্ময় ভাবাপন্ন। 'সবিস্মিত হই সবে ভাবে মনে মন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সবীজ [স] *বিণ* বীজসহ। 'এই তুমি দিয়েছো আমাকে – এই সবীজ দেশ, নির্জন দেশ।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

সবুজ [ফা সব্জ] ১ *বি* হলুদ ও নীলের মিশ্রণে তৈরি রং। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* সবুজ রঙের। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বি* সবুজ রঙের মূল্যবান পাথরবিশেষ; মরকত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৪ *বি* তরুণ। 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৫ *বিণ* যৌবনপ্রাপ্ত। 'জীবন সবুজ হয়ে ফলে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

সবুজ চা [সবুজ+চী চা] *বি* একপ্রকার চা। 'কাবুলী সবুজ চা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সবুজতর [সবুজ+স তর] *বিণ* অধিক সবুজ। 'ঘাসের সবুজতাকে আর একটু সবুজতর ক'রে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সবুজতা [সবুজ+স তা] *বি* সবুজ ভাব। 'ঘাসের সবুজতাকে আর একটু সবুজতর ক'রে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সবুজ পত্র [সবুজ+স পত্র] *বি* সবুজ রঙের পাতা। 'অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিক পত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সবুজ পাথর [সবুজ+স প্রস্তর>] *বি* পান্না; মরকত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সবুজবর্ণ [সবুজ+স বর্ণ] *বি* সবুজ রং। 'গাঢ় এবং সরস সবুজবর্ণ ধারণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সবুজ মাটি *বি* সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাটি। 'সবুজ মাটির পথে ব'সে আমি দেখিতে চেয়েছি জল।' *জীবন*, ১৯৪০।

সবুজমাঠ *বি* সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। 'তরুশ্রেণীর অবকাশপথে অনেকখানি সবুজমাঠ চোখে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবুজহিল্লোল [সবুজ+স হিল্লোল] *বি* সবুজের ঢেউ। 'আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজহিল্লোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সবুজাভ [সবুজ+স আভা] *বিণ* সবুজের মতো। 'সবুজের সাথে নিজেকেও সবুজাভ দেখি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সবুজীকরণ [সবুজ+স ঈ-করণ] *বি* পাকিস্তানীকরণ; আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ আমদানি করা। 'বলা বাহুল্য শব্দ ব্যবহারের বেলায় সবুজীকরণের প্রস্তাব ধর্মের কারণে নয়, বরং পাকিস্তানের উভয়াংশের দুর্বল যোগসূত্রকে শক্ত করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

সবুট *বিণ* বুট (জুতা) সহ। 'তখন কত শত কর্মব্যস্ত সবুট-ঠ্যাং।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সবুর [আ সবর] **১** *বি* ধৈর্য; ধীরতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'একবার সবুরের দেশে বয় দেখি দম কসে।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* ধৈর্যশীল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* অপেক্ষা। 'আর কুড়ি দিন কাল সবুর করুন।' *কেরি*, ১৮০২; 'সবুর করতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৪** *বি* সহ্য। 'মোরা আর সবুর করতে পারিনে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সবুর করা *বি* ধৈর্য ধরা। 'আমাদের সবুর করিবার সময় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'আর-একটু সবুর করো – সমস্ত ঘটনাটি শুনিলে খুশি হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সবুরি, সবুরী [আ সবর>] **১** *বিণ* ধৈর্যশীল। 'ভাল চাহ আপনারে করহ সবুরি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ধৈর্যশীলতা। 'সবুরী।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সবুরে মেওয়া ফলে – ধৈর্যে সুফল লাভ হয়। *উমেশ*, ১৮৫৭।

সবৃদ্ধি [স] *বিণ* ক্রমবর্ধমান। 'এই সবৃদ্ধি রাজস্ব ভিন্ন প্রজাকে নিয়মিত রূপে নানা প্রকার বাব দিতে হয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

সবে [স সর্ব>] *ক্রিবিণ* কেবল। 'দেখ না ভ্রমর ভ্রমিছে সবে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'তখন সূর্য সবে অস্ত গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সবেধন [সবে+স ধন] *বিণ* একমাত্র সম্বল। 'সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সবেধন ছিল মন করিয়াছি দান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সবেধন নীলমণি – সর্বশেষ অবলম্বন। 'এই কটি সবে ধন নীলমণিকে নিয়ে আমাদের যা কিছু গৌরব।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সবেমাত্র [সবে+স মাত্র] **১** *ক্রিবিণ* কেবল। 'সবে মাত্র খণ্ডাইলা কাফেরের রীতি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কাল দুপুরবেলা সবেমাত্র একটুখানি জমিয়ে লিখতে বসেছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রিবিণ* এইমাত্র। 'সূর্য সবেমাত্র উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সবেগ [স] *বিণ* দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'বিপর্য্যস্তভাব ধারণ করাইবার শক্তিযুক্ত সবেগ দ্রুতসঞ্চালন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সবেগে **১** *ক্রিবিণ* খুব জোরে। 'প্রাণীকে অতর্কিতভাবে বলপূর্ব্বক ধৃত ও ঊর্ধ্বে সবেগে উত্থাপিত করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'তখন সগর্বে সবেগে প্রতিকূল স্রোতের বক্ষ বিদীর্ণ করে ঢেউয়ের উপর দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সবেদন [স] **১** *বিণ* সহানুভূতিশীল। 'ধীরে বও সমীরণ – সবেদন পরশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* বেদনাযুক্ত। 'তারই স-বেদন আবেদনখানি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সব্দ [স শব্দ] *বি* শব্দ; আওয়াজ। 'ভাঙ্গিল সকটখান সব্দ গেল দুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সব্বাই [স সর্ব>] *বিণ* সবই। 'পেখমি দহদিহ সব্বাই শূন।' *চর্যা* ৩৫, ১২০০।

সব্বাই [স সর্ব>] *সর্ব* সকলেই। 'কতো নাম করবো সব্বাই আসবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সব্বোনাশ [স সর্বনাশ] *বি* সর্বনাশ; মহাবিপদ। 'হায় সব্বোনাশ!' *মানিক*, ১৯৩৯।

সব্য [স] *বিণ* উভয়। 'সব্য করে বুকে তার আরোপিল শূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সব্যসাচী [স] *বিণ* উভয় হাতে শর চালনায় সমানভাবে নিপুণ। 'নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সব্যঞ্জনাধার [স] *বি* পাক করা তরকারিসহ কড়াই। 'নতুবা সব্যঞ্জনাধার তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া আঘাতিনী হয়েন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

সব্য ভব্য [স সভ্য>] *বিণ* শান্তশিষ্ট। 'সব্য ভব্য সুশীলতায় এতন্নগরে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সব্রি-আম *বি* আমের জাতবিশেষ। 'একাই খামু জাম, সব্রি-আম।' *মণীশ*, ১৯৩১।

সভ [স সর্ব>] **১** *বিণ* সকল। 'নট দেখি ঘুচে সভ সোক।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *সর্ব* সবাই। 'ভূমিতে বসিয়া সভে খসায়া বসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সভয় [স] *বিণ* ভীত। 'কি করিব পহরি সভয় তস্করী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সভয়-চিত্ত [স] *বিণ* ভয়কাতুরে। 'অন্য অন্য প্রকার অধর্ম্ম আচরণে অনুরক্ত থাকিলে সর্ব্বদা সভয়-চিত্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সভয়ে [স] *ক্রিবিণ* ভীত অবস্থায়। 'পঞ্চমবর্ষীয় বালকও থানা ও দারোগার প্রসঙ্গ শুনিয়া সভয়ে মাতৃক্রোড়ে গিয়া নিলীন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সভা[1] [স সর্ব] **১** *সর্ব* সকলের। 'সজাহ আনল কুণ্ড সভা বিদ্যমানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *সর্ব* সবাইকে। 'তোমা সভা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* সকল। 'সভা হৈতে কর জদি মুক্ত পাটেশ্বরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সভাক** *সর্ব* সবাইকে। 'সভাক সম্ভাষা করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সভাকার** *বিণ* প্রত্যেকের; সকলের। 'হেন রিতে সভাকার মনোরিত সাধি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সভাকে** *সর্ব* সবাইকে। 'সভাকে তুষিল ভিম ভুবন দুর্জ্জয়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সভান** *বিণ* সকল। 'সভানের ললাটে দেখী সিন্দুর উঝল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সভানে** *সর্ব* সকলে। 'তান বাক্য সভানে লৈল পরিমাণি।' *সুলতান*, ১৭০০। **সভার** *বিণ* সবার। 'আনন্দস্বরূপ চিত্ত হইল সভার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সভি** *বিণ* সব। 'সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার।' *রামাই*, ১৭১০। **সভে** *সর্ব* সকলে। 'দুয়ারি প্রহরি তারা সভে নিদ্রা গেল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সভা[2] [স] **১** *বি* আসন। 'সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অনুষ্ঠান। 'তৃভুবনে নাহি সভা তাহার সমান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* আসর। 'তবে বৃদ্ধ নৃপবর আদেসিল অনুচর সভা এক করিতে পাশার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* বৈঠক; সম্মেলন। 'সভা করিয়া যিনি যত টাকা দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৫** *বি* সমিতি; সংগঠন। 'এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোশিয়েশন নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০; 'তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে একজন উপাচার্য্য তথাকার সমাজে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৬** *বি* জনসমাবেশ। 'বাঙ্গালির সভাতে ইংরাজী কথা ও ইংরাজি বক্তৃতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন করিয়া থাকেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বি* জটলা। 'তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সভাকবি [স] *বি* রাজসভার কবি। 'মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'সভাকবির দল শিল্পীর দল সৃষ্টি হয়ে কবির লড়াই গানের লড়াই ইত্যাদি শুরু হল।' *অবন*, ১৯২৫।

সভাকর্মনির্বাহক, সভাকর্ম্মনির্ব্বাহক [স] *বি* সমিতির পরিচালক। 'সভ্যপদে সম্ভাবিত হইবার প্রত্যাশা করিলে প্রথমতঃ সভাকর্ম্মনির্বাহককে জ্ঞাপন করা আবশ্যক।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সভাক্ষেত্র [স] *বি* সভাস্থল। 'সভাক্ষেত্রে না গেলে এই পরিবারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সভাগায়ক *বি* রাজা বা জমিদারের নিযুক্ত প্রধান গায়ক। 'সেকালের সেরা ওস্তাদ যদুভট্ট ... আমাদের বাড়ির সভাগায়ক ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সভাগৃহ [স] *বি* যেখানে সভার অধিবেশন হয়। 'রাজসভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সভাঙ্গন [স] *বি* সভাপ্রাঙ্গণ। 'যে বাণীতে উঠে নাচি , মহাগগন-সভাঙ্গনে আলোক-অপ্সরী তারার মাল্য পরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'মানবের সভাঙ্গনে সেখানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সভাজন [স] ১ *বি* সভায় উপস্থিত লোকজন। 'শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সর্বজন। 'শুন মোর নিবেদন হাসে পাছে সভাজন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সভাতল [স] *বি* সভার স্থান। 'দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সভানেতৃত্ব [স] *বি* সভাপরিচালনা। 'বেগম [illegible] রহমান সভানেতৃত্ব করেন।' *বেগম*, ১৯৬০।

সভাধ্যক্ষ [স] *বি* সভার প্রধান। 'তৎ সভাধ্যক্ষ হস্তে কোং এক সহস্র মুদ্রা দেওয়া যাইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

সভানেত্রী [স] *বি স্ত্রী* সভার প্রধান। 'সভানেত্রী – মিসেস এম আজিম, সহসভানেত্রী – মিসেস রফিউদ্দীন আহমদ।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সভানেত্রীত্ব [স] *বি* সভানেত্রীর দায়িত্ব। 'সুচারু দেবীর সভানেত্রীত্বে ... অধিবেশন হয়ে গিয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সভাপণ্ডিত [স] ১ *বি* কুল-পুরোহিত। 'সভাপণ্ডিত মহাশয় ... বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* রাজার নিযুক্ত দরবারের পণ্ডিত। 'তিনি পুরন্দরসেনের মন্ত্রী, অন্যমতে তিনি বিজয়পালের সভাপণ্ডিত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সভাপতি [স] ১ *বি* সভার প্রধান। 'সভাপতি আর সব সভাসদ জন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রধান পরিচালক; চেয়ারম্যান। 'কৌন্সেলের সভাপতি শ্রীযুত লার্ড চেন্সেলর ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০। ৪ *বি* সংগঠনের প্রধান। 'শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সভাপতি হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

সভাপতিত্ব [স] ১ *বি* সভার প্রধান। 'রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রথমতঃ সভাপতিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বি* সভাপতির দায়িত্ব পালন। 'উহাতে সভাপতিত্ব করিয়া প্রদেশ পাল ডাঃ কৈলাসনাথ ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সভাপ্রতি [স] *ক্রিবিণ* সভার উদ্দেশে। 'তাঁহারা পত্রাবলোকনে যথাসাধ্য সভাপ্রতি জ্ঞাপন করেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সভাবর্ধক, সভাবর্দ্ধক [স] *বিণ* সভাবৃদ্ধিকারী। 'সভাবর্দ্ধক লোক সংগ্রহ আবশ্যক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সভাভঙ্গ [স] *বি* সভা সমাপন। 'সকলি সানন্দচিত্ত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সভাভবন [স] *বি* রাজদরবার। 'রাজা রূপসেন, সভাভবনে সিংহাসনে আসীন হইয়া ... বীরবরকে অর্ধরাজ্যেশ্বর করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সভাভুক্ত [স] *বিণ* সভার সঙ্গে যুক্ত। 'তাঁহারা সকলে এই সভাভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সভামঞ্চ [স] *বি* সভা করার নির্দিষ্ট স্থান বা বেদী। 'সভামঞ্চের অদূরে ... খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সভামণ্ডপ [স] *বি* সভা করার নির্দিষ্ট ঘর বা স্থান। 'কতিপয় পরম সুন্দর যুবা পুরুষ আসিয়া রাজনন্দনের হস্তধারণপূর্ব্বক নৃপতি সন্নিধানে সভামণ্ডপে লইয়া গেল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সভামধ্যে [স] *ক্রিবিণ* সকলের মাঝে। 'সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সভামান্য [স] *বিণ* জনসমাবেশে গ্রহণযোগ্য। 'বাগ্মী লোক সভামান্য।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

সভাসংশ্লিষ্ট [স] *বিণ* সমিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। 'সভাসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ... উপযুক্ত মহিলাকে সদস্য মনোনীত করতে দাবী জ্ঞাপন করছে।' *বেগম*, ১৯৫৫।

সভাসৎ [স] *বি* সভার সদস্য। 'যোগীকে আসিবার কারণ সভাসৎ পণ্ডিতেরদিগকে পাঠাইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সভাসদ [স] *বি* সভায় যোগদানকারী ব্যক্তি। 'সভাপতি আর সব সভাসদ জন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সভাসমিতি [স] ১ *বি* ছোটোবড়ো বৈঠক। 'ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* নানারকম সংগঠন। 'এইজন্যই সভাসমিতি তর্কবিতর্ক লেখালেখি বাদপ্রতিবাদ।' *রবীন্দ্রনাথ*, ১৯০৭।

সভাসম্পাদক [স] *বি* সভার কর্ম-সচিব। 'সভাসম্পাদক এক জন নিযুক্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সভাসীন [স] *বিণ* সভায় উপবিষ্ট। 'রজনী প্রভাত হইলে রাজা সভাসীন হইয়া আপন মন্ত্রীকন্যার সহিত সুমন্তের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সভাস্থ [স] *বিণ* সভায় উপস্থিত। 'জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া সভাস্থ হইলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

সভাস্থল [স] ১ *বি* বৈঠকখানা। 'তার কত বড়াই করিস সভাস্থলে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি। 'সভাস্থলেও আমার কোনো সম্মান নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সভাব [স স্বভাব] ১ *বি* স্বরূপ। 'তিরীর সভাব মণে করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্বভাব। 'নারি সভাব কএল হমে মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সভ্য [স] ১ *বি* সদস্য। 'এই পত্রে এই সভ্যেরা স্বাক্ষর করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* সজ্জন ব্যক্তি। 'যদ্যপি প্রবিষ্ট হন তবে সভ্যপংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বিণ* উন্নত। 'ভারতবর্ষ সভ্য হওনার্থ বিবেচনা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৪ *বিণ* ভদ্র; সাধুজন। 'আপনাদিগকে সভ্য ও ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বি* সংসদ সদস্য; সাংসদ। 'তৎকালে পার্লিয়েমেন্টের একজন সভ্য তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৬ *বি* সভায় উপস্থিত সদস্য। 'তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৭ *বিণ* আধুনিক; শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্পায়নের ফলে উন্নত। 'সময়ের দুর্মূল্যতা এবং সভ্য মানবসমাজের ব্যস্ততা খুব অনুভব করা যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সভ্যগর্বিত [স] *বিণ* সভ্যতার বড়াই করে এমন। 'সভ্যগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সভ্যজগৎ [স] ১ *বি* উন্নত দেশসমূহ। 'সমগ্র সভ্যজগৎ ভারতজাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* উন্নত সমাজ। 'নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্যজগতের মধ্যগগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সভ্যজাতি [স] *বি* উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী জাতি। 'সভ্যজাতিদিগের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সভ্যতর [স] *বিণ* অধিক শিষ্ট। 'এদেশীয় সভ্যতর নব্যসম্প্রদায়! তোমারা ... অক্লেশে কমলাতীর্থ বিলাত-ক্ষেত্র দর্শন করিতে পার।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সভ্যনামিক [স] *বি* (ব্যঙ্গার্থে) নামে মাত্র সভ্য। 'সভ্যনামিক পাতালে যেথায়/ জমেছে লুটের ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সভ্যনীতি [স] *বি* শিষ্ট রীতি। 'সভ্যনীতিকে প্রতিদিন কিরূপ বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সভ্যপদ [স] *বি* সদস্যপদ। 'হিন্দু মুসলমান সভ্যপদ প্রার্থী হিন্দু মুসলমান ভোটদাতাদের নিকট যেতে বাধ্য হবেন।' *শিখা*, ১৯৩১।

সভ্যপদবাচ্য [স] *বিণ* সভ্য অভিধায় অভিষিক্ত। 'তাহাকে সভ্যপদবাচ্য করা যাইতে পারে না।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

সভ্যবাদী [স] *বি* আভিজাত্যবাদী। 'হিন্দু জাতীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের সভ্যবাদীদের আর সমুদ্র বহিতেছে না।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

সভ্যবিধি [স] *বি* সভ্যতার রীতিনীতি। 'মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সভ্যবেশী [স] *বিণ* ভদ্রতার মুখোশ-পরা। 'সভ্যবেশী ভণ্ড পশু মারতে ডরাস কারে?' *নজরুল*, ১৯২৯।

সভ্যভব্য [স] *বিণ* ভদ্র। 'নৃত্য বাদিত্রাদি চতুঃষষ্টি কলাচর্চায় লোকে সভ্যভব্য হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সভ্যমণ্ডলী [স] *বি* সাধুসমাজ। 'লেখাটি সভ্যমণ্ডলীর রুচিকর হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সভ্যমি [স সভ্য>] *বি* সাধুতা; ভদ্রতা। 'যদি ... কোনো শ্রদ্ধা না থাকে, তা হলে আমি সভ্যমি করে তোমাদের পুষ্যি হতে যেতে চাই নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সভ্যশ্রেণী [স] *বি* সদস্যবর্গ। 'সভ্যশ্রেণীর সঙ্খ্যা অধিক হইয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সভ্যসদ [স] *বিণ* সভাসদ। 'সভ্যসদ দৈত্যগণ সমভিব্যাবহারে ...।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সভ্যসমাজ [স] *বি* ভদ্রসমাজ। 'সভ্যসমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সভ্যসুজন [স] *বি* সভাসদ ও সুধীজন। 'চলি গেল যবে সভ্যসুজন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সভ্যা [স] *বি স্ত্রী* সদস্য। 'উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যা লইয়া একটী অস্থায়ী কর্মপরিষদ গঠিত হইবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সভ্যাভিমানী [স] *বিণ* সভ্য বলে গর্ববোধ করে এমন। 'কে বলিতে পারে সভ্যাভিমানী ইউরোপীয়দিগের বর্ত্তমান নিয়মসমূহ সময়ে অব্যবহার্য্য হইবে না। *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সভ্যাসভ্য [স] *বি* নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব। 'আমাদের সমাজ এখন হয়েছে প্রবীণ-নবীন গুরুক্তে সভ্যাসভ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সভ্যতা [স] ১ *বি* সৌজন্য। 'বাবুর শিষ্টতা সভ্যতাতে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধিত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* ভদ্রতা। 'সভায় প্রবেশানন্তর সভ্যতা প্রকাশ করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯ 'বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গি করিতে পারি, এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'যেটাকে আমরা শিশুকাল হতেই সভ্যতা বলে শিখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৩ *বি* জীবনযাপনের সৌন্দর্য ও প্রগতি। 'পুরুষেরা কিরূপে সর্ব্বতোভাবে সভ্যতা প্রাপ্ত হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৪ *বি* সামাজিক উৎকৃষ্টতা; জাতিগত সংস্কৃতি। 'তৎকালে বিদেশীয় কোন জাতি এমত সভ্যতা প্রাপ্ত হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'পূর্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'সিভিলিজেশন, যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ৫ *বি* কোনো সংস্কৃতিধীন জাতির বৈশিষ্ট্য। 'যাহারা রোমকদের অধীন হইল তাহাদের মধ্যে রোমক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বি* আধুনিকতা। 'আজি সভ্যতার অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৭ *বি* সংস্কৃতি। 'সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সভ্যতাদর্পী [স] *বিণ* সভ্যতার জন্য গর্বিত। 'সভ্যতাদর্পী আর্যগণ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সভ্যতাদিগুণ [স] *বি* শিষ্টাচার গুণসমূহ। 'চেষ্টা সতর্কতা বিদ্যা দ্বারা এমত অনুপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

সভ্যতাপ্রসূত *বিণ* সভ্যতাসৃষ্ট। 'দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি সভ্যতাপ্রসূত বিষয় তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সভ্যতানামধারী [স] *বিণ* সভ্যতার নাম ধারণ করা হয়েছে এমন। 'সভ্যতানামধারী মানব আদর্শ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সভ্যতাভিমানিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিজ সভ্যতা নিয়ে অভিমান আছে এমন। 'সভ্যতাভিমানিনী ইউরোপীয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের ভগ্নীগণ মুখ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া হাটে মাঠে বাহির হন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সভ্যতাভিমানী [স] *বিণ* আপন সভ্যতা নিয়ে অহঙ্কারকারী। 'আধুনিক সভ্যতাভিমানী মানব-সম্প্রদায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সভ্যতামদ [স] *বি* সামাজিক উৎকৃষ্টতার অহংকার। 'সিমলার শৈলশিখরে বিলাসের স্বর্গপুরী নির্মাণ করিয়া সভ্যতামদে প্রমত্ত হইয়া থাকো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সভ্যতামার্জিত [স] *বিণ* উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন। 'বর্ত্তমান সভ্যতামার্জিত সুরুচিসঙ্গত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সভ্যতারূঢ় [স] *বিণ* সভ্যতায় উন্নীত হয়েছে এমন। 'সভ্যতারূঢ় উন্নতশীল বিজ্ঞানানুরক্ত ব্যক্তিরা ... বিরত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভ্যতাশীল [স] *বি* সুধীজন। 'দেখিতে সভ্যতাশীল প্রকৃতি কুটিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সভ্যতাসন [স] *বি* সভ্যতার আসন। 'আঙ্গলিকতা পরিহার পূর্ব্বক সভ্যতাসনে আসীন হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সভ্যতাসম্পন্ন [স] *বিণ* সুশীল। 'সভ্যতাসম্পন্ন মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সভ্যতাসূচক [স] *বিণ* সভ্যতার চিহ্নবাহী। 'দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি সভ্যতাসূচক বিষয় তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সভ্যতা-স্রোত [স] *বি* সভ্যতারূপ স্রোত। 'ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরী।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

সম[1] [স সঙ্গ] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

সম[2] *বি* তালের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো ঝোঁকের স্থান। 'কেবল একটি নির্দিষ্টস্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম[3] [স] *বিণ* সমান; সদৃশ। 'তিলফুল জিণী নাসা কম্বু সম গলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমঅংশ-ভাগী [স] *বিণ* সমান অংশীদার। 'ঘাতকের হিংসালব্ধ এ অত্যাচারের/ মনে হল আমরাও সমঅংশ-ভাগী।' *সিকান্দার*, ১৯৬১।

সম-অংশীদার [স+ফা] *বি* সমান অংশীদার। 'মোসলেমে প্রতিনিধিত্বকে সম-অংশীদাররূপে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সম অঙ্ক [স] *বি* জোড় সংখ্যা। 'আর ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি অঙ্ককে সম অঙ্ক বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সম-অধিকার [স] *বি* সমান অধিকার। 'মানুষ পাবে তার মানবীয় সর্ব প্রয়োজনের সম-অধিকার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সমঅনুভূতি [স] *বি* একই অনুভূতি; সহমর্মিতা। 'স্পষ্ট হয়েছে তার সমঅনুভূতি।' *মানিক*, ১৯৪৭।

সম-উগ্র [স] *বিণ* সমান তীব্র। 'মরবার পরও যে বিষ শাশ্বত সম-তেজা সম-উগ্র হয়ে থাকবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সমকক্ষ [স] ১ *বিণ* সমান প্রতিযোগী। 'সমকক্ষ নহিলে জুদ্ধ ক্ষেত্রধর্ম্ম নহে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সমতুল্য। 'জীবজগতের কোন দ্রুতগমনশীল জন্তুই ধাবনে ইহাদের সমকক্ষ নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'রূসো তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি নহেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৩ *বিণ* সমপর্যায়ের। 'বদান্যতায় সূর্যসুত শ্রীমান কর্ণের সমকক্ষ।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ৪ *বিণ* সমান প্রতিভাধর। 'তাঁহার সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমকক্ষতা [স] ১ *বি* তুল্য প্রতিযোগিতা। 'তাহাদিগের সহিত সমকক্ষতা করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। ২ *বি* তুল্যতা। 'প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কী আবশ্যক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* সমান মর্যাদা। 'পুরুষের সমকক্ষতা অর্জ্জনের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সমকক্ষতা করা *ক্রি* প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা; সমানে সমান পাল্লা দেওয়া। 'মহিলারা পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা করিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সমকক্ষরূপে [স] *ক্রিবিণ* সমান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। 'পুরুষের সমকক্ষরূপে সবকিছু করিবার অধিকার তাহার আছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সমকর্মিতা [স] *বি* সমান কাজ করা। 'কমরেডশিপ বা সমকর্মিতা যুগ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সমকায় [স] *বিণ* এক আকৃতির। 'আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিরাজ কচ্চে; কিন্তু সকলেই তো সমকায় নয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সমকাল [স] ১ *ক্রিবিণ* একই সময়ে। 'প্রভুর অদ্ভুত বিকার, অ সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* এক কাল। *দর্পণ*, ১৮২০; 'মান্ধাতার সমকালে আমাদের দেশে হয়তে সবই ছিল ... কিন্তু তখন ইতিহাস ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বি* সমকালীন। 'অতএব ইনি গুপ্তদিগের সমকাল বা পরবর্তী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমকালবর্তী, সমকালবর্ত্তী [স] *বিণ* সমকালের; একই কালের। 'প্রথম রাজা গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'তাঁদের সমকালবর্তী জনকতক মহাপুরুষেরই ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১২।

সমকালিক [স] *বিণ* একই সময়ের। 'বিক্রমাদিত্যের সমকালি সংকৃত হইতে মনু রামায়ণের সংস্কৃত অনেক প্রাচীন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সমকালীন [স] *বিণ* সমসাময়িক। 'কবিকঙ্কণের সমকালীন ব্যক্তি' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমকুলোদ্ভব [স] *বিণ* একই বংশ থেকে উদ্ভূত। 'সমকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগের পরস্পর পাণিগ্রহণ হইলে সে কুলে অত্যন্ত দোষস্পর্শে' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমকৃষ্টি [স] *বি* একই রকম সংস্কৃতি। 'সমকৃষ্টি-সম্পন্ন পরিবারে মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সমকেন্দ্রি [স সমকেন্দ্রী] *বিণ* একই কেন্দ্রবিশিষ্ট। '... সমকে বীচিচক্র খেলিতে থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমকোণ [স] *বি* নব্বই (৯০) ডিগ্রির কোণ। 'একটি শাখা আস পর্বতমালার সঙ্গে সমকোণ ক'রে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

সমক্রিয়া [স] *বি* সমান কার্যক্ষমতা। 'ঔষধের সমক্রিয়া সম্বন্ধী একটি গবেষণামূলক বিষয় ব্যাখ্যান করি।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

সমক্ষেত্র [স] *বি* অভিন্নক্ষেত্র। 'গ্রহগুলির প্রদক্ষিণের রা বিষুবরেখার প্রায় সমক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমগোত্র [স] *বিণ* অনুরূপ গোত্রের। 'শিবরাম তো বিশে সমগোত্র।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০; 'সে তাদের সমগোত্র।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সমজাতীয় [স] *বিণ* সমান শ্রেণীভুক্ত। 'সূচনার দ্বারা প্রবর্তিত মানসিক ক্রিয়া তাহারই সমজাতীয় সহজ প্রবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১; 'সমজাতীয় মনোবৃত্তিতে শক্তির সাম্য দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমজ্ঞানী [স] *বি* একই রকম জ্ঞানের অধিকারী। 'তাঁহাদে সমজ্ঞানীরা ধন্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সমতল [স] *বিণ* উঁচুনিচু নয় এমন। 'চতুর্দিকে সমতল ভূমি মধ্যবর্তী মথুরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মে করে; এখানে আকাশ সমতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমতলক্ষেত্র [স] *বি* সমতল ভূমি। 'কৌশাম্বীর চতুর্দিকস্থ বিস্তী সমতলক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সমতলগামী [স] *বিণ* সমতলে গমন করে এমন। 'কখনও-কখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

সমতলগামী, কৃচিত নিম্নগামী।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

সমতলভূমি [স] *বি* উঁচু-নিচু নয় এমন ভূমি। 'চতুর্দিকে সমতল ভূমির মধ্যবর্তী মথুরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'উত্তরদেশ অর্থাৎ সাইবেরিয়া সমতলভূমি।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

সমতা [স] **১** *বি* সমদৃষ্টি। 'সমতা জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০। **২** *বি* নিরসন। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে দেশের ... কত পাপের হ্রাস হবে, যাবজ্জীবন পতি শোক প্রভৃতি কত যন্ত্রণার সমতা হবে?' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বি* সাম্য। 'অবস্থার দীনতা ও সমতা।' *এসলাম*, ১৯১৮।

সমতান [স] *বি* একই সুর। 'ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমতাবস্থা [স] *বি* সমান অবস্থা। 'এক সময় বৃক্ষেরা আপন নিঃশঙ্ক আর সমতাবস্থা যাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগে রাখিয়াছিলেন।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সমতাল [স] *বিণ* সমান তাল হয় এরকম। 'বাধা দূর করিবার জন্য সমতাল যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

সমতুল [স] *বিণ* তুল্য; সমান। 'নারদের বোল বেদ সমতুল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমতুলা [স] *বিণ স্ত্রী* সমতুল্য। 'হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

সমতুল্য [স] **১** *বিণ* সমকক্ষ। 'সমতুল্য ঘর।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বিণ* সমান মর্যাদাসম্পন্ন। 'ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমতুল্য।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সম-তেজা [স] *বিণ* সমান তেজসম্পন্ন। 'মরবার পরও যে বিত্ত শাশ্বত সম-তেজা সম-উগ্র হয়ে থাকবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সমত্ব [স] *বি* অনুরূপতা। 'সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ব্বভূতের) ঈশ্বরের আরাধনা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সমত্ব, অর্থাৎ সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ তাৎপর্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সমত্ববোধ [স] *বি* অভিন্নতার চেতনা। 'ছেলের সমত্ববোধে বিব্রত হন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সমদর্শিতা [স] *বি* পক্ষপাতহীন দৃষ্টি। 'তাহারা সকল বস্তুতে সমভাব ও সমদর্শিতা জানাইবার উদ্দেশে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সমদর্শী [স] **১** *বিণ* সবাইকে সমান গুরুত্ব দেয় এমন। 'ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত ... এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **২** *বিণ* পণ্ডিত। 'জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই, সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সমদাবিদার [স সম+ফা দাবিদার] *বিণ* সমান অধিকার প্রার্থনাকারী। 'মানবীয় অধিকারে তারা সর্বত্র সমদাবিদার।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সমদুঃখিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সমব্যথী। 'তাঁহার সমদুঃখিনী হইয়া অন্ধকারময়ী রজনী উপস্থিত হইল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সমদূরবর্তী, সমদূরবর্ত্তী [স] *বিণ* সমান দূরে অবস্থিত। 'তাহা সূর্য্যের সমদূরবর্ত্তী দেখি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমদৃষ্টি [স] *বি* অপক্ষপাতী আচরণ। 'আমি ত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সমদৃষ্টে [স] *ক্রিবিণ* পরস্পর সম্মুখে। 'ক্ষণেক বঙ্কিমে চাহে/ মনে আন নাহি ভাহে/ সমদৃষ্টে ক্ষেণে নিরীক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সমদেশ [স] *বি* সমগ্র দেশ। 'বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে সমদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

সমধরাতল [স] *বি* সমতল ভূপৃষ্ঠ। 'জলস্রোতে ইহা ক্রমে সমধরাতল হইতেছে।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

সমধর্মা, সমধর্ম্মা [স] *বিণ* এক ধর্মাবলম্বী। 'সমধর্ম্মা কৃষ্ণ মোহন কন্যা উচ্ছুগ্গু করে দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সমধর্মী, সমধর্ম্মী [স] *বিণ* সমান সামর্থ্য লাভ করেছে এমন। 'কিছুদিন পরে রোমও মিশরের সমধর্ম্মী হইয়া পড়িল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমপদী [স] *বিণ* সমান পদমর্যাদার অধিকারী। '... ন্যায় পারিতোষিক না পাইয়া সামান্য কেরাণির সমপদী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সমপর্যায় [স] *বি* একই মানের। 'প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, কী করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্যায় রক্ষা করিয়া চলিতে হয় আমি তাহারই অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সমপুষ্টি [স] *বি* সমান পুষ্টি। 'প্রগতির জন্য চাই উভয়ের পূর্ণ বিকাশ, উভয়ের সমপুষ্টি।' *বেগম*, ১৯৫০।

সমপ্রজ্ঞান [স] *বি* অভিন্ন সম্যক জ্ঞান। 'এই বস্তুতন্ত্র পৃথিবীর ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে যদি সমপ্রজ্ঞান নিয়ে বরণ করতে পারি ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমপ্রাণ [স] *বিণ* অন্তরঙ্গ। 'সমপ্রাণ সখা! মোর দোস্ত হমদম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

সমপ্রাণতা [স] *বি* প্রাণের সমতা। 'সেই উদারতা সরলতা সমপ্রাণতা যেন এর বাইরে ভিতরে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সমবয়সিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সমান বয়সের। 'এই চিরযৌবনা উর্বশী একদিন বিক্রমের সমবয়সিনী ছিল।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমবয়সী [স] *বিণ* সমান বয়সের। 'করিছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সমবয়স্ক [স] *বিণ* একই বা সমান বয়সের। 'যে সকল সমবয়স্ক বালক লেখাপড়া জানিত, তাহাদের নিকটে গিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সমবয়স্কা [স] *বিণ স্ত্রী* সমান বয়সের। 'সমবয়স্কা রমণীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ... থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'ব্রাহ্মণবধূকে সমবয়স্কা দেখিয়া, আদরপূর্বক, তাহার ভার লইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমবিকিরণ [স] *বি* একইভাবে আলোক বিচ্ছুরণ। 'মহাশূন্যে শক্তির সমবিকিরণের ফলে একদিন এই বিশ্বজগতের বিলয় অবশ্যম্ভাবী।' *শিব*, ১৯৬০।

সমবুদ্ধি [স] *বিণ* সমানবুদ্ধিসম্পন্ন। 'মানুষ যদি সমবুদ্ধি হয় তা হলে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

সমবেগ [স] *বি* অভিন্ন গতি। 'ইহা ঠিক সমবেগে সরল পথে চলিতেছে না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সমবেত [স] **১** *বিণ* একত্র; এক স্থানে মিলিত। 'সমবেত সাংযুগীন সঙ্গে কত সাজে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* সমবায়ী। 'সমবেত খেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সমবেদক [স] *বিণ* সমব্যথী; সমান বেদনা অনুভবকারী। 'একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর সমবেদক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমবেদন [স] *বি* সহানুভূতি। 'সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশন ... নিবেদন, সমবেদন, – আমি তাহাতে নহি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সমবেদনশীল [স] *বিণ* সমবেদনাপূর্ণ। 'সমবেদনশীল হৃদয় দিয়ে কবি এ করুণ দৃশ্য এঁকেছেন।' *হাই*, ১৯৪৯।

সমবেদনা [স] *বি* সহানুভূতি। 'আমরা বন্ধুর নিকট হইতে মমতা চাই, সমবেদনা চাই, সাহায্য চাই ও সেই জন্যই বন্ধুকে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'রাজলক্ষ্মীরই, প্রতি সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সমবেদনাপরায়ণ [স] *বিণ* সমব্যথী; সমবেদনা বোধকারী। 'তোমার মতন সমবেদনাপরায়ণ ...।' *জীবন*, ১৯৩৩।

সমবেদনাভরা *বিণ* সহানুভূতিপূর্ণ। 'তবে সময়বিশেষে সমবেদনাভরা গাম্ভীর্য।' *মানিক*, ১৯৪০।

সমবেদনাশীল [স] *বিণ* সহানুভূতিশীল। 'নঈমার প্রতি খানিকটা ... সমবেদনাশীল হইয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সমব্যবসায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* একই পেশায় নিয়োজিত। 'কেবল সমব্যবসায়িনী ঝিদের কাছেই নয় ... শাশুড়ীর কাছেও তরঙ্গ দুই মনিব-বাড়ির গল্প করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সমব্যবসায়ী [স] *বিণ* একই পেশায় নিয়োজিত। 'বড়ো উকিলের বড়ো উকিল বন্ধু থাকে – সমব্যবসায়ী কিনা!' *মানিক*, ১৯৩৭।

সমব্যাহারী [স] *বি* সঙ্গী। 'আপন সমব্যাহারীগণের সহিত উপস্থিত হইয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সমভাগ [স] *বি* সমান ভাগ। 'সমভাগ, গাঁথে নাগ, কেশর ধাতকী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সমভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সমান অংশ পায় এমন। 'সুখ দুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্য সহচরী।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সমভাব [স] *বি* একসমান ভাব; সাম্য। 'বঙ্গুলাভ অধিপতি সভারে সমভাব।' *মালাধর*, ১৫০০।

সমভাবে *ক্রিবিণ* একইরূপে। 'পৃথিবী সকলকে সমভাবে ধারণ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সমভাষা [স] *বি* একরকম ভাষা। 'উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমভিব্যাপী [স] *বিণ* বিস্তৃত। 'নির্জন অন্তর্ভেদী সমভিব্যাপী দয়ার উজ্জ্বলতায় ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সমভিব্যাহার [স] *বি* সাহচর্য। 'লক্ষণ বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে ... সুরম্য বৈশালী নগরে আগমন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সমভিব্যাহারি [স সমভিব্যাহারী] *বিণ* সঙ্গে আছে এমন। 'তাঁহার সমভিব্যাহারি সাহেবও তদ্রূপ কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সমভিব্যাহারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সহগামী। 'তোমায় উহার সমভিব্যাহারিণী হইতে হইবে না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সমভিব্যাহারী [স] *বিণ* সঙ্গে থাকে এমন; সঙ্গী। 'তাঁহার সমভিব্যাহারী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা হিন্দুদের আচার ব্যবহার ধর্মাদি যেরূপ দর্শন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সমভিব্যাহারে [স] ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে নিয়ে। 'স্ত্রী সমবিভ্যাহারে যুদ্ধ স্থানে যাওয়া উপযুক্ত নয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'আপন সৈন্য সন্নিপাত সমভিব্যাহারে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'এক দরখাস্ত পার্লিমেন্টে দেওনার্থ সমভিব্যাহারে লইয়া বিলায়তে গিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমভিব্যাহৃত [স] *বিণ* সহগামী। 'বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র চারি জন পরিচারক সমভিব্যাহৃত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমভূম [স সমভূমি] *বি* সমতলভূমি। 'ভারতবর্ষ স্টীমরোলা বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম সমতল করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সমভূমি [স] ১ [স] *বি* সমতলভূমি। 'বাগানে অতি উত্তম সমভূমি পাকা রাস্তা।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* মাটির সমান্তরাল। 'বহির্ভা পড়িয়া সমভূমি প্রায় হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৩ *বিণ* ভূমিসাৎ 'দামেস্করাজ্য সমভূমি করিতে জীবন পণ।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

সমভূমিতা [স] *বি* সমান্তরালতা। 'সম্পাদকের আসন হইতে ভারতরাজতক্ত পর্যন্ত একটা সমভূমিতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমভ্যাহার [স সমভিব্যাহার/সমব্যাহার] *বি* সাহচর্য। 'রাজা ... সমভ্যাহারে নগরের মধ্যে বাসস্থান করিয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জ* ১৮১২।

সমমতাবলম্বী [স] *বিণ* একই মতের অনুসারী। 'কয়েকজ সমমতাবলম্বী ব্যক্তিসহ সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৭০।

সমমর্যাদা [স] *বি* সমান সম্মান। 'নারীরা আজও পুরুষে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।' *বেগম*, ১৯৫২।

সমমাত্রা [স] *বি* প্রতিটি পর্বে সমান সংখ্যক মাত্রার তাল। 'তাতে সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমযুত [স] *বি* সমতুল্য। 'আমি হেন সুত নাহি সমযুত।' *আলাওল* ১৬৮০।

সমযোগ্য [স] *বিণ* সমান যোগ্যতাসম্পন্ন। 'অদ্যাবধি বি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমযোধ [স] *বি* সমান যোদ্ধা। 'দুই জন সমযোধ সমান উপকর পাইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমরেখা *বি* সমান্তরাল রেখা। 'জন্তুর মাথাটা গাড়ির নিম্নতলে সমরেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সমরস [স] *বি* শূন্যতা করুণার অভেদ অবস্থা। 'তিম মরণ অত্তণা। সমরসে গঅণ সমাজ।' *চর্যা ৪৩*, ১২০০।

সমরসময় [স] *বি* যুদ্ধকালীন সময়। 'সমরসময়, ভয়ে কেশচা পাছে ছিল বলে বেন্ধে রাখিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

সমরেখা [স] *বি* একই সমান্তরাল। 'আমার মতের সমরেখায় চ না।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সমরূপ [স] *ক্রিবিণ* একই রকমে। 'ঐ সুধীর সুবিখ্যাত মহাশয়ে যথার্থ স্বরূপ সমরূপ প্রতিবিম্বিত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সমলোভী [স] *বিণ* সমান লোভী। 'পাকসাট মারি কেহ খেদাই দূরে সমলোভী জীবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সমশক্তিমান [স] *বিণ* সমান শক্তির অধিকারী। 'মানুষের ভাগ্য নি বুঝি দুই সমশক্তিমান জড়ের বিলাস।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সমশিক্ষিত [স] *বিণ* একই রকম শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'আমাদের সমাজে সমপর্যায়ের সমশিক্ষিত দুজন স্ত্রী-পুরুষ কি একরকম।' *নরেন্দ্র* ১৯৫৬।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমশির [স সমশীর্ষ] *বিণ* একই উচ্চতাসম্পন্ন। 'অর্দ্ধ হাত পুর দুর্বা সমশির।' *রামরাম,* ১৮০১।

সমসর [স সমসর] *বিণ* সমান সমান। 'কোন মতে অন্য হৈব তার সমসর।' *আলাওল,* ১৬৮০।

সমশ্রেণিতা [স] *বি* সাদৃশ্য; একজাতীয়তা। 'কীটপতঙ্গ পর্যন্ত প্রাণী মাত্রেরই একটা সমশ্রেণিতা আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

সমশ্রেণীভুক্ত [স] *বিণ* একই পর্যায়ভুক্ত। 'কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না।' *প্রমথ,* ১৮৯০।

সমসংখ্যক [স] *বিণ* সমান সংখ্যক। 'উভয় সম্প্রদায়ের জন্য সমসংখ্যক চাকরীর দাবী ...।' *আজাদ,* ১৯৪০; 'সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র।' *সংবিধান,* ১৯৭২।

সমসাময়িক [স] *বিণ* একই সময়ের। 'শ্রীহর্ষকে কবিচন্দ্র ভট্টের সমসাময়িক স্থির করিয়াছি।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭৪।

সমসুখী [স] *বি* সমান সুখের অধিকারী। 'হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা সকলে।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

সমসূত্রে [স] *ক্রিবিণ* অভিন্নসূত্রে। 'সেই সমসূত্রে মৈথিল অর্থাৎ সেখানকার দেশী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির গান ও কাব্যে ...।' *হাই,* ১৯৫৪।

সমস্কন্ধ [স] *বি* সমপর্যায়। 'মানুষের মতো মানুষের সমস্কন্ধের মতো মেশা।' *অন্নদা,* ১৯২৯।

সমস্থলী [স] *বি* সমতল স্থান। 'অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী তদুপরি বিস্তৃত সমস্থলী তদুপরি স্তম্ভ সমূহোপরি ইষ্টকাচ্ছাদন।' *চন্দ্রিকা,* ১৮৩০।

সমস্নেহ [স] *বি* সমান মমতা। 'সর্ব্বধর্ম্ম প্রতি সমস্নেহ প্রকাশ করিবেন।' *দর্পণ,* ১৮৩৮।

সমস্বর [স] *বিণ* সম্মিলিতকণ্ঠে। 'কূটাগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাঞ্ছন বালখিল্য নাট্সীদের সমস্বর নামসংকীর্তন।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৪০।

সমস্বরে [স] ১ *ক্রিবিণ* মিলিত কণ্ঠে। 'গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০। ২ *ক্রিবিণ* একসাথে। '(সমস্বরে) আজ্ঞে, আমরা কেউ জানি নে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

সমস্বার্থ [স] *বি* অভিন্ন স্বার্থ। 'সমস্বার্থের মানুষ কাঁধে কাঁধ দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।' *হাসান,* ১৯৬৯।

সমক্ষে [স] *ক্রিবিণ* সামনে। 'সাহেবেরদের সমক্ষে ভারতবর্ষীয় অবস্থার বিষয়ে ... সাক্ষ্য দিবেন।' *দর্পণ,* ১৮৩১; 'সমক্ষে চিরকালই অসুবিধা।' *মুয়াজ্জিন,* ১৯৩২।

সমগ্না [স] *বিণ* মগ্ন। 'সমগ্না হইল রজা শোকসিন্ধু নীরে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সমগ্র [স] ১ *বিণ* সব। 'নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল।' *বঙ্কিম,* ১৮৬৮। ২ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫; 'একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭। ৩ *বিণ* পূর্ণাঙ্গ। 'সত্যকে আমরা এক মুহূর্তে সমগ্র করে দেখতে পাই নে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২।

সমগ্রতা [স] *বি* সম্পূর্ণতা। 'উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সমগ্রতা গড়ে তুলতে দেয়নি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

সমগ্ররস [স] *বি* সামগ্রিক রস। 'একটি সমগ্ররসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

সমগ্ররূপে [স] *ক্রিবিণ* পরিপূর্ণরূপে। 'তাহাকে সমগ্ররূপে দেখা ও বোঝা আমাদের কর্ম নয়।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

সমগ্রসত্য [স] *বি* অখণ্ড সত্য। 'সমগ্রসত্যের অনুসন্ধান একদিকে যেমন মানুষের বিকাশ-সম্ভাবনার দিগন্তকে প্রসারিত করে দেয় ...।' *শিব,* ১৯৫০।

সমজদার [হি সমঝ+ফা দার] ১ *বিণ* রসজ্ঞ। 'সমজদার লোকের লক্ষণ এই যে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫। ২ *বিণ* বোদ্ধা; বিচক্ষণ। 'সকল বিষয়েই সমজদার বলিয়া মনে করিত।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৮।

সমজদারসম্প্রদায় [সমজদার+স সম্প্রদায়] *বি* সমজদার শ্রেণী। 'এই যে সমজদারসম্প্রদায়, এরা খুশী হওয়া আর খুশী করার মন্ত্রে দীক্ষিত।' *মোতাহের,* ১৯৫০।

সমজে ওঠা *ক্রি* বুঝতে পারা। 'তা এখনো সমজে উঠতে পাচ্ছিনে।' *সবুজ,* ১৯১৭।

সমাজদার [হি সমঝ+ফা দার] *বি* সমঝদার। 'আসল সমাজদার, খানদানী কদরদানরা বসেন সেখানে।' *মুজতবা,* ১৯৬০।

সমঝ [হি] *বি* বুদ্ধি; বিবেচনা। 'ইহারা আপন সমঝ ও দস্তুর মতো ...।' *ক্যালগে,* ১৭৮৯।

সমঝদার [সমঝ+ফা দার] ১ *বিণ* বিবেচক। 'সমঝদার মানুষের সঙ্গে কথা কইলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।' *প্যারী,* ১৮৫৮। ২ *বি* রসজ্ঞ জন; সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'সমঝদার পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।' *শরৎ,* ১৯১৭।

সমঝ-বুদ্ধি [সমঝ+স বুদ্ধি] *বি* রসজ্ঞান। 'এ উৎকট সমঝ-বুদ্ধিতে গানটার অনেক মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেলেও ...।' *নজরুল,* ১৯২৭।

সমঝা, সমঝানো [হি সমঝা>] ১ *ক্রি* ব্যাখ্যা করা। *মানোএল,* ১৭৪৩। ২ *ক্রি* এজাহার দেওয়া। *মানোএল,* ১৭৪৩। ৩ *ক্রি* বোঝা। *মানোএল,* ১৭৪৩। ৪ *ক্রি* সতর্ক করা। 'শুনহে মাবিয়া বাত তোমাকে সমঝাই।' *গরীব,* ১৭৬৫। **সমঝল** *ক্রি* বুঝলাম। 'সমঝল তব হম সুকপট সোয়।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **সমঝাই** *ক্রি* বুঝিয়ে। 'কালা যাইবে আমারে সমঝাই।' *মর্তুজা,* ১৭৫০। **সমঝাইয়া** *ক্রি* বুঝিয়ে। 'তাহাদিগকে সমঝাইয়া সালিস ত্বরায় রফা করিয়া দিবেক।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩। **সমঝায়** *ক্রি* বোঝায়। 'আনোয়ার! পণ্ডায়/ বৃথা লোকে সমঝায়।' *নজরুল,* ১৯২২। **সমঝিয়ে** *ক্রি* বুঝিয়ে। 'এরে দুটো কথা দাও সমঝিয়ে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯। **সমঝে** *ক্রি* বুঝে শুনে। 'সমঝে কর ফকিরি মন রে।' *লালন,* ১৮৯০।

সমঝোতা [হি সমঝৌতা] *বি* আপোস। 'উভয়কেই আকর্ষণীয়তা, আদর্শ-পরায়ণতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা শিখিতে হইবে।' *বেগম,* ১৯৫৩।

সমঝওতা, সমঝাওতা [হি] *বি* সমঝোতা; বোঝাপড়া। 'তখন একটা সমঝাওতা হল।' *মুজতবা,* ১৯৫২; 'আপনাআপনি যদি একটা সমঝওতা হয়।' *সুনীল,* ১৯৭০।

সমঞ্জস [স] *বি* আপোস। 'বুঝিআ কার্যের গতি/ ধায়্যা আইল লক্ষপতি/ কন্দল ভাঙ্গিল সমঞ্জসে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সমঞ্জসা [স] *বি* সামঞ্জস্য; সঙ্গতি। 'সমঞ্জসার প্রয়োজন আমাদের জীবনে যত বেশি, সমঞ্জসায় পৌঁছানো আমাদের পক্ষে ততই কঠিন।' *শিব,* ১৯৫০।

সমত[১] [স সম্মত] *বি* ঐকমত্য। 'তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত/ পরদারে পাপ নাহি মুনীর সমত।' *বড়ু,* ১৪৫০।

সমত[২] [স সম্মতি] *বি* অনুকূল মত। 'সমত দিলেন্ত আলি লক্ষায়েক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

বুলি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সমতী [স সম্মতি] *বি* সম্মতি; অনুমতি। 'বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউ সমতী ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমধিক [স] *বিণ* অত্যন্ত বেশি। 'তথাকার কৃষিকর্ম্মের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমধি [স সমধিক] *বিণ* সমধিক। 'বাপের সমধি তুল্য প্রতাপে অপার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমধ্যম [স] *বি* সংযম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সমন [ই] *বি* আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশনামা; সপিনা। 'দরখাস্ত মতে আপন সমন তাঁতিদিগের উপর।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

সমন-জারি [ই সমন+আ জারি] *বি* আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ প্রচার। 'যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমনভয় [স শমনভয়] *বি* মৃত্যুভয়। 'ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ সমনভয় তুয়া বিনু গতি নহি আরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সমনস্ক [স] *বিণ* মনোযোগী। 'লোকালয়ের মাঝখানে এসে প'ড়ে সমনস্ক হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমনোযোগ [স] *ক্রিবিণ* মনোযোগের সঙ্গে। 'কাছে ঘেঁষে ঝুঁকে প'ড়ে খুব সমনোযোগ অথচ সপ্রতিভভাবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমন্ততঃ [স] *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'বাহিরে মৃৎপ্রস্তরাদি অসংখ্য দ্রব্য সমন্ততঃ বিস্তৃত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমন্ত্র [স] *বিণ* মন্ত্রযুক্ত। 'যিনি অমন্ত্র ও সমন্ত্র শরপ্রয়োগ করিতে সমর্থ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সমন্দি [স সম্বন্ধী] *বি* স্ত্রীর বড়ো ভাই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সমন্ধীয় [স সম্বন্ধীয়] *বিণ* সম্পর্কিত। 'যে কর্ম্ম কেবল আমারদিগের সমন্ধীয়।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সমন্বয় [স] ১ *বিণ* সমাজভুক্ত। 'অসমন্বিত এক তাঁতির সমন্বয় করিবার কারণ ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সমাজভুক্ত হওয়ার কাজ। 'জাতি নষ্ট করিতে পারেন অথবা জাতির সমন্বয় করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বি* প্রায়শ্চিত্ত। 'আমি তো আর তোর মার পেটের ব'ন না যে আমার বিছানায় শুলে তোমার সমন্বয় করতে হবে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ৪ *বি* একীভূতকরণ। 'সংসারের সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় যদি কোনো একটি সত্যের মধ্যে না ঘটে, তবে তাকে চরম সত্য বলে মানা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৫ *বি* মিলন। 'উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্যপ্রচারে এই বিরুদ্ধের সমন্বয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৬ *বি* সামঞ্জস্য। 'পারস্পরিক সমন্বয় সাধন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সমন্বয়কল্পে [স] *ক্রিবিণ* সামঞ্জস্য তৈরির লক্ষ্যে। 'প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়কল্পে বিশপ বার্কলের ... পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা সম্পর্কে প্রস্তাব দিলে ...।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

সমন্বয়ধর্মী [স] *বিণ* মিলনপ্রত্যাশী। 'নজরুলের সমন্বয়ধর্মী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে বলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭১।

সমন্বয়হীনতা [স] *বি* সহযোগিতার অভাব। 'কর্তৃপক্ষের কাজের মধ্যে সমন্বয়হীনতার জন্য নগরবাসীকেই অনেক সময় দুর্ভোগ পোহাইতে হয়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

সমন্বয়ী [স] *বিণ* মিলিত। 'বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান, সত্যপীরের পাঁচালি, ময়মনসিংহ গীতিকা এবং বিপুল পল্লী সাহিত্য ও সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ী ভাবাদর্শ অকৃত্রিমরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।' *শরীফ*, ১৯৭১।

সমন্বিত [স] *বিণ* যুক্ত; বিশিষ্ট। 'বদনবিবর তীক্ষ্ণধার দন্তশ্রেণীসমন্বিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমপিরিত [স সম্প্রীতি] *বি* সম্প্রীতি; সদ্ভাব। 'মা বাপের বচন রাখ সমপিরিতে থাক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমপৃত [স সম্প্রীত] *বিণ* আনন্দিত। 'সমপৃত হইআ আমি বলিব তুমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সমবধান [স] ১ *বি* সংগ্রহ। 'তাহার টাকা ও সামগ্রী সমবধান হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ। 'তদীয় আহারাদি সমবধান করিয়া দিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সমবায় [স] ১ *বিণ* দলবদ্ধ। 'ঢাল খাড়া লই সবে হও সমবায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* মিলন। 'প্রথম, দ্বিতীয় ... চারিটি সমবায়ের ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* সম্মিলন। 'আমাদের এই অমিল-কণ্ঠ সমবায়ের চোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৪ *বি* সমবেত প্রয়াস। 'তাদেরই সমবায়ে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে অবয়বধারী জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৫ *বি* সম্প্রদায়। 'বাঙ্গলাভাষী মানব সমবায়ের চিন্তলোকে তিনি কত বড়।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

সমবাএ [স সমবায়] *বি* একতা। 'সকল বালক মিলি করি সমবাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সমবায়তত্ত্ব [স] *বি* সমবায়বিষয়ক ধারণা। 'জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমবায়প্রণালী [স] *বিণ* সমষ্টিগত সহযোগিতার পদ্ধতি। 'সমবায়প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সমবায়ী [স] ১ *বিণ* সমবেত কর্মপ্রচেষ্টাযুক্ত। 'চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* দলবদ্ধ। 'চিনেও চেনে না স্বাবলম্বী অসহিষ্ণু/ সমবায়ী অপরাহ্নে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সমবিত [স সম্বিত] *বি* হুঁশ; জ্ঞান। 'খেনেকে উটিল কৃষ্ণ পাইআ সমবিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

স-যৌবনা [স] *বিণ* যৌবনময়। 'সিনান-শুচি স-যৌবনা রোমাঞ্চিত ধরা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সময় [স] ১ *বিণ* সময়োচিত। 'উঠী কর সময় বাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* নির্দিষ্টকাল। 'সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* যথার্থ ক্ষণ। 'বিশ্রাম করেন প্রভু সময় বুঝিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* প্রতিকূল মুহূর্ত। 'এ সংসারে এমন এক জন নাই যে, তাঁরে সময়ে সান্ত্বনা করে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সময়এ [স সময়] *বি* সময়; কাল। 'কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সময়এ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সময়-অবধি [স] *ক্রিবিণ* সময় পর্যন্ত। 'লার্ড কর্ণওয়ালিসের চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়অবধি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সময়-অসময় [স] ১ *বি* সময়গত বাধ্যবাধকতা। 'এর কি আর সময়-অসময় আছে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* অনুকূল ও প্রতিকূল সময়। 'রসিক ব্যক্তি সময় অসময় বিচার না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সময়কার [স সময়+কার] *বিণ* কালের। 'ইহা সেই সময়কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সময়ক্রমে [স] ১ *ক্রিবিণ* এক পর্যায়ে। 'সময়ক্রমে বাদসাহের অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'তাহা কাযে২ সময়ক্রমে হইয়াই উঠিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সময়তাড়িত [স] *বিণ* যুগবৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'ক্রমাগত সময়তাড়িত তারা।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

সময় দেওয়া *ক্রি* সুযোগ দেওয়া। 'অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় দিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সময়দোষ [স] *বি* কালের প্রতিকূলতা। 'কুচিবা সময়দোষে দুঃস্থ কায়স্থজাতীয় মহাশয়েরা গুরু মহাশয়ের কর্ম্ম করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সময়-ধারা [স] *বি* কালের প্রবাহ। 'অলস সময়-ধারা বেয়ে মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সময় নষ্ট [স] *বি* সময়ের অপচয়। 'অনর্থক বা অনিষ্টকর কর্ম্মে যে সময় নষ্ট করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সময়নিষ্ঠাহীন [স] *বিণ* সময়ানুবর্তিতা নেই এমন। 'এখানকার সমাজজীবনে প্রাগৌপনিবেশিক কালের ... সময়নিষ্ঠাহীন, ভাগ্যনির্ভর প্রতিন্যাস ... প্রবল থেকে গেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

সময় পোহানো *ক্রি* সময় পার করা। 'সময় পোহায়ে যায়, মলয়ালী ভয় পায় ভ্রান্তিবশত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সময়বিন্দু [স] *বি* খুব সামান্য সময়। 'এখানে শিশির ঝরে সময়বিন্দুর মতো কুহলিন নক্ষত্রের থেকে।' *জীবন*, ১৯৩০।

সময়বিশেষে [স] *ক্রিবিণ* কখনো। 'সময়বিশেষে সত্যকেও গোপন করতে হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

সময়বিহীন [স] *বিণ* কাল নির্ধারিত নেই এমন। 'গ্রহে-গ্রহে টানা আছে সময়বিহীন স্তব্ধ জাল।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

সময়ব্যাপী [স] *ক্রিবিণ* সময় জুড়ে। 'বৎসরের অধিকাংশ সময়ব্যাপী প্রখর উত্তাপ, সরবরাহ বিষয়ক অসুবিধা ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সময়মত *ক্রিবিণ* যথাসময়ে। 'আমি সময়মত ওয়ার্নিং দিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সময় যাওয়া *ক্রি* কালক্ষেপণ হওয়া। 'প্রথমটা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার করে নিতে কিছু সময় যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সময়যাপন [স] *বি* সময় কাটানো। 'কেবল সময়যাপনের জন্যে একটা কাজ খুঁজে বেড়াতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সময়সংকেত [স] *বি* কালের লক্ষণ। 'তোমরা সকলে মিলে বুঝে নিতে সময়সংকেত।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

সময়-সময় [স] *ক্রিবিণ* মাঝে-মধ্যে। 'সময়-সময় যেন বুঝে উঠতে পারি না।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

সময়সাগর [স] *বি* সময়রূপ সমুদ্র। 'নানা উপহার আনে সময়সাগর থেকে তুলে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

সময়সাপেক্ষ [স] ১ *বিণ* কালসাপেক্ষ। 'মনের স্বাধীনতা একবার লাভ করতে পারলে ... পরিবর্তন শুধু সময়সাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বি* অধিক সময়ের ব্যাপার। 'গাছের লিখনভঙ্গি ব্যাখ্যা অনেক সময়-সাপেক্ষ।' *জগদীশ*, ১৯১৯।

সময়সীমা [স] *বি* সময়ের গণ্ডি। 'বিদেশী কোম্পানীগুলির জন্য সময়সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সময়স্রোত [স] *বি* সময়ের ধারা। 'আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গার স্থির হয়ে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সময় হওয়া *ক্রি* উপযুক্ত কাল আসা। 'বেলা আর নাই বাকি সময় হয়েছে নাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

সময়াতিপাত [স] *বি* সময় কাটানো। 'একটার অবলম্বনে সময়াতিপাত করে।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

সময়াতীত [স] *বিণ* নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে এমন। 'ঘাটে গমন করেন তজ্জন্য সময়াতীত হওনে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সময়ানুবর্তিতা [স] *বি* সময়নিষ্ঠা। 'যে-কাজে বেরুচ্ছি তাতে সময়ানুবর্তিতা অসম্ভব।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

সময়ানুযায়ি [স সময়ানুযায়ী] *ক্রিবিণ* কাল অনুযায়ী। 'সিংহের সাতে যাহা হউক সমস্তই সময়ানুযায়ী।' *রামরাম*, ১৮০১।

সময়ানুরূপে [স] *ক্রিবিণ* যথাসময়ে। 'সময়ানুরূপে দুষ্ট মতি প্রবিষ্ট হইল আসিয়া দাউদের অন্তরে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সময়ানুসারে [স] ১ *ক্রিবিণ* সময় মেনে। 'যে কেহ সময়ানুসারে কর্ম্ম না করে তাহার ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ২ *ক্রিবিণ* সুযোগমতো। 'কহিবা সময়ানুসারে আসিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সময়ান্তর [স] *বি* অন্য সময়। 'আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সময়াবধি [স] *ক্রিবিণ* সময়কাল পর্যন্ত। 'বিক্রমাদিত্যের সময়াবধি অনেকানেক কবিকুলতিলক ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

সময়াসঙ্গ [স] *বি* সহবাসের সময়; সঙ্গমকাল। 'আসন্ন সময়াসঙ্গ কম্পিত সর্বাঙ্গ।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সময়াহত [স] *বিণ* সময়ের আঘাতপ্রাপ্ত। 'অথচ সময়াহত আপাত-বস্তুর দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত মনে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

সময়ে-অসময়ে *ক্রিবিণ* যেকোনো মুহূর্তে। 'সময়ে-অসময়ে, উপলক্ষ থাক বা না থাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সময়ের হাত *বি* যুগধর্ম। 'সময়ের হাত সৌন্দর্যেরে করে না আঘাত।' *জীবন*, ১৯৪০।

সময়ে সময়ে *ক্রিবিণ* কখনো কখনো। 'তাঁহারা সময়ে সময়ে সমাগত হইয়া ... যজ্ঞ সকল সম্পন্ন করিতেন।'

সময়োচিত [স] *বিণ* সময়ের উপযোগী; যুগোপযোগী। 'সময়োচিত আন্দোলন স্বতই উদ্ভূত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সময়োপযোগিতা [স] *বি* বিশেষ সময়ের পক্ষে উপযুক্ততা। 'সেইসব প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বা সময়োপযোগিতা সম্পর্কে আমরা কিছু বলিতে চাই না।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সময়োপযোগী [স] ১ *বিণ* যুগোপযোগী। 'বর্তমান সময়োপযোগী বিধি ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* বিশেষ কোনো সময়ের জন্য উপযুক্ত। 'উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমর [স] *বি* যুদ্ধ। 'তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমর [স] ১ *বি* যুদ্ধ। 'তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রাণহরণ। 'বন্ধ আছে যমরাজের সমর, আজকে শুধু এক বেলারই তরে, আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বি* দ্বন্দ্ব। 'শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সমর-অঙ্গন [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-অঙ্গনে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারুণ নিশীথে। পিতঃ, প্রণমি চরণে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সমরকৌশল [স] *বি* যুদ্ধনীতি। 'উৎকৃষ্ট সমর-কৌশল ও রাজনীতির প্রভাবে ... সীরিয়া অধিকৃত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'অসাধারণ সমরকৌশলে বুয়র জাতি অচিরে বিধ্বস্ত হইবে।' *মিহির*, ১৮৯৯।

সমরক্ষেত্র [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে বিমুখিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সমর-ঘাত [স] *বি* যুদ্ধের আঘাত। 'সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সমরজয়ী [স] *বিণ* যুদ্ধ জয় করেছে এমন। 'আমার সমরজয়ী অমর তরবারি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সমরধীর [স] *বিণ* যুদ্ধে স্থির এমন। 'সাজিল মহাবীর বিষম সমরধীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমরনীতি [স] *বি* যুদ্ধনীতি। 'সমরনীতি বিশারদ রাজচক্রবর্ত্তী আলেকজাণ্ডার ... আদেশ প্রদান করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সমরপদ্ধতি [স] *বি* যুদ্ধকৌশল। 'সামরিক শক্তি যে তারা বহু আগে থেকেই জেনেছে, তাও তাদের সমরপদ্ধতিতে বোঝা গিয়েছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমরবন্যা [স] *বি* যুদ্ধরূপ বন্যা। 'সমরবন্যা যবে অবসান সোনার ভারত বিপুল শ্মশান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমরব্যাপার [স] *বি* যুদ্ধনীতি। 'বর্তমানকালীন সমরব্যাপারে আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির প্রচলনে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমরযাত্রা [স] *বি* যুদ্ধযাত্রা। 'সমরযাত্রার অভিযানের সাথি যদি খোঁড়া হয়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সমরশিক্ষা [স] *বি* যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা। 'কৃষ্ণাজী অনন্ত তাহে সমরশিক্ষা করলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমরসজ্জা [স] *বি* যুদ্ধের প্রস্তুতি। 'উদাহরণত পাশ্চাত্য জগতের সমরসজ্জা উল্লেখযোগ্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমরসাগর [স] *বি* সমররূপ সাগর। 'রাজা মহাবল ... সমরসাগরে অবগাহন করিয়া, অশেষপ্রকার প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যেন সে অমর সমর-সাগর, গ্রহণ করেছে নব কলেবর, একটি বিরাট গানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমরসাজ [স সমরসজ্জা] *বি* রণসজ্জা। 'সকলেই পরিপূর্ণ সমরসাজে সজ্জিত।' *মুনীর*, ১৯৬১।

সমর-সাধনা [স] *বি* যুদ্ধ-প্রয়াস। 'সমর-সাধনা সার্থক করতে হ'লে ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমরহেতু [স] *ক্রিবিণ* যুদ্ধের কারণে। 'সাজিলা সমরহেতু অধিক শোভিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সমরা [স সমর] *ক্রি* যুদ্ধ করা। 'নগবর লাউসেনে সমরল দুইজনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি, তার জন্যে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সমরাগ্নি [স] *বি* যুদ্ধরূপ আগুন। 'উভয় মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমরাঙ্গন [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'অশ্ব, শিবির, অস্ত্র, যুদ্ধ, যোদ্ধা, সমরাঙ্গন – সকলই দেখিতে পাইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সমরানল [স] *বি* যুদ্ধরূপ আগুন। 'এই সমরানল যে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সমরায়োজন [স] *বি* যুদ্ধের প্রস্তুতি। 'রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সমরাস্ত্র [স] *বি* যুদ্ধাস্ত্র। 'পাশ্চাত্য সমরাস্ত্রের উপর ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক মিশনের নিয়ন্ত্রণ।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

সমরভেকেসন [ই] *বি* গ্রীষ্মকালীন ছুটি। 'সমরভেকেসনে কালেজ বন্ধ হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সমর্থ [স] **১** *বিণ* দক্ষ। 'মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* শক্তিশালী। 'এবে সে নবীর দীন হইল সমর্থ।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বিণ* যোগ্য। 'সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সমর্থবয়স [স] **১** *বি* প্রাপ্তবয়স; পরিণত বয়স। 'সমর্থবয়সের বিধবা মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* বিয়ের জন্য উপযুক্ত বয়স। 'সৎপাত্রকে উপেক্ষা করা সমর্থবয়সের বাঙালি মেয়ের পক্ষে অপরাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সমর্থা [স] *বিণ স্ত্রী* সক্ষম। 'শিক্ষা দিতে সমর্থা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সমর্থিত [স] *বিণ* সমর্থনপ্রাপ্ত। 'দেশবাসীর সমর্থিত ও লোকায়ত্ত গভর্ণমেন্ট স্থাপন অপরিহার্য্য।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

সমর্থক [স] *বি* সমর্থনকারী। 'প্রস্তাবক ও সমর্থক সকলেই বিভিন্ন জেলার কৃষক ও শ্রমিক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সমর্থন [স] *বি* পক্ষাবলম্বন। 'আমার পেছনে তাদের সমর্থন নেই।' *পাশা*, ১৯৭১।

সমর্থনকারী [স] *বিণ* সমর্থন আছে এমন। 'আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা ... এই মতেরই সমর্থনকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সমর্থনযোগ্য [স] *বিণ* সমর্থন করা যায় এমন। 'রানির আচরণ একান্ত সমর্থনযোগ্য।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমর্পণ [স] **১** *বি* স্থাপন। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রদান। 'এত বলি কিছু আগে করি সমর্পণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হাতে হাতে শ্রীমন্তে করিল সমর্পণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* নিয়োজন। 'আমাদের উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমর্পন [স সমর্পণ] *বি* স্বত্ব ত্যাগ করে দান। 'বাপ আসি কৈল মোরে কৃষ্ণে সমর্পন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সমর্পা [স সমর্পণ>] *ক্রি* সমর্পণ করা। **সমর্পিএ** *ক্রি* সমর্পণ ক'রে। 'জলে সমর্পিএ পুত্র রাখুক আদিত্য।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সমর্পিতে** *ক্রি* সমর্পণ করতে। 'সমর্পিতে চাহি তারে তোহ্মার চরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সমর্পিবা** *ক্রি* সমর্পণ করবে। 'এহি মাটি তান তরে সমর্পিব পএগাম্বরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সমর্পিল** *ক্রি* সমর্পণ করলো। 'তোমার পাএ সমর্পিল নিজ কলেবর।' *মালাধর*, ১৫০০। **সমর্পিলা** *ক্রি* সমর্পণ করলো। 'দামোদরস্বরূপ ঠাঞি তারে সমর্পিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **সমর্পিলুঁ** *ক্রি* সমর্পণ করলাম। 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ দয়া জনি ছোড়বি মোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সমর্পিত [স] **১** *বিণ* অর্পিত; সমর্পণ করা হয়েছে এমন। 'কমিটি সাহেবেরা সমর্পিত ভার নির্ব্বাহ করণার্থে বৈঠক করিয়াছেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বিণ* প্রদত্ত। 'কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার ... সমর্পিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সমর্পিতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* নিজেকে উৎসর্গকারী। 'ছিলো কোলাহলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্পিতা চিরদিন।' *শামসুর*, ১৯৫৯। ২ *বিণ স্ত্রী* নিবেদিত। 'আজীবন সমর্পিতা কোরানের শ্লোকে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

সমল [স] *বিণ* মলিন। 'সপঙ্ক সমল, সকলে বলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সমলংকৃত, সমলঙ্কৃত [স] *বিণ* সম্যক্‌ভাবে অলংকৃত। 'স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে এই সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেছিলেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'আমাকে ... অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সমলতা [স] *বি* অপবিত্রতা। 'ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমষ্টি [স] ১ *বি* একাধিক বস্তুর সন্নিবেশ। 'সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* বহুজন; গণমানুষ। 'সমষ্টির অভিসন্ধি নিঃসহায় ব্যষ্টিরে সংহারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

সমষ্টিক [স] *বিণ* সম্পূর্ণ; সামষ্টিক। 'তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

সমষ্টিকাংশ [স] *বি* সম্পূর্ণ অংশ। 'তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

সমষ্টিগত [স] *বিণ* সমষ্টি সম্পর্কিত। 'মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সমষ্টিতন্ত্র [স] *বি* স্বাতন্ত্র্যহীন গোষ্ঠীবদ্ধতার তত্ত্ব। 'খাঁটি ব্যক্তিতন্ত্র কিংবা খাঁটি সমষ্টিতন্ত্রের দোষ একই।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সমষ্টিবাদ [স] *বি* স্বাতন্ত্র্যহীন গোষ্ঠীবদ্ধতার তত্ত্ব। 'রব না, রব না লুব্ধ, ক্ষুব্ধ বামনের এ সমষ্টিবাদে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

সমষ্টিব্যস্ত [স] *বিণ* সর্বতোভাবে চঞ্চল। 'তার সরল গতিতে বাধা পড়লেই সে সমষ্টিব্যস্ত হয়ে পড়ে বক্র হয়ে বিচিত্র ভঙ্গি ধারণ করে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সমষ্টিভূত [স] *বিণ* একত্র। 'সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সমসর [স] *বি* সমান। 'আমি ত নৃপতি সনে দিলাঙ উত্তর তো ছার বেটার সনে নঞিব সমসর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমসা [ফা সমূসহ্‌] *বি* ক্ষুদ্র ত্রিকোণ খণ্ডিত মাংসের রুটিবিশেষ। 'কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা।' *ভারত*, ১৭৬০।

সমস্কৃত [স] *বিণ* সংস্কৃত; সংস্কার করা হয়েছে এমন। *মিলার*, ১৭৯৭।

সমস্ত [স] ১ *বি* সমগ্রতা। 'বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব সমস্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'রবিবর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত সকালবেলাটা কেটে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমস্তখন [স সমস্তক্ষণ] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'মুর্খু যারা তাদেরই তো সমস্তখন ছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সমস্তদিন [স] *ক্রিবিণ* সারাদিন। 'বিচারালয়ে গোমস্তা সমস্তদিন বসাইয়া রাখে।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫।

সমস্যা [স] ১ *বি* সংকট। 'সুরীক্ষা সমস্যা হেতু দিলেক দোহাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* সমাধানার্থ অসমাপ্ত শ্লোক। 'রাক্ষসী সমস্যা দিলে পর পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ সমস্যা পূরিয়া দিলেন।' *কেরি*, ১৮১২। ৩ *বি* ঝামেলা। 'নব্য হিন্দুদের বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৪ *বি* অন্তরায়। 'কিন্তু তবু তুমিই থাকো, সমস্যা যাক ঘুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ *বি* বিপদ। 'মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সমস্যাকীর্ণ [স] *বিণ* সমস্যাসঙ্কুল। 'সমস্যাকীর্ণ এ জগতে এস একবার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সমস্যাকুল [স] *বিণ* সমস্যায় জর্জরিত। 'সমস্যাকুল চিত্তে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬; 'তাঁর প্রশ্নে সকলেই সমস্যাকুল হলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমস্যাক্লিষ্ট [স] *বিণ* সমস্যা-জর্জরিত। 'প্রাত্যহিক এ বর্ত্মেই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের মুক্তির।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সমস্যাজর্জরিত, সমস্যাজর্জ্জরিত [স] *বিণ* সমস্যায় পরিপূর্ণ। 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের সমস্যাজর্জ্জরিত কৃষককুলই যদি যথার্থ সাহায্য না পায় ...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সমস্যাবহুল [স] *বিণ* প্রচুর সমস্যা রয়েছে এমন। 'এই সামাজিক অনাচার যান্ত্রিক যুগের সমস্যাবহুল জীবনে আর চলতে পারে না।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সমস্যাবিমূঢ় [স] *বিণ* সমস্যায় হতাশাগ্রস্ত। 'সমস্যাবিমূঢ় কাঙাল মানুষের অসামর্থ্যকে ঢাকবার জন্যে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সমস্যাময় [স] *বিণ* সমস্যায় পরিপূর্ণ। 'বিচিত্রতম ব্যক্তিত্বের মধ্যে তেমনি সমস্যাময় সংসার নিজেরই ঐশ্বর্যরূপ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমস্যামূলক [স] *বিণ* অসুবিধাজনক। 'সমাজে যা খুব ঘোরতর সমস্যামূলক।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সমা[১] [স সম] *বিণ* সম। 'গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমা[২] [স] *বি* বৎসর। 'গোণ্ডাঞিলে এক সমা তথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমা[৩] [স সমায়াতি] *ক্রি* প্রবেশ করা। **সমাঅ** *ক্রি* ঢোকে। 'তিম মরণ অত্তণা রে সমরসে গঅণ সমাঅ।' *চর্যা* ৪৩, ১২০০। **সমাইড়** *ক্রি* ঢুকলো। 'কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইড়।' *চর্যা* ২, ১২০০। **সমাইলি** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'হমর সে দুখ সুখ তহি পিয়া কহিহ সুন্দরি সমাইলি বাহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সমাঈ** *ক্রিবিণ* মিশে। 'চলহি তিমিরপথ সমাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সমাওত** *ক্রি* লীন হয়। 'তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহর সমানা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সমা[৪] [স সর্ব] *সর্ব* সবাই। 'আর সেই বলাবল সমাই বুঝন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সমাইক** *ক্রিবিণ* সবাইকে। 'হেন মতে বিস্য বিরে সমাইক পালন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সমাইরে** *সর্ব* সবাইকে। 'দড় বন্দি করি রাজা সমাইরে রাখিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সমাক** *সর্ব* সকলকে। 'মোর সব সখির সাসুড়ি থান গিআঁ হেন বোল তা সমাক কিছু ভরছিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সমার** *বিণ* সবার। 'তোর বোলেঁ তা সমার না লাইলোঁ লাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সমাহি** *বিণ* সকলে। 'ঐর্ন্যে ঐর্ন্যে সমাহি মুখ চাহিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সমাংশ [স] *বি* সমান ভাগ। 'উদ্যানও উভয়ে সমাংশ করিয়া লও।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সমাকীর্ণ [স] *বিণ* পরিব্যাপ্ত। 'নানা যান-সমাকীর্ণ জলসংসিক্ত রাজমার্গ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমাকুল [স] *বিণ* ব্যাকুল। 'ভাবে সমাকুল চিত নারদে গায়েন গীত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমাকৃষ্ট [স] *বিণ* সম্যক্‌ভাবে আকৃষ্ট। 'অদম্য মনোরথে সমাকৃষ্ট হইয়াই ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

সমাক্রান্ত [স] *বিণ* প্রসারিত। 'সদাসচেতন দর্শক মন তার অন্তরে

AMARBOI.COM

সমাক্রান্ত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

সমাগত [স] ১ *বিণ* উপস্থিত। 'ঐ সভায় সম্ভ্রান্তসমূহ সমাগত হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* মিলিত। 'ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক সমাগত হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমাগতা [স] *বিণ স্ত্রী* এসেছে এমন। 'রজনী সমাগতা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সমাগম [স] ১ *বি* জমায়েত। 'ইগ্লণ্ডীয় লোক ও বাঙ্গালি লোকেরদের সমাগম হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* আগমন। 'যদি কোন বিজ্ঞতম, লোকের হয় সমাগম, আলাপন নাহি তার সাথে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সমাগমন [স] ১ *বি* সম্মেলন। 'স্বররাজ রাজ্য করিবার বাসনায় সমাগমন করিয়াছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ২ *বি* উপস্থিতি। 'ইঙ্গলণ্ডীয় বহুবিধ লোকের সমাগমন হইয়াছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ৩ *বি* প্রত্যাবর্তন। 'পরমানন্দে পূজা করত নিকেতনে সমাগমন করেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

সমাচার [স] ১ *বি* খবর; সংবাদ। 'হংসি দিয়া সমাচার পাঠাইহ মোকে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* নালিশ। 'স্বনয়নে দেখিয়া চৌকিদার থানার জমাদারের নিকট সমাচার করিল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সমাচার কাগজ [স সমাচার+আ কাগজ] *বি* সংবাদপত্র। 'যদি সমাচার কাগজে এ সকল লেখার রীতি থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সমাচারপত্র [স] *বি* সংবাদপত্র। 'কলিকাতার ইংরেজী সমাচারপত্রে ছাপা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সমাচ্ছন্ন [স] ১ *বিণ* অভিভূত বা আচ্ছন্ন। 'সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* ছেয়ে গেছে এমন; আবৃত। 'স্রোত নাই বলিলেও হয়, সেইজন্য এই নদী কুমুদে কহ্লারে পদ্মে শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সমাচ্ছাদিত [স] *বিণ* আবৃত; ঘিরে রেখেছে এমন। 'স্থানটি তাল জাতীয় বৃক্ষে সমাচ্ছাদিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'আর্দ্রবস্ত্রে দেহ সুচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সমাজ [স] ১ *বি* সম্প্রদায়। 'রুঠ হয়িব তোরে ত্রিদশসমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সঙ্গ। 'সামি সমাজ হম পেমে অনুরঞ্জি কুমুদিনী সন্নিধি চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* দল। 'কুলীনগ্রামের এক কীর্তনীয়া-সমাজ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* জাতি। 'কলঙ্ক রাখিলি তুই আরব সমাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৫ *বি* সমবেত জন। 'বসিলেন্ত সমাজেত অধিক উজ্জ্বল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৬ *বি* সংঘ; সমিতি। 'ধর্ম্মসভা নামে এক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'পারী নগরে, ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সমাজকর্তা, সমাজকর্ত্তা [স] *বি* সমাজের নেতা। 'সেই সমাজকর্ত্তা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'সমাজকর্তাদের মতে স্বধর্ম পালন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমাজকর্মী [স] *বি* সমাজসেবক। 'সমাজ কল্যাণের জন্য সংগঠন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর অভাব রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬০।

সমাজকল্যাণকর [স] *বিণ* সমাজের মঙ্গল হয় এমন। 'জনহিতকর ও সমাজকল্যাণকর প্রচেষ্টার প্রতিও গভীর মনোযোগ দিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৩।

সমাজকল্যাণমূলক [স] *বিণ* সমাজের জন্য মঙ্গলময়। 'এই যৎসামান্য সমাজকল্যাণমূলক কাজই যথেষ্ট নয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সমাজকাঠামো *বি* সমাজের গঠন। 'পূর্বনির্দিষ্ট সমাজকাঠামোতে একটি গ্রামজীবনে বাইরে থেকে আঘাত ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

সমাজকৃত্য [স] *বি* সামাজিক আচার পালনের কাজ। 'সাধারণ লোকের সমাজকৃত্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজগত [স] *বিণ* সমাজের অন্তর্গত। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সমাজগতপ্রাণ [স] *বিণ* সমাজের প্রতি আন্তরিকভাবে দায়িত্বশীল। 'সামান্য পয়সার লোভে এই বিজ্ঞাপন বাহির করিলেন কিনা সমাজগতপ্রাণ ইসলামের জন্য জান-কোরবানকারী মওলানা সাহেব।' *সওগাত*, ১৯২৯।

সমাজচিত্র [স] *বি* সমাজের বিবরণ; সমাজের ছবি। 'বাংলার উৎকৃষ্ট সমাজচিত্র দেখিতে পাই।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সমাজচেতনা [স] *বি* সমাজমনস্কতা। 'অত্যধিক সমাজচেতনা মানুষকে একপেশে ও প্রমাণসাইজ করে রাখে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সমাজচেতনাবাদী [স] *বি* সমাজতন্ত্রী। 'মূল্যবোধহীন সমাজচেতনাবাদীদের রচনার চেয়ে যে তা বেশী মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহই নেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সমাজচ্যুত [স] *বিণ* সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত; একঘরে। 'আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩; 'নীচজাতিকে স্পর্শ করিলে তোমাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত হইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সমাজছাড়া *বিণ* সমাজচ্যুত। 'মহিলা দেহনিবদ্ধ সতীত্বের অত্যাচারে সমাজছাড়া হয়ে প্রেম ও সম্মানের অভাবে অসার্থক হচ্ছেন।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমাজ জমাত [স সমাজ+আ জামাআত] *বি* ওঠা-বসা; সামাজিকতা। 'সমাজ জমাত করিতে নারাজ।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৩।

সমাজজীবন [স] *বি* সামাজিক জীবনধারা। 'তার সমাজজীবন গঠিত হয়েছে, তার নীতিবাদ রচিত হয়েছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমাজতত্ত্ব [স] *বি* সমাজবিদ্যা। 'ওই রে আকাশ জুড়ে ছড়ায় সমাজতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমাজতত্ত্বকারী [স] *বি* সমাজবিদ্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'তৎকালের সমাজতত্ত্বকারী ইতিহাসবেত্তা বা পৌরাণিক আমাদিগকে বিশেষ কিছু অবগত করেন না।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সমাজতত্ত্বজ্ঞ [স] *বি* সমাজবিধি প্রণেতা। 'মনুর পর আর কোন বিচক্ষণ সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন নিয়ম সংস্থাপিত করেন নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সমাজতত্ত্ববেত্তা [স] *বিণ* সমাজবিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সমাজতন্ত্র [স] *বি* ব্যক্তি ও শ্রেণীর মালিকানা বিলোপ করে সবার কল্যাণের জন্য উৎপাদনের সহায়ক সব বস্তু রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন – শাসনব্যবস্থা-সংক্রান্ত এই মতবাদ। 'রাজ্যতন্ত্রই বলো, সমাজতন্ত্রই বলো আর ধর্মতন্ত্রই বলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সমাজতন্ত্রবাদ [স] *বি* সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। 'সমাজতন্ত্রবাদ বা এ ধরনের কোনো ভাবধারায় তাঁহারা বিশ্বাসী নহেন।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

সমাজতন্ত্রবাদী [স] *বি* সমাজতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী যে। 'তিনি নিজে একজন সমাজতন্ত্রবাদী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতন্ত্রী [স] *বিণ* সমাজতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী। 'একটি সরকারী এশতেহারে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের একটি চমকপ্রদ ষড়যন্ত্রের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সমাজতরী [স] *বি* সমাজরূপ তরী। 'গণ্ডীগুলি তুলে দিলে সমাজতরী কোনাকুনি চলে তীরে আটকে যাবে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সমাজতাত্ত্বিক [স] *বিণ* সমাজবিদ্যাবিষয়ক। 'এর জীবতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সমাজতান্ত্রিক [স] *বিণ* সমাজতন্ত্রমূলক। 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার কথা বলিয়াছেন।' *সওগাত*, ১৯৪৭।

সমাজদরদি, সমাজদরদী *বিণ* সমাজের প্রতি সহমর্মী। 'আজ সমাজদরদী নরনারীর আপ্রাণ চেষ্টায় ...।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'বেগম রোকেয়া একাধারে মানবদরদি, সমাজদরদি ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন।' *বেগম*, ১৯৭০।

সমাজদর্শন [স] *বি* সমাজ সংক্রান্ত দর্শন। 'এই বোধ উদারতান্ত্রিক সমাজদর্শনের এবং আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সমাজদৃষ্টি [স] *বি* সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। 'উগ্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিকৃত সমাজদৃষ্টি এবং কুৎসিৎ মনোবৃত্তির সৃষ্টি।' *উমর*, ১৯৬৮।

সমাজ দেওয়া *ক্রি* সমাজে স্থান দেওয়া। 'ইউরামেরিকার টুরিস্টদের সমাজ দেবে কে?' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সমাজদেবতা [স] *বি* সমাজরূপ দেবতা। 'সমাজদেবতার নিকটে পালমহাশয় যে খিচুড়িভোগ নিবেদন করে দিয়েছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সমাজদেহ [স] *বি* সমাজরূপ দেহ। 'বিরাট সমাজদেহকে পঙ্গু ও অবশাঙ্গ করিয়া তুলিতেছে।' *হেদায়েত*, ১৯৩৫।

সমাজদ্বেষী [স] *বিণ* সমাজবিদ্বেষী। 'তাহা পায় না বলিয়া ঘোরতর সমাজদ্বেষী হইয়া পড়ে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সমাজদ্রোহী [স] *বি* সমাজের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে যে। 'ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও স্বজাতিদ্রোহীর পরিণাম যাহা হইয়া থাকে।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

সমাজধর্ম [স] *বি* সামাজিক জীবনাচার। 'সমাজধর্মের অনুশাসনের শত বন্ধনে বাঁধা।' *তারা*, ১৯৪৩।

সমাজনাশকতা [স] *বি* সমাজ নাশের ভাব। 'আর্ট মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমাজনিন্দা [স] *বি* সমাজ কর্তৃক নিন্দা। 'সমাজনিন্দা ইংরাজকে সর্বদাই বিশেষ কর্তব্যপথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজনিন্দিত [স] *বিণ* সমাজে নিন্দনীয়। 'তবে সেই সমাজনিন্দিত আচরণের জন্য অপরাধীর চরিত্র সংস্কারকেরাও দায়ী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমাজ-নিরপেক্ষ [স] *বিণ* সমাজের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন। 'সমাজ-নিরপেক্ষ সাহিত্য বলে আসলে কিছু নেই।' *উমর*, ১৯৬৮।

সমাজনীতি [স] *বি* সামাজিক নীতি। 'আপনাদিগের সমাজনীতির আন্দোলনই অধিকতর প্রার্থনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমাজনীতিক [স] *বি* সমাজের নীতি নির্ধারণকারী। 'সমাজনীতিকেরা তার অন্তর যেন স্পর্শ করতে পারছে না।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমাজনেতা [স] *বি* সমাজপতি। 'সেগুলি ইংরেজ শাসন পূর্ববর্তী বাঙালি সমাজনেতাদের মধ্যে দুর্লভ।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজনৈতিক [স] *বিণ* সমাজনীতিবিষয়ক। 'আমাদের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাহিত্যিক দুরবস্থার চিত্র।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

সমাজপতি [স] *বি* সমাজের নেতা। 'মহারাজা বিক্রমাদিত্য সমাজপতি যশহর মহা সমাজ হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সমাজ-পদ্ধতি [স] *বি* সামাজিক রীতি। 'তার জন্যে দায়ী সমাজ-পদ্ধতি।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সমাজপরিচালক [স] *বি* সমাজপতি। 'তার প্রাতিস্বিকতা ... সমাজপরিচালকদের নানাবিধ পরিকল্পনার হিসেবে অনির্দেশ্য ও অনির্ভরযোগ্য উপাদান।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজ পাওয়া *ক্রি* সমাজে স্থান পাওয়া। 'এক প্রদেশের লোকই আরেক প্রদেশে সমাজ পায় না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সমাজপালন [স] *বি* সমাজের কল্যাণ করা। 'সমাজপালনটা তা হলে কি কেবলমাত্র ভদ্রতাপালন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সমাজপ্রাণ [স] *বিণ* সমাজের কল্যাণে আগ্রহী। 'ভাই সমাজপ্রাণ পুরুষ।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

সমাজপ্রিয় [স] *বিণ* সমাজে বাস করতে পছন্দ করে এমন। 'মানুষ যে সমাজপ্রিয় জীব।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সমাজবদ্ধ [স] *বিণ* একসঙ্গে সমাজে বাসকারী। 'সমস্ত জীব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমাজবন্ধন [স] *বি* সমাজের বন্ধন। 'যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সমাজবর্তী [স] *বিণ* সমাজে বাস করেন এমন। 'সমাজবর্তী লোকদের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমাজবাদ [স] *বি* সমাজতন্ত্র। 'এমনকি তৌহিদবাদ ও সমাজবাদ এক সঙ্গেও চলিতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৭০।

সমাজবিজ্ঞান [স] *বি* সমাজতত্ত্ব। 'ইতিহাস, ভূগোল ... রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সমাজবিজ্ঞানী [স] *বি* সমাজতত্ত্বে পণ্ডিত। 'সমাজবিজ্ঞানীগণ একে বিশেষ এক সমাজ কাঠামোর অপরিহার্য অঙ্গ বলে মত প্রকাশ করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সমাজবিদ [স] *বি* সমাজবিজ্ঞানী। 'রাজনৈতিক, সমাজবিদ এবং আর পাঁচজন স্থির করবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সমাজবিদ্রোহ [স] *বি* প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন বা প্রতিবাদ। 'স্কুল-কলেজের হাওয়ায় তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজবিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সমাজবিদ্রোহী [স] *বি* সমাজে প্রচলিত নিয়মকানুনের বিরুদ্ধাচারী। 'পূর্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সমাজবিধাতা [স] *বি* সমাজের বিধানকর্তা। 'সমাজবিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমাজবিধাতৃ [স] *বি* সমাজের বিধানকর্তা। 'সমাজবিধাতৃদিগের সর্ব্বত্র এইরূপ উক্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমাজবিধি [স] *বি* সামাজিক বিধান। 'সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সমাজবিধির বাহিরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সমাজবিন্যাস [স] *বি* সমাজ গঠন। 'এছলামের সামাজিক নীতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজবিন্যাসে অনিবার্য।' *আজাদ*, ১৯৬২।

সমাজবিপ্লব [স] *বি* সামাজিক পরিবর্তন। 'কত ধর্ম ও সমাজবিপ্লব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমাজবিপ্লাবক [স] *বি* সমাজবিপ্লবী। 'বহুসংখ্যক অনুচর প্রাপ্ত হইয়া একজন ঘোর সমাজবিপ্লাবক হইয়া উঠেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সমাজবিরোধী [স] *বিণ* সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচারী। 'সমাজবিরোধীরা যখনই সুযোগ পায়, তখনই মাথা তোলে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

সমাজবিষয়ক [স] *বিণ* সমাজ-সম্পর্কিত। 'তাহাতে সমাজবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সমাজবুদ্ধি [স] *বি* সামাজিক বুদ্ধি। 'সহজ ও আকর্ষণীয় সমাজবুদ্ধি যে আলোড়ন তোলে।' *হাই*, ১৯৫৪।

সমাজবৃক্ষ [স] *বি* সমাজরূপ বৃক্ষ। 'মনুষ্য সমাজবৃক্ষের পত্র।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সমাজবোধ [স] *বি* সামাজিক অনুভূতি। 'বাধাবিপত্তি ও ব্যর্থতা ডিঙিয়ে তার মধ্যে এল সমাজবোধ, কল্যাণবোধ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সমাজব্যবহার [স] *বি* সামাজিক আচার। 'আমাদের সমাজব্যবহার সহজেই বহুব্যাপক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজব্যবস্থা [স] *বি* সামাজিক শৃঙ্খলা। 'ইউরোপের সমাজব্যবস্থায় যে করে বৈশ্য-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

সমাজভুক্ত [স] *বিণ* সমাজের অর্ন্তগত। 'তাঁহাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সমাজ-ভেদ [স] *বি* সামাজিক পার্থক্য। 'ধর্মভেদ নাই, সমাজ-ভেদ নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

সমাজভ্রষ্ট [স] *বিণ* সমাজচ্যুত। 'কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাকে সমাজভ্রষ্ট হইতে হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমাজ-মনিব [স] *বি* সমাজপতি। 'এইটেতেই সমাজ-মনিবের কাছে বকশিশ পেয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সমাজময় [স] *ক্রিবিণ* সমাজ জুড়ে। 'আমাদের সমাজময় ধাপের পর ধাপ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমাজমরু [স] *বি* রুক্ষ সমাজ। 'সমাজমরু সবসময়ই প্রতিভাতরুর রস শুষে নিতে চায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সমাজ-মূল [স] *বি* সমাজের ভিত্তি। 'উন্মত্ত আগুন ঢেলে ভাসাও সমাজ-মূল দূরে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সমাজযন্ত্র [স] *বি* সমাজকাঠামো। 'সমাজযন্ত্রের অংশ হিসেবেই তার দাম।' *শিব*, ১৯৫০।

সমাজরক্ষা [স] *বি* সমাজকে অক্ষুণ্ণ রাখা। 'সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সমাজরক্ষী [স] *বি* সমাজের রক্ষাকারী। 'সমাজরক্ষীদের আর ভাবনা থাকে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমাজশক্তি [স] *বি* সামাজিক শক্তি। 'নরনারী সমাজশক্তির দুই দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সমাজশাসনতন্ত্র [স] *বি* সমাজ নিয়ন্ত্রণের বিধান। 'এই সভ্যতার ... সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সমাজশাস্ত্র [স] *বি* সমাজবিজ্ঞান। 'সমাজশাস্ত্র, রাজনীতি ও ধর্মশাস্ত্র আদি বিষয়ের আলোচনা ...' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমাজশাস্ত্রী [স] *বি* সমাজতত্ত্ববিদ। 'অনেক খ্যাতিমান সমাজশাস্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে ...' *শিব*, ১৯৬০।

সমাজশৃঙ্খল [স] *বি* সামাজিক বন্ধন। 'সমাজশৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে .. ভারতবর্ষে থাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমাজসংশোধন [স] *বি* সমাজব্যবস্থার সংস্কার। 'সমাজসংশোধন স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজসংস্কার [স] **১** *বি* সমাজে প্রচলিত সংস্কারসমূহ। 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* সমাজের রীতি আচার, বিধান ইত্যাদি উন্নত করার উদ্যোগ। 'চেঁচিয়ে দান করে চেঁচিয়ে সমাজ সংস্কার করে, চেঁচিয়ে খবরের কাগজ চালায়।' *রবীন্দ্র* ১৮৮৩। **৩** *বি* সমাজের অসঙ্গতি দূর করে সমাজকে ক্রটিমুক্ত করা 'আমি সমাজসংস্কার ব্যাপারে অব্যবসায়ী।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সমাজসংস্কারক [স] **১** *বিণ* সমাজের খারাপ দিকগুলো দূর করে এমন। 'সমাজসংস্কারক ও দেশকালোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* সমাজের দোষক্রটি সংশোধন করতে চেষ্টা করে যে। 'সমাজসংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায় – বিশেষ সংস্করণ পদ্ধতিটা যদি ইংরেজি ধরণের হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'কোনো কোনো সমাজ-সংস্কারক সম্প্রদান প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সমাজসংস্করণ [স] *বি* সমাজের সংস্কার করা। 'গত অধ্যায়ে সমাজসংস্করণের কথাটা উঠিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমাজসংস্কারমূলক [স] *বিণ* সমাজ-সংস্কার বিষয়ক। 'শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারমূলক নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে ...' *মুরশিদ* ১৯৭০।

সমাজসংস্কৃতি [স] *বি* সমাজ ও সংস্কৃতি। 'রেনেসাঁসের অসম্পূর্ণতা এবং তার উত্তরাধিকারের সমকালীন অবক্ষয়ের সঙ্গে ... বঙ্গী সমাজসংস্কৃতির সম্পর্কও বিচারণীয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজসংস্থাপক [স] *বিণ* সমাজসংস্কারক। 'সমাজসংস্থাপক সে মহাশয় পুরুষের মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমাজসংস্থাপন [স] *বি* সমাজসংস্কার। 'তিনি সমাজসংস্থাপন ব social reformer হইবার প্রয়াস পান নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমাজসচেতনতা [স] *বি* সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা 'সমাজসচেতনতাই যাঁর অস্তিত্বের প্রধান অংশ।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

সমাজসমালোচনা [স] *বি* সামাজিক পর্যালোচনা। 'প্রাথমি কয়েকটি নাটক আজ সমাজসমালোচনা হিসাবে ..' *মাহেন* ১৯৪৯।

সমাজসম্মত [স] *বিণ* সমাজ অনুমোদিত। 'ইহা সমাজসম্মত নহে *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সমাজসম্মানিত [স] *বিণ* সমাজে সমাদৃত। 'শিক্ষা, চাকরি সমাজসম্মানিত পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উঁচু তিন জাতের প্রাধান্য .. সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজসেবক [স] *বিণ* সমাজের সেবাকারী। 'সকল সমাজসেবক ব্যক্তিবর্গের অন্তর সমাজের দুরবস্থা দর্শনে কাঁদিতেছে।' *সওগাত* ১৯২৯।

সমাজসেবা [স] *বি* সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজ। 'খান বাহাদু সমাজসেবায় দেহমন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজসেবাধর্মী [স] *বিণ* সমাজকল্যাণমূলক। 'সমাজসেবাধর্মী ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সমাজসেবামূলক [স] *বিণ* সমাজের কল্যাণ করে এমন। 'এক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন।' *বেগম*, ১৯৭২।

সমাজসেবিকা [স] *বি স্ত্রী* সমাজের সেবাকারী। 'শুধু গৃহিণী নয় সমাজসেবিকা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।' *বেগম*, ১৯৭৩।

সমাজসেবী [স] *বি* সমাজের মানুষের মঙ্গলকারী। 'গুরু হবার, সমাজসেবী হবার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করেছো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমাজস্থ [স] *বিণ* সমাজের অন্তর্ভুক্ত। 'তিনি সে সমাজস্থ হইতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সমাজস্থিতি [স] *বি* সামাজিক অবস্থান। 'স্নিগ্ধ সমাজস্থিতি থেকে লোভ দেখিয়ে বের করে নিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সমাজস্রষ্টা [স] *বি* সমাজের পত্তনকারী। 'ভরতবর্ষের মনু, বেদব্যাস প্রভৃতি সমাজস্রষ্টারা ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমাজহিত [স] *বি* সামাজিক কল্যাণ। 'কত লোকচরিত্র, কত সমাজহিতের আলোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সমাজহিতৈষী [স] *বিণ* সমাজের কল্যাণকামী। 'সমাজহিতৈষী অনারেবল খান বাহাদুর।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

সমাজী [স] *বিণ* সমাজে বাস করে এমন। 'সমাজী মানুষ সাজবার জন্যে আমাদের স্মৃতি থেকে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

সমাজীয় [স] ১ *বিণ* সমিতির। 'অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণদ্বারা সভা ভঙ্গে ভীত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* সমাজে বসবাসকারী। 'আমরা অন্য সমাজীয়দের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছি।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সমাজে ওঠা *ক্রি* সমাজের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হওয়া। 'সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সমাজোন্নতি [স] *বি* সমাজের উন্নতি। 'সাধারণের সহিত ধর্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমাঝ [স সমাজ] *বি* সমাজ। 'গুনিএগ্রা হাসিব সব দেশের সমাঝ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমাজ্ঞা [স] *বি* সম্যক আজ্ঞা। 'তুমি দিবে আজ্ঞা সাধিব সমাজ্ঞা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সমাণা [স সমান] *বিণ* সমান। 'ছাত্র মাআ কাঅ সমাণা।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০।

সমাদ [স সংবাদ] *বি* সংবাদ। 'বুলিআঁ পাঠাইবোঁ দুখ সমাদে/ কাহ্নু মাহাদানী লাগিল বাদে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমাদর [স] ১ *বি* অত্যধিক স্নেহ। 'মালিনীর হাতে ধরি সমাদরে বসাইলা তাকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* শ্রদ্ধা। 'তাহারা আপন নূতন রাজার সম্মান সমাদর অতিশয় করিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* অত্যন্ত যত্ন। 'নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসরে মূল্য প্রদানপূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৪ *বি* কদর। 'কৌলীন্য প্রথার সমাদর থাকাতে এদেশের অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

সমাদরণীয় [স] *বিণ* সম্মানিত। 'সমাদরণীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সমাদরপূর্বক, সমাদরপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* বিশেষ আদরের সঙ্গে। 'যজ্ঞাদি উৎসব-কার্য্যে সমাদরপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমাদরযোগ্য [স] *বিণ* কদর করা যায় এমন। 'স্বদেশের কোন পদার্থই সমাদরযোগ্য বোধ করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমাদরে ১ *ক্রিবিণ* যত্ন সহকারে। 'সমাদরে মোর ঝাঁপি রাখিবেক এই।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রিবিণ* আদর ক'রে। 'বর দেখি বিয়ে দিলে, সমাদরে জনক জননী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সমাদর্শ [স] *বিণ* অভিন্ন আদর্শের। 'আঘাত অপমান ও অভাব, সমাদর্শ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সমাদৃত [স] ১ *বিণ* সম্মানিত। 'ছয় পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগায় সমাদৃত হন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বিণ* অতিশয় আদৃত। 'বিবি ও সাহেব লোকেরা গত মাত্রই সমাদৃত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমাদৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* জ্ঞানের জন্য আদৃত। 'পারস্য বিদ্যা সমাদৃতা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সমাদ্দার *বি* হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'রাম সমাদ্দার কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ, ভাল দিবস দেখিয়া যাত্রা কর।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সমাধা[১] [স] *বিণ* সম্পন্ন। 'ইহাতে কার্য্য সমাধা হইয়া আর উদ্বর্ত্ত ও হইতে পারিবেক।' *কেরি*, ১৮০২।

সমাধা[২] [স সমাধান>] *ক্রি* সমাপন করা; সমর্পণ করা। **সমাধিয়া** *ক্রি* সমাপন করে। 'স্নান সমাধিয়া সতী চল্যা যান ঘরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সমাধিল** *ক্রি* সমর্পণ করলো। 'উড়ি ধানে আতব তণ্ডুল সমাধিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সমাধা করা [স] *ক্রি* সম্পন্ন করা। 'জটিলতম সমস্যার সমাধানকল্পে উভয় দলই নূতন।' *ইসলাহ*, ১৯৩২।

সমাধান [স] ১ *বি* প্রতিকার। 'তছু মুখ নিরখি তরখি জীউ যায়ত কতহিঁ করব সমাধান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* শেষ। 'আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ব্রাম্মোন ভোজনের সামি সমাধান করিতে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* সম্পন্ন। 'জথাবিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ হইল সমাধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* নিষ্পত্তি। 'উপবেশন পূর্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সমাধানকল্পে [স] *ক্রিবিণ* সমাধানের জন্যে। 'জটিলতম সমস্যার সমাধানকল্পে উভয় দলই নূতন।' *ইসলাহ*, ১৯৩২।

সমাধান-কাতর [স] *বিণ* সমাধানের জন্যে কাতর। 'সমাধান-কাতর জগতে তাই জাগতিক ও জৈবিক সর্বব্যাপারে সৃষ্টি হয়েছে নানা মত ও পথ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সমাধানান্তর [স] *ক্রিবিণ* শেষ করার পরে। 'একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য্য সমাধানান্তর লোহিত বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সমাধি [স] ১ *বি* ধ্যান। 'আঁচমন আসন আদি ধেয়ান সমাধি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সমাধান। 'ভোজন সমাধি সবে কৈল আচমন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* সংযম। 'পরম সমাধিবর দেখিয়া মদন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৪ *বি* ধ্যানস্থ অবস্থা। 'কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৫ *বি* অন্ত্যেষ্টি। '৮ তারিখে সৈন্যাধিপের সম্ভ্রমানুরূপ তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৬ *বি* তপস্যা। 'সমাধিনির্ণীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব?' *মাইকেল*, ১৮৫৯। ৭ *বি* মৃত্যু। 'রচে দিস সমাধিশয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৮ *বি* নিস্তব্ধতা। 'সেখানকার জনশূন্য সমাধিমগ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিরিগুহার সমস্ত বহ্নিদাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৯** *বি* স্মৃতিসৌধ। 'সমতল থেকে উঁচু করে সমাধিনির্মাণ।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সমাধিক্রিয়া [স] *বি* মৃত্যুর পর সমাহিত করার অনুষ্ঠানবিশেষ। '৮ তারিখে সৈন্যাধিপের সম্ভ্রমানুরূপ তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সমাধিক্ষেত্র [স] *বি* গোরস্থান। 'মিশর দেশের এক সমাধিক্ষেত্রে ৩০০০ বৎসরের একটি পলাণ্ডু প্রাপ্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সমাধিত [স] *বিণ* মীমাংসিত। 'গোলটেবিলের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আশানুরূপেই সমাধিত হইয়া গিয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সমাধিনির্মাণ [স] *বি* স্মৃতিসৌধ তৈরি। 'সমতল থেকে উঁচু করে সমাধিনির্মাণ।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সমাধিনির্ণীত [স] *বিণ* তপস্যা দ্বারা জ্ঞাত। 'সমাধিনির্ণীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব?' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সমাধিপ্রীত [স] *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'নিশ্চিন্ততার ভেতর সমাধিপ্রীত করে রেখে দিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সমাধিবর [স] *বি* সংযমী লোক। 'পরম সমাধিবর দেখিয়া মদন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সমাধিভূত [স] *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'ভাবতে-ভাবতে কেমন সমাধিভূত হচ্ছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সমাধিভূমি [স] *বি* সমাধিক্ষেত্র। 'একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সমাধিমগনা [স সমাধিমগ্ন] *বিণ স্ত্রী* ধ্যানমগ্ন। 'অনাদি কালের রাত্রি সমাধিমগনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সমাধিমগ্ন [স] *বিণ* নিস্তব্ধ। 'সেখানকার জনশূন্য সমাধিমগ্ন গিরিগুহার সমস্ত বহ্নিদাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সমাধি-মন্দির [স] *বি* কবরের উপর নির্মিত ভবন। 'প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করিবার পূর্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সমাধিশয়ন [স] *বি* মৃত্যুশয্যা। 'রচে দিস সমাধিশয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমাধিস্তম্ভ [স] *বি* কবরের উপর তৈরি স্মৃতিফলক। 'তাহাদের সমাধিস্তম্ভে ত্রিবিধ অক্ষরে এই যুদ্ধের তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমাধিস্থ [স] **১** *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'পুস্তকাগারে ... আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি।' *প্রমথ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* কবরস্থ। 'ওকে কাফন দিয়ে সমাধিস্থ করেনি।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

সমাধিকারবাদ [স] *বি* সমান অধিকারের নীতি। 'জগতে ও জীবন জন্মসূত্রে সমাধিকারবাদ ও সুযোগবাদের ধ্বনি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সমাধ্যায়ি [স সমাধ্যায়ী] *বিণ* সহপাঠী। 'শিমলার এঙ্গলো হিন্দু স্কুলের কতকগুলিন সমাধ্যায়ি বালক ...।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সমাধ্যায়ী [স] *বি* সহপাঠী। 'শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সমান[1] [স সম্মান] *বি* সম্মান। 'একবার কর দেব আম্মার সমান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমান[2] [স] **১** *বিণ* তুল্য; সদৃশ। 'আজর দেখিলো নাসা গরুড় সমান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সমতুল্য। 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমানত [স] *বিণ* অতিশয় বিনয়ী। 'সমানত হয়ে শোনো সংসারের প্রথম সবক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সমানতা [স] *বি* সাম্য। 'ঐতিহাসিক কালে প্রীতি, সমানতা স্বাধীনতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমানধর্মা [স] *বিণ* সমমনা। 'ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সমানধর্মাবলম্বী [স] *বিণ* একই স্বভাবগুণসম্পন্ন। 'তখন সবই তাহার কাছে যেন সমানধর্মাবলম্বী ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সমানভাগী [স] *বিণ* সমান অধিকারী। 'সকলকেই যেরূপ ধনের সমানভাগী করিতে চাহেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সমানভাবে [স] *ক্রিবিণ* সমান রকমে; সমপরিমাণে। 'অপর সব জাতির সমানভাবে হিত সাধনা করতে পারবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সমানরূপে *ক্রিবিণ* সমানভাবে। 'সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যে সমানরূপে মান্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমান-সমান *বিণ* একই অবস্থাসম্পন্ন। 'দুই প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি এদেশে প্রায় সমান-সমান।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমানা [স] *বিণ স্ত্রী* সমতুল্য। 'তুমি সাবিত্রী সমানা হইয়া পতি পুত্রাদির সহিত চির সুখিনী ও বঙ্গাঙ্গনাগণের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে পথপ্রদর্শিনী রূপে ... কাল অতিবাহিত কর।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সমানাধিকার [স] *বি* একই রকম অধিকার। 'কর্ম্মকরণে স্ত্রী শূদ্রে সমানাধিকার।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

সমানে *ক্রিবিণ* সমানভাবে। 'দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমানে আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। 'নয় রাত্তির ধরে সমানে থিয়েটার হয়েছিল।' *অবন*, ১৯৪১। *বিণ* সমান। 'সবা 'পরে তার সমানে দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। *ক্রিবিণ* সমান তালে। 'স্বামীর আমলে মেজোরানী যে বিলিতি সবান মাখতেন আজও সমানে তাই চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। *ক্রিবিণ* পুরো দমে। 'তাকে সমানে খোরাক দিচ্ছি অথচ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সমানে সমান *বিণ* সমান সমান; সম পরিমাণ। 'পাঁচ সহোদরে সমানে সমান অংশ।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সমানোত্তর করন *বি* উত্তর দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সমানান্তরাল [স] *বিণ* সর্বত্র এবং সর্বদা সমান দূরত্ববিশিষ্ট। 'জগতে যত সমানান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমানান্তরালতা [স] *বি* সমদূরবর্তিতা। 'অতএব সমানান্তরালতা সংমিলনবিরহের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমানীত [স সম্মানিত] *বিণ* সম্মানিত। 'দূর দেশে সমানীত।' *ভারত*, ১৭৬০।

সমানুপাতিক [স] *বিণ* সাদৃশ্য বিশিষ্ট। 'তার অস্থ তুষ্টি-রুষ্টি যন্ত্রবৎ সমানুপাতিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

সমানুভূতি [স] *বি* সহানুভূতি। 'সমানুভূতি সমাশ্রয়ের দরকার নেই।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সমানুরূপ [স] *বিণ* যথেষ্ট; বিশেষ; এই রকম। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সমান্তর [স] *বিণ* সমান দূরত্বে অবস্থিত; সমান ব্যবধানযুক্ত। 'ব্যোমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিধি-'পরে সমান্তর নক্ষত্রপ্রহরী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

সমান্তরাল [স] *বিণ* সর্বত্র এবং সর্বদা সমান দূরত্ববিশিষ্ট। 'প্রথম দুটি বিভাগে সমান্তরাল ফাঁক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'নদী বাঁকে বাঁকে সমান্তরাল ভাবে ঘুরে কাশ্মীরে ঢুকেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সমাপন [স] ১ *বি* শেষ। 'রাত্রি দিন নহে তোমার নাম সমাপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সম্পন্নকরণ। 'নানামতে দানাদি ক্রিয়া সমাপনের বিলক্ষণ উপায় থাকে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ৩ *বি* সার্থক। 'আপন শেষ শিখাটি জ্বলবে এ জীবন – আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। ৪ *বি* পরিণতি। 'হায় এ কী সমাপন! অমৃতপাত্র ভাঙিলি, করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সমাপনান্তর [স] *ক্রিবিণ* সমাপ্ত হওয়ার পরে। 'গ্রন্থ সমাপনান্তর অবিলম্বে তৎসমীপে প্রেরণ করা যাইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সমাপনান্তে *ক্রিবিণ* শেষ ক'রে। 'প্রভাতিক গীতিবন্দনা সমাপনান্তে আশ্রমিকগণ স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সমাপা [স] *ক্রি* সমাপ্ত করা। 'সভে গেলা নিকেতনে সমাপিআ হাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমাপিত [স] *বিণ* নিষ্পাদিত; নিষ্পন্ন। 'সায়ং সন্ধ্যা বিধি সমাপিত হইয়াছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমাপাত [স] *বি* সংঘটন। 'যে অনবচ্ছেদ ও পরিবর্তনের সমাপাত দেখা যায় ... তার ভিতরে ... মানবীয় অর্থবহতা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাপ্ত [স] ১ *বিণ* শেষ। 'ইতি জন্মখণ্ড সমাপ্তং।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সমস্ত। 'যে সবে সমাপ্ত রূপ নূরের দেখিল।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বিণ* সম্পন্ন। 'কলিকাতায় যে স্তম্ভ হইতেছে তাহা অতিশীঘ্র সমাপ্ত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সমাপ্তকারী [স] *বিণ* শেষ করেছে এমন। 'সেলাই শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্রীদের মধ্যে ...।' *বেগম*, ১৯৬৬।

সমাপ্তা [স] *বি স্ত্রী* শেষ। 'ইতি ষষ্ঠী কথা সমাপ্তা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সমাপ্তি [স] *বি* শেষ। 'সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সমাপ্তিসীমা [স] *বি* জীবনের শেষ সময়। 'জীবনের সমাপ্তিসীমায় শেষ শিক্ষা এই-ই ছিলো বাকি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

সমাপ্তিহীন [স] *বিণ* নিরবসান। 'কাল চলছে সমাপ্তিহীন যাত্রার অনন্ত তমিস্রার পানে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সমাবরণ [স] *বি* দুইটি জ্যোতিষ্ক একই রেখায় আসার ফলে একটির অদৃশ্য হওয়া অবস্থা।'ইহা জ্যোতিষে সমাবরণ (occultation) বলা যাইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমাবর্তন, সমাবর্ত্তন [স] *বি* হিন্দু শাস্ত্রোক্ত চতুরাশ্রম ব্যবস্থায় শিক্ষা সমাপন ও গুরুগৃহ থেকে বিদায়গ্রহণের আচারবিশেষ। 'বিবাহের পূর্ব্বে গুরুর নিকট পাঠ সমাপ্তির বিদায় গ্রহণ স্বরূপ যজ্ঞাঙ্গ স্নান বিধিকে সমাবর্ত্তন কহা যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সমাবিষ্ট [স] *বিণ* সমবেত। 'এক ইন্দ্রির মধ্যে সমাবিষ্ট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমাবৃত [স] *বিণ* সম্পূর্ণ আবৃত। 'রাত্রিকাল এরূপ অন্ধতমসে সমাবৃত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সমাবেদন [স] *বি* সহানুভূতি। *সেবধি*, ১৮৩৯।

সমাবেশ [স] ১ *বি* সংকুলান। 'পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* একত্রে অবস্থান। 'দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৩ *বি* সন্নিবেশ। 'উভয় সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য সমাবেশ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

সমারম্ভ [স] *বি* আরম্ভ। 'ঘোরতর শব্দ সমারম্ভ হওয়াতে বুঝি ভয়েতে বনস্থলী কম্পান্বিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সমারা [স সংবরণ] *ক্রি* সংবরণ করা। 'ফোই কবরি ধনি বাঁধি সমারি।' *শেখর*, ১৬০০।

সমারূঢ় [স] *বিণ* বিশেষভাবে উপস্থিত। 'দিনের বেলায় যেই সমারূঢ় চিন্তার আঘাত ইস্পাতের আশা গড়ে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

সমারুঢ়া [স সমারূঢ়] *বিণ* বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত। 'সমারুঢ় মহাগঙ্গা দেবী হইল দশভুজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমারোপিত [স] *বিণ* সম্যকভাবে রোপণ করা হয়েছে এমন। 'রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সমারোহ [স] ১ *বি* আড়ম্বর। 'এমন সমারোহের ব্যাপারে সামাজিক ব্রাহ্মণকে কি কিছু দিবে না।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* উৎসব। 'বিবাহ ইত্যাদি সমারোহের কার্য্যে বিনা বেতনে ...।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

সমারোহণ [স] *বি* অধিষ্ঠান। 'পরম পরিশুদ্ধ সত্য ধর্মরূপ মহামঞ্চ সমারোহণের সোপান স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমার্থক [স] *বিণ* একই অর্থবিশিষ্ট। 'বহুত্ব বুঝাইবার জন্য সমার্থক দুই শব্দের যুগ্মতা ব্যবহৃত হয়, যেমন লোকজন, কাজকর্ম, ছেলেপুলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১ 'সব শব্দের সমার্থক হচ্ছে সকল: *এরা* সকলেই চলে গেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'এই তিন জনপদ যেন বাংলাদেশের সমার্থক হইয়া উঠে।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সমার্থবোধক [স] *বিণ* সমান অর্থ প্রকাশ করে এমন। 'আকুল শব্দজাত আউল শব্দেরও সমার্থবোধক বলতে চান।' *হাই*, ১৯৫৪।

সমার্থিনী [স] *বিণ স্ত্রী* একই অর্থবিশিষ্ট। 'তুলনামূলক স্বেচ্ছাচারিতার সমার্থিনী প্রেম আমাদেরও আছে নাকি?' *শক্তি*, ১৯৭০।

সমার্পণ [স সমর্পণ] *বি* সমর্পণ। 'কুন্তির কোলেত কৈল পুত্র সমার্পণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমাল [স স+আ মাল] *বিণ* মালামালসহ। 'সমাল সপরিবার রেলপথ দিয়া ...।' *অন্নদা*, ১৯৪২।

সমালঙ্কৃতা [স] *বিণ* অলঙ্কারশোভিত। 'রত্নালঙ্কারজাল-সমালঙ্কৃতা এক উদ্ভিন্ন-যৌবনা অপূর্ব ষোড়শী।' *শিরাজী*, ১৯১৮।

সমালোচক [স] *বি* সমালোচনা অথবা নিন্দা করে যে। 'গুরুকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'এই সমালোচকবর্গ যে বিনা পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট-ক্রেতাদিগের সমতুল্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমালোচন [স] *বি* সমালোচনা। 'সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনে তৃপ্ত হয়েন নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমালোচনা [স] *বি* দোষগুণের বিচার। 'ভাস্করপত্রে ইহার প্রতিবাদ ও সমালোচনা হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'যাঁহারা সমালোচনা করেন কবিকে উপদেশ দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমালোচনাশাস্ত্র [স] *বি* সাহিত্যের মান বিচার করা হয় যে শাস্ত্রে। 'তাহাকে সমালোচনাশাস্ত্রের বিশেষণ দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা মিথ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালোচনা-সাহিত্য [স] *বি* সাহিত্যের দোষগুণ বিচারভিত্তিক লিখিত আলোচনা। 'সমালোচনা-সাহিত্যে নাম করতে পারবে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সমালোচিকা [স] *বি স্ত্রী* সমালোচনাকারী। 'সমালোচিকা তপতী দেবীর কথা যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায় ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সমালোচিতব্য [স] *বিণ* সমালোচনা করা হবে এমন। 'সমালোচিতব্য বিষয়ের বাংলা সাহিত্যের অভাব থাকলেও সমালোচনার কোনো অভাব নেই।' *প্রমথ*, ১৯১২।

সমালোচ্য [স] ১ *বিণ* সমালোচনার যোগ্য। 'তুলনা করিবার জন্য সমালোচ্য গ্রন্থ এক এক খণ্ড ক্রয় করিবেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* বিষয়ীভূত। 'তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমাশ্রয় [স] *বি* সমর্থন। 'প্রভাকরকারকের পক্ষ সমাশ্রয় করিয়া থাকি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সমাশ্রিত [স] *বিণ* রক্ষিত; সম্যক আশ্রয়প্রাপ্ত। 'তাই তাঁর সমাশ্রিত/ কিবা পত্নী পত্নী প্রীত/ সকলেতে জন্মায় বিরাগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সমাস [স] *বি* একাধিক পদের একপদে সংকোচন। 'পড়িল সমাসবৃত্তি কৃদন্ত তদ্ধিত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সমাসবদ্ধ [স] *বিণ* দুইয়ের অধিক পদের যোগে তৈরি এমন। 'তা দুরূহ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত বাক্যরীতির অনুকরণে পর্যবসিত হয়েছে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সমাসিকা [স] *বি* সমাস। 'পড়িল ব্যাকর্ণ-টিকা/ গণবৃত্তি সমাসিকা/ অমর জুমর বর্ণ নানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমাসে *ক্রিবিণ* সহযোগে। 'তাহার কারণ ও উদাহরণ সমাসে ঐ নববাবুবিলাসে কথিত আছে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সমাসন্ন [স] *বিণ* অত্যন্ত নিকটবর্তী। 'সমাসন্ন সেই ভয়ঙ্কর দিন প্রচণ্ড গর্জনে এগিয়ে আসছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমাসীন [স] *বিণ* উপবিষ্ট; বসে আছে এমন। 'অপ্রবাসীরা ভোজনাবসানে সুখাসনে সমাসীন হইয়া ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমাহরণ [স] *বি* একত্রীকরণ। 'একাক্ষর কোষ মেদিনী প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ হইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরঃসর ... অভিধান প্রকাশিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সমাহা [স সমাধান] *ক্রি* সমাধান হওয়া। 'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।' *চর্যা* ১, ১২০০।

সমাহিত [স সমাধি>] ১ *বিণ* নিমগ্ন। 'গীতে সমাহিত মন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'সমাহিত হৈয়া জদি সৈত্য কর তুম্হি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* সমাধিস্থ। 'তাঁহার কলেবর ফ্লোরেন্সনগরের এক দেবালয়ে সমাহিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* শান্ত। 'ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বিণ* সুপ্ত। 'আমি যাব আত্মৌপম্য সমাহিত সন্ততিতে রেখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

সমাহিত হওয়া *ক্রি* নিমগ্ন থাকা। 'গোঁফ দাঁড়ি ও গাম্ভীর্যের মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সমাহিতি ১ *বি* মগ্নতা। 'মিছে আত্মসমাহিতি; নিরাসক্তি আসক্তিরই ভেক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* স্থিরতা। 'প্রস্রবণের বুদ্বুদ উপল-রেখায় মৃদু তরঙ্গে সমাহিতি চায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সমাহৃত [স] *বিণ* সংগৃহীত। 'আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সমিতি [স] *বি* বৈঠক। 'ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমিধ [স] ১ *বি* যজ্ঞীয় কাঠ। 'ঋষিও, বনান্তর হইতে, ফল, পুষ্প, কুশ, সমিধ প্রভৃতির আহরণ করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* আগুন। 'সমিধ হইল পবিত্র।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সমিধবাহী [স] *বি* যজ্ঞের উপকরণ বহনকারী। 'শ্বেতশ্মশ্রু সমিধবাহী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সমিন্দি [স সম্বন্ধী] *বি* গালিবিশেষ। 'সমিন্দিরে অ্যাকবার ডাতারমারির মাটে পাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সমিভ্যারে [স সমভিব্যাহার] *ক্রিবিণ* সমভিব্যাহারে। 'বলরাম সহিত সুভদ্রা সমিভ্যারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সমিভ্যারি [স সমভিব্যাহার>] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'বসু সমিভ্যারি নানান প্রকারি লঘু বৃত্তিতে দিন যাপন করেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সমিভ্যারী [স সমভিব্যাহার>] *বিণ* সঙ্গী। 'রাজার সমিভ্যারী কপোতেরা শুনিয়া কহিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০২।

সমিত্যারে [স সমভিব্যাহারে] *ক্রিবিণ* সমভিব্যাহারে; সঙ্গে। 'বলরাম সহিত সুভদ্রা সমিত্যারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সমিল [স] ১ *বিণ* মিল আছে এমন। 'বাছা বাছা কোমল ও সমিল শব্দ, উপমা, রূপক, ফুলের নাম ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* ঐকতানিক। 'যন্ত্রের সমিল শব্দে তোমাকে মুছেছি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

সমিল ছন্দ [স] *বি* ছন্দের মিল। 'সমিল ছন্দের খাতিরে আমাদের সব সময় ভাব প্রকাশের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, এমনকি অবান্তর কথা যোগ করে নিতে হয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সমিস্যে [স সমস্যা] *বি* সমস্যা। 'এ এক বিষম হল সমিস্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সমীকর [স] *বিণ* সামঞ্জস্য বিধান করে এমন। 'রানীরে দুর্জ্ঞেয় জেনে বাঁদীর সন্ধানে ফিরিব অভীপ্সা ভুলে সমীকর আঁধারের নীচে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সমীকরণ [স] *বি* সমশ্রেণীভুক্ত করা। 'পরে লক্ষ্মণসেন পূর্ব্বোক্ত মুখ্য অষ্টবিধ কুলীনদিগের উনবিংশতি পুত্রের সমীকরণ করেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমীক্রিয়া [স] *বি* সমীকরণ। 'তাঁহার কালে যে সকল কঠিন কঠিন সমীক্রিয়া এবং কুট্টক গণিত ও অন্য অন্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সমীচীন [স] ১ *বিণ* যথার্থ। 'গ্রহা। (সমীচীন রূপে পঞ্জিকা দেখিয়া) না মহাশয়! কল্য দিন হইবে না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* উচিত। 'কন্তীরাম শর্মা তাহাই সমীচীন বোধ করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ* যুক্তিযুক্ত। 'ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধনীতিজ্ঞেরা যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা সমীচীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* যুক্তিবাদী। 'মেহতা ব্যবস্থাপক সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এ দেশীয় সমীচীন ব্যক্তিমাত্রের মত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমীচীনতা [স] ১ *বি* ঔচিত্য। 'সংগতি, সমীচীনতা, সমীক্ষ্যকারিতা, সমঞ্জস প্রভৃতি শব্দের অভ্যন্তরে ইঙ্গিতে ঔচিত্যের ভাব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* যথার্থতা। 'এই মন্তব্যের সমীচীনতা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যাসাগরের প্রত্যেকটি রচনাই সমর্থন করবে।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সমীপে ১ *ক্রিবিণ* নিকটে। 'আনিঞা রূপিল পুষ্প দ্বার সমীপে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'শিশুরূপে থাকে প্রভু বালক সমীপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রিবিণ* সামনে। 'হাজরাত মোহাম্মদ সমীপে দূতবর ম্লানমুখে অতি দুঃখিত ভাবে অবিকল নিবেদন করিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ৪ *ক্রিবিণ* বরাবর। 'চতুর্থ দূত বসোরা (বসরার) শাসনকর্ত্তা সমীপে প্রেরিত হইল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সমীপদেশ [স] *বি* নিকটবর্তী স্থান। 'বিক্রয়-গৃহের সমীপদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমীপপাতিত [স] *বিণ* নিকটে স্থাপিত। 'যোগী, আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক, সমীপপাতিত আসনের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমীপবর্তিনী, সমীপবর্ত্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিকটবর্তী। 'সমীপবর্ত্তিনী পুষ্করিণীমধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'সে রাজসভার সমীপবর্তিনী হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমীপবর্তী, সমীপবর্ত্তী [স] *বিণ* নিকটে অবস্থিত। 'সুখসাগরের সমীপবর্ত্তী পালপাড়া গ্রাম।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'সমীপবর্তী বকুলবৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ববন্ধন ও সরোবরে অবগাহনপূর্বক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমীপস্থ [স] *বিণ* নিকটবর্তী। 'সিংহাসন সমীপস্থ শ্রীভোজরাজকে সপ্তদশী পুত্তলিকা কহেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সমীপেষু [স] *ক্রিবিণ* নিকটে; সমীপে। 'চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সমীভ্যার [স সমভিব্যাহার] *বি* সান্নিধ্য। 'শিক্ষাকার বাবুদিগের নিজ সমিভ্যারে লইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সমীর [স] *বি* বাতাস। 'শীতল সমীর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমীরণ [স] *বি* বাতাস। 'দুহু সমীরণ করে দুহাকার গায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সমীরণ-ধ্বনি [স] *বি* বাতাসের শব্দ। 'শুনি ধীর সমীরণ-ধ্বনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সমীরণস্রোত [স] *বি* বায়ুপ্রবাহ। 'সেই সমীরণস্রোতে কত কী আসিত ভেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সমীরণোত্থিত [স] *বিণ* বাতাসে সৃষ্ট। 'পদ্মবনে হংসী সমীরণোত্থিত তরঙ্গহিল্লোলে নাচিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সমীরশ্বাস [স] *বি* বাতাস। 'প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হুহু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সমীরিত [স] *বিণ* প্রবাহিত। 'ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সমীহ [স] ১ *বি* যত্ন। 'পোষাককে এমনি যে সমীহ করিয়া চলে যে, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, আপনাকে সে পোষাক ঝুলাইয়া রাখিবার আলনা মাত্র মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ *বি* পরোয়া। 'মাঝে মাঝে চরা-পড়া সেই পদ্মার টান ছিল না তাকে সমীহ করবার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ *বি* সম্মান প্রদর্শন। 'কর্তাকে কত ভয় সমীহ করতেন।' *অবন*, ১৯৪১।

সমীহশীল [স] *বিণ* সমীহ করে এমন। 'মঞ্চের সকলেই তার প্রতি সমীহশীল।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

সমীহিত [স] ১ *বিণ* বাঞ্ছিত। 'সত্য কৃষ্ণ সকল শাস্ত্রের সমীহিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* যথাসাধ্য। 'তৎ প্রস্তাব দ্বারা সমীহিত সিদ্ধ করিব।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমুণ্ড [স] *বিণ* মুণ্ড বা মাথাসহ। 'নীল পদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।' *ভারত*, ১৭৬০।

সমুখ [স সম্মুখ] *বি* সম্মুখ। 'সুন্দরি রাধা সুণ সমুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমুখেত *ক্রিবিণ* সম্মুখে। 'করজোড়ে সমুখেত দাণ্ডাইল রাণী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সমুখাসমুখি [স সম্মুখ>] *ক্রিবিণ* মুখোমুখি। 'দুই যন্ত্রিদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখাসমুখি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমুচিত [স] ১ *বিণ* যথাবিহিত। 'সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাও।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* ন্যায়সংগত। 'লঘু দোষে গুরু দণ্ড নহে সমুচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* উপযুক্ত। 'সমুচিত চিকিৎসা না হওয়াতে মূর্খ বৈদ্যেরদের বিদ্যায় ঘণ্টায়২ লোক মারা পড়িতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। ৪ *বিণ* যথাযথ। 'আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'আর্য নারীর এ কেমন প্রথা, সমুচিত দিব সাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'সমুচিত উত্তর দিয়েছ।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ৫ *বিণ* সুসঙ্গত। 'পাণিদ্বয়ের স্থলে বাহুদ্বয় শব্দের প্রয়োগ সমুচিত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমুচীত [স সমুচিত] *বি* সমুচিত; উচিত কাজ। 'অব রোদন নহ সমুচীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সমুচ্চ [স] ১ *বিণ* অতি উচ্চ। 'সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের বাতায়নবর্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* উচ্চকণ্ঠ। 'প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* আড়ম্বর। 'যে আলোকের যে জ্যোতির যে সমুচ্চের সন্ধান পাইয়াছেন ...।' *সবুজ*, ১৯২১। ৪ *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ ও গৌরবময়। 'সংগীতের রসায়নে চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ৫ *বিণ* সর্বোচ্চ। 'তাদেরই ধনসঞ্চয় সব চেয়ে সমুচ্চ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমুচ্চয় [স] *বি* পরিমাণ। 'কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সমুচ্ছল [স] *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'তার সমুচ্ছল কলকথা, তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমুচ্ছ্বাস [স] *বি* প্রবল উচ্ছ্বাস। 'সমুদ্রের বুদবুদের মতো অগণন সমুচ্ছ্বাস।' *জীবন*, ১৯৩০।

সমুজ [হি সমঝ>] *বি* বিবেচনা। *ভবানী*, ১৮২৩।

সমুজ্জ্বল [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* দীপ্তিময়। 'এক বিন্দু নয়নের জল; কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ *বিণ* কিরণোজ্জ্বল। 'সেদিনের যে প্রভাবে উজ্জয়িনী ছিল সমুজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৪ *বিণ* স্বমহিমায় ভাস্বর। 'বর্ণবৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল শাড়ীপরা মেয়েদের ভিড়।' *তারা*, ১৯৪৩।

সমুজ্জ্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* অতি উজ্জ্বল। 'কুন্দ-ধবলদল ... অতি সুনির্মলা, সুখ-সমুজ্জ্বলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমুঝা [হি সমঝা] *ক্রি* বোঝা। **সমুঝায়ব** *ক্রি* বুঝাবো। 'বিদ্যাপতি ভন মাধব নিকরুন কাহে সমুঝায়ব খেদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সমুঝে** *ক্রি* বোঝে। 'প্রভুর গম্ভীরবাক্য আচার্য্য সমুঝে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সমুৎকণ্ঠা [স] *বিণ* অতিশয় উৎকণ্ঠা। 'সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুৎকীর্ণ [স] *বিণ* ভালোভাবে খোদাই-করা। 'ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সমুত্তীর্ণ [স] *বিণ* উপস্থিত। 'সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে সমুত্তীর্ণ হইলে তাঁহার ছবি প্রস্তুত করা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সমুত্থ [স] *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'সমুত্থ প্রত্যূষ কপোতের পক্ষবিধুনন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

সমুত্থান [স] *বি* সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ। 'স্বতন্ত্রতা লাভোদ্দেশে রাজ প্রতিকূলে সমুত্থান করিয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সমুত্থায়ী [স] *বিণ* উত্থাপনকারী। 'অবশিষ্ট অংশ বাদ সমুত্থায়ী ব্যক্তির।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সমুত্থিত [স] *বিণ* উত্থিত। 'সমুত্থিত জলবিন্দু সকল কি তারাকারে পরিণত হইয়া আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমুৎপন্ন [স] *বিণ* সংঘটিত। 'শুদ্ধ জমিদার কেন, এই বিপ্লব দ্বারা … হিন্দুস্তানীগণেরই অধিক অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সমুৎসারিত [স] *বিণ* সম্পূর্ণ দূরীভূত। 'গগনকুট্টিম হইতে নক্ষত্রপুষ্পগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সমুৎসুক [স] **১** *বিণ* জানার ব্যাপারে অতিশয় আগ্রহী। 'আমি বড় সমুৎসুক হইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* অত্যুৎসাহী। 'যাঁহারা অনাচারী হিন্দুদিগকে শাসন করিবার জন্য সমুৎসুক তাঁহাদিগকেই হিঁদুয়ানি লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* আনন্দিত। 'অরণ্যের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র সৌন্দর্যে ও সফলতায় করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৪** *বি* সম্যকভাবে উৎসুক। 'সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দ-চঞ্চলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সমুৎসুকা [স] *বিণ স্ত্রী* অতিশয় আগ্রহী। 'বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া …।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সমুদয় [স] *বিণ* সমস্ত। 'এ সমুদয় ঘোল আনাতে মিশ্রিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সমুদায় [স] *বিণ* সমস্ত। 'বালক আরব্বী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক …।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'এই সমুদায় সঙ্কলনে অষ্টাবক্রবন্দিসংবাদ সূচিত করিয়া …।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সমুদিত [স] **১** *বিণ* সমুদয়। 'আকাশের ইন্দ্র সব দেব সমুদিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *অব্য* সমূহ; গণ। 'বসিয়াছে বিদ্যমানে ক্ষত্রি সমুদিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমুদার [স] **১** *বিণ* অতি উদার। 'এ ভজনালয়ের যে ভাবটি মনকে অধিকার করে সে হচ্ছে এর সুনির্মল সমুদায় গাম্ভীর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'অজস্র ঐশ্বর্য মোরে অর্পিয়াছে সমুদার বিধি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* শান্ত। 'রচে তার সমুদার কায়াটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

সমুদ [স সমুদ্র] *বি* সমুদ্র। 'গণ সমুদেঁ টলিআঁ পইঠা।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

সমুদা [স সমুদ্র] *বি* সমুদ্র। 'মাআমোহা সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

সমুদ্ধত [স] *বিণ* ঔদ্ধত্যপূর্ণ। 'তাই বলে তার সমুদ্ধত কৃষ্ণ পতাকা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সমুদ্ধার *বি* উদ্ধৃতকরণ। 'বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইত।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সমুদ্ধৃত [স] *বিণ* উদ্ধৃত। 'সেন্সাস ও স্ট্যাটিস্টিক্স হইতে সমুদ্ধৃত কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমুদ্ভব [স] *বি* উৎপত্তি। 'উষ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুদ্ভবের আবশ্যকতা হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সমুদ্ভাবিত [স] *বিণ* সম্পূর্ণ প্রকাশিত। 'তাঁহার চিত্তে এ দোষ সমুদ্ভাবিত হয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সমুদ্ভূত [স] *বিণ* উৎপন্ন। 'সর্ব্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সমুদ্ভেদ [স] *বি* প্রকাশ। 'সে হ'লো তার জন্যে এক স্বাভাবিক সমুদ্ভব বা সমুদ্ভেদ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সমুদ্যত [স] **১** *বিণ* তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হবে এমন। 'সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ ওরে পুণ্যভীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* সূচিত। শক্তির সরল তেজে সমুদ্যত দাবাগ্নির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সমুদ্র [স] **১** *বি* সাগর। 'লাফে ডিঞাইল সমুদ্র সতেক জোজন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সংসার। 'এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সমুদ্র-আন্দোলন [স] *বি* তরঙ্গিত সমুদ্রের আলোড়ন। 'বাংলাদেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমুদ্রকল্লোল [স] *বি* সমুদ্রের গর্জন। 'নিম্ন হইতে গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল উত্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সমুদ্রকল্লোলেরই মতো একতান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমুদ্রকূল [স] *বি* সমুদ্রের সৈকত। 'বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সমুদ্রগত [স] *বিণ* সমুদ্রে পতিত। 'তাহা এইক্ষণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমুদ্রগর্জন [স] *বি* সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উচ্চ শব্দ। 'সেই আর্তনাদই পরে মুখর হয়ে উঠেছিল একটি প্রতিবাদের সমুদ্রগর্জনে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমুদ্রগামী [স] *বিণ* সমুদ্রের পানে গমন করে এমন। 'সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধানরহিতা …।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া …।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সমুদ্রঘড়ি *বি* সামুদ্রিক ঘড়ি। 'কোনো এক সমুদ্রঘড়ির দিকে ভেসে যায় তারা।' *জীবন*, ১৯৪০।

সমুদ্রঘুঘু *বি* সামুদ্রিক পাখিবিশেষ। 'দিগন্ত সাগরের সমুদ্রঘুঘুর শাদা শাদা পালক।' *জীবন*, ১৯৩২।

সমুদ্রচর [স] *বিণ* সমুদ্রে থাকে এমন। 'সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমুদ্রচিল *বি* সমুদ্র এলাকায় বিচরণকারী চিলবিশেষ; অ্যালবাট্রস। 'সমুদ্রচিলের সাথে … কথা বলে দেখিয়াছি আমি।' *জীবন*, ১৯৩০।

সমুদ্রতট [স] *বি* সমুদ্রের তীর। 'সমুদ্রতটের পরান্ত সীমা পর্য্যন্ত … রাজ্যমধ্যে ভুক্ত করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সমুদ্রতরঙ্গ [স] *বি* সাগরের ঢেউ। 'সমুদ্রতরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি উথলেন কোলাহলি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সমুদ্রতল [স] *বি* সাগরের নিম্নস্থ ভূমি। 'এমন কোন ডুবুরী আছে যে ওকে সেই সমুদ্রতল থেকে তুলে আনবে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

AMARBOI.COM

সমুদ্রতীর [স] *বি* সাগরের তীর। 'কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮; 'সমুদ্রতীরে আপনমনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমুদ্রতুল্য [স] *বিণ* সাগরের সঙ্গে তুলনীয়। 'সেই যে ভালবাসা, সমুদ্রতুল্য ... মাধুর্য্যময়, – চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সমুদ্রদ্বার [স] *বি* সাগরের তীর। 'দক্ষিণ সমুদ্রদ্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

সমুদ্রপথ [স] *বি* সমুদ্রে নৌযান চলাচলের পথ। 'তেঁহো কহে সমুদ্রপথে করিলা গমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'জাহাজ গঙ্গাসাগর হইতে সমুদ্রপথে যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সমুদ্রপার [স] *বি* বিদেশ। 'ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সমুদ্রপারে যাইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সমুদ্রপীড়া [স] *বি* সমুদ্রে ভ্রমণের সময়ে শারীরিক অস্বস্তি। 'সমুদ্রপীড়া কাকে বলে অবিশ্যি জান কিন্তু কী রকম তা জান না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমুদ্রপৃষ্ঠ [স] *বি* সমুদ্রের উপরিতল। 'মালডেন নামক দ্বীপ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৩২ আট শত বত্রিশ হাত উন্নত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমুদ্রপোত [স] *বি* সামুদ্রিক জাহাজ। 'সমুদ্রপোত সন্তারিত করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমুদ্রবক্ষ [স] *বি* সমুদ্রের উপরিতল। 'সমুদ্রবক্ষে দ্বীপ দ্বীপান্তর গমনাগমন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমুদ্র-বিচারী *বিণ* সমুদ্রে বিচরণকারী। 'সমুদ্রের বিরুদ্ধে, সমুদ্র-বিচারী নাবিকদের বিরুদ্ধে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সমুদ্র-বেলা [স] *বি* সাগরের তীর। 'চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সমুদ্রবেষ্টিত [স] *বিণ* সাগর দিয়ে ঘেরা। 'সেখানকার মানুষ সমুদ্রবেষ্টিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমুদ্রমন্থন [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতা এবং অসুরগণ মিলিত হয়ে মন্দরপর্বতকে দণ্ড করে এবং বাসুকীকে দড়ি করে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তোলার ঘটনা। 'সমুদ্রমন্থনে নিধি, উপজিল যত বিধি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার জন্য সমুদ্রমন্থন করিতে হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* সাগরকে আলোড়ন। 'কলধ্বনিতে জয়ধ্বনিতে বাতাসে চলল সমুদ্রমন্থন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমুদ্রযাত্রা [স] **১** *বি* জাহাজে চড়ে সমুদ্রে যাওয়া। 'বণিকদিগের সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* সমুদ্রপথে বিদেশ গমন। 'সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **৩** *বি* (হিন্দু আচার অনুযায়ী) সমুদ্রপথে গমনের নিষিদ্ধ আচার। 'বাংলাদেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমুদ্রযাত্রী [স] *বিণ* সমুদ্রে গমনকারী। 'যখন হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রী ও সমুদ্রিক বণিক ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমুদ্রযান [স] *বি* সমুদ্রে চলাচলের যান। 'তখন সমুদ্রযান নির্ম্মাণ জাতিবিশেষের নিরূপিত বৃত্তি ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমুদ্রযোগে *ক্রিবিণ* সমুদ্র পথে। 'তাহারা সমুদ্রযোগে আগমন করিয়া মিশরাদি বণিকগণের স্থলাভিষিক্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমুদ্ররোগ [স] *বি* সমুদ্রভ্রমণের সময়ে বমি বমি ভাব; সী সিকনেস। 'প্রায় সকলেরই সমুদ্ররোগে মাথা ঘুরিয়া বমি হইয়াছিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সমুদ্রলঙ্ঘন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সমুদ্র অতিক্রম করা। 'কার্তিক সমুদ্রলঙ্ঘন করেছেন ময়ূরে চড়ে।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন এখনো কানে শুনি কিন্তু আর চোখে দেখতে পাইনে, কারণ আমাদের দৃষ্টি বদলে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সমুদ্রশকুন [স] *বি* অ্যালবাট্রস পাখি। 'বোদলেয়ার এই সমুদ্রশকুনদের সঙ্গে কবির তুলনা করেছেন।' *শিব*, ১৯৫০।

সমুদ্র-সিনা [স সমুদ্র+ফা সীন্হ্] *বি* সমুদ্রবক্ষ। 'সমুদ্র-সিনা ফেড়ে ছুটে চলে কিশতী।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সমুদ্রসীমা [স] *বি* সমুদ্রসৈকত। 'কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণচন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সমুদ্রীয় [স] *বিণ* সামুদ্রিক। 'লঙ্কার মধ্যে যে সমুদ্রীয় পথ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সমুদ্রের ইচা *বি* গলদা চিংড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সমুদ্রের পিঠ *বি* সাগরের উপরিতল। 'সমুদ্রের পিঠ আজ আয়ত্ত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমুদ্রোচ্ছ্বাস [স] *বি* সমুদ্রে জলের স্ফীতি। 'সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুগ্ধ-কটাহে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমুন্দর [হি] *বি* সমুদ্র। 'পথের ক্লেশ মোর সমুন্দর যে।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

সমুদ্রকলি *বি* এক ধরনের শিকার নাম। 'সমুদ্রকলি সীকা বানাইয়া নীরবে দেখিছে বসি।' *জসীম*, ১৯৩১।

সমুন্ধ [স সম্বন্ধ] *বি* সম্পর্ক। 'সমুন্ধ না মানে সে ভাগিনা মাউলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমুন্নত [স] **১** *বিণ* অতি উন্নত। 'দেখিতে পাইতেছি এখনো তাঁহার সমুন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **২** *বিণ* অতিশয় সমৃদ্ধ। 'সমুন্নত শিক্ষা ও সভ্যতায় সুমার্জিত রুচি ও নীতিতে ...।' *সিরাজী*, ১৯১৮। **৩** *বিণ* বেশ উঁচু। 'সমুন্নত গ্রীবা তাই অবনত করি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমুন্নতি [স] *বি* উন্নতি। 'তাহাদিগের সমুন্নতি করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমুপস্থিত [স] *বিণ* কাছেই উপস্থিত। 'রাজা বিক্রমাদিত্যও প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমুপস্থিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিকটে উপস্থিত। 'গৃহিণী ... হাতের বাউটির খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সমুপার্জন, সমুপার্জ্জন [স] *বি* সম্যক অর্জন। 'যিনি অসামান্য দাক্ষিণ্য ও পরগুণগ্রহণনাদিরূপ বিবিধ গুণে জগতে যশোরাশি সমুপার্জ্জন করিয়াছেন ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমুসা [ফা সমুস্হ্] *বি* সিঙ্গাড়ার অনুরূপ ভাজা ও শুকনা খাদ্য বিশেষ। 'খাঞ্চার উপর এক রেকাবী সমুসা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সমুহ [স সমূহ] *বিণ* বহু। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সমূল [স] **১** *বিণ* মূলসহ। 'মক্কা তাইফা দেশ সমূলে নাশিত।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ছোট ছোট গাছ সমূলে আহার করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* সম্পূর্ণ। 'ত্বরায় সমূল প্রকাশক হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

AMARBOI.COM

সমূলক [সং] ১ *বিণ* সত্য। 'যদ্যপি ইহা সমূলক হয় তবে তাঁহার প্রতি লোকের যে করুণা হইয়াছিল এইক্ষণে তৎপরিবর্তে ঘৃণা জন্মিবে।' *দর্পণ*, ১৮৪০। ২ *বিণ* যুক্তিসঙ্গত। 'সে নিন্দা সমূলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমূলকতা [সং] ১ *বি* কারণ। 'এই রূপ সংস্কারের সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* যথার্থতা। 'ঠিক সমূলকতার মতো সাজাইয়া তুলিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সমূলচ্ছেদ [সং] *বি* সমূলে উচ্ছেদ। 'যা ধরেন, তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সমূলে নির্মূল, সমূলে নির্ম্মূল *বি* চিরতরে উচ্ছেদ। 'তোমরা সেই অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তর ব্যবহার সমূহকে একেবারে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া সাধারণকে সুখী কর।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সমূলোৎপাটন [সং] *বি* সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণ। 'উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলোৎপাটন করা অসাধ্য।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমূলোৎপাটিত [সং] *বিণ* মূল সমেত উঠে গেছে এমন। 'বৃক্ষসকল সমূলোৎপাটিত হইয়া ... পুষ্প ফল বিস্তার করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সমূহ [সং] ১ *বিণ* সমস্ত; সব। 'পৃথিবী সমূহ পত্র সারদা করিয়া জোত্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* অনেক। 'সমূহ শিকারী কুকুরের শব্দে ভড়কিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সমূহতন্ত্র [সং] *বি* সমাজতন্ত্র। 'সমূহতন্ত্র কি socialism-এর শব্দ তরজমা?' *প্রমথ*, ১৯২০।

সমূহমান্য [সং] *বিণ* সবার সম্মানের যোগ্য। 'বিশিষ্টবিশিষ্ট সমূহমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি পত্রিকাদ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমৃদ্ধ [সং] ১ *বি* সমাগম। 'সমৃদ্ধ দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ঐশ্বর্যশালী। 'রাজা নানা ধনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দান-মানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* অভিজাত। 'সমৃদ্ধ সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

সমৃদ্ধতম [সং] *বিণ* সম্পদশালী; সবচেয়ে উন্নত। 'মুগল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধতম প্রদেশে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সমৃদ্ধতর [সং] *বিণ* আরও সমৃদ্ধ; অত্যন্ত উন্নত। 'এতেই তো সমৃদ্ধতর হার্মনি গড়ে ওঠে?' *দিলীপকুমার রায়*, ১৮২৫; 'সে চরিত্র প্রতিবারের প্রেমে প্রতিবার সমৃদ্ধতর।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমৃদ্ধশালী [সং] *বিণ* সম্পদশালী; ঐশ্বর্যশালী। 'কত শত সমৃদ্ধশালী গ্রাম নগর প্রোথিত বা মৃত্তিকাস্তূপ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সমৃদ্ধসম্পন্ন [সং] *বিণ* সম্পদশালী। 'অবিনীত অসভ্য লোকেরা অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুবিনীত হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমৃদ্ধা [সং] *বিণ স্ত্রী* ভরপুর। 'অজস্র অঞ্জলিতে শস্যসম্পদ ছড়িয়ে দেশলক্ষ্মী ফুলে ফলে সমৃদ্ধা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমৃদ্ধি [সং] ১ *বি* ঐশ্বর্য। 'স্বজাতীয়দিগের ক্রমশঃ সুখ-সমৃদ্ধি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'কত সমুদ্রের সমৃদ্ধি গাঢ় ঘন নীল।' *আহসান*, ১৯৬২।

সমৃদ্ধিকামী [সং] *বিণ* উন্নয়নকামী। 'প্রগতি ও সমৃদ্ধকামী সরকার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সমৃদ্ধিশালিনী [সং] *বিণ স্ত্রী* সমৃদ্ধিশালী; সম্পদশালী। 'নগরী অত্যন্ত সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সমৃদ্ধিশালী [সং] *বিণ* সম্পদশালী। 'আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী মনে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'তখন নূতন রাজধানীর নূতন-সমৃদ্ধিশালী কর্মক্লান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়াদুই দণ্ড আমাদের উত্তেজনা চাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমে [স সম>] *ক্রিবিণ* সাথে। 'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমেঘ [সং] *বিণ* মেঘযুক্ত। 'নির্মেঘ ও সমেঘ আকাশ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সমেত [স সম>] ১ *অব্য* যুক্ত। 'বান সমেত ধনুক কৈল খান খান।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *অব্য* সহ। 'পার্বত্য প্রদেশে নানা উপহার সমেত দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমেৎ [স সম>] *অব্য* সহ। 'টাট সমেৎ টাকা আনিয়া দিব।' *কেরি*, ১৮০২।

সমেদ *অব্য* সমেত। 'পুনুরায় সিন্দুক সমেদ জিনিসপত্র রাখিলেন।' *ভৈরবী*, ১৮০০।

সমোচিত [স সমুচিত] *বিণ* উপযুক্ত। 'ইহা বই নাহি কীর্ত্তি মোর সমোচিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সমোচ্চ [সং] *বিণ* সর্বোচ্চ। 'আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঠবার চেষ্টা করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সমোজ্জ্বল [সং] *বিণ* সমুজ্জ্বল; অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে চৌদিকে রথীদল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সমোদিত [সং] *বিণ* আনন্দজনক। 'নানারূপ বাদ্যধ্বনি মঙ্গল সমোদিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমোশর [স সমসর] *বিণ* সমতুল্য। 'রাণী সমে বাস করে ইন্দ্র সমোশর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমোসর [স সমসর] *বিণ* সমান। 'ফুটিয়া হইল কলাই ভাত সমোসর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সমোসা [ফা] *বি* সিঙাড়ার অনুরূপ ভাজা শুকনা খাদ্যবিশেষ। 'পারাটা, সমোসা ভাজার সৌরভ কি চমৎকার – বলিহারি যাই।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সম্পত্তি [সং] ১ *বি* ধনসম্পদ। 'অচলা কমলা তোর সম্পত্তি বিশাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সম্পদ। 'এ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সম্পইত [স সম্পত্তি] *বি* সম্পদ। 'সম্পইতের হিসাব।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সম্পতনামা [স সম্পদ+ফা নামা] *বি* সম্পদের তালিকা। 'হিসাব চিটী আরজী সম্পতনামা খত ওগয়রহ।' *ক্যালদে*, ১৭৮৭।

সম্পত্ত [স সম্পত্তি] *বি* সম্পত্তি; ঐশ্বর্য। 'পানের সম্পত্ত ঝারি দাসী লয়্যা রাখে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সম্পত্তিঘটিত [সং] *বিণ* সম্পত্তি সংক্রান্ত। 'একজন বিধবার সম্পত্তিঘটিত মামলায় তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ বিব্রত করিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সম্পত্তিমান [সং] *বিণ* সম্পদশালী। 'সে শহর অতিশয় সম্পত্তিমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সম্পত্তিশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিত্তশালী। 'এক সম্পত্তিশালিনী ধর্মপরায়ণা নারী এই ধর্মাশ্রমের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সম্পত্তিহীন [স] *বিণ* সম্পত্তি নেই এমন। 'কমিটির সাহেবেরা জ্ঞাত আছেন যে আমরা সম্পত্তিহীন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

সম্পত্য [স সম্পদ] *বি* সম্পত্তি; ঐশ্বর্য। 'সম্পত্যে সম্পাদি দুখে দুখি না হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্পৎশালী [স] *বি* ঐশ্বর্যশালী। 'বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্যান্য সম্পৎশালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সম্পদ [স] ১ *বি* বিত্ত। 'অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লুঁ সম্পদে বিপদহি ভেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* গৌরব। হেন বুঝি মদনে বাড়িল সম্পদ।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* অহঙ্কার। 'সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *বি* ঐশ্বর্য। 'পশ্চিম দেশ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছে সে অতিবিপুল প্রচণ্ডশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৫ *বি* সম্বল। 'এতেই তার বিপদ, এতেই তার সম্পদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সম্পদ-গৃহ [স] *বি* ধনভাণ্ডার। 'ভাঙ্গিয়া সম্পদ-গৃহ করিলা উজার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সম্পদছায় [স] *বি* সম্পদের আশ্রয়। 'রিক্তহস্তে পরের সম্পদছায়ে ফেরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সম্পদমদ [স] *বি* সম্পদরূপ মদ। 'সম্পদমদ পিয়ে অবিরত।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

সম্পদময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সম্পদের অধিকারী। 'সম্পদময়ী সে সবার চেয়ে/ নারী হলে প্রিয়তমা।' *সিকান্দার*, ১৯৪৫।

সম্পদশালী [স] *বিণ* সমৃদ্ধিশালী। 'তার ইতিহাস শক্তি সৌন্দর্যে এবং স্বাতন্ত্র্যপরতায় সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সম্পদশ্রী [স] *বি* ঐশ্বর্যময়তা। 'বহুকালের একটা সম্পদশ্রীর আভা থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সম্পদহীন [স] *বিণ* বিত্তহীন। 'অখ্যাত সহায়-সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সম্পদোচিত [স] *বিণ* সম্পদসুলভ; সম্পদের উপযুক্ত। 'ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ দেয় না।' *তারা*, ১৯৪২।

সম্পদ্র [স সমুদ্র] *বি* সমুদ্র। 'নিজ বলে বাহিলে সম্পদ্র হয় পার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সম্পন্ন [স] ১ *বি* নিষ্পন্ন। 'তাহা নিঃসন্দেহ সম্পন্ন হইবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* সম্পদশালী। 'সেই দেশ অতিশয় সম্পন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ *বি* সম্পাদন। 'জনশ্রুতি হইয়াছে যে ... সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ৪ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'তৎকর্ম্ম ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৫ *বিণ* সম্পাদিত। 'নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৬ *বিণ* বিশিষ্ট। 'পুরুষের ন্যায় অনুভবশক্তি সম্পন্ন স্ত্রীজাতির এমন দুরবস্থা সত্যিই অগ্রাহ্য।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ৭ *বিণ* সচ্ছল। 'সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাতে উপকৃত হয়েন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। ৮ *বিণ* দীর্ঘজীবী; বিশাল। 'পৃথিবীতে সম্পন্ন গাছের পাতা ঝরে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

সম্পন্নকরণার্থ [স] *ক্রিবিণ* সম্পাদন করণের জন্য। 'ঐ ব্যাপার সম্পন্নকরণার্থ ঐ টাকার পাঁচ গুণ টাকা ব্যয় হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সম্পন্নতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত পরিণত। 'আমার সত্তার রূপধৃত উন্মোচন যে স্তরে বর্তমান তা থেকে সম্পন্নতর উন্মোচনে উত্তীর্ণ হওয়াতেই আমার সত্তার মুক্তি।' *শিব*, ১৯৫০।

সম্পন্নপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় শেষ হয়েছে এমন। 'তোমার যে কার্য্য সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পন্নপ্রায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সম্পর্ক [স] ১ *বি* আত্মীয়তা। 'আমি কহিলাম সম্বন্ধো জীবনাবধি, জীবনাবধিই সম্পর্ক।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* সংস্পর্শ। 'কুমারখালীর কাহার-ব্যবসায়ী সিরাজ সাঁইয়ের সম্পর্কে আসেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

সম্পর্ক পাতানো *ক্রি* সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। 'মনের কাছে মনের সম্পর্ক পাতানোর কথা।' *হাই*, ১৯৪৭।

সম্পর্ক-বিরুদ্ধ [স] *বিণ* পরস্পর সম্পর্কহীন। 'সম্পর্ক-বিরুদ্ধ স্ত্রী পুরুষেরা ... পরস্পর ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সম্পর্করহিত [স] *বিণ* সম্বন্ধবিহীন। 'এ দুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সম্পর্করহিত সত্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সম্পর্করিক্ত [স] *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'সম্পর্করিক্ত মানুষ ভিড়ের শামিল হয়, যূথবদ্ধতায় নিরাপত্তা খোঁজে।' *শিব*, ১৯৫৬।

সম্পর্কশূন্য [স] *বিণ* সম্পর্কহীন। 'আমার সহিত সর্ব প্রকারে সম্পর্কশূন্য হইতে পার।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সম্পর্কহীন [স] *বিণ* নিঃসম্পর্ক; সম্পর্ক নেই এমন। 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ... আলোচনা তুলিয়া অনর্থক উদ্‌বিগ্ন হইতেছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

সম্পর্কহীনতা [স] *বি* সম্পর্ক না-থাকা। 'সম্পর্কহীনতার ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চেতনার উপযুক্ত উন্মেষ সম্ভব হলো না।' *উমর*, ১৯৬৮।

সম্পর্কহীনা [স] *বিণ* সম্পর্ক নেই এমন নারী। 'তখন, সম্পর্কহীনা, স্বপ্নে ওঠে মন্দিরা বাজিয়ে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

সম্পর্কিত [স] *বিণ* সম্পর্কযুক্ত। *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'মহিলা সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় স্থাপন।' *বেগম*, ১৯৭৫।

সম্পর্কীয় [স] *বিণ* সম্পর্কিত। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'কর সম্পর্কীয় যাবত্ত ভূমির স্থির রাজস্ব।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'ভাশুর-শ্বশুর-সম্পর্কীয় গৃহপ্রচলিত যে সকল কৃত্রিম লজ্জা তাহা তাহার প্রচুর পরিমাণেই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সম্পর্কীয়া *বি স্ত্রী* জ্ঞাতি। 'কন্যাটি বক্তৃতাকারী ঠাকুরদাদার অতি নিকট-সম্পর্কীয়া।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

সম্পাত [স] ১ *বি* অভিশাপ। 'দারুন সম্পাত মুনি নাহি বুঝি দিত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* প্রতিফলন। 'হাতের আলোকসম্পাতে ভ্রূযুগের মধ্যে ...।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *বিণ* প্রতিফলিত। 'কখনো কখনো সম্পাত হয়ে সৃষ্টি করেছে বেগুনি আভা।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

সম্পাতন [স] *বি* ধারণ। 'বাক্য না নিঃসরে মুখে শোক সম্পাতন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সম্পাতী *বি* পাখিবিশেষ। 'জটাউ সম্পাতী লিখে সুপর্ণ তিতির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্পাদক [স] ১ *বিণ* প্রক্রিয়াকারক। 'তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বি* সংবাদপত্র সম্পাদনাকারী। 'প্রভাকরসম্পাদক

বাক্কৌশলদ্বারা লোকদিগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বি* প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান। 'শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সম্পাদকগিরি [স সম্পাদক+ফা গিরি] *বি* সম্পাদকের কাজ। 'সম্পাদকগিরি করলে তুমি কেবল জীবনভরে পরের লেখার বানান ভুল শুধরেই যাবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

সম্পাদকতা [স] *বি* সম্পাদকের কাজ। 'যিনি সম্পাদকতা করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সম্পাদকি [স সম্পাদক>] *বি* সম্পাদনার কাজ। 'অল্প বয়সে সম্পাদকি নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সম্পাদকী [স সম্পাদকীয়] ১ *বি* সম্পাদকের কাজ; সম্পাদনা। 'লেখা বেছে নিতে না জানলে সম্পাদকী করি কোন সাহসে?' *প্রমথ*, ১৯২৭। ২ *বিণ* সম্পাদক ব্যবহার করে এমন। 'সম্পাদকী টেবিলে গোকুল নাগ বসে আছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সম্পাদকীয় [স] ১ *বিণ* সম্পাদকের করণীয়। 'মহাখেদার্ণবে নিমগ্নচিত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশ করিতেছি ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৪০। ২ *বিণ* পত্রিকার সম্পাদকের মন্তব্য ও মতামতের জন্যে নির্ধারিত। 'আহ্‌মদী সম্পাদক সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছেন ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ৩ *বি* পত্রিকা সম্পাদকের নিবন্ধ। 'অনেক খবরের কাগজের সম্পাদকীয় ... মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫; 'সম্পাদকীয় লিখি।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

সম্পাদকীয় স্তম্ভ [স] *বি* (ইংরেজি এডিটরিয়াল কলামের অনুবাদ) পত্রিকায় সম্পাদকের অভিমতসূচক নিবন্ধ ছাপা হয় পত্রিকার যে-কলামে। 'বিগত ১৫ই শ্রাবণ আহ্‌মদী সম্পাদক সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছেন ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সম্পাদিকা [স] *বি* স্ত্রী কার্যনির্বাহক। 'যুগ্ম সম্পাদিকা — মিসেস এ কে খান।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সম্পাদন [স] ১ *বি* নির্ধারণ। 'পুরুষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব সম্পাদন ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সমাধান। 'পূর্ব্বোক্ত তাবদুপকার সম্পাদন হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৩ *বি* পরিচালন। 'শ্রীযুত ডি এল রিচার্ডসন সাহেব এতৎ পত্রের সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৪ *বিণ* নির্বাহ। 'ভূস্বামী যখন স্বাধিকারে স্থিতি করেন, তখন তাঁহাকেও নিজধনে বাসার ব্যয় সম্পাদন করিতে হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বি* সৃষ্টি। 'সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া রামধনুর বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সম্পাদন ভার [স] *বি* সম্পাদনার দায়িত্ব। 'ভারতী নামক একটী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সম্পাদনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সম্পাদনের জন্যে। 'এই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ চৌকিতে বসুন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সম্পাদনার্থে [স] *ক্রিবিণ* সম্পাদনের জন্যে। 'কল্যাণসূচক কার্য্য-সম্পাদনার্থে গমন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সম্পাদিত [স] ১ *বিণ* সম্পন্ন। 'তাঁহার গৃহিণীর অভিপ্রায় অনুসারেই, সম্পাদিত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* সম্পাদনকৃত। 'হারানবাবুর সম্পাদিত ইংরেজি কাগজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সম্পাশ, সম্পাস [স সম-পার্শ্ব] ১ *ক্রিবিণ* সমীপে। 'দূর হন্তে অলি আসি, কমল সম্পাস।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রিবিণ* পাশে। 'আনি দিলা খদিজাএ থাকিতে সম্পাশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সম্পুট [স] ১ *বি* অঞ্জলিপাত্র। 'করিয়া সম্পুট পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আশ্রয়। 'বক্ষের সম্পুটে বাঁধি প্রেয়সী নারীরে।' *আহসান*, ১৯৫০।

সম্পূরণ [স] *বি* পূর্ণ। 'যাহা চাহ মম বরে হবে সম্পূরণ!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সম্পূর্ণ [স] *বিণ* পূর্ণ। 'সে সময়ে তাঁহার গর্ভ নয়মাস সম্পূর্ণ হইয়াছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সম্পূর্ণচিত্ত [স] *বি* সম্পূর্ণ অন্তঃকরণ; আন্তরিক ভাব। 'অতি দুঃখের কথাও সম্পূর্ণচিত্তে গ্রহণ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

সম্পূর্ণত [স] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'পূর্বকথিত পুরোহিত মহাশয়ের গল্প সম্পূর্ণত মাঠে মারা যায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সম্পূর্ণতা [স] *বি* পরিপূর্ণতা। 'তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* পরিপূর্ণতা পেয়েছে এমন। 'বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সম্পূর্ণত্ব [স] *বি* পরিপূর্ণতা। 'মন্ত্র ভাগে বৈদিক উপাসনার সম্পূর্ণত্ব লক্ষিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সম্পূর্ণভাবে [স] *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। 'সম্পূর্ণভাবে ব্যঞ্জনাহীন কবিতা অকল্পনীয়।' *শিব*, ১৯৭৩।

সম্পূর্ণরূপে [স] *ক্রিবিণ* পুরোপুরিভাবে। 'স্ত্রীলোকেই যথার্থ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গদান করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সম্পূর্ণাঙ্গ [স] *বিণ* কোনো ত্রুটি নেই এমন দেহধারী। 'একজন সম্পূর্ণাঙ্গ মানুষের শরীরের সব-কিছু কার্যক্ষম থাকা সত্ত্বেও সে কানা-খোঁড়া-বোবা-নপুংসক হয়ে গেলো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

সম্পূর্ণী [স সম্পূর্ণ] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'সব কলা সম্পূর্ণী তো রাই।' বড়ু, ১৫৭০।

সম্পূর্ন [স সম্পূর্ণ] *বিণ* পুরো; পুরোপুরি। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সম্পূরক [স] *বিণ* পরিপূরক। 'একটি সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সম্পৃক্ততা [স] *বি* সম্মিলিত অবস্থা। '... এদের পরস্পর নির্ভরতা ও সম্পৃক্ততাই ফুটে উঠেছে।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

সম্পোষ্য [স] *বিণ* পালনীয়। 'দীর্ঘ প্রস্থ পঞ্চ হস্ত স্থানে এই সমুদায় ব্যাপার সম্পোষ্য হইবার আর কি সম্ভাবনা থাকিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

সম্প্রচারিত [স] *বিণ* সম্প্রচার হয়েছে এমন। 'সংবাদ সারা শহরে সম্প্রচারিত হয়ে পড়ল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

সম্প্রতি [স] ১ *ক্রিবিণ* বর্তমান সময়ে। 'সম্প্রতি আইনু মুঞি কীর্তন কারণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* যথাশীঘ্র। 'সম্প্রতি আমার ধান্য নিড়াবে এখন।' *কেতকা*, ১৬৫০। ৩ *বি* সম্ভাবনা। 'কোন মতে জিনিবারে না দেখে সম্প্রতি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *ক্রিবিণ* কেবল। 'সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৫ *ক্রিবিণ* কিছুদিন আগে। 'একটি নূতন স্টিমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সম্প্রতিকার [স] *বিণ* সাম্প্রতিক। 'সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

সম্প্রদান [স] ১ *বি* হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের নিকট কনেকে অর্পণ। 'বর পাই যথাবিধি তনয়া করিয়ে সম্প্রদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি*

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্যার বিয়ে দেওয়া। 'শ্রীমতি জাদুমনিকে মাহ বৈসাকে দোসরা মহাসয় পাত্র সহিৎ নাগরাকোঁদা জাইবেন সম্প্রদান করিব ইহা স্থির করিআ ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৬।

সম্প্রদান কারক [স] *বি* বস্তু ত্যাগ করে দান করা হয় যে কারকে। 'কর্ত্তা যাহাকে উদ্দেশ করিয়া দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সম্প্রদায় [স] ১ *বি* গোষ্ঠী; দল। 'এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কমিটি; সঙ্ঘ। 'গঙ্গাসাগরে বন কাটাইয়া পত্তন করিবার কারণ এক সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৩ *বি* দল। 'এমত নর্ত্তকী প্রায় তিন চারি সম্প্রদায় আইল।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণী। 'বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক ১৩০ জন বালক ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮। ৫ *বি* সমাজ। 'বণিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ *বি* জাতি। 'সম্প্রদায় প্রভেদে ভারতে খাদ্যাদির বিশেষ বিভেদ আছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ৭ *বি* মতবিরোধ। 'আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সম্প্রদায়গত [স] *বিণ* গোষ্ঠীভুক্ত। 'অপমানটাকে তাহারা সম্প্রদায়গত করিয়া লইয়া বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

সম্প্রদায়-চেতনা [স] *বি* গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা। 'ভারতীয় সমাজ জীবনে সিপাহী বিদ্রোহের পর ... সম্প্রদায়-চেতনা দেখা দিল।' *উমর*, ১৯৬৬।

সম্প্রদায়প্রবর্তক [স] *বি* নতুন একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলে যে। 'সম্প্রদায়প্রবর্তক ইন্দ্রিয়দোষের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সম্প্রদায়বিভাগ [স] *বি* সম্প্রদায় বিভাজন। 'ভারতবর্ষে শ্রেণী বিভাগের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে এইভাবে দেখা দিল সম্প্রদায়বিভাগ।' *উমর*, ১৯৬৬।

সম্প্রদায়ভুক্ত [স] *বিণ* সমাজের অন্তর্গত। 'বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সাধকরা আউল।' *হাই*, ১৯৫৪।

সম্প্রদায়ী [স] *বিণ* সম্প্রদায় মতাবলম্বী। 'সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সম্প্রবাহক [স] *বিণ* পরিবাহক। 'উদ্ভিদের এইরূপ সম্প্রবাহক স্নায়ুমণ্ডলী নাই বলিয়াই বিজ্ঞানমণ্ডলীর এত দিন বিশ্বাস ছিল।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

সম্প্রভাত [স] *বিণ* প্রতিভাত। 'সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সম্প্রসারণ [স] ১ *বি* বিস্তার। 'পৃষ্ঠ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বি* প্রসারিতকরণ। 'সম্প্রসারণ এবং নিঃসারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সম্প্রসারণশীল [স] ১ *বিণ* বিকাশমান। 'সম্প্রসারণশীল শক্তি সমস্ত জগৎকেই ক্রমে প্রাগতিক প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করে।' *শিব*, ১৯৫৬। ২ *বিণ* প্রসারণশীল। 'সম্প্রসারণশীল সরকারি ব্যবস্থায় এই শিক্ষিতজনদের নিয়োগ –।' *শিব*, ১৯৫৬।

সম্প্রসারিত [স] *বিণ* পরিবর্ধিত। 'কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাই ইহা পুষ্ট ও সম্প্রসারিত হইতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

সম্প্রীত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'দুজনে সম্প্রীত হব যেন হীরা হেম।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সম্প্রীতি [স] ১ *বিণ* সুসম্পর্ক। 'বিশেষ সম্প্রীতি হইলে আহারের সুখ তো আছেই সময়ানুসারে বিহারও হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক। 'স্বামী স্ত্রীতে সম্প্রীতির সম্ভাবনা কি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সম্প্রীতি-সেতু [স] *বি* ভালোবাসারূপ সেতু। 'তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি-সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ স্রোত প্রবল করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সম্প্রীতিস্থাপন [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি। 'সম্প্রীতিস্থাপন অল্পদিনের মধ্যেই।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

সম্বৎ [স সংবৎ] *বি* বছর। '১,৮৬১ সম্বৎ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে যবনাধিকারে ৬৫১/৩/২৮ দিন গত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'তাহার পর বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সম্বৎসর [স] ১ *বি* পরিপূর্ণ বছর। 'বৈশাখে হইতে হইল লুপ্ত সম্বৎসর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সারা বছর। 'সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সম্বচ্ছর *ক্রিবিণ* সারা বছর জুড়ে। 'সম্বচ্ছর কেঁদে কাটালে শরীল খারাপ হবে না একটু?' *মানিক*, ১৯৩৯।

সম্বন্ধ [স] ১ *বি* আত্মীয়তা। 'মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সম্পর্ক। 'তোর সমে আছে মোর নিয়র সম্বন্ধ।' *বড়ু*, ১৫০০। ৩ *বি* বিবাহ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আপনকার পুত্রের সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকে কহিয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *বি* বিবাহের প্রস্তাব। 'পিতা জাতিকুল স্থির করিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৫ *বি* বিবাহ সংক্রান্ত আত্মীয়তা। 'শুনছি তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৬ *বি* বিষয়। 'সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করিলাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৭ *বি* মিল; সামঞ্জস্য। 'উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৮ *বি* (ব্যাকরণ) সম্বন্ধপদ। 'কর্তৃকারক এবং সম্বন্ধে বহুবচনে বাংলা প্রায় সমুদয় ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

সম্বন্ধচ্যুতি [স] *বি* সম্পর্কহীনতা। 'জ্ঞানের রাজ্যেও এই সম্বন্ধচ্যুতির উল্লেখ করলেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সম্বন্ধজ্ঞান [স] *বি* সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান। 'কার্য্যকারণের সম্বন্ধজ্ঞানটা বাহ্যজ্ঞানেরই অংশ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সম্বন্ধজ্ঞাপক [স] *বিণ* সম্পর্ক প্রকাশক। 'আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সম্বন্ধ নির্ণয় [স] ১ *বি* বিবাহের প্রস্তাব স্থির বা পাকা করা। 'পরম সুন্দরী কন্যার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বি* হিন্দুসমাজে বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের মর্যাদার উচ্চ-নীচতা নির্ণয়। *দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য*, ১৮৭৫।

সম্বন্ধপথ [স] *বি* সম্পর্কসূত্র। 'অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সম্বন্ধবদ্ধ [স] *বিণ* সম্পর্কযুক্ত। 'এসলাম ধর্ম্মের সহিত অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধবদ্ধ ওজু, গোছল ...।' *ইমান*, ১৯০০।

সম্বন্ধবন্ধন [স] *বি* সম্পর্ক স্থাপন। 'জমিদারগণ প্রজাদিগের সহিত সম্বন্ধবন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' *সাধারণী*, ১৮৭৪।

সম্বন্ধবাচক [স] *বিণ* আত্মীয়তা নির্দেশক। 'কতকগুলি জাতিবাচক সম্বন্ধবাচক এবং ভাববাচক শব্দ সংগ্রহ করি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সম্বন্ধবিশিষ্ট [স] *বিণ* সম্পর্কিত। 'তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত ... সম্বন্ধবিশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সম্বন্ধবিহীন [স] *বিণ* সম্পর্কহীন; সংযোগহীন। 'ভারতবর্ষের অর্থদোহন করিয়া বহু দূরস্থ সম্বন্ধবিহীন জাঞ্জিবারের দাসবিক্রয় প্রথা।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সম্বন্ধ ভাঙা *ক্রি* বিয়ে ঠেকানো। 'আমি ভাবছিলেম, সম্বন্ধ ভাঙি কী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সম্বন্ধশক্তি [স] *বি* পারস্পরিক সম্পর্কের শক্তি। 'সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সজ্ঞশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সম্বন্ধে ১ *ক্রিবিণ* আত্মীয়তায়। 'শালী সম্বন্ধে সম্বোধ নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* সম্পর্কে। 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।' *বড়ু*, ১৫০০।

সম্বন্ধি, সম্বন্ধী [স সম্বন্ধী] **১** *বি* স্ত্রীর বড়ো ভাই। 'সম্বন্ধি এবং সালা মহাশয় ভাজনেষু।' *ওর্সা*, ১৭৭৯; 'আমার সম্বন্ধী আমাকে সেথায় যেতে লিখেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* সম্পর্কিত। 'হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধি বহুবিধ বিস্তৃত ধর্ম্মপ্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সম্বন্ধীয় [স] **১** *বিণ* সম্পর্কিত। 'রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেক মহাশয় ঐ কালীন উপস্থিত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* বিষয়ক। 'একজন দিশি লোকের ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্বন্ধো [স সম্বন্ধ] *বি* সংযোগ। 'আমি কহিলাম সম্বন্ধো জীবনাবধি, জীবনাবধিই সম্পর্ক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সম্বরণ [স] **১** *বি* সংবরণ। 'সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের ক্রন্দন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* নিবারণ। 'দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* সমাপ্ত। 'অবশেষে ইষ্টিণ্ডিয়ান পত্র স্থাপনপূর্ব্বক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সম্বরা[1] [স সম্বরণ>] **১** *ক্রি* প্রশমিত করা। 'তবে ভিমসেন বির আপনা সম্বরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* সংবরণ করা। 'চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর, কেনে হইলে আগয়ান।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *ক্রি* গুছিয়ে রাখা। 'সম্বরএ গীমহার কটির বসন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *ক্রি* সংযত করা। 'নিজ অঙ্গ আচ্ছাদিয়া রাখন্ত সম্বরি।' *সুলতান*, ১৭০০। **৫** *ক্রি* ধৈর্য ধরা। 'সম্বর সম্বর প্রাণনাথ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **সম্বর** *ক্রি* সংবরণ করো। 'চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর, কেনে হইলে আগয়ান।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **সম্বরএ** *ক্রি* গুছিয়ে রাখে। 'সম্বরএ গীমহার কটির বসন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সম্বর সম্বর** *ক্রি* ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো। 'সম্বর সম্বর প্রাণনাথ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **সম্বরি ১** *ক্রি* প্রশমিত ক'রে। 'তবে ভিমসেন বির আপনা সম্বরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* সংযত ক'রে। 'নিজ অঙ্গ আচ্ছাদিয়া রাখন্ত সম্বরি।' *সুলতান*, ১৭০০। **সম্বরিয়া** *ক্রি* সংবরণ ক'রে। 'পঞ্চভূতসিদ্ধি দশ বায়ু সম্বরিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সম্বরী** *ক্রি* সংবরণ ক'রে। 'চন্দ্রাণী বোলয় কেলি কলা না সম্বরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সম্বরা[2] [স সম্ভার] *বি* গরম তেলে মশলা ছেড়ে দেওয়া। 'তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সম্বর্তন, সম্বর্ত্তন [স] *বি* আবর্তন। 'চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সম্বর্ত্তন করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সম্বর্ত্তনকাল [স] *বি* আবর্তনকাল। 'তদীয় সম্বর্ত্তনকাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সম্বর্ধনা, সম্বর্দ্ধনা [স] *বি* সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা। 'তাহারদিগের যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা নানামতেই হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সম্বর্দ্ধিত [সম্বর্ধিত] **১** *বিণ* সম্মানিত। 'তাঁরা লীগ মহলের বাইরেই বেশি সম্বর্দ্ধিত হন।' *আজাদ*, ১৯৪৬। **২** *বিণ* সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে এমন। 'যখনই যেতাম সম্বর্ধিত হতাম।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সম্বল [স] **১** *বি* পাথেয়। 'পুরীগোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অর্থ। 'মাসে মাসে পাঠান সম্বল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* জীবিকার উপায়। 'দিনের সম্বল হেতু প্রতিদিন বধে পশুগণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* যাতায়াত-খরচ ও খাদ্যাদি। 'পথের সম্বল দিলে পরিতে বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বি* কামাই। 'দিনের সম্বল দিবা দিনে খাইবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **৬** *বি* জীবিকা। 'ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।' *ভারত*, ১৭৬০। **৭** *বি* সঞ্চিত শস্য। 'কাবুল দেশ হইতে সয়দাগর এই দেশে সম্বল ক্রয় করিতে আসিবেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **৮** *বি* অবলম্বন। 'সম্বল কিছুই নাই মুখে মালসাটি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৯** *বি* আহার্য। 'এই লুচি ব্রাহ্মণের পেটের সম্বল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **১০** *বি* আসল। 'এই ধরণির যাহা সম্বল।' *নজরুল*, ১৯২৬। **১১** *বি* একমাত্র অবলম্বন। 'মানুষের সম্বল নৌকা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সম্বলবিশিষ্ট [স] *বিণ* অবস্থাসম্পন্ন; ধনী। 'কয়জন সম্বলবিশিষ্ট লোক আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সম্বলিত [স] **১** *বিণ* সংবলিত; রয়েছে এমন। 'প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* সংযোজিত। 'ইসলামী ভাবাদর্শ সম্বলিত মুসলিম ইতিহাসের ছোটোখাটো ঘটনাকে।' *হাই*, ১৯৫৪।

সম্বা [স সম্>] **১** *ক্রি* ঢোকা। 'তাত না সম্বাএ চুরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* মিলিত হওয়া। 'শুক পক্ষ সকলে সম্বায় হয়ে সুখে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সম্বাদ [স] *বি* খবর। 'জানাইল যকল কথা সম্বাদ প্রস্তুত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সম্বাদপত্র [স] *বি* সংবাদপত্র। 'মেজেষ্টর সাহেবেরদিগের গোচরার্থে সম্বাদপত্র পাঠাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সম্বাদা *ক্রি* সংবাদ দেওয়া। 'অব জঙদি জাই সম্বাদহ কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সম্বাষা[2] [স সম্ভাষণ>] *ক্রি* সম্ভাষণ করা। **সম্বাষয়া** *ক্রি* সম্ভাষণ ক'রে। 'কুন্তি সমে সম্বাষয়া ছিল জেন মতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্বাষহ** *ক্রি* সম্বোধন করো। 'মৃদু মৃদু ভাষে সম্বাষহ বরতনু।' *মুরারি*, ১৫৭০। **সম্বাষি** *ক্রি* সম্ভাষণ ক'রে। 'পরম সন্তোস হইল অর্জ্জুন সম্বাষি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্বাষিব** *ক্রি* সম্ভাষণ জানাবো। 'আহ্মি তোহ্মা সম্বাষিব নিজ দেসে গীয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্বাষিয়া** *ক্রিবিণ* সম্ভাষণ ক'রে। 'গুরু সম্বাষিয়া আইল আপনা দেসএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্বাষিল** *ক্রি* সম্ভাষণ করলো। 'ধৃতরাষ্ট্র আদি করি কুন্তি সম্বাষিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সম্বিত, সম্বিৎ [স] **১** *বিণ* চেতনাযুক্ত। 'অম্বর হেরি রহল ধনি সম্বিত কম্পিত ঘন ঘন অঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* জ্ঞান। 'তাঁর সম্বিৎ ফিরে আসে।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'ফিরে পেতে চায় না সম্বিৎ।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সম্বিতমান [স] *বি* সজ্ঞান। 'খবর পাঠাবার মত সম্বিতমান লোক ও-ই তো একমাত্র।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বিৎহারা [স] *বিণ* অচেতন। 'সে যেন সম্বিৎহারা হইয়া পড়িল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সম্বিদা [স] *বি* গাঁজা। 'মদারি-সম্প্রদায়ী লোকে জটাধারণ, ভস্মলেপন, অগ্নিসেবন ও প্রচুর পরিমাণে সম্বিদা সেবন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সম্বিদাসেবন [স] *বি* গাঁজার ধোঁয়া পান। 'বীরাচারী শাক্তসম্প্রদায়ের সুরাসেবনের ন্যায় শৈবদিগের সম্বিদাসেবন ইষ্ট-সাধনার একটি অঙ্গবিশেষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সম্বিধান [স] *বি* ব্যবস্থা; সংস্থান। 'তবে কুন্তি করিলেক অন্ন সম্বিধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সম্বৃত [স সংবৃত] *বিণ* ঢাকা। 'অম্বরে সম্বৃত তবু বাহিরে বাহার।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমৃবৃদ্ধি [স] *বি* সম্যক বর্ধন। 'বাহিরের যোগে তার সমৃবৃদ্ধি ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সম্বেঅণ [স সংবেদন] *বি* সংবেদন। 'সত্র সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্খ লক্খণ ন জাই।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

সম্বেদন [স] *বি* অনুভব। 'মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সম্বেস *বিণ* নিদ্রা। 'শার্দূল অশন পেয়ে সম্বেস গেছিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সম্বোধন [স] *বি* সম্ভাষণ। 'যবে মা বলিয়া তোমারে করিব সম্বোধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাদের সার সার বলে সম্বোধন করতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্বোধনী [স] *বি* আহ্বান। 'শৃঙ্খলে বাজে তব সম্বোধনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সম্বোধা [স সম্বোধন>] **১** *ক্রি* সম্ভাষণ করা। 'শালী সম্বন্ধে সম্বোধে নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* সম্বোধন করা। 'পবন সম্বোধি বোলে হতবুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সম্বোধ** *ক্রি* সম্ভাষণ করো। 'শালী সম্বন্ধে সম্বোধ নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সম্বোধি** *ক্রি* সম্বোধন ক'রে। 'পবন সম্বোধি বোলে হতবুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সম্বোধিআ** *ক্রি* সম্বোধন ক'রে। 'জন্মেজয় সম্বোধিআ বলিলেক পুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্বোধিঞাঁ** *ক্রি* সম্বোধন ক'রে। 'বড়ায়িক সম্বোধিঞাঁ বুলিল বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সম্বোধিব** *ক্রি* প্রবোধিত করবো; বোঝাবো। 'তবেঁ তাক সম্বোধিব কমণ উত্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সম্বোধিয়া** *ক্রি* সম্বোধন ক'রে। 'কোরেশ সকল সম্বোধিয়া দুগ্ধ-মাএ শিশুক কোলেত করি নিজ গৃহে যাএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **সম্বোধে** *ক্রিবিণ* সান্ত্বনায়; প্রবোধে। 'বিণি কাহ্ন সম্বোধেঁ গমন তোর নাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সম্বোধিত [স] *বিণ* ডাকা হয়েছে এমন। 'কসাই নামেও সম্বোধিত হইতেন না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সম্বন্দি [স সম্বন্ধী] *বি* স্ত্রীর বড়ো ভাই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সম্ভব [স] **১** *বি* সম্ভাবনা। 'বড়ে পুনে সম্ভব আদর মুরারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* হতে পারে এমন। 'অসম্ভবও সম্ভবজ্ঞান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* বাস্তব। 'সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বি* সম্ভাবনার স্তর। 'বাস্তব থেকে সম্ভবে পৌঁছনোর যে আকুতি তা থেকে রোমান্টিক মেজাজের উদ্ভব।' *শিব*, ১৯৫০।

সম্ভবজ্ঞান [স] *বি* হতে পারে এমন অনুভব। 'অসম্ভবও সম্ভবজ্ঞান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সম্ভবতঃ [স] *ক্রিবিণ* হয়তো। 'তাঁহার পুত্রের নাম বিদর্ভ, যাঁহার হইতে সম্ভবতঃ বিদর্ভদেশের নাম হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সম্ভবপর [স] *বিণ* হতে পারে এমন। 'রাজ-নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য হওয়া কখনই উচিত ও সম্ভবপর নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সম্ভবমত [স] *বিণ* করা যেতে পারে এমন। 'সম্ভবমত পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনি গর্হিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সম্ভবা [স সম্ভব>] *ক্রি* সম্ভব হওয়া। 'পাঠকের সংখ্যা যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সম্ভা [স সম্>] *ক্রি* প্রবেশ করা। **সম্ভাইল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'শ্বাসে সম্ভাইল উদরে ছাওাল বাছুরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সম্ভায়** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সম্ভায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সম্ভায়ল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল আঁতরে সুরধুনি ধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সম্ভাবনা [স] **১** *বি* সম্বল; সংস্থান। 'চারি কড়ার সম্ভাবনা তোমার ঘরে নাঞি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সম্ভাবনা কেবল বলদ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* যোগ্যতা। 'আমার বিবেচনায় তাহার এমন কিছু সম্ভাবনা নাহি।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* হবে বা ঘটবে এমন ভাব। 'দ্রব্যাদির প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **৪** *বি* আশা। 'প্রাচীনদিগের লিখিত সমগ্র শাস্ত্র ... মনঃপূত হইবার সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৫** *বি* শঙ্কা। 'আরো একটা ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৬** *ক্রি* উপক্রম। 'বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙিয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সম্ভাব [স সম্ভাবনা] *বি* সম্ভাবনা। 'বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাব নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

সম্ভাবনাপূর্ণ [স] *বিণ* সম্ভাবনাময়। 'দৃষ্টি তার সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সম্ভাবনাময় [স] *বিণ* সম্ভাবনাপূর্ণ। 'সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সম্ভাবনারূপে [স] *ক্রিবিণ* সম্ভাবনা হ'য়ে। '... জ্যোতিষ্কণা ও জড়কণার মধ্যে নিহিত ছিল সম্ভাবনারূপে, ভ্রূণরূপে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সম্ভাবনাশালী [স] *বিণ* সম্ভাবনাময়। 'সেই অশেষ সম্ভাবনাশালী ভাষাতে রচিত সাহিত্য কয়েক শতাব্দি ধরে...।' *শিব*, ১৯৫৬।

সম্ভাবনাহীন [স] *বিণ* সম্ভাবনা নেই এমন। 'সাহিত্যের দৃষ্টি সম্ভাবনাহীন অতীতের দিকে নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সম্ভাবনীয়তা [স] *বি* সম্ভাবনাময়তা। 'যেই সম্ভাবনীয়তার ক্ষেত্রে আসা গেল, অমনিই কর্মেচ্ছার উৎস খুলল।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সম্ভাবিত [স] *বিণ* সম্ভব হবে এমন। 'জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব ইতি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সম্ভাব্য [স] *বি* সম্ভবপরতা। 'পরিণাম আর সম্ভাব্যের ভয় নিয়ে দিন কাটে নিত্য।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সম্ভাব্যতা [স] *বি* সম্ভবপরতা। 'বাস্তব মানুষ রইল না, এল সম্বন্ধের সম্ভাব্যতা।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সম্ভার[1] [স] *বি* দ্রব্যসামগ্রী। 'আজি কেন দেখি এত ভেটের সম্ভার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্ভার[2] *বি* সম্বরা; ফোঁড়ন। 'ডাল সম্ভার দিবার সময় হাঁচিতে হাঁচিতে বেদম হইয়া আসে।' *মানিক*, ১৯৪০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভালা [স সম্বরণ] *ক্রি* সামলানো। 'কেবা নাচে কেবা গায় সম্ভালিতে নারে কারো বোল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সম্ভাষ [স সম্ভাষণ>] ১ *বি* অভিবাদন। 'অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বক্তা। 'বিজ্ঞগণ সমস্তই রাজসভায় সম্ভাষ রূপে থাকিতেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* আলাপ। 'আমাদের সহিত সম্ভাষ কর না।' *রামরাম*, ১৮০২।

সম্ভাষণ [স] ১ *বি* প্রীতি ও কুশল বিনিময়। 'মাতৃ বহিন সঙ্গে করি সম্ভাষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আমন্ত্রণ। 'রাজ সম্ভাষণে যাই গৌড় শহর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* অভ্যর্থনা। 'সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্ভাষা[1] [স সম্ভাষণ] ১ *বি* আলাপ-আলোচনা। 'সবে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অভ্যর্থনা। 'সম্ভাষা করিল নৃপ করে কর দিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* আপ্যায়ন। 'মান্য করি লাগিলা সম্ভাষা করিবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* কুশল বিনিময়। 'যৌতুক দেওনের ছলায় সম্ভাষা করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সম্ভাষা[2] [স সম্ভাষণ] ১ *ক্রি* সম্ভাষণ করা। 'সম্ভাষিআ মহীপালে কহিব উত্তরকালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* আহ্বান করা। 'যবে প্রণয়-বচনে সম্ভাষিলে এ দাসীরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **সম্ভাষয়** *ক্রি* সম্বোধন করে। 'জ্যেষ্ঠ ভাই বলিয়া কর্পূর সম্ভাষয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সম্ভাষি** *ক্রি* সম্বোধন ক'রে। 'জিজ্ঞাসিলা নৃপতিএ সম্ভাষি সভানরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **সম্ভাষিয়া** *ক্রি* অভিবাদন ক'রে। 'মুনি সম্ভাষিয়া রাজা করে নিবেদন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্ভাষিল** *ক্রি* আহ্বান করলো। 'পড়িয়া কবিত্ববাণী সম্ভাষিল নৃপমুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্ভাসা[1] [স সম্ভাষণ] ১ *ক্রি* সম্ভাষণ করা; সম্বোধন করা। 'তবেঁ তোরে কাহ্নু বা সম্ভাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* আহ্বান করা। 'বালকরূপে পিতৃ মাতৃ দু'হা সম্ভাসিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **সম্ভাসিল** *ক্রি* আহ্বান করলো। বালকরূপে পিতৃ মাতৃ দু'হা সম্ভাসিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **সম্ভাসে** *ক্রি* সম্বোধন করে। 'তবেঁ তোরে কাহ্নু বা সম্ভাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সম্ভাসা[2] [স সম্ভাষণ] *বি* আলাপ-আলোচনা। 'সম্ভাসা করিতে গেলা বসুদেবের ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্ভু [স শম্ভু] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু সম্ভু গরল করু গ্রাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সম্ভুসেখর *বি* কৈলাস পর্বত। 'জনি হেম নির্ম্মিত সম্ভুসেখর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সম্ভুক্ত [স] *বিণ* খাওয়া হয়েছে এমন। 'বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত পূর্বসুখের অস্পষ্ট স্মৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সম্ভূত [স] *বিণ* জাত; উৎপন্ন। 'উহা যুক্তিফল সম্ভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সম্ভূত হওয়া *ক্রি* আবির্ভূত হওয়া। 'হরিণপরিহীন হিমকরবদনা সীমন্তিনীসমূহ সম্ভূত হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সম্ভেদ [স] ১ *বি* অবস্থা। 'যেহেন সম্ভেদ হএ যখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* গভীর রহস্য ভেদ। 'চণ্ডীর চেতন গীত রচিয়া সম্ভেদ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সম্ভোক্তা [স] *বি* পাঠক। 'সে যুগের কবিরা নিশ্চিন্ত করে জানতেন তাদের কাব্যের নির্দিষ্ট সম্ভোক্তা কারা।' *শিব*, ১৯৫০।

সম্ভোগ [স] ১ *বি* রতিক্রিয়া। 'কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* উপভোগ। 'সম্ভোগীর সম্ভোগেতে না হয় সম্ভোগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'জ্ঞান লাভান্তে, বোধ হয় জননীর স্নেহ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সম্ভোগ করা *ক্রি* উপভোগ করা। 'যবনী বারাঙ্গনাদিগের বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সম্ভোগতত্ত্ব [স] *বি* ভোগবিলাসবাদ। 'কান্ট যখন নিয়মানুগত্যের উপরে অতিরিক্ত জোর দিয়ে রেনেসাঁসি সম্ভোগতত্ত্বের বিরুদ্ধে খৃষ্টান নিগ্রহতত্ত্বকে গ্রহণ করলেন... ।' *শিব*, ১৯৫০।

সম্ভোগলক্ষন [স] *বি* রতিক্রিয়া-উত্তর শারীরিক লক্ষণ। 'সম্ভোগলক্ষন প্রভাবতির ব্যক্ত হৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্ভোগশাস্ত্র [স] *বি* রতিবিদ্যা। 'তারা ছিলেন একই সঙ্গে কবি ... ব্যায়ামকৌশলী, যোদ্ধা এবং খাদ্য, সুরা ও সম্ভোগশাস্ত্রে সুরসিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

সম্ভোগসুখ [স] *বি* উপভোগের আনন্দ। 'সম্ভোগসুখ ভস্মাচ্ছন্ন, অথচ কর্মান্তরে যাইতেও পা ওঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সম্ভোগাত্মক [স] *বিণ* উপভোগ্য। 'শৃঙ্গার ও মিলন বিরহ প্রভৃতি সম্ভোগাত্মক কাঠামোর ভিতর দিয়া।' *হাই*, ১৯৫৪।

সম্ভোগী [স] ১ *বিণ* উপভোগী। 'যে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইবে তাহাকে আসামদেশীয়েরা তদুপকার সম্ভোগী হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* সম্ভোগকারী। 'সম্ভোগীর সম্ভোগেতে না হয় সম্ভোগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সম্ভোধা *ক্রি* সম্ভাষণ করা। 'শিব সম্ভোধিয়া গেল চণ্ডিকার পাশে।' *বিজয়* ১৬৫০।

সম্ভ্রম [স] ১ *বি* সমাদর। 'সম্ভ্রমেত গিয়া রাজা উসার মন্দিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ব্যাকুলতা। 'দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* শ্রদ্ধা। 'কেহ বলে এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* সম্মান। 'সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্ভ্রমপূর্ণ [স] ১ *বিণ* সশ্রদ্ধ। 'পুরুষেরাও মহিলাদের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হওয়ায় ... ।' *মোতাহার*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* বিনয়পূর্ণ। 'সম্ভ্রমপূর্ণ গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশের ... ।' *তারা*, ১৯৪৩।

সম্ভ্রম বাহির হওয়া – (ব্যঙ্গ) কু-কীর্তি প্রকাশ পাওয়া। 'তোমার সম্ভ্রম বাহির হইলে কত কত বাবু আসিয়া আপনা হইতে কাবু হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সম্ভ্রমবিশিষ্ট [স] *বিণ* সম্মানিত। 'যাঁহার কুলীন জামাতা তিনি বংশের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রমবিশিষ্ট হন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সম্ভ্রমভরে *ক্রিবিণ* শ্রদ্ধার সঙ্গে। 'সম্ভ্রমভরেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া ... ।' *তারা*, ১৯৪০।

সম্ভ্রমসূচক [স] *বিণ* শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় এমন। 'রামমোহন রায়ের নিমিত্ত সম্ভ্রমসূচক এক মহাভোজ প্রস্তুত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সম্ভ্রমাভিলাষী [স] *বি* মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করে এমন। 'জনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নামে সম্ভ্রমাভিলাষী হইয়া ... ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সম্ভ্রমাভিলাষী হওয়া *ক্রি* মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করা। 'জনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নামে সম্ভ্রমাভিলাষী হইয়া ... ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সম্ভ্রমার্থ [স] *ক্রিবিণ* সম্মানের জন্য। 'উইলসন সাহেবের সম্ভ্রমার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সম্ভ্রমিত [স] *বিণ* সম্মানিত। 'সম্ভ্রমিত হইয়ে তবে প্রণমে অর্জ্জুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভ্রমে-নত *বিণ* সম্মান প্রাপ্তির ফলে বিনয়ী হয়েছে এমন। 'সম্ভ্রমে-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সম্ভ্রামক [স] *বিণ* সম্ভ্রম জাগায় এমন; সম্মানজনক। 'তাঁহার বিষয়ে সম্ভ্রামক উদ্যোক কিছু করা যায় নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩০।

সম্ভ্রান্ত [স] **১** *বিণ* সম্মানিত; অভিজাত। 'সম্ভ্রান্ত লোকের কারণ নিয়মপত্র নিরূপিত হইয়াছে।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বিণ* মর্যাদাপ্রাপ্ত। 'অনেক২ বঙ্গ কায়স্ত পূর্ব্ব দেশ ত্যাগ করিয়া যশহরে আসিয়া সম্ভ্রান্ত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* অভিজাত ব্যক্তি। 'ঐ সভায় সম্ভ্রান্তসমূহ সমাগত হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৪** *বিণ* অর্থবিত্তশালী। 'বহু সমৃদ্ধিযুক্ত অতি সম্ভ্রান্ত বাণিজ্যাগারের অসম্ভ্রম ও কর্ম্ম বন্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বি* হাউস অব লর্ডসের সদস্য। 'সম্ভ্রান্তদের গৃহে একটী সুসজ্জিত সিংহাসন আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৭** *বিণ* প্রভাবশালী। 'দস্যুবৃত্তিতে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের গোপন সহায়তা প্রভৃতি অনেক বিষয় বেশ সত্যভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সম্ভ্রান্ত করা *ক্রি* সম্মানিত করা। 'মহারাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া অতি সম্ভ্রান্ত করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

সম্ভ্রান্ততা [স] *বি* আভিজাত্য। 'যতই সম্ভ্রান্ততার তিলকছাপা থাক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সম্ভ্রান্তবংশীয় [স] *বিণ* অভিজাত বংশের। 'আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সম্ভ্রান্তশালী [স] *বিণ* মর্যাদাশীল। 'লোকটি সম্ভ্রান্তশালী অভিভাবক।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সম্ভ্রান্তা [স] *বিণ স্ত্রী* অভিজাত। 'একটি গ্রামের জনৈকা সম্ভ্রান্তা মোছলেম মহিলাকে জানি।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সম্মত [স] **১** *বি* ইচ্ছা। 'মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* রাজি। 'সম্মত হইয়া জদি না বরহ মোরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* ন্যায্য। 'আপনকার বিচার সম্মত হয় দেওয়াইয়া দিবেন।' *রামরাম*, ১৮০২। **৪** *বিণ* স্বীকৃত। 'আমরা এই সভ্যদেশ-সম্মত অধিকার প্রাপ্তিকে পৃষ্ঠদেশের বেদনা একেবারে বিস্মৃত হইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সম্মত করানো *ক্রি* রাজি করানো। 'একজন রমণী মধ্যস্ত হইয়া উভয় পক্ষকে সম্মত করাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্মত হওয়া **১** *ক্রি* রাজি হওয়া। 'আহার করিতে সম্মত না হইয়া উৎসবান্তে রাত্রি নয়টার সময় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রি* উদ্যত হওয়া। 'আমরা যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সম্মতকার্য, সম্মতকার্য্য [স] *বি* অঙ্গীকৃত কাজ। 'পিতার সম্মতকার্য্য পৃথিবীতে কে লঙ্ঘন করিতে পারে?' *গৌর*, ১৮২২।

সম্মতপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় রাজি। 'মনে মনে, মল্লিমুচের প্রার্থনায় সম্মতপ্রায় হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সম্মতা [স] *বিণ স্ত্রী* রাজি। 'অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সম্মতি [স] **১** *বি* অনুমতি। 'তাহার সম্মতি লৈয়া ভক্তসুখ দিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শিব হতে আন গিয়া তাহান সম্মতি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* অনুকূল মত; সমর্থন। 'বিস্য দ্রোন্ন কৃপ আদি চারির সম্মতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* নিজের মত। 'সাহেব কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিলেন না।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬। **৪** *বি* স্বীকৃতি। 'কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সম্মতিপত্র [স] *বি* অনুমতিপত্র। 'সম্মতিপত্র প্রদানের বিষয়ে এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সম্মতিসূচক [স] **১** *বিণ* সমর্থন আছে এমন। 'এ সিদ্ধান্তে সকলেই একবাক্যে সম্মতিসূচক ভোট দিয়েছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* স্বীকৃতিসূচক। 'সম্মতি-সূচক সায় দিয়াছিলেন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সম্মতী [স সম্মতি] *বি* সম্মতি। 'তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সম্মত্যনুসারে [স] *ক্রিবিণ* সম্মতি অনুসারে। 'সকলের সম্মত্যনুসারে তাহাদিগকে ... জিজ্ঞাসা করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সম্মৎসর [স সম্বৎসর] *বিণ* সারা বছরের। 'রাতৃদিন মাসপক্ষ সম্মৎসর কাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্মলিত [স সম্বলিত] **১** *ক্রিবিণ* সহকারে। 'অদ্য কাপড় মএ জাবার ফর্দ্দ সম্মলিত পাঠাই।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **২** *বিণ* সংবলিত। 'হরেক রকমে ৬৩ থান ফেরত কাপড় জাচাইর ফর্দ্দ সম্মলিত পাঠাইয়াছেন।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সম্মাদ [স সংবাদ] *বি* খবর; সংবাদ। 'উসার সম্মাদ কীছু কহিব তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্মান [স] **১** *বি* সমাদর। 'সব নারী জনে মোর করিল সম্মানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তাহারা বিস্তর সম্মান করিল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* শ্রদ্ধা। 'প্রত্যেক লোকের নিমিত্তে সম্মান পাইবার এই বড় নিশ্চয় পথ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সম্মানকর [স] *বিণ* চাহিদাজনক। 'দগ্ধকুক্কুটের সম্মানকর স্থান ভর্জ্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সম্মানকর্তা, সম্মানকর্ত্তা [স] *বি* মর্যাদা করে যে। 'সবার সম্মানকর্ত্তা করেন সবার হিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সম্মানকামী [স] *বিণ* সম্মান-অভিলাষী। 'তবু খোঁচা লাগে নীতিবোধে নয়, সম্মানকামী আভিজাত্যবোধে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সম্মানজনক [স] *বিণ* মর্যাদাবিশিষ্ট। তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতি করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সম্মাননা [স] *বি* সম্মানজ্ঞাপন। 'ইহাতে মনুর অবমাননা করা হয় না, প্রত্যুত তাঁহার সম্মাননা করাই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'যে-কৃষ্ণের সম্মাননার জন্যেই পাণ্ডবদের রাজসূয়যজ্ঞ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সম্মাননীয় [স] *বিণ* সম্মানিত। 'সমাজ যাহাকে যথার্থভাবে সম্মাননীয় করিয়া তোলে, সমাজ তাঁহারই দ্বারা সম্মানিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সম্মানপ্রাপ্ত [স] *বিণ* সম্মানিত। 'বিদেশে সম্মানপ্রাপ্ত নৃপতির সম্মান স্বদেশে লাঘব হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সম্মানবশত [স] *ক্রিবিণ* সম্মান হেতু। 'ঈর্ষাবশত নহে ... নিজের কর্তব্যসাধনার প্রতি সম্মানবশত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সম্মানবোধ [স] *বি* মান-মর্যাদা জ্ঞান। 'তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সম্মানভাজন [স] *বিণ* সম্মানের পাত্র। 'ক্ষমতাবলে তিনিও বঙ্গসাহিত্যহিতৈষীগণের সম্মানভাজন হইয়া উঠিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'রাজারা সম্রাটের ... সম্মানভাজন ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সম্মানলব্ধ [স] *বিণ* সম্মানিত। 'হিন্দু-বঙ্গের বহু সম্মানলব্ধ প্রতিনিধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

মিঃ বি,সি, চ্যাটার্জী।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সম্মানসূচক [স] ১ *বিণ* মর্যাদাসূচক। 'তিনি ... সম্মানসূচক তাম্বুলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* সৌজন্যমূলক। 'চারকদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা আষ্টেপৃষ্ঠে কাষ্ঠ-সভ্যতার ভার বহন করা আমাদের দেশের সহজ সভ্য লোকদের পোষায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্মানহানি [স] *বি* মর্যাদা নষ্ট হওয়া। 'বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনায় তারাপদকে যখন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সম্মানহীন [স] *বি* সম্মান নেই যার। 'আজ এই সম্মানহীনের দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সম্মানান্বিত [স] *বিণ* সম্মানিত। 'পণ্ডিতদিগকে মুদ্রাদি দানে সম্মানান্বিত করিয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

সম্মানার্হ [স] *বিণ* সম্মানের যোগ্য। 'যোগাসনে যা পরম সম্মানার্হ, সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সম্মানাস্পদ [স] *বিণ* সম্মানের পাত্র। 'সর্বসাধারণের সম্মানাস্পদ হইয়া ... কালযাপন করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সম্মানি [স সম্মানী] *বি* কাজের পারিশ্রমিক। 'দিল বস্ত্র বিভূষণে পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সম্মানিত [স] *বিণ* মান্য। 'সম্মানিত ব্যক্তি দলপতি হইয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সম্মানিতা [স] *বি স্ত্রী* মর্যাদাবান। 'রামের ঘরে সীতা সম্মানিতা, সেখানে বলের সহিত ধর্মের মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সম্মানী [স] ১ *বিণ* সম্মাননীয়; সম্মানযোগ্য। 'যেসব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্যে ঐ ব্যবস্থা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ২ *বি* সম্মান দেখানোর জন্যে প্রদত্ত উপঢৌকন। 'বিচিত্রা' সম্পাদক নিজে এসে দশ টাকা সম্মানী দিয়েছিলেন।' *মানিক*, ১৯৫৬।

সম্মান্য [স] *বিণ* সম্মানিত। 'এই বিষয়ে লেখকের সম্মান্য মিত্র ... প্রমুখাৎ অবগত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সম্মার্জন [স] ১ *বি* শোধন। 'অশ্রুজলে করে সম্মার্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পরিষ্কারকরণ। 'সম্মার্জন পরিবর্তন করে চলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সম্মার্জনা করা *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'সুগৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহের সম্মার্জনা করা।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সম্মার্জনা হওয়া *ক্রি* সংস্কার হওয়া। 'নাচতে গিয়ে যদি উঠানটারও সম্মার্জনা হয়ে যায় তো ভালোই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সম্মার্জনী, সম্মার্জ্জনী [স] ১ *বি* পরিষ্কার করার উপকরণ – ঝাঁটা, ঝাড়ু ইত্যাদি। 'কিন্তু ঘটসম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাহাকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'কতই সম্মার্জনীর ব্যবস্থা করিবেন।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ২ *বি* ঝাঁটার মতো পুচ্ছ। 'বাইরে থেকে যখন আসে উল্কাবৃষ্টি, সম্মার্জনী হাতে আসে ধূমকেতু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সম্মার্জিত [স] *বিণ* পরিচ্ছন্ন। 'একটা সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সম্মিত[1] [স সম্বিত] *বিণ* চেতনা। 'উঠিল ভল্লুকরাজ সম্মিত পাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্মিত[2] [স] *বিণ* পরিমিত। 'সম্মিত নয়ন তুলি।' *জীবন*, ১৯২৭।

সম্মিলন [স] ১ *বি* অনেকের মিলন বা সমবেত হওন। 'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'যেমনি সম্মিলন, অমনি অস্ত্রের বর্ষণ।' *মশাররফ*, ১৮৮৭; 'বঙ্গদেশে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন ঘটিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪ ২ *বি* সম্মেলন। 'আজ হইতে বাংলাদেশের বিজয়-বিজয়া সম্মিলন যে একটা নূতন জীবন লইয়া অপূর্বভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সম্মিলনী [স] ১ *বি* সঙ্ঘ; পরিষদ। 'এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* মিলন। 'মেঘলোকে সেই নীরব সম্মিলনী বেদনা আনিল কী অনির্বচনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বি* সমাবেশ। 'সে কথা বলিবার জন্যই আজ এই সম্মিলনীর আয়োজন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সম্মিলিত [স] ১ *বিণ* যুক্ত। 'যমুনা নদীর সহিত সম্মিলিত করা যায়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* মিলিত। 'চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'সভ্যতা সরলতার সহিত যদি সম্মিলিত না হয় তবে সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* একত্র। 'সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের চাপা হাস্যধ্বনি।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৪ *বিণ* যৌথ। 'তাঁদের সম্মিলিম সমর্থন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৫ *বিণ* একত্র থাকে এমন। 'যেহেতু মানুষ সম্মিলিত জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ [স] *বি* জাতিসংঘ। 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর নিকট ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

সম্মিশ্রণ [স সংমিশ্রণ] *বি* সম্যকভাবে মিশ্রণ। 'স্বাভাবিক সম্মিশ্রণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'সেই ভালোমন্দ, স্পষ্ট অস্পষ্ট, খ্যাত অখ্যাত, ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে যে আমার মূর্তি তোমাদের শ্রদ্ধায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সম্মিশ্রিত [স সংমিশ্রিত] *বিণ* মিশে গেছে এমন। 'ছিন্নপত্র সকল ধূলি সঙ্গে সম্মিশ্রিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সম্মুখ [স] ১ *বিণ* সামনের। 'খুল্লনা চণ্ডীর পদ করিআ ভাবনা সম্মুখ-দুয়ারে বহ্নি দিলেন খুল্লনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* সামনে। 'বাহরাম আসি শীঘ্র থাকান সম্মুখ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* মুখোমুখি। 'মল্লদেব সম্মুখ যুদ্ধে পতিত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫; 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু...।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৪ *বি* সম্মুখ ভাগ। 'সম্মুখ হইতে ছাউনিওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলো দৈত্যদের পায়ের মাপে বড়ো বড়ো চটিজুতার মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'মূর্তিটির সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে কোথাও কল্পনাকে অপরিস্ফুট রাখিবার পথ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৫ *বি* পাশ। 'মৃত্যুর সম্মুখ দিয়ে প্রাণের ধারা চলেছে – এ না হলে মানুষের অপমান হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সম্মুখ-পানে *ক্রিবিণ* সামনের দিকে। 'সম্মুখ-পানে নবযুগ আজি মেলুক উদার চিত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সম্মুখবর্তি, সম্মুখবর্ত্তি [স সম্মুখবর্তী] *বিণ* সামনে অবস্থিত; সম্মুখস্থ। 'সমুদ্রের সম্মুখবর্ত্তি যাত্রিক লোকেরদের নিবাসস্থান।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সম্মুখবর্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সম্মুখে উপস্থিত। 'বৃদ্ধা সম্মুখবর্তিনী হইবামাত্র, রাজকন্যা সমাদরপূর্বক বসিতে আসন দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সম্মুখবর্তী [স] ১ *বিণ* সামনে উপস্থিত। 'বীরবর ... তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থিত। 'কুঠির সম্মুখবর্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* মুখোমুখি। 'অনেক সময়ে রাজপথে কোনো নীলনয়না পাণ্ডুরমণীর সম্মুখবর্তী হবামাত্র সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সংবরণ করতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সম্মুখ যুদ্ধ [স] *বি* মুখোমুখি লড়াই। 'মল্লদেব সম্মুখ যুদ্ধে পতিত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

সম্মুখ সংগ্রাম [স] *বি* মুখোমুখি লড়াই। 'সম্মুখ সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সম্মুখ-সমর [স] *বি* মুখোমুখি যুদ্ধ। 'দিতিজকুল উজ্জ্বলি, কোন মহারথী বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে বলে?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সম্মুখস্থ [স] *বিণ* সামনে অবস্থিত। 'আমার সম্মুখস্থ ঐ শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সম্মুখীন [স] *বিণ* সম্মুখে উপস্থিত। 'আমি অশেষ প্রকার প্রবোধে সম্মুখীন করিয়াছি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সম্মুখে [স সম্মুখ>] ১ *ক্রিবিণ* সামনে। 'সম্মুখে হুসেনপুর গড় পাড়া কত দূর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ২ *বিণ* মুখোমুখি। 'ভ্রমিতে কানন মাঝ, সম্মুখে যুবকরাজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সম্মেলন [স] *বি* সভা। 'সম্মেলন মোটামুটী সফল হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সম্মোদিত [স সম্মোহিত] *বিণ* সম্মোহিত। 'হেনকালে উম্মর ছায়াদ সম্মোদিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সম্মোহ [স] *বি* অত্যন্ত মোহ। 'সম্মোহ পাইল জাতে দেবচক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্মোহন [স] ১ *বি* হিন্দু পুরাণমতে কন্দর্পের বাণবিশেষ। 'সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* মোহাবিষ্ট করে এমন। 'সম্মোহন-বীণা করে ধরি, সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বি* আকর্ষণ। 'উঠলে কবিতার সম্মোহন যায় কমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'অর্থের প্রবলতা বেড়ে 'তুমি আছো এই সম্মোহনে খুলতে যাই মৃত্যুর তামস।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সম্মোহনশক্তি [স] *বি* সম্যকভাবে মুগ্ধ করার শক্তি। 'যে দুর্বোধ্যতা সম্মোহনশক্তির মতো।' *মানিক*, ১৯৩৫।

সম্মোহিত [স] ১ *বি* মোহান্ধ। 'যেমন সম্মোহিত ছাড়া কেউ নিজের ব্যক্তিত্ব সহজে ছাড়তে পারে না।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ২ *বিণ* পরিপূর্ণভাবে বিমুগ্ধ। 'সাফল্য-গৌরবে সম্মোহিত কামাল পাশা কিন্তু এই দুই সাধন-ক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সম্যক [স সম্যক্] ১ *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। 'জীব হঞা কেবা সম্যক পারে বর্ণিবারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* পর্যাপ্ত পরিমাণে। 'ভোজন স্থানে আসিয়া দেখিলেক, সম্যক নানা প্রকার ঝোল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'সম্যক গুণশালি বস্তুও যদি অনায়াসলব্ধ হয় ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫। ৪ *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'সর্ব্ব জনের সম্যক সুবিদিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *ক্রিবিণ* উত্তমরূপে। 'সম্যক বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ৬ *বিণ* যথাযথ। 'সম্বোধনে মামার আধখানা হলেও সম্যক বোধে মা যে মামার কম যান না।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সম্যকরূপে [স] *ক্রিবিণ* পরিপূর্ণভাবে। 'গিরিশিখরের প্রান্তভাগ আর সম্যকরূপে নয়নগোচর হয় না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সম্যগ [স সম্যগ্] *বিণ* সম্পূর্ণ। 'তথাপি সম্যগ উপযোগী একটী প্রবৃত্তি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সম্যগরূপ [স] *বিণ* পুরোপুরি; সম্পূর্ণ। 'সম্যগরূপে বিদ্রোহিতার নিবারণ।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সম্যা *বিণ* শান্তিদায়ক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সম্রাজ্ঞী [স] *বি* রানী। 'পদ্মা তাদের সম্রাজ্ঞী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সম্রাট [স] ১ *বি* রাজাদের রাজা। 'যাগযজ্ঞ পূজা ইত্যাদির সম্রাটের আরম্ভ।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* বহু দেশের অধিকারী। 'দুই বংশের রাজাদের মধ্যে একতর সম্রাট হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'পরিকল্পনাটি চিত্রকর-সম্রাট শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।' *নজরুল*, ১৯২২।

সম্রাটপুত্রী [স] *বি* সম্রাটের কন্যা। 'সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সম্রাট-সৈন্য [স] *বি* সম্রাটের সৈন্যবাহিনী। 'সম্রাট-সৈন্য অবিলম্বে সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সম্রাটোচিত [স] *বিণ* সম্রাটের মতো। 'সে সম্রাটোচিত ভঙ্গিতে ওটার দিকে চেয়ে চেয়ে পরখ করতে লাগল।' *হাসান*, ১৯৬৯।

সম্‌সর্গ [স সংসর্গ] *বি* মেলামেশা। 'সে তাহারদিগের সম্‌সর্গ ত্যাগ করিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সযতনে [স] *ক্রিবিণ* যত্নসহকারে। 'তুলি সযতনে তব কাব্যোদ্যানে ফুল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সযত্ন [স] *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে। 'এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে, যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে, সায়াহ্নের শেষ আয়োজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সযত্নপালিত [স] *বিণ* যত্নের সঙ্গে পালন করা হয়েছে এমন। 'সযত্নপালিত স্বামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সযত্নরক্ষিত [স] *বিণ* অতি যত্নে সংরক্ষিত। 'গোরার সযত্নরক্ষিত চিঠিখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সযত্নলালিত [স] *বিণ* যত্নের সঙ্গে রক্ষিত। 'এটি আমাদের নিজস্ব সযত্নলালিত উত্তরাধিকার।' *শিব*, ১৯৫৬।

সযত্ন-সঞ্চয় [স] *বি* যত্নের সঙ্গে সঞ্চিত যা। 'নিয়ে যাক যত দিনে-দিনে জমা-করা, প্রবঞ্চনায় ভরা নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সযত্ন-সঞ্চিত [স] *বিণ* যত্নের সঙ্গে জমানো হয়েছে এমন। 'এই সযত্ন-সঞ্চিত বস্তুটি সাবধানে রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সযত্নে [স] *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে। 'তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সয্যা [স শয্যা] *বি* বিছানা। 'সিসু স্তন পিএ করে সয্যাতে গমন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সয় [স শত] *বিণ* শত সংখ্যক। 'ধাইল দ্রুতপদ সোল সয় মহানদ ধাইল বাহুদা বিপাশা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সয়ঁ [স সম] ১ *ক্রিবিণ* সাথে। 'মেঘমালা সয়ঁ তড়িতলতা জনু হিরদয়ে সেল দই গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *অব্য* হতে। 'কতি সয়ঁ রূপ ধনি আনলি চোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সয়চান [স শ্যেন] *বি* বাজপাখি। 'মাংস হেতু রণ জেন সয়চান সয়চানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সয়তান [আ শয়তান] *বি* অশুভ অস্তিত্ব; (ইসলাম) ঈশ্বর-বিরোধী ভ্রষ্ট সৃষ্টিবিশেষ। 'মুসলমান বলিল – সয়তান, কাফের! তোকে গোমাংস ভক্ষণ করিতে হইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

সয়তানি, সয়তানী [আ শয়তান>] ১ *বি* পিশাচরূপ শয়তান। 'পিশাচী–সয়তানী।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বি* শয়তানের কাজ; অশুভ চক্রান্তমূলক কাজ। 'সয়তানি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সয়দাগর [ফা সওদাগর] *বি* সওদাগর; বণিক। 'এক সয়দাগরকে তাহার নিকট পাঠাই।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

সয়ন [স শয়ন] *বি* শয়ন। 'না করিহ গোঠ সয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সয়নক ওর *বি* শয্যার প্রান্ত। 'সুতি রহলি রাগি সয়নক ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সয়ন ঘর *বি* শয়নগৃহ; শোবার ঘর। 'এক২ দীন রাত্রের মধ্যে এক২ জোনকে সয়ন ঘরে লইয়া সয়ন করায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সয়নতল [স শয়ন-তল] *বি* শয্যাতল। 'সখি পরবোধি সয়নতল আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সয়মড়া [স শব+মড়া] *বি* শবমৃত। 'চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে সাজে সয়মড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সয়ম্বর [স] *বি* আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভিতর থেকে কন্যার নিজের পাত্র নির্বাচন। 'লক্ষনার দিব বিভা সয়ম্বর রচিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সয়লাপ [আ সয়ল+ফা আব>] *বিণ* নিঃশেষ। 'কেহ ঘরে ঢুকিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া সরাপ সয়লাপ করিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সয়লাব [আ সয়ল+ফা আব>] *বিণ* প্লাবিত। 'দুনিয়া পানিতে সয়লাব হয়ে যেত।' *নজরুল*, ১৯২২।

সয়া [স সখা] *বি* বন্ধু। 'সয়ার মন ভুলাতে আমি এত ভাল করে এ জুতা জোড়াটা বুনচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সয়াল[1] [স সকল] ১ *বিণ* সকল। 'তান ঘর্মে জন্মিয়াছে সয়াল সংসার।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* সংসার। 'সকল সয়াল রেখ্যা স্বর্গবাস গেল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সয়ালসুখ [স সকলসুখ] *বি* সংসারসুখ। 'সকল সয়ালসুখ সব থাকে পড়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সয়াল[2] [আ সওয়াল] *বি* প্রশ্ন। 'আপুনি রামাই পার করিল সয়াল।' *রামাই*, ১৭১০।

সয়ালি [স সখী] *বি* বন্ধুত্ব। 'সয়ালি পাতায় গেঁয়ো ভাই সনে, বাজায় সুখের বীণ।' *জসীম*, ১৯৩১।

সয়েথাকা *দ্র* সওয়া

সয়ে যাওয়া *দ্র* সওয়া

সয়্যা [স শী>] *ক্রি* শুয়ে। 'অধিক ধিক বলে ছোট হয়্যা শুনিস দুবলা রয়্যাছি সয়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সয়্যের – সইয়ের। 'খুদ কিছু ধার নিহ সয়্যের ভবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সর[1] [স শর] *বি* বাণ। 'মনে মনমথ সর আরতী রসিক কাহাঞিঁ কইল যুগতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরসন্ধাণ [স শরসন্ধান] *বি* তির নিক্ষেপ। 'একে সরসন্ধাণে বিন্ধহ পরম নিবাণে।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

সর[2] [স] ১ *বি* জ্বাল-দেওয়া দুধের উপরে জমাট বেঁধে যে পুরু স্তর তৈ হয়। 'ঘৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আস বস্তু। 'প্রবাদ আছে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোষ্যই মাছের মুড়া আর দুধের সর পায়?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বি* স্ত আস্তর। 'যেই শৈবালের সর পড়ে আসছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সরপড়া *বিণ* আস্তর পড়ে আছে এমন। 'পরিষ্কার কালো সরপ জল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

সরপুরিয়া *বি* দুধের সর দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'সেটি সরপুরি নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৬।'

সরপুলী *বি* সরের পুর দেওয়া পুলি পিঠা। 'রসামৃত সরভাজা অ সরপুলী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সরভাজা *বি* মালাই; সর ভেজে তৈরি একপ্রকার মিঠাই। 'রসামৃ সরভাজা আর সরপুলী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর[3], **সরঃ** [স সরঃ] *বি* সরোবর। 'রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল স মাঝে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'উরুযুগ করিকর নাভি গভীর সর।' *মুকু* ১৬০০।

সর-উর [স সরঃ] *বি* সরোবরের বক্ষ। 'ফুটল শতদল সর-উ মাঝে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সরঃসুশোভিনী [স] *বিণ* সরোবর শোভা করে এমন। 'কাহ বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃসুশোভিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সরবর [স সরোবর] *বি* সরোবর। 'সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খা মোলাণ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

সরভাঙ্গা *বিণ* পুকুরভাঙা। 'সরভাঙ্গা পাড় আর বন্যাভাসানো ক্ষেত *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সরোঅর [স সরোবর] *বি* সরোবর। 'হংস রএ সরোঅরে শুআ পাঞ্জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরোঅরময়ী [স সরোবরময়ী] *বিণ* সরসীরূপা। 'সুন্দরি রাধা সরোঅরময়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সর[4] [ই] *বি* স্যার; ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত উচ্চ খেতাববিশেষ। 'সর ডেভি আক্তরলোনি সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সর[5] [স শর] *বি* নল-খাগড়ার গাছ। 'কাঁটার মধ্যে হইতে এক অগ্নি নি হইবেক যে লবনার সর বৃক্ষাদিকেও গ্রাস করিবেক।' *তারি* ১৮০৩।

সরঅ [স সকল] *বিণ* সকল। 'সরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা।' *চর্যা* ১২০০।

সরংজাম [ফা সরআনজাম] *বি* সরঞ্জাম। 'এই সকল সরংজাম লইব মুটিয়া মজুর ও বেহারা দশ হাজার।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সরকার [ফা] ১ *বি* জমিদার। 'সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে লা *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বংশনাম-বিশেষ। 'রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচার পদ যে সরকার।' *শেখর*, ১৬০০। ৩ *বি* মধ্যস্বত্বভোগী। 'বহু সরব করতলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *বি* দফতর। 'আমি সাহে সরকারে দষ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৫ গুরু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৬ *বি* দেশপরিচালাকারী রাষ্ট্রীয় কাঠামে 'প্রতিজন সরকার হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরি হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৭ *বি* হিসাবরক্ষক। 'সরকার ও মা দৌবারিক প্রভৃতির বেতন ন্যূন সংখ্যায় ৭০ টাকা।' *জ্ঞানান্বেষ* ১৮৩৪; 'একদল ছাত্র আছে ... গৃহস্থঘরের বাজার-সরকার প্রভৃ

AMARBOI.COM

কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৮** *বি* রাষ্ট্র। 'য়ুরোপীয় শক্তির ভাণ্ডার স্টেট অর্থাৎ সরকার।'*রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সরকার-ই-আলা *বি* সরকারের প্রধান ব্যক্তি। 'দিল্লীর তখ্‌তনশীন সরকার-ই-আলা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সরকারগিরি [ফা সরকার+ফা গিরি] *বি* আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ; হিসাব লেখার কাজ। 'রাজা ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্ম্মের দ্বারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সরকারবাহাদুর [ফা] *বি* সম্মানিত সরকার। 'একমাত্র সরকার-বাহাদুরই আমাদের বিচার করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সরকারবিরোধী [ফা সরকার+স বিরোধী] *বিণ* সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী। 'সরকারবিরোধী সোমেশ্বরকে তিনি ঘরেও রাখেন নাই।' *তারা*, ১৯৪০।

সরকারলোক [ফা সরকার+স লোক] *বি* সরকারি কর্মচারী। 'সরকারলোককে কিছু ঘুস দিয়া ও নীলের দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সরকারি, সরকারী [ফা সরকার>] **১** *বিণ* সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। 'কাপড় সরকারি গোছমত দাখিল না করে জদি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* সাধারণের; সকলের। 'নিজে হই সরকারী মুটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* রাষ্ট্রীয়; সরকারের। 'সরকারি ব্যয়ে প্রত্যক বেহারাকে এক২ টা ঘড়ী দেওয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **৪** *বিণ* আদায় ও ব্যয়ের হিসাব রাখার কাজ। 'বোধ হয় গুরুমহাশয়গিরি অপেক্ষা সরকারি ভালো।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৫** *বি* রেজিস্ট্রি অফিস; নিবন্ধন দফতর। 'সরকারিতে ইহার নকল আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'কিছু বা দরওয়ানজীকে দিও, আর কিছু বা সরকারীতে দিও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **৬** *বিণ* সাধারণ। 'যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৭** *বিণ* কর্তৃত্ববাদী। 'উভয়েই সরকারী গলায় কথা বলে, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের উপরে স্টীমরোলার চালাতে ভালোবাসে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সরকারি ভাষা, সরকারী ভাষা **১** *বি* প্রধান ভাষা। 'সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারি ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বি* রাষ্ট্রভাষা; দাপ্তরিক ভাষা । 'বাংলা ভাষাকে পূর্ববঙ্গের সরকারী ভাষা ঘোষণা করিয়া ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সরকারী খাম *বি* রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত চিঠিপত্রাদির আচ্ছাদন বা লেফাফা। 'সব সম্বন্ধই কি সরকারী খামের ছাপ-মারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সরকারে আলী *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'এগুলোর নাম হচ্ছে ঝুণা, রঙ, সরকারে আলী, খাসা, সবনাম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সরক্ত [স] *বিণ* রক্তাভ। 'অধরের কোণে সরক্ত হাসি।' *শরৎ*, ১৯১৩।

সরখত [ফা] *বি* লিখিত চুক্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সরখতপত্র [ফা সরখত+স পত্র] *বি* চুক্তিপত্র; শর্তপত্র। 'এতোদর্থে সরখতপত্র দিয়া গেল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সরখেল *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'সূর্য্যদাস সরখেল তার ভাই কৃষ্ণদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সরগ [স স্বর্গ] *বি* স্বর্গ। 'আল রাধে জার ধুনী সরগ দুআরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরগদুআরে *ক্রিবিণ* স্বর্গের দরজায়। 'আল রাধে জার ধুনী সরগদুআরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরগড় *বিণ* স্বাভাবিক। 'তা-পর আপনি সরগড় হয়ে যাবে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সরগরম [ফা] **১** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'টাল মাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগরম ও জমজমা হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* জমজমাট। 'এ দিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সরজন [ই] *বি* শল্যচিকিৎসক। 'সুচিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর হালিডে সাহেব যিনি কোম্পানিরও প্রেসিডেন্ট সরজন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সরজমিন, সরজমীন [ফা সরজমিন] **১** *ক্রিবিণ* ঘটনাস্থানে। 'তাহার নকসা সরজমীন দৃষ্টে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **২** *ক্রিবিণ* ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে। 'মীর মুশাররফ হুসেন কুষ্টিয়ায় সরজমিনে গবেষণা করে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌছন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

সরজাল [স শরজাল] *বি* বাণসমূহ। 'সরজাল করি বৃষ্টি রাখ নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরজু *বি* একটি নদীর নাম। 'ধাইল কুন্তী কানা ধায় গোমতী সরজু কংসাবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরঞ্জাম [ফা] **১** *বি* যুদ্ধের আয়োজন। 'এজিদার সরঞ্জাম দেখিনু নয়নে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* মালপত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সরঞ্জামি, সরঞ্জামী **১** *বিণ* সরঞ্জামসংক্রান্ত। 'ঘরের সরঞ্জামী জীনিষ ফর্দে লেখা রহিল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮। **২** *বি* আদায়কারীর খরচ। 'সরঞ্জামি কেবল নগদীর মাইনেটা দেবেন।' *তারা*, ১৯৪০।

সরণ [স শরণ] *বি* শরণ। 'মতি হারাইলোঁ বুলিতেঁ না জাণো ভইলোঁ তোর সরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরণি, সরণী [স] **১** *বি* পথ। 'আগলয়ে সিংহের সরণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গুহায় সান্তায়্যা গঙ্গা না পান সরণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; যখন আঁধারে ভরিবে সরণী, ভুলে-ভরা ঘুমে নীরব ধরণী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* নিয়ম। 'নাঞি জানি গীতের সরণি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সরত[1] [আ শর্‌ৎ] *বি* যে নিয়মের ওপর ভিত্তি করে চুক্তি হয়; শর্ত। 'নিলামের সরত মাফক কিম্মত দাখিল করিয়া লয় নাই।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সরত[2] [স শরৎ] *বি* বাংলা ঋতুবিশেষ। 'সরত নিবড়িল হেমন্ত উদয়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরতর *বিণ* শরৎকালের। 'সরতর কিআ তুরে বসন্তের মালী।' *রামাই*, ১৭১০।

সরতি [প সর্তি] *বি* লটারি। 'আদালতের ঘরে সরতি খেলা হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

সরদ [স শরৎ] *বিণ* শারদ; শরৎকালের। 'সরদ সসধর সরিস সুন্দর বদন লোচন লোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সরদ-চাঁদ *বি* শরৎকালের চাঁদ। 'জননী-লোচন ফাঁদ বদন সরদ-চাঁদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরদার [ফা] **১** *বি* দলপতি। 'সরদার কাছে কাছে তরাসে পলায় পাছে ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তী চট করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* সেনাপতি। 'তন্মধ্যে ছোলেমানের সরদার আমির লুদি।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* দাপুটে। 'কোথাও বা সরদার সরদার কেরানীরা বলাবলি করছে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* নেতা। 'গঙ্গাচরণ পাল বিদ্রোহীদিগের সরদার।' *সুলভ*, ১৮৭৩। **৫** *বি* ডাকাত দলের প্রধান। 'সর্দার

AMARBOI.COM

মহাশয় দেরি না সয়, তোমার আশায় সবাই বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সরদারি [ফা সরদার>] ১ *বি* ফোঁপরদালালি। 'খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারি কুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* কর্মচারীদের নেতার কাজ। 'কোনখানে এক পাটকলে সে করতেছে সর্দারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ *বিণ* সর্দারির। 'সেই ছেলেটাই তালুকদারের সর্দারি পদ পেয়ে, জেলখানাতে মরছে পচে দাঙ্গা করতে যেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সরদি গরমি [ফা সর্দ-গরম>] *বি* তাপ-শৈত্যের আকস্মিক প্রভাবে সৃষ্ট পীড়াবিশেষ। 'সরদি গরমির ঘামে গন্ধ হয় না তো কি?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

সরন [স স্মরণ] *বি* মনে করা। 'আপদ কালেত আক্ষা করিবা সরন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সরনাগত [স শরণাগত] *বি* আশ্রয়প্রার্থী। 'সরনাগতরে পালিব দুর্গতিরে দয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরন্দিপ *বি* কল্পিত দ্বীপবিশেষ। 'সরন্দিপের তীরে তীরে কোথা পাখিরা ধরেছে গান।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সরন্দ্বীপ *বি* কবিকল্পনায় চিত্রিত দ্বীপ। 'সয়ফুল মুল্লুক মল্লিকাকে সঙ্গে নিয়ে সরন্দ্বীপে এসে উঠল।' *হাই*, ১৯৪৯।

সরপটে [হি সরপট>] *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সরপোটে [হি সরপত>] *বি* সরপত তৃণ দিয়ে বুনানো আসন। 'সরপোটে ব'সে খাব খুসী মেরা খুসী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সরপড়া *দ্র* সর[৩]

সরপুরিয়া *দ্র* সর[৩]

সরপুলী *দ্র* সর[৩]

সরপুঁটি [স সফরী-প্রোষ্ঠী] *বি* বড়ো আকারের পুঁটিমাছবিশেষ। 'একটা বড় সরপুঁটি মাছ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সরপেচ [ফা] *বি* পাগড়ির চারপাশে জড়ানো জরির ফিতা। 'ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল।' *ভারত*, ১৭৬০।

সরপোষ [ফা] *বি* ঢাকনা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'একখানা বড় থালায় রাখিয়া উপরে একটা খানপোষ বা সরপোষ ঢাকা দেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সরফরাজ [ফা] ১ *বিণ* উপযুক্ত। 'জেথা মজকুর সরকারের কোনো কার্য পুনরায় সরফরাজ হইতে পারিবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮। ২ *বিণ* মাতব্বর। 'বেটা কি সাওখোড় ও সরফরাজ।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* কৃতার্থ। 'তাতে আমি বড়োই সরফরাজ হলাম।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সরফর্দা *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'নাচলে দেদার দাদরা তালে/ কারফাতে সরফর্দাতে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সরফা *বি* সরকারি। 'সেখানে সরফা ওজন পূর্বমত পাওয়া যায় না।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সরবত, সরবৎ [আ শরবত] *বি* শরবত; মিষ্টি শীতল পানীয়। 'আয়েষা মুখে সরবত সিঞ্চন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'আমিও চা ছেড়ে ... সরবৎ ধরলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সরবতি [আ শরবত>] ১ *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'বদনখাস, সরবতি, কাসিদা, কুমীস, ডুরিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* এক প্রকার বড়ো লেবু। 'লেবু ওটা সরবতি/ দাও তা হলে সরবৎ-ই।' *অন্নদা*, ১৯৫৪।

সরবন্দ [ফা] *বি* পাগড়ি। 'মালদই নলাটী চিকণ সরবন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সরবর *দ্র* সর[২]

সরবরাহ [ফা] *বি* জোগান। 'জদি সরবরাহ মুন্দর মত হয় হরগিজ পড়িবেক না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সরবরা [ফা সরবরাহ] ১ *বি* সরবরাহ। 'খাসা মুন্দর ফৈন কাপড় সরবরা হবেক।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বি* পরিশোধ। 'তিন বৎসরে যে বক্রিকর তাহা এ গোলাম হইতে সরবরা হইতে পারে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সরবরাহক *বিণ* সরবরাহকারী। 'খবর সরবরাহক হয় রহমত।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সরবরাহকার *বি* সরবরাহকারী। 'বাঙ্কের সরবরাহকার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সরবস [স সর্বস্ব] *বি* সর্বস্ব। 'কানুর বাঁশীটি দুপুরিয়া ডাকাতি সরবস হরি নিলে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

সরবেন্ট [ই] *বি* কর্মকর্তা। 'কতকগুলিন সিবিল সরবেন্টকর্তৃক এক কমিটি রচনা করা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

সরভ [স শরভ] *বি* সিংহের থেকে বলবান আট পা বিশিষ্ট কল্পিত প্রাণীবিশেষ। 'সরভে সরভে ধরে টুসাইয়া মুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরভাঙ্গা *দ্র* সর[২]

সরভাজা *দ্র* সর[৩]

সরম [ফা শরম] ১ *বি* লজ্জা। 'কুলের করম ধৈরয ধরম সরম মরম ফাঁসী।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* সম্ভ্রম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সরম-তিক্ত [ফা শরম+স তিক্ত] *বিণ* লজ্জাক্লিষ্ট। 'আনন্দের সরম-তিক্ত অনুসন্ধিৎসাকে চাপা দেওয়া গেল না।' *মানিক*, ১৯৩৫।

সরম ভরম [ফা শরম>] *বি* লাজলজ্জা। 'একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

সরমরাঙা *বিণ* লাজরাঙা। 'খসল হঠাৎ ঘোমটা তোমার সরমরাঙা মুখখানি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সরমশঙ্কিত [ফা শরম+স শঙ্কিত] *বিণ* সলজ্জ। 'বৃন্তের উপর সে তার সরমশঙ্কিত দেহকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চায়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সরমহারা [ফা শরম+হারা] *বিণ* লজ্জাহারা। 'এল সরমহারা নিল মরম হরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সরমজান [ফা সরঞ্জাম] *বি* সরঞ্জাম; সামগ্রী। 'পুজার সরমজান নগদ দিয়া ...।' *বোগল*, ১৭৭০।

সরজাল [স শরজাল] *বি* শরজাল। 'সরজালে মোহোদধি করিমু বন্ধন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সরমা[১] [স] *বি* স্ত্রী কুকুরী। 'সরমাকে নগ্ন ক'রে সারমেয়দের ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

সরমা[২] [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'আর্দ্রা – অগ্নি – সরমা – রোহিণী – বাণরাজা ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরমেন্দা [ফা শরমিন্দা] *বিণ* লজ্জিত। 'এই কথা শুনিয়া সরমেন্দা হইল আলী।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সরযু, সরযূ [স সরয়ূ] *বি* নদীবিশেষ। 'মাধবেন্দ্র চলিলা সরযু দেখিবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ধাইল দ্রুতপদ ঘোল শয় মহানদ সরযূ ধায় বেগজুতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরল [স] **১** *বি* শাল গাছ। 'সরল ভালা ভিলোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অকপট। 'আমরা সরল পিরীতি গরল লাগিল আমিয়ামায়।' *চণ্ডী*, ১৫৭০। **৩** *বিণ* শান্তশিষ্ট। 'হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* পবিত্রতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৫** *বি* নরম স্বভাব। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৬** *বিণ* সোজা। 'রাজপথের ন্যায় সরল সমতল প্রশস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **৭** *বিণ* সহজ। 'সরল হয়ে করবি কবে ফকিরি।' *লালন*, ১৮৯০।

সরল কথা [স] *বি* সাধারণ কথাবার্তা। 'সর্বদা সরল কথা মুখে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সরলচিত্ত [স] *বি* অকপট হৃদয়; উদার মন। 'সরলচিত্তে তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিলাম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সরলতা [স] *বি* উদারতা। 'পরাস্ত হইয়া সরলতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

সরলতাব্যঞ্জক [স] *বিণ* সারল্য প্রকাশক। 'দেশের কুলী-মজুরের মতো সরলতাব্যঞ্জক প্রাণখোলা হাসি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সরলতাময় [স] *বিণ* অকপট। 'বালা অচতুরা সরলতাময়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সরলপাঠ্য [স] *বিণ* সহজে পড়া যায় এমন। 'সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সরলপুটি [স সরল-প্রোষ্ঠী] *বি* মাছবিশেষ। 'রূপোলি রঙের সরলপুটি।' *অবন*, ১৮৯৬।

সরলপ্রকৃতি [স] *বিণ* সরল স্বভাববিশিষ্ট। 'আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি আদিমদের নাচ কতস্থানে দেখেছি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সরলপ্রাণ [স] *বিণ* অকপটচিত্ত। 'বড়ই সরলপ্রাণ, ধর্মপরায়ণ, পীরভক্ত লোক।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সরলপ্রাণা [স] *বিণ স্ত্রী* উদারমনা। 'সরলপ্রাণা নঈমা স্বামীর মনের এ সব খবর জানে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সরল বিশ্বাস [স] *বি* কুটিলতাহীন বিশ্বাস। 'আপনার সেই সরল বিশ্বাসের উপর আমি প্রতারণা ক'রেছিলাম।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

সরলবিশ্বাসী [স] *বিণ* অকপটে বিশ্বাস করে এমন। 'এই অশিক্ষিত সরলবিশ্বাসী পরের মানুষ মেয়েরাও তার বাবার কত হিতৈষী।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সরলরেখা [স] *বি* এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দু পর্যন্ত দিক পরিবর্তন না-করা বিস্তৃত রেখা। 'ইহারা ঠিক পুরোভাগে সরলরেখাক্রমে প্রধাবিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সরলরেখাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সোজাসুজিভাবে। 'ইহারা ঠিক পুরোভাগে সরলরেখাক্রমে প্রধাবিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সরলরৈখিক [স] **১** *বিণ* নির্ঝঞ্ঝাট। 'ব্যাপারটি সহজ ও সরলরৈখিক করিয়া নিলেই হয়।' *আজাদ*, ১৯৬৪। **২** *বিণ* সরল রেখার মতো। 'সরল রৈখিক নীল কঠিন ইস্পাত।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

সরল শান্তি [স] *বি* সহজ শান্তি। 'য়ুরোপের সাহিত্য হইতে সহজ আনন্দ সরল শান্তির গান একেবারে নির্বাসিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সরলস্বভাব [স] *বিণ বিণ* সরল স্বভাববিশিষ্ট। 'ন্যায় পথাশ্রয়ী সরলস্বভাব কৃষক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সরলস্বভাব কুরঙ্গ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সরল-স্বভাবা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* সরল স্বভাবযুক্ত। 'ধর্ম্মশীলা সরল-স্বভাবা সুশীলার হৃদয়মৃণাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* কুটিলতা জানে না এমন স্বভাবের। 'হরিণীর মতো চকিত নয়না, মেঘের মতো সরলস্বভাবা।' *হাসান*, ১৯৬৩।

সরলহৃদয় [স] **১** *বি* অকপট মন। 'সত্য পরিচর্য্যা ও বিস্তৃত সরলহৃদয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* সরলমনা। 'সরলহৃদয় উদারচিত্ত পরেশবাবু কত সমাদরের সহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সরলহৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* সরলমনা; অকপট। 'সরলহৃদয়া সাধ্বী তোমাকে ... আশ্রয় করিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সরলা [স] *বিণ স্ত্রী* সরল স্বভাববিশিষ্ট। 'স্বরূপা সীমন্ত যেন সুধীর সরলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সরলান্তঃকরণ [স] *বিণ* কুটিলতা নেই এমন অন্তঃকরণবিশিষ্ট। 'প্রিয়ম্বাদী সচ্চরিত্র সরলান্তঃকরণ প্রধান২ লোকেরদিগকে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সরলীকরণ [স] *বি* সাধারণীকরণ। 'ধার্মিকদের মতো তাদের মনও সরলীকরণের দিকে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সরষা, সরষে [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'সরষার তেল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সরষেখেত *বি* সরিষার খেত। 'রাস্তার ধারে ... আগুন-লাগা সরষেখেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সরষেফুল দেখা *ক্রি* দিশেহারা হওয়া। 'আমরা বলে তাই এক একদিন সরষেফুল দেখি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সরস[১] [স] **১** *বিণ* রসপূর্ণ। 'বারেক কাহ্নের কর সরস চীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* রসিক। 'সখীগণ পরসে সরস যদি হোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বিণ* কাঁচা। 'দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়বিন্ধা পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* উন্নত মানের। 'জদি তাতি খবরদার না হয় ও কাপড় সরস না করে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৫** *বিণ* সতেজ। 'মানস-সরসে সরস কমলকুল বিকশিত যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৬** *বিণ* সিক্ত। 'কৃপানির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া/ শত শত দেশ সরস করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৭** *বিণ* মনোহর। 'নিত্য জাগে সরস সংগীত মধুরিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৮** *বিণ* রসসিক্ত। 'মাটি যত সরস থাকে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সরসচিতা [স সরসচিত্ত] *বিণ* সরসচিত্ত। 'কালকেতু রণজিতা আনন্দে সরসচিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরসতর *বিণ* অতি সরস। 'শুষ্ক হৃদয় করো প্রেমে সরসতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সরসতা [স] *বি* রসপূর্ণতা। 'তদপেক্ষা সরসতা বিধান করিতে পারিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সরস রকম [স সরস+আ রকম] *বিণ* উন্নত মানের। 'কাপড়ের রকম ... জেন নমুনা সহি সরস রকম হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সরসহৃদয় [স] *বি* হৃষ্টচিত্ত। 'সরসহৃদয়ে বন্দি বগড়ির কৃষ্ণরায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সরস[২] [স] *বি* সরোবর। 'মানস-সরসে সরস কমলকুল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সরসড়ি *বি* সড়সড়ি; শুকনা সিদ্ধ ব্যঞ্জনবিশেষ। 'চড়চড়ি সরসড়ি পোড়া আর ভাজা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সরসন্ধাণ *দ্র* সর[1]

সরসর [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* অবিরাম সর শব্দকারী। 'গিরগিটি সরসর শব্দে ছুটিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* বায়ুপ্রবাহের ফলে তৃণজাতীয় উদ্ভিদের আন্দোলনে সৃষ্ট শব্দ। 'শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সরসা[1] [স] *বিণ স্ত্রী* রসালো। 'ঋতু মধ্যে সরসা বরষা মনে গণি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সরসিআ [স সরস>] *বিণ* রসালো। 'নরশির খায় জেন সরসিআ গুয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরসা[2] [স সরস>] ১ *ক্রি* সজীব হওয়া। 'নিশির শিশিরবিন্দু সরসে যেমতি প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে!' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *ক্রি* রসযুক্ত হওয়া। 'শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া নিগূঢ় জীবনরসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রি* আনন্দ দান করা। 'মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া মোহের মদির জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সরসিজ [স] *বি* পদ্ম। 'সরসিজ খাইল গজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরসিজাসন [স] *বি* পদ্মাসন। 'বাল্মীকি দেখিলেন সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী সরসিজাসন ... শঙ্খচক্রধারী মুরারি বিরাজ করিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সরসী[1] [স সরস>] *বি* রসিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সরসী[2] [স] *বি* সরোবর। 'নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সরসী-আরশি [স সরসী+স আদর্শিকা] *বি* সরসীরূপ আরশি; জলরূপ আয়না। 'বিমল সরসী-আরশির পরে অপরূপ রূপরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সরসীফাঁদ *বি* পুকুরের ন্যায় ফাঁদ। 'আমি পাতিয়া সরসীফাঁদ/ জনম জনম কাঁদি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সরসীবালা [স] *বি* সরসীরূপ বালিকা। 'হায় গো রূপসী সরসীবালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সরসীরুহ [স] *বি* পদ্ম। 'সকল সরোবরে সরসীরুহ প্রকাশ হইয়াছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সরসীরুহলোচন [স] *বিণ* পদ্মের মতো চোখ। 'কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বৌষ্ঠ, সরসীরুহলোচন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সরসী[3] [স ষোড়শী] *বিণ* ষোড়শী। 'সরসীর নাড়ীচ্ছেদ করিল তখন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সরস্বতি [স সরস্বতী] *বি* বিদ্যার দেবী। 'লক্ষ্মি সরস্বতি বন্দো তাঁহার দুই নারী।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরস্বতী [স] ১ *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী বিদ্যাদাত্রী দেবী। 'শুদ্ধা সরস্বতী তান আইল জিহ্বাতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* নদীর নাম বিশেষ। 'ধাইল বরুণা গঙ্গা যমুনা অজয় সরস্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরস্বতীহার [স] *বি* গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'গোপহার সরস্বতীহার সাতনরীও তার গলায় ওতপ্রোতভাবে দেওয়া হয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

সরহদ [ফা সর্+আ হদ্দ] ১ *বিণ* চুক্তিকৃত। 'সরহদ কাপড় একসীমুত না হওয়াতে অনেক কথা জন্মিয়াছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* চুক্তি। 'গেলে দলি – দুই পায়ে গোলামীর সীমা ও সরহদ।' *ফররুখ*, ১৯৬৩। ৩ *বি* চারদিকের সীমানা। 'দেয় হাতছানি আমার আপ[ন] সরহদ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

সরহদ্দ [ফা সর্+আ হদ্দ] *বি* চারদিকের সীমানা। 'আপন২ সরহ[দ্দ] পর্যন্ত দস্যুভয়নিবারণার্থ ভ্রমণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সরা[1] [স সরাব] ১ *বি* হাঁড়ির ঢাকনা। 'সেই বর জুগ্য কন্যা তোমা[র] ফুল্লরা/ খুজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুগ্রের সরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। [২] *বি* মাটির ছোটো পাত্র। 'সরা ধরিয়া খাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সরা-চাপা *বিণ* ঢাকনা-দেওয়া। 'সরা-চাপা হাঁড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সরা[2] [আ] *বি* ইসলামি আইন। 'হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষা সরা আরও ভাল[।]' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সরাওয়ালা [আ শরা+হি ওয়ালা] *বি* ওয়াহাবি সম্প্রদায়; উনি[শ] শতকের মৌলবাদী মুসলিম সম্প্রদায়। 'এই মতাবলম্বীদিগকে এক্ষ[ণে] ঐ সকল স্থানে সরাওয়ালা বলে।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫।

সরার আমলা [আ সরা>+আ আমলা] *বিণ* ইসলামি আইন বিষয়[ক] কর্মকর্তা। 'সরার আমলার দেয়া ফতওয়া যাহা হউক ...।' *ফরস্টার*, ১৮০১।

সরাশরিয়ত [আ] *বি* ইসলাম ধর্মীয় আইনকানুন। 'হঠা[ৎ] সরাশরিয়তের খেলাপ বলতে শুরু করল কেন ফেলু মিঞা?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সরা[3] [স সরণ>] ১ *ক্রি* চলে যাওয়া। 'অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া হঠা[ৎ] মৃত্যুর মধ্যে সরিয়া পড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *ক্রি* সচল হওয়া[।] 'তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *ক্রি* স্ফূ[র্ত] হওয়া। 'কণ্ঠ যে রোধ করে, সুর তো নাহি সরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। [৪] *ক্রি* সায় দেওয়া। 'কষ্ট দিতে মন সরিল না।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। [৫] *ক্রি* স্থান পরিবর্তন করা। 'আল সরতে সরতে কার জমি [যে] কোথায়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

সরে থাকা *ক্রি* দূরে বা আড়ালে অবস্থান করা। 'কেবল থাকিস স[রে] সরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সরে পড়া *ক্রি* পালিয়ে যাওয়া। 'ঠাটকবাজিগোছ জাতীয় স্কুল-কলে[জ] দাঁড় করাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহা নয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

সরে যাওয়া *ক্রি* আড়াল হওয়া। 'আমি তবে সরে যাই অন্তরালে[।]' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সরা[4] [স স্মরণ>] *ক্রি* মনে করা। **সরি** *ক্রি* স্মরি; স্মরণ করি। 'রজা[?] বঞ্চিলা রাজা ব্যাসের বাক্য সরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সরিয়** *ক্রি* স্মর[ণ] করো। 'সরিয় আপদকালে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সরিলেক** *ক্রি* স্মরিলেক; স্মরণ করলো। 'তাহা সুনি জন্মেজয় সরিলেক চিত্তে[।]' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সরাই [ফা] ১ *বি* পথিকদের বিশ্রামাগার। 'ক্রমে ক্রমে অনেক সরা[ই] এড়াইয়া ...।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* আবাসিক হোটেল; অর্থে[র] বিনিময়ে থাকার ঘরবিশেষ। 'পরিশেষে তিনি তথা হইতে সরাইে[ত] ফিরিয়া আসিয়া লিবরপুলে প্রস্থান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সরাইওয়ালা [ফা সরাই+হি ওয়ালা] *বি* সরাইখানার মালিক। 'সহৃদ[য়] সরাইওয়ালাও স্বয়ং এসে উপস্থিত।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সরাইখানা [ফা] *বি* পান্থশালা। 'সরাইখানার দিলপিয়ালায় মাতি[?]' *জীবন*, ১৯২৭।

সরাক [স শ্রাবক] *বি* জৈন সম্প্রদায়ের লোক। 'সরাক বৈসে গুজরা[ট]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবজন্তু নাঞি কাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরাগ [স] *বিণ* রঙিন। 'জীবনমন সরাগ সতেজ হয়ে উঠবে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সরানো [স সৃ>] *ক্রি* স্থানান্তরিত করা। 'সহজ বলে তাহাদিগকে সরাইয়া বস্ত্রা গমন অসম্ভব।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সরাইয়া লওয়া *ক্রি* প্রাণ হরণ করা। 'যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সরাপ [আ শরাব] **১** *বি* পোদ্দার। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* মদ; মাদক দ্রব্য। 'সরাপের রপ্তানি হইলে তাহার হাসিল লাগিবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সরাফি [ফা সরাফী] *বি* মুদ্রা-বিনিময়। 'সরাফি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে খোলা যাইবেক ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সরাব [আ শরাব] **১** *বি* মদ। 'সরাব খাইয়া তলওয়ার হাতে করিয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **২** *বি* মাদক পানীয়। 'কেহ সরাব তৈয়ার করিতে ও বিক্রী করিতে পারিবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সরাবখানা [আ শরাব+ফা খানাহ্] *বি* মদের দোকান। 'সরাবখানাই হল মশগুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সরাবত [আ] *বি* হাঙ্গামা; মাতলামি। 'হয় তো কোন বেশ্যার বাটীতে গিয়া শোর সরাবত করিয়া তাহার কেশ ধরিয়া টানেন বা মশারি পোড়ান।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সরাল [স মরাল] *বি* পাখিবিশেষ। 'হয়পুচ্ছ লোম ফাঁন্দে ... দলপিপি সরাল বাদুড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরালীয়া *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'চট্টগ্রামে রোসাঙ্গী, দাঁড়ালিয়া, সরালীয়া।' *এসলাম*, ১৯১৮।

সরাশরিয়ত *দ্র* সরা[2]

সরাসরি [ফা সরাসর>] *ক্রিবিণ* স্পষ্টভাবে; সোজাসুজি। 'রাধাকান্ত সরাসরি একথা অস্বীকার করেন।' *গৌর*, ১৮২২।

সরাসর [ফা] *ক্রিবিণ* সোজাসুজি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সরিক [আ শরিক] *বি* অংশীদার। *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'পরগনে কুণ্ডীর সরিক জমীদার।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সরিকান [আ শরিক>] *বি* অংশীদারগণ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সরিকানা [আ শরিক>] *বি* অংশীদারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সরিকি [আ শরিক>] *বি* অংশীদারি। 'কমলাকান্ত সরিকিতে নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সরিৎ [স] *বি* নদী। 'উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত সিন্ধু-শৈল-সরিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'একি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

সরিৎসঙ্গম [স] *বি* একাধিক নদীর মিলনস্থল। 'সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সরিনৃত্য *বি* নৃত্যবিশেষ। 'তারপর স্ত্রী চরিত্রের সরিনৃত্য ও রাজহংস বা ময়ূরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সরিফ[1] [ই শেরিফ] *বি* নগরপাল। 'কলিকাতাস্থ সরিফ টি সি প্লৌডন সাহেবের প্রতি।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সরিপ [ই শেরিফ] *বি* নগরপাল। 'সরিপের বিলসীল আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

সরিফ[2] [আ শরীফ] *বিণ* প্রফুল্ল। 'আপনার মেজাজ সরিফ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সরিফা[1] [আ শরিফ] *বি* দপ্তর। 'খালিসা সরিফাতে হাজির হইয়া খরিদ করহ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সরিফা[2] [আ শরীফা] *বি* আতাফল। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সরিম *বি* পাখিবিশেষ। 'ফিঙ্গে চড়ুই গাঙ্গচিল বাদুড় সরিম।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সরির, সরীর [স শরীর] *বি* দেহ। 'সুমরি পুরুব নেহা দগধ সরীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সরির ছাড়িল রাজা সোকাকুল হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরিষা [স সর্ষপ] *বি* তেলবীজবিশেষ। 'গোধূম কিনে খুড়িআ সরিষা মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গোশৃঙ্গে সরিষা গোটা যথক্ষণ থাকে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সরিষাফুল দেখা – বিষম সঙ্কটাপন্ন হওয়া। 'নতুবা বিষম সংকট – একেবারে চারিদিকে সরিষাফুল দেখে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সরিসা [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'তায় ফলে মাষ সরিসা তিল কাবাস ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরুসা [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'বাটুল সরুসা নিয়া ফলাইল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সরিস [স সদৃশ] *বিণ* সদৃশ। 'সরদ সসধর সরিস সুন্দর বদন লোচন লোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সরীসে *বিণ* সদৃশ। 'হরি সরীসে জগত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সরীর *দ্র* সরির

সরীসৃপ [স] *বি* বুকে ভর করে চলে এমন জীব। 'আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসৃপ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সরু [স] **১** *বিণ* চিকন। 'অর্ধ গুরু অর্ধ সরু।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* অল্প। 'মোটা বা সরু মাহিনায় যখন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সরুগলা *বি* হাল্কা কণ্ঠ। 'আর স্বাভাবিক সরুগলা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সরুচাল [স সরু+চাল] *বি* একপ্রকার চিকন চাল। 'সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সরু সুর [স] *বি* মিহি রাগ। 'সেখান হইতে একটা সরু সুরের সানাই এবং গোটা কতক ঢাক-ঢোলের শব্দ শোনা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সরুঅ[1] [স স্বরূপ] *বি* স্বরূপ। 'সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলকখ লকখণ ন জাই।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

সরুঅ[2] [স সরু] *বিণ* সূক্ষ্ম; পাতলা। 'আধ মুখ ঢাকিলেঁ সরুঅ বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরুআ [স স্বরূপ] *বি* স্বরূপ। 'পেখ রে ভুসুকু সহজ সরুআ।' *চর্যা ৩০*, ১২০০।

সরুই [স সরু] *বিণ* সরু। 'এক স লী সরুই নাল।' *চর্যা ৩*, ১২০০।

সরুত [আ শরত] *বিণ* শর্ত। 'নিলামের সরুত খবর দেয়া জাবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সরুপ [স স্বরূপ] **১** *বিণ* হিসাবের। 'আমি খোষ রেজাতে আমার সরুপ সরকারের টরনীর মালিক তোমাকে করিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬। **২**

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিবিণ হিসাবে। 'ইহার ব্যয়ার্থে পনের সরুপ একসও তঙ্কা সিক্কায় নির্নয় করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সরুপৈসি [স স্বরূপ>] *ক্রিবিণ* যথার্থ ব'লে। 'তোক্ষে গাঙ্গ বারানসী সরুপৈসি জাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরুয়া¹ [ফা শোরওয়া] *বি* ঝোল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সরুয়া² *বি* ফুলবিশেষ। 'ইতল বেতল সরুয়া মরুয়া ফুল কন্যারা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সরূত [আ শরৃত] *বি* শর্ত। 'সরূত নিলাম এই প্রথম দফা চাউল মজকুরের নমুনা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

সরূপ [স স্বরূপ] **১** *বিণ* সঠিক। 'সরূপ করিআঁ বোল আহ্মার ঠাঁই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রকৃত রূপ। 'আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরূসা *দ্র* **সরিষা**

সরে¹ [স সরণ>] *ক্রি* চলে। 'তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহি সরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরে² *বিণ* সরু। 'বৈদ্যবাটীর সরে রাস্তায় কয়েকজন বাবু ভয়ে হো হো মার মার ধর ধর শব্দে চলিয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সরেওয়ার [আ সরাহ+ফা ওয়ার] *ক্রিবিণ* বিস্তারিত; বিস্তারিতভাবে। 'সরেওয়ারে লিখীবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সরেজমিন, সরেজমীন [ফা সার-জমিন] *বি* ঘটনাস্থল। 'সরে জমীন।' *মিলার*, ১৮০০; 'সেদিকে সরেজমিন তদারক কিছু কঠিন নয়।' *শওকত*, ১৯৭২।

সরেজমিনে, সরেজমীনে [ফা সার-জমিন] *ক্রিবিণ* ঘটনাস্থলে। 'মাজিস্ত্রেটসাহেব স্বয়ং সরেজমীনে উপস্থিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'এতদিন সরেজমিনে লেখা চলিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সরে থাকা *দ্র* **সরা³**

সরে পড়া *দ্র* **সরা³**

সরেশ [স সরস>] *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'সহুরে কবিরাজরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেশ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সরেস [স সরস>] **১** *বিণ* চমৎকার; প্রাণবন্ত। 'বড়ো সরেস পেয়েছি বলি সরেস –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* শক্তিশালী। 'আমার বাঁ হাতের একখানা সরেস আত্তার-কাট খেলে সে নাক ... ফেলেট হয়ে যাবে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সরো [ফা] *বি* সাইপ্রেস গাছ। 'সরোর মতন সরল-তনু/ টাটকা তোলা গোলাপ ফুল।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

সরোঅর *দ্র* **সর³**

সরোকার [ফা] *বি* অধিকার; এক্তিয়ার। 'তাদের কি সরোকার আছে আমায় যা তা বলবার?' *নজরুল*, ১৯২৪।

সরোজ [স] *বি* পদ্ম। 'নাভি সরোজ মুখে আর সোল দলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরোজনয়নী [স] *বিণ স্ত্রী* পদ্মের মতো চোখ আছে এমন। 'সুন্দরী সুবর্ণমুখী সরোজনয়নী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সরোজরবি [স] *বি* সরোজরূপ রবি। 'ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সরোজিনি [স সরোজিনী] *বি স্ত্রী* পদ্মিনী। 'হৃদি-সরোবরে ফুট ফুল্ল-সরোজিনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সরোজিনী [স] *বি স্ত্রী* পদ্মিনী। 'রমণীমণি ধনী, নব সরোজিনী সব চাতুরী এহ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সরোদ *বি* বীণার মতো তারযন্ত্রবিশেষ। 'হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সরোদন [স] *ক্রিবিণ* কান্নারত অবস্থায়। 'শিশু। (সরোদনে) আঁ, আঁ তুই যে বল্যি কোত্তাকে, তবে আবার কোত্তা কে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সরোবর [স] *বি* বড়ো জলাশয়; হ্রদ। 'হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরোরুহ [স] *বি* পদ্ম। 'তহি তহি সরোরুহ ভরঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সরোরূহ [স সরোরুহ] *বি* পদ্ম। 'সিরে সিন্দুর মণ্ডল মলিন বদন সরোরূহে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরোরোধঃ [স] *বি* সরোবরের তীর। 'স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সরোষ [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন।' *কৃষ্ণদাস* ১৫৮০।

সরোষে *ক্রিবিণ* রাগের সঙ্গে; রোষের সঙ্গে। '(গাত্রোত্থানপূর্বক কিঞ্চিৎ সরোষে) তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সর্করা, সর্ক্করা [স] *বি* চিনি। 'ঘৃত মধু কইল সর্ক্করা রাসি রাসি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মধু সর্করা বহুল আনি দিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

সর্কর [স শর্করা] *বি* চিনি। 'বৃক্ষ হোন্তে সৃজে ফল সুস্বাদ সর্কর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সর্গ¹ [স স্বর্গ] *বি* স্বর্গ। 'সর্গে দুন্দুবি বাজে পুষ্পবৃষ্টি হল।' *মালাধর* ১৫০০।

সর্গপুরি [স স্বর্গপুরী] *বি* দেবতাদের আবাসস্থল। 'কৃষ্ণ প্রনমিঞা রাজা সর্গপুরি জায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্গবাস [স স্বর্গবাস] *বি* মৃত্যু। 'কুরুক্ষেত্রে জুদ্ধে পড়ি হইব সর্গবাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সর্গমর্ত্ত্য পাতাল [স স্বর্গমর্তপাতাল] *বি* ত্রিভুবন। 'সর্গমর্ত্ত পাতালেত কাহার না গনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সর্গলোক [স স্বর্গলোক] *বি* ধর্মবিশ্বাসীদের মতে পুণ্যবানরা মৃত্যুর পর যেখানে বাস করেন; বেহেস্ত। 'সৎকার কর্ম্মতি ক্রীয়া হেতু গেল সর্গলোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সর্গো [স স্বর্গ] *বি* ধর্মবিশ্বাসীদের মতে পুণ্যবানরা মৃত্যুর পর যেখানে বাস করেন; বেহেস্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সগ্গর্গ [স স্বর্গ] *বি* ধর্মবিশ্বাসীদের মতে পুণ্যবানরা মৃত্যুর পর যেখানে বাস করেন; বেহেস্ত। 'সগ্গর্গ মর্ত্ত্য পাতালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সর্গ² [স] *বি* পরিচ্ছেদ। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য: প্রথম সর্গ।' *মাইকেল* ১৮৬০।

সর্গুন [স ষড়্গুণ] *বি* ছয়টি রাজগুণ: সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়। 'সর্গুন সভার তত্ত সুন নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্জ্জ, সর্জ্জ [স সজ্জা] **১** *বিণ* প্রস্তুত। 'মালাকারে বর দিয়া কুবজ্জ সর্জ্জ কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* প্রস্তুতি গ্রহণ; কোনো কিছু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। 'বক রাক্ষসে বলি দিতে সর্জ্জ কৈল।' *কবীন্দ্র* ১৬৮৯।

সর্জ্জমান [স সর্জ্জা>] *বিণ* সজ্জিত। 'এই রূপে সামন্তেরা সর্জ্জমান

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়া মহাদম্ভে গৌড়ে গতি করিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্জতরু, সর্জ্জতরু *বি* একপ্রকার গাছ। 'এই পাদপ ব্যতীত এখানে সররা বা সর্জ্জতরু, দেবদারু, আখরোট, চনার, সফেদা প্রভৃতি বহুবিধ সুবৃহৎ বৃক্ষনিচয় পরিদৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সর্জন, সর্জ্জন [স] **১** *বি* প্রকাশ। 'তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন করিয়াছিলেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বি* সৃষ্টি। 'এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রখরতর কর প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সর্জিত [স] *বিণ* সমৃদ্ধ; পরিপূর্ণিত। 'অভয়ে অমৃতে হইবে পুলকে সর্জিত হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সর্জ্য [স] *বিণ* সজ্জিত। **সর্জ্য করা** *ক্রি* সজ্জিত করা। 'এই অপকাশক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্য করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্টকাট [ই শর্ট-কাট] *বি* সহজ উপায়; সহজ পথ। 'বাঙালির ছেলে সর্টকাট ভালোবাসে।' *মণীশ*, ১৯৩১।

সর্টিফিকট [ই] *বি* শংসাপত্র। 'আমরা পরীক্ষিত হইয়া সর্টিফিকটও পাইয়াছি।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

সর্ত¹, সর্ত্ত [স স্বত্ব] *বি* মালিকানা। 'একটী কোঠা দিয়াছিলেন সর্ত্ত ত্যাগ করিয়া।' *মেয়র্স*, ১৭৭০।

সর্তাধিকার, সর্ত্তাধিকার [স স্বত্বাধিকার] *বি* মালিকানা। 'দানবিক্রয় সর্ত্তাধিকার তোমার আমার তালুক আমল দখল আবাদ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সর্ত², সর্ত্ত [আ শর্ৎ] *বি* শর্ত। 'সর্ত্ত ও পরবর্ত্তী মতোওয়াল্লীরা পালন করেন না।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩৩।

সর্ত্তাধীন [আ শরত+স অধীন] *বিণ* সর্তের অধীন। 'সর্ব্বদা সর্ত্তাধীন ধারা বলিয়াই মানিতে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সর্তর, সর্ত্তর [স সত্বর] *ক্রিবিণ* সত্বর। 'সর্ত্তরেই দ্বিতীয় খণ্ড "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

সর্তি [প সর্তিয়ার] *বি* লটারি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সর্তি, সর্ত্তি [স সত্য] *বি* সত্য। 'আমী কহিতেছি সর্ত্তি বটে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'নামের একতা সর্ত্তি আখেজ।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সর্দার, সর্দ্দার [ফা] **১** *বি* দলপতি; নেতা। 'সপ্ত বিহিস্ত পরে তাঞি যে সর্দার।' *সুলতান*, ১৭০০; 'চল দেউড়ী ঘরে গিয়া স্বকর্ণে সর্দ্দারের কথা শুন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। **২** *বি* লাঠিয়াল। 'এখনই চার পাঁচজন সর্দ্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধরে আনা যাক।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **৩** *বি* পাহারাদার; প্রহরী। 'সর্দার নিষুত রাতে ... হাঁক দিয়ে যায় চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বি* পাকা লোক। 'ফুটবল সর্দারের 'পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৫** *বি* শিখ ধর্মাবলম্বী পুরুষদের উপাধি বিশেষ। 'সর্দারজী হক কথা বলেছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সর্দারজী *বি* সম্মানিত শিখ পুরুষ। 'শিখ সর্দারজীদের জালবদ্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সর্দারনি *বিণ স্ত্রী* মহিলা সর্দার। 'সর্বনেশে কাজের সর্দারনি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সর্দার বাহাদুর [ফা সরদার-বহাদর] *বি* সম্মানিত দলপতি। 'আমি অফিসার হয়ে 'সর্দার বাহাদুর' খেতাব পেলুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

সর্দারি, সর্দারী [ফা সরদার>] *বি* দলপতির কাজ। 'ইস্কুলের ছেলেদের সর্দারি করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'সে আলকাপোনের ডাকাত দলের সর্দারী করতে প্রস্তুত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সর্দি [ফা] **১** *বি* কফরোগ। 'এখানে যেরকম কাশি-সর্দির প্রাদুর্ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* ঠাণ্ডা লাগা বা অন্য কারণে নাক দিয়ে ঝরে যে তরল পদার্থ। 'সর্দি জমে, কাশি জমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সর্দি গরমী [ফা] *বি* অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরমের কারণে সৃষ্ট রোগবিশেষ। 'সর্দি গরমী হয়ে গঙ্গাচরণ মারা গেছে বছরখানেক আগে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

সর্দিগর্মি, সর্দ্দিগর্ম্মি [ফা] *বি* অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরমের কারণে সৃষ্ট রোগবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো ... অনেকের সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সর্ন, সর্ন্ন [স স্বর্ণ] *বি* সোনা। 'তবে সর্ন্ন আনিবম জিনি বিভীষণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সর্প [স] *বি* সাপ। 'সর্প মারি নারায়ণ সাঁপ খণ্ডাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্পকশা *বি* লাঠি। 'সে স্বহস্তস্থিত সর্পকশা দ্বারা কামোপাসকদিগকে তাড়না করিয়া ... দিতেছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সর্পচিকন [স সর্পচিক্কণ] *বিণ* সাপের মতো সরু। 'সর্পচিকন জিহ্বায় তার মৃত্যুর ইঙ্গিত।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সর্পতত্ত্ববিদ [স] *বিণ* সাপের ওঝা। 'জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্পতত্ত্ববিদ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সর্পদষ্ট [স] *বিণ* সাপে দংশন করেছে এমন। 'তাঁহার সর্ব্বশরীর সর্পদষ্ট মনুষ্যের মত ঝিম ঝিম করিতে লাগিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

সর্পদষ্টাতুর [স] *বি* সাপের কামড়ে কাতর হয়েছে যে। 'সর্পদষ্টাতুরকে আত্মজন যে রকম স্বগৃহে নিয়ে আসে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সর্পপুচ্ছ [স] *বি* সাপের লেজ। 'সর্পপুচ্ছের মত তার সুদীর্ঘ বেণীটি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সর্পবাণ [স] *বি* সর্প নামক বাণ। 'সর্পবাণ ক্ষুরবাণ শিখিলা নিশ্চিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সর্পবাস [স] *বি* সাপের আবাস। 'কুল মখলুক আজ সর্পবাস হল জালিমের।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সর্পমিথুন [স] *বি* সাপের সঙ্গম। 'সব এক জায়গায় বহু সর্পমিথুনের জড়াজড়ির মত।' *শওকত*, ১৯৬২।

সর্পযজ্ঞ [স] *বি* সাপ বিনাশের যজ্ঞ। 'সর্পযজ্ঞে জন্মেজয় পোড়াইল যথা লক্ষ সাপে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সর্পরূপ [স] *বি* সাপের আকৃতি। 'সর্পরূপ ছাড়ি বিদ্যাধর মুর্ত্তি ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্পাঘাত [স] *বি* সর্পদংশন। 'ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাতে মৈল পরীক্ষিত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সর্পিণী [স] *বি স্ত্রী* সাপ। 'চারু সর্পিণীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সর্পিল [স] *বিণ* আঁকাবাঁকা। 'নাচে শুধু ভয়াবহ সর্পিল শিখাগুলি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

সর্পিলতা [স] *বি* আঁকাবাঁকা অবস্থা। 'ধূলি-ধূসর পথের সর্পিলতা ওই দিকে অন্ধকারে উধাও।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

AMARBOI.COM

সর্প্যা [স সর্প] *বি* সাপ। 'সপ্তাহের মধ্যে সর্প্যা দংশিবেক এসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সর্পি [স সর্পিঃ] *বি* ঘি। 'অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

সর্পিষ [স সর্পিঃ] *বি* ঘি। 'সর্পিষে সম্বর‍্যা রাখ কলিঙ্গার দেহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সর্ফরাজ [ফা সরফরাজ] *বিণ* কর্তা। 'আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সর্ফরাজ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সর্ব, সর্ব্ব [স] **১** *বিণ* সব। 'সর্ব্ব বিচুরিল তথতা নাদেঁ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০। **২** *বিণ* সমুদয়। 'হরিলেন সর্ব চিন্ত সর্ব শক্তিধর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* সব রকমের। 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সর্ব-অঙ্গ, সর্ব্ব-অঙ্গ [স] *বি* সমস্ত শরীর। 'নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় আউলায় সর্ব্ব-অঙ্গ অশ্রুগঙ্গা বয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্ব-অন্তকারী [স] *বিণ* সবকিছু ধ্বংস করে এমন। 'পালাইলা মহিষ বাহনে সর্ব-অন্তকারী যম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সর্ব-অভিপ্রায় [স] *'বি* সকল ইচ্ছা। বুঝিলাম সর্ব-অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্ব-আভরণহীন *বিণ* সব রকমের অলংকারবর্জিত। 'যেখানে লয়েছে ধরা, অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা, নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সর্ব-উপদ্রবসহ *বিণ* সব রকমের উপদ্রব সহ্য করতে পারে এমন। 'আদিরসের সহিত যেন তাহার কোনো-একটি সর্ব-উপদ্রবসহ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সর্বংসহ [স] *বিণ* সমস্ত সহ্যকারী। 'সর্বংসহ হারেস যেন সর্বংসহা বসুন্ধরা।' *শওকত*, ১৯৪৬।

সর্বংসহা [স] *বিণ স্ত্রী* সমস্ত সহ্যকারিণী। 'হায় অসহায় সর্বংসহা মৌনা ধরণি মাতা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সর্বকনিষ্ঠ [স] *বিণ* বয়সে সবচেয়ে ছোটো। 'তাঁহারা ভাই ভগিনীতে দশটি ছিলেন; তন্মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সর্বকর্তা, সর্ব্বকর্ত্তা [স] **১** *বিণ* সবকিছুর প্রভু। 'সর্বকর্তা প্রভু মোর কেবল সোকুর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। **৩** *বিণ* সর্বশক্তিমান। 'সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি "সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বকর্ত্তা"।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সর্বকর্মপণ্ডকারী [স] *বি* সবকিছু নষ্ট ক'রে দেয় এমন। 'সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সর্বকল্যাণকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সবকিছুর কল্যাণকারী। 'সর্বকল্যাণ-কারিণী কবিতা তাকে বঞ্চনা করবে না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সর্বকাম, সর্ব্বকাম [স] *বি* সব কাজ। 'কৃষ্ণনাম হৈলা তাহা সঙ্কেত সর্ব্বকামে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্বকার্য, সর্ব্বকার্য্য [স] *বি* সব কাজ। 'সর্ব্বকার্য্য সির্দ্ধ হব হেন প্রায় লখি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্বকাল, সর্ব্বকাল [স] *বি* চিরকাল। 'মোর দান সর্ব্বকালে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সর্বকাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* চিরস্থায়ী। 'সর্ব্বকালের জন্য স্থির রাখিবার...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫।

সর্বকালা *বিণ* সম্পূর্ণ কালো। 'সর্বকালা পরিচ্ছদ স্বপ্নে দরশন।' *সুলতান*, ১৭০০।

সর্বকালীন [স] *বিণ* সর্ব যুগের। 'এমন একটি মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ও সর্বকালীন মানব গণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সর্বক্ষণ, সর্ব্বক্ষণ [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সর্বক্ষণ চিন্ত্য চণ্ডী অষ্টাক্ষর পড়ু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পুত্র শোকে গালি মোরে পাড়ে সর্ব্বক্ষণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সর্বক্ষন, সর্ব্বক্ষন [স সর্বক্ষণ] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সর্ব্বক্ষন ঘোমাইল দ্বারিকার জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্বখন, সর্ব্বখন [স সর্বক্ষণ] *ক্রিবিণ* সবসময়ে; সর্বদা। 'দানছলেঁ বাটপাড় সর্ব্বখণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সর্বগত [স] *বিণ* সর্বব্যাপী। 'যেহেতু ভগবান সর্বগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সর্ব গা, সর্ব্ব গা *বি* পুরো শরীর। 'লঙ্কা মরিচ বেঁটে দেহো সর্ব্ব গায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সর্বগাও, সর্ব্বগাও [স সর্ব>] *বি* সমস্ত শরীর। 'বিষের জ্বালে চণ্ডিকার পোড়ে সর্ব্বগাও।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সর্বগামী [স] *বিণ* সর্বত্র গমন করে এমন। 'সত্য সর্বগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সর্বগুণসম্পন্ন [স] *বিণ* সকল প্রকার গুণবিশিষ্ট। 'ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বগুণসম্পন্ন না হইলেও ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'সর্বগুণসম্পন্ন অগ্নি যাহাকে উৎপন্ন করিবেন তিনিই ইহার পতি হইবেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সর্বগুণসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* সর্বগুণে গুণান্বিত। 'সর্বগুণসম্পন্না সীতা সর্বগুণসম্পন্ন স্বামী লাভ করেও ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সর্বগুণাকর [স] *বিণ* সর্বপ্রকার গুণের অধিকারী। 'চূড়ামণি নামে সর্বগুণাকর শুকপক্ষী, সর্ব কাল, তাঁহার সন্নিহিত থাকিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সর্বগুণাধার [স] *বিণ* সর্ব গুণসম্পন্ন। 'সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সর্বগুণান্বিত [স] *বিণ* সকলপ্রকার গুণসম্পন্ন। 'সুখদ সুশৃঙ্খল ও সর্বগুণান্বিত।' *অবন*, ১৯২৫।

সর্বগুণালয় [স] *বিণ* সকল গুণের আধার। 'আসাউদ্দীন শাহা সর্বগুণালয়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সর্বগুনান্বিত, সর্ব্বগুনান্বিত [স সর্বগুণান্বিত] *বিণ* অনেক গুণে গুণী। 'মহামহীম মহীমাসমূহ সর্ব্বগুনান্বিত ধর্ম্ম অবতার।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সর্বগুরু, সর্ব্বগুরু [স] *বি* সবার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 'তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্বগ্রাসী, সর্ব্বগ্রাসী [স] **১** *বিণ* সবকিছু গ্রাস করে এমন; সবকিছু অধিকার করে এমন। 'সর্ব্বগ্রাসী বণিকদিগের ... হস্তে আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে ... অকিঞ্চিৎকর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* সবকিছুর প্রতি মনোযোগ দেয় এমন। 'তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি/ সর্বগ্রাসী আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সর্বগ্রাহ্য [স] *বিণ* সর্বজনীন। 'সর্বগ্রাহ্য সমবেদনা অমানুষিক ও স্বতোবিরোধী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বঘট, সর্ব্বঘট [স] *বি* সব স্থান। 'সর্ব্বঘটে থাকী সেই সকল করাএ।' *মালাধর,* ১৫০০।

সর্বচৈতন্য [স] *বি* সমগ্র চেতনা। 'শুভ্রতা-সৌরভে যে সঙ্গীত মধুরিমা আছে সে তো সর্বচৈতন্যে প্রবেশ করে।' *মুস্তবা,* ১৯৬০।

সর্বজন, সর্ব্বজন [স] *বি* সকল মানুষ। 'অক্ষ রক্ষ সর্ব্বজনে করিয়া বিনএ।' *মালাধর,* ১৫০০; 'লঘুগুরু সর্বজনে করেন্ত দোষণা।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

সর্বজনগ্রাহ্য [স] *বিণ* সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। 'এ কথা একপ্রকার সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

সর্বজন-চেনা *বিণ* সকলের পরিচিত। 'সর্বজন-চেনা রসচোরদের নেতা।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

সর্বজন পরীক্ষিত, সর্ব্বজন পরীক্ষিত [স] *বিণ* সকলের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখেছে এমন। 'সর্ব্বজন পরীক্ষিত সত্য।' *আজাদ,* ১৯৬৩।

সর্বজন-প্রীতি [স] *বি* সকলের ভালোবাসা। 'এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি।' *নজরুল,* ১৯২৩।

সর্বজন-বন্দনীয় *বিণ* সকলের বন্দনা করা উচিত এমন। 'বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাঁহার সর্বজন-বন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

সর্বজনবিদিত, সর্ব্বজনবিদিত [স] *বিণ* সবার জানা; সর্বজন-জ্ঞাত। 'সকলেই এ কথা জানে; কিন্তু এরূপ সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্চে কেন।' *মাইকেল,* ১৮৭৩; 'বাঙালীর যে ছুঁচোধরা সাপের অবস্থা হয়েছে তা ত সর্ব্বজনবিদিত।' *প্রমথ,* ১৯২০।

সর্বজনবোধগম্য [স] *বিণ* সকলের পক্ষে বোঝার উপযোগী। 'অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ করিয়া, সাধারণ মানবরূপে সর্বজনবোধগম্য।' *হাই,* ১৯৫৪।

সর্বজনমান্য, সর্ব্বজনমান্য [স] *বিণ* সকলের নিকট মাননীয়। 'ঢাকার সর্ব্বজনমান্য নবাব খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুর।' *প্রচারক,* ১৯০৬।

সর্বজন-সভা *বি* সর্বসাধারণের সভা। 'সেখানে একটি সর্বজন-সভা ডেকে মেয়েদের উদ্দেশে বললেন, যুদ্ধে জয়সাধন করেছি, কিন্তু সে জয় নিরর্থক হবে যদি তোমরা আমাদের আনুকূল্য না কর।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

সর্বজনসমক্ষে [স] *ক্রিবিণ* সর্বজনের সামনে। 'আমি সর্বজনসমক্ষে সসংকোচে দুটি-চারিটি কথা বলি।' *প্রমথ,* ১৯১৪।

সর্বজনস্বীকৃত [স] *বিণ* সকলে স্বীকার করে এমন। 'একথা এক হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত।' *উমর,* ১৯৬৮।

সর্বজনহিতৈষি, সর্ব্বজনহিতৈষি [স সর্বজনহিতৈষী] *বিণ* জনদরদি। 'অশেষ গুণাকর সর্ব্বজনহিতৈষি দয়াসাগর।' *দর্পণ,* ১৮৩২।

সর্বজনা [স সর্বজন>] *সর্ব* সবাই। 'সিংহল নগরে চমকিত সফরে হইল সর্বজনা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সর্বজনীন [স] *বিণ* সকলের। 'তুমি যার পুত্র প্রভু সে সর্বজনীন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

সর্বজনীনতা [স] *বি* সর্বজনীয় হওয়ার বৈশিষ্ট্য; সর্বজনের নিকট আবেদন আছে এমন গুণ। 'ইহাকে বলে সাহিত্যে সর্বজনীনতা।' *নজরুল,* ১৯২২।

সর্বজয়া, সর্ব্বজয়া [স] ১ *বি* ফুলগাছবিশেষ; কলাবতী। 'সাঁজ্যাতা পাঁজ্যাতা কাটিল সর্বজয়া।' *মুকুন্দ,* ১৬০০; 'কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্ব্বজয়া।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০। ২ *বি* হিন্দু দেবী দুর্গা। 'জগতজননী তুমি তুমি সর্বজয়া।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সর্বজয়ী [স] *বিণ* সবচেয়ে সফল। 'রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

সর্বজাগতিক [স] *বিণ* মহাজাগতিক। 'দুঃখের অনুভূতি শুধু ব্যক্তিগত নয়, সর্বজাগতিক।' *আইয়ুব,* ১৯৭৩।

সর্বজাতি [স] *বি* সকল জাতি। 'স্বজাতির যিনি দেবতা, সর্বজাতির দেবতাই তিনি।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

সর্বজাতীয় [স] *বিণ* সকল জাতির। 'এমন একটি মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ও সর্বকালীন মানব গণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।' *হরপ্রসাদ,* ১৮৮১; 'এই সর্বজাতীয় সম্পদকে আয়ত্ত করতে গেলে বিশেষ জাতীয় আধারটিকে আয়ত্ত করতে হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৫।

সর্বজীব, সর্ব্বজীব [স] *বি* সকল প্রাণী। 'শুন বহ্নি মহাশয় থাক সর্বজীবের অন্তরে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০; 'সর্ব্বজীবে সমভাব।' *দর্পণ,* ১৮৩৮।

সর্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ [স] *বিণ* সবকিছু জানে এমন। 'সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যার যেই ভাব।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'সকল সর্বজ্ঞ চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

সর্বজ্ঞতা [স] *বি* সব বিষয় অবহিত। 'সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল বলেন ...।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

সর্বজ্যেষ্ঠ [স] *বি* সবার চেয়ে বড়ো যে। 'শাস্ত্রে বিধান আছে সর্বজ্যেষ্ঠ যদি কোনো কারণে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিতে পারে তবে দেবে সর্বকনিষ্ঠ।' *মুস্তবা,* ১৯৫৯।

সর্বতঃ, সর্বতো [স] *বিণ* যাবতীয়। 'কলিযুগে দেখছি, পিতা যদি সর্বতঃপ্রযত্নে পুত্রের শুভানুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়।' *মাইকেল,* ১৮৭৩; 'আহার-বিহার-আচারে সর্বতোভাবে শাস্ত্রের অনুগত।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

সর্বতত্ত্ব [স] *বি* সকল বিষয়। 'সর্বতত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

সর্বতন্ত্রপক্ষীয় [স] *বিণ* সাধারণতন্ত্র সমর্থক। 'গ্রোশ্যস, আর্মিনিয় সাম্প্রদায়িক ও সর্বতন্ত্রপক্ষীয় ছিলেন।' *বিদ্যা,* ১৮৪৯।

সর্বতন্ত্র প্রণালী [স] *বি* সর্বসাধারণের মতের অনুরূপ পদ্ধতি। 'প্রদেশের রাজশাসনকার্য সর্বতন্ত্র প্রণালীতে সম্পাদিত হইত।' *বিদ্যা,* ১৮৬৩।

সর্বতোব্যাপী [স] *বিণ* সর্বত্র ব্যাপ্ত। 'ক্ষমতা সর্বতোব্যাপী হয় না।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

সর্বতোভাবে, সর্ব্বতোভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* পুরোপুরি; সম্পূর্ণভাবে। 'সর্ব্বতোভাবে।' *বোগাল,* ১৭৭০; 'অসহ্য যাতনার সর্বতোভাবে নিবারণ করিতাম।' *বিদ্যা,* ১৮৯২। ২ *ক্রিবিণ* সব প্রকারে। 'সর্ব্বতোভাবে শরীর সংরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২।

সর্বতোমুখী, সর্ব্বতোমুখী [স] *বিণ* বহুমুখী। 'যুবকচরিত্র নির্মাণে সর্বতোমুখী প্রভুতা হইতে পারে না।' *হরপ্রসাদ,* ১৮৭৮; 'আমরা বাঙালী সর্বতোমুখী গঠনমূলক ব্রত গ্রহণ করি।' *ওয়াজেদ,* ১৯৪৩।

সর্বত্যাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সবকিছু ত্যাগ করছে এমন। 'আমি কত দুঃখে সর্বত্যাগিনী হইতেছি।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বত্যাগী [স] *বিণ* সবকিছু ত্যাগ করেছে এমন। 'আমি ইচ্ছাক্রমে সর্বত্যাগী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সর্বত্র, সৰ্ব্বত্র [স] ১ *ক্রিবিণ* সব জায়গায়। 'সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'মাসির আশীর্ব্বাদে হয়ে সর্ব্বত্র কুশল।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* সব জায়গায়। 'সেই ধারা সর্ব্বত্রে চলন হবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৫; 'তাহারদের প্রতিপালন অনুগত তোষণ বৈরি বিমর্দ্দন করনেতে সর্ব্বত্রে তাহার সুখ্যাতি।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্বত্রগামী [স] ১ *বি* সব স্থানে গমনকারী। 'নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে, সর্বত্রগামীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* সব জায়গায় গেছে এমন। 'আমার কবিতা, জানি আমি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সর্ব্বত্রব্যাপী *বিণ* সবখানে আছে এমন। 'এই নিয়ম সর্বত্রব্যাপী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সর্বদর্শনসম্মত [স] *বিণ* সব দর্শন কর্তৃক সমর্থিত। 'অনিত্য বস্তু সে তো সর্বদর্শনসম্মত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সর্বদর্শী, সর্ব্বদর্শী [স] *বিণ* সব কিছু দেখতে সক্ষম। 'পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী।' *গৌর*, ১৮২২; 'সর্বদর্শী বাবা আমার প্রতি পরম তুষ্ট।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সর্বদলীয়, সর্ব্বদলীয় [স] *বিণ* সব দলের সমন্বয়ে গঠিত। 'সর্বদলীয় কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের পক্ষপাতী।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'একটি সর্ব্বদলীয় খাদ্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

সর্বদায়মুক্ত [স] *বিণ* সকল দায় থেকে মুক্ত। 'তারই যাকে নিহত চেতনা, সর্বদায়মুক্ত।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সর্বদুঃখনিবারণী [স] *বিণ স্ত্রী* সব দুঃখ দূর করে এমন। 'সর্বদুঃখনিবারণী সন্তাপ-নাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সর্বদেব [স] *বি* সমস্ত দেবতা। 'দেবতাবিশেষকে সর্বদেবের অধিপতি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সর্বদেশ [স] *ক্রিবিণ* সমগ্র দেশে। 'মোর নামে খোতবা পড়াইমু সর্বদেশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'তথাপিও জয়ী সর্ব্বদেশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সর্বদেশজেতা, সর্ব্বদেশজেতা [স] *বিণ* অনেক দেশ জয় করেছে এমন। 'তাম্রশাসনে তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদেশজেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সর্বদেশীয়, সর্ব্বদেশীয় [স] *বিণ* সকল দেশের। 'সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমার নিবেদন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'এমন একটি মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ও সর্বকালীন মানব গণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সর্বদেহ [স] *বি* সমস্ত শরীর। 'সেই আবেশবিহ্বল অবস্থায় সে বলিতে থাকে আমার সর্বদেহে কৃষ্ণ।' উদ্ধৃতি, *হাই*, ১৯৫৪।

সর্বদেহব্যাপী [স] *বিণ* পুরো শরীরে ব্যাপ্ত। 'একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সর্বদ্বন্দ্বাতীত [স] *বিণ* সকল দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে এমন। 'আমার আল্লাহ ... নিত্য সর্বদ্বন্দ্বাতীত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সর্বদ্রষ্টা, সর্ব্বদ্রষ্টা [স] *বিণ* সবকিছু দেখেন এমন। 'ধর্ম্মাধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের স্তব করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সর্বধন, সর্ব্বধন [স] *বি* সকল ঐশ্বর্য। 'সর্ব্বধনে সম্পুর্ন্ন হৈল নন্দের নগরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্বধর্মবাদী, সর্ব্বধর্মবাদী [স] *বিণ* সকল ধর্মের সারবস্তুতে বিশ্বাসী। 'নাম মাত্র মতাক্রান্ত সর্ব্বধর্মবাদী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সর্বধর্মসার [স] *বি* সকল ধর্মের মূল। 'অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৪।

সর্বধ্বংসী [স] *বিণ* সমস্ত বিনাশকারী। 'কুৎসিত সর্বধ্বংসী অন্তর শ্বাসরোধ-করা-আলিঙ্গন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সর্বনাশ, সর্ব্বনাশ [স] ১ *বি* দারুণ ক্ষতি। 'তার স্পর্শ হইলে সর্ব্বনাশ হইবে মোর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কুরুক্ষেত্রে জুদ্ধ করি সর্ব্বনাশ হইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* বিনাশ। 'বিলম্ব হইলে রাজা করে সর্বনাশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ভবিষ্যৎ ক্ষতি। 'অবশেষে জানিলেন যে সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ করিতে চাহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বি* ভীষণ লোকসান। 'ইহাতে শুল্ক বণিকদের সর্ব্বনাশ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বি* বিপদ। 'এ কি সর্বনাশ! ইস – ইস! বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠছেন!' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৬ *বি* দুঃসময়। 'এক জনের পৌষ মাস, এক জনের সর্ব্বনাশ।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

সর্বনাশক, সর্ব্বনাশক [স] *বিণ* সর্বনাশ সাধনকারী। 'শ্রেণী-সংগ্রামের সর্ব্বনাশক প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলার যে-চেষ্টা ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

সর্বনাশকর, সর্ব্বনাশকর [স] ১ *বিণ* ধ্বংসাত্মক। 'এই সর্ব্বনাশকর নৈসর্গিক উপদ্রবের ফলে ... অগণিত লোকক্ষয় ঘটিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* ক্ষতিকর। 'ইহুদি-নীতির সর্ব্বনাশকর পরিণামের উপশমের উপায় নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

সর্বনাশফুল [স সর্বনাশ+ফুল] *বি* অনিষ্টকর ফুল। 'পর্ব্বের প্রাণের বৃন্তে ফুটে উঠলো সর্বনাশফুল।' *সুনীল*, ১৯৬১।

সর্বনাশা [স] ১ *বিণ* সর্বনাশকারী। 'ছিল যত মনোআশা নিল কাল সর্বনাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪; 'চৈতন্য এতবড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* ধ্বংস। 'ব্যস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফাঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সর্বনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সর্বনাশী। 'চাঁপা আমার সর্বনাশিনী কুপ্রবৃত্তি মূর্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সর্বনাশিয়া *বিণ* সর্বনাশা। 'দেখি সে মূরতি সর্বনাশিয়া/ কবির পরান উঠিল ত্রাসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সর্বনাশী, সর্ব্বনাশী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সর্বনাশকারী। 'রামপ্রসাদ বলে এবার যোগে ডাকবো সর্ব্বনাশী বলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'সর্বনাশী, তোর ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* সর্বনাশ করে এমন। 'পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সর্বনিম্ন, সর্ব্বনিম্ন [স] *বিণ* সবচেয়ে কম; ন্যূনতম। 'এই রাজ্যশাসকদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণীর এক ...। *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'সর্ব্বনিম্ন কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে বিরোধীদলের ঐক্যের কথা বলা হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সর্বনিয়ন্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা [স] *বি* সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে যে। 'খোদা বা সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁদের স্বজাতিপ্রেম এবং ঐশ্বর্য্যের অনুপাতে এই সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণাবলীর দ্বারা ... ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সর্বনেশে, সর্ব্বনেশে [স সর্বনাশ>] ১ *বিণ* সর্বনাশ করে এমন। 'একি সর্ব্বনেশে কথা।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'কে কোথা তলায় শেষে? সর্বনেশে সর্বিসের ফেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* ক্ষতিকর। 'ঐ সর্ব্বনেশে পাখী রাঁধিয়া দিতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সর্বপরাধীনতা [স] *বি* সকলপ্রকার দাসত্ব। 'আজিকে সর্বপরাধীনতার লয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সর্বপশ্চাদ্বর্তী, সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী [স] *বিণ* সবচেয়ে পিছনে আছে এমন। 'সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী রথে আরোহণ করিলে, অধিক বিঘ্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সর্বপাপঘ্ন [স] *বিণ* সকল পাপমোচনকারী। 'সকালে যে সর্বপাপঘ্নকে ডাকাডাকি করেছিল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সর্বপায়ী [স] *বিণ* সবকিছু পান করে এমন। 'জানি না বুকের কত নিচে নেমে যায় এর সর্বপায়ী শেকড়।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

সর্বপ্রকার, সর্ব্বপ্রকার [স] ১ *বিণ* সব শ্রেণীর। 'উত্তম মধ্যম অধম সর্ব্বপ্রকার লোকেরই সম্ভ্রম।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বিণ* সবরকম। 'সর্ব্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সর্বপ্রকারে, সর্ব্বপ্রকারে [স] *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। 'মোকাম সর্ব্বপ্রকারে তৈয়ার হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সর্বপ্রতাপান্বিত [স] *বিণ* সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী। 'সর্বপ্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছা করলেই এই দত্তকবিধান স্বীকার করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সর্বপ্রথম [স] ১ *বিণ* সবচেয়ে সামনের; সর্বাগ্রবর্তী। 'আমি ঐ ছাত্রকে শ্রেণীর সর্বপ্রথম স্থানে বসিতে বলিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* সবচেয়ে পুরানো; সবচেয়ে আদি। 'বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সর্বপ্রথমে, সর্ব্বপ্রথমে [স] *ক্রিবিণ* সবার আগে। 'ইংরাজই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে ...।' *প্রচারক*, ১৯০৪; 'সর্বপ্রথমে গিরিধি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সর্বপ্রধান, সর্ব্বপ্রধান [স] ১ *বিণ* সবচেয়ে প্রধান। 'তন্মধ্যে ক্লাইব সাহেব সর্ব্বপ্রধান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* সবচেয়ে প্রধান যে। 'তাঁহাদের সর্বপ্রধানের নাম যুবর্টো।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৩ *বিণ* মুখ্য। 'অমরতা অসমাপ্তিই তাহার সর্বপ্রধান যাথার্থ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বিণ* সর্বশ্রেষ্ঠ। 'যিনি সনাতন ইসলাম ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান রক্ষক।' *প্রচারক*, ১৯০০।

সর্বপ্রাচীন, সর্ব্বপ্রাচীন [স] *বিণ* সবচেয়ে পুরানো। 'পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রীক হিরোডোটাস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সর্ববন্ধক্ষয় [স] *বি* সকল বন্ধন ছেদ। 'শেষে করিলেন তান সর্ববন্ধক্ষয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্ব-বাঞ্ছাকল্পতরু [স] *বি* স্বর্গের গাছবিশেষ, যা সকল ইচ্ছা পূরণ করে। 'সর্ব-বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্ববাদিসম্মত, সর্ব্ববাদিসম্মত, সর্ববাদীসম্মত [স] *বিণ* সবার মত আছে এমন। 'ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্ববাদিসম্মত?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩; 'তাহা সর্ববাদিসম্মত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সর্ববাদীস্বীকৃত [স] *বিণ* সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত। 'একথা সর্ববাদীস্বীকৃত যে ...।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সর্ববিজয়ী, সর্ব্ববিজয়ী, সর্ব্ববিজয়ি [স সর্ববিজয়ী] ১ *বিণ* যাবতীয় বিষয়ে জয়লাভকারী। 'সর্ব্ববিজয়ি ইঙ্গরেজ লোক এই পরামর্শের পরীক্ষা করিয়া যথার্থ পাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* সর্বত্র বিজয়ী। 'এই সাধনা ও সংকল্প চিরস্থায়ী হউক, সর্ব্ববিজয়ী হউক।' *আজাদ*, ১৯৩৭। ৩ *বিণ* সকল দিক জয়ী করে এমন। 'বিপদে তাহাদের সঙ্কল্প সর্ববিজয়ী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সর্ববিদিত [স] *বিণ* সকলের জানা আছে এমন। 'পাক-ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলন যে ধর্মের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত একথা সর্ববিদিত।' *উমর*, ১৯৬৬।

সর্ববিদ্যে, সর্ব্ববিদ্যে [স সর্ব্ববিদ্যা] *বি* সব রকমের বিদ্যা। 'সর্ব্ববিদ্যেতেই বিষারদ।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্ববিধ, সর্ব্ববিধ [স] ১ *বিণ* সব রকম। 'বেকন ও লাক, নিউটন ও লাপলাস ... প্রভৃতি সর্ব্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্মভাষাতে ভাষিত করি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; ২ *বিণ* সকল; তাবৎ। 'ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ববিধ জ্ঞান জন্মে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সর্ববিলাসমুক্ত [স] *বিণ* সব ধরনের বিলাসিতা থেকে মুক্ত। 'সর্বলোভ, সর্ববিলাস- মুক্ত কামিল পুরুষ তিনি।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সর্ববিষয়, সর্ব্ববিষয় [স] ১ *বি* সবকিছু। 'অবধান করুন আমরা সর্ব্ববিষয়তেই সুখি হইয়াছি।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* সব ক্ষেত্র। 'ঘোষজ বাবু সর্ব্ববিষয়েই বিজ্ঞ এবং অপক্ষপাতী।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

সর্ববুদ্ধি [স] *বি* সকল রকমের বুদ্ধি। 'সর্ববুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা পাপ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্বব্যাপক [স] *বিণ* সর্বত্রব্যাপী। 'ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্বব্যাপক ঐক্য প্রমাণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সর্বব্যাপি, সর্ব্বব্যাপি [স সর্বব্যাপী] *বিণ* সর্বত্র বিরাজকারী। 'ধর্মাধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের স্তব করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সর্বব্যাপী, সর্ব্বব্যাপী [স] ১ *বি* সর্বত্র বিরাজ করে যে। 'হে সর্বব্যাপি, সর্বজ্ঞ, কে জানে মহিমা তোমার?' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'সর্ব্বব্যাপী বিদ্যমান আছেন ঈশ্বর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* সর্বত্র প্রসারিত। 'সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতা আমার বক্ষকে দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সর্বব্যাপ্ত [স] *বিণ* সর্বত্র বিস্তৃত। 'যে অখণ্ড ও সর্বব্যাপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করি ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সর্বভাগ [স] *বি* সব অংশ। 'তবু না হেরিব সর্বভাগ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সর্বভারতীয় [স] *বিণ* সমগ্র ভারতে প্রচলিত। 'যদি সর্ব্বভারতীয় ভাষা বলিয়া আদৌ কোনো ভাষা ভারতবর্ষে থাকে ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সর্বভুক, সর্ব্বভুক, সর্ব্বভুক্ [স] ১ *বিণ* সবকিছু বিলুপ্ত করে এমন। 'সকলি করেছে গ্রাস সর্ব্বভুক কাল।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। ২ *বি* অগ্নি। 'সর্বভুক, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৩ *বিণ* সবকিছু খায় এমন। 'অনেক পুরোহিত সর্ব্বভুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৪ *বিণ* সবকিছু গ্রাস করে এমন। 'সব-তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সর্বভূত, সর্ব্বভূত [স] ১ *বিণ* সর্বত্র বিদ্যমান। 'চতুর্দ্দলে অপান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্ব্বভূতেতে ব্যান।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বি সকল প্রাণী। 'সর্বভূত-হৃদয় জানয়ে সর্ব তত্ত্ব।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'সীমন্ত চিকুর খড়্গ ধার জোর/ সর্বভূত মনে ত্রাস।' আলাওল, ১৬৮০। ৩ বি সকল উপাদান। 'তিনি যে সর্বভূতে বিরাজমান এ অনুভূতি ব্যক্ত করতেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সর্বভূমিনতা [স] বি সর্বজনীনতা। 'বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা স্বীকার করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সর্বভোলা বিণ সব ভুলিয়ে দেয় এমন। 'চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে, চঞ্চলের সর্বভোলা দানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সর্বমএ [স সর্বময়] বিণ সর্বব্যাপ্ত। 'কিবা এথা কিবা তথা তুহ্মি সর্বমএ।' সুলতান, ১৭০০।

সর্বময় [স] বিণ সর্বব্যাপী। 'শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্বময় না হইবে?' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সর্বময়ী [স] বিণ স্ত্রী সর্বেসর্বা। 'বাপের আদরে সে সর্বময়ী ছিল।' শরৎ, ১৯১৩।

সর্বমানবচিত্ত [স] বি সমষ্টি-মানুষের মন। 'সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সর্বমানবীয় [স] বিণ সকল মানুষের। 'একদিকে আছে ব্যক্তিমানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে সর্বমানবীয় ঐক্যে আস্থা।' শিব, ১৯৫০।

সর্বমুক্তি [স] বি সমষ্টিগত মুক্তি। 'কেবলমাত্র individual salvation-এ চলবে না; সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

সর্বমুখী [স] বিণ সব দিকে গমন করে এমন। 'সূর্যের আলো সর্বমুখী।' জগদীশ, ১৮৯৫।

সর্বরক্ষা [স] – বাঁচোয়া; ভাগ্যিস। 'সর্বরক্ষা – যে বিবাহ করেনি।' শরৎ, ১৯১৭।

সর্বরিক্ত [স] বিণ সম্পূর্ণ সম্বলহীন। 'সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায় দীর্ঘকাল, ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সর্বলীলা, সর্ব্বলীলা [স] বি সব ধরনের জীবনযাপন। 'সর্ব্বলীলা।' মালাধর, ১৫০০।

সর্বলুক, সর্ব্বলুক [স সর্বলোক] বি সকল মানুষ। 'আইহনের পত্নি রাধা সর্ব্বলুকে কএ।' মালাধর, ১৫০০।

সর্বলোক, সর্ব্বলোক [স] ১ বি সকল মানুষ। 'সর্বলোক ত্রাহি ত্রাহি বলে হাত তুলি।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'রাজা স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক তুচ্ছীকৃত হইবেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি সমগ্র জগৎ। 'সর্বলোকের বিজয়িনী এক নারী।' নজরুল, ১৯৩১।

সর্বলোকগ্রাহ্য [স] বিণ সকল লোকের মান্য। 'তা সর্বলোকগ্রাহ্য এবং সর্বলোকপ্রিয়।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বলোকপ্রিয় [স] বিণ সবার কাছে প্রিয়। 'তা সর্বলোকগ্রাহ্য এবং সর্বলোকপ্রিয়।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বলোকবিদিত [স] বিণ সবার জানা। 'সর্বলোকবিদিত সহজ সত্য এই যে ...।' প্রমথ, ১৯১৩।

সর্বলোকমান্য [স] বিণ সবাই মানে এমন। 'একটা সর্বলোকমান্য সাহিত্যিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।' প্রমথ, ১৯১৪।

সর্বলোক-শিক্ষণীয়, সর্ব্বলোক-শিক্ষণীয় [স] বিণ সবলোকের শেখা উচিত এমন। 'সর্ব্বলোক-শিক্ষণীয় উৎকৃষ্ট শাস্ত্র।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সর্বলোকসামান্য [স] বিণ সবার কাছে সাধারণ। 'ও-বস্তু সর্বলোকসামান্য।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বলোকস্বীকৃত [স] বিণ সর্বজন দ্বারা স্বীকৃত। 'এ কথা সর্বলোকস্বীকৃত।' প্রমথ, ১৯১৪।

সর্বলোভ [স] বি সবকিছুতেই লোভ। 'সর্বলোভ, সর্ববিলাসমুক্ত কামিল পুরুষ তিনি।' কায়সার, ১৯৬৫।

সর্বশক্তি, সর্ব্বশক্তি [স] ১ বি সর্বপ্রকার শক্তির অধিকারী যে। 'সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ সর্বশক্তিমান। 'সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে, দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা, মৃত্যু তুমি নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি সমস্ত শক্তি। 'তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে, সর্বশক্তি লয়ে মোর।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সর্বশক্তিময় [স] বিণ সর্বশক্তিমান। 'পথের দিশারি এক সে সর্বশক্তিময়।' নজরুল, ১৯৪১।

সর্বশক্তিমান, সর্ব্বশক্তিমান [স] বিণ সর্বপ্রকার শক্তির অধিকারী। 'বৈষ্ণব হইয়া মুসলমানদের দেবতাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মানেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'লোকটা সর্বশক্তিমান নয়।' মানিক, ১৯৩৬।

সর্বশক্তিমানত্ব [স] বি সর্বময় ক্ষমতার মালিকানা। 'নিজের সর্বশক্তিমানত্বটাকে সদর্পে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

সর্বশক্তিশালী [স] বিণ সব দিক থেকে শক্তিশালী। 'বাংলা সাহিত্য সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বশক্তিশালী হয়ে উঠবে না।' প্রমথ, ১৯১৭।

সর্বশত্রু [স] বি সকল শত্রু। 'সত্যপথের সর্বশত্রু ছাই হয়ে যায় জ্বলে।' নজরুল, ১৯৪১।

সর্বশরীর [স] বি সমস্ত দেহ। 'তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে, ও নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সর্বশাস্ত্র, সর্ব্বশাস্ত্র [স] বি সকল বিদ্যা। 'সর্বশাস্ত্রে বিশারদ রূপে গুণে বিদগধ।' বাহরাম, ১৬৫০; 'সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মহিমা সাগর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সর্বশাস্ত্রবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ [স] বিণ সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত। 'তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

সর্বশাস্ত্রবিশারদ [স] বিণ সকল বিদ্যায় সমান পারদর্শী। 'সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত সুসার।' বাহরাম, ১৬৫০।

সর্বশাস্ত্রবেত্তা [স] বিণ সব শাস্ত্রে পণ্ডিত। 'সর্বশাস্ত্রবেত্তা এক পণ্ডিত থাকেন।' কেরি, ১৮১২।

সর্বশাস্ত্রসম্মত [স] বিণ সকল শাস্ত্র কর্তৃক অনুমোদিত। 'দানবপুরী যে পাতালে ... এ কথা তো হিন্দুর সর্বশাস্ত্রসম্মত।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বশী [স সর্বাশী] বিণ সর্বভুক। 'সর্বশী ছাগল তোমার খাইল শৃগালে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সর্বশুদ্ধ, সর্ব্বশুদ্ধ [স] ১ বিণ সবাইকে নিয়ে। 'রাজা বিক্রমাদিত্যের কথাতে পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ উজ্জয়িনীতে গিয় ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিণ সব মিলিয়ে। 'গ্রেট বিটেন ও আয়র্লণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ এগারটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

সর্বশুদ্ধা, সর্ব্বশুদ্ধা [স সর্বশুদ্ধ] বিণ সর্বমোট। 'আটার হাজার টাক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় সর্ব্বশুদ্ধা।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

সর্বশুভদাতা [স] *বি* সব রকমের শুভ করেন যিনি। 'সর্বশুভদাতা কল্যাণ করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সর্বশেষ [স] ১ *ক্রিবিণ* সবশেষে। 'মানকাট ধরিতে শিখিল সর্বশেষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* সর্বোচ্চ। 'শ্রেণীর সর্বশেষ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'বছরের শেষে সর্বশেষ শ্রেণীও খোলা সম্ভব হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪। ৩ *বিণ* সব শেষে ঘটেছে এমন। 'গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের সর্বশেষ গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা, দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ৪ *বি* সবার শেষ যা। 'তার সর্বশেষ, আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সর্বশোষক, সর্ব্বশোষক [স] *বিণ* সব কিছু শোষণ করে এমন। 'ইহারা একপ্রকার সর্ব্বশোষক।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

সর্বশ্রীময় [স] *বিণ* সর্বাঙ্গসুন্দর। 'সুরলোকের অসম্পূর্ণতা সর্বশ্রীময় করে দিতে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সর্বশ্রেণী [স] *বি* সকল স্তর। 'সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের উপর চরম নির্যাতন চালানো হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৭০।

সর্বশ্রেষ্ঠ [স] *বিণ* সর্বোত্তম। 'বিষ্ণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইহাদের বৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সর্বসমক্ষে [স] *ক্রিবিণ* সবার সামনে। 'ঔষধ, মন্ত্রণা, গৃহচ্ছিদ্র, এসকল সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সর্বসমেত, সর্ব্বসমেত [স] *বিণ* সর্বমোট। 'সর্ব্বসমেত ৮ কোটি ৮০ লক্ষ মণ পাট ছিল।' *শিখা*, ১৯৩১।

সর্বসম্মত [স] ১ *বিণ* সর্বস্বীকৃত। 'জিত দেশের প্রতি বিদেশী বিজেতার যে-সকল সর্বসম্মত অধিকার আছে, তাহা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* সকলের সম্মতিযুক্ত। 'সদস্যগণের সর্বিবেচনা ও সর্বসম্মত অনুরোধে ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সর্ব্বসম্মতি [স] *বি* সবার অনুমতি। 'সাহেব সর্ব্বসম্মতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সর্বসম্মতিক্রমে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সকলের সম্মতি অনুসারে। 'বলিদান বন্ধ হইবার পরে এবং পূর্বেও যাহার যাহা-কিছু ক্ষতি হইয়াছে, সর্বসম্মতিক্রমে ওই বলি বন্ধ হওয়া তাহার একমাত্র বারণ নির্দিষ্ট হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'ষ্ট্যান্ডিং কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় দিয়াছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সর্বসহা, সর্ব্বসহা [স] *বিণ স্ত্রী* সবকিছু সহ্য করে এমন। 'খেয়াতি ক্ষিতির নাম বটে সর্ব্বসহা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

সর্বসাকুল্যে, সর্ব্বসাকুল্যে [স] *ক্রিবিণ* মোটের উপরে। 'তারা সর্বসাকুল্যে প্রায় এক ডজন।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'সর্ব্বসাকুল্যে প্রায় শতকরা ৫০ জন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

সর্বসাক্ষী, সর্ব্বসাক্ষী [স] *বি* সব কিছুর সাক্ষী যে। 'তোমারে যে প্রেমচ্ছদ দিয়েছেন হেসে সর্ব্বসাক্ষী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

সর্বসাধারণ, সর্ব্বসাধারণ [স] ১ *বিণ* সব রকমের। 'এই রূপ হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণ উপকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বি* জনসাধারণ। 'সর্ব্বসাধারণের পানীয় যে গঙ্গাজল তাহা সামান্যতই অস্বচ্ছ ও পীড়াদায়ক দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'বিজ্ঞান তাহাই সর্বসাধারণের জন্য করিয়া দিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।। ৩ *বি* সাধারণ লোক। 'সর্বসাধারণের পক্ষে কদাচ সেরূপ করিতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'সর্ব্বসাধারণে এই কাগজগুলি অধিক পড়িয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৪ *বি* অন্যসব লোক। 'সুরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবি ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সর্বসুখ, সর্ব্বসুখ [স] *বি* পূর্ণ আনন্দ। 'বৃন্দাবনে বৈস তাহাঁ সর্ব্বসুখ পাইয়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সর্বসুখ পলটিব মন হইব শান্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সর্বসুখময়, সর্ব্বসুখময় [স] *বিণ* সবসময়ে সুখ বিরাজ করে এমন। 'এই সর্ব্বসুখময় উপকূল দেখ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সর্বসুদ্ধ, সর্ব্বসুদ্ধ [স সর্বশুদ্ধ] *বিণ* মোট। 'সর্ব্বসুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলে।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'প্লাটফর্মে সর্বসুদ্ধ জনচারেক যাত্রী অপেক্ষা করিতেছিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সর্ব সুদ্ধা, সর্ব্ব সুদ্ধা [স সর্বশুদ্ধ>] *বিণ* মোট। 'ব্রাহ্মণ সর্ব্ব সুদ্ধা বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সর্বসুদ্ধী, সর্ব্বসুদ্ধী [স সর্বশুদ্ধ>] *বিণ* মোট। 'সর্ব্বসুদ্ধী ২৮৭ জন বালকের পরীক্ষা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সর্বসুলক্ষণধারী [স] *বিণ* সবদিক থেকে শুভলক্ষণযুক্ত। 'তিনিও সর্বসুলক্ষণধারী।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সর্বসুলক্ষণা [স] *বিণ স্ত্রী* সকল প্রকার শুভ লক্ষণসম্পন্ন। 'রানি হবার উপযুক্ত সর্বসুলক্ষণা কন্যা পাওয়া কঠিন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সর্বসেস, সর্ব্বসেস [স সর্বশেষ] *ক্রিবিণ* সবশেষে। 'সর্ব্বসেস মুনিবরে কহিছে কর্ণগত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সর্বস্থান [স] *বি* সব জায়গা। 'সর্ব অন্তর্যামী প্রভু জানে সর্বস্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্বস্ব, সর্ব্বস্ব [স] ১ *বি* সবকিছু। 'খেলিমু কপট সারি সে জাইব সর্ব্বস্ব হারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* বাজেয়াপ্তকরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* সম্পত্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সর্বস্বতা [স] *বি* সমগ্রতা। 'আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে।' *জীবন*, ১৯৪২।

সর্বস্বধন, সর্ব্বস্বধন [স] *বি* বহু কষ্টে অর্জিত সম্পদ। 'তাঁহার সর্ব্বস্বধন বৌদ্ধপ্রতিমা ... সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সর্বস্বপণকারী [স] *বিণ* সর্বস্বের শপথ করে এমন। '... কখনও বা লিয়র-এর মতো অন্ধ একাগ্র সর্বস্বপণকারী উন্মত্ত বৃদ্ধ।' *শিব*, ১৯৬০।

সর্বস্বহারা [স] *বিণ* সমস্ত সম্বল হারিয়েছে এমন। 'চেতনা পাইয়া শেষে হইয়া সর্বস্ব-হারা, সারাটি বরষা তুই কাঁদিয়া হইলি সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'যদিও তুমি সর্বস্বহারা হও ... কুছ পরোয়া নেই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সর্বস্বান্ত [স] ১ *বিণ* সর্বহারা। 'মোকদ্দমাও ঘটে তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'অগ্নিদাহে সর্বস্বান্ত হওয়াতে, তিনি পুনর্বার, পূর্বের ন্যায়, বিষম দুঃখে পড়িলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বি* সর্বনাশগ্রস্ত। 'তাঁহারা প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সর্বস্বাপহরণ, সর্ব্বস্বাপহরণ [স] *বি* সর্বস্ব লুন্ঠন। 'কৌশলে লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সর্বস্বাপহৃতা, সর্ব্বস্বাপহৃতা [স] *বিণ* সবকিছু হারিয়েছে এমন। 'ঐ সর্ব্বস্বাপহৃতা ব্যক্তিদিগকে কয়েদ করিয়াছেন।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

সর্বস্বীকৃত [স] *বিণ* সকলেই মেনে নেয় এমন। 'গ্রামে গ্রামে একটি সর্বস্বীকৃত সহজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'ইহা একরূপ সর্বস্বীকৃত মত।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সর্বস্বীকৃতভাবে [স] *ক্রিবিণ* সবাই স্বীকার করে এমনভাবে। 'পৃথিবীর সেরা দার্শনিকের মধ্যে সর্বস্বীকৃতভাবে তিনি একজন।' *শিব*, ১৯৫০।

সর্বহারা, সর্ব্বহারা [স] *বিণ* নিঃস্ব। 'এক পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্ব্বহারা হইলাম।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'সর্বহারা।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'যাদের তরে আমার জগন্মাতা সর্বহারা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সর্বহিতৈষিতা, সর্ব্বহিতৈষিতা [স] *বি* সকল বিষয়ে কল্যাণ করার ইচ্ছা। 'মহৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান, সর্ব্বহিতৈষিতা, সদাশয়তা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপগুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সর্বহৃদয় [স] *বি* সকল হৃদয়। 'কালো আলোয় সর্বহৃদয় ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সর্বহৃদয়সম্বাদী [স] *বি* সকলের মন স্পর্শ করে এমন। 'যদি তিনি সর্বহৃদয়সম্বাদী হতে পারেন, সেটা তার হিসেবের উপরিপাওনা।' *শিব*, ১৯৭৩।

সর্বাংশদর্শী, সর্ব্বাংশদর্শী [স] *বি* সকল দিক জানা আছে যার। 'সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সর্বাংশে, সর্ব্বাংশে [স] ১ *ক্রিবিণ* প্রত্যেক অংশে; সবক্ষেত্রে। 'সর্বাংশে ভরসা মোর চরণে তোক্ষার।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'সর্ব্বাংশে যে প্রকারে অত্যুৎকৃষ্ট বৈভব বর্ণনা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *ক্রিবিণ* পুরোপুরিভাবে। 'তাহারা অবিশ্রাম মানবহৃদয়ের সংস্রবে সর্বাংশে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সভার হস্তে কার্য্যভার থাকিলে সর্ব্বাংশেই মঙ্গলের সম্ভাবনা।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সর্বাংসে, সর্ব্বাংসে [স সর্বাংশ] *ক্রিবিণ* সমস্ত দিক বিবেচনায়। 'বিসিষ্ট এবং সষ্টবান্নিত মেয়্যাটির সর্ব্বাংসে মুন্দরি।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সর্বাগ্রগণনীয় [স] *বি* সবার আগে গণ্য করতে হয় এমন যারা। 'সর্বাগ্রগণনীয়ের মধ্যে স্থান পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সর্বাগ্রগণ্য [স] *বিণ* সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এমন। 'এখন ইংরাজ প্রতাপের প্রেস্টিজ সর্বাগ্রগণ্য করিয়াছে –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সর্বাগ্রজ [স] *বি* সবার আগে জন্মেছে যে। 'ভীরু অঙ্গুলি দিয়ে গ্রামভারি সর্বাগ্রজের কপালে তিলক দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সর্বাগ্রণী [স] *বিণ* সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'ইঁহাদের দলের সর্বাগ্রণী।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সর্বাগ্রবর্তী, সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী [স] *বিণ* সবচেয়ে সামনে আছে এমন। 'সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী ... রথে আরোহণ করিলে, অধিক বিঘ্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সর্বাগ্রে, সর্ব্বাগ্রে [স] ১ *ক্রিবিণ* সকলের সামনে। 'যাহারা বিবাহাদিসময়ে রাস্তায় সর্ব্বাগ্রে তক্তারামায় আরোহণ করিয়া নৃত্য করে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *ক্রিবিণ* সবার আগে। 'সর্ব্বাগ্রে ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'বেদই সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সর্বাঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ [স] *বি* সমস্ত শরীর। 'সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোঞে।' বড়ু, ১৪৫০; 'সর্বাঙ্গে সুন্দর রূপ প্রফুল্ল বদনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্বাঙ্গনিন্দনীয় [স] *বিণ* সব দিক দিয়ে নিন্দাযোগ্য। 'লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সর্বাঙ্গব্যাপ্ত [স] *ক্রিবিণ* সমস্ত শরীর জুড়ে। 'না থাকে সর্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সর্বাঙ্গমনে [স] *ক্রিবিণ* মনেপ্রাণে। 'শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসের দ্বারা সর্বাঙ্গমনে অভিনন্দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ [স] ১ *বিণ* সবদিক থেকে পরিপূর্ণ। 'কীট্‌সের লেখা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* নিখুঁত; কোথাও খুঁত নেই এমন। 'সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরমার্থিক কবিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* আগাগোড়া সম্পূর্ণ; পরিপূর্ণ। 'একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর [স] *বিণ* সমস্ত অংশই নিখুঁত এমন। 'অভিন্ন কার্তিক যেন সর্বাঙ্গসুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আমি তোমার মত সর্বাঙ্গসুন্দর পক্ষী কখনও দেখি নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'তাহার দ্বারা সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ হইতে পারে।' *শরৎ*, ১৯১৩।

সর্বাঙ্গসুন্দরী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী [স] ১ *বি* পরিপূর্ণ সুন্দরী নারী। 'নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বনপথে মথুরা নগরী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বিণ স্ত্রী* পরিপূর্ণ সুন্দর এমন। 'সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সর্বাঙ্গীণ, সর্ব্বাঙ্গীণ, সর্বাঙ্গীন [স] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'তুমি মহাকুল-প্রসূত, তোমার দর্শনেই সর্বাঙ্গীন মঙ্গল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'প্রকৃতিপুঞ্জের সর্বাঙ্গীণ সুখান্বেষণ করি।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* সামগ্রিক। 'তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সর্বাঙ্গীণভাবে [স] *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে। 'এমনি সর্বাঙ্গীণভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সর্বাত্মক [স] *বিণ* পুরোপুরি। 'সর্বাত্মক বিষ্ণু অতিবিস্তৃত আকাশস্বরূপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সর্বাত্রিক [স] *বিণ* সর্বজনীন। 'আমরা বুঝি দেশবাসী মানুষ সাধারণের সর্বব্যাপী, সর্বাত্রিক ও সার্বজনীন মুক্তি।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সর্বাদৌ [স] *ক্রিবিণ* সবকিছুর আগে; সর্বাগ্রে। 'সেই গূঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্বাদৌ উচিত হচ্চে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সর্বাদ্যে [স] *ক্রিবিণ* সবার আগে। 'সেইমতে সর্বাদ্যে আইলা আই স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্বাধিক, সর্ব্বাধিক [স] *বিণ* সীমাহীন; সবচেয়ে বেশি। 'এ জীবনে মম সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'তাহাদের সর্ব্বাধিক কর্ত্তব্য দৃষ্টিহীনদের কল্যাণসাধনে তৎপর হওয়া।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

সর্বাধিক্য, সর্ব্বাধিক্য [স] *বিণ* সর্ব্বোচ্চ স্থানীয়। 'কার্য্যের সর্ব্বাধিক্য ইহারদিগকেই করিয়া মহালের বন্দোবস্ত প্রযুক্ত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্বাধিনায়কতা [স] *বি* চূড়ান্ত নেতৃত্ব। 'প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সর্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বাধ্যক্ষ [স] ১ *বিণ* বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন। 'শ্রীহরিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ মুক্ষ্য পাত্র ... করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* প্রধান প্রতিনিধি। 'ইংলণ্ডীয় অধ্যক্ষেরা কি বুঝিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বাধ্যক্ষ করিয়াছেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। ৩ *বি* সর্বাধিনায়ক। 'সমগ্র সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ বা কম্যান্ডার-ইন-চিফ-এর পদ গ্রহণ করলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সর্বানুভূতি [স] *বি* সব ধরনের অনুভূতি। 'ইন্দ্রিয়ের সর্বানুভূতির ক্ষয় করে ফেলে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সর্বান্তঃকরণ, সর্ব্বান্তঃকরণ [স] *বি* সমস্ত মন। 'আমাদের সর্বাঙ্গ সর্বান্তঃকরণ ... আহ্লাদে আগাগোড়া টল-টল থল-থল করে দুলে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সর্বান্তঃকরণে, সর্ব্বান্তঃকরণে [স] ১ *ক্রিবিণ* আন্তরিকভাবে। 'সত্যকথন সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বথা আবশ্যক হইয়াছে।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *ক্রিবিণ* সমস্ত অন্তর দিয়ে। 'সর্বান্তকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *ক্রিবিণ* মনেপ্রাণে। 'নীতিগুলির আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

সর্বান্তকারী, সর্ব্বান্তকারী [স] *বিণ* পুরোপুরি শেষ করতে পারে এমন। 'এইরূপ সর্ব্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সর্বাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা [স] ১ *বিণ* সবচেয়ে। 'সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে এই ক্রিয়া আবশ্যক।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫; 'এই অনুগ্রহ সর্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* সবচেয়ে ভালো। 'হিন্দুরদের উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণায়ক সর্ব্বাপেক্ষা যে দুই গ্রন্থ প্রামাণিক।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সর্বাবয়ব [স] *বি* সম্পূর্ণ দেহ। 'সর্বাবয়ব সুললিত গঠন ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সর্বাভীষ্ট, সর্ব্বাভীষ্ট [স] *বি* সকল ইচ্ছা। 'জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি হেতু যাহার স্মরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্বারম্ভে, সর্ব্বারম্ভে [স] ১ *ক্রিবিণ* সবার আগে। 'সর্বারম্ভে তথা গিআ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রিবিণ* সর্বপ্রথমে। 'সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্বারাধ্য, সর্ব্বারাধ্য [স] *বিণ* সকলের আরাধ্য। 'এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করে মানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এতদ্দেশীয় লোকেরা কেবল আলস্যের অনুগামী হইয়া সর্ব্বারাধ্য শিল্পবিদ্যার অনাদর করিতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

সর্বার্থ, সর্ব্বার্থ [স] *বি* সব প্রয়োজন। 'সংস্কৃত ... সুশোভন সর্ব্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সর্বার্থসাধক [স] *বিণ* সব রকমের উন্নতিসাধন করে এমন। 'বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তারা সর্বার্থসাধক অথবা বিপ্লবী ছিলেন না।' *শিব*, ১৯৫৬।

সর্বার্থে [স] *ক্রিবিণ* সকলের সঙ্গে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সর্বাশ্রয় [স] *বি* সবকিছুর আশ্রয়স্বরূপ। 'তুমি সর্বাশ্রয়, এ কি শুধু শূন্যকথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সর্বাস্বপহরণ, সর্ব্বাস্বপহরণ [স] *বি* সবকিছু অপহরণ। 'তাহাদের সর্ব্বাস্বপহরণ করিতে লাগিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

সর্বেন্দ্রিয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় [স] *বি* সকল ইন্দ্রিয়। 'সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্বেসর্বা, সর্ব্বেসর্ব্বা [স] ১ *বিণ* সর্বক্ষমতাসম্পন্ন। 'সমস্তের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা রাজা বসন্তরায়।' *রামরাম*, ১৮০১; 'তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* সর্বপ্রধান ব্যক্তি। 'চড়ে বসে নিহত বা নির্বাসিত স্বৈরীদের পাটে প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বেসর্বা যত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

সর্বৈব, সর্ব্বৈব [স] *বিণ* পুরোপুরি। 'তুমি তাকে বোলো সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সর্বৈশ্বর্যময়ী [স] *বিণ* সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী। 'আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সর্বৈশ্বর্যলব্ধ [স] *বিণ* সকল ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত। 'ভালোবাসার মধ্য দিয়ে যে সন্তান জন্ম লাভ করে, সে হয় সর্বৈশ্বর্যলব্ধ।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সর্বোজান [স সর্বজ্ঞ] *বিণ* সবজান্তা। 'তিনি সর্বোজান সকোলে জানন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সর্বোজিৎ [স সর্বজিৎ] *বিণ* সর্বজয়ী। 'তিনি আপনে সর্বোজিৎ ধর্মো রাজ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সর্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বোৎকৃষ্ট [স] *বিণ* সবচেয়ে ভালো। 'নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ মাত্রকে পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপ বিবেচনা করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'কলেজ হইতে উত্তীর্ণ উপাধিধারীদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে বাছিয়া লইয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সর্বোৎকৃষ্টতা, সর্ব্বোৎকৃষ্টতা [স] *বি* সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়ার গুণ। 'এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সর্বোত্তম, সর্ব্বোত্তম [স] *বিণ* সর্বশ্রেষ্ঠ। 'হেন কৃপাময় চৈতন্য না মানে যেই জন/ সর্ব্বোত্তম হইলে তারে অসুরে গণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সর্বোত্তম সেই এই বেদের প্রকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্বোদয় [স] *বি* সার্বিক উত্থান। 'রেনেসাঁস কি সর্বোদয়ের সমর্থক?' *শিব*, ১৯৫৬।

সর্বোদয়ী [স] *বিণ* সম্পূর্ণ উত্থান ঘটায় এমন। 'আমার মানবতন্ত্রী দর্শনের এবং সর্বোদয়ী দর্শনের অভিমুখ্য একই দিকে।' *শিব*, ১৯৫৬।

সর্বোন্নত [স] *বিণ* সবচেয়ে উন্নত। 'ব্রহ্মাণ্ড পর্যবেক্ষণার্থ ধবলগিরির সর্বোন্নত শিখর দেশে আরোহণ করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সর্বোপকারক, সর্ব্বোপকারক [স] *বিণ* সবার উপকার করে এমন। 'সর্ব্বোপকারক সমাচার ছাপাই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সর্বোপরি, সর্ব্বোপরি [স] ১ *ক্রিবিণ* সবার উপরে। 'শ্রীগদাধর দাশ শাখা সর্ব্বোপরি কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সবচেয়ে। 'সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্ব্বোপরি সুখোদিতা যে এক কবিতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *ক্রিবিণ* সবকিছুর উপরে। 'সর্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সর্বোর্ধ্ব, সর্ব্বোর্দ্ধ [স] *বিণ* সবচেয়ে উপরের। 'মনুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সর্বথা, সর্ব্বথা [স] ১ *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবে সর্বথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রিবিণ* সবকিছু। 'সর্বথা দিলাম মুষা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

AMARBOI.COM

সর্বথাএ [স সর্বথা>] ১ *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'প্রাণী হিংসে সর্বথাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রিবিণ* নিশ্চয়। 'গৌরব না করি কাটিব সর্বথাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সর্বথায় [স সর্বথা] *ক্রিবিণ* সব জায়গায়। 'সর্বথায় বিধাতা সৃজিলা অনুপাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সর্বদা, সর্ব্বদা [স] ১ *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্রব্যবহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চলন্ত নূপুর পায়ে রুনু ঝুনু করয়ে সর্বদা।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* সমস্ত সময়। 'তারাকে সর্বদার সঙ্গী হিসাবে পাইব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সর্বধরা *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'গড়ে ডিঙ্গা সর্বধরা হিরামুনী চন্দ্রতারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সর্বনাম, সর্ব্বনাম [স] *বি* (ব্যাকরণ) বিশেষ্যের বদলে ব্যবহৃত শব্দ। 'নানা সর্ব্বনাম ও ইঙ্গরেজী ধাতু।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সর্বমঙ্গলা [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'ফল মূল উপহার নৈবিদ্যে পাঞ্জলা করিআ পূজেন ঘটে সর্বমঙ্গলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সর্বর করা *ক্রি* রাজ্য শাসন করা। 'সর্বর করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সর্বিস [ই] *বি* বিভাগীয় চাকরি। 'গবর্নমেন্ট বা অন্য সর্বিসে না গিয়া।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সর্ভে [ই] *বি* জরিপ। 'আমাকে জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে লাগিয়ে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সর্ম্মন [স শর্ম্মণ] *বি* ব্রাহ্মণ। *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

সর্য্যা [স শয্যা] *বি* বিছানা। 'স্বামির সর্য্যাতে গিয়া গোপিনি সুতিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্ষপ [স] *বি* সরিষা। 'প্রধান শস্য ছোলা, তিল, সর্ষপ।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

সর্ষপতৈল [স] *বি* সরিষার তেল। 'মুসলমান ভ্রাতৃগণ নাসিকায় সর্ষপতৈল দিয়া দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত আছেন।' *প্রচারক*, ১৮৯৯। 'বিশুদ্ধ সর্ষপতৈল-সহযোগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সর্ষব [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'সর্ষব পুটলি ভরা বান্ধ্যা নিল কোল সরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সর্ষা [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'গুড় তিল মুগ মাষ গম সর্ষা কাপাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সর্ষে [স সর্ষপ] *বি* সরিষা – তেলবীজবিশেষ। 'সর্ষের মধ্যি ত্যাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'সরিষা – সর্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। 'পুকুরের ধারে ধারে সর্ষে খেতে পূর্ণ হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সর্ষে-ইলিশ *বি* সরিষা সহযোগে রান্না করা ইলিশ। 'বাঙালীর সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালী বিধবার নিরামিষ …।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সর্ষে ক্ষেত *বি* সর্ষের খেত। 'সর্ষে ক্ষেত ডুবিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সর্ষেখেত *বি* সরিষার ক্ষেত। 'তখন ছিল সর্ষে-খেতে ফুলের আগুন লাগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'পুকুরের ধারে সর্ষেখেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সর্ষে-পড়া *বি* মন্ত্রপূত সরিষা। 'ও ভূত সর্ষে-পড়া অনেক ধুনো/ দেখে শুনে হল ঝুনো।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সর্ষে হেরা *ক্রি* সর্ষে দেখা। 'ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সলখ *বি* বহু কামানের যুগপৎ গোলাবর্ষণ। 'কামানের হুড়হুদি … সলখে বাণের গড় হয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

সলগ্রাম [ফা শলগম] *বি* কপি জাতীয় সবজি। 'কোপি সলগ্রাম সলুপা পালঙ্গ …।' *কেরি*, ১৮০২।

সলজ্জ [স] *বিণ* লজ্জাযুক্ত। 'সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'জড়োসড়ো নির্বোধ কাঁচুমাচু ভাব কিচ্ছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সলজ্জভাবে [স] *ক্রিবিণ* লাজুকভাবে। 'হাসিতে হাসিতে সলজ্জভাবে দুই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'কুণ্ঠিতা তরুণী সলজ্জভাবে মাথা নাড়িল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সলজ্জশঙ্কা [স] *বি* সংকোচ ও সংশয়। 'সেই কবিতার মুকুলগুলি সলজ্জশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সলজ্জা [স সলজ্জ] ১ *বিণ স্ত্রী* লজ্জিত। 'বিবি এই কথা শুনিয়া সলজ্জা হইয়া পেটের ব্যথার ওজর করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* লাজুকতা। 'উষা-পদ্মিনীর ন্যায় সলজ্জায় ঈষৎ ফুল্লমুখী।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সলজ্জিত [স] *বিণ* লাজুক; লজ্জাযুক্ত। 'স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সলজ্জে *ক্রিবিণ* লজ্জাসহকারে। 'সলজ্জে স্বীকার করিতেছি, এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'রেণু সলজ্জে বলল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

সলতে [আ সলীতাহ্] *বি* প্রদীপ জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত পাকানো সুতা বা কাপড়। *ওর্স্টা*, ১৭৮৫; 'যে কাপড়ে সলতে পাকাতুম সে কাপড় যাদবের নাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'দাসীরা সন্ধেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে পাকাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সলতে-তার [আ সলীতাহ্+ফা তার] *বি* বৈদ্যুতিক বাল্‌বের ভিতরে প্যাঁচানো তার। 'বিজলি বাতির সলতে-তারের ভিতর দিয়ে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সলতেখাগী *বি* এক জাতের আম। 'পুঁটুদের সলতেখাগী-তলায়?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সলন [হি] *বি* তরকারি; ব্যঞ্জন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সলবন [স স-লবণ] *বিণ* লবণ-মিশ্রিত। 'সলবন মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সলভ [ই] *বি* সমাধান। 'প্রবলেমের পর প্রবলেম সলভ হইতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯১৩।

সলমাচুমকি [আ সলমা+চুমকি] *বি* সোনা বা রুপার চকচকে পাকানো বুটি-দানা। 'তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ করা ওড়না।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'সলমা-চুমকি-দেওয়া কিংখাবের পোশাক পরা।' *অবন*, ১৯৪১।

সলা[১] [স শলাকা] *বি* শলাকা। 'সকল গায়ে হানিল পীছার সলা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সলি [স শলাকা] *বি* শলাকা। 'সর সলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সলা[২] [আ শলাহ্] *বি* সন্ধি। 'বাদশাহের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি অর্থাৎ সলা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সলা পরামর্শ [আ শলাহ+স পরামর্শ] ১ *বি* মন্ত্রণা। 'উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বি* আলাপ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনা। 'কারো সাথে সলাপরামর্শ করেছেন বলে শুনিনি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সলা-মন্ত্রণা [আ শলাহ্+স মন্ত্রণা] *বি* পরামর্শ। 'লোকজনকে বাচ্চার বিরুদ্ধে লড়বার সলা-মন্ত্রণা দিচ্ছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সল্লা [আ শলাহ্] *বি* পরামর্শ। 'এ ব্যাপারে আমি কি সল্লা দিবার পারি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সলাওাত [আ সালামত] *বি* সলামত; সেলামি। '২১ একুষ টাকা সলাওাত সেলামী সব্ব দস্তবদস্ত লইয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

সলাকা [স শলাকা] *বি* কাঠি। 'লোহার সলাকা দিয়া লেখিল সত্বরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সলাঙ্গুল [স] *বিণ* লেজবিশিষ্ট। 'এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সলাজ [স সলজ্জ] *বি* লজ্জিত ভাব। 'সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সলিকা [আ সলীকাহ্] *বি* প্রতিভা। 'গৃহিণীকে স্বীয় সলিকা দেখাইতে হইবে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সলিতা [আ সলীতাহ্] *বি* পলিতা। 'সুপ্ত দীপের সলিতাতে গুপ্ত শিখা লাগল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সলিতালতা [আ সলীতাহ্+স লতা] *বিণ* সলতে রূপ লতা। 'সলিতালতা রূপসী পোড়ে নিবিড় তরী ভরে ...।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সলিল [স] *বি* জল; পানি। 'নানাবিধ জলচর বিমল সলিলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সলিলকণা [স] *বি* জলবিন্দু। 'তাতল উপল কোলে সলিলকণা।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

সলিল ছাওয়া *বিণ* জলপূর্ণ। 'আমি চেয়ে দেখি মোরও আঁখি সলিল-ছাওয়া।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সলিলধারা [স] *বি* জলধারা। 'আঁখির সলিলধারা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সলিলপ্রবাহ [স] *বি* জলস্রোত। 'একদিন এক নদীতীরে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন আর নয়নাসারে সলিলপ্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সলী [স শল্য] *বি* তির বিদ্ধ হওয়ার ব্যথা (এখানে রূঢ় বাক্যজনিত ব্যথা)। 'ধামালী বোলের পালাউক সলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সলুক [আ সুলূক] *বি* সদ্ভাব। 'জিন-পরীর সঙ্গে সলুক না থাকিলে মানুষ এত শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী হইতে পারে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সলুফা *বি* শাক বিশেষ। 'আনিয়া তুয়া সলুফা ঠেনঠেনি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সলুশন [ই] *বি* দ্রবণ। 'মেহদি-প্রলেপের সলুশন লাগিয়ে বিবিজানের কদম মোবারক মেরামত করা হল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সলো দ্র সওয়া

সলোম [স] *বিণ* লোমযুক্ত। 'পাখির পালক ও সলোম পশুচর্মের প্রতি অসভ্যদের একটু বিশেষ টান দেখা যায়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সল্প [স স্বল্প] *বিণ* ছোটো; অল্প। 'সেথায় এক সল্প স্থান।' *রামরাম*, ১৮০১।

সল্লভ [স] *বিণ* সাধু ব্যক্তির লভ্য। 'জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সল্লোক [স] *বি* সাধুব্যক্তি। 'তাহাকে সল্লোক জ্ঞান করিয়া যদি বল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সশঙ্ক [স] *বিণ* শঙ্কিত। 'অপরাধ বিনে পশু সদাই সশঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সশঙ্কচিত্তে [স] *ক্রিবিণ* ভীত হ'য়ে। 'আমি অবাক হইয়া নিস্পন্দশরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্রচরিতা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সশঙ্কিত [স] *বিণ* শঙ্কাযুক্ত; ভীত। 'মনে সশঙ্কিত রাখে লাউসেনের আগে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সশব্দ [স] *বিণ* শব্দযুক্ত। 'ওষ্ঠাধর কামড়িয়া সশব্দ বিকট দংষ্ট্র ভয়ানক বদন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সশব্দবিগলিত [স] *বিণ* শব্দ ক'রে গলে এমন। 'সশব্দবিগলিত-নবনী-সুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সশব্দে [স] *ক্রিবিণ* আওয়াজ ক'রে। 'তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সশরীর [স] *সর্ব* স্বয়ং; নিজে। 'সশরীরে পশিবে, সুমতি, তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সশরীরে *ক্রিবিণ* জীবিত অবস্থায়। 'যিশুখ্রীষ্টের জন্য মরণ ও সশরীরে স্বর্গারোহণ বৃত্তান্তে বিশ্বাস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪; 'সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সশস্ত্র [স] *বিণ* শস্ত্রসহ দিয়ে সজ্জিত। 'সশস্ত্র সার্জেন্ট-দল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সশস্ত্রে *ক্রিবিণ* অস্ত্রশস্ত্র সহকারে। 'সাহেব একজন মাত্র সিপাহী সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে বজরায় উঠিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সশিষ্য [স] *ক্রিবিণ* শিষ্যসহ। 'এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া .... উদর পুরিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

সশুর [স শ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর বাবা। 'সামী মোর দুরুবার সাশুড়ী সশুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সশৈল [স] *বিণ* পর্বতসহ। 'সশৈল কানন সিন্ধু ধরণী মণ্ডল/ যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সশ্রদ্ধ [স] *বিণ* শ্রদ্ধাশীল। 'Inhuman Nature-কে সশ্রদ্ধ হবার পক্ষে আমার কোথায় বাধে, তা উপরে ইঙ্গিতে জানিয়েছি।' *প্রমথ*, ১৯২১।

সশ্রম [স] *বিণ* শ্রমসহ। 'যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকর্মা, স্বার্থপর, জগৎসংসার তার সশ্রম কারাবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সশ্রম কারাদণ্ড [স] *বি* শ্রমযুক্ত কারাবাসের শাস্তি। 'শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিও না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সশ্রেণীয় [স] *বিণ* সমজাতীয়। 'আর্যদের সশ্রেণীয় বা সমকক্ষ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সষুধর [স শশধর] *বি* চাঁদ। 'রাধামুখমনি জেন ঘৃতে সষুধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সষুর [স শ্বশুর] *বি* শ্বশুর শব্দের বানানভেদ। *মেয়ের্স*, ১৭৭০; 'সষুর মহাসয় শ্রীচরনকমলেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সষুরবাটী [স শ্বশুরবাটী] *বি* শ্বশুরবাড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সষুরি [স শ্বশ্রূ] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর মা। 'সষুরির ননি দধি রাজার যুগান।' *মালাধর*, ১৫০০।

সসুর [স শ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর পিতা। 'সসুর সাসুড়ি স্মামি সভে নিসেদিল।' *মালাধর,* ১৫০০।

সষ্ট [স ষষ্ঠ] *বিণ* ছয় সংখ্যার পূরক। 'দত্তাত্রেয় মোহাজোগি সষ্ট রূপ ধরি।' *মালাধর,* ১৫০০।

সষ্টমেত [স ষষ্ঠত] *ক্রিবিণ* ষষ্ঠত। 'সষ্টমেত আর গুরু চন্দ্র মহাসয়।' *মালাধর,* ১৫০০।

সষ্টবান্নিত [স সৌষ্ঠবান্বিত] *বিণ* সুলক্ষণযুক্ত। 'বিসিষ্ট এবং সষ্টবান্নিত মেয়্যাটির সর্ব্বাংসে ষুন্দরি।' *ওর্সা,* ১৭৭৯।

সষ্টি [স ষষ্টি] *বিণ* ষষ্টি; ষাট। 'সষ্টি লক্ষ সহস্র জ্ঞানন্ত মহা সোলক।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

সষ্ঠি [স সৃষ্টি] *বি* সৃষ্টি। 'তিনি এক হইলে কি তিনি সষ্ঠি ছারা?' *আন্তোনিয়ো,* ১৭৪৩।

সস [ই] *বি* কোনো খাবারের স্বাদ-গন্ধ ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য এর সঙ্গে পরিবেশিত ঝোলজাতীয় চাটনিবিশেষ। 'বিস্তর টমাটো রস আর উস্টার সস।' *মুজতবা,* ১৯৪৯।

সসংকোচ [স] *বিণ* কুণ্ঠিত। 'তাঁরা অত্যন্ত সসংকোচ ভাবে থাকতেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

সসংকোচে, সসঙ্কোচে *ক্রিবিণ* কুণ্ঠিতভাবে। 'তখন রাজশ্যালক সসংকোচে কহিলেন, নহবত বসিবে নাকি?' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৭; 'অনভ্যস্ত সাজ লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত সসংকোচে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২; 'দেখিল তিলোত্তমা সসঙ্কোচে উঠিয়া যাইতেছে।' *বনফুল,* ১৯৩৬।

সসংজ্ঞ [স] *বিণ* সচেতন। 'রাজকন্যা পুনরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

সসক [স শশক] *বি* খরগোশ। 'সসক সৈলক গোধা নকুল শৃগাল।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সসঙ্কাত *বিণ* সহস্রাক্ষ। 'অসংঙ্কাত পানি পাদ সসঙ্কাত সির।' *মালাধর,* ১৫০০।

সসঙ্কল্প [স] *বিণ* সংকল্প আছে এমন। 'ধৌত ধুতি পরি সসঙ্কল্প গুণধাম।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০।

সসজ্জ [স] **১** *বিণ* সজ্জিত। 'সসজ্জ হইল যত রাজসেনাগণ।' *রূপরাম,* ১৭৫০। **২** *বিণ* সজ্জাযুক্ত। 'পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে, তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

সসত্ত্বা [স] *বিণ* অন্তঃসত্ত্বা। 'স্ত্রীলোকেরা যৎকালে সসত্ত্বা থাকে, তাহারদের তাৎকালিক মানসিক ভাবানুসারে সন্তানের শুভাশুভ প্রকৃতির উৎপত্তি হয়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯।

সসত্ত্বাবস্থা [স] *বি* গর্ভাবস্থা। 'পুত্তিকা-মহিষী সসত্ত্বাবস্থায় যাদৃশ অবস্থান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

সসন্তান [স] *ক্রিবিণ* সন্তানসহ। 'তিনি সসন্তানে আমাদের অনুবর্ত্তিনী হইবেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

সসময় [স] *ক্রিবিণ* যথাযথ সময়ে। 'সসময় মাফিক গুস্তান করিব।' *ওর্সা,* ১৭৭৯।

সসমারোহ [স] *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'সকলেই চায় সসমারোহ প্রকাশ।' *মোতাহের,* ১৯৫০।

সসমারোহে *ক্রিবিণ* আড়ম্বর সহকারে। 'রথ চলছে রাজপথ বেয়ে সসমারোহে।' *বুলবুল,* ১৯৩৬।

সসম্ভ্রম [স] **১** *বি* সম্ভ্রমযুক্ততা। 'অপ্রস্তুত মনে সমম্ভ্রমেতে বাহিরিয় বলিলেন।' *রামরাম,* ১৮০২। **২** *বিণ* ভদ্র। 'কাঁচুমাচু জড়োসড়ে নির্বোধ অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

সসম্ভ্রমে [স] **১** *ক্রিবিণ* সম্মানের সঙ্গে। 'সসম্ভ্রমে কালযাপন করিতে অসমর্থ হয়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮। **২** *ক্রিবিণ* কুণ্ঠার সঙ্গে। 'সুন (জনান্তিকে সসম্ভ্রমে) সখি! আমার অপরাধ হয়েছে।' *মাইকেল* ১৮৭৩।

সসম্মান [স] *ক্রিবিণ* মর্যাদাসহকারে। 'হেরম্বকে সে-ই সসম্মানে অভ্যর্থ করল।' *মানিক,* ১৯৩৫।

সসরসিংগ [স শশধরশৃঙ্গ] *বি* খরগোশের শিং। 'বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশে ফুলিলা।' *চর্যা ৪১,* ১২০০।

সসরি [স সৃ>] *ক্রি* শিথিল হয়ে। 'নীবী সসরি ভূমি পলি গেলি *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

সসর্জ্জমান *বিণ* সসজ্জিত। 'দিল্লীশ্বর সমস্ত সৈন্য সসর্জ্জমান হইয়া গৌ রাহি হইয়াছেন।' *রামরাম,* ১৮০১।

সসর্প [স] *বিণ* সাপযুক্ত। 'পুরুষসহবাস সসর্প গৃহে বাস অপেক্ষা ভয়ানক।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

সসহর [স শশধর] *বি* শশধর। 'কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।' *চর্যা ১৮* ১২০০।

সসহায় [স] *ক্রিবিণ* সাহায্যকারীসহ। 'যুধিষ্ঠিরাদি আসিয়া সসৈন্য সসহা দুর্যোধনাদিকে যুদ্ধে নষ্ট করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০।

সসা[1] [স শশ] *বি* খরগোশ। 'সসা জেন মসাগুলা জলৌকা ফুল্লরগুওকার *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সসারু [স শশ] *বি* খরগোশ। 'সসারু হরিণ বরা লতাপাশে বান্ধে ঘ আইসে মহাবীর ভার করি কান্ধে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সসা[2] [স শস্য] *বি* সবজিবিশেষ। 'ইহার বীচি ঢের পাইব কিন্তু লাউ স ছীম।' *কেরি,* ১৮০২।

সসাগরা [স] *বিণ* সাগরসহ। 'সসাগরা শৈল মহী করে টলমল।' *কৃষ্ণদা* ১৫৮০; 'সসাগরা ধরা নিজে করিল শাসন।' *বঙ্কিম,* ১৮৬০; ' ব্যক্তি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে।' *রোকেয়া,* ১৯০৭।

সসাজ [স সসজ্জ] *বিণ* সজ্জিত। 'চড়িবারে দিল তারে সসাজ বারণ *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সসাড় *বিণ* সাড়া দেয় এমন। 'সসাড় ও অসাড় বলিয়া দুইভাগে বিভ করা হইয়াছে।' *জগদীশ,* ১৯১৬।

সসান [স শ্মশান] *বি* শ্মশান। 'ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড় এ ঘর সসান সমান।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সসাবধান [স] *বিণ* সতর্ক অবস্থায় আছে এমন। 'সসাবধানে রাজা রক্ষার্থে নিযুক্ত।' *রামরাম,* ১৮০১।

সসার [ই] *বি* ছোটো থালা; পিরিচ। 'নবমী চাঁদের সসারে ও কে গে চাঁদনি-শিরাজি ঢালি।' *নজরুল,* ১৯২৮।

সসি, সসী [স শশী] *বি* চাঁদ। 'সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।' *চর্যা ১* ১২০০; 'পুনু আনন পুনিম সসী।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

সসিরেখ [স শশীরেখা] *বি* চন্দ্রকলা। 'কইসে নুকাএত গি সসিরেখ।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

সসীম [স] **১** *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'আমরা সসীম সে সম্পর্কে কাহারও কো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* সীমিত। 'আইন-সভার স্বাধীনতা অসীম হওয়া উচিত; অসীমই ছিল, কিছুকাল হইতে স্টেট সেক্রেটারি সংকল্প করিয়া সসীম করিতে বসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বি* সীমা আছে যার। 'সসীমকে ও অসীমকে গায়ে গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'অসীম ভাণ্ডার সসীম হইয়াছে।' *শরৎ*, ১৯১৩।

সসীমতা [স] *বি* সীমাবদ্ধতা। 'বস্তুতন্ত্রের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তার বাহ্যপ্রকাশের পরিমাপ্যতা অর্থাৎ তার সসীমতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

সসেজ [ই] *বি* মাংসের পুর দেওয়া অনেকটা কলার মতো আবারণযুক্ত ভেজে খাওয়ার খাদ্যবিশেষ। 'জর্মন নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সসেমিরা [স] *বিণ* হতভম্ব। 'প্রতিপক্ষকে একেবারে সসেমিরা বানিয়ে ছাড়তেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সসৈন্য [স] *ক্রিবিণ* সৈন্য সমেত। 'সসৈন্য সহিতে মুহম্মদক ধরিমু।' *সুলতান*, ১৭০০।

সসোধর [স শশধর] *বি* চাঁদ। 'তারাগন বেষ্টিত জেন সসোধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সস্তা [ফা সস্ত] ১ *বিণ* সুলভ। 'যখন যে বস্তু অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাকে সুলভ বা সস্তা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* তুচ্ছ। 'সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* সহজেই মেলে এমন। 'তাঁরও যদি হয় মোর অবস্থা সুযশ হবে না এমন সস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৪ *বিণ* নিম্নমানের। 'তা অপর্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন ও প্রতিভাহীন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সস্তাই [ফা সস্ত] *বি* সুলভতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সস্তা-গণ্ডা *বি* অল্প দামে পাওয়ার অবস্থা। 'আগে সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সস্তাগোছের *বিণ* নিম্নমানের। 'এমনকি অরুন্দাকে জড়াইয়া একটা সস্তাগোছের কাব্য করিতেও মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সস্তাদর [ফা] *বি* কমদাম। 'গলির ভিতরে সস্তাদরের একটা হোটেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

সস্তাদরে *ক্রিবিণ* কম পরিশ্রমে। 'অনেকে পুরাতত্ত্ব চর্চা করিয়া সস্তাদরে নাম কিনচে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সস্তেন [স স্বস্ত্যয়ন] *বি* স্বস্ত্যয়ন। 'কালীঘাটে সস্তেনকালভৈরবের স্তব পাঠ তুক তাক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সস্ত্যয়ন [স স্বস্ত্যয়ন] *বি* পাপমুক্তি; আপদ দূরীকরণ। 'আপনে কৃপাবান হইএগ্রা সস্ত্যয়ন করিবেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৫৫।

সস্ত্রীক [স] *বিণ* স্ত্রীসহ। 'সস্ত্রীক স্বর্ণকারকে ... আহ্বান করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

সস্থান [স স্বস্থান] *বি* নিজের বাড়ি। 'সকলে সস্থানে প্রস্থান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সস্নেহ [স] *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'গৃহস্বামিনী সস্নেহ বচনে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সস্নেহে *ক্রিবিণ* স্নেহের সঙ্গে। 'উভয়ে একত্র হইলে ... সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সস্বাভাবিক [স] *বিণ* স্বাভাবিকভাবে হয় এমন। 'পাঠান আমলেই বাংলা ভাষার সবচেয়ে বেশী সস্বাভাবিক পুষ্ট হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সস্মিত [স] *বিণ* মৃদু হাসিযুক্ত। 'যে-কোনো বস্তুর থেকে পেতেছে সস্মিত সম্মান।' *জীবন*, ১৯৩০; 'সস্মিত আননে তাহার সাঁতার কাটা দেখিতে লাগিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সস্য [স শস্য] *বি* শস্য। 'কপিলা হরিব ক্ষীর সস্য বসুমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সস্যদাতা [স শস্যদাতা] *বি* শস্যদানকারী। 'কেহো ব্রহ্মা কেহো হৃতা কেহ সস্যদাতা।' *মালাধর*, ১৫০০।

সহ[১] [স] ১ *অব্য* সঙ্গে। 'মলয়পবন সহ ভেল অনুরাগ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* সঙ্গী। 'প্রতিদিন শত শত নব নব ফুল যত ফুটিবেক, তোরি সহ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সহ-অধ্যয়ন [স] *বি* ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে লেখাপড়া; সহশিক্ষা। 'সহ-অধ্যয়ন বা কো-এডুকেশন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সহঅবস্থান [স] *বি* একত্র অবস্থান। 'শান্তি ও সহঅবস্থান আমরাও চাই।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

সহকর্মিণী, সহকর্ম্মিণী [স] *বি স্ত্রী* একই সঙ্গে একই কাজ করে যে। 'সুরুচিসম্পন্না নারীকে সহকর্ম্মিণীরূপে সকল মার্জ্জিতরুচি পুরুষ মাত্রই কামনা করিয়া থাকেন।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'নোয়াখালী ফ্রন্টের অকপট সহকর্মিণী এই নারী মহাত্মাজীর সাথে বহুবার একত্রে অনশন ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সহকর্মী [স] ১ *বি* একই অফিসে কর্মরত ব্যক্তি। 'ওঁর উপরিওয়ালা বা সহকর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ২ *বি* সহযোগী। 'মজিদ হালিমের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সহকার [স] *বি* সহায়তা। 'যাঁহার সহকার ভিন্ন সৃষ্টির উপক্রমই অসম্ভব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'সহজে সুখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ, আদ্য তায় করে সহকার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সহকারি [স সহকারী] ১ *বি* সাহায্যকারী। 'ফ্রি স্কুলের শিষ্টবিশিষ্ট সহকারিরদের মধ্যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* সহকর্মী। 'ডাক্তর কেরি এবং ওয়ার্ড সাহেবের সহকারি শ্রীরামপুরস্থ ডাক্তর মার্সমন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সহকারিতা [স] *বি* সহযোগিতা। 'সহকারিতা করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা যে প্রকারে পূর্ণ হয় তাহা আমি করিব।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

সহকারিত্ব [স] *বি* সহকারীর কাজ। 'মিথ্যা সহকারিত্ব ব্যাতিরেকে ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

সহকারী [স] ১ *বি* সহায়তাকারী। 'পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কি পর্য্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তির ...।' *রামমোহন*, ১৮২৩; 'তাঁহাদের সহকারিবর্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* সহকর্মী। 'তিনি রক্সবার ও ড্যুকানন ও হারউইক ও উয়ালিক সাহেবের সহকারী ও মিত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সহকারী সম্পাদক [স] *বি* সম্পাদকের কাজে সাহায্যকারী ব্যক্তি। 'বড়োলাট ছোটোলাট সম্পাদক সহকারী সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহকারে [স] *ক্রিবিণ* সহযোগে। 'এ কলেতে যদি বাবু কাবু না হয় তবে কাল সহকারে সকার বকারেই নির্ভর করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সহকার্য, সহকার্য্য [স] *বি* সহায়তা। 'তবে পরস্পর সহকার্য্য করিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সহগত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুসমাজ) স্বামীর চিতায় আরোহণ করে মৃত্যুবরণে উদ্যত। 'আপন স্বামির শবসহ সহগত্রী হইতে উদ্যতা।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্পণ, ১৮২৬।

সহগমন [স] *বি* (হিন্দুসমাজ) মৃত স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন। 'তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সহগমনেচ্ছুকা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুসমাজ) স্বামীর চিতায় আরোহণ করে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক। 'সহগমনেচ্ছুকা গৃহিণীকে বিশেষ সাবধানপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সহগমনোদ্যতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীর মৃত্যুর পরে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক। 'যদিও সহগমনোদ্যতা স্ত্রী কিঞ্চিৎকাল অনাহারেও ছিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সহগামিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* সহমরণে গমনকারী। 'বসন্তরায়ের স্ত্রী সহগামিনী হওনের উদ্‌যোগি হইতে মুণ্ড আনয়ন করিতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ স্ত্রী* সঙ্গী। 'জীবনের চলার পথে মেয়েরা আজ পুরুষের সহগামিনী।' *বেগম*, ১৯৭১।

সহগামী [স] *বিণ* সহযাত্রী। 'সময় ক'রে উঠতে পারলে খোকা-খুকুর সফরে মায়েদের সহগামী হ'ন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সহচর [স] *বি* সঙ্গী। 'নাহি কেহ সহচর অসুর দেবতা নর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সহচরি [স সহচরী] **১** *ক্রিবিণ* সহযোগে। 'সপ্ত প্রথমেত জজ্ঞ রূপ দক্ষিনা সহচরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সঙ্গী। 'তবু যদি সহচরি, মনকে কঠিন করি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

সহচরী [স, সখো সহচরি] **১** *বি* সঙ্গী। 'চল সহচরী সবে।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০। **৩** *বি* সখী। 'চামর বাতাস দিব হয়্যা সহচরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সখীকে কহিলেন, সহচরি!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সহচারিণী [স] *বি স্ত্রী* সঙ্গী। 'আপন আপন সহচারিণী অর্থাৎ ছুকরী সঙ্গে লইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সহজীবন [স] *বি* একত্রে জীবন ধারণ। 'সহমরণ নয়, সহজীবন লাভ কর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সহদুঃখী [স] *বিণ* কারো দুঃখে একইরকম ব্যথিত। 'ঈশ্বরকে সহপথিক বলা হয়নি ... কিন্তু সহদুঃখী বলা হয়েছে একাধিকবার।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সহধর্মিণী, সহধর্ম্মিণী [স] **১** *বি স্ত্রী* পত্নী। 'অশ্রুপূর্ণ নয়নে সহধর্মিণীকে কহিল, যদি তুমি সচ্ছন্দ মনে পুত্রপ্রদান কর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ স্ত্রী* (সঙ্গীত) সমধর্মবিশিষ্ট। 'মুলতানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিণী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সহধর্মী [স] *বি* একই ধর্মাবলম্বী। 'সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সহনাগরিকত্ব [স] *বি* একই দেশের নাগরিকত্ব। 'তার স্থান বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সহনাগরিকত্ব আজ আসিয়া দখল করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

সহপথিক [স] *বি* সহযাত্রী। 'খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে সহপথিক বলা হয়নি বোধকরি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সহপাঠিকা [স] *বিণ স্ত্রী* এক শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী। 'হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সহপাঠিনী [স] *বি স্ত্রী* একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে যে। 'সে সন্ধ্যায় সহপাঠিনীও ফাঁকি দিয়ে আমার মুখরক্ষার সুবিধা করে দিয়েছিল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৫।

সহপাঠী [স] *বি* এক শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী। 'তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সহবন্দিনী [স] *বি স্ত্রী* একসঙ্গে বন্দী। 'আয়েদা অন্যান্য সহবন্দিনীদের দিকে তাকালে ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

সহবাস [স] **১** *বি* একত্রে বসবাস। 'সাধু সঙ্গে সহবাসে পুরুষ-পরশরসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* একত্রে অবস্থান। 'পণ্ডিত-লোকেরদের সহবাস ও শাস্ত্রানুশীলন করিলা না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৩** *বি* সান্নিধ্যগ্রহণ। 'অন্য পুরুষাবলোকন ও সহবাস।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'মতিলাল যেমন বাপের বেটা – যেমন সহবাস পাইয়াছিল ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* যোগাযোগ। 'ইঙ্গরেজী উত্তম জ্ঞানেন ও ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৫** *বি* সঙ্গম। 'তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীর সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সহবাসযোগ্য [স] *বিণ* একসঙ্গে বাস করা যায় এমন। 'খুঁজে যমলোক তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সহবাসসুখ [স] *বি* সান্নিধ্য। 'তব সহবাসসুখে বঞ্চিত সে হেতু।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সহবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* সঙ্গী। 'স্ত্রী জাতি পুংজাতির সহবাসিনী।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

সহবাসী [স] *বিণ স্ত্রী* একসঙ্গে বাস করে এমন। 'তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সহমরণ [স] *বি* মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় মৃত্যু বরণ। 'সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে ...।' *রামমোহন*, ১৮১৮।

সহমরণ-প্রথা [স] *বি* (হিন্দুসমাজ) স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে এক চিতায় স্ত্রীর জীবন ত্যাগ করার প্রথা। 'হিন্দু সমাজে সহমরণ-প্রথা প্রথমে বিদ্যমান ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সহমরণোদ্যতা [স] *বিণ স্ত্রী* সহমরণে যেতে উদ্যোগী। 'নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারি জন সহমরণোদ্যতা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সহমর্মী [স] *বিণ* সমব্যথী। 'পুরোনো গাছের সাথে সহমর্মী।' *জীবন*, ১৯৪০।

সহমৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেছে এমন। 'প্রাতঃকালে মোং চাতরার ঘাটে সহমৃতা হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সহমৃত্যু [স] *বি* সহমরণ। 'মৈলে স্বামীর সঙ্গে সহমৃত্যু যাইবা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সহযাত্রিণী [স] *বিণ স্ত্রী* একই সঙ্গে গমনকারী। 'ও তো আমার সহযাত্রিণী!' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সহযাত্রী [স] *বিণ* একসঙ্গে গমনকারী। 'সহযাত্রী বণিকেরা তাঁহার ... গ্রন্থাদি সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি করে জাহাজের ডেক-এ নিয়ে গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সহশিক্ষা [স] *বি* ছেলেমেয়ে এক প্রতিষ্ঠানে একত্রে শিক্ষা। 'সহশিক্ষার নামে স্কুল-কলেজগুলিকে প্রেমাভিনয়ের ...।' *এসলাম*, ১৯৩৩; 'এখানে অবিশ্যি সহ-শিক্ষার কথা এসে পড়ে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সহ-শিক্ষামন্ত্রী [স] *বি* শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধস্তন মন্ত্রী। 'উত্তরে সহ-শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহ-শিক্ষায়তন [স] *বি* ছাত্র ও ছাত্রীরা একসঙ্গে লেখাপড়া করার প্রতিষ্ঠান। 'সহ-শিক্ষায়তনে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহযোগিতা বিস্তার লাভ করে না।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সহসদ্ভাব [স] *বি* বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। 'পরস্পরের সহসদ্ভাবে অবস্থান প্রমাণীকৃত হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সহসভানেত্রী [স] *বি* সংগঠনের সহকারী সভাপতি। 'সভানেত্রী – মিসেস এম আজিম ...।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'সংসদের সহসভানেত্রী আনোয়ারা বেগম।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সহ-সম্পাদিকা [স] *বি স্ত্রী* সম্পাদকের সহকারী। 'সহ-সম্পাদিকা অভ্যর্থনা কমিটি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সহ-সেনাপতি [স] *বি* সহকারী সেনাপ্রধান। 'সেনাপতি, সহ-সেনাপতি, অশ্বারোহী, পদাতিক – জয়-পরাজয় কারো ইচ্ছাধীন নয়।' *মুনীর*, ১৯৬১।

সহাধ্যায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* সহপাঠী। 'নিশি প্রফুল্লের এক প্রকার সহাধ্যায়িনী ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সহাধ্যায়ী [স] *বি* সহপাঠী। '... আর, তাঁহার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, ইহাতে সহাধ্যায়ীরা আপনাদিগের শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সহাবস্থান [স] *বি* ভিন্ন মতাবলম্বীদের পাশাপাশি অবস্থান। 'ফ্রয়েড, কার্ল মার্কস, রিল্কে, ডস্টয়ভস্কির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ছিলো না বাধা কোনো।' *শামসুর*, ১৯৭২।

সহ[২] *বিণ* সহ্য করার মতো। 'তা সে সহই হোক আর অসহই হোক।' *বেগম*, ১৯৫০।

সহওঁ *দ্র* সহা

সহকার[১] [স] *বি* আমগাছ। 'কোকিল কুহলে বসী সহকার ডালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহকার[২] *দ্র* সহ[২]

সহজ[১] [স] **১** *বিণ* বাধাহীন। 'খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো।' *চর্যা* ১৯, ১২০০। **২** *বি* স্বভাব। 'সহজে রূপসী নব যুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* অবলীলা। *ভবানী*, ১৮২৩। **৪** *বিণ* নির্দোষ। 'য়ুরোপের সাহিত্য হইতে সহজ আনন্দ সরল শান্তির গান একেবারে নির্বাসিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৫** *বিণ* স্বাভাবিক। 'সহজ দিনের ছায়া ম্লান হয়ে যাবে।' *আহসান*, ১৯৪৪।

সহজ অবস্থা [স] *বি* স্বাভাবিক অবস্থা। 'আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনোই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহজগোচর [স] *বিণ* সহজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। 'মন আমাদের সহজগোচর নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহজতা [স] *বি* স্বাভাবিকতা। 'স্থায়িত্বের পক্ষে সহজতা সরলতা সৌন্দর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহজত্ব [স] *বি* সরলতা। 'কেবল মিষ্টত্বের বা সহজত্বের জন্য কোন ভাষা দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে নাই।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১; 'নিজের প্ল্যানের অত্যন্ত সহজত্বের প্রতি অনুরাগ-বশত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সহজপটুত্ব [স] *বি* অনায়াস দক্ষতা। 'যে-সব আবরণকে সহজপটুত্বে আভরণ করে তুলেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সহজপ্রবৃত্তি [স] *বি* সহজাত প্রবৃত্তি। 'পরিবার ও আত্মরক্ষার জন্য সকল সময়ই তাদের সহজপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে চলতে হয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সহজপ্রাপ্য [স] *বিণ* সহজেই পাওয়া যায় এমন। 'সহজপ্রাপ্য বিলাতি জিনিসের পক্ষে আবশ্যকতার দোহাই চলতে পারে।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'সহজপ্রাপ্য আমলকী হরীতকী আনিয়া দিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহজবস্তু [স] *বি* মূল বক্তব্য; আসল কথা। 'সহজবস্তু না যায় লিখন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সহজবাদী [স] *বিণ* সহজেই সবকিছু মেনে নেয় এমন। 'মানুষ শত সহজবাদী, সুবিধেবাদী স্বাভাবিক হলেও ... ব্যথা পায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

সহজবুদ্ধি [স] **১** *বি* সহজাত বুদ্ধি। 'সকল দেশেই দর্শন-বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের সহিত মনুষ্যসাধারণের সহজবুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের একটা তুলনা করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৯২০। **২** *বি* সাধারণ বুদ্ধি। 'মেয়েদের সহজবুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সহজবুদ্ধিলব্ধ [স] *বিণ* সহজাত বুদ্ধি থেকে প্রাপ্ত। 'সকল দেশেই দর্শন-বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের সহিত মনুষ্যসাধারণের সহজবুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের একটা তুলনা করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সহজবোধ [স] *বিণ* সহজে বুঝতে পারা যায় এমন। 'যে কোনো সাধারণ শিক্ষিত বধূর মতো সহজবোধ জিনিস নিয়ে সে খুশি।' *জীবন*, ১৯৩২।

সহজবোধ্য [স] *বিণ* সহজে বোঝা যায় এমন। 'তার উপর আবার সহজবোধ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'সহজবোধ্য অসংখ্য বই ও পত্রিকা সংগ্রহ করা হয়।' *বেগম*, ১৯৫০।

সহজলব্ধ [স] *বিণ* সহজলভ্য। 'আমাদের জন্য সুযোগটাকে সহজলব্ধ না করিতে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

সহজলভ্য [স] *বিণ* সুলভ; সহজে লাভ করা যায় এমন। 'যে বস্তু যে দেশে সহজলভ্য ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সহজলভ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সহজে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে এমন। 'সহজলভ্যা স্ত্রীর পরস্ত্রীর সুদূর দুর্ভেদ্য রহস্যময় রূপ প্রথম কদিন দেখতে পেল সুব্রত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সহজসাধ্য [স] *বিণ* অনায়াসে সম্পন্ন করা যায় এমন। 'যদি কেবল দেশের জন্য ফণ্ড সংগ্রহ করা হয় ও বাংলা দেশের অভাবের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহা হইলে সহজসাধ্য ও সম্ভবপর হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'যার যেটা নিকটবর্তী, যার যেটা সহজসাধ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সহজানন্দ [স] *বি* সহজ আনন্দ। 'সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

সহজে *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'সহজে থির করী বারুণি সান্ধে।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

সহজ[২] [স] *বি* (সংগীত) শুদ্ধ স্বর; কড়ি অথবা কোমল নয় এমন স্বর। 'এ প্রণালীতে সহজ ও কোমল তীব্র সকল সুরই এক এক পূর্ণ সুর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সহজাত [স] **১** *বিণ* জন্মগত। 'অনেক অভিব্যক্তিবাদীদের মতে সহজাত সুবিধাগুলি জীবরাজ্যে স্থায়ী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* স্বাভাবিকভাবে জাত; মৌলিক। 'বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩; 'পরিবারসুলভ সহজাত একটা অভিমান রয়েছে তার।'

AMARBOI.COM

জীবন, ১৯৩২। ৩ *বিণ* স্বভাবগত। 'বৃদ্ধ বয়সের সহজাত ধর্ম।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সহজিয়া ১ *বি* লোক-ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। 'তাহারা কর্ত্তাভজা ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব।' *ছোলতান*, ১৯২৩। ২ *বিণ* সহজ পথের। 'বিষয়টা এই যে, স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ৩ *বি* সাধন পদ্ধতিবিশেষ। 'সহজিয়া – বাউলের দেশ এ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সহজী *বি* বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশেষ। 'সহজী সম্প্রদায়ের মত অতি নিগূঢ় ও অতীব উদার।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সহদ [আ শহদ] *বি* মধু। 'ইমামের কথা যে সহদ সাগর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সহদর [স সহোদর] *বি* এক মায়ের গর্ভজাত ভাই। 'তুমি জেষ্ট সহদর জুকতি পরিণয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সহন [স] *বি* সহ্যকরণ। 'আসত নিফল দুখ সহন না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহনশক্তি [স] *বি* সহ্য করার ক্ষমতা। 'বিধাতা তারই তুল্য সহনশক্তিও আমাকে দিয়েছিলেন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

সহনশীল [স] *বিণ* সহিষ্ণু। 'কৃষকেরা অতিশয় শ্রমপরায়ণ ক্লেশসহনশীল ও নিরীহ।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

সহনশীলতা [স] *বি* সহিষ্ণুতা। 'সহনশীলতার গণ্ডী তাহাকে কোনপ্রকারে কোনদিকে সঙ্কুচিত করিল না।' *তারা*, ১৯৪২।

সহনশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* সহ্য করার করার উপযুক্ত। 'মা যদি সহনশীলা ও উদার মতাবলম্বী হন।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সহনাতীত [স] *বিণ* সহ্য করা যায় না এমন। 'এ তিরস্কার সহনাতীত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সহনীয় [স] ১ *বিণ* সহ্য করা যায় এমন। 'সহনীয় না হয় সতীর।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* নরম। 'পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বললুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সহনীয়তা [স] *বি* সহ্য করার অবস্থা। 'সহনীয়তার সীমা পার হয়ে গেছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সহবত, সহবৎ [আ সুহবত] ১ *বি* ভব্যতা। 'তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* আবদ-কায়দা। 'দাদামশায় তাকে ... সহবৎ শিক্ষা দেন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সহবতি [আ সুহবতী] *বিণ* সঙ্গী। 'চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

সহবহি দ্র **সহা**

সহযোগ [স] ১ *বি* যৌনমিলন। 'স্ত্রীজাতির পুরুষসহযোগ ব্যতীত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হওয়া অসম্ভব নহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* সহযোগিতা। 'গদ্যপদ্যের সহযোগ-ব্যতীত কখনো কোনো সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সহযোগকামী [স] *বিণ* সহযোগিতা করতে চায় এমন। 'মোছলেম লীগ যে-কোনো এক বা একাধিক সহযোগকামী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

সহযোগি [স সহযোগী] ১ *বিণ* সাহায্যকারী। 'আমারদের সহযোগি কলিকাতাস্থ প্রিয় সাহেবেরা উক্ত বিদ্যালয়ের ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বিণ* সহযোগী। 'সহযোগি মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সহযোগিতা [স] *বি* সাহায্যতা। 'সমাজের নিম্নস্তরেই দেখা যায় চাষাদের মেয়েরা কৃষিকার্যে পুরুষের সহযোগিতা করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'আজ ইংরাজের সহযোগিতা বর্জন করিতেছি।' *নজরুল*, ১৯২২; 'উভয়কেই আকর্ষণীয়তা, আদর্শ-পরায়ণতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা শিখিতে হইবে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সহযোগিতামূলক [স] *বিণ* সহায়তাকারী। 'বিত্তবান ব্যক্তিগণ সহযোগিতামূলক যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

সহযোগী [স] ১ *বিণ* সমমনা। 'বরটির নাম প্যারীমোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* সহযোগিতা করেন যিনি। 'আমরা সহযোগীর সহিত একমত।' *আজাদ*, ১৯৩৭। ৩ *বি* সহকর্মী। 'আমাদের একজন বিজ্ঞ সহযোগী কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছেন ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

সহযোগী সম্পাদক [স] *বি* সম্পাদককে সহযোগিতা করেন এমন ব্যক্তি। 'সহযোগী সম্পাদক মৌলভী নবী নেওয়াজ খান এম-এ।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮।

সহযোগে [স] ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'দিব্ব নারি সহযোগে দিব্ব অলঙ্কার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্গে নিয়ে। 'কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৩ *ক্রিবিণ* যুক্ত হয়ে। 'পিতা মাতার শুক্র শোণিত সহযোগে মনুষ্যের সৃষ্টি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সহরূপ [স] *বিণ* সহর্ষ; আনন্দিত। 'এতেক বচন ভূপ শুনে হয় সহরূপ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সহয় দ্র **সহা**

সহর [ফা শহর] *বি* শহর। 'সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সহরতলি, সহরতলী *বি* উপশহর। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সহরতলীতে রায় সাহেবের ট্যানারী খ্যাতিলাভ করেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

সহরপনা *বিণ* শহর রক্ষার জন্য চতুর্দিকে ঘেরা প্রাচীর আছে এমন। 'চৌদিগে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

সহরবদর *বিণ* শহর ত্যাগ করেছে এমন। 'সহরবদর হইয়া জাইব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সহরবাসী *বিণ* নগরবাসী। 'সহরবাসী লোকের ধান্য চাল অবধি যাবদীয় সামিগ্রি।' *রামরাম*, ১৮০১।

সহরিআ *বিণ* শহুরে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সহরে সহরে *ক্রিবিণ* শহর থেকে শহরে। 'জয়২ কার ধ্বনি দিয়া ঢেঁড়ি মারিল সমস্ত সহরে২।' *রামরাম*, ১৮০১।

সহরত [আ] *বি* ইশতেহার; প্রচার। 'বড় ছোট লোককে সহরত দেওয়া জাইতেছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

সহরদ্দ [ফা সর+আ হদ্দ] *বি* সীমানা; সরহদ্দ। 'ক্ষমতার সহরদ্দ সঙ্কীর্ণ হতে ঘরের দোরগোড়ায় এসে ঠেকেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সহরিষ [স সহর্ষ] *বিণ* আনন্দিত। 'আমিনার সনে রতি ভুঞ্জিলেন্ত মহামতি সহরিষ হইয়া বিশেষ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সহলে সহলে [আ সহল>] *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সহশ্র [স সহস্র] *বিণ* হাজার হাজার; হাজার সংখ্যক। 'সহশ্রেক ছত্রধারী অধিক তাহান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহসা [স] *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'সহসা সুদূর হতে অচেনা পাখির গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সহসাত [স সহসাৎ] *ক্রিবিণ* শীঘ্র। 'জন্মান্তরে বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈতে সহসাত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সহসোত্থিত [স] *বিণ* হঠাৎ-ওঠা। 'অন্ধকারে সহসোত্থিত দিবাকরের মত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সহস্র [স] ১ *বিণ* হাজার। 'ষোল সহস্র তোর সখিগণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তিনক্রোশ পথ হইল সহস্র যোজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অসংখ্য। 'সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সহস্রগুণে [স] *ক্রিবিণ* হাজারগুণে। 'ন্যায়পথাশ্রয়ী সরলস্বভাব কৃষক, অন্যায়োপজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয় ও পূজনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সহস্রঘ্নী [স] *বিণ* একসঙ্গে অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ করতে পারে এমন। 'আজ ঠিক যে-সময়টাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারবার জন্যে সহস্রঘ্নী যন্ত্রের উদ্ভাবন হচ্ছে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সহস্রচক্ষু [স] *বিণ* গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন; হাজার চক্ষুবিশিষ্ট। 'লোকে বলে বিজ্ঞজন সহস্রচক্ষু।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সহস্রদল [স] *বি* পদ্ম; সহস্র পাপড়িবিশিষ্ট। 'সহস্রদল কিরণ বিথারি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সহস্রধা [স] *বি* হাজার ভাগ। 'অপরিসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে চতুর্দিকে সহস্রধা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহস্রফণা [স] *বিণ* হাজার ফণাবিশিষ্ট। 'সহস্রফণা বাসুকির সম বহ্নি সে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সহস্রবৎসর [স] *বি* হাজার বছর; অসীম সময়। 'সহস্রবৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সহস্রবার [স সহস্র+ফা বার] *ক্রিবিণ* অনেকবার; অজস্রবার। 'সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সহস্রবিরোধপূর্ণ [স] *বিণ* অসংখ্য সংঘাতবিশিষ্ট। 'জীবনের সহস্রবিরোধপূর্ণ সমস্যার সমন্বয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সহস্রলোচন [স] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'রাজ্য দেখে সহস্রলোচন যদি হয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সহস্র সহস্র [স] ১ *বিণ* হাজার হাজার; অসংখ্য। 'সহস্র সহস্র লোক এক নায় চড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* হাজার হাজার। 'সহস্র সহস্র লোক বসি স্থানে স্থানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সহস্রাংশ [স] *বি* হাজার ভাগ। 'ইংলণ্ড দেশের সহস্রাংশের একাংশও এতদ্দেশে প্রচলিত নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সহস্রাংশু [স] *বি* সূর্য; অসংখ্য রশ্মিবিশিষ্ট। 'যে সহস্রাংশুমণ্ডল, দুর্লক্ষণীয় কিরণমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রাণীদিগের দর্শনপথাতীত ছিল ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সহস্রাক্ষ [স] *বি* হিন্দুদেবতা ইন্দ্র; সহস্র চক্ষুবিশিষ্ট। 'মনুষ্য শরীর ছলে, সহস্রাক্ষ ক্ষিতিতলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সহস্রাক্ষী [স] *বি* (হিন্দু পুরাণ) দেবতাদের রাজা ইন্দ্র। 'সহস্রাক্ষী লিখিল বাহন গজমাতা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সহস্রায়ু [স] *বিণ* হাজার বছরের আয়ুবিশিষ্ট। 'এ লেখক শতায়ু হন, সহস্রায়ু হন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সহস্রী [স সহস্র>] *বিণ* স্ত্রী হাজার। 'ষোলো সহস্রী গোপিনীরে ষোলো সহস্রী কৃষ্ণ হইয়া রমোণ করিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সহস্রেক [স] *বিণ* এক সহস্র; হাজার খানেক। 'সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সহস্রার [স] *বি* (তন্ত্র) ষট্‌চক্রের অন্যতম চক্র, এর অবস্থান মস্তকে কল্পিত; আজ্ঞা চক্র। 'সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সহা [স সহ্য>] *ক্রি* সহ্য করা। **সহওঁ** *ক্রি* সহ্য করি। 'মদনবানে মুরুছলি অছএঞো সহওঁ জীব অপনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সহবহি** *ক্রি* সহ্য হবে। 'সে নহি সহবহি হমর পরান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সহয়** *ক্রি* সহ্য করে। 'ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **সহি** *ক্রি* সহ্য করি। 'তে কারনে সহি জত বলে অবেভার।' *মালাধর*, ১৫০০। **সহিআঁ** *ক্রি* স্বীকার ক'রে। 'মজুরি সহিআঁ তোক আণিলোঁ মো ভারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সহিতে** *ক্রি* সহ্য করতে। 'দীপ্তি তাহাকে সহিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **সহিতেঁ** *ক্রি* সহ্য করতে। 'এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতেঁ না পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সহিব** ১ *ক্রি* সইবে। 'দেব ধরম কি সহিব তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* সহ্য করবো। 'আমরা সকল তবে না সহিব আর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সহিবাক** *ক্রি* সইতে; সহ্য করতে। 'সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সহিবে** *ক্রি* সহ্য করবে। 'এক মন শতদুঃখ কেমন সহিবে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সহিমু** *ক্রি* সহ্য করবো। 'কতেক সহিমু দুক্ষ প্রাণ নহে স্থির।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সহিয়া** *ক্রি* সহ্য ক'রে। 'এ সব সহিয়া কোন্ ভালো মানুষ টিকিতে পারে?' *প্যারী*, ১৮৫৮। **সহিল** *ক্রি* সহ্য করলাম। 'তাহাক সহিল আহ্মে দেব বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সহিলাঙ** *ক্রি* সহ্য করলাম। 'সহস্রেক ধেনু সহিলাঙ তবু নাহি এড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সহিলেক** *ক্রি* সহ্য করলেন। 'প্রানে কত সহিলেক অপুত্রের তাপ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সহিলোঁ** *ক্রি* সহ্য করেছি। 'সহিলোঁ সাসুনন্দগালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সহে** ১ *ক্রি* সহ্য হয়। 'এবেঁ নাহি সহে পর পুরুষের নেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* সহ্য করে। 'পারন্নার ক্ষুধা মোর স্বরিরে না সহে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সহোঁ** *ক্রি* সহ্য করে। 'তোমার কারনে আজি সহোঁ মুনিবর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সহানো [স সহ্য>] *ক্রি* সহ্য করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সহাএ [স সহায়] *বিণ* সাহায্যকারী। 'কেহো এথাঁ নাহিঁক সহাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহাএঁ [সহায়] *ক্রিবিণ* অবলম্বনে; সাহচর্যে। 'লক্ষণ সহাএঁ সাধিলোঁ মান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহানুভূতি [স] ১ *বি* দরদ। 'স্বদেশীয়দিগের মধ্যে সহানুভূতি ও একতা স্থাপন আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বি* অন্যের দুঃখ-বেদনায় তার সঙ্গে সমান অনুভূতি; সমবেদনা। 'সহানুভূতি কাহাকে বলে?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সহানুভূতিপুষ্ট [স] *বিণ* সমবেদনাসম্পন্ন। 'সদ্য আলোকপ্রাপ্ত বৃটিশের সহানুভূতিপুষ্ট ব্রাহ্মণ্যবাদ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সহানুভূতিপূর্ণ [স] *বিণ* সহানুভূতিশীল। 'সহানুভূতিপূর্ণ দুই চোখে কারুণ্য ফুটিয়া ওঠে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সহানুভূতিভরা *বিণ* সহানুভূতিশীল; দরদভরা। 'নিবারণ তাকে ভাত খাইতে বারণ করে ... সহানুভূতিভরা কোমল গলায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

সহানুভূতিমূলক [স] *বিণ* দরদ আছে এমন। 'তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

AMARBOI.COM

সহানুভূতিশীল [স] *বিণ* সমবেদনাপূর্ণ। 'একটা সহানুভূতিশীল মমতামধুর স্নিগ্ধ জীবন চলত।' *জীবন*, ১৯৩২; 'সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মহিলাদের ঘর ও বাইরের জীবনে ...।' *বেগম*, ১৯৭১।

সহানুভূতিশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* সমবেদনাবিশিষ্ট। 'মেয়েটিকে মনে আছে, আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীলা?' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

সহানুভূতিসূচক [স] *বিণ* সহানুভূতি প্রকাশ করে এমন। 'একটি সহানুভূতিসূচক বিবৃতি দিয়াছেন।' *সওগাত*, ১৯৪০; 'বিদ্যাসাগরের রচনায় বাল্মীকির দয়া ও সহানুভূতিসূচক ব্যবহার অধিকতর বাস্তব।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সহানুভূতিহীন [স] *বিণ* সহানুভূতি নেই এমন। 'সহানুভূতিহীন হয়ে মানুষের মুখের দিকে তাকানো যাদের অভ্যাস।' *জীবন*, ১৯৩২; 'শিক্ষিত সমাজের এক বৃহৎ অংশ এর প্রতি সহানুভূতিহীন।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সহাব [স স্বভাব] *বি* স্বভাব। 'ছড়গই সঅল সহাবে সূধ।' *চর্যা ৯*, ১২০০; 'আইস সহাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোরা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

সহায় [স] ১ *বি* আশ্রয়; অবলম্বন। 'তোমরা দুঁহে হয় জদি আমার সহায়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ভরসা। 'একভয় কর তার শ্রীকৃষ্ণ সহায়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* সহায়তা। 'যাঁহারা লিখিবেন তাঁহারা অনেক সহায় পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৪ *বি* সুবিধাকারী। 'আমাদের সেই আড়ম্বরের সহায় হয়েছে চৌরঙ্গির বিলিতি দোকানগুলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

সহায়ক [স] *বিণ* সহায়তা করে এমন। 'বুলাদি এখন জামান সাহেবের সহায়ক।' *পাশা*, ১৯৭১।

সহায়কারী [স] *বি* সাহায্যকারী। 'যদি আমি আরও সহায়কারী পাই তো ভালোই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সহায়তা [স] *বি* সাহায্য; সহযোগিতা। 'তাহার সহায়তাতে যাইয়া জালের দড়ি কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'শেখমীদিগের সহায়তায় আপনি রাজা হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সহায়তা করা *ক্রি* সমর্থন করা। 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহার সহায়তা করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সহায়তাকার্য [স] *বি* সহযোগিতা। 'নবীন রচয়িতার সহায়তাকার্যে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সহায়বান [স] *বিণ* সাহায্যকারী। 'সহায়বান মদনকে কেবলমাত্র পরাস্ত করিয়া ছাড়েন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহায়ভূত [স] *বিণ* সহায়ক। 'আমাদের আত্মশক্তি যাতে ব্যর্থ না হয়, যাতে তা সামাজিক গতির সহায়ভূত হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সহায়শূন্য [স] *বিণ* কোনো সহায় নেই এমন। 'সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য জগতে সম্পূর্ণ একাকী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সহায়সম্পন্ন [স] *বিণ* সহায়তাবিশিষ্ট। 'সহায়সম্পন্ন না হয়েও উপায়কুশল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সহায়হীন [স] *বিণ* অসহায়; নিঃস্ব। 'সহায়হীন দরিদ্র কৃষকদিগকে তাহাই বাধ্য হইয়া দিতে হইতেছে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

সহায়হীনা [স] *বিণ স্ত্রী* সাহায্যহীন; সঙ্গীহীন। 'আমরা দুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সহায়ান্বেষণ [স] *বি* আশ্রয় অনুসন্ধান। 'পুত্রীকৃত করিশাবকের সহায়ান্বেষণ করিতে করিতে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সহায়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সহযোগী। 'অত্যন্ত যোগ্যতামন্ত সহায়ীর ভাগী হওন সর্ব্বদা নির্ব্বুদ্ধিতা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সহাস [স সহাস্য] *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'লখএ কোকিল গাএ সহাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সহাসবদন [স সহাস্যবদন] *বি* হাসিমুখ। 'সহাসবদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সহাস্য [স] ১ *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল। 'শুনিয়া কহেন দেবী সহাস্য বদনে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রিবিণ* হাসির সঙ্গে। 'উভয়ে একত্র হইলে ... সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সহাস্যবদনে [স] *ক্রিবিণ* হাসিমুখে। 'সকলে ... সহাস্যবদনে, শ্রবণ ও অবলোকন করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

সহাস্যমুখ [স] *বি* হাসিমুখ। 'দাক্ষায়ণী শুভ সংবাদের জন্য সহাস্যমুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সহাস্যমুখে [স] *ক্রিবিণ* হাস্যোজ্জ্বল মুখে। 'ছোকরা সহাস্যমুখে বলিল – ওগুলো ট্রেনে যেতে ধীরে-সুস্থে শেষ করবেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সহাস্যসহচরী [স] *বি স্ত্রী* হাস্যপরায়ণ সঙ্গিনী। 'তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্যসহচরী না মনে করে থাকতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সহি[1]**, সহী** [স সখী] *বি* সখী। 'বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।' *চর্যা ১৭*, ১২০০; 'এড়ি জাএ গোআলিনী সহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহি[2] [আ সহিহ্] *বি* স্বাক্ষর। 'আমী আপনার নাম সহি করিয়াছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'হাপন সহি দি লিখিয়া দেও।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'বাবু সহি করিলেন টাকা খলিফা বুঝিয়া লইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সহি সনদ [আ] *বি* স্বাক্ষর। 'আমাকে সহি সনদ করিতে যাহা বলিবেন আমি তৎক্ষণাৎ করিব।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সহি[3]**, সহী** [আ] ১ *ক্রিবিণ* শুদ্ধভাবে; ঠিক ঠিক। 'পৈতালিষ তঙ্কা চৌদ্দ আনা আট গণ্ডা খাজনা সহি দিবা।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪; 'শুনিতে পাইলাম যে আর২ ভাগ সহী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* অনুযায়ী। 'কাপড়ের রকম ... জেন নমুনা সহি সরস রকম হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'নমুনা সহী [নমুনা অনুযায়ী] খাতা করিয়া মোকাম কাশীমবাজারের কুটীতে দিব।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* যথাযথ। 'এইক্ষণে ৮০০০ টাকাপর্য্যন্ত সহী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সহি করা *ক্রি* প্রস্তুত করা; ঠিক করা। 'নগদ দিয়া ঘোড়া সহি করিয়াছি।' *বোগল*, ১৭৭০।

সহি-সালামতে [আ] *ক্রিবিণ* নিরাপদে। 'কখন তোকে আবার এ যমের মুখ থেকে সহি সালামতে ফিরিয়ে আনেন।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'খালেদের বাজু-শমশের রেখো সহি-সালামতে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সহিত [স] ১ *অব্য* সংযুক্ত। 'বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'ধামালী সহিত কাহ্নাঞিঁ বোলে তিখ বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহিতত্ব [স] *বি* সংযুক্ততা। 'সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান উপাদান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সহিতে *অব্য* সঙ্গে। 'সম্ভোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সহিদ [আ শহীদ] *বি* ধর্মযুদ্ধে নিহত। 'সহিদদিগের জন্য স্বর্গদ্বার সর্ব্বদা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মুক্ত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সহিন্য [স সৈন্য] *বি* যোদ্ধা। 'বন্দি করিবার তারে সহিন্য পাঠাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সহিলি [হি সহেলী] *বি* সহচরী। 'রাজার এক সহিলি পলায়ন করিয়া কোথায় ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সহিষ্ণু [স] ১ *বিণ* সহনশীল। 'সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর/ মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* আন্তরিক। 'সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সহিষ্ণুকণ্ঠ [স] *বি* সহনশীলতা প্রকাশ পায় এমন স্বর। 'কালো মুখে কিন্তু সহিষ্ণুকণ্ঠে বলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সহিষ্ণুতা [স] *বি* সহনশীলতা; ধৈর্য। 'দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করা অপেক্ষায় সহিষ্ণুতার কর্ম্ম আর নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সহিষ্ণুভাবে [স] *ক্রিবিণ* সহনশীলতার সহিত। 'স্রোতস্বিনী এমনি সহিষ্ণুভাবে নীরবে সমনোযোগে সকল কথা শুনিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সহিস, সহীস [আ সাইস] ১ *বি* চালক। 'হুকুম করহ তুমি এবার সহিসে আমি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক বা পালক। 'এক জন হিন্দু সহীস ও আর এক জন স্ত্রী ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'গাড়ির হররা সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেপে উঠছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সহীকারি [স সহকারী] *বিণ* চাঁদা-দেওয়া। 'ব্যাঙ্কের সহীকারি অংশিরা একত্র হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সহুরে [ফা শহর>] *বিণ* শহুরে; শহরবাসী। 'সহুরে বানরে পরিণত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সহৃদয় [স] ১ *বিণ* হৃদয়বান। 'প্রিয় সহৃদয় মহাশয়েরা ... হৃদয়-পদ্ম বিকশিত করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* হৃদয়বান ব্যক্তি। 'নকশা খানির দুপাত দেখলেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন।' *হুতোম*, ১৮৬২।

সহৃদয়তা [স] ১ *বি* সহানুভূতিশীলতা। 'সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* আন্তরিকতা। 'সহৃদয়তাপূর্ণ অত্যুক্তিশূন্য সত্যের সরলতার সুর দিচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* বিদগ্ধতা। 'নবসাহিত্যকে বিশেষত্বহীন এবং প্রতিভাহীন বলায় সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী, সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী [স] *বিণ* সংবেদনশীল হৃদয়কে স্পর্শ করে এমন। 'কাব্যবস্তু হচ্ছে সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'ফলত সৎ লেখক সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী হতে পারলেই চরিতার্থ।' *শিব*, ১৯৭৩।

সহৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদ্যতা আছে এমন। 'পরমা সুন্দরী সহৃদয়া বধূ।' *জীবন*, ১৯৩২।

সহৃষ্ট [স] *বিণ* অতিশয় আনন্দিত। 'শাখায় শাখায় সুপুষ্ট, সহৃষ্ট, সুকণ্ঠ, বিচিত্রপক্ষ পক্ষী ... কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সহেতু [স] *বিণ* কারণবিশিষ্ট। 'সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সহেলা [হি সহেলী] *বি* মেয়েলি গানবিশেষ। 'সহেলা গায়ন্ত সবে বিবাহ মঙ্গল।' *সুলতান*, ১৭০০।

সহেলী [হি] *বি* সখী। 'যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সহোদর [স] ১ *বি* নিকটাত্মীয়। 'কাহ্নু মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* এক মায়ের গর্ভজাত ভাই। 'কেহো বিভিসন রূপে তাহার সহোদর।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* এক মায়ের গর্ভজাত। 'সহোদর ভ্রাতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সহোদরা [স] *বি* এক মায়ের গর্ভজাত ভগিনী। 'ভ্রাতৃ হই সহোদরা করিএ প্রহার।' *সুলতান*, ১৭০০।

সক্ষা *সর্ব* সকলকে। 'সক্ষা পার কর যাইউ মথুরার হাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষাক** *সর্ব* সকলকে। 'ষোল শত গোপীজন সক্ষাক তেজিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষাঞি** *সর্ব* সবাই। 'সক্ষাঞি যুগতি করি পুছিল বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষাত** *ক্রিবিণ* সবচেয়ে। 'সক্ষাত বড় যাক তোক্ষার নেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষাতেয়ি** *সর্ব* সকলেই। 'তা দেখি সক্ষাতেয়ি লোভে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষে** *সর্ব* সবাই। 'সক্ষে হইআ একমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষোই** *সর্ব* সকলেই। 'সক্ষোই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাঁএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষেঞি** *সর্ব* সকলেই। 'সক্ষেঞি চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহ্য [স] ১ *বি* স্বীকার। 'প্রতিপালক ধমকাইলে অথবা তাড়না করিলে তাহা সহ্য করে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। ২ *বিণ* সহনীয়। 'আর ক্লেশ সহ্য হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সহ্য করা *ক্রি* সয়ে যাওয়া। 'প্রতিপালক ধমকাইলে অথবা তাড়না করিলে তাহা সহ্য করে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

সহ্যগুণ [স] *বি* সহ্য করার প্রবৃত্তি। 'এই ক্ষুদ্র শক্তির সহ্যগুণ ক্ষমতা যতটুকু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সহ্যশক্তি [স] *বি* সহ্য করার ক্ষমতা। 'সে বিপুল সহ্যশক্তি নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সহ্যশীল [স] *বিণ* সহ্যশক্তি বেশি এমন। 'সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদক পরোপকারক সহ্যশীল মনুষ্য ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সহ্যাতীত [স] *বিণ* সহ্য করা যায় না এমন। 'এ-বিপজ্জনক বীভৎস মশকরা সহ্যাতীত।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

সহ্যি [স সহ্য] *বি* সহ্য। 'সহ্যি না করিতে পায়্যা রুষে গেল শেষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাঅর [স সাগর] *বি* সাগর। 'কত হনুমতে সাঅর লাঁঘল কিছু ন গুনু তরাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাঁই [স স্বামী] *বি* প্রভু। 'না জানে আখেরে আপে কাজি হবে সাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সাইকলজি, সাইকোলজি [ই] ১ *বি* মনোভাব। 'তা হলে আছে কোথায়? কেবল সাপ্নির সাইকলজির মধ্যে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* মনস্তত্ত্ব। 'সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সাইকলজিকাল, সাইকোলজিকেল [ই] *বিণ* মানসিক। 'তাদের ভিতর সাইকলজিকাল ব্যবধানটা ফুটিয়ে তোলাই ... উদ্দেশ্য।' *প্রমথ*, ১৯৩০; 'সিগারেটের আনন্দটা আসলে সাইকোলজিকেল।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

সাইকিয়াট্রিস্ট [ই] *বি* মনোরোগ চিকিৎসক। 'তখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইকেল [ই bicycle] *বি* পায়ে চালিত দুই চাকার যান। 'একজন সাইকেল চড়িয়া যাইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাইকেলভ্যান [সাইকেল+ই ভ্যান] *বি* সাইকেল সদৃশ তিন চাকার গাড়ি বিশেষ। 'সাইকেলভ্যানে তাড়ির কলসী।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

সাইক্লোন [ই] ১ *বি* ঘূর্ণিবাত্যা। 'আমি সাইক্লোন, আমি ঘূর্ণি।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* ঘূর্ণিবাত্যার মতো। 'একটা আওয়াজের সাইক্লোন ঝড় উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাইক্লোনিক [ই] *বিণ* ঘূর্ণিঝড়স্বরূপ। 'বিষাদের সমুদ্রে সাইক্লোনিক মন্থনের মতো।' *মানিক*, ১৯৪৭।

সাইজ [ই] *বি* আকার। 'ওতে তোর সাইজও বাড়বে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সাইজমত *বিণ* সুবিধাজনক পরিমাপের। 'সাইজমত বিরাট একলপ্তে অনেকটা জমি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

সাইড [ই] *বি* পক্ষে। 'ডাকতদের সাইডে না গিয়ে ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সাইড পকেটওয়ালা [ই] *বিণ* পাশে পকেট আছে এমন। 'এদেশে এরকম সাইড পকেটওয়ালা পাঞ্জাবি হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সাইড বিজিনেস [ই] *বি* প্রধান ব্যবসার পাশাপাশি আনুষঙ্গিক ব্যবসা। 'তবু যদি একটা কিছু সাইড বিজিনেস করতে পারত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৫।

সাইনবোর্ড, সাইনবোট [ই] *বি* দোকানের বা প্রতিষ্ঠানের নামফলক। 'সাইনবোর্ডে দোকানগুলির আত্মপরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'উকীলপাড়া–'খুদিরাম উকীল' সাইনবোট খোদা আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'ওই হবে সাইন বোর্ড।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সাইনিং [ই] *বিণ* চকচকে। 'নানা রকম রকম বেশকারের কফ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপোর বগ্‌লস আঁটা সাইনিং জুতার।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাইন্স [ই] *বি* বিজ্ঞান। 'সাইন্স বিদ্যায় উপদেশ প্রদানার্থে ইউনিবর্সিটি স্থাপন করিবেন কহিলেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

সাইপ্রেস [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'ডালিয়া বিগ্লোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাইফার টেলিগ্রাম [ই] *বি* সাংকেতিক ভাষায় লেখা টেলিগ্রাম। 'আগেই এখানে সাইফার টেলিগ্রাম এসে গেছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সাইমত *বি* মিতাচারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাইমানা [ফা *শামিয়ানাহ*] *বি* চাঁদোয়া। 'আমাদের বাড়ির সামনে সাইমানা খেটে আসর করে দিতাম।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সাইমুম [আ] *বি* অত্যন্ত তপ্ত মরুঝড়। 'মরু-সাইমুম তাঞ্জামে চড়ি কোন 'পরীবানু আসে?' *নজরুল*, ১৯২৮।

সাইরেন [ই] ১ *বি* বিপদ-বাঁশি। 'আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮; 'সাইরেন বেজেছে – ছুটি, বারোটায় রাতে।' *শক্তি*, ১৯৬৫। ২ *বি* সতর্ক করার জন্য তীব্রধ্বনি সৃষ্টিকারী যন্ত্র। 'সাইরেনের আওয়াজের মতো ভর্তৃহরির একখানা ডাক।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সাইরেন-শঙ্খ [ই সাইরেন+স শঙ্খ] *বি* সাইরেনরূপ শঙ্খ। 'চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

সাইলেন্ট [ই] *বিণ* নীরব। 'ভালুকেরা শুনেছি সাইলেন্ট ওয়ার্কার।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সাউ [স সাধু] *বি* মাতব্বর। 'তুই তবু সাউকারি করবি?' *জীবন*, ১৯৩২।

সাউকারি *বি* মাতব্বরি। 'তুই তবু সাউকারি করবি?' *জীবন*, ১৯৩২।

সাউখুরি *বি* সাধুগিরি। 'তোদের আর সাউখুড়ি করতে হবে না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সাওকুড়ি *বি* মুরুব্বিয়ানা। 'সবতাতেই মোড়লি সাওকুড়ি আবার মুখের ওপর চোপা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাওখুড়ি *বি* মাতব্বরি। 'ওদের কথা বলবার আর সাওখুড়ি করবার কী আছে?' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাওখোড় *বি* ভালো মানুষ (উপহাসে)। 'আঁঃ! বেটা কি সাওখোড় ও সরফরাজ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাউধ [স সাধু] *বি* সাধু। 'চোরের নাও সাউধের নিশানা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

সাউন্ড বক্স [ই] *বি* গ্রামোফোন যন্ত্রের যে অংশে রেকর্ডের উপর দিয়ে ঘোরা সুচ সংযোজিত থাকে। 'রেকর্ডটা ঘুরিয়ে সাউন্ডবক্স চাপিয়ে দম কষতে লাগল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সাএব [আ সাহিব] *বি* সাহেব; কর্তা। 'সাএবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সাএবি *বিণ* সাহেবি; কর্তাগিরি; বিলাসিতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাএর [আ সায়র] *বি* ভ্রমণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাও [ধ্বন্য] *বি* নাকে শ্লেষ্মার টান ধরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাওখোড় *দ্র* **সাউ**

সাওন [স শ্রাবণ] *বি* শ্রাবণ। 'সাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাওয়াল[1] [স শাবক] *বি* পুত্র। 'আবদুল্লা করিয়া থুইলা সাওয়ালের নাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাওয়াল[2] [আ সওয়াল] *বি* প্রশ্ন। 'হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সাওয়াল আছে!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সাওয়াল[3] [আ সওয়াল] *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'জলওয়ার, পান্নাহাজার, দুবলিজাল, সাওয়াল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাওস [স সাহস] *বি* সাহস। 'বাপজি আপনার কাছে আসতি সাওস করেন না।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সাওসি [স সাহসী] *বি* সাহসী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাং[1] [আ সাকিন>] *বি* সাকিনের সংক্ষিপ্ত রূপ; স্থান; ঠিকানা। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'এহা মৈধে কালে খাঁ নামে সাং তথা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সাং[2] [আ সাহিব>] *বি* সাহেবের সংক্ষিপ্ত রূপ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সাংকেতিক [ই] *বিণ* সংকেতকারক; না জানলে বোঝা না যায় এমন। 'সাংকেতিক অক্ষর লেখা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাংখ্য [স] *বি* ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। 'সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাংখ্যকার [স] *বি* সাংখ্যদর্শন রচয়িতা। 'চুটকি সূত্র গোটা সত্তর লিখিল সাংখ্যকার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

সাংখ্যজাত [স] *বিণ* সাংখ্যদর্শন থেকে সৃষ্ট। 'তাহা সাংখ্যজাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সাংখ্যদর্শন [স] *বি* কপিল মুনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। 'সাংখ্যদর্শন ও কোমৎদর্শন নিরীশ্বর হইলেও ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সাংখ্যবেত্তা [স] *বিণ* সাংখ্য নামক দর্শনশাস্ত্রবিদ। 'তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈবেশিক ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সাংখ্যানুকারী [স] *বি* সাংখ্যদর্শনের অনুরূপ। 'কুমারসম্ভবের ব্রহ্মস্তোত্র আছে, তাহা সাংখ্যানুকারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সাংখ্যিক [স] *বিণ* সংখ্যাবিশিষ্ট। 'ওদের সাংখ্যিক তালিকা নেড়েচেড়ে দেখতে পাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাংগঠনিক [স] ১ *বিণ* গঠনমূলক। 'নেমে এলেন কাজে – জাতির সাংগঠনিক কাজে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* সংগঠন-সংক্রান্ত। 'এ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক শাখার সম্পাদিকা।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সাংগঠনিক সম্পাদিকা [স] *বি স্ত্রী* সংগঠনের কার্যাদি সম্পাদনকারী। 'সাংগঠনিক সম্পাদিকা – বেগম ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

সাংগা [স সঙ্গ>] *বি* এক রকমের বিবাহ। 'এবার একটা সাংগা-টাংগা কর।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সাংগীতিক [স] *বিণ* সংগীতের চর্চা করে এমন। 'ঠিক সেই সময়ে বিল্লু জড়ো করেছে নিচের ঘরে তার সাংগীতিক অগ্রজদের।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯। *দ্র* **সংগীত**

সাংগ্রামিক [স] ১ *বিণ* যোদ্ধা। 'একজন সাংগ্রামিক কর্ম্মচারীকে সমভিব্যাহারে করিয়া, ব্যোম-যান আরোহণপূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* যুদ্ধসম্বন্ধীয়। 'এ সাংগ্রামিক বিদ্যালয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সাংঘাতিক [স] ১ *বিণ* বিপজ্জনক। 'শণ এক বস্তু যাহাতে ফাঁদ ... পক্ষীদিগের এমন সাংঘাতিক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* মারাত্মক। 'সদা হাস্যস্কর এবং সাংঘাতিক বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* কঠিন। 'কেহ কেহ সাংঘাতিক পরীক্ষাতে যাহা পাইয়া থাকে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বিণ* গুরুতর। 'সেই অলোকসামান্য বৃক্ষমূলে সাংঘাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'সাংঘাতিক আহত অবস্থায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাংঘাতিক মুহূর্ত [স] *বি* কঠিন সময়। 'এ রকম সাংঘাতিক মুহূর্ত হেরম্বের জীবনে আর আসেনি।' *মানিক*, ১৯৩৫।

সাংবৎসরিক [স] *বিণ* বৎসরান্তে করণীয়। 'একদিন, হরবল্লভের পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সাংবাদিক [স] *বি* সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও পরিবেশনকারী। 'এতদুপলক্ষে বহু সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক ...।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'মহিলা সাংবাদিকদের এক সভায় বলেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সাংবাদিকতা [স] *বি* সংবাদ কর্মীর কাজ। 'এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সাংবাদিক মহল [স সাংবাদিক+আ মহল] *বি* সাংবাদিক সমাজ। 'কলিকাতার সাংবাদিক মহলে এক অনাবশ্যক বিতর্কের সৃষ্টি হয়।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সাংবাদিক সম্মেলন [স] *বি* বিশেষ সংবাদ জানানোর জন্য আয়োজিত সাংবাদিকদের সমাবেশ। 'সাংবাদিক সম্মেলনে ... সেক্রেটারী ঘোষণা করেন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

সাংযাত [স] *বি* হিন্দুদের ধর্মপূজার উদ্দেশ্যে যাত্রীদলের সমাবেশ। 'চল বনি চাঁপাইএ লইয়া সাংযাত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সাংযুগীন *বি* যোদ্ধা। 'সমবেত সাংযুগীন সঙ্গে কত সাজে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাংসারিক [স] ১ *বিণ* পারিবারিক। 'নানা প্রকার সাংসারিক সুখানুভব করিতেছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* ইহজাগতিক। 'যে বিদ্যার জন্য মনুষ্য সাংসারিক কার্য্যের পরমোপকার হন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* সামাজিক। 'য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বিণ* সংসারী। 'মামুলী ধরনের সাংসারিক জীব।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৬ *বিণ* প্রচলিত রীতিসংশ্লিষ্ট। 'সাংসারিক অর্থে সে হয়তো কৃতকাম নয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সাংসারিকতা [স] *বি* জীবন-যাপন। 'সাংসারিকতায় যারা কৃতার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাংসুর [স সংসার>] *বিণ* সংসারী। 'সাংসুর ভোক্তা আমনি।' *রামাই*, ১৭১০।

সাংস্কৃতিক [স] *বিণ* সংস্কৃতি-সম্পর্কিত। 'সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনকে রূপদান করিবার কাজে।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'মহিলা সমিতির বিভিন্ন কর্মপদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, জনকল্যাণমূলক কাজ ... সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ।' *বেগম*, ১৯৭০। *দ্র* **সংস্কৃতি**

সাংহাতিক [স সাংঘাতিক] *বিণ* সাংঘাতিক। '... পীড়া তাহা সাংহাতিক হইল।' *কেরি*, ১৮০২।

সাঁই[1] [স স্বামী] ১ *বি* প্রভু। 'সাঁই, এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই।' *মর্ত্তুজা*, ১৭৫০। ২ *বি* গুরু। 'মনোহরের মতো সাঁই জোয়ান হয়ে যেতে চায়।' *ফণীশ*, ১৯৬৩।

সাঁই[2] [স স্বামী] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নিমাইচরণ সাঁই।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সাঁইত্রিশ *বিণ* ৩৭ সংখ্যক। 'শ্রীযুত বড় সাহেব সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচ শত টাকা দেউন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সাঁইবাবলা *বি* এক জাতের বাবলাগাছ। 'নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাবলা ও সাঁইবাবলার বন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সাঁই সাঁই [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* বাধাপ্রাপ্ত বায়ুনিঃসরণজনিত। 'তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* প্রবল বেগে চলার ভাবব্যঞ্জক শব্দ। 'ছোট শন শন শন ঘর ঘর ঘর সাঁই সাঁই।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাঁওতাল [স সামন্তপাল] *বি* ভারতবর্ষের আদিবাসী জাতিবিশেষ। 'কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি বন ও পর্ব্বতনিবাসী লোক প্রথম সম্প্রদায়-ভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'মহাজন পীড়িত সাঁওতালগণের রাজ বিদ্রোহ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সাঁওতালসঙ্ঘ [সাঁওতাল+স সঙ্ঘ] *বি* সাঁওতাল সম্প্রদায়। 'সাঁওতালসঙ্ঘের আদিমানবীর চোখ।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

সাঁওতালি *বিণ* সাঁওতাল জাতিভুক্ত। 'সাঁওতালি ছেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সাঁওতালিয়া *বিণ* সাঁওতাল সম্প্রদায়ের। 'খেতো বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ!' *নজরুল*, ১৯২৫।

সাংযাত [স] *বি* ধর্মানুষ্ঠানে একসঙ্গে যাত্রা।

সাঁওতালী *বিণ* সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত। 'হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'সাঁওতালী পার্বণ শেষ হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঁক [স শাক] *বি* শাক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁকআলু [স শঙ্খ>+মু আরু] *বি* শঙ্খের আকৃতিবিশিষ্ট আলুবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁকড়ি [স সংকীর্ণ] *বিণ* সঙ্কীর্ণ। 'জমনুক তিরে তিরে সাঁকড়ি বাটী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাঁকাল [স সংক্রম?] *ক্রিবিণ* সত্বর; তাড়াতাড়ি। 'সাঁকাল চল তোহ্মে দক্ষিণ সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাঁকো [স সংক্রম] *বি* সেতু। 'খন্দকের সাঁকো দিলা যাইতে সৈন্য বাট।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাঁখ [স শঙ্খ] *বি* শঙ্খ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁখা [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খ দিয়ে তৈরি চুড়ির মতো অলঙ্কারবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁখারি [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খ দিয়ে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করা যার পেশা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁখচুন্নি [স শঙ্খচূর্ণী] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত সধবা নারীর প্রেতাত্মা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁগা *বি* কাঁধ। 'সাঁগা দিয়ে তুলে লয়ে শাল ঘরে ফেলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাঁঙ্গে [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'সাত ডিঙ্গা করি সাঁঙ্গে আনে ভ্রমরার গাঁঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁচ [স সত্য] *বিণ* বিশুদ্ধ; খাঁটি। 'প্রসাদ বলে আমার হৃদয় অমল কমল সাঁচ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সাঁচা ১ *বিণ* খাঁটি। 'তবে জানি জ্ঞানী সব সাঁচা কথা কহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* নির্দোষ। 'তাহাতে পরীক্ষাতে সীতা সাঁচা হইলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **৩** *বিণ* সত্য। *ভবানী*, ১৮২৫।

সাঁচানি *ক্রিবিণ* সত্য কিনা। 'সাঁচানি চাহিল বাপ তোহ্মা কাটিবারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাঁচে *ক্রিবিণ* সত্য ক'রে। 'জিজ্ঞাসিলে উত্তর কহিব সব সাঁচে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাঁচ্চা [তুল হি সাচ্চা] *বিণ* খাঁটি; আসল। 'এগুলি তো সব সাঁচ্চা পাথর?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সাঁচনা *বিণ* প্রস্তুত। 'বাছা ধুয়্যা শাক দুয়া করিল সাঁচনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁচা[১] *দ্র* **সাঁচ**

সাঁচা[২] [স সিচ্>] *ক্রি* সিঞ্চিত করা। 'গঙ্গার জল সাঁচরি বন্ধুরে করি বাও।' *সুলতান*, ১৭৫০।

সাঁচি[১] [স সঞ্চয়] *বি* সঞ্চয়। 'সাঁচি ধরসি মধু মনে ন লজ্জাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাঁচি[২], **সাঁচী** [স সত্য] *বি* উন্নত জাতের পানবিশেষ। 'অপূর্ব্ব পানদানে সাঁচি পান বাঙ্গালা পান এবং নানা প্রকার মসলা ছোট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জয়ত্রী জোয়ান ধনে সুপারি।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'খাবার চাই, টাটকা খাবার, সাঁচী পান ...।' *হোসেন*, ১৯৪০।

সাঁচীত [স সঞ্চিত] *বি* সঞ্চয়ন। 'হাস কলা সে হরএ সাঁচীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাঁছ *বি* দেরি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাঁজ [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। 'সাঁজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাতি।' *সুলতান*, ১৭৫০।

সাঁজা *বি* সন্ধ্যাপ্রদীপ। 'সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।' *রামাই* ১৭১০।

সাঁজাসাঁজি *বি* প্রায় সন্ধ্যা। 'এসব করিতে বেলা হলো সাঁজাসাঁজি। *ভবানী*, ১৮২৫।

সাঁজাকুড়া [স সজ্জিত-কুণ্ড?] *বি* সংযুক্ত কুণ্ডের মতো আসন। 'বরুণে সাঁজাকুড়া কনক আকুড়া হিরামুখি নামে জ্বায় চন্দনের পুড়া।' *মুকুন্দ* ১৬০০।

সাঁজারু [স শল্লকী] *বি* গায়ে কাঁটাযুক্ত খরগোশের মতো প্রাণীবিশেষ সজারু। 'বাদুড়ের পাক আন্য সাঁজারুর কাঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **সজারু**

সাঁজুড়া *ক্রি* একসঙ্গে বাঁধা। **সাঁজুড়িআ** *ক্রি* একসঙ্গে বেঁধে। 'সাঁজুড়িআ পালে পালে আনয়ে চামরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁজুড়ি *বি* মালার মতো বন্ধন। 'বিহঙ্গ বাটুলে বধে লতায় সাঁজুড়ি বাঁধে কান্দে ভারে কালু আইসে ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁজুতি *বি* হিন্দুব্রতের আচরণীয়বিশেষ। 'অগ্রহায়ণ মাসে ইহারা সাঁজুতি ও মৌনী ধারণ প্রভৃতি ব্রত আচরণ করিয়া থাকে।' *কৈলাসবাসিনী* ১৮৬৩।

সাঁজোয়া [স সজ্জা] *বি* বর্ম। 'সাঁজোয়া শোভিছে যতেক শূরে।' *রঙ্গ* ১৮৫৮।

সাঁজুয়া [স সজ্জা] *বি* বর্ম। 'শোভন সাঁজুয়া গায়।' *মানিকরাম* ১৭৮১।

সাঁজোয়াল [স সজ্জা>] *বিণ* বর্মপরিহিত; বর্মধারী। 'সাঁজোয়াল সমীরণ ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। দ্র **সাজোয়াল**

সাঁজ্জা [স সজ্জা] *বি* সাঁজোয়া; বর্ম। 'সাজিল শঙ্কর কোল সাঁজ্জা দিয় গায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাঁঝ [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। 'সাঁঝ ভৈল আইলোঁ বিহানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাঁঝতারা [স সন্ধ্যাতারা] *বি* সন্ধ্যাবেলায় সবার আগে যে তারা উদিত হয়; শুক্র গ্রহ। 'যুগল ভ্রমর কে দেখেছে কবে, সাঁঝতারা কেব কয়।' *জসীম*, ১৯৫১।

সাঁঝবাতি [স সন্ধ্যাবর্তিকা] *বি* সন্ধ্যাকালীন বাতি। 'ঘরে সাঁঝবাতি দেখিয়ে আবার নিবিয়ে দেয়।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

সাঁঝ-বেলা *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে।' *রবীন্দ্র* ১৯১৯।

সাঁঝরাত *বি* সন্ধ্যারাত। 'বলেছে সে কাল সাঁঝরাতে।' *জীবন* ১৯৩৬।

সাঁঝ-সকাল *বি* সকাল-সন্ধ্যা। 'পথের সাথী আমরা রবির/ সাঁঝ সকালে চলরে সবে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সাঁঝসকালে *ক্রিবিণ* সকালে এবং সন্ধ্যাকালে। 'সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে রাগ-রাগিণী আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'কোকিল ডাকে বকুলডালে/ যে মালঞ্চে সাঁঝসকালে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সাঁঝা [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। 'সন্তি জুগে দিল সাঁঝা বসুআ আমনি। *রামাই*, ১৭১০।

সাঁঝের বেলা *বি* অন্তিম সময়। 'গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝে বেলায় এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

সাঁঝো [স সন্ধ্যা] *ক্রিবিণ* সন্ধ্যাবেলায়। 'পিটা দুহিএ এ তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঝ্যে।' চর্যা ৩৩, ১২০০।

সাঁটা বি লাগানো। 'নয়ান ঢোলে চাম সাঁটবার কছরৎ করছিল।' মাহেনও, ১৯৪৯; 'কপালে টিকিট সাঁটি কোন রঙের?' মুজতবা, ১৯৫৯; ।

সাঁটানো ক্রি লাগানো। 'সোঁকা নোলকানো সাঁটানো সাপানো ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সাঁটি বি গুল্মবিশেষ। 'ভাঁটি সাঁটি কাটিল আদাড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাঁটে কথা বি সারকথা। 'ও বস্তু হচ্ছে একদিকে মৌখিক ভাষার বিকার, আর একদিকে বিদ্যার কারখানার সাঁটে-কথা।' প্রমথ, ১৯১৭।

সাঁড় [স ষণ্ড] ১ বি ষাঁড়। 'সাঁড় চায়্যা বুলে জেন বাথানিএ্যা পাই।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ শ্রেষ্ঠ। 'ধনে হইতে চান্দ হইল সভামাঝে সাঁড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাঁড়াইশ [স সন্দংশিকা] বি সাঁড়াশি। মানোএল, ১৭৪৩।

সাঁড়াশি, সাঁড়াসি [স সন্দংশিকা] বি বড়ো ও জোরালো চিমটা। 'সাঁড়াসিএ ধরয়া আনে ... জবাপুষ্প সমান সাবল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সাপের গলায় দিব সুবর্ণ সাঁড়াশি।' কেতকা, ১৬৫০।

সাঁড়াসাঁড়ি বি শাঁড়াগাছ। 'আনিয়া গাছ সাঁড়াসাঁড়ি।' ভারত, ১৭৬০।

সাঁতরা¹ [স সন্তরণ>] ক্রি সাঁতার কাটা। **সাঁতরে** ক্রি সাঁতার কাটে। 'রুধিরের জলময় সাঁতরে শর শয় ফুটীল পুণ্ডরীক।' মুকুন্দ, ১৬০০। **সাঁতারিয়া** ক্রি সাঁতার কেটে। 'সাঁতারিয়া ধরিব এখন।' কেতকা, ১৬৫০। **সাঁতরে** ক্রি সাঁতার কেটে। 'জান তো ভাই আমি হচ্ছি জলচলের জাত, আপন মনে সাঁতরে বেড়াই, ভাসি যে দিনরাত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সাঁতরা² বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রাধানাথ সাঁতরা।' সেবধি, ১৮৪০।

সাঁতরান বি সাঁতার কাটা। ওসাঁ, ১৭৮৫।

সাঁতলা বি শ্যাওলা। 'কোপাডাঙা আর সাঁতলাপড়া।' হাসান, ১৯৬৭।

সাঁতলাধরা বিণ শ্যাওলাযুক্ত। 'অযত্নের কাঁটালতা, সাঁতলাধরা ইটের খোয়া।' হাসান, ১৯৭৪।

সাঁতলাপড়া বিণ শ্যাওলাযুক্ত। 'কোপাডাঙা আর সাঁতলাপড়া।' হাসান, ১৯৬৭।

সাঁতলানো [স সম+হি তলনা>] ক্রি মশলা ও সামান্য তেলে আধাআধি ভাজা; সাঁতলানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাঁতলন [স সম+হি তলনা>] বিণ গরম তেলে সামান্য ভাজা হয়েছে এমন। 'সাঁতলন মহুরির বাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাঁৎলানো [স সম+হি তলনা>] ক্রি গরম তেলে সামান্য ভাজা। 'সাঁৎরানো সাঁৎলানো।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'সে মাছকে কেটেকুটে সাঁৎলে সিদ্ধ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সাঁতার [স সন্তরণ>] বি পানিতে ভাসমান অবস্থায় বিচরণ। 'কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সাঁতার কাটা ক্রি সাঁতার দেওয়া। 'মাছগুলো উলটো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সাঁতার-কাটা ১ বিণ সাঁতার কাটা হয়েছে এমন। 'এই পুকুরে তারই সাঁতার-কাটা বারি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি সাঁতার কাটার কাজ। 'আপন সুখের সাঁতার-কাটা সেই জ্ঞানে, ভবসাগর মাঝখানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সাঁতার দেওয়া ক্রি সাঁতার কাটা। 'সাঁতার দিতে গিয়ে অত্যন্ত বেশি হাত-পা ছোঁড়া অপটুতারই প্রমাণ দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

সাঁতারন বি সাঁতার কাটা। ওসাঁ, ১৭৮৫।

সাঁতারু ১ বি সাঁতার কাটে যে। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি সাঁতার চর্চাকারী; সাঁতারকারী। 'নামজাদা সাঁতারু।' বিভূতি, ১৯৩৭।

সাঁৎরানো [স সন্তরণ>] ক্রি সাঁতার কাটা। 'একজন মাঝি রশি দাঁতে কামড়ে ধরে সাঁৎরে ডাঙ্গায় গিয়ে টানতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সাঁতোয়া বিণ সপ্তম। 'রাত্রির বিষাদ ভরা স্বপ্নাচ্ছন্ন সাঁতোয়া আকাশে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

সাঁদানো [স সন্ধা>] ক্রি ঢোকা। 'গর্তের ভিতরে সাঁদাইয়া লুক্কায়িত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

সাঁপ [স শাপ] বি অভিশাপ। 'কুর্দ্ধ হৈয়া বলে মুনি সাঁপ বচন।' মালাধর, ১৫০০।

সাঁপান্ত [স শাপ+অন্ত] বি অভিশাপের চূড়ান্ত। 'সাঁপে সাঁপান্ত কর সুন মহাসয়।' মালাধর, ১৫০০।

সাঁপে বর – শাপে বর; অমঙ্গল করতে গিয়ে মঙ্গল হওয়া। 'সাঁপে বর অষ্টাবক্র দিল দৃঢ় পথ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাঁপুড়া [স সম্পুট] বি হাতবাক্স। 'বামকরে তাম্বুল সাঁপুড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাঁফুই বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'অভয়কুমার সাঁফুই।' সেবধি, ১৮৪০।

সাঁভা [স সম্‌>] ক্রি প্রবেশ করা। **সাঁভাইলে** ক্রি প্রবেশ করলো। 'সাঁভাইলে বক পেটে।' মালাধর, ১৫০০। **সাঁভায়** ক্রি প্রবেশ করে। 'ভল্লুক সাঁভায় গাড়ে ভয়ে কম্পমান/ তাড়িয়া মহিষ ধরি উপাড়ে বিষাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। **সাঁভালএ** ক্রি ঢোকে; প্রবেশ করে। 'জেই সাঁভালএ সেই অবস্য থাকএ।' মালাধর, ১৫০০।

সাঁম্ভা ক্রি প্রবেশ করা। 'দৈবে সাম্ভাইল মোর পালের ভিতর।' মালাধর, ১৫০০।

সাঁয়া ক্রি উৎপাটন করা। 'আবু জেহেলক বেড়ি সবে সাঁর পিয়া দাড়ি।' সুলতান, ১৭০০।

সাঁসাল [স শস্য>] বিণ ভিতরে শাঁস আছে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাঁসে জলে [স শস্য+স জল>] বিণ মোটাসোটা। 'এর মধ্যে বড় মানুষ বা সাঁসে জলে হলে সঙ্গে পেসাদার নেমন্তন্নে বামুন থাকে।' হুতোম, ১৮৬১।

সাক¹ [স শাক] বি শাক। 'সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

সাক² [স সংক্রম] বি সাঁকো। 'চিৎপুরের সাকর উত্তরে আছে।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

সাকরেদ [আ শাগিরদ] বি শিষ্য। 'দাদা, তোমার সাকরেদ হইলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সাকরেদী বি শিষ্যত্ব; চেলাগিরি। 'ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের সাকরেদী করে।' মুজতবা, ১৯৫২।

সাকসেস [ই] বি সফলতা। 'ইংরেজিতে বলে সাকসেস।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সাকসেসফুল [ই] বিণ সফল। 'সাকসেসফুল হতে পারছি না।' মনসুর, ১৯৪৫।

সাকার [স] ১ বিণ মূর্তিমান। 'পরমেশ্বর সাকার হইয়াছিলেন এক বার নর উধার করিতে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩। ২ বিণ আকারযুক্ত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'সাকার উপাসনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রলয়জলমগ্ন হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৮৫। ৩ *বি* আকার আছে যার। 'সাকার-নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সাকারবাদী [স] *বি* ঈশ্বরের মূর্তি আছে এই মত। 'ঐ সমস্ত মঠ সাকারবাদীদের তীর্থস্থানেই প্রস্তুত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সাকারভাবে *ক্রিবিণ* আকার আছে এমনভাবে। 'গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, ঈশ্বরকে সাকারভাবে উপাসনা করিতে হইবে কি নিরাকারভাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাকারা [স] *বি স্ত্রী* আকার আছে যার। 'ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইহার প্রতিমা নির্মিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সাকারীকরণ [স] *বিণ* আকার দান। 'নিরাকার সৌন্দর্য সাকারীকরণ, এসব তো তাদের কাছে অর্থবিহীন পাগলের প্রলাপ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সাকি, সাকী [আ] *বি* মদ পরিবেশনকারী। 'যে মদ দেয় তাকে পারসীতে সাকী বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'ওগো সাকি, আর কেন?' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাকিদার [আ সাকি+ফা দার] *বি* পরিবেশনকারী। 'সাকিদারদের যথারীতি উপদেশ দিয়া হালিম সকলকে লইয়া বিদায় হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাকিন [আ] *বি* ঠিকানা; আবাস। 'শ্রীআলমচন্দ্র দাস সাকিন চুনাখালী।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাকিনান [আ] *বি* অধিবাসী। 'তাহা এ দেশের সাকিনান লোক সুন্দর বুঝিয়া ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

সাকিম, সাকীম [আ সাকিন] ১ *বি* বসতিস্থান। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'গার্ফালীওয়ালা চারিপাচ তাতির নাম সাকীম পরগনা জীলা ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বি* ঠিকানা। 'সাকীমে পরগনে চুনাখালি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'সর্ব্বসাকিম শান্তিপুর।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সাকুব [স স+আ ওয়াকুফ] *বিণ* বুদ্ধিমান। 'সাকুব হইলে ইশারায় কর্ম বুঝে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাকো [স সংক্রম] *বি* সাঁকো; সেতু। 'দোজখ উপরে সাকো রাহা বড় দূর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সাক্ত [স শাক্ত] *বিণ* হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী শক্তির উপাসক। 'গুটিকতক প্রশ্ন আছে, সে গুলি যতদিন পূরণ না হচ্ছে, তত দিন সাক্তই থাকবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাক্রোশ [স] *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'জবাবদিহিতার জন্যে সাক্রোশ তলব পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাক্ষর [স] *বি* অক্ষরজ্ঞান আছে যার। 'সাক্ষরেরা ঐ নিরক্ষর বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া প্রধান উপাধ্যায়ের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সাক্ষরতা [স] *বি* অক্ষরজ্ঞান। 'তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সাক্ষাৎ [স] ১ *বি* দর্শন। 'সূর্য সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সত্রাজিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্বয়ং। 'সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ঔষধ প্রত্যক্ষ আমি দেখিল সাক্ষাৎ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* সরাসরি দেখা। 'পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে এবে সাক্ষাৎ আমারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *ক্রিবিণ* সরাসরিভাবে। 'সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৫ *ক্রিবিণ* সামনাসামনি। 'তা সাক্ষাতে থাকীয়া চুক্তি করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৬ *ক্রিবি* সাক্ষাতে; উপস্থিতিতে। 'ব্যবস্থাপক সাহেবের দিগের সাক্ষাৎ দি করিয়া স্বাক্ষরে লিখিয়া দিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৭ *ক্রিবি* কাছে। 'সেই ধারা ... সাহেবদের সাক্ষাতে যাইবেক।' *ডানকা* ১৭৮৫। ৮ *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'সেই দেশীয় ভাষাই তাহার সাক্ষ প্রমাণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৯ *বিণ* তুল্য। 'শস্ত্রবিদ্যায় সাক্ষ পাণ্ডবচূড়ামণি ফাল্গুনি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সাক্ষাত [স সাক্ষাৎ] ১ *বি* দর্শন। 'চান্দর অপচয় ওঝার সাক্ষ নাই।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বিণ* স্বয়ং। 'চতুর্ভুজ হইলা সাক্ষ নারায়ণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *ক্রিবিণ* সম্মুখে। 'বসিলেক নবী সাক্ষাত।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাক্ষাতে ১ *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষভাবে। 'সাক্ষাতে না দেখা দেন পরো এত দয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* সামনে। 'মজনু সাক্ষা পুনি উড়িয়া আইলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সাক্ষাৎ করা *ক্রি* দেখা করা। 'কক্ষের দ্বার খুলিয়া দাও, এই স্ত্রীলো সাক্ষাৎ করিতে যাইবেক।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সাক্ষাৎকার [স] ১ *বি* দর্শন। 'দুই ভাই হৃদয়ে ক্ষালি অন্ধকার/ ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ব্রহ্মস্বরূপে যে সাক্ষাৎকার সেই তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা নয় ...।' *রামমোহন*, ১৮১ ২ *বি* অনুভব। 'স্ত্রী সম্ভোগে যে প্রত্যক্ষ সুখ সাক্ষাৎকার হয় *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বিণ* উপস্থিত। 'এই স্তূপশিখরে, এই নীলাম্ব যামিনী সাক্ষাৎকার, সন্তানেরা রণ করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সাক্ষাৎকার করা *ক্রি* প্রত্যক্ষ করা। 'নৃত্য গীত বাদ্য সাক্ষাৎক করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সাক্ষাৎকার লাভ *ক্রি* দর্শন লাভ। 'অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থা গমন করিয়া কৃষ্ণার্জুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাক্ষাৎপরিচয় [স] *বি* প্রত্যক্ষ দর্শন। 'আমরা দেবীর দৃষ্টিতে য সাক্ষাৎপরিচয় পেয়েছি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সাক্ষাৎপূজা [স] *বি* সামনাসামনি নিবেদন। 'হে গোরক্ষনাথ য সাক্ষাৎপূজায় দাসকে বঞ্চিত করলেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সাক্ষাৎপ্রার্থিনী [স] *বি স্ত্রী* সাক্ষাৎকারদাতা। 'সুব্রত আড়চো অন্যান্য সাক্ষাৎপ্রার্থিনীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল।' *নরে* ১৯৪৯।

সাক্ষাৎভাবে [স] *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'সুযোগ হলো কায়েদে আজম সাক্ষাৎভাবে দেখবার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাক্ষাৎসম্বন্ধ [স] *বি* প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। 'জমিদারি সেরেস্তার সঙ্গে য কোনোরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ আছে তিনিই জানেন।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'এ মহা শ্রেষ্ঠি সম্প্রদায়টি সাক্ষাৎসম্বন্ধেই এদের মনিব ও অন্নদাতা *সবুজ*, ১৯২০।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে [স] *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষভাবে। 'ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ সম্ব রাজস্ব দিতেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সাক্ষাৎ হওয়া *ক্রি* দেখা হওয়া। 'যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সাক্ষাত ভিক্ষা *বি* সাক্ষাৎ প্রার্থনা। 'আসিয়াছি তোক্ষার সাক্ষ ভিক্ষার কারন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাক্ষাতে ১ *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষভাবে। 'সাক্ষাতে না দেখা দেন পরো এত দয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* সামনে। 'মজনু সাক্ষা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনি উড়িয়া আইলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সাক্ষ্যাত *ক্রিবিণ* সরাসরি উপস্থিতিতে। 'সাহেব খামীন্দ সাক্ষ্যাত তজবিজ আজ্ঞা হএ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাক্ষ্যাতে *ক্রিবিণ* সরাসরি উপস্থিতিতে। 'তাহা সাক্ষ্যাতে নিবেদন করিবো।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাখ্যাত [স সাক্ষাৎ] *বি* সাক্ষাৎ। 'ছয় মাসের পরে একবার সাখ্যাত পাইলাম।' *রামরাম*, ১৮০১।

সাক্ষী [স] **১** *বি* প্রমাণ। 'এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্বজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* সাক্ষ্য। 'হেস্টিংস নানাপ্রকার ছল করিয়া, নানাপ্রকার মিথ্যা অপবাদ দিয়া ও কৃত্রিম সাক্ষী উপস্থিত করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বিণ* প্রত্যক্ষদর্শী। 'দেবি! আপনিই এর সাক্ষী।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **৪** *বি* কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষকারী। 'সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সাক্ষি [স সাক্ষী] *বিণ* প্রত্যক্ষদর্শী। 'বীরের নগরে রজনি বাসরে তারা ভানু চন্দ্র সাক্ষি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাক্ষী-উকিল [স সাক্ষী+আ ওয়াকীল] *বি* ইসলাম ধর্মমতে বিয়ে পড়ানোর সময় কন্যার সম্মতি জেনে আসে যে। 'মোল্লা তখন কলমা পড়ায় সাক্ষী-উকিল ডাকি।' *জসীম*, ১৯২৯।

সাক্ষীগোপাল, সাক্ষিগোপাল [স] **১** *বি* হিন্দু অবতার কৃষ্ণের মূর্তিবিশেষ। 'সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দেখি সাক্ষীগোপালের লাবণ্য মোহন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* নিষ্ক্রিয় দর্শক। তাহার সহধর্মিণী তৎকালে সাক্ষীগোপালস্বরূপ ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সাক্ষী ভাঙানো *ক্রি* সাক্ষীকে বিরুদ্ধ পক্ষে নেওয়া। 'সাক্ষী ভাঙাবার জন্যে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সাক্ষীসাবুদ [স সাক্ষী+আ ছবুত] *বি* সাক্ষী ও প্রমাণ। *ওর্সা*, ১৭৯৩। 'সাক্ষী-সাবুদ তুমি পাবা কই?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাক্ষেপে [স] *ক্রিবিণ* খেদের সঙ্গে। 'অতি সংকোচে ও সাক্ষেপে সেটি প্রকাশ করতেই যে অগ্নিস্রাব শুরু হল।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

সাক্ষ্য [স] **১** *বি* সাক্ষী কর্তৃক আদালতে ঘটনাদির বর্ণনা; জবানবন্দি। 'উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'চন্দ্র সূর্য্য দেও সাক্ষ্য।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বি* প্রমাণ। 'ভারতীয় প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সাক্ষ্য বহন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সাক্ষ্যদান [স] *বি* সাক্ষ্য দেওয়া। 'ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শাস্ত্রে সাক্ষ্যদানের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সাক্ষ্যপ্রমাণ [স] *বি* সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায়। 'তার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে হাজির হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সাক্ষ্যমঞ্চ [স] *বি* আদালতের সাক্ষ্যদানের মঞ্চ। 'শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সাক্ষ্যসাবুদ [স সাক্ষ্য+আ ছবুত] *বি* সাক্ষীর বক্তব্য ও প্রমাণাদি। 'উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সাক্ষ্যস্বরূপ [স] *বি* দৃষ্টান্ত। 'কি প্রকারই বা তাঁহাদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষ্যস্বরূপ অদ্যাবধি উক্ত রত্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সাখা [স শাখা] *বি* গাছের ডাল। 'সাখা পল্লব কুসুমে বেআপল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাখী, সাখি [স সাক্ষী] **১** *বিণ* প্রত্যক্ষদর্শী। 'এহা ঘোর বনে রাধা কেহো নাহি সাখী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মনের মানস কথা মন তাহে সাখি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সত্যতা। 'তাহাক দেখিলেঁ মোর বোলে পায়িবেঁ সাখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* সাক্ষী। 'লক্ষ জন আছে সাখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাখিএঁ *ক্রিবিণ* সমক্ষে; সামনে। 'বড়ায়ি সাখিএঁ বোল সত্য বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাগ [স শাক] *বি* শাক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাগর[1] [স] *বি* সমুদ্র। 'মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাগরকূল [স] *বি* সমুদ্রতট। 'দক্ষিণে সাগরকূল উত্তরে হিমাচল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সাগরকোঁয়রী [স সাগরকুমারী] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সাগরকুমারী; লক্ষ্মী। 'তোক্ষে সাগরকোঁয়রী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাগর-খোঁজা *বিণ* সাগরের সাক্ষাৎ পেতে চায় এমন। 'সাগর-খোঁজা নির্ঝর সেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সাগরগর্ভ [স] *বি* সাগরের তলদেশ। 'তাঁহার ... বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থাদি সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সাগরগর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে/ জীবনোদ্‌বেগে তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সাগরজল [স] *বি* সমুদ্রের পানি। 'সে-রাজ্যচালকদিগের কলঙ্ক সমস্ত সাগরজলেও ধৌত হইবার নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সাগরতট [স] *বি* সমুদ্রের তীর। 'চাকরী চাকরী শব্দে হিমাচল হইতে সাগরতট পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সাগরতল [স] *বি* সাগরের তলদেশ। 'আঁধার সাগরতলে একটি রতন জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'সাগরতলে কিংবা সাগরপারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সাগরতীর [স] *বি* সমুদ্রতট। 'কোনোটা শরম-চল বধূর গালে – সেদিন সাগরতীরে প্রভাতকালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সাগরধৌত [স] *বিণ* সমুদ্র উপকূলীয়। 'উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয়, দক্ষিণে সাগরধৌত কন্যাকুমারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সাগরপথগামী [স] *বি* সমুদ্র পথের যাত্রী। 'উজানে যেতে পারিবি কি সাগরপথগামী?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সাগরপার নির্মিত/নির্ম্মিত [স] **১** *বি* বিদেশে তৈরি। 'চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপারনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহারসহিষ্ণু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* সমুদ্রের উপকূল। 'সাগরপারের বনের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সাগরবক্ষঃ [স] *বি* সমুদ্রপথ। 'প্রবল বেগে সাগরবক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া ছয় মাসের পথ এক মাসে উত্তীর্ণ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সাগরবলাকা [স] *বি* সাগর অঞ্চলের বক জাতীয় এক প্রকার পাখি; অ্যালবাট্রস। 'সাগরবলাকা অধীর চিৎকার হানে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সাগরবিলাস [স] *বি* সমুদ্র ভ্রমণ। 'সমুখে জাগিয়া থাক সাগরবিলাস।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সাগরবেলা [স] *বি* সমুদ্রের তীর। 'সাগর বেলায় অধীর বায়ে বনের ছায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'আর কতদিন সাগরবেলায় খামকা বসে তুলব ইঁট।' *নজরুল*, ১৯৪২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাগরমন্থন [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) অমৃত তোলার জন্য দেবতা ও অসুরদের সমুদ্রমন্থন। 'সমুদ্র মন্থন কালে, মোহিনীর প্রেমজালে, গিরীশের ঘটিল কি রঙ্গ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬০। ২ *বি* হুলুস্থুল কাণ্ড। 'সাগরমন্থনের মতো হুজুগে লোকের কোলাহল উঠেছে পথে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাগরমার্গ [স] *বি* সমুদ্রপথ। 'উহাদের সাগরমার্গে বা স্থলপথে দূরদেশ ভ্রমণেও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সাগরমেখলা [স] *বিণ* সমুদ্রবেষ্টিত। 'সাগরমেখলা শ্বেতদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী বাণিজ্যলক্ষ্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সাগর-যাত্রা [স] *বি* সমুদ্রে গমন। 'তুমি না শেখাও সাগর-যাত্রা ...।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৮।

সাগর-শকুন [স] *বি* সামুদ্রিক পাখি। 'আশা তব ওড়ে লুব্ধ সাগর-শকুন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সাগর-শোষা *বিণ* জল নিঃশেষকারী। 'বাষ্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর-শোষা তোর আঁচে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাগর-সঙ্গত [স] *বিণ* সাগরের অনুরূপ। 'আমার নীহারে জাগে তরঙ্গ-বিক্ষেপ আজ সাগর-সঙ্গত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাগরসঙ্গম, সাগরসংগম [স] ১ *বি* সাগরে ডুব দেওয়া। 'সাগর সঙ্গমে শরীর তেআগিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সাগরের সঙ্গে নদীর মিলন স্থান। 'সাগরসঙ্গম দেখি কর্ণধারে রঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সাগরসম [স] *বিণ* সমুদ্রের সমান। 'অলজ্ঘ্য সাগর-সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সাগর-সৈকত [স] *বি* সমুদ্রের বালুকাময় তীর। 'তারা ভাবলো সাগর-সৈকতে এমন কতই ঘটে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

সাগরসৈকতবাসিনী [স] *বিণ* সাগরতীরে অবস্থিত। 'আমি হলে তোর ওই বর্ষাস্নাতা সাগরসৈকতবাসিনী করাচির বর্ণনাটা ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাগরোত্থিত [স] *বিণ* সাগর থেকে সৃষ্ট। 'ঝঞ্ঝা-মথিত সাগরোত্থিত ভালবাসি এই দেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সাগর[2] [স] *বি* কলার জাতবিশেষ। 'মৌসুমের এই প্রথম ছড়ি, মোটাতাজা বাইশ হালি সাগর।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

সাগরী [স] *বিণ* বিদ্যাসাগর-রচিত। 'বাংলা গদ্যের অধুনাবিবর্তিত রূপের মধ্যে তাই আজও সাগরী গদ্যের সুবাস অনুভব করা যায়।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সাগরেদ [আ শাগির্‌দ] *বি* শিষ্য। 'তাঁহার সাগরেদ্‌দিগকে কলসী লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সাগরেদি *বি* চেলাগিরি। 'গোঁফ ওঠার আগে থেকে সাগরেদি ধরেছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সাগাঁতিয়া *বিণ* সাঙ্গা তথা সাময়িক বিবাহ করেছে এমন। 'হের আইস সাঁগাতিয়া বর তোরে কোলে করি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাগু [প] *বি* এক ধরনের পাম গাছের ভেতরকার নরম পদার্থ থেকে তৈরি দানাদার খাদ্যবিশেষ, যা দুধ-সহযোগে রান্না করে পায়েস জাতীয় খাবার তৈরি করা যায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঝি একবাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাগুদানা [প সাগু+ফা দানহ] *বি* এক ধরনের পাম গাছের ভেতরকার নরম পদার্থ থেকে তৈরি দানাদার খাদ্যবিশেষ। 'তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ ... হইতে সাগুদানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সাগুনি *বি* সেগুন কাঠ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সাগ্নিক [স] ১ *বি* সবসময়ে যজ্ঞের আগুন প্রজ্বলিত রাখে এমন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। 'এক উদ্যানে ... সাগ্নিক ও সালঙ্কারিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* পুরোধা; অগ্রগণ্য। 'ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাগ্রহ [স] *বিণ* আগ্রহ আছে এমন। **সাগ্রহে** *ক্রিবিণ* আগ্রহের সাথে। 'পূর্তবিজ্ঞানবিশারদ বিপুলমতি ক্রনেল সাহেব মহোদয় ইহার সংগঠনভার সাগ্রহে গ্রহণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাঙড় *বি* নৌকাবিশেষ। 'বড় এক সাঙড় নৌকো ভাঁটার সময় মাঝগঙ্গার কাদায় আটকে আছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সাঙাত, সাঙাৎ [স সঙ্গত] ১ *বি* বন্ধু। 'সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল, সাঙাত, পড়াশুনা তো সাঙ্গ করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* অসৎ কাজের সহচর। 'নিশাচর সাঙাতের মতো, নিষিদ্ধ কাজে যাওয়ার জন্য যে ডাকে সংকেতে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

সাঙাৎনি *বি স্ত্রী* বন্ধুত্ব। 'খুদু বলে, আমার সঙ্গে, সাঙাৎনি কি পাতাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাঙাতি [স সঙ্গত] *বি* বন্ধু। 'শুনহে পরাণ সুবল সাঙাতি, কে ধনী মাজিছে গা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সাঙ্কম [স সংক্রম] *বি* সাঁকো। 'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।' *চর্যা* ৫, ১২০০।

সাঙ্কেতিক [স] ১ *বিণ* ইঙ্গিতজ্ঞাপক। 'অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* হেয়ালিপূর্ণ। 'ইহাদের ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতিসাধন সংক্রান্ত অনেকানেক নিগূঢ় ভাব সাঙ্কেতিক শব্দে সন্নিবেশিত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সাঙ্গ[1] [স সঙ্গ>] *বি* সাঙ্গা বা সাময়িক বিবাহ। 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

সাঙ্গা *বি* একরকমের সাময়িক বিবাহ। 'আমার মনে মনে ইচ্ছা, মঠধারী ব্রহ্মচারীকে বলিয়া তোমায় সাঙ্গা করিয়া ফেলি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সাঙ্গে [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

স্যাঙ্গা-করা *বিণ* সাঙ্গা নামের সাময়িক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। 'স্যাঙ্গা করা কড়ুই রাঁড়ি মেয়েটো।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাঙ্গ[2] [স] ১ *বিণ* অবসান। 'সন্ধ্যা সাঙ্গ করিআ করিল বহু স্তুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সম্পাদন। 'তোমার প্রসাদে জেন যজ্ঞ সাঙ্গ হয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* সমাপ্ত। 'উত্তর প্রত্যুত্তর সাঙ্গ হইলে ..।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

সাঙ্গ করন *বি* সমাপ্ত করা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

সাঙ্গ হওয়া *ক্রি* সমাপ্ত হওয়া। 'সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে, ফুরাইবে দু-দিনের খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সাঙ্গা *ক্রি* শেষ হওয়া। 'সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঙ্গত্য [স] *বি* সঙ্গতি। 'বাদসাহী লস্কর পার হওনের সাঙ্গত্য পায় না।' *রামরাম*, ১৮০১।

সাঙ্গাতি *দ্র* সাঙাৎ

সাঙ্গি [ফা সঙ্গিন] *বি* সঙ্গিন। 'চণ্ডী জারে স্বহায় বীরের পাষাণকায় শেল সাঙ্গি গায় নাহী ফুটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঙ্গীতিক [স] *বিণ* সংগীতময়। 'তুমি সাঙ্গীতিক বিকালের দিকে এই বাঁধে এসে বসো একধারে।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

সাঙ্গোপাঙ্গ [স] **১** *ক্রিবিণ* সঙ্গী হিসেবে। 'সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবৎ অবতার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* দলবল। 'করিম চোরা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গসহ চোর জাতিকে সংহত ও কাতারবন্দী করিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সাঙ্গপাঙ্গ [স সাঙ্গোপাঙ্গ] **১** *ক্রিবিণ* আদ্যন্ত; আগাগোড়া। 'সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* শিষ্য-সাবুদ। 'হায় হায় করে উঠল পীর সাহেবের সাঙ্গপাঙ্গরা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সাঙ্ঘাতিক [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর; বিপজ্জনক। 'সেই অঞ্চল যেমত সাঙ্ঘাতিক তেমন কলিকাতার অন্য কোন অঞ্চল নয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সাচ [স সত্য] *বি* সত্য। 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিছা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

সাচা [স সত্য] **১** *বি* সত্য। 'খালাস করিয়া দিব যদি কহ সাচা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* সৎ; সাধু। 'কুম্পানির কাজ ভালমতে সরবরাহ হইবে জদি তুমি এ দফায় সাচা হইতে পারহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাচান [স শ্যেন] *বি* বাজপাখি। 'সাচান উড়িল জেন লইয়া ক্ষুদ্র পক্ষি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাচার [স] *বিণ* আচারনিষ্ঠ। 'পরম সাচার সর্ব লোকে আপক্ষিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সাচিব লওয়া *ক্রি* সুস্থ হওয়া। 'সাচিব লইতে ...।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাচিবি *বি* রোগমুক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাচিব্য [স] **১** *বি* মন্ত্রী। 'তোমারে সাচিব্য করি মারি দুষ্ট ভূপ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* সুলভ; সস্তা। 'পূর্ব্ববৎ শস্য জন্মে না কর অধিক লাগে সুতরাং প্রজারা সাচিব্য মূল্যে শস্য বিক্রয়ে সক্ষম হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সাচ্চা [স সত্য] **১** *বিণ* খাঁটি। 'দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্যকিরণের অনুকরণে তাহারা সাচ্চা রূপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* সত্য। 'আমরা যে গাই সাচ্চারই জয়গান।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাচ্ছল্য [স] *বি* সচ্ছলতা। 'এপর্য্যন্ত অনায়াসেই সাচ্ছল্য পূর্ব্বক উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়াদি দিয়া নির্ব্বাহ করিতেছি।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

সাজ[1] [ফা সাজ] **১** *বি* আবরণ। 'কেতকী কুসুম যেন ধূলীএঁ সাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সজ্জিত। 'রক্ষীগণে নরক করুক অতি সাজ।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* প্রস্তুতি। 'আপনাদের সাজ করিতে দোল ফুরাল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাজ করতে দোল ফুরানো – প্রস্তুতি নিতেই সময় শেষ। 'আপনাদের সাজ করিতে দোল ফুরাল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাজকোজ *বি* সাজগোজ; বেশভূষা। 'বিনা কোন সাজকোজ ও কোন উপদেষ্টা কিম্বা উত্তরসাধক ব্যতিরেক, কৌতূহল স্থলে উপস্থিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সাজগোজ *বি* বেশভূষা। 'ভাল, আমরা লেখাপড়া সাজগোজ করি।' *গৌর*, ১৮২২; 'গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সবচেয়ে বেশি; তিনি সবচেয়ে বেশি সাজগোজ করে এসেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সাজগোজ করা *ক্রি* সাজসজ্জা করা। 'যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজগোজ করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসন গ্রহণ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সাজঘর, সাজাঘর [ফা সাজ+ঘর] *বি* অভিনেতাদের পোশাক পরিচ্ছদ পরার ও সাজার ঘর। 'আমি সাজঘরের কর্ত্তা হইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'ওদিকে বড়মা সাজাঘরে যাবে, তোর জন্যে বসে থাকবে নাকি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সাজন **১** *বি* প্রস্তুতি। 'পুনরপি কৃষ্ণ মারিতে করহ সাজন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সজ্জা। 'রাঘব পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দেখিআ জলের স্থিতি চিন্তিত কলিঙ্গপতি সাজন করিআ আনে নায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ব্যবস্থা। 'জলের উপরে কর ছিষ্টির সাজন।' *রামাই*, ১৭১০। **৪** *বি* সজ্জা গ্রহণ। 'পূজার উদযোগে মেশে তারও লাগি পূজার সাজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সাজনা *বি* সাজসজ্জা। 'তপন শশী হেরিছে বসি তোমার সাজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সাজনি, সাজনী **১** *বি* সজ্জা। 'রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সনকা গুরীক্ষা সঙ্গে অপূর্ব সাজনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* সাজসজ্জার উপকরণ। 'কিঙ্কর করিআ দিল দোলার সাজনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাজন্ত [ফা সাজ+স অন্ত] **১** *বিণ* মানানসই। 'যে যে কর্ম্ম এক ব্যক্তিতে আহ্লাদজনক ও সাজন্ত হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* সাজে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাজপোশাক [ফা] *বি* সাজসজ্জার উপকরণ ও পরিধেয় বস্ত্র। 'থিয়েটারের সাজপোশাকের দোকানে।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'নতুন সাজ-পোশাকের ফরমাশ গেল ওস্তাগারের কাছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সাজ বাজ *বি* সাজগোজ। 'সঙ্গে চলে ধুমসী করিয়া সাজ বাজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাজসজ্জা [ফা সাজ+স সজ্জা] *বি* সাজগোজ; বেশবাস। 'সাজসজ্জা ঐশ্বর্য অলংকার আমাদের তেমন মানায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'তাদের প্রাসাদ ও সাজসজ্জা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাজ-সরঞ্জাম [ফা সাজ+ফা সরানজাম] **১** *বি* প্রস্তুতির উপকরণসমূহ। 'এত জিনিষ-পত্র লোক-লস্কর সাজ-সরঞ্জামের আবশ্যক হতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* সাজসজ্জা। 'তাহার সাজসরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বি* সজ্জা ও উপকরণ। 'তাদের ব্যস্ততা সাজসরঞ্জাম দেখে মনে হলো যেন অগ্রগামী সেনাবাহিনী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাজ[2] *দ্র* **সাজা**[1]

সাজ[3] [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাজ[4] [ফা] *বি* যুদ্ধ; দাঙ্গা। 'জমিদারের পক্ষে আমিম বখশিশের বদলে সাজ লড়িয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাজওয়া [স সজ্জা>] *বি* সাঁজোয়া; বর্ম। 'সাজওয়া অঙ্গেই শোভা পাইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজওয়াল [স সংযোজক>] *বি* বর্মধারী। 'সাজওয়াল সমেত কাটে কত জনে জনে।' *গরীব*, ১৭৬৫। *দ্র* **সাজোয়াল**

সাজনা[১] [স স্বজন] *বি* সখা। 'রচনা মে রোঅন সাজনা রে বারিস ন তেজিঅ দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাজনা[২] *দ্র* **সাজ**[১]

সাজনি[১] *দ্র* **সাজ**[১]

সাজনি[২] [স স্বজন] *বি* সজনি। 'হমর বচন সুন সাজনি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সাজস [ফা সাজিশ] *বি* ষড়যন্ত্র। 'মর্টগেজ যদি সাজস প্রমাণ হয়?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সাজা[১] *বি* ব্যবহারের জন্যে তৈরি করা। 'চাল বাছা আর পান সাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সাজা[২] [ফা সাজ>] **১** *ক্রি* প্রস্তুত হওয়া। 'সৈন সাজল মধুমথিকা কুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* সজ্জিত করা। 'সাজাইল অনেক যতনে।' *বড়ু*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* বেশ ধারণ করা। 'জরীর কাপড় ও পরিষ্কৃত কোঁচার দ্বারা, আপনি বড় মানুষ সাজে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *ক্রি* মানানসই হওয়া। 'এখানে তোমাকে সাজে না।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে।' *নজরুল*, ১৯২২। **সাজ** *ক্রি* প্রস্তুত হও। 'সাজ সাজ বলিয়া টমকে দিল তরা।' *মালাধর*, ১৫০০। **সাজ ১** *ক্রি* ব্যবহারের জন্যে তৈরি করো। 'এক ছিলিম তামুক সাজ দেখি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *ক্রি* সাজাও। 'ঢেলে সাজ দেখি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **সাজল** *ক্রি* সাজলো। 'সৈন সাজল মধুমথিকা কুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সাজহ** *ক্রি* সাজাও। 'ঝাঁট করী সাজহ পসারা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজাইআ** *ক্রি* সাজিয়ে। 'সপ্ত খণ্ড সাজাইআ সুবর্ণ আবাস।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সাজাইয়া** *ক্রি* সাজিয়ে। 'দারুকে সাজাইয়া রথ আনি সিঘ্রগতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাজাইল** *ক্রি* সাজালো; সজ্জিত করলো। 'সাজাইল অনেক যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজালুঁ** *ক্রি* সাজালাম। 'তাম্বুল সাজালুঁ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **সাজাহ** *ক্রি* সাজাও; সজ্জিত করো। 'সানন্দে সংগ্রামে সাজাহ লইয়া ছাতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **সাজি** *ক্রি* সেজে। 'বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **সাজিআ** *ক্রি* সজ্জিত ক'রে। 'মায়ের হাব্যাসে মরি ত্বরাএ সাজিআ তরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **সাজিআঁ** *ক্রি* সাজিয়ে। 'ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজিআঁ পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজিউ** *ক্রি* সাজাই। 'পসার সাজিউ দধি দুধে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজিয়া** *ক্রি* সজ্জিত হয়ে। 'সমর করিতে সব সাজিয়া রহিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **সাজিল** *ক্রি* সজ্জিত হলো। 'সুনি ক্রোদে বলরাম সাজিল আপনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাজিলোঁ** *ক্রি* সাজিয়ে। 'ঘৃত দুধেঁ সাজিলোঁ পসারা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজে** *ক্রি* শোভা পায়। 'তোর বোল মোত নাহিঁ সাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজ্যা ১** *ক্রি* সাজিয়ে। 'পুসিআ পালিআ বালা কারে সাজ্যা দিল ডালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* সেজে। 'সেনাপতি সাজ্যা চল মৃগয়া কারণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সাজ্যাছে** *ক্রি* সেজেছে। 'আর শুন্যাছ সিংহল জাত্যে সাধু সাজ্যাছে ডিঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **স্যেজে** *ক্রি* সেজে। 'বুড়ো বয়সে সং স্যেজে রং কত্তে হলো।' *হুতোম*, ১৮৬২।

সাজানী *বি* কনে সাজানোর উপকরণ। 'বরকে এখনো সাজানী দিয়ে কনেকে ঘরে আনতে হয়।' *বেগম*, ১৯৫২।

সাজানো [ফা সাজ>] **১** *বিণ* সুন্দরভাবে স্থাপিত। 'ঘরের চারি ধারে কৌচ চৌকি সাজানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* কৃত্রিম। 'পাশ্চাত্য অত্যুক্তি সাজানো জিনিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সাজানো-গোজানো *বি* সাজগোজ। 'সাজানো-গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে ... ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাজাসাজি *বি* মানানসই হওয়া না-হওয়া। 'আমাদের আবার সাজাসাজি কি?' *শরৎ*, ১৯১৭।

সাজিয়া গুজিয়া *ক্রিবিণ* সাজগোজ ক'রে। 'সাজিয়া গুজিয়া গহনা পরিয়া আমার কাছে আসিয়া বসুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সাজা[৩] [ফা] *বি* দণ্ড। 'সুন্দর রূপ সাজা না দিলে খাজানার টাকা দিবে না।' *কেরি*, ১৮০২।

সাজাই [ফা] *বি* শাস্তি। 'বেহুদা সাজাই জদি করহ তবে তাহি তোমার নামে ... নালিস করিতে পারিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাজাপ্রাপ্ত [ফা সাজা+স প্রাপ্ত] *বিণ* অপরাধের জন্য শাস্তি পেয়েছে এমন। 'আমাদের দেশে সাজাপ্রাপ্ত বা বিপথগামী কিশোরদের সংশোধনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সাজাই[১] [স সজ্জা>] *বি* সাজ। 'শঙ্খনাদ নাউফলা পরিলা সাজাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সাজাই[২] *দ্র* **সাজা**[৩]

সাজান ঘর *বি* আসবাবপত্র ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত ভাড়ার বাড়ি। 'এ রকম সাজান ঘর ভাড়া কেবল লণ্ডনে নয়, ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সাজি, সাজী [স সর্জি] **১** *বি* ডালা। 'ফুলের সাজিতে তুমি বসিবে উড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভাতি ভাতি বহুরূপী আইসে সাজি সাজি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সাজীটি খুলিয়া ফুলটি তুলিয়া বাঁধেন নাগরী চুলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* উপহার। 'গানের সাজি এনেছি আজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৩** *বি* পূজার থালা। 'এনেছ বহিয়া রিক্ত তোমার পূজার ফুলের সাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'অর্ঘ্য নিবেদিত হওয়ার পর শূন্য সাজি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাজিমাটি *বি* ক্ষারজাতীয় মাটি। 'সে কি সাবান না সাজিমাটির ডেলা?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সাজো আঙুল *বি* অনামিকা আঙুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাজোয়াল [স সংযোজক>] *বি* জোর করে টাকা আদায় করার জন্য যে বিশেষ কর্মচারীকে পাঠানো হয়; বর্মধারী সৈনিক। 'সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ।' *ভারত*, ১৭৬০। *দ্র* **সাঁজওয়া, সাজওয়া**

সাজোশ [ফা সাজিশ] *বি* চক্রান্ত; ষড়যন্ত্র। 'পাইকের সহিত সাজোশ করিয়া ঐ কুকর্ম্মে পুনরায় প্রবর্ত্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সাজ্য [স সাহায্য] *বি* সাহায্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাজ্যাতা *বি* একপ্রকার শাক। 'সাজ্যাতা পাজ্যাতা বন-পুই তুলে বলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঝি [স সর্জি] *বি* ঝুড়ি। 'পাঁচ সাত সাঝি পূরি চলে নিজ ধাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সাঞি [স স্বামী] **১** *বি* মনের মানুষ। 'যথা দেখ মোর সাঞি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* ঈশ্বর। 'এবে ত্রিজগত সাঞি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* স্বামী; পতি। 'ফুল-সাঞি যে ফকির আছে ফুলকে তার ভালবাসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সাঞি সাঞি [ধ্বন্যা] *বি* সাঁই সাঁই শব্দ। 'সাঞি সাঞি করিআ বাণ জায় তুরিতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঞী [স শমী] *বি* শমী; বাবলা জাতীয় গাছ। 'অপামার্গ বাঘনলা সাঞী তোলে অভ্রকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাট [ধ্বন্যা] **১** *বি* ছাট; ছিটা। 'ঘন কেরুয়াল পড়ে জলে লাগে সাট।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুকুন্দ, ১৬০০। **২** *বিণ* সমস্ত। 'তামা বলি ফিরে দিল সাটে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সাটল [ই] *বি* অল্প ব্যবধানে অবস্থিত স্থানগুলোর মধ্যে নিয়মিত চলাচল করে এমন ট্রেন। 'ট্রেন আসে, থামে, হাঁটে, ছুটে যায়/ উড়ন্ত সময়, মেল, গুডস, সাটল, স্পেশাল, প্যাসেঞ্জার।' *হোসেন*, ১৯৪০।

সাটা *বিণ* সাঁটা; আঁটা। 'সাটা ফর্দ্দ করিয়া পাঠাইবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সাটানো *বিণ* টানানো। 'আমি ছিলাম ইজেলে সাটানো ক্যানভাসের সামনে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

সাটাসাটি *বি* শাসন। 'উৎসাহে রহমতের সাটাসাটি ও দৌড়াদৌড়ি বাড়িয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাটি, সাটী[১] [স ষষ্টি] *বিণ* ষাট; ৬০ সংখ্যক। 'আড়কোট ২৬০ দুই সও সাটী তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'এক সত সাটি সিক্কা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

সাটিন, সাটীন [ই] *বি* মিহি ও মসৃণ রেশমি বস্ত্র। 'সে বহুমূল্য সাটীন, কিঙ্খাপ ইত্যাদি রেশমী বস্ত্রে বস্তা বোঝাই।' *রোকেয়া*, ১৯১৮; 'কেহ২ সাটিনের পায়জামা গোটা বন্নট লাগান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সাটী[১] *দ্র* সাটি

সাটী[২] [স শাটী] *বি* পাড়যুক্ত শাড়ি। 'ভাল সাটী পরিহিতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সাঠীহার [স ষষ্ঠী>] *বি* নবজাতকের ছয় দিনে হিন্দুদেবী ষষ্ঠীর কাছে শিশুর কল্যাণ কামনায় অনুষ্ঠেয় কর্ম। 'তে কারণে বিধি যত দুখগণ লেখিল সাঠীহারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাড় ১ *বি* চেতনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যখন একদিকে প্রবল হয়ে জেগে ওঠে অন্য দিকে তাদের আর-কিছুই সাড় থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'সাড় নাই মেয়ের!' *তারা*, ১৯৪০। **২** *বি* সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। 'চারদিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না, তখন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৩** *বি* তেজ; শক্তি। 'তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সাড়ম্বর [স] *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'এক্ষণকার বদান্যতা সাড়ম্বর।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপে তাদের সাড়ম্বর আনন্দোল্লাস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাড়া [স স্বর>] **১** *বি* শোরগোল। 'বাহ বাহ বলিআ পড়িআ গেল সাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* হুঙ্কার। 'সাড়া মারিয়া বাঘা আইলে ধীরে ধীরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* আহ্বানের উত্তর। 'সাড়া না দিয়া সটকিবার উপক্রম করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সাড়া দেওয়া *ক্রি* জবাব দেওয়া। 'সাড়া দিয়ে গেল না তো, চলে গেল ম্রিয়মাণ!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সাড়া পাওয়া *ক্রি* পাত্তা পাওয়া। 'যখন সুখদুঃখ সমেত ভালোবাসার সমস্ত কর্তব্যভার মাথায় করবার সময় আসে তখন ওদের আর সাড়া পাওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাড়ালিপি [সাড়া+স লিপি] *বি* সাড়া লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র। 'সাড়ালিপিতে সময়ের সূক্ষ্মাংশ পর্যন্ত নিরূপিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

সাড়াশব্দ [সাড়া+স শব্দ] *বি* কথা বা নড়াচড়ার শব্দ। 'সাড়াশব্দ কোথায় গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সাড়াশব্দহীন [সাড়া+স শব্দহীন] *বিণ* সম্পূর্ণ নীরব। 'পথশূন্য, জনশূন্য, সাড়া-শব্দহীন/ ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'অনেকক্ষণ সাড়াশব্দহীন হয়ে গভীর চোখ খুলে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

সাড়াতড়ি *বি* সাড়াশব্দ। 'সাড়াতড়ি আর পাচ্চি নে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

সাড়াসি [স সন্দংশিকা] *বি* সাঁড়াশি; হাতিয়ার বিশেষ। 'সোনার সাড়াসি দিয়া মাথা চাপি ধরে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সাড়ি, সাড়ী [স শাটী] *বি* শাড়ি। 'হুঙ্কারে ছিণ্ডিয়া দড়ি পরিআ পাটের সাড়ি সোল বৎসরের হইল রামা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পাইআ ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাট সাড়ী দেখি বড় বীরের হরিস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাড়ীপরা *বিণ* শাড়ি পরিহিত। 'সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সাড়ে [স সার্ধ] *বিণ* অর্ধসহ। 'বদলিয়া পুরাপিট হইল সাড়ে সাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সাড়ে চুয়াত্তর *বি* সমাপ্তি। 'আমার চিঠির এইখানে আজ সাড়ে চুয়াত্তর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সাড়ে তিনগজী *বিণ* সাড়ে তিন গজবিশিষ্ট। 'হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সাণ *বি* ধ্যান। 'ভণই লুই আম্হে সাণে দিঠা।' *চর্যা* ১, ১২০০।

সাণাতি *বি* টের; জানান। 'সিংহল জাইতে সাধু পাইল আরতি/ লহনা দুবলা মুখে পাইল সাণাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাণ্ড [স ষণ্ড] *বি* ষাঁড়। 'গোআলকুলে কি তোহ্মে উপজিল সাণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাণ্ড্যাল *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সাণ্ড্যাল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সাত[১] [পা সত্ত] *বিণ* ৭ সংখ্যক। 'এহার দান সাত লক্ষ মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাতকুল [সাত+স কুল] *বি* বংশের সমস্ত ধারা। 'যাহার সাতকুলে কেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাতকুলখাগী *বি* সাত কুল ধ্বংস করেছে এমন ব্যক্তি (গালিবিশেষ)। 'সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালবাসে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সাত-খুন মাপ *বি* গুরুতর অপরাধের শাস্তি না হওয়া। 'ততক্ষণ তাহার সাত-খুন মাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সাতগুটি [সাত+স গুটি] *বিণ* সাতটা। 'সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাতগুষ্টি [সাত+স গোষ্ঠী] *বি* সবাই। 'সাতগুষ্টি মিলে করচে কি দেখ না।' *শরৎ*, ১৯১২।

সাত ঘাটের জল *বি* নানা জায়গা। 'ওরা মজুরি করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেউ ঘুরে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সাত ঘাটের জল এক করা – বহু কষ্ট করে একত্র করা। 'সাত ঘাটের জল এক করে সে ভরতে পারে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সাত ঘাটের জল খাওয়ানো ১ *ক্রি* নাজেহাল করা। 'বদ্যিতে করবে কী ভাই! কত বদ্যির সাত পুরুষকে আমি সাত ঘাটের জল খাইয়ে এসেছি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রি* চার দিকে ঘুরিয়ে বেড়ানো। 'আমি দেহটাকে কোণে বেঁধে মনটাকে গগনপথে ওড়াতে পারলে আরাম পাই অথচ সাত ঘাটের জল আমাকে খাওয়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাতঘাটের পানি খাওয়ানো – বিপদে ফেলা। 'তোমরা জিতলে আওয়ামী লীগকে এবার যে সাতঘাটের পানি খাওয়াতে ...।' *পাশা*, ১৯৭১।

সাতচারি *বি* শিশুদের খেলাবিশেষ। 'নিরবধি সাতচারি খেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাতজন্ম [সাত+স জন্ম] *ক্রিবিণ* কোনো কালে। 'সাতজন্ম বউয়ের মুখ দেখিলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সাতজন্মে *ক্রিবিণ* কোনো কালে। 'সাতজন্মে তাসের দেশের শাস্তরে লেখে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সাত তালা *বি* (বাউল) মানবদেহের কল্পিত সাতটি স্তর। 'মানুষ-মক্কা কুদরতি কাজ উঠেছে রে আজগৈবি আওয়াজ সাত তালা ভেদিয়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

সাতনড়ি [সাত+স নল>] *বি* গলার সাত প্যাঁচওয়ালা অলঙ্কারবিশেষ। 'মুক্তার সাতনড়ি, ডায়মনকাটা চিক তাবিজ বাজু হাতের কড়া স্বর্ণ গোটা চাবির সিকলি; চন্দ্রহার গোলমল পাওজর ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সাতনায়্যা [সাত+নয়>] *বিণ* সাত নয় অর্থাৎ তেষট্টি। 'আনিলেন জত ছিল নগরের নড়ি সাতানয়্যা বন্দে বিশ্বকর্ম ধরে দড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাতনরি, সাতনরী *বি* সাত প্যাঁচওয়ালা কণ্ঠহার। 'অঙ্গেতে শোভে বিভূতি তাজিয়া গলার সাতনরী।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'সাতনরি আর পাঁচনরি হার।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

সাতনরি শিকা *বি* এক ধরনের শিকা। 'রাখিও ট্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাতনরি শিকা ভরে।' *জসীম*, ১৯২৭।

সাতনলা [সাত+স নল>] *বি* পাখি ধরার ফাঁদ। 'সাতনলা জাল আঠ্যা ফান্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাতনলি *বি* যে বন্দুক দিয়ে একসঙ্গে সাতটি গুলি ছোড়া যায়। 'সাতনলি দিয়ে বনের পাখী মারে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সাতনলী [সাত+স নল>] *বিণ* সাতপ্যাঁচওয়ালা। 'তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সাতনলী হার *বি* সাতপ্যাঁচওয়ালা কণ্ঠহার। 'তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সাতপাঁচ *বি* ভালো-মন্দ নানা কথা। 'সাত পাঁচ সখি শুণী বড়ায়ি গো রাধার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সাতপাঁচ ভেবে আমি ... দূরে থাকতেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সাত পাক *বি* হিন্দুবিয়েতে বর-কনের একসঙ্গে সাত পাক ঘোরার রীতি। 'লুকিয়ে ক'রে আসব বিয়ে লুকিয়ে হবে সাতটি পাকও।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সাতপাক মোচড় খাওয়া – অস্থির অবস্থা হওয়া। 'তখনই যেন জানটা সাতপাক মোচড় খেয়ে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাতপুরু *বি* সাত স্তর। 'এ দেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া তাহাতে নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবেই এ দেশ ভাল হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাতপুরুষ [সাত+স পুরুষ] ১ *ক্রিবিণ* বংশানুক্রমে। 'আমার এখানে সাত পুরুষ বাস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বি* পূর্বপুরুষ। 'তার সাতপুরুষের দেশের ভিটায়।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সাতপুর্ষে [সাত+স পুরুষ] *ক্রিবিণ* বংশানুক্রমে। 'তানারা সাতপুর্ষে মুনিব।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সাতভাই *বি* সাতটি তারাসংবলিত নক্ষত্রমণ্ডলীবিশেষ। 'আমার সেই পরাণ সাত ভাই, কালপুরুষ ও অন্যান্য তারাগুলি ঝকিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সাত ভূতের বেদনা – অপরের কষ্ট নিজের কাঁধে পড়া। 'খামখা সাত ভূতের বেদনা এসে জানটা কচলে কচলে দিয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাতমহল [সাত+আ মহল] *বিণ* সাত মহলবিশিষ্ট। 'সুওরানী সাতমহল বাড়িতে থাকেন।' *অবন*, ১৮৯৬; 'সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছটফটিয়ে তুলেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাতমহলা [সাত+আ মহল>] *বিণ* সাত মহলবিশিষ্ট। 'সাতমহলা বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সাত রাজার ধন মাণিক – অতি মূল্যবান বস্তু। 'তুমিই আমার সাত রাজার ধন পুরা মাণিক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সাতলহরী [সাত+স লহর] *বিণ* সাত প্যাঁচওয়ালা। 'সধবাকালীন অবস্থায় তিনি নাকে নথ, কণ্ঠে চিক্কণপেটি বা চিক, কণ্ঠি, সাতলহরী মুক্তাহার ... পরতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সাত সও *বিণ* সাতশো। 'মিহি সোমুরা তিন হাজার থান নয়ানষুক কাপড় সাত সওখান গুড়াচুন ছয় নৌকা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার – বহুদূরের স্থান। 'সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাত সমুদ্র [সাত+স সমুদ্র] *বি* সুদীর্ঘ পথ। 'যাঁহারা সাত সমুদ্র পার হইয়া ... আসেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সাত সমুদ্র তীর – বহু দূর। 'রাগ করবেন বাবা বুঝি দিল্লি থেকে ফিরে? ততক্ষণ যে চলে যাব সাত সমুদ্র তীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সাত সমুদ্র তের নদীর পার – সুদীর্ঘ দূর। 'আমি কেবল যাই একটিবার সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান – বিস্তর তফাত। 'বিলাতফেরৎদের সঙ্গে তাহলে আমাদের সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান এতদিনে ঘুচল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

সাত সমুদ্র তেরো নদী – রূপকথায় ব্যবহৃত বহু দূরবর্তী স্থান। 'সেই গল্পের তেপান্তরের মাঠ এবং সাত সমুদ্র তেরো নদী ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সাত সাগর – বিস্তীর্ণ অঞ্চল। 'সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে, আমি যাই ভেসে দূর দিশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সাত সাগর পার – বহুদূরের স্থান। 'আনবে যে সাত সাগর পারের বন্দিনী দেশলক্ষ্মীকে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সাতে সত্তুরে *ক্রিবিণ* মাঝে মাঝে। 'সাতে সত্তুরে বাজান আসিলে গলাটি ধরিয়া তাঁর।' *জসীম*, ১৯৩১।

সাতেসরী, সাতেশরী, সাতেশ্বরী [পা সত্ত>] *বিণ* সাত নরীহার। 'কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'গলে সাতেশ্বরী হার আর নানা অলঙ্কার ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সাত[2] [স সহিত] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'করিল অনেক পাপ বালকের সাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

AMARBOI.COM

সাতে [স সহিত>] *ক্রিবিণ* সাথে। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'বসন্তরায়কে সাতে করিয়া পূজার অট্টালিকায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

সাত[2] *বি* মুহূর্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাতকড়া [স স্বাদকারী>?] *বি* কমলাজাতীয় ফল। 'চালিতা তেন্তলি সাতকড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাতচল্লিশ [পা সত্তচত্তালীসা] *বিণ* ৪৭ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাততাড়াতাড়ি ১ *ক্রিবিণ* খুব দ্রুত। 'তারা সাততাড়াতাড়ি নিমলার বাগান ছেড়ে রাস্তায় বেরল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *ক্রিবিণ* ব্যস্তসমস্ত হয়ে। 'সমূহ সংলাপ শুনে সাত তাড়াতাড়ি।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

সাতসকাল *বি* খুব ভোর। 'সাতসকালে গোসল সেরে ... মণি ঘরে এসে ঢুকলো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'বোধহয় সাতসকালে এসেছিলো খেত নিড়োতে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

সাতসাট্টি [পা সত্তসট্‌ঠি>] *বি* সাতষট্টি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাতা [পা সত্ত>] *বি* সাত ফোঁটাযুক্ত তাস। 'ইস্কাবনের সাতাও এখন হরতনের টেক্কা অপেক্ষা অধিক বলশালী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সাতা নয়া *বিণ* সাত নয় অর্থাৎ তেষট্টি। 'সাতা নয়া বন্দে বিশাই ধরিলেন সূতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাত্তা [পা সত্ত] *বি* সাত ফোঁটাবিশিষ্ট তাস। 'চারি রঙ্গ যদি এইরূপেই হইল, তবে সাত্তা আট্টা এ সব কি?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সাতাইশ, সাতাইস [পা সত্তবীসতি] *বিণ* সাতাশ। 'শত শত ফুলে অলি মালতীর বন্ধু সাতাইস ভার্যায় রোহিণীনাথ ইন্দু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সাতাইশ ব্রহ্মাণ্ড আদি সব উপজিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাতাইষ *বিণ* সাতাশ; ২৭ সংখ্যক। 'এক সও সাতাইষ তঙ্কা ঘাটতি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সাতাইসা *বিণ* সাতাশে। 'বধুকে এ বাটীতে সাতাইসা অগ্রহায়নে আনান গিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সাতাত্তর [পা সত্তসত্ততি] *বিণ* ৭৭ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাতা ধুলি *বি* শিশুদের খেলাবিশেষ। 'তেপাত্যা বাঘচালি খেলে যাধু সাতা ধুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাতান [ফা সাতুয়ান] *বিণ* বিত্তশালী। 'চন্দ্র গোলদার সাতান, ৩/৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সাতানব্বই [পা সত্তনবুতি] *বিণ* ৯৭ সংখ্যক। 'সাতানব্বই বৎসর হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সাতানব্বি *বিণ* সাতানব্বই। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সাতানো *ক্রি* যন্ত্রণা দেওয়া। 'আমারে সাতাইবার লাগি এই ছেলেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ?' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সাতান্ন [পা সত্তপঞ্ঞাসা] *বিণ* ৫৭ সংখ্যক। 'হরেক তরো ৫৭ সাতান্ন খান ছোট বড়তে আমার স্থানে ছীল।' *ভেরলি*, ১৭৯৪।

সাতার [স সন্তরণ] *বি* সাঁতার কাটা। 'কিনারা নাহি দেখি না জানি সাতার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সাতরিয়া [স সন্তরণ>] *ক্রি* সাঁতার কেটে। 'সাতরিয়া নও দিন জল মধ্যে ভাসে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সাতাশ [পা সত্তবীসতি] *বিণ* ২৭ সংখ্যক। 'এক টন সাতাশ মণের অধিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাতাস *বিণ* ২৭ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাতাশী [পা সত্তাসীতি] *বিণ* ৮৭; সংখ্যাবিশেষ। 'সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সাতি [স শাস্তি] *বি* শাস্তি। 'দোষ পাইলেঁ নাকেঁ কানে করে সাতি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাতিশয় [স] *বিণ* অতিশয়। 'কোন বৈষয়িক বা উৎসব-ঘটিত ব্যাপারে সাতিশয় নিবিষ্ট থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ঐ রমণী সাতিশয় বলিষ্ঠ।' *প্রভাকর*, ১৮৫৬।

সাতুই [পা সত্ত>] *বিণ* সাত সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাত্ত্বিক [স] *বিণ* সত্ত্বগুণসম্পন্ন। 'এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাত্ত্বিকতা [স] ১ *বি* সাধুতা; সদ্‌গুণ। 'এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তো বড়ো পাই না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* সত্ত্বগুণময়তা। 'পাঞ্জাবের লাটের মতোই সাত্ত্বিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাত্ত্বিকভাব [স] *বি* স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণতা, অশ্রু ও মূর্ছা – এই আট প্রকার ভাব। 'সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করতঃ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'স্বেদ, কম্প, মূর্চ্ছা, রোমাঞ্চ, শীৎকার প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের প্রধান লক্ষণগুলি সব মানুষের শরীরে দেখা দেয়।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাত্ত্বিকী [স] *বিণ স্ত্রী* সত্ত্ব গুণসম্পন্ন। 'বিদ্যাভ্যাস করিলে ... সাত্ত্বিকী ও সাধ্বী হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সাথ [স সহিত>] ১ *ক্রিবিণ* সাথে। 'মাধব ঈশ্বর পুরী শচী জগন্নাথ/ অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পার্শ্ববর্তী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাথে *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'তুমি যাইতে মোরে নিয় সাথে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সাথের-সাথী *বি* নিত্যসঙ্গী। 'তুমি হাতের কাছের সাথের-সাথী নও।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সাথি, সাথী [স সহিত>] ১ *বি* পথপ্রদর্শক। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সঙ্গী লোক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথী কে আছে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'বলে চল লড়ি গিয়া হইয়া এক সাথি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *বি* সখ্য; বন্ধুত্ব। 'আমার সঙ্গে সে সাথি পাতালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাথিবিহীন [সাথি+স বিহীন] *বিণ* নিঃসঙ্গ; একাকী। 'যেখানে সাথীবিহীন তালগাছের মাথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সাথিহারা, সাথীহারা *বিণ* সঙ্গী নেই এমন। 'বাতাবিফুলের গন্ধ ঘুমভাঙা সাথিহারা রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'সাথীহারা ঘরে মন আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাথিহীন *বিণ* নিঃসঙ্গ। 'সাথিহীন নির্জনদ্বীপ ঘিরে দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯৩৬; 'যেথা আমি সাথিহীন একা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সাথোক [স সার্থক] *বিণ* সার্থক। 'দুর্লভ জন্মো সাথোক হওএ, যদি কারণীয় পিতারে ভজো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সাদ[1] [স শব্দ] *বি* শব্দ। 'ভণই কহ্নুন কলএল সাদেঁ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

সাদ[2] [স সাধ] *বি* সাধ; ইচ্ছা। 'সাদ লাগে কাহাঞিঁ দেখিবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদে সাদে *ক্রি* ইচ্ছা ক'রে। 'সাদে সাদে করে পোড়া মৃত্তিকা ভক্ষণ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সাদ[২] [স স্বাদ] *বি* গর্ভবতী নারীকে সুস্বাদু খাদ্যাদি খাওয়ানোর অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সাত মাসে বন্ধুগণ দেই তারে সাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* সাধ[২]

সাদকা [আ সদকাহ্] *বি* দান। '(তোর) আমানতের হিসসা সাদকা দে খোদার রাহে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সাদর [স স-আদর] *বিণ* প্রীতিপূর্ণ। 'সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাদরপত্র [স] *বি* প্রশংসাপত্র। 'বড়ো বড়ো লোকের কাছ হইতে অনেক সাদরপত্র আনিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজমহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাদরসম্ভাষণ [স] *বি* আদরযুক্ত অভ্যর্থনা। 'সাদরসম্ভাষণ করিয়া ... দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সাদরে ১ *ক্রিবিণ* সশ্রদ্ধচিত্তে। 'শালেপুরে যাত্রাসিদ্ধি বন্দিব সাদরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *ক্রিবিণ* আদর ক'রে। 'সাদরে গলাটি ধরে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সাদা[১] [ফা সাদহ্] **১** *বিণ* শুভ্র। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* সহজ-সরল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'একেবারে ঘরের কথা – সাদা ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বিণ* লেখা হয়নি এমন। 'সাদা কাগজ এবং কলমকাটী সেখান হইতে পাঠাইবেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৪** *বিণ* ধবল। 'কুড়িটি বেল লান্ঠন (রং বেরং ... সাদা, গ্রিন, লাল) টাঙ্গান হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৫** *বিণ* সোজা। 'সাদা কথা এই যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৬** *বিণ* নিরাসক্ত। 'তাহার সাদা মনটির উপরে একটু রঙ ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৭** *বিণ* স্পষ্ট। 'ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সাদাই [ফা সাদহ্>] *বি* সরলতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাদাটে *বিণ* প্রায় সাদা। 'পাথরচাপা বিবর্ণ সাদাটে ঘাস।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

সাদামাটা ১ *বিণ* কারুকার্যশূন্য। 'সব যেন উড্‌কাটের ব্যাপার – সাদামাটা কাঠখোট্টা বটে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* অনাকর্ষণীয়। 'সাদামাটা চেহারা।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **৩** *বিণ* সাধারণ। 'যে-সব ভূমি দেখেছি, শুধুমাত্র সেগুলোর সাদামাটা বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সাদামাটাভাবে *ক্রিবিণ* বিনা অলঙ্কারে। 'দরবারী কানাড়া তারালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামাটা ভাবে গেয় নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সাদা লোক *বি* সহজ-সরল ব্যক্তি। 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাদা সাদা *বিণ* সাদাটে। 'ছোটো ছোটো মেঘগুলি/ সাদা সাদা পাখা তুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সাদাসিদা [ফা সাদহ্>] *বিণ* সহজ-সরল। 'বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সাদাসিদে [ফা সাদহ্>] *বিণ* সাধারণ ধরনের। 'কোনোপ্রকার ভান নেই; অত্যন্ত সাদাসিদে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সাদাসিধা [ফা সাদহ্>] *বিণ* সাধারণ। 'সাদাসিধা রকমের খাওয়া পরা এবং উচ্চ রকমের ভাবনা চিন্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সাদাসিধে *বিণ* নিরীহ। 'সাদাসিধে লোক।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাদা[২] [স সাধ্>] *ক্রি* আদায় করা। 'কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা রকমের ছক্কড় ভাড়া করে বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাদাজালাণী *বি* কাগজ কলম খরচ বাবদ কর। 'কাছারির কাগজ কলম খরচের জন্য সাদাজালাণী দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সাদার পাতা *বি* পানের সঙ্গে খাওয়ার তামাক পাতা। 'সাদার পাতা আনেনি তাই বেজার সবার মন।' *জসীম*, ১৯২৯।

সাদাসাদি *বি* অনুরোধ। 'কোনো খেলাতেই নামাবার জন্য অত্যধিক সাদাসাদি করতে হত না।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সাদি [ফা শাদী] **১** *বি* উৎসবের ভোজ। 'সাদি খাইয়া সোনাইর হরষিত মন।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* বিয়ে। 'তোমার সাথে আমার সাদি হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সাদিপুরিয়া *বিণ* সাদিপুরে বাস করে এমন। 'শ্রীহরি-আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাদিয়ানা, সাদীয়ানা [ফা শাদিয়ানাহ্] *বি* বিবাহ উৎসবের বাদ্য। 'নহবত তুলিয়া দাও খুব সাদিয়ানা।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'হঠাৎ সাদিয়ানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সাদী [স] *বি* অশ্বারোহী সৈন্যদল। 'চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী, রথী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সাদু [স সাধু] *বি* সওদাগর। 'শুনিয়া সাদুর কথা রাজা আগুসরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাদুল *বি* পাখিবিশেষ। 'মিত্তিকার পাঞ্জরে সাদুল পক্ষী থাকে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সাদৃ [স শব্দ] *বি* শব্দ। 'জঅ জঅ দুংদুহি সাদৃ উছলিআঁ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

সাদৃশ্য [স] *বি* মিল। 'নানা ভাষার শব্দবিশেষের সাদৃশ্য প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাদ্ধসান্তী [স শ্রাদ্ধশান্তি] *বি* শ্রাদ্ধ ও তার পরবর্তী করণীয় কাজ। *মেয়র্স*, ১৭৬৯।

সাধ[১] [স] *বি* বাসনা; আকাঙ্ক্ষা। 'সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সাধ ও সাধ্যের বিবাদ – সামর্থ্য ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যকার ব্যবধান। 'তথাচ সাধ ও সাধ্যেও বিবাদ এ-যাবৎ ঘোচেনি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাধবাজার [স সাধ+ফা বাজার] *বি* সাধের বাজার। 'কী আনন্দময় এই সাধবাজারে।' *লালন*, ১৮৯০।

সাধ মেটানো *ক্রি* বাসনা পূরণ করা। 'চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাধ যাওয়া ১ *ক্রি* ইচ্ছা করা। 'বড়ো সাধ যায় তোরে/ ফুল হয়ে থাকি ঘিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* ইচ্ছা হওয়া। 'আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সাধহীন [স] *ক্রিবিণ* স্পৃহাহীনভাবে। 'কনস্টেবল স্মৃতি ও বিষাদে নুয়ে সাধহীন হেঁটে চলে গেলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

সাধের *বিণ* নিজের অর্জন-করা। 'না জানে সাধের যাতনা যত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সাধের তরী *বি* শখের নৌকা।' 'দেখতে দেখতে সাধের তরী হয়ে ওঠে বোঝাই-তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

সাধ[২] [স স্বাদ] *বি* গর্ভবতী নারীকে সুস্বাদু খাদ্যাদি খাওয়ানোর অনুষ্ঠানবিশেষ। 'নয় মাসে নিদয়ারে সাধ দেই ব্যাধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* সাদ[৩]

সাধক [স] ১ *বি* উপাসক। 'নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে পদ্ধতি সাধক হই।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'সাধক ইয়া রূপ রহিলা ধেয়াই।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* সম্পাদনকারী। 'তৎকর্ম্ম সাধকেরা সশঙ্কিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সাধন [স] ১ *বি* সাধনা। 'সাধন বিনহি ভাঁগল মধু মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* সাফল্য। 'তোহ্মা হতে না হএ জদি রাজ্জের সাধন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* সম্পাদন। 'আপন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ধান্য বিক্রয় করার আবশ্যক।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৪ *বি* আদায়। 'তন্মধ্যে একজন কর সাধনেতে প্রবৃত্ত থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ *বি* বিন্যাস। 'ইঙ্গরেজী পদ সাধন ও ভূগোলীয় বৃত্তান্তের আদিপর্ব্ব।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৬ *বিণ* সম্পন্ন। 'কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বিণ* সহায়। 'শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সাধনপথ [স] *বি* সাধনার রীতি। 'সেই সাধনপথের যাত্রীকে পার্থিব ভোগলালসার পথ হইতে রক্ষা করিয়া ...।' *উদ্ধৃতি, হাই*, ১৯৫৪।

সাধন-প্রণালী [স] *বি* সাধনার পদ্ধতি। 'এই দু'টি সাধন-প্রণালী পরিকল্পিত হয়েছে শুধু সেই উদ্দেশ্যেই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাধনভক্তি [স] *বি* আরাধনা ও ভক্তি। 'সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদগম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাধনমার্গ [স] *বি* সাধনপদ্ধতি। 'পাশুপতসম্প্রদায়ের সাধনমার্গে উপহারসংজ্ঞক ছয় প্রকার ক্রিয়া ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাধনরীতি [স] *বি* সাধনার পদ্ধতি। 'তাঁহার সাধনরীতি কহিতে চমৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাধনসঙ্কল্প [স] *বি* সম্পন্ন করার ইচ্ছা। 'ব্যর্থমনোরথ হইয়া এতৎসাধনসঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সাধনাঙ্গ [স] *বি* সাধন সঙ্গী। 'সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সাধনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সাধনের জন্য। 'এই বিষয় সাধনার্থ উচ্চপদারূঢ় সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পদচ্যুত ... করা উচিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সাধনা [স] ১ *বি* অনুরোধ। 'আমি সাধনা করি আপনারদিগকে বিদায় করুন আমাকে।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* সিদ্ধি। 'তাহার কার্য্য সাধনা কল্পে ইংরাজী পাঠনা, পাঠ্য গ্রন্থের অভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ওস্তাদের কাছে হ'ত তার সুরের সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বি* আরাধনা। 'কামরিপুর শান্তিসাধন করিয়া চরমে পরম পবিত্র প্রেমমাত্র অবলম্বন করা ঐ সাধনার উদ্দেশ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* নিষ্ঠা। 'ঋষিরা কঠোর সাধনায় যাহা নিজের নিজের জন্য করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সাধনা করন *বি* যত্ন নেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাধনাবিমুখ [স] *বিণ* প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত। 'ইহারা সাধনাবিমুখ শিক্ষিত ব্যক্তি।' *ফজলল*, ১৯১৩।

সাধনালব্ধ [স] *বিণ* সাধনার মাধ্যমে অর্জিত। 'তা সাধনালব্ধ ব্যাপার আর সাধনার প্রভাব থাকেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সাধনাসাধ্য [স] *বি* চেষ্টাসাধ্য। 'বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সাধনাসাপেক্ষ [স] *বিণ* প্রচেষ্টাসাপেক্ষ। 'বৃহতের উপযুক্ত শক্তি সাধনাসাপেক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সাধনিরা *বিণ* প্রার্থনাকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাধনীপদ্ধতি [স] *বি* প্রণয়নকৌশল। 'গড়ে উঠল এই দেশের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনার সাধনীপদ্ধতি।' *শিব*, ১৯৫৬।

সাধব [স, সাধু শব্দের বহুবচন] *বি* সাধুজন। 'মিথ্যা বল সাধবের কন্যা তুমি নও।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাধর্ম্য [স] *বি* সমধর্মিতা। 'কুমুর সাধর্ম্যের পরিচয় পেয়ে একটু যেন আরাম লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাধা[১] [স সাধন>] ১ *ক্রি* অভিমান নিবৃত্তির জন্য অনুনয় করা। 'লক্ষণ সহাএঁ/ সাধিলোঁ মান।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ধনী কথি লাগি সাধসি মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* সম্পন্ন করা। 'সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* বাস্তবায়ন করা। 'তথাঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* কামনা করা। 'তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইনু গোকুলপুরী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৫ *ক্রি* অনুরোধ করা। 'নৃত্য দেখিবার তরে সাধয়ে আপনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৬ *ক্রি* উপলব্ধি করা। 'শিষ্য কহে ঈশ্বরত্ব সাধি অনুমানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৭ *ক্রি* জ্ঞাপন করা। 'সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৮ *ক্রি* রক্ষা করা। 'কলধৌত কর দান সাধহ দ্বিজের মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৯ *ক্রি* পূর্ণ করা। 'মন দিয়া দুয়া মোর সাধহ সম্মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ১০ *ক্রি* সহ্য করা। 'কেমতে সাধিবা পুত্র মহাকষ্ট যোগ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ১১ *ক্রি* আদায় করা। 'সাধিব তোহ্মার অঙ্গীকার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ১২ *ক্রি* অর্জন করা। 'এ সকল হোন্তে গুণ যথেক সাধিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। ১৩ *বি* অনুনয়-বিনয় করা। 'ইহাতেই তোদের সাধি, ইহা বুঝিস না।' *গৌর*, ১৮২২। ১৪ *ক্রি* সঙ্গীত চর্চা করা। এতদিন যে সেধেছি সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **সাধ** *ক্রি* সম্পন্ন করো। 'সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধয়ে** *ক্রি* অনুরোধ করে। 'নৃত্য দেখিবার তরে সাধয়ে আপনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সাধলি** *ক্রি* অভিমান ত্যাগের জন্য অনুনয় করলো। 'সত্বরে সরণি সাধলি রাই।' *শেখর*, ১৬০০। **সাধলে** *ক্রি* সাধনা করলে। 'সাধলে সে মত রসিক মহাশয়।' *লালন*, ১৮৯০। **সাধসি** *ক্রি* অনুনয় করো। 'ধনী কথি লাগি সাধসি মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সাধহ** ১ *ক্রি* সম্পন্ন করো। 'মিছাই সাধহ দান হআঁ আছিদর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* রাখো। 'কলধৌত কর দান সাধহ দ্বিজের মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* পূর্ণ করো। 'মন দিয়া দুয়া মোর সাধহ সম্মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রি* সম্পন্ন করো। 'সাধহ আপনা কার্য মোরে বলি দিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **সাধি** ১ *ক্রি* কামনা ক'রে। 'তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইনু গোকুলপুরী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *ক্রি* সম্পন্ন করি। 'মিছা করি দান সাধি রাখিতা গোপিনী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* অনুনয়-বিনয় করি। 'ইহাতেই তোদের সাধি, ইহা বুঝিস্ না।' *গৌর*, ১৮২২।

সাধিএ *ক্রি* সম্পন্ন হয়। 'দাণ সাধিএ রতি পতিআশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধিছে** *ক্রি* সম্পাদন করছে। 'ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন ঘরকরণের কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **সাধিতে** ১ *ক্রি* সাধন করতে; সম্পাদন করতে। 'সুরমাঝে স্বকার্য সাধিতে নারায়ণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রি* পূরণ করতে। 'সাধিতে মনের সাদ ঘটে যদি পরমাদ ...।' *মাইকেল*, ১৮৬২। **সাধিতে** *ক্রি* সম্পন্ন করতে।

AMARBOI.COM

'কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধিব ১** *ক্রি* অনুনয় করবো। 'বড়ায়ির বোল প্রমাণে আল সাধিব আপণ মানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* আদায় করবো। 'সাধিব তোহ্মার অঙ্গীকার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাধিবা ১** *ক্রি* সহ্য করবে। 'কেমতে সাধিবা পুত্র মহাকষ্ট যোগ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রি* সাধন করবে। 'কি কর্ম্ম সাধিবা মাও চিন্তিলা কি ফলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাধিবোঁ** *ক্রি* সাধন করবো; বাস্তবায়ন করবো। 'তথাঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধিয়া ১** *ক্রি* সাধন ক'রে। 'অধিক সাধিয়া ধর্ম আরাধিয়া পাইলুঁ গুণের ধাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* অনুনয়-বিনয় ক'রে। 'সাধিয়া কথা কহিলেও যদি কেহ উত্তর না দিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **সাধিলা ১** *ক্রি* সম্পন্ন করলে। 'কাঁদাইয়া গোপী দান সাধিলা যথায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* অর্জন করলো। 'এ সকল হোন্তে গুণ যথেক সাধিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **সাধিলাম** *ক্রি* সাধন করলাম। 'ধামু বলে বেউলা সাধিলাম তোর কাজ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **সাধিলেন** *ক্রি* জ্ঞাপন করলেন। 'সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **সাধিলেহেঁ** *ক্রি* সাধন করলে। 'সাধিলেহেঁ আপণার কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধিলোঁ** *ক্রি* নিবৃত্তির জন্য অনুনয়-বিনয় করলো। 'লক্ষণ সহাএঁ/ সাধিলোঁ মান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধীল** *ক্রি* সাধন করলো। 'দূতী মারিআঁ কমণ কাজ সাধীল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধোঁ** *ক্রি* সাধন করবো। 'সাধোঁ কাম তার উপদেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সেধেছি** *ক্রি* চর্চা করেছি। 'এতদিন যে সেধেছি সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সাধা[২] |স সাধ| **১** *বি* সাধ; ইচ্ছা। 'সজনি বিহি কি পুরায়ব সাধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* আদায়। 'বারোইয়ারির বিত্তি সাধার বিষয় নানা উদ্ভট কথা আচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

AMARBOI.COM

সাধা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা – হেলায় সুযোগ নষ্ট করা। 'বোধ হয় সাধা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

সাধাসাধনি *বি* সাধাসাধি। 'সাধাসাধনিতে নাই ফলও।' *অন্নদা*, ১৯৩১।

সাধাসাধি *বি* বার বার অনুনয়-বিনয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কখনো মান-অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাধারণ [স] **১** *বিণ* সামাজিক মর্যাদাহীন। 'ইহতে অপারণ সাধারণ দরোবস্ত লোকেরি আনন্দ।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* সর্বজনীন। 'পিসিস্ট্রাটস সেখানকার সাধারণ অধিকার নিবর্ত্ত করিয়া আপনি রাজা হইয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* নির্বিশেষ। 'সর্ব্বত্র সাধারণ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৪** *বি* জনগণ। 'যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'সাধারণ বাঙালির সহিত বিদ্যাসাগরের যে-একটি জাতিগত সুমহান প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৫** *বিণ* গতানুগতিক; বিশেষত্বহীন। 'যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৬** *বিণ* সর্বস্তরের। 'সাধারণ জনগণের আস্বাদনার্থ তত্তৎকবিতার্থ যথার্ত রূপে ভাষায় পয়রাদি নানা ছন্দোবন্ধে ভাষিত করিয়া ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **৭** *বিণ* মোদ্দা; প্রাথমিক। 'সাধারণ ইতিহাস, ব্যাকরণ, সামান্য অঙ্ক।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **৮** *বি* গরিব লোক। 'আপামর সাধারণের হিত সাধন করেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সাধারণ গৃহ [স] *বি* মিলনায়তন। 'কলেজের লোক ব্যতীত এখানে একদল অধ্যাপক আছেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ গৃহে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সাধারণ ঘর *বি* হলঘর। 'সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সাধারণজন [স] *বি* সাধারণ মানুষ। 'সাধারণজন-পরশ এড়াে নিজেরে পৃথক করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাধারণ জ্ঞান [স] *বি* সহজ জ্ঞান। 'সাধারণ জ্ঞানে বুঝিয়া দেখ *মশাররফ*, ১৯০৮।

সাধারণত [স] *ক্রিবিণ* সচরাচর। 'এই স্থান সাধারণত শীতপ্রধান *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সাধারণতন্ত্র [স] *বি* জনগণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালি রাষ্ট্রশাসন। 'আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী সাধারণতন্ত্রে রাজপুরুষেরা ... ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সাধারণতা |স| *বি* সর্বজনীনতা। 'সম্পত্তিমাত্রেরই সাধারণতা স্থাপ করিবার মত...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সাধারণতান্ত্রিক [স] *বিণ* জনগণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত 'সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হইতে অসাধারণ সবকিছুর ... *আজাদ*, ১৯৫৬।

সাধারণ নির্বাচন, সাধারণ নির্ব্বাচন [স] *বি* সর্বজনীন ভোটদানে মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। 'সাধারণ নির্ব্বাচন না করি কোনোদিকেই অগ্রসর হইবার উপায় নাই।' *আজাদ*, ১৯৪৫ 'সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ... *বেগম*, ১৯৭১।

সাধারণ পাঠশালা *বি* উঁচুমানের বেসরকারি স্কুল। 'গুটিকতক প্রসি ও পুরাতন স্কুল আছে, তাহাদের পবলিক স্কুল অর্থাৎ সাধার পাঠশালা বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সাধারণপাঠ্য [স] *বিণ* সর্বসাধারণের পাঠযোগ্য। '৩ খানি সম্পাদি গ্রন্থ এবং ১৪ খানি সাধারণপাঠ্য।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সাধারণভাবে [স] **১** *ক্রিবিণ* সহজে। 'মুদ্রাযন্ত্র সাধারণভা বিদ্যাপ্রচারের একমাত্র উপায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। **২** *ক্রিবিণ* স্বভাবত 'সাধারণভাবে এখানকার অন্য সমস্ত উদ্যোগের কিছু জানে না *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাধারণরূপে [স] *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। '... স্থাবর অস্থাব ধনাদীতে আমার স্বামী আপনাগ্রজ উক্ত লফরচন্দ্র সিংহ সহি সমানাংসে সাধারণরূপে একযোগে ভোগবাণ থাকিয়া ...।' *পঞ্চান* ১৮৪৪।

সাধারণ লোক [স] *বি* বিশেষ পরিচয়হীন মানুষ। 'সাধারণ লোকে কাজ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাধারণ শিক্ষা [স] *বি* সর্বজনীন শিক্ষা; সবার জন্য যে শিক্ষা 'তাহার মূলই একতা এবং সাধারণ শিক্ষা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সাধারণ সভা [স] *বি* সকল সদস্য উপস্থিত হতে পারে এমন সভা 'সাধারণ সভা আহ্বান করিতে সম্পাদককে অনুমতি দিবেন।' *দর্প* ১৮৩০।

সাধারণস্বীকৃত [স] *বি* সর্বজনস্বীকৃত। 'উপনিবেশতন্ত্রে শাসিতজনে বিকাশসম্ভাবনা যে অতি অল্প একথা সাধারণস্বীকৃত।' *শিব*, ১৯৫৬।

সাধারণামোদপ্রমোদ [স] *বি* স্বাভাবিক বিনোদন। 'পণ্ডিতবর্গে সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে সাধারণামোদপ্রমোদের খর্ব্বতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সাধারণে *বি* সাধারণ মানুষ। 'সাধারণে কথায় কথায় বলে থাকে *হুতোম*, ১৮৬১।

সাধারণোদ্যোগ [স] *বি* জনসাধারণের উদ্যোগ। 'ঐ ভারি বিদ্যাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে হইতে পারে না। *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সাধারণ্য [স] *বি* সাধারণ মানুষ। 'প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'যাঁরা এই সাধারণ্য আশ্রমের কর্তাব্যক্তি নন, ক্রিয়াকর্ম তাঁদের অধীন নয়, তাঁরা থাকেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'নিজের দোষ সাধারণ্য দেখতে অক্ষম।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

সাধারণ্যক [স] *বি* জনসাধারণের মুখপাত্র। 'স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু ... আমাকে সাধারণ্যক করে দাঁড় করিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাধারণ্যে [স] **১** *ক্রিবিণ* সবাইকে। 'অতএব সাধারণ্যে কহি।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *ক্রিবিণ* সাধারণ মানুষের মধ্যে। 'তৎকালে সাধারণে সমাদৃত পাঁচালি, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'জনসাধারণ্যে প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত নামে অভিহিত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সাধারন [স সাধারণ] *বিণ* বৈশিষ্ট্যহীন; সর্বজনের; সবার; তুচ্ছ; নগণ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সাধাসাধি **১** *বি* অনুরোধ। 'গাও না অশোক, গাও, বলি তারে কত সাধাসাধি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* মান ভাঙানো। 'কখনো মান-অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাধি [স সহিত>] *বি* সাথি। 'সাধি না পাইলে এক কি করিব দোষে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সাধিত [স] *বিণ* সম্পাদিত। 'মধুমক্ষিকা দ্বারা মনুষ্যের বহু উপকার সাধিত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সাধু [স] **১** *বিণ* সৎ। 'সাধু জনে পড়াব কুদান নাহি নিব।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সন্ন্যাসী। 'সাধু নিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* সৎ লোক। 'সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* বণিক। 'ধন লোভে তুমি সাধুর দারা তোমার আমি চেড়ি বটী পারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বিণ* মার্জিত। 'ইঙ্গরেজী গ্রন্থ [Johnson's Rasselas] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদকরণে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৬** *বি* সিদ্ধপুরুষ। 'আরজ আমার সাধুর হাটে মানুষ হয়ে মানুষ কাটে।' *লালন*, ১৮৯০। **৭** *বিণ* মহৎ। 'মন্ত্রীমণ্ডলীর সাধু উদ্যমে সর্বান্তঃকরণে সহায় হউক।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সাধু-অসাধু *বি* সৎ লোক ও অসৎ লোক। 'এই অহৈতুক পালনে এবং অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সাধুই [স সাধু>] *বি* সাধুতা; সাধুত্ব। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাধুকবি [স] *বি* সাধক কবি। 'রামপ্রসাদ অনেকের কাছে মহা সাধুকবি বলে গণ্য।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

সাধুগিরি [স সাধু+ফা গিরি] *বি* সাধুর বৈশিষ্ট্য। 'সাধুগিরি ফলাতে শুরু করেচে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

সাধুঘাতী [স] *বিণ* সাধু হত্যাকারী। 'তুমি কোথা পেলে এই সাধুঘাতী অস্ত্র।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সাধুচিত্ত [স] *বি* সাধুর মন। 'বাল্য বৃদ্ধ সকলে কয় সাধুচিত্ত আনন্দময়।' *লালন*, ১৮৯০।

সাধুজন [স] *বি* বণিক সম্প্রদায়। 'নানাদেশ হইতে আইসে সাধুজন তব দেশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাধুতা [স] **১** *বি* আভিজাত্য। 'সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বিণ* ধার্মিকতা। 'কেহ সাধুতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের প্রস্তাবে অসম্মত হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সাধুত্ব [স] *বি* সাধুগিরি। 'এমন সাধুত্ব বেশিদিন টেঁকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সাধুপদ্ধতি [স] *বি* যথোপযুক্ত পদ্ধতি। 'তাঁর স্বকালের সাধুপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে ফরাসি ভাবাতেই ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাধুপুত্র [স] *বি* (সম্বোধনে) স্বামী। 'শুন শুন সাধুপুত্র/ রসসিন্ধু অমিয় তরঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সাধুপুরুষ [স] *বি* ধর্মপরায়ণ লোক। 'রাজ্যাদি বিষয় পরিত্যাগ করা সাধুপুরুষের কর্ম্ম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সাধুপ্রকৃতি [স] *বি* উত্তম গুণাবলী। 'আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিকে অপমান করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সাধুপ্রয়োগ [স] *বি* (ব্যঙ্গ) শিষ্টপ্রয়োগ। 'তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্যন্ত সঞ্চিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাধুবর [স] *বি* সজ্জন ব্যক্তি। 'অধিন ফকির কহে শুন সাধুবর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সাধুবাংলা [স সাধু+বাংলা] *বি* প্রামাণ্য লিখিত বাংলা ভাষা। 'সাধুবাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি অকষ্টবদ্ধ।' *সুধীন*, ১৯৪০।

সাধুবাক্য [স] *বি* প্রশংসাসূচক শব্দ; সাধুভাষার বাক্য। 'এ কথাটা কি লম্বা লম্বা সাধুবাক্য দিয়ে ঢাকা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাধুবাদ [স] **১** *বি* সাবাস; ধন্যবাদ। 'মুখর নুপুরশালি দেন ঘন করতালি দেবগণ বলে সাধুবাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* প্রশংসা। 'চার দিগে সাধুবাদ জয়২কার ধ্বনি করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সাধুবাদপ্রদান [স] *বি* ধন্যবাদ প্রদান। 'মহাশয় মুক্তকণ্ঠে, সাধুবাদপ্রদান ও ... আলিঙ্গনদান করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাধুবাদযোগ্য [স] *বিণ* প্রশংসার উপযুক্ত। 'তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সাধুবাদী [স] *বি* সাধুভাষা ব্যবহারের পক্ষ অবলম্বনকারী। 'সাধুবাদীরা বীরবলী ভাষাকেও হুতোমী ভাষার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে দেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাধুবুদ্ধি [স] *বি* উত্তম বুদ্ধি বা জ্ঞান। 'চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সাধুবেশ [স] *বি* সাধুর পোশাক। 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সাধুবেশী [স] *বিণ* দেখতে সাধুর মতো। 'সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী – দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাধুভাবে [স] *ক্রিবিণ* সৎ মানুষের মতো। 'যার দ্বারে অর্গল নেই সেই অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্মোপদেশ দিতে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সাধুভাষা [স] **১** *বি* মার্জিত লিখিত ভাষা। 'ইঙ্গরেজী গ্রন্থ [Johnson's Rasselas] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদকরণে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা। 'তাহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাধু ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'তা শুধু সাধুভাষারূপ নটানো গোরুর দুধ।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

সাধুভাষী [স] *বি* সাধুভাষার পক্ষ অবলম্বন করে যে। 'তর্কান্ধ হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধুভাষীরা যে প্রতিপক্ষের ভাষার স্বরূপটি দেখতে পান না।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাধুমহন্ত [স] *বি* সাধু-সন্ন্যাসী। 'লালন বলে সাধুমহন্ত সিদ্ধ হয় আপনারে চিনে।' *লালন*, ১৮৯০।

সাধুমার্গানুগমন [স] *বি* সৎপথ অনুসরণ। 'সদ্ধর্ম্মশিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাধুর বাজার *বি* সাধুসভা। 'সাধুর বাজার কি আনন্দময় অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়।' *লালন*, ১৮৯০।

সাধুলোক [স] ১ *বি* সজ্জন। 'সাধুলোক সঙ্গে বুদ্ধি উজ্জ্বলতা পায়।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বি* বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। 'তথায় সাধুলোক বলিলে … বৈষ্ণব উদাসীন বুঝায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সাধুশীল [স] *বিণ* সৎ আচরণকারী। 'তোমার মত নিঃস্পৃহ ও সাধুশীল স্ত্রীলোক দেখি নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সাধুশীলতা [স] *বি* সততা। 'তাহার নিঃস্পৃহতা ও সাধুশীলতার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সাধুশ্রী [স] *বিণ* সৎ শ্রী। 'ইয়াদি কীৰ্দ্দ সাধুশ্রী তিলকরাম পাল সুচরিতেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সাধু-সংকল্প [স] *বি* ভালো কাজের শপথ। 'নরকের পথ সাধু-সংকল্প দিয়ে বাঁধানো।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'মরুপথকে ব্যর্থ সাধুসংকল্পের কঙ্কালে আকীর্ণ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাধুসঙ্গ [স] ১ *বি* ধার্মিকের সাহচর্য। 'সাধুসঙ্গ মেলা করি মন স্থির কর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সৎ লোকের সান্নিধ্য। 'সাধুসঙ্গ যেমন গুণকারী, অসাধুসঙ্গ তেমনি অগুণকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সাধু সজ্জন [স] *বি* ভালো লোক। 'কত চোর ডাকাত ধরলে, সাধু সজ্জনও বাদ গেল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাধুসন্ত [স] *বি* ফকির-সন্ন্যাসী। 'মানুষ নিয়ে যায় সাধুসন্তদের কাছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সাধুসমাগম [স] *বি* সাধুলোকের সংস্পর্শ। '… জন্মান্তরীণ পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে, সাধুসমাগম লব্ধ হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সাধুসম্মত [স] *বিণ* উত্তম। 'সম্পূর্ণ ট্যাকসই বেড়া-দেওয়া চিহ্নৎ-করা সাধুসম্মত প্রেম!' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সাধু সাধু [স] *অব্য* প্রশংসাসূচক ধ্বনি। 'সাধু সাধু করিয়া সকল প্রশংসএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাধু-সাহিত্য [স] *বি* সাধুভাষায় রচিত সাহিত্য; মার্জিত সাহিত্য। 'আমার বিশ্বাস একালের সাধু-সাহিত্যে ফলার চলে না।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাধূত্তম [স] *বি* মহাধার্মিক; মহাযোগী। 'কোথা সাধূত্তম – কত দিনে হবে মম সফল জনম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সাধুবাকচি *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গুরুচরণ সাধুবাকচি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সাধুখাঁ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামনিধি সাধুখাঁ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সাধ্বস [স] *বিণ* শ্রদ্ধাশীল। 'তথাপি সাধ্বস হই দেখে সর্বজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সাধ্বানি [স সাধ্বী] *বি* সাধুর স্ত্রী। 'সাধুর সাধ্বানি তুমি ঘরের গৃহিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাধ্বী [স] ১ *বিণ* সম্ভ্রান্ত। 'পূৰ্ব্বকার সাধ্বী স্ত্রী গণ কদাচ বিদ্যা শিখিতেন না।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *বিণ* স্ত্রী সাধু। 'তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামির মরণে মৃত্যু শ্রেয়ো জানিয়া …।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সাধ্বীপনা *বি* সতীপনা। 'পুরুষেরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অবলা – এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাধ্য [স] ১ *বিণ* করতে পারা যায় এমন; সাধনযোগ্য। 'নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ক্ষমতা। 'সাপ (বলে) রাহুল আমার সাধ্য নাই।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* অধিকার। 'কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা কেহ আপনাকে উপদ্রুত মানে তবে তাহার সাধ্য আছে …।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৪ *বিণ* সম্ভব। 'বাহ্বট কন্যার পাণ্ডিত্য কি পর্য্যন্ত তাহা বর্ণন করা সাধ্য নহে।' *গৌর*, ১৮২২।

সাধ্যক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সাধ্য অনুযায়ী। 'আপন সাধ্যক্রমে … তাহার সরবরাহ ও আঞ্জাম করিব।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

সাধ্যপর [স] *ক্রিবিণ* যথাসাধ্য। 'সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোকে অসমর্থ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সাধ্যমত [স] *ক্রিবিণ* যথাসাধ্য। 'আপন সাধ্যমতে যে কার্য্যে প্রবর্ত হইলাম।' *ডানকান*, ১৭৮৪; 'শিক্ষিত, বিনীত ও সম্পত্তিশালী করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সাধ্যমতে *ক্রিবিণ* ক্ষমতানুযায়ী। 'ভাল২ বন্দা জেনো তাহা সাধ্যমতে কশুর করে না।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সাধ্যসাধন [স] *বি* সাধাসাধি। 'নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাধ্যসাধনা [স] ১ *বিণ* খুব চেষ্টা করা হয়েছে এমন। 'অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* সাধাসাধি। 'ভাগি আসিয়া কত সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু কোনোমতে তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'আপনি সাধ্যসাধনা করেও তুমি বলাতে পারবেন না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাধ্যাতিরিক্ত [স] *বি* সামর্থ্যের অতিরিক্ত। 'এই খ্যাতির প্রলোভনে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কর্মানুষ্ঠানে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সাধ্যাতীত [স] ১ *বিণ* অসাধ্য। 'সে কহিল, যদি সাধ্যাতীত না হয় অবশ্য করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সাধন সম্ভব নয় এমন। '… তবে ঐ পোষিত জন্তুকে পর্য্যাপ্ত ভোজন দেওয়া, উপযুক্ত স্থানে রাখ এবং সাধ্যাতীত কর্ম্ম না করান আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিতে হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বিণ* সাধ্যের থেকেও বেশি। 'সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া …।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। ৪ *বিণ* অসহনীয়। 'কাহারও সঙ্গ বা … তাহার সাধ্যাতীত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সাধ্যানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* যোগ্যতা অনুসারে। 'সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার সুযোগ পাইবে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সাধ্যানুসারে [স] ১ *ক্রিবিণ* যতটা সাধ্যে কুলায় এমনভাবে। *এডমন*, ১৭৯৩; 'সেই সভার যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা আমি আপনার সাধ্যানুসারে করিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'সাধ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গপরিত্যাগে যত্নবতী থাকিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *ক্রিবিণ* ক্ষমতা অনুযায়ী। 'ধনশালী মহাশয়েরা … জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সাধ্যায়ত্ত [স] *বিণ* সাধ্যের মধ্যে আছে এমন। 'ব্যয় নির্ব্বাহ কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের কখন সাধ্যায়ত্ত নহে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩; 'মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাধ্যি [স সাধ্য] *বি* ক্ষমতা। 'গান শোনে সে কাহার সাধ্যি, ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদ্যি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সান১ [ফা সয়ন] *বি* ঘোমটা; অবগুণ্ঠন। 'মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সান২ [স সংজ্ঞা] **১** *বি* সঙ্কেত; ইশারা। 'ঘাঅত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ভ্রুকুটি। 'নআনের সানে মারে থাকিয়া পরাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সান৩ [আ সেহেন] **১** *বি* অস্ত্রে ধার দেওয়ার পাথর। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* ইট। 'সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* পাকা মেঝে। 'কঠিন সানের উপর বারম্বার মস্তকাঘাত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সান পাড়া *ক্রি* বজ্রাঘাত হওয়া। 'মিছাই মাথাএ পাড়এ সান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সান-বাঁধানো *বিণ* ইট-পাথরের তৈরি। 'সান-বাঁধানো বেদীটার ওপর নরহরি মহাপাত্রের বিগ্রহগুলো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সান৪ [স স্নান] *বি* স্নান। 'সারা গাঁয়ের চোখের জলে করিয়া গেল সান।' *জসীম*, ১৯২৯।

সান৫ [ই] *বি* সূর্য। **সানবাথ** [ই] *বি* সূর্যস্নান। 'একজনও ... নেই যে সকালবেলা এই সানবাথ না নেয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

সানকি, সানকী *বি* মাটির বাসন। 'লবঙ্গ দালচিনি হাঁড়ি হরেক রকম সানকী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'সানকি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সানন্দ [স] *বি* পরমানন্দ। 'হরগৌরী সানন্দে দেখিল অরুন্ধতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানন্দচিত্ত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'সকলি সানন্দচিত্ত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সানন্দা [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দদীপ্ত। 'বয়ন উজোর তহি নয়ন সানন্দা। নীল নলিনী দউ পূজল চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সানন্দিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'প্রজা পাত্র পুরোহিত নাচে হয়্যা সানন্দিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানন্দে *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'কোটাল সানন্দে বেড়িল বীরের ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানা১ [আ সেহেন] *ক্রি* শান দেওয়া। 'কাননে প্রবেশে বীর/ গায়ে সানা তিন তির/ ঘন ঘন গোফে দেই তার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **সানায়্যা** *ক্রি* শান দিয়ে। 'শিলায় সানায়্যা বাশি পাটি চাঁছে রাশি রাশি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানা২ [ফা শানহ্] *বি* তাঁতযন্ত্রের চিরুনির মতো অংশ। **সানাকর** *বি* তাঁতের চিরুনি নির্মাণকারী। 'সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানা৩ *বি* সৈন্য। 'এগার শিখর থানা চল্লিশ হাজার সানা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সানা-ভাত *বি* থানাদার পাইকের জন্য প্রজার দেওয়া কর। 'পার্বনি পঞ্চক-জাত ওড়ালোন সানা-ভাত ধানকাটী কলম-কসুরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানা৪ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পঞ্চানন সানা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সানাই [ফা শাহনাই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢোল দগর সানাই মদুবানা তার আসোয়ারি হয় সাদিয়ানা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সানাইদার [ফা শাহনাইদার] *বি* শানাইবাদক। 'দীনু সানাইদার ... রসুনচৌকী বাজাইতে আসিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সানাইয়া, সানাইয়াঁ [ফা শাহনাই>] *বি* শানাইবাদক। 'ডাকিছে তাদেরে যেন ঘরে সানাইয়া।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'সানাইয়াঁ ভয়রোঁ বাজায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সানাকি, সানিকি [আ সেহেন] *বি* সানকি; ছোটো মাটির থালা বা বাসন। 'সানিকি।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সানাকি করিতে চল ঢেকুর ভিতর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সানাটরিয়া [ই] *বি* আরোগ্যনিবাস। 'অন্যান্য সানাটরিয়াতে এরকম হলের প্রয়োজন হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সানাটোরিয়াম [ই] *বি* আরোগ্যনিবাস। 'তাঁর যক্ষ্মারোগীর সানাটোরিয়ামটি আমি যদি দেখতে যাই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সানালি [শাহ্লাল>] *বি* লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'জোকাম্বরি, সানালি, পাগলচান, প্রেম-ফকির ... দলগুলি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

সানি১ [ফা শাহনাই] *বি* সানাই। 'ঘন বাজে সানি রণজয় বেনি গুজরাটে উঠিল কম্প।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানি২ [আ] *বিণ* দ্বিতীয়। 'আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সর্ফরাজ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সানিবাপ [আ সানি+বাপ] *বিণ* পিতৃতুল্য। 'মিনসে যে ওর সানিবাপ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সানু [স] *বি* শিখর। 'সৃজিলা পৃথিবী মধ্যে রত্নসানুগিরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সানুদেশ [স] *বি* পাহাড়ের উপরিস্থ সমতলভূমি। 'ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'দেবে কি গুল্মের কৃষ্ণ সানুদেশ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সানুমান [স] *বিণ* সানুবিশিষ্ট। 'কোথা আছে সানুমান আম্রকূট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সানুশ্লিষ্ট [স] *বিণ* পাহাড়ের উপরিস্থ সমতলভূমির কাছাকাছি। 'কখনো বহুদূরে সানুশ্লিষ্ট হয়ে শিখর চুম্বন করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সানুকম্প [স] *বিণ* অনুকম্পাযুক্ত। 'শুনিঞা তাহার কথা হৃদয়ে পরম বেথা সানুকম্পে বলেন বচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানুকূল [স] *বিণ* দরদি। 'প্রজাগণের প্রতি সানুকূল হইয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সানুকূল্য [স] *বি* আনুকূল্য। 'ইউরোপদেশীয় বিদ্বত্তমগণের সানুকূল্য সাহায্যে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সানুগ্রহ [স] *বিণ* অনুগ্রহযুক্ত। 'এই সানুগ্রহ প্রস্তাবের বিষয় অবগত ছিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সানুনয় [স] *ক্রিবিণ* বিনয় সহকারে। 'আমরা জমিদারের নিকট সানুনয় নিবেদন করি।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সানুনাসিক [স] *বিণ* নাকী। 'সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনির স্বরে হাঁপাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সানুনাসিকতা [স] *বি* নাকী সুর। 'অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

AMARBOI.COM

সানুরাগ [স] *ক্রিবিণ* অনুরাগের সঙ্গে। 'প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাপিছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সান্ত[১] [স শান্ত] *বিণ* নিবৃত্ত। 'উদ্ধব পাঠায়া সান্ত কৈল গোপনারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সান্ত দান্ত *বিণ* শান্তশিষ্ট; নম্র ও ভদ্র। 'তিলোকনাথ রায় তলয়ার বাহাদুর দিজপ্রজা প্রিতিপালক সান্ত দান্ত দয়াসিল ক্ষেমাবন্ত গরিব নেওয়াজ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সান্ত[২] [স] *বিণ* সসীম। 'সান্ত ও অনন্ত নানা প্রকার সংখ্যা-পর্যায়ের আবিষ্কার।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সান্তনা [স সান্ত্বনা] *বি* প্রবোধ। 'এই রুপে সান্তনা করেন নারায়ন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সান্তর [স] *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ পরপর। 'অর্গানের সান্তর গর্জনে বাসুকির নাভিশ্বাস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সান্তরা [স সন্তরণ] *ক্রি* সাঁতার কাঁটা। 'গুণের সমুদ্রে সান্তরিতে নাহি কূল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সান্তরিআঁ** *ক্রি* সাঁতার কেটে। 'আহ্মা লআঁ সান্তরিআঁ রাখিল পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সান্তলন [স] *ক্রি* সাঁতলানো; অর্ধসিদ্ধ। 'ঘৃত জীরা সান্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সান্তা [স সান্ত্বনা>] *ক্রি* সান্ত্বনা দেওয়া। **সান্তাইয়া** *ক্রি* সান্ত্বনা দিয়ে। 'সান্তাইয়া আদমক কহিলা বচন।' *সুলতান*, ১৭০০। **সান্তাইল, সান্ত্বাইল** *ক্রি* সান্ত্বনা দিলো। 'সান্ত্বাইল রোদন নবীর হস্তে ধরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'চরণে ধরিয়া কৃষ্ণে তাকে সান্তাইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সান্তায়** *ক্রি* সান্ত্বনা দেয়। 'আশ্বাস বচন-রসে দেহিক সান্তায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সান্ত্বাও** *ক্রি* সান্ত্বনা দাও। 'আশ্বাস বচন বুলি সভাক সান্ত্বাও।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সান্তালী *বিণ* সাঁওতালরা উদ্‌যাপন করে এমন। 'ফিরে পালাবো না সান্তালী-উৎসবে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

সান্তি[১] [স শান্তি] *বি* শান্তি। 'বাম দাহিণ দো বাটা ছাড়ী সান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

সান্তি[২] *বিণ* শান্তিপুরী। 'সান্তি জোড়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সান্ত্বনা [স] ১ *বি* শান্ত। 'মুরারিগুপ্তের প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আশ্বাস। 'সে সকল সান্ত্বনার বচন।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* প্রবোধ। 'পাত্র মন্ত্রীরা নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য কহিয়া রাজার শোকাপনোদন করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বি* প্রবোধবাক্য। 'কত দুঃখ আছে যেখানে মানুষের সান্ত্বনা কোনোকালে প্রবেশও করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সান্ত্বন [স] ১ *বি* সান্ত্বনা। 'শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন, সান্ত্বন অন্তবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* প্রশমন। 'সান্ত্বন কর ধরিত্রীর বিরহকাতর কাঁদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সান্ত্বনাজনক [স] *বিণ* প্রবোধ মেলে এমন। 'সেটা কিছুমাত্র সান্ত্বনাজনক বা শান্তিকর হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সান্ত্বনাদাতা [স] *বিণ* সান্ত্বনাদানকারী। 'সান্ত্বনাদাতা তুমি দুঃখত্রাতা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সান্ত্বনাদায়ক [স] *বিণ* আশ্বাসপূর্ণ। 'মানুষের কর্কশ কণ্ঠও সান্ত্বনাদায়ক।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সান্ত্বনাপূর্ণ *বিণ* আশ্বাসপূর্ণ। 'তাহাদের ওষ্ঠাধরে সেই স্নেহভাষায় জড়িত বাসনাহীন সান্ত্বনাপূর্ণ সুধাধৌত মৃদুহাস্য কিছুতেই প্রকাশ পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

সান্ত্বনাবাক্য [স] *বি* প্রবোধবাণী; আশ্বাসসূচক কথা। 'পাত্র মন্ত্রীরা নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য কহিয়া রাজার শোকাপনোদন করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সান্ত্বনা বোধ হওয়া – শান্তি অনুভব করা। 'রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারী একটা সান্ত্বনা বোধ হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সান্ত্বনাময় [স] *বিণ* আশ্বাসপূর্ণ। 'অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলির বিষাদটিও সান্ত্বনাময় লাবণ্যময় হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সান্ত্বনাসুধা [স] *বি* সান্ত্বনারূপ অমৃত। 'তোমার সান্ত্বনাসুধা অশ্রুবারিসম পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষতপ্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সান্ত্বনাহীন [স] *বিণ* প্রবোধহীন। 'সান্ত্বনাহীন সেই কান্না কেঁদেছ আত্মার পরাভবে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

সান্ত্রি, সান্ত্রী [ই সেন্ট্রি] *বি* সশস্ত্র পাহারাদার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এখানকার সান্ত্রিদের অধিনায়করূপে রিভলভার হাতে চারিদিকে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সান্দা [স সন্ধি] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'অগ্নি বান সান্দি তবে জালএ অনল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সান্দার *বি* মনিহারি দ্রব্যাদির ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহকারী পেশাজীবী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। '... সান্দাররা জীবিকা অর্জ্জন করে।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৩।

সান্দ্র [স] ১ *বিণ* ঘন। 'চিত্রার্পিত মুকুরের তলে দিগন্তের যুগ্মগিরি শোথসান্দ্র পীবরতা পায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* গভীর। 'শোচনীয় কালের বিপাকে হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস।' *জীবন*, ১৯৪৪।

সান্ধ [স স্কন্ধ] *বি* স্কন্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সান্ধস *বি* সম্ভ্রম; ভয়। 'লাজ ভয় সান্ধসে কেহো কীছু নাহি কহি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সান্ধা[১] [স সন্ধি] *ক্রি* প্রবেশ করা। **সান্ধঅ** *ক্রি* ঢোকে। 'এক সে শুণ্ডিনিণী দুই ঘরে সান্ধঅ।' *চর্যা* ৩, ১২০০। **সান্ধাইল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'দারুণ দৈবের মায়া আসি কোন পথ দিআ নারিকেলে সান্ধাইল পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **সান্ধায়** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'জয়নাল আবেদীন এসে মসজিদে সান্ধায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **সান্ধি** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। **সান্ধিল** *ক্রি* ঢুকলো। 'পর্ব্বতে সান্ধিল অস্ত্র হইল মেঘময়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সান্ধিলেক** *ক্রি* ঢুকলো। 'বাউ অস্ত্র সান্ধিলেক সভার বিস্ময়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সান্ধা[২] *ক্রি* গাঁজানো। 'সহজে থির করী বারুণি সান্ধে।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

সান্ধি [স সন্ধি] *বি* সন্ধিস্থল। 'নাসা খগপতিচঞ্চু ভরম ভয়ে কুচগিরি সান্ধি নিবাসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সান্ধ্য [স] *বিণ* সন্ধ্যাকালীন। 'যখন গীতিব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে বাদ্যনিক্কণ, সান্ধ্য সমীরণে কর্ণে আসিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সান্ধ্য আইন [স সান্ধ্য+ফা আঈন] *বি* সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত অথবা অন্য নির্ধারিত সময়ে বাইরে না বের হওয়ার আইন। 'সান্ধ্য আইন জারি করার পরও আন্দোলনের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সান্ধ্য আজান [স সান্ধ্য+আ আজান] *বি* সন্ধ্যাবেলার নামাজের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহ্বান। 'সান্ধ্য আজান ধ্বনি তাহারই জানাজা নামাজের আহ্বানের মতো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সান্ধ্য উপাসনা [স] *বি* সন্ধ্যাবেলার উপাসনা। 'সান্ধ্য উপাসনা শেষ করিয়া পরেশ ছাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সান্ধ্য কাগজ [স সান্ধ্য+আ কাগজ] *বি* সন্ধ্যাকালে প্রকাশিত হয় এমন খবরের কাগজ। 'সান্ধ্য কাগজগুলোর অধিকাংশ আরও মুখরোচক এবং আরও মজার।' *হাই*, ১৯৫৮।

সান্ধ্যকৃত্য [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) সন্ধ্যাকালীন উপাসনা। 'মন দিয়া সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সান্ধ্য চা [স সান্ধ্য+চী চা] *বি* সন্ধ্যাকালীন চা-এর আয়োজন। 'কাল সান্ধ্য-চায়ের টেবিলে ক্লান্ত করুণ বেশে এসে হাজির।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সান্ধ্যনামাজ [স সান্ধ্য+ফা নামাজ] *বি* (ইসলাম) সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরের নামাজ। 'আজ হয়তো কাদের সান্ধ্যনামাজে আসবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সান্ধ্য পরিচ্ছদ [স] *বি* সন্ধ্যাবেলায় পরার পোশাক। 'সান্ধ্য পরিচ্ছদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধবধবে সাদা হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সান্ধ্য-পরিধেয় [স] *বিণ* সন্ধ্যায় পরা হয় এমন। 'বিশেষতঃ সান্ধ্য-পরিধেয় ত নিতান্তই আপত্তিজনক।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সান্ধ্যপ্রসাধন [স] *বি* সান্ধ্যকালীন সাজসজ্জা। 'সান্ধ্যপ্রসাধনে রূপ যেন বদলে গেছে মল্লিকার।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯; 'আর কখনো সান্ধ্যপ্রসাধন সেরে চন্দনকাঠের চৌকিতে বসবেন না রানি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সান্ধ্য বৈঠক *বি* সন্ধ্যাবেলার আসর। 'সপ্তাহে সপ্তাহে এক সান্ধ্য বৈঠক জমিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সান্ধ্য ভাষা [স] *বি* অস্পষ্ট ভাষা। 'সান্ধ্য ভাষায় করিনিকো দৃকপাত।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সান্ধ্যভোজ [স] *বি* ডিনার; নৈশভোজ। 'আজ সান্ধ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাঁতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সান্ধ্যভোজন [স] *বি* রাতের খাবার; নৈশভোজ। 'সকলে বেশভূষা পরিবর্তন করে সান্ধ্যভোজনের জন্যে সুসজ্জিত হতে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

সান্ধ্যভ্রমণ [স] *বি* সন্ধ্যাকালীন ভ্রমণ। 'সুরেন জলযোগ সমাপনান্তে তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতে যাইতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সান্ধ্যসভা [স] *বি* সান্ধ্যকালীন আড্ডা। 'স্বাতীকে আর দেখা গেলো না একতলার সান্ধ্যসভায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

সান্ন চাকুরিয়া [স স-অন্ন>] *বিণ* বাবুর্চি। 'এক সান্ন চাকুরিয়া ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সান্নিধ্য [স] *বি* নিকটবর্তী স্থান। 'সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদ খাঁ মছন্দরির জমিদারি ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সান্নিপাত [স] *বি* রোগবিশেষ; বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষজাত রোগ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দারুণ সান্নিপাত – মুহুর্মুহু জল দেওয়া ভালো নহে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সান্নিপাতিক [স] *বি* বাত, কফ ও পিত্তের দোষযুক্ত বিকার রোগ। 'সান্নিপাতিক রোগী সদাসর্বক্ষণ জলপান করিতে চাহে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সান্বয় [স] *বিণ* সম্পর্কযুক্ত। 'বিশ্রম্ভের ব্যাকরণ নিরব্যয়, আদ্যন্ত সান্বয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সান্যাল *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সম্বু সান্যালকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সাপ[১] [স সর্প] *বি* একপ্রকার সরীসৃপ; সর্প। 'তথা গেলেঁ হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাপ-কোপ *বি* সাপ ও সরীসৃপ জাতীয় দংশনকারী প্রাণী। 'হয়তো সাপ-কোপের বাসা হয়েছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সাপ-খেলা *বি* সাপ দিয়ে দেখানো খেলা। 'সাপ-খেলাবার বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সাপ খেলানো *বি* সাপকে নাচানো। 'শূন্যে বাজায় ... সাপ খেলাবার বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সাপখোপ *বি* সাপ ও সরীসৃপ জাতীয় দংশনকারী প্রাণী। 'আর সাপখোপ বাঘ-ভালুকই থাক।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সাপচরা *বিণ* সাপ চলাচল করে এমন। 'তবু আমি সাপচরা অন্ধ পথে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সাপ-দষ্ক *বি* সর্পাঘাত। 'হেন বুঝি খুল্লনারে হৈল সাপ-দষ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাপমারা *বিণ* সাপকে মারার মতো; নির্দয়। 'আচ্ছা করিয়া সাপমারা মার দিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

সাপা [স সর্প>] *বি স্ত্রী* সাপ। 'কৃষ্ণ নাহি সান্তাএ সাপা চিন্তে মনে মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাপাকাই *বি* বিষধর সাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাপিনী [স সর্পিণী] *বি স্ত্রী* সাপ। 'তার নেহে বিকলি সাপিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাপে আর নেউলে – ভীষণ শত্রুতা; সাপ আর বেজির সম্পর্ক। 'কয়লা ঘুঁটেতে যেন সাপে আর নেউলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাপে কাটা *ক্রি* সাপে কামড় দেওয়া। 'শুনিলাম গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সাপে কামড়ানো *ক্রি* সাপের কামড় দেওয়া। 'আমরা বলি সাপে কামড়ায় বা কুকুরে আঁচড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সাপে-খাওয়া *বিণ* সাপে খেয়েছে এমন। 'সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সাপে নেঙুলে – চিরশত্রু; চিরবিরুদ্ধ। 'আমি তো এ সাপে নেঙুলে ভালোবাসায় বিলকুল রাজি নই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাপের আড়ত *বি* সাপের গর্ত। 'সাপের আড়তে, নীল পাখির চিৎকারে/ লোকগুলো গলুয়ের চোখ হয়ে যায়।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

সাপের ছুঁচো গেলা – **১** *ক্রি* উভয় সংকটে পড়া। 'ঠিক যেন সাপের ছুঁচো গেলা।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* উভয়সংকট। 'আমার হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাপের দংশন *বি* সাপের ছোবল। 'কি জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।' *জসীম*, ১৯২৭।

সাপের পাঁচ পা দেখা – অত্যন্ত স্পর্ধার ফলে অহেতুক বাড়াবাড়ি করা। 'তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সাপ[2] [স শাপ] *বি* শাপ; অভিশাপ। 'রিসিপুত্র সাপে পাণ্ডব হইল অন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাপমোচন [স শাপমোচন] *বি* অভিশাপ খণ্ডন। 'সৃঙ্গমুনি কর্তৃক সাপমোচনের উপায় কথন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাপে বর হওয়া – ক্ষতি করতে গিয়ে উপকার হওয়া। 'সেটা সাপে বর হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাপ[3] [আ সাফ] *বি* পরিষ্কার। *ভবানী*, ১৮২৩।

সাপক্ষ [স] *বি* নিরপেক্ষ। 'বিচার সাপক্ষ না করিয়াই বাদিকে হাজতে থাকিতে কহেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

সাপটা [স সম্পুট] *ক্রি* জড়িয়ে ধরা। **সাপটি ১** *ক্রি* জড়িয়ে বা জাপটে ধ'রে। 'বাম করে সাপটি হেলনে গজেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **২** *ক্রিবিণ* সাপট দেখিয়ে। 'ওঠে ঝঞ্ঝা ঝাপটি দাপটি সাপটি।' *নজরুল*, ১৯২২। **সাপটীআ** *ক্রি* জড়িয়ে। 'সাপটীআ ধরে মাটি।' *রামাই*, ১৭১০।

সাপটিয়া ধরা *ক্রি* জাপটে ধরা। 'সাপটিয়া ধরিলেক আলির কোমর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাপটে ধরা *ক্রি* জাপটে ধরা। 'পাহাড় তাকে ডাকছে তাকে নদীর মতন সাপটে ধরছে বুকে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সাপনকাষ্ঠ [আ সাবুন+স কাষ্ঠ] *বি* সাবানখণ্ড। 'মেট্যা তৈল ডামর সাপনকাষ্ঠ মধু মোম হস্তিদন্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সাপত্তিক [স সাপত্ন্য] *বি* শত্রুতা; বৈরিতা। 'সাপত্তিক ভাব কীছু না করিহ মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাপরাধ [স] *বিণ* অপরাধী। 'এ দেশীয় অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে সম্যক সাপরাধ আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সাপরাধি [স সাপরাধী] *বিণ* অপরাধী। 'ঈশ্বরের সাপরাধি হইব।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

সাপরাধী [স] *বিণ* অপরাধী। 'হেদে শুন কই সাপরাধী হই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সাপরাহ্ণ [স] *বি* বিকাল। 'এতক্ষণ সাপরাহ্ণ বলে ধরাধর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাপলা *বি* শাপলা ফুল। **সাপলার লতা** *বি* শাপলা ফুলের ডাঁটি। 'আজকে রূপার মনে পড়ে নাক সাপলার লতা দিয়ে।' *জসীম*, ১৯২৯। *দ্র* **শাপলা**

সাপা[1] *দ্র* **সাপ**[1]

সাপা[2] [স শাপ] *ক্রি* অভিশাপ দেওয়া। **সাপিয়াছে** *ক্রি* অভিশাপ দিয়েছে। 'সাপিয়াছে অষ্টবসু বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাপিলেক** *ক্রি* অভিশাপ দিলেন। 'তান পুত্রে সাপিলেক মনে ক্রোদ করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাপান্ত [স] *বি* সর্বপ্রকার অভিশাপ। 'সাপের সাপান্ত দেয় সুন তপোবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাপার [ই] *বি* নৈশভোজের তুলনায় দেরিতে হওয়া হয় রাতের এমন হালকা খাবার। 'ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা সাপার খেতে গিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সাপুড়ে [স সর্প>] *বি* সাপ ধরা বা সাপের খেলা দেখানো যার পেশা। 'সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সাপুড়িআ [স সর্প>] *বি* সাপ ধরা বা সাপের খেলা দেখানো যার পেশা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাপুড়িয়া [স সর্প>] *বিণ* সাপুড়ে; সাপ ধরা বা সাপের খেলা দেখানো যার পেশা। 'আমি যেন সাপুড়িয়া মারি মন্ত্র-মার –।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাপেক্ষ [স] **১** *বিণ* আবশ্যক। 'তুমি শীঘ্র গমনে সমর্থ, তোমার পাথেয় বা সহচর সাপেক্ষ নহে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* (অন্যকিছুর উপর) নির্ভরশীল। 'বৃহতের উপযুক্ত শক্তি সাধনা সাপেক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সাপেক্ষা [স] *বি* অপেক্ষা। 'কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে অত্যন্ত উপযুক্ত মনুষ্যের সাপেক্ষা করিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সাপেক্ষিত [স] *বিণ* নির্ভরশীল। 'যদি ইংগ্লণ্ড ভারতবর্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সাপেক্ষিত হয়েন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সাপেক্ষে [স] *ক্রিবিণ* সঙ্গতিপূর্ণ হলে। 'কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে ...।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সাপোর্টার [ই] *বি* সমর্থক। 'নারাজি দলের সাপোর্টার যত।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সাপ্টা [স সর্ব>] *বি* সাধারণ মানের। 'অনেকে সাপ্টা ফলার বা ভোজে যেতে লাইক করেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাপ্তাহিক [স] **১** *বিণ* প্রতি সপ্তাহের। 'সাপ্তাহিক দ্রব্যমূল্য।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বিণ* প্রতি সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হয় এমন। 'এক নূতন সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বি* সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'সম্মার্জনী-নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৪** *ক্রিবিণ* সপ্তাহকালীন; এক সপ্তাহের মধ্যে। বাইবেলের সাপ্তাহিক সৃষ্টি বর্ণনার সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সাপ্তাহিকী [স] *বিণ* প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এমন। **সাপ্তাহিকী পত্রিকা** [স] *বি* প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এমন সংবাদপত্র। 'সম্বাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা সাধারণ ধারানুসারে প্রকাশ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সাপ্লাই [ই] *বি* জোগান; সরবরাহ। 'ডিমান্ড অনুসারে সাপ্লাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সাফ [আ] **১** *বি* স্পষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কাগজকে উজ্জালা ধরিলে সাফ দেখা জায়।' *ক্যারেি*, ১৭৮৯। **২** *বিণ* ফরসা। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **৩** *বিণ* সরাসরি। 'এমত না লিখিয়া সাফ প্রমাণ লিখিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৪** *বিণ* ময়লামুক্ত। 'মা তারে তো পরায় না সাফ জামা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৫** *বিণ* নিঃশেষ। 'দুশমন সব বিলকুল সাফ হো গিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২। **৬** *বিণ* শর্তহীন। 'সাতকানি জমি সাফ কাওলা করে দিয়ে যে পাত্রী ঠিক হয়েছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

সাফকথা [আ সাফ+স কথা] *বি* স্পষ্টকথা। 'সাফকথা শুনে মনের ভাবটা ... কমে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সাফ করন *বি* পরিষ্কার করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

সাফ করা *ক্রি* আবর্জনা পরিষ্কার করা। 'কান্তিচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দুক সাফ করায় ঢিল দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

সাফ থাকা *ক্রি* ময়লামুক্ত থাকা। 'জামাকাপড় যেন আমার সাফ থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

AMARBOI.COM

সাফ দেওয়া *ক্রি* তন্ন তন্ন করা। 'দুনিয়া সাফ দিয়াও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী যোগাড় করিতে না পারিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সাফসফা [আ সাফ>] *বিণ* নিঃশেষ। 'পরে সব যখন সাফসফা, বিলকুল ঠাণ্ডা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সাফসাফাই *বিণ* পরিষ্কার। 'আপদ বিদায় হয়ে ময়লা সাফসাফাই হল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সাফসুতরা [আ সাফ>] *বিণ* আবর্জনাহীন। 'কলিকাতা ক্রমে ক্রমে সাফসুতরা হওয়াতে পীড়াও ক্রমে ক্রমে কমিয়া গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'ঢাকা শহরকে সাফসুতরা করিয়া জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অভিযান।' *আজাদ*, ১৯৬০।

সাফ সুতরো, সাফসুৎরো [আ সাফ>] *বিণ* পরিষ্কৃত। 'বেল্ট, ব্যান্ডেলিয়র, বুট, পট্টি দস্তুর মতো সাফ সুতরো করে রাখতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'লন্ডন সাফসুৎরো জায়গা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সাফসুফা [আ সাফ>] *বিণ* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 'নিজেকে একটু সাফসুফা করিয়া পিরহানটা গায়ে তুলিয়াছে মাত্র।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

সাফসোফ [আ সাফ>] *বিণ* পরিষ্কার; নির্মল। 'সাফসোফ ... ধবধবে চাদরের সঙ্গেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সাফাই [আ সাফ>] **১** *বি* দোষমুক্তকরণ। 'আমরা নানা রূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* কৈফিয়ত। 'সজ্জনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৩** *বিণ* দোষমুক্ত হবার মতো। 'আমার সাফাই জবাব থাকে দিতে চেষ্টা করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৪** *বি* হাত দিয়ে চুরির কাজে দক্ষতা। 'তোমার হাত সাফাই আছে বটে!' *শিবরাম*, ১৯৫০। **৫** *বিণ* পটু; দক্ষ। 'সুন্দর চেহারা, সাফাই হাত, উপস্থিত বুদ্ধি।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সাফাই করা *ক্রি* দোষমুক্ত করা। 'সাফাই করিবার কোনো উপায় নাই জানিয়া সে মনে মনে পীড়িত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সাফল [স সাফল্য] *বিণ* সফলতা। 'নিরঞ্জন নাম জপে জানিয়া সাফল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সাফল্য [স] **১** *বিণ* সফল। 'সাফল্য হইল আঁখি মানিয়া নির্ভর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* সফলতা। 'উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা কৃপণতার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৩** *বি* সার্থকতা। 'ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৪** *বি* পরিপূর্ণতা। 'এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয় – এর বাইরে আমার মুক্তি আছে – সে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সাফল্যমণ্ডিত [স] *বিণ* সফল। 'প্রদর্শনী এবার অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।' *বুলবুল*, ১৯৩৬; 'আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হলেও পরিপূর্ণতায় তারা এখনও পৌঁছেনি।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সাফল্যলাভ [স] *বি* সফলতাপ্রাপ্তি। 'এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না যে, বুদ্ধি সাফল্যলাভ-সম্বন্ধে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পরের জর্মানি তাহার পূর্ববর্তী জর্মানির অপেক্ষা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'সাফল্যলাভ করিলেও সার্বিক অবস্থার কোন পরিবর্তন আসিবে কিনা।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সাফী [আ] *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'মুসলমান, – শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

সাফেদা [ফা] *বি* ফলবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাফেদি [স সফেদ] *বিণ* সাদা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাব[1] [স সর্প] *বি* সাপ। 'অজগর সাব জেন ঘন নিশ্বাস ছাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাব[2] [আ সাহিব] **১** *বি* সাহেব; ইংরেজ ভদ্রলোক। 'যেমন সাব জুটিয়ে খানা দিচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **২** *বি* সাহেবের সংক্ষিপ্ত রূপ। 'কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ফেলে দিল নীচে ঠেলে।' *নজরুল*, ১৯২৭; দোস্তের কাছ থেকে মহররমের দশটা দিন চাহিয়া লইয়াছেন যে 'তাউই সা'ব'।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

সাব[3] [ই] *বি* উপ-।

সাব ইন্সপেক্টর, সাবইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর [ই] *বি* পুলিশ বাহিনীর উপ-পরিদর্শক। 'চুপ চুপ (কোর্ট সাবইনস্পেক্টরের প্রতি) দারোগা রিপোর্ট পড়।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'পুলিশের পেনশনভোগী সাবেক সাব-ইনস্পেক্টর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'সাব ইন্সপেক্টর ও ... হইতে শুরু করিয়া কনস্টেবল পর্যন্ত।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

সাব-এডিটর [ই] *বি* সহ-সম্পাদক। 'সুরেন মুখুজ্যে সেই কাগজের সাব-এডিটর।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২; 'চেষ্টা করলে সাব-এডিটরের কাজ পেতে পারি।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

সাব-এডিটারি *বি* সহ-সম্পাদকের কাজ। 'ইংরেজি কাগজের সাব-এডিটারি লইতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সাবওয়ে [ই] *বি* সুড়ঙ্গপথ। 'সাবওয়ের আঁধার পেরিয়ে হঠাৎ দেখি ...' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

সাবকমিটি, সাব-কমিটী [ই] *বি* উপপরিষদ। 'সাবকমিটির সভাপতি।' *মনসুর*, ১৯৪০; 'কেন্দ্রীয় মহিলা সাহায্য সাব-কমিটী গঠিত হইয়াছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সাবজজ [ই] *বি* জজের অধস্তন বিচারক। 'আমার বাবাজান যখন সাবজজ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাবডিভিশন [ই] *বি* জেলার অধীনে প্রশাসনিক উপবিভাগ; মহকুমা। 'আমারও জন্মস্থান ঐ সাবডিভিশনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'আপনাদের বাড়িওতো মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিশনে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সাবডিভিশনাল [ই] *বিণ* মহকুমায় কর্তব্যরত। 'একজন সাবডিভিশনাল অফিসারকে মহকুমার নানাবিধ জরুরি কাজ ফেলিয়া ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সাবডেপুটি [ই] *বি* ডেপুটির অধস্তন পদে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'অখিলবাবু সাবডেপুটি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সাব-পোস্টমাস্টার [ই] *বি* গৌণ ডাকঘরের প্রধান। 'সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীরনিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সাবরেজিস্ট্রার [ই] *বি* দলিলপত্র নিবন্ধনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি; সহনিবন্ধক। 'তেলাপোকা পাখি হলো, সাবরেজিস্ট্রার হাকিম হলো!' *নজরুল*, ১৯২৩।

সাবরেজিস্টারি [ই] *বি* অধস্তন নিবন্ধকের কাজ। 'সাবরেজিস্টারি, দারোগাগিরি ... ইত্যাদি একটার পর আরেকটার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন হাসিল কিছুই হইতে পারিল না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাবরেজিস্ট্রি [ই] *বি* অধস্তন নিবন্ধকের দপ্তর। 'দাতব্য চিকিৎসালয়, সাবরেজিস্ট্রি এবং অন্যান্য অনেক অফিস উহার পার্শ্বেই অবস্থিত।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাবলেট [ই] *বি* নিজের ভাড়া করা বাড়ির অংশবিশেষ অন্য ব্যক্তিকে ভাড়া দেওয়া। 'ওদের পড়বার ঘরটা ... জনতিনেক ছোকরাকে সাবলেট করেছে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সাবস্টেশন [ই] *বি* (বিদ্যুৎ বিতরণ ইত্যাদির জন্য) উপকেন্দ্র। 'স্থানীয় সাবস্টেশনগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিতে হয়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

সাবক [স শাবক] *বি* বাচ্চা; শিশু। 'নাবক সাবক লিখি লিখে চক্রবাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাবকাশ [স] ১ *বি* অবকাশ। 'যে সাবকাশ আছে তাহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বি* সুযোগ। 'এই সাবকাশে ... তাঁহারদিগকে তাঁহার প্রণাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সাবকাশক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সুযোগ অনুযায়ী। 'সেই সাবকাশক্রমে আপন প্রিয়তম ডাকওয়ালাকে বারাণ্ডা হইতে ডাক দিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সাবকাশবিশিষ্ট [স] *বিণ* অবসরবিশিষ্ট। 'যদিও আমরা কখন সভাতে উপস্থিত হইতে সাবকাশবিশিষ্ট হই নাই।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সাবকাষ [স সাবকাশ] *বি* অবকাশ। 'এখান হইতে জাইতে সাবকাষ হইল না।' *ভেরলি*, ১৮০০।

সাবগুণ্ঠন [স] *ক্রিবিণ* ঘোমটাসহ। 'দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সাবঘোড় *বিণ* সাপের মতো প্যাঁচানো। 'গ তে সাবঘোড় ওকার দেও।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সাবধান [স] ১ *বিণ* মনোযোগপূর্ণ। 'সাবধান মনে রাধা সুন মোর বোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'আদিখণ্ড কথা ভাই শুন সাবধানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* হুঁশিয়ার হওয়া। 'সাবধান, মনোরমা বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে. ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ৪ *বিণ* সতর্ক। মহাভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৫ *বিণ* সচেতন। 'প্রথম হতেই আপনাদের সাবধান করে দিতে অনেক চেষ্টা করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সাবধানতা [স] *বি* সতর্কতা। 'আমারদিগের সাবধানতা বৃত্তি এই রোগ-শোক-দুঃখময় পৃথিবীর অত্যুপযুক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সাবধানতাবৃত্তি [স] *বি* সতর্কতাবৃত্তি। 'আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাবধানবাণী [স] *বি* সতর্কতার বাণী। 'এই সাবধানবাণী যাঁরা লঘু চিত্ততাবশত উড়াইয়া দিতে সাহসী হইবেন ...।' *আজাদ*, ১৯৪০; 'ঘাসের ওপর দিয়ে যেন না হাঁটে সে জন্যে আইনের সাবধানবাণী ছাপানো রয়েছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

সাবধান হওন *ক্রি* সাবধান হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাবধানী, সাবধানি [স] ১ *বিণ* দ্বিধান্বিত। 'বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সংকুচিত হয়, বিজ্ঞ হয়, আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* সতর্ক। 'মহৎ উদ্দেশ্যকে সাবধানী বিষয়ী লোকেরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* হিসাবি। ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মরো ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বি* সতর্কবান। 'সাবধানিরা বাঁধ বাঁধে সব।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৫ *বিণ* সাবধান করে এমন। 'ওখানে ছিল একটি সাবধানী সঙ্কেত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সাবধানে *ক্রিবিণ* মনোযোগ সহকারে। 'সাবধানে সুনে সমে গন্ধর্ব্বের গনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাবন [স শ্রাবণ] *বি* শ্রাবণ। 'আসাড় গেলে সাবন মাস কর্কট রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

সাবমেরিন [ই] *বি* ডুবোজাহাজ। 'হাঙর কুম্ভীর তিমি চলে সাবমেরিন নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সাবরমতী *বি* একটি নদীর নাম। 'সেই সাবরমতী নদীর ধারে পায়চারির সঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সাবর্ণ [স] *বি* হিন্দু ব্রাহ্মণের গোত্রবিশেষ। 'সাবর্ণ গোত্রের রাজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাবল [স শর্বলা] *বি* খনন করার লোহার অস্ত্রবিশেষ। 'দুই বাহু লোহার সাবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাবলীল [স] *বিণ* স্বচ্ছন্দ। 'বাংলার সামনে আমি রবীন্দ্রমুকুর ধরিয়াছি যতবার পরাধীন এক সাবলীল কুকুর, বিম্বিত হইয়াছে ততবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'চাই স্রোতপূর্ণ নদীর মতো সাবলীল জীবনধারা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সাবলীলতা [স] *বি* স্বচ্ছন্দতা। 'অন্তর্নিহিত সৌষ্ঠব ও সাবলীলতা ব্যাহত হবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাবহিত [স] *বিণ* অবহিত। 'চারি ভাই কৃষ্ণনাম গান সাবহিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাবাড় [স সর্বান্ত] ১ *বিণ* নিঃশেষ। 'জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটা সাবাড় কত্তে হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* হত্যা। 'কম্ম কাবার কুকুরে করবে সাবাড়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সাবান [প, আ] *বি* ময়লা দূর করার জন্য সোডা, ক্ষার, চর্বি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি দ্রব্য। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'জলে সাবান ঘর্ষণ করিলে যে বুদ্বুদ উঠে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সাবানদানি [আ সাবুন+ফা দানি] *বি* সাবান রাখার পাত্র। 'সাবানদানি, ক্রিমের কৌটো, ম্যাকাসারের তেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সাবালক [ফা সা+আ বালিগ>] *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাবালকত্ব [সাবালক+স ত্ব] *বি* সক্ষমতা। 'একলক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সাবালগ [ফা সা+আ বালিগ>] *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'কুমার বাহাদুর সাবালগ হয়েন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সাবালেগ [ফা সা+আ বালিগ>] *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'আমি সাবালেগ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাবাস [ফা শাহবাশ] *অব্য* প্রশংসাধ্বনি। 'সাবাস কর্পূর বীর লাউসেন কয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বহুরূপিণি বিদ্যাধরি! সাবাস।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সাবাসি [ফা শাহবাশ] *ক্রি* প্রশংসা করি। 'সাবাসি কর্পূর ভাই ধন্য তোর বল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সাবিত্র *বিণ* সুলভ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাবিত্রী [স] *বিণ* হিন্দুপুরাণের সতীনারী সাবিত্রী নামক চরিত্র। 'মা আমার সাবিত্রী।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সাবিদ [আ ছবুত] *বি* প্রমাণ। 'লাড়কার কাপড় মেরা নাহিক সাবিদ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সাবু [প সাগো] *বি* এক রকমের পাম গাছের মজ্জা থেকে তৈরি দানাদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, যা দুধ ও মিষ্টি সহযোগে পায়েসের মতো রান্না করা যায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সাবু দেয়নি তোমায়?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সাবুদানা [প সাগু>] *বি* এক রকমের পাম গাছের মজ্জা থেকে তৈরি দানাদার শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাবুত [আ সবুত] *বি* প্রমাণ। 'সাবুত দেওন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাবুদ [আ সবুত] *বি* প্রমাণ। 'সাবুদ করিতে পারেন আমি নিসা করিব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সাবুদ দেওন *বি* সাক্ষ্য দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাবুরগা *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'বালেআর, ডুরিয়া, গেদা, সাবুরগা প্রভৃতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাবেক [আ সাবিক] *বিণ* পুরানো। 'সাবেক দস্তুর মত সেই সময় চুক্তি হবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাবেককাল [আ সাবিক+স কাল] *বি* পূর্ববর্তী সময়। 'কাজেই য়ুরোপে সাবেককালের ক্ষত্রিয়বংশীয়েরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাবেককেলে [আ সাবিক+স কাল>] *বিণ* আগের যুগের। 'মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমানুষি চাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সাবেকি, সাবেকী [আ সাবিক>] *বিণ* সেকেলে। 'সেই সাবেকী শ্যামবাজারে থাকে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'সাবেকী মতে রাখিতে হইলে ...।' *ইসলাহ*, ১৯৩২।

সাব্বাস [ফা শাহবাশ] *বি* প্রশংসাসূচক শব্দ – সাবাস। 'সাব্বাস দিই, সাব্বাস তোর শমশেরে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাব্যস্ত [স] ১ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'ইহাই সাব্যস্ত বোধ হইতেছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* প্রমাণিত। 'নালিশ প্রকৃত প্রস্তাবে সাব্যস্ত হইলে ...।' *ডানকান*, ১৭৮৫। ৩ *ক্রিবিণ* অপরিবর্তিত। 'আদালতের সাহেবানের কর্তৃত্ব আছে জে তাহা সাব্যস্ত রাখা কি অসাব্যস্ত করা।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৪ *বিণ* বিবেচিত। 'করপ্রাপ্তির যোগ্য সাব্যস্ত হইলে প্রজা বন্দিগৃহে যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সাভানো [স সম্‌>] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'এত বলি মহারাজ/ সাভাইল পুরি মাঝ/ কোটাল বিদায় হইয়া যায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সাভিনিবেশ [স] *ক্রিবিণ* অভিনিবেশ সহকারে; মনোযোগসহ। 'তাহার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সাভিলাষ [স] *বিণ* ইচ্ছুক। 'তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাম[১] [স] ১ *বি* সামবেদ; চতুর্বেদের অন্যতম। 'ঋগ যজু সাম অথর্ব্ব চারী বেদ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সাম্য বাক্য। 'এমন বলিআ সাধু নানাবিধি সাম দূর কৈল লহনার ক্রোধের বিরাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* পরস্পরের ক্ষতি না করার শর্তে করা সন্ধি; রাজনীতির প্রাচীন চার নীতির একটি। 'ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সামগান [স] *বি* সামবেদের মন্ত্রগীতি। 'সামগান উঠে বনপল্লবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সামগানে সিন্ধু সরস্বতীর তীর ধ্বনিত করেছিলেন।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সামগীত [স] *বি* সামবেদের মন্ত্রগীতি। 'ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর – সামগীত শব্দহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সামগীতি [স] *বি* সামবেদের মন্ত্রগীতি। 'বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর শান্ত সামগীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সামদণ্ড [স] *বি* বেদের বিধান। 'সামদণ্ড ভেদাভেদ বিচার করিব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সামবেদ [স] *বি* হিন্দুশাস্ত্র চতুর্বেদের প্রথমটি। 'তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।' *অবন*, ১৮৯৬।

সামমন্ত্র [স] *বি* সামবেদের মন্ত্র। 'সামমন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুগত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সামরব [স] *বি* মধুর ধ্বনি। 'প্রথম প্রভাত তব উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সাম[২] [আ শাম] *বি* সন্ধ্যা। 'সাম হলেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সাম[৩] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ধনপতি সাম।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সামইক [স সাময়িক] *বিণ* সাময়িক। 'পরিজনের সামইক মঙ্গল।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সামগ্রিকতা [স] *বি* সম্পূর্ণতা। 'সামগ্রিকতা আজ আকাশে বাতাসে।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

সামগ্রিকভাবে [স] *বিণ* সম্পূর্ণরূপে। 'শিক্ষা সামগ্রিকভাবেই আজ বিপন্ন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সামগ্রী, সামগ্রি [স] ১ *বি* রান্নার জিনিসপত্র। 'সামগ্রী আনহ নৃসিংহের পুনঃ পাক করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* দ্রব্যাদি। 'দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাহার সন্নিকটের মদিরা আদি মাদক সামগ্রীর এক২ ভাটী।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৩ *বিণ* সামগ্রিক। 'উনিও সামগ্রী আয়োজন করুনগা আমিও করিগা।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *বি* উপহার। 'রাজা ... রুমদেশের ছত্রপতির নিকট নানা জাতীয় সামগ্রী সুদ্ধা এক দূতকে পাঠাইলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৫ *বি* জিনিসপত্র। 'কাষ্ঠের নানা মত সামগ্রি।' *রামরাম*, ১৮০১।

সামঞ্জস্য [স] ১ *বি* সাদৃশ্য। 'তাহার সামঞ্জস্য করিতে হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* সঙ্গতি। 'আমাদের ভেতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'হঠাৎ হঠাৎ বজ্রপাত সেই সামঞ্জস্য ভেঙে দিচ্ছিল।' *শওকত*, ১৯৭২।

সামঞ্জস্যচেষ্টা [স] *বি* সঙ্গতির চেষ্টা। 'উভয়ের সামঞ্জস্যচেষ্টাই মানব-মনের নানা অবস্থা-অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সামঞ্জস্যবদ্ধ [স] *বিণ* সঙ্গতিপূর্ণ। 'অতি সহজেই সমস্ত শোভন পরিপাটি এবং সামঞ্জস্যবদ্ধ হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সামঞ্জস্যবোধ [স] *বি* সমন্বয়-চিন্তা। 'আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জস্যবোধ পীড়িত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সামঞ্জস্যশূন্য [স] *বিণ* সঙ্গতিহীন। 'জগৎটা যেন এদের থেকে ভিন্ন, সামঞ্জস্যশূন্য।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

সামঞ্জস্যহীন [স] *বিণ* সঙ্গতিবিহীন। 'মানবদেহের এরূপ সামঞ্জস্যহীন অনৈসর্গিক বর্ণনা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন অর্থবিহীন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামটি ধরা *ক্রি* পাঁজাকোলে ধরা। 'সামটি ধরিয়া তোলে মাথার উপর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সামদান *বি* বাতি রাখার আধার। 'সামদান ৪।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

সামদেশ [আ শাম+স দেশ] *বি* সিরিয়া। 'সামদেশে চলিলেন্ত যথ সদাগর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সামনা [হি] *বি* সম্মুখ। 'সামনা-সামনি হলে কেবল ... হাসির আভা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সামনা করা *ক্রি* মুখোমুখি হওয়া। 'বাবর প্রলুব্ধ হলো বিপদের সামনা করতে।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

সামনা-সামনি *ক্রিবিণ* মুখোমুখি। 'সামনা-সামনি দুই দরজা খোলা থাকিলে তখনি ঘরে অবাধে হাওয়া খেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সামনা-সামনি হলে কেবল ... হাসির আভা।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'অমিত সামনাসামনি বসে বললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সামনে *ক্রিবিণ* সম্মুখস্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সামনেকার *বিণ* সামনের। 'আমি আমার সামনেকার ঐ সারবন্দী শালতাল-মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সামনে মাস *বি* সামনের মাস; আগামী মাস। 'সামনে মাসে আর কাউকে কিছু না দিই তোমার কালার বস্ত্র কিনে দেবোই।' *হাই*, ১৯৫৯।

সামন্ত[1] [স] ১ *বি* সৈন্য। 'সামন্তের অধিপতি নৃপতির মায়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* প্রজা। 'পাঁচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গের্দ্দে ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* অধীনস্থ রাজা। 'আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া এ একাদশ ভূঁইয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি।' *রামরাম*, ১৮০১; 'ভেবে দেখুন, প্রেমের সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, অথচ প্রেম বিশ্বজয়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৪ *বি* প্রধান সেনাপতি। 'মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সামন্তকন্যা [স] *বি* সামন্তপ্রধান রাজার মেয়ে। 'সামন্তকন্যা মল্লিকা কুলসুম পরীর ছেলের হাতে বন্দী।' *হাই*, ১৯৪৯।

সামন্ততন্ত্র [স] *বি* এক ধরনের মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জনগণ কোনো একজন জমিদারের কাছ থেকে আশ্রয় এবং জমি পেতো এবং তার বিনিময়ে সেই জমিদারকে শ্রম দিতো ও তার জন্যে যুদ্ধ করতো। 'ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা।' *আনিস*, ১৯৬৪; 'ভূমিনির্ভর এই ব্যবস্থার নামই সামন্ততন্ত্র।' *উমর*, ১৯৬৮।

সামন্ততান্ত্রিক [স] *বিণ* সামন্ত শ্রেণীর মতো। 'প্রাচীন আমলের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের জ্বলন্ত নিদর্শন।' *তারা*, ১৯৪০।

সামন্তবাদী [স] *বি* সামন্ততন্ত্রে বিশ্বাসী। 'কোম্পানির রাজ্যগ্রাস-নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত সামন্তবাদীরা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সামন্ত রাজ [স] *বি* অধীনস্থ রাজা। 'সামন্ত রাজগণ সেইগুলি ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সামন্তশাসন [স] *বি* সামন্ততন্ত্র। 'তখনও দেশে হিন্দু আমলের সামন্তশাসন চলিতেছিল।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সামন্ত[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নীলমণি সামন্ত।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সামবায়িক [স] *বিণ* সমবায়ভিত্তিক। 'রাষ্ট্রজীবনের যে পরিকল্পনা, সামবায়িক জীবনের যে ছবি বাংলাদেশের বাইরের ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করে ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সাময়িক [স] ১ *বিণ* সময়োচিত। 'সে তাহাকে এই সাময়িক পরামর্শ দিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* অল্পসময় স্থায়ী। 'তিন দিবস বাস করিয়া সাময়িক বিহিত ক্রিয়ায় কালক্ষেপণানন্তরন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৩ *বিণ* সমসাময়িক। 'সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের আর-একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সাময়িকতা [স] *বি* অস্থায়িত্ব। 'আমাদের যশ অযশ এমনই সাময়িকতার।' *জীবন*, ১৯৩১।

সাময়িক পত্র [স] ১ *বি* সমকালীন বা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আছে এমন পত্রিকা। 'যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত পত্রিকা। 'ইংরেজি সাময়িক পত্র সম্পাদকগণের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাময়িক পত্রিকা [স] *বি* নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত পত্রিকা। 'বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সাময়িকভাবে [স] *ক্রিবিণ* সময়োচিতভাবে। 'কথাটা সাময়িকভাবে গোপালের কানে লাগে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সাময়িক সত্য [স] *বি* বিশেষ সময়ের সত্য। 'তারও তো সামাজিক সত্য, লৌকিক সত্য, সাময়িক সত্য।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাময়িক সাহিত্য [স] *বি* সমকালীন বিষয় নিয়ে রচিত সাহিত্য। 'এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সামর [স শ্যামল] *বিণ* শ্যামল। 'সামর সুন্দর এঁ বাট আএল তঁ মোরি লাগলি আঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সামরিক [স] ১ *বিণ* সমর সম্পর্কিত। 'সামরিক পুস্তিকাদের নিপুণতা ও বিচক্ষণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* যুদ্ধবিষয়ক। 'বিজ্ঞানসম্মত সামরিক শিক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* সেনাবাহিনী সম্পর্কিত। 'রেজা খাঁ প্রথমে সামরিক বিভাগের মন্ত্রী, তারপরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সামরিক আইন [স সামরিক+ফা আঈন] *বি* সেনাবাহিনীর আইন। 'শীঘ্রই প্যালেস্টাইনে সামরিক আইন জারি হইবে।' *ইসলাহ্*, ১৯৩৬।

সামরিক কায়দা [স সামরিক+আ কায়দাহ্] *বি* সামরিক বাহিনীর কৌশল। 'মেয়েদের সামরিক কায়দায় শিক্ষাদানের জন্যে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সামরিক চক্র [স] *বি* সামরিকবাহিনীর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী; জান্তা। 'সামরিক চক্রের চিন্তাধারা একই দিকে প্রবাহিত।' *পাশা*, ১৯৭১।

সামরিক চুক্তি [স] *বি* দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সামরিক বিষয়ে সহযোগিতা চুক্তি। '...সামরিক চুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসিলে...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সামরিক বাহিনী [স] *বি* সেনাবাহিনী। 'সুপরিকল্পিতভাবে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সামরিক সেনাদল [স] *বি* যুদ্ধের সেনাবাহিনী। 'চলো জাগ্রত মানবাত্মা সামরিক সেনাদল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সামরী [স শ্যামল>] *বি* কালো। 'উর পর সামরী বেনী।' *বিদ্যাপতি*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪৬০।

সামরন্ধ *বি* ১২ কড়া কড়ির খেলা। 'তেপাত্যা বাঘচালি খেলে সাধু সাতা ধুলি সামরন্ধ সবই তিনাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সামর্ত্ত [স সংবর্ত্ত] *বি* মেঘবিশেষ। 'আবর্ত্ত সামর্ত্ত মেঘ দ্রোন পুস্কর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সামর্থ্য [স] ১ *বি* শক্তি। 'শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* স্বাভাবিক ক্ষমতা। 'তাঁহার মতো গল্পগুজব করিতে পারায় আর কাহারো সামর্থ্য নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ *বি* বিনয়। 'অনেকের গরীব-মানুষী করিবার সামর্থ্য নাই। এত তাহাদের টাকা নাই যে, গরীব-মানুষী করিয়া উঠিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বি* সম্বল। 'আমাদের দেশে এমন অতি অল্পলোকই আছে যার অধিকাংশ সামর্থ্য প্রতিদিন আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করিতে না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সামর্ত্থো [স সামর্থ্য] *বি* সামর্থ্য। 'শক্তি সামর্ত্থো বল গিয়ান।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সামর্ত্তসই [স সামর্থ্য+আ সহি] *ক্রিবিণ* সাধ্য অনুসারে। 'সেই সকল তরজমা যুধারনে করিবেন আপন বুধ্ধের সামর্ত্তসই।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সামর্থ [স সামর্থ্য] ১ *বি* সমর্থ। 'এ ছয় সতিনী মনে নাহী গণি সামর্থ মোর পরানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শক্তিমত্তা। 'দয়া সামর্থের অতি সুন্দর গুণ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সামর্থী [স সমর্থ>] *বিণ* বলবান। 'এক নেকড়িয়া ... এক সামর্থী পুষ্ট কুকুরের পথে উপস্থিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সামর্থ্যবিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* সামর্থ্যবিহীন। 'যে স্ত্রী রোষাদি হেতু বশতঃ কাতরা, কিম্বা সামর্থ্যবিহীনা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সামর্থ্যসম্পন্ন [স] *বিণ* সামর্থ্য আছে এমন। 'স্বভাব-হিংস্র শক্তিসামর্থ্যসম্পন্ন প্রাণীরাও ... সাহস করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সামর্থ্যহীন [স] *বিণ* শক্তিহীন। 'সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সামর্থ্যানুসারে [স] *ক্রিবিণ* সামর্থ্য অনুযায়ী। 'তাঁহারা ... স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে সুখসমৃদ্ধি লাভ করিয়া অপরতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সামর্ষ [স] *বিণ* ক্রোধযুক্ত। 'কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সামল [স শ্যামল] *বিণ* শ্যামল; কৃষ্ণবর্ণ। 'সামল কোমল দেহ তোক্ষার।' বড়ু, ১৪৫০; 'সামল কোমল দেহ তোক্ষার।' বড়ু, ১৪৫০।

সামলা [আ শমলাহ] *বি* এক প্রকার পাগড়ি। 'শ্রীমন্তের মাথায় সালের সামলা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সামলানো [হি সম্ভাল>] ১ *বি* ঠেকানো। 'এখন লুঠপাট করিতে দিলে পরে ইহাদিগকে সামলানো দায় হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *ক্রি* সংবরণ করা। 'আমার বক্তৃতা শুনে এমনি মুগ্ধ হয়েছেন যে সামলাতে পারছেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বি* সইতে পারা। 'যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে, তাহারই ভার সামলানো দুঃসাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *ক্রি* সংযত হয়ে। 'যেদিন খরচপত্র সামলাইয়া চলিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৫ *ক্রি* রক্ষা করা। 'কোনদিকে ফেলে কোন দিক সামলান।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

সামলাইতে *ক্রি* রক্ষা করতে। 'সামলাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সামলে থাকা *ক্রি* সংযত থাকা। 'দেখিস হুসিয়ার, ওলো সামলে থাকা ভার।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

সামলে নেওয়া *ক্রি* রোধ করা। 'অশ্রু সামলে নিয়ে বললে, দাদা, তোমার বার্লিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সা-মহাজন *বি* হিন্দুদের সাহা উপাধিধারী সুদের ব্যবসায়ী। 'উত্তরবঙ্গে সে নামের কোনো সা-মহাজন নেই।' *প্রমথ*, ১৯২২।

সামাজিক [স] ১ *বিণ* সমাজ-নিয়ন্ত্রক। 'এমন সমারোহের ব্যাপারে সামাজিক ব্রাহ্মণকে কি কিছু দিবে না।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। 'তাবৎ সাঁমাজিকেরদের সিধা উপযুক্ত মত দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৩ *বি* সদস্য। 'সামাজিকেরা সকলে বিবেচনাপূর্ব্বক বঙ্গরঞ্জিনীনামে ঐ সমাজ স্থাপিত করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বিণ* সমাজ-সম্পর্কিত। 'মনুষ্যের সামাজিক অবস্থা এবং প্রয়োজন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বি* বিদগ্ধমহল। 'পুরাতন প্রবন্ধ বিষয়ক সঙ্গীত সামাজিকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে পারে না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৬ *বিণ* সমাজস্বীকৃত। 'গৃহকর্ম্ম এবং সামাজিক ধর্ম্ম প্রভৃতি ... উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৭ *বিণ* সম্মানী। 'যেমন সঙ্গতি, তেমন ... দানসামগ্রী, ও সামাজিক দিয়াছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

সামাজিকতা [স] ১ *বি* সামাজিক সম্পর্ক। 'তাঁতির সহিত সামাজিকতা না করিতে স্থির করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সভ্যতা। 'সামাজিকতা বিষয়ে অনেক উন্নত না হইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

সামাজিক পদ্ধতি [স] *বি* সামাজিক রীতি। 'নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙিয়াছে, সাহেবি সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সামাজিক সত্য [স] *বি* সামাজিকভাবে সত্য। 'তারও তো সামাজিক সত্য, লৌকিক সত্য, সাময়িক সত্য।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সামাত্য [স] *ক্রিবিণ* মন্ত্রীসমেত। 'তাহাতে সামাত্য সবান্ধব বর্গের সহিত সপরিবারে থাকা যায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

সামান [ফা] *বি* সাজ-সরঞ্জাম; সামগ্রী। 'শোন দামাম কামান তামাম সামান।' *নজরুল*, ১৯২৪; '(তার) কোরবানির সামান নিয়ে চল রাহে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সামানা [ফা সামান] *বি* আসবাবপত্রাদি। 'আবদুল্লাহ্ কহিল আমার নাহিক সামানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সামানো *ক্রি প্রবেশ* করা। **সামাই** *ক্রি প্রবেশ* ক'রে। 'ডান আস্তিনে সামাই বাম আস্তিনে আসি।' *সুলতান*, ১৭০০। **সামাইল** *ক্রি প্রবেশ* করলো। 'কাজির ঘরে ভাঙ্গা ঝাপ তাহা দিয়া সামাইল সাপ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **সামায়** *ক্রি প্রবেশ* করে। 'তুমার বচন মোর না সামায় কানে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

সামান্য [স] ১ *বিণ* অল্প। 'সর্ব্বলোক জানিল জেন সামান্য রজনি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সাধারণ। 'সামান্য লোকেরদের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ বেশি।' *দর্পণ*, ১৮১৯৩ *বিণ* তুচ্ছ। 'একজন ইংরেজকে সামান্য জ্ঞান করে।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৪ *বিণ* গরিব। 'এই মহানগরে ... ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৫ *বিণ* অন্য পাঁচজনের মতো রক্তমাংসের। 'যাহারা যীশুখৃষ্টকে সামান্য মানুষ বলিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৬ *বিণ* সহজ। 'প্রত্যক্ষের কঠিন ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে – সে কি সামান্য ব্যাপার!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৭ *বিণ* গুরুত্বহীন। 'আমার আত্মাকে স্তরে স্তরে সিক্ত করে নেওয়া ... সামান্য ব্যাপার নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সামান্যকাণ্ড [স] *বি* হিন্দুব্রতের করণীয় আচারাদি। 'সামান্যকাণ্ড এবং ব্রতকথা এই দুই হল পৌরাণিক ব্রতের উপাদান।' *অবন*, ১৯১৯।

সামান্যক্ষণ [স] *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ; অল্প সময়। 'মু... সামান্যক্ষণ চুপ করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সামান্যত, সামান্যতঃ [স] *ক্রিবিণ* সাধারণত। 'সামান্যতঃ সম্বাদপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সামান্যতম [স] ১ *বিণ* অতিশয় সাধারণ। 'যদি একজন সামান্যতম প্রজা সমস্ত রাজসম্মান উপেক্ষা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ২ *বিণ* তুচ্ছতম। 'সুখদুঃখের সামান্যতম লহরীলীলা পর্যন্ত গণনার বিষয় হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* সবচেয়ে ক্ষুদ্র। 'সামান্যতম কণাটুকুকে পর্যন্ত যে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরবে।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ৪ *বিণ* সবচেয়ে কম। 'আইন ও শৃংখলার গ্রন্থিবন্ধনের সামান্যতম শিথিলতাও ... অসামাজিক সুযোগের সদ্ব্যবহারে ইতস্ততঃ করিবে না।' *আজাদ*, ১৯৭০।

সামান্যতা [স] ১ *বি* ক্ষুদ্রতা। 'অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার সামান্যতাকে পদে পদে অপমান করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* সাধারণ নিয়ম। 'বিশেষ্যপদ একবচন ও বহুবচন রূপ গ্রহণ করিলেই সামান্যতা পরিহার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৩ *বি* তুচ্ছতা। 'একে যদি তথ্যমাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক করে এর নিজের অস্তিত্বগৌরবে দেখি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৪ *বি* সাধারণীকরণ; সবাইকে এক করে দেখার প্রবণতা। 'অধিকাংশ সমাজেই ব্যক্তির অনন্যতাকে যতদূর সম্ভব খর্ব করে সামাজিক সামান্যতাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ে।' *শিব*, ১৯৫০।

সামান্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* সাধারণভাবে। 'কেরি সাহেবকে অসামান্য গুণবান করিয়া সামান্যরূপে সকলেই জ্ঞাত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সামান্যা [স] ১ *বি স্ত্রী* বেশ্যা। 'অতএব যে পুরুষ পরস্ত্রীতে অথবা সামান্যাতে প্রশান্ত হইয়া নিতান্ত আসক্ত ...।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'সামান্যাদের সোহাগ খরিদ ক'রে চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বিণ স্ত্রী* সাধারণ। 'নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা নারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সামান্যার্ঘ্য [স] *বি* হিন্দুব্রতের করণীয়বিশেষ। 'প্রথমে সামান্যকাণ্ড – যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন ... সামান্যার্ঘ্য।' *অবন*, ১৯১৯।

সামান্যার্থ [স] *বি* সাধারণ অর্থ। 'শব্দটিতে যে বিশেষার্থ ছাড়াও একটি সামান্যার্থ আরোপিত হয়েছে এটি আজ অনস্বীকার্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

সামান্যি [স সামান্য] *বিণ* সামান্য; অল্প। 'একি সামান্যি দুঃখু!' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সামার [ই] ১ *বি* গ্রীষ্মকাল। 'সামার-ভ্যাকেশনের ছুটি হয়ে গেল।' *শিবরাম*, ১৯৫০। ২ *বিণ* গ্রীষ্মকালীন। 'সামার ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার জন্য।' *বেগম*, ১৯৬২।

সামাল [হি সম্ভাল] ১ *বি* রক্ষণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সাবধান। 'সামাল সামাল বলে করেন হাঁকনি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সামাল করা *ক্রি* সাবধান করা। 'নিমাইকেষ্টকেও সামাল করা আছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সামাল সামাল – সাবধান হওয়া বা করার সংকেত। 'হে ভায়া সামাল২ তোমার জাঁকজমকরূপ কুকৃতি টুপি কেড়েনিয়ে ফুরতি ভে... দিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সামালা [হি সম্ভাল>] *ক্রি* সামলানো। **সামালি** *ক্রি* সামাল দিয়ে 'সেইক্ষণে সামালি হস্তীকে ঠেস দেন।' *রূপরাম*, ১৭৫০ **সামালিএগ** *ক্রি* সামাল দিয়ে। 'সামালিএগ দ্রব্য যত নৌকা তুলিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সামালিতে** *ক্রি* রক্ষা করতে। 'সামালি... নারে বিবি হইল কমজোর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **সামালিব** *ক্রি* রক্ষা করবো। 'সামালিব এই শূল কার পানে চাহিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০ **সামালিয়া** *ক্রি* সংযত ক'রে। 'ঝারি ফলা সামালিয়া উভমুখে ধায় *রূপরাম*, ১৭৫০। **সামালে** *ক্রি* সামাল দেয়। 'দাবানল সদৃ... সামালে লাউসেন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সামি[১] [স স্বামী] *বি* স্বামী। 'সামি সমাজ হম পেমে অনুরঞ্জি কুমুদি... সন্নিধি চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সামি[২] [আ] *বিণ* যথার্থ। 'ব্রাহ্মোন ভোজনের সামি সমাধান করিতে *ওগাঁ*, ১৭৮২।

সামিগগিরি [স সামগ্রী] *বি* প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। 'আনি পূজো সামিগগিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সামিগ্র [স সামগ্রী] *বি* সামগ্রী। 'খাওনের অপূর্ব্ব সামিগ্র আনিয়া দীলেন *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। দ্র **সামগ্রী**

সামিগ্রী, সামিগ্রি [স সামগ্রী] *বি* সামগ্রী। 'খাদ্য সামিগ্রি প্রচুর ম... দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'তাবৎ সামিগ্রী *দর্পণ*, ১৮২২।

সামিয়ানা [ফা শামিয়ানহ্] *বি* চাঁদোয়া। 'সামিয়ানা চারি দিগে হেমহ... ছাতেতে।' *রামরাম*, ১৮০১; 'বড় সামিয়ানাটা আনবার ব্যবস্থা *বিভূতি*, ১৯২৯; 'সামিয়ানার চাদরখানা ঝুলছে সবার মাথার পরে *জসীম*, ১৯৩৩।

সামেয়ানা [ফা শামিয়ানাহ্] *বি* চাঁদোয়া। 'সামেয়ানা ফর ফর ... *প্যারী*, ১৮৫৮।

সামিল, সামীল [আ শামিল] ১ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'সেখানকার আলা... কোটী ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সামিল করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'ঢা... সহরের সামীল পোস্তার গোলাহায়ের মধ্যে আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯... 'বারবাকপুরের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে তালুক।' *দর্পণ*, ১৮২৬। *বি* যোগ। 'এক সামীলে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

সামিলা [আ শামিল>] *বি* অধিকার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সামী[১] [স স্বামী] ১ *বি* প্রভু। 'পুচ্ছ তু চাটিল অনুত্তর সামী।' *চর্যা*, ১২০০। ২ *বি* স্বামী। 'ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর।' ব... ১৪৫০।

সামী[২] [আ শাম>] *বি* সিরিয়ার অধিবাসী। 'আরবী মিসরী সামী তুর... হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সামীপ্য [স] ১ *বি* সমীপবর্তিতা; হিন্দুমতে ইষ্টদেবতার সান্নিধ্যর... মুক্তিবিশেষ। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব অর্থ... সাজুয্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বি* নৈকট্য। 'প্রাণের সামীপ্য নিয়ে দে... যেন সর্বমূলাধার।' *আহসান*, ১৯৫৯।

সামু [স সম্মুখ] *ক্রিবিণ* সম্মুখে। 'লাজে বেআকুলি সামু ন হেরএ *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সামুক [স শম্বুক] *বি* শামুক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সামুদাইক [স সামুদায়িক] *বিণ* সম্পূর্ণ। 'সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক না...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ... ।' *রামরাম*, ১৮০১।

সামুদায়িক [স] *বিণ* সকল। 'কায়স্তের পরিজন লোকেরদিগকে সামুদায়িক লোককে পৃথক২ বস্ত্র অলঙ্কারে ... ।' *রামরাম*, ১৮০১।

সামুদ্রক শাস্ত্র [স] *বি* দেহের চিহ্ন দিয়ে ভবিষ্যতের শুভাশুভ নির্ণয়ের শাস্ত্র। 'আমি সামুদ্রক শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সামুদ্রিক [স] **১** *বিণ* সমুদ্রে পাওয়া যায় এমন। 'সামুদ্রিক রত্নের পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* সমুদ্রে চলাচল করে এমন। 'ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি সূক্তে সামুদ্রিক নৌকার উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বিণ* সমুদ্রে বাস করে এমন। 'কূর্ম্ম কুম্ভীরাদি সামুদ্রিক জন্তু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জন্তুর মাংস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৪** *বিণ* সমুদ্রপথে সংঘটিত হয় এমন। 'স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা সামুদ্রিক যুদ্ধে তাঁহাদের অতিশয় বিক্রম বৃদ্ধি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সামুদ্রিক দস্যু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৫** *বিণ* সমুদ্রের মতো। 'সামুদ্রিক অতলতা হতে মৃত্যু-সুগভীর ডাক উঠে আসে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। **৬** *বিণ* সমুদ্রের উপকূলে স্থাপিত। 'বাংলার একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সামুদ্রিকবেত্তা [স] *বিণ* জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ। 'রাজা, সামুদ্রিকবেত্তা পণ্ডিতগণকে আনাইয়া, দেবপ্রসাদলব্ধ বালকের লক্ষণপরীক্ষার্থে, আজ্ঞাপ্রদান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সামুরাই [জা] *বি* শক্তিশালী জাপানি যোদ্ধাসম্প্রদায়। 'সেলুলয়েডের ঘর-সাজানো জাপানী সামুরাই পুতুল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সামুলী *বি* মুগের প্রলেপ দেওয়া পিঠাবিশেষ। 'চুষী রুটি রামরোট মুগের সামুলী।' *ভারত*, ১৭৬০।

সামূহিক [স] *বিণ* সমুদয়। 'প্রতি যুগের বিশিষ্ট ভাববিন্যাস সেই যুগের ... মাতব্বর শ্রেণীর সামূহিক স্বার্থের প্রকাশ মাত্র।' *শিব*, ১৯৫৬।

সামোন [ই স্যামন] *বি* সাদা আঁশযুক্ত গোলাপি রঙের সুস্বাদু মাছবিশেষ। 'সামোন মাছ, রাশান স্যালাদ, টুকরো টুকরো ফ্রাঙ্কফুটার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সালমন [ই] *বি* সাদা আঁশযুক্ত গোলাপি রঙের মাংসবিশিষ্ট সুস্বাদু মাছবিশেষ। 'সেই সব সমুদ্র-সালমন বাতাসেও ধরা পড়ে।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

সামোভার [ই] *বি* চায়ের পানি গরম দেওয়ার জন্য ধাতুর তৈরি মধ্য-এশিয়ায় জনপ্রিয় নলযুক্ত পাত্রবিশেষ। 'তাশকন্দ থেকে এসেছে সামোভার নিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সাম্পর্কিক [স] *বিণ* সম্পর্কজনিত। 'কোনও সমাজই এখন আর সাম্পর্কিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত নয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সাম্পান [ই] *বি* সমুদ্রের উপকূলগামী একপ্রকার ছোটো নৌকা। 'সাম্পান মাঝি খুঁজে ফেরে তোরে ভাটিয়ালি গানে কাঁদি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সাম্পিন [ই শ্যাম্পেন] *বি* উৎসব ইত্যাদিতে ব্যবহৃত দামি মদবিশেষ। 'শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন পার্টি আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সাম্প্রত [স] *বি* বর্তমানকাল। 'অস্থাবর প্রমোদের শব অনুর্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সাম্প্রতিক [স] **১** *ক্রিবিণ* সম্প্রতি। 'স্বস্থানে বিদায় হয়ে সাম্প্রতিক যাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* আজকালকার। 'প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

সাম্প্রতিকতা [স] বি সমকালীনতা; প্রজন্ম। 'কালগঙ্গার প্রবহমানতায় সাম্প্রতিকতা যদি ক্ষণিকের জন্যেও মিশে যায়।' *সনৎ*, ১৯৭০।

সাম্প্রতিকী [স] *বি* বর্তমানতা। 'তাই সাম্প্রতিকীর প্রসাদধন্য কীর্তি যে কালগঙ্গায় ভাসবেই, এমন কথা বলা চলে না।' *সনৎ*, ১৯৭০।

সাম্প্রদায়িক [স] **১** *বিণ* আপন সম্প্রদায়ের। 'সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদক পরোপকারক সহ্যশীল মনুষ্য ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭; **২** *বি* সম্প্রদায়ের লোক। 'কতকগুলি নব্য সাম্প্রদায়িক একত্র সমাগম পূর্ব্বক পান-রস-লালসায় লোলুপ হইয়া ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। 'এই সঙ্কীর্ণ মত ও সাঙ্ঘাতিক সাম্প্রদায়িক মতভেদ।' *ছোলতান*, ১৮৯৩; 'য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বিণ* অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট। 'তখন সাম্প্রদায়িক লোকেরা রামমোহন রায়কে তাহাদিগের শত্রু মনে করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাম্প্রদায়িকতা [স] **১** *বি* জাতিগত ভেদ। 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতিমধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও অন্তঃশ্রেণী বিভাগ উঠাইয়া দিয়া ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* সম্প্রদায়গত ভাব। 'অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী [স] *বি* সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন। 'সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগমন্ত্রিসভার কুকীর্তির কথা ... ।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা [স সাম্প্রদায়িক+ফা দাঙ্গাহাঙ্গামাহ্] *বি* একাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত সহিংসতা। 'বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাম্যক [স সম্যক] *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সাম্বৎসরিক [স] *বিণ* বার্ষিক। 'সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিবসে অবারিত দ্বার।' *রামরাম*, ১৮০১।

সাম্বা, সান্ধা [স সম্>] *ক্রি* প্রবেশ করা। **সাম্বাএ** *ক্রি* প্রবেশ করে; ঢোকে। 'মোর কানে না সাম্বাএ তোর দুষ্ট বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাম্বাহ** *ক্রি* নাও (প্রবেশ করো)। 'শরণ সাম্বাহ তবেঁ বড়ায়ির পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সান্ধাইয়া** *ক্রি* ঢুকে; প্রবেশ ক'রে। 'হ্রদে সান্ধাইয়া গেলা পাতাল ভুবনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সান্ধাইল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'বাছুররূপে সান্ধাইল গোঠের ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সান্ধাএ** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'কৃষ্ণ নাহি সান্ধাএ সাপা চিন্তে মনে মনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সান্ধায়্যা** *ক্রি* প্রবেশ ক'রে। 'গুহায় সান্ধায়্যা গঙ্গা না পান সরণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাম্বার [স সম্ভার] *বি* উপকরণ; রন্ধনের মশলা। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাম্বী *বি* বলয়। 'সুবর্ণের সাম্বী হিরার বাহ্বিল কাম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাম্ভাষ [স সম্ভাষ] *বি* আলাপ। 'যে মিত্রের সহিত সাম্ভাষ করিলে ... ।' *রামরাম*, ১৮০২।

সাম্য [স] **১** *বিণ* শান্ত। 'তখনই সেই সকল তরঙ্গ সাম্য হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* সামঞ্জস্য। 'শারীরিক গঠন বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের সহিত বহু অংশে তাঁহার সাম্য আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* বৈষম্যহীনতা। ' বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য সংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **৪** *বি* সমতা। '"আমি"কে যে যত দূরে সরাইয়াছে জগতের মধ্যে সে ততই সাম্য দেখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৫** *বি* মিল। 'যে-বাংলা ... বাংলার সমস্ত প্রদেশেই সেই ভাষার অনেক ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই।'

AMARBOI.COM

রবীন্দ্র, ১৯০৪।

সাম্যগত [স] *বিণ* শান্ত। 'সাম্যগত নহে মোর ক্রোধ নহে দূর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাম্যতন্ত্র [স] *বি* সাম্যবাদ। 'এই বাক্য সাম্যতন্ত্রের মূল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সাম্যধর্মী [স] *বিণ* সমধর্মী। 'তার কেন্দ্রের শরীরটাকে পরখ করে দেখা গেল সে সাম্যধর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাম্যনীতি [স] *বি* সমতার নীতি। 'সাম্যনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সাম্যবাদ [স] *বি* সকলের সমান অধিকার এরূপ বিশ্বাস বা মতবাদ। 'এছলামের একত্ববাদ, সাম্যবাদ, সভ্যতা।' *এসলাম*, ১৯১৯; 'সাম্যবাদের কথা সকল দেশের সকল মানুষের কথা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সাম্যবাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সমদর্শী। 'সিন্ধুসখী! হে সাম্যবাদিনী!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সাম্যবাদী [স] ১ *বিণ* সবার সমান অধিকার এই মতবাদে বিশ্বাসী; কমিউনিস্ট। 'সাম্যবাদী দলের কনফারেন্সের সভাপতি ঠিকই বলেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* সবার সমান অধিকারে বিশ্বাস করে যে। 'সাম্যবাদী! নর-নারীরে করতে অভেদ-জ্ঞান/ বন্দিনীদের গোরস্থানে রচলে গুলিস্তান!' *নজরুল*, ১৯২৯।

সাম্যভাব [স] *বি* সমভাব; ভাবের সমতা। 'মানসিক প্রকৃতির সাম্যভাবই বন্ধুত্বগুণোৎপত্তির প্রধান কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সাম্য-লোক [স] *বি* সাম্যের জগৎ। 'জাত-সমাজের নাই সেথা ঠাঁই, জগন্নাথের সাম্য-লোক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাম্যসাধন [স] *বি* সমতা বিধান। 'যতক্ষণ প্রতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাম্যাত্মক [স] *বিণ* সমতাবিশিষ্ট। 'খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সাম্যাত্মক হইলেও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সাম্যাবতার [স] *বি* সমতার মূর্তিময় প্রকাশ। 'সাম্যাবতার যীশুখ্রীষ্ট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সাম্রাজ্য [স] ১ *বি* ছোটো ছোটো রাজ্য নিয়ে বহু বিস্তৃত রাজ্য। 'এ পর্য্যন্ত হিন্দু রাজাদের সাম্রাজ্য ছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* রাজত্ব। 'অবন্তীপুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সাম্রাজ্যতন্ত্র [স] *বি* পররাজ্যকে নিজের অধীনস্থ ও প্রভাবিত করার মতবাদ। 'উনিশ শতকে উদ্ভূত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ... ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের তল্পিদার মাত্র।' *শিব*, ১৯৫৬।

সাম্রাজ্য-নির্মাতা [স] *বি* ছোটো ছোটো রাজ্য দখল করার মাধ্যমে বিস্তৃত সাম্রাজ্য গঠনকারী। 'ইতিহাসে তিন জন সাম্রাজ্য-নির্মাতা বিশেষ পরিচিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সাম্রাজ্যপ্রাচীর [স] *বি* সাম্রাজ্যের সীমানা। 'প্রাণশক্তির অতিনির্দিষ্ট সাম্রাজ্যপ্রাচীর লঙ্ঘন করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সাম্রাজ্যবাদ [স] *বি* পররাজ্যের উপর অধিকার বিস্তারের নীতি। 'মোছলেম লীগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক।' *আজাদ*, ১৯৩৯; 'এখন সাম্রাজ্যবাদের নামে যে শোষণ আরম্ভ হল তার শেষ নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী [স] *বিণ* পররাজ্যের উপর কর্তৃত্ববিস্তারকারী নীতির বিরোধী। 'জাতীয় আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করলো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের।' *উমর*, ১৯৬৬।

সাম্রাজ্যবাদী [স] ১ *বিণ* পররাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তারের নীতিতে বিশ্বাসী। 'সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল, রুজবেল্ট ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

সাম্রাজ্যভুক্ত [স] *বিণ* সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। 'যখন থাট্টা সর্বপ্রথম মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাম্রাজ্যলিপ্সা [স] *বি* রাজ্যবিস্তারের নেশা। 'সাম্রাজ্যলিপ্সা ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণগুলোর অন্যতম।' *হাই*, ১৯৫৮।

সাম্রাজ্যলোলুপতা [স] *বি* সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি। 'সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে গ্রাস করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সাম্রাজ্যাধিকার [স] *বিণ* ঔপনিবেশিক। 'হিজরি সনের চান্দ্রমাস গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষণ্যে ও সাম্রাজ্যাধিকার সময়ের বর্ষের উপর ত্র্যম্মাসের কদাচিৎ বর্ষরূপে গণনা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সাম্রাজ্যিক [স] *বিণ* সাম্রাজ্যবাদী। 'সকল সাম্রাজ্যিক দেশে অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাযুজ্য [স] ১ *বি* পরমাত্মা ও জীবাত্মার একাত্মতা। 'অযাচক লক্ষ লক্ষ বাসনা সাযুজ্য মোক্ষ ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* ভেদহীনতা। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব অর্থাৎ সাজুয্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'উৎসবে ব্যসনে ... আমরা সহজ প্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৩ *বি* মিল। 'উভয়ের মধ্যে কেবল সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সায় [স] ১ *বি* সম্মতি। 'দান দিতে চান রায় নাহি দেন দ্বিজ সায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সকল কথায় সায় দিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।। ২ *বি* শেষ। 'হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সায় দেওয়া ১ *ক্রি* সম্মতি দেওয়া। 'এ কথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *ক্রি* সমর্থন করা। 'ছেঁদো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না।' *নজরুল*, ১৯১৯।

সায় পাওয়া *ক্রি* সমর্থন পাওয়া। 'আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সায়-সম্মানে *ক্রিবিণ* সম্মানের সঙ্গে। 'সব গিয়েটিয়ে সায়-সম্মানে বাঁচার মতো যাও ছিল ...।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সায়সায় *ক্রিবিণ* সম্মতভাবে। 'ভবানীচরণ কহে লও সায়সায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সায়ং [স] ১ *বিণ* সন্ধ্যাকালীন। 'ভট্টাচার্য্য বাসায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সন্ধ্যা। 'পিতা-পুত্রে, অন্বেষণ করিতে করিতে, সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সায়ংকাল, সায়ঙ্কাল [স] *বি* সন্ধ্যাকাল। 'সায়ংকাল উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'কি মনোহর সায়ঙ্কাল।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সায়ংকালীন [স] *বিণ* সন্ধ্যাকালীন। 'সায়ংকালীন জলদ-জালের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া কে না মোহিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সায়ংকালে [স] *ক্রিবিণ* সন্ধ্যাকালে। 'সায়ংকালে তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠাদি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়ংপ্রাত, সায়ংপ্রাতঃ [স] *বি* সন্ধ্যা ও সকাল। 'দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সায়ংসন্ধ্যা [স] *বি* সন্ধ্যাবেলার উপাসনা। 'ভট্টাচার্য্য বাসায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সায়ংসময়ে [স] *ক্রিবিণ* সন্ধ্যার সময়ে। 'পিতা-পুত্রে, অন্বেষণ করিতে করিতে, সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সায়ন্টিস্ট *দ্র* **সায়েন্টিস্ট**

সায়ন্তন [স] ১ *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ২ *বিণ* সন্ধ্যাবেলার। 'সায়ন্তন শান্ত অথচ উজ্জ্বল আকাশে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩; 'শহরের মানুষরা সায়ন্তন ঘরাভিমুখ চাঞ্চল্যে থরথর করে কাঁপছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সায়বানা [ফা শামিয়ানহ্] *বি* চাঁদোয়া। 'গঙ্গাজল চামর সহিত সায়বানা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সায়বানি [ফা শামিয়ানহ্] *বিণ* শামিয়ানাযুক্ত। 'সায়বানি দোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সায়মানা [ফা শামিয়ানহ্] *বি* চাঁদোয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সায়েবান [শামিয়ানহ্] *বিণ* চাঁদোয়াযুক্ত। 'সমুখে বিচিত্র এক দোলা সায়বান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সায়মপ্রাতে [স সায়ংপ্রাত>] *ক্রিবিণ* সকালে-সন্ধ্যায়। 'দিনযামিনী সায়মপ্রাতে শিশিরবসন্তে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সায়র [স সাগর>] *বি* সমুদ্র। 'খিরোদ সায়রে উপনিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সায়া [প] *বি* পেটিকোট; নারীদের নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাসবিশেষ। 'সায়া-ব্লাউজ, কামিজ-ফ্রক প্রভৃতি।' *তারা*, ১৯৪৩।

সায়াঙ্গ *দ্র* **সায়েন্স**

সায়াহ্ন [স] *বি* সন্ধ্যা। 'কন্য সায়াহ্ন ছয় ঘণ্টা সময়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সায়াহ্ন-আকাশ [স] *বি* সন্ধ্যার আকাশ। 'তোমার চরণপাত মোর স্তব্ধ সায়াহ্ন-আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সায়াহ্নচ্ছায়া [স] *বি* সন্ধ্যার অন্ধকার। 'নিঃশব্দে নামিল আসি সায়াহ্নচ্ছায়ায় নিস্তব্ধ গগনপ্রান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সায়াহ্নপ্রতিমা [স] *বি* সাঁঝবেলার মূর্তরূপ; সায়াহ্নরূপ প্রতিমা। 'শরতের সায়াহ্নপ্রতিমা সংখ্যাহীন তারকার শান্ত নীরবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সায়াহ্নলেখা [স] *বি* সন্ধ্যার লাল আভা। 'কোমল সায়াহ্নলেখা বিষণ্ণ উদার প্রান্তরের প্রান্ত-অগ্রবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সায়াহ্নিক [স] *বিণ* সন্ধ্যাকালীন। 'সায়াহ্নিক দিগন্তের সীমন্তে বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সায়েন্টিস্ট, সায়ন্টিস্ট [ই] *বি* বিজ্ঞানী। 'এক কথায় সায়েন্টিস্টের পক্ষে আর্টিস্ট।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'আমরা সায়ন্টিস্টরাও বন্দি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সায়েন্স, সায়ন্স, সায়ান্স [ই] ১ *বি* বিজ্ঞান। 'সায়ান্স, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের জন্যে অপরাজিত যত্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'এ হিসাবে সায়েন্সকেই ইউরোপীয় মনের চরম পরিণতি বলা অত্যুক্তি নয়।' *প্রমথ*, ১৯৩০; 'সায়ন্সের শেষ-ফসল পর্যন্ত তারা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ *বি* কলাকৌশল। 'আমি গান-বাজনার সায়েন্স জানিনে।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

সায়েব [আ সাহিব>] ১ *বি* ইংরেজ বিচারক। 'সায়েবের সিরিস্তায় রুযু থাকিবার জন্যে ঐ সকল দুষ্টলোকের হাজিরজামিন হইবেন।' *এডমন*, ১৭৯০। ২ *বি* ইংরেজ কর্মকর্তা। *এডমন*, ১৭৯২। ৩ *বি* পুরুষমূর্তি চিহ্নিত তাসবিশেষ; কিং। 'বাঃ বিবি দেব না তো কি? সায়েব কোথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৪ *বি* ইংরেজ। 'সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সায়েবসুবো [আ সাহিব>] *বি* সাহেব ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; ইউরোপীয় লোকজন। 'সায়েবসুবোরা যতদূর সম্ভব সাফসুতরো করে সব কিছু এঁকেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'তবে বোম্বাই শহর, সেখানে সায়েব-সুবোদের ব্যাপার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সায়েবি, সায়েবী [আ সাহিব>] ১ *বিণ* সাহেবরা খাওয়া-দাওয়া করে এমন। 'সায়েবি হোটেলে সাতগুণ দাম দিয়া চিংড়ি মাছের মাথা।' *মানিক*, ১৯৪০। ২ *বিণ* ইংরেজরা বলে এমন। 'ইংরিজী শব্দের প্রান্তদেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবী ইংরিজী হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সায়ের [আ] *বি* বাড়তি কর। 'কীসমতহায়ের মাল ও সায়ের ও রাইয়তি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সায়েরাত [আ] *বি* বাড়তি কর; মাশুল। 'তাহা কখনো কখনো সায়েরাতের তহসিল সামিল আসিত।' *মেয়ার*, ১৭৯২।

সায়েরি *বি* রূপসী নারী। 'কিসনরাম ভণ অভরণ আকর রসগুণ সায়েরি সাজে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সায়েস্তা [ফা শায়িস্তহ্] *বি* শাসন। 'একটু এদিক ওদিক করলেই কানে ধরে তাকে সায়েস্তা করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'এরা পাগলকে কি ভাবে সায়েস্তা করতে হয় সে কথা বিলক্ষণ জানে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সায়োস [স সাহস] *বি* সাহস। 'আমাদের কি সায়োস হয় চাচা ঘর সংসার লিয়ে কোতাও যেতে?' *হাসান*, ১৯৬৪।

সার[১] [স] ১ *বি* উৎকৃষ্ট জিনিস। 'ফুল পহু ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* স্থির; ঠিক। 'সকল সখিএঁ যুগতী করিআঁ মণত করিল সার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* সম্বল। 'তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* গূঢ় অর্থ; তাৎপর্য। 'অবধানে কর্ণধার শুন পুরাণের সার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* শেষ। 'তোক্ষার আক্ষার মধ্যে এহি দেখা সার।' *সুলতান*, ১৭০০। ৬ *বি* জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক পদার্থ। 'ভূম্যর্থে কি প্রকার সার ভাল।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৭ *বিণ* প্রকৃত। 'তিনি যে প্রকারে শিক্ষা করাইতেন তাহাতে সার শিক্ষা হইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৮ *বি* প্রতিভা। 'যে লোকের ভিতরে সার থাকে সে লোক উচ্চ পদ অথবা বিভব পাইলেও হেলে দোলে না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৯ *বিণ* অবলম্বন। 'সার করি যোগাচার/ শিব নাকি আছেন শ্মশানে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ১০ *বি* গুণ। 'তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দেবে, আমার মানুষটুকু কোথায় গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ১১ *বি* ফলাফল। 'বাঁধাবাঁধিই সার হলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সার কথা [স] *বি* আসল কথা; প্রধান কথা। 'আমার সার কথা প্রেম, ভক্তি ও সমদৃষ্টি।' *হাই*, ১৯৪৬।

সারকর্ম, সারকর্ম্ম [স] *বি* প্রধান কাজ। 'লাম্পট্য ব্যবহার এই দলভুক্ত ব্যক্তিদিগের জীবনের সারকর্ম্ম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সারকুঁড় [স সারকুণ্ড] *বি* গোবর পচিয়ে সার তৈরি করা হয় যেখানে –

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁস্তাকুড়। 'আসচে রানি দৌড়ে সারকুঁড় হতে ক্যাঁকড়া ধরে।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'কোথায় ডুবেছিলে, খানায় না সার-কুঁড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সারগর্ভ [স] *বিণ* মূল্যবান। 'এই মনুপ্রোক্ত লোক-হিতকর সারগর্ভ উপদেশটি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'আপনার সারগর্ভ বচন অবশ্যই আদরণীয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

সারগ্রাহী [স] *বি* শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণকারী। 'নীর পরিত্যাগি ক্ষীরভক্ষি হংসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশ্যই সারগ্রাহী হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

সারত [স] *বিণ* প্রকৃত; মূলত। 'হালিম ... সারত একজন বামপন্থী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সারতত্ত্ব [স] **১** *বি* মূল কথা। 'বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী এ মতের সারতত্ত্ব প্রচার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* মর্মার্থ। 'ইসলাম ধর্ম্মের সারতত্ত্ব।' *বাসনা*, ১৯০৯।

সার-ধন [স] **১** *বি* মূল্যবান সম্পদ। 'কোনো কথা না বলিয়া হরিতেছ জগতের সার-ধন যত!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বি* মূলবস্তু। 'আমরা অসাবধান হইলেই জীবনের সারধনটি চুরি যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সারপ্রাপ্ত [স] *বিণ* মাটি উর্বর করার সার দেওয়া হয়েছে এমন। 'উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠালগাছটির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সারবত্তা [স] **১** *বি* সারাংশ। 'অদ্যাপি এ কথার সারবত্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* সার পদার্থ। 'দিনের পর দিন সারবত্তা হারিয়ে ফেলছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সারবস্তু [স] *বি* মূলভাব; সারমর্ম। 'আজানের এই সারবস্তুকে সংহার করিয়া ... কঠোর দণ্ড দিয়া বেড়াইতেছেন।' *এসলাম*, ১৯৩২।

সারবান [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'সমস্ত সারবান পুষ্টিকর দ্রব্য।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

সারভাগ [স] *বি* উৎকৃষ্ট অংশ। 'সুরীতির সারভাগ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হইবেক।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

সারভূত [স] **১** *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'তথাপি সংসারাশ্রমের সারভূত তনয়ের মুখচন্দ্রনিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* সারবস্তুতে পরিণত। 'ব্রাহ্মণপদরজ ইহজন্মের সারভূত করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সারমর্ম, সারমর্ম্ম [স] **১** *বি* মূল অংশ। 'তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। **২** *বি* মূল কথা। 'তাহার সার মর্ম্ম এই যে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* সারাংশ। 'তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে সংক্ষেপে লেখা গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সারমৃত্তিকা [স] *বি* সারযুক্ত মাটি। 'সারমৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সারশূন্য [স] *বিণ* অসার। 'বুড়ার সারশূন্য খোলসটা এতকাল কোনক্রমে খাড়া ছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সার সংকলন [স] *বি* উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ অংশের সংগ্রহ। 'সেই সকল পত্রের সার সংকলন এতদ্দেশে প্রচার হয়।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

সারসংগ্রহ [স] *বি* সারসংক্ষেপ। 'শাস্ত্র সকলের সারসংগ্রহ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'ব্যবহারশাস্ত্রের সারসংগ্রহ পাঠ ... করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সার সত্য [স] *বি* মূল বা প্রকৃত সত্য। 'নামাজ পড়াটাই কি ধর্মের সার সত্য?' *নজরুল*, ১৯২৭; 'বিধ্বস্ত তাঁড়ার ঘরে অতীতের সারসত্য।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

সারহীন [স] *বিণ* মূল্যহীন। 'এই দৃষ্টান্ত সারহীন পদার্থ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সারাংশ [স] **১** *বি* মর্মার্থ। 'রামায়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারাংশ আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* মূল বা শ্রেষ্ঠ অংশ। 'সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* সংক্ষিপ্ত রূপ। 'গতির সারাংশ কে দিতে পারে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সারাৎসার [স] **১** *বি* মর্মবস্তু। 'শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবদ্গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সারাৎসার হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* মর্মস্থল। 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে।' *জীবন*, ১৯৪২।

সারাৎসারা [স] *বিণ স্ত্রী শ্রেষ্ঠ*। 'শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হৈলে হয় সারাৎসারা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সারার্থ *বি* মর্মার্থ। 'বক্তব্যবাহুল্য গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বেদের সারার্থ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

সারালো [স সার>] *বিণ* মূল্যবান। 'রানীর বুদ্ধি যেমন সারালো/ তেমনি ক্ষুরের মতন ধারালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সারোদ্ধার [স] *বি* প্রকৃত তাৎপর্য। 'সারোদ্ধার আমি বিজ্ঞতার দ্বারা নিঃসন্দেহ এই বুঝিলাম, যে উদ্যমি ধন বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সার[২] [স স্বর] *বি* স্বর; ধ্বনি। 'কোণ দিগেঁ সার নীসারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সার[৩] [ই Sir] *বি* নামের আগে রাজদত্ত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'সার চার্লস কার্ষ্ঠ মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সার[৪] [স সারি] **১** *বি* সারি। 'বাবুকে আসতে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সার গেঁতে চল্লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* বহর। 'শিরাজের মদ – মরুভূমির পথ, উটের সার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সারবন্দী, সারবন্দি *বিণ* সারিবদ্ধ। 'আমি আমার সামনেকার ঐ সারবন্দী শালতাল-মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সার-বাঁধা *বিণ* সারিবদ্ধ। 'ও পারে সার-বাঁধা মহাজনি নৌকায় আলো জ্বলে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'স্বাতীর আঁটোসাঁটো সারবাঁধা দাঁত ঝকঝক করে উঠলো হাসিতে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

সার-সার *বিণ* সারি সারি। 'সার-সার মাটিলেপা অন্ধকূপ।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

সারঅর [স সাগর] *বি* সাগর। 'ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সারঅর।' *চর্যা ৪২*, ১২০০।

সারং *বি* (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'রাগ মিশ্র সারং তাল ঝাঁপতাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সারক [স] *বিণ* বিরেচক; জোলাপ। 'স্বভাবে সারক বাত-পিত্ত-দাহহর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সারকুলার [ই] *বি* বিজ্ঞপ্তি। 'বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে শতকরা ৩৩-এর সরকারী সারকুলার জারী হয়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সারগম [সা+রে+গা+মা>] *বি* উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আঙ্গিকবিশেষ। 'কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ ... লইয়া ধ্রুপদ, ধরু ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেরানা, সারগম, চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সারঙ [স সারঙ্গ] *বি* (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'এক-আধটা সারঙ, এক-আধটা কানাড়া তৈরি হলো।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'এ আকাশবীণায় গৌরসারঙের আলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সারঙ্গ [স শার্ঙ্গ] *বি* হিন্দুদেবতা মদন। 'সারঙ্গ আসিয়া চরণ মাজিয়া পরাল সিনান চীরে।' *শেখর*, ১৬০০।

সারঙ্গধর [স শার্ঙ্গধর] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'আক্ষে দেব সারঙ্গধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সারঙ্গী [স সারঙ্গ] *বি* এসরাজের মতো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; সারিন্দার উন্নত সংস্করণ। 'সেই সারঙ্গীর সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। *দ্র* সারেঙ্গ

সারঙ্গিয়া [স সারঙ্গ>] *বি* সারেঙ্গিবাদক। 'এবম্ভূত গুণীগণ ধাড়ি কালওয়াত কাওয়াল কথক সারঙ্গিয়া তবলিয়া ভাঁড় প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সারঙ্গীওয়ালা *বি* সারেঙ্গিবাদক। 'কোন ভদ্রলোক মুসলমান বাইজির ভেড়ুয়া সারঙ্গীওয়ালাকে মেয়েদের মাস্টার করে?' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

সারজন[1] [ই] *বি* শল্যচিকিৎসক। *ভবানী*, ১৮২৩।

সারজন[2] [ই সারজেন্ট] *বি* পুলিশ কর্মকর্তা। 'সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাঙ্ক্ষি লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিরাশ করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সারটীফিকেট, সারটিপিকট, সারটীপিকট *দ্র* সার্টিফিকেট

সারণশক্তি [স] *বি* চালন করার শক্তি। 'তার উপরে তৈলের সারণশক্তি যোগ হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সারথি, সারথী [স] **১** *বি* রথচালক। 'হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অন্তরিক্ষে চলে রথ ভূতলে সারথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পরিচালনাকারী। 'উন্মত সহায় তুহ্মি পরম সারথি।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৩** *বি* গাড়ির ড্রাইভার। 'সারথীরা প্রচলিত রীত্যানুসারে বাম দিকের পথ দিয়া আপন রথ চালনা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সারথ্য [স] **১** *বি* সারথির পেশা বা কাজ। 'সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* সারথির ক্ষমতা। 'বিশ্বদেবতা তাঁর রথযাত্রায় অতিদীনকেও যে নিজের সারথ্যেই চালাইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সারদ [স শারদ] *বিণ* শরৎকালীন। 'দাম-চম্পকে কাম পূজল জইসে সারদ চন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সারদীয় [স শারদীয়] *বিণ* শরৎকালীন। 'সারদীয় পর্ব্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সারদীয় পর্ব, সারদীয় পর্ব্ব [স শারদীয় পর্ব] *বি* দুর্গাপূজা। 'সারদীয় পর্ব্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বহইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সারদীয়া [স শারদীয়া] *বিণ স্ত্রী* শরৎকালীন। 'সারদীয়া পূজার রচনা করিয়া থাকেন।' *কেরি*, ১৮০২।

সারদা [স] **১** *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'সারদা সহায় যায় বীরসিংহপুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* হিন্দুদেবী সরস্বতী। 'পৃথিবী সমূহ পত্র সারদা করিয়া জোত্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সারদ্র [স] *বিণ* হলুদময়। 'আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বানাইল রে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সারন [স সংস্কার] *বি* আরোগ্য। 'প্রভু দরশন বিনে সারন না হএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সারমেয় [স] *বি* কুকুর। 'তোমার সারমেয় [নির্লজ্জ তোষামোদকারী] গোষ্ঠী লইয়া খাও-দাও আর পা চাটো।' *নজরুল*, ১৯২২; 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে অবস্থান করে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সারল্য [স] *বি* সরলতা। 'তাঁহাদিগের সারল্য স্বীকার করা যাইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* সরলতার। 'মধুর-স্বপনে-মাখা সারল্য-প্রতিমা-আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বি* অকৃত্রিমতা। 'ইংরেজি সাজে সারল্য নাই, তাহার মধ্যে আয়োজন এবং চেষ্টার বাহুল্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৪** *বি* আড়ম্বরহীনতা। 'বর্তমান য়ুরোপে ভাব ও চিন্তার অপরিসীম বহুলতায় রচনার এই মহৎ বিশুদ্ধ সারল্য রক্ষা করা উত্তরোত্তর কঠিন হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সারল্যভরে *ক্রিবিণ* সরলতার সঙ্গে। 'এমন সব কথা সারল্যভরে ভোম্বলদা ফাঁস করিয়া ফেলেন যে ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সারল্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* সহজভাবে। 'সারল্যরূপে কর্ম্মনির্ব্বাহের সম্ভাবনা বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সারল্যহীন [স] *বিণ* সরলতা নেই এমন। 'তথাচ এরূপ সারল্যহীন ও কোপন-স্বভাব হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সারস [স] *বি* বকজাতীয় পাখিবিশেষ। 'নূপুর-কীঙ্কিণী-ধ্বনি হংস-সারস জিনি/ কঙ্কণধ্বনি চটক লাগায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'টেঁষকানা মাছরাঙ্গা লাবক সারস গাঙ্গচিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সারসপাখি *বি* বকজাতীয় পাখিবিশেষ। 'নহে তো কেহ সারস্বত-রস-সারসপাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সারসী *বি স্ত্রী* সারস। 'সারস সারসী নাচে দোঁহে মত্তজ্ঞান।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সারসন [স] *বি* পুরুষের কটিবন্ধ। 'রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে সারসন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সারস্বত [স] *বিণ* বিদ্যাবিষয়ক। 'আমাদের বাংলাদেশেও যে জ্যোতির্ময় সারস্বত ছায়াপথ রচিত হইয়াছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে তাহার কেন্দ্রবদ্ধ সংহত অংশ বলা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সারস্বত-রস [স] *বি* বিদ্যা; ললিত কলা। 'নহে তো কেহ সারস্বত-রস-সারসপাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সারা[1] [স সারি>] **১** *ক্রি* লুকানো। 'চরণ নূপুর উপর সারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* তৈরি করা। 'ঔষধ সারিআ ঘৃত দিলেন কপালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* সংশোধন করা। 'ভাবি সারহ আপনা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *ক্রি* রক্ষা করা। 'তুহ্মি সবে আগুবাড়ি লই যাও আহ্মারে সারি।' *সুলতান*, ১৭০০। **৫** *ক্রি* সমাপ্ত করা। 'মোনাজাত পড়ে শিশু সারিয়া নামাজ।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৬** *ক্রি* সম্পন্ন করা। 'নিষেধ বচন না পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৭** *ক্রি* মেরামত করা। 'কত ছুতোর ডেকে আনি সারতে এই ভাঙ্গা তরণি।' *লালন*, ১৮৯০। **৮** *ক্রি* আরোগ্য লাভ করা। 'আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৯** *ক্রি* ধাতস্থ করা। 'এক-একদিন তাহার উল্টা ভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সারা[2] [স সর্ব] *বিণ* পুরো; সমস্ত। 'সারাদিন বঁড়শি বাও ছবড়ি নবুড়ি পাও।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সারাক্ষণ *ক্রিবিণ* সব সময়ে। 'আমার এ মন সঁপিয়া তোমারে লইব তোমার মন, হৃদয়ের খেলা খেলিয়া কাটাইব সারাক্ষণ।' *রবীন্দ্র*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৭৭; 'এই নিমিত্ত ইহাদিগকে সারাক্ষণ শশব্যস্ত থাকিতে হয়, পাছে বিনয়ের অভাব প্রকাশ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সারাক্ষুণ্ডি [স সর্বক্ষণ] *ক্রিবিণ* সারাক্ষণ। 'সারাক্ষুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি লেগিচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সারাখন [স সর্বক্ষণ] *ক্রিবিণ* সারাক্ষণ; সবসময়ে। 'চারি দিকে লোকজন/ চলিতেছে সারাখন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সারাগায়ে *বি* সমস্ত দেহে। 'কিশলয়ের সাড়া লাগে শিউরে ওঠা আমার সারা গায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'চুপি চুপি কী করুণ কথা কহিল সারাগায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সারাজন্ম [সারা+স জন্ম] ১ *ক্রিবিণ* সমস্ত জীবনব্যাপী। 'একজন নিজের খেয়ালে সারাজন্ম কাটিয়া গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* সমস্ত জীবন। 'ওই একটু বাণী – তার দীপ্তি কত, আলো করে দিল আমার সারা জন্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সারা জীবন [সারা+স জীবন] *ক্রিবিণ* জীবনভর। 'সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সারাটিখন [সারা>+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* সারাক্ষণ। 'সারাটিখন ঘুম না জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সারাদিন [সারা+স দিন] *ক্রিবিণ* পুরোদিন; দিনভর। 'সারাদিন বঁড়শি বাও হবড়ি নবুড়ি পাও।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'সারাদিন বাদল হল, সারাদিন বৃষ্টি পড়ে, সারাদিন বইছে বাদল-বায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সারাদিনমান *ক্রিবিণ* সারাদিন ধরে। 'সুখে সারা দিনমান শোণিত করিয়া পান, এখন তো মিটেছে তিয়াষ?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'সারাদিনমান খেয়াঘাটে বসে এই মূঢ় আশা লালন করবে?' *নীরেন*, ১৯৫০।

সারাদিবস [সারা+স দিবস] *ক্রিবিণ* সমস্তদিন। 'সারাদিবস হেলে দোলে, দেখে না তো কেউ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সারানিশি *ক্রিবিণ* সমস্ত রাত। 'আছি সারানিশি হায় রে পথ চাহিয়ে, আছি তৃষ্ণায় কাতর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'সারানিশি, জেগে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সারাবেলা [সারা+স বেলা] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'জাহ্নবীপ্রবাহ-পানে চেয়ে আছি সারাবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-সনে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সারারাত *ক্রিবিণ* রাতভর। 'মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি হবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সারারাতি *ক্রিবিণ* পুরো রাতব্যাপী। 'আঁধার আকাশে বহিতেছে বায় অবিশ্রাম সারারাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ঘুমায় যারা সারারাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সারারাত্রি [সারা+স রাত্রি] *ক্রিবিণ* সমস্ত রাত ধরে। 'সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সারা[৩] [স সারি>] ১ *বিণ* সমাপ্ত। 'এখন কি লাজ আর কাজ হইল সারা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'তোমার হোলো শুরু, আমার হোলো সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* ধ্বংস। 'যম আসিয়া সকল অধিকার করিলেক আর তাহারা সকলে একত্র সারা হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* জীবননাশ। 'সেইখানে ব্যামোহতে সারা হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বিণ* একাকার। 'বাজ পেতে নেয় বুকের মাঝে/ মন নিয়ে সই সারা হই।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। ৫ *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'ওরা যে কেন হেসে সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৬ *বিণ* কাহিল। 'পেটফুলে হয় গো সারা উচ্ছিষ্ট সেবা সেহি প্রায়।' *লালন*, ১৮৯০। ৭ *বিণ* সম্পন্ন। 'এমনি ভাবে সবার ঘরে মাগুন করি সারা।' *জসীম*, ১৯২৯; 'গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফজ করা সারা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সারা হওয়া ১ *ক্রি* সমাপ্ত হওয়া। 'এই তো সব কর্ম সারা হলো।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *ক্রি* হয়রান হওয়া। 'কেন তুমি ভাবিয়া সারা হও!' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ৩ *ক্রি* আকুল হওয়া। 'চাঁদ হেসে ঐ হল সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সেরে আসা *ক্রি* কাজ শেষ করা। 'অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সেরে ওঠা *ক্রি* সুস্থ হওয়া। 'তুমি সেরে ওঠো।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সেরে ফেলা ১ *ক্রি* সম্পন্ন করে ফেলা। 'দেরি কেন ঠবকুর, সেরে ফেলো ত্বরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *ক্রি* মেরে ফেলা। 'আমার কোনো ব্যামোস্যামো নেই, আমাকেই তো সেরে ফেলার জো করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৩ *ক্রি* মেটানো। 'সমস্ত গোলমাল এক দিনে সেরে ফেলাই ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *ক্রি* সমাপ্ত করা। 'তবে শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো-না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সেরে সুরে [স সারি>] *ক্রিবিণ* প্রয়োজন অনুযায়ী আবৃত ক'রে। 'কাপড় চোপড়গুলো সেরে সুরে গায় দিচ্চি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'টেনেটুনে সেরেসুরে নিয়ে বেশ ফিটফাট হয়ে পুরুষটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সারাঙ্গ [স সারঙ্গ] *বি* (সংগীত) একটি রাগিণীর নাম। 'পূরবী বড়ারি পাছে সারাঙ্গ মায়ূরী দেশকারী, মালশী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০। *দ্র* সারং

সারানো, সারান *ক্রি* মেরামত বা সংস্কার করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জুতা সারাই করাইয়া নেওয়ার পরে ...।' *মানিক*, ১৯৪০; 'বই বাঁধাই, ঘড়ি সারান, কাঠের কাজ ইত্যাদি নামা বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে।' *বেগম*, ১৯৪৯। ২ *ক্রি* সারিয়ে তোলা। 'মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সারাসরি বিণ লাগোয়া। 'উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সারাসরি লম্বা তিন দালান।' *রামরাম*, ১৮০১।

সারাসোরা বিণ সমাপ্ত। 'হেদে বাছা ছাড় লাজ, সারাসোরা হলো কায।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সারি[১] [স] ১ *বি* পঙ্‌ক্তি। 'আলি কালি বেণি সারি মুণেআ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। ২ *বি* শ্রেণী। 'মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি।' বড়ু, ১৫৭০। ৩ *বিণ* শ্রেণীবদ্ধ। 'সারি করি চতুর্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সারিন্যা [স সারি>] *ক্রিবিণ* সারি দিয়ে। 'চারিদিকে নিরঞ্জন সারিন্যা ধর্ম্ম কিন্যা।' *রামাই*, ১৭১০।

সারিবন্দী ১ *বিণ* সারিবদ্ধ। 'ছাদের কিনারায় সারিবন্দী বসে ঘুরছে-ফিরছে।' *তারা*, ১৯৪৩। ২ *ক্রিবিণ* সারিবদ্ধভাবে। 'সারিবন্দী চারা পুঁতিবার জন্য আইল সোজা করিতে হইবে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সারিবাঁধা *বিণ* সারিবদ্ধ। 'পশ্চাতে সারিবাঁধা পাইনের সুগন্ধি ছায়াখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সারি সারি *ক্রিবিণ* শ্রেণীবদ্ধভাবে। 'লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সারি[২] [স] *বি* লোকসঙ্গীতবিশেষ। **সারিয়াল** [স সারি+হি ওয়াল>] *বি* সারিগান গায়ক। 'সারিয়াল সারি গায়ে গাবরে গায়ে গীত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারিগান [স] *বি* লোকসঙ্গীতবিশেষ। 'সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'দাঁড়ি-মুখে সারি-গান লা-শরিক আল্লাহ।' *নজরুল*, ১৯২২।

সারি[৩] [স সারী] *বি* শালিক। 'সারি সুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সারিসুয়া [স সারী+স শুক] *বি* জোড়া শালিক পাখি; শুক ও সারী। 'সারিসুয়া দিল এত দুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সারি[৪] *বি* গুটি। 'কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিল পার্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বুজাই জতন করি না খেলিয় পাষা সারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সারিচএ *বি* পাশার গুটিসমূহ। 'পুনি গীয়া সকুনি লইল সারিচএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সারি[৫] *বি* একপ্রকার কচু। 'নটিআ কাঁঠাল বিচি সারি গোটা দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সারি সারি ১ *বিণ* শ্রেণীবদ্ধ। 'তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেন চলে, সারি সারি নারিকেল বাগানের এক পাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রিবিণ* শ্রেণীবদ্ধভাবে। 'নক্ষত্রমণ্ডলী সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সারিকা[১] [স শাটী] *বি* শাড়ি। 'সারিকা সিন্দূর পেড়ি পিছে লৈয়া ধায় চেড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সারিকা[২] [স] *বি* শালিক। 'এক গোট সারিকা পণ্ডিত গুণধারী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সারিন্দা [স সারঙ্গ] **১** *বি* তার ঘষে বাজাতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কেউবা গড়িছে সারিন্দা এক কাঠ কেটে।' *জসীম*, ১৯৩১। **২** *বি* গিটার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সারিন্দাওয়ালা *বি* সারিন্দা বাজায় যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সারী [স] *বি* শালিক। 'ময়মুন বিদেশ হইতে বাহুড়িয়া আসিয়া সারীকে দেখিতে না পাইয়া ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা সারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সারূপ্য [স] *বি* সমরূপতা। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব অর্থাৎ সাজুয্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সারেং, সারেঙ [ফা সরহঙ্গ] *বি* নৌযান বা জাহাজের পরিচালক। 'নোঙর তুলিবে কিনা এখনো তাহা সারেং ঠিক করিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। 'কোন দিওয়ানার সারেং কাঁদে।' *জীবন*, ১৯২৭; 'ছুটি-পাওয়া সারেঙ হুঁকা হাতে বসে ছিল দাওয়ায়।' *হোসেন*, ১৯৪০; 'কোথায় সোকানি কোথায় সারেং, সাগরে উঠেছে জোর।' *জসীম*, ১৯৫১।

সারেঙ্গ [ফা সরহঙ্গ] *বি* জাহাজের পরিচালক। 'সারেঙ্গও অনুভব করে কর্তৃত্বের ভারিত্ব।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সারেংগী *বিণ* ঘোড়ার প্রজাতিবিশেষ। 'সারেংগী ঘোড়ী ছুটিয়ে শিশুপুত্রকে নিয়ে তিনি চলেছেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সা রে গা মা পা *বি* সংগীতের স্বর। 'হেথা সা রে গা মা পা-য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সারেগামা *বি* সঙ্গীতের স্বরসপ্তক। 'তুচ্ছ সারেগামায় আমায় গলদঘর্ম ঘামায়/ বুদ্ধি আমার যেমনই হোক, গান দুটি নয় সূক্ষ্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সার্গম *বি* স্বরসপ্তক; সারেগামা। 'প্রকৃতি তাঁর একতারায় যে সকাতর সার্গম আলাপ করেন মানুষে শুধু তা নকল করে।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

সারেঙ্গ[১] [স সারঙ্গ] **১** *বি* (সংগীত) বিলাবল ঠাটের সাত স্বরবিশিষ্ট রাগ। 'সারেঙ্গ রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; সারেঙ্গি। 'সেতার, সারেঙ্গ, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। *দ্র* **সারঙ্গী**

সারেঙ্গী, সারেঙ্গি [স সারঙ্গ] *বি* সারিন্দার মতো তার ঘষে বাজাতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্র। 'বীণ রবাব শরদ্ সেতার এস্‌রাজ সারেঙ্গী প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশি বা বৈরাগির একতারা কিছুই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'একটা সারেঙ্গি এনে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সারেঙ্গ[২] *দ্র* **সারেং**

সারেণ্ডার [ই] *বি* আত্মসমর্পণ; ধরা দেওয়া। 'আমি চললাম কাকা, থানায় সারেণ্ডার করতে।' *তারা*, ১৯৪০।

সার্কাস [ই] *বি* মানুষ ও বিভিন্ন জীবজন্তুর বিচিত্র ক্রিয়া-কৌতুকের প্রদর্শনী। 'শীতের সময় কলিকাতায় অনেক ... তামাশা আসিয়া থাকে, সার্কাস, অপেরা ইত্যাদি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'বালকপুত্র যখন সার্কাস দেখিতে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সার্কাসওয়ালা [ই সার্কাস+হি ওয়ালা] *বি* সার্কাসের দল আছে যার। 'অপরটি কিনিল এক সার্কাসওয়ালা।' *জসীম*, ১৯৬৪।

সার্কুলার [ই] **১** *বি* বিজ্ঞপ্তি। 'এই সার্কুলার দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করেন।' *নবনূর*, ১৯০৫। **২** *বি* ঘোষণা। 'ক্লাসে হেডমাস্টারের সার্কুলার গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সার্কেল [ই] *বি* কয়েকটি থানা নিয়ে গঠিত পুলিশ বাহিনীর বিশেষ অঞ্চল। 'দাঙ্গাপীড়িত থানা ও সার্কেলের ২৪ জন ইন্সপেক্টর।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

সার্গম *দ্র* **সারেগামাপা**

সার্চ [ই] *বি* তল্লাশি। 'আমি তোমাকে সার্চ করব।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

সার্চলাইট, সার্চ্চ লাইট [ই] **১** *বি* সন্ধানী তীব্র আলো। 'ঐতিহাসিক সার্চ্চ লাইট দ্বারা তাহার অসত্যতা বা অর্দ্ধ সত্যতা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে।' *এসলাম*, ১৯১৬; 'আপনি কখনও ষ্টীমারের সার্চলাইট দেখিয়াছেন কি?' *রোকেয়া*, ১৯২২। **২** *বি* অনুসন্ধানী দৃষ্টি। 'ঝটিতি চোখের সার্চলাইট বুলাইয়া লইল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সার্জ [ই] *বি* পশমি বস্ত্রবিশেষ। 'ব্রাউন রঙের সার্জের জামা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সার্জন[১], সার্জ্জন [ই সার্জেন্ট] *বি* পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তিনি সার্জন দিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া আপন কুঠরীতে আনয়ন করাইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'গরাণহাটায় সজনেডাঁটা/ কিনছে পুলিস সার্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সার্জেন্ট [ই] *বি* পুলিশ কর্মকর্তা। 'সার্জেন্টদল রিভলবার হাতে।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'ঘোড়ার পিঠে চেপে সার্জেন্টরা এসে পড়ল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

সার্জন[২] [ই] *বি* শল্যচিকিৎসক। 'যেন পাকা সার্জনের অপারেশন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সার্জেন [ই] *বি* অস্ত্রোপচারকারী। 'হাসপাতালের এপ্রন-পরা সার্জেনদের দল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সার্জারি [ই] *বি* অস্ত্রোপচার; অপারেশন। 'আমার অবিশ্যি সার্জারিতে বিদ্যেবুদ্ধি নাই।' *তারা*, ১৯৫৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্ট [ই] *বি* জামা। 'ছিটের সার্টে বাংলা অ্যানাটমির সৌন্দর্য ঢেকে সাহেবি ঢঙে।' *অবন*, ১৯২৫; 'কোনোটা বা সার্টের হাতা, পাঞ্জাবির ঝুল।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সার্টিন [ই] *বি* এক ধরনের রেশমি কাপড়। 'সার্টিনের কাবা যেন বাবুদের গায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সার্টিফিকেট [ই] **১** *বি* প্রত্যয়নপত্র। 'এক সার্টিফিকেট দেখাইলেন কর্ত্তার যেরূপ বিদ্যা তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* সনদপত্র। 'অতি নিপুণতাসূচক সার্টিফিকেট।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বি* প্রমাণপত্র। 'সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৪** *বি* প্রশংসাপত্র। 'অতিমাত্রায় সার্টিফিকেট বিতরণের নেশায় বেচারী বঙ্গ।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

সারটীফিকেট, সারটিপিকট, সারটীপিকট [ই] *বি* সার্টিফিকেট; প্রমাণপত্র। 'জাহার স্থানে ঐ উপরের নম্বরের সারটীফিকেট থাকে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'লাভ লোকসানের রকম বিনা সারটীপিকট কাগজ আমানত দিতে হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

সার্টিফিকেটওয়ালা [ই সার্টিফিকেট+হি ওয়ালা] *বি* প্রসিদ্ধ। 'এঁদের কাছে সার্টিফিকেটওয়ালা ফলারেরা কল্কে পায় না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সার্ডিন [ই] *বি* চেলা মাছের মতো এক জাতের ছোটো মাছ। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

সার্থক [স] **১** *বিণ* সফল। 'নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মরণ সার্থক।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তাকে একবার ভাল করে দেখে জীবন সার্থক করি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* ধন্য। 'তাহাও বহুপকারিণী পাঠক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া সার্থক হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সার্থকতম [স] *বিণ* সফলতম। 'র‍্যাম্বো, রিল্‌কে বা ইয়েট্‌স জীবনের যে সব অতলস্পর্শ অভিজ্ঞতাকে তাঁদের সার্থকতম কবিতার মধ্যে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সার্থকতর [স] *বিণ* অধিকতর সার্থক। 'তাঁর বংশগত রাজ উপাধি আজ বাংলা দেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সার্থকতা [স] **১** *বি* সফলতা। 'জীবনের সার্থকতা কিসে হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সার্থকতাবশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* যথার্থতা। 'আমি আলো এবং আকাশ এত ভালোবাসি! বোধ হয় আমার নামের সার্থকতার জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বি* পূর্ণতা। 'কেবল অহংকার-পরিতৃপ্তির জন্য নহে; তাহাতে সে আপনার জীবনের সার্থকতা অনুভব করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সার্থকতাশূন্য [স] *বিণ* অসার্থক। 'মহাকালের কাছে দু'-দশ লাখ বছর সার্থকতাশূন্য একটি নিমেষ মাত্র।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সার্থকতা-সাধক [স] *বিণ* সাফল্য বয়ে আনে এমন। 'জীবনের সার্থকতা-সাধক পরোপকারব্রতে চিরজীবন ব্রতী ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সার্থকভাবে [স] *ক্রিবিণ* সফলতার সঙ্গে। 'এই বিশ্বাস যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায়, এই বিশ্বাসকে সার্থকভাবে প্রমাণ করা যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথই সার্থকভাবে ধরতে পেরেছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪; 'রাজনীতি সর্বপ্রথম সার্থকভাবে সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলো।' *উমর*, ১৯৬৬।

সার্থকসাধন [স] *বি* সফল সাধনার ফলে যা পাওয়া গেছে। 'এসো মোর সার্থকসাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সার্থকায়িত [স] *বিণ* সার্থক; সফল। 'বহু দেশেই আজও আধুনিক সভ্যতার বহুমুখী সম্ভাবনা সার্থকায়িত হয়ে ওঠেনি।' *শিব*, ১৯৫০।

সার্থক্য [স] **১** *বি* সার্থকতা। 'আপন সার্থক্য সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* সফলতা। 'ব্যর্থতা ও সার্থক্যের উপলবন্ধুর পথে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সার্থবাহ [স] *বি* বণিকদল। 'সার্থবাহ যারা মরুর মধ্য দিয়ে উটে চলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সার্থিক [স সাত্ত্বিক] *বিণ* সত্ত্বগুণ সম্পর্কিত। 'সঘন কম্পিত তনু সার্থিক লক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সার্থে *অব্য* নিমিত্তে। 'জগতেত জীবন হইল মোর সার্থে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সার্ধ, সার্দ্ধ [স] **১** *বিণ* সাড়ে। 'তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* দেড়। 'উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সার্দ্ধ লক্ষ সুবর্ণ দি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮০২; 'তিনি প্রথমতঃ ঐ সমস্ত, ফ্রান্স প্রচলিত লীগ অর্থাৎ সার্ধ ক্রোশের চিত্র অনুমান করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সার্ধশতাব্দীব্যাপী [স] *ক্রিবিণ* দেড় শতাব্দী কাল জুড়ে। 'সার্ধশতাব্দীব্যাপী এই সংঘটনকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া সঙ্গত।' *শিব*, ১৯৫৬।

সার্ধসপ্ত, সার্দ্ধ-সপ্ত [স] *বিণ* সাড়ে সাত সংখ্যক। 'সার্দ্ধ-সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সার্ধৈক, সার্দ্ধৈক [স] *বিণ* দেড়। 'মহারাজ প্রায় সার্ধৈক বৎসর রাণীর সহিত ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'সার্দ্ধৈক হস্তপরিমিত-অবগুণ্ঠনাবৃতা ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

সার্ব-, সার্ব্ব- [স] *বিণ* সকলের।

সার্বজনিক [স] *বিণ* সর্বজনীন; সর্বসাধারণের। 'কালীকচ্ছ সার্বজনিক সবান্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা সম্পাদিকা শ্রীমতী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'স্থানীয় ন্যাশনাল সভাকে ... সার্বজনিক সভা নাম দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সার্বজনীন, সার্ব্বজনীন [স] **১** *বিণ* সব মানুষের জন্য। 'এই সার্ব্বজনীন কুরবেতে সকলেরই অপাণ্ডিত্য প্রথিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **২** *বিণ* সকলের কল্যাণকর। 'সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবের দ্বারায় তার হৃদয়ের সার্বজনীন অধিকার যে কত বিস্তৃত করেছে তা আজ কে বিশ্লেষ করে দেখাতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'য়ুরোপীয় সভ্যতার রক্তচক্ষু এঞ্জিনটা সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বিণ* সর্বজনবিদিত। 'এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন ভয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বিণ* সর্বজনের বোধগম্য। 'ভাষা সার্বজনীন নয়, অথচ এই সত্য সার্বজনীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। দ্র **সর্বজনীন**

সার্বজনীনতা [স] *বি* সকলের গ্রহণযোগ্যতা। 'আপনার সার্বভৌমিকতা – সার্বজনীনতা – উদারতা –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সার্বজন্য [স] **১** *বিণ* প্রকাশ্য। 'সার্বজন্য অভিসারে ডেকে ভুলাবে কি পুরাণপুরুষে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* সবার জন্য কল্যাণকর। 'মৃত্যুর কবাট খুলে রেখে, চলে গেলে সার্বজন্য সুধার সন্ধানে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সার্বজাতিক [স] *বিণ* সকল জাতিভিত্তিক। 'শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'কোপেনহেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামেটিকস কনফারেন্স হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সার্বভৌম, সার্ব্বভৌম [স] ১ *বিণ* সমগ্র। 'সার্ব্বভৌম পৃথিবি শাসিবে একেশ্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। 'পড়িছা-পাত্র সার্বভৌম আনিল ডাকিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রঘুনাথ সার্বভৌম মহাশয়ের একটি টোল ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ৪ *বি* সর্বভূমির অধিপতি; সম্রাট। 'আপনার পুত্র সাম্রাজ্যে দীক্ষিত হইয়া সম্প্রতি সার্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছেন।' *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭।

সার্বভৌমত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব [স] *বি* সর্বময় কর্তৃত্ব। 'বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সার্ব্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা প্রস্তাবে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬; 'মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সার্বভৌমিক [স] ১ *বিণ* বিশ্বব্যাপী। 'প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন, পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* বৈশ্বিক। 'সংগীতশাস্ত্রের আদিম উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং নূতন সার্বভৌমিক স্বরলিপির সংক্ষিপ্ত ও সরল আদর্শ প্রকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'বিজ্ঞান তো সার্বভৌমিক।' *জগদীশ*, ১৯১৭। ৩ *বিণ* সার্বজনিক। 'মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আসছে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সার্বভৌমিকতা [স] ১ *বি* বিশ্বব্যাপ্তি। 'আপনার সার্বভৌমিকতা – সার্বজনীনতা – উদারতা –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* সর্বময় ক্ষমতা। 'বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সার্বভৌমিকত্ব [স] *বি* বৈশ্বিকতা। 'ভারত অনুভূতির ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমিকত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

সার্বলৌকিক *বিণ* সার্বমানবিক। 'এসবের কোনও সার্বলৌকিক ভিত্তি থাকে না।' *শিব*, ১৯৬০।

সার্বিক [স] *বিণ* সামগ্রিক। 'যে নারী জাগরণের সূচনা দেখা যাচ্ছে তা আদৌ সার্বিক নয়।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সার্ভ[১] [ই] *বি* পরিবেশন। 'ডিম-গোলাকার গোলটেবিল/ করবে সার্ভ অশ্বডিম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সার্ভ[২] [ই] *বি* টেনিস, ভলিবল, ব্যাডমিন্টান, পিংপং ইত্যাদি খেলায় বল ছুঁড়ে দান দেওয়া। 'তাহলে শুরু করো তোমার সার্ভ।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

সার্ভিং [ই] *বি* পরিবেশনা। 'তাদের ছেলেরা এখন সার্ভিং ক্লার্কগিরি করছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

সার্ভিস [ই] ১ *বি* পরিষেবা। 'একটি বাস সার্ভিস খোলার দাবী জানানো হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বি* সেবা। 'তুমি গান গাও, গীতা বিক্কিরি কর, – সত্যি কিনা?/ সে তো সার্ভিস।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

সার্ভে [ই] *বি* জরিপ। 'কাব্যের বা চিত্রের ক্ষেত্রে যারা সার্ভে বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের চারদিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিলপে তুলতে চায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরোবে কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সার্ভেয়ার [ই] *বি* জরিপকারী। 'সার্ভেয়ার পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে সার্ভে করে নিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সার্ভেন্ট [ই] *বি* চাকর। 'সেকেন্ড ক্লাস সার্ভেন্ট ওরফে ফার্স্ট ক্লাস কুক।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সার্য্য [স সারী] *বি* শালিক পাখি। 'সার্য্যের পাখের আড়ে সুয়া হৈল লুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সার্ষ্টি [স] *বি* সমান ঐশ্বর্য। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব অর্থাৎ সাজুয্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সার্সি, সার্সী, সার্শী [ই স্যাস] *বি* কাচের দরজা বা জানালা। 'তাহার কারণ এই, সার্সি কাচে নির্মিত।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'সার্সীপ্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা ...। *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'সার্শীগুলা লালে' লাল হয়ে গিয়ে একাকার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সাল[১] [স শাল] *বি* গাছবিশেষ; শাল গাছ। 'কাঁঠাল পিয়াল তাল সাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সালটীম্বর [স শাল+ই টীম্বর] *বি* শাল কাঠ। 'য়নেক সালটীম্বর।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

সালতি [স শাল>] *বি* শালের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ছোটো কিন্তু দ্রুতগামী নৌকা। 'সালতি সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাল[২] [স শল্য] ১ *বি* নিদারুণ বেদনা। 'দুখ পাইল বহুকাল মরমে রহিল সাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ফলা; শূল। 'সুচ হইয়া ঢোকেন, পরে সাল হইয়া বাহির হন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

সাল[৩] [ফা] ১ *বি* অব্দ; বছর। 'আঠার শত পোনের সালে আশী হাজার গাটি।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* বঙ্গাব্দ। 'আমাদের দেশে তিন শাক প্রচলিত; সংবৎ, শকাব্দাঃ ও সাল।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সাল তামাম [ফা সাল+আ তামাম] *বি* বছরের শেষ। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

সাল তমামি, সালতামামী [ফা সাল+আ তামাম>] ১ *বি* বছর শেষের হিসাব। 'সাল তমামি করার কাপড় আখেরি ফিবরিল নাগাদি দাখিল করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* বছর শেষের দক্ষিণা। 'দুটো হিসাব ভজলে তবে মিলবে সালতামামী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* বাৎসরিক। 'দেশের সমস্ত সালতামামি নিকাশ বড়ো খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'আজ আমাদের কারখানায় সালতামামী পরব।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সালপাহলি [ফা] *বি* বছরের প্রথম হিসাব বা উৎসব। 'সালতামামি আর সালপাহলির গোলকধাঁধা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সাল[৪] [ফা শাল] *বি* পশমি চাদর। 'তাহারদিগকে পট্টবস্ত্র ও সাল দোসালা ও নগদে চারি শত টাকা ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সাল[৫] *বি* একপ্রকার ধান। 'গোলায় তোলে সে ধান-রূপ সাল, তিলক কাচারী/ বালাম, ক্ষীরাইজালি, দুধসর-মাঠের ঝিঁয়ারি।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সালওয়ার, সালয়ার [ফা] *বি* ঢোলা পাজামাবিশেষ। 'তালি-দেওয়া সালওয়ার চটা কামিজ।' *অমিয়*, ১৯৩৯; 'শুধু সালয়ার পরিয়ো না, ধরো হাতে তলোয়ার ধরো।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সালগম [ফা শলগম] *বি* মূলাজাতীয় সবজিবিশেষ। 'কপি, সালগম, গাজর, বেদানা, পেস্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সালঙ্ক, সালংক [স সালঙ্কার] *বি* অলঙ্কার। 'কুলের কলঙ্ক করিনু সালঙ্ক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সালঙ্কার, সালংকার [স] ১ *বিণ* অলঙ্কৃত। 'তোমার বচন সালঙ্কার মন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিচণ্ডী, ১৬০০। ২ *বি* অতিরঞ্জন। 'আমি খুব বড়োরকম সালংকার দিয়েই বলব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ *বিণ* কাব্যালঙ্কার সংবলিত। 'সে সম্বন্ধে সালঙ্কার বিবৃতি দেবার প্রয়োজন নেই।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

সালঙ্কারা, সালংকোরা [স] ১ *ক্রিবিণ স্ত্রী* গহনায় সজ্জিত হয়ে। 'খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি সালঙ্কারা যাইও না।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ২ *বিণ স্ত্রী* গহনায় সজ্জিত। 'এই কন্যাটির সালংকোরা মূর্তি আশা কোরো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সালঙ্কারে [স] *ক্রিবিণ* কাব্যালঙ্কার সহযোগে। 'সালঙ্কারে বর্ণনা করিয়া কাসেম সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সালঙ্কারিক [স] *বিণ* হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। সাগ্নিক ও সালঙ্কারিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সালন [হি] *বি* তরকারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভাতের পাশে দিল এক করসুল সালন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সালবোট *বি* বড়ো পাত্রবিশেষ। 'রুপোর সালবোটে সোনারুপোর তবক-মোড়া পান।' *অবন*, ১৯২৭।

সালয়ে [স শেল>] *ক্রি* শেল হানছে। 'সূন সেজ হিয় সালয়ে রে পিয়াএ বিনু মরব আজি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সালসা [প] *বি* রক্তশোধক কবিরাজি ওষুধ। 'সালসা তোপচিনি মারকুলি প্রভৃতি খাইয়া আরাম হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সালা [স শ্যালক] *বি* শালা; স্ত্রীর ছোটো ভাই। 'সম্বন্ধি এবং সালা মহাশয় ভাজনেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সালাজ [স শ্যালকজায়া] *বি* শ্যালকের স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সালাঝি *বি স্ত্রী* শ্যালকের মেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সালাপো *বি* শ্যালকের ছেলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সালাত [আ সালাদ] *বি* মিশ্রিত ফল ও সবজির কাঁচা খাদ্যবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সালানা [ফা সালিয়ানহ] *বিণ* সালিয়ানা; বার্ষিক। '৩০/১২/৪৯ ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সালানা জলসা হয়ে গেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সালাম [আ] ১ *বি* মুসলমানদের অভিবাদনবিশেষ। 'কহিলেন্ত সালাম মনেত মায়া বাসি।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* শান্তি। 'সরকার সালাম।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

সালামি [স স্যালাম>] *বি* নজরানা। 'বার্ষিক সালামিরও সে প্রতুলতা নাই।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সালি[১] [স শালি] *বি* শালিধান। 'সালি তণ্ডুল গছ বাকি নানা ফল খাসা দধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সালি[২] [ফা] *বিণ* মূল্যবান। 'কোম্পানির গরান সালি তাথা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

সালি[৩] [স শ্যালিকা] *বি* শ্যালিকা। 'সালিপতির পুত্র বাবাজীউ কল্যানবরেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। দ্র **শালী, সালী**[১]

সালিঝি *বি স্ত্রী* শ্যালিকার মেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সালিপতি *বি* শ্যালিকার স্বামী। 'সালিপতির পুত্র বাবাজীউ কল্যানবরেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সালিপো *বি* শ্যালিকার ছেলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সালিক [স সারিকা] *বি* শালিক পাখি। 'কাঠকোঠর পেচা টীয়া কাদর্কোচা মহরিয়া সালিক ডাহুক তামচূড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সালিকা [স সারিকা] *বি* শালিক পাখি। 'পায়রা কপোত লিখি লিখে গাঙ্গচিল কুলিঙ্গ সালিকা ভেঠা টেঠারি কোকিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সালিনি [স শালিনী] *বি* অধিকারিণী। 'লক্ষ্মির সমান সেই রূপের সালিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সালিয়ানা, সালিআনা [ফা সালিয়ানহ] ১ *বিণ* চরিত্রহীনা। 'সালিয়ানা নারী তুমি বিবাদে আগল।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *ক্রিবিণ* সারা বছরে। 'ইহার সুদ সালি আনা দষ তঙ্কার হিসাবে দিব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬। ৩ *বিণ* বার্ষিক। 'তোমাকে কুটী করিতে পাট্টা দীলাম সালিআনা।' *বোগল*, ১৭৭০; 'সালিয়ানা চলন ১২ বার তঙ্কার হিসাবে।' *মেয়র্স*, ১৭৭২। ৪ *বি* বাৎসরিক খাজনা। 'তাহার সালিয়ানা লক্ষ টাকার জায়গীর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *বি* বাৎসরিক চাঁদা। '৭৭৭৯১২০ টাকা খয়রাতি বিষয়ে সালিয়ানা জমা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সালিশ [আ সালিস] *বি* মধ্যস্থ। 'সালিশ মেনে মিটমাটের চেষ্টা কর।' *বেগম*, ১৯৫৫।

সালিশি, সালিশী ১ *বিণ* মধ্যস্থতামূলক। 'লেখক মহাশয় মামলার পরিবর্তে সালিশী নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* বিচারসভা। 'কু-কু-কুকু – কেমন শতচেতনার হাঁকডাক, সালিশি, নির্জনতা।' *জীবন*, ১৯৪৮। ৩ *বি* মধ্যস্থ দ্বারা বিচার। 'সালিশী মানতে মোড়লের বাড়ি গেল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সালিষ ১ *বি* অভিযোগ। 'চৌধুরিকে সালিষ দিয়াছিলেন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* বিবাদের মীমাংসা। 'এই দুই লোককে সালিষ লইয়া ফরাষা করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বি* মধ্যস্থতা। *ডানকান*, ১৭৮৫।

সালিস ১ *বি* বিবাদের মীমাংসা। 'তাহাদিগকে সমঝাইয়া সালিস ত্বরায় রফা করিয়া দিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ মধ্যস্থতাকারী; *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'তোমার ছন্দের তর্কে আমাকে সালিস মেনেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বি* মধ্যস্থতা। *ডানকান*, ১৭৮৫। ৪ *বিণ* আপোসমূলক। 'যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সালিসনামা [আ সালিস+ফা নামাহ] *বি* মধ্যস্থতার দলিল। 'সালিস লইলে পরে সালিসনামা দাখিল হইলে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সালিস-নিষ্পত্তি [আ ছালিছ+স নিষ্পত্তি] *বি* সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা। 'সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সালিসি [আ ছালিছ>] *বি* মধ্যস্থ ব্যক্তি দিয়ে বিচার। 'সালিসি-সভায় মকদ্দমা মিটাইবার বন্দোবস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সালী[১] [স শ্যালিকা] *বি* শালী; শ্যালিকা। 'মারিঅ সাসু নণন্দ ঘরে সালী।' *চর্যা ১১*, ১২০০। দ্র **শালী, সালি**[৩]

সালী[২] [স শালি] *বি* সরু আমন ধান। 'তাহাতে আমার নিজ কিসমতের সালী জমী ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

সালু [আ শাল] *বি* এক ধরনের লাল কাপড়। 'পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাকনি, সালু মোড়া।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সালুআবৃত [আ শাল+স আবৃত] *বিণ* লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। 'সালুআবৃত মাজারের আশেপাশে যারা আসে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সালুতে-মোড়া *বিণ* লাল কাপড়ে বেষ্টিত। 'সালুতে-মোড়া ঝালর-ঝোলানো নিশেন-ওড়ানো এক নহবতখানা উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

সালুক [স শালুক] *বি* শাপলা গাছের মূল। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

সালুন [আ সালিম] *বি* রান্না করা তরকারি; ব্যঞ্জন। 'এক পাকে সালুন বানিয়ে ফেলতে পারে।' *জীবন,* ১৯৩৩।

সালেক [আ সালিক] *বি* অধ্যাত্ম পথের পথিক। 'সালেকের রাহাপনা, মজ্জবি হয় আশেক দেওয়ানা।' *লালন,* ১৮৯০।

সালোক্য [স] **১** *বি* ইষ্ট দেবতার সঙ্গে অবস্থান। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব অর্থাৎ সাজুয্য।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২। **২** *বি* একাত্মতা। 'জীবাত্মা-পরমাত্মার ... এরূপ সালোক্য।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

সাল্ট [ই] *বি* লবণ। 'সাল্ট এজেন্ট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের সম্পাদক বলিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়।' *বঙ্গদূত,* ১৮২৯।

সাল্ট এজেন্ট [ই] *বি* লবণ ব্যবসার প্রতিনিধি। 'সাল্ট এজেন্ট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের সম্পাদক।' *বঙ্গদূত,* ১৮২৯।

সাল্টপোর্ক [ই] *বি* লবণ দেওয়া শূকরের মাংস। *ক্যালগে,* ১৭৮৫।

সাল্টবিফ [ই] *বি* লবণ দেওয়া গরুর মাংস। *ক্যালগে,* ১৭৮৫।

সাহ্লাদিত [স সাহ্লাদিত] *বিণ* প্রফুল্ল। 'অবসেসে বর দিব সাহ্লাদিত মনে।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

সাশি [ই স্যাশ] *বি* শার্সি – জানালার কাচের পাল্লা। 'পশ্চিমের সাশির ভিতর দিয়ে রোদ ছড়িয়ে পায়ের কাছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

সাশুড়ি, সাশুড়ী *দ্র* **শাশুড়ি**

সাশ্রয় করা [স সাশ্রয়>] *ক্রি* সংগ্রহ করা। *মানোএল,* ১৭৪৩।

সাশ্রু [স] *বিণ* অশ্রুযুক্ত। 'চাবুক খাইয়া সাশ্রু নেত্রে ও সজল নাসিকায় গবর্মেন্টের প্রতি অভিমান করিতে বসার জন্য আমাদিগকে ততোধিক ধিক!' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

সাশ্রু-আঁখি [স] *বিণ* অশ্রুযুক্ত চোখ। 'চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি সোহাগে।' *মাইকেল,* ১৮৬০।

সাশ্রুনয়ন [স] *বি* অশ্রুপূর্ণ চোখ। 'দীনভাবে, শীর্ণশরীরে, সাশ্রু নয়নে, দিনপাত করিতেছে।' *অক্ষয়,* ১৮৫৫।

সাশ্রুনেত্র [স] *বি* অশ্রুপূর্ণ চোখ। 'সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

সাষুড়ি, সাষুড়ী *দ্র* **শাশুড়ি**

সাষ্টাঙ্গ [স] *বিণ* জানু, চরণ, হস্ত, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, দৃষ্টি ও বাক্য এই অষ্ট অঙ্গের দ্বারা কৃত প্রণাম। 'শিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল।' *মাইকেল,* ১৮৬০; 'সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পূজি ভক্তি-ভাবে।' *মাইকেল,* ১৮৬২।

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম [স] *বি* মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে প্রণাম। 'মতিলাল তাহাকে দেখিবামাত্রে নিকটে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন।' *প্যারী,* ১৮৫৮।

সাস [স শ্বশ্রূ>] *বি* শাশুড়ি। 'সাস বচন হম তীখ লই গেল।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

সাসপেণ্ড [ই] *বিণ* সাময়িকভাবে পদচ্যুত। 'তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে।' *আজাদ,* ১৯৬৯; 'সাসপেণ্ড না হলেই বা কী?' *শামসুল,* ১৯৭৩।

সাসপেন্স [ই] *বি* উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগের ভাব। 'ছোট গল্পের সাসপেন্স আগেই ভেঙে দেব।' *নরেন্দ্র,* ১৯৫২।

সাসা, সাসানো [স শাস্>] *ক্রি* শাসন করা। **সাসি** *বি* শাসন করি। 'সর্ব্ব রাজ্জে সাসি দিতে অর্জ্জুন গরিষ্ঠ।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **সাসিআ** *ক্রি* শাসন ক'রে। 'শশগর পৃথিবি সাসিআ দিবা তোকে।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **সাসিবে** *ক্রি* শাসন করবে। 'সার্ব্বভৌম পৃথিবি সাসিবে একেশ্বর।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **সাসে** *ক্রি* শাসন করে। 'বিস্যের প্রভাবে রাজা সাসে বসুমতী।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

সাসি [ই স্যাশ] *বি* সার্সি; কাচের জানালা। 'তখন দুয়ার বন্ধ ক'রে বন্ধ ক'রে সাসি।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১২।

সাসু [স শ্বশ্রূ>] *বি* শাশুড়ি। 'মারিঅ সাসু নণন্দ ঘরে সালী।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

সাসুড়ি, সাসুড়ী *দ্র* **শাশুড়ি**

সাসূয় [স] *বিণ* ঈর্ষান্বিত। 'সাসূয় কৌতূহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

সাস্তর [স শাস্ত্র] *বি* শাস্ত্র। 'চারি বেদ নাহি ছিল সাস্তর বিচার।' *রামাই,* ১৭১০।

সাস্তি [স শাস্তি] *বি* সাজা। 'চোরবাদে জেন তোমারে সাস্তি করে।' *মালাধর,* ১৫০০।

সাস্ত্র [স শাস্ত্র] *বি* শাস্ত্র; ধর্ম। **সাস্ত্র অনুষ্ঠান** [স শাস্ত্র অনুষ্ঠান] *বি* ধর্মানুষ্ঠান। 'তবে রাজা সুভক্ষনে সাস্ত্র অনুষ্ঠান।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। *দ্র* **শাস্ত্র**

সাস্ত্রমত [স শাস্ত্রমত] *ক্রিবিণ* বিধি অনুযায়ী। 'সাস্ত্রমত কর্ম্ম করিলে কভু মন্দ নয়।' *মালাধর,* ১৫০০।

সাস্ত্রসম্মত [স শাস্ত্রসম্মত] *বিণ* শাস্ত্রের সম্মতি আছে এমন। *ওসাঁ,* ১৭৮৪।

সাহ [ফা শাহ] *বি* রাজা। 'একব্বর সাহ দিল্লির তক্তে বাদসাহ হইলেন।' *রামরাম,* ১৮০১।

সাহঙ্কার [স] *বিণ* অহংকারপূর্ণ। 'ব্যাঘ্র আস্ফালন করিয়া সাহঙ্কার বাক্যে কহিতে লাগিল ...।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১৩।

সাহচর্য, সাহচর্য্য [স] *বি* সান্নিধ্য। 'আসঙ্গলিপ্সাতে অন্যান্য ইতর বৃত্তির সাহচর্য্য থাকিলে ...।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯; 'তাঁর সাহচর্য-সুখ পাবার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আসছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

সাহচর্যজনিত [স] *বিণ* আনুষঙ্গিক; মূল শব্দের সঙ্গে জড়িত। 'প্রত্যেক ভাষারই শব্দগুলির একটি সাহচর্যজনিত পরিমণ্ডল রয়েছে।' *হাই,* ১৯৫৪।

সাহড় [স শাখোট] *বি* শ্যাওড়া; শেওড়া। 'সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া।' *বড়ু,* ১৪৫০।

সাহর [স সহকার] *বি* আম। 'সাহর সউরভ গগন ভরে।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

সাহষ [স সাহস] *বি* ভয়হীনতা। *মিলার,* ১৭৯৭।

সাহস [স] **১** *বি* উদ্যম। 'নেউটিয়া জাহ ঘর না কর সাহস।' *মালাধর,* ১৫০০। **২** *বি* ভয়হীনতা। 'কোন বা সাহসে তুমি এমত বচন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

সাহসদায়িনী [স] *বিণ* স্ত্রী সাহস প্রদানকারী। 'যে ... বিপদে সাহসদায়িনী।' *বঙ্কিম,* ১৮৮৪।

সাহসবিস্তৃত [স] *বিণ* সাহসিকতাপূর্ণ। 'আনন্দ-উজ্জ্বলপরমায়ু, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহসান্বিত [স] *বিণ* সাহসিকতাপূর্ণ। 'সে চায় প্রাচুর্যান্বিত বৈচিত্র্যান্বিত সাহসান্বিত জীবন।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সাহসি [স সাহস>] *বিণ* সাহস আছে এমন। 'দেশের দুঃখ মোচনে সাহসি হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

সাহসিক [স সাহস>] **১** *বিণ* সাহসী। 'ইহাতে দোষিবে কোন সাহসিক জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উৎসাহযুক্ত। 'এমত সাহসিক ব্যাপার নির্ব্বাহদৃষ্টে বোধ হয় যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সাহসিকতা [স] *বি* ভয়হীনতা। 'অচিন্ত্য অপূর্ব অসমসাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করছে দারা।' *নজরুল*, ১৯২২; সুরস্রষ্টার বিরাট কল্পনা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাহসিকতা দেখতে পাই।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সাহসিকা [স] **১** *বি স্ত্রী* সাহসী। 'দেখিছ না ওগো সাহসিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ স্ত্রী* সাহস জোগায় এমন। 'তোমার ভালোবাসার বিপুল সাহসিকা শক্তির জন্য।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সাহসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নির্ভীক। 'মাতাও বীর্যবতী ও সাহসিনী।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

সাহসী [স] *বিণ* নির্ভীক। 'সকল হইতে সাহসী এক বেঙ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সাহসে ভর করা *ক্রি* সাহস সঞ্চয় করা। 'সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সাহা[1] [স শাখা] *বি* শাখা। 'মণতরু পাঞ্চইন্দি তসু সাহা।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

সাহা[2] *ক্রি* আদায় করা। **সাহ** *ক্রি* আদায় করো। 'এবেঁ পাপ কাজে লাগি সাহ মাহাদানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাহে** *ক্রি* আদায় করে; সংগ্রহ করে। 'বাটে বাটোআড়ী করী সাহে মাহাদাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাহা[3] [ফা শাহ] *বি* রাজা। 'যে হুসেন সাহা সর্ব উড়িয়ার দেশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সাহা[4] [স সাধু] **১** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রত্নেশ্বর সাহা।' *সেবধি*, ১৮৪০। **২** *বি* ব্যবসায়ী। 'নরসুন্দরে ও সাহায় ... বিবাদ হইয়া ছিল।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

সাহানা [ফা শাহানহ] *বি* (সঙ্গীত) রাতের দ্বিতীয় প্রহরে গেয় রাগবিশেষ। 'রাগ সাহানা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সাহায্য [স] **১** *বি* সহায়তা। 'বাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ ... পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরু মহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* আর্থিক সহায়তা। 'কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্যদ্বারা ... চতুষ্পাঠী করিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সাহায্য করা *ক্রি* সহায়তা দান করা। 'মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভালো?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সাহায্যকারক [স] *বিণ* সাহায্য করে এমন। 'হাসপাতালের ধনদাতার ও সাহায্যকারকেরদের প্রথম [বার্ষিক] সভা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সাহায্যকারি [স সাহায্যকারী] *বিণ* সহায়ক; সহায়তাকারী। 'এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গি লোক সকলেই দোষী হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সাহায্যকারী [স] *বি* সহায়তাকারী। 'পূর্ব্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী যিনি ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সাহায্যকৃত [স] *বিণ* সহায়তা করা হয়েছে এমন। 'যদি সমুদায় সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্ট আর সাহায্য না দেন।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০।

সাহায্য গ্রহণ *বি* সহায়তা নেওয়া। 'রীতিমতো শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিদেশীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাহায্যদান [স] *বি* সহায়তা প্রদান। 'পরস্পরের মঙ্গলসাধনের জন্য, পরস্পরকে সাহায্যদানের জন্য ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সাহায্যপাত্র [স] *বিণ* সাহায্যকারী। 'তিনি অবিলম্বে জনসমূহের সাহায্যপাত্র হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সাহায্যপ্রার্থী [স] *বিণ* সহায়তাপ্রার্থী; সহযোগিতা প্রত্যাশী। 'এই কারণেই অধিকতর সাহায্যপ্রার্থী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'বড়বাড়ির মানুষ তারই সাহায্যপ্রার্থী।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সাহায্যলাভ [স] *বি* উপকার। 'উহাদের দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্যলাভ হয় না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শিক্ষকেরা বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাহায্যে লাগা *ক্রি* উপকারে আসা। 'কী বা সাহায্যে লাগে সে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সাহার্জ [স সাহায্য] *বি* সাহায্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাহার [স সহকার] *বি* আমগাছ। 'মুকুলিল আম সাহারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাহারা [আ] *বি* আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি। 'মনে হয় মরু সাহারা, দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'আর মর্ত্যে সাহারা-গোবি-ছাপ।' *নজরুল*, ১৯২২; 'সাহারা গোবিতে সবজার জাগে দাগ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাহারা-প্রান্তর *বি* সাহারা মরুভূমির বিস্তীর্ণ ভূমি। 'ওদিকে দেখেছ ওই সাহারা-প্রান্তরে, মধ্যে দিক্‌দেবী শুভ্র বালুকার পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সাহিত্য [স] **১** *বি* কাব্য। 'ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* যোগ। 'সিংহপত্নীর সহিত সাহিত্য করিয়া বাস করিলেক।' *কেরি*, ১৮১২। **৩** *বি* সৃজনশীল রচনা। 'সাহিত্য পাঠ দ্বারা সাতিশয় বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

সাহিত্য-অরসিক [স] *বিণ* সাহিত্যরসে অনাগ্রহী। 'তিনি সাহিত্য-অরসিক অ-সভ্য বাংলাদেশেই রয়ে গেলেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সাহিত্য-আকাশ [স] *বি* সাহিত্যরূপ আকাশ। 'সাহিত্য-আকাশে আপাততঃ বুধ রাজারই জয়গান কীর্তিত হতে লাগল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সাহিত্য করা *ক্রি* যোগাযোগ করা। 'রাজার সহিত সাহিত্য করিয়া ... শ্রীবৃন্দাবনেই ঐশ্বর্য্য পুরঃসর বাস করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সাহিত্যকর্ম, সাহিত্যকর্ম্ম [স] *বি* সাহিত্যিক রচনা। 'তাহার সাহিত্যকর্মকে নৈতিকতার কোন মাপকাঠিতে অথবা কোন আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সাহিত্যকর্মী, সাহিত্যকর্ম্মী [স] *বি* সাহিত্যিক। 'অজ্ঞ ও অনুকরণপ্রিয় সাহিত্য কর্মী।' *আজাদ*, ১৯৬২।

সাহিত্যকার [স] *বি* সাহিত্য কর্ম করেন যিনি। 'বিচ্ছিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন কালে গুণজ্ঞ রাজার আশ্রয়ে এক-একজন সাহিত্যকার আপন কীর্তি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'বিশ্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্য-কুঞ্জ [স] *বি* সাহিত্যক্ষেত্র। 'সাহিত্য-কুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাহিত্যক্ষেত্র [স] *বি* সাহিত্যজগৎ। 'ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে ভূ-স্বর্গ বলিয়া খ্যাতি বিস্তার করিয়া আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বীরত্বের গৌরব কীর্তন, বিজয়-সংগীত ও রমণীদের স্তুতিবাদে ইংরেজি সাহিত্যক্ষেত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার হল, তার ভাষা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্যক্ষেত্র জনতায় আক্রান্ত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

সাহিত্যগ্রন্থ [স] *বি* সাহিত্যের বই। 'ইংরেজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা যোগাইতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যচর্চ্চা [স] *বি* সাহিত্য অধ্যয়ন ও প্রণয়ন প্রচেষ্টা। 'আমি অবসরমত কিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চাও করে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহাদের নিদারুণ অবহেলা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

সাহিত্যজগৎ [স] *বি* সাহিত্যের ভুবন। 'সাহিত্যজগতের এক মহৎ উন্নতি।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

সাহিত্যতত্ত্ব [স] *বি* সাহিত্যবিষয়ক শাস্ত্র। 'সাহিত্যতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সাহিত্যদরদী [স সাহিত্য+ফা দর্দ>] *বিণ* সাহিত্যের অনুরাগী। 'বাঙলা সাহিত্যদরদী মুসলিম মনীষী কবি আলাওল।' *হাই*, ১৯৪৯।

সাহিত্যদর্পণ [স] *বি* সাহিত্যরূপ দর্পণ। 'তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সাহিত্যধারা [স] *বি* সাহিত্যের আদর্শ। 'কোন কোন সাহিত্যধারার পূর্বসূচনা একালে হয়েছিল।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সাহিত্যনীড় [স] *বি* সাহিত্যের আবাস। 'একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সাহিত্যপুরী [স] *বি* সাহিত্যরূপ নগরী। 'বড়ো বড়ো সাহিত্যপুরী চলনশীল পলিমৃত্তিকার মধ্যে নিহিত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্য-প্রধানতা [স] *বি* সাহিত্যের প্রাধান্য। 'একখানি ভাল চিঠি, যার মধ্যে আছে সাহিত্য-প্রধানতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

সাহিত্য-প্রয়াস [স] *বি* সাহিত্য রচনার ইচ্ছা। 'তাঁর সাহিত্য-প্রয়াসের একটি বড় অংশ এই সামাজিক দায় মেটাতেই উৎসর্গিত হয়েছে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সাহিত্যবাজার [স সাহিত্য+ফা বাজার] *বি* সাহিত্যরূপ বাজার। 'দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সাহিত্যবিচার [স] *বি* সাহিত্যের মূল্যায়ন। 'জনসাধারণের প্রতি আর যে কোনো বিষয়ে আস্থা স্থাপন করা যাক, সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সেই অন্ধের উপর অন্ধ নির্ভর করা চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'সাহিত্যবিচার যখন ব্যক্তিগত নিন্দায় পর্য্যবসিত হয়।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সাহিত্যবিচারক [স] *বি* সাহিত্য সমালোচক। 'যে গূঢ়দর্শী ভাবুক, কবির কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্ররূপটিকে দেখিতে পান, তিনিই যথার্থ সাহিত্যবিচারক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'আমাদের দেশের সাহিত্য-বিচারকের হাতে সর্বদাই দেখতে পাই আদর্শবাদের নিক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

সাহিত্যবিজ্ঞান [স] *বি* সাহিত্যের রূপ রীতি ইত্যাদির তাত্ত্বিক জ্ঞান; সাহিত্যতত্ত্ব। 'ইউরোপের সাহিত্যবিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সাহিত্যবিদ [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানী। 'মহিলা সাহিত্যবিদের অভাবে পুরুষ সাহিত্যিকগণ ...।' *বেগম*, ১৯৫৯।

সাহিত্যবীর [স] *বি* বড়ো মাপের সাহিত্যিক। 'যাঁহারা সাহিত্যবীর তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরবঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যবোধ [স] *বি* সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা। 'যাদের ধর্মবোধ এবং সাহিত্যবোধ কিছু আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সাহিত্যবোধশক্তি [স] *বি* সাহিত্যের রস বোঝার সামর্থ্য। 'আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাহিত্যব্যবসায়ী [স] **১** *বি* সাহিত্য সংক্রান্ত বিপণনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি। 'তাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী, সাহিত্যব্যবসায়ী ছিলেন না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। **২** *বি* সাহিত্যিক; সাহিত্যচর্চাকারী। 'যে লোক সাহিত্যব্যবসায়ী সে আমার কথা বুঝিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সাহিত্যভোক্তা [স] *বি* সাহিত্যের পাঠক; সাহিত্য উপভোগ করে যে। 'প্রেরণা শুধু সাহিত্যস্রষ্টাকেই মুক্তির স্বাদ দেয় না, সাহিত্যভোক্তাকেও সে স্বাদে সমৃদ্ধ করে তোলে।' *শিব*, ১৯৫০।

সাহিত্যভোগ [স] *বি* সাহিত্য উপভোগ। 'সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ দুর্লভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাহিত্য-মাঠ [স সাহিত্য+মাঠ] *বি* সাহিত্যরূপ মাঠ। 'ভবিষ্যতে তুই কবিরূপে সাহিত্য-মাঠে গজিয়ে উঠবি কি না, তার এখনও নিশ্চয়তা নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাহিত্যমোদীজন [স] *বি* সাহিত্য ভালোবাসে এমন ব্যক্তি। 'বাংলা সাহিত্যমোদীজন তাঁর সে অভিজ্ঞতার ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সাহিত্যযজ্ঞ [স] *বি* সাহিত্যচর্চারূপ যজ্ঞ। 'এই সাহিত্যযজ্ঞের পুরোহিতেরা যে মন্ত্র পড়েছেন তা বলির মন্ত্র নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সাহিত্যরচনা [স] *বি* সাহিত্যসৃষ্টি। 'যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যরচয়িতা [স] *বি* সাহিত্যিক। 'সাহিত্যরচয়িতার পক্ষে এ ধরনের যুগবিভাগ করা অত্যাবশ্যক।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সাহিত্যরথী [স] *বিণ* খ্যাতনামা সাহিত্যিক। 'সাহিত্যরথী সুধীপ্রবর বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ...।' *নবনূর*, ১৯০৩; 'নিতান্তই যদি তুই সাহিত্য রথী না হোস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাহিত্যরস [স] *বি* সাহিত্যের রস। 'সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া ... ছেলে-ভুলানো বই লেখা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাহিত্যরসভোগ [স] *বি* সাহিত্যের রস উপভোগ। 'শিশুকালের সাহিত্যরসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাহিত্যরসিক [স] *বি* সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। 'যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'তাহা সাহিত্যরসিকের তত মনোরঞ্জক হয় নাই।' *সওগাত*, ১৯২৬।

সাহিত্যরাজ্য [স] *বি* সাহিত্যের ভুবন। 'সাহিত্যরাজ্যে তাহার মূল্য

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়ো কম নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যলোক [স] *বি* সাহিত্যজগৎ। 'সাহিত্যলোকের বাস্তবের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সাহিত্যশক্তি [স] *বি* সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভা। 'যদি আমাদের সাহিত্যশক্তি থাকে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

সাহিত্যশাস্ত্র [স] ১ *বি* কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার কৌশল নিয়ে আলোচনা। 'সাহিত্যশাস্ত্রে ঐ জনের উত্তম সংস্কার হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বি* সাহিত্যকর্ম। 'ওখানি সাহিত্য-শাস্ত্রের মধ্যে একখানি অতি প্রাচীন পুস্তক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সাহিত্যশিক্ষা [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ে বিদ্যালাভ। 'এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্যশিক্ষা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাহিত্যসন্তান [স] *বি* নিজের রচিত সাহিত্যকর্ম; সাহিত্যরূপ সন্তান। 'সাহিত্যসন্তানের এক-একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যসভা [স] *বি* সাহিত্যশিল্পবিষয়ক সভা। 'প্রাদেশিক সাহিত্যসভার সার্থকতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'কলেজের সাহিত্যসভায় সেদিন বলেছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাহিত্যসমালোচনা [স] *বি* সাহিত্যের দোষগুণ বিচার। 'তার পরে খানিকটা সাহিত্যসমালোচনা করে শয্যাশায়ী হয়ে পড়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সাহিত্যসম্মিলন [স] *বি* সাহিত্যবিষয়ক সম্মেলন। 'দলবদ্ধ হয়ে ... গড়তে পারি শুধু সাহিত্যসম্মিলন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সাহিত্য সম্মেলন [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ক সমাবেশ। 'আমায় সাহিত্য সম্মেলনে ডেকেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'সাহিত্যসম্মেলন বাঙালির একটা পার্বণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সাহিত্যসাধক [স] *বি* সাহিত্যচর্চাকারী। 'তাঁকে সাহিত্যসাধক শিল্পীর জীবন যাপন করতে দেখি।' *হাই*, ১৯৪৯।

সাহিত্যসাধনা [স] *বি* সাহিত্যচর্চা। 'বহুবৎসর আমি নদীতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'তাঁহার সাহিত্যসাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাহিত্যসৃষ্টি [স] *বি* সাহিত্য রচনা। 'সাহিত্যসৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোক যেখানে দায় নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'যে সাহিত্যিক মানুষ সম্বন্ধে যত বেশি অনুসন্ধান-তৎপর তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি তত বেশি মূল্যবান হবার সম্ভাবনা।' *শিব*, ১৯৫০।

সাহিত্য-সেবা [স] *বি* সাহিত্যসাধনা। 'অস্মদ্দেশে সাহিত্যসেবা নিতান্তই শখের জিনিস, তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সূক্ষ্মকর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'বিজ্ঞানাগারে, সাহিত্য-সেবায়, বাণিজ্যে ...।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

সাহিত্যসেবী [স] *বি* সাহিত্য-অনুরাগী। 'অস্মদ্দেশে সাহিত্যসেবা নিতান্তই শখের জিনিস, তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সূক্ষ্মকর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'সাহিত্যসেবী এবং অহিফেনসেবী একই শ্রেণীর জীব নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

সাহিত্যসৌখিন [স সাহিত্য+ফা শওকীন] *বিণ* শৌখিন সাহিত্যসুলভ। 'তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল সাহিত্যসৌখিন এবং আত্মনির্ভরতাশূন্য।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সাহিত্যসৌধ [স] *বি* সাহিত্যকীর্তি। 'বিরাট বিশাল অনবদ্যাঙ্গ-মনোহর সাহিত্যসৌধ রচনা করিতে হইবে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

সাহিত্যস্রষ্টা [স] *বি* সাহিত্যিক; সাহিত্য সৃষ্টি করে যে। 'ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সাহিত্যহর্ম্য [স] *বি* সাহিত্যরূপ প্রাসাদ। 'সাহিত্যহর্ম্য অভ্রভেদী হইয়া উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যাকাশ [স] *বি* সাহিত্যের আকাশ। 'ইংরাজি-সাহিত্যাকাশ হইতে নলে করিয়া হাওয়া আনাইতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যাচার্য [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ে পণ্ডিত। 'সাহিত্যাচার্যেরা কেউ দুটি ভালো কথা বলেননি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সাহিত্যানুরাগ [স] *বি* সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা। 'এইজন্য সাহিত্যানুরাগ সেখানে সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যানুরাগী [স] *বিণ* সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা আছে এমন। 'লোকটির নাম ঠা- ; বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সাহিত্যান্দোলন [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ক আন্দোলন। 'আজকের সাহিত্যান্দোলনের উদ্‌গাতা য়ুরোপ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সাহিত্যামোদী [স] *বি* সাহিত্যপ্রিয়। 'সাহিত্যিক, সাহিত্যামোদী মহিলা ও ছাত্রদের ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৪।

সাহিত্যালোচনা [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা। 'অমলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সাহিত্যিক [স] ১ *বিণ* সাহিত্য বিষয়ক। 'সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* সাহিত্যের উপযোগী। 'আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ...।' *দর্শন*, ১৯২১। ৩ *বি* সাহিত্য রচয়িতা। 'আমার সাহিত্যিক ও কবি বন্ধুবর্গকে পাঠানো হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২১। *বিণ* সাহিত্যিকদের। 'সাহিত্যিক-সংঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৪ *বিণ* সাহিত্যের উপযোগী। 'কৃত্রিম ছাঁচে ঢালাই করে একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা খাড়া করে তাই নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৫ *বিণ* সাহিত্যলেখক। 'সাহিত্যিক হরিদাসবাবু ... ব্যাখ্যা করলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সাহিত্যিকগিরি [স সাহিত্যিক+ফা গিরি] *বি* সাহিত্যিকের কাজ। 'মনের সুখে সাহিত্যিকগিরির আখড়াই দেওয়া।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সাহিত্যিক-বন্দনা *বি* সাহিত্যমূলক। 'তিনি শ্বেতভুজা ভারতীর যে-বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক-বন্দনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সাহেব [আ সাহিব] ১ *বিণ* প্রধান। 'সর্বত্র সাহেব পীর সবে নোয়াইবে শির।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* সম্মানিত ব্যক্তি। 'ফরমানী মহারাজ মনসবদার সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* বাদশাহি সম্মানের উচ্চ সম্বোধনবিশেষ। 'নবাব সাহেব সহসা এমত করিবেন না।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* ইংরেজ। 'বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৫ *বি* কর্মকর্তা। 'বোর্ডরিবনুর প্রধান সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৬ *বি* শ্বেতাঙ্গ লোক। 'নেটিব বা সাহেব বলিয়া কোন ঘৃণাসূচক বাক্য নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৭ *বি* তাসবিশেষ। 'তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেক্কা এবং গোলামের বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৮ *বি* কর্তা। 'আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সাহেবগিরি [আ সাহিব+ফা গিরি] *বি* সাহেবের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাহেবজাদী [আ সাহিব+ফা জাদী] ১ *বি* সম্ভ্রান্ত মহিলা। 'চাকরেরা হুজুর অপেক্ষা সাহেবজাদীকেই বেশী ভয় পায়।' *রোকেয়া*, ১৯২৪। ২ *বি* সাহেবের কন্যা। 'সাহেবজাদী ... সম্পূর্ণ হাল-ফ্যাশনের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাহেবতনয় [আ সাহিব+স তনয়] *বি* সাহেবের ছেলে। 'সাহেবতনয়গণ বোম্বাই ষ্টেশনে।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

সাহেবলোক [আ সাহিব+স লোক] *বি* ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিরা। 'হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সাহেব-সমাজ [আ সাহিব+স সমাজ] *বি* ইংরেজগণ। 'সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ, এরা এলে হবে নিন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সাহেবসুবা [আ সাহিব+আ সুবা] *বি* কর্তাব্যক্তি। 'জিলার সাহেবসুবাদের নিমন্ত্রণোপলক্ষে এই ঘরের অবগুণ্ঠন মোচন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাহেব-সুবো [স সাহিব>] *বি* সাহেব এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। 'সাহেব-সুবোর কাছে উপস্থিত হয়ে দরবার করা তাঁর সাহসে কুলোত না।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

সাহেবা [আ সাহিব>] *বি* সম্ভ্রান্ত মহিলা। 'বালিকা বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট – ফাতেমা বেগম সাহেবা।' *রোকেয়া*, ১৯২৯।

সাহেবান [আ সাহিব>] *বি স্ত্রী* সাহেবগণ। 'হুকুম শ্রীযুত বড় সাহেবের ও কৌসলি সাহেবান মোকাম ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'শহরের যাবদীয় সাহেবান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সাহেবানা [আ সাহিব>] *বিণ* ইউরোপীয়দের মতো। 'চাল চেলেছে সাহেবানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সাহেবি, সাহেবী [আ সাহিব>] **১** *বিণ* সাহেবদের মতো। 'ছোটবাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* ইউরোপীয়। 'আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* সাহেবের আচরণ। 'সাহেবি গিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সাহেবি খানা [আ সাহিব>+হি খানা] *বি* পাশ্চাত্যের খাদ্য। 'মুখ সাহেবি খানায় বিগড়ে যাবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাহেবি-ভাবাপন্ন [আ সাহিব>+স ভাবাপন্ন] *বিণ* ইউরোপীয় ভাব দিয়ে প্রভাবিত। 'যাঁরাই সরকারি চাকরি করেন, তাঁরাই সাহেবি-ভাবাপন্ন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সাহেবিয়ানা [আ সাহিব+ফা আনা] **১** *বি* ইউরোপীয়দের আচরণ। 'উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বি* সাহেবসুলভ আচরণ। 'তাঁহার সাহেবিয়ানা বন্ধুসমাজে ও বৈঠকখানায়।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

সাহেবীপনা *বি* বাবুয়ানা ভাব। 'কী যে সব সাহেবীপনা এদের।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

সাহেবীয়ানা [আ সাহিব+ফা আনা] *বি* সাহেবসুলভ আচরণ। 'কাজে কর্মে কথাবার্তায় সাহেবীয়ানার চাইতে নবীয়ে করীমের পায়বন্দ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাহেবের দিগের *বি* সাহেবদের। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সাহেবের সরকার *বি* ইংরেজ সরকার। 'ঘোষ মযুকুর সাহেবের সরকারে নালিষ করিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সাহু [স সাধু] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'রামকুমার সাহু।' *সেবধি*, ১৮৪০।

-সি – ক্রিয়াবিভক্তি-বিশেষ (বর্তমান কালের তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ)। 'জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদগুরু পাব।' *চর্যা* ৪১, ১২০০; 'দানছলে রোন্ধসি বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সি **১** *অব্য* ও। 'জই তুমহে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহ সি পঞ্চজণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **২** *অব্য* পদাপূরণবিশেষ। 'দেখিতেঁ সি পাইএ কাহ্নাঞিঁ ভক্তিতেঁ না পাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *সর্ব* সে। 'লাজেঁ সি হারায়িএ কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিঞ্চনি [স সিঞ্চন>] *বি* সেচপাত্র। 'নাঞি গাড়ি পাতে বীর না ধরে সিঞ্চনি অঞ্জলি করিআ হনুমান তোলে পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিঅর [স শিখর] *বি* মস্তক। 'নব কিশলয় শয়নে সুতিল বাঁশীত দিআঁ সিঅরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিঅলি [স শেফালী] *বি* শিউলি। 'রঙ্গন মালতি জাতি সিঅলি অতসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিআ [ফা সিয়া] *বি* কালো। 'আর খানি সিআ রঙ্গ অধিক শোভন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সিআইডি [ই] **১** *বি* অপরাধী অনুসন্ধান বিভাগ। 'যুবকদের শাস্তি দিবার জন্য সিআইডি আছে।' *রোকেয়া*, ১৯২২। **২** *বি* গোয়েন্দা। 'সমস্ত সি. আই. ডি. পুলিশ।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'সি. আই. ডি.-দের হাতে অপরাধী যাবে ফসকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সিআঁ *ক্রি* এসে; আগমন ক'রে। 'রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিআর [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'সিআর কা জএো সীঁগ জনমএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিউঁতি [স সেচনী] *বি* ভাণ্ড; পাত্রবিশেষ। 'সিউঁতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সিউরান [স শিহর] *ক্রি* শিহরিত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিআন [স সজ্ঞান] *বিণ* চতুর। 'তোক্ষোঞিঁ বড় সিআন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিআনী *বিণ স্ত্রী* চতুর। 'আপণাক রাখি যে কাজ করে তাক বুলিএ সিআনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিউলি [স শেফালী] *বি* শিউলি ফুল। 'বনকরবীর মূর্বা অতসী সিউলি পারিজাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সকলি পারুলি কেয়া সিউলি সুরভি জয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সিং *বি* উত্তর ভারতীয় বংশনাম-বিশেষ। 'পাঁড়ে, দোবে, চোবে, সিং, চার জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সিংগি [স সিংহ] *বি* সিংহ। 'মা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাশ থেকে আসছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সিংগিনী *বি* সিংহী। 'আর সিংগিনী! সে বোধ হয় তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিংগিমাতুল *বি* সিংহমামা। 'সিংগিমাতুল হাসে!' *নজরুল*, ১৯৩১।

সিংচই [স সিঞ্চন>] *ক্রি* সেঁচি। 'গঅণ দুখোলেঁ সিংচহুঁ পাণী ন পইসই সান্ধী।' *চর্যা* ১৪, ১২০০।

সিংদরজা [স সিংহ+ফা দরওয়াজা] *বি* প্রধান ফটক; সিংহদ্বার। 'আশমানের সিংদরজায় টাঙিয়েছে কোন কসাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিংনাদ [স সিংহনাদ] *বি* সিংহের গর্জন। 'সিংনাদ ছাড়ি বলে সংগ্রাম ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিংফো *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই খামটি, সিংফো, মিশমি, চুলকাটা মিশমি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সিংভাঙ্গা [স শৃঙ্গ>] *বিণ* দুর্বল। 'গৃহিণী এঁচরে পাকা, কর্তা সিংভাঙ্গা বড় বিড়ম্বনা।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

AMARBOI.COM

সিংহ[1] [স] ১ *বি* বিড়াল শ্রেণীর শক্তিশালী বন্য পশুবিশেষ। 'সিংহ জিণী তোর আতি মাঝা খিনী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* রাশিচক্রের বারোটি রাশির অন্যতম। 'সিংহ কন্যা মনিপুর চক্রেত বসতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিংহ-আসন [স] *বি* সিংহাসন; রাজাসন। 'বিশ্ব-পিতার সিংহ-আসন/ প্রাণ-বেদীতে অধিষ্ঠান।' *নজরুল*, ১৯২৪; '(মা) সিংহআসন হতে নেমে বসেছে দেখ ধূলির তলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সিংহগর্জন [স] *বি* উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ। 'বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সিংহগ্রীব [স] *বিণ* সিংহের ঘাড়ের মতো ঘাড়বিশিষ্ট। 'সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিংহটাল [স সিংহ>] *বি* সিংহবিক্রম। 'হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহটাল।' বড়ু, ১৪৫০।

সিংহদরজা *বি* প্রধান প্রবেশ-দ্বার। 'বৈশালীর সিংহদরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে, গভীর রাত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সিংহদরোজা [স সিংহ+ফা দরওয়াজা] *বি* প্রধান ফটক। 'সিংহদরোজায় প্রভু, অনিদ্রায় আমি যেন থাকি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬; '১৯৭৩ জন শামসুর রাহমান হচ্ছে জড়ো সিংহদরোজায়।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

সিংহদুয়ার [স সিংহদ্বার] *বি* প্রধান ফটক; সদর দরজা। 'সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সিংহদ্বার [স] ১ *বি* প্রধান ফটক। 'নিচিহ্ণন ভুজঙ্গ বাড়া রহে সিংহদ্বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মণ্ডতের দেশে খুলবে আবার জিন্দিগানীর সিংহদ্বার।' *ফররুখ*, ১৯৪৬। ২ *বি* প্রশস্ত পথ। 'মরণের সিংহদ্বার দিয়া সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে, মরণের সিংহদ্বার হয়ে এসো পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সিংহদ্বার-বাগে *ক্রিবিণ* প্রধান ফটকের দিকে। 'আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে, রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সিংহনাদ [স] ১ *বি* সিংহের ডাকের মতো ধ্বনি। 'শোলার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* তর্জন-গর্জন। 'স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সিংহপৃষ্ঠ [স] *বি* সিংহের পিঠ। 'সিংহপৃষ্ঠে দুর্গা বন্দো মহিষমর্দিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সিংহবাহিনী [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা (সিংহ বাহন যার)। 'জয় জয় জয় দুর্গা জয় নিরঞ্জনি সেবক স্মরণে উর সিংহবাহিনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সিংহবীর্য, সিংহবীর্য্য [স] *বিণ* সিংহের মতো শক্তিবিশিষ্ট। 'সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিংহভাগ [স] *বি* প্রধান অংশ। 'তাঁহার সিংহভাগ থাকিতে হইবে ইহাই তাঁহার দাবী।' *আজাদ*, ১৯৭১।

সিংহমধ্য [স] *বি* সিংহের কোমর। 'সিংহমধ্য সম মধ্যে শোভে ত্রিবলী।' বড়ু, ১৪৫০।

সিংহমাঝা [স সিংহমধ্য] *বি* সিংহের মাজার মতো সরু কোমর। 'মাঝদেশ দেখি সিংহমাঝার আকার।' বড়ু, ১৪৫০।

সিংহমুখ [স] *বিণ* সিংহের মতো মুখবিশিষ্ট। 'নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিংহমুখী [স] *বিণ* সিংহের মুখের মতো আকারের। 'গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী নামে ডিঙ্গা গুয়ারেখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিংহরথ [স] *বি* সিংহরূপ বাহন। 'কৌতুকে হাসেন মাতা সিংহরথে বসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিংহরাশি [স] *বি* রাশিচক্রের পঞ্চম রাশিবিশেষ। 'সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ/ ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিংহলাদ [স সিংহনাদ] *বি* সিংহনাদ। 'আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহলাদ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

সিংহ-হৃদয় *বিণ* সিংহ-হৃদয় রিচার্ডকে নর্ম্যান কবি কহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম নৃপতির কথা কখনো কাব্যে গীত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সিংহাসন [স] ১ *বি* মর্যাদাপূর্ণ আসন। 'পাদ্যঅর্ঘ্য দিল তবে দির্ব্য সিংহাসন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* রাজার আসন। 'একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* পাদপীঠ। '... মানবসভ্যতার সিংহাসনে রাজা করিয়া বসানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* দৃঢ় আসন। 'তাহার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের সিংহাসন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সিংহাসনচ্যুত [স] *বিণ* রাজাসন থেকে বিতাড়িত। 'হামিদ খান আজ সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত।' *প্রচারক*, ১৯০৮।

সিংহাসনারূঢ় [স] *বিণ* ক্ষমতাসীন। 'যে দেশের রাজা সিংহাসনারূঢ় এবং অন্য দেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সিংহাসনারূঢ়া [স] *বিণ স্ত্রী* সিংহাসনে বসে আছে এমন। 'সিংহাসনারূঢ়া মকর-বাহিনী পদ্মা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সিংহিনী [স] *বি স্ত্রী* বিড়াল ও বাঘ শ্রেণীর বড়ো ও শক্তিশালী জন্তুবিশেষ। 'শাবকের বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সিংহিনী নিজের আহারের লোভ ভুলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সিংহী, সিংহি [স] *বি স্ত্রী* বিড়াল ও বাঘ শ্রেণীর বড়ো ও শক্তিশালী জন্তুবিশেষ। 'একটা বড় সুবুদ্ধী সিংহির মাদি বাচ্ছা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫; 'সিংহী এত বড় হয় না, এবং ঘাড়েও কেসর নাই।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

সিংহ[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'দিবাকর সিংহ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সিংহবিক্রীড় [স] *বি* সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। 'সিংহ-বিক্রীড় ছন্দে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সিংহল [স] *বি* শ্রীলঙ্কা। 'চলিল সিংহল দেশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিংহল দ্বীপ [স] *বি* ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত দ্বীপবিশেষ; শ্রীলঙ্কা। 'ফাহিয়ান সিংহল দ্বীপের পরিমাণ উত্তমরূপে লিখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সিংহলবাসী [স] *বি* শ্রীলঙ্কাবাসী। 'সিংহলবাসী বণিকদিগের বিস্তৃতরূপ বাণিজ্যযোগে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সিংহলিআ [সিংহল>] *বিণ* সিংহলের লোক। 'সিংহলিআ বড় ঠক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিংহলী *বিণ* সিংহলের অধিবাসী। 'সিংহলী? কি জানে।' *মুজতবা,* ১৯৫২।

সিংহলীয় [সিংহল+স ঈয়] *বিণ* সিংহল দেশীয়। 'মহাবংশ নামক সিংহলীয় ঐতিহাসিক ...।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

সিংহা [স শৃঙ্গ] *বি* শিঙা। 'সিংহা কাড়া ঘন বাজে পড়া।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সিঁচা[1] [স সিচ্>] *ক্রি* সেঁচে ফেলা। **সিঁচিতে** *ক্রি* সেচতে। 'সিঁচিতে জনম গেল।' *চণ্ডী,* ১৫৫০।

সিঁচা[2] *বিণ* সেঁচে-তোলা। 'মিছা কথা সিঁচা জল কত ক্ষণ রয়।' *ভারত,* ১৭৬০।

সিঁটকানো *ক্রি* ঘৃণা অথবা তুচ্ছতার কারণে নাক কুঁচকানো। 'প্রস্তাবটা শুনে মুক্তিপদ নাক সিঁটকোয়।' *শিবরাম,* ১৯৭০।

সিঁড়ি, সিঁড়ী [স শ্রেণী] *বি* উপরে-নীচে ওঠানামার সোপান। 'লোহ্যর বাঁধিল পাড়ি বন্ধন করিল সিঁড়ি।' *কেতকা,* ১৬৫০; 'অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী।' *চন্দ্রিকা,* ১৮৩০।

সিঁড়িঘর *বি* সিঁড়ির ঘর। 'সিঁড়িঘর মাড়িয়ে দোতলায় উঠলাম।' *মান্নান,* ১৯৬৮।

সিঁড়ি ঝাড় *বি* সিঁড়ি আকৃতির এক প্রকার আলোকসজ্জা। 'প্রথমে কাগজের ও অব্বরের হাত ঝাড়, পাঁজা ও সিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু পাশে চল্লো।' *হুতোম,* ১৮৬১।

সিঁতি [স সীমন্ত] *বি* সিঁথিতে পরার অলংকার। 'দুকুল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী।' *মাইকেল,* ১৮৬২।

সিঁথা *বি* সিঁথি। 'স্নিগ্ধহসিত বদন-ইন্দু, সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪; 'সিঁথায় হিন্দু-নারীর মত সিঁদুরের আয়তি-চিহ্ন।' *শরৎ,* ১৯১৭; 'সাক্ষী থাকিও সিঁথার সিঁদুর।' *জসীম,* ১৯৩৩।

সিঁথি [স সীমন্ত] **১** *বি* মাথার চুল দুইভাগ করলে যে রেখার সৃষ্টি হয়। 'সিঁথির সিন্দূরে আমার না পড়িল কালি।' *বিজয়,* ১৬৫০। **২** *বি* সিঁথির অলঙ্কার। 'রমণীরা মোতির সিঁথি পরে না কেউ কেশে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬।

সিঁথিপথ *বি* সিঁথির মতো সরুপথ। 'সিঁথিপথে লতানো বিষাক্ত বীজ।' *শঙ্খ,* ১৯৬৯।

সিঁথি পাটি *বি* সিঁথিতে পড়ার উপযুক্ত অলঙ্কার। 'শিরে শোভে সিঁথি পাটি।' *সুলতান,* ১৭০০।

সিঁথে [স সীমন্ত] *বি* মাথার চুল দুইভাগে বিন্যস্ত করলে যে সরু রেখার সৃষ্টি হয়; সিঁথি। 'বেণী নাহয় এলিয়ে রবে/ সিঁথে নাহয় বাঁকা হবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

সিঁথেকাটা দাড়ি *বি* সুবিন্যস্ত দাড়ি। 'মোচড়ানো গোঁফ, সিঁথেকাটা দাড়ি।' *অবন,* ১৯২৭।

সিথি [স সীমন্ত>] *বি* সিঁথি। 'সুবর্ণ সিথি শিরে/ অঙ্গুরি দিআ করে/ আশীষ করিল যোজনা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সিতি *বি* সিঁথি। *মানোএল,* ১৭৪৩।

সিথা *বি* সিঁথি। 'সিথার সিন্দুর মোর আছএ উজ্জ্বল।' *মালাধর,* ১৫০০।

সিঁদ [স সন্ধি] *বি* সিঁধ। 'মানসে কাটিল সিঁদ।' *চণ্ডী,* ১৫৫০। দ্র **সিঁধ**

সিঁদকাটি *বি* ঘরের দাওয়ায় সুড়ঙ্গ খুঁড়তে ব্যবহৃত হয় এমন শাবলবিশেষ। 'নামকরা সিঁদেল চোরদেরও হাত থেকে সিঁদকাটি পড়ে যেতো।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

সিঁদকাঠি *বি* সিঁধ খননে ব্যবহৃত শাবলবিশেষ। 'পড়া মাটি সিঁদকাঠি যতনে লইয়া।' *রূপরাম,* ১৭৫০।

সিঁদমুখী [সিঁদ+স মুখী] *বি* সিঁদের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'সিরাজ সাঁই কয় লালন বয় ফাঁদ পেতে ওই সিঁদমুখী।' *লালন,* ১৮৯০।

সিঁদাল, সিঁদেল *বিণ* সিঁধ খননকারী। 'ইন্দুর মৃত্তিকা তুমি আমি সিঁদাল চোর।' *রূপরাম,* ১৭৫০।

সিঁদেল-চোর *বি* সিঁধ খননকারী চোর। 'ঘরে যে সিঁদেল-চোর ঢুকিয়াছে।' *নজরুল,* ১৯২২; 'নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর।' *তারা,* ১৯৪০।

সিদ [স সন্ধি] *বি* সিঁধ; চুরি করার জন্য চোর ঘরের দেয়ালে বা দাওয়ায় যে সুড়ঙ্গ করে। 'রামকুমার কলুর বাটীতে – সিদ কাটিয়া সর্ব্বস্ব লয় –।' *চিঠিপত্রে,* ১৮৩৩।

সিদারি [স সন্ধি>] *বি* সিঁদেলের কাজ। 'চোর ডাকাতের সনে করেছে সিদারি।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সিঁদুর [স সিন্দূর] **১** *বি* হিন্দু সধবাদের কপাল ও সিঁথিতে পরার এক রকমের লাল গুঁড়াবিশেষ। 'কেসু কুসুম করু সিঁদুর দান।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **২** *বি* সিঁদুরের মতো কিছু। 'সিঁদুর প্রকৃতিভালে দিল পরাইয়া।' *রবীন্দ্র,* ১৮৭৮।

সিঁদুর-আলো *বি* রক্তিম আলো। 'মিলায় সিঁদুর-আলো, গোধূলি সে হয় কালো।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৫।

সিঁদুরকৌটা *বি* এক জাতের আম। 'তুই বরং সিঁদুরকৌটা-তলায় থাক।' *বিভূতি,* ১৯২৯।

সিঁদুর-চন্দন *বি* সিঁদুর ও চন্দন। 'আগে দড়ি-বাবার গায়ে সিঁদুর-চন্দন লাগা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

সিঁদুরচর্চিত [স সিন্দূরচর্চিত] *বিণ* সিঁদুর-মাখা। 'একটি ছোট উঁচু টিলায় বধ্যভূমি, সিঁদুরচর্চিত যূপকাষ্ঠ।' *হাসান,* ১৯৬৭।

সিঁদুর চিহ্ন [স সিন্দূরচিহ্ন] *বি* অত্যন্ত ক্ষীণ রেখা। 'তাছাড়া ছিল বটে অন্ধকার ঘটে/ সিঁদুর চিহ্নের মতন সখ্য।' *শঙ্খ,* ১৯৬৬।

সিঁদুর পরা *ক্রি* সিঁথিতে সিঁদুর আলোপ করা। 'লোহিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া ভ্রমরে ডাকিতে হাসিতে হাসিতে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

সিঁদুর-বিন্দু *বি* সিঁদুরের বিন্দু; লাল বিন্দু। 'অতি যত্নে সীমান্তটি চিরে, সিঁদুর-বিন্দু আঁক নাই শিরে?' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

সিঁদুর-ফোঁটা *বি* সিঁদুরের বিন্দু। 'সিঁদুর-ফোঁটা অলকছটা মুক্তা গাঁথা কেশে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

সিঁদুর ভাঙা *ক্রি* সিঁদুর মুছে যাওয়া; বিধবা হওয়া। 'আগে বুঝি নাই তোমারো মাথার সিঁদুর ভেঙেছে তাতে।' *জসীম,* ১৯২৯।

সিঁদুর মাখা[1] *ক্রি* সিঁদুর দিয়ে রাঙানো। 'তার কপালে সিঁদুর মাখিয়ে সামনে বসে ভক্তিভরে ঘণ্টা নাড়ছেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

সিঁদুর-মাখা[2] *বিণ* সিঁদুর-রাঙানো। 'একটি নারী সিঁদুর-মাখা বিগ্রহকে প্রণাম করছে।' *নরেন্দ্র,* ১৯৪৬।

সিঁদুর মুছা *ক্রি* স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু নারীর সিঁদুর মুছে ফেলা; বিধবা হওয়া। 'মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদুর মুছে শিরে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৮।

সিঁদুর মেঘ *বি* সিঁদুরের মতো লাল রঙের মেঘ। 'কৌটা-ভরা সিঁদুর

দিব, সিঁদুর মেঘের গায়।' *জসীম*, ১৯২৯।

সিঁদুরিয়া *বিণ* সিঁদুরের মতো; লালচে। 'সিঁদুরিয়া ... আম।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সিঁদুরী *বিণ* সিঁদুরের মতো লাল রঙের আম ধরে এমন। 'সিঁদুরী গাছের তলায় আসিয়া ... আম কুড়াবার সুখ।' *জসীম*, ১৯৩১।

সিঁদুরে *বিণ* সিঁদুরের মতো লাল। 'সিঁদুরে মেঘ খুব রক্তবর্ণ হইয়া উঠে কিন্তু বারিবর্ষণ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'আজকে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া খুব আতঙ্ক লাগিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সিঁদুরে রঙ *বি* সিঁদুরের মতো রঙ। 'সন্ধ্যা হবে না সিঁদুরে রঙের ভোরে হাসিবে না ফুল।' *জসীম*, ১৯২৯।

সিঁধ [স সন্ধি] **১** *বি* কিল্লার দেয়ালের নীচে বারুদ দেবার গর্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* বাইরে থেকে ঘরের ভিতে কাটা সুড়ঙ্গ। 'যেখানে চোর, সেইখানেই সিঁধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সিঁধ কাটা[1] *ক্রি* গোপনে সুড়ঙ্গ খনন করা। 'মরমে কেটেছে সিঁধ, নয়নের কেড়েছে নিদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'আমি যা চাই তা আমি সিঁধ কেটে নিতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সিঁধ-কাটা[2] *বিণ* সিঁধ কেটেছে এমন। 'কেন মার সিঁধ-কাটা ধূর্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সিঁধকাটি [স সন্ধি+স কাষ্ঠিকা] *বি* সিঁধ কাটার ছোটো শাবলবিশেষ। 'সিঁধকাটিটা তুলে ... মারতে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সিঁধকাঠি [স সন্ধি+স কাষ্ঠিকা] *বি* সিঁধ খননে ব্যবহৃত ছোটো শাবলবিশেষ। 'তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাঠি এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সিঁধ মুখ *বি* সুড়ঙ্গের মুখ। 'মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনো প্রকার মরচে পড়লেই হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সিঁধালচোর [স সন্ধি+স কাষ্ঠিকা] *বি* সিঁধ কেটে চুরি করে এমন চোর। 'কলিকাতায় সিঁধালচোরের ভয় কোনকালে ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সিঁধেল [স সন্ধি>] *বি* সিঁধ কেটে চুরি করে যে। 'তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাঠি এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সিঁধেল চোর *বি* সিঁধ খননকারী চোর। 'দারুণ সিঁধেল চোরে, ঘরে যে তোমার প্রবেশ করিয়া সব নেয় চুরি করে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সিঁধনো *ক্রি* ঢোকানো। 'বিষদাঁত সেঁধতেই পারবে না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সিঁয়ে [স সিব্>] *ক্রি* সেলাই করে। 'শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিক [ফা সীখ] *বি* শিক। **সিকপোড়া** [ফা সীখ+পোড়া] *বি* শিকে পোড়ানো মাংস। 'ছাল খসাইআ প্রিয়ে কর‍্য সিকপোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিককাঠি [ফা সীখ>] *বি* শিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিকড় [স শিখর] *বি* শিকড়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিকতা [স] *বি* বালুকা। 'বৃহত্তর দ্বিতীয় এক খণ্ড সিকতাময় স্থান। *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সিকদার [আ সীখ+ফা দার] **১** *বি* রাজস্ব আদায়কারী। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* কোষাধ্যক্ষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বি* বংশনাম-বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সিকদারান *বি* সিকদারগণ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সিকনি *বি* শিকনি; নাকের কফ শ্লেষ্মা। 'তিনি যেন সিকনি ঝাড়ছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

সিকন্দেরি [ফা সিকান্দার>] **১** *বি* লম্বা চুল। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* লাভ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিকল [স শৃঙ্খল] *বি* শিকল। 'পাপপুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।' *চর্যা ১৬*, ১২০০।

সিকলি [স শৃঙ্খল] *বি* বিছা; কোমরের অলঙ্কারবিশেষ। 'কানবালা, হীরা, পান্না, ধুকধুকি, মুক্তার সাতনড়ি, ডায়মনকাটা চিক তাবিজ বাজু হাতের কড়া স্বর্ণ গোটা চাবির সিকলি; চন্দ্রহার গোলমল পাওজর ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সিকস্ত [ফা শিকস্তি] *বিণ* নিঃস্ব। 'প্রজারা সিকস্ত হইয়া পড়িল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সিকস্তি, সিকস্তী *বি* ভাঙা; ভাঙন। 'নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া গিয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮; 'নদীর সিকস্তী কোনো গ্রামাঞ্চলে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সিকা[1], **সীকা** [স শিক্য] *বি* পাত্র ঝুলিয়ে রাখার জন্য দড়ির তৈরি উপকরণ। 'বাঁহুক যোড়িআঁ তেরছ কৈল সীকা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সিকায় করিয়া অন্ন লৈহ সব ছাওয়ালে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিকা[2], **সিখা** [স শিক্ষ্>] *ক্রি* শেখা। **সিকাইল, সিখাইল** *ক্রি* শেখালো। 'উদ্ধবেরে দয়া করি জোগ সিখাইল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বলিবেক বৃদ্ধে সিকাইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সিখাম** *ক্রি* শেখাও। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **সিখায়ব** *ক্রি* শিখাবো। 'সুন সুন মুগধিনি মঝু উপদেস। হাম সিখায়ব চরিত বিসেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সিখিতে** *ক্রি* শিখতে। 'তিহো তোমাকে কাগজ সিখিতে জেখানে সোপরোধ করিয়া দেন সেইখানেই মনের মধ্যে আমদ করিয়া ... লিখনপড়ন সিখীবা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **সিখীবা** *ক্রি* শিখবে। 'লিখনপড়ন সিখীবা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সিকা[3] [আ সিক্কাহ্] *বি* সিকি; এক টাকার এক-চতুর্থাংশ মূল্যমানের মুদ্রা। 'মোললা পড়াইয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিকার, সীকার [ফা] *বি* শিকার। 'বড় ঘোড়ায় আরোহন হইয়া সিকারের নাম করিয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'ব্যাঘ্র সীকার করে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সিকারি [ফা শিকার>] *বি, বিণ* শিকারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিকি [আ সিক্কাহ্] **১** *বি* চার ভাগের এক ভাগ; এক টাকার চার ভাগের এক ভাগ মূল্যমানের মুদ্রা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'হরে দরে বুঝিতে টাকায় নাই সিকি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* অতি সামান্য। 'আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সিকিটাক *ক্রিবিণ* একটুখানি। 'দুই রাঙা টকটকে চোখ সিকিটাক খুলে বললেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সিকে [আ সিক্কাহ্] *বি* টাকার চার ভাগের এক ভাগ – চার আনা মূল্যের মুদ্রা। 'তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সিকিউরিটি [ই] *বি* জামিন। 'তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সিকীপুচ্ছ [স শিখীপুচ্ছ] *বিণ* শিখীপুচ্ছ। 'সিকীপুচ্ছ রত্নমালা দিয়া বান্দে কেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিক্কা, সীক্কা [আ সিক্কাহ্] ১ *বি* রুপার মুদ্রা। 'সিক্কা সিক্কা কাটিল মণত বাট্টা কমি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* আঠারো শতকে তিন রকম রুপোর টাকার এক রকম। 'সিক্কা টাকা।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬। ৩ *বি* বাদশাহী আমলের মুদ্রা। 'সীক্কা ২৮০০ আটাইষ সত।' *ভেরলি*, ১৭৯৪; 'প্রথমপ্রকার পুরাণ সিক্কা পাই পয়সা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সিক্ত [স] ১ *বিণ* ভিজা। 'জল আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্ষুকে সিক্ত রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ২ *বিণ* নিষিক্ত। 'স্ত্রী জাতির গর্ভেতে শুক্র সিক্ত হইলে মনুষ্যের উৎপত্তি হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সিক্ত করা *ক্রি* ভেজানো। 'বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে প্রাণ সিক্ত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সিক্তকেশ [স] *বি* ভেজা চুল। 'সিক্তকেশ শুকিয়ে বেঁধেছেন আস্বাড়া ছন্দে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সিক্ততা [স] *বি* ভেজা অবস্থা। 'রোদ টেনে নেবে সব সিক্ততা।' *শামসুল*, ১৯৬২।

সিক্তপক্ষ [স] *বিণ* ডানাভেজা। 'সিক্তপক্ষ পাখি তোমার চাঁপার ডালে বসিয়া একাকী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সিক্ত-পলক *বিণ* পলক সিক্ত এমন। 'রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সিক্তবসন [স] *বি* ভেজা কাপড়। 'সিক্তবসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহিমা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সিক্তবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* ভেজা কাপড় পরে আছে যে। 'সজল কাজল-পক্ষ কে সিক্তবসনা একা ভিজে –।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সিক্ত হওয়া *ক্রি* ভিজে যাওয়া। 'সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'যুগে-যুগে সিক্ত হল/ রক্তে মোদের পৃথ্বীতল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সিক্রেটর [ই] *বি* সচিব; সম্পাদক। 'আসিএটিক সোসাইটির সিক্রেটর ছিলেন যে অতিমান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ডাক্তর উইলসন সাহেব।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সিক্ষা দিক্ষা [স শিক্ষাদীক্ষা] *বি* শিক্ষাদীক্ষা। 'কনিষ্ঠ দুই ভাইকে সিশু পালনে সিক্ষা দিক্ষা ও ভরন পোশন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

সিখর [স শিখর] *বি* চূড়া। 'জবে মন্দ করে গিরি সহস্র সিখর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিখি *বি* ময়ূর। **সিখিকুল** [শিখীকুল] *বি* ময়ূরের দল। 'সিখিকুল নাচত অলিকুল জন্ত্র/ দ্বিজকুল আন পড় আসিখ মন্ত্র।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিখিপুর্চ্ছে [স শিখীপুচ্ছ] *বি* শিখীপুচ্ছ। 'সিখিপুর্চ্ছে নানা পুষ্পে সাজনি সুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিখিবান [স শিখা-বাণ] *বি* অগ্নিবাণ। 'গগনে হানে সিখিবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিগদারগিরি [আ সীখ+ফা দার+ফা গিরি] *বি* সিকদারের কাজ। 'জাহানাবাদ পরগনা সিগদারগিরিতে মহারাজার সরকার।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সিগনাল [ই] ১ *বি* সংকেত। 'মিটিয়রলজিস্ট তোমার মুখ দেখলে ঝড়ের সিগনাল দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* গাড়ি থামানোর বিপদ-সংকেত। 'তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে গাড়ির অ্যালার্ম সিগনালের শেকল ধরে ঝুলে পড়লেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সিগনেল [ই] *বি* সংকেত প্রদর্শক। 'সিবিল সিগনেলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিগন্যাল [ই] *বি* সংকেত। 'লোহার চাকার চারিধারে হাতলপরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগন্যাল পড়ে।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'সিগন্যালের বাতি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সিগারেট [ই] *বি* পাতলা কাগজে মোড়া ধূমপানের উপকরণবিশেষ। 'সিগারেট ফেলিয়া দিয়া ... কেদারায় বসিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

সিগরেট [ই] *বি* ধূমপানের উপকরণবিশেষ; সিগারেট। 'পুঁজি ফুরোলে নিঃশব্দে সিগরেট ভস্ম করা ছাড়া অন্য পন্থা থাকে না।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'পাইপ সিগরেট খাওয়া যক্ষ্মারোগীদের বারণ নয়?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিগারেট-কেস *বি* সিগারেট রাখা হয় এমন ছোটো বাক্স। 'দ্বিজেন সিগারেট কেস বের করলে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'ওর সিগারেট-কেসটা ভরে দে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সিগারেট-খাওয়া *বিণ* সিগারেটে অগ্নি-সংযোগে ব্যবহৃত। 'গুরুর সিগারেট-খাওয়া দেশলাই-কাঠিগুলো কাটা কাঁচকলার টুকরোর উপর পুঁতে পুঁতে গুণ্ডী বানিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সিগারেট-বাক্স-বাহিনী *বিণ* সিগারের বাক্স বহন করে এমন। 'এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতেই অগডেন কোম্পানির সিগারেট-বাক্স-বাহিনী বিলাতি নটীদের মূর্তি ঝরিয়া পড়িবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সিগার [ই] *বি* সিগারেট। 'দক্ষিণ হস্তে জাঁতাকল, বাম হস্তে প্রকাণ্ড সিগার।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'সিগার সিগারেটের অত্যাচারে সমুদ্রের নোনা হাওয়া জলসাঘরে নাক গলাতে পারেনি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিগারখেকো *বি* ঘন ঘন সিগারেট টানে এমন লোক। 'পাঁড় সিগারখেকো ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিগারেটখোর [ই সিগারেট+ফা খোর] *বিণ* সিগারেটে আসক্ত। 'সিগারেটখোর ভদ্রলোক স্তম্ভিত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সিগ্রেট [ই] *বি* সিগারেট। 'দেশলাই জ্বালছি, সিগ্রেট ধরাব।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সিগ্রেটকেস [ই] *বি* সিগারেটের বাক্স। 'সিগ্রেটকেস খুলে ধরে বলি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সিগিড়ি *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামকৃষ্ণ সিগিড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সিগ্র [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* অতি দ্রুত। 'জাহাতে সিগ্র অগ্নি লাগে ইহা দিয়া ছাইতে পারিবা না।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

সিগ্রগতি [স শীঘ্রগতি] *বিণ* দ্রুতগামী। 'সিগ্রগতি পাইল রনস্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিঘ্র [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* শীঘ্র। 'মোঙ্গল করিল কার্জ্জ লগ্ন সিঘ্র করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিঘ্রতর *বিণ* আরও শীঘ্র; দ্রুত। 'রথ চালাইয়া দেহ অতি সিঘ্রতর।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সিঙাড়া, সিঙ্গারা [স শৃঙ্গাটক] ১ *বি* মশলা মিশানো আলু, কপি প্রভৃতির পুর দেওয়া তেলে ভাজা খাদ্যবিশেষ। 'ছানাবড়া নিমকী ঘেওর সিঙ্গারা গজা খাজা খাস্তা বাদাম কিসমিস পেস্তা মোহনভোগ অদ্ভুত।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'সিঙাড়া আলুভাজা পটলভাজা যাই হোক না কেন।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* পানিফল; তিন কাঁটা বিশিষ্ট এক প্রকার জলজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফল। 'কচুরি সিঙাড়া, এমন-কি আলুর দম, সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'পুকুর থেকে সিঙাড়ার ফল কেউ কেউ তুলে নিয়ে চলে গেলে।' *জীবন*, ১৯৪২।

সিঙি [স শৃঙ্গী>] *বি* শিংমাছ; কাঁটাঅলা জিওল মাছবিশেষ। 'মাগুরের ছোট ভাই সিঙি নাম যার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সিঙ্গ[১] [স শৃঙ্গ] *বি* শিং। 'জমা পাড়রের সিঙ্গ চাতকের তুণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিঙ্গ[২] [স সিংহ] *বি* সিংহ। 'লোর সিঙ্গ অন্যজন বোলহ শৃগাল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সিঙ্গল [ই] *বিণ* একজনের পিছনে একজন এমন। 'সিঙ্গল লাইন।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিঙ্গা [স শৃঙ্গ>] *বি* ফুঁ দিয়ে বাজানোর জন্য বাঁশি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র; শিঙ্গা। 'প্রভাতে ভোজন করি সিঙ্গা বাজাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিঙ্গাদার [স শৃঙ্গ+ফা দার] *বি* শিঙ্গাবাদক। 'পণমুলে সিঙ্গাজোড় বেচে সিঙ্গাদারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিঙ্গাধ্বনি [স শৃঙ্গধ্বনি] *বি* বাঁশির শব্দ। 'সিঙ্গাধ্বনি করিবামাত্র এক একখানা পলো ও লাঠি হাতে করিয়া মুহূর্তমধ্যে ... ডাক ছাড়িতে থাকে।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩।

সিঙ্গানিয়া [স শিঙ্ঘাণ>] *বি* শিকনিযুক্ত নাসিকাওয়ালা ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিঙ্গার [স শৃঙ্গার] *বি* কেশ-বিন্যাস। 'মুকুর লই অব করই সিঙ্গার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিঙ্গার-পটার *বি* কেশবিন্যাস। 'গিয়ে দেখি তারা সব সিঙ্গার-পটার করছে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

সিঙ্গারবেত *বি* গাছবিশেষ। 'সেআকুল ডামাকুল সিঙ্গারবেত ... করিল খেত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিঙ্গারা *দ্র* **সিঙারা**

সিঙ্গাসন [স সিংহাসন] *বি* সিংহাসন। 'ভক্তি করি সম্ভাষিয়া দিল সিঙ্গাসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিঙ্গি[১] [স সিংহ] *বি* সিংহ। 'প্রতিমের নকল সিঙ্গি ভেঙ্গে ফেলে, আসল সিঙ্গি হয়ে বসা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'বাঘ সিঙ্গির নামে ডরাইলা?' *মানিক*, ১৯৩৬।

সিঙ্গিমামা [স সিংহ+স মামক] *বি* সিংহমামা। 'সিঙ্গিমামা কোথা থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সিঙ্গি[২], **সিঙ্গী** *বি* মাছবিশেষ। 'মনে সেই সিঙ্গি মাছে কাঁটার খোঁচা।' *কায়সার*, ১৯৬২; 'সিঙ্গীমাছ নড়িতেছে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

সিঙ্গিল [ই] *বিণ* ছোটো কাপের পরিমাণ। 'তখন ভেবে সিঙ্গিল চায়েরও রেস্ত থাকত না বলে রেস্তোরাঁয় ঢোকবার উপায় ছিল না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সিচা [স সিঞ্চন] *ক্রি* সেচন করা। 'সুনিতে অমৃত রসে সন্নির সিচয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

সি-চরণ [স শ্রীচরণ] *বি* পদপ্রান্ত। 'অধীনের নিবেদন আছে – আপনাদের সি-চরণে।' *তারা*, ১৯৪০।

সিজদা [আ সিজদাহ] *বি* (ইসলাম) দুই হাত, দুই হাঁটু, কপাল ও নাক মেঝেতে ঠেকিয়ে আল্লাহকে প্রণাম। 'তোমারে এবার মুগ্ধ আরববাসী সিজদা করিবে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সিজদা-মগ্ন [আ সিজদাহ+স মগ্ন] *বিণ* সেজদায় নিবিষ্ট। 'কেবলা রোকে সিজদা-মগ্ন হেজাজ সিপাইগণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সিজন[১] [স সৃজন] *বি* সৃজন। 'যা হোন্তে সিজন হৈল মানব দুর্লভ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সিজন[২] [ই] ১ *বিণ* ঋতুকালীন; মৌসুমি। 'সিজন ফুলের বীজগুলি নিয়ে ছড়াইয়া দিও ধীরে।' *জসীম*, ১৯২৭। ২ *বি* মৌসুম। 'পটলের সিজনটা কবে?' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সিজা, সিজানো [স সিদ্ধ>] *ক্রি* সিদ্ধ করা। 'ঢাকনি পাতিলে দিয়া সিজাইলুম।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সিজিল [আ সিজ্জিল] *বি* পারিপাট্য; ব্যবস্থা। 'বাঁধন নেই, শৃঙ্খলা – সিজিল কিচ্ছু নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সিএগন [স সজ্ঞান] *বিণ* চতুর। 'না বহসি তার তুহি সিএগনের কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিঞ্চন [স] ১ *বিণ* সিক্ত। 'আয়েষা মুখে সরবত সিঞ্চন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বি* বর্ষণ। 'বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সিঞ্চা [স সিচ্>] *ক্রি* সেচন করা। **সিঞ্চ** *ক্রি* সেচন করো। 'পানি ফুটি সিঞ্চ তোক্ষে না করিহ লাজে।' বড়ু, ১৪৫০। **সিঞ্চউ** *ক্রি* সিক্ত করি; সিঞ্চিত হোক। 'অমৃতে সিঞ্চউ দুই আখী।' বড়ু, ১৪৫০। **সিঞ্চহ** *ক্রি* সিঞ্চন করো। 'প্রেমসলিরধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **সিঞ্চি** *ক্রি* সেচন করি। 'ভক্তিকল্পতরু হইল সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **সিঞ্চিতে** *ক্রি* সিক্ত করতে। 'উদ্‌বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে সিঞ্চিতে তোমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **সিঞ্চিবেক** *ক্রি* সেচন করবে। 'কার বাপেঁ সিঞ্চিবেক আধ নাত্র পাণী।' বড়ু, ১৪৫০। **সিঞ্চিয়া** *ক্রি* সেচন ক'রে। 'সিঞ্চিয়া সিতল জল মাংসপিণ্ড কৈল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সিঞ্চিল** *ক্রি* সিঞ্চন করলো। 'সুনি রাজা যুধিষ্ঠির অমৃত সিঞ্চিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সিঞ্চিলা** *ক্রি* ঝরালো; সিঞ্চন করলো। 'আশ্বাসের বাক্য যেন অমৃত সিঞ্চিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **সিঞ্চিলেক** *ক্রি* সেচন করলেন। 'ততেক্ষনে সিঞ্চিলেক ব্যাস বাক্য সুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিঞ্চিত [স] *বিণ* জল ছিটিয়ে ভেজানো হয়েছে এমন। 'সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মতো নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সিঞ্জানী *বি* কনের সাজসজ্জা বাবদ বরপক্ষের কাছে দাবিকৃত অর্থ। 'টাকা পয়সা ধরোত্তলী, সিঞ্জানী, দেয়াগিরী, মাতুল সেলামী গ্রহণ।' *রওশন*, ১৯২৫।

সিট[১], **সীট** [ই] ১ *বি* আসন। 'নিজের সীটে যাবার পথে এক ব্যক্তির গায়ে ধাক্কা মারলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'আমারও একখানা গাড়ী আছে – বারো সৃ'তে একটি সীট।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'সামনের সিটে মাঝবয়সি মহিলা।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ২ *বি* মেসে ঘুমানোর নির্ধারিত বিছানা। 'আপন আপন সিটে লম্বা হইয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সিট[২] [ই] *বি* নকশা-করা ছাপানো কাপড়। **সিটের জামা** *বি* ছাপযুক্ত কাপড়ের জামা। 'সিটের জামা গায় পরে সে সেজেছে আজ নওশা নবীন।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সিটকে মিটকে [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* এলোমেলো পড়ে থাকা অবস্থায়। 'ওমা এ যে সিটকে মিটকে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিটি[1] [ধ্বন্যা] *বি* বাঁশির শব্দ। 'পরিপাটী সিটি বাদ্যোদ্যম করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সিটি[2]**, সিটী** [ই] *বি* নগরকেন্দ্র। 'পূর্ব্ব-মধ্য বিভাগকে সিটী বলে; এই স্থানটী দেখিয়া কলিকাতার বড়বাজারের কথা মনে পড়ে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সিটি-ফাদার [ই] *বি* নগরপাল। 'সিটি-ফাদারের চা খাবার পেয়ালায় কিংবা আর্ট ইস্কুলের রঙের বাটির মধ্যে জন্মায়নি।' *অবন*, ১৯২৫।

সিটে [স শিষ্ট] *বি* ফলের বর্জ্য অংশ। 'নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সিঠা [স শিষ্ট] *বি* টানটান বা শক্ত হয়ে আছে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিডিশন [ই] **১** *বি* রাজদ্রোহিতা। 'ইংরাজ সিডিশন-দমনের জন্য সর্বদা উদ্যত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এই সোজা কথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা সিডিশন।' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *বি* অবাধ্যতা। 'বস্তুত, সেটা ভৃত্যরাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৩** *বি* ক্ষোভ। 'কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সিডিসন *বি* রাজদ্রোহিতা। 'সিডিসন পরচার।' *রোকেয়া*, ১৯২২;

সিড়সিড় [ধ্বন্যা] *বি* শীত লাগার অনুভূতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিড়ি, সিড়ী [স শ্রেণী] **১** *বি* ঘরের কাছে পাথরের তৈরি বসার জায়গা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* সোপান। 'সিড়ীর নীচে এক ছড়া সোনার হার পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইল।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'তুমি আর অন্ধকার সিড়ি দিয়ে অমন করো যাওয়া আসা করো না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। *দ্র* **সিঁড়ি**

সিড়ী ভাঙ্গা *ক্রি* সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা। 'সিড়ী ভাঙ্গিয়া দোতালা, তেতালা, চৌতালা ... অন্বেষণ করিয়া বেড়ান।' *মধু*, ১৮৫৭।

সিত[1] [স] **১** *বিণ* শুক্ল। 'ই সে সিত ত্রয়োদশী খুড়্যা হইল স্বর্গবাসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সাদা। 'কেহ দেখিয়াছেন সিতবসনা পরী।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সিতপক্ষ [স] *বি* শুক্লপক্ষ। 'সিতপক্ষে জেমন বাড়েন শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিতবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* সাদা পোশাক পরিহিত। 'কেহ দেখিয়াছেন সিতবসনা পরী।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সিতাংশু [স] **১** *বি* সাদা আলোয় পূর্ণ চাঁদ। 'পূর্ণ-সিতাংশু-বিভাস বিকাশিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* সাদা আলোময় চাঁদের মতো। 'সংহত শরীরে দ্রাক্ষার সিতাংশু কান্তি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

সিতাভ [স] *বিণ* ঈষৎ প্রফুল্ল। 'অধরে সিতাভ হাসি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সিতাম্বর [স] *বিণ* সাদা পোশাক পরিহিত। 'নৈবেদ্য এনেছে অতিক্রমি কাশবন সিতাম্বর শ্যামল আশ্বিন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সিতাসিত [স] *বিণ* শুক্ল ও কৃষ্ণ। 'সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিত[2] [স শীত] *বি* শীত। 'জলেতে থাকীয়া সিতে বড় কষ্ট পাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিত বস্ত্র [স শীতবস্ত্র] *বি* শীতবস্ত্র; গরম কাপড়। 'বাবাজীর সিত বস্ত্র দোলাই বুটাদার ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সিতল [শীতল] *বিণ* শীতল। 'সিতল চন্দন আঙ্গে যুলাআ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিতা [স সীতা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সীতা; রামের স্ত্রী। 'সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিতাব [ফা শিতাব] *বিণ* দ্রুতগতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিতাবি *ক্রিবিণ* দ্রুতভাবে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিতার [ফা] *বি* বীণাজাতীয় তারের বাদ্যযন্ত্র; সেতার। 'বাঁশী সিতারের মিলিত সুরের খেলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

সিতি, সিথা, সিথি *দ্র* **সিঁথি**

সিদ, সিদারি *দ্র* **সিঁদ**

সিদা[1] [স সিদ্ধ] *বি* খাদ্যসামগ্রী। 'সিদা দেওনের ভাণ্ডারা ও কাঙগালি লোককে মাস২ খয়রাত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

সিদা[2] [হি সীধা] *বিণ* সরল। *ভবানী*, ১৮২৩।

সিদাসিদি *ক্রিবিণ* সোজাসুজি। 'সিদাসিদি, আড়াআড়ি, কোনাকুনি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সিদান [স সিদ্ধ>] *বি* রান্না করে খাওয়ার মত চাল, ডাল, নানা দ্রব্য দান। 'এহাতে সিদান লইতেঁ তুহ্মার জুআএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিদে[1] [স সিদ্ধ>] *বি* আহার্য দ্রব্যাদি। 'আমি সিদের বিষয় বিবেচনা করা যাবে বল্যেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সিদে[2] [হি সীধা] *ক্রিবিণ* সোজা। 'যে দিকে টেনে নে যায়, সেই দিকে যাই, – সিদে চ'লে চল।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

সিদেসাধা *বিণ* সাদাসিদে; সরল। 'আমার সোয়ামি ছিল সিদেসাধা মানুষ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সিদেসিদি *ক্রিবিণ* বরাবর। 'চোখের সিদেসিদি আর একটা রাস্তা গিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

সিদ্দি [স সিদ্ধি] *বিণ* সিদ্ধ। 'সিদ্দি হৈব কাম তুব্দি হয়ত সন্তোস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিদ্ধ[1] [স] **১** *বিণ* সাধনায় সফলকাম। 'দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ-ভারতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ঋষি। 'প্রলয় বুঝিআ সিদ্ধ ছাড়েন নিজস্থান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* নিষ্পন্ন। 'পড়এ সাধুর বালা ক খ আঠার ফলা আঙ্ক আস্ক সিদ্ধ বানান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* সফল। 'কাম্য কর্য়া সিদ্ধ হৈল মনের বাসনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৫** *বিণ* পূর্ণ। 'অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৬** *বিণ* প্রচলিত। 'লোক পরম্পরা মাত্র সিদ্ধ জনরব প্রযুক্ত স্ত্রী লোকের পাঠবিষয়ে দোষ জ্ঞান করিয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২। **৭** *বিণ* মীমাংসিত। 'তাহা প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ না হইলে নিশ্চিত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৮** *বিণ* ধর্মপরায়ণ। 'সিদ্ধ বংশ। এরূপ কর্ম্ম কটা লোকে করতে পারে।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **৯** *বিণ* প্রমাণিত। 'তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদাই সিদ্ধ করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সিদ্ধকাম [স] *বিণ* অভীষ্ট লাভে সফল। 'বিদরমান সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সিদ্ধগুরু [স] *বি* সাধনায় সফলকাম গুরু। 'তন্ত্রামৃতপান ও সিদ্ধগুরুর সঙ্গ।' *ফজলল*, ১৯১৩।

সিদ্ধদেহ [স] *বি* পবিত্র দেহ। 'সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিদ্ধপুরুষ [স] **১** *বি* সাধনায় সফলকাম মানুষ। 'পর্ব্বতে গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধ পুরুষ বসতি করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* সাধু। 'কোনো সিদ্ধপুরুষ যদি ওকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২৯।

সিদ্ধমনোরথ [স] *বিণ* অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে এমন। 'সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

সিদ্ধমন্ত্র [স] *বি* সিদ্ধি প্রদানকারী মন্ত্র। 'বিচারি নানা তন্ত্র দিলেন সিদ্ধমন্ত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিদ্ধযোগী [স] *বিণ* সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছে এমন। 'পরমপুরুষ সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সিদ্ধহস্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত দক্ষ। 'বর্শা নিক্ষেপে সেই ব্যক্তি সবিশেষ শিক্ষিত এবং সিদ্ধহস্ত।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সিদ্ধা [স] *বি* ঋষি। 'সিদ্ধার শরীরে যদি ক্রোধ উপজিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সিদ্ধাঙ্গনা [স] *বিণ* সাধু রমণী। 'কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সিদ্ধাচার্য [স] *বি* সাধনগুরু। 'বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধনার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

সিদ্ধার্থ [স] *বি* সাধনার ধন। 'সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সিদ্ধাসিদ্ধ [স] *বিণ* প্রমাণিত। 'আমাদের রান্না জর্মনদের কাছে এখনো ভগবানেরই ন্যায় সিদ্ধাসিদ্ধ কিছু নন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিদ্ধ[2] *বিণ* তাপে ফোটানো বা রান্না করা। 'দেখিলেক সিদ্ধ ধান্য মেলিছে অঙ্কুরে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সিদ্ধপক্ব [স] *বিণ* গরম পানিতে রান্না করা; সিদ্ধ করা। 'আর সন্ধ্যাকালে সিদ্ধপক্ব আতপতণ্ডুলের অন্ন আহার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সিদ্ধান্ন [স] *বি* সিদ্ধ চালের ভাত। 'ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্ল-মল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সিদ্ধান্ত[1] [স] ১ *বি* মত। 'তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মীমাংসা। 'সিদ্ধান্ত করএ কেহ করে পূর্বপক্ষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* মনের কথা। 'পশুর সিদ্ধান্ত বুঝি কহ মনুষ্যেরে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* বিচার-বিশ্লেষণ। 'ইহা সিদ্ধান্ত অপেক্ষা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৫ *বি* স্থির ধারণা। 'বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সিদ্ধান্তজ্যোতিষ [স] *বি* জ্যোতির্বিজ্ঞান। 'অধুনাতন তত্ত্বপরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সিদ্ধান্তানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* মত অনুসারে। 'কমিটির সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

সিদ্ধান্তিত [স] ১ *বিণ* সাব্যস্ত। 'ঐ পক্ষ একক্ষণে অসুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* মীমাংসিত। 'কোন কল্পনাসিদ্ধান্তিত ব্যাপারকে অভ্রান্ত সত্যবৎ বর্ণনা করিবার অধিকার তাঁহাদের অবাধ ও অব্যাহত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* বিবেচিত। 'হাসিলে দণ্ডবিধির কোন ধারায় অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

সিদ্ধান্ত[2] [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। 'কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সিদ্ধান্তশিরোমণি [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

সিদ্ধান্তশেখর [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

সিদ্ধি[1] [স] ১ *বি* সাফল্য। 'নিজ মনোরথ সিদ্ধি তখনি জানিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* পূর্ণ। 'যাঁর স্মৃত্যে সিদ্ধি হয় বাঞ্ছিত সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* সফল। 'সিদ্ধি হৈব কাম তুমি হয়ত সন্তোষ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'যদি সিদ্ধি হয় তবে শ্রম সফল হয়।' *গৌর*, ১৮২২; 'নিজ দর্পণে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা সিদ্ধি করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৪ *বি* জ্ঞান। 'আঙ্ক আঙ্ক সিদ্ধি শিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সিদ্ধিকামী [স] *বিণ* সফলতা প্রত্যাশাকারী। 'ক্লাসিক মানুষ ঐতিহ্যের অনুকর্ষে মার্জিত, রোমান্টিক মানস স্বকীয়তার স্বাক্ষরে সিদ্ধিকামী।' *শিব*, ১৯৫০।

সিদ্ধিদাতা [স] ১ *বি* হিন্দুদেবতা গণেশ। 'সিদ্ধিদাতা শুভময়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* সফলতাদায়ক। 'বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সিদ্ধিদাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* সফলতা দেয় এমন। 'বীণা-বিধাত্রী সিদ্ধিদাত্রী মানস-তামস-নাশিনী মা!' *নজরুল*, ১৯২২।

সিদ্ধিবর্তিকা, সিদ্ধিবর্তিকা [স] *বি* বিজয়ের আলোকবর্তিকা। 'হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধিবর্তিকা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সিদ্ধিবিধায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* সাফল্য দানকারী। 'সিদ্ধিবিধায়িনী দনুজদলনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সিদ্ধিমন্ত্র [স] *বি* মোক্ষলাভের মন্ত্র। 'কোন তীর্থে কোন তপ/ কোন সিদ্ধিমন্ত্র জপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিদ্ধিলাভ [স] *বি* সফলতা অর্জন। 'বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'দারাশিকো সংস্কারবর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সিধী [স সিদ্ধি] *বি* সিদ্ধি। 'আজি হয়িব মোর কাজের সিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিদ্ধি[2] *বি* গাঁজাজাতীয় মাদক দ্রব্য; ভাঙ। 'দোকতা কড়া গাঁজা চরস সিদ্ধি আদি যত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সিদ্ধিপান [স] *বি* ভাঙসেবন। 'শৈবরা জলমিশ্রিত বিজয়া অর্থাৎ সিদ্ধিপানের ন্যায় বিজয়া ধূমপান করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সিধা[1] [স সিদ্ধা] ১ *বি* সিদ্ধপুরুষ। 'প্রচাত ক্রেপার শাস্ত্রের তিন সিধা আমারা আসিয়া কলিরে হারাইবেক।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* সহজ-সরল। 'তখনো আমি সিধা ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সিধে [স সিদ্ধা] ১ সোজা। 'একটিমাত্র সিধে রাস্তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রিবিণ* খোলাখুলি। 'হেঁয়ালিটা ছেড়ে কথা কও সিধে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *ক্রিবিণ* সোজা পথে। 'তর্ক করে বিচার করে, অল্প লোক সিধে থাকতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সিধে করা *বি* সোজা করা; শিক্ষা দেওয়া। 'তোমার বন্ধু বাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সিধেসাধা *বিণ* সাধারণ। 'সিধেসাধা গোবেচারা মানুষ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সিধে হওয়া ১ *ক্রি* যথার্থ শিক্ষা লাভ করা। 'তোমার পিঠ লাল করব, তবে তুমি সিধে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ২ *ক্রি* সোজা হওয়া;

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাড়া হওয়া। 'সুদীর্ঘ গুঁড়ির উপর সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।' *রবীন্দ্র, ১৯২৯।*

সিধ্যাগন [স সিদ্ধাগণ] *বিণ* সিদ্ধাগণ। 'সিধ্যাগন বচনে প্রমাণ আদরিল।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

সিধা[১] [স সিদ্ধ] *বি* সিদ্ধ করে খাওয়ার মতো চাল, ডাল, ঘি, লবণ, আলু ইত্যাদি ভোজ্য। 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে নিমন্ত্রণপত্র ও সিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ, ১৮১৮।*

সিধে [স সিদ্ধ>] ১ *বি* সিদ্ধ করে খাওয়া যায় এমন খাদ্য সামগ্রী। 'রাজবাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে ফুলছ।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৯;* 'রাজবাড়ি থেকে প্রকাণ্ড সিধে এসেছিল।' *প্রমথ, ১৯৩১।* ২ *বি* উপহার হিসেবে দেয় খাদ্য সামগ্রী। 'উল্টোগাধায় চড়ে সিধে নিয়ে চলেছে।' *জীবন, ১৯৪৮।*

সিধেপত্তোর [স সিদ্ধ>] *বি* সিদ্ধ করে খাবার যোগ্য চাল-ডাল ইত্যাদি আহার্য সামগ্রী। 'পুজোবাড়ির সিধেপত্তোর সব দিয়ে আসবে।' *বিমল, ১৯৫৩।*

সিন[১] [স যেন] *অব্য* যেন। 'তুমিই সিন পায় রাখতে চাও না।' *দীনবন্ধু, ১৮৬৭।*

সিন[২]**, সীন** [ই] ১ *বি* দৃশ্য। 'ছুরি-মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন।' *বঙ্কিম, ১৮৭৫;* 'ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার, সীন আঁকবার।' *অবন, ১৯৪১।* ২ *বি* নাট্যমঞ্চের পর্দা। 'কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল।' *শরৎ, ১৯১৭।*

সিনারি [ই] *বি* দৃশ্য। 'রাঁচির নাচারাল সিনারি শুনেছি সুবিখ্যাত।' *শিবরাম, ১৯৭০।*

সিনজুরি *বি* গাছবিশেষ। 'সিনজুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে ...।' *মানিক, ১৯৩৭।*

সিনা, সীনা [ফা] *বি* বক্ষঃস্থল। 'এমাম শির বরাবর কি সিনা বরাবর দাঁড়াইবেন।' *মনসুর, ১৯৩৫;* 'তোমার সীনা চিড়িয়ার।' *মুজতবা, ১৯৬৬।*

সিনাকলিজা [ফা সিনা+হি কলেজা] *বি* পশু বা পাখির রান্না করা বুকের মাংস ও কলিজা। 'তিন থালা মুর্গী-রোস্ট, তিন থালা সিনাকলিজা।' *মুজতবা, ১৯৪৯।*

সিনান [স স্নান] *বি* স্নান। 'কাহার ফলিল পুষ্কর পুন্য সিনান।' *বড়ু, ১৪৫০;* 'ধারাযন্ত্রে সিনান করি যত্নে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯১৪।*

সিনান-শুচি [স স্নান-শুচি] *বিণ* স্নানে পবিত্র। 'সিনান-শুচি স-যৌবনা রোমাঞ্চিত ধরা।' *নজরুল, ১৯২৫।*

সিনায়া [স স্নান>] *ক্রি* স্নান করা। 'সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে।' *বড়ু, ১৪৫০।* **সিনায়লোঁ** *ক্রি* স্নান করলাম। 'অমিয়া সরোবরে সাধে সিনায়লোঁ সংসয় পড়ল পরান।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।* **সিনায়িল** *ক্রি* স্নান করালো। 'সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে।' *বড়ু, ১৪৫০।*

সিনিক [ই] *বি* নেতিবাদী। 'এতে মানুষ সিনিক হয়ে যায়।' *ধূর্জটি, ১৯৩১;* 'তার মতো সিনিকের কাছেও চাঁদের আলো জগতের আর সব আলোর মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠল।' *মানিক, ১৯৩৫।*

সিনিক্যাল [ই] *বিণ* নেতিবাদে বিশ্বাসী। 'আমাদের দেশটাই একটু সিনিক্যাল হয়ে পড়ছে নাকি?' *ধূর্জটি, ১৯৩১।*

সিনিজম [ই] *বি* নেতিবাদ। 'সিনিজম হলো একপ্রকারের মৃত্যু।' *ধূর্জটি, ১৯৩১।*

সিনিয়র ,সীনিয়র, সিনিয়ার [ই] ১ *বিণ* প্রধান কর্মকর্তার পদপ্রাপ্ত। 'সিনিয়র অর্থাৎ প্রধান পদ প্রাপ্ত।' *বঙ্গদূত, ১৮২৯।* ২ *বিণ* অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 'বাজিতপুরের সিনিয়র উকিল।' *মানিক, ১৯৩৬।* ৩ *বিণ* পদমর্যাদায় জ্যেষ্ঠ; ঊর্ধ্বতন। 'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সবচেয়ে সীনিয়র।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৬;* 'ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়ার এপ্রেন্টিস।' *মুজতবা, ১৯৫২।*

সিনেট [ই] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সভা। 'সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য-সংখ্যা।' *মোহাম্মদী, ১৯৩৫।*

সিনেটর [ই] *বি* সিনেটের সদস্য। 'সিনেটরগণ তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে ... সম্মান প্রদর্শন করেন।' *বেগম, ১৯৫১।*

সিনেমা [ই] ১ *বি* চলচ্চিত্র। 'এবার জাহাজে সিনেমা অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। ... এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্বসাধারণের একটা প্রকাণ্ড নেশা।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫।* ২ *বি* চলচ্চিত্র প্রদর্শনের হল। 'এই কয় বছরের মধ্যে ... ৩০টি সিনেমা শহরে এবং ৪৬টি গ্রামে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯৩১।*

সিনেমাওয়ালা [ই সিনেমা+হি ওয়ালা] *বি* চলচ্চিত্রকার। 'তাঁর সময়ে সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের ...।' *রবীন্দ্র, ১৯২৯।*

সিনেমা-ছবি *বি* চলচ্চিত্র। 'সিনেমা-ছবিতে গ্রামোফোনের ধ্বনিতে যে-বুদ্ধকে পাওয়া যেতে পারে সে তো ক্ষণকালের বুদ্ধ।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫।*

সিনেমা-নটী *বি* চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। 'সিনেমা-নটীর ছবি নিয়ে দুই দলে রূপের তুলনা-দ্বন্দ্ব চলে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৯।*

সিনেমাশোভন [ই সিনেমা+স শোভন] *বিণ* সিনেমাহেতু জনপ্রিয়। 'রাস্তা দিয়ে কে পথিক সিনেমাশোভন গান হেঁকে চলে যায়।' *মান্নান, ১৯৬৮।*

সিনেমাহল [ই] *বি* চলচ্চিত্র প্রদর্শনের হল; প্রেক্ষাগৃহ। 'রাস্তাঘাটে, সিনেমাহলে ... সর্ব্বত্রই ভোগ করতে হচ্ছে মেয়েদেরকে অনেক রকম অসুবিধা।' *বেগম, ১৯৪৮।*

সিনেমা হাউস [ই] *বি* ছবিঘর; সিনেমাহল; প্রেক্ষাগৃহ। 'সিনেমা হাউসের সামনে এসে থামল।' *জীবন, ১৯৩২।*

সিনেহ [স স্নেহ>] *বি* স্নেহ। 'হরি হরি দারুন তোহারি সিনেহ।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

সিন্ডিকেট [ই] *বি* কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সভা। 'সেনেট ও সিন্ডিকেট ... সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি।' *রবীন্দ্র, ১৯০৮।*

সিন্দ [স সন্ধি>] *বি* সিঁধ। 'সিন্দ ডাকা চুরি কৈল্য কোন জনার ঘরে।' *রূপরাম, ১৭৫০।*

সিন্দাওন *বি* প্রবেশ করা; ঢোকা। *ওর্সা, ১৭৮৫।*

সিন্দুক [আ সন্দুক] ১ *বি* লোহার তৈরি বাক্সবিশেষ; পেটিকা। *মানোএল, ১৭৪৩;* 'রাখিছে তোমার ঘরে সিন্দুক ভিতরে।' *গরীব, ১৭৬৫।* ২ *বি* অর্থভাণ্ডার। 'তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবেন।' *বঙ্কিম, ১৮৭৯।*

সিন্দুকচা [আ সন্দুক] *বি* ছোটো সিন্দুক। *মানোএল, ১৭৪৩।*

সিন্দুবার *বি* গাছবিশেষ। 'সিন্দুবার, শিরীষ, অর্জুন ... তরুতে শ্যামায়মান।' *বিভূতি, ১৯৩১।*

সিন্দুরী *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সিন্দুরী রাগিণী গাহি তার পাছে ছিরি।' *আলাওল, ১৬৮০।*

AMARBOI.COM

সিন্দুর [স] **১** *বি* সিঁদুর। 'মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিশের সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* রক্তিম চিহ্ন। 'লোহিত কমলকরে পূরবের দ্বার খুলিয়া, 'সিন্দুর দিল সীমন্তে উষার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সিন্দুর [স সিন্দুর] *বি* সিঁদুর। 'কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শিরেত সিন্দুর সুর গুরুতর/ হেরিতে না পারে আশ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সঙ্খ সিন্দুর আদি জতয় কঙ্কন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিন্দুরিআ [স সিন্দুর>] *বিণ* সিঁদুরের মতো রাঙা। 'সিন্দুরিআ মেঘ নদ আইল দ্রুতপদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিন্দুরিয়া [স সিন্দুর>] *বিণ* লাল রঙের। 'সিন্দুরিয়া মেঘ হয়ে আসমানে রহিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সিন্দুরচর্চিত [স] *বিণ* সিঁদুর দ্বারা নিয়মিত রঞ্জিত। 'তাম্রশাসনখানি ঐতিহাসিকদের হাতে পড়িয়া সিন্দুরচর্চিত এবং পূজিত হইতেছে না।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সিন্দুররঞ্জিত [স] *বিণ* সিঁদুররাঙা। 'সেটিও সিন্দুররঞ্জিত, অধিকতর পিশাচ স্বভাবের।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সিন্দুরলিপ্ত [স] *বিণ* সিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত। 'বিলাতি কাগজে মুদ্রিত লিপিকে সিন্দুরলিপ্ত করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সিন্দুরসিক্ত [স] *বিণ* সিঁদুর রাঙানো। 'সিন্দুরসিক্ত মুখটা বুকের ওভারকোটের ভিতর।' *জীবন*, ১৯৩১।

সিন্ধ [স সন্ধি] *বি* সিঁধ। 'তোমার জন্য এক তাল মানুষের ঘরে সিন্ধ দিয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সিন্ধি, সিন্ধী **১** *বি* সিন্ধুর অধিবাসী। 'লাহোরী মুলতানী হিন্দি কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* সিন্ধু প্রদেশের ভাষা। 'দেশী ভাষা পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু, বলোচী এবং ব্রাহুই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'এদের নিজ নিজ মাতৃভাষাও রয়েছে – যেমন : সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পস্তু ও বেলুচ।' *বেগম*, ১৯৫২।

সিন্ধীভাষী *বিণ* সিন্ধি ভাষা ব্যবহারকারী। 'সিন্ধীভাষী, পস্তুভাষী ... জনগণের উপর ঐ দুটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

সিন্ধু[1] [স] **১** *বি* সাগর। 'চন্দ্র সূর্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশবিশেষ। 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৩** *বি* ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীবিশেষ। 'হিমালয় পর্ব্বত বেষ্টনপূর্ব্বক সিন্ধুনদী উৎক্রমণ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সিন্ধুকূল [স] *বি* সাগরের তীর। 'সিন্ধুকূলে আমরা শুনি ভাঙা ঢেউয়ের তান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'কেন আমায় আনলি মাগো মহাবাণীর সিন্ধুকূলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সিন্ধুগর্ভ [স] *বি* সমুদ্রের তলদেশ। 'নিম্নে জাগে সিন্ধুগর্ভ স্তব্ধ অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সিন্ধুঘোটক [স] *বি* সমুদ্রের প্রাণীবিশেষ। 'দেখা গিয়াছে সিন্ধুঘোটক শিকারী কর্ত্তৃক আহত হইলে, একবার জলমগ্ন হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সিন্ধুচিল [স সিন্ধু+চিল] *বি* সমুদ্র এলাকায় বিচরণকারী চিলবিশেষ; অ্যালবাট্রস। 'সিন্ধুচিল – মক্ষিকারা ছাড়া তাহা জানে নাকো কেউ।' *জীবন*, ১৯৩০।

সিন্ধুজল [স] *বি* সমুদ্রের জল। 'বায়ু বৈছে সিন্ধুজলের হরয়ে এক কণা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হাঁকছে বাদল ঘিরিঘিরি নাচছে সিন্ধুজল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সিন্ধু-ডাকাত [স সিন্ধু+ডাকাত] *বি* সাগর পাড়ের ডাকাত; ব্রিটিশ। 'তোরা করিস লাঠালাঠি (আর) সিন্ধু-ডাকাত লুঠছে ধান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সিন্ধুতরঙ্গিত [স] *বিণ* সাগরের ন্যায় কল্লোলিত। 'কত সিন্ধুতরঙ্গিত ছন্দ ভরে ...' *সুকুমার*, ১৯২০।

সিন্ধুতীর [স] *বি* সমুদ্রের কূল। 'সিন্ধুতীর স্থান অতি রম্য মনোহর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সিন্ধুনদ [স] *বি* প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার অববাহিকায় অবস্থিত বিখ্যাত নদ। 'পশ্চিমের নদী সিন্ধুনদের সঙ্গে মিশে ...' *প্রমথ*, ১৯২৫।

সিন্ধু-নীর [স] *বি* সমুদ্রের জল। 'লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল তথিতে সিন্ধু-নীর।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সিন্ধু-'পরে *ক্রিবিণ* সাগরের উপরে। 'উর্মিময় সিন্ধু-'পরে, তরীখানি যেতেছিল ধীরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সিন্ধুপার [স] *বি* সাগরের ওপার। 'তুমি থাকো সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সিন্ধুপোত [স] *বি* সমুদ্রের জাহাজ। 'বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত ওরা যেন তব পোষা কপোতী-কপোত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সিন্ধু-বেলা *বি* সাগরের উপকূল। 'শূন্য মরুময় সিন্ধু- বেলাতে, বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র খেলাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সিন্ধু-মাঝে *ক্রিবিণ* সাগরের মধ্যে। 'সেই সিন্ধু-মাঝে সূর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সিন্ধুরাজ [স] *বি* সমুদ্র। 'করিয়াছ বিদ্রোহ ঘোষণা, সিন্ধুরাজ, কোন রাজকুমারীর লাগি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সিন্ধুরেখা [স] *বি* সমুদ্রের জলের চিহ্ন। 'কোথায় তার নীলুকরি জল, কোথায় দূর-দূরান্তের সিন্ধুরেখা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সিন্ধু-লহর [স] *বি* সাগরের ঢেউ। 'সিন্ধু লহর মাঝে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিন্ধুশকুন [স] *বি* সামুদ্রিক পাখিবিশেষ। 'সিন্ধুশকুন উড়ে গেল কূলে আপন কুলায় পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সিন্ধু-শকুন বসিত না আসি ভিড় করে আজ নদীতীরে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সিন্ধুসারস [স] *বি* সমুদ্রচারী বকজাতীয় পাখিবিশেষ। 'হে সিন্ধুসারস।' *জীবন*, ১৯৪৪।

সিন্ধুস্নান [স] *বি* সমুদ্রস্নান। 'রঘুনাথে কহে যাঞা কর সিন্ধুস্নান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিন্ধু[2] [স] *বি* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী সিন্ধু – তাল জৎ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সিন্ধু-কাফি *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সিন্ধুকাফি যৎ।' *নজরুল*, ১৯৩২। 'ওর গান বলছে সিন্দু-কাফির সুরে – চলে যাবি এই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সিন্ধুছড়া *বি* সঙ্গীতের রাগবিশেষ। 'রামকিরী সিন্ধুছড়া ছত্রিশ রাগিণী চূড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সিন্ধুড়া *বি* কাফি ঠাটের ঔড়ব সম্পূর্ণ রাগ (কানাড়া জাতীয়)। 'সিন্ধুড়া রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিন্ধু-বারোয়াঁ *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'হঠাৎ সন্ধ্যায় সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগে তান, সমস্ত আকাশে বাজে অনাদি কালের বিরহবেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সিন্ধু-ভৈরবী *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সিন্ধু-ভৈরবী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সিন্ধুরা *বি* (সংগীত) রাগের নাম। 'সিন্ধুরা বা আশাবরি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সিন্ধোড়া *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'সিন্ধোড়ারাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিন্ধুক [আ সন্দুক] *বি* বড় আকারের মজবুত এক ধরনের বাক্স। 'কেমন সন্ধান করে করে সিন্ধুক ভেঙে নিয়ে এসেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সিন্ধুবার *বি* শ্বেত নিসিন্দা গাছ। 'ধুধুর মধুর সিন্ধুবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিন্দুর [স সিন্দুর>] *বি* সিঁদুর। 'সভানের ললাটে দেখী সিন্দুর উঝল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিন্নি, সিন্নী [ফা শীরীনী] *বি* চাল ও মিষ্টিসহযোগে রান্না করা মিষ্টান্ন; পীরের উদ্দেশে নিবেদিত ভোগবিশেষ। 'সত্যপীরের সিন্নি।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'দরগাতলা দুগ্ধে ভাসে, সিন্নী আসে ভাড়ে।' *জসীম*, ১৯২৯।

সিপ [স সীপ] *বি* পূজায় ব্যবহৃত এক ধরনের চামচ। 'পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপে গন্ধ গঙ্গাজল সিপে দান করে কনক বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিপন্থ *বি* সুগন্ধিবিশেষ। 'লোবান সিপন্থ আর আবীর আতর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিপসরকার [ই শিপ+ফা সরকার] *বি* অন্যায় উপার্জনকারী (জাহাজ বন্দরে ভিড়লে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহকারী কোম্পানির কর্মচারী, যারা বেতনের বাইরে অন্যায় আয়ও করে)। 'সেকসন লেখা কেরাণির মত কলুর ঘাণির বলদ বদলি হলে, পাগড়ি বাঁধা দলের প্রথম উসুল ... সিপসরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সিপাই [ফা সিপাহী] **১** *বি* অশ্বারোহী। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* ফৌজী বাহিনীর সদস্য। *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'তার পেচোনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরোয়ান, হরকরা, সেপাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি – *বি* ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের পর ঢাকার তাঁতিরা নতুন ফ্যাশনের যে শাড়ি তৈরি করে। 'সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সিপাই সরওয়ার *বি* অশ্বারোহী সৈন্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সিপারা [ফা সিপারাহ] *বি* কোরানের অধ্যায়বিশেষ। 'মালুর চলছে কোরান শরিফের দ্বিতীয় সিপারা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সিপাহসালার *বি* সেনাপতি। 'প্রিয় মন্ত্রী মারওয়ানকে সেই যুদ্ধে সিপাহ-সালার পদে বরণ করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'শোন সিপাহসালার কামাল ভাই-এর কালাম।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিপাসালার [ফা সিপাহীসালার] *বি* সেনাপতি। 'আছে দীন, নাই সিপাসালার/ আছে শাহি তখত, নাই মালিক।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সিপাহী, সিপাহি [ফা] *বি* সৈন্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'কাবুলে সিপাহিব্যারাকে রাত জেগে আলোচনা করছে সিপাহিরা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সিপাহী অভ্যুত্থান [ফা সিপাহী+ই অভ্যুত্থান] *বি* ১৮৫৭ সালে সংঘটিত নানা সাহেব-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সৈন্যদের বিদ্রোহ। 'সিপাহী অভ্যুত্থানই তার সর্বপ্রধান উদাহরণ।' *উমর*, ১৯৬৮।

সিপাহীবিদ্রোহ [ফা সিপাহী+ই বিদ্রোহ] *বি* ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকদের বিদ্রোহ। '১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ হয়।' *রাজনারায়ণবসু*, ১৯০৯।

সিফাই, সীফাই [ফা সিপাহী] *বি* সৈনিক; ফৌজি বাহিনীর সদস্য। 'হুজুরে সিফাই সব আছে করো জুড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; *ক্যালগে*, ১৭৮০।

সিফাহী [ফা সিপাহী] *বি* সৈনিক। 'সিফাহী পলটন দুই তোপ লইয়া নবাব বাটীর চকে উপস্থিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সিপি, সিপী [স সীপ] *বি* ঝিনুক। 'সিপী জলে সতত করয় সিন্ধু স্নান।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সিপি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিফত, সিফৎ [আ] **১** *বি* মহিমা। 'পয়গাম্বরের সিফৎ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* মাহাত্ম্য। 'তাহান সিফত আহ্মি শুনিয়াছি সার।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিফাৎ [আ] *বি* গুণ। 'আর কোন সিফাৎ চাইনে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সিফর [আ সিফ্‌র] *বি* ঢাল। 'মারিলেক জুলফিকার সিফর উপর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিফরা *ক্রি* কাঁপা। 'সিফরিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিফরানো *ক্রি* কাঁপানো। 'সিফরাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিব [স শিব] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'তবে সে জাইতে পারি সিবের পাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিবা [স শিবা] *বি* শৃগালী। 'সিবা সত সঙ্কট গহন গভিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিবানি *বি স্ত্রী* শৃগাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সি-বিচ [ই] *বি* সমুদ্র সৈকত। 'বোর্ণমাথ সি-বিচে আমার মতো রঙিন চামড়ার লোক খুব কমই দেখলাম।' *হাই*, ১৯৫৮।

সিবিল [ই] **১** *বিণ* বেসামরিক। 'সিবিল কিম্বা মিলিটারি চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বিণ* সরকারি। 'কতকগুলিন সিবিল সরবেণ্ট কর্তৃক এক কমিটি রচনা করা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। দ্র **সিভিল**

সিবিল সরবেণ্ট [ই] *বি* সরকারি ঊর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা বা কর্মচারী। 'কতকগুলিন সিবিল সরবেণ্টকর্তৃক এক কমিটি রচনা করা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

সিবিল সারজন [ই] *বি* জেলার প্রধান সরকারি চিকিৎসক। 'গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই কর্ম্মে হুগলির এক জন সিবিল সারজনকে অর্পণ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সিবিল সার্বিস, সিবিল সার্ব্বিস [ই] *বি* সরকারের উচ্চপদস্থ বেসামরিক চাকরি। 'সিবিল সার্ব্বিসের সাহেবদিগকে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সিবিলিয়ন [ই] *বিণ* ইংরেজ আমলের সরকারি উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা। '... সিবিলিয়ন সাহেবেরা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ হইতে বহিষ্কৃত হইলেই আমারদিগের ধনপ্রাণের কর্ত্তা হইয়া বসেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

সিভিক সেন্স [ই] *বি* নাগরিক বোধ। 'কমুনিটি সেন্স আছে কিন্তু সিভিক সেন্স নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

AMARBOI.COM

সিভিল [ই] ১ *বিণ* দেওয়ানি। 'এক দফা ক্রিমিন্যাল, আর এক দফা সিভিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* আদালতে সম্পাদিত। 'সিভিল বিবাহের আইন পাস হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বিণ* বেসামরিক। 'সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৬৫।

সিভিল ওয়ার [ই] *বি* গৃহযুদ্ধ। 'এক পক্ষ কাল হিন্দু-মুসলমানের সিভিল ওয়ার সম্ভবপর।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সিভিল কোর্ট [ই] *বি* দেওয়ানি আদালত। 'একজন সিভিল কোর্টের পেয়াদা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০

সিভিল ডিফেন্স [ই] *বি* বেসামরিক প্রতিরক্ষা। 'সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৬৫।

সিভিল বাহিনী [ই সিভিল+স বাহিনী] *বি* সরকারি আমলা। 'সিভিল বাহিনী, কি এত কসুর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সিভিল বিবাহ [ই সিভিল+স বিবাহ] *বি* আদালতে সম্পাদিত আইনসিদ্ধ বিবাহ। 'সিভিল বিবাহের আইন পাস হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সিভিল সার্জন [ই] *বি* জেলার প্রধান সরকারি চিকিৎসক। 'সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সিভিল সার্জন করিয়াছিল কচু।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সিভিল সার্ভিস [ই] *বি* সরকারি বেসামরিক উচ্চপদস্থ চাকরি। 'সেদিন ব্রাইট সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে ... দরখাস্ত দাখিল করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সিভিলিয়ান [ই] *বি* ইংরেজ আমলের উচ্চপদস্থ বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা (আইসিএস)। 'আমি যদি ব্যারিস্টার কিংবা সিভিলিয়ান হয়ে আসতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সিভিলিজেশন [ই] *বি* সভ্যতা। 'সিভিলিজেশন সস্তা জিনিস নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সিম [স শিম্ব] *বি* শীতকালে জন্মানো সবজিবিশেষ। 'বার্তাকু নিমেতে সিম করিল সুপাক।' *রূপরাম*, ১৭৫০। দ্র **শিম**

সিমইল [স শিম্বলী] *বি* শিমুল। 'দন্ত সিমইলের ফুল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সিমলি [স শিম্বলী>] *বি* এক প্রকার তুলাগাছ। 'সিমলি পলাস সত গুয়া জলপাই কত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিমুলি [স শিম্বলী>] *বি* শিমুল। 'সিমুলি ছাতিন আঙ্গনা নিম পারুলি দেবদারু মারুল্যা সিম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিমন্তিনী [স সীমন্তিনী] *বি* সধবা নারী। 'সিমন্তিনী লইয়া কেশ সাজাইয়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সিমপ্যাথি, সিম্প্যাথি [ই] *বি* সমবেদনা। 'আমাদের উপর তাদের কানাকড়ির সিম্প্যাথি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সিমপ্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড়ো বেশি হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সিমপ্যাথেটিক [ই] *বিণ* সমব্যথী। 'আমি সিমপ্যাথেটিক গ্র্যান্ড পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সিমফনি, সিম্ফনি [ই] *বি* অর্কেস্ট্রার জন্যে রচিত তিন-চার ভাগে বিভক্ত দীর্ঘ সঙ্গীতসৃষ্টিবিশেষ। 'তাঁর শেষ কটি সিমফনি।' *মুজতবা*, ১৯৫৯; 'রক্তের নাচে শুরু হবে সিম্ফনির সুর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

সিমা [স সীমা] *বি* শেষ। 'রূপের অবধি তুমি গুনের সে সিমা।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিমাবন্দি [স সীমা-বন্দী] *বিণ* সীমার মধ্যে; সীমানা দিয়ে চিহ্নিত। *ডানকান*, ১৭৮৪।

সিমুম [আ সমূম] *বি* মরুভূমির ভয়াবহ বালুঝড়। 'আজও ভ্রমে বর্বর সিমুম সেথা সাহারা-গোবিতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১; 'একেবারে সাহারা থেকে সিমুম হাওয়া বয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সিমূম [আ সমূম] *বি* সাইমুম; মরুভূমির ভয়াবহ বালুঝড়। 'কেটে যায় ঈশানঝঞ্ঝায় দুরন্ত সিমূম কালের খেলায়।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

সিমেন্ট [ই] *বি* দালান তৈরিতে ইট জোড়া লাগানোর জন্য বালির সঙ্গে মেশানো এক প্রকার গুঁড়া; বিলাতি মাটি। 'সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'জুতোটা সিমেন্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সিম্পাঞ্জী [ই] *বি* আফ্রিকার বানরবিশেষ। 'জিরাফ আসে ১৮৩৪ সালে। সিম্পাঞ্জী, জলহস্তী ও সাপ ১৮৫০-এ।' *হাই*, ১৯৫৮। দ্র **শিম্পাঞ্জি**

সিম্পোজিয়াম [ই] *বি* আলোচনা সভা। 'মহিলাদের ভূমিকা শীর্ষক এক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৬; 'এক সিম্পোজিয়ামের প্রধান অতিথি ছিলেন ...।' *বেগম*, ১৯৬৮।

সিম্বলিস্ট [ই] *বি* প্রতীকবাদী। 'একে বোধহয় সিম্বলিস্ট বা প্রতীকতন্ত্রী আখ্যা দিলে বিশেষ ভুল হবে না।' *শিব*, ১৯৭৩।

সিয়র [স শিখর] *বি* শিয়র। 'তার উরে দিলো মো সিয়রে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিয়লি [স শৈবাল>] *বি* শৈবাল। 'সিয়লিতে সোডে সরবর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিয়া [ফা সিয়া] *বিণ* কালো। 'দেখিলাম সিয়া মুখ কান্দে জারে জার।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিয়াই *বি* লেখার কালি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিয়াপোস *বি* কালো রঙের মাদুর। 'আপন মসজিদে বসে সিয়াপোস হইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সিয়া বাস *বি* কালো কাপড়। 'এক খানি বস্ত্র পরি সিয়া বাস পরিহরি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিয়াহ *বি* কালি। 'অলস দু-বাজু দু-চোখে সিয়াহ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সিয়াকুলি [স শৃগালকেলি] *বি* বন্য লতাবিশেষের ফল। 'আম জাম সিয়াকুলি কালচিত ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিয়াত *বি* নিষেধ। 'নয়টা নালা আছে তাহার ওজুর পানি সিয়াত যাহার।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিয়ান[১] [স সজ্ঞান] ১ *বিণ* বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* সিদ্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* চালাক; সুচতুর। 'সিয়ানে সিয়ানে কোলাকুলির মত, দুজনে ভাব করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সিয়ানগি [স সজ্ঞান>] ১ *বি* ধূর্ততা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* ধূর্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সিয়ানা [স সজ্ঞান>] *বিণ* ধূর্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সিয়ানি [স সজ্ঞান>] ১ *বি* বুদ্ধিমত্তা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সিদ্ধকরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিয়ানো [স সজ্ঞান>] *বিণ* বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিয়ান[২] *বি* শিকনি। 'নাক বেয়ে তার ঝরছে সিয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সিয়ানি[১] [স সীবন>] *বি* সেলাই। 'সুইচে সেয়ানি দিয়া করিল নির্ম্মাণ।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজয়, ১৬৫০।

সিয়ানি² *দ্র* সিয়ান¹

সির [স শির] *বি* মাথা। 'বির্ঘছাল পরিধান সিরে জটা ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **শির**

সিরেতে *ক্রিবিণ* মাথায়। 'তাহান আদেস তবে সিরেতে ধরিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিরোস্থিতা [স শিরস্থিতা] *বিণ স্ত্রী* মাথায় তুলে-রাখা। 'কারন অহনিসি সিরোস্থিতা শ্রীযুত ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সিরকা [ফা] *বি* টক স্বাদের তরল পদার্থবিশেষ; ভিনিগার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বিলিতী সিরকার বোতল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সিরজা, সিরজানো [স সৃজন>] *ক্রি* সৃষ্টি করা। 'পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর সিরজিল কোন ধাতা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

সিরপেচ [ফা সরপেচ] *বি* একধরনের পাগড়ি। 'জড়াও জিগা, সিরপেচ, মুক্তার মালা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সিরবেরঞ্জ [ফা সর+ফা বিরিঞ্জ] *বি* উন্নত মানের ভাত। 'প্রত্যহ পোলাও কালিয়া কোরমা কোফতা দোপেয়াজা কাবাব সিরবেরঞ্জ ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সিরল *বিণ* প্রধান। 'কে কাকে ছাড়িবে সিরল ভাগ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সির সির [ধ্বন্যা] *বি* শিহরণের অনুভব। 'বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির সির করিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'গা সিরসির করিয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সিরা [ফা] *বি* রস। 'মোরব্বার সিরা (চিনির ঘন রস) জ্বলিয়া গেল!' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সিরাজাম-মুনীরা [ফা] ১ *বি* উজ্জ্বলকারী প্রদীপ। 'দেখো সিরাজাম-মুনীরা জ্বলছে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। ২ *বি* অন্ধকার বিনাশক প্রদীপ বা মশাল। 'জানি সিরাজাম-মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সিরাজী *বি* কবুতরের জাতবিশেষ। 'লক্কা, সিরাজী, মুক্কি কত কী নামের আর চেহারার পায়রা।' *অবন*, ১৯২৭।

সিরাজু *বি* এক ধরনের পায়রা। 'গেরোবাজ লোটন লক্কা সিরাজু মুখখি ইত্যাদি হরেকরকম পায়রা।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

সিরানা [ফা শির>] *বি* শিথান। 'হাত বাড়াইয়া সিরানার পাশের হারিকেনটা কমাইয়া দিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সিরাপ [ই] ১ *বি* শরবত তৈরির উপকরণবিশেষ। 'গোটা দুই তিন সিরাপের বোতলও রহিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* তরল ওষুধবিশেষ। 'ট্যাবলেট, সিরাপ, চা, টমাটো কেচাপ।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

সিরাল দেওয়া [স শিরা] *ক্রি* জমিতে লাঙ্গল দিয়ে চাষের সূচনা করা। 'জমিতে সিরাল দিতে পারে নাই।' *কেরি*, ১৮০২।

সিরি, সিরী [স শ্রী] *বি* সুন্দর। 'লোলুপ বদন সিরি অছি ধনি তোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'পীন পওধর সিরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিরিঅঙ্গ [স শ্রী-অঙ্গ] *বি* সুন্দর শরীর। 'সিরিঅঙ্গ সুমদন জিনি সুকোমল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিরিঞ্জ [ই] *বি* চামড়া ছিদ্র করে শরীরে ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়ার সুচ ও পিচকারি। 'সিরিঞ্জ লইয়া আরও ফাঁপাইয়া দাও।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'রক্ত নেবার সিরিঞ্জটা বার করেন ডাক্তার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সিরিনি [ফা শীরীনী] *বি* চাল ও মিষ্টি-সহযোগে রান্না করা মিষ্টান্ন। 'বেসাইআ কেহ হাটে পিরের সিরিনি বাঁটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিরিফল [স শ্রীফল] *বি* বেল। 'দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু সম্ভু গরল করু গ্রাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিরিয়স¹ [ই] *বি* লুব্ধক; আকাশের উজ্জ্বলতম তারা। 'নক্ষত্ররাজ সিরিয়স ... সূর্য্যের প্রভাববিশিষ্ট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অস্পষ্ট সঙ্গী-তারা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সিরিয়াস, সিরিয়স², **সীরিয়াস** [ই] ১ *বিণ* আশঙ্কাজনক। 'তত সিরিয়াস নয়, হাড়-টাড় ভাঙে নাই; কোমরেই একটু চোট লাগিয়াছে মাত্র।' *বনফুল*, ১৯৩৬। ২ *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'কিছু সীরিয়াস কথা বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৩ *বিণ* গম্ভীর। 'অত সিরিয়স হচ্ছ কেন?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিরিশতা, সিরিস্তা [ফা সরিশ্‌তা] *বি* দপ্তর; নথিপত্র। *ডানকান*, ১৭৮৪; *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সিরিশতাদার [ফা সরিশ্‌তা-দার] *বি* আদালতের প্রধান কেরানি। 'যদি সিরিশতাদার মীরমুন্সী পেস্কার নাজীর ইত্যাদির কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

সিরিস্তাদার [ফা সারিশ্‌তা-দার] *বি* দপ্তরের কেরানি; ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। *ডানকান*, ১৭৮৪।

সিরেস্তাদার [ফা সারিশ্‌তা-দার] *বি* আদালতের বড়ো কর্মচারী। 'এখানে হাজীর আছে সিরেস্তাদার ও অজোধ্যারাম সরকার।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সিরিষ [স শিরীষ] *বি* গাছবিশেষ। 'সিরিষ করকট বনচালিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

AMARBOI.COM

সিরোপা [ফা সরআপা] *বি* খেতাব। 'ভদ্রলোকের খেলায়াৎ সিরোপা হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সির্কা¹ [ফা সির্কহ্] *বি* শর্করা অথবা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ গাঁজিয়ে তৈরি অম্লবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সির্কা² [আ সিক্কাহ্] *বি* রুপার মুদ্রা। 'জে ফি রুপেয়া সির্কায় কোন২ নিরিখে সিলহট কিম্বা ঢাকা ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সির্দ্ধ [স সিদ্ধি>] *বিণ* সম্পন্ন। 'জুধিষ্ঠীর সঙ্গে বসি জজ্ঞ সির্দ্ধ করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সির্নি [ফা শিরিনি] *বি* চাল ও দুধ দিয়ে রান্না করা মিষ্টি খাদ্য; মিষ্টান্ন। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সিল¹ [স শীল] *বি* স্বভাব। 'কুলে সিলে রাজা তুমি সংসার ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিল² [ই] *বি* চিহ্নিত মোহর। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সিল মারা *ক্রি* মোহরাঙ্কিত করা। 'মাত্র দু'তিনখানা ঘরের জানালা খোলা, বাদবাকি যেন সিল মেরে আঁটা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিলমোহর [ই সীল+ফা মোহর] *বি* প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'এই ব্যাপারীর হও খরিদার/ লও রে ইহার সিলমোহর।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সিলন, সিলান [স শিলিন্দ] *বি* পাঙ্গাশ জাতীয় মাছবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিলহট [শ্রীহট্ট] *বি* সিলেট। 'জে ফি রুপেয়া সির্কায় কোন২ নিরিখে সিলহট কিম্বা ঢাকা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সিলা [স শিলা] *বি* পাথর। 'সত্বরে লইয়া গেল সিলার উপরে।' *মালাধর*,

১৫০০।

সিলাই[1] *বি* নদীর নামবিশেষ। 'আমোদর দামুদর ধাইল দারকেশ্বর সিলাই চন্দ্রভাগা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিলাই[2] [স সীবন] *বি* সেলাই। 'এক হাজার গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সিলাবৃষ্টি [স শিলাবৃষ্টি] *বি* বৃষ্টির সাথে বরফপাত। 'সাতদিন সিলাবৃষ্টি করিল আসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিলিং, সিলিঙ [ই] *বি* ঘরের মধ্যে ছাদের ভিতরের দিকের অংশ। 'একপাশে চেয়ার আয়না দেরাজ আলনা, সিলিঙে ইলেকট্রিক আলো ও জানালায় নক্সাকাটা পর্দা।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'দেয়ালে আর সিলিং-এ ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় তার টিকটিকিকে।' *মানিক*, ১৯৩৮।

সিলিং ফ্যান [ই] *বি* ঘরের ছাদ থেকে ঝোলানো বৈদ্যুতিক পাখা। 'সিলিং ফ্যানটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে দিল সে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সিলিকন [ই] *বি* পাথর, বালি ইত্যাদিতে বিদ্যমান অধাতব উপাদান। 'সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অম্লজানের সংযোগ নানাবিধ মৃত্তিকা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সিলিঙ্গ [ই শিলিং] *বি* ইংল্যান্ডের মুদ্রাবিশেষ; এক পাউন্ডের ২০ ভাগের এক ভাগ। 'দুই সিলিঙ্গ এক পেনি ইঙ্গরেজি হিসাবে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

সিলিম [ফা চিলম] *বি* তামাকের কলিকা। 'এক সিলিম তামাক সাজিয়া টানিতে শুরু করিলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সিলী *বি* যুদ্ধের ধ্বনিসংকেত। 'শত শত সিলী পড়ে রাউত মাহুত মড়ে শুনি পুরী ধায় সর্বজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিলেকশন [ই] *বি* সংকলন। 'স্কুলে কোনো সিলেকশন-বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সিলেকশন বোর্ড [ই] *বি* নির্বাচিত বা মনোনীত করার কর্তৃপক্ষ। '... সিলেকশন বোর্ডে যথেষ্ট সংখ্যক মোসলমানের স্থান হয়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

সিলেট [ই স্লেট] *বি* যে কালো পাথরের ফলকে লেখা হয়। 'সিলেটে নাম লিখিয়া ... উপরে পাঠাইয়া দিলেন।' *জসীম*, ১৯৬১।

সিলেবল [ই] *বি* অক্ষর; নিশ্বাসের এক প্রয়াসে যে ধ্বনিটুকু উচ্চারণ করা যায় [তো+মার্=দুই সিলাবল]। 'পয়লা সিলেবলে অ্যাকসেন্ট দেওয়া।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সিলেবাস [ই] *বি* পাঠ্যসূচী। 'মক্তব ও মাদ্রাসার সিলেবাস একান্ত অদ্‌ভূত।' *সওগাত*, ১৯২৯।

সিল্ক [ই] *বি* রেশম। 'বাবুর পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিল্কের রুমাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সিল্লী *বি* পাখিবিশেষ। 'সিল্লী পাখীর ঝাঁক কাঁটা-বাঁশঝাড়ের উপর উড়িয়া আসিয়া বসিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮; 'সিল্লী আর লাল হাঁসের ঝাঁকে ভর্তি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সিশ [স শীর্ষ] *বি* সিঁথি। 'সিশের সিন্দূর তোর লাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিষা [স সীসক] *বি* ধাতু বিশেষ। 'সিষা আট সও কীম্বা এক হাজার মোন কিনিয়াছিল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সিষু [স শিশু] *বি* শিশু। 'কনিষ্ঠ দুই ভাইকে সিষু পালনে সিক্ষা দিক্ষা ও ভরন পোশন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩। দ্র **শিশু**

সিষুমতি [স শিশুমতি] *বিণ* শিশুর মতো জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন। 'আমি অতি সিষুমতি।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

সিষ্ট [স শিষ্ট] *বি* সুশীল। 'দুষ্ট মারি গোসাঞি করেন সিষ্টের পালন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিষ্টি [স সৃষ্টি] *বি* সৃষ্টি। 'কে সিষ্টি করিয়াছে তাহানদিগেরে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সিস[1] [স শীর্ষ] *বি* সিঁথি। 'চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিস[2] [ধ্বন্যা] *বি* শিস ধ্বনি। 'সিস করিতে।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

সিসা[1] [ফা শিশা] *বি* কাচ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিসা[2] [স সীসক] *বি* ভারী ধাতুবিশেষ। 'সাত মোন সিসা আর ... দিয়া আজ্জাদ হইব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সিসে *বি* ভারী ধাতুবিশেষ; সিসা। 'অনড় আড়ষ্ট কটি সিসের শলাকা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

সিসি [ফা শিশহ] *বি* শিশি; কাচের তৈরি ছোটো বোতল। 'সার্সি, আরসি, সিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লণ্ঠন ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সিসির [স শিশির] *বি* শীত। 'হেরি সিসির রিতু আগে দল ভঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। দ্র **শিশির**

সিসু[1] [স শিশু] **১** *বি* শৈশবকাল। 'আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ জরা সিসু কতদিন গেলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* শিশু। 'জন্মিব সিসু তবে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **শিশু**[1]

সিসুকাল [স শিশুকাল] *বি* শৈশব। 'সিসুকালে না মাইলে হৈব বড়কাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিসুবুদ্ধি [স শিশুবুদ্ধি] *বি* শিশুসুলভ বুদ্ধি। 'সিসু বুদ্ধি হেতু তুহ্মি পায় এত তাপ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিসুরূপ [স শিশুরূপ] *বি* শিশুর চেহারা। 'মোহিয়া বাপমাএ সিসুরূপ ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিসু[2] [স শিংশপা] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন-চারি/ সিসুগাছ পাণ্ডুকিশলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। দ্র **শিশু**[2]

সিসৃক্ষু [স] *বিণ* সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক। 'এ সেই ধরনের ... সিসৃক্ষু, অমিত কৌতূহলী, মহাদেশীয় ব্যক্তিত্ব ... যার প্রস্ফুরণের বিবরণ লিখেছিলেন ভাসারি।' *শিব*, ১৯৫৬।

সিসেম ফাঁক [ফা] – আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত এমন বাক্যাংশ, যা উচ্চারণ করলে দরজা আপনি খুলে যায়। 'সিসেম ফাঁক বলিবা মাত্র ধনাগারের দ্বার খুলিয়া গেল।' *রোকেয়া*, ১৯১৮।

সিস্টার, সিস্‌টার [ই] *বি* হাসপাতালের সেবিকা। 'সিস্টার রিতার কি অন্যায় দেখ দেখি।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'এইতো সিস্টার আইছে একটা সুঁই দিবো ঠিক হইয়া যাইবো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

সিস্য [স শিষ্য] *বি* ভক্ত। 'জয়মুনি নামে আছে সিসা জে আক্ষার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। দ্র **শিষ্য**

সিহর [স শিখর] *বি* শিখর। 'গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

সিহরণ [স শিহর] *বি* শিহরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিহরা [স সহর্ষ] *ক্রি* শিহরিত হওয়া। **সিহরিয়া** *ক্রি* রোমাঞ্চিত হয়ে। 'বলিতেও অঙ্গ সিহরিয়া উঠে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **সিহরিল** *ক্রি*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

শিহরিত হলো। 'সিহরিল অঙ্গ ধ্যান হইল ভঙ্গ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সিহরান [স শিহর>] *ক্রি* শিহরিত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিহাল [স শৈবাল] *বি* শেওলা। 'লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিহোড়া *বি* গাছবিশেষ। 'কয়েকটি সিহোড়া গাছের সরু ডালে বোনা ঝুড়ি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সী-অফ [ই] *বি* বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, জাহাজঘাট ইত্যাদি পর্যন্ত গিয়ে কাউকে বিদায় জানানো। 'ভালো থাকলে এয়ারপোর্টে তোমাকে সী-অফ করতে যেতাম।' *সুনীল*, ১৯৭০।

সীঁগ [স শৃঙ্গ] *বি* শিঙ। 'সিআর কা জন্‌গ্রো সীঁগ জনমএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সীঁথা *বি* সিঁথি। 'সীঁথার সিন্দূর জিনিয়া অরুণ কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'সীঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সীঁথি [স সীমন্ত] *বি* মাথার চুল দুইভাগে বিন্যস্তের ফলে সৃষ্ট সরুরেখা। 'কনক সীঁথি শিরে মঙ্গলসূত্র করে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সীকভাজা [ফা সীখ>] *বি* শিককাবাব। 'অন্ন মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

সীকরা [আ শকর] *বি* পাখিবিশেষ। 'সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী।' *ভারত*, ১৭৬০।

সীকল [স শৃঙ্খল] *বি* শিকল। 'লোহার সীকলে ছিল সাত ঘড়া ধন/ চণ্ডী স্মঙরিয়া বীর তোলে ততক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সীঙলি [স শেফালী] *বিণ* শিউলি রঙা। 'সীঙলি গামছা দিব ভূষিত কস্তরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সীচা, সীচানো [স সিচ্‌>] *ক্রি* ভিজানো। 'জনি বিমল বিদ্রুম দল সুধারসেঁ সীচি ধরু পজমোতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সীজ, সীয [ই] *বিণ* অধিকার; জব্দ। 'মজুদ চালগুলো ত এখনই সরকার সীজ করবে।' *মনসুর*, ১৯৪৫; 'সকলের পিস্তল, বন্দুক ... পুলিশ সীয করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সীজন [ই] *বি* বসন্তকাল; সুসময়। 'সীজনের সময় লন্ডনে এইরকম আলোড়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সীটকার [সিটকা>] *বি* কুঞ্চন। 'নাসিকা সীটকার করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সীতম [ফা সিতম] *বি* অত্যাচার। 'ইমামে দেখিয়া তাদের বাড়িল সীতম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সীতল [স শীতল] *বিণ* শীতল। 'জেহ্ন ছল সীতল সেহ ভেল তীখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **শীতল**

সীতা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামায়ণোক্ত রামের স্ত্রী। 'সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সীতানাথ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামচন্দ্র। 'কিম্বা যথা সেতুবন্ধোপরে কনকপুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সীতাপতি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামচন্দ্র। 'মোর মনে লয় এই সীতাপতি রাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সীতাকুলী *বি* লাঙলের রেখার মতো সরল জলপথ। 'মহালে প্রবেশে সীতাকুলী হাড়খাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সীতাভোগ [স] **১** *বি* এক জাতের ধান। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সীথা [স সীমন্ত] *বি* সিঁথি। 'মুক্তাপাশালী সীথার সিন্দুর শোভা পায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সীধু [স] *বি* সুধা। 'ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'বিধুর অধর-সীধু যেন নিঙড়ে কাঁচা আঙুর চোয়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সীফল [স শ্রীফল] *বি* বেল। 'ডালিম্ব সীফল রূপি বিকল।' *রামাই*, ১৭১০।

সীবন [স] *বি* সূচিকর্ম। 'টাইপরাইটিং, সীবন শিক্ষা এসব কাজ মেয়েরা সুন্দরভাবেই করতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সীবিগর [প] *বি* রুপার কাপ। 'সীবিগর ১ এক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

সী-বিহঙ্গ [ফা সিমুর্গ>সী+স বিহঙ্গ] *বি* ফারসি উপকথার কাল্পনিক পাখি; সমুদ্রে বিচরণকারী পাখি। 'সী-বিহঙ্গ শাখায় ধরেছে নতুন তান।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সীম[1] [স সীমা] *বি* সীমা। 'পহেলহি বৈঠবি সয়নক সীম/ আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সীম[2] [স শিম্ব] *বি* শীতকালীন সবজিবিশেষ। 'সীম – আর সীম – হাত বাড়ালেই মুঠি ভরে সেইক্ষণে।' *জসীম*, ১৯৩১।

সীমন্ত [স] *বি* সিঁথি। 'সীমন্ত চিকুর খড়গ ধার জোর/ সর্বভূতে মনে ত্রাস।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সীমন্ত সিন্দুর [স] *বি* সিঁথির সিন্দূর। 'তব সীমন্ত সিন্দূর মাগে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সীমন্তা [স সীমন্ত] *বিণ স্ত্রী* সিন্দুরের রেখাযুক্ত। 'স্বরূপা সীমন্তা যেন সুধীর সরলা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সুবিস্তৃত-সীমন্তা – নথবিভূষিতা – গৃহকার্য্যনিরতা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

সীমন্তিনী [স] *বি* সধবা নারী। 'প্রস্থানকালে, সেই সীমন্তিনী তোমাকে কিছু বলিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যবে নৃত্য-পরিশ্রম ক্লান্তা সীমন্তিনী ছাড়েন নিশ্বাস ঘন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সীমা [স] **১** *বি* চূড়ান্ত অবস্থা। 'অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা/ আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অন্ত। 'আমার দুখের নাহি সীমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* সীমানা। 'বর্দ্ধমান জিলার সীমা এই উত্তর রাজসাহী ও ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৪** *বি* গণ্ডি। 'সীমার মধ্যে অসীম, প্রেমের মধ্যে অনন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৫** *বি* প্রান্ত। 'এক সীমা হইতে অন্য সীমায় যাইতেছে আসিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সীমাঘেরা *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'টিঁকি নাকো পৃথিবীর সীমাঘেরা বক্ষে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

সীমাচিহ্ন [স] *বি* সীমানা নির্দেশক চিহ্ন। 'নদীর এপারের মাঠে কোথাও কিছু সীমাচিহ্ন নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সীমাজ্ঞান [স] *বি* মাত্রাজ্ঞান। 'কিন্তু সীমাজ্ঞান হয়েছে চিন্তার কৃপায়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সীমাতিক্রান্ত [স] *বিণ* অসীম। 'অন্তরের সীমাতিক্রান্ত অনুরাগ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সীমাতীত [স] *বিণ* সীমার অতীত। 'প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সীমান্তোলিত [স] *বিণ* অসীম। 'জীবনকে কারও মনে হয় সীমান্তোলিত কৌতুক।' *মানিক*, ১৯৪০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমাবদ্ধ [স] ১ *বিণ* সীমানা চিহ্নিত। 'যে রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তাহার নাম পরিধি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অস্থায়ী। 'পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* সংকীর্ণ। 'আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য আজকাল সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতেছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৭।

সীমাবর্তী, সীমাবর্ত্তী [স] *বিণ* সীমানা বা চৌহদ্দির কাছাকাছি। 'বৃদ্ধ উল্লিখিত উপাসনা-মন্দিরের সীমাবর্ত্তী গুপ্তস্থানে বর্শা লুকাইয়া রাখিয়া একেবারে হাসানের নিকটস্থ হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সীমাবিবাদ [স] *বি* সীমানা নিয়ে বিবাদ। *দর্পণ*, ১৮২৭।

সীমাবিভাগ [স] *বি* সীমারেখা। 'প্রাকৃতিক সীমাবিভাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সীমামুক্ত [স] *বিণ* অবারিত। 'সেই মৃত্যুতেই আমাদের জীবনকে আর-এক দিকে সীমামুক্ত করে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সীমায়িত [স] *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'মানুষের অস্তিত্ব দেহের দ্বারা সীমায়িত।' *শিব*, ১৯৫৬।

সীমারেখা [স] *বি* সীমানা। 'তুমি কি করেছ মনে দেখেছে, পেয়েছ তুমি সীমারেখা মম?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'এল না তুমি সীমারেখা-পারে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সীমালঙ্ঘন [স] ১ *বি* সীমানা অতিক্রম করা। 'তাঁর চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্মকর্মে সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ন্ত্রণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* নিজ রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে অন্য রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করার প্রাচীন অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সীমালঙ্ঘন নামে একটি প্রাচীন সুন্দর অনুষ্ঠানের অনুকরণ হতো।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সীমাশূন্য [স] *বিণ* অসীম। 'সীমাশূন্য ব্যোমপারাবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সীমা-সংখ্যা [স] *বি* ইয়ত্তা; সীমা অথবা সংখ্যা। 'তার আর সীমা-সংখ্যা নেই।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সীমাসরহদ, সীমাসরহদ্দ [স সীমা+ফা সর+আ হদ্দ] *বি* চতুঃসীমা; সীমানা। 'বকেয়া আদায়, সীমাসরহদ্দ স্থির এবং ... সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'দুনিয়ার সীমাসরহদ নির্দেশ করে তিনি সপ্তদ্বীপের (পৃথিবীর) মালিক হলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

সীমাস্থান [স] *বি* কিনারা; প্রান্ত। 'সে সকল বস্তুর সীমাস্থান অবশ্য কেহ আছে যেমন সরোবর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সীমাস্বর্গ [স] *বি* সীমা দিয়ে আবদ্ধ অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ। 'মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সীমাহ [স সীমা] *বি* পরিসীমা। 'তোমার খুল্লতাত তোমার গমনাবধি ইহার দুঃখের সীমাহ নাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

সীমাহারা [স সীমা+হারা] *বিণ* সীমানা ছাড়িয়ে যায় এমন। 'সীমাহারা মহা অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সীমাহীন [স] ১ *বিণ* অসীম। 'তাদের মাথার 'পরে সীমাহীন অন্ধকার স্তব্ধ গগনেতে, আঁধারের ভারে যেন নুইয়া পড়েছে মাটির পানেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'হৃদয়ের সীমাহীন আশা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* ব্যাপক। 'ইতিপূর্বে বাঁধ নির্মাণ কার্যে সীমাহীন দুর্নীতি হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

সীমিতকরণ [স] ১ *বি* নির্দিষ্টকরণ। 'এই খণ্ডতা বা সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্র সীমিতকরণ।' *আনোয়ার*, ১৯৭০। ২ *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সীমানা [স] ১ *বি* এলাকা। 'কলিকাতার সীমানার মধ্যে টুপীওয়ালা তের হাজার।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* প্রান্ত। 'আন্দাজি এক খুঁটো গেড়ে চেনে না সীমানা কার।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* সীমাবদ্ধতা। 'মানুষ সহজশক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বি* সীমা। 'সাজের তো তার সীমানা নেইম কার কাছে তার চাবি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সীমানা-ঘেঁষা *বিণ* সীমানা ছুঁয়ে আছে এমন। 'তার খেত ছিল পাশের জমিদারের সীমানা-ঘেঁষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সীমানাজ্ঞাপক [স] *বিণ* সীমানা নির্দেশক। 'সীমানাজ্ঞাপক বাবলা কাঠের খুঁটি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সীমানাবদ্ধ [স] *বিণ* পরিবেষ্টিত। 'পুলিসের দ্বারা সীমানাবদ্ধ, সঙিনের দ্বারা কণ্টকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সীমানাহীন [স] ১ *বি* যার সীমানা নেই। 'চিনিয়ে দিলাম সীমানাহীনের ঠিকানা।' *সুভাষ*, ১৯৪০। ২ *বিণ* অসীম। 'যেখানে আকাশ অনেক বড়, সীমানাহীন।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

সীমান্ত [স] ১ *বি* দেশের শেষপ্রান্তে অবস্থিত যে দেশ। 'সীমান্ত রাজা সকল ঐক্য হইয়া জয়শেখর রাজার নগর রোধ করিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* সীমা। 'আমি যে ভাবটা নিকটে দেখিতে পাই, সেই ভাবটাই যদি বড় করিয়া না আঁকি ও তাহার বিপরীত দিকের সীমানা যদি অনেকটা ক্ষুদ্র, অনেকটা ছায়াময় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৩ *বি* সীমারেখা। 'সে যৌবন কোনো দিকে কোনো সীমান্ত মানেনি।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ৪ *বি* প্রান্ত। 'জেলেপাড়ার একেবারে উত্তর সীমান্তে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সীমান্তজ্ঞান [স] *বি* সীমান্ত বিষয়ক চিন্তা-চেতনা। 'ঠিক এই সাধারণ সীমান্তজ্ঞানের অভাব থেকে মুসলমান আক্রমণ ... সম্ভব হয়।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সীমান্তদেশ [স] *বি* নারীদের পক্ষে পুরুষ-মহলের কাছাকাছি যে পর্যন্ত যাওয়া যায় তার সীমানা। 'চারু অন্তঃপুরের সীমান্তদেশে আসিয়া অনেকবার তালি দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সীমান্তনীতি [স] ১ *বি* পারস্পরিক সম্পর্কের সমঝোতা। 'দাম্পত্যলীলার সীমান্তনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বি* সীমানা সংক্রান্ত নীতিমালা। 'ভারত গবর্মেন্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সীমান্ত-প্রহরী [স] *বি* সীমানা অতিক্রম বা অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে দায়িত্বরত প্রহরী। 'এই যে সীমান্ত-প্রহরীর কথা ভাবতে হয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সীমান্তবর্তী [স] *বিণ* সীমানার শেষপ্রান্তে অবস্থিত। 'সীমান্তবর্তী পাহাড়গুলোর চূড়া থেকে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সীমান্তর [স] *বি* অন্য সীমা। 'এক সীমা অবধি সীমান্তর পর্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সীমান্ত-রক্ষা-নীতি [স] *বি* দেশের সীমানা অঞ্চল রক্ষাসংক্রান্ত কৌশল। 'সনাতন সীমান্ত-রক্ষা-নীতির অটল শাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সীমান্ত-রক্ষা-ব্যবস্থা [স] *বি* সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। 'রাষ্ট্রগঠনের বেলায় সীমান্ত-রক্ষা-ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা চাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমান্তরক্ষী [স] ১ *বিণ* দেশের সীমান্ত এলাকার প্রহরী। 'সীমান্তরক্ষী সেনাদলকে পরাজিত করে।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বিণ* সীমান্তের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে এমন। 'সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে পাক ফৌজের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।' *কালান্তর*, ১৯৭১।

সীমান্তরাল [স] *বিণ* দিগন্তরেখা পর্যন্ত। 'রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সী-মোরগ [ফা] *বি* রূপকথার বৃহদাকার পাখি। 'বুঝি সী-মোরগ সাথীহারা তার দরিয়ার শেষ রাতে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সীয় [আ সিয়াহ্] *বি* মুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ; শিয়া। 'সীয় অর্থাৎ আলী ও তাহার দুই পুত্র হাসেন হোসেনের মতানুযায়ী।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সীয়ানো [স সী>] *ক্রি* সেলাই করা। 'ক্ষেণে বস্ত্র সীয় ক্ষেণে দিব্য সুত কাটে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সীরপেড়ে *বিণ* সীর নামের পাড়বিশিষ্ট। 'দোরাখাপেড়ে, সীরপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সীরিয়াবাসী [সিরিয়া+স বাসী] *বি* সিরিয়ার অধিবাসী। 'পূর্ব্বদেশীয় পণ্য সামগ্রী সীরিয়াবাসীর দ্বারা ইউরোপখণ্ডে প্রেরিত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সীল[1] [স শীল] *বি* চরিত্র। 'তুঅ গুণ গৌরব সীল সোভাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সীল[2] [ই] *বি* সামুদ্রিক মাছবিশেষ। 'সীল তিমি প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্যই তাহাদের প্রধান খাদ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সীল মাছ।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সীল[3] [ই] *বি* মুদ্রাঙ্কনের উপকরণ। 'এক দিন, ডুবাল, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি সোনার সীল পাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সীলমোহর [ই সীল+ফা মোহর] *বি* মুদ্রাঙ্কন করে সম্পাদিত। 'একেবারে দস্তখতি-সীলমোহর করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সীস[1] [স শিষ্য] *বি* শিষ্য। 'আলে গুরু উএসই সীস।' *চর্যা ৪০*, ১২০০।

সীস[2] [স শীর্ষ] *বি* শির। 'বাশুলী বন্দিয়া সীসে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

সীস[3] [স সীসক] *বি* সীসা; ভারী ধাতুবিশেষ; লেড। 'স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সীসক [স] *বি* সীসা। 'এস্থলে লৌহ তাম্র সীসক প্রভৃতি ধাতুর খনি আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

সীসময় [স] *বিণ* সীসা দিয়ে তৈরি। 'এক্ষণে যেমন সীসময় অক্ষর প্রস্তুত করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করা যায় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সীসমহল [ফা শিশমহল] *বি* কাচের তৈরি ঘর। 'সীসমহলের রূপসী দলের ঘোমটা আজিকে খোলা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

সীসা [স সীসক] *বি* দস্তার মতো এক রকমের ধাতব পদার্থবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রাঙ্গ তামা দস্তা সীসা পিত্তল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সীসা ঢালা *বিণ* সীসা ঢালাই করে তৈরি-করা। 'এসব তো সীসা ঢালা ছাঁচের অক্ষর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সীসেরং *বি* রুপালি রং। 'স্থির হয়ে এলো সীসেরঙের অজস্র জলরাশি আর বদলে গেল সাপটির উজ্জ্বল রং।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সী-সিকনেস [ই] *বি* সমুদ্রপীড়া। 'সী-সিকনেসের কথা কে মনে করেছিল!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সু [স] *বিণ* উত্তম। 'আজানুলম্বিত ভুজ সুনাভি গভীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুঅঞ্চল [স সু-অঞ্চল] *বি* সুন্দর আঁচল। 'সুঅঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুঅণ [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'পেখু সুঅণে অদশ জইসা।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

সুঅধ্যায় [স সু-অধ্যায়] *বি* সুখময় পর্যায়। 'সুঅধ্যায় পর্বের প্রায় ক্ষয় হল আজ।' *জীবন*, ১৯৪০।

সুঅনুগতা [স সু-অনুগতা] *বিণ স্ত্রী* প্রচণ্ড অনুগত। 'তোমার সুঅনুগতা সতী।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুঅভিনেত্রী [স সু-অভিনেত্রী] *বি* গুণী অভিনয় শিল্পী। 'শুধু সুঅভিনেত্রী হিসেবেই নয়, সুলেখিকা বলেও তিনি আমাদের কাছে পরিচিত।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সুআ[1] [স সুত] *বি* পুত্র। 'বাঁধি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

সুআ[2] *ক্রি* শোয়া। **সুইআ** *ক্রি* শুয়ে। 'সুইআ নিদ্রা জাহ হেয়-খাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুই[1] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগিণী সুই।' *বড়ু*, ১৫৭০।

সুই[2], **সুঁই** [স সূচি] *বি* সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতব শলাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সুইচ [স সূচি] *বি* সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতব শলাকা। 'সুইচে সেয়ানি দিয়া করিল নির্ম্মাণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুই-পড়া *বিণ* সুই পড়লেও শব্দ শোনা যায় এমন। 'সভায় সুই-পড়া নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।' *মনসুর*, ১৯৪০।

সুঁইকাটা *বি* সুচের মতো কাঁটাওয়ালা গুল্ম। 'সুঁইকাটা ও সেঁজির জঙ্গলে ভরা একটা জায়গা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সুঁই দেওয়া *ক্রি* ইনজেকশন দেওয়া। 'এইতো সিস্টার আইছে একটা সুঁই দিবো ঠিক হইয়া যাইবো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

সুইচ[1] *দ্র* সুই[2]

সুইচ[2] [ই] ১ *বি* এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে গমন। 'সাহিত্যিকের মনটাকে কাব্যের লাইন থেকে ডিটেকটিভ গল্পের লাইনে সুইচ করে দেওয়া দুঃসাধ্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বি* বিদ্যুতের গতিপথ বন্ধ করা ও খুলে দেওয়ার কৌশলবিশেষ। 'সুইচ অফ করে এখন শুলেই হয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সুইচ অফ করা *ক্রি* বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭।

সুইট[1] [ই] *বি* হোটেলের বিশেষ কক্ষসমষ্টি, যেখানে শোবার, বসার ও স্নানের ঘর সমন্বিত থাকে। 'অনায়াসে গ্রেট ইস্টার্নে সুইট নিতে পারেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সুইট[2] [ই] *বিণ* মধুর; মিষ্ট। 'নামটা খুব ভালো দিয়েছো, বেচারাম! ভারি সুইট!' *সুনীল*, ১৯৭০।

সুইটস [ই] *বি* মিষ্টি; মিষ্টান্ন। 'কী ভাগ্যি কানট্রি সুইটস ভালোবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুইডেনী [ই] *বিণ* সুইডেনদেশীয়; সুইডিস। 'সুইডেনী, নরওয়ের ভাষা, রুস প্রভৃতি স্লাবনিক ভাষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সুইণা [স সপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'সুইণা হঅ বিদারম রে।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

সুইমিং [ই] *বি* সাঁতার। 'অনেক সুইমিং ক্লাব আর স্পোর্টস ক্লাবের কী দুর্দশা দাঁড়াবে ভাবতেও কান্না পায়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুইমিং কস্টিউম [ই] *বি* সাঁতারের পোশাক। 'সাহেব-মেমরা সুইমিং কস্টিউম পরে নেমে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুইসাইড [ই] *বিণ* আত্মঘাতী। 'অবশ্য সেটা সুইসাইড গোল ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সুওষ্ঠবদন [স সু-ওষ্ঠ] *বিণ* সুন্দর ঠোঁটযুক্ত মুখমণ্ডল। 'বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওষ্ঠবদন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সুঁঅরিআঁ [স স্মরণ>] *ক্রি* স্মরণ করে। 'তাহা সুঁঅরিআঁ বিকলী তৈলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুঁঅরী [স স্মরণ] *ক্রি* মনে করে; চিন্তা করে। 'তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুঁউট [ই] *বি* গুড়। 'সুঁউট ১৮০০ মোন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সুঁট [ই] *বি* গুড়। 'সুঁট ২৩৯৫৮ বস্তা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুঁকা [স শিঙ্ঘ>] *ক্রি* শোঁকা। 'হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোকা গন্ধ সুঁকে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুঁখা [স শিঙ্ঘ>] *ক্রি* শোঁকা। 'ক্ষণেক কাল তাহাকে সুঁখিয়া ছাড়িয়া গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সুঁচ, সুচ [স সূচি] *বি* সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতুনির্মিত শলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সুঁটকি [স শুষ্ক] **১** *বিণ* শুকানো। 'ও সুঁটকি মাছ বেচে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* শুকনা; রোগা। 'তা বলবি বইকী লা সুঁটকী! ছেলে তোর ...।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুঁটকো *বিণ* পাতলা; শুকানো। 'আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁটকো রে।' *সুকুমার*, ১৯১৮; 'পুঁয়ে-লাগা সুঁটকো ছেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সুঁটি [স শিম্বী] **১** *বি* শুঁটি; কলাই, মটর প্রভৃতির বীজকোষ। 'ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি সুঁটি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* বীজের খোসা বা শুকনা ডাঁটা। 'বনঝাউয়ের সুঁটি বিছানো।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। দ্র শুঁটি

সুঁড় [স শুণ্ড] *বি* পশুবিশেষের লম্বা নাক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুঁড়ি[১] [স শৌণ্ডিক] *বি* মদবিক্রেতা। 'কোন ভাগে সুঁড়িগণের দোকান।' *রামরাম*, ১৮০১।

সুঁড়ি[২] *বিণ* সরু ও বাঁকা। 'যাতায়াতের সুঁড়ি পথ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুঁড়িপথ *বি* সংকীর্ণ বাঁকা পথ। 'দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

সুঁদরি, সুঁদরী [স সুন্দরী] *বি* সুন্দরবনের বিখ্যাত কাঠবিশেষ; সুন্দরী। 'তোমার কনে গড়াতে দিয়েছি, মোটা মোটা সুঁদরীর চেলা দিয়ে!' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'সুঁদরি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুঁদি, সুঁদী *বি* শাপলা; কুমুদ। 'শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'নীল শালুক সুঁদি ও কী ফুটে আছে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সুঁপা [স সমর্পণ] *ক্রি* সমর্পণ করা। 'সুঁপে দেহ শমনের কাছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুক[১] [স শুক] *বি* টিয়া পাখি। 'সারি সুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুক[২] [স সুখ] *বি* সুখ। 'মোর সুক ভঙ্গ কৈলে চোরা বান মারী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুকতলা [স সুখ>] *বি* পায়ের আরামের জন্য জুতার মধ্যে যে নরম চামড়া ব্যবহৃত হয়। 'বাবা, সুকতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'পুরু সুকতলাওয়ালা মজবুত চামড়ার জুতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সুক দুখ [স সুখ-দুঃখ] *বি* সুখদুঃখ। 'তবে যে সুক দুখ কহো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সুকবাস [স সুখ>] *বি* আরাম। 'তোর বড় দেখি সুকবাসের শরীর হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

সুকটিদেশ [স] *বি* সুন্দর কোমর। 'সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি হৈম সারসন, যেন আলোক সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুকঠিন [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত কঠিন। 'ব্যবহার করা সুকঠিন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বিণ* শক্ত। 'তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৩** *বিণ* সুকঠোর। 'তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ, সুকঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৫** *বিণ* শুকনা। 'সুকঠিন শিলা মন্ত হয় রসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৪** *বিণ* ছেঁড়া কঠিন এমন। 'সবচেয়ে সুকঠিন অবদ্ধ বাঁধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সুকঠোর [স] **১** *বিণ* নির্মম। 'হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর দণ্ড তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* দৃঢ়গঠন। 'পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সুকণ্ঠ [স] **১** *বিণ* কণ্ঠস্বর মধুর এমন। 'বিখ্যাত সুকণ্ঠ বিহগবৃন্দ অপেক্ষা হীনাসন পাইবার যোগ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* মধুর কণ্ঠ। 'রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুকণ্ঠ মিলাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সুকণ্ঠি [স সুকণ্ঠী] *বি* মনোহর কণ্ঠের অধিকারী নারী। 'সুকণ্ঠি কবুল করো, এ অধমই তোমার মরদ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সুকণ্ঠী [স] *বিণ স্ত্রী* মধুর কণ্ঠের অধিকারী। 'সুকণ্ঠী মিসেস কে, এম, আজাদ।' *বেগম*, ১৯৫৯।

সুকনকাসন [স] *বি* স্বর্ণ-নির্মিত সুদৃশ্য আসন। 'দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে বসি সুকনকাসনে বিশদবসনা ভক্তি – শক্তিকুলেশ্বরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুকপট [স] *বিণ* প্রবঞ্চক। 'সমঝল তব হম সুকপট সোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুকবি [স] *বি* উৎকৃষ্ট কাব্যরচয়িতা। 'রচিয়া সুছন্দ সুকবি মুকুন্দ পাঁচালি কৈল রচনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুকমোল [স সুকোমল] *বিণ* সুকোমল। 'হাতে পদ্ম পাত্র সুকমোল স্বরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুকর[১] [স শূকর] *বি* শূকর। 'সিংহ ভাল্লুক আর মহিষ সুকর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুকর[২] [স] *বিণ* অনায়াসে করা যায় এমন। 'স্নান-প্রসাধন সুকর হবে ব'লে মাথার চুল ছেঁটে কবরীর অনুপযুক্ত করা হচ্ছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুকরবার [স শুক্র>] *বি* শুক্রবার। 'সুকরবার দিনে নিত্র নিকেতনে।' *রামাই*, ১৭১০।

সুকল *বি* গাছবিশেষ। 'চান্দলী সুকল লোচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুকল্পিত [স] *বিণ* সুচিন্তিত। 'একটি সুকল্পিত পরিকল্পনা খাড়া করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

সুকাজ [স সু-কার্য] *বি* ভালো কাজ। 'বিহা বলে, গ্রীষ্মে বড় করেছি সুকাজ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সুকানন [স] *বি* সুন্দরশোভাযুক্ত বন। 'অতুল এ পুরী সে ভাগে; সুরম্য হর্ম্য সুকানন মাঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুকান্ত [স] *বিণ* সুশ্রী। 'একদা গ্রীবস্ ছিল সুকান্ত পুরুষ, দীর্ঘকায়।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুর, ১৯৬৬।

সুকান্তি [স] *বি* মনোহর রূপ। 'সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি কৌমুদিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুকাব্য [স] *বি* উৎকৃষ্ট কাব্য। 'সুকাব্যের অপেক্ষা অকাব্য ঐতিহাসিক হিসাবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ইচ্ছার অভাবে সুকাব্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও মানুষ নীচেই থেকে যায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সুকিঙ্করী [স] *বি* উত্তম দাস-দাসী। 'সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে দাঁড়ায়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুকিনি [স শকুনি] *বি* শকুন। 'দৈত্য রাজের মাথে পড়ে সুকিনি গিধিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুকীর্ত্তি, সুকীর্তি [স] ১ *বি* সুখ্যাতি। 'মরিলে শহীদ হয় জিনিলে সুকীর্ত্তি হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* দৃষ্টান্তমূলক ভালো কাজ। 'কেরি সাহেব এতাবৎ পরোপকারঘটিত সুকীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সুকীর্তি-তপন *বি* সুকীর্তিরূপ সূর্য। 'সুকীর্তি-তপন-করে ভারত উজ্জ্বল করে অনন্ত কালের গর্ভে হয়েছে বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

সু-কু [স] *বি* ভালো ও মন্দ। 'বাতাস একাধারে সু-কু দুয়েরই খবর দেয়।' *অবন*, ১৯২৫।

সুকুতা [স শুষ্কপত্র] *বি* তিক্ত ব্যঞ্জনবিশেষ; সুক্তো। 'দশ প্রকার শাক নিম সুকুতার ঝোল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুকুমার [স] ১ *বিণ* স্নিগ্ধ। 'প্রথম বয়স প্রভু অতি সুকুমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'তিনিই তাহাদের শিক্ষাগুরু ও তাঁহার সুকুমার ক্রোড়ই তাহাদের সুচারু শিক্ষাস্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* মধুর। 'তাহার ছোট ছোট সুকুমার কথাগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৪ *বিণ* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'সে আমার শৈশবের কুঁড়ি, সে আমার সুকুমার আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ *বিণ* কোমল। 'সুকুমার প্রাণটুকু তার কিছু যেন জানে না, চোখে শুধু সুখের স্বপন লেগে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৬ *বি* সুন্দর পুত্র সন্তান। 'সুকুমার পাবে শীঘ্র কোলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৭ *বিণ* সুন্দর। 'তার আলোকিত সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৮ *বিণ* সূক্ষ্ম। 'আপনার সকরুণ সরল সুকুমার সৌন্দর্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৯ *বিণ* ললিত। 'গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, শুশ্রূষা ও সংগীত ছাত্রীদের শিক্ষণীয়।' *বেগম*, ১৯৪৯। ১০ *বিণ* সৃজনশীল। 'আসল কাজ হল ... সুকুমারবৃত্তি এবং মননশক্তির বিকাশসাধনের ব্যবস্থা করা।' *শিব*, ১৯৭৩।

সুকুমার কলা [স] *বি* ললিত কলা। 'গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, শুশ্রূষা ও সংগীত ছাত্রীদের শিক্ষণীয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সুকুমারতা [স] *বি* কমনীয়তা। 'ইহার সৌন্দর্য্য, সুকুমারতা, প্রভৃতি গুণাবলী।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

সুকুমারবিদ্যা [স] *বি* শিল্পসংস্কৃতি বিষয়ক বিদ্যা। 'লাভজনক যন্ত্রবিদ্যার চেয়ে আনন্দপ্রদ সুকুমারবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানা ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সুকুমারবৃত্তি [স] *বি* সৃজনশীলতা। 'তাদের সুকুমারবৃত্তির বিকাশ অথবা জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি কোনটাই হচ্ছে না।' *উমর*, ১৯৬৮; 'আসল কাজ হল ... সুকুমারবৃত্তি এবং মননশক্তির বিকাশসাধনের ব্যবস্থা করা।' *শিব*, ১৯৭৩।

সুকুমারমতি [স] *বিণ* কোমল মনবিশিষ্ট। 'সুকুমারমতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে উহার নাম কাব্য-তরু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সুকুমারী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অতি কোমল। 'উহাদের মধ্যে কোন কামিনী অধিক সুকুমারী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সুন্দরী। 'সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'সুকুমারী মহিলা ... অবিশ্রান্ত নৃত্যে রত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুকুশল [স] *বিণ* সুনিপুণ। 'আঙুলের সুকুশল সক্রিয়তায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সুকৃতি[1] [স] ১ *বি* সৎকর্ম। 'সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য বাধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলে পড়িবে যমের জালে জতনে চিন্তিহ পরলোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সৌভাগ্যবান। 'সুকৃতি পুরুষ জিএ সুখভোগ হেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* কীর্তি। 'ইন্দ্রের সমান তোর হইব সুকৃতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সুকৃতি[2] [স স্বীকৃতি] *বি* স্বীকার করে নেওয়া। *ডানকান*, ১৭৮৪।

সুকৃত্রিম [স] *বিণ* অতি কৃত্রিম। 'দূর থেকে মনে হত সুকৃত্রিম আভিজাত্যের প্রতীক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সুকেশিনী, সুকেশিনি [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সুন্দর চুলের অধিকারী। 'আমি পাঠানু যতনে সুকেশিনী উর্বশীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বি* অপ্সরাবিশেষ। 'রমা সুকেশিনী কেশববাসনা, সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুকোমল [স] *বিণ* মৃদু মধুর। 'শুভমুখে সুকোমল ভাষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সুকোমল মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সুকোমল সুন্দর সুরে সুর দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুকোমলা [স] *বিণ স্ত্রী* মৃদু মধুর। 'সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্যাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুকৌশল [স] ১ *বি* ভালো উপায়। 'কোন প্রকার অতিরেক উৎসাহ দেওয়া সুকৌশল বোধ করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *ক্রিবিণ* দক্ষতার সঙ্গে। 'সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার সুকোমল সুকৌশলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* দক্ষতাপূর্ণ। 'অস্ত্রের সুকৌশল সাহায্যে স্তর ভেদে করে যেখানটা অনাবৃত হল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সুকৌশলসম্পন্ন [স] *বিণ* ভালো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এমন। 'সুকৌশল সম্পন্ন প্রবল বেগবান বাষ্পীয় পোত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুকৌশলী [স] *বিণ* সঠিক কৌশল অবলম্বন করে এমন। 'দৃশ্যবস্তুর মর্যাদা বুঝে যে উপমা দিতে পারে সেই হল সুকৌশলী।' *অবন*, ১৯২৫।

সুক্তা *বি* তিক্তস্বাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'শাক সুক্তা ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুক্ত *বি* তিক্তস্বাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কাদার সুক্ত, ইটের ঘণ্ট – একদিন আপনি খেয়ে দেখ না?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সুক্তনি *বি* তিক্তস্বাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ডুমুরের সুক্তনি, থোড়ের ঘণ্ট।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সুক্তানি *বি* তিক্তস্বাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুক্তো *বি* তিক্তস্বাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'তেতো আর সুক্তো বাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলে।' মশীশ, ১৯৬৩।

সুক্কাকার [স শুষ্ক] *বিণ* যার আকার শুকনা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সুক্রবার [স শুক্র>] *বি* শুক্রবার। 'সুক্রবার দিনে নিঅমে থাকিব আতপ তণ্ডুল খাইএ।' *রামাই*, ১৭১০।

সুক্ল [স শুক্ল] *বিণ* শ্বেত। 'সুক্লরূপ ধরিল গোসাঞি সংসার কারন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুক্ষ[1] [স সূক্ষ্ম] *বিণ* মিহি। 'কপালে টনক নড়ে সুক্ষ ধুতি নাঞি উড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুক্ষ[2] [স সুখ] *বি* সুখ। 'ইন্দ্রপ্রস্থে সুক্ষে রাজ্জ করহ নির্ভয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুক্ষণ [স] *বি* শুভসময়। 'গ্রহেন্দ্র: প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'হরচন্দ্রের কলিকাতায় আগমনকালটি তাঁহাদের নিজের পক্ষে সুক্ষণ, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে কুক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুক্ষীণ [স] *বিণ* অতি সরু। 'কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে কামীর! সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুখ [স] ১ *বি* আনন্দ। 'দুহখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দী জানী।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০। ২ *বি* স্বাস্থ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* আরাম। 'চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'সুখের খেলায় বেলা গেছে পাইনি তো আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *বি* আনন্দময় অনুভূতি; তৃপ্তি। 'তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুখ-অনিদ্রা [স] *বি* সুখদায়ক জাগ্রতাবস্থা। 'শুয়ে শুয়ে সুখ-অনিদ্রায় ... সেই গান মনে পড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুখ-আশা *বি* সুখের বাসনা। 'মরিবার সাধ ছিল না আমার, কত ছিল সুখ-আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুখ-আশে *ক্রিবিণ* সুখের আশায়। 'আলেয়ার পিছে এলি সুখ-আশে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সুখকর [স] ১ *বিণ* সুখদায়ক। 'হৃদয়-প্রফুল্লকর সদা সুখকর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* আরামদায়ক। 'হাতির পিঠে মাহুত বসিয়া তাহাকে মাঝেমাঝে অঙ্কুশ দিয়া মারে, হাতির পক্ষে তাহা সুখকর নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* আনন্দদায়ক। 'এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সুখকুঞ্জ [স] *বি* সুখের ঘর। 'এই যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুখকৈলাস [স] *বি* সুখের কৈলাস পর্বত। 'সন্তানে দিতে কোল ছাড়ি সুখকৈলাস।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সুখচর [স] *বিণ* সুখদায়ক। 'তাহাতে গমন ছলে সুখচর হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুখছায় [স] *বি* আরামদায়ক ছায়া। 'সুখছায়ে মধুবায়ে এসো এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

সুখজ [স] *বিণ* আনন্দিত। 'পরিচয় দিয়ে তার করাব সুখজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুখজনক [স] ১ *বিণ* আনন্দদায়ক। 'সুখজনক কর্ম্ম করিলে যদি পাপ হইবে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* স্বস্তিদায়ক। 'কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ, এবং চিত্তের অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে সুখজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুখজাল [স] *বি* সুখের বিস্তার। 'সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুখটান *বি* আয়েসী টান। 'হুঁকোটাতে সুখটান মেরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সুখতন্দ্রা [স] *বি* সুখের নিদ্রার আবেশ। 'আঁধার-গহন নিবিড় নিশীথে ভাঙিয়ো না সুখতন্দ্রা।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'সংসারের সব দায়িত্ব সুখতন্দ্রায় লীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুখতরঙ্গ [স] *বি* সুখরূপ ঢেউ। 'ব্রহ্মপুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুখতরী [স] *বি* সুখরূপ তরী। 'জয়নাবের সুখতরী ডুবিবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সুখতরু [স] *বি* সুখরূপ তরু। 'তুমি নিয়ে যাও, সে সুখতরুর যত ফুল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সুখতলা [স সুখ>] *বি* পায়ের আরামের জন্য জুতার ভিতরে নরম আরামদায়ক যে চামড়া থাকে। 'যার সুখতলা আকারে ও কাঠিন্যে তার কাছেও ঘেঁষতে পারে।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

সুখদ [স] ১ *বিণ* আরামদায়ক; সুখকর। 'সেখানকার বায়ু সুখদ।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* সুন্দর। 'এ কালেজ ঘর যে প্রকার সুখদ হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সুখদা [স] *বিণ স্ত্রী* সুখদানকারী। 'সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, সুখদা বরদা জননী।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুখদায়ক [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'জীবনের জন্য সুখদায়ক হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'আরাম অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের প্রশংসা তাহাদের নিকট অধিক সুখদায়ক।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সুখদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দদায়ক; আনন্দের অনুভূতি উদ্রেক করে এমন। 'রজনী কি সুখদায়িনী!' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সুখদিন [স] *বি* সুখের সময়। 'ওগো সুখদিন হায়/ যবে চলে যায়/ আর ফিরে আর আসে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুখদুঃখ [স] *বি* সুখ ও দুঃখ। 'আমার হিতাহিতচিন্তা ও সুখদুঃখ বিবেচনা নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সুখদুঃখবহুল [স] *বিণ* ভালোমন্দমিশ্রিত। 'সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুখদুঃখভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দ ও বেদনার অংশীদার। 'আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুখদুঃখভার [স] *বি* সুখ ও দুঃখরাশি। 'বিশ বৎসরের তব সুখদুঃখভার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুখদুঃখোত্তীর্ণ [স] *বিণ* সুখ ও দুঃখের অনুভূতি অতিক্রম করে এমন। 'আনন্দিত না-বলে বলা উচিত সুখদুঃখোত্তীর্ণ প্রশান্তিতে আত্মস্থ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুখদুখ [স সুখ-দুঃখ] *বি* সুখ ও দুঃখ। 'অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে মম সুখদুখ ভাঙিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুখ-ধরণী *বি* সুখের জগৎ। 'এ সুখ-ধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে, জান না হবে দিতে আপনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুখধাম [স] *বি* সুখের জগৎ। 'বুদ্ধিই এই ভূলোককে স্বর্গলোক সমান সুখধাম করিবারও মন্ত্রণা করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুখনদী [স] *বি* সুখরূপ নদী। 'আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখনদীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপকূলে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১।

সুখনিদ্রা [স] *বি* সুখের ঘুম। 'অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত সুখনিদ্রা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'সখা, আগুন লেগেছে ঘরে, আমি শুধু এনেছি সংবাদ। সুখনিদ্রা দিয়েছি ভাঙায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সুখনিমিত্ত [স] *ক্রিবিণ* সুখের প্রয়োজনে। 'সকল ইন্দ্রিয়কেই সুখনিমিত্ত আপন আপন কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুখনিশি [স সুখ-নিশা] *বি* সুখের রাত্রি। 'সুখনিশি অবসান, গেছে হাসি গেছে গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'সাধ না মিটিতে হল সুখনিশি ভোর।' *নজরুল*, ১৯২২।

সুখনীড় [স] *বি* সুখের বাসা। 'সুখনীড় মাঝে কেন হানিছ বিরহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'পাহাড়ের গায়ে গায়ে তাদের সুখনীড় বেঁধে আছে।' *বেগম*, ১৯৭৩।

সুখপরবশে [স সুখ+স পরবশ>] *ক্রিবিণ* সুখে মগ্ন হয়ে। 'তদভাবে দৈহিক সুখপরবশে ও একতার মর্ম্ম অনবগতে ... নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুখপরিমল [স] *বি* সুখরূপ মধু। 'সুখপরিমল পান করে কাটায় প্রহর কতো।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সুখপাখি [স সুখপক্ষী] *বি* সুখরূপ পাখি। 'সুখপাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সুখপাঠ্য [স] *বিণ* সহজে পাঠযোগ্য; পাঠ করে সুখ লাভ হয় এমন। 'বিবিধ আমোদজনক কৌতুকজনক গল্পের বই, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বীরকাহিনী, সুখপাঠ্য বিজ্ঞান ইতহাস পড়িতে পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

সুখপ্রত্যাশী [স] *বিণ* সুখের আশা করে এমন। 'ভারত ইহকালের সুখপ্রত্যাশী নহেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সুখপ্রদ [স] *বিণ* আরামদায়ক। 'পথশ্রমক্লান্ত পথিকবৃন্দের চক্ষে অতি সুখপ্রদ বিশ্রামক্ষেত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুখপ্রিয়তা [স] *বি* ইন্দ্রিয়-সুখের আকাঙ্ক্ষা। 'চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সুখবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সুখী। 'আপনাদিগকে সুখবতী জ্ঞান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সুখবন্ধন [স] *বি* সুখের বাঁধন। 'চিরজীবনের সুখবন্ধন/ সেই গৃহমাঝে টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুখবিকাশক [স] *বিণ* সুখের উদ্রেককারী। 'ফিউডাল প্রজারা ... জগতে সুখবিকাশক সভ্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুখবিলাস [স] *বি* আনন্দ উপভোগ। 'নানা সুখবিলাসে ও সৎকর্ম্মেতে ও পরোপকারেতে এতাবৎ কাল ক্ষেপণ।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

সুখবিলাসিনী [স] *বি* সুখভোগে রত নারী। 'শোনো ওগো সুখবিলাসিনী, কতদিন এখানে আসিনি।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

সুখবিহার [স] *বি* সুখময় বিচরণ। 'কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ ... কালিন্দীতীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুখবেদনা [স] *বি* অতিরিক্ত সুখের প্রভাবে সৃষ্ট বিরহবোধ। 'নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল/ সুখবেদনা মনে বাজিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সুখবোধ [স] *বি* সুখের অনুভব। 'আমার এমন সুখবোধ হইল যে, সে আর তুমি কি বুঝিবে!' *প্রভাত*, ১৮৯৬; 'সুখবোধ কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ক্রমে প্রসারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুখব্যাকুলতা [স] *বি* সুখমিশ্রিত ব্যাকুলতা। 'সুখ-ব্যাকুলতা কাহার চরণ-তলে দিব নিছনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুখভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুখী। 'সে স্ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুখভোগ [স] ১ *বি* সুখ উপভোগ। 'সুকৃতি পুরুষ জিএ সুখভোগ হেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সুখে থাকা। 'সুখভোগ না ছিল কপালে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুখভোগলালসা [স] *বি* সুখভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা। 'জমিদারেরা এত সুবিধা সম্ভোগ করিয়াও আলস্য, সুখভোগলালসা ... যত্ন কিছুই করেন নাই।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সুখভোগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুখ ভোগকারী। 'আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না?' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সুখভোগ্য [স] *বিণ* মজাদার। 'সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুখমনে *ক্রিবিণ* আনন্দিত মনে। 'নানাবিধ উপহার ভুঞ্জে সুখমনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুখময় [স] ১ *বিণ* সুখকর। 'অদ্যকার সুখময় সময় অতিশয় পবিত্র ও পরম প্রার্থনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* আনন্দপূর্ণ। 'ইঁহারা ছায়াপথেরও ওপারে কোনো সুখময় ভবনে বাস করেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ৩ *বিণ* তৃপ্তিদায়ক। 'একটী সুখময় ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হয়।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

সুখময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সর্বদা সুখী। 'তুমি সুখময়ী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সুখমেলা [স] *বি* সুখের সমাহার। 'হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুখযৌবন [স] *বি* আনন্দময় যৌবন। 'শেষে দেখিব – পড়িব সুখযৌবন/ ফুলের মতন খসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুখরজনী [স] *বি* সুখের রাত। 'বল গো সজনী, এ সুখরজনী, কোনখানে উদিয়াছে, বনমাঝে কি মনমাঝে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'অঞ্চল ছায়া সুখরজনী সম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সুখরতি [স] *বি* সুখকর মিলন। 'যা লঞা সুখরতি ভুঁজয়ে মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুখরত্ন [স] *বি* সুখরূপ রত্ন। 'তিনি আমাদের মনোরূপ রত্নখনিতে ... সুখরত্ন নিহিত রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুখরস [স] *বি* সুখরূপ রস। 'প্রেম হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা-সুখরস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুখরাতি [স সুখরাত্রি] *বি* সুখের রাত্রি। 'যবে কুসুমশয়নে নয়নে নয়নে কেটেছিল সুখরাতি রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুখলোক [স] *বি* স্বর্গ। 'আতিথ্যের অপরাধ রবে না স্মরণে/ ফিরে গিয়ে সুখলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুখলোভাতুর [স] *বিণ* সুখের জন্য লোলুপ। 'সুখলোভাতুর আশায় দিয়েছে আগুন জ্বালিয়ে।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

সুখশয্যা [স] *বি* আরামদায়ক বিছানা। 'যাহারা মাতৃভূমির আহ্বানে মুহূর্তকালের মধ্যেই ধনজনযৌবনের সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'ঘরে তিন পুরুষের পালঙ্কে প্রশস্ত

সুখশয্যা।' *মানিক*, ১৯৪০।

সুখশয়নাগার [স] *বি* সুখদায়ক শয্যা। 'ভারতবর্ষের সুখশয়নাগারে হঠাৎ সেই পোলিটিকাল জুজুর আবির্ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুখশান্তি [স] *বি* আনন্দ ও শান্তি। 'মহাসুখে সুখ দুঃখ কিছু নাহি মানি করো সবে সুখশান্তি দান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুখশান্তিকামী [স] *বিণ* সুখ ও শান্তি কামনা করে এমন। 'জাগতিক সুখশান্তিকামী ... বলিয়া উপলব্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুখশান্তিময় [স] *বিণ* সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ। 'আরবের বহু স্থানেই এসলামের জয় বিঘোষিত সুখশান্তিময় বায়ু সুপ্রবাহিত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সুখশান্তিহীন [স] *বিণ* আরাম-আয়েশহীন। 'কাটালেম কত শত দিন/ ম্রিয়মাণ সুখশান্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সুখশূন্য [স] *বিণ* আয়েশহীন। 'ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্ত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সুখশ্রান্ত [স] *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুখশ্রাব্য [স] *বিণ* শোনা আনন্দদায়ক এমন। 'সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সুখসন্ধ্যা [স] *বি* আনন্দময় সন্ধ্যা। 'বসি গিয়া বাতায়নে, সুখসন্ধ্যাসমীরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুখসভ্যতা [স] *বি* উন্নত সভ্যতা। 'শ্রীভ্রষ্ট দুর্ভাগ্য হিন্দুদিগের সুখসভ্যতা লাভের ... প্রতিবন্ধক আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুখসমৃদ্ধি [স] *বি* সুখ ও উন্নতি। 'স্বজাতীয়দিগের ক্রমশঃ সুখসমৃদ্ধি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সুখসম্ভোগ [স] *বি* সুখ আস্বাদন। 'যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া সুখসম্ভোগ করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

সুখসম্ভোগোপযোগী [স] *বিণ* আনন্দ উপভোগের উপযোগী। 'তাহাদের বহুতর সুখসম্ভোগোপযোগী দ্রব্য আবশ্যক হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সুখসম্মিলন [স] *বি* আনন্দময় মিলন। 'খোদাতায়ালার সহিত সুখসম্মিলন।' *ফজলল*, ১৯১৩।

সুখসাগর [স] *বি* সুখরূপ সাগর। 'তা দেখিলে তুচ্ছ হবে এ সুখসাগর।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুখসাথি [স সুখ+স সহিত>] *বি* সুখের সময়কার বন্ধু। 'যতেক সুখসাথি এখনি যাবে যার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সুখ-সাধ [স] *বি* সুখের বাসনা। 'পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যার সুখ-সাধ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সুখ-সাধক [স] *বিণ* সুখ বয়ে আনে এমন। 'তাহারদের ঐহিক পারত্রিক সুখ-সাধক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হউক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সুখসাধন [স] *বিণ* সুখ আনয়নকারী। 'ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সুখসিন্ধু [স] *বি* সুখের সাগর। 'সভে সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে ভক্তবৃন্দ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুখসুপ্ত [স] ১ *বিণ* আনন্দময়। 'সুখসুপ্ত সরসী-নীরে এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'সুখসুপ্ত মুখখানি তব দেখে পুন প্রাণ পাই প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সুখ-সুবিধা [স] *বি* আরাম ও আনুকূল্য। 'নবপ্রতিষ্ঠিত রাজত্বের সুখ-সুবিধার স্বর্ণ-তোরণ উদ্ঘাটিত হইবে।' *সওগাত*, ১৯২৭।

সুখসেবা [স] *বি* সুখভোগ। 'আপনাপন সুখসেবা ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ... করিয়া থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

সুখসেব্য [স] ১ *বিণ* উপভোগ্য। 'মুসলমানেরা রমণীকে সুখসেব্য দ্রব্যমধ্যে গণ্য করেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* সেবন করে সুখ পাওয়া যায় এমন। 'মে ও জুন মাসে বায়ু অতি সুখসেব্য।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সুখসৌভাগ্য [স] *বি* সুখ ও সৌভাগ্য। 'অন্যের সুখ-সৌভাগ্যদর্শনে মনে কষ্টবোধের নামান্তরই মাৎসর্য্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুখস্নিগ্ধ [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'এই সুখস্নিগ্ধ হাসির মধ্যে ... অপরাধের স্মৃতিচিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

সুখস্পর্শ [স] *বিণ* স্পর্শ করলে আরাম বোধ হয় এমন; আরামদায়ক। 'এক বলদ আছে তাহার শরীর অতিশয় সুখস্পর্শ।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সুখস্বচ্ছন্দতা [স] *বি* আরাম-আয়েশ। 'জীবিকানির্বাহ ও সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুখস্বচ্ছন্দে [স] *ক্রিবিণ* আরাম ও আয়েশের সঙ্গে। 'স্ব স্ব কার্যে রত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুখস্বপন [স সুখস্বপ্ন] *বি* সুখের স্বপ্ন। 'দুখানি অলস আঁখিপাতা, মাঝে সুখস্বপন-আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুখস্বপ্ন [স] *বি* সুখের স্বপ্ন। 'আমার সুখস্বপ্ন তুল্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'পুরুষকে স্বর্গীয় দেবতা ভাবিয়া সর্ব্বদা প্রণয় ও সুখস্বপ্নের চিন্তা করে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'কত সুখ আশা আসিবে যাইবে হায়, সুখ-স্বপ্নের প্রায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুখস্বর্গ [স] *বি* স্বর্গীয় সুখ। 'সুখস্বর্গ মাঝে কেন আনিছ বহিয়া হাহাধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'এত বেশি সুখস্বর্গ পাব যে তা যেন ধারণাও করতে পারা যায় না।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুখস্বাচ্ছন্দ্য [স] *বি* আরাম-আয়েশ। 'শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য-শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'নাতবৌ-এর সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নতুন ঢং।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সুখস্বাস্থ্যসম্পদ [স] *বি* সুখ, স্বাস্থ্য এবং সম্পদ। 'তোমরা সুখস্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুখস্মৃতি [স] *বি* বিগত দিনের যেসব কথা মনে পড়লে মন পুলকিত হয়। 'আঁখি হাসি-ঢালা, মন সুখস্মৃতি-সমাকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'সেই প্রীতি সেই রাঙা সুখ-স্মৃতি স্মরি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সুখহীন [স] *বিণ* নিরানন্দ। 'ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ভ্রমিছ দীনপ্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সুখাকর [স] *বিণ* সুখদায়ক; আনন্দদায়ক। 'দোষাকর নিশাকর লোকে কহে সুখাকর।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সুখাতুর [স] *বিণ* সুখের জন্যে আকুল। 'ধর সুর সুমধুর/ গাও, গীত-সুখাতুর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

সুখানুভব [স] *বি* সুখ অনুভব; আনন্দ উপভোগ। 'দরিদ্র-ব্যক্তি প্রচুর ধন প্রলাভে যে প্রকার সুখানুভব ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখানুভূতি [স] *বি* সুখকর অনুভূতি। 'শত্রুকে শাস্তি দেওয়ার সুখানুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

সুখান্বিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'আহরিয়া কতমত, সবে হয়ে সুখান্বিত, নানামত লাগিল খাইতে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

সুখাবহ [স] **১** *বিণ* সুখমিশ্রিত। 'কৌতুকও সেইজাতীয় সুখাবহ দুঃখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বিণ* সুখকর। 'বর্তমানের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ বা সুখাবহ না হওয়াই সম্ভব।' *সওগাত*, ১৯৪৪।

সুখাবিষ্ট [স] *বিণ* শুনলে আবেশ জাগে এমন; শ্রুতিসুখকর। 'পংক্তির মোলায়েম সুখাবিষ্ট ধ্বনিবিস্তারের পর হঠাৎ যখন শুনি ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সুখাবেশ [স] *বি* সুখ-বিহ্বলতা। 'সুখাবেশে অবশ হইয়া অতিগোপনে কোন বিরল স্থানে অশেষ বিশেষ যতনে নবীন যোগির যোগাসনে যোগসাধন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুখাভিলাষ [স] *বি* সুখলাভের ইচ্ছা। 'সুখাভিলাষে মত্ত কুরঙ্গের মত যৌবনতরঙ্গে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুখার্থে [স] *ক্রিবিণ* সুখের জন্য। 'মিথ্যা সুখার্থে অনর্থহেতু দ্যূতক্রিয়াকরণে পুরুষবৃথায়ুঃ ক্ষেপণ করে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুখালস [স] *বিণ* সুখে অলস। 'এসো মিলন-সুখালস নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

সুখালোচনা [স] *বি* আনন্দদায়ক কথোপকথন। 'সুখালোচনাকে সুদীর্ঘ করিয়া টানিয়া লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুখাশয় [স] *বি* সুখ রূপ স্থান। 'অলৌকিক সুখাশয়ে এইরূপ সঞ্চরণ করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুখাশা [স] *বি* সুখের আশা। 'সেই ভাবি সুখাশা সন্তানগণের হইবাতে সমাজের অনিষ্ট করিতেছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সুখাশ্রম [স] *বি* সুখের ঠিকানা। 'মৃত্যুই পরম বন্ধু সুখাশ্রম ধাম।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২।

সুখাসন [স] *বি* আরামদায়ক আসনবিশেষ। 'রূপোর সুখাসনে বর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুখাসীনা [স] *বিণ স্ত্রী* আরামে উপবিষ্ট। 'যমুনাতীরের গবাক্ষে সুখাসীনা ষোড়শী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সুখাস্বাদ [স] *বি* পরিতৃপ্তিকর স্বাদ। 'সঙ্গীবিহীন দুর্জয় এই পরিভ্রমণ/ রক্তনেশায় এনেছে কেবলই সুখাস্বাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সুখাস্বাদন [স] **১** *বি* আনন্দ উপভোগ। 'ভোগবিলাসী ব্যক্তিরা তদনুরূপ সুখাস্বাদনে সমর্থ নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **২** *বি* তৃপ্তিকর অনুভূতি। 'রসভেদের কবিতা পাঠে ততোধিক সুখাস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

সুখিত [স] *বিণ* সুখী। 'সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক; সুখী অহিংসিত হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সুখিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সন্তুষ্ট। 'এ অধিনী সুখিনী কেবল তব পাশে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুখী [স] **১** *বিণ* খুশি। 'মুরারিগুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সুখ ভোগকারী। 'কুলের বউহারী সুখী দুঃখী অকিঞ্চন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* নরম। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বিণ* তৃপ্ত। 'নির্ধন ব্যক্তি শাকান্ন আহার দ্বারা তদপেক্ষা অল্প সুখী হয়েন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪; 'খাদ্যসুখে সুখী হয়ে বাদ্য করে মুখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'সুখী হৃদয়ের সুখের গান শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৫** *বিণ* সন্তুষ্ট। 'কবিতা গান দ্বারা এ প্রদেশস্থ লোকেরদিগকে অতিশয় সুখী করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৬** *বিণ* আনন্দিত। 'ওগো সুখী প্রাণ, তোমাদের এই ভব-উৎসব-ঘরে, অচেনা অজানা পাগল অতিথি, এসেছিল ক্ষণতরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৭** *বিণ* প্রসন্ন। 'মেজাজ কিছু সুখী ও শৌখিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সুখী করন *বি* সুখী করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সুখীতর [স] *বিণ* অধিক সুখী। 'তার হতে সুখীতর অন্য কোন জন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সুখেচ্ছা [স] *বি* সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা। 'কেহবা সুখেচ্ছায় নির্ভর করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুখে থাকলে ভূতে কিলায়/ কিলোয় – সুখের মর্যাদা না বুঝে স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করা। 'তোমার দেখছি – সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'কিন্তু সুখে থাকলে আবার ভূতে কিলায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

সুখের দিন *বি* সুসময়। 'আহা কী সুখের দিন, দোঁহে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮; 'সুখের দিনের বন্ধুরা গেল দূরে।' *আহসান*, ১৯৫০।

সুখের পায়রা *বি* সুসময়ের বন্ধু। 'তাঁরা দু-দশটি সুখের পায়রা, ননীর পুতুল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সুখের বাদশা *বিণ* চরম সুখী। 'বাড়িতে গেলে আমার বউও আমাকে সুখের বাদশা বানিয়ে দেয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুখোচ্ছ্বাস [স] *বি* সুখ ও উচ্ছ্বাস। 'অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুখোদয় [স] *বি* আনন্দের উদ্রেক। 'জল-তুলসী সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যাহার যাহাতে রুচি, সেই দ্রব্য তারে শুচি, তার তাতে হয় সুখোদয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুখোদিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সুখদায়ক। 'সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্ব্বোপরি সুখোদিতা যে এক কবিতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সুখোল্লাস [স] *বিণ* পরম আনন্দিত। 'আচার্যরত্ন শ্রীবাস হৈল মনে সুখোল্লাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুখনা রুটি [স শুষ্ক>+রুটি] *বি* বিস্কুট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুখবর [স সু+আ খবর] *বি* শুভ সংবাদ। 'আজ রাজাকে সুখবর দিয়েছি।' *অবন*, ১৮৯৬; 'খবরটি সুখবর নয় – শোনবামাত্র তোমাকে শাল-দোশালা বকশিশ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সুখর [স সুধার] *বিণ* অত্যন্ত ধারালো। 'সুখর খড়্গ মনুজ মুণ্ড।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুখা[১], **সুখানো** [স শুষ্ক>] *ক্রি* শুকানো। **সুখাঅল** *ক্রি* শুকিয়ে গেলো। 'রক্ত বস্ত্র পরিধান সুখাঅল তনু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **সুখাইবেক** *ক্রি* শুকাবে। *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **সুখাইল** *ক্রি* মলিন হলো। 'তৃষ্ণাএ আকুল তনু সুখাইল মুক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুখাইলে** *ক্রি* শুকনা হলে। 'আমি সুখাইলে তোমার কিবা হব হিত।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুখাঈ** *ক্রি* শুকায়। 'তেঁ নহি কমল সুখাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুখাএ** *ক্রি* শুকিয়ে। 'মৃর জঞো মৃঢ়হি ... অপদহি গেল সুখাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুখাল্য** *ক্রি* শুকালো। 'তৃষ্ণায় সুখাল্য গলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুখা[২] [স শুষ্ক] *বিণ* শুকানো। 'আমরা মরি না, সুখা মাটি শুধু তাকায় শংকাকুল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখাদ্য [স] *বি* উন্নত মানের খাবার। 'ভৃত্যগণেরা নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন মদ্য মাংস প্রভৃতি আনিয়া প্রস্তুত করিলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুখান [স শুষ্ক] *বিণ* শুষ্ক; মরা। 'মঞ্জরে সুখান কাঠে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুখানা [স শুষ্ক] *বিণ* শুকনা। 'সুখানা চালাতে বস্যা কলবলায়ে কাউ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুখুনা [স শুষ্ক] *বিণ* শুকানো। 'সুখুনা কাষ্ঠেত জেন অগ্নির সমে খেলা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুখানি [আ সুক্কানী] *বি* নৌকা বা জাহাজে হাল ধরে যে ব্যক্তি। 'দু'হাতে ধরে কত শক্তি, বোঝে না সুখানি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

সুখ্যাত [স] *বিণ* সুনাম অর্জনকারী। 'তদবধি সে অধিক সুখ্যাত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সুখ্যাতি [স] *বি* সুনাম; যশ। 'এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার/ চিড়া-দধি-মহোৎসব সুখ্যাতি যাহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পঞ্চম গৌড়েতে জার পরম সুখ্যাতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুখ্যাতি করা *ক্রি* প্রশংসা করা। 'এ গ্রন্থখানিকে কোনোমতেই সুখ্যাতি করিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সুখ্যাতিপত্র [স] *বি* সংবর্ধনাপত্র। 'বিদায় ও সুখ্যাতিপত্র বিবেচনা করিতে কলিকাতাবাসি বাঙ্গালি ভাগ্যবান একত্র হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুখ্যাতি-প্রয়াসী *বিণ* সুখ্যাতি চায় এমন। 'উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচারিত হইলে সুখ্যাতি-প্রয়াসী নিমন্ত্রক দেখিবেন ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুখ্যাতিমান [স] *বিণ* সুনামের অধিকারী। *দর্পণ*, ১৮২২।

সুগঠন [স] ১ *বিণ* সুন্দর গঠনসম্পন্ন। 'অতি সুগঠন তৈল্য বিচক্ষণ।' *কেতকা*, ১৬৫০। ২ *বিণ* সুন্দরভাবে নির্মিত। 'সে স্থলে বড় সুগঠন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* স্বাস্থ্যবান। 'ইকল অতি সুশ্রী সুগঠন পুরুষ।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সুগঠনা [স] *বিণ স্ত্রী* উত্তম গঠনসম্পন্ন। 'সর্ব্ব অঙ্গ সুগঠনা তুলনাবর্জ্জিতা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব দেহ, অতীব সুগঠনা, কেশ-সম্পদে সমৃদ্ধা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুগঠিত [স] ১ *বিণ* উত্তম গঠনসম্পন্ন। 'একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'এই সুললিত সুগঠিত নবনীকোমল সৌন্দর্যের যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি করিয়াছ পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'একটা সুসংগত এবং সুগঠিত মত খাড়া করিতে পারি, তবে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'অংশগুলির মধ্যে সুগঠিত ঐক্য ...' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৪ *বিণ* বলিষ্ঠ। 'সুগঠিত মাংসপেশী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুগঠিতদেহ [স] *বিণ* উত্তম গঠনের দেহধারী। 'পুরুষকে বলবান প্রিয়দর্শন ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুগঠিতদেহা [স] *বিণ স্ত্রী* উত্তম গঠনের দেহবিশিষ্ট। 'প্রতি নারীকে রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহা হতে প্রেরণা দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুগতি [স] ১ *বিণ* সুফল। 'একনারী দুই পতি নাহিক সুগতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* ভালো অবস্থা। 'দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুগতিক [স] *বি* সুব্যবস্থা। 'কেবল একটা সুগতিক হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সুগন্ধ [স] ১ *বিণ* মধুর গন্ধযুক্ত; সুবাসিত। 'সুগন্ধ শীতল বাইউ পুষ্প বরিষণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সুবাস। 'তরু হোন্তে সুগন্ধ চৌদিবে আমোদিত।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* সৌন্দর্য। 'হৃদয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সংগীত ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুগন্দি *বিণ* সুগন্ধবিশিষ্ট। 'সুগন্দি চন্দন দিব্যবস্ত্র পরিধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুগন্ধ-কিঙ্কিণী *বি* সুগন্ধরূপ কিঙ্কিণী। 'সেইক্ষণে তুমি একাকিনী দক্ষিণবায়ুর ছন্দে বাজায়েছ সুগন্ধ-কিঙ্কিণী বসন্তবন্দনা নৃত্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

সুগন্ধতর [স] *বিণ* অধিক সুবাসিত। 'অগুরু-পুষ্প-চন্দন পুড়ে হয় সুগন্ধতর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সুগন্ধবার্তা [স] *বি* সুরভি। 'বাতাস ইস্তাম্বুল-আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুগন্ধবাহী [স] *বিণ* মিষ্টি গন্ধ বহনকারী। 'সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুগন্ধ-শ্বাস [স] *বি* সুবাসিত নিশ্বাস। 'তোমারি সুগন্ধ-শ্বাসে সকল চিত্ত ভরি –।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুগন্ধি, সুগন্ধী [স সুগন্ধ>] *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুগন্ধী ধূম আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুগন্ধেসরী [স সুগন্ধেশ্বরী] *বি* চন্দন। 'দেবদারু আগরু নবধব সুগন্ধেসরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুগভীর [স] ১ *বিণ* সর্বত্র ব্যাপ্ত। 'আমরাও সেইরূপ সুগভীর বায়ুরাশিতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* অতল। 'সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর, রত্নময়ী বসুধার বরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* অত্যন্ত ঘন। 'চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন জ্যোতির্ময় তোমার আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বিণ* প্রগাঢ়। 'চিরজীবনের সুগভীর আনন্দ তাদের কল্পনার অতীত, ধারণার অগম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বিণ* আনন্দঘন। 'এই শরতের সুগভীর দিনগুলি আর এমন অখণ্ডভাবে পাব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'কিন্তু তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্থিচর্মের মধ্যে সেইপ্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৭ *বিণ* শক্ত। 'সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৮ *বিণ* অতি গাঢ়। 'সুগভীর রং দিল এঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সুগভীর-ভাবে *ক্রিবিণ* অতিশয় গভীরভাবে। 'এই রকম সন্ধ্যার দৃশ্য আমার যে কী সুনিবিড় সুগভীর-ভাবে ভালো লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুগম [স] ১ *বিণ* সহজভেদ্য। 'আগম নিগম দুর্গম সুগম শ্রবণ নয়ন মনে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত। 'দেখিলেক যে তাহার রাজ্য যদ্যপি সদ্বিচার ও সুগম বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* সুপাঠ্য। 'কামরূপপীঠের যাত্রাবিষয় সুগম গ্রন্থ অদ্যপর্য্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বি* সুযোগ। 'দুঃখি লোকের ইঙ্গরেজী পড়ার বড়ই সুগম হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ৫ *বিণ* সহজে চলাফেরার উপযুক্ত। 'তাহাতেও সমুদ্রপোত সঞ্চারিত করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুগমতা [স] *বি* বোধগম্যতা। 'অর্থসুগমতার অনুরোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ব্র্যাকেটের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুগমার্থ [স] *বি* সহজ অর্থ। 'মুগ্ধবোধের সুগমার্থ প্রকাশক।' *দর্পণ*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৩৮।

সুগম্ভীর [স] ১ *বিণ* ধীর ও স্থির। 'পাত্রগণ চলে কাল নরকেতু রণমাল সুগম্ভীর বীর পুরন্দর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অত্যন্ত গম্ভীর। 'ঝর ঝর মর মর উঠিতেছে সুগম্ভীর গাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* খুবই আন্তরিক ও গুরুত্বপূর্ণ। 'এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা অম্বুনিধি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুগম্য [স] *বিণ* সহজে চলাফেরার উপযুক্ত। 'প্রজার নিকটে টাকা লইয়া দুর্গম্য পথসকল সুগম্য করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

সুগায়ক [স] ১ *বি* দক্ষ গায়েন। 'সুগায়ক সুবাদক হইতে গেলে বহু পরিশ্রম করিতে হয়।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ২ *বিণ* ভালো গান করে এমন। 'আমরা সুরসিক সুগায়ক রূপচাঁদপক্ষীর নিন্দা করবার জন্য ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সুগায়িকা [স] *বি স্ত্রী* ভালো গান করে যে। 'একজন সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সুগার [ই] *বি* চিনি। 'বিলাতি সুগার হতে পাব নিস্তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুগুণ [স] *বি* উত্তম গুণ। 'সতত থাকে রে সুগুণ কুদেহে ভাব বিধির বিধানে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুগৃহিণী [স] *বি* উত্তম গৃহিণী। 'সুগৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহের সম্মার্জনা করা।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'এই রীতে নারী হয় সুগৃহিণী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সুগোচর [স] *বিণ* ভালোভাবে অবগত। 'এতদ্দেশস্থ সমস্ত লোকের যাদৃশোপকার হইয়াছে তাহা সুগোচর করি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুগোচরার্থ [স] *ক্রিবিণ* ভালোভাবে জানার জন্য। 'রাজার সুগোচরার্থ আপনকার প্রশংসনীয় পত্রে প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সুগোপন [স] ১ *বিণ* খুব নিভৃত। 'জনম যার কামনা-লোকে মনের সুগোপন দেশে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* যত্নে লুকায়িত। 'অপ্রকাশ সুগোপন বেদনার মতো।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সুগোল [স] ১ *বিণ* নিখুঁত বৃত্তের মতো। 'সুগোল টিপ কেটেচ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বিণ* সুন্দর গোলাকার। 'সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখচ্ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* প্রায় গোল। 'দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সুগোল, গুম্ফবিশিষ্ট কোন দৈত্য নয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সুগৌর [স] *বিণ* অতিশয় ফরসা। 'মেয়ের সুগৌর ছোট কপালে ঘামের বিন্দু।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯; 'সুগৌর সুন্দর চেহারা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সুগ্রহ [স] *বি* আনুকূল্য; সৌভাগ্য। 'পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো সুগ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুগ্রাহ্য [স] *বিণ* ভালোভাবে বিবেচ্য। 'ঐ দরখাস্ত যে তথায় সুগ্রাহ্য হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সুঘট্ট [স সুঘটিত] *বি* আতসবাজি। 'সুঘট্ট ভয়ঙ্করি সঘনে ছুছুন্দরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুঘরাই *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'সুঘরাই – কাফি ঠাটের রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সুঘ্রাণ [স] *বি* সুগন্ধ। 'নাসা কহে পদ্মিনী সে তরঙ্গ-সুঘ্রাণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুঙ *বি* চীনের প্রাচীন যুগবিশেষ। 'চীনে সুঙ যুগে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুঙ্গা[১] [স সু+অঙ্গ] *বি* সঙ্গ। 'বাটত মিলিল মহাসুখ সুঙ্গা।' *চর্যা ৮*, ১২০০।

সুঙ্গা[২] [স শিঙ্ঘ>] *ক্রি* শোঁকা। 'পুষ্প সুঙ্গিয়া চাহে বিষের গন্ধ পায় তাতে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুচ [স সূচি] *বি* সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতুনির্মিত শলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সুচ ফুটানো *ক্রি* খোঁচা দেওয়া। 'সে-চাওয়ার গায়ে কী যে সুচ ফুটাচ্ছে থেকে-থেকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

সুচক [স সূচক] *বিণ* সূক্ষ্মাগ্র। 'সুচক রুচক কুচের বাটুল তাতা পড়ি গেল দিঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুচতুর [স] ১ *বিণ* সুনিপুণ। 'তোহ্মা বিনে কেবা পারে হইতে সুচতুর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* খুব চালাক। 'আপনি সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ এবং সমরকুশল বীরাগ্রণী সেনানী।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সুচতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* অতিশয় চালাক। 'সুচতুরা দূতী এক আনে তত্ত্ব কৈরে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সুচন্দন [স] *বি* সুগন্ধী চন্দনের গাছ। 'তোমার পরশে সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুচরিত [স] *বিণ* ভালো চরিত্রের অধিকারী। 'এবেঁ সুচরিত ভৈল সুন্দর কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুচরিতা [স] *বি স্ত্রী* সৎস্বভাব। 'বলিলা সংসারে নাহি হেন সুচরিতা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুচরিতান্বিত [স] *বিণ* উন্নত চরিত্রের। 'মনুষ্যের প্রথমে সুস্বভাব ও সুচরিতান্বিত হওয়া আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুচরিত্র [স] *বি* উত্তম স্বভাব। 'সিদ্ধেশ্বরের সুচরিত্র বলে যেতে পেয়েছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সুচরিত্রা [স] *বিণ* ভালো চরিত্রের অধিকারিণী। 'সুচরিত্রা বসুমতী জয়া বিজয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুচলো [স সূচি>] *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'চোখ দুটোকে ছোট্ট আর সুচলো করে ধরে বেড়ার ফুটোয়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সুচাঁছে [স সুচ্ছন্দ] *ক্রিবিণ* মসৃণ করে। 'সুচাঁছে চাঁচিল ভার দুই মুঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুচারু [স] ১ *বিণ* অতি সুন্দর। 'গমন সুচারু হংস খঞ্জন নিছনি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'পারস্য ও বঙ্গ অক্ষরেতে অতিসুচারু লিখিত কএক লিপি দর্শান গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বিণ* যথার্থ। 'আদালতের কর্ম্ম সুচারু বিচারমতে নির্ব্বাহ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বিণ* অতি প্রশস্ত। 'পাপ সঞ্চারের সুচারু পথ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সুচারুরূপ [স] *ক্রিবিণ* নিয়মমাফিক। 'এক ভূমিতে পুনঃপুনঃ একরূপ শস্য বপন করিলে সুচারুরূপ শস্যোৎপত্তি হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুচারুরূপে [স] ১ *ক্রিবিণ* সুশৃঙ্খলভাবে। 'তাহা এই সভার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ২ *ক্রিবিণ* দক্ষতাসহকারে। 'সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে পারে।' *এসলাম*, ১৯১৯; 'উনোর প্রশস্তিগায়করা সেই টাইট-রোপ-ডানসিং কর্মটি দিল্লিতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সুচারুহাসিনী *বি স্ত্রী* অতি সুন্দর করে হাসে যে। 'এসো সুচারুহাসিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৪।

সুচিকন [স সু+ফা চিকিন] *বিণ* অতি মনোহর। 'রূপ সুচিকন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সুচিকিৎসক [স] *বি* ভালো চিকিৎসক; অভিজ্ঞ ডাক্তার। 'নৃপনিকেতনের সুচিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর হালিডে সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুচিকিৎসা [স] *বি* রোগ নিরাময়ে ভালো চিকিৎসা। 'কুষ্ঠরোগের কোনো সুচিকিৎসা ছিল না।' *মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।*

সুচিক্কণ [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'তোমার সহধর্ম্মিণী সুচিক্কণ শকটারোহণে পণ্যশালা হইতে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিবেন।' *তমোলুক, ১৮৭৪।* **২** *বিণ* লাবণ্যময়। 'তাঁর শুভ্র সুগোল সুচিক্কণ গ্রীবাবক্ষবাহুর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিমেষ আলো।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩;* 'তার সুচিক্কণ সোনালি চুল।' *জীবন, ১৯৩২।*

সুচিত্রিত [স] *বিণ* নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কিত। 'দুই একটি চরিত্র সুচিত্রিত হইলেই তাহার প্রশংসা করা যায়।' *বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।*

সুচিন্তা [স] *বি* উত্তম ভাবনা। 'অলোকসামান্যভাবে সুচিন্তাকে অধিকার ক'রে ...।' *জীবন, ১৯৪৮।*

সুচিন্তিত [স] **১** *বিণ* সুপরিকল্পিত। 'এর অবলুপ্তির কারণ ছিল সুচিন্তিত বিরাট ধ্বংসকাণ্ড।' *মাহেনও, ১৯৪৯।* **২** *বিণ* যথাযথ বিচার-বিবেচনা করে করা হয়েছে এমন। 'একটি সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন।' *মুজতবা, ১৯৫৮।*

সুচিমুখি [স সূচিমুখী] *বি* এক জাতীয় সুন্দর হাঁস। 'সুচিমুখি নামে হংসি তথাই রহিল।' *মালাধর, ১৫০০।*

সুচিয়ান *বিণ* দুরারোহ। *মানোএল, ১৭৪৩।*

সুচির [স] **১** *বিণ* দীর্ঘ। 'দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।' *বড়ু, ১৪৫০।* **২** *বিণ* অতি দীর্ঘ। 'এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী।' *রবীন্দ্র, ১৯০০।*

সুচিরকাল [স] **১** *বি* দীর্ঘকাল। 'পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই।' *রবীন্দ্র, ১৯০৫।* **২** *ক্রিবিণ* দীর্ঘ সময় ধরে। 'সুচিরকাল নিরীক্ষণ করিয়া 'অম্বা যেমন আজ্ঞা করিলেন তাহাই হইবে' বলিয়া দূতকে বিদায় করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

সুচিরসঞ্চিত [স] *বিণ* দীর্ঘকালের সঞ্চিত। 'শিশিরসিঞ্চিত প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা, মোর সুচিরসঞ্চিত অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫।*

সুচুনি *দ্র* **সুজনি**

সুচেতনি [স সুচেতন] *বিণ স্ত্রী* সচেতন। 'রাহি সুচেতনি কাহ্নু সেয়ান।' *শেখর, ১৬০০।*

সুচেষ্টিত [স] *বিণ* বিশেষভাবে প্রয়াসী। 'আপন পুত্রেরদিগকে শিক্ষা দেওনে সুচেষ্টিত।' *দর্পণ, ১৮২৯।*

সুচেহারা *বি* সুশৃঙ্খল অবস্থা। 'যে সমাজের সুচেহারা নেই তাকে সুসভ্য বলে মানা কঠিন।' *প্রমথ, ১৯১৬।*

সুচোল *বিণ* সূক্ষ্মাগ্র। 'ঠোঁটের বা দিকের প্রান্তটা সুচোল দাঁতের তীক্ষ্নাগ্রে চাপিয়া পায়চারী সুরু করিয়া দিলেন।' *মাহেনও, ১৯৪৯।*

সুচ্ছড়ে [স সুচ্ছন্দ] *ক্রিবিণ* স্বচ্ছন্দে। 'কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।' *চর্যা ১৪, ১২০০।*

সুছন্দ [স সুচ্ছন্দ] *ক্রিবিণ* সুন্দর ভঙ্গিতে। 'জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্দ।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

সুছাঁদ [স সুচ্ছন্দ] *বি* সুন্দরাকৃতি। 'মুগ্ধ হইল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ।' *ভারত, ১৭৬০।*

সুছান্দ [স সুচ্ছন্দ] *বিণ* সুন্দর। 'হিরা বিবি দেখিতে সুছান্দ।' *বিজয়, ১৬৫০।*

সুজ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।' *চর্যা ১৭, ১২০০।*

সুজন [স] **১** *বিণ* ভালো মানুষ। 'শুনিএগা না শুন রাধে সুজন গুয়ালি।' *বড়ু, ১৫৭০।* **২** *বি* সৎব্যক্তি। 'ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।' *বৃন্দা, ১৫৮০।*

সুজনা [স সুজন>] *বি* সৎ লোক। 'তারে সে বলিবে ভাই চতুর সুজনা।' *বৃন্দা, ১৫৮০।*

সুজনি, সুজনী [ফা সোজন] **১** *বি* নকশা-করা গালিচা; মোটা চাদর। 'সুজনি চাদর দিলা বসিতে বিবিগণ।' *সুলতান, ১৭০০।* **২** *বি* ময়লামুক্ত রাখতে যে কাপড় দিয়ে বিছানা ঢেকে রাখা হয়। 'সুজনি দিয়ে বিছানাটা ঢেকে রাখলেও ত পারতে।' *জীবন, ১৯৩২।* **৩** *বি* বিছানার জন্য নকশা-করা মোটা চাদর। 'একটা বিরাট সুজনী পেতে রেখেছে।' *শামসুল, ১৯৬২।*

সুচুনি [ফা সোজন] *বি* নকশা-করা আস্তরণ বিশেষ। 'গদির উপর সুচুনি পাতা।' *দীনবন্ধু, ১৮৭২।*

সুজন্ম [স] *বিণ* সার্থক জন্ম। 'ধনপুত্র দুই যার সে বড় সুজন্ম।' *বাহরাম, ১৬৫০।*

সুজলবতী [স] *বিণ* নির্মল জলের অধিকারী। 'আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।' *মাইকেল, ১৮৬১।*

সুজলা [স] *বিণ স্ত্রী* পর্যাপ্ত জলপূর্ণ। 'তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই ... সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন।' *হরপ্রসাদ, ১৮৮১।*

সুজাতি [স] *বিণ* উচ্চ বংশমর্যাদাসম্পন্ন। 'সুজাতি অজাতি হই আর কি করিবে।' *কৃত্তরাম, ১৭২০।*

সুজান [স সুজন] *বিণ* সজ্জন। 'ও নব নাগর রসিক সুজান।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০;* 'সুপণ্ডিত রসিক সুজান।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

সুজি [হি সুজী] *বি* গমের ময়দা-জাতীয় চূর্ণবিশেষ। 'কেক নামে সুজিতে মেটাই করে নানা।' *গুপ্ত, ১৮৫৮।*

সুজ্ঞাত [স] *বিণ* বিশেষভাবে অবগত। 'বঙ্গভূমিস্থ সকলেই সুজ্ঞাত আছেন।' *দর্পণ, ১৮২৯।*

সুজ্ঞানী [স] *বিণ* অতি জ্ঞানী। 'বন্দি সমাহিতে সুজ্ঞানীর পা।' *মানিকরাম, ১৭৮১।*

সুঝা [স শুধ্>] **১** *ক্রি* শোধ করা। 'জরমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুন তাহার।' *বড়ু, ১৪৫০।* **২** *ক্রি* বোঝা। 'না সুঝিলা যখেক জননী সুঝাইল।' *বাহরাম, ১৬৫০।* **২** *ক্রি* সহ্য করা। 'যে জন আপনা বুঝে পরদুখ তারে সুঝে।' *হ্যালহেড, ১৭৭৮।* **সুঝাইল** *ক্রি* বোঝালো। 'না সুঝিলা যখেক জননী সুঝাইল।' *বাহরাম, ১৬৫০।* **সুঝায়িল** *ক্রি* পরিশোধ করলো। 'সুঝায়িল নিকুঞ্জতলে।' *বড়ু, ১৪৫০।* **সুঝি** *ক্রি* পরিশোধ করে। 'সুঝি যাহা মোর সব দানে।' *বড়ু, ১৪৫০।* **সুঝিতেঁ** *ক্রি* শোধ করতে। 'জরমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুন তাহার।' *বড়ু, ১৪৫০।* **সুঝিলা** *ক্রি* বুঝলো। 'না সুঝিলা যখেক জননী সুঝাইল।' *বাহরাম, ১৬৫০।* **সুঝে** *ক্রি* সহ্য করে। 'যে জন আপনা বুঝে পরদুখ তারে সুঝে।' *হ্যালহেড, ১৭৭৮।*

সুঝাল [স শুধ্>] *বি* ধার শোধ। 'ততেকেঁ সুঝাল গেল মোর মাহাদানে।' *বড়ু, ১৪৫০।*

সুট[১] [ই] *বি* সেট; প্রস্থ। 'এক সুট গিলটির গহনা চাহিয়া আনিল।' *বঙ্কিম, ১৮৭৮।*

সুট[২] [ই] *বি* মামলা। 'একটু ভাল সুট হলে খালি পোষ্টপন নাও না।' *গিরিশ, ১৮৮৬।*

সুট[৩] [ই] *বি* কোট-প্যান্ট টাইয়ের সমন্বয়ে পাশ্চাত্য পোশাক। 'সকলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড্রেস সুট পরে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুট⁴ করে *ক্রিবিণ* খুব দ্রুত। 'লাবণ্য সুট করে সরে এসেছে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

সুটকি, সুটকী ১ *বিণ* শুকনা; রোগা। 'এমন কী ... সুটকি হয়ে মর-মর হলেও না।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সুটকেশ [ই] *বি* কাপড়চোপড় রাখার ছোটো হালকা বাক্স বা পেটিকাবিশেষ। 'টিনের সুটকেশটা মধুসূদন বাক্সের উপর রেখেছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সুটকেস [ই] *বি* কাপড় রাখার ছোটো চামড়ার বাক্স। 'আমার সুটকেসে লেখা নাম পড়ে ফেলেছিস।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'এমন সময় সুটকেস হাতে এসে উপস্থিত চৌধুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'আমার সুটকেসে তো দুখানার বেশি ধরবে না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সুটান [স সুস্থান] *বিণ* সুঠাম। 'খঞ্জন গঞ্জন রামা গমন সুটান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুঠান [স সুস্থান] ১ *বিণ* সুগঠিত। 'দেখি স্থান সুঠান সুন্দর খড়দহ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সুন্দর নির্মাণ। 'আগা পাছা সুঠান করি সাজাইল নাও।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুঠাম [স সুস্থান] *বিণ* সুগঠিত। 'চন্দনলেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সুবলন বাহুর সুঠাম।' *শেখর*, ১৬০০।

সুঠাম-তনু [সুস্থান+স তনু] *বিণ* সুগঠিত দেহধারী। 'মানসপটে পরিশ্রমপটু, সংসার-অভিজ্ঞ, সুঠাম-তনু দরিয়াবিবির কোন ছায়া ভাসিয়া উঠে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সুডোল ১ *বিণ* কানায় কানায় ভরপুর। 'দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি যৌবনপরিপূর্ণ পরিস্ফুট দেহের মতো একেবারে নিটোল এবং সুডোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* সুগঠিত। 'ফুলের প্রত্যেকটি পাপড়িকে কত যত্নে সুগোল সুডোল করিতে হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* সুন্দর গঠনবিশিষ্ট। 'জাহাঙ্গীরের অনাবৃত সুঠাম সুডোল বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিয়া রহিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুডোলভাবে *ক্রিবিণ* স্বাচ্ছন্দ্যে। 'পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোলভাবে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সুডৌল [স সু+হি ডৌল] ১ *বিণ* নিটোল। 'যে-সকল উপদেশ জীবনযাত্রায় সর্বদা ব্যবহার্য তাহাকে সরল লঘু এবং সুডৌল করিয়া গড়িতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* নিখুঁত। 'প্রশস্ত সুডৌল কপাল।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *বিণ* সুন্দর আকারযুক্ত। 'দিঘির কালো জলে সুডৌল পাষাণ-নুড়ি যেমন।' *নজরুল*, ১৯৩০

সুড় সুড়¹ [ধ্বন্যা] ১ *বি* মাথা নিচু করে চুপচাপ স্থান পরিবর্তন। 'মাদুরির উপর গিয়া সুড় সুড় করিয়া শুইয়া পড়িলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *ক্রিবিণ* বিনীতভাবে। 'টাকা বা'র করে দাও সুড় সুড় চলে যাচ্ছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সুড়-সুড় ক'রে *ক্রিবিণ* বিনীতভাবে। 'তাঁর চিঠি যদি আনতে পার, ও সুড়-সুড় ক'রে রাজী হবে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুড় সুড়² *বি* মৃদু সুড়সুড়ির ভাব। 'সমস্ত শরীরের ভিতর যেন সুড় সুড় করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুড়সুড়ি [ধ্বন্যা] ১ *বি* কাতুকুতু। 'আর্সুলোগুলো রাত্তিরে তার পায়ের তেলোয় সুড়সুড়ি দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* মৃদু শিরশির ভাব। 'গায়ের উপর সুড়সুড়ি দেয় লম্বা পালক লয়ে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

সুড়কি [স শলাকীয়] *বি* সড়কি; এক ধরনের বল্লম। 'টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সুড়কিওয়ালা *বি* সড়কি বহনকারী। 'টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সুড়কী *বি* ইটের গুড়া। 'ইঁট, চূনা, সুড়কী, বালি, লোহার একটা বিরাট বিরাট স্তূপ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। *দ্র* **সুরকি**

সুড়ঙ্গ [স সুরঙ্গ] *বি* মাটির নীচের গর্ত বা পথ। 'সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুড়ঙ্গপথ *বি* মাটির নীচের পথ। 'লণ্ডননগরের পাদদেশপ্রবাহিতা টেম্‌স নদীর তলভূমি-মধ্যস্থিত সুড়ঙ্গপথ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুড়া [স শুণ্ড] *বি* শুড় বা গলা। 'গলায় বান্ধিয়া দিব কচ্ছপের সুড়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুড়ুৎ [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'সুড়ুৎ করিয়া সরিয়া পড়িল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুণত [স শূন্যতা] *বি* শূন্যতা। 'চিঅ কণ্ডহার সুণত-মাঙ্গে।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

সুণা [স শ্রু>] *ক্রি* শোনা। **সুণ** *বি* শোনো। 'আপণে সুণ ল বোল রাধা ল গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুণন্তে** *ক্রি* শুনে। 'জাসু সুণন্তে তুট্টই ইন্দিআল।' *চর্যা* ৩০, ১২০০। **সুণহ** *ক্রি* শোনো। 'সুণহ সুন্দরী রাধা বচন আহ্মারি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুণিআঁ** *ক্রি* শুনে। 'এ বোল সুণিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুণী** *ক্রি* শুনে। 'মোর মুখে সুণী মোহো গেলা দেব রাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুণে** *ক্রি* শুনছে। 'সুণে মৃগকুল বসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুত¹ [স] ১ *বি* পুত্র। 'নন্দসুত কাহাঞিকে রুচে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* জাত। 'আমরাও নাহি অল্প মানুষের সুত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুতমিত্র [স] *বি* পুত্র ও হিতৈষী। 'সুতমিত্র সবের দুক্ষ আমার মরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুতযুগ্ম [স] *বিণ* পুত্রদ্বয়। 'সমর্পিলা সুতযুগ্মে সবিনয় কয়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুত² [স সূত্র] ১ *বি* জাল। 'মাকড়ের সুত।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সুতা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ঐ সময়ে টেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিয়া ... গুজরান করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বি* রাজমিস্ত্রিদের মাপ দেওয়ার সুতা। 'সে যখন ফুটগজ, কন্নিক আর সুত নিয়ে ছিকরেট টানতে টানতে কাজে যায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুত ঠাণ্ডাই *বি* দই, ঘোল, চাঁপাকলা প্রভৃতি দিয়ে তৈরি শরীর শীতলকারী খাদ্যদ্রব্য। 'দর্শকরা ... বাড়িতে এসে সুত ঠাণ্ডাই, জোলাপ ও ডাকতারের যোগাড় দেখতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুতরঙ্গ [স] *বি* উত্তাল ঢেউ। 'কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুতরল [স] *বিণ* অতিশয় তরল। 'সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে/ শোভিল পুলকে – যেন নূতন গগনে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুতরাং [স] *অব্য* অতএব। 'সাহেবেরা অসম্মত হইলেন সুতরাং তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'সুতরাং অভীষ্টমত ব্যবহার করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সুতলি [স সূত্র] *বি* সরু রশি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুতস্থান [স শী>+স স্থান] *বি* শয্যা। 'শুভ ভৃগু শুভযোগ সুতস্থানে বসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

AMARBOI.COM

সুতা[1] [স শয়ন] *ক্রি* শোয়া। **সুত** *ক্রি* শয়ন করো; শো। 'আজি রাতী সুত পিআঁ অইহনের ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতায়ল** *ক্রি* শোয়ালো। 'সব সখি মেলি সুতায়ল পাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুতি** *ক্রি* শয়ন করতে। 'বিবি আয়েশার সনে সুতি একস্তরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **সুতিঅ** *ক্রি* শয়ন করে। 'সুসর্মার মধ্যে আছে সুতিঅ তৃবলি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুতিআঁ** *ক্রি* শুয়ে। 'সুতিআঁ আছিলোঁ আহ্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতিব** *ক্রি* শয়ন করবো। 'কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতিয়া ১** *ক্রি* শুয়ে। 'আছএ সুতিয়া দেবি তেজি অর্ধপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* ঘুমিয়ে। 'সুতিয়া আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সুতিল** *ক্রি* শয়ন করলো। 'নব কিশলয় শয়নে সুতিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতিলী** *ক্রি* শয়ন করলো। 'খণেএক কাহ্নের বুকত সুতিলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতিলুঁ** *ক্রি* শয়ন করলাম। 'কোলে নাহি সুতিলুঁ আমি সিসুকালে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুতিলোঁ** *ক্রি* শয়ন করলো। 'সুতিলোঁ কদমতলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতী** *ক্রি* শুয়ে। 'থাকিলোঁ মো কাহ্নুকোলে সুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতেলা** *ক্রি* শুলো। 'সজল সুফল করি সুহে সুতেলা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। **সুতেলি** *ক্রি* শুলাম। 'হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীড়েঁ।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

সুতা[2] [স] *বি* স্ত্রী মেয়ে; কন্যা। 'পালিহ আমার সুতা দেব চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুতাসুত [স] *বি* কন্যা এবং পুত্র। 'পিতা মাতা দারা সুতাসুতে রাখি।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

সুতা[3] [স সূত্র] **১** *বি* নানা ধরনের আঁশ দিয়ে তৈরি সূক্ষ্ম রশি। 'নাটাই মলিন সুতা অল্প দরে দিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* সুরের রেশ। 'কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি, গানের সুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি অশ্রুমুকতার রাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুতা ছালা হওয়া *ক্রি* টেঁকে দেওয়া। 'সুতা ছালা হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সু-তাক [স সু-তর্ক>] *বি* সঠিক লক্ষ্য; যথাযথ কৌশল। 'মন্থনে সু-তাক না জানে যারা।' *লালন*, ১৮৯০।

সুতান [স] *বি* সুমধুর সুর। 'বাজত বাঁশি সুতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সুতান চলা *ক্রি* অশ্বাদির দ্রুত গমন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুতাপিত [স সুতপ্ত] *বিণ* তপ্ত। 'ক্ষণে বিষতুল্য কর সুতাপিত মহী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুতার[1] [স সু>] *বিণ* সুস্বাদু। 'রসনা পবিত্র করে সুধার সুতার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুতার[2] *দ্র* সূতার

সুতারা [স] **১** *বিণ* তারাখচিত। 'নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্বরী।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* উজ্জ্বল তারা। 'সুগন্ধ; সুরত্নে জ্যোৎস্না; সুতারা আকাশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুতার্কিক [স] *বি* তর্কে যে পটু। 'সুবিচারক এবং সুতার্কিক বটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুতাল [স] *বি* সুতান। 'ডম্বুর ডিভিমডিম শিঙ্গায় সুতাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুতি, সুতী [স সূত্র] *বিণ* সুতার তৈরি। 'হররকম সুতি কাপড়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সুতি কাপড় *বি* তুলার সুতা দিয়ে তৈরি কাপড়। *ওআঁ*, ১৭৮৫।

সুতীবস্ত্র [স সূত্র-বস্ত্র>] বি সুতায় তৈরি কাপড়। 'ভারতবর্ষ এবার ভেসে গেল ইংরেজি টুরিস্ট ও সুতীবস্ত্রে।' *সনৎ*, ১৯৭০।

সুতীমাল [স সূত্র+আ মাল] বি সুতার তৈরি পণ্য। 'বৃটিশ সুতীমাল উৎপাদনের পক্ষে মূল স্বার্থ।' *সনৎ*, ১৯৭০।

সুতিক্ত [স] *বিণ* অতি তিতা। 'টেনে নেয় মুছে দেয় আঁধারের সুতিক্ত মদিরা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সুতিথি [স] *বি* শুভ তিথি। 'ষষ্ঠ মাসে শশিশুভে সুতিথিএ সাধ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুতীক্ষ্ণ [স] **১** *বিণ* খুব ধারালো। 'শমনের কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ণ অসি সর্বক্ষণ যে মস্তকোপরি রয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* তীব্র তেজবিশিষ্ট। 'অদৃশ্যে আঁধারে বসি সুতীক্ষ্ণ কিরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৩** *বিণ* প্রচণ্ড। 'সূচির মতো অতিসূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষার উদয় হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বিণ* অত্যন্ত প্রখর। 'খুবই সুচতুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার।' *অবন*, ১৯২৫।

সুতীথ [স সুতীর্থ] *বি* পুণ্যস্থান। 'কে না সুতীথে তপ কৈল ভাগ্যমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুতীব্র [স] **১** *বিণ* অতিকাতর। 'জানায়ে সুতীব তৃষ্ণা সুতীক্ষ্ণ করুণ স্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **১** *বিণ* প্রবল। 'জীবন সুতীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* প্রকট। 'এত সুতীব্র প্রভেদ!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বিণ* খর। 'ছোটো নদী, সুতীব্র স্রোত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'চিলের সুতীব্র ধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৫** *বিণ* প্রখর। 'শুনিত সে মাথা করে নিচু, কিংবা যদি সুতীব্র চাহনি বিদ্যুৎবাহনী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **৬** *বিণ* কঠোর। 'জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা সুতীব্র অক্ষমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৭** *বিণ* অত্যন্ত কড়া। 'করবে পান সুতীব্র মদিরা।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

সুতীব্রতা [স] *বি* কর্কশতা। 'বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুতুঙ্গ [স সুতুঙ্গ] *বিণ* অত্যন্ত উঁচু। 'সুতুঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুতুরবান *বি* উটের চালক। 'সুতুরবানের বাঁশি শুনে উট উল্লাস-ভরে নাচে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুতুরবাহিনী *বি* উষ্ট্রবাহিনী। 'খালেদ! তোমার সুতুরবাহিনী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুতৃপ্ত [স] *বি* পরিতুষ্ট। 'ধ্রুবতারাদীপদীপ্ত সুতৃপ্ত নিভৃত অবসানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুতো [স সূত্র] *বি* সুতা; তন্ত্রী। *ওআঁ*, ১৭৮৫; 'আমার হাতে কড়ি-বাঁধা একগাছি লাল সুতো বেঁধে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সুতোকাটা ১ *বি* তুলো দিয়ে সুতো তৈরি করা। 'নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটার স্বাধীনতা আমাদের আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **২** *বিণ* লাটাই থেকে ছিঁড়ে গেছে এমন। 'সুতোকাটা ঘুড়ির পেছনে ছোটে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুতোশোন [স সূত্র>] *বি* পিঠে বিঁধবার অস্ত্রবিশেষ। 'সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুড়ে এক বারে মরিয়া হয়ে নাচ্তে নাচ্তে কালীঘাট থেকে আসতে লেগেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুত্র [স সূত্র] *বি* সন্ধান। 'দ্বারিকা পাইয়া সুত্র অনেক জতনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুথী [স সেবতী] *বি* সেঁউতি জাতীয় পুষ্পবিশেষ। 'সুথী কনক কেতকী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারলি দুলালী।' বড়ু, ১৪৫০।

সুদ[1] [ফা সূদ] *বি* ঋণের টাকার জন্যে নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান। 'যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'আসল অপেক্ষা সুদ বাড়িয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সুদ-আসল [ফা সূদ+আ আসল] *বি* ঋণ ও তার সুদ। 'ওমা সুদ-আসলে এ সংসারের বেড়েই চলে দেনা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সুদ কষা *ক্রি* সুদের হিসাব করা। 'তখন গোমস্তা সুদ কষিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সুদখোর [ফা] ১ *বি* সুদ যার জীবিকা অর্জনের উপায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সুদখোরের বাড়ীতে খাওয়া অথবা তাহাকে বাড়িতে দাওৎ করিয়া খাওয়ান।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। ২ *বিণ* সুদ গ্রহণ করে এমন। 'সে সুদখোর।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সুদগ্রাহী [ফা সূদ+স গ্রাহী] *বিণ* সুদখোর। 'আর যাঁহারা কিঞ্চিৎ সুদ গ্রাহী।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

সুদ বাজার [ফা] *বি* সুদের ব্যবসা। 'সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সুদশুদ্ধ [ফা সূদ+স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* সুদসহ। 'একালের যাবতীয় দুর্ভোগের পাওনা পরকালের প্রচুরতর সুখভোগে সুদশুদ্ধ আদায় হয়ে যাবে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুদসুদ্ধ [ফা সূদ+স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* সুদ-সমেত। 'তার পরে খোঁটা দিয়া সুদসুদ্ধ আদায় করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুদী, সুদি [ফা সূদ>] *বিণ* সুদ সংক্রান্ত। 'জমিদারলোক ওগয়রহ সুদি করজ পাবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬; 'তবু দেখ সুদী কারবার তেজারতি, চাষ – সবটাতেই আছে ওরা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সুদীকর্জ্জ [ফা সূদ+আ করজ] *বি* সুদের বিনিময়ে ধার গ্রহণ। 'মহাজনের নিকট সুদীকর্জ্জ গ্রহণ করে।' *এসলাম*, ১৯১৯।

সুদে আসলে [ফা সূদ>+আ আসল>] ১ *ক্রিবিণ* কমিশন ও মূলধন মিলিয়ে। 'ভালর জন্য বলছি, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'প্রকৃতির খাতায় সুদে-আসলে হিসাব বাড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ২ *ক্রিবিণ* বাড়তি যত্নসহকারে। 'পূর্বকৃত অবহেলা সে সুদে আসলে শোধ দিতে উদ্যত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সুদের সুদ [ফা সূদ>] *বি* অনাদায়ী সুদের টাকার উপর সুদ; চক্রবৃদ্ধির সুদ। 'সুদের সুদ দুই আনার হিসাবে।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫।

সুদের হার [ফা সূদ>] *বি* আসলের উপর সুদ দেওয়া মাত্রা। 'চক্রবৃদ্ধির উপরেও সুদের হার।' *হেদায়েত*, ১৯২৪।

সুদ[2] [স শুদ্ধ] *বিণ* শুদ্ধ। 'অর্চনা করে ও সুদ বসনকে বহন করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সুদক্ষ [স] ১ *বিণ* সুনিপুণ। 'সুদক্ষ শিল্পকারেরা ... কর্ম্ম সাধনে ব্যস্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* পাকা। 'অবকাশ ও ছিদ্র পেলেই, সুদক্ষ নিন্দুক যেন বিশেষ কোনো কথা কয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯। ৩ *বিণ* সুপটু। 'আশা করি কোনো সুদক্ষ পরিহাসরসিক ব্যক্তি সেই গ্রন্থলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সুদক্ষিণ [স] *বিণ* অতি উদার। 'যে দান অনতিপূর্বে সুদক্ষিণ প্রেয়সীর কাছে পেয়েছি তপস্যাবলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সুদক্ষিণা [স] *বিণ স্ত্রী* উদার। 'তুমি স্নেহে সুদক্ষিণা বটে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

সুদতী [স সুদন্তী] *বি* যে নারীর দাঁত সুন্দর। 'সুদতী সুন্দর ভাষা সুধা সমতুল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুদরানো [স শুধ্>] *ক্রি* সংশোধিত হওয়া। 'অনেকে সুদরেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

সুদর্শন[1] [স] ১ *বিণ* দেখতে সুন্দর। 'দ্রাক্ষা সুদর্শন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* বিষ্ণুর চক্র। 'বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুদর্শনচক্র [স] *বি* দেবতা বিষ্ণুর চক্র। 'আমি যদি সুদর্শনচক্র পাই তা হলে ঐ দুষ্টা স্ত্রীকে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'এই বাহনটা যেন তীক্ষ্ণ সুদর্শনচক্রের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'এই সুদর্শন-চক্রে তোর/ অত্যাচারীর টুটল জোর রে ছুটল গুমোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সুদর্শন[2] *বি* পোকাবিশেষ। 'কাঁচপোকা নয়, সুদর্শন পোকা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সুদল [স] *বিণ* পূর্ণ প্রস্ফুটিত। 'ও তব ধবল মূর্তি সুদল কমলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুদশা [স] *বি* ভালো অবস্থা। 'সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুদিন [স] ১ *বি* শুভদিন। 'ষষ্ঠ মাসে সুদিনে শিশুকে অন্ন দিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* ভালো সময়। 'দুর্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে, ভাগ্যোদয় হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ৩ *বি* সমৃদ্ধি-কাল। 'ইংলন্ডের যখন সুদিন ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুদীক্ষিত [স] *বিণ* ভালোভাবে দীক্ষা লাভ করেছে এমন। 'নানা বলে বলীয়ান ও বাণিজ্যমন্ত্রে সুদীক্ষিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সুদীর্ঘ [স] ১ *বিণ* খুব লম্বা। 'সভা হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বহুক্ষণ স্থায়ী। 'সুবেশা বারাঙ্গনাগণ সঙ্গে মাদক মদে উন্মত্ত হইয়া সুদীর্ঘ চীৎকার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'তিনি এমন সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, শ্রোতাদের কিছুমাত্র ধৈর্য ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* বড়ো আকারের। 'কোন ব্যক্তি এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রচনা করিয়া তাঁহাকে দেখিতে দিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'খড়ির স্বাক্ষরহীন সুদীর্ঘ জানালা সব।' *জীবন*, ১৯৩০। ৪ *বিণ* অনেকটা। 'সেই দশ বৎসরের কত সুদীর্ঘ অংশ তাকে জানি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুদীর্ঘকাল [স] *বি* অনেক কাল। 'বাগ্মীসভাসমূহ অভূতপূর্ব বিস্তৃতাসহকারে সুদীর্ঘকাল নিস্তব্ধ ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুদীর্ঘতম [স] *বিণ* খুব বেশি কাল স্থায়ী। 'সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়।' *জীবন*, ১৯৪২।

সুদু [স শুদ্ধ] ১ *ক্রিবিণ* কেবল। 'সুদু কি ব্যবস্থা বেরয়েছে, রাঁড়ের বের আবার আইন হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বিণ* শুধু। 'সুদু পড়া কি, – অনেকে সুদরেচেন।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

সুদুঃখিতা [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখিত হয়েছে এমন। 'সুদুঃখিতা রাণী/ ঝরে জল দুচক্ষেতে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সুদুঃসহ [স] *বিণ* অত্যন্ত অসহনীয়। 'দুঃখ সুদুঃসহ আজ হতে, ধর্মরাজ লহো তুলি লহো, দেহো তুমি মোর শিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮' 'যেখাই দাহ সুদুঃসহ সেইখানে তার ভয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সুদুর্গম [স] ১ *বিণ* প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এমন। 'অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* যেখানে যাওয়া খুব কষ্টসাধ্য। 'সুদুর্গম দূরদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুদুর্ভর [স] *বিণ* দুঃসহ। 'সুদুর্ভর কত দুঃখব্যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুদুর্লভ [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত কঠিন। 'অধুনা জাতি রক্ষা পাওয়া সুদুর্লভ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ২ *বিণ* লাভ করা সুকঠিন এমন। 'আমাদের সুপবিত্র সংস্পর্শ, না আমাদের সুদুর্লভ আত্মীয়তা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুদুর্লভা [স] *বিণ স্ত্রী* পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এমন। 'লভি যেন বাণী সুদুর্লভা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সুদুষ্কর [স] *বিণ* অত্যন্ত কঠিন। 'এক ব্যক্তিহইতেও সম্পন্ন হওয়া সুদুষ্কর।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সুদূর [স] ১ *বিণ* অনেক দূরবর্তী। 'সুদূরে দূর হউক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বিণ* বহু বিস্তৃত। 'সুদূর আশা ও বৃহৎ কল্পনা, অনাদর উপেক্ষা ও নিন্দার মধ্যেও তাহাকে অবিচল বল প্রদান করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* অনেক দূরের স্থান। 'সুদূরের সুগন্ধ ধারা বায়ু-ভরে পরানে আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৪ *বি* অসীম। 'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *বিণ* বহু দূর। 'শুনি জাহাজের ডাক সুদূর বন্দরে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

সুদূরঅতল [স] *বিণ* অত্যন্ত গভীর। 'চোখের গভীরে সুদূরঅতল কাস্পিয়ানের টলটলে নীল কেঁদেছে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সুদূরচারী [স] *বি* সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে এসেছে যে। 'সেই মুসাফির সুদূরচারীর সুগভীর সুরে দরদী ডাকে?' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সুদূরতম [স] *বিণ* সবচেয়ে দূরের। 'আমাদের পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'আমার এই নিকটতম মানুষটি আমার সবচেয়ে সুদূরতম।' *নজরুল*, ১৯২২।

সুদূরতর [স] *বিণ* আরও দূরবর্তী। 'আমার ভাবলক্ষ্মী সুদূরতর নির্জনে গিয়ে লুকিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুদূরতা [স] ১ *বি* অতিশয় দূরত্বের ভাব। 'নির্লিপ্ত সুদূরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* ধরা-ছোঁয়ার অতীত দূরত্ব। 'দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সুদূরত্ব [স] *বি* অতিশয় দূরত্বের ভাব। 'এমন একটা সুদূরত্ব প্রকাশ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সুদূরদর্শী [স] *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পায় এমন। 'সুদূরদর্শী মহাবীর আলেকজাণ্ডার যে বাণিজ্যবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুদূরপরাহত [স] ১ *বিণ* ঘটা প্রায় অসম্ভব এমন। 'বহু অংশী হইয়া এক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা সুদূরপরাহত।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* অতি দূরবর্তী। 'বাজনাটাকে শতছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রপথে আপন সূক্ষ্ম নাসিকা ও চঞ্চল কৌতূহল প্রবেশ করাইয়া দিবে – মাঝে হইতে সংগীতও ততই উত্তরোত্তর সুদূরপরাহত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* বহুদূরস্থ। 'বসন্ত আজ সুদূরপরাহত, হেমন্ত ওই দোদুল অন্ধকারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সুদূর-প্রসারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত ব্যাপক। 'তার বেদনা-করুণ প্রাণে, তার সুদূর-প্রসারিণী প্রজ্ঞার জগতে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সুদূরপ্রসারিত [স] *বিণ* বহু দূর বিস্তৃত। 'কী সুদূরপ্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সুদূরপ্রসারী [স] *বিণ* অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'সে কল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী।' *তারা*, ১৯৪২।

সুদূরবর্তী [স] *বিণ* অনেক দূরের। 'সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সুদূরবিস্তীর্ণ [স] *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। 'ওপারের সুদূরবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা, মাঝখানে জলধারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'আপনাকে মিলিয়ে নেব শস্যশেষ প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সুদূরবিস্তৃত [স] *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। 'সুদূরবিস্তৃত মায়াময় মরীচিকারাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুদূরবিস্মৃত [স] *বিণ* অনেকাংশে ভুলে যাওয়া। 'এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্মৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুদূরসন্ধানী [স] *বিণ* ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি সন্ধান করে এমন। 'তাদের ফসল প'ড়ে, দৃষ্টি জ্বলে সুদূরসন্ধানী/ তাদের ক্ষেতের হাওয়া চুপিচুপি করে কানাকানি –।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সুদূরস্থ [স] *বিণ* অনেক দূরের। 'ব্রাহ্মণও সেইরূপ সুদূরস্থ, সেইরূপ নির্লিপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'চোখ স্পষ্টতর করে দেখছে সুদূরস্থ মহীয়ান ও নিকটস্থ কনীয়ানকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সুদূরস্থিত [স] *বিণ* অনেক দূরে অবস্থিত রয়েছে এমন। 'সুদূরস্থিত তারকার রাজ্যে উপস্থিত হইল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সুদূরিকা [স] *বি* দূরে থাকে যে। 'সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুদৃঢ় [স] ১ *বিণ* অব্যর্থ। 'দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে আতিশয় মোর মন হানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'প্রথমে সুদৃঢ় দেও পাছে ধন সুখ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* দক্ষ। 'হস্তী, অশ্ব রথারোহণেতে সুদৃঢ় হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বিণ* পাকাপোক্ত। 'কোন বিষয় বাদি প্রতিবাদি মুখেতে পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সুদৃঢ়রূপে [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত মজবুতভাবে। 'সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুদৃশ্য [স] *বিণ* সুন্দর। 'নানাদিগে রাস্তা করাতে অতি সুদৃশ্য হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সুদৃষ্টান্ত [স] *বি* আদর্শ উদাহরণ। 'সুচরিতাকে সুদৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সুদৃষ্টিপাত [স] *বি* সুনজর প্রদান। 'মহাশয়েরা সুদৃষ্টিপাত করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সুদ্ধ [স শুদ্ধ] ১ *বিণ* বিশুদ্ধ। 'সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* সহকারে। 'ওহে সূত্রধর পূর্ব্বের প্রীতি ভুলিয়া আমার অংশ সুদ্ধ চুরি করিয়া লইলা।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৩ *ক্রিবিণ* জুড়ে। 'সদালাপ বিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য সুদ্ধ।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৪ *বিণ* নির্ভুল। 'সুদ্ধ বিদ্যা দান করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুদ্ধতা [স শুদ্ধতা] *বি* শুদ্ধতা। 'সুদ্ধতা – অর্থাৎ পরস্ত্রীগমন না করা।' *প্যারী*, ১৮৬০।

সুদ্ধসিল [স শুদ্ধশীল] *বিণ* শুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন। 'সুদ্ধসিল সত্যবাদী সর্ব্বজনে হিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুদ্ধা [স শুদ্ধ] ১ *বিণ* সহ; সমেত। 'সুদসুদ্ধা হুণ্ডির টাকা।' *ক্যালেন্ডার*, ১৭৮৬। ২ *ক্রিবিণ* সহকারে। 'রাজা ... রুমদেশের ছত্রপতির নিকটে নানা জাতীয় সামগ্রী সুদ্ধা এক দূতকে পাঠাইলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৩ *ক্রিবিণ* সহযোগে। 'এক জন সুবোধ সয়দাগরকে ধন সুদ্ধা ... পাঠাইলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

AMARBOI.COM

সুদ্ধাসয় [স শুদ্ধাশয়] *বিণ* পবিত্র। 'সভে সুদ্ধাসয় সভে সকল কর্ম্মঠ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুদ্দুর [স শূদ্র>] *বি* হিন্দু কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ ইত্যাদি অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক। 'হোক ব্রাহ্মণ, হোক শুদ্দুর, সেবা করে মরি পাড়াসুদ্ধুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সুদ্ধমাত্র [স শুদ্ধমাত্র] *বিণ* শুধু; কেবল। 'সুদ্ধমাত্র আমাদের দেশীমণ্ডলীর মধ্যে বদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুদ্ধি [স শুদ্ধি] **১** *বি* জ্ঞান। 'না বুঝ আপনা হিত বিপরীত সুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* নিশানা। 'অন্ধকার রজনী না পাএ পন্থ সুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুদ্রড় [স সুদৃঢ়] *বিণ* অত্যন্ত কঠিন। 'সুদ্রঢ় হইয়া চক্র তাহাতে রহাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুধ[১] [স শুদ্ধ] *বিণ* শুদ্ধ। 'বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

সুধ[২] [ফা সুদ] *বি* সুদ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সুধন্য [স] **১** *বিণ* স্বনামধন্য। 'ভুবনবিখ্যাত নাম সুধন্য নদীয়া গ্রাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অতি প্রশংসনীয়। 'সুধন্য কৌসলকালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুধবল [স] *বিণ* অত্যন্ত সাদা। 'রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুধরণ [স শুধ্>] *বি* সংস্কার; শোধরানো। 'কুৎসিত নিয়মের সুধরণ না হয় তথাপি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সুধরান করা [স শুধ্>] *ক্রি* সংযত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুধরানো [স শুধ্>] *ক্রি* সংশোধিত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুধর্মা [স] *বি* দেবসভা। 'একদিন ইন্দ্রালয়ে হইল সুধর্মা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুধা[১] [স] **১** *বিণ* সুধাময়। 'বদন শরত চান্দ সুধা হাসি ঝরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* চাঁদ। 'সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে রে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **৩** *বি* অমৃত। 'যথ সুধা হরি নিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বি* পানি। 'বৃষ্টির সুধা।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

সুধাঅধরিণী [স] *বিণ* অধরে সুধা আছে এমন। 'সুধাঅধরিণী, মধুরভাষিণী, শ্রীমতী রূপবতী প্রাণাধিকা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সুধাংশু [স] *বি* চাঁদ। 'মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি সুধাংশু।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুধাংশুনিধি [স] *বি* সুধার নিধি; চাঁদ। 'কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সুধাংশুবদন [স] *বি* চাঁদমুখ। 'তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুধাংশুবদনী [স] *বি স্ত্রী* চাঁদের ন্যায় মুখ যার। 'সুধাংসুবদনী আমাকে এক দিনও অবজ্ঞা করেন নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

সুধাকণা [স] *বি* মাধুর্যের কণা। 'গানের পদ্মবনে আবার ডাকো নিমন্ত্রণে, তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

সুধাকণ্ঠস্বর [স] *বি* সুমধুর কণ্ঠ । 'মোরে ডেকেছিলে ঘরে/ তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠস্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুধাকর [স] *বি* চাঁদ। 'শোভে তারা সুধাকর মাঝে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুধাকর-কররাশি [স] *বি* জ্যোৎস্না। 'সুধাকর-কররাশি সম লো শ্যামের হাসি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুধাকুণ্ড [স] *বি* অমৃতময় জলাশয়। 'কল্পদ্রুম সুধাকুণ্ড গজ ঐরাবত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুধাকোষ [স] *বি* সুধার আধার। 'সুধাকোষের সুগন্ধ তার পারলে না আর রাখতে বেঁধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সুধাখোর [স সুধা+ফা খোর] *বিণ* সুধা পানকারী। 'জীবন কি নীরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর।' *জীবন*, ১৯৩০।

সুধাগন্ধ [স] *বি* সুধার গন্ধ। 'সুধাগন্ধ এসেছে আজি নব বসন্ত পবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সুধাগীতি [স] *বি* সুমধুর সংগীত। 'কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতিস্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সুধা ঝারি *বি* অমৃতের পাত্র। 'সাগর হইতে উঠিয়া আসিলে হাতে লয়ে সুধা ঝারি।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

সুধাধার [স] *বি* চাঁদ। 'দিয়ে আঁখি সুধাধার, প্রাণদান দাও তার ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

সুধাধারা [স] *বি* অমৃতের প্রবাহ। 'হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুধা-নদী [স] *বি* অমৃতের নদী। 'হলেও অব চির-অমর, হয়তো ও-মদ সুধা-নদী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুধা-নিকেতন [স] *বি* সুখের ঘর। 'বিরাজে এই মন্দিরে, এই সুধা-নিকেতনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুধা-নিঝর-ঝরা [স সুধা-নির্ঝর] *বি* সুধার ঝরনাধারা ঝরছে এমন। 'সুর-নদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সুধানিধি [স] *বি* অমৃতের ভাণ্ডার। 'মুখে মুখে পান করে কত সুধানিধি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সুধাপসরা [স সুধা+স প্রসার>] *বি* সুধার ভাণ্ডার। 'সুধাপসরা ধুলায় দেবে শূন্য করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সুধাপাত্র [স] *বি* সুধার পাত্র। 'আমার ভাবলক্ষ্মী সুধাপাত্র নিয়ে বসে আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুধাপানসভা [স] *বি* মদ্যপানের সভা। 'ইন্দ্রলোকের সুধাপানসভা তার চেয়ে কাছে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুধাবচন [স] *বি* মধুর বাক্য। 'সে সুধাবচন, সে সুখপরশ, অঙ্গে বাজিছে বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুধাবরিষণ [স সুধাবর্ষণ] *বি* অমৃত বর্ষণ। 'জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সুধাবাণী [স] *বি* মধুর বাক্য। 'লায়লীর সুধাবাণী শুনিয়া ...।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুধাবাদ [স] *বি* প্রশংসা বাক্য। 'বারেক যে দেখে মুখ সুধাবাদ তার।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুধাবিন্দু [স] *বি* অমৃতের ফোঁটা। 'সেই সুধাবিন্দু হল কত সিন্ধু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুধাবিষ [স] *বি* সুধা ও বিষ। 'অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুধাভাণ্ড [স] *বি* অমৃতের পাত্র। 'কোমরস্থিত সুধাভাণ্ড জড়াইয়া

AMARBOI.COM

রহিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুধামধু [স] *বি* মধুরস। 'মৃদুমন্দ হাসি সুধামধু রাশি তড়িৎ চমকে ভাতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুধা-মধুর [স] *বিণ* সুধার মতোই মধুর। 'প্রাণের সকল সুর, উঠবে আপনি বেজে সুধা-মধুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুধাময় [স] **১** *বিণ* চন্দ্রালোকিত। 'সুধাময় দেখি পুরী নেতের পতাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অমৃতপূর্ণ। 'বৈষ্ণবের শাক অন্ন অতি সুধাময়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সুধাময়ী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* সুধায় পূর্ণ এমন। 'সুধাময়ী মেয়েটি সে হোথায় লুটিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বিণ স্ত্রী* শ্রুতিমধুর। 'ধরো তুমি ধরো সুর সুধাময়ী বীণা-যন্ত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুধামাখা *বিণ* সুধায় ভরা। 'কত সুধামাখা কথা, কত হাসিমাখা আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'কোমল অঙ্গুলি শিরে বুলাইছে ধীরে ধীরে, সুধামাখা প্রিয়-পরশন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'সে অধরে সেই সুধামাখা হাসি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সুধামুখময় [স] *বিণ* মধুমাখা মুখবিশিষ্ট। 'সুধামুখ-ময় – কিছু – কিছু নহে আর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুধামুখী [স] *বিণ* মধুরভাষী; মধুমাখা মুখবিশিষ্ট। 'সুধামুখী কো বিহি নিরমিল বালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সুলোচনা শকুন্তলা সুধামুখী শশিকলা ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুধারস [স] *বি* অমৃততুল্য রস। 'অরুণিম অধরে সুধারস বরিখত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হাস অতি সুধারস ধার।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুধার হাট *বি* সৌন্দর্যের হাট। 'সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি, হে গরবিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুধা সংগীত [স] *বি* সুধারূপ সংগীত। 'সুধা সংগীতে ডাকে দ্যুলোকে ভূলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সুধাসন্ধান [স] *বি* অমৃতের খোঁজ। 'মরণের মাঝে পেল সুধাসন্ধান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সুধাসম [স] *বিণ* অমৃতের সমান। 'সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশানু।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুধাসমুদ্র [স] *বি* সুধার সাগর। 'কাঁহা এই সঙ্গ সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুধাসাগর [স] *বি* অমৃতের সাগর। 'সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

সুধাসাগরতীর [স] *বি* অমৃত-সাগরের তীর। 'তৃষিত যেজন ফিরে তব সুধাসাগরতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুধাসার [স] *বিণ* অতিশয় মধুর। 'মনস্যের বানি কহে জিনি সুধাসার।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুধাসিক্ত [স] *বিণ* সুধাপূর্ণ। 'সুধাসিক্ত কোলে তোর তুলে নে তুলে নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'এমন করিয়া প্রতি জীবনের দণ্ড পল সুধাসিক্ত করি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

সুধাসিন্ধু [স] *বি* অমৃতের সাগর। 'পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধু খেজুরের কাঠে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'গুরুর নাম সুধাসিন্ধু পান কর তাহাতে বিন্দু।' *লালন*, ১৮৯০।

সুধাস্নিগ্ধ [স] *বি* অমৃতময়। 'সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুধাস্বর [স] *বি* মধুর ধ্বনি। 'বিহঙ্গ গান গাহে প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

সুধাস্রোত [স] *বি* মধুর ধারা। 'আপনাকে সংকুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুধা-হাস [স সুধাহাস্য] *বি* সুধারূপ হাসি। 'চাঁদ হাসিছে সুধা-হাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুধা[2] [স শুধ্>] **১** *ক্রি* পবিত্র করা। 'আনিঞা সিত্যাএ রাম পরিক্ষাএ সুধিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* শোধ করা। 'সুধিব তোমার লোন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুধানো [স শুধ্>] *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুধাম [স] *বি* পবিত্র স্থান। 'লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুধারা [স] **১** *বি* সুষ্ঠু ব্যবস্থা। 'ব্রজানন্দ বাবু নিযুক্ত হওয়ায় কর্মের সকল সুধারা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'কিবা সুধারা কি রসিকতা এমত প্রায় সম্ভব হয় না।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* স্রোতস্বিনী। 'বেয়ে যাও ত্বরায়, তোমার সুধারায় যেন ভারা না ডোবে।' *লালন*, ১৮৯০।

সুধারাবিশিষ্ট [স] *বিণ* নীতিবান। 'হরকরাপত্রের সুধারাবিশিষ্ট এক জন হিন্দু।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুধারামতে [স] *ক্রিবিণ* সুষ্ঠুভাবে। 'এইরূপ উৎপাত ঘটিলে সংসার সুধারামতে চলিতে পারে না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সুধার্মিক, সুধার্ম্মিক [স] *বিণ* অতিশয় ধর্মপরায়ণ। 'এই রাজ্য যেন সুসভ্য সুধার্ম্মিক, সুশাসক, প্রজাবৎসল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের রাজ্যই নহে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

সুধি[1] [স সন্ধি>] *বি* সন্ধান। 'কংসে সুধি পাইলেঁ হইবেঁ তোক্ষে আপোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুধি[2] [স সুধী] *বি* চেতনা। 'দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি যত তত করি না হয়ে সুধি।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

সুধিঞাঁ *ক্রিবিণ* পথে। 'কমণ সুধিঞাঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুধী[1] [স] **১** *বি* সন্ধান। 'কথাঁ গিআঁ পাইব আক্ষে কাহ্নাঞিঁর সুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোক্ষে নাহি জান সুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সুখ। 'গোপত সুধীর ভাব বেকত পাইলুঁ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুধী[2] [স] *বিণ* জ্ঞানী। 'সুধী তুমি ত্যজি নীর/ গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সুধীপ্রবর [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। 'সাহিত্যরথী সুধীপ্রবর বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ...।' *নবনূর*, ১৯০৩।

সুধীবর [স] *বিণ* সুপণ্ডিত। 'সুধীবর মহাশয়েরা।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সুধী সমাজ [স] *বি* শিক্ষিত ও ভদ্র জনগোষ্ঠী। 'তমদ্দুনের মশালবাহী সুধী সমাজকে আজ অবহিত হইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

সুধীর [স] **১** *বিণ* ধীর-স্থির। 'শুন শুন অরে বিপ্র পরম সুধীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিবেচক। 'সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* ধীর-মধুর। 'এমন সুধীর স্বরে, সখী, কহিব তোমার কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৪** *বি* অতিশয় ধীরতা। 'অশ্রুবিন্দু সুধীরে শুকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুধীরে *ক্রিবিণ* অত্যন্ত ধীরে। 'আসিব সুন্দর সুধীরে।' *কৃষ্ণরাম*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭২০; 'মুখানি তুলিয়া চাও, সুধীরে মুখানি তুলিয়ে চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সুধু [স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* শুধু। 'ঘটকের মুখে সুধু কুলীনের চোপা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। *দ্র* **শুধু**

সুধুমাত্র *ক্রিবিণ* শুধু; কেবল। 'সুধুমাত্র বেছে খাই অম্বলের মাছ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুন[1] [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'সুন তাম্ভি ধনি বিলসই রুণ্ণা।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

সুন করুণরি [স শূন্য+করুণা] *বিণ* শূন্য করুণার। 'সুন করুণরি অভিনচারেঁ কাঅবাক্চিঅ।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

সুন[2] [স শ্বন] *বি* কুকুর। 'হেন কালে সুন এক বিচিত্র শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুনগর [স] *বি* সুদৃশ্য পুরী। 'হেরি সুনগর-কান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুনজর [স সু+আ নজর] *বি* প্রসন্ন দৃষ্টি। 'ওগো তারও পানে চেয়ো সুনজরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'জোহরাকে অত্যন্ত সুনজরে দেখেছিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুনন্দ [স] *বিণ* সুন্দর। 'তাইতো ত্রিলোক আজ সুনন্দ জাহাজ হয়ে ভেড়ে আমারই বন্দরে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

সুনন্দন [স] [স] **১** *বি* সুপুত্র। 'শুভক্ষণে পুত্ররত্ন প্রসবিল সুনন্দন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* অতি মনোহর। 'শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুনয়না [স] *বি স্ত্রী* সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'ইংরেজ সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো পরিষ্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুনসান *বিণ* নীরব। 'দিন-দুপুরেই গোরস্থানের মতো সুনসান হয়ে রয়েচে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সুনা[1] [পা সুণাতি] *ক্রি* শোনা। **সুন** *ক্রি* শোনো। 'আঙ্গণ ঘরপণ সুনভো বিআতী।' *চর্যা* ২, ১২০০। **সুনইছিঅ** *ক্রি* শুনিয়েছো। 'রাজ সুনইছিঅ চাঁদক চোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুনইতে** *ক্রি* শুনতে। 'দেখইতে সুনইতে হৃদয় হরলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুনন্ত** *ক্রি* শুনছে। 'সুনন্ত জুদ্ধের কথা কহে ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুনহ** *ক্রি* শোনো। 'দিবেহেঁ দধির দান সুনহ গোআলীনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুনি** *ক্রি* শুনে। 'তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই।' *চর্যা ১৬*, ১২০০। **সুনিআঁ** *ক্রি* শুনে। 'সুনিআঁ সরস আমিআঁ আধিক তোর মধুর বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুনিছি** *ক্রি* শুনেছি। 'তুহ্মি হেন বড় দাতা সুনিছি শ্রবনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুনিএগ** *ক্রি* শুনে; শ্রবণ করে। 'সুনিএগ চাণ্ডাল গুহা আইল ধাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুনিএগছিলাও** *ক্রি* শুনেছিলাম। 'পুর্ব্বে জবে সুনিএগছিলাও তাঁর নাম।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুনিতে** *ক্রি* শুনতে। 'সুনিতে অমৃত রসে সরির সিচয়।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুনিমু** *ক্রি* শুনবো। 'আজী না সুনিমু আহ্মি কার সমাচার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুনিয়া** *ক্রি* শুনে। 'সুনিয়া সদএ হইল দেব চক্রপাণি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুনিলেঁ** *ক্রি* শুনতে পেলে। 'সুনিলেঁ নে আস পাইব সুন বড়ায়ি ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুনিলেক** *ক্রি* শুনলেন। 'সুনিলেক ধৃষ্টদ্যুম্ন হইয়া অনুচর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুনী** *ক্রি* শুনি। 'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুনে** *ক্রি* শ্রবণ ক'রে। 'সাহজামান সুনে বাত কহে হুজুরেতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সুনা[2] [স শূন্য] **১** *বিণ* শূন্য। 'সুনা পান্তর উহ ন দিসই ভান্তি ন বাসসি জাণন্তে।' *চর্যা ১৫*, ১২০০। **২** *বিণ* খালি। 'আগে সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুনা[3] [স স্বর্ণ] *বি* সোনা। 'বসিল সুনার খাটে।' *রামাই*, ১৭১০।

সুনাগর [স] *বিণ* খাঁটি প্রেমিক। 'ভজ্ঞ সুনাগর রাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুনাদ [স সু-নাদ] *বি* অতি মধুর ধ্বনি। 'কোথাহ কোকিল পক্ষ সুনাদ সে পুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুনাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মধুর গুঞ্জনধ্বনি করে এমন। 'সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুনাদী [স] *বিণ* মধুর গুঞ্জনধ্বনি করে এমন। 'সুনাদী বিহঙ্গ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুনাম [স] *বি* সুখ্যাতি। 'দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, সুনাম, যশঃকীর্ত্তি, পরদুঃখকাতরতা ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সুনাসিকা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট। 'সুলোচনা সুনাসিকা মেয়্যাটিকে একেবারে বিসর্জ্জন করা গেল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুনিকুঞ্জবন [স] *বি* মনোহর বাগান। 'স্বর্ণকান্তি ধরি ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুনিক্ষিপ্ত [স] *বিণ* অব্যর্থভাবে ছোঁড়া হয়েছে এমন। 'একটি সুনিক্ষিপ্ত সুকঠিন প্রস্তরখণ্ড আসিয়া মস্তকে আঘাত করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সুনিতম্ব [স] *বি* সুন্দর কটিদেশ। 'সুনিতম্ব মাঝে হেমহার সাজে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুনিদ্রা [স] *বিণ* ভালো ঘুম। 'পরিশ্রমের পর যেরূপ সুনিদ্রা উপস্থিত হইত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুনিপুণ [স] *বিণ* দক্ষ। 'রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুনিপুণা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত দক্ষ। 'বালিকাটি হারমোনিয়াম-সহযোগে থিয়েটার-সঙ্গীত গাহিতে পারে এবং রন্ধন ব্যাপারেও নাকি সুনিপুণা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সুনিবিড় [স] *বিণ* খুব গাঢ়; খুব আন্তরিক। 'এই রকম সন্ধ্যার দৃশ্য আমার যে কী সুনিবিড় সুগভীর-ভাবে ভালো লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুনিয়ন্ত্রিত [স] **১** *বিণ* সুসংযত। 'এই আত্মপ্রবৃত্তিসকলকে ... সুনিয়ন্ত্রিতভাবে রক্ষা করাই আত্মসংযম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* সুন্দরভাবে পরিচালিত। 'সুনিয়ন্ত্রিত করিছ লোকে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সুনিয়ম [স] **১** *বি* সুন্দর ব্যবস্থা। 'অপরঞ্চ দিন যাপনের এক সুনিয়ম করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* যথাযথ বিধান। 'আদালতসম্পর্কীয় কোন২ সুনিয়ম করিতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুনিয়মিত [স] *বিণ* অতিশয় নিয়ন্ত্রিত। 'ইংরাজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্মেন্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুনিয়ামক [স] *বিণ* সুষ্ঠু ব্যবস্থাসম্পন্ন। 'যে২ সুনিয়ামক ব্যাপার নিস্পত্তিকরণের ভার আপনকার পরপদস্থ ব্যক্তির প্রতি থাকিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সুনিরাপত্তা [স] *বি* কঠোর সুরক্ষা। 'কঠিন আঘাত লাগে সুনিরাপত্তায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সুনির্ঘাত [স] *বিণ* সুনিশ্চিত। 'বেঁচে থাকলেই বাঁচা সহজ, মরলে মৃত্যু সুনির্ঘাত।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

সুনির্দিষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট [স] *বিণ* সুনির্ধারিত; সুবিন্যস্ত। 'কারণ তখন সুনির্দ্দিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুনির্ধারিত, সুনির্দ্ধারিত [স] *বিণ* সুন্দররূপে নিরূপিত; সুষ্ঠু। 'একটি সুনির্দ্ধারিত পরিকল্পনা।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সুনির্বাচিত [স] *বিণ* সুন্দরভাবে মনোনীত। 'সুনির্বাচিত সুমার্জিত রসাস্বাদনের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুনির্বাহ, সুনির্ব্বাহ [স] *বি* যথাযথভাবে সম্পাদন। 'তাহা ভবিষ্যতে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'শুভকাজ যাতে সুনির্বাহ হয় সেই প্রার্থনা করছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুনির্ভীক [স] *বিণ* খুব সাহসী। 'এ মিছিলে মোরা অগ্র-যাত্রী সুনির্ভীক।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুনির্মম [স] *বিণ* অত্যন্ত নিষ্ঠুর। 'পেয়েছো লাঞ্ছনা, ঘৃণা, সুনির্মম, বিষাদ, বিরস!' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সুনির্মল, সুনির্ম্মল [স] **১** *বিণ* পবিত্র। 'উপনিষদ কহে যাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* স্বচ্ছ। 'জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা সুনির্ম্মল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সরোবর সুনির্ম্মল শত শত শতদল তাহে আর নানা জলফুল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* অমলিন। 'মধু হোন্তে সেই জল মিষ্ট অতি সুনির্মল।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বিণ* শুভ্র। 'রজত নির্ম্মিত যাহা অতি সুনির্ম্মল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৫** *বিণ* সুনীল; মেঘমুক্ত। 'সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুনির্মলা *বিণ স্ত্রী* অতি শুভ্র। 'কুন্দ-ধবলদল ... অতি সুনির্মলা, সুখসমুজ্জ্বলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুনির্মাণ, সুনির্ম্মাণ [স] *বিণ* সুগঠিত। 'সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ সুবর্ণপ্রতিমা-ভান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুনিশ্চয় [স] *বিণ* সুনিশ্চিত। 'সত্য কর কবিতা করিবে সুনিশ্চয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুনিশ্চিত [স] **১** *বিণ* অবশ্যই। 'সত্যভাবে কহো তথা জাবা সুনিশ্চিত।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বিণ* সম্পূর্ণ সন্দেহহীন। 'বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত সুবোধিত সুনিশ্চিত ন্যায্যরূপে নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুনিশ্চিতভাবে *বিণ* আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। 'সহজ মধুর সুনিশ্চিতভাবে অবলাজাতির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুনিষ্ট [স সুনিষ্ঠ] *বিণ* সুনীতিপরায়ণ। 'জিতিন্দ্রিয় ধর্ম্মে কর্ম্মে বড়হি সুনিষ্ট।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুনীতি [স] **১** *বি* সৎ নীতি। 'সুনীতির পক্ষেই হইয়া আসিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* উৎকৃষ্ট নীতি। 'বল্লাল সেন যাহার সুনীতি দেখিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সুনীতিপরায়ণ [স] *বিণ* নীতিবান। 'আপনাদিগকে সত্য ও সুনীতিপরায়ণ বলিয়া অভিমান করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

সুনীতিবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সৎ নীতিসম্পন্ন। 'পরম সুনীতিবতী অতিশএ স্থিরমতী।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুনীল [স] *বিণ* গাঢ় নীল। 'সুনীল শাড়ি মোহনকারী উছলিতে দেখি পাশ।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৫৭০; 'সুনীল চাদরে এসো দুই তৃষ্ণা নগ্ন হয়ে বসি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সুনীলবরনী [স সুনীল+স বর্ণ>] *বিণ* গাঢ় নীল রঙের। 'তুলি মেঘভার আকাশ তোমার করেছ সুনীলবরনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সুনীল রাগ [স] *বি* নীল রঙ; আকাশ। 'সুনীল রাগে সে-সুর সোহাগ-পুলক লাগে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সুনেত্রা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'প্রেমের সুবর্ণ রঙে সুনেত্রা যুবতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুনেহ [স স্নেহ] *বি* উত্তম প্রেম। 'ভনই বিদ্যাপতি এহন সুনেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুন্দর [স] **১** *বিণ* মনোহর। 'বোলহ সুন্দর কাহ্ন রাধার উদ্দেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* লাবণ্যময়। 'দিব্য অলংকার শোভে সুন্দর শরীর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* উত্তম। 'দয়া সামর্থের অতি সুন্দর গুণ।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *ক্রিবিণ* ভালোমতো। 'সেং ভূমিতে তামাকু ও তুলা ... সুন্দর জন্মিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'ইহা আমি সুন্দর অবগত আছি।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৫** *বিণ* মৃদুমন্দ। 'সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৬** *বি* সৃজনশীলতা। 'আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটো গল্প হয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সুন্দরকান্তি [স] *বি* সৌন্দর্য। 'শ্রীমুখ সুন্দরকান্তি বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুন্দরতম [স] *বিণ* সবচেয়ে সুন্দর। 'রজনীর অশ্রু-পরে পড়ি প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম, বিকচ সৌন্দর্য তব করিবে সুন্দরতম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'নম নম তুমি সুন্দরতম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'আমি তোমাদের নই, ভ্রান্ত অবয়ব তবু যাহা বলে সুন্দরতম।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সুন্দরতর [স] *বিণ* আরও সুন্দর। 'ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো, হউক সুন্দরতর বিদায়ের ক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'প্রতিদিনের জগৎটাকে সে ... সৌন্দর্যের তুলি বুলিয়ে সুন্দরতর করতে পারে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮; 'বহু অসুন্দর লাইন সুন্দরতর হয়ে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'তিনি এ প্রেমকে সুন্দরতর পূর্ণতর করতে প্রয়াসী হলেন।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুন্দরতা [স] *বি* সৌন্দর্য। 'সুন্দরতা নিবন্ধন আদরে কমলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সুন্দরপানা [স সুন্দর+স পণ>] *বিণ* সৌন্দর্যময়। 'তোর ঐ সুন্দরপানা মুখখানা দেখে আমি ভুলিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সুন্দরবোধ [স] *বি* সুন্দরের চেতনা। 'সুন্দরবোধকে বোধগম্য করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুন্দরমত [স] *ক্রিবিণ* সুন্দররূপে। *হ্যালহেড*, ১৭৮৭।

সুন্দররূপ [স] *ক্রিবিণ* সুষ্ঠুভাবে; সুন্দরভাবে। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'শাসন সুন্দররূপ করিতে পারে নাহি।' *কেরি*, ১৮০২।

সুন্দররূপে [স] *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা তাবৎ ভাগ্যবান বাঙ্গালী ও ইংরাজ ও বিবির সম্মুখে অতি সুন্দররূপে দিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সুন্দরশীল [স] *বি* রূপবান; উত্তম। 'রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, ও সুন্দরশীলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সুন্দরা [স] *বিণ স্ত্রী* শোভিত; সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুন্দরি [স সুন্দরী] *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্যের অধিকারী; রূপবতী। 'আগুন চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুন্দরিপনা [স সুন্দরী+স পণ>] *বি* নিজেকে সুন্দরী প্রমাণের চেষ্টা

AMARBOI.COM

'অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরিপনা করে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সুন্দরী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্যের অধিকারী। 'বকুলতলাতে আছে সে সুন্দরী সতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সুন্দর যে নারী। 'আবক্ষ ডুবায়ে জলে বসিয়া সুন্দরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুন্দরীতর [স] *বিণ* সবচেয়ে সুন্দর। 'আপনাদের পুত্রবধূটি সুন্দরীতর হয়ে উঠবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সুন্দরীদল [স] *বি* সুন্দরীগণ। 'তরুকুলপতি ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুন্দরী-প্রাণ [স] *বিণ* উদারমনা। 'যাঁরা সুন্দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সুন্দারী [স সুন্দরী] *বিণ* সুন্দরী। 'নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

সুন্দরবন [স] *বি* দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার গভীর বনবিশেষ। 'সুন্দরবন দিয়া কএক দিবসপর্য্যন্ত গমন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সুন্দরবুনো *বিণ* সুন্দরবনের। 'মেঘের পালে পড়ছে যেন সুন্দরবুনো বাঘ।' *জসীম*, ১৯২৯।

সুন্দরি[1] *দ্র* সুন্দর

সুন্দরি[2], **সুন্দরী**[1] [স সুন্দর>] *বি* গাছবিশেষ। 'অগথ কপিথ সুন্দরী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আবলুস, জারুল, সুন্দরি, পশরি, কৃপা কণ্টকি প্রভৃতি কাষ্ঠ নানা কর্ম্মোপযোগি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

সুন্দরী[2] *দ্র* সুন্দর

সুন্দা *বি* এক ধরনের মসলা। 'এ নায়ের বধূ সুন্দা ও মেথি বাটিতেছে হাসি হাসি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সুন্দীবেত *বি* এক রকমের বেত। 'আটনের গায়ে সুন্দীবেতের হইয়াছে কারুকাজ।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সুন্ধি *বি* শাপলা। 'সুন্ধি কেতকী সম সাজাইআঁ দহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুন্ন [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।' *চর্যা* ১, ১২০০।

সুন্নত [আ] *বি* পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কাটার আধা-ধর্মীয় রীতি। 'সুন্নত করিয়া নাম বোলালা হাজাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খাঁ বাহাদুরের ছেলের সুন্নতে ফলার করে এসেচি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুন্নি, সুন্নী [আ সুননি] *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মুসলমান, – শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'ইহা সুন্নিগণ সহ্য করিবে কোন প্রাণে?' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

সুন্য [স শূন্য] *বিণ* খালি। 'সুন্য ঘরে থুইয়া সিতা লক্ষন চলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* শূন্য

সুপ[1] [স সূপ; ই সুপ] *বি* ঝোল; তরল খাবারবিশেষ। 'রান্ধিবে মুসুরি সুপ দিআ টাবাজল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এক চামচ গরম সুপ মুখে লইয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'সুপ, কাটলেট, রোস্ট, পুডিং।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সুপ-প্লেট [ই] *বি* সুপ খাওয়ার থালা। 'একটা সুপ-প্লেটে খানিকটা পাৎলা গুড়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুপ[2] [স সূর্প] *বি* চালুনি; কুলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুপক্ক [স] ১ *বিণ* উত্তমরূপে পেকেছে এমন। 'অনুক্ষণ বৃক্ষ ফল সুপক্ক সকল।' *সুলতান*, ১৭০০; 'সুস্বাদু সুপক্ক উত্তম ফল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* প্রখর; তীব্র। 'রূপ – প্রেম – খ্যাতি – সুপক্ক রৌদ্রের ভিতর ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

সুপক্ষ [স স্বপক্ষ] *বি* স্বপক্ষ। 'সুপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হ্যসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুপটু [স] *বিণ* অতি দক্ষ। 'লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সুপটু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুপঠনীয় [স] *বিণ* সহজে পাঠযোগ্য। 'এই গ্রন্থ লোকেরদের সুপঠনীয় হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সুপণ্ডিত [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত জ্ঞানী। 'পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সুপণ্ডিত রসিক সুজান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শাস্ত্রজ্ঞ। 'এক্ষণে বৈদ্যক শাস্ত্রের সুপণ্ডিত দুস্প্রাপ্য।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

সুপণ্ডিতা [স সুপণ্ডিত] *বিণ স্ত্রী* বিদুষী। 'এক সুরূপা ... সুপণ্ডিতা, সুলোচনা লোচনপথের পথিক হলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সুপথ [স] *বি* শুভপন্থা। 'কুপথ সুপথ জ্ঞান তাহে মন মোহিল।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুপথ্য [স] *বি* চিকিৎসার সময়ে রোগীর উপযুক্ত খাদ্য। 'তিন দিনে কইল রামা সুপথ্য পাঁচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুপদ্য [স] *বিণ* সুন্দর ছন্দবিশিষ্ট। 'বাজে বাদ্য সুপদ্য মঙ্গল জয়ধ্বনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুপবিত্র [স] *বিণ* সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। 'কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সুপরস্টেশিয়ন [ই] *বি* কুসংস্কার। 'দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্মকে সুপরষ্টেসিয়ন অর্থাৎ ভ্রমাত্মক বুদ্ধির কর্ম্ম কহিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সুপরামর্শ [স] ১ *বি* উত্তম যুক্তি। 'এক সুপরামর্শ আছে।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বিণ* দিকনির্দেশনা। 'পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।' *জীবন*, ১৯৫৪।

সুপরি [ফা সুপারী] *বি* সুপারি। 'সুপরি মৌরী খায় না বড়দা।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

সুপরিকল্পিত [স] *বিণ* ভালোভাবে পরিকল্পিত। 'সোজা কথায় সুপরিকল্পিত, বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব কার্য্যক্রম ...।' *আজাদ*, ১৯৫৪; 'সুন্দর সুপরিকল্পিত চৌকোণা আসন।' *জসীম*, ১৯৬১।

সুপরিকল্পিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে। 'সুপরিকল্পিতভাবে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সুপরিচালন [স] *বি* সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা। 'রাষ্ট্রের সুপরিচালন ও সুনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সংবাদপত্রের দায়িত্ব অপরিসীম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুপরিচালিত [স] *বিণ* সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত। 'তাকে সুপরিচালিত করে একটি সুবিশাল ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সমরে পরিণত করবার ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুপরিচিত [স] *বিণ* ভালোভাবে জানাশুনা আছে এমন। 'তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'মানুষের মন জিনিষটা তেমন সুপরিচিত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুপরিচ্ছদ [স] *বিণ* শোভন পোশাক পরিহিত। 'আসে পাশে স্বাস্থ্যবান সুপরিচ্ছদ গুটি কয়েক মানুষ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুপরিচ্ছন্ন [স] *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত সুবিন্যস্ত সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ

গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'পরিবেশ হয় সুপরিচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সুপরিজ্ঞাত [স] *বিণ* ভালোভাবে জানা আছে এমন। 'পার্থিব তত্ত্বাবৎ বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহের বিষয় ... সুপরিজ্ঞাত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুপরিণত [স] ১ *বিণ* সুপক্ব। 'অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বিণ* পরিণতি লাভ করা। 'মাটির পিণ্ড যতক্ষণ না ঘট আকারে সুপরিণত হয় ততক্ষণ সে মাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৩ *বিণ* পূর্ণ। 'আলবর্তি-তে যে বিকাশের সূচনা তারই সুপরিণত প্রকাশ লেওনার্দো দা ভিঞ্চির ব্যক্তিত্বে।' *শিব*, ১৯৫৬।

সুপরিণতি [স] *বি* উত্তম সমাপ্তি। 'আমাদের বিশেষ ক্ষমতাকে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সাধারণ প্রকৃতির অঙ্গীভূত করে দেওয়াই আমাদের যথার্থ সুপরিণতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'এই সর্বাঙ্গীণ সুপরিণতির অপূর্ব গাম্ভীর্য পরম বিস্ময়ের বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুপরিপক্কতা [স] *বি* পরিপূর্ণ বিকাশ। 'তার ... কণ্ঠস্বরে আমরা শুনি হৃদয় দগ্ধ-হয়ে-যাওয়া সেই সুপরিপক্কতার সুর।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুপরিমল [স] *বি* মধুর গন্ধ। 'অখিল জগত পূরিল সুপরিমলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুপরিমিত [স] *বিণ* পর্যাপ্ত মাত্রাবিশিষ্ট। 'সুখদ সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুশৃঙ্খলিত সুন্দর।' *অবন*, ১৯২৫; 'তার প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি অথচ সুপরিমিত বাস্তুকলার সৌন্দর্য দেখে ভারী আনন্দ পেলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুপরিষ্কৃত [স] *বিণ* সুপরিচ্ছন্ন। 'দেশে দ্রুতগামী যান ও সুপরিষ্কৃত পথ বিদ্যমান নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুপরিসর [স] *বিণ* প্রসারিত। 'পুষ্করিণীর সুপরিসর প্রস্তরনির্মিত সোপান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সুপরিস্ফুট [স] *বিণ* স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। 'মাঝে মাঝে এক-একটি অপরিস্ফুট হাই ও সুপরিস্ফুট নাসাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'সুস্পষ্ট অনুভবের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুপরীক্ষিত [স] *বিণ* ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এমন। 'সুনিশ্চিত সুপরীক্ষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুপর্ণ [স] *বি* গরুড়। 'সুপর্ণের ডরে যেন পালায় ভুজঙ্গ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুপা [স সম্প্রদান] *ক্রি* সম্প্রদান করা। 'প্রাণের সমান সুপে দিনু তেরা হাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সুপাক [স] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ পাকা। 'বিদরিল হিয়া যেন ডালিম্ব সুপাক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* উত্তমরূপে রান্না। 'দুই পয়সার বাজারে সুপাক হইবার বিষয় কি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুপাচ্য [স] *বিণ* সহজে পরিপাক হয় এমন। 'যাহা খাই তাহা যাহাতে পুষ্টিকর ও সুপাচ্য হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সুপাঠক [স] *বি* সুন্দর পড়তে পারে যে পাঠক। 'সুপাঠক আন্যা দিব সুনিবে পুরাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুপাঠ্য [স] *বিণ* সহজে পাঠ করা যায় এমন। 'কথাগুলি যে সুপাঠ্য তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সুপাণ্ডিত্য [স] *বি* উত্তম বিদ্যাবত্তা। 'কঠিন পরিশ্রমব্যতিরেকে সুপাণ্ডিত্য হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সুপাত্র [স] ১ *বি* উপযুক্ত ব্যক্তি। 'মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* গুণবান ছেলে। 'তুমি সুপাত্র তোমার প্রশ্নের উত্তর দ্বারা অবশ্যই যথার্থোপদেশ করিব।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সুপাত্রী [স] *বি* বিবাহের জন্য উত্তম পাত্রী। 'তবুও সুপাত্রী জুটল না।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুপার [স সুপারগ] *বিণ* সম্পন্ন। 'আম্মি সে পারিব কর্ম সুপার করিতে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুপারগ [স] *বিণ* খুব পারদর্শী। 'বিচারে সুপারগ ছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সুপারগ্য [স] *বিণ* খুব পারদর্শী। 'অস্ত্রে সস্ত্রে সুপারগ্য হইল মোহাসএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুপারভাইজার [ই] *বি* তত্ত্বাবধানকারী। '৫ জন মুছলমান গণনাকারী, সুপারভাইজার ... নিযুক্ত হইয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সুপারভাইজারি [ই] *বি* তত্ত্বাবধানের কাজ। 'হালিমের এজেন্সির সুপারভাইজারি করিয়া তিনি অল্পদিনেই বাড়িতে দালান খেঁচিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সুপারি[1] *বি* আভরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুপারি[2], **সুপারী** [ফা] *বি* ফলবিশেষ; গুবাক। *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'সুপারি আপন স্ত্রীকে দেয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'লবণ ও সুপারী ও তামাকু ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সুপুরি [ফা সুপারী] *বি* গুটি আকৃতির ফলবিশেষ। 'গিন্নি শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁদেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, সুপারিনটেন্ডেন্ট [ই] ১ *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'পাঠশালার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'ঢাকা মদ্রাসার তখনকার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৩। ২ *বি* পুলিশ কর্মকর্তা। 'থানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সময় রোঁদ ফিরে যাচ্ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুপরেন্টেন্ডেন্ট [ই] *বি* দারোগার উপরস্থ পুলিশ কর্মকর্তা। 'আমি আমার সুপরেন্টেন্ডেন্ট সাহেবকে বলবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সুপারিনটেনডেন্ট [ই] *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'হোস্টেল পালানো ছেলে সুপারিনটেনডেন্টের কাছে ধরা পড়বে বলে ভয় পায়।' *হাই*, ১৯৪৭।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট [ই] *বি* তত্ত্বাবধায়ক। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুপ্রিন্টেন্ডেন্ট [ই] *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'লাটরিকমিটীর আজ্ঞানুসারে সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সুপারিশ, সুপারিস [ফা সিফারিশ] *বি* অপরের জন্য অনুরোধ। 'অধ্যক্ষ সুপারিশ বুঝিয়া বিদায় দেয়।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তিকে তাঁহার গুরু পুরোহিত প্রভৃতির সুপারিস আনিয়া দেয়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সুপারিস চিঠি *বি* কারও জন্যে অনুরোধ জানিয়ে লেখা চিঠি। 'কাঁদো মুখ করিয়া একখানা সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুপারিশপত্র [ফা সিফারিশ+স পত্র] *বি* কোনো কিছুর জন্যে সুপারিশ করে লেখা পত্র। 'বছর তিনেক আগে হালিমকে ... সুপারিশপত্র দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫; 'চৌধুরীর নিকট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুপারিশপত্র।' *জসীম*, ১৯৬১।

সুপারিসপত্র [ফা সিফারিশ+স পত্র] *বি* কোনো কিছুর জন্য অনুরোধ করে লেখা পত্র। 'সুপারিসপত্রের নগদ ৮ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সুপারিসি [ফা সিফারিশ] *বি* অপরের জন্য অনুরোধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুপীত [স] *বিণ* অত্যন্ত গৌরবর্ণবিশিষ্ট। 'সভা হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুপীন [স] *বিণ* অতিশয় পুষ্ট। 'গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুপীবর [স] *বিণ* সুপুষ্ট। 'আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুপুট [স সুপুষ্ট] *বিণ* সুগঠিত। 'সুপুট নাসা তিলফুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুপুত্তুর [স সুপুত্র] *বি* উপযুক্ত সন্তান। 'একেই বলে বাপের ছেলে সুপুত্তুর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সুপুত্র [স] *বি* যোগ্য ছেলে। 'বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাক্সটী খোলো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সুপুত্রবতী [স] *বি* সুসন্তানের জননী। 'সুপুত্রবতীকে অধিক দূর যাইতে হইল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুপুরুষ [স] ১ *বিণ* সুন্দর। 'সুপুরুষ গর্ব্ভ ধরল আনুরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সুযোগ্য পুরুষ। 'পড়িআ শুনিঞা পুত্র হয় সুপুরুষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* সজ্জন। 'অতি সুশীল সুপুরুষ ধার্ম্মিক বিচক্ষণ।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বি* সুন্দর সুগঠিত দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি। 'এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

সুপুরুখ, সুপুরুস [স সুপুরুষ] *বি* প্রেমিক পুরুষ। 'প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুখ পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'অওকা দিস নবরস সুপুরুস পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুপুষ্ট [স] ১ *বিণ* স্বাস্থ্যবান। 'শাখায় শাখায় সুপুষ্ট, সহৃষ্ট, সুকণ্ঠ, বিচিত্রপক্ষ পক্ষী ... কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বিণ* পরিণত। 'সুপুষ্ট স্তনের মতো ফল আর ফাল্গুনের ফুল।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সুপেয় [স] *বিণ* পানযোগ্য। 'গোদুগ্ধ স্বভাবতঃ সুপেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

সুপ্ত [স] ১ *বিণ* নিস্তব্ধ। 'সুপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে, সুকবি সুন্দর ভ্রমে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'জলের ধারে সুপ্ত গ্রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* ঘুমন্ত। 'কুক্ষণে নির্বোধ দাউদ খাঁ সুপ্ত সিংহের অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* অনড়; স্থির। 'জলের উপর গ্রামের সুপ্ত ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুপ্ত থাকা *ক্রি* নিস্তব্ধ থাকা। 'পাখির যে গান সুপ্ত থাকে, এনেছ তাই মৌন নুপুর ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুপ্তরাত্র [স] *বি* ঘুমন্ত রাত; নিস্তব্ধ রাত। 'এই সুপ্তরাত্রে তার বুক কেমন করে উঠছে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সুপ্তসলিলপূর্ণ [স] *বিণ* স্থির জলে ভর্তি। 'রাত্রিকালে সুপ্তসলিলপূর্ণ গর্ত্তের মত উজ্জ্বল।' *সবুজ*, ১৯২১।

সুপ্তাবস্থা [স] *বি* অপ্রকাশিত অবস্থা। 'প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি প্রত্যক্ষভাবে অথবা সুপ্তাবস্থায় বিরাজ করছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সুপ্তি [স] *বি* ঘুম। 'এসো সুপ্তি, এসো শান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুপ্তি-অন্তরাল *ক্রিবিণ* ঘুমের আড়াল। 'ভোরের আগের যে প্রহরে স্তব্ধ অন্ধকার 'পরে, সুপ্তি-অন্তরাল হতে দূর সূর্যোদয় বনময় পাঠায় নূতন জাগরণী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুপ্তিজাল [স] *বি* ঘুমের আবেশ। 'সুপ্তিজালজড়িত নিশীথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুপ্তিভঙ্গ [স] *বি* নিদ্রাভঙ্গ। 'সুপ্তিভঙ্গের আলসেমিটা কাটিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলছে সূর্য।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সুপ্তিমগন [স সুপ্তিমগ্ন] *বিণ* ঘুমে মগ্ন। 'সুপ্তিমগন বিহগনীড় কুসুম কাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুপ্তিমগ্ন [স] *বিণ* নিদ্রিত। 'আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুপ্তিময় [স] *বিণ* ঘুমন্ত। 'কাছের সুপ্তিময় নিষ্প্রদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সুপ্তিমৌন [স] *বিণ* ঘুমে নিঃশব্দ। 'সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননীকুটিরে করিলা প্রবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সুপ্তিসমুদ্র [স] *বি* শান্ত সাগর। 'সুপ্তিসমুদ্রের এপারে ওপারে চিরজীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সুপ্তিসুনিবিড় [স] *বি* গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। 'সুপ্তিসুনিবিড় শান্ত স্বর্ণময় সন্ধ্যার তিমির।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুপ্তোত্থিত [স] *বিণ* ঘুম থেকে জাগরিত। 'সুপ্তোত্থিত স্বামিকে শৃগাল উত্তমর্ণের সংবাদ কহিতে ভুলিয়া গেল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সুপ্তোত্থিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঘুম থেকে জাগরিত। 'সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী আইলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সুপ্রকট [স] ১ *বিণ* পর্যাপ্ত। 'সুপ্রকট হিতৈষণা সত্ত্বেও ইবসেন এখনও নাট্যকারদের শীর্ষস্থানীয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* মারাত্মক। 'বরঞ্চ আগ্রহ সুপ্রকট।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সুপ্রকটভাবে [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত প্রকটভাবে। 'সর্বদেহে সুপ্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে।' *তারা*, ১৯৪৩।

সুপ্রকাশ [স] ১ *বিণ* স্পষ্ট। 'হৈল যথ ব্যাধি নাশ অঙ্গ হৈল সুপ্রকাশ।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* সুন্দরভাবে প্রকাশ। 'ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; ৩ *বি* সুন্দর বিকাশ। 'হৃদয়কমলে বসে কর সুপ্রকাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুপ্রকাশিত [স] *বিণ* স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। 'তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণৈক পার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'আলোকমালায় সর্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ১ *বিণ* প্রতিফলিত। 'অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত, সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সুপ্রকাশ্য [স] *বিণ* সুন্দরভাবে প্রকাশিত। 'সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য মৃদুহাস্য-ভরা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুপ্রকৃতি [স] *বি* ভালো স্বভাব। 'আপনে সর্বো কর্ত্তা, এবং সুপ্রকৃতি জোনে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সুপ্রচারিত [স] *বিণ* ব্যাপকভাবে প্রচার পেয়েছে এমন। 'শেখ ফয়জুল্লাহর সুপ্রচারিত গ্রন্থের নাম "গোর্খ-বিজয়"।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সুপ্রচুর [স] *বিণ* অত্যধিক। 'সুদীর্ঘ অবসর, সুলভ পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'তাঁহার সুপ্রচুর গুম্ফরাজির অন্তরালে ঈষদ্ধাস্য।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সুপ্রণালীবদ্ধ [স] *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'গদ্যের সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়মটি।' *রবীন্দ্র*,

AMARBOI.COM

১৯০৭।

সুপ্রণালীসিদ্ধ [স] *বিণ* উত্তম পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন। 'তথায় ... সুপ্রণালীসিদ্ধ প্রাকৃতিক পদমর্য্যাদা সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সুপ্রতিপালন [স] *বি* ভালোভাবে পরিচালন। 'ফ্রি স্কুল সুপ্রতিপালনার্থ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সুপ্রতিষ্ঠ [স] ১ *বিণ* গৌরবান্বিত। 'সুপ্রতিষ্ঠ সমুখ সংগ্রামে বুঝ্যা মৈল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত। 'সুপ্রতিষ্ঠ করিবারে মরলোকে সিংহাসন তব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুপ্রতিষ্ঠিত [স] ১ *বিণ* যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন। 'সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'আইন-আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* সুরক্ষিত। 'নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্য মানবের লক্ষ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* সুস্বীকৃত। 'উচ্চারণের অবস্থা যাই হোক, সর্বত্রই এর বানানের সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৪ *বিণ* সংহত। 'শিক্ষা, চাকরি, সমাজসম্মানিত পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উঁচু তিন জাতের প্রাধান্য ... আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সুপ্রতুল [স] *বিণ* যথার্থ। 'তাঁহার অভিমত কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেই সেই২ কর্ম্মে সুপ্রতুল হইতে পারে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

সুপ্রত্যক্ষ [স] ১ *বিণ* সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় এমন। 'আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বিণ* সুদৃশ্য। 'রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'এই রইলেম আমি রূপের স্বপ্নে বাঁধা এই পাথরের ভিতরে বাহিরে সুপ্রত্যক্ষ।' *অবন*, ১৯২৫; 'রূপটি স্বচ্ছ অনাবিল আকাশে সুপ্রত্যক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* স্পষ্ট দেখা যায় এমন। 'পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সুপ্রথা [স] *বি* সমাজে প্রচলিত উত্তম রীতিনীতি। 'সংস্কার, কুসংস্কার, কুপ্রথা, সুপ্রথা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সুপ্রফুল্ল [স] *বিণ* অতিশয় আনন্দিত। 'সুপ্রফুল্ল নলিনীরে – প্রেমানন্দ মন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সু-প্রবল [স] *বিণ* অত্যন্ত প্রবল। 'সেখানে জাগাও সাড়া সু-প্রবল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সুপ্রবাহ [স] *বি* স্রোত। 'বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুপ্রবাহিত [স] *বিণ* প্রবাহমান। 'সুখশান্তিময় বায়ু সুপ্রবাহিত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সুপ্রভাত [স] ১ *বি* সুন্দর সকাল। 'আজি সুপ্রভাত বুঝি পুহাইল রজনি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'যেদিন আমার অবসান হইবে, সেদিনই আমি সুপ্রভাত বলিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বি* সকালবেলার অভিনন্দন; গুড মর্নিং। 'এক ইংরেজনী এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের "সুপ্রভাত" অভিবাদন করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

সুপ্রভাতা [স সুপ্রভাত] *বি* শুভ সকাল। 'একি আনন্দ আজি আমার সুপ্রভাতা।' *রামরাম*, ১৮০২।

সুপ্রয়োগ [স] *বি* সুন্দর প্রয়োগ; যথার্থ ব্যবহার। 'বিভিন্ন অলঙ্কারাদির সুপ্রয়োগে কাব্যখানি সুখপাঠ্য করে তুলেছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

সুপ্রশস্ত [স] ১ *বিণ* সুপরিসর; চওড়া। 'তথায় গমনাগমনের এক সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সুপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দিয়া চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* নানা খাবারে পূর্ণ। 'রাত আটটার সময় আর-একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ *বিণ* বড়োসড়ো। 'হাস্যকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতি-উচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বিণ* সহজ; অনুকূল। 'এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সুপ্রশান্ত [স] *বিণ* অতিশয় শান্ত। 'নদী সুপ্রশান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুপ্রসন্ন [স] ১ *বিণ* অতিশয় সদয়। 'ভক্ত নায়কে মাতা হও সুপ্রসন্ন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অনুকূল। 'প্রিয় বন্ধু সুকুমারের অদৃষ্ট কি সুপ্রসন্ন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; '৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৩ *বিণ* সহায়। 'লক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকুন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সুপ্রসন্নতা [স] *বি* আনুকূল্য। 'দ্বিতীয় দিনেও এমন সুপ্রসন্নতা আশা করা বাড়াবাড়ি হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সুপ্রসন্না [স] *বিণ স্ত্রী* অতি প্রসন্ন। 'অচিরাৎ সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

সুপ্রসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* খ্যাতিসম্পন্ন। 'চন্দ্রকান্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সুপরিচিত। 'আয়ুর্বেদীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

সুপ্রাচীন [স] *বিণ* অতিশয় প্রাচীন। 'এই সুপ্রাচীন গ্রন্থে অর্ণবপোত, বাণিজ্য ও বণিকদিগের সমুদ্রযাত্রা-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুপ্রাপ্য [স] *বিণ* সহজে পাওয়া যায় এমন। 'অভিসারিকার চেয়ে ঢের সুপ্রাপ্য।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুপ্রিমকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট [স] *বি* সর্বোচ্চ আদালত। 'সুপ্রিমকোর্টের জুরিবিষয়ে।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে ৫৬ বৎসর হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'সুপ্রীমকোর্টের দ্বিতীয় বিচারপতি শ্রীযুত স্যার জন পিটির গ্র্যান্ট প্রভৃতি অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

সুপ্রিয়বাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মিষ্টভাষী। 'পরম সুন্দরী তিনি সুপ্রিয়বাদিনী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সুপ্রীত *বিণ* প্রসন্ন। 'সুপ্রীত মনে তাহাদিগকে কহিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সুফল [স] ১ *বিণ* সফল। 'সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। ২ *বি* ভালো পরিণাম। 'ইহাতে অবশ্যই সুফল দর্শিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৩ *বি* ভালো ফল। 'হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বি* উপকার। 'মহতের আশ্রয়ে থাকিলে সকল সময় যদি বা কোনো প্রত্যক্ষ উপকার না পাওয়া যায় তথাপি তাহার অপ্রত্যক্ষ সুফল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুফলদায়ক [স] *বিণ* শুভকর। 'জাতির পক্ষে কখনও সুফলদায়ক নহে।' *এসলাম*, ১৯৩৫।

সুফলপ্রদ [স] *বিণ* ভালো ফল দেয় এমন। 'আশা করা যায় তা সুফলপ্রদ হবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুফলা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* উৎকৃষ্ট ফল জন্মে এমন। 'তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই ... সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'আমি দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই, কেননা, সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বিণ* সহজে ফল জন্মে এমন। 'আমাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা, চাষ করিয়া ফসল পাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কষ্ট নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সুফসল [স সু+আ ফসল] *বি* ভালো ফসল। 'এই এক নূতন ও অকৃষ্ট ক্ষেত্র বটে কিন্তু ক্রমে ইহাতে সুফসল জন্মিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুফি, সুফী [আ সূফী] *বি* মুসলমান মরমি সাধক, যাঁরা মনে করেন স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক প্রেমের। 'পেড়োয়ার শাহা সুফি দুনিয়ায় বিহিত।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'তিনি হয়তো বা সুফি-দরবেশও ছিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুফীকবি *বি* সুফি মতাবলম্বী কবি। 'এ সাহিত্যের উজ্জ্বলতম দিনে রহস্যবাদী সুফিকবিরা ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুফীপ্রভাব [আ সূফী+স প্রভাব] *বিণ* মুসলিম মরমি সাধনার প্রতিফলন। 'মুসলমান বাউলদের ওপর সুফীপ্রভাব পড়ায় তারা আরও বিশেষভাবে তত্ত্বান্বেষী।' *হাই*, ১৯৫৪।

সুবংশ [স] *বি* অভিজাত বংশ। 'সৌন্দর্যাভিমানী অমায়িক সুবংশের ছেলের জন্য ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুবক্তা [স] *বিণ* চমৎকার ভাষণদানকারী। 'কোন পরিহাস-প্রিয় সুবক্তা পুরুষ তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সুবঙ্কিম [স] *বিণ* ভালোভাবে বাঁকানো। 'মলয়াবারের তীর সুবঙ্কিম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুবচনী [স] *বি* হিন্দু লৌকিক দেবীবিশেষ। 'সুবচনী পূজা করি মনস্কামনা সিদ্ধি করিলে।' *কেরি*, ১৮০২।

সুবচনি [স সুবচনী] *বি* হিন্দু লৌকিক দেবীবিশেষ। 'তৎক্ষণাৎ দাঁড়া সুয়া পান দিয়া পাঁচ এও লইয়া সুবচনি পূজা দিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুবণ্ন [স সুবর্ণ] *বিণ* সুবর্ণ; সোনা। 'হাথে তুলী নৈল কাহ্নাঞিঁ সুবণ্নের বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুবৎসর [স] *বি* শুভ বৎসর। 'দুর্বৎসর হউক, সুবৎসর হউক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুবদনী [স] **১** *বিণ* সুন্দর মুখের অধিকারী। 'সুন সুবদনী রাধা আইহনের রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি স্ত্রী* সুন্দর মুখের অধিকারী। 'শুন ওলো সুবদনি, বদনকমলখানি ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'শোন সুবদনি, কহিতে সরম-কথা।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

সুবন্ত [স] *বিণ* (সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা) সুপ্ অর্থাৎ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে এমন। 'গুরুবাক্যে দিআ কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ অষ্টশব্দি সুবন্ত পাণিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবন্দোবস্ত [স] **১** *বি* উন্নত ব্যবস্থা। 'আমি রাজপুতদিগের যুদ্ধের যে সুবন্দোবস্ত দেখিয়াছি ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বি* সুন্দর ব্যবস্থা। 'তার স্নান পান বেশপরিবর্তনের আশ্চর্য সুবন্দোবস্ত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'পানির কলের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলাম।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

সুবন্ন [স সুবর্ণ] *বিণ* স্বর্ণনির্মিত। 'সুবন্ন অঙ্গুরি সোভে বলয়া দুই করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবর্ণ [স] **১** *বি* সোনা। 'কোথা হইতে সুবর্ণ আনয়ে বার বার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সোনা দিয়ে তৈরি। 'একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* সোনালি। 'সুবর্ণ গোধিকা দেখি চিত্তে বীর হইলা দুখী অযাত্রিক পাপ দরশন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* সুন্দর রঙবিশিষ্ট। 'তীরতরু সুবর্ণ নিবন্ধ শাখামূল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৫** *বি* স্বর্ণমুদ্রা। 'তুমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বীরবরকে সহস্র সুবর্ণ দিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সুবর্ণ আলয় [স] *বি* স্বর্ণনগরী। 'কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, সুবর্ণ আলয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবর্ণ-কবচ [স] *বি* সোনা দিয়ে তৈরি অলঙ্কারবিশেষ। 'উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ-কবচ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুবর্ণকার [স] *বি* স্বর্ণকার। 'এক জন যুবা সুবর্ণকার এই কৌটাটি প্রস্তুত করে আমায় দেয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

সুবর্ণকুণ্ডল [স] *বি* সোনার তৈরি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'সুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা/ পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুবর্ণ-খচিত [স] *বিণ* সোনার কাজ করা। 'পতাকারাজীর সুবর্ণ-খচিত পূর্ণতারার চমকপ্রদ কিরণ।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সুবর্ণগর্ভা, সুবর্ণগবর্ভা [স] *বিণ* গর্ভ থেকে সুসন্তান জন্মে এমন। 'যাবদীয় লোক তোমাকে সুবর্ণগবর্ভা কহিবেক।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সুবর্ণ-গোধিকা [স] *বি* সোনালি রঙের গুইসাপ। 'সুবর্ণ গোধিকা দেখি চিত্তে বীর হইলা দুঃখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবর্ণজড়িত [স] *বিণ* স্বর্ণখচিত। 'সুবর্ণজড়িত যেন হিরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবর্ণ-তটিনী [স] *বি* কল্পিত সোনালি জলের নদী। 'বহে নিরবধি নদী কলকল কলে – সুবর্ণ-তটিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবর্ণদায়ি [স সুবর্ণদায়ী] *বিণ* স্বর্ণদানকারী। 'এক ভরি পরিমিত সুবর্ণদায়ি কুণ্ডলদ্বয় রাজাকে দিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুবর্ণদ্বীপ [স] *বি* সুমাত্রাদ্বীপ। 'রামায়ণে যবদ্বীপ ও সুবর্ণদ্বীপের পৃথক পৃথক নির্দেশ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুবর্ণপঞ্জর [স] *বি* সোনার খাঁচা। 'কামিলা দ্বাদশ জনা সভে হয়্যা দৃঢ়মনা গড়ে তারা সুবর্ণপঞ্জর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবর্ণপদ্ম [স] *বি* সোনার পদ্ম। 'এই সরোবরে সুবর্ণপদ্ম বিরাজ না করিলেও, ইহার নৈসর্গিক সুষমার তুলনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুবর্ণপ্রতিমা [স] *বি* সোনার মূর্তি। 'সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ সুবর্ণপ্রতিমা-ভান সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুবর্ণপ্রভ [স] *বিণ* সোনালি। 'ডলির মত অঞ্জলির গায়ের রঙ অত সুবর্ণপ্রভ না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সুবর্ণফুল [স সুবর্ণ+ফুল] *বি* সোনার ফুল। 'কেহ তুলিলা সুবর্ণফুল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবর্ণবণিক [স] *বি* সোনা ব্যবসায়ী; বণিক সম্প্রদায়বিশেষ। 'সুবর্ণবণিক বৈসে রজত কাঞ্চন কষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবর্ণ-বরণ [স সুবর্ণ+স বর্ণ] *বিণ* সোনালি রঙের। 'রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ – পড়িল চৌদিকে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবর্ণমণ্ডিত [স] *বিণ* সোনায় মোড়ানো। 'নহে যজ্ঞধূম ও-ফলক সারি সারি সুবর্ণমণ্ডিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবর্ণময় [স] **১** *বিণ* সোনা দিয়ে তৈরি। 'তাহার অভ্যন্তরে কীর্ত্তিদেবী এক সুচারু সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* সোনার টুকরার মতো। 'সুবর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সুবর্ণমার্জনী, সুবর্ণমার্জ্জনী [স] *বি* সোনার ঝাড়ু। 'সুবর্ণমার্জ্জনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লৈয়া করে পথ সংমার্জ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুবর্ণযোগ [স] *বি* উত্তম সুযোগ; সুবর্ণ সুযোগ; গোল্ডেন অপরচুনিটির অনুবাদ। 'আজ তাই সুবর্ণযোগ সে হাত ছাড়া করলো না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুবর্ণরচিত [স] *বিণ* সোনার তৈরি। 'সুবর্ণরচিত নিল অঙ্গুরি পাসুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবর্ণ-রশ্মি [স] *বি* সোনালি আলো। 'বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

সুবর্ণরেখা [স] *বি* একটি নদীর নাম। 'ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সুবর্ণরেণু [স] *বি* সোনার কণা। 'নদীবালু হয়ত সুবর্ণরেণু মিশানো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুবর্ণলঙ্কা [স] *বি* (হিন্দু পুরাণ) স্বর্ণের মতো ঐশ্বর্যপূর্ণ লঙ্কাপুরী। 'সংগীতের রসায়নে চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

সুবর্ণ-লতিকা [স] *বি* স্বর্ণলতা। 'মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত, বীর দেহে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবর্ণসদন [স] *বি* স্বর্ণমন্দির। 'বৃন্দাবনে কল্পদ্রুম সুবর্ণসদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুবর্ণ সুযোগ [স] *বিণ* উত্তম সুযোগ। 'তাহা হইলে এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না।' *নজরুল*, ১৯২২।

সুবর্ণ-সূত্র [স] *বি* সোনালি আঁশ। 'এর জন্য একে ... সুবর্ণ-সূত্র বলা হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুবর্ন্ন [স সুবর্ণ] *বি* সোনা। 'সুবর্ন্নের পাক সব সুন্দর মুরতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবর্ব [স সুবর্ণ] *বিণ* সোনা। 'মারিচি রূপে কেহোঁ সুবর্ব মৃগি হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবর্ষণ [স] *বি* পরিমিত বৃষ্টি। 'বহুক হাওয়া ক্ষুরের ধারে – হ'বে সুবর্ষণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সুবলন [স] *বিণ* সুঠাম। 'হেমস্তম্ভ প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুবলয়িত [স] *বিণ* শক্তিসম্পন্ন। 'হৃষ্টপুষ্ট সুবলয়িত দেহাবয়বে অল্প কয়েকখানা অলঙ্কার।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুবলিত [স] ১ সুগঠিত। 'সুবলিত হস্তপদ কমলনয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* শক্তিশালী। 'সুবলিত এক তনু করিলা সৃজন।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুবসুধারিণী [স] *বি স্ত্রী* বিশেষ রত্ন ধারণকারী। 'কোথা সে বসুধা শ্যামা, সুবসুধারিণী তোমার?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবহ-সাদেক, সুবহে-সাদেক [আ] *বি* উষা; ভোর। 'বুকের রক্তে সুবহসাদেক আনিয়া হলে শহীদ।' *নজরুল*, ১৯৩৭; 'এই সুবহেসাদেকের পশ্চাদ্‌ভূমিতে ছিল যে অন্ধকার রাত্রি।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সুবা [ফা সুবাহ্‌] *বি* প্রাদেশিক শাসনকর্তা। 'লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী/ সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুবাদার [ফা] *বি* প্রাদেশিক শাসনকর্তা। 'ওতবা ওলিদে সেথা আছে সুবাদার।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সুবায় সুবাদারেরা স্বেচ্ছাচারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সুবাদারি [ফা সুবাদার>] *বি* প্রাদেশিক শাসকের পদ। 'তিনিই সুবাদারি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সুবাতাস [স] *বি* অনুকূল বায়ু। 'ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুবাদ [স] *বি* সম্পর্ক। 'সব জ্ঞাতি নয়, যাদের সঙ্গে সুবাদ বেশ ঘনিষ্ঠ।' *শওকত*, ১৯৭৩।

সুবাদক [স] *বি* দক্ষ যন্ত্রশিল্পী। 'যেমন সুগায়ক সুবাদক হইতে গেলে বহু পরিশ্রম করিতে হয়।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

সুবান [আ] *বিণ* চমৎকার। 'বড়ই ছুরৎ তার দেখিতে সুবান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সুবানী [স সুবাণী] *বি* সুমিষ্ট কথা। 'কিসনরাম কহ সুবানী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুবাস [স] *বি* সুগন্ধ। 'জাতকি ও কেতকি কুসুম সুবাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুবাস-আভাস [স] *বি* সুগন্ধের আভাস। 'সুবাস-আভাসখানি মনে হয় যেন জানি, রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

সুবাসভরা [স সুবাস+ভরা] *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসভরা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুবাস-রেণু [স] *বি* সুগন্ধি রেণু। 'দুইধারে ঘন কেয়ার কুঞ্জ ছড়ায়ে সুবাস-রেণু।' *জসীম*, ১৯৫১।

সুবাসানুরাগ [স] *বি* সুগন্ধের প্রতি অনুরাগ। 'যক্ষের সুবাসানুরাগ না হয় কবিত্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সুবাসিত [স] *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'সুবাসিত জল নব্য পাত্রে সমর্পিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তবে সুবাসিত করও গুজরাটের ধরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* সুগন্ধযুক্ত নারী। 'আয় সুবাসিনী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

সুবাসী [স] *বিণ* সুগন্ধী। 'সেদিন এনেছে সুবাসী তেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

সুবিক্রেয় [স] *বিণ* সহজে বিক্রয়যোগ্য। 'সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুবিখ্যাত [স] *বি* খুব বিখ্যাত। 'ঐ সুধীর সুবিখ্যাত মহাশয়ের যথার্থ স্বরূপ সমরূপ প্রতিবিম্বিত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সুবিচক্ষণ [স] ১ *বিণ* অতিশয় বুদ্ধিমান। 'তিনি একজন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপরায়ণ ও সুবিচক্ষণ বটেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫। ২ *বি* সঠিক বিবেচনা বোধ সম্পন্ন। 'আমাদের সুবিচক্ষণ লেপ্টেনন্ট বাহাদুর।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সুবিচার [স] ১ *বি* ন্যায় বিচার। 'হাকিম তাহাদের সহায় হইয়া সুবিচার করিতেছেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ২ *বি* যথাযথ বিবেচনা। 'তারা অন্য জাতির প্রতি সুবিচার করতে এবং ভালোবাসা দিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুবিচারক [স] *বিণ* ন্যায় বিচারকারী। 'আমারদিগের খ্রীষ্টান গবর্ণমেন্ট আপনারদিগকে সুসভ্য, সুবিচারক এবং প্রজা হিতৈষি বলিয়া যে অভিমান করেন ...। *প্রভাকর*, ১৮৫১।

সুবিচারকতা [স] *বি* সুবিচার। 'জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সি হলকট সাহেবের সুবিচারকতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সুবিচারিত [স] *বিণ* সুন্দরভাবে বিচার করা হয়েছে এমন। 'ইংরাজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্মেন্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুবিচার্যকারী, সুবিচার্য্যকারী [স] *বিণ* সুবিচারক। 'সুবিচার্য্যকারী দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুবিচিত্র [স] *বিণ* সুন্দর বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'সেখানে পথের রেখাও যেমন মুক্ত পথের রূপও তেমনি সুবিচিত্র।' *অবন*, ১৯২৫।

সুবিজন [স] *বিণ* খুব নির্জন। 'সুবিজন নিলয়ে বালা বিরহবিষণ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮; 'জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারি দিক সুবিজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুবিজ্ঞ [স] **১** *বিণ* পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ দ্বারা, বিবাহের দিন নির্ধারিত করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* চালাক। 'এক চতুর শৃগাল একদিন এক সুবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সুবিজ্ঞতম [স] *বিণ* সবচেয়ে বিজ্ঞ। 'আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সুবিদা [স সুবিধা] *বি* সুযোগ। 'সকালে বিকালে ভ্রমণের অতিসুবিদা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সুবিদিত [স] *বিণ* ভালোভাবে জানা আছে এমন। 'সুবিদিত উজানি সমাঝে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবিদ্য [স] *বি* সুবিদ্বান। 'সুবিদ্য হইয়া তুমি না ভাবিলে মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবিধা [স] **১** *বি* আনুকূল্য। 'বহুকালাবধি রেজকী ... চলিত ছিল তাহাতে লোকের আয় ব্যয় বিষয়ের সুবিধা হইত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বি* সুযোগ। 'বাস্তবিক এ সুবিধা ত্যাগ করা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* উপায়। 'মশাকে জড়াইয়া ধরিবার কোনো সুবিধা হইয়া উঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৪** *বি* লাভ। 'বাংলা ভাষায় লিখিবার এক বিশেষ সুবিধা এই যে বাংলায় নূতন কথা বলা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৫** *বিণ* জুৎসই। 'তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুবিধা-অসুবিধা [স] *বি* অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা। 'কোনো সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তাই করিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সুবিধা করা *ক্রি* উপায় করা। 'উষুধ পত্তর দরকার হয় তো আমি সুবিধা করে দিতে পারি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

সুবিধাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সুবিধা অনুযায়ী। 'বণিকেরা সুবিধাক্রমে স্থল ও নদীযোগে বিবিধ রাজ্যে লইয়া যাইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুবিধাজনক [স] *বিণ* উপযোগী; অনুকূল। 'স্থানটি সুবিধাজনক হওয়ায় ... পণ্যদ্রব্য পরিচালিত করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সুবিধাদর [স সুবিধা+ফা দর] *বি* অল্প দাম। 'গ্রামের বাড়ির কাছেই ক' বিঘে জমি পাওয়া যাচ্ছে সুবিধাদরে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

সুবিধাবাদ [স] *বি* ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু সুবিধার কথা বিবেচনা। 'সুবিধাবাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার অন্তুহাতে?' *মানিক*, ১৯৪৭।

সুবিধাবাদিত্ব [স] *বি* ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু সুবিধার কথা বিবেচনা। 'হিন্দু মুসলমানের সুবিধাবাদিত্বের পথ হলো আরও পরিষ্কৃত।' *উমর*, ১৯৬৬।

সুবিধাবাদী [স] *বিণ* ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু নিজের স্বার্থ বুঝে কাজ করে এমন। 'তাহলে সবাই সুবিধাবাদী আপনারা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুবিধাভোগী [স] *বি* অন্যায্য সুযোগ ভোগকারী। 'কতিপয় সুবিধাভোগীদের স্ত্রীদের সংগঠন।' *বেগম*, ১৯৫২।

সুবিধামতো [স] **১** *ক্রিবিণ* সুযোগক্রমে। 'সুবিধামত টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। *বিণ* সুবিধাজনক। 'কয়লাতোলা এবং সৈন্যনিবাসের পক্ষে একটি সুবিধামতো আড্ডা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রিবিণ* ভালোরকম। 'সেদিন পড়া সুবিধামত হইলই না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। *বিণ* জুৎসই। 'এদিকে কৈফিয়তও তেমন সুবিধামতো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। *ক্রিবিণ* সুবিধা হবে এমন। 'মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামতো খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সুবিধাযোগ [স] *বিণ* সুযোগমতো। 'একসময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতার পালাইয়া গেলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুবিধাশিকারী [স সুবিধা+ফা শিকারী] *বিণ* সুবিধাবাদী। 'একদল সুবিধাশিকারী এবং কায়েমী স্বার্থীও পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

সুবিধা হওয়া *ক্রি* সুযোগ হওয়া। 'আজ আপনার সঙ্গে কথাবার্তার সুবিধা হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সুবিধে [স সুবিধা] *বি* সুবিধা। 'তাতে সুবিধে হচ্ছে যে ময়লা হয়ে গেলে জামা বদলাবার কোনো আবশ্যক করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুবিধেবাদী [স সুবিধাবাদী] *বিণ* ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু নিজের স্বার্থ বুঝে কাজ করে এমন। 'মানুষ শত সহজবাদী, সুবিধেবাদী স্বাভাবিক হলেও ... ব্যথা পায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

সুবিধান [স] *বি* উত্তম নিয়ম; সুব্যবস্থা। 'সব সুবিধান দান দেহ ত আহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুবিধি [স] *বি* সুবিধাতা। 'সুবিধির বিধ বিদিত জগতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুবিনীত [স] *বিণ* শিষ্ট। 'অবিনীত অসভ্য লোকেরা অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুবিনীত হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুবিনীতা [স] *বিণ* স্ত্রী বিনয়ী। 'সুবিনীতা, বশংবদা, রোজ্জা-পালিনী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সুবিন্যস্ত [স] *বিণ* যথাস্থানে সুন্দরভাবে সাজানো আছে এমন। 'সুবিন্যস্ত পক্ষদ্বয় রজত ও হরিদ্রা বর্ণে পরমসুন্দররূপে চিত্রিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুবিপুল [স] *বিণ* অতি বড়ো। 'দিল্লীর দরবার-নামক একটা সুবিপুল অত্যুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুবিবাহ [স] *বি* ভালো বিয়ে। 'ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যা লাভ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুবিবেচক [স] *বিণ* বিচক্ষণ। 'মহাশয়ের সুবিবেচক পাঠকদিগের নিমিত্তে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সুবিবেচনা [স] *বি* সুবিচার। 'সুবিবেচনা পূর্ব্বক সে ব্যাঘাত দূর করিয়া উভয় দেশের মঙ্গলজনক বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সুবিবেচনাসিদ্ধ [স] *বিণ* সুবিচারসম্মত। 'এই সুবিবেচনাসিদ্ধ নিয়মে সর্ব্বদেশীয় শিক্ষকদিগের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুবিবেচিত [স] *বিণ* সুন্দরভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এমন। 'সুবিবেচিত লক্ষ্য ও আদর্শের বিরোধিতা।' *আজাদ*, ১৯৪৭; 'তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিবেচিত কল্যাণের পথে পরিচালনার নির্দেশই সাংবাদিক প্রদান করবেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুবিভক্ত [স] *বিণ* যথার্থভাবে শ্রেণীবদ্ধ। 'জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সুবিরল [স] *বিণ* অত্যন্ত বিরল। 'নীরবগৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ/ সুবিরল, নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ?' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সুবিলাসী [স] *ক্রিবিণ* লীলায়িত ভঙ্গিতে। 'কীর্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুবিশাল [স] *বিণ* অতিশয় বৃহৎ। 'গ্রাসিছে চাঁদের কায়া ফেলিয়া আঁধার ছায়া সুবিশাল রাহুর আকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'আমিও এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের সুবিশাল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুবিশ্ব [স] *বি* সুন্দর পৃথিবী। 'কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুবিস্তর *বিণ* বিস্তীর্ণ। 'তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য দখল করিয়া রাখিয়াছ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

সুবিস্তার [স] *বিণ* বিস্তারিত। 'সেসব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুবিস্তীর্ণ [স] *বিণ* সুপ্রশস্ত। 'সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমি অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন!' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর ... জড়শয়ানে শয়ান রহিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুবিস্তৃত [স] **১** *বিণ* বিশাল। 'বঙ্গভূমি এক্ষণে একটি সুবিস্তৃত রুগ্ননিবাস হইয়া উঠিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এমন। 'ব্যোমযানের সুবিস্তৃত গর্জন।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

সুবিস্তৃতা [স] *বিণ* সুপ্রশস্ত। 'সেই সুবিস্তৃতা পুরী অন্ধকার হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সুবিহিত [স] *বিণ* যথোচিত। 'বৈষয়িক কর্ম্ম সম্পাদনের সুবিহিত রীতি অবলম্বন ... করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'একটি সুবিহিত শৃঙ্খলার ভাব নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুবীর [স] *বিণ* অতিশয় বীরের। 'ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুবুদ্ধি [স] *বি* শুভবুদ্ধি। 'পরম সুবুদ্ধি করি সভে বাখানিল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো।' *নজরুল*, ১৯২২।

সুবুদ্ধিবশত [স] *ক্রিবিণ* শুভবুদ্ধি হেতু। 'সুবুদ্ধিবশত ওরূপ দাম্ভিকতা হেসে উড়িয়ে দেওয়াটাই সংগত।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

সুবুদ্ধী *বিণ* চমৎকার বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। 'একটা বড় সুবুদ্ধী সিংহির মাদি বাচ্ছা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

সুবুধী [স সুবুদ্ধি] *বিণ* সুচতুরা। 'পথে জায়িতেঁ কথা কহে সুবুধী বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুবৃষ্টি [স] *বি* প্রচুর বর্ষণ। 'তবে সেই পুরে ইন্দ্র সুবৃষ্টি করিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবৃহৎ [স] **১** *বিণ* খুব বড়ো। 'চতুদ্দিকে স্থলবেষ্টিত নিসর্গসম্ভূত সুবৃহৎ জলাশয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* খুব প্রসারিত। 'সীমা অতিক্রম করে এমন সুবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুবে [ফা সুবাহ্] *বি* প্রদেশ। 'সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার।' *দর্পণ*, ১৮২১। দ্র **সুবা**

সুবেদারি [ফা সুবাহ্>] *বি* সুবেদারের কাজ। 'সুবেদারি পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সুবেদী [স] *বিণ* সংবেদনশীল। 'সুবেদী সঞ্চরণ এবং অনুনাদী ধ্বনিপ্রবাহ মিলে যে প্রতিরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

সুবেশ [স] **১** *বি* উত্তম সজ্জা। 'নেত বসন রাধা পিন্ধিলেঁ সুবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ভদ্রজন। 'একদিন পাঁচ সাত দশজন সুবেশ কর্তৃক কোন মহল্লায় আবর্জনা পরিষ্কার করা ...।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

সুবেশধারী [স] *বিণ* উত্তম পোশাক পরিহিত। 'ওই গাড়ির সুবেশধারী স্থূলকায় আরোহীটিকে ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

সুবেশা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর সাজসজ্জাযুক্ত। 'সুবেশা স্বভাব রঙ্গে সদা কাল ফিরে সঙ্গে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুবেস [স সুবেশ] *বি* উত্তম সাজসজ্জা। 'স্বামিরে সেবএ কেহো সুবেস করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবেসা [স সুবেশা] *বিণ স্ত্রী* উত্তম সাজযুক্ত। 'অনেক সুবেসা নারি পরিচারক করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবেহ সাদেক, সুবেসাদিক, সুবে সাদেক [আ] *বি* উষাকাল; প্রাতঃকাল। 'এখন সুবেহ সাদেক – মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩০; 'সুবেসাদিকের স্পন্দন যেন আরো মৃদু হয়ে আসে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩; 'সুবে সাদেকের সূর্যের প্রতিশ্রুতি এবং টুকরো কালোমেঘ এসে ঢেকে ফেলে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'সুবে-সাদেকের তীব্র শুভ্রতায় নির্মেঘ।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

সুবৈক্কির ঢাল *বি* কালপুরুষ। 'সুবৈক্কির ঢাল নামক নক্ষত্রসমষ্টিতে ঘোড়নালের আকার এক নীহারিকা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুবো [ফা সুবাহ্>] *বি* সাহেব। 'যত কালের যুবো, যেন সুবো, ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুবোধ [স] **১** *বিণ* বুদ্ধিমান। 'এক জন সুবোধ সয়দাগরকে ধন সুদ্ধা ... পাঠাইলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *বি* শুভ উপলব্ধি সম্পন্ন। 'তুমি অতি সুবোধ ইহা জ্ঞাত হইয়া তোমাকে এরূপ উপদেশ করিলাম।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বিণ* সুবুদ্ধিসম্পন্ন। 'রস্কো অতি সুশীল ও সুবোধ ছিলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সুবোধমানস [স] *বিণ* বিচক্ষণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সুবোধ্য [স] *বিণ* সহজে বোঝার উপযোগী। 'সর্বসাধারণের সুবোধ্য বাংলা ভাষায় একটি পুস্তিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুব্যক্ত [স] *বিণ* স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। 'কিয়ৎ ভরসাজনিকা কথা সুব্যক্ত পূর্ব্বক কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'আমরা গভীর সুখ বলি – অর্থাৎ যে-সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সুব্যবস্থা [স] *বি* সুবন্দোবস্ত। 'আমার পিতার কাছে অব্যবস্থা হইবে তবে আর কোথায় সুব্যবস্থা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সুব্যবস্থিত [স] *বিণ* সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে এমন। 'এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ঋতুকে ছন্দোবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সুভ [স শুভ] *বিণ* শুভ। 'তার সুভ দিন ভৈল।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **শুভ**

সুভক্ষন [স শুভক্ষণ] *বি* উত্তম সময়; মঙ্গলজনক সময়। 'সুভক্ষনে প্রসব হএ একুই দিবসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুভতিথি [স শুভতিথি] *বি* সুসময়সূচক তিথি। 'ভদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমি সুভতিথি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুভ দরসন [স শুভদর্শন] *বি* শুভদৃষ্টি বিনিময়। 'বর কৈন্যা করিলেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুভ দরসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুভদিন [স শুভদিন] *বি* মঙ্গলকর দিন। 'বিবাহের কৈল সুভদিন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুভযোগ [স শুভযোগ] *বি* শুভসময় বা কাল। 'সুভদিন সুভযোগ রোহিনি নিসাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুভাসুভ [স শুভাশুভ] *বি* শুভ-অশুভ। 'বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

সুভগ *বি* ভাগ্যবান। 'ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুভঙ্গিম [স] *বি* সুন্দর ভঙ্গিযুক্ত। 'তার আলোকিত সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুভদ্র [স] *বিণ* উত্তম। 'তাহারদিগের সুভদ্র হইবেক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

সুভব্য [স] *বিণ* শান্তশিষ্ট। 'পাত্রটি সুশ্রী সুভব্য বটে।' *কেরি*, ১৮০২।

সুভা [ফা সুবাহ] *বি* প্রদেশ। *ডানকান*, ১৭৮৪।

সুভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত ভাগ্যবতী। 'সুভাগিনী মনোরঙ্গে সুচরিত পতি সঙ্গে সুখ বিলাসএ নিরন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুভাগ্য [স] *বি* সৌভাগ্য। 'সুদশা আজি ভব সুভাগ্যের বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'এমন সুভাগ্য আমার কবে হবে।' *লালন*, ১৮৯০।

সুভাজন [স] *বি* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। 'জোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুভাদৃষ্ট [স শুভাদৃষ্ট] *বি* সৌভাগ্য। 'আমার ভাবি সুভাদৃষ্ট দৃষ্টি করিয়া মহোল্লাসে নব পরিচ্ছেদ ধারণ করিয়াছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সুভাবনীয়তম [স] *বিণ* সুকল্পিত। 'দূরে সুভাবনীয়তম কাল পাখির ডাক।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সুভালাভালি *ক্রিবিণ* নির্বিঘ্নে। 'ভাল হবে – সুভালাভালি কেটে যাবে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সুভাষিত [স] ১ *বিণ* সুন্দর ভাষায় বলা। 'বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* হিতোপদেশ। 'কিন্তুর সংস্কৃত সুভাষিত মুখস্থ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সুভাষিতা [স] *বি* সুকথন। 'মৌলবী সাহেবের সুভাষিতাবলী যে সাহিত্যে স্থান লাভ করেনি ...।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

সুভাষী [স] *বিণ* মধুরভাষী। 'সৎকবি ভুসুর গায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালজ্ঞ সুভাষী সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

সুভাসিত [স সুবাসিত] *বিণ* সৌরভযুক্ত। 'তাম্বুল খায় কেহো সুভাসিত কর্পূর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুভিক্ষ [স] *বি* অন্নপ্রাচুর্য। 'সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুভিক্ষা [স] *বি* সুন্দর প্রার্থনা। 'আঘাত অপমান ও অভাব, সমাদর্শ নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুভুজবিশিষ্ট [স] *বিণ* সুন্দর বাহুসম্পন্ন। 'এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুভূষণ [স] *বিণ* সুন্দর সাজসজ্জা। 'সাজাতে কুচুড়া তোর, হেন সুভূষণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুভূষণা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর ভূষণবিশিষ্ট। 'রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুভোগা [স সু-ভোগ] *ক্রি* সম্ভোগ করা। 'দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী সুভোগল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুভোজক [স] *বিণ* খাদ্যরসিক। 'হে সুভোজক আমি ভাত ছাড়িয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুম করা *ক্রি* আরম্ভ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুমখে [স সম্মুখ] *ক্রিবিণ* সামনে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুমঙ্গল [স] *বিণ* অত্যন্ত কল্যাণকর। 'সুমঙ্গল আশীর্বাদ বরষিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল-করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুমঙ্গলা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত কল্যাণকর। 'নন্দন-লক্ষ্মী সুমঙ্গলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'চির-শুদ্ধাচারিণী ... সুমঙ্গলা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুমঝে [হি সমঝা] *ক্রিবিণ* বুঝে শুনে। 'সুমঝে ভজন সাধন কর নিকটে ধন পেতে পার।' *লালন*, ১৮৯০।

সুমণ্ডিত [স] *বিণ* সুশোভিত। 'শ্বেত বীণাসুমণ্ডিতকর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুমতি, সুমতী [স] ১ *বি* সুমন্ত্রণা। 'আয়িলা দেবের সুমতি শুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সুবুদ্ধি। 'ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুমতি কুমতি যত/ তোমার মাথায় সেত/ চারিবেদে তোমার মহিমা।' *কেতকা*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* সুবুদ্ধিসম্পন্ন। 'পড়াইআ শুনাইআ পুত্র করিহ সুমতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুমধুর [স] ১ *বিণ* সুমিষ্ট। 'বায় বাঁশী সুমধুরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বিণ* প্রীতিকর। 'জালিয়াকে কিছু কয় সুমধুর বাণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* মিষ্টস্বাদযুক্ত। 'খাজা গজা সরভাজা অতি সুমধুর কাঁচাগোল্লা বাদামতক্তি আতা অনুপাম।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বিণ* আনন্দদায়ক। 'ক্ষুদ্র মুষ্টি সহযোগে সুমধুর লাঞ্ছনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুমধ্যম [স] *বিণ* সুন্দর কটিবিশিষ্ট। 'সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুমধ্যমা [স] *বিণ স্ত্রী* সরু ও সুগঠিত কোমরবিশিষ্ট। 'নিবিড়-নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা চারুনেত্রা; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সুমনা *বি* সুশীলা। 'সহসা সে সুমনা হয়েছে বিবসনা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুমন্দ [স] ১ *বিণ* ধীরগতিবিশিষ্ট। 'সুমন্দ আরকলি লকুম একহর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* মন্থর গতিসম্পন্ন। 'তথাকার সুমন্দ সুগন্ধ সুশীতল মারুত হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সুমন্দ সমীর – সহ গন্ধ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুমন্দগতি [স] *বি* ধীর গতি। 'যে দেশে সুমন্দগতিতে সুদূর নালিশে গিয়া পৌঁছায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুমন্দভাষিণী [স] *বি স্ত্রী* মৃদুভাষী। 'তুমি বিদেশিনি গো, সুমন্দভাষিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৪।

সুমন্দিরা *বি* মধুর স্বর সৃষ্টিকারী তালযন্ত্রবিশেষ। 'সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুমরা [স স্মরণ] *ক্রি* স্মরণ করা। 'জে ফুল তমর নিন্দহু সুমর বাস বিসরএ ন পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুমরি** *ক্রি* স্মরণ করি। 'সুমরি বালভু নব নেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুমসাম [ধ্বন্যা] *বি* নিস্তব্ধ। 'সব যদি সুমসাম, তুমি কেন কাঁদো আর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল, ১৯২২।

সুমহৎ [স] *বিণ* অতি উদার। 'তাহা যে কেবল সুমহৎ জাতীয়ভাবের প্ররোচনায় তাহা বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুমহতী [স] *বিণ স্ত্রী* খুবই মহৎ। 'তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সুমহত্তর [স] *বিণ* আরও উদার। 'দিনের আলোর সুমহত্তর রহস্যস্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সুমহান [স] *বি* অতি মহান। 'ইহপরকালব্যাপী সুমহান প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুমাংস [স] *বি* সুস্বাদু মাংস। 'নিজেদের সুমাংস নিয়ে এরা ...' *জীবন*, ১৯৪৮।

সুমাংসী [স] *বিণ* সুস্বাদু মাংসধারী। 'নৃত্য করে চিত্তপুরে বসি সুমাংসী সর্বশী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

সুমানুষ [স সুমনুষ্য] *বি* ভালোমানুষ। 'একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আনুন।' *কেরি*, ১৮০২।

সুমার[১] [ফা শুমার] **১** *বি* গণনা। 'টাকার হিসাবের সুমার লিখিবার জন্যে ...' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। **২** *বি* হিসাব। 'তিন সুবার উসুল তহসিল সুমার তপশিল ওয়াকিফ হএন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সুমারনবিশ *বি* হিসাবরক্ষক। 'বেচারার কাছ থেকে নায়েব গোমস্তা জমানবিশ সুমারনবিশ ... দু-পয়সা আদায় করে নেয়।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

সুমারি, সুমারী [ফা সুমার] **১** *বি* হিসাব-নিকাশ। 'মাসে মাসে চন্দ্র গণি বসাইছে সুমারি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* গণনা। '১৯০১ সালের আদম সুমারী।' *মিহির*, ১৯০২।

সুমার[২] *বিণ* সমান। 'চেংড়ার সুমার বুদ্ধি তোমার ভুজ কুয়ারা জানালে।' *লালন*, ১৮৯০।

সুমার্জিত, সুমার্জ্জিত [স] *বিণ* পরিশীলিত। 'তাঁহাদিগের বুদ্ধি সুমার্জ্জিত না থাকাতে তাঁহারা আপনাদের অনেক বিষয়ের অভাব মোচন করিতে সমর্থ ছিলেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'সুনির্বাচিত সুমার্জিত রসাস্বাদনের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুমিতা [স] *বি স্ত্রী* পরিমিতি জ্ঞানসম্পন্ন। 'বুঝিবে কি, হে সুমিতা, অতন্দ্রিত সে অমানিশীথে ...' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সুমিত্র [স] *বিণ* বন্ধু। 'সুমিত্র লোকেরদের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ...' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুমিশ্রিত [স] *বিণ* সমন্বিত। 'ভাগ্যবুদ্ধি সুমিশ্রিত কার্য চারুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুমিষ্ট [স] *বিণ* অত্যন্ত মিষ্টি। 'স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ভক্ষ্য ও পেয় প্রস্তুত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুমিষ্টবারি [স] *বিণ* সুস্বাদু পানি। 'কোন লবণাম্বু তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ কর্য়ে তার সুস্বাদ নষ্ট করে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুমীমাংসা [স] *বি* সুষ্ঠু সমাধান। 'এ দুটির আমরা যদি সুমীমাংসা করতে পারি ...' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সুমুখ [স সম্মুখ] *ক্রিবিণ* সামনে। 'আড় আখি হাসে নটী দাড়াইরা সুমুখ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুমুখি [স সুমুখী] *বি* সুন্দরী। 'কিবা রসাতলে থাকি সুমুখি বিদ্যারে দেখি ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুমুখী [স] *বি* সুন্দরী। 'সুমুখী পুছএ্যো তোহি স্বরূপ কহসি মোহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুমুদ [স সমুদ্র] *বি* সমুদ্র। 'দন্দ সুমুদ হোএ জীব দএ পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুমুন্দি [স সম্বন্ধী] **১** *বি* গালিবিশেষ (স্ত্রীর বড়ো ভাই অর্থে)। 'আমিন সুমুন্দি য্যান বাগ্।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* স্ত্রীর বড়ো ভাই। 'আমাগোর মোক্তব বাবুর এক সুমুন্দি সাবডেপুটী হয়ে আইছেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সুমুন্দির পো *বি* গালিবিশেষ (স্ত্রীর বড়ো ভাইয়ের ছেলে অর্থে)। 'সুমুন্দির পো, আলোসুদ্দু নদীতে ডুব দেলেন!' *শক্তি*, ১৯৬৯।

সুমূল্য [স] *বি* সুলভ মূল্য। 'ইঙ্গলণ্ড দেশে যে প্রকার বস্ত্র সুমূল্যে নির্ম্মিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুমেখলা [স] *বি* সুদৃশ্য কটিভূষণ। 'এই দেখ সুমেখলা, দেখি ভাব মনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুমেজাজ [স সু+আ মিজাজ] *বি* ভালো মন; খোশমেজাজ। 'তবে তাহারা সুমেজাজে লেখাপড়া অভ্যাস করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুমেধা [স] *বিণ* অত্যন্ত বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুমেরু [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পর্বতবিশেষ। 'যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুমেরু ধরাধর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সুমেরু পাহাড়। 'যেন দেখি প্রসিদ্ধ সুমেরু ধরাধর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুমেরুশিখর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পর্বতচূড়া। 'সুরেশরী দুই ধারে পড়ে যেন সুমেরুশিখরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুমেরীয় [স] *বিণ* সুমেরুর; উত্তর মেরুর। 'সুমেরীয় বল্লমের মতো যেন ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

সুম্বর [স সম্ব>] *বি* হাতের চুরি। 'চলিতে সুম্বর বাজে কিঙ্কিণী নেপুর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুযত্ন [স] *বিণ* যত্নবান। 'আপনার কন্যারদিগকে সুশিক্ষা দেওনের বিষয়ে সুযত্ন হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সুযন্ত্রণা [স] *বিণ* সুমিষ্ট বাদ্যধ্বনি। 'সুযন্ত্রণা সুরাগ যেইক্ষণে শুনএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুযশ [স] *বি* সুখ্যাতি। 'নির্ম্মল সুযশ দশদিক করে আলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুযুক্তি [স] *বি* ভালো পরামর্শ। 'ইহাও সদ্যক্তির সুযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্য কি উপলব্ধি হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সুযুক্তিসংগত [স] *বিণ* অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। 'সেটাকে কমিয়ে আনাই হচ্ছে সুযুক্তিসংগত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুযুগ [স] *বিণ* শোভনভাবে সংলগ্ন। 'শবশিত সুললিত সুযুগ শ্রবণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুযুত [সু+যুত] *বিণ* সংশোধিত। 'ছেলে একবার বিগড়ে উঠলে আর সুযুত হওয়া ভার।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সুযোগ [স] **১** *বি* সুবিধা। 'এই বর্ত্তমান সুযোগ পাইয়া না করেন তবে ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* অবকাশ। 'ক্রমশঃ ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিতে সুযোগ পাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুযোগপ্রয়াসী [স] *বিণ* সুযোগসন্ধানী। 'চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে, সুযোগপ্রয়াসী।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

সুযোগবাদ [স] *বি* সুবিধা গ্রহণের নীতি। 'জগতে ও জীবন জন্মসূত্রে সমাধিকারবাদ ও সুযোগবাদের ধ্বনি।' *শরীফ,* ১৯৬৮।

সুযোগলাভ [স] *বি* সুযোগ-সুবিধা পাওয়া। 'বাঙালির মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

সুযোগ-শিকারী [স সুযোগ+ফা শিকার>] *বিণ* সুযোগ সন্ধানী। 'সুযোগ-শিকারী নেতার দল এখন হইতেই তাঁহাদের পথ ... খুঁজিতেছেন।' *শরিয়তে,* ১৯৩৩।

সুযোগসন্ধানী [স] *বি* সুযোগ সন্ধানকারী। 'সুযোগসন্ধানীর দল পরিচিত হয় দেওয়ান ও বেনিয়ান নামে ...।' *সনৎ,* ১৯৭০।

সুযোগ-সুবিধা [স] *বি* বিভিন্ন ধরনের আনুকূল্য। 'সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রও প্রসারিত করা হোক।' *বেগম,* ১৯৪৮; 'সরকারী সুযোগ-সুবিধাকে নির্বাচনী কাজে লাগাইবার ...।' *আজাদ,* ১৯৬৪।

সুযোগ্য [স] **১** *বিণ* যোগ্যতাসম্পন্ন। 'সুযোগ্য কৃতবিদ্য শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮। **২** *বিণ* সবদিক দিয়ে উপযুক্ত। 'সুযোগ্য ডিপুটি এক একজন।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৪।

সুযোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সব বিবেচনায় উপযুক্ত। 'পরিচালনের জন্য একজন সুযোগ্যা ... নিযুক্ত করা হউক।' *বেগম,* ১৯৪৮।

সুযোজনা [স] *বি* সুন্দর মিলন। 'শব্দের সঙ্গে শব্দের সুযোজনায় পাই ভাষা।' *শরীফ,* ১৯৬৮।

সুয্যি [স সূর্য>] *বি* সূর্য। 'প্রভাত হল, সুয্যি উঠে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪।

সুয়া[1] *বি* সুতারের তুরপুন। *মানোএল,* ১৭৪৩।

সুয়া[2] [স সৌভাগ্যা>] *বিণ* সোহাগিনী। 'তৎক্ষণাৎ দাঁড়া সুয়া পান দিয়া পাঁচ এও লইয়া সুবচনি পূজা দিলেন।' *ভবানী,* ১৮২৫।

সুয়োরাণী *বি* আদরের রানী। 'সুয়োরাণীর দুলাল।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১০।

সুয়াতা [স সূত্র] *বি* ছুতা। *মানোএল,* ১৭৪৩।

সুয়াদ [স স্বাদ] *বি* স্বাদ। 'সুয়াদ পাইতে।' *মানোএল,* ১৭৪৩।

সুয়ামি [স স্বামী] **১** *বি* স্বামী। *মানোএল,* ১৭৪৩। **২** *বি* মালিক। *মানোএল,* ১৭৪৩।

সুয়ার, শুয়ার [স শূকর] *বি* শূকর। *ওসাঁ,* ১৭৮২।

সুয়াস্ত [স স্বস্তি] *বি* স্বস্তি। 'না দেখি তাহায় সখি না পাও সুয়াস্ত।' *মালাধর,* ১৫০০।

সুর[1] [স] **১** *বি* সূর্য। 'এড় কাহ্নাঞি যাইব দূর আস্ত যাএ সুর।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *বি* দেবতা। 'সমুদ্র মথিয়া অমৃতে তুষ্ট কৈল সুরে।' *মালাধর,* ১৫০০।

সুরগুরু [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বৃহস্পতি। 'নগরেত সুরগুরু মিথুনে অর্দ্ধকায়।' *মালাধর,* ১৫০০।

সুরজন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সুরলোকের তথা স্বর্গের বাসিন্দা; দেবতা। 'সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি রাখ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

সুরতরু [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কল্পবৃক্ষ। 'সুরতরু লেখনী বিসার।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সুরত্ব [স] *বি* দেবত্ব। 'শৌর্য-প্রভাবে মরণোত্তর সুরত্ব-পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

সুরঁ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'অন্ধকার ঘুচিল হৈল সুরঁ উদয়।' *মালাধর,* ১৫০০।

সুরধনী [স সুরধুনী] *বি* গঙ্গা। 'লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি সুরধনী সীতা।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সুরধুনি [স সুরধুনী] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের নদী; গঙ্গা। 'ঢারত সুরধুনি ধারা।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

সুরধুনিজলগর্ভা [স] *বি* গঙ্গাজলপূর্ণ কলস। 'সুরধুনিজলগর্ভা/ অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা/ হেমবারি করে আরাধন।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সুরধুনী [স] *বি* গঙ্গা নদী। 'নয়নে বহয়ে সুরধুনী শত ধায়।' *বৃন্দা,* ১৫৮০; 'আমার প্রাণে স্নেহের সুরধুনী বইয়েছেন তো মা।' *নজরুল,* ১৯২২।

সুরধুনীজলধারা [স] *বি* গঙ্গানদীর জলধারা। 'নাচিছে ঝড়ের বেগে/ সুরধুনীজলধারা।' *নজরুল,* ১৯২৯।

সুরধুনী-ধারা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের গঙ্গার ধারা। 'পাঁচিল ভেঙে বার হল সুরের সুরধুনী-ধারা।' *অবন,* ১৯২৫।

সুরধূনী *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের নদী; গঙ্গা। 'বামদিগে সুরধূনী সমুখে বিতাল।' *রূপরাম,* ১৭৫০।

সুরনদী [স] **১** *বি* গঙ্গা নদী। 'সুরনদীর জলে সাধু করিল গণ্ডুষ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **২** *বি* সুররূপ নদী। 'সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা।' *রবীন্দ্র,* ১৯১১।

সুরনর [স] *বি* দেবতা ও মানুষ। 'সুরনর থরহর – ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লব করো।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮০।

সুরপতি [স] *বি* হিন্দুদেবতা ইন্দ্র। 'আনিঞা কুণ্ডল মোরে দেহ সুরপতি।' *মালাধর,* ১৫০০।

সুরপতী [স সুরপতি] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতাদের রাজা; ইন্দ্র। 'সুরপতী জাগে মোর বাঁশীর বারতা।' *বড়ু,* ১৪৫০।

সুরপুর [স] *বি* (হিন্দুমতে) অমরলোক বা স্বর্গ। 'মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

সুরপুরী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গ। 'একি অপরূপ অপ্সরী তেজি সুরপুরী।' *আলাওল,* ১৭৫০।

সুরবর [স] *বি* হিন্দুদেবতা ইন্দ্র। 'কপটে আহল্যাক রমিল সুরবরে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

সুরবালা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের অপ্সরা। 'কন্যাটি সুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা।' *মাইকেল,* ১৮৭৪।

সুরবালিকা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের অপ্সরা। 'সুরবালিকার বেশ কিরণবসন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৬।

সুরবৃন্দ [স সুরবৃন্দ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতাগণ। 'মাহেশের জগন্নাথ সহ সুরবৃন্দে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সুররাজ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের রাজা; ইন্দ্র। 'সুররাজগজকুম্ভ কুচযুগল।' *বড়ু,* ১৪৫০।

সুরলোক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গ। 'বিভা কৈল পশুপতি সুরলোকে হইলাঙ মহিতা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সুরলোকবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গলোকের বাসিন্দা। 'সুরলোকবাসিনী দেবী?' *বিনোদিনী,* ১৮৭৫।

সুরলোকবাসী [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের অধিবাসী। 'সুরলোকবাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

সুরসভা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবলোকের সংগীতের আসর। 'স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুরসুন্দরী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) অপ্সরা। 'অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম প্রভায়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুরসেনানী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের সেনাপতি। 'সুরসেনানী শূরেন্দ্র, – প্রবেশ করিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুরাঙ্গনা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) অপ্সরা। 'বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, সুরাঙ্গনাগণ/ করিবে তোমার শিরে পুষ্প বরিষন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুরাচার্য, সুরাচার্য্য [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবগুরু। 'সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুরাসুর [স সুর+অসুর] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেব-দানব। 'সিসু হৈয়া জে করে তা না পারে সুরাসুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুরেন্দ্রলোক [স] *বি* সুরের স্বর্গ। 'সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুরেশ্বরী [স] *বি* লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাইজভাণ্ডারী, সুরেশ্বরী, হালিম চান ... দলগুলি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

সুরেশ্বরী ধার [স] *বি* গঙ্গার স্রোত। 'যমুনার মাঝে কিবা সুরেশ্বরী ধার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুরেশ্বর [স সুরেশ্বর] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সুরপতি ইন্দ্র; দেবতা শিব। 'পর্ব্বত মারিলে কি করিব সুরেশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুর[২] [স] **১** *বি* কলরব। 'সংসারের অশেষ সুর/ ভিতরে এল ছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* সংগীতের সুবিন্যস্ত স্বর। 'গানগুলিই তোমাকে সুর বসিয়ে দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুর অভ্যাস [স] *বি* সুর অনুশীলন। 'আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর অভ্যাস ও রাগরাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুর-উর্মি [স] *বি* সুরের মূর্ছনা; সুরের তরঙ্গ। 'স্পন্দায়মন সুর-উর্মির মুখরতার মাঝে বসে আছি।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

সুর-ওয়ালা [স সুর+হি ওয়ালা] *বিণ* সুরবিশিষ্ট। 'খুব কোমল সুর-ওয়ালা সকাল বেলাকার গানের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুর কাটা *ক্রি* চিন্তার বাঁধন ছিন্ন হওয়া। 'তক্ষুনি সুর কেটে গেল।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

সুরকানা *বিণ* সুরজ্ঞানহীন। 'কাঁটাবনবিহারিণী সুরকানা দেবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সুরগত [স] *বিণ* সুর সংশ্লিষ্ট। 'কবিতায় বাক্য অন্য একটি সুরগত অর্থের ইঙ্গিত করে বটে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সুরগান [স] *বি* সুরে বাঁধা গান। 'দুর্গার উদ্দেশে এই সুরগান করিয়া ... লুণ্ঠন করিত।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

সুরজাল [স] *বি* সুরের জাল। 'হৃদয়ে সাগরের সুরজাল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

সুরজ্ঞান [স] *বি* সুরের জ্ঞান; সুর বিচার করার ক্ষমতা। 'যার সুরজ্ঞান নেই তাকে কোনোরূপ তর্কবিতর্ক দ্বারা ...।' *প্রমথ*, ১৯১২।

সুরঝঙ্কার [স] *বি* সুরের অনুরণন। 'স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝঙ্কার ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সুর-দরদী [স সুর+ফা দর্দ>] *বিণ* সুরের প্রতি টান আছে এমন। 'ফুলকি মোরা সুর-দরদী! রইবো খামুশ গানে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুরদলনী [স] *বি* (ব্যঙ্গ) সুর ভঙ্গকারী দেবী। 'সুরদলনীর করি এ নিয়ে যন্ত্রনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সুর ধরা *ক্রি* বাজা; বেজে ওঠা। 'এই সময়ে সানাইয়ে আবার সুর ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুরপ্রিয় [স] *বিণ* সুর ভালোবাসে এমন। 'ফরাসিজাতি অত্যন্ত সুরপ্রিয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সুরবাঁধা [স সুর+স বন্ধন>] *বিণ* সঠিকভাবে সুর বের হওয়ার উপযোগী। 'কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সুরবাহার *বি* বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সে আবার স্থির হবে তার সুর-বাহারে পূরবীর মূর্ছনা ফোটালে!' *নজরুল*, ১৯২২; 'সুরবাহারটার সুর বাঁধতে পারলুম না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সুরবিন্যাস [স] *বি* রীতি অনুযায়ী সুরের বিন্যাস। 'আমাদের সংগীতও সেইরূপ সুরবিন্যাস মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুরবিলাসী [স] *বিণ* সুরশৌখিন। 'সংগীতের ভেতর সুরবিলাসী কিন্নরের মতো ঘুরে বেড়াবে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুরবোধ [স] *বি* সুরের জ্ঞান। 'রাধিকার যদি কিছুমাত্র সুরবোধ থাকত তা হলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুরব্যঞ্জনা [স] *বি* সুরের মূর্ছনা। 'সে-স্তব্ধতার মধ্যে তার কেরায়তের সুরব্যঞ্জনা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সুরভঙ্গী [স] *বি* সুরের শৈলী। 'যত্রতত্র সুপ্রচুর গমক ও মীড়ের স্থলে ভাবানুগত বাক্যভঙ্গী ও সুরভঙ্গী দ্বারা গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সুর ভাঁজা *ক্রি* সুর অনুশীলন করা। 'সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুর মিলানো *ক্রি* সুরের সঙ্গতিসাধন করা; খাপ খাওয়ানো। 'আমার এই নতুন স্ত্রীর সঙ্গে আমার পুরোনো অবস্থার ঠিক সুর মেলাতে পারছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুরযন্ত্র [স] *বি* বাদ্যযন্ত্র। 'তুমি শুধু সুরযন্ত্র। তুমি শুধু বও।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সুররানী [স সুররাজ্ঞী] *বি* সুরের রানী। 'অভিসারিকার বেশে আছিলে দাঁড়ায়ে, এক প্রান্তে, সুররানী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুর লাগা *বি* স্বর আবশ্যক। 'কোন কোন রাগরাগিণীতে কী কী সুর লাগে না-লাগে তাহা তো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুর-শাজাদা *বি* সুরের রাজকুমার। 'ওরে অলস, রাখ আয়োজন সুর-শাজাদা আসল ঘর।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সুরশিল্পী [স] *বি* গায়ক বা বাদক। 'আপনি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরশিল্পী হতে পারেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুরশৃঙ্গার [স] *বি* বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'গুঞ্জনসুরে সুরশৃঙ্গার বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সুরশৈলী [স] *বি* সুরের স্টাইল বা ভঙ্গি। 'রবীন্দ্রনাথের সুরশৈলীর খুব কাছে এসেও আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুরসপ্তক [স] *বি* সারেগামাপাধানি এই সাতটি স্বর। 'যার কাছে শুধু পুঁথির সুরসপ্তক স্বরলিপি।' *অবন*, ১৯২৫।

সুর-সভা [স] **১** *বি* সংগীতের আসর। 'ভারতের বৈঠকী সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে।'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'দিবস রাতি সুর-সভা মাঝে যে সুধা করে পান।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বি স্বর্গলোক। 'সুরসভা হতে হেথা নৃত্যপরা অপ্সরকন্যার ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সুরসম্মিশ্রণ [স] বি সুরের সম্যক মিলন। 'তানপুরার চারটি তারের গুটিচারেক সুন্দর সুরসম্মিশ্রণের সহিত সুর মিলাইয়া ইউরোপীয় সভ্যতাকে বলিতেছি, তোমার সুর এখনো ঠিক মিলিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সুরসৌরভ [স] বি সুরের মূর্ছনা। 'সুরসৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সুরস্রষ্টা [স] বি সুর রচয়িতা। 'সুরস্রষ্টার বিরাট কল্পনা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাহসিকতা দেখতে পাই।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সুরহারা [স সুর+হারা] ১ বিণ সুর হারিয়েছে এমন। 'সুরহারা বীণা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'ফুটো সেতারের সুরহারা তার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ২ বিণ মিষ্টত্ব নেই এমন। 'কেন আজ সুরহারা হাসি, যেন সে কুয়াশা মেলা হেমন্তের বেলা?' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৩ বিণ সুর হারিয়ে গেছে এমন। 'ছিন্ন যবে হল তার ফেলে গেলে ভূমি পরে ... ফেরে সে ফাগুন হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরহারা মূর্ছনাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

সুরালাপ [স] বি কণ্ঠে গলা মিলিয়ে কথা বলা। 'রেডিও সঙ্গীতের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া সুরালাপ শুরু করিয়া দেয় নাই।' আজাদ, ১৯৫৫।

সুরাসার [স] ১ বি বিশুদ্ধ মদ। 'সুরাসার পান করার পরে জল পান করিবার প্রয়োজন ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি সুরের নির্যাস। 'মৌনের নির্ঝর মেদুর সুরাসার সিঞ্চে গগনের পাত্রে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

সুরাসুর [স] ১ বি দেবতা এবং অসুর। 'আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্থন চলছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি সুরের সঙ্গে অসুরের। 'অনেক সময় তম্বুরা গদার কার্য করে – সুরাসুরের এমন যুদ্ধ বাধে যা প্রায় য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সমকক্ষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ৩ বি সুর ও সুরহীনতা। 'হেথা সা রে গা মা পা-য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সুরে ক্রিবিণ সুস্বরে। 'সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

সুরের আমেজ বি সুরের বৈশিষ্ট্য; সুরের মেজাজ। 'উত্তেজনার অবস্থায় আমাদের গলার স্বরে সুরের আমেজ আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সুরের ঠাট বি স্বরসপ্তকের নানা ধরনের বিন্যাস। 'আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাট তৈরি হইয়া ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সুরের দূতী বি স্ত্রী সুর নিয়ে আসে যে। 'সুরের দূতীরে পাঠাও কাহার দ্বারে?' অন্নদা, ১৯২৭; 'দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠালো তোমার ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

সুরেলা বিণ মধুর সুরযুক্ত; সাংগীতিক। 'আদিল সুরের ছিল সুরেলা দিল।' ধূর্জটি, ১৯৩১।

সুরে লাগা ক্রি সুরের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য হওয়া। 'সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সুরঅ [স সুরত] বি সুরত। 'অহিণিসি সুরঅ পসংগে জাঅ।' চর্যা ১৯, ১২০০।

সুরকি, সুরকী [ফা সুরখী] বি ইঁটের গুড়া। মানোএল, ১৭৪৩; 'বাদশাহের নাম লিখিয়া সুরকীদ্বারা প্রথম গ্রথিত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০; 'তাহাদিগের ঐ স্থানে মিয়াদ খাটিতে নয়তো হরিং বাটীতে সুরকি কুটিতে হয়।' প্যারী, ১৮৫৮; 'একটা ঘর তৈরি হবার সময় কত চুন সুরকি মাল মসলার অপব্যয় হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। দ্র সুর্কি

সুরকি-দেওয়া বিণ সুরকি বিছানো। 'বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে, ছাঁটা ঘাসের মাঠে' খোয়া ও সুরকি-দেওয়া রাস্তায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সুরকি-লাল বিণ ইঁটের গুঁড়ার মতো রংবিশিষ্ট। 'প্যাকালের সুরকি-লাল কোটটার পকেটে ...।' নজরুল, ১৯৩০।

সুরখ [ফা সুরখী] বিণ লালরঙা; রক্তিম। 'রঙিন আজি ম্লান আস্তানা সুরখ রঙের সুর্খিতে।' নজরুল, ১৯২৮।

সুরক্ত [স] বিণ গাঢ় লাল। 'সুরক্ত চন্দন কপালে লেপন।' চণ্ডী, ১৫৫০।

সুরক্ষা [স] বি সংরক্ষণ। **সুরক্ষার্থে** [স] বি সংরক্ষণের জন্য। 'পশ্বাদির জাতি বর্দ্ধনার্থে এবং সুরক্ষার্থে মনোযোগ করিবেন।' দর্পণ, ১৮২০।

সুরক্ষিত [স] বিণ বিশেষভাবে রক্ষিত। 'উহা উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সুরক্ষিতা [স] বিণ স্ত্রী উত্তমরূপে রক্ষিত। 'এতদ্দেশীয় বিদ্যা সুরক্ষিতা হইয়া বর্দ্ধিতা হয়।' দর্পণ, ১৮৩৫।

সুরগুঠি [ফা সুরাখ+স গুটি] বি নৌকার ছিদ্র রোধ করা বা জোড়া মিলন স্থানে বসাবার গুটিকা; শণ-পাট-নির্মিত পলিতা। 'ঘলা পাড়ী সুরগুঠি দিল সব নাঞে।' বড়ু, ১৪৫০।

সুরঙ্গ[১] [স] ১ বিণ উজ্জ্বল রংবিশিষ্ট; সুলোহিত। 'কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।' বড়ু, ১৪৫০; 'মাজিছ বয়ানচন্দ্র সুরঙ্গ সিন্দুরে।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি আনন্দ। 'হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।' বড়ু, ১৪৫০।

সুরঙ্গমা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) সুরসুন্দরী; অপ্সরা। 'আইস গুরু মোরে দাও সুরা সুরঙ্গমা।' আলাওল, ১৬৮০।

সুরঙ্গিণী [স] বিণ স্ত্রী সুন্দরী। 'তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সুরঙ্গিন বিণ অতিশয় রঙিন। 'কূলপ্লাবী নদী এক পূর্ণতার পথে সুরঙ্গিন।' ফররুখ, ১৯৬৩।

সুরঙ্গিম [স] বিণ রঙিন। 'তাহার মধ্যেত এক সুরঙ্গিম ধ্বজ।' আলাওল, ১৬৮০।

সুরঙ্গ[২] [স] বি কমলালেবু। 'সাজিআ সুরঙ্গ নিল বাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সুরঙ্গ[৩] [স] বি মাটির নীচের পথ। 'বিখ্যাত দীর্ঘ রেলোয়ে-সুরঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সুরঙ্গ-পথ বি মাটির তলা দিয়ে পথ। 'গোপনে দুর্গ-প্রবেশের জন্য যে সুরঙ্গ-পথ আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সুরঙ্গ-প্রান্ত বি সুরঙ্গের শেষ সীমা। 'এই পথ বাহিয়া সুরঙ্গ-প্রান্তে পৌঁছিয়া নীচ হইতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সুরচিত [স] ১ বিণ সুবিন্যস্ত। 'তরুসব লতাএ জড়িত সুরচিত।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ ভালোভাবে লিখিত। 'তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ হয় ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সুরঞ্জিত [স] ১ বিণ সুন্দরভাবে সাজানো। 'রাজাধিরাজ মহারাজের সুরঞ্জিত রন্ধনশালা হইতে ...।' মশাররফ, ১৮৮৯। ২ বিণ সুন্দর রঙে রঙ করা এমন। 'বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্রখানি।' রবীন্দ্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯০১।

সুরট *বি* সংগীতের রাগিণী বিশেষ। 'সেতারে আলাপ করেছে শুরু সুরট-মল্লার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুরত [স সুরতি] ১ *বি* যৌনসঙ্গম। 'সুরত সংভোগে রাধা বৃন্দাবন পাইবেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আনন্দময়। 'সুরত নিকুঞ্জ বেদি ভঙ্গি ভেলি জনম গেঁঠি দুহু মানস মেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুরতক্লান্ত [স সুরতিক্লান্ত] *বিণ* সঙ্গমজনিত কারণে শ্রান্ত। 'জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনী দলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুরতসুখ [স সুরতিসুখ] *বি* সঙ্গমজনিত সুখ। 'সুরতসুখে কাহ্ন মুকুলিত নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরত[3] [আ সুরাত] *বি* চেহারা। 'এক এক ধান্দার পায় এমন সুরত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সুরতহাল [আ সুরাত+আ হাল] *বি* ঘটনার অবস্থা। *ওর্সী*, ১৭৮২; 'রীতিমত সুরতহাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সুরথাল [আ সুরাত+আ হাল] *বি* ঘটনার বিবরণ। 'পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের সুরথাল করা মৌকুপ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুরতি [স] *বি* যৌনসঙ্গম। 'আর সুরতি চাহে বলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরতী [স সুরতি] ১ *ক্রি* যৌনসঙ্গম। 'আবালী রাধা নহোঁ সুরতী যোগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আকৃতি। 'স্বরূপ অরূপ প্রভু অনন্ত সুরতী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* রূপসী। 'সতি সুশ্রী কাসিত পরম সুরতী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুরথী [স] *বি* দক্ষ রথচালক। 'বাতাকারে উড়িলা সুরথী শূন্যপথে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুরব [স] ১ *বি* সুখ্যাতি। 'সুরব সৌরভ হয়ে, দশদিকে যশ লয়ে, প্রকাশিবে শুভ সমাচার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট। 'যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সুরভি [স] *বি* সুবাস। 'ভূগুতল কুসুম সুরভি কর আনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুরভিত [স] *বিণ* সুবাসিত। 'পরিমল-সুরভিত কুন্তল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুরভিবাস [স] *বি* সুগন্ধী। 'শবনব সুরভিবাস দিয়ে আমাকে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত করে দিতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সুরভিশ্বাস [স] *বি* সুরভিত নিশ্বাস। 'লভিয়া তোর সুরভিশ্বাস যায় না তোরে বাখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সুরভি-সিক্ত [স] *বি* খুব সুবাসযুক্ত। 'তোমার তুলনা করেছি আপন মন/ ফাগুন বলে সুরভি-সিক্ত হাজার ফুলের সাথে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৫।

সুরভী *বিণ* সুবাসিত। 'কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুরমা[1] [ফা সুরমহ] *বি* চোখে লাগানোর হালকা কালচে-নীল রঙের গুঁড়া; অ্যান্টিমনি। 'গোসল করিআ চক্ষে সুরমা পড়িবা।' *আলাওল*, ১৬৮০। *দ্র* **সুর্মা**

সুরমা-টানা *বিণ* সুরমা আঁকা রয়েছে এমন। 'গাচ্ছিল গান ঘুরিয়ে নয়ান সুরমা-টানা ডাগর-পানা।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

সুরমা[2] *বি* নদীর নাম। 'আমি সুরমা।' *হাই*, ১৯৫৪।

সুরম্য [স] ১ *বিণ* অতিশয় মনোহর। 'সুরম্য দীঘি তট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুর-রিয়ালিজম [ই] *বি* পরাবাস্তববাদ। 'সুর-রিয়ালিজম দাদাইজম যাঁর জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

সুর-রিয়ালিস্টিক [ই] *বিণ* পরাবাস্তববাদী। 'নূতন শহরের সব কিছুই গোড়ার দিকে সুর-রিয়ালিস্টিক ছবির মতো এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সুরস [স] ১ *বি* রসপূর্ণ কাব্য। 'সরস কবি সুরস ভনে।' *বিদ্যাপতি* ১৪৬০। ২ *বিণ* রসসিক্ত। 'সুরস অধর মধ্যে সুধারস অতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* সুস্বাদু। 'নানাবিধ সুরস সামগ্রী আহরণ করিয়া ভোজন করিতে দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'নানাবিধ সুরস ফলমূল আহরণ করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৪ *বিণ* তৃপ্তিদায়ক। 'কহিলে তাহার কাছে হইবে সুরস।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সুরসান্ন [স] *বিণ* রসযুক্ত খাবার। 'সুরসান্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন পরমান্নাদিপাচক হইয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুরসাল [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত উপভোগ্য। 'মধুর যন্ত্র সুরসাল, মধুর মধুর করতাল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হৃদয়কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে দ্রাক্ষা সে সুরসাল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* চমৎকার রসযুক্ত। 'সুরসাল ফল দিবে না সে ছায়া।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুরসিক [স] *বিণ* রসবোধসম্পন্ন। 'সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'সুরসিক লোক সব করে অনুমান।' *গুপ্ত* ১৮৫৮।

সুরসিকা [স] *বিণ স্ত্রী* রসবোধসম্পন্ন। 'সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনি মহাধনাঢ্য লোকের স্ত্রী।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সুরসরি [স সুরেশ্বরী] *বি* গঙ্গাধারা। 'সিরে সুরসরি নহি কুসুমক সেনী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুরা [স] *বি* মদ্য। 'স্ত্রী হই করিলে রণ/ বধিলে অসুরগণ/ সমরে করিলে পান সুরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুরাপাত্র [স] *বি* মদের পাত্র। 'একজন তপোভঙ্গ করি, উচ্চহাস অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি, নিয়ে যায় প্রাণমন হরি।' *রবীন্দ্র* ১৯১৫; 'কবিকে সুরাপাত্র আগাইয়া দিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুরাপান [স] *বি* মদ্যপান। 'দারিচুরি সুরাপান সত্বরে তেজিব।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুরাপায়ী [স] *বিণ* সুরা পানকারী; মদ্যপ। 'সুরাপায়ী ব্যক্তি কি চিরকাল উন্মত্তভাবে থাকে না।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সুরাপেয়ালা [স] *বি* মদের পেয়ালা। 'জাগো তরলিত অগ্নি গে সুরাপেয়ালা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুরাবাহী [স] *বিণ* মদ বহনকারী। 'মনে হয় তুমি শুধু সো সুরাবাহী।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সুরারাগরঞ্জিত [স] *বিণ* মদের নেশায় রঙিন। 'তখন হীর প্রেমার্দ্রচিত্তে, সুরারাগরঞ্জিত কমলনেত্র বিস্ফারিত করিয়া, চিত্রিতব ভ্রূযুগবিলাসে মুখমণ্ডল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'সাহেবের সুরারাগরঞ্জিত নয়নে ...।' *নজরুল*, ১৯১৯।

সুরালয় [স] *বি* যেখানে মদ খাওয়া ও বিক্রির ব্যবস্থা আছে 'সকালবেলায় যেমন গির্জার ঘটা, সন্ধ্যার সময় তেমনি আবা সুরালয়ের ঘটা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সুরাসক্ত [স] *বিণ* নেশাগ্রস্ত; মদে আসক্ত। 'ভুবনবিখ্যাত এরিষ্টট

AMARBOI.COM

লিখিয়াছেন, সুরাসক্ত স্ত্রীগণ আত্মসদৃশ সন্তান সকল প্রসব করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'সুরাসক্ত অনাচারী যদুবংশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সুরাসমুদ্র [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে মদের সাগর। 'ক্ষীরসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র প্রভৃতি পুরাণোক্ত সপ্তসমুদ্রের অস্তিত্বঘটিত যত উপাখ্যান প্রচলিত আছে, সর্ব্বৈব মিথ্যা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুরাসেবন [স] *বি* মদসেবন। 'বীরাচারী শাক্তসম্প্রদায়ের সুরাসেবনের ন্যায় শৈবদিগের সম্বিদাসেবন ইষ্ট-সাধনার একটি অঙ্গবিশেষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সুরাখ [ফা] **১** *বি* গর্ত। 'সুরাখ সন্ধান করে কোন পথে আসে যায় চোর।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* ঝাঁঝরা। 'কবজা নিসাড়, কলিজা সুরাখ, খাক চুমে নীলা তাজ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সুরাগ [স] **১** *বিণ* সুমিষ্ট সুর। 'সুযন্ত্রণা সুরাগ যেইক্ষণে শুনএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* সুপ্রেম। 'কী বৈদিকে ঘিরলো হৃদয় হল না সুরাগের উদয়।' *লালন*, ১৮৯০।

সুরাগরঞ্জিত [স] *বিণ* সুন্দর বর্ণে রঙ করা। 'বিহঙ্গগণের পক্ষসদৃশ, সুরাগরঞ্জিত, সুচারু পক্ষসমূহ জানিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুরাঙ্গনা দ্র সুর[1]

সুরাচার্য, সুরাচার্য্য দ্র সুর[1]

সুরাজ্য [স] *বিণ* উত্তম রাজ্য। 'কি সুরাজ্যে, প্রাণ তব রাজ-সিংহাসন।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুরাত [আ] *বি* চেহারা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সুরাতে করিলে সৃষ্টি আকার কি সে নিরাকার।' *লালন*, ১৮৯০।

সুরানি *বি* পাঠান গোষ্ঠীবিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিট্টানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুরালাপ দ্র সুর[2]

সুরাসার দ্র সুর[2]

সুরাসুর দ্র সুর[1], সুর[2]

সুরাহা [স সু+ফা রাহ্] *বি* সমাধান। 'জানুযুগল পরিশ্রান্ত হইল, কিন্তু গল্পের কোনও সুরাহা হইল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬; 'সেখানে হয়তো এই বিলের ব্যবস্থা না হোক, এর সুরাহার একটা হদিস মিলতে পারে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সুরাহি, সুরাহী [আ সরাহী] *বি* জলপাত্রবিশেষ; কুজো। 'রঙিন করি মাটির সুরাহী নকশবন্দের নয়নে নীর।' *ফররুখ*, ১৯৪৬; 'সুরাহি থেকে পানি ঢেলে সে গলা সিক্ত করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সুরির [স শরীর] *বি* শরীর। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সুরীত [স] *বি* সৎকর্ম। 'নারীরে বধিলে কার্য কি হৈব সুরীত।' *সুলতান*, ১৭০০; 'সু-রীতে পালিমু শিশু গৌরব ধরিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুরীতি [স] **১** *বিণ* ভালো ব্যবস্থা। 'তথায় বাঙ্গলা শিক্ষার সুরীতি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* উত্তম প্রথা। 'ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুরু [আ শুরু] *বি* আরম্ভ। 'নিলাম সুরু হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'চিতা সাজাইতে সুরু করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

সুরুচি [স] **১** *বি* উন্নত রুচি। 'বর্ত্তমান সভ্যতামার্জ্জিত সুরুচিসঙ্গত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* অভিরুচি। 'লেখকের ভাষা শিক্ষা দিবার সুরুচি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুরুচিকর [স] *বিণ* সুরুচিযুক্ত। 'খাদ্যসামগ্রী যথাসাধ্য সুরুচিকর হইয়া থাকে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সুরুচিপূর্ণ [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট রুচিসম্পন্ন। 'এমনই সুরুচিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেয়।' *বেগম*, ১৯৫২।

সুরুচিপ্রিয় [স] *বিণ* মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন। 'কোন সুরুচিপ্রিয় ভদ্রসন্তানই তাহা গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ নহে।' *দর্শন*, ১৯২৬।

সুরুচিবিগর্হিত [স] *বিণ* মার্জ্জিত রুচিহীন। 'কতকগুলি রমণীয় চিত্র – কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত – অবর্ণনীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সুরুচিসংগত, সুরুচিসঙ্গত [স] *বিণ* মার্জ্জিত রুচিসম্মত। 'বর্ত্তমান সভ্যতামার্জ্জিত সুরুচিসঙ্গত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ইতর উদাহরণ দেওয়াটা সুরুচিসংগত নয়।' *প্রমথ*, ১৯১২।

সুরুচিসম্পন্ন [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট রুচিসম্পন্ন। 'মুসলমানকে শিক্ষিত করবার জন্য, সুরুচিসম্পন্ন করবার জন্য ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

সুরুচিসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* উত্তম রুচিসম্পন্ন। 'শ্রীমতী উষা – বেশ চটপটে, সুরুচিসম্পন্না, আলোকপ্রাপ্তা ভদ্র তরুণী।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সুরুজ, সুরুজ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'পুবের সুরুজ পছিমে আথ জাএ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুরুজের উজালা তাহে আন্ধার হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সুরুজমণ্ডল [স সূর্যমণ্ডল] *বি* সৌরজগৎ। 'সংপূন্ন চান্দের দুঈ পাশে যেহ্ন উইল সুরুজমণ্ডলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরুয়া [আ সুর'ওয়া] *বি* রান্না করা খাবারের ঝোল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুরূপ [স] *বিণ* সুদর্শন। 'তাঁহার শ্রীদত্ত নামে সুরূপ, সুশীল, শান্তস্বভাব এক পুত্র ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সুরূপা [স সুরূপ>] *বিণ স্ত্রী* সুশ্রী। 'যেহেন সুরূপা সব তেহেন চাতুরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুরে দ্র সুর[2]

সুরেখ [স] *বিণ* সুন্দর রেখাযুক্ত; সরল। 'সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরেখলি *বিণ* শুভলক্ষণযুক্ত। 'ভঁউহ সুরেখলি আঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুরেন্দ্রলোক দ্র সুর[1]

সুরেলা দ্র সুর[2]

সুরেশ্বরী দ্র সুর[1]

সুরেশ্বর দ্র সুর[1]

সুর্কি, সুর্কী [ফা সুরখী] **১** *বি* ইটের গুঁড়া। 'রামায়ণ মহাভারত রচনাতে চুন সুর্কী মসলার কার্য্য করিয়াছিল।' *এসলাম*, ১৯১৭। **২** *বিণ* ইটের গুঁড়ার মতো লাল। 'সুর্কি রং চাহারখানার চিলে আরবি পায়জামা।' *নজরুল*, ১৯৩০। দ্র সুরকি

সুর্খি, সুর্খী *বি* ইটের গুঁড়া। 'ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানি দুরানি তুর্কির।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'রঙিন আজি ম্লান আস্তানা সুরখ রঙের সুর্খিতে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুর্খ [ফা] *বিণ* লাল বর্ণের। **সুর্খ-তাজ** [ফা সুর্খ+আ তাজ] *বি* লাল রঙের টুপি। 'জেগেছে তুর্কি সুর্খ-তাজ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুর্জ্য, সুর্জ্জ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'আপনার ভুবনে গেল সুর্জ্জ মোহাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুর্নহে – শোন হে। 'নহে নহে হেন কথা সুর্নহে ব্রাহ্মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুর্মা, সুর্ম্মা [ফা সুরমহ্] *বি* সুরমা; চোখে লাগানোর হালকা কালচে নীল গুঁড়াবিশেষ। 'প্রকৃতিসুন্দরীর চোখের সুর্মার বাহার নিয়ে তারিফ করছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'বিবি মোদের সুর্ম্মা আঁকা চোখ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। *দ্র* সুরমা

সুর্মাদানি [স] *বি* সুরমা রাখার ছোটো পাত্রবিশেষ। 'একটি দামী সুর্মাদানি ওর নিজের বলে দেওয়া।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

সুল [স শূল] *বি* শূলাকৃতি অস্ত্র; ত্রিশূল। 'বান বৃর্ষ করি সুল আইসে কৃষ্ণের ঠাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুলক্ষণ [স] ১ *বি* শুভ লক্ষণ। 'সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* শুভ লক্ষণযুক্ত। 'সর্ব্ব সুলক্ষণ কৈন্যা পরমা সোন্দরী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুলক্ষণময় [স] *বিণ* শুভ লক্ষণযুক্ত। 'সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ সুবর্ণপ্রতিমা-ভান সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুলক্ষণযুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* সুলক্ষণবিশিষ্ট। 'এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সুলক্ষণা [স সুলক্ষণ] *বিণ* শুভ লক্ষণযুক্ত। 'ঘরের সামী মেরি সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণা দেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুলক্ষণান্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* শুভ লক্ষণসম্পন্না। 'তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সুলক্ষন [স সুলক্ষণ] *বি* শুভ লক্ষণ। 'হের দেখ তোমার পুত্র বড় সুলক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুলগ্ন [স] *বি* শুভক্ষণ। 'যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন সেই সুলগ্নে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'তোমাদের সম্মিলিত প্রাণের যুগল তরুলতা সুলগ্নে রোপিত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সুলগন [স সুলগ্ন] *বি* শুভ সময়। 'কন্যা বিবাহের এবে কর সুলগন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সেই সুলগন এল এতদিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'মিলন-সুলগনে, কেন বল, নয়ন করে তোর ছলছল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সুলঙ্গ [স সুরঙ্গ] *বি* সিঁধ। 'বিচিত্র সুলঙ্গ দেখি তার সন্নিধানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুলতানৎ [আ সুলতানাত] *বি* সুলতানের রাজ্য। 'পাতশায়ী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুলতানা [আ সুলতান>] *বি স্ত্রী* রানী। 'সুলতানা! আমি গোলাম তোমার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

সুলতানি, সুলতানী [আ সুলতান>] ১ *বিণ* সুলতানের। 'পাতশায়ী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* রাজকীয়। 'বনাত আউয়াল রকম সুলতানি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

সুলপানি [স শূলপাণি] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'করুনা সুনিএগ তারে বলে সুলপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুলভ [স] ১ *বিণ* সহজ। 'সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০। ২ *বিণ* শস্তা। 'সবে মাত্র বাজারে সুলভ আছে চুন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সুলভ প্রশংসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বিণ* সহজলভ্য। 'নানাবিধ গ্রন্থদ্বারা পাঠের দিন২ সুলভ করিতেছেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০; 'আমাদের সমাজ শিক্ষাকে সুলভ করিয়া রাখিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৪ *বিণ* কল্যাণকর। 'দেখে-শুনে যাহাতে সুলভ হয় তাহাই করিয়া দিও।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৫ *অব্য* মতো। 'আমি দেখিয়া অবধি যুবজন-সুলভ অনধীন থাকি নাই।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৬ *বিণ* মানান-সই। 'একদিকে জরা ও অপরদিকে যৌবন-সুলভ কর্ম এ দুইয়ে মিলে আমাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

সুলভতা [স] *বি* সহজ অবস্থা। 'জীবনোপায়ের সুলভতা প্রযুক্ত তাঁহারা ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সুলভত্ব [স] *বি* সহজপ্রাপ্যতা। 'শস্যাদির সুলভত্ব এবং দুর্লভত্ব জগদীশ্বরের হস্তগত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুলভ পাক *বি* সহজ রান্না। 'সুলভ পাক যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুলম্ব [স] *বিণ* বেশ লম্বা। 'সুলম্ব পরিচ্ছদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সুললিত [স] ১ *বিণ* শ্রুতিমধুর। 'সুললিত গুণী ভ্রমরের বোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সুদৃশ্য। 'কমল লোচন যিনি বাহু সুললিত।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* অত্যন্ত কোমল। 'সুললিত বাহুর ভঙ্গিটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুললিতা [স] *বিণ* রূপবতী। 'সুচরিতা সুললিতা নির্মলা উজ্জ্বলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুললীত [স সুললিত] *বিণ* সুললিত; মধুর। 'নানা বাদ্য মোঙ্গল সুনিতে সুললীত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুলুক [আ] *বি* সন্ধান বা খোঁজখবর। 'পরে সন্ধান সুলুক করা ও ধরা পাকড়ার কর্ম ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল বিচার করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সুলুকসন্ধান [আ সুলুক+স সন্ধান] *বি* খোঁজ-খবর; গুপ্ত বিষয়ের খোঁজ। 'পুরানো লোক, চুরির সুলুকসন্ধান জানে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুলুপ [ই স্লুপ] *বি* এক মাস্তুলওয়ালা ছোটো জাহাজবিশেষ। 'লক্ষ টাকার সুলুপ ও বজরাদিগর জলে ভাসিতে২ জল হইয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সুলুপা [ফা সলব] *বি* সুগন্ধি পুষ্প। 'সুলুপা নানান ভাতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুলেখক [স] *বিণ* ভালো লিখতে পারে এমন। *দর্পণ*, ১৮২২; 'সুলেখক হইলে কিম্বা অঙ্কবিদ্যায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য থাকিলে আটশত তঙ্কা বেতনাধিক্য হইত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সুলেখিকা [স] *বি স্ত্রী* গুণী লেখক। 'শুধু সুঅভিনেত্রী হিসেবেই নয়, সুলেখিকা বলেও তিনি আমাদের কাছে পরিচিত।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সুলেমানী *বিণ* অলৌকিক গুণসম্পন্ন। 'ইহার ভিতর সুলেমানী সুর্ম্মা ছিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

সুলোচন [স] *বিণ* সুন্দর নয়নবিশিষ্ট। 'আহা মরি কত গুণ ধরে সুলোচন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুলোচনা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর নয়নবিশিষ্ট। 'তারকের গুণনাশে সুলোচনা যুঝে রোষে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুলোচনে [স সুলোচনা] *বি স্ত্রী* সুন্দর নয়নবিশিষ্ট। 'দুঃখিনীর আশীর্ব্বাদ শুন সুলোচনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সুশস্ত [স] *বিণ* উত্তম। 'সাধ দিব সুহৃ হেতু সুশস্ত বাসরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুশস্য [স] *বি* উত্তম ফসল। 'সুশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুশাণ [স সু+শাণ] *বিণ* সুতীক্ষ্ণ। 'তাই কি সুশাণ বাণ হান প্রতিদিন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

সুশাণিত [স সু+শাণিত] *বিণ* সুতীক্ষ্ণ। 'বামাগণের সুশাণিত কণ্ঠস্বর হইলে অতিশয় মনোহারিণী হয়।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সুশান্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত শান্ত। 'লোকে বড় আপেক্ষিত বিরক্ত সুশান্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুশাসন [স] *বি* সুষ্ঠু শাসন। 'সভ্যতার সুশাসনে সুশৃঙ্খলায় বিঘ্নবিপদ দূর হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুশাসিত [স] *বিণ* ভালোভাবে পরিচালিত। 'প্রজাপালকের বসতি বাহুল্য হইয়া পল্লাপল্লি সুশাসিত হয়।' *রামরাম*, ১৮০২।

সুশিক্ষা [স] *বি* উৎকৃষ্ট শিক্ষা। 'আপনার কন্যারদিগকে সুশিক্ষা দেওনের বিষয়ে সুযত্ন হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সুশিক্ষিত [স] *বি* উত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কেরদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুশিক্ষিতপটুত্ব [স] *বি* শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষতা। 'সে সুশিক্ষিতপটুত্বের উপরে বাহাদুরি লইবে এ তো সহ্য করা চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুশিক্ষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* যথার্থ শিক্ষিত। 'তাঁহারা এতকাল ... রন্ধনাগারের কর্ত্রী হইয়া বেড়ীটানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'সুশিক্ষিতা রমা বাই যেমন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সুশিষ্ট [স] *বিণ* বিনীত। 'সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জন করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুশীত [স] *বিণ* সুশীতল। 'আমার ব্যজনীতে উঠে সুশীত বায়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সুশীতল [স] **১** *বিণ* তৃপ্তিকর ঠাণ্ডা। 'বহে সুশীতল বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* স্নিগ্ধ। 'শিউলি ফুলের সুশীতল গন্ধে পরিপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* শান্ত। 'তখন তোমাদের ক'টিকে সুশীতল করে রেখেছিল কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুশিতল [স সুশীতল] *বিণ* সুশীতল। 'অতি সুশিতল বাউ পুষ্প বরিসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুশীতলতা [স] *বি* বেশ শীতল অবস্থা। 'রবে চন্দন-সুশীতলতা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সুশীতলা [স] *বিণ* সুস্নিগ্ধ। 'মধুর বচনে তোর প্রাণ সুশীতল মোর।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সুশীল [স] **১** *বিণ* অতিশয় ভদ্র। 'সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর/ মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সৎ। 'ছলগ্রাহী জন সুশীল নহে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সুশীলতা [স] *বি* উত্তম স্বভাব। 'কুমারের সুশীলতা দর্শনে হর্ষান্বিত হইয়া বলিলেন ...।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সুশীলা [স] *বিণ* সচ্চরিত্রা। 'সুশীলা করিব দান ইথে নাহি আন/ প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সালবাহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুশুক [স শিশুক] *বি* শুশুক; ডলফিনজাতীয় জলচর প্রাণীবিশেষ। 'কুম্ভীর হাঙ্গর লিখে ঘড়িয়াল সুশুক/ রোহিত আদি মৎস্য লিখি বিশাই প্রচুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুশৃঙ্খল [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত শৃঙ্খলাবিশিষ্ট। 'অতিসুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বিণ* নিয়মিত। 'কথোপকথনের ভাষায় সুশৃঙ্খল ছন্দ নাই, কবিতায় ছন্দ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **৩** *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'সুশৃঙ্খল অবসর সে তো প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৪** *বিণ* শৃঙ্খলাবদ্ধ। 'সমাজকে সুন্দর সুশিষ্ট সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুশৃঙ্খলতা [স] *বি* সুন্দর বিন্যাস। 'এই সুশৃঙ্খলতা সবচেয়ে সুস্পষ্ট।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুশৃঙ্খলরূপে *ক্রিবিণ* উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে। 'ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা সুশৃঙ্খল রূপে সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই নয় অঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সুশৃঙ্খলা [স] *বি* উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। 'আমার চাকের সুশৃঙ্খলাতে নির্ভর করিতে পারি।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'সভ্যতার সুশাসনে সুশৃঙ্খলায় বিঘ্নবিপদ দূর হইয়া প্রবলতার অত্যধিক মর্যাদা হ্রাস হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুশৃঙ্খলাবদ্ধ [স] *বিণ* সুন্দরভাবে সাজানোগোছানো। 'সব কিছুই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুশৃঙ্খলিত [স] *বিণ* অত্যন্ত শৃঙ্খলিত। 'সুখদ সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুশৃঙ্খলিত সুন্দর।' *অবন*, ১৯২৫।

সুশোভন [স] **১** *বিণ* সুন্দর। 'কাহ্নের বদন আতি সুশোভন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* যথোপযুক্ত। 'দ্বিতীএ পাইব পয়গাম্বরী সুশোভন।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বিণ* শোভা পাচ্ছে এমন। 'খগেন্দ্রাসনে গুণাশয় সুশোভন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *বিণ* সুদর্শন। 'ইংলণ্ডে শত শত সুশোভন গির্জা ও প্রাসাদ নির্মিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৫** *বিণ* দৃষ্টিকটু না হয় এমন। 'পরস্পরের পার্থক্যের উপর সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুশোভনরূপে [স] *ক্রিবিণ* দৃষ্টিকটু না হয় এমনভাবে। 'নারীর মত সুষ্ঠু এবং সুশোভনরূপে কি গৃহস্থালী, কি বাহিরের কাজ ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সুশোভিত [স] **১** *বিণ* সুসজ্জিত। 'ইউনানিভাষে তারে সুশোভিত কৈলা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সুহৃদয়ে সুশোভিত নাগ যজ্ঞ উপবীত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'নব পল্লবিত, ফলে সুশোভিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬০; 'কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'কক্ষটি অতি প্রশস্ত, অতি সুশোভিত, প্রস্তরনির্মিত হর্ম্যতল ...।' *বঙ্কিম*, ১৭৬৫।

সুশোভিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অতিশয় সৌন্দর্য বর্ধনকারী। 'বন-সুশোভিনী লতা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুশ্বেত [স] *বিণ* উজ্জ্বল শুভ্র। 'উজ্জ্বল বর্ণ, সহ রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুশ্রাব্য [স] **১** *বিণ* শ্রুতিমধুর। 'ইহা সদ্বিচক্ষণ মাত্রেরই সুশ্রাব্য ও আদরণীয়।' *দর্পণ*, ১৮৪০। **২** *বিণ* বাহ্যত শুনে ভালো মনে হয় এমন। 'যাহা যাহা হইতেছে তাহা অতিশং সুদৃশ্য ও সুশ্রাব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ... স্বাধীনতা শব্দ তাধিনতা শব্দের অপভ্রংশ নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* শোভনীয়। 'উপরে যে মতটি প্রকাশিত হইল, তাহা চৌর্যবৃত্তির একটি সুশ্রাব্য ছুতা বলিয়া বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সুশ্রী [স] **১** *বিণ* সুন্দর। 'সতি সুশ্রী কাসিত পরম সুরতী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বিণ* পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। 'শোকবস্ত্রও সুশ্রী দেখতে হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুশ্রেণীক্রমে [স] *ক্রিবিণ* যথার্থ অনুক্রম অনুসারে। 'অকারাদি ক্ষকারান্ত সুশ্রেণীক্রমে সংগৃহীত হইয়া শব্দকামধুরা সংজ্ঞক অভিধান প্রকাশিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সুষম [স] *বিণ* সুন্দর। 'কানড় কুসুমে কেবা সুষম করিল রে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সুষমা [স] *বি* সৌন্দর্য। 'অতি পূর্ব্বতন যুগ হইতেই কাশ্মীর আশ্চর্য্য নৈসর্গিক সুষমার অনুপমত্বে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুষমাতত্ত্ব [স] *বি* সৌন্দর্যতত্ত্ব। 'শক্তিতত্ত্ব থেকে সুষমাতত্ত্বে এসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সুষমা পিপাসু [স] *বিণ* সৌন্দর্য পিপাসু। 'সেটা সুষমা পিপাসু মনের সৌন্দর্য-তৃষা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সুষমাময় [স] *বিণ* সুন্দর। 'করেছে সুষমাময় সোহাগে ঘিরিয়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

সুষমাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* মনোমুগ্ধকর। 'সুষমাময়ী চন্দ্রমার নয়ান ক্ষমাহীন।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

সুষমাযুক্ত [স] *বিণ* সুষম। 'বর্ণযোজনা এক আশ্চর্য সুষমাযুক্ত চিত্র রচনা করেছে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুষমাসৌষ্ঠব [স] *বি* সমতাপূর্ণ সৌন্দর্য। 'তাকে আবৃত করে আছে তার সুষমাসৌষ্ঠব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুষমিত [স] *বিণ* সমতাপূর্ণ। 'ব্যক্তির ... বহুমুখী বিকাশের জন্য চাই অনুভূতির পরিশীলন, মনের সুষমিত সমগ্রতা।' *শিব*, ১৯৫৬।

সুষামা [স সুষমা] *বি* সৌন্দর্য। 'কম্পিত মনোরথ জরজর কিয়ে সুষামা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুষির [স] *বিণ* বায়ু সহযোগে বাজানো যায় এমন বাঁশিজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'তৃতীয়ে সুষির চারি ঘন হেন জান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুষুপ্ত [স] *বিণ* ঘুমন্ত। 'সুষুপ্ত আগ্নেয়গিরির আর নিদ্রাভঙ্গ হইবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুষুপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। 'সেই নিশীথকালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্যপ্রভা – দূর হৌক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুষুপ্তি [স] *বি* গভীর ঘুম। 'নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুষুপ্তিমগ্ন [স] *বিণ* গভীর নিদ্রামগ্ন। 'অধুনা দেবদেবী যে বড়ই বিস্মৃতিপরায়ণ, সুষুপ্তিমগ্ন অথর্ব।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সুষুপ্তিলোক [স] *বি* গভীর ঘুমের জগৎ। 'পাঠকের মন স্বপ্নলোক হতে সুষুপ্তিলোকে চলে যেত।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সুষুম্না [স] *বি* মানবদেহে কল্পিত নাড়ীবিশেষ। 'সর্পরূপ ধরি রাখে সুষুম্নার পথ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুষমণা [স সুষুম্না] *বি* (তন্ত্র) সুষুম্না। 'মধ্যেস্থিত সুষমণা সদা প্রবল বহে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সুসমনা [স সুষুম্না] *বি* মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্তী কল্পিত নাড়ি। 'ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুসর্মা, সুসর্ম্মা [স সুষুম্না] *বি* মেরুদণ্ডের বাইরের দিকের কল্পিত নাড়ীবিশেষ। 'তাহার প্রধান আছে সুসর্ম্মা নামে নাড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুষ্ঠু [স] *বিণ* অতি সুন্দর। 'আপনি কহিবে সুষ্ঠু এহার উপায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সুষ্ঠুতা [স] *বি* ত্রুটিহীনতা। 'সুষ্ঠুতা ও শৃঙ্খলার সাথে গড়িয়া তুলিতে হইলে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

সুষ্ঠুভাবে [স] *ক্রিবিণ* সুচারুরূপে। 'শিশুর ভবিষ্যৎও খুব সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠবে না।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সুসংগঠিত [স] ১ *বিণ* সুশৃঙ্খল। 'এটা সুসংগঠিত এবং সমৃদ্ধিশালী শহর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* উত্তমরূপে সংগঠিত। 'সুসংগঠিত সমাজ সেবার ইতিহাস অসমাপ্ত থেকে যায়।' *বেগম*, ১৯৬২। ৩ *ক্রিবিণ* ঐক্যবদ্ধভাবে। 'মহিলাদের স্বেচ্ছায় সুসংগঠিতভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসা উচিত।' *বেগম*, ১৯৬৬।

সুসংগত, সুসঙ্গত [স] ১ *বিণ* ঔচিত্যপূর্ণ। 'দৈহিক উন্নতিসাধনের সঙ্গে এইরূপ জ্ঞানোৎকর্ষবিধানের সুসঙ্গত সমাবেশ ... হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'বিশৃঙ্খল সাক্ষ্যের মধ্যে থেকে একটা সুসংগত ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুসংগতভাবে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথভাবে। 'অত্যন্ত সুসংগতভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুসংগতি [স] *বি* সামঞ্জস্য। 'তিনি দেশকালপাত্রের সুসংগতি, রচনাকৌশল ঘটনাসংস্থানের প্রতি দৃকপাত মাত্র করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুসংবদ্ধ [স] *বিণ* সুবদ্ধ; সুবিন্যস্ত। 'ভবিষ্যৎ চলার পথ তৈরী করার জন্য সুসংবদ্ধ পরিকল্পনাও রচিত হওয়া উচিত।' *হাই*, ১৯৪৯।

সুসংবাদ [স] *বি* শুভ সংবাদ। 'সুসংবাদ শুনিয়াও ... প্রসন্ন হইতে পারিলেন না।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সুসংযত [স] *বিণ* সুনিয়ন্ত্রিত। 'আমার ভ্রাতৃজায়ার সুদীর্ঘ সুসংযত চুলগুলিকে বার বার অবাধ্যতাচরণে উৎসাহিত করিয়া তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুসংস্কারাচ্ছন্ন [স] *বিণ* সংস্কারে পরিপূর্ণ। 'সুসংস্কারাচ্ছন্ন, অনুদার ও সীমাবদ্ধজ্ঞানের অধিকারিণী মাতা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সুসংস্কারী [স] *বিণ* উৎকর্ষ সাধনকারী। 'আমরা সুসংস্কারীর দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সুসংহত [স] *বিণ* ঐক্যবদ্ধ। 'পথে ঘাটে গৃহে সকলেই সুসংহত, সুবিহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুসখবান *বি* বাণবিশেষ। 'তবেত সুসখবান জুড়িল রঘুনাথ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসঙ্গ [স] *বি* ভালো মানুষের সঙ্গ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুসজ্জা [স] *বিণ স্ত্রী* উপযুক্ত সাজ। 'তোমরা সকলে সুসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হও।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সুসজ্জ [স] *বিণ* পরিপাটিভাবে সাজানো। 'নির্লজ্জ সুসজ্জ মাধুর্য্য বেশ ধারণ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুসজ্জিত [স] ১ *বিণ* সুন্দরভাবে সাজানো। 'মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্যের জন্য সুসজ্জিত আপণশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'মহোৎসবের সময়ে আপনাদিগের হস্তী সকল সুসজ্জিত করিয়া ...।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। ২ *বিণ* সুন্দর পোশাক পরিহিত। 'সুসজ্জিত খানসামা এসেও সেলাম করছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুসজ্জিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সাজগোজ করে আছে এমন। 'সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুসত্য [স] *বি* প্রকৃত কথা। 'অদ্বৈত বলয়ে প্রভু কহিলা সুসত্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুসন [স সুস্বন] *ক্রিবিণ* সশব্দ। 'মুকুতা চিকুরভার সুসন সঘরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুসন্ততি [স] *বি* সুপুত্র। 'মুনির সে সুসন্ততি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুসন্তান [স] *বি* সদ্‌গুণসম্পন্ন সন্তান। 'দত্তজের এক সুসন্তান শ্রীযুত হরি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সুসভ্য [স] *বিণ* উন্নত সভ্যতার অধিকারী। 'পোর্তুগীশেরা ... পূর্ব্বে সুসভ্য ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

সুসভ্যজাতীয় [স] *বিণ* সংস্কৃতিবান। 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসভ্যজাতীয় বিশিষ্ট লোকের প্রীতিপাত্র ও ভক্তিভাজন হইয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সুসভ্যতা [স] *বি* উন্নত সভ্যতা। 'মূল্যবোধ ও বিচারশীলতার অভাব মানে – সুসভ্যতার অভাব।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সুসমঞ্জস [স] **১** *বিণ* সামঞ্জস্যপূর্ণ; তারসাম্যবিশিষ্ট। 'দেখুন উক্ত সূত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যায় কেমন সুসমঞ্জস কথা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* সুগঠিত। 'মেয়েদের দেহের গড়ন অনেক বেশি সুসমঞ্জস।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* খাপ খায় এমন। 'মুছলমানের পৃথক জাতিত্ব স্বীকৃতির সাথে এই দাবী একান্তভাবেই সুসমঞ্জস।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সুসমতল *বিণ* মসৃণ। 'মেঝে সুসমতল নয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সুসমনা *দ্র* **সুষুম্না**

সুসময় [স] **১** *বি* অনুকূল সময়। 'ওহে হরিণ এ বড় সুসময় কেননা পুষ্প সকল বিকষিত হইয়াছে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *বি* শুভকাল। 'ঐ সুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **৩** *বি* বাঞ্ছিত সময়। 'মধুপমুখর গন্ধমাতাল দিনে/ ওই জানালার পথখানি লব চিনে, আসিবে সে সুসময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৪** *বি* সুযোগ। 'দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে, এই সুসময় ফুরায় পাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সুসমর্থ [স] *বিণ* সামর্থ্য আছে এমন । 'যত মূল্যের অলঙ্কার স্ত্রীগণকে দিতে সুসমর্থ তিনি তদুপযুক্ত বস্ত্রও পরাইতে অবশ্য ক্ষম বটেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সুসমাচার [স] *বি* শুভ সংবাদ। 'এত কুসমাচারের পর কিঞ্চিৎ সুসমাচার।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সুসমাপ্ত [স] *বিণ* সুন্দরভাবে সমাপ্ত। 'মনের ভাবকে সুসমাপ্ত ভাষায় বিন্যাস করতে পারলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুসমাপ্তি [স] *বিণ* সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে এমন। 'সে একটি অনির্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুসমাহিত [স] *বিণ* সুসম্পন্ন। 'বহুকোটী অর্থব্যয়ে অষ্টাদশ বৎসরে সুসমাহিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুসমীচীন [স] *বিণ* সুসঙ্গত। 'তাহা আমাদের সুসমীচীন বোধ হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সুসমৃদ্ধ [স] *বিণ* অতি ঐশ্বর্যশালী। 'সুসমৃদ্ধ রাজ্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সুসম্পন্ন [স] *বিণ* সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন। 'পাপ তাপ হবে ছন্ন নানা রস সুসম্পন্ন।' *ভারত*, ১৭৬০; 'পূর্ণাহুতি দ্বারা যোগকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুসম্পাদন [স] *বি* ভালোভাবে সম্পন্ন করণ। 'পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম্ম সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুসম্পিত [স সু-সম্প্রীত] *বিণ* আনন্দিত। 'ফলা পেয়ে লাউসেন সুসম্পিত মনে ...।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুসম্পূর্ণ [স] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'পুরুষরা বেশ খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুসম্বদ্ধ [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত সংহত। 'বুদ্ধ এইগুলিকে ... সুসম্বদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* সুদৃঢ়। 'আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বদ্ধ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সুসম্বাদ [স] *বি* ভালো সংবাদ। 'নানাবিধ সুসম্বাদ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুসম্পাদিত [স] *বিণ* ভালোভাবে সম্পন্ন। 'তাহা নিস্তুষ ও সুসম্পাদিত না হইলে সুস্বাদু, সুজীর্ণ ও বলদায়ক হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুসম্মত [স] *বি* অধিক মাত্রায় একমত হওয়া। 'তাহার সত্যতার বিষয়ে আমরা সুসম্মত বটি।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সুসর [সুস্বর] *বিণ* মধুর স্বর; সুস্বর। 'বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুসরঃ [স] *বি* সুন্দর সরোবর। 'যথা নিশাঅবসানে মানস-সুসরঃ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুসর্মা, সুসর্মা *দ্র* **সুষুম্না**

সুসহ [স] *বিণ* গ্রহণ উপযোগী; সহনীয়। 'আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুসাধ্য [স] *বিণ* সহজে সাধন করা যায় এমন। 'তুমি অনুরোধ করিলে অসাধ্যও সুসাধ্য করিতে পারি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুসার [স] **১** *বিণ* সুব্যবস্থা। 'রাধে দাণের কর সুসারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* পুণ্য। 'বেদ প্রায় মানিমু সুসার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বিণ* সুযোগ্য। 'নানান কর্মিক দিলা কার্যেতে সুসার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বি* সুফল। 'সময় গঞিয়া গেল না আইল সুসার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৫** *বিণ* সুদৃশ্য। 'নির্ম্মাহ পুরী সুসার।' *ভারত*, ১৭৬০। **৬** *বি* সুবিধা। 'মেনওয়ারী জাহাজ ... তৈয়ার ও তাহার ব্যয় ব্যসনের সুসারের কারণ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

সুসারা [সুসার>] *ক্রি* শেষ করা। 'সুসারিতে নিশি গেল আধা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সুসারানুসারে [স] *ক্রিবিণ* সুবিধা অনুযায়ী। 'পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের স্বস্ব সুসারানুসারে নিবদ্ধ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সুসারি [স] সুদৃশ্য। 'দেখিতে সুসারি সারি ব্রাহ্মণের আওয়ারি সারি সারি বিষ্ণুর সদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুসারিত [স] *বিণ* সম্পদশালী। 'সকল পৃথুবি মোর সুসারিত হব।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসান্ত [স সুস্থিত] *বিণ* সুপ্রতিষ্ঠিত। 'বালি মারিয়া আমি তোমারে করিব সুসান্ত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসাহস [স] *বি* সৎ সাহস। 'কর্তব্য সাধনে ধীর বীর সু-সাহসে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সুসাহিত্য [স] *বি* উচ্চমানসম্পন্ন সাহিত্য। 'সুসাহিত্য সৃষ্টি অবশ্য সাহিত্যসেবীগণের দায়িত্ব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুসাহিত্যবিদ [স] *বি* সুসাহিত্যিক। 'সুসাহিত্যবিদ আমাদের সমাজে নাই।' *মিহির*, ১৯০৩।

সুসাহিত্যিক [স] *বিণ* উত্তম সাহিত্যরচয়িতা। 'বাবুরের মত সুসাহিত্যিক রাজ-রাজড়াদের ভিতর তো নেই-ই।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

সুসিতল [স সুশীতল] *বিণ* অতিশয় ঠাণ্ডা বা শীতল। 'লড়িলাত বৃন্দাবনে সুসিতল স্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসিদ্ধ [স] *বিণ* সম্পূর্ণ সফল। 'নিতান্ত আপন যুক্তি সুসিদ্ধ করিত।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সুসুক [স শিশুক] *বি* ডলফিন জাতীয় জলচর প্রাণীবিশেষ; শুশুক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুসুনী [স সুনিষণ্ণক] *বি* শাকবিশেষ। 'মরে গেল দীনে-দান সুসুনীর শাক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সুসুপ্তি [স সুষুপ্তি] *বি* গভীর নিদ্রা। 'মধুর মনে হয় এই সুসুপ্তিকে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুসুরা [স শ্বশুর] *বি* শ্বশুর। 'সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০।

সুসুরে *বি* খরগোশ। 'উয়ার লেগে আমরা সুসুরে মেরে এনেছি।' *তারা*, ১৯৪০।

সুসূক্ষ্মরূপে [স] *ক্রিবিণ* সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে। 'তাহা তাঁহারদিগের সুসূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুসেব [স সুসেব্য] *বি* সুব্যবস্থা। 'গৃহস্ত আচরে কর জজ্ঞের সুসেব।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসৈজ্জা [স সুসজ্জা] *বি* আরামদায়ক কালযাপন। 'এই খানে সুসৈজ্জা করিব তিন জন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুসৌরভ [স] *বি* সুঘ্রাণ। 'ক্লান্তা সীমন্তিনী ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পুরি সুসৌরভে দেব-সভা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুস্ক [স শুষ্ক] *বিণ* শুকনা। 'সুস্ক ভুমি প্রকাশ হউক।' *কেরি*, ১৮০১।

সুস্ত [স সুস্থ] *বিণ* শান্ত। 'সুস্ত কর আপনার হিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুস্তি [ফা] *বি* আলস্য। 'বিষয় কর্ম্ম আর অন্য প্রকরণে সুস্তি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

সুস্তির [স সুস্থির] *বিণ* শান্ত। 'সুস্তির হইলা প্রভাবতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুস্থ [স] ১ *বিণ* রোগমুক্ত। 'তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সরজন রেচনদ্বারা তিন দিন মধ্যে মহারাজকে সুস্থ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।। ২ *বিণ* শান্ত। 'লোকে অপযশ গায় সুস্থ নহে মন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* স্বস্তি। 'তোক্ষার প্রশাদে সুস্থ পাই এক দণ্ডে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* সাহস। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *বিণ* সুস্থির। 'সেই অবধি রাক্ষসের প্রজা লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুস্থকায় [স] *বিণ* স্বাস্থ্য ভালো আছে এমন। 'যে সকল সুস্থকায় ব্যক্তি উত্তম স্থানে বাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'পল্লীগ্রামের ছেলেরা অধিক সুস্থকায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সুস্থতর [স] *বিণ* আরও সমৃদ্ধ। 'একটুকু আত্মবিশ্বাস যদি তার থাকতো তবে ... তার স্বাস্থ্যে জগৎ হতো সুস্থতর।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সুস্থতা [স] *বি* রোগহীনতা। 'শারীরিক নিয়ম পালন করাই সুস্থতার হেতু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুস্থতাকামী [স] *বিণ* সুস্থ হতে চায় এমন। 'সুস্থতাকামী এই তিন আন্দোলন নতুন এক সভ্যতার গোড়াপত্তন করবে।' *শিব*, ১৯৫৬।

সুস্থমস্তিষ্ক [স] *বি* প্রকৃতস্থতা। 'এমন ভাবা সুস্থ-মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সুস্থসবল [স] *বিণ* রোগমুক্ত ও শক্তিশালী। 'তাকে আবার সুস্থসবল করতে পারা যাবে না।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সুস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* সুস্থ। 'মহিষী সম্যক সুস্থা হয়েছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

সুস্থিক [স] *বিণ* স্বস্তিপ্রাপ্ত। 'রাজা সুস্থিক কর্মফলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুস্থির [স] ১ *বিণ* শান্ত। 'ভয় না পাইহ বলি সুস্থির করিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* দুশ্চিন্তার অভাব। 'মনে বড় সুস্থির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* সুনিশ্চিত। 'একবিশিষ্ট ও সুস্থির অধিকারে কিঞ্চিৎ হানি স্বীকার করিয়া থাকেন।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বিণ* অটল। 'মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৫ *বিণ* নির্ধারিত। 'লগ্ন সুস্থির হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সুস্থিরতা [স] *বি* ধৈর্য। 'নিত্য-অস্থির স্বভাবের লোকের ... সুরির মতো অচল সুস্থিরতার সংসর্গ ভারী আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুস্থিরা [স] *বিণ স্ত্রী* অচঞ্চল। 'সুস্থিরা লক্ষ্মী অস্থিরা হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুস্থীর [স সুস্থির] *বিণ* শান্ত। 'জলেত প্রবেস কর হইআ সুস্থীর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুস্নাত [স] *বিণ* উত্তমরূপে সিক্ত। 'সেখানে তুমিও সুস্নাত গাছের সখা পাবে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

সুস্নিগ্ধ [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত পেলব। 'উদ্যানে যে সকল সুস্নিগ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রস্তুত আছে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫। ২ *বিণ* অত্যন্ত শীতল। 'বালুকাময় প্রান্তরে সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সুস্পষ্ট [স] ১ *বিণ* পরিষ্কার। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।' *গৌর*, ১৮২২; 'ইহার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* স্বচ্ছ। 'সর্বত্র সমস্তই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাও বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* নির্ভরযোগ্য 'চলার এত বিচিত্র অথচ সুস্পষ্ট ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৪ *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'এইরকম একটা সুস্পষ্ট পুরস্কারের লোভ আমাদের স্থূল প্রত্যয়ের অনুকূল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৫ *বিণ* সুপরিস্ফুট। এ রকম না করলে তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সুস্পষ্টরূপে [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। 'খগোলীয় বিদ্যা সুস্পষ্ট রূপে দেখাইবার কারণ এই কালেজে উচ্চ এক স্থান নির্ম্মাণ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুস্পষ্টোচ্চারিত [স] *বিণ* সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত। 'লক্ষ মানবকণ্ঠের সুস্পষ্টোচ্চারিত দাবীতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুস্বপন [স সুস্বপ্ন] *বিণ* নিদ্রিত অবস্থায় সুন্দর বিষয়ের অনুভব। 'প্রথম প্রহর নিশি/ সুস্বপন দেখি বসি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুস্বভাব [স] *বিণ* ভালো স্বভাববিশিষ্ট। 'তাহারদের মধ্যে যাহারা সুস্বভাব হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুস্বভাবশালি [স সুস্বভাবশালী] *বি* সুস্বভাবের অধিকারী। *দর্পণ*, ১৮২৩।

সুস্বর [স] ১ *বি* মিষ্টি স্বর। 'নারী হেন কাঁদে লোক সুস্বর করিয়া।' *বৃন্দা*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫৮০। ২ *বি* সুকণ্ঠ। 'গীত শুনিবারে দিলা গাইন সুস্বর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুস্বরলহরী [স] *বি* মনোহর সুর-তরঙ্গ। 'পক্ষিগণ ... সুস্বরলহরী বিস্তার করত ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুস্বরে [স] *ক্রিবিণ* মধুর কণ্ঠে। 'সুস্বরে কোরান যদি পড়িতে লাগিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুস্বাগতম [স সু+স সু+স আগতম্] – আগমন শুভ হোক। 'স্বাগতম, সুস্বাগতম! দণ্ডকারণ্যে স্বাগতম!' *মুনীর*, ১৯৬৬।

সুস্বাদ [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট স্বাদবিশিষ্ট। 'ইহার জল লবণাক্ত নহে, পরন্তু সুস্বাদ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'যাহা খাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুস্বাদ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সুস্বাদু [স] ১ *বিণ* উত্তম স্বাদযুক্ত। 'কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদু অম্বল।' *ভারত*, ১৭৬০; মসলা দেওয়া ঘৃতপক্ক সুস্বাদু চর্বচূষ্যলেহ্য পদার্থকে স্বাস্থ্য বলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।। ২ *বিণ* সুমধুর। 'সুস্বাদু সুপক্ক উত্তম ফল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুহ [স সুখ] *বি* সুখ। 'সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

সুহা *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সুহা – কাফি ঠাটের ছয়টি স্বরবিশিষ্ট রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সুহই *বি* রাগের নাম। *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সুহাগকমল *বি* নকশাবিশেষ। 'তাঁর হাতে কুঙ্কুমের সুহাগকমল আঁকবে না কাশী।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুহায় [স সহায়] *বি* সাহায্য। 'জয়ন্ত পাঠায়্যা দিব সুহায় তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুহাস [স] *বিণ* সুন্দর হাসিযুক্ত। 'সুহাস মুখে সরসীর জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুহাসিনি [স সুহাসিনী] *বিণ* হাস্যময়ী। 'যাও চলি, সুহাসিনি, অভয় হৃদয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুহাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মধুরহাসিনী। 'ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুহৃদ [স] *বি* বন্ধু। 'সুহৃদের বাক্য তারা কেহো নাহি ধরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুহৃজ্জন [স] *বি* ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'সুহৃজ্জনের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সুহৃৎ [স] *বি* বন্ধু। 'তিনি আমার পরম সুহৃৎ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সুহৃদবর [স] *বি* শ্রেষ্ঠবন্ধু। 'সুহৃদবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সুহৃদয় [স] *বি* সুবিস্তৃত বক্ষ। 'সুহৃদয়ে সুশোভিত/ নাগ যজ্ঞ উপবীত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুহৃদসঙ্ঘ [স] *বি* বন্ধুগোষ্ঠী। 'তাঁহার সুহৃদসঙ্ঘের আশা ছিল ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

সুহৃদসভা [স] *বি* বন্ধুসভা। 'দিয়ে জুঁই বেল জবা সাজানো সুহৃদসভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুহৃদসম্মিত [স] *বিণ* বন্ধুতুল্য। 'একালে তা হয়েছে সুহৃদসম্মিত।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সুহৃদ্বর [স] *বি* শ্রেষ্ঠ বন্ধু। 'সুহৃদ্বর সত্যেন্দ্র দত্ত ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

সুহৃদ্বরেষু [স] *ক্রিবিণ* সুহৃদ সমীপে। 'মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুহৃদ্বর্গ [স] *বি* ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ। 'দূর-প্রবাসী ব্যক্তিরা ... সুহৃদ্বর্গের মুখাবলোকন করিয়া পুলকিত হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুহৃদ্‌বান্ধব [স] *বি* বন্ধুবান্ধব। 'সুহৃদ্‌বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সূঁই [স সূচি] *বি* সুচ। 'প্যারিকে ডাকিয়া একটা নির্ধার্য্য করিয়া সূই সুতা কিনিয়া আনিয়া আরম্ভ করি।' *গৌর*, ১৮২২।

সূক্ত[১] [স] *বি* বেদের যেকোনো একটি সমগ্র কবিতা বা স্তোত্র। 'ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি সূক্তে সামুদ্রিক নৌকার উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সূক্ত[২] [স শুক্তপত্র] *বি* সুকুতা নামের তরকারি। 'চই মরীচ সূক্ত দিয়ে সব ফল-মূলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূক্ষ্ম [স] ১ *বিণ* তীব্র। 'স্থূলত পুরুষে বাম সূক্ষ্ম গতি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* সরু। 'সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথ পুলিনের সম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'সূক্ষ্ম সুবুদ্ধি বড় সাস্ত্রেতে নিপুন দড়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বিণ* পুঙ্খানুপুঙ্খ। 'আমার সূক্ষ্ম কর্ম্মের দ্বারা কখন কোন ফুলের সৌগন্ধির হ্রাস পায় নাহি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বি* যথাযথতা। 'ইহাতে কর্ম্মের সূক্ষ্ম না হইয়া বরং মান্দ্য হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৬ *বি* সূক্ষ্ম বুদ্ধি। 'আমি এক সূক্ষ্ম বার করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ৭ *বিণ* গোপন। 'আরও একটুকু সূক্ষ্ম কথা আছে যে, কেনীর মাথা কাটিয়া সুন্দরপুর লইয়া যাইবে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সূক্ষ্মকার্যক্ষম, সূক্ষ্মকার্য্যক্ষম [স] *বিণ* অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ করতে সক্ষম। 'বিজ্ঞানরথী মনীষিগণ মস্তিষ্কপরিচালনে এরূপ সূক্ষ্মকার্য্যক্ষম যন্ত্রের আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সূক্ষ্মঘ্রাণ [স] *বিণ* ঘ্রাণগ্রহণের সূক্ষ্মশক্তিবিশিষ্ট। 'রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি বরদন্ত চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সূক্ষ্মচিন্তা [স] *বি* পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা। 'অসংখ্য সূক্ষ্মচিন্তার বাঁধনে যে বাঁধা সেই তো ফ্রি থিংকার আর ফ্রি থিংকিং কালচারের দান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সূক্ষ্মচেতনা [স] *বি* স্থূল নয় এমন উপলব্ধি। 'বাইরের আদেশ নয়, ভেতরের সূক্ষ্মচেতনাই তাদের চালক।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সূক্ষ্মজগৎ [স] *বি* বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবকল্পনার জগৎ। 'তা'হলে বিজিগীষু মানুষ স্থূল বস্তুজগতের পরিবর্তে অন্য কোন সূক্ষ্মজগৎ জয় করবার প্রেরণা লাভ করত।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সূক্ষ্মতত্ত্ব [স] *বি* গূঢ় মতবাদ। 'এ বিষয়ে সে একটি অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সূক্ষ্মতম ১ *বিণ* সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। 'যিনি ফস্ট নামক নাটক লিখিয়া মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম শিরা পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* অতিশয় ক্ষুদ্র। 'বিশ্বের সূক্ষ্মতম পদার্থের অলক্ষ্যতম মর্ম বিদীর্ণ করবার জন্য বিরাট বৈদ্যুতবর্ষণীর কারখানা বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সূক্ষ্মতর [স] *বিণ* ১ অতিশয় মিহি। 'তাঁহাকে যে মাকড়সার জালের চেয়ে সূক্ষ্মতর তুচ্ছতর সহস্য সূত্রে বাঁধিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* অধিক সুচালু। 'ডাক্তারবাবু গলা খাঁকারি দিয়া গুম্ফাগ্রটিকে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে সূক্ষ্মতর করিতে লাগিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সূক্ষ্মতা [স] ১ *বি* পুঙ্খানুপুঙ্খতা। 'বিবেচনার সূক্ষ্মতা ও বুদ্ধির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীক্ষ্ণতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বি* পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ। 'সভ্যতা ক্রমেই এমন সুকুমার সূক্ষ্মতার দিকে যাচ্ছে যে, এই মোটা জন্তুগুলো ভারী ফাঁপরে পড়বে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সূক্ষ্মতাসাধন [স] *বি* সূক্ষ্মকরণ। 'তাতে অনুভূতির সূক্ষ্মতাসাধনের চাইতে অনুভূতির জড়ত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই বেশি।' *শিব*, ১৯৫০।

সূক্ষ্মদর্শি [স সূক্ষ্মদর্শী] *বিণ* তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। 'ফলতঃ সূক্ষ্মদর্শি বিজ্ঞ লোকেরা অবশ্য স্বীকার করিবেন …।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

সূক্ষ্মদর্শিতা [স] *বি* গভীর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। 'সূক্ষ্মদর্শিতায় তাঁহার প্রতি বিনয়ের মন বিস্ময়মিশ্রিত ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সূক্ষ্মদর্শিনী [স] *বিণ স্ত্রী* তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। 'তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শিনী ও অত্যন্ত সন্দিগ্ধ-স্বভাবা।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সূক্ষ্মদর্শী [স] *বিণ* তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। 'মায়াবাদীরা সাধারণ লোক অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সূক্ষ্মদৃষ্টি [স] *বি* তীক্ষ্ণদৃষ্টি। 'যিনি তথ্যানুসন্ধান-তৎপর হইয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই বঙ্গভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

সূক্ষ্মধূলি [স] *বি* অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা। 'সূক্ষ্মধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূক্ষ্ম-ধী [স] *বিণ* তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সূক্ষ্ম-ধী জাবের এখানে বাধা দিয়া বলিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সূক্ষ্ম বিবেচনা [স] *বি* পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা। 'সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সূক্ষ্মবুদ্ধি [স] *বি* তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। 'তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে যথেষ্ট সূক্ষ্মবুদ্ধি খাটাইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রযুক্ত *ক্রিবিণ* তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহকারে। 'অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রযুক্ত দুই বৎসর মধ্যেই … সমাপ্ত করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সূক্ষ্মবৃত্তি [স] *বি* তীক্ষ্ণ রসবোধ। 'যিনি এই গল্প প্রথম বলিয়াছেন, তাঁহার সূক্ষ্মবৃত্তি আছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

সূক্ষ্মমর্মী [স] *বিণ* সংবেদনশীল। 'যোগেনবাবুর সূক্ষ্মমর্মী মন আড়াই মণ ওজনের মেদস্তূপটাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া গোয়াবাগানের উদ্দেশ্যে লইয়া চলিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সূক্ষ্মরূপে [স] *ক্রিবিণ* গভীরভাবে। 'যথার্থ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার স্বরূপাবয়ব সংপ্রকাশিত হয় নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সূক্ষ্মরেখিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণাঙ্গী; তন্বী; ক্ষীণদেহী। 'তুমি যেন ছিলে সূক্ষ্মরেখিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সূক্ষ্মলোক [স] *বি* অস্পষ্ট ভুবন। 'দূরদূরান্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত কোন সূক্ষ্মলোকে বিলীন হয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সূক্ষ্মশরীর [স] *বিণ* শীর্ণকায়। 'সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সূক্ষ্মশিল্প [স] *বি* সূক্ষ্ম অনুভূতিনির্ভর শিল্প। 'ইউরোপে এই সকল শব্দের যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে তাহার নাম অনুবাদ করিয়া সূক্ষ্মশিল্প নাম দেওয়া হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম [স] *বিণ* অতিশয় ক্ষুদ্র; আণুবীক্ষণিক। 'গন্ধদ্রব্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সূক্ষ্মসূত্র [স] *বি* মিহি সুতা। 'অনেক সূক্ষ্মসূত্র একত্র করিয়া প্রকাণ্ড মদমত্ত হস্তিকেও বদ্ধ করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সূক্ষ্মা [স] *বিণ স্ত্রী* সূক্ষ্ম। 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থবারে স্বীকার করাতে …।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সূক্ষ্মাগ্র [স] *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম [স] *বিণ* অতিশয় সূক্ষ্ম। 'বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্মের পক্ষ ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাতন …।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে [স] *বিণ* অতি সূক্ষ্মভাবে। 'যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সূক্ষ্মানুভূতি [স] *বি* খুব গভীরভাবযুক্ত চেতনা। 'সূক্ষ্মানুভূতির অপর নাম আত্মা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম [স] ১ *বিণ* পুঙ্খানুপুঙ্খ। 'বিজাতীয় ভাষার প্রচলিত থাকাতে সুতরাং বিচারের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হওনের ত্রুটি জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বিণ* অত্যন্ত ক্ষুদ্র। 'সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধানবিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে …।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম [স] *বিণ* অতি সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম নয় এমন। 'সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বিচারের ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সূচক [স] *বিণ* জ্ঞাপক। 'মহিমা বিশ্বের রূপ কল্যাণসূচক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সূচন [স] *বি* আরম্ভ। 'এহো বাহ্য হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূচনা [স] *বি* আরম্ভ। 'গজপতি নিজেই তাহার সূচনা করিয়া দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'জ্যোতিষ্কের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা নিত্যকাল মহাকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সূচি, সূচী [স] ১ *বি* সূচিকর্ম। 'সূচীব্যবসায়িরা … অন্নাভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* সূচ। 'কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া এ সূচি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সূচ [স সূচি] *বি* সূচ। 'সূচে যেন বিন্ধে পেট দূর হইল জীবনের আশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সূচ হইয়া প্রবেশ করে ও ফাল হইয়া বহির্গত হয় – কৌশলে ঢুকে সর্বনাশ করা। 'অল্প কথাতেই ইংরাজদিগের চরিত্র ও ব্যবহারের যথার্থ বর্ণনা করা হইয়াছে, সূচ হইয়া প্রবেশ করে ও ফাল হইয়া বহির্গত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সূচিকা [স] *বি* ছুঁচ; সূচ। 'সহস্র সূচিকার দ্বারা যেন বিদ্ধ হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সূচিভেদ্য [স] *বিণ* জমাট। 'সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সূচিমুখ [স] *বিণ* সরু মুখবিশিষ্ট। 'সেই সমাজের সূচিমুখ কণ্টকখচিত …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সূচিশিল্প [স] *বি* বয়নশিল্প। 'চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য-নির্মাণ …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'শিল্প কর্ম্ম ও সূচি শিল্প।' *এসলাম*, ১৯১৯।

সূচীকর্ম [স] *বি* সেলাইয়ের কাজ। 'তাঁহার আনুকূল্যের নিমিত্ত, সূচীকর্ম প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু উপার্জন করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৬৩।

সূচীকার্য, সূচীকার্য্য [স] *বি* সেলাইয়ের কাজ। 'বেশী দরকার গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, ধাত্রী-বিদ্যা, শিশুপালন, রান্না ও সূচীকার্য শিক্ষা দেওয়া।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'গ্রাম্য মেয়েদের সূচীকার্য্য।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সূচীপত্র [স] ১ *বি* বইয়ের শুরুতে দেওয়া পৃষ্ঠানম্বরসহ বিষয়তালিকা। 'সর্বদা ভূমিকা, সূচীপত্র, পরিশিষ্ট প্রভৃতির প্রতি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'জ্যোতিষ্কের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা নিত্যকাল মহাকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* অগাধ বিষয়। 'এ যেমন মহাভারতের সূচীপত্র গলাধঃকরণ করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বি* সূচনা। 'তাহার অনন্ত পর্বের পালা একেবারে সূচিপত্রেই সারিয়া দেওয়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* অনুষ্ঠানপত্র। 'আজ রাত্রে রামায়ণ থেকে যে-অভিনয় হবে তার একটি সূচীপত্র পাঠাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সূচীভেদ্য [স] *বিণ* সুচ ভেদ করতে পারে এমন; জমাট। 'বিজুলির বাতি জ্বেলে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাদের পথ দেখায়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সূচীময় [স] *বিণ* কণ্টকময়। 'বেঁধেছে সূচীময় ফুলের ডোরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সূচীমুখ [স] ১ *বি* সুচের ন্যায় তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। 'হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি/ হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বিণ* সুচের মতো ধারালো মুখবিশিষ্ট। 'অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে/ নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সূচীশিল্প [স] *বি* সুচ দিয়ে সেলাইয়ের কাজ। 'আয়েশা নীরবে নতমুখে সূচীশিল্প নিয়ে মগ্ন।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

সূচ্যগ্র [স] ১ *বিণ* সামান্যতম পরিমাণ। 'সূচ্যগ্র ভূমিক্রয় করা দূরে থাকুক ... সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* সুচের অগ্রভাগ। 'ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মাকারে কেশবিন্যাসরেখার নিকটে গিয়া সূচ্যগ্রবৎ সমাপ্ত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ৩ *বিণ* সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। 'দোদুল্যমান বেণীর সূচ্যগ্র ভাগটুকুও দেখা যাবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সূচ্যগ্রবুদ্ধি [স] *বি* তীক্ষ্ণবুদ্ধি। 'আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবুদ্ধি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সূচ্যগ্রভূমি [স] *বি* সামান্য পরিমাণ ভূমি। 'তারা বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমি ছাড়বে না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সূচ্যগ্রমেদিনী [স] *বি* সামান্য পরিমাণ ভূমি। 'সূচ্যগ্রমেদিনী নাহি দিব।' *নবীনচন্দ্র সেন*, ১৮৭৭; 'সূচ্যগ্রমেদিনীলোভী 'যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও অপরের অপঘাত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সূজি [হি সুজী] *বি* খাদ্যশস্যবিশেষ; সুজি। 'লোকদিগকে সুজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সূজ্জ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'তখনত সূজ্জ পহরি পরতুর আজ্ঞা পাইল।' *রামাই*, ১৭১০।

সূজ্য [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'চন্দ্র সূজ্য আইলাক গ্রহ তারাগন।' *রামাই*, ১৭১০।

সূড়া [স সুরঙ্গ] *বি* সংকীর্ণ পথ। 'পাতিআ বাগুরা দড়া/ আগলে বনের সূড়া/ কাননে করিল মহামার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সূণ [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'সরহ ভণন্তি বর সূণ গোহালী।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

সূত[1] [স] ১ *বি* জন্ম। 'এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পুত্র। 'নানাভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ-সূত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'চলিল সাধুর সূত বিদায় হইয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ছুতার; সূত্রধর। 'সূত কন্যা আনিআ দিলেক তান দাসী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* রথের সারথি। 'হে সূতাত্মজ ... আমাকে লইয়া যাইও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'আমি সূতপুত্রই হই, আর যেই হই।' *নজরুল*, ১৯২২।

সূতাত্মজ [স] *বি* সারথিপুত্র। 'হে সূতাত্মজ ... আমাকে লইয়া যাইও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সূত[2] [স সূত্র] *বি* সুতা। 'যেন সূতে বান্ধিয়াছে মালিয়ার পাঁতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সূতা [স সূত্র] *বি* তন্তু। 'প্যারিকে ডাকিয়া একটা নির্ধার্য্য করিয়া সূই সূতা কিনিয়া আনিয়া আরম্ভ করি।' *গৌর*, ১৮২২।

সূতাকাটন *বি* সুতা পাকানো। 'বিশেষতঃ সূতাকাটন অতিআশ্চর্য্য অঙ্গুলির দ্বারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সূতাকাটনী *বি* বস্ত্রের জন্য সুতা কাটে যারা। 'তন্তুবায় ও সূতাকাটনীয়েরা উভয় কর্ম শূন্য হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সূতা কাটা *ক্রি* সুতা পাকানো। 'সূতা কাটিয়া উভয় পুত্রের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'সুতা কেটে আর বস্ত্র বুনিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সূতাকাটা *বিণ* সুতা তৈরি হয় এমন। 'দুটি আধুনিক সূতাকাটা কল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সূতার [স সূত্রধর] *বি* কাঠমিস্ত্রি। 'পাশ হইতে শশী সূতার সড়কে উঠিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সূতি [স] *বি* সুতা। **সূতিকর্ম, সূতিকর্ম্ম** [স] *বি* সুতার দ্রব্যাদি তৈরি করার কাজ। 'ছাত্রেরা ... সূতিকর্ম্ম, তন্তু-তনন প্রভৃতি শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সূতিকা [স] ১ *বি* আঁতুড়ঘর। 'আজ সূতিকা পূজা, আজ অন্নপ্রাসন, ... কতই আহ্লাদ।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। ২ *বি* প্রসূতির রোগবিশেষ। 'বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সূতিকা রোগে আক্রান্ত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সূতিকা আলয় [স] *বি* আঁতুড়ঘর। 'সূতিকা আলয় আর শ্মশানের চিতা।' *জীবন*, ১৯২৭।

সূতিকাগার [স] *বি* আঁতুড়ঘর। 'পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডবলিন্ নগরীর সাধারণ সূতিকাগারে অনেক শিশুর আশু মৃত্যু ঘটনা হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সূতিকাগৃহ [স] *বি* আঁতুড়ঘর। 'সূতিকাগৃহের জন্য কাষ্ঠ চাই।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সূতিকাঘর [স সূতিকা+ঘর] *বি* আঁতুড়ঘর। 'মাকে মানুষ সূতিকাঘরের থেকেই পায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সূতিকা পূজা [স] *বি* আঁতুর ঘরে পালিত সংস্কারবিশেষ। 'আজ সূতিকা পূজা, আজ অন্নপ্রাসন ... কতই আহ্লাদ।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সূতিকাবাস [স] *বি* আঁতুড়ঘর। 'আঁধার সূতিকাবাস ত্যজি/ হেরে প্রথম দিকসীমা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সূতিকালয় [স] *বি* আঁতুড়ঘর। 'অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান সূতিকালয়ে রমণীগণের অকাল মৃত্যু।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূতিকা-রুগী [স সূতিকা+স রোগী] *বিণ* সূতিকা রোগগ্রস্ত। 'মাথার ওপর একটা ছাদ আর সূতিকা-রুগী বউ।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সূতিকাষষ্ঠী [স] *বি* নবজাতকের ষষ্ঠ দিনে পালিত হিন্দু আচারবিশেষ। 'সাদরে সূতিকাষষ্ঠী ষষ্ঠ দিনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সূতিমাস [স] *বি* প্রসবের মাস। 'সূতিমাস হতে সুত প্রসব হইল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সূত্র [স] **১** *বি* ইঙ্গিত। 'সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শ্লোক। 'এই অন্ত্যলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* উপায়। 'আজি ছাড়াইব তোমা করি এক সূত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* সংজ্ঞা। 'কিছু মাত্র সূত্র লিখিলাম এ পুস্তকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* পৈতা। 'শিখা-সূত্র ঘুচাইলে সে কৃষ্ণ পাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৬** *বি* সুতা। 'বাঁধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৭** *বি* বাঁধন। 'পুরিলুঁ রসের সূত্রে সুবলিত হার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৮** *বি* উৎস। 'বিবিধসূত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৯** *বি* বৌদ্ধশাস্ত্র সংকলনবিশেষ। 'প্রথম সভার অধিবেশন হইয়া সূত্র নামক বৌদ্ধশাস্ত্র সঙ্কলিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **১০** *বি* কোমল দণ্ড। 'তন্মধ্যে যে সূত্রগাছি সর্বাপেক্ষা স্থূল, তাহার নাম গবর্ত্তকেশর।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **১১** *বি* কারণ। 'সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রেও বিলাতীয় সংবাদ পত্রে নানা বাদ বিতণ্ডা চলিতেছে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। **১২** *বি* বেদের অংশবিশেষ। 'বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত – ছন্দ-মন্ত্র-ব্রাহ্মণ এবং সূত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **১৩** *বি* নিয়ম। 'সকল ব্যাকরণেই দুই প্রকার সূত্র থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **১৪** *বি* সম্বন্ধ। 'ব্যারিষ্টার রঞ্জিৎ পণ্ডিতের সাথে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সূত্রকার [স] *বি* ব্যাখ্যাকারী। '৯০/৯১ সূত্রে সূত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সূত্রগণ [স] *বি* শ্লোকসমূহ। 'শেষলীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূত্রছিন্ন [স] *বিণ* মূলহীন; শেকড়হীন। 'শুধু একখানি সূত্রছিন্ন বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সূত্রধর[1] [স] **১** *বি* ছুতার; পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'সূত্রধরে দেই খই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সূত্রধর[2] *বি* ধারাবাহিকতা বহন করে যে। 'কই সেই ভাবের সূত্রধর।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সূত্রধার [স] **১** *বি* নাটকের কাহিনী-সূত্র ধরিয়ে দেন এমন চরিত্র। 'সূত্রাধার।' *কীর্তিবিলাস*, ১৮৫২; 'সূত্রধারের প্রবেশ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বিণ* সূত্রপ্রণেতা। 'স্বকীয় সিদ্ধি প্রার্থনীয় নয় সূত্রধার গণেশের কাছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

সূত্রধারী[1] [স] *বিণ* পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। 'আগে পাছে সব কথা এক সূত্রধারী।' *সুলতান*, ১৭০০।

সূত্রধারী[2] [স] *বি* শরীরে সূত্র বা পৈতা ধারণ করে যে; ব্রাহ্মণ। 'কুঞ্চিতহৃদয় সূত্রধারীদিগের দ্বারা অদ্যাবধিও ভ্রমশিক্ষা প্রদান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সূত্রপাত [স] *বি* আরম্ভ। 'এইরূপেই বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সূত্রবর্ণন [স] *বি* সারাংশ বর্ণনা। 'এই আদিলীলা কৈল সূত্রবর্ণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূত্রবাহী [স] *বি* শরীরে সূত্র বা পৈতা বহন করে যে; ব্রাহ্মণ। 'ব্রাহ্মণ-বেশধারী কপট সূত্রবাহীদিগের উপর অচলা ভক্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সূত্ররূপী [স] *বিণ* সুতার মতো সূক্ষ্ম। 'সূত্ররূপী কালসাপ হয়ে দংশন করে মারতে পারি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সূত্র-সঞ্চারক [স] *বি* ধর্মসংস্কারে নতুন পথ প্রদর্শনকারী। 'সেই নরলোকনিবাসী সূত্রধর সন্তান বিশ্বরাজ্যের সূত্র-সঞ্চারক বলিয়া পূজিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সূত্রসোপান [স] *বি* শুরু হওয়া মাত্র। 'সূত্রসোপানেই পার্শ্ববর্তী কনষ্টেবলকে তৎক্ষণাৎ খবর দেয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

সূদন [স] *বিণ* হত্যাকারী। 'আমি স্রষ্টা-সূদন।' *নজরুল*, ১৯২২।

সূদ্র [স শূদ্র] *বি* শূদ্র। 'প্রবল হৈআঁ সূদ্রে লংঘিব ব্রাহ্মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সূধ [স শুদ্ধ] *বিণ* শুদ্ধ। 'ছড়গই সঅল সহাবে সূধ।' *চর্যা ৯*, ১২০০।

সূন [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'সূন সেজ হিয় সালয়ে রে পিয়াএ বিনু মরব আজি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সূন্ন [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'সূন্ন দুআরে ধর্ম্ম দিলা দরসন।' *রামাই*, ১৭১০।

সূন্য [স শূন্য] *বিণ* খালি। 'নাহিক বলদেব সব সূন্য পাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সূপ [স] *বি* ঝোল। 'শুখা রুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূপকার [স] *বি* বাবুর্চি। 'সূপকারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর ইহা কেমন করিয়া পাক করিল।' *কেরি*, ১৮০২।

সূপকারিণী [স] *বি স্ত্রী* রাঁধুনি। 'ব্যঞ্জনাদি সুপাক হয় তবেইতো সূপকারিণীর গঞ্জনা হইতে রক্ষা।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

সূপকুশল [স] *বি* রান্নায় পারদর্শী। 'বর্ত্তমান অনেকানেক সূপকুশল ব্যক্তিদিগের নিকট জ্ঞাত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সূপশাস্ত্র [স] *বি* রান্না বিষয়কবিদ্যা। 'মহাশয়েরা নানাবিধ কুতূহলনামে সূপশাস্ত্র প্রকাশে সুলভাধিক্য করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সূয্যি [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'তার আকাশেতে সূয্যি উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২; 'যখন সূয্যিমামা পটল তুলিবেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

সূয্যিমামা *বি* সূর্য। 'জাগো আমার লক্ষ্মী মেয়ে সূয্যিমামা জেগেছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সূর [স] **১** *বি* সূর্য। 'প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সূর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বংশনাম-বিশেষ। 'আদিল সূরের ছিল সুরেলা দিল।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সূরুজ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'আকাশেরি চাঁদ সূরুজে মুখ দেখে পায় লাজ।' *জসীম*, ১৯২৯।

সূরুয [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'কহিলাম, বুঝি পূবের সূরুয সাঁঝেতে উদিল আসি।' *জসীম*, ১৯৩০।

সূর্তি[1] [পা] *বি* লটারি খেলা। 'প্রতিমাতে সূর্ত্তি দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট এক টাকা করিয়া।' *দর্পণ*, ১৮২২। *দ্র* **সরতি**

সূর্তি[2] [হি] *বি* পানের সঙ্গে খাবার সুগন্ধি তামাকের গুঁড়া। 'নস্যি চুরুট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্তি গুলি।' *সুকুমার*, ১৯২০।

সূর্প [স] *বি* কুলা। 'প্রশস্তি বন্দনা কৈল সূর্পেত থুইয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সূর্য, সূর্য্য [স] **১** *বি* সূর্য। 'তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সূর্য সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সত্রাজিত ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সূর্যের মতো উজ্জ্বল। 'রাত্রির বিবরে জীবনের সব স্বপ্ন সূর্য হয় সোনার শিখরে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সূর্য-কণা [স] *বি* সূর্যের আলোক বিন্দু। 'তবু সূর্য-কণা বুঝি হারাবার নয়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সূর্যকর [স] *বি* সূর্যের রশ্মি। 'নাহি পশে সূর্যকর আঁধার নরকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই, এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সূর্যকরদীপ্ত [স] *বিণ* সূর্যের আলোয় আলোকিত। 'নৌকায় বসিয়া সূর্যকরদীপ্ত জলে স্থলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সূর্যকরোজ্জ্বল [স] *বিণ* সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল। 'এই শরতের সূর্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সূর্যকরোজ্জ্বলতা [স] *বি* সূর্যের আলোয় উজ্জ্বলতা। 'তবুও সূর্যকরোজ্জ্বলতাকে ভালোবেসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

সূর্যকানা [স সূর্যকাণ] *বিণ* দিনের বেলা দেখতে পায় না এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সূর্যকান্ত, সূর্য্যকান্ত [স] বি আতসমণি। 'সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সূর্যকান্তমণি, সূর্য্যকান্তমণি [স] *বি* আতসমণি। 'চুনি চন্দ্রকান্তমণি সূর্য্যকান্তমণি নীলকান্তমণি অয়স্কান্তমণি।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সূর্যকিরণ, সূর্য্যকিরণ [স] *বি* সূর্যের আলো। 'সূর্য্যকিরণও ... এই সকল প্রাণ-সংহারক বাষ্পকে উৎক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সূর্য্যকিরণ অসহ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সূর্যকুণ্ড [স] *বি* অগ্নিগহ্বর। 'সূর্যকুণ্ড আমাদের স্নানাগার।' *নজরুল*, ১৯২৬ নৎ

সূর্যগ্রহণ, সূর্য্য-গ্রহণ [স] *বি* সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করার সময়ে চাঁদের আড়ালে সূর্যের ঢাকা-পড়ার অবস্থা। 'এই নিমিত্ত সকল অমাবস্যাতে সূর্য্য-গ্রহণ ঘটে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'প্রাঙ্গণে নামল অকালসন্ধ্যার ছায়া সূর্যগ্রহণের কালিমার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সূর্যঘড়ি *বি* সূর্যের আলোতে যে ছায়া পড়ে তা দেখে সময় নির্ধারণের যন্ত্রবিশেষ। 'সূর্যঘড়ি চিনেছিল।' *জীবন*, ১৯৪০।

সূর্যচন্দ্রালোকিত [স] *বিণ* সূর্য-চাঁদের কিরণে আলোকিত। 'এই সূর্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সূর্যছবি [স সূর্য+আ সবীহ্] *বি* সূর্যরূপ ছবি। 'হেমন্তের সূর্যছবি।' *জীবন*, ১৯৪০।

সূর্য্যজ্যোতি [স] *বি* সূর্যের আলো। 'বিদ্যারূপ দীপ্যমান সূর্যজ্যোতি সে সমুদয়ের একমাত্র মূল কারণ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সূর্য-ঝড় [স] *বি* সূর্যের মতো উত্তপ্ত মরুঝড়। 'সাহ্যরার সূর্য-ঝড় লুপ্ত হিম-শর্বরী-আতলে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সূর্যতপ্ত [স] *বিণ* সূর্যের তাপে উত্তপ্ত। 'যত উষা কাঁদে সূর্যতপ্ত দিনের নির্যাতনে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

সূর্যতাড়স *বি* সূর্যের উত্তাপ বা প্রভাব। 'সূর্যতাড়সে ভ্রূণকে যদিও করে ঢের ফলবান।' *জীবন*, ১৯৪৪।

সূর্যতাপ, সূর্য্যতাপ [স] *বি* সূর্যের উত্তাপ। 'সূর্য্যতাপে স্পন্দিত সে বন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সূর্যতারা [স] *বি* সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র। 'কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি নিবায়ে সূর্যতারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সূর্যতারা দলে দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সূর্যদীপ্ত [স] *বিণ* সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল। 'সূর্যদীপ্ত আকাশের আমন্ত্রণ-লিপি/ সাথে করে নিয়ে এসো দিগন্তের মহাদেশ থেকে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৫।

সূর্যদীপ্তি [স] *বি* সূর্যালোক। 'লেনিনের সূর্যদীপ্তি রক্তের তরঙ্গে ভেসে আসে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সূর্য্য দেখা *ক্রি* সময় দেখা। 'মহাশয়েরা সূর্য্য দেখিতেছেন কতক ক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সূর্য্যদেব [স] *বি* সূর্য। 'নিতান্ত উৎসুক চিত্তে, সূর্যদেবের অস্তগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'সূর্য্য দেব পূর্ব্ব দিক আলোকময় করিয়া।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সূর্যপক্ব [স] *বিণ* রোদে শুকিয়ে তৈরি। 'এক-এক দল মানুষ সূর্যপক্ব কাদা-মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈজসপত্র গড়ার শিল্প-কৌশল ...।' *অবন*, ১৯২৫।

সূর্যপরিবার [স] *বি* সৌরমণ্ডল। 'সূর্যপরিবারের দূর বা কাছের ছোটো বা বড়ো সকল গ্রহকেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সূর্যপুরুষ [স] *বি* বীরপুরুষ। 'মানবতার সূর্যপুরুষ চায়।' *জীবন*, ১৯৪০।

সূর্যপ্রদক্ষিণ [স] *বি* সূর্যকে মধ্যে রেখে চতুর্দিকে বেষ্টন। 'সূর্যপ্রদক্ষিণের যেমন সৌর বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের পরিমাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সূর্যপ্রদীপ [স] *বি* সূর্যরূপ প্রদীপ। 'নিত্য সূর্যপ্রদীপ জ্বালি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সূর্যপ্রভা, সূর্য্যপ্রভা [স] *বি* সূর্যকিরণ। 'সূর্য্যপ্রভা অপেক্ষায় দীপজ্যোতিতে তাঁহাকে অধিক রূপবান দেখায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সূর্যফুল *বি* সূর্যরূপ ফুল। 'ঘুমের আকাশে রাত্রি আসে, দিন, তন্দ্রার উজ্জ্বল সূর্যফুল।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

সূর্যবংশ [স] *বি* অযোধ্যার রাজকুল। 'সূর্যবংশে দশরথ নামে মহাশয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'রাজার স্কন্ধ শাখাদ্বয়রূপ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সূর্যবন্দনা [স] *বি* সূর্যের স্তুতি। 'সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সূর্যবাণ [স] *বি* সূর্য নামধারী বাণ। 'চন্দ্রবাণ সূর্যবাণ দেখিতে অদ্ভুত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সূর্যবিজ্ঞান [স] *বি* সূর্য-সংক্রান্ত বিজ্ঞান। 'সূর্যবিজ্ঞান না-জানা সব বৈজ্ঞানিক তো?' *মানিক*, ১৯৩৬।

সূর্যবিদ্ধ [স] *বিণ* সূর্যালোকিত। 'আমার তিমির রাত্রি অকস্মাৎ সূর্যবিদ্ধ হলো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

সূর্যবিম্ব, সূর্য্যবিম্ব *বি* সূর্যালোক। 'সূর্য্যবিম্ব সর্বদা ম্লান-মূর্ত্তি।' *অক্ষয়*,

AMARBOI.COM

১৮৪৯।

সূর্যবিরহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সূর্যহীন। 'কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতবর্ষ যেন সূর্যবিরহিতা রাত্রির মতো অন্ধকারে ছিল।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সূর্যব্রত, সূর্য্যব্রত [স] *বি* রাজধর্মবিশেষ; এমনভাবে কর আদায় করা যাতে প্রজাদের কষ্ট না হয়। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, সূর্য্যব্রত, ... পৃথিবীব্রত; এই সপ্ত ব্রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সূর্যভীরু [স] *বিণ* সূর্যালোকে ভীত। 'ধ্বংসের ফাটলে যেন সূর্যভীরু ক্লেদাক্ত দাদুরী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

সূর্যভোগ [স] *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সূর্যমণি [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'সূর্যমণি তুলিল গুলাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সূর্যমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল [স] *বি* সৌরজগৎ; সূর্য ও তার আশেপাশের পরিবেশ। 'সূর্য্যমণ্ডল কোন অনির্দেশ্য অনির্বচনীয় কারণবশতঃ স্থানভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সূর্যময় [স] *বিণ* সূর্য আছে এমন। 'অপূর্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্যময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সূর্যমুখী, সূর্য্যমুখী [স] **১** *বি* সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এমন হলুদ ফুলবিশেষ। 'চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'সূর্যমুখীর বর্ণে বসন লই রাঙায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বি* একপ্রকার ধানবিশেষ। 'কুমারী, কনকতারা, সূর্যমুখী; হাসি কলমি ভোরে আটলাই, পাশপাই ধান।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সূর্যরশ্মি, সূর্য্যরশ্মি [স] *বি* সূর্যের আলো। 'তাহার উপরে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'সূর্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সূর্যলোক [স] *বি* সৌরজগৎ। 'বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি, সূর্যলোক।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সূর্যশর [স] *বি* সূর্যের রশ্মিরূপ শর। 'আমার জন্মের ভোর সূর্যশরে আহত মাটিতে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

সূর্যশ্রান্ত [স] *বিণ* সূর্যের প্রখর তাপে অবসন্ন। 'সূর্যশ্রান্ত শাল তাল হিন্তাল ছায়াতে/ সে স্বপ্নেরা থরথর কেঁপে কেঁপে মরে।' *হোসেন*, ১৯৪০।

সূর্যসনাথা [স] *বিণ* সূর্য যার স্বামী। 'অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সূর্যসমেত [স] *বিণ* সূর্যসহ। 'সূর্যসমেত আকাশখানা সুষমার চোখের সম্মুখে দুলিতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সূর্যসাক্ষী, সূর্য্যসাক্ষী [স] *বিণ* সূর্যকে সাক্ষী রাখা হয়েছে এমন। 'পূর্ব্বে এক ধর্ম্মসাক্ষী অথবা সূর্য্যসাক্ষী তমঃসুকে কাজ চলিত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত [স] *বি* সূর্যের প্রকৃতি, গতিবিধি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ। 'তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও জাতকার্ণবের যে রচনাকাল নির্ণয় করিয়াছেন তাহা উভয়ই অপ্রামাণ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সূর্যস্তব [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) সূর্যকে স্তব করার ব্রত। 'যেগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত বলে মেয়েদের মধ্যে চলেছে তার একটি সূর্যস্তব।' *অবন*, ১৯১৯।

সূর্যস্নান [স] *বি* দেহে সূর্যকিরণ উপভোগ। 'শীতকালে শিশুদের জন্যে সূর্যস্নানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সূর্যহাসি [স সূর্য+হাসি] *বি* সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল হাসি। 'সূর্যহাসির সোনালি-চিকন বালিঝরা আভা।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সূর্যহীন, সূর্য্যহীন [স] *বিণ* সূর্য বা আলো নেই এমন; অন্ধকার। 'বন্ধুহীন জীবন আর সূর্য্যহীন জগৎ উভয়েই তুল্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে সূর্যহীন ও সৌর আকাশে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

সূর্যাঙ্গ, সূর্য্যাঙ্গ [স] *বি* সূর্যের শরীর। 'সূর্য্যাঙ্গ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সূর্যাভাস [স] *বি* সূর্যের দীপ্তি। 'মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্যাভাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূর্যার্ঘ্য, সূর্য্যার্ঘ্য [স] *বি* (হিন্দু আচার) সূর্য পূজার অর্ঘ্য। 'সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া এক হাঁড়ী ঘৃত কক্ষদেশে করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প দিয়া পড়িল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সূর্যালোক [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'গাছপালা, সূর্যালোক, গৃহ, লোকজন কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সূর্যালোকহীন [স] *বিণ* সূর্যের আলো নেই এমন। 'সূর্যালোকহীন আকাশের দৈন্যে পৃথিবী সংকুচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সূর্যালোকিত [স] *বিণ* সূর্যের আলোয় আলোকিত। 'তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সূর্যাস্ত, সূর্য্যাস্ত [স] *বি* দিনের শেষে সূর্য অদৃশ্য হওয়া। 'যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'তিনি প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর ... প্রতিগমন করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সূর্যাস্ত আইন [স সূর্যাস্ত+ফা আইন] *বি* ব্রিটিশ শাসনামলের ভূমি বিষয়ক আইনবিশেষ। 'সেই নিয়মানুবর্তিতাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এদেশে সূর্যাস্ত আইন নামে হৃৎকম্প জাগায়।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সূর্যাস্ত-আভা *বি* সূর্যাস্তের সময়কার আলো। 'ম্লান সূর্যাস্ত-আভা সকরুণরক্তিম লজ্জার মতো সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সূর্যাস্তকাল [স] *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'শীতের সূর্যাস্তকাল তাহার সমস্ত শয়নঘরটিকে নববিবাহের রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সূর্যাস্তকালের আকাশের মতো মুমূর্ষুতার একটা সৌন্দর্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সূর্যাস্তচ্ছটা [স] *বি* অস্তায়মান সূর্যের আভা। 'প্রলয়কালের সূর্যাস্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সূর্যাস্ত-পানে *ক্রিবিণ* সূর্যাস্তের দিকে। 'প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সূর্যাস্তভূমি [স] *বি* পাশ্চাত্য দেশ। 'সূর্যাস্তভূমি হইতে বিদেশী আসিয়া ... হস্তক্ষেপ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সূর্যাস্তলোক [স] *বি* যেখানে সূর্য অস্ত যায় বলে মনে করা হয়। 'উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সূর্যি, সূর্য্যি [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'প্রভাত হোলো, সূর্য্যি ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সূর্যিমামা, সূর্য্যিমামা *বি* সূর্যরূপ মামা। 'আমাদের আলোকদাতা সবিতা সূর্য্যিমামা।' *নজরুল*, ১৯২২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্যের পথ *বি* রাশিচক্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সূর্যোৎসারিত [স] *বিণ* সূর্য থেকে উদ্ভূত। 'সূর্যোৎসারিত পৃথিবী।' *জীবন*, ১৯৩২।

সূর্যোত্তাপ [স] *বি* সূর্যের উত্তাপ। 'কঠোর গ্রীষ্মে সূর্যোত্তাপে জ্বাগা –।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সূর্যোদয়, সূর্য্যোদয় [স] *বি* দিনের শুরুতে সূর্যের প্রকাশ; প্রভাত। 'সূর্য্যোদয় কালে ঐ স্তম্ভ জলমধ্যহইতে নির্গত হইয়া বর্দ্ধমান হন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'সূর্যোদয় হইবামাত্র ... অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সূর্যোপরি, সূর্য্যোপরি [স] *বি* সূর্যের উপর। 'সূর্য্যোপরি পুনঃ পতিত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সূর্যোপাসক [স] *বি* সূর্যদেবতার উপাসক। 'আমি সূর্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সৃহি *বি* (সংগীত) রাগের নাম। 'যমক ছন্দ রাগ সৃহি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সৃংতি [স স্মৃতি] *বি* স্মৃতি; স্মরণ। 'আমার প্রাসাদে সৃংতি থাকীব তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সৃক্ক [স] *বি* ওষ্ঠপ্রান্ত। 'সৃক্কেতে রক্তের ধার।' *ভারত*, ১৭৬০।

সৃক্কনী [স] *বি* ওষ্ঠপ্রান্ত। 'শৃগাল কেবলমাত্র সৃক্কনী লেহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সৃগালি [স শৃগালী] *বি* মাদি শিয়াল। 'সৃগালিত আগু জাএ আঠু এক পানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সৃঙ্গ [স শৃঙ্গ] *বি* শিং। 'দুইখানি সৃঙ্গ সোভে মস্তক উপর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৃঙ্গারা [স শৃঙ্গার] *ক্রি* শৃঙ্গার করা। 'কামভাবে সৃঙ্গারেত হইল আবেসে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৃজক [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সৃজক পালক নাশক মুক্তি দাতক।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সৃজন [স] *বি* সৃষ্টি। 'অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন/ অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৃজন করা ১ *ক্রি* সৃষ্টি করা। 'যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তার ছাঁচ চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *ক্রি* তৈরি করা। 'জোর করিয়া চোখ বুজিয়া আমরা অকালে রাত্রি সৃজন করিতে পারিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সৃজনকর্তা [স] *বি* স্রষ্টা; সৃষ্টিকর্তা। 'শ্রান্তি বোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমভূমি করিয়া দিয়া লীলাময় সৃজনকর্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ি ফিরিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সৃজনকারি [স সৃজনকারী] *বিণ* সৃষ্টিকারী। 'সঞ্চয় ভাণ্ডার সৃজনকারি ব্যক্তিরদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সৃজনকারী [স] *বিণ* যিনি সৃষ্টি করেন। 'ভগবান পরম পিতা ... ত্রিভুবন সৃজনকারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সৃজন-কুঞ্জ [স] *বি* সৃষ্টিকুঞ্জ। 'ইহাদের সৃজন-কুঞ্জ অভাবে, বিরহে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সৃজনক্ষম [স] *বিণ* সৃষ্টিশীল। 'মানুষ সৃজনক্ষম জীব এ কথা যেমন সত্য ...।' *শিব*, ১৯৬০।

সৃজন চলা *ক্রি* সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকা। 'আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সৃজনচেষ্টা [স] *বি* সৃষ্টির প্রয়াস। 'তবেই তাহার সৃজনচেষ্টা বিশ্রাম লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সৃজন-দিন [স] *বি* সৃষ্টির দিন। 'এই পৃথিবীর নাড়ি সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সৃজনধর্মী [স] **১** *বিণ* সৃজনশীলঅর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* সৃষ্টিশীল। 'একমাত্র সৃজনধর্মী লেখকের পক্ষেই তা সম্ভব।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সৃজননির্ভর [স] *বিণ* সৃজনশীল। 'সৃজননির্ভর শিল্পসাহিত্যের কালজয়ী মূল্য তাঁরা বোঝেন না অথবা বুঝতে চান না।' *শিব*, ১৯৫৬।

সৃজন-প্রলয় *বি* সৃষ্টি ও সৃষ্টিনাশ। 'সৃজন-প্রলয়ের সেই ভয়ংকরী আমি চাই বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই মূর্তিমতী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সৃজন-বেদন [স] *বি* জন্ম দেওয়ার সময়কার শারীরিক কষ্ট। 'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? – প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।' *নজরুল*, ১৯২২।

সৃজনশক্তি [স] *বি* সৃষ্টিশক্তি। 'এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৃজন-শক্তিশীল *বিণ* সৃষ্টি করার শক্তি আছে এমন। 'মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজন-শক্তিশীল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৃজনশীল [স] *বিণ* সৃষ্টিশীল। 'আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সৃজন সংগীত [স] *বি* সৃষ্টির গান। 'নৃত্য-ভঙ্গিতে সৃজন সংগীতে ... আনো নবপ্রভাত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সৃজন-সমুদ্র [স] *বি* সৃষ্টির সমুদ্র। 'সৃজন-সমুদ্রের উর্মিল উত্তালতায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সৃজনসামর্থ্য [স] *বি* সৃষ্টিশীলতা। 'লেখক ক্ষতিকেও সৃজনসামর্থ্যে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

সৃজন-স্বপন [স সৃজনস্বপ্ন] *বি* সৃষ্টির স্বপ্ন। 'প্রলয়ের মাঝে হেরে নব সৃজন-স্বপন।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

সৃজন হওয়া *ক্রি* তৈরি হওয়া। 'এতদিন আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান সৃজন হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সৃজনাভিজ্ঞতা [স] *বি* সৃষ্টির অভিজ্ঞতা। 'কাব্যছন্দের মধ্যে একদিকে যেমন কবির সৃজনাভিজ্ঞতা-সঞ্জাত আবেগ মূর্ত হয়ে ওঠে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সৃজনী-উত্তাপ [স] *বি* সৃষ্টির উত্তেজনা। 'আবার তোমাকে পাই হৃদয়ের সৃজনী-উত্তাপে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সৃজনীশক্তি [স] *বি* নতুন কিছু সৃষ্টির শক্তি; সৃজনশীলতা। 'এক ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনী শক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এই একটি সত্যের উপলব্ধিই মানুষের সমস্ত সৃজনীশক্তির মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সৃজিত [স] *বিণ* সৃষ্ট। 'শিবের সৃজিত বস্তু নাম হ'ল চিনি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সৃজিত হওয়া *ক্রি* সৃষ্টি হওয়া। 'চৌদিকে তব নূতন জগৎ আপনি সৃজিত হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'তাহাদের সংযোগে-বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃজিত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৃজ্যমান [স] *বিণ* সৃষ্টি হচ্ছে এমন। 'এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৃজা [স সৃজন>] *ক্রি* সৃজন করা। **সৃজিআঁ** *ক্রি* সৃজন বা নির্মাণ ক'রে; ব্যবস্থা ক'রে। 'বাটেত সৃজিআঁ দান/ করি তার আপমান/ তোর মোর সাধিব মান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সৃজিবার** *ক্রি* সৃষ্টি করার। 'চিন্তামণি তবে চিন্তিত বৈভবে সৃষ্টি সৃজিবার জন্যে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **সৃজিয়া ১** *ক্রি* বাতলে দিয়ে। 'প্রবোধ করেন হর উপায় সৃজিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* সৃষ্টি ক'রে। 'আপনা অগ্রেত তরু সৃজিয়া রাখিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **সৃজিল** *ক্রি* তৈরি করলো; সৃজন করলো। 'কামে হতচিত্ত হৈয়া সৃজিল শ্রীঙ্গার।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কেহ বলে কোন বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সৃজিলা ১** *ক্রি* সৃষ্টি করেছি। 'আমি সে সৃজিলা দান।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* সৃষ্টি করলে। 'চতুর্দশ ভুবন সৃজিলা অবিলম্বে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সৃজিলুম** *ক্রি* সৃষ্টি করলাম। 'সৃজিলুম আকাশ ক্ষিতি তোহ্মার কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **সৃজিলে** *ক্রি* তৈরি করলে; নির্মাণ করলে। 'তুমি সৃজিলে আমায় খল রূপ করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সৃজিলেন** *ক্রি* সৃষ্টি করলেন। 'সৃজিলেন অপর বিস্তর প্রজাপতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **সৃজিলেন্ত** *ক্রি* সৃষ্টি করলেন। 'সৃজিলেন্ত দিবাকর শশী দিবা রাত্রি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সৃস্টি, সৃস্টী *বি* শুকনা আদা। 'সৃস্টি জ্বালানিকাষ্ট তামাকু বিলাতি শরিসা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'সৃস্টী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

সৃপ্ত [স] *বিণ* স্খলিত। 'সৃপ্ত হয়ে পড়ে গেছে ধূসর সে কুণ্ঠিত গোধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সৃপ্যমান [স] *বিণ* গতিময়। 'সাপের ফণার মতো সৃপ্যমান জগৎসংসার।' *শক্তি*, ১৯৭০।

সৃষ্ট [স] *বি* জন্ম। 'সুরি বেচারা একজামিন পাস করবার জন্যে সৃষ্ট হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৃষ্টি [স] **১** *বি* জগতের সমস্ত প্রাণী ও জড় পদার্থ। 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* উৎপাদন; উৎপাদিত জিনিস অথবা প্রাণী। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'শিল্পকার ধাতুদ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৩** *বি* প্রতিষ্ঠা। 'বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভার সৃষ্টি হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৪** *বি* প্রবর্ত্তন; আবিষ্কার। 'ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা সুশৃঙ্খলরূপে সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই নয় অঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৫** *বি* উৎপত্তি। 'যবদ্বীপের ভাষায় বিভক্তি-শূন্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া কবি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সৃষ্টি-আসন *বি* সৃষ্টির আসন। 'ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সৃষ্টি-ইতিহাস *বি* সৃষ্টির ইতিহাস। 'পৃথিবীতে সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৃষ্টি-উৎসাহ *বি* সৃষ্টির উৎসাহ। 'বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

সৃষ্টিকথন [স] *বি* সৃষ্টি সম্পর্কিত কথা। 'শতপথ ব্রাহ্মণে সৃষ্টিকথন আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সৃষ্টিকর [স] *বি* নির্মাণকারী। 'সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে জাদুকরের ঝোলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা [স] **১** *বি* স্রষ্টা। 'সৃষ্টিকর্ত্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* আবিষ্কারক। 'আর্য্যভট্টও হিন্দুদিগের বীজগণিতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'গুরু শুক্রাচার্য ... তিনিই এ মহৌষধির সৃষ্টিকর্তা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সৃষ্টিকল্পনা [স] *বি* সৃজনী চিন্তা। 'মৌলিক সৃষ্টিকল্পনার রামধনুচ্ছটা তাঁর সীমাবদ্ধ সাহিত্যকর্মে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সৃষ্টি-কাম [স] *বি* সৃষ্টির কামনা। 'যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সৃষ্টিকাব্য [স] *বি* কাব্যের মতো মনোরম এই সৃষ্টিজগৎ। 'ফুলে ফলে বিচিত্র এই সৃষ্টিকাব্য ভগবানের অহেতুকী-আনন্দ হতে জন্মলাভ করেছে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সৃষ্টিকার [স] *বিণ* সৃষ্টিকারী; সৃজনশীল রচনাকার। 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টিকার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সৃষ্টিকার্য, সৃষ্টিকার্য্য [স] *বি* সৃষ্টিকর্ম। 'তাহার পরে সৃষ্টিকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়া, ভগবান সর্ব্বশেষে ... এস্কুইমোদিগকে সৃষ্টি করেন।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে; উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই, মারধর করে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার করে।' *শিব*, ১৯৫০।

সৃষ্টিকাল [স] *বি* জন্মলগ্ন। 'সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হতে তোমারি প্রতীক্ষায় –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সৃষ্টিকালাবধি *ক্রিবিণ* সৃষ্টির আরম্ভ থেকে। 'সৃষ্টিকালাবধি যত প্রাণী ও যত উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সৃষ্টিকুশল [স] *বিণ* রচনায় দক্ষ। 'মুছলমানদের মধ্যে এমন সৃষ্টিকুশল সাহিত্যিক এখনো দেখা যাইতেছে না।' *আজাদ*, ১৯৪২।

সৃষ্টিকৌশল *বি* সৃষ্টির নিপুণতা। 'পৃথিবীর সৃষ্টিকৌশল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সৃষ্টিকৌশলী [স] *বিণ* সৃষ্টিকর্মে পারদর্শী। 'এই পরমরমণীয় দেহ বিহঙ্গ অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশলী জগৎপতির একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সৃষ্টিক্রিয়া [স] *বি* নির্মাণের কাজ। 'সৃষ্টিক্রিয়ার মাঝখানে যেন পশেছি একেলা চুপে!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সৃষ্টিক্ষম [স] *বিণ* সৃজনশীল। 'যে কবি সৃষ্টিশীল নহেন ... প্রশংসা নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সৃষ্টিক্ষমতা [স] *বি* সৃষ্টিশীলতা। 'অসামান্য সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি এমন কিছু লিখে যেতে পারলেন না ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সৃষ্টিক্ষেত্র [স] *বি* শিল্পশাখা। 'তাঁর বহুবিচিত্র সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে গানের ফসলকেই আমি ... কালজয়ী জ্ঞান করি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সৃষ্টিচক্র [স] *বি* সৃষ্টির অবিরাম আবর্তন। 'যতদিন না জগতের কণামাত্র বস্তু সৃষ্টিচক্র থেকে মুক্তি পায় ততদিন মহামানবেরও মুক্তি নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সৃষ্টিচাতুর্য, সৃষ্টিচাতুর্য্য [স] *বি* সৃষ্টিদক্ষতা। 'তদুভয়মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য্য কিছুই নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টিছাড়া [স সৃষ্টি+ছাড়া] **১** *বিণ* অদ্ভুত। 'কলকেতার নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকল গুলিই সৃষ্টিছাড়া ও আজগুবে!' *হুতোম*, ১৮৬১; 'তুই কী সৃষ্টিছাড়া/ নাইকো সাড়া/ রয়েছিস কোন নিশার ঘোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* বাউণ্ডুলে। 'ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সৃষ্টিতৎপর [স] *বিণ* ফলপ্রসূ। 'জাতীয়তার আধার না হলে আধুনিকতা সৃষ্টিতৎপর হয় না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সৃষ্টিদাতা [স] *বি* স্রষ্টা; সৃষ্টিকর্তা। 'সৃষ্টিদাতা রজোগুণে রিপুকুলনাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সৃষ্টিধর [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সপ্তাশ্ব শকটে সৃষ্টিধর করে সঞ্চরণ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৃষ্টিধর্মিতা, সৃষ্টিধর্ম্মিতা [স] *বি* সৃজনশীলতা। 'সাহিত্য জমিনে সৃষ্টিধর্ম্মিতার লেবেল আঁটিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সৃষ্টিধারা [স] *বি* সৃষ্টির প্রবাহ। 'তার সৃষ্টিধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৃষ্টিনৈপুণ্য [স] *বিণ* সৃষ্টি ক্ষেত্রে গুণপনা। 'মানব বিশ্ববিধাতার অত্যদ্ভুত সৃষ্টিনৈপুণ্য-পটীয়সী জ্ঞানধারণাতীতা মহীয়সী শক্তির পরিচয় স্বরূপ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৃষ্টিপট [স] *বি* সৃষ্টির ছবি। 'মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৃষ্টিপতি [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সৃষ্টি হেতু সৃষ্টিপতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সৃষ্টি-পাপ [স] *বি* জন্মদানের অপরাধ। 'আমি স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি-পাপের অনুতাপ-তাপ-হাহাকার।' *নজরুল*, ১৯২২।

সৃষ্টিপাল [স] *বি* সৃষ্টির পালনকর্তা। 'জয় জয় সৃষ্টিপাল জয় দুষ্টবীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সৃষ্টিপ্রকরণ [স] *বি* শিল্পমাধ্যম। 'আর্ট একটি সৃষ্টিপ্রকরণ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সৃষ্টিপ্রয়াস [স] *বি* প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। 'নূতন এক আদর্শের সৃষ্টিপ্রয়াসে নিরত আছেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সৃষ্টিপ্রলয় [স] *বি* সৃষ্টি ও ধ্বংস। 'সৃষ্টিপ্রলয় বলয় হয়ে ঘোরে শ্যামার চতুর্ভুজে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সৃষ্টিপ্রাচুর্য [স] *বি* সৃষ্টির আধিক্য। 'সৃষ্টিপ্রাচুর্যে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করেছে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সৃষ্টিপ্রারম্ভ [স] *বি* সৃষ্টির প্রথম যুগ। 'সৃষ্টিপ্রারম্ভে মানব-মন যে জ্ঞানস্তরে সন্নিবিষ্ট ছিল, ইদানীন্তন যুগে সে স্তর এত সুদূর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৃষ্টিপ্রেম [স] *বি* সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা। 'সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পণ্যলোভের এই বিরোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৃষ্টিপ্রেরণা [স] *বি* রচনার অনুপ্রেরণা। 'ক্লাসিক কার্যকারণবোধ এবং রোমান্টিক সৃষ্টিপ্রেরণা পরস্পরের বিরোধী নয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সৃষ্টিবদল [স সৃষ্টি+আ বদল] *বি* সৃষ্টিক্ষেত্রে পরিবর্তন। 'কাব্যে এই-যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সৃষ্টিবৈচিত্র্য [স] *বি* সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্রতা; নানা স্বাদের সৃষ্টি। 'তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৃষ্টিবৈষম্য [স] *বি* সৃষ্টির ভেদাভেদ। 'প্রাণীজগতের এইরূপ সৃষ্টিবৈষম্য ও চিত্তহারিত্ব ব্যাপার যেমন লোভনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৃষ্টিব্যাপার [স] *বি* সৃজনশীলতা। 'মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টিব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সৃষ্টিময় [স] *বিণ* সৃষ্টিশীল। 'সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকাটি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

সৃষ্টিমুহূর্ত [স] *বি* সৃষ্টি করার সময়। 'বেশীর ভাগ প্রতিভাবানই তো সৃষ্টিমুহূর্তে মহান, পরমুহূর্তে সাধারণ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৃষ্টিমূলক [স] *বিণ* সৃজনশীল। 'জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে সৃষ্টিমূলক কোন কিছুর কথা চিন্তা করা যায় না।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সৃষ্টিরক্ষা [স] *বি* সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে সংরক্ষণ। 'আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই সৃষ্টিরক্ষা হইবে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সৃষ্টির ক্ষেত্র *বি* পৃথিবী। 'বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সৃষ্টিলীলা [স] *বি* জন্মদান প্রক্রিয়া। 'যে গরুটাকে নির্বীর্য করা হয় তার দ্বারা সৃষ্টিলীলা চলে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সৃষ্টিলোপ [স] *বি* বিশ্ব-জগতের ধ্বংস। 'ব্রাহ্মণত্ব ও বিদ্যা পাইলে এখনই সৃষ্টিলোপ করিবে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সৃষ্টিশক্তি [স] *বি* নতুন কিছু সৃষ্টির শক্তি। 'ভাবনাই হচ্ছে সাধনার সৃষ্টিশক্তির মূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৃষ্টিশিখর [স] *বি* সৃষ্টির সর্বোচ্চ চূড়া। 'অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে অসীম কালের মহাকন্দরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৃষ্টিশীল [স] *বিণ* সৃজনশীল। 'মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সৃষ্টিশীলতা [স] *বি* সৃজনশীলতা। 'সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাও বাধাগ্রস্ত হলো।' *উমর*, ১৯৬৮।

সৃষ্টিসুখ [স] *বি* সৃজনশীলতার আনন্দ। 'একটা সৃষ্টিসুখ পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সৃষ্টিস্থিতি [স] *বি* উৎপত্তি ও সংরক্ষণ। 'ভাষার সৃষ্টিস্থিতি এইরূপ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সৃষ্ঠী [স সৃষ্টি] *বি* জগৎ। 'দেখিল সকল সৃষ্ঠী কিহ কার নএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সে [স সঃ] **১** *সর্ব* সেই। 'তব সে মুষা উঞ্চল পাঞ্চল।' *চর্যা* ২১, ১২০০; 'বকুলতলাতে আছে সে সুন্দরী সতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ধর্ম্ম হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।' *মালাধর*, ১৫৫০। **২** *অব্য* তো। 'গুরু বোব সে সীস কাল।' *চর্যা* ৪০, ১২০০; 'আমি সে জানিল সব তোমার মহিমা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *সর্ব* যে। 'হের সে শবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০। **৪** *অব্য* তা। 'দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৫** *বিণ* উক্ত। 'সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৬** *সর্ব* এ। 'হেন সে যৌবন রাধা সব আলপাউ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৭** *সর্ব* সেই স্থান। 'সে হইতে উৎখাত হইয়া গৌরে রাজধানী স্থানে গতি করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **সেঅ** *সর্ব* সেও। 'নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপুড়া।' *চর্যা* ২০, ১২০০। **সেটুকু** *বি* সেই সামান্য অংশ। 'পরিতৃপ্তির যে সুখ সেটুকুও তাহার চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **সেমনে** *ক্রিবিণ* সেরূপে; সেভাবে। 'সেমনে লইআঁ যাহা যমুনার পার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সে সবে** *সর্ব* তারা। 'আইলি সখি সবে সাথে হমার/ সে সবে ভেলি নিকহি বিধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সেসি** *সর্ব* সেই। 'অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সেহ ১** *সর্ব* সেই। 'জগতের জগন্নাথে/ সেহ আমি রাজপথে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *সর্ব* সেও; তাও। 'শ্রীফল সদৃশ কুচ সেহ মোর বৈরি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **সেহি ১** *বিণ* সেই। 'যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে/ সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সেই। 'সেহি সে তোহ্মার নারি কহিল নিশ্চিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সেহিমতে** *ক্রিবিণ* সেই মতো। 'সেহিমতে করিবোঁ তোহ্মার উপকার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সেহে** *ক্রিবিণ* সেজন্য। 'তুঅ গুণ গৌরব সীল সোভাব/ সেহে লএ চঢ়লিহু তোহরী নাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সেহেন** *বিণ* সেরূপ। 'সেহেন বর কেসরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সেহো** *সর্ব* সেও; সে আবার। 'নপুংসক সেহো কংসদাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সেহোঁ** *সর্ব* সেও। 'সেহো দোষ খণ্ড কাহ্নু না জাণিলোঁ ভোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সে-ময় *বিণ* সে-পূর্ণ। 'আমি-ময় সে আমার/ আমারে সে-ময় করেছে রে।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

সেঅথী [স সেবন্তী] *বি* সেঁউতি ফুলবিশেষ। 'যুথী কেশর সেঅথী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সেআড়ি *বি* গাছ বিশেষ। 'সেআড়ি লইআ ভেট জাহ তুমি তথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সেআয় [আ সিওয়া] *অব্য* ব্যতীত; উপরন্তু। *তাঁতি*, ১৭৯২।

সেআলী [স শেফালিকা] *বি* শিউলি ফুল। 'নাগেশর কেশর আর তিনিশ শিরিষ বহুল মহুল সেআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সেই [স সঃ>] **১** *বিণ* পূর্বোক্ত। 'দৈবকীর উদরে গেল যে কেশ ধবল সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অভিন্ন। 'প্রত্যেকে দেখাইল আনি সেই নারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* সে সময়। 'সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৫০।

সেইমত, সেমত ১ *বিণ* সে রকম। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *ক্রিবিণ* সেরূপে। 'জালে যেমন বন্দী মীন, সেইমত রাত্রিদিন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সেইরূপ *বিণ* সেরূপ; সেরকম। 'সে সেই রূপ কথা সারা রাত্র কহে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সেইস *সর্ব* তাই। 'বিধাতা লেখিল কর্ম্ম সেইস হইব।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেইরূপ ১ *ক্রিবিণ* সেই রকম। 'পাখী সকলও দিনের বেলায় সেইরূপ করিয়া থাকে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* সেরকম। 'সন্তরণ বিষয়ে সেইরূপ দক্ষ হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সেই সকল *বিণ* সেই সব; সেসব। 'সেই সকল সামগ্রীই পুষ্টিকর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সেউ [ফা সেব] *বি* আপেলের ন্যায় ফলবিশেষ। 'মেঠাই যত বরফী বুন্দে খৈচুর সেউ জিলাপি মতিচুর লুচি কচুরি ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সেও [ফা সেব] *বি* আপেল-জাতীয় ফল। 'বদানা সেও ও জলগোজা খাইয়া টপ্পা মারিতে আরম্ভ করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সেওই১ *বি* সেই-ই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সেওই২ *বি* সেমাই। 'তাহার মতন চেকন সেওই কে কাটিতে পারে।' *জসীম*, ১৯২৯।

সেঁওয়াই *বি* সেমাই। 'সেঁওয়াই খাওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় সেদিন।' *হাই*, ১৯৪৭।

সেওড়া *বি* গাছবিশেষ। 'খেজুড়, কুল, আঁকড়, সেওড়া প্রভৃতি গাছে ... *তারা*, ১৯৪২।

সেওয়া [আ সিওয়া] *অব্য* ব্যতীত; উপরন্তু। 'সেই হিসাবে সেওয়ায় আ আমার সহি কোনো কাম কাজ নাহি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তোমাে ডাণ্ডা সেওয়ায় রোজ ইতলাক সমেত ১০ দস টাকা দিলাম *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সেওয়ায় *ক্রিবিণ* বিষয় অনুযায়ী। 'আড়াই বিঘার পূর্ব্ব আ সেওয়ায় বাজে জমি।' *ভেরলি*, ১৭৮৩।

সেঁউতি১, সেঁউতী [স সেচনী] **১** *বি* এক ধরনের ছোটো নৌকা। 'কাঠে সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* জমিতে পা সেচের লম্বাকৃতি কাঠের ডোঙা। 'একটু দূরে রাতে-পরিত্যক্ত সেঁউ নজরে পড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সেঁউতি২ [স সেবন্তী] *বি* গোলাপের মতো এক ধরনের ফুল। 'সেঁউ গোলাপ নাগকেশর সুগন্ধ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সেঁউতির মালা *বি* সেঁউতি ফুলের মালা। 'কোন দিন সেঁউতির মা হতে তার ঝরে গেল বৃন্তগুলি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সেঁউতিলতা *বি* সেঁউতি ফুলের লতা। '... আর সেঁউতিলতা তাহা জড়াইয়া ... বাঁচিয়া রহিয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সেঁওলি [স শৈবাল] *বি* শ্যাওলা। 'কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সেঁক *বি* গরম পানি বা কাপড় দিয়ে তাপ প্রয়োগ। 'এমন করে সেঁ দেবো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সেঁকতাপ *বি* গরম পানি বা কাপড়ের তাপ দেওয়া। 'ঘরে গি সেঁকতাপ দিচ্ছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সেঁকা১ [ধ্বন্যা] *বিণ* ঝলসানো। 'সেই সেঁকা খাসী আনি খএক সকলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সেঁকা২ [ধ্বন্যা] *ক্রি* ভাজা। 'উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকি আনিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **সেঁকিল** *ক্রি* ঝলসালো। 'ভাল মতে সে খাসী আনলে সেঁকিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

সেঁকুল কাঁটা *দ্র* সেঁয়াকুল

সেঁকো *বি* এক প্রকার ধাতব বিষ; আর্সেনিক। 'চারিদিকে পামগাছ ঘোলা মদ – বেশ্যালয় – সেঁকো – কেরোসিন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সেঁকোবিষ *বি* একপ্রকার ধাতব বিষ; আর্সেনিক। 'করেছো অমৃ অধোগামী সেঁকোবিষ।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

সেঁগাতিন *বি* সখী। 'সই সেঁগাতিন মিতিন নাতিন জলকে যাবে গো *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সেঁচা *ক্রি* নিষ্কাশন করা। 'পুখরি সেঁচিয়া বেউলা অবশ্য চাহিবে ঘর *বিজয়*, ১৬৫০। **সেঁচিয়া** [স সেচ্>] *ক্রি* পানি তুলে ফেলে। 'জ সেঁচে আগে ভাগে।' *জসীম*, ১৯৩১।

সেঁচুনী *বি* যা দিয়ে জল সেঁচা হয়। 'কখনো বা টিনের কখনো বেতের সেঁচুনী হাতে জলের কাছে এগিয়ে যেত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

সেঁজি *বি* কাঁটাওয়ালা গুল্মবিশেষ। 'সুঁইকাটা ও সেঁজির জঙ্গলে ভরা এক জায়গা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সেঁজুতি [স সন্ধ্যা>] *বি* সন্ধ্যাবেলায় বাতি জ্বালানোর ব্রতবিশেষ। 'অ কি এরা, তেমন করে, সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭

সেঁজোতি [স সন্ধ্যা>] *বি* সেঁজুতি। 'এখন আর কি তারা সাজী নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঁজ-সেঁজোতির ব্রত গাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সেঁটে *ক্রি* খেয়ে। 'রুটি সেঁটে, কোমর এঁটে, এক দৌড়ে পগার পার।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

সেঁত [স সিক্ত>] *বি* নাক দিয়ে বের হওয়া শ্লেষ্মা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেঁতসেঁত [স সিক্ত>] *বি* ভিজা ভিজা অবস্থা। 'পথঘাট পেঁচপেঁচ সেঁতসেঁত করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সেঁতসেঁতে *বিণ* প্রায় ভিজা এমন। 'চলা ফেরা করি সেঁতসেঁতে ভিজেমাটি জল কাদার উপরে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সেঁতানি *বি* জলো জায়গা। 'খরার সময় সব সেঁতানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত।' *তারা*, ১৯৪০।

সেঁদা [স সন্ধি>] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'তবেত জোঁক সেঁদোয় পাতালে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সেঁদানো *ক্রি* প্রবেশ করানো। 'নাম শুনেই আমার হাত-পা একেবারে পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সেঁধা [স সন্ধি>] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'নভেলিস্টের মাথার মধ্যে সেঁধোতে পারা যেত, বেশ দিব্যি সোনার জলে বাঁধানো একখানি তকতকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সেঁয়াকুল *বি* বুনো ফলবিশেষ। 'গোলমরিচের মত শুকনা সেঁয়াকুল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সেঁকুল কাঁটা *বি* শিয়াকুল কাঁটা। 'পায়ের তলায় ঘাস ফুটছে সেঁকুল কাঁটা ঝরাপাতার রাশি।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সেঁসা [স শাস্>] *ক্রি* শাসানো। 'মুই ফোজদুরি করবো বল্যে সেঁস্যে এইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সেক[1] [আ শেখ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'বীরবর হবিবউল্লা আর সেক দৈদউল্লা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **শেখ**

সেক[2] [স সিচ্>] *বি* আস্তে আস্তে তাপ প্রয়োগ। 'তাপ সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সেকচী [ধ্বন্যা] *বি* একপ্রকার ঘণ্ট ব্যঞ্জন। 'কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা।' *ভারত*, ১৭৬০।

সেকম [ফা শিকম] *বি* গর্ভ। 'দাখিল হইল বুড়ির সেকম ভিতর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেকরা [স স্বর্ণকার] **১** *বি* স্বর্ণকার। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সেকরার কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সনাত সেকরা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সেকরানি *বি* স্বর্ণকারের স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেকশন, সেকসন [ই] **১** *বি* অনুচ্ছেদ বা আদেশ বা ধারা। 'সেকসন লেখা কেরাণির মত কলুর ঘাণির বলদ।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* শাখা। 'এক সেকশনে পড়েছি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সেকহেণ্ড [ই] *বি* হ্যান্ডসেক; করমর্দন। 'সেকহেণ্ড অর্থাৎ হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক সম্মান প্রদান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সেকহ্যাণ্ড [ই] *বি* করমর্দন। 'বাবু উপরে এলেন ... সেকহ্যাণ্ড, গুড ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় ঢুকতে আদ ঘণ্টা লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেকাণ্ট [ই] *বিণ* দ্বিতীয়। 'ফার্ষ্ট সেকাণ্ট থারড ফোর্থ ক্লাস।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সেকান্দরী [ফা] *বিণ* সিকান্দার শাহ প্রবর্তিত। 'সেই হস্তে লেখএ তারিখ সেকান্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সেকাল [সে+স কাল] *বি* অতীত কাল। 'সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সেকালীন *বিণ* পুরাতন ঢঙের। 'একেত কাব্য, তার উপর সেকালীন কাব্য।' *হাই*, ১৯৫৪।

সেকৃটরি, সেকৃটারি [ই] *বি* সভা বা সমিতির সম্পাদক। 'সেকৃটারি।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'সেকৃটরি ... অসাধারণ ধন্যবাদ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। *দ্র* **সেক্রেটারি**

সেকেণ্ড [ই] **১** *বিণ* দ্বিতীয়। 'সেকেণ্ড হবে যাবে কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'ঐ রে পিসিমা দি সেকেণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **২** *বি* সময়ের একক; এক ঘণ্টার ষাট ভাগের এব ভাগ। 'মুখ ঠেকাবার জন্যে এক সেকেণ্ড মেয়াদ পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'গতিবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সেকেণ্ড ইয়ার [ই] *বি* দ্বিতীয় বর্ষ। 'কালেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'ছুটির পর সেকেণ্ড ইয়ারে উঠিতে দিবে না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সেকেণ্ড ক্লাস [ই] *বি* রেলগাড়ি স্টিমার প্রভৃতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা। 'কেহ ফার্ষ্ট ক্লাসে, কেহ সেকেণ্ড ক্লাসে, কেহ থার্ড ক্লাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'একজন আরোহী সেকেণ্ড ক্লাস হইতে অবতরণ করিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

সেকেণ্ড মাষ্টারি [ই সেকেন্ড মাস্টার+ই] *বি* স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ। 'একটি ছোটো শহরে এণ্ট্রেন্স স্কুলে সেকেণ্ড মাষ্টারি-পদ প্রপাপ্ত হইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড [ই] *বিণ* পূর্বব্যবহৃত। 'সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আসবাবের দোকানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটার।' *জীবন*, ১৯৩২।

সেকেণ্ডারি [ই] *বিণ* মাধ্যমিক (স্কুল)। 'প্রায়মারি, সেকেণ্ডারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সেকেন ক্লাস [ই সেকেন্ড ক্লাস] *বি* রেলগাড়ি স্টিমার প্রভৃতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা। 'সেকেন ক্লাস ও গুড্স ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেকেলে [সে+স কাল>] **১** *বিণ* পুরানো। 'অলঙ্কার প্রতিকার যাহারা সেকেলে তাহারা বাঙ্গালীতর।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* প্রাচীন যুগের আদর্শবিশিষ্ট। 'তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন।' *জগদীশ*, ১৯১৮। **৩** *বিণ* পুরানো আমলের। 'সেকেলে নবাবী চাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'যদিও সেকেলে আমিরী দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেবে পড়েছিল অনেক নীচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সেকেহ্যান [ই শেইক হ্যান্ড] *বি* করমর্দন। 'নীলকরদিগের মধ্যে অনেকেই মাজিষ্ট্রেট বিশেষের হস্ত ধরিয়া সেকেহ্যান করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮।

সেক্রেটরি, সেক্রেটরী [ই] **১** *বিণ* সরকারি। 'সেক্রেটরি দপ্তরে কৌসলের ঘরে তহকীকে বুঝা জাবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **২** *বি* সম্পাদক। 'ঐ সম্প্রদায়ের সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বি* কলেজের স্থায়ী পরিদর্শক। 'এক জন ইউরোপীয় সেক্রেটরী সাহেব ঐ ছাত্রেরদের নৈপুণ্যাদির পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্য্যার্থ নিযুক্ত আছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। *দ্র* **সেকৃটরি**

সেক্রেটরিয়ট [ই] *বি* প্রশাসন। 'সেক্রেটরিয়টের উপরিস্তরে বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

AMARBOI.COM

সেক্রেটারি, সেক্রেটারী [ই] *বি* সম্পাদক। 'অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ও খাজাঞ্চীকে মনোনীত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সেক্রেটারিগিরি [ই সেক্রেটারি+ফা গিরি] *বি* সহকারীর কাজ। 'ঠিক এই সময়ে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারিগিরি জুটে গেল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

সেক্রেটারিবাবু [ই সেক্রেটারি+ফা বাবু] *বি* সম্পাদক বাবু। 'মিসেস বোস মেদবহুল চিবুকটা কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহ করিলেন, নিশ্চয়ই সেক্রেটারিবাবুর ভাইপোটা ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সেক্রেটারিয়েট আপিস [ই] *বি* প্রশাসনিক দপ্তর। 'সেক্রেটারিয়েট আপিসের অ্যাপ্রেন্টিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সেক্রেটারী জেনারেল [ই] *বি* প্রধান সেক্রেটারি; মহাসচিব। 'সেক্রেটারী জেনারেল বেগম ...।' *বেগম*, ১৯৬৩।

সেক্স [ই] ১ *বি* পুরুষ ও নারীর ভেদ। 'আমাদের সমাজে একটা সেক্স সম্বন্ধে আরেকটা সেক্স একান্ত স্বল্পচেতন?' *অন্নদা*, ১৯২৯। ২ *বি* যৌনতা। 'সেক্স-এর বাড়াবাড়ি?' *জীবন*, ১৯৩৩।

সেক্সলেস [ই] *বিণ* নারীসুলভ গুণহীন। 'এর দরুন মেয়েরা সেক্সলেস বা পুরুষালী হয়ে উঠছে এমনও নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সেক্সোলজি [ই] *বি* যৌনবিদ্যা। 'উক্ত দুই শাস্ত্র ঘেঁটে ... যে শাস্ত্র বানানো হয়েছে – যার নাম সেক্সোলজি।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

সেখ [আ শেখ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান।' *ভারত*, ১৭৬০। দ্র **শেখ**

সেখর [স শিখর] *বি* অগ্রভাগ। 'উদ্ধারিলে আমা তুমি দসন সেখরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেখা [স শিক্ষ্>] *ক্রি* শেখা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেখানো [স শিক্ষ্>] *ক্রি* শিক্ষা দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেখানকার [সে+স স্থান>] *বিণ* সেই স্থানের। 'সেখানকার আলাদা কোটী ছাড়াইয়া হারহাটার সামিল করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সেখানে [সে+স স্থান>] *ক্রিবিণ* সে স্থানে। 'অনেক মোচলমান আছে তো সেখানে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সেখেন [সে+স ক্ষণ>] *বি* সে স্থান। 'সেখেনে একটি পুঁটলি আর বুড়ি মাকে রেখে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সেগুন, সেগুণ [হি সাগুন] *বি* শক্ত গাছবিশেষ যা দিয়ে আসবাপত্র নির্মিত হয়; টীক। 'বন হইতে সেগুণ কাষ্ঠ আনে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সেগুনকাঠ *বি* সেগুন গাছের চিরানো কাঠ। 'শালকাঠের কড়িবরগা ও সেগুনকাঠের জানলা-দরজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সেঙাত [স সঙ্গ>] *বি* (খারাপ কাজের) বন্ধু; চেলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেঙাতনি [স সঙ্গ>] *বি স্ত্রী* (খারাপ কাজে) বান্ধবী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেঙাতিনী [স সঙ্গ>] *বি* বান্ধবী। 'কেহ ডাকে এস সই চল সেঙাতিনী।' *ভারত*, ১৭৬০।

সেচন [স] ১ *বি* সিঞ্চন। 'উৎসাহ সেচন বিনা যেন তাহা শুষ্ক না হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ২ *বি* কৃষিকাজে জল সেচা। 'ভূমিতে জল সেচন করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'একটা সেচনপদ্ধতির যোগে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সেচনী *বি* জল সেচন করার পাত্র। 'সেচনী ব্যজনী বুনি আর বুনি ডালা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সেচা [স সিচ্>] *ক্রি* সেচন করা। **সেচিল** *ক্রি* সেচন করলো 'পীযুষে সেচিল কাহ্ন রাধার মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সেচ্ছাপুর্ব্বক [স স্বেচ্ছাপূর্বক] *ক্রিবিণ* স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। 'আপ সেচ্ছাপুর্ব্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সেজ[1] [পা সেয্যা] *বি* শয্যা। 'ফুল সেজ বিছাইয়া রহয়ে ধেয়ানি হৈয়া। *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সেজা [পা সেয্যা] *বি* বিছানা। 'নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ।' বড়ু ১৪৫০।

সেজি [পা সেয্যা] *বি* শয্যা। 'তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুে সেজি ছাইলী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

সেজ[2] [ফা সে?] *বিণ* তৃতীয়। 'বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া। *ভারত*, ১৭৬০।

সেজো *বিণ* তৃতীয়। 'পূবের বাড়ীর সেজোদাদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সেজো বউ *বি* তৃতীয় পুত্রের বউ। 'ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে/ বে আছেন সেজোবউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সেজ[3] *বি* বাতি। 'বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সেজবাতি *বি* কাচের আবরণযুক্ত বাতি। 'আমি সেজবাতি সা করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সেজদা[1] [আ সিজদাহ] *বি* কপাল মেঝেতে ঠেকিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের ইসলামি নিয়ম। 'মসজিদের বিচে আলী সেজদ করিতে ...।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেজদা[2] *বি* তৃতীয় বা সেজো ভাই। 'সেজদা এসে ধমক লাগায়। *অন্নদা*, ১৯৭২।

সেজদি *বি* তৃতীয় বা সেজো বোন। 'সেজদি আছে নাকি ওপরে? *সুনীল*, ১৯৭০।

সেজন্য [সে+স জন্য] *ক্রিবিণ* সেই কারণে। 'তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইও না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সেজা[1] [স শল্লকী] *বি* সর্বাঙ্গে কাঁটাযুক্ত জন্তুবিশেষ; সজারু। 'কাক পি পক্ষী আদি/ শিবা সেজা চতুষ্পদী/ যোগাইলা সভান আহার। *বাহরাম*, ১৬৫০।

সেজারু [স শল্লকী] *বি* সর্বাঙ্গে কাঁটাযুক্ত জন্তুবিশেষ; সজারু 'কেশদাম সেজারুর কাঁটার মত দণ্ডায়মান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

সেজা[2] দ্র **সেজা**

সেজি দ্র **সেজা**

সেজেগুজে [ফা সাজ্>] *ক্রিবিণ* সাজসজ্জা ক'রে। 'সেজেগুজে রেলপথে করো অভিসার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সেজো দ্র **সেজ**[2]

সেজ্যা [স সজ্জা] *ক্রি* সজ্জিত হয়ে। 'সেজ্যা আল্যা শিশুপাল হাতে বা সুতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সেঞ্চুরি [ই] ১ *বি* শতাব্দী। 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* (ক্রিকেট খেলায়) শতরান। 'আমি কি রান্নাঘরের পিছনে বাতাবিনে দিয়ে ঘন ঘন সেঞ্চুরি করিনি?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সেট[1] [স শ্রেষ্ঠী] *বি* শেঠ; হিন্দু অর্থ-ব্যবসায়ী শ্রেণীর বংশনাম-বিশেষ 'শ্রীযুত জগৎ সেট সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮১৯। দ্র **শেঠ**

AMARBOI.COM

সেঠ [স শ্রেষ্ঠী] *বি* শেঠ; হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষের বংশনাম। 'সেঠ আর বসাক তাঁতির শ্রেষ্ঠ যারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সেট[2] [ই] *বি* একই ধরনের জিনিসের সমষ্টি। 'তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বল্লেই হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সেটুকু দ্র সে

সেটেলমেন্ট, সেটেলমেন্ট [ই] ১ *বিণ* ভূমিব্যবস্থা সংক্রান্ত। 'তিনি গভর্নমেন্টের একজন বড়ো চাকুরে – সেটেলমেন্ট অফিসার।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ *বি* ভূমি-জরিপ বিভাগ। 'গ্রামে আসিল সেটেলমেন্টের আমিন।' *জসীম*, ১৯৬৪।

সেন্ট [ই] *বি* খ্রিস্টীয় চার্চ কর্তৃক পবিত্র বলে ঘোষিত ব্যক্তি। 'যিশুখৃস্ট এবং সেন্ট পল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'চার্চের তাবৎ সেন্টদের কাছে কান্নাকাটি করে ধন্না দেবেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সেন্টার [ই] *বি* কেন্দ্র। 'এসবের প্রশ্রয় দিলে সেন্টারের দুর্নাম হবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

সেন্টিমেন্ট [ই] *বি* ভাবানুভূতি; আবেগ। 'তুমি যে সেন্টিমেন্টের কতটা ধার ধারো তা তো আমার জানতে বাকি নেই।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সেন্টিমেন্টাল [ই] *বিণ* আবেগপ্রবণ। 'এত সহজে সেন্টিমেন্টাল করিয়া দিতে পারে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সেন্টিমেন্টালিজম [ই] *বি* আবেগ-প্রবণতা; ভাবাবেগ-সর্বস্বতা। 'ইহা সেন্টিমেন্টালিজম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সেত [স শ্বেত] *বি* সাদা রঙের বস্ত্রবিশেষ। 'কেহ নেত কেহ সেত কেহ পাট সাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সেতাম্বল [স শ্বেতাম্বল] *বি* শ্বেতবসন। 'সেতাম্বল লাগি কেহ লাগ নাহি পায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সেতখানা [আ সহৎ+ফা খানা] *বি* মলমূত্র ত্যাগের স্থান; পায়খানা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সেতম্বর [ই] *বি* সেপ্টেম্বর; ইংরেজি নবম মাসের নাম। *ভেরলি*, ১৭৭৬; 'ইমসনের ফরমাইষের রকমওয়ারি ও নাগাএদ সেতম্বর ওয়াসীল বাকীর ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সেতল [স শীতল] *বি* গ্রীষ্মকালে সূর্যাস্তের পর বিগ্রহকে ফলমূলের যে ভোগ দেওয়া হয়। 'বিগ্রহরা উত্তর আড়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাত্র) সেতল খেলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেতা [সেথা] *ক্রিবিণ* সেখানে। 'মোর সেতা বহুকাল থাকা নাহি হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। দ্র **সেথা**

সেতাবি [ফা শিতাব] *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'সেতাবি চুমিয়া মর্দ্দ লিলেক ত্বরিত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেতাবিও *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'খুব সেতাবিও আদালত করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সেতাম [ফা সিতম] *বি* অন্যায় আঘাত। 'আগে কারে পরে নাহি পৌছাই সেতাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেতার [ফা সিতার] *বি* পাঁচটি প্রধান তার ও কয়েকটি অপ্রধান তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তানপুরা বীণাযন্ত্রে মধুর সেতার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সেতারী ১ *বি* সেতারবাদক। 'তিনি ছিলেন চমৎকার সেতারী।' *প্রমথ*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* সেতারের। 'তারপর ওস্তাদ সেতারী বাজনা আরম্ভ ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সেতারা [ফা সিহ্তার] *বি* তারা। 'সেতারা রূপ হল কখন/ কী ছিল তার আগে তখন।' *লালন*, ১৮৯০; 'নূরজাহানের জ্যোতি ... জোহরা সেতারা, এ সম্বন্ধে কারও মতদ্বৈধ নাই।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সেতু [স] ১ *বি* বাঁধ। 'জলধিতে সেতু বান্ধি জিণিলোঁ মো লঙ্কা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পুল; সাঁকো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'নদীর ধার দিয়া এক প্রস্তরময় প্রাচীর ও তাহার উপর এক সেতু নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* সম্পর্ক। 'পরস্পর নির্ব্বাহের সাধারণ সেতুকে উল্লঙ্ঘন ... করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৪ *বি* পথ। 'খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *বি* যোগ। 'ইহাই অমৃতের সেতু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সেতুপথ [স] *বি* সংযোগ পথ। 'শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা দুটি হৃদয়ের সেতুপথে পারাপার করতে পারে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

সেতুবন্ধ [স] ১ *বি* সেতুনির্মাণ; সংযোগ। 'তবেঁ কৈলোঁ সেতুবন্ধ আহ্মে দাশরথী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* (হিন্দুপুরাণ) ভারত ও সিংহলের মধ্যবর্তী সেতু। 'উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পশ্চিমে হিঙ্গলাজ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* সাঁকো। 'ওই দেখেছিস তার সেতু-বন্ধ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সেতুবন্ধন [স] ১ *বি* সেতুনির্মাণ। 'তাহারা গৃহনির্ম্মাণ ও সেতুবন্ধন বিষয়ে অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* কোনো কিছুর মধ্যে সংযোগ। 'জয়হরি দেখিলেন আপনার কার্য্যের সেতুবন্ধন কিছুই হইতেছে না।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ৩ *বি* ভারত ও লঙ্কার মধ্যে বাঁধ নির্মাণ। 'যাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলাম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৪ *বি* মিলন; তফাত ঘোচানো। 'জেতৃ ও জিত-জাতির মধ্যে সেতুবন্ধন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সেতুবন্ধনী [স] *বিণ* সংযোগ স্থাপন করে এমন। 'কাটুক আমার জীবনেমরণে সেতুবন্ধনী দিন।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

সেতু বাঁধা *ক্রি* যোগাযোগ ঘটানো। 'কলরবে সেতু বাঁধে সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সেৎসাক্রমে [স স্বেচ্ছাক্রমে] *ক্রিবিণ* স্বেচ্ছাক্রমে। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

সেথা *ক্রিবিণ* সেখানে। 'সেতাই পণ্ডিত সেথা করিল সংখ ধ্বনি।' *রামাই*, ১৭১০।

সেথাকার *বিণ* সেখানকার। 'অজানা সে দেশ – সেথাকার লাগি উঠিয়াছে জাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সেথায় *ক্রিবিণ* সেখানে। 'তাকিদ খবর গিয়া আনহ সেথায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেথো [স সহিত>] *বি* সঙ্গী। 'এবার সেথোর সাথে যাইয়া ক্ষেত্রের রথে জগন্নাথ করিব দর্শন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সেদ[1] [স স্বেদ] *বি* ঘাম। 'কাঁপি উঠু তনু সেদ বহি গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সেদ[2] [স সাধু] *বি* সাধু। 'পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেদের।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সেদিক [সে+স দিক] *বি* ওই দিক; সেই দিক। **সেদিককার** *বিণ* ওই দিকের। 'বিহারীর নিকটে সেদিককার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সেদিন [সে+স দিন] *বি* সেই দিন; অতীতের কোনো দিনবিশেষ। 'যেখানে তোমরা সেদিন দেখেছিলে?' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'ইংরাজের ছেলেকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া আমাদের প্রমোশন বন্ধ করা হইল,

AMARBOI.COM

সেদিন আমাদের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সেদিনকার *বিণ* সেদিনের। 'সেদিনকার ডায়ারিতে সৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সেদিনকারের *ক্রিবিণ* সেদিনের মতো। 'সেদিনকারের গপ্প বলার হয়ে গেল রফা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সেদোনো [স সন্ধি>] *ক্রি* সেঁধনো; প্রবেশ করা। 'মা গো নাম কল্পি প্যাটের মধ্যি হাত পা সে'দোয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সেধে সেধে *ক্রিবিণ* বেচে। 'এত করে সেধে সেধে এত করে কেঁদে কেঁদে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সেন [স] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। '... মোহন সেনের কন্যা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সেনীয় [স] *বিণ* সেন আমলের। 'সেনীয় স্থাপত্য-পদ্ধতি এই মাত্র বর্ণিত প্রদেশের বিভিন্ন লোক দ্বারা অনুসৃত হয়ে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সেনউইজ [ই স্যানইউইচ] *বি* দুই টুকরা পাঁউরুটির মাঝখানে মাংস সবজি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি খাবার। 'ডিনারে ওবের্স্ট খেলেন তিনখানা সেনউইজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সেনসার [ই] *বি* প্রকাশিত হওয়ার আগে সরকারি যাচাই। 'স্রষ্টার ওপর সেনসার মোসন আন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সেনা [স] **১** *বি* সৈন্য। 'আইল সকল সেনা সঙ্গে প্রেত ভুত দানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাহার একজন জর্মন সেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *বি* বৃষ্টিধারা। 'মরুজয়ের সেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সেনাছাউনি *বি* সেনাবাহিনীর ব্যারাক। 'সেনাছাউনিতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সেনাধিপতি [স] *বিণ* সেনা প্রধান। 'সেনাধিপতি কার্তিকেয় ... ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সেনানাথ [স] *বি* সেনাপতি। 'আমি দ্রুতবেগে সেনানাথের নিকট... সংবাদ দিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

সেনানায়ক [স] **১** *বি* সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। 'সৈন্যেরা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া অধিকাংশ ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *বি* সেনাপ্রধান। 'আপনাকে আমাদের সেনানায়ক হতে হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

সেনানায়কতা [স] *বি* সেনাপতিত্ব; সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব। 'দেশনায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সেনানিবাস [স] *বি* সৈন্যদলের বসতি। 'ইংলন্ড থেকে আফ্রিকার কোনো-এক সেনানিবাসে পাঠানো হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সেনানী [স] *বি* সৈনিক। 'সেনানীদিগের রাণীগঞ্জ গমনের কারণ।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫; ' সেনানী আশি সহস্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সেনাপতি [স] **১** *বি* সেনানায়ক; সৈন্যদলের প্রধান। 'দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লেখাজোখা নাহি জত চলে সেনাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। 'দ্বিতীয় সেনাপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

সেনাপতিত্ব [স] *বি* সেনাপতির কাজ। 'ওই ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সেনাবলী [স] *বি* ব্যাটালিয়ন; সৈন্যদল। '৩১ গণিত সেনাবলীর ৪০০ সিপাহী।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

সেনাবাহিনী [স] *বি* সামরিক বাহিনী। 'সেনাবাহিনীর নিশান।' *ওস* ১৭৮৫।

সেনাবিভাগ [স] *বি* সামরিক বিভাগ। 'সেনাবিভাগে অবিচার আর প্রকট।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সেনাসংক্রান্ত [স] *বিণ* সেনাবাহিনীর। 'সেনাসংক্রান্ত লোক . বিপক্ষীয় সৈন্যদিগের গতিবিধি দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছিল।' *অক্ষয়* ১৮৫৪।

সেনা-সামন্ত [স] *বি* সৈন্য ও অন্যান্য লোকজন। 'বেদে ও বেদেনি দল এর সহচর-সহচরী, সেনা-সামন্ত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সেনাক্ত [ফা শিনাখত] *বিণ* শনাক্ত; চিহ্নিত। 'সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সেনিটেরিয়ম, সেনিটোরিয়াম, সেনেটারিয়াম [ই] *বি* হসপিটালের মতো চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের স্থান যেখানে দীর্ঘস্থায়ী রোগাক্রান্ত লোকেরা থাকে। 'এ ত সে সেনিটেরিয়ম নয়।' *রোকেয়া* ১৯২৪; 'চিকিৎসকরা তাঁকে সেনিটোরিয়ামে পাঠাইবার পরামর্শ দিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫; 'সেনেটারিয়ামের তো কথাই ওঠে না' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সেনী [স শ্রেণি] *বি* শ্রেণী। 'সিরে সুরসরি নহি কুসুমক সেনী।' *বিদ্যাপতি* ১৪৬০।

সেনেট [ই] *বি* আইন-সভা। 'তিনি গির্জা, কোর্ট, সেনেট, এবং অন্য অ রহস্য সভাতেও উপস্থিত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'সেনেটে মেম্বর কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সেনেট হাউস [ই] *বি* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন 'সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সেনেহ [স স্নেহ] *বি* ভালোবাসা; দরদ। 'ভিজায়ে সেনেহ-ক্ষীরে তুমি সোহাগ ভরে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সেন্ট [ই] *বি* সুগন্ধী তরলবিশেষ। 'সেন্ট মাখানো নোট পেপারে।' *জীব* ১৯৩২।

সেন্টার [ই] *বি* মধ্যমাঠ। 'সেন্টারে পড়ে আছে ভারতের স্বাধীন ফুটবল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সেন্টার-ফরওয়ার্ড [ই] *বি* ফুটবল খেলায় মাঝমাঠের অগ্রগা খেলোয়াড়। 'মোহনবাগানের সেন্টার-ফরওয়ার্ড গোল দিতে পার যা হয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সেন্টিগ্রেড [ই] *বি* তাপ মাপার এককবিশেষ, যাতে পানির সং তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি ও সর্বোচ্চ একশো ডিগ্রি । 'উষ্ণতা বৃদ্ধি হই ক্রমে ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উঠিল।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

সেন্টিমেন্ট [ই] *বি* ভাবাবেগ। 'ইহা সেন্টিমেন্ট বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সেন্টিমেন্টাল, সেন্টিমেন্টাল [ই] *বিণ* ভাবপ্রবণ। 'সেন্টিমেন্টা আলোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'এ-সব কথা শোনাবে সেন্টিমেন্টাল *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সেন্ট্রাল [ই] *বিণ* কেন্দ্রীয়। 'আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদি *নজরুল*, ১৯২৭।

সেন্ত [ই] *বি* সেন্ট; খ্রিস্টধর্মীয় চার্চ কর্তৃক পবিত্র ঘোষিত ব্যক্তি। '৫ গ্রিজা ঘর সেন্ত জেম্‌স নামে খ্যাত হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সেন্সাস [ই] *বি* আদমশুমারি; লোকগণনা। 'সেন্সাস ও স্ট্যাটিস্টিক্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে সমুদ্ধৃত কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সেন্সস-রিপোর্ট [ই] *বি* আদমশুমারির প্রতিবেদন। 'লোকসাধারণ কেবল সেন্সস-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সেপটিক [ই] *বি* রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত ঘা। 'যদি মারা যায় সেপটিক হয়ে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সেপটিপিন [ই সেফটিপিন] *বি* নিরাপদে ব্যবহার করা যায় এমন এক ধরনের পিন। 'আজকে আমি একপাতা সেপটিপিন চাইব।' *মনোজ*, ১৯৬১। *দ্র* **সেফটিপিন**

সেপাই [ফা সিপাহী] *বি* সাধারণ সৈন্য। 'মাস দুই অবধি গোরা ও সেপাই ও সাহেবলোক ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

সেপাইগিরি *বি* সৈনিকের কাজ। 'দেশী লোকের হাতে বন্দুক ধরিয়ে তাদের সেপাইগিরি শেখাল।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সেপাই-শাস্ত্রী *বি* সাধারণ সৈন্য ও সশস্ত্র প্রহরী। 'সেপাই-শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে আর্কে আশ্রয় নিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সেপাই-সাস্ত্রী *বি* সাধারণ সৈন্য ও পাহারাদার-সৈন্য। 'সেপাই-সাস্ত্রী নাড়ি-নক্ষত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সেপাহি [ফা সিপাহী] *বি* সৈন্য। *ভবানী*, ১৮২৩।

সেফাই [ফা সিপাহী] *বি* প্রহরী। 'হাসান হইল বাদশা হোসেন সেফাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেফাহী [স সিপাহী] *বি* সেপাই। 'সেফাহী জমাদার মাবুদ জাফর।' *ভারত*, ১৭৬০।

সেপায়া [ফা সিপায়াহ্] *বি* তিনপা বিশিষ্ট ছোটো টেবিল। 'একটা রূপার সেপায়ার উপরে যে পাত্র ছিল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সেপ্টেম্বর [স] *বি* খ্রিস্টাব্দের নবম মাস। '২৩ সেপ্টেম্বর ১৮২০।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সেপ্তম্বর [ই] *বি* সেপ্টেম্বর – খ্রিস্টাব্দের নবম মাস। '১ সেপ্তম্বর মঙ্গলবার।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

সেপ্তেম্বর [ই] *বি* সেপ্টেম্বর – খ্রিস্টাব্দের নবম মাস। '১০ সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সেফ [ই] *বিণ* নির্বিঘ্ন। 'ত্যামন ত্যামন আত্মীয় স্থলে (সেফ অ্যারাইভ্যালের জন্য) রেজস্টরী করে পাঠান যাবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেফটিপিন [ই] *বি* কাপড় বা কাগজ ইত্যাদি সংযুক্ত রাখার কাজে ব্যবহৃত এক ধরনের পিন, যার সুচালো মাথা আবৃত রাখা যায়। 'সুনি সেফটিপিন ভরে রাখলে লেফাফায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সেফ-ডিপোজিট [ই] *বি* সুরক্ষিত অর্থ বা সঞ্চয়পত্র। 'সিন্দুকের মধ্যে নিজেকে সেফ-ডিপোজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সেফসাইড [ই] *বি* অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন। 'হর্ষবর্ধন 'সেফসাইডে' থাকে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সেফত [আ] *বিণ* গুণ। 'তেনার সেফত কি করব?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সেফাই, সেপাহী *দ্র* **সেপাই**

সেফালিকা [স শেফালী] *বি* শেফালি ফুল গাছ। সেফালিকা বৃক্ষের উপর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেব *বি* গাছবিশেষ। 'পুষ্পিত সেব গাছ থেকে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সেবক [স] **১** *বি* ভক্ত। 'সেবকেঁ লংঘিব প্রভু।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সেবাকারী। 'সামী মোর সেবক তোহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* পূজারী। 'জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* সন্ন্যাসী; দূত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সেবক-প্রধান [স] *বি* মুখ্য সেবাকারী। 'আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সেবকবৎসল [স] *বিণ* সেবকের প্রতি স্নেহপরায়ণ। 'অদ্বৈত বলেন তুমি সেবকবৎসল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সেবক-সিংহ [স] *বি* সেবক-প্রধান। 'মওলানা শওকৎ আলী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন সেবক-সিংহ।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৮।

সেবকানুসেবক [স] *বি* সেবকের সেবক; তুচ্ছ সেবক। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সেবতি, সেবতী [স সেবন্তী] *বি* সেঁউতি ফুল। 'হরিবল্লভ সেবতী কর্পূরমালতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সেবতি কর্কন্তি স্তুতি ইন্দ্র মূল তোলে জাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সেবন [স] **১** *বি* উপাসনা। 'করিব সেবন জদি আসি পুনর্ব্বার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সেবা। 'জ্যেষ্ঠের সেবনে রত শ্রীলক্ষ্মণ নাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* কাজ। 'উত্তম হৈয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* ভক্ষণ বা পান। 'জ্বরের ঔষধ বাঙ্গালী বৈদ্য মহাশয়েরা কি সেবন করাণ।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৫** *বি* উপভোগ। 'ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে –।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

সেবন করা *ক্রি* পান করা। 'ঔষধ সেবন করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সেবনশীল *বিণ* সেবনকারী। 'মাদক-সেবনশীল উদ্ধত স্বামী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সেবনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সেবন ব উপভোগের জন্য। 'বায়ু সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সেবা[১] [স] **১** *ক্রি* যত্ন করা। 'থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহ্মাক সেবিঞাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* উপাসনা করা। 'জা সেবি কার্ত্তিকবির্য্য জগতে অধিকারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* সম্মান করা। 'সেবিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *ক্রি* বন্দনা করা। 'তোমার চরণ সেবি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সেবউক** *ক্রি* সেবা করুক। 'বুলিবা মূর্তি সব না সেবউক আর।' *সুলতান*, ১৭০০। **সেবি** **১** *ক্রি* উপাসনা ক'রে। 'জা সেবি কার্ত্তিকবির্য্য জগতে অধিকারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* বন্দনা করি। 'তোমার চরণ সেবি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সেবিঞাঁ** *ক্রি* সেবা করে। 'থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহ্মাক সেবিঞাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সেবিতে** **১** *ক্রি* উপাসনা করতে। 'সদাএ কল্পনা করি সেবিতে করতার।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *ক্রি* সম্মান করতে। 'সেবিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **সেবিব** *ক্রি* সেবা করবে। 'কুন্তিএ সেবিব তোহ্মা ষকল বরিসা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সেবিয়া** *ক্রি* উপাসনা ক'রে। 'বৈষ্ণব জন জেন সেবিয়া হরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সেবিল** *ক্রি* সেবা করলো। 'আরজন্মে দুই জনে সেবিল চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সেবিলা** *ক্রি* সেবা করলো। 'প্রভুক সেবিলা রহি সমুদ্র অন্তরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **সেবিলাঙ** *ক্রি* সেবা করলাম। 'অভিমত ইচ্ছা করি সেবিলাঙ কাম ঐরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **সেবিলে** *ক্রি* সেবা করলে। 'সর্বসিদ্ধ হয় সদা সেবিলে চরণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **সেবী** *ক্রি* উপাসনা ক'রে। 'আর পুত্র পাইব আহ্মি কোন দেব সেবী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সেবে** *ক্রি* উপাসনা ক'রে। 'সুত রাধা সুর্জ্জ সেবে পুত্র অবিলাসে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সেবেন** *ক্রি* সেবা করেন। 'আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সেব্যাছিল** *ক্রি* সেবা করেছিলো। 'এইরূপে রাবণ দেবতা সেব্যাছিল।' *রূপরাম*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭৫০। **সেব্যাছে** *ক্রি* সেবা করছে। 'ফুল্লরা সেব্যাছে হর তারে মিলে এই বর কাম সম জিনিঞা মুরতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সেবা[২] [স] **১** *বি* সেবাযত্ন; শুশ্রূষা। 'ঘরত রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পরিচর্যা। 'গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনা সেবা মাগি নিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* কাজ। 'তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* উপাসনা। 'এক মনে সেবা করে সঙ্কর পার্ব্বতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বি* দেখাশুনা। 'দুই প্রতিষ্ঠানকেই নানাভাবে সেবা ও সাহায্য করেছেন।' *গৌর*, ১৮২২। **৬** *বি* চর্চা। 'মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে কিন্তু বাহ্যে সত্যবাদির ন্যায়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৭** *বি* ভোজন; খাওয়ানো। 'আমায় ভোজ্যসামগ্রী দিন, কারণ গুরু-সেবার সময় অতীত হচ্চে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সেবা করা *ক্রি* প্রণাম করা। 'খ্রিস্তর আকৃতি আছিলেন তাহানে সেবা করিতে গেলো।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সেবাকারি [স সেবাকারী] *বিণ* সেবক। 'সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারি ব্রাহ্মণ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সেবাকারী [স] *বি* সেবক। 'বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সেবাকার্য, সেবাকার্য্য [স] **১** *বি* উপাসনা। 'শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সেবামূলক কাজ। 'সেবাকার্যকে সে যতটা কষ্টকর ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

সেবাকেন্দ্র [স] *বি* চিকিৎসা-শিবির। 'বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি লঙ্গরখানা ... ও সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।' *বেগম*, ১৯৬৭।

সেবাত [স সেবা>] *বি* সেবাকারী। 'মোসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের দানাদির দ্বারাই তাঁহার অর্থাৎ সেবাতের অধিকতর আনুকূল্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সেবাতি [স সেবা>] *বি* পূজারী। 'প্রতিমার সেবাতি অজ্ঞাতকুল বাস দেবল ব্রাহ্মণদ্বারা নিবেদিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সেবাদাসী [স] **১** *বি* বৈষ্ণবদের পরিচর্যাকারিণী দাসী। 'কোপ্নীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* উপপত্নী। 'ভক্ত তোরা পুজিস তারেই যোগাস খোরাক সেবাদাসী।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৩** *বি স্ত্রী* আজ্ঞাবহ। 'রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সেবাধর্ম, সেবাধর্ম্ম [স] *বি* পরিচর্যার ব্রত। 'সেবাধর্ম্ম নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ।' *বেগম*, ১৯৫১।

সেবাধর্মী [স] *বিণ* সেবামূলক। 'দেশের ... সেবাধর্মী একাজে অগ্রসর হলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সেবানিপুণতা [স] *বি* সেবার দক্ষতা। 'তাহার সেবানিপুণতা দেখিয়া ডাক্তার দুইজনও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সেবা-নিপুণা [স] *বিণ স্ত্রী* সেবা করতে পারদর্শী। 'এই সেবা-নিপুণা লাবণ্যময়ী মেয়েটি ... সমাজে স্বীকৃতি লাভ করুক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

সেবাপর [স] *বি* উপাসক। 'আমি তোমারই সেবাপর হইতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সেবাপরায়ণ [স] *বিণ* সেবাধর্মের প্রতি অনুরাগী। 'আপন সেবাপরায়ণ হৃদয়ের দাবি অনেক পরিমাণেই কমিয়ে এনেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সেবাপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত সেবাধর্মী। 'সেবাপরায়ণা হ গুরুজনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সেবাপূজা [স] *বি* পূজা ও অন্যান্য কাজ। 'অনেক দেবালয় উদ্ধ করিয়া সেবাপূজার নিরূপণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সেবাপূর্ণ [স] *বিণ* যত্নময়। 'তোদের সেই সেবাপূর্ণ স্নেহকরস্প রয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সেবাবিমুখ [স] *বিণ* সেবা-যত্ন করতে অনাগ্রহী। 'সেবাবিমুখ দেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রবে করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সেবাব্রত [স] *বি* সেবাধর্ম। 'নার্সিংকে সেবাব্রত হিসেবে গ্রহণে জন্যে ...।' *বেগম*, ১৯৬৮।

সেবাব্রতী [স] *বিণ স্ত্রী* সেবা বা পরিচর্যাই জীবনের ব্রত এমন। 'এ আশ্রয়-প্রার্থী শিবিরে সেবাব্রতী হিন্দু নারীদের সম্মুখে এক দুর্গ মুসলিম নারী এইভাবে চীৎকার করিয়া উঠে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সেবাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সেবাগুণসম্পন্ন। 'নারী শক্তিময়ী সেবাম মমতাময়ী কর্মিষ্ঠা রূপে নেমে আসুন।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সেবামূলক *বিণ* সেবাধর্মী। 'সেবামূলক কাজের প্রতি নারী-জাতি যে প্রবণতা রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫১।

সেবায়তি [স সেবা>] *বি* সেবাকারীর কাজ। 'রাধাকান্ত জীউ সেবায়তি অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সেবায়েত [স সেবা>] *বি* পূজারি। 'সেই কারণে সেবায়েত হইব অযোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সেবা-শুশ্রূষা [স] *বি* যত্ন ও দেখাশোনা। 'সেবা-শুশ্রূষা করিয় কাটে, আবার ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সেবাশ্রম [স] *বি* দুস্থদের সেবা দেওয়া হয় এমন কেন্দ্র। 'স্কু যাওয়ার চেয়ে মিশন, সেবাশ্রম প্রভৃতিতেই ঘুরে বেড়াত।' *নজরু* ১৯২৭।

সেবাসঙ্ঘ [স] *বি* সেবামূলক সংগঠন। 'নারী সেবাসঙ্ঘের চতু বার্ষিক সাধারণ সভা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সেবাসমিতি [স] *বি* জনসেবামূলক সংঘ। 'প্লেগ এল, সেবাসমি হল।' *অবন*, ১৯৪১।

সেবা-সুধা-ভরা *বিণ* সেবারূপ অমৃতে পূর্ণ। 'সেবা-সুধা-ভরা ল তুমি এ ধরায় দিয়েছিলে ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সবাসুশ্রুষা [স সেবাশুশ্রূষা] *বি* সেবাযত্ন। 'সেবাসুশ্রুষা করে।' *কো* ১৮০২।

সেবাহস্ত [স] *বি* যত্নের ছোঁয়া। 'সর্বত্রই নানা আকারে বিনোদিনী সেবাহস্ত অনুভব করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সেবিকা [স] **১** *বিণ* পত্নী। 'সেবিকা শ্রী ভোমরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮ **২** *বি স্ত্রী* দেবতার উপাসক। 'আমাদিগকে দেবসিংহাসনে বসাই ঐ-যে চিরব্রতধারিণী সেবিকাটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* রোগীদের শুশ্রূষাকারী। 'সেবিকা বিদ্যালয় ছাত্রী সংসদের উদ্যোগে *বেগম*, ১৯৭২।

সেবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সেবা পাচ্ছে এমন। 'জাএদা যেন রাজরা শত শত দাসী-সেবিতা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সেবী *বিণ* সেবাকারী। 'আমি যার একমাত্র সেবী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩

সেব্য [স] **১** *বিণ* পূজনীয়। 'সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ উপভোগ্য। 'মধ্যাহ্ন কালেও তদীয় কিরণ-জাল পরম সুখ-সেব্য বলিয়া অনুভূত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'এ প্রকার সুখ সেব্য আর নাহি আছে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

সেব্যমান [স] বিণ সেবা পাওয়ার যোগ্য। 'তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সেভিংস [ই] বিণ সঞ্চয়ী। 'অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংসে ব্যাঙ্কের খাতা খুলিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সেভিংস অ্যাকাউন্ট/এ্যাকাউন্ট [ই] বি সঞ্চয়ী হিসাব। 'শ'খানেক টাকা আছে ব্যাঙ্কের সেভিংস এ্যাকাউন্টে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮; 'হাজার টাকার এক সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন একবার।' শিবরাম, ১৯৭০।

সেভিংস ব্যাঙ্ক [ই] বি সঞ্চয়ী ব্যাংক। 'সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকার সহিত স্কুলের হেডমাষ্টারের নিকট।' প্রভাত, ১৮৯৬।

সেমত ক্রিবিণ সে-রকম। 'বটে তাহার পরে কেহ আর সেমত নাই।' কেরি, ১৮০২।

সেমাই [হি] বি ময়দা দিয়ে তৈরি সুতার মতো খাদ্যবিশেষ, যা চিনি-সহযোগে রান্না করে খেতে হয়। 'সেমাইসহ জলযোগের সুব্যবস্থা।' বেগম, ১৯৪৯।

সেমিকোলন [ই] বি যতিচিহ্নবিশেষ। 'কমা সেমিকোলন চলবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সেমিজ [ই শেমিজ] বি মহিলাদের লম্বা ঢিলা পোশাকবিশেষ। 'বিলাতী বডিজ, সেমিজ, ও মোজা।' নবনূর, ১৯০৫; 'সেই একবস্ত্রের দিনে সেমিজ পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

সেমিজ-পরা বিণ সেমিজ-পরিহিত। 'হঠাৎ ঢিলে সেমিজ-পরা পাংশুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

সেমিটিক [স] বিণ মধ্যপ্রাচ্যে ও পশ্চিম এশিয়ার নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীবিশেষ সংক্রান্ত (আরব ও ইহুদি)। 'সেমিটিক-ভাবের সহিত হিন্দুভাবের কোনো স্বাভাবিক সংমিশ্রণ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সেমিটি [ই] বিণ সেমেটিক নামক জাতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'আরবরা সেমিটি, চীনারা মঙ্গোলীয়।' মুজতবা, ১৯৫২।

সেমীয়ভাষা বি আরবি, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা। 'আর্য্যভাষা ও সেমীয়ভাষা।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সেমিনার [ই] বি আলোচনা সভা। 'সরকারের ব্যুরো অফ হেলথ এডুকেশনের যৌথ উদ্যোগে ... সেমিনারটি আরম্ভ হয়েছে।' বেগম, ১৯৬২।

সেয়তী [স সেবন্তী] বি সেঁউতি ফুল। 'মাল্লী লবঙ্গ সেয়তী।' বড়ু, ১৪৫০।

সেয়াকুল বি কাঁটাজাতীয় গুল্মবিশেষ। 'নারী মনে পশি যায় যত্নে নাহি বাহিরায়/ সেয়াকুলের কাঁটা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সেয়াখত বিদ্যা [আ সিয়া+আ খত+স বিদ্যা] বি বার্তাবিদ্যা। 'বার্ত্তাবিদ্যা অর্থাৎ সেয়াখত বিদ্যা শিখিয়া ... পণ্ডিতা হইয়াছিলেন।' গৌর, ১৮২২।

সেয়াগোস বি পশুবিশেষ। 'উল্লুক ভল্লুক মেড়া, সেয়াগোস ভৈঁস গড়া।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

সেয়ান [স সজ্ঞান] ১ বিণ চতুর। 'রাহি সুচেতনি কাহ্নু সেয়ান।' শেখর, ১৬০০। ২ বিণ বুদ্ধিমান। 'অজ্ঞান সময়ে হইল পরম সেয়ান।' বাহরাম, ১৬৫০।

সেয়ানা [স সজ্ঞান] ১ বিণ চালাক। 'ধর্মকেতু ভায়্যা সনে কইনু লেনা দেনা/ তাহা হইতে তাইপো হইয়াছ অধিক সেয়ানা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ধূর্ত। 'ভাই তুমি বড় সেয়ানা।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বিণ বুদ্ধিমান। 'আমাদের সকলের চেয়ে সেয়ানা হল বুঝি!' রবীন্দ্র, ১৯১০।

সের [ফা] বি ওজন মাপার একক; এক মনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ; এক কিলোগ্রাম থেকে প্রায় একশো গ্রাম কম। 'তুমি খাইতে পার দশ সের চাউলের অন্ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পাঁচগা গুবাক দিব গুড় তিন সের।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সেরখানেক বিণ প্রায় এক সের পরিমাণ। 'পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন ক্বাথে সেরখানেক দুম্বার মাংস।' মুজতবা, ১৯৪৯।

সেরটাইক বিণ সেরখানেক। 'আধ সেরটাইক কাপাইস আনিতে হবে।' কেরি, ১৮০২।

সেরী বিণ সের পরিমাণ। 'আড়াই-সেরী আস্ত ইলিশ খেয়েও আপনার পেটের অসুখ করবে না।' মুজতবা, ১৯৫৮।

সেরেক বিণ খানেক। 'সন্ধ্যা হলে সেরেক তণ্ডুল পেতো খেতে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সেরেক খানেক বিণ প্রায় এক সের পরিমাণ। 'রূপাইর মা দিলেন এনে সেরেক খানেক ধান।' জসীম, ১৯২৯।

সেরেক পাঁচেক বিণ প্রায় পাঁচ সের পরিমাণ। 'ঘর হতে সে এন দিল সেরেক পাঁচেক চাল।' জসীম, ১৯২৯।

সেরকশ [ফা সরকশ] বিণ বেয়াড়া। 'সাক্ষী বড় সেরকশ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সেরা [ফা সর] বিণ শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।' দ্বিজেন্দ্র, ১৯১২।

সেরাত [আ সিরাত] বি পথ। 'গরুরে করিলে সেরাত পার।' নজরুল, ১৯২৪।

সেরামিক [ই] বি মৃৎশিল্প। 'চীনা সেরামিক এবং দক্ষিণ-ভারতের ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞানের অন্ত নেই।' মুজতবা, ১৯৫৮।

সেরি [ই শেরি] বি এক ধরনের মদ। 'এক আদ্‌দিন সেরিটে স্যাম্পিন্‌টারও আস্বাদ নেওয়া হয়।' হুতোম, ১৮৬১।

সেরূপ বিণ তেমন। 'সেরূপ না দেখি আজি ছাড়িব পরান।' মালাধর, ১৫০০।

সেরে ওঠা দ্র সারা[৩]

সেরেফ [আ সিরফ] বিণ কেবল; স্রেফ। 'মোরা সেরেফ মাছ ধরবার জাল জানি।' প্যারী, ১৮৫৮।

সেরেব [আ সিরফ] ক্রিবিণ কেবল। 'মুই সেরেব কেচরির ভেতর অনেক তামসা দেখেলাম।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

স্রেফ [আ সিরফ] বিণ শুধুমাত্র। 'যা করেছেন তা স্রেফ আনন্দের প্রেরণায়।' নজরুল, ১৯২৪।

সেরে ফেলা দ্র সারা[৩]

সেরে সুরে দ্র সারা[৩]

সেরেস্তা [ফা সুরিশতাহ্] বি দফতর। 'হাকীমী সেরেস্তার বড় পরিছা।' দর্পণ, ১৮২৫।

সেরেস্তাদার [ফা সুরিশতাহ্+ফা দার] বি সেরেস্তার প্রধান কেরানি। 'সেরেস্তাদারদিগের বেতনের তুল্য হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেরেস্তাদারি, সেরেস্তাদারী *বি* সেরেস্তাদারের কাজ। 'প্রধান বিচারাধ্যক্ষের সেরেস্তাদারি কর্ম্মে প্রায় ১০ বৎসর নিযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'জজ সাহেবের কাছারিতে সেরেস্তাদারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

সের্ছাপূর্বক, সের্ছাপূর্ব্বক [স স্বেচ্ছাপূর্বক] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছায়। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সেল[1] [স শল্য] *বি* শেল। 'এড়িলেক সেলগাছ কৃষ্ণের উদ্দেসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেলজাঠা [স শল্য+স জ্যেষ্ঠ] *বি* বৃহদাকার যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'সেলজাঠা মুসল বরিসে সর্ব্বজনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেলপাট [স শল্য+স পাট] *বি* অস্ত্রফলক। 'এড়িলেক সেলপাট দেখি গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেলেখানা [স শল্য+ফা খানা] *বি* অস্ত্রশালা। 'সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সেল[2] [ই] *বি* এক ব্যক্তির জায়গা হয় এমন ছোটো ঘর; কারাকক্ষ। 'একটা সেলের মত ঘর হলেই চলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সেল[3] [ই] *বি* বিক্রয়। 'সেল পারচেজ অর্থাৎ কেনা-বেচা ব্যবসায়ের লাভ।' *তারা*, ১৯৪৩।

সেল ট্যাক্স [ই] *বি* মালামাল বিক্রয়ের উপর আরোপিত কর। 'সেল ট্যাক্স আর আদায় হৈতেছে না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সেলসম্যান [ই] *বি* বিক্রয়কর্মী। 'দোকানের সেলসম্যান চুপে ভেবে দেখে।' *জীবন*, ১৯৩০।

সেলসরকার [ই সেল+ফা সরকার] *বি* বিক্রয়-কর্মকর্তা। 'কেহ নীলামের সেলসরকারের সম্বন্ধী।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সেলদারি [ই] *বি* সেলারি; এক রকমের সবজি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সেলফ-ডিটারমিনেশন [ই] *বি* আত্মনিয়ন্ত্রণ। 'আমাদের সম্বন্ধে সেলফ-ডিটারমিনেশন যদি না খাটে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সেলর [ই] *বি* নাবিক। 'মহাত্মারা সেলর ও গোরাদের গাড়ি ভাড়া করে মদের দোকান, এমটি হাউস, সাত পুকুর ও দমদমায় নিয়ে ব্যাড়ান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেলাই [আ শ্লাল] ১ *বি* সুচ-সুতা দিয়ে কাপড় জোড়া দেওয়ার কাজ। 'ছাব্বিশ হাতের মধ্যে সেলাই।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'নানাপ্রকার পোসাক ও গণিচটের থলে পর্য্যন্ত সেলাই হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। ২ *বি* সেলাই করা হচ্ছে এমন কাপড়। 'একটা সেলাই কোলে লইয়া নতশিরে তাহাতে নিবিষ্ট হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সেলাই-করা *বিণ* সেলাইযুক্ত। 'শাস্ত্রে সেলাইকরা কাপড় পরা বারণ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সেলাই কল *বি* সেলাই করার মেশিন। 'সেলাইয়ের কলে সেলাই করিয়া আনিয়া দেয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সেলাই-ফোঁড়াই *বি* সূচিকর্ম। 'গানবাজনা, সেলাই-ফোঁড়াই ... ইত্যাদি শিখিতে শিখিতে যে সব মেয়ে।' *মানিক*, ১৯৪০।

সেলাই মেশিন [সেলাই+ই মেশিন] *বি* কাপড় সেলাইয়ের কল। '১০টি সেলাই মেশিন গ্রহণ করেছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সেলাইহীন [সেলাই+স হীন] *বিণ* সেলাই করা হয়নি এমন। 'তার পরনে চিকন পাড়ওলা সেলাইহীন শাদা লুঙি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

সেলাপচী [তু চলবচী] *বি* হাত ধোয়ার বাসনবিশেষ। 'একটা বাদী সেলাপচী লইয়া হাত ধোয়াইতে আসিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সেলাম [আ সালাম] ১ *বি* শান্তি কামনা-জ্ঞাপক অভিবাদন। 'ফিরিয় ফিকির করে হাজৎ সেলাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সাহেব সেলাম। *কেরী*, ১৮০১। ২ নমস্কার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দুই হাতে সেলাম কর - ইনি ধর্ম্মাবতার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সেলাম করন *বি* অভিবাদন করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সেলাম গাহ *বি* আগন্তুক যেখানে দাঁড়িয়ে রাজাকে সালাম করে 'নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

সেলাম ঠুকা *ক্রি* সালাম দেওয়া। 'লাঠীয়ালেরা দুহাতে সেলা ঠুকিয়া ... লোক সংগ্রহ করিতে ছুটিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সেলামত [আ সালাম>] *বি* সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সম্বোধন। 'নকী ফুকারে মহারাজ সেলামত।' *ভারত*, ১৭৬০।

সেলামালকী [আ সালাম>] *বি* সালাম দিয়ে অভিবাদন 'সেলামালকীর সঙ্গে পানের দোনা উপহার দিয়ে বাবুর অভ্যর্থনা কর লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেলামালকীর গুণা *বি* সালাম দিতে ত্রুটি। 'লোকের খাতির ও সেলামালকীর গুণা কত্তেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেলামি, সেলামী [আ সালাম>] ১ *বি* অতিরিক্ত খাজনা। 'সেলামি বাঁসগাড়ি নানা বাবে জত কড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কর্মচারীদে খুশি করার জন্যে দেওয়া বাড়তি টাকা। 'সেলামী দিলেন সবে চতুর্গু তার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'তোমার নিতান্ত খবরদারি ও মোকা গোমাস্তা দিগের স্থানে সেলামি ও রেসয়ত কিছু লইবে না। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *বি* কর। 'হাকীমের চৌথাই সেলামি দিয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২; ২১ একুষ টাকা সলাওাত সেলামী সব্ব দস্তবদস্ত লইয় ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

সেলামের উপর সেলাম *বি* বারে বারে অভিবাদন। 'সেলামের উপ সেলাম বা গললগ্নীকৃত বস্ত্রে ললাটদেশে করস্পর্শ করিয়া ...। *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সেলাহাকাঠি *দ্র* সেহরা

সেলুট [ই] *বি* কুচকাওয়াজের সালাম গ্রহণের জন্য ডান হাত কপালে তু দাঁড়ানো। 'প্যারেট দেখেন, সেলুট নেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সেলুন [ই] ১ *বি* বিলাসবহুল বড় কেবিন। 'যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলু কামরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* চুলকাটা ও দাড়ি কামানোর জন নাপিতের দোকান। 'সেলুন হচ্ছে চুল ছাঁটার দোকান।' *শিবরাম* ১৯৪০।

সেলুন-গাড়ি *বি* রেলগাড়ির বিলাসবহুল কামরা। 'সেলুন-গাড়ি থেৰে রাজা নামল দলবল নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সেলুলয়েড [ই] *বি* স্বচ্ছ প্লাস্টিক। 'খেলনার রঙিন দোকানে সেলুলয়ে মতো প্রেম হত।' *জীবন*, ১৯৩০।

সেলেট [ই] *বি* স্লেট; স্কুলের ছেলেমেয়েদের লেখার জন্য ব্যবহৃত কাঠে ফ্রেমে বাঁধানো পাথর। 'সেলেট লইয়া ছবি আঁকে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সেশন [ই] ১ *বি* ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য জজ ও জুরির অধীে গঠিত আদালতবিশেষ। 'বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত *মশাররফ*, ১৮৬৯। ২ *বি* শিক্ষাবর্ষ। 'সেশনের শুরুে য়্যুনিভার্সিটিতে ক্লাশ করতে গিয়ে ... এ হাসির সম্মুখীন হয় *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

সেশন আদালত, সেসন আদালত [ই সেশন+আ আদালত]

ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য জজ ও জুরির অধীনে গঠিত আদালত। 'সেসন আদালতে সোপর্দ্দ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সেশন জজ [ই] *বি* ফৌজদারি মামলার বিচারক। 'জেলা ও সেশন জজ শিশু অপহরণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৫।

সেষ [স শেষ] *বি* শেষ। 'আরজে সেষে ৬ ছয় আমী জবাব দিয়াছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সেস *বিণ* শেষ। 'চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

সেসু *বিণ* শেষ। 'আঁসু ধুণি ধুণি গিরবর সেসু।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

সেষ্ঠ [স শ্রেষ্ঠ] *বিণ* প্রধানতম। 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সেষ্ঠ তৃজগতে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেস[১] *দ্র* **সেষ**

সেস[২] [ই] *বি* কর। 'জমিদাররা রেভিনিউ বা সেস হিসাবে যে টাকা রাজকোষে প্রদান করিয়া থাকেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

সেসন *দ্র* **সেশন**

সেহঁ *সর্ব* সেই। 'এ বন্যায় যে না ভাসে সেঁহ জীব ছার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সেহরা [হি] *বি* ফুল বা জরির তৈরি টোপর। 'ভারী ফুলের 'সেহরা' তাহার কপালে বাঁধিয়া দেওয়া হইল।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

সেহারা *বি* ফুলের তৈরি টোপর। 'শিরে বান্দি সেহারা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সেহেরা *বি* টোপর। 'খুনের সেহেরা পরাইয়া দাও।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সেলাহাকাঠি [হি সেহরা+কাঠি] *বি* শোলার টোপরের কাঠি। 'শুকনো সেলাহাকাঠির মত কয়েকখানা হাড় আছে শুধু।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সেহরি, সেহরী, সেহেরি [আ সাহরী] *বি* মুসলমানরা রোজা রাখার জন্য শেষরাতে যে খাবার খায়। 'রোজাকালে সেহরী খাইব প্রতিনিত।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সেহরি খেয়ে কাটল রোজা, আজ সেহেরা বাঁধ।' *নজরুল*, ১৯৪১; 'মুসাফির সেহেরি খাওয়ার ঘোষণা শুনিয়াই জাগিয়া উঠিল।' *জসীম*, ১৯৬০।

সেহলা *বি* শেওলা। 'সে বাঁশী বাজে নিঠুর আমারে সোঁতের সেহলা করি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সেহেতু [সে+স হেতু] *ক্রিবিণ* সে কারণে। 'তব সহবাসসুখে বঞ্চিত সেহেতু।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সেহেলি [হি সহেলী] *বি* বান্ধবী। 'ফাগুনের ফুল-সেহেলি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সৈ[১] [স সখী] *বি* সই। 'সৈএরে করহ সাবধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৈ[২] [স শায়ী] *বি* প্রয়োগ। **সৈ করা** *ক্রি* প্রয়োগ করা। 'ঘোড়ার উপর চাবুক সৈ করেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সৈ[৩] *দ্র* **সওয়া**

সৈকত [স] *বি* সমুদ্র, নদী প্রভৃতির বালুকাময় বিস্তৃত ভূমি। 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুত মিত রমণি সমাজে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সৈজ্জা [স শয্যা] *বি* বিছানা। 'প্রভাতে উঠিল রাজা সৈজ্জা পরিহরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈত্য [স সত্য] **১** *ক্রিবিণ* সত্য সত্য। 'রাজা বোলে সৈত্য তোহ্মা বচন পালিব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* প্রতিজ্ঞা; শপথ। 'সমাহিত হৈয়া জদি সৈত্য কর তুহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈত্যদান [স সত্যদান] *বি* সত্যকার দান। 'সৈত্যদান দিবা জদি বোল শুনিশ্চিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈত্যবাদী [স সত্যবাদী] *বিণ* সত্যবাদী। 'সৈত্যবাদী জিতিন্দ্রিয় মৈর্জ্জাদা সাগর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈথল্য [স শৈথিল্য] *বি* শিথিলতা। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

সৈদ [আ সৈয়দ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ; সৈয়দ। 'সৈদ মহাম্মদ খান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সৈন [স সৈন্য] *বি* সৈন্য। 'সৈন সাজল মধুমখিকা কুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সৈনাপত্য [স] **১** *বি* সেনাপতির পদ। 'যে বেদজ্ঞ, সেই সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপত্যের যোগ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* সেনাপতির কাজ। 'পঞ্চপাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সৈনাহ্ল [স স্বর্ণালি] *বি* শঙ্খপুষ্পী। 'মালতী মধুকর বাড়িআল সৈনাহ্ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সৈনিক [স] *বি* সৈন্য। 'এবারকার যে লড়াই তাহা সৈনিকে বণিকে লড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৈন্ধব [স] *বিণ* খনিজ লবণবিশেষ। 'সৈন্ধব বিহনে ঘোড়া শালে মরে জোড়া জোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচকলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সৈন্ধবী [স] *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'সৈন্ধবী রাগিণীকে গীতশিল্পীরা সাধারণত সিন্দুড়া নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সৈন্ধা [স সন্ধ্যা] *বি* রাতের প্রথম ভাগ। 'সৈন্ধা কালে উত্তরিল গকুলনগর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সৈন্য [স] *বি* যোদ্ধা। 'সৈন্য সামন্ত সমে বহু পাত্রগন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈন্যক্ষয় [স] *বি* যুদ্ধে সৈন্য নিহত হওয়া। 'রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, বিপক্ষপক্ষের সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ডবিধান করি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সৈন্যদল [স] *বি* সেনাবাহিনী। 'নরপতি পুরুর যোদ্ধৃবৃন্দমধ্যে নিষাদী সৈন্যদল বর্ত্তমান ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৈন্যনারী [স] *বি* নারী সৈনিক। 'সৈন্যেরা, সৈন্যনারীরা কোথায় চলে গেছে আজ।' *জীবন*, ১৯৩২।

সৈন্যবল [স] *বি* সেনাবাহিনী। 'আমার ধনবল, বুদ্ধিবল, সৈন্যবল কিছুই নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সৈন্যবাহিনী [স] *বি* সেনাদল। 'সৈন্যবাহিনী দাঁড়াইয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

সৈন্যব্যূহ [স] *বি* সেনাবিন্যাস। 'সৈন্যব্যূহের এই আড়ালটা সরিয়া যায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সৈন্যভার [স] *বি* সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব। 'মোর হাতে দাও সৈন্যভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সৈন্যশিবির [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের থাকার অস্থায়ী আবাস। 'ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় নির্ভয়ে সৈন্যশিবিরে থাকিয়া আহত সৈন্যদের ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

AMARBOI.COM

সৈন্যশ্রেণী [স] *বি* সৈনিকদের সারি। 'চক্ষের পলকে সৈন্যশ্রেণীর এক সীমা হইতে অন্য সীমায় যাইতেছে আসিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সৈন্যসামন্ত [স] *বি* সেনাবাহিনী ও সহযোগী ব্যক্তিবর্গ। 'সৈন্যসামন্ত সমে বহু পাত্রগন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈন্যাধিপ [স] *বি* প্রধান সেনাপতি। '৮ তারিখে সৈন্যাধিপের সম্ভ্রমানুরূপ তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সৈন্যাধ্যক্ষ [স] *বি* সেনাপতি। 'তন্মধ্যে তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সৈন্যাপত্য *বি* সেনাপতির দায়িত্ব বা পদ। 'বিক্ষিপ্ত জাতির সৈন্যাপত্য নিলে নিজ হাতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সৈব *দ্র* সওয়া[১]

সৈয়দ [আ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোলনা কাজী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পশ্চিম দ্বারে রহে সৈয়দ উমর গাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৈয়দজাদা [আ সৈয়দ+ফা জাদাহ্] *বি* সৈয়দপুত্র। 'এই যে সৈয়দজাদা বাঘ বাচ্চা বাঘ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সৈরিণি [স স্বৈরিণী] *বিণ* স্বেচ্ছাচারিণী। 'পুণ্য পুঞ্জ পণ্ড দেবি সৈরিণি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

সৈরিন্ধ্রী [স] **১** *বি স্ত্রী* প্রাচীন ভারতীয় পেশাজীবী জাতিবিশেষ। 'সৈরিন্ধ্রী, নাগকন্যা, আভীরী ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি স্ত্রী* অন্তঃপুরচারিণী। 'আমার ঘরেও আজ সৈরিন্ধ্রী বাঁধে না চুল।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৭।

সৈলক [স শল্লকী] *বি* সজারু। 'গোধিকা যাত্রিক নয়/ সকল পুরাণে কয়/ কূর্ম গণ্ডা শশক সৈলক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৈষ্টব [স সৌষ্ঠব] *বিণ* সুগঠিত। 'সৈষ্টব হস্তক করি সঞ্জোতা সঞ্জোত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সৈসব [স শৈশব] *বি* শৈশব। 'সৈসব জৌবন দুহু মিলি গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সো [পা] **১** *সর্ব* সে। 'জো এথু বুঝএ সো এথু বীরা।' *চর্যা* ২০, ১২০০। **২** *ক্রিবিণ* সেরূপ; তেমনই। 'যো নব জলধর সো হম ভঙ্গবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সোআ [স সপাদ] *বি* এক এবং এক-চতুর্থাংশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সোআগ [স সৌভাগ্য] *বি* আদর। 'আমার প্রভুর সহিত সোআগ করিও।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সোআথ [স স্বস্তি] *বি* স্বস্তি। 'তা দেখিআঁ সব খন না পাওঁ সোআথ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোআদ [স স্বাদ] *বি* স্বাদ। 'তপত দুধ নালে না পীএ জুড়ায়িলেঁ সোআদ তাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোওয়াদ [স স্বাদ] *বি* স্বাদ। 'সোওয়াদ খাসা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সোআমী [স স্বামী] *বি* স্বামী। 'সোআমী ছায়াতে মারে বাড়ি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সোআশ [স শস্য] *বি* শস্য। 'পৈহুটী সাডর সোআশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোআস্ত [স স্বস্তি] *বি* সুখ। 'চির্ত্তে নাহি সোআস্ত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোই [পা সো] *সর্ব* সেই। 'পার উআরেঁ সোই গজিই।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

সোঈ *সর্ব* সেই। 'জে জে উজু বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ' *চর্যা* ১৫, ১২০০।

সোওয়ার [ফা] *বিণ* আরোহী। 'গায়ের উপর সোওয়ার হয়ে গল্প ছুটে চারদিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'অক্লেশে দুম্বার পিঠে সোওয়ার হলেন *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সোঙরা [স স্মরণ>] *ক্রি* স্মরণ করা। **সোঙরিয়া** *ক্রি* স্মরণ করে। 'প্রা জাউক মোর সোঙরিয়া শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সোঁঅরিআঁ** *ক্রি* স্মরণ ক'রে। 'আহোনিশি কাহ্নাঞির গুণ সোঁঅরিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০ **সোঁঅরিতেঁ** *ক্রি* মনে করতে; স্মরণ করতে। 'তাক সোঁঅরিতেঁ মো মনে বাঢ়ে তাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সোঁঅরিহ** *ক্রি* স্মরণ কোরো; মনে রেখো। 'তোক্ষে সোঁঅরিহ বড়ায়ি আক্ষার বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০ **সোঁঅরী** *ক্রি* ধ্যান ক'রে; স্মরণ ক'রে। 'রাধার রূপ সোঁঅ গোবিন্দে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সোঁঅরে** *ক্রি* স্মরণ করছে। 'আহোনি তোর নাম সোঁঅরে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোংসার [স সংসার] *বি* সংসার; পরিবার। 'বছরশেষ ধানকড়া পা সোংসারডা চলে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সোঁউরি *বি* যম। 'সোঁউরি কর তার দখিন পদে পার।' *রামাই*, ১৭১০।

সোঁকা *ক্রি* শোঁকা; গন্ধ নেওয়া। 'পোকাধরা সোঁকা ভার দেখে যায় রুচি *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সোঁকাসুঁকি *ক্রি* পরস্পর গন্ধ নেওয়া। 'তখনিই ছাড়াছাড়ি গা সোঁকাসুঁকি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সোঁত, সোঁৎ [স স্রোত] *বি* স্রোত। 'খর সোঁত পাণী রাধা বড় বহে বাএ *বড়ু*, ১৪৫০; 'গোঁৎ করে সোঁৎ ঠেলে ভাটি গাঙ ছেড়ে।' *গু* ১৮৫৮।

সোঁতের ফুল *বি* স্রোতে ভাসা ফুল। 'ওই বাহু আর ওই তনু – ল ভাসিছে 'সোঁতের' ফুল।' *জসীম*, ১৯২৯।

সোঁতে সোঁতে *ক্রিবিণ* স্রোতের টানে। 'সোঁতে সোঁতে ও যে ভাসি যাইবে ভাঙিয়া রূপার কূল।' *জসীম*, ১৯২৯।

সোঁতা[১] [স স্রোত>] *বি* ক্ষীণ প্রবাহ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ওই দেখা যায় ম নদীর সোঁতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সোঁতা[২] *বিণ* স্যাঁতসেঁতে। 'জল পড়ে খানিকটা খানিকটা দেওয়াল সোঁ আর কালো।' *অবন*, ১৯২৭।

সোঁদর বন [স সুন্দর>] *বি* সুন্দরবন। 'দস্তরা সোঁদর বন আবাদ ক কস্তে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সোঁদা [স সুগন্ধ] **১** *বিণ* সুগন্ধ। 'ভাজিলে সুস্বাদ আরো সোঁদা গ ছোটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* শুকনা মাটিতে পানি পড়ে উৎপ গন্ধের মতো। 'বাঙলা দেশের সোঁদা সোঁদা গন্ধ অনেকক্ষণ হ বন্ধ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সোঁদাঘষা *বি* গন্ধমাখা। 'করবীর সোঁদাঘষা পরিমল ধুল।' *নজরু* ১৯২৯।

সোঁদা জল *বি* ভিজামাটির ড্যাপসা গন্ধযুক্ত জল। 'সোঁদা জ শিশিরের গন্ধ শুধু পায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

সোঁদা-মাখা *বি* সুগন্ধের মিশ্রণ। 'সোঁদা-মাখা দিসনে কেশে *নজরুল*, ১৯৩৩।

সোঁদাল *বিণ* সোঁদা। 'ছাতকুঁড়োর সোঁদাল গন্ধ।' *জীবন*, ১৯৩২।

সোঁদাল[১] *বি* হলুদ বর্ণের ফুলগাছবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আঁখি নিচু ক থাকে সোঁদাল কুঁড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোঁদালি [স স্বর্ণালি] *বি* হলুদ বর্ণের ফুলগাছবিশেষ। 'রামশর কাটিল সোঁদালি আর শোণা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সোঁদাল[২] *দ্র* সোঁদা

সোঁপা [স সমর্পণ>] *ক্রি* সমর্পণ করা। **সোঁপল** *ক্রি* সমর্পণ করলো। 'বিধি বড় দারুন/ বধিতে রসিক জন/ সোঁপল তোহারি নয়ানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সোঁপিনু** *ক্রি* সমর্পণ করলাম। 'কি আর পরাণে/ সোঁপিনু চরণে/ দাস করি মনে আশ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সোঁসর ১ *বি* বন্ধুত্ব। 'অনলে জলে সোঁসর।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* সঙ্গী। 'বিদ্যানাম সোঁসর দোসর নাহি সাথে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সোঁসাইআ [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* শোঁ শোঁ শব্দে এগিয়ে। 'সর্প জেন সোঁসাইআ জাএ অলক্ষিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সোঁ সোঁ [ধ্বন্যা] *বি* বাতাসের প্রবল বেগসূচক শব্দ। 'ঝড় যেন সোঁ সোঁ করে সাপুড়েদের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সোক [স শোক] *বি* দুঃখকষ্ট। 'নাহি রোগ নাহি সোক পুস্পের পরসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোকাকুল [স শোকাকুল] *বিণ* শোকে কাতর। 'হাতাসএ গোবিন্দাই সোকাকুল হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোকানি [আ সুক্কানী] *বি* জাহাজের হাল ধরে যে ব্যক্তি। 'কোথায় সোকানি কোথায় সারেং, সাগরে উঠেছে জোর।' *জসীম*, ১৯৫১।

সোকারি [স স্বর্ণকার] *বি* সেকরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোকুর [আ শুক্র] *ক্রি* কৃতজ্ঞতা। 'সর্বকর্তা প্রভু মোর কেবল সোকুর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সোগা *বি* পশ্চাদ্দেশ; নিতম্ব। 'সোগার তলে মাথা থুইয়া মারে উভাকিল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সোঙর [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। 'পপিহা দারুন পিউ পিউ সোঙর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোঙরণ, সোঙরন *বি* স্মরণ। 'শ্রীরাম লক্ষন কৈল গরুড় সোঙরন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'হাসিলুম নবীর বাক্য হইআ সোঙরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সোঙরা, সোঅঁরা [স স্মরণ] *ক্রি* স্মরণ করা। **সোঙরি** *ক্রি* চিন্তা ক'রে; স্মরণ ক'রে। 'নহেবা ছাড়িব প্রান সোঙরি নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **সোঙরে** *ক্রি* মনে করে; স্মরণ করে। 'একবার জেইজন তোমাকে সোঙরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সোঅঁরী** *ক্রি* মনে ক'রে; স্মরণ ক'রে। 'সোঅঁরী কাহ্নের বাণী না রহে মোর পরাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোচ্চার [স] *বিণ* প্রবল। 'সোচ্চার প্রতিবাদ।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

সোচ্চারভাবে *ক্রিবিণ* সুস্পষ্টভাবে। 'প্রায় সব মার্গসঙ্গীতে কথা এমন সোচ্চারভাবে অকিঞ্চিৎকর যে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সোজা [স সহজ] **১** *বিণ* লম্বমান। 'মানুষ ... দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বিণ* সিধা। 'সোজা পথ এটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বিণ* সরল। 'সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৪** *বিণ* প্রত্যক্ষ; সরাসরি। 'গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **৫** *ক্রিবিণ* খাড়াভাবে। 'পর্বতের সানুদেশ আরোহণ করা যায় না, কেন না, পাহাড় সোজা উঠিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৬** *বি* সহজ। 'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৭** *ক্রিবিণ* নিশ্চিন্তে; নির্বিঘ্নে। 'গপাগপ খাও না সোজা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সোজা কথা *বিণ* সাধারণ কথা। 'এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলো বলিতে বড় মজবুত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সোজা বাংলা *বি* সহজ ভাষা। 'সেই হচ্ছে প্রকৃত তরুণ, যুগ-প্রবর্তক, যাকে বলে – সোজা বাংলায় – পাইওনিয়ার।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সোজাভাবে ১ *ক্রিবিণ* সহজভাবে। 'শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস করিয়া কায়দা করা যাইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *ক্রিবিণ* উল্টা নয় এমনভাবে। 'সমস্ত জিনিসের ছায়াই আমাদের দৃষ্টিপটে উল্টো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৩** *বিণ* সরলভাবে। 'গহর মিস্ত্রী ব্যাপারটা সোজাভাবে গ্রহণ করিল না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সোজাসুজি ১ *ক্রিবিণ* সরলভাবে। 'চিমটি উদ্ভাবন করিয়াছি – সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* সরাসরি। 'তোমার আমার এই-যে প্রণয় নিতান্তই এ সোজাসুজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৪** *ক্রিবিণ* সোজাভাবে। 'সর্দিকে সোজাসুজি সর্দি বলেই বুঝি, মেডিকেল বিজ্ঞান না শিখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সোটা [আ] *বি* লাঠি। 'ঠুকিয়া লোহার সোটা মজবুত করিয়া।' *গরীব*, ১৭৬০।

সোটাবরদার [আ সোটা+ফা বরদার] *বি* লাঠিধারী। 'সোটাবরদার আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সোডা [ই] *বি* রাসায়নিক পদার্থ। 'সোডা পোতাস প্রভৃতি ... শরীরমধ্যে আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সোডাওআটার, সোডাওয়াটার [ই] *বি* সোডিয়াম বাইকার্বনেট মিশ্রিত পানীয়বিশেষ। 'ত্রি গ্রেন কুইনাইন, সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওআটার চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সোডা পানি *বি* সোডিয়াম বাইকার্বনেট মিশ্রিত পানীয়বিশেষ। 'সোডা পানির ব্যবহার খুবই দেখা যাইতেছে।' *এসলাম*, ১৯১৫।

সোডিয়াম [ই] *বি* মৌল পদার্থবিশেষ। 'আমি খেলা করিব, সোডিয়াম ও গরমজল লইয়া।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সোড়ষ [স ষোড়শ] *বিণ* ষোড়শ; ষোলোতম। 'শ্রীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিস্যা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সোড়সি [স ষোড়শী] *বিণ স্ত্রী* ষোড়শী; ষোলো বছরের। 'নিত্য সোড়সি হইয় আক্ষার বচনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সোণত [স শূন্যতা] *বি* শূন্যতা। 'সোণত রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

সোণা [স স্বর্ণ] *বি* সোনা। 'স্বজাতি অনুগা সোণাতে সোহাগা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। *দ্র* সোনা

সোণা ধরিতে ছাই ধরা – মূল্যবান কিছু চেয়ে তুচ্ছ জিনিস পাওয়া। 'আপনিই আন্ধারে ভুল করিয়াছেন! সোণা ধরিতে ছাই ধরিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সোণা ফেলে অঞ্চলে গিরু – যত্নের সামগ্রী ফেলে অযত্নের সামগ্রীকে যত্ন করা। 'হায়২ সোণা ফেলে অঞ্চলে গিরু এ বড় খেদের

বিষয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সোনার কাটি রুপার কাটী – অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'রামভদ্দরবাবু সিমলের রায়বাহাদুরের সোনার কাটি রুপার কাটী ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সোনার সংসার *বি* সুখশান্তিপূর্ণ সংসার। 'আমার সোনার সংসারে আগুন দিয়ে এখন রঙ্গ দেখতে এসেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সোত[১] [স স্রোত] *বি* স্রোত। 'কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সোত[২] [স শত] *বিণ* শত। 'এক সোত টাকা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সোৎকণ্ঠ [স] *বিণ* উৎকণ্ঠাযুক্ত। 'তাহার দিকে সোৎকণ্ঠ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সোত্তর [পা সত্তরি] *বিণ* সত্তর সংখ্যক। 'ষাইট সোত্তর বৎসর বয়ঃক্রমের ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সোৎসাহে [স] *ক্রিবিণ* উৎসাহের সঙ্গে। '(সোৎসাহে) আপনার কাছে এসব কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'সোৎসাহে শিরশ্চালনপূর্বক খাড়া হইয়া বলিল।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সোৎসুক [স] *বিণ* অত্যন্ত আগ্রহী। 'জগৎসিংহ এই দুঃসাহসিক কার্যের ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সোৎসুকা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত উৎসুক। 'কামিনী। (সোৎসুকা) কি বল্লি কি বল্লি মা গো সত্য করি বল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সোথ [স শোথ] *বি* স্ফীতিরোগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সোদ [স শোধ] *বি* শোধ; পরিশোধ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তোমার টাকা সোদ করি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'আট আনি দাদনের সোদ।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সোধ [স শোধ] *বি* শোধ। 'গোলাহাটে সোধ দিল দ্বাদশ কাহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোদর [স সহোদর] ১ *বিণ* নিকট সম্পর্কিত। 'সোদর ভাগিনা হঞাঁ হেন তোর কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সহোদর। 'প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক/ উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোদরপ্রতিম *বিণ* সহোদরের মতো। 'আমাদের সোদরপ্রতিম পরমাত্মীয় বন্ধু কৃষ্ণবিহারী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সোদরপ্রতিমেষু [স সহোদরপ্রতিমেষু] *ক্রিবিণ* ভ্রাতৃপ্রতিম ব্যক্তির সমীপে। 'সোদরপ্রতিমেষু।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

সোদরস্নেহ [স সহোদর+স স্নেহ] *বি* সহোদরার মতো স্নেহ। 'শকুন্তলার লতা পাতা হরিণ মৃগ প্রভৃতির সোদরস্নেহ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সোদরা [স সহোদরা] *বি স্ত্রী* সহোদরা; ছোটো বোন। 'খর্গ লই উঠিল সোদরা কাটিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

সোদ্দের [স সহোদর] *বিণ* সহোদর। 'তোমার ধর্ম সোদ্দের বোন।' *জসীম*, ১৯২৭।

সোদা [স সোঝা] *বিণ* সোজা। 'দোই সাহেবের ! মুইও সোদা হইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সোদ্বেগ [স] *বিণ* উৎকণ্ঠাপূর্ণ। 'প্রভু তাহে কহে কিছু সোদ্বেগ বচনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সোধ দ্র **সোদ**

সোধা [স শোধন>] *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'সে পাণী সোধিলোঁ তার আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোনা[১] [স স্বর্ণ] ১ *বি* মূল্যবান ধাতুবিশেষ; সোনা। 'সোনার কটুআ দুটি মাণিকে পুরাআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মাছবিশেষ। 'চিঙ্গড়ী টেঙ্গর পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* মূল্যবান পদার্থ 'খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্তে এক পিতলের ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ৪ *বিণ* খাঁটি। ' কোন কষ্টিপাথরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি সোনা, এইটি পিতল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৫ *বি* আদরের ধন। 'আমার এমন সোনার মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৬ *বিণ* স্বর্ণময়। 'সোনা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ক কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৭ *বি* প্রিয়। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৮ *বি* সোনার মতো উজ্জ্বল আলো 'প্রভাত তারি সোনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নেচে কুঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫ ৯ *বি* ফসল। 'তোমারি সোনা বোঝাই হলো, আমি তো তার ভেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। দ্র **সোণা**

সোনাইল [স স্বর্ণালি] *বি* সোনালু গাছ। 'সোনাইলের ফল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোনা-কপালী *বি* সৌভাগ্যবান। 'সোনা-কপালী, তেমার মুখে কাট যাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সোনাখড়কী *বি* ছোট মাছবিশেষ। 'মায়া সোনাখড়কীর ঝোল ভাজ সার।' *ভারত*, ১৭৬০।

সোনাঝুরি *বি* গাছবিশেষ ও তার ফুল। 'পাশেই দুটি তিনটি সোনাঝুরি প্রচুর পল্লবে প্রগল্‌ভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সোনাদানা ১ *বি* সোনা ও অন্যান্য রত্ন। 'সোনাদানা তুচ্ছ তার ঠাঁই।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* মূল্যবান পদার্থ। 'সোনাদানা কিছু আনেনি সঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* অলঙ্কার। 'কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৪ *বি* প্রাচুর্য। 'সোনাদানা দিয়ে মানুষ করত, শেষে একটা শ্লেট ভেঙে ফেলেছিল তা সইল না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সোনাদিঘা *বি* এক জাতের ধান। 'আমি সোনাদিঘা ধান বুনিয়াছি।' *জসীম*, ১৯৬০।

সোনাফলা *বিণ* সোনালি ফসল ফলায় এমন। 'সোনাফলা ইরাবতীর দুধারে/ উপত্যকায়/ ব-দ্বীপে, নীলকান্ত মণির/ ঝিকিমিকি দেশে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

সোনা ফলানো *ক্রি* ফসল উৎপাদন করা। 'কৃষক শ্রেণী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া মাঠে সোনা ফলায়।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

সোনাবান্ধা *বিণ* সোনা দিয়ে বাঁধানো। 'পিতলবান্ধা কেহ বা রূপাবান্ধা, কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সোনা ব্যাং, সোনাব্যাঙ *বি* সোনালি রঙের এক রকমের ব্যাঙ 'সোনা ব্যাং।' *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'সোনাব্যাঙ যতই মকমক শব্দে কোলাব্যাঙের অভ্যর্থনা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সোনামানিক ১ *বি* অলংকার। 'শৈলবালা সোনামানিক ঝকমক করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* মূল্যবান পদার্থ। 'নৌকা-ভরা সোনামানিক বয়ে, আগুকে আর শ্যামকে নেব সাথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৩ *বিণ* অতি প্রিয়। 'সোনা মানিক ভাইটি আমার ওরে।' *নজরুল*, ১৯২২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনামুখ ১ *বিণ* সোনার মতো উজ্জ্বল মুখবিশিষ্ট। 'শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ। 'সোনালী উষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি।' *জসীম*, ১৯২৭।

সোনামুখি সুঁই *বি* এক প্রকার সুচ। 'এক ডজন সোনামুখি সুঁই।' *শামসুল*, ১৯৬২।

সোনামুখী ১ *বি* আমের প্রজাতিবিশেষ। 'আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **২** *বিণ* সোনা রঙের মুখ এমন। 'এ দুর্দিনে এরকম সোনামুখী খুশবোদার সিগারেট পেল কোথায়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সোনামুগ [সোনা+স মুদ্গ] *বি* উজ্জ্বল পীতরঙের মুগ ডালবিশেষ। 'সকলেরি শোনা আছে সোনামুগ ভাই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সোনামুঠো *বি* পরিপূর্ণ একমুঠি সোনা। 'আর্টের চেষ্টা ধুলোমুঠোকে সোনামুঠো করা।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সোনায় সোহাগা *বি* চমৎকার মিলন। 'সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯; 'সকল সময়ে এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে থাকে সেখানেই সোনায় সোহাগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সোনার *বি* সেকরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোনার কাটি রুপার কাটি – অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'বটতলার বক্রেশ্বরবাবু কালুস সাহেবের সোনার কাটি রুপার কাটি ছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সোনার কাঠি *বি* রূপকথায় বর্ণিত ঘুম-ভাঙানোর সোনার কাঠি। 'সোনার কাঠি? পরশ লেগে উঠবে জেগে হরষ-রস-কাকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। *বিণ* রূপকথায় বর্ণিত সোনার কাঠির মতো জাদুকরী। 'আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সোনার কাঠি ছোঁয়ানো *ক্রি* জাগিয়ে তোলা। 'সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সোনার কাঠি-রূপ *ক্রিবিণ* সোনার কাঠির মতো। 'ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজি সোনার কাঠি-রূপে ভাঙালো তার চিরযুগের ঘুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সোনার কাঠি রুপার কাঠি – রূপকথায় বর্ণিত জাদুকরী কাঠি যার স্পর্শে যথাক্রমে জীবিত হয় ও মৃত্যু ঘটে। 'সোনার কাঠি, রুপার কাঠি পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সোনার গগন *বি* সোনা রঙের আকাশ। 'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে সোনার গগন রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সোনার-চাঁদ *বিণ* অত্যন্ত আদরের। 'এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সোনার জল *বি* সোনার পাতলা পর্দা বা সোনালি রং; গিলটি। 'সোনার জল দিয়া পালিশ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সোনার টাকা *বি* স্বর্ণমুদ্রা। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

সোনার পাথরবাটি – অলীক বস্তু; অবাস্তব ধারণা। 'আপাতত সোনার পাথরবাটি অথবা আকাশকুসুমের মতো নিরুপাখ্য সামগ্রী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সোনার পাথর বাটি – অসম্ভব ও অসঙ্গত বস্তু। 'একে সোনার পাথর বাটি ... এর মতোই একটা অর্থহীন অনর্থ মনে করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সোনার বরণ *বিণ* সোনালি রঙের। 'মাঝের মেয়ে সোনার বরণ, নাই কোথা তার তুল।' *জসীম*, ১৯২৯।

সোনার-বরন *বিণ* সোনালি। 'দাও আমারে সোনার-বরন সুরের ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

সোনার মাস *বি* সোনালি ধান ফলে এমন মাস। 'অগ্রহায়ণ মাসকে সোনার মাস বলিয়া থাকে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

সোনার রেখা *বি* আলোর রেখা। 'নিকষেতে উঠল ফুটে সোনার রেখাখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সোনার স্বপন *বি* উজ্জ্বল স্বপ্ন। 'ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সোনার হরিণ *বি* দুর্লভ বস্তু। 'আমার সোনার হরিণ চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সোনার হাসি *বিণ* মিষ্টি হাসি। 'রাতের কোলে যায় গো চলে সোনার হাসি হেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

সোনারুপা *বি* সোনা ও রুপা। 'যে সকল সোনারুপা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সোনাল [স স্বর্ণালি] *বি* সোনালু গাছ ও তার ফল। 'ফল সোনালের।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোনালতা *বি* স্বর্ণলতা। 'বুক হতে খুলি সোনা লতাগুলি কেন গেলে পায়ে দলে?' *জসীম*, ১৯৩১।

সোনালি, সোনালী [স স্বর্ণ>] **১** *বিণ* সোনার মতো। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* সোনালি রঙ। 'সোনালী সহিত পলা শঙ্খকর করে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'সায়াহ্নের মলিন সোনালি পলে পলে বদল করিছে রঙ মসৃণ তরঙ্গহীন জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **৩** *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'অর্থাৎ, মুড়কি মাদুলি, ধানি মাদুলি, সোনালি, পৈচে, তাবিজ, বাজু, স্বর্ণ, পঞ্চনরি, পাসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৪** *বিণ* সোনালি আভাস-মেশানো। 'যখন এই সান্ধ্যপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপ্লুত হয়ে জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৫** *বিণ* সোনার মতো রঙের। 'গাঢ় সোনালি-সবুজ নিস্তরঙ্গ চলনে উপর দিয়া আপন কালিমা বহিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৬** *বি* গাছবিশেষ। 'শ্রীহট্টের বনাঞ্চলে জন্মে গরাণ, বাবুল ও সোনালী প্রভৃতি গাছ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোনালিআ [স স্বর্ণ>] *বিণ* সোনালি রঙের। 'সোনালিআ নবগাঁ তাহারে করিল বাঁ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোনালি ধান *বি* সোনারঙা ধান। 'সোনালি ধানের পাশে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সোনালি-রৌদ্র [সোনালি+স রৌদ্র] *বি* সোনা রঙের রোদ। 'মনে হয় এই রকম সোনালী-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সোনালী বন্ধন *বি* দৃঢ় বাঁধন। 'স্থায়িত্বের অন্যতম সোনালী বন্ধন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোনালী মাঝারি *বিণ* ঝামেলাহীন উত্তম মাঝপথ। 'প্রেম হচ্ছে শহরের বড় রাস্তা ... সেখানে গোল্ডেন মীন বা সোনালী মাঝারি বলে কোনো উপায় নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সোনালীলতা *বি* স্বর্ণলতা। 'আচ্ছা, আমার বাহুটি নাকি গো সোনালীলতার হার?' *জসীম*, ১৯২৯।

সোনা-সোনা *বিণ* স্বর্ণ-উজ্জ্বল। 'কংকরে ফলাব মোরা বুক-টানা সোনা-সোনা ধান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোনে [স স্বর্ণ>] *ক্রিবিণ* সোনায়। 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী।' *চর্যা*

৮, ১২০০।

সোনেলা *বিণ* সোনালি রঙের। 'সোনেলা আঙুলগুলি, অফুটো চাঁপার কলি।' *অমৃত*, ১৯০০।

সোনা[২] [স শ্রু>] *ক্রি* শোনা। **সোনহ** *ক্রি* শোনো। 'তবে কৃষ্ণ কহিলেন সোনহ অর্জ্জুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সোন্ত [স স্রবন্ত] *বি* স্রোত। 'কুল লই খরে সোন্তে উজাঅ।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

সোন্দর [স সুন্দর] *বি* সুন্দর। 'দিব্ব অলংকার সোভে সোন্দর সরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সোন্দরী *বি* সুন্দরী; সুশ্রী স্ত্রীলোক। 'এমত সোন্দরী ছাড়ি জাইমু কি কারন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সোন্দা *বি* বীজবিশেষ; স্নানের আগে এটা বেটে গা মাজা হয়। 'দেশাল সোন্দা নাহি চাহি আমি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সোন্ধা [স সুগন্ধ] *বিণ* সুগন্ধিবিশেষ। 'সোন্ধা সুকুঙ্কুম কর্পূর চন্দন আনিল মুখা শিকড়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সোন্মাদ [স] *বি* খুব উত্তাল; উন্মাদ। 'সোন্মাদ সাগর খায় রে দোল!' *নজরুল*, ১৯২৫।

সোপ [ই] *বি* সাবান। 'সৌরভযুক্ত সোপ হস্তে লইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সোপরোধ [ফা সুপুর্দ] *বি* সোপর্দ। 'তিহো তোমাকে কাগজ সিখিতে জেখানে সোপরোধ করিয়া দেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সোপৰ্দ্দ [ফা সুপুর্দ] *বি* বিচারার্থে সমর্পণ। 'অত্যসম্ভব এতৎকারণে ঐ কাজীকে ... সোপৰ্দ্দ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮; '১৫০০ টাকার জমানতে দওরাতে সোপৰ্দ্দ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সোপর্দকরা *বিণ* হস্তান্তর করা হয়েছে এমন। 'তার দায়িত্বে সোপর্দকরা কোনো জিনিস।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

সোপাধি [স স-উপাধি] *বি* পদমর্যাদা। 'কলিকাতায় আসিয়া কোন এক সোপাধি সংগ্রহ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সোপান [স] **১** *বি* সিঁড়ি। 'কাশীতে বান্ধিলা জ্ঞানবাপীর সোপান।' *ভারত*, ১৭৬০; 'এই বাল্য বিবাহই আমাদিগের দুর্ভাগ্যের সোপান স্বরূপ।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩। **২** *বি* ব্যবস্থা। 'ব্যাকরণ সৃষ্টি করিয়া ইউরোপীয় লোকেরদের বঙ্গভাষা শিক্ষিবার অত্যন্ত সুগম সোপান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৩** *বি* সিঁড়ির ধাপ। 'কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সোপানশ্রেণী [স] *বি* সিঁড়ির ধাপের সারি। 'অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

সোপারিশ [ফা সিফারিশ] *বি* সুপারিশ। 'কতক সোপারিশ দ্বারা ... হাজির থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সোপারেশ *বি* কারো অনুকূলে কিছু অনুরোধ। 'পে-কমিশনের সোপারেশ গ্রহণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'ওলামা বোর্ড গঠনের সোপারেশ করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সোফা [ই] *বি* বসার জন্য গদি লাগানো আসনবিশেষ। 'সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সোফা-কেদারা *বি* সোফার মতো গদি-আঁটা আরামদায়ক চেয়ার। 'এখন সোফা-কেদারার খাতিরে বহুমূল্য বহুবিচিত্র কার্পেটের অর্থ ও সম্মান দিলুম পদদলিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সোফাসেট [ই] *বি* গদিযুক্ত আসনসমষ্টি। **সোফাসেটি** *বি* সোফাসেটযুক্ত। 'সোফাসেটি আসবাবে আস্ত আলাদা।' *শিবরা* ১৯৭০।

সোফেদ [ফা সফেদ] *বিণ* সাদা। 'সৈনিকদের সকলের পরিধানে সোফে পোষাক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোবন [স সুবর্ণ] *বিণ* সুবর্ণনির্মিত। 'সোবন বাহুঠী পুহী রুপসী রাধিকা বড়ু, ১৪৫০।

সোবহান আল্লাহ [আ] – (ইসলাম) সৃষ্টিকর্তার নামে বিস্ময় প্রকাশ 'সোবহান আল্লাহ! রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়ায় অশ্রুপ্লাবনে সেজদা স্থান।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সোবান আল্লা – (ইসলাম) সৃষ্টিকর্তার নামে বিস্ময় প্রকাশ। 'মা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেগী দরাজ করুন।' *মুজতব* ১৯৪৯।

সোবে [আ সুবাহ] *বি* সন্দেহ। 'লোকে গোল করবে, তোর উপর সো করবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সোবেহ সাদেক [আ সুবাহ সাদিক] *বি* অতি ভোরবেলা। 'আমরা জাতী জীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বিকাশের সোবেহ সাদেকে দাঁড়িয়েছি *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোবেসাদেক [আ সুবাহ সাদিক] *বি* অতি ভোরবেলা। 'ঘটনা ঘটেছিল সোবেসাদেকের সময়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সোভন [স শোভন] *বিণ* শোভন। 'কালিন্দি পুলিন কুঞ্জবন সোভন নব প্রেমবিভোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোভা[১] [স শোভা] *বি* শোভা। 'শোণিতের তটিনি কাচ সম বলনি মুকুন্দ, ১৬০০।

সোভা[২] [স শোভা>] *ক্রি* শোভা পাওয়া। **সোভিছে** *ক্রি* শোভা পাচ্ছে 'মুকুতার মাঝে জেন সোভিছে প্রবাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **সো** *ক্রি* শোভিত হয়; শোভা পায়। 'হিরামন মানিক মকুট সোভে সিরে *মালাধর*, ১৫০০।

সোভিত *বিণ* শোভিত। 'পল্লবরাজ চরনজুগ সোভিত।' *বিদ্যাপ* ১৪৬০।

সোভাব [স স্বভাব] *বি* স্বভাব। 'ভনই বিদ্যাপতি নারী সোভাব *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোভিয়েট [ই] *বিণ* সোভিয়েট ইউনিয়নের। 'মস্কৌ থাকতে সোভিয়ে ব্যবস্থা সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'ফিনল্যান্ড চূর্ণ হল সোভিয়ে বোমার বর্ষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সোভিয়েট-রাষ্ট্রনীতি *বি* সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় নীতি। 'রাশিয় সোভিয়েট-রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

সোভিয়েত *বিণ* রাশিয়ার রাজ্যসমূহ-সংক্রান্ত। 'সোভিয়েত রিপাবলি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পর্যন্ত হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সোম [স] **১** *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'তুমি স্বর্গ তুমি সোম তুমি হুতাশন *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* (হিন্দুপুরাণ) চন্দ্র। 'সোমের সহিত ক সম্ভাষাবিশেষ।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনা বিশেষ। 'দুর্গাচরণ সোম।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সোমবার [স সোম+ফা বার] *বি* সপ্তাহের একটি দিন। 'সোমব ষষ্ঠী তিথি যেই মাসে মাসে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সোমযোগ [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিবের উদ্দেশে যজ্ঞ। 'পণ্ডিতবর্গে কহিলেন মহারাজ সোমযোগ করুন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমরস [স] *বি* অমৃতরস। 'দেবতার মুখে হাসি ফোটে ফিরে/ সোমরসে ভিজা শুশ্রুতটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সোমসূর্য [স] *বি* চাঁদ ও সূর্য। 'সৃষ্টিশেষের প্রলয়ে সোমসূর্য নিভে গিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

সোমত্ত [স সমর্থ] ১ *বিণ* সমর্থ। 'পূর্বের মনুষ্য সব সোমত্ত শরীর।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* যৌবনপ্রাপ্ত। 'সোমত্ত বৌ ঝী ছাতে উঠে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সোমত্থ [স সমর্থ] *বিণ* বয়ঃপ্রাপ্ত। 'সোমত্থ মেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সোমালি *বিণ* আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার অধিবাসী। 'একটা সোমালি কুলী।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

সোমুরা *বি* কাপড়ের নাম। 'মিহি সোমুরা তিন হাজার থান নয়ানযুক কাপড় সাত সওখান গুড়াচুন ছয় নৌকা।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

সোমোজ [হি সমঝ] *বি* উপলব্ধি। 'মান্নির ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সোয় [স সঃ] *সর্ব* সেই। 'সমঝল তব হম সুকপট সোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোয়া [স শী>] *ক্রি* শোয়া। **সুই** *ক্রি* শয়ন করি। 'তবেঁ সুইহে কেহ্নে এতেক বেআজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুইলে** *ক্রি* শুলে। *স্বরো*, ১৭২০। **সুঞা** *ক্রি* শুইলাম। 'আচলে আচুলি বান্ধি শুলাম এক ঠাই।' *বিজয়*, ১৬৫০। **সুয়াইল** *ক্রি* শোয়ালো। 'সুয়াইল সকট উপরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুয়িলো** *ক্রি* শুলাম; শয়ন করলাম। 'কাহ্ন কোলে করি সুয়িলো।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতি** *ক্রি* শুয়ে। 'সুতি রহলি রাগি সয়নক ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সোঅ** *ক্রি* শয়ন করো। 'বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সোয়ে** *ক্রি* শয়ন করে; শোয়। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সোয়াক [আ শওক] *বি* শখ। 'ভদ্রলোকের সন্তান একত্র হইয়া সোয়াক করিয়া এই ব্যাপার করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সোয়াগ [স সৌভাগ্য>] *বি* স্নেহ; যত্ন। 'সোয়াগে য়াগলি হৈল দেবি সত্যভামা।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোয়াগিনী [স সৌভাগ্য>] *বিণ* আদরণীয়া। 'মাগী তোমার সোয়াগিনী হইয়াছে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সোয়াগা *দ্র* সোহাগা

সোয়াথ ১ *বি* স্বাদ। 'নানা উপদ্রব্যে ইহাঁ না পাই সোয়াথ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* স্বস্তি। 'তবু ত দারুণ চিতে সোয়াথ না পাইলুঁ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সোয়াদ [স স্বাদ] *বি* স্বাদ। 'আলিএ বুলিলেন্ত সোয়াদ না বুঝিলাম খাই।' *সুলতান*, ১৭০০।

সোয়াদা [ফা সওদা] *বি* বাণিজ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোয়াধিন [স স্বাধীন] *বিণ* অধীন। 'তোহর সোয়াধিন করব পরান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোয়াব [আ সাওয়াব] *বি* ইসলামি মতে পুণ্য; সৎ কাজ। 'তারা তোর সারা জীবনের সোয়াব এবং গোনাহ দাখিল করবে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

সোয়ামি, সোয়ামী [স স্বামী] *বি* পতি। 'তোহ্মার সোয়ামী আলি থাকিবেন্ত সঙ্গে।' *সুলতান*, ১৭০০; 'এত লোকের এত সোয়ামি মরছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'চন্দ্র সম সোয়ামীর খ্যাতি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সোয়ায় *বিণ* ছাড়া। 'সরকারের পাওনা সোয়ায় অজ বাকী ১৮৩৯৫/১০ চলন।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সোয়ার [ফা সওয়ার] ১ *বি* আরোহী। 'সোয়ার ঘোড়ার পিঠে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'অনুগ্রহ করে যদি ঐ ঝোলায় এক বার সোয়ার হন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সোয়ারি [ফা সওয়ার>] ১ *বি* চৌদোলা। 'সোয়ারিতে উঠিয়া কতক দূর আসিয়া নিকট হইতে হাঁটিয়া সাহেবের নিকটে আইল।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* আরোহী। 'একখানা জনানা সোয়ারি যাইতেছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'ঘোড়া খোঁজে খালি হাল্কা সোয়ারী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সোয়াল [আ সওয়াল] *বি* প্রশ্ন। 'সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সোয়াস [স শ্বাস] *বি* শ্বাস। 'তবে সে বুঝিলুঁ সোয়াস আছে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সোয়াস্তি [স স্বস্তি] *বি* স্বস্তি। 'খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সোয়াস্তি হওন *ক্রি* নিরুদ্বেগ হওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

সোয়েটার [ই] *বি* ঊর্ধ্বাঙ্গে পরার পশমি বস্ত্রবিশেষ। 'সোয়েটার, পুলওভার, ওভারকোট ... এসব জড়িয়ে কী হয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সোর [ফা শোর] ১ *বি* হট্টগোল; কোলাহল। 'পুরী মাঝে সোর/ ধরা গেল চোর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* উচ্চশব্দ; গোল। 'সোর সারাবাত এত কিসের লাগিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* চিৎকার। *ভবানী*, ১৮২৩।

সোরগোল [ফা শোর+ফা গল] ১ *বি* হৈচৈ। 'তিন-চারটে চাকর-বাকর মহা সোরগোল করে দ্বিতীয় আর-একটা ঝড়ের মতো আমাদের উপরে এসে পড়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* বিতর্ক। 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা লইয়া যতই কেন সোরগোল উপস্থিত হোক না কেন ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সোরবন্ধ [ফা শোর>] *বি* রাগ-সংগীতের শৈলীবিশেষ। 'কত কত কলায়ত ... সোরবন্ধ, তেরানা, সারগম, চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সোরসার *বি* মিলিত কণ্ঠের বাদ-প্রতিবাদজনিত সাড়াশব্দ। 'চাকর বাকর দেখে করে সোরসার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সোরত [আ শুহরত] *বি* ঘোষণা। 'সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সোরহ সহস [স ষোড়শ সহস্র] *বিণ* ষোলো হাজার। 'সোরহ সহস গোপীপতি কাহ্ন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোরা [ফা শোরহ] *বি* বারুদ তৈরির জন্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ; শোরা। 'সোরা ভরিবার কারণ নৌকাকে বওয়া দিলাম।' *বোগল*, ১৭৭৩।

সোরাই [আ সরাহী] *বি* পানি রাখার পাত্র; কুঁজো। 'খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সোরাই-ভরা *বিণ* পানপাত্র-ভরা। 'সোরাই-ভরা রঙিন শরাব।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সোরাহি, সোরাহী *বি* কুঁজো; সোরাই। 'সোরাহীর জল পান করিতে আমায় অনুমতি করুন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'মাটির সোরাহি মস্তানা হলো আঙুরি খুনে তিতি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

AMARBOI.COM

সোর্স [ই] *বি* উৎস; সূত্র। 'আমি সবচেয়ে ভালো সোর্স পেলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

সোল[১] [পা সোলস] *বিণ* ষোলো। 'নাভি সরোজ মুখে আর সোল দলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোল আনা *বিণ* পুরোপুরি; সবাই। 'সোল আনা অনাহুতা কোথা হইতে এক অবধৌত সন্যাসি আসিয়া ছিল।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

সোলকলা *বি* চাঁদ বৃদ্ধির ষোলো অংশ। 'পুর্ন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোলগ্রী *বিণ* (তারিখের বেলায়) ষোলোতম। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

সোলহ [পা সোলস] *বিণ* ষোলো। 'সোলহ সহস গোপি মহ রাণি। পাট মহাদেবি করবি হে আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোলো [পা সোলস] *বিণ* ষোলো। 'জন্মিল তাহার সোলো তনয়া রূপিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোলস্যা [পা সোলস>] *বিণ* ষোলো বছর বয়স্ক। 'কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোল[২] [ই] *বিণ* একমাত্র। 'ধার্ম্মিকতার সোল এজেন্সী।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৭।

সোল[৩] [ই] *বি* জুতার তলার অংশ। 'কাঠের সোল দেওয়া ... কাপড়ের জুতা।' *মানিক*, ১৯৪০।

সোল[৪] [স শোকুল] *বি* শোল; এক প্রকার মাছ। 'সাহেব সোলমাছ ধরতে গিয়েছিল কুঠির দীঘিতে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সোলক [স শ্লোক] *বি* শ্লোক। 'সষ্টি লক্ষ সহস্র জানন্ত মহা সোলক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সোলজার [ই] *বি* সৈন্য। 'গৌড়ারা ... রিভিউয়ের সোলজারদের মত দল বেঁধে দু থাক হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সোলতান [আ সুলতান] *বিণ* সুলতান। 'সোলতান আলাউদ্দীন দিল্লীর ঈশ্বর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সোলপা *বি* শাকবিশেষ। 'মহরি সোলপা ধন্যা খিরপাই বেত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোল পাট *বি* শণ ও পাট। 'সোল পাট দিআ কৈল জৌয়ের ছায়নী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোলা *বি* জলে জন্মে এমন হালকা তৃণবিশেষ; শোলা। 'আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টমটম হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সোলাটুপি *বি* সোলা দিয়ে তৈরি টুপি। 'আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলাটুপি পরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সোলে [আ সলাহ] *বি* মীমাংসা; শান্তি। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **সোলে মানা** *ক্রি* সন্ধি স্বীকার করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

সোলেমানী [আ] *বিণ* সোলেমান নবি-প্রবর্তিত। 'সোলেমানী মালা ধরে জপে পীর পেগম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোল্লাস [স] **১** *ক্রিবিণ* উল্লাস-সহযোগে। 'তার পূর্ণ স্রোত ... সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **২** *বিণ* উল্লাসযুক্ত। 'সোল্লাস ঘোর ঘোষে বিজয়-বাজ গরজি আজ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সোল্লুণ্ঠ [স] *বিণ* ব্যঙ্গাত্মক। 'সোল্লুণ্ঠ বচন-রীতি মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সোশালিস্ট [ই] *বিণ* সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী। 'আমি নিজে সোশালিস্ট, সেখানকার বিধিবিধান আমার নিজের হাতে বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সোশিয়লজি [ই] *বি* সমাজবিজ্ঞান। 'সাইকলজি এবং সোশিয়লজি বে বটানির অন্তর্ভূত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সোশিয়ালিষ্ট [ই] *বিণ* সমাজতান্ত্রিক। 'সোশিয়ালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তারা খ্যাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সোশ্যাল কনশাসনেস [ই] *বি* সমাজসচেতনতা। 'এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে সোশ্যাল কনশাসনেস।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সোশ্যালিজম [ই] *বি* সমাজতন্ত্র। 'সোশ্যালিজমের বল কত বাড়িয় উঠিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সোশ্যালিষ্ট [ই] **১** *বি* সমাজবাদী। 'য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্যালিষ্ট নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* সমাজতান্ত্রিক। 'প্রায় সমস্ত সোশ্যালিষ্ট পত্রই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সোষই [স শুষ্যতি] *ক্রি* শোষে। 'ভাগতরঙ্গ কি সোষই সারঅর।' *চর্যা* ৪২, ১২০০।

সোস [স] *বিণ* শুষ্ক। 'সরোবর সোসে কমল অসিলাএল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোসয়িটী, সোসৈয়িটী [ই] *বি* সোসাইটি; বহু সদস্য নিয়ে গঠিত সভা। *দর্পণ*, ১৮২২।

সোসর[১] [স সদৃশ] **১** *বিণ* সমতুল্য। 'সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* শেষ। 'হাসন হুসন যুদ্ধ পালা এইখানি সোসর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সোসর[২] [স শ্বশুর] *বি* শ্বশুর। 'করিব উত্তম কুলে আমার সোসর।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সোসাইটি, সোসাইটী [ই] সমিতি। 'স্কুলবুক সোসাইটীর গদ্য পদ রচিত পুস্তকের প্রমাণে।' *প্রভাকর*, ১৮৩১; 'সোসাইটি, সভ্য, ক্লা ইত্যাদি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সোসার [স সদৃশ] *বিণ* সমতুল্য। 'রত্নসেন গড় হৈল কাঞ্চানি সোসার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সোসালিষ্ট [ই] *বিণ* সমাজতান্ত্রিক। 'এই সোসালিষ্ট দল ভারতে যুবকদিগকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সোসিয়ালিস্ট [ই] *বি* সমাজতন্ত্রের অনুসারী। 'সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সোস্যালিজম [ই] *বি* সমাজতন্ত্র। 'সোস্যালিজম-এর গোলকধাঁধা ঘুরে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সোস্যালিষ্ট [ই] *বি* সমাজতান্ত্রিক দল। 'রুষিয়ার বলসেভিক, বি জর্ম্মাণীর সোস্যালিষ্ট, কি ইংলণ্ডের ন্যাশনালিজেশন পন্থী ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

সোসৈটি [ই] **১** *বি* সমিতি। 'সোসৈটির অন্তঃপাতী হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* বহু সদস্য নিয়ে গঠিত সভা। 'লন্ডন মিসনরি সোসৈটির ধর্ম্মোপদেশক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সোহা [স শুভ>] *ক্রি* শোভা পাওয়া। 'চালনি দোলনি নেত্র নীলোৎপল সোহে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সোহাওল** *বিণ* সুশোভিত হলো। 'কুসুম কুসুম ভরি সেজ সোহাওল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সোহাব** *ক্রি* শোভা পায়। 'চেতন পাপু চিন্তাএ্যে আকুল হরখে সবে সোহাব।' *বিদ্যাপতি*

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪৬০।

সোহং, সোঽহং [স] *বিণ* অহঙ্কারী। 'দুপাতা ইংরেজি পড়ে সব সোঽহং হয়ে উঠেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সোহংবাদ [স] *বি* আত্মা ও ব্রহ্ম এক – এই মতবাদ। 'রাসভরাজ্যে সোহংবাদের প্রচলন নেই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

সোহংবাদ, সোঽহংবাদ [স] *বি* আত্মা ও ব্রহ্ম এক – এই দার্শনিক তত্ত্ব। 'কর্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা, সোঽহংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সোহং তত্ত্ব, সোঽহম তত্ত্ব *বি* আত্মা ও ব্রহ্ম এক – এই দার্শনিক তত্ত্ব। 'সুপ্রাচীন সোঽহম তন্ত্রের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

সোহরণ [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। 'হেনকালে মনেত হইল সোহরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সোহরত [আ শুহরত] *বি* ঘোষণা। 'আমি কি পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিমু?' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সোহাগ [স সৌভাগ্য] **১** *বি* ভালোবাসা। 'পুনি মিশাইতে পারে সংযোগ সোহাগ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* আদর। 'কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* খাতির। 'ওদের কাছে সোহাগ করে লৌকিকতা করতে যাওয়া ঝকমারির একশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সোহাগ-ঝরা *বিণ* আদর ঝরে পড়ে এমন। 'বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সোহাগ-তরঙ্গরাশি *বি* আদরের তরঙ্গ। 'সেহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি, উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সোহাগপানি *বি* বিবাহের আচার বিশেষ। 'অধিবাস ও সোহাগ-পানিও না করিবে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোহাগ-বাঁধন *বি* আদরের বন্ধন। 'যৌবননদী করিবে সজ্জাগ, আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ-বাঁধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সোহাগ-ভরা *বিণ* আদরের। 'সোহাগ-ভরা প্রাণের কথা শুনিয়ে দিতে তোরে সাহস নাহি পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সোহাগ-মদ *বি* আদররূপ মদ। 'প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সোহাগমাখা *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সোহাগ-যত্ন *বি* আদর-যত্ন। 'আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সোহাগ-যাচনা *বি* আদর-ভিক্ষা। 'ধনী কুটুম্বের সোহাগ-যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সাহাগশালিনী [সোহাগ+স শালিনী] *বিণ স্ত্রী* সোহাগযুক্ত। 'রূপটানে তোর মুখটি মাজা সোহাগশালিনী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

সোহাগ-সুধাপান *বি* আদররূপ অমৃত পান। 'নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধাপানে অঙ্গ মোর হয়েছে অমর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সোহাগি **১** *বিণ* আদরপ্রাপ্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* অতি প্রিয়। 'পুঁটুরানি বাপ-সোহাগি, নন্দদুলাল মানিক মা-র।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সোহাগিনি, সোহাগিনী *বিণ স্ত্রী* আদরপ্রাপ্ত। 'পহু সঙ্গ কামিনী বহুত সোহাগিনী চন্দ্র নিকট জইসে তারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। 'সোহাগিনি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সোহাগা *বি* সোনা গলাবার জন্যে ব্যবহৃত ক্ষার জাতীয় পদার্থ। 'স্বজাতি অনুগা সোণাতে সোহাগা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সোহিনী[১] [স শোভিনী] *বিণ* শোভা ধারণকারী। 'করণে কুণ্ডল সোহিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সোহিনী[২] [স শোভিনী] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'বাহার – পরজ ও সোহিনীর যোগে উৎপন্ন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সৌ [পা সো] *সর্ব* সেই। 'জো ষো চৌর সৌ দুষাধী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

সৌঁ *অব্য* সঙ্গে। 'বাল্মু সৌঁ মঝু দীঠি মিলাবহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সৌকর্য, সৌকর্য্য [স] **১** *বি* সুবিধা; অনায়াস-সাধ্যতা। 'আমাদিগের আজীব, আরাম ও সৌকার্য্যার্থে যে সকল বস্তু আবশ্যক, পৃথিবীতে তৎসমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* সম্প্রসারণ। 'সমাজের শিক্ষা সৌকর্য্যের জন্যই সরকার।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

সৌকর্যকারী, সৌকর্য্যকারী [স] *বিণ* সহজসাধ্য করে এমন। 'বিস্ময়াবহ উৎকর্ষ ও কার্য্য-সৌকর্য্যকারী উন্নতি মানববুদ্ধিবলে সংশোধিত হইয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৌকুমার্য, সৌকুমার্য্য [স] **১** *বি* কমনীয়তা। 'তোমার সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* লালিত্য। 'কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সৌখিন [ফা শওকীন] **১** *বিণ* বিলাসী। 'সৌখিন বাবুসকলে সক করিয়া সকের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* শখের। 'সৌখীন চড়ক পার্ব্বণ শেষ হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বিণ* রুচিসম্পন্ন। 'সৌখীন কুটিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সৌখীনতা [ফা শওকীন+স তা] *বি* শখের বিষয়; বিলাসিতা। 'এ-বিশ্বাস যাদের নেই তাদের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা এযুগে সমস্যা নয় – সৌখীনতা।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

সৌগণ *বি* মদ বিক্রেতা। 'নগরের একপাশে বহু সৌগণ বৈসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৌগন্ধ [স] *বিণ* সুগন্ধ। 'শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সৌগন্ধী [স] *বিণ* সুগন্ধবিশিষ্ট। 'অন্তত বায়ু চন্দনে সৌগন্ধী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

সৌগন্ধ্য [স] *বি* সৌরভ। 'সর্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধ্যে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সৌজন্য [স] **১** *বি* ভদ্রতা; শিষ্টাচার। 'আপনার সৌজন্যাদি নির্ম্মল গুণদ্বারা তত্তদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অতিশয় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সৌজন্যতা [স] *বি* শিষ্টাচারিতা। 'মেয়েদের সৌজন্যতা ও ভদ্রতা শিক্ষা দান।' *বেগম*, ১৯৬৮।

সৌজন্যবোধ [স] *বি* ভদ্রতাজ্ঞান। 'একটা সাধারণ সৌজন্যবোধ নেই।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সৌজন্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* শিষ্টাচারী। 'স্বপ্নে-দেখা অপ্সরীর মতো নেমে আসে মোহিনী সৌজন্যময়ী রাত্রি।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌজন্যমূলক [স] *বিণ* ভদ্রতাপূর্ণ। 'এইসব সৌজন্যমূলক হাসিতে কোনো ফল হয় না।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

সৌজন্যসম্মত [স] *বিণ* শিষ্টাচারসম্মত। 'সৌজন্যসম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সৌজন্য-সহকারে *ক্রিবিণ* ভদ্রতার সঙ্গে। 'সৌজন্য-সহকারে এই শরীররক্ষীর দল তাঁহাদিগকে দান করা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সৌজন্যসুন্দর [স] *বিণ* ভদ্রজনোচিত। 'ব্যবহারে একটু নির্লিপ্ত হয়েও সৌজন্যসুন্দর।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সৌদা [ফা সওদা] *বি* বাণিজ্য; পণ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সৌদাগরি [ফা সওদাগর>] *বি* ব্যবসা-বাণিজ্য। 'সৌদাগরি কি বাজারে ফলে না আপিসে জন্মে?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সৌদামিনী [স] *বি* বিদ্যুৎ। 'মেঘে সৌদামিনী কলা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সৌধ [স] *বি* অট্টালিকা; প্রাসাদ। 'প্রাণনাথ সৌধ ঘরে কর বাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *বি* কাঠামো। 'এত হাহাকার ও শিক্ষা অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৌধচূড়া [স] *বি* সৌধের চূড়া। 'ব্যাবিলনের অত্যুন্নত সৌধচূড়ার পতনবার্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৌধ-ছাদ *বি* অট্টালিকার চূড়া। 'সৌধ-ছাদ শত শত ঢাকিয়া রহস্য কত, আকাশেরে করিছে ভ্রূকুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৌধশির [স] *বি* প্রাসাদের উপরিভাগ। 'শত শত গৃহচূড়া হীরকমণ্ডিত/ শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি কাঞ্চন-নির্মিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সৌন্দর্য, সৌন্দর্য্য [স] **১** *বি* রূপ। 'সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাসে প্রচুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শোভা। 'সৌন্দর্য্য রাশি রাশি খুইল ঠাই ঠাই।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য সহজেই চিত্তকে আকৃষ্ট করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* মনোহারিত্ব। 'সৌন্দর্য অন্ন নহে, বস্ত্র নহে, তাহা কাহারও পক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবশ্যক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৪** *বি* শোভনতা। 'সকলপ্রকার সৌন্দর্য, ঔদার্য ও মহত্ত্ব যে হৃদয়কে বারংবার স্পন্দিত-উদ্বোধিত করিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সৌন্দর্য-আভাস *বি* সৌন্দর্যের পরিচয়। 'তুমি কি পেয়েছ নিজ সৌন্দর্য-আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সৌন্দর্য-উজ্জ্বল [স] *বিণ* সৌন্দর্যদীপ্ত। 'আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সৌন্দর্যকাব্য [স] *বি* সৌন্দর্য দিয়ে রচিত কাব্য। 'মনের ভিতরে একটি আনন্দময় সৌন্দর্যকাব্য রচনা করে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সৌন্দর্যকামনা [স] *বি* সৌন্দর্য-পিপাসা। 'সৌন্দর্যকামনাই তার সব হল।' *জীবন*, ১৯৩২।

সৌন্দর্যচর্চা, সৌন্দর্য্যচর্চা [স] **১** *বি* সৌন্দর্যের অনুশীলন। 'জগৎকে মায়া এবং চিত্তবৃত্তিকে মোহ বলিয়া স্থির করিলে বিজ্ঞানচর্চা বিদ্যাচর্চা সৌন্দর্যচর্চা সমস্তই নিষ্ফল এবং অনিষ্টকর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* রূপচর্চা। 'ভগিনীগণ, সৌন্দর্যচর্চার দোহাই দিবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'ফ্যাশন ও সৌন্দর্য্যচর্চায় পত্রিকাগুলো তাঁরা আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত পড়বেন।' *বেগম*, ১৯৪৯। **৩** *বি* সুন্দরের পরিচর্যা। 'য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সৌন্দর্যচেতনা [স] **১** *বি* সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতনতা। 'এই সৌন্দর্য-চেতনা সকলের কিছু সমান নয়। যাহার হৃদয়ে যত সৌন্দর্য বিরাজ করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *বি* সৌন্দর্যবোধ। 'মানুষের সৌন্দর্যচেতনা বাড়ে, মানুষ সৌন্দর্যবিচারক হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সৌন্দর্যছবি [স সৌন্দর্য+আ সবীহ্] *বি* সৌন্দর্যের চিত্র। 'তখন তোমার সৌন্দর্যছবি আমায় পড়বে আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

সৌন্দর্যজগৎ [স] *বি* সুন্দরের ভুবন। 'আমাদের সৌন্দর্যজগৎ যে খণ্ড ও খর্ব হয়ে পড়ে।' *অবন*, ১৯২৫।

সৌন্দর্য্যজনিকা [স] *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্যতাত্ত্বিক। 'এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সৌন্দর্যজ্ঞ [স] *বিণ* সৌন্দর্যজ্ঞান আছে এমন। 'রূপ সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে লোক সৌন্দর্যজ্ঞ হতে পারে না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সৌন্দর্যজ্ঞান, সৌন্দর্য্যজ্ঞান [স] *বি* সুন্দর সম্পর্কে ধারণা। 'অশিক্ষা কিম্বা কুশিক্ষার দোষে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভাববশতঃ, কিছুমাত্র আনন্দ উপভোগ করেন না।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'যে ছেলের একটু মাত্র সৌন্দর্যজ্ঞান হয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

সৌন্দর্যতত্ত্ব [স] *বি* সৌন্দর্যবিষয়ক শাস্ত্র। 'সেটা অর্থতত্ত্বের ব স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ভুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৌন্দর্যতা, সৌন্দর্য্যতা [স] *বি* শোভা। 'নগরের সৌন্দর্য্যতা হেতু কিছু কালের নিমিত্ত প্রজার প্রতি প্রদানানুমতি হইয়াছিল।' *পূর্ণচন্দ্র* ১৮৩৬।

সৌন্দর্যতাত্ত্বিক [স] *বি* সৌন্দর্যবোদ্ধা। 'আবার বলিল সেই সৌন্দর্যতাত্ত্বিক।' *জীবন*, ১৯৩৬।

সৌন্দর্য-তৃষা [স] *বি* সৌন্দর্য লাভের ইচ্ছা। 'সেটা সুষমা পিপাসু মনের সৌন্দর্য-তৃষা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সৌন্দর্যধারা [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ স্রোতস্বিনী। 'তাহারে করাও স্নান অন্তিমের সৌন্দর্যধারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সৌন্দর্যনিষ্ঠা [স] *বি* সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ। 'বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাব ... গৃহকর্ত্রীর সুরুচি এবং সৌন্দর্যনিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সৌন্দর্যপনা [স সৌন্দর্য+পনা] *বি* সৌন্দর্যপ্রিয়তা। 'প্রেম ও সৌন্দর্যপনাই যে তাদের একমাত্র উপজীব্য হবে তাতে আর বিচিত্র কি?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সৌন্দর্যপিপাসু [স] *বিণ* সুন্দরের প্রতি আগ্রহী। 'এমন সব স্থান সৌন্দর্যপিপাসু প্রকৃতি-রসিক নরনারীর জন্য।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সৌন্দর্যপূজা [স] *বি* সুন্দরের বন্দনা। 'য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সৌন্দর্যপ্রবাহ [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ স্রোতধারা। 'চারি দিকে ছুটি এবং অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্যপ্রবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৌন্দর্যপ্রভা [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ দ্যুতি। 'সেই নিশীথকালে, সুষুপ্ত সুন্দরীর সৌন্দর্যপ্রভা – দূর হৌক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সৌন্দর্যপ্রিয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয় [স] *বিণ* সৌন্দর্যের প্রতি অনুরক্ত। 'আপন অতুলনীয়ত্ব গুণে সৌন্দর্য্যপ্রিয় ... জনসমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৌন্দর্যপ্রিয়তা [স] *বি* সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ। 'সত্যি-সত্যি পুরুষদের চেয়ে কি তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা বেশি আছে?' *রবীন্দ্র* ১৮৯৫।

সৌন্দর্য ফোটা *ক্রি* সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়া। 'বাষ্প-আকারে যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য ফোটেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সৌন্দর্য-বিকাশ *বি* সৌন্দর্যের প্রকাশ। সৌন্দর্য্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না, যে সংসারদগ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'দেখো তার সৌন্দর্য - বিকাশ, মধু তার করো তুমি পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সৌন্দর্যবিচারক [স] *বিণ* সৌন্দর্য যাচাইয়ে সক্ষম। 'মানুষের সৌন্দর্যচেতনা বাড়ে, মানুষ সৌন্দর্যবিচারক হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সৌন্দর্যবিদ [স] *বি* সৌন্দর্যস্রষ্টা। 'রবীন্দ্রনাথকে আমি নীতিবিদ হিসেবে দেখিনে, সৌন্দর্যবিদ হিসেবে দেখি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যবিভা [স] *বি* রূপচ্ছটা। 'আত্মা আপনার সৌন্দর্যবিভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সৌন্দর্যবেত্তা [স] *বিণ* নন্দনতাত্ত্বিক। 'রবীন্দ্রনাথকে সৌন্দর্যবেত্তা বললে কিছুই বলা হয় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যবোধ [স] *বি* সুন্দরের উপলব্ধি। 'দয়া, সৌন্দর্যবোধ, ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সৌন্দর্যভুক [স] *বিণ* সৌন্দর্যপিপাসু। 'সংস্কৃতি সৌন্দর্যভুক।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যভ্রষ্ট, সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট [স] *বিণ* সৌন্দর্য হারিয়েছে এমন। 'শ্রীহীন, সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট ঘর-বাড়ীতে ভরা।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সৌন্দর্যমথিত [স] *বিণ* মনোমুগ্ধকর। 'কালিদাস কয়েকটি সৌন্দর্যমথিত দৃশ্য দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সৌন্দর্যময়, সৌন্দর্য্যময় [স] *বিণ* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'এ দেশও মধুর সৌন্দর্য্যময় বোধ হয়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সৌন্দর্য-মাখা, সৌন্দর্য্যমাখা *বি* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই –আমার সৌন্দর্য্য-মাখা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; তোমার নয়নে হত তা সৌন্দর্য-মাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সৌন্দর্যরক্ষা [স] *বি* সৌন্দর্য বজায় রাখা। 'মনে হচ্ছিল সৌন্দর্যরক্ষা কোনোদিনও আর মিটবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

সৌন্দর্যরসভোগ [স] *বি* সৌন্দর্যের রস আস্বাদন। 'সৌন্দর্যরসভোগ আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সৌন্দর্যরসিক [স] *বি* সৌন্দর্য উপভোগকারী। 'তবে তিনি প্রকৃতই সৌন্দর্যরসিক।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

সৌন্দর্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* সুন্দরভাবে। 'ইহারদিগের শিক্ষা অতি সৌন্দর্যরূপে হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সৌন্দর্যলক্ষ্মী [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ লক্ষ্মী; সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী। 'আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্যলক্ষ্মী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সৌন্দর্যলোক [স] *বি* সুন্দরের ভুবন। 'অপরূপ সৌন্দর্যলোকে বিহারীকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সৌন্দর্যশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অপরূপ। 'তাহাকে অতুলনীয় সৌন্দর্যশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

সৌন্দর্যশালী [স] *বিণ* সুকুমার। 'অপূর্ব সৌন্দর্যশালী সাহিত্যের সংস্পর্শেই ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সৌন্দর্যসত্র [স] *বি* সৌন্দর্যের মেলা। 'পার্কে সেদিন সৌন্দর্যসত্র বসিয়াছিল।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

সৌন্দর্যসম্ভোগ [স] *বি* সৌন্দর্য উপভোগ। 'প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সৌন্দর্যসাধন [স] *বি* সৌন্দর্য সৃষ্টি। 'এই সৌন্দর্যসাধনের জন্য স্থিতির প্রয়োজন।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্য সৃজন, সৌন্দর্য্য সৃজন *বি* সৌন্দর্য সৃষ্টি। 'সৌন্দর্য্য সৃজনের বিবিধ উপায় আছে, যথা কোকিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সৌন্দর্য-সৃষ্টি *বি* সৌন্দর্য রচনা করা। 'মানুষ আপনার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সৌন্দর্যস্বাদ [স] *বি* সুন্দরের আস্বাদ। 'সে-জন্য সৌন্দর্যস্বাদকে তথা রসকে ব্রহ্মস্বাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যস্বীকারকারী [স] *বিণ* সৌন্দর্য বুঝতে পারে এমন। 'সৌন্দর্যস্বীকারকারী রুচি তেমন পাকা হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সৌন্দর্যস্রষ্টা [স] *বি* সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী। 'রবীন্দ্রনাথের মূল্য সৌন্দর্যস্রষ্টা হিসেবেই, নীতি প্রচারক বা আদর্শদাতা হিসেবে নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যহানি *বি* সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়া। 'যদি শ্রী সাধন না হয় তবে কাব্যের প্রতি দোষারোপ করা যায় সৌন্দর্যহানি হইল বলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সৌন্দর্যহীন [স] *বিণ* সৌন্দর্য নেই এমন। 'ইহকাল অথবা পরকালের কোনো বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করি তখন তাহা সৌন্দর্যহীন মোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সৌন্দর্যাত্মক [স] *বিণ* সৌন্দর্যপ্রধান। 'এ সব সৌন্দর্যাত্মক কবিতার নামগন্ধও থাকে না, থাকে উদ্দীপনাসঞ্চারী বিদ্রোহাত্মক কবিতার ছড়াছড়ি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর রূপের অধিকারী। 'ছাল্যাটি সুবুদ্ধি বটে সৌন্দর্যা সুশ্রী।' *কেরি*, ১৮০২।

সৌন্দর্যানুভূতি [স] *বি* সৌন্দর্যের অনুভব। 'নৃত্য তখন মানুষের নব নব সৌন্দর্যানুভূতি ...।' *মুক্তজবা*, ১৯৫৯।

সৌন্দর্যাভিমানী [স] *বিণ* সৌন্দর্য নিয়ে অহংকারী। 'সৌন্দর্যাভিমানী অমায়িক সুবংশের ছেলের জন্য ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

সৌন্দর্যাহত [স] *বিণ* সৌন্দর্যে মোহিত। 'তোরাও কি আজ সৌন্দর্যাহত রূপ-বিমূঢ় পথহারা পথিকের মতো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সৌভাগ্য [স] **১** *বি* শুভভাগ্য। 'সৌভাগ্যে আগলি হৈল জিনিঞা সতিনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কাব্যের অন্তর্গত সৌন্দর্য। 'কোন কোন কারণ এবং প্রক্রিয়ার ফলে কাব্যদেহে এই সৌভাগ্য ... সঞ্চারিত হয়।' *শিব*, ১৯৭৩।

সৌভাগ্যক্রমে [স] *ক্রিবিণ* অনুকূল ভাগ্যবশত। 'অদ্য সৌভাগ্যক্রমে, এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সৌভাগ্যগর্ব [স] *বি* ভাগ্যের বড়াই। 'লোকনিন্দা লোকস্তুতি সৌভাগ্যগর্ব এবং মান-অভিমানে স্ত্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সৌভাগ্যজনক [স] *বি* সৌভাগ্যের কারণ। 'ইহা আমারই সৌভাগ্যজনক হইবে।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

সৌভাগ্যতিলক [স] *বি* সৌভাগ্যের লক্ষণ। 'সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সৌভাগ্যবতী [স] *বিণ* ভাগ্যবান। 'স্বামীর সৌভাগ্যবতী পতি সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুঞ্জিল রতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সৌভাগ্যবান [স] ১ *বিণ* ভাগ্যবান। 'তুমি বড় সৌভাগ্যবান।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* ঐশ্বর্যশালী; উন্নত। 'পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যবান জাতির মহদ্দিনের সূচনা করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সৌভাগ্যযুক্ত [স] *বিণ* ভাগ্যবান। 'তাঁহার সৌভাগ্যযুক্ত ও ধনাঢ্য হইয়া ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

সৌভাগ্য-লগন *বি* সুসময়। 'দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে কতবার বারে বারে এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সৌভাগ্যশশী [স] *বি* সৌভাগ্যরূপ চাঁদ। 'মনুষ্যের সৌভাগ্য শশী কখনই সমভাব থাকে না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষকলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সৌভাগ্যশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সৌভাগ্যের অধিকারী। 'অধুনা বঙ্গভূমি বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সৌভাগ্যশালী [স] ১ *বিণ* ভাগ্যবান। 'সৌভাগ্যশালী বিদ্যাবান ব্যক্তি জীবের শরীরে ও বৃক্ষের পল্লবে যেরূপ শোভা, যেরূপ শিল্প ও যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* ঐশ্বর্যমণ্ডিত; উন্নত। 'মনে করি যে, অন্য দেশের আয়োজনগুলোকে, সম্পদগুলোকে কোনো উপায়ে সশরীরে হাজির করলেই বুঝি আমরাও সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সৌভাগ্যসূর্য [স] *বি* সৌভাগ্যরূপ সূর্য। 'সৌভাগ্যসূর্যকে অস্তগত হইতে বাধ্য করিয়া।' *কোহিনুর*, ১৯২৪।

সৌভাগ্যস্রোত [স] *বি* সৌভাগ্যরূপ স্রোত। 'এখানকার সকল লোকের সৌভাগ্যস্রোত রোধ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সৌভ্রাতৃত্ব [স] *বি* পরস্পর সম্প্রীতিযুক্ত ভ্রাতৃভাব। 'তাদের ভিতর গড়ে উঠবে মহান সৌভ্রাতৃত্ব।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

সৌভ্রাত্র, সৌভ্রাত্র্য [স] *বি* পরস্পরের প্রতি ভাইসুলভ সম্প্রীতি। 'মানবগণ পরস্পর সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাত্ররূপ প্রীতিময় শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'মহাভারতের প্রধান উপদেশ সৌভ্রাত্র ও পারিবারিক প্রেম।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সৌম্য [স] ১ *বিণ* প্রশান্ত। 'এই শান্তি, এই মধুরতা, দিক সৌম্য ম্লান কান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* প্রসন্ন। 'উৎসক্ষেত্রে ধর্মসমাজে এই শুভ্রকোর্তাধারী সৌম্য প্রফুল্লমূর্তি শ্বেতাস্য বিদেশীকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* মনোহর। 'সৌম্য তাহার কল্যাণরূপ বিশ্বজয়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সৌম্যগম্ভীর [স] *বি* ধীর গম্ভীর ভাব। 'সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'তাঁহার সেই সৌম্যগম্ভীর উন্নত গৌরকান্ত দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সৌম্যমূরতি [স সৌম্যমূর্তি] *বিণ* প্রসন্ন চেহারার। 'সৌম্যমূরতি নাজীর সেথায় নির্ভয়ে চলে যায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

সৌম্যমূর্তি [স] *বি* প্রসন্ন বা সুন্দর চেহারা। 'এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে ... বিরাজমান রহিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সৌম্যরশ্মি [স] *বি* প্রশান্ত কিরণ। 'নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সৌম্যশুদ্ধভাব [স] *বি* প্রশান্ত পবিত্র ভাব। 'মুখে ধার্মিক ব্যক্তির সৌম্যশুদ্ধভাব।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সৌম্যসুন্দর [স] *বিণ* শান্ত সৌন্দর্যময়। 'ওগো দূত দূরবাসী, ওগো বাক্যহীন, হে সৌম্য-সুন্দর, চাহি তব মুখপানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'বার্ধক্যের কী সৌম্যসুন্দর মূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সৌর [স] *বিণ* সূর্য-সম্বন্ধীয়। 'হিজরি সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষণ্যে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সৌর-কর [স] *বি* সূর্যের আলো। 'অভ্রভেদী সৌধশিখরে সৌর-কর প্রতিফলিত হইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সৌরকরময় [স] *বিণ* সূর্যরশ্মিপূর্ণ। 'সৌরকরময় চীন, রুশের হৃদয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সৌরগতি [স] *বি* সূর্যের বেগ। 'তুমি পলে পলে মরণের পথে সৌরগতির ন্যায় দ্রুত অগ্রসর হইতেছ।' *দর্পণ*, ১৯২৬।

সৌরচিকিৎসা [স] *বি* সূর্যস্নানের মাধ্যমে প্রদত্ত চিকিৎসা। 'যক্ষ্মারোগের সৌরচিকিৎসার পক্ষে এই স্থানটির উপযোগিতার কারণ ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সৌরজগৎ [স] *বি* সূর্য ও তার গ্রহ-উপগ্রহ মিলে যে জগৎ। 'সূর্য্য এবং গ্রহ ধূমকেতু সমষ্টি রূপে সৌরজগৎ শব্দে উক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সৌরতাপ [স] *বি* সূর্যের উত্তাপ। 'বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌরতাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সৌরতেজঃ [স] *বিণ* সূর্যের মতো তেজস্বী। 'চিররথ রথী সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সৌরদেশ [স] *বি* সূর্যরূপ দেশ। 'মুহূর্তের মধ্যে সৌরদেশে উপনীত হইল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সৌর-পরিবার *বি* সৌরজগৎ। 'একটি নীলাকাশ গেল, একটি সৌর-পরিবার গেল, একটি তরুলতাপশুপক্ষী-শোভিত পৃথিবী গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সৌর বছর [স সৌর বৎসর] *বি* পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময় লাগে; ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮.৭৬৮ মিনিট। 'সূর্যপ্রদক্ষিণের যেমন সৌর বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের পরিমাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৌরমণ্ডল [স] *বি* সৌরজগৎ। 'এ পৃথিবী সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভূত।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

সৌরমান [স] *বি* সৌর হিসাব। 'হিজরি সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষণ্যে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সৌর-মাস [স] *বি* সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে যে-সময় লাগে, তার বারো ভাগের এক ভাগ; মাস। 'সৌর-মাসের কোনদিনে তাহা লিখিত নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সৌর-রশ্মি [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'প্রফুল্ল কমলে সৌর-রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সৌরলোক [স] *বি* সৌরজগৎ; সূর্যকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান গ্রহ-উপগ্রহের যে জগৎ; আকাশমণ্ডল। 'সৌরলোকে সে ছুটেছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সৌরস্বভাব [স] *বি* সূর্যের মতো বৈশিষ্ট্য। 'নীল বনপটভূমি ফলভরে নিয়ে যায় সৌরস্বভাবের দিকে।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

সৌরাধিপতি [স] *বিণ* সূর্যরূপ অধিপতি। 'অন্যজন বাংলা সাহিত্যের সৌরাধিপতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌরাশ্বিন [স] *বি* সৌর পঞ্জিকার আশ্বিন মাস। 'আসিল শরৎ সৌরাশ্বিন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সৌরোৎপাত [স] *বি* সূর্যের মধ্যকার ঝড়। 'সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সৌরভ [স] **১** *বি* সুগন্ধ। 'অঙ্গের পবন রসের সৌরভে লাখ লাখ অলি ধায়ে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বি* সৌন্দর্য। 'দুঃখের পাসাণে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের সৌরভ বাহির করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৌরভ-আভাস [স] *বি* সুগন্ধের আভাস। 'ভাবনা ভরিল মোর সৌরভ-আভাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সৌরভ-উচ্ছ্বাস [স] *বি* সুগন্ধের প্রাচুর্য। 'বনের হৃদয় হতে সৌরভ-উচ্ছ্বাস বয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সৌরভবিহীন [স] *বিণ* সুগন্ধহীন। 'সৌরভবিহীন পুষ্প।' *নজরুল*, ১৯২২।

সৌরভমন্থর [স] *বিণ* সুবাসে অলস। 'ঘন সৌরভমন্থর পবনে জাগে কে জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সৌরভময় *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'ওই বঙ্গের শেষ কীর্ত্তির দেশ সৌরভময় ধাম!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সৌরভময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সুগন্ধ আছে এমন। 'বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সৌরভ লওয়া *ক্রি* সুগন্ধ নেওয়া। 'লও তার মধুর সৌরভ, দেখো তার সৌন্দর্য-বিকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সৌরভ-সম *বিণ* সুগন্ধের মতো। 'পুষ্পের সৌরভ-সম তোমার আমার প্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সৌরভসম্পদ [স] *বি* সৌরভরূপ সম্পদ। 'প্রাণের উৎসাহ নাহি পায় সীমা খুঁজি/ মর্মরিত মাধুর্যের সৌরভসম্পদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সৌরভসুধা [স] *বি* সুধার মতো সৌরভ। 'সৌরভসুধায় করে পরান পাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সৌরভ-সুষমা [স] *বি* সুগন্ধের সৌন্দর্য। 'একজনমাত্র স্ত্রী-কবির কবিতাকুসুমের সৌরভ-সুষমার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সৌরভিনী[১] [স] *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'আপনার দাতৃত্ব পরোপকারিত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশ সৌরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

সৌরভিনী[২] [স] *বি* (সঙ্গীত) একটি শ্রুতি। 'সৌরভিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সৌরভী [স] *বি* সুগন্ধ। 'মুকুল মন সুবাসে তব গোপনে সৌরভী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৌরভ্য [স] *বিণ* সুগন্ধময়। 'কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ/ সৌরভ্য অধর-রস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সৌরাজ্য [স] *বি* সুশাসিত রাজ্য। 'তাঁহার সৌরাজ্যের চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখিতে পাইলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

সৌরি [স] *বি* (জ্যোতিষ) শনি। 'কর্ম্মস্থানে সৌরি, রিপু স্থানে নিশাকর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সৌল [স শকুল] *বি* শোল মাছ। 'সৌল পোনা কিনে দুয়া চেড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৌলভ্য [স] *বিণ* সহজে লাভ করা যায় এমন। 'শকটাদি গমনাগমনে অতি সৌলভ্য হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৪০।

সৌশীল্য [স] *বি* সততা; ভালো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'জমীদার আপনারদের সৌশীল্য ক্রমে মুসলমান বাদশাহকর্তৃক রাজত্বপদ প্রাপ্ত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সৌষম্য [স] *বি* বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংগতি ও সামঞ্জস্য। 'চোয়াল দুটো হয়তো সৌষম্যের কোনো নিয়ম মানলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৌষ্ঠব [স] **১** *বি* উৎকর্ষ। 'সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সৌন্দর্য। 'মোহন সৌষ্ঠবে নাচে যেন বিদ্যাধরী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* স্বাচ্ছন্দ্য। 'স্বতন্ত্রতার সহিত দিনপাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত সৌষ্ঠবেতে দাসত্ব অপেক্ষা ভাল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* শৃঙ্খলা। 'সভার সৌষ্ঠব অত্যাশ্চর্য্য।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৫** *বিণ* মনোহর। 'এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠব নাচ তামাসা বাদ্য রোশনাই আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৬** *বি* সৌন্দর্য। 'উত্তম শ্যামবর্ণা অঙ্গ সৌষ্ঠব আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৭** *বিণ* সুখী। 'তাঁহারদিগের আগমনেতে দৃষ্টি সৌষ্ঠব আছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। **৮** *বি* উন্নতি। 'তবে দেশের সৌষ্ঠব হওনের অতি বিলম্ব হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৯** *বি* শৃঙ্খলা। 'নিয়মের ক্ষেত্রে আমাকে টেনে আনলে আমি কর্মের সৌষ্ঠব রক্ষা করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **১০** *বি* সুষ্ঠুতা। 'সৌষ্ঠব জিনিসটা কেবলমাত্র সৌন্দর্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **১১** *বি* সুগঠন। 'শরীরের অতিস্ফূর্তিকে নিরস্ত করে দিয়ে নিবিড় সৌষ্ঠব প্রকাশের জন্যে অত্যন্ত আঁট করে কাপড় পরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৌষ্ঠবহীন [স] *বিণ* উৎকর্ষহীন। 'বর্ত্তমানের ভারাতুর, লজ্জাকাতর, স্বাস্থ্যহীন, শ্রীহীন, সৌষ্ঠবহীন, খর্ব্বাকৃতি শীর্ণকায় বাঙালী নারী নয়! *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষি [স সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষী] *বিণ* উৎকর্ষকামী। 'সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা সদ্যুক্তিবিশিষ্ট স্ব২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সৌষ্ঠবান্বিত [স] *বিণ* সুষ্ঠুতাবিশিষ্ট। *সেবধি*, ১৮৩৯।

সৌষ্ঠবার্থ [স] *ক্রিবিণ* উৎকর্ষের জন্যে। 'এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সৌসাদৃশ্য [স] **১** *বি* নিখুঁত সাদৃশ্য। 'খ্রীষ্টানদিগেরও সহিত কর্ত্তাভজাদিগের মতের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* শোভা। 'প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশ্য ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সৌহার্জ্জ [স সৌহার্দ্য] *বি* সৌহার্দ্য; বন্ধুত্ব। 'আহ্মি আছি প্রিয় বন্ধু সৌহার্জ্জ তোহ্মার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৌহার্দ, সৌহার্দ্দ, সৌহার্দ্য [স] **১** *বি* বন্ধুত্ব। 'এই অতি উচিত ঠাওরাইলেক যে এ উত্তম কুকুরের সহিত সৌহার্দ্দ করি।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'আদরোক্তি ও সৌহার্দ্য প্রকাশ অপেক্ষা অধিক অনুরাগ আর কাহার নিকট প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* সম্প্রীতি। 'সৌহার্দ্যে স্থির।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সৌহার্দ্যবন্ধন [স] *বি* বন্ধুত্বরূপ বাঁধন। 'সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্যবন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৌহৃদ্য [স] **১** *বি* বন্ধুত্ব। 'তাবৎ লোকের সহিত সৌহৃদ্যপূর্ব্বক এতকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* সম্প্রীতি। 'বাঙালির সঙ্গে বেহারীর সৌহৃদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাঙালি মাত্রেই জানেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সৌহৃদানি *বি* বন্ধুত্ব। 'হ্যাঁ, জনন্মান্তর সৌহৃদানি নয়, এ জন্মেরই ব্যাপার।' *হাসান*, ১৯৬০।

সৌহৃদ্যভাব [স] *বি* সম্প্রীতি। 'প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌহৃদ্যভাব সহজে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্কচ [ই] *বি* স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। 'কখনো কখনো কোনো স্কচ লেখক স্কচ ভাষায় কবিতা প্রভৃতি লিখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন আর স্কচ এই চারজনে মিলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্কচম্যান [ই] *বি* স্কটল্যান্ডের লোক। 'স্কচম্যান – ? সে সঙ্গে নিয়ে এল তা ভাইকে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্কন্ধ [স] **১** *বি* কাঁধ। 'গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়। 'ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে এই উল্লেখ আছে যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্কন্ধ-আলম্বন [স] *বি* কাঁধে ধারণ। 'কতক দায়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্কন্ধদেশ [স] *বি* কাঁধ। 'এই বলিয়া ... স্কন্ধদেশে আঘাত করিবামাত্র ... ভূতলে পতিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্কন্ধভঙ্গি [স] *বি* কাঁধ নাড়া। 'ঈষৎ স্কন্ধভঙ্গির পরে জবাব আসার পূর্বেই ক্যাপ্টেন আবার শুধায় ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

স্কন্ধান্দোলন [স] *বি* কাঁধ নাড়া। 'নিতম্ব ও কটিসঞ্চালন কটাক্ষভঙ্গি স্কন্ধান্দোলন, এককথায় সর্ব অঙ্গের চালনা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

স্কন্ধারূঢ় [স] *বিণ* কাঁধে চেপে আছে এমন। 'তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্কন্ধাবার [স] *বি* শিবির। 'ওই পরপারে যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্কম্পন [স কম্পন] *বি* স্পন্দন। 'আচম্বিতে বাম উরু করিল স্কম্পন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্কলার [ই] *বি* পণ্ডিত। 'আমরা স্কলার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

স্কলারশিপ, স্কলার্শিপ [ই] *বি* বৃত্তি। 'সেকেলে কেঁদো কেঁদো স্কলার্শিপ হোল্ডার।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'যেমন করিয়া হউক তাহাকে স্কলারশিপ পাইতেই হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্কাইলাইট [ই] *বি* ঘুলঘুলি। 'মাথার ওপরে স্কাইলাইট।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

স্কাইস্ক্রেপার [ই] *বি* আকাশচুম্বী ইমারত। 'ঘুমের সৈকতে ওড়ায় ধ্বজা অসহ স্বপ্নের স্কাইস্ক্রেপার।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

স্কাউট [ই] *বি* তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও জনসেবার মনোবৃত্তি বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনবিশেষের সদস্য। 'এক যে ছিল স্কাউট!' *অন্নদা*, ১৯৪১।

স্কাউন্ড্রেল [ই] *বি* দুর্বৃত্ত। 'স্কাউন্ড্রেল কোথাকার!' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্কার্ট [ই] *বি* ঘাগরার মতো পোশাক। 'কোট, প্যান্ট ও স্কার্ট রূপে ইউরোপীয় নর-নারীদের বর-অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

স্কিপিং রোপ [ই] *বি* লাফানো খেলার দড়িবিশেষ। 'স্কিপিং রোপটা দু হাতে ধরে মাথার কাছে তুলতে গিয়ে স্বাতী থেমে গেলো।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

স্কীম [ই] *বি* পরিকল্পনা। 'ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্কীম অব লাইফ আছে, কি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'তাড়াতাড়ি স্কীম ও জরীপ করিতে হইয়া বলিয়া তাতে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।' *সওগাত*, ১৯৪০।

স্কুটার [ই] *বি* দু চাকার মোটরযানবিশেষ; মোটর সাইকেলবিশেষ 'স্কুটার-দলিত শাদা-লাল হাঁসগুলো বারান্দার কংক্রীটে ...।' *শামসুর* ১৯৬৬।

স্কুল [ই] *বি* বিদ্যালয়। 'স্কুলমেষ্টর।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'ফিমেল সেন্ট্রে স্কুল।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। *বঙ্কিম*, ১৮৭২। দ্র **ইস্কুল**

স্কুল-আমল [ই স্কুল+আ আমল] *বি* বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময় 'স্কুল-আমলে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেই এই পর্ব আ শেষ করব।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টরি *বি* স্কুল ইন্সপেক্টরের কাজ। 'সে স্কুল-ইনস্‌পেক্টর কাজে পেনসন নিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় এসে বসেছে।' *রবীন্দ্র* ১৯০৯।

স্কুল-কলেজ [ই] *বি* স্কুল ও কলেজ যেখানে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থ আছে। 'স্কুল-কলেজগুলিকে জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র হতে বিচ্ছিন্ন করে পরে আমাদের অন্তরের সঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্কুল কামাই করা *ক্রি* স্কুলে অনুপস্থিত থাকা। 'কমলার অনুরো খুড়া সেদিন স্কুল কামাই করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

স্কুলকালেজপাঠ্য [ই স্কুল-কলেজ+স পাঠ্য] *বিণ* স্কুলকলেজে পাঠোপযোগী। 'ঘরে বিক্রির জন্যে সাজানো কিছু স্কুলকালেজপাঠ বই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

স্কুলঘর [ই স্কুল+ঘর] *বি* বিদ্যালয় ভবন। 'স্কুলঘরটি লোকাল হইতে কিছু দূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্কুলজীবন [ই স্কুল+স জীবন] *বি* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকালী সময়। 'তার স্কুলজীবন, মাসপয়লা কাগজে কবিতা প্রতিযোগিতা যোগ দিয়ে প্রথম হওয়া।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

স্কুলপাঠ্য [ই স্কুল+স পাঠ্য] *বিণ* স্কুলের পাঠোপযোগী। 'কোনে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী থেকেও তাঁরা ...।' *প্রমথ*, ১৯১২; 'আমার পুঁথি সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য চো লক্ষগুণে বড়ো ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

স্কুল-পালানে *বি* স্কুল থেকে পালায় যে। 'স্কুল-পালানে।' *রবীন্দ্র* ১৯৩৮।

স্কুলফেরতা [ই স্কুল+ফেরতা] *বিণ* বিদ্যালয় থেকে প্রত্যাগত। 'এ স্কুলফেরতা হাবা ছেলের কথাটা না ফুরোতেই।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

স্কুল-ফ্রেণ্ড, স্কুলফ্রেন্ড [ই] *বি* বিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধু। 'আমা স্কুল-ফ্রেণ্ড ভজহরি কুণ্ড।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

স্কুল-বই [ই স্কুল+আ বহী] *বি* পাঠ্যপুস্তক। 'স্কুল-বইগুলির প্র ন্যূনাধিক পরিমাণে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্কুলবয় [ই] **১** *বিণ* অপরিপক্ব। 'কেহ বলে, তুমি স্কুল বয়।' *প্যারী* ১৮৫৯। **২** *বি* স্কুলে পড়ুয়া ছেলে। 'কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়, বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল!' *হুতোম* ১৮৬১।

স্কুলবাড়ি *বি* স্কুলের ভবন। 'বেলা হইলে সে স্কুলবাড়ি দেখিত গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুল-বালক *বি* স্কুলে লেখাপড়া করে যে বালক। 'স্কুল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্কুলমাষ্টর [ই] *বি* বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'স্কুলমাষ্টর আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

স্কুলমাষ্টার, স্কুলমাস্টার [ই] *বি* বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'স্কুলমাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাচ ধরে ও বাজার করে ব্যাড়াচ্ছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'স্কুল-মাস্টারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সমস্ত পুঁথিপত্র বন্ধ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্কুলমাস্টারি, স্কুলমাস্টারী [ই স্কুলমাস্টার>] *বি* স্কুলে শিক্ষকতার কাজ। 'আমি গেলুম পশ্চিমের এক শহরে স্কুলমাস্টারি করতে।' *প্রমথ*, ১৯৩৩; 'স্কুলমাস্টারী, দোকান, চালানী ব্যবসা, ফটোগ্রাফী কাজ, কিছুই বাকী রাখে নাই।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্কুল-মিসট্রেস [ই] *বি স্ত্রী* স্কুলশিক্ষক। 'এক মরা পাড়াগাঁয়ে তাকে গিয়ে স্কুল-মিসট্রেস হতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

স্কুলমেষ্টর [ই] *বি* স্কুলের শিক্ষক। *দর্পণ*, ১৮১৯।

স্কেচ [ই] *বি* নকশা। 'তাঁরা ইংরেজদের স্কেচমাত্র করে নিয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্কেটিং [ই] *বি* তলায় লোহার পাত লাগানো বুট পরে বরফের উপরে দ্রুত গতিতে চলা। 'বরফের উপর স্কেটিং করতে করতে।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্কেট [ই] *বি* বরফের উপরে দৌড়ানোর ধাতব-তলাবিশিষ্ট জুতো। 'ইংরাজ যুবকেরা স্কেট নামক লোহাবাঁধানো কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া সর সর করিয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্কেপটিসিজম [ই] *বি* সন্দেহবাদিতা; পলায়নবাদিতা। 'স্কেপটিসিজমের প্রভাব না থাকলে যে সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না, এটা একরকম অবিসংবাদিত সত্য।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

স্কেল১ [ই] ১ *বি* বেতনের ধাপ। 'আমাদের প্রিন্সিপাল হালেই সিনিয়র স্কেলে উন্নীত হয়েছেন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

স্কেল২ [ই] *বি* পরিমাপের উপকরণ। **স্কেলকাঠি** [ই স্কেল+কাঠি] *বি* মাপকাঠি। 'বয়স দাঁড়িয়ে থাকে কোনো মাঠে স্কেলকাঠি হয়ে।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

স্কোয়ার [ই] ১ *বি* ছোটো পার্ক। 'স্কোয়ার, রাস্তা, বাগান – সব জনশূন্য।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বি* দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফল; বর্গ। 'আটত্রিশ স্কোয়ার ফুট।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

স্কোয়াশ [ই] *বি* ফলের রসের পানীয়। 'লেমোনেড, জীমটো, অরেঞ্জস্কোয়াশ এই সব।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

স্কোর [ই] *বি* খেলা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে কোনো পক্ষের অর্জিত পয়েন্ট বা যোগ্যতানির্দেশক সংখ্যা। 'রাজিরা ততই হাসিয়া করে স্কোর।' *নজরুল*, ১৯৪১।

স্ক্যাপেঞ্জর [ই স্ক্যাভেঞ্জার] *বি* শহরের আবর্জনা পরিষ্কারক। 'স্ক্যাপেঞ্জরের গাড়ী সার বেঁধে বেরিয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্ক্রু [ই স্ক্রু] *বি* ধাতুর তৈরি প্যাঁচওয়ালা পেরেক। 'এঞ্জিনে স্ক্রু ঘুরাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। *দ্র* **ইস্ক্রুপ**

স্ক্রু ড্রাইভার [ই] *বি* প্যাঁচ খোলা বা কষানোর হাতিয়ারবিশেষ। 'স্ক্রু ড্রাইভার, কাটিং প্লাস ... দেখা গেল সব সরঞ্জামই আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

স্ক্রুপ [ই স্ক্রু] *বি* ধাতুর তৈরি প্যাঁচবিশিষ্ট পেরেক। 'স্ক্রুপ দিয়ে এঁটে দিব কি রকম দেখেনে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

স্খলন [স] ১ *বি* বিচ্যুতি। 'কদাচ যেন, বাক্যের স্খলন হয় না।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী যখন প্রবর্তিত হইল, তখন কোথায় তাহার পদ-স্খলন হইতে পারে, তাহাই দেখাইয়া দেওয়া যথার্থ কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* শিথিলতা। 'করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'খাওয়া শোওয়া ওঠা বসার তুচ্ছতম স্খলন সম্বন্ধে শাস্তি অতি কঠোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৩ *বি* অবাঞ্ছিত আচরণ। 'তাঁর স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি চরিত্রের স্খলন ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্খলদঞ্চলা [স] *বিণ স্ত্রী* আঁচল খসে পড়েছে এমন। 'স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

স্খলিত [স] ১ *বিণ* পতিত। 'গোঁসাইর চরণারবিন্দ স্খলিত রজো গ্রহণেই আহ্নিক হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বিণ* পিছলে-যাওয়া। 'প্রস্তরনির্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৩ *বিণ* অসংযত। 'স্খলিত শিথিল কামনার ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *বিণ* বিচ্যুত। 'প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে স্খলিত ভিত্তি হল যে পুণ্যময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্খলিতকেশা [স] *বিণ স্ত্রী* এলোচুলবিশিষ্ট। 'সেই স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্খলিতগমন [স] *বি* বিচ্যুতযাত্রা। 'শরীর লোহিত বর্ণ স্খলিতগমন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্খলিতচরণা [স] *বিণ* ক্লান্ত পায়ে চলে এমন। 'অধরেতে স্খলিতচরণা/ মদিরহিল্লোলময়ী হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্খলিতচরণে [স] *ক্রিবিণ* পা পিছলে যাচ্ছে এমনভাবে। 'তরাসে চমকিয়ে হরিণ-হরিণী/ স্খলিত চরণে ছুটিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্খলিতছন্দ [স] *বিণ* ছন্দবিচ্যুত। 'স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্খলিত হওয়া *ক্রি* বিচ্যুত হওয়া। 'প্রেমের আদর্শ অনেক স্থলে স্খলিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্খলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* চ্যুত। 'পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা জাহ্নবী সম বেগে জাগো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্খালন [স] *বি* অপসারণ। 'পলাশীর মাঠে যে কলঙ্ক অর্জন হয়েছিল তার স্খালন হবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

স্টক [ই] *বি* অংশীদারিত্ব; শেয়ার। 'কোম্পানির স্টক যাঁদের আছে, তাঁরাই হচ্ছেন ভোটাধিকারী।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

স্টক এক্সচেঞ্জ [ই] *বি* পুঁজিবাজার। 'এবং স্টক এক্সচেঞ্জের চারদিকের বিরাট স্তম্ভগুলির দিকে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৮।

স্টপেজ [ই] ১ *বি* যাত্রাবিরতি। 'মাত্র দু-মিনিট স্টপেজ।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বি* বাস-ট্রেন ইত্যাদির যাত্রী উঠানামার জন্য নির্ধারিত স্থান। 'পরের স্টপেজে ওকে নামিয়ে নেব?' *মানিক*, ১৯৩৬।

স্টল [ই] ১ *বি* একেবারে সামনের দিকের আসনের সারি। 'গ্যালারির নীচে স্টলে মেম্বাররা বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* সামনের দিকে উন্মুক্ত ছোটো দোকান। 'একটা খবরের কাগজের স্টল।' *অন্নদা*, ১৯২৯। *দ্র* **ষ্টল**

স্টাইপেন্ড *দ্র* **ষ্টাইপেণ্ড**

স্টাইল [ই] ১ *বি* ঢঙ। 'বেশ রীতিমত পাকা স্টাইলে আলাপ চালাচ্ছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৮৯৩। **২** *বি* বিশেষত্ব। 'মনের এবং চরিত্রের সেই আকৃতিটাই আমাদের স্টাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* ধরন। 'টেকনিক, স্টাইল, ও-সব কিছু নয়।' *অবন*, ১৯৪১।

স্টাইলগত [ই স্টাইল+স গত] *বিণ* শৈলীগত। 'সে পার্থক্য ভাষাগত নয় স্টাইলগত।' *প্রমথ*, ১৯১২।

স্টাডি [ই] *বি* পড়াশোনার ঘর। 'এই ঘরটা হচ্ছে তাঁর স্টাডি, এইখানে তিনি পড়েন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্টাণ্ডার্ড [ই] *বিণ* চলনসই। 'মহাকাব্যের স্টাণ্ডার্ড মাপ ধরে নিয়েছেন।' *প্রমথ*, ১৯২৭। দ্র **ষ্টাণ্ডার্ড**

স্টাফ [ই] *বি* অফিসের কর্মী। 'নিজের, স্টাফেদের মাইনে আনতে কলকতা গিয়েছিল।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। দ্র **ষ্টাফ**

স্টার [ই] *বি* জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী। 'আপনার নতুন স্টার দেখতে এলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০; 'দূর থেকে সিনেমা স্টার, পলিটিশিয়ান, ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

স্টারবোর্ড [ই] *বি* জাহাজের ডান পাশ। 'স্টারবোর্ড গিয়ে আরেক জায়গায় থমকে দাঁড়াল সারেঙ্গ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

স্টার্ট দেওয়া [ই স্টার্ট+দেওয়া] *ক্রি* চালু করা। 'ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

স্টিম, স্টীম [ই] *বি* বাষ্প। 'এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'এঞ্জিনের স্টিম।' *বিভূতি*, ১৯৩১। দ্র **ষ্টিম**

স্টিমনৌকা [ই স্টিম+নৌকা] *বি* বাষ্পচালিত ছোটো জাহাজ। 'একটি ক্ষুদ্র ছিপছিপে তকতকে স্টিমনৌকা যেমন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্টীমবোট [ই] *বি* বাষ্পচালিত নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি। 'তাহাকে স্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্টীমরোলার [ই] *বি* রাস্তা ইত্যাদি সমতল করার জন্য ইঞ্জিন-চালিত খুব ভারী এবং বড়ো চাকা। 'স্টীমরোলার বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম সমতল করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্টিমার, স্টীমার [ই] *বি* বাষ্পচালিত জাহাজ। 'স্টীমারের মধ্যে আমাদের আলাপ-পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'যখন স্টিমার ছিল না এবং আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া পালের জাহাজ সুদীর্ঘ কালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্টিমার লাইন [ই] *বি* জাহাজ চলার নিয়মিত পথ। 'একটি নূতন স্টিমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্টীমার-কোম্পানি [ই] *বি* জাহাজের মালিক-সঙ্ঘ। 'গ্রহণের স্নান-উপলক্ষে কোনো স্টীমার-কোম্পানি কাল যাত্রী লইয়া ত্রিবেণী রওয়ানা হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্টীমার ছাড়া *ক্রি* জাহাজের ঘাট ত্যাগ করা। 'স্টীমার ছাড়িবার এখনো বিলম্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

স্টীমার-যাত্রা *বি* জাহাজ-ভ্রমণ। 'এ কি সমস্তই এইবারকারে স্টীমার-যাত্রার ফল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্টীমার লাগা *ক্রি* জাহাজ ঘাটে ভেড়া। 'দুইবেলা নিয়মিত স্টীমার আসিয়া লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্টিল [ই] **১** *বি* ইস্পাত। 'স্টিল ট্রাঙ্ক? হ্যাঁ, তাও আছে আমাদের কাছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০। **২** *বিণ* ইস্পাতের মতো কঠিন। 'মুখ একেবারে স্টিল হয়ে গেছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

স্টীল-লাইফ [ই] *বি* জীবন্ত নেই এমন বিষয়ের চিত্র। 'তার মে একটি ওয়াটারকালার আরেকটি স্টীল-লাইফ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫

স্টুডিও [ই] **১** *বি* শিল্পকর্ম চর্চার কেন্দ্র। 'আর্ট স্টুডিয়োর রঙক দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোয় ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মু ধরিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'এই লেকচার হল শেখবার স্টুডি পড়বার লাইব্রেরি।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* সিনেমার ছবি তোল ঘর। 'এখানকার একটা ফিল্ম স্টুডিয়োয় চাকরির চেষ্টাতেই আম বোম্বে আসা।' *শিবরাম*, ১৯৫০। **৩** *বি* ছবি আঁকার ঘর। 'একজ আর্টিস্টকে জানি, তিনি অনেকদিন থেকে বলে এসেছিলে রীতিমতো স্টুডিও আমার অধিকারে না পেলে আমার হাতের কা দেখাতে পারব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। দ্র **ষ্টুডিও**

স্টুয়ার্ড [ই] *বি* বিমানে যাত্রীদের দেখাশোনা করে যে ব্যক্তি। 'প্লেনে স্টুয়ার্ড ট্রেতে করে সামনে লজেঞ্চুস ধরেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। **ষ্টুয়ার্ড**

স্টেজ [ই] *বি* মঞ্চ। 'ডেকের উপর একটা স্টেজ বাঁধা হচ্ছে।' *রবীন্দ্র* ১৮৯১; 'স্বগত উক্তি যত ভালোই হোক স্টেজ ছাড়া আর কোথা শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। দ্র **ষ্টেজ**

স্টেট[১] [ই] **১** *বি* রাষ্ট্র। 'কখনো বা লোকে আশা করিয়াছিল স্টেটের দ্বা মানুষের সকল দুর্দশা মোচন হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্টেটপ্রিজনার [ই] *বি* রাজবন্দী। 'রেঙ্গুনে স্টেটপ্রিজনার হয়ে ক আছেন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্টেট[২] [ই এস্টেট] *বি* ধর্ম বা পুণ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানকৃত সম্পত্তি 'ওয়াক্‌ফ স্টেটগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়।' *মুয়াজ্জি* ১৯৩৩।

স্টেডিয়াম [ই] *বি* প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বহুসংখ্যক দর্শক-আসনবিশি খেলার মাঠ। 'সম্প্রতি ঢাকা স্টেডিয়ামে ... বার্ষিক ক্রী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

স্টেথিস্কোপ, স্টেথোস্কোপ [ই] *বি* রোগীর হৃৎস্পন্দন ও নিশ্বাসের শ শোনার যন্ত্র। 'ডাক্তারবাবু রোগীর টিকি-মূলে স্টেথিস্কোপ বসাই জোর গ্রাম্ভারি চালে রোগ নির্ণয় করিতেছেন।' *নজরুল*, ১৯২ 'থার্মোমিটার স্টেথোস্কোপ কোনোটাই কাজে লাগে নাই।' *মানি* ১৯৩৬।

স্টেথসকোপ, স্টেথসস্কোপ [ই] *বি* রোগীর হৃৎস্পন্দন ও নিশ্বাসে শব্দ শোনার যন্ত্র। 'এর ভেতর থেকে তো স্টেথসকোপ ইউস ক যাবে না।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'ডাক্তারের বেশ পরে স্টেথসস্কো গলায় ঝুলিয়ে ... আমাকে বলছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **ষ্টেথিসকোপ**

স্টেনগান [ই] *বি* এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। 'স্টেনগান কাঁ নিয়ে হেঁটে যায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬; 'পশ্চিমা জোয়ান আসে তে স্টেনগান হাতে।' *শামসুর*, ১৯৭২। দ্র **ষ্টেনগান**

স্টেনো [ই] *বি* সাঁটলিপিকার। 'অফিসের স্টেনো না হলে আধুনিক মেয়ে জীবন মাটি হয়ে যায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬। দ্র **ষ্টেনোগ্রাফী**

স্টেশন [ই] *বি* রেলগাড়ি ছাড়ে ও থামে যেখানে। 'গাড়িতে চড়িয়াছে এখনও পর্যন্ত স্টেশন ফুরায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'এক জ রেলোয়ে স্টেশনের ভোজনশালায় খাইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **ষ্টেশন**

স্টেশনপথ [ই স্টেশন+পথ] *বি* স্টেশনে যাওয়ার পথ। 'আঁকাবাঁ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলি/ রেলের স্টেশনপথে গেছে চলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্টেশনমাস্টার [ই] *বি* স্টেশনের প্রধান কর্মচারী। 'স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্টেশ্যন মাষ্টার [ই] *বি* কোনো রেলওয়ে স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা। 'স্টেশ্যন মাষ্টার অবতারে বদ্ধ টিকেটহীন পথিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

স্টোভ [ই] *বি* কেরোসিন তেলে চালিত বহনযোগ্য ধাতব চুলাবিশেষ। 'রান্নার স্টোভ, ঘর গরম রাখবার অগ্নিস্থলী ইত্যাদি গরীব-দুঃখীরও চাই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্টোর [ই] *বি* রকমারি জিনিসের দোকান। 'কোনো বড় স্টোরে ফোন করলেও পেতে পারি।' *শিবরাম*, ১৯৪০। *দ্র* **ষ্টোর**

স্টোরকিপার [ই] *বি* ভাণ্ডাররক্ষক। 'সহকারী স্টোরকিপার হয়ে এসেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

স্টোর-রুম [ই] *বি* ভাঁড়ার ঘর। 'স্টোর-রুম থেকে প্রচুর খাবার এনে সব চেয়ে বড়ো একটা কেবিনের মধ্যে আমরা আশ্রয় নিলাম।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

স্ট্যাণ্ড, স্ট্যান্ড [ই] **১** *বি* প্রার্থী হওয়া। 'আপনি বুঝি এই পোস্টটার জন্য স্ট্যান্ড কত্তে চান?' *ইমদাদুল*, ১৯২০। **২** *বি* যানবাহন দাঁড়াবার জায়গা। 'পরের স্ট্যাণ্ডে একজন উঠে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্ট্যান্ড করা *ক্রি* মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া। 'স্ট্যান্ড ত করবেই, তাছাড়া কত বই সে পড়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্ট্যাণ্ডিং কমিটি [ই] *বি* স্থায়ী কমিটি। 'স্ট্যাণ্ডিং কমিটির মেম্বর হিসাবে ... সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৪০। *দ্র* **ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি**

স্ট্যাণ্ডার্ড [ই] *বিণ* প্রমিত; আদর্শ। **স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম** [ই] *বি* প্রমিত সময়। 'নতুন সময় – ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম।' *তারা*, ১৯৪৩।

স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ার্ক [ই] *বি* মানসম্পন্ন গ্রন্থ। 'তাঁহার পরিমিতি ও বীজগণিত এখনো স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ার্ক বলিয়া গণ্য।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

স্ট্যাম্প [ই] **১** *বি* সরকারি মাশুল-টিকিট। 'স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* ডাকটিকিট। 'সবুজ কাগজখানায় আবার স্ট্যাম্প লাগানো।' *শিবরাম*, ১৯৫০। *দ্র* **ষ্টাম্প**

স্ট্রবেরি [ই] *বি* লতানো গাছে জন্মে এমন বেগুনি রঙের ছোট রসালো জামবিশেষ। 'তাঁরা ইংল্যান্ডের স্ট্রবেরি ফল অত্যন্ত ভালোবাসতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্ট্রাইক [ই] *বি* ধর্মঘট; ক্লাস বর্জন। 'আমরা সব স্ট্রাইক করেছি।' *বিভূতি*, ১৯৩১। *দ্র* **ষ্ট্রাইক**

স্ট্রাইপ [ই] *বি* ডোরা। 'গোরা তাকিয়ে দ্যাখে স্ট্রাইপের শার্ট-টা সে উল্টো করেই গায়ে দিয়েছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

স্ট্রাগল [ই] *বি* প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই। 'কি অবস্থা থেকে স্ট্রাগল করে করে কোথায় উঠেছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

স্ট্রাটেজি, স্ট্রাটেজী [ই] *বি* প্রতিপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ার কৌশল। 'না ছিল তাঁদের ইউরোপীয় স্ট্রাটেজীর জ্ঞান।' *অন্নদা*, ১৯৩৭; 'ফসকে যায় তার আজকের রাজনৈতিক স্ট্রাটেজি।' *মানিক*, ১৯৪৭।

স্ট্র্যাটেজি [ই] *বি* রণকৌশল। 'মৌলানাকে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে তালিম দিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্ট্রাপ, স্ট্র্যাপ [ই] *বি* চামড়া, কাপড় বা প্লাস্টিকের তৈরি ফিতা। 'চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'ব্যাগের স্ট্র্যাপের রঙ মেলানো রয়েছে রক্ত-রাঙা ব্লাউজের সঙ্গে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

স্ট্রীট [ই] *বি* রাস্তা। 'সে রাস্তা কি তোমার পটলডাঙ্গা স্ট্রীট?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। *দ্র* **ষ্ট্রীট**

স্ট্রীট ডাইরেকটরি [ই] *বি* রাস্তার পরিচিতিমূলক নির্দেশিকা। 'শুধু স্ট্রীট ডাইরেকটরি দেখে তার চেহারা চেনা যায় না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

স্ট্রেচার [ই] *বি* রোগী বহন উপযোগী খাটবিশেষ। 'স্ট্রেচারের 'পরে শুয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩০। *দ্র* **ষ্ট্রেচার**

স্ট্র্যাটেজি *দ্র* **স্ট্রাটেজি**

স্ট্র্যাপ *দ্র* **স্ট্রাপ**

স্তকিত [স স্থগিত] **১** *বিণ* মন্থর। 'স্তকিত জমুনার জল স্তকিত ভেজে বায়।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* হতবুদ্ধি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্তন [স] **১** *বি* প্রাপ্তবয়স্ক নারীবক্ষের দুগ্ধাধার গ্রন্থি। 'এড় এড় স্তন মোর জাএত পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বুকের দুধ; স্তন্য। 'সেদিন দিলাম স্তন কোলেতে করিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* মূল্যবোধ। 'অনেকগুলি সহজ সত্য আমরা অতীত কালের স্তন হইতে পান করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্তনতট [স] *বি* বক্ষস্থল। 'নরমেধ প্রলয়ের শিখা প্রতিভাত করি তার রৌপ্য স্তনতটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্তনতীর [স] *বি* স্তনের প্রান্ত। 'সুমসৃণ স্তনতীরে আরক্তিম রেখা।' *সিকান্দার*, ১৯৬১।

স্তনদুগ্ধ [স] *বি* স্তননিঃসৃত দুধ। 'ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তন-দুগ্ধ পিব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্তন দেওয়া *ক্রি* সন্তানকে স্তন্য পান করতে দেওয়া। 'আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন মানুষ করেছে যত্নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্তনপান [স] *বি* মায়ের বুকের দুধ পান। 'স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্তনভার [স] *বি* স্তনের ভার। 'স্তনভারে, একে নারে, চলিবারে, ললনা।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

স্তনাগ্র [স] *বি* স্তনের বোঁটা। 'বাসনায় নিয়েছি অধীর মুখে স্তনাগ্র কোমল।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

স্তনান্ধয়া *বিণ স্ত্রী* স্তন্যপায়ী। 'কোথায় লাগে তার কাছে নববর্ষণে স্তনান্ধয়া বসন্তসেনার জলাভিষেক।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্তনাবর্তন, স্তনাবর্ত্তন [স] *বি* স্তন আবৃতকরণ। 'স্তনাবর্ত্তনের অন্য বস্ত্র আবশ্যক করে না।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

স্তনামৃত [স] *বিণ* স্তন্য; মায়ের বুকের দুধ। 'স্তনামৃত দিয়া জসোদা কোন পদে জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তনন [স] *বি* ধ্বনি; গর্জন। 'আকাশ-জড়ানো ঘন বন, মাঝে মাঝে দূরাগত সমুদ্র-স্তনন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্তনিত [স] *বিণ* ধ্বনিত। 'নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্তনিতগম্ভীর [স] *বিণ* গম্ভীর গর্জনপূর্ণ। 'মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশব্দের মত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্তন্য [স] *বি* স্তননিঃসৃত দুধ। 'কোনও কোনও প্রাণী, মনুষ্যের ন্যায় সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যপান করাইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'মাতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তন্য একমাত্র সন্তানের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্তন্যক্ষীররস [স] *বি* অমৃতের মতো মাতৃদুগ্ধ। 'মাতৃস্নেহবিগলিত স্তন্যক্ষীররসে পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্তন্যদান [স] *বি* বুকের দুধ খাওয়ানো। 'স্বকীয় শরীর-নিঃসৃত স্তন্যদান দ্বারা তাহার শরীর পোষণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্তন্যদায়িনী [স] *বিণ* বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এমন। 'প্রাচীন সভ্যতার স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্তন্যদুগ্ধ [স] *বি* স্তননিঃসৃত দুধ। 'অপোগণ্ড শিশু স্তন্যদুগ্ধপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্তন্যপান [স] *বি* মায়ের বুকের দুধ পান। 'কোনও কোনও প্রাণী, মনুষ্যের ন্যায় সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যপান করাইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

স্তন্যপায়ী [স] *বিণ* মায়ের বুকের দুধ পান করে জীবন ধারণ করে এমন। 'কোনও কোনও প্রাণী, মনুষ্যের ন্যায় সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যপান করাইয়া থাকে; ইহাদিগকে স্তন্যপায়ী কহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

স্তন্যপিপাসু [স] *বিণ* স্তন্যের জন্যে পিপাসার্ত। 'এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্তন্যবাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দুগ্ধস্রোতা। 'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য ... জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা, পুণ্যপীযুষ-স্তন্যবাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্তন্যভারাতুর [স] *বিণ* দুগ্ধভারাক্রান্ত। 'তাঁহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্তন্যসিক্ত [স] *বিণ* স্তনের দুধে ভেজা। 'আমরা স্বদেশলক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থলের।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্তন্যসুধা [স] *বি* স্তন্যরূপ অমৃত। 'যেন মাতার স্তন্যসুধা-হেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্তব [স] *বি* আরাধনা; প্রার্থনা। 'ব্রহ্মার স্তব।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মূষক উড়িতে নারে একমনে স্তব করে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

স্তব কবচ [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) শ্লোক বা মন্ত্রাদি। 'কম্পিত ওষ্ঠাধর হইয়া স্তব কবচ পড়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্তবগাথা [স] *বি* প্রশংসা-কীর্তন। 'তার স্তবগাথা মনে মায়াজালের বিস্তার করেছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

স্তবগান [স] *বি* প্রার্থনা সংগীত। 'তপনের করে স্তবগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্তবন [স স্তবন] *বি* স্তুতি; আরাধনা। 'বিস্তর স্তবন কৈল শ্রীরামের চরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তবনীয় [স] *বিণ* প্রশংসনীয়। 'তার ভার সইবে না কারো স্তবনীয় ঘাড়ে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

স্তবমন্ত্র [স] *বি* স্তুতি বা পূজা করার মন্ত্র। 'এই কামনায় স্তবমন্ত্রের আবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্তবস্তুতি [স] *বি* গুণকীর্তন। 'সমগ্র সূক্তটি উষাদেবীর স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্তবহীন [স] *বিণ* গুণকীর্তন ছাড়া। 'স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্তবক [স] ১ *বি* শ্লোক বা মন্ত্রের বিভাগ। 'দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যাস্থলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বি* গুচ্ছ। 'মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভেরে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৩ *বি* গাছের অংশবিশেষ। 'বহু শাখা-প্রশাখায় পত্রপুঞ্জের বড়ো বড়ো স্তবক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

স্তবকিত [স] *বিণ* তোড়া-বাঁধা। 'এসো অফুরন্ত হাওয়ায়, স্তবকিত সবুজ পাতার কিশোর মুঠির ফাঁকে-ফাঁকে।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

স্তব্ধ [স] ১ *বিণ* বাকরুদ্ধ। 'স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে রহিলা দুইজন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* নীরব। 'স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বিণ* স্থির। 'বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'তোমার পল্লবদল, কভু স্তব্ধ, কভু-বা চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বিণ* তীব্র। 'সুনীত দাঁড়িয়ে দ্বারে নিঃসংকোচ স্তব্ধ ঘৃণা নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্তব্ধচিত্ত [স] *বি* স্তম্ভিত হৃদয়। 'স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্তব্ধতম [স] *বিণ* একান্ত নীরব। 'এই বিভাবরী বড়ই ক্লান্ত বড়ই স্তব্ধতম।' *জসীম*, ১৯৫১।

স্তব্ধতা [স] ১ *বি* নীরবতা। 'রজনীতে সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর স্তব্ধতা প্রযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩; 'স্তব্ধতা কপোলে হাত দিয়ে একা একা সেথা রহিবে বসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* গম্ভীরতা। 'বাগান জুড়ে গাছের ছায়া আর অস্বাভাবিক স্তব্ধতা।' *মানিক*, ১৯৩৫।

স্তব্ধদীঘি *বি* শান্ত জলাশয়। 'এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদীঘি অতল সুপ্তির।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

স্তব্ধনিবিড় [স] *বিণ* কোলাহলহীন। 'স্তব্ধনিবিড় গহন অরণ্যময় পাহাড়ে ...।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

স্তব্ধভাব [স] *বি* থমথমে অবস্থা। 'তাতে নিঃসন্দেহে স্তব্ধভাব।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্তব্ধভাবে *ক্রিবিণ* স্থিরভাবে। 'এগুলি স্তব্ধভাবে বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্তব্ধস্তর [স] *বি* বায়ুমণ্ডলের দুটি স্তরের উপরের স্তর। 'পণ্ডিতেরা এ স্তরের নাম দিয়েছেন stratosphere, বাংলায় আমরা বলব স্তব্ধস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্তব্ধ হওয়া *ক্রি* বাকরুদ্ধ হওয়া। 'স্তব্ধ হইয়া শুনিবি কেবল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্তব্ধাহত [স] *বিণ* নীরব। 'যেমন নিস্পন্দ হয়ে গেল, তেমনি স্তব্ধাহত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্তম্ভ [স] ১ *বিণ* স্তম্ভিত। 'প্রেমভরে সুবদনি তনু জনি স্তম্ভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* খুঁটি। 'দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* সমাধির উপর স্থাপিত স্তম্ভ। 'তাহাদের সমাধিস্তম্ভে ত্রিবিধ অক্ষরে এই যুদ্ধের তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৯৪৯; 'স্তম্ভ বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্রে যে সকল সাঁওতাল বাস করিতেছিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮। ৪ *বি* প্রধান নির্ভর। 'সেই অনুষ্ঠানগুলি সেই লোকাচারের স্তম্ভ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বি* সংবাদপত্রের কলাম। 'টাইম্‌স-এর জগৎপ্রকাশক স্তম্ভে আমাদের নাম নাহয় নাই উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্তম্ভন [স] *বি* হিন্দুদেবতা কন্দর্পের বাণবিশেষ। 'স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তম্ভপ্রাকার [স] *বি* থাম ও দেয়াল। 'পর্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভপ্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

স্তম্ভিত [স] ১ *বিণ* নিশ্চল। 'শরধনু স্তম্ভিত দেখিআ মহাবীরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* হতবাক। 'বুদ্ধির অতি ক্ষুদ্রতা ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া ... স্তম্ভিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'চিঠি পড়িয়া আশা স্তম্ভিত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *বিণ* নিঃশব্দ। 'স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৪ *বিণ* নিবারিত; দমিত। 'অত্যাচারীর দম্ভকে স্তম্ভিত করা যাবে না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্তম্ভী [স] *বিণ* স্তম্ভিত। 'সকলে বন্ধন দেখিয়া স্তম্ভী হইও না।' *রামরাম*, ১৮০২।

স্তম্ভে চড়ানো *ক্রি* সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলামে সমালোচনা করা। 'সম্পাদক যেন শুনতে না পায়, স্তম্ভে চড়াবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্তর [স] ১ *বি* পর্ব। 'কোটী কোটী শতাব্দীর তিরোধানের পর যে সকল স্তর আসিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* পরত। 'রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বি* পটি। 'তুলোর স্তর দিয়ে আচ্ছন্ন করে নিজের কপোলদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্তরচ্যুত [স] *বিণ* স্তরভ্রষ্ট। 'জয়-পরাজয়ের স্তরচ্যুত হয়ে সকল পার্থিব ও অপার্থিব হিসাবনিকাশের অতীত।' *মানিক*, ১৯৩৫।

স্তরত্বশূন্য [স] *বিণ* স্তরহীন। 'নীচে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্তরবিন্যস্ত [স] *বিণ* স্তরে সজ্জিত। 'নীচে স্তরবিন্যস্ত ধানের খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্তরবিন্যাস [স] *বি* স্তরে স্তরে সজ্জা। 'মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণবৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্তরীভূত [স] *বিণ* জমাট। 'সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্তরে স্তরে ১ *ক্রিবিণ* থরে থরে। 'স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *ক্রিবিণ* পরতে পরতে। 'চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *ক্রিবিণ* ক্রমান্বয়ে; পর্যায়ক্রমে। 'স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৪ *ক্রিবিণ* প্রতিটি পর্যায়ে। 'সমাজের স্তরে স্তরে ... আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

স্তল [স স্থল] *বি* কূল। 'জল জন্তু স্তল জন্তু সুন্দর মুর্ত্তি ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তান[1] [স স্থান] *বি* আসন। 'কৃতবৃক্ষা সতধর্ম্মা অক্রুর এক স্তান।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তান[2] [স স্নান] *বি* স্নান। 'এতটা জলে স্তান করেন নিল্লেপ নৈরাকার।' *রামাই*, ১৭১০।

স্তাপন [স স্তবন] *বি* উপাসনা। 'জার জেই মন্ত্রে কৈল অগ্নির স্তাপন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তাপনা [স স্থাপন>] *ক্রি* স্থাপন করা। **স্তাপিল** *ক্রি* স্থাপন করলো। 'ব্রাহ্মনে বিদায় দিতে স্তাপিল বহু দেবে।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তাপিতা [স স্থাপিত] *বিণ স্ত্রী* স্থাপিত। 'নানা পাঠশালা স্তাপিতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্তাফনা [স স্থাপন>] *বি* স্থাপন। 'তাহাতে প্রথিবীর স্তাফনা করিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

স্তাবন [স স্থাপন] *বি* স্থাপন। 'উল্কার স্তাবন করি তবে সে চিনিবা।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্তাম্বুলি *বিণ* ইস্তাম্বুল নগরীতে উৎপন্ন। 'স্তাম্বুলি-সুরমা-মাখা তার কালো আঁখির পাতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্তিমিত [স] ১ *বিণ* ঝাপসা। 'স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ *বিণ* নিভুনিভু। 'বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* ঝিমিয়ে-পড়া। 'যখন স্তিমিত শ্রান্ত নীরব মধ্যাহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্তিমিতদীপ [স] *বিণ* প্রদীপে ক্ষীণ আলো জ্বলছে এমন। 'ওই গ্রামেরই দিনের অন্তে স্তিমিতদীপ রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্তিমিতালোক [স] *বিণ* ক্ষীণপ্রভ। 'কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিতালোক চন্দ্রের জ্যোৎস্না।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

স্তির [স স্থির] *বিণ* দৃঢ়। 'ক্রন্দন সম্বরি উসা স্তির কৈল মতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তুত [স] *বিণ* আরাধ্য। 'অমরবৃন্দ কর্তৃক স্তুত ব্রহ্মা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

স্তুতি [স] ১ *বি* বন্দনা। 'প্রনাম করিয়া স্তুতি করিল বিস্তরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মন্ত্রপাঠ। 'সন্ধ্যা সাঙ্গ করিআ করিল বহু স্তুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* খোশামোদ। 'আপন আপন মতলব হাসিল জন্য নানা প্রকার স্তুতি করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

স্তুতিকথা [স] *বি* প্রশংসাবাক্য। 'দেবতাদিগের স্তুতিকথা বলিবার সময়ে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্তুতিগর্ভ [স] *বিণ* প্রশংসাপূর্ণ। 'এক পরম সুন্দরী কন্যা, বীণানুগত স্তুতিগর্ভ গীত দ্বারা, ভগবতী কাত্যায়নীর উপাসনা করিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্তুতি-গাইয়ে *বি* প্রশংসাসূচক গান গায় যে; চাটুকার। 'সাথে ... স্তুতি-গাইয়ে নিয়ে যেতেও ভোলে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্তুতি-ধ্বনি [স] *বি* বন্দনা-বাক্য। 'লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্তুতিনিন্দা [স] *বি* প্রশংসা ও সমালোচনা। 'দেশের লোকের স্তুতিনিন্দা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে, কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্তুতিবাদ [স] *বি* প্রশংসা। 'শিক্ষা বিষয়ে অধিকতর বিশ্বাস করিয়া স্তুতিবাদ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্তুতিবাদলাভ [স] *ক্রি* প্রশংসা অর্জন করা। 'স্তুতিবাদলাভ ছাড়া মনোরঞ্জনের আর কোনো প্রমাণ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্তুতিময় [স] *বিণ* প্রশংসাপূর্ণ। 'ইতিহাস/ স্তুতিময় শোকের উচ্ছ্বাস!' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

স্তুতিমিনতি [স স্তুতি+মিনতি] *বি* সকাতর প্রার্থনা। 'আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতিমিনতি করে এলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্তুতিমিষ্টান্নপ্রিয় [স] *বিণ* মিষ্ট কথার প্রশংসা পছন্দ করে এমন। 'গ্রন্থকারদের মধ্যে কবি এবং গুণীদের মধ্যে গায়কগণ বিশেষরূপে স্তুতিমিষ্টান্নপ্রিয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্তুতিযোগ্য [স] *বিণ* প্রশংসাযোগ্য। 'সেক্সপিয়ার স্তুতিযোগ্য এবং নিউটন অতি বরণীয় বটে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্তুতী [স স্তুতি] *বি* (হিন্দুপুরাণ) প্রশংসা বা আরাধনা। 'স্তুতীএ তুষিল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরি জলের ভিতরে।' বড়ু, ১৪৫০।

স্তূপ [স] ১ *বি* রাশীকৃত। 'কত শত গ্রাম নগর প্রোথিত বা মৃত্তিকা স্তূপ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বি* ঢিবি। 'কী করে দাঁড়ায়ে আছে, জড় পাষাণের স্তূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

স্তূপাকার [স] ১ *বিণ* রাশীকৃত। 'সুদৃশ্য অশ্ব, স্তূপাকার স্বর্ণ, বিচিত্র আসন, স্বর্ণ ও রত্নখচিত গজদন্তময় যান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অবিন্যস্ত। 'একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* পাহাড়ের মতো। 'স্তূপাকার রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

স্তূপাকৃতি [স] *বিণ* স্তূপাকার। 'তাহার তুলনায় হিমালয় তুল্য স্তূপাকৃতি স্বর্ণখণ্ড কর্কর-রাশি সদৃশ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্তূপীকৃত [স] ১ *বিণ* স্তূপ করা হয়েছে এমন। 'ফুল স্তূপীকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, আমি ফুল গাঁথিতাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* সঞ্চিত। 'বহু হতভাগ্যের পদধূলি "গণবাণী" অফিসে স্তূপীকৃত গণবাণীকেও ছাড়িয়ে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* রাশীকৃত। 'স্তূপীকৃত শবের মাঝে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্তূয়মান [স] *বিণ* প্রশংসিত। 'এইসকল মনুষ্যকর্তৃক স্তূয়মান যে দানবীর রাজা বড়াহ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

স্তেয় [স] *বি* চুরি; অপহরণ। 'তাহার নাম স্তেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

স্তোক [স] *বি* আশ্বাস। 'নাপিতিনী অনেক বুঝাইয়া স্তোক দিয়া বিদায় হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্তোক দেওয়া *ক্রি* মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া। 'মা ঐ এক বাক্যে বহুদিন মৌলবী সাহেবকে স্তোক দিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

স্তোকবাক্য [স] *বি* প্রবোধ বাক্য; মন-ভুলানো কথা। 'হরবল্লভ তাঁহাকে স্তোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্তোকাসন [স] *বি* সামান্য স্থান। 'রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে যদি নিতান্তই আমাকে কোনো স্তোকাসন দেওয়া হয় তবে সেটা হবে সর্বনিম্নে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

স্তোত্র [স] *বি* শ্লোক। 'স্তোত্র সমুদায় শ্রবণপূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্ত্রি [স স্ত্রী] *বি* নারী। 'স্ত্রি হৈয়া এত তুমি করিলে সাহস।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্ত্রিকলা [স স্ত্রীকলা] *বি* নারীসুলভ চতুরতা। 'ঐ সে জানে স্ত্রিকলা মোহন চাতুরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্ত্রিবধিয়া [স স্ত্রীবধ>] *বি* স্ত্রীবধকারী। 'স্ত্রিবধিয়া বলি জেন বলএ সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্ত্রিবুদ্ধি [স স্ত্রীবুদ্ধি] *বি* স্ত্রীবুদ্ধি; নারীর চতুরতা। 'কিবা জানে স্ত্রিবুদ্ধি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্ত্রিয়া [স স্ত্রী>] *বি* নারী। 'স্ত্রিয়া জাতি হীনমতি কি বুদ্ধি তোমার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

স্ত্রী [স] ১ *বি* নারী। 'বুলে স্ত্রী পুরুষে সব লোক প্রভু সঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* পত্নী। 'স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্ত্রী-আচার [স] *বি* বিবাহে নারীদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। 'তবে রম্ভা স্ত্রী-আচার করে যথাবিধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্ত্রীউদাসীনতা [স] *বি* পত্নীর প্রতি অবহেলা। 'দাদাসাহেব তার স্ত্রীউদাসীনতা সমর্থন করে বলেছিলেন, 'কেবল কথা বলে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্ত্রী-ওয়ালা *বিণ* পত্নী আছে এমন। 'স্ত্রী-ওয়ালা বন্ধুদের ওপর তোমাদের এত রাগ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

স্ত্রীঘ্ন [স] *বি* স্ত্রীঘাতী। 'আমার এই আজ্ঞা মানিস স্ত্রীঘ্ন কি তাহার দুঃখদাতা কদাচ হইবি না।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্ত্রীজনসুলভ [স] *বিণ* নারীসুলভ। 'নয়নতারা স্ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্ত্রীজাতি [স] *বি* নারীকুল। 'শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

স্ত্রীজাতীয় [স] *বিণ* নারীসমাজের। 'তাহারা যদি স্ত্রীজাতীয় হয় তবে বলিতে হইবে মেয়েদের হাস্যতাবোধ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্ত্রীজিত [স] *বিণ* পত্নীর অনুগত। 'স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কান ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্ত্রীত্যাগ *বি* পত্নীকে বর্জন। 'পুরুষ কিন্তু স্ত্রীত্যাগ করিয়া অনবরত অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারিবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

স্ত্রী ত্যাগ করা *ক্রি* পত্নীকে তালাক দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্ত্রীদাহ [স] *বি* মৃত স্বামীর সঙ্গে তার পত্নীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা। 'তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে।' *রামমোহন*, ১৮১৮।

স্ত্রীধন [স] ১ *বি* নারীর ধনসম্পদ। 'রাণীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ... মিউটিনি হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* দেনমোহর। 'অমুকের পুত্রকে এত স্ত্রীধনে মহম্মদী চার শর্তে বিবাহ করতে রাজী।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

স্ত্রীধর্ম, স্ত্রীধর্ম্ম [স] *বি* প্রজনন-ক্ষমতা। 'প্রায়ই পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্ম রহিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্ত্রীধর্মনীতি [স] *বি* নারীদের স্বভাব। 'এইটেই স্ত্রীধর্মনীতির বিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

স্ত্রীপরিচ্ছদ [স] *বি* নারীর পোশাক। 'পাশ্চাত্য ও মালাবার স্ত্রীপরিচ্ছদের বিভিন্নতাও প্রায় তদনুরূপ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্ত্রীপরিজন [স] *বি* নারী ও পরিবার। 'আমরা যাঁদের ঋষিমুনি বলে থাকি অরণ্যে ছিল তাঁদের সাধনার স্থান। সেই সঙ্গেই ছিল স্ত্রী-পরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হস্থ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

স্ত্রীপাঠশালা [স] *বি* মেয়েদের স্কুল। 'এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।' *গৌর*, ১৮২২।

স্ত্রীপাঠ্য [স] *বিণ* নারীদের পাঠোপযোগী। 'স্ত্রীপাঠ্য শিশুপাঠ্য স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য প্রবন্ধসকল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

স্ত্রীপুরুষ [স] ১ *বি* নারী-পুরুষ। 'স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ, বনিতা, বালক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬; ' গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'স্ত্রীপুরুষ মাত্রেরই মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক প্রেমের সম্বন্ধ তাহা এদেশে জন্মিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'এক-একটা ছোটো টেবিল ঘেরিয়া স্ত্রীপুরুষ নিঃশব্দে আহার করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* স্বামীস্ত্রী। 'প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্ত্রীবধ [স] ১ *বি* নারীহত্যা। 'নহে স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালাধর, ১৫০০। **২** *বি* মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে চিতায় তুলে মারা। 'কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন।' *রামমোহন*, ১৮১৮।

স্ত্রীবর্গ [স] *বি* সমবেত নারী। 'সভাস্থ লোকেরা ও স্ত্রীবর্গেরা গন্ধর্ব্বসেনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

স্ত্রীবিদ্যা [স] *বি* নারীশিক্ষা। 'স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক কএক সপ্তাহ অবধি বাদানুবাদ যাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্ত্রীবিদ্যালয় [স] *বি* মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার স্থান। 'তেমন স্ত্রীবিদ্যালয় কই?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

স্ত্রীবিয়োগ [স] *বি* স্ত্রীত্যাগ। 'সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্ত্রীবুদ্ধি, স্ত্রীবুদ্ধিঃ [স] **১** *বি* নারীর জ্ঞান। 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* নারীসুলভ বুদ্ধি। 'স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'এলার স্ত্রীবুদ্ধিতে বুঝতে বাকি রইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

স্ত্রীবেশ [স] *বি* নারীরূপ। 'স্ত্রীবেশ ধরিল যদি রাজার সন্ততি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

স্ত্রীভাব [স] *বি* নারীসুলভ আচরণ। 'কৃষ্ণনামবিশিষ্টমন সদা হরিদাস/ অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব-প্রকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্ত্রীভারাক্রান্ত [স] *বিণ* পত্নী গলগ্রহ হয়ে আছে এমন। 'অক্ষম পুত্র আপনাকে স্ত্রীভারাক্রান্ত দেখিয়া নতশির হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্ত্রীমণ্ডলী [স] *বি* নারীসমাজ। 'অজ্ঞান তিমিরাবৃত স্ত্রীমণ্ডলীর দৃঢ়বদ্ধ দুরবস্থাকে স্মরণ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্ত্রীমহল [স স্ত্রী+আ মহল] *বি* নারীসমাজ। 'স্ত্রীমহলে অসম্ভব মানহানিকর কাণ্ড করিয়াছে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

স্ত্রীমারী [স] *বি* নারীমৃত্যু। 'স্ত্রীমারী শিশুমারী দূর হতে পারুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্ত্রীমূর্তি [স] *বি* নারী। 'শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূর্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। *বি* নারীমূর্তি। 'দেখিয়া কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

স্ত্রীরত্ন [স] *বি* স্ত্রীরূপ রত্ন। 'স্ত্রীরত্ন লাভ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; *মশাররফ*, ১৮৬৯।

স্ত্রীলিঙ্গ [স] **১** *বি* স্ত্রীবাচক। 'যুক্তিশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **২** *বি* নারীজাতি। 'স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর নপুংসকে শাসিত কর।' *লালন*, ১৮৯০।

স্ত্রীলোক [স] *বি* নারী। 'শাস্ত্রের শাসন কেবল স্ত্রীলোক আর শূদ্রের।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩; 'স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

স্ত্রীলোকঘটিত [স] *বিণ* নারী সম্পর্কিত। 'স্ত্রীলোকঘটিত অর্থলাভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্ত্রীশক্তি [স] *বি* নারীর গুণ বা বৈশিষ্ট্য। 'সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্ত্রীশরীর [স] *বি* নারীদেহ। 'পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীশরীর চরিত্র নদীর।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

স্ত্রীশিকার [স স্ত্রী+ফা শিকার] *বি* নারীকে আকৃষ্টকরণ। 'রূপ যে স্ত্রী-শিকারের বাণের রৌপ্য-ফলকের চেয়েও কঠিন হয়ে বাজে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্ত্রীশিক্ষা [স] *বি* নারীশিক্ষা। *দর্পণ*, ১৮২২। 'এইক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের আশু যত্ন করা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

স্ত্রীসঙ্গ [স] *বি* নারীর সঙ্গ। 'স্ত্রীসঙ্গের অভাবই চারুর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্ত্রীসভা [স] *বি* নারীদের সমিতি। 'অনেক স্ত্রীসভাও তাঁহার সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্ত্রীসমাজ [স] *বি* নারী সম্প্রদায়। 'স্ত্রীসমাজে তিনি বিশেষ রূপ প্রিয় হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

স্ত্রীসহবাস [স] *বি* নারীসঙ্গম। 'ইহার সমুচিত ঔষধ স্ত্রীসহবাস।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

স্ত্রীসুলভগুণ [স] *বি* নারীদের সহজাত গুণাবলি। 'কত সাহসিকতা ও স্ত্রীসুলভগুণের পরিচয় দিয়াছিলেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্ত্রীস্বত্ব [স] *বি* স্ত্রীর অধিকার। 'রাজা রাজড়ার স্ত্রীস্বত্বে উপস্ত্রীতে অনুগামী হওয়া বিশেষ দোষের কথা নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

স্ত্রীস্বভাব [স] *বিণ* নারীসুলভ। 'পত্রেতে তাঁহার বুদ্ধি ও স্ত্রীস্বভাব লজ্জার বিষয়ে অতিপ্রশংস্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

স্ত্রীস্বভাবসুলভ [স] *বিণ* নারীর স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'ভারতমহিলারা স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা, বিনয়, দয়ামায়া, স্নেহ ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্ত্রীস্বাধীনতা [স] *বি* নারীদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অধিকার। 'অগ্রে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজ রোপিত হউক, তবে স্ত্রীস্বাধীনতার চেষ্টা করিব।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'পুরুষেরা স্ত্রীলোকের মান বজায় রাখিতে না জানিলে স্ত্রীস্বাধীনতা কখনই থাকিতে পারে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্ত্রীস্বাধীনতা-যুগ *বি* স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা আছে এমন যুগ। 'তার কাঠামো গদ্যের হলেও স্ত্রীস্বাধীনতা-যুগের মেয়েদের মতোই গীতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অসংকোচে প্রবেশ করত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

স্ত্রীহত্যা [স] **১** *বি* মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবিত পত্নীকে চিতায় তুলে মারা। 'এমন করিয়া স্ত্রীহত্যা সর্ব্বথা না কর।' *রামমোহন*, ১৮১৯। **২** *বি* নারীহত্যা। 'আমি কি এই বুড়াবয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্ত্রৈণ [স] **১** *বিণ* স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ। 'স্ত্রৈণ মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* স্ত্রীকে অতিরিক্ত ভালোবাসে এমন পুরুষ। 'যে ব্যক্তি স্ত্রীকে কিছু বিশেষরূপ ভালোবাসে সাধারণতঃ লোকে তাহাকেই স্ত্রৈণ বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্ত্রৈণতা [স] *বি* স্ত্রীর প্রতি অস্বাভাবিক আনুগত্য। 'রাজার স্ত্রৈণতা সর্ব্বনাশের কারণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

স্থকিত [স স্থগিত] **১** *বিণ* স্থির। 'স্থকিত হইয়া উট রহিল দাণ্ডাই।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* বিরত। 'কিছুকাল সেই স্থানে স্থকিত হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* বন্ধ। 'এ প্রযুক্ত কালি পর্য্যন্ত কাটনি স্থকিত রাখিলেক। *তারিণী*, ১৮০৩।

স্থগিত [স] **১** *বি* চাকরি থেকে বরখাস্ত করা। *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বিণ*

স্থির। 'মধ্যে২ স্থগিত হইয়া ঈষৎ গতিতে পশ্চাৎ আসিয়া ....।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ৩ *বিণ* বন্ধ। 'শিক্ষা কিঞ্চিৎকাল স্থগিত করিতে হইল।' *কৌমুদী*, ১৮৩৪; 'হীনের লাটিন পাঠ স্থগিত রহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

স্থগিত করা ১ *ক্রি* বন্ধ করা। 'শিক্ষা কিঞ্চিৎকাল স্থগিত করিতে হইল।' *কৌমুদী*, ১৮৩৪। ২ *ক্রি* গতিরোধ করা। 'প্রচণ্ডগামী নৈমিত্তিক রথ সহসা স্থগিত করা সুকঠিন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

স্থগিতযাত্রা [স] *বিণ* চলা থামিয়েছে এমন। 'পাইনগাছের দল স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মতো খাড়া রয়েছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্থণ্ডিল [স] *ক্রি* সমতল স্থান। 'স্থণ্ডিলে পাতিল লইআ ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্থপতি [স] *বি* গৃহাদি নির্মাণকারী; নির্মাণের নীলনকশাকারী। 'স্থপতি মোদের করেছে বরভূধরের ভিত্তি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'আমাদের আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন সুনিপুণ স্থপতি ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্থবির [স] *বিণ* চলার শক্তিহীন; চলনশীল নয় এমন। 'যদি স্থবির বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বসুদেবকে পূজা করিলে না কেন?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'ভাবিনি তোমারে নিষ্ঠার প্রস্তরমূর্তি, অমানুষ, স্থবির, নিস্প্রাণ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১; 'কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্থবিরতা [স] ১ *বি* বার্ধক্য। 'স্থবিরতা ও কদর্যতা ছাড়া মুখে তার অন্য কোনো কিছুরই ছাপ নেই।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* মৃত্যু। 'স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বল তো।' *জীবন*, ১৯৪২।

স্থবিরত্ব [স] *বি* জড়ত্ব। 'নূতন ঋতুতে হঠাৎ নূতন ফুল-ফল-ফসলের দাবি এসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায়, তবে সেই স্থাবরতাই স্থবিরত্ব প্রমাণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'নিউ স্কীমের স্থবিরত্ব এসে গেল।' *সওগাত*, ১৯৪১।

স্থল [স] ১ *বি* স্থান। 'গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ভূপৃষ্ঠ। 'কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাপার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* শুকনা ডাঙা। 'স্থল নাহী পায় ডুব্যা মরে তথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* জলশূন্য জায়গা। 'সমুদ্ররে আজ্ঞা দিল তুম্ভি হও স্থল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বি* প্রসঙ্গ। 'যে স্থলে হানিমানের স্ত্রীর গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, সে স্থল উদ্ধৃত করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৬ *বিণ* দৃষ্টান্ত। 'মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শ স্থল বটেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৭ *বি* বিষয়। 'এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্থলকমল [স] *বি* ফুলবিশেষ; স্থলপদ্ম। 'উরু যুগ শোভে রামকদলী স্থলকমল চরণে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

স্থলচর [স] *বিণ* স্থলে বসবাসকারী। 'তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, অর্থাৎ কেবল স্থলে থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

স্থলজ [স] *বিণ* স্থলজাত। 'স্থলজ বৃক্ষের বল্কল ভিন্ন অন্য অন্য অনেক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্থলপথ [স] *বি* ভূমির উপরে তৈরি সড়ক। 'স্থলপথে গমনে কিছু প্রতিবন্ধক হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

স্থলপদ্ম [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'সে পদ যুগল অধিক নির্মল কদম্ব স্থলপদ্ম জিতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্থল-প্রদেশ *বি* স্থল-ভাগ। 'স্থল-প্রদেশ এই জলজগতের তুলনায় সত সামান্য, কত ক্ষুদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

স্থলবাসী [স] *বিণ* স্থলে বসবাসকারী। 'কেমনে বাঁচিবে বল স্থলবা নর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

স্থলবিহারী [স] *বিণ* স্থলে চড়ে বেড়ায় এমন। 'সমুদয় স্থলবিহা জীব নয়নপথবর্তী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্থলবেতস [স] *বি* এক ধরনের বেতগাছ। 'স্থলবেতসের বনে ম ডাকিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্থলবেষ্টিত [স] *বিণ* ভূমি দিয়ে ঘেরা আছে এমন। 'চতুর্দি স্থলবেষ্টিত নিসর্গসম্ভূত সুবৃহৎ জলাশয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্থলভাগ [স] *বি* ভূমির অংশ। 'পৃথিবীর স্থলভাগ জলময় সমু পরিবেষ্টিত নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্থলযান [স] *বি* স্থলে চলে এমন যান। 'এই শক্তির বলে ট্রামগা মোটরগাড়ী প্রভৃতি স্থল-যান ... পরিচালিত হইতেছে।' *অক্ষ* ১৮৫৪।

স্থলাধিকারী [স] *বিণ* স্থলাভিষিক্ত। 'এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে স্থলাধিকারী হইল ইসলাম।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

স্থলাবধারণ [স] *বিণ* জায়গা নির্ধারণ। 'ইহাতে বৈয়াকরণিকদিগে মধ্যে পাণিনির স্থলাবধারণ হইল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্থলাভিষিক্ত [স] *বিণ* স্থানে অধিষ্ঠিত। 'তাহারা সমুদ্রযোগে আগম করিয়া মিশরাদি বণিকগণের স্থলাভিষিক্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪ 'তোমার স্থলাভিষিক্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্থলী [স] ১ *বি* পাত্র। 'গৃহস্থে সে সবার প্রীতের স্থলী হয়ে।' *বৃন্দ* ১৫৮০। ২ *বি* স্থান। 'তাহাতে নির্জন স্থলী অতি অনুপাম।' *সুলতা* ১৭০০।

স্থাএী [স স্থায়ী] *বি* স্থায়ী। 'তিন ভাব স্থাএী আর সঞ্চারি প্রতীক *আলাওল*, ১৬৮০।

স্থাণু [স] *বিণ* স্থির। 'স্থাণুভাবে বৈসে বিষ্ণুখট্টার উপর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্থাণুবৎ [স] *বিণ* স্তম্ভের মতো; স্থির। 'তাহার মত্ততা তাহার স্থাণু অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১ 'সকলকে স্থাণুবৎ নিশ্চল করে মুখের উপর সিলমোহর এঁটে রে দিয়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্থাণুভাবে [স] *ক্রিবিণ* স্থির হয়ে। 'স্থাণুভাবে বৈসে বিষ্ণুখট্ট উপর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্থান [স] ১ *বি* নিকট। 'গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আজ্ঞা।' *ব* ১৪৫০; 'তাহার স্থানে হইতে যাহা উচিত জানেন তাহার কথক ... *ডানকান*, ১৭৮৫। ২ *বি* অবস্থান। 'সত্য মোর লীলা কর্ম সত্য মে স্থান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* জায়গা। 'স্বভাবসুন্দর স্থানে শো গাভীগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সেই স্থানে তার অশ্ব পদে পরশিল *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বি* জায়গা। 'যদ্যপি প্রবিষ্ট হন ত সভ্যপংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ সংকুলানের জায়গা। 'তাই বলে কি ফিরবে তুমি, আছে, আ স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৬ *বি* আশ্রয়। 'স্থান দাও ... জাগ্রত ভগব হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৭ *বি* পরীক্ষায় কৃতকার্যতার ক্রম। 'বি. পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্থান করা *ক্রি* পছন্দমতো জায়গা করা; খাপ খাইয়ে নেওয়া। 'মন যখন নূতন নীড়ে আপনার স্থান করে নিতে পারে না ব'লে উড়ু-উ করতে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্থানকালপাত্রোচিত [স] *বিণ* যথোপযোগী। 'স্থানকালপাত্রো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে কি না সন্দেহ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্থানকালপাত্রোত্তীর্ণ [স] *বিণ* স্থান, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভরশীল নয় এমন। 'ক্লাসিক মন যে রূপকে স্থানকালপাত্রোত্তীর্ণ বলে কল্পনা করে, রোমান্টিক মন তাকেই ...।' *শিব*, ১৯৫০।

স্থানকালোর্ধ্ব [স] *বিণ* স্থান ও কালের অতীত। 'মানুষের বিকাশের ইতিহাসে তাঁদের কৃতির স্থানকালোর্ধ্ব মূল্য সুপ্রত্যক্ষ।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্থানচ্যুত [স] *বিণ* জায়গা থেকে অপসারিত। 'পাট ... অভিনব কোন পণ্য দ্বারা স্থানচ্যুত হতে পারে।' *শিখা*, ১৯৩১।

স্থানচ্যুতি [স] *বি* নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে বিচ্যুতি। 'কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্য্যবেক্ষণ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্থানজ্ঞাপক [স] *বিণ* স্থান নির্দেশক। 'এই সমস্ত জনপদের অধিকাংশের নাম ... স্থানজ্ঞাপক।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

স্থান দেওয়া *ক্রি* জায়গা দেওয়া। 'মনে স্থান দেওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্থাননির্ভর [স] *বিণ* স্থানের উপর নির্ভরশীল। 'স্থাননির্ভর কোন বস্তুর সমস্তকে নিয়ে কালের বুকে যে ক্রমাগত পথ চলা ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

স্থানভ্রংশ [স] *বিণ* নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে চ্যুত। 'সহস্র বৎসরেও তত্তাবতের স্থানভ্রংশ মনুষ্যচক্ষে লক্ষিত হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্থানভ্রষ্ট [স] ১ *বিণ* স্থানচ্যুত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* নির্দিষ্ট জায়গা থেকে অপসারিত। 'তাহা হইলে তুমি স্থানভ্রষ্ট হইয়া মহাকষ্ট পাইবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্থানশোভা [স] *বি* স্থানগত সৌন্দর্য। 'সুরমার রেখা স্থানশোভায় ভরিয়ে তুললেন।' *শওকত*, ১৯৬২।

স্থানসংকীর্ণতা [স] *বি* জায়গার অপ্রশস্ততা। 'স্থানসংকীর্ণতা বলিয়া কোনো পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্থান-সমুদ্র [স] *বি* অসীম স্থান। 'স্থান-সমুদ্রের ভিতর দিয়া জগতের পর জগৎ দেখান হইল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্থানাঙ্ক [স] *বি* সমগুরুত্ব। 'স্থানাঙ্ক-ব্যতিরেকে সেই অপরিমেয় পটভূমিতে এগুলোর উপস্থাপন দুষ্কর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

স্থানান্তর [স] ১ *ক্রিবিণ* অন্য জায়গায়। 'তাহার স্থানান্তর যাওয়াতে সকলেই দুঃখী হইল।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'স্থানান্তরে বলা হইতেছে যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বি* তরজমা; অনুবাদ। 'যাহা জ্ঞানের জিনিস তাহা এক ভাষা হইতে আর-এক ভাষায় স্থানান্তর করা চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্থানান্তরিত [স] *বিণ* এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো। 'আগে কেন জাল অরবিন্দকে স্থানান্তরিত কল্যেম না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

স্থানান্তরী [স] *বিণ* দেশান্তরী। 'পাকিস্তান হওয়ার আগেই সে স্থানান্তরী ... হয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

স্থানান্তরে *ক্রিবিণ* অন্য কোনো স্থানে। 'পুত্র লয়ে যাই স্থানান্তরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

স্থানাভাব [স] *বি* জায়গার স্বল্পতা। 'এ স্থানে কিঞ্চিত কাল পরে স্থানাভাব হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্থানাভিষিক্ত [স] *বিণ* পদে অধিষ্ঠিত। 'কদিন তুমি আমার স্থানাভিষিক্ত থাকবে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

স্থানার্পণ [স] *বি* জায়গা বরাদ্দ। 'আপনকার অমূল্য দর্পণে স্থানার্পণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

স্থানাস্থান [স] *বি* ভালো জায়গা ও খারাপ জায়গা। 'নাহি জানে স্থানাস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্থানিক [স] ১ *বিণ* স্থানীয়। 'স্থানিক জলবায়ুর স্বাস্থ্যপ্রদত্তে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* আঞ্চলিক। 'রাশিয়ার region study অর্থাৎ স্থানিক তথ্য সন্ধানের উদ্যোগ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্থানী [স স্থানীয়] *বিণ* স্থানে বসবাসকারী। 'বিচ্ছেদ জন্মাইয়া নানা স্থানী করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্থানীয় [স] ১ *বিণ* স্থানে অবস্থিত। 'অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সংজ্ঞক ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* স্থান-সম্পর্কিত। 'স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থানবিশেষে আত্মশাসন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* সমতুল্য। 'ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্থানে *ক্রিবিণ* নিকটে; কাছে। 'গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আক্ষী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুত রাধার স্থানে তবে কহিল স্বপ্ন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্থানেতে *ক্রিবিণ* স্থানে। *ডানকান*, ১৭৮৪।

স্থানে স্থানে [স স্থান>] ১ *ক্রিবিণ* নানা স্থানে। 'উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* এখানে-ওখানে। 'বিবিধ প্রকার ধন স্থানে২ ভাণ্ডার পূর্ণিত শান্তমতি সুপ্রকৃতি ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্থানোপযোগী [স] *বিণ* স্থান সংকুলান হয় এমন। 'দুইশত মনুষ্যের স্থানোপযোগী এক বৃহৎ পোতে ... যাত্রা করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্থাপক [স] ১ *বিণ* প্রতিষ্ঠাতা। 'পাঠশালার স্থাপক শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বি* প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তি। 'ফেলোরা কলেজের স্থাপকদের দত্ত অর্থ হইতে বাৎসরিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্থাপত্য [স] *বি* ভবনাদি নির্মাণ বিষয়ক বিদ্যা। 'জড়ের আকৃতি সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্থাপত্যকলা [স] *বি* নির্মাণশিল্প। 'সিন্ধুর মুসলিম স্থাপত্যকলা তাহার অন্যতম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্থাপত্যনীতি [স] *বি* নির্মাণরীতি। 'বিভিন্ন ধরনের মুসলিম স্থাপত্যনীতি দেখতে পাই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্থাপত্য-পদ্ধতি [স] *বি* ভবনাদি নির্মাণরীতি। 'মুসলিম স্থাপত্য-পদ্ধতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি অনাকৃষ্ট থাকবার বহু কারণ ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্থাপত্যবিদ্যা [স] *বি* পৌরবিদ্যা; দালানকোঠা নির্মাণের বিদ্যা। 'এই রাক্ষসেরা স্থাপত্যবিদ্যায় সুদক্ষ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্থাপত্যশালা [স] *বি* জাদুঘর; ভাস্কর্য প্রভৃতি প্রদর্শনের ঘর। 'স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থাপত্য-সৌন্দর্য [স] *বি* নির্মাণের সৌন্দর্য। 'নিকেতনগুলির স্থাপত্য-সৌন্দর্য, তাদের উদ্যানের শোভা, তাদের বেষ্টনীর মনোহারিত্ব ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্থাপন [স] ১ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'পুন সেই তিনবার করিল স্থাপন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* নিয়োগ। 'চারি কুতুব স্থাপনা করিল চারিজন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* উপস্থাপন। 'ইন্দ্রপ্রস্থত গীয়া করিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থাপন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* প্রবর্তন। 'নূতন আইন স্থাপন করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৫ *বি* নির্ধারণ। 'সম্পাদককর্তৃক এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৬ *বি* অনুষ্ঠিত। '১৯ শ্রাবণ এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৭ *বি* রাখা। 'পঞ্চধূনী সন্ন্যাসীরা আপনার চারিদিকে চারি স্থানে ও সম্মুখে অন্য স্থানে অগ্নি স্থাপন করিয়া তপস্যা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৮ *বিণ* স্থাপিত। 'কোনোমতে একটা সভা স্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৯ *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

স্থাপন-কর্তা [স] *বিণ* স্থাপনকারী। 'যেদিন স্থাপিত হয়েছিল সেদিন স্থাপন-কর্তা জগবন্ধু কবিরাজ মহাশয় ...।' *তারা*, ১৯৫৩।

স্থাপনকারি [স স্থাপনকারী] *বিণ* প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত এমন। 'তাঁহারা পরিশ্রম করিলেই বিদ্যালয় স্থাপনকারি মহাশয়দিগের আশা পরিপূর্ণ হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

স্থাপনোপযোগী [স] *বিণ* উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা যায় এমন। 'ধর্ম্মের আপেক্ষিক অংশগুলিকে যুগ এবং স্থাপনোপযোগী ক'রে নিবার চেষ্টা করেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্থাপনা [স] ১ *বি* অবস্থান। 'তাহার মুখ্য কারণ পুলীসের এক স্থানে স্থাপনা এবং পুলীসের বহুতর আইন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'দাতব্য বিদ্যালয়ের স্থাপনা ও ছাত্রদিগের পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাপন করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

স্থাপয়িতা [স] *বিণ* প্রতিষ্ঠাকারী। 'সমাজস্থাপয়িতা দয়ানন্দ স্বামীর প্রচারিত মতের গুণ এই যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্থাপা [স স্থাপন>] *ক্রি* স্থাপন করা। **স্থাপি** *ক্রি* প্রতিষ্ঠা করি। 'অধর্ম্ম নাসিয়া ধর্ম্ম স্থাপি মহিতলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **স্থাপি আছে** *ক্রি* স্থাপন করেছে। 'তার মাঝে স্থাপি আছে রত্ন সিংহাসন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **স্থাপিলে** *ক্রি* স্থাপন করলে। 'সম্পদ বিপদে তুমি/ দারু দুর্বা করহ ভূমি/ কাননে স্থাপিলে পশুগণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **স্থাপিয়াছে** *ক্রি* স্থাপন করেছে। 'আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **স্থাপিল** *ক্রি* স্থাপন করলো। 'স্থাপিল গণেশ পঞ্চ দেবতার পূজা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

স্থাপিত [স] ১ *বিণ* গঠিত। 'বক্ষের স্থাপিত আমি ইঁহা অধিকারী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দশদিক সপ্তদ্বীপ ভুবন স্থাপিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'তাহা এই স্থানে স্থাপিত করিস।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* নিশ্চিত। 'আমাকে স্থাপিত কর তবেইত সংসারে থাকি।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৪ *বিণ* প্রকাশিত। 'ফলতঃ ইহার বিবরণপত্র অস্মদাদির দৃষ্টির ঘটনা হয় নাই হইলে বিশেষ বিবরণ লিপি স্থাপিত হইত।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ৫ *বিণ* প্রসারিত। 'যে ভূমি সমুদ্রের অধিক দূর পর্য্যন্ত স্থাপিত আছে তাহার শেষ ভাগকে অন্তরীপ কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৬ *বিণ* স্বীকৃত। 'অশোক রাজার শিল্পলিপি দ্বারা ও অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারা ইহা স্থাপিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৭ *বিণ* প্রচলিত। 'তৎপরিবর্ত্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৮ *বিণ* প্রোথিত। 'পুত্রেরা মনে করিল, ঐ সকল ভূমির অভ্যন্তরে, পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৯ *বিণ* উত্থাপিত। 'বাডলা সাহেব পার্লামেন্ট পর্য্যন্ত উহা স্থাপিত করিয়াছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৯০। ১০ *বিণ* গঠিত। 'শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে, তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে আজ রেখে যাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্থাপিতা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* স্থাপিত। 'প্রধান২ নগরেতে ... পাঠশালা স্থাপিতা ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ২ *বিণ স্ত্রী* অধিষ্ঠিত। 'যাঁহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও ...।' *বঙ্কিম* ১৮৭৪।

স্থাপ্য [স] ১ *বিণ* রেখে-দেওয়া। 'পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সঞ্চয়ী। 'স্থাপ্য ধন প্রজা হরে এ দুঃখ কহি কারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্থাবর [স] ১ *বি* পৃথিবী। 'তোমার সৃজন সব জল স্থল স্থাবর আকাশ।' *কেতকা*, ১৬৫০। ২ *বি* সব কিছু। 'বীজ মধ্যে স্থাবর রাখিয়ে লুকাইয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* সরানো যায় না এমন। 'স্বোপার্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্রের দ্বার লিখিয়া দিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

স্থাবরজঙ্গম [স] ১ *বিণ* অচেতন ও চেতন; জীব ও জড়। 'কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম/ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পরস্পর বিপরীত। 'সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবরজঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থাবরত্ব [স] *বি* জড়ত্ব। 'তোমার এই বনেদি স্থাবরত্ব গৌরব করিবা জিনিস নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্থাবরাদি [স] *বিণ* স্থানান্তরিত করা যায় না এমন সম্পদ ও অন্যান্য 'তিন সহোদরে পৃথক হইয়া আপন আপন চিহ্নিত বিভক্ত স্থাবরাদি ধনে ভোগবান থাকিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯।

স্থাব্য [স স্থাপ্য] *বি* স্থাপনযোগ্য কিছু। 'নিরঞ্জন আদমের ঘটে স্থাব থুইলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্থায়িভাবে *দ্র* **স্থায়ীভাবে**

স্থায়ী [স] *বিণ* স্থিত। 'অখ্যাতি ও পাপ কল্পপর্য্যন্ত স্থায়ী।' *গৌর*, ১৮২২।

স্থায়িত্ব [স] ১ *বি* স্থিরতা। 'তন্মতের আর স্থায়িত্ব অধিক দি থাকিবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ *বি* দীর্ঘায়ু। 'আমরা প্রদীপে উন্নতির সঙ্গে তাহার স্থায়িত্ব কামনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্থায়িত্ব-তত্ত্ব [স] *বি* স্থায়িত্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব। 'তাঁহাকে উন্নতি স্থায়িত্ব-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্থায়িত্ব লাভ করা *ক্রি* টিকে থাকা। 'কাব্যে তাহা বহুকাল স্থায়িত্ব লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্থায়ী কমিটি [স স্থায়ী+ই কমিটি] *বি* স্থায়ীভাবে কাজ করছে এম কমিটি। 'যে স্থায়ী কমিটি হবে আপনাকে তো তার প্রেসিডেন্ট হতো হবে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

স্থায়ীভাবে, স্থায়িভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* স্থিতিশীল অবস্থায় 'আস্তরণের উপরে স্থায়িভাবে ধরিয়া রাখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *ক্রিবিণ* বদ্ধমূলভাবে। 'কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারস্বরূপ স্থায়ীভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ৩ *ক্রিবি* চিরকাল রক্ষা পাবে এমনভাবে। 'সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্থালী *বি* পাত্র। 'আহার্য রাখার স্থালী।' *অবন*, ১৯২৫।

স্থিত [স] ১ *বিণ* বিদ্যমান। 'লুকাইয়া দুই প্রহর যার ঘরে স্থিত *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অবস্থিত। 'বকিংহাম প্যালেস লণ্ডনে দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে স্থিত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্থিতধী [স] ১ *বিণ* দিব্যজ্ঞানী। 'স্থিতধী সঞ্জয় ডরায় না ব্যাধি *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'প্রায় যখন স্থিতধী অবস্থায় এসে পৌচেছি, মনটা রোগ-অরোগের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে গেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ২ *বিণ* স্থি বুদ্ধিসম্পন্ন। 'এই স্থিতধী মানুষটির কৌতুকপ্রোজ্জ্বল প্রবন্ধাবলী তুলনা মেলা কঠিন।' *শিব*, ১৯৭৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থিতপ্রজ্ঞ [স] **১** *বি* স্থির প্রজ্ঞাপূর্ণ। 'স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভেদবুদ্ধিতে ক্ষুণ্ন?' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪। **২** *বিণ* পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। 'পিছনের দিকে তাকাতে পারেন এমন স্থিতপ্রজ্ঞ, এমন স্নায়ুবিহীন ... মুনিপ্রবর আমি দেখিনি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্থিতস্বার্থভোগী [স] *বিণ* স্থায়ী স্বার্থ ভোগকারী। 'সমাজের অতিরক্ষণশীল স্থিতস্বার্থভোগী শ্রেণী ...।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

স্থিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিদ্যমান। 'নিভৃতদেশে গুণ্ঠনাবৃতা স্থিতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্থিতাবস্থা [স] *বি* সাবেক অবস্থা। 'দহগ্রামের স্থিতাবস্থা ফিরাইয়া আনা ও হামলা সম্পর্কে তদন্তের দাবী পূরণ করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

স্থিতি [স] **১** *বি* বিদ্যমানতা। 'শ্রীষ্টী স্থিতি প্রলএ জাহার কারন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার দাসে করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* স্থিরতা। 'শক্তি সনে তথি একে স্থিতি গতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বি* স্থায়ী। 'মহাত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বি* অবস্থান। 'আপনার এখানে কিছুকাল স্থিতি আছে।' *কেরি*, ১৮০২। **৫** *বি* আশ্রয়। 'এইখানেই আমার স্থিতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্থিতিক্রিয়া [স] *বি* স্থিতিরূপ কর্ম। 'শঙ্খ ও চক্র স্থিতিক্রিয়ার প্রতিমা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্থিতিগতি [স] *বি* স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতা। 'জগদীশ্বরকে বাদ দিলে যাঁহাদের নিকট আমাদের স্থিতিগতি চিন্তাচেষ্টা ক্রিয়াকর্ম একেবারেই নিরর্থক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্থিতি পাওয়া **১** *ক্রি* স্থিতিশীলতা। 'নারী স্বভাবতই যে-স্থিতি পেয়েছে বসে বসে ধীরে ধীরে সেই স্থিতিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *ক্রি* স্থির হওয়া। 'কর্মনিষ্ঠ, চঞ্চল তার মনও স্থিতি পায় না এই অন্ধকারে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

স্থিতিযোগ্য [স] *বিণ* বাস করতে পারে এমন। 'মৎস্যাদির স্থিতিযোগ্য ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

স্থিতিশীল [স] *বিণ* প্রাচীনপন্থী। 'স্থিতিশীল ও গতিশীল দলভুক্তরা প্রতিরাত্রে পার্লামেন্টের রাজনৈতিক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থিতিশীলতা [স] *বি* স্থিরতা। 'পাটের মূল্যের স্থিতিশীলতা এবং বিদেশী প্রতিযোগিতায় ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

স্থিতিস্থাপক [স] *বিণ* প্রসারণ-সংকোচন করার পরেও আগের অবস্থায় চলে যেতে পারে এমন। 'এই বিবেচনায় উহাদিগকে কোমল, শিথিল, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

স্থিতিস্থাপকতা [স] *বি* সহজে প্রসারিত ও সংকুচিত হওয়ার যোগ্যতা। 'হৃদয়ের স্থিতিস্থাপকতা আছে, সে উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতাই তাহার বাড়িবার উপায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'সম্প্রতি সেই সহজ স্থিতিস্থাপকতাও আমি হারিয়েছি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্থিতিস্থাপন [স] *বি* স্থিরতাবিধান। 'কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতিস্থাপন করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

স্থিতী [স স্থিতি] *বি* বসতি। 'সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

স্থিতীয় *বিণ* স্থায়ী। 'স্থিতীয় হালের অপেক্ষায় শকুনির মতো বসে রয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

স্থির [স] **১** *বিণ* অচঞ্চল। 'মোর চিত নহে স্থির।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বিণ* স্থায়ী। 'চণ্ড মুণ্ড আদি বীর রণে কেহ নহে স্থির।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বিণ* নির্বাচিত। 'একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আনুন।' *কেরি*, ১৮০২। **৪** *বিণ* প্রাণহীন। 'যখন জড় ও স্থির স্বভাব জানিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৫** *বিণ* নির্ধারিত। 'ভাল দিবস স্থির করিয়া যাত্রা কর।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৬** *বিণ* গঠিত। 'গঙ্গাসাগরে বন কাটাইয়া পত্তন করিবার কারণ এক সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৭** *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'যে বাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৮** *বি* জোগাড়। 'দালালেরা আসিয়া কহিলেক বাবুজী টাকা স্থির করিয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৯** *বিণ* শান্ত। 'তাহারা মুহূর্তমাত্রও স্থির থাকিতে ভালবাসে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **১০** *বি* বিশ্বাস। 'স্বতঃসৃষ্ট বলিয়া স্থির।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **১১** *বিণ* বন্ধ। 'শান্তি পাবি, পাপজিহ্বা না করিলে স্থির।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

স্থিরচপলা [স] *বি স্ত্রী* স্থিরবিদ্যুৎ। 'এ কী এ, এ কী এ, স্থিরচপলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থিরচিত্ত [স] *বি* শান্ত মন। 'অব্যাকুলিত স্থিরচিত্তে এ সকল বর্ণনা করা কাহার সাধ্য?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্থিরতর [স] **১** *বিণ* নিশ্চিত। 'আগে বাবাজীউর স্থিরতর রাজোন্নতি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **২** *বিণ* স্থিতিশীল। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'সম্রাটের সৈনিকেরা স্থিরতর।' *জীবন*, ১৯৩০।

স্থিরতরানুরাগ [স] *বি* বিশেষ অনুরাগ। 'পরম পুরুষেতে স্থিরতরানুরাগ হয় না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্থিরতা [স] **১** *বিণ* অবিচল। 'সৌদামিনী রহে, স্থিরতা কবে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* নিশ্চয়তা। 'এই প্রকারে তাঁহার বাক্যের যদি কিছুমাত্র স্থিরতা থাকে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* মতৈক্য। 'প্রথমে এ বিষয়ে সমাজে একটা মতের স্থিরতা হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৪** *বি* স্থায়িত্ব। 'বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্থিরতীব্র [স] *বিণ* স্থির ও তীক্ষ্ণ। 'স্থিরতীব্র চক্ষু অশ্রুভারে টলমল করে উঠল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্থিরত্ব [স] **১** *বি* স্থিরতা। 'বাংলাভাষায় স্থিরতা বর্ণনার উপাদান কী, তাহা আলোচনা করিলেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* স্থায়িত্ব। 'আমাদের কিছুর মধ্যেই স্থিরত্ব নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্থিরত্ব লাভ করা *ক্রি* স্থিতি। 'ওই সচল অক্ষরগুলোকে একেবারে লোপ করে দিয়ে ... নিরাপদ ও নিরঞ্জন হয়ে স্থিরত্ব লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

স্থিরনিবদ্ধ [স] *বিণ* স্থিরভাবে নিবিষ্ট। 'রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্থিরনিশ্চয় [স] *বিণ* দৃঢ়সংকল্প। 'অনাদিকাল থেকে পদে পদে পরাজয়ের পরেও স্থিরনিশ্চয়ের সঙ্গে বিফল বাসনার এই অনন্ত বিরোধ লেশমাত্র শিথিল হয় না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্থিরনিশ্চিত [স] *বিণ* সুনিশ্চিত। 'আমি সন্ধ্যায় ফিরব এ বিষয়ে ছবি স্থির নিশ্চিত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

স্থিরপ্রজ্ঞ [স] *বিণ* অবিচল প্রজ্ঞার অধিকারী। 'বেণীবাবু স্থিরপ্রজ্ঞ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ [স] ১ *বিণ* অবিচল। 'স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও পরোপকারক সরকারী কর্ম্মকারক মৃত মেজর সক সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* প্রতিজ্ঞায় অটল। 'জুচ্চুরী ধস্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বঙ্কবাবুর বাড়িতে গেলেম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্থিরপ্রভা [স] *বি* যার দীপ্তি স্থির। 'স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

স্থির বিশ্বাস [স] *বি* নিশ্চিত ধারণা। 'আমার স্থির বিশ্বাস যে তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্থিরবিশ্বাসী [স] *বিণ* সুনিশ্চিত। 'পোড়া কপাল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই শ্বশুর একরূপ স্থিরবিশ্বাসী ছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

স্থিরবুদ্ধি [স] *বি* অবিচল বুদ্ধি। 'এইরূপ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ধৈর্য্য, দার্ঢ্য, ও স্থিরবুদ্ধি আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

স্থিরভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* শান্তভাবে। 'নৌকা সকল জলোপরি প্লবমান হইয়া স্থিরভাবে চলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস লুকাইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ২ *ক্রিবিণ* দৃঢ়ভাবে। 'পূর্ব্বাপেক্ষা স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "আর কিছুই চাহি না।" *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ৩ *ক্রিবিণ* অচঞ্চলভাবে। 'স্থিরভাবে পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

স্থিরমতী [স স্থিরমতি] *বিণ স্ত্রী* অবিচল। 'পরম সুনীতিবতী অতিশএ স্থিরমতী।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্থিরমস্তিষ্ক [স] *বিণ* ধীরস্থির বুদ্ধিসম্পন্ন; ঠাণ্ডা মাথাওয়ালা। 'স্থিরমস্তিষ্ক অভিজ্ঞ চিকিৎসক চাই।' *দর্শন*, ১৯২৬।

স্থিরমুদ্রা [স] *বি* চিরন্তন অঙ্গভঙ্গি। 'বাসনার স্থিরমুদ্রা স্পর্শ যদি করে নাভিমূল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

স্থিররূপে [স] *ক্রিবিণ* ধীরতা সহকারে। 'ইহাদের মুখে একটি নির্ভরপরায়ণ বৎসল ভাব, স্থিররূপে প্রকাশ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্থিরলক্ষ্য [স] *বিণ* স্থির হয়ে থাকে এমন; অপলক। 'যত দিন পর্য্যন্ত ... তোমার বাহু বলিষ্ঠ চক্ষু স্থিরলক্ষ্য না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'স্থিরলক্ষ্য নয়নের কার্মুক বর্ষে নিরন্তর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্থিরসংকল্প, স্থিরসঙ্কল্প [স] *বিণ* স্থিরপ্রতিজ্ঞ। 'কর্তব্যকর্মে স্থিরসঙ্কল্প।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩; 'পিয়ানো বাজাবেন বলে বাড়ি থেকে স্থিরসংকল্প হয়ে এসেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থিরসিদ্ধান্ত [স] *বি* স্থায়ী মীমাংসা। 'বোঝাপড়া হয়ে একটা স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থিরস্নিগ্ধ [স] *বিণ* অটল অথচ কোমল। 'স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্থিরা [স] *বিণ স্ত্রী* শান্ত। 'তখন রায়ের বনিতা স্থিরা হইলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

স্থিরানন্দ [স] *বি* নির্মল আনন্দ। 'আননে স্থিরানন্দের নিদর্শন প্রকাশ পাইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্থিরানুসারে [স] *ক্রিবিণ* সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। 'এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

স্থিরী [স স্থির>] *বি* স্থিরতা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

স্থিরীকৃত [স] ১ *বিণ* নির্ধারিত। 'বেতন অত্যল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে *কৌমুদী*, ১৮৩১। ২ *বিণ* নির্ণীত। 'সমুদ্রের রাশীকৃত জল ... নীলব দেখায় কেন, তাহার কারণ এ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।' *বিদ্য* ১৮৫১। ৩ *বিণ* নিশ্চল। 'দুই চক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া, প্রাণত্যা করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

স্থিরীভূত [স] *বিণ* স্থিরতাপ্রাপ্ত। 'সেই রস কঠিন হইয়া ... স্থিরীভূ ও দৃঢ়ীভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্থীর [স স্থির] *বিণ* অবিচল। 'মন্ত্রণা করিয়া স্থীর কর্ণবীর সমে *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্থীরচিত্ত [স স্থিরচিত্ত] *বি* অবিচল মন। 'স্থীরচিত্তে দুই নয়ন মুদি করিয়া ধ্যান করিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

স্থীরা [স স্থিরা] *বিণ স্ত্রী* স্থির। 'বঙ্গমহিলা বলিলে বুঝি স্থীরা, ধীর শান্তা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

স্থূল [স স্থুল] ১ *বিণ* পুরু। 'কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি।' *কৃষ্ণদা* ১৫৮০। ২ *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) মোটাসোটা। 'শিবসুত মহামতি স্থূ তনু খর্ব্ব অতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'স্থূল চাকচিক্য শরীর ও উদ স্বভাব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ৩ *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'বিরোচন ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া এই স্থূল শরীর সেই আত্মা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বিণ* প্রধান। 'গত বৎসর স্থূল২ যে২ কর্ম্ম এই দেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা লিখি।' *দর্প* ১৮২০। ৫ *বিণ* মোটামুটি। 'স্থূল বিবরণ লিখিতেছি।' *দর্প* ১৮২৩। ৬ *বিণ* বিস্তারিত। 'উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন তাহার স্থূ বিবরণ।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৭ *বি* সারমর্ম। 'তাহার স্থূল আমরা তর্জ করিয়া প্রকাশ করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৮ *বি* মূল বিষয় 'এইক্ষণে স্থূল প্রকাশ করা গেল।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৯ *বিণ* কঠিন 'তবে অনুমান হয় যে তত্রস্থ লোকেরদিগের প্রাণ সংস্থানের বিষম স্থূ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ১০ *বিণ* বৃহৎ। 'শ্রবণপথের ব্যাঘাত স্থূল পদার্থ দৃষ্টির হানি হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ১১ *বিণ* মূ 'যেখানে স্থূল কথাটা বুঝিতে কঠিন, সেখানে উদাহরণ প্রয়োগে ব পরিষ্কার হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ১২ *বিণ* অসূক্ষ্ম। 'আমাদের প্রা অত্যন্ত স্থূল গোছের রসিকতা নিক্ষেপ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫ ১৩ *বিণ* নীরস; অতি সাধারণ। 'এই জ্যোৎস্নার কবিতাটুকু ছাঁকি লইয়া এমনি স্থূল মুহূর্তগুলিকে অপূর্ব করিয়া তুলিত?' *মানি* ১৯৩৬।

স্থূল কথা *বিণ* প্রধান কথা। 'স্থূল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্থূলকায় [স] ১ *বিণ* মোটাসোটা। 'এক্ষণে ও-যেরূপ স্থূলকায়, বিশ্বসংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না।' *অক্ষ* ১৮৪৯। ২ *বি* বৃহত্তর। 'হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ... প্রাচীন ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল।' *রবী* ১৮৮৫। ৩ *বিণ* বৃহদাকার। 'রাজাকে লইতে যে হাতিটি আসিয়া রমাই ভাঁড়ের মতে স্থূলকায় দেওয়ানজী তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

স্থূলকায়া [স] *বিণ স্ত্রী* মোটাসোটা। 'দুজন স্থূলকায়া গৃহিণীর মা পড়িয়া মতির গরম বোধ হইতেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

স্থূলত [স] *বিণ* সাধারণভাবে। 'স্থূলত পুরুষে বাম সূক্ষ্ম গতি।' *চ* ১৫৫০।

স্থূলতনু [স] *বিণ* বিশাল দেহের অধিকারী। 'পরম আচারনি ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশ কুণ্ডু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'স্থূলতনু ভয়ংক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

স্থূলতম *বিণ* অতিশয় স্থূল। 'সূক্ষ্মতম তর্ক-জাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া সরল সবল অটল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ধনসম্পদের স্থূলতম আবরণ ভেদ করিয়া, স্তাবকগণের বন্যাগানকে অধঃকৃত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

স্থূলতর [স] ১ *বিণ* অপেক্ষাকৃত পুরু। 'তাহার সমীপবর্ত্তিনী অন্য নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতর হইয়া পূর্ব্বোক্ত নাড়ীর কার্য্য সমাধা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* অপেক্ষাকৃত মোটাসোটা। 'আলস্যে তাহার স্থূল শরীর লইয়া স্থূলতর উপাধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থূলতা [স] ১ *বি* হৃষ্টপুষ্টতা। 'তাঁহার শরীরের আকার, স্থূলতা, ভারবত্ত্ব যেরূপ, তিনি তৎপরিমাণে ঐ সকল বিষয় প্রাপ্ত হয়েন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* স্থূলদৃষ্টি। 'দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বি* অসূক্ষ্মতা। 'সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্থূলত্ব [স] ১ *বি* প্রাচুর্য। 'আহারপুষ্ট লোক যদি খাদ্যের স্থূলত্বের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* দৈহিক বিপুলতা। 'ব্যায়ামাভ্যাসে যদি স্থূলত্ব না কমে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

স্থূলদর্শিতা [স] *বি* সূক্ষ্ম জিনিস দেখতে পারার অক্ষমতা। 'এ কথা বলায় শুধু স্থূলদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

স্থূলদর্শী [স] *বিণ* অগভীর দৃষ্টিসম্পন্ন। 'তাঁহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্থূলদৃষ্টি [স] *বি* সাধারণ দৃষ্টি। 'তবু মোটাগোছের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থূলদৃষ্টি এড়ায় না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন [স] *বিণ* অগভীর দৃষ্টিসম্পন্ন। 'ডাক্তারটি স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন লোক।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্থূলনিতম্বিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুপুষ্ট নিতম্ববিশিষ্ট।। 'স্থূলনিতম্বিনী মধুরভাষিণী গজেন্দ্র গামিনী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্থূলবুদ্ধি [স] *বিণ* বুদ্ধিতে সূক্ষ্মতা নেই এমন। 'স্থূলবুদ্ধি বিষাক্রান্ত বিকৃতচেতনদের মধ্যে মিলেমিশে বেশ থাকত।' *তারা*, ১৯৪৩।

স্থূলবৃত্তান্ত [স] *বি* মোটাদাগের বিবরণ। 'কলিকাতা নগরের স্থূলবৃত্তান্ত করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত্ত হইলাম।' *ভবানী*, ১৮২৩।

স্থূলভাগ [স] *বি* বড় অংশ। 'তার স্থূলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্থূল স্থূল [স] *বিণ* প্রধান প্রধান। 'আমরা আপাততঃ কয়েকটি স্থূল স্থূল বিষয়ের ভ্রান্তি দেখাইব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

স্থূললাভ [স] *বিণ* মোটা অঙ্কের অর্থলাভ। 'করুণানয়নমুদ্রিত পূর্ব্বক স্থূললাভ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্ব২ বাণিজ্য ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্থূলাকার [স] *বিণ* স্থূলকায়। 'খোঁচা খোঁচা গোঁফওয়ালা স্থূলাকার ভদ্রলোক লাফাইয়া নামিতে গিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্থূলাঙ্গিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মোটাসোটা। 'একটি স্থূলাঙ্গিনী রমণীর প্রেমে পড়িয়া অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্থূলাঙ্গী [স] *বিণ স্ত্রী* স্থূল দেহের অধিকারী। 'স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্থূলার্থ [স] *বি* সাধারণ অর্থ। 'মহাশয়ের মতের স্থূলার্থের সহিত আমি নিতান্ত ঐক্য ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্থূলোদর [স] *বিণ* পেট মোটা এমন। 'এক স্থূলোদর বানর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

স্থৈর্য, স্থৈর্য্য [স] ১ *বি* নির্ধারণ। 'সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* নির্দিষ্টতা। 'বিবাহকালীন বরপাত্র ১০/৫টা তাহার স্থৈর্য্য নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৩ *বি* স্থিরতা। 'পরমেশ্বরের নিকট উপাসনা, সুমতির স্থৈর্য্য, সাধুসঙ্গ ...।' *প্যারী*, ১৮৬০। ৪ *বি* মানসিক দৃঢ়তা। 'বইব তোমার ধ্বজা দাও সে অটল স্থৈর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্থৌল্য [স] *বি* স্থূলতা। 'সেই প্রকাণ্ড স্থৌল্য মত আপনাকে বিস্তার করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

স্নব [ই] ১ *বিণ* উন্নাসিক। 'এইপ্রকার লোকদিগকে ইংরাজীতে স্নব বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* চালবাজ। 'এক কথায় স্নব।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

স্নবারি [স] *বি* উন্নাসিকতা। 'হেন্‌রি জেম্‌স-এর অনবদ্য উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে প্রায়ই ভেবেছি যে কথকের ''স্নবারি''।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্নবিশ [ই] *বিণ* উন্নাসিক; অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা না-দেখিয়ে অশ্রদ্ধার মনোভাব দেখায় এমন; অন্যের তুলনায় নিজেকে বড়ো মনে করে এমন। 'বাঙালির ইংরেজিতে ত্রুটি হলে তা নিয়ে দোষ ধরা স্নবিশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্নাইপ [ই] *বি* কাদাখোঁচা পাখি। 'ঘুঘু, লালশিরে, স্নাইপ, বুনোমুর্গী, বালিহাঁস।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্নাতক [স] ১ *বি* শিক্ষার্থী। 'শ্রীবাস নারদ-কাছ স্নাতক শ্রীরাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* স্নানকারী ব্যক্তি। 'ভাসে এক মজ্জমান স্নাতকের শৈবালিত দেহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্নাতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নান করেছে এমন। 'ওই স্নাতা সুন্দরীর চারু নূপুরের রুনু-ঝুনু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্নান [স] *বি* অবগাহন; গোসল। 'কে না সুতীর্থে স্নান কৈলা ধন্য নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'স্নান করাইয়া রাজা দেহত মেলানি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্নান-আহার [স] *বি* স্নান ও খাদ্য গ্রহণ। 'পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন, এমত বোধ হয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

স্নানকারী [স] *বি* স্নান করছে যে। 'জলধারায় এমন অভৌতিক জাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাতে স্নানকারীর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্নানক্রিয়া [স] *বি* স্নানের কাজ। 'পরে তৈল মর্দ্দন করিয়া ... স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর ... ভোজন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

স্নানঘর *বি* স্নানের ঘর। 'আমার গতির দৌড় ছিল স্নানঘর পর্যন্ত।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

স্নানদান [স] *বি* স্নানের কাজ। 'প্রাতঃক্রিয়া করিয়া করিল স্নানদান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্নান-প্রসাধন [স] *বি* স্নানের সময়ে ব্যবহৃত সৌন্দর্যবর্ধক দ্রব্য। 'স্নান-প্রসাধন সুকর হবে ব'লে মাথার চুল ছেঁটে কবরীর অনুপযুক্ত করা হচ্ছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্নানযাত্রা [স] ১ *বি* (হিন্দু ধর্মমতে) জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় জগন্নাথ দেবের স্নান-উৎসব। 'এই বার স্নানযাত্রার সময়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বসেছে আজ রথের তলায়/ স্নানযাত্রার মেলা –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* (হিন্দু আচার) গঙ্গায় স্নানের জন্য যাত্রা। 'কখন মাহেশের স্নানযাত্রা সন্দর্শনে যান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্নানরতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নান করছে এমন। 'স্নানরতা একটি যুবতী নারীকে দেখতে পায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্নানশালা [স] *বি* স্নানের ঘর। 'স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্নানশুভ্র [স] *বিণ* স্নানের কারণে শুভ্র। 'জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিপ্রতিমা উদিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নানসেবা [স] *বি* স্নানের কাজ। 'জনপদবধূদের স্নানসেবায় চঞ্চল উৎসজলসঞ্চয়ের অবিরত কলপ্রবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্নানস্নিগ্ধ [স] *বিণ* স্নানের ফলে স্নিগ্ধ। 'স্নানস্নিগ্ধ শরীরের … বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্নানাগার [স] *বি* স্নানের ঘর। 'ইহার নিকটস্থ এক মনোরম স্নানাগার সমুদ্রতীরে বিরাজমান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

স্নানাদি [স] *বি* স্নান ও আনুষঙ্গিক কাজ। 'বিধিমত কৈল তেঁহো স্নানাদি-তর্পণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্নানান্তে [স] *ক্রিবিণ* স্নানের শেষে। 'স্নানান্তে শ্বেত চন্দেরী শাড়ি ও সাদা চেলি পরেছেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

স্নানার্থ [স] *ক্রিবিণ* স্নানের জন্য। '… পুত্তলিকা তাহাতে স্থাপন পূর্ব্বক স্নানার্থ গমন করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

স্নানার্থিনী [স] *বিণ স্ত্রী* স্নানের উদ্দেশ্যে আসে এমন। 'ঘাটে স্নানার্থিনী জনপদবধূদের বাহুল্য নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নানার্থী [স] *বি* স্নানের উদ্দেশ্যে আগত যে। 'শেষরাত্রি হইতে পথে স্নানার্থীদের ভিড়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

স্নানাশয় [স] *বি* স্নানের জায়গা। 'স্নানাশয়ে জলাশয়ে দিলেন দর্শন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

স্নানাশুদ্ধ [স স্নান-শুদ্ধ] *বিণ* ঋতুকাল শেষে স্নান করে পবিত্র-হওয়া। 'স্নানাশুদ্ধ হয়ে রানী চতুর্থ দিবসে …। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্নানাহার [স] *বি* স্নান ও খাওয়া। 'নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্নানাহ্নিক [স] *বি* স্নান ও উপাসনা। 'আমার শ্বশুরকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্নানীভূত [স] *বিণ* স্নানস্বরূপ। 'রাজাবরোধবাসিনীগণের স্নানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণ-পথে আসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্নায়ব [স] *বিণ* স্নায়ু সংক্রান্ত। 'বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌর তাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্নায়বিক [স] *বিণ* স্নায়ুসংক্রান্ত। 'আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে?' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্নায়বিক অভিভূতি *বি* স্নায়ুজনিত কারণে অভিভূত হওয়ার অবস্থা। 'অধিকাংশ অপরাধের মূলে আছে স্নায়বিক অভিভূতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্নায়বিক রোগ [স] *বি* স্নায়ুঘটিত রোগ। 'স্নায়বিক রোগগ্রস্ত পরিবারে জন্মেছি কি?' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্নায়বীয় [স] *বিণ* স্নায়ুসংক্রান্ত। 'স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্নায়ু [স] *বি* জীবদেহের অনুভূতি ও গতিসঞ্চারক সূক্ষ্ম সূত্রসমূহ; স্নায়ুতন্ত্র 'নাসিকারন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

স্নায়ুকেন্দ্র [স] *বি* অনুভূতির কেন্দ্র; মস্তিষ্ক। 'স্নায়ুকেন্দ্রে উচ্চকিত সে নায়িকা প্রেয়সী আমার।' *আহসান*, ১৯৫৯।

স্নায়ুজাল [স] *বি* স্নায়ুসমূহ। 'মহেন্দ্রের পীড়িত স্নায়ুজাল শিথিল হইয়া আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্নায়ুতন্ত্র [স] *বি* সংবেদনশীলতা। 'ভারতবাসীকে তোমাদের ললনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক উপযোগী করে সৃজন করেননি।' *রবীন্দ্র* ১৮৯৩।

স্নায়ুতন্ত্রী [স] *বি* সংবেদনশীলতা। 'যাদের স্নায়ুতন্ত্রী ছোটো বড়ো সকল প্রকার আঘাতেই ঝন ঝন করে বেজে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নায়ুবিকার [স] *বি* স্নায়বিক বিকলতা। 'ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার ঘটিল নাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্নায়ুমণ্ডলী [স] *বি* স্নায়ুজাল। 'আমার স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে …।' *বিভূতি* ১৯৩১।

স্নায়ুসূত্র [স] *বি* স্নায়ুতন্ত্র। 'যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ স্নায়ুসূত্র পরিত্যাগ করে …।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্নিগ্ধ [স] ১ *বিণ* শোভাময়। 'বরিসনের ধারা পায়্যা গিরি স্নিগ্ধ হৈল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সুন্দর। 'নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* মধুর। 'বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণ গুণীল স্নিগ্ধ করুণ তুমি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* অত্যন্ত ফলনশীল; উর্বর। 'স্নিগ্ধ বচ্ছর।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *বিণ* তাজা 'এই বৃক্ষের ডাল ও পাতা সর্ব্বদা স্নিগ্ধ থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৬ *বিণ* লাবণ্যমণ্ডিত। 'তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা।' *রবীন্দ্র* ১৮৮৮। ৭ *বিণ* নয়নজুড়ানো। 'ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল।' *রবীন্দ্র* ১৮৯২। ৮ *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'স্নিগ্ধ মাতৃপাণি চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৯ *বিণ* সুমিষ্ট। 'মধুর কণ্ঠস্বরে এই স্নিগ্ধ কথাগুলি বলিয়া তুমি বড়ো ভালো করিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্নিগ্ধকর [স] ১ *বিণ* সুশীতল। 'কোন নিভৃত স্নিগ্ধকর ছায়াময় স্থানে নিদ্রা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* মধুর। 'করকচি বেলায় উভয় বড় স্নিগ্ধকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্নিগ্ধকান্ত [স] *বি* লাবণ্যময় যে। 'স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নিগ্ধকারুণ্য [স] *বি* কোমল করুণা। 'এই মধু-কল্পনার স্নিগ্ধকারুণ্য আমার বুকে কেমন …।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্নিগ্ধগন্ধ [স] *বি* মধুর সুবাস। 'ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধগন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্নিগ্ধগম্ভীর [স] *বিণ* স্নেহপূর্ণ অথচ গম্ভীর। 'অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চে স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্নিগ্ধতম *বিণ* অতিশয় স্নেহপূর্ণ। 'কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্নিগ্ধতা [স] ১ *বি* উর্বরতা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* কোমলতা 'তার মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, ব্যাপ্তি নেই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বি* লাবণ্য। 'মুখের উপর একটা শান্তির স্নিগ্ধতা অবতীর্ণ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

AMARBOI.COM

স্নিগ্ধ নবীন [স] *বিণ* কোমল। 'স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি ... আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্নিগ্ধনেত্র [স] *বি* স্নেহপূর্ণ চোখ। 'স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিগ্ধনেত্র উত্থাপিত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্নিগ্ধনেত্রা [স] *বিণ* সুন্দর চোখওয়ালা। 'ধূম্রবর্ণা, স্নিগ্ধনেত্রা ধূম্রা হর্ষভরে মৃদু হাম্বারব করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্নিগ্ধশ্যাম [স] *বিণ* সতেজ ও সবুজ। 'ঐ স্নিগ্ধশ্যাম পার্ক ছেড়ে চলে যাই।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

স্নিগ্ধস্বর [স] *বি* কোমল স্বর। 'মাথায় হাত বুলাইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্নিগ্ধহসিত [স] *বিণ* মধুময় হাসিপূর্ণ। 'স্নিগ্ধহসিত বদন-ইন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্নিগ্ধোজ্জ্বল [স] *বিণ* মনোরম ও উজ্জ্বল। 'গন্ধদীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

স্নেহ[১] [স] **১** *বি* আদর। 'তা সভারে স্নেহ করি নন্দের নন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সৌজন্য। 'তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* মমতা; ভালোবাসা। 'মনেরে পেষণ করি বার কর স্নেহ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

স্নেহঅঞ্চল [স] *বি* স্নেহের আঁচল। '(তুই) মুছিয়ে দিবি দুঃখজ্বালা তোর স্নেহঅঞ্চলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

স্নেহ-অধিকার [স] *বি* স্নেহের অধিকার। 'শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার প্রচারিল – যেতে আমি দিব না তোমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্নেহ-অশ্রু [স] *বি* স্নেহের অশ্রু। 'জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে, তাদের উগ্রতা পরে, প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্নেহ-আঁখি [স স্নেহ-অক্ষি] *বি* স্নেহরূপ আঁখি। 'এই গানে রেখে যায় মোর স্নেহ-আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্নেহআঁচল [স স্নেহ-অঞ্চল] *বি* স্নেহের আঁচল। 'চিতার আগুন ঢেকে স্নেহআঁচলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

স্নেহ-আলিঙ্গন-পাশ *বি* স্নেহযুক্ত আলিঙ্গনের বন্ধন। 'স্নেহ-আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ না হইলে, কাঁদে ভূমিতলে পড়ে হয়ে ম্রিয়মাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

স্নেহ-উপহার *বি* স্নেহযুক্ত উপহার। ' স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই, কী যে দেব তাই ভাবনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

স্নেহকরস্পর্শ [স] *বি* প্রীতিময় হাতের ছোঁয়া। 'তোদের সেই সেবাপূর্ণ স্নেহকরস্পর্শ রয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নেহকল্যাণময় [স] *বিণ* স্নেহ ও আশীর্বাদপূর্ণ। 'যে প্রশংসা-ভরা স্নেহকল্যাণময় অশ্রুকাতর দৃষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্নেহকাতর [স] *বিণ* ভালোবাসায় বিহ্বল। 'সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্নেহকারী [স] *বিণ* স্নেহ করে এমন। 'স্নেহকারী জন-প্রাণ তুমি দেবপুরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্নেহকোমলতা [স] *বি* বাৎসল্যের মাধুর্য। 'বাঙালী নারীর স্নেহকোমলতায় ও দোষগুণের সমাবেশ।' *হাই*, ১৯৫০।

স্নেহ-কোল *বি* স্নেহপূর্ণ কোল। 'ক্ষণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি চিনিতে আর নাহি পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্নেহক্ষুধা [স] *বি* স্নেহের আকাঙ্ক্ষা। 'তব চোখে-মুখে এ অতৃপ্তি এ কী স্নেহ-ক্ষুধা!' *নজরুল*, ১৯২৩।

স্নেহখেলা *বি* মায়ার খেলা। 'এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা অম্বুনিধি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহগর্ভ [স] *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্নেহচিহ্ন [স] *বি* স্নেহের চিহ্ন। 'অজস্র তুচ্ছ প্রাকৃতিক স্নেহচিহ্ন লোভনীয় দেহে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

স্নেহচ্ছায়া [স] *বি* পৃষ্ঠপোষকতা। 'বাংলা ভাষা একদিন মুছলমানের স্নেহচ্ছায়ায়ই পুষ্ট হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৪১।

স্নেহ-জ্বালাতন *বি* স্নেহের জ্বালাতন। 'কলহাস্যে ধৈর্যময়ী মাতার মতন, পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ-জ্বালাতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্নেহ-ডোর *বি* ভালোবাসার বন্ধন। 'নিমেষে ছিঁড়িয়া ফেলে দৃঢ় স্নেহ-ডোর!' *নজরুল*, ১৯২২।

স্নেহতটিনী [স] *বি* স্নেহরূপ তটিনী। 'সারা গায়ে তার নাচিছে হেলায় স্নেহতটিনীর জল।' *জসীম*, ১৯২৭।

স্নেহদৃষ্টি [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ চাহনি। 'সকৃতজ্ঞ স্নেহদৃষ্টির দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিয়া গৃহকার্যে চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্নেহদেবী [স] *বি* স্নেহরূপ দেবী। 'স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী বঙ্গভূমির নন্দিনী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

স্নেহধন [স] *বি* আদরের ধন। 'আমারি তোরা বালিকা মেয়ে/ আমারি স্নেহধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্নেহধার [স] *বি* স্নেহরূপ ধারা। 'বসুধা-যশোদার স্নেহধার উথলায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্নেহধারা [স] *বি* স্নেহরূপ ধারা। 'ঘুমন্ত মুখের 'পরে বরষিছে স্নেহধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্নেহনদী [স] *বি* স্নেহরূপ নদী। 'মায়ারূপী হায় কত স্নেহনদী/ জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

স্নেহ-নির্ঝরিণী-স্বরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহরূপ ঝরনার মতো। 'সংসার-মরুর স্নেহ-নির্ঝরিণী-স্বরূপা ভগিনিগণ।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্নেহনীড় [স] *বি* স্নেহরূপ আবাস। 'তখন সেই তাতা সম্বোধন স্নেহনীড় পরিত্যাগ করিয়া পাখির মতো স্বর্গের দিকে উড়িয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'ছাড়িয়া স্নেহনীড় সুদূর বনছায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্নেহনীর [স] *বি* স্নেহরূপ জল। 'জুড়াও তাহারে স্নেহনীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* মমতাময়। 'মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সহৃদয়তা থেকে পুরুষের সেবা করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'সে তাহার স্নেহপরায়ণা মাতার বড়ই অনুগত ছিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

স্নেহপরিপূর্ণ [স] *বিণ* স্নেহশীল। 'স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্নেহ-পাণি [স] *বি* ভালোবাসাময় হাত। 'নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পাণি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

স্নেহপাত্র [স] **১** *বিণ* পছন্দের। 'সংস্কৃত ও আরবীবিদ্যা শিক্ষায়নেতেই তাবত্তারতবর্ষীয় লোকের স্নেহপাত্র যে গবর্ণমেণ্ট ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* প্রীতিভাজন। 'তিনি ... পরিজনবর্গের স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্নেহপাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহাস্পদ। 'আমার জীবনাপেক্ষাও

AMARBOI.COM

স্নেহপাত্রী।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

স্নেহপাথেয় [স] *বি* ভালোবাসারূপ পথের সম্বল। 'স্নেহপাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্নেহপালিত [স] *বিণ* ভালোবাসার সঙ্গে লালিত। 'আশৈশব-স্নেহপালিত সুচরিতাকে তিনি মনের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্নেহপুত্তলি [স স্নেহ+স পুত্রিকা] *বিণ* স্নেহরূপ পুতুলের মতো। 'হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্নেহপুতলী [স স্নেহ+স পুত্রিকা] *বিণ* স্নেহরূপ পুতুলের মতো অতি আদরের। 'এই স্নেহপুতলী ছেলেকে না খাইয়ে মারছো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

স্নেহপূজা [স] *বি* স্নেহরূপ পূজা। 'স্নেহপূজার ভোগ দেব মা, অশ্রুপূজাঞ্জলি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

স্নেহপূর্ণস্বরে [স] *ক্রিবিণ* দরদমাখা কণ্ঠে। 'ভূপতি স্নেহপূর্ণকণ্ঠে কহিল, আজ যে তোমার পড়া নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্নেহপ্রদর্শন [স] *বি* আদর বা সোহাগ দেখানো। 'তাহার প্রতি সাতিশয় স্নেহপ্রদর্শনপূর্বক, তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

স্নেহ-প্রপাত [স] *বি* স্নেহরূপ ধারা। 'স্নেহময়ী মহানারীর স্নেহ-প্রপাত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্নেহপ্রবণ [স] *বিণ* স্নেহশীল। 'মাতার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের ... উপর বেশি ভরসা রাখে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্নেহ-প্রেম [স] *বি* স্নেহ-ভালোবাসা। 'স্নেহ-প্রেম গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ সুখ, মর্মের বেদনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহবচন [স] *বি* স্নেহময় কথা। 'আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া পেয়েছি স্বরগসুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহবতী [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহশীল; বাৎসল্যপরায়ণ। 'রাজ্ঞী কন্যার প্রতি নিরতিশয় স্নেহবতী ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্নেহবন্ধ [স] *বি* স্নেহের বাঁধন। 'মুক্তি দিব এ নিবিড় স্নেহবন্ধ নাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্নেহবন্ধন [স] *বি* স্নেহের বাঁধন; প্রীতির সম্পর্ক। 'রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহবশত [স] *ক্রিবিণ* স্নেহজনিত কারণে। 'তাঁহারাও মাঝে মাঝে স্নেহবশত আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্যাকরণ-লঙ্ঘন-পূর্বক ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত ... ভালোবাসিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্নেহবাক্য [স] **১** *বি* আদরমাখা কথা। 'সর্ব্বদা স্নেহবাক্যে তুষিতে হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* প্রীতিপূর্ণ আলাপ। 'স্নেহবাক্যে অমৃতাভিষিক্ত করিয়া কহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্নেহ বাসা *বি* ভালোবাসা। 'সর্ব লোক পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৩০।

স্নেহবাহুডোর [স স্নেহবাহু+ডোর] *বি* স্নেহের আলিঙ্গন। 'তব স্নেহবাহুডোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্নেহবিগলিত [স] *বিণ* স্নেহপরায়ণ। 'গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে স্নেহবিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

স্নেহবিচলিত [স] *বিণ* সস্নেহে নির্গত। 'ভীম নীরবে আর কিছু শুনিতে পায় না – কেবল স্বামীর জ্ঞানপরিপূর্ণ, স্নেহবিচলিত, বাক্যালাপ শুনিতে লাগিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্নেহ-বিজড়িত [স] *বিণ* মমতাযুক্ত। 'বোনের দেওয়া স্নেহ-বিজড়িত অশ্রু।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্নেহবিতরণ [স] *বি* স্নেহ করা। 'প্রীতিবচন ও স্নেহবিতরণ দ্বারা ... সযত্ন হওয়া উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

স্নেহবিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* মমতাহীন। 'স্নেহবিহীনা ধাত্রী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্নেহবিহ্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহে অভিভূত। 'পানীয়ের মতো স্নেহবিহ্বলা।' *মানিক*, ১৯৩৮।

স্নেহবুভুক্ষু [স] *বিণ* স্নেহের কাঙাল। 'হতভাগ্যেরা যেমন রাক্ষসের মতো স্নেহ-বুভুক্ষু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্নেহবৃত্তি [স] *বি* বাৎসল্যপরায়ণতা। 'নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

স্নেহব্যগ্র [স] *বিণ* স্নেহে আকুল। 'রাজলক্ষ্মীর স্নেহব্যগ্র মুখের ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্নেহ-ভালোবাসা *বি* স্নেহ ও ভালোবাসা। 'যেখানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর স্নেহ-ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহভাজন [স] **১** *বিণ* প্রিয়। 'স্নেহভাজন জন্মভূমিকে দুঃখভারাক্রান্ত বিপদগ্রস্ত দেখিয়া যাহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ না হয়, সে মানব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* স্নেহ প্রত্যাশা করে এমন। 'স্নেহভাজন রবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বি* স্নেহের পাত্র। 'সে আমার নিতান্তই স্নেহভাজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

স্নেহমমতা [স] *বি* আদরযত্ন। 'ভালবাসা মলিনার দিক দিয়ে স্নেহমমতা।' *জীবন*, ১৯৩১।

স্নেহময় [স] **১** *বিণ* প্রীতিপূর্ণ। 'এরূপ অসামান্য স্নেহময় ভাব ... পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* আদরের। 'যাহার নিকটে অভিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিরূপ, নির্গুণ হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্নেহময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহরত। 'প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপা স্নেহময়ী জননী ... ক্লেশ স্বীকার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'লজ্জাশীলা – স্নেহময়ী – সরলা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

স্নেহমরা *বি* স্নেহহীন। 'হিংসা-হোমশিখা জ্বালি সৃজিলাম বিভীষিকা স্নেহ-মরা শুষ্ক মরুভূমে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

স্নেহমাখা *বিণ* মমতাজড়িত। 'কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'স্নেহমাখা নত দু নয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'স্নেহমাখা হাতে প্রলয় বিধ্বস্ত এ পৃথিবীর খতে বুলিয়ে চলেছে প্রীতি-উষ্ণতার আরোগ্য-পরশ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

স্নেহমিশ্রিত *বিণ* মমতা-ভরা। 'আমরা শৈশবকালে স্নেহমিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্নেহমুগ্ধ [স] *বিণ* প্রীতিমুগ্ধ। 'দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি –/ স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্নেহমেদুর [স] *বিণ* মায়াময় ও কোমল। 'ভাসে মরুতটে কী স্নেহমেদুর ছায়া মেঘের।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্নেহযত্ন [স] *বি* স্নেহপূর্ণ যত্ন। 'স্নেহযত্নের আতিশয্যের কোন কূল-কিনারা করতে পারে না আজহার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

AMARBOI.COM

স্নেহরস [স] *বি* ভালোবাসারূপ রস। 'মৃদু কণ্ঠস্বর স্নেহরসে স্নিগ্ধ।' *অক্ষয়, ১৮৫২*; 'য়ুরোপীয় চিরকুমারীর নারীহৃদয়স্থিত স্নেহরস নানা কৌশলে নিষ্ফল ব্যয় করতে হয়।' *রবীন্দ্র, ১৮৯১*; 'স্নেহরসে সমস্ত অন্তর আপ্লুত হইয়া যায়।' *বনফুল, ১৯৩৬*।

স্নেহরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* আদরিণী। 'স্নেহরূপা কন্যা।' *বঙ্গদর্শন, ১৮৭২*।

স্নেহশান্ত [স] *বিণ* স্নেহের কারণে কোমল। 'শুনি স্মিতহাসে ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৯*।

স্নেহ-শুষ্ক [স] *বিণ* স্নেহহীন। 'ডুবে গেল ধরা-মা-র স্নেহ-শুষ্ক মাটি।' *নজরুল, ১৯২৪*।

স্নেহশূন্য [স] *বিণ* নির্দয়। 'ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি সর্বতোভাবে স্নেহশূন্য দৃষ্ট হইতেছে।' *বিদ্যা, ১৮৪৭*।

স্নেহশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহ থেকে বঞ্চিত। 'কন্যা ... স্নেহ শূন্যা, আদর শূন্যা, অনুগ্রহ শূন্যা।' *বিনোদিনী, ১৮৭৫*।

স্নেহশালিনী [স] *বিণ* স্নেহময়ী। 'তারা কেবল এইটুকুমাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩*।

স্নেহশীতল [স] *বিণ* স্নেহের কারণে শীতল। 'তার স্নেহশীতল ছায়াময় চোখ বিস্ফারিত হয়।' *হাফিজুর, ১৯৫৩*।

স্নেহশীল [স] *বিণ* স্নেহপ্রবণ; দরদি। 'খোকাটারও ভারী স্নেহশীল ভাব।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২*।

স্নেহশীলতা [স] *বি* দরদ। 'স্বভাবসিদ্ধ স্নেহশীলতাবশত বিমাতা ব্রজসুন্দরী শ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতোই ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*।

স্নেহশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহপরায়ণ; স্নেহময়ী। 'স্নেহশীলা যদি অনেক বিবেচনা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩*।

স্নেহ-সংগীতস্বর *বি* স্নেহ-ভরা সংগীতের শব্দ। 'এই ছড়ার মধ্যে আমাদের পিতৃপিতামহগণের স্নেহ-সংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫*।

স্নেহসজল [স] *বিণ* স্নেহসিক্ত। 'জননীর সম স্নেহসজল/ নীল গাঢ় গগনতল।' *নজরুল, ১৯৩১*।

স্নেহসজীব [স] *বিণ* ভালোবাসা পেয়ে প্রাণবন্ত। 'যখন স্নেহসজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয় তখন জীবন অত্যন্ত উর্বর সুন্দর শ্যামল হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭*।

স্নেহসঞ্চার *বি* স্নেহের সঞ্চার। 'মধুময় স্নেহসঞ্চার দ্বারা তাহার সুখ ও স্বাস্থ্য সংবর্দ্ধন করেন।' *অক্ষয়, ১৮৫৪*।

স্নেহসমুদ্র [স] *বি* স্নেহরূপ সমুদ্র। 'কন্যা ও মাতার মধ্যে এই যে আঘাত ও প্রতিঘাত তাহাতে স্নেহসমুদ্র কেবল সুন্দরভাবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫*; 'স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল।' *বিভূতি, ১৯৩১*।

স্নেহ-সিংহাসন [স] *বি* স্নেহরূপ সিংহাসন। 'বিহারী এই চিরপুত্রহীনা রমণীর স্নেহ-সিংহাসনে ... বিরাজ করিত।' *রবীন্দ্র, ১৯০২*।

স্নেহসিক্ত [স] *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'সেই একটি স্নেহসিক্ত মধুর সম্বোধন প্রভাতের সমুদয় পাখির গান লুটিয়া লইত।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৭*; 'কোনো উত্তর না পাইয়া পুনর্বার স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০১*; 'মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২*।

স্নেহসিঞ্চিত [স] *বিণ* স্নেহসিক্ত। 'অন্নপূর্ণার স্নেহসিঞ্চিত নিঃশব্দ আশীর্বাদ আশার গভীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক দিন পরে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০২*; 'পিতামাতার স্নেহসিঞ্চিত স্বপনের কোনো দূরান্তেও ঠাঁই ছিল না ...।' *মহাশ্বেতা, ১৯৫৬*।

স্নেহসুধা [স] *বি* স্নেহরূপ অমৃত। 'শীতল স্নেহসুধা করো দান, দাও প্রেম, দাও শান্তি ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৮১*; '(আমি) মন্দ এত হতাম না মা/ মায়ের স্নেহসুধা পেলে।' *নজরুল, ১৯৩৫*।

স্নেহসৌন্দর্যপ্রবাহিণী [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহ ও সৌন্দর্য বয়ে আনে এমন। 'স্নেহসৌন্দর্যপ্রবাহিণী জাহ্নবী যখন আত্মার আনন্দ দান করে তখনই সে আধ্যাত্মিক।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭*।

স্নেহস্পর্শ [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ স্পর্শ। 'তার কাছ থেকে এমন একটি চোখের দৃষ্টি, এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম!' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪*।

স্নেহস্ফুট [স] *বিণ* মমতাপ্রকাশক। 'দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৬*।

স্নেহস্বর [স] *বি* আদরভরা কণ্ঠ। 'তার সেই স্নেহস্বর ভেদি দূর-দূরান্তর, কেন এ কোলের পরে আসে না নীরবে!' *রবীন্দ্র, ১৮৮৮*; 'পরেশবাবু তাহাকে স্নেহস্বরে ডাকিলেন।' *রবীন্দ্র, ১৯০৯*।

স্নেহ-হস্ত *বি* স্নেহমাখা হাতের ছোঁয়া। 'জড়ায়ে দে আমার মাথায়, স্নেহ-হস্ত বুলায়ে দে গায়।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৩*।

স্নেহহারা *বি* স্নেহবঞ্চিত যে। 'এ স্নেহহারার বড়ো বোন।' *নজরুল, ১৯২৭*।

স্নেহহাস্য [স] *বি* স্নেহের হাসি। 'পরেশ স্নেহহাস্য হাসিয়া কহিলেন।' *রবীন্দ্র, ১৯০৯*।

স্নেহহীন [স] *বিণ* মমতাহীন। 'স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে সহস্র রাগিণী।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৮*; 'মামির স্নেহহীন চক্ষে ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২*।

স্নেহা [স স্নেহ] *বি* ভালোবাসা। 'না পূরিল মন স্নেহা রহিল খেদ অন্তরে দারুণ।' *মানিকরাম, ১৭৮১*।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী [স] *বিণ* স্নেহপ্রত্যাশী। 'স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী মনোদিদিকে ক্ষমা করিও।' *শরৎ, ১৯১৭*।

স্নেহাতিশয্য [স] *বি* মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ। 'অকারণ স্নেহাতিশয্যে যেসব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল।' *রবীন্দ্র, ১৯০২*।

স্নেহাতুর [স] *বিণ* স্নেহলাভের জন্যে কাঙাল। 'স্নেহাতুর হিয়া নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে লাগিয়া।' *রবীন্দ্র, ১৯০৩*।

স্নেহাদর [স] *বি* স্নেহ ও আদর। 'জাহান্নামে যাউক বড়লোকদের এ স্নেহাদরের ভণ্ডামি।' *মনসুর, ১৯৫৫*।

স্নেহাধিক্য [স] *বি* অপরিমেয় স্নেহ। 'আমি স্নেহাধিক্যবশতঃ বিলম্ব করিতে লাগিলাম।' *প্রভাত, ১৮৯৫*।

স্নেহান্ধ [স] *বিণ* বিচার-বিবেচনাহীন স্নেহে অন্ধ। 'স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪*।

স্নেহাবিষ্ট [স] *বিণ* স্নেহপ্রাপ্ত। 'স্নেহাবিষ্ট স্বসম্পর্কীয় কেহ হয়েন তবে তাঁহাকে গৃহ হইতে দূরীকরণ করিতে পারেন না।' *ভবানী, ১৮২৮*।

স্নেহার্দ্র [স] *বিণ* স্নেহসিক্ত। 'স্নেহার্দ্র ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২*।

স্নেহাশিস [স] *বি* স্নেহ ও আশীর্বাদ। 'অন্যান্য ছেলেদের স্নেহাশিস জানাবে।' *নজরুল, ১৯২৬*।

স্নেহাস্পদ [স] *বিণ* স্নেহের পাত্র। 'স্নেহাস্পদ সন্তানদিগকে প্রাপ্ত

AMARBOI.COM

হইলে ... আনন্দ উৎপাদন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্নেহে *ক্রিবিণ* সমাদর ক'রে। 'পুনঃ স্নেহে সিংহাসনে বসাবে তোমায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

স্নেহ[2] [স] *বি* তেল; চর্বি। 'বীজের ভিতরে রস নাম যার স্নেহ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

স্নেহপদার্থ [স] *বি* তেল, চর্বি, ঘৃত ইত্যাদি পদার্থ। 'স্নেহপদার্থ এই প্রদীপকে জ্বালিয়ে রেখেচে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্নেহময় [স] *বিণ* চর্বিযুক্ত। 'চীনাবাদামের মধ্যে যে স্নেহময় পদার্থ আছে তা দ্বিগুণ কিভাবে পাওয়া যেতে পারে ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

স্নো [ই] ১ *বি* তুষার। 'অতিশয় তুষার পড়িয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে স্নো বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বি* মুখের প্রসাধনীবিশেষ। 'স্নো, ক্রীম, টুথ পাওডার।' *জামায়াত*, ১৯৩৪।

স্ন্যাপশট [ই] *বি* হাত-ক্যামেরার সাহায্যে তোলা স্থিরচিত্র। 'আমি গোটা পাঁচেক স্ন্যাপশট নিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্পঞ্জ[1] [ই] *বি* প্রাণীবিশেষ। 'পলা ও স্পঞ্জ নামক প্রাণী এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্পঞ্জ[2], **স্পনুজ** ১ *বি* জল শোষক ছিদ্রবহুল রাবারজাতীয় বস্তু। 'স্নানাগারে গিয়া অনেকটা সাবান ও স্পঞ্জের সদ্ব্যবহার করিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর/ রুদ্ধ করে নিশ্বাসপ্রশ্বাস/ বাষ্পগন্ধ স্পনুজ-হাতে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১। ২ *বি* স্যান্ডেল। 'রেশমী ফিতেয় বেঁধে, দৃঢ় হস্তে, স্পঞ্জে, কর্সেটে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

স্পঞ্জ-বাথ [ই] *বি* ভেজা নরম স্পঞ্জ বা কাপড় দিয়ে গা মুছে স্নান। 'একটা স্পঞ্জ-বাথ নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্পন্দ [স] *বি* স্পন্দন। 'স্পন্দরহিত প্রতিমাকে দেখিয়া ইহার নির্ম্মাতার প্রতি নিশ্চয় জ্ঞান হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'ব্রাহ্মণকুমার, সেই স্থানেই, স্পন্দহীন পতিত রহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্পন্দমান [স] ১ *বিণ* কম্পমান। 'যদি প্রাণে সৌন্দর্যে এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* অস্থির। 'নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।' *শামসুর*, ১৯৭২।

স্পন্দরহিত [স] *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'স্পন্দরহিত প্রতিমাকে দেখিয়া ইহার নির্ম্মাতার প্রতি নিশ্চয় জ্ঞান হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

স্পন্দহারা *বিণ* স্থির; অকম্পিত। 'স্পন্দহারা হৃদয় আমার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

স্পন্দহীন [স] ১ *বিণ* স্থির। 'ব্রাহ্মণকুমার, সেই স্থানেই, স্পন্দহীন পতিত রহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'মেনকা, উর্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বিণ* অচল; অনড়। 'কেবল স্পন্দহীন জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বিণ* অসাড়। 'সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়ে রৈল।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

স্পন্দরহিত [স] *বিণ* স্পন্দনহীন। 'একে বারে স্পন্দরহিত হয়েছি।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

স্পন্দন [স] *বি* কম্পন; মৃদু নড়াচড়া। 'তাহার অঙ্গস্পন্দনও হইল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'ঠিক যেন সমস্ত দেশের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্পন্দনজাত [স] *বিণ* স্পন্দন থেকে উৎপন্ন। 'মানবের ক্ষণমুখর হৃৎপিণ্ড স্পন্দনজাত নয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

স্পন্দনশীল [স] *বিণ* অবিরাম স্পন্দিত হয় এমন। 'প্রাণীদেহে একটি স্পন্দনশীল যন্ত্র আছে।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

স্পন্দনহীন [স] *বিণ* স্থির। 'স্পন্দনহীন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে অঞ্জলি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

স্পন্দনী [স] *বি* স্পন্দন। 'স্বাভাবিক স্পন্দনী বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্পন্দিত [স] *বিণ* কম্পিত। 'ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

স্পর্ধা, স্পর্দ্ধা [স] ১ *বি* আস্ফালন। 'আপনি ও অন্যান্য প্রধান রাজাগণের স্পর্দ্ধা নহে।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বি* অহঙ্কার। 'ইংরেজটার স্পর্ধার কথাগুলো এখনো আমি ভুলিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* প্রশ্রয়। 'কার্জন সাহেবের নিকট স্পর্ধা পাইয়া হলওয়েলের সেই অত্যুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্পর্ধাপূর্বক, স্পর্দ্ধাপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* সাহসের সঙ্গে। 'তাহারা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক দর্প করিয়া প্রথমোক্ত পথে প্রস্থান করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'আধুনিক লেখক সে কথাই স্পর্ধাপূর্বক প্রচার করছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্পর্ধাপ্রাপ্ত, স্পর্দ্ধাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* দুঃসাহস-প্রাপ্ত। 'তদ্দেশের হিডালগো অর্থাৎ রাজার ন্যায় স্পর্দ্ধাপ্রাপ্ত হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

স্পর্ধাবাক্য, স্পর্দ্ধাবাক্য [স] *বিণ* ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা। 'স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্পর্ধাবান [স] *বিণ* উদ্ধত। 'চোর, রাক্ষসের সহায়তায়, সাহসী ও স্পর্ধাবান।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্পর্ধাবেগ [স] ১ *বি* তীব্র গতি। 'বজ্রবাহিনী বৈশাখী/ স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায়/ বনস্পতির শাখাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ২ *বি* স্পর্ধাযুক্ত আবেগ। 'ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ তার মনে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্পর্ধাভার, স্পর্দ্ধাভার [স] *বি* অহঙ্কার। 'এমন স্পর্দ্ধাভার, এ শুধু তোমার কবিরই রহিল।' *জসীম*, ১৯৩১।

স্পর্ধামদমত্ত [স] *বিণ* অহঙ্কারে মগ্ন। 'স্পর্ধামদমত্ত মানবসমাজের ঊর্দ্ধে বজ্রমন্ত্রে আপন অনুশাসন প্রচার করিতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্পর্ধিত [স] ১ *বিণ* স্পর্ধাপূর্ণ। 'স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ রে, সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* উদ্ধত। 'স্পর্ধিত কুক্কুর যত বর্ধিত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ *বিণ* দুঃসাহসিক। 'একদিকে মানসিক দাসত্ব, অন্যদিকে স্পর্ধিত ঔদ্ধত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বিণ* বেপরোয়া। 'অন্তহীন স্পর্ধিত জয়যাত্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্পর্শ [স] ১ *বি* ছোঁয়া। 'ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* অনুভব। 'সভাস্থ সমস্ত মহাশয়েরা সেইরূপ হর্ষকে স্পর্শ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৩ *বি* সান্নিধ্য; সঙ্গ। 'তাহার যেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* অস্পৃশ্যতা। 'প্রাতরুত্থানপূর্বক প্রায় যবনকৃত মিসি যাহা শাস্ত্রমতে স্পর্শ পাপ ...।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

স্পর্শক [স] *বি* স্পর্শ করে যে। 'স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পর্শ করা *ক্রি* উল্লেখ করা। 'সে-বিষয়টি সে স্পর্শই করে নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্পর্শকাতর [স] *বিণ* সংবেদনশীল। 'তাহার ছোট ছোট সুকুমার কথাগুলি, তাহার সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর ভাবগুলি বিদেশী ভাষার গোলমালে একেবারে দুপ করিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'তার স্পর্শকাতর হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতার বন্যায় ... ভাসিয়ে দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্পর্শকাতরতা [স] *বি* সংবেদনশীলতা। 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভাল নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

স্পর্শক্রামকতা [স] *বি* সংস্পর্শ দ্বারা সংক্রমণ। 'তাহাদের স্পর্শক্রামকতা হইতে আপন আভিজাত্যকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্পর্শদোষ [স] *বি* স্পর্শজনিত দোষ। 'আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর করতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্পর্শন [স] *বি* ছোঁয়া। 'গুহ্য অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্পর্শনাড়ী [স] *বি* স্নায়ু। 'দেহে যেসব অনুভূতি ঘটছে ... ব্যবস্থা করছে অসংখ্য স্পর্শনাড়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্পর্শনীয় [স] *বিণ* স্পর্শ করার যোগ্য। 'ঘন নিশ্বাসের স্পর্শনীয় শ্বাস।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

স্পর্শবিরহ [স] *বি* স্পর্শ কামনায় সৃষ্ট ব্যাকুলতা। 'আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্পর্শভীরু [স] *বিণ* কারও স্পর্শের ভয়ে ভীত হয় এমন। 'ভিড়ের বাইরে – আত্মমর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্পর্শমণি [স] ১ *বি* পরশপাথর। 'ঝুলির মধ্যে স্পর্শমণি ছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বি* ছোঁয়া। 'শরতের প্রথম উষার স্পর্শমণি লেগেছে আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

স্পর্শময় [স] *বিণ* স্পর্শ করা যায় এমন। 'স্পর্শময় বর্ষা এলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

স্পর্শমাত্র [স] ১ *ক্রিবিণ* ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে। 'স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সামান্যতম স্পর্শ। 'এখানে আলোনা মাটিতে সমুদ্রের স্পর্শমাত্র নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বি* প্রভাব বিস্তার। ' তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্পর্শযোগ্য *বিণ* স্পর্শ করা যায় এমন; বাস্তব। 'কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্পর্শলোভাতুর [স] *বিণ* স্পর্শ পেতে অতিশয় লোলুপ। 'আমাকে যেন চিরদিনের জন্য স্পর্শলোভাতুর করে রেখে গেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

স্পর্শশূন্য [স] *বিণ* স্পর্শহীন। 'গবর্ণমেন্টও এ দোষ স্পর্শশূন্য নহেন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

স্পর্শস্নান [স] *বি* স্পর্শরূপ স্নান। 'প্রথম আলোকে স্পর্শস্নান হবে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্পর্শা [স স্পর্শ>] *ক্রি* স্পর্শ করা। **স্পর্শি** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'তার এক কর্ণ স্পর্শি আপনা শোধিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **স্পর্শিব** *ক্রি* স্পর্শ করবো। 'কপর্দক মাত্র না স্পর্শিব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

স্পর্শাতীত [স] *বিণ* ছোঁয়া যায় না এমন। 'আকাশ যখন স্পর্শাতীত অবিচল মহিমায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্পর্শাতুর [স] *বিণ* সামান্য স্পর্শেই কাতর। 'ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্পর্শানুমেয় [স] *বিণ* অনুভব করা যায় এমন। 'তারা কেবল স্পর্শানুমেয়।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

স্পর্শাভিলাষী [স] *বিণ* অন্যের শরীরে ছোঁয়া পেতে চায় এমন। 'ওঁদের অনেকেই গাঁটকাটা, কিংবা স্পর্শাভিলাষী, কিংবা বিনা টিকিটের যাত্রী।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

স্পর্শালু [স] *বিণ* স্পর্শকাতর। 'বন মৃগীর মতো ভীরু, স্পর্শালু।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্পর্শালুতা [স] *বি* স্পর্শের আবেশ। 'শিরায় শিরায় রক্ত যেমন টগবগ করে ফুটছে, স্পর্শালুতাও তেমনই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্পর্শেন্দ্রিয় [স] *বি* ত্বক। 'ত্বক স্পর্শেন্দ্রিয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

স্পষ্ট [স] ১ *বিণ* পরিষ্কার। 'তাহার স্পষ্ট উত্তর কিছুই আইসে নাই।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *ক্রিবিণ* পরিষ্কারভাবে। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *ক্রিবিণ* ভালো ক'রে। 'তাঁহার পৈতৃকাধিকার যাইবে না ইহা আমরা স্পষ্ট জানি।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'স্পষ্ট অথবা অর্থাপত্তিক্রমে স্ত্রীরদের লিখন পঠনকরণ নিষেধ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। *বিণ* স্ফুট। 'অতিবিশাল স্মৃতির স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সমস্ত কণ্ঠস্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্পষ্টত [স] ১ *ক্রিবিণ* পরিষ্কারভাবে। 'এরূপ আইন স্পষ্টত অন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *ক্রিবিণ* স্পষ্টই। 'আলোর রশ্মি ত্রিকোণ কাচের উপর ফেলিলে ইহা স্পষ্টত দেখা যায়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ৩ *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষভাবে। 'এই আশা স্পষ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিকেও পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্পষ্টতর [স] ১ *বিণ* অতিশয় স্পষ্ট। 'যদি অনেকবার তাহাদের দেখিতাম, তবে তাহারা আমাদের স্মৃতিতে স্পষ্টতর ছাপ দিতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* সুনির্দিষ্ট। আমাদের কাছে গভীরতর এবং স্পষ্টতর রূপে প্রতীয়মান হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* অধিক বোধগম্য। 'সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পষ্টতর করা আমার অসাধ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

স্পষ্টতা [স] ১ *বি* প্রকাশিত হয়েছে এমন অবস্থা। 'তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ২ পরিস্ফুটতা। 'পুঞ্জমেঘের স্বর্গীয় এক স্পষ্টতাকে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

স্পষ্টতা পাওয়া *ক্রি* স্পষ্ট হয়ে ওঠা। 'এ প্রভাব প্রথমে ফরাসি কবিদের মধ্যে স্পষ্টতা পায়।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্পষ্টবক্তা [স] *বিণ* স্পষ্ট কথা বলে এমন। 'লোকটির নাম ঠা—; বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী, চিন্তাশীল, স্পষ্টবক্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্পষ্টবাদিতা [স] ১ *বি* খোলাখুলি কথা বলা। 'স্পষ্টবাদিতা, দূরদর্শিতা অতি সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।' *দর্শন*, ১৯২৫। ২ *বি* স্পষ্ট কথা বলার অভ্যাস। 'সত্য ও স্পষ্টবাদিতা এবং ন্যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্পষ্টবাদিনী [স] *বিণ* স্পষ্ট কথা বলে এমন। 'বাড়ির মধ্যে সে ছিল স্পষ্টবাদিনী।' *শরৎ*, ১৯১২।

স্পষ্টবাদী [স] *বিণ* স্পষ্ট কথা বলে এমন। 'স্পষ্টবাদী আখড়ায়,

AMARBOI.COM

থেকে আজি বাবাজীর বেশে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্পষ্টভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'এই "আমরা" কথাটাকে স্পষ্টভাবে ব্যবহার করিবার জো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ খোলাখুলিভাবে। 'কথা স্পষ্টভাবে আকার ইঙ্গিতে কহিয়া শেষে কহিলেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ৩ *ক্রিবিণ* পরিষ্কারভাবে। 'আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্পষ্টভাষী [স] *বিণ* সরাসরি কথা বলে এমন। 'আমি কাক স্পষ্টভাষী, কাক ডাকি বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্পষ্টরূপে [স] ১ *ক্রিবিণ* গভীরভাবে। 'তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ... পরমেশ্বরের সত্তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *ক্রিবিণ* প্রকাশ্যভাবে। 'নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড়ো বেশি স্পষ্টরূপ অভিমান প্রকাশ করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্পষ্টাক্ষরে [স] ১ *ক্রিবিণ* পরিষ্কার ভাষায়। 'আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে ও স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে পারি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'যিনি প্রতিবাদ করছেন তাঁকে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন, ভ্রান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্পষ্টাভাস [স] *বি* সুব্যক্ত ইঙ্গিত। 'অপরিচিতের দিকে তাকানোর ... স্পষ্টাভাস আমাকে ঠেকালে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

স্পষ্টাস্পষ্টি *ক্রিবিণ* খোলাখুলি। 'সে সবের স্পষ্টাস্পষ্টি বোঝাপড়া অবিলম্বেই হয়ে যেতে পারে।' *জীবন*, ১৯৩১।

স্পষ্টীকৃত [স] *বিণ* স্পষ্ট করা হয়েছে এমন। 'চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্পাই [ই] *বি* গুপ্তচর। 'সকলে ধরে নিলে যে, তিনি একজন স্পাই।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

স্পানিয়া [ই] *বি* স্পেনদেশের অধিবাসী; হিস্পানি। 'স্পানিয়ারা এবং পোর্তুগীসের দর্পকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

স্পানিষ [ই] *বি* স্পেনীয়দের ভাষা; হিস্পানি। 'ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এইরূপ উদ্ভব হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্পানিস [ই] *বিণ* স্পেন দেশের; হিস্পানি। 'নাচিছে স্পানিস টাঙ্গো নীল ঢেউয়ে।' *জীবন*, ১৯৩০।

স্পানী [ফা ইস্পাহাম] *বি* ইস্পাহান থেকে আসা পারস্যবাসী। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিট্টানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্পানীয় [ই স্পেন+স ঈয়] *বি* স্পেনের ভাষা। 'ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে ... জরমান, ইটালীয় এবং স্পানীয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্পিড, স্পীড [ই] *বি* গতি। 'স্পিড একটু কমাও।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'কি অদ্ভুত স্পীড ছিল হাতের।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

স্পীডবোট [ই] *বি* দ্রুতগতিসম্পন্ন ছোটো নৌযানবিশেষ। 'মাঝে মাঝে স্পীডবোটে ছুটে যায়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

স্পীডোমিটার [ই] *বি* গতিবেগ নির্দেশক যন্ত্র। 'স্পীডোমিটারের মতো আমাদের হৃৎপিণ্ড উদ্দাম।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

স্পিরিট, স্পীরিট [ই] ১ *বি* বিশুদ্ধ মদ। 'না আমি স্পীরিট খাব না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। ২ *বি* রাসায়নিক তরলবিশেষ। 'স্পিরিট দিয়া ঘষিলে মতির বাহুতে ময়লা ওঠে।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বি* জ্বালানি তেলবিশেষ। 'একটি স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া জল গরম করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'মোটর পেট্রোল ও স্পিরিট যদিও বেশীর ভাগ বড় লোকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।' *আজাদ*, ১৯৪০। ৪ *বি* সামর্থ্য। 'কারো বিদ্রোহ করার মত স্পিরিট নাই।' *বেগম*, ১৯৪৮। ৫ *বি* তেজ। 'এখানেই মেয়েলিবুদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাদ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট। *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'কোথাও সেই স্পিরিট নেই।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

স্পিরিট-মেশানো *বিণ* অ্যালকোহল মেশানো। 'ইংরেজ নাপিতের দোকান থেকে স্পিরিট-মেশানো সুগন্ধী কেশতৈল ও দামী এসেন্স কিনিয়ে আনিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্পীকার [ই] *বি* রাষ্ট্রের আইনসভার সভাপতি। 'সেইখানে প্রেসিডেন্টের মতো একজন (যাকে স্পীকার বলে) ... বসে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্পৃশ্য [স] ১ *বিণ* (হিন্দু আচার অনুযায়ী) স্পর্শ করার যোগ্য। 'যাহাকে পাইতেছেন গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ... কিছু জ্ঞান নাই।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ছোঁয়া যায় এমন। রূপ দৃশ্য হইল কেন, রূপ মণি মাণিক্যের মত স্পৃশ্য হইল না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্পৃষ্ট [স] ১ *বিণ* জর্জরিত। 'যে তস্কর ধৃত ... এবং বহুবিধ প্রশ্নে স্পৃষ্ট হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* স্পর্শ করা হয়েছে এমন। 'আমি তাহার অন্ন খাই নাই – তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

স্পৃষ্ট অন্ন [স] *বি* ছোঁয়া লাগা খাবার। 'আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'এক জাতি আর-এক জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খায় না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্পৃহা [স] ১ *বি* ইচ্ছা। 'ইহার কারণ জানিবার স্পৃহা করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* লোভ। 'উৎকোচ গ্রহণের স্পৃহা কখন করেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বি* আগ্রহ। 'সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দুঃখী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৪ *বি* বাসনা। ' ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্যে কোনো ... বিশেষভাবে লোলুপ হয়ে উঠতে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

স্পৃহনীয় [স] ১ *বিণ* কাম্য। 'এই সংসারে অনেক গুলিন স্পৃহনীয় বস্তু আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* লোভনীয়। 'সুখ যদি আমাদের চক্ষে তেমন স্পৃহনীয় ঠেকিত, দুঃখ যদি আমাদের নিকট ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্পৃহাহীনতা [স] *বি* কামনাশূন্যতা। 'চোখে কেমন স্পৃহাহীনতা, দৃষ্টি ঘোলাটে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

স্পৃহী [স] *বিণ* ইচ্ছুক; অভিলাষী। 'সিংহের সঙ্গে মৃগয়া করিবার সম্ভ্রম স্পৃহী হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

স্পেনীয় [ই স্পেন+স ঈয়] *বিণ* স্পেন দেশের। 'প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্পেলিং বুক [ই] *বি* বানান শেখার বই। 'মরে সাহেবকৃত ইঙ্গরেজী স্পেলিং বুক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্পেশাল [ই] *বিণ* বিশেষ। 'স্টেশনে স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত রাখবার জন্য টেলিগ্রাফ করা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্পেশালিস্ট [ই] *বি* বিশেষজ্ঞ। 'খুব বড়ো একজন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হবে।' *মানিক*, ১৯৪০।

স্পেশিয়াল [ই] *বিণ* বিশেষ। 'একজন স্পেশিয়াল কমিশনর নিযুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিলেন।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

স্পেশ্যাল [ই] *বিণ* বিশেষ। 'চুম্বক লাগিয়ে 'স্পেশ্যাল' ভাবে ওদের তৈরি করানো হয়েছিল।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

স্পোর্টস [ই] ১ *বি* খেলাধুলা। 'শিশু সপ্তাহে স্পোর্টস, অভিনয় গল্পের আসর ...।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* ক্রীড়ামোদী। 'টেনিস-পাগলিনী স্পোর্টস রমণী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্পোর্টসম্যান [ই] *বি* খেলোয়াড়। 'সে সবার সেরা স্পোর্টসম্যান।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

স্প্রিং [ই] *বি* ধাতুনির্মিত স্থিতিস্থাপক বলয়বিশেষ। 'স্প্রিংওয়ালা ৪ চাকার যাবতীয় প্রকার গাড়ী ... ২ টাকা।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

স্প্রিঙ্গ [ই] *বি* ধাতুনির্মিত স্থিতিস্থাপক বলয়বিশেষ। 'ঘড়ির স্প্রিঙ্গের উপর স্প্রিঙ্গ এবং হুইলের উপর হুইল গড়িত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্প্যানিশ [ই] *বি* স্পেনের ভাষা। 'রুশীয়, জর্মন এবং স্প্যানিশের পরেই পৃথিবীতে বাংলার স্থান।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

স্প্যানিয়ার্ড [ই] *বি* স্পেনের অধিবাসী। 'প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালীদের, ... তারপর আর সবাইকে অর্থাৎ ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, এবং স্প্যানিয়ার্ডদের।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

স্প্যানীয় [ই স্পেন+স ঈয়] *বিণ* স্পেন দেশের। 'ফরাসিনী ধেই ধেই করছেন স্প্যানীয় রাজপুত্রের বেশে মিশকালো নিগ্রোর সঙ্গে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্প্যারো [ই] *বি* চড়ুই পাখি। 'ভ্যাঙাও ঐ কুকু-টাকে/ ব্ল্যাকবার্ড স্প্যারো-টাকে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্ফঞ্জন [স স্পন্দন] *বি* মৃদু কম্পন। 'বাম উরু নেত্র বাহু করিল স্ফঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্ফটিক [স] ১ *বি* স্বচ্ছ পাথরবিশেষ। 'স্ফটিক নির্ম্মিত ঘাট পরম সুন্দর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *ক্রিবিণ* স্পষ্টভাবে। 'দুদশক পরেও স্ফটিক মনে পড়ে ...।' *শামসুর*, ১৯৭২।

স্ফটিক-জল [স] *বি* স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল। 'স্ফটিক-জলের মতন বেঁকানো।' *শক্তি*, ১৯৬১।

স্ফটিকদীপ [স] *বি* স্ফটিক নির্মিত বাতি। 'স্ফটিকদীপে গন্ধতৈলে জ্বালায় না কেউ বাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

স্ফটিকপাত্র [স] *বি* স্বচ্ছ বর্ণহীন পাথরের তৈরি পাত্রবিশেষ; ক্রিস্টালের বাটি। 'স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল নাশপাতি নারাঙ্গি ... সজ্জিত রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্ফটিকমণ্ডিত [স] *বিণ* বিশেষ ধরনের স্বচ্ছ ও শুভ্র পাথরে সজ্জিত। 'পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জ্বল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্ফটিকশালা [স] *বি* ক্রিস্টাল পাথরে সজ্জিত ঘর। 'এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে অল্প আহার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্ফটিকস্বচ্ছ [স] *বিণ* কাচের মতো পরিষ্কার। 'স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা [স] *বিণ স্ত্রী* ঝকঝকে পরিষ্কার জলপূর্ণ। 'এক পার্শ্ব দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ নদীটি অতি নম্রমধুর স্রোতে প্রবাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্ফন্দন [স স্পন্দন] *বি* স্পন্দন; মৃদু কম্পন। 'স্ফন্দন করএ ডানি আঁখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্ফালন [স] *বি* আস্ফালন। 'তাহারা যখন দুইজনে স্ফালন করিয়া যাইতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

স্ফীটা [স স্ফটিত] *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'স্ফীটা হই গবগুণ শাসন পড়া।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০।

স্ফীত [স] ১ *বিণ* জেগে উঠেছে এমন। 'অক্ষর পাথরের উপরে কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* ফুলে উঠেছে এমন। 'চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৩ *বিণ* ফোলানো। 'দেশাচারকে স্ফীত তাকিয়ার মতো বানাইয়া লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৪ *বিণ* ধনবান। 'অকর্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এই-সব জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'সহসা অশ্রুবাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৬ *বিণ* প্রসারিত। 'ভারত গবর্মেন্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্ফীত-উদর [স] ১ *বিণ* মোটা পেটওয়ালা। 'স্ফীত-উদর যুবক সম্প্রদায়ের বিষণ্ন মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* বিস্তৃত অঞ্চল। 'দক্ষিণ-আফ্রিকা স্ফীত-উদর ও ও পরিপুষ্ট দেহ লইয়া দিব্য হাঁকডাক-সহকারে পাণ্ডাগিরি করিয়া বেড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্ফীতউদরসম্বলিত [স] *বিণ* ভুঁড়িওয়ালা। 'ব্যাপারির মেদবহুল স্ফীতউদরসম্বলিত দেহটি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

স্ফীতকণ্ঠ [স] *বিণ* মোটা গলাবিশিষ্ট। 'যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্ফীত-কলেবর [স] *বিণ* ফাঁপানো। 'এমনিধারা স্ফীত-কলেবর অনেক সংবাদ।' *তারা*, ১৯৪০।

স্ফীতকায় [স] *বিণ* গুরুতর। 'স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্ফীততর [স] *বিণ* অধিক মোটা। 'গিলে নিয়ে স্ফীততর হলো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

স্ফীতপাল [স] *বি* বাতাসে ফুলে-ওঠা পাল। 'উচ্চতটে অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীতপালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্ফীতপেশী [স] *বিণ* পেশীবহুল। 'স্ফীতপেশী গুরগন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্ফীতবক্ষ [স] *বিণ* বুক-ফোলানো। 'পরিপাটি-বেশধারী গর্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্ফীতভাব [স] *বি* মত্ত আবেগ। 'মনের স্ফীতভাব বা উন্মত্তভাব নিয়ত আত্মপ্রাধান্যের স্থাপনে উদ্যুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্ফীতমস্ত [স স্ফীত+ফা মস্ত] *বিণ* বিস্ফারিত। 'তাঁর রক্তাক্ত স্ফীতমস্ত চোখ দুটি ঘোরে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্ফীতরক্তচোখ [স] *বিণ* রাগে ফোলা লাল চোখবিশিষ্ট। 'মাংসল পৃথুল দেহ স্ফীতরক্তচোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্ফীতশিরা [স] *বিণ* শিরা ফুলে উঠেছে এমন। 'নখ কাটা হয়নি, স্ফীতশিরা রোমশ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

স্ফীতি [স] *বি* প্রসারতা। 'মনের মধ্যে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

AMARBOI.COM

স্ফীতি অনুভব করা *বি* গর্ববোধ করা। 'মনের মধ্যে একটা স্ফীতি অনুভব করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্ফীতি-মাঝে *ক্রিবিণ* স্বার্থের বাহুল্য মাঝে। 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ আঘাত বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্ফীতোদর [স] ১ *বিণ* মোটা। 'সতকগুলি কথা ও ঘটনা জোড়া তাড়া দিয়া এক-একটা স্ফীতোদর পুস্তক রচিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ঢোলা। 'সেখানে আর স্ফীতোদর গাউন আসিয়া আমাদের দেশীয় ভাবের শেষ লক্ষণটুকু গ্রাস করিয়া লইয়া যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বিণ* পেট-মোটা। 'স্ফীতোদর জয়ঢাকটা লইয়া কেবলমাত্র ধনের অহংকার কেবলমাত্র ফ্যাশানের আড়ম্বরকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৪ *বিণ* অমার্জিত রুচির। 'স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

স্ফুট [স] ১ *বিণ* স্পষ্ট। 'স্ফুট করি কহ তুমি নাহি কিছু ভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'নহ স্ফুট গর্ভবতী শুনি সাধু দিল নিদর্শন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* স্পষ্ট। 'দুই প্রকারের ধ্বনিব্যঞ্জন করে, একটি অস্ফুট আর-একটি স্ফুট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

স্ফুটকাহিনী [স স্ফুট+কাহিনী] *বি* বিশদ বৃত্তান্ত। 'সহজ দেবভাষাতেও দেবলোকের স্ফুটকাহিনী বলিয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২১।

স্ফুটতর [স] *বিণ* আরও স্পষ্ট। 'মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্ফুটনোন্মুখ *বিণ* প্রায় প্রস্ফুটিত। 'স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কি অপূর্ব সুষমায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্ফুটিত [স] *বিণ* বিকশিত। 'স্ফুটিত কিংশুক পুষ্পের ন্যায়...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

স্ফুরণ [স] ১ *বি* প্রকাশ। 'রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ব্যক্ত। 'আমার বাক্য স্ফুরণ না হইতে হইতেই ... কহিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* বিচ্ছুরিত। 'নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ... ঘন ঘন বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্ফুরা [স স্ফুরণ>] *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। **স্ফুর** *ক্রি* প্রকাশিত হও। 'হৃদয়ে কন্দরে স্ফুর করুণে আপনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **স্ফুরুক** *ক্রি* স্ফুরণ হোক। 'স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **স্ফুরে** *ক্রি* প্রকাশ পায়। 'প্রেমসুখে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্ফুরিত [স] ১ *বিণ* প্রকাশিত। 'উদ্যম স্ফুরিত স্বাধীনবৃত্তি মহাত্মারা ... রাজ্যমধ্যে ভুক্ত করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* বিকশিত। 'স্ফুরিত ফুলের উতলা গন্ধে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* স্ফীত। 'সুমতির নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইয়া উঠিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

স্ফুরিতধারা [স] *বিণ* স্ফুরিত হচ্ছে এমনতরো। 'কল্পনানেত্রে একটি স্ফুরিতধারা রুষ্ট তরুণীকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্ফুলিঙ্গ [স] *বি* আগুনের ফুলকি। 'স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ, উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল সেই তারই আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

স্ফুলিঙ্গবর্ষণ [স] *বি* আগুনের ফুলকির বিচ্ছুরণ। 'চকমকির ঠোকাঠুকি শব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্ফুলিঙ্গমাত্র *বি* যে কোনো স্ফুলিঙ্গ। 'ধ্বক ধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্ফূর্ত [স] ১ *বিণ* বিকশিত। 'আমাদিগের স্বাভাবিক বৃত্তিসকল স্বাধীনরূপে স্ফূর্ত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* উৎফুল্ল। 'কুণ্ডলীকৃত ধূমে সজাগ স্ফূর্ত ও মূর্ত হইয়া উঠিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮; 'ভীরু রসনার প্রেরণা উদার স্ফূর্ত মুখর লোচনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* প্রকাশিত। 'প্রাক্তন পুষ্পের অমর অবদান স্ফূর্ত গোলাপের কুঞ্জে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্ফূর্তি, স্ফূর্তি [স] ১ *বি* প্রকাশ। 'তাহার স্ফূর্তি সম্যকরূপে হওয়া দুষ্কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'ধর্মজ্ঞানের সম্যক স্ফূর্তি হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* আনন্দ। 'সে আমোদ নাই সে স্ফূর্তি নাই।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫। ৩ *বি* স্বতঃস্ফূর্ততা। 'তাঁহার ভক্তির স্ফূর্তি দেখিলাম কই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৪ *বি* উৎফুল্লতা। 'একরকম বলিষ্ঠ স্ফূর্তির ভাব থাকা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বি* উৎসাহ। 'আত্মচিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্তি দিবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্ফূর্তিবাজ [স স্ফূর্তি+ফা বাজ] *বিণ* আমুদে। 'ইলা খুব স্ফূর্তিবাজ মেয়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

স্ফূর্তিবিশিষ্ট, স্ফূর্তিবিশিষ্ট [স] *বিণ* আনন্দিত। শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্ফূর্তিবিশিষ্ট থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্ফূর্তিময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* স্ফূর্তিময়। 'দেহ উন্নত, কান্তি স্ফূর্তিময়ী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্ফূর্তিযুক্ত *বিণ* আনন্দিত। 'তাহাদিগকে ... স্ফূর্তিযুক্ত বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্ফূর্তিসাধন [স] *বি* পরিপূর্ণ বিকাশ। 'আপনার যোগ্যতার স্ফূর্তিসাধন করিতে পারেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্ফূর্তিসে *ক্রিবিণ* আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে। 'আজ লিখনেওয়ালা তোদের মরণ স্ফূর্তি-সে জোর লেখে।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্ফোরণ [স] *বি* বিস্ফোরণ। 'এই স্ফোরণ ব্যাপারকে বাইরের কিছুতে না পারে উস্‌কিয়ে দিতে না পারে থামাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্ব [স] *বিণ* নিজ। **স্ব-ইচ্ছা** *বি* নিজের ইচ্ছা। 'যাঁহারা স্ব-ইচ্ছা সাধনে অক্ষম ও ধন, মান রক্ষা করিতে দুর্বল।' *তমোলুক*, ১৮৭৪; 'পরদিন স্বইচ্ছায় নফল রোজা রাখে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্ব স্ব [স] *বিণ* নিজ নিজ। 'জনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নামে সম্ভ্রমাভিলাষী হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্বওরন [সস্মরণ] *বি* স্মরণ। 'আচম্মিতে গোকুল পুরি হইল স্বওরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বঃশ্রেয়স [স স্বশ্রেয়স] *বি* নিজের কল্যাণ। 'সুতকে শিখায়ে দেয় স্বঃশ্রেয়স বাণী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বকপোলকল্পিত [স] *বিণ* স্বীয় কল্পনাপ্রসূত; নিজের মনগড়া। 'তদনুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০; 'স্বকপোলকল্পিত মহত্ত্ব লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বকপোলরচিত [স] *বিণ* মনগড়া। 'বুধবারের দর্পণে আমারদিগের স্বকপোলরচিত বিষয়মাত্র থাকিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্বকবিত্ব [স] *বি* নিজের কবিত্বশক্তি। 'প্রাচীন শ্লোক অভ্যাস করিয়া স্বকবিত্ব খ্যাপন করিতেছেন...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

স্বকর [স] *বি* নিজ হাত। 'চিত্তললাট তোমারি স্বকরে রয়েছে তিলকরঞ্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

স্বকর্ণ [স] *বি* নিজ কান। 'এই আদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

স্বকর্ম, স্বকর্ম্ম [স] *বি* নিজের কর্মক্ষেত্র। 'সে ... স্বকর্ম্মে আসিয়া স্বামির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকট স্বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

স্বকর্মার্জিত [স] *বিণ* নিজের কর্ম দ্বারা অর্জিত। 'স্বকর্মার্জিত ফলভোগ করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

স্বকলম [স স্ব+আ কলম] *বি* নিজের চেষ্টা। 'কর্তা স্বকলমে রোজগার করে বড় মানুষ হয়েছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্বকল্পিত [স] **১** *বিণ* মনগড়া। 'স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* নিজেই কল্পনা করে নিয়েছে এমন। 'একজন স্বার্থপর স্বকল্পিত নেতা সমাজের মাথায় কুঠারাঘাত করতঃ ...।' *দর্পণ*, ১৯২৮।

স্বকাজ [স] *বি* নিজের করণীয় কাজ। 'অর্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে ...।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্বকামিনী [স] *বি* আপন পত্নী। 'রসরাজ একি ভাবে, দুঃখার্ণবে, রেখে স্বকামিনী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

স্বকামী [স] *বিণ* আত্মকামী। 'ক্লাসিককে বরবাদ করে যে রোমান্টিকতা তা অপেরণ-চিহ্নিত, স্বকামী, নির্জ্ঞাননির্ভর।' *শিব*, ১৯৫০।

স্বকার্য, স্বকার্য্য [স] *বি* নিজের কাজ। 'স্বকার্য্য সাধন করাই কর্ত্তব্য।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬; 'সুরমাঝে স্বকার্য সাধিতে নারায়ণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বকার্যোদ্ধার, স্বকার্য্যোদ্ধার [স] *বি* নিজের কার্য সাধন। 'অন্যপ্রেম কপট প্রেম অর্থাৎ স্বকার্য্যোদ্ধার হেতু।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বকাল [স] *বি* নিজের কাল। 'স্বদেশ যেমন একটা আছে স্বকালও তেমনি একটা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

স্বকীয় [স] **১** *বিণ* নিজস্ব। 'পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'স্বকীয় চন্দন শঙ্খ দিআ হব নিরাতঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* মৌলিক। 'তিনি এ অংশেও যে স্বকীয় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্বকীয়গণ [স] *বি* নিজের মানুষেরা। 'মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

স্বকীয়তন্ত্রী [স] *বিণ* আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। 'জনসন বিদ্যাসাগরের মতই অপ্রতিগ্রহ এবং স্বকীয়তন্ত্রী ছিলেন।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

স্বকীয়তা **১** *বি* নিজস্বতা। 'শক্তির স্বকীয়তা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **২** *বি* বৈশিষ্ট্য। 'আমরা আজকাল সংস্কৃত শিখে ভুলে যাই যে, বাংলার একটি স্বকীয়তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৩** *বিণ* মৌলিকত্ব। 'তাহার মধ্যে লেখকের স্বকীয়তা, নির্ভীকতা এবং অকৃত্রিম দৃঢ় ধারণা প্রকাশ পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'তাঁর প্রত্যেক গানে একটা originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বকীয়ত্ব [স] *বি* নিজস্বতা। 'যতগুলি কবিতা লিখিয়াছেন, সকলেরই মাধ্য তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'স্বকীয়ত্বের বরাত দিয়া গৌরব করিতে বসিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বকীয়া [স] **১** *বিণ স্ত্রী* নিজ পত্নী সম্পর্কিত। 'স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ স্ত্রী* বিবাহিত। 'বাবু তাহার স্বকীয়া কামিনীকে প্রহার করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* স্বামীর প্রতি অনুরক্ত নায়িকা। 'নায়িকা স্বকীয়া কি সামান্যা ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'স্বকীয়া তো পদকর্তাদের মতে কর্মীনারী।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

স্বকীয়োদর [স] *বি* নিজের পেট। 'বাবুদিগের সন্তোষ জন্মাইয়া স্বকীয়োদর পরিতোষ করে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বকৃত [স] *বিণ* নিজের রচিত। 'নানাবিধ বিষয়ে স্বকৃত কাব্যপ্রকাশ করিয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

স্বকৃতভঙ্গ [স] *বি* নিজের ইচ্ছায় কৌলীন্যপ্রথা লঙ্ঘনকারী। 'তাঁহাদিগকে স্বকৃতভঙ্গ বলা যায়।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩। **২** *বিণ* নিজের দ্বারা শাস্ত্রলঙ্ঘিত। 'ওস্তাদ গলার জোরে স্বকৃতভঙ্গ সুর চালাতে লাগলেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

স্বকেন্দ্রিক [স] *বিণ* আত্মকেন্দ্রিক। 'যদি তারা ক্ষমতালোভী, স্বকেন্দ্রিক, স্বার্থপরায়ণ ও হিংসুক না হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বকৌশল [স] *বি* নিজ কুশলতা। 'তোমার তার উদ্ধার করিতে দেব-বংশ, – দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বখাত সলিলে ডুবে মরা – *বি* নিজের তৈরি জলাশয়ে নিজেই ডুবে মরা। 'আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।' *দাশরথি*, ১৮৫৭।

স্বগণ [স] *বি* সঙ্গী। 'অন্যদিন প্রাতঃকালে স্বগণ সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোল্লিখিত কল্যাণসূচক কার্য্য-সম্পাদনার্থে গমন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বগত [স] *বিণ* অন্যকে না শুনিয়ে নিজে-বলা; মনোগত। 'ভক্ত। (স্বগত) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বগত-উক্তি [স] *বি* আপন মনে করা উক্তি। 'লেখকের স্বগত-উক্তিও স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বগতকথন [স] *বি* নিজে নিজে কথা বলা। 'সময়ের স্বগতকথনে বারবার কান পাতি।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

স্বগতোক্তি [স] *বি* নিজে নিজে কথা বলা। 'তার আত্মার সেই গভীর স্বগতোক্তি শুনতে পাব।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

স্বগুণ [স] *বি* নিজ যোগ্যতা। 'রেনেসাঁসের কৃতি শুধু স্বগুণেই অমূল্য নয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বগোত্র [স] *বি* নিজ বংশ। 'তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্বগৌরবে [স] *ক্রিবিণ* আপন মহিমায়। 'তারা সেই স্বাধীন সার্ব্বভৌম আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্রের সত্যিকার দাবিদার হতে পারে স্বগৌরবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

স্বগ্গ [স স্বর্গ] *বি* স্বর্গ। 'পুণ্য কইলেঁ স্বগ্গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

স্বগ্রন্থ [স] *বি* নিজের লেখা বই। 'এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ দাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্বগ্রাম [স] *বি* যে গ্রামে নিজের জন্ম হয়েছে। 'মুখোপাধ্যায় পরিবারের, স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্তী বহুতর গ্রামে, আধিপত্যের সীমা ছিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

স্বগ্রামস্থ [স] *বিণ* নিজ গ্রামের। 'স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির আশা।' *শরৎ*, ১৯১৬।

স্বঘর [স স্ব+ঘর] *বিণ* সমগোত্রভুক্ত। 'ইঁহারা যে তাঁহাদের স্বঘর।' *শরৎ*, ১৯২৬।

স্বঙরন [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। 'প্রতিদিন আমারে করাইহ স্বঙরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বঙরা [স স্মরণ>] *ক্রি* স্মরণ করা। **স্বঙরি** *ক্রি* স্মরণ করি। 'হরিসে লড়িয়া মুনি স্বঙরি নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **স্বঙরিয়া** *ক্রি* স্মরণ

ক'রে। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্বঙরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বচক্ষে [স] *ক্রিবিণ* নিজ চোখে। 'বিহারের যে সকল ধারা কথায় করিয়াছি তাহা সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়া শিখিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে সকল দেখিয়া শুনিয়া আইলে যেমত সুবিচারের সম্ভাবনা।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

স্বচ্ছ [স] ১ *বিণ* যা মধ্য দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে এমন। 'উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* নির্মল। 'বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ৩ *বিণ* ভিতর দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে এমন। 'দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ স্বচ্ছ।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* স্বচ্ছন্দ। 'ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এই কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৫ *বিণ* দ্ব্যর্থহীন। 'মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বচ্ছ বাস [স] *বি* ফিনফিনে পোশাক। 'এ স্বচ্ছ বাস করে মোরে পরিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বচ্ছতা [স] ১ *বি* স্পষ্টতা। 'তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* নির্মলতা। 'শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বচ্ছদৃষ্টি [স] *বি* পরিষ্কার চোখ। 'কাদেরের কুকীর্তিটি স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখবার পথে আর বাধা নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্বচ্ছনীল [স] *বিণ* নির্মল নীল। 'ক্রমশ কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছনীল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বচ্ছবুদ্ধি [স] *বিণ* সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে এমন। 'উদার মতাবলম্বী স্বচ্ছবুদ্ধি নাগরিকগণ সমাজদেহের এই পক্ষপাতিত্ব দূর করতে অগ্রণী হবেন।' *বেগম*, ১৯৫২।

স্বচ্ছসলিলা [স] *বিণ* অতিশয় পরিষ্কার জলবিশিষ্ট। 'কুণ্ড মধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বচ্ছন্দ [স] ১ *ক্রিবিণ* বাধাহীনভাবে। 'নিবৃত্ত করিঞা কৈল স্বচ্ছন্দে গমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'অন্নযোগ স্বচ্ছন্দ আছে।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বিণ* সুস্থ। 'যাহাতে স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘকাল জীবদ্দশায় থাকিতে পারেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। ৪ *বি* নিশ্চিন্ততা। 'পরিণামে সুখ, স্বচ্ছন্দ ও শান্তিরসেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বিণ* নিজস্ব ছন্দবিশিষ্ট। 'একটা গল্পের হিসাবেও তাহাদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন পরিণতিতে বাধা দেওয়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বিণ* অবাধ। 'সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্বচ্ছন্দগতি [স] *বিণ* অবাধ গতিসম্পন্ন। 'কোনো রেখা গাঁয়ের পথের মতো মুক্ত এবং স্বচ্ছন্দগতি।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বচ্ছন্দচিত্তে [স] *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'তাহার অভাব সত্ত্বেও পৃথিবীর আর সকলেই যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে আহারনিদ্রা ও আপিস-যাতায়াতে প্রবৃত্ত থাকিবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'স্বচ্ছন্দচিত্তে এ আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

স্বচ্ছন্দতা [স] ১ *বি* স্বাধীনতা। 'মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার সম্পূর্ণ অনুমতি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বি* স্বাচ্ছন্দ্য। 'সুরে, সুরায়, নৃত্য চঞ্চলতায়, স্বর-মুক্তির স্বচ্ছন্দতায় সরাইখানায় আবার বন্যা ডাকল।' *শওকত*, ১৯৬২।

স্বচ্ছন্দপূর্বক, স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। 'তুমি প্রতিদিন স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক খাইয়া আইসহ।' *গোলোক*, ১৮০১।

স্বচ্ছন্দবিহার [স] *বি* অবাধ বিচরণ। 'তাহাদিগকে ইঁহারা নিজের পার্শ্বে স্বচ্ছন্দবিহারের স্থান দিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বচ্ছন্দবোধ করা *ক্রি* নিশ্চিন্ত বোধ করা। 'তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

স্বচ্ছন্দভাব [স] *বি* স্বাভাবিক অবস্থা। 'জলে ছেড়ে দিলেই সে আবার স্বচ্ছন্দভাব ধারণ করবে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্বচ্ছন্দে [স] ১ *ক্রিবিণ* নির্বিঘ্নে। 'স্বচ্ছন্দে করেন তবে প্রসাদ ভোজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* নিশ্চিন্তে। 'বুঝি আমি স্বচ্ছন্দে ... নির্ভর করতে পারি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *ক্রিবিণ* স্বাধীনভাবে। 'অনঙ্গ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়া নারী নগরীকে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে রাখেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৪ *ক্রিবিণ* সুখে। 'দ্রব্যাদি সুলভ হইলেই প্রজাসকল স্বচ্ছন্দে থাকিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ *ক্রিবিণ* সহজে। 'আপন ধর্ম্ম পত্নীকে স্বচ্ছন্দে জনসমূহের মধ্যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৬ *ক্রিবিণ* নিজ ইচ্ছামতো। '... আমিও পক্ষীদের মত স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইতে পারি।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৭ *ক্রিবিণ* স্বাধীনতা নিয়ে। 'সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৮ *ক্রিবিণ* আরামে। 'তাদের পরে এই জাহাজের লোকের ব্যবহারে কিছুমাত্র কঠোরতা নেই, তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

স্বজন [স] *বি* আত্মীয়বর্গ। 'ভাই ভাতিজা বেটা আর যতেক স্বজন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

স্বজনত্যাগী [স] *বিণ* আপনজন ত্যাগকারী। 'স্বজনত্যাগী পরলোকগত প্রায় হয়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

স্বজন-পরজন *বি* আপনজন ও অন্যরা। 'লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেননি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বজন-পরিজন *বি* আপন ও ঘনিষ্ঠজন। 'স্বজন-পরিজন সকলকে একটা বিশেষ মমতার সহিত দেখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

স্বজন-প্রীতি [স] *বি* আপনজনদের প্রতি পক্ষপাত। 'সাম্প্রদায়িক কারচুপি, স্বজনপ্রীতি ও অন্যায় দুর্নীতির চড়ায় ঠেকিয়া বানচাল হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

স্বজনবর্গ [স] *বি* আত্মীয়-স্বজন। 'পুনরাগমন দেখিয়া স্বজনবর্গ মহানন্দ প্রকাশ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'মিলিবে স্বজনবর্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বজনবিচ্ছেদ [স] *বি* আত্মীয়-পরিজন বিয়োগ। 'ভারতবর্ষ ... রোগশোক স্বজনবিচ্ছেদ এবং নির্বাসনের দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বজনবিধুর [স] *বিণ* স্বজনদের জন্য দুঃখিত। 'ভাই আর বোন স্বজনবিধুর পরিজন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

স্বজনবৃত্ত [স] *বি* আপনজনদের বলয়। 'প্রৌঢ়তায় পৌঁছবার আগেই আমার স্বজনবৃত্তের ব্যাসার্ধ দূরবিস্তৃত হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বজনসমাজ [স] *বি* আত্মীয় সমাজ। 'অন্যান্য বিলাতি গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বজন-সায়র *বি* আত্মীয়স্বজনরূপ সাগর। 'স্বজন-সায়রে মাঝে মাঝে ওঠে ঢেউ।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

স্বজনি *বি* প্রণয়িনী। 'পিরিতি-নগরে, বসতি স্বজনি/ পিরিতে গঠিত অঙ্গ।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বজনী *বি* সখী। 'ভক্তিদেবীর স্বজনী, একপ্রাণা দোঁহে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বজাত [স] ১ *বিণ* একই গোত্র বা সমাজভুক্ত। 'তাঁদের স্বজাত ইঙ্গবঙ্গদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বিণ* সমস্বভাবিশিষ্ট। 'আমি দেখেছি মেয়েরা জল ভালোবাসে, কেননা উভয়ে স্বজাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত। 'গাছপালাদের স্বজাত বলেই জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

স্বজাত-ঠেলা-মারা *বিণ* স্বজাতীয়কে ধাক্কা মারে এমন। 'পজিটিভ বৈদ্যুতের স্বজাত-ঠেলা-মারা মেজাজ নিয়েএই প্রোটনগুলো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বজাতি [স] ১ *বি* নিজের জাতি। 'স্বজাতি অনুগা সোণাতে সোহাগা।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০। ২ *বি* নিজ শ্রেণী। 'দীপ্তির ইচ্ছা, আমাকে প্রতিবাদ করিয়া স্বজাতির গুণগান বেশি করিয়া শুনিয়া লইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* স্বগোত্রীয় লোকজন। 'আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজাতি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বজাতিজ্ঞান [স] *বি* নিজের জাতি সম্পর্কে সচেতনতা। 'আর্যদের এই স্বজাতিজ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের স্বদেশজ্ঞানের প্রতিকূল ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

স্বজাতিদ্রোহী [স] *বিণ* নিজ জাতির বিরুদ্ধাচরণকারী। 'ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও স্বজাতিদ্রোহীর পরিণাম যাহা হইয়া থাকে।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

স্বজাতিপ্রিয় [স] *বিণ* নিজ জাতির প্রতি প্রীতি আছে এমন। 'স্বজাতিপ্রিয় পাশ্চাত্য জাতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্বজাতিপ্রিয়তা [স] *বি* নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা। 'আমাদের মধ্যে এরূপ স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রিয়তা নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্বজাতিপ্রীতি [স] *বি* নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা। 'আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতিপ্রীতি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বজাতি বৎসল [স] *বিণ* নিজ জাতির প্রতি মমত্ব বোধকারী। 'স্বজাতি বৎসল, সমাজহিতৈষী, উন্নতহৃদয়।' *প্রচারক*, ১৯০১।

স্বজাতি-বাৎসল্য [স] *বি* স্বাজাত্যবোধ। 'একটির মূলে আছে স্বদেশী-বাৎসল্য আর একটির মূলে আছে স্বজাতি-বাৎসল্য।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বজাতিপ্রেমিক [স] *বিণ* নিজ জাতিকে ভালোবাসে এমন। 'আমরা যদি সেইসব স্বজাতিপ্রেমিক জাতিদের দিকে লক্ষ্য করি ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বজাতি-বিরোধী [স] *বিণ* নিজ জাতির বিরোধিতা করে এমন। 'স্বজাতি-বিরোধী, নষ্টমতি ব্যক্তিরা তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্বজাতিসুলভ [স] *বিণ* স্বজাতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিসুলভ করুণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বজাতীয় [স] ১ *বিণ* নিজের জাতীয়। 'স্বজাতীয় ভাষার উপকার পক্ষে চেষ্টা বিজাতীয় নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা। 'ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া স্বজাতীয়েরা পরিহার করিতে লাগিলেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৩ *বি* একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। 'আমাদের পরুষ নীরস স্বজাতীয়ের পক্ষে মন্দ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বজাতীয়ত্ব [স] *বি* স্বজাতীয় ভাব। 'তাহাদের স্বজাতীয়ত্বের মমতাবন্ধন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বজাতীয়বর্গ [স] *বি* নিজ জাতির লোকজন। 'তাঁহারা স্বজাতীয়বর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বজাতীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* একই জাতের। 'সে ইহাদের স্বজাতীয়া।' *মানিক*, ১৯৩৭।

স্বত, স্বতঃ [স] *ক্রিবিণ* নিজে। 'স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

স্বতই [স স্বতঃ>] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'এ কথা মনে স্বতই উদয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বত-উৎসারিত [স] *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ত। 'দুটি দেহ যেন স্বত-উৎসারিত নাচের ফোয়ারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বত-উদ্ভূত [স] *বিণ* নিজ থেকে উৎপন্ন। 'বাঙালীর মন থেকে তা স্বত-উদ্ভূত হয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বতঃই [স স্বতঃ>] ১ *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'স্বতঃই আমাদের নয়ন সমক্ষে উপস্থিত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ২ *ক্রিবিণ* নিজে থেকেই। 'হীরকের জ্যোতি হীরকের মধ্যে স্বতঃই প্রকাশমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বতঃ-উদ্ভাবনশীলতা [স] *বি* স্বাভাবিক উদ্ভাবনীশক্তি। 'মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ-উদ্ভাবনশীলতা অথবা উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্বতঃচালিত [স] *বিণ* সবসময়ে চালনা করা হচ্ছে এমন। 'স্বতঃচালিত পা দুইটি তাকে যেদিক খুশি লইয়া যাইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

স্বতঃপরতঃ [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছাক্রমে। 'স্বতঃপরতঃ কোন সংস্রব রাখে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

স্বতঃপরিস্ফুট [স] *বিণ* আপনা-আপনি প্রকাশিত। 'বৈষম্য ব্যাপারটি কার্যতঃ স্বতঃপরিস্ফুট ...।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

স্বতঃপ্রকাশমান [স] *বিণ* নিজ থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে এমন। 'ঘটনাটি এমনি স্বতঃপ্রকাশমান ...।' *আজাদ*, ১৯৭০।

স্বতঃপ্রদত্ত [স] *বিণ* স্বেচ্ছায় আরোপিত। 'যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বতঃপ্রবর্তনা [স] *বি* স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা। 'তার স্বতঃপ্রবর্তনা দ্বিধাবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বতঃপ্রবৃত্ত [স] ১ *বিণ* স্বেচ্ছাচালিত। 'তিনি তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন; এই নিমিত্ত, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ কথা লিখিয়া পাঠান।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বিণ* স্বতঃপ্রণোদিত। 'এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির ... হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৩ *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছায়। 'স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

স্বতঃপ্রসূত [স] *বিণ* স্বপ্রণোদিত। 'শিক্ষিত জনগণ স্বতঃপ্রসূত হয়ে বাংলার বুক থেকে নিরক্ষরতা নির্মূলের অভিযানে ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্বতঃলিখিত [স] *বিণ* কোনো চিন্তাভাবনা না করে লেখা হয়েছে এমন। 'কোনো প্রকারে কি স্বতঃলিখিত হইতে পারে?' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্বতঃসম্পন্ন [স] *বিণ* নিজেদের দ্বারা সম্পন্ন। 'অসভ্যদিগের স্বতঃসম্পন্ন যে উন্নতি ... ঘটিয়া থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বতঃসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না এমন। 'সেই জ্ঞান যে অভ্রান্ত ইহা অপেক্ষা স্বতঃসিদ্ধ সত্য আর কি আছে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* স্বাভাবিক। 'ইহাই আমাদের মানবপ্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* স্বভাবসিদ্ধ। 'সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালীর স্বতঃসিদ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'মানব নীতির দুই অংশে আছে, এক অংশ স্বতঃসিদ্ধ, এক অংশ যুক্তিসিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* সর্বজন-স্বীকৃত। 'অন্যের মুখে যাহা স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা, যাহা উন্মাদের অত্যুক্তি, ভালোবাসার মুখে তাহা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বতঃসৃষ্ট [স] *বিণ* নিজে সৃষ্টি হয়েছে এমন। 'স্বতঃসৃষ্ট বলিয়া স্থির।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্বতঃস্পন্দন [স] *বি* নিজস্ব কম্পন। 'স্বতঃস্পন্দন ভিতরের কোনো অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা ঘটিয়া থাকে।' *জগদীশ*, ১৯২০।

স্বতঃস্ফূর্ত [স] *বিণ* নিজের থেকে প্রণোদিত। 'মাতার স্তন্য একমাত্র সন্তানের জন্য, তাই বলিয়াই তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলিবার কোনো বাধা দেখি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'বাতাসে লতার আন্দোলনের মতো বসন্তের নিকুঞ্জে ফুল ফোটাবার মতোই এই লীলা সহজ স্বতঃস্ফূর্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

স্বতঃস্ফূর্ততা [স] *বি* নিজের থেকে প্রকাশ। 'উল্লেখযোগ্য দিক হলো তার স্বতঃস্ফূর্ততা।' *উমর*, ১৯৬৮।

স্বতঃস্ফূর্তি [স] *বি* নিজস্ব বৈশিষ্ট্য; স্বকীয়তা। 'সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্তি থেকে বঞ্চিত করে যাকে সৃষ্টির হুকুম করা হোলো।' *অন্নদা*, ১৯৫৮।

স্বতন্তর [স স্বতন্ত্র] ১ *বি* স্বাতন্ত্র্য। 'কোন ছলে জাব ঘর নাহি স্বতন্তরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বিণ* পৃথক। 'পিতা আমার ইচ্ছা আমি আর এক খান স্বতন্তর পুরী নির্মাণ করি।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্বতন্ত্র [স] ১ *বিণ* পৃথক। 'বুঝিনু পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *ক্রিবিণ* এককভাবে। 'স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন শক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অধীনতাহীন। 'স্ত্রীলোক কখন স্বতন্ত্র থাকিতে যোগ্য নহে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *বিণ* একাকী। 'আমি শুধু সে বাচাল ভিড়ে স্বতন্ত্র দাঁড়ায়ে থাকি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্ব-তন্ত্র *বিণ* নিজের উপর নির্ভরশীল। 'এই উভয়ের মধ্যে স্ব-তন্ত্র কেহই নহে, উভয়েই পরতন্ত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বতন্ত্রজাতীয় [স] *বিণ* ভিন্ন ধরনের। 'তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটা স্বতন্ত্রজাতীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বতন্ত্রতা [স] ১ *বি* স্বাধীনতা। 'স্বতন্ত্রতার সহিত দিনপাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত সৌষ্টবেতে দাসত্ব অপেক্ষা ভাল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* স্বাতন্ত্র্য। 'স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বতন্ত্রধর্মী, স্বতন্ত্রধর্ম্মী [স] *বিণ* আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'বাঙালি মেয়েদের কুসংস্কার অন্যান্য দেশের চেয়ে একটু স্বতন্ত্রধর্ম্মী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্বতন্ত্র নির্বাচন [স] *বি* বিশেষ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত আসনে আলাদা নির্বাচন। 'পরিচয় পাওয়া গেল ১৯৩৭-এ স্বতন্ত্র নির্বাচনে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বতন্ত্র পত্র [স] *বি* পৃথক সংবাদপত্র। 'অনুবাদিকা স্বতন্ত্র পত্র নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্বতন্ত্রপ্রিয়তা [স] *বি* ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। 'উদারতা, স্বতন্ত্রপ্রিয়তা, স্বাধীনতার জন্য জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

স্বতন্ত্ররা [স স্বতন্ত্র] *বিণ স্ত্রী* স্বাধীন। 'নারী যার স্বতন্ত্ররা সে জন জীয়ন্তে মরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

স্বতন্ত্রশাসিত [স] *বিণ* স্বায়ত্তশাসিত। 'কতকগুলি রিপাব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বতন্ত্রসত্তা [স] *বিণ* আলাদা অস্তিত্ব আছে এমন। 'তাই কালচার্ড মানুষ স্বতন্ত্রসত্তা, আলাদা মানুষ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

স্বতরি [স] *বি* নিজের নৌকা। 'স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্বতশ্চল [স] *বিণ* স্বেচ্ছাচালিত। 'যন্ত্রজনিত ধূম্রপুচ্ছ এই স্বতশ্চল-শকট।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্বতশ্চেষ্ট [স] *বিণ* স্বেচ্ছায় চেষ্টাকারী। 'দায়িত্ববোধের স্বতশ্চেষ্ট স্নায়ুজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বতান্তর [স স্বতন্ত্র] *ক্রিবিণ* ইচ্ছামাফিক। 'স্বতান্তরে আপনার কার্য উদ্ধারিমু।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্বতো- [স স্বতঃ] *বিণ* নিজ। **স্বতোৎসারিত** [স] *বিণ* নিজ থেকে জেগেছে এমন। 'এই জিনিসগুলো স্বতোৎসারিত হয়ে তার প্রাণের ভিতর এসেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্বতোদীপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* নিজে থেকে আলোকিত। 'তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বতোবিরোধ [স] *বি* আত্মবিরোধিতা। 'জীবনের গতি স্বভাবতই ... অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বতোবিরোধী [স] *বিণ* স্ববিরোধী। 'সর্বগ্রাহ্য সমবেদনা অমানুষিক ও স্বতোবিরোধী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বতোবৃত্ত [স] *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ত। 'মানুষের অপরিমেয় ইচ্ছাশক্তির স্বতোবৃত্ত বিস্ফোরণ থেকে রেনেসাঁসের উদ্ভব।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বতোবেগে [স] *ক্রিবিণ* স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে। 'এই বদল হওয়ার ঝোঁক ... এমন স্বতোবেগে চলছে যেন এ সজীব পদার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্বতোলব্ধ [স] *বিণ* নিজে অর্জিত। 'কান্ত ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বত্ব [স] ১ *বি* মালিকানা। 'পয়বস্তি ভূমিতে তালুকদারের স্বত্ব নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৯; 'আইনের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব আছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ২ *বি* উত্তরাধিকার। 'তাহার পাঁচ-ছয় সহস্র বৎসরের পৈতৃক স্বত্ব সমান প্রভাবে বজায় রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বি* প্রভাব। 'ব্রাহ্মণ আপন স্বত্ব এতদূর পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বি* অধিকার। 'দাম্পত্যে স্বত্ব সাব্যস্ত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বত্ববান [স] *বিণ* স্বত্বাধিকারী। 'অপরকে তাহাতে স্বত্ববান করিবারও তাহার অধিকার আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

স্বত্বলোপ [স] *বি* মালিকানার বিলোপ। 'যাহার নিজের কিছু নাই, সে পরের স্বত্ব লোপ করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'স্বত্বলোপের ভিত্তিতে রাজ্যাধিকারের যে নীতির সঙ্গে ডালহৌসির নাম জড়ানো ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

স্বত্বশূন্য [স] *বিণ* মূল্যহীন। 'জীবনের কতগুলো পরিচিত স্বত্বশূন্য কথা।' *জীবন*, ১৯৪০।

স্বত্ব-স্বামিত্ব [স] *বি* মালিকানা ও কর্তৃত্ব। 'বাঙ্গালা ভাষাতেও আমাদের স্বত্ব স্বামিত্ব হিন্দুর অপেক্ষা কম না হইয়া বেশী হইবে।' *এসলাম*, ১৯১৭; 'মৌলবি মওসুকের নির্বূঢ় স্বত্ব-স্বামিত্ব বতিল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বত্বাধিকার [স] **১** *বি* মৌলিক অধিকার। 'মনুষ্যের স্বত্বাধিকার (rights of man) বলিয়া একটি সামগ্রী তাহাতে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* আইনগত অধিকার। 'ভারতবাসীদের স্বত্বাধিকার বিস্তার করার জন্য কন্‌গ্রেস যে চেষ্টা করিতেছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি* মালিকানা। 'সমস্ত সঙ্গত স্বত্বাধিকারকে এই মাতৃভূমির বুকে সবলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

স্বত্বাধিকারী [স] *বিণ* মালিক। 'তাহাতে সমান স্বত্বাধিকারী আট পুত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্বত্বাস্বত্ব [স] *বি* মালিকানা। 'স্বত্বাস্বত্বের বিচার ... ইত্যাদি যাবতীয় নালীশ সে সময় কেনী গ্রহণ করিতেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

স্বদলস্থ [স] *বিণ* একই মতানুসারী। 'স্বদলস্থ তাবৎ অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

স্বদেশ [স] **১** *বি* নিজের দেশ। 'এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* স্বদেশীয়। 'স্বদেশ বিদেশীয় অন্য প্রধান মহাশয়েরাও উপস্থিত ছিলেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

স্বদেশ-আকাশ *বি* স্বদেশের আকাশ। 'আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে জড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বদেশজাত [স] *বিণ* নিজের দেশে উৎপন্ন। 'অর্থ হচ্ছে যা স্বদেশজাত নয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

স্বদেশজ্ঞান [স] *বি* নিজের দেশবিষয়ক জ্ঞান। 'আর্যদের এই স্বজাতিজ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের স্বদেশজ্ঞানের প্রতিকূল ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

স্বদেশতত্ত্ব [স] *বি* নিজের দেশ সম্পর্কিত জ্ঞান। 'স্বদেশতত্ত্ব সেভাবেই শেখাবার চেষ্টা করে আমার স্বদেশ সবার উপরে।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বদেশত্যাগী [স] *বিণ* নিজের দেশ ত্যাগকারী। 'স্বদেশত্যাগী জয়েসের পক্ষে ইউলিসিস-এর মতো এপিক উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছিল।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্বদেশ-দর্শনোৎসুক [স] *বিণ* নিজের দেশ দেখতে আগ্রহী। 'স্বদেশ-দর্শনোৎসুক দূর-প্রবাসী ব্যক্তিরা ... পুলকিত হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বদেশদ্বেষী [স] *বিণ* নিজ দেশকে ঘৃণা করে এমন। 'স্বদেশদ্বেষী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বদেশদ্রোহিতা [স] *বি* দেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান। 'তবেই তাহাদের স্বদেশদ্রোহিতা ঘুচিবে।' *ইসলাম*, ১৯০৩।

স্বদেশদ্রোহী [স] *বিণ* নিজ দেশের বিরোধিতাকারী বা নিজ দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। 'স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গারের পক্ষে নহে?' *মশাররফ*, ১৯০৮; 'স্বদেশদ্রোহীর ন্যায় ...।' *এসলাম*, ১৯১৭।

স্বদেশপ্রত্যাগত [স] *বিণ* নিজ দেশে ফিরে এসেছে এমন। 'তাঁহারা স্বদেশপ্রত্যাগত সাহেব-রাজকর্মচারীদের পাষাণ-প্রতিমূর্তি গড়িয়া দিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বদেশপ্রিয় [স] *বিণ* নিজের দেশকে ভালোবাসে এমন। 'জন কতক স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তি বিলাতি দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিবার উদ্দেশে ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বদেশপ্রাণ [স] *বিণ* দেশপ্রেমিক। 'তিনি যদি প্রকৃতই স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি হইতেন।' *এসলাম*, ১৯১৭।

স্বদেশপ্রিয়তা [স] *বি* নিজদেশের প্রতি ভালোবাসা। 'এক উৎকোচ গ্রহণে বিরতি, আর এক স্বদেশপ্রিয়তা।' *রাজ*, ১৮৭৪।

স্বদেশপ্রীতি [স] *বি* নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'এই বাস্তুপ্রীতিই ক্রমে প্রসারলাভ করিয়া স্বদেশপ্রীতিতে পরিণত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

স্বদেশপ্রেম [স] *বি* নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'আত্মপরতা অপেক্ষা স্বদেশ-প্রেম যাহার বেশি সেই প্রাণ ধরিয়া স্বদেশের ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অভাবের প্রতি মন দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'আমিও বই-পড়া স্বদেশপ্রেমকেই জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্বদেশপ্রেমিক [স] *বি* স্বদেশকে ভালোবাসে যে। 'তাঁহারা বাক্যসার বক্তাদিগের অপেক্ষা ভালো স্বদেশপ্রেমিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বদেশপ্রেমিকতা [স] *বি* নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'মৃতপ্রায় জাতিকেও স্বদেশপ্রেমিকতা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পুনর্জীবিত করিয়াছেন।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৩।

স্বদেশ প্রেমিকা [স] *বি স্ত্রী* স্বদেশের প্রতি গভীর প্রেম আছে যার। 'কমলাদেবী একজন স্বদেশ প্রেমিকা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্বদেশবৎসল [স] *বিণ* দেশপ্রেমিক। 'স্বদেশবৎসল ও ধার্মিক।' *এসলাম*, ১৯১৯।

স্বদেশবদ্ধ [স] *বিণ* স্বদেশীয়; নিজ দেশের প্রতি অনুরক্ত। 'আমরা সংসারে বিরক্ত অথবা অনুরক্ত, স্বদেশবদ্ধ অথবা সার্বভৌমিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বদেশ-বাৎসল্য [স] *বি* নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'স্বদেশ বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

স্বদেশ-বিদেশ *বি* নিজের দেশ ও অন্যের দেশ। 'নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশ-বিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বদেশভূমি [স] *বি* নিজের জন্মস্থান। 'স্বাধীন স্বদেশভূমি ঐক্যবদ্ধ তুর্কী নৌজোয়ান।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্বদেশমাতৃকা [স] *বি* দেশমাতা। 'তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশমাতৃকা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

স্বদেশসেবা [স] *বি* নিজের দেশের সেবা। 'ধর্ম সাহিত্য স্বদেশসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন।' *ওদুদ*, ১৯৪৯।

স্বদেশবাসী [স] *বি* নিজ দেশের বাসিন্দা। 'আত্মীয়স্বজন স্বদেশবাসী বর্জন করে আমরণ থাকতে হয় স্বদেশ থেকে বহু দূরে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

স্বদেশস্থ [স] *বিণ* নিজ দেশের। 'হে আমার বন্ধুগণ ও স্বদেশস্থ লোক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

স্বদেশহিত *বি* স্বদেশের মঙ্গল। 'তাহাকে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চসুরেই বাঁধিয়া রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বদেশহিতকর [স] *বিণ* দেশের জন্য মঙ্গলজনক। 'আমাদের স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বদেশহিতৈষিতা [স] *বি* নিজ দেশের মঙ্গল করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। 'ধন্য তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'এই উত্তেজিত হওয়ামাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশহিতৈষী [স] **১** *বিণ* স্বদেশের হিত কামনা করে এমন। 'হে স্বদেশ হিতৈষী বন্ধুগণ।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩। **২** *বি* স্বদেশের হিত কামনাকারী। 'জলধরবাবু লোকটি কেবল যে উকিল তাহাই নহে, স্বদেশহিতৈষীও।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বদেশানুরাগ [স] *বি* নিজ দেশের প্রতি অনুরাগ। 'তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি মূর্তিমান স্বদেশানুরাগ আছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

স্বদেশানুরাগী [স] *বিণ* স্বদেশের প্রতি মমতাশীল। 'স্বদেশানুরাগী চিরপ্রবাসী ব্যক্তি ... একান্ত উৎসুক হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বদেশাভিমান [স] *বি* নিজের দেশ নিয়ে অহংকার। 'আমরা যখন প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব লইয়া স্বদেশাভিমান অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিলাম' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বদেশিনী *বি স্ত্রী* নিজ দেশের নাগরিক। 'এঁদের সকলেই আমার স্বদেশিনী নন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্বদেশী, স্বদেশি [স স্বদেশীয়] **১** *বি* নিজ দেশের বাসিন্দা। 'স্বদেশি বিদেশী বাসে যায় অনায়াসে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'এইরূপ খুশিতে স্বদেশী বিদেশী সকলেই নববাবুর মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* নিজের দেশবিষয়ক। 'স্বদেশী গান।' *নজরুল*, ১৯৩২। *বিণ* দেশপ্রেমমূলক। 'আমার মতো যাঁরা কাব্য রচনা করতে পারেন তাঁরা কেউ কেউ স্বদেশী গান তৈরি করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

স্বদেশী-আন্দোলন *বি* ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী বিদেশী পণ্য বর্জন করে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের রাজনৈতিক আন্দোলন। 'আমাদের দেশে যখন স্বদেশী-আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল, তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বদেশী গান *বি* দেশাত্মবোধক গান। 'কেউ কেউ স্বদেশী গান তৈরি করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্বদেশী নিমক *বি* স্বদেশে তৈরি লবণ। 'স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বদেশী-প্রচার *বি* বিদেশী পণ্য বর্জন করে স্বদেশের পণ্য ব্যবহারের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রচার। ' দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী-প্রচারের ব্রত লইয়াছেন ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বদেশী মার্কা *বি* নিজ দেশের পণ্যচিহ্ন। 'বিলাতি শিক্ষারই ট্রেডমার্কা উঠাইয়া স্বদেশী মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বদেশী যুগ *বি* স্বদেশি আন্দোলনের সময়। 'এই যে স্বদেশী যুগে ভাবতে শিখেছিলুম।' *অবন*, ১৯৪১।

স্বদেশীয় [স] *বিণ* নিজ দেশের। 'স্বদেশীয় লোকের সহিত আলাপে সংস্কৃত কিম্বা তদনুযায়ি ভাষা কহেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

স্বদেশীয়তা [স] *বি* স্বদেশের বৈশিষ্ট্য। 'আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বদেশীয় ভাষা [স] *বি* নিজ দেশের ভাষা। 'ঐ বালক সকল স্বদেশীয় ভাষা ভালরূপে জ্ঞাত হউক।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

স্বদেশীয় রাজা *বি* নিজ দেশের রাজা। 'সমাজসংশোধনে স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বদেশীর দিন *বি* মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ভারতে স্বদেশী আন্দোলন চলার সময়। 'ইস্তফা দিয়েছি কাজে স্বদেশীর দিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বদেশী-সঙ্গীত *বি* দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে উপজীব্য ক রচিত গান। 'শ্যামা-সঙ্গীত ও স্বদেশী-সঙ্গীত রামপ্রসাদী সুরে গী হইয়া থাকে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বদেশী-সহায়তাবর্জ্জিত *বিণ* স্বদেশের সহায়তা পায় না এমন 'একজন ভীত ত্রস্ত অশিক্ষিত স্বদেশী-সহায়বর্জ্জিত দরিদ্র কৃষ্ণকায়ে আশা-ভরসা কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্বদেশোৎপন্ন [স] *বিণ* নিজের দেশে উৎপন্ন। 'স্বদেশোৎপন্ন শস্য . সর্ব্বসাধারণের বল বৃদ্ধি করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্বদৈহিক [স] *বিণ* নিজ দেহের। 'যেটা তাদের স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বদ্বারা [স] *ক্রিবিণ* নিজ থেকে। 'প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ স্বদ্বা উৎপন্ন হয়েন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

স্বধন [স] *বি* নিজের সম্পদ। 'স্বধন রক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তিরা ...।' *সেবা* ১৮৩৯।

স্বধব *বি* নিজের স্বামী। 'তবে চারি সতিনী স্বধবে সমাহিত।' *মানিকরা* ১৭৮১।

স্বধর্ম, স্বধর্ম্ম [স] **১** *বি* নিজের ধর্মকর্ম। 'দুই দিন লাগি কেনে স্ব ছাড়িয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* নিজের ধর্ম। 'তাঁহারা কখন স্বধ প্রতি দ্বেষী হইতে পারিবেন না।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

স্বধর্মচ্যুত, স্বধর্ম্মচ্যুত [স] *বিণ* নিজ ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত 'অধিক ধনাশাধীন স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্বধর্মচ্যুত হওয়া *ক্রি* নিজ ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। 'অধি ধনাশাধীন স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্বধর্মচ্যুতি [স] *বি* বিপর্যয়। 'যে কোনো একটি বিশেষ ধ্বনির বি না কিছু স্বধর্মচ্যুতি ঘটে।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্বধর্মত্যাগিনী, স্বধর্ম্মত্যাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিজ ধর্ম ত্যাগকারিণী 'যে সকল নীচ কুলোদ্ভবা – স্বধর্ম্মত্যাগিনী – চরিত্রহীনা রমণী ... *দীপিকা*, ১৮৮৭।

স্বধর্মত্যাগী [স, সমাসে -ত্যাগি-] **১** *বি* নিজ ধর্ম ত্যাগ করিছে 'অহংব্রহ্ম জ্ঞানামি এবং স্বধর্মত্যাগিরদের কুকর্ম্ম ভয়ে সাধু স্বধর্মপাল মহাশয়রা যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **২** নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত। 'স্বধর্ম্মত্যাগী হইতে দিব না।' *প্রচার* ১৯০১।

স্বধর্মদ্রোহী [স] *বিণ* নিজ ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধাচরণকারী। 'আমি না বিশ্বাসঘাতক, স্বধর্মদ্রোহী, পরান্নভোগী, হীনচেতা, কাপুরুষ।' *মুনী* ১৯৬১।

স্বধর্মনিষ্ঠ [স] *বিণ* নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান। 'স্বধর্মনিষ্ঠ মৌল সাহেব বীরবলের নাম পর্যন্ত মুখে আনেন না।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

স্বধর্মপালক [স] *বিণ* নিজ ধর্ম পালনকারী। 'অহংব্রহ্ম জ্ঞানামি এ স্বধর্মত্যাগিরদের কুকর্ম্ম ভয়ে সাধু স্বধর্মপালক মহাশয়রা যে কিঞি ভীত হইয়াছেন ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

স্বধর্মবিগর্হিত, স্বধর্ম্মবিগর্হিত [স] *বিণ* স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধাচা স্বাভাবিকতা বর্জিত। 'স্বধর্ম্মবিগর্হিত মন্ত্রণা, উৎকোচ প্রদান ও গ্র ইত্যাদি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্বধর্মবিরুদ্ধ *বিণ* স্বভাববিরুদ্ধ; অস্বাভাবিক। 'আজ সে উঠেছে ওঠবার আগেই, এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বধর্মমত, স্বধর্ম্মমত [স] *ক্রিবিণ* নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী। 'স্বধর্ম্মমত দিব্য দিয়া কিম্বা করারনামা লইয়া ...।' *ডানকান,* ১৭৮৪।

স্বধর্মানুগত্য [স] *বি* নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য। 'সেই প্রবল স্বধর্মানুগত্যের দিনেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রানির পতাকার তলায় যোগ দিল।' *মহাশ্বেতা,* ১৯৫৬।

স্বধর্মানুরাগী [স] *বি* নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা আছে যার। 'আমাদের দেশের স্বধর্মানুরাগী অনেকেই।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

স্বধর্মাবলম্বিনী, স্বধর্ম্মাবলম্বিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিজের ধর্ম অবলম্বনকারিণী। 'আমার স্বধর্ম্মাবলম্বিনী বোনেরা সর্ব্বদিক বিবেচনা করে ... জীবন সার্থক করতে চেষ্টা করবেন।' *বেগম,* ১৯৫২।

স্বধর্মী, স্বধর্ম্মী [স] **১** *বিণ* নিজ ধর্মের অনুসারী। 'পতি এঁর স্বধর্মী যবন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯; 'স্বজাতি-বাৎসল্য হচ্ছে স্বদেশী বিদেশী নির্ব্বিচারে স্বধর্মী বাৎসল্য।' *প্রমথ,* ১৯২০। **২** *বি* নিজ মতের অনুগামী। 'তাঁর ভবিষ্যৎ স্বধর্মীরা তাঁর কাব্য রীতিমত প্রচার করেছিল।' *হাই,* ১৯৫৪।

স্বন [স] *বি* ধ্বনি। 'স্বনে বিষাণ সান।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

স্বনন [স] *বি* ধ্বনি। 'পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে।' *মাইকেল,* ১৮৬৬।

স্বনয়ন [স] *বি* নিজের চোখ। 'স্বনয়নে দেখিয়া ... সমাচার করিল।' *ভবানী,* ১৮২৮।

স্বনা [স স্বন] *ক্রি* শব্দ করা। 'অরণ্য যথা চিরনিশিদিন/ শুধু মর্মর স্বনিছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০।

স্বনাম [স] *বি* নিজের নাম। 'প্রভুও হইলা তুষ্ট লইয়া স্বনাম।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

স্বনামখ্যাত [স] *বিণ* নিজ নামে বিখ্যাত। 'খেলাফতীদিগের শিরোমণি – স্বনামখ্যাত মওলানা আবুল কালাম আজাদ।' *দর্শন,* ১৯২৫।

স্বনামধন্য [স] *বিণ* নিজ নাম ধন্য করেছে এমন। 'স্বনামধন্য সাহিত্যিক সূর্যকান্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির।' *মানিক,* ১৯৪০।

স্বনামধন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* নিজ নামে সর্বত্র প্রশংসিত। 'আজ কবি ... যখন স্বনামধন্যা।' *নজরুল,* ১৯২৮।

স্বনামা [স স্বনাম>] *বিণ* সুপরিচিত; নিজ নামে পরিচিত। 'বিশেষতঃ সেই স্ত্রীলোক স্বনামা যাহারদিগের নাম করিলে অনায়াসে বাবুগণে জানিতে পারেন।' *ভবানী,* ১৮২৮।

স্বনামেধন্য *বিণ* স্বনামধন্য। 'স্বনামেধন্য ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

স্বনিত [স] *বিণ* ধ্বনিত। 'তোমার চাঁদের ভাঙা-গড়ার ছন্দে স্বনিত হয়ে উঠি।' *বুদ্ধ,* ১৯৭১।

স্বনিযুক্ত [স] *বিণ* নিজেকে নিযুক্তকারী। 'মানবজাতির স্বনিযুক্ত ত্রাতা।' *অচিন্ত্য,* ১৯৫০।

স্বনিয়ন্ত্রিত [স] *বিণ* নিজের নিয়ন্ত্রণে আছে এমন। 'আপনারা কাল-বস্তুকে স্বতন্ত্র, স্বনিয়ন্ত্রিত শক্তি ভাবছেন।' *ধূর্জটি,* ১৯৩১।

স্বনির্মিৎসা [স] *বি* নিজেকে গঠন করার ইচ্ছা। 'দু-তিন জনের নাম উল্লেখ করি উনিশ শতকী ... স্বনির্মিৎসার প্রতিনিধি হিসেবে যাঁদের গণ্য করা চলে।' *শিব,* ১৯৫৬।

স্বপ [সব] *বিণ* সমস্ত। 'আমূল হইতে পত্র শুনাইল স্বপ।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

স্বপক্ষ [স] *বি* আত্মপক্ষ। 'যথার্থাপলাপ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন পাণ্ডিত্য নয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২।

স্বপক্ষপাতী [স] *বিণ* নিজেদের অনুকূল। 'তাদের স্বপক্ষপাতী আইনকানুন এবং শিল্পবিপ্লবের চাপে বাংলার বিখ্যাত বস্ত্রশিল্প লোপ পায়।' *শিব,* ১৯৫৬।

স্বপক্ষভুক্ত [স] *বিণ* নিজ দলভুক্ত। 'অন্য সময়ের লোকাচারকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৪।

স্বপক্ষীয় [স] *বিণ* নিজ পক্ষের। 'হঠাৎ স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগের বিদ্রোহিতা দেখিয়া মহাভীত হইল।' *মশাররফ,* ১৮৮৭।

স্বপণ [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'স্বপনে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। *দ্র* **স্বপন**

স্বপত্নী [স] *বি* নিজ স্ত্রী। 'পুরুষেরা স্বপত্নীদিগকে অবহেলা করিয়া ...।' *সুধাকর,* ১৮৩১।

স্বপদ [স] *বি* নিজের অধিকৃত কর্মভার। 'তাহারদিগকে পুনরায় স্বপদে অর্পণ করিবা।' *রামরাম,* ১৮০২।

স্বপন [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। *দ্র* **স্বপণ**

স্বপন-অঞ্জন [স্বপন+স অঞ্জন] *বি* স্বপ্নরূপ কাজল। 'মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

স্বপন-কুমার [স্বপন+স কুমার] *বি* স্বপ্নে কামনা করা হয় এমন কুমার। 'স্বপন-কুমার ফিরি যে আমি মন ভুলিয়ে।' *নজরুল,* ১৯৩২।

স্বপনগহন *বিণ* স্বপ্নের মতো গভীর। 'স্বপনগহন নিবিড়তিমিরতলে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৭।

স্বপনচারিণী [স্বপন+স চারিণী] *বি স্ত্রী* স্বপ্নে বিচরণকারী। 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৮।

স্বপনচারী [স্বপন+স চারী] *বি* স্বপ্নে বিচরণকারী। 'জেগে দেখি মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ স্বপনচারী।' *নজরুল,* ১৯২৯।

স্বপন চোর [স্বপন+স চোর] *বি* স্বপ্নে দেখা দেয় যে। 'ওগো আমার আড়াল-থাকা ওগো স্বপন চোর।' *নজরুল,* ১৯২৮।

স্বপন-ছায়া [স্বপন+স ছায়া] *বি* স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট ছবি। 'ওকি মায়া, কি স্বপন-ছায়া।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৫।

স্বপনজাল [স্বপন+স জাল] *বি* স্বপ্নের জাল। 'শূন্যে বোনো স্বপনজাল।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৫।

স্বপন-তরী *বি* স্বপ্নরূপ তরী। 'স্বপন-তরীর তোরা নেয়ে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৪।

স্বপন-দুয়ার [স্বপন+স দ্বার] *বি* স্বপ্নের দরজা। 'স্বপন-দুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৩।

স্বপন দেখন *ক্রি* স্বপ্ন দেখা। *ওসাঁ,* ১৭৮৫।

স্বপনদোলা *বি* স্বপ্নরূপ দোলা। 'আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়।' *সুকুমার,* ১৯১৮।

স্বপনধাত্রী [স্বপন+স ধাত্রী] *বিণ স্ত্রী* স্বপ্নকে পোষণ করে এমন। 'আসিছে রাত্রি স্বপনধাত্রী।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

স্বপন-নদী [স্বপন+স নদী] *বি* কল্পনার নদী। 'লুটাইয়া পড়ে কৃষ্ণশয়নে স্বপন-নদীর পার।' *জসীম,* ১৯৫১।

স্বপননিমীলিত [স্বপন+স নিমীলিত] *বিণ* স্বপ্নে মুদিত। 'স্বপননিমীলিত হৃদয়গুহারে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপনপার [স্বপন+স পার] *বি* স্বপ্নের জগৎ। 'স্বপনপারের ডাক শুনেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বপনপাশ [স্বপন+স পাশ] *বি* স্বপ্নের বন্ধন। 'বাঁধিব স্বপনপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

স্বপনপুরী [স্বপন+স পুরী] *বি* কল্পনার জগৎ। 'চলেছে স্বপনপুরীর মধুমালা-মন্দিরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

স্বপন-ফসল [স্বপন+আ ফসল] *বি* স্বপ্নরূপ ফসল। স্বপন-ফসলের বিছনে বিছনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

স্বপন-বন *বি* স্বপ্নরূপ অরণ্য। 'যে থাকে মনে স্বপন-বনে, ছায়ার দেশে ভাবের কূলে, সে বুঝি কিছু দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বপন-বাউল [স্বপন+বাউল] *বি* স্বপ্ন দেখায় যে বাউল। 'এই পথ কবে স্বপন-বাউলের যুবা-নবীনের রবে ভরেছিল কতবার!' *জীবন*, ১৯৩০।

স্বপনবিহারী [স্বপন+স বিহারী] *বি* স্বপ্নে বিচরণকারী। 'কোথা গো স্বপনবিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বপনময়ী [স স্বপ্নময়ী] *বিণ স্ত্রী* কাল্পনিক; মায়াময়। 'অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া ... কায়াবিহীন মায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

স্বপনমাঝে *ক্রিবিণ* স্বপ্নের ঘোরে। 'স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল মধুর রাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

স্বপন-মালা [স্বপন+স মালা] *বি* স্বপ্নের মালা। 'আমার গাঁথা স্বপন-মালা কখন চেয়ে নিয়েছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বপনমালিকা [স্বপন+স মালিকা] *বি* স্বপ্নরূপ মালা। 'গেঁথেছি স্বপনমালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্বপন-রাজ্য [স্বপন+স রাজ্য] *বি* কল্পনার রাজ্য। 'স্বপনের রাজ্য এই স্বপন-রাজ্যের জীবগণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বপনরূপিণী [স্বপন+স রূপিণী] *বিণ স্ত্রী* স্বপ্নতুল্য। 'স্বপনরূপিণী অলোক সুন্দরী অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বপনলিখন [স্বপন+স লিখন] *বি* স্বপ্ন রচনা। 'অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বপনলোক [স্বপন+স লোক] *বি* স্বপ্নের জগৎ; কল্পলোক। 'আমার স্বপনলোকে দিশাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্বপনসংগীত [স্বপন+স সংগীত] *বি* কল্পনার সংগীত। 'উঠাইছে মহা-হৃদে মহা এক স্বপনসংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বপনসঞ্জাত [স্বপন+স সঞ্জাত] *বিণ* স্বপ্নে উদ্ভূত। 'স্বপনসঞ্জাত সেই সুন্দরের সুদূরের তরে।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

স্বপন-সমান *বি* স্বপ্নের মতো। 'কে যেন বাজায় বাঁশি, স্বপন-সমান পশিতেছে কানে, ভেদিয়া নিশীথরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্বপন-সুরা [স্বপন+স সুরা] *বি* স্বপ্নের নেশা। 'স্বপন-সুরার ঘোরে।' *জীবন*, ১৯২৭।

স্বপনস্বরূপ *বিণ* স্বপ্নের মতো। 'এ সখি কি দেখিনু এক অপরূপ/ শুনাইতে মানবি স্বপনস্বরূপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

স্বপনস্বরূপিণী [স্বপন+স স্বরূপিণী] *বি* স্বপ্নের মতো যে। 'স্বপন-স্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বপরাপর [স] *বি* আত্মপরভেদ। 'স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মাণী।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

স্বপা *ক্রি* সমর্পণ করা। 'মাতায় সন্ত মাতায় স্বপিআ রাজার পায়।' মুকু
১৬০০।

স্বপাক [স] *বি* নিজের জন্য আলাদা রান্না। 'স্বপাক না হলে খান না
রবীন্দ্র, ১৯০৯।

স্বপ্ন [স] *বি* নিদ্রিত অবস্থায় জেগে থাকার অনুভূতি। 'কিবা স্বপ্ন কীবা ত
দেখিল মোহন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বপ্ন-আভা [স] *বি* কল্পনার আলো। 'স্বপ্ন-আভায় স্বর্গ হলো চে
ময়লা গলি।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

স্বপ্নকথা [স] *বি* স্বপ্নে দেখা বিষয় বা ঘটনা। 'সভে মেলি স্বপ্নক
করয়ে বিচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মিলনধর্মী মানুষ মিলিবে, এ ন
স্বপ্নকথা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

স্বপ্নকুহক [স] *বি* কল্পনার মায়া। 'কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায়
স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বপ্নকূট [স] *বি* দুর্বোধ্য স্বপ্ন। 'অমেয় অব্যয় স্বপ্নকূট।' *জীব*
১৯৪৮।

স্বপ্নগতা [স] *বি স্ত্রী* স্বপ্নাচ্ছন্ন ব্যক্তি। 'একজন সুন্দরী রমণী
ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন।' *রবী*
১৮৯২।

স্বপ্নঘোড়া [স স্বপ্ন+ঘোড়া] *বি* স্বপ্নরূপ ঘোড়া। 'ওরে আমার জোছ
হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

স্বপ্নঘোর [স] *বি* স্বপ্নে বিভোর অবস্থা। 'মুগ্ধ ওরে, স্বপ্নঘোরে/ য
প্রাণের আসন-কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বপ্ন-চাকা *বি* স্বপ্নরূপ চাকা। 'ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায়
তুলে সে কোথায় চলেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

স্বপ্নচারণা [স] *বি* স্বপ্নচারিতা। 'রশীদা বিবি আসার পর এখা
স্বপ্নচারণা অবিশ্যি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে।' *শওকত*, ১৯৭২।

স্বপ্নচারিতা [স] *বি* স্বপ্নের জগতে বিচরণ। 'স্বপ্নচারিতা নিত
বৃথা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

স্বপ্নচারী [স] *বি* স্বপ্নের মধ্যে বিচরণকারী। 'আনন্দ লোকের নিঃ
স্বপ্নচারী তুমি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্বপ্নচালিত [স] *বি* ঘুমের মধ্যে বিচরণকারী। 'সে যেন স্বপ্নচালিতে
মতো ... সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বপ্নচিত্র [স] *বি* স্বপ্নের ছবি। 'সে স্বপ্নচিত্রটা কী সুন্দর।' *নজরু*
১৯২৪।

স্বপ্ন-চোখ [স স্বপ্নচক্ষু] *বি* স্বপ্নাতুর চোখ। 'নন্দনের স্বপ্ন-চো
নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বপ্নচ্ছবি [স] **১** *বি* স্বপ্নরূপ ছবি। 'গাছপালা চারি ভিতে সংগীতে
মাধুরীতে মগ্ন হয়ে ধরে স্বপ্নছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* স্ব
মতো সুন্দর ছবি। 'রাত্রির আকাশকে স্বপ্নচ্ছবিতে পূর্ণ করি
তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বপ্নছবি [স স্বপ্ন+আ সবীহ্] *বি* কল্পনার ছবি। 'সে মায়াসুরে স্বপ্ন
জাগিল কতরূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বপ্নছুট *বিণ* স্বপ্ন ভেঙে গেছে এমন। 'সদ্য স্বপ্নছুট বিতর্কাসক্ত মন
বলছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

স্বপ্নজড়িত [স] *বিণ* স্বপ্নাবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন। 'কিছুক্ষণ প
স্বপ্নজড়িত ঘুমে আবিষ্ট হয়ে পড়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নজড়িমা [স] *বি* আলস্য। 'স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বপ্নজাল [স] *বি* স্বপ্নরূপ জাল। 'তাহার সুখস্বপ্নজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বপ্নজীবী [স] *বিণ* কল্পনাবিলাসী। 'ভালেরি-র স্বপ্নজীবী বাসুকিই উঁকি পাড়ত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বপ্নদুঃস্থ [স] *বিণ* স্বপ্নকাতর। 'স্বপ্নদুঃস্থ দীর্ঘ রাত্রি-শেষে বসন্ত অন্তরে তব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বপ্নদর্শী [স] **১** *বি* স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে যে। 'অন্তরের চিরন্তন কথাগুলিকেই স্বপ্নদর্শীর কাল্পনিকতা বলে ভ্রম হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে এমন। 'সে সংসারানভিজ্ঞ, স্বপ্নদর্শী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্বপ্ন-দুর্গ [স] *বি* স্বপ্নরূপ দুর্গ। 'অসংখ্য মুহূর্তে গড়ে তোলা স্বপ্ন-দুর্গ মুহূর্তে চুরমার।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

স্বপ্ন-দেখা *বি* স্বপ্নে দেখা হয়েছে এমন। 'স্বপ্ন-দেখা রাতের নিদ্রামাঝে, ওই ঘরে, ওই মাঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বপ্নদেবী [স] *বি* স্বপ্ন দেখায় যে দেবী। 'আইস এবে, তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বপ্নদোষ [স] *বি* ঘুমের মধ্যে রতিস্খলন। 'কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায় স্বপ্নদোষ কি হয় না রে সেথায়।' *লালন*, ১৮৯০।

স্বপ্নধ্বনি [স] *বি* স্বপ্নময় ধ্বনি। 'ভিড়ের ত্রিসীমায়; স্বপ্নধ্বনি শুধু।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

স্বপ্নন [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'সুত রাধার স্থানে তবে কহিল স্বপ্নন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্বপ্ন-নিকেতন [স] *বি* স্বপ্নের আবাস। 'ভাঙিয়াছে আমাদের স্বপ্ন-নিকেতন।' *হোসেন*, ১৯৪০।

স্বপ্নপরী [স স্বপ্ন+ফা পরি] *বি* স্বপ্নের পরী। 'দেখবে, তুমি মানবী না, স্বপ্নপরী না।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

স্বপ্নপাখি [স স্বপ্নপক্ষী] *বি* কল্পনায় দেখা পাখি। 'সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে/ স্বপ্নপাখির পালকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

স্বপ্নপুরী [স] *বি* স্বপ্নের জগৎ। 'লাল পরী গো! লাল পরী!/ স্বপ্নপুরীর অপ্সরী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

স্বপ্নপ্রবণ [স] *বিণ* স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে এমন। 'স্বপ্নপ্রবণ শিশুমন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্বপ্নপ্রবাহ [স] *বি* স্বপ্নের স্রোত। 'স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বপ্নপ্রসূ [স] *বিণ* স্বপ্ন সৃষ্টিকারী। 'বন্ধ্য স্পর্শে পরিণত স্বপ্নপ্রসূ সে-গাঢ় চুম্বন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বপ্নপ্রায় [স] *বিণ* স্বপ্নের মতো। 'স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্বপ্নবৎ [স] *বিণ* স্বপ্নের মতো। 'ঘটনা এবং কার্য্য স্বপ্নবৎ কাহারও কাহারও মনে জাগিতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

স্বপ্নবর্ণন [স] *বি* স্বপ্নের বিবরণ। 'প্রিয়সুহৃৎ আবুল ফজলের নিকট রাত্রের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

স্বপ্নবহ [স] *বিণ* স্বপ্ন বয়ে আনে এমন। 'গেল ছুঁয়ে স্বপ্নবহ মলয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বপ্নবাণী [স] *বি* স্বপ্নে পাওয়া কোনো উক্তি। 'স্বপ্নবাণীতে শিহরায় ক্রন্দসী।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

স্বপ্নবাসর [স] *বি* স্বপ্নের বাসর। 'স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি মিছে সারারাতি পথচায়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বপ্নবিবরণ [স] *বি* স্বপ্নে দেখা ঘটনার বিবরণ। 'স্বপ্নবিবরণ বলতে চাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

স্বপ্নবিলাস [স] *বি* স্বপ্নের দেখা বিলাসিতা। 'একদিন যা স্বপ্নবিলাস ছিল ধীরে ধীরে বাস্তবতা তাকে স্পর্শ করতে চলেছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

স্বপ্নবৃত্তান্ত [স] *বি* স্বপ্নে দেখা ঘটনার বিবরণ। 'লিখিত একটি চমৎকার স্বপ্নবৃত্তান্ত আছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বপ্নভঙ্গ [স] *বি* স্বপ্নের সমাপ্তি। 'স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্বপ্নমগ্ন [স] *বিণ* স্বপ্নে বিভোর। 'মধুরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বপ্নমদির [স] *বিণ* স্বপ্নে উন্মাদনাপূর্ণ। 'স্বপ্নমদির-নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

স্বপ্নময় [স] **১** *বিণ* কাল্পনিক। 'পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। *বিণ* স্বপ্নের মতো মনে হয় এমন। 'ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবিরে জীবন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিরাজিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। *বিণ* স্বপ্নভরা। 'স্বপ্নময় শান্তিময় পূরবীরাগিণী-তানে বাঁধিয়াছ প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* স্বপ্ন দ্বারা আচ্ছন্ন। 'সবসুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নময় ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বপ্নময়তা [স] *বি* স্বপ্নের আবেশ। 'কেমন দুলিয়ে দাও স্বপ্নময়তায় চৈতন্যের দাঁড়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

স্বপ্নময়ী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* স্বপ্নভরা। 'চন্দ্র-সূর্য-তারকার অন্ধকার স্বপ্নময়ী ছায়া জ্যোতির্ময় সে হৃদয়ে ধীরে ধীরে কায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বিণ* স্বপ্নাবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন। 'ভুলো না মোদের সাগা সঙ্গীত স্বপ্নময়ী সে গাথা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৪। **৩** *বি স্ত্রী* স্বপ্নে দেখা দেয় যে। 'স্বপ্নময়ী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

স্বপ্নমায়া [স] *বি* স্বপ্নরূপ মায়া। 'মধ্যাহ্নমরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বপ্নমায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'শ্যামকান্তিময়ী কোন স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বপ্নমালা [স] *বি* স্বপ্ন দিয়ে গাঁথা মালা। 'মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্বপ্নমুগ্ধ [স] **১** *বিণ* স্বপ্নে ভরা। 'অস্তিত্বের এত বড়ো শোক, নাই মর্তভূমে, জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **২** *বিণ* স্বপ্ন দ্বারা আচ্ছন্ন। 'কে জানে কখন কেটেছে তোমার স্বপ্নমুগ্ধ রাত।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

স্বপ্নমুগ্ধ-মতো *বিণ* স্বপ্নমুগ্ধের মতো। 'কী কথা বলিতেছিনু, কী জানি প্রেয়সী, অর্ধ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি, স্বপ্নমুগ্ধ-মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বপ্নমূর্তি [স] *বি* কল্পনার প্রতিমা। 'হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বপ্নমূলক [স] *বিণ* কাল্পনিক। 'তৃপ্তির স্বপ্নমূলক উপকরণ-রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বপ্নমোহময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* স্বপ্নাবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন। 'অয়ি স্বপ্নমোহময়ী, দেখা দাও একবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বপ্নযবনিকা [স] *বি* স্বপ্নরূপ পর্দা। 'খসে গেল যামিনীর স্বপ্নযবনিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

স্বপ্নরাজ [স] *বি* স্বপ্নের রাজা। 'জানিনে কোন স্বপ্নরাজের শুনতে যে পায় ডাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বপ্নরাজ্য [স] **১** *বি* কল্পনার জগৎ। 'স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* মায়ামুগ্ধ রাজ্য। 'ত্রিপুরা কি মায়ারাজ্য ছিল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয় – প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে এই দিবা এই নিশা এই ক্ষুধা এই তৃষা, প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৩** *বি* স্বপ্ন দিয়ে পূর্ণ যে রাজ্য। 'স্বপ্নরাজ্য হতে এসে ভেসে স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯০০।

স্বপ্ন-রানী [স স্বপ্ন+রানী] *বি* স্বপ্নরূপ রানী। 'অলক্ষ্য থেকে স্বপ্ন-রানী সবগুলিকে একটি ক্ষীণ সুতো দিয়েই গেঁথে দিচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বপ্নরূপিণী [স] *বিণ* স্বপ্নস্বরূপিণী। 'স্বপ্নরূপিণী তুমি আকুলিয়া আছ পথ-খোয়া মোর প্রাণের স্বর্গভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বপ্নলব্ধ [স] *বিণ* স্বপ্নে লাভ করেছে এমন। 'স্বপ্নলব্ধ ঔষধটা খাইতে ভুলিয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বপ্নলোক [স] *বি* কল্পনার জগৎ। 'দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে খুঁজিতে গেছিনু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'স্বপ্নলোকের চাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বপ্নশয়ন [স] *বি* স্বপ্নময় শয্যা। 'বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা/ রাত্রিবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বপ্নশ্রুত [স] *বিণ* স্বপ্নে শোনা গেছে এমন। 'শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

স্বপ্নসঙ্গিনী [স] *বি* স্বপ্নের সঙ্গিনী যে। 'অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার, অতি লঘুভার ... হে স্বপ্নসঙ্গিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। 'তোমার স্বপ্নসঙ্গিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বপ্নসম [স] *বিণ* স্বপ্নের সমান। 'স্বপ্নসম চমৎকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বপ্নসমান [স] *ক্রিবিণ* স্বপ্নের মতো। 'কানে লেগেছিল স্বপ্নসমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বপ্নসম্ভবা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বপ্নেই সম্ভব এমন। 'স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বপ্নসহচরী [স] *বি* স্বপ্নের সঙ্গী। 'তোমারে বন্দনা করি স্বপ্ন-সহচরী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

স্বপ্নসায়র [স স্বপ্নসাগর] *বি* স্বপ্নরূপ সাগর। 'নানা আকৃতির মেঘমালা স্বপ্নসায়রে নিমগ্ন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বপ্নসারথি [স] *বি* স্বপ্নের রথচালক। 'স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা?' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

স্বপ্ন-সিঁড়ি [স স্বপ্ন+সিঁড়ি] *বি* স্বপ্নের সিঁড়ি। 'আমার নয়নে সে যে স্বপ্ন-সিঁড়ি খোলে।' *হোসেন*, ১৯৪০।

স্বপ্নসুধা [স] *বি* স্বপ্নরূপ সুধা। 'গোলাপের বর্ণে-বর্ণে স্বপ্নসুধা মাখা।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

স্বপ্নসৌধ [স] *বি* স্বপ্নের প্রাসাদ। 'মনীষীর হৃদয়ের প্রেম ... অন্তহীন স্বপ্নসৌধ গড়ে।' *জীবন*, ১৯৩০।

স্বপ্নস্মৃতি [স] *বি* স্বপ্নের স্মৃতি। 'বিলীয়মান সনাতন স্বপ্নস্মৃতি যেন *শামসুর*, ১৯৫৯।

স্বপ্ন-হাঁস [স স্বপ্ন+হাঁস] *বি* স্বপ্নরূপ হাঁস। 'চৈতন্যের নীলে কত স্বপ্ন-হাঁস ভাসে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

স্বপ্নহীন [স] *বিণ* স্বপ্নশূন্য। 'হয়তো মৃত্যুর পারে ঢাকা সব অন্ধকারে স্বপ্নহীন চিরসুপ্তি চক্ষে চেপে রহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'যদি পারতু ... ডুবে যেতে স্মৃতিহীন, স্বপ্নহীন অতল ঘুমের মধ্যে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০

স্বপ্নাকাশ [স] *বি* স্বপ্নের আকাশ। 'অবশেষে স্বপ্নাকাশে অম্লানকুসুমে পরিণত হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্বপ্নাকুল [স] *বিণ* স্বপ্নাচ্ছন্ন। 'স্বপ্নাকুল আঁখি মুদি ভাবিতেছি মনে রাজহংস ভেসে যায় অপার আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'বাতায়ন পথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া স্বপ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বপ্নাচ্ছন্ন [স] **১** *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'ঝিমায় তারার দীপ স্বপ্নাচ্ছ আকাশে আকাশে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। **২** *বি* স্বপ্নে বিভোর যে 'স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো একমনে কাজ করে চলেছি।' *আলাউদ্দি* ১৯৬০।

স্বপ্নাতুর [স] *বিণ* স্বপ্নাচ্ছন্ন। 'স্বপ্নাতুর দুইটি আঁখি শূন্যপানে তুলে *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'স্বপ্নাতুর চোখে কালো ছায়ার গাঢ় অতল রহস্য *মানিক*, ১৯৩৫।

স্বপ্নাদেশ [স] *বি* স্বপ্নে লব্ধ দৈব আদেশ। 'সমাচারপত্রের রীতিব ঐশিক শক্তিদ্বারা অথবা স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাতে সন্দে নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্বপ্নাদ্য [স] *বিণ* স্বপ্নে প্রাপ্ত। 'এক স্বপ্নাদ্য ঔষধ ছিল।' *রা* ১৮৭৪।

স্বপ্নাবস্থা [স] *বি* স্বপ্নের আবেশ। 'রাধা স্বপ্নাবস্থায় ভাব করিতেছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্বপ্নাবিষ্ট [স] *বিণ* স্বপ্নে বিভোর। 'নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবি বাল্যকালের উদ্ভ্রান্ত কল্পনাগুলির কথা মনে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫

স্বপ্নাবেশ [স] *বি* স্বপ্নের ঘোর। 'তিনি, স্বপ্নাবেশে শয্যাপরিত্যা করিয়া, উপাসনাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

স্বপ্নাবেশময় [স] *বি* স্বপ্নপূর্ণ। 'পাখিদের করুণকলধ্বনি স্বপ্নাবেশময় শরৎ-মধ্যাহ্নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বপ্নাভাস [স] *বি* স্বপ্নের আভাস। 'কোন বেদনার মায়া স্বপ্নাভা ভাসে মনে মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

স্বপ্নাভিভূত [স] **১** *বিণ* স্বপ্নে আচ্ছন্ন। 'স্বপ্নাভিভূতের মতো বসি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* কল্পনায় আচ্ছন্ন। 'অপু স্বপ্নাভিভূতে মত একার উপর বসিয়া রহিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্বপ্নায়ত [স] *বিণ* স্বপ্নে আচ্ছন্ন। 'স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে।' *জীব* ১৯২৭।

স্বপ্নায়িত [স] *বিণ* স্বপ্নময়। 'আমার বিগতস্বপ্ন জীবন পুনর স্বপ্নায়িত হইয়া উঠিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বপ্নালস [স] *বিণ* স্বপ্নাতুর। 'স্বপ্নালস আঁখি দুটি তুলি দিবালো ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

স্বপ্নালু [স] *বিণ* স্বপ্নাচ্ছন্ন। 'স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুধীন্দ্র, ১৯৩১।

স্বপ্নালুতা [স] *বি* স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব। 'তাহার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে গুলিখোরসুলভ যে প্রাণহীনতা প্রতীয়মান হয় তাহা স্বপ্নালুতারই ছদ্মবেশ।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বপ্নালোক [স] *বি* স্বপ্নের আলোক। 'স্বপ্নালোকে ছিল জেগে মুসব্বর: সুরভি আম্বর।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

স্বপ্নালোকিত [স] *বিণ* স্বপ্নোজ্জ্বল। 'স্বপ্নালোকিত রঙ্গমঞ্চে সুবেদী সঞ্চরণ এবং অনুনাদী ধ্বনিপ্রবাহ মিলে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্বপ্নাহত [স] *বিণ* অপ্রকৃতিস্থ। 'দুই ভগিনী স্বপ্নাহতের মতো চলিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বপ্নিল [স] *বিণ* স্বপ্নের মতো। 'গাছগুলোতে স্বপ্নিল ছায়া।' *ওয়ালী*, ১৯৩৯।

স্বপ্নে-পাওয়া ১ *বিণ* স্বপ্নে পাওয়া গেছে এমন। 'এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'স্বপ্নে-পাওয়া বাদল হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে-ক্ষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ *বিণ* স্বপ্নের মধ্যে বিভোর হয়ে আছে এমন; স্বপ্নে পেয়ে বসেছে এমন। 'কুমুদিনী বেরিয়ে এল যেন সে স্বপ্নে-পাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বপ্নের দিন *বি* স্বপ্নের মতো সুন্দর দিন। 'বেদনা-বিহীন স্বপ্নের দিন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বপ্নোত্থিত [স] *বি* স্বপ্নাচ্ছন্ন নিদ্রা থেকে জেগেছে যে। 'সে স্বপ্নোত্থিতের মত এবার বলে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

স্বপ্রকাশ [স] *বিণ* আপনা থেকে ব্যক্ত। 'যা স্বপ্রকাশ নয় তা অপর কিছুই প্রকাশ করতে পারে না।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

স্বপ্রণোদিত [স] *বিণ* নিজ থেকে উৎসাহ পেয়েছে এমন। 'মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্বপ্রতিষ্ঠ [স] ১ *বিণ* যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। 'মাতৃভাষাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবার লোভ।' *প্রমথ*, ১৯১৭। ২ *বিণ* আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। 'তবু রবে অন্তঃশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বপ্রধান [স] *বিণ* স্বয়ংপ্রধান। 'আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বপ্রধানত্ব [স] *বি* নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। 'তাহারই দেবত্ব ও স্বপ্রধানত্ব স্বীকার করিয়া অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বপ্রণীত [স] *বিণ* নিজের লিখিত। 'তাঁহার স্বনাম খ্যাত স্বপ্রণীত ... এক গ্রন্থ বঙ্গদূত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

স্বপ্রাণনিরপেক্ষ [স] *বিণ* নিজের জীবন সম্বন্ধে পক্ষপাতশূন্য। 'সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণনিরপেক্ষ পরপ্রাণরক্ষক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্ববয়স্ক [স] *বিণ* সমবয়সী। 'নবীনযুবারা ... স্ববয়স্ক ধনির আশ্রয় গ্রহণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

স্ববর্ণ [স] *বিণ* স্বজাতীয়; স্ব-সম্প্রদায়ের। 'তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্ববর্ধিত, স্ববর্দ্ধিত [স] *বিণ* আত্মপ্রতিষ্ঠ। 'মহতের এই ধর্ম্ম স্ববর্দ্ধিত লোকের কোনহ প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্ববল [স] *বি* নিজ বীরত্ব। 'ভুবন জিনি জিনিলা স্ববলে দিগ্বিজয়ী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

স্ববলে *ক্রিবিণ* জোর ক'রে। 'ওকে এখান হতে স্ববলে লয়ে যায়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

স্ববশ [স] ১ *বি* নিজের অধিকার। 'স্ববশে নহে বিরহীণী রামা রি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্ববশীভূত [স] *বিণ* নিজের অধিকারভুক্ত। 'রাজ্যসমূহকে স্ববশীভূত করিয়া ধীসচিব কর্ম্মসচিব সভাস্থ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত সভামধ্যে বসিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্ববাক্যপ্রতিপালন [স] *বি* নিজের কথা রাখা। 'রাজা স্ববাক্যপ্রতিপালন কারণ দশ সহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ঐ লৌহময়ী দারিদ্র্য প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্ববাস [স] *বি* নিজ আবাসন। 'যোগের ও ভোগের অভিলাষে অন্যবাসে প্রবাস করিলে তাঁহার স্ববাসের সাধ্বীও অসাধ্বী হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্ববাহুবল [স] *বি* আপন শক্তি। 'ওলাওঠারোগ স্ববাহুবলে পূর্ব্ব রোগরাজেরদিগের রাজ্যচ্যুত করণান্তর ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

স্ববিরোধী [স] *বিণ* নিজের অবস্থানের বিরোধী। 'এই-সব স্ববিরোধী কথা মানুষের সহজ বুদ্ধির সহজ ভাষার সীমার বাইরেকার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'স্ববিরোধী সামাজিক জটাজালের মত এও আর এক স্ববিরোধী ঘটনা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্ববুদ্ধি [স] *বি* নিজ বুদ্ধি বা জ্ঞান। 'স্ববুদ্ধিরে সেই তো ধাঁধায় কল্পকথার লক্ষ পাকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

স্ববুদ্ধিজীবী [স] *বিণ* নিজের বুদ্ধিতে জীবিকা উপার্জনকারী। 'যাঁহারা স্ববুদ্ধিজীবী তাঁহারাই বা কী করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বভবন [স] *বি* নিজ গৃহ। 'যে যাহার সবে যায় স্বভবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বভাব [স] ১ *বিণ* প্রকৃতিগত। 'সুবেশা স্বভাব রঙ্গে/ সদা কাল ফিরে সঙ্গে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* বৈশিষ্ট্য; প্রকৃতি। 'যখন জড় ও স্থির স্বভাব জানিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'সকল ধর্মেই এই মানব-স্বভাব লক্ষিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৩ *বি* প্রাকৃতিক পরিবেশ। 'এই সময়ে স্বভাবের কান্তি একেবারে লোপ পাইয়া যায়; প্রকৃতি সমস্ত গাছপালা ফুল পাতা হারাইয়া ... যেন কাঁদিতে থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৪ *বি* চরিত্র। 'পড়াশনো করো, ছাড়ো শাস্ত্র আষাঢ়ে, মেঝে ঘষে তোল রে বাপু স্বভাব চাষাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্বভাবকবি [স] *বি* যার মধ্যে সহজাত কবিত্বের গুণ রয়েছে। 'স্বভাবকবি কক্ষে পেলে না সে সভায়।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বভাবকৌতূহলী [স] *বিণ* কৌতূহলী প্রকৃতিসম্পন্ন। 'স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বভাবগত [স] ১ *বিণ* সহজাত। 'আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* স্বভাবসুলভ। 'তার মধ্যে স্বভাবগত চেতনার প্রাচুর্য।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

স্বভাবচরিত্র [স] *বি* চালচলন। 'মানুষের স্বভাবচরিত্র বা অন্তরের কথা বোঝা তার পক্ষে সহজ নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

স্বভাবজ [স] *বিণ* স্বভাবজাত। 'ইহা একরূপ স্বভাবজ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বভাবজয়ী [স] *বিণ* স্বভাবকে জয় করেছে এমন। 'স্বভাবজয়ী হতে আবার আমাদেরে সেই বলো।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বভাবজা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বভাবজাত। 'ভাষা কতদূর অনুকৃতা। এবং কতদূর স্বভাবজা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বভাবজাত [স] *বিণ* প্রকৃতিগত। 'গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বভাবত, স্বভাবতঃ [স] ১ *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'স্বভাবতঃ নীচপতি সতত চঞ্চলমতি।' *ভারত*, ১৭৬০; 'স্বভাবত কেবল মনুষ্যতে আছে ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *ক্রিবিণ* চরিত্রগতভাবে। 'স্বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তত্ত্ব্যতিরেকে নানা ঔপদেশিক বিদ্যাতে অতিনিপুণ।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *ক্রিবিণ* প্রকৃতপক্ষে। 'স্বর্ণ স্বভাবতঃ অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৪ *ক্রিবিণ* প্রকৃতিগতভাবে। 'নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল পক্ষী যেমন স্বভাবতই ... শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

স্বভাবতঃই *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'প্রস্রবণের জল স্বভাবতঃই সর্বদা উষ্ণ থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্বভাবদত্ত [স] *বিণ* সহজাত। 'এ হল নারীর স্বভাবদত্ত লড়াইয়ের রীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বভাব-দুর্গন্ধ [স] *বিণ* স্বভাবতই দুর্গন্ধযুক্ত। 'স্বভাব-দুর্গন্ধ যে ফুল, সে দোষ তো ফুলের নয়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বভাবদোষবশতঃ [স] *বি* সহজাত দোষের কারণে। 'সে, স্বভাবদোষবশতঃ, কেবল দুঃশীল, দুশ্চরিত্র বালকগণের সহিত কুৎসিত ক্রীড়ায় আসক্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্বভাবধর্ম, স্বভাবধর্ম্ম [স] ১ *বি* সহজাত বৈশিষ্ট্য। 'জীবের স্বভাব ধর্ম ঈশ্বরভজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য। 'রাষ্ট্রের স্বভাব-ধর্ম হ'চ্ছে নিজের আত্মরক্ষার সমুচিত সুব্যবস্থা করা।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বভাব না যায় ম'লে – মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। 'স্বভাব না যায় ম'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বভাববন্ধ্যা [স] *বি* স্বাভাবিক বন্ধ্যা। 'স্বভাববন্ধ্যার মতো যেন তার ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

স্বভাববর্ণন [স] *বি* স্বীয় অনুভূতির বর্ণনা। 'স্বভাববর্ণন ও ঋতুপরিক্রমা থেকে আরম্ভ করে ধর্মসঙ্গীত প্রেম-সঙ্গীত স্বদেশী-সঙ্গীত, উৎসব-সঙ্গীত ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বভাববর্বর [স] *বিণ* স্বভাবগতভাবে নির্দয়। 'যে ব্যক্তি শিক্ষায় ও অভ্যাসে পুরুষানুক্রমে স্বভাববর্বর নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বভাববিদ্রোহী [স] *বিণ* প্রকৃতিগতভাবে বিদ্রোহী। 'স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বভাববিরুদ্ধ [স] *বিণ* প্রকৃতিবিরুদ্ধ। 'সেটি আমার স্বভাববিরুদ্ধ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩; 'তিনি জানেন কোনটা স্বভাবসিদ্ধ, কোনটা স্বভাববিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বভাববিশ্বাসী [স] *বি* প্রকৃতিগতভাবে বিশ্বাসী যে। 'স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বভাব-বৈজ্ঞানিক *বি* জন্মগতভাবেই বিজ্ঞানী। 'বর্তমান প্রবন্ধের ইন্দুরের উল্লেখ করা যাইতেছে সে বোধ করি স্বভাব-বৈজ্ঞানিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বভাবভ্রষ্ট [স] *বিণ* স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থেকে সরে এসেছে এমন। 'যাকে মানুষ করা হয় ... সে একটি পোষা বাঘের মতো স্বভাবভ্রষ্ট।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

স্বভাবমাতাল [স] *বিণ* সহজাতভাবে নেশাগ্রস্ত। 'মদের দিকেই স্বভাবমাতাল পুরুষজাতটার ঝোঁক বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্বভাবমুখরা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বভাবত কথা বেশি বলে এমন। 'রায়-বাড়ির স্বভাবমুখরা মেয়ে, কঠোর কলহপরায়ণা হইয়া উঠিল।' *তারা*, ১৯৪০।

স্বভাবসংগত, স্বভাব-সঙ্গত [স] ১ *বিণ* স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* প্রকৃতিগত। 'এই ভাব-বৈচিত্র্যই মনোরম ও স্বভাব-সঙ্গত।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বভাবসাধ্য [স] *বিণ* স্বভাবের উপযুক্ত; স্বাভাবিক। 'আমাদের স্বভাবসাধ্য অন্য কোনোরকম পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বভাবসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* স্বাভাবিক। 'সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* প্রকৃতিগত। 'ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতার ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৩ *বিণ* স্বভাবজাত। 'স্বদেশের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* সহজাত। 'স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৫ *বিণ* স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'তিনি জানেন কোনটা স্বভাবসিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বভাবসিদ্ধতা [স] *বি* সহজাত প্রবণতা। 'দেশের স্বভাবসিদ্ধতা প্রযুক্ত উৎকোচের ভয় তাঁহারদের মনে লগ্নই রহিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

স্বভাবসুন্দর [স] *বিণ* প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর। 'স্বভাবসুন্দর স্থানে শোভে পাভীগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০

স্বভাবসুলভ [স] *বিণ* স্বভাবজাত। 'ধ্রুব তাহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ও গৌরবের সহিত ঘাড় নাড়িয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ক্ষুরধার ভাষায় বললেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

স্বভাবসৌন্দর্য [স] *বি* প্রকৃতির সৌন্দর্য। 'বিশ্বামিত্র নিজে স্বভাবসৌন্দর্যের জন্য বড়োই পাগল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

স্বভাবসৌম্য [স] *বিণ* স্বভাবত মনোহর; অকৃত্রিম শোভাসম্পন্ন। 'শান্ত স্নেহপূর্ণ স্বভাবসৌম্য মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্বভাব-হিংস্র [স] *বিণ* স্বভাবগতভাবে হিংস্র। 'স্বভাব-হিংস্র শক্তিসামর্থ্যসম্পন্ন প্রাণীরাও ... সাহস করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বভাবাক্রান্ত [স] *বিণ* স্বভাব দ্বারা চালিত। 'জমিদার মাত্রেই পঞ্চদশ লুইয়ের স্বভাবাক্রান্ত।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

স্বভাবানুকারী [স] *বিণ* অকৃত্রিম। 'প্রসাদগুণবিশিষ্ট এবং স্বভাবানুকারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বভাবান্তর [স] *বি* অন্য স্বভাব। 'মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বভাবোক্তি [স] *বি* স্বভাবগত উক্তি। 'বিপদ তখনই ঘটে যখন নানা কারণে কবিরা পর্যন্ত স্বভাবোক্তি এবং অর্থব্যক্তির নামে...।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্বভাষা [স] *বি* নিজের ভাষা। 'ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যেমন স্বভাষা অভ্রান্তরূপে সংগ্রহপূর্ব্বক লেখেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্বভাষী [স] *বিণ* একই ভাষায় কথা বলে এমন। 'জেনেছে তাহার স্বভাষী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বমত [স] *বি* নিজ মত। 'মহাশয় স্বমত সংস্থাপনার্থে বিবিধ যুক্তি সিদ্ধ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসিদ্ধ প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

স্বমতবিঘাতক [স] *বিণ* নিজের মতের বিরোধী। 'স্বমতবিঘাতক মীমাংসা করেননি কোনো অবস্থায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

স্বমধ্যবর্তি [স স্বমধ্যবর্তী] *বিণ* নিজের মধ্যের। 'স্বমধ্যবর্তি আত্মানুরূপ বীজদায়ক ফলদ বৃক্ষ।' *কেরী*, ১৮০৪।

স্বমন্দির [স] *বি* নিজমন্দির। 'স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্বমহিমা [স] *বি* আপন গৌরব। 'দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত হতে হতে তিনি তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্বমার্গচ্যুত [স] *বিণ* নিজের অবস্থান থেকে বিচ্যুত। 'অনেক যথার্থ ক্ষমতাবান সাহিত্যিক পর্যন্ত স্বমার্গচ্যুত হতে পারেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্বমি [স স্বামী] *বি* পতি। 'স্বমি ভিক্ষা দেহ মোরে তৃদস ইস্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বমূর্তিতে *ক্রিবিণ* সুস্থ দেহে; বহাল তবিয়তে। 'আমি তার পাশে স্বমূর্তিতে বিরাজমান।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

স্বমূলত্ব [স] *বি* মূলের সঙ্গে যোগ আছে এমন প্রকৃতি। 'পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলির স্বমূলত্ব স্থাপিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বযুগ [স] *বি* নিজের কাল। 'চিত্রকর ও স্থপতি হিসেবে তিনি স্বযুগে কর্ম অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেননি।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বয়ং [স] ১ *বিণ* স্বাধীন। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *সর্ব* নিজে। 'তিনি স্বয়ং কথা, যেমতে কথাএ সৃষ্টি করিলেন তেমতে কথাএ রাখিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

স্বয়ংক্রিয় [স] *বিণ* নিজে নিজে চলে এমন। 'স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের কাজ শুরু।' *পাশা*, ১৯৭১।

স্বয়ংজীবী [স] *বিণ* স্বশক্তিতে বিরাজমান। 'স্বয়ংজীবী খোদাতালার আশ্রয় ...।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

স্বয়ংতুষ্ট [স] *বিণ* আত্মসুখী। 'নিজেদের নিয়েই তারা স্বয়ংতুষ্ট।' *জীবন*, ১৯৪৮।

স্বয়ংপ্রকাশ [স] *বিণ* স্বশক্তিতে প্রকাশিত। 'সত্য স্বয়ংপ্রকাশ।' *নজরুল*, ১৯২৩।

স্বয়ংলেখ [স] *বিণ* নিজে লিখতে পারে এমন। 'স্বয়ংলেখ যন্ত্রের আবিষ্কার দ্বারা এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

স্বয়ংশান্তি [স] *বিণ* নিজের প্রশান্তিপূর্ণ। 'প্রেম তাকে দিল সান্ত্বনা, দিল স্বয়ংশান্তি তৃপ্তির ঘর।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

স্বয়ংসম্পূর্ণ [স] *বিণ* অন্যের সহায়তা ছাড়াই কাজ করতে পারে এমন। 'প্রত্যেকটি সেন্টেন্স স্বয়ংসম্পূর্ণ।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

স্বয়ংসম্পূর্ণতা [স] *বি* স্বনির্ভরতা। 'গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মূল কথা স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

স্বয়ংসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* নিজ চেষ্টায় সাফল্যলাভকারী। 'স্বয়ংসিদ্ধ লোকটির কাছে।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* নিজের নীতিতে চালিত। 'সে-যে স্বয়ংসিদ্ধ এবং সে কারণে মূল্যবান – সব মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির কেন্দ্রে এই মানবতন্ত্রী প্রত্যয় সক্রিয়।' *শিব*, ১৯৫০।

স্বয়ং স্বয়ং *বিণ* নিজ নিজ। 'সকলকে স্বয়ং স্বয়ং সভাস্থ হইতে হইবেক।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

স্বয়ং হওয়া *ক্রি* স্বাধীন হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্বয়ম্‌-প্রকাশ [স স্বয়ংপ্রকাশ] *বি* আপন শক্তিতে প্রকাশ। 'আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্‌-প্রকাশের বীণা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

স্বয়ংবর, স্বয়ম্বর [স] ১ *বিণ* আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কন্যা কর্তৃক পাত্র নির্বাচনকারী। 'তিন কৈন্যা রাজার হইব স্বয়ম্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'তখন রাজা কন্যার স্বয়ংবরের আদেশ দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যথা স্বয়ম্বরস্থলে, রাজেন্দ্রমণ্ডল।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* মনোনীত। 'তোমার স্বয়ম্বর নাগরকে বেতন দিতে হয়, না পেটভাতা?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

স্বয়ংবর-সভা [স] *বি* আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কন্যা কর্তৃক পাত্র বেছে নেওয়ার অনুষ্ঠান। 'রঙ্গমঞ্চের উপরে যখন স্বয়ংবর-সভার আবির্ভাব হল।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

স্বয়ম্বরসমারোহ [স] *বি* কন্যা কর্তৃক পতি নির্বাচন অনুষ্ঠান। 'স্বয়ম্বরসমারোহ দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

স্বয়ম্বরা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে পাত্র নির্বাচনকারিণী। 'স্বয়ম্বরা-রূপবতী রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ স্ত্রী* নিজের স্বামী নিজে নির্বাচন করে এমন। 'শিবসাক্ষাৎ-স্বয়ম্বরা হবি না কি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

স্বয়ম্প্রভা [স] *বিণ* স্বীয় জ্যোতিতে দীপ্ত। 'পীনপয়োধরা ঘৃতাচী; সু-উরু রম্ভা; নিত্য-প্রভাময়ী স্বয়ম্প্রভা।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

স্বয়ম্বর *দ্র* স্বয়ংবর

স্বয়ম্ভরতা [স] *বি* স্বনির্ভরতা। 'প্রাতিস্বিকের স্বয়ম্ভরতায় প্রত্যয়ী হওয়া সত্ত্বেও রেনেসাঁসী বিশ্ববীক্ষায় ...।' *শিব*, ১৯৬০।

স্বয়ম্ভূ, স্বয়ম্ভু [স] ১ *বিণ* স্বয়ংসৃষ্ট। 'স্বয়ম্ভু মানসহর নিরমর নীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'অমানুষিক স্বয়ম্ভু সত্য বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'প্রভা – স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যাঁর।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্বয়ম্ভুকুসুম [স] *বিণ* যৌবন। 'পুরুষ পরশ রসে গেল চারি মাস খুল্লনার স্বয়ম্ভুকুসুম পরকাশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্বয়ামী [স স্বামী] *বি* স্বামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

স্বর[১] [স] ১ *বি* সুর। 'মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে গোকুল যুবতীগণে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* কণ্ঠধ্বনি। 'কোকিল ললিত স্বর।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ *বি* ভাষা। 'দনাঞি পণ্ডিত মোরে কহিল নিষ্ঠুর স্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* শ্বাস। 'ব্রহ্ম রন্ধ্র ধরিল বিষে নাকে নাহি স্বর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

স্বরকৌশল [স] *বি* কথার চতুরতা। 'ব্যক্তিত্বের দিব্য স্পষ্টতা আছে ছেলেটির ... সে কি স্বরকৌশলের সিদ্ধি শুধু।' *জীবন*, ১৯৪৮।

স্বরগাম্ভীর্য [স] *বি* কণ্ঠস্বরের গম্ভীরতা। 'মহীন্দ্রের স্বরগাম্ভীর্যে ননী রুক্ষ হইয়া উঠিল।' *তারা*, ১৯৪০।

স্বরগ্রাম [স] *বি* সঙ্গীতের (সারেগামা ইত্যাদি) সপ্তস্বর। 'যে কড়িসুরটা আর-সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'বীণাতে যা বাজছে তার স্বরগ্রামের শ্রুতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিভাগজ্ঞান ...।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বরচাতুর্য, স্বরচাতুর্য্য [স] *বি* সুরের কৌশল। 'গীতের ... স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বরজ্ঞান [স] *বি* সঙ্গীতের সুর বিষয়ক জ্ঞান। 'দু-জনের মধ্যে যেমন স্বরজ্ঞান বিষয়ে বিষম অমিল।' *অবন*, ১৯২৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরধ্বনি [স] *বি* ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস কোথাও বাধা না পেয়ে উচ্চারিত হয় যে ধ্বনি। 'যাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তাহাকে স্বর-ধ্বনি বলে।' *সুনীতি*, ১৯৩৯; 'সাতেক স্বরধ্বনি এবং ছত্রিশটি ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ স্থান।' *হাই*, ১৯৫৩।

স্বরবর্ণ [স] *বি* কণ্ঠনালি থেকে ওষ্ঠ পর্যন্ত কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না-হয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তার প্রতীক; অ হতে ঔ পর্যন্ত বর্ণ। 'শিশুশিক্ষা, প্রথম ভাগ, স্বরবর্ণ।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

স্বরবর্ষণ [স] *বি* বক্তৃতা। 'শব্দভেদী সমারোহের স্বরবর্ষণ মুহূর্তে হয়ে গেল অবাস্তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বরবহুল [স] *বিণ* সুরের প্রাধান্যবিশিষ্ট। 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত স্বরবহুল আর রবীন্দ্রসঙ্গীত বাণীবহুল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বরবান [স] *বিণ* কণ্ঠস্বরসম্পন্ন। 'পায়ে গোদ, অতি চমৎকার ভেকধারী ভেকের ন্যায় স্বরবান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বরভঙ্গ [স] *বি* বেসুর। 'সূচিত স্বরভঙ্গ তার কেকার রবে ষড়জে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

স্বরভঙ্গী [স] *বিণ* কণ্ঠধ্বনির বিশেষ রূপ। 'উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বরভেদ [স] ১ *বি* ভাঙা গলায় কথা বলা। 'বৈবর্ণ্যাশ্রু স্বরভেদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য। 'করিআ স্বরভেদ ব্রাহ্মণ পড়ে বেদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্বরমাধুর্য [স] *বি* গলার মিষ্টত্ব। 'কণ্ঠে স্বরমাধুর্যের অভাব থাকিলেও কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বরমূর্তি [স] *বি* স্বররূপ মূর্তি। 'বীণার তার তারা চাইছে স্বরমূর্তিকে পেতে।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বরযন্ত্র [স] *বি* গলার ভিতরে ধ্বনি উচ্চারণের স্থান; স্বরতন্ত্রী। 'গলার স্বরযন্ত্রের উপরটায় আঙুল ঠেকিয়ে ...' *হাই*, ১৯৫৪।

স্বরযোজনা করা *ক্রি* আওয়াজ করা। 'গম্ভীর অথচ ঈষৎ কার্কশ্যময় বীরকণ্ঠে স্বরযোজনা করিয়া কহিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

স্বরলহরী [স] *বি* সুর-তরঙ্গ। 'মনোহর, যথা বাঁশরীস্বরলহরী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

স্বরলিপি [স] *বি* গানের সুর যাতে লিপিবদ্ধ থাকে। 'দীপ্তির পিয়ানো বাজাইবার স্বরলিপি বইখানা তোমরা এত করিয়া খুঁজিতেছিলে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'গানগুলির স্বরলিপি করে বন্ধু দিলীপকুমার।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্বরলীলা [স] *বি* স্বরের খেলা। 'কণ্ঠের স্বরলীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বরসংগতি [স] *বি* হার্মনি; একটি স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্য স্বর বাজানো অথবা উচ্চারণ করা। 'য়ুরোপীয় সংগীতে যে হার্মনি অর্থাৎ স্বরসংগতি আছে, আমাদের সংগীতে তাহা চলিবে কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

স্বরসংস্থান [স] *বি* যেখানে ধ্বনির উদ্ভব হয়। 'তার স্বরসংস্থানের কোষ-গঠনের চেহারাটা দেখিতে পাওয়া সহজ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

স্বরসমষ্টি [স] *বি* (সঙ্গীতের) স্বরসমূহ। 'আজিকার ঐ বিচিত্র বিশৃঙ্খল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহাসংগীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বরসমাবেশ [স] *বি* স্বরের ঐকতান। 'একটা মূল স্বরসমাবেশ কানে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বরসম্মিলন [স] *বি* ঐকতান। 'বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একট স্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বরসাম্য [স] *বি* স্বরের সমতা; স্বরসঙ্গতি। 'এইরূপ স্বরসাম্য কো এবং কিছু পরিমাণে দ্রাবিড় ভাষায় দেখা যায়।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

স্বরসুধা [স] *বি* সুররূপ অমৃত। 'বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকি বরষিলা স্বরসুধা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বরাঘাত [স] *বি* উচ্চারণের সময়ে শব্দের নির্দিষ্ট স্থানে জোর বা ব প্রয়োগ; অ্যাকসেন্ট। 'বাংলা উচ্চারণে বাক্যারম্ভমাত্রেই যে স্বরাঘাতের সূচনা হয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বরেসুরে *ক্রিবিণ* মিষ্টভাষায়। 'কত ভালোবেসে মৃদু স্বরেসুরে ব তাকে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

স্বর² [স স্বর্গ] *বি* স্বর্গ। 'আপনি হইএ স্বর ঈশ্বর তবে কেন।' *মানিকরাম* ১৭৮১।

স্বর³ [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'লালচাঁদ স্বর।' *সেবি* ১৮৪০।

স্বরগ [স স্বর্গ] *বি* বিশ্বাসীদের মতে, মৃত্যুর পরের বাসস্থান। 'আসি নেমে স্বরগ হতে করুণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

স্বরগ-গঙ্গা [স স্বর্গগঙ্গা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের গঙ্গা। 'পেলে দে সুন্দরের স্বরগ-গঙ্গায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্বরগপ্রভা [স স্বর্গপ্রভা] *বি* স্বর্গের উজ্জ্বলতা। 'উন্নত সতীর স্ত স্বরগপ্রভায় মানবের মর্তভূমি করেছে উজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্বরচিত [স] ১ *বিণ* নিজের দ্বারা লিখিত বা প্রণীত। 'এই সময়েই, তি স্বরচিত অঙ্কবিদ্যার গ্রন্থও মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন।' *বিদ্যা* ১৮৫৬। ২ *বিণ* নিজের নির্মিত। 'স্বরচিত গৃহে মরিল দুর্মা পুরোচন।' *মাইকেল*, ১৮৬৩। ৩ *বিণ* নিজে রান্না করেছে এমন 'তাঁহার স্বরচিত ব্যঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৪ *বিণ* নিজের সৃষ্টি 'স্বরচিত আবরণের মধ্যে সে একটি কৃত্রিম জগতে বাস করে *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৫ *বিণ* নিজের কল্পিত। 'দুর্বলের স্বরচিত শত্রু চেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৬ *বিণ* নিজের দ্বারা সজ্জিত। 'মাথা স্বরচিত পাগড়ি।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

স্বরণ [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্বরণার্থ [স স্মরণার্থ] *বিণ* স্মারক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্বরন [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

স্বরা [স স্মরণ>] *ক্রি* স্মরণ করা। **স্বরি** *ক্রি* স্মরণ ক'রে। 'তোমা স্ব আসিব আপনি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

স্বরাজ [স] ১ *বি* স্বাধীনতা। 'স্বরাজ্যে স্বরাজ অপেক্ষা গৌরবের কথা . কি ভাই?' *মশাররফ*, ১৯০৮; 'বস্তুত জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও স্বরা চলিতে পারে কিনা সেটা আসল তর্ক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ অধিকার। 'সে জয় করতে বেরোল আপন স্বরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বরাজ-টরাজ *বি* স্বায়ত্তশাসন বা অনুরূপ ব্যবস্থা। 'স্বরাজ-টরা বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রক করে থাকেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বরাজ-ফরাজ *বি* স্বায়ত্তশাসন বা অনুরূপ ব্যবস্থা। 'কর্তা হবার শ সবারাই, স্বরাজ-ফরাজ ছল কেবল!' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বরাজমন্ত্র [স] *বি* নিজ দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে গ্রহ করার আদর্শ; স্বরাজ আন্দোলনের দীক্ষা। 'দেশধর্মগুরুর নিক হইতে স্বরাজমন্ত্রও গ্রহণ করিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরাজ সাধনা [স] *বি* স্বাধিকারের প্রয়াস। 'স্বরাজ সাধনার শক্তিবলে আয়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আজ লোভীর মধুচক্রে পরিণত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্বরাজী ১ *বিণ* স্বরাজ আন্দোলনে বিশ্বাসী। 'কর্পোরেশনের স্বরাজী কর্ণধারগণ এবার ঐ অন্যায় ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিয়া ...।' *দর্শন*, ১৯২৪; 'স্বরাজীরা ভাবে নারাজি, নারাজি ভাবে তাহাদের অঙ্কুশি।' *নজরুল*, ১৯১২৫। **২** *বিণ* স্বাধীন। 'পৃথিবীতে স্বরাজী এমন কোনো দেশই নেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বরাজ্য [স] *বি* নিজ দেশ। 'স্বরাজ্য হস্তান্তরিত হইল!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্বরাট [স] **১** *বি* ঈশ্বর। 'বিরাটের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বরাটের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩। **২** *বিণ* বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। 'সীমাহীন মাঠ, আকাশ স্বরাট।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্বরাষ্ট্র [স] *বিণ* রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ক। **স্বরাষ্ট্র উজীর** [স স্বরাষ্ট্র+আ ওয়াজির] *বি* স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র উজীর ও সাবেক বিচারপতি।' *আজাদ*, ১৯৬২।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী [স] *বি* যে মন্ত্রী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।' *বেগম*, ১৯৬৫।

স্বরাষ্ট্র সচিব [স] *বি* স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকর্তা। 'প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব ও রাজস্ব সচিবের সঙ্গে দিল্লীতে ভারত সরকারের সহিত যে কথাবার্তা হয় ...।' *জামায়াত*, ১৯৭০।

স্বরীশ্বর [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে স্বর্গের অধিপতি; ইন্দ্র। 'নাচিত অলরাকুল, যবে শচীপতি, স্বরীশ্বর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বরীশ্বরী [স] *বি* স্বর্গের রানী। 'শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে একাকিনী স্বরীশ্বরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বরূপ [স] **১** *বি* আপন রূপ। 'স্বরূপে জীএ কাহ্নাঞি তোর আলিঙ্গনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রকৃত রূপ। 'পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; স্বরূপ অরূপ প্রভু অনন্ত সুরতী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* তুল্য। 'সুগন্ধি স্বরূপ তোক্ষা দেখি মোর মন।' *সুলতান*, ১৭০০; 'উক্ত সাহেব আসিয়াটিক সোসৈটির বহুকালাবধি অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৪** *অব্য* জন্য। 'ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা বাসাখরচের স্বরূপ ৫ টাকা মাসিক পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৫** *বি* অস্তিত্ব। 'মর্তের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বরূপাবয়ব [স] *বি* প্রকৃত অবয়ব। 'যথার্থ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার স্বরূপাবয়ব সংপ্রকাশিত হয় নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

স্বরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* সদৃশ। 'প্রকৃতি স্বরূপা দেবি শ্রীষ্টির পালনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সদৃশ রূপের অধিকারী। 'কন্যা রূপে লক্ষ্মীস্বরূপিণী।' *মাইকেল*, ১৮৭৪; 'ফ্রান্সের রাজধানী ভূতলে অমরাবতী স্বরূপিনী জগদ্বিখ্যাত প্যারিস মহানগরীতে যে অদ্বিতীয়।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

স্বরূপেসি *ক্রিবিণ* সত্য ব'লে। 'তুমি গঙ্গা বারাণসী স্বরূপেসি জান।' *বড়ু*, ১৫৭০।

স্বর্গ [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতাদের বাসস্থান। 'স্বর্গে রাখু মর্ত্তে রাখু তলে পাছ শুধি।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন, হে দেব, হে দেবীগণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* আকাশ। 'স্বর্গেত ফেলিলে থুক বদনে লাগয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* পরলোক। 'তাহার পররাত্রে তিনি স্বর্গ হইতে এই শিশিরে (শিশিরাক্ত পৃথিবীতে) নামিয়া আসিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বি* সৌন্দর্য-জগৎ। 'আমার স্বর্গ আমার সৌন্দর্যকল্পনার চরম তীর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৫** *বি* পৃথিবীর উর্ধ্বে কল্পিত অসীম অপার্থিব জগৎ। 'মর্তের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান চোখে পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বর্গক্ষরা [স] *বিণ* স্বর্গচ্যুত। 'স্বর্গক্ষরা ক্ষণিক জীবন – করিসনে তার অপব্যয়।' *নজরুল*, ১৯৪১।

স্বর্গখেলনা *বি* স্বর্গীয় লীলা। 'আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা গড়িব না ধরণীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বর্গগত [স] *বিণ* মৃত্যুবরণ করেছে এমন। 'বহুকাল কর্ম্ম করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

স্বর্গগামী [স] *বিণ* স্বর্গে গমন করে এমন। 'স্বর্গগামী সিঁড়ি।' *জীবন*, ১৯৪০।

স্বর্গচারী [স] *বিণ* স্বর্গে বিচরণকারী। 'ভিতরে সে স্বর্গচারী, বাহিরে সে নরক-কীট।' *নজরুল*, ১৯৪২।

স্বর্গচূড় [স] *বি* স্বর্গচূড়া। 'পড়িল ধসিয়া গৌরীশঙ্কর হিমালয় শির স্বর্গচূড়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বর্গচ্যুত [স] **১** *বি* স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। 'যার ছলে স্বর্গচ্যুত হয় দেবগণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* দুশ্চিন্তাহীন আনন্দময় জগৎ থেকে বিতাড়িত। 'স্বর্গচ্যুত কৈশোরের অভিব্যাপ্ত অরুন্তুদ ক্ষতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বর্গ-জনিতা [স] *বি* (ধর্মীয়বিশ্বাস) স্বর্গের জনক। 'পৃথিবীর পিতা স্বর্গ-জনিতা তিন লোক বাঁধা যাঁর বিধানে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বর্গত [স] *বিণ* পরলোকগত; স্বর্গবাসী। 'আমরা স্বর্গত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন পালন করলুম।' *মুজতবা* ১৯৬৬।

স্বর্গত্ব [স] *বি* মৃত্যু। 'রোম রাজত্ব হারিয়ে স্বর্গত্ব লাভ করল।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

স্বর্গদূত [স] *বি* (মুসলিমবিশ্বাস) স্বর্গের বার্তাবাহক; ফেরেশতা। 'ডাকিলে আসিত স্বর্গদূত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

স্বর্গদৃষ্টি [স] *বি* মহত্তম দৃষ্টি। 'স্বর্গের স্মৃতি শুধু নয়, তিনি পাইয়াছেন স্বর্গদৃষ্টি।' *সবুজ*, ১৯২১।

স্বর্গদ্বার [স] *বি* (মুসলিমবিশ্বাস) স্বর্গের দরজা। 'সহিদদিগের জন্য স্বর্গদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

স্বর্গধাম [স] *বি* স্বর্গ। 'ত্যজি ছার সংসার যাইব স্বর্গধামে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

স্বর্গপথ [স] *বি* দেবলোকে যাওয়ার রাস্তা। 'স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বর্গ-পারে *ক্রিবিণ* (হিন্দুবিশ্বাস) স্বর্গের ওপারে। 'কাকা বলেন, সময় হলে সবাই চলে যায়, কোথা সেই স্বর্গ-পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

স্বর্গপুর [স] *বি* হিন্দুমতে দেবতাদের বাসস্থান। 'যাহার প্রসাদে জীব যায় স্বর্গপুরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

স্বর্গপুরী [স] *বি* হিন্দুমতে স্বর্গলোক। 'পুরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে/ বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্গপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যু। 'হঠাৎ বাঞ্ছারামের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।' *বঙ্কিম*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৭৪।

স্বর্গ-ফেরতা *বিণ* স্বর্গ থেকে ফিরে এসেছে এমন। 'বন্ধু, তেমনই স্বর্গ-ফেরতা।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

স্বর্গবায়ু [স] *বি* স্বর্গের বাতাস; মধুর বাতাস। 'স্বর্গবায়ুর নিশ্বাস লাগে গায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

স্বর্গবাস [স] **১** *বি* মৃত্যু। 'কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে পড়ি হইল স্বর্গবাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* স্বর্গলাভ। 'ব্রাহ্মণ পূজিয়া যুধিষ্ঠিরের স্বর্গবাস।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

স্বর্গবাসী [স] *বিণ* স্বর্গের অধিবাসী; পরলোকবাসী। 'অন্তকালে স্বর্গবাসী হইব সে সব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

স্বর্গবিলাসী [স] *বি* সুখের সন্ধানী। 'সাবধান স্বর্গ বিলাসীর দল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্বর্গভান [স] *বি* স্বর্গজ্ঞান। 'চান্দ দেখি পৃথিবীরে হৈল স্বর্গভান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্বর্গভূমি [স] *বি* স্বর্গতুল্য সুখদায়ক স্থান। 'ধূলিময় যে-ভূমি সেই তো স্বর্গভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বর্গভিত [স স্বর্গভিত্তি] *বি* স্বর্গের ভিত্তি। 'থরথর কাঁপে স্বর্গভিত।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্বর্গভোগ [স] *বি* স্বর্গের সুখভোগ। 'এই স্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাই না।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

স্বর্গভ্রষ্ট [স] *বিণ* (ধর্মবিশ্বাস) স্বর্গচ্যুত। 'আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বর্গময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* স্বর্গীয়। 'যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে, শিরে ধরি সত্যের আদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্বর্গমর্ত [স] *বি* পরকাল ও ইহকাল। 'এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে সব চেয়ে পুরাতন কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বর্গমর্ত্যপাতাল, স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল [স] *বি* (ধর্মীয়বিশ্বাস) পৃথিবী, স্বর্গ ও পাতাল; ত্রিভুবন । 'স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেত কাহার না গণি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্বর্গমহিলা [স] *বি* কল্পিত অপ্সরা। 'আমি স্বর্গমহিলা নই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

স্বর্গমুখী [স] *বিণ* সুন্দর মুখবিশিষ্ট। 'পড়ুক বিমলবিভা পূর্ণ রূপরাশি স্বর্গমুখী কমলনয়ানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্বর্গরথ [স] *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) স্বর্গের রথ। 'মেঘলোকে ঘন অন্ধকারে দেখিতে না পাই কিছু – হেথা ক্ষণকাল রাখো তব স্বর্গরথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বর্গরাজ্য [স] *বি* স্বর্গরূপ রাজ্য। 'সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনাকে আশ্রয় করেই গ'ড়ে ওঠে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বর্গলাভ [স] *বি* ফললাভ; মৃত্যুলাভ। 'শক্তি সহ ভক্তিভাবে খেয়ে মাংস মদ/ হাতে হাতে স্বর্গলাভ প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

স্বর্গলোক [স] *বি* (ধর্মীয়বিশ্বাস) মৃত্যুপরবর্তী বাসস্থান। 'সৎকার কর্ম্মতি ক্রীয়া হেতু গেল স্বর্গলোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্বর্গলোভ [স] *বি* স্বর্গে যাওয়ার বাসনা। 'স্বর্গলোভ নাহি মোর।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

স্বর্গসভা [স] *বি* স্বর্গের সভা। 'ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বর্গসাধন [স] *বি* স্বর্গ লাভের জন্য সাধনা। 'তাঁহারা তাহা স্বর্গসাধন বোধ করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'না রে, না রে, হবে না তোর স্বর্গসাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বর্গসিঁড়ি *বি* স্বর্গে ওঠার সিঁড়ি। 'ব্যাঙ্কের অঙ্কের স্ফীতি ছিল যার স্বর্গসিঁড়ি, তার।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

স্বর্গসুখ [স] *বি* অপার্থিব অনাবিল ও অতুলন সুখ। 'তাই ব'লে স্বর্গসুখ/ কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বর্গসোপান [স] *বি* স্বর্গের সিঁড়ি। 'স্বর্গসোপানে রাখিনু চিহ্ন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্বর্গস্থা [স] *বিণ* (ব্যঙ্গ) স্বর্গে অবস্থানরত। 'বিবিকে স্বর্গস্থা করিয়া ঐ বাবুদিগের ... কটাক্ষ করিতেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বর্গস্মৃতি [স] *বি* স্বর্গের স্মৃতি। 'দানবের স্বর্গস্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

স্বর্গ হাতে পাওয়া *ক্রি* অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করা। 'মুহূর্তও দেখা পেলে স্বর্গ হাতে পাই যেন।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১।

স্বর্গারূঢ় [স] *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) মৃত। 'পাণ্ডুরাজা স্বর্গারূঢ় হইলে পর, ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে ... রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

স্বর্গারোহণ [স] *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) মারা যাওয়া। 'তাহার পর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভীমাদি ভ্রাতার সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

স্বর্গার্থ [স] *ক্রিবিণ* স্বর্গে যাওয়ার জন্য। 'যে অজ্ঞানিপুরুষেরা স্বর্গার্থ কর্ম্ম করে তাহাদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্বর্গী *বি* স্বর্গের দূত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

স্বর্গীয় [স] **১** *বি* (ধর্মীয়বিশ্বাস) স্বর্গীয় দূত; এঞ্জেল; ফেরেশতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* প্রয়াত। 'স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বিণ* মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবেন এমন। 'শহীদগণের মৃতদেহ অন্বেষণ করিয়া ... স্বর্গীয়, নারকীয় ... বাছিয়া লইতে হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৪** *বিণ* স্বর্গজাত। 'কিন্তু সে প্রেম স্বর্গীয়।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **৫** *বিণ* অপার্থিব। 'জ্ঞানের চেয়ে আনন্দ বেশি স্বর্গীয় বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৬** *বিণ* স্বর্গের। 'স্বর্গীয় শান্তিবারি মেঘের আশ্রয়ে ঝরিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

স্বর্গীয়তা [স] *বি* বিশুদ্ধতা। 'গির্জা ... ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশের চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বর্গে চড়ে বসা *ক্রি* পরম নিশ্চিন্তে থাকা। 'বহুদিনের আশা কাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বর্গেতর [স] *বিণ* স্বর্গের থেকে নিকৃষ্ট। 'মৃত্যুর পর স্বর্গেতর স্থানে গেলে মানুষকে বোধ হয়, অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বর্গোদ্যান [স] (ধর্মীয়বিশ্বাস) *বি* স্বর্গের উদ্যান। 'স্বর্গোদ্যানস্বরূপ এই অতুলশোভাসম্পদ স্থানের সর্ববস্তুই অতীব মনোহর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বর্গোপম [স] *বিণ* স্বর্গের তুল্য। 'স্বর্গোপম জননীর অঙ্ক পরিহরি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

স্বর্ণ [স] **১** *বি* সোনা। 'স্বর্ণ ৫৯৮০০ তঙ্কা।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* সোনালি। 'উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি, বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে, ধরারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৩** *বি* মূল্যবান সম্পত্তি। 'আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনকালে সঞ্চয় করিনি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্ণ-অগ্নি *বি* সোনালি রঙের আগুন। 'দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বর্ণ-অলংকার *বি* সোনার তৈরি অলংকার। 'মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার, সঁপি দিয়া শৃঙ্খল তোমার নিতে পারি নিজ দেহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বর্ণ-আলোক *বি* সোনালি আলো। 'সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার, স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বর্ণকঙ্কণ [স] *বি* সোনার কাঁকন। 'স্বর্ণকঙ্কণের ঝনৎকার আবার যেন সে শুনিতে পাইল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বর্ণকণা [স] *বি* সোনার কণা। 'উর্ধ্বশির তেঁতুল; কাঁঠাল, যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণকপিশ [স] *বিণ* গেরুয়া। 'তাহার মস্তকে স্বর্ণকপিশ জটাভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্বর্ণকমল [স] *বি* স্বর্ণরূপ পদ্মফুল। 'এখানে নিরন্তর অনুপম দিব্য স্বর্ণকমল সকল বিকশিত হইয়া আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বর্ণকরোজ্জ্বল [স] *বিণ* সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত। 'যাঁদের প্রতিভা ইতালিকে স্বর্ণকরোজ্জ্বল করে রেখেছিল সেইসব ভাবুক ও সাহিত্যিক ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বর্ণকলস [স] *বি* সোনার কলস। 'মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বর্ণকান্তি [স] **১** *বি* সোনার সৌন্দর্য। 'স্বর্ণকান্তি ধরি ফুলকুল ফোটে নিত্য।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* সোনালি আভা। 'রৌদ্রকিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্বাঙ্গে যেন ঝলমল করিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বর্ণকার [স] *বি* সোনা দিয়ে অলঙ্কার তৈরি করে যে। 'কাজি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

স্বর্ণকুক্ষী [স স্বর্ণকুক্ষি] *বিণ* গর্ভে স্বর্ণরূপ সন্তান ধারণকারী। 'স্বর্ণকুক্ষী রত্নগর্ভা জননী তোমার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

স্বর্ণ-কুহেলিকা *বি* সোনালি আলোর মায়াজাল। 'ক্ষণিক প্রদোষে, মিলাইল লয়ে তার স্বর্ণ-কুহেলিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বর্ণকূল [স] **১** *বি* স্বর্ণপুরী। 'অকূল আকুল শোক দুলে রে, ধায় কোন দূর স্বর্ণ-কূলে রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* সোনালি পুবাকাশ। 'বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের স্বর্ণ কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বর্ণ গোট [স স্বর্ণ>] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'বাজু হাতের কড়া স্বর্ণ গোট চাবির সিকলি; চন্দ্রহার গোলমল পাওজর ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বর্ণচক্ররথ [স] *বি* সোনার চাকাওয়ালা রথ। 'সারথি সহ স্বর্ণচক্ররথে উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণচাঁপা [স স্বর্ণচম্পা] *বি* ফুলবিশেষ। 'উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

স্বর্ণচামেলি *বি* সোনারঙা চামেলি ফুলবিশেষ। 'সে কোন স্বর্ণচামেলি বনের আভায় এ মাটি হল বিভুঁই?' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্বর্ণ-চুড়ি [স স্বর্ণ+চুড়ি] *বি* সোনার চুড়ি। 'কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণ-চুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্বর্ণচূড় [স] *বিণ* সোনার চূড়াবিশিষ্ট। 'লোকটির নাম বদলে তাঁকে স্বর্ণচূড় বলতে ইচ্ছে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'স্বর্ণচূড় শাহী আমামায় ঢেকে দিও দীর্ণ শির মোগলবিলাসে।' *হোসেন*, ১৯৪০।

স্বর্ণচূড়া [স] *বি* সোনালি রঙের শিখর। 'ত্রিলোকেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বর্ণছাদ *বিণ* সোনালি শিখর। 'স্তম্ভ সারি সারি ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

স্বর্ণচ্ছটা [স] *বি* সোনালি আভা। 'কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বর্ণ জুবিলী [স স্বর্ণ+ই জুবিলী] *বি* ৫০ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ ও হীরক জুবিলী দেখিয়াছি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

স্বর্ণডিম্ব [স] *বি* সোনার ডিম। 'সরকারের শুল্ক-হংস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করা বন্ধ করে দেবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্বর্ণতট [স] *বি* স্বর্ণময় তীর। 'যে কল্পতরু নন্দনকাননে, মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে প্রভাময়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণতন্ত্র [স] *বি* সোনার তার। 'দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র/ ঝনন রণন স্বর্ণতন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বর্ণথালি [স স্বর্ণস্থালি] *বি* সোনার থালা। 'তাহাকে একখানি স্বর্ণথালির মত দেখি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্বর্ণপক্ষ [স] *বি* সোনার পাখা। 'মাটিতে লুটানো আজ সেই স্বর্ণপক্ষ, তনুজ্জ্বল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

স্বর্ণ পঞ্চনরি [স স্বর্ণ>] *বি* সোনার তৈরি অলঙ্কারবিশেষ। 'তাহারা ... স্বর্ণ পঞ্চনরি, পাসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বর্ণপথ [স] *বি* স্বর্ণনির্মিত পথ। 'সুপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দিয়া চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণপাত্র [স] *বি* সোনার তৈরি পাত্র। 'সিংহের দুগ্ধ স্বর্ণপাত্রে রয় মেটেপাত্রে দিলে ওমন কেমন দেখায়।' *লালন*, ১৮৯০।

স্বর্ণপিঞ্জর [স] *বি* সোনা দিয়ে তৈরি খাঁচা। 'পাখীকে স্বর্ণপিঞ্জরে ... প্রতিপালন করিলেও সে যেমন আপন প্রিয় নিকেতন বন বিস্মৃত হইতে পারে না।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

স্বর্ণপুত্তলী *বি* সোনার পুতুল। 'নরেন্দ্র সমীপে দাঁড়ায় – উজ্জ্বল স্বর্ণপুত্তলীর দল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণপুরী [স] *বি* স্বর্ণময় প্রাসাদ। 'আজ সেই-সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত [স] *বিণ* সোনালি আলোয় উজ্জ্বল। 'দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যুষকাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্বর্ণপ্রসবিনী [স] *বিণ* স্বর্ণ ফলায় এমন। 'উর্বরতায় যাহাকে বলে স্বর্ণপ্রসবিনী ভূমি।' *তারা*, ১৯৪০।

স্বর্ণবণিক [স] *বি* সোনার ব্যবসায়ী; হিন্দু বণিক সম্প্রদায়বিশেষ। 'স্বর্ণবণিক এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

স্বর্ণবিভা [স] *বি* সোনার আলোক। 'তারুণ্যের স্বর্ণবিভা, চিবুক-নিটোল শুভ্রতার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

স্বর্ণবিভূষিত [স] *বিণ* সোনা দিয়ে অলঙ্কৃত। 'প্রত্যেক পত্র স্বর্ণ বিভূষিত।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্বর্ণবীণা [স] *বি* সোনার তৈরি বীণা। 'স্বর্ণবীণা করে, গাইছে মধুর গীত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্ণবেত্র [স] *বি* সোনার বেত। 'স্বর্ণবেত্র ধারণ করে ও দেউলের সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

স্বর্ণমণ্ডিত [স] *বিণ* স্বর্ণখচিত। 'স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বর্ণময় [স] **১** *বিণ* সোনার তৈরি। 'এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে স্বর্ণময়।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ* সোনালি। 'সায়াহ্নে প্রশান্ত রবি স্বর্ণময় মেঘমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বর্ণময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* স্বর্ণখচিত। 'কত দূরে শোভিল অম্বরে স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণ-মায়ামৃগ [স] *বি* জাদু দিয়ে তৈরি সোনার হরিণ। 'এই স্বর্ণ-মায়ামৃগ তোমারে দিয়েছে ধরা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বর্ণমুদ্রা [স] **১** *বি* স্বর্ণের মুদ্রা। 'দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মল বন্ধ স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* গিনি; ইংল্যান্ডের পুরানো সোনার মুদ্রাবিশেষ। 'আমাদের দেবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছু ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

স্বর্ণমৃগ [স] *বি* সোনার হরিণ। 'স্বর্ণমৃগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১; 'স্বর্ণ-মৃগ সম করি/ পলাতক দিগন্ত-শিকার।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বর্ণমূর্তি [স] *বি* সোনার প্রতিমা। 'স্বর্ণমূর্তি।' *বিদ্যা*, ১৮৬০; 'অনুমোদন ভিক্ষা করছেন সীতার স্বর্ণমূর্তিকে পার্শ্বে নিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

স্বর্ণমূল্য [স] *বিণ* অত্যন্ত উচ্চমূল্যের। 'এই রাজাধিরাজ বাজিতে স্বর্ণমূল্য সামগ্রী ... পারসীক বণিকগণের করায়ত্ত হইয়া পড়িল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বর্ণমেঘ [স] *বি* সোনালি রঙের মেঘ। 'তাই আমি খুঁজিতেছি। সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বর্ণযুগ [স] *বি* অত্যন্ত ভালো সময়। 'মুসলমানের স্বর্ণযুগ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

স্বর্ণরথ [স] *বি* সোনালি রথ। 'সূর্য আসেন স্বর্ণরথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বর্ণরাগ [স] *বি* সোনালি আভা। 'আকাশ থেকে আকাশে সূর্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বর্ণরেখা [স] *বি* নদীবিশেষ। 'স্নান করি স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্বর্ণরেণু [স] *বি* সোনার কণিকা। 'অরুণ-আলোর স্বর্ণরেণু মাখা হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'সুবর্ণরেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণরেণু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্বর্ণলঙ্কা [স] *বি* স্বর্ণের মতো ঐশ্বর্যপূর্ণ লঙ্কা নগর। 'বৈরিদল বেড়ে স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী স্বর্ণলঙ্কা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

স্বর্ণলতা [স] *বি* লতাবিশেষ। 'শুনি কথা স্বর্ণলতা আছাড়িয়া পড়ে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

স্বর্ণলতিকা [স] *বি* বনলতাবিশেষ। 'তোমার শিখরে ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণলেখা [স] **১** *বি* উজ্জ্বলতা। 'যেথা স্বর্ণলেখা জগতের প্রাতঃকালে দিয়েছিল দেখা আদি অন্ধকার-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* সোনালি অক্ষর। 'মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

স্বর্ণশস্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সোনার ফসলে পূর্ণ। 'স্বর্ণশস্যময়ী হেথাকার ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

স্বর্ণশস্যশালিনী [স] *বিণ* সোনার ফসল ফলে এমন। 'আমাদের স্বর্ণশস্যশালিনী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বর্ণশিঞ্জির *বি* সোনার নূপুর। 'পায়ে উঠল স্বর্ণশিঞ্জির ও পদাঙ্গুরীয়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

স্বর্ণশীর্ষ [স] *বিণ* সোনালি রঙের শিষ আছে এমন। 'শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্বর্ণশ্যেন [স] *বি* সোনালি বাজপাখি। 'বিশ্বনবীর রশ্মিদীপ্ত স্বর্ণশ্যেন নিখিল ভুবনে মেলেছে সে পাখা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্বর্ণসিংহাসন [স] *বি* সোনার তৈরি সিংহাসন। 'গোপুরের স্বরূপনারাণ স্বর্ণসিংহাসনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বর্ণসুধা [স] *বি* সুবর্ণময় সুধা। 'স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বর্ণসিন্দূর [স] *বি* পারদ ও গন্ধকঘটিত কবিরাজি ঔষধবিশেষ। 'খলের মধ্যে ডালিমের রসের সঙ্গে স্বর্ণসিন্দূর মেড়ে জিভ দিয়ে চেটে চেটে খেতে লাগলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

স্বর্ণসীতা [স] *বি* সোনা দিয়ে বানানো সীতা মূর্তি। 'স্বর্ণসীতা গড়ে পাশে বসাতে পারেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্বর্ণসূর্যরশ্মি [স] *বি* সোনালি সূর্যকিরণ। 'বাতাসেরা রুদ্ধশ্বাস আর লাখো-লাখো স্বর্ণসূর্যরশ্মি হানে মর্মভেদী রূঢ়।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

স্বর্ণ-স্বাক্ষর [স] *বি* উজ্জ্বল নিদর্শন। 'এও এক মহাবৈপ্লবিক সুদূরপ্রসারী স্বর্ণ-স্বাক্ষর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বর্ণ স্মিতি [স স্বর্ণ>] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণ স্মিতি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্বর্ণহাঙর *বি* সোনালি হাঙর। 'না জানি কোন স্বর্ণহাঙর শূন্য হাওয়ার গ্রাস গিলছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

স্বর্ণহার [স] *বি* সোনার মালা। 'কণ্ঠে বহুবিধ মণিমুক্তা স্বর্ণহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্বর্ণাক্ষর [স] *বি* সোনার তৈরি অক্ষর। 'সম্মুখেই রাজবাটির প্রবেশ-দ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

স্বর্ণান্বেষী [স] *বিণ* সোনা অনুসন্ধানকারী। 'একজন বড় স্বর্ণান্বেষী পর্যটক।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

স্বর্ণাভ [স] *বিণ* সোনালি আভাযুক্ত। 'জার্মান মহিলার স্বর্ণাভ কুন্তল অনেকাংশে হীন।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

স্বর্ণাভরণ [স] *বি* সোনা দিয়ে তৈরি অলঙ্কার। 'সে ... স্বকর্মে আসিয়া স্বামির নিকট স্বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

স্বর্ণাভা [স] *বি* সোনালি রঙের আভা। 'দিগন্তে স্বর্ণাভা: দূরে আলোর ইঙ্গিত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্বর্ণায়ু [স] *বিণ* স্বর্ণোজ্জ্বল। 'পদ্মার কি মেঘনার নীলকণ্ঠ স্বর্ণায়ু জটায়।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫১।

স্বর্ণালঙ্কার [স] *বি* সোনার গহনা। 'খোজেস্তা বিস্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্ণোজ্জ্বল [স] *বিণ* সোনার মতো উজ্জ্বল। 'তার পশ্চিমদিগন্তে পেনসনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'জানালা দিয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্যালোকের দিকে তাকায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্বর্লোক [স] *বি* স্বর্গ। 'ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

স্বলিখিত [স] *বিণ* নিজে লিখেছে এমন। 'এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্বল্প [স] ১ *বিণ* খুব অল্প। 'আমাদের সহায় সম্পদ অর্থবল লোকবল লেখক পাঠক সমস্ত স্বল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* অল্পবয়সী। 'তাহার এই স্বল্প জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বল্প-আয়ু [স] *বিণ* ক্ষণজীবী। 'স্বল্প-আয়ু এ জীবনে যে-কয়টি আনন্দিত দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বল্পখ্যাত [স] *বিণ* খুব বিখ্যাত নয় এমন। 'আমরা বহুখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত বাঙালির পরিচয় পাই যাঁরা প্রত্যেকে প্রাতিস্বিকতাসম্পন্ন।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বল্পচেতন [স] *বিণ* সামান্য ধারণা রাখে এমন। 'আমাদের সমাজে একটা সেক্স সম্বন্ধে আরেকটা সেক্স একান্ত স্বল্পচেতন?' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্বল্পজল [স] *বিণ* অল্প জলবিশিষ্ট। 'স্বল্পজল নদীর মতো বুদ্ধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বল্পজীবী [স] *বিণ* অল্প আয়ুসম্পন্ন। 'একজন স্বল্পজীবী মানুষের পক্ষে এই বা কম কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বল্পজ্ঞান [স] *বিণ* জ্ঞানের স্বল্পতা আছে এমন। 'এখানে কেবল যে দুর্বলচেতা ও স্বল্পজ্ঞান মানুষের কথা বলছি তা নয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বল্পতা [স] *বি* অপ্রতুলতা। 'তাহার প্রমাণ পদের স্বল্পতা।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

স্বল্পতা-বশত [স] *ক্রিবিণ* স্বল্পতার কারণে। 'সামর্থ্যের স্বল্পতা-বশত যদি বা আমাদের কাজ অসম্পূর্ণও হয়, তবু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্বল্পতাহেতু [স] *ক্রিবিণ* অল্প হওয়ার কারণে। '... থুতনি এবং নাকের ব্যবধান স্বল্পতাহেতু বেঢপ দেখায় ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

স্বল্পদৃষ্টি [স] *বিণ* ভালো দেখতে পায় না এমন। 'এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পপরিসর [স] *বিণ* ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ। 'অনন্য মানবসত্তা ক্রমান্বয়ে স্বল্পপরিসর।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

স্বল্পপ্রাণ [স] ১ *বি* স্বল্পায়ু জীব। 'এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* স্বল্পায়ু। 'অন্নদামঙ্গল স্বল্পপ্রাণ হলেও কাব্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ৩ *বিণ* অল্প বাতাস-পূর্ণ। 'স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্বল্পবল [স] *বিণ* দুর্বল। 'স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পবাক [স] *বিণ* অল্প কথা বলে এমন। 'স্বল্পবাক কর্মচারী গদি থেকে উঠে দাঁড়ালো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

স্বল্পবিবাহ [স] *বি* স্বল্পসংখ্যক বিয়ে। 'নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বল্পবুদ্ধি [স] *বিণ* সীমিত বুদ্ধির অধিকারী। 'নিজের স্বল্প বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে তাঁহাদের বিনা সাহায্যে যাহা-কিছু করে, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া ধিক্কার করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'বিদ্যালয়ের স্বল্পবুদ্ধি, অভ্যাসাশ্রয়ী সহকর্মীরা ... প্রতিভাবান পুরুষটিকে বিশেষ পাত্তা দেননি।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্বল্পবেতনভোগী [স] *বিণ* সামান্য পারিশ্রমিক পায় এমন। 'স্বল্পবেতনভোগী, ভিন্নস্থানবাসী রেকর্ডকারী কর্ম্মচারিগণ সামান্য সামান্য লোভের বশীভূত হইয়া।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

স্বল্পভাষ [স] *বিণ* কম কথা বলে এমন। 'এরা বাপের মত স্বল্পভাষ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বল্পভাষণ [স] *বি* অতি অল্প কথা বলা। 'এঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্পভাষণে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্বল্পভাষী [স] *বিণ* কথা কম বলে এমন। 'এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'স্বল্পভাষী, কথা যায় বেধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বল্পমান *বিণ* অল্প সম্মান লাভ করে এমন। 'স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পরক্ত [স] *বিণ* অল্প রক্তবিশিষ্ট। 'রক্তস্বল্প দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বল্পশক্তি [স] *বিণ* কম ক্ষমতাসম্পন্ন। 'আপন স্বল্প শক্তি-অনুসারে আপন বাণীর অনুভূতিতে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'বাসের ভিতরে দুপাশে স্বল্পশক্তি বাতি।' *হাসান*, ১৯৬৩।

স্বল্পসঙ্গতি [স] *বিণ* অল্পবিত্ত; নিম্নবিত্ত। 'স্বল্পসঙ্গতি সম্পন্ন কৃষকেরা কৃষি ব্যবস্থাকে যান্ত্রিকীকরণের কথা কল্পনাও করিতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

স্বল্পসভ্য [স] *বিণ* অল্পশিক্ষিত; অল্পশিষ্ট। 'আমাদিগকে স্বল্পসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বল্পস্থায়ী [স] *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'নতুনের মতো এমন স্বল্পস্থায়ী জিনিষ আর কিছুই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পাক্ষর [স] *বি* অতি অল্পবর্ণ। 'স্বল্পাক্ষরে সর্বদেবের করিনু বন্দন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

স্বল্পাঙ্গ [স] *বিণ* অপূর্ণাঙ্গ। 'পুরাকালীন জীবন স্বল্পাঙ্গ ছিল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বল্পাধিক [স] *বিণ* কমবেশি। 'পরম সুন্দরের স্বল্পাধিক স্পর্শ অনুভব করিয়ে গেল।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বল্পাবয়ববিশিষ্ট [স] *বিণ* ছোট সংগঠনবিশিষ্ট। 'নগরের ভাষা দৃঢ়বদ্ধ, ঘন সংশ্লিষ্ট, স্বল্পাবয়ববিশিষ্ট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বল্পাবশিষ্ট [স] *বিণ* সামান্য অবশিষ্ট আছে এমন। 'একটি স্বল্পাবশিষ্ট পেনসিল, আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত একটি ভোঁতা কলম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বল্পাবৃত [স] *বিণ* অল্প বস্ত্রে আবৃত। 'স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পায়তন [স] *বিণ* কম আয়তনবিশিষ্ট। 'একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয় ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

স্বল্পায়ু [স] *বিণ* অল্প আয়ুবিশিষ্ট। 'কলিকাতার ক্ষীণজীর্ণ স্বল্পায়ু কেরানিদের লইয়া সে কী করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বল্পালোকিত [স] *বিণ* অতি অল্প আলোকিত। 'স্বল্পালোকিত তৃতীয়

AMARBOI.COM

শ্রেণীর কামরার মধ্যে ওই বুড়িটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বল্পাহার [স] *বিণ* অল্প খাদ্য। 'এ কথা সত্য বটে স্বল্পাহার এবং অনুহার প্রবৃত্তিনাশের একটি উপায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বল্পাহারশীর্ণ [স] *বিণ* কম খাওয়ার দরুন শুকনা। 'দেখিলাম ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্বল্পাহারী *বিণ* অল্প খায় এমন। 'স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পীভূত [স] *বিণ* কমে গেছে এমন। 'বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসংখ্যা স্বল্পীভূত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্বশক্তি [স] *বি* আত্মশক্তি। 'বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলে, কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্বিনী হইল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'নিধানশক্তি স্বশক্তির প্রভাবে প্রাণ কারণ এবং ধারণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বশাসন [স] *বি* স্বায়ত্তশাসন। 'নাগরিক স্বশাসনের উচ্ছেদ, স্থলপথে যাতায়াত ব্যবস্থার ভাঙন – এসবই ঘটে রেনেসাঁসের কালে।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বশ্রমজীবী [স] *বি* স্বাধীন পেশার মানুষ। 'এখন আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বশ্রেণী [স] ১ *বি* স্বজাতি। 'আপনারদের স্বশ্রেণী লোক সপরিবারে আনয়ন করিতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* একই শ্রেণীভুক্ত। 'তুমি যদি আমার স্বশ্রেণী না হও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্বসঙ্গিবর্গ [স] *বি* আপন সঙ্গীবৃন্দ। 'দস্যু স্বসঙ্গিবর্গ বাহিরে রাখিয়া স্বয়ং বাটীতে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

স্বসদৃশ [স] *বিণ* নিজের মতো। 'বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্বসমাজ [স] *বি* নিজ সম্প্রদায়। 'ইংরেজী শিক্ষা বিমুখ স্বসমাজের মানুষের সমস্যাও তাঁদের বিচলিত করেনি।' *শরীফ*, ১৯৭০।

স্বসমুখ [স] *বিণ* স্বঘোষিত। 'স্বসমুখ সে কোন দেবতার স্থিরাচারী সম্ভাষে ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

স্বসম্পর্কীয় [স] *বিণ* ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। 'স্নেহাবিষ্ট স্বসম্পর্কীয় কেহ হয়েন তবে তাঁহাকে গৃহ হইতে দূরীকরণ করিতে পারেন না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্ব-সম্পূর্ণ [স] *বিণ* স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'বলাটাই স্ব-সম্পূর্ণ সত্য।' *মানিক*, ১৯৩৫।

স্বসম্প্রদায় [স] *বি* নিজের সম্প্রদায়। 'সবলেই স্বসম্প্রদায় অনুসারে ও-গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

স্বসম্মত [স] *বিণ* স্বেচ্ছাকৃত। 'স্বস্তি আদি সাদর লেখিলা স্বসম্মত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বসা, স্বসৃ [স] *বি* বোন। 'তখনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্বসৃভাবাপন্ন [স] *বিণ* বোনের মতো। 'এই সকল স্বসৃভাবাপন্ন পুরাতনী উষাগমের মধ্যে প্রথমা অপরার পশ্চাৎ প্রত্যহ গমন করেন।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বসাধ্যমত [স] *ক্রিবিণ* নিজের শক্তি অনুযায়ী। 'পবন যেন ... স্বসাধ্যমত মহা বল প্রকাশে প্রলয়ঝড় উপস্থিত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

স্বসাময়িক [স] *বিণ* সমকালীন। 'স্বসাময়িক কৃষ্ণের বিশ্বাসঘাতকতা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'রূপ ও সনাতন তাঁহাদের স্বসাময়িক প্রধান প্রধান লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বসৃভাবাপন্ন দ্র স্বসা

স্বস্তি [স] ১ *বি* চিঠির শুরুতে লেখা মঙ্গলসূচক শব্দ। 'স্বস্তি আগে লিখিআ লিখিল ধনপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সুখ। 'পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বস্তিকর [স] *বিণ* স্বস্তিজনক। 'ব্যাপারটা বিশেষ স্বস্তিকর মনে হল না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

স্বস্তিবাক্য [স] *বি* মাঙ্গলিক বাক্য। 'বেদ উচ্চারণ করি স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্বস্তিবাচন [স] *বি* মঙ্গলকার্যের শুরুতে স্বস্তি শব্দ উচ্চারণ। 'প্রথমে সামান্যকাণ্ড – যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন।' *অবন*, ১৯১৯।

স্বস্তিভরা *বিণ* স্বস্তিভাবপূর্ণ। 'তার বর্তমান স্বস্তিভরা মনের পক্ষে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্বস্তিহীন [স] *বিণ* অমঙ্গলসূচক। 'সবশেষে স্বস্তিহীন কান্না নড়েচড়ে বেড়ায় ঘরের আনাচে কানাচে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

স্বস্তিক [স] *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী মাঙ্গলিক চিহ্নবিশেষ। 'স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল কর্পুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্বস্তিকলাঞ্ছন [স] *বি* জার্মানির নাৎসি বাহিনীর স্বস্তিক চিহ্ন সংবলিত পতাকা। 'কূটাগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাঞ্ছন বালখিল্য নাট্সীদের সমস্বর নামসংকীর্তন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বস্তিকা [স] *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী মাঙ্গলিক চিহ্নবিশেষ। 'থালার স্বস্তিকাগুলো মুছে ফেলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

স্বস্ত্যয়ন [স] *বি* আপদ দূর করার জন্য হিন্দু ব্রতানুষ্ঠানবিশেষ। 'আরোগ্যের কারণ অনেক স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করাইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

স্বস্ত্যয়নকারক [স] *বিণ* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী আপদদূরকারী স্বস্ত্যয়ন নামক অনুষ্ঠানকারী। 'স্বস্ত্যয়নকারক ব্রাহ্মণ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

স্বস্ত্যেন [স স্বস্ত্যয়ন] *বি* হিন্দু ব্রতানুষ্ঠানবিশেষ। 'এবার যেন আমার একটি মেয়ে হয়, এই সংকল্প করে কালি কিছু স্বস্ত্যেন করিবেন বলুন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্বস্থ [স] ১ *বিণ* সুস্থ। 'ব্যক্তি স্বস্থ শরীর গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* সবল। 'যেথা মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক, দুরত্যয়, স্বস্থ, প্রগতিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৩ *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'জাতীয় ধারায় আজো যে পুরাপুরি স্বস্থ ও সুঅভ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই।' *আজাদ*, ১৯৬০।

স্বস্থ হৈয়া *ক্রিবিণ* ধীরগতিতে। 'চারিবার প্রদক্ষিণ কৈল স্বস্থ হৈয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্বস্থান [স] ১ *বি* নিজ বাসস্থান। 'কয়ে এত স্বস্থানে প্রস্থান ভগবান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* মূল জায়গা। 'গাড়ি ফের স্বস্থানে লইয়া যা।' *কেরি*, ১৮০২।

স্বস্থানচ্যুত [স] *বিণ* মূল জায়গা থেকে আলাদা। 'কখনো তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া স্বস্থানচ্যুত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বস্থানীয় [স] *বিণ* নিজস্ব স্থানের; স্থানীয়। 'এখানকার স্বস্থানীয় প্রতিভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বস্বভাবানুবর্তিতা, স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা [স] *বি* নিজ স্বভাব রক্ষা করার গুণ। 'আপন প্রকৃতি পরিপালন করিবার গুণকে ইন্‌ডিবিজুয়ালিটি অর্থাৎ স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা কহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্বস্বাধীন [স] *বিণ* নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন। 'স্বস্বাধীন হনু যেতে বিলম্ব না সয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

স্বস্বাবাস [স] *বি* নিজ নিজ ঘর। 'সভাপতির নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণান্তর সভ্যেরা স্বস্বাবাসে প্রস্থান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

স্বহস্ত [স] *বি* নিজের হাত। 'স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্বহস্তকৃত [স] *বিণ* নিজের হাতে করা হয়েছে এমন। 'আমাদের কল্যাণরূপিণী গৃহলক্ষ্মীর স্বহস্তকৃত রন্ধনে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বহস্তকৃষ্ট [স] *বিণ* নিজের হাতে চাষ করা হয়েছে এমন। 'তাহাদের স্বহস্তকৃষ্ট ক্ষেত্র সকল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

স্বহস্তরচিত [স] *বিণ* নিজের হাতে তৈরি। 'আমাদের স্বহস্তরচিত শতগ্রন্থিময় কন্থা।' *প্রমথ*, ১৯১২।

স্বহস্তে [স] *ক্রিবিণ* নিজ হাতে। 'স্বহস্তে পেড়ে খাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বহায় [স সহায়] ১ *বি* সাহায্যকারী। 'আমিয় স্বহায় হব পাবে মহারন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অবলম্বন। 'একাকি মারিব তারে না লিব স্বহায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বহাএ [স সহায়] *বি* সাহায্য। 'রাজ হংসিগন আনি করিব স্বহাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বহায়ন [স] *বি* সহায়তা। 'জেই জন না করে তোমার স্বহায়ন সেইজন কিবা হরি সেবার ভাজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্বহ্রিদয় [স সহৃদয়] *বিণ* সদাশয়। 'স্বহ্রিদয় করিহ না করিহ বুদ্ধিমান।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বাংশ [স] *বি* নিজের অংশ। 'স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্বাক্ষর [স] ১ *বি* সই; দস্তখত। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'সেটি তাঁহার স্বাক্ষর শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* অঙ্গীকার। 'কদাচারী হইয়াও ধর্ম্মসভার চাঁদায় স্বাক্ষর ...।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ৩ *বি* প্রভাব। 'বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়েনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৪ *বি* চিহ্ন। 'আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'ভাসাইয়া দিবে তুমি মৃত্যুর স্বাক্ষর।' *আহসান*, ১৯৪৪। ৫ *বি* উপস্থিতি। 'বিশিষ্ট চিন্তা জনতার স্বাক্ষরেতে মিশে গেছে মাটির তলায়।' *আহসান*, ১৯৪৪।

স্বাক্ষর অভিযান [স] *বি* কোনো দাবি বা প্রস্তাবনার পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ। 'একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের দাবিতে সভা, শোভাযাত্রা, পোস্টারিং, প্রচারপত্র বিলি ও স্বাক্ষর অভিযান শুরু করেছেন।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্বাক্ষরকার [স] *বি* স্বাক্ষরদাতা। 'সভায় প্রায় পঞ্চবিংশতি স্বাক্ষরকার উপস্থিত ছিলেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩২।

স্বাক্ষরকারি [স স্বাক্ষরকারী] ১ *বিণ* স্বাক্ষর করেছে এমন। 'কলিকাতার বাহির অর্থাৎ মফঃসল নিবাসি স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তি। 'কেবল ৫ জন ছাত্র ছিল ... স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে টাকা না পাওনের শঙ্কা না থাকিত তবে আরো অধিক বালক আসিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

স্বাক্ষরকারী [স] ১ *বি* স্বাক্ষর করেছে যে। 'নীচে স্বাক্ষরকারীর নিকট আপন নাম ও নিবাসসমেত সমাচার পাঠাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বিণ* প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'পুস্তকালয়ের বিষয়ে প্রতিমাসেই অনেক ব্যক্তি স্বাক্ষরকারী হইতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

স্বাক্ষরবিহীন [স] *বিণ* দস্তখত নেই এমন। 'তার প্রেমিকের স্বাক্ষরবিহীন হস্তলিপি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬।

স্বাক্ষরিত [স] ১ *বিণ* স্বাক্ষরবিশিষ্ট। 'সম্পাদকসমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* স্বীকৃত। 'তবে ভস্মসিপাতে স্বাক্ষরিত কর সর্বনাশ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বাগত [স] ১ *বিণ* শুভকামনাসম্পন্ন। ''স্বাগত অনুজ্ঞাবাণী দ্বিজ করে বেদধ্বনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অভিনন্দন। 'দেবগণ, দেবীগণ, স্বাগত! আপনাদের কুশল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বাগত করা *ক্রি* অভিনন্দিত করা। 'সাহিত্যিক বা মনীষীসমাজ যে উপরোক্ত প্রবণতা অথবা মতবাদকে স্বাগত করবেন না, এটাই প্রত্যাশিত।' *শিব*, ১৯৬০।

স্বাগতম [স] *বি* আগমন শুভ হোক জানিয়ে অভিনন্দন। 'স্বাগতম স্বাগতম।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বাগতসম্ভাষণ [স] *বি* সাদর অভ্যর্থনা। 'আর দিনের মত মুখের হাসির স্বাগতসম্ভাষণ নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্বাচ্ছন্দ্য [স] ১ *বি* স্বচ্ছন্দতা। 'অস্মদ্দেশীয় বাসন্তিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'যে দেশে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য লোকের অভ্যস্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বি* সুখসুবিধা। 'যথেষ্ট বেতনভুক ডাক্তার প্রভৃতিরা সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বাচ্ছন্দ্যকর [স] *বিণ* স্বস্তিদায়ক। 'রুগ্ন সমাজের পক্ষে সুশৃঙ্খলা কিছুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্যকর নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

স্বাচ্ছন্দ্যনীতি [স] *বি* স্বচ্ছন্দতার রীতি। 'এ দেশের স্বাচ্ছন্দ্যনীতির সঙ্গে তাল রেখে গৃহস্থালী গড়া ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্বাচ্ছল্য [স] *বি* সচ্ছলতা। 'সংসারে স্বাচ্ছল্য ছিল।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

স্বাজাতিক [স] *বিণ* স্বজাতি সম্পর্কিত। 'তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। *বি* জাতীয়। 'দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বাজাতিকতা [স] *বি* স্বাজাত্যচিন্তা। 'একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'ন্যাশনালিজম বা স্বাজাতিকতার পথে এ-সমস্যার সমাধান ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

স্বাজাত্য [স] *বি* নিজের জাতীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা। 'আমাদের ধর্মবুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পরিয়া নিজেরই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

স্বাজাত্য-অভিমান *বি* নিজের জাতীয় পরিচয় ও স্বার্থ নিয়ে অহংকার। 'স্বাজাত্য-অভিমানকে জলাঞ্জলি দিয়ে তবে তিনি আমাদের কাছে এসেছেন, এবং সেই মহিমাতেই তাঁর জীবন দীপ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

স্বাজাত্যবাদী [স] *বিণ* নিজ সম্প্রদায় নিয়ে গর্বিত। 'ধর্মীয় ঐতিহ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়াই এখানকার শহুরে স্বাজাত্যবাদীদের প্রধান সম্বল।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বাজাত্যবোধ [স] *বি* জাতীয়তাবোধ। 'আজকের দিনে যখন অতিহিংস্র স্বাজাত্যবোধ অসংযত ঔদ্ধত্যে উদ্যত হয়ে রক্তপ্লাবনে মানবসমাজের সমস্ত ভদ্রতার সীমানা বিলুপ্ত করে দিচ্ছে, তখনকার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সর্বমানবিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বাতন্ত্রিক [স] *বিণ* ব্যক্তিতান্ত্রিক। 'স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বাতন্ত্র্য [স] ১ *বি* স্বকীয়তা; নিজস্বতা। 'প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৩ *বি* স্বাধীনতা। 'তোলে তারা স্বাতন্ত্র্যের গান – বাঁচাবে মোদের নাকি প্রতীচী কবল থেকে।' *আহসান*, ১৯৪৪।

স্বাতন্ত্র্যচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নিজের ইচ্ছায় চলে এমন। 'পাপীয়সী স্বাতন্ত্র্যচারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বাতন্ত্র্যধর্মী, স্বাতন্ত্র্যধর্মী [স] *বিণ* আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'সে স্বাতন্ত্র্যধর্মী, গোলে হরিবোলের জগতে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

স্বাতন্ত্র্যপর [স] *বিণ* ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 'স্বাতন্ত্র্যপর ইংরাজদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্বাতন্ত্র্যপরতা [স] *বি* ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। 'স্বাতন্ত্র্যপরতায় সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বাতন্ত্র্যবিলোপী [স] *বিণ* স্বাতন্ত্র্য বিনষ্টকারী। 'তারা অনেকে তাই বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্যবিলোপী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।' *শিব*, ১৯৬০।

স্বাতন্ত্র্যবোধ [স] *বি* নিজস্ব উপলব্ধি। 'ধর্ম-সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যবোধও আবার এক ধরনের পৌত্তলিকতার জন্ম দিয়েছিল।' *আনিস*, ১৯৬৪।

স্বাতন্ত্র্যভাব [স] *বি* স্বকীয় ভাব। 'পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যভাবের অপেক্ষাকৃত অভাবই তাহার প্রধান কারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বাতন্ত্র্যহীন [স] *বিণ* নিজস্বতা নেই এমন। 'অন্যেরা সবাই নামধারী ব্যক্তি, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যহীন।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

স্বাতন্ত্র্যে [স] *ক্রিবিণ* আলাদাভাবে। 'কলিকাতার লিটেরেরি গেজেট স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশিত না হইয়া বাঙ্গাল হেরাল্ডভুক্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

স্বাতী [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'পাপিয়া পক্ষীই স্বাতী নক্ষত্রের জলের স্বাদ-গ্রহ অবগত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

স্বাতি [স স্বাতী] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'কর ছাব্বিশ ভুবন পচিশ স্বাতি সতভিষা।' *গৌর*, ১৮২২।

স্বাদ [স] ১ *বি* আস্বাদ; জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করে পাওয়া অনুভূতি। *এডমন*, ১৭৯৩; 'যাহার স্বাদ লণ্ডনের যোগ্য তাহার ছিল না।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* অনুভূতি। 'তাতে কেবল মানসিক স্বাদ খারাপ হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বাদগ্রহণ [স] *বি* আস্বাদনের অনুভূতি গ্রহণ। 'আহারে যাহার পক্ষপাতের সংযম আছে সেই করে স্বাদগ্রহণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বাদ হওয়া *ক্রি* তৃপ্তি হওয়া। 'গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

স্বাদহীন [স] *বিণ* স্বাদ নেই এমন। 'তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বাদিত *বিণ* স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে এমন। 'ভাবনা, বা অনুভূতি – যা এখনো স্বাদিত হলো না।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

স্বাদিয়া [স স্বাদ>] *বিণ* স্বাদযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্বাদু [স স্বাদ>] ১ *বি* স্বাদ। 'ঐছে স্বাদু আর প্রসাদে না পাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ভালো স্বাদবিশিষ্ট। 'স্বাদু নহিলে জাতি সে গেল ব্যঞ্জন খাইবে কে।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০।

স্বাদেশিক [স] ১ *বি* নিজ দেশবাসী। 'আমাদের স্বাদেশিকগণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* স্বদেশের। 'স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বাদেশিকতা [স] *বি* স্বদেশপ্রীতি। 'ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'চিত্রে-নাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায়, ... জাতীয়তার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বাদেশিকতাবোধ [স] *বি* নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'তিনি ভারতবাসীর মনে স্বাদেশিকতাবোধ জাগাতে প্রয়াসী হন।' *বেগম*, ১৯৫০।

স্বাধিকার [স] ১ *বিণ* স্বেচ্ছাকৃত। 'ইহা নিশ্চয় করিয়া রাজদ্বারে গিয়া স্বাধিকার ব্যাপার করিতে লাগিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫। ২ *বি* নিজেদের অধিকার। 'দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধিকার উপলব্ধি এবং সেটা যথার্থভাবে দাবি করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *বি* স্বাধীনতা। 'সচেতন হোক তারা স্বাধিকার সবারে জানায়ে।' *আহসান*, ১৯৪৪।

স্বাধিকারচ্যুত [স] *বিণ* নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত। 'দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্বাসিত করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বাধিকারপ্রমত্ত [স] *বিণ* নিজের অধিকার সম্পর্কে অন্ধ। 'যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভর্ত্সনাপের দ্বারা খণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্বাধিকারপ্রাপ্ত [স] *বিণ* নিজ অধিকার ফিরে পেয়েছে এমন। 'যদি প্রফুল্ল ... স্বাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া নয়নতারার মত কাছে থাকিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্বাধিকৃত [স] *বিণ* কর্তৃত্বাধীন। 'যদি জয়বান জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্য রূপে বসতি না করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্বাধীন [স] ১ *বিণ* আত্মনির্ভরশীল। 'স্ত্রীগণকে স্বাধীন করত মূর্খতার শৃঙ্খল হইতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বিণ* প্রতিবন্ধকতাহীন। 'তাহারা স্বাধীন ও সুখী ছিলেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯। ৩ *বিণ* বিদেশী লোকের দ্বারা শাসিত নয় এমন; সার্বভৌম। 'যে জাতি স্বাধীন সে জাতির লোকেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে কোন বাধা ও বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ *বিণ* মুক্ত। 'রাজভোগে থাক অপেক্ষা, স্বাধীন থাকিয়া, আহারের ক্লেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভাল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৫ *বিণ* মৌলিক। 'দ্বিতীয় বৎসরে মধ্যে মধ্যে দুটি-একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বাধীনগতি [স] *বি* স্বাভাবিক প্রবণতা। 'আমাদের হৃদয়ের স্বাধীনগতিকে বাধা দিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বাধীনচিত্ত [স] *বিণ* মুক্তমনা। 'পর-পদলেহন ত্যাগ করিয়া স্বাধীনচিত্ত উন্নত-শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বাধীনচিত্ততা [স] *বি* নিজের মতো ভাববার মনোভাব। 'এই

AMARBOI.COM

স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ আজ ... দেখতে চাই।' *নজরুল*, ১৯৪০।

স্বাধীনচিন্তা [স] *বি* মুক্তচিন্তা। 'আমার সমস্ত বিদ্যা স্বাধীন-চিন্তাপ্রসূত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'স্বাধীন চিন্তার বালাই দেশে থাকবে না।' *পাশা*, ১৯৭১।

স্বাধীনচেতা [স] **১** *বিণ* স্বেচ্ছাধীন; স্বমতাবলম্বী। 'এরা যে নিজেদের ... স্বাধীনচেতা এবং পুরুষশার্দূল বলে প্রমাণ করে।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **২** *বিণ* স্বাধীনতার চেতনাসম্পন্ন। 'স্বাধীনচেতা ও নীতিবিদ।' *এসলাম*, ১৯১৯।

স্বাধীনতা [স] **১** *বি* মুক্ত অবস্থা। 'আপন স্বাধীনতাবস্থাতে ত্যক্ত হইয়া ঈশ্বরের স্থানে একজন রাজার প্রার্থনা করিলেন।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* মুক্তি। 'স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা কোন কালেই অপ্রসিদ্ধ।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান।' *সম্বাদ ভাস্কর*, ১৮৪৯; 'ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে নিয়ে আসে স্বাধীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'প্রজারা স্বাধীনতা পাইলে ...।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **৩** *বি* বাধাহীনতা। 'এদের ধর্ম্ম-পথের স্বাধীনতা, রেখো না মা, আর রেখো না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৪** *বি* ক্ষমতা। 'স্ত্রীলোকদিগকে বহির্গমন বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে।' *রাজ*, ১৮৭৪। **৫** *বি* পরাধীন নয় এমন অবস্থা। 'ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৬** *বি* বিদেশ কর্তৃক শাসিত নয় এমন। 'স্বাধীনতা রক্ষার জন্য।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৭** *বি* স্বাধীনভাবে কাজ করার সামর্থ্য। 'বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বাধীনতা-উপার্জন [স] *বি* অনভিপ্রেত লোকাচার থেকে স্বাধীনতা লাভ। 'সংস্করণের অর্থ স্বাধীনতা-উপার্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্বাধীনতাকামী [স] *বিণ* মুক্তিকামী; স্বাধীনতা-প্রত্যাশী। 'স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসীর চিন্তা ও দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।' *সওগাত*, ১৯২৮; 'স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র – বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হউক।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্বাধীনতা দিবস [স] *বি* স্বাধীনতা অর্জনের স্মারক দিন। 'ঈদ-প্রীতি সম্মিলন ... স্বাধীনতা দিবস ... মিলাদ ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্বাধীনতাপহারী [স] *বি* স্বাধীনতাকে অপহরণ করতে চায় যে। 'স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বাধীনতা-প্রধান [স] *বিণ* স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এমন। 'য়ুরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

স্বাধীনতাপ্রিয় [স] *বিণ* স্বাধীনতা পছন্দ করে এমন। 'স্বাধীনতাপ্রিয় য়ুরোপের কর্তব্যনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা [স] *বি* স্বাধীন মতামতের স্বতঃস্ফূর্ততা। 'তাঁর অসামান্য স্বাধীনতাপ্রিয়তা সদর্পে ফুটে বেরিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বাধীনতাবস্থা [স] *বি* মুক্ত অবস্থা। 'আপন স্বাধীনতাবস্থাতে ত্যক্ত হইয়া ঈশ্বরের স্থানে একজন রাজার প্রার্থনা করিলেন।' *তারিণী*, ১৮০৩।

স্বাধীনতাবাদী [স] *বিণ* স্বাধীনতা-প্রত্যাশী। 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সংকোচ অনুভব করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বাধীনতাভক্ত [স] *বিণ* বাধাহীনতা পছন্দ করে এমন। 'স্বাধীনতাভক্ত বলে সে রাগরাগিণীর অসবর্ণ বিবাহের ছিল একনিষ্ঠ ঘটক।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

স্বাধীনতা-রক্ষা [স] *বি* সার্বভৌমত্ব রক্ষা। 'ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বাধীনতালুব্ধ [স] *বি* মুক্তিলোভী। 'দেখ, ভিড় দেখ স্বাধীনতালুব্ধের।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

স্বাধীনতাশূন্যতা [স] *বি* পরাধীনতা। 'বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বাঙ্গালীদিগের স্বাধীনতাশূন্যতা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বাধীনতা সংগ্রাম [স] *বি* স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সংগ্রাম। 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহা সাহসী যোদ্ধার তিরোধান হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বাধীনতা-সমর [স] *বি* মুক্তিসংগ্রাম। 'ভারতের স্বাধীনতা-সমরের সেনানীগণের যথেচ্ছ গ্রেপ্তার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্বাধীনতাসুখ [স] *বি* স্বাধীনতার সুখ। 'বারেক যদিরে পাও এ আস্বাদ অধীন জীবনে স্বাধীনতাসুখ।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্বাধীনতাহীনতা [স] *বি* পরাধীনতা। 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

স্বাধীনত্ব [স] *বি* স্বাধীনতা। 'এক জন বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিক্প্রদেশে স্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্বাধীনত্বরূপে [স] *ক্রিবিণ* স্বাধীনতার সঙ্গে; স্বাধীনভাবে। 'এক জন বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিক্প্রদেশে স্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্বাধীন বাঙলা বেতার *বি* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রতিষ্ঠিত বেতারকেন্দ্র। 'স্বাধীন বাঙলা বেতারের কথা শুনেছ।' *পাশা*, ১৯৭১।

স্বাধীনবিবাহ [স] *বি* স্বাধীনভাবে পছন্দের মাধ্যমে বিয়ে। 'বাল্যবিবাহ গেলে ক্রমশই স্বাধীন বিবাহ আসিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বাধীনবুদ্ধি [স] *বি* মুক্তচিন্তা। 'ছাত্রেরা স্বাধীনবুদ্ধির কোনো পরিচয় দিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বাধীনবৃত্তি [স] **১** *বি* স্বনির্ভর পেশা। 'কৃষি বাণিজ্যাদি স্বাধীনবৃত্তি এবং সুরীতি ও সুনীতি শিক্ষা যে অত্যাবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* স্বাধীন মনোভাবসম্পন্ন। 'উদ্যম স্ফূরিত স্বাধীনবৃত্তি মহাত্মারা বিন্ধ্য সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্বাধীনভর্তৃকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা [স] *বি* যে নায়িকা তার নায়ককে নিজের বশীভূত করতে সক্ষম। 'তারে গিয়ে হৃদে ধরি স্বাধীনভর্ত্তৃকা করি।' *ভারত*, ১৭৬০।

স্বাধীনভাবে [স] *ক্রিবিণ* অন্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তভাবে। 'এই দুই কেন্দ্র থেকে বালপাঠোপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা অনূদিত ও স্বাধীনভাবে রচিত হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

স্বাধীনমনা [স] *বিণ* মুক্তমনা। 'প্রত্যেক বিষয়ে স্বাধীন দেশের স্বাধীনমনা নারীদের প্রয়োজন বেশী।' *বেগম*, ১৯৪৭।

স্বাধীনমনোবৃত্তিসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* স্বাধীনচেতা। 'আমার বন্ধু লেখাপড়া-জানা স্বাধীনমনোবৃত্তিসম্পন্না মেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বাধীন সম্বন্ধ [স] *বি* সহজ সম্পর্ক। 'মহেন্দ্রের অনেকটা স্বাধীন সম্বন্ধ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বাধীনা [স] *বিণ স্ত্রী* মুক্ত। 'ইদানীং অনেকেই ইচ্ছা করেন, যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় স্বাধীনা হউন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'স্বেচ্ছাচারিণী, স্বাধীনা ... সাজশোভনা ললনা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

স্বাধীনী *বিণ স্ত্রী* নিজের অধীনস্থ। 'এ অধীনী তব স্বাধীনী শ্রীচরণ-দর্শনাভিলাষিণী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

স্বানুবর্তিতা, স্বানুবর্ত্তিতা [স] *বি* নিজের আনুগত্য। 'পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্ত্তিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বানুরূপ [স] *বিণ* নিজের মতো। 'স্বানুরূপ পুত্র।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

স্বান্ত [স] *বিণ* সর্বস্বান্ত। 'ভ্রান্ত অশান্ত স্বান্ত হইয়া অধৈর্য দোষে কদর্য্য।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বান্তঃকরণ [স] *বি* নিজের অন্তঃকরণ। 'রাজা শুনিয়া স্বান্তঃকরণে পরামর্শ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্বান্তর [স] *বি* নিজ অন্তর। 'শূন্যমূর্ত্তি সাত বার স্বান্তরে ভাবেন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বান্তে *বি* সহৃদয় ব্যক্তি। 'সদনে আইল স্বান্তে হয়ে শোকযুত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বাপ [স] *বি* নিদ্রা। 'স্বাপ ভঙ্গ শার্দুলের তবু নাহি হৈল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বাপক্ষ [স স্বপক্ষ] *বি* নিজের পক্ষ। 'ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গলেচ্ছুক ব্যক্তিরা এমত নিষ্ঠুর কর্ম্মে কেহ২ স্বাপক্ষ হইয়া বলেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

স্বাপ্নিকতা [স] *বি* কল্পনা; স্বপ্ন। 'তাঁদের চেষ্টার মধ্যে বাস্তববাদীর বুদ্ধি যতখানি ছিল, তার চাইতে অনেক বেশী ছিল আদর্শবাদীর স্বাপ্নিকতা।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

স্বাবকাশ [স] *বি* নিজ অবকাশ। 'স্বাবকাশ স্বতন্ত্র রূপে লিখিব।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

স্বাবর্তন [স] *বি* নিজেকে আবর্তন; লাটিমের মতো আবর্তন। 'ওর স্বাবর্তন অর্থাৎ নিজের মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘোরা খুবই দ্রুতবেগে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বাবলম্বন [স] *বি* স্বনির্ভরতা। 'এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'এতে আমাদের স্বাবলম্বনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

স্বাবলম্বনতা *বি* স্বনির্ভরতা। 'এই শক্তিহীনতা আমাদের নিজের কর্ত্তব্যে যেমন পরমুখাপেক্ষী করিতেছে তেমনি স্বাবলম্বনতা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

স্বাবলম্বী [স] *বিণ* আত্মনির্ভরশীল। 'তৎপরে শাবকসকল স্বাবলম্বী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বীরত্ব নামক গুণ স্বাবলম্বী গুণ নহে, উহা পরমুখাপেক্ষী গুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

স্বাভাবিক [স] **১** *বিণ* স্বভাবগত। 'তাহারা স্বাভাবিক চোর।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* প্রাকৃতিক। 'সুমাত্রা, যাবা (বা যব) প্রভৃতি দ্বীপ ইহাদের স্বাভাবিক আবাসস্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বহ্নির স্বাভাবিক আবরণ ধূম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বিণ* সহজাত। 'অন্তরের একটি স্বাভাবিক সচেতন বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বিণ* প্রত্যাশিত। 'লেখক এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটেই স্বাভাবিক সম্পর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বাভাবিকতা [স] *বি* স্বভাবসিদ্ধতা। 'অনভ্যস্ত অলংকার পরিয়া উহাদের মুখশ্রীর স্বাভাবিকতা যেন চলিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'নিঃসঙ্কোচ স্বাভাবিকতাটাকে হিম করে ফেলছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

স্বাভাবিকভাবে [স] **১** *ক্রিবিণ* অকৃত্রিমভাবে। 'আমাদের অন্তঃকর সজীব হইয়া উঠিয়া বাহিরের সজীব শক্তিকে স্বাভাবিক গ্রহণ করিতে পারে। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশি হইবার আনুকূল্য পায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *ক্রিবি* প্রকৃতিগতভাবে। 'স্বাভাবিকভাবে নর-নারীর মধ্যে শ্রমবিভা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্বাভাবিকরূপে *ক্রিবিণ* স্বভাবতই; স্বাভাবিকভাবে। 'এই অংশে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয় তুলিতে পারিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্বাভাবিকী [স] *বিণ* সহজাত। 'তাঁহারদের এ প্রকার স্বাভাবিকী শক্তি থাকিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বাভাষিক [স] *বিণ* নিজ ভাষাভুক্ত। 'স্বাদেশিকতা এবং স্বাভাষিক আ স্বাজাতিক স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য অটুট রেখেই ...।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

স্বাভিপ্রায় [স] **১** *বি* ইচ্ছা। 'আমারদের স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করা সুকঠিন *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* নিজের ইচ্ছা। 'তিনি যে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্বাভিমত [স] *বি* নিজের মত। 'সাবধান হও যাহাতে তোমার স্বাভিম বারণ হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

স্বাভিলাষ [স] *বি* নিজ অভিলাষ। 'অবলার অম্বর ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয় স্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া ... গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

স্বামী [স] **১** *বি* পতি। 'স্বামীর নিজ ধন খুজন্তি কানাঞি।' *বড়ু*, ১৫৭০ **২** *বি* মালিক। 'শরভ কুলীন তুমি সকল পশুর স্বামী।' *মুকুন্দ* ১৬০০; 'তাহার পর তাহারা আঞ্জীর বৃক্ষকে বলিলেক, তুমি আইস আমাদিগের স্বামী হও।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* অভিভাবক 'স্বামীহীনের ন্যায় অশাসিত।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। **৪** *বি* গুরু 'জাহের আছে ত্রিসংসারে আমায় দয়া কর স্বামী।' *লালন*, ১৮৯০।

স্বামি [স স্বামী] **১** *বি* পতি। 'স্বামিরে ছাড়িলেক ভয় খণ্ডিলেক লাজ *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মালিক। 'সে ... স্বকর্মে আসিয়া স্বামি নিকট স্বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **৩** *বি* স্বত্বাধিকারী 'বাটীর স্বামীরদের নামও লিখিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

স্বামিত্ব [স] **১** *বি* স্বামীর অধিকার। 'যেপর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীর নিক থাকিবেক সেই পর্য্যন্ত তাহার স্বামিত্ব থাকিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭। *বি* অধিকার। 'নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ব বুঝিয়া আপনাকে নরের ন্যা শ্রেষ্ঠ স্থান করিতে চাহে।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'তাকে অপমান করবা যে-স্বামিত্ব তার আছে সেই অধিকার খাটাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বামিধ্যান [স] *বি* গভীরভাবে স্বামীর চিন্তা। 'অন্ধকার, নীর শিলাকর্কশ গুহামধ্যে একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলি চেতনা হারাইল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বামিন [স] **১** *বি* প্রভু। 'স্বামিন্, তোমার আদেশ পালন হইল না *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** স্বামী। 'ওগো স্বামিন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বামিনী [স] *বি স্ত্রী* প্রভু। 'আমার স্বামিনীকে একটু স্থান দেন *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

স্বামিপরতন্ত্রতা [স] *বি* স্বামীর অধীনতা। 'ইহাতে ভার্য্যা স্বামিপরতন্ত্রতা প্রাপ্তিই হয়।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

স্বামিসন্দর্শন [স] *বি* স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'আশা আর কিছুতে না – আর কিছুতে ছিল না, স্বামীসন্দর্শন কামনাতেই রহিল।' *বঙ্গদর্শ* ১৮৭৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামিসহবাস [স] *বি* স্বামীর সঙ্গে বসবাস। 'অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'বাল্যকালে স্বামীসহবাস অথবা বিবাহিত রমণী, প্রগল্‌ভা দাসী ও পরিহাসকুশলা বৃদ্ধাদের সংসর্গে বালিকারা যথাসময়ের পূর্বেই যৌবনদশায় উপনীত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

স্বামীগৃহ [স] *বি* স্বামীর বাড়ি। 'মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বামীঘাতিনী [স] *বি স্ত্রী* স্বামী হত্যাকারী। 'স্বামীঘাতিনীর স্থান কি ইহলোকে কোন স্থানে হইবে?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

স্বামীজি [স স্বামী+হি জী] *বি* সাধুসন্ন্যাসী। 'আমি আসিয়াছি জানিয়া স্বামীজি খুশি হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'আমি জানি ঐ-সব স্বামীজিদের কী করে আদর-যত্ন করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বামীদেবতা [স] *বি* স্বামীরূপ দেবতা। 'স্বামীদেবতা স্ত্রীর হস্ত হইতে এরূপ অর্ঘ্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে কখনো গ্রহণ করেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'সে বিমলার মনগড়া স্বামীদেবতা নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

স্বামী-পরিত্যক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামী কর্তৃক বর্জিত। 'বড়লোকের বাড়ির স্বামী-পরিত্যক্তা রূপসী বউ।' *বিমল*, ১৯৫৩।

স্বামীপাগলা *বিণ স্ত্রী* স্বামীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। 'আজকালকার মেয়েরা এতই স্বামীপাগলা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

স্বামীপূজা [স] *বি* স্বামীসেবা; প্রভু জ্ঞানে পতিসেবা। 'স্বামীপূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বামীপ্রাণ [স] *বি* প্রাণতুল্য স্বামী। 'তার স্বামীপ্রাণও স্নিগ্ধ হয়ে বাঁচত।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্বামীভীরু [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীকে ভয় করে এমন। 'ঠান্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

স্বামীরাক্ষস [স] *বি* স্বামীরূপ রাক্ষস। 'স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বামীসম্ভাষণ [স] *বি* স্বামীকে বরণ। 'কাপড় বদলাইয়া স্বামীসম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

স্বামীসুখ [স] *বি* স্বামীর সব আচরণে সুখী হওয়ার অবস্থা। 'এইরূপ স্বামীসুখ হইতে প্রতিহত হইয়া পুত্রহীনা তরুণী ধর্মে মন দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'স্বামীসুখ খুব কম মেয়ের ভাগ্যেই ঘটে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

স্বামীসুখাভিলাষিণী [স] *বিণ* স্বামীর সুখ প্রত্যাশী। 'তাঁর মতো স্বামীসুখাভিলাষিণী ... মরজগতে নিতান্তই দুর্লভ রে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্বামীসেবা [স] *বি* পত্নী কর্তৃক স্বামীর পরিচর্যা; পতিসেবা। 'অক্রোধে স্বামীসেবা যে করে।' *গৌর*, ১৮২২।

স্বামীসোহাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীর অতি প্রিয়। 'প্রমীলার মতো স্বামীসোহাগিনী হয়ে সহমরণ নয়, সহজীবন লাভ কর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্বামীস্বত্ব [স] *বি* স্বামীর অধিকার। 'স্বামীস্বত্বে স্বত্ববান বাংলার তাবৎ পুরুষপালই জব্দ হয়ে যাবেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্বামীহন্তা [স] *বিণ* স্বামী হত্যাকারী। 'স্বামীহন্তা জাএদাকে দেখিতে এজিদের বড়ই সাধ হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

স্বামীহীন [স] **১** *বি* অভিভাবক নেই যার। 'স্বামীহীনের ন্যায় অশাসিত।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* বিধবা। 'যাহারা অল্পবয়সে স্বামীহীন হইয়া পিতা ভ্রাতা কিম্বা দেবর শ্বশুরের ঘরে থাকে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

স্বায়ত্ত [স] **১** *বিণ* নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'অনেকপ্রকার চেষ্টা করিয়া আত্মসাৎ করিতে না পারিয়া কপট প্রণয় ব্যবহারে স্বায়ত্ত করিতে যত্ন করিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **২** *বি* নিজের অধীনতা। 'আমার স্বতন্ত্র সত্তা চেয়েছিলে স্বায়ত্তে আনিতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বায়ত্ত করা *ক্রি* নিজের আয়ত্তে আনা। 'যে জীবনীশক্তি আছে তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি তাহার কারণ আমাদের নিজে জীবন আছে বলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

স্বায়ত্তশাসন [স] **১** *বি* নিজেদের দ্বারা শাসনের ক্ষমতা। 'রিপন আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। 'ব্যতিক্রম, অপচার নিষিদ্ধ সে নৈরাজ্যে নিশ্চয়; পরিণতি স্বতঃসিদ্ধ, অনিবার্য স্বায়ত্তশাসন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। **৩** *বি* স্বশাসন। 'মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী [স] *বি* স্বশাসনের কাঠামো। 'স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী যখন প্রবর্তিত হইল, তখন কোথায় তাহার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বায়ত্তশাসনশীল [স] *বিণ* স্বায়ত্তশাসিত। 'স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলিও ইচ্ছা করিলে এই ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

স্বায়ত্তশাসিত [স] **১** *বিণ* স্বশাসিত। 'একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠনের জন্য বিশেষজ্ঞ মহলের পক্ষ থেকে দাবী করা হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৭০। **২** *বিণ* সরকারি প্রতিষ্ঠান হলেও নিজস্ব আইন দ্বারা পরিচালিত। 'এই নীতি সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্বারাজিক [স] *বিণ* স্বরাজ বা স্বাধীনতা সম্পর্কিত। 'স্বারাজিক ধর্মকর্মের বেশে গদা হাতে বেড়াতে পারল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বার্থ [স] **১** *বি* স্বীয় অর্থ; নিজের টাকা। 'ঐ পাঠশালা ... রায়চৌধুরী স্বার্থ ব্যয়ের দ্বারা স্থাপিত করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বি* নিজের প্রয়োজনসিদ্ধি। 'তাহাদিগের স্বার্থে বড় আঘাত করিয়াছিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **৩** *বি* বৈষয়িকতা। 'ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক, তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রহ্মাণ্ডের মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৪** *বি* সম্পদ বাড়ানোর লোভ বা চিন্তা। 'ক্ষমতা ও স্বার্থ-বিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বার্থকলঙ্কিত [স] *বিণ* স্বার্থের কারণে কলঙ্কিত। 'বুদ্ধি কি করে স্বার্থকলঙ্কিত হয়ে তার নিরঞ্জনত্ব হারিয়ে বসে ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

স্বার্থকোলাহল [স] *বি* স্বার্থ নিয়ে গোলযোগ। 'সংসারের স্বার্থকোলাহলের মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম সুর সংযোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বার্থগত [স] *বিণ* স্বার্থসংশ্লিষ্ট। 'বিভিন্ন জাতির মধ্যে আর্থিক-স্বার্থগত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনারূপে থাকবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বার্থঘাতী [স] *বিণ* স্বার্থকে বিনাশ করে এমন। 'তাঁরা এই দলের জাতীয় স্বার্থঘাতী আচরণের প্রতিবাদও করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বার্থজাল [স] *বি* জালের মতো স্বার্থচিন্তার বিস্তার। 'ইম্পীরিয়ালিজম স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বার্থ-ঝটিকা [স] *বি* স্বার্থরূপ ঝড়। 'বাংলার সাহিত্যিকদের বর্তমানের সীমাবদ্ধ স্বার্থ-ঝটিকার ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বার্থতন্ত্র [স] *বি* স্বার্থ-চিন্তা। 'জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বার্থতরী [স] *বি* স্বার্থরূপ তরী। 'বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্বার্থত্যাগ [স] *বি* নিজের লাভ বা মঙ্গল বিসর্জন। 'স্বার্থত্যাগের একমাত্র উপায় একান্নবর্তী পরিবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৮৭।

স্বার্থত্যাগী [স] *বিণ* নিঃস্বার্থ। 'স্বার্থত্যাগী মোসলমান মহাপুরুষেরা।' *ফজলল*, ১৯১৩।

স্বার্থদানব [স] *বি* স্বার্থরূপ দানব। 'মহাকায় স্বার্থদানবের সহিত লড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বার্থদীপ্ত [স] *বিণ* স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র। 'বিস্ফুলিঙ্গ, স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্বার্থধন [স] *বি* নিজের সম্পদ। 'দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বার্থপঙ্ক [স] *বি* স্বার্থরূপ কাদা। 'মুখে শাস্ত্র, স্বার্থপঙ্ক হৃদে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

স্বার্থপর [স] **১** *বিণ* নিজের ভালো দেখে এমন। 'স্ত্রী পরস্পরা দাহের রীতি স্বার্থপর।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* পক্ষপাতদুষ্ট। 'ছিঁচকাঁদুনে মা আর তার স্বার্থপর স্নেহ।' *হাসান*, ১৯৬৩।

স্বার্থপরতন্ত্র [স] *বিণ* একান্ত স্বার্থের অধীন। 'অন্তঃকরণ স্বার্থপরতন্ত্র হইয়া আত্মসুখ সাধনেই ব্যগ্র থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বার্থপরতা [স] *বি* নিজের ব্যাপারে মগ্নতা। 'স্বার্থপরতাই যে মিত্রতার মূলীভূত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বার্থপরায়ণ [স] *বিণ* অপরের সুযোগ-সুবিধা না দেখে কেবলি নিজের স্বার্থসাধনে তৎপর। 'আর এক বিষম কণ্টক ... সংস্কার বিরোধী সঙ্কীর্ণহৃদয় স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্বার্থপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বার্থের চিন্তা করে এমন। 'মতিবিবি এ স্থলে কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

স্বার্থপাশ [স] *বি* স্বার্থের বন্ধন। 'মোচন করো স্বার্থপাশ মোচন করো হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বার্থ-পিশাচ [স] *বিণ* স্বার্থের জন্য পিশাচের আচরণ করে এমন; স্বার্থপর। 'স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাস রে মান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বার্থপ্রধান [স] *বিণ* স্বার্থ প্রাধান্য পায় এমন। 'এই স্বার্থপ্রধান জগতে স্থায়িত্ব-লাভের আশা করতে পারে না।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বার্থবাদী [স] *বি* স্বার্থপর। 'রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনুকূল হইবে না।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

স্বার্থবিরোধ [স] *বি* স্বার্থসংক্রান্ত বিবাদ। 'এই স্বার্থ বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বার্থবিরোধিতা [স] *বি* স্বার্থবিরুদ্ধ কাজ। 'গরীবদের স্বার্থবিরোধিত কোনো কিছু নাই।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

স্বার্থবিশিষ্ট [স] *বিণ* স্বার্থ আছে এমন। 'কমিটী গঠিত হইয়াছিল পরস্পর বিরোধী স্বার্থবিশিষ্ট সদস্যের সমবায়ে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

স্বার্থবিসর্জন [স] *বি* স্বার্থত্যাগ। 'আমাদের স্বার্থবিসর্জনের স্পৃ উদ্রেক করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বার্থবোধ [স] *বি* নিজের উপকার বা লাভ বিষয়ক চিন্তা। 'যেখা স্বার্থবোধ প্রবল সেখানে দয়াধর্ম রক্ষা করার চেষ্টাকে য়ুরোপ দুর্বল বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'হাজার স্বার্থবোধের মতোই একটি সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

স্বার্থরক্ষক [স] *বিণ* স্বার্থরক্ষাকারী। 'বড় ব্যবসায়ীর মুখপাত্র এ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষক।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

স্বার্থরক্ষা [স] *বি* অন্যের কাছ থেকে নিজের লাভকে রক্ষা কর 'তাহা স্বার্থরক্ষার পক্ষে উপযোগী নহে বটে, তথা মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'রাষ্ট্র স্বার্থরক্ষা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্বার্থরত [স] *বিণ* স্বার্থপর। 'স্বার্থরত মানুষের শক্তি নিজের দিবে চিরদিন সংকুচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বার্থশূন্য [স] *বিণ* স্বার্থ নেই এমন। 'এরূপ ... স্বার্থশূন্য প্র প্রীতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫ 'স্বদেশের প্রতি তাঁহার কী স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল!' *রবী* ১৮৮৫।

স্বার্থসংগ্রাম [স] *বি* নিজের মঙ্গলসাধনের প্রচেষ্টা। 'ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও স্বার্থসংগ্রামের বাইরে ...।' *রবী* ১৯০৫।

স্বার্থসংশ্লিষ্ট [স] *বিণ* স্বার্থ জড়িত আছে এমন। 'নিতান্ত স্বার্থসং ব্যক্তি ছাড়া আর কারুরই আকর্ষণ থাকিবার কথা নয়।' *সওগা* ১৯৪৬।

স্বার্থসন্ধী [স] *বিণ* স্বার্থান্বেষী। 'স্বার্থসন্ধী পুরুষ প্রকৃ একদেশদর্শিতার ফলে দেশের বৃহত্তম নারীসমাজকে যে ঠকতে হ ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

স্বার্থসম্পর্কহীন [স] *বিণ* স্বার্থের সম্পর্ক নেই এমন। 'স্বার্থসম্পর্ক তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বার্থসম্বন্ধ [স] *বি* স্বার্থের সম্পর্ক। 'স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়ে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বার্থসম্বন্ধীয় [স] *বিণ* স্বার্থসংশ্লিষ্ট। 'কৃষ্টিগত ঐক্য; ভাষামূলক ঐব স্বার্থসম্বন্ধীয় ঐক্য; এবং আদর্শমূলক ঐক্য।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বার্থসমুদ্ভূত [স] *বিণ* স্বার্থযুক্ত। 'তাঁহাদের স্বার্থসমুদ্ভূত।' *নব* ১৯১৬।

স্বার্থ-সর্বস্ব [স] *বিণ* কেবল নিজের লাভ বোঝে এমন। 'স্বার্থ-সব যাজকদিগের কুসংস্কারময় আচার ও ধর্মপ্রচার।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্বার্থসাধন [স] *বি* স্বার্থসিদ্ধি। 'রাজপুরুষেরা স্বার্থসাধন যত লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছিলেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

স্বার্থসিদ্ধি [স] *বি* নিজের হিতসাধন। 'স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ভারত ইংরাজকে কী দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এখানে কার্যসিদ্ধি মা স্বার্থসিদ্ধি নয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বার্থসীমাবদ্ধ [স] *বিণ* স্বার্থের সীমায় আবদ্ধ। 'মানুষের অন্তরে এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে পরমমানব, আর-এক দিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীবমানব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বার্থসুখ [স] *বি* স্বার্থপূর্ণ সুখ। 'স্বার্থসুখ প্রবল হয়ে দেখা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বার্থসুবিধা [স] *বি* নিজস্ব প্রয়োজন ও আনুকূল্য। 'শ্রেণীগত স্বার্থসুবিধা, জাতিগত স্বার্থসুবিধা – এই সব স্বার্থসুবিধা নিয়েই রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কারবার।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বার্থসেবী [স] *বিণ* স্বার্থ-পরায়ণ। 'গেরুয়া বসন পরিহিত স্বার্থসেবী উদরপূজক।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

স্বার্থহানি [স] *বি* স্বার্থনাশ। 'দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'প্রকৃত গুণী লোকের স্বার্থহানি হইয়া থাকে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

স্বার্থহীন [স] *বিণ* স্বার্থ নেই এমন। 'স্বার্থহীন এমত উপদেষ্টা তাহারা কোথায় পাইবে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচারে যত, ধরণীরে সবচেয়ে করেছে বিক্ষত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

স্বার্থাধিকারী [স] *বিণ* স্বার্থের অধিকারী। 'কায়েমী-স্বার্থাধিকারী হিন্দু ভ্রাতারা এই কথাটি স্মরণ রাখিবেন।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

স্বার্থান্ধ [স] **১** *বিণ* নিজের স্বার্থে বিবেচনাহীন। 'কতকগুলি স্বার্থান্ধ তোষামোদপ্রিয় অর্থলোলুপ পারিষদবর্গ।' *প্রচারক*, ১৮৯৯; 'রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* কেবল নিজের ভালোর প্রতি মনোযোগী। 'স্বার্থান্ধদের ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি।' *বেগম*, ১৯৫৯।

স্বার্থান্বেষণ [স] *বি* নিজের লাভ অন্বেষণ করা। 'রাষ্ট্রতন্ত্রের অনেক পাপ ও দোষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দোষ হল এই স্বার্থান্বেষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বার্থান্বেষী [স] *বিণ* নিজের মঙ্গল বা লাভ খোঁজে এমন। 'মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক, স্বার্থান্বেষী।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

স্বার্থাহত [স] *বিণ* স্বার্থে আঘাত লাগে এমন। 'নিজেদের স্বার্থাহত মানসিকতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

স্বার্থী [স] *বিণ* স্বার্থবাদী। 'একদল সুবিধাশিকারী এবং কায়েমী স্বার্থীও পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

স্বার্থোদ্ধত [স] *বিণ* স্বার্থপরতায় হিতাহিত জ্ঞানহীন। 'বেদনারে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বার্থোদ্ধার [স] *বি* উদ্দেশ্য সাধন। 'ধর্মগত ও জাতিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

স্বার্থোন্নতি [স] *বি* নিজের উন্নতি। 'স্বার্থোন্নতি তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'স্বার্থোন্নতিকে বলপূর্বক চাপিয়া রাখিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বালয় [স] *বি* নিজ গৃহ। 'অবশেষে বাবু স্বালয় হইতে আলয়২ শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বাশ্রয় [স] *বি* অপচয় থেকে রক্ষা। 'এতদর্থে বাতীর স্বাশ্রয় করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

স্বাশ্রিত [স] *বিণ* স্বাবলম্বী। 'স্বাশ্রিত লোক যাহাতে সুখী থাকে এ উত্তম লোকের কর্তব্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্বাস [স শ্বাস] *বি* নিঃশ্বাস। 'স্বাসে সম্ভাইল উদরে ছাওাল বাছুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বাস্তি, স্বাস্তী [স স্বস্তি] *বি* সোয়াস্তি; স্বস্তি। 'ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে বৈসে স্বাস্তি নাহি পাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অহোরাত্র জুদ্ধ করি স্বাস্তী নাহি পাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বাস্থ্য [স] **১** *বি* স্বস্তি। 'তথাপিও মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* শরীরের সুস্থতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'চিকিৎসালয়ে বাস করিয়া স্বাস্থ্য হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বি* আয়ু। 'ঈশ্বরানুগ্রহে কিঞ্চিৎকাল স্বাস্থ্য পাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

স্বাস্থ্যকর [স] *বিণ* শরীরের জন্য উপকারী; স্বাস্থ্যসম্মত। 'প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বাস্থ্যকামনা [স] *বি* মঙ্গল প্রত্যাশা। 'গ্লাসে গ্লাস ঠুকিয়ে নববর্ষের স্বাস্থ্যকামনা করলে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র [স] *বি* যেখানে স্থানীয় জনসাধারণকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। 'এ অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।' *তারা*, ১৯৫৩।

স্বাস্থ্যক্ষয় [স] *বি* শারীরিক ভগ্নদশা। 'অকারণে অর্থব্যয়, স্বাস্থ্যক্ষয়, মানসিক অশান্তি।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

স্বাস্থ্যগত [স] *বিণ* শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত। 'ইলা মিত্রকে স্বাস্থ্যগত কারণে অবিলম্বে মুক্তিদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৩।

স্বাস্থ্যচর্চা [স] **১** *বি* শরীরচর্চা। 'কী অমিতোদ্যম স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **২** *বি* শারীরিক পরিচর্যা। 'রূপচর্চা স্বাস্থ্য চর্চার সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্বাস্থ্যজনক [স] *বিণ* শরীরের জন্য উপকারী; স্বাস্থ্যকর। 'সমুদ্রের একটা স্বাস্থ্যজনক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব [স] **১** *বি* স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান। 'সেখানে অজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনাচার ছিল পর্বতপ্রমাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'হেরম্বের মুখে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় উপদেশ শুনল।' *মানিক*, ১৯৩৫। **২** *বি* স্বাস্থ্যবিষয়ক শাস্ত্র। 'সেটা অর্থতত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ভুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বাস্থ্যনাশ [স] *বি* স্বাস্থ্যহানি। 'ফলে মানুষের স্বাস্থ্যনাশের পথ উন্মুক্ত না হইয়া পারে না।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

স্বাস্থ্যনাশক [স] *বিণ* শরীর নষ্ট করে এমন। 'স্বাস্থ্যনাশক শিক্ষাপদ্ধতি এবং মহার্ঘতা প্রযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্বাস্থ্যনিবাস [স] *বি* দুর্বল, অক্ষম বা সদ্যরোগমুক্ত মানুষের জন্য নির্মিত আশ্রম; স্বাস্থ্যকেন্দ্র। 'নানা স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের চেষ্টা করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বাস্থ্যনীতি [স] **১** *বি* স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়ম-কানুন। 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া ... আভিজাত্য ভুলিয়াছিলেন।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বি* স্বাস্থ্য ভালো নিয়ম। 'বাড়িতে স্বাস্থ্যনীতি প্রবর্তনের চেষ্টায় সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

স্বাস্থ্যপান [স] *বি* মদপানের সময়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। 'ডিনারের পর যাত্রীরা কাপ্তেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বাস্থ্যপালন [স] *বি* দেহের সুস্থতা রক্ষা। 'তখন স্বাস্থ্যপালন করিতে পরস্পরকে সতর্ক করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বাস্থ্যবতী [স] *বিণ* স্ত্রী সুস্থতাসম্পন্ন। 'প্রতি নারীকে রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহা হতে প্রেরণা দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'স্বাস্থ্যবতী কিশোরী মেয়েটি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান [স] *বি* স্বাস্থ্যবিষয়ক বিজ্ঞান। 'সমস্ত হিন্দুসমাজ মিলে কুয়োর জলের শুচিতা রক্ষা করলেও সেটা জীবাণুতত্ত্বমূলক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হয়ে ওঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বাস্থ্যবিধান [স] *বি* স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা। 'আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধান-চেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বাস্থ্যবৃদ্ধি [স] *বি* স্বাস্থ্যের উন্নতি। 'স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হইয়া কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্বাস্থ্যভঙ্গ [স] *বি* স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে এমন অবস্থা। 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হচ্ছে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্বাস্থ্য ভাঙা *ক্রি* রোগা হওয়া। 'আপনার স্বাস্থ্য খুব ভেঙ্গে গেছে মা।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী [স] *বি* স্বাস্থ্যবিষয়ক মন্ত্রী। 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় এ-সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হয়েই কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করবেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

স্বাস্থ্যরক্ষা [স] *বি* সুস্থতা রক্ষা। 'সে সম্বন্ধে তাঁহার অতিশয়োক্তি মনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল এবং সত্যবিচারের বিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'যদি আমরা দেশের বিদ্যাশিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বাস্থ্যলাভ [স] *বি* স্বাস্থ্যের উন্নতি। 'তা হলেই স্বাস্থ্যলাভ করবে শক্তিলাভ করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'স্বাস্থ্যলাভের পন্থা সুগম না হইলে বাঙালীর জীবন-সংগ্রামে টেকা দায়।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

স্বাস্থ্যশ্রী [স] *বি* বাহ্যিক সৌন্দর্য। 'বন্যার পানি আর আবর্জনা বয়ে নিয়ে অটুট রাখে দু'গ্রামের স্বাস্থ্যশ্রী।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

স্বাস্থ্যশ্রীসম্পন্না [স] *বিণ* সুস্বাস্থ্যবতী। 'আগেরকার সেই স্বাস্থ্যশ্রীসম্পন্না মেয়েটির।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্বাস্থ্য-সম্পন্ন [স] *বিণ* স্বাস্থ্যবান। 'ইউরোপের লোকেরা যেমন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বাস্থ্যসম্মত [স] *বিণ* স্বাস্থ্যপ্রদ। 'মুক্ত বায়ুতে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যায়ামচর্চার জন্য ব্যায়ামাগার।' *বেগম*, ১৯৪৯।

স্বাস্থ্য সম্পাদিকা [স] *বি স্ত্রী* কোনো সংগঠনের স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যাদি সম্পাদনকারী। 'স্বাস্থ্য সম্পাদিকা – বেগম ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্বাস্থ্যসাধন [স] *বি* সুস্থতাবিধান। 'নির্দোষ আমোদ স্বাস্থ্যসাধন পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্বাস্থ্যসাধনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সুস্থ থাকার জন্য। 'স্বাস্থ্যসাধনার্থ শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্বাস্থ্যহানি [স] *বি* স্বাস্থ্যনাশ। 'আলস্য ও অপরিচ্ছন্নতাবশত বাসস্থানের স্বাস্থ্যহানি করিয়া কেহ নিজের ও অন্যের অসুবিধা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তাহার স্বাস্থ্যহানি হয় নাই।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্বাস্থ্যহারা [স স্বাস্থ্য+হারা] *বিণ* নষ্টস্বাস্থ্য; স্বাস্থ্যহীন। 'স্বাস্থ্যহারা মাতৃজাতির সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

স্বাস্থ্যহীন *বিণ* সুস্বাস্থ্য নেই এমন। 'হাস্যহীন ক্রীড়াহীন স্বাস্থ্যহীন অকালপক্ব প্রবীণতার অন্ধকার কলিযুগে অবতীর্ণ হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বাস্থ্যহীনতা [স] *বি* অস্বাস্থ্য। 'শিশুদের অপরিপুষ্টতা ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দিচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৭১।

স্বাস্থ্যহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* অসুস্থ। 'স্বাস্থ্যহীনা মেয়েরা।' *সওগাত*, ১৯২৯।

স্বাস্থ্যাগার [স] *বি* হাসপাতাল। 'নেটিব হাসপাতাল অর্থ এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বাস্থ্যাগার ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'একটি কে অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বাস্থ্যান্বেষী [স] *বি* স্বাস্থ্যকর পরিবেশ অন্বেষণ করে যে। 'বাহি হতে দর্শক ও স্বাস্থ্যান্বেষীগণ ... পদার্পণ করতে শুরু করে *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বাস্থ্যার্থ [স] *ক্রিবিণ* সুস্থ হওয়ার জন্য। 'সাহেব পীড়িত হইয়া পারি নগরে স্বাস্থ্যার্থ গমন করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য [স] *বি* সুখ ও অসুখ। 'কল্লান্তের অনিকাম অবসাদ ব্য স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

স্বাস্থ্যোদ্ধার [স] *বি* সুস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া। 'সেটাকে কেউ ঈভি বলে না, কারণ তা ... স্বাস্থ্যোদ্ধারের উপায়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

স্বাস্থ্যোন্নতি [স] *বি* শারীরিক অবস্থার উন্নতি। 'পল্লী অঞ্চ নারীকেন্দ্র স্থাপন করে পল্লীমেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন।' *বেগ* ১৯৪৯।

স্বাস্থ্যোন্নয়ন [স] *বি* স্বাস্থ্যের উন্নতি। 'ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যোন্নয়নে কাজে ঠিক ভাবে ব্যবহৃত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৮।

স্বাহা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) অগ্নির স্ত্রী। 'জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা *নজরুল*, ১৯৩১।

স্বিন্ন [স] *বিণ* সিক্ত; আর্দ্র। 'ধরণী আছে প্রতীক্ষাতে অর্ঘ্য ধরি স্বি হাতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

স্বীকরণ [স] *বি* নিজের করে নেওয়া। 'অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয় *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'প্রতিভার স্বধর্ম স্বীকরণ – অনুকরণ নয়।' *ওদু* ১৯৪৬।

স্বীকরণ-বৃত্তি [স] *বি* স্বীকার করে নেওয়ার স্বভাব। 'রবীন্দ্রনাথে গভীর কালিদাসপ্রীতিতে তাঁর সেই স্বীকরণ-বৃত্তি কার্যকরী হয়েছে *ওদুদ*, ১৯৪৬।

স্বীকর্তব্য, স্বীকর্ত্তব্য [স] *বিণ* স্বীকারযোগ্য। 'ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্বীকার [স] **১** *বি* একমত। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'একবাক্যতায় মুক্তক স্বীকার করিয়া থাকেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২। **২** *বি* সম্মতিদা 'রাজা কাবু হইয়া ঈশ্বর দর্শাইয়া বালকের দিগকে পাঠাইতে স্বীক করিল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* গ্রহণ। 'তাহারা কহিলেক, তু আমাদিগের রাজা হও ... জৈদুন নিজ পৌরুষ ক্রমে ইহা স্বীকার করিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* মেনে নেওয়া। 'শেষো পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩০। *বি* প্রতিশ্রুতি। 'মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া ... কালো নিযুক্ত করিলাম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

স্বীকার করা **১** *ক্রি* মেনে নেওয়া। 'সৈন্যের নিকটে আসিয়া পরাজ স্বীকার করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *ক্রি* সম্মত হওয় 'পূর্ব্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম্ম স্বীকার করিলেন।' *ভবা* ১৮২৫।

স্বীকারোক্তি [স] **১** *বি* ইতিবাচক উক্তি। 'ইহাই এই স্বীকারো ইঙ্গিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* দোষ স্বীকারসূচক উক্তি। 'আসা স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকার্য, স্বীকার্য্য [স] *বিণ* স্বীকার করার যোগ্য। 'তাহাতে দোষাভাব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্বীকৃত [স] **১** *বিণ* স্বীকার করা হয়েছে এমন। 'সরল কররুরা স্বীকৃত হইল যে আমি তোমাদিগের মধ্যে একজন হইলাম।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* রাজি। 'ঐ ব্যক্তি স্বীকৃত হইলে পর সে চলিল।' *কেরি*, ১৮১২।

স্বীকৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বীকার করেছে এমন। 'সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকৃতা হইয়া ...।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

স্বীয় [স] **১** *বিণ* নিজের। 'স্বীয় সদ্বক্তৃতাহেতুক বহুজনের মনোরঞ্জক ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* বংশগত। 'স্বীয় ব্যবসায় করিয়া উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বিণ* আপন সম্প্রদায়ের। 'আমি এই স্থলে স্বীয় ভগিনীগণের প্রতি কিঞ্চিৎ উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

স্বীয়চ্ছায় [স] *বি* নিজের ছায়া। 'দাসবর্গকে স্বীয়চ্ছায়া স্বরূপ দেখিবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

স্বীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীর প্রতি প্রেমাভাবাপন্ন। 'স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা।' *ভারত*, ১৭৬০।

স্বেচ্ছা [স] **১** *বি* নিজের ইচ্ছা। 'তাহাদিগের স্বেচ্ছা ভিন্ন মৃত স্বামির সহিত অগ্নি প্রবেশ করণে প্রবৃত্তি জন্মায়।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **২** *বি* অভিলাষ। 'যাহার যেমত স্বেচ্ছা হয় সেইমত আত্মমত জানিয়া প্রেমালিঙ্গন দিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বেচ্ছাকর্মী [স] *বি* স্বেচ্ছাসেবক। 'একদল স্বেচ্ছাকর্মী ও একজন লেডী ডাক্তার প্রেরণ করেন।' *বেগম*, ১৯৬৫।

স্বেচ্ছা-অন্ধ [স] *বি* ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধ যে। 'এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বদ্ধ পালকির মধ্যে চড়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

স্বেচ্ছাকৃত [স] *বিণ* নিজ ইচ্ছায় করা হয়েছে এমন। 'তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বেচ্ছাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছা অনুসারে। 'ঠাকুর বা ঠাকুরাণী স্বেচ্ছাক্রমে যাহাকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

স্বেচ্ছাচর [স] *বিণ* নিজের ইচ্ছেমতো সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এমন। 'পূর্বপুণ্য-বলে স্বেচ্ছাচর পুত্র তাঁর।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

স্বেচ্ছাচার [স] *বি* নিজের ইচ্ছামত আচরণ। 'পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্বেচ্ছাচারমূলক [স] *বিণ* নিজের ইচ্ছামতো করা হয় এমন। 'উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারমূলক ঘৃণিত অভিনয়।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৪।

স্বেচ্ছাচারি [স স্বেচ্ছাচারী] **১** *বিণ* নিজের ইচ্ছামতো জীবনযাপনকারী। 'তাহাতে যাহা লেখেন তাহার তাৎপর্য্য স্বেচ্ছাচারি হওয়া উত্তম।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বিণ* নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী আচরণকারী। 'রাজার জ্ঞাতি বলিয়া অভিমানভরে প্রদেশ মধ্যে একপ্রকার স্বেচ্ছাচারি হইয়াছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৬০।

স্বেচ্ছাচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণকারী। 'তবে কি আমি স্বেচ্ছাচারিণী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্বেচ্ছাচারিতা [স] *বি* নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী আচরণ। 'ইহা স্বাধীনতা নহে, ইহা স্বেচ্ছাচারিতা।' *হালিসহর*, ১৮৭১; 'ইলিয়গেবলসের স্বেচ্ছাচারিতা বর্ণনা করিতে লজ্জা করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

স্বেচ্ছাচারিত্ব [স] *বি* নিজের ইচ্ছামতো আচরণ। 'স্বেচ্ছাচারিত্ব দোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি?' *মশাররফ*, ১৮৯০।

স্বেচ্ছাচারী [স] *বিণ* নিজের খেয়ালখুশি মতো আচরণকারী। 'তাবতেই স্বেচ্ছাচারী হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

স্বেচ্ছাতন্ত্রী [স] *বিণ* স্বৈরাচারী। 'তুরস্কের বর্ত্তমান স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসনকর্ত্তা।' *এসলাম*, ১৯৩২।

স্বেচ্ছাতান্ত্রিক [স] *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'দেশের আদত শাসনকর্তা স্বেচ্ছাতান্ত্রিক।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বেচ্ছাদাসী [স] *বি স্ত্রী* নিজের ইচ্ছায় সেবাকারী। 'তারা স্বেচ্ছাদাসী।' *মানিক*, ১৯৪০।

স্বেচ্ছাধীন [স] *বিণ* নিজের অধীন। 'বালকদিগের একপ্রকার স্বেচ্ছাধীন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

স্বেচ্ছানিধন [স] *বিণ* আত্মবিধ্বংসী। 'এক দল লুণ্ঠনকারী দস্যুর স্বেচ্ছানিধন মন্ত্র।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রণ [স] *বিণ* যথেচ্ছ। 'গভর্ণমেন্ট স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রণ ব্যয় একদম বন্ধ করিয়াছেন।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

স্বেচ্ছানির্বাসন [স] *বি* নিজে সরে যাওয়া। 'আমি প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্বেচ্ছানীত [স] *বিণ* স্বেচ্ছায় আনীত। 'সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বেচ্ছানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী। 'স্বেচ্ছানুযায়ী সৈন্যদিকে সর্ব্বস্থানেই পরিচালিত করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বেচ্ছানুসারে [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছানুযায়ী। 'মেষগণ স্বেচ্ছানুসারে নবীন নবীন তৃণ দন্ত দ্বারা মর্দ্দন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'রাজা কদাচ স্বেচ্ছানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বেচ্ছান্ধ [স] *বিণ* নিজের ইচ্ছায় অন্ধ থাকে এমন। 'আমাদের স্বেচ্ছান্ধ মহারাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বেচ্ছাপূর্বক, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছায়। 'বাবুসকল আপন স্বেচ্ছপূর্ব্বক শিক্ষা করেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত [স] *বিণ* নিজ ইচ্ছায় প্রবৃত্ত। 'সকলেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

স্বেচ্ছাবন্দী [স] **১** *বিণ* নিজের ইচ্ছায় ধরা দেয় এমন। 'আপনার পিতৃরাজ্যে আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* অনুগত। 'তুই থাক চিরদিন স্বেচ্ছাবন্দী দাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বেচ্ছাবিক্রীত [স] *বিণ* নিজের ইচ্ছায় বিক্রি হয় এমন। 'কোনো স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখত লিখিয়া দিয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বেচ্ছাবৃত [স] *বিণ* ইচ্ছাধীন। 'রবীন্দ্রনাথ এবং গোয়েটে উভয়েই ... রাষ্ট্রশাসনের চাইতে স্বেচ্ছাবৃত সমবায় পদ্ধতিকে বেশি মূল্যবান বলে জানতেন।' *শিব*, ১৯৫০।

স্বেচ্ছাব্রতী [স] *বিণ* স্বেচ্ছাসেবী। 'এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্বেচ্ছামত [স] *ক্রিবিণ* ইচ্ছামতো। 'ঐ কুণ্ডের তীরে হস্ত পাতিলে স্বেচ্ছামত মৎস্য পাইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

স্বেচ্ছালব্ধ [স] *বিণ* নিজে অর্জিত। 'স্বেচ্ছালব্ধ সুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

স্বেচ্ছাশ্রম [স] *বি* নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিশ্রম। 'স্বেচ্ছাশ্রমে বিধ্বস্ত জনপদ গড়ে তুলতে ... মেয়েরাও সাগ্রহে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসে।' *বেগম,* ১৯৭২।

স্বেচ্ছাসেবক [স] *বিণ* স্বেচ্ছায় সেবাকারী। 'শক্তিশালী ও সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিবে।' *মনসুর,* ১৯৪০।

স্বেচ্ছাসেবকদল [স] *বি* স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেবাদানকারী সংঘ। 'এ কাজের জন্য সাহিত্যের স্বেচ্ছাসেবকদল কই?' *শহীদুল্লাহ,* ১৯৩১।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী [স] *বি* স্বেচ্ছায় সেবাকারীর দল। 'শক্তিশালী ও সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিবে।' *মনসুর,* ১৯৪০।

স্বেচ্ছাসেবা [স] *বি* নিজের ইচ্ছায় করা সেবা। 'দেশের কাজে অগ্রে চলে – স্বেচ্ছাসেবার দুঃখ বরে।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯২৪।

স্বেচ্ছাসেবিকা [স] *বি স্ত্রী* স্বেচ্ছাকর্মী। 'স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে বিনা স্বার্থে মেয়েদের কাজ করা উচিত।' *বেগম,* ১৯৪৮।

স্বেচ্ছাসেবী [স] *বি* নিজের ইচ্ছায় সেবাদানকারী। 'স্বেচ্ছাসেবীরা অবশ্য কম্যুনিস্ট ছিল না সকলে।' *ধূর্জটি,* ১৯৩১।

স্বেদ [স] *বি* ঘাম। 'ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মুর্ছা যায়।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

স্বেদকণা [স] *বি* ঘামের বিন্দু। 'এসে শিশিরের মতো স্বেদকণা মুছে মিহি রুমালে হাওয়ায়।' *শামসুর,* ১৯৫৯।

স্বেদগন্ধী [স] *বিণ* ঘামের গন্ধযুক্ত। 'তারা প্রত্যেকেই স্বেদগন্ধী জামাকাপড় ভিজে সপসপ, শরীর কর্দমাক্ত, হৃৎপিণ্ড বহির্মুখী।' *হাসান,* ১৯৬৭।

স্বেদজ [স] *বিণ* স্বেদ থেকে উৎপন্ন। 'যে সকল জীব পূর্ব্বে "স্বেদজ"...।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

স্বেদবিজড়িত [স] *বিণ* ঘামে ভিজেছে এমন। 'স্বেদবিজড়িত চূর্ণকুন্তলের শোভা !' *বঙ্কিম,* ১৮৮৪।

স্বেদবিন্দু [স] *বি* ঘাম। 'স্বেদবিন্দু ললাটে উদয়।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

স্বেদ-মুক্তো [স স্বেদ-মুক্তা] *বি* ঘামরূপ মুক্তা। 'স্বেদ-মুক্তোর ফোঁটা আঁকা মুখখানি।' *কায়সার,* ১৯৬২।

স্বেদসিক্ত [স] *বিণ* ঘামে ভেজা; ঘর্মাক্ত। 'পণ করেছি এর স্বেদসিক্ত জাদু এড়াতেই হবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

স্বেদস্রুতি [স] *বি* ঘাম নিঃসরণ। 'ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম,* ১৮৬৬।

স্বেদাক্ত [স] **১** *বিণ* ঘর্মাক্ত। 'আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৩। **২** *বিণ* ঘামে ভেজা। 'বৈশাখের খটখটে স্বেদাক্ত দুপুরে ...।' *শামসুর,* ১৯৭২।

স্বেদাঞ্চিত [স] *বিণ* ঘামে ভেজা। 'তাহার স্বেদাঞ্চিত লজ্জাশীতল হস্তে একটা গোড়েমালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৮।

স্বৈকার [স] *বি* স্বীকৃতি জ্ঞাপন। 'স্বৈকার করিলে রাজা বসন্তরায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া ...।' *রামরাম,* ১৮০১।

স্বৈর [স] *বিণ* স্বেচ্ছা। **স্বৈরতন্ত্র** [স] *বি* স্বেচ্ছাচারিতা। 'সে যদি স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝোঁকে।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩৭।

স্বৈরতান্ত্রিক [স] *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'দায়িত্ব ছিল স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের হাতে।' *মোহাম্মদী,* ১৯৩৯।

স্বৈরবৃত্ত [স] *বিণ* স্বেচ্ছাচারী; স্বাধীন। 'ঘুচে গেছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ড ছবিতে স্বৈরবৃত্ত রেখার সংগতি।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩০।

স্বৈরাচার [স] *বি* স্বেচ্ছাচার। 'কওমী ঝাণ্ডা ঢাকা পড়ে ে স্বৈরাচারের কালো ছায়ায়।' *ফররুখ,* ১৯৪৬।

স্বৈরাচারী [স] *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'রাষ্ট্রভাষা শব্দটার উৎপত্তি হে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে।' *হাফিজুর,* ১৯৫৩।

স্বৈরাচারিতা [স] *বি* স্বেচ্ছাচারিতা। 'ফ্রান্সে স্বৈরাচারিতার উে ঘটল ... পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে।' *উমর,* ১৯৬৬।

স্বৈরিণী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* ব্যভিচারিণী। 'অনায়াসে স্বৈরিণীর মায়ায় হইয়া, চিরসঞ্চিত কর্মফলে বঞ্চিত হইলাম।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭। **২** অসতী। 'হায়, ভোজবালা কুন্তী – কে না জানে তারে স্বৈরিণ *মাইকেল,* ১৮৬২। **৩** *বি স্ত্রী* স্বেচ্ছাচারিণী। 'নিয়ে এসো শৃঙ্খল ি – স্বৈরিণী!' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

স্বৈরিতা [স] *বি* স্বেচ্ছাচারিতা। 'যত পারি দূরে রাখি অনুশোচ মলময় কীটের স্বৈরিতা!' *শামসুর,* ১৯৬৬।

স্বৈরী [স] *বি* স্বৈরাচারী ব্যক্তি। 'চড়ে বসে নিহত বা নির্বা স্বৈরীদের পাটে প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বেসর্বা যত।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৪০।

স্বোদর [স] *বি* নিজের পেট। 'স্বোদর পূরণে অক্ষম প্রত্যেক রোগির ক প্রতিদিন আড়াই আনা করিয়া পাইবেন।' *দর্পণ,* ১৮২৪।

স্বোপার্জিত, স্বোপার্জ্জিত [স] *বিণ* নিজের অর্জিত। 'সাধার মঙ্গলার্থে যাঁহারা স্বোপার্জিত ধন ব্যয় করিয়াছেন।' *দর্পণ,* ১৮৯ 'মহাত্মব্যক্তির শরীর সর্ব্বদা স্বোপার্জ্জিত পুণ্যে পবিত্র।' *রামনারা* ১৮৫৪।

স্বোপলব্ধ [স] *বিণ* নিজে উপলব্ধি করেছে এমন। 'স্বোপলব্ধ হওয়া চা *শরীফ,* ১৯৬৮।

স্বোয়াদ [স স্বাদ] *বি* স্বাদ। 'মধুর স্বোয়াদে ভরে যায় প্রাণমন।' *শ* ১৯৬৯।

স্বোয়াস্তিহর [স স্বস্তিহর] *বিণ* স্বস্তি হরণ করে এমন। 'সেখানে কে বাগ্‌ড়া তার পক্ষে স্বোয়াস্তিহর।' *শওকত,* ১৯৭৩।

স্মঙরণ [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। 'স্মঙরণ করিলে তোমা তুমি মোরে বৈ বামা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

স্মঙরন [স স্মরণ] *বিণ* স্মরণ। 'স্মঙরণে জড়িমা জায় দূরে।' *মুকু* ১৬০০।

স্মঙরা [স স্মরণ>] *ক্রি* মনে করা। **স্মঙরি** *ক্রি* স্মরণ ক'রে। 'জ স্মঙরি হইল মন উচ্চাটন।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **স্মঙরিতে** *ক্রি* স হতে। 'স্মঙরিতে মনহি নয়নে বহ লোর।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

স্মোঙরন [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। 'আমার বনিতা সেই ক স্মোঙরন।' *মালাধর,* ১৫০০।

স্মোঙরা [স স্মরণ] *ক্রি* স্মরণ করা। 'স্মোঙরি তাহার তনু প্রাণ ে কান্দে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

স্মমস্মর [স সমস্তর] *বিণ* সমান। 'শ্রীজয়ন্ত নীলাম্বর দুই ভাই স্মমস্ম *মুকুন্দ,* ১৬০০।

স্ময়মান [স] *বিণ* বিস্ময়কর। 'চন্দ্রের স্ময়মান রশ্মিজাল সমুদ্রের উরঃ চিক চিক করিতেছিল।' *কৃষ্ণকমল,* ১৮৫৮।

স্মর[১] দ্র **স্মরা**

স্মর[২] [স] *বি* হিন্দুদেবতা মদন। 'জিব কর সমিধ স্মর কর আ *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মরদশা [স] *বি* প্রেম। 'উভয়েরই, ক্রমে ক্রমে, পূর্ব্বরাগ সংক্রান্ত স্মরদশার আবির্ভাব হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্মর-প্রহরণ [স] *বি* হিন্দু দেবতা মদনের বা কামদেবের অস্ত্র। 'কিংশুক, কেতকী, স্মর-প্রহরণ উভে/ কেশর সুন্দর রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্মরশর [স] *বি* হিন্দুদেবতা মদনের বাণ। 'স্মরশরে জরজর কাঁপে কলেবর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

স্মরহর [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

স্মরণ [স] **১** *বি* জপ। 'যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সকল আপদ খণ্ডে মোহর স্মরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* উচ্চারণ। 'জাগিতে লায়লী নাম করিলা স্মরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* মনে পড়া। 'বৃন্দাবন পূর্ব্বলীলা হইল স্মরণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৪** *বি* স্মৃতি। 'বাইর নাচ কিম্বা রোশনাই করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিলে তাহার স্মরণ শীঘ্র লোপ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

স্মরণ-অতীত [স] *বিণ* স্মরণ করা কঠিন এমন। 'স্মরণ-অতীত সময়ের অভিশাপে।' *যতীশ*, ১৯৩৯।

স্মরণ করা *ক্রি* মনে করা। 'যখন তোমাকে স্মরণ করিব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্মরণকাল [স] *বি* অতীতের স্মরণযোগ্য সময়। 'স্মরণকালের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্মরণ-গাঁথা *বিণ* স্মৃতি দিয়ে গাঁথা এমন। 'দুঃসহ কোন দারুণ দুখে স্মরণ-গাঁথা করুণ গাথা, দুর্দম কোন সর্বনাশের ঝঞ্ঝাঘাতের মৃত্যুমাতাল বজ্রপাতের গর্জ্জরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্মরণচিহ্ন [স] *বি* মনে করিয়ে দেয় এমন চিহ্ন। 'তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের একটি স্মরণচিহ্ন ধ্বংস করিয়া ফেলিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'ঐ মেয়েটিতে তাঁর স্ত্রী তার শরীরমনের একটি জীবন্ত স্মরণচিহ্ন রেখে গিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

স্মরণতন্তু [স] *বি* স্মৃতিরূপ সুতা। 'দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা সেই দারুণ কাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্মরণতীর [স] *বি* স্মৃতিপট। 'তাদের স্মরণতীরে মহিমার বিশুভ্র পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরো।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

স্মরণ থাকা *ক্রি* মনে থাকা। 'পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্মরণপট [স] *বি* স্মৃতিরূপ পট। 'সুদূর কোন স্মরণপটে জাগিল মরীচিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

স্মরণপটস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* স্মৃতিরূপ পটে অঙ্কিত। 'স্ত্রীর স্মরণপটস্থা মূর্তির কাছে নন্দাও নয়, রমাও নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

স্মরণপথ [স] *বি* স্মৃতিপট। 'তোমার পূর্ব্বরমণীর মরণবৃত্তান্ত এক বার স্মরণপথে আনয়ন কর দেখি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

স্মরণপথারূঢ় [স] *বিণ* আগেকার কোনোকিছু মনে পড়ছে এমন। 'কত ক্রীড়া করেছি স্মরণপথারূঢ় হলে মনটা চঞ্চল হয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্মরণ রাখা *ক্রি* মনে রাখা; বিবেচনা করা। 'সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উন্নতি অর্থে দ্বন্দ্ব – তাঁহাদিগকে বলিষ্ঠ এবং কার্যতৎপর হইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্মরণশক্তি [স] *বি* মনে রাখার ক্ষমতা। 'কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'টাকা বাহির করিয়া দিবার বিষয়ে তাহার স্মরণশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

স্মরণশক্তিওয়ালা [স স্মরণশক্তি+হি ওয়ালা] *বিণ* মনে রাখার ক্ষমতাশালী। 'তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিওয়ালা বৈজ্ঞানিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্মরণসভা [স] **১** মৃত ব্যক্তির স্মরণে আয়োজিত সভা। 'যাঁহারা বর্ষে বর্ষে বিদ্যাসাগরের স্মরণসভা আহ্বান করেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* কোনো কীর্তির স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান। 'দাদা বলে, চিত্তির!/ পেটে যে স্মরণসভা আপনারি কীর্তির।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্মরণস্তম্ভ [স] *বি* কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঘটনা স্মরণ রাখার জন্য নির্মিত স্তম্ভ বা ভাস্কর্য। 'স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্মরণ হওয়া *ক্রি* মনে পড়া। 'মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ দূর স্বপ্নসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্মরণ-হারা *বিণ* স্মৃতি হারিয়ে গেছে এমন। 'জীবনে যারা স্মরণ-হারা, তবু মরণ জানে না তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্মরণাগত [স] *বিণ* মুখাপেক্ষী। 'জমিদারের স্মরণাগত হও।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

স্মরণাতীত [স] *বিণ* স্মরণ করা কঠিন এমন। 'স্বদেশের স্মরণাতীত অদ্যতম প্রাচীন কালিক পুরাবৃত্ত সমস্ত আলোচনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্মরণারূঢ় [স] *বিণ* অবিস্মৃত। 'সমুদায় বিষয় বালকদিগের নেত্রপথে সর্ব্বতো পতিত হইয়া নিরন্তর স্মরণারূঢ় থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্মরণার্থ [স] *ক্রিবিণ* স্মরণ রাখার জন্য। 'উইলসন সাহেবের সম্ভ্রমার্থ ও তাঁহার তুষ্ট্যর্থ এবং উপকার স্মরণার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্মরণীয় [স] *বিণ* স্মরণযোগ্য। 'ততকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্মরণীয় থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্মরণীয়তা [স] *বি* মনে রাখার অবস্থা। 'সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরালে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'আছে কি আমাতে স্মরণীয়তার কিছু?' *শক্তি*, ১৯৬১।

স্মরণীয়ভাবে [স] *ক্রিবিণ* মনে রাখার মতো ক'রে। 'কেমন খুঁড়িয়ে হেঁটে স্মরণীয়ভাবে গলি আর এভেনিউ নিঃসঙ্গ পেরিয়ে যায়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

স্মরণে আসা *ক্রি* মনে পড়া। 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

স্মরা [স স্মরণ>] *ক্রি* স্মরণ করা। 'নানা ভাতি স্মরে লোকে সেকান্দরী নাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। **স্মর** *ক্রি* স্মরণ করো। 'মরণ সমএ হৈল স্মর করতার।' *সুলতান*, ১৭০০। **স্মরএ** *ক্রি* স্মরণ করে। 'বৃক্ষ পরে রহিয়া স্মরএ করতার।' *সুলতান*, ১৭০০। **স্মরয়ে** *ক্রি* স্মরণ করে। 'কাজীর বেটী স্মরয়ে খোদায়।' *বিজয়*, ১৬৫০। **স্মরি** **১** *ক্রি* স্মরণ ক'রে। 'রজনী বঞ্চিলা রাজা ব্যাসের বাক্য স্মরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** স্মরণ করি। 'মরণসাগরতীরে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **স্মরিব** *ক্রি* স্মরণ করবো। 'সব আনন্দ-মাঝারে তোমারে স্মরিব জীবননাথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **স্মরিয়** *ক্রি* স্মরণ কোরো। 'স্মরিয় আপদকালে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **স্মরিয়া** *ক্রি* স্মরণ ক'রে। 'কি কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মরিলা *ক্রি* স্মরণ করলে। 'দেবেন্দ্র অমনি স্মরিলা বিমানবরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **স্মরিলে** *ক্রি* স্মরণ করলে। 'কিন্তু প্রাণমন কাঁদে গো স্মরিলে এ সকল কথা!' *মাইকেল*, ১৮৬১। **স্মরিলেক** *ক্রি* স্মরণ করলেন। 'তাহা শুনি জনমেজয় স্মরিলেক চিত্তে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **স্মরে** *ক্রি* স্মরণ করে। 'ঐকান্তিক সদান্তরে যদ্যপি তোমাকে স্মরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্মর্যমান, স্মর্য্যমান [স] *বিণ* স্মরণ করছে এমন। 'মহাভারতের কর্ত্তা যে ব্যাস, ইহা স্মর্য্যমান।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্মাগ্লিং [ই] *বি* চোরাচালানি। 'স্মাগ্লিং সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজ নিজ কীর্তি রটনা করছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্মাগল করা [ই] *ক্রি* চোরাকারবারি করা। 'আপনি এটা স্মাগল করে নিয়ে যাচ্ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

স্মাগলার [ই] *বি* চোরাচালানি। 'স্মাগলার আলোচক সম্পাদক তরুণীর দল, কবিতা বোঝে না।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

স্মারক [স] *বিণ* স্মরণ করিয়ে দেয় এমন। **স্মারক-চিহ্ন** [স] *বি* স্মৃতি চিহ্ন। 'আমার বিদেশী নাম বাধে তব অবাধ্য জিহ্বায়; বৃথা ও-স্মারক চিহ্ন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্মারকতা-শক্তি [স] *বি* স্মরণশক্তি। 'কত কত ব্যক্তির স্মারকতা-শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্মারকলিপি [স] *বি* কোনো বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য লেখা পত্রবিশেষ। 'অভিযোগ উত্থাপন করিয়া একটি স্মারকলিপিও তাঁরা প্রেরণ করিবেন।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

স্মার্ট [ই] **১** *বিণ* চটপটে। 'কোনো কোনো ভারতবর্ষীয় যুবক স্মার্ট দেখাবার লোভে চিবুকের সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে' *অন্নদা*, ১৯২৯। **২** *বিণ* পরিপাটি; কেতাদুরস্ত। 'কি স্মার্ট সার্জপোশাক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

স্মার্ত, স্মার্ত্ত [স] **১** *বিণ* হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত। 'প্রায়শ্চিত্ত দ্রব্য গ্রহণেতেও পাপ হয় ইহা প্রাচীন স্মার্ত্ত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **২** *বি* স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি; স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। 'এক মহাবৈয়াকরণ ও দুই স্মার্ত্ত।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'গজপতি ঠাকুর কেবল বৈয়াকরণ আর স্মার্ত নহেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

স্মার্ত্ত সংস্কারাদি [স] *বি* হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় শুদ্ধাশুদ্ধি। 'ব্রাহ্মণেরা পক্ষবর্তীয় লোকের স্মার্ত্ত সংস্কারাদি পৌরোহিত্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্মিত [স] **১** *বিণ* উজ্জ্বল। 'প্রতি অস্ত্র আপনার যোধদলের রক্তস্রোতে স্মিত হবে।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* স্নিগ্ধহাস্যে উদ্ভাসিত। 'স্মিত স্বপ্নের আভাস লেগেছে বিহ্বল তব রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্মিত-উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী *বিণ স্ত্রী* উজ্জ্বল উদয়ারুণের কিরণে বিলাসী। 'স্মিত-উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী পূর্ণসিতাংশু-বিভাস-বিকাশিনী নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্মিতচক্ষু [স] *বিণ* হাসিভরা চোখবিশিষ্ট। 'সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

স্মিতপরিহাসপটু [স] *বিণ* ঠাট্টাতামাশায় দক্ষ। 'স্মিতপরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্মিত-বিকশিত [স] *বিণ* মৃদু হাস্যোজ্জ্বল। 'স্মিত-বিকশিত বয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্মিতমুখ [স] *বি* হাসিমুখ। 'স্মিতমুখে স্বামীর বন্ধুদের উপহার গ্রহণ করছেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

স্মিতমুখী [স] *বিণ স্ত্রী* হাসিভরা মুখবিশিষ্ট। 'স্মিতমুখী লাবণ দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

স্মিত-শুভ্রমুখী *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল শুভ্রমুখবিশিষ্ট। 'সে চঞ্চল চ চামেলি স্মিত-শুভ্রমুখী তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক।' *রবী* ১৮৯৯।

স্মিত-সম্মতি *বি* হাস্যোজ্জ্বল সম্মতি। 'মালতীর স্মিত-সম্মতি ছিল সে গাঁথিতে নতশিরে পুষ্পহার সদ্য-তোলা কুঁড়ি মল্লিকা *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

স্মিতস্নিগ্ধ [স] *বিণ* মৃদু হাসিতে কোমল। 'স্মিতস্নিগ্ধ মুগ্ধমুখে চিত্তের নিভৃত আলোতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্মিত-স্বপ্ন *বি* হাস্যোজ্জ্বল স্বপ্ন। 'স্মিত স্বপ্নের আভাস লে বিহ্বল তব রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

স্মিতহাস [স স্মিতহাস্য] *বি* খুব অল্প হাসি। 'কভু স্মিতহাসে কাঁ দেবীর ওষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

স্মিতহাসি [স স্মিতহাস্য] *বি* মৃদু হাসি। 'ঝড়ের বেলা তো স্মিতহাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্মিতহাস্য [স] *বি* মৃদু হাসি। 'সুখে আমরা স্মিতহাস্য হাসি।' *রবী* ১৮৯৭।

স্মিতহাস্য-বিকশিত [স] *বিণ* মৃদুহাসিতে বিকশিত। 'উমার কপে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্মিতহাস্যে [স] *ক্রিবিণ* হাসি হাসি মুখ ক'রে। 'স্মিতহাস্যে নাহি সলজ্জিত বাসরশয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্মিতহাস্যভরে *ক্রিবিণ* মৃদু হেসে। 'স্মিতহাস্যভরে কঙ্করা বলিলেন – আমার কিসের দরকার বল!' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্মিতাধর [স] *বি* সামান্য হাসিযুক্ত ঠোঁট। 'তুমি বসে এক প স্মিতাধর তাম্বুল-রঞ্জিন।' *হোসেন*, ১৯৪০।

স্মিতি [স] *বিণ* উদ্ভাসিত। 'ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্মিতি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্মিরিতি [স স্মৃতি] *বি* স্মৃতি। 'স্মিরিতি স্বপনে তার রাজাসন।' *সত্যে* ১৯১৪।

স্মৃত [স] *বিণ* স্মরণ করা হয়েছে এমন। 'সকল কথা লোকপরম্পরা হইয়া আসিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্মৃতি [স] **১** *বি* স্মরণ। 'তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈল *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* স্মরণশক্তি। 'আপনার স্মৃতি গেল তালি কেনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রশাখাবি ধর্মসংহিতা। 'বেদান্ত এক। ও স্মৃতি এক।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৪** অতীতের জ্ঞান। 'বহু স্মৃতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের এখনো তাহাতে মানবজীবনের রঙ ধরিয়া যায় নাই।' *রবী* ১৮৯৭।

স্মৃতি-উৎসব [স] *বি* বিশেষ ঘটনা স্মরণ করে অনুষ্ঠিত উৎ স্মরণ-অনুষ্ঠান। 'তাঁদের স্মৃতি-উৎসব সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হ উচিত।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্মৃতি-উপবন [স] *বি* স্মৃতিরূপ উপবন। 'যেন তারা সত্য স্মৃতি-উপবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

স্মৃতিওয়ালা [স স্মৃতি+হি ওয়ালা] *বিণ* হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে পার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অনেক অনেক ব্যাকরণনবীশ ও স্মৃতিওয়ালা ভট্টাচার্য্য আসিয়াছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্মৃতিকণ্টক [স] *বি* স্মৃতিরূপ কাঁটা। 'হয়তো আমার স্মৃতিকণ্টক বিঁধিবে ও অন্তর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্মৃতিকথা [স] *বি* অতীত কালের কাহিনী। 'বাপের স্মৃতিকথায় সুধার আর কোন আগ্রহ নেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

স্মৃতিকর [স] *বিণ* স্মরণশক্তি বাড়ায় এমন। 'বল-মেধা-স্মৃতিকর শোথ-দোষ নাশে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

স্মৃতিকাহিনী [স স্মৃতি+কাহিনী] *বি* অতীত ঘটনার বিবরণ। 'সেই মুক্তিসংগ্রামী বোনদের সংঘাতময় স্মৃতিকাহিনী তুলে ধরতে চাই।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্মৃতিক্ষেত্র [স] *বি* মন। 'এই সকল মহাদম্ভংকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদের স্মৃতিক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিবেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

স্মৃতিগন্ধ [স] *বি* স্মৃতিরূপ গন্ধ। 'শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।' *শামসুর*, ১৯৭০।

স্মৃতিগম্য [স] *বিণ* স্মরণযোগ্য। 'তা যথার্থরূপে স্মৃতিগম্য করাও শক্ত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্মৃতিচিহ্ন [স] *বি* স্মারকচিহ্ন। 'বিলাসভবনের স্মৃতিচিহ্ন কোথায় গেল?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্মৃতি-জাগরণকারী [স] *বিণ* স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এমন। 'তেমনি দেখিনু যেই ওই মুখখানি স্মৃতি-জাগরণকারী রাগিণীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্মৃতিজাল [স] *বি* জালের মতো ছড়িয়ে থাকা স্মৃতিসমূহ। 'রেখে গেল শুধু তার দিগন্ত-প্রসার স্মৃতিজাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্মৃতি-তর্পণ [স] *বি* স্মৃতি নিবেদন। 'অশ্রু-রেবা-কূলে মোর এ স্মৃতি-তর্পণ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্মৃতিদীপ [স] *বি* স্মৃতিরূপ প্রদীপ। 'জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্মৃতিপট [স] *বি* স্মরণপট; স্মৃতিফলক। 'কথাটা আমার স্মৃতিপটে লেখা থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্মৃতিপথ [স] *বি* স্মরণপথ। 'স্মৃতিপথে জাগরূক হওয়াতে অক্ষয়বাবুর সন্দর্শন জন্য মন ব্যাকুল হইল।' *রাজ*, ১৮৭৪।

স্মৃতিপথারূঢ় হওয়া [স স্মৃতিপথারূঢ়+হওয়া] *ক্রি* মনে পড়া। 'সেই সকল বিপদের কথা তখন স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে বন্ধুবিচ্ছেদে মন আকুল হইল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

স্মৃতিপুরাণ [স] *বি* হিন্দু ধর্মসংহিতা ও পুরাণাদি। 'স্মৃতিপুরাণ পড়িলেই পণ্ডিত হয় না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্মৃতি-পূজা [স] *বি* স্মৃতিচারণ; স্মৃতিতর্পণ। 'সিরাজের আমরা যতই স্মৃতি-পূজা করি।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

স্মৃতি-প্রতিমা [স] *বি* স্মৃতিরূপ প্রতিমা। 'স্মৃতি-প্রতিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্মৃতিবদ্ধ [স] *বিণ* স্মৃতিতে রক্ষিত। 'অনেক লোকের দ্বারা স্মৃতিবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্মৃতিবার্ষিকী [স] *বি* স্মৃতিচারণ করে অনুষ্ঠেয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান। 'রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্মৃতিবাহিনী [স] *বি* স্মৃতিরূপ মালা। 'আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর বাঁধিস নে স্মৃতিবাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

স্মৃতিবিষ [স] *বি* স্মৃতিরূপ বিষ। 'জ্যোৎস্নায় ভেজা ঠোঁটে পান করছে পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিষ।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

স্মৃতিবিস্মৃতি [স] *বি* স্মরণ ও বিস্মরণ। 'স্মৃতি-বিস্মৃতি একই জাতি। একই স্থানে বাস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'স্মৃতিবিস্মৃতির নানা বর্ণে রঞ্জিত দুঃখসুখের বাষ্পঘনিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্মৃতি-বিস্মৃতি-বিজড়িত [স] *বিণ* স্মৃতি ও বিস্মৃতিতে জড়িয়ে আছে এমন। 'স্মৃতি-বিস্মৃতি-বিজড়িত কুহেলিকাময় অতীত কালের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্মৃতিভার [স] *বি* স্মৃতির ভার। 'তাই স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্মৃতিভ্রষ্ট [স] *বিণ* স্মৃতি লোপ পেয়েছে এমন। 'স্মৃতিভ্রষ্ট উঞ্ছজীবী চলে কোন মতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

স্মৃতিমন্দির [স] **১** *বি* স্মৃতিরূপ মন্দির। 'জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের স্মৃতিমন্দিরের মাঝখানে বসিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* স্মৃতিস্তম্ভ। 'তাঁর কবরের উপর একটি স্মৃতিমন্দির খাড়া করা।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

স্মৃতিময় [স] *বিণ* স্মৃতিপূর্ণ। 'জায়নামাজ, পুণ্য স্মৃতিময়, নিবিড় গোটানো এক পাশে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

স্মৃতিময়ী [স] *বিণ* স্ত্রী প্রভৃত স্মরণশক্তি আছে এমন। 'শৈশবের স্মৃতিময়ী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্মৃতিযোগসূত্র [স] *বি* স্মৃতির যোগসূত্র। 'ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞানতপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্মৃতির পট *বি* মন। 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্মৃতিরশ্মি [স] *বি* স্মৃতিরূপ রশ্মি। 'স্মৃতিরশ্মি-হারা সেই খনির আসন।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

স্মৃতিরূপ [স] *বি* স্মৃতির অবয়ব। 'মানুষের প্রতিভার প্রেরণায় তার যত কিছু শক্তি সমস্তই চালিত হয়ে এই দুই পথ ধরে শক্তিরূপ ও স্মৃতিরূপ পেয়ে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

স্মৃতিরেখা [স] *বি* স্মৃতিচিহ্ন। 'স্বামীর মনের স্মৃতিরেখা মুছিয়া দিতে হইবে?' *মানিক*, ১৯৪০।

স্মৃতিলিপি [স] *বি* স্মৃতির লেখা। 'আপনার স্মৃতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্মৃতিলেখা [স] *বি* স্মৃতির চিহ্ন। 'কোন আঁধারের গভীর তলে রেখে স্মৃতিলেখা।' *জীবন*, ১৯৩০।

স্মৃতিলোক [স] *বি* স্মৃতির জগৎ। 'মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্মৃতি লোপ পাওয়া *ক্রি* স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাওয়া। 'সৌন্দর্য ডুবিতেছে, বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্মৃতিশক্তি [স] *বি* স্মরণ করার ক্ষমতা। 'হিমাংশুর বক্তৃতাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্মৃতিশাস্ত্র [স] *বি* হিন্দু ধর্মসংহিতা। 'কিন্তুর স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ি [স স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ী] *বিণ* হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র বিশারদ। 'স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ি অধ্যাপক ভট্টাচার্যেরা ... দরখাস্ত দিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

স্মৃতিসভা [স] *বি* স্মরণসভা। 'সেঁউতি যূথী জবা আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে কবির স্মৃতিসভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্মৃতিসম্পদ [স] *বি* স্মৃতির ভাণ্ডার। 'একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্মৃতিসুখকর [স] *বিণ* মনে করতে ভালো লাগে এমন। 'অতি সুমধুর ও স্মৃতিসুখকর পারসী ভাষা।' *প্রচারক*, ১৯০১।

স্মৃতিসুধা [স] *বি* স্মৃতিরূপ সুধা। 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্মৃতিস্তম্ভ [স] *বি* স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত স্তম্ভ। 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্মৃতিস্নাত [স] *বিণ* স্মৃতিময়। 'ঐশ্বর্যের তরী – পাল-তোলা তরঙ্গের স্মৃতিস্নাত দীপ্ত জলযান।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

স্মৃতিস্পন্দন [স] *বি* স্মৃতির আন্দোলন। 'যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্মৃতিহারা *বিণ* স্মৃতি হারিয়ে গেছে এমন। 'খ্যাতিহারা সেই স্মৃতিহারা সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্মৃতিহীন [স] *বিণ* কোনো স্মৃতি নেই এমন। 'যদি পারতুম ... ডুবে যেতে স্মৃতিহীন, স্বপ্নহীন অতল ঘুমের মধ্যে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

স্মেলিং সল্ট [ই] *বি* তীব্র গন্ধের ঝাঁঝালো লবণ। 'স্মেলিং সল্ট শুঁকছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্মোত্তরন, স্মোত্তরা *দ্র* **স্মত্তরণ**

স্মোসর *বিণ* সমকক্ষ। 'কেহোত জিনিতে নারে একোই স্মোসর।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্যন্দন [স] *বি* রথ। 'মদন-স্যন্দন যেমনি অপরাজিতা কাননে চলে মধুকালে মন্দগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্যন্দমান [স] *বিণ* গতিশীল। 'করুণার উত্তাপেই বিগলিত হইয়া স্যন্দমান হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্যমন্তক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মণিবিশেষ। 'মাধবের বক্ষে তুমি ছিলে কি গো স্যমন্তক মণি!' *জীবন*, ১৯৩০।

স্যাংশন [ই] *বি* অনুমোদন। 'বাজেট স্যাংশন করে নিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্যাঁতলা [স শৈবাল] *বি* শেওলা। 'বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁতলা পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্যাঁতসেঁতে [স সিক্ত>] **১** *বিণ* প্রায় ভিজা। 'একটা স্যাতসেঁতে ঘরে একটা তক্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* অলস। 'আর এই পরপদানত/ স্যাঁতসেঁতে জাত বুদ্ধিহত।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

স্যাঁতসেঁত *বিণ* প্রায় ভিজা। 'স্যাঁতসেঁত পাটক্ষেতের স্তব্ধ অন্ধকার চিরে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

স্যাঁতা *বি* শেওলা। 'মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্যাকরা [আ সিক্কাহ্] *বি* স্বর্ণকার। 'স্যাকরারা দুর্গাপ্রদীপ সামনে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্যাকরাগাড়ি [আ সিক্কাহ্?+গাড়ি] *বি* কম ভাড়ার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। 'স্যাকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্যাকারিন [ই] *বি* অত্যন্ত মিষ্টি রাসায়নিকবিশেষ। 'বড় ব্রেন মিশ্রী, গুড় ছোট ব্রেন স্যাকসিন, স্যাকারিন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

স্যাঙাত [স সঙ্গ>] **১** *বি* বন্ধু। 'ছেলেবেলাকার কলকাতা মনে পড়ে, ওঁ পুকুরগুলোই ছিল আকাশে স্যাঙাত, শহরের মধ্যে ওইখানটাে দ্যুলোক ভূলোকে একটুখানি পা ফেলবার জায়গা পেত।' *রবীন্দ্র* ১৯১৯; 'কি বল ভাই স্যাঙাত?' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* চেলা। 'কা শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত করেছে রে এই ক্রূর স্যাঙাত।' *নজরুল* ১৯২৪।

স্যাঙাৎনি *বি* সখী। 'আমার স্যাঙাৎনিকে ডেকে দাও।' *রবীন্দ্র* ১৯২২।

স্যাঙা-করা *দ্র* **সাঙা**[1]

স্যাটায়ার [ই] *বি* ব্যঙ্গধর্মী রচনা। 'ইউরোপীয় সমস্ত সাহিত্যেই .. স্যাটায়ার-এ সমৃদ্ধশালী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্যাডিস্ট [ই] *বিণ* অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায় এমন। 'সেই স্যাডিস্ মাস্টার যখন হেড মাস্টারের হুড়ো খেয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

স্যাণ্ডউইচ [ই] *বি* মাঝখানে মাংস মাছ সবজি ইত্যাদি দেওয়া দুই টুকর মাখন-মাখানো রুটি। 'দুটো বড় স্যাণ্ডউইচ বানাল বাবর।' *শামসুর* ১৯৭২।

স্যাণ্ডেল, স্যাণ্ডাল [ই] *বি* চামড়া বা রবারের হালকা জুতা। 'পায়ে পুরে একজোড়া স্যাণ্ডাল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫; 'বাড়িতে সারাক্ষণ স্যাণ্ডে পরে থাকা।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

স্যান্ডাল [ই] *বি* চামড়া বা রবারের হালকা জুতাবিশেষ। 'ছেঁ স্যান্ডাল পায়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

স্যানিটেরিয়াম [ই] *বি* দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত লোকেদের আবাসি চিকিৎসাকেন্দ্র। 'এখন সে স্যানিটেরিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে।' *জীবন* ১৯৩৩।

স্যানিটেরী ইন্সপেক্টর [ই] *বি* স্বাস্থ্য বিভাগীয় পরিদর্শক। 'একটা মা স্যানিটেরী ইন্সপেক্টর এই অঞ্চলে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্যানিটেশন [ই] *বি* স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা। 'স্যানিটেশনের দৌলে দেশকে যেদিন স্বর্গ করে তুলব।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

স্যান্ডউইচ [ই] *বি* মাঝখানে মাংস মাছ সবজি ইত্যাদি দেওয়া দুই খ মাখন-মাখা রুটি। 'স্যান্ডউইচ, সন্দেশ, রসগোল্লা, গল্পগুজব আবা গান!' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্যানউইচ [ই] *বি* মাঝখানে মাংস মাছ সবজি ইত্যাদি দেওয়া দুই খ মাখন-মাখা রুটি। 'আমার কাছে আছে তিনটে কফি, একখা স্যানউইচ, আর পাঁচটি সিগারেটের দাম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্যান্তামি *বি* চালাকি। 'স্যান্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্যামপিন [ই] *বি* ফ্রান্সে উৎপাদিত এক ধরনের মদ, যা সাধারণত উৎসা পান করা হয়। 'এক আদ্‌দিন সেরিটে স্যামপিনটারও আস্বাদ নেও হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্যামল [স শ্যামল] *বিণ* শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। 'স্যামল সুন্দর কৃষ্ণ মনে ভাবিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্যামলতা [স শ্যাম-লতা] *বি* ফুলবিশেষ। 'স্যামলতা ঘাটুফুল কাল্যাক তোলে মৌল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যাম্পেল [ই] *বি* নমুনা। 'এক একখানা যা স্যাম্পেল, বীভৎস।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

স্যায়না [স সজ্ঞান>] *বিণ* ধূর্ত। 'পেয়াদাটা ভারি দুষ্টু স্যায়না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

স্যালক [স শ্যালক] *বি* স্ত্রীর ছোটো ভাই। 'তাহার স্যালকেরা সরকার সপ্তগ্রামের কাছারিতে কাননগো দপ্তরে মুহরি ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্যালিপতি [স শ্যালিকা>] *বি* স্ত্রীর ভগ্নীপতি; ভায়রা ভাই। 'সাধুর বিহাই আইসে নামে রাম দাঁ/ আইলা স্যালিপতি ভাই জসমন্ত খাঁ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্যালোজ *বি* শ্যালকের স্ত্রী। *ওর্সা*, ১৭৮২।

স্যালাইন ওয়াটার [ই] *বি* লবণ ও চিনি মেশানো জল। 'স্ট্যাণ্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে স্যালাইন ওয়াটারের স্বচ্ছ ব্যাগ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

স্যালাড [ই] *বি* সালাদ; বিভিন্ন রকমের কাঁচা সবজি মেশানো খাবার। 'ক্লারার মার পাঠানো স্যালাডটা খা ভাই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্যালুট [ই] *বি* অভিবাদন। 'অফিসারকে দেখে জওয়ান দুজন মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।' *শওকত*, ১৯৭২।

স্যালুন [ই] *বি* রেলগাড়ি ইত্যাদিতে বিলাসবহুল বড়ো কেবিন। 'রাশি রাশি জিনিসপত্র, একটা স্যালুনের সামনে!' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্যালুলয়েড [ই] *বি* একপ্রকার পাতলা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পদার্থ। 'একটা সস্তা স্যালুলয়েডের চিরুণী।' *শওকত*, ১৯৫৮।

স্যাস [স শ্বাস] *বি* নিশ্বাস। 'ঘন ঘন স্যাস ছাড়ে গোপিকা সকল।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্যুটকেশ [ই] *বি* কাপড়চোপড় রাখার ছোটো বাক্স। 'স্যুটকেশ হাতে কেউ কান্তিমান দ্রুত হেঁটে যায়।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

স্যুটিং [ই] *বি* চলচ্চিত্রে চিত্রগ্রহণ। 'সব নিয়ে দু-তিন দিনের স্যুটিং।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

স্যুররেয়ালিস্ত [ই] *বিণ* পরাবাস্তববাদী। 'ইয়োরোপে যে স্যুররেয়ালিস্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্যেজভাই [ফা সে] *বি* তৃতীয় ভাই। *ওর্সা*, ১৭৮২।

স্যেজে দ্র **সাজা**[1]

স্রক [স] *বি* মালা। **স্রক-চন্দন** [স] *বি* মালা ও চন্দন। 'তোমাদের জন্যে স্রক-চন্দন নয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্রধা [স শ্রদ্ধা] *বি* শ্রদ্ধা। 'সুনিতে রহস্য কথা স্রধা লয়ে মনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্রবন [স শ্রবণ] *বি* শোনা। 'স্রবনে সন্তোস দুঃখ সোক নাহি রহে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **শ্রবণ**

স্রবনক পথ *বি* কান। 'স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

স্রবনেচ্ছা [স শ্রবণেচ্ছা] *বি* শোনার ইচ্ছা। 'পরাগলের মহাভারত স্রবনেচ্ছা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্রবা [স স্রু>] *ক্রি* ক্ষরিত হওয়া। **স্রবএ** *ক্রি* ঝরে। 'ধারারূপে স্রবএ নয়ন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **স্রবিল** *বি* ক্ষরিত হলো। 'বিন্দু বিন্দু হই যত স্রবিল রকত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **স্রবে** *ক্রি* বিচ্ছুরিত হয়। 'নয়ান যুগলে স্রবে মুকুতার হার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

স্রাবিতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত ক্ষরণশীল। 'স্রাবিতর শব্দে প্লবনীয় ভূমিই বুঝায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্রম [স শ্রম] *বি* দৈহিক ক্লান্তি। 'ভুঞ্জাইয়া স্রম তার ঘুচাল্য সকল।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রমজল [স শ্রম-জল] *বি* ঘাম। 'আঁচরে স্রমজল মোছল মোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

স্রষ্টৃত্ব [স] *বি* সৃষ্টিকারিতা। 'পাতৃত্ব হর্ত্তৃত্ব স্রষ্টৃত্বের সূচনাও বেদে আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্রষ্টা [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'তোমা আরোপিলা যবে বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্রষ্টাত্রয়ী [স] *বি* তিন রচয়িতা। 'উপরোক্ত স্রষ্টাত্রয়ী অসাধারণ সৃষ্টি প্রতিভায় একদিনেই রুশ-সাহিত্যকে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

স্রষ্টা-রাজা [স] *বি* স্রষ্টারূপ রাজা। 'সে স্রষ্টা-রাজা সম্বন্ধে কোনো খবর রাখে কি?' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্রষ্টাসম [স] *বিণ* স্রষ্টার মতো। 'স্রষ্টাসম যারা গোপনে কোথায় সৃজন করিছে জাতি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্রস্ত [স] ১ *বিণ* শিথিল। 'স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* স্খলিত জন। 'এ-চির স্রস্তরা সন্তপ্ত হবে না কভু সঙ্গিনীর শ্লিষ্ট সহবাসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্রাদ্ধ [স শ্রাদ্ধ] *বি* মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নাদি দান। 'বনফুলে বাপের করিল স্রাদ্ধ দানে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **শ্রাদ্ধ**

স্রার্দ্ধসান্তি [স শ্রাদ্ধশান্তি] *বি* মৃতের আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান। 'স্রার্দ্ধসান্তি কর গিয়া রাজার সৎকারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রান [স্নান] *বি* স্নান। 'জল দিয়া শ্রীহরি স্রান করাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **স্নান**

স্রাবিতর দ্র **স্রবা**

স্রিজা [স সৃজন>] *ক্রি* সৃষ্টি করা। 'মায়াতে স্রিজিল সিন্ধু নাম বৈতরণী।' *রামাই*, ১৭১০। দ্র **সৃজা**

স্রী [স শ্রী] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'স্রীরাগ।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **শ্রী**

স্রীগা [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'স্রীগা হইয়া আসি ভাঙিলে কেসরি।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **শৃগাল**

স্রীগালি [স শৃগালী] *বি স্ত্রী* শিয়াল। 'স্রীগালি রূপে দেবি আগে মোহামাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রীঙ্গ [স শৃঙ্গ] *বি* চূড়া। 'পালাইয়া রহিল তবে পর্ব্বতের স্রীঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **শৃঙ্গ**

স্রীঙ্গি [স শৃঙ্গী] *বি* পর্বত। 'সুবর্ন্নের স্রীঙ্গি ভাঙ্গি আনিল তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রীঙ্গার [স শৃঙ্গার] *বি* রতিক্রিয়া। 'কামে হতচিত্ত হৈয়া সৃজিল স্রীঙ্গার।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **শৃঙ্গার**

স্রীজন [স সৃজন] *বি* নির্মাণ; সৃষ্টি। 'মাথে করি বলয়া স্রীজন।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **সৃজন**

স্রীজা [স সৃজন>] *ক্রি* সৃজন করা। **স্রীজিয়া** *ক্রি* সৃষ্টি ক'রে। 'ঘরে আনি জসোদা উপায় স্রীজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **স্রীজিল** *ক্রি* সৃষ্টি করলো। 'মনেত ভাবিয়া রাজা উপায় স্রীজিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **স্রীজিলা** *ক্রি* সৃষ্টি করলো। 'রুসিয়া বৈষ্ণব জ্বর স্রীজিলা তখন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রীজিত [স সৃজিত] *বিণ* সৃষ্ট। 'অসেস গভির আমি তোমার স্রীজিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রীষ্টি, স্রীষ্টী [স সৃষ্টি] *বি* সৃষ্টি। 'প্রকৃতি স্বরূপা দেবি স্রীষ্টির পালনি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তুমি দেব নারায়ন স্রীষ্টী স্থিতি কারন।' *মালাধর*,

AMARBOI.COM

১৫০০।

স্রুতিশীল [স] *বিণ* পতনশীল। 'নির্ঝর হইতে ঝর্ঝর শব্দে স্রুতিশীল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

স্রুব [স] *বি* যজ্ঞপাত্র। 'ভাঙ্গিল দশন স্রুবের মারিয়া বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্রেফ *দ্র* সেরেফ

স্রেষ্ট [স *শ্রেষ্ঠ*] *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'বধুর স্রেষ্ট বধু তুহ্মি পরিহার মাগি আহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **শ্রেষ্ঠ**

স্রোত, স্রোতঃ [স] **১** *বি* প্রবাহ। 'সর্প প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* স্রোতস্বিনী। 'জগৎ-স্রোতে ভেসে চলো, যে যেথা আছ ভাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্রোতঃপথ [স] *বি* স্রোতস্বিনী। 'বহিছে জলস্রোত কলরবে স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্রোতঃশাখা [স] *বি* যা দিয়ে স্রোতের একটি শাখা বয়ে গেছে; খাল। 'একটা ক্ষীণ স্রোতঃশাখা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্রোতকন্যে [স] *বি* স্রোতরূপ কন্যা। 'তারি তলায় বাদ্যি বাজায় স্রোতকন্যের নাচ।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

স্রোতগ [স] *বিণ* গতিময়। 'স্রোতগ যাত্রার ছায়া ফেলে দাও।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

স্রোততরঙ্গ [স] *বি* স্রোতের ঢেউ। 'ছুটিয়া চলেছে স্রোততরঙ্গ পাহাড়ি হরিণীসম।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্রোতধারা [স] *বি* স্রোতস্বিনী। 'ধরা যায় না কিশলয়গুচ্ছে প্রবহমান স্রোতধারাকে।' *আহসান*, ১৯৫৯।

স্রোতপূর্ণ [স] *বিণ* স্রোত আছে এমন। 'চাই স্রোতপূর্ণ নদীর মতো সাবলীল জীবনধারা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

স্রোতবাহী [স] *বিণ* স্রোত বেয়ে গমনকারী। 'স্রোতবাহী নৌকার মতো সম্ভাষণ।' *আহসান*, ১৯৬২।

স্রোতশীল [স] *বিণ* প্রবহমান। 'তার স্রোতশীল গতি দেখে চলার আনন্দে জীবনে নিজেও মশগুল।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্রোতস্বতী [স] **১** *বি* নদী। 'স্রোতস্বতীসকলের জলে ... শুভ্র তুষারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি কল্লোলিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ* স্রোত আছে এমন। 'না মানে যেমন বাঁধ স্রোতস্বতী নদী।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

স্রোতস্বিনী [স] *বি স্ত্রী* নদী। 'স্রোতস্বিনী যায় চলে সুদূরে সাধের গেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্রোতহীন [স] *বিণ* নিশ্চল। 'শিরদাঁড়া বেয়ে স্রোতহীন দাঁড়িয়ে পড়লো শীতল প্রাণহীন রক্ত।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

স্রোতাবর্ত [স] *বি* স্রোতের পাক। 'ও কি পিশাচ নদী দুলছে বাষ্পাকুল গলিত স্রোতাবর্ত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

স্রোতায়িত [স] *বিণ* ধাবমান। 'তবু একই কেন্দ্রে সমস্ত চিন্তা স্রোতায়িত হইতে লাগিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

স্রোতে গা ভাসানো **১** *ক্রি* স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া। 'যে সকল দাঁড় ও পাল-বিহীন নৌকা স্রোতে গা-ভাসান দেয়, প্রায় তাহারা বিনাশ-সমুদ্রে গিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* নিশ্চেষ্টভাবে হাত-পা ছেড়ে দেওয়া। 'আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংসবন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **৩** *ক্রি* গতানুগতিকভাবে কিছু করা; অন্য পাঁচজনের মতো করা। 'সে যে ... স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

স্রোতে ভাসা *ক্রি* গতানুগতিকতায় চলা। 'শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্রোতোধার [স] *বি* মিলনস্থল। 'পশ্চিমে পুবে আজি একাকার –/ মহাসঙ্গমে শত স্রোতোধার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্রোতোধারা [স] *বি* স্রোতের প্রবাহ। 'ব্রহ্মাভিমুখী মোক্ষাভিমুখী বেগবতী স্রোতধারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'লক্ষ কোটি উম্মতের অশ্রুতপ্ত যার স্রোতোধারা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

স্রোতোনাদ [স] *বি* স্রোতের গর্জন। 'অলির গুঞ্জর, স্রোতোনাদ; মরমরে পাতাকুল নাচি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

স্রোতোবাহিত [স] *বিণ* স্রোতের সাথে ভেসে এসেছে এমন। 'স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্রোতোবেগ [স] *বি* স্রোতের প্রবাল্য। 'স্রোতোবেগচালিত ভাসমান শুভ্রতুষারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্রোতোমুখ [স] **১** *ক্রিবিণ* স্রোতের সঙ্গে। 'স্রোতোমুখে ছুটিয়াছি বিদ্যুতের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'এই বেলা দাঁড়া তুই, স্রোতোমুখে ভাসিস নে আর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* স্রোতের উজান। 'কয়েকটি ছোট নৌকা স্রোতোমুখে মন্থর গতিতে ভাসিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্রোতোহীন [স] *বিণ* স্রোত নেই এমন। 'ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর, স্থির স্রোতোহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'স্রোতোহীন চেতনায়, গাঢ় গূঢ় অতল সলিলে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

স্রোতরমি [আ শতরঞ্জ] *বি* সতরঞ্জি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্লাইড [ই] *বি* অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার জন্যে কাচখণ্ডের উপর কোনো বস্তুর পাতলা প্রলেপ। 'নানা মাইক্রোস্‌কোপের স্লাইড্‌স।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্লাইস [ই] *বিণ* টুকরা। 'স্লাইস পাঁউরুটি।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্লিপ [ই] *বি* চিরকুট। 'স্লিপগুলো দাঁড়িয়ে থেকে ছাপিয়ে আনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্লিপার [ই] **১** *বি* রাতের রেলগাড়িতে যাত্রীদের শোয়ার জায়গা। 'স্লিপারের ওপর বুঁচকি-বোঁচকা সুদ্ধ আমাদের ছুঁড়ে ফেলে।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *বি* চটি জুতা; স্যান্ডেল। 'স্লিপারটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্লিপিং সুট [ই] *বি* ঘুমানোর সময়ে পরিধেয় পোশাক। 'স্লিপিং সুট পরে শোবার ঘরের বাইরে বেরোনো যাবে না।' *হাই*, ১৯৫৮।

স্লেজ [ই] *বি* কুকুরে টানা গাড়ি। 'অন্য গাড়ি আর স্লেজের মধ্যে পার্থক্য কি?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্লেট [ই] *বি* কালো পাথরের তৈরি লেখার ফলক। 'বুকের উপর স্লেট রেখে ... একটি কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্লো [ই] *বিণ* (ক্রিকেট খেলায়) বিশেষ ধীরগতিসম্পন্ন। 'ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

স্লোগান [ই] *বি* মিছিলের ধ্বনি। 'স্লোগানও দিয়েছিলেন মূলতঃ তাঁরাই।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্ল্যাঙ [ই] *বি* অপশব্দ। 'স্ল্যাঙ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ

হ *বি* বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ বর্ণ। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

-হ ১ সপ্তমী বিভক্তিবিশেষ; -এ। 'গঅণহ জিম উজোলি চান্দে।' *চর্যা* ৩০, ১২০০। **২** ষষ্ঠী বিভক্তিবিশেষ; -র। 'আসা বহল পাতহ বাহা।' *চর্যা* ৪৫, ১২০০। **৩** অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের বিভক্তিবিশেষ; -ও। 'তোহ্মে কেহ্নে সে বোল বোলহ আহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হইচই [ধ্বন্যা] *বি* শোরগোল। 'গ্রামে একটা হইচই পড়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হইরই [ধ্বন্যা] *বি* বিশৃঙ্খলা; হট্টগোল। 'বরাভয়-বাণী ওই রে কার শুনি, নহে হইরই এবার।' *নজরুল*, ১৯২২।

হই হই [ধ্বন্যা] *বি* হৈচৈ; গোলমাল। 'হই হই হায় হায় করে কোন জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হইহই ব্যাপার [ধ্বন্যা হইহই+স ব্যাপার] *বি* হৈচৈ ফেলার মতো ঘটনা। 'হইহই ব্যাপার! রইরই কাণ্ড!' *নজরুল*, ১৯২৭।

হইতে *অব্য* হতে; থেকে। 'প্রভু বলে গঙ্গা কত দূর এথা হইতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **হতে**

হউজ [ই house] *বি* নীল তৈরির কারখানা। 'কুলিরা বোঝা বোঝা নীল শিটি মাথায় করিয়া হউজের বাহিরে ফেলিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

হউস [ই] *বি* সওদাগরি অফিস। 'শেষে এক সদয় হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হওয়া [স ভূ>] **১** *ক্রি* ঘটা। 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* পরিণত হওয়া। 'কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* জন্ম নেওয়া। 'এবে হর্তে দৈবকীর যত গর্ব্ভ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করা। 'পুত্র হবেক রাজা উপায় চিন্তা কর।' *মালাধর*, ১৫০০। **৫** *ক্রি* পরিবর্তিত হওয়া। 'যৌবন গড়িলে তনু হইবেক লাউ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৬** *ক্রি* পক্ষ হওয়া। 'সভারে হইআ বামা চলিলা ভ্রূকুটী ভীমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৭** *ক্রি* পাওয়া। 'অধনের ধন হঅ অপুত্রকে পুত্র পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৮** *ক্রি* কাজে লাগা। 'না, না, এ বলি হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৯** *ক্রি* পক্ষাবলম্বন করা। 'ওর হয়ে কথা বলতে খুব ভালো লাগে।' *জীবন*, ১৯৩৩। **হঅ ১** *ক্রি* হও। 'আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হয়। 'অধনের ধন হঅ অপুত্রকে পুত্র পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হআঁ** *ক্রি* হয়ে। 'মোকে কাল হআঁ লাগিল কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হই ১** *ক্রি* হয়ে। 'স্কীটা হই ণবগুণ শাসন পড়া।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০; 'শোভএ নিচল হই।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের বর্তমান কালের রূপ। 'আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হইআ** *ক্রি* হয়ে। 'সভারে হইআ বামা চলিলা ভ্রূকুটী ভীমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হইএ ১** *ক্রি* হই। 'কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হয়ে। 'কাতর হইএ কত করিলাম স্তুতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হইও** *ক্রি* মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা। 'উচিত বচনে মাত্র না হইও দুঃখিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হইতাঙ** *ক্রি* হতাম। 'পক্ষ জদি হইতাঙ উড়্যা জাইতাম ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হইনু** *ক্রি* হলাম। 'নির্ব্বিঘ্ন হইনু মোতে বিষয় না হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **হইনূ** *ক্রি* হলাম। 'দারুণ দৈবের ফলে হইনূ বন্দি মায়াজালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হইব ১** *ক্রি* হবো। 'বড়াইকে ছাড়ি কেন হইব একাকিনী।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* হবে। 'যেইখানে থইব তথা হইব প্রলয়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **হইবা** *ক্রি* হবে। 'রজনী প্রভাতে কালি না হইবা বাহির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হইবাতে** *ক্রিবিণ* হওয়ার জন্য। 'আপন স্বামির শবসহ সহগম্ত্রী হইতে উদ্যতা হইবাতে।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'সেই ভাবি সুখাশা সন্তানগণের হইবাতে সমাজের অনিষ্ট করিতেছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। **হইবি** *ক্রি* হয়ে যাবি। 'তথাঁ গেলেঁ হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হইবে** *ক্রি* হবে। 'আসরে হইবে অধিষ্ঠান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হইবেঁ** *ক্রি* হবে। 'কংসে সুধি পাইলেঁ হইবেঁ তোহ্মে আপোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হইবেক** *ক্রি* হবে। 'হইবেক তোর মোর সুরতী কাহ্নাঞিঁ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হইবেন** *ক্রি* হবে (সম্মানসূচক নয়)। 'নিলাম নয় ঘড়ির সময় হইবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। **হইমু** *ক্রি* হবো। 'অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্বথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হইয়** *ক্রি* হোয়ো। 'রাজদ্বারে বাহির না হইয় কদাচন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হইয়া** *ক্রি* হয়ে। 'অলপ হইয়া চাহ বড়র সঙ্গ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **হইয়াছিল** *ক্রি* হয়েছিলো। 'তাহার কএক খানের মহকুফ হইয়াছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **হইয়ে** *ক্রি* হয়ে। 'সম্ব্রমিত হইয়ে তবে প্রণমে অর্জ্জুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হইল** *ক্রি* হলো। 'পঞ্চদস দিবস হইল পরমান।' *মালাধর*, ১৫০০। **হইলা** *ক্রি* হলো। 'প্রেমে মত্ত রত্নগর্ভ হইলা তখন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হইলাঙ** *ক্রি* হলাম। 'সর্ব্ব রাজা জিনি হইলাঙ নৃপমুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হইলাম** *ক্রি* হলাম। 'বিপ্রে না দেখিএ বড় হইলাম বিস্ময়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হইলী** *ক্রি* হয়েছিস। 'মোর ব্রতভঙ্গ করি হইলী কুলের কালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হইলুঁ** *ক্রি* হলাম। 'চকোর চঞ্চলমতি হইলুঁ উদাস।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হইলুম** *ক্রি* হলাম। 'পাণ্ডুএ বোলেন মুই হইলুম বৈরাগ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হইলে** *ক্রি* হলে। 'রজনী সময় হইলে মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে অপরূপ পুরীর অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হইলেক** *ক্রি* হলো। 'কুরুক্ষেত্রে সমরেতে হইলেক অন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হইলেন্ত** *ক্রি* হলো। 'হইলেন্ত মিকাইল উকিল নিশ্চএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **হইলোঁ** *ক্রি* হলাম। 'আকুলি হইলোঁ ঘুমে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হইল্য** *ক্রি* হলো। 'রাজসম্ভাষণে হইল্য শ্রীমন্তের ত্বরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হউ** *ক্রি* হোক। 'তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হউব** *ক্রি* হবে। 'ব্যাস বোলে জনমেজয় কি হউব অখনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হউ** *ক্রি* হোক; ঘটুক। 'মাঝ যমুনাত হউ তোর মোর রতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হউক** *ক্রি* হোক। 'আল দুইহাঁর হউক কুশল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হএ ১** *ক্রি* হয়। 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হয়ে। 'অগ্রসর হএ জাম্ব কহিলেন হেসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হএছে** *ক্রি* হয়েছে। 'মায়ের হএছে এথা অকাল মরণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হএন** *ক্রি* হন। 'খাইয়া জে তুষ্ট হএন রাম নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **হএ নহে** – সত্য হোক বা মিথ্যা হোক। 'হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হও** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার বর্তমান অনুজ্ঞা রূপ। 'কৈন্যাএ বোলে তুহ্মি জদি হও অর্জ্জুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হওন** *বি* হওয়া। 'ঐ তিন সুবায় পদার্পণ হওনের ফরমান ও চিত্রবিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **হওন্ত** *ক্রি* হয়। 'যদি সে হওন্ত তাঞি সহাএ আহ্মার।' *সুলতান*, ১৭০০। **হওক** *ক্রি* হোক। 'সেই দেবীর বরে হওক সভার সম্পদ।' *বিজয়* ১৫০০। **হওত** *ক্রি* হয়ে। 'রাজসভায় উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করে।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **হওয়ে** *ক্রি* হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠো; হও। 'কর্ম্মে কেন হওরে চাসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হওসি** *ক্রি* হোস। 'সরূপ কহওঁ যবেঁ হওসি সদয়।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হক** *বিণ* হোক। 'এই মত হক তোরে সকল মহান্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হকু** *ক্রি* হোক। 'কানা হকু খোঁড়া হকু এক পুত্র দিবে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **হগ** *ক্রি* হোক। 'সেন কন মহারাজা মাপ হগ মোরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হঙ ১** *ক্রি* হয়। 'নিরঞ্জন ভাবি জেন হঙ নিরঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* হও। 'লোচন সফল করো হঙ কৃতকৃত্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হচ্চি** *ক্রি* হচ্ছি। 'আমরা সত্বর প্রস্তুত হচ্চি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **হচ্চে ১** *ক্রি* ঘটছে। 'এত বিলম্ব হচ্চে কেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রি* হচ্ছে। 'আমায় ভোজ্যসামগ্রী দিন, কারণ গুরু-সেবার সময় অতীত হচ্চে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **হএ্যা** *ক্রি* হয়ে। 'চিত্ত দৃঢ় হএ্যা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **হএ্যাঁ** *ক্রি* হয়ে। 'থাকিব যোগিনী হএ্যাঁ তোহাঁক সেবিএ্যাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হএ্যছে** *ক্রি* হয়েছে। 'যাঁর তেজে সর্ব দেশ হএ্যছে দীপতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হত** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার সাধারণ অতীত রূপ; হতো। 'ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হতেছে** *ক্রি* হচ্ছে। 'রোমাঞ্চ হতেছে মোর খসিছে কাঁচলি ডোর।' *ভারত*, ১৭৬০। **হতেম** *ক্রি* হতাম। 'মাথা খুঁড়ে হতেম সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **হন** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমাত্মক রূপ। 'অনুকূলা অচঞ্চলা হন আমা প্রতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হনু** *ক্রি* হলাম। 'তোমার লাগিয়া হনু দানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হব** *ক্রি* হবে। 'তোমা সিসু বধিলে মোর হব অপজস।' *মালাধর*, ১৫০০। **হবা** *ক্রি* হবে। 'লোহা যেমন পরশে সোনা হবা সে মতে।' *লালন*, ১৮৯০। **হবি** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক রূপ। 'না হবি অসতী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **হবে** *ক্রি* সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে হওয়া ক্রিয়ার নামপুরুষের রূপ। 'আশা পূরে তবে, হেন দিন হবে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হবেক** *ক্রি* হবে। 'পুত্র হবেক রাজা উপায় চিন্তা কর।' *মালাধর*, ১৫০০। **হবেন** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমাত্মক রূপ। *বোগল*, ১৭৭০। **হয় ১** *ক্রি* হও। 'আমাকে দেখিয়া তেন না হয় বিকল।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* রূপ পায়। 'যথাতথা জন্মুক সবার শ্রেষ্ঠ হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* ঘটে। 'সঙরণে হয় বিঘ্ননাশ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৪** *ক্রি* হয়ে ওঠে। 'গণ্ডযোগে জন্ম হলে সে হয় মাখেকো ছেলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৫** *ক্রি* সৃষ্টি হয়। 'এই সংসার আপনি হয়, কালক্রমে আপনি যায়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **হয়ত ১** *ক্রি* হয়। 'বিষ হয় জীর্ণ দেহ হয়ত অমর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* হবে। 'সিদ্ধি হৈব কাম তুহ্মি হয়ত সন্তোস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হয়া** *ক্রি* হয়ে। 'এহা দেখী মহারাজা অগ্নি হয়া জলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হয়িআঁ** *ক্রি* হয়ে। 'বিমুখ হয়িআঁ খলখলি হাস তোর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িএ** *ক্রি* হই। 'হয়িএ আহ্মে তোর প্রিয় কাহ্নু।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িতেঁ** *ক্রি* হতে। 'সাধ নাহিঁ পার হয়িতেঁ হেন ভাঙ্গা নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িবে** *ক্রি* হবে। 'কেমনে হয়িবে নিস্তার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িল** *ক্রি* হলো। 'এবেঁ রাজা হয়িল ধনের কাতর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলা** *ক্রি* হয়েছো। 'হরিষেঁ হয়িলা তবেঁ সজল নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলাহা** *ক্রি* হলে। 'নীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলাহোঁ** *ক্রি* হলাম। 'চুরিণী হয়িলাহোঁ তোর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলী** *ক্রি* হলো। 'উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলে** *ক্রি* হলে। 'ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞিঁ দুঈ হাথে না খাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলোঁ** *ক্রি* হলাম। 'তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়ে** *ক্রি* হয়। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **হয়ে আসা** *ক্রি* পরিণত হওয়া। 'সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **হয়েইছে** *ক্রি* হয়েই গেছে। 'ভালো হয়েইছে জানলে কী করে?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হয়েচে *ক্রি* হয়েছে। 'গাল দেওয়া হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬৮। **হয়েছিলুম** *ক্রি* হয়েছিলাম। 'বাড়ী সুদ্ধ লোক কি কাণা হয়েছিলুম?' *উমেশ মিত্র*, ১৮৫৭। **হয়েছে** *ক্রি* হয়ে গেছে। 'তাতে ধর্মমায়া তায় হয়েছে আচ্ছন্ন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হয়েন** *ক্রি* হন। 'গুরু কৃষ্ণরূপ হয়েন শাস্ত্রের প্রমাণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **হয়ে যাওয়া** *ক্রি* হওয়া। 'মোহ ছুটিবে রে নয়নেতে তোর, যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **হয়্যা** *ক্রি* হয়ে। 'কাল হয়্যা গেল মোর যৌবনের ভার।' *বড়ু*, ১৫৭০। **হয়্যাছে** *ক্রি* হয়েছে। 'হিরা নিদয়ারে বলে কি হয়্যাছে পুত্র কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হয়্যে** *ক্রি* হয়ে। 'নেকা ঢঙ্গ হয়্যে রামা কহে সেই কি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হল** *ক্রি* হলো। 'নদীয়া নগর হল দিবসে আঁধার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হলান** *ক্রি* হলেন। 'নিশ্চয় হলান বাম অনাদ্য ঠাকুর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হলুঁ** *ক্রি* হলাম। 'একে কলঙ্কিনি হলুঁ তাহে তুমি বৈমুখ।' *মালাধর*, ১৫০০। **হলুম** *ক্রি* হলাম। 'আমরা হলুম বুড়ো মানুষ।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **হলে** *ক্রি* হয়েছো। 'হলে অনুকূল ব্যাধি দূরে গেল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হলেম** *ক্রি* হলাম। 'আমার সেই যে কালী, মনের কালী হলেম কালী তার বিষয় বশে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হলো** *ক্রি* ঘটলো। 'কেবল আশার আশা ভবে আসা, আসামাত্র হলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হল্য** *ক্রি* হলো। 'জাহাতে হল্য কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **হল্যা** *ক্রি* হলো। 'শক্তি হল্যা তিন ইথে নাহি ভিন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হল্যান** *ক্রি* হলেন। 'মূর্তিমন্ত সাক্ষাতে হল্যান ভদ্রকালী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হেল** *ক্রি* জন্ম নিলো। 'তার পাছে হেল মরিয়াম।' *সুলতান*, ১৭০০। **হৈঅ** *ক্রি* হোয়ো। 'মোহর কারণে পিতা না হৈঅ চিন্তিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হৈআ** *ক্রি* হয়ে। 'সেই সে জ্ঞানএ মর্ম হৈআ অতি দীন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **হৈই** *ক্রি* হই। 'মাতুল সম্বন্ধে ইহাঁর ভাই হৈই আমি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হৈএ** *ক্রি* হয়ে। 'হৈএ প্রমোদিতচিত না করিলা ভক্তিনিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হৈও** *ক্রি* হোয়ো। 'চিত্ত স্থির কর রাণী না হৈও আকুল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **হৈছ** *ক্রি* হয়েছো। 'মদনে মূর্চ্ছিত হৈছ কিসের নিমিত্ত।' *বিজয়*, ১৬৫০। **হৈছে** *ক্রি* হয়েছে। 'উদরে ঔরসে জন্ম না হৈছে অপার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হৈত** *ক্রি* হতো। 'শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে।' *ভারত*, ১৭৬০। **হৈতা** *ক্রি* হতে। 'জেষ্ট ভাই না হৈতা জবে আজী মারিতুম তবে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হৈতে** *ক্রি* হতে। 'সঙ্গ হৈতে দ্রঢ়বন্ধ সংসার অতঙ্গ।' *মালাধর*, ১৫০০। **হৈনু** *ক্রি* হলাম। 'ঔষধ করিল জত তত রূপে হৈনু ভিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হৈব** *ক্রি* হবে। 'এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈবা** *ক্রি* হবে। 'তুহ্মি হইবা পাটেশ্বরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হৈবে** *ক্রি* হবে। 'এহি দুই কেশ হৈবে বসুদেব ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈবেক** *ক্রি* হবে। 'যে হৈবেক দৈবকীর গর্ব্ভ অষ্টম।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈবের** *ক্রি* হবে। 'নান্দ গোপ সুণিলেঁ হৈবের কোণ গতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈবোঁ** *ক্রি* হবো। 'মোএঁ আপোঙর হৈবোঁ তোহ্মে জাইবেঁ মার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈয়া** *ক্রি* হয়ে। 'সরির ছাড়িল রাজা সোকাকুল হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **হৈয়াছি** *ক্রি* হয়েছি। 'হৃদয়ে বিকল হৈয়াছি মোরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হৈয়াছিল** *ক্রি* হয়েছিলো। 'হৈয়াছিল নাকি দেখা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **হৈয়্যা** *ক্রি* হয়ে। 'রাজার আদেস পায়্যা প্রদক্ষিন হৈয়্যা।' *মালাধর*, ১৫০০। **হৈল ১** *ক্রি* হলো। 'হেন সব গুণী কংস হৈল সচকীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হলাম। 'তোহ্মার কারনে জে পবিত্র হৈল আহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হৈলা ১** *ক্রি* হলো। 'পাগল হৈলা কাহ্নাঞিঁ নিজ মতিমোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হয়েছিলো। 'হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈলাঙ ১** *ক্রি* হলেন। 'তবেত সদয় হৈলাঙ আপনে শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তেউঠিরায় হৈলাঙ উপনীত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হৈলাম** *ক্রি* হলাম। 'তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **হৈলাহোঁ** *ক্রি* হলাম। 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈলুঁ** *ক্রি* হলাম। 'বর মাগ শঙ্কর সদয় হৈলু আমি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **হৈলুঁ** *ক্রি* হলাম। 'পুত্র দারা সঙ্গে মুঞি হৈলুঁ পরবশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **হৈলুম** *ক্রি* হলাম। 'পিত্রিঋণে বন্দি হৈলুম নাহি দেখী শুদ্ধি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হৈলে** *ক্রি* হলে। 'আমাকে সদয় হৈলে হরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হৈলোঁ** *ক্রি* হলাম। 'অবল হৈলোঁ তোর সখি করি পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈল্যা** *ক্রি* হলেন। 'অস্তে ব্যস্তে বাহির হৈল্যা গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **হো** *ক্রি* হয়। 'জহি মণ ইন্দিঅবণ হো ণঠা।' *চর্যা ৩১*, ১২০০। **হোঅ** *ক্রি* হয়। 'গেলে মান অধিক হোঅ সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হোই ১** *ক্রি* হও। 'চৌকোড়হি বিমুক্ক জইসো তইসো হোই।' *চর্যা ৩৭*, ১২০০। **২** *ক্রি* হয়। 'বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।' *চর্যা ১৭*, ১২০০। **৩** *ক্রি* হবো। 'হোইহোঁ দাসী তোরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হোইঅ** *ক্রি* হোয়ো। 'জে অঁগিরিঅ তা ন হোইঅ উদাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হোইব** *ক্রি* হবে। 'জই তুমহে লোঅ হে হোইব পারগামী।' *চর্যা ৫*, ১২০০। **হোএতি** *ক্রি* হয়। 'বনহিঁ গমন কর হোএতি দোসর মতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হোক** *ক্রি* ঘটুক। 'ইচ্ছামৃত্যু হোক তোর পৃথিবি ভিতর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হোক-না** *ক্রি* না হয় হোক। 'আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হোক-না হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **হোগ** *ক্রি* হোক। 'গীত রচ ধর্মের গৌরব হোগ বাড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হোতি** *ক্রি* হয়। 'তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **হোয়ত** *ক্রি* হয়। 'রসিক কারণ রসিকা হোয়ত।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **হোয়তা** *ক্রি* হবে। 'হোয়তা হে কিএ বধভাগী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হোয়ল** *ক্রি* হয়। 'ঐসন হোয়ল পহিল বিলাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হোয়ে** *ক্রি* হয়ে। 'তুমি সেই সাঁচে নির্মিতা হোয়ে মনোময়ী হয়ে নাচ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হোল** *ক্রি* হলো। 'খাটুল পৌছিতে হোল ক্ষীণ কলেবর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হোসি** *ক্রি* হোয়ো। 'বচনে বস হোসি জনু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হোহী** *ক্রি* হোয়ো। 'সাক্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০। **হোহিসি** *ক্রি* হোয়ো। 'নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা।' *চর্যা ২৩*, ১২০০। **হোহু** *ক্রি* হও। 'এ বণ ছাড়ী হোহু ভান্তো।' *চর্যা ৬*, ১২০০। **হৌক ১** *ক্রি* হোক। 'ষাঠী আজি রাঁড়ী হৌক বলে বারে বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* হবে। 'ঋতুবতী হইল আহ্মি কি হৌক আহ্মার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হতেই না পারা – আদৌ সম্ভব না হওয়া। 'কোনো আলোচনা হতেই পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হতে-না-হতেই *ক্রিবিণ* হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে; ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ঠিক পরে। 'আবৃত্তি শেষ হতে-না-হতেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হয়ে যাওয়া *ক্রি* মৃত্যু হওয়া। 'তাঁর ত হয়ে গেছে কবে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

হওয়ালী [আ] *বিণ* নিকটবর্তী। 'জেলা হওয়ালী শহরের পুলীসের দারোগা।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

হংগামা [ফা হাঙ্গামহ] *বি* দাঙ্গা। 'রাজাদের হংগামা চুকতে চুকতে হুজুক উঠলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হংস[১] [স] **১** *বি* হাঁস। 'হংস রএ সরোবরে শুআহো পাঞ্জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সন্ন্যাসীবিশেষ। 'সূতসংহিতার জ্ঞানযোগ খণ্ডে চারি প্রকার সন্ন্যাসীর বিবরণ সন্নিবেশিত আছে; কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

হংসকিঙ্কিণী [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'হংসকিঙ্কিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হংসগতি [স] *বিণ* হাঁসের মতো ধীরগামী। 'রূপেতে রতির পতি, গমনেতে হংসগতি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হংসদূত [স] *বি* সংবাদবাহক হাঁস। 'শুভ্র একটি হংসদূত কোন বিরহিণীর হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হংসপক্ষ [স] *বি* শুভসূচক হস্তরেখা। 'এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হংসবলাকা [স] *বি* হাঁসপাখি। 'আমার গানের হংসবলাকা পাঁতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

হংসবীজ [স] *বি* হাঁসের ডিম। 'এই শীতে হংসবীজ অতি মনোহর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হংসমিথুন [স] *বি* হাঁসের জোড়; হংস ও হংসী। 'আঁচলখানির প্রান্ততিতে হংসমিথুন আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হংসরূপী [স] *বিণ স্ত্রী* হাঁসের রূপবিশিষ্ট। 'দময়ন্তীর সামনে হংসরূপী নলের আবির্ভাব।' *বিমল*, ১৯৫৩।

হংসলতা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'ফুলের গড়ন ... হংসলতা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হংসশুভ্র [স] *বিণ* হাঁসের মতো সাদা। 'হংসশুভ্র মেঘের ঝালর দোলে শুভ্র চন্দ্রাতপতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

হংসসারি [স] *বি* হাঁসের সারি। 'হংসসারির দুলানো মালিকা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হংসি [হংসী] *বি স্ত্রী* হাঁস। 'ব্রহ্মার বাহন হংসি পাঠাহ ত্বরিতে।' *মালাধর*, ১৫০০।

হংসিনী [স] *বি স্ত্রী* হাঁস। 'হংসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'ওঠো বুনো হংসিনী আমার।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হংসী [স] *বি স্ত্রী* হাঁস। 'জুলিয়া হংসীসদৃশ পদবিক্ষেপে ... আসিয়া বসিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

হংসীশ্বেত [স] *বিণ* হাঁসের মতো সাদা। 'নারী ... হংসীশ্বেত রিরংসার মতন কঠিন।' *জীবন*, ১৯৪০।

হক [আ] **১** *বিণ* ন্যায্য। 'নজর করিয়া হক ইনসাব করিবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'ধর্ম অবতার গরিবের ভাগে হক ইনসাপ করিবেন।' *ওর্সা*, ১৭৮২। **২** *বি* ন্যায্য অধিকার। 'এ কারণ তাঁতিদিগের হক ও খরিদারানের হক রক্ষ্যা কারণ হুকুমনামা নতুন।' *মেয়ার*, ১৭৮৭। **৩** *বিণ* সত্য। *ভবানী*, ১৮২৩। দ্র **হক্**

হক কথা [আ হক+স কথা] *বি* যথার্থ কথা। 'সর্দারজী হক কথা বলেছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হকতা'লা [আ] *বি* হকতায়ালা; আল্লাহ। 'আল্লায় ওরে হকতা'লায় পায়ে ঠেলে যারা অবহেলায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হকদার [আ হক+ফা দার] *বি* স্বত্বাধিকারী। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'সকলেই পার্ব্বণীর হকদার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

হকনাহক [আ হক+ফা না+আ হক] **১** *ক্রিবিণ* সত্যমিথ্যা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* ন্যায্য-অন্যায্য। 'হালিমের মত বেনমাজী হকনাহকের এই ঝক্কিটা কেন লইতেছে?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হকচকানো ১ *ক্রি* উচ্ছ্বসিত হওয়া। 'রস শব্দ উচ্চারিত হতে শুনলে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনটাও হকচকিয়ে উঠে।' *হাই*, ১৯৪৭। ২ *ক্রি* হতভম্ব হওয়া। 'শুনে ব্যাপারি হকচকিয়ে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ৩ *ক্রি* বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া। 'ড্রাইভার হকচকিয়ে যায়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হকানো *ক্রি* ঢুকানো। 'গ্রাসে-গ্রাসে পেটে হকাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হকার[1] [স হ-কার] *বি* 'হ' – এই বর্ণ। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হকার[2] [ই] *বি* ফেরিওয়ালা। 'একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছু জিনিস বেচিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হকি, হকী [ই] *বি* খেলাবিশেষ। 'ভারতীয় হকি দল।' *বুলবুল*, ১৯৩৬; 'খেলতে গেলে হকী তার/ প্রাণে বাঁচাই ডাউট!' *অন্নদা*, ১৯৪১।

হকিস্টিক [ই] *বি* হকি খেলায় বল চালনার জন্য ব্যবহৃত ব্যাট। 'হারো হাতে হকিস্টিক।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

হকিকত, হকীকত [আ] ১ *বি* সত্য। 'হকীকত, তৌহিদ, ইমান মহারত্ন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ইসলাম ধর্মসাধনার ধারাবিশেষ। 'শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত এ চারি মঞ্জিলেত করএ এবাদত।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* কুশল; অবস্থা। 'মহাশএর হকিকত সমস্ত শ্রীযুত মহারাজা বাহাদুর সাহেবকে নিবেদন করিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৪ *বি* তথ্য। 'নমক বিক্রির হকিকত সুন্দর রুপে জানানো জাইতেছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

হকিগত [আ হকিকত>] *বি* অবস্থা। 'বারো দফা হকিগত লিখীতে আড়ঙ্গ মজকুরে হুকুম গীয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হক্ক [আ] ১ *বিণ* সত্য। 'সাঁই সিরাজের হক্কের বচন, ভেবে কহে ফকির লালন।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* ন্যায্য অধিকার। 'এ সংসারে যদি কোনো শহরের সত্যতার হক্ক থাকে।' *মুজতবা*, ১৯৫২। দ্র হক

হক্কগত [আ হক+স গত] *বিণ* ন্যায্য অধিকার সূত্রে প্রাপ্য। 'প্রাদেশিক জনসংখ্যার হিসাবে তারা তাদের হক্কগত বেশিয়ো পাচ্ছে কি?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হগ দ্র **হওয়া**

হঙ্গাম [ফা হঙ্গামহ্] ১ *বি* মারামারি। 'লোকের হঙ্গামে লোক মারা পড়িয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* কলহ। *ভবানী*, ১৮২৩।

হঙ্গামা [ফা হঙ্গামহ্] *বি* দাঙ্গা; যুদ্ধ। '১৭৫৬ সালের যুন মাসে নবাবি হঙ্গামার সময় ...।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭।

হঙ্গামিআ [ফা হঙ্গামহ্>] *বি* দাঙ্গাকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

হঙ্গামী [ফা হঙ্গামহ্] *বি* দাঙ্গাকারী। 'দস্যু ও সকল হঙ্গামী লোক।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

হঙ্গেরিয়ান [ই] *বি* হাঙ্গেরি থেকে আনা। 'একটা বড় হঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদরি লং সায়েবকে কামড়ে দিলে!' *হুতোম*, ১৮৬১।

হজ, হজ্জ [আ] *বি* মক্কা এবং এর অদূরবর্তী কয়েকটি স্থানে পালিত মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মানুষ্ঠান। 'তবে পয়গাম্বরে হজ নামাজ গুজারি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'হজ্জে আকবর ও হজ্জে আছগর অর্থাৎ বড় হজ্জ ও ছোট হজ্জ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

হজ-যাত্রী [আ হজ+স যাত্রী] *বি* হজ পালনের জন্য মক্কা নগরীর উদ্দেশে গমনকারী ব্যক্তি। 'দু-একজন হজ-যাত্রী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হজম [আ] ১ *বি* নিঃশেষ। 'অনুগ্রহ করিয়া ফাঁকি দিলেই অক্লেশে হজম হইয়া যাইত।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ২ *বি* আত্মসাৎ। 'এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করা তো আমার কম্ম নয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৩ *বি* পরিপাক। 'আমি গো মাংস হজম করিতে পারি।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ৪ *বি* সহ্য। 'এই নির্মম অবমাননা নীরবে হজম করেন কেন?' *রোকেয়া*, ১৯৩০। ৫ *বি* গায়েব। 'রেডিয়ো সেট, লাউডস্পিকার, গানের রেকর্ড যা ছিল, এমনকী তার পিনগুলি পর্যন্ত সব হজম।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

হজমশক্তি [আ হজম+স শক্তি] *বি* পরিপাক করার ক্ষমতা। 'তাঁর হজমশক্তি নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

হজমি, হজমী [আ হজম>] *বিণ* খাদ্য পরিপাকে বা হজমে সহায়ক। 'টাকাটা সিকিটা দক্ষিণ্য পাবে হজমী টিকির জোরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'পকেটে থাকে হজমি গুঁড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হজমিগুলি [আ হজম>+হি গুলি] *বি* পরিপাকের সহায়ক বড়ি। 'ক্ষমতানুসারে হজমিগুলিরও আশ্রয় লইতে হয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হজরত, হজরৎ [আ] ১ *বি* ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। দেখা কৈল হজরতে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'হজরতের প্রশংসামূলক গজল গাহিয়া ...।' *বেগম*, ১৯৪৯। ২ *বি* মহাত্মা। 'তিনি হজরত জিনিয়াই সিদ্ধ।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'হজরত! আমাকে নিতান্ত স্ত্রীলোক মনে করিবেন না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বি* নামের আগে ব্যবহৃত সম্মানসূচক পদবি। 'হজরৎ মোহাম্মদ বা অন্যান্য অবতার বা নবী।' *আহমদী*, ১৯২৬।

হজরতা [আ হজরত>] *বি* মহান নারী। 'সেনাপতি ছিলেন হজরতা শহরবানু।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

হজিমত [আ হাজিমত] *বি* শাস্তি। 'হজিমত খাইল সব কমজাত কুফরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হজুর [আ হুজুর] ১ *বি* উপস্থিতি। 'বিস্তর বিস্তর তহফা আদি দিয়া বাদসাহের হজুরে দরপেস হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* বরাবর। 'মুনসি আসিয়া সাহেবের হজুর নজর দিয়া দেখা করিলে ...।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* কর্তৃপক্ষ। 'এই বিষয়ে হজুরে এমত এক দরখাস্ত করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৪ *বি* মনিব। 'আজ কতদিন পরে হজুরের দর্শন পেয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। দ্র **হুজুর**

হট[1] [স হট্ট] ১ *বি* ঝগড়া; বিবাদ। 'মোর সনে করি হট চরণে লঙ্ঘিআ ঘট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অকারণ বিরোধ। 'বিধাতা করিল হট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* ইতর। *ভবানী*, ১৮২৩।

হট[2] [ই] *বি* গরম। **হটওয়াটার প্লেট** [ই] *বি* খাদ্য গরম রাখবার থালা। 'হটওয়াটার-প্লেট নামক দিব্য পুষ্প পাত্রে ... রাখিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

হট ফেভারিট [ই] *বিণ* খুব পছন্দের। 'এদের ভেতর হট ফেভারিট কে?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হটর হটর [ধ্বন্যা] ১ *বি* দ্রুতগতি নির্দেশক শব্দ। 'হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বি* গরুর গাড়ির চাকার শব্দ। 'গরুর গাড়ি হটর হটর করিয়া চলিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হটহট [ধ্বন্যা] *বি* হঠাৎ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'হটহট করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসংগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হটা [হি হটনা] *ক্রি* সরে যাওয়া। 'পিছে হটে মারে তাল, দেখিতে সাক্ষাত কাল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হটানো [হি হটনা] *বি* সরিয়ে দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত-শ দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

হটাৎ [স হঠাৎ] *ক্রিবিণ* অকস্মাৎ। 'আমরা হটাৎ স্বীয় মতের ও যথার্থের বিপক্ষে অনুচিত কর্ম্ম করিতে পারি না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্র **হঠাৎ**

হটাত [স *হঠাৎ*] *ক্রিবিণ* আচমকা। 'আর বাঁস পরান দরমা এবং জাহাতে হটাত অগ্নি লাগে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

হটেনটট [ই] *বি* দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম আদিবাসী জনগোষ্ঠী। 'বাঙালি যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হট্ট [স] *বি* হাট। 'অবন্তীনগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'অর্বাচীন খেয়ালের সারি উপদ্রুত হট্টমাঝে ফিরে যেন অবাধে চিৎকারি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

হট্টগোল *বি* হাটের মতো হৈচৈ। '২৫/৩০ জন বালক এক শ্রেণীতে পড়িলে হট্টগোল হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হট্টমন *বি* সম্মিলিত মতামত। 'আপনিই কতবার গণপূজার বিপক্ষে আপত্তি তুলেছেন এই বলে যে হট্টমন একটি মিথ্যামন্ত্র।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

হট্টমন্দির [স] *বি* বহুজনের আগমনে পরিপূর্ণ যে ঘর। 'আমার বিনা কাজের হট্টমন্দিরে অবকাশের কিরকম অভাব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হট্টমালা *বি* হাটের মতো হৈচৈ। 'সব সময় লোকজন আসছে যাচ্ছে, একটা হট্টমালার মতন।' *সুনীল*, ১৯৭০।

হঠ[1] [স] **১** *বি* বল প্রয়োগ। 'হঠ করি নাহ কয়ল জত কাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ঝগড়া; বিবাদ। 'তুমি হঠ কৈলে আর হঠ সে বাড়িবে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হঠকারিতা [স] **১** *বি* অবিবেচনা। 'নীতিগ্রন্থে হঠকারিতার নিন্দা আছে বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* গোঁয়ার্তুমি। 'হঠকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

হঠকারী *বিণ* ভেবে চিন্তে কাজ করে না এমন; গোঁয়ার। 'সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হঠতা [স] *বি* হঠকারিতা; অবিবেচনা। 'তাহারদিগের আলস্য কিম্বা হঠতা ঘটায় তাহাই তাহারা অর্হে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হঠরঙ্গ [স] *বি* দুষ্টের চক্রান্ত। 'এক দুই সঙ্গে চলুক না পড় হঠরঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হঠ[2] [ধ্বন্যা] *বি* গরু, মহিষ প্রভৃতি তাড়াতে ব্যবহৃত রাখালের শব্দ। **হঠ হঠ** [ধ্বন্যা] *বি* অবিরাম **হঠ** শব্দ। 'পিঠে একটা লাঠির গুঁতো মেরে হঠ হঠ শব্দ করতে থাকে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হঠযোগ [স] *বি* হিন্দু যোগশাস্ত্র অনুযায়ী যোগবিশেষ। 'এখানে সুরকিতে ইঁটেতে, ধূলিতে নাসারন্ধ্রে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠযোগ চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হঠাৎ [স] *ক্রিবিণ* অকস্মাৎ। 'মাকড়সার জালে হঠাৎ জড়াইয়া পড়িল।' *তারিণী*, ১৮০৩। দ্র **হটাৎ**

হঠাৎ-আরম্ভ [স] *বি* আকস্মিক-সূচনা। 'ইহাদের মধ্যে হঠাৎ-আরম্ভ কিছুই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

হঠাৎকার [স *হঠাৎ*>] *বি* তাড়াহুড়া। 'হঠাৎকারের কারণ এই মতে প্রাপ্তি আমার হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা *বিণ* আকস্মিকভাবে গজিয়ে উঠেছে এমন। 'আমার এ খ্যাতি আধুনিক মত্ততার ইন্দ্রিদুই পলিমাটি-'পরে হঠাৎ-জগিয়ে-ওঠা। *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হঠাৎ-দেবতা [স] *বি* হঠাৎ করে দেবতা হয়ে উঠেছে যে। 'সংসারে হঠাৎ-দেবতারাই সাংঘাতিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হঠাৎ-ধনী *বিণ* রাতারাতি ধনী হয়ে উঠেছে এমন। 'হঠাৎ-ধনীর ন্যায় তাহার যথেচ্ছা অযথা প্রয়োগ করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হঠাৎ-নবাব *বি* রাতারাতি নবাব হয়েছে যে। 'যে ব্যক্তি হঠাৎ-নবাবের মতো সর্বদাই আপাদমস্তক সচেতন সে ব্যক্তির পক্ষে এই নম্রতা দুঃসাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হঠাৎপাওয়া *বিণ* হঠাৎ করে প্রাপ্ত। 'তোর এই হঠাৎ-পাওয়া ছোট্ট চিঠিখানি।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'হঠাৎ-পাওয়ায় চমকে ওঠে মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হঠাৎ-বর্ষণ [স] *বি* আকস্মিক বৃষ্টি। 'হঠৎ-বর্ষণে চারি দিক থেকে ঘোলা জলের ধারা যেমন নেমে আসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হঠাৎ-বাঁশি *বি* আকস্মিকভাবে বেজে উঠেছে যে বাঁশি। 'কখন পথের বাহির থেকে হঠাৎ-বাঁশি উঠল ডেকে, পথহারাকে করে সচেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হঠাৎ-হওয়া *বিণ* হঠাৎ হয়েছে এমন। 'আমার হঠাৎ-হওয়া মন/ আয়নায়/ তারি 'পরে রূপ নিয়ে চ'লে যায়।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

হঠাৎ-হাওয়া [স হঠাৎ+আ হাওয়া] *বি* হঠাৎ করে আসা দমকা হাওয়া। 'তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হঠা, হঠানো [হি হটনা] *ক্রি* ঠেকানো। 'মায়ায় গমন হঠে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হড় *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কৃষ্ণসখা হড়।' *সেবধি*, ১৮৪০।

হড়কচ *বি* গাছবিশেষ। 'হড়কচ কড়কচ কাটে কামরাঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হড়কানো *ক্রি* পিছলে যাওয়া। 'তাদের পা হড়কে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হড়পা *বি* নদীতে হঠাৎ যে বান আসে। 'হু-হু করে অশ্রুর হড়পা বান বয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯২২।

হড়পি, হড়পী [স সর্প>] **১** *বি* বাক্সবিশেষ। 'মনে বড় কুতূহলী/ কান্দে কড়ির থলি/ হড়পি তরাজু করি হাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সর্পাধার। 'নত শির যেন ধীর হড়পীর সাপ।' *ভারত*, ১৭৬০।

হড়বড় [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'হড়বড় তড়বড় করে যে-দুটো কথা বললেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হড়হড় [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* দ্রুত চলার শব্দ। 'ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* জোরে টানার শব্দ। 'অমনি দুয়ারী টানিল হড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৩** *বি* দ্রুত পড়ার শব্দ। 'শেষের দিকে হড়হড় করে সব কিছু গিলে ফেলে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হড় হড় করে **১** *ক্রিবিণ* অত্যন্ত দ্রুততা ও ব্যস্ততার সঙ্গে। 'এমন হড় হড় করে কথার পর কথা হাসির পর হাসি বিছিয়ে চলতে পারে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *ক্রিবিণ* একনাগাড়ে। 'তিনি হড় হড় করে বমি করে ফেললেন।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

হড়হড়ানি [ধ্বন্যা] *বি* জোরে টানার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

হড়হড়িয়ে *ক্রিবিণ* দ্রুতলয়ে। 'হড়হড়িয়ে অনেক কথা বলে সে একবার থেমে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

হড়হড়ে *বিণ* পিছল। 'পাথরবসান চলাপথের উপর স্লো পড়াতে উহা অতিশয় হড়হড়ে হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

হড়ামড়া [স হড্ড>] *বি* মোটা দানার তৈরি জপমালা। 'গলায় বেঁধে হড়ামড়া শিরনি খাওয়ার ফিকিরি।' *লালন*, ১৮৯০।

হড়াহুড়ি [ধ্বন্যা] *বি* ঝগড়া। 'কালি আইল বেটী মাথামউড়ি আমা সনে আজ্ঞি করে হড়াহুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হড়িয়াল ঘুঘু *বি* পাখিবিশেষ। 'একটা বড় হড়িয়াল ঘুঘু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হণ [স হনন] *বি* হনন। 'হণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

হত [স] ১ *বিণ* ঘায়েল। 'কামবানে হত হৈয়া আপনা পাসরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* নিঃশেষিত। 'যদি কর মমতা হত হয় যমতা।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বিণ* নিহত। 'অনেক লোক হত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৪ *বিণ* আশাহত। 'আমার মন তো, আমায় করলো হত।' *লালন*, ১৮৯০।

হতকর্ম [স] *বিণ* বিমূঢ়। 'হতবুদ্ধি হতকর্মের মতো দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হতকুৎসিত [স] *বিণ* অতিশয় বিশ্রী। 'এই ভাঙাচোরা হতকুৎসিত মুখ আঁকতে মানুষের বয়ে গেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪২।

হতগরবা *বিণ স্ত্রী* মূল্যহীন। 'রাজঅধীশ্বর তব চিরসম্পদে সব সম্পদ করো হতগরবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

হতগৌরব [স] *বিণ* গৌরব হারিয়েছে এমন। 'হতগৌরব নদনদীর খাতের দাগে কলঙ্কিত বঙ্গদেশ নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

হতচকিত [স] *বিণ* আকস্মিক। 'দুনিয়ার মানুষ হতচকিত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

হতচিত্ত [স] *বিণ* মূঢ়মতি। 'কামে হতচিত্ত হৈয়া সঙ্কিল শ্রীঙ্গার।' *মালাধর*, ১৫০০।

হতচিত্তৃ [স হতচিত্ত] *বিণ* অচেতন; সংজ্ঞাহীন। 'কামে হতচিতৃ হৈয়া স্থির নহে মতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হতচেতন [স] ১ *বিণ* অচেতন। 'কেহ বা হতচেতন অবস্থায় বিকট চীৎকার করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'যে হতচেতন বালুকার পরে ছিলো তৃণহীন প্রতিষ্ঠা চাষের।' *শক্তি*, ১৯৭০।

হতচৈতন্য [স] *বিণ* অচেতন। 'তাকে পাওয়ার জন্য আত্মহারা ও হতচৈতন্য হয়ে পড়েন।' *হাই*, ১৯৫০।

হতচ্ছাড়া ১ *বি* দুর্ভাগা ব্যক্তি। 'এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি করবে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* দুর্দশাগ্রস্ত। 'ঘরটা একবারে হতচ্ছাড়া হয়ে রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হতচ্ছাড়ি *বিণ* হতভাগিনী। 'ও হতচ্ছাড়ি কার কপালে পড়ে, কে জানে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হতজীব [স] *বিণ* মৃত। 'তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হতজ্ঞান [স] ১ *বিণ* অচেতন। 'মদিরা পানে ... আসক্ত হইয়া এককালে মোহাচ্ছন্ন এবং হতজ্ঞান হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে।' *মাইকেল*, ১৮৬২। ২ *বিণ* জ্ঞানশূন্য। 'স্বর্ণমুদ্রা অবলোকন করিয়া হতজ্ঞান হওত মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিল।' *মধু*, ১৮৫৭।

হতদরিদ্র [স] *বিণ* অতিশয় দরিদ্র। 'হতদরিদ্র প্রজার উপর জমাবৃদ্ধির চাপ।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

হতদীর্ণ [স] *বিণ* ভগ্ন; ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'খামার বাড়িটা যে হতদীর্ণ তার কারণও এই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

হতপ্রশ্ন [স] *বি* বাধাপ্রাপ্ত প্রশ্ন। 'আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা, হতপ্রশ্নের নিশ্চুপতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হতপ্রাণ [স] *বিণ* নিহত। 'হতপ্রাণ ব্যক্তি, জন্মান্তরে, ঐ প্রাণঘাতকের প্রাণহন্তা হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হতপ্রায় [স] *বিণ* মুমূর্ষু; প্রায় মৃত। 'সুহৃজ্জনের হতপ্রায় ধর্ম্মরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হতবল [স] *বিণ* শক্তিহীন। 'মহোরগ যথা যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হতবাক [স] *বিণ* বাকরুদ্ধ; মুখে কথা আসে না এমন। 'বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হতবাঞ্ছা [স] *বি* আশাহত যে। 'সে বিক্ষোভ হতবাঞ্ছার।' *শরীফ* ১৯৬৮।

হতবিত্ত [স] *বিণ* ধনসম্পদহীন; বিত্তহারা। 'শুধু হতবিত্ত খানদানির খেদ আর হায় আফসোস।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হতবিধি [স] *বিণ* মন্দভাগ্য। 'সখি হে শুন মোর হতবিধি-বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হতবীর্য [স] *বিণ* দুর্বল। 'আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হতবুদ্ধি [স] ১ *বিণ* কিংকর্তব্যবিমূঢ়। 'একাকিনী অরণ্যে কান্দএ হতবুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* নির্বোধ। 'বুলিলা তোহ্মরা সব হতবুদ্ধি অতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

হতবুদ্ধিতা [স] *বি* বুদ্ধিনাশ। 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে হতবুদ্ধিতা এবং নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে।' *উমর*, ১৯৬৮।

হতবুদ্ধিপ্রায় [স] *বিণ* বুদ্ধি প্রায় লোপ পেয়েছে এমন। 'তাহার শক্তি দেখিয়া ... হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হতব্যক্তি [স] *বি* আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'হতব্যক্তির রক্ত পরিষ্কারের সুবিধার জন্য ব্যবস্থা।' শওকত, ১৯৬২।

হতভম্ব ১ *বিণ* কিংকর্তব্যবিমূঢ়। 'আমি তো হতভম্ব।' *ধূর্জটি* ১৯৩১। ২ *বিণ* স্তম্ভিত। 'বন্ধু হতভম্ব।' *মানিক*, ১৯৩৮।

হতভাগা [স হতভাগ্য] *বি* দুর্ভাগা যে; ভাগ্য খারাপ যার। 'হতভাগারদিগের ভাগ্যে সূক্ষ্ম বিচার হইলেও অমঙ্গল ঘটে।' *দর্পণ* ১৮৩০।

হতভাগি [স হতভাগ্য] *বিণ স্ত্রী* অভাগা; ভাগ্য খারাপ হয়েছে এমন। 'মালা দেওয়ার ভাগ নিয়ে কি, এমনি হতভাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হতভাগিনী [স হতভাগ্য>] *বিণ স্ত্রী* অভাগা; দুর্ভাগা। 'এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে।' *রামনারায়ণ* ১৮৫৪।

হতভাগী [স হতভাগ্য>] *বিণ স্ত্রী* ভাগ্যবিড়ম্বিত। 'আমার মত হতভাগী নিরাশ্রয়া আর নাই।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

হতভাগ্য [স] ১ *বি* দুর্ভাগা লোক। 'হতভাগ্য পোলগু দেশেও দেখা যাইতেছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* হতচ্ছাড়া। 'হতভাগ্য অত্যাচারী যবনদিগের অধীনে এই রাজ্য ছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ* ১৮৩৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতভোম্বা *বিণ* হতভম্ব; সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। 'কবিরাজ কিছুদূর যাইয়া হতভোম্বা হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হতমতি [স] ১ *বিণ* বুদ্ধি লোপ পায় এমন। 'এইরূপে মন রাজ হৈল হতমতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* কুবুদ্ধিসম্পন্ন। 'হতবুদ্ধি পাত্রসব দিল হতমতি।' আলাওল, ১৬৮০।

হতমনোরথ [স] *বিণ* ব্যর্থ অভিলাষী। 'হতমনোরথ পার্বতীর দুঃখ ও লজ্জার মধ্যে কাব্য শেষ করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হতমান [স] *বিণ* অপমানিত; সম্মানহারা। 'লোকের নিকট হতমান ও অপদস্থ হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হতশ্রদ্ধ [স] *বিণ* শ্রদ্ধাহীন। 'সহজ মানুষে দর্শনের উপর যে এতটা হতশ্রদ্ধ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

হতশ্রদ্ধা [স] ১ *বিণ* অপছন্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* অবজ্ঞা। 'কন্যার প্রতি জনক জননীর এরূপ হতশ্রদ্ধা কেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

হতশ্রী [স] ১ *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'এমন সুন্দর উদ্যান, একেবারে হতশ্রী হইয়া যাইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* সম্পদহীন। 'সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

হতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিনষ্ট; ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'অতিদর্পে হতা লঙ্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হতাদর [স] ১ *বি* অমর্যাদা। 'গীতাদি স্বচ্ছন্দে দর্শন শ্রবণ করিলেন তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* অপমানিত। 'গ্রোশ্যস এই রূপে হতাদর হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ *বি* অবজ্ঞা। 'তাহারদিগের প্রতি ঐশিক নিয়মের লঙ্ঘনপূর্বক হতাদর এবং যাবজ্জীবন অনুচিত ব্যবহার।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২। ৪ *বিণ* অনাদর। 'এমন করে হতাদরে রেখেছে বাগান।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

হতাহত [স] *বিণ* আহত ও নিহত। 'তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আরব ও ইহুদী পক্ষে বিস্তর হতাহত।' *সওগাত*, ১৯২৯।

হতাশ [স] ১ *বিণ* নিরাশ। 'চিআইআ হতাশ করে কোকিল-নিস্বনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অসহায়। 'হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হতাশ-সমান [স] *বিণ* হতাশার মতো। 'নানা ঠাঁই ঘুরে মরে হতাশ-সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হতাস [স হতাশ] *বিণ* নিরাশ। 'মূর্ত্তরূপে গর্ভবাসে কৃষ্ণ চিন্তিয়া হতাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

হতাশা [স] *বি* আশাহীন। 'দশজনের কাছে আনুকূল্য প্রত্যাশা করিলে হতাশা হইব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

হতাশাগ্রস্ত [স] *বিণ* হতাশায় নিমজ্জিত। 'অবস্থার বিপাকে জনসাধারণও আজ সম্পূর্ণ দিশাহারা, হতাশাগ্রস্ত।' *আজাদ*, ১৯৭০।

হতাশাপ্রপীড়িত [স] *বিণ* হতাশায় জর্জরিত। 'আধিব্যাধিজীর্ণ হতাশাপ্রপীড়িত অবসাদগ্রস্ত ইন্দ্রিয়ের লীলা ক্ষেত্র এই আমাদের আধুনিক জগতের প্রতিনিধি।' *সবুজ*, ১৯২১।

হতাশাবাদী [স] *বিণ* হতাশা সৃষ্টি করে এমন। 'যে উপন্যাসগুলো হতাশাবাদী সেগুলো আমাদের পড়া উচিত নয়।' *জীবন*, ১৯৩৩।

হতাশী *ক্রিবিণ* হতাশ হয়ে। 'নিরুদ্দেশে তাকাবে তোমার আঁখি; সংকুচিত পায়ের তলায় হতাশী লুটায়ে রবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হতাশ্বাস [স] ১ *বিণ* হতাশাগ্রস্ত। 'হতাশ্বাস হওয়া উচিত নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'তিনি শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল ও হতাশ্বাস হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* নিরাশ। 'হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ৩ *বি* নিরাশা। 'সহস্র রাত্রির শেষে হতাশ্বাস আনে শিহরণ।' *মাহে নও*, ১৯৪৯।

হতে [স ভূ>] *অব্য* থেকে। 'অন্তঃপুর হতে জদি নিকল রাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **হইতে**

হতেঁ *অব্য* হতে; থেকে। 'এবে হতেঁ দৈবকীর যত গবর্ভ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হনে *অব্য* হতে; থেকে। 'আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হন্তে *অব্য* হতে; থেকে। 'স্বর্গ হন্তে বচন ভূমিত না নামিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হৈতেঁ *অব্য* হতে; থেকে। 'কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হোতে *অব্য* থেকে। 'তানা হোতে সুন তোহ্মার বংসের উদ্ধার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হোন্তে *অব্য* হতে; থেকে। 'তাহা হোন্তে সকল সেই সে জগহর্তা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হতে-না-হতেই *দ্র* **হওয়া**

হতোচ্ছাড়া *বিণ* লক্ষ্মীছাড়া। 'হ্যাঁরা হাবাৎকুড়ে, হতোচ্ছাড়া, একচকো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। *দ্র* **হতচ্ছাড়া**

হতোৎসাহ [স] *বিণ* নিরুৎসাহ। 'তুমি হতোৎসাহ হইও না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হতোস্মি [স] *বি* মন্দভাগ্যের খেদোক্তি। 'হা হতোস্মি!' *মুনীর*, ১৯৬৬।

হতোঽস্মি [স] *বি* মরে গেলাম এমন খেদোক্তি। 'তখন রাজা, হা হতোঽস্মি বলিয়া ... প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হত্তকী [স হরীতকী] *বি* হরীতকী। 'হত্তকী বয়ড়া অক্ষন।' *রামাই*, ১৭১০।

হত্তেল *বি* এক প্রকার হলুদ রঙের পাখি; হরিয়াল। 'সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে হত্তেল ঘুঘুদের ঘরে।' *জীবন*, ১৯৩০।

হত্যা [স] ১ *বি* খুন; প্রাণনাশ। 'ব্রহ্ম হত্যা পাপ জদি কর ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ধরনা। 'তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হত্যাকাণ্ড [স] *বি* খুন। 'কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হত্যাকারিণী [স] *বি স্ত্রী* হত্যা করে যে। 'নিষ্ঠুর হত্যাকারিণীর কাহিনী।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

হত্যাকারী [স] *বিণ* খুনী; ঘাতক। 'সেই গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হত্যা দিয়ে পড়া *ক্রি* প্রার্থনা পূরণের জন্যে ধরনা দেওয়া। 'এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হত্যা দেওয়া *ক্রি* মনোবাসনা সিদ্ধির জন্য দেবালয়ে বা প্রতিমার সামনে একনাগাড়ে অবস্থান; ধরনা দেওয়া। 'মার কাছে হত্যা দিয়ে পড়ব, দেখি তিনি আমাদের কী গতি করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হত্যা-যূপ [স] *বি* বলি দেওয়ার হাড়িকাঠ; বলির সময়ে পশুকে আটকে রাখার ফাঁদ। 'হত্যা-যূপে আজি শিশুর বলিদান।' *নজরুল*,

AMARBOI.COM

১৯৩১।

হত্যালীলা [স] *বি* নির্বিচারে হত্যা। 'নাৎসী নরপশুদের হত্যালীলাকেও ... ম্লান করে দিয়েছে।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

হত্যাশালা [স] *বি* হত্যা করার স্থান। 'এ জগৎ মহা হত্যাশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হত্যে [স হত্যা] ১ *বি* হত্যা। 'পৃথ্বী হত্যে নাশ হত বজ্রাকাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* আশা পূরণের জন্য ধরনা। 'তারকেশ্বরে হত্যে দিতে লোক গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হথোদক [স হস্তোদক] *বিণ* হাতধোয়ার কাজে ব্যবহৃত। 'করু মকরন্দ হথোদক নীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হদ[১] [স হ্রদ] *বি* হ্রদ। 'নূর মোহাম্মদ পদ সহদ সাগর হদ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হদ[২] [আ হদ্দ] *বি* সীমা। 'হদ দেওয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আবু নওয়াস, তুমি হদ ছাড়িয়ে যাচ্ছ।' *শওকত*, ১৯৬২।

হদ দেওয়া *বি* সীমা নির্দেশ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হদিশ [আ হাদিস] ১ *বি* সন্ধান। 'এই অর্ব্বের সিম্বু পালনের হদিশ নাএক হইয়া।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩। ২ *বি* উদাহরণ। 'তোমাদের ইতিহাস থেকে হদিস নেওয়ার মত হবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হদিস, হদীস [আ হাদিস] ১ *বি* ঠিকানা। 'এ রহস্যের ত হদিস খুঁজে পাচ্ছিনে, বন্ধু!' *নজরুল*, ১৯৪১; 'তার মনের হদিস পাওয়া যায় না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ২ *বি* উপায়। 'আর খুনসে তার বদলাই নিতে হয়, তার হদীস তো জানিনে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ৩ *বি* কারণ। 'এই গোটা ব্যাপারটার কোন হদিশ পায় না শাদু।' *হাসান*, ১৯৬৩। ৪ *বি* খোঁজ; সন্ধান। 'কে কোথায় গুম খুন হয়ে যায়, মেলে না হদিস।' *শামসুর*, ১৯৭২।

হদ্দ [আ] ১ *বি* সীমানা; প্রান্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* অনেক। 'হদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বিণ* চরম। 'নীলকরের হদ্দ লীলে নীলে নীলে সকল নিলে ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* চূড়ান্ত। 'প্যালানাথ বাবু ... খোসপোসাকীর হদ্দ।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৫ *বিণ* মোট। 'তাদের জন্যে দুপাশে হদ্দ দশখানি বেঞ্চি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বিণ* হয়রান। 'মোগলপাঠান হদ্দ হল ফার্সি পড়ে তাঁতি।' *প্রমথ*, ১৯২৭; *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হদ্দ দেওয়া *বি* সীমা নির্দেশ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হদ্দমতন *বিণ* অনেক বেশি। 'কেউ পড়ছেন হদ্দমতন, কেউ পড়ছেন অল্প।' *সুকুমার*, ১৯২০।

হদ্দমুদ্দ *বি* চেষ্টার শেষ না রাখা। 'সুখের জন্য আমি করব হদ্দমুদ্দ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

হদ্দমুদ্দা *ক্রিবিণ* খুব বেশি হলে। 'খাপরেলে হদ্দমুদ্দা দেড় বা দুই টাকা অধিক লাগিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

হদ্দরূপ [আ হদ্দ+স রূপ] *বিণ* পূর্ণরূপ। 'তিল পরিমাণ জায়গা সে যে হদ্দরূপ তাহার মাঝে।' *লালন*, ১৮৯০।

হদ্দ হওয়া *ক্রি* অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়া। 'মাহুতটা হদ্দ হয় অঙ্কুশ তাড়িয়ে।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

হদ্দো [আ হদ্দ] *বি* সীমা। 'তাহাদের বয়ঃক্রম হদ্দো দশ এগার বৎসর।' *রাজ*, ১৮৭৪।

হদ্য [স হার্দ্য] *বি* আন্তরিকতা। 'হেস্যা হেস্যা হদ্য করে হনুমান ভনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হথা [স হস্ত, পা হত্থ] *বি* হাত। 'অকট জোইআ রে মা কর হথা লোনহ।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

হনন [স] *বি* হত্যা। 'রাজা প্রতাপাদিত্য কোন ক্রমে হননের ছিদ্র পায় না।' *রামরাম*, ১৮০১।

হননকারী [স] *বিণ* হত্যাকারী। 'পরাধীনতার মতো জীবন-হননকারী তীব্র হলাহল আর নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

হননছল *বি* হত্যার ছল। 'দৈত্য অসুর হননছলে/ ঠাঁই দিস তুই চরণতলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হননপ্রিয় [স] *বিণ* হত্যা পছন্দ করে এমন। 'একগাছি দড়ি কিম্বা ক্ষুর – যা-কিছু হননপ্রিয়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

হননেচ্ছা [স] *বি* হত্যার ইচ্ছা। 'নিরপরাধী লোকের হননেচ্ছা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হননে-প্রবৃত্ত [স] *বিণ* হত্যা করতে উদ্যত। 'আবার হননে-প্রবৃত্ত শত্রুকে ক্ষমা করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হনহন [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত গমনের ভাববাচক শব্দ। 'উত্তরপবনে বহ্নি ডাকে হনহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হনহনান্তি [ধ্বন্যা] *ক্রি* হনহন করে। 'দারা পুত্র হনহনান্তি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হনহনিআ [ধ্বন্যা] *বিণ* দ্রুত যায় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

হনহনিয়ে *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'হাতে পানের কৌটা, ঘোষপাড়াতে হনহনিয়ে চলে নাপিতবউটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হনা *ক্রি* বর্ষিত হওয়া। 'হেরিতহি হৃদয় হনএ পঁচবানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হনিমুন [ই] *বি* মধুচন্দ্রিমা। 'তাকে লইয়া কুমুদ চলিল হনিমুনে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হনু[১] *দ্র* **হওয়া**

হনু[২] [স] *বি* হনুমান। 'হনুর টিকি সে পুচ্ছ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

হনুমতী [স] *বিণ* স্ত্রী হনুমান। 'হনুমতী হয়েছিস তুই, হচ্ছে আমার শঙ্কা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হনুমন্ত [স] *বি* হনুমান। 'হনুমন্ত দেখি মন্দবীর্য হৈল ভীম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হনুমন্তা *বি* হনুমান। 'রাম কাজে হনুমন্তা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হনুমান [স] *বি* এক প্রকার বড় বানর; রামায়ণে বর্ণিত রামের অনুচর। 'হনুমান মহাবীর হৈলা সারথী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হনুমানধ্বজা *বি* গরুর গাড়ি। 'চড়ির চারপাই হইতে উঠানের হনুমানধ্বজাটি পর্যন্ত সব এদেশী।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হনুমানী *বিণ* হনুমানের মতো। 'হঠাৎ সিংগিনী এক হনুমানী লম্ফ দিয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হনুমান [স হনুমান] *বিণ* বানরের মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'দালালেরা একে হনুমান ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হনু [স] *বি* চোয়াল। 'মস্তক সুগঠন, হনুদ্বয় অনুন্নত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হন্টন *বি* হাঁটা। 'ঘোড়া নাই? বাস, পায়ে হন্টন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হস্তদস্ত ১ *বিণ* এলোমেলো। 'বালিশ দুটোও তেমনি হস্তদস্ত হয়ে পড়ে রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* এবড়ো-খেবড়ো অবস্থা। 'ইরু গিয়েছে হস্ত-দস্তর মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ৩ *বিণ* খুব ব্যস্ত। 'সেই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিঁড়িটা দিয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

হন্তা[১] [স] *বি* হত্যাকারী। 'ফ্রেজর সাহেবের হন্তাকে যিনি ধরিয়া দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

হন্তারক [স] *বি* হত্যাকারী। 'মহারাজা আপনি হইল হন্তারক।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হন্তা[২] [স হন্>] *ক্রি* আঘাত করা। 'সঘনে খর শর হন্তিয়া।' *শেখর*, ১৬০০।

হন্দর [ই হানড্রেড] *বি* তাস খেলায় উচ্চমান নির্দেশক তাসের সমষ্টি। 'পড়তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হতলো?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হন্যে [স হন্য] *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'প্রজারা তো হন্যে কুকুরের মতো খেপে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হন্নে [স হন্য] *বিণ* উন্মত্ত। 'সমিন্দি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

হন্যমান [স] *বিণ* নিহত হচ্ছে এমন। 'এমত বীরগণ কর্ত্তৃক হন্যমান প্রায় নরসিংহদেবকে দেখিয়াছি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

হপ্তম পঞ্জম [ফা] *বি* সাত পাঁচ; বিবিধপ্রকার। 'হপ্তম পঞ্জমের কাজ ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হপ্তা [ফা হফতা] **১** *বি* সপ্তাহ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'অফিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* সাত। 'সে বিধাতা পুরুষের হপ্তাপুরুষ উদ্ধার করবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হপ্তাকাবারি [ফা হফতা+প আকাবর>] *বিণ* সপ্তাহান্তিক। 'কেরানিদের হপ্তাকাবারি অভিযান দেখে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হপ্তাপুরুষ [ফা হফতা+স পুরুষ] *বি* সাতপুরুষ। 'সে বিধাতা পুরুষের হপ্তাপুরুষ উদ্ধার করবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হপ্তাভর [ফা হফতা+স ভর] *ক্রিবিণ* পুরো সপ্তাহ জুড়ে। 'হপ্তাভর বান, ঘরে কিছু নেই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

হফতা [ফা] *বি* সপ্তাহ। 'জানুয়ারী মাসের পহেলা হফতায় চট্টগ্রামে একটা বিরাট প্রদর্শনী ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হফসট *বি* মন্ত্রপূত করে স্থাপন। 'হফসট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি।' *রামাই*, ১৭১০।

হবন [স] *বি* যজ্ঞ। 'শরধৃত হবনেতে কর না উজ্জ্বল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হবা [স ভূ>] *বি* হওয়া। 'দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রেই...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'সন্তান হবামাত্রে আমার নিকটে সে সন্তানকে আনিবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। *দ্র* **হওয়া**

হবামাত্র *ক্রিবিণ* হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। 'আলাপ হবামাত্র তাঁর পাশে গিয়ে একবার বসছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হবি [স] **১** *বি* ঘি। 'যেমন হবিঃ প্রয়োগ করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* যজ্ঞের দাহ্যবস্তু। 'সে গ্লানি মুছিতে শত শতাব্দী দিতেছি মা প্রাণ-হবি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

হবিকাষ্ঠ [স] *বি* যজ্ঞের কাঠ। 'ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন হবিকাষ্ঠ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হবিষ্য [স] *বি* হিন্দুব্রতে খাওয়ার আমিষবর্জিত ঘি-ভাত। 'হবিষ্যের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হবিষ্যান্ন [স] *বি* আতপ চালে রান্না নিরামিষ খাবার। 'নিজের হবিষ্যান্ন নিজে পাক করিয়া ...।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

হবিষ্যান্নজীবী [স] *বিণ* হবিষ্য ভোজনকারী। 'ছিল জাত হবিষ্যান্নজীবী, হল ক্রমে খেচরান্নজীবী।' *অবন*, ১৯২৫।

হবিষ্যান্নপুষ্ট [স] *বি* নিরামিষভোজী। 'হবিষ্যান্নপুষ্ট দেহ ভবিষ্যের ভারে হলো মরণসম্ভবা।' *সুনীল*, ১৯৬১।

হবিষ্যাশী [স] *বিণ* হবিষ্যান্ন ভোজনকারী। 'হবিষ্যাশী ধার্মিকচূড়ামণি খুড়র পক্ষে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

হবিষ্যি [স হবিষ্য] *বি* (হিন্দু আচার) ঘি মেশানো আতপ চালের ভাত। 'বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্টব ... ফি সোমবারে হবিষ্যি করেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হবিষ্যি-করা *বিণ* নিরামিষ-খাওয়া। 'তোমার ঐ কাঁচকলাভাতের হবিষ্যি-করা বামনাইয়ের এক অক্ষর মানে বুঝবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হবিস্য [স হবিষ্য] *বি* হবিষ্য। 'সুক্রবার দিনে গো ঝিঅর করিব হবিস্য।' *রামাই*, ১৭১০।

হবু *বিণ* ভবিষ্যতে হবে এমন; ভাবী। 'আমার হবু-বউমা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হবু কবি *বিণ* ভবিষ্যতে কবি হবে এমন। 'তুই একটা প্রকাণ্ড হবু কবি বা কবি-কিশলয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হবু চবু *বিণ* হতবুদ্ধি। 'শেষে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হব্য [স] *বি* হোমে দেওয়া হয় এমন বস্তু। 'বাসনা-হুতাগ্নির হব্য সংগ্রহ করিতে থাকিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হব্যকব্য [স হব্য>] *বি* (হিন্দু আচার) যজ্ঞের ঘি ও পিতৃশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি; পূজার উপচারাদি। 'মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদমন্ত্রের বলে জানত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হব্য-ভস্ম [স] *বি* যজ্ঞভস্ম। 'হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

হম [স অহং] *সর্ব* আমি। 'অবনত আনন কএ হম রহলিহু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হমর** *সর্ব* আমার। 'সে নহি সহবহি হমর পরান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হমহুঁ** *সর্ব* আমিও। 'হমহুঁ মরব ধসি আগী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হমার** *সর্ব* আমার। 'আইলি সখি সবে সাথে হমার।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০। **হমারি** *সর্ব* আমার। 'ঔষধ বর্জিত রোগ হমারি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হমে** *বি* আমি। 'হমে হসি হেরলা খোরা রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হমবগ [ই] *বিণ* ধোঁকাবাজ। 'লোকে যখন বলিবে শ্রীকান্তটা হমবগ, হিপোক্রিট।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হম্বা [ধ্বন্যা] *বি* গোরুর ডাক। **হম্বাধ্বনি** [ধ্বন্যা হম্বা+স ধ্বনি] *বি* গোরুর ডাক। 'হম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-বৃদ্ধের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হম্মা [ধ্বন্যা] *বি* গোরুর ডাক। 'গাভী হম্মা শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।' *মধু*, ১৮৫৭।

হম্বিতম্বি *বি* আস্ফালন; তর্জনগর্জন। 'তোর এই মর্দানা হম্বিতম্বিতে ... কিছুমাত্র আসে যায় না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হ-য-ব-র-ল *বি* বিশৃঙ্খল অবস্থা। 'তখনকার সমস্ত বিদ্যাগুলি হ-য-ব-র-ল হইয়া একত্রে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'দুনিয়ার সব কলরব হ-য-ব-র-ল'র একটেরে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হযরত *দ্র* **হজরত**

হযুর [আ হুজুর] *বি* শ্রদ্ধার পাত্র; কর্তা; উপরওয়ালা। *বোগল*, ১৭৭০।

'ইশ্বরের দরগায় হযুরে বাঞ্ছা করি তাহাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ।' *ওসঁা*, ১৭৮২। *দ্র* **হজুর, হুজুর**

হয়[১] [স] *বি* ঘোড়া। 'দস সহস্র হয় দিল অতি বেগবন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হয়গজ-রব [স] *বি* হাতি-ঘোড়ার ডাক। 'হয়গজ-রব শুনি কাঁপয় মেদনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হয়গতি [স] *বি* ঘোড়ার গতি। 'হয়গতি হয় আরোহণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হয়গ্রীব [স] *বি* ঘোড়ার গলার মতো গলা। 'হার দিব হয়গ্রীবে হাতে হেমচুড়ী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হয়-দল [স] *বি* অশ্ববাহিনী। 'হয়-দলে আগুয়ান রাঘব ঘোষাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হয়-পদতালি [স] *বি* ঘোড়ার পায়ের শব্দ। 'হয়-পদতালি উড়াইছে ধূলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হয়পুচ্ছ [স] *বি* ঘোড়ার লেজ। 'হয়পুচ্ছ লোম ফাঁন্দে কত সামুখোলে বান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হয়ব্যূহ [স] *বি* অশ্বকুল। 'হয়ব্যূহ মিশাইলা হ্রেষারব সে রবের সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হয়রাজ [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। 'আমি শুনিয়াছি সে হয়রাজের হ্রেষা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

হয়ারোহণ [স] *বি* অশ্বারোহণ; ঘোড়ায় চড়া। 'হয়ারোহণে নলরাজার ন্যায়।' *রাজীব*, ১৮০৫।

হয়েশ্বর [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। 'কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত? উচ্চৈঃশ্রবাঃ হয়েশ্বর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হয়[২] **১** *অব্য* হ্যাঁ। 'হয়, আছে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* সম্ভাবনা। 'ওই বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়-কে করব নয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হয়তো *ক্রিবিণ* সম্ভবত। 'দেতো দেখি গোচের হয়তো নিব।' *কেরি*, ১৮০২।

হয় হয় *বিণ* আসন্নপ্রায়। 'কথার তোলপাড় করিতে করিতে ভোর হয় হয়।' *প্যারী*, ১৮৬০।

হয়দ্রজন [ই হাইড্রোজেন] *বি* হাইড্রোজেন; একটি মৌলিক গ্যাস। 'তৈলাদি যে সমস্ত বস্তুতে কার্বন ও হয়দ্রজন নামক পদার্থ আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

হয়রান [আ] **১** *বিণ* বিষণ্ন। 'ওহাবের মউত দেখে হোসেন হয়রান।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* পরিশ্রান্ত। 'তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হয়রাণি [আ হয়রান>] **১** *বি* অযথা ঝামেলা। 'হয়রাণি কিম্বা সে তহমত।' *এডমন*, ১৭৯০। **২** *বি* অসুবিধা; দুর্গতি। *এডমন*, ১৭৯২।

হয়রাণ [আ] **১** *বিণ* নাকাল। 'এতদিন আমার জানকে এত হয়রাণ করেছো জান!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বিণ* ক্লান্ত। 'এত হয়রাণ হয়ে থানায় খবর দিতে হত না।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

হয়রান-পরিশান [আ হয়রান>+ফা পেরেশান] *বিণ* পরিশ্রান্ত। 'প্রজাকে যে কি পর্যন্ত হয়রান-পরিশান করা যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

হয়রানি, হয়রানী [আ হয়রান>] *বি* ঝামেলা; কষ্ট। 'তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পালকি করে তবে আমাদের পায়ে পৌছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'বিনা পাপে শাস্তি এ যে, ধর্ম্ম এ নয়, হয়রানী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হয়াত [আ] *বি* আয়ু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হয়েইছে *দ্র* **হওয়া**

হর[১] [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'আক্ষে হরী আক্ষে হর আক্ষে মহাযোগী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরে শিরে ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হরগৌরি, হরগৌরী [স হরগৌরী] **১** *বি* হিন্দুদেবতা শিব ও দেবী পার্বতী। 'পুজিলাও হরগৌরি কায়মনচিত্তে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'হরগৌরী এক অঙ্গ বেদ পরমান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগ বসন্ত ॥ হরগৌরী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

হরজায়া [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'মহাভীমা ভয়ঙ্করী বিশ্বরূপা খড়্গেশ্বরী দুর্গতিনাশিনী হরজায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হরধনু [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিবের ধনুক। 'এ যেন হরধনুর টান ছিলাতে হেনেছে কেউ প্রবল টংকার।' *নীরেন*, ১৯৫৬।

হর-রমা [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী চণ্ডী। 'হর-রমা দেখা দে মা/ মা তো কঠিন নয় গো কারু।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

হর-ললনা [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'একী লো একী লো ছলনা/ মোরে নিদয়া হর-ললনা।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

হর হর [স, ধ্বন্যা] *বি* অবিরাম 'হর' ধ্বনি; রাজপুতদের যুদ্ধের ধ্বনিবিশেষ। 'দাও করতালি বলো হর হর শঙ্কর।' *নজরুল*, ১৯২২; 'হর হর হর শব্দে পূরিল গগন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

হরহরি [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব ও বিষ্ণু। 'সঙ্গীতে মোহিত হরহরি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হর[২] [ফা] *বিণ* সকল। 'তার হিসাব রাখে কোন কাচারি হর সময়।' *লালন*, ১৮৯০।

হর ওক্ত [ফা হর+আ ওক্ত] *ক্রিবিণ* প্রতি মুহূর্তে। 'তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর দুলে আজ হর ওক্ত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হরবার [ফা] *ক্রিবিণ* প্রতি বার। 'হরবার আবোয়াবে ঐ জমার দেড়া দ্বিগুণ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হররোজ [ফা] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'হররোজ চালুকেলা সাড়ে পাঁচ খায় ডালা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হরকত [আ] **১** *বি* খারাপ আচরণ। 'ফেরেশতার স্বপন আর শয়তানের হরকত।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* বাধা। 'এমন রূপ কাজের হরকত হয়।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

হরকরা [ফা] **১** *বি* পত্রবাহক। 'চোর কিম্বা হবা হরকরা।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* গুপ্তচর। *ওসঁা*, ১৭৮৫। **৩** দূত। *ওসঁা*, ১৭৮৫; 'জনেক তগমাওয়ালা হরকরা থানায় পাঠাইয়া কুটনীর উদ্ধার করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৪** *বি* দ্রুতগামী পদাতিক বা পাইক। 'তার পেচোনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরোয়ান, হরকরা, সেপাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হরকরাআন [ফা আন, বহুব] *বি* এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জিনিসপত্র পৌঁছে দেয় যারা। *ওসঁা*, ১৭৮২।

হরগিজ, হরগীজ [ফা] **১** *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'আমার মনস্ত দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* কোনো কারণে। 'তাহাতে হরগীজ তাহার দুই থানের জেয়াদা দাদনি দিবে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

হরগীস [ফা] *ক্রিবিণ* কখনো। 'প্রর্ত্তএর বচন দেন যে তাহা হরগীস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাস করিবেন না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

হরগেজ [ফা] *অব্য* আদৌ। 'হরগেজ এজ্জিদে সে কবুল নাহি করে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হরঘড়ি [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'হরঘড়ি হাজির তামাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হরচন [ফা হরচন্দ] *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। 'না পারিলে এই কাম করিতে হরচন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হরচন্দ্র [ফা হরচন্দ] *ক্রিবিণ* পুরো; যতোই হোক। 'বাকী কবর্দ্দক কড়া হরচন্দ্র বাকী থাকিবেক না।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হরটিট *বি* বুনো পাখিবিশেষ। 'পাহাড়ি বনটিয়া, হরটিট প্রভৃতি কত কি পক্ষীর কূজন!' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হরণ [স] **১** *বি* চুরি। 'মুনি হরণে কৃড়া জত কৈল গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* নাশ। 'আমারি করিতে চাহে জীবন হরণ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **৩** *বি* ব্যয়। 'এই পাঠশালা নির্ম্মাণেতে যতকাল হরণ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **৪** *বি* ভাগ। 'তাহারদের সংখ্যা চারি দিয়া হরণ করিলে ... অবগত হওয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **৫** *বি* অপহরণ। 'তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৬** *বি* জয়। 'আমি দেশের মন হরণ করে আনব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হরণ করা *ক্রি* কেড়ে নেওয়া। 'এই যে গ্রামবাসিনী সুন্দরী সরলতা আজ একটি নগরবাসী নবসভ্যতার পোষ্যপুত্রের মন অতর্কিতভাবে হরণ করিয়া লইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হরণী [স] *বিণ* হরণকারী। 'বাদলরাগিণী সজলনয়নে গাহিছে পরানহরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হরতকি *দ্র* **হরীতকী**

হরতন [ওলন্দাজ হরতন] *বি* তাসের চিহ্নবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বাবু ইস্কাপানের টেক্কায় হরতনের বিবি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হরতেন *বি* হরতন; তাসের চিহ্নবিশেষ। 'হরতেন রুইতেন সায়েব বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান কল্কে পাবে কি?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হরতাল [গুজরাটি] *বি* বিক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য যানবাহন, হাট-বাজার, দোকানপাট, অফিস-আদালত ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা; ধর্মঘট। 'হরতালের কথা মনে করো দেখি।' *নজরুল*, ১৯২২; 'পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান-হাত হরতাল করে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হরতেল [স হরিতাল] *বি* পারদযুক্ত হলুদাভ বিষাক্ত ধাতববিশেষ। 'তার চেয়ে খানিকটা আফিং তুঁতের জলে গুলে হরতেল মিশিয়ে খান-না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হরদম [ফা] **১** *বি* সবসময়। 'হরদমে নাম রাখবো স্থিতি এখন ভুলেছ তারে।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *ক্রিবিণ* অনবরত। 'হরদমই দেখি তার মুখ চলছে, চলছেই ভরদম।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

হরদমে *ক্রিবিণ* প্রতিনিয়ত। 'হরদমে জিকির যে করিব সর্বক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

হরধনু *দ্র* **হর**[১]

হরফ, হরপ [আ হারফ] **১** *বি* বর্ণ। 'ভালা বুরা না কহে হরফ।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ভাষা। 'ফারসি ও বাঙ্গলা হরফে তৈয়ার করিয়া ইস্তাহারনামা দিয়াজাইতেছি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। **৩** *বি* ছাপার অক্ষর। 'সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় হরপ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

হরবকত, হরবকৎ [ফা হরওয়াক্ত] *ক্রিবিণ* সর্বদা; সবসময়ে। 'বলকান মেয়েদের প্রেমিকরা হরবকতই মারমুখো হয়ে আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'দিল্লিবাসীর মনে হরবকৎ জাগিয়ে রাখবে যে অনুভূতি সেটা হচ্ছে, ভয়-বিহ্বলতা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হরবখত [ফা] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'এই জঙ্গলে হরবখত ওকে একলা ফিরতে হয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হরবিরূ *বিণ* নানা-রকম। 'কিছু দিন চাষাবাদ করিয়া হরবিরূ ফসলের দ্বারা বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হরবোলা [ফা হর+বোল>] *বিণ* নানা প্রকার উচ্চারণে কথা বলতে পারে এমন। 'বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

হররা [ধ্বন্যা] *বি* হাসির উচ্চ শব্দ। 'হাসির হররা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হররোজ *দ্র* **হর**[২]

হর-ললনা *দ্র* **হর**[১]

হরষ [স হর্ষ] *বি* আনন্দ। 'আমার হিয়াখানি হারালো সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'এমন করে কবির বুকের নিবিড় হরষ দিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

হরষণ [স হর্ষণ] *বি* আনন্দ। 'বরষ পরের দরশনের কই সে হরষণ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হরষন *বি* আনন্দ। 'রেখে গেছ প্রাণে কত হরষন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হরষরস [স হর্ষরস] *বি* আনন্দের নির্যাস। 'হরষরস বরষি যত তৃষিত ফুল-পাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

হরষা [স হর্ষ>] **১** *বিণ* আনন্দিত। 'নিখিল-চিত্ত হরষা/ ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *ক্রি* হাসা। 'আঁধারে তারাগুলি হরষিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

হরষিত [স হর্ষিত] *বিণ* আনন্দিত। 'হেনমতে বাঁশী পাআঁ হরষিত মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দেখি হরষিত বড় হইলা হিমালয়/ অঞ্জলি করিয়া নিবেদন সবিনয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরসা *ক্রি* আনন্দিত হওয়া। 'হরসিতে কামদেব মুগ্ধার সহে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'হরসিতে সেই বর দিল উমাপতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হরসিত [স হর্ষিত] *বিণ* আনন্দিত। 'অবধিয়া বান রাজা হরসিত মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

হর হর *দ্র* **হর**[১]

হরহরি *দ্র* **হর**[১]

হরা[১] [স হরণ>] **১** *ক্রি* অপহরণ করা। 'সুরতি দেহ তোকে নাহি হরোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হরিব পৃথুবিভার করিব দেব কাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* দূর করা। 'মুর্ছিতা হৈয়া রামা হরিলা চেতন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* দূর হওয়া। 'সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *ক্রি* হত্যা করা। 'জীব সব হরি আক্ষি বসি এহি ঠাম।' *সুলতান*, ১৭০০। **হর** *ক্রি* হরণ করো। 'করি চিন্তা হর মোর ক্লেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হরএ** *ক্রি* হরণ করে। 'হাস কলা সে হরএ সাঁচীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হরয়ে** *ক্রি* হরণ করে। 'দস্যুবৃত্তি করিয়া হরয়ে পর নারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হরল** *ক্রি* হরণ করলো। 'মনোরথ কতহি হৃদয় পরিপূরল আনন্দে হরল গেআন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হরলা** *ক্রি* হরণ করলো। 'দেখইতে সুনইতে হৃদয় হরলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হরহ** *ক্রি* হরণ করো। 'এবে কেহ্নে হরহ পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরি** **১** *ক্রি* হরণ ক'রে; চুরি ক'রে।

AMARBOI.COM

'আঞ্চলের সোনা মোর/ কে না হরি লআঁ গেল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* হারিয়ে। 'রাজাএ মাগাএ ভিক্ষা রাজ্যপাট হরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *ক্রি* হত্যা করি। 'জীব সব হরি আজ্ঞি বসি এহি ঠাম।' *সুলতান*, ১৭০০। **হরিআ** *ক্রি* হরণ ক'রে। 'হরিআ মন নিলি বাঁধা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হরিআঁ** *ক্রি* হরণ ক'রে। 'শ্রীধররূপে হরিআঁ নিবোঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিঞা** *ক্রি* হরণ করেছিলো। 'আদিখণ্ডে প্রভুকে হরিঞাছিল চোরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হরিব** *ক্রি* হরণ করবো। 'হরিব পৃথুবিভার করিব দেব কাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। **হরিবেক** *ক্রি* হরণ করবে। 'ব্রহ্মা বেদ হরিবেক ইন্দ্রে হরিব পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিবোঁ** *ক্রি* অপহরণ করবো। 'মো কেহ্নে হরিবোঁ তোর বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিয়া** *ক্রি* হরণ ক'রে। 'কোথা জাসি জাসি হরিয়া পরনারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হরিল** *ক্রি* হরণ করলো। 'গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'লজ্জাদৃষ্টি হরিল ভাগিনা বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিলা** *ক্রি* হারালো। 'মূৰ্ছিতা হৈয়া রামা হরিলা চেতন।' *মালাধর*, ১৫০০। **হরিলেক** *ক্রি* হরণ করলো। 'হরিলেক হার মোর বাল গোপালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিলেহেঁ** *ক্রি* হরণ করলে। 'কমন আন্তরে তোহ্মে হরিলেহেঁ মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিলোঁ** *ক্রি* হারালাম। 'শরীরত হরিলোঁ চেতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরী** *ক্রি* হরণ ক'রে। 'ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরুক** *ক্রি* হরণ করুক। 'নিরন্তর গুন কহি হরুক তার মন।' *মালাধর*, ১৫০০। **হরে** ১ *ক্রি* হরণ ক'রে। 'নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* হারিয়ে। 'জ্ঞান বুদ্ধি হরে রাজার দৈবদশা লাগে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *ক্রি* দূর হয়। 'সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হরোঁ** ১ *ক্রি* হরণ করি। 'আল যদি মোঞঁ হরোঁ পরনারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* হরণ করবো। 'সুরতি দেহ তোকে নাহি হরোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হর্‍যা** *ক্রি* হরণ ক'রে। 'রাজা বড় পাপচিত্ত/ ছলে হর্‍যা লয় বিত্ত/ গুন্যাছি দেশের দুরাচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরা[২] [স হরণ>] ১ *ক্রি* মনোযোগ আকর্ষণ করা। 'বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* হারিয়ে যাওয়া। 'জ্ঞান বুদ্ধি হরে রাজার দৈবদশা লাগে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *ক্রি* অতিবাহিত করা। 'দিবানিশি রোদনেতে কেবল কাল হরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হরাবতী *বি* একটি নদীর নাম। 'হরাবতী নরাবতী ধাইল লঘুগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরি [স] ১ *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বর; প্রধান তিন দেবতার অন্যতম ভগবান বিষ্ণু; অবতার কৃষ্ণ। 'অসুরকুলদলন হরি মোর নাম।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সিংহ। 'হরি ডরে হরিন জইসে জিব ডোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হরিগত [স] *বিণ* ঈশ্বরের প্রতি অনুগত। 'কোন ভোগি নহে দিজ হরিগত মন।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিচরণ ব্রত [স] *বি* (হিন্দু আচার) ব্রতবিশেষ। 'হরিচরণ ব্রত – বছরের প্রথম মাসে।' *অবন*, ১৯১৯।

হরিচিত্ত [স হরিচিত্ত] *বিণ* ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। 'ভূঞ্জিল সকল সুখ হরিচিত্ত হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিজন [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী নিম্নশ্রেণীর তথা সামাজিক মর্যাদাহীন হিন্দু সম্প্রদায়। 'হরিজন বলে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'হরিজনদিগকে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।' *আজাদ*, ১৯৩৬; 'যেখানে যে কেহ ছিল আত্মীয় পরিজন, অভিজাতবংশীয় কেহ, কেহ হরিজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

হরিজন-বর্গ *বি* নিম্নশ্রেণী। 'যে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্প্রতি সাহিত্যে হরিজন-বর্গ থেকে উপরের পঙ্‌ক্তিতে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হরিজন-শ্রেণীয় *বিণ* গৌণ শ্রেণীর। 'আমার আঙুল আছে মাত্র তিনটি, বাকি দুটো বুড়ো আঙুল আর কড়ে আঙুল, তারা হরিজন-শ্রেণীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

হরিতালিকা [স] *বি* ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী। 'হরিতালিকা তিথি বলিল শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিধ্বনি [স] *বি* হিন্দুদের 'হরিবোল' ধ্বনি। 'হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মর্ত্য ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হরিনাম [স] *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বরের নাম। 'ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হরিনামসংকীর্তন [স] *বি* বৈষ্ণবদের সুর ক'রে হরিনাম কীর্তন। 'তাহার আঙিনায় হরিনামসংকীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হরিপদ [স] *বি* হিন্দুমতে অবতার কৃষ্ণের আশ্রয়। 'গুনরাজ খাঁন বলে হরিপদে আস।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিপৃআ [স হরিপ্রিয়া] *বি* তুলসী পাতা বা গাছ। 'হরিপৃআ চন্দ্রকলা কর্পূরা কুকিলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিপ্রেম [স] *বি* ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। 'হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন রাজরানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হরিবংশীয় [স] *বিণ* হিন্দু অবতার কৃষ্ণের বংশধর সম্বন্ধীয়। 'হরিবংশীয় বচনের সহিত সঙ্গত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হরিবড়ি [ধ্বন্যা] *বি* এটাওটা। 'মর কেন হরিবড়ি কাটের মালা টিপে হা রে।' *লালন*, ১৮৯০।

হরিবাসর [স] *বি* দ্বাদশী তিথির প্রথম পাদ। 'একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোষ ও উত্থান ও শয়নে নিজ্জলা করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হরিবোল [স হরি+বোল] *বি* হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত 'হরিবোল' ধ্বনি। 'হরিবোল বলিয়া কাণ্ডারী গীত গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হরিভক্তি [স] *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বর বা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি। 'হরিভক্তি পেয়ে সে বৈকুণ্ঠে যায় সুখে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হরিভক্তি উড়ে যাওয়া – শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাওয়া। 'আমার হরি ভক্তি উড়ে গেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হরিভোগ [স] *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'দোসুতী শীতলজিরে হরিভোগ তায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হরির লুট *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বর বা কৃষ্ণের নামে বাতাসা ছড়িয়ে দেওয়া। 'হরির লুট দিব?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হরিসংকীর্তন, হরিসঙ্কীর্ত্তন [স] *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বরের গুণ বর্ণনার গান। 'আনন্দে বিহ্বল মন করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অহোরাত্রি করে জেবা হরিসংকীর্তন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরিসভা [স] *বি* হিন্দু ধর্মীয় সভা। 'হরিহরকে হরিসভার বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হরিসাধন [স] *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বরের সাধনা। 'জন্ম জন্ম মানবদেহ ধরি আর হরিসাধন করি।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিহর [স] **১** *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু ও শিব। 'স্কাটই হরিহর বাক্ক ভরা।' *চর্যা ৪৭,* ১২০০; 'ইহাতে পূজিলে হরিহর স্বর্গবাসী।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **২** *বিণ* অচ্ছেদ্য। 'তোমার বাপের সঙ্গে আমার হরিহর আত্মীয়তা ছিল।' *প্যারী,* ১৮৫৯।

হরি হরি [স] *অব্য* খেদোক্তি; হায় হায়। 'হরি হরি কিসকে চলিলোঁ বড়ায়ি মথুরা নগর।' *বড়ু,* ১৪৫০।

হরিঅ [স হারিত] *বিণ* আহৃত। 'দশবল রঅণ হরিঅ দশ দিসেঁ।' *চর্যা ৯,* ১২০০।

হরিকুম্ভ *বি* কুম্ভকারের কলসি। 'হরি-হরিকুম্ভ কটিনিতম্ব।' *আলাওল,* ১৬৮০।

হরিড়া [স হরীতকী] *বি* হরীতকী গাছ। 'আর্জ্জুন গর্জ্জুন হরিড়া।' *বড়ু,* ১৪৫০।

হরিণ [স] *বিণ* সুপরিচিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ। 'কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।' *বড়ু,* ১৪৫০; 'শশারু হরিণ বরা হুল পাসে বান্ধে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

হরিণআঁখি [স হরিণ-অক্ষি] *বিণ* হরিণের ন্যায় চোখবিশিষ্ট। 'খ্যাতির ক্ষতি-পূরণ প্রতি দৃষ্টি রাখি হরিণ-আঁখি।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০; 'যার হরিণআঁখি সে কি কাজল পরে!' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৬।

হরিণ-ক্ষিপ্র [স] *বিণ* হরিণের মতো দ্রুত। 'কিন্তু তখন কোন বনে, হায়,/ হরিণ-ক্ষিপ্র তোমার সে যৌবন?' *শামসুর,* ১৯৬৬।

হরিণঘাটা *বি* নদীবিশেষ। 'গোমতী, যমুনা, তিস্তা, মধুমতী, হরিণঘাটার বহমান গতিস্রোত।' *ফররুখ,* ১৯৬৩।

হরিণ-চোখ [স হরিণচক্ষু] *বি* হরিণের চোখের ন্যায় চোখ। 'দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

হরিণদৃষ্টি [স] *বি* চঞ্চল দৃষ্টি। 'চকিত হরিণদৃষ্টি অভুক্ত মনের পুষ্টিকর/ অনাসক্ত চৈতন্যের অস্থায়ী প্রয়াণ।' *সুকান্ত,* ১৯৪৮।

হরিণনয়নী [স] *বিণ* হরিণের মতো সুন্দর চোখের অধিকারী। 'কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

হরিণনেত্র [স] *বি* হরিণের মতো চোখ। 'হরিণনেত্রে বিমল হাস।' *রবীন্দ্র,* ১৮৭৭।

হরিণলোচনা [স] *বিণ স্ত্রী* হরিণের মতো চোখবিশিষ্ট। '(ওগো) তোমার চোখে কাজল দিয়ো/ হরিণলোচনা।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৬।

হরিণ-শাবক *বি* হরিণের বাচ্চা। 'হরিণ-শাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

হরিণশিশু [স] *বি* হরিণের বাচ্চা। 'তুই হরিণ-শিশু এ ব্যাধের রাজ্যে বাস করিস।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৭; 'তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

হরিণ-সাথে *ক্রিবিণ* হরিণের সঙ্গে। 'হরিণ-সাথে হরিণী আসি চাহিত দীন নয়নে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

হরিণ-হরিণী *বি* হরিণ ও হরিণী। 'তরাসে চমকিয়ে হরিণ-হরিণী স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

হরিণহৃদয় [স] *বি* হরিণের মতো হৃদয়। 'কাঁদে প্রত্যহ হরিণহৃদয় যার।' *শামসুর,* ১৯৫৯।

হরিণা [স হরিণ] *বি* হরিণ। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।' *চর্যা ৬,* ১২০০।

হরিণি [স হরিণী] *বি স্ত্রী* হরিণ। 'হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী।' *চর্যা ৬,* ১২০০।

হরিণী [স] *বি স্ত্রী* হরিণ। 'হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো।' *চর্যা ৬,* ১২০০।

হরিৎ [স] **১** *বিণ* সবুজ। 'কোন স্থান ধূসর, কোন স্থান হরিৎ, কোন কোন স্থান বা রক্তবর্ণ প্রতীয়মান হয়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯। **২** *বিণ* হলুদ। 'ব্রীহিব্যূহ পরিপক্ব হরিৎ আকার।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

হরিত [স হরিৎ] *বিণ* সবুজ। 'সকল বর্ণ অপেক্ষা, হরিত বর্ণ অধিক মনোরম ও অধিকক্ষণ দেখিতে পারা যায়।' *বিদ্যা,* ১৮৫১।

হরিততর *বিণ* অতি সবুজ। 'হরিততর আজি পল্লব।' *নজরুল,* ১৯৩১।

হরিৎক্ষেত্র [স] *বি* সবুজক্ষেত। 'সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত।' *বঙ্কিম,* ১৮৮৪; কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে।' *দ্বিজেন্দ্র,* ১৯১২।

হরিৎবর্ণ [স] *বিণ* সবুজ। 'কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত কারো বা হরিৎবর্ণ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

হরিৎ-সমুদ্র [স] *বি* সবুজ রঙের সাগর। 'চারিপাশের উঁচুনিচু শস্যক্ষেত্র হরিৎ-সমুদ্রের হিল্লোলের ন্যায়।' *প্রমথ,* ১৯২০।

হরিদ্বর্ণ [স] *বিণ* হলুদরঙা। 'হরিদ্বর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র।' *হরপ্রসাদ,* ১৮৭৮।

হরিতকী দ্র হরীতকী

হরিতাল [স] **১** *বি* হলুদবর্ণের ধাতুবিশেষ। 'প্রবঙ্গ বদলে কুরঙ্গ দিবে হরিতাল বদলে হীরা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **২** *বিণ* হলুদ। 'হরিতাল বর্ণ তার করিব সন্ধান।' *সুলতান,* ১৭০০। **৩** *বি* পাখিবিশেষ। 'ঠেটী ভেটী ভাটা হরিতাল গুড়গুড়।' *ভারত,* ১৭৬০।

হরিতালী [স] *বি* সাদা মেঘের মতো নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ। 'গগন-মণ্ডলে যে দক্ষিণোত্তর-ব্যাপিনী শুভ্রবর্ণ রেখা হরিতালী ও ছায়াপথ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।' *অক্ষয়,* ১৮৪৭।

হরিতালী চন্দ্র [স] *বি* নষ্টচন্দ্র। 'হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

হর্তেল [স হরিতাল] *বি* উজ্জ্বল ধাতব পদার্থবিশেষ। 'হর্তেলের মত গায়ের রঙ।' *বিভূতি,* ১৯৩১।

হরিদ্রা [স] *বি* হলুদ। 'সিন্দূর হরিদ্রা তৈল খই কলা নারিকেল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

হরিদ্রাচিহ্ন [স] *বি* হলুদের রং। 'গায়ে-হলুদের হরিদ্রাচিহ্ন লইয়া শশী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

হরিদ্রাজল [স] *বি* হলুদের জল। 'দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

হরিদ্রাজ্বর [স] *বি* গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সংক্রামক ব্যাধি যার প্রতিক্রিয়ায় গায়ের চামড়া হলুদ হয়ে যায়। 'হরিদ্রাজ্বরের চিকিৎসার জন্য ... হাসপাতাল আছে।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

হরিদ্রাভ [স] *বিণ* হলদে রঙের। 'স্বচ্ছ ও হরিদ্রাভ ...।' *বিভূতি,* ১৯৩৭।

হরিন্ময় [স] *বিণ* সবুজময়। 'নবশষ্পে হরিন্ময় শাদ্বল।' *কৃষ্ণকমল,* ১৮৫৮।

হরিমটর খাওয়া – উপবাস থাকা। 'সারাদিন উপোস মশাই শুধু খাও হরিমটর।' *নজরুল,* ১৯২৬।

AMARBOI.COM

হরিমটুক *বি* না খেয়ে থাকা। 'তবেই সে দিন নির্ব্বাহ হইত নতুবা হরিমটুক।' *কেরি*, ১৮০২।

হরিয়াল [স হরিতাল] *বি* ঘুঘুজাতীয় হলুদ বা সবুজ রঙের পাখিবিশেষ। 'হরিয়াল, চকা, ডাক আদি শত শত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হরিয়েক [ফা হরইয়াক] *বিণ* নানা রকম; হরেক। *ক্যালগে*, ১৭৯৬; 'সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হরিলেবু *বি* একপ্রকার ধান। 'গুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী।' *ভারত*, ১৭৬০।

হরিষ [স হর্ষ] ১ *বি* আনন্দ। 'হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'এ নিমিত্তে আজি মোর হরিষ অন্তর।' *সুলতান*, ১৭০০।

হরিষবদনে *ক্রিবিণ* হাসিমুখে। 'আনুমতী কর রাধা হরিষবদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হরিষে বিষাদ *বি* আনন্দের মধ্যে বিষণ্ণতা। 'হরিষে বিষাদ আছে মন করোনা এ কথায় গোসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হরিস [স হর্ষ] *বি* আনন্দ। 'রতির বচনে কাম হরিস মনে করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরী [স হরি] *বি* কৃষ্ণ। 'কথা গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হরীতকী [স] *বি* এক প্রকার পীতবর্ণ কষায় ফল। 'তুলসী গুবাক হরীতকী ডানি করে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হরতকি [স হরীতকী] *বি* হরীতকী। 'হরিনামের হরতকি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

হরিতকী [স হরীতকী] *বি* গাছবিশেষ। 'কন্টকী শ্রীফল জে বহেরা হরিতকী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হর্তকি [স হরীতকী] *বি* ছোটো গুটি আকৃতির কষায় ফল ধরে এমন এক প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ। 'মহিষ চরছে হর্তকি গাছের তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হরীন [স হরিণ] *বি* হরিণ। '৩ দফা হরীনাদি চরিবার স্থান ও তাহার ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

হরুফ [আ হরফ] *বি* হরফ; বর্ণ। 'কোরাণ শরীফ নাজিল হবার আগে আরবী হরুফ পবিত্র কি অপবিত্র ছিল, সে তর্ক বেকার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হরেক [ফা হরইয়াক] ১ *বিণ* নানা রকমের। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বিণ* প্রত্যেক। 'হরেক মাসের ত্রিষা তইয়ার করিয়া ...' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

হরেক রকম [পা হরইয়াক+আ রকম] *বি* বিভিন্ন ধরন। 'মেং এঙ্গ সাহেবের স্থানে আমানত কাপড় হরেক রকমের।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

হরেক রকমে *ক্রিবিণ* নানা প্রকারে। 'হরেক রকমে ৬৩ থান ফেরত কাপড় জাচাইর ফর্দ্দ সম্মলিত পাঠাইয়াছেন।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হরে দরে [ফা হর-দর] *ক্রিবিণ* গড়পড়তায়। 'হরে দরে বুঝিতে টাকায় নাই সিকি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হর্জুত [আ হুজ্জৎ] *বি* ঝামেলা; ফ্যাসাদ। 'শেষ নাম সাঙ্গ হও সাক্ষীর হর্জুত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হর্ণ দ্র **হর্ন**

হর্তকি দ্র **হরীতকী**

হর্তা, হর্ত্তা [স] ১ *বি* হরণ করে যে। 'তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা নির্লেপ নিরঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* হরণকারী। 'উপকর্তা দুঃখ হর্তা পবিত্র শরীর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হর্তাকর্তা, হর্ত্তাকর্ত্তা [স] *বি* সর্বময় কর্তা। 'স্বয়ম্বরা হইলে অপ্রকাশিত হর্ত্তাকর্ত্তা যোজনকর্ত্তার কি প্রয়োজন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫; 'আমি উহার হর্তা কর্তা বিধাতা পুরুষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হর্তৃত্ব, হর্ত্তৃত্ব [স] *বি* সংহারকারিতা। 'পাতৃত্ব হর্ত্তৃত্ব স্রষ্টৃত্বের সূচনাও বেদে আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হর্তেল দ্র **হরিতাল**

হর্ত্রী [স] *বিণ* স্ত্রী ক্ষমতাময়ী। 'নগরাধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী হর্ত্রী মহাদেবী।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

হর্দম [ফা] *ক্রিবিণ* সারাক্ষণ। 'মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।' *নজরুল*, ১৯২২।

হর্ন [ই] *বি* সতর্কতামূলক ধ্বনি উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ; গাড়ির ভেঁপু। 'মোটর হর্নের আওয়াজ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হর্ণ [ই] *বি* সতর্কতামূলক ধ্বনি উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ; ভেঁপু। 'মোটর-হর্ণের আওয়াজে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হর্ম্য, হর্ম্ম্য [স] *বি* মনোহর অট্টালিকা। 'যক্ষকন্যার মায়াবলে, নিমিষমধ্যে, পরম রমণীয় সুসজ্জিত হর্ম্য আবির্ভূত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হর্ম্যচূড় [স] *বি* অট্টালিকার চূড়া। 'ওই দেখো দূরে ... কত হর্ম্যচূড়ে দিগন্তেরে করিছে দংশন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হর্ম্যচূড়া [স] *বি* প্রাসাদশিখর। 'ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হর্ম্যতল [স] *বি* অট্টালিকার মেঝে। 'দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্মতলে শয়ন করিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হর্ম্যমালা [স] *বি* সুন্দর অট্টালিকাসমূহ। 'কাছের সুপ্তিময় নিষ্প্রদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হর্ম্যশোভিত [স] *বি* প্রাসাদ সজ্জিত। 'মর্মর-বেদি তার মাঝে কত, হর্ম্যশোভিত রাজপথে শত।' *নজরুল*, ১৯২২।

হর্যক্ষ, হর্য্যক্ষ [স] *বি* সিংহ। 'অগ্নিময় চক্ষু যথা হর্যক্ষ, সরোষে কড়মড়ি ভীম দন্ত।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ব্রিটিশ হর্য্যক্ষ কটাক্ষে বিহ্বল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

হর্ষ [স] ১ *বি* আনন্দ। 'নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'রায় হর্ষ হইয়া কহিলেন কহ কি।' *রামরাম*, ১৮০১।

হর্ষকম্পান্বিত [স] *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'চামচিকের মত হর্ষকম্পান্বিত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হর্ষকোলাহল [স] *বি* আনন্দধ্বনি। 'জগতের হর্ষকোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হর্ষগান [স] *বি* আনন্দগীত। 'মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়/ জাগিল হর্ষগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হর্ষচিত [স] *বিণ* পুলকিত; আনন্দিত। 'ইহাতে রাজা বসন্তরায় হর্ষচিত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

হর্ষচিত্ত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'বিবির মাতা হর্ষচিত্ত হইয়া আডডিজীকে সঙ্গে লইয়া ... সেই স্থানে উপনীত হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৪।

AMARBOI.COM

হর্ষধ্বনি [স] *বি* আনন্দময় শব্দ। 'হর্ষধ্বনি উঠিল ফুটিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হর্ষপূর্ণ *বিণ* আনন্দিত; হাসি-মাখা। 'গভীর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত আনন্দের সহিত বিভার সলজ্জ হর্ষপূর্ণ মুখখানি দেখিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হর্ষবাণী [স] *বি* আনন্দ বার্তা। 'হর্ষবাণীর মহাকল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল।' *নজরুল*, ১৯২২।

হর্ষবিষাদ [স] *বি* যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ। 'সভাস্থ লোকেরা ও স্ত্রীবর্গেরা গন্ধর্ব্বসেনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ... হর্ষবিষাদে দ্বিবিধচিত্ত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

হর্ষ-বিহার [স] *বি* আনন্দময় ভ্রমণ। 'পাখার ছন্দ হৃদয় কি দেবে বেঁধে/ হর্ষ-বিহারে দূর দিগন্তকোণে?' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

হর্ষবেদনা [স] *বি* আনন্দবেদনা। 'এইরকম পাতার হিল্লোল ... প্রকাশের হর্ষবেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হর্ষভরে *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'কম্পিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি হর্ষভরে কলহাস্যে নৃত্য করি প্রসারিত করে ঝাঁপাইতে চাহে শিশু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'ধূম্রবর্ণা, স্নিগ্ধনেত্রা ধুমা হর্ষভরে মৃদু হাম্বারব করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

হর্ষযুক্ত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'তাহা পশু ধান্য ধনেতে পূর্ণ ও উন্নত ও হর্ষযুক্ত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হর্ষ-শোক [স] *বি* আনন্দ ও দুঃখ। 'সবার অর্থ করি পায় প্রভু হর্ষ-শোক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হর্ষান্বিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'হর্ষান্বিত লীলাস্পদ হইতে প্রস্থানানন্তর ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

হর্ষিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'সাহেব ... পরম হর্ষিত হইয়াছিলেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

হর্ষিতকান্তি [স] *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল। 'ঈষৎ হর্ষিতকান্তি অমৃততরঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হর্ষোচ্ছ্বাস [স] *বি* অতি উৎফুল্লতা। 'অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও ... ঘুমাইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হর্ষোৎফুল্ল [স] *বিণ* আনন্দিত। 'পোষ্টবাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হর্ষোন্মত্ত [স] *বিণ* আনন্দে দিশেহারা। 'চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

হর্স [স হর্ষ] *বিণ* পুলকিত। 'হর্স হৈলা জসোদা রোহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হর্ষেল [ই হার্সেল] *বি* একটি গ্রহের নাম। 'শনি ৯৭০০০০০০ যোজন এবং হর্ষেল ২০১৬০০০০০ যোজন দূরে থাকিয়া পরিভ্রমণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হল[1] [স] *বি* লাঙল। 'হস্তে হল মূষল দেখিলা নিত্যানন্দ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'রাশিয়ার কৃষি ... নূতন হলের স্পর্শে অহল্যাভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

হলকর্ষণ [স] *বি* লাঙল দ্বারা জমি চাষ। 'এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

হল-চালনা [স] *বি* হালচাষ। 'স্বহস্তে হল-চালনা করা দূষ্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হলধর [স] *বি* বলরাম। 'মহামত্ত হৈলা প্রভু হলধর ভাবে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হলবাহন [স] *বি* কৃষি। **হলবাহনাদিকর্ম, হলবাহনাদিকর্ম্ম** [স] *বি* কৃষিকাজ। 'অর্থকরী কিঞ্চিৎ বিদ্যোপার্জ্জনে স্বজাতীয় ধর্ম্ম হলবাহনাদিকর্ম্মে নিন্দিত তত্ত্ববোধ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হলবিদারণরেখা [স] *বি* হালচাষের চিহ্ন। 'কৃষির হলবিদারণরেখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হলযন্ত্রধারী [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) লাঙলধারী। 'রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হচ্ছে বলরাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

হলযোগ্য [চাষ+স যোগ্য] *বিণ* চাষের উপযোগী। 'অহল্যা ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

হলায়ুধ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বলরাম। 'হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হল[2] [স] *বি* ব্যঞ্জনবর্ণ। 'য র ল ব হ ইহাকে হল বলি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১১।

হলন্ত [স] *বিণ* ব্যঞ্জনান্ত। 'বাঙ্গলা ভাষায় হলন্ত শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

হলবর্ণ [স] *বি* শেষে স্বরযুক্ত নয় এমন বর্ণ। 'হলবর্ণে য যোগ করিতে হইলে, ্য এইরূপ লিখিতে হয়, ইহার নাম য ফলা।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

হলমার্কা [ই হলমার্ক] *বি* ছাপ। 'বিদেশের হলমার্কা না দেখিতে পাইলে কোনো সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

হল[3] [আ] *বি* মিশ্রণ। 'সুধা তেমনি আছে গরলে হল করে।' *লালন*, ১৮৯০।

হল[4] [ই] **১** *বি* ভোজনকক্ষ। 'কলেজের হলের বা বড় ঘরের এক দিকে ছাত্রেরা ও অপরদিকে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বসিয়া আহার করেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বি* বহুলোক বসতে পারে এমন বড়ো কক্ষ। 'প্রথমে একটা পরীক্ষাশালার বর্ণনা করিতাম, সেটা যদি-বা ঠিক সেনেট-হলের মতো না হইত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বি* ছাত্রাবাস। 'কোন্ ছাত্রের আহার বন্ধ হলের ডিউ না দিয়ে।' *জসীম*, ১৯৫১।

হল কামরা [ই হল+প কামরা] *বি* বড়ো ঘর। 'তাবুত সরকারী ভবনের হল কামরায় উঠানো হল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হলঘর [ই হল+ঘর] *বি* বড়ো ঘর; অডিটোরিয়াম। 'একটা মাঝারি হলঘর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হলকা [আ হলকাহ্] **১** *বি* দল। 'ষোড়শ হলকা হাতী।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* উত্তপ্ত। 'ফিং দিয়ে ওঠা হলকা রক্ত।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৩** *বি* উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ। 'আগুনের হলকার মত তপ্ত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **৪** *বি* উত্তাপ। 'বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের হলকা যখন লাগে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

হল্কা *বি* গরম বাতাসের প্রবাহ। 'রৌদ্রের বাতাস আগুনের হল্কা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হলণ্ডীয় [ই হলণ্ড+স ঈয়] *বিণ* হল্যান্ডের। 'অত্রস্থ হলণ্ডীয় সাহেবেরা ও আরমানীয় সাহেবেরা ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

হলদি, হলদী [স হরিদ্রা>] *বি* হলুদ। 'কাঞ্চ হলদি যেন তোহ্মার বরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মিলি যথ নব জনি এ ধূপ হলদী আনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

হলদি কোটার গান *বি* হলুদ কোটার সময়ে গাওয়া হয় এমন এক ধরনের লোকগান। 'সারা মাঠ ভরি গাহিছে কে যেন হলদি কোটার গান।' *জসীম*, ১৯২৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

হলদী কোটা *বিণ* গুঁড়া হলুদের মতো রঙের। 'কাল সে আসিবে, রাই-সরিষার হলদী কোটার শাড়ী।' *জসীম*, ১৯৩০।

হলদে *বিণ* হলুদ বর্ণবিশিষ্ট। 'ঠোঁট সাদা, মুখের চামড়া হলদে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হলদেটে *বিণ* হলুদাভ। 'লম্বা হলদেটে পাকা দাড়ি।' *হাসান*, ১৯৬৪।

হলদে পাখি *বি* হলুদ রঙের পাখিবিশেষ। 'দুলে যায় হলদে পাখি সোঁদাল শাখায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হলদে-সবুজ *বি* হলুদ মেশানো সবুজ রঙ। 'পাতার রঙ হলদে-সবুজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হলফ [আ] **১** *বি* শপথ। 'হলফ করিতে আইসে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* শপথনামা। 'প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হলপ [আ হলফ] *বি* শপথ। 'মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, নানা হলপ কত্তে প্রস্তুত।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

হলপ-পড়া *বিণ* হলফ পড়েছে এমন। 'হলপ-পড়া সাক্ষীর কাছ হইতে লোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হলফ করে/করিয়া বলা *ক্রি* দিব্যি দিয়ে বলা। 'না ভাই, হলফ করিয়া বলিতে পারি না।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'আমি হলফ করে বলতে পারি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হলফনামা [আ হলফ+ফা নামাহ্] *বি* শপথপত্র। 'হফলনামারূপে এক লিপি প্রস্তুত করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

হলফ নেওয়া *ক্রি* আদালতে সত্য কথা বলার শপথ গ্রহণ। 'আদালতে হলফ নিয়ে কেন পরিষ্কার মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হলোপ [আ হলফ] *বি* সত্য বলার জন্য যে শপথ করা হয়। 'অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

হলহল [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততার ভাব। 'কেবলি লতিয়ে ওঠে হলহল ক'রে বিভিন্ন প্রহরে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

হলান দ্র **হওয়া**

হলাহল [স] *বি* বিষ। 'অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লুঁ সম্পদে বিপদহি ভেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হলাহলজ্বালা [স] *বি* বিষের জ্বালা। 'ক্ষতবেদনার উপরে অকারণে তাঁহার বাক্যহলাহলজ্বালা যোগ করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হলাহলময় [স] *বি* বিষময়। 'মহা হলাহলময় – সাংঘাতিক অস্ত্রবিশেষ।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

হলাহলযন্ত্রণা [স] *বি* বিষের জ্বালা। 'এই কূট হলাহলযন্ত্রণা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হলাহল-লোক [স] *বি* বিষের উৎস। 'নাহি জানি কোন ফণিমনসার হলাহল-লোকে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হলাহলি গলাগলি *বি* অন্তরঙ্গতা। 'দুই-এক দিনের মধ্যেই হলাহলি গলাগলি ভাব হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হলিডে [ই] *বি* ছুটি। 'হলিডে বা ছুটি উপভোগ করা কথাটি আমাদের দেশে নেই।' *হাই*, ১৯৫৮।

হলুদ [স হরিদ্রা] **১** *বি* রান্নায় ব্যবহৃত মসলাবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হলুদের জলে গুলে এক ফোঁটা ঝাল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* হ রঙবিশিষ্ট। 'হলুদ বর্ণ।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বিণ* হলুদাভ। 'সম কাক ঘরে ফেরে – তখন হলুদ নদী।' *জীবন*, ১৯৪২।

হলুদপট্টী *বি* কাপড়ে হলুদ লাগিয়ে ক্ষতস্থানে সেক। 'হলুদ বাঁধতে কপালে জোঁক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপোক *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হলুদ পাখি *বি* হলুদ রঙের পাখিবিশেষ। 'নিম ডালে বসে এ হলুদ পাখিটি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হলুদ বোঁটা *বি* হলুদ রঙের বোঁটা। 'যখন হলুদ বোঁটা শেফা কোনো এক নরম শরতে।' *জীবন*, ১৯৩২।

হলুদমণি *বি* পাখিবিশেষ। 'হলুদমণি পাখি – বাংলা দেশের অ তাহারা ...।' *তারা*, ১৯২৯।

হলুদ-মাখা *বিণ* হলুদযুক্ত। 'হলুদ-মাখা হাতে কালো শ্লেটের এ অঙ্ক লিখে দিতেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

হলুদাভ [স] *বিণ* হলদে। 'ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা হলুদাভ একটা শাদা দাঁত।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

হলোপ দ্র **হলফ**

হল্লা [হি] *বি* চেঁচামেচি। 'কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়াছ *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হল্লাক *বিণ* ক্লান্ত। 'বেচারা হর্ন দিয়ে দিয়ে একেবারে হল্লাক হয়ে গে *সুনীল*, ১৯৭০।

হশীশ [আ] *বি* মাদকদ্রব্য ভাং। 'ভিতরে আফিঙ আর হশীশ।' *মুজত* ১৯৪৯।

হসীস *বি* গাঁজা; ভাং। 'প্রথম তো মিশর থেকে তাড়ালেন হসী *মুজতবা*, ১৯৫২।

হস্টেল [ই] *বি* ছাত্রাবাস। 'হস্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলা *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'বার বার চেষ্টা চলেছে হস্টেলের ভেতরকার ছাত্র ওপর লাঠি চার্জ করার।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

হস্টেল *বি* ছাত্রাবাস। 'হস্টেলে যত ছাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হস [স হর্ষ] *বিণ* আনন্দিত। 'হস হএ মনমথবাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হসি [স হর্ষ] *বি* হাসি। 'আধ আঁচর খসি আধ বদন হা *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হসিত [স] **১** *বিণ* হাস্যযুক্ত। 'যামিনীর হসিত নয়নে লেগেছে ঘুমঘোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'একি শ্যাম হসিত বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

হসকানো *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'বিশটা বছর হসকে গেছে।' *জী* ১৯৪৮।

হসন্তিকা [স] *বি* আগুন রাখার পাত্র। 'বন্ধু ঘনিয়ে বস শীতের র হসন্তিকার পাশে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

হসপিটাল [ই] *বি* হাসপাতাল। 'যাদব মেমোরিয়াল হসপিটাল।' *মা* ১৯৩৬।

হসপিতাল [ই] *বি* হাসপাতাল। 'একটা হসপিতাল হওনের হইয়াছে...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

হসব-নসব [আ নসব>] *বি* বৈবাহিক সম্পর্ক। 'ওদের সঙ্গে কোন পু হসব-নসব নেই।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হস্টেল দ্র **হস্টেল**

হস্ত [স] ১ *বি* হাত। 'সুল হস্তে কার্ত্তিক আছে তাহার দুয়ারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অধিকার। 'কুক্কুর-বৃত্তি দাসত্ব করিব, তত্রাচ রেশমপ্রভুর হস্ত হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব না।' *অক্ষয়*, ১৯৪৯।

হস্তক [স] *বি* হাত। 'কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা হস্তক নাটিকা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হস্তক্ষেপ [স] ১ *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'ধর্ম্মের বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা যাইবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'তাহাতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ২ *বি* উদ্যোগ নেওয়া। 'অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার বা পূর্তবৈজ্ঞানিক বহুবার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* হাত দেওয়া। 'কেহ আমার মস্তকে হস্তক্ষেপ না করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হস্তক্ষেপণ [স] *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'সাঁকতোলার বিদ্রোহ ঘটনায় হস্তক্ষেপণ করেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হস্তগত [স] *বিণ* হাতে এসেছে এমন; আয়ত্তাধীন। 'যে কর্ম আছিল মোহর হস্তগত।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'অনায়াসেই লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদীকে হস্তগত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হস্তগতা [স] *বিণ স্ত্রী* অধিকারভুক্ত। 'অবিলম্বে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগতা হও।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হস্তগ্রন্থি [স] *বি* এক হাত দিয়ে আর এক হাত ধরে থাকা। 'যতদূর চোখ যায় কেবল জল আর আকাশ, আর উভয়ের হস্তগ্রন্থির মতো দিগ্‌বলয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

হস্তচালিত [স] *বিণ* হাতের দ্বারা চালিত। 'হস্তশিল্প ও হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রের উপর হইতে আমদানী শুল্ক ...।' *আজাদ*, ১৯৭১।

হস্তচিহ্ন [স] *বি* হাতের ছাপ। 'সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হস্তচ্যুত [স] *বিণ* হাতছাড়া। 'পশ্চিমদেশীয় বণিকদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পারসীক বণিকগণের করায়ত্ত হইয়া পড়িল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হস্ততল [স] *বিণ* বশীভূত। 'জেন মতে প্রকারে সত্রু করি হস্ততল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হস্তত্তোলন [স হস্তোত্তোলন] *ক্রি* হাত উঠানো। 'নায়েবের বিরুদ্ধে কৌশলে হস্তত্তোলন করিয়াছে।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

হস্তদ্বয় [স] *বি* দুই হাত। 'হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় নিগড়-বদ্ধ করিয়া রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

হস্ত দেওন *ক্রি* নাগাল পাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হস্তপদ [স] *বি* হাত ও পা। 'সুবলিত হস্তপদ কমলনয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হস্তপদাদিযুক্ত *বিণ* হাত পা আছে এমন অবয়বযুক্ত। 'পরমেশ্বরকে হস্তপদাদিযুক্ত ও কাম-ক্রোধাদি বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া ... তদীয় প্রসন্নতা লাভার্থে উৎসুক হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হস্তপরিমিত [স] *বিণ* এক হাত পরিমাণ। 'বৈঠকখানায় চমৎকৃত হস্তপরিমিত উচ্চ গদির উপর বসিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হস্ত পাতা *ক্রি* হাত পাতা; সাহায্য প্রার্থনা করা। 'এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি কেমনে রব প্রাণ ধরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হস্ত-প্রমাণ [স] *বিণ* হাতের সমান। 'ন্যূনাধিক ৩৫০০ হস্ত-প্রমাণ ওলনদড়ি ফেলিয়া দিয়াও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

হস্তপ্রসারণ [স] *বি* হাত বাড়ানো। 'তাঁহারা হস্তপ্রসারণ করিলেই তাহা পাইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হস্তবশ [স] *বিণ* বশীভূত। 'বাবুদিগের হস্তবশ হইয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হস্তবুদ [স হস্ত+ফা বুদ] *বি* জমিদারির প্রদেয় মোট রাজস্ব। 'জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হস্তবুধ [স হস্ত+ফা বুদ] *বি* জমিদারির প্রদেয় মোট রাজস্ব। 'আর মহলের হস্তবুধ হইতে হাজার টাকা কমি দেয়।' *কেরি*, ১৮০২।

হস্তমার্জন [স] *বি* হাতের স্পর্শ। 'হস্তমার্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দিক হইতে রুদ্ধ হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

হস্তমুষ্টি [স] *বি* হাতের মুঠি। 'হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯২২।

হস্তরচিত [স] *বিণ* হাতের তৈরি। 'হস্তরচিত বিগ্রহ আমরা সংগ্রহ করে সুখী না হই।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

হস্তলিখিত [স] *বিণ* হাতে-লেখা। 'সুন্দর সুন্দর কবিতাপূর্ণ হস্তলিখিত বা মুদ্রিত পুস্তক সকল কীটদষ্ট হইতেছে।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

হস্তলিপি [স] *বি* হাতের লেখা। 'চিত্রবিদ্যা, হস্তলিপি, সঙ্গীত, কিছু কিছু শিল্পকার্য্য ও ব্যায়াম বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হস্তলেপ [স] *বি* হস্তলেপন। 'চাহিলেক দৃষ্টে দৃষ্টে হস্তলেপ দিল বক্ষে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হস্তশিল্প [স] *বি* শিল্পগুণসম্পন্ন হাতে তৈরি দ্রব্যাদি। 'মেয়েদের জন্য হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা ও উপার্জ্জনের ব্যবস্থা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

হস্তসংকোচ [স] *বি* ব্যয়সংকোচন; হাতখরচ কমানো। 'জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায়ে একেবারে হস্তসংকোচ করিতে হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

হস্তস্খলিত [স] *বিণ* হাত থেকে পড়ে-যাওয়া। 'অনন্তর হস্তপদাদি ধৌতকরণার্থ জলে নামিবামাত্র হস্তস্খলিত জলকণা কপি-তপস্বীর অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হস্তস্থিত [স] *বিণ* হাতে আছে এমন। 'হস্তস্থিত বেত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

হস্তস্পর্শ [স] *বি* হাতের ছোঁয়া। 'উহা কস্মিনকালে রজকের হস্তস্পর্শ করিয়াছিল এমন বোধ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হস্তাক্ষর [স] *বি* হাতের লেখা। 'তাঁহার হস্তাক্ষর সকলে আগ্রহ করিয়া লইল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

হস্তাক্ষরাঙ্কিত [স] *বিণ* স্বাক্ষরিত। *দর্পণ*, ১৮২৪।

হস্তাগতা [স হস্তগত] *বিণ স্ত্রী* প্রাপ্ত। 'সে ভূমি তাহারদিগের হস্তাগতা হইয়া ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

হস্তাঙ্ক [স] *বি* হাতের তালুর রেখা। 'দেখুন দেখি হস্তাঙ্কে আর কি লিখতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হস্তান্তর [স] *বি* মালিকানা বদল। 'এই বঙ্গাদি প্রদেশের প্রায় তাবৎ জমিদারের জমিদারী হস্তান্তর হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হস্তান্তরযোগ্য [স] *বিণ* মালিকানা বদলের উপযুক্ত। 'জোতমাত্রেই সর্বত্র আইনত হস্তান্তরযোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্তব্য।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

হস্তান্তরিত [স] *বিণ* অন্যের অধিকারভুক্ত। 'স্বরাজ্য হস্তান্তরিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হস্তাবলেপ [স] *বি* প্রভাব। 'এখানে 'জোলা' (Zola) সম্প্রদায়ের স্থূল হস্তাবলেপ স্পষ্টই দেখিতেছি।' *সবুজ*, ১৯২০; 'এই দিঙ্‌নাগের স্থূলহস্তাবলেপ থেকে কুমুকে উদ্ধার করবার তো কোনো উপায় নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হস্তামর্শন [স] *বি* হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ। 'তাহাদের মস্তকে হস্তামর্শন করিতেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

হস্তামলকবৎ [স] *বিণ* অতি সহজ। 'তিনি আমাদের শত্রুদলকে যে বৃদ্ধি করবেন, সে বিষয় হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

হস্তার্পণ [স] ১ *বি* হস্তক্ষেপ। 'আর, টঙ্কানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে, তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* হাত রাখা। 'তিনি আপনার কপোলপ্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া গগন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* হাত দেওয়া। 'যদি কোন নূতন বিষয়ে হস্তার্পণ করেন, তাহা হইলে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হস্তেক *ক্রিবিণ* হাতে। 'সান্তনুরে দিল পুত্র হস্তেক ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হস্তী [স] *বি* হাতি। 'হয় হিন্দুস্তানে হস্তী খোরাসানে/ বিড়াল চীন দেশে' *আলাওল*, ১৬৮০।

হস্তিজুত [স হস্তিযূথ] *বি* হাতির পাল। 'হস্তিজুত মৈদ্ধে জেন সিংহের বিক্রম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হস্তিদন্ত [স] *বি* হাতির দাঁত। 'মেট্যা তৈল আমর সাপনকাষ্ঠ মধু মোম হস্তিদন্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

হস্তিনী [স] ১ *বি* কামশাস্ত্রে বর্ণিত চারপ্রকার স্ত্রীজাতির একপ্রকার। 'পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি স্ত্রী* হাতি। 'সিংহ আপনার ক্রোড়গত শৃগালীকে ছাড়িয়া হস্তিনীকে গ্রহণ করে।' *গৌর*, ১৮২২।

হস্তিপক [স] *বি* গজারোহী। 'কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

হস্তিমূর্খ [স] *বিণ* অত্যন্ত নির্বোধ। 'এই হস্তিমূর্খ, ইহার কিছুই অকার্য্য নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হস্তিশাল [স] *বি* হাতির থাকার ঘর। 'অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া/ হস্তিশালে হাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হস্তিশালা [স] *বি* হাতি রাখার ঘর। 'রাজবাটী ও হস্তিশালা ও ঘোটকশালা ও দুই২ শিবালয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

হস্তিশুণ্ড [স] *বি* হাতির শুঁড়। 'হস্তিশুণ্ড জিনিয়া বাহ পরম সুন্দর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

হস্তীদেহ [স] *বিণ* হাতির শরীরের মতো বড়ো। 'প্রভু হস্তীদেহ ভুঁড়িখানা ভারী গোছ হয়ে গিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হস্তীমূর্খ [স] *বিণ* অত্যন্ত নির্বোধ। 'লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হস্তীমূর্খতা [স] *বি* অতিশয় নির্বুদ্ধিতা। 'হাতীর পিঠে চড়ে লড়াই করতে নেমে হস্তীমূর্খতার পরিচয় দিলেন।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

হস্তীযূথ [স] *বি* হাতির পাল। 'একটা প্রকাণ্ড হস্তীযূথ।' *বিভূতি* ১৯৩৭।

হস্ত্যশ্ব [স] *বি* হাতি ও ঘোড়া। 'মনুষ্যের গমাগমের অত্যন্ত ক্লে হস্ত্যশ্ব শকটাদির গমন সুদূরপরাহত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

হা [ধ্বন্যা] ১ *বি* হতবুদ্ধি অবস্থা। 'বিবি হাঁ শব্দ নির্গত করিয়া হা করি রহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *অব্য* অনুতাপ ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক শব্দ 'হা! মূঢ় মনুষ্য! তুমি কি ইহার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর কৌশ মনেতেও কল্পনা করিতে পার?' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ৩ *বি* হা-করা মুখ 'গর্ত এক রয়েছে বড়ো হা করে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৪ অ সম্বোধনে। 'হা বিধাতা, ছেলেবেলা হতেই এমন দুর্বল হৃদয় ল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

হা-ঈশ্বর [হা+স ঈশ্বর] – দুর্ভাগ্যে আফসোস করে সৃষ্টিকর্তা স্মরণ। 'হা-ঈশ্বর, তখন একাকী বিষণ্ণ দু'চোখ বুঁজে পড়ে থাকি *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

হা-কপাল [হা+স কপাল] *বি* হতভাগ্য। 'আর স্পর্ধার মেরুদণ্ডে সে আদিম হা-কপাল শিরশির করে ওঠে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

হা-ক্লান্ত [হা+স ক্লান্ত] *বিণ* প্রচণ্ড ক্লান্ত। 'ঘুরে ঘুরে সে হা-ক্লান্ত *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হানাথ [হা+স নাথ] – (সম্বো) হে প্রভু। 'হানাথ হানাথ করি বহুবিধ বিলাপীয় ক্রন্দন করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

হাই [ধ্বন্যা] ১ *বি* আলস্য বা তন্দ্রার কারণে বিবৃত মুখভঙ্গিবিশেষ 'হাসিআত হাই তুলে কমললোচনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'প্রথম হাই তুললেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* ফুঁ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাই তোলা *ক্রি* আলস্যজনিত অবস্থায় মুখ হা করা। 'হাসিআত হ তুলে কমললোচনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভুজপাশ উদাস গা ভা হাই তোলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হাই দেওয়া *ক্রি* ফুঁ দেওয়া। 'হাই দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাইকোর্ট [ই] *বি* উচ্চ আদালত। 'ঠিক যেন এক জন হাইকোর্টের প্লিড প্লিড কচ্চেন!' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাইজিন [ই] *বি* স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। 'পড়েছিলাম হাইজিনে।' *শিবরাম*, ১৯৭০

হাইজিনিক [ই] *বিণ* স্বাস্থ্যসম্মত। 'হাইজিনিক মেজার হিসেবে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দাও!' *মনসুর*, ১৯৪৩।

হাইজ্যাক [ই] *বি* ছিনতাই। 'মাসখানেক আগে স্বামীবাগে ... হাইজ্যা করে ওর টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

হাইড্রলিক [ই] *বিণ* বিশেষত জলের চাপ দ্বারা চালিত। 'হাইড্রলি জাঁতায় পেষা কাব্যপিণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাইড্রোজেন [ই] *বি* মৌলিক গ্যাস। 'সে গোলা হাইড্রোজেন পূর্ণ *রোকেয়া*, ১৯২২।

হাইড্রোফোবিয়া [ই] *বি* পানি দেখলে ভয় পায়, এমন রোগ 'দুইজনেরই হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক হইয়াছে।' *বনফু* ১৯৩৬।

হাইড্র্যান্ট [ই] *বি* জরুরি কাজে ব্যবহৃত রাস্তার পাশে স্থাপিত জলের কল 'হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হাইদরি হাঁক [আ হায়দর>+হাঁক] *বি* হজরত আলীর রণ-হুঙ্কার 'হাইদরি হাঁক হাঁকা চাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাইদার [আ হায়দর>] *বি* প্রচণ্ড হুঙ্কার। 'হাঁকো হাইদার, নাই নাই ডর।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাইপথেসিস [ই] *বি* গবেষণা বা অনুসন্ধানের জন্যে কোনো প্রারম্ভিক প্রস্তাব বা অনুমান। 'সাহেবেরা তাঁর সম্বন্ধে কি যে হাইপথেসিস করবেন, তা বলা যায় না।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

হাইবাস ১ *বিণ* আকুল। 'কান্দিয়া হাতাস রাম ভাবিয়া হাইবাস।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* কামনা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মৌনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হাইরোড [ই] *বি* মহাসড়ক। 'দিল্লির হাইরোড ধরে বেরিয়ে পড়লেন দেখে এসেছি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হাইল [স হল] *বি* নৌকা চালানো বা ঘোরানোর জন্য ব্যবহৃত বৈঠাবিশেষ। 'এক একবার ছুতরির উপর বসছে – এক একবার হাইল ধরে ঝিঁকে মারছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হাই-হিল, হাইহীল [ই] ১ *বি* উঁচু গোড়ালিযুক্ত চপ্পল। 'হাইহীলের জায়গায় গ্রীসিয়ান স্যান্ডেল।' *বেগম*, ১৯৫১। ২ *বিণ* উঁচু তলাবিশিষ্ট। 'হাই-হিল জুতো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামো।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

হাই হিলওয়ালা [ই হাইহিল+হি ওয়ালা] *বিণ* উঁচু গোড়ালিবিশিষ্ট। 'হাই হিলওয়ালা জুতোয় ফের কালি পড়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

হাউই [ফা] *বি* আকাশগামী আতশবাজি। 'নানাবর্ণ বাজি পোড়ে অনেক হাউই উড়ে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হাউই-ফাটা *বিণ* আতশবাজি বিস্ফোরিত-হওয়া। 'পাগলা আবেগের হাউই-ফাটা আগুনঝুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হাউচাউ [ধ্বন্যা] *বি* গোলমাল। 'ফের হাউচাউ! চাও কি বাপু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

হাউট *বি* মাটির ঢিবি। 'শুকনো মাঠে চলবে ছুটে – হাউট টুটে/ কঠিন মাটি ধূল ধূলাধূল।' *জসীম*, ১৯৫১।

হাউণ্ড [ই] *বি* এক ধরনের শিকারি কুকুর। 'একটা বড় হঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদরি লং সায়েবকে কামড়ে দিলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাউমাউ [ধ্বন্যা] *বি* বহুজনের হট্টগোল। 'সভ্যগণ হাউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হাউরুয়া [স হার>] *বিণ* পরাজিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাউস[১] [ই] ১ *বি* সভা; পার্লামেন্টের অধিবেশন। 'একটা বড়ো ঘরে হাউস বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* বাড়ি। 'ওদের ফার্নিশ্‌ড হাউস।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হাউস অব কমন্স *বি* ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। 'আমরা সেদিন হাউস অব কমন্সে গিয়েছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হাউস-কীপার [ই] *বি* সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। 'হাউস-কীপার আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকন্না তদারক করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হাউস কোট [ই] *বি* মেয়েদের বাড়িতে পরার পোশাকবিশেষ। 'নাইটির ওপর হাউস কোট জড়ানো।' *সুনীল*, ১৯৭০।

হাউস টিউটর [ই] *বি* ছাত্রাবাসের দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক। 'বোধ হয় হাউস টিউটর আপা।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

হাউস[২]-বিলাস [আ হাওয়স+স বিলাস] *বি* সাধ-আহ্লাদ। 'মাঝে মধ্যে এক আধটা রাত্তির বাড়ি আসা ছাড়া অন্য কোনো হাউস-বিলাস নাই।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

হাউস *বি* শখ। 'এত হাউসের খেপলা জালখানি ফেলিয়া দিয়া আসিল।' *জসীম*, ১৯৬৪।

হাউ হাউ [ধ্বন্যা] ১ *বি* প্রচণ্ড বাতাসে বাঁশঝাড়ের শব্দ। 'বাঁশগাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* উচ্চস্বরে কান্নার শব্দ। 'ধর্মদাস হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া কহিল।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *বি* গা মোচড়ানোর শব্দ। 'হাউ-হাউ শব্দে গা মুচরোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হাএ হাএ *দ্র* **হায়[১]**

হাওদা [আ হওদজ] *বি* হাতির পিঠে বসার জন্য পাতা আসন। 'রৌপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়ারী হস্তী।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

হাওয়া[১] [আ] *বি* ইসলামি-বিশ্বাস অনুযায়ী প্রথম সৃষ্ট মানবী। 'আইলা আদম সফি হাওয়া বিবি সনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

হাওয়া[২] [আ] ১ *বি* বাতাস। *ভবানী*, ১৮২৩; 'হাওয়ার চিড়ে কথার দধি ফলার দিচ্ছে নিরবধি।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* দম। 'হাওয়া ধর অগ্নি স্থির কর।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* অনুভূতির স্পর্শ বা ছোঁয়া। 'ওইটুকু যে চাওয়া দিল একটু হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৪ *বি* প্রবাহ। 'সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৫ *বি* সুবাস। 'অপূর্ব তার চোখের চাওয়া অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৬ *বি* অবস্থা; পরিস্থিতি। 'আর-এক হাওয়া অন্দরমহলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ৭ *বি* প্রভাব। 'আমাদের সঙ্কলের গায়ে দর্শনের হাওয়া লেগেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। ৮ *বি* উধাও। 'কারণ পুলিস হাওয়া, সান্ত্রী গায়েব।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হাওয়া আফিস [আ হাওয়া>+ই অফিস] *বি* আবহাওয়া অফিস। 'হাওয়া আফিসের ন্যায় অকর্মণ্য আফিস রাখিয়া লাভ কি।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

হাওয়াই [আ] *বিণ* মিহি; পাতলা। 'সবুজ হাওয়াই কাপড়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হাওয়াই কেল্লা [আ হাওয়া>+আ কিল্লা] *বি* আকাশকুসুম। 'অখণ্ড ভারতের অখণ্ড রাষ্ট্রভাষা রচনার কল্পনা হাওয়াই কেল্লা ছাড়া কিছুই নয়।' *আজাদ*, ১৯৪১।

হাওয়াই জাহাজ [আ হাওয়া>+আ জাহাজ] *বি* উড়োজাহাজ। 'কেউ হাওয়াই জাহাজে উড়তে পারবে না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

হাওয়াই ট্যাক্সি [আ হাওয়া>+ই ট্যাক্সি] *বি* মোটরগাড়ি। 'স্যার ফ্রান্সিসের হাতে হাওয়াই ট্যাক্সি রয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাওয়াই শার্ট [আ হাওয়া>+ই শার্ট] *বি* হাফহাতা জামাবিশেষ। 'পরনে পাতলুন আর ঘিয়ে রঙের হাওয়াই শার্ট।' *শওকত*, ১৯৭২।

হাওয়া ওঠা *ক্রি* হুজুগ ওঠা। 'বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হাওয়া করা *ক্রি* বাতাস দেওয়া। 'বকবক না করে মাথায় হাওয়া কর।' *মানিক*, ১৯৩৯।

হাওয়া খাওয়া ১ *ক্রি* ঘোরাঘুরি করা। 'ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা সাপার খেতে গিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* মুক্ত বায়ু সেবন। 'গল্প করা, গানবাজনা করা ও হাওয়া খাওয়া সেখানে তাহাদের প্রধান কাজ।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হাওয়াখানা [আ হাওয়া+ফা খানাহ্] *বি* (বাউল) প্রাণবায়ু। 'থাকতে ঘরে হাওয়াখানা/ মওলা বলে ডাক রসনা।' *লালন*, ১৮৯০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাওয়াখোর [আ হাওয়া+ফা খোর] *বিণ* বায়ু সেবনকারী। 'হাওয়াখোর বুড়োবুড়ি।' *হোসেন*, ১৯৪০।

হাওয়া-গাড়ি [আ হাওয়া+গাড়ি] *বি* হাওয়াই যান; উড়োজাহাজ। 'মস্ত হাওয়া-গাড়ি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

হাওয়াদার [আ হাওয়া+ফা দার] *বিণ* বাতাস চলাচল করে এমন। 'বাসস্থানও পরিষ্কৃত এবং হাওয়াদার হওয়া উচিত।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

হাওয়া দেওয়া *ক্রি* চম্পট দেওয়া; পালিয়ে যাওয়া। 'সটান স্বগৃহাভিমুখে হাওয়া দিলুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হাওয়া-পরী *বি* হাওয়ারূপ পরী। 'মেরু-পরিস্থানে মিশে গেল হাওয়া-পরি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

হাওয়া-বদল [আ] *বি* স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য স্থান পরিবর্তন। 'হাওয়া-বদল চাই – এই কথাটা আজ হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হাওয়ার গাড়ী *বি* মোটর গাড়ি। 'ওখানে হাওয়ার গাড়ী দেখেছি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাওয়াশূন্য [আ হাওয়া+স শূন্য] *বিণ* বাতাসহীন। 'হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধানক্ষেত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হাওয়াহালকা [আ হাওয়া+আ হলকান] *বিণ* বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় এমন হালকা। 'কেউ-বা আনল হাওয়াহালকা শাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হাওয়ান [আ হায়ওয়ান] *বি* পশু; জানোয়ার। 'বাতাস এমন যেন অবলুপ্ত হাওয়ানের দল সর্বত্র তাড়িয়ে ফেরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হাওয়াল [আ হওয়ালা] ১ *বিণ* কারো ক্ষমতার অধীন। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* দায়িত্বে নিয়োজিত। 'এই আহাদিনামা নেপাল সরকারে লিখিয়া খাঁ ময়ুকুরের হাওয়ালে দেওয়া গেল।' *ক্যালগে*, ১৭৯২। ৩ *বি* জমা। 'ফৌজি সাহেবের নিকট হাওয়ালে হইয়াছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

হাওয়ালা [আ হওয়ালা] *বি* জিম্মা। 'আসামীগণকে ধরিয়া থানাদারের হাওয়ালা করাই এখন আমাদের কার্য্য।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'সবইন্‌স্পেক্টর পরওয়ানা কনস্টেবলের হাওয়ালা করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হাওয়ালাদার [আ হওয়ালা+ফা দার] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

হাওলা [আ হওয়ালা] *বি* জিম্মা। 'এত বলি চাকর-নফর ডাকাইয়া/ ফজুয়ারে দিল বিবি হাওলা করিয়া।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

হাওয়াস [আ] *বি* জ্ঞান। 'তেনমতে দীপ্তি হইল চণ্ডীর হাওয়াস।' *বিজয়* ১৫০০।

হাওর [স সাগর>] *বি* সাগরের মতো পানির বিস্তীর্ণ প্রান্তর; বড়ো বিল। 'হাওর আচ্ছন্ন করে পাহাড়ের কোণ থেকে এলো বৃষ্টি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাওলাত [আ] ১ *বি* ধার। 'এ রকম বিবি আমার হাওলাত রাখেন আড়কাট ১০১।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮। ২ *ক্রিবিণ* প্রযত্নে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

হাওলাত করা *ক্রি* ধার করা। 'বিধুভূষণের কাছে পাঁচ টাকা হাওলাত করে এনেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাংখাই [স অহঙ্কার] *বি* অহঙ্কার। 'মহৎ ব্যক্তির হাংখাই প্রায় অল্প হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হাংগার-স্ট্রাইক [ই] *বি* অনশন ধর্মঘট। 'পাহারাওয়ালারা হাংগার-স্ট্রাইকের ভয় দেখাতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হাঃ হাঃ [ধ্বন্যা] *বি* অট্টহাসির শব্দ। 'হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো।' *রবী*... ১৮৮১।

হাঁ [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* উন্মুক্ত। 'প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে ... লেগে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *অব্য* সম্মতি বা স্বীকৃতিসূচক ... 'হাঁ, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* খোলা ... 'অতিকায় সিংহের হাঁয়ের মতো অদ্ভুত শূন্যতা।' *শামসুর*, ১৯৫৯

হাঁ-করা ১ *বিণ* খোলামেলা। 'প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দে... তাক লেগে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ফাঁক-করা। 'দড়ি ধ... বাঁশের ঠোঁট হাঁ-করা জাল।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বিণ* হাঁ হয়ে ... এমন। 'দরকারের হাঁ-করা মুখের সামনে তো নিত্যই আছি।' *রবী*... ১৯৪০।

হাঁ করে *ক্রিবিণ* অবাকভাবে। 'সভার লোকেরা হাঁ করে চেয়ে রই... *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হাঁ-খোলা *বিণ* ঢাকনা নেই এমন। 'তারও পিছে এসেছে হাঁ-খো... ডাস্টবিন ...।' *শক্তি*, ১৯৬১।

হাঁ-ধর্মী ১ *বিণ* (বিদ্যুৎ সম্বন্ধে) ধনাত্মক। 'তর্জমা করলে দাঁড়ায় ... ধর্মী আর না-ধর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বি* সবকিছুতেই স... প্রকাশ করে এমন ব্যক্তি। 'সকলের চার দিকে এই হাঁ-ধর্মীর ম... আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাঁ হাঁ [ধ্বন্যা] ১ *বি* ধ্বন্যাত্মক শব্দবিশেষ। 'আড়ডিজী হাঁ হাঁ ক... হাত ধরিয়া কহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* শূন্যতা নির্দে... শব্দ। 'সব যে হাঁ-হাঁ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হাঁই [ধ্বন্যা] *বি* হাই; স্নায়ুসমূহের অবসাদজনিত কারণে হা ক... 'তাহাতে হাঁই উঠিলে মুখের দুর্গন্ধে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হাঁই মারা *ক্রি* পরিশ্রমের সময়ে মুখ দিয়ে উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি ক... 'হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হাঁইয়ো *বি* ভারী জিনিস স্থানান্তর বা এ ধরনের অতি পরিশ্র... কাজের সময় করা ধ্বনি। 'হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।' *রবী*... ১৯২৭।

হাঁউ [স অহম্] *সর্ব* আমি। 'হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে।' *চর্যা* ১২০০।

হাঁউমাউ [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চস্বরে ক্রন্দন। 'নিজের জন্যে কিছুমাত্র হাঁউ... করিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাঁউমাউখাঁউ [ধ্বন্যা] *বি* রূপকথার রাক্ষস বা রাক্ষসীর মানুষ বা ... জীবজন্তু খেয়ে ক্ষুধাশান্তির ব্যস্ততা-প্রকাশক গর্জন। 'শোনা ... হাঁউমাউখাঁউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাঁক [স হুঙ্কার] ১ *বি* চিৎকার। 'ফাতেমার হাঁকে কিছু না হবে উহা... *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি। 'শৃগালের দল ... দিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। *দ্র* **হাক**

হাঁক উঠা *ক্রি* ধুম পড়া। 'বেচা-কেনার হাঁক উঠেছে।' *রবী*... ১৯১২।

হাঁকডাক ১ *বি* অহঙ্কার প্রকাশক ডাকাডাকি। 'আপন র... মনোরমণার্থে বহুবিধ হাঁকডাক এবং দম্ভ প্রকাশ করিয়া ...।' *ভব*... ১৮২৮। ২ *বি* শোরগোল। 'বিষম একটা হাঁক-ডাক শোনা গে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ *বি* হুঙ্কার। 'হাঁকডাকেতে ডাকাত আমি রোঘো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

হাঁকড়ানো *ক্রি* গর্জন করা। 'শের-নর হাঁকড়ায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাঁক দেওয়া ১ *ক্রি* উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করা। 'শৃগালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ২ *বিণ* উচ্চ শব্দ করা। 'আর ভালো নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

হাঁকাহাঁকি [স হুঙ্কার>] *বি* উচ্চ কণ্ঠে অবিরাম ডাকা। 'ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হাঁকিনি [স হুঙ্কার>] *বিণ স্ত্রী* সদর্পে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় এমন। 'ফেটনাখ্য গাড়ি যোড়ি হাঁকিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হাঁকার [স হুঙ্কার>] *বি* উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার। 'হুপ হাপ দুপ দাপ হুঙ্কার হাঁকার।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাঁকা [স হুঙ্কার>] ১ *ক্রি* ঘোষণা করা। 'অভিশাপ হাঁকি নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ তিমিররূপিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **হাঁকিয়া** *ক্রি* হেঁকে। 'কুম্ভীরেতে ধরে গাঙ্গে কিবা কোপে ঘাড় ভাঙে রুষিয়া হাঁকিয়া দেও ঘোড়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হেঁক্যা** *ক্রি* হাঁক ছেড়ে। 'ধুমসী চলিল হেঁক্যা সচঞ্চল গতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হাঁকানো [স হুঙ্কার>] ১ *ক্রি* চালনা করা। 'এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* সদর্পে (গাড়ি) চালানো। 'ফিটফাট কাপড় প'রে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রি* তাড়ানো। 'মেরেধরে হাঁকিয়ে দিয়েছে।' *শরৎ*, ১৯১২।

হাঁকারা [স হুঙ্কার>] *ক্রি* উচ্চ স্বরে ডাকা বা আহ্বান করা। **হাঁকারিআ, হাঁকারিয়া** *ক্রি* উচ্চ স্বরে ডেকে। 'দানা হাঁকারিআ জন্তু করিল ছাগল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বেটা হন্য হীরা দাই বলে হাঁকারিয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হাঁকিয়া দেওয়া *ক্রি* তাড়িয়ে দেওয়া। 'সে আমাদের হাঁকিয়ে দিলে আমরা কি করিতে পারি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হেঁকে হেঁকে ১ *ক্রিবিণ* সশব্দে। 'ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *ক্রিবিণ* অবিরাম চিৎকার ক'রে। 'তোমার আসন-পরে বসাতে চাই নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

হাঁকুচ-পাঁকুচ *বি* হাপিত্যেশ। 'পাবার জন্যে হাঁকুচ-পাঁকুচ করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাঁকুলি [স আকুল] *বি* আকুলা। 'কি আলো রাধে ঐ জে হাঁকুলি একলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাঁগর [স হারক] ১ *বি* হাঙর; তিমিজাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ। 'সাগরে হাঁগর কুম্ভীরাদি জলজন্তু বাস।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* হাঙরের মতো আগ্রাসী মানুষ। 'পরনিন্দাপরায়ণ অনেক জন হাঁগর কলিকাতা বাস করিতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

হাঁগো [ধ্বন্যা] *অব্য* স্বামী বা স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ। 'শুনছ? ওগো! হাঁগো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

হাঁচড়া *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'লক্ষ্মীনারায়ণ হাঁচড়া।' *সেবধি*, ১৮৪০।

হাঁচপাতাল [ই হসপিটাল] *বি* হাসপাতাল। 'তোমাদের হাঁচপাতালে নিয়ে চলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাঁচি [ধ্বন্যা; তুল স হঞ্জি] *বি* নাক-মুখ দিয়ে হঠাৎ সজোরে ও সশব্দে বায়ু ত্যাগ করা। 'হাঁচি হামি চালাএ যে এই তার ধর্ম।' *সুলতান*, ১৭০০।

হাঁচন *বি* হাঁচি দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হাঁচা *ক্রি* হাঁচি দেওয়া। **হাঁচ** *ক্রি* অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ নিয়ে হাঁসফাঁস করো। 'বুঝে তার দেয় যে জন তার ভার নিতে হাঁচ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হাঁচে** *ক্রি* হাঁচি দেয়। 'চাতুরী কতেক আছে নাক কচালিয়া হাঁচে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাঁচিগ্রস্ত [হাঁচি+স গ্রস্ত] *বিণ* হাঁচিতে আক্রান্ত। 'বাহান্ন হাতির শুঁড়ে হাঁচিগ্রস্ত অহিংস শকট।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

হাঁছি, হাঁছী [ধ্বন্যা] *বি* হাঁচি। 'হাঁছী জিঠী আরর উর্ঘট না মানিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কেমন দারুণ বেলা আইলাঙ তাঙবশালা হাঁছি জেঠি না পড়িল বাধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাঁচ্চো [ধ্বন্যা] *বি* হাঁচির শব্দ। 'আবার আমি হাঁচ্চো হাঁচ্চো আরম্ভ করে দিয়েছি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাঁটকানো [স উদ্‌ঘাটন] *ক্রি* কোনো কিছু খুঁজবার জন্য ওলটপালট করা। 'তুই যে সূতা হাঁটকিয়াছিলি তাহাতে আমার সূতা নষ্ট হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২। **হাঁটকে** *ক্রিবিণ* উলট-পালট ক'রে। 'সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজাখুঁজি করলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **হাঁটকে খোঁজা** *ক্রি* উলট-পালট ক'রে সন্ধান করা। 'সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজাখুঁজি করলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হাঁটা, হাট্যা, হাঁঠা [হি হাঁটনা] ১ *ক্রি* পায়ে চলা। 'রথ আরোহণে কিবা যাইমু হাঁটিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০; 'কোনমতে হাটিবেক কোমল পদখানি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'হাঠিতে না পারে কেহ হইল আকুল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রি* পরিভ্রমণ করা। 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।' *জীবন*, ১৯৪২। **হাঁটিতে** *ক্রিবিণ* হাঁটার সময়ে। 'আরবের অভ্যাস হাঁটিতে দুই কর/ মুষ্ট বান্ধিয়া রাখে পৃষ্ঠের উপর।' *সুলতান*, ১৭০০। **হাঁটিয়া** *ক্রি* হেঁটে। 'রথ আরোহণে কিবা যাইমু হাঁটিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **হাঁঠীবাক** *ক্রি* হাটার; চলার। 'হাঁঠীবাক বল নাহি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হেঁটে** *ক্রি* পায়ে চ'লে। 'নানা তীর্থ পর্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হেঁটে হেঁটে** *ক্রিবিণ* অবিরাম পায়ে হেঁটে। 'যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

হাঁটাচলা *বি* চলাফেরা। 'তোমার হাঁটাচলা আর হয় না।' *জীবন*, ১৯৩২।

হাঁটাহাঁটি *বি* ঘোরাফেরা। 'তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

হাঁটুনি *বি* হাঁটা। 'জোর হাঁটুনি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

হাঁটু [স অষ্ঠি] *বি* পায়ের মধ্যবর্তী ভাঁজ; জানু। 'হাঁটু পাতিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাঁটুঅব্দি *ক্রিবিণ* হাঁটু পর্যন্ত। 'হাঁটুঅব্দি স্নানে স্নিগ্ধ হচ্ছে পাপীর শরীর।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৪।

হাঁটুজল *বি* হাঁটু পরিমাণ জল। 'সে পর্যন্ত যাইতে না-যাইতে আমার হাঁটুজল হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাঁটুজোকা *বিণ* হাঁটু পরিমিত। 'তিনি মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটুজোকা ধুতি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাঁটু-ঢাকা *বিণ* হাঁটু পর্যন্ত ঢাকে এমন। 'হাঁটু-ঢাকা পাজামা আর পিরহান পরিয়াছিলেন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হাঁটুভর *ক্রিবিণ* হাঁটু পরিমাণ ডুবন্ত অবস্থায়। 'কাশের বনে দাঁড়ায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহিল হাঁটুভর।' *জীবন*, ১৯৪২।

হাঁড়ল ১ *বি* বড়ো গর্ত; গুহা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* কর্কট রোগ; ক্যানসার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হাঁড়া [স হণ্ডিকা] *বি* হাঁড়ির মতো বড়ো পাত্রবিশেষ। 'সন্দেশের হাঁড়া।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাঁড়াপানা *বিণ* হাঁড়িপানা; হাঁড়ির মতো বড়ো ও গোল আকৃতিবিশিষ্ট। 'তার চেহারায় জর্মনগুরুর ... হাঁড়াপানা চেহারার সাদৃশ্য খুঁজি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

হাঁড়ি, হাঁড়ী [স হণ্ডী] **১** *বি* পাত্রবিশেষ। 'ভোজন করিয়া খাই হাঁড়ি দশ খীরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রান্ধিবে মুড়্যাতি সাক হাঁড়ী দুই তিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বালতি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* ভাজার পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বিণ* (বেদনায়) গম্ভীর। 'মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। দ্র **হাড়ী, হাণ্ডি**

হাঁড়ি আঁচড়া [হাঁড়ি+স আকর্ষ>] *বি* হাঁড়ি চেঁছে তোলা। 'কৃষকপত্নী হাঁড়ি আঁচড়া পোড়া ভাতগুলি যতনে স্বামীর জন্য রাখিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

হাঁড়ি করা *ক্রি* গম্ভীর করা। 'মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাঁড়িকাড়া *বি* হাঁড়ি পরিষ্কারের কাজ। 'রাঁধাবাড়া হাঁড়িকাড়া ঘুচেছে বালাই।' *অমৃত*, ১৯০০।

হাঁড়িকুড়ি [স হণ্ডী>] *বি* তৈজসপত্র। 'একটি বুড়ি তাহার দুই-চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাঁড়িকুড়িপূর্ণ *বিণ* হাঁড়ি, কলস প্রভৃতিতে পূর্ণ। 'ঝুপড়িঘর, পুরাতন হাঁড়িকুড়িপূর্ণ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হাঁড়ি চড়া *ক্রি* রান্না হওয়া। 'দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়ল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হাঁড়িঠেলা *বি* রান্না-বান্না। 'তারপর সারাদিন হাঁড়িঠেলা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

হাঁড়িপাড়া [হাঁড়ি+স প্রায়>] *বিণ* গম্ভীর। 'পূর্ব্বেতে নাগর মুখ হাঁড়িপাড়া ছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হাঁড়িপাতিল *বি* বাসনকোশন। 'লোকের বাড়ির হাঁড়িপাতিল ... তালাশ করিতে লাগে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাঁড়িপানা [হাঁড়ি+স পণ>] *বিণ* বিষণ্ণ; গম্ভীর। 'কর্ত্তা হাঁড়িপানা মুখ করে বসে আছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

হাঁড়িপোরা [হাঁড়ি+স পূর্ণ>] *বিণ* হাঁড়িভরা। 'থাকিত ঘরেতে মোর হাঁড়িপোরা লুচি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হাঁড়িবেড়ি *বি* বিশেষভাবে মুড়ি ভাজার সময়ে গরম হাঁড়ি ধরার হাতিয়ারবিশেষ। 'আমার এই হাঁড়িবেড়ি ধরা হাত কখনই লেখনী ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইত না।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

হাঁড়ি ভাঙা *ক্রি* গোপন কথা ফাঁস করা। 'আদালতে কী রকম হাঁড়ি ভাঙল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হাঁড়িমুখ *বি* হাঁড়ির মতো কালো মুখ। 'চিত্রগুপ্তের মজলিশে হাঁড়িমুখ লইয়া যেন বেরসিকের মতো দেখিতে না হই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'দাড়িভরা হাঁড়িমুখের ভয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হাঁড়ির মতো গলা *বি* গম্ভীর স্বর। 'হাঁড়ির মতো গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাঁড়ি শিকেয় ওঠা *ক্রি* অত্যন্ত অভাবে পড়া। 'ভাববে ঠাকুরের হাঁ দেখছি শিকেয় উঠেচে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হাঁড়ী কাড়া *ক্রি* ভোজন করা। 'বাবুরা বাইজীর বাড়ীতেই হাঁ কাড়িয়াছিলেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

হাঁড়িআ, হাড়িয়া[1] [স হণ্ডী>] **১** *বিণ* প্রকাণ্ড। 'বাঁশে বান্ধে হাঁড়ি চামর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* বড়ো ও ঘন লোমবিশিষ্ট। 'হাঁড়ি চামর গোঁপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাঁড়িয়া[2] *বি* ভাত থেকে প্রস্তুত মদবিশেষ। 'হাঁড়িয়া খাইছিল সব বড় মাঝিরা।' *তারা*, ১৯৪০।

হাঁড়িচাঁচা *বি* পাখিবিশেষ। 'তোমার চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভাল।' *ব* ১৮৭৫।

হাঁড়োল *বি* নেকড়ে বাঘ। 'শালার গলা তো নয় যেন হাঁড়োল! ও শ কে রে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হাঁদা *বিণ* বোকা। 'ব্যারালচোকো হাঁদা হেমদো!' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

হাঁদারাম *বি* অবজ্ঞাসূচক শব্দ। 'শালা হাঁদারাম।' *নজরুল*, ১৯৩১

হাঁদু [ফা হিন্দু] *বি* হিন্দু। 'হাঁদুর মধ্যি সাধু।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাঁপ [ধ্বন্যা] *বি* দীর্ঘশ্বাস; দম। 'বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ' গুপ্ত, ১৮৫৮।

হাঁপ ছাড়া ১ *বি* মানসিক উদ্বেগের অবসানের পর সহজ ও স্বাভা নিশ্বাস ফেলা। 'লিখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭ *ক্রি* বিশ্রাম নেওয়া। 'কর্মকে বহন করিয়া চলি, হাঁপ ছাড়িবার স পাই না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হাঁপ ছেড়ে/ছাড়িয়া বাঁচা *ক্রি* স্বস্তিলাভ করা। 'নাচ ফুরিয়ে গে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'লিখিয়া হাঁপ ছাড়ি বাঁচিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'অমনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে *নজরুল*, ১৯২৭।

হাঁপ জিরানো *ক্রি* দম ফেলা। 'দাঁড়াও বাপু ... একটু হাঁপ জিরে দাও।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হাঁপ-ধরা ১ *ক্রি* শ্বাস ঘন হয়ে আসা। 'আবার ঝুলে পড় একটু হাঁপ ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* শ্বাস ঘন হয়ে আসে এম 'তারাদের হাঁপ-ধরা হাওয়া বয়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

হাঁপ-ধরানো *বিণ* দম বন্ধকরা। 'দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধর অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হাঁপানি [ধ্বন্যা] **১** *বি* শ্বাসকষ্টের রোগবিশেষ। 'কাশি কাশি দিবা হাঁপায় হাঁপানি – মহাপীড়া! বিসূচিকা গতজ্যোতিঃ আঁখি।' *মাইকে* ১৮৬১। **২** *বি* ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ ও গ্রহণ। 'কেবল হাঁপানিই সা *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাঁপানো [ধ্বন্যা] **১** *ক্রি* হাঁসফাঁস করা। 'রবির কিরণে জেন কু হাঁপএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'সাঁতারে হাঁপায়ে শেষে স্রোতে ঢাল *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *ক্রি* অস্থির হওয়া। 'বুকের ভিতরটা হাঁ উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **হাঁপাইতে হাঁপাইতে** *ক্রিবিণ* দ্রুত গ্রহণ ও ত্যাগ করতে করতে। 'হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগি *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হাঁপাহাঁপি *বি* অত্যন্ত ব্যগ্রভাব। 'এখনই ছেলের জন্য হাঁপাহাঁ *শওকত*, ১৯৫৮।

হাঁপিকাশ *বি* শ্বাসকষ্টজনিত কাশিবিশেষ। 'আমার মামা হাঁপিকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ।' *জীবন*, ১৯৩২।

হাঁপিয়ে উঠা/ওঠা ১ *ক্রি* অতি আকুল হওয়া। 'শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* গুমোট গরমের ফলে ঘর্মাক্ত। 'কাল গিয়েছে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *ক্রি* ক্লান্তিতে অসহ্য বোধ হওয়া। 'হাওয়া-বদল চাই – এই কথাটা আজ হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হাঁফ [ধ্বন্যা] *বি* দীর্ঘশ্বাস; দম। **হাঁফ ছাড়া** [ধ্বন্যা] *ক্রি* ক্লান্তি দূর করা। 'সন্ধে বেলা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লবে হাঁফ ছাড়েন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'নাহি হাঁফ ছাড়িবার অবসর তিলমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচা *ক্রি* দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া। 'মহেন্দ্র হাঁফ ছেড়ে বাঁচিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হাঁফ ধরা ১ *ক্রি* পরিশ্রমের কারণে শ্বাসের বেগ হওয়া। 'হাঁফ ধরে গিয়েছিল।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বিণ* শ্বাস নেওয়ার শাঁ শাঁ শব্দের মতো। 'উত্তর-পশ্চিমের আম-বাগানে শোনা গেল হাঁফ-ধরা একটা আওয়াজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হাঁফানি *বি* হাঁপানি; শ্বাসকষ্ট। 'সব শালোর হাঁফানির ব্যায়রাম।' *হাসান*, ১৯৬০।

হাঁফানো *ক্রি* দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া। 'প্রাণটা করে হাঁফাই হাঁফাই।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২; 'তারপর না হাঁফাবার ভান করে।' *হাসান*, ১৯৬২। *দ্র* **হাঁপানো**

হাঁফাল [স উৎফাল] *বি* লাফ। 'হাথি ঘোড়া রণে পড়ে সিংহের হাঁফাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হাঁরে *অব্য* সম্বোধনসূচক শব্দ; ওরে। 'হাঁরে পুঁটে বলেই খোকার শ্রীযুত দাদা সটান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাঁশপাঁশ, হাঁশফাঁশ [ধ্বন্যা] *বি* অস্থিরতা প্রকাশ। 'পুং-বন্দিনী তখন হাঁশপাঁশ করে ঘন শ্বাস ফেলতে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'এই আশবাব-ঠাশা হাঁশফাঁশ-করা গুমোট ঘরে!' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

হাঁস[1] [স হংস] *বি* উভচর পাখিবিশেষ। 'পাহাড় তাহার তুচ্ছ/ জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হাঁসডিম্ব [স হংসডিম্ব] *বি* হাঁসের ডিম। 'হাঁসডিম্ব পারা জলে মধুকর ভাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাঁসময় [স হংসময়] *বিণ* অনেক হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে এমন। 'নদীর কিনারে আর হাঁসময় বিলে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

হাঁস-হাঁসানি *বি* মদ্দা ও মাদি হাঁস। 'বক্সে বসলে নীচের লোকেরা হাঁস-হাঁসানির মত ঘাড় বাঁকিয়ে ... তাকায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হাঁসা [স হংস>] *বিণ* হাঁসের মতো সাদা রঙের। 'মনোহর হাঁসা মূর্ত্তি কামিজ খুলিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হাঁসী *বি* স্ত্রী হাঁস; মরাল। 'বুনো হাঁস-হাঁসীদের সনে ফেরে পরবাসী প্রিয় আর প্রিয়া!' *জীবন*, ১৯৩০।

হাঁস[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রুক্মিণীকান্ত হাঁস।' *সেবধি*, ১৮৪০।

হাঁসপাতাল *দ্র* **হাসপাতাল**

হাঁসফাঁস [ধ্বন্যা] ১ *বি* অস্থিরতা প্রকাশক শব্দ। 'হাঁস ফাঁস করে যত প্যাঁজখেকো নেড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* অতি কষ্টে ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। 'হাঁসফাঁস করে দৌড়ে ষ্টেসনে গেলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হাঁসফাঁস করা *ক্রি* ঘনঘন শ্বাস ফেলা। 'মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস করতে করতে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হাঁসফাঁসানি [ধ্বন্যা] *বি* ইঞ্জিনের শব্দ। 'আর জাহাজের হাঁসফাঁসানি, আগুনের তাপ, খালাসিদের গোলমাল ... এ-সকল গঙ্গার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাঁসলি, হাঁসলী [স হংস>] *বি* মেয়েদের কণ্ঠের অলংকার। 'আকাশ হতে নামল কি চান হাঁসলীপরা অষ্টমী।' *জসীম*, ১৯২৭; 'আমি হাসির হাঁসলি ফিরি করি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

হাঁসুলি *বি* গলায় পরার অলঙ্কারবিশেষ। 'বুকের হাঁসুলি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাঁসুলী গয়না *বি* গলায় পরিধেয় এক প্রকার অর্ধচন্দ্রাকৃতির অলঙ্কার। 'ঠিক হাঁসুলী গয়নার মতো।' *তারা*, ১৯৪৬।

হাঁসিল [আ হাসিল] ১ *বি* ভূমিস্বত্ব। 'তাহার হাঁসিলে প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* আবাদি। 'ঐ সকল জমি হাঁসিল হইয়া মাঠ-হারে বিলি হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* লাভ; অর্জন। 'তাঁর কাছ থেকে আমি এন্তার এলেম হাঁসিল করেছি।' *মুজতবা*, ১৯৫২। *দ্র* **হাসিল**

হাক *বি* উচ্চৈঃস্বরে ডাকা; চিৎকার। 'কোথা যায় নাটগীত কোথা যায় হাক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **হাঁক**

হাকাহাকী *বি* উঁচু স্বরে ডাকাডাকি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হাকা [স] *ক্রি* হুঙ্কার দেওয়া। 'হাকিয়া কহিবে ভাই এই হকিকত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হা-কপাল *দ্র* **হা**

হাকলবিকল [স আকুল] *বিণ* গভীরভাবে ব্যাকুল। 'বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকলবিকল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাকান্দ [স ক্রন্দন>] *বি* হাহাকার করে কান্না। 'হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাকিকী [আ হকীক] *বি* সত্য বিবরণ। 'লালন বলে তার হাকিকী বলিতে ডরাই।' *লালন*, ১৮৯০।

হাকিম[1], **হাকীম**[1] [আ] ১ *বি* বিচারক। 'অধিকারী হাকিম অখণ্ড নাম ধরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'হাকীম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* সরকার। 'হাকীমের চৌথাই সেলামি দিয়া আপন নামে পাট্টা করিয়া ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

হাকিমগিরি [আ হাকিম+ফা গিরি] *বি* বিচারকের কাজ। 'সে শহরে যাচ্ছে হাকিমগিরি করতে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

হাকিমহুকুম [আ] *বি* বিচারকের আদেশ। 'হাকিমহুকুম শিরে বহে।' *কৃত্তিরাম*, ১৭২০।

হাকিমি, হাকিমী [আ হাকিম>] *বিণ* হাকিম বা বিচারকের মতো। 'তাঁর ছিল পুরো হাকিমি মেজাজ।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

হাকিমের গুনাগার *বিণ* হাকিমের কাছে দোষী। 'জদি সাবুদ করিতে না পারি তবে হাকিমের গুনাগার।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

হাকীমান আমলা [আ হাকিম>] *বি* বিচারালয়ের কর্মকর্তা। 'অষ্টম দিবস ১৩ ফাল্গুন পর্যন্ত যাবদীয় হাকীমান আমলা ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

হাকিম[2], **হাকীম**[2] [আ] *বি* চিকিৎসক। 'যাঁহারা সমাজের হাকিম (সমাজ-সংস্কারক) চিকিৎসা করিবেন তাঁহারাই।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

হাকিমি, হাকিমী [আ হাকিম>] *বিণ* ইউনানি; ভেষজ বিষয়ক চিকিৎসা পদ্ধতি। 'হাকিমি মতে অবশ্যই ভক্তি আছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯; 'কবিরাজী, হাকিমী – সকল প্রকার চিকিৎসাই শরৎ অতিক্রম করিয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

হাকিমী বিদ্যা [আ হাকিম>+স বিদ্যা] *বি* আয়ুর্বেদিক শিক্ষা। 'মাদ্রাছাগুলিতে হাকিমী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ক্লাশ খোলা প্রয়োজন।' *হেদায়াত*, ১৯৩৬।

হাকুনি [হাঁকুনি] *বি* উচ্চৈঃস্বরে শব্দ। 'হরি বোলে হাকুনি হুঙ্কার হান হান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হাকুপাকু *বি* প্রকাশ। 'তামলি পলায় তাঁতি করে হাকুপাকু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হা-ক্লান্ত দ্র **হা**

হাগলানো *ক্রি* ঘোঁটা দেওয়া। 'নান্দিআ এড়িনু হাগলাইনু ডাইল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাগা *ক্রি* মলত্যাগ করা। 'হাগিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'টেবিলে খান, কমোডে হাগেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাগুন্তি [স হদন>] *বি* মলত্যাগ করে যে। 'কথায় বলে হাগুন্তির লাজ নাই দেখন্তির লাজ।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

হাঘর *বিণ* আশ্রয়হীন। 'ওদের ঘরবাড়ী নেই, হাঘরের দল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাঘরে *বিণ* নিচুবংশীয়। 'সে হাঘরেদের ছেলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হাঙর, হাঙ্গর [স হ্রাক] *বি* স্তন্যপায়ী হিংস্র বড়ো আকারের সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ। 'কুম্ভীর হাঙ্গর নহে দেখিলে সে গিলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আমরা হাঙর-কুমির-তিমির সাথে নিত্যবসত করি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাঙরমুখো *বিণ* হাঙরের মুখযুক্ত। 'হাঙরমুখো পাল্কি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হাঙ্কার [স হুঙ্কার] *বি* গর্জন। 'সুমেরু সমুদ্র আইসে তোমার হাঙ্কারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হাঙ্কুর দেওয়া [স হুঙ্কার>] *ক্রি* হুঙ্কার করা। 'হাঙ্কুর দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাঙ্গাম [ফা হাঙ্গামহ্] ১ *বি* ঝামেলা। 'রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বি* গোলমাল। 'বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম করেছিলুম?' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৩ *বি* বাকবিতণ্ডা। 'অনেক হাঙ্গাম করে নিদ্রিত কাস্টম-হাউসকে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাঙ্গামা [ফা হাঙ্গামহ্] ১ *বি* বিবাদ। 'তুমি কতই হাঙ্গামা করিতে।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বি* গোলমাল। 'দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বি* অবাঞ্ছিত উদ্যোগ। 'বিবাহের বয়সের আগেই আবার বিবাহের হাঙ্গামা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হাঙ্গামা-হুজ্জত, হাঙামা হুজ্জত [ফা হাঙ্গামহ্+আ হুজ্জত] ১ *বি* দাঙ্গা-হাঙ্গামা। 'বকর-ঈদে হাঙামা হুজ্জতের হুমকীতেও গো-কোরবাণী মওকুফ হয়ে যায়নি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* বাধা-বিপত্তি। 'বহু হাঙ্গামা-হুজ্জতের পর আবার গাড়ি চলে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাছি [স হঞ্চি] *বি* হাঁচি। 'হাছি জিঠী কেহো তাত না দিল বিরোধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **হাঁচি**

হাছুন *বি* ঝাঁটা। 'একহাতে হাছুন, আর হাতে কুলা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

হাছেল [আ হাসিল] *বি* অর্জন। 'ভৌগোলিক পাকিস্তান তাহারা হাছেল করিয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬২। দ্র **হাঁসিল, হাসিল**

হাজত, হাজৎ [আ] ১ *বি* প্রয়োজন। 'হাজত নিয়তে স্নান জান মোস্তাহিব।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* খাজনা। 'ফিরিয়া ফিকির করে হাজৎ সেলাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বিণ* বহাল। 'এ হুকুম হাজত আছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৪ *বি* কারাগার। 'নইলে আজকে কি হাজতেই থাকতে হতো।' *মাইকেল*, ১৮৬০। দ্র **হাজুত**

হাজত-ঘর *বি* বিচারাধীন আসামির জন্য সাময়িক কারাগার। 'এই হাজত-ঘরে বসেও ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাজতভোগ *বি* হাজতে বাস; আটক থাকা। 'বৎসরখানেক হাজতভোগের পর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হাজরা [ফা হাজার>] ১ *বি* রাজকর্মচারী-বিশেষ। 'পশুর হাজরা মস্য খাইবে প্রজার শস্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মৌজে নানুরে ৺বৈদ্যনাথ হাজরা ও সদাশিব হাজরা ও কালীচরণ হাজরা তিন সহোদরে পৃথক হইয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯। ৩ *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'হাজরা তলায় শেয়ালের বাসা, শেওড়া গাছের গোড়ে ...।' *জসীম*, ১৯৫১।

হাজরি [আ] *বি* উপস্থিতি। 'খাবার সময় হাজির ছিলে না, এখন খাবার পরে হাজরি পোষাইয়া আরো পাওনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হাজা[1] [আ হাজাজ] ১ *বিণ* নষ্ট। 'বর্ষন্যার জলে হাজা হইয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। ২ *বি* পানি-কাদায় তৈরি পচা ঘা। 'বাড়ির পাঁকে পায়ে হাজা হয়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হাজাশুকো [আ হাজাজ>+স শুষ্ক>] *বিণ* প্লাবন বা অতিবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হয়ে গেছে এমন। 'মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজাশুকো নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হাজা[2] ১ *ক্রি* জলে পচে যাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *ক্রি* পানি-কাদায় পচে যাওয়া। 'পাকেচক্রে হেজে পুড়ে দগ্ধ হয়ে খসে যায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

হাজিয়া যাওয়া *ক্রি* নষ্ট হয়ে যাওয়া। 'দেহের সঙ্গে মনও তাহার হাজিয়া গিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হাজিল [আ হাজাজ>] *ক্রি* নষ্ট হলো। 'হাজিল বিলের শস্য তারে না ডরাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেজে যাওয়া *ক্রি* গলে বা পচে যাওয়া। 'সমুদ্রে নোনাজলে হেজে যায়?' *জীবন*, ১৯৩৩।

হাজাম [আ হজ্জাম] *বি* মুসলিম রীতি অনুযায়ী পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কাটার কাজ করে যে ব্যক্তি। 'সুন্নত করিয়া নাম বোলালা হাজাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাজামত বানানো [আ] *বি* ক্ষৌরকাজ করা। 'তিনি প্রতিদিন ভোরে নিয়মিত ভাবে হাজামত বানাতেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাজার [ফা] ১ *বিণ* দশ শত। 'পশ্চিমের বেরুনিএগ আইল দফর মীএগ সঙ্গে জন দুই হাজার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অসংখ্য। 'হাজার বাজনা পড়িল ঝঞ্ঝনা।' *কেতকা*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* অশেষ। 'খোদার দরগায় বলে শুকুর হাজার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হাজারই *ক্রিবিণ* যতই। 'হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার করা *ক্রিবিণ* প্রতি হাজারে। 'হাজার করা ৯৯৯ জন মোছলমান লেখক ...।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

হাজার চেষ্টা *বি* প্রাণপণ চেষ্টা। 'হাজার চেষ্টাতেও ঘুম আসে না।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

হাজার টান *বি* নানামুখী আকর্ষণ। 'ফিরিস নে আর হাজার টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

হাজার হাজার [ফা] *বিণ* অসংখ্য। 'হাজার হাজার বাজী ইরাকি তুরকি তাজী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাজারি [ফা] **১** *বি* হাজার সৈন্যের নায়ক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভুর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

হাজারী নাচ *বি* নাচবিশেষ। 'তারা নেচেছিল খোলা তলোয়ার-ঘুরিয়ে কাবুল দেশের হাজারী নাচ।' *অবন*, ১৯৪১।

হাজি, হাজী [আ হজ্>] *বি* হজ করেছেন যিনি। 'লইব আল্লার নাম হাজী সবে মিলি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'যেজন কাবায় গিয়াছে, হাজি হইয়াছে, অথচ যাহার মনের কপটতা ক্ষীণ হয় নাই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

হাজির, হাজীর [আ] *বিণ* উপস্থিত। 'দাফনে হাজির হই সুন্নত পালিবা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'চোরেরে হাজির কর শুনল কুট্টনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাজির-জবাব [আ] *বি* তাৎক্ষণিক বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর প্রদান। 'হিম্মৎ ছাড়া নাকি আরো একটা গুণ আছে। যাকে বলে হাজির-জবাব।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাজিরজামিন [আ] *বি* নির্দিষ্টকালে আদালতে উপস্থিত হতে হবে এমন অঙ্গীকারে জামিন। 'সায়েবের সিরিস্তায় রুযু থাকিবার জন্যে ঐ সকল দুষ্টলোকের হাজিরজামিন হইবেন।' *এডমন*, ১৭৯৩। দ্র **হাজীর-জামিনী** *বিণ* নির্দিষ্টকালে আদালতে উপস্থিত হতে হবে এমন। 'হাজির জামিনী দিয়া মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হাজিরা [আ হাজির>] *বি* উপস্থিতি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হাজিরা চালানি *বিণ* হাজির রয়েছে এমন। 'হাজিরা চালানি আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ করা গেল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হাজিরান [আ হাজির>] *বি* উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ। 'এইমাত্র হাজিরানে-মজলিস ... ভুঁড়ি-ভোজন করিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

হাজিরা বই [আ হাজির>+আ বহী] *বি* উপস্থিতি খাতা। 'এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিরা বই লইয়া মহা ব্যস্ত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হাজিরি [আ হাজির>] *বি* উপস্থিতি। 'দেশী চৌকীদারের হাজিরি করিয়া রিপট দাখীল করিয়াছিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৮০; 'অনেক সাহেবলোক হাজিরিতে আসিবেন।' *কেরি*, ১৮০২।

হাজিরি দেওয়া *ক্রি* উপস্থিতি জানান দেওয়া। 'যার কাছে হাজিরি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হাজীরজামীন, হাজীর জামিন [আ] *বি* নির্দিষ্টকালে আদালতে উপস্থিত হতে হবে এমন অঙ্গীকারে জামিন। 'আমী রামজীবন দাসের হাজীরজামীন হইলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'ইহার আমি হাজীর জামিন ছিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮১। দ্র **হাজিরজামিন**

হাজেরান [আ] *বিণ* উপস্থিত। 'হাজেরান মজলিসকে পুনঃপুনঃ গ্যারান্টি দান করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

হাজুত [আ হাজত] *বি* হাজত। 'হরিপালে হাজুত করিয়া ধরে আনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **হাজত**

হাট [স হট্ট] **১** *বি* নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে কেনাবেচা করা যায় এমন স্থান। 'হাট বাটে রাধা রাখিবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মেলা। 'অবতার তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মর্ত্যেত নামিল যেন সুধাকর হাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* ভিড়। 'তবু কেন হাটের মাঝে আসতে দিয়েছিলে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হাট করা[1] *ক্রি* হাট থেকে জিনিসপত্র কেনা। 'পিতৃদেব ... কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

হাট-খোলা *বি* হাটবাজারের জায়গা। 'পুরুষেরদিগকে ত্রিবেণীর হাট-খোলায় আনিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হাটতলা *বি* হাটের জায়গা। 'ওই হাটতলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

হাটদান [হাট+স দান] *বি* হাটকর বা হাটের কর। 'বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাটফিরতি *বিণ* হাট থেকে ফিরছে এমন। 'মাঝে মাঝে হাটফিরতি গোরুর গাড়ির সার।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

হাট-ফেরত *বিণ* হাট থেকে ফিরে এসেছে এমন। 'হাট-ফেরত পসারিণীরা আজহারের দোকানে ভিড় করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হাটবাজার [হাট+ফা বাজার] *বি* হাট ও বাজার; যেখানে বেচাকেনা হয়। 'গঞ্জ ও হাটবাজারের প্রজালোককে মারপিট ও হেঙ্গাম করিতেছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'চারিদিকেই হাট বাজার, সদাসর্ব্বদা কাজকর্ম্ম বিষয়-আশয়ের চিন্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হাট বাজার করা *ক্রি* বেচাকেনা করা। 'হাট বাজার করবে?' *পাশা*, ১৯৭১।

হাটবাট *বি* হাটবাজার – সব জায়গা। 'ছাইলেক হাট বাট স্বর্ণ পাটাম্বরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হাটবার [হাট+ফা বার] *বি* হাটের দিন; সপ্তাহের যে দিনে হাট বসে। 'হাটবারে ভোরবেলা বস্তা-বহা গোরুটাকে তাড়া দিয়ে ঠেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাটহদ্দ [হাট+আ হদ্দ] *বি* সব বিষয়। 'তার প্রেতলোকের হাটহদ্দ জানেন তিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাটা [স হট্ট] *বি* হাট। 'কোন ঠাঁই কাঁসারি হাটা।' *রামরাম*, ১৮০১।

হাটারি **১** *বিণ* অতি সুলভ; খেলো; অর্থহীন। 'হাটারি বাজারি কথা নয়।' *রামমোহন*, ১৮১৭। **২** *বি* হাটে ক্রয়-বিক্রয়কারী। 'পরদিবস দোকানি পশারি হাটারি বাজারি হারী মৌলী যে যেখানে আছে ক্রমে২ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে২ ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হাটুআ [স হট্ট>] *বিণ* হাট সম্বন্ধীয়; হাটে বিক্রয়যোগ্য। 'হাটুআ লোকেরেঁ তোষে দিআঁ ফুল ফলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাটুরিয়া [স হট্ট>] *বিণ* হাটে যাচ্ছে বা আসছে এমন। 'হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

হাটুরে *বি* হাটে আসে বা যায় যে। 'হাটুরে ঘেসুড়ে ফাঁসুড়ে চাষাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ঠিক দুপুরে ধায় হাটুরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

হাটে বাজারে *ক্রিবিণ* যেখানে সেখানে। 'খালের ধারে হাটে বাজারে ও রাজপথে পাঠশালা স্থাপন করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

হাটের দিন *বি* হাটবার। 'সেদিন সোমবার হাটের দিন।' *রবীন্দ্র*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৯৩; 'কাটল বেলা হাটের দিনে লোকের কথার বোঝা কিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

হাটের বার *বি* যে দিনে হাট বসে। 'বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদা হাটের বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হাটের মেলা *বি* হাটের ভিড়; হাটের সমাবেশ। 'যখন সাঁঝের বেলা ভাঙিবে হাটের মেলা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

হাটের লোক *বি* হাটে যাতায়াতকারী লোকজন; সাধারণ মানুষ। 'মাঠের পরে আঁধার নামে, হাটের লোকে ফিরল গ্রামে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা – গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া। 'আমি বলি, 'প্রিয়ে হাটে ভাঙি হাঁড়ি' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাটের হাড়িনী *বি স্ত্রী* উপেক্ষার পাত্র। 'মনে ভয় করে, রাজরাণী হোয়ে পাছে হাটের হাড়িনী হন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হাটোড়া [স হট্ট>] *বি* হাটে কেনাবেচা করে যে। 'হাটোড়া মেলান বায় চরখি এড়াইআ জায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাট করা[২] *ক্রি* খোলা। 'জানালাটা হাট করে কাছে এসে বসলে কী হয়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হাটক [স] **১** *বিণ* সোনার তৈরি। 'গঢ়ল হাটক খম্ভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* সোনা। 'হাটক বেষ্টিত ঘর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* সোনা, রুপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু। 'দান দক্ষিণা হাটক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাটা[১] *দ্র* **হাঁটা**

হাটা[২] *দ্র* **হাট**

হাড্ডি [স হড্ড] *বিণ* চূড়ান্ত। 'মূর্খ কেবল চাসা হাড্ডি।' *কেরি*, ১৮০২।

হাঠা *দ্র* **হাঁটা**

হা-ডু-ডু, হাডুডু *বি* কাবাডি; খালি হাতে দু পক্ষের মধ্যে ধরা-ধরির খেলা। 'আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উচা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'লাঠি খেলা, হাডুডু ইত্যাদি খেলা ত দূরের কথা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাড্ডি [স হড্ড] *বি* হাড়। 'লালমুণ্ড হাড্ডিসার অঙ্গিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হাড্ডিওয়ালা *বিণ* হাড় আছে এমন। 'আমি হতে চাই তাজা রক্ত-মাংসের শক্ত হাড্ডিওয়ালা দানব-অসুর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

হাড্ডি-চামড়াসার *বিণ* কঙ্কালসার। 'এই মানুষ জীর্ণ হাড্ডি-চামড়া সার।' *নজরুল*, ১৯৪১।

হাড্ডিসার *বিণ* কঙ্কালসার। 'লালমুণ্ড হাড্ডিসার অঙ্গিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হাড় [স হড্ড] *বি* অস্থি। 'গলায় হাড়ের মালা চন্দ্রকলা মাথে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাড়কাঁপুনি *বিণ* হাড়ে কাঁপুনি ধরায় এমন। 'হাড়কাঁপুনি জাড় ইয়াকেই বলে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

হাড় কালি হওয়া *ক্রি* অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা। 'উঃ, হাড় কালি হয়ে গেল রে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাড়কিপটেমিগিরি *বি* অত্যন্ত কৃপণতা। 'গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে, হয় স্কচদের হাড়কিপটেমিগিরি ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাড়কৃপণ *বিণ* অতি কৃপণ। 'আজ নিঃস্বও বটে, তার উপর হাড়কৃপণও বটে।' *তারা*, ১৯৪৬।

হাড়খাল *বি* সংকীর্ণ জলপথ। 'মোহানেতে সীতা-কুলি প্রবেশে হাড়খাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাড় গাড়া *বিণ* কবর আছে এমন। 'সাত পুরুষের হাড় গাড়া বাড়ী।' *কেরি*, ১৮০২।

হাড় গিলগিলে [হাড়+ও গিল(লতা)>] *বিণ* শকুনির মতো। 'হাড় গিলগিলে চেহারা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হাড়গিলা [হাড়+ও গিল(লতা)>] *বি* শকুনিজাতীয় মাংসাশী পাখিবিশেষ। 'শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাড়গিলে [হাড়+ও গিল (লতা)>] **১** *বি* শকুনিজাতীয় মাংসাশী পাখিবিশেষ। 'হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* অত্যন্ত কৃশ। 'রসকষশূন্য হাড়গিলে চেহারা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হাড়গোড় *বি* ছোটোবড়ো হাড়। 'মাংসের হাড়গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হাড়গোড়হীন *বিণ* অস্থিহীন। 'লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হাড়ঙ্গম *বিণ* মর্মগত। 'একটা অসহনীয় পরিস্থিতি এসেছে হাড়ে হাড়ে হাড়ঙ্গম না করা পর্যন্ত ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

হাড়-চামড়া *বিণ* কঙ্কালসার। 'হাড়-চামড়া হয়ে মরে মায়ের বুকে ধুঁকে!' *নজরুল*, ১৯৩৯।

হাড়চামড়া বের করা *বিণ* শীর্ণকায়। 'ক্ষয়কেশো হাড়চামড়া বের করা, আধ-ন্যাংটা বেগুনসিদ্ধ মৃত মুখওয়ালা চাষা মজুর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাড়জিরজিরে *বিণ* কঙ্কালসার। 'ভাত খাচ্ছে হাড়জিরজিরে রোগাটে মেয়েটা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাড় জুড়ানো – কষ্টের শেষ হওয়া। 'বিধবা হইলে হাড়জুড়াল বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪; '"তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।" চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়"।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাড় জ্বলা *ক্রি* অতিশয় বিরক্ত হওয়া। 'শুনিয়া হাড় জ্বলিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হাড়জ্বালানী [হাড়+স জ্বল্>] *বিণ* দারুণ যন্ত্রণার উদ্রেক করে এমন। 'হাড়জ্বালানী ডাকিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাড়জ্বালানে [হাড়+স জ্বল্>] *বিণ* অতিশয় জ্বালাতন করে এমন। 'ভাল হাড় জ্বালানে লোক।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

হাড়জ্বালানো *বিণ* যন্ত্রণাদায়ক। 'হাড়জ্বালানো ননদিনি সোফিকে ডেকে এনে খুব কুটিকুটি হয়ে হাসচিস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাড়পাঁজরা *বি* হাড়গোড়। 'স্তরে স্তরে বাছার হাড়পাঁজরা বার করে ফেলেচে।' *শরৎ*, ১৯১৬।

হাড়পাকা [হাড়+পাকা] **১** *বিণ* প্রবীণ। 'তা পুরুষের পক্ষে বোঝা একটু শক্ত – বিশেষতঃ আমাদের মতো হাড়পাকা বুড়ো লোকের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* পাকামিতে পটু। 'ভাবলুম ভারতবর্ষের রোদে ঝলসা শুকনো খটখটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁজালো ঝুনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাড়পোড়া [হাড়+পোড়া] *বিণ* শূন্য। 'লেখা পড়া হাড়পোড়া।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

AMARBOI.COM

হাড়-ফাটানো *বিণ* শরীরের হাড় পর্যন্ত ফেটে যাবে এমন। 'হাড়-ফাটানো কনকনে বাতাস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাড়বজ্জাত *বি* পাকা বদমাশ; অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির মানুষ। 'ঐখানে পড়ে আছে হাড়বজ্জাতের হাড়মাস।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

হাড়-বের-করা *বিণ* জীর্ণশীর্ণ। 'দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'একটা রোগা হাড়-বের করা গরু খড় চিবুচ্ছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

হাড় বের হওয়া *ক্রি* বাড়তি পরিশ্রমে জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়া। 'হাড় বের হল বাসন মেজে, সৃষ্টির পান-তামাক সেজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হাড়ভাংগা *বিণ* অতি শ্রমসাধ্য। 'দিনভর হাড়ভাংগা খাটুনি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাড়ভাঙা [হাড়+স ভঙ্গ>] *বিণ* খুব শ্রমসাধ্য। 'হাড়ভাঙা মেহন্নৎ হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

হাড়ভাঙ্গা [হাড়+স ভঙ্গ>] **১** *বিণ* হাড়কাঁপানো। 'প্রকৃতিদেবী ত একেবারে বিমুখা, তাহার পর হাড়ভাঙ্গা শীত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* শ্রমসাধ্য। 'হাড়ভাঙ্গা কলম পিষণের পর ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। *বিণ* হাড় ভেঙে যাবে এমন। 'পিঠে এমন এক কিল মারিল যে, সেই হাড়ভাঙা রসিকতার জ্বালায় তাহার পিঠ ও পিত্ত একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৩** *বিণ* অত্যধিক। 'ধান উৎপন্ন করতে চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া মাঠে সোনা ফলায়।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

হাড় ভাজা ভাজা করা *ক্রি* খুব জ্বালাতন করা। 'ছোঁড়ারা আমার হাড় ভাজা ভাজা করিয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হাড়মালা *বি* অস্থিমালা। 'ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা/ পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হাড়মাস *বি* হাড় ও মাংস। 'হাড়মাস যে চিল-শকুন-শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে।' *তারা*, ১৯৪৬।

হাড়মোটা *বিণ* দৃঢ়। 'এই সমুদ্রপারের কর্মপেশল হাড়মোটা প্রাণঘন দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হাড় যুড়ানো *ক্রি* স্বস্তি লাভ করা। 'বিধবাদের বে হলে, এ দেশের লোকের হাড় যুড়োয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হাড়সম্বল *বিণ* হাড্ডিসার। 'হাড়সম্বল কালো কঠিন পা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হাড়সার *বিণ* হাড়ই আছে এমন। 'বসন্তের দাগভরা হাড়সার একটি নোংরা নগ্ন হাত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

হাড়হদ্দ *বি* নাড়ি-নক্ষত্র। 'মানসের ছাঁদ অনুসারে গড়ে ওঠে সমস্ত ছবিটার হাড়হদ্দ।' *অবন*, ১৯২৫।

হাড়হাভাত *বি* একেবারে নিঃস্ব অবস্থা। 'হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে ...।' *জীবন*, ১৯৪৪।

হাড়হাভাতে, হাড়হাবাতে **১** *বিণ* একেবারে নিঃস্ব। 'হাড় হাবাতেরা সৌখিন দোহারের দলে মিশলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আর হাড়হাভাতে ও হাভাতে তো সবাই।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* লক্ষ্মীছাড়া। 'হতচ্ছাড়া হাড় হাভাতে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হাড়হিম *বিণ* শরীরের হাড় পর্যন্ত শীতে কাঁপে এমন। 'হাড়হিম শীতে সুশোভন পশমের কম্ফর্টার গলায় জড়ানো।' *শামসুর*, ১৯৭০।

হাড়হীন *বিণ* নির্দিষ্ট আকার নেই এমন। 'দুঃস্বপ্নের হাড়হীন মিছিল।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

হাড়ে চটা *ক্রি* অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া। 'সকলে হাড়ে চটিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাড়ে ছিবলে *বিণ* খুব লঘু আচরণবিশিষ্ট। 'বাঙালি জাতটে হাড়ে ছিবলে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

হাড়ে হাড়ে **১** *বিণ* সর্বত্র। 'যত চুসী তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *ক্রিবিণ* মর্মে মর্মে। 'ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া মনে মনে সুরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *ক্রিবিণ* প্রবলভাবে। 'ক্লাসিকের কেশো রোগীরা এতে উঠবেন হাড়ে হাড়ে চটে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাড়কাট, হাড়কাঠ [স অর্ধ+স কাষ্ঠ>] *বি* যে কাঠের উপর পাঁঠার ঘাড় রেখে বলি দেওয়া হয়। 'প্রায় সকলকেই হাড়কাটে মাথা দিতে হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'ছাগশিশুকে হাড়কাঠে ফেলে বলি দিয়ে যাঁরা মনে করেন ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

হাড়িকাট *বি* পশুবলির জন্য কাঠের তৈরি ফাঁদবিশেষ। 'পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হাড়িকাঠ *বি* যে কাঠের ফাঁদে ঘাড় রেখে পশু বলি দেওয়া হয়। 'হাড়িকাঠে ফেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাঙ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হাড়াই ডোমাই [স হড্ডিক>+প্রা ডোংব] *বি* ইতরামো। 'হাড়াই ডোমাই ভাল দেখায় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাড়ামদড়াম [ধ্বন্য] *বিণ* বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও লাফালাফির ভাববাচক। 'বড়লোক হাড়ামদড়াম কথা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হাড়ি[1], হাড়ী [স হড্ডিক] **১** *বি* হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'হাড়িকে ডাকিয়া সব দূর করাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ। 'চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* কাঠ নির্মিত যন্ত্রবিশেষ। 'হাড়ি দিয়া মহাবীরে কৈল উভামুণ্ড্রা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাড়িঝী [স হড্ডিক+ঝি] *বি* তন্ত্রসিদ্ধা হাড়িকন্যা। 'এতো হাড়িঝী চণ্ডীর পূজার মন্ত্র।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হাড়ির কোড়া *বি* কাঠের যন্ত্রবিশেষ। 'ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাড়ি[2] *বি* পশুবলির জন্য কাঠের তৈরি ফাঁদবিশেষ। 'হাড়ি দিয়া মহাবীরে কৈল উভামুণ্ড্রা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'হাড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। *দ্র* **হাড়িকাঠ**

হাড়িয়া [স হর>] *বিণ* প্রকাণ্ড। 'ছোট গ্রাস তোলে বীর জেন হাড়িয়া তাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাড়িয়া কাবাব *বি* এক ধরনের কাবাব। 'হাড়িয়া কাবাব? — খেলাম কখন!' *রশীদ*, ১৯৬৩।

হাড়ী [স হণ্ডী] *বি* হাঁড়ি। 'হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০। *দ্র* **হাঁড়ি**

হাণা [স হন্>] *ক্রি* আঘাত করা। **হাণ** *ক্রি* আঘাত করো। 'হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাণএ** *ক্রি* আঘাত করে। 'হাণএ সকল গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাণিআঁ** *ক্রি* আঘাত ক'রে। 'হাণিআঁ তাক পরাণে রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাণিবোঁ** *ক্রি* আঘাত করবো। 'মরমে হাণিবোঁ তারে মনমথবাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাণিল** *ক্রি* হানলো। 'হাণিল কুসুমশর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাণী** *ক্রি* হেনে; প্রহার করে। 'আতি আদভূত বিণি ঘাএ হাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাণে কুলে *ক্রিবিণ* এহেন বংশে। 'হাণে কুলে এখো নাহিঁ পাটাবুকী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

তিরী।' বড়ু, ১৪৫০।

হাত্তি, হাত্তী [স হস্তী] *বি* হাঁড়ি; রান্নার পাত্র। 'কাল হাত্তির ভাত না খাও।' বড়ু, ১৪৫০; উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত হাত্তীর উপর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। *দ্র* **হাঁড়ি, হাড়ী**

হাত্তিয়া [স হস্তিকা] *বি* প্রকাণ্ড। 'ফুললরা পসার করে নগরে চাতরে/ হাত্তিয়া চামর বেচে চারি পণের দরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাত্তুল পাত্তুল *বিণ* অগোছালো অবস্থা। 'কাপড়ে, কাগজে বইয়ে হাত্তুল পাত্তুল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হাত [স হস্ত] **১** *বি* মানবদেহের অঙ্গবিশেষ; হস্ত। 'হাত জোড় করি ভকতি করু।' বড়ু, ১৫৭০; 'বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *ক্রিবিণ* অধীনে। 'ত্রিপুরের ভার সমর্পিল জার হাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* অনুগত। 'জবতক হানিফা মর্দ্দ নাহি হয় হাত।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *বি* দৈর্ঘ্য মাপার একক; হাতের মধ্যম আঙুল থেকে কনু পর্যন্ত দৈর্ঘ্য। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'পাঁচ হাত প্রসস্ত প্রস্তরের দেয়াল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৫** *বি* গতি। 'নাছোড় হইলে হাত কি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৬** *বি* প্রভাব। 'জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **৭** *বি* অধীন। 'আমার হাতে তো ক্লায়েন্ট নেই।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৮** *বি* অবদান। 'পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৯** *বি* কাছ। 'আর-কাহারও হাত হইতে কিছুই লইব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হাত উঠানো *ক্রি* হাত তুলে প্রতিবাদ বা দাবি জানানো। 'শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হাতকড়া [হাত+স কটক>] *বি* হাতের বাঁধন হিসেবে ব্যবহৃত শৃঙ্খলযুক্ত লৌহ-বলয়; বেড়ি। 'তোমার হাতের হাত-কড়া হব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হাতকড়ি [হাতকড়া>] *বি* অপরাধীর হাত বাঁধতে ব্যবহৃত শৃঙ্খলযুক্ত লোহার কড়া। 'এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হাত করা **১** *ক্রি* বশে আনা। 'চালুগুলিন বেচীয়া হাত করিয়া শ্রীগদাধর পোদ্দারের দোকানে দাখীল করিবা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **২** *ক্রি* দখল করা। 'এমন সুস্বাদু গ্রাস কেমন করিয়া হাত করিতে পারিব।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হাত-করাত *বি* এক হাত দিয়ে চালানো যায় এমন ছোটো করাত। 'ছুরি, ছোট্ট হাত-করাত, দেখা গেল সব সরঞ্জামই আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

হাতকর্জা [স হস্ত>+ফা করজ] *বি* অল্পস্বল্প ধার। 'হাতকর্জা লইলাম তেলিনীর ঠাঁই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হাতকাটা [হাত+কাটা] *বিণ* হাতাশূন্য। 'হাত-কাটা জ্যাকেট।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হাতকাটারি [হাত+স কর্ত্তরিকা>] *বিণ* কর্মপটু। 'হাত কাটারি মানুষ থাকিলে অবরে সবরে হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

হাতকৌড়ি [হাতকড়া>] *বি* হাতকড়া। 'দারগা জলদি পাকড়ো লোককে হাতকৌড়ি লাগাও।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

হাত-খরচ [হাত+আ খরজ] *বি* ব্যক্তিগত খুচরা ব্যয়। 'হাত-খরচের পয়সা হইতে চাউল ও আলু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হাতখাকতি [হাত+খাকতি] *বি* অভাব। 'এদিকে হাত খাকতি হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হাত খোলা *ক্রি* লুডু ইত্যাদি খেলা শুরু হওয়ার জন্য গুটির ছক্কা বা এক পড়া। 'হাতে তোর দান পড়ে না/ হাত খোলে না তাড়াতাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

হাতগড়া [হাত+গড়া] **১** *বিণ* কল্পনাপ্রসূত। 'একথাটা আমি হাতগড়া করিয়া উপস্থিত করি নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* হাতের তৈরি। 'ইংরেজের হাতগড়া জিনিস প্রায়ই আর্টিস্টিক হয় না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

হাতগণিতা [স হস্তগণিতা] *বি* হাতের রেখা দেখে ভাগ্য গণনা করে যে। 'সেই ভূএ্যার সঙ্গে হয় হাত-গণিতা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হাতগাড়ি [হাত+গাড়ি] *বি* হাতে টানা গাড়িবিশেষ। 'হাতগাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে করে দোকানিরা ... বিতরণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হাত গুটানো *ক্রি* ক্ষান্ত দেওয়া। 'এরই মধ্যে হাত গুটোলে চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাতঘড়ি *বি* হাতে পরার ঘড়ি। 'স্নানে যাবার পূর্বে হাতঘড়িটা কোথায় ফেলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাত চলা *ক্রি* মারামারি করা। 'হাত চলে, কিন্তু মুখ চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হাতচালা *বি* সাপুড়েদের মন্ত্রবিশেষ। 'হাতচালার মন্তরটুকু দিয়েছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হাত-চালাচালি *বি* মারামারি; যুদ্ধ। 'সেকালে সর্বদাই রাজ্য নিয়ে যে হাত-চালাচালি হত তার গোড়ায় ছিল এই ইচ্ছা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

হাতচিটী *বি* চিরকুট। 'ফাজীলওয়ালাকে বেবাক না ফাজীল দিয়া হাতচিটী মুরতুব করিবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হাতচিঠি *বি* ছোটো চিঠি। 'বারিধিবাবু আমাকে আগের দিন একখানি হাতচিঠি পাঠিয়েছিলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

হাতচিঠে [স হস্ত>+হি চিট্‌ঠা] *বি* রসিদ। 'পাওনাদার, বিলসরকার, উটনোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাতচোর [স হস্ত>] *বি* পকেটমার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হাতছাড়া [হাত+ছাড়া] **১** *বিণ* হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে এমন। 'সরাসরী ডিক্রীক্রমে আমারদের হাতছাড়া হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বিণ* হস্তচ্যুত। 'হঠাৎ হাত ছাড়া করা হবে না।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বিণ* বেদখল। 'সব হাত-ছাড়া হয়ে গেল।' *পাশা*, ১৯৭১।

হাতছানি *বি* হাতের ইশারা। 'হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'হাতছানিতে ডাকে আমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হাতজোড় [হাত+জোড়] *বি* দুই হাত যুক্তকরণ। 'হাত জোড় করি ভকতি করু।' বড়ু, ১৫৭০।

হাতজোড়া *বি* হাতে কাজ আছে এমন অবস্থা। 'আমার হাতজোড়া, তুই একটিবার ছুটে গিয়ে ...।' *শরৎ*, ১৯১৪।

হাত টান **১** *বি* অর্থাভাব। 'অন্তত দু'আনা পয়সা দরকার, যা হাত টান।' *শওকত*, ১৯৫৮। **২** *বি* চুরি। 'আবার শুরু হল হাতটানের কসরৎ।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হাতটানা **১** *বিণ* হাত দিয়ে টেনে চালাতে হয় এমন। 'হাতটানা গাড়ী ইত্যাদি লণ্ডনের রাস্তায় প্রত্যহ যাওয়া আসা করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বি* অর্থসংকট। '...খুব হাত-টানা না থাকলে অমন প্রস্তাবে রাজি হওয়ার মতো লোক তিনি নন।' *শওকত*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭২।

হাতটানের দোষ *বি* চুরির অভ্যাস। 'কেউ কাজে গাফিলতি করে, কারো হাতটানের দোষ আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

হাতড়াওন *বি* হাত দিয়ে খোঁজা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হাতড়ানো [স হস্ত>] **১** *ক্রি* খোঁজা। 'হাতাড়িয়া রঞ্জার ধরিল ডানি হাথ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *ক্রি* হাত দিয়ে অনুসন্ধান করা। 'কেহ ... চারি দিকে আহার-সামগ্রী হাতড়াইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **হাতড়ায়** *ক্রি* হাত বুলিয়ে বুলিয়ে খোঁজে। 'হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়।' *ভারত*, ১৭৬০। **হাতড়িয়া** *ক্রি* হাতড়ে; হাত দিয়ে খুঁজে। 'রাস্তায় যাহাদের না চলিলে নয় কেবল তাহারাই হাতড়িয়া চলিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **হাতড়ে** *ক্রি* হাতিয়ে; খোঁজ ক'রে। 'আন্দাজে হাতড়ে ফিরি কোথা তার লতাপাতা।' *লালন*, ১৮৯০। **হাতাড়িয়া** *ক্রি* হাত দিয়ে অনুসন্ধান ক'রে। 'হাতাড়িয়া রঞ্জার ধরিল ডানি হাথ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হাতড়িয়ে বেড়ানো *ক্রি* খুঁজে ফেরা। 'অন্ধের মতন হাতড়িয়ে বেড়ানো।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাতড়ে বেড়ানো *ক্রি* খুঁজে ফেরা। 'বিচিত্র জিনিসের মধ্যে খটখট শব্দে হাতড়ে বেড়াতে লাগলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাতড়ে মরা *ক্রি* ঘাঁটাঘাঁটি করে হয়রান হওয়া। 'মৃত দর্শন হাতড়ে মরেছি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

হাতড়ে হাতড়ে *ক্রিবিণ* খুঁজে খুঁজে। 'জন-সংঘের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পথ করে নিয়ে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

হাততালি ১ *বি* করতালি। 'ইহারা আনন্দে হাত তালি দিয়া হাসিতে থাকে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বি* প্রশংসা। 'কূপমণ্ডূকতা বোধ হয় আমাদের দেশে যে রকম নির্বিচারে হাততালি পায় অন্য কোনো দেশে সেভাবে গৃহীত হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

হাততোলা[1] *বি* অধীনতা। 'শ্বশুরশালা হয়েছেন একজিকিউটার, তার হাততোলায় থাকতে হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

হাততোলা[2] ১ *বি* উদ্বৃত্ত। 'জমিদার ছাড়া আর কাউকেও নিত্য নিয়মিত কৃষকের হাত-তোলা খেতে হয় না।' *প্রমথ*, ১৯২০। **২** *বি* উচ্ছিষ্ট। 'পরের হাত-তোলা খাওয়ার দরকার নেই আমার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হাত থেকে বাঁচা *ক্রি* কোনো কিছু থেকে রক্ষা পাওয়া। 'এ যাত্রায় অনেক বকুনির হাত থেকে বেঁচে গেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হাত দেওয়া ১ *ক্রি* বিরোধিতার জন্য হস্তক্ষেপ করা। 'কত লোকে কত বলেছিল, বে কেউ হাত দিয়ে রাখতে পাল্লে?' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রি* হাত দিয়ে স্পর্শ করা। 'বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *ক্রি* প্রবৃত্ত হওয়া। 'কুমার-সভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছ?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাত দেখা *ক্রি* হাতের রেখা বিচার করে ভাগ্য নির্ণয় করা। 'সে তো মা পোড়া মুখীর হাত দেখে ঠিক বলেছিল।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হাত ধরা[1] *ক্রি* বিশেষভাবে অনুরোধ করা। 'বাল্মীকি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

হাতধরা[2] [হাত+ধরা] **১** *বিণ* বশীভূত। 'সাহেব তাহার ভগিনীপতির হাতধরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **২** *বিণ* হাতে ধরে থাকে এমন ছোটো। 'সকলেরই বুকে একটি, কাঁখে একটি, হাত-ধরা একটি।' *মানিক*, ১৯৩৫।

হাত ধরাধরি ক'রে *ক্রিবিণ* এক সঙ্গে। 'পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাতনাড়া [হাত+নাড়া] **১** *বি* হাতের ধাক্কা। 'হাতনাড়া দিএ হর হেলালেন পয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* হাতের ভঙ্গি। 'মেয়ে নিয়ে রাত-দিন ঘরে-বাইরে মুখনাড়া হাতনাড়া সহ্য করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাত নিশপিশ করা *ক্রি* কাউকে আঘাত করার প্রবল ইচ্ছা হওয়া। 'হাত করে নিশপিশ, মাঝে রেখে পোস্টাপিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হাতনে [স হস্ত>] *বি* হাপড়। 'একজনা তার হাতনে ফোকে তার জায়গায় বার পিঠে।' *লালন*, ১৮৯০।

হাত পাকানো *ক্রি* অভ্যাস দ্বারা পটু হওয়া। 'হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাতপাখা [হাত+পাখা] *বি* হাতে ঘুরানোর পাখা। 'সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাত পাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেলে –।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাত পা ছোঁড়া *ক্রি* রাগের প্রকাশস্বরূপ হাত-পা চলনা করা। 'যখন গর্জন ক'রে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিষ্টি লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হাত পাতা *ক্রি* অনুগ্রহ প্রার্থনা করা। 'বেতনের জন্য হাত পাতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হাত-পাতাপাতি *বি* একে অন্যের কাছে চাওয়া-চাওয়ি। 'তামাকের জন্য হাত-পাতাপাতি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হাতপাতা রোগ [হাত+পাতা+স রোগ] *বি* ঘুষ খাওয়ার বদ অভ্যাস। 'আর সারজন বেটারও হাতপাতা রোগ আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হাত পা নাড়া *বি* অনভিপ্রেত আচরণ। 'আমার কাছে অত হাত-পা নাড়া কেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হাতফেরি *বি* হাতবদল। 'প্রায় পাঁচ-সাত বার হাতফেরির পর এই বন্দিশিবিরে।' *শওকত*, ১৯৭২।

হাতবদল [হাত+আ বদল] *বি* এক হাত হতে অন্য হাতে যাওয়া। 'হাতবদল হতে হতে মোগল অধিকারে এল বুন্দেলখণ্ড।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

হাতবাক্স [হাত+ই বক্স] *বি* টাকা রাখার ছোট বাক্স। 'হাতবাক্স খুলিয়া একটি বিচিত্র চাবি লইয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হাত বাড়ানো *ক্রি* থাবা দেওয়া। 'কাল মৃত্যু হাত বাড়িয়েছিলো আমার ঘরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হাত বালিশ *বি* হাতরূপ বালিশ। 'হাত বালিশে মাথা রেখে।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

হাত বুলানো ১ *ক্রি* আদরের পরশ দেওয়া; সান্ত্বনা দেওয়া। 'আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *ক্রি* আশীর্বাদ করা। 'গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হাতবেহাতি *বি* এক হাত থেকে অন্যহাত হওয়া। 'চুরিচামারির বা হাতবেহাতির মোহর থাকতে পারে, কিন্তু নেই বংশতালিকা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাতবোমা [হাত+প বোম্বা] *বি* বোমাবিশেষ। 'ব্যাঙ্কে হাত বোমা দিয়ে আক্রমণ চালায়।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

AMARBOI.COM

হাতব্যাগ [হাত+ই ব্যাগ] *বি* হাতে বহনযোগ্য ব্যাগ। 'ডাক্তারের হাতব্যাগটা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হাতভারি [হাত+স ভারী] *বিণ* কৃপণ। 'বড়ো হাতভারি – বাক্স থেকে টাকা বাহির করিতে হইলে বিষম দায় হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হাত মারা *ক্রি* ঘুস নেওয়া। 'মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

হাত মিলানা *বি* সাক্ষাতের শুরুতে পরস্পরের হাত মিলিয়ে হালকা ঝাঁকুনি দিয়ে অভ্যর্থনা; করমর্দন। 'তারপর হাত মিলানা, বুক মিলানা শেষ হলে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাতমুখ *বি* হাত ও মুখ। 'জটিলতার মধ্যে হাতমুখ জড়িয়ে গেলে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাতযশ [হাত+স যশ] *বি* দক্ষতার খ্যাতি। 'তোমাদের কপাল আর আমার হাত যশ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হাত লাগানো *ক্রি* যোগ দেওয়া। 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হাত-লাঠি *বি* মারামারিতে ব্যবহৃত লাঠি। 'হাতে হাত-লাঠি, মশাল জ্বালিয়া ...।' *জসীম*, ১৯৩৩।

হাতসান [স হস্ত>] *বি* হাতের ইঙ্গিত। 'হাতসানে কহে কথা না করে শবদ।' *বিজয়* ১৬৫০।

হাতসানি *বি* ইশারা। 'এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হাত সাফাই ১ *বি* হাতের পটুত্ব। 'বন্ধু আবুল মনসুরের হাত সাফাই দেখে বিস্মিত হলুম।' *নজরুল*, ১৯৩০। **২** *বি* চুরি। 'এক কৌটো পাউডার হাত-সাফাই ক'রে নিয়ে দিতে পারিনি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

হাত-হাত *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'তখন আমরা যে হাত-হাত তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করব ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

হাতহাতিয়ার *বি* হাতের অস্ত্র। 'বাঁচার আশায় হাতহাতিয়ার/ মৃত্যুতে মন দি।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

হাতানো ১ *ক্রি* হাতড়ানো। 'অন্ধ মাতাল। শূন্য পাতাল, হাতালি নিষ্ফল।' *নজরুল*, ১৯২৯। **২** *ক্রি* আত্মসাৎ করা। 'নিঃস্বের স্বেদাক্ত কড়ি হাতায়ে কৌশলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাতাহাতি ১ *বি* মারামারি। 'হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* হাত-ধরাধরি। 'দুই সখা হাতাহাতি করিয়া হাসেন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* খোঁজাখুঁজি। 'হাতাহাতি করে অনেকগুলি খাতা থেকে অনেকগুলি কবিতা পড়ে ফেললাম।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হাতে *অব্য* সঙ্গে। 'উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

হাতে আলগানো *ক্রি* রক্ষা করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাতে কলমে ১ *ক্রিবিণ* বাস্তবে। 'উদরপূর্তিকে আমরা হাতে কলমে অবহেলা করতে পারি না, কিন্তু মুখে তাহার প্রতি যথেষ্ট দুরছাই প্রয়োগ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'হাতে কলমে কাজ করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বিণ* বাস্তব। 'যুদ্ধের সময় রোগীর শুশ্রূষা করাতে কতকটা পরিমাণে হাতে কলমে জ্ঞান হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

হাতে খড়ি, হাতে খড়ী *বি* শিক্ষা আরম্ভ করার অনুষ্ঠানবিশেষ। 'হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'এই সবে আমার হাতে খড়ী।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হাতে-গড়া ১ *বিণ* হাতের তৈরি। 'আমাদের হাতে-গড়া জিনিস।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **২** *বিণ* বহুচেষ্টায় ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত। 'বিসমার্কের হাতে-গড়া জর্মান সাম্রাজ্যের অন্তরে নৈতিক বল নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

হাতে চড়ানো *ক্রি* হাতে তুলে নেওয়া। 'মড়ার মাথার চুল, হাতেতে চড়ায় গুল, ছাড়ায়ে আপন কুলধর্ম্ম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হাতে চাঁদ পাওয়া *ক্রি* অতিমাত্রায় খুশি হওয়া। 'সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে চাঁদ পাইল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাতে ঠেকা *ক্রি* পাওয়া। 'দৈবাৎ হাতে ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাতে তাল *বি* হাততালির মাধ্যমে সংকেত। 'দাণ্ডাইয়া হাতে তালে ডাকে তব দাস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হাতে তোক্তি *বি* হাতেখড়ি। 'হাতে তোক্তি (বা খড়ি; উহা আরবীতে হয়) দেওয়ার পরই।' *সওগাত*, ১৯৩০।

হাতেনাতে ১ *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষভাবে। 'একেবারে হাতেনাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *ক্রিবিণ* মালামালসহ। 'এক দোকানে মিঠাই চুরি করিতে গিয়া হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাতে পায়ে ধরা *ক্রি* ক্ষমা প্রার্থনা করা। 'বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাতে বহরে *ক্রিবিণ* দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। 'হাতে বহরে লম্বা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হাতে-বেলা *বিণ* বেলনের চাপে হাত দিয়ে তৈরি। 'কখনো-বা হাতে-বেলা রুটি আর সুজির হালুয়া।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

হাতের কাছে *বিণ* ধরাছোঁয়ার মধ্যে। 'তুমি হাতের কাছের সাথের-সাথি নও।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হাতের কাছে পাওয়া *ক্রি* নিকটে পাওয়া। 'কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হাতের চুলকুনি *বি* কোনো কিছু করার জন্য অস্থিরতা। 'আমার ... হাতের চুলকুনি কতকটা মিটত!' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাতের পাঁচ *বি* শেষ সম্বল। 'এই টেক্কা হাতের পাঁচ আমার!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হাতের বার হওয়া *ক্রি* অধিকারে না থাকা। 'ললিত পুষ্যিপুত্র হলেই ত তোমার হাতের বার হলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হাতের লক্ষ্মী *বি* সহজপ্রাপ্য ব্যক্তি। 'এই হাতের লক্ষ্মীদের ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা *ক্রি* হেলায় সুযোগ নষ্ট করা। 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিসনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

হাতে সময় না থাকা *ক্রি* সময়ের অভাব হওয়া। 'সময় হাতে নাই রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হাতে হাতে ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে সঙ্গে। 'এই কর্ম্ম করেছে বইতো নয়, তা এর ফল হাতে হাতেই দেখতে হবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রিবিণ* পরস্পরের হাতে হাত রেখে। 'হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯। **৩** *ক্রিবিণ* নগদে। 'হাতে হাতে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদের একমাত্র পাওনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হাতে হাতে প্রমাণ *বি* অপরাধে লিপ্ত আছে এমন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। 'তাহাতে এ দোষ হাতে হাতে প্রমাণ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত্তালি *বি* হাততালি। 'গুরুদাসেরাও দুউও হাত্তালি দিতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাতল [স হস্ত>] *বি* হাত দিয়ে ধরার বাঁট বা অনুরূপ উপকরণ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

হাতলওয়ালা *বিণ* হাতলযুক্ত। 'হাতলওয়ালা চেয়ার।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাতলপরানো *বিণ* হাতলযুক্ত। 'লোহার চাকার চারিধারে হাতলপরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগন্যাল পড়ে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হাতলভাঙা *বিণ* হাতল ভেঙে গেছে এমন। 'টেবিলে হাতলভাঙা দুধের জগে ফুলের তোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

হাতলহীন *বিণ* হাতল নেই এমন। 'দু-তিনখানা হাতলহীন চেয়ার।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

হাতা [স হস্ত>] **১** *বি* কাঠ বা ধাতুর তৈরি বড়ো আকারের চামচবিশেষ। 'এক হাতে পানপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* হাত। 'সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা পরশেন হরে হরিষে মাতা।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* হাতল; কোনো কিছু হাতে ধরার জন্যে যে ব্যবস্থা থাকে। *ওর্সা*, ১৭৮৫; *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **৪** *বি* জামার যে অংশ বাহু ঢেকে রাখে। 'ছেঁড়া পচা কামেজ তাহার নাই হাতা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৫** *বি* চেয়ারে হাত রাখার স্থান। 'কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হাতাওয়ালা [হাত>+হি ওয়ালা] *বিণ* হাতাবিশিষ্ট। 'গায়ে একখানা প্রায় পুরো হাতা-ওয়ালা ব্রাউন রঙের সার্জের জামা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হাতাবেড়ি [হাত+স বেষ্টনী>] *বি* হাত বেঁধে রাখার কাজে ব্যবহৃত বলয়াকার উপকরণবিশেষ। 'দক্ষিণহস্তের হাতাবেড়িগুলিকে আভরণ বলিয়া ভ্রম হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হাতাস [স হতাশ] *বিণ* হা-হুতাস। 'হাতাস করিয়া দেব ভূমেতে পড়িল।' *মালাধর*, ১৫০০।

হাতাসএ *ক্রি* হাহুতাশ করে। 'হাতাসএ গোবিন্দাই সোকাকুল হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

হাতি[1], **হাতী** [স হস্তী] *বি* বিশাল দেহ ও লম্বা শুঁড় বিশিষ্ট পশুবিশেষ। 'বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'খান দাউড়া বলে আগে/ মোর মুখে কিবা লাগে/ হাতির মগজে জলপান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাতি আড় হলে চামচিকেও লাথি মারে *ক্রি* দুঃসময়ে তুচ্ছরাও উপহাস করে। 'হাতি আড় হলে চামচিকেও লাথি মারে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হাতিঘর *বি* হাতিশালা। 'হাতিঘর বা পিলখানার সম্মুখে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

হাতিপেড়ে [হাতি+পাড়>] *বিণ* পাড়ে হাতির ছবি অঙ্কিত। 'হাতিপেড়ে, মহারাষ্ট্রপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হাতিমার্কা [হাতি+প মার্কা] *বিণ* হাতির ছবি অঙ্কিত। 'তার উপরে হাতিমার্কা নিশেন উড়ছে পতপত করে।' *অবন*, ১৯৪১।

হাতিমুখো *বিণ* হাতির মতো মুখবিশিষ্ট। 'হাতিমুখো গণেশ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হাতিশাল, হাতীশাল *বি* হাতির আস্তাবল; পিলখানা। 'হাতিশালে কত হাতি ছিল।' *অবন*, ১৮৯৬; 'শ্বশুরবাড়ীর হস্তী অসুর/ হাতীশালে রয় বাঁধা।' *অন্নদা*, ১৯৬১।

হাত্যারা *বি* হাতিরা। 'গজশালে গজ মরে হাত্যারা আক্রাম করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাতি[2], **হাতী** *বিণ* হাতের পরিমাণবিশিষ্ট। 'কারো বিশ হাতী টিকি।' *জসীম*, ১৯৬০; 'আট হাতি শাড়ির বাঁধন ভেঙে ফেটে পড়তে চায়।' *জহির*, ১৯৬৪।

হাতিনা *বি* ঘরের বাইরের দাওয়া। 'মাটির হাতিনার উপর শনের মাদুরটারও টুটা-ফুটা দশা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

হাতিয়ার [স হস্তকার] **১** *বি* কর্মে অধিষ্ঠানের নিদর্শন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* অস্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আক্কেল আলী বাম হাতে ধরিয়া হাতিয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হাতিয়ার খসানো *ক্রি* নিরস্ত্র করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাতিয়ারপাতি *বি* অস্ত্রশস্ত্র। 'পোশাক ও হাতিয়ারপাতির ধরনে বোঝা যায় ... লেফটনান্ট গোছের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাতিয়ারবন্দ [হাতিয়ার+ফা বন্দ] *বিণ* সশস্ত্র। 'প্রজারদিগকে হাতিয়ারবন্দ হইয়া সমস্ত রাত্রি রোঁদগস্তি করিতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

হাতিয়ারহীন [হাতিয়ার+স হীন] *বিণ* নিরস্ত্র। 'আমাকে হাতিয়ারহীন দেখে কাঁধে ঝোলানো রাইফেল হাতে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাতুড় *বি* পেরেক ইত্যাদি ঠোকার জন্যে মাথায় ভারী ধাতব খণ্ডবিশিষ্ট লম্বা হাতলের হাতিয়ারবিশেষ; হাতুড়ি। 'ডাইন হাতে লোহার হাতুড়।' *বিজয়*, ১৬৫০।

হাতুড়ানো **১** *ক্রি* শ্রান্ত হওয়া। 'হাতুড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রি* হাতুড় মারা। 'হাতুড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাতুড়ি, হাতুড়ী *বি* পেরেক ইত্যাদি ঠোকার জন্যে মাথায় ভারী ধাতব খণ্ডবিশিষ্ট লম্বা হাতলের হাতিয়ারবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'কর্ম্মকারেরা যখন নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা মারে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'তিনি বিদ্রোহী সাজিয়া বিধাতার বুকে হাতুড়ী পিটিতে আরম্ভ করিলেন।' *দর্শন*, ১৯২৬।

হাতোড়ি *বি* লোহার তৈরি ছোটো মুগুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাতুড়ে *বিণ* আনাড়ি। 'যাহারা হাতুড়ী তোলে, তাহারা বাস্তবিক হাতুড়ে লোক নয়।' *সবুজ*, ১৯১৭।

হাতুড়ে ডাক্তার *বি* অশিক্ষিত চিকিৎসক। 'হাতুড়ে ডাক্তার হয়তো কখনও আশ্বাস দিতে পারে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাতুড়েপ্যাথি [হাতুড়ে+(অ্যালো)প্যাথি] *বি* হাতুড়ে চিকিৎসাপদ্ধতি। 'অ্যালোপ্যাথি নয়, হোমিওপ্যাথি নয় – হাতুড়েপ্যাথি।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

হাৎড়ানো [হাত>] *ক্রি* হাত দিয়ে অনুসন্ধান করা। 'হাৎড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাত্তালি *দ্র* হাত

হাত্যারা *দ্র* হাতি

হাথ [স হস্ত>] **১** *বি* হাত। 'বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মাপের একক। *মানোএল*, ১৭৪৩। **হাথক** *বি* হাতের। 'আবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোহি সুন্দরি মনে নহি লাজ। হাথক কাকন অরসী কাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হাথে** *ক্রিবিণ* হাতে। 'হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। **হাথের** *বিণ* হাতের। 'হাথের গহনা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **হাত**

হাথকড়া [হাতকড়া] *বি* অপরাধীর হাতের শৃঙ্খলযুক্ত লৌহবলয়। 'হাথে দিল হাথকড়া চরণে নিয়ল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হাথকাখ [স হস্ত-কক্ষ] *বি* হাত ও কোল। 'কোন কোন আইয় চলে হাতকাখে পো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথপসারা [স হস্তপ্রসার>] *ক্রি* হস্ত প্রসারণ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাথাহাথি *বি* হাতের সাহায্যে মারামারি; হাতাহাতি। 'হাথাহাথি মাথামাথি চরনে চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

হাথেঁ হাথেঁ [স হস্ত>] *ক্রিবিণ* অবিলম্বে। 'হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাথে-খড়ি *বি* বিদ্যাশিক্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা। 'হাতে-খড়ি দিল শুভক্ষণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথে তালি *বি* হাততালি। 'হাথে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হাথের তালুয়া *বি* হাতের তালু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাথেলি *বি* হাতের তালু। 'এমন সময় আসিল জোয়ান হাথেলিতে হাথিয়ার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হাথি, হাথী [স হস্তী] *বি* হাতি। 'ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা হাথী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'দুঃখিত কলিঙ্গরায় হাথি ঘোড়া ভাস্যা যায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথিকড়া *বি* হাতির বাচ্চা। 'শীল রূপ বাড়া বাড়ে যেন হাথি-কড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথ্যা *বিণ* হাতির মতো। 'শ্বাস পালটিতে মাত্রে পাইল হাথ্যা গড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথ্যা দাদু *বি* একপ্রকার বড়ো দাদ (ত্বকের চুলকানি রোগ)। 'ততক্ষণে ঘুচিল গায়ের হাথ্যা দাদু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথিয়ার [হি হথিয়ার] *বি* অস্ত্র; হাতিয়ার। 'হাথিয়ার? সেও নাই।' *নজরুল*, ১৯২২। *দ্র* **হাতিয়ার**

হাদালি *বি* শিকল জাতীয় বন্ধনীবিশেষ। 'লোহার হাদালি বাঁধি হস্তে পদে গলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

হাদি[১] *বি* জলজ তৃণগুল্ম। 'খরসান করাত বাঁন্ধিআ তার আগে/ দুইখান করি হাদি থুইল দুই ভাগে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাদি[২] [আ] *বি* নেতা। 'বঙ্গীয় মোসলমান সমাজের পরিচালক হাদিগণ মধ্যে অনেকেরই ধারণা।' *এসলাম*, ১৯২০।

হাদীস [আ] *বি* মহানবীর নির্দেশ, কর্ম ও আচরণসমষ্টি। 'ইমাম সবের কথা হাদীস প্রমাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কোরআন হাদীস আলোচনা করবার সুযোগ পান নাই।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

হানফেনে *বিণ* চঞ্চল; ব্যস্ত। 'কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হানা[১] [আ হনক] *বি* গলা। 'রত্নভরা খুঙ্গী পুথি ঘোড়ার হানায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

হানা[২] **১** *ক্রি* আঘাত করা। 'তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বিদ্ধ করা; ছোঁড়া। 'তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রা... হানতে লাগলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *ক্রি* হামলা করা। 'হৃদয়ে... দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৪** *ক্রি* ফেল... 'জাগাও তারে ঐ নয়নের আলোক হানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৫** ... দেওয়া। 'তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে।' *রবী...* ১৯৩৮। **হান** *ক্রি* বধ বা প্রহার করো। 'তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে' *বড়ু*, ১৪৫০। **হানন্ত** *ক্রি* আঘাত করো। 'নিদয়া হইয়া মোরে হান... অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হানহ** *ক্রি* আক্রমণ করে। 'এক শরে মু... পদে হানহ রাজন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **হানি ১** *ক্রি* আঘাত করি... 'আপনি হানি জে কুলক লাঘব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কপা... আঘাত হানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* মেরে। 'নন্দঘোষ জসো... বুকে ঘায় হানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* নিক্ষেপ ক'রে। 'বিমু... করিব সৈন্য হানি তিন বান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হানিআ** *ক্রি* আঘা... ক'রে। 'দুকূল হানিআ বহে জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হানিঞা** ... আঘাত হেনে। 'দুঃসহ বিষম ঝড়ে উপাড়িআ গাছ পড়ে দুবু... হানিঞা বয় খানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হানিতে** *ক্রি* মারতে উদ্য... হয়ে। 'দেখিয়া কুপিত মতি ব্রহ্মাকে হানিতে যায় রোষে।' *মুকু...* ১৬০০। **হানিল ১** *ক্রি* আঘাত করলো। 'খিতিতলে ঢালি গা কপা... হানিল ঘা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* নিক্ষেপ করলো। 'হানি... বিংসতি বান অর্জ্জুন বিসেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হানিলি** *ক্রি* হানা... নিক্ষেপ করলি। 'শর হানিলি মোর প্রাণে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **হানিলে...** **১** *ক্রি* নিক্ষেপ করলো। 'পঞ্চবাণ হানিলেক চান্দর শরীরে।' *বিজ...* ১৬৫০। **২** *ক্রি* আঘাত করলো। 'অকস্মাৎ কেহ যেন হানিলে... খাঁড়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হানুক** *ক্রি* আক্রমণ করুক। 'এক বা... সকলে হানুক হাজার খর্গ ধরি।' *সুলতান*, ১৭০০। **হানে ১** *ক্রি* ... করে; আঘাত করে। 'আতিশয় মোর মন হানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ... *ক্রি* মারে। 'যে যারে পালোটে পায় হাঁ করিয়া একা চোট হানে...' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হানা[৩] [স হন্>] **১** *বি* হামলা। 'পশ্চিম দুয়ারে দিল হানা।' *মুকু...* ১৬০০। **২** *বি* আঘাত। 'ঢাল ঝুলায়ে মাজার সাথে ধালে ধা... মারল হানা।' *জসীম*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* অপদেবতা দ্বারা আক্রান্ত... অধিকৃত। 'হিয়াখানি তার হানা বাড়ি সম।' *জসীম*, ১৯৩১।

হানাদার [হানা+ফা দার] *বিণ* আক্রমণকারী। 'ভারতীয় হানাদার... মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৫; 'বাঙলাদেশের মাটি... হানাদার বাহিনীর আয়ু এখন শেষ হয়ে গেছে।' *সাপ্তাহিক বাং...* ১৯৭১।

হানাদারী *বিণ* অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে এমন। 'গোপনে লাস্থি... হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হানা-দেওয়া *বিণ* হানা দেয় এমন। 'দৈত্য দানোর হানা-দেও... ঘোর গর্জ্জনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

হানাপক্ষ করা *ক্রি* মারামারি করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হানাবাড়ি *বি* ভূত প্রেত অপদেবতার আশ্রয়স্থল। 'হানাবাড়ির আঁ... লেপ্টে ছিলো।' *শামসুর*, ১৯৭২।

হানাহানি [স হন্>] **১** *বিণ* খুনখারাবি। 'একবার করিয়া শাহা দে... হানাহানি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* পরস্পর তর্ক-বিতর্ক। 'প্রকাশই... চিন্তারাশি করিছে হানাহানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হানাফি, হানাফী [আ হানিফাহ] *বিণ* ইমাম আবুহানিফার মতানুস... মুসলিম সুন্নি সম্প্রদায়বিশেষ। 'মুসলমান – শিয়া, সুন্নী, হানা... সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

হানিফি, হানিফী, হানেফী, হানফী [আ হানিফাহ] *বি* ইমাম ...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হানিফার মত। 'আমার মতে (হানিফি) হালালও বলিতে পারি না, স্পষ্ট হারামও বলিতে পারি না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯; 'বঙ্গদেশে হানিফী ও মোহাম্মদীর মধ্যে ... বিবাদ বিসম্বাদ ছিল।' *হোলতান*, ১৮৯৩; 'মজহাব চতুষ্টয় হানেফী, শাফী, মালেকী, হাম্বালী।' *প্রচারক*, ১৮৯৯। 'হানফী, ওহাবী, লা-মাজহাবীর তখনও মেটেনি গোল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হানি [স] **১** *বি* ক্ষতি। 'আদরে মোরা হানি গএ ডেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* হত্যা। 'বোলে মন্ত্রে ব্যাঘ্র আনি মোর পুত্র কৈল হানি।' *সুলতান*, ১৭০০।

হানিজনক [স] *বিণ* ক্ষতিকর। 'রচনার পারিপাট্যের জন্য বিশেষ হানিজনক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হানী [স হানি] *বি* নাশ। 'সিংহ হস্তে হানী ভেদিল মেদিনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হানিমুন [ই] *বি* নবদম্পতি একান্তে সময় যাপন; মধুচন্দ্রিমা। 'দুদিনের সংক্ষিপ্ত হানিমুন।' *মানিক*, ১৯৩৭।

হাপ *দ্র* **হাফ**

হাপদাপ *বি* এলোমেলো ছোটাছুটি। 'চারদিককার হুড়বাড় হাপদাপ অভিযোগ তিরস্কার।' *জীবন*, ১৯৩১।

হাপন *সর্ব* আপন। 'পোনারো বরিষ ওমরে হাপন রাজীবন্দীতে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

হাপর [স খর্পর] *বি* চুলায় হাওয়া দেওয়ার জন্য নলযুক্ত চামড়ার তৈরি থলি। 'তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিস্তে পড়ে রয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাপরে-বাজনা *বি* হাপরের বাজনা। 'ফুসফুস যেন হাপর, আর কান্না যেন হাপরে-বাজনা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

হাপা১ [ধ্বন্যা] *বি* জন্তুবিশেষ। 'অই ডাকে কানকাটা হাপা।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাপা২, হাপানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* জোরে শ্বাস নেওয়া। **হাপাইতে** *ক্রি* দ্রুত শ্বাস গ্রহণ করতে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **হাপাইয়া** *ক্রি* হাঁপিয়ে। 'কবি কৃষ্ণরাম কয় হাপাইয়া প্রাণ যায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাপিত্যেশ *বি* লোভের আকাঙ্ক্ষা। 'তারাও সব হা পিত্যেশ করে তীর্থের কাকের মতো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হাপু [ধ্বন্যা] *বি* প্রমাদ। 'এত কেন ভাব হাপু আমি হাট বাজার করিব।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাপুতির বাছা *বি* অপুত্রক নারীর সন্তান। 'হেদে হেদে হেদে ওরে হাপুতির বাছা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হাপুর হুপুর [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* তাড়াহুড়া ক'রে। 'লালন ফকির পায় না ফিকির হাপুর হুপুর ভুঁই বোনে।' *লালন*, ১৮৯০।

হাপুশ হুপুশ, হাপুস হুপুস [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত খাওয়ার ভাবব্যঞ্জক শব্দ। 'হাপুশ হুপুশ শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ, পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'গাপুস গুপুস একলাই খাও হাপুস হুপুস।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাপুস [ধ্বন্যা] *বিণ* সজল। **হাপুস নয়ন** *বি* সজল চোখ। 'বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাপুষ [স সবাষ্প] *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'হাপুষ নয়নে কাঁদতে লাগলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হাপুস হুপুস *দ্র* **হাপুশ হুপুশ**

হাফ [ই] *বিণ* অর্ধেক। 'হাফ খ্রীষ্টিয়ান হাফ হিন্দু।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

হাপ [ই হাফ] *বিণ* অর্ধেক। 'হাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হাপ আকড়াই [ই হাফ+আখড়াই] *বি* উনিশ শতকের গোড়ায় সৃষ্ট রাগপ্রধান টপ্পা গানের অনুরূপ গানবিশেষ; হাফ-আখড়াই। 'হাপ আকড়ায়ের দোয়ার, গুল গার্ডনের মেম্বরই অধিক।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **আখড়াই**

হাফকাষ্ট [ই হাফ+ই কাস্ট] *বি* হীন জাতের। 'হাপকাষ্ট গায়ক বেটা, অতি ঠেঁটা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হাফ-আখড়াই [ই হাফ+আখড়াই] *বি* উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সৃষ্ট রাগপ্রধান টপ্পা চালের গানবিশেষ। 'কবি, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই প্রভৃতিতে প্রধানতঃ পৌরাণিক ঘটনাদি ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

হাফটাইম [ই] *বি* মধ্যবিরতি। 'হাফ টাইমের সময় আইসক্রিম খেলে।' *জীবন*, ১৯৩২।

হাফটিকিট [ই] *বি* অর্ধেক ভাড়ার টিকিট। 'হাফটিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হাফ নেতা [ই হাফ+স নেতা] *বি* ছোটোখাটো নেতা। 'প্রায় 'হাফ' নেতা হয়ে উঠেছিস।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাফপ্যান্ট [ই] *বি* খাটো প্যান্ট বা ট্রাউজার। 'খাকির হাফপ্যান্ট।' *জীবন*, ১৯৩২; 'হাফ-প্যান্টপরা, চলনে কেজো লোকের দাপট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হাফ বয়েল [ই] *বিণ* অর্ধসিদ্ধ। 'দুটো হাফ বয়েল ডিম।' *জীবন*, ১৯৩১।

হাফশার্ট, হাফসার্ট [ই] *বি* কনুইয়ের উপর পর্যন্ত হাতাওয়ালা জামা। 'কালি-ঝুলি মাখা এই হাফশার্ট পরনে।' *মানিক*, ১৯৪৭; 'শুধু একটা ছিটের হাফসার্ট গায়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

হাফসোল [ই] *বি* জুতার অতিরিক্ত তলা। 'হাফসোল লাগানোর খরচা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাফতা [ফা হপ্তা] *বি* সপ্তাহ। 'নোতুন যুগের সূচনা হবে তার আরও দুটো হাফতা বাকী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাফেজ [আ] *বি* সম্পূর্ণ কোরান মুখস্থ করেছে যে। 'আমাদের হাফেজ সাহেব হার মেনে যায় তোর কাছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাফেজা [আ হাফিজ>] *বিণ স্ত্রী* কোরান মুখস্থকারী। 'দুহিতাকে হাফেজা করিতে চেষ্টা করেন।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

হাফীনামা [ফা] *বি* অঙ্গীকার। **হাফীনামা পত্র** *বি* অঙ্গীকারপত্র। 'এতাদর্থে হাফীনামা পত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

হাবজা-গোবজা *বিণ* তুচ্ছ। 'চারধারে জিনিসপত্র হাবজা-গোবজা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হাবড় *বি* অধিক নরম জলকাদা। 'নীলগাই হাবড়ে পড়িয়া পুঁতিয়া রহিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাবড়া [স অথর্ব] *বিণ* অকর্মণ্য। 'আমাকে বুড়োহাবড়া বলেছিস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'তোকেও একটা বুড়ো হাবড়া বর জুটিয়ে দিয়ে 'নেকা' দিয়ে দেব।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাবভাব [স হাব>] **১** *বি* ছলাকলা। 'হাব ভাব দেখে তার কেহ দুগ্ধ লয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* ইঙ্গিত। 'বাবুদিগের সহিত যে প্রকার তিনি

হাবভাব কটাক্ষ করিতেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *বি* স্বভাব। 'অব্যবসায়ী জ্ঞানে যেটা জানা নিতান্তই সহজ, অর্থাৎ হাবভাব, চালচলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৪ *বি* আচরণ। 'শরম-সঙ্কুচিত হাবভাব।' *ইসলাম*, ১৯২২; 'তবু তার হাব-ভাব যেন কেমন।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

হাবলা [ফা আবলাহ] *বিণ* নির্বোধ। 'তিনি হাবলার মত অনেক কাজ করেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হাবলি [আ হবালী] *বি* গৃহ। 'সায়েরে গিয়েচে স্বামী হাবলি আঁধার করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাবশি, হাবশী, হাবষি [আ হবশী] ১ *বিণ* আবিসিনিয়া থেকে বঙ্গদেশে আনা কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক সম্প্রদায়। 'উজবক কজ্জলবাস হাবশী জল্লাদ।' *ভারত*, ১৭৬০; 'যমদূতের মতো হাবশি দেবদূতের মতো সাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হাবসি, হাবসী [আ হবশী] আবিসিনিয়া থেকে বঙ্গদেশে আনা কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক সম্প্রদায়। 'আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হাবসিখানা [আ হবশী+ফা খানাহ্] *বি* বন্দীঘর। 'দিলেক হাবসিখানা অন্ন জল কৈল মানা।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাবেশী [আ হবশী] *বি* আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতিবিশেষ। 'দুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হাবা [ফা আবলাহ] ১ *বিণ* গোবেচারা। 'চাসা হাবা হইয়া উস্‌উস্ করিতে লাগিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* অতিশয় নির্বোধ। 'তোর মত হাবা মেয়ে না দেখি কলিতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হাবাগঙ্গারাম *বিণ* বোকা ও মুখচোরা। 'হাবাগঙ্গারাম হবার অধিকার কারার আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাবা-গোবা ১ *বিণ* বোকা। 'কেউ হাবা-গোবা, কেউ দুষ্ট।' *হাই*, ১৯৫৬। ২ *বিণ* বোকা ও মুখচোরা। 'হাবাগোবার মতো একবার ভিখারিনীর দিকে, আরেকবার জজের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

হাবারাম *বি* বোকা। 'আস্ত হাবারামের পলিটিক্স।' *পাশা*, ১৯৭১।

হাবাত, হাবাৎ [হা+ভাত] ১ *বি* হতভাগ্য। 'আজি হৈতে কসে নারী হইল হাবাত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অন্নসংস্থানহীন ব্যক্তি। 'নচেৎ প্রায় মূলে হাবাৎ হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭; 'হাবাতের হাতে যায় অভাগীর প্রাণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হাবাতে *বিণ* হতভাগ্য। 'আমি বড় হাবাতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

হাবাৎকুড়ে *বিণ* নিরন্ন ও অলস। 'হ্যাঁরা হাবাৎকুড়ে, হতোচ্ছাড়া, একচকো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাবাল [আ হাওয়ালা] *বি* জিম্মা। 'ভাল ভাল বলি রায় নাজীরের হাবালে করিল।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাবিজাবি ১ *বিণ* আজেবাজে। 'হাবিজাবি কতগুলো কী খাবার এনে দিলেন।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* অর্থহীন কথাবার্তা। 'কত কি হাবিজাবি বলে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

হাবিয়া [আ] *বি* ইসলামি ধর্মমতে দোজখ বা নরকবিশেষ। 'আমার জন্য হাবিয়া নরকদ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাবিলদার [আ হাওয়ালা+ফা দার] *বি* সিপাহিদের প্রধান। 'আজ আমি 'হাবিলদার' হলুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাবিলাষ [স অভিলাষ] *বি* অভিলাষ। 'বৃদ্ধ করে হাবিলাষ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হাবিলাষ রহা *ক্রি* কামনা থাকা। 'হাবিলাষ রহিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাবুজখানা [আ হাবস+স খানাহ্] *বি* কারাগার। 'সে এখন হাবুজখানায় আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হাবুডুবু [ধ্বন্যা] *বিণ* নাস্তানাবুদ। 'হাবুডুবু হবু-রাজ্য নড়িচড়ি উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাবুডুবু খাওয়া *ক্রি* বিপদে পড়া; নাস্তানাবুদ হওয়া। 'প্রেম তরঙ্গে মগ্ন করিবা যাহাতে থাবু হাবুডুবু খাইয়া ভেবাচেকা হইয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'পণ্ডিতমহাশয়ের শান্ত স্থূল দেহ কালীঘাটের ভিড়ের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'খুব একচোট হাবুডুবু খাইবার আশঙ্কা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হাবেলি, হাবেলী [ফা] ১ *বি* অট্টালিকা। 'বানাও হাবেলী তার ঘরের কেনারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* বাসস্থান। 'হাবেলির দিকে দমবন্ধ করে ছুট দিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

হাবেশী দ্র **হাবশি**

হাব্যাস [আ হাউস] *বি* ব্যাকুল অভিলাষ। 'কান্দে নকুল সুত দারার হাব্যাসে/ সবংশে মজিলাঙ মাতা তোমার আশ্বাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাব্যাষ *বি* কামনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাভা [হি] *বি* হাওয়া; খ্রিস্টীয় ও ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী আদিমাতা। 'আদিমাতা হাভা (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণ করিয়াছিলেন ...' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

হাভাত *বি* অভাগা। 'হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাভাত করা *ক্রি* পণ্ড করা। 'আইডিয়াটাকে মূলে হাভাত করে দিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

হাভাতে *বিণ* ভাতের জন্য হাহাকার করে এমন। 'আর হাড়হাভাতে ও হাভাতে তো সবাই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাভানা [হি] *বিণ* কিউবার হাভানায় তৈরি। 'হাভানা চুরোট খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাম১ [স অহম্] *সর্ব* আমি। 'কেমনে মিলব হাম মাধব সাথ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হাম সে অবলা হৃদয় অখলা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

হামবড়া *বিণ* আমি বড়ো – এমন ভাবসম্পন্ন। 'হামেশা ফুকারি ফিরে হামবড়া চাঁই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

হামবড়ামি *বি* নিজেই সর্বেসর্বা – এমন ভাব; আত্মম্ভরিতা। 'আমরা ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা, গোঁড়ামি আর হামবড়ামি ... গোপন করতে শিখি।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

হাম্বড়া *বিণ* আমি বড়ো – এই ভাবযুক্ত। 'আপনারে সব চেয়ে হাম্বড়া জেনে ...' *জীবন*, ১৯৩০।

হাম্বড়াই *বিণ* আমি বড়ো – এই ভাবযুক্ত। 'দোকানী আরেক দফা হাম্বড়াই আত্মম্ভরিতার মৃদু হাসি হেসে বললে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাম্বাই *বিণ* আমিই সর্বাপেক্ষা বড়ো – এমন ভাবওয়ালা। 'আপন হাম্বাইয়ের দম্ভে-ভরা একটুখানি আলগোছে-থাকা ইংরেজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাম২ [আ হুম্মা] *বি* জ্বরের সঙ্গে এক রকমের চামড়ার রোগ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। 'বালকবালিকাদের যেমন হাম হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাম[৩] [ধ্বন্যা] দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'আমাকে মুঠো ক'রে ধ'রে টল্‌মলে মাথাটা নিয়ে হাম ক'রে খেতে আসত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হাম[৪] [ফা] সমান; সম-। **হামছায়া** [ফা] *বি* প্রতিবেশী। 'সাক্ষী হামছায়াগণের বাচনিক জবানবন্দীতে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হামজোলফ [ফা] *বি* ভায়রা-ভাই। 'আমার হামজোলফ খোদাবক্‌স ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হামদম [ফা] *বি* বন্ধু; সখা। 'নকিব হরদম হাঁকায় হামদম – পথিক! দূরপথ গাঁঠরি তুল ফের!' *নজরুল*, ১৯৩৯।

হামদরদি, হামদরদী [ফা] *বি* সমবেদনা। 'যে হামদরদী ও স্বার্থহীন সেবার পরিচয় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হামদর্দ [ফা] *বি* সম্পর্ক; বন্ধুত্ব। 'জমিয়ত, আঞ্জুমন, লীগ ... প্রভৃতির সঙ্গে হামদর্দ রাখ।' *রওশন*, ১৯২৫।

হামবাগ, হাম্বাগ [ই] *বি* প্রতারক। 'আমাদের শিক্ষিত হামবাগের দল।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'অমিত হাম্বাগটা না ফেরে কলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হামরা [ফা হামরাহ্] *বি* সঙ্গী। 'সঙ্গে চারিজন ব্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হামরাও [ফা হামরাহ্] *ক্রিবিণ* সহকারে। 'কল্য ফেরত কাপড়ের চিঠী প্যাদা হামরাও পাঠান গীয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হামরাহি [ফা হামরাহ্] *বিণ* সঙ্গে থাকে এমন। 'তখন হামরাহি পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হামলা [আ] *বি* আক্রমণ। 'স্কুলে হামলা সম্পর্কে সংবাদ পাঠ করে আশ্চর্যান্বিত হলাম।' *বেগম*, ১৯৪৮।

হামলাকারী [আ হামলা+স কারী] *বি* আক্রমণ করে যে। 'পাকিস্তান হামলাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে নাই বলিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

হামলাদার [আ হামলা+ফা দার] *বি* হামলাকারী। 'পশ্চিম পাকিস্তানী হামলাদাররা ... নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

হামলান, হামলানো [স হম্বা] **১** *ক্রি* গোরুর হাম্বারব করা। 'হামলান গোরুর।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বাছুর হারাইয়া যেন হামলায় গোধন।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* উটের ডাক। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *ক্রি* গর্জন করা। 'ধার-চকচকে থাবা দেখছ না হামলায়।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

হামুলান [স হম্বা] *বি* গোরুর হাম্বারব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হামা *বি* হাত ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলন। 'রবি মামা দেয় হামা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হামাকুড়ি, হামাগুড়ি *বি* দুই হাত দুই জানুর উপর দিয়ে চলা। 'হামাকুড়ি দিয়া জাএ হাসিয়া হাসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দশমাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হামা দেওয়া *ক্রি* দুই হাত হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলা। 'হামা দিয়ে চলে যেন তাড়কা খুড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হামানদিস্তা [ফা] *বি* কোনো কিছু থেতো করার যন্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'হামানদিস্তা ১ এক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

হামামদিস্তে [ফা হামানদিস্তা] *বি* হামানদিস্তা। 'তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিস্তে পড়ে রয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হামাম [আ] **১** *বি* হস্ত প্রক্ষালন; স্নান। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* স্নানাগার। 'বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাবজলের ফোয়ারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হাম্মাম [আ হামাম] *বি* স্নানাগার। 'হাম্মামে প্রবেশে কত জন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হামার [ফা অনবর] *বি* শস্যাগার। 'ধান চালু সরিসাতে পুরিবে হামার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হামারা *সর্ব* আমার। 'শালা চোট্টা তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা জান গিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হামারি *সর্ব* আমার। 'উতারে কাঁচলি, হার ছিঁড়এ হামারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হামাল [আ] *বি* গর্ভ। *ভবানী*, ১৮২৩। *দ্র* **হামেল**

হামাশা [ফা হামীশাহ্] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'খোঁপা আর এলোচুলে বিবাদ হামাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হামি [ধ্বন্যা] *বি* হাই। 'ঘন ঘন হামি এড়ে অঙ্গ ভারী করে।' *সুলতান*, ১৭০০।

হামী [আ] *বি* মাপার এককবিশেষ। 'সুবর্ণ রজত দিমু দশ হামী আনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

হামু *বি* হামাগুড়ি। 'ছাইপাঁশ কিছু দিয়া গাঁথা থলিয়া স্মৃতি চিহ্নের মত জোরে আঁটিয়া ধরিয়া, ইহারা হামু দিয়া চলিয়াছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

হামেল [আ হামিলাহ্] **১** *ক্রিবিণ* গর্ভস্থিত হয়ে। 'সেই বিন্দু বুড়ির পেটে রহিল হামেল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* গর্ভবতী। 'মেজবৌ সাত মাসের হামেল।' *শওকত*, ১৯৭২। *দ্র* **হামাল**

হামেলা [আ হামিলাহ্] *বিণ* গর্ভবতী। 'সফুরা বিবি হামেলা ছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

হামেশা, হামেসা [ফা] **১** *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'হামেশা বান্ধিনু জীন বাঘের পিঠেতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* চিরস্থায়ী। 'দুনিয়া হামেসা কার হইয়াছে কখন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হামেশক্ষণ [ফা হামেশা+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'কোথা বস্তু কোথায় সে ধন চৌকি পাহারা দেয় হামেশক্ষণ।' *লালন*, ১৮৯০।

হামেস *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'হামেস রুজু থাকিয়া জওয়াল সওয়াল করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮১।

হামেস গির *ক্রিবিণ* সব সময়ের। 'না পচন্দকাজের মহকুম হামেস গির জন্যে লিখিতেছি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

হামেহাল [ফা হামা+আ হাল] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'জমিনে পড়িয়া সেজদা করে হামেহাল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হাম্‌দ [আ] *বি* আল্লাহর প্রশংসাসূচক গান। *আলাওল*, ১৬৮০।

হাম্বা [ধ্বন্যা] *বি* গোরুর ডাক। 'গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হাম্বাগ *দ্র* **হামবাগ**

হাম্বালী [আ] *বি* (ইসলাম) আবু হাম্বল প্রবর্তিত মতবিশেষ। 'মজহাব চতুষ্টয় হানেফী, শাফী, মালেকী, হাম্বালী।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

হাম্বী, হাম্ভী [স জৃম্ভন] *বি* হাই। 'সঘন ছাড়িল রাধা হাম্বী আপার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শ্রমের কারণে হাম্ভী হৈল ঘন ঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাম্বীর [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কেদার, হাম্বীর, বেহাগ – কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট।' *নজরুল*, ১৯২২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাম্মা [ধ্বন্যা] *বি* গরু। 'হস্তীর কাঁধে এসে যায়, হাম্মা দেখে ভয় পায়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হায়[1], **হায় হায়** [ধ্বন্যা] *অব্য* খেদ, অনুতাপ, শোক প্রভৃতিসূচক। 'শুনি প্রভু হায় হায় করিতে লাগিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হাএ হাএ [ধ্বন্যা] *অব্য* শোকপ্রকাশক শব্দ। 'হাএ হাএ বুলি অনুশোচে সর্বজন।' *সুলতান*, ১৭০০।

হায় গো *অব্য* খেদ, দুঃখ নৈরাশ্য ইত্যাদি জ্ঞাপক। 'হায় গো রূপসী সরসীবালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

হায়পস্তানি *বি* আফসোসসূচক পশ্চাত্তাপ। 'লোকটার মুখে একটু হায়পস্তানি শুনিয়াছ?' *মনসুর*, ১৯৫৩।

হায়[2] *অব্য* বহুবচনসূচক প্রত্যয়। 'তুমি ও নাএব ও আমলা হায় জে কেহ সরকারে মাহিনা পায় ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

হায়ওয়ান [আ] *বি* পশু। 'মানুষ বা ইনসান এবং হায়ওয়ানের পার্থক্য এইখানে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হায়দারি হাঁক, হায়দরী হাঁক *বি* হজরত আলির রণহুঙ্কার। 'মার হাঁক হায়দারি হাঁক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হায়ন [স] *বি* বছর। 'হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

হায়রান [আ হয়রান] *বিণ* বিব্রত। 'মাঝে পড়ে বস্‌রা গোলাপ হল লো হায়রান।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

হায়া [আ হায়া] *বি* লজ্জা। 'হাতিগুলোর হায়া আছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হায়াহীন [আ হায়া+স হীন] *বিণ* নির্লজ্জ। 'এ হায়াহীন ভ্রষ্টো ভায়ার কর্ম্ম।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হায়াত [আ] *বি* আয়ু। 'মউত পৌছিল বুঝি নাহিক হায়াত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হায়াত মউত [আ] *বি* জীবন মরণ। 'হায়াত মউত দেখ কুদরত আল্লার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হায়াত-মওত [আ] *বি* জীবন-মৃত্যু। 'হায়াত-মওতের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই!' *নজরুল*, ১৯২৭।

হায়েনা [ই] *বি* হিংস্র জন্তুবিশেষ। 'অন্য দিকে দুটি হায়েনা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হার[1] [স] **১** *বি* গলায় পরার মালা। 'কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মালা। 'ন হর ন হর হরি হৃদয়ক হার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'নয়ান যুগলে স্রবে মুকুতার হার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হার-আবরণ [স] *বি* মালার আবরণ। 'জাহ্নবী তব হার-আবরণ দুলিছে বক্ষ'পর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হারগাঁথা [স হার>] *বিণ* হারের মতো গাঁথা থাকে এমন। 'মলাধারে, হার গাঁথা এক প্রকার কৃমি, কোন্ মাংসে জন্মিয়া থাকে?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হার-ছেঁড়া *বিণ* হার থেকে ছিঁড়ে পড়েছে এমন; হারচ্যুত। মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

হারমঞ্জরী [স] *বি* হারবিশেষ। 'তথিত উপর শোভে হারমঞ্জরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হারলতা [স] *বি* গলার হার। 'মনিমুক্তাযুতা, গলে হারলতা, উচ্চকুচ ভূষিতে হাসিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হার[2] [স] *বি* দর। 'দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বৃদ্ধি হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হারে *ক্রিবিণ* দর অনুযায়ী। 'খন্যে হইতে হারে মাপ্যা দিল ' টাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খাজানা এক টাকা হারে পাট্টা ব লইয়াছিলাম।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

হার[3] [স] *বি* পরাজয়। 'আরজি পেশ না হইতেই শৈবলিনীর হার হই *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'তুমি যদি না হাস তবে তৎক্ষণাৎ হার মানিতে *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হারকাত *বি* খেলায় পরাজিত দল। 'গিন্নী ঠাকুরুণ হারকাত খেলতে বসেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

হারকেত *বি* খেলায় পরাজিত দল বা পক্ষ। 'পাশা খেলার কেতের মত ইংরেজরা ... সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন।' *হু* ১৮৬১।

হারজিত *বি* জয়-পরাজয়। 'বাজি রেখে হার-জিত খেলছে।' *র* ১৮৯৩।

হারন *বি* আত্মসমর্পণ। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **হারন খাওয়া** *ক্রি* পরা হওয়া। 'হারন খাইতে।' *ওর্সা*, ১৭৮৫।

হার মানা *ক্রি* পরাজয় স্বীকার করা। 'এমন স্থলে হার ম ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হার-মানা *বিণ* হার হয়েছে এমন। 'আমার সেদিনকার সেই মানা অন্ধকার, আজ আমার সর্বাঙ্গে ধরেছে ঘিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩

হার স্বীকার করা *ক্রি* হার মানা। 'কিশোর মনের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত যে, পৌঢ়জনও হার স্বীকার করিবে।' *শওকত*, ১৯৫৮

হারপুন [ই] *বি* তিমি ও অন্যান্য বড়ো সামুদ্রিক প্রাণী শিকারের জন্য জাতের দড়ি-বাঁধা বর্শা। 'মৃত্যু চালায় সুনিপুণ হারপুন।' *শা* ১৯৭২।

হারমনি [ই] *বি* ঐকতান। 'বিলেতি সংগীতে হারমনি আছে, আম নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

হারমোনিয়াম [ই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট স হারমোনিয়াম ও পিয়ানো বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাটান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হার হাল [ফা হর+আ হাল] *ক্রিবিণ* যেকোনো অবস্থায়। 'খোদাতা যাহা করেন হার হাল তাহাতে রাজি থাকা মানুষের উচিত।' *প্রচ* ১৯০৩।

হারা[1] [স হার>] *বি* হার। 'কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ তন বিগুতিল ছিঁড়ি সা হারা।'

হারা[2] [স হার>] *ক্রি* হারিয়ে ফেলা। 'রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারাআঁ** *ক্রি* হারিয়ে। 'রাধিকা হারাআঁ ব বুলে থানে থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারাইও** *ক্রি* খুইয়ে ফেলো যাও সর্বথা তুক্ষি না হারাইও ধন।' *সুলতান*, ১৭০০। **হারাইআ** হারিয়ে। 'দুহিতা হারাইআ শোকে দগধে পরাণী।' *বাহরাম*, ১৬ **হারাইনু** *ক্রি* হারিয়েছি। 'ইহ পথে আসি মোএ হারাইনু বুদ্ধি।' ১৫৭০। **হারাইবে** *ক্রি* হারাবে। 'পরাক লাগিআঁ সে হারাইবে কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারাইয়া** *ক্রি* হারিয়ে। 'বাছুর হারাইয়া হামলায় গোধন।' *গরীব*, ১৭৬৫। **হারাইল** *ক্রি* হারিয়ে ফেল 'পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হার** *ক্রি* হারালে। 'পূর্ব্বে পোড়াইল হর হারাইলা পঞ্চশর।' *রামপ্র* ১৭৮০। **হারাইলাঙ** *ক্রি* হারালাম। 'লাভের কারণে আস্যা হারা মূল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **হারাইলুঁ** *ক্রি* নিজেকে হারালাম। 'প্রেম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারাইলুঁ তোক্ষাকে দেখিয়া।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হারাইলুম** *ক্রি* হারালাম। 'হেলায় হারাইলুম বনমালী পড়িয়া স্বপ্নেরে নাথ।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **হারাইলেঁ** *ক্রি* হারিয়ে ফেললে। 'কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ববাণী।' বড়ু, ১৪৫০। **হারাইলোঁ** *ক্রি* হারালাম। 'ছান্দের দড়ি সবই হারাইলোঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **হারাএ** *ক্রি* হারায়। 'নিজ দোষে পরাণ হারাএ।' বড়ু, ১৪৫০। **হারানু** *ক্রি* হারালাম। 'কড়ছের রত্ন মুঞি হারানু গোপালে।' *মালাধর*, ১৫০০। **হারাবা** *ক্রি* হারাবে। 'লালন বলে বিচারকালে সকলে ফিকির হারাবা।' *লালন*, ১৮৯০। **হারায়ি** *ক্রি* হারাতে হয়। 'লাজে হারায়ি কাজে।' বড়ু, ১৪৫০। **হারায়িএ** *ক্রি* হারায়। 'লাজেঁ সি হারায়িএ কাজ।' বড়ু, ১৪৫০। **হারায়িবি** *ক্রি* হারাবি। 'আবিচারে হারায়িবি পরাণ।' বড়ু, ১৪৫০। **হারায়িল** *ক্রি* হারালো। 'হারায়িল সকল বুধী।' বড়ু, ১৪৫০। **হারায়িলা** *ক্রি* হারালে। 'শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে।' বড়ু, ১৪৫০। **হারায়িলী** *ক্রি* হারালে। 'হারায়িলী কাহ্নের লাগ।' বড়ু, ১৪৫০। **হারালি** *ক্রি* স্খলন ঘটালি। 'সে ধন এখন হারালি রে মন এমনি তোর কপাল ব'দফা।' *লালন*, ১৮৯০। **হারালুঁ** *ক্রি* হারালাম। 'হারালুঁ দু'কূল হইলুঁ আকুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হারাল্য** *ক্রি* হারালো। 'অপবিত্রে ধরিয়া প্রেসেন হারাল্য পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হারাহিঁ** *ক্রি* হারিয়েছি। 'কড়ছের রত্ন মুঞি হারাহিঁ গোপালে।' *মালাধর*, ১৫০০। **হারি** *ক্রি* খুইয়ে ফেলবে। 'খেলিমু কপট সারি সে জাইব সর্ব্বস্ব হারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হারিয়াছে** *ক্রি* হারিয়েছে। 'এ কারন আমার জিনিষ হারিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হারানো [স হার>] ১ *ক্রি* ঠকানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *ক্রি* খোয়া যাওয়া। *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* বিস্মৃত। 'কত-না পুরানো কথা, কত-না হারানো গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *ক্রি* ছাড়িয়ে যাওয়া। 'আমার হিয়াখানি হারালো সীমা বিপুল হরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হারিয়ে যাওয়া ১ *ক্রি* নিখোঁজ হওয়া। 'চাঁদের চরণে মরিতে গিয়া মেঘেতে হারায়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* হারিয়ে গেছে এমন। 'মৌনপারাবারের তলে হারিয়ে-যাওয়া কথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হারা[৩] [স হার>] *ক্রি* পরাজিত হওয়া। **হারি** ১ *ক্রি* পরাজিত হই। 'এ কথায় তোমারে সে আজি আমি হারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* হেরে। 'কতবার জুদ্ধে হারি পলাইছ গোয়াল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হারিয়া** *ক্রি* হেরে গিয়ে। 'হারিয়া পলায় নিশি দেখা নাহি দিনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হারিল** *ক্রি* হেরে গেলো। 'পশ্চাতে হারিল নিজ দোষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হার্যাছি** *ক্রি* হেরেছি। 'অনেক হার্যাছি গো জিন্যাছি একবার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হারা[৪] ১ *বিণ* হারিয়ে গেছে এমন। 'হারাধন যেন পুনহি মিলল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* নিঃশেষিত। 'আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া আপনি হইলি হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* বিলীন। 'আকাশের মাঝে হয় হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বিণ* শূন্য। 'হারা গাত্রবস্ত্র ডাকঘরে শুয়ে আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বিণ* হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'আঁধারে পথ হয়-যে হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হারাই হারাই *বিণ* যেকোনো মুহূর্তে হারিয়ে যাবে এমন। 'হারাই হারাই সদা হয় ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হারাধন [হারা+স ধন] *বি* হারানো সম্পদ। 'হারাধন যেন পুনহি মিলল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

হারানিধি [হারা+স নিধি] *বি* হারানো ধন। 'পরমেশ্বরের কৃপায়, আর এই যোগীবরের প্রসাদে অদ্য হারানিধি প্রাপ্ত হইলাম।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হারানিয়া [স হার>] *বিণ* প্রেমিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হারাকিরি [জা] *বি* ছুরি দিয়ে পেট কেটে আত্মহত্যা। 'যমুনা-ব্রিজের তলের মরীচিকায় দেখেছিলে হারাকিরি।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

হারাপ্পা *বি* প্রাচীন নগরসভ্যতা বিশেষ। 'ওধারে মহেঞ্জদারো, হারাপ্পা ইতিহাসকে টেনে ফেললে ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

হারাম [আ] ১ *বিণ* ইসলাম ধর্মমতে অবৈধ। 'যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে/ হারাম হারাম বলি কহে নামাভাসে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* শূকর। 'কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।' ভারত, ১৭৬০।

হারামখোর [আ হারাম+ফা খোর] *বি* (গালিবিশেষ) নিষিদ্ধ-খাদ্য ভক্ষণকারী। 'বান্দি বাচ্চা বদবক্ত ওরে হারামখোর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হারামখোরি [আ হারাম+ফা খোর>] *বি* নিষিদ্ধ-খাদ্য খাওয়ার কাজ। 'হারামখোরিতে পয়সা বানিয়ে এত স্পর্ধা হয়েছে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

হারামজাদ [আ হারাম+ফা জাদাহ্] ১ *বি* (গালিবিশেষ) অবৈধভাবে জন্ম। 'হারামজাদ খানেখারাপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। 'দূর হও হারামজাদ সুমুখ হইতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* বদমায়েশ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হারামজাদকী, হারামজাদগী [আ হারাম+ফা জাদাহ>] *বি* বদমায়েশি। 'হারামজাদগী করে বেচিয়া তঙ্কা ছাওয়াল লইবেক।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৮। 'এঁরা এক এক জন হারামজাদকী ও বজ্জাতীর প্রতিমূর্ত্তি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হারামজাদা [আ হারাম+ফা জাদাহ্] *বি* (গালিবিশেষ) অবৈধভাবে জাত। 'শিয়ালজাতি হারামজাদা জান।' *গোলোক*, ১৮০১; 'এবেটা হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হারামজাদি, হারামজাদী [আ হারাম+ফা জাদাহ্>] *বি স্ত্রী* (গালিবিশেষ) বেজন্মা। 'কুট্টনি হারামজাদি ইহা কার বল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সাধী হারামজাদী ... করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।' ভারত, ১৭৬০।

হারাম-বাঁধা [আ হারাম+বাঁধা] *বিণ* অবৈধ। 'হারাম-বাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হারামি [আ হারাম>] ১ *বি* দেশদ্রোহিতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* (গালিবিশেষ) অবৈধভাবে জন্ম যার। 'হারামির পোলারে কাইটা দরিয়ায় দিলা না ক্যান?' *মানিক*, ১৯৩৬।

হারামিপনা [আ হারাম>+পনা] *বি* অমানুষের কাজ। 'সেরেফ ওটা হারামিপনা।' *পাশা*, ১৯৭১।

হারামি মউত, হারামি মওত [আ হারাম>+আ মওত] *বি* আত্মহত্যা। 'আমি ওরকম হারামি মওতকে প্রাণ থেকে ঘৃণা করি।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'বিষ খেয়ে আমাকে হারামি মউত মরতে হয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হারামণি [স] *বি* হারানো মূল্যবান ধন। 'সেই-সব হারামণির অন্বেষণের জন্য ... দেশদেশান্তরে ঘুরতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

হারাহারি মতে *ক্রিবিণ* আনুপাতিক হারে। 'মুসলমানের সংখ্যা হারাহারি মতে বাঙ্গালার চেয়ে অনেক কম।' *এসলাম*, ১৯১৫।

হারি[১] [স হার] *বি* হার। 'গলে যে মোতিম হারি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

হারি[২] [স হার] *বি* পরাজয়। 'মানুষ প্রকৃতির নিকট হারি মানিল।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

হারিকেন [ই] *বি* ঝড়ে নেভে না এমন আলো। 'ধোঁওয়ায়-কালি-পড়া হারিকেন লণ্ঠন, বারান্দায় নিবো-নিবো শিখার গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

হারিদ্রা [স হরিদ্রা] *বিণ* হলদে। 'হারিদ্রা কামলা তারে ধরে ততক্ষণ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হারীত [স হরিত] *বি* শুকপাখি। 'বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

হারু [স হার] *বি* হার। 'ফনিপতি নহি উরে মুকুতা হারু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হারুয়া [স হার>] *বিণ* পরাজিত। 'হারুয়া ভ্রত পশুগণ নিল সিংহের শরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হারেম [আ] *বি* অন্দরমহল। 'তিনি পঁচিশখানা বিয়ে করতে পারতেন, দুটো হারেম পুষতে পারতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হারাম *বি* হারেম; অন্দরমহল। 'হারামের অন্ধকারে লক্ষ বাঁদী বেগমের মাঝে।' *জীবন*, ১৯৩০।

হারেমবদ্ধ [আ হারেম+স বদ্ধ] *বিণ* অন্তঃপুরে বন্দী। 'ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আর ওরিয়েন্টালিস্ট কনফারেন্সের ভিতর হারেমবদ্ধ হলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হারে রে রে [ধ্বন্য] *বি* উল্লাসসূচক ধ্বনি। 'হাঁরে রে রে রে রে, ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

হার্ট [ই] *বি* হৃদ্‌যন্ত্র। 'হার্টের উইকনেস থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

হার্টফেল [ই] *বি* হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া। 'হার্টফেল করার বড্ড ভয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হার্ট লাইন [ই] *বি* (জ্যোতিষ) হৃদয়রেখা। 'হার্ট লাইন তেলোর মধ্যিখানে এসে আচম্বিতে মরুপথে হারালো ধারা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হার্ট স্পেশালিস্ট [ই] *বিণ* হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ। 'হার্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ নাগের বাড়িতে পার্টি আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

হার্ডল [ই] *বি* বাধা স্থাপন-করা পথে দৌড়ের খেলাবিশেষ। 'ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ডল রেস খেলে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হার্ডল রেস [ই] *বি* বাধা দেওয়া পথে প্রতিযোগিতামূলক দৌড়। 'ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ডল রেস খেলে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হার্দিক [স] *বিণ* হৃদয়গত। 'সে-সব জায়গার সঙ্গে আমার ত কোনও হার্দিক সম্পর্ক নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হার্দ্য [স] *বি* হৃদ্যতা। 'হার্দ্য করে হনুমান কহেন ডাকিয়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হার্নিয়া [ই] *বি* অণ্ডকোষ বৃদ্ধিজনিত রোগবিশেষ। 'ডাক্তার বলিলেন হার্নিয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হার্প [ই] *বি* অনেকটা সুরমণ্ডলীর মতো তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'হার্প বেয়ালা ম্যান্ডেলিন নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গানবাজনা জুড়ে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হার্মনি [ই] ১ *বি* সম্মিলন। 'আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* সুর-সঙ্গতি। 'বড়ো সংগীতের হার্মনিতে যেমন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হার্মনিয়াম [ই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কতদিন হার্মনিয়ামের রীডে নিপুণ আঙুল তন্ময় নাচেনি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

হার্মোনিয়ম, হার্ম্মোনিয়ম [ই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'আপনাদিগের "পিয়ানো" "হার্ম্মোনিয়ম" প্রভৃতি যন্ত্র …' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'শেলফে তার পড়বার বই, ছোটো হার্মোনিয়ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হার্মোনিয়ামধারী [ই হার্মোনিয়াম+স ধারী] *বিণ* হার্মোনিয়ামওয়ালা। 'হার্মোনিয়ামধারী বন্যাসাহায্যকারীর দল, স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধায়িনীসভার সদস্যগণ …' *বনফুল*, ১৯৩৬।

হার্মাদ [প] *বি* পর্তুগিজ জলদস্যু। 'দুষ্ট হার্মাদের সঙ্গে হই গেল দেখা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হার্মাদি [প] *বি* হারমাদের মতো কাজ। 'হার্মাদির ফলটা কি খুব তিতো লাগছে এখন?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

হার্মোনিয়ম, হার্ম্মোনিয়ম *দ্র* **হার্মনিয়াম**

হার্য [স হাস্য] *বি* হাসি। 'হার্য পরিহার্য করে কৃষ্ণ গোপনারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হাল[1] [স হল] *বি* লাঙল। 'মেদনি যোড়িলো হালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাল করা *ক্রি* লাঙল দিয়ে চাষ করা। 'সে আজ নিজেই হাল করিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হালচাষ *বি* চাষের কাজ। 'হালচাষ নিয়ে থাকতে খুব যদি খারাপ লাগে …।' *শামসুল*, ১৯৬২।

হাল বলদ *বি* চাষের উপযোগী বলদ। 'হাল বলদ দিবে খুড়া দিবেছে বিছন-পুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাল ভঞ্জন *বি* হাল চাষের উপর নির্ধারিত খাজনা। 'হাল ভঞ্জন – প্রত্যেক বৎসর মাটিতে নতুন হাল দিবার সময়।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

হালের খেত *বি* চাষের উপযোগী জমি। 'দাবাড়ের গরু হালের খেতে যে জোয়াল বহিয়া মরে।' *জসীম*, ১৯৩১।

হালের গরু *বি* লাঙল টানার কাজে ব্যবহৃত গোরু। 'হালের গরুরে নিলামে দিয়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

হাল[2] [আ] ১ *বি* নৌকা চালানোর এবং দিকনির্দেশক বড়ো বৈঠার মতো কাঠের হাতিয়ার। 'চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দঢ়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* জাহাজ চালানোর বা ঘোরানোর যন্ত্র। 'জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাল ছাড়া ১ *ক্রি* নিরাশ হওয়া। 'গোরা হাল ছেড়ে বেহাল হয়েছে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *ক্রি* নিশ্চেষ্ট থাকা। 'হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি, ছুটি নে কাহারো পিছুতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বিণ* হতাশাব্যঞ্জক। 'আজিকার এই হালছাড়া গা-ঢালা বসন্তের দিনের উপযুক্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হালছাড়া ভাবে *ক্রিবিণ* নিশ্চেষ্ট। 'স্রোতের টানে যে হালছাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেও পরাসক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হাল ধরা *ক্রি* পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া। 'হরসুন্দরী যখন হাল ছাড়িল, তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বড়োই স্থির হইয়া হাল ধরা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হাল-ভাঙা *বিণ* হাল ভেঙে গেছে এমন। 'হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হাল ভাঙা *ক্রি* হাল ভেঙে যাওয়া। 'পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি, মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'অতিদূর সমুদ্রের পরে হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা।' *জীবন*, ১৯৪২।

হালে পানি পাওয়া *ক্রি* সাধ্যে কুলানো। 'অভিমান করতে গিয়ে দেখে হালে পানি পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'তখন আর তোমার বুদ্ধির হালে পানি পাবে না।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

হালি [আ হাল] *বি* নৌকার হাল ধরে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হালে বসা *ক্রি* নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা। 'মাঝি, এবার বসো হালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হাল[৩] [আ] ১ *বি* অবস্থা; দশা। 'চোর হইয়া কতকাল থাকিব এমন হাল ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* বর্তমান। 'এ কাপড় আইলে হাল বকয়া দুই সনের ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। ৩ *বিণ* চলতি। 'হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হাল কায়দা *বি* চলতি রীতি; হালফ্যাশন। 'বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হালখাতা [আ হাল-খাতা] *বি* বর্তমান বছরের হিসাব। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হালগজ্জ *বিণ* সদ্য গজানো; ভুঁইফোড়। 'তুমি হালগজ্জ শেখ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হালচাল ১ *বি* ভাবভঙ্গি। 'বিদেশী হালচাল অভ্যেস করতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হচ্ছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বি* অবস্থা। 'কী হালচাল ছামাদ?' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

হাল-নাগাদ [আ হাল+আ লাগায়াত] *ক্রিবিণ* বর্তমান পর্যন্ত। 'হাল-নাগাদ সুদসুদ্ধ কাটিয়া লইতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হালপ্যাটার্ণ [আ হাল+ই প্যাটার্ন] *বি* চলতি নকশা। 'হালপ্যাটার্ণে তৈরি দোতালা বাড়িটার দিকে ইশারা করল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

হালফিল *বি* সাম্প্রতিক সময়। 'দেশভ্রমণ কিংবা হালফিলের কথা টুরিজম।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হালফ্যাশন, হালফ্যাশান, হাল ফেশান [আ হাল+ই ফ্যাশন] *বি* সাম্প্রতিক ঢং; সাম্প্রতিক জনপ্রিয় চাল। 'চকমেলানো বাড়ি হালফ্যাশনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'বেণী জড়িয়েছে হাল ফেশানের খোঁপায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'আজকে তুমি শুকনো ডাঙায় হালফ্যাশানের কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাল-ফ্যাশানদুরস্ত [আ হাল+ই ফ্যাশন+ফা দুরস্ত] *বিণ* চলতি ফ্যাশনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'তাছাড়া হাল-ফ্যাশানদুরস্ত মেয়ের ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

হাল-ক্যাসান [আ হাল+ই ফ্যাশন] *বি* আধুনিক রীতি। 'কেউ এক জোড়া হাল-ক্যাসানের জুতো দিতে চেয়েছিলেন কি না ...।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

হালবকেয়া, হালবকয়া [আ হাল+আ বাকী] *বিণ* বর্তমান কাল পর্যন্ত বাকি। 'হাল বকেয়া দুই সনের কাপড় লইয়া কলিকাতায় জাইব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'হালবকয়া খাজানা মালগুজারি করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হালশাহানা [আ হাল+আ শাহানা] *বি* কর-সংগ্রাহক। 'পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা ... তাগাদায় আসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হালসন [আ হাল+ফা সন] *বি* বর্তমান বছর। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হালসাল *বি* বর্তমান বছর। 'সংপ্রিতিক হালসালে মোকাম বর্দ্ধমানের ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

হাল-হকিকৎ [আ হাল+আ হকিকত] *বি* প্রকৃত অবস্থা। 'সরকারকে তার হাল-হকিকৎ বাৎলান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাল[৪] [ই] ১ *বি* দালান। 'বাটীর উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* মিলনায়তন; হল। 'পরীক্ষা অদ্য দশ ঘণ্টা সময়ে হিন্দুকালেজের হালেতে হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

হালআল [আ হালাল] *বিণ* ইসলাম ধর্মসম্মত; হালাল। 'হালআল মোরগ জবাই করে খাসি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হালইকর [আ হালোয়া+ফা গর] *বি* ময়রা। 'হালইকরেরা মিষ্টান্ন পর্কান্ন বেচিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

হালওয়াই [আ হালোয়া>] *বি* মিষ্টি প্রস্তুতকারী। 'কুমার, হালওয়াই, গোয়ালা।' *এসলাম*, ১৯১৯।

হালুইকার [আ হালোয়া+ফা গর] *বি* ময়রা। 'হালুইকাররা আসিয়া অস্থায়ী কাশের ঘর ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হালকা [আ হলকান] ১ *বিণ* ভারী নয় এমন; স্বল্পভারবিশিষ্ট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* চঞ্চল। 'হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বিণ* রসিকতাপূর্ণ। 'হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৪ *বিণ* চিন্তাশূন্য। 'সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হালকা করা ১ *ক্রি* বিষণ্ণতামুক্ত করা। 'বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *ক্রি* খালি করা। 'নিজের পকেট কিঞ্চিৎ হালকা করলেই ও উড়োগাড়িতে অনায়াসে ...।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

হালকা ভাষা *বি* সহজে বোঝা যায় এমন ভাষারীতি। 'হালকা ভাষাতেই বলা আমি উচিত বিবেচনা করি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হালকামি *বি* ছেলেমানুষি। 'হায়, এ হালকামি ছিল কোথায়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হাল্কা [আ হলকান] *বিণ* কম ওজনবিশিষ্ট। 'ছোটো বড়ো মাঝারি, হাল্কা এবং ভারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'অনেকগুলো জিনিষকে কমিয়ে এনে হাল্কা করে দিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হাল্কী [আ হলকান>] *বি* অস্থিরচিত্ততা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হালট *বি* কাঁচা নিচু রাস্তা। 'তার পরেতে হালট গেছে একটু আঁকা-বাঁকা।' *জসীম*, ১৯২৭।

হালত, হালৎ [আ] *বি* অবস্থা। 'এ হালতে এক ব্যক্তি কি ততধিক ব্যক্তিদিগের অপরাধে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'আল্লা আমাগো হালৎ কি দ্যাখছেন না?' *শওকত*, ১৯৭২।

হালদার [আ হাওলা+ফা দার] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

হালা[১] [হি হিলনা] *ক্রি* কাঁপা। **হালএ** *ক্রি* কাঁপে; কম্পিত হয়। 'যমুনার ঢেউ দেখী হালএ পরাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হালিআঁ** *ক্রি* হেলে; ঢলে। 'পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হালে** *ক্রি* কাঁপে; কম্পিত হয়। 'ডঞ্রে হালে বড়ায়ির আন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হালা[২] [স তালক] *বি* আঁটি। 'আমা হাঁড়ি আমা সরা আড়াই হালা বেনা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

হালাক [আ] ১ *বিণ* হয়রান। 'হালাক করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ *বি* হত্যা। 'হালাল না করি করে নাহক হালাক।' *ভারত*, ১৭৬০; 'নহে জরুজাত করে দিব হালাক করে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালাক করা *ক্রি* হয়রান হওয়া। 'হালাক করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হালাকি *বি* প্রাণপণ চেষ্টা। 'হালাকিতে লারকাগণ পানির লাগিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হালাকালা [স হল>+স কল্ল>] *বিণ* মূর্খ ও বধির। 'আমি বুড়ো মানুষ, হালাকালা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

হালাৎ [আ হালত] *বি* অবস্থা। 'মকদ্দমার হালাৎ সকল বুঝাইয়া দেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হালাল [আ] ১ *বিণ* ইসলাম ধর্মমতে বৈধ। 'ঈশ্বর হালাল হৌক হারাম দূরিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* প্রতিদান। 'যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি।' *ভারত*, ১৭৬০।

হালালকর [আ হালাল+ফা গর] *বি* পশু জবাই করে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হালালী [আ হালাল>] *বিণ* ইসলাম ধর্মমতে বৈধ। 'হালালী বস্তুর অসীম গুণ।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হালিম [ফা] *বি* এক ধরনের খাবার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'চুলার ওপর রাখা শাহী হালিমের মস্ত ডেকচি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

হালিমচান [ফা হালিম+স চন্দ্র] *বি* লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাইজভাণ্ডারী, সুরেশ্বরী, হালিমচান ... দলগুলি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

হালিয়া [স হল>] ১ *বি* কৃষক। 'হালিয়া আনিয়া তবে ভিটাতে চাষ কৈল।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বিণ* হালচাষ করার উপযোগী। 'হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

হালুম [ধ্বনি] *বি* হুঙ্কার। 'কে জানে মা, হালুম করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

হালুয়া [আ হালওয়া] *বি* চিনি, দুধ, ঘি প্রভৃতি দিয়ে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ; মোহনভোগ। 'হালুয়া না হয় নাই হ'ল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

হালো [ধ্বন্যা] *অব্য* ওলো। 'কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

হাল্কা, হাল্কী *দ্র* **হালকা**

হাল্যে [স হল>] *বিণ* হালের। 'দুইটা হাল্যে গরু আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

হাল্লা [হি হল্লা] *বি* হট্টগোল। 'প্রজারা উন্মত্ত হইয়া হাল্লা করিয়া বেড়াইতেছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

হাল্লাক [আ হালাক] *বিণ* হয়রান। 'বাছা ডাকাডাকি করে হাল্লাক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাল্লক [আ হালাক] *বিণ* পরিশ্রান্ত। 'অনর্থক হাল্লক হয়ে ফিরে যাবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাল্লো হাল্লো [ধ্বন্যা] *বি* শিয়ালের ডাক। 'মদ খেয়ে শিয়ালের মত হাল্লো হাল্লো করে ডাকতে থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হাশর [আ] *বি* ইসলামমতে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান; কেয়ামত। 'যেন রোজ-হাশরের ময়দান, সব উন্মাদ সব ছুটে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হাশীল [আ হাসিল] *বি* শুল্ক। 'তাহার সকল জীনিষের দোহারা হাশীল লাগীবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮।

হাষ [স হাস্য] *বি* হাসি। 'হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাষপাতাল *দ্র* **হাসপাতাল**

হাস[১] [স হাস্য] ১ *বি* হাসি। 'দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হাসছলেঁ *ক্রিবিণ* হাসির ছলে। 'হাসছলেঁ কৈল মনহরিষ বিকাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাসপরিহাস *বি* ব্যঙ্গবিদ্রূপ। 'হাসপরিহাস কথা কন কুতূহলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাস লাস *বি* হাস্য-পরিহাস। 'হাস লাস সবে করি কস্তুরী চন্দন পুরি।' *সুলতান*, ১৭০০।

হাসন [স হাস্য] *বি* হাসা; হাস্যকরণ। 'ঈসৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাস[২] *বি* পায়ের তলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাসনাহেনা, হাসনুহানা [আ হাস-উ-নো-হানা] *বি* ছোটো আকারের সাদা রঙের সুগন্ধযুক্ত ফুলবিশেষ। 'চিত্ত-কুঁড়ি-হাসনাহেনা মৃত্যু-সাঁঝে ফুটল গো!' *নজরুল*, ১৯২৫; 'হাসনুহানা হেসে খুন।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হাসুনোহানা *বি* হাসনাহেনা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'হাসুনোহানা সুরভি করে, সন্ধ্যাতারা জ্বলে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

হাস্নাহেনা *বি* হাসনাহেনা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'যেন হাস্নাহেনার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হাস্নুহানা *বি* হাসনাহেনা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'নেতিয়ে প'ল হাস্নুহানা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

হাস্নুহেনা *বি* হাসনাহেনা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'একপাশে দুটি হাস্নুহেনা গাছ আছে।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

হাসপাতাল [ই হসপিটাল] *বি* চিকিৎসালয়। 'হাসপাতালের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে ঔষধ দেওয়া যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

হাঁসপাতাল [ই হসপিটাল] *বি* চিকিৎসালয়। 'তাঁহাকে, এক হাঁসপাতালে গিয়া, কিছু কাল থাকিতে হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'হাঁসপাতাল ও ডাক্তার খানা ইত্যাদি সকল স্থানই যথার্থ শিক্ষিত লোকের দ্বারা চালিত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হাসপাতালী [ই হসপিটাল>] *বিণ* চিকিৎসালয়ের মতো। 'হেঁটে বেড়ানোর তকতকে হাসপাতালী করিডর পাচ্ছি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

হাসপিটেল [ই হসপিটাল] *বি* হাসপাতাল। 'মহাশয় ফিবর হাসপিটেল স্থাপনার্থ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

হাষপাতাল [ই হসপিটাল] *বি* হাসপাতাল। 'তাহারা জানেরেল হাষপাতালে না জাইতে পারে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

হাস্পাতালি [ই হসপিটাল>] *বি* হাসপাতালের জন্য ধার্য চাঁদা। 'আনা হাস্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হাসমত [আ] *বি* মর্যাদা। 'বেগম করিয়া রাখো বাদশাই হাসমতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হাসর [আ] *বি* ইসলামমিতে শেষ বিচারের দিন। 'রোজ হাসরের ময়দানে এর তরে দেনাদারী হইবে কত!' *জসীম*, ১৯৩৩।

হাসলি [স হংস>] *বি* গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'নাকের বেসর আর গলার হাসলি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

হাসা[১] [স হাস্য] ১ *ক্রি* হাস্য করা। 'মনে মনে হাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রি উজ্জ্বল হয়ে ওঠা। 'আকাশ হাসে শুভ্র কাশের আন্দোলনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **হাস** *ক্রি* হাসো। 'যৌবন গৌরবে হাস জ্ঞান নাই বুঝি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হাসএ** *ক্রি* হাসে। 'এথ শুনি রসুলে হাসএ মনে মনে।' *সুলতান*, ১৭০০। **হাসন্ত** *ক্রি* হাসছে। 'রথে ধনু থুইয়া হাসন্ত মোহারাম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হাসি** *ক্রি* হেসে। 'ব্রহ্মার বচন সুনি হাসি কয় চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হাসিআ** *ক্রি* হেসে। 'বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে ইসদ হাসিআ।' *মালাধর*, ১৫০০। **হাসিআঁ** *ক্রি* হেসে। 'হেন গুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাসিছে** *ক্রি* হাসছে। 'কেহ হাসিছে কেহ কান্দিছে কেহ খেলিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **হাসিঞাঁ** *ক্রি* হেসে। 'হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাসিব** *ক্রি* হাসবে। 'তুহ্মি রনে হারিলে হাসিব সর্ব্বজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হাসিবার** *ক্রি* উপহাস করতে। 'লোক সব শুনি মোরে পারে হাসিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **হাসিবেক** *ক্রি* হাসবে। 'হাসিবেক সর্ব্বলোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হাসিয়া** *ক্রি* হেসে। 'হামাকুড়ি দিয়া জাএ হাসিয়া হাসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **হাসিল** *ক্রি* হাসলো। 'এত সুনি ইঙ্গিতে হাসিল ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হাসিলা** *ক্রি* হাসলে। 'রাজপত্নী চাহিয়া হাসিলা মুনিবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হাসী** *ক্রি* হেসে। 'উচিতেঁ গরুঅ মনে তোঞঁ মুচুকে হাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাসী** *ক্রি* হাসছে। 'হারায়িল তোহ্মার বাঁশী তেঁসি বড়ায়িতে হাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাসে ১** *ক্রি* হাসছে। 'মনে মনে হাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পতিব্রতা-বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* উপহাস বা ঠাট্টা করে। 'তাহার সমান লোকেরা তাহার প্রতি হাসে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **হাসেঁ** *বি* হাস্য করেন। 'মধুর হাসেঁ পসাহি আনন করএ বচন বিলাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হাসেন** *ক্রি* হাসেন। 'সুনিঞা মাএর বোল হাসেন শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হাস্যা** *ক্রি* হেসে। 'হাস্যা নাচ্যা যাব তবে গৌড় ভুবন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **হাস্যাছ** *ক্রি* হেসেছো। 'বুড়া দেখ্যা হাস্যাছ পাইবে বুড়া পতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হেসে *ক্রি* হাসি দিয়ে। 'অগ্রসর হএ জাঅ কহিলেন হেসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হেস্যে *ক্রি* হেসে। 'আড়ে আলি হেস্যে পড়ে এ উহার গায়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হাসিতে হাসিতে ১ *ক্রিবিণ* হাসতে হাসতে। 'হাসিতে হাসিতে তবে চলে দুই ভাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* ফুটে থাকতে থাকতে। 'ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হাসি হাসি *ক্রিবিণ* হেসে হেসে। 'হাসি হাসি গোবিন্দাই তারে কীছু বৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেসে কুটি কুটি হওয়া *ক্রি* হেসে উচ্ছ্বসিত হওয়া। 'আমায় সালাম করতে এসে হেসে কুটি কুটি হয়ে বলেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হেসে খুন – হাসতে হাসতে ক্লান্ত। 'সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হেসে খেলে *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'আমরা হেসে খেলে সকলে মিলে অনায়াসে আনন্দসহকারে করে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হেসেখুশে *ক্রিবিণ* হাসি-খুশি হয়ে। 'ইতর লোকেরই ছেলেমেয়েগুলো হেসেখুশে ছুটে করে খেলাধুলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হেসে মরা *ক্রি* হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে পড়া। 'অ মা। আমি হেসে মরি।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'হেসে মরি আর-কি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হেসে হেসে *ক্রিবিণ* হাসতে হাসতে। 'অতি মৃদু পা টিপিয়া উষা আসে হেসে হেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হেস্য দেওয়া *ক্রি* হাসা। 'হেস্য দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাসা[২] [স হাস্য>?] *বিণ* ধবল; সাদা। 'হাসা ঘোড়া খাসা জোড়া নানা অভরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাসাহাসি [স হাস্য>] **১** *বি* রঙ্গ-রসিকতা। 'কানাকানি হাসাহাসি কোণেতে গুটায়ে অলস নয় নিমীলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'অকর্মণ্যভাবে কেবল দলাদলি কানাকানি হাসাহাসি করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* আনন্দময় অবস্থা। 'চারদিকই তাঁর কাছে আজ উজ্জ্বল হাসাহাসি মনে হইল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

হাসি, হাসী [স হাস্য>] **১** *বি* হাস্য। 'হাসে হাসি খলখলি কাহ্নাঞিঁ গরুঅ মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* হাসি মুখে; হেসে হেসে। 'যায় প্রাণ ছাড় মান, কথা কহ হাসি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হাসি-আঁকা [হাসি+আঁকা] *বিণ* হাস্য-উজ্জ্বল। 'মধুমাখা হাসি-আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাসিকথা [হাসি+স কথা] *বি* হাস্যরসাত্মক কথা। 'মেয়েদের বেশভূষা হাসিকথা কাজকর্ম লইয়া ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হাসি-কাঁদন *বি* হাসি ও কান্না। 'সাথে নাচুক তোর মরণ-বাঁচন, হাসি-কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'মোহের ছায়া ফেলব না মোর হাসি-কাঁদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হাসিকান্না [হাসি+কান্না] *বি* হাসি ও কান্নার মিশ্রিত ভাব। 'হাসিকান্না লঘুকায়া শরতের আলোছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হাসিখুশি [হাসি+ফা খুশী] **১** *বিণ* হাসি ও আনন্দে পূর্ণ। 'খুব ভালোমানুষ, সর্বদাই হাসিখুশি গল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* আনন্দ-উৎফুল্লতা। 'বড়ো যে মেশামেশি হাসিখুশি তা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ওরা যেন হাসি-খুশীর দুইটি রাঙা বোন।' *জসীম*, ১৯৩১; 'হাসি-খুসীর বেসাত ওরা করছে সারাখন।' *জসীম*, ১৯৩১।

হাসিখেলা [হাসি+খেলা] *বি* আনন্দময়তা। 'পাছে, তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাসিগল্প *বি* গালগল্প; রঙ্গরস। 'দক্ষিণের ঘরে হাসিগল্পের প্রচুর আওয়াজ।' *জীবন*, ১৯৩২।

হাসিঠাট্টা *বি* রঙ্গরসিকতা। 'হাসি-ঠাট্টা গল্পের কোনো বাধা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'হাসিঠাট্টা, গ্যাস সম্বন্ধে সতর্কতা ... সে সব তো কিছুই হল না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাসি-ঢালা *বিণ* হাসির উচ্ছলতাপূর্ণ; সহাস্য। 'আঁখি হাসি-ঢালা, মন সুখস্মৃতি-সমাকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হাসিতামাশা, হাসিতামাসা [হাসি+আ তামাশা] *বি* রঙ্গ-রসিকতা। 'তিনি হাসিতামাশা করে বেড়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'মোরে নিয়ে একি হাসি-তামাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হাসিপ্রান্ত [হাসি+স প্রান্ত] *বি* ঠোঁট; যার প্রান্তে হাসি। 'কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হাসিবিকশিত [হাসি+স বিকশিত] *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল। 'তোমার হাসিবিকশিত অধর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

হাসিভরা *বিণ* হাসিপূর্ণ; হাস্যময়। 'সদা খুশিভরা বুক হেথা হাসিভরা গাল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

হাসিময়ী [হাসি+স ময়ী] *বিণ স্ত্রী* হাসিময়। 'তোমার আপনা দিয়ে/ হাসিময়ী শান্তি দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হাসি-মস্করা *বি* রঙ্গরসিকতা। 'সে হামেশাই হাসি-মস্করা করত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিমুখ [হাসি+স মুখ] *বি* হাসিমাখা মুখ। 'হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখশোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হাসিয়া হাসিয়া *ক্রিবিণ* উপহাস ক'রে। 'বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হাসির গররা *বি* উচ্চ হাস্যধ্বনিসহ কলরব। 'ঘরসুদ্ধ হাসির গররা পড়ে গেল।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

হাসিরশ্মি *বি* হাসির দ্যুতি। 'হাসিরশ্মিতে, যাহারে আদরে ডাকি 'অয়ি সুস্মিতে'।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাসি-হাসি ১ *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'কামকথা কহি কার সনে হাসি হাসি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'হাসি-হাসি মুখখানি তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'পথে শিলা আছে রাশি-রাশি, তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

হাসি-হুল্লোড় *বি* রঙ্গরসিকতা; হাসাহাসি। 'ঘরের দিক হইতে হাসি-হুল্লোড়ের ঢেউ আসিতে লাগে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাসি-হিল্লোল *বি* হাসির ঢেউ। 'সে হাসি হিল্লোল জাই চিত-উতরোল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাসীখুসি *বি* আনন্দ। 'সারা রাত্র হাসী খুসি করিলেন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

হাসিকলমি *বি* ধানবিশেষ। 'কুমারী, কনকতারা, সূর্যমুখী, হাসি কলমি আর আটলাই, পাশপাই ধান।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

হাসিন [আ হাসিনাহ্] *বি* সুন্দর। 'আমি ভালোবাসিয়াছি কি করে হাসিন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হাসিয়া *বি* বস্ত্রবিশেষ। 'জরির হাসিয়া পাল্লাদার দোশালা ও এই সকল দ্রব্য দিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

হাসিল, হাসীল [আ] ১ *বি* লাভ। 'হাসীল ও যুদ বলিয়া জবরদস্তি করিয়া আমার নামে খরচ লিখিয়া লইলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'সরাপের রপ্তানি হইলে তাহার হাসিল লাগিবেক না।' *ক্যাম্পেগে*, ১৭৮৯। ২ *বিণ* অবতীর্ণ। 'দাউদে জব্বুর কেতাব হইল হাসিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* আদায়। 'কীসমতহায়ের মাল ও সায়ের ও রাইয়তি ও চাকরান ও হাসিল।' *ওঁসা*, ১৭৮২। ৪ *বি* সফল। 'আপন মতলব হাসিল করিয়া খালাস দেয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'আপন আপন মতলব হাসিল জন্য নানা প্রকার স্তুতি করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। দ্র **হাঁসিল, হাছেল**

হাসিলি [আ হাসিল>] *বিণ* শুল্ক দিতে হয় এমন। 'হাসিলি মাল কেহই লইয়া যায় না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

হাসীলদপ্তরখানা [আ হাসিল+ফা দপ্তর-খানা] *বি* বোর্ড অব কাস্টমস; বন্দরশুল্কের অফিস। 'নূতন হাসীলদপ্তরখানা কলিকাতার ঐশ্বর্য্য সদৃশ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

হাসেল [আ হাসিল] *বি* অর্জন। 'পাস করা মৌলবী হতে পারত – দীনী এলম হাসেল করত।' *ইয়দাদুল*, ১৯২০।

হাসুনোহানা দ্র **হাসনাহেনা**

হাসুলি [স হংস>] *বি* অর্ধচন্দ্রাকৃতি গলার অলংকারবিশেষ। 'কোল হাসুলি পদকপরান ছেলেটিকে কোলে করিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

হাস্নাহেনা, হাস্নুহানা, হাস্নুহেনা দ্র **হাসনাহেনা**

হাস্য [স] ১ *বি* হাসি। 'আমা পরিক্ষিতে ব্রহ্মার হাস্য উপজিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হাস্য আনন [স] *বি* হাসিমুখ। 'হাস্য আননে পিয়েছি কেবল হাবিবের নামসুধা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাস্যকর [স] ১ *বিণ* উপহাসের যোগ্য। 'আমার দিনের বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে ... হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* হাসির উদ্রেক করে এমন। 'নারীকে পুরুষের সমান করে ফেলা হাস্যকর প্রচেষ্টা মাত্র।' *বেগম*, ১৯৪৭।

হাস্যকরতা [স] *বি* হাসি সৃষ্টি করে এমন অবস্থা। 'ভালোমানুষ হবার বিপদ এই যে নিজেকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হাস্যকলরব [স] *বি* হাসির শব্দ। 'কেহ ধরিতে আসিলে খিল খিল হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাস্যকল্লোল [স] *বি* হাসির কলরোল। 'ওরা চলেছে কুঞ্জছায়াবীথিকায় হাস্যকল্লোলে উচ্ছল গীতিকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হাস্যকৌতুক [স] *বি* হাসি-তামাশা। 'হাস্য কৌতুক আহার বিহার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের শ্রবণ মননকে ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

হাস্যজনক [স] ১ *বিণ* উপহাসের যোগ্য। 'হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* হাস্যকর। 'যদিও তারা চিরসংলগ্ন চিরপ্রতিবেশী তবু পরস্পরের কাছে পরস্পর এমনি হাস্যজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হাস্যতাবোধ [স] *বি* কোথায় হাসতে হবে সেই জ্ঞান। 'তাহারা যদি স্ত্রীজাতীয় হয় তবে বলিতে হইবে মেয়েদের হাস্যতাবোধ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হাস্যদীপ্ত [স] *বিণ* হাসিতে উজ্জ্বল। 'আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাস্যধ্বনি [স] *বি* হাসির শব্দ। 'তাহাদের রৈ রৈ শব্দ ও হাস্যধ্বনি অনেক দূর হইতে শুনা যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হাস্যপরিহাস [স] *বি* হাসি-ঠাট্টা। 'গোপীগণ সহ বিহার হাস্যপরিহাস/ কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হাস্যপ্রদীপ্ত [স] *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল। 'সেই যে ভাষা – পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

হাস্যপ্রিয় [স] *বিণ* হাসতে পছন্দ করে এমন। 'ফরাসি জাতির মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাস্যবক্র [স] *বিণ* কুটিল হাসিতে পূর্ণ। 'জীবনে অন্যায় যত, হাস্যবক্র যত নির্দয়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাস্যবদন [স] *বি* হাসিমুখ। 'মধুর হাস্যবদনে মনে নেত্রে রসায়নে/ কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হাস্যবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* মুখে হাসি ফুটে আছে এমন। 'বালিকাগণ তৎকালে কোথায় প্রফুল্লহৃদয়া ও হাস্যবদনা হইয়া জনক জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

হাস্যবর্ষণ [স] *বি* হাসিরূপ বৃষ্টি। 'নেড়ামাথার উপরে ... হাস্যবর্ষণ তো করিবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হাস্যবাণ [স] *বি* হাসিরূপ বাণ। 'আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাস্যবিমুখ [স] *বিণ* হাস্যপ্রিয় নয় এমন। 'হাস্যবিমুখ বাঙালীকে তিনি হাসাতে চেয়েছেন।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

হাস্য-বিলাসিত [স] *বিণ* হাসিমাখা। 'হাস্য-বিলাসিত বয়ান তাঁর বিভ্রমের চিরসজ্জিত আবরণ উন্মোচন ক'রে প্রাণ ভ'রে অবলোকন করবো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাস্য-ভরা *বিণ* আনন্দপূর্ণ। 'মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'হাস্যভরা দখিনবায়ে অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে শ্মশানচিতা ভস্মরাশি, ভাগিল কোথা, ভাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হাস্যভাজন [স] *বি* হাসির পাত্র। 'ক্ষুদ্র মহাজাতি বলিয়া হাস্যভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হাস্যমধুর [স] *বিণ* আনন্দমুখর। 'এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হাস্যময় [স] *বিণ* সহাস্য; হাসিযুক্ত। 'মুখ সর্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাস্যমুখ [স] *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'হাস্যমুখ জাতী যুথী হরিষ অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হাস্যমুখর [স] *বিণ* হাসিতে মুখরিত। 'সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর কলভাষার সঙ্গে জড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাস্যমুখরা [স] *বিণ স্ত্রী* হাসিতে মুখরিত। 'হাস্যমুখরা তরল উষার গালের একটেরে এক কণা অশুচ অশ্রুর মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাস্যমুখী [স] *বিণ* হাসিযুক্ত মুখ এমন। 'হাস্যমুখী হইয়া সুখী মালিনী বিমলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাস্যরতা [স] *বিণ স্ত্রী* সবসময়ে হাস্যোজ্জ্বল। 'তবু ধনী আমি, আমি রূপবতী,/ আলাপ-নিপুণা, হাস্যরতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

হাস্যরস [স] ১ *বিণ* ব্যঙ্গাত্মক। 'দ্রুমিল্য সতির ভয়/ তিল আধ নাহি রয়/ নাহি কহে হাস্যরস কথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রসিকতা। 'বাকচাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্নে ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণোত্তর সেনাঙ্গ ধনভাণ্ডারাদি অবলোকন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'প্রকৃতিভেদে হাস্যরস সম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* হাসির উদ্রেক করে যে রস। *দর্পণ*, ১৮২৩।

হাস্যরসপ্রিয়তা [স] *বি* রসিকতা। 'জমিদারিটা আসলেই হাস্যরসপ্রিয়তা প্রকাশের জায়গাই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাস্যরসাত্মক [স] *বিণ* হাস্যরসের সৃষ্টি করে এমন। 'তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হাস্যরসিক [স] *বিণ* পরিহাসপটু; রসিকতায় দক্ষ। 'যদিচ হাস্যরসিক বলে তাদের কোনো খ্যাতি নেই।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'হাস্যরসিক বাঙালি হয়তো ঘটোৎকচকে নিয়ে বরাবর হাসাহাসি করে এসেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হাস্যরসীশ্বর [স] *বি* হাস্যরসে সবচেয়ে পারদর্শী। 'মাস্টারিতে ভর্তি করো হাস্যরসীশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

হাস্যলহরী [স] *বি* হাসির ঢেউ। 'তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাস্যলেশ [স] *বি* মৃদু হাসি। 'মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধরে ঈষৎ হাস্যলেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাস্যলেশহীন [স] *বিণ* সামান্য হাসিও নেই এমন। 'আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে হাস্যলেশহীন একটা সুগভীর নিরানন্দ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাস্যসংবরণ, হাস্যসম্বরণ [স] *বি* হাসি থামানো। 'এই ব্যাপার দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'সে আর হাস্যসম্বরণ করিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হাস্যস্কর [স] *বিণ* হাসির উদ্রেককারী। 'সদা হাস্যস্কর এবং সাংঘাতিক বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হাস্যহিল্লোল [স] *বি* হাসির ঢেউ। 'শরতের অকারণ হাস্যহিল্লোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হাস্যাধর [স] *বি* হাসিমাখা অধর। 'সেই হাস্যাধর মলিন না হ'ত।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

হাস্যানন [স] *বি* হাসিমাখা মুখ। 'শৈশব কালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হাস্যাননী [স] *বিণ* হাসি মুখবিশিষ্ট। 'অকৃতী সন্তানে মাতা চির হাস্যাননী।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

হাস্যামোদ [স] *বি* হাস্যরসিকতা। 'স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাস্যালাপ [স] *বি* রঙ্গরসিকতা। 'যে-সকল কথাবার্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্মগ্রহণ করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হাস্যাস্পদ [স] ১ *বিণ* হাসিবিদ্রূপের পাত্র। 'হাস্যাস্পদ বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* হাস্যকর। 'অসম্ভব আশা উত্থাপন করা কীর্তকর্মকে হাস্যাস্পদ করা মাত্র।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হাস্যোজ্জ্বল [স] *বিণ* হাসিতে উজ্জ্বল। 'নলিনাক্ষের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার উপরে পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সূর্যের আলো বিস্তার করে হাস্যোজ্জ্বল কৌতুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হা হতোঽস্মি [স] – মরে গেলাম, এমন খেদোক্তি। 'হা হতোঽস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হা হন্ত [স] – বিষাদব্যঞ্জক সংস্কৃত বাক্যাংশ। 'কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হা হা, হাহা [ধ্বন্যা] ১ *অব্য* হায় হায়। 'হা হা নিদয় বিধি কেহ্ন হেন কৈল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *অব্য* খাঁ খাঁ। 'বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বি* হাসির উচ্চ শব্দ। 'রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বি* শূন্যতা প্রকাশক শব্দ। 'মন হাহা করে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হা হা করা *ক্রি* খাঁ খাঁ করা। 'বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হাহাকার [ধ্বন্যা হাহা+স কার] *বি* আর্তনাদজনিত ধ্বনি। 'কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হাহাকারভরা *বিণ* আর্তনাদপূর্ণ। 'রক্ত জমানো হাহাকারভরা চিৎকার কানে আসে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

হাহাক্কার [ধ্বন্যা হাহা+স কার] *বি* হাহাকার। 'সর্ব সভা মিলিয়া করএ হাহাক্কার।' *সুলতান*, ১৭০০।

হাহাতপ্ত [ধ্বন্যা হাহা+স তপ্ত] *বিণ* অত্যন্ত গরম। 'হাহাতপ্ত জ্বালাবাষ্প দিনের শিয়রে কাঁপে হৃদয় আমার।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

হাহাধ্বনি [ধ্বন্যা হাহা+স ধ্বনি] *বি* কান্নার শব্দ। 'সুখস্বর্গমাঝে কেন আনিছ বহিয়া হাহাধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

হাহারব [ধ্বন্যা হাহা+স রব] *বি* রোদনধ্বনি। 'চকোরিণী অভাগিনী হাহারব মুখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হাহাশ্বাস [ধ্বন্যা হাহা+স শ্বাস] ১ *বি* আক্ষেপসূচক ধ্বনি। 'চতুর্দ্দিকে ব্যর্থতার হাহাশ্বাস ধ্বনিত হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* দীর্ঘশ্বাস। 'প্রান্তরের হাহাশ্বাস বাতাসের মূর্ছনায় বিলীন কোন দিনের ইতিহাস যোজনা করিতেছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হা হা স্বর, হাহাস্বর [স] *বি* আর্তিপূর্ণ ধ্বনিবিশেষ। 'সকরুণ হা হা স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে না ওঠে তখনি মনটা যথার্থ নিরানন্দ নিশ্চেষ্ট নির্জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'ফিরে বায়ু হাহাস্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'কাল রাতে তার আওয়াজ শুনেছি দরিয়ার হাহাস্বরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

হা-হা-হা, হা হা হা [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চস্বরে হাসির শব্দবিশেষ। 'মাঝে মাঝে শুধু শুনিতে পাইব/ হা-হা-হা অট্টহাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'হা হা হা পায় যে হাসি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হাহুতাশ [স হুতাশ>] *বি* আক্ষেপ। 'এইরূপ করে কত ভঙ্গী হাহুতাশ।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'কলকণ্ঠে হা-হুতাশ করিতেছিল।' *শরৎ*, ১৯১৬।

হাহুতাশ করা *বি* আক্ষেপ করা। 'কবি তাহা স্পষ্টত হাহুতাশ করিয়া বর্ণনা করেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হি *অব্য* নিশ্চয়। 'কাতর কামিনী, বদন যামিনী নাথ মলিন হি ভেল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

-হি *বিভক্তি*। 'ভ্রুহি কাল শাপ যুগল তাহাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হিঅ হিঅ [ধ্বন্যা] *বি* উৎসাহ-সূচক শব্দবিশেষ। 'তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্নু বাহে নাএ।' *বড়ু*, ১৫০০।

হিআ [স হৃদয়] ১ হৃদয়। 'রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্তন। 'কাঞ্চুলী চিরিল টানে হিআ খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **হিয়া**

হিঅ [স হৃদয়] *বি* হিয়া। 'হিঅ তাঁবোলা মহাসুহেঁ কাপুর খাই।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

হিউ [ধ্বন্যা] *অব্য* হাল টানার সময়ে নাবিকের মুখের শব্দবিশেষ। 'ডুবিল হাদুর ডিঙ্গা হিউ পাইব কই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিউমার [ই] *বি* কৌতুক। 'তোমরা যাকে হিউমার বল, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হিউম্যানইজম [ই] *বি* মানবতাবাদ। 'নূতন হিউম্যানইজমের রিলিজ্যাস মুভমেন্ট হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

হিউম্যানিস্ট [ই] *বিণ* মানবতাবাদী। 'হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগরের পরিচয় ...।' *বিনয়ঘোষ*, ১৯৫৭।

হিং [স হিঙ্গু] *বি* কটু গন্ধময় বৃক্ষনির্যাসবিশেষ। 'আদা দিয়া হিং দিয়া রাঁধো যদি ঝোল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হিংলাজ *বি* বুনো ফুলবিশেষ। 'সবুজ হিংলাজের মালা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হিংসক [স] ১ *বিণ* ঘাতক। 'ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিগে পশুর হাড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* হিংস্র। 'কামাতুর, কুবোধি, অবিচারী, হিংসক, অগ্যান, গৃহস্তো বীর্যের শরীর নাশী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ৩ *বি* শত্রু। 'দুরন্ত হিংসক পালায় ভৈরবরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হিংসন [স] *বি* হিংসা; বিদ্বেষ। 'গো ব্রাহ্মন দেব করএ হিংসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

হিংসা[1] [স] *ক্রি* হিংসা করা। **হিংসিতে** *ক্রি* হিংসা করতে। 'ব্রাহ্মন দেবতায় জখন হিংসিতে লাগিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **হিংসিব** *ক্রি* হিংসা করবে। 'প্রজারে হিংসিব রাজা ধন লোভ করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হিংসা[2] [স] ১ *বি* বিদ্বেষ। 'ধর্ম্ম হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অনিষ্ট। 'কার হিংসা নাঞি করি কালকেতু হইল অরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* হত্যা। 'তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বি* পরের ক্ষতি করার বাসনা। 'তবে ক্যান বড়ী দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝকড়া ও হিংসায় কাল কাটায়?' *হুতোম*, ১৮৬১। ৫ *বি* ঈর্ষা। 'এটুকুতে কত হিংসা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হিংসাকাতর [স] *বিণ* হিংসাপরায়ণ। 'এ যেন হিংসাকাতর ঈর্ষাকাতর ওই কুৎসিত কালো মেঘটার গভীর এক ষড়যন্ত্র।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হিংসাতুর [স] *বিণ* হিংসায় কাতর। 'এমন হিংসাতুর মন কোথা হইতে আপদের মত তার সঙ্গ লইয়াছে অকস্মাৎ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হিংসাত্মক [স] *বিণ* হিংসামূলক। 'অর্থনৈতিক বৈষম্য তেমনি মানুষকে হিংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

হিংসাদ্বেষ [স] *বি* ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। 'যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে, যাত্রা করি ছাড়ি হিংসাদ্বেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হিংসা নদী [স] *বি* হিংসারূপ নদী। 'হিংসা নদী উথলিল, কোপানল বৃদ্ধি পেল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

হিংসানল [স] *বি* হিংসার আগুন। 'অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হিংসাপরবশ [স] *বিণ* ঈর্ষাতুর। 'অন্যের প্রতি হিংসাপরবশ হইয়া ...।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

হিংসাপ্রখর [স] *বিণ* হিংসাপূর্ণ। 'তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হিংসা-বহ্নি [স] *বি* হিংসার আগুন। 'নয়নে তার দারুণ হিংসা-বহ্নি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হিংসাবৃত্তি [স] *বি* হিংসাপ্রবণতা। 'ইহাদের হিংসাবৃত্তি প্রবল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হিংসামতি [স] *বিণ* ঘাতক। 'হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নিচ জাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিংসামুখর [স] *বিণ* হিংসায় মুখর এমন। 'সিন্ধুতীরের শৈলতটের পরে/ হিংসামুখর তরঙ্গদল যতই আঘাতে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিংসালু [স] *বিণ* হিংস্র। 'ভ্রমে আশেপাশে হিংসালু শিবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হিংসাশী [স] *বিণ* হিংসাত্মক। 'হিংসাশী মোরা মাংসাশী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হিংসাসর্প [স] *বি* হিংসারূপ সাপ। 'সে যে ওই অনাদি উদয় হতে/ হিংসাসর্প-যজ্ঞমন্ত্র-টান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হিংসুক *বিণ* ঈর্ষাকাতর। 'হিংসুক-দল! জোর তুলেছি শোধ তোদের।' *নজরুল*, ১৯২২।

হিংসুটে [স হিংসা>] *বিণ* পরশ্রীকাতর। 'আমি তোমার মত হিংসুটে নই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩; 'তুমি ভারি হিংসুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

হিংস্র [স] *বিণ* প্রাণহারক। 'ভালুকাদি হিংস্র জন্তু।' *কেরি*, ১৮১২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিংস্রক [স] *বিণ* হিংস্র। 'নানা প্রকার হিংস্রক জন্তু।' *রামরাম*, ১৮০১; 'আছে কি হিংস্রক জন্তু কূপের ভিতর?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হিংস্রকুটিল [স] *বিণ* হিংস্র এবং কুটিল। 'মানবতা যেন অমানুষিকতার বিরুদ্ধে হিংস্রকুটিল হয়ে উঠেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

হিংস্রতম [স] *বিণ* অতিশয় হিংস্র। 'স্বার্থ লোভে হয়ে উঠেছে হিংস্রতম রক্ত-লোলুপ, বীভৎস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হিংস্রতর [স] *বিণ* অত্যন্ত হিংস্র। 'গাইটির দিকে তাকিয়ে রমজান যেন হিংস্রতর হয়ে উঠেছে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

হিংস্রতা [স] ১ *বি* বিদ্বেষপরায়ণতা। 'শত্রুর প্রতি অন্ধ হিংস্রতা বিকৃত মানবচরিত্রের পশুপ্রবৃত্তি, তাহা বিশেষরূপে প্রাচ্য-চরিত্রে নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'পূজাবিধিতে চরিত্রবিকৃতি বা হিংস্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* নিষ্ঠুরতা। 'হিংস্রতা আর আঁধি দেয়ালের দেশ থেকে তার মুক্তির জন্যে।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

হিংস্রনখ [স] *বিণ* আক্রমণাত্মক নখবিশিষ্ট। 'হিংস্রনখ পিতলের বাজ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

হিংস্রপ্রকৃতি [স] *বি* ভয়ানক স্বভাব। 'কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা অতিশয় হিংস্রপ্রকৃতির লোক।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

হিংস্রমূর্তি [স] *বি* হিংসাত্মক আকার। 'আমার অহংকার কেন এমন হিংস্রমূর্তি ধারণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হিংস্রলোলুপ [স] *বিণ* হিংস্র এবং লোভী। 'আদিমকালের হিংস্রলোলুপ বিভীষিকার মতো।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

হিংস্রশক্তি [স] *বি* হিংসাত্মক শক্তি। 'হিংস্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

-হিঁ *অব্য* ও। 'যোইণি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

হিঁএ [স হৃদয়] *ক্রিবিণ* হৃদয়ে। 'বিদু ণাদ ণ হিঁ এ পইঠা।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

হিঁচড়ানো *ক্রি* বলপূর্বক টানা। 'হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম।' *শরৎ*, ১৯১৮। **হিঁচড়ে** *ক্রি* বলপূর্বক টেনে। 'তাহাকে ধরে হিঁচড়ে লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হিঁচড়ে-মিচড়ে *ক্রিবিণ* টেনেটুনে। 'আমি হিঁচড়ে-মিচড়ে তার একটা বাংলা করেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হিঁদু [ফা হিন্দু] *বি* হিন্দু। 'হিঁদুর দেবতা সম ঠাট তার ধড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হিঁদুয়ানি, হিঁদুয়ানী [ফা হিন্দু>] ১ *বি* হিন্দুর ধর্ম। 'একটা বে হয়ে গেল বলে কি হিঁদুয়ানী গেল?' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বি* হিন্দু পরিচয়। 'ইচ্ছা হয় হিঁদুয়ানী রাখিব না আর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* হিন্দুত্ব। 'বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হিঁসরা [স হ্রেষা] *বি* হ্রেষা রব করা। 'গোলা বিসরে ঘোটক হিঁসরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হিকমত [আ] *বি* কৌশল। 'আইনের হিকমতে মামলা মাঝপথেই ফেঁসে গেল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

হিক্কা [ধ্বন্যা] *বি* হেঁচকি। 'ঘন ঘন হিক্কা হয় সর্ব অঙ্গ নড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হিঙ, হিঙ্গ [স হিঙ্গু] *বি* ঔষধ বা ব্যঞ্জনের মসলা হিসেবে ব্যবহৃত কটু গন্ধের এক প্রকার উপাদন। 'নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস চঞ্চি মেথি জোহানি মহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাবুলীরা জাফরান আর হিঙ নিয়ে আসে?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি [স] *বি* পারদ ও গন্ধক মেশানো লাল রঙের যৌগিক পদার্থ বিশেষ। 'দিব্য ঘট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ফটিকের স্তম্ভ সব হিঙ্গুলি বন্ধন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হিঙুল [স হিঙ্গুল] *বিণ* হিঙ্গুলের মতো লাল। 'সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙুল গালের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

হিচল, হিছোল *বি* হেচকা টান। 'হিআ খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ হিছোলে লএ পরানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হিচল মারিয়া প্রাণ লইল খসাইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

হিজড়া, হিজড়ে [ফা হীজ] *বি* একই দেহে স্ত্রী ও পুং চিহ্নযুক্ত মানুষ। 'মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'আমি সেই হিজড়াটাকে পাঠিয়েছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হিজরত [আ] *বি* দেশত্যাগ। 'হিজরত করে হজরত কি রে এল এ মেদিনী-মদিনা ফের?' *নজরুল*, ১৯২৮; 'পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে হিজরত।' *কোম*, ১৯৪৭।

হিজরি, হিজরী, হিজিরা [আ হিজরী] *বিণ* আরবি চান্দ্র-অব্দ। 'হিজরি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮; 'মুসলমানেরা মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের দিবস অবধি এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

হিয়ুরি [আ হিজরী] *বি* চান্দ্র-অব্দবিশেষ। 'সন হিয়ুরি ১২০২।' *চেরী*, ১৭৮৮।

হিজল [স হিজ্জল] *বি* গাছবিশেষ। 'দুই আঁকড় তুলিল হিজল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'হিজলগাছের দক্ষিণ দিকে সহসা বাড়িটা জেগে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

হিজল দাগুড়া *বিণ* আলসে। 'বৌড়া বড় হিজল দাগুড়া অঙ্গ নাড়ে না।' *কেরি*, ১৮০২।

হিজিবিজি [ধ্বন্যা] ১ *বি* বিশৃঙ্খলা; জটলা। 'গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুচে গিয়ে লন্ডনটা পরিষ্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* অস্পষ্ট অর্থহীন লেখা। 'বাহ্যজগৎ রূপ পেনসিল শুধু হিজিবিজি কেটে যায়।' *প্রমথ*, ১৯১২। ৩ *বি* আবোল-তাবোল। 'আনমনে কি বকিস হিজিবিজি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। ৪ *বিণ* অস্পষ্ট অর্থহীন রেখাযুক্ত। 'হিজিবিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিঞ্চী [স হিলমোচিকা] *বি* হেলেঞ্চা শাক। 'হিঞ্চী পিআল টাভাগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হিনচা [স হিলমোচিকা] *বি* শাকবিশেষ। 'হিনচা কলমী শাক তোলে ডানিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিটলারী [জ হিটলার>] *বিণ* হিটলারের মতো। 'নাকের তলায় টুথব্রাশের মত হিটলারী গোঁপ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হিটার [ই] *বি* ঘর উত্তপ্ত করার যন্ত্র বা বৈদ্যুতিক উনুন। 'মোটরের যন্তরটন্তর, পাখাটাখা, হিটার, মিটার এসব সারাতে জানেন মেজোমামা।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হিটাল *বি* ঢেলা। 'হিটাল ফেলিয়া মারে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

হিড় হিড় [ধ্বন্যা] *বি* জোরপূর্বক দ্রুত টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সৃষ্ট শব্দ। 'সারজন বলবান – জোরে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিড়িংফিড়িং [ধ্বন্যা] *বি* তন্ত্রমন্ত্র। 'হিড়িংফিড়িং দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হিড়িক, হিড়ীক ১ *বি* হুজুগ। 'সেই হিড়ীকে এক জন ... দলে বাড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* ভিড়। 'তারা খাবে হিড়িকটা কেটে গেলে।' *জীবন*, ১৯৩৩। **৩** *বি* ধাক্কা। 'রিট্রেঞ্চমেন্টের প্রথম হিড়িকেই প্রদ্যোতের চাকরি গেল।' *তারা*, ১৯৪৩। **৪** *বি* উন্মাদনা। 'কী হিড়িকই আনলে ক্ষুদিরাম।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হিণ্ডা [পা হিণ্ডতি] *ক্রি* খুঁজে বেড়ানো। 'একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

হিত [স] **১** *বি* মঙ্গল। 'চিন্তির্বো তোক্ষার হিত পরাণশকতি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শুনিলেই হৈবে বড় হিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* মঙ্গলজনক। 'কহি হিত উপদেশবাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিত উপদেশ [স] *বি* হিতোপদেশ; বিষ্ণুশর্মা রচিত নীতিগ্রন্থবিশেষ। 'হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিতকথা [স] *বি* সদুপদেশ। 'হিতকথা আর কোরো না গুরু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হিতকর [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'আদেশিলা জনকে বচন হিতকর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হিতকরী [স] *বিণ* কল্যাণমূলক। 'সমাজের হিতকরী কার্য হয় না।' *সওগাত*, ১৯৩০।

হিতকর্তা, হিতকর্ত্তা [স] *বিণ* কল্যাণকারী। 'তুমি জগদ্‌গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হিতকর্ম [স] *বি* কল্যাণমূলক কাজ। 'দেশের কোনো হিতকর্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম নষ্ট হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হিতকল্প [স] *বি* মঙ্গলচিন্তা। 'জাতীয় হিতকল্পে অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০০।

হিতকামী [স] *বিণ* মঙ্গল কামনা করে এমন। 'বাংলার হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই তাহাতে সবিশেষ আনন্দিত হইবেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

হিতকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গলজনক। 'এই সভা উত্তমতা ও সর্ব্বসাধারণের হিতকারিণী হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

হিতকারী [স] *বিণ* কল্যাণকারী। 'জগতের হিতকারী বাসুদেবদত্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হিতকার্য, হিতকার্য্য [স] *বি* মঙ্গলজনক কাজ। '... দুহিতার হিতকার্য্যে বিহিত মন্ত্রণা করা উচিত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'যাহা সাধারণ হিতকার্য – অর্থাৎ দিঘি-খনন, মন্দির-স্থাপন, বাঁধ-নির্মাণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হিতচিকীর্ষু [স] *বিণ* কল্যাণকামী; মঙ্গল করতে ইচ্ছুক এমন। 'ভাই স্বজাতি হিতচিকীর্ষু!' *প্রচারক*, ১৯০৩।

হিতচিন্তন [স] *বি* কল্যাণচিন্তা; মঙ্গলকামনা। 'আপনে আপন হিত চিন্তন উচীত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হিতজনক [স] *বিণ* উপকারী। 'হিতজনক ব্যাপারে ব্যয় হইলে ভাল হয় কি না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

হিত বাক্য [স] *বি* উপদেশ। 'অবিরত হিত বাক্য বোলয় পণ্ডিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হিতবাদ [স] *বি* সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের উপকার সাধনের মতবাদ। 'বেন্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হিতবাদী [স] *বিণ* সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের উপকার সাধন করা – এমন মতবাদের অনুসারী। 'হিতবাদী কর্মী না হয়ে তাঁদের উপায় ছিল না।' *শরীফ*, ১৯৭০।

হিতবুদ্ধি [স] *বি* শুভবুদ্ধি। 'হিতবুদ্ধিহন্তারক ক্ষণিকের এ- আত্মবিস্মৃতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিতব্রত [স] *বি* পরের কল্যাণ ব্রত। 'তথাচ চিরাবলম্বিত হিতব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যান নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হিতসাধক [স] *বিণ* কল্যাণ সাধনকারী। 'যোগজীবন ... জীবনদাতা হিতসাধক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হিতসাধন [স] **১** *বি* মঙ্গল সম্পাদন। 'তাহার হিতসাধন করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বিণ* কল্যাণকর। 'ইহা যদি দেশের হিতসাধন হ ...।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০।

হিতসাধনা [স] *বি* মঙ্গলের প্রয়াস। 'অপর সব জাতির সমানভাবে হিত সাধনা করতে পারবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

হিতসাধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গল কামনা করে অনুষ্ঠিত। 'আজ আমা হিতসাধিনী ব্রত।' *বিমল*, ১৯৫৩।

হিতাকাঙ্ক্ষা [স] *বি* ভালো কিছুর করার আশা বা ইচ্ছা 'হিতাকাঙ্ক্ষায় দুপুর রাত্রে ডাকাইয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হিতাকাঙ্ক্ষিণী [স] *বি স্ত্রী* কল্যাণকামী। 'তিনি কখনই স্বামী হিতাকাঙ্ক্ষিণী নহেন।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

হিতাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* মঙ্গল কামনাকারী। 'এমন হিতাকাঙ্ক্ষী ব মহিনের আর কেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হিতাচার [স] *বি* উপকার সাধন। 'সর্ব্ব প্রাণী হিতাচার আপনা নাহি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হিতানুষ্ঠান [স] *বি* হিতের জন্য অনুষ্ঠান। 'আমরা যশোভিলাষ পরবশ হইয়া কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হিতার্থে *ক্রিবিণ* কল্যাণের উদ্দেশ্যে। 'এতদ্দেশের হিতার্থে এ সমাজ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

হিতার্থী [স] *বি* মঙ্গল কামনাকারী। 'রাষ্ট্রকে হিতার্থী বিজ্ঞানধ পরিচালক হিসেবে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হিতাশ [স] *বি* মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। 'হিতাশে হিতাশী আমি হনু তো লাগি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

হিতাশী [স] *বিণ* হিতৈষী। 'রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী *ভারত*, ১৭৬০।

হিতাহিত [স] *বি* ভালো-মন্দ। 'এথেক ভাবিয়া দেখ নিজ হিতাহিত *বাহরাম*, ১৬৫০।

হিতাহিতজ্ঞ [স] *বিণ* শুভাশুভ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'আপনারদিগে হিতাহিতজ্ঞ করিতে চাহি।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

হিতাহিতজ্ঞান [স] *বি* ভালো ও মন্দ বিবেচনার জ্ঞান। 'যে মন হিতাহিত জ্ঞানের অনুদেশক্রমে যুক্তির লণ্ঠন হাতে লইয়া ... *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হিতাহিতজ্ঞানশূন্য [স] *বিণ* ভালোমন্দের জ্ঞান নেই এমন। 'বিন্দু হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল।' *শরৎ*, ১৯১৩।

হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন [স] *বিণ* ভালোমন্দের জ্ঞান আছে এমন। 'এ হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চতম কর্ম্মচারীদিগের অজ্ঞাত।' *অক্ষ* ১৮৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিতাহিতবুদ্ধি [স] *বি* ভালোমন্দ বিবেচনার জ্ঞান। 'হিতাহিতবুদ্ধি আচ্ছন্নতাকারী দ্রব্য বিক্রয়ে অনুৎসাহ দেওয়া শ্রেয়ঃকল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হিতাহিতবোধ [স] *বি* ভালোমন্দ বিবেচনার জ্ঞান। 'ভ্রাতৃস্নেহ ও হিতাহিতবোধ, তাহাদের হৃদয় হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হিতাহিতানভিজ্ঞ [স] *বিণ* ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা নেই এমন। 'অজ্ঞ হিতাহিতানভিজ্ঞ সামান্য লোকেরা।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

হিতেচ্ছক [স] *বি* কল্যাণ সাধনে ইচ্ছুক ব্যক্তি। 'দেশের হিতেচ্ছকই এই মহৎকার্য্যে উৎসাহ দাতা।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

হিতেচ্ছু [স] *বিণ* মঙ্গল করতে ইচ্ছুক। 'দেশের হিতেচ্ছু ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হিতে বিপরীত *বি* ভালোর জায়গায় মন্দ। 'অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'তাতে মোর হয়ে গেল হিতে বিপরীত।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'স্টেটের দ্বারা দুর্দশামোচনের চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হিতৈষণা [স] *বি* মঙ্গল করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। 'ইঁহারা জাতীয় হিতৈষণা ও ভাষার দিক দিয়া যতটা ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।' *সওগাত*, ১৯২৬।

হিতৈষণাপূর্ণ [স] *বিণ* মহৎ ইচ্ছাসম্পন্ন। 'তাঁর সেই হিতৈষণাপূর্ণ উপরোধ স্মিত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

হিতৈষা [স] *বি* মঙ্গল করার আকাঙ্ক্ষা। 'বিশ্বহিতৈষা ও বিশ্বজনের শৃঙ্খলমুক্তির পথেই সত্য প্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হিতৈষি [স হিতৈষী] *বিণ* শুভার্থী। 'ওগো নাপিতিনী মাসী তোমাকে বড় ভালবাসি তুমি আমার হিতৈষি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হিতৈষিণী [স] *বি স্ত্রী* কল্যাণকামী; মঙ্গল করতে ইচ্ছুক। 'আপনকার হিতৈষিণী হইয়া স্মরণার্থ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'তুমি আমার পরম হিতৈষিণী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

হিতৈষিতা [স] *বি* মঙ্গল করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। 'ডাক্তর উইলসন সাহেবের হিতৈষিতা ও সুবিবেচনা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

হিতৈষী [স] *বি* কল্যাণকামী; শুভাকাঙ্ক্ষী। 'রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকেরদের সর্ব্বপ্রকারে হিতৈষী।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হিতোপদেশ [স] *বি* মঙ্গলজনক উপদেশ। 'হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সকরুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হিতোপদেশক [স] *বিণ* কল্যাণকর উপদেশ দানকারী। 'বিশেষতঃ অক্ষর বানান হিতোপদেশক ইতিহাস ব্যাকরণের মূল বিষয় ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

হিতের *বি* হাতিয়ার। 'হিতের বান্ধিল চটপট চলিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **হাতিয়ার**

হিন [স হীন] ১ *বিণ* হীন; নীচ। 'মুনি বোলে ক্ষুদ্র অতি হিন তোর বুদ্ধি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* দুর্দশাগ্রস্ত। 'যুধিষ্ঠির হইব রাজা কুরু হৈল হিন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। দ্র **হীন**

হিনজন [স হীনজন] *বি* হীনজন। 'হিনজন মত কর্ম্ম রাজাএ করিব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হিনচা দ্র **হিঞ্চা**

হিন হিন [ধ্বন্যা] *বি* হ্রেষাধ্বনি। 'রণভূমে এসে ঘোড়া হিন হিন ডাকে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হিন্তাল [ফা হীন্তাল] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র ... নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হিন্দি, হিন্দী [ফা] ১ *বি* হিন্দুস্থানের অধিবাসী। 'লাহোরী মূলতানী হিন্দী কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* হিন্দি ভাষা। 'কহিছে হিন্দি বাত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হিন্দিওয়ালা *বি* হিন্দিভাষী। 'হিন্দিওয়ালাদের ত আরও বিপদ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হিন্দু [ফা] ১ *বি* বেদ-সংহিতা-পুরাণ-ভিত্তিক ধর্মের অনুসারী। 'আর সব হিন্দু কাজি মারে কদর্থিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দক্ষিণ এশিয়াবাসী। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

হিন্দস্তান [ফা হিন্দুস্তান] *বি* ভারতবর্ষ। 'রূপের অবধি লই হিন্দস্তান হানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হিন্দু আইন [ফা] *বি* হিন্দু জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন। 'হিন্দু আইনের পর ভাইয়ের সঙ্গে বোনেরও সমান অংশ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

হিন্দুআনি [ফা হিন্দু+ফা আনা>] *বি* হিন্দুর ধর্ম ও আচার আচরণ। 'মোর বোলে সংশিয়া কে করে হিন্দুআনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হিন্দুইজম [ফা হিন্দু+ই ইজম] *বি* হিন্দুত্ববাদ। 'হিন্দুইজম ধর্ম্ম নহে, উহা একটা সংক্রামক ব্যাধি ব্যতীত আর কিছুই নহে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

হিন্দু কালচার [ফা হিন্দু+ই কালচার] *বি* হিন্দু সংস্কৃতি। 'হিন্দু কালচার ও হিন্দু জাতির অতীত গৌরব।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

হিন্দু-তমদ্দুন [ফা হিন্দু+আ তামাদ্দুন] *বি* হিন্দু-সংস্কৃতি। 'হিন্দু-তমদ্দুনের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে নবপর্য্যায়ের এই সাহিত্য ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

হিন্দুত্ব [ফা হিন্দু+স ত্ব] *বি* হিন্দুয়ানি। 'এই হিন্দুত্ব থাকিবেক তদবধি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

হিন্দুদ্বেষী [ফা হিন্দু+স দ্বেষী] *বিণ* হিন্দুদের ঘৃণা করে এমন। 'মিথ্যাবাদী হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হিন্দুধর্ম, হিন্দুধর্ম্ম [ফা হিন্দু+স ধর্ম] *বি* বেদ-সংহিতা-পুরাণ-ভিত্তিক ধর্ম। 'হিন্দুধর্ম্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে তিরস্কার করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হিন্দুপর্ব *বি* হিন্দুদের উৎসব। 'হিন্দুপর্বের সময় এ নিয়ে দাঙ্গা হয়েছে পর্যন্ত।' *উমর*, ১৯৬৮।

হিন্দু বঙ্গ *বি* বাংলার যে অংশ হিন্দু জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে। 'হিন্দু বঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি সমবেতভাবে চেষ্টা করিতেছে বর্ত্তমান রোয়েদাদ বাতিল করিয়া দিতে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

হিন্দুবণিক *বি* হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়ী। 'হিন্দুবণিকের নিকট শস্য প্রার্থনা করিতে হইল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

হিন্দুবর্গ *বি* সনাতন ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠী। 'সর্ব্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হিন্দুভাবাপন্ন [ফা হিন্দু+স ভাবাপন্ন] *বিণ* হিন্দু-প্রভাবিত। 'আধুনিক বঙ্গভাষা হিন্দু ভাবাপন্ন ইহা সত্য।' *বাসনা*, ১৯০৯।

হিন্দুমত *বি* হিন্দুধর্ম ও আচার। 'কৌমুদী হিন্দুমত হইতে একেবারে বহিষ্কৃত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

হিন্দুয়ানি, হিন্দুয়ানী [ফা হিন্দু+ফা আনা>] *বি* হিন্দুর ধর্ম ও আচার আচরণ। 'এতকাল কেহ নাহি কৈলে হিন্দুয়ানী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হিন্দুর তনয় হই নিন্দ হিন্দুয়ানি।' *সুলতান*, ১৬৫০।

হিন্দুলোক *বি* হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ। 'হিন্দু লোকেরা জাহাজে চড়িয়া অন্য দেশে যাইতে পারেন না।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

হিন্দুশাস্ত্র *বি* হিন্দুধর্ম-বিষয়ক শাস্ত্র। 'এইরূপ বিবেচনা হওয়াতে হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ ব্যবস্থা স্থির হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২০।

হিন্দুসংস্কৃতি *বি* হিন্দুসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি। 'মিথিলা ছিল ভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতির লীলাভূমি।' *হাই*, ১৯৫৪।

হিন্দুসভ্যতা *বি* ভারতীয় সভ্যতা। 'হিন্দুসভ্যতার মূল কথা, জ্ঞানেই মুক্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হিন্দুসমাজ *বি* হিন্দু ধর্মানুসারীদের সমাজ। 'বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

হিন্দুসাহিত্য *বি* হিন্দু সংস্কৃতিপ্রধান সাহিত্য। 'হিন্দু গৌরবপুষ্ট হিন্দুসাহিত্য।' *এসলাম*, ১৯১৯।

হিন্দুস্তান [ফা] *বি* ভারতবর্ষ। 'হয় হিন্দুস্তানে হস্তী খোরাসানে/ বিড়াল চীন দেশে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হিন্দুস্তানি [ফা] *বিণ* ভারতীয়। *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র **হিন্দুস্থানি**

হিন্দুস্থান [ফা হিন্দুস্তান>] *বি* ভারতবর্ষ। 'হিন্দুস্থান দেশে এক দরিয়ার বিচে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হিন্দুস্থানি, হিন্দুস্থানী ১ *বি* উত্তর-ভারতে বিকশিত ভারতীয় ভাষাবিশেষ; হিন্দি-উর্দু। 'হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিআছে পোথা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'হিন্দুস্থানি, হিব্রু, গ্রীক, ... এই দশ ভাষায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ *বিণ* উত্তর ভারতীয়। 'কোন মজলিশ অথবা দরবার যাইবার নিমিত্ত হিন্দুস্থানি পোষাকও ব্যবহার করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'কোন হিন্দুস্থানী বেশ্যা কিম্বা বাঙ্গালী বেশ্যা।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বিণ* ভারতবর্ষীয়। 'আপনারা তো আসলে আফগান, এদেশে বসবাস করে হিন্দুস্থানী হয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। দ্র **হিন্দুস্তানি**

হিন্দুস্থানীয় [ফা হিন্দুস্তান+স ঈয়] ১ *বিণ* উত্তর ভারতীয়। 'তত্তভাষা ও তত্তদ্ব্যবহার ক্রমে২ হিন্দুস্থানীয় ভাষা ও ব্যবহারমধ্যে এ মিশ্রিত হইয়াছে এ যথার্থ বটে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বিণ* সর্বভারতীয়। 'তাবৎ হিন্দুস্থানীয় গ্রন্থকর্তার উপযুক্ততা জানিতে পারগ হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

হিন্দুস্থানী সংগীত *বি* উত্তর ভারতে প্রচলিত রাগসংগীত। 'হিন্দুস্থানী সংগীত এমন একটি কলাবিদ্যা...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হিন্দুকুশ *বি* পর্বতবিশেষ। 'কান্দাহারের সন্নিহিত দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া হিন্দুকুশে বাস করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হিন্দোল [স] ১ *বি* দোলা। 'প্রণয়-হিন্দোল-শায়িনী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল।' *নজরুল*, ১৯২২।

হিন্দোলা [স হিন্দোল] ১ *বি* দোলনা। 'হিন্দোলা ঢুলাইতে বিবি নাহিক চেতন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* (সংগীত) একটি রাগের নাম। 'ওগো নৃত্য-ভোলা, ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হিপনটিক [ই] *বিণ* সম্মোহনী; আকর্ষণীয়। 'খবরগুলিও ওষুধের বিজ্ঞাপনের মতো এমন হিপনটিক!' *মানিক*, ১৯৩৭।

হিপনটিজম, হিপনোটিজম [ই] *বি* সম্মোহন। 'হিপনটিজমের ঘো কদিন থাকে?' *প্রমথ*, ১৯৩৭; 'রোমানটিসিজমের হিপনোটিজমে মু আছেন বলেই আপনি বাস্তবকে দেখতে পাচ্ছেন না।' *মোতাহের* ১৯৫০।

হিপ্নোটিজম [ই] *বি* সম্মোহন। 'মায়ের হিপ্নোটিজম আজ যে লটিকে কায়দায় আনতে পারলে না।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

হিপ হিপ হুরে, হিপ হিপ হুররে [ই] – আনন্দপ্রকাশ বাক্যাংশবিশেষ। 'থ্রী.চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক– হিপ হিপ হুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'হিপ হিপ হুররে নাদে দিগন্ত প্রকম্পি করিতে করিতে জঙ্গলে প্রবেশ করিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

হিফাজত [আ] *বি* তত্ত্বাবধান। 'ফুপুজানের হিফাজত থেকে ...।' *রশীদ* ১৯৬৩।

হিফিলা *ক্রি* বিতাড়িত করা। 'হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহ টাল।' *বড়ু* ১৪৫০।

হিব্রু [ই] *বি* পশ্চিম এশিয়ায় প্রচলিত ইহুদিদের ভাষা। 'হিব্রু, গ্রীক, .. এই দশ ভাষায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

হিম [স] ১ *বিণ* শীতল। 'দিনে দিনে খিন তনু হিম কমলিনি।' *বিদ্যাপতি* ১৪৬০। ২ *বি* জমাট-বাঁধা শিশির। 'তুষারি শিশির রিতু হিম চারি মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* শীতকাল। 'এককালে ছয় ঋতু গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* শিশির; তুষার। 'ওস ১৭৮২। ৪ *বি* শীতল বাতাস। 'আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হিম খাইতে পারি না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হিম অঙ্গ [স] *বি* শীতল দেহ। 'হিম অঙ্গ, অতি ধীরে বহিছে ধমনী *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হিমঅচল [স] *বি* হিমালয় পর্বতমালা। 'বিন্ধ্য হইতে হিমঅচল *নজরুল*, ১৯৩০।

হিমকণা [স] ১ *বি* ঠাণ্ডায় জমাট-বাঁধা শিশির। 'কোথাও শিশির কোথাও হিমকণা বা বরফ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* অশ্রুর ফোঁটা 'নয়নে তোমার হিমকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হিমকর [স] *বি* যার কিরণ শীতল; চাঁদ। 'জৈসে হিমকর মু পরিহরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিমকরবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* চন্দ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্টা। 'হরিণপরিহী হিমকরবদনা সীমন্তিনীসমূহ সম্ভূত হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হিমকাল [স] *বি* শীতকাল। 'হিমকালে বস্ত্র বিনে কম্পিত অপার *বাহরাম*, ১৬৫০।

হিমকেন্দ্র [স] *বি* মেরু অঞ্চল। 'বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্যট পারির সমভিব্যাহারী ফষ্টর লিখেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হিমকৈলাস [স] *বি* হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গ। 'হিমকৈলা টালমাটাল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হিম-কোল *বি* শীতল কোল। 'শেষে পসারিয়া মোরে স্বপন করিতে হরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হিমগিরি [স] *বি* হিমালয় পর্বত। 'জইঅও জতনে গোঅএ চাহ হিমগিরি ন নুকাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

হিমগৃহ [স] *বি* ঠাণ্ডা ঘর। 'কাদম্বরী মান- ও বিরহতাপিতা হ হিমগৃহে অবস্থান করছেন।' *তারা*, ১৯৪০।

হিমছায়া [স] *বি* শীতল ছায়া। 'অদ্ভুত ব্যাধির হিমছায়া/ দীর্ণ ক নির্যাতিত শুদ্ধ কল্পনাকে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমচ্ছায়া [স] *বি* শীতল ছায়া। 'নেমে আসে, নেমে আসে হৃদয়ের ক্লান্ত হিমচ্ছায়ে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

হিমজড় [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'শতছিদ্র আবরণের অন্তরালে হিমজড় খোলসের নীচে।' *সবুজ*, ১৯২১।

হিমজল [স] *বি* ঠাণ্ডা জল। 'হিমজলে পাপড়ির স্তরে ঢাল গো তরল আলো কত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

হিম জ্যোৎস্না [স] *বি* শীতের চাঁদের আলো। 'হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেখা।' *জীবন*, ১৯৩২।

হিম-ঝরা *বিণ* শীতলতা ছড়ায় এমন। 'হিম-ঝরা বাতাস আর অজস্র জ্যোৎস্নার মায়াতে পৃথিবী যখন স্বপ্ন দেখছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

হিমঝুরি [স হিম+ঝুরি] *বি* ফুলবিশেষ ও তার গাছ; আকাশনিম। 'হিমঝুরি শাখা-পরে/ চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে/ শীতের রোদ্দুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হিম-নিরেট *বিণ* বরফের ন্যায় কঠিন। 'এই হিম-নিরেট প্রাণ।' *নজরুল*, ১৯২২।

হিমধামা *বি* চাঁদ। 'কনয়লতা অবলম্বনে উঅল হরিনহীন হিমধামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিমনিথর *বিণ* বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'বন্ধ্যানারীর একটা হিমনিথর গরিমা।' *সবুজ*, ১৯২১।

হিম-পারাবার [স] *বি* শীতল সমুদ্র। 'পউষ এল অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

হিমপ্রধান [স] *বি* শীতপ্রধান। 'হিমপ্রধান জনপদে গ্রীষ্মকালে অপর্য্যাপ্ত পশু, পক্ষী, ও মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হিমবর্ষী [স] *বিণ* ঠাণ্ডা বর্ষণকারী। 'হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হিমবাত [স] *বি* তুষার প্রবাহ। 'হিমবাত জলধারা সহ্য করিয়া জলমধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হিমভারাক্রান্ত [স] *বিণ* শীতে জর্জরিত। 'শীতের রাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হিমমজ্জিত [স] *বিণ* বরফে ঢাকা। 'তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিম-মুকুর [স] *বি* ঝাপসা আরশি; বরফের আয়না। 'হিম-মুকুরে উঠবে ভাসি অরুণ ছবি তার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হিম রাত [স হিমরাত্রি] *বি* শীতের রাত। 'যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিম রাতে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

হিমরাশ [স] *বি* তুষার রাশি। 'রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হিম-শর্বরী [স] *বি* শীতল রাত। 'সাহারার সূর্য-ঝড় লুপ্ত হিম-শর্বরী-আতলে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

হিমশিলা [স] *বি* বরফ। 'সাধুভাষায় বরফের নাম হিমশিলা ও তুষারশিলা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হিমশীতল [স] *বিণ* বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'আরাম তুচ্ছ করিয়া মেরুপ্রদেশের হিমশীতল মৃত্যুশালার তুষাররুদ্ধ কঠিন দ্বারদেশে বারম্বার আঘাত করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'তোমার হিমশীতল রক্ত উষ্ণ হইয়া বহিয়া যাক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হিমশীতলতা [স] *বি* ভয়জনিত শীতলতা। 'ছেলেমেয়েদের বুকে এক নিমেষে হিমশীতলতা আসে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

হিমশুভ্র [স] *বিণ* তুষারের মতো সাদা। 'হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হিম-শ্বেত *বিণ* হিমের মতো সাদা। 'শ্যামল সৌন্দর্য তার হিম-শ্বেত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

হিম-শৈত্য [স] *বি* বরফ-শীতলতা। 'অগোচরে নামে হিম-শৈত্য,/ কোথায় পালাবে মরু দৈত্য?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হিমসর [স] *বি* আইসক্রিমের মাথায় লেপ্টে থাকা দুধ-নারকেলের প্রলেপ। 'শীর্ষের হিমসর আমার দুটি চোখে লোলুপতার এক প্রকার আলোক এনে দিচ্ছিল।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

হিমসিক্ত [স] *বিণ* তুষারসিক্ত। 'হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায় স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'হিমসিক্ত কম্বলের মত রাত্রি ঢেকেছে নিঃশেষে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

হিমসিখর [স হিমশিখর] *বি* হিমালয় শিখর। 'মলয়ানিল হিমসিখরে সিধারল পিয়া নিজ দেস ন আওই রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিমস্নিগ্ধ [স] ১ *বিণ* শীতল। 'রাখো এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ-সম হিমস্নিগ্ধ করতলখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হিমহস্ত [স] *বি* শীতল হাত। 'কে ছুঁইল দেহ মোর/ হিমহস্তে তার?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হিমাংশু [স] *বি* চন্দ্র। 'নিশি দিনান্তর দহে হিমাংশু আদিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হিমাগম [স] *বি* হেমন্তকাল। 'ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হিমাঙ্গ [স] *বি* তাপশূন্য শরীর। 'নাড়ী ত্যাগ ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি মৃত্যুচিহ্ন হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

হিমাচল [স] *বি* হিমালয় পর্বতশ্রেণী। 'দক্ষিণে সাগরকূল উত্তরে হিমাচল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হিমাচল-গর্ভ [স] *বি* হিমালয়ের গুহা। 'হিমাচল-গর্ভে যদি লহ রে আশ্রয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হিমাচ্ছন্ন [স] *বিণ* তুষারাবৃত। 'হিমাচ্ছন্ন চক্ষে মোর জড়তার ঘন অন্ধকার।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হিমাদ্রি [স] *বি* হিমালয় পর্বতশ্রেণী। 'হিমাদ্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হিমাদ্রি-অধিরাজিত [স] *বিণ* পর্বত-শোভিত। 'এই সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হিমাদ্রিতুল্য [স] *বিণ* অপরিসীম। 'কিন্তু তাঁর ঔদাসীন্য হিমাদ্রিতুল্য।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

হিমাদ্রিদৃঢ় [স] *বিণ* হিমালয়ের মতো অটল। 'যাঁর হিমাদ্রি-দৃঢ় সংকল্পের কাছে মাথা নত করেছে ইংরেজ-ভারতীয় সবাই।' *শরীফ*, ১৯৭০।

হিমাদ্রি-শিখর *বি* পর্বতের চূড়া। 'হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ, অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হিমানত ধাড়ুল *বিণ* প্রাণবন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হিমানী [স] ১ *বি* ঠাণ্ডা। 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* তুষার। 'হিমানী-আবৃত গিরি যথা।' *মাইকেল*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৬০।

হিমানীক্লিষ্ট [স] *বিণ* তুষার-জর্জরিত। 'অস্থিমাংসগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল হিমানীক্লিষ্ট সুকুমার পুষ্পের ন্যায় খসিয়া পড়ে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

হিমানীপুঞ্জ [স] *বি* তুষাররাশি। 'অরুণ-কিরণ পতিত হওয়াতে হিমানীপুঞ্জ অতিশয় ঝকমক করিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হিমানীপ্রবাহ [স] *বি* শৈত্যপ্রবাহ। 'পৃথিবীর বুক ব্যাপ্ত করিয়া যে হিমানীপ্রবাহ ভাসিয়া উঠিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

হিমানীস্তূপ [স] *বি* বরফরাশি। 'তাহাদের পদতল পিচ্ছিল হিমানীস্তূপের উপরি গমনাগমনের উপযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হিমান্ত [স] *বি* শীতের শেষ। 'হিমান্তে, শুনি পিককুলধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হিমায়মান [স] *বিণ* শীতল; স্থবির। 'হিমায়মান জীবনটাও খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।' *জীবন*, ১৯৩১।

হিমায়িত [স] *বিণ* শীতল। 'নিঃশ্বাসবায়ু করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিমার্দ্র [স] *বিণ* বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'পউষের হিমার্দ্রবাতাসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

হিমে-ছোঁওয়া *বিণ* শীতল। 'রোদ ওঠবার আগে হিমে-ছোঁওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিমেল *বিণ* হিমশীতল। 'হিমেল শীত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হিমশিম, হিমসিম [ধ্বন্যা] *বি* নাজেহাল। **হিমসিম খাওয়া** [ধ্বন্যা হিমসিম>] *ক্রি* নাকাল বা নাজেহাল হওয়া। 'সেনাপতিদিগকে হিমসিম খাওয়াইয়াছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'আজকালকার বিএ এমএ-রা নাকি বিশ পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম খাইয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'যদি টিঙটিঙে নায়ক হিমশিম খায়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হিমালয় [স] *বি* ভারতের উত্তরে অবস্থিত পর্বতশ্রেণী। 'জন্ম হিমালয় গিরি কামদেব ভস্ম করি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হিমালয়-গিরি *বি* হিমালয় পর্বত। 'শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

হিমালয়-চূড় [স] *বি* হিমালয় শিখর। 'পাষাণ-স্বর্গ হিমালয়-চূড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হিমালয়-বর্ণনা *বি* হিমালয় পর্বতের বিবরণ। 'কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হিমালয়সুতা [স] *বি* হিমালয়কন্যা; দুর্গাদেবী। 'তোমারদিগকে রক্ষা করুন হিমালয়সুতা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হিম্মত, হিম্মৎ [আ] *বি* সাহস। 'হিম্মত।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বাহন আমার হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে।' *নজরুল*, ১৯২২।

হিম্মতি, হিম্মতী [আ হিম্মত>] ১ *বিণ* চেষ্টাযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* সাহসী। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

হিম্মতিয়া [আ হিম্মত>] *বিণ* চেষ্টাযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হিয়ুরি *দ্র* **হিজরি**

হিয় [স হৃদয়] *বি* হৃদয়। 'সূন সেজ হিয় সালয়ে রে পিয়াএ বিনু মরব আজি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিয়া [স হৃদয়] ১ *বি* বুক। 'কামে অচেতন উসা দ্রঢ় করি হিয়া।' *মালা* ১৫০০। ২ *বি* মন। 'ভাণ্ডু দত্ত বলে ভাই দঢ় কর হিয়া।' *মুকু* ১৬০০। ৩ *বি* বক্ষদেশ। 'হিয়া হিয়ে রাখলু তবু হিয়া জুড়ন গেল।' *শেখর*, ১৬০০; 'হিয়ায় কাপড় নাহী দেয় আদুড় মা কেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* হৃদয়। 'জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষণ' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হিয়াও *বিণ* প্রাণবন্ত। 'হিয়াও হারাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হিয়াতল *বি* হৃদয়ভূমি। 'শূন্য হিয়াতলে ঘনাইল নিবিড়।' *রবী* ১৯০৯।

হিয়ার দেশ *বি* বক্ষদেশ। 'কাঁপায় বেশ মোতির হার হিয়ার দে' *নজরুল*, ১৯২৩।

হিয়ে *বি* হৃদয়। 'হিয়ে করে ছটফট।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হিরক [স হীরক] *বি* হীরক। 'তোমার প্রণয়িনী বহুমূল্য অলঙ্কার ও হি কাঞ্চনে ভূষিতা।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

হিরণ [স] *বিণ* সোনালি। 'কালাবরণ হিরণ পিন্ধন যবে পড়ে মা' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

হিরণ-কিরণ [স] *বি* সোনালি আলো। 'পুরব রবির হিরণ-কি পড়িবে তোমার শিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'হিরণ-কিরণে গাঁ' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হিরণজরি [স হিরণ+ফা জরীন] *বি* সোনালি তার জড়ানো সু 'জর্দ্দাপরী! জর্দ্দাপরী! হিরণজরির ওড়না গায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হিরণবরন [স হিরণবর্ণ] *বি* সোনালি বর্ণ। 'ঠিকরি উ' হিরণবরন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হিরণ-বরনী [স হিরণবর্ণ>] *বিণ স্ত্রী* সোনালি রঙের। 'তারকা হি' বরনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হিরণময় [স] *বিণ* সোনালি। 'হিরণময় কিরণ-ঝোলা/ যাঁহার ভুবন-দোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

হিরণহরিণী [স] *বি স্ত্রী* সোনার হরিণ। 'দুঃসাধ্যের অজ্ঞাত ' হিরণহরিণী শিকারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

হিরণ্ময় [স] *বিণ* সোনার তৈরি। 'মৃণ্ময় ও হিরণ্ময় পাত্রে বি' নাই।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'তোমার হিরণ্ময় পাত্রের মুখের আ' ঘুচুক, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

হিরণ্ময়তা [স] *বি* সোনালি রং। 'এমন কিছুই নেই যার হিরণ্ময় দেবতার দ্যুতি হবে ম্লান।' *শামসুর*, ১৯৭২।

হিরণ্ময় লিপি *বি* সোনালি আলোতে উদ্ভাসিত চিঠি; সোনালি লি' 'বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটার হিরণ্ময় লিপি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হিরণ্য [স] ১ *বি* সোনা। 'ভূমি রত্ন হিরণ্য বহুল মূল্য গজ।' *কবি* ১৬৮৯। ২ *বিণ* সোনালি। 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চ' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হিরণ্যগর্ভ [স] *বিণ* গর্ভ হিরণ্ময় এমন; হিরণ্ময় গর্ভের অধিক 'হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিরণ্যদ্যুতি [স] *বি* সোনার দীপ্তি। 'হিরণ্যদ্যুতি সকল পাপ করবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিরণ্যপাণি [স] *বি* (হিন্দুদেবতা) শিব। 'হে রুদ্র, হে হিরণ্যপা' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিরণ্যপাবক [স] *বি* সোনালি রঙের আগুন। 'আবার জ্বলবে না

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যদিনে অপরূপ হিরণ্যপাবক।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

হিরণ্যাক্ষ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দৈত্যবিশেষ। 'তুমি ত বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষ মারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হিরদয় [স হৃদয়] *বি* হৃদয়। 'হিরদয়ে সেল দঈ গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিরদয় মুকুল [স হৃদয়মুকুল] *বি* স্তন। 'হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিরা [স হীরক] *বি* হীরক। 'তোক্ষার আনুমতীএঁ মানিকে হিরা বিন্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হিরাধর [স হীরকধর] *বিণ* হীরকখচিত। 'কানের হিরাধর কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হিরামুঠি [স হীরক>] *বি* হীরা বাঁধানো ডাঁটি। 'হিরামুঠি জমধর পচিশ খেটক শর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিরে [স হীরক>] *বি* হীরা। 'পার হব হিরের সাঁকো কেমন করে।' *লালন*, ১৮৯০।

হিরে-হাসি *বি* খুব উজ্জ্বল হাসি। 'দুলালের পাগলামিতে আর ছেলেমানুষিতে হিরে-হাসি হাসেন।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

হিরামন [হি হীরামন] **১** *বি* মণিমাণিক্য। 'হিরামন মানিক প্রতি ঘরে রাসি রাসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* পাখিবিশেষ। 'টিয়া তোতা ফরিয়াদী, কাজালা চন্দনা আদি হিরামন লালমন গুয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হিরামুনী [হি হীরামন>] *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'গড়ে ডিঙ্গা সর্বধরা হিরামুনী চন্দ্রতারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিরিক [হিড়িক>] *বি* সুযোগ। 'ভেবেলাম এই হিরিকে খাটে কিছু পুঁজি করবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। *দ্র* **হিড়িক**

হিরেকষ *দ্র* **হীরাকষ**

হিরো [ই] *বি* নায়ক; প্রধান চরিত্র। 'হিরোর নাম স্যার চন্দ্রশেখর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হিরোইন [ই] *বি* নায়িকা। 'প্রায় নির্বাক হিরোইন।' *মানিক*, ১৯৪০।

হিরো-মার্কা [ই হিরো+প মার্কা] *বিণ* নায়কের মতো। 'অভিনয় হিরো-মার্কা পিরান-পরা কয়জন যুবা।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

হিলসা [ই] *বি* ইলিশ মাছ। 'গঙ্গা উজিয়ে যেটা আসে বা একদা আসতো, সেটা ইলিশ – হিলসা।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

হিলিঞ্চা [স হিলমোচিকা] *বি* তিতা স্বাদযুক্ত একপ্রকার শাক। 'বোদালি হিলিঞ্চা সাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **হিঞ্চা, হেলঞ্চ**

হিলিমিলি [ধ্বন্যা] *বি* ঝিলিমিলি। 'পাতার হিলিমিলি নানা রঙের ঝিলিমিলির মধ্যে তাকে কবি হারিয়ে দিলেন।' *অবন*, ১৯২৫।

হিলোল [স হিল্লোল] *বি* তরঙ্গ; ঢেউ; দোলা। 'তোর দুই তনে লাগু রসের হিলোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **হিল্লোল**

হিম্বোল [স হিল্লোল] *বি* আন্দোলন। 'রসনিধি মাঝে জেন রসের হিম্বোল।' *মালাধর*, ১৫০০।

হিল্লা [আ হিলাহ] **১** *বি* অবলম্বন। 'সাঁইর হুকুম দুই আমি হিল্লা।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* সমস্যার সমাধান। 'যারা মরিয়া বাঁচিয়াছে, তাদের একটা হিল্লা হইয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

হিল্লে [আ হিলাহ] **১** *বি* আশ্রয়। 'ঋার হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* উপায়। 'একটা হিল্লে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হিল্লোল [স] **১** *বি* ঢেউ। 'উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রামক্রিয়া হিল্লোল কানড়া গরা বৈসে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* স্পন্দন; কাঁপন। 'সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৪** *বি* কাজের ঢেউ। 'বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগতে আরম্ভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। *দ্র* **হিলোল**

হিল্লোলদোল [স] *বি* ঢেউয়ের দোলা। 'মহামৌন পারাবারে ... তুলিল হিল্লোলদোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিল্লোলধারা [স] *বি* তরঙ্গমালা। 'গাহে পাখি, বহে বায়ু; প্রমোদহিল্লোলধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হিল্লোলময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* তরঙ্গময়। 'অধরেতে স্খলিতচরণা/ মদিরহিল্লোলময়ী হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হিল্লোলিত [স] **১** *বিণ* ঢেউখেলানো। 'উর হিল্লোলিত চাঁচর কেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* উত্থিত। 'সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে-একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* স্পন্দিত। 'সম্মুখেতে শস্যপূর্ণ হিল্লোলিত ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৪** *বিণ* কম্পিত। 'হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে, কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হিল্লোলিতা *বিণ স্ত্রী* আন্দোলিত। 'মলয়মারুতের স্পর্শ সুখানুভবে সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

হিশেবহীন *দ্র* **হিসাব**

হিষ্টোরি, হিষ্টোরী [ই] *বি* ইতিহাস। 'ফ্রান্স ইংরাজী হিষ্টোরি জিওগ্রাফি ... ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপে শিক্ষার্থে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০; 'হিষ্টোরী অর্থাৎ গল্পের বহি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। *দ্র* **হিস্টরি**

হিষ্ট্রি [ই] *বি* ইতিহাস। 'কলকেতার ন্যাচর্‌্যাল হিষ্ট্রির দলে একটি নম্বরে বাড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **হিস্টরি**

হিষ্যা *দ্র* **হিস্যা**

হিসটিরিয়া [ই] *বি* এক ধরনের মূর্ছারোগ; মৃগীরোগ। 'এ-যে প্রায় হিসটিরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিসনি [স হ্রেষা] *বি* ঘোড়ার ডাক। 'হাথির নিনাদ শুনি ঘোড়ার হিসনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হিসন্ধে [স নিঃসন্দেহ] *ক্রিবিণ* নিঃসন্দেহে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হিসসা *দ্র* **হিস্যা**

হিসসো [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'জল এসে হিসসো করে ছড়িয়ে দিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হিসহিস [ধ্বন্যা] *বিণ* (শব্দের ক্ষেত্রে) কঠিন পদার্থ ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট হয় এমন। 'ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে হিসহিস শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিসহিসিয়ে *ক্রিবিণ* অবিরাম হিসহিস শব্দ ক'রে। 'ময়লা কাপড় হিসহিসিয়ে/ আছাড় মারে ধোবাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হিসা *দ্র* **হিস্যা**

হিসাব [আ] **১** *বি* বিবরণ। 'সম্পইতের হিসাব।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২**

AMARBOI.COM

বি গণনা। 'গত মাত্র নিব কর হিসাব করিয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* বিবেচনা। 'যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের হিসাব করিয়া বড়ো সাবধানে অর্থসঞ্চয় করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *ক্রিবিণ* হারে। 'পৌণ্ডের হিসাবে হিসাব ধরিলে খরচ কম দৃষ্ট হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হিশেবহীন [আ হিসাব+স হীন] *বিণ* বেহিসাবি। 'তিনটি মেয়ে-বিয়ে, আর ছেলেমেয়ের সুখের জন্যে হিশেবহীন খরচ।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

হিসাব করা *বি* গণনার কাজ। 'অপর কহে হিসাবকরা নীচবৃত্তি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

হিসাবকাল *বিণ* ইসলামমতে শেষবিচারের কাল; কেয়ামত। 'লালন বলে হিসাবকালে সকলে ফিকির হারাবা।' *লালন*, ১৮৯০।

হিসাব কিতাব ১ *বি* হিসাবের খাতাপত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* হিসাব করা। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বি* যাবতীয় হিসাব। 'সমস্ত হিসাবকিতাব শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছয় করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হিসাবদক্ষ *বিণ* হিসাব-নিকাশে পারদর্শী। 'তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিসাব দেওয়া *ক্রি* আয়ব্যয়ের হিসাব দেখানো। 'আচ্ছা, হিসাব দে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

হিসাব ধরা *ক্রি* খরচ বরাদ্দ করা। 'পৌণ্ডের হিসাবে হিসাব ধরিলে খরচ কম দৃষ্ট হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হিসাবনবিশ [আ হিসাব+ফা নবীস] *বিণ* গণনাকারী। 'যে-সব বিজ্ঞানী বিশ্বজগতের হিসাবনবিশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হিসাবনিকাশ [আ হিসাব+আ নিকাশ] *বি* হিসাবপত্রের কাজ। 'হিসাবনিকাশ করোরে জীব।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

হিসাব নেওয়া *ক্রি* মিলিয়ে দেখা। 'সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার সময় হল হিসাব নেবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হিসাবপত্তর [আ হিসাব+স পত্র>] *বি* হিসাব-নিকাশ। 'এসো হিসাবপত্তরক্রস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

হিসাবপত্র *বি* হিসাবের কাগজপত্র। 'আজ হিসাব পত্র মিলুচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

হিসাববিদ্যা *বি* হিসাববিজ্ঞান। 'হিসাব বিদ্যার ও ভূগোল ইত্যাদি বহি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

হিসাবানা *বি* হিসাব নেওয়া বাবদ কর। 'প্রজা তাহার হিসাব বুঝিয়া লইতে চায়, "হিসাবানা" দিলেই মিলিবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

হিসাব-ভোলা *বিণ* বেহিসাবি। 'ওরে খ্যাপা, ওরে হিসাব-ভোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

হিসাব মেলানো ১ *ক্রি* বিবেচনা করা। 'কাজে নামিলেই অতিসূক্ষ্ম অংশগুলি ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা হিসাব মিলাইতে মিলাইতে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* আয়ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে দেখা। 'তাহার একবারের হিসাবের সঙ্গে আর-একবারের হিসাব মেলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৩ *ক্রি* খতিয়ে দেখা। 'কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

হিসাবসম্মত [আ হিসাব+স সম্মত] *বিণ* হিসাবি। 'তাকেও ঠিক হিসাবসম্মত বলা চলে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

হিসাবি, হিসাবী [আ হিসাব>] ১ *ক্রিবিণ* হিসাব অনুসারে। 'আমার হিসাবি বাকী ১৪২৫ তঙ্কা আড়কাট ব্যাজ যুদ্ধা দেওয়াইয়া দেও।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* আয়ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে যে; মুহুরি। 'মুহুরিকে হিসাবী বলে; তিনি আয় ব্যয় লিখিয়া রাখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* বিচক্ষণ। ' টাকা রোজগার করিবার ব্যাপারে এই লোকটি হিসাবী ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বিণ* সতর্ক। 'ননীগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৫ *বি* ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'কোরো না হিসাবী, আজি হিসাবের অঙ্কপাত।' *নজরুল*, ১৯২৮। ৬ *বিণ* মিতব্যয়ী। 'হিসাবি লোকেরা একটা কথা বার বার ভুলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিসাবিবুদ্ধি *বি* বিবেচনাপ্রসূত বুদ্ধি। 'হিসাবিবুদ্ধিতে বলে, যা চাই আর যা পাই এই দুটো মাপে মিলে গেলেই সুখের বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হিসাবিয়ানা *বি* হিসাব করে চলার নীতি। 'প্রকৃতির মধ্যে একটা হিসাবিয়ানা আছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

হিসাবের কাগজ *বি* হিসাব লেখার কাগজ। 'এ কাপড়ের বেওরা মেং এঙ্গ সাহেবের হিসাবের কাগজের পিঠে লেখা আছে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

হিসাবের বুদ্ধি *বি* বিচার বিবেচনার বুদ্ধি। 'আনুর হিসাবের বুদ্ধি নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

হিসেব-কিতেব *বি* বিস্তারিত হিসাব। 'বড়ো ঝঞ্ঝাট মাইনে বাঁটতে/ হিসেব-কিতেব হয় যে ঘাঁটতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হিসেব-টিসেব *বি* পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব। 'হিসেব-টিসেব করে কদম বলেছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হিসেবতন্ত্রী [আ হিসাব+স তন্ত্রী] *বিণ* হিসাবের আয়ত্তাধীন। 'সৃষ্টিটা সংখ্যানবিশ বটে কিন্তু হিসেবতন্ত্রী নয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হিসেবনিকেশ *বি* আয়-ব্যয়ের বিবরণ; জবাবদিহিতা। 'আজ ওখানে পড়েছে হিসেবনিকেশের তলব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হিসেবী ১ *বিণ* আয় বুঝে ব্যয় করে এমন। 'আবদুর রহমান হিসেবী লোক।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* হিসাব করে চলে এমন। 'আজকের যুগে মানুষ বড় সচেতন, অত্যন্ত হিসেবী।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

হিস্টরি, হিস্ট্রি [ই] *বি* ইতিহাস। 'হিস্ট্রি কেতাব লইয়া করেতে কেদারা হেলান দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'হিস্টরি, জিওগ্রাফি কিছুই জানবার দরকার নেই।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

হিস্টিরিয়া, হিস্‌টিরিয়া [ই] *বি* মূর্ছারোগবিশেষ। 'হিস্‌টিরিয়া-ওয়ালী মেয়ের খেদ্‌মদগারি করবার ফুরসত আমার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'কথা ও হাসিতে যেন হিস্টিরিয়া।' *মানিক*, ১৯৩৭।

হিস্পানি, হিস্পানী [প] *বিণ* স্পেনীয়। 'লেসের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎনয়নী হিস্পানি রমণী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হিস্পানিয়া [প] *বি* স্পেন। 'হিস্পানিয়ার একটি রানি এমন করিয়াছিল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হিস্পানীয় [প হিস্পান+স ঈয়] *বিণ* স্পেনীয়। 'জর্মান, ফরাসি, ইটালীয়, হিস্পানীয় প্রভৃতি সকল ভাষাই ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

হিস্যা [আ] ১ *বি* অংশ। 'এ টাকার হিস্যায় আনিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ২ *বি* প্রাপ্য অংশ। 'এক আফিসরের হিস্যার মধ্যে।' *ক্যালগে*, ১৮০০। ৩ *ক্রিবিণ* অংশ অনুসারে। 'তাহার ছয় আনার হিস্যাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিষ্যা [আ হিসসা] *বি* অংশ। 'আদ কাটা নিজ হিষ্যায় পুষ্করী খনন কারণ দেওা গেল।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

হিসসা [আ হিসসা] *বি* ভাগ। 'তৃষ্ণাতুরের হিসসা আছে ও পিয়ালাতে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হিসা [আ হিসসা] *বি* অংশ। 'হেন্দোস্থানের তিন হিসা ফৌজ সাতে লওয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

হিস্যাদার [আ হিসসা+ফা দার] *বিণ* অংশীদার। 'ইহার হিস্যাদার আমি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

হিস্যেদার [আ হিসসা+ফা দার] *বিণ* অংশীদার। 'হিস্যেদার আটজন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হিহি [ধ্বন্যা] **১** *বি* শীতে কাঁপার শব্দ। 'হিহি করে কাঁপে গাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* উচ্চহাসির শব্দ। 'অট্টহাসিছে রণচামুণ্ডা হাহা হাহা হিহি হিহি।' *নজরুল*, ১৯২২।

হি হি করা *ক্রি* শীতের তীব্রতায় মুখ দিয়ে হিহি শব্দ করা। 'শীতে হি হি করতে করতে খাবার ঘরে এসে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হিহিহি [ধ্বন্যা] *বিণ* হিহিহি শব্দ করে এমন। 'হিহিহি কম্পন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হীট [ই] *বি* উত্তাপ। 'তাঁদের চটাভাব চটনমান যন্ত্রে ব্লাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হীত [স হিত] *বি* উপকার। 'সব মন্ত্রি পাত্র লঞা চিন্তিল হীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হীন [স] **১** *বিণ* অল্প। 'অনুসএ হীন ভেল অনুরাগ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* নীচ। 'যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ক্ষেণেক ধরিআ রাখ আমি দীন হীন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* বিনীত। 'প্রভু কহেন আমি হীনসম্প্রদায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বিণ* শূন্য। 'তরাসে কোটাল হীনবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বিণ* অবহেলিত। 'যুধিষ্ঠির হইব রাজা কুরু হৈল হীন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৬** *বি* বিয়োগ। 'দুই পাঁচ বত্রিশ তিরানব্বই একশত আঠার দশ এই অঙ্কে শত যোগ করিয়া দশ হাজার হীন করিলে কত অঙ্ক থাকে।' *গৌর*, ১৮২২। **৭** *বিণ* খারাপ। 'জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৮** *বিণ* নিকৃষ্ট। 'ইহার মধ্যে এক দিকে নীচ লোভ অপর দিকে হীন ভয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৯** *বিণ* মর্যাদাহীন। 'গোরা তাহাদিগকে হীনজাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হীনকর [স] *বিণ* তেজহীন। 'দিনকর হীনকর দিন দিন দিন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হীনগতি [স] *বিণ* কম গতিসম্পন্ন। 'নিজে তিনি হীনগতি;/ জল গিয়া আনিবারে নাহিক শকতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

হীনচেতা [স] *বিণ* নিচু মনের অধিকারী। 'হীনচেতা শরিফ।' *ইসলাম*, ১৮৯২।

হীনজন্মা [স] *বিণ* অসম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণকারী। 'তিনি হীনজন্মা নন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হীনজাতি [স] *বি* নিম্নবর্গের সম্প্রদায়। 'গোরা তাহাদিগকে হীনজাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হীনতর [স] *বিণ* নিকৃষ্টতর। '(সগর্বে) মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

হীনদশা [স] *বি* খারাপ অবস্থা। 'গৃহপালিত পশু অনেক সময়ে পালকের অজ্ঞতাবশত হীনদশা প্রাপ্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হীনপ্রভ, হীনপ্রভঃ [স] *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'তাহা সতত হীনপ্রভ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'ধর্মের বিমল জ্যোতিঃ ... হীনপ্রভঃ হইয়া পড়িতেছে।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

হীনবল [স] **১** *বিণ* শক্তিহীন। 'তরাসে কোটাল হীনবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* দরিদ্র। 'দেবীপুরের বাবুরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

হীনপ্রতাপ [স] *বিণ* সামর্থ্যহীন। 'ব্যতিব্যস্ত ও হীনপ্রতাপ হইয়া পড়িতে হইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হীনপ্রাণ [স] *বি* নীচমন। 'ভাবিতাম – এ কি হীনপ্রাণ!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হীনবীর্য [স] *বিণ* শক্তিহীন। 'হীনবীর্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল অমরারি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'অতিশাসনে দেশ হীনবীর্য হইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'শক্তিহীন হীনবীর্য লোক।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হীনবুদ্ধি [স] **১** *বিণ* স্বল্পবুদ্ধি। 'আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া যে-সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে, তাহাতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না, সুকুমারমতি হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **২** *বিণ* দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন। 'এক দল হীনবুদ্ধি ব্যক্তি মুসলমানদের দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।' *সওগাত*, ১৯২৯।

হীনবৃত্তি [স] *বি* অমর্যাদাকর পেশা। 'মদিরা ব্যবসায় প্রভৃতি হীনবৃত্তি দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

হীনমতি [স] *বিণ* নিচু মনের। 'কথেক কহিতে পারি হীনমতি ভোর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হীনমনা [স] *বিণ* নিচু মনের। 'হীনমনা হয়ে যাচ্ছি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হীনমনোভাব [স] *বি* নীচ দৃষ্টিভঙ্গি। 'আমাদের দেশে নারীদের সম্বন্ধে হীনমনোভাব।' *বেগম*, ১৯৪৭।

হীন মরণ [স] *বি* গৌরবহীন মৃত্যু। 'বাঁচিতে চাহিয়া মরুপথে তুই মরিলি হীন মরণে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হীনম্মন্য [স] *বিণ* নিজের সম্পর্কে হীনতাবোধে আক্রান্ত। 'আমায় করেছে চূড়ান্ত হীনম্মন্য।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

হীনম্মন্যতা [স] *বি* নিজের সম্পর্কে হীনতাবোধ। 'হীনম্মন্যতা বোধের ফলে ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

হীনযান [স] *বি* বৌদ্ধ মতবিশেষ। 'মহাযানের ভাষা সংস্কৃত এবং হীনযানের পালি।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

হীনসাহস [স] *বিণ* কম সাহসী। 'তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

হীনস্থ [স] *বিণ* অপমানিত। 'আমারদিগকে হীনস্থ করিবার জন্য বেণ্টলি প্রভৃতি কতিপয় ইউরোপীয় ব্যক্তি অনেক বিতর্ক করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হীনস্বাস্থ্য [স] *বিণ* রোগগ্রস্ত জীর্ণ-শীর্ণ। 'হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হীনা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* দুর্দশাগ্রস্ত। 'চাঁদ দিনহি দিন হীনা। সে পুন পলটি খনে খনে খীনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* ঘৃণ্য। 'মোরে করে ঘৃণা এমন কে সতী আছে? নাহি আমি হীনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হীনাচার [স] *বি* মন্দ ব্যবহার। 'হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হীনাবস্থ [স] *বিণ* দরিদ্র। 'অত্রত্য হীনাবস্থ লোকদিগের জলকষ্ট।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হীনাবস্থা [স] *বি* অধঃপতিত অবস্থা। 'কি প্রকারে আমাদিগের হীনাবস্থা উন্নত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

হীনায়ু [স] *বিণ* আয়ু কমে গেছে এমন। 'জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হীনার্ঘতা [স] *বি* অল্পমূল্য। 'দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদের অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘতায় পথিক বিবেচনা করিলেন। *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

হীনাসন *বি* খারাপ জায়গা। 'অন্য বিখ্যাত সুকণ্ঠ বিহগবৃন্দ অপেক্ষা হীনাসন পাইবার যোগ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হীনতা [স] **১** *বি* দৈন্য। 'তাহার বুদ্ধি অংশে হীনতা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* নীচতা। 'ওদের কী গর্ব, কী অবজ্ঞা! আর, আমাদের কী দৈন্য, কী হীনতা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হীনতাদুঃখ [স] *বি* ক্ষুদ্রতার গ্লানি। 'মানুষ আপনার হীনতাদুঃখ দূর করিবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হীনতা-পঙ্ক [স] *বি* হীনতা রূপ পঙ্ক। 'ভারত লজ্জিত হে/ হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হীনতাবশত [স] **১** *ক্রিবিণ* ক্ষুদ্রতার কারণে। 'ইংরাজ এ দেশে আসিয়া ক্রমশই নূতন মূর্তি ধারণ করিতে থাকে – তাহার অনেকটা কি আমাদের হীনতাবশত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রিবিণ* নীচতার জন্যে। 'যাহা লজ্জাকর হীনতাবশতই পরেশবাবুর কাছে প্রকাশের অযোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হীনতাভার [স] *বি* সংকীর্ণতার ভার। 'জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হীনতাসূচক [স] *বিণ* নীচতা নির্দেশক। 'মুসলমান বাদশাহের চিত্র অত্যন্ত হীনতাসূচক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৯।

হীম [স হিম] *বিণ* ঠান্ডা। 'এই ঘরের কুঁজো থেকে হীম জল এনেছি।' *উমেশ মিত্র*, ১৮৫৭।

হীমা [স হিম] *বি* শিশির। 'কনক বেলে জনু পড়ি গেও হীমা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হীমাল *বিণ* হিমেল। 'হীমাল পবন/ বহে ঘন ঘন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হীরক [স] *বি* অত্যন্ত মূল্যবান ও উজ্জ্বল খনিজ রত্নবিশেষ; হীরা; ডায়মন্ড। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'একং যোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

হীরকখচিত [স] *বিণ* হীরা-বসানো। 'তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে হীরকখচিত তলোয়ার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'মাথায় হীরকখচিত উষ্ণীষ।' *প্রমথ*, ১৯৪২।

হীরকখণ্ড [স] *বি* হীরার টুকরা। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে মণ্ডিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হীরক জুবিলি, হীরক জুবিলী [স হীরক+ই জুবিলি] *বি* হীরকজয়ন্তী; ষাট বছর পূর্তি উৎসব। 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ ও হীরক জুবিলী দেখিয়াছি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫; 'কংগ্রেসের চতুর্থ হীরক জুবিলি উৎসব।' *মনসুর*, ১৯৪০।

হীরক পাথর [স হীরক-প্রস্তর] *বি* অত্যন্ত মূল্যবান ও উজ্জ্বল খনিজ রত্নবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হীরকমণ্ডিত [স] *বিণ* হীরাখচিত। 'শত শত গৃহচূড়া হীরকমণ্ডিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হীরকাঙ্গুরীয়ক [স] *বি* হীরা দিয়ে তৈরি অঙ্গুরি। 'বহুমূল্য বস্ত্র হার হীরকাঙ্গুরীয়ক অর্থাৎ হীরার আংটি ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হীরকোজ্জ্বল [স] *বিণ* হীরার মতো উজ্জ্বল। 'ক্লাসিক স্থাপত্যের মতো দৃঢ়-সমুন্নত ও হীরকোজ্জ্বল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হীরা [স হীরক] *বি* রত্নবিশেষ। 'হীরা মনি মানিক একো নহি মাঁগব ফেরি মাঁগব পহু তোরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হীরাধার *বিণ* হীরার মতো তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। 'নখ তোর হীরাধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হীরাপান্না *বি* হীরা ও পান্না; মূল্যবান রত্ন। 'হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হীরামণি *বি* মূল্যবান রত্ন। 'হীরামণি জড়িত শোভিত সিংহাসন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হীরা-মাণিক *বি* মূল্যবান রত্ন। 'হীরা-মাণিক চাসনিকো তুই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হীরে [স হীরক] *বি* হীরক। 'তাতে কত রূপ দেখা যায় হীরে লালমতি।' *লালন*, ১৮৯০।

হীরের টুকরো **১** *বি* হীরকখণ্ডের মতো মূল্যবান। 'এই জিনিস ঘেরের মধ্যে আটকা পড়ে কোথাও হীরের টুকরো, কোথাও বটের গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বিণ* অতিশয় প্রতিভাবান। 'হীরের টুকরো ছেলে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হীরাকষ [ফা হিরাকশ] *বি* ফেরাস সালফেট নামের রাসায়নিক যৌগিকবিশেষ। 'আমার অধর হীরাকষ দ্বারা মাঁটা থাকিবে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

হিরেকষ, হীরেকষ [ফা হিরাকশ] *বি* ফেরাস সালফেট নামের রাসায়নিক যৌগবিশেষ। 'চোখের সুমুখে হিরেকষের সমুদ্র।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'চলিষ্ণু হীরেকষের মত তার ছটকানো।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হীলিয়াম [ই] *বি* হালকা অদাহ্য গ্যাসবিশেষ। 'হীলিয়াম গ্যাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হী হী [ধ্বন্যা] *বি* শীতের কাঁপুনি। 'সকালে হয়তো উত্তরে বাতাসে জলে স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হী হী করা *ক্রি* কাঁপা। 'গাছের পাতা হী হী করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

-হু – বিভক্তিবিশেষ: থেকে। 'রঅণহু ষহজে কহেই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

হুইপ [ই] *বি* সংসদে দলীয় শৃঙ্খলা উপস্থিতি প্রভৃতির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা। 'আর হুইপ সেই মোহন মুরলী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হুইল [ই] *বি* চাকা। 'ইষ্টিমারের হুইল ঘুরে ছেড়ে দিলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুইল-চেয়ার [ই] *বি* চাকাওয়ালা চেয়ার। 'দেখি ফাঁকা জায়গাটা ভরে গিয়েছে বিস্তর হুইল-চেয়ারে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হুইশল [ই] *বি* বাঁশি। 'তারা পথের মোড়ে হুইশল দিয়ে গাড়ির বহর থামিয়ে দেয়।' *হাই*, ১৯৫৮।

হুইসল [ই] *বি* বাঁশি। 'স্টিমার হুইসল দিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুইসিল [ই] *বি* ভেঁপু; বাঁশি। 'অবিরাম হুইসিল বাজে।' *হোসেন*,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪০।

হুইসেল [ই] *বি* ভেঁপু। 'হুইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হুইস্‌ল [ই] *বি* বাঁশি। 'হুইস্‌ল দিল প্যাসেঞ্জারে সাঁৎরাগাছির ড্রাইভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হুইসপর [ই] *বি* ফিসফিস। 'অভ্যাগত লোকে পরস্পর হুইসপর কত্তে পারে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুইস্কি [ই] *বি* সুরাবিশেষ। 'তুই গেলাস দুই আর হুইস্কি খা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

হুংকার [স] *বি* গর্জন। 'নন্দিনী হুংকার ছাড়িলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। *দ্র* **হুঙ্কার**

হুংকার দেওয়া ১ *ক্রি* চিৎকার করা। 'নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে একজন হুংকার দিয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *ক্রি* সশব্দে লাফিয়ে পড়া। 'য়ুরোপের লোক একেবারে ক্ষুধিত হিংস্র জন্তুর মতো হুংকার দিয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *ক্রি* উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনা করা। 'সে তোমার ঐ মালীগুলোকে হুংকার দিতে পারে। কিন্তু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হুংকৃত [স] *বিণ* গর্জিত। 'হুংকৃত পিনাক আজ বিরাজে কি ইন্দ্রধনুমাঝে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

হুঁ ১ *বি* সম্মতিজ্ঞাপক শব্দ। 'একটি অন্তররুদ্ধ অব্যক্ত হুঁ বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *অব্য* প্রশ্নবাচক শব্দ। 'তুমি আমার ... বউদি হবে? হুঁ!' *নজরুল*, ১৯২৬।

হুঁই *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নয়নচন্দ্র হুঁই।' *সেবধি*, ১৮৪০।

হুঁকরে হুঁকরে কাঁদা — ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা। 'আমি হুঁকরে হুঁকরে কাঁদতে লাগলুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

হুঁকা [আ হুক্কাহ] *বি* ধূমপান করতে ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্রবিশেষ। 'কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে, কেহ গুড়গুড়িতে, কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'কেহ বা হুঁকার জল ফিরাইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হুঁকা দেবী [আ হুক্কাহ+স দেবী] *বি* হুক্কারূপ দেবী। 'হুঁকা দেবীর মুখ চুম্বন করিতে এবং মধ্যে মধ্যে ...।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

হুঁকা পান করা *ক্রি* হুঁকায় ধূমপান করা। 'নীরবে তাই হুঁকা পানই করিতেছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হুঁকারি [আ হুক্কাহ>] *বিণ* হুঁকায় আসক্ত। 'বাবুরামবাবু ঘোর হুঁকারি ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হুঁকো [আ হুক্কাহ] *বি* ধূমপান করতে ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্রবিশেষ; হুঁকা। 'ঘরের এক কোণে হুঁকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুঁকো-কল্কে [আ হুক্কাহ+স কলিকা] *বি* হুঁকা এবং কল্কে। 'হাঁড়িকুড়ি, হুঁকো-কল্কে কুল্লে সের সাতেক চাল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

হুঁকোবরদার [আ হুক্কাহ+ফা বরদার] *বি* আজ্ঞাবাহক। 'নাই বা রইলো ... হরকরা, চোবদার, হুঁকোবরদার আর খানসামা।' *বিমল*, ১৯৫৩।

হুঁকোমুখো *বিণ* হুঁকার মতো মুখবিশিষ্ট। 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা বাড়ী তার বাংলা।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

হুক্কা [আ হুক্কাহ] *বি* হুঁকা। 'তোমার বাহন আলবলা, হুক্কা, গুড়গুড়ি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

হুকাবর্দার, হুকাবর্দ্দার [আ হুকাহ+ফা বরদার] *বি* তামাক সাজা চাকর। 'সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কয় জন ... মসালচি ... হুকাবর্দার বেহারা পেয়াদা চৌকিদার দরবান।' *কেরি*, ১৮০২; 'খানসামা খেজমৎগার ফরাস হুকাবর্দ্দার পাস্তাবর্দ্দার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হুক্কা [আ হুক্কাহ] *বি* হুঁকা। 'হুক্কার পানি কদ্দুর গো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

হুক্কাবরদার [আ হুকাহ+ফা বরদার] *বি* হুঁকা নিয়ে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে এরকম চাকর। 'হুক্কাবরদার আলবলা আনিয়া দিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হুক্কাবরদারী [আ হুকাহ+ফা বরদার>] *বি* হুকা সরবরাহ করার কাজ। 'হুক্কাবরদারী ... ও আর২ সব রকম তাবেদারী ও ফরমাবরদারী কিয়াথা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হুঁচট [স উচ্চট] *বি* ধাক্কা। 'প্রতি পদে হুঁচট খেয়ে খেয়ে আচার-ব্যবহার আমাকে শিখতে হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হুঁচোট [স উচ্চট] **১** *বি* ধাক্কা। 'ঢেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে।' *জীবন*, ১৯৩৬। **২** *বি* হোঁচট। 'নিতাই সত্য সত্যই একটা হুঁচোট খাইল।' *তারা*, ১৯৪২।

হুঁশ [ফা হোশ] *বি* চেতনা; জ্ঞান। 'বেটার তবু হুঁশ নেই!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হুঁস করা *ক্রি* চেতনা ফিরে আসা। 'তার মুখে পানির ছিটা দিয়া দরিয়াবিবি বলিল, একটু হুঁস কর বাবা, আর দেরী নেই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হুঁসপবন *বি* বুদ্ধি। 'হুঁসপবন নেই তোমার?' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হুঁশিয়ার [ফা হুশিয়ার] **১** *বিণ* সতর্ক। 'আমাদের দারোয়ান হাজার হুঁশিয়ার হক-না-কেন, ভদ্রলোকের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* সাবধানী। 'সে খুব হুঁশিয়ার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বিণ* চতুর। 'বাঙালী কাবুলীর চেয়ে ঢের বেশী হুঁশিয়ার।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। *দ্র* **হুশিয়ার**

হুঁশারি [ফা হুশিয়ার] *বি* সাবধান। 'আল জুবানের খবর জেনে হও হুঁশারি।' *লালন*, ১৮৯০।

হুঁশিয়ার চাকুরে *বি* সব দিকে খেয়াল রাখে এমন চাকরিজীবী। 'এঁরাই নাকি খুব হুঁশিয়ার চাকুরে।' *শিখা*, ১৯৩১।

হুঁশিয়ার-বাণী [ফা হুশিয়ার+স বাণী] *বি* সতর্কবাণী। 'কাজেম মিয়া হুঁশিয়ার-বাণী ছাড়ে।' *শওকত*, ১৯৭৩।

হুঁশিয়ারী *বি* সতর্কতা। 'অত্যন্ত হুঁশিয়ারী, দর-কষাকষি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হুঁসার *বিণ* সাবধান। 'হুঁসার ফুকরত কাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

হুঁসিয়ার *বি* সাবধান। 'আপনারা অতঃপর হুঁসিয়ার হইবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

হুঁস্যার *বিণ* হুঁশিয়ার। 'হুঁস্যার খবরদার পহরি পহরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

হুঁ-হাঁ *বি* অতি সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা। 'নদীঘাট পেরিয়ে এলে, তবু হুঁ-হাঁটি পর্যন্ত করবে না?।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

হুক [ই] **১** *বি* আংটা। 'বনাতের চাপকান এবং চোগা হুকের উপর উদ্‌বন্ধনে ঝুলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* লোহার তৈরি বাঁকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁকশি। 'দেয়ালের সারি সারি হুক দেখে বুঝলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হুকরা *ক্রি* ডুকরে ওঠা। 'হুকরে হুকরে বুক ফেটে কান্না আসছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

হুকুম [আ] *বি* নির্দেশ; আদেশ। '... হুকুম পায় নাপিতের সুত/ ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিআ ঘোড়ার মুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুকুমক্রমে [আ হুকুম+স ক্রমে] *ক্রিবিণ* আদেশক্রমে। 'তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

হুকুম চিটী *বি* আদেশপত্র। 'ইনবাস করিয়া কাপড় পাঠাইতে এখানকার হুকুম চিটী গীয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হুকুমজারি, হুকুমজারী [আ হুকুম+ফা জারি] **১** *বি* নির্দেশ প্রচার। 'শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুমজারি হল।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বিণ* নির্দেশমূলক। 'হুকুমজারী কণ্ঠেই গহর বলিল, আমরা দেখছি ওকে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হুকুম দখল [আ হুকুম+আ দখল] *বি* প্রশাসনিক নির্দেশ জারির মাধ্যমে দখল। 'শত শত একর জমি হুকুম দখল করা হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

হুকুমদাতা [আ হুকুম+স দাতা] *বিণ* হুকুম প্রদানকারী। 'একটিবার চেয়েও দেখল না হুকুমদাতা ফেলু মিঞার অথবা রমজানের দিকে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

হুকুম দেওন *বি* আদেশ দেওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

হুকুম দেওয়া *ক্রি* আদেশ দেওয়া। 'শেষে বশিষ্ঠ হুকুম দিলেন বেদীতে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করো।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

হুকুমনামা [আ হুকুম+ফা নামাহ] *বি* আদেশপত্র। 'বসাখন্য হুকুমনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চঃ আগে।' *মেয়র্স*, ১৭৭০।

হুকুমবিনা [আ হুকুম+স বিনা] *ক্রিবিণ* নির্দেশ ব্যতীত। 'খালিষার সাহেব দিগের হুকুমবিনা খালাষ করিবেন না।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

হুকুম মত *ক্রিবিণ* আদেশ অনুযায়ী। 'হুকুমমতে করিবেন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

হুকুম লওন *বি* নির্দেশ নেওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

হুকুমানুক্রমে [আ হুকুম+স অনুক্রমে] *ক্রিবিণ* আদেশক্রমে। 'সর্ব্ব সামন্ত হুকুমানুক্রমে মহাদণ্ডে দণ্ডয়মান।' *রামরাম*, ১৮০১।

হুকুমানুসারে [আ হুকুম+স অনুসারে] *ক্রিবিণ* আদেশক্রমে। 'হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

হুকুমিনামা *বি* আদেশপত্র। *মেয়র্স*, ১৭৭০।

হুকুমত [আ] *বি* কর্তৃত্ব; প্রশাসন। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'আদালতের মুক্তেয়ারকার ফৌজদারির হুকুমতের ওহদা আম্বা জিম্বা।' *এডমন*, ১৭৯০।

হুকুমাত [আ] *বি* শাসন। 'পূর্ব পাকিস্তানে একই হুকুমাতের অধীন এক প্রদেশে মুসলমানদের তায়দাদ ...।' *মাহে নও*, ১৯৪৯।

হুকুমাতী জবান [আ হুকুমাত+ফা জবান] *বি* রাষ্ট্রভাষা। 'পাকিস্তানের হুকুমাতী জবান হবার পক্ষে অধিকতর মোমতাহেক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হুক্কাহুয়া [ধ্বন্যা] *বি* শিয়ালের ডাক। 'এক সুরে হুক্কাহুয়া করে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হুঙ্কার [স] **১** *বি* জয়ধ্বনি। 'প্রভুকে বেড়য় সবে হুঙ্কার করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* চিৎকার। 'মহাপ্রভু নিরবধি করয়ে হুঙ্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* গর্জন। 'হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হুঁকার [স হুঙ্কার] *বি* হুঙ্কার। 'পচ্চিম দুআরে চন্দ্র পহরীকে পাড়িল হুঁকার।' *রামাই*, ১৭১০।

হুঙ্কারা *ক্রি* গর্জন করা। 'ভীষণ মুরতিধর – রুষি হুঙ্কারিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হুঙ্কারী *বি* গর্জন। 'বাঘের হুঙ্কারী – অন্ধকারে জোড়া জোড়া বাঘের চোখ।' *জসীম*, ১৯৬৪।

হুগল *বি* চাটাই প্রভৃতি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হোগলা নামের উদ্ভিদ। **হুগলের কুড়্যা** *বি* হোগলা ফুলের রেণু যা শস্য হিসেবে মিষ্টান্ন তৈরিতে কাজে লাগে। 'ছিল হুগলের কুড়্যা অনিলে যাইত উড়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। *দ্র* **হোগল**

হুচোট *বি* চলতি অবস্থায় কোনো কিছুর সঙ্গে পা বা পায়ের আঙুলের সংঘর্ষ বা চোট; হোঁচট। 'উপভোগের হিড়িকে হুজুগে হুচোটে নতুনকে আস্বাদ বোধ করতে গিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুজকি [আ হজো+ফা গুঙ্গী] *বি* হুজুক; খেল। 'ম'শয় যে হুজকি দেখিয়েছিলেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

হুজজুৎ [আ হুজ্জত] *বি* হাঙ্গামা। 'হুজজুৎ বাদালি তুই।' *মণীশ*, ১৯৫৭। *দ্র* **হুজ্জত**

হুজরা [আ] *বি* ছোটো কোঠাঘর। 'দুই বিবি গোস্বায় হুজরা বিচে গেল।' *গরীব*, ১৭৬৫। *দ্র* **হোজরা**

হুজুক [আ হজো+ফা গুঙ্গী] **১** *বি* গুজব। 'কলকেতার নিত্য নতুন নতুন হুজুক।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* অদ্ভুত ব্যাপার। 'এতবড়ো হুজুক আদালতে অনেকদিন ঘটে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হুজুকে *বিণ* হুজুকপ্রিয়। 'হুতোম বলেন হুজুকে কলকেতা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুজুগ **১** *বি* সাময়িক উত্তেজনায় মেতে ওঠা। 'ভাই বাঙ্গালী হুজুগ ছাড়িয়া দাও।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **২** *বি* ঝোঁক। 'যে হুজুগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনো মনোভাব নেই।' *প্রমথ*, ১৯১২।

হুজুগপ্রিয় [হুজুগ+স প্রিয়] *বিণ* সোৎসাহে যোগদান করে এমন; হুজুগে। 'এরা জাতি হিসেবে হুজুগপ্রিয় বটে।' *হাই*, ১৯৫৮।

হুজুগে *বিণ* হুজুকপ্রিয়। 'ঘুড়ি উড়াইবার প্রস্তাব শুনিবামাত্র উৎসাহে মাতিয়া উঠে তবে রামকে কি হুজুগে বলিবে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

হুজুগে মাতা *ক্রি* গুজবে কান দেওয়া। 'শুধু হুজুগে মাতিলে চলিবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

হুজুগে-সমালোচক *বি* বিবেচনাহীনভাবে সমালোচনা করে যে। 'আমিও আবার হুজুগে-সমালোচকদের হল্লায় সায় দিয়ে বলছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হুজুত *ক্রিবিণ* নিকটে। 'পরানা দিলেক হাতে পাত্রের হুজুত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হুজুম [আ] *বি* লোকবল। 'টাকা আমার হুজুম আমার, আমি পাকা লোক আনব।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুজুর [আ] **১** *বি* প্রভু। 'হুজুরে সিফাই সব আছে করো জুড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* মহাশয়। 'উন্মত্ত খেতাব কহে আক্কাছ হুজুরে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরীব, ১৭৬৫। ৩ *বি* বিচারক। '"হুজুর" দেখিলেই জুজুর মত থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। ৪ *বি* আদালত। 'ওয়ারেশ থাকে, হুজুরে হাজির হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হুজুরাইন [আ হুজুর>] *বি স্ত্রী* মহিলা হুজুর। 'হুজুরাইন – কনাবাবার হাতের তারিফ।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হুজুরি [আ হুজুর>] *বি* কর্মকর্তা। 'কর আদায় করে লয়ে যায় হুজুরি।' *লালন*, ১৮৯০।

হুজুরে *ক্রিবিণ* উপস্থিতিতে। 'বালকে ফারসী পড়ে আখন হুজুরে...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হুজ্জত, হুজ্জৎ [আ] ১ *বি* হাঙ্গামা। 'হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* বিপত্তি। 'দি বলেই তো এত হাঙ্গামা হুজ্জৎ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হুজ্জুতে [আ হুজ্জত>] ১ *বিণ* ঝগড়াটে। 'সাধারণে কথায় কথায় বলে থাকে হুনরে চীন ও হুজ্জুতে বাঙ্গাল।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* কষ্টদায়ক; ঝামেলা সৃষ্টিকারী। 'শীতও খুব হুজ্জুতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হুজ্জোতি [আ হুজ্জত>] *বি* হাঙ্গামা। 'এই পনেরো বছর হুজ্জোতি করে হয়রান হয়ে গেছি।' *জীবন*, ১৯৩২।

হুট করা *ক্রি* সন্তুষ্ট করা। 'ভক্তিভাজন লোকদিগকে হুট করিতে পারিলেই আপনাদিগকে মস্ত লোক মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হুট করে [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'হুট করে স্টেশন আসে।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

হুটকো [স উদ্ভট>] *বিণ* উদ্ভট; বাজে; বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন। *ভবানী*, ১৮২৩।

হুটপাট ১ *বি* গোলমাল; হৈচে। 'আমাদের বীরপুরুষেরাও উদ্দেশ্যহীনের ন্যায় অবিশ্রান্ত হো হো করিয়া হুটপাট করিয়া বেড়াইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'মহা উৎপাত করে হুটপাটি চলে ফুটপাথ পরে।' *সুকুমার*, ১৯২০। ২ *বিণ* হুড়াহুড়ির ফলে সৃষ্টি হয় এমন। 'কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুটপাট শব্দ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হুটাহুটি [ধ্বন্যা] ১ *বি* ধাক্কাধাক্কি। 'আপনা আপনি লাগে হুটাহুটি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* লাফালাফি। 'বায়স্কোপে হুটাহুটি করিয়া।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

হুটোপাটা [ধ্বন্যা] *বি* তাড়াহুড়া। 'হুটাপাটা করেছেন কী দর চড়বে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

হুটোপাটি [ধ্বন্যা] ১ *বি* চিৎকার; গোলমাল; আস্ফালন। 'অধিকাংশ বঙ্গযুবক মনে করেন ... হাত-পা ছুঁড়িতে হইবে, হুটোপাটি করিতে হইবে, যাহাকে যাহা না বলিবার তাহা বলিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'হুটোপাটি করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* চেঁচামেচি ও লাফালাফি; হৈ হুল্লোড়। 'তোমাকে নিয়ে ওরা হুটোপাটি করতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হুটোপুটি [ধ্বন্যা] *বি* চেঁচামেচি ও লাফালাফি। 'হুটোপুটি খেলা হবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হুটুস [ধ্বন্যা] *অব্য* হঠাৎ। 'পা দিয়ে হুটুস করে ডান জুতো এক লাথে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হুড্ডুকার *বি* ষাঁড়ের মতো চিৎকার। 'শাস্ত্রানুসারে নৃত্য করা এবং হুড্ডুকার করা।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

হুড় [স হুড] ১ *বিণ* অত্যাচারী। 'তার বেটা বড় হুড় ময়রার লুটে গুড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* নির্বোধ; জেদি। 'গোয়ালা জেতের ধর্ম হয় বড় হুড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হুড়বাড় [স হুড>] *বি* হুড়াহুড়ি। 'চারদিককার হুড়বাড় হাপদাপ অভিযোগ তিরস্কার।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুড়মুড় [স হুড>] ১ *বি* তাড়াহুড়া। 'করি তবে হুড়মুড় তুলিল প্রবল ঝড়।' *কেতকা*, ১৬৫০। ২ *বিণ* হঠাৎ ভিড় বা ঠেলাঠেলি করে বেড়িয়ে যেতে উদ্যত। 'দৌড় দৌড়, ধর ধর, পালা পালা, হুড়মুড় দুড়দাড় ব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হুড়মুড় করা ১ *ক্রি* হঠাৎ প্রবেশ করা। 'ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *ক্রি* হুড়মুড় শব্দ করা। 'ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হুড়মুড়ি [স হুড>] *বি* হৈচৈ কাণ্ড। 'বিপুল জনতায় হুড়মুড়ি পড়িয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হুড়-হাঙ্গামা [স হুড>+ফা হাঙ্গামহ] *বি* বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল। 'বিয়েবাড়ির হইচই হুড়-হাঙ্গামায় ঢের সময় কেটে যায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুড়হুড় [স হুড>] ১ *বিণ* প্রবল শব্দকারী। 'হুড়হুড় দুরদুর বিপরীত ঝড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* প্রচণ্ড শব্দ। 'তোপধ্বনি সীমা কিবা, হুড় হুড় রাজ্য কিবা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হুড়হুড়ি [স হুড>] *বি* গাড়ি চলার সময়ে সৃষ্ট শব্দ। 'কামানের হুড়হুড়ি বন্দুকের দুড়দুড়ি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

হুড়কা [স হুড়ুক্ক] *বি* কপাটের খিল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দরজার সহিত হুড়কার, কড়ির সহিত বরগার, ... মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হুড়কো[1] *বি* দরজা বন্ধ রাখার খিল; অর্গল। 'কে একজন হুড়কো খুলে দিলে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

হুড়ুকা *বি* হুড়কা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'অমনি দুয়ারী টানিল হুড়ুকা ধরি হুড় হুড় হুড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হুড়কো[2] *বিণ* স্বামীর কাছে যেতে অনিচ্ছুক বা আতঙ্কিত। 'কোনো কোনো মেয়ে হুড়কো হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

হুড়া [স হুড>] *বি* গুঁতা; ঠেলা। 'বন্দুকের হুড়া মারে কেহ ছোঁড়ে তীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হুড়ামুড়ি [স হুড>] *বি* গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি। 'হঠাৎ হুড়ামুড়ি পড়িয়া অন্য দিক শূন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হুড়াহুড়ি [স হুড>] ১ *বি* বিশৃঙ্খল ভিড়। 'কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* ঠেলাঠেলি। 'উপযুক্ত সময়ে হুড়াহুড়ি করিয়া ফল তো বিস্তর ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হুড়ো [স হুড>] *বি* তাড়া। 'জাত বাঁচিয়ে লুকিয়ে আছে, তারেও বাবা দিসনে হুড়ো।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

হুড়োমুড়ি [স হুড>] *বি* হুড়াহুড়ি। 'শেষে হুড়োমুড়িতে বেরুলো জবাফুলটি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুড়োহুড়ি [স হুড>] *বি* হৈ-হুল্লোড়। 'কেবল পথে ঘাটে – ছাতে মাঠে – ছুটাছুটি হুড়োহুড়ি করিয়া বেড়াইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হুড়াড় *বি* নেকড়ে। 'মাল্যবান একটা বড় হুড়াড় ছানার মত হঠাৎ উজিয়ে উঠে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

AMARBOI.COM

হুড়ার *বি* নেকড়ে। 'কৃষকেরা দলবদ্ধ হুড়ারের জ্বালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হুড়াল *বি* নেকড়ে বাঘ। 'ও কিছু না, হুড়াল। অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হুড়ুম[1] [ধ্বন্যা] *বি* মুড়ি। 'এই মত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে পড়ে।' *জসীম*, ১৯২৭।

হুড়ুম[2] [ধ্বন্যা] **১** *বি* মেঘের ডাক। 'হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **২** *বি* পানিতে কোনো কিছুর লাফিয়ে পড়ার শব্দ। 'কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হুড়ো[1] **১** *বিণ* নেকড়ে বাঘের মতো। 'চুল পেকে হয়েছে হুড়ো চামড়া বুড়ো ঝুলমুলে।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* নেকড়ে। 'হুড়োতে ধরেনি যে এই ভাগ্য ভাল।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুড়ো[2] *দ্র* **হুড়া**

হুণ্ডি, হুণ্ডী [ফা] *বি* টাকা বিনিময়ের নির্দেশনামা। 'নয় হাজার এক সও বিরানব্বই টাকা সাড়ে পোনোর আনার হুণ্ডি মহাসয়ের পর লিখিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৬৮; 'হুণ্ডী ও খত খরিতক প্রভৃতি মূল্যক্রমে ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

হুতভুক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) আগুন। 'বজ্রপাণি যেমন বরিষে হুতভুক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হুতমো-চোখি *বিণ* হুতোম প্যাঁচার মতো কুৎসিত চোখবিশিষ্ট। 'তোর নাকটি বোঁচা! হুতমো-চোখি!' *নজরুল*, ১৯২৬।

হুতা [স হুতাশন] *বি* অগ্নি। 'হনুমান টানে জাঁতা হুতার লহরি।' *রামাই*, ১৭১০।

হুতাশ [স হতাশ] **১** *বি* যন্ত্রণা। 'কুসুমশর হুতাশে/ তপ্ততু দীর্ঘ নিশাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দুর্ভাবনা। 'কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* আর্তনাদ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বি* নিরাশা। 'ইমাম খাতেরে যায় ছাড়িয়া হুতাশ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হুতাশি [স হতাশ>] *বি* দুর্ভাবনা বা আতঙ্কে অস্থিরতা প্রকাশ করে যে। 'হা-হুতাশ আমি হুতাশির!' *নজরুল*, ১৯২২।

হুতাশী [স হতাশ>] *বি স্ত্রী* হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি। 'হুতাশীর গান।' *জীবন*, ১৯২৭।

হুতাসযুক্ত [স হতাশযুক্ত] *বিণ* বিষণ্ন। 'দাউদের অন্তঃকরণ মহা হুতাসযুক্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

হুতাশন [স] *বি* আগুন। 'কামার পাতিল শাল সাবল তাইল হুতাশনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হুতাস [স হুতাশন] *বি* আগুন। 'তুমি জল তুমি স্থল তুমিত হুতাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

হুতাসন [স হুতাশন] *বি* অগ্নি। 'তুমি বাউ তুমি জম পবন হুতাসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

হুতুম, হুতোম, হুতুমপ্যাঁচা *বি* বড়ো আকারের এক রকমের প্যাঁচা। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা।' *হুতোম*, ১৮৬২; 'একটা হুতুমপ্যাঁচা ডেকে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হুতোমথুমো *বি* হুতোমপ্যাঁচা। 'তালগাছেতে হুতোমথুমো পাকিয়ে আছে ভুরু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হুতোমি, হুতোমী *বিণ* হুতোম প্যাঁচার নকশা গ্রন্থে ব্যবহৃত। 'সচরাচর হুতোমী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'বহুসংখ্যক হুতোমি পুস্তকের আদিপুরুষ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

হুতুলি কুতুলি *বি* সুতার মতো পাক-লাগা ও থলির মতো ভাব। 'ধুতি খুলে হুতুলি কুতুলি পাকিয়ে গেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুদরা *বি* অনাথ মণ্ডপ। 'চণ্ডীর আদেশে ধায় বীর হনুমান মট হুদরা ভাঙ্গ্যা করে খান খান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুদুরা *বি* অনাথাশ্রম। 'নানাচিত্র ইট কাটে দেউল হুদুরা মটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হুদলায়ে *ক্রিবিণ* উছলিয়ে। 'লালন বলে আমি সদাই/ আমোদ করি জল হুদলায়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

হুদ্দা [আ হুদ্দ] *বি* এলাকা। 'সাহেব আপন২ হুদ্দার কায আপনি আঞ্জাম করে।' *কেরি*, ১৮০২।

হুন[1] *বি* আহুতি। 'কাটিয়া গায়ের মাংস ঘৃত দিয়া হুনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

হুন[2] [ফা] *বি* ফ্রেঞ্চ পিস্তল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হুন[3] [স হূণ] *বি* ভারতে অভিবাসী চীনা জাতিবিশেষ। 'পারসীক, যোনা, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

হুনর [ফা হুনর] *বি* কৌশল। 'একের হুনরে মারা যাবে দুই ভাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হুনরে [ফা হুনরী] *বিণ* কর্মদক্ষ; কারিগরিতে দক্ষ। 'সাধারণে কথায় কথায় বলে থাকে হুনরে চীন ও হুজ্জুতে বাঙ্গাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুনুর [ফা হুনর] *বি* চতুরতা; প্রযুক্তি। 'হেকমত হুনুর করে ইমামের তরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হুনরি [ফা] **১** *বিণ* পটু; দক্ষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* কারিগরি; শৈল্পিক। 'এই বালিকারদিগের হস্তনির্ম্মিত হুনরি দ্রব্য।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

হুনুরি [ফা হুনরী] *বিণ* সেলাই সংক্রান্ত। 'একটু লেখাপড়া ও হুনুরি কর্ম্ম শিখিয়াছি।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হুনহি *সর্ব* নিজ। 'ত্তহি খনে হুনহি মনে মাধব চিন্তব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হুনি *বি* চীনা গোষ্ঠীবিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিট্টানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুনুমন্ত [স হনুমান] *বি* হনুমান। 'দখিন দুআরে হুনুমন্ত পহরিক।' *রামাই*, ১৭১০।

হুপ[1] [ই] *বি* আশা। 'কন্যা দেখিয়া হুপ পাঁচ হাত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হুপ[2] [ধ্বন্যা] *বি* হঠাৎ অবতরণের শব্দ। 'হুপ হুপ করে লঙ্কার চালে বসলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হুপিং কাশি [ই হুপিং+বা কাশি] *বি* ঘুংড়িকাশি। 'যার হাওয়ায় যক্ষ্মা সেরে যায়, তাতেই কি না হুপিংকাশি হবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

হুব [ধ্বন্যা] *বি* বানরের ডাক। 'বাঁদরা-মুখোর ভ্যাংচিয়ে মুখ দাঁত খিচে বেহদ্দ হুব।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হুবহু [আ হু+ফা ব+আ হু] *ক্রিবিণ* অবিকলরূপে। 'দুপক্ষেরই কথা হুবহু পত্রস্থ করেছি।' *নজরুল*, ১৯২২।

হুমকি *বি* ভীতি প্রদর্শন। 'নতি-স্বীকারের হুমকি থাকবে।' *পাশা*, ১৯৭১।

হুমকানি *বি* ধমকানি; তর্জনগর্জন। 'লাল বাংলার হুমকানি, – ছি ছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত অসত্য ও মা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হুমকিবাজি [হুমকি+ফা বাজি] *বি* ধমকানি। 'হুমকিবাজির তৎপরতা অধিক মাত্রায় উপস্থিত রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

হুমকে ওঠা *ক্রি* হাহাকার করে জেগে ওঠা। 'বক্ষে খালি হুমকে ওঠে শূন্যতা আর ফল্গুনাশা বালি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

হুমড়ি [ধ্বন্যা] *বি* হামাগুড়ি। 'গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

হুমরা চুমরা *বি* সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি। 'এই যত হুমরা চুমরা দেখিতে পাও।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হুমরো চুমরো *বিণ* প্রতিপত্তিশালী। 'দলের একজন হুমরো চুমরো ওস্তাদ ছোকরা হয়ে পড়ল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হুয়া হুয়া [ধ্বন্যা] *বি* হুয়া হুয়া শব্দ। 'শেয়াল লুকায়ে থাকে, রাতে হুয়া হুয়া করে ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হুর [আ] *বি* ইসলামিবিশ্বাস অনুযায়ী বেহেশতের সুন্দরী সেবিকা। 'বিহিস্তের হুর সব করএ চাকরী।' *সুলতান*, ১৭০০।

হুর-গেলেমান [আ] *বি* ইসলামিবিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গের সেবিকা ও সেবক। 'বেহেশতে হুর-গেলেমান ... বলে কোনো প্রাণী থাকলে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হুরপরী *বি* ইসলামিবিশ্বাস অনুযায়ী বেহেশতের সুন্দরী সেবিকা। 'জলপতি হুরপরী স্বর্গ বিদ্যাধরী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হুরাএন [আ] *বি* হুরগণ। 'লিখিলা বিহিস্ত হুরাএন মনোহর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হুরি, হুরী [আ হুর] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী বেহেশতের সুন্দরী সেবিকা। 'জান্নাত হতে ফেলে হুরি রাশ রাশ ফুল।' *নজরুল*, ১৯২২; 'অনন্ত-কালের জন্য অফুরন্ত বেহেস্ত আর অসংখ্য হুরী।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

হুরমত, হুরমাত [ফা] *বি* সম্ভ্রম। 'জোর করে হোসেনের হুরমাত উপরে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সরকারকে পাকতঃ দেখাইলেন যে আমার কত হুরমত – কত ইজ্জত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হুররো হো – উল্লাসধ্বনি। 'খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া, হুররো হো।' *নজরুল*, ১৯২২।

হুরাহুরি [স হুড়>] ১ *বি* গোলমাল। 'বাহু কসাকসি কেউ করে হুরাহুরি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* তাড়াহুড়া। 'উপযুক্ত সময়ে হুরাহুরি করিয়া ফল তো বিস্তর ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। দ্র **হুড়াহুড়ি**

হুরু *বি* বিনুনি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হুল[1] [স ফুল] *বি* ফুল। 'কল্লযুগ তোর এ বগহুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হুল[2] [স অল] *বি* ধনুকের প্রান্তভাগ। 'ধনুকের হুলে হেম-গোধিকা বান্ধিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুল[3] [স অল] ১ *বি* অস্ত্রের সুচালো মুখ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* পতঙ্গের চুমুক। 'এঁটো করা সেরির গেলাসে দিই হুল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হুলাঘাত *বি* হুলের আঘাত। 'মুস্তাফিজের বুকে হুলাঘাত রেখে গিয়েছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হুলস্থুল, হুলুস্থুল ১ *বি* গণ্ডগোল। 'তোমরা অবধানপূর্ব্বক বিচার করহ, আর নির্ব্বুদ্ধি ন্যায় হুলুস্থুল করিও না।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* হইচই। 'শুনিয়া দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

হুলথুল *বি* হুলস্থুল। 'কাগজে হুলথুল পড়ে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুলস্থলি *বি* গণ্ডগোল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হুলস্থুল *বিণ* নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন। 'প্রদেশে ভয়ানক হুলস্থুল কাণ্ড হইতেছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হুলুস্থুল *বি* তোলপাড়। 'আমি করব হুলুস্থুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

হুলস্থুল পড়া *ক্রি* হৈচৈ শুরু হবে। 'মনে করিয়াছেন গ্রামে হুলস্থুল পড়িবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হুলুস্থুলু *বিণ* তুমুল। 'বিছানাতে হুলুস্থুলু কলরবের চোটে ওর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

হুলানো [হি হুলনা] *ক্রি* পিছনে তাড়া করা। 'দূরে গেলে হুলায় কুক্কুরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুলাহুলি, হুলাহুলী [স হুলহুলী] *বি* উলুধ্বনি। 'জয় জয় হুলাহুলী দিল দেবগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কতদূর শুনিল স্মরণ হুলাহুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুলি[1] [স হোলিকা] ১ *বি* আগুন। 'মোর অঙ্গে হুলি জ্বালি বসন্ত খেলিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* হিন্দুপর্ব দোলযাত্রা। 'হুলির উৎসবে নানা দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

হুলি[2] [ধ্বন্যা] ১ *বি* ধ্বনি। 'বাজে সংখ সখী দেয় জয় জয় হুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* সাড়া; গোলমাল। 'ডাকাডাকি হাঁকাহাকি হুলি হুল্ল লোকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হুলিয়া [আ হুলিয়াত] *বি* পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করার জন্য তার চেহারার বর্ণনাসহ বিজ্ঞাপন। 'হুলিয়া ছাড়াই ধরে তাকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

হুলুই [ধ্বন্যা] *বি* উলুধ্বনি। 'সঘনে হুলুই পড়ে রতি চতুর্দোলে চড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুলুধ্বনি [ধ্বন্যা হুলু+স ধ্বনি] *বি* পূজা বিয়ে প্রভৃতি শুভকর্মে হিন্দু স্ত্রীলোকদের মঙ্গলধ্বনি। 'স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী/ দিবে হুলুধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হুলুরব [হুলু+স ধ্বনি] *বি* শুভকাজে হিন্দু নারীদের জিহ্বা ও তালুর সংযোগে সৃষ্ট আনন্দসূচক উলুধ্বনি। 'বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হুলো *বিণ* মর্দা। **হুলো বেড়াল** *বি* মর্দা বিড়াল। 'হুলো বেড়াল মিয়াঁও ম্যাঁও।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হুল্লোড় [স হল্লা>] ১ *বি* আনন্দ; কোলাহল। 'এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বি* ভিড় ও হৈচৈ। 'জাঁক-জমকের হুল্লোড়ে তারা যেন এক পয়সা না দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হুল্লোড়-হাঙ্গামা [স হল্লা>+ফা হাঙ্গামহ] *বি* গোলমাল। 'বাসে চড়বার জন্য হুল্লোড়-হাঙ্গামা ধাক্কা-ধাক্কি করবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হুশিয়ার, হুসিয়ার [ফা হুশিয়ার] *বিণ* সতর্ক। 'তবে যদি রাখ শির হুশিয়ার হইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আফিঙ্গে হামেশা মত্ত, হুসিয়ার দরবন্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। দ্র **হুঁশিয়ার**

হুশিয়ারী [ফা] *বি* সতর্কতা। 'যাত্রাপথে যে হুশিয়ারী ঘোষণা করেছেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

হুস[1] [ফা হোস] *বি* হুঁশ; জ্ঞান। 'আপন খুসিতে সশঙ্ক সারিরে আনপূর্ব্বকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুস বাহালে দানপত্র লিখিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০৯।

হুস[২] [ধ্বন্যা] *বি* আকস্মিক ও দ্রুত গমনের শব্দ। 'হুস করে গাড়ি চলে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'একদিন হুস করে হাজির হব।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হুসহাস [ধ্বন্যা] ১ *বি* রেলগাড়ি চলার শব্দ। 'চারি দিক থেকে হুসহাস করে ট্রেন ছুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* বাতাসের গতির শব্দ। 'হুসহাস করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হুসহুস [ধ্বন্যা] ১ *বি* অবিরত হুস শব্দ; দ্রুত চলার কারণে মুখ দিয়ে অনবরত বাতাস বের হওয়ার শব্দ। 'বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস করে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* হুসহুস ধ্বনিপূর্ণ। 'বাহিরে শুধু একটানা হুসহুস জলের শব্দ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হুহু, হুহুঃ [ধ্বন্যা] ১ *বি* উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ। 'হুহু করে হেসে হেসে হল মূর্ছাপন্ন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* জোরে পানি প্রবাহিত হচ্ছে এমন। 'মৃত্তিকা ফাটিয়া হুহু শব্দে জল উঠিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ *বি* মনোবেদনা জ্ঞাপক শব্দ। 'মন কেমন হুহু করচে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ৪ *বিণ* প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে এমন। 'হু হুঃ শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'হুহু করে হাওয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বি* ট্রেনের দ্রুতগতি নির্দেশক। 'রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃ শব্দে চলে যায় –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হুহু করা ১ *ক্রি* উচ্ছ্বসিতভাবে হাসা। 'হুহু করে হেসে হেসে হল মূর্ছাপন্ন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রি* দ্রুতগতিতে হাঁটাচলা করা। 'কেউ বা বন্ধু-সঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রি* কাঁদা। 'হু-হু করে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস-উদাস।' *নজরুল*, ১৯২৩।

হু হু ক'রে/করিয়া ১ *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'মাছের ও তরকারির বাজরা হু হু করিয়া আসিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *ক্রিবিণ* একের পর এক। 'হুহু করে এডিশনের পর এডিশন উঠে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হুহু করে বেড়ানো *ক্রি* দ্রুতগতিতে হাঁটাচলা করা। 'কেউ বা বন্ধু-সঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হুহুশ্বাস *বি* প্রবল বেগে বাতাসের শব্দ। 'হাওয়ার হুহুশ্বাস।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

হুহুস্বরে *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'জামিদারদিগের সম্পত্তি হুহুস্বরে নিলাম হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

হূহ, হুহু, হূ হূ [ধ্বন্যা] ১ *বি* নৈরাশ্য, শূন্যতা বা যাতনাসূচক শব্দ। 'পড়ে মনটা কেমন হূহ করে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* অবিরাম হূ ধ্বনি করে এমন। 'ঝাউ বৃক্ষের হূ হূ শব্দ বিষণ্ণভাবে কর্ণে আঘাত হয়।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৩ *বি* প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার শব্দ। 'বাতাস শুধু কানের কাছে বহিয়া যায় হূহূ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তপ্ত বাতাস ধুলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে হূহূ শব্দ করে ছুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হুহুঙ্কার, হুহুংকার [স হুঙ্কার>] ১ *বি* চিৎকার। 'হুহুঙ্কার ছাড়িয়া কাম বান গোটা এড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* হুম হুম শব্দ। 'লাঠীয়ালগণের হুহুঙ্কার।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ৩ *বি* গর্জন। 'হুহুংকারের শব্দ হল, ফেনারূপ হয়ে গেল/ নীর-গম্ভীরে সাঁই ভাসলেন নিরন্তর।' *লালন*, ১৮৯০।

হুহুঙ্কারধ্বনি [স হুঙ্কারধ্বনি] *বি* গর্জন। 'রণবাদ্য, শঙ্খনাদ, ও হুহুঙ্কারধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

হুহুঙ্কারা *ক্রি* গর্জন করা। **হুহুঙ্কারি** *ক্রি* গর্জন ক'রে। 'নদ যবে বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু-অভিমুখে বীরদর্পে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হুহি *সর্ব* তার। 'হুহি অরজল অপজস অপকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হূঁ *বি* মন্ত্রবিশেষ। 'অকট হূঁ ভব ইঅণা।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

হূণ *বি* প্রাচীন ভারতের উত্তরাঞ্চলে বাস করতো এমন একটি জাতি। 'শক, জাট, হূণ প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়েরা ... সিন্ধুনদের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হূন *বি* স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ। 'সম্বুলের দর দশ সহস্র হূন হইবে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

হূপ হাপ দুপ দাপ [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত উচ্চ শব্দ। 'হূপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

হূম হাম খুম খাম [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত ভীষণ গর্জন। 'হূম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

হূরা *ক্রি* আলোড়িত করা। 'রসে হূরিআঁ মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হৃচ্চিত্র [স] *বি* হৃদয়ের ছবি। 'নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হৃত [স] *বিণ* লুণ্ঠিত। 'এইরূপ দারুণ অবিচারের পর তাঁহার সর্বস্ব হৃত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

হৃতঃস্বাস্থ্য [স] *বি* হারানো স্বাস্থ্য। 'রোগ ভাল হয়ে হৃতঃস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশা থাকে।' *বেগম*, ১৯৫১।

হৃত-গৌরব [স] *বি* হারানো মর্যাদা। 'বুঝে নাও একে একে,/ তোমাদের হৃত-গৌরব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হৃতচর্ম [স] *বিণ* চামড়া ছাড়ানো হয়েছে এমন। 'দক্ষিণে মুসলমানের দোকানের হৃতচর্ম খাসির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃতদীপ্তি [স] *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'নিঃশব্দে যেখানে শত হৃতদীপ্তি আত্মার মিছিল।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

হৃতদ্রব্য [স] *বি* হরণ হয়ে যাওয়া দ্রব্য। 'বিলম্ব হইলে হৃতদ্রব্য এবং আঘাতপ্রাপ্ত দুষ্টদিগকে পাওয়া কঠিন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হৃতমণি [স] *বিণ* মণিহারা। 'যেন কোনো রূপকথার হৃতমণি অন্ধ অজগর ... ছুটে আসে।' *নীরেন*, ১৯৫৫।

হৃতযৌবনা [স] *বিণ* বিগতযৌবনা। 'হৃতযৌবনা জোলেখার এক মুহূর্তে পূর্বরূপপ্রাপ্তি।' *আনিস*, ১৯৬৪।

হৃতসর্বস্ব, হৃতসর্ব্বস্ব [স] *বিণ* নিঃস্ব। 'বাবু যখন হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন ...।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'তেমনি হৃতসর্বস্ব রায়তদের সম্পূর্ণ সমর্থনও ...।' *আনিস*, ১৯৬৪।

হৃতসামর্থ্য [স] *বিণ* অক্ষম। 'সর্বত্র ... আত্মপ্রত্যয়হীনতা, হৃতসামর্থ্য প্রথাপ্রকরণের নির্বোধ অনুসরণ।' *শিব*, ১৯৫৬।

হৃতস্বার্থ [স] *বিণ* স্বার্থ হরণ করা হয়েছে এমন। 'আমি হৃতস্বার্থ তাই সূর্য কেন্দ্রচ্যুত।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

হৃতস্বাস্থ্য [স] *বিণ* অসুস্থ। 'আমাদের সমাজে শতকরা নব্বইজন মেয়ে হৃতস্বাস্থ্য।' *বেগম*, ১৯৪৭।

হৃতা [স] *বিণ* অপহৃতা। 'রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হৃতা হয়েন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

হৃতাবশিষ্ট [স] *বিণ* লুণ্ঠিত হওয়ার পর অবশিষ্ট আছে এমন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হৃতাবশিষ্ট ওয়াক্ফ-সম্পত্তিগুলিও ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে না।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

হৃদ', **হৃৎ** [স হৃৎ, হৃদ্] ১ *বি* বক্ষদেশ। 'হৃদের কাঞ্চুলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* হৃদয়। 'হৃদ চক্ষে জগৎ দেখন্ত স্থানে বসি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'নাভিতে ব্রহ্মা, হৃদে বিষ্ণো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'শ্রী পাইয়া হ্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হৃৎকমল [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'হৃৎকমলে ধ্যান কালে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হৃৎকম্প [স] *বি* ভয়জনিত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। 'শাস্ত্র-শাসিত সম্বন্ধের বিষময় চরম ফল মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'তাঁহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হৃৎকম্পন [স] *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। 'পায়ের শব্দ যে হৃৎকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'নিশাচরের ডানার ঝাপট ... নিশীথিনীর হৃৎকম্পনের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হৃৎপদ্ম [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'হবে অগ্রসর আমাকে হৃৎপদ্মে ধরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

হৃৎপিঞ্জর [স] *বি* অন্তর। 'হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

হৃৎপিণ্ড [স] *বি* বুকের মধ্যে স্পন্দনশীল রক্তসঞ্চালক অঙ্গ। 'হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রকে বিকল করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

হৃৎপিণ্ডদুর্বল [স] *বিণ* দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন। 'হৃৎপিণ্ডদুর্বল মানুষের ক্ষতি হতে পারে?' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

হৃৎযন্ত্র [স] *বি* হৃৎপিণ্ড। 'কাঁপে হৃৎযন্ত্র তার।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হৃৎস্পন্দন [স] *বি* হৃৎপিণ্ডের কম্পন। 'একটি সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হৃদকমল [স হৃৎকমল>] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'হৃদকমলে সে রূপ ঝলক দিবে।' *লালন*, ১৮৯০।

হৃদকম্প [স হৃৎকম্প] *বি* ভয়জনিত হৃদস্পন্দন। 'মেঘের গর্জন শুনলে মহাবীর পুরুষেরও হৃদকম্প হয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হৃদকোষ [স হৃৎকোষ] *বি* হৃদয়। 'হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদকোষে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হৃদক্রিয়া [স হৃৎক্রিয়া] *বি* হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া। 'পটাশিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগে হৃদক্রিয়ার হ্রাস হয়।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

হৃদগহ্বর [স হৃদ্গহ্বর] *বি* অন্তরের অন্তস্তল। 'তাঁহার পাঠকগণের হৃদগহ্বর হইতে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন উচ্ছ্বসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদতা [স হৃদ্যতা] *বি* বন্ধুত্ব। 'আস্তে২ নবাবজাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই এক হৃদতা হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

হৃদন্তর [স] *বি* মর্মস্থল। 'তব প্রেম অহি দংশে মম হৃদন্তর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

হৃদপদ্ম [স হৃৎপদ্ম] ১ *বি* (হিন্দু তন্ত্র) ষট্‌চক্রের অন্যতম চক্র, এর অবস্থান বক্ষে কল্পিত; মণিপুর। 'হৃদ পদ্ম নির্মিত আছে শত দলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'অমাত্যের বাক্যে কর্তার হৃদপদ্ম প্রফুল্ল হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হৃদপদ্মবাসী [স হৃৎপদ্মবাসী] *বিণ* হৃদপদ্মে বা কেন্দ্রে বাস করে এমন। 'রোমের হৃদপদ্মসম্ভব ও হৃদপদ্মবাসী ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদপদ্মসম্ভব [স হৃৎপদ্মসম্ভব] *বিণ* কেন্দ্রস্থলে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'রোমের হৃদপদ্মসম্ভব ও হৃদপদ্মবাসী ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদপদ্মাসন [স হৃৎপদ্মাসন] *বি* হৃদয়রূপ পদ্মাসন। 'আবির্ভূতা হৃদপদ্মাসনে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

হৃদ-পেশী [স হৃৎপেশী] *বি* হৃদয়দেশ। 'আর কষে কষি হৃদ-পেশি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হৃদবিদারণ [স হৃদ্‌বিদারণ] *বি* মর্মযন্ত্রণা। 'ইহারি লাগিয়া হৃদবিদারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

হৃদবিপ্লব [স হৃদ্‌বিপ্লব] *বি* মানসিক আন্দোলন। 'হৃদবিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

হৃদবিলাসিনি [স হৃদ্‌বিলাসিনী] *বিণ স্ত্রী* মন নিয়ে খেলা করে এমন। 'হৃদবিলাসিনি তোমার চিন্তা কি?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হৃদবিহারী [স হৃদ্‌বিহারী] *বিণ* হৃদয়ে বিচরণকারী। 'হৃদবিহারী কোথায় হরি/ পিপাসী-প্রাণ তোমায় চায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

হৃদবোধ [স হৃদ্‌বোধ] *বি* হৃদয়ের ভাবানুভূতি। 'আমার সুন্দর হৃদবোধ আছে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হৃদমাঝার [স হৃদ্‌মাঝার] *বি* মনের মাঝ। 'যে গৌর সেই গৌরাঙ্গ/ হৃদমাঝারে আছে গৌরাঙ্গ।' *লালন*, ১৮৯০।

হৃদযন্ত্র [স হৃদ্‌যন্ত্র] *বি* হৃৎপিণ্ড। 'রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে হৃদযন্ত্রের পরিবর্তন হয়।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

হৃদ-যমুনা [স হৃদ্‌যমুনা] *বি* হৃদয়রূপ যমুনা। 'বইবে উজান হৃদ-যমুনায়।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

হৃদয়যন্ত্র [স] *বি* হৃদ্‌যন্ত্র; হার্ট। 'হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পারে ছিল এমন ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হৃদরোগ [স হৃদ্‌রোগ] *বি* হৃৎপিণ্ডের অসুখ; হার্ট ডিজিজ। 'ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের – হৃদরোগ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

হৃদরোগী [স হৃদ্‌রোগী] *বি* হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। 'হৃদরোগীদের ওয়ার্ডের ওপর উড়ে এল দুটো কাঁদুনে বোমা।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

হৃদ্‌গত, হৃদ্গাত [স] *বিণ* মনোগত। 'শিষ্টালাপ হৃদ্গাত নহে, কেবল টাকার জন্য।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তাহাদের ভাব-সকল হৃদ্‌গত করিত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

হৃদ্‌বিকাশ [স] *বি* হৃদয়ের বিকাশ। 'ভক্ত-হৃদ্‌বিকাশ প্রাণবিমোহন নব নব তব প্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদ্-বৃন্ত [স] *বি* মর্মস্থান। 'বিদেশী-চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদ্-বৃন্তে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হৃদ্‌বিদ্ধ, হৃদ্বিদ্ধ [স] *বিণ* বক্ষবিদ্ধ। 'তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হৃদ্বিদ্ধ সিংহের ন্যায় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হৃদ্‌বোধ, হৃদ্বোধ [স] *বি* হৃদয়-অনুভূতি। 'দিগ্‌গজের হৃদ্বোধ হইল যে, প্রণয়িনী আসিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

হৃদ্য [স] *বিণ* হৃদয়গ্রাহী। 'কর্মপ্রণালীকে অত্যন্ত হৃদ্য এবং ফলপ্রদ করিয়া তুলিবার জন্য ... মন্ত্রণা চলিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হৃদ্যতা [স] ১ *বি* আন্তরিকতা। 'তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* সৌহার্দ্য। 'সে তাহার স্বাভাবিক হৃদ্যতা লইয়া যাতায়াত করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *বি* বন্ধুত্ব। 'উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতার পথ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হৃদ্যতাবিহীন [স] *বিণ* আন্তরিকতাশূন্য। 'পরের কাছ হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদ্যতাবিহীন দান লইবার একটা মস্ত লাঞ্ছনা এই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হৃদ্রোগ, হৃদ্‌রোগ [স] ১ *বি* মনোবেদনা। 'হৃদ্রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতা। 'আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হ্রদ[2] [স হ্রদ] *বি* জলাশয়। 'এই হ্রদে তব তিহোঁ কৈল চিরকাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

হৃদয় [স] ১ *বি* মন। 'হৃদয়ে রাখিহ বড়ায়ি আহ্মার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বক্ষঃস্থল। 'তখন ঘুচাইল কাঢ়ী হৃদয়ের হার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* মর্মস্থল। 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বি* প্রাণ; অন্তর। 'সকল হৃদয় দিয়ে ভালো বেসেছি যারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

হৃদএ [স হৃদয়] *বি* হৃদয়। 'আপণেঁ্রি গুণ কাহাঞিঁ আপণ হৃদএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হৃদঞি [স হৃদয়] *বি* মন। 'হৃদঞিঁ জাণিল তবেঁ নিলেক মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হৃদয়-অঞ্জলি [স] *বি* হৃদয়ের অঞ্জলি; নিবেদন। 'হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম। ওগো তুমি নিরুপম, হে ঐশ্বর্যবান, তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হৃদয়-অন্ধকার [স] *বি* হৃদয়ের গোপন জায়গা। 'নতুন সৃষ্টি প্রকাশ হবে কী গৌরবে হৃদয়-অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

হৃদয়-আঁখি [স হৃদয়-অক্ষি] *বি* হৃদয়রূপ আঁখি। 'হৃদয়-আঁখির সাধ হতে মোর করো না গো নিরাশ মোরে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হৃদয়-আকাশ [স] *বি* হৃদয়রূপ আকাশ। 'সচ্চরিত্র সাধুদিগের হৃদয়-আকাশ পূর্ণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

হৃদয়-আগার [স] *বি* মনের প্রান্ত। 'দিছি স্থান যোগিবরে হৃদয়-আগারে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হৃদয়আঙিনা *বি* হৃদয়ের প্রান্ত। 'আমার হৃদয়আঙিনাতে/ খেলবি মা তুই দিনে রাতে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হৃদয়-আরশি *বি* হৃদয়রূপ আয়না। 'বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে চিহ্ন কিছু পড়েছিল এসে নিশ্বাসরেখাছায়া?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হৃদয়-আসন [স] *বি* হৃদয়রূপ আসন। 'এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে, কেঁদে মরে শুধু বাসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়-আসনে *ক্রিবিণ* অন্তরের মধ্যখানে। 'মনে মনে, হৃদয়-আসনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হৃদয়-আসীনা [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয়ে অবস্থিত। 'থাক হৃদয়-আসীনা অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

হৃদয়-ঈশ্বরী [স] *বি স্ত্রী* প্রণয়িনী। 'তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বরী।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

হৃদয়-উৎসব [স] *বি* হৃদয়ের লেনদেন অর্থাৎ প্রীতিপূর্ণ উচ্ছ্বাসময় কথার আদান-প্রদান। 'লোকমুখে চলে আমাদের উভয়ের হৃদয়-উৎসব।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

হৃদয়-উদ্বোধন [স] *বি* মনের উদ্দীপনা। 'ঐ একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদয়-উপকূল [স] *বি* হৃদয়রূপ বেলাভূমি। 'সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়ংগম [স] *বি* উপলব্ধি। 'এই গৌফওআলা পালোয়ানের বিশে কিছু হৃদয়ংগম হত এমন আমার বোধ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়কক্ষ [স] *বি* হৃদয়রূপ কক্ষ। 'রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে।' *রবীন্দ্র* ১৮৯৮।

হৃদয়কন্দর [স] *বি* হৃদয়ের গহ্বর। 'সেই সিংহ বসুক জীবে হৃদয়কন্দরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হৃদয়-কবর *বি* হৃদয়রূপ সমাধি। 'এ জন্মের মতো আমার হৃদয় কবরের অতি গুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়কবাট [স] *বি* হৃদয়রূপ কবাট। 'তিনি আমারদিগের হিতে নিমিত্ত হৃদয়কবাট উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হৃদয়কমল [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'হৃদয়কমলে বসে কর সুপ্রকাশ *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হৃদয়-কাড়া *বিণ* হৃদয় হরণকারী। 'সে কি ভাবে গোপন র' লুকিয়ে হৃদয়-কাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

হৃদয়কানন [স] *বি* হৃদয়রূপ উদ্যান। 'প্রজ্বলিত দাবানল হৃদয় কান দগ্ধ করতেছিল।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হৃদয়কুঞ্জ [স] *বি* হৃদয়রূপ কুঞ্জ। 'নিবিড়নন্দিত প্রেমকম্পি হৃদয়কুঞ্জবিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হৃদয়কুঞ্জবিতান [স] *বি* হৃদয়রূপ কুঞ্জবন। 'নিবিড়নন্দি প্রেমকম্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হৃদয়কুটির [স] *বি* হৃদয়রূপ কুটির। 'এখনো কাঁদিছে রা হৃদয়কুটিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হৃদয়কুসুম [স] *বি* হৃদয়রূপ ফুল। 'হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি।' *রবীন্দ্র* ১৮৮৭।

হৃদয়কোমর [স হৃদয়+ফা কমর] *বি* হৃদয়রূপ কোমর। 'বাঁ শৌর্য্যবস্ত্রে হৃদয়কোমর।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হৃদয়কোরক [স] *বি* হৃদয়রূপ কলি। 'শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোর প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হৃদয়ক্ষত [স] *বি* মনের কষ্ট। 'কালের শীতল প্রলেপে সেই হৃদয়ক্ষ ক্রমে পূরিয়া উঠিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হৃদয়ক্ষেত্র [স] *বি* অন্তর; হৃদয়রূপ ক্ষেত্র। 'হৃদয়ক্ষেত্রে ঐরূপ বিশ্বা বীজ।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

হৃদয় খোলা *ক্রি* মন উজাড় করা। 'গান গাহি হৃদয় খুলিয়া।' *রবীন্দ্র* ১৮৮১।

হৃদয়গগন [স] *বি* হৃদয়রূপ আকাশ। 'আমার হৃদয়গগন পূরি তোমার চরণকিরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'তব হৃদয়-গগনে আ তপন-যথা।' *বুদ্ধ*, ১৯৩২।

হৃদয়গগনভাস্কর [স] *বি* হৃদয়রূপ আকাশের সূর্য। 'তিমিরতিরস্ক হৃদয়গগনভাস্কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হৃদয়গত [স] *বিণ* মর্ম্মস্থ। 'ততকাল সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গত কখন হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হৃদয়গম্য [স] *বিণ* বোধগম্য। 'হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতা কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

হৃদয়গহন [স] *বি* হৃদয়ের অভ্যন্তর। 'অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হৃদয়গুণ [স] *বি* মনোবৃত্তি। 'সহজাত হৃদয়গুণের জন্য রানি স্বেচ্ছায় ইংরাজদের সাহায্য করেছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

হৃদয়-গুহা [স] *বি* হৃদয়ের অভ্যন্তর। 'বাহির হয়ে এলো রে হৃদয়-গুহার নাগিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়গ্রাহিতা [স] *বি* মানসিক আকর্ষণ। 'ভাঁড়ামির বেশ একটা হৃদয়গ্রাহিতা আছে বটে।' *জীবন*, ১৯৩২।

হৃদয়গ্রাহিত্ব [স] *বি* চিত্তাকর্ষকতা। 'বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহিত্ব সমানই আছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

হৃদয়গ্রাহী [স] *বিণ* হৃদয়কে আকর্ষণ করে এমন; চিত্তাকর্ষক। 'ইংরেজী বাঙ্গলা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হৃদয়-ঘর *বি* হৃদয়রূপ ঘর; অন্তর। 'তুমি নিজে বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদেই হৃদয়-ঘরের বহির্মুখী বাতায়নগুলি বন্ধ করিয়া হয়ত একান্তই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

হৃদয়ঘাট *বি* হৃদয়ের প্রান্ত। 'হৃদয়ঘাটে একটু থেকে অমনি সে যায় সরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হৃদয়ঙ্গম [স] *বি* উপলব্ধি। 'আমরা যে তাঁহারই অনুগামী তাহা প্রতিক্ষণ প্রতিকার্য্যে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হৃদয়ঙ্গমা [স] *বি স্ত্রী* প্রণয়পাত্রী। 'অক্রোধে যে স্বামী সেবা করে, সেই স্ত্রী ভর্ত্তার ধর্ম্মভাগিনী ও হৃদয়ঙ্গমা হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

হৃদয়চকোর [স] *বি* চকোর পাখির মতো তৃষ্ণার্ত হৃদয়। 'হৃদয়চকোর চাবে হাসির কিরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয় চুরি করা *ক্রি* মন জয় করা। 'সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হৃদয়চূড়া [স] *বি* হৃদয়ের চূড়া। 'থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়চোর [স] *বিণ* মন হরণকারী। 'ঐ হৃদয়চোর ব্যক্তির সহিত সংঘটন করিয়া দাও।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হৃদয়জয় [স] *বি* মনোহরণ। 'হৃদয়জয়ের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতাটা একজন পুরুষের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

হৃদয়জয়ী [স] *বিণ* হৃদয় জয়কারী। 'হাজার নরনারীর হৃদয়জয়ী কুমুদ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হৃদয়জোয়ার [স হৃদয়+জোয়ার] *বি* মনের উচ্ছ্বাস। 'হৃদয়জোয়ারে ভেঙ্গে যায় সংকল্প।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

হৃদয়জ্বালা [স] ১ *বি* মনোবেদনা। 'মুছিনু নীরজা, নয়নের ধার, নিভালাম সখি হৃদয়জ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। *বি* হৃদয়ের আগুন। 'এস বুকে – স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে এ দীপ্ত হৃদয়জ্বালা করহ নির্বাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হৃদয়-ডাঙা [স হৃদয়+ডাঙা] *বি* হৃদয়রূপ ডাঙা। 'অমিটের হৃদয়-ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হৃদয়তন্তু [স] *বি* হৃদয়রূপ সুতা। 'তাহার বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রগুলি লৌহদণ্ড নহে, তাহা হৃদয়তন্তু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হৃদয়তন্ত্র [স] *বি* হৃদয়রূপ বীণার তার। 'সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হৃদয়তন্ত্রী [স] ১ *বি* হৃদয়বীণা। 'হৃদয়তন্ত্রী বেহাগ রাগে বাজিয়া উঠে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বি* হৃদয়বীণার তার। 'শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী, বীণা খসে যায় পড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হৃদয়তরণী [স] *বি* হৃদয়রূপ নৌকা। 'ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়তরু [স] *বি* হৃদয়রূপ গাছ। 'হৃদয়তরুর শাখায় শাখায় আলোকলতা জড়িয়েছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হৃদয়তল [স] *বি* হৃদয়ের তলদেশ। 'খুলিয়া দেখিনু হৃদয়তল, সেসব ভাবিয়া ফেলিবি না বালা, শুধু এক ফোঁটা নয়নজল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৬; 'তার আভাষণ ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হৃদয়তীর [স] *বি* হৃদয়ের সন্নিকট। 'কাহার হৃদয় থেকে এক পথ চলে এলো আমার হৃদয়তীরে!' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হৃদয়তোষিকা [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় তোষণকারী। 'স্ত্রী লেখাপড়া শিকে ও চির হৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বির কত্তে হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হৃদয়তোষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় তোষণকারী; হৃদয় তুষ্টকারী। 'এঁদেরি মধ্যে একটিই আমার হৃদয়তোষিণী হবেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

হৃদয়-দরবার *বি* অন্তস্তল। 'আর দেশী ভাষায় স্বদেশীয় হৃদয়-দরবারে যেমনি হাত পাতিলাম, অমনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদয়-দল [স] *বি* হৃদয়ের পাপড়ি। 'আজি খুলিয়ো হৃদয়-দল খুলিয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হৃদয়দান [স] *বি* কাউকে মন সমর্পণ করা। 'সপ্তপদীর ঐতিহ্যের মুখোশে তাই হৃদয়দানের সুর ভেঙে যাই অভ্যাসেই।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

হৃদয়দিগ্‌বিজয় [স] *বি* মন জয়। 'করিতে হৃদয়দিগ্‌বিজয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়দুয়ার [স হৃদয়দ্বার] *বি* হৃদয়ের দ্বার। 'পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুকনয়নে/ হৃদয়দুয়ারে এসে দেখে হেসে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হৃদয়দুর্গ [স] *বি* হৃদয়রূপ দুর্গ। 'নতুন করে হৃদয়দুর্গের দ্বারোদ্ঘাটন হল দু'জনের।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

হৃদয়দেবতা [স] *বি* হৃদয়ে অধিষ্ঠিত দেবতা। 'হৃদয়দেবতা রয়েছে প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হৃদয়-দেশ [স] *বি* অন্তর। 'কি বেদনা, মরি, গুমরি গুমরি উঠিছে তোমার হৃদয়-দেশে?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

হৃদয়দৌর্বল্য [স] *বি* মনের দুর্বলতা। 'হৃদয়দৌর্বল্য যখন অর্জ্জুনেরও ছিল।' *প্রমথ*, ১৯২০।

হৃদয়দ্বার [স] *বি* মনের দরজা। 'অহঙ্কার হৃদয়দ্বার রয়েছে রোধিয়া হে – আপনা হতে আপনার, মোরে রক্ষা করো হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

হৃদয়-ধন [স] *বি* হৃদয়রূপ ধন। 'কেনই বা ভুলিবো তোমায়/ কে ভুলে হৃদয়-ধনে।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়-ধনু [স] *বি* হৃদয়রূপ ধনুক। 'হৃদয়-ধনুর দৃপ্ত কঠিন ছিলা দিনে দিনে শিথিল হল।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

হৃদয়ধর্ম [স] *বি* হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা। 'হৃদয়ধর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

হৃদয়ধর্মী [স] *বিণ* হৃদয়বান। 'মেয়েরা হৃদয়ধর্মী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

হৃদয়-নাথ [স] *বি* প্রাণপতি। 'আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হৃদয়নাশা [স] *বিণ* চিত্তবিনাশী। 'জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হৃদয়নিধি [স] *বি* হৃদয়ের গচ্ছিত ধন। 'আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে একজন পরের হাতে সমর্পণ করবো।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হৃদয়নীর [স] *বি* হৃদয়রূপ জলাশয়। 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো, এসো মোর হৃদয়নীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়পট [স] *বি* হৃদয়রূপ পর্দা। 'ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হৃদয়পতত্রী [স] *বি* মনরূপ পাখি। 'আমার হৃদয়পতত্রী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হৃদয়পদ্ম [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'প্রবঞ্চনা ও অপরাপর অনিষ্ট ঘটনার অসম্ভাবনা ভাবিয়া হৃদয়পদ্ম সর্ব্বদা বিকসিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হৃদয়-পাখি [স হৃদয়পক্ষী] *বি* হৃদয় রূপ পাখি। 'মোর হৃদয়-পাখির গগন তোমার হৃদয়দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হৃদয় পাতা *ক্রি* হৃদয় বিছিয়ে দেওয়া। '(সে) চলতে পায়ে দলবে বলে/ পথে হৃদয় পেতে থাকি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হৃদয়পাত্র [স] *বি* হৃদয়রূপ পাত্র। 'হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়পুর [স] *বি* অন্তর। 'অপরূপ, তোমার রূপের লীলায়/ জাগে হৃদয়পুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হৃদয়প্রমাদক [স] *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'অলৌকিক অতিমানুষিক হৃদয়প্রমাদক আনন্দ আছে বটে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

হৃদয়প্লাবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় প্লাবনকারী; হৃদয় অধিকার করে নেয় এমন। 'মৃতা নয় – যৌবনপ্রতিমা, নারী হৃদয়প্লাবিনী।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

হৃদয়বন [স] *বি* হৃদয়রূপ বন। 'অজানা হৃদয়বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়বন্ধু [স] *বি* প্রাণের দোসর। 'হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়বল [স] *বি* মনের জোর। 'কাঁপে অবাধ্য হৃদয়বল অবিরত।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হৃদয়বল্লভ [স] *বি* প্রাণপ্রিয়; হৃদয়ের স্বামী। 'তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'হে লিপি, তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

হৃদয়-বাঁশি [স হৃদয়+বাঁশি] *বি* হৃদয়রূপ বাঁশি। 'শতছিদ্রময় এই হৃদয়-বাঁশিটি লয়ে বাজাই সতত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হৃদয়-বাতায়ন [স] *বি* মনের জানালা। 'ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হৃদয়বান [স] ১ *বিণ* দরদি। 'যথার্থ হৃদয়বান লোক যদি থাকেন, তাঁহারা একবার একবাক্যে বলুন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* উদারচিত্ত। 'বড় হৃদয়বান বাদশা।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

হৃদয়বারতা [স] *বি* মনের কথা। 'মুহূর্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়বারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়বাসনা [স] *বি* মনের ইচ্ছা। 'নৌকাগুলা রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হৃদয়বাসী [স] *বি* হৃদয়ে অবস্থানকারী। 'তাহার হৃদয়বাসী কোন গৃহশত্রু তাহার বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য দিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'ওগো আমার হৃদয়বাসী/ আজ কেন নাই তোমার হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়বাহিনী [স] *বিণ* হৃদয়ে সঞ্চারিত। 'হৃদয়বাহিনী দয়া তেমনই দিনযামিনী।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

হৃদয়বিদারক [স] *বিণ* হৃদয়কে বিদীর্ণ করে এমন। 'এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হৃদয়বিদারণ [স] *বিণ* মর্মস্পর্শী; দুঃখজনক। 'যদি এই হৃদয়বিদারণ অমঙ্গলঘটনার নিবারণের কোনও উপায় থাকে, বলুন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'এই হৃদয়বিদারণ ব্যাপার দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই হতবুদ্ধি ও জড়প্রায়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হৃদয়বিদীর্ণকারী [স] *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'হৃদয়বিদীর্ণকারী ব্যাপার স্মরণ হইলে ... হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হৃদয়বিদ্রাবিণী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয়কে দ্রবীভূত করে এমন। 'বেদব্যাস হৃদয়বিদ্রাবিণী উন্মাদিনী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

হৃদয়-বিলাসি [স, সম্বো -বিলাসি] *বি* হৃদয়ে অবস্থানকারী। 'ক্ষম দোষ, ত্যজ রোষ, হৃদয়-বিলাসি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হৃদয়বিহঙ্গ [স] *বি* হৃদয়রূপ পাখি। 'কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হৃদয়বিহীন [স] ১ *বিণ* হৃদয়হীন; দয়া নেই এমন। 'হৃদয়বিহীন প্রাসাদের আড়ম্বর গর্বিত এ নগরের ঘোর কোলাহল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ২ *বিণ* নীরস। 'রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যস্ত সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হৃদয়বীণা [স] *বি* হৃদয়রূপ বীণা। 'নবীন কবি মানবের হৃদয়বীণার কোনো নূতন তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারিয়াছেন কিনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হৃদয়বৃত্তি [স] ১ *বি* মনের কার্যকলাপ। 'হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপদ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮। ২ *বি* হৃদয়ের স্বভাবগত প্রবণতা। 'যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়-বেদনা [স] *বি* মনের কষ্ট। 'শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়-ব্যথা [স] *বি* মনোবেদনা। 'তাদের হৃদয়-ব্যথা তাদের মরণ-গাথা কে গাইছে একত্র করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়ভরা [স হৃদয়+ভরা] ১ *বি* হৃদয় পূর্ণ করে যে। 'এসো হে এসো হৃদয়ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* আন্তরিকতাপূর্ণ। 'হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা।' *নজরুল*, ১৯২২।

হৃদয়ভরানো *বিণ* হৃদয়কে পূর্ণ করে দেয় এমন। 'রাজার যে চোখজুড়ানো হৃদয়ভরানো কান্তমধুর রূপ ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

হৃদয়ভার [স] *বি* হৃদয়ের ভার। 'তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

হৃদয়ভারাক্রান্ত [স] *বিণ* হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে এমন। 'হৃদয়ভারাক্রান্ত একটা ক্লান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হৃদয়ভিক্ষু [স] *বি* হৃদয়রূপ ভিখারি। 'আমার হৃদয়ভিক্ষুরে/ কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়ভেদী [স] *বিণ* অত্যন্ত দুঃখজনক; মর্মান্তিক। 'এতদ্দেশেই যে এইরূপ হৃদয়ভেদী ব্যাপারের ঘটনা হইয়াছে এমন নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হৃদয়-মধুকর [স] *বি* হৃদয়রূপ মৌমাছি। 'হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগল প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হৃদয়মধ্যে [স] *ক্রিবিণ* হৃদয়ের মাঝখানে। 'তাহা চিরকালই হৃদয়মধ্যে যত্নপূর্ব্বক নিহিত রাখা বিধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

হৃদয়-মন [স] *বি* হৃদয় ও মন; সমস্ত অন্তর। 'সুস্থ শরীর হৃদয়-মনের অতিরিক্ত উদ্যমকে খাটাইয়া আনন্দ লাভ করা খেলার উদ্দেশ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়মন্দির [স] *বি* মনের অভ্যন্তর। 'রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উঁকিঝুঁকি মারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হৃদয়ময় [স] ১ *ক্রিবিণ* হৃদয়ব্যাপী। 'কে যেন উন্মাদ-সম করে হাহাকার – সমস্ত হৃদয়ময় ছুটিয়া আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বিণ* প্রাণবন্ত। 'এক নিমেষে তুমি হৃদয়ময় হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়-মরু [স] *বি* হৃদয়রূপ মরুভূমি। 'বর্বরদের অনুর্বর ওই হৃদয়-মরু চষে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

হৃদয়মাঝার [স হৃদয়+স মধ্য>] *বি* হৃদয়ের মধ্যস্থল। 'হৃদয়মাঝারে, রাখিবে ইহারে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হৃদয়-মাঝে *ক্রিবিণ* হৃদয়ের গভীরে। 'হৃদয়-মাঝে যতটা চাই ততটা যেন পূরিয়া পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'এই বিশ্বের হৃদয়মাঝে বসে আছেন অনির্বচনীয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হৃদয়-মাধুরী [স] *বি* হৃদয়ের মধুরতা। 'আভাময়ী লীলাবতী হৃদয়-মাধুরী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হৃদয়মাধুর্য [স] *বি* হৃদয়ের মধুরতা। 'মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হৃদয়মাহাত্ম্য [স] *বি* হৃদয়ের মহানুভবতা। 'হৃদয় মাহাত্ম্যে যদি আমরা *শ্রেষ্ঠ* হই, মনোমাহাত্ম্যে তো তোমরা বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়মুকুল [স] *বি* হৃদয়রূপ ফুলকলি। 'বিকচোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভসময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদয়-যন্ত্র [স] *বি* হৃৎপিণ্ড। 'উঠবে আপনি বেজে ... হৃদয়-যন্ত্রেরই তারে তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হৃদয়রক্ত [স] *বি* হৃদয়ের রক্ত। 'তাঁর হৃদয়রক্ত তরল আলতার শামিল।' *প্রমথ*, ১৯১২।

হৃদয়রক্তরাগ [স] *বি* হৃদয়ের রক্তিম রং। 'মম হৃদয়রক্তরাগে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়রঞ্জন [স] *বিণ* হৃদয়কে তৃপ্ত করে এমন। 'বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমাদের।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হৃদয়রমণ [স] *বি* প্রেমিক। 'অমনি রমণী, হেরি হৃদয়রমণে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হৃদয়রাজ [স] *বি* হৃদয়ের রাজা। 'হৃদয়রাজ হৃদয়ে রাজিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হৃদয়রাজা [স] *বি* হৃদয়ের রাজা। 'দেখেছি আমার হৃদয়রাজারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হৃদয়রাণী [স হৃদয়রাজ্ঞী] *বি* হৃদয়ের অধীশ্বরী। 'ওগো আমার একমাত্র হৃদয়রাণী।' *সবুজ*, ১৯২১।

হৃদয়লক্ষ্মী [স] *বি* হৃদয়রূপ লক্ষ্মী। 'আমাদের হৃদয়লক্ষ্মী জগতের যে কুটুম্ববাড়ি হইতে যে সওগাত পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদয়-লতা [স] *বি* হৃদয়রূপ লতা। 'ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়লতিকা [স] *বি স্ত্রী* হৃদয়রূপ লতা। 'তাহার হৃদয়লতিকা চেতন অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিতবেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদয়লোভা [স] *বিণ* হৃদয় কামনা করে এমন। 'আমি গো শোভিকা নগর-শোভা ... হাজার হাজার হৃদয়লোভা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়-শতদল [স] *বি* হৃদয় রূপ পদ্ম। 'হৃদয়-শতদল মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়শতদলবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয়রূপ পদ্মে বসবাস করে এমন। 'স্ত্রী-দেবীগণ হৃদয়শতদলবাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়শশী [স] *বি* হৃদয়রূপ চাঁদ। 'হৃদয়শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গল লগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হৃদয়শূন্য [স] *বিণ* হৃদয়হীন। 'দয়ামায়াহীন এমন হৃদয়শূন্য আর কে ভূমণ্ডলে আছে?' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

হৃদয়শেল [স] *বি* হৃদয়ের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক বিষয়। 'নির্বোধ পুত্র যে, পিতামাতার হৃদয়শেল, সে যে নরাধম।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হৃদয়শোণিত [স] *বি* বুকের রক্ত। 'রোষানল নির্বাণ করিতে চাও? আছে মোর হৃদয়শোণিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হৃদয়শ্মশান [স] *বি* হৃদয়রূপ শ্মশান। 'হৃদয়শ্মশান-মাঝে মৃতপ্রাণী যত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হৃদয়শ্রবণ [স] *বি* হৃদয়রূপ কান। 'শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়শ্রবণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হৃদয়সংক্রান্ত [স] *বিণ* হৃদয় সম্পর্কিত। 'সে শিক্ষা হৃদয়সংক্রান্ত নয়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

হৃদয়সমর্পণ [স] *বি* প্রেমনিবেদন। 'তাহাকে হৃদয়সমর্পণ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হৃদয়সমুদ্র [স] *বি* হৃদয়রূপ সমুদ্র। 'হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিশ্বের মতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়সম্পদ [স] *বি* হৃদয়রূপ সম্পদ। 'প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়সম্পদ দিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হৃদয়সর্বস্ব [স] *বিণ* প্রেমময়। 'আমার স্বামী হৃদয়-সর্বস্ব দাঁড়িয়ে রয়েছেন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হৃদয়সাগর [স] *বি* হৃদয়রূপ সাগর। 'হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়-সিংহাসন [স] *বি* হৃদয়রূপ সিংহাসন। 'শয়তান ... প্রায় সকল লোকের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হৃদয়সুধা [স] *বি* হৃদয়রূপ সুধা। 'তবু যেন তায় আমার হৃদয়সুধা না পায় বিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

হৃদয়স্থিত [স] *বিণ* হৃদয়ে স্থিত। 'মনুষ্য হৃদয়স্থিত অজ্ঞানান্ধকার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনাশ হওয়াতে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

হৃদয়-স্পন্দন [স] *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। 'কাঠবিড়ালীর হৃদয়-স্পন্দন ও তৃণ-উদ্ভেদের শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়স্পন্দী [স] *বিণ* হৃদয় স্পন্দিত হয় এমন। 'হৃদয়স্পন্দী আনন্দের উত্তালতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হৃদয়স্পর্শী [স] *বিণ* মনকে স্পর্শ করে এমন। 'হৃদয়-স্পর্শী।' *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭; 'হ্যারিসন পরিশ্রমের প্রশংসা করিয়া হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হৃদয়স্বামী [স] *বি* অন্তর্যামী। 'সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী জীবনমরণপ্রভু!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হৃদয়স্রোত [স] *বি* চিন্তাধারা; জনমত। 'দেশের হৃদয়স্রোত আত্মশক্তির পথে মুখ ফিরাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হৃদয়হরণ [স] *বিণ* হৃদয় হরণকারী। 'ধর্ম-অর্থ-কাম-ভরণ রাজা হৃদয়হরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হৃদয়হরণি [স হৃদয়হরণী] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় কেড়ে নেয় এমন। 'আমার চির লজ্জা তুমি হৃদয়হরণি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হৃদয়-হরণী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় হরণকারী। 'তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে, হৃদয়-হরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হৃদয়হরা [স হৃদয়হরণ>] *বিণ* হৃদয়কে হরণকারী। 'আলো হৃদয়হরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হৃদয়-হারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় হরণকারী। 'পূর্ণিমা তোমার চেয়ে মধুর হৃদয়-হারিণী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

হৃদয়হীন [স] *বিণ* নিষ্ঠুর। 'কনককেশিনি, সেটা আমাদের কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্বরতা বলে বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়হীনতা [স] **১** *বি* নিষ্ঠুরতা। 'বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* অনুভূতিহীনতা। 'আমাদের এইরকম হৃদয়হীনতার, গোলামি মনের পরিচয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

হৃদয়াকাশ [স] *বি* হৃদয়রূপ আকাশ। 'কামিনী আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র শশধর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হৃদয়াগার [স] *বি* হৃদয়রূপ আগার। 'দর্পণ সমান প্রকাশে হৃদয়াগার।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

হৃদয়াধিক [স] *বিণ* হৃদয়ের অধিক। 'হৃদয়াধিক ... ধর্ম্মরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হৃদয়ানন্দ [স] *বি* মনের আনন্দ। 'হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'হৃদয়ানন্দের বিনিময়ে দেবতাকে ... পূজা করিত।' *মানিক*, ১৯৪০।

হৃদয়ান্তর [স] *বি* ভিন্ন হৃদয়। 'হৃদয় হতে হৃদয়ান্তরে তার মানসীকে খুঁজে ফেরে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হৃদয়াবেগ [স] *বি* মানসিক অনুভূতি। 'তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কী প্রচণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়াভিরাম [স] *বিণ* মন কেড়ে নেয় এমন। 'এহেন হৃদয়াভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হৃদয়াম্বুধি [স] *বি* হৃদয়-সমুদ্র। 'তাহার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিলে হৃদয়াম্বুধি আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হৃদয়ারণ্য [স] *বি* হৃদয়রূপ অরণ্য। 'তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হৃদয়ালুতা [স] *বি* আবেগ। 'শুধু অশিক্ষা নয়, অতিমাত্রায় হৃদয়ালুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়াসন [স] *বি* হৃদয়রূপ আসন। 'বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়াসীনা [স] *বি স্ত্রী* হৃদয়ে স্থান দখলকারী। 'তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুল সকল অগীত সংগীতগুলি, হৃদয়াসীনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হৃদয়ের ক্ষমতা *বি* মনের জোর; মানসিক শক্তি। 'অনুভব করাতেই আমাদের হৃদয়ের ক্ষমতা প্রকাশ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হৃদয়ের তাল *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। 'প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়, উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়ের ভার *বি* কষ্টের বোঝা। 'হৃদয়ের ভার বহিতে পার না, আছ মাথা নত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়ের ভাষা *বি* মনের কথা। 'হৃদয়ে বসিয়া শোনো হৃদয়ের ভাষা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হৃদয়েশ [স] *বি* প্রেমের পাত্র। 'সেই তাঁর হৃদয়েশ খ্যাত ইহ সর্ব্বদেশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হৃদয়েশি [স হৃদয়েশী] *বি স্ত্রী* প্রেমিকা। 'হৃদয়েশি অহরহ, আমার হৃদয়ে রহো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হৃদয়েশ্বর [স] *বি* প্রিয়তম। 'কথা কও না, – হৃদয়েশ্বর! বচনসুধা দান কর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হৃদয়েশ্বরী [স] *বি* প্রেমিকা। 'সে হৃদয়েশ্বরী হইয়া বিরাজ করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

হৃদয়োদ্ভেদ [স] *বি* হৃদয় বিদারণ। 'তাহারই হৃদয়োদ্ভেদ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হৃদি [স] *বি* হৃদয়। 'কাহিনী হৃদি রতিপতি জানি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হৃদিগগন [স] *বি* হৃদয়রূপ আকাশ। 'হৃদয়শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গল লগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হৃদিপদ্মদল [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্মের পাপড়ি। 'মোর হৃদিপদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদিপাত্র [স] *বি* হৃদয়রূপ পাত্র। 'মধু তার অফুরান ... ধরি হৃদিপাত্রে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদিপুর [স] *বি* মন। 'মাগে হৃদিপুর সুন্দরপরশন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হৃদিপ্রাণহরা [স হৃদিপ্রাণ+হরা] *বিণ* মন-প্রাণ হরণ করে এমন। 'হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদি-বল্লভ [স] *বি* জীবনস্বামী। 'তুমি এসো হৃদে এসো, হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হৃদি-মন্দির [স] *বি* হৃদয়রূপ মন্দির। 'হৃদি-মন্দির দ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হৃদি-মাঝারে *ক্রিবিণ* হৃদয়ের মধ্যে। 'তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদিরক্ত [স] *বি* বুকের রক্ত। 'তোমার আদেশে মোস্লেম জগৎ পারে হৃদিরক্ত করিতে দান।' *প্রচারক*, ১৯০০।

হৃদিরঞ্জন [স] *বিণ* মনোরঞ্জনকারী। 'সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হৃদিশতদল [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদি-সরোবর [স] *বি* হৃদয়রূপ সরোবর। 'হৃদি-সরোবরে ফুট ফুল্ল-সরোজিনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হৃদিস্থল [স] *বি* হৃদয়। 'রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে গুরুতর রাখ গাঁথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হৃদীশ্বর [স] *বি* প্রাণেশ্বর। 'তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্তগগনে হৃদীশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃন [স ঋণ] *বি* দেনা। 'পঞ্চ জন্তু করিব পঞ্চ হৃনে হব পার।' *মালাধর*, ১৫০০।

হৃষিত [স] *বিণ* পুলকিত। 'থাকে না হৃষিত এদের হৃদয় সীমাবদ্ধ গৃহে, কেমনে বা রয়?' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হৃষীকেশ [স] *বি* হিন্দু অবতার কৃষ্ণ। 'সুন্দরি রাধা/ সুণ সমুখে/ পুছো মুঞ্ঁ হৃষীকেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হৃষ্ট [স] **১** *বিণ* আনন্দিত; খুশি। 'মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সন্তুষ্ট; প্রসন্ন। *দর্পণ*, ১৮১৯।

হৃষ্টচিত্ত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'রাজা হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হৃষ্টপুষ্ট [স] *বিণ* মোটাসোটা। 'অঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট সকল বলিষ্ঠ।' *কেতকা*, ১৬৫০।

হৃষ্টমতি [স] *বিণ* আনন্দিত। 'এত শুনি দনাঞি পণ্ডিত হৃষ্টমতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হৃষ্টমন [স] *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হৃষ্টমন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হৃষ্টমনা [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দিত। 'অরণ্যের মধ্যে অসম্ভাবিত কুটীর দর্শনে সাতিশয় হৃষ্টমনা হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হৃষ্টান্তঃকরণ [স] *বি* আনন্দিত মন। 'চেরেট গাড়িতে আরোহণ করিয়া হাস্যবদনে হৃষ্টান্তঃকরণে বাগানে প্রস্থান করিলেন ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হৃসি [স ঋষি] *বি* মুনি। 'হৃসির সাঁপে দুইজন পাএ মোহাদুখ।' *মালাধর*, ১৫০০।

হে¹ [ধ্বন্যা] *অব্য* দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে ব্যবহৃত সম্বোধনসূচক শব্দ – ওহে; ওগো। 'জই তুমহে লোঅ হে হোইব পারগামী।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

হেই [ধ্বন্যা] *বি* দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে ব্যবহৃত সম্বোধনসূচক শব্দ – ওগো; ওহে। 'হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্গমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হে² *সর্ব* সে। 'তে কারণে অমুক ধরিলে হেও নাশীর পালন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

হেংলা *বিণ* অশোভন রকমের লোভী। 'তুমি কি বল হেংলা ঘরের ছেলে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬। *দ্র* **হ্যাংলা**

-হেঁ ক্রিয়াবিভক্তিবিশেষ। 'সাধিলেহেঁ আপণার কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেঁইয়ো [ধ্বন্যা] *বি* প্রচণ্ড ভার সরানোর সময়ে উচ্চারিত ধ্বনি। 'সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হেঁকে হেঁকে *দ্র* **হাঁকা**

হেঁকোঁচ [ধ্বন্যা] *বি* চলার সময়ে গাড়ির বিরক্তিকর শব্দ। 'গাড়ীর হেঁকোঁচ হেঁকোঁচে প্রাণ ওষ্ঠাগত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হেঁক্যা *দ্র* **হাঁকা**

হেঁচকা *ক্রিবিণ* জোরালোভাবে। 'জোরসে ধরে হেঁচকা টানে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হেঁচকে হেঁচকে *ক্রিবিণ* টেনে টেনে। 'কেবলই হেঁচকে হেঁচকে ওড়াতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হেঁচড়া *বি* জোর করা। **হেঁচড়ে** *ক্রি* জোর করে টেনে। 'হেঁচড়ে আনে বাঁশবন দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হেঁচড়াহেঁচড়ী *বি* জোর-জবরদস্তি। 'আপসে আপসে মারামারি, টানাটানী, হেঁচড়াহেঁচড়ী আরম্ভ করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

হেঁচড়ে-পড়া *বিণ* আছড়ে পড়ে আছে এমন। 'মাটিতে হেঁচড়ে পড়া আমগাছটার কাছাকাছি গামছাটা পেতে দাঁড়ালো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

হেঁজিপেঁজি *বিণ* তুচ্ছ; নগণ্য। 'নয়কো সে হেঁজিপেঁজি।' *অন্নদা*, ১৯৬১।

হেঁট *বিণ* অবনত; নিচু। 'নামজাদা সিফাই চরণে মাথা হেঁট।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'থেকশিয়াল এই কথায় মাথা হেঁট করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হেঁটমাথা *বিণ* লজ্জায় অবনত মাথা এমন। 'উচ্চপদ হেঁটমাথা শাস্ত্রমত কয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হেঁটমুখ *বিণ* নতমুখ। 'হেঁটমুখে অবনীরে করে নমস্কার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হেঁড়ে [স হণ্ডী] *বিণ* হাঁড়ির মতো বড়ো। 'চাঁপ দাড়ি মেতীকটা মাথার উপরে হেঁড়ে পাগ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হেঁড়েভুড়ু [স হণ্ডী] *বি* লোকক্রীড়াবিশেষ। 'হেঁড়েভুড়ু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেলতে লাগলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হেঁদু [ফা হিন্দু] *বি* হিন্দু। '... হেঁদুর পরব নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হেঁয়ালি [স প্রহেলিকা] **১** *বি* ধাঁধা। 'হুতোমের নকশা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি।' *হুতোম*, ১৮৬২। **২** *বিণ* ধাঁধাময়। 'অন্তরে বাজে বিধাতার হেঁয়ালি ঠমক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩। *দ্র* **হেয়ালি**

হেঁয়ালীপূর্ণ *বিণ* ধাঁধা সৃষ্টিকারী। 'চর্যাপদগুলিতে কিছু কিছু হেঁয়ালীপূর্ণ কথাও ব্যবহৃত হইয়াছে।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

হেঁশেল, হেঁসেল **১** *বি* রান্নার আয়োজন। 'কুসুম হেঁসেল তুলিয়া ফেলে।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বি* রান্নাঘর। 'তিনি রান্নার পর গঙ্গাস্নান করে বুনেদী হেঁশেলে পুঁই-চচ্চড়ি চড়াবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হেঁসেলঘর *বি* রান্নাঘর। 'লালন কয় বৈষ্ণবী রতন হেঁসেলঘরের শালগেরামি।' *লালন*, ১৮৯০।

হেকমত, হেকমৎ [আ হিকমত] **১** *বি* কৌশল। 'রাছুল কহেন তারে হেকমত করিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'ভদ্রলোকের খাওয়ার তরিবৎটা দেখবার মত হেকমৎ।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* চাতুর্য। 'হজুরীসরকারের হেকমৎ দেখে কে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেকারত [আ হিকারত] *বি* তুচ্ছতাচ্ছিল্য। 'গরীবকে এরা বড়ই হেকারত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'আমাদের দিকে অবজ্ঞার হেকারতের দৃষ্টিতে দেখচেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হেকীম [আ হাকিম] *বি* ইউনানি চিকিৎসক। 'কহিল হেকীম – নাহি রোগ এই দুনিয়ায় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হেকিমী [আ হাকিম>] *বিণ* ইউনানি চিকিৎসা সম্পর্কিত। **হেকিমী বিদ্যা** [আ হাকিম>+স বিদ্যা] *বি* ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্র। 'হেকিমী বিদ্যায় যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হেক্টার [ই] *বি* মেট্রিক পদ্ধতিতে ১০,০০০ বর্গমিটার আয়তন। 'জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেক্টার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

হেগেলপন্থী [ই হেগেল+পন্থী] *বিণ* দার্শনিক হেগেলের অনুসারী। 'কুৎসিতের অস্তিত্ব-সঙ্কোচে ক্রোচে প্রমুখ হেগেল-পন্থীদের নির্বন্ধ সত্ত্বেও তাঁদের প্রতীক্ষা প্রায়ই বিফলে যায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হেগো *দ্র* **হাগা**

হেঙ্গমা [ফা হাঙ্গামহ] *বি* গোলমাল। 'বড়ই হেঙ্গমা উপস্তিত নবাবের ফৌজ আসীতেছে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। *দ্র* **হাঙ্গাম**

হেঙ্গাম [ফা হাঙ্গামহ] ১ *বি* ঝামেলা। 'ভারি নোট ভাঙ্গাতে হেঙ্গাম।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *বি* দাঙ্গা। 'কলিকাতার হেঙ্গাম আমাকে ছাড়ে নাই।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

হেঙ্গামা [ফা হাঙ্গামহ] *বি* হাঙ্গামা; ফ্যাসাদ। 'বেটা একটা ভারি হেঙ্গামা করে বসবে এখন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হেঙ্গল *বি* কুকুর। 'হারিয়া হেঙ্গল যেন দম করি পেটে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হেচকারা *বি* ঘৃণা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হেজিপেজি *বিণ* বাজে রচনায় পূর্ণ। 'একখানা হেজিপেজি মাসিক হতে তুলে নিন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

হেঞ্চে *ক্রিবিণ* হৃদয়ে। 'গঅণত গঅণত তইলা বাড়হী হেঞ্চে কুরাড়ী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

হেট[1] ১ *বিণ* অবনত। 'পদাঙ্গুলি ভূমে লেখে হেট মাথা করি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অধোভাগ। 'হেট পর সমুখ-বিমুখ ডান-বাম/ সর্ব রূপ একরূপ ছিল শূন্য ঠাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

হেট করে *ক্রি* নত করে। *ওস্তা*, ১৭৮২।

হেটবদন [হেট+স বদন] *বি* নত মুখ। 'নূরনাহার হেট বদনে কম্পিতা।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হেটভাগ [হেট+স ভাগ] *বি* নিম্নভাগ। 'হেট ভাগে পর্বত ঝরনা বহু নদী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হেটমাথা [হেট+মাথা] *বি* অবনত মাথা। 'হেটমাথা করিয়া বসিল নৃপবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হেটমুখ [হেট+স মুখ] *বি* নত মুখ। 'হেটমুখে বলেন বচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেটে ১ *ক্রিবিণ* নীচে। 'বিচিত্র কোমল শয্যা হেটে বিছাইল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* নিচু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হেট[2] [ই] *বি* ঘৃণা। 'কেউ শিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেট[3] [ই হ্যাট] *বি* কিনারওয়ালা টুপি; হ্যাট। 'হেট কোট পরিধান করতঃ সাহেব সাজিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হেটলা [হি হটনা>] *ক্রি* দূরে যাওয়া। 'নিকটে যার বারামখানা হেটলে মূঢ় নাইকো উপায়।' *লালন*, ১৮৯০।

হেটো [স হট্ট] *বিণ* হাটের। 'হেটো ব্যাপারিরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **হাট**

হেড [ই] *বিণ* প্রধান। 'স্কুল হেড মাষ্টর।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

হেড অপিস [ই] *বি* প্রধান কার্যালয়। 'সেটার জন্যে কি হেড অপিসে বিল করে পাঠাব?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হেড অফিস [ই] *বি* প্রধান কার্যালয়। 'ব্যবসার হেড অফিস কলকাতায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

হেড কেরাণী [ই হেড+স করণিক] *বি* দপ্তরের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের প্রধান। 'আপিসের হেড কেরাণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হেড কোয়ার্টার [ই] *বি* প্রধান কার্যালয়। 'সকল কার্য্যের হেড কোয়ার্টার রাজধানী কলিকাতায় হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

হেডক্লার্ক [ই] *বি* অফিসের প্রধান কেরানি। 'জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হেড-পণ্ডিত [ই হেড+স পণ্ডিত] *বি* বিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান যে। 'প্রথমে উঠলেন হেড-পণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হেডবাবু [ই হেড+ফা বাবু] *বি* প্রধান কেরানি। 'কোম্পানির আপিসের হেডবাবু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হেড মাষ্টর [ই] *বি* প্রধান শিক্ষক। 'স্কুল হেড মাষ্টর।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

হেডমাষ্টার [ই] *বি* প্রধান শিক্ষক। 'স্কুলের হেডমাষ্টার রামরতনবাবুকে প্রতিদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হেডমাস্টারি [ই হেডমাস্টার>] *বি* প্রধান শিক্ষকের কাজ। 'তিনি ... স্কুলের হেডমাস্টারি করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হেড মিস্ট্রেস [ই] *বি* প্রধান শিক্ষিকা। 'হেড মিস্ট্রেস এন্ট্রান্স পাশ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হেড মিস্ত্রি [ই হেড+প মিস্ত্রি] *বি* প্রধান কারিগর। 'সে ছিল ওঁর ল্যাবরেটরির হেড মিস্ত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হেড রাইটর [ই] *বি* নকলনবিশ কেরানিদের প্রধান। 'আজ গবর্মেন্টের অফিস বন্দ সুতরাং আমরা ক্লার্ক, ক্যারাণি, বুককিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখতে পেলাম না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেডলাইট [ই] *বি* মোটরগাড়ির সামনের প্রধান বাতি। 'একটা হেড-লাইট কানা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হেড-লাইন [ই] *বি* (জ্যোতিষ) হাতের তালুর প্রধান রেখা; শিরোরেখা। 'হেড-লাইন নেই আর হার্ট লাইন তেলোর মধ্যিখানে এসে আচম্বিতে মরুপথে হারালো ধারা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হেডিং [ই] *বি* শিরোনাম। 'ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে এক খানা ছাবান হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেডেক [ই] *বি* মাথাব্যথা। 'তাতে আমার হেডেক হয়েছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হেণ্ডেল [ই] *বি* হাতল। **হেণ্ডেল বার** [ই] *বি* হাতলদণ্ড। 'সাইকেলের হেণ্ডেল বারের উপর থেকে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হেতা [স অত্র] *বি* এই স্থান। 'গৌরব চিনিআ বেটা হেতা হইতে জা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেতাল [স হিন্তাল] ১ *বি* হেন্তাল গাছ। 'নয়ালি হেতাল ঘন বন।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালাধর, ১৫০০। **২** *বি* হেন্তাল গাছের লাঠি। 'হেতাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফেরে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

হেতু [স] *ক্রিবিণ* কারণে; জন্যে। 'তিলোত্তমা হেতু দুই মরিলা এক ঠাই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেতুক [স] *ক্রিবিণ* কারণে। 'তোমার এই সত্যতা হেতুক বুঝিলাম।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

হেতুকর্ম [স] *বি* মূল কাজ। 'শুন শুন গোসাঞি ইহার হেতু কর্ম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হেতুবাদ [স] *বি* যুক্তি। 'নালিশ করিবার ভালো হেতুবাদ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হেতুভূত [স] *বি* মূল কারণ। 'তাঁহাদের নিয়মিত আহার বিহার ইহার হেতুভূত বলিতে হইবে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

হেতুহীন *বিণ* অকারণ। 'জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে –।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হেতে [স হস্ত>] *ক্রিবিণ* হাতে। 'সহস্র হেতে বানরাজা নৃত্য করি।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **হাত**

হেতে কোঁতকা *বি* হাতখানেক দীর্ঘ মোটা লাঠি। 'ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁতকা পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেতের *বি* হাতিয়ার। 'হাতের হেতের হয়ে হান সেনাগন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। *দ্র* **হাতিয়ার**

হেত্বাভাস [স] *বি* আপাতদৃষ্টিতে সঠিক মনে হলেও আসলে ভুল এমন যুক্তি; কুযুক্তি। 'কাহাকে প্রমাণ, প্রমেয় ... ছল, জাতি, হেত্বাভাস প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ব ... বুঝাইয়া দিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

হেথা [স অত্র] *ক্রিবিণ* এখানে। 'আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হেথাকার *বিণ* এখানকার। 'হেথাকার হাওয়া সবে না নাড়ীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হেথায় হোথায় *ক্রিবিণ* এখানে সেখানে। 'পড়ে থাকে হেথায় হোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হেদয় [স হৃদয়] *বি* হৃদয়। 'হেদয়ে বিবেক নাই, বুকে দয়া নাই, শুধু প্যাটে আগুন জ্বলচে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

হেদানো *ক্রি* প্রিয়জনের বিরহে ব্যাকুল হওয়া। 'খুকি পর্যন্ত কেমন হেদিয়ে গিয়েছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হেদায়েত, হেদায়েৎ, হেদায়াত [আ হিদায়ত] **১** *বি* সত্যপথ প্রদর্শন। 'বাঙ্গলার গোমরাহ মুসলমানকে হেদায়েৎ করিবার জন্য।' *সওগাত*, ১৯২৮; 'মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ পাক বহু পয়গামবর পাঠাইয়াছেন দুনিয়াতে।' *মাহে নও*, ১৯৪৯। **২** *বি* সৎ শিক্ষা। 'দোয়া করি তার হেদায়ত হোক।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। **৩** *বি* পরামর্শ। 'হেকীমের হেদায়ৎ বাজে যদি মনে হয় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হেদে [ধ্বন্যা] *অব্য* দৃষ্টি-আকর্ষক সম্বোধনবিশেষ। 'এক আইয় বলে হেদে গোদা মোর পতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেদেলো *অব্য* দৃষ্টি-আকর্ষক সম্বোধনবিশেষ। 'হেদেলো সুন্দরি প্রেমের আগোরি, শুনহ নাগর কথা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

হেন [স ইদম্>] **১** *বিণ* এমন। 'হেন সব গুণী কংস হৈল সচকীত।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হেন গুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *অব্য* মতো। 'তোমা হেন অতিথি বা কোথায়ে পাইব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হেনই **১** *বিণ* এমনই। 'হেনই সম্ভেদে সব গোপযুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *সর্ব* সেই। 'আইলা মুরারিগুপ্ত হেনই সময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হেনক *বিণ* এমন; ঈদৃশ। 'বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেনকাল [হেন+স কাল] *ক্রিবিণ* এমন সময়। 'হেনকালে কৃষ্ণ জিনি কাহার সকতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেনকালে *ক্রিবিণ* এমন সময়ে। 'হেনকালে লহনা জিজ্ঞাসে খুল্লনারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেনছার *বিণ* এমন তুচ্ছ। 'হর কন হৈমবতী হেনছার কথা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হেনঞি *বিণ* এমন। 'হেনঞি সমএ কৃষ্ণ রথেত চড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেনবতে *ক্রিবিণ* হেনমতে; এই প্রকারে। 'হেনবতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হেনবেলে *ক্রিবিণ* এমন সময়ে। 'হেনবেলে পাপিষ্ঠ সম্বর জায় সেই পথে।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেনমত [হেন+স মত] *বিণ* এরূপ। 'হেনমত আকাসেত দৈব বানি সুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হেনমতে *বিণ* এইরূপে। 'হেনমতে নিতি নিতি মথুরা নগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেনমতেঁ *ক্রিবিণ* এইরূপে। 'হেনমতেঁ গোকুলে বাঢ়িলা দামোদর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেনমনে [হেন+স মন>] *ক্রিবিণ* এইপ্রকারে। 'হেনমনে বনে হরিল কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেনয়ি *বিণ* এমন। 'হেনয়ি দেবকে কেহে পেলাঅসি হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেনরিতে *ক্রিবিণ* এভাবে। 'হেনরিতে সভাকার মনোরিত সাধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেনস *বিণ* এই প্রকার। 'না বোল না বোল রাধা হেনস বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেনসি *বিণ* এমনই। 'তাহাত উচিত হএ হেনসি বেভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেনহি *বিণ* এমন। 'হেনহি সমএ আজ্ঞা হইল আল্লার।' *সুলতান*, ১৭০০।

হেনসেল [হাঁড়িশালা>] *বি* রান্নাঘর; হেঁসেল। 'হেনসেল পেড়ে এসেছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হেনস্তা [স হীনবস্থা] *বি* নাকাল অবস্থা; অপমান। 'এখানে যদি কুকুর বিড়ালের মতোও অনহেলা হেনস্তা হয় তাও স্বীকার।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হেনস্থা *বি* নাকাল অবস্থা; অপমান। 'হেনস্থা আর ভয় করার দরুন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হেনেস্থা *বি* নাকাল অবস্থা; অপমান। 'আমাকে ওরকম অনহেলা হেনেস্থা সইতে হয়নি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হেনা[১] *বি* হাসনাহেনা; রাতে গন্ধ ছড়ায় এমন সাদা ফুলবিশেষ। 'এই

AMARBOI.COM

ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'শুক্লসন্ধ্যা চৈত্র মাসে হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হেনা² [আ হিনা] *বিণ* মেহেদি। **হেনা-বেড়া** *বি* হেনাগাছের বেড়া। 'ঐখানে মোর পোষা হরিণ চরত আপন মনে হেনা-বেড়ার কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

হেনামাখা *বিণ* মেহেদিরাঙা। 'ইস্পাহানির হেনামাখা হাত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হেনারঞ্জিত [আ হিনা+স রঞ্জিত] *বিণ* মেহেদিরাঙানো। 'হাতের মুঠোয় হেনার হেনারঞ্জিত হাত দুটি ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

হেন্তাল [স হিন্তাল] *বি* হেতাল গাছ। 'তমাল হেন্তালপুঞ্জ।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **হেতাল**

হেন্দোস্থান [ফা হিন্দুস্তান] *বি* ভারতবর্ষ। 'আমির আইল হেন্দোস্থান হইতে।' *রামরাম*, ১৮০১। দ্র **হিন্দু**

হেন্দোস্থানি [ফা হিন্দুস্তান] *বি* হিন্দুস্তানি বা হিন্দি-উর্দু ভাষা। '... হেন্দোস্থানি ও বাঙ্গালা এবং ইংরেজিও কতক২ এই সকল পৃথক২ ভাষা জানি।' *কেরি*, ১৮০২।

হেপা [ধ্বন্য] *বি* ঝুঁকি বাবদ ক্ষতিপূরণ। 'দুই সও তঙ্কা চাউলের হেপা বলিয়া লইলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

হেফজ [আ হিফজ] *বিণ* মুখস্থ। 'গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফজ করা সারা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হেফাজত, হেফাজৎ [আ হিফাজত] *বি* তত্ত্বাবধান। 'কুঠির হেফাজতে জমাদার, বরকন্দাজ প্রভৃতিকে মতাইন রাখিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'আপনাদিগকেই হেফাজৎ করতে হবে এই একতা।' *মাহে নও*, ১৯৪৯।

হেপাজৎ [আ হিফাজত] *বি* রক্ষণাবেক্ষণ। 'বোধ হয় মালপত্র হেপাজৎ করে নিয়ে যাবার জন্য।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

হেফাজতকারী *বি* রক্ষাকারী। 'দেশের মৌলিক আদর্শের হেফাজতকারী।' *আজাদ*, ১৯৬২।

হেবা [আ হিবাহ্] *বি* দান। 'মওসুফের বরাবরে হেবা করিয়া দিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হেবানামা [আ হিবাহ+ফা নামাহ] *বি* দানপত্র; হেবার দলিল। 'হেবানামা লেখা হৈছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হেবা-রদ [আ হিবাহ+আ রদ] *বিণ* দানপত্র বাতিল। 'বড়সাহেব নিজে হেবা-রদের মামলা দায়ের করিবেনই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হেম¹ [স] ১ *বি* সোনা। 'হেম পাট জিণি তোহোর জঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অশোক ফুল। 'বাঁধুলি হেম বকুল ধবলী চম্পক ফুল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হেম-কমল [স] *বি* সোনালি পদ্ম। 'পরি বক্ষঃস্থলে হেম-কমলের দাম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হেমকর [স] *বি* স্বর্ণকার। 'মিলি হেমকরগণে বান্ধিল আতি যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেম-কলেবর [স] *বি* সোনার শরীর। 'ভস্ম-আচ্ছাদিত কর হেম কলেবর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হেমকান্ত [স] *বিণ* সোনালি রঙে উজ্জ্বল। 'হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

হেমকুম্ভ [স] *বি* সোনার কলস। 'আরোপী হেমকুম্ভ করিল কর্মারম্ভ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেমকূট [স] *বি* কল্পিত সুমেরু পর্বত। 'হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হেমঘট [স] *বি* সোনার কলস। 'হেমঘট পয়ভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেমঙ্করী [স] *বিণ* স্বর্ণালঙ্কৃত। 'রত্নের কলিকা মুখে হেমঙ্করী সুখে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হেমজড়ি *বিণ* স্বর্ণখচিত। 'ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি কটি পট্টসূত্র ডোরী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হেমঝারি [স হেম+স ধারা>] ১ *বি* দেবতার অধিষ্ঠানভূত ঘট। 'পূর্বে পিত ভাণ্ডে বারি এবে তার হেমঝারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সোনার তৈরি ঘট। 'আনো তব হেমঝারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হেমদণ্ড [স] *বি* ফুলের কেন্দ্রে অবস্থিত স্বর্ণময় দণ্ড। 'কেসর কুসুম ধএল হেমদণ্ড।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হেমবাজু [স হেম+ফা বাজু] *বি* সোনার তৈরি বাহুর অলঙ্কারবিশেষ। 'মৃদুদক ভুজে, হেমবাজু সাজে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হেমবারা [স হেমবলয়] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'আরোপি হেমবারা উপরে ফুলঝারা বসাইল কনক-আসনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেম-বারি [স] *বি* সোনার পাত্রে রাখা জল। 'সুরধুনিজলগর্ভা/ অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা/ হেম-বারি করে আরাধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেমবালা [স হেমবলয়] *বি* সোনার বালা। 'হেম [ময়] বালা, নব চন্দ্রকলা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হেম-বিভা [স] *বি* সোনার আভা। 'নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

হেমভানু [স] *বি* সোনালি সূর্য। 'চন্দনে চর্চিত তনু জেন দেখি হেমভানু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেমমএ [স হেমময়] *বিণ* স্বর্ণময়। 'মধ্যে কিঞ্জক জ্যোতি তপ্ত হেমমএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেমময় [স] *বিণ* স্বর্ণময়। 'নব হেমময় রথ সুমেরু-আকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হেমহর্ম্য [স] *বি* সোনার অট্টালিকা। 'হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হেমহার [স] *বি* সোনার হার। 'কালা গায়ে হেমহার গলে অভিরাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হেমাঙ্গি [স হেমাঙ্গী] *বি স্ত্রী* স্বর্ণোজ্জ্বল দেহের অধিকারী নারী। 'এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে, হেমাঙ্গি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হেমাঙ্গিনী *বি* স্বর্ণোজ্জ্বল দেহের অধিকারিণী। 'ভুজঙ্গিনী (ভুজঙ্গী); হেমাঙ্গিনী (হেমাঙ্গী)।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হেমাঙ্গী [স] *বিণ* স্বর্ণোজ্জ্বল দেহের অধিকারী। 'হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হেমাচল [স] *বি* সোনার পাহাড়। 'প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হেমাঞ্জন [স] *বি* হেমরূপ অঞ্জন। 'গোধূলির হেমাঞ্জন আঁকি/ রঞ্জি মোর আঁখি।' *অন্নদা*, ১৯৩১।

হেমাম্বু [স] *বি* সোনায় ধোয়া জল। 'অভিষেক হয়ে গেছে এ পুরীর স্বর্ণনদীর হেমাম্বুতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমাম্বুদকিরীটিনী [স] *বিণ* মাথায় সোনালি মেঘ আছে এমন। 'হেমাম্বুদকিরীটিনী ঊষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

হেম[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বংশীধর হেম।' *সেবধি*, ১৮৪০।

হেমত [স হেমন্ত] *বি* হেমন্তের ধান। 'তারপর আষাঢ় ও শ্রাবণে হেমত ধান্য রূপি ...।' *কেরি*, ১৮০২।

হেমন্ত [স] ১ *বি* ঋতুবিশেষ। 'সরত নিবড়িল হেমন্ত উদয়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* (হিন্দুপুরাণ) হিমালয়। 'ধন দিআ গেলা দুর্গা হেমন্তের ঝি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* তৃপ্তি। 'আমাদের দুজনের মনে হেমন্ত এসেছে তবু।' *জীবন*, ১৯৪২।

হেমন্ত চাঁদ *বি* হেমন্ত ঋতুর চাঁদ। 'হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলি জ্যোৎস্নার জাল পাতি।' *জসীম*, ১৯২৯।

হেমন্তনন্দিনী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) হিমালয় কন্যা। 'দোষ গুণ ভাবি জয়া হেমন্তনন্দিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেমন্তলক্ষ্মী [স] *বি* হেমন্তরূপ লক্ষ্মী। 'হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হেমন্তলোক [স] *বি* হেমন্তের পৃথিবী। 'তাকিয়ে আছে হেমন্তলোক স্পষ্ট ক'রে।' *জীবন*, ১৯৪০।

হেমন্তসন্ধ্যা [স] *বি* হেমন্তকালের সন্ধ্যা। 'বিনা ভূমিকায় হেমন্তসন্ধ্যার চন্দ্রোদয়লগ্নে ললিতের গৃহত্যাগিনী স্ত্রীর অভ্যাগমন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

হেমন্তিকা [স] *বি* হেমন্ত ঋতুরূপ নারী। 'হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হেম্মত [আ হিম্মত] ১ *বি* মনোবল। 'হেম্মত করিয়া আলী লাগে কহিবারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* পরিশ্রম। 'হেম্মত ও এবাদতে ও নেহাইয়ত চালাকিতে একাজ করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *বি* সাহস। 'আপনারা জনেক হেন্দোস্থানে থাকিলে হেম্মতও হয়।' *রামরাম*, ১৮০১; 'মেয়েমানুষের এত হেম্মত! হাকিম দেখায় আমাকে!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। *দ্র* **হিম্মত**

হেয় [স] ১ *বিণ* তুচ্ছ। 'অতি হেয় শরীর দেখিয়া কামাসক্ত হওয়া উচিত নহে।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *বিণ* নগণ্য। 'বাঙ্গালি যদি অতিনিপুণ কিন্তু কৃতকর্ম্মা থাকেন তথাপি তাঁহাকে হেয় বোধ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *বিণ* নিম্নমানসম্পন্ন। 'সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি অতি চমৎকৃত হইয়াও তদপেক্ষা হেয় বোধ হইতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

হেয়জ্ঞান [স] *বি* তুচ্ছ জ্ঞান; হীন বিবেচনা। 'ব্যবহার রীতি প্রভৃতির উপর দোষোল্লাস করিয়া হেয় জ্ঞান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাঁহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হেয়ত্ব [স] *বি* তুচ্ছতা; অবজ্ঞা। 'হাসিলেন হর শুনে হেয়ত্ব আধান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হেয়ালি [স প্রহেলিকা] *বি* হেঁয়ালি। 'হেয়ালি-প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **হেঁয়ালি**

হেরফের [হি ফের>] ১ *বি* অদলবদল। 'আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের-ফের বুঝিনে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ২ *বি* অসংগতি। 'মেঘদূত ছিল না, তার বদলে ... ছিল, একেই বলে হেরফের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হেরা ১ *ক্রি* দেখা। 'হের সে শবরো গিরেবণ ভঙ্গৈলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। ২ *ক্রি* বিচার বিবেচনা করে বোঝা। 'সুণিআঁ কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* অনুভব করা। 'নাসিকাতে তুলা দিয়া হেরএ নিঃশ্বাস। *বাহরাম*, ১৬৫০। **হের ১** *ক্রি* দেখো। 'হের সে শবরো গিরেবণ ভঙ্গৈলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। ২ *ক্রি* বিচার বিবেচনা করে বোঝো। 'সুণিআঁ কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হেরইতে** *ক্রি* দেখতে। 'দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হেরএ ১** *ক্রি* অনুভব করে। 'নাসিকাতে তুলা দিয়া হেরএ নিঃশ্বাস। *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* দেখে। 'অস্থির প্রেমের রোগে, ক্ষেণে পাঠে দৃষ্টিযোগে ক্ষেণে হেরএ চাঁদবদন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হেরত** *ক্রি* তাকায়। 'হেরত না হেরত সহচরি মাঝ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হেরন্ত** *ক্রি* তাকায়। 'ডান পাশে যেখানে হেরন্ত পয়গাম্বর।' *সুলতান*, ১৭০০। **হেরবো** *ক্রি* দেখবো। 'ঠেকে শিখলাম গো কালো রূপ আর হেরবো না।' *লালন*, ১৮৯০। **হেরয়** *ক্রি* দেখে। 'কোটি কোটি পাষাণ হেরয় দিনপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **হেরি ১** *ক্রি* দেখে। 'হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। ২ *ক্রি* দেখি। 'এ কী হেরি আনন্দের মেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ১ *ক্রি* দেখে (দেখিয়া)। 'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **হেরিআ** *ক্রি* তাকিয়ে। 'তবে নবী কতক্ষণ হেরিআ আছিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হেরিছে** *ক্রি* দেখছে। 'কী জানি কী হেরিছে স্বপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **হেরিতে** *ক্রি* দেখতে। 'হরিতে কাঁচুলি অধিক আকুলি উঠিল কামিনী কাঁপিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হেরিব** *ক্রি* দেখবো। 'তবেতো পাইব সুখ, হেরিব তাহার মুখ ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **হেরিয়া** *ক্রি* দেখে। 'রমণ চঞ্চল হেরিয়া অঞ্চল রহিল আনন ঝাঁপিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হেরিলাম** *ক্রি* দেখলাম। 'অকস্মাৎ হেরিলাম দীর্ঘজটাধারী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **হেরিলে** *ক্রি* দেখলে। 'তোমারে হেরিলে হবে হৃদয়ে কৌতুক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হেরে** *ক্রি* দেখে। 'টঙ্গির উপরে উঠি হেরে দুই জন।' *সুলতান*, ১৭০০। **হেরেছি** *ক্রি* দেখেছি। 'যেদিন গৌর হেরেছি আমাতে কি আমি আছি।' *লালন*, ১৮৯০। **হেরো** *ক্রি* দেখো। 'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড হেরো দেখ দুই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হোর** *ক্রি* দেখো। 'হোর আছে ঘাটোআল লআঁ নাঅখানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেরুঅ [স হেরুক] *বি* ভৈরব। 'তউ যে হেরুঅ ণ পাবিঅই।' *চর্যা ২৬*, ১২০০।

হেরিকেন [ই] *বি* হারিকেন; লণ্ঠন। 'কিসের আলো গা, ডিজ হেরিকেন?।' *জীবন*, ১৯৩২। *দ্র* **হ্যারিকেন**

হেরেম [আ] *বি* অন্দরমহল। 'জেনানাদের হেরেম তেমনি নিস্তব্ধ নীরব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হেরেমমহল [আ] *বি* অন্দরমহল। 'ওই হেরেমমহল নারীদের তরে নহে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হেরোইন [ই] *বি* মরফিন থেকে তৈরি মাদকদ্রব্যবিশেষ। 'ব্যাটা সব বেচে; – আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হেলঞ্চ [স হিলমোচিকা] *বি* এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ, যা শাক হিসেবে খাওয়া হয়। 'তীরে তীরে কলমি শাক আর হেলঞ্চ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* **হিঞ্চী, হিলিঞ্চা**

হেলঞ্চা *বি* হেলেঞ্চা শাক। 'দু'পাশে বেত আর হেলঞ্চা ঝোপ ঘন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হেলেঞ্চা *বি* শাকবিশেষ। 'দেখিব না হেলেঞ্চার ঝোপ।' *জীবন*, ১৯৩২।

AMARBOI.COM

হেলথ [ই] *বি* স্বাস্থ্য। **হেলথ অফিসর** [ই] *বি* স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। 'হেলথ অফিসর, সেতখানার মেজেস্টর,/ ইনকমের আসেসর সাঙ্গে সবারে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেলথ ক্লিনিক [ই] *বি* স্বাস্থ্যকেন্দ্র। 'বস্তি এলাকায় মহিলাদের জন্যে একটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

হেলথ সেন্টার [ই] *বি* স্বাস্থ্যকেন্দ্র। 'হেলথ সেন্টারের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে।' *তারা*, ১৯৫৩।

হেলন [হি হিলনা] ১ *বি* পরস্পর হেলান দেওয়া। 'রাধার অঙ্গেতে সে অঙ্গের হেলন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অমান্য। 'ঐ অবোধেরা মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও দ্রোম্ভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বি* অবহেলা। 'বাম করে সাপটি হেলনে গজেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

হেলনা বেঞ্চ *বি* হেলনা দেওয়া যায় এমন বেঞ্চ। 'হেলনা বেঞ্চ আসছে আর দুজনের মাথায়।' *শামসুল*, ১৯৬২।

হেলনি [হি হিলনা] *বি* ঝুঁকে পড়া অবস্থা। 'বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হেলফেলা *ক্রি* বমির উদ্রেক করা। 'ঘেন্নায় আমার গা হেলফেলিয়ে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হেলমেট [ই] *বি* মাথার শক্ত খোলসযুক্ত আবরণী। 'তাঁহাদের মাথায় হেলমেট, কানে টেলিফোন এবং চক্ষে গগল্‌স ছিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

হেলা[1] ১ *বি* অমান্য। 'আহ্মার বচনে রাধা না করিহ হেলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অনাদর। 'হেলা না ছাড়িহ আহ্মাক প্রতি।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* অবহেলা। 'আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

হেলাদোলা *বি* ঝোঁকা। 'নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হেলাফেলা ১ *বিণ* তুচ্ছতাচ্ছিল্য। 'হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-সনে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* এলোমেলো। 'তরুশাখে হেলাফেলা/ কামিনীফুলের মেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হেলায়-ফেলায় *ক্রিবিণ* অবজ্ঞাবশত। 'কারও বা হেলায়-ফেলায় মলিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হেলাহেলি ১ *বি* পরস্পরের গায়ে হেলে পড়া অবস্থা। 'হৃদয়ের মৃদু খেলাখেলি ফুলেতে ফলেতে হেলাহেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* ঢলাঢলি। 'হেসে গায়ে গায়ে হেলাহেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* কাত হয়ে থাকা। 'পরস্পরের দিকে তাদের হেলাহেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হেলা[2] ১ *ক্রি* অবহেলা করা। 'আহ্মাক হেলিলেঁ তোহ্মে সব পরকারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* হেলে পড়া। 'গলিত তামার কুচ হলএ পবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* কাত হওয়া। 'বিচিত্র দোলায় সদাগর হেলে গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রি* সাড়া দেওয়া। 'ঝুলন দিনে দোলন লাগে তোমার পরান হেলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **হেলাইল** *ক্রি* ঝুঁকে পড়লো। 'দোলার উপরে সেন হেলাইল গা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **হেলাএ** *ক্রি* অবহেলায়। 'হেলাএ না কর জুদ্ধ সুনহ শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হেলাভরে** *ক্রিবিণ* অবহেলা সহকারে। 'আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **হেলায়** *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কন্ঠী ধরে যত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হেলালেন** *ক্রি* ফেললেন। 'হাতনাড়া দিএ হর হেলালেন পয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হেলিলেঁ** *ক্রি* অবহেলা করলে। 'আহ্মাক হেলিলেঁ তোহ্মে সব পরকারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হেলিহ** *ক্রি* উপেক্ষা করো। 'না হেলিহ বচন আহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেলতে দুলতে *ক্রিবিণ* হেলে দুলে। 'আস্তে আস্তে হেলতে দুলতে যাচ্ছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

হেলিয়া দুলিয়া *ক্রিবিণ* তালে তালে পা ফেলে। 'হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে ... জল লইতে আসিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হেলে ১ *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'মো দুখমতীর হেলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* অবহেলায়। 'হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে মো দুখমতীর হেলে।' *বড়ু*, ১৫০০।

হেলেঁ ১ *ক্রিবিণ* অবহেলায়। 'তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। ২ *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'নাম মোর বনমালী হেলেঁ দলিবোঁ কালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেলে দুলে ১ *ক্রিবিণ* অলস ভঙ্গিতে। 'হেলে দুলে যায় চলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *ক্রিবিণ* নেচে নেচে। 'ফুলেরা আমোদে মেতে হেলে দুলে বাতাসেতে আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হেলে-পড়া *বিণ* নুয়ে-পড়া। 'মানুষের আয়ুতে ঘাটের কোঠা অন্তদিগন্তের দিকে হেলে-পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হেলে-ফেলে *ক্রিবিণ* বাদসাদ দিয়ে। 'হেলে-ফেলেও পনেরোটি হাজার টাকা হেঁকে তুলবেন।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

হেলান [হি হিলনা] ১ *বিণ* সংলগ্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* কাত করা; হেলানো। *ওর্সাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বি* ঠেসান। 'চৌকিতে হেলান দিয়ে কঠিন প্রস্তর-মূর্তির মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হেলান এড়া *ক্রি* বিচ্যুত হওয়া। 'হেলান এড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হেলান দেওন *বি* ঠেস দেওয়া। *ওর্সাঁ*, ১৭৮৫।

হেলান দেওয়া *ক্রি* ঠেস দেওয়া; কাত হওয়া। 'পিয়ানোর ডালার উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হেলানপিঠ *বি* চেয়ারের যে অংশে হেলান দেওয়া হয়। 'ডেক চেয়ারের হেলানপিঠে গড়াগড়ি খায় হিক সাহেবের মাথাটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হেলানিয়া *বিণ* হেলান-দেওয়া। 'বারান্দায় একটি হেলানিয়া বেঞ্চি।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

হেলানো ১ *ক্রি* হারানো; পরাজিত করা। 'কোন মতে হারেসের হেলাতে নারিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *ক্রি* নত করা। 'হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে মিষ্ট হাসি টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হেলাল [আ হিলাল] *বি* নতুন চাঁদ। 'তুমি আনিয়াছ হেলাল আজ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হেলেঁ *দ্র* **হেলা**[2]

হেলে[1] *দ্র* **হেলা**[2]

হেলে[2] *বি* একপ্রকার বিষহীন সাপ। 'ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতী ঢোঁড়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

হেলে[3] [স হল>] *বি* কৃষক; চাষি। 'মাঠের হেলের নাস্তা নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায়।' *জসীম*, ১৯২৭।

হেলোখাসা [স হল>] *বিণ* খাঁটি চাষা (ব্যঙ্গার্থে)। 'সে বড়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেলোখাসা, পীরিতের করে আশা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হেলে-দুলে *দ্র* **হেলা**[২]

হেলে-ফেলে *দ্র* **হেলা**[২]

হেলেনীয় [গ্রীক হেলেন+স ঈয়] *বিণ* গ্রীকপুরাণের নায়িকা হেলেন সম্পর্কিত। 'সেকান্দার শাহার বলদৃপ্ত বিজয় অভিযানে হেলেনীয় সভ্যতা পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে গেছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হেলো [ই] *অব্য* দৃষ্টি আকর্ষক সম্বোধনবিশেষ – এই যে। 'হেলো পুঁটিরাম, এখানে যে?' *গিরিশ*, ১৮৮৬। *দ্র* **হ্যাঁলো**

হেল্লো [ই] *অব্য* দৃষ্টি আকর্ষক সম্বোধনবিশেষ – এই যে। 'ও খালি হেল্লো হেল্লো ক'রে লেকচার হাঁকবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

হেসা [স হ্রেষা] *ক্রি* হ্রেষাধ্বনি করা। 'সঘনে হেসরে ঘোড়া মন্দুরা ভিতর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হেস্তনেস্ত [ফা হাস্ত-নীস্ত] *বি* চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। 'একটা হেস্তনেস্ত করে দেওয়ার অভিপ্রায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হেহে [ধ্বন্যা] *অব্য* উৎসাহসূচক ধ্বন্যাত্মক শব্দবিশেষ। 'যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ। হেহে লহে।' *বড়ু*, ১৫০০।

হৈকুচি [স হিক্ক] *বি* হেঁচকি। 'হৈকুচি করিয়া কান্দে সজ্জারু সসারু দুঃখ না ঘুচিল মা সেবি কল্পতরু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হৈন্দবি [ফা হিন্দু>] *বি* ভারতবর্ষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হৈম [স] *বিণ* সোনালি। 'দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হৈমকিরীটিনী [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) সোনালি মুকুট পরিহিত। 'শোভেন যেমতি উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হৈমচ্ছটা [স] *বি* স্বর্ণালোক। 'নবনূর-এর জীবনদায়িনী হৈমচ্ছটা অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে।' *কোহিনূর*, ১৯১১।

হৈমবতী [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'হৈমবতী জাহারে স্বহায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হৈমময় [স] *বিণ* স্বর্ণময়। 'তুমি তেজাকর, হৈমময় তেজঃপুঞ্জ প্রসাদের ছলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

হৈমময়ী [স] *বিণ* স্বর্ণময়ী। 'যবে ফুল্ল-কুল-সখী হৈমময়ী উষা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হৈমাভা [স] *বি* সোনালি দীপ্তি। 'সূর্যের হৈমাভা পড়িয়া পড়িয়া সরোবরের সৌন্দর্য যেন উথলিয়া পড়িতেছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

হৈমাসন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্ণনির্মিত আসন। 'শচী সহ দেবসভা-মাঝে, বসিতেন হৈমাসনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হৈমন্তিক [স] *বিণ* হেমন্তকালে জাত। 'হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হৈমন্তী *বিণ* হেমন্তকালীন। 'হিমঝুরির হৈমন্তী পালা হয়েছে নিঃশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হৈ, হৈ হৈ [ধ্বন্যা] **১** *বি* কথা চালাচালি। 'তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* চিৎকার। 'চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* চিৎকারযুক্ত। 'ছুটি-পাওয়া ছেলেদের ধেয়ে যাওয়া হৈহৈ রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হৈহল্লা [ধ্বন্যা হৈ+স হল্লা] *বি* চিৎকার-চেঁচামেচি। 'মল্লিক বাজারের মোড়ে বেশ হৈহল্লা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হৈহাঙ্গামা [হৈ+ফা হাঙ্গামহ] *বি* গোলমাল। 'এ বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈহাঙ্গামা আর ভালো লাগে না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হৈ হামারি *বি* হইচই। 'কর্তার পাশ দিয়ে হৈ হামারি করে ছুটে চলে যাই।' *হাসান*, ১৯৬০।

হৈ-হুল্লোড় *বি* চিৎকার ; হট্টগোল। 'আমাদের এই হৈ-হুল্লোড় যখন চরমে।' *জসীম*, ১৯৬১; 'বার্লিনের হৈ-হুল্লোড় গির্জেগুলোকে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হৈ হৈ পাড়া *ক্রি* হইচই করা। 'হৈ হৈ পাড়াটা ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হো[১] [স সঃ] *অব্য* আলঙ্কারিক শব্দবিশেষ। 'এভোঁহো চিন্তহ যবেঁ আক্ষার হিত।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হংস রএ সরোজরে শুআহো পাঞ্জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আগে শুনি যে কাজ ন করএ পাছে হো পচতাও।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'এই বেলা সবে মিলে চলো হো, চলো হো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হো[২] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'হো জাতিকে লড়কা বা লড়াইয়া কোল বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হোঁচট *বি* হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ পায়ে ধাক্কা লাগা ও তার ফলে শরীরের ভারসাম্য হারানো। 'যদি কোনো বয়স্ক লোক হোঁচট খায়, তবে সে চিন্তা করে, বাধাটা কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হোঁট [প্রা হেট্‌ঠা] *বিণ* হেট। 'মনে চিন্তা করে পাত্র হোঁট কর্যা মাথা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হোঁতকা, হোঁৎকা *বিণ* মোটা। 'ডাইনি তুমি হোঁতকা পেটুক।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'বাড়ির কর্তাকে দেখতে পাব শূয়ারের মত হোঁৎকা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হোঁদল *বিণ* পেটমোটা। **হোঁদল কুতকুত** *বি* গাঢ় কালো রঙের কুৎসিত পেটমোটা কল্পিত প্রাণীবিশেষ। 'তাকে পাঠিয়ে দেব বাচ্চা হোঁদল কুতকুতের।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হোঁশ [ফা হোশ] *বি* হুঁশ। 'সাকুব হইলে ইশারায় কর্ম্ম বুঝে – তোর চোকে আঙুল দিয়া বললুম তাতেও হোঁশ হইল না?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হোগল *বি* চাটাই ইত্যাদি বোনা যায় এমন এক প্রকার বড়ো ঘাস; হোগলা। 'বসতবাটী কিম্বা দোকানঘর ওগয়রহ খড় কিম্বা বিচালি কিম্বা হোগল ও দরমা ওগয়রহ।' *ক্যালগে*, ১৮০০; 'হোগল, বনমালী প্রভৃতি নানা আগাছার অবাধ রাজত্ব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। *দ্র* **হুগল**

হোগলা *বি* চাটাই ইত্যাদি বোনা যায় এমন এক প্রকার বড়ো ঘাস। 'এক গাছ হোগলা ঘাশ আনিয়া নিরুপন করিল খড়গ।' *রামরাম*, ১৮০১।

হোচটপথ *বি* উঁচুনিচু পথ। 'তোমার বুকে হোচটপথে চাঁদের আলোয় মোট বয়েছি।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

হোছাল *বি* হেঁচকা টান। 'হেনকে হোছাল মারে লহেতে পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হোজরা [আ হিজরা] *বি* ছোটো কোঠাঘর। 'জেয়াদের পত্র লইয়া হোসেন মাননীয়া বিবি সালেমার হোজরা সমীপে গমন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। *দ্র* **হুজরা**

হোটেল [ই] **১** *বি* খাবার দোকান; রেস্তোরাঁ। 'আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* অর্থের বিনিময়ে সাময়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসের ঘর। 'সে-রাত্রে ব্রিন্দিসির হোটেলে আশ্রয় নিতে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হোটেলওয়ালা [ই হোটেল+হি ওয়ালা] *বি* হোটেলের মালিক। 'আহারের খরচের এক হিসাব হোটেলওয়ালা দেয়।' *রাজ*, ১৮৭৪।

হোটেলমূলক [ই হোটেল+স মূলক] *বিণ* হোটেল-নির্ভর হয়ে উঠেছে এমন। 'বলতে গেলে হোটেলমূলক সভ্যতা, গির্জামূলক ধর্ম, নাচঘরমূলক সমাজ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

হোড় [স হোড়>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

হোতা [স হোতা>] *বিণ* যজ্ঞকর্তা। 'মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হোত্তেল [স হরিতাল] *বি* হরিতাল। 'বাজারে হোত্তেল মাগ্‌গি হয়ে উঠলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হোথা [স তথা] *ক্রিবিণ* সেখানে। 'ইমাম হাসান হোথা গিয়াছে শিকারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হোথায় *ক্রিবিণ* সেখানে। 'হোথায় আমায় ডুবতে দাও, ওগো, মরতে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

হোম[১] [স] ১ *বি* যজ্ঞ। 'হোমের তিলক ভালে দিল দ্বিজবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* যজ্ঞের আগুন। 'শীতের বাতাসে তার নিভে গেলো হোম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

হোমকুণ্ড [স] *বি* হোমযজ্ঞের জন্য আগুন জ্বালানোর গর্ত। 'কেউ না থাকলে হোমকুণ্ডে ভস্ম ক'রে ফেলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হোম-ধূম [স] *বি* যজ্ঞাগ্নির ধোঁয়া। 'সেদিনকার মাল্যচন্দন, নববস্ত্র ও হোম-ধূমের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হোমধেনু [স] *বি* যে গাভীর দুধ থেকে যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় ঘৃত প্রস্তুত হয়। 'তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি শ্রান্ত হোমধেনুগণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হোমবহ্নি [স] *বি* যজ্ঞের আগুন। 'বিচ্ছেদেরই হোমবহ্নি হতে, পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'পূজার স্থানে প্রজ্বলিত হোমবহ্নির সম্মুখে বসিয়াই ন্যায়রত্ন ...।' *তারা*, ১৯৪২।

হোমশিখা [স] *বি* হোমযজ্ঞের অগ্নিশিখা। 'স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'হিংসা-হোমশিখা জ্বালি সৃজিলাম বিভীষিকা স্নেহমরা শুষ্ক মরুভূমে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

হোমহুতাশন [স] *বি* যজ্ঞাগ্নি। 'তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্বাণ রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ওরি লাগি আসন পাতো হোমহুতাশন জ্বেলে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

হোমাগ্নি [স] *বি* যজ্ঞের আগুন। 'স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন আহুতি ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

হোমাগ্নিশিখা [স] *বি* যজ্ঞের আগুনের শিখা। 'বিফল হোমাগ্নিশিখা শ্মশানভূমির ক্ষুধিত চিতাগ্নিরূপে উঠেছে জাগিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হোমানল [স] *বি* যজ্ঞের আগুন। 'হোমানলে মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

হোমের ফোঁটা *বি* যজ্ঞের ছাইয়ের ফোঁটা। 'নাকে তিলক, তার উপরে হোমের ফোঁটা।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হোম[২] [ই] ১ *বি* বাসস্থান। 'যে দেশ, যে স্থান ভাল সেই আমাদের হোম।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বি* (শিশু, বৃদ্ধ বা রোগীদের পরিচর্যার জন্য) আশ্রম। 'অনাথ শিশুদের নিয়ে চিটাগাং শহরে একটা হোম খোলার চেষ্টা চলছে।' *বেগম*, ১৯৭০।

হোমগার্ড [ই] *বি* রক্ষীবাহিনী। 'হোমগার্ডে লোক লওয়া হইয়াছে হিন্দুসভার চাঁইদের ছুপারিশ অনুসারে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

হোমরুল [ই] *বি* স্বরাজ। 'তোমরাই আবার হোমরুল চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হোমসিকনেস [ই] *বি* গৃহকাতরতা। 'মাফি, তুমি হোমসিকনেসে ভুগছো নাতো?' *হাই*, ১৯৫৮।

হোমর [ই] *বি* ইলিয়াড ও অডেসি নামক গ্রীক মহাকাব্যের রচয়িতা। 'হোমর ও বর্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হোমরা চোমরা ১ *বিণ* গণ্যমান্য; সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী। 'অনেক হোমরা চোমরা বাবু ভেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বি* প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'হোমরাচোমরা দিয়া কোনো কাজ হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বি* উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। 'হোমরা চোমরা ওমরা যায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হোমিওপ্যাথ, হোমিওপ্যাথি [ই] *বি* স্যামুয়েল হ্যানিম্যান প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতি। 'হোমিওপ্যাথি দেখব?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'অ্যালোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সকল রকমের চিকিৎসক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হোমিওপ্যাথিক [ই] *বিণ* হোমিওপ্যাথি-পদ্ধতির। 'নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হোয়াইটওয়াশ [ই] *বি* চুনকাম। 'হোয়াইটওয়াশ যা করিয়াছি তাই দেখিতেছি নহে রইবার।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হোররা [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চ কোলাহল। 'আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায় ... থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি, সন্ন্যাসীর হোররা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হোরা [স] *বি* আড়াই দণ্ড পরিমিত কাল; ঘণ্টা। 'অর্ধ রাত্রি হইতে হোরা অর্থাৎ বেলার গণনা আরম্ভ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'যখন তিনি মুকুরনির্মাণে বসিতেন, ক্রমাগত দ্বাদশ চতুর্দশ হোরা পরিশ্রম করিতেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

হোরি [স হোলিকা] *বি* বসন্ত-উৎসব। '"হোরির বক্সিস" "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী" "রাখী পূর্ণিমার প্রণামি" দিয়েও মন পাওয়া ভার।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **হোলি**

হোরিকা [স হোলিকা] *বি* বসন্তোৎসব। 'হোরিকা মেলা, আবির খেলা/ রসরঙ্গ-তরঙ্গ উথালি।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

হোরিখেলা [স হোলিকা+খেলা] *বি* দোলযাত্রা উদ্‌যাপন। 'এই পঙ্কিল রসের হোরিখেলায় পিচকিরিটা তাদেরই হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হোল [আ হওল] *বি* অণ্ডকোষ। 'সেই হইতে [মোর] ফুলেছে হোলবিচি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হোলনা [হি হোলসা] *বি* বড় মালসা। 'এক এক জনারে দুই দুই হোলনা দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হোলা [হি হোলসা] *বি* মাটির পাত্রবিশেষ; মালসা। 'পোস্ত খাবার হোলাটী সেই ভাস্যা গেল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হোলি [স হোলিকা] *বি* দোলযাত্রা। 'বাদল-দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাফি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। *দ্র* **হোরি**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোলিখেলা ১ *বি* আনন্দোৎসব। 'সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* (হিন্দুপর্ব) দোলযাত্রা। 'হোলিখেলার দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হোল্ড [ই] *বি* পণ্য রাখার জন্য জাহাজের অভ্যন্তরের অংশ। 'আগুন লেগেছে জাহাজের সেকেন্ড হোল্ডে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হোল্ডল [ই] *বি* বিছানা বাঁধার জন্য চামড়া ও শক্ত কাপড়ের তৈরি প্যাকেটবিশেষ। 'বিস্তারা বাঁধবার হোল্ডল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হোল্ডার [ই] *বি* বৈদ্যুতিক বাল্‌ব ধরে রাখার আধারবিশেষ। 'প্ল্যাগপয়েন্ট, হোল্ডার সবই তো দরকার হবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

হোশ [ফা] *বি* চেতনা। 'আজ আমাদের খুন ছুটেছে, হোশ টুটেছে।' *নজরুল*, ১৯২২। *দ্র* **হুঁশ**

হোস্টেল, হোস্টেল [ই] *বি* ছাত্রাবাস। 'হোস্টেলের ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তলিত হয়েছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'হোস্টেলের অভাব মেয়েরা অনেক কাল থেকে অনুভব করছে।' *বেগম*, ১৯৫৩। *দ্র* **হস্টেল**

হোস্টেল-সুপার [ই] *বি* ছাত্রাবাসের পরিচালক। 'হোস্টেল-সুপার সত্যপ্রিয়বাবু ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হোসপাইপ [ই] *বি* পানি সরবরাহের নল। 'করপোরেশনের লোকে রাস্তায় হোসপাইপ দিয়ে পানি দিচ্ছে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

হোসেনী কানাড়া *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'হোসেনী কানাড়া – কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হোস্টেস [ই] *বি* আতিথ্যকর্ত্রী; আমন্ত্রণকারিণী। 'আজকের ব্যাপারে হোস্টেস কে?' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হো হো [ধ্বন্যা] ১ *বি* বাতাসের শব্দ। 'সন্ধ্যাবায়ু প্রবেশ করাতে হোহো করিয়া শব্দিত হইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* প্রাণখোলা। 'সেদিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বি* উচ্চহাসির শব্দ। 'হোহো হাহা হাহা হিহিহিহি।' *নজরুল*, ১৯২২।

হৌঁ [ধ্বন্যা] *অব্য* ওগো। 'হোইহৌঁ দাসী তোরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হৌজ [আ হৌজ] *বি* চৌবাচ্চা। 'নীলের কুঠী মায় ১৬ যোড়া হৌজ ও জলের হৌজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

হৌস [ই হাউস] *বি* বাণিজ্য কুঠি। 'হৌস সকল ফেইল হওয়াতে অনেক ব্যক্তি কর্মচ্যুত হইয়াছে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮।

হৌসওয়ালা [ই হৌস+হি ওয়ালা] *বি* বাণিজ্য কুঠি বা সওদাগরি দপ্তরের কর্মকর্তা। '... হৌসওয়ালারাও প্রথমে কিঞ্চিৎ লাভ দেখাইয়া পরে ঝুলি কাঁধা যাহা থাকে সমুদয় লয়েন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

হ্যাঁক হ্যাঁক [ধ্বন্যা] *বি* মাটিতে কোপ দেওয়ার শব্দ। 'হ্যাঁক হ্যাঁক করে আওয়াজ বের করে উঠোনে কোপ দিল সে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

হ্যাঁচকা [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* আকস্মিক। 'জীবনে এসব হ্যাঁচকা ভালোবাসার কোনো গল্প ছিল না।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* হঠাৎ সজোরে টান। 'প্যাকিং বাক্সদের কবল থেকে এক হ্যাঁচকায় উদ্ধার করে ...।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

হ্যাঁচকা টান *বি* হঠাৎ সজোরে টান। 'তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হ্যাঁচকা-হেঁচকি *বি* সজোরে টানাটানি। 'হ্যাঁচকা-হেঁচকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

হ্যাচকা *বিণ* আকস্মিক। 'হ্যাচকা বাতাসের ঝাপটা এলো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

হ্যাঁচ্চো [ধ্বন্যা] *বিণ* হাঁচির। 'আর ঘন ঘন হ্যাঁচ্চো শব্দে পড়াশুনা বন্ধ হয় আর-কি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'আমার বড়ই হ্যাঁচ্চো পাইয়াছে।' *জসীম*, ১৯৬০।

হ্যাঁচ্ছো [ধ্বন্যা] *বি* হাঁচি। '(উৎকট হাঁচি) হ্যাঁচ্ছোঃ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

হ্যাঁদা *বি* বোকা। 'দূর হ্যাঁদা, কইতে যামু আমি?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হ্যাঁপা [হেপা] ১ *বি* ঠেলা। 'প্রেমের হ্যাঁপায় হাঁপিয়ে ভেঁপু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* প্ররোচনা। 'কোনো পুরুষের প্রেমে বা হ্যাঁপায় পড়ে গৃহ বা কুলত্যাগিনী হয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হ্যাঁলো [ই] *অব্য* দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যবহৃত শব্দ। 'ডাকবো না কি- হ্যাঁলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। *দ্র* **হেলো**

হ্যাঁসফ্যাঁস [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। 'হাঁপ ছাড় হ্যাঁসফ্যাঁস ও রকম হাঁ করে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

হ্যাঁসফ্যাঁসানি *বি* অস্থিরভাবে জোরে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। 'ব্যাচারির হ্যাঁস-ফ্যাঁসানির শেষ নেই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হ্যাংনামা [ফা হাঙ্গামহ্] *বি* হাঙ্গামা। 'ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। *দ্র* **হাঙ্গাম**

হ্যাংলা *বিণ* হীনভাবে লোভ প্রকাশ করে এমন। 'ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব।' *বিভূতি*, ১৯২৯। *দ্র* **হেংলা**

হ্যাংলাপনা *বি* হীনভাবে লোভ প্রকাশ। 'উনি নিজেই যদি হ্যাংলাপনা করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হ্যাংলা মার্কা [হ্যাংলা+প মার্কা] *বিণ* নির্লজ্জভাবে লোলুপতা প্রকাশ করে এমন ধরনের। 'মাছের আশায় হ্যাংলা মার্কা কাদা থাকে বসে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

হ্যাংলামি *বি* লঘুচিত্ততা। 'তৃষিত চোখে চাহিয়া থাকার সে কি হ্যাংলামি!' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হ্যাঙ্গাম [ফা হাঙ্গামহ্] ১ *বি* ঝামেলা। 'নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে ...।' *হুতোম*, ১৮৬২। ২ *বি* গোলমাল। 'জিনিসপত্র নামানোর হ্যাঙ্গামে কেহ তা লক্ষ করিল না।' *নজরুল*, ১৯৩১। *দ্র* **হাঙ্গাম**

হ্যাঙ্গামা [ফা হাঙ্গামহ্] *বি* ঝামেলা। 'কাজ কি হ্যাঙ্গামা বাড়িয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হ্যাচকা *দ্র* **হ্যাঁচকা**

হ্যাচড়া পুজা *বি* ফরিদপুর অঞ্চলে কৃষিজীবী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকাচারবিশেষ। 'হ্যাচড়া পুজোর ছড়ার মত ফুরফুরিয়ে ঘোরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

হ্যাজাক [ই] *বি* উজ্জ্বল আলো দেয় এমন গ্যাসের বাতিবিশেষ। 'হ্যাজাকটা বার করেন তিনি।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

হ্যাজাকবাতি [ই হ্যাজাক+বাতি] *বি* উজ্জ্বল আলো দানকারী গ্যাসের বাতিবিশেষ। 'হ্যাজাকবাতির ম্যান্টেলের চেয়েও ...।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

হ্যাট [ই] *বি* মাথার টুপিবিশেষ। 'হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হ্যাটকোটধারী [ই হ্যাটকোট+স ধারী] *বিণ* সাহেবি পোশাক পরিহিত। 'হ্যাটকোটধারী শ্বশুরকে প্রথমে চিনিতেই পারে নাই।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাটুয়া *বি* হ্যাট পরে আছে যে। 'হ্যাটুয়ারা দেয় হ্যাটে তালি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

হ্যাণ্ড, হ্যান্ড [ই] *বি* হাত। **হ্যাণ্ডকাপ, হ্যান্ডকাপ** [ই] *বি* হাতকড়া। 'যাওয়ার সময় তাকে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে নিয়ে চলে যেত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

হ্যাণ্ডনোট, হ্যান্ডনোট [ই] *বি* ঋণস্বীকারের দলিল। 'আপনি হ্যাণ্ডনোটে ধার করবেন না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'রায়তী স্বত্ব, না-দাবি, হ্যাণ্ডনোট ...।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

হ্যাণ্ডবল [ই] *বি* খেলার সময়ে হাত দিয়ে বল ধরার অপরাধ। 'করে শুধু হ্যাণ্ডবল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

হ্যাণ্ডবিল [ই] *বি* প্রচারপত্র। 'পুলিশ ও পোস্টাল বিভাগ ... বহুতর হ্যাণ্ডবিল ধরিয়া ফেলিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

হ্যাণ্ডব্যাগ, হ্যান্ডব্যাগ [ই] *বি* হাতব্যাগ। 'গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটা আনিয়া দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'তাঁহার সঙ্গে মাত্র একটী হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

হ্যাণ্ডশেক [ই] *বি* করমর্দন। 'হ্যাণ্ডশেক করে বেড়িয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হ্যাণ্ডসম [ই] *বিণ* সুদর্শন। 'আর ছেলেটি দেখতেও কী হ্যাণ্ডসম।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

হ্যাণ্ডল [ই] *বি* পরিচালনা। 'কিভাবে হ্যাণ্ডল করতে হয় শিখিয়ে দেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

হ্যাণ্ডেল, হ্যান্ডেল [ই] *বি* হাতল। 'হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'ওদের হ্যান্ডেল হওয়া ছাড়া ... মিস্ত্রের চ্যাংদোলায় নিজে চেপে আসি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

হ্যান্ডিল [ই] *বি* গাড়ির হাতল। 'চটে গিয়ে তিনি হ্যান্ডিল মারার ভয়ও দেখিয়েছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হ্যাণ্ডলুম [ই] *বি* হাতে চালিয়ে কাপড় বোনা হয় এমন যন্ত্র। **হ্যাণ্ডলুম-হাউস** [ই] *বি* তাঁতঘর। 'হ্যাণ্ডলুম-হাউসে নকশা নাই!' *শক্তি*, ১৯৬৫।

হ্যাদে [ধ্বন্যা] *অব্য* সম্বোধনসূচক শব্দবিশেষ; ওগো। 'হ্যাদে ছুঁড়ি হাস্য মোর ডঙ্গ কৈলি নৃত্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হ্যানোত্যানো *অব্য* প্রভৃতি। 'তরকারী, কাঠ, মুরগী – হ্যানোত্যানো নানান জিনিস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হ্যাপসা *বিণ* অস্বস্তিকর। 'ধোঁয়া ও বাসি দুধের একটা হ্যাপসা গন্ধ।' *জীবন*, ১৯৩২।

হ্যাভার-স্যাক [ই] *বি* খাদ্যাদি বহনের জন্য ব্যবহৃত সৈন্যদের থলি। 'আমার হ্যাভার-স্যাক থেকে একটু আচার বের করে খাওয়া যাক।' *নজরুল*, ১৯২২।

হ্যাম [ই] *বি* শুয়ারের মাংস। 'রাঙ্গামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হ্যারিকেন [ই] *বি* লণ্ঠন। 'রসো তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে বলল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬। দ্র **হারিকেন, হেরিকেন**

হ্রদ [স] *বি* চারদিকে স্থলবেষ্টিত বৃহৎ প্রাকৃতিক জলাশয়। 'জেজ্জন আসিয়া পিপ এই হ্রদে পানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হ্রদতীর [স] *বি* হ্রদের উপকূল। 'হ্রদতীরে স্ত্রীপুরুষ সকলে মনের আনন্দে বেড়াইতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হ্রস্ব [স] **১** *বিণ* সংক্ষিপ্ত; ছোটো। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'ম তে হ্রস্ব উ কার একটু নীচে টানিয়া দেও।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* খাটো। 'চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হ্রস্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* খর্বাকৃতি। 'দীর্ঘ যে দেখায় হ্রস্ব যারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হ্রস্ব আ *বি* স্বরবর্ণের প্রথমটি; অ। 'বাংলায় এই হ্রস্ব আ অর্থাৎ অ আমাদের উচ্চারণে আ নাম নিয়েই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হ্রস্ব ইকার [স] *বি* স্বরবর্ণের তৃতীয়টি; ই। 'তদ্ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় স্থলেই হ্রস্ব ইকারান্ত লিখিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

হ্রস্ব উ *বি* স্বরবর্ণের পঞ্চমটি; উ। 'হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

হ্রস্ব ঐকার *বি* সংক্ষিপ্ত ঐকার। 'তখন হ্রস্ব ঐকার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

হ্রস্বকায় [স] *বিণ* খর্বাকৃতি। 'বিদ্যালয়ের ... সহকর্মীরা স্বভাবতই ... হ্রস্বকায়, অস্থিষ্ট প্রতিভাবান পুরুষটিকে বিশেষ পাত্তা দেননি।' *শিব*, ১৯৭৩।

হ্রস্বতম [স] *বিণ* সবচেয়ে ক্ষুদ্র। 'গাছের ছায়া হ্রস্বতম।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হ্রস্বতা [স] *বি* অল্পতা। 'দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

হ্রস্বতেজা [স] *বিণ* তেজহীন। 'নক্ষত্র ক্রমে হ্রস্বতেজা হইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হ্রস্ব-দীর্ঘ [স] *বিণ* দৈর্ঘ্য-সম্পর্কিত। 'হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই তার পক্ষে বাবা জ্যাঠা দুই সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হ্রস্বদীর্ঘতা [স] *বি* ছোটো বড়ো অবস্থা। 'সে ঢং ক্রিয়াপদের হ্রস্বদীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

হ্রস্বদীর্ঘাদি [স] *বি* স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা। 'শব্দসকলের হ্রস্বদীর্ঘাদি প্রভেদ যথেষ্ট পরিমাণে।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

হ্রস্বস্কন্ধ [স] *বিণ* খাটো ঘাড়বিশিষ্ট। 'হ্রস্বস্কন্ধের বংশলোপ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হ্রস্বীকরণ [স] *বি* হ্রস্ব করার কাজ। 'অমূল্যধনের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের নিয়ম জেনেও তারা কাজ গোছাতে পারবে না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হ্রাস [স] **১** *বি* ক্ষয়। 'চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ক্ষতি। 'লোকের কোনহ প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৩** *বি* অবনতি। 'এক্ষণে ক্রমে তাহার হ্রাস হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **৪** *বি* কমতি। 'মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

হ্রাস করা[১] *ক্রি* কমিয়ে দেওয়া। 'পূর্ণতার ভাবকে হ্রাস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হ্রাস-করা[২] *বিণ* কমানো। 'মাথার বালিশ থেকে তুলোগুলো হ্রাস-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হ্রাসতা [স] **১** *বি* দৌর্বল্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* ক্ষয়। 'যেমন২ যৌবনের হ্রাসতা হইতে থাকে তদনুযায়ী আদরের হ্রাসতা হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হ্রাস পাওয়া *ক্রি* কমে যাওয়া। 'যাত্রীদের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে হ্রাস পাইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'মূল্যের কিছু হ্রাস পেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

AMARBOI.COM

হ্রাসপ্রাপ্ত [স] *বিণ* হ্রস্বীভূত। 'পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

হ্রাস-বৃদ্ধি [স] *বি* বাড়া-কমা। 'এই উঠা-নাবার সঙ্গে রোগবিশেষের হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হ্রাস হওয়া *ক্রি* কমে যাওয়া। 'এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অনুমতিপ্রাপণের পরঅবধি ঢাকা শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হ্রী [স] *বি* লজ্জা। 'হ্রী পাইয়া হ্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হ্রেষা[১] [স] *বি* ঘোড়ার ডাক। 'হয়ব্যূহ মিশাইলা হ্রেষারব সে রবের সহ!' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'রাজপুরীর অশ্বশালায় ভীত অশ্বের হ্রেষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'আহতের আর্তনাম অশ্বের হ্রেষা রণশঙ্খের ধ্বনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হ্রেষাধ্বনি [স] *বি* ঘোড়ার ডাক। 'একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া হ্রেষাধ্বনি করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'আস্তাবল থেকে চিঁহি চিঁহি শব্দে হ্রেষাধ্বনি উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হ্রেষারব [স] *বি* ঘোড়ার ডাক। 'হয়ব্যূহ মিশাইলা হ্রেষারব সে রবের সহ!' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'তুরঙ্গসকল ... হ্রেষারবে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

হ্রেষা[২] [স] *ক্রি* হ্রেষাধ্বনি করা। 'হ্রেষি আস্কন্দিল হয়-বৃন্দ; ঝনঝনিল কৃপাণ পিধানে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, উর্দ্ধ কর্ণে শুনি নূপুরের ঝনঝনি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হ্লাদরস [স] *বি* আহ্লাদ রস। 'যার ফলে চেতনায় হ্লাদরসের আস্বাদ হয় ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

হ্লাদিনী *বি* বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে আনন্দ দানকারী সত্তা। 'আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হ্লাদৈকময়ী [স] *বিণ* আনন্দময়ী। 'তিনি হ্লাদৈকময়ী – আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন।' *অবন*, ১৯২৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~